ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এণ্ড

থেরাপিউটিক্স।

প্রথম খণ্ড।

২য় সংস্করণ

কেন্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং বহুদর্শী
ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত।

১০ খণ্ডে সমাপ্ত

প্রকাশক—

এস্, এন, রায় এণ্ড কোং

দি রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

৮৫-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীফণিভূষণ রায়,

প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৫২/৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

১২ বৎসর হইল এই পুস্তক লিখিতে বসিয়াছিলাম। নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শ্রীভগবানের ইচ্ছায় আজ তাহা শেষ করিলাম। ইহা তাঁহার বিশেষ করুণা। এই দীর্ঘ সময় তিনি আমাকে সুস্থ রাখিয়াছিলেন, তাই আজ ইহা সকলের সম্মুখে বাহির করিতে সক্ষম হইলাম।

চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য রোগ-মরণ-সঙ্কুল পৃথিবীতে সুস্থ শান্তি বিধান বা রোগ-শোকার্ত্তের হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা দূরীকরণ। চিকিৎসা-শাস্ত্র মানব ও ঋষিগণের জ্ঞান ভাণ্ডারের-অমূল্য রত্ন। দুর্জ্ঞেয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের-সুবিস্তৃত আকাশ সর্ব্বদাই গাঢ়তম অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

হোমিওপ্যাথিক্ বা সদৃশ বিধান চিকিৎসা আমাদের দেশে নূতন নহে। অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার আর্য্যদিগের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার মূলসত্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস আজ পর্য্যন্ত জগতে যত প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্র বা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই শ্রেষ্ঠ।

এই পুস্তক প্রণয়নে আমাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, একাই লিখিয়াছি এবং একাই প্রুফ দেখিয়াছি, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাহায্য পাই নাই। ত্রুটি এবং ভ্রম যথেষ্ট রহিয়াছে তাহাও জানি—তাহা সংশোধন করিয়া উঠিতে পারি নাই, পাঠকদিগের নিকট তাহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আশা আছে দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। পুস্তকটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে, ঔষধের পার্থক্য নিরূপণ করিতে, রোগীর বিবরণ সংযোগ করিতে, প্রচলিত এবং স্বল্প প্রচলিত ঔষধগুলি সন্নিবিষ্ট করিতে, রোগে ডাইলিউসন নির্ণয় করিতে কোন প্রকার ত্রুটী করি নাই। এখন পাঠকগণের উপকারে আসিলে এবং পাঠ করিয়া সুখী হইলে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইব এবং সমুদয় পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

একটি বিষয় এই স্থলে বিশের উল্লেখ যোগ্য যে, এই পুস্তক প্রকাশে বিখ্যাত রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসীর সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত এস, এন, রায় মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আমি নিজে ৪ খণ্ড মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম আর বাকী খণ্ডসমূহ তিনি যদি প্রকাশ করিতে ভার গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে এই পুস্তক বাহির হইতে আরও বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা ছিল। শ্রীযুত এস, এন, রায় মহাশয়ের নিকট আমি এই বিষয়ে চির ঋণী রহিলাম।

১।৬, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
মহালয়া, আশ্বিন ১৩৪১

গ্রন্থকার—
উপেন্দ্রনাথ সরকার

উৎসর্গ পত্র।

মা! যে চিকিৎসা আমি শিক্ষা করিয়াছি এবং যে চিকিৎসা বিষয়ে আজ ৯ বৎসর যাবৎ পুস্তক লিখিতেছি—সেই বহু সাধনার ফল স্বরূপ ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকার এক খণ্ড অদ্য প্রকাশিত হইল। ইহা আমার বড় আদরের জিনিষ, তাই আর কাহাকেও দিয়া তৃপ্ত হইতে পারিব না বলিয়া তোমার পবিত্র চরণে শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন স্বরূপ ইহা উৎসর্গ করিলাম। আশীর্ব্বাদ কর, যে আশায় প্রণোদিত হইয়া ইহা প্রচার করিলাম, তাহা যেন সফল হয়।

তোমার স্নেহের—
উপেন্দ্র।

সূচী পত্র।

(ঔষধের নামানুযায়ী)

সূচী পত্র।

(রোগের নামানুযায়ী)

ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এণ্ড

থেরাপিউটিক্স।

দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং বহুদর্শী

ডাক্তার উপেন্দ্র নাথ সরকার প্রণীত।

প্রকাশক :—

এস, এন, রায় এণ্ড কোং

দি রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী।

৮৫-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক :—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
এস, এন, রায় এণ্ড কোং
৮৫ এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রাবণ, ১৩৪২

প্রিণ্টার—শ্রীফণিভূষণ রায়
প্রকাশ প্রেস,
৬১নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী পত্র

(ঔষধের নামানুযায়ী)

(রোগের নামানুযায়ী)

ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এণ্ড

থেরাপিউটিক্স।

তৃতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কেন্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং বহুদর্শী
ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত।

দশম খণ্ডে সমাপ্ত।

প্রকাশক :—
এস, এন, রায় এণ্ড কোং
দি রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী।
৮৫এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক :—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়

এস, এন, রায় এণ্ড কোং

৮৫এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কার্ত্তিক, ১৩৪৪

প্রিণ্টার—শ্রীফণিভূষণ রায়।

প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৫২।৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সূচিপত্র

(ঔষধের নামানুযায়ী)

সূচিপত্র

(রোগের নামানুযায়ী)

ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এণ্ড

থেরাপিউটিকস।

চতুর্থ খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং বহুদর্শী

ডাক্তার উপেন্দ্র নাথ সরকার প্রণীত।

প্রকাশক :—
এস্ এন্, রায়
দি রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী
৮৫।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

Printed by N. N. Das.
From pages 698 to 889 at the Bee Press
33 Guru Prosad Chowdhury Lane
Calcutta.

সূচীপত্র

ঔষধের নামানুযায়ী

সূচীপত্র

ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এবং

থেরাপিউটিকস।

পঞ্চম খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং বহুদর্শী
ডাক্তার উপেন্দ্র নাথ সরকার প্রণীত।

প্রকাশক :—
এস, এন, রায় এণ্ড কোং
দি রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী।
৮৫এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক :—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
এস, এন, রায় এণ্ড কোং,
৮৫-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬

প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৫২।৩, বৌবাজার ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীফণিভূষণ রায় দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

ঔষধের নামানুযায়ী।

সূচীপত্র।

রোগের নামানুযায়ী।

ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এণ্ড

থেরাপিউটিক্স।

৬ষ্ঠ খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ
এবং বহুদর্শী ডাক্তার

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত।

প্রকাশক—এস্, এন, রায় এণ্ড কোং
রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসি
৮৫।এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে
শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

ঔষধের নামানুযায়ী।

সূচীপত্র

রোগের নামানুযায়ী।

ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এণ্ড

থেরাপিউটিক্‌স।

সপ্তম খণ্ড।

কেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং বহুদর্শী
ডাক্তার উপেন্দ্র নাথ সরকার প্রণীত।

প্রকাশক :—
এস, এন, রায় এণ্ড কোং
দি রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী।
৮৫এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
এস, এন, রায় এণ্ড কোং
৮৫।এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আষাঢ়—১৩৪০

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

ঔষধের নামানুযায়ী

সূচীপত্র।

রোগের নামানুযায়ী।

বিষয়	পত্রাঙ্ক

ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এণ্ড

থেরাপিউটিক্স।

অষ্টম খণ্ড।

কেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং বহুদর্শী
ডাক্তার উপেন্দ্র নাথ সরকার প্রণীত।

প্রকাশক :—
এস, এন, রায় এণ্ড কোং
দি রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী।
৮৫এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়

এস, এন, রায় এণ্ড কোং

৮৫।এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আশ্বিন—১৩৪০

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ

প্রকাশ প্রেস

৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

ঔষধের নামানুযায়ী

সূচীপত্র।

রোগের নামানুযায়ী।

ভ্রম সংশোধন

অষ্টম খণ্ডের প্রথম ১৬ পৃষ্ঠার পত্রাঙ্ক ভুল ক্রমে ১৫৭৪ হইতে ১৫৮৯ হইয়াছে। ইহা ১৫৮৪ হইতে ১৫৯৯ হইবে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা লিখিয়া লইয়া ভুল মার্জ্জনা করিবেন।

ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এণ্ড

থেরাপিউটিক্‌স।

নবম এবং দশম খণ্ড।

কেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং বহুদর্শী

ডাক্তার উপেন্দ্র নাথ সরকার প্রণীত।

প্রকাশক :—

এস, এন, রায় এণ্ড কোং

দি রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী।

৮৫এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
এস, এন, রায় এণ্ড কোং
৮৫।এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আশ্বিন—১৩৪১

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

১২ বৎসর হইল এই পুস্তক লিখিতে বসিয়াছিলাম। নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শ্রীভগবানের ইচ্ছায় আজ তাহা শেষ করিলাম। ইহা তাঁহার বিশেষ করুণা। এই দীর্ঘ সময় তিনি আমাকে সুস্থ রাখিয়াছিলেন, তাই আজ ইহা সকলের সম্মুখে বাহির করিতে সক্ষম হইলাম।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য রোগ-মরণ-সঙ্কুল পৃথিবীতে সুখ শান্তি বিধান বা রোগ-শোকার্ত্তের হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা দূরীকরণ। চিকিৎসা-শাস্ত্র মানব ও ঋষিগণের জ্ঞান ভাণ্ডারের-অমূল্য রত্ন। দুর্জ্ঞেয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের-সুবিস্তৃত আকাশ সর্ব্বদাই গাঢ়তম অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

হোমিওপ্যাথিক্ বা সদৃশ বিধান চিকিৎসা আমাদের দেশে নূতন নহে। অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার আর্য্যদিগের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে-ইহার মূলসত্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস আজ পর্য্যন্ত জগতে যত প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্র বা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তম্মধ্যে এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই শ্রেষ্ঠ।

এই পুস্তক প্রণয়নে আমাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, একাই লিখিয়াছি এবং একাই প্রুফ দেখিয়াছি, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাহায্য পাই নাই। ত্রুটি এবং ভ্রম যথেষ্ট রহিয়াছে তাহাও জানি—তাহা সংশোধন করিয়া উঠিতে পারি নাই, পাঠকদিগের নিকট তাহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আশা আছে দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। পুস্তকটিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে, ঔষধের পার্থক্য নিরুপণ করিতে, রোগীর বিবরণ সংযোগ করিতে, প্রচলিত এবং স্বল্প প্রচলিত ঔষধগুলি সন্নিবিষ্ট করিতে, রোগে ডাইলিউসন নির্ণয় করিতে কোন প্রকার ত্রুটী করি নাই। এখন পাঠকগণের উপকারে আসিলে এবং পাঠ করিয়া সুখী হইলে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইব এবং সমুদায় পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

একটি বিষয় এই স্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য যে, এই পুস্তক প্রকাশে বিখ্যাত রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসীর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত এস, এন, রায় মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আমি নিজে ৪ খণ্ড মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম আর বাকী খণ্ড সমূহ তিনি যদি প্রকাশ করিতে ভার গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে এই পুস্তক বাহির হইতে আরও বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা ছিল। শ্রীযুত এস, এন, রায় মহাশয়ের নিকট আমি এই বিষয়ে চির ঋণী রহিলাম।

কলিকাতা
১,৬ সিতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
মহালয়া, আশ্বিন ১৩৪১

গ্রন্থকার—
উপেন্দ্রনাথ সরকার

সূচীপত্র।

ঔষধের নামানুযায়ী।

সূচীপত্র

রোগের নামানুযায়ী

পক্ষাঘাত

পায়ের ডিমির যন্ত্রণা

পার্শ্ব বেদনা (Pleurodynia)

পাকাশয় শূল

সম্পূর্ণ পুস্তকের সূচীপত্র

ঔষধের নামানুযায়ী

বিষয়	পৃষ্ঠা

সমুদায় পুস্তকের সূচীপত্র

রোগের নামানুযায়ী

উদরাময়

উদরি

একশিরা

অণ্ডকোষপ্রদাহ দেখ।

এপিণ্ডিসাইটিস
(Appendicites)

অন্ত্রপ্রদাহ দেখ।

কর্কট.রোগ (Cancer)

কলেরা (Cholera)

কামোন্মাদ (Nymphomania)

কাশি (Cough)

কৌশিক ঝিল্লির প্রদাহ
(Cellulites)

ক্রোধ বশতঃ রোগ
(Disease caused by anger)

ক্রুপ (Croup)

ঘুংড়িকাশি দেখ।

কৃমি

চক্ষুরোগ
(Eye disease)

চক্ষুস্পন্দন

চিড়ন (Cracks)

বিদারণ দেখ।

চুলকানি (Itches)

দন্তশূল (Toothache)

দন্তনালী (Dental fistula)

দন্ত পোকা খাওয়া

দাঁতের মাড়ি

দন্তোদ্গম (Dentition)

পদদ্বয়ের গোড়ালীর দুর্ব্বলতা (Weak ankles)

পদদ্বয়ের গোড়ালীর যন্ত্রণা

পক্ষাঘাত (Paralysis)

প্রদাহ (Inflammation)

প্রতিক্রিয়া দোষ (Defective re-action)

পাকাশয় প্রদাহ এবং শূল (Gastritis)

পাকাশয় ক্ষত (Gastric ulcer)

পায়ের ডিমির যন্ত্রণা

পারদের অপব্যবহার (Abuse of mercury)

পার্শ্ব বেদনা (Pleurodynia)

পাকস্থলীর শিথিলতা (Relaxation of bowel)

বহুভাষী
(Loquacious)

বহুমূত্র Diabetis)

বক্ষরুদক (Hydrothorax)

বাগী (Bubo)

মেরুদণ্ডের রোগ
(Spinal disease)

মূত্রপিণ্ড প্রদাহ (Nephiritis)

মূত্রপিণ্ডশূল (Renal colic)

শিরঃপীড়া (Headache)

সুতিকা জ্বর
(Puerperal Fever)

সুতিকাক্ষেপ এবং উম্মাদ
(Puerperal Convulsions and mania)

হস্ত-মৈথুন
(Masturbation)

হাম (Measles)

হাঁপানি (Asthma)

হিক্কা (Hiccough)

ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এবং

থেরাপিউটিক্‌স।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে অনেকে সাধারণ চূণ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রম। সাধারণ প্রস্তর চূণ হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির জিনিষ। ডাক্তার হেরিং ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে কেলকেরিয়া অষ্টিয়াম নাম দিয়াছেন এবং অনেক গ্রন্থে উক্ত নামই উল্লেখ রহিয়াছে যেহেতু ইহা (কেলকেরিয়া কার্ব্ব), শুক্তির কঠিন খোসার মধ্যস্থ কোমল এক প্রকার চূণের ন্যায় শ্বেত পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয় (Soft white substance which is found between the external and internal hard layers of the Oystor-shell) বলিয়া ক্যালকেরিয়া অষ্টিয়াম নামই ইহার অধিক উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সাধারণতঃ ইহা ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব নামে অধিক পরিচিত।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। শ্লেষ্মা এবং রসপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট, মেদ প্রবণ এবং গণ্ডমালা ধাতুযুক্ত (Leucophlegmatic and tendency to obesity and scrofulous) শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

২। শরীর স্থূলকায়, থল্‌থলে। ঠাণ্ডা, অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, আদপেই সহ্য হয় না। মস্তক এবং উদর বৃহৎ, ব্রহ্মরন্ধ্র অসম্বদ্ধ এবং কোমল, অস্থি বিকাশে বিলম্ব, শরীরের এবং অস্থির অসামঞ্জস্যরূপ গঠন, মেরুদণ্ড এবং হস্ত পদাদির বিকৃতি।

৩। ঘুমন্ত অবস্থায় মস্তকে বিশেষতঃ পশ্চাদ্দেশে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়, বালিশ ভিজিয়া যায়, এতদ্ব্যতীত ঘর্ম্ম গ্রীবাদেশ, বক্ষঃস্থল, এবং শরীরের উর্দ্ধভাগেও অধিক হয়।

৪। দন্তোদগম এবং চলৎ ও বাকশক্তির বিলম্বে প্রকাশ। (Slow in dentition, learning to walk and talk)

৫। উদ্গার, বমন, ভেদ সমুদায়ই অম্লগন্ধ-যুক্ত।

৬। ঋতুস্রাবের অনিয়মতা। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে, প্রচুর এবং বহু দিন স্থায়ী হয়। পদদ্বয় সাধারণতঃ শীতল, মনে হয় যেন অর্দ্ধসিক্ত মোজা সর্ব্বদা পায়ে দেওয়া রহিয়াছে। সামান্য মানসিক উত্তেজনা কিংবা আবেগে ঋতুস্রাব বৃদ্ধি হয়। (menses too early, too profuse and too long lasting).

৭। ভুক্তদ্রব্য সমীকরণ দোষহেতু (defective assimilation) রোগের উৎপত্তি। অস্থি বিকাশে, দাঁড়াইতে এবং হাঁটিতে বিলম্ব।

৮। পাকস্থলী বাটির উল্টা পিঠের ন্যায় উচু (like an inverted saucer) এবং চাপে যন্ত্রনা বোধ।

৯। রোগাবস্থায় অথবা রোগের আরোগ্যোন্মুখে শিশুর ডিম্ব খাইবার আকাঙ্ক্ষা।

১০। শরীরের স্থানে স্থানে—মস্তক, পাকস্থলী, নিম্নোদর, পদদ্বয় ইত্যাদি স্থানে, শীতলতা বোধ। ঠাণ্ডা বায়ুর স্পর্শ আদপেই সহ্য হয় না। সামান্য ঠাণ্ডাতেই সর্দ্দি কাশি ইত্যাদির উদ্রেক হয়।

সাধারণ লক্ষণ।

১। মস্তকের পশ্চাদ্দেশ ব্যতীত শরীরের স্থান বিশেষে পদদ্বয়ে, গ্রীবাদেশে, বক্ষঃস্থলে, কক্ষদেশে, জননেন্দ্রিয়ে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

২। জলে, ঠাণ্ডায়, কিংবা স্যাৎসেতে স্থানে দাঁড়াইয়া কার্য্য করার দরুণ রোগের উৎপত্তি। কুম্ভকার, মালি প্রভৃতির উপযুক্ত ঔষধ।

৩। যন্ত্রণাশূন্য, স্বরভঙ্গ, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়।

৪। কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় সর্ব্বপ্রকারে নিজেকে সুস্থ বোধ করে। মল শক্ত কঠিন—অজীর্ণবৎ এবং কর্দ্দমের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—(Physiological action)

এই ঔষধটি সকল প্রকার রোগেতেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে যেহেতু ইহার নির্ব্বাচন রোগের লক্ষণের উপর অধিক নির্ভর করে না, রোগীর ধাতু এবং দেহ প্রকৃতি দেখিয়া ইহা প্রয়োগ হয়। যে রোগই হউক না কেন, ধাতু প্রকৃতি যদি এই ঔষধের অন্তর্গত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বই তাহার একমাত্র ঔষধ। যাহাদিগের আভ্যন্তরিক দোষ হেতু শরীরের গঠন সামঞ্জস্য রূপে বর্দ্ধিত হয় না, তাহাদিগের পক্ষে ইহা উত্তম কার্য্য করে। ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের প্রয়োজনীয়তা শিশু অবস্থাতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব শরীরের পোষণ এবং বর্দ্ধন সম্বন্ধীয় যন্ত্রের (vegetative system) উপরেই প্রধান কার্য্য করে এবং ইহার প্রয়োগে নিঃসরণ এবং শোষন ক্রিয়া (secretion and absorption) উত্তমরূপে এবং শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদন হয়, তদহেতু শরীরের প্রকৃতি অর্থাৎ ধাতু (constitution) পরিবর্ত্তনের ইহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে বলিয়াই ইহাকে এতদ্‌বিষয়ের একটি প্রধান ঔষধ বলা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই ঔষধে গ্রন্থিসকল বিশেষতঃ গ্রীবা এবং মধ্যান্ত্র প্রদেশস্থ গ্রন্থি সমূহ (cervical and mesenteric lymphatics) শীঘ্র আক্রান্ত হয়।

সালফার এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব রোগীর পার্থক্য।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের সহিত সালফারের অনেক বিষয়ে নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও, ইহাদের ধাতু এবং দেহ প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

সালফার রোগী—পাতলা, শীর্ণ এবং গ্রীবা প্রদেশ অবনত (stoop shouldered) গাত্রচর্ম্ম অপরিষ্কার, তেলতেলে এবং চর্ম্ম-

রোগ বিশিষ্ট। সালফার চর্ম্মরোগ প্রবণ লোকদিগের প্রতি উত্তম কর্য্যে করে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব রোগী—হৃষ্ট পুষ্ট থলথলে এবং শ্লেষ্মা প্রধান। গাত্র চর্ম্ম রক্তহীন, জলপূর্ণবৎ অথবা ফ্যাকাসে খড়িমাটি সদৃশ। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব সচরাচর স্ক্রফিউলাস (scrofulous) ধাতুবিশিষ্ট শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব রোগীর শরীর যদিও হৃষ্টপুষ্ট স্থূলাকার (fleshy) কিন্তু অস্থি, মস্তক এবং পেশী সমূহ সামঞ্জস্য ভাবে বর্দ্ধিত নহে। শিশু নিশ্চেষ্ট এবং জড়ভাবাপন্ন (inactive)। সালফার রোগী কার্য্য তৎপর (active) চট্‌পটে এবং লম্বা।

রোগী এবং দেহ গঠন—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব রোগীর দেহের গঠন অত্যন্ত অসামাঞ্জস্য। মস্তক এবং উদর শরীর অপেক্ষা কৃত অত্যন্ত বৃহৎ। উদরের অবস্থা inverted saucer অর্থাৎ চায়ের রেকাবির উল্টা পৃষ্ঠবৎ। ব্রহ্মরন্ধ্র ফাঁপা অসম্বদ্ধ (open), মুখের চেহারা স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা বরং বৃহৎ, ওষ্ঠদ্বয় বিশেষতঃ উর্দ্ধওষ্ঠ স্ফীত অথবা স্থূল, দন্তোদ্গম অত্যন্ত বিলম্ব। অসুস্থ কিম্বা রোগ আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় সিদ্ধ ডিম্ব এবং অজীর্ণ খাদ্য দ্রব্যাদি খাইবার পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা। মস্তকের পশ্চাদ্দেশে বিশেষতঃ নিদ্রিতাবস্থায় প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় এমন কি বালিশ ভিজিয়া যায়। পদদ্বয়ের হাঁটু পর্য্যন্ত সর্ব্বদা সিক্ত মোজা পরিধানবৎ শীতল। এতদ্ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানেও গ্রীবা প্রদেশ, জননেন্দ্রিয় ইত্যাদি স্থানে অল্পাধিক পরিমাণ ঘর্ম্ম হয়। কিন্তু মস্তকে অধিক ঘর্ম্ম হওয়াই হইতেছে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের প্রধান বিশেষত্ব। যে কোন রোগেই এবম্প্রকার ঘর্ম্মের প্রকাশ দেখিবে, ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে সর্ব্বোচ্চস্থান দিবে।

আবার ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব রোগীর দেহের গঠনের ব্যতিক্রমও দেখা যায়, সময় সময় অত্যন্ত রোগা এবং শীর্ণ শিশুতেও উক্ত রূপ লক্ষণ প্রকাশ

পায় এমন কি চর্ম্ম ভাঁজে ভাঁজে ঝুলিয়া পড়ে তথাপি উদরের বৃহৎ ভাব কিছুতেই ঘোচে না, উদর বাটির উল্টা পৃষ্ঠের ন্যায় (inverted saucer) স্ফীত হইয়া থাকে। শরীর শীর্ণ এবং উদর বৃহৎ, নিখুঁৎ স্ক্রফুলাস (Scrofulous) রোগীরই লক্ষণ জানিবে।

গ্র্যাফাইটিস্‌ও মেদ প্রবণ (tendency to obesity) কিন্তু গ্র্যাফাইটিসে সর্ব্বদা চর্ম্মরোগ বর্ত্তমান থাকে। এবম্প্রকার লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ মোটা এবং চর্ম্মরোগ যুক্ত ও শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতু বিশিষ্ট রোগীতে হেপার সালফার অধিক প্রযুজ্য।

পোষণ ক্রিয়ার অভাব (malnutrition), অস্থি বিকাশের দুর্ব্বলতা (tardy development of bony tissue) এবং সেই সঙ্গে শ্লেষ্মা প্রধান গ্রন্থির বৃদ্ধি (enlargement of lymphatic glands), অস্থির বিশেষতঃ মেরুদণ্ডের বক্রতা (curvatures of bones especially spines and long bones), হস্ত পদাদির বিকৃতি এবং বক্রাকার (extremities deformed and crooked) অস্থির কোমলতা, মস্তক এবং উদরের বিবৃদ্ধি, ব্রহ্মতালুর অসম্বদ্ধতা ইত্যাদিই হইতেছে ক্যালকেরিয়া রোগীর বাহ্যিক গঠণের একটি চিত্র। ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে পরিপোষণ ক্রিয়ার অভাব হেতুই সামঞ্জস্য ভাবে শরীরের গঠন হয় না, হয়ত শরীরের একস্থান অত্যন্ত পরিপুষ্ট এবং অন্য স্থান দুর্ব্বল ও শীর্ণ, পোষণ ক্রিয়ার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থি সকলের বৃদ্ধিও ইহাতে পরিষ্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে।

সালফারের জ্বলন বোধ যেমন একটি বৃহৎ লক্ষণ, ক্যালক্যারিয়া কার্ব্বে তদ্বিপরীত শীতলতা এবং স্যাঁৎসেতে ভাব একটি বিশেষ লক্ষণ। পদদ্বয় সর্ব্বদা শীতল যেন সিক্ত মোজা পড়িয়া রহিয়াছে অথচ (পদদ্বয়ে) নৈশঘর্ম্ম হয়। এই ঔষধে শীতলতা বোধ অত্যন্ত প্রবল, রোগী শরীরের নানাস্থানে আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক ঠাণ্ডাভাব অনুভব করে। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব রোগীর ঠাণ্ডা

একেবারেই সহ্য হয় না—সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি কাশি ইত্যাদি প্রকাশ পায় অর্থাৎ ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব রোগীর ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য (over sensative to cold)। ইহা ব্যতীত single partsএ অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, এইরূপ স্থানে স্থানে ঠাণ্ডা লাগা এই ঔষধের একটি বিশেষ বিশেষত্ব, এই লক্ষণটি আমরা ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে যেমন প্রবল দেখিতে পাই, অন্য কোন ঔষধে তেমন আর দেখিতে পাই না।

উল্লিখিত লক্ষণ সমূহ যে আমরা সর্ব্ব সময়েই এবং সর্ব্বস্থলেই পাইব এইরূপ আশা করা উচিৎ নয়—কিন্তু ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের রোগীর সম্বন্ধে নিম্ন লক্ষণগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য :—

(১) রোগী স্থূলকায়, থলথলে শ্লেষ্মা-প্রধান এবং মেদপ্রবণ (Leucophlegmatic and tendency to obesity)

(২) ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, ঠাণ্ডা সহ্যই হয় না। (oversensative to cold, great laibility to take cold)

(৩) উদর এবং মস্তক শরীর অপেক্ষা বৃহৎ (enlarged head and abdomen)

(৪) মস্তকে বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাদ্দেশে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, ঘর্ম্মে বালিশ ভিজিয়া যায়। (Head sweats profusely while sleeping, wetting pillow far around)

(৫) অস্থি বিকাশে বিলম্ব, ব্রহ্মরন্ধ্র ফাঁপা এবং অসম্বদ্ধ (tardy development of bones. Fontanelles sutures open)

(৬) অসামঞ্জস্য ভাবে শরীরের গঠন (irregular and uneven formation of body)

(৭) পরিপোষণ ক্রিয়ার অভাব (malnutrition)

(৮) দন্তোদ্গমে, হাঁটিতে এবং কথা বলিতে বিলম্ব (delay in dentition, walking and speaking)

যে কোন রোগই হউক না কেন, রোগী স্থূল প্রকৃতির হইলে এবং তৎসহিত মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম ও ঠাণ্ডায় স্পর্শাধিক্য লক্ষণ থাকিলে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে সর্ব্বপ্রধান স্থান দিবে, উক্ত লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব প্রয়োগ করিতে পারিলে অনেক দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

মানসিক লক্ষণ।—বিমর্ষ চিত্ত এবং ক্রন্দনশীলা (পালসেটিলা)। কোন বিষয় এবং কথা মনে থাকে না। স্মরণশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় শশঙ্কিত। কাজকর্ম্মে অনিচ্ছুক।

ঘর্ম্ম।—ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ঘর্ম্ম মস্তক ব্যতীত শরীরের স্থানে স্থানেও হইয়া থাকে (partial sweats)। যেমন পুং জননেন্দ্রিয়, গ্রীবাপ্রদেশ, বক্ষঃস্থল, কক্ষদেশ, হস্ত এবং পদদ্বয়, কিন্তু ঘর্ম্মের বিশেষত্ব যে, পদদ্বয় সর্ব্বদা শীতল অথচ ঘর্ম্মযুক্ত।

সংক্ষেপে বলিতে হইলে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের বিষয়ে ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে, যে স্থলে খাদ্যদ্রব্য সমীকরণের (assimilation) ব্যতিক্রম হয় অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য সামঞ্জস্য ভাবে পরিপোষণ ক্রিয়ায় সমীকরণ হয় না সেইরূপ স্থলেই ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। কাজে কাজেই বালাস্থি বিকৃতি (Rachitis), গণ্ডমালা (scrofulous) এবং টিউবারকিউলোসিস (Tuberculosis) এই কয়েকটি রোগে ক্যালকেরিয়া একটি মহৎ ঔষধ। কারণ এই তিনটি রোগই অধিকাংশ স্থলে খাদ্যদ্রব্য সমীকরণের ব্যতিক্রম হেতু উদ্ভূত হয়, (The three great forms of assimilative derangements are rachitis, scrofula and tuberculosis. and in all these calcarea is a principal remedy —Hughes.)

তড়কা (Convulsion) ।—ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে শিশুর দন্তোদ্গম (dentition) শীঘ্র হয় না তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এতদ্‌হেতু অনেক সময় জ্বর কিংবা তড়কা প্রকাশ পায়। এবম্প্রকার তড়কার ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব বেলেডনা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ঔষধ। বেলেডনায় সাময়িক কতক উপশম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু উপকার স্থায়ী হয় না কাজে কাজেই এইরূপ স্থলে গভীর কার্য্যকরী ঔষধের প্রয়োজন হয়, এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব তাহার অন্যতম, এতদ্ব্যতীত ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব সর্ব্বদা বেলেডনার পর উত্তম কার্য্য করে। (বেলেডনা দেখ)

স্বচ্ছাবরকের অস্বচ্ছতা, ক্ষত এবং চক্ষু-প্রদাহ।—চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের অস্বচ্ছতার (corneal opacity) ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব একটী মহৎ ঔষধ, এতদ্বিষয়ে এবম্প্রকার উপযুক্ত ঔষধ আর আছে কিনা সন্দেহের বিষয় কিন্তু ইহার কার্য্য স্ক্রফুলাস রোগীদিগতেই অধিক প্রকাশ পায়। কাজে কাজেই strumous ophthalmia অর্থাৎ গণ্ডমালাযুক্ত চক্ষু প্রদাহে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে সর্ব্বোচ্চস্থান দেওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। স্বচ্ছাবরক (cornea) আক্রান্ত হইলে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব উত্তম কার্য্য করে। চক্ষু রোগে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের প্রয়োগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, যেহেতু ইহার নির্ব্বাচন এবং রোগ আরোগ্য সমুদায়ই রোগীর ধাতু-প্রকৃতির উপর (constitutional diathesis) নির্ভর করে। স্ক্রফিউলাস (scrofulous) চক্ষু প্রদাহে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের সহিত গ্র্যাফাইটিস্ এবং সালফারের বিষয় চিন্তা করিবে। স্বচ্ছাবরকে (cornea) পূঁজযুক্ত ফুস্কুরি হইয়া স্বচ্ছাবরক নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। ক্ষতের পার্শ্বের স্থান অত্যন্ত vascular অর্থাৎ নাড়ীময় হয়। রোগী কোন প্রকার আলোক বা দিবালোক সহ্য করিতে পারে না। এতদ্‌হেতু রোগী নিদ্রা হইতে উঠিয়া গৃহ আবদ্ধ করিয়া রাখে কিংবা বালিসে মস্তক গুজিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকে এবং প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর চক্ষুতে দিবালোক লাগিলে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে ও চক্ষু হইতে যে স্রাব নির্গত হয় তাহা সাধারণতঃ দোষশূন্য (bland)।

কর্ণিয়ার ক্ষতের দরুণ অল্পবিস্তর দৃষ্টিও অস্বচ্ছ হইয়া থাকে এইরূপ স্থলে তরুণ লক্ষণসমূহ অপসারিত হওয়া সত্বেও স্বচ্ছাবরকের অস্বচ্ছতা এবং অক্ষিপুটের Chronic thickening অর্থাৎ পুরুভাব দূরীভূত করিবার

নিমিত্তও ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব প্রয়োগ হইয়া থাকে। এতদসম্বন্ধে এপিস, কুপ্রাম, এলুমেন, কেলিবাইক্রম, এবং নেট্রাম সাল্ফ ইত্যাদি ঔষধের চক্ষুর পীড়ার লক্ষণসমূহ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

স্যাকারাম অফিসিনেল (Saccharum officinale) চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের অস্বচ্ছতার ক্যালকেরিয়া কর্ব্বের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহা বিশেষতঃ মস্তক বৃহৎ, শরীর স্থুলকায় এবং শোথরোগপ্রবণ শিশুদিগেতেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়, কিন্তু ইহার মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির—মেজাজ খিটখিটে, রাগী এবং সকল সময় রোগী ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে থাকে। আহারের প্রতি অধিক আকাঙ্ক্ষা থাকে না, যাহা দেওয়া যায়—তাহাতেই সন্তুষ্ট কিন্তু মিষ্টদ্রব্য এবং চিনি খাইতে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করে।

চক্ষুরোগে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব সালফারের পর উত্তম কার্য্য করে। রোগের বৃদ্ধি অবস্থার যখন সালফারের প্রতিক্রিয়া হইতেছে না এবং রোগের বিশেষ পরিবর্ত্তনও হইতেছে না এইরূপ অবস্থায় ক্যালকেরিয়া কার্ব্বই অতি উপযুক্ত ঔষধ। মহাত্মা হ্যানিমান বলেন চক্ষুতারকার প্রসারণের (dilatation) ভাব থাকিলে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব সাল্ফারের পর অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

স্বচ্ছাবরকের ক্ষতে নাইট্রিক এসিড ও একটি অতি উত্তম ঔষধ ক্ষত হইয়া কণিয়া ছিদ্র এবং নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে নাইট্রিক এসিডকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। আমি আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক ব্যবহার করিয়া এই প্রকারে অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছি।

ইকজিমা (Eczema)—ইকজিমায় ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়, বিশেষতঃ শিশুদিগেতে ইহা উত্তম কার্য্য করে। মস্তকেই অধিক প্রকাশ পায়, মস্তক হইতে ক্রমশঃ নিম্নে বিস্তারিত হইয়া মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। ইকজিমা মুখমণ্ডলে অথবা মস্তকের স্থানে স্থানে পুরু চাপ চাপ হয়, দেখিতে অনেকটা সাদা খড়ি মাটি জমাটের ন্যায়, ইহাকে (milk crust) অর্থাৎ দুগ্ধ পীড়কাও বলা হয়। শিশুদিগের সচরাচর ইহা কোনপ্রকার ধাতুগত দোষ হইতেই অধিক উৎপন্ন হয়। কাজে কাজেই এরূপ স্থলে ইকজিমা আরোগ্য করিতে চেষ্টা না করিয়া, শিশুর ধাতুপ্রকৃতির

(Constitution) উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ এবং রোগী অতি সত্বর আরোগ্য হইয়া যায়। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব প্রয়োগের ইহাই হইতেছে উৎকৃষ্ট প্রথা।

বধিরতা (Deafness)—কাণের আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক সকল প্রকার প্রদাহেই ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ব্যবহার হইতে পারে। কর্ণপটহ পুরু হওয়ার দরুণ বধিরতায় গুণ গুণ, ভন্ ভন্, নানাপ্রকার শব্দ কর্ণে উৎপন্ন হয় এবং এতদ্‌সমুদায় লক্ষণ যদি ঠাণ্ডা হইতে উৎপন্ন এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয় সেইরূপ স্থলে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে উচ্চ স্থান দিবে।

কানপাকা (Otorrhoea)—ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের কানপাকায় কাগজ চিবাইলে যেরূপ অবস্থা হয় ঠিক সেই প্রকার সাদা চর্ব্বির ন্যায় পুঁজ নিস্‌ত হয়। পুঁজ পরিষ্কার করিয়া কর্ণের আভ্যন্তরিক প্রদেশ ভালমত পরীক্ষা করিলে, দেখা যায়, পূর্ব্বের প্রদাহের দরুণ পর্ণপটহ ছিদ্র এবং ছিদ্রের ধারগুলি পুরু ও দাগযুক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং তদস্থানে অর্ব্বুদ (Polypus) উৎপত্তির সম্ভাবনা হয়; এতদ্ সমুদায় লক্ষণের সহিত যন্ত্রণাও থাকে এবং যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া এক একবার হঠাৎ চিড়িক মারিয়া উঠে। এইরূপ স্থলে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও যদি ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব প্রয়োগে কর্ণের ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য না হয় তাহা হইলে সাইলিসিয়াকে তৎপরবর্ত্তী স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু সাইলিসিয়া রোগীর মস্তক শরীরানুপাতে অত্যন্ত বৃহৎ, ঘর্ম্ম সমুদায় মস্তক এবং মুখমণ্ডল ভরিয়া হয় এতদ্ব্যতীত সাইলিসিয়াতে পদদ্বয়ে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয় ও তাহা অনেক সময় ক্ষতকারক, এতদ্ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তবে সাইলিসিয়া প্রয়োগ করিবে। সাইলিসিয়া প্রয়োগকালীন হেপার এবং মার্কিউরিয়াসের বিষয় চিন্তা করিবে।

গ্রন্থি বিবৃদ্ধি (Enlargement of lymphatic glands)—চক্ষু এবং কর্ণের প্রদাহের সহিত গ্রীবা, বগল প্রভৃতি স্থানের লসিকাগ্রন্থি সমূহ (Lymphatic glands) বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং স্ফীত হয় ও শক্ত আকার ধারণ করে, এইরূপ স্থলে আমার মনে হয় ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব অপেক্ষা ক্যালকেরিয়া আইড অধিক উপযুক্ত। গ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে ঔষধ পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করিবে না যেহেতু ইহা আরোগ্য সাধারণতঃ সময় সাপেক্ষ।

সর্দ্দি—তরুণ এবং পুরাতন উভয় প্রকার সর্দ্দিতেই ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের প্রয়োগ দেখা যায়। সর্দ্দির স্রাবে নাসিকার পক্ষদ্বয় ক্ষতযুক্ত এবং পুরু হয়, নাসারন্ধ্রে রসযুক্ত ফুস্কুড়ি (eruption) উৎপন্ন হয় এবং পচা ডিম্ব অথবা বন্দুকের বারুদের ন্যায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ বহির্গত হয়। আবার অনেক সময় গাঢ় পীতবর্ণ পূঁজে নাসিকা সাটিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আরও দেখিতে পাওয়া যায় রোগীর নাসিকা হইতে প্রায়ই প্রাতে রক্তস্রাব হয়, এরূপ স্থলে বেলেডনার কথা স্মরণ হইতে পারে এবং বেলেডনা ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের পর উত্তম কার্য্যও করে।

উদরাময় ও বমন—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব শিশুদিগের উদরাময়ে সচরাচর অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। যুবক কিংবা বয়স্কদিগেতে কদাচিৎ প্রয়োগ হয়। দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের উদরাময়ের ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব একটী অতি বৃহৎ ঔষধ। ইহার বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণই হইতেছে—সমুদায় ভুক্তদ্রব্য অম্লে পরিণত হয়। উদ্গার, ভেদ, বমি সমুদায়ই অম্লস্বাদযুক্ত। দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না, যেমনি পান করে, তেমনি ছানার ন্যায় আকারে বমন হইয়া যায়, কিংবা মলের সহিত ছানা ছানা আকারে বহির্গত হয়—ইহা ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। মলের রং রকম রকম হইতে পারে কিন্তু মল সাধারণতঃ সবুজ, অথবা সাদা অথবা ছানাকাটা (curdled milk) অজীর্ণ অম্ল অথবা পচা ডিমের ন্যায় বদগন্ধযুক্ত, অথবা জলের ন্যায় তরল পীতাভ। ছানাকাটা অম্লগন্ধযুক্ত মলই হইতেছে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের বিশেষ পরিচায়ক। (Stool green, whitish, or undigested, containing curdled milk, fetid, smelling like rotten eggs and sour). ভেদ বৈকালের দিকেই অধিক বৃদ্ধি হয় (প্রাতে বৃদ্ধি হয়—সালফার)।

ইথুজা—শিশু যাহা পান করে বিশেষতঃ দুগ্ধ তৎসমুদায়ই বমন হইয়া উঠিয়া যায়। বমন সাদা অথবা সবুজ আভাযুক্ত কিন্তু দধির ন্যায় বড় বড় চাপযুক্ত এবং বমন অত্যন্ত জোরের সহিত নির্গত হয়। বমনান্তে শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে কিঞ্চিৎপর তন্দ্রা হইতে উঠিয়া পুনরায় দুগ্ধ পান করে এবং পুনরায় বমন করিয়া ফেলে। থান থান

দধির ন্যায় বড় বড় চাপযুক্ত বমন এবং বমনান্তে দুর্ব্বলতা, ইহাই হইতেছে ইথুজার বিশেষত্ব। ইথুজায় পেটের গোলযোগ বিশেষ থাকে না।

এণ্টিম ক্রুডাম—ইহাতে অনেকটা উপরিউক্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। দুগ্ধ পানের পর শিশু দধির ন্যায় থান থান বমন করে বটে কিন্তু ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুগ্ধের চাপ বর্ত্তমান থাকে এবং বমনান্তে শিশু আর দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা করে না (ইথুজা রোগী পুনরায় ইচ্ছা করে)। এতদ্ব্যতীত এণ্টিমক্রুডামের মল শক্ত শক্ত ছানার ন্যায় দলাযুক্ত এবং এতদসহ উদরাময়ও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। এণ্টিমক্রুডামের জিহ্বা অত্যন্ত শ্বেত লেপাবৃত যেন দুগ্ধের সর পুরু করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বাই (Thickly coated tongue) হইতেছে এণ্টিম ক্রুডামের সর্ব্বপ্রধান পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। ঔষধ নির্ব্বাচন কালীন জিহ্বার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ক্রিয়োজোট—পাকস্থলী এত ভীষণ দুর্ব্বল যে খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করিবার ক্ষমতা কিছুই থাকে না। আহার মাত্রেই কিংবা আহারের কয়েক ঘণ্টা পরেই বমন হইয়া উঠিয়া যায়।

বমনের সমগুণ ঔষধ সমূহ

১। **আর্সেনিক**—যে কোন খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় হউক আহার মাত্রই বমন হইয়া উঠিয়া যায়। উষ্ণ পানীয় কিম্বা খাদ্যদ্রব্যে কিঞ্চিৎ উপশম হয়।

২। **ফসফরাস**—শীতল কিংবা বরফ জল পান করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং পান করিবার কিয়ৎকাল পর বমন হয় অর্থাৎ পাকস্থলীতে গিয়া উষ্ণ হইলেই বমন হইয়া উঠিয়া যায়।

৩। **ইপিকাক**—সর্ব্বদা বমনেচ্ছা, প্রকৃত বমনাপেক্ষা বমনোদ্বেগ অধিক।

৪। **নাক্সভমিকা**—অম্ল উদ্গার এবং অম্লস্বাদযুক্ত বমন। অম্ল (Acidity) লক্ষণই ইহাতে অধিক বর্ত্তমান থাকে এবং প্রাতঃকালে ও আহারান্তে অধিক হয়।

৫। **এণ্টিমটার্ট**—বমনের ভীষণ উদ্বেগ হয় অথচ বমন কিছুই হয় না। বমনের উদ্বেগকালীন কপালে ঘর্ম্ম এবং বমনান্তে দুর্ব্বলতা ও তন্দ্রাভাব উপস্থিত হয়।

৬। **ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব**—ইহাতেও অম্ল বমন হয় কিন্তু ইহাতে প্রায়ই সবুজ অত্যন্ত অম্লগন্ধযুক্ত উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। বমনাপেক্ষা সবুজ উদরাময়ে ইহা অধিক প্রয়োগ হয়।

সবুজ উদরাময়ের কয়েকটি ঔষধঃ—ক্যালকেরিয়া ফস আর্সেনিক, আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম, মার্কিউরিয়াস সল, ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব, ইপিকাক এবং ক্যামোমিলা।

মস্তক শোথ—মস্তকের জলসঞ্চারের তরুণ অবস্থায় (Acute hydrocephalus) ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। এতদস্থলে এবং অন্যান্য রোগেও বিশেষতঃ সালফারের পর ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব উত্তম কার্য্য করে, এমন কি জলসঞ্চয়ের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব দ্বারা আশানুরূপ উপকার পাইবার আশা করা যাইতে পারে কিন্তু ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের যতই কিছু লক্ষণ থাকুক না কেন প্রধানতঃ এই ঔষধটির গুণাগুণ রোগীর ধাতু প্রকৃতির (Constitution) উপরই নির্ভর করে। এইপ্রকার রোগে অনেকেই প্রধানতঃ মস্তক উষ্ণ, মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য আরক্তিম বর্ণ এবং ঘুমন্ত অবস্থায় চম্‌কাইয়া উঠা ইত্যাদি লক্ষণের প্রকাশ দেখিয়া বেলেডনা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে বেলেডনা ইহার প্রকৃত ঔষধ নয়। বেলেডনায় এইরূপ স্থলে প্রথমতঃ বেশ উপকার হইতেও পারে বটে এবং রোগও আরোগ্য হইল বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু কয়েক দিন পর রোগ পুনরায় উপস্থিত হয় অর্থাৎ relapse হয়, তখন বেলেডনা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলেও আর কোন উপকার হয় না। এতদ্ অবস্থায় আমাদিগকে সাল্‌ফার কিংবা ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় যদ্যপি রোগী ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ধাতুগত হয়, তাহা হইলে ক্যালকেরিয়া দেওয়াই অধিক সমীচিন। বেলেডনা এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব বিশেষতঃ শিশুদিগের মস্তিষ্ক এবং দন্তোদ্গম রোগের অনুপূরক Complementary) ঔষধ।

থাইসিস্ (Phthisis)—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব যৌবন অবস্থায় বিশেষতঃ যুবতী স্ত্রীলোকদিগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রথম ঋতু প্রকাশের বিলম্ব হইলে পালসেটিলার ন্যায় ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে স্মরণ করা উচিত। রোগী দেখিতে বেশ থলথলে মোটা এবং হৃষ্টপুষ্ট, কোনপ্রকার রোগ আছে দেখিলে তাহা সহজে অনুমান করা যায় না কিন্তু অনুসন্ধান করিলে, জানিতে পারা যায় ঋতু উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ না হইয়া মস্তকে এবং বক্ষঃস্থলে রক্তসঞ্চয়ের (Congestion of head and chest) লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে এইরূপ অবস্থায় রক্ত পরীক্ষা করিলে আরও দেখিতে পাওয়া যায়, রক্তে শ্বেতকণিকার অংশ (White corpuscles) অধিক প্রবল হয় এবং তদ্ধেতু মুখের চেহারা ফ্যাকাসে এবং বিবর্ণযুক্ত হয়। সময় থাকিতে প্রতিকারের চেষ্টা না করিলে হৃদস্পন্দন, শ্বাসকষ্ট এবং শিরঃপীড়া আসিয়া উপস্থিত হয়। এতদ লক্ষণে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব প্রয়োগ করিলে ঋতুস্রাব শীঘ্র প্রকাশ পায় এবং রোগী অতি সত্বর সুস্থ হইয়া উঠে—নচেৎ রোগ ক্রমশঃ ক্ষয়কাশে পরিণত হইবার উপক্রম হয়, শ্বাসকষ্ট, হৃদস্পন্দন, বক্ষে রক্তাধিক্য ইত্যাদি সমুদায় লক্ষণই নিচ হইতে উপরে উঠিতে হইলে অত্যন্ত অধিক বৃদ্ধি হয়, এবং সময় সময় এতদ্ব্যতীত ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব হইতেও দেখা যায়,—ও সঙ্গে সঙ্গে কাশি, জ্বর, নৈশ ঘর্ম্ম সমুদায় ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে। কাশি রাত্রিতে শুষ্ক এবং প্রাতঃকালে তরল হয়, জ্বর সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয় এবং ঘর্ম্ম শরীরের স্থানে স্থানে হয়। বক্ষঃস্থলে হস্তের স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ করে—কিন্তু যন্ত্রণা উভয় স্কন্ধাদির নিম্নে অধিক হয়, পরিপাক শক্তিও দুর্ব্বল হইয়া আইসে। ঘৃতপক্ক খাদ্যদ্রব্য আপদেই সহ্য হয় না, উদরাময় হয় এবং উদরাময় শীঘ্রই পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয়। এতদ্ লক্ষণসমূহ যদিও ফসফরাসে অল্পাধিক দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে—ক্যালকেরিয়া রোগী স্ক্রফুলাস (Scrofulous) মোটা এতদ্ব্যতীত শৈশবাবস্থায় দন্তনির্গমনে এবং ব্রহ্মরন্ধ্র জোড় লাগিতে অত্যন্ত বিলম্ব লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, ফসফরাসে ইহা কিছুই থাকে না বরং ফসফরাস রোগী শীর্ণ এবং লম্বা ও বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত (Narrow shaped chest)।

ক্ষয়কাশের শেষ অবস্থায় ফুসফুসে যখন বড় বড় (Cavity) গর্ত উৎপন্ন হয় এবং বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হইলে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় (আর্সেনিক। বামদিকে সালফার) এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ পার্শ্বের বক্ষঃস্থলের মাঝামাঝি স্থানে যন্ত্রণাও অধিক হয় এবং সমুদয় বক্ষঃস্থল জুড়িয়া বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দও অধিক শ্রুত হয়। গয়ের পুঁজ সদৃশ ঈষৎ পীতাভ সবুজ কিংবা রক্ত মিশ্রিত। এতদ অবস্থায় রোগীর মাংসের প্রতি অত্যন্ত অরুচি হয় এবং মা স আহার করিলে পরিপাক করিতে পারে না। রোগী দিন দিন অস্থিচর্ম্ম সার হইয়া আইসে এবং নৈশ ঘর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে থাকে। স্ত্রীলোক হইলে তাহার মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব এবং ক্যালকেরিয়া ফস্ উভয় ঔষধই ফুসফুসের Middle lobe অধিক আক্রমণ করে। সিপিয়াতে যদিও এইরূপ লক্ষণ অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সিপিয়াতে স্পর্শাধিক্যতা নাই বরং স্পর্শে উপশম বোধ করে।

সেনেগা—ইহার রোগীও অনেকটা ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ন্যায় স্থূলকায় কিন্তু ইহাতে হস্ত বিশেষতঃ বাম হস্ত নাড়াইলে বক্ষঃস্থলের টাটানি বৃদ্ধি হয়।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ক্ষয়কাশ রোগে যদিও অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে তথাপি সকল চিকিৎসকগণ ইহাকে উক্ত রোগে উচ্চ স্থান প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন না। কেহ কেহ ইহাকে ক্ষয়কাশ রোগের প্রতিষেধক ঔষধ মাত্র বলেন। রোগ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইলে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব কতদূর কার্য্য করিতে সমর্থ তাহার বিষয়ে সন্দেহ করেন (I have most confidence in it as a preventive—Hughes)। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব প্রয়োগকালীন রোগীর শারীরিক গঠন, ধাতু ইত্যাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

কিরূপ স্থলে ক্ষয়কাশ রোগে ক্যালকেরিয়া কার্য্যকরী হইতে পারে তাহার লক্ষণ সমূহ পুনরায় নিম্নে সংক্ষেপে দিলাম :—

১। শ্লেষ্মা এবং রসপ্রধান ধাতু (Leucophlegmatic temperament).

২। দক্ষিণ ফুস্ফুসের ঊর্দ্ধ এবং মধ্যস্থল অধিক আক্রান্ত হয় (Middle and upper portion of right lungs).

৩। বক্ষঃস্থলে হস্তের স্পর্শে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে আঘাত লাগে (chest painfully sensative to touch and in inspiration).

৪। হাঁটাহাঁটিতে এবং বিশেষতঃ নিম্ন হইতে উর্দ্ধে উঠিতে শ্বঃসপ্রশ্বাসের কষ্ট (shortness of breath on walking, especially on ascending).

৫। যন্ত্রণাশূন্য স্বরভঙ্গ এবং স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি প্রাতঃকালে—(hoarseness aggravated in the morning).

৬। প্রচুর এবং সময়ের প্রতিবার পূর্ব্বে রজঃস্রাব হয় এবং পদদ্বয় হাঁটু পর্য্যন্ত সদাসর্ব্বদা শীতল থাকে (especially women, who have always been too early and profuse menstruation and who have habitually coldness feeling up to the knees).

৭। উদরাময় প্রমূখীন এবং উদরাময় অপরাহ্নে বৃদ্ধি (tendency to looseness of the bowel aggravation in the afternoon).

৮। ক্ষুধামান্দ্য এবং শরীরের ক্রমশঃ শীর্ণতা (Loss of appetite and emaciation progressing).

ঋতুস্রাব (Mense)—মাসিক ঋতুস্রাবের অনিয়মে এবং ঋতুস্রাবে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত হয় যখন মাসিক স্রাব প্রত্যেকবার সময়ের অতি পূর্ব্বে হয়, নিয়মিত সময়ের পরে হইলে ইহা ততোধিক নির্ব্বাচিত হয় না। ক্যালকেরিয়ায় রজঃস্রাব সময়ের পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ এমন কি প্রত্যেক ২।৩ সপ্তাহ পর পর হয়, প্রচুর এবং অনেক দিন স্থায়ী হয় (too early, too profuse & too long lasting) স্রাব মানসিক আবেগে এবং অধিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। রোগী এতদ্ অবস্থায় সর্ব্বদা মস্তকে ঘর্ম্ম এবং পদদ্বয়ের হাঁটু পর্য্যন্ত শীতল বোধ করে, যেন সিক্ত

মোজা পরিধান করিয়া রহিয়াছে। ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের মাসিক ঋতুস্রাবের বিষয়ে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, যদি ঋতুস্রাব ঠিক নিয়মিত সময়ে অথবা নিয়মিত সময়ের কিঞ্চিৎ পরে হয়, এইরূপ অবস্থায় স্রাব পর্য্যাপ্ত পরিমাণ হইলেও ক্যালকেরিয়া প্রয়োগে ফল ফলিবে না। If the Catamania appear at the regular period or little later—Calcarea is hardly ever useful even the Catamania should be rather profuse—Dr. Guernsey.

অত্যধিক রক্তঃস্রাবে বিশেষ কোন ধাতুগত কিংবা অন্য কোন প্রকার বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলে এবং স্রাবে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিলে ট্রিলিয়াম পেণ্ডুলামকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। ডাক্তার ফ্যারিংটন এতদ্বিষয়ে ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন এবং তিনি ৬ষ্ঠ ক্রমের অধিক কখনই দেন নাই। আমরা ৬x ব্যবহার করিয়া থাকি—।

সিমিসিফিউগা—ইহাতেও প্রচুর রক্তস্রাব হয় কিন্তু প্রচুর রক্তস্রাবের সহিত পেট এবং জঙ্ঘা প্রদেশে যন্ত্রণা হয়। ইহার বিশেষত্বই হইতেছে প্রচুর রক্তস্রাবের সহিত স্নায়ুশূলবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে অর্থাৎ রক্তস্রাবে যন্ত্রণা উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি পায়।

ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ হেতু মস্তিষ্ক যন্ত্রণায়—বেলেডনা, জেলসিমিয়ম, গ্লোনইন, একোনাইট ইত্যাদি অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

জেলসিমিয়ম্—রোগী তন্দ্রাযুক্ত এবং উদাসীন স্ফূর্ত্তীহীন।

বেলেডনা—মস্তিষ্ক রক্তাধিক্য, মুখমণ্ডল এবং চক্ষু আরক্তিম বর্ণ ও তদ্সহিত দপদপানি শিরঃপীড়া।

গ্লোনইন—শিরঃপীড়া অত্যন্ত ভীষণ হয়। দপদপ করিতে থাকে, কিড্‌নি রক্তাধিক্য হইয়া প্রস্রাব অণ্ডলালময় হইলেই গ্লোনয়ন অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

শ্বেতপ্রদর—শ্বেতপ্রদর স্রাবের ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব একটি চির-প্রচলিত ঔষধ। স্রাবের সঙ্গে সঙ্গে যোনিদেশে ঈষৎ জ্বালা এবং চুলকানি বর্ত্তমান থাকে। স্রাব সাধারণতঃ দুগ্ধবৎ অথবা পুঁজসদৃশ সাদা, কখন কখন হল্‌দেও হয় এবং গাঢ়। স্ত্রীলোকের যৌবনত্ব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে অথবা শিশু

অবস্থায় এবম্প্রকার শ্বেতপ্রদর প্রকাশ দেখা দিলে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব সচরাচর অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ডাক্তার ফ্যারিংটন অল্প বয়স্ক বালিকাদিগের প্রদরস্রাবে কলফাইলমের অত্যন্ত প্রশংসা করেন, যদ্যপি স্রাব অত্যন্ত অধিক হয় এবং শিশু ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে।

শ্বেতপ্রদরের সমগুণ ঔষধসমূহ—

এলিউমিনা—ইহার স্রাব জলবৎ তরল, অথবা পীতাভ পূঁজসদৃশ, পায়ে গড়াইয়া পড়ে। স্রাব জ্বালাযুক্ত এবং ক্ষয়কারক। শীতল জল প্রদানে উপশম হয়।

এম্ব্রাগ্রাইসিয়া—কেবল রাত্রিতেই হয়। স্রাবের পূর্ব্বে যোনিদেশে চিড়িক মারা যন্ত্রণা হয়। স্রাব ঈষৎ নীলাভ গাঢ় শ্লেষ্মাসদৃশ (Thick bluish-whitish mucous).

এমনকার্ব্ব—স্রাব তরল জলবৎ, ক্ষতকারক এবং জ্বলনযুক্ত। দুর্ব্বল শীর্ণ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

বভিষ্টা—স্রাব ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায়। ঋতুস্রাবের পর এবং চলাফেরায় অধিক বৃদ্ধি হয়।

চায়না—স্রাব রক্তযুক্ত এবং সময় সময় প্রদরস্রাবের সহিত রক্ত এবং রক্তের চাপ থাকে। স্রাব সচরাচর ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে হয়। স্রাবে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়।

গ্র্যাফাইটিস্—রোগী ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য এবং স্থান চর্ম্ম রোগ যুক্ত। ঋতুস্রাব স্বল্প এবং বিলম্বে হয়। মোটা স্থূলকায় ধাতুপ্রবণ (tendency to obesity) স্ত্রীলোক।

হেপার সালফার—স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত, ঘরে প্রবেশ মাত্রই গন্ধ পাওয়া যায়। শীতকাতুরে, খিট্‌খিটে প্রকৃতি স্ত্রীলোকে উত্তম কার্য্য করে।

সিপিয়া—স্রাব, পীতবর্ণ, অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় অধিক হয়। জরায়ু-চ্যুতি লক্ষণ এতদ্‌সহ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। অলস এবং গৃহস্থালী কার্য্যে উদাসীন প্রকৃতির স্ত্রীলোকে উত্তম কার্য্য করে।

বোরাক্স—স্রাব এল্‌বিউমেন সদৃশ সাদা কিংবা ময়দা গোলা জলের ন্যায় প্রচুর এবং উষ্ণ। স্পর্শে গরম বোধ হয়।

ধ্বজভঙ্গ ঃ—ডাক্তার জার (Dr. Jahr) ক্যালকেরিয়া, সালফার এবং নাক্স এই তিনটি ঔষধকে হস্তমৈথুন, কিংবা অত্যধিক সঙ্গম ক্রিয়াহেতু পুং-জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতায় অতি উচ্চস্থান প্রদান করেন এবং তিনি ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলেন। ক্যালকেরিয়ায় সঙ্গম ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয় কিন্তু ইহা অনেকটা মানসিক, প্রকৃত কার্য্যকরী নয়। সঙ্গম কালে লিঙ্গের উদ্রেক ভালরূপে হয় না, দুর্ব্বল। রেতঃস্খলন অসম্পূর্ণ অথবা পূর্ব্বেই হইয়া যায়। ক্যালকেরিয়া প্রয়োগ কালীন পরিপোষণ ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা আছে কিনা এবং রোগী শ্লেষ্মাপ্রধান কিনা ইত্যাদি লক্ষণ সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

ডাইস্কোরিয়া ঃ—রোগের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ লিঙ্গের সামান্য দুর্ব্বলতায় এবং যখন রোগ পরিপোষণ ক্রিয়ার দোষ (defective nutrition) হইতে উদ্ভূত হয় নাই এইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে। ডাইস্কোরিয়ায় অত্যধিক বীর্য্যপাতের সহিত পদদ্বয়ের বিশেষতঃ হাঁটুর দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে।

এগনাস্ ক্যাসটাস ঃ—যৌবনকালে এবং প্রথম জীবনে অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গমহেতু অথবা বীর্য্যস্খলন হেতু যাহাদিগের অবশেষে ধ্বজভঙ্গ হয় তাহা-দিগের প্রতি এই ঔষধটি উত্তম কার্য্য করে। এবম্প্রকার লোকের বৃদ্ধবয়সেও ১৮।২০ বৎসর যুবকের ন্যায় অত্যন্ত কাম প্রবৃত্তি হয় কিন্তু প্রকৃত কার্য্যে তাহারা অক্ষম অর্থাৎ ধ্বজভঙ্গ। এতদ্ব্যতীত এই প্রকার রোগীদিগের প্রায় সর্ব্বদা ফোঁটা ফোঁটা ভাবে রেতঃস্খলন হইতে থাকে।

মৃগীরোগ (Epilepsy) :—মৃগীরোগে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের প্রয়োগ সময় সময় দেখা যায় কিন্তু রোগের আক্রমণাবস্থায় (paroxysm) প্রয়োগ করিলে বিশেষ ভাল উপকার পাওয়া যায় না। অনেক বার বলা হইয়াছে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব একটি constitutional ঔষধ, কাজে কাজেই ক্যাল-কেরিয়া শারীরিক ধাতুর উপর কার্য্য করিয়া অর্থাৎ ধাতুকে পরিবর্ত্তন করাইয়া এই ভয়ানক ব্যধি হইতে রোগীকে মুক্ত করে। মৃগীরোগের পূর্ব্বজ্ঞাপক লক্ষণ সুর সুর বোধ (sensation of aura) কোন কোন স্থলে solar plexus (স্নায়ুবর্ত্তুল) হইতে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে উঠে এবং তৎক্ষণাৎ রোগী মৃগীতড়কায় আক্রান্ত হইয়া ভীষণভাবে হাত পা খেঁচিতে থাকে। (নাক্সভমিকা, বিউফো, সাইলিসিয়া) ইহা ব্যতীত কোন কোন স্থানে এরূপ

ভ্রম মনে হয় যে, ইঁদুর হস্তের বাহুর উপর দিয়া যেন চলিয়া যাইতেছে। আবার কোন কোন স্থানে এতদ্ সুর সুর বোধ কুক্ষিপ্রদেশে (epigastrium) আরম্ভ হইয়া জরায়ু কিংবা পদদ্বয়ে নামিয়া আসে। ভয় জনিত কিংবা পীড়াকা অবরুদ্ধ কিংবা অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গমহেতু মৃগীরোগে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব এতদ্ কারণ বশতঃ মৃগীরোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এই প্রকার স্থলে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব সালফারের পর উত্তম কার্য্য করে। বাহুর উপর দিয়া ইঁদুর চলিয়া যাওয়াবৎ সুর সুর অনুভূতিতে সর্ব্বপ্রথমেই সালফারের কথা মনে আসিয়া উদয় হয়। এই লক্ষণটি সালফার এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব উভয়েতেই সমানভাবে রহিয়াছে এবং কারণও উভয়েতেই এক—অত্যধিক স্ত্রীসহবাস, অথবা পীড়কা অবরুদ্ধ (suppression of eruption)। যদি সালফার প্রয়োগে উপকার না হয় কিংবা চক্ষুতারকার বিস্তৃতি না হয় তাহা হইলে এরূপস্থলে সালফারের পর ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে নিশ্চয়ই উচ্চস্থান দিবে (Calcarea is particularly indicated if Sulphur does not cure or if the pupils do not dilate after the use of Sulphur.)

এমিল নাইট্রেট ঃ- রোগ আক্রমণের মুখে এই ঔষটি মূল অরিষ্ট রুমালে কিংবা তুলায় ভিজাইয়া আঘ্রাণ দিলে আক্রমণের সম্ভাবনা হ্রাস হয় এবং রোগ আরম্ভেই শেষ হইয়া যায়।

হাইড্রোসেনিক এসিড :—মৃগী রোগের তড়কা কালীন অর্থাৎ খেঁচুনি অবস্থায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগের তরুণ অবস্থায় ইহা অধিক প্রয়োগ হয়। আক্রমণ হঠাৎ আরম্ভ হয় এবং কোন জ্ঞান থাকে না। মল-মূত্র অসাড়ে নির্গত হইতে থাকে। আক্রমণাবস্থায় হস্ত-পদাদি এবং মুখ মণ্ডলের ভীষণরূপ বিকৃতি হয়।

আর্টিমিসিয়া ভাল্গারিস্ :—ভয় হেতু হয় এবং আক্রমণ ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ হয়।

নাক্সভমিকা :—পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ কিংবা ক্রোধ কিংবা মানসিক উত্তেজনা হেতু হইলে এবং সুর সুর অনুভূতি কুক্ষি প্রদেশে আরম্ভ হইয়া ঊর্দ্ধে বিস্তারিত হইলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহাতে রোগী সম্পূর্ণ অচৈতন্য জ্ঞানশূন্য হয় না, রোগীর জ্ঞান থাকে।

বালাস্থি বিকৃতি রোগ (Rickets)—অস্থিরোগে এবং মেরুদণ্ডের বক্রতায় (curvature of spine) ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব একটি উত্তম ঔষধ বিশেষতঃ শিশুদিগের যাহাদিগের চলৎশক্তি এবং বাকশক্তির বিকাশ বিলম্বে প্রকাশ পায় এবং পায়ের গোড়ালি দুর্ব্বল, চলিতে চলিতে পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ পা এদিকে ওদিকে টলিয়া যায় তাহাদিগের মেরুদণ্ডের বক্রতায় এবং অস্থিরোগে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। Dr. Hiller says :—If a child cuts its teeth late, if it does not walk so early as other children, if the fontannelles are late in closing, the probability is that it is the snbject of rickets. Well, then, when rachitis thus manifests itself, you will find Calcarea an invaluable aid in its treatment.

পায়ের গোড়ালির দুর্ব্বলতায় (In weak ankles) নেট্রাম কার্ব্ব সাইলিসিয়া, কার্ব্ব এনামেলিস, সিপিয়া ইত্যাদি ঔষধের বিষয়ও চিন্তা করিবে।

শীর্ণতা এবং বালাস্থি বিকৃতি রোগে (marasmus & Rickets) ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে সকল গ্রন্থকারগণই অতি উচ্চস্থান দিয়াছেন কিন্তু এতদ্বিষয়ে আমাদিগের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কেবল ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা এইরোগ সম্পূর্ণ আরোগ্যের আশা করা উচিত নয়। ঔষধকে আমরা এবম্প্রকার রোগের কেবল প্রধান সাহায্য বলিতে পারি। এইরূপ রোগ আরোগ্যের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু এবং স্বাস্থ্যকর স্থান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কাজে কাজেই রোগীকে স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য লইয়া যাইতে পারিলেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এতদ্ব্যতীত রোগীর পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ থাকিলে ওলিয়াম জেকরিস্ এসেলি ৩০ (Oleum-jecoris—asseli ইহা কডলিভার অয়েল হইতে প্রস্তুত) দেওয়া যাইতে পারে। শিশুদিগকে কডলিভার অয়েল না খাওয়ানই উচিত ইহাতে উদরাময় হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা থাকে এরূপ অবস্থায় গাত্রে কডলিভার অয়েল মর্দ্দন করিতে পারিলে ভাল এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব কিংবা নির্ব্বাচিত ঔষধের উচ্চক্রম ১০।১৫ দিন পর পর এক একবার সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমাদিগকে কডলিভার অয়েল সেবন কিংবা মর্দ্দন করাইতেও হয় না কেবল ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব অথবা নির্ব্বাচিত ঔষধ সেবন করাইয়া রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব এরূপ স্থলে নিম্নক্রম অথবা চূর্ণ (tritura-

tion) ব্যবহার হয় না সর্ব্বদা উচ্চক্রম ৩০ অথবা ২০০ শক্তি প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব প্রয়োগের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে অম্লগন্ধযুক্ত উদরাময়। (We have never witnessed such rapid results from the lower attenuation and triturations. The diarrhoea often ceases after the first dose and this change implies a positive victory over the disease. A copious, watery, sour smelling diarrhoea is the surest indication for Calcarea—Bahaer)। এই স্থানে একটি কথা বিশেষরূপে বলিতে ইচ্ছা করি যে, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ব্যবহার কালে চুণের জল যেন কোনমতেই ব্যবহার করা না হয় ইহাতে ঔষধের ক্রিয়া সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে।

বাত (Rheumatism)—বাতে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ব্যবহার দেখা যায়। জলে কিংবা ঠাণ্ডায় কিংবা স্যাঁৎসেতে স্থানে দাঁড়াইয়া কাজ করার দরুন বাত এবং নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়, কুম্ভকার কিংবা যাহারা মাটির গড়নের কার্য্য করে অর্থাৎ যাহারা জল কাদার কার্য্য করে তাহাদিগের ইহা একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ। পৃষ্ঠ এবং স্কন্ধপেশীর বাতে রাসটক্স ব্যবহারে উপকার না হইলে ক্যালকেরিয়া প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত। এতদ্ব্যতীত ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব বাতজনিত হস্তাঙ্গুলির অস্থিগুল্মেতেও (gouty nodositis about the fingers) ব্যবহার হয়।

কটিদেশের বাতের সঞ্চালনে যন্ত্রণা উপশম হউক কিংবা নাই হউক রাসটক্সকে সকল চিকিৎসকগণই অতি উচ্চস্থান দেন, রাসটক্সের কটিদেশের পেশীর উপর যথেষ্ট কার্য্য আছে বলিয়াই এইরূপ মনে হয়। এইরূপ বাতের তরুণ অবস্থাতে রাসটক্স যত অধিক ফলপ্রদ হয়, পুরাতন হইলে আর তদ্রূপ ফল পাওয়া যায় না। পুরাতন অবস্থায় রাসটক্স ব্যবহারে বিশেষ উপকার না হইলে ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহাতেও রাসটক্সের ন্যায় প্রথম সঞ্চালনে যন্ত্রণা অনুভব করে কিন্তু ক্রমাগত সঞ্চালনে যন্ত্রণা উপশম হয়।

নাক্সভমিকা—স্কন্ধদেশের বাতে ইহার ব্যবহার রহিয়াছে কিন্তু নাক্সভমিকা রোগী এরূপ অবস্থায় শয্যায় উপবেশন না করিয়া অথবা গা হাত এপাশ-ওপাশ না মোচড়াইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না।

আমবাত এবং চর্ম্মরোগে—পুরাতন আমবাতের

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। দদ্রু (herpes) জাতীয় এক প্রকার চর্ম্মরোগ প্রায়ই ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা মুখমণ্ডলের whisker প্রদেশে অর্থাৎ গণ্ডযুগলের যে স্থান দাড়িদ্বারা আবৃত থাকে—সেইস্থানে উক্তরূপ চর্ম্মরোগ অধিক হয়।

মিজিরিয়ামেও—উক্তরূপ স্থানে অনেকটা ঐরূপ লক্ষণ রহিয়াছে—কিন্তু মিজিরিয়ামে অত্যন্ত চুলকানি থাকে এবং মৎস্যের আঁইসের ন্যায় পাপড়ি উঠে।

লিথিয়াম কার্ব্ব—চর্ম্ম খস্‌খসে হয় এবং অত্যন্ত চুলকায়।

সাইকুটা ভিরোসা—whisker প্রদেশে এবং ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ স্থলে গাঢ় মধুর ন্যায় পীতবর্ণ মামড়ি পড়ে (Thick honey coloured scabs in the whisker.

পিত্তশূল যন্ত্রণা—পিত্তশূল যন্ত্রণায় (Biliary colic) ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে ডাক্তার ডাজিয়ান, ড্রুরে, বেইস, প্রভৃতি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ অতি উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন। যন্ত্রণাকালীন এই ঔষধের ৩০ শক্তি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণার আশু উপকার হয়, এমন কি তাঁহারা আরও বলেন ইহা ক্লোরফরম এবং উষ্ণ জলের সেক ইত্যাদিকে পরাস্ত করিয়াছে। ডাক্তার বেইস মূত্রশিলায়ও ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। (Drs. like Dudgeon. Drury and Bayes say—that when given in repeated doses of 30th dilution, of relieving the pain attending the passage of biliary calculi. It has for me quite superseded the need of chloroform and even of the hot bath—Hughes.

টাইফয়েড ফিভার—টাইফয়েড জ্বরে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের প্রয়োগ সময় সময় দেখা যায়। রোগের তৃতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভে কিংবা তৃতীয় সপ্তাহে যখন টাইফয়েডের ঘামাচি সদৃশ পীড়কা (miliary rash) বহির্গত না হওয়ায় রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ অধিকতর মন্দ হইতে থাকে এবং যখন উপযুক্ত ঔষধে ফল হইতেছে না এইরূপ অবস্থায় ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব প্রয়োগ করিলে পীড়কা বহির্গত হইয়া এবং উদরাময় বন্ধ করাইয়া (যদি উদরাময় থাকে) রোগীকে সুস্থ করিয়া তোলে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব, ক্যালকেরিয়া ফস এবং সাইলিসিয়া রোগীর পার্থক্য।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব	ক্যালকেরিয়া ফস	সাইলিসিয়া
১। শরীর স্থুলাকায়, মোটা থলথলে এবং শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট। দেহের গঠনানুযায়ী মস্তক এবং উদর বৃহৎ।	১। মস্তক বৃহৎ, শরীর শীর্ণ এবং উদর অন্তপ্রর্বিষ্ট অথচ থলথলে (Sunken but flaby)।	১। মস্তক এবং উদর বৃহৎ অথচ শরীর শীর্ণ।
২। ঘর্ম্ম মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অধিক হয় শয়নাবস্থায় বালিস ভিজিয়া যায়। ঘর্ম্ম সচরাচর অম্লগন্ধযুক্ত।	২। ঘর্ম্মের বিশেষত্ব কিছুই নাই।	২। ঘর্ম্ম সমুদায় মস্তক ভরিয়া বিশেষতঃ সম্মুখদিকে অধিক হয়, ইহা ব্যতীত ঘর্ম্ম হস্তের চেটোয় ও পদদ্বয়েও হয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত।
৩। ডিম্ব খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।	৩। বাসী মাংস এবং নোনতা জিনিষ খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।	৩। কোন জিনিস আহারের বিশেষ বিশেষত্ব নাই।
৪। মল প্রায়ই সাদা তরল জলবৎ এবং দুধের ছানাযুক্ত; অম্লগন্ধ ও দুর্গন্ধযুক্ত।	৪। মল তরল জলবৎ সবুজ, হড়হড়ে এবং উষ্ণ। পিচকারীর ন্যায় জোরে নির্গত হয় এবং মলত্যাগকালীন বায়ুর ফট্‌ফট্‌ শব্দ হয়।	৪। মল শক্ত কঠিন, মলত্যাগকালীন অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, কিন্তু মল নির্গত হইয়াও ভিতরে পুনরায় চলিয়া যায়।
৫। সম্মুখ ব্রহ্মরন্ধ্র ফাঁপা এবং অসম্বদ্ধ।	৫। সম্মুখ এবং পশ্চাত উভয় ব্রহ্মরন্ধ্রই ফাঁপা এবং অসম্বদ্ধ।	৫। ব্রহ্মরন্ধ্রের বিশেষত্ব দেখা যায় না।



ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব



ক্যালকেরিয়া ফস



সাইলিসিয়া

ডাইলিউসন—৩০, ২০০। শিশুদিগের তরুণ রোগে পুনঃ পুনঃ দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু তথাপি ইহা অধিক কখনই ব্যবহার হয় না। এক মাত্রা দিয়া ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করা উচিত।

বৃদ্ধদিগের এবং বয়স্কদিগতে ও পুরাতন রোগেতে, কদাচিৎ দ্বিতীয় মাত্রা দেওয়া হয়। প্রথম মাত্রাতেই যদি উপকার দর্শায়, দ্বিতীয় মাত্রা দেওয়া আর উচিত নয়, ইহাতে ক্ষতি হইতে পারে। (In children it may be often repeated. In aged people should not be repeated, especially if the first dose benifited, it will usually do harm).

অনুপূরক (complementary)—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব বেলেডনার অনুপূরক। বেলেডনাকে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের তরুণ অবস্থার ঔষধ বলা যাইতে পারে। (Belladona is acute of Calcarea Carb).

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—লাইকোপোডিয়াম, নক্স, ফসফরাস্, এবং সাইলিসিয়ার পূর্ব্বে ও নাইট্রিক এসিড, পালসেটিলা, সালফারের পর উত্তম কার্য্য করে।

প্রতিবন্ধক—(Inimical) ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—সালফার এবং নাইট্রিক এসিডের পূর্ব্বে কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়। (must not be used before Sulphur and Nitric acid—Hahneman).

রোগের বৃদ্ধি—শীতল এবং স্যাঁৎসেতে বায়ুতে, শীতল জলে, প্রাতে এবং পূর্ণিমায়।

রোগের উপশম—শুষ্ক বায়ুতে, যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে।

রোগীর বিবরণ

১। আজ বহুদিন হইল কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মুরারী পুকুর রোডে একটি রোগী দেখিতে যাই। রোগী একটি শিশু, বয়স প্রায় ২ বৎসর হইবে। কয়েকদিন যাবৎ দুগ্ধ বমন করিতেছে এবং অম্ল ভেদ হইতেছে ও শুইয়া,

মস্তক চালিতেছে। এমতাবস্থায় শিশুটিকে মাতার ক্রোড়ে লইতে বলিলাম। মাতার ক্রোড়েও দেখি, শিশু মস্তক একবার এদিক একবার ওদিক করিতেছে। শিশুর মাতা বলিলেন সুস্থ অবস্থায় এইরূপ করে। জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "আমার বৌদিদি শিশুকে আদর দিয়া দিয়া এইরূপ শিখাইয়াছে, তাই এইরূপ করে ইহা রোগ নয়, কেবল দুধ তুলিতেছে। তাই আপনাকে ডাকিয়াছি।" দেখিলাম শিশুটির মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ এবং শরীর শীর্ণ, বোধ হইল, শরীর মস্তকের ভার বহিতে পারিতেছে না, তাই মস্তকটি এপাশ ওপাশ টলিতেছে, যাহা ভেদ হইতেছে অম্লগন্ধযুক্ত এবং জিজ্ঞাসা করায় আরও জানিতে পারিলাম, শয়নাবস্থায় মস্তকে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া বালিস ভিজিয়া যায়। শিশুর শরীর আদপেই হৃষ্টপুষ্ট নয় এবং ২ বৎসর বয়স হইয়াছে, তখন পর্য্যন্ত হাঁটিতে পারিতেছে না, ইত্যাদি লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ৩০ ক্রম প্রথম সপ্তাহে ৩ বার, দ্বিতীয় সপ্তাহে ২ বার, তৃতীয় সপ্তাহে ১ বার, তৎপর প্রতি ১৫ দিন অন্তর ১ বার করিয়া দিতে ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া আসি এবং জানিতে পারিলাম, তাহাতেই শিশুটি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।

উপরোক্ত রোগীটিকে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব কি ক্যালকেরিয়া ফস্ প্রয়োগ করিব, ইহা লইয়া অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। শিশু কখনও মোটা ছিলনা ইহা জানিতে পারিলাম, কিন্তু এতদ্ অপেক্ষা শরীর কিঞ্চিৎ হৃষ্টপুষ্ট ছিল বটে। মস্তকে ঘর্ম্ম, অম্লভেদ বমন ইত্যাদি লক্ষণ ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্যালকেরিয়া ফসের শীর্ণতা ব্যতীত এস্থলে কিছুই নাই বলিলেই হয়। এতদ্‌কারণ বশতঃ ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব দেওয়াই স্থির করিলাম এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব্বেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

২। একটি শিশু আড়াই বৎসর বয়স শীর্ণতা রোগে ভুগিতেছে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ কিছু করিতে না পারিয়া, ছাড়িয়া দিয়াছেন। মুখ শুষ্ক ও ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে, মস্তক এবং উদর বৃহৎ, খিটখিটে, সকল সময় ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতেছে, মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, তাহাতে বালিস ভিজিয়া যায়। মল পরিষ্কার হয় না, বরং কোষ্ঠ কাঠিন্য। উদরই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং অত্যন্ত শক্ত। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ২০০ ক্রম এক মাত্রা দিয়া ১৫ দিন পরে দেখা করিতে বলিয়া দিলাম। প্রথমতঃ সামান্য উপকার

হইয়া আর কিছু হইল না, মনে হইল, ক্যালকেরিয়ায় আর কিছুই হইবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া, আর একমাত্রা ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ২০০ ক্রম পুনরায় দিলাম। একমাস পর দেখা করিতে বলিলাম, আর কোন ঔষধ দিলাম না, কেবল সুগার অব্ মিল্ক দিতে লাগিলাম। এই প্রকারে ৩ মাস পর রোগীর চেহারা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহা বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম এবং রোগীতে স্ফূর্ত্তির ভাবও আসিয়াছে, তাহাও দেখিতে পাইলাম। এই প্রকারে শিশুটি ক্রমশঃই আরোগ্য হইয়া উঠিল।

৩। আমার বাটীর সন্নিকটস্থ এক প্রতিবেশীর একটি ৫ বৎসরের শিশুর জ্বর হয়। তাহার পিতা আমাকে ডাকিয়া লইয়া যান। জানিতে পারিলাম, জ্বর প্রত্যহ ৩।৪টার সময় বৃদ্ধি হয়। শিশুটি মোটা ও হৃষ্টপুষ্ট। জ্বর আসিলে, শীতল জলের তৃষ্ণা হয় এবং জল পান করে। মুখমণ্ডল এবং চক্ষু লাল আভাযুক্ত হয়। আমি এতদ্ লক্ষণ সমূহের উপর নির্ভর করিয়া তাহাক বেলেডনা ৬ ক্রম প্রত্যহ দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া আসি। তৎপর দিবস রোগীর বাড়ীর লোক আসিয়া সংবাদ দিল—জ্বর কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে, ইহা শুনিয়া তাহাকে আমি পূর্ব্বের ঔষধই আবার দিতে বলিয়া দিলাম, কিন্তু তাহার পরদিন লোক আসিয়া বলিল, জ্বর যদিও সামান্য কম হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ যায় নাই, বরং সকল সময় জ্বর অল্প অল্প লাগিয়া রহিয়াছে ও তদ্সহিত নূতন উপসর্গ সর্দ্দি এবং কাশি দেখা দিয়াছে। জেলসিমিয়ম কয়েক মাত্রা দিয়া ২ দিন পর দেখা করিতে বলিয়া বিদায় করিয়া দিলাম, কিন্তু ইহাতেও জ্বর না যাওয়ায় রোগীর পিতা আমাকে পুনরায় ডাকিয়া লইয়া যান। জ্বর না যাইবার কোন কারণ দেখিতে পাইলাম না। রোগীর নিকট বসিয়া বসিয়া ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের কথা ভাবিতেছি, এমন সময় পার্শ্বের ঘর হইতে শিশুর মাতা বলিয়া উঠিলেন, আজ দুই দিন হইতে ডিম ভাজা খাইব বলিয়া বায়না ধরিয়াছে, ইহা কি দিতে পারি? আমি ইহা শুনিয়া আর ইতস্ততঃ না করিয়া ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব দেওয়াই স্থির করিলাম এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব্বেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব সচরাচর বেলেডনার পর উত্তম কার্য্য করে এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব বেলেডনার complementary অর্থাৎ অনুপূরক। ইহা ব্যতীত ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব বেলেডনা অপেক্ষা গভীর কার্য্যকারী এবং

দুই ঔষধের অনেক সাদৃশ্যও আছে ইত্যাদি কারণ বশতঃ বেলেডনার পর ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের বিষয় চিন্তা করা, আমার পক্ষে খুব স্বাভাবিক হইয়াছিল।

ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফরিকা।

ক্যালকেরিয়া ফস্—কার্ব্বনেট অভ লাইম (carbonate of lime) এবং ফস্‌ফরাসের রাসায়ণিক ক্রিয়া সংযোগে প্রস্তুত হইয়াছে। ক্যালকেরিয়া ফসে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব এবং ফসফরাসের সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু উক্ত উভয় উপাদানের সংযোগে ক্যালকেরিয়া ফসে এমন কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে যাহা ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব কিংবা ফসফরাসে কিছু মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

ক্যালকেরিয়া ফস প্রধাণতঃ পোষণ ক্রিয়ার অভাব (defective nutrition) হেতু রোগে অধিক প্রয়োগ হয়। কাজে কাজেই ইহা শিশু হইতে বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই ব্যবহার হইতে পার কিন্তু সচরাচর শিশুদিগেতেই অধিক ব্যবহার হয়। ক্যালকেরিয়া ফসকে চিনিতে হইতে নিম্ন লক্ষণ সমূহ সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য :—

১। শিশু অত্যন্ত কৃশ এবং শীর্ণ (child is thin and emaciated),

২। উদর অন্তর্প্রবিষ্ট অথচ থল্‌থলে (abdomen sunken rather flabby),

৩. গ্রন্থি এবং অস্থি রোগ প্রবণ (predisposed to glanular and osseous disease),

৪ শরীর অপেক্ষা মস্তক বৃহৎ এবং ব্রহ্মরন্ধ্র, অসম্বদ্ধ অর্থাৎ খোলা (Head is large and both fontanelles are open),

৫। মস্তিষ্কাবরণাস্থি অত্যন্ত পাতলা এবং ভগ্নপ্রবণ (cranial bones are thin and brittle),

৬। দন্তোদ্গমে বিলম্ব।

৭। মেরুদণ্ডের বক্রতা এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শরীরের ভার বহিতে অক্ষম (curvature and weakness of spine, it cannot support the body),

৮। চলৎশক্তি বিকাশের দুর্ব্বলতা (slow in learning to work)

৯। গ্রীবা অত্যন্ত সরু মস্তকের ভার রাখিতে অক্ষম, এদিক ওদিক টলিয়া পড়ে। (The neck is so thin and weak that it cannot support the head which falls whichever way it happens to be inclined) ।

১০। শিশু অত্যন্ত দুগ্ধ বমন করে, স্তন দুগ্ধই হউক অথবা গোদুগ্ধ হউক। (The child vomits milk persistently whether it be the breast or cow milk),

১১। মল সবুজ, শ্লেস্মাযুক্ত, হড়্‌হড়ে, উষ্ণ এবং মলত্যাগ কালীন ফট্ ফট্ শব্দ সহ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হয় এবং বেগের সহিত মল নির্গত হয়। (stools are green, slimy and are accompanied by great deal of fetid flatus and gushing)

মানসিক লক্ষণ এবং শারীরিক অবস্থা—ক্যালকেরিয়া ফসে মানসিক অবসন্নতা অত্যন্ত অধিক পরিলক্ষিত হয়। শিশু কোন বিষয় শীঘ্র বোধগম্য করিতে পারে না। দেখিলে ব্যারাইটা কার্ব্বের ন্যায় নির্ব্বোধ নিশ্চষ্ট বলিয়া বোধ হয়। শিশুর বয়সের বৃদ্ধির সহিত শরীরের গঠনের তাদৃশ কিছুই উন্নতি হয় না। ঠাণ্ডা অথবা ঠাণ্ডা বায়ুর স্পর্শে সমুদায় শরীরে কনকনানি যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং যন্ত্রণা বিশেষতঃ নাড়াচড়া অর্থাৎ সঞ্চালনে অধিক বৃদ্ধি হয়। এই স্থলে ব্রাইওনিয়ার কথা স্মরণ হইতে পারে

কিন্তু ইহা ব্রাইওনিয়ার লক্ষণ নয়, ইহা বালাস্থি বিকৃতি রোগের প্রারম্ভাবস্থার লক্ষণ—বালাস্থিবিকৃতি (Richitis) রোগের ক্যালকেরিয়া ফস একটি সর্ব্ব প্রধান ঔষধ যদ্যপি ক্যালকেরিয়া ফসে আশানুরূপ উপকার না হয় তাহা হইলে সাইলিসিয়ার বিষয় চিন্তা করিবে।

জরায়ু রোগ—প্রৌঢ় এবং বয়স্ক লোকদিগের রোগে ক্যালকেরিয়া ফস নির্ব্বাচনের sensativeness to dampness অর্থাৎ স্যাঁৎসেতে ঋতু কিংবা স্যাঁৎসেতে ঠাণ্ডায় স্পর্শাধিক্যতা লক্ষণটি একটি বিশেষ পরিচায়ক। এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া অনেক প্রকার দুরারোগ্য রোগ আরোগ্যের সংবাদ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। যে সমুদায় স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর স্থানচ্যুতি সহ (displacement of uterus) বস্তি প্রদেশের (Hypogastric region) দুর্ব্বলতা এবং টাটানি যন্ত্রণা, মলমূত্র ত্যাগে এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয় তাহাদিগের পক্ষে ক্যালকেরিয়া ফস একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ। ইহা আরও অধিক কার্য্য করে বিশেষতঃ যাহাদিগের (অর্থাৎ যে সমুদায় স্ত্রীলোকদিগের) প্রত্যেক ঋতু পরিবর্ত্তন কালীন (every change of weather) শরীরের সংযোগ স্থলগুলি (Joints) যন্ত্রণাধিক্য হয়। কাজে কাজেই ক্যালকেরিয়া ফস রোগী অনেকটা ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ন্যায় ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেতে বায়ুস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, ইহাতে স্ত্রীলেকেদিগের বিশেষতঃ জরায়ু প্রদেশের কষ্ট যন্ত্রণা অধিক বৃদ্ধি হয়। ফসফরাসে বস্তিপ্রদেশের দুর্ব্বলতা লক্ষণ যদিও বর্ত্তমান রহিয়াছে কিন্তু ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি তাহাতে আদপেই নাই, বরং ফসফরাস রোগী ঠাণ্ডা অধিক পছন্দ করে।

বাত—ক্যালকেরিয়া ফসের বাতেও উত্তম কার্য্য রহিয়াছে। প্রত্যেক ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় বাত প্রকাশ পায়। স্যাঁৎসেতে ঠাণ্ডা বায়ুর স্পর্শ লাগিয়া কিংবা স্যাঁৎসেতে স্থানে বাসহেতু গ্রীবার আড়ষ্ট যন্ত্রণা হইলে কিংবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে টাটানি বেদনা হইলে বিশেষতঃ ত্রিকাস্থি (sacral) প্রদেশের চারিপার্শ্বে এবং পদদ্বয়ে হইলেই ক্যালকেরিয়া ফস অধিক নির্ব্বাচিত হয়। (particularly around the sacral region and down the legs) শরৎ কালের প্রারম্ভ হইতেই বাত যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, এবং বসন্ত কালের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হইতে থাকে। (getting well in spring and returning in autumn)

সন্ধিস্থলের যন্ত্রণা—অস্থির সন্ধিস্থলের যন্ত্রণা কিংবা ফিক্ বেদনার কেলকেরিয়া ফস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শরীরের যে স্থলে দুইটি অস্থির প্রান্তদেশের সংযোগ (Junction of the bones by their edged margins) অস্থি-সন্ধি (Joints) কিংবা সীবনীসন্ধি (suture) হইয়াছে, যেমন sacrum এবং iliac অস্থির সংযোগে sacro-iliac symphysis, পার্শ্ব কপালাস্থির (parietal bones) শীর্ষযোড়ে (sagittal suture) মস্তকের একপার্শ্বের সম্পূর্ণ অস্থি, এইরূপ সংযোগ স্থলে যন্ত্রণা হইলে ক্যালকেরিয়া ফস তাহার একটি উত্তম ঔষধ। অন্তঃসত্বাবস্থায় স্ত্রীলোকের ঐরূপ স্থলে (Sacro iliac-symphysis) যন্ত্রণা হইলে ক্যালকেরিয়া ফসকেই সর্ব্ব প্রাধান্য দিবে।

অস্থিভঙ্গ—অস্থিভঙ্গে (fracture) ক্যালকেরিয়া ফস প্রায়ই ব্যবহার হয় এবং এতদ বিষয়ের ইহা একটি প্রধান ঔষধ। অস্থিভঙ্গ হইয়া শীঘ্র জোড় না লাগিলে, প্রথমতঃ ভগ্ন অস্থিদ্বয় সংযোগ করিয়া শক্ত করিয়া (কাষ্ঠখণ্ড) splint দিয়া বাঁধিয়া দিয়া, ক্যালকেরিয়া ফস নিম্নক্রম চূর্ণ ৬x প্রত্যহ ২ বার করিয়া সেবন করিতে দেওয়া উচিৎ।

সিম্ফাইটাম—উপরিউক্ত অবস্থায় ইহার ব্যবহারও যথেষ্ট দেখা যায়—বিশেষতঃ যখন কোন প্রকার স্নায়বীক রোগবশতঃ অস্থির শীঘ্র জোড় লাগে না সেইরূপ স্থলে ইহার বিষয় চিন্তা করা প্রয়োজন। অনেক স্থলে দেখিয়াছি এই ঔষধের অমিশ্রআরক বাহ্যিক প্রয়োগ করিতে দিয়া এবং তৃতীয় ক্রম আভ্যন্তরিক সেবন করিতে দিয়া অতি অল্প সময়ে অস্থি জোড়া লাগিয়া গিয়াছে। যেস্থানে অস্থি শীঘ্র জোড় লাগে না তাহাদিগের পক্ষে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব অথবা ক্যালকেরিয়া ফস আশু উপকার করে। ডাক্তার হেলমথ বলেন—এই ঔষধের তৃতীয় চূর্ণ দিবসে ৩।৪ বার সেবন করাইলে প্রভুত উপকার হয় এবং ক্যালকেরিয়া ফসই অধিক উপযোগী।

সহজে অস্থি জোড়া লাগাইবার ক্ষমতা এই দুই ঔষধেই অর্থাৎ ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব এবং ক্যালকেরিয়া ফসেই আছে। ডাক্তার হেনরিক বলেন রুটা অমিশ্র আরক বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে ও তৃতীয়ক্রম আভ্যন্তরিক সেবন করিতে দিলে অস্থিভঙ্গ শীঘ্র আরোগ্য হইতে পারে। ভয়ানকরূপে অস্থিভঙ্গ হইয়া গেলে কখন কখন আক্ষেপজনক পেশী কুঞ্চন হওয়াতে ভগ্নাস্থির মুখদ্বয় একস্থানে থাকিতে পারে না সুতরাং জোড়া লাগা অসম্ভব হইয়া উঠে,

এইরূপ স্থলে ডাক্তার হেলমথ ইগ্নেসিয়া এবং কিউপ্রাম প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। ডাক্তার উইলাউও ইগ্নেসিয়ার উপকারীতা স্বীকার করেন। দুই এক স্থলে হাইওসিয়ামাসেও বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। অস্থি ও তদাবরকঝিলীতে অসহ্য বেদনা থাকিলে মিজিরিয়ামে বিশেষ উপকার দর্শে।

কম্পাউণ্ড কমিনিউটেড ফ্র্যাকচারে ষ্টাফিসাইগ্রিয়ার ক্রিয়া অতি উত্তম ইহাতে থেঁতলান চর্ম্মাদি শীঘ্র জোড়া লাগিয়া যায়।

পুরাতন মস্তক শোথে (Chronic Hydrocephalus)—ডাক্তার ভন গ্র্যাভোল (Dr. Von Gravagl) ক্যালকেরিয়া ফসকে অতি উচ্চস্থান প্রদান করেন। রোগ আরোগ্য করিতে এবং যাহাদিগের সন্তানের এবম্প্রকার রোগের আশঙ্কা হয় তাহা নিবারণ করিতে, অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে সেবন করাইলে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়।

শীরঃপীড়া—স্কুল বালিকাদিগের শিরঃপীড়ার ক্যালকেরিয়া ফস একটি উত্তম ঔষধ (নেট্রাম মিউর)। এইপ্রকার শিরঃপীড়া যে হঠাৎ হয় তাহা নয় ক্রমশঃ উপস্থিত হয়। স্কুলে থাকাকালীন পড়া শুনায় অধিক বোধ করে এবং রক্ত শূন্য (anæmic) বালিকাদিগেতেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

শীর্ণতা—শীর্ণতা রোগে (marasmas) ক্যালকেরিয়া ফসকে সকল চিকিৎসকগণই অতি উচ্চস্থান দিয়া থাকেন। শিশুর এইরূপ অবস্থায় খাদ্যদ্রব্যের প্রতি এক অস্বাভাবিক আকাঙ্খা প্রকাশ পায় এবং লবণাক্ত মাংস খাইবার ইচ্ছা অধিক হয় ও সবুজ উদরাময় বর্ত্তমান থাকে।

রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার এত অধিক ব্যতিক্রম হয় যে রোগীর শরীরের প্রান্তদেশ সমূহ অর্থাৎ নাসিকাগ্র, কর্ণ ইত্যাদি সহজে উষ্ণ হয় না, শীতল হইয়া থাকে—মুখমণ্ডল শুষ্ক, রক্তহীন এবং ফ্যাকাশে; মস্তক শরীর অপেক্ষা অত্যন্ত বৃহৎ; গ্রীবাপ্রদেশ সরু এবং দুর্ব্বল টলিতে থাকে, যেন শরীর মস্তকের ভার বহনে অক্ষম।

শিরঃভ্রাম—রোগী মস্তক বালিশে এপাশ ওপাশ করিতে থাকে (Rolling of the head), দন্তে দন্তে ঘর্ষন করে, মুখমণ্ডল শীতল, ফ্যাকাশে এবং পাংশুটে বর্ণ। মস্তকের পশ্চাদ্দেশে উষ্ণ এবং পদদ্বয়ের অবিরাম সঞ্চালন। শেষোক্ত লক্ষণটি শিরঃভ্রামের একটি বিশেষ বিশেষত্ব।

জিহ্বামের এতদ লক্ষণ সমূহ সাধারণতঃ মস্তিষ্কের প্রদাহ হইতে অধিক উত্থিত হয়।

বালাস্থি বিকৃতি এবং কৃশতা রোগে সাইলিসিয়ার সহিত ক্যালকেরিয়া ফসের সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে।

সাইলিসিয়া—	ক্যালকেরিয়া ফস—
১। মস্তকের সম্মুখ দিকে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।	১। ঘর্ম্ম বিশেষ হয় না।
২। মল শক্ত এবং কঠিন, নির্গত হইয়াও পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায়।	২। মল সবুজ দুর্গন্ধ, হড়হড়ে এবং জলবৎ, শব্দযুক্ত এবং বেগে নির্গত হয়।
৩। চর্ম্মরোগ, ফোড়া ইত্যাদির সহিত পুঁযোৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে।	৩। এতদ্ লক্ষণ কিছুই থাকে না।

নাভি—শিশুদিগের নাভি (naval) হইতে তরল রক্তমিশ্রিত স্রাব বহির্গত হয় (প্রস্রাব বহির্গত হয়—হাইওসিয়ামাস)। নবজাত শিশুর নাভি শীঘ্র শুষ্ক না হইলে ক্যালকেরিয়া ফসকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব এবং ক্যালকেরিয়া ফসের পার্থক্য।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব	ক্যালকেরিয়া ফস
১। শরীর মোটা, স্থূলকায়, উদর এবং মস্তক বৃহৎ।	১। শরীর শীর্ণ, মস্তক বৃহৎ, উদর অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং থলথলে।
২। রোগী ডিম্ব খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।	২। রোগী লবণাক্ত মাংস খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।
৩। মল কখন কখন সবুজ হয় কিন্তু সচরাচর সাদা তরল জলবৎ। অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত অথবা ছানা কাটা কাটা অম্লগন্ধ বিশিষ্ট।	৩। মল সবুজ জলবৎ, হড়হড়ে শ্লেষ্মাযুক্ত, উষ্ণ এবং দুর্গন্ধ বিশিষ্ট। মলত্যাগ কালীন প্রচুর দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ সহ ফট্ ফট্ শব্দ হয় এবং মল বেগের সহিত নির্গত হয়।
৪। সম্মুখ ব্রহ্মতালু অসম্বদ্ধ, ফাঁক।	৪। সম্মুখ এবং পশ্চাৎ উভয় ব্রহ্মতালু অসম্বদ্ধ ফাঁক।

থাইসিস (Phthisis)—আমেরিকার ওয়াসিংটন সহরের ডাক্তার ভাডি (Dr Verdi)--ক্যালকেরিয়া ফসকে থাইসিসের অর্থাৎ ক্ষয়কাশের একটি উচ্চ ঔষধ বলেন। অত্যধিক রজঃস্রাব, পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব, প্রচুর দুগ্ধক্ষরণ, অত্যল্প সময়ে শরীর দীর্ঘাকৃতি হওয়া (growing too fast) ইত্যাদি কারণ বশতঃ যে সমুদায় স্ত্রীলোক রক্তহীন দুর্ব্বল হয় তাহাদিগেতে অধিক ক্ষয়কাশের সম্ভাবনা হয় এবং তাহাদিগের এতদ্ রোগে ক্যালকেরিয়া ফস উত্তম কার্য্য করে।

উদরাময়—ক্যালকেরিয়া ফসের উদরাময় সবুজ, হড়হড়ে, শ্লেষ্মাযুক্ত উষ্ণ এবং ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত। মল প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুর ফট্ ফট্

শব্দ সহ অত্যন্ত বেগের সহিত নির্গত হয়। এবম্প্রকার উদরাময় বালাস্থিবিকৃতি রোগযুক্ত শিশুদিগেতে এবং দন্তনির্গমন কালীন অধিক হয়।

ডাইলিউসন।—৩০ এবং ২০০ শক্তি সচরাচর অধিক ব্যবহার হয়, প্রায় ১২ ঘণ্টা অপেক্ষা না করিয়া পুনরায় দেওয়া উচিৎ নয়। পুরাতন রোগে একমাত্রা দিয়া ৮।১০ দিন অপেক্ষা করা যাইতে পারে। অস্থিভঙ্গে (fractures) ৬x পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয়।

অনুপূরক—অস্থি এবং সংযোগ স্থলের রোগে রুটা। মস্তক শোথে জিঙ্কাম।

ক্যালকেরিয়া ফস—আইয়োডিন, সোরিনাম, স্যানিকিউলা সালফারের পূর্ব্বে এবং আর্সেনিক, আইওডিন ও টিউবারকিউলিনামের পর উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—স্যাঁৎসেতে বায়ুতে, ঠাণ্ডায়, ঋতু পরিবর্ত্তনে এবং মানসিক পরিশ্রমে।

রোগের উপশম—গ্রীষ্মকালে, উষ্ণ বায়ুতে এবং উষ্ণ স্থানে।

রোগীর বিবরণ।

—:*:—

১। একটি মুসলমান মাতৃহীনা বালিকা, বয়স প্রায় ৭ বৎসর হইবে। পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বক্র হইয়া কুঁজো হইয়া গিয়াছে, এইরূপ অবস্থায় তাহার পিতা আমার ডাক্তারখানায় চিকিৎসার্থ লইয়া আইসেন। আমি এইপ্রকার রোগী অদ্যাপি আর দেখি নাই এবং ক্যালকেরিয়া ফসের কার্য্য দেখিয়াও আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমার নিকট লইয়া আসিবার পূর্ব্বে জানিতে পারিলাম, কবিরাজী, এলোপ্যাথি এবং হেকিমী সকলপ্রকার চিকিৎসা হইয়া গিয়াছে। বালিকার পিতা একজন দরিদ্র লোক। রোগী দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম

ইহা বালাস্থি বিকৃতি রোগ (Ricket)। মেরুদণ্ড বক্র হওয়ায় মস্তকটি সম্মুক দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, পৃষ্ঠদেশ উঁচু হইয়া গিয়াছে এবং বক্ষঃস্থলের অস্থিসমূহ তুবড়িয়া গিয়া স্থানটি খাল হইয়া গিয়াছে। বক্ষঃস্থল এমন সংকীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, বক্ষঃস্থলের পূর্ব্বাবস্থার স্বাভাবিক আকৃতি কিছুই নাই। হস্ত পদ এবং সমুদায় শরীর শীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার। বেশ খাইতে পারে, ক্ষুধাও বেশ আছে, বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—বুকে শ্লেষ্মা রহিয়াছে। বালিকার পিতা বলিল, পূর্ব্বে শরীর ভালই ছিল এবং বেশ খেলা করিত। আজ প্রায় ৬ মাস হইতে এইপ্রকার অবস্থা হইয়াছে এবং ক্রমশঃ যেন অধিক হইতেছে। অনুসন্ধান করিয়া আরও জানিতে পারিলাম যে, শ্বেতপ্রদরের ন্যায় স্রাব অল্প অল্প সর্ব্বদা লাগিয়া রহিয়াছে। অতদ্‌সমুদয় লক্ষণে আমি তাহাকে ক্যালকেরিয়া ফস ৩০ ক্রম সপ্তাহে একবার করিয়া দিতে ব্যবস্থা করি এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই একটিমাত্র ঔষধ দ্বারাই আমি তাহাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করি। রোগী আজ চলিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে, এখন আর সে বক্রতা, শীর্ণতা কিছুই নাই, মধ্যে মধ্যে গাত্রে কডলিভার অয়েল (Codliver Oil) মর্দ্দন করিতেও দিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, বালিকাটি প্রায় ৮ মাস আমার চিকিৎসাধীন ছিল।

২। আমার প্রতিবেশী বোসেদেরে বাড়ীতে একটি রোগী দেখাইতে আমাকে ডাকিয়া লইয়া যায়—রোগী একটি ক্ষুদ্র শিশু, বয়স মাত্র ৩ মাস, শীর্ণ, শরীরের স্থানে স্থানে চর্ম্মগুলি কোঁচকান, মনে হয় কতদিন যেন আহার পায় নাই। উদর এবং মস্তকটি শুধু বৃহৎ। বাড়ীর সকলে বলিল—পূঁয়ে পাওয়া শিশু, কখনই বাঁচিবে না, ন্যাকড়ার পলিতা দিয়ে দুধ খাওয়ান হইতেছে। সবুজ শাক ছেঁচানর মত মলত্যাগ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বায়ু নিঃসরণও হইতেছে। বাঁচিবে বলিয়া আমি নিজেও আশা করিতে পারি নাই। আসিবার সময় ক্যালকেরিয়া ফস ৩০ ক্রমের বটিকা একশিশি দিয়া চলিয়া আসি, এবং বলিয়া দিলাম ইহা হইতে ৫।৭ দিন অন্তর ২টি করিয়া বটিকা খাওয়াইবেন এবং মধ্যে মধ্যে কডলিভার অয়েল'গাত্রে মর্দ্দন করিবেন। আজ সেই রোগী হৃৎপুষ্ট হইয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে।

এই স্থলে আমার আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের কথা মনে হইয়াছিল এবং অনেকগুলি লক্ষণও রহিয়াছে কিন্তু উদর এবং মস্তক অসামঞ্জস্য রূপ বৃহৎ

আর্জ্জেণ্টামে না থাকায় ক্যালকেরিয়া ফসকেই প্রাধান্য দিলাম এবং তাহাতেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। কেহ কেহ নেট্রাম মিউরের কথাও স্মরণ করিতে পারেন—কিন্তু নেট্রাম মিউর রোগী সর্ব্বদা কোষ্ঠকাঠিন্য।

সাইলিসিয়া।

ইহা সামান্য বালুকা কণা। স্বাভাবিক অবস্থায় মনুষ্য শরীরে ইহার কোন কার্য্য নাই, নির্গুণ বলিলেই হয়। মহাত্মা হ্যানিমানের মতে চূর্ণ করিয়া ঔষধে পরিণত করিলে ইহা কি প্রকার গুণসম্পন্ন ঔষধ হইতে পারে, তাহা আজ হ্যানিমান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ইহার কার্য্য দেখাইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। খিট্‌খিটে, স্নায়ুপ্রধান, স্ক্রফুলাস, চর্ম্মরোগপ্রবণ, এবং যাদিগের শরীর খাদ্য দ্রব্য সমীকরণের দোষ হেতু (Constitution of imperfect assimilation) পরিপুষ্ট হয় না, শারীরিক ও মানসিক উভয়েতেই যাহারা স্পর্শাধিক্য (Sensative) সামান্য মানসিক পরিশ্রমে অক্ষম, এইরূপ লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

২। শিশু স্ক্রফুলাস ধাতুগ্রস্থ, শুষ্ক, শীর্ণ, পুঁয়ে পাওয়া (Rachitic), উদর এবং মস্তক বৃহৎ, ব্রহ্মরন্ধ্র বিশেষতঃ সম্মুখের অসম্বদ্ধ (Open), চলৎ শক্তি বিকাশে বিলম্ব, জীবনীশক্তির উত্তাপের অভাব।

৩। শিশুর মস্তকে বিশেষতঃ সম্মুখ অংশে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, গ্রীবা মুখমণ্ডল এতদ্‌সমুদায় স্থান সিক্ত হইয়া যায়। মুখের চেহারা শুষ্ক, পাংশুটে বর্ণ এবং অস্থিবিকাশে বিলম্ব, এতদ্ব্যতীত সাইলিসিয়া রোগীর পদদ্বয়ের অঙ্গুলির

ফাঁকে, হস্তের চেটোয়, এবং বগলে ঘর্ম্ম হয় ও তাহা দুর্গন্ধযুক্ত।

৪। কোমল কিংবা কঠিন সকল প্রকার স্থানে, গ্রীবা এবং কক্ষতল ইত্যাদি সমুদায় স্থানের গ্রন্থিতেও (Glands) প্রদাহ হইয়া পূঁজোৎপাদন হয়। সাইলিসিয়ার পূঁয-বর্দ্ধক ক্রিয়ার উপর অদ্বিতীয় ক্ষমতা—অত্যধিক পূঁযোৎপত্তি নিবারণ করিয়া ক্ষত আরোগ্য করে। কোন প্রকার ক্ষুদ্র কাঁটা সূচ ইত্যাদ হস্ত পদে কিংবা শরীরের কোন স্থানে অর্থাৎ টিসুতে ফুটিয়া গেলে তদস্থানে পূঁজোৎপাদন করিয়া বহির্গত করাইয়া দেয়।

৫। অস্থিক্ষত, অস্থিপচন, সংযোগ স্থলের ক্ষত, মেরুদণ্ডের অস্থির ক্ষত, বঙ্ক্ষণ সন্ধির ক্ষত, দুষ্ট ব্রণ, কার্ব্বংকাল; স্পঞ্জের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত ক্ষত, নালীক্ষত, ভগন্দর ইত্যাদির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৬। সাইলিসিয়ার পূঁয তরল এবং দুর্গন্ধযুক্ত, সময় সময় রক্ত কিংবা চর্ব্বির ন্যায় ফাটা ফাটা দানা মিশ্রিত। (The pus is thin and offensive and often mixed with blood and sometimes with little flokes looking like cheese)।

৭। সাইলিসিয়ার ক্ষত উষ্ণ প্রলেপে উপশম হয়, ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়।

৮। কোষ্ঠকাঠিন্য—মল বহির্গত হইয়াও পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায়। (When partly expelled recedes again)

৯। শিরঃপীড়া—যন্ত্রণা ঘাড় হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকের তালুতে উঠিয়া চক্ষুতে বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষুতে বিস্তারিত হয়। যন্ত্রণা গোলমালে, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি

হয়। চাপে, উষ্ণ বস্ত্রের আবরণে, জোরে বন্ধনে এবং প্রচুর প্রস্রাবে উপশম হয়।

১০। পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ অথবা টীকা দেওয়া হেতু রোগে সাইলিসিয়া অতি উপযুক্ত ঔষধ।

১১। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় রোগের বৃদ্ধি।

সাধারণ লক্ষণ।

১। শিশুর প্রত্যেক বার স্তন পান করা কালীন মাতার যোনী প্রদেশ হইতে রক্তস্রাব হয়। (ক্রোটন টিগলিনাম)।

২। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে পদদ্বয়ে ঘর্ম্ম ব্যতীরেক ভীষণ অম্ল অথবা পুতিগন্ধ ও হয়।

৩। হস্ত এবং পদের নখ বক্র এবং বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয় (এন্টিম ক্রুডাম)।

৪। নিদ্রিতাবস্থায় সঞ্চরণ (Somnambulism)। রোগী নিদ্রিতাবস্থায় শয্যা হইতে উঠিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় শয্যায় শয়ন করে অথচ নিদ্রাভঙ্গ হয় না।

৫। স্তনের বোঁটা ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া ফাঁদোলের ন্যায় আকার ধারণ করে (সার্সা)।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য (Physiological) :—সাইলিসিয়ার প্রধান কার্য্যই হইতেছে পরিপোষণ ক্রিয়ার উপর এবং সাইলিসিয়ার এবম্বিধ কার্য্য (পরিপোষণ ক্রিয়া) শিশু এবং অল্প বয়স্ক বালকদিগের মধ্যে যত অধিক এবং সুন্দররূপে সম্পাদন হয়, বয়সের অন্যান্য অবস্থায় তদ্রূপ হয় না, এতদ্‌কারণ বশতঃই পরিপোষণ ক্রিয়ার ব্যতিক্রমে, সাইলিসিয়া প্রয়োগের উপযুক্ত সময়ই হইতেছে বাল্যাবস্থা, কিন্তু তদহেতু যুবা, প্রৌঢ় কিংবা বার্দ্ধক্যাবস্থায় সাইলিসিয়া আদপেই যে ব্যবহার হয় না ইহা বলিতে ইচ্ছা করিনা। শৈশবাবস্থায় অনেক বালক বালিকার দেহ গঠন সম্পূর্ণ অথবা সামঞ্জস্য ভাবে যে পরিপুষ্ট হয় না, তাহা খাদ্য দ্রব্যের অভাব কিংবা খাদ্য-দ্রব্যের দোষ হেতু নয়, তাহা ভুক্ত দ্রব্যের সমীকরণের দোষ হেতুই উৎপন্ন হইয়া থাকে। (owing to defective assimilation)।

রোগী এবং দেহগঠন—শিশুর মস্তক এবং উদর শরীরানুপাতে অত্যন্ত বৃহৎ, ব্রহ্মরন্ধ্র (বিশেষতঃ সম্মুখ দিকের) অসম্বদ্ধ ফাঁক, শরীর শুষ্ক ক্ষুদ্র, শীর্ণ, আকার শূন্যবৎ, শরীরের স্থানের স্থানের চর্ম্ম কোঁচকান, চেহারা ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য বিবর্ণ পীতাভ সদৃশ, মধ্যান্ত্র প্রদেশস্থ গ্রন্থি সকলের দোষ হেতু উদর বৃহৎ অথচ থলথলে (ক্রফুলা রোগীর ইহা একটী বিশিষ্ট লক্ষণ)। অস্থির উপযুক্তরূপ বিকাশের অভাবে শিশু হাঁটিতে অক্ষম। মস্তক, মুখমণ্ডল, গ্রীবা এতদসমুদায় স্থান প্রচুর ঘর্ম্মপ্রবণ। (The head disproportionately large; the fontanelles, especially the enterior are open; the body is small and emaciated with the exception of the abdomen, which is round and plump, as is often the case in scrofulous children. The head, including the scalp, neck and face, is covered with an offensive sweat. The face is pale, waxen, earthy or yellowish. The bones are poorly developed, as are also the muscles,consequently the child is slow in learning to walk.)

বালাস্থি বিকৃতি রোগ (Rickets)—সাইলিসিয়ার পরিপোষণ ক্রিয়ার উপর এবম্প্রকার গভীর কার্য্য আছে বলিয়াই শৈশবাবস্থায় শিশুদিগের দুইটী ধাতু রোগে—বালাস্থি-বিকৃতি এবং স্ক্রফিউলায় (rachitis and scrofula) ইহাকে সালফায় এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব অপেক্ষা উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। বালাস্থি বিকৃতি রোগের মস্তক ঘর্ম্ম লক্ষণটি হইতেছে। একটী বিশেষ পরিচায়ক। সার উইলিয়ম জেনারের (Sir William Jenner) উক্ত বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি মস্তক ঘর্ম্ম এবং অস্থি কোমলতা (perspiration about the head only, and the tenderness of the general surface) এই দুইটি লক্ষণকেই উক্ত রোগের সর্ব্বপ্রধান্ বিশেষত্ব বলিয়াছেন, কাজে কাজেই সাইলিসিয়াতে অস্থি বিকৃতি প্রাপ্ত এবং তৎসহিত উপাস্থির (cartilage) বিবৃদ্ধি লক্ষণ অত্যন্ত অধিক থাকায় ইহাকে এতদরোগে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার ভন গ্র্যাভোল (Von Gravol) একজন রোগীর

হস্তের অঙ্গুলির (Enchondroma) উপাস্থ্যর্ব্বুদ সাইলিসিয়া ৩য় ক্রম চূর্ণ প্রয়োগ করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন। আমার মনে হয় যাহাদিগের ধাতু প্রকৃতি এইরূপ ধরণের বলিয়া সন্দেহ হয় অর্থাৎ যাহাদিগেতে মস্তক ঘর্ম্ম এবং অস্থির কোমলতা লক্ষণ অধিক প্রকাশ পায় তাহাদিগেতে সাইলিসিয়ার বিষয় চিন্তা করিতে ভুলিবে না।

সাইলিসিয়া যদিও স্ক্রফুলাস রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যখন অস্থিতে scrofula প্রকাশ পায়—তখনি ইহা উত্তম কার্য্যকরে। অস্থি প্রদাহ, অস্থি ক্ষত ইত্যাদিতে যখন কোন প্রকার উপদংশ রোগের সংস্রব থাকে না তখন সাইলিসিয়াই তাহার একটা উপযুক্ত ঔষধ জানিবে। সাইলিসিয়ার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে (synovial membranes) কোন কার্য্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

দেহ গঠনে পার্থক্যতা—সাইলিসিয়া রোগীর উদর এবং মস্তক বৃহৎ, শরীর শীর্ণ এবং কৃশ। ক্যালকেরিয়া ফসের মস্তক বৃহৎ, শরীর শীর্ণ এবং উদর অন্তঃপ্রবিষ্ট অথচ থলথলে (sunken and flabby)। ক্যাল-কেরিয়া কার্ব্বের মস্তক এবং উদর বৃহৎ, শরীর হৃষ্টপুষ্ট এবং মোটা।

সাইলিসিয়া রোগীর মুখমণ্ডল শুষ্ক, পাংশুটে বিবর্ণ। অস্থির বিকাশও অত্যন্ত বিলম্ব হয়, তদহেতু শীঘ্র হাঁটিতেও পারে না। এতদ্ব্যতীত সাইলিসিয়া রোগীতে আর একটি অবস্থা দেখিতে পাই—তাহা হইতেছে জীবনী শক্তির উত্তাপের অভাব (want of vital heat) রোগী সর্ব্বদা এমন কি পরিশ্রমের অবস্থাতেও শীত শীত বোধ করে, শীতল বায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, বিশেষতঃ মস্তক এবং পদদ্বয় অনাবৃত রাখিলে সহজে সর্দ্দি, কাশ কিংবা অন্যপ্রকার ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়। সাইলিসিয়া রোগী মস্তকে উষ্ণ কাপড় জড়াইয়া রাখিলে কিংবা কোনপ্রকার বাহ্যিক উত্তাপ লাগাইলে উপশম বোধ করে।

ঘর্ম্ম—সাইলিসিয়ায় ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ন্যায় মস্তকে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় কিন্তু মস্তকের সম্মুখাংশে অধিক হয় ও ঘর্ম্মে মুখমণ্ডল, গ্রীবা, মস্তক ইত্যাদি স্থান সমুদায় ভিজিয়া যায় এবং দুর্গন্ধযুক্ত। ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে মস্তকের পশ্চাতে অধিক হয়, ঘর্ম্মে বালিস ভিজিয়া যায় এবং অম্লগন্ধযুক্ত।

মানসিক লক্ষণ—সাইলিসিয়া খিট্‌খিটে, স্নায়ুপ্রধান, স্ক্রফুলাস এবং চর্ম্মরোগপ্রবণ লোকদিগের প্রতি এবং যাহাদিগের পাকস্থলী শারীরিক ধাতু-বিকৃতি হেতু খাদ্যদ্রব্য সমীকরণে অক্ষম (Constitution of defective assimilation) এ রোগগ্রস্থ, এবং যাহারা শারীরিক ও মানসিক উভয় বিষয়ে অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য (oversensative), কোন বিষয় চিন্তা করিতে কিংবা মানসিক পরিশ্রমে বিমুখ ও সামান্য লেখাপড়া কার্য্যে পরিশ্রম বোধ করে তাহাদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

টীকা দেওয়া জনিত উপসর্গ—টীকা দেওয়া জনিত কোন মন্দ উপসর্গ কিংবা তদজ্জনিত স্নায়বীক রোগ উৎপন্ন হইলে সাইলিসিয়া থুজার অনুপূরক (Complementary) রূপে ব্যবহার হয়। টীকা দেওয়া উপকারী কিংবা অপকারী সে বিষয়ে এখানে কোন আলোচনা হইতেছে না, কিন্তু সচরাচর দেখা যায় টীকা দেওয়ার পর অনেক সময় অনেকপ্রকার রোগ উপস্থিত হয় এবং সেই টীকাজনিত কুফল যেমন বিষর্প, তড়কা উদরাময় ইত্যাদি আরোগ্য করিতে একমাত্র সাইলিসিয়া অথবা থুজার পর সাইলিসিয়া উত্তম কার্য্য করে, টীকার দরুণ প্রবল জ্বর, উদরাময় এবং শরীরময় বসন্তের ন্যায় খোস পাঁচড়া বহির্গত হইলে থুজাই তাহাতে অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ম্যালেণ্ড্রিনামও টীকার দরুণ কুফল নিবারণে ব্যবহার হইতে দেখা যায় কিন্তু সকল চিকিৎসকগণই থুজাকেই উচ্চস্থান দিয়া থাকেন। অনেক সময় টীকা দেওয়ার পর টীকা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার উপসর্গ যাহাতে প্রকাশ না হয় তদ্‌হেতু অনেকে টীকা দেওয়ার পর একমাত্রা সাল্‌ফার দিতে পরামর্শ দেন। প্যারিস সহরে একবার প্রায় চল্লিশ হাজার বালকের টীকা দেওয়া হয় এবং টীকার পর সকলকে এক এক মাত্রা সালফার দেওয়া হইয়াছিল, এই উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়াছিল যে যাহাতে টীকা ব্যতীত অনর্থক আর কোনপ্রকার উপসর্গ প্রকাশ না হয়।

পূঁযোৎপাদন (Suppuration)—কোন স্থান প্রদাহযুক্ত হইয়া পূঁজ সঞ্চয় হইলে সাইলিসিয়াকে তাহার একটী অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়। কোমল কিম্বা কঠিন—যেমন গ্রীবাদেশ, কক্ষস্থল, স্তন অর্থাৎ যে কোন স্থানে প্রদাহ হইয়া পূঁজ সঞ্চয় হউক, (কোমল স্থানের পূঁজ সঞ্চয়ে

হিপার সাল্‌ফার এবং কেলেণ্ডুলা উত্তম ঔষধ) তাহাতে সাইলিসিয়ার কার্য্যের কোন ব্যতিরেক হয় না। সাইলিসিয়া সচরাচর হিপার সালফার এবং ক্যালকেরিয়া সালফাইডের পরবর্ত্তী অবস্থায় প্রয়োগ হইয়া থাকে। পুঁজোৎপাদনের পূর্ব্বে সাইলিসিয়ার ব্যবহার কদাচিৎ দেখা যায়। হিপার সালফার এবং ক্যালকেরিয়া সাল্‌ফ সঞ্চিত পুঁজকে শীঘ্রই নিঃসরণ করাইয়া দেয়, সঞ্চিত পুঁজ নিঃসরণ হওয়া সত্ত্বেও পুঁজস্রাব হইতে থাকিলে তখন সাইলিসিয়া ব্যবহার করা বিধেয়, এইরূপ অবস্থায় পুঁজস্রাবকে হ্রাস করিয়া ক্ষতস্থানকে আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় লইয়া আসে কারণ সাইলিসিয়ার পুঁজবর্দ্ধক ক্রিয়ার উপর (Suppurative process) অদ্বিতীয় ক্ষমতা, অর্থাৎ অত্যধিক পুঁজোৎপত্তি নিবারণের ইহাকে সর্ব্বপ্রথম ঔষধ বলিলেই হয়। (The first great property of Silicea is its power over suppuration. It does not act like Mercury in averting this process when threatening and it is inferior to Hepar Sulphur for promoting it when inevitable. But when it is once established and by its excess or long duration is causing mischief, the effect of small internal doses of Silicea in checking it is something magical.) ইহা ব্যতীত সাইলিসিয়ার আমরা আর একটি ক্ষমতা দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে কোনপ্রকার বাহ্যিক জিনিষ যেমন সূচ, পিন, মাছের কাঁটা, কাঁচের কুচি ইত্যাদি শরীরের কোন স্থানে অর্থাৎ tissueতে ফুটিয়া গেলে তৎস্থানে পুঁজোৎপাদন করিয়া বহির্গত করাইয়া দেয়।

কৌষিক ঝিল্লীর প্রদাহ (Cellulitis)—কৌষিক ঝিল্লীর (Cellular tissue) উপর সাইলিসিয়ার কার্য্য অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায় এবং কৌষিক ঝিল্লির প্রদাহের (Cellulitis) ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সাইলিসিয়ার পুঁজোৎপাদন অত্যন্ত অধিক রূপ হয়, এবং ক্ষত শীঘ্র শুষ্কও হয় না অল্পবিস্তর পুঁজ লাগিয়াই থাকে, (which is rather indolent or sluggish in type) এইপ্রকার ক্ষত ক্রমশঃ পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয়। কৌষিক ঝিল্লীর প্রদাহ হইলেই যে এইরূপ অবস্থা উৎপন্ন হইবে তাহা নয়, অন্যান্য স্থানেও যেমন তালুমূল (tonsil)

প্রদাহ হইয়া পুঁজোৎপাদন হইলে যখন পুঁজ শীঘ্র শুষ্ক কিংবা আরোগ্য হয় না সেইরূপ স্থলেও সাইলিসিয়ার কার্য্য অব্যবহিত থাকে। উপরোক্ত অবস্থা যদি বালাস্থি বিকৃতি শিশুদিগেতে (Rachitic) প্রকাশ পায় তাহা হইলে সাইলিসিয়া যে তাহার একমাত্র ঔষধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যে সমুদয় ক্ষত কিংবা ফোড়া শীঘ্র আরোগ্য হয় না এবং জলবৎ তরল দুর্গন্ধ পুঁজস্রাব অনবরতই অল্পবিস্তর নিঃসরণ হইতে থাকে সাইলিসিয়াকে তাহার অতি উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া জানিবে। ইহা ব্যতীত অনেকে ফোড়া নিবারণের জন্যও সাইলিসিয়ার ব্যবস্থা দেন।

ক্ষত এবং পৃষ্ঠব্রণ—সাইলিসিয়ার ক্ষতে এবম্বিধ ক্ষমতা আছে বলিয়াই নালী পৃষ্ঠব্রণ ইত্যাদি নানা প্রকার ক্ষতেও ইহাকে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হয়। পৃষ্ঠব্রণের জ্বালা হ্রাস হইয়া গেলে পর পুঁজোৎপাদনের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সাইলিসিয়া তাহাতে উত্তম কার্য্য করে এবং রোগের অবস্থাকেও ফিরাইয়া দেয়। সাইলিসিয়ার অবস্থা সর্ব্বপ্রথমে আমরা কখনই পাই না। যখন ক্ষত শুষ্ক হইয়াও শুষ্ক হইতেছে না এবং ক্ষত ক্রমশঃ নালী ঘায়ের অবস্থায় পরিনত হইবার আশঙ্কা হইতেছে এইরূপ অবস্থায় সাইলিসিয়া প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। যখন পুঁজোৎপাদনের সম্ভাবনা হইতেছে তখন মার্কিউরিয়াস ভাইভাস ৩০ ক্রম প্রয়োগে ফোড়া প্রায়ই বসিয়া যায় নতুবা হেপার সালফার নিম্নক্রমে শীঘ্র পাকাইয়া দেয়। কাজে কাজেই এইরূপ স্থলে অর্থাৎ ফোড়ার প্রথম অবস্থায় সিলিসিয়ার কার্য্য বিশেষ কিছুই নাই বলিলেই হয়। যখন ফোড়ার পুঁজোৎপাদন সম্পূর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ যথেষ্ট পুঁজের সঞ্চার হইয়াছে। পুঁজ নিষ্কাষণ না করিলে রোগীর স্বাস্থের ক্ষতি হইতে পারে এইরূপ স্থলে মার্কিউরিয়াস সল এবং নিম্নক্রম সাইলিসিয়া তাহার উপযুক্ত ঔষধ জানিবে।

স্ফোটক—ফোড়া হইয়া যথেষ্ট পুঁজোৎপাদন হইলে তাহা নিষ্কাষণ করিয়া ক্ষত শুষ্ক করিবার একপক্ষে সাইলিসিয়ার যেমন ক্ষমতা আছে অন্যপক্ষে

কোন স্থলে প্রদাহ হইয়া শীঘ্রই পুঁজ সঞ্চার না হইলে তাহাতে পুঁজোৎপাদন করিবার ক্ষমতাও সেইরূপ আছে। সাইলিসিয়ায় আমরা দুইপ্রকার কার্য্য দেখিতে পাই কিন্তু অবস্থা বিশেষে ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে। হঠাৎ পুঁজ বন্ধ হইয়া গেলে কিংবা ভালমত পুঁজ না হইলে সাইলিসিয়া তাহাতে উত্তম কার্য্য করে।

ফোড়া ইত্যাদি আরোগ্য হইবার পরেও যখন তাহার আশে পাশের স্থান থর বাঁধিয়া শক্ত হইয়া থাকে তাহাতেও সইলিসিয়া ব্যবহারে বেশ উপকার পাওয়া যায়, যেহেতু যে (Plastic exudation) এর দরুন এরূপ হয় তাহা সাইলিসিয়াতে শোষন করিয়া ফেলে। গ্রাফাইটিসেও এইরূপ ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু গ্রাফাইটিসে এমন কি শুষ্ক ক্ষতের দাগ পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়া দেয়। সাইলিসিয়া এবং গ্রাফাইটিসে রোগীর শারীরিক গঠন বিষয়ে অত্যন্ত তারতম্য রহিয়াছে সাইলিসিয়ার রোগী ক্ষীণ এবং রোগা. গ্র্যাফাইটি-সের রোগী মোটা এবং স্থূলকায়। এ বিষয় ভ্রম হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। ফাইটোলেক্কারও ফোড়া ইত্যাদির শক্তভাব দূরীভূত করিবার উক্তরূপ ক্ষমতা আছে কিন্তু ইহার নিশ্চয়তা সম্পূর্ণভাবে স্থির হয় নাই। অনেক সময় এইরূপ স্থলে অর্থাৎ ফোড়া আরোগ্য হইবার পর থর অপসারণ করিবার জন্য সাইলি-সিয়ার পর সালফার প্রয়োগ করা হয় কারণ ইহাতে সালিসিয়ার কার্য্যের সাহায্য হয়।

অস্থিক্ষত (Necrosis and caries)—নির্দ্দোষ কিংবা উৎকট উভয়প্রকার ক্ষতেই (Benign and malignant) সাইলিসিয়া উত্তম কার্য্য করে। অস্থিক্ষতে কিংবা অস্থি পচনে, অস্থির সংযোগ স্থলের কিম্বা মেরুদণ্ডের অস্থির ক্ষতে, দুষ্টব্রণে, কার্ব্বাংকালে, বঙ্ক্ষন সন্ধির পীড়ায় (Hip joint জংঘার উপরিস্থান) ইত্যাদিতে এবং বিশেষতঃ উপরি উক্ত ক্ষতের সহিত যদি নালী ঘা বর্ত্তমান থাকে কিংবা আশঙ্কা থাকে তাহা হইলে সাইলিসিয়াকে সর্ব্বপ্রধান স্থান দিবে।

সাইলিসিয়ার পুঁজ তরল এবং দুর্গন্ধযুক্ত রক্তমিশ্রিত কিংবা চর্ব্বির ন্যায় সাদা সাদা দানাযুক্ত (The pus thin and offensive, and often mixed with blood and sometimes with little particles

looking like cheese,) এই প্রকার পুঁজ যুক্ত ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয় না, গরম প্রলেপে উপশম হয় এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পায়। সাইলিসিয়ার ইহা হইতেছে একটী বিশেষত্ব।

সাইলিসিয়ার অস্থির উপর যে গভীর কার্য্য আছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সচরাচর ইহা স্ক্রফুলাস ধাতু গ্রস্থ শিশুদিগের যাহাদিগের অস্থি বিশেষতঃ মেরুদণ্ড বক্রতা প্রাপ্ত হয়, মস্তকে অধিক ঘর্ম্ম হয়, শরীরাপেক্ষা উদর বৃহৎ হয়, তাহাদিগের অস্থিরোগেই উত্তম কার্য্য করে। কেবল যে মেরুদণ্ড বক্রতাতেই ইহা ব্যবহার হয় তাহা নয়, ইহা vertibral column এর অস্থিক্ষত সহ বক্রতাতেও ব্যবহার হয়। সাইলিসিয়া Scrofulous ধাতুগ্রস্থ শিশুদিগের অস্থি এবং অন্যান্য ক্ষতের অতি উত্তম ঔষধ, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

বঙ্কণ সন্ধির পীড়া (Hipjoint disease)—বঙ্কণ সন্ধির (Hip Joint disease) কিংবা জানু সন্ধির (knee Joint) রোগে যখন ক্ষত স্থান হইতে তরল দুর্গন্ধ পুঁজ স্রাব হয় এবং তৎসহিত সংযোগ স্থলে নালী ঘা প্রকাশ পায় সাইলিসিয়া তাহার মহৌষধ। পুনরায় বলিতেছি সাইলিসিয়া প্রয়োগ কালীন সাইলিসিয়ার ধাতু প্রকৃতির (Constitution) উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে কারণ ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, ক্যালকেরিয়া ফস, এবং সাইলিসিয়া এই তিনটী ঔষধের ধাতুগত লক্ষণ ঔষধ নির্ব্বাচনে অত্যন্ত প্রয়োজন। ইহার উপরই রোগ আরোগ্য অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। এতদ্ব্যতীত ইহাও স্মরণ রাখিবে যে, এই ঔষধগুলি স্ক্রফুলাস ধাতুগ্রস্থ লোকদিগকে উত্তম কার্য্য করে।

অস্থিক্ষতে সাইলিসিয়ার সমগুণ ঔষধ সমূহ।

১। **এসাফিটিডা**—অস্থিক্ষতের ইহা একটি উপযুক্ত ঔষধ। ক্ষত হইতে তরল দুর্গন্ধ পূঁজ স্রাব হয়। ক্ষতের চারি পার্শ্ব অত্যন্ত যন্ত্রণা যুক্ত এবং স্পর্শাধিক্য ও ক্ষত চারি পার্শ্বের অংশ হইতে কিঞ্চিৎ উচু এবং ঈষৎ কৃষ্ণ বর্ণ রং যুক্ত। বহির্দিকে ছিদ্র এবং পূঁজস্রাবযুক্ত টিবিয়া অস্থিক্ষতে, ক্ষতের চারি পার্শ্ব এত ভীষণ স্পর্শাধিক্য এবং যন্ত্রণা যুক্ত হয় যে, হস্ত কিংবা কাপড়ের সামান্য স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। এসাফিটিডার ক্ষতের স্পর্শাধিক্যতা একটি বিশেষ বিশেষত্ব। জঙ্ঘার সম্মুখাংশের অস্থি ক্ষতে ইহা অধিক প্রয়োগ হয়।

২। **ফস্‌ফরাস**—অস্থি রোগে যদিও ইহা একটি সাইলিসিয়ার সমকক্ষ ঔষধ কিন্তু ইহা সচরাচর টিউবারকিউলার রোগী দিগতেই উত্তম কার্য্য করে।

৩। **অরম মেটালিকম**—পারদের অপব্যবহারে দোষ থাকিলে এবং মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত বিষাদ ও হতাশ যুক্ত হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

৪। **অ্যাঙ্গুষ্টুরা** (angustura)—বিশেষত: হস্ত পদ ইত্যাদি স্থানের দীর্ঘ অস্থিতে ক্ষত হইলে ইহা অধিক কার্য্য করে।

৫। **ষ্ট্রনসিয়ানা কার্ব্ব** (Strontiana Carb)--Femur এ অর্থাৎ উরুর হাড়ের ক্ষতে ইহা অধিক ফলপ্রদ কিন্তু ক্ষতের সহিত জলবৎ তরল উদরাময় বর্ত্তমান থাকে।

৬। **এসিড ফ্লোরিক** (Acid Flouric)—উপদংশ দোষজনিত অস্থিক্ষতে প্রয়োগ হয়। যন্ত্রণা উত্তাপে বৃদ্ধি হয়, ঠাণ্ডায় উপশম হয়।

৭। **ব্যাসিলিনাম**—সকল প্রকার দূষিত ক্ষতে নির্ব্বাচিত ঔষধ ব্যবহার কালীন ব্যাসিলিনাম ২০০ ক্রম ১৫ দিন অন্তর একবার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

কানপাকা (Otorrhoea)—কানপাকার পুরাতন অবস্থায় সাইলিসিয়া একটি অতি উত্তম ঔষধ। কর্ণ হইতে তরল জলের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজস্রাব হয় (discharge offensive, watery and curdy)। অনেক সময় দেখা যায় কর্ণপটহ ছিদ্র হইয়া কর্ণ হইতে যে রক্তময় পূঁজ (purulent) নির্গত হয়, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিকণা মিশ্রিত থাকে। তরল জলবৎ দুর্গন্ধ পূঁজস্রাবের সাইলিসিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নালীক্ষত—নালীক্ষতের সাইলিসিয়া একটি নিত্য প্রচলিত ঔষধ। এই ঔষধটির নালীক্ষতে অত্যন্ত অধিক কার্য্য থাকায়, ইহার অত্যন্ত অপব্যবহারও হইয়া থাকে। সাইলিসিয়া ব্যতীত আমরা স্থান বিশেষের নালীক্ষতে অন্যান্য ঔষধও ব্যবহার করিয়া থাকি। তাহা নিম্নে দিলাম :—

চক্ষুর নালীতে Lachrymal Fistula—সাইলিসিয়া ৩০ ক্রম দিবসে ২।৩ বার ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ফ্লুরিকএসিড ৩০ ক্রম শক্তিতেও বেশ উপকার হয়।

দন্ত নালীতে (Dental)—ইহাতে ফ্লুরিক এসিড অধিক ব্যবহার হয়।

গুহ্যদ্বারের নালীক্ষতে—সাইলিসিয়া ৩০ ক্রম এবং সময় সময় ২০০ ক্রমও প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহাতে বিশেষ উপকার না হইলে ক্যালকেরিয়া ফস ৩০ ক্রম দেওয়া কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত কষ্টিকাম, হেপার সালফার, এসিড নাইট্রিকও ব্যবহার হইয়া থাকে।

থুজা—নালীঘায়ের সহিত আঁচিল কিংবা মাংসাঙ্কুর থাকিলে ভাল কাজ পাওয়া যায়।

ল্যাকেসিস—পচন আরম্ভ হইলে এবং ক্ষতের অবস্থা কৃষ্ণবর্ণ হইলে—ইহার বিষয় চিন্তা করা উচিৎ।

আভ্যন্তরিক ঔষধ ব্যবহার কালীন বাহ্যিক ক্যালেণ্ডুলা সাক্কাস—১৫ ফোঁটা অর্দ্ধ আউন্স অলিভ অয়েল মিশ্রিত করিয়া লিনিমেণ্টরূপে ব্যবহার করিতে দিবে।

স্বচ্ছাবরকের ক্ষতেও (Corneal Ulceration)—সাইলিসিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্ষত কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে যখন শীঘ্র

আরোগ্য হয় না, জ্বালা যন্ত্রণাও অধিক থাকে না, স্বচ্ছাবরক ছিদ্র হইবার উপক্রম হয় এইরূপ অবস্থায় সাইলিসিয়াকে চিন্তা করা উচিত। হেপার সালফার রোগের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ হইতে পারে, যদ্যপি যন্ত্রণা আলোকাতঙ্ক ইত্যাদি অত্যন্ত অধিকরূপ বর্ত্তমান থাকে এবং রোগী খিট্‌খিটে, শীতকাতুরে ও চর্ম্মরোগপ্রবণ হয়। পারদের অপব্যবহার থাকিলে হেপার তাহাতে আরও অধিক প্রযুজ্য। এই দুই ঔষধেই রোগ ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়, এবং উত্তাপে উপশম হয়। অশ্রুনালী ক্ষতের (Fistula Lachrymalis) সাইলিসিয়া একটি অতি উৎকৃষ্ট এবং ফলপ্রদ ঔষধ।

মার্কিউরিয়াস সল—উপদংশ রোগের সংস্রব থাকিলে—মার্কিউরিয়াস সলকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে যন্ত্রণা রাত্রিতে অধিক হয়—এবং ক্ষতের চারিদিক কিঞ্চিৎ শক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিরও ব্যতীক্রম হয়, রোগী পরিষ্কার দেখিতে পায় না। পূঁজস্রাব বর্ত্তমান থাকে, স্রাব পাতলা কিংবা ঘনই হউক কিন্তু অত্যন্ত ক্ষয়কারক। যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি ব্যতীত অত্যধিক ঠাণ্ডা এবং অত্যধিক গরমের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

ভগন্দর (Fistula-in-ano)—ভগন্দরের সাইলিসিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। একমাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া এবং পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা দিয়া আমরা অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছি। পূঁজ পাতলা এবং দুর্গন্ধযুক্ত, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় টাটানি বৃদ্ধি হয়। ৩০ এবং ২০০ ক্রম অধিক উপযুক্ত।

ডাক্তার কারল্‌টন বার্ব্বারিস ও সালফার সেবন করাইয়া অনেক রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি প্রথমে কিছুদিন বার্ব্বারিস ৩০ ক্রম, তৎপর সালফার ৩০ ক্রম সেবন করিতে দিতেন। যাহাদিগের মূত্রের দোষ আছে তাহাদিগের পক্ষে উত্তম কার্য্য করে। নালীঘায়ের সমুদায় স্থান ব্যাপিয়া বেদনা এবং টাটানি হয়, পূঁজ তরল এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

ক্যালকেরিয়া ফস ৩০। রোগা কৃশ শিশুদিগের হইলে ইহাতে বেশ ফল পাওয়া যায়। ইহাতে ভগন্দরের সহিত বক্ষঃস্থলের পীড়া, কাশি ইত্যাদি পর্য্যায় ক্রমে (alternately) হইতে দেখা যায়।

আঙ্গুলহাড়া (whitlow) এইরোগে যত শীঘ্র সম্ভব হয় পূঁজ

বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। রোগের প্রথমাবস্থায় আঙ্গুলহাড়া হইতেছে জানিতে পারিলে আইরিস ভার্সিকোলার অমিশ্র আরক ন্যাকড়ায় ভিজাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে রোগ আর বৃদ্ধি হয় না। পূঁজ হইয়াছে জানিতে পারিলে হেপার সালফার নিম্নক্রম দিয়া ফাটাইয়া দেওয়া উচিত। হেপারে যদি না ফাটে সাইলিসিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সাইলিসিয়া—আঙ্গুলহাড়া রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রথমাবস্থায় নিম্নক্রম ৩য় চূর্ণ প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে—কিন্তু পূঁজ বাহির করিয়া দেওয়ার পর ২০০ ডাইলিউসন অধিক উপকারী। ইহাতে ক্ষত এবং যন্ত্রণা শীঘ্র আরোগ্য হয়।

ফ্লোরিক এসিড—ইহা সাইলিসিয়ার সমতুল্য ঔষধ, কিন্তু রোগের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা অধিক ফলপ্রদ নহে। রোগের পুরাতন অবস্থায় এবং অস্থি ধ্বংস হইলেই ইহা সচরাচর প্রয়োগ হইয়া থাকে। নালী ক্ষত হইলেও ইহাতে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

নাইট্রিক এসিড—আঙ্গুলি ঢাকিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু ক্ষত স্থানটি খুলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে, নতুবা যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। ক্ষত স্থানে খচ্ খচ্ যন্ত্রণা হয় বোধ হয় যেন ঐ স্থানে কাঠের কিংবা কাঁচের কুঁচ রহিয়াছে। ইহা নাইট্রিক এসিডের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

পূঁজের অবস্থা ও বর্ণভেদে ঔষধ।

সবুজ পূঁজে—এসারাম, অরম, কষ্টিকম, মার্কিউরিয়াস, পল্‌সেটিলা, রসটক্স ও সাইলিসিয়া।

পীতবর্ণ পূঁজে—পাল্‌সেটিলা, কেলিসালফ্, হাইড্রোস্‌টিস্, সিপিয়া।

সাদা পূঁজে—আর্সেনিক, কষ্টিকম, মার্কিউরিয়াস ও সাইলিসিয়া।

অম্লগন্ধ বিশিষ্ট পূঁজে—ক্যালকেরিয়া, হিপার ও মার্ক সল।

লবণাক্ত পূঁজে—আর্সেনিক, ক্যাল্কেরিয়া, গ্র্যাফাইটিস, লাইকোপডিয়াম, পল্‌সেটিলা, সিপিয়া, ষ্টাফিসাইগ্রিয়া ও সালফার।

সুস্থ পূঁজে—আর্সেনিক, মার্কিউরিয়াস, পলসেটিলা, সাইলিসিয়া, সালফার, হিপার এবং ল্যাকেসিস্।

অসুস্থ পূঁজে—এসরাম, চায়না, হিপার, মার্কিউরিয়াস, ফস্ফরাস, কার্ব্বভেজ ও ক্রিয়োজোট।

অত্যন্ত অধিক পূঁজে—হিপার, মার্কিউরিয়াস, পলসেটিলা ও সাইলিসিয়া।

অধিক পূঁজ হইলে এবং ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক না হইলে ক্যালেণ্ডুলা সাকাস জলে কিংবা তৈলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

সর্দ্দি—সর্দ্দিতেও সাইলিসিয়ার প্রয়োগ দেখা যায় বিশেষতঃ যখন নাসারন্ধ্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ক্ষত হইয়া রক্তযুক্ত পাতলা স্রাব নির্গত হইতে থাকে।

কাশি এবং ক্ষয়কাশি—কাশিতে সাইলিসিয়ার অধিক ব্যবহার দেখা যায় না কিন্তু শেষ অবস্থায় এবং বৃদ্ধদিগের ক্ষয়কাশে গয়ারে পূঁজ বর্ত্তমান থাকিলে সাইলিসিয়া ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। রোগীর স্বর বসিয়া যায় এবং গলদেশে শুষ্কতা অনুভব করে, তৎপর গলা খুসখুস করিয়া কাশির উদ্রেক হয় (রিউমেক্স), রোগীর মনে হয় গলার ভিতরে যেন চুল লাগিয়া রহিয়াছে। কাশি রাসটক্স এবং সিনার ন্যায় ঠাণ্ডা জলপানে এবং রিউমেক্স ফসফরাস ও লাইকোপোডিয়ামের ন্যায় শয়নকালে বৃদ্ধি হয়। এমন কি সময় সময় কাশিতে কাশিতে রোগী শ্লেষ্মা বমন করিয়া ফেলে। ক্ষয় কাশেও সাইলিসিয়া সময় সময় ব্যবহার হয় প্রথমতঃ কাশি শুষ্ক থাকে তৎপর তরল হইয়া ক্রমশঃ দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ সদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পূঁজ সদৃশ অথবা পূঁজ যুক্ত দুর্গন্ধ গয়ারই হইতেছে সাইলিসিয়ার ক্ষয়কাশের বিশেষত্ব।

ফেলেণ্ড্রিনাম একয়াটিকম্—ক্ষয়কাশের শেষ অবস্থায় যখন গয়ের ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত হয় তখন ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে।

ক্যাপ্সিকাম—ব্রোঙ্কাইটিসে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। শ্বাস প্রশ্বাসে কোন প্রকার দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না কিন্তু অনেকক্ষণ কাশির পর শেষে যে গয়ার ওঠে তাহা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। ক্যাপসিকাম রোগী মোটা এবং শিথিল পেশীযুক্ত।

উদরাময়—উদরাময়ে সাইলিসিয়া অধিক ব্যবহার হয় না। কোষ্ঠ কাঠিন্যে ইহার প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়, অথচ ইহা শৈশব কলেরা এবং দন্ত নির্গমনকালীন উদরাময়ের একটি উপযুক্ত ঔষধ। মল দুর্গন্ধযুক্ত। টীকা দেওয়ার পর অথবা ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময়ে বিশেষতঃ টীকার দোষহেতু উদ্ভূত হইলেই সাইলিসিয়াকে সকল চিকিৎসকগণই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। শিশু

মাতৃস্তন পান করিতে চায় না। যখনই পান করে, বমন করিয়া তুলিয়া ফেলে। (Aversion to mother's milk, and vomiting whenever taking it) যে কোন রোগে সাইলিসিয়ার প্রয়োগ কালীন ইহার আনুসঙ্গিক লক্ষণ সমূহ—শরীরের আকৃতি, পদদ্বয় এবং মস্তকে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম ইত্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—(Hard difficult stools, they recede after having been partially expelled) মল বহির্গত হইয়াও ভিতরে চলিয়া যায় (স্যানিকিউলা, থুজা), ইহা মলদ্বারের পেশীর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অনেক চেষ্টা এবং কুন্থন দেখায়ায় কতকটা মল বহির্গত হইলেও যেই কুন্থনের জোর হ্রাস হইয়া যায় আংশিক বহির্গত মলও পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায় অথবা অনেক সময় সেই অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সাইলিসিয়ায় আরও দেখিতে পাওয়া যায়—স্ত্রীলোকদিগের ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে কিংবা ঋতুস্রাব কালীন কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। (ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে কিংবা স্রাব কালীন উদরাময় হয়—এমনকার্ব্ব, বোভিষ্টা)।

পক্ষাঘাত—স্নায়ু বিধানের উপর সাইলিসিয়ার কার্য্য যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাইলিসিয়া রোগীর (power of assimilation) খাদ্যদ্রব্য সমীকরণের দোষ হেতু শরীর যেমন পরিপুষ্ট হয় না তেমনি স্নায়ু সকলও (মস্তিষ্ক এবং কাশেরুকা মজ্জায় উভয় স্থানের Brain and Spinal cord) দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয় কাজে কাজেই এবম্প্রকার লবণযুক্ত অবস্থায় পক্ষাঘাত কিংবা পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বলতায় সাইলিসিয়া প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায় এবং এইরূপ দুর্ব্বলতার সহিত উল্লিখিত কোষ্ঠকাঠিন্য দোষও প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। পক্ষাঘাতের এতদ লক্ষণের সহিত স্নায়ুমণ্ডলী (Nervous system) অত্যন্ত অধিকরূপ স্পর্শাধিক্য হয়। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড, এমন কি অতি সামান্য ধাক্কা অথবা কম্পন সহ্য করিতে পারে না (can not bear even an ordinary concussion or vibration) এবং সঙ্গে সঙ্গে গাত্র ত্বকও অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়। সাইলিসিয়ার এতদ লক্ষণ সমূহ ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয় এবং গরমে উপশম হয়।

কনভালসন (Convulsion)—শিশুদিগের মৃগীরূপ খেঁচুনিতে সাইলিসিয়া ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়। নাক্স ও বিউফোর ন্যায় ইহাতেও

solar plexus হইতেই সুড়সুড় করিয়া কনভালসন আরম্ভ হয়। সাইলিসিয়ার রোগ অমাবস্যায় কিংবা পূর্ণিমায় বৃদ্ধি পায়। ইহা ব্যতীত মানসিক পরিশ্রম কিংবা মানসিক আবেগের দরুণ ও এই প্রকার অবস্থা প্রকাশ পাইবার আশঙ্কা হয়। এইরূপ স্থলে সাইলিসিয়া ২০০ ক্রম সচরাচর প্রয়োগ হইয়া থাকে।

শিরঃপীড়া—সাইলিসিয়া আধকপালে মাথাব্যথার একটি উত্তম ঔষধ বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে হইলে উত্তম কার্য্য করে। শিরঃপীড়া সাধারণতঃ গ্রীবার পশ্চাদ্দেশ বা ঘাড় হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকের তালুতে ওঠে এতদ্ব্যতীত ইহাও দেখা যায় যন্ত্রণা মেরুদণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া চক্ষুতে বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষুতে গিয়া শেষ হয় (বামচক্ষু স্পাইজেলিয়া) এবং ভীষণ দপদপানি যন্ত্রণা হইতে থাকে। শিরঃপীড়া গোলমালে, নড়াচড়ায়, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে এবং বাতাসে বৃদ্ধি হয়। চাপে, উষ্ণ বস্ত্রের বেষ্টনে এবং প্রচুর প্রস্রাবে উপশম হয়। (প্রচুর জলবৎ প্রস্রাবে শিরঃপীড়ার উপশম হয় Gels) সাইলিসিয়ায় শিরঃপীড়ার যন্ত্রণার অত্যন্ত প্রবল অবস্থায় বমন এবং বমোনোদ্রেক ও সময় সময় প্রকাশ পায়। বাল্যকালে কোন সাংঘাতিক রোগ হেতু পুরাতন sick headache এর সাইলিসিয়াকে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়।

মেনিআন্থিস্—ইহার শিরঃপীড়াও অনেকটা সাইলিসিয়ার ন্যায়। যন্ত্রণা ঘাড় হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকের উপর পর্য্যন্ত উঠে এবং ভীষণ বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয় যেন মস্তিষ্কের ঝিল্লি সমুদায় মস্তকের খুলি ফাটিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ বোধ হয়, ইহাতে যন্ত্রণা গরম অপেক্ষা বরং চাপে অধিক উপশম হয়।

প্যারিস কোয়াড্রিফোলিয়া—যন্ত্রণা উক্ত প্রকার ঘাড় হইতেই আরম্ভ হইয়া উপরে ওঠে এবং রোগী যন্ত্রণা কালীন মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ মনে করে।

ষ্ট্রনসিয়ানাকার্ব্ব—ইহার এবং সাইলিসিয়ার শিরঃপীড়া সম্পূর্ণ একপ্রকারের। যন্ত্রণা ঘাড় হইতে মস্তকে উঠিয়া ছড়াইয়া পড়ে।

শিরঃঘুর্ণন—সাইলিসিয়া রোগীর শিরঃঘূর্ণনও শিরঃপীড়ার ন্যায় মেরুদণ্ড হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকে উঠে। এইরূপ অবস্থায় রোগী অনেক সময় নিজেকে ঠিকভাবে দাঁড় করিয়া রাখিতে পারে না, ভয় হয় যেন টলিয়া পড়িয়া যাইবে এবং সকল সময় বামদিকে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা করে, মাদক দ্রব্য সেবনের ন্যায় বোধ হয়। জিহ্বাও জড়াইয়া আইসে, কথা ভাল

মত বাহির হয় না। উর্দ্ধদিকে তাকাইতে হইলে রোগী সম্মুখে পড়িয়া যাইবে এইরূপ মনে করে (পালসেটিলা), (নিম্নের দিকে তাকাইলে—ক্যাল্‌মিয়া, স্পাইজেলিয়া)।

বাত—পুরাতন বাতের সাইলিসিয়া একটি উপযুক্ত ঔষধ। লৌকিক দোষহেতু বাতে সাইলিসিয়ার উপর অনেকটা আশা করা যাইতে পারে। যন্ত্রণা কাঁধে এবং সন্ধিস্থলেই অধিক প্রকাশ পায়। রাত্রিতে এবং গাত্রাচ্ছাদন অনাবৃত করা কালীন যন্ত্রণা অধিক বৃদ্ধি হয়।

লিডাম—যন্ত্রণা গাত্রাচ্ছাদনে বৃদ্ধি হয় (সাইলিসিয়ার বিপরীত) এবং লিডামের যন্ত্রণা সাধারণতঃ নিম্ন হইতে উর্দ্ধে উঠে।

স্ত্রীজনেন্দ্রিয়—শিশুর প্রত্যেকবার স্তনপান করাকালীন যোনি প্রদেশ হইতে রক্তস্রাব হয় (ক্রোটন টিগলিনাম)। ঋতুর পরিবর্ত্তে সাদা ঘোলা জলবৎ স্রাব হয়।

স্তন—স্তনের বোঁটা ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া ফাঁদোলের ন্যায় (Funnel) আকার ধারণ করে। (সার্সাপ্যারিলা)।

ঘর্ম্ম—সাইলিসিয়ায় মস্তক ব্যতীত ঘর্ম্ম পদদ্বয়ের অঙ্গুলির ফাঁকে, হস্তের চেটোয় এবং বগলে প্রকাশ পায় ও তাহা দুর্গন্ধযুক্ত, এমন কি ঘর্ম্মেতে পদদ্বয়ের অঙ্গুলির ফাঁকে ক্ষত পর্য্যন্ত জন্মায়। অনেক সময় ইহাও দেখা যায় প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ঘর্ম্ম ব্যতীত ও পদদ্বয়ে ভীষণ অম্ল এবং পচা গন্ধ হয়। দুর্গন্ধ ঘর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধই হইতেছে পেট্রোলিয়াম। (পদদ্বয়ের দুর্গন্ধ ঘর্ম্মের উপযুক্ত ঔষধ—স্যানিকিউলা, সোরিনাম, গ্র্যাফাইটিস, এবং ব্যারাইটা কার্ব্ব)।

জ্বর।

সময়—মধ্য রাত্রি হইতে প্রাতে ৮টা পর্য্যন্ত, অথবা প্রাতঃকালে ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত। সময়ের কোন নির্দ্দিষ্টতা থাকে না।

কারণ—পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ হেতু যদি জ্বর প্রকাশ হয়—তাহা হইলে সাইলিসিয়াকেই ইহার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ মনে করিবে।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। সমস্ত দিন শীত শীত বোধ করে এবং সামান্য নড়াচড়ায় শীত বোধ বৃদ্ধি হয় (নক্সভমিকা, আর্ণিকা) এমন কি

রোগী উষ্ণ ঘরে পর্য্যন্ত শীত অনুভব করে। সন্ধ্যার সময় শীতে কাঁপিতে থাকে, শীতের ভয়ে রোগী শয্যায় পদদ্বয় আচ্ছাদনের বাহির করে না—এবং শীতের প্রবলতা হেতু গাত্র শীঘ্র উষ্ণ হয় না। শরীরের আক্রান্ত স্থানে অধিক শীত বোধ হয় এবং শীতকালীন অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করে (সিনা)। পদদ্বয় হাঁটু পর্য্যন্ত বরফবৎ শীতল হয়।

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে। মস্তকে ভীষণ উত্তাপ বোধ করে এবং মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ হয়। জ্বর সন্ধ্যার সময় আরম্ভ হয় এবং রাত্রিতে অধিক বৃদ্ধি হয়। সমস্ত রাত্রি ভীষণ জ্বর ভোগ করে এবং জ্বরের সহিত শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টও হইতে থাকে। অপরাহ্নে জ্বরের সহিত পিপাসা এবং শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট বর্ত্তমান থাকে।

ঘর্ম্ম অবস্থা—প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, এবং রাত্রিতেই অধিক হয় (চায়না)। ঘর্ম্ম কেবল মস্তকে অথবা মস্তকে এবং মুখমণ্ডলে অধিক হয়। (রাসটক্স এবং সিকেলির বিপরীত) ঘর্ম্ম দুর্গন্ধ অথবা অম্লগন্ধবিশিষ্ট এবং দুর্ব্বল কারক। পদদ্বয়ে ঘর্ম্ম হয় এবং তাহা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, অঙ্গুলিতে ঘা হইয়া যায়।

জিহ্বা—পরিষ্কার অথবা সামান্য লেপাবৃত। স্বাদ এবং ক্ষুধাশূন্য। জিহ্বাগ্রে যেন চুল আটকাইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ। উষ্ণ খাদ্যদ্রব্য আহারে অরুচি, কেবল ঠাণ্ডা খাদ্যদ্রব্যে স্পৃহা। (লাইকোপোডিয়ম—দেখ)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়। সাইলিসিয়ার কার্য্য অত্যন্ত গভীর বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয় না। এক মাত্রা দিয়া যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করা উচিৎ, অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় দেওয়া উচিৎ নয়। অনেকে নিম্নক্রম ৬x, ১২x এবং ৩০x চূর্ণ পুঁজোৎপাদন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পালসেটিলায় কোন রোগ আরোগ্য হইয়াও যদি আরোগ্য না হয় এবং পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয় তাহা হইলে সাইলিসিয়া সেইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ হেতুই সাইলিসিয়াকে পালসেটিলার (chronic) বলা হয়।

অনুপূরক—(Complementary)—থুজা, স্যানিকিউলা।

সাইলিসিয়া—ক্যালকেরিয়া, গ্র্যাফাইটিস, হেপার, নাইট্রিক এসিড এবং ফস্‌ফরাসের পর ও হেপার, ফ্লোরিক এসিড এবং সিপিয়ার পূর্ব্বে ব্যবহার হয়।

রোগের বৃদ্ধি—ঠাণ্ডায়, মাসিক ঋতুস্রাব কালীন পূর্ণিমায়, গাত্রাবরণ বিশেষতঃ মস্তক অনাবৃতে এবং শয়নে।

রোগের উপশম—উষ্ণ বিশেষতঃ মস্তকে উষ্ণ বস্ত্র জোরে জড়াইয়া রাখিলে।

অস্থিরোগে সাইলিসিয়া অত্যধিক ব্যবহার হইলে, তৎপর ফ্লোরিক এসিড প্রয়োগ করা উচিৎ। কারণ ফ্লোরিক এসিড এইরূপ স্থলে সাইলিসিয়া অধিক ব্যবহারজনিত দোষে বিষঘ্ন ঔষধরূপে কার্য্য করে।

রোগীর বিবরণ।

১। একটি স্ত্রীলোক বয়স প্রায় ৪১ বৎসর। শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, তাঁহার স্বামী আমার নিকট চিকিৎসার্থ লইয়া আইসেন। বাল্যকালের শারীরিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে—রোগীর শৈশব অবস্থায় যখন বয়স প্রায় ১৬ বৎসর, তখন পদদ্বয়ে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হইত কিন্তু সে ঘর্ম্ম কি প্রকারে আরোগ্য হইয়াছে তাহা অদ্যাবধি কেহই জানে না। ঘর্ম্ম বন্ধ হওয়ার পর হইতেই বাত-জ্বর (Rheumatic fever) আরম্ভ হয় এবং তাহাতে প্রায় ৫।৬ মাস শয্যাশায়ী ছিল—এবং তদবধি হস্তের অঙ্গুলির সন্ধিস্থলে বাত হইয়াছে। আজ প্রায় দুই মাস হইল মস্তকের বাম পার্শ্বে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে, যন্ত্রণা বাম পার্শ্বের নিম্নে আরম্ভ হইয়া তৎপর ক্রমশঃ মস্তকোপরি উঠে এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়, সন্ধ্যার সময়

কিঞ্চিৎ উপশম থাকে। ইহা ব্যতীত রোগী শিরঃপীড়ার সহিত মস্তকের তালুতে বরফবৎ শীতলতা অনুভব করিত। এত ভীষণ যন্ত্রণা হইত যে রোগী তাহাতে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িত। একমাত্র মস্তক উষ্ণ বস্ত্রে জড়াইয়া রাখিলেই শীরঃপীড়ার অত্যন্ত উপশম বোধ করিত। ইহা ব্যতীত আর কিছুতেই উপশম হইত না। সাইলিসিয়া ২০০ ক্রম একমাত্রা প্রয়োগ করা হয় এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এতদস্থলে সাইলিসিয়ার দুইটি লক্ষণ—পদদ্বয়ে ঘর্ম্ম এবং উষ্ণ বস্ত্রে উপশম পরিষ্কার রূপ প্রকাশ রহিয়াছে, আমি তাহার উপরই নির্ভর করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করি এবং তাহাতেই শিরঃপীড়া উপশম হয়। স্ত্রীলোকটীকে পুনরায় দেখা করিতে বলিয়াছিলাম, যেহেতু পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম পুনরায় প্রকাশ হইতেছে কিনা তাহা জানিবার বিষয় ছিল কিন্তু আর তাহার দেখা পাই নাই।

২। একবার আমি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ইউনান সাহেবের সহিত একটি রোগী দেখিতে যাই, রোগী একটি ৩ বৎসরের শিশু, প্রায় ৩৬ দিন হইতে জ্বরে অল্প অল্প ভুগিতেছে, শুষ্ক হইয়া অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া গিয়াছে। শরীরে মাংস মোটেই নাই যেন কতদিন আহার শূন্য, জানু এবং কক্ষ দেশের চর্ম্ম সমুদয় কোঁচকাইয়া গিয়াছে। রোগীর মাতা বলিলেন মস্তক এবং গ্রীবা প্রদেশে রাত্রিতে ঘর্ম্ম হয়। জ্বরের প্রথম কয়েক দিন অত্যন্ত শীত হইত এবং শীত প্রায়ই সন্ধ্যার সময় আরম্ভ হইত। শিশু যদিও পূর্ব্বে রোগা ছিল, এখন সম্পূর্ণ কৃশ হইয়া গিয়াছে। মল শিশু অবস্থা হইতেই কঠিন। রোগীর মাতা আরো বলিলেন যে আজ কয়েক দিন যাবৎ শয্যা খুঁটিতেছে এবং সকল সময় বলিতেছে আমার জিহ্বা মুছাইয়া দাও, জিহ্বায় যেন কি লাগিয়া রহিয়াছে এবং উষ্ণ খাদ্য দ্রব্য খাইতে চাহিতেছে না। এতদ লক্ষণে ডাক্তার ইউনান সাহেব তাহাকে সাইলিসিয়া ৩০ ক্রম একমাত্রা প্রয়োগ করেন এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, এতদস্থলে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়—রোগীর বর্ত্তমান শারীরিক গঠন, চেহারা, ঘর্ম্ম, জিহ্বায় কি যেন লাগিয়া রহিয়াছে বোধ এবং উষ্ণ খাদ্য দ্রব্যে অরুচি। আমরা

সাইলিসিয়ায় এই কয়েকটি লক্ষণের সমাবেশ বিশেষরূপে দেখিতে পাই (১ম) রোগীর শরীর কৃশ শুষ্ক যেন আহার শূন্য, চর্ম্ম কোঁচকান। (২য়) মস্তকে ঘর্ম্ম এবং রাত্রিতেই অধিক ইহার একটি এই ঔষধের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ (৩য়) জিহ্বাগ্রে চুল যেন জড়াইয়া রহিয়াছে বোধ যদিও এই স্থলে রোগী চুল জড়াইয়া রহিয়াছে পরিষ্কার বলিতেছে না কিন্তু বলিতেছে কি যেন জড়াইয়া রহিয়াছে হয়ত শিশু এই স্থলে পরিষ্কার বর্ণনা করিতে পারিতেছে না, তদহেতুই মাতাকে বলিতেছে জিহ্বা মুছাইয়া দাও, ইহা সাইলিসিয়ার একটি অদ্ভুত লক্ষণ। (৪র্থ) রোগী উষ্ণ খাদ্য দ্রব্য আহার করিতে ইচ্ছা করে না। ইহাও একটি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। কাজে কাজেই সাইলিসিয়া ব্যতীত আর কোন ঔষধেই আমরা এতগুলি লক্ষণের সমাবেশ দেখিতে পাই না।

৩। একটি যুবার বয়স প্রায় ১৮ বৎসর। দক্ষিণ গণ্ডস্থলের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে একটি আব হইয়াছে, নরম, টিপিলে কষ্ট যন্ত্রণা কিছুই বোধ করে না বরং ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, বালকটির পিতা কলিকাতায় অস্ত্র করাইবাব জন্য লইয়া আসিয়াছেন এবং কলিকাতায় আসিয়া আমার পরিচিত এক জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে বাস করিতেছেন, আমি সেই বাড়ীর একজন চিকিৎসক, তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কি কিছু হইতে পারে? আমি বলিলাম হইতেও পারে। অস্ত্র করিবার পূর্ব্বে চেষ্টা করিয়া দেখিতে কি দোষ তাহারা আমার দ্বারা চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করিয়া আমাকে চিকিৎসার জন্য ১৫ দিবস সময় দিলেন। এই প্রকার আব হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বালকের পিতা এই মাত্র বলিলেন "অমাবস্যায় এবং পূর্ণিমায় স্থানটিতে যন্ত্রণা হয় এবং টন্‌টন্ করে" আর একটি কথা বলিলেন "শৈশব অবস্থায় কুল পাড়িতে গিয়া কুলের কাঁটায় পড়িয়া গিয়াছিল।" ইহা ব্যতীত আর কিছুই স্মরণ নাই। প্রথমতঃ একটি ফুস্কুড়ি আকারে ইহা হইয়াছিল, ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া আজ ৭ বৎসরে এত বড় ডিম্বের ন্যায় হইয়াছে। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় বৃদ্ধি ব্যতীত আমি আর বিশেষ কোন সাইলিসিয়ার লক্ষণ পাইলাম না

এবং যদি কুলের কাঁটা অদ্যাবধি ফুটিয়াই থাকে ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তাহাকে সাইলিসিয়া দেওয়াই মনস্থ করিলাম এবং সাইলিসিয়া ৬× ক্রম প্রয়োগ করি এবং প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় বালকটি প্রায় এক সপ্তাহ পর আমার ডাক্তার খানায় আসিয়া উপস্থিত এবং স্থানটি পাকিয়া গিয়াছে দেখাইল। পূঁজের সহিত একটি ক্ষুদ্র কাঁটা পাওয়া গিয়াছিল। পূঁজ নিঃসরণ হইয়া ক্রমশঃ গণ্ডস্থল স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমার যতদূর স্মরণ আছে ইহা সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে ৩ সপ্তাহের অধিক সময় লাগিয়াছিল না।

৪। একজন ভদ্রলোকের প্রায়ই সায়েটিকা স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হইত। তদহেতু মর্ফিয়া ইন্‌জেকসন্ লওয়া তাহার একপ্রকার অভ্যস্ত ছিল। একবার তাহার জঙ্ঘাদেশের কিঞ্চিৎ নিম্নে একটি ফোড়া হয় এবং পাকিয়া পূঁজ নির্গত হইতে থাকে। ইহা আপনা আপনি আবার কয়েক দিনের মধ্যে শুষ্ক হইয়া যায় কিন্তু কিছুদিন পরে ঠাণ্ডা লাগিয়া উক্ত স্থান প্রদাহ হইয়া অত্যন্ত পূঁজ স্রাব হইতে লাগিল। রোগী তাহাতে পুনরায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আহার নিদ্রাও ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল, বাড়ীর সকলে চিন্তান্বিত হইয়া একজন অস্ত্র-চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি বলিলেন ক্ষত অত্যন্ত গভীর হইয়া শোষ ঘায়ের ন্যায় হইয়াছে, ইহা শীঘ্র অস্ত্র না কবিলে জীবনের প্রতি ক্ষতি করিবে, রোগীর আত্মীয় স্বজন ভাবিয়া আকুল হইলেন এই অবস্থায় কি করা যায়। তাহারা আমাকে একদিন প্রাতে ডাকিয়া পাঠান এবং রোগীকে দেখাইয়া সমুদায় বিষয় বলেন অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কিছু হইতে পারে কি না। যাহা হউক আমি তাহাদিগের নিকট ৭ দিনের সময় লইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম এবং সাইলিসিয়ার ৩০ ক্রম প্রত্যহ ২ বার করিয়া সেবন করিতে দিলাম। ৪র্থ দিবস পর লোক আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল পূঁজস্রাব অনেকটা হ্রাস হইয়াছে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ সারে নাই। পুনরায় ঐ ঔষধই পূর্ব্ববৎ খাইতে দিলাম এবং এই একমাত্র সাইলিসিয়া

৩০ ক্রম দ্বারাই তাহাকে ৩ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য করি। মধ্যে মধ্যে সালফারও ২।১ মাত্রা দিয়াছিলাম।

৫। একটি উড়িয়া মালি আমার নিকবর্ত্তী মাড়োয়ারী হাঁসপাতালে চাকরী করে। বহুদিন যাবৎ পুরাতন প্রমেহ রোগে ভুগিতেছে। জ্বালা যন্ত্রনা পূঁজস্রাব ইত্যাদি সমুদায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় উপশম হইয়াছিল বটে কিন্তু সামান্য প্লিটের ন্যায় পূঁজস্রাব কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না। হাঁসপাতালের ডাক্তার এবং কবিরাজ অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই শুক্রমেহবৎ স্রাব নির্দ্দোষ করিতে না পারায় তাহাকে বলিয়া দিয়াছে ইহা আরোগ্য হয় না। লোকটি আমার ঘোড়ার ঘাস সরবরাহ করিত। আমাকে লজ্জাবশতঃ না বলিয়া আর একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নিকট হইতে কিছুদিন ঔষধ সেবন করিয়াছে কিন্তু তাহাতে তাহার রোগ আরোগ্য না হওয়ায় লোকটি একদিন আমার নিকট সমুদায় বিষয়টি খুলিয়া বলিল এবং আরও বলিল সকল চিকিৎসকই তাহাকে বলিয়াছে এরোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে না। মূত্রের বেগ হইলে এবং প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠার পর লিঙ্গের মুখে তরল পূঁজের ন্যায় স্রাব প্রায়ই উপস্থিত হইত। ইহা ব্যতীত সমস্ত দিন সামান্য উক্ত প্রকার পূঁজ আসিত এবং তাহাতে মূত্র পথের মুখ বুজিয়া যাইত। এই প্রকার অবস্থা ৮ মাস চলিতেছে। এতদলক্ষণ শুনিয়া আমি তাহাকে সাইলিসিয়া একমাত্রা ২০০ ক্রম সেবন করিতে দিলাম এবং জিঙ্ক পারমঙ্গেনেট ২ গ্রেণ ৪ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া প্রতি একদিন পর পর পিচকারী দিতে বলিয়া দিলাম। আমি দেখিয়াছি এইরূপ ব্যবস্থায় প্রথম দিবসেই রোগী উপকার বোধ করে। প্রায় দুই মাসের মধ্যে রোগিটী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। আজ ৪ বৎসর হইল লোকটি আমার ঘোড়ায় ঘাস দিতেছে কিন্তু আর সেই স্রাব দেখা দেয় নাই। মোট তাহাকে ২ মাত্রা ঔষধ দিয়াছিলাম।

জিঙ্ক পারমাঙ্গেনেট দেওয়ায় কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন কিন্তু এই প্রকার ব্যবস্থায় শীঘ্র উপকার দর্শে নতুবা কেবল সাইলিসিয়ার প্রয়োগ করিলেও রোগ আরোগ্য হইতে পারে

কিন্তু সময় সাপেক্ষ। আমি জিঙ্কপারমেঙ্গেনেট সহ এবং ব্যতীত অনেক এই প্রকার পুরাতন শুক্রমেহ রোগ অথবা গ্লিট সাইলিসিয়ায় সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছি।

হেপার সাল্‌ফার।

হেপার সালফার সমভাগ গন্ধকচূর্ণ এবং সমভাগ শুক্তি খোসাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া crucible অর্থাৎ মূচিতে, মুখ আঁটিয়া ১০ মিনিট অগ্নির উত্তাপ প্রয়োগ করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাই হইতেছে মহাত্মা হানিমানের হেপার সালফার প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। শ্লেষ্মাপ্রধান এবং মোটা থলথলে পেশীযুক্ত।

২। খিট্‌খিটে এবং কোপন স্বভাব। অল্পতেই বিরক্ত এবং রাগান্বিত হয়। শারীরিক এবং মানসিক উভয়েতেই অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। সামান্য কারণেই বিরক্ত হইয়া উঠে। কথাবার্ত্তা পানআহারাদি সমুদায়ই অত্যন্ত দ্রুত।

৩। চর্ম্ম অত্যন্ত অসুস্থ্য, সামান্য আঘাতে পুঁজোৎপত্তি হয়। (Slightest injury causes suppuration—Graphitis, Mer-sol).

৪। অত্যন্ত শীতকাতর (Extremely sensative to cold air) শীতল বায়ু আদপেই সহ্য হয় না। রোগী সর্ব্বদা উষ্ণ বস্ত্র জড়াইয়া থাকে। শীত বোধ অত্যন্ত অধিক।

৫। কাশি—গাত্রাচ্ছাদন হইতে শরীরের কোন অংশ অনাবৃত হইলেই কাশির উদ্রেক হয় (when any part of the body is uncovered—Rhustox).

৬। গাত্রত্বক অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, রোগযুক্ত স্থানে বস্ত্রের সামান্য স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না—(ল্যাকেসিস। সামান্য স্পর্শ অসহ্য অথচ জোরে চাপে উপশম—চায়না)।

৭। হেপারের স্নায়ু সমূহ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, সামান্য প্রদাহে অত্যন্ত অধিক যন্ত্রণা বোধ যেন স্পর্শ করিতে গেলেই রোগীর মূর্চ্ছার উপক্রম হয়।

৮। উদরাময়—শিশুদিগের মল অম্লগন্ধযুক্ত এবং সাদা কিংবা কাদার ন্যায় রং (ক্যালকেরিয়া, পডফাইলম)।

৯। দিবারাত্রি প্রচুর ঘর্ম্ম হয় অথচ রোগের কোন উপশম হয় না এবং সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। ঘর্ম্ম অম্ল এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

১০। পারদের অপব্যবহার জনিত শরীর নষ্ট।

১১। মূত্র ধীরে ধীরে নিঃসরণ (Voided slowly, without force, drops vertically)। মূত্র ত্যাগকালীন অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। মূত্রাশয় দুর্ব্বল, মনে হয় সকল সময় কিছু প্রস্রাব রহিয়া গেল (এলিউমিনা, সাইলিসিয়া)।

১২। ঘুংড়ি কাশি—শুষ্ক অথচ ঠাণ্ডা বায়ু লাগিয়া উৎপন্ন হয়। শীতল বায়ু, শীতল জল পানে এবং প্রত্যুষে বৃদ্ধি হয়।

সাধারণ লক্ষণ।

১। হাঁপানি স্যাঁৎসেতে ঋতুতে উপশম হয়।

২। গলদেশ মধ্যে মৎস্যের কাঁটা বেঁধার ন্যায় যন্ত্রণাবোধ—(আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম্, নাইট্রিক এসিড)।

৩। নিম্নওষ্ঠের মধ্যস্থল চিড় খাইয়া কাটিয়া যায় (এমন কার্ব্ব, নেট্রাম মিউর। ওষ্ঠ দ্বয়ের সংযোগ স্থল চিড় খাইয়া ফাটিয়া যায়—কণ্ডুরাঙ্গো)।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ :—হেপার সালফারকে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব এবং সালফার, এই দুইটি এণ্টিসোরিক (anti psoric) ঔষধের মধ্যবর্ত্তী স্থলে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। হেপার সালফার শ্লেষ্মা প্রধান এবং চর্ম্ম রোগ প্রবণ লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। রোগী সাধারণতঃ থলথলে এবং স্থূলাকায় প্রকৃতির। স্পর্শাধিক্যতা (Sensativeness) হেপার সালফারের একটি সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। ইহা কেবল শারীরিক বলিতে পারি না, ইহা অনেকটা মানসিকও। রোগী সামান্য কথাতেই রাগান্বিত হয়, অত্যন্ত ঝগড়াটে এবং রাগী স্বভাবের কোন বিষয়েই সন্তুষ্ট নয়। সকলের উপরেই অল্পতেই বিরক্ত, মেজাজের ঠিক থাকে না, অত্যন্ত আবেগপূর্ণ (impulsive) কখন নিজে আত্মহত্যা করিতেও উদ্যত হয়। স্মরণশক্তি দুর্ব্বল কোন কথা মনে রাখিতে পারে না। শীতল বায়ুর স্পর্শ ভাল বোধ করে না এবং তাহাতে মানসিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়, রোগী অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করে। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় হেপার রোগী বিষন্ন চিত্ত এবং বিষাদ গ্রস্থ হয়। হেপার সালফার রোগী যেমন শীত কাতুরে অর্থাৎ অল্প শীতেই অধিক কাতর হয় তেমনি অত্যন্ত খিট্‌খিটে বদরাগী প্রকৃতির, কাহারো কথা সহ্য হয় না এবং ঠাণ্ডা বাতাস তাহার পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্থিকর।

স্নায়বীয় বিধান (Nervous System)—হেপার সালফারের স্নায়ু সমূহ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। স্পর্শাধিক্যতাই (Hyper Sensativeness) হইতেছে এই ঔষধের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। কাজে কাজেই সামান্য যন্ত্রণাতেই রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। এমনকি মূর্চ্ছার উপক্রম হয় প্রদাহ যুক্ত স্থান এত অধিক স্পর্শাধিক্য (Sensative) হয় যে হস্তের কিংবা

এমন কি শীতল বায়ুর স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে অক্ষম হয়—স্পর্শ করিতে গেলেই রোগী ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়ে স্পর্শ করিতে দিতেই চায় না। যে কোন প্রদাহ কিংবা ক্ষত স্থানে এই প্রকার স্পর্শাধিক্যতা লক্ষণ দেখিতে পাইবে সে স্থলে হেপার সালফারকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দিবে। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে হেপার সালফারের প্রদাহে অত্যন্ত টাটানি এবং স্পর্শাধিক্যতা থাকা চাই, এই দুইটি লক্ষণ ব্যতিরেকে হেপার সালফার কদাচিৎ নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণা অথবা টাটানি থাকিলে হেপারে তৎসহ স্পর্শাধিক্যতা থাকিবেই, ইহা নিশ্চিত জানিতে হইবে। একটি লোকের চক্ষুর প্রদাহ হইয়াছে কিংবা চক্ষুর পাতা ফুলিয়াছে কিংবা অঞ্জনি হইয়াছে, আক্রান্ত স্থান এত অধিক স্পর্শাধিক্য হয় যে, কাহার হস্তের কিংবা শীতল বায়ুর স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না, কেহ স্পর্শ করিতে চাহিলে রোগী কিছুতেই সম্মত হয় না, এমনকি রোগী নিজের হস্ত ও স্পর্শ করিতে পারে না, হেপার সালফারের ইহা প্রকৃতি-গত লক্ষণ, এতদ্ব্যতীত শীতল বায়ুর স্পর্শেও হেপার সালফার রোগীর যাবতীয় রোগ বৃদ্ধি হয়—ইহা এই ঔষধের একটি প্রকৃতিগত লক্ষণ (মার্কিউরিয়াসে গরমে বৃদ্ধি হয়)।

শীতল বায়ুতে রোগ বৃদ্ধি হয় ঔষধ সমুহ—আর্সেনিক, ক্যালকেরিয়া, হেপার সালফার, নাক্সভমিকা, সোরিনাম সাইলিসিয়া টিউবারকিউলিনাম।

ডাক্তার এফ, কে, হিল (F. K. Hill) হেপার সালফারের সমুদায় বিষয়টিকে কয়েকটি কথায় অতি সুন্দররূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১। রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে এবং বিষাদযুক্ত (Depressed and irritable frame of mind)।

২। যন্ত্রণা টাটানি প্রকৃতির এবং আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য (Pains of a sore and bruised feelng, the parts affected being very sensative to touch)।

৩। অম্ল এবং তীব্র স্বাদযুক্ত খাদ্য দ্রব্য আহারের আকাঙ্খা (Craving for sour and strong tasting articles)।

৪। মল এবং মূত্র ত্যাগে কষ্ট (Difficult expulsion of stools and urine)।

৫। রোগী অত্যন্ত শীত কাতুরে ও শীতল বায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, ঠাণ্ডার স্পর্শে কাশির উদ্রেক হয় (Patient very chilly and very sensative to cold air which will bring on him cough immediately)।

স্ফোটক এবং পুঁজোৎপত্তি (Suppuration)—হেপার সালফারের দ্বিতীয় বিশেষত্ব পুঁজোৎপত্তি। শরীরের কোন স্থানে সামান্য আঘাত কিংবা আঁচড় লাগিলেই তাহা ক্ষত হইয়া পুঁজে পরিণত হয়, মনে হয় রক্ত যেন পুঁজময় হইয়া গিয়াছে। হেপারের পুঁজোৎপত্তি একটি স্বভাব। কোন স্থানে ফোঁড়া হইলে এবং তাহাতে পুঁজোৎপাদনের সম্ভাবনা হইলে, হেপারের এইরূপ স্থলে দুইটি কার্য্য দেখা যায়—প্রথমতঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রদাহিত স্থানে পূজ অধিক সঞ্চয় হয় নাই বরং পুঁজ সঞ্চয়ের কেবল মাত্র উপক্রম হইয়াছে, স্থান অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং উষ্ণ প্রলেপে যন্ত্রণার উপশম ইত্যাদি লক্ষণ রহিয়াছে, সেইরূপ স্থলে হেপার সালফার ২০০ ক্রম ব্যবহার করিলে ফোড়া শীঘ্র বসিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ যখন প্রদাহ স্থলে পুঁজের সমাবেশ হইয়াছে এইরূপ বোধ হয়, তখন নিম্ন ক্রম ৬x পুনঃ পুনঃ সেবন করাইলে শীঘ্র পুঁজোৎপাদন করাইয়া ফোড়া ফাটাইয়া দেয়। ফোড়া, তালুমূল প্রদাহ ইত্যাদিতে প্রথমে বেলেডনাই সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। বেলেডনায় আশানুরূপ কার্য্য না হইলে হেপার সালফারের বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ যাহাতে ফোড়া বসিয়া যায় তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই বিষয়ে অনেকে মার্কিউরিয়াস ভাইভাস ৩০ ক্রমকে অতি উচ্চস্থান প্রদান করেন। আমাদের ভক্তিভাজন সুচিকিৎসক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। মার্কিউরিয়াসের প্রদাহ শীতল প্রলেপে উপশম হয় এবং স্পর্শাধিক্যতা অধিক থাকে না। আর

হেপার সালফারের প্রদাহ উত্তাপে উপশম হয় এবং স্পর্শাধিক্যতা ইহার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

কার্ব্বএনামেলিস এবং ব্যারাইটাকার্ব্ব—পূযোৎপত্তি শীঘ্র না হইলে এবং ফোড়া শক্ত হইয়া গেলে ইহাদিগের বিষয় চিন্তা করিবে। ফোড়ার এই প্রকার অবস্থায় কার্ব্বএনামেলিস অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

আর্ণিকা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া পর পর হয়, একটার পর আর একটা এইরূপ ভাবে হইতে থাকে এবং যন্ত্রণা যুক্ত। ফোড়া দেখিতে ক্ষুদ্র ব্রণের ন্যায় অথচ যন্ত্রণা ভীষণ। এইরূপ স্থলে আভ্যন্তরিক উচ্চ ক্রম এবং অমিশ্র বাহ্যিক আরক উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া (এক আউন্সে ১০ ফোঁটা করিয়া) Compress দিলে উপকার পাওয়া যায়।

রাসটক্স—বগলে এবং প্যারটিডগ্ল্যাণ্ডে ফোড়া হইলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। কনকনানি যন্ত্রণা হয় এবং হস্ত স্পর্শ করিতে দিতে চাহে না। লাল জলবৎ পূজ নিঃসরণ হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সার্সাপ্যারিলা—ক্রমাগত ফোড়া হইতে থাকিলে এই ঔষধের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় ক্রম কিছুদিন প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যায় সেবন করিলে বেশ উপকার দর্শে এবং ফোড়া হওয়া নিবারণ হয়।

সর্দ্দি—তরুণ সর্দ্দিতে হেপার অধিক নির্ব্বাচিত হয় না এবং উত্তম কার্য্য করে না। এইরূপ অবস্থায় যদি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে তাহাতে বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা। পুরাতন সর্দ্দিতে যখন সর্দ্দি পাকিয়া কিঞ্চিৎ গাঢ় কফের ন্যায় হয় তখন হেপার প্রয়োগ করিলে আশানুরূপ কার্য্য পাওয়া যাইতে পারে। হেপারের সর্দ্দিতে যখন শীতল বাতাস লাগে তখনি নাক সাটিয়া যায় এবং মনে হয় যেন প্রত্যেক বারই নূতন সর্দ্দি হইতেছে। হেপারে রোগী গরমে উপশম বোধ করে এবং ঠাণ্ডায় যাবতীয় রোগ বৃদ্ধি হয়। সর্দ্দি জনিত নাসারন্ধ্রে প্রদাহ হয় এবং নাসারন্ধ্রে হস্ত স্পর্শ করিতে পারে না অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় (sensative)। সর্দ্দি জনিত গলাভ্যন্তরে এবং তালুমূলে প্রদাহ হয় এবং রোগী গলাধঃকরণ কালীন গলদেশে মৎস্যের কাঁটার ন্যায় যন্ত্রণা অনুভব করে এবং ঠাণ্ডা লাগিলে অধিক হয় (আর্জেন্টাম্ নাইটি, ডলিকোস্, নাইটিক এসিড মার্কিউরিয়াস)।

কাশি—হেপার কাশির প্রারম্ভে কদাচিৎ ব্যবহার হয়। প্রথমাবস্থায় ব্যবহার করিলে রোগীর অপকার ব্যতীত উপকার হয় না। সচরাচর যখন সর্দ্দি পাকিতে আরম্ভ হয় কিংবা শ্লেষ্মা ঘন হইয়া আইসে তখন ব্যবহার হয়। হেপার রোগী কাশিলে মনে হয় বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মায় যেন বোঝাই হইয়া রহিয়াছে কিন্তু শীঘ্র কিছু ওঠে না। অনেক সময় কাশিতে কাশিঁতে বমি হইয়া যায়। কাশির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় কিন্তু ঘর্ম্মে কষ্টের কোন প্রকার উপশম হয় না। (মার্কিউরিয়াস) এবং অল্প আয়াসেই প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, এমনকি সমুদায় শরীর ভিজিয়া যায় এবং ঘর্ম্মের গন্ধ টক্ টক্। কাশি ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়। শরীর সকল সময় উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। বস্ত্রাবরণ উন্মুক্ত করিলেই কাশির উদ্রেক হয়। শীতল বায়ু হেপার রোগীর এত অধিক অসহ্য যে, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই কিংবা শরীর অনাবৃত হইলেই কিংবা হস্ত পদ বস্ত্রাবৃত স্থান হইতে বহির্গত করিলেই কাশির উদ্রেক হয় (রাসটক্স)।

এণ্টিমটার্ট—শিশুদিগের তরল কাশিতে হেপারের সহিত এণ্টিমটার্টের অনেক সাদৃশ্য আছে। এণ্টিমটার্টের কাশিও তরল ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত এবং কাশিলে মনে হয় বুকে যেন কত শ্লেষ্মা সমাবেশ হইয়া রহিয়াছে কিন্তু ইহাতে শ্লেষ্মা উত্তোলনের পর রোগী অত্যন্ত নিঃঝুম হইয়া পড়ে।

ঘুংড়ি কাশি (Croup)—ঘুংড়ি কাশির হেপার একটি অতি মহৎ ঔষধ। কাশি তরল সাঁই সাঁই এবং ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত, কাশিলে মনে হয় প্রচুর শ্লেষ্মা উঠিয়া আসিবে কিন্তু বিশেষ কিছুই ওঠে না। ঘুংড়ি কাশির প্রথম অবস্থায় অধিকাংশ স্থলে হেপার প্রয়োগ হয় না, একোনাইট এবং স্পঞ্জিয়া হইতেছে প্রথমাবস্থার উৎকৃষ্ট ঔষধ। হেপারের কাশি প্রাতে এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়। একোনাইটের কাশি সন্ধ্যার পর কিংবা এক ঘুমের পর বৃদ্ধি হয়, ইহা ব্যতীত মধ্য রাত্রিতে কাশি বৃদ্ধি হইলেও সময় সময় হেপার ব্যবহার হয় যদ্যপি কাশি তরল হয় কিন্তু শুষ্ক হইলে হেপার নির্ব্বাচিত হইবে না।

একোনাইটকে সকল চিকিৎসকগণ ঘুংড়ি কাশির প্রথমাবস্থায় প্রাধান্য দিয়া থাকেন। যখন জ্বর অত্যন্ত প্রবল হয়, সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এবং মানসিক উদ্বিগ্নতা অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে তখন একোনাইট উত্তম কার্য্য করে। একোনাইট ব্যবহারে ঘুংড়ি কাশির উপশম হইলেও তথাপি এইরূপ অবস্থায় একোনাইট কিছু অধিক দিন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য কারণ এই কাশি

প্রায়ই পুনরায় পাল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া (relapse) হয়। যদি এইরূপ দেখা যায় একোনাইটে কোনরূপ উপকার হইল না, পর রাত্রিতে কাশি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি হইল এবং কাশি বিশেষতঃ শুষ্ক কঠিন (dry hard cough) ও শ্বাস প্রশ্বাস করাত চালান শব্দের ন্যায় (Sawing respiration), কাশিলে শ্লেষ্মা কিছুই ওঠে না, মধ্য রাত্রির পর শিশু নিদ্রা হইতে চমকাইয়া জাগিয়া ওঠে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, এইরূপ লক্ষণে সচরাচর স্পঞ্জিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। স্পঞ্জিয়া ব্যবহারে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াও যদি পুনরাক্রমণের লক্ষণ দেখা যায় এবং যদি প্রাতঃকালের দিকে বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে পুনরায় হেপার প্রয়োগ করা উচিৎ। হেপারে আশানুরূপ উপকার না হইলে ব্রোমিয়ামের বিষয় চিন্তা করিবে।

মহাত্মা হানিমানের প্রধান শিষ্য এবং জার্ম্মান ডাক্তার ভন বানিংহাসেন ঘুংড়ি কাশিতে এই নিতটি ঔষধ (একোনাইট, স্পঞ্জিয়া, হেপার) লক্ষণানুসারে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া অনেক ঘুংড়ি কাশি মন্ত্রবৎ আরোগ্য করিয়াছেন। তাহার এই তিনটি ঔষধ "Boeninghausens three celebrated croup powder" বলিয়া পরিচিত।

একোনাইটের ঘুংড়ি কাশির বৃদ্ধি সন্ধ্যার পর কিংবা প্রথম রাত্রিতে এক ঘুমের পর এবং আক্রমণ হঠাৎ হয়। স্পঞ্জিয়ার ঘুংড়ি কাশির বৃদ্ধি প্রায় মধ্য রাত্রিতে এবং করাত দ্বারা কাঠ চেরাই করার ন্যায় ঘস্ ঘস্ শব্দযুক্ত। হেপারের ঘুংড়ি কাশির বৃদ্ধি শেষ রাত্রিতে অথবা প্রাতঃকালে এবং তরল ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত।

নিউ মোনিয়া—নিউমোনিয়াতেও হেপারের প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু নিউমোনিয়ার rosolution অবস্থায় হেপারের প্রয়োগ হয়। প্রথম অবস্থায় ইহা অধিক ব্যবহার হয় না। প্রকৃত resolution না হইয়া যদি পুঁজের সঞ্চার হয় তাহা হইলে হেপার অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

হাঁপানি—নূতন অপেক্ষা পুরাতন হাঁপানি রোগে ইহা অধিক কার্য্য করে এবং এতদবিষয়ে ইহা নেট্রামসালফের সম্পূর্ণ বিপরীত। হেপারের হাঁপানি শুষ্ক শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি হয় এবং স্যাঁৎসেতে ঋতুতে উপশম হয়। নেট্রামসালফের স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয় এবং শুষ্ক শীতল বায়ুতে উপশম হয়। স্যাঁৎসেতে ঋতুতে হাঁপানির উপশম হেপার সালফারের একটি বিশেষ

বিশেষত্ব। ন্যাস সাহেব বলেন—স্যাঁৎসেতে ঋতুতে এত অধিক উপশম আর কোন ঔষধে আছে কিনা সন্দেহের বিষয় (There is no other remedy that I know that has the amelioration so strongly in damp weather as Hepar Sulphur)। হেপার সালফার একটি বৃহৎ এন্টিসোরিক (Anti-Psorio) ঔষধ, কোন প্রকার চর্ম্মরোগ অবরুদ্ধ বশতঃ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সংক্রান্ত কোন রোগ প্রকাশ পাইলে—এইরূপ স্থলে হেপার সালফারের বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করিবে।

কানপাকা (Otorrhoea)—পূঁজ সঞ্চার না হইলে হেপার সালফার নির্ব্বাচিত হয় না—কর্ণ হইতে যে স্রাব হয় তাহা দুর্গন্ধ অথবা রক্ত মিশ্রিত, হল্‌দে এবং গাঢ়। রোগী অত্যন্ত শীত কাতুরে এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়। —পারদের দোষ থাকিলে ইহা আরো অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

তালুমূল প্রদাহ (Tonsilitis)—তালুমূল প্রদাহ হইয়া পূঁজোৎপত্তির সম্ভাবনা হইলে এবং পুরাতন তালুমূল প্রদাহে যখন তালুমূল (tonsils) শক্ত এবং বৃদ্ধি হয় ও তৎসহিত বধিরতা লক্ষণ প্রকাশ পায়, এমত অবস্থায় হেপার সালফার প্রয়োগ করিলে আশু উপকার পাওয়া যায় (ব্যারাইটাকার্ব্ব।)

তালুমূল প্রদাহের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

বেলেডনা—তরুণ তালুমূল প্রদাহ। গলদেশে এবং তালুমূলে অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয়, কপালের পার্শ্বের ধমণীদ্বয় দপ্ দপ্ করিতে থাকে, সময় সময় প্রবল জ্বর হয় এবং শীরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে।

মার্কিউরিয়াস সল—মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং প্রচুর লালা স্রাব হইতে থাকে ও প্রচুর ঘর্ম্ম হয় কিন্তু ঘর্ম্মে রোগের কোন প্রকার উপশম হয় না।

অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের এই প্রকার অভিমত যে তরুণ তালুমূল প্রদাহে উক্ত দুইটি ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে অত্যল্প সময়ে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্যে হইয়া যায়।

মার্কিউরিয়াস প্রটো আইওড—ইহার লক্ষণ সমূহ মার্কিউরিয়াস সলের ন্যায় কেবল ইহাতে দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হয় এবং জিহ্বার মূলদেশ অত্যন্ত পীত লেপাবৃত থাকে।

ল্যাকেসিস—বামপার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয়। গলদেশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং রোগ নিদ্রার পর বৃদ্ধি হয়।

লাইকোপোডিয়াম—দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বামপার্শ্বে বিস্তারিত হয়। জিহ্বা ফুলিয়া ওঠে এবং মুখ বিবর হইতে জিহ্বা বহির্গত হইয়া আইসে ও নাক সাঁটিয়া যায়।

ল্যাক্‌ক্যানাইনাম—একদিন বামপার্শ্বে তৎপর দিন দক্ষিণ পার্শ্বে আবার তৎপরদিন বাম পার্শ্ব অর্থাৎ পর্য্যায়ক্রমে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে। Alternates sides, one day worse one and the next on the other).

ব্যারাইটাকার্ব্ব এবং ব্যারাইটামিউর—পুরাতন তালুমূল প্রদাহের উত্তম ঔষধ বিশেষতঃ যখন তালুমূল বৃদ্ধি হইয়া কঠিন আকার প্রাপ্ত হয়।

অজীর্ণ রোগ, উদরাময় এবং শীর্ণতা—হেপার সালফার পারদের অপব্যবহারের একটি প্রধান বিষঘ্ন ঔষধ। অজীর্ণ রোগ বিশেষতঃ অত্যধিক পারদ মিশ্রিত ঔষধ ব্যবহার হেতু হইলে তৎস্থলে হেপার সালফারকে সর্ব্বোচ্চস্থান প্রদান করিবে, ইহা ব্যতীত তরুণ অপেক্ষা পুরাতন অজীর্ণ রোগে হেপার সালফার অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এবম্প্রকার অজীর্ণ রোগের বিশেষ লক্ষণই হইতেছে অম্ল স্বাদ। সকল সময় মুখ অম্বল হইয়া থাকে। উগ্র স্বাদযুক্ত সুরা মদিরা কিংবা গুরুপাক দ্রব্য কিংবা আচার চাটনি ইত্যাদি খাইবার আকাঙ্ক্ষা হয়। হেপার সালফারে এবম্প্রকার উত্তেজক দ্রব্য আহারে রোগী অনেক সময়ে পাকস্থলীর কষ্ট যন্ত্রণা অত্যন্ত উপশম বোধ করে (এনাকার্ডিয়াম) কিন্তু তথাপি পেট যেন পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। মাঝে মাঝে উদ্গার হয় কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার স্বাদ অথবা গন্ধ থাকে না। পাকস্থলী ফাঁপিয়া ওঠে, পেটের কাপড় ঢিল করিতে হয় (লাইকো, নাক্স)। এইরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ কোষ্ঠ কাঠিন্য লাগিয়া থাকে, মল ত্যাগের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা হয় বটে কিন্তু বিশেষ কিছুই

হয় না। মল ত্যাগে রোগীর অত্যন্ত চেষ্টা করিতে হয় যদিও মল নরম কাদার ন্যায়। হেপারের এইরূপ অবস্থা অন্ত্রের দুর্ব্বলতা জানিত।

তিক্ত দ্রব্য আহারের ইচ্ছা ডিজিটালিস, নেট্রামমিউর।

খড়িমাটি, চুণ ইত্যাদি	,,	নাইট্রিক এসিড, এলিউমিনা।
চর্ব্বিযুক্ত দ্রব্য	,,	নাইট্রিক এসিড।
দুগ্ধ	,,	মার্কিউরিয়াস, নাক্সভমিকা।
লোনতা দ্রব্য	,,	ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, কার্ব্বভেজ, নেট্রামমিউর।
মিষ্ট দ্রব্য	,,	আর্জেন্টামনাই, ইপিকাক, লাইকোপোডিয়াম।
রসাল দ্রব্য	,,	ফস্ফরিক এসিড, ভিরেট্রাম।

শিশুদিগের শীর্ণতা (marasmus) রোগ সহ অজীর্ণ রোগের হেপার সালফার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। হেপার সালফার, ক্যালকেরিয়া এবং সালফারের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ, কাজে কাজেই হেপার সালফারে এই দুইটি ঔষধের অনেকটা গুণ রহিয়াছে। হেপার সচরাচর পুরাতন উদরাময়ে এবং বিশেষতঃ পারদ ঘটিত ঔষধ কিংবা পীড়কা অবরুদ্ধ জনিত হইলে উত্তম কার্য্য করে। পরিপাক ক্রিয়া এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে কোন খাদ্য দ্রব্য সহজে হজম করিতে পারে না। রোগী উগ্র স্বাদযুক্ত খাদ্য আহারের ইচ্ছা প্রকাশ করে। উদরাময় দিবসে অথবা আহারের পর সাধারণতঃ বৃদ্ধি হয়। মল সবুজ হড় হড়ে, শ্লেষ্মাযুক্ত অথবা জলবৎ অজীর্ণ, সাদা অথবা কাদার ন্যায়, অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট (ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব)। অম্ল গন্ধ হেপারের একটি বিশেষ লক্ষণ এমন কি শিশুর গাত্র পর্য্যন্ত অম্ল গন্ধ করে এবং উদরাময় সর্ব্বদা যন্ত্রণা শূন্য (Thin or papescent, green, watery, undigested, whitish, sour smelling, slimy and always painless)।

অম্লগন্ধযুক্ত উদরাময়ের ঔষধ সমূহ।

রিয়ম—মল অত্যন্ত অম্ল গন্ধযুক্ত, শিশুর সমুদায় গাত্র অম্ল গন্ধময় হয়। পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ করে, মল হলদে বর্ণ এবং ফেনা ফেনা মলত্যাগকালীন ভীষণ যন্ত্রণা ও কুন্থন হয় তদহেতু শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। অম্ল গন্ধই ইহার বিশেষ লক্ষণ।

ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব—সবুজ জলবৎ ফেনাযুক্ত এবং পচা পুকুরের সবুজ শেওলা সদৃশ (With green scum like that of a frog pond) ও টক গন্ধযুক্ত। সমুদায় শরীরময় টক গন্ধ করে, ইহা রিয়মের অনুপূরক।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—(ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে দেখ)।

সালফার—মল জলবৎ তরল সবুজ, কাপড়ে দাগ লাগে, সবুজ অথবা শ্লেষ্মাযুক্ত এবং রক্তের রেখা যুক্ত (Bloody in streaks) ফেনা ফেনা টক গন্ধযুক্ত। যন্ত্রণাযুক্ত অথবা যন্ত্রণা শূন্য দুর্গন্ধযুক্ত এবং পরিবর্ত্তনশীল। মলদ্বার হাজিয়া লাল বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

খোস পাঁচড়া—হেপার সালফার খোস পাঁচড়ার একটি অতি প্রাচীন ঔষধ। ইহার ক্ষতগুলি গভীর হয় না বরং চর্ম্মের উপরে উপরেই থাকে (Superficial) এবং ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয় না। ক্ষতে দুর্গন্ধ এবং রক্ত মিশ্রিত পূঁজ হয় ও ক্ষতের ধার সমূহ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়, ইহা ব্যতীত চর্ম্মের ভাজে ভাজে রসযুক্ত ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায়।

সালফার—ইহার চর্ম্মরোগ প্রায়ই শুষ্ক। রস কিংবা পূঁজযুক্ত নয়।

সিপিয়া—ইহার খোসগুলি অত্যন্ত বড় বড় হয় এবং শরীরের পশ্চাদ্দেশে অর্থাৎ পাছায় অধিক হয়। এইরূপ অবস্থায় আমি সিপিয়া আভ্যন্তরিক এবং ক্যালেণ্ডুলা সাক্কাস অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাহ্য প্রয়োগে উত্তম ফল পাইয়াছি।

মার্কিউরিয়াস সল—ইহার খোসগুলিও পূঁজযুক্ত হয়। ইহা খোস এবং চুলকানি উভয়েতেই ব্যবহার হয়। রাত্রিতে শয্যার উত্তাপে এবং ঘর্ম্মে অধিক হয়।

আর্সেনিক—ইহার খোস এবং চুলকানির সহিত জলন থাকে। উত্তাপে, উষ্ণ জলে এবং আক্রান্ত স্থান আবৃত করিয়া রাখিলে উপশম বোধ করে। শীতল জলে এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়।

একজিমা—রসস্রাবী একজিমা—(Eczema)। রসস্রাবের সহিত পূঁজ বর্ত্তমান থাকে জিঙ্ক অয়েণ্টমেণ্ট কিংবা পারদ মিশ্রিত মলম ইত্যাদির অপব্যবহার হইলে এবং রোগ যখন প্রাতে অধিক বৃদ্ধি ও অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় এইরূপ অবস্থায় হেপার সালফার প্রয়োগ করিবে।

শ্বেত প্রদর—(Leucorrhoea)—স্রাব প্রচুর এবং দুর্গন্ধযুক্ত। এত ভীষণ বদগন্ধ হয় যে, রোগী ঘরে প্রবেশ করিলেই ঘরময় দুর্গন্ধ হয়। এতদ হেতু রোগীর পুনঃ পুনঃ কাপড় বদলাইতে হয়। এবম্প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত স্রাবের ক্যালিফসও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রমেহ—হেপার সালফারে প্রমেহ রোগ সদৃশ লক্ষণ—অথবা মূত্রপথের প্রদাহ প্রকাশ পায়। মূত্র ত্যাগ কালীন মূত্রপথে জ্বালা এবং খোঁচা বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় ও সময় সময় ঘন পূঁজ স্রাবও দেখা দেয়। এতদ কারণ বশতঃই অনেকে ইহাকে প্রমেহ রোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তরুণ অপেক্ষা পুরাতন প্রমেহ রোগে অর্থাৎ বহু দিনের গ্লিট অবস্থায় ইহা অতি উত্তম কার্য্য করে। প্রস্রাবে যথেষ্ট পূঁজ মিশ্রিত থাকে এবং পূঁজবৎ সাদা তলানি পড়ে। শীতকাতুরে লোকের প্রতি ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় পুরাতন প্রমেহ রোগে যখন কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না, রোগী ভুগিয়া ভুগিয়া দুর্ব্বল রোগা হইয়া পড়ে এবং ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না সর্ব্বদা গাত্রে উষ্ণ বস্ত্র রাখিতে ইচ্ছা করে ও উষ্ণ গাত্রাচ্ছাদনে ভাল বোধ করে এই প্রকার লোকের প্রতি হেপার সালফারের কার্য্য অতিশীঘ্র প্রকাশ পায়।

মূত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা—হেপার সালফারে মূত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা হেতু মূত্র সবল ভাবে নির্গত হয় না। মূত্রত্যাগ কালীন অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়, প্রস্রাব ধীরে ধীরে নির্গত হয়। প্রস্রাবের কোন বেগ থাকে না। মূত্রপথ হইতে মূত্র নিঃসরণ হওয়া মাত্রই সোজা হইয়া পড়িয়া যায় (falls down perpendicularly) কিছু প্রস্রাব খোলাসাও হয় না যেন কিছু থাকিয়া গেল এইরূপ মনে হয়।

মলত্যাগেও এইরূপ লক্ষণ থাকে অত্যন্ত চেষ্টার সহিত মল নির্গত হয়, সহজে হয় না। মল নরম কাদার ন্যায় অথচ অত্যন্ত বেগ দিতে হয়। (এলিউমিনা, সাইলিসিয়া, ভিরেট্রাম)।

পারদের অপব্যবহার—পারদের অপব্যবহার জনিত রোগে কিংবা যাহাদিগের প্রতি পারদ মিশ্রিত ঔষধ অধিক প্রয়োগ হইয়াছে অথবা যাহারা সর্ব্বদাই পারদ ঘটিত বিরেচক ঔষধ সেবন করিয়া থাকেন তাহাদিগের পক্ষে হেপার সালফার অধিক উপযুক্ত ঔষধ এবং পারদের দোষ নষ্ট করিতে হেপার সালফার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি অদ্বিতীয় ঔষধ। ইহাকে এইরূপ স্থলে সকলেই অতি উচ্চস্থান প্রদান করেন। পারদের অপব্যবহারের দোষ প্রথমে অনেক সময় বুঝিতে এবং জানিতে পারা যায় না, ক্রমশঃই ইহা শরীরকে জর্জ্জরিত করিয়া তোলে এবং আপনার লক্ষণ সমূহ প্রকাশ করিতে থাকে। যে ব্যক্তিকে কিছুকাল পূর্ব্বে অত্যন্ত সুস্থ স্বাস্থ্য সম্পন্ন দেখিলাম, কিছুদিন পর দেখি সেই ব্যক্তিই অত্যন্ত দুর্ব্বল শীত কাতুরে হইয়া পড়িয়াছে। পারদের অপব্যবহারে শরীরের ধাতু প্রকৃতি এমনি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, সে ব্যক্তি আর ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না। ঠাণ্ডা দেখিলেই তাহার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, কি গ্রীষ্ম, কি শীত চিরকালই তাহার শীত বোধ যেন লাগিয়াই রহিয়াছে অর্থাৎ অল্প শীতেতেই কাতর হইয়া পড়ে এবং শীতে তাহার শরীরের অস্থি পর্য্যন্ত কন কন করিতে থাকে, বাত যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। মস্তক অতি সহজেই ঘর্ম্মাক্ত হয়, শরীর শুষ্ক শীর্ণ হইয়া আইসে। সর্ব্বদা উষ্ণ বস্ত্রে যেন জড়াইয়া থাকিতে চায়। মুখমণ্ডল রক্তশূন্য ফ্যাকাসে অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পারার অপব্যবহারের তরুণ অবস্থায় রোগীর কষ্ট যন্ত্রণা সমুদায় উপসর্গই শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। এতদহেতু রোগী অধিকক্ষণ বস্ত্রাবৃত হইয়া থাকিতে পারে না, এইরূপ স্থলে সচরাচর মার্কিউরিয়াস সলই নির্ব্বাচিত হয় এবং মার্কিউরিয়াস সলই এইরূপ লক্ষণের উপযুক্ত ঔষধ। সেই রোগী আবার যখন ভুগিয়া ভুগিয়া পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয় অর্থাৎ পারদের অপব্যবহারের পুরাতন অবস্থায় রোগী যখন শীত কাতুরে হইয়া আইসে তখন শয্যার উত্তাপে রোগ বৃদ্ধি হওয়া অপেক্ষা, শয্যার উত্তাপ, উষ্ণ বস্ত্র, উষ্ণ গৃহ ইত্যাদি তাহার পক্ষে আরামপ্রদ হয়। কাজে কাজেই এইরূপ স্থলে মার্কিউরিয়াস হইতে হেপার সালফারের অবস্থা আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। এতদ্‌হেতুই মার্কিউরিয়াসের পূর্ব্বে হেপার সালফার প্রয়োগের কোন সুবিধাই ঘটিয়া উঠে না এবং মার্কিউরিয়াসের পূর্ব্বে হেপার ব্যবহারও হয় না।

হেপার সালফার একপক্ষে যেরূপ পারদের বিষঘ্ন, অন্য পক্ষে আবার

সেই প্রকার পারদের অনুপূরক (complementary)। কোন রোগে যখন মার্কিউরিয়াস প্রয়োগ করিয়া সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না কিংবা রোগ অধিক জটিল অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ স্থলে হেপার সালফার প্রয়োগে বিষঘ্ন অথবা অনুপুরকরূপে কার্য্য করিয়া রোগকে সম্পূর্ণ দূরীভূত করিয়া দেয় নতুবা অন্ত ঔষধের লক্ষণ প্রকাশ হয়।

উপদংশ—হেপার সালফারে উপদংশ রোগের অনেক লক্ষণ থাকায় পুরাতন উপদংশ রোগে যে স্থলে অত্যাধিক পারদ ব্যবহার হইয়াছে এবং তদহেতু প্রকৃত রোগ চাপা পড়িয়া গিয়াছে সেইরূপ স্থলে হেপার প্রয়োগ করিলে প্রকৃত ব্যাধি প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে উপদংশ রোগও আরোগ্য হইয়া আইসে। তবেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, হেপার সালফারের উপদংশ এবং পারদ উভয়েরই দোষ নষ্ট করিতে যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে। (ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, এসাফিটিডা এবং নাইট্রিক এসিড) উপদংশ রোগে যখন নাসিকার অস্থি আক্রান্ত হয়, নাসিকার মধ্যস্থল চ্যাপ্টা হইয়া বসিয়া যায় কিংবা বৃহৎ ছিদ্রযুক্ত ক্ষত প্রকাশ পায় এবং ক্ষতস্থান অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত ও স্পর্শাধিক্য হয়, সেইরূপ স্থলেই হেপার সালফারকে চিন্তা করিবে। হেপার সালফার প্রয়োগ করিতে হইলে আক্রান্ত স্থানের স্পর্শাধিক্যতা, অত্যধিক শীত বোধভাব এবং কোপন স্বভাব এই তিনটি লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। উপদংশ দোষ জনিত নাসিকা হইতে যে স্রাব নির্গত হয় তাহা অত্যন্ত বদ গন্ধযুক্ত। উপরিউক্ত অবস্থা ব্যতীত হেপার সালফারের আরো দেখিতে পাওয়া যায় উপদংশ (syphilitic miasm) গলদেশের অভ্যন্তর প্রদেশস্থ স্থান সমূহ পর্য্যন্ত আক্রমণ করে—প্রথমতঃ টাকরার কোমল স্থানগুলি নষ্ট করিয়া তৎসন্নিকটের অস্থিতে ক্ষত বিস্তারিত করে, এতদ অবস্থায় মুখে এত ভীষণ দুর্গন্ধ হয় যে, রোগী হাঁ করিলে সে স্থানে আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। এই প্রকার ক্ষতে ক্যালিবাইক্রমিকাম, ল্যাকেসিস, মার্ককর, মার্কসল এবং হেপার সালফার লক্ষণানুযায়ী অধিকাংশ স্থলে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে কিন্তু যে সমুদায় উপদংশে পারার অপব্যবহার হইয়াছে সেইরূপ স্থলে হেপার সালফার এবং নাইট্রিক এসিডই হইতেছে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। নাইট্রিক এসিডের সহিত হেপার সালফারের এত অধিক সাদৃশ্য রহিয়াছে যে এই উভয়কে পরস্পর হইতে পৃথক করা অত্যন্ত কঠিন বিষয় হইয়া পড়ে উভয়ই অত্যন্ত শীতকাতুরে, উভয়েরই ক্ষতস্থানে কাঁটাবেঁধার ন্যায় খচ্ খচ

যন্ত্রণাযুক্ত হয়, উভয়েরই গলাভ্যন্তরে, তালু মূলে এবং টাকরায় ক্ষত প্রকাশ পায়, উভয়েরই গলদেশের ভিতর মৎস্যের কাঁটা লাগিয়া থাকা বোধ যন্ত্রণা হয়। কাজে কাজেই ইহাদিগের নির্ব্বাচন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া করা উচিৎ আমার মনে হয় যে স্থলে শীত বোধ এবং স্পর্শাধিক্যতা অত্যন্ত প্রবল, সে স্থলে হেপার সালফারকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

বাগী (Bubo)—পুরুষাঙ্গে উপদংশ ক্ষত কিংবা প্রমেহ রোগ কিংবা অন্য কোন কারণ বশতঃ বাগী হইলে সময় মত হেপার সালফার প্রয়োগ করিতে পারিলে অধিকাংশ স্থলেই বাগী বসিয়া যায়। বাগী বসাইতে হেপার উচ্চক্রম ২০০ শক্তি সাধারণতঃ প্রয়োগ হয় কিন্তু পুঁজ সঞ্চার হইয়াছে মনে হইলে হেপার সালফার নিম্নক্রম ৬x পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিত, ইহার দ্বারা শীঘ্র পুঁজোৎপাদন হইয়া ফাটিয়া পুঁজ নির্গত হইয়া যায়।

উপদংশ জনিত বাগী শীঘ্র বসে না প্রায়ই পাকিয়া উঠে এবং অস্ত্র ক্রিয়ার আবশ্যক হয়। প্রমেহজনিত কিংবা অন্য কারণ বশতঃ বাগী উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে শীঘ্রই বসিয়া যায়।

বাগীর উপরই যে কেবল হেপার সালফার কার্য্য করে এমন নয়, যে কোন স্থানের গ্রন্থি স্ফীতি (glandular swelling) ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। হেপার সালফার প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে এই ঔষধের ধাতুযুক্ত লক্ষণ সমূহ এবং স্পর্শাধিক্যতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

কার্ব্ব এনামেলিস, ব্যাডিয়াগা, মার্কিউরিয়াস আইওড—এই তিনটি ঔষধ বাগী অথবা কোন গ্রন্থি প্রদাহ হইয়া প্রস্তরের ন্যায় অত্যন্ত শক্ত হইলে উত্তম কার্য্য করে।

জ্বর।

সময়—বিশেষ নির্দ্দিষ্টতা নাই। প্রায়ই সন্ধ্যা ৬।৭ টার সময় হয়। গ্র্যাফাইটিস, লাইকোপোডিয়াম, পালসেটিলা এবং রাসটকসের ন্যায় সন্ধ্যায় জ্বর অত্যন্ত প্রবল হয়।

শীতঅবস্থা—জল তৃষ্ণা থাকে না। মুক্ত বায়ুতে অত্যন্ত শীত বোধ করে। শীতল বায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য আদপেই সহ্য হয় না। গাত্রময় আমবাত প্রকাশ হয় এবং অত্যন্ত চুলকায় কিন্তু দাহ অবস্থার আরম্ভের সঙ্গে

সঙ্গেই মিশাইয়া যায় (শীতের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আমবাত বাহির হয়—এপিস। ঘর্ম্ম অবস্থায় বাহির হয় রাসটকস্‌। দাহ অবস্থায় বাহির হয়—ইগ্নেসিয়া)।

দাহ অবস্থা—জল তৃষ্ণা থাকে। গাত্রত্বক অগ্নিবৎ উষ্ণ হয় এবং ভীষণ পিপাসা বোধ করে। মুখবিবরের চারিপার্শ্বে জ্বর ঠোস্কা প্রকাশ হয়। (ইগ্নেসিয়া, নেট্রাম মিউর, রাসটকস)।

ঘর্ম্ম অবস্থা—ঘর্ম্ম অত্যন্ত প্রচুর হয়, দিবা রাত্রি সমান ভাবেই হইতে থাকে কিন্তু রোগের কিছুই উপশম হয় না (মার্কিউরিয়াস।) অতি সামান্য পরিশ্রমেই এমন কি হস্তপদের সঞ্চালনে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। সর্ব্বাঙ্গ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ হয়। হেপারের ঘর্ম্ম অম্লগন্ধযুক্ত। কুচকি, জঙ্ঘা এবং বিটপ প্রদেশে ও ঘর্ম্ম হয় (জনেন্দ্রিয়ে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়—জেলসিমিয়াম)।

জিহ্বা—রোগী জিহ্বাগ্রে বেদনা অনুভব করে। জিহ্বার পশ্চাদ্দেশ শুষ্ক কর্দ্দমের ন্যায় লেপাবৃত। মুখের স্বাদ তিক্ত এবং মুখ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। উগ্র এবং অম্লস্বাদযুক্ত খাদ্য খাইতে ইচ্ছা করে।

ডাইলিউসন—ফোড়ায় অধিক পূজোৎপত্তি করাইয়া ফাটাইতে নিম্নক্রম ৬x। ফোড়া বসাইতে উচ্চক্রম ২০০ শক্তি। শিশুদিগের উদরাময়, জ্বর, সর্দ্দি, কাশি ইত্যাদিতে ৩০ ক্রম। পারদের দোষ নষ্ট করিতে ৬ষ্ঠ ক্রম। হেপার সালফারের কার্য্য অত্যন্ত গভীর (deep acting) বলিয়া ইহা পুনঃ পুনঃ অধিক প্রয়োগ হয় না। একমাত্র ফোড়া ফাটাইতে ইহা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইতে দেখা যায়।

বিষঘ্ন (antidote)—হেপার পারদের, আইওডিন, আইওডাইড অফ পটাস, কডলিভার অয়েল ইত্যাদির বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে এবং শীতল বায়ুর স্পর্শাধিক্যতা হ্রাস করায়।

অনুপূরক—হেপার কোমল স্থানের ক্ষতের ক্যালেণ্ডুলার অনুপূরক।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল বায়ুতে, গাত্রঅনাবৃতে, শীতল পানীয় এবং খাদ্য আহারে, আক্রান্ত স্থানস্পর্শে, পারদের অপব্যবহারে।

রোগের উপশম—উত্তাপে, উষ্ণ বস্ত্রে ইত্যাদিতে (আর্স) স্যাঁৎসেতে, সিক্ত ঋতুতে (কষ্টিকাম, নাক্স। বৃদ্ধি—নেট্রাম সাল্ফ)।

রোগীর বিবরণ।

১। একবার একটি জ্বর রোগী দেখিতে যাই। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবা মাত্রই দেখিতে পাই রোগীটি দরজা জানালার ছিদ্রগুলি কাগজ দিয়া বন্ধ করিতেছে এবং নিজেও গায়ে অনেক কাপড় জড়াইয়া রহিয়াছে। দরজা খুলিবা মাত্রই, রোগী বলিয়া উঠিল—"ডাক্তার বাবু দরজাটি বন্ধ করিয়া দিন ঠাণ্ডা আসিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম। ঠাণ্ডা বাতাস ভাল বোধ করে না এবং সেই হেতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি পর্য্যন্ত বন্ধ করিতেছে। ইহা ব্যতীত রোগী আরও বলিল সকাল এবং সন্ধ্যায় শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়। আমি এই কথার দ্বারা বুঝিয়া লইলাম যে, সকাল এবং সন্ধ্যা ঠাণ্ডার সময় কাজে কাজেই এই সময়েই রোগও বৃদ্ধি হয়—এই লক্ষণটির উপর বিশেষরূপে নির্ভর করিয়া এবং অন্যান্য লক্ষণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া হেপার ৩০ ক্রম একমাত্রা দিয়া চলিয়া আসি এবং জানিতে পারিলাম তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

২। আমি ডাক্তারখানায় রোগী দেখিতেছি এমন সময় একদিন আমার পরিচিত জনৈক এক ভদ্র মহিলা গাড়ী করিয়া আমার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন আমার স্বামী বড়ই কষ্ট পাইতেছেন আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে এখনই আসুন। জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম দাঁতের মাড়িতে একটি গর্ত্ত হইয়াছিল তাহা একজন দন্ত চিকিৎসক বুজাইয়া (fill up) দেওয়ার পর হইতেই যন্ত্রণা অধিক হইতেছে। আমি তাহাকে পুনরায় সেই দন্ত চিকিৎসকের নিকট যাইতে পরামর্শ দিলাম। তিনি সেই দিনকার মত আমার উপদেশানুযায়ী চলিয়া গেলেন কিন্তু পুনরায় পরদিন

প্রাতে সংবাদ পাঠাইলেন যে, দন্ত চিকিৎসকের নিকট যাওয়া সত্ত্বেও যন্ত্রণা গত রাত্রিতে অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছিল, আপনি একবার আসিতে পারিলে ভাল হয়। আমি যাইয়া দেখি fill up করা স্থানটিতেই যন্ত্রণা হইতেছে, ঐরূপ অবস্থায় আমি তাহাকে দন্ত চিকিৎসকের নিকট গিয়া উহা (fill up) তুলিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিলাম। তিনি আমার পরামর্শ মত দন্ত চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও তাহা তুলিয়া ফেলেন এবং তুলিয়া ফেলার পর অনেকটা সুস্থ এবং আরাম বোধ করিল কিন্তু কিছুদিন পর দেখিতে পাই উক্ত স্থানটিতে একটি শক্ত মাংসঙ্কুরের উৎপত্তি হইতেছে। একজন দন্ত চিকিৎসককে দেখান হইলে তিনি বলিলেন ইহা bony tumor অর্থাৎ অস্থি টিউমার, অস্ত্র করিয়া তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। অস্ত্র চিকিৎসার পূর্ব্বে একবার হোমিওপ্যাথিক চেষ্টা করিয়া দেখা হউক এই পরামর্শে আমাকেই রোগী চিকিৎসা করিতে বলিলেন। দেখিলাম স্থানটি ভীষণ স্পর্শাধিক্য, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা যায় না এবং স্পর্শ মাত্র একটা ভীষণ যন্ত্রণা মস্তক পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। ইহা ব্যতীত আর অধিক কিছু লক্ষণ পাইলাম না। কাজেকাজেই আমি কেবল এই লক্ষণটির উপরই নির্ভর করিয়া তাহাকে হেপার সালফার ২০০ ক্রম একটি মাত্রা দিয়া চলিয়া আসিলাম। কয়েকদিন পরে লোক আসিয়া সংবাদ দিল টিউমার ছোট হইয়া গিয়াছে এবং যন্ত্রণাও খুব উপশম হইয়াছে। আর কোন ঔষধ না দিয়া সুগারের বড়ি পাঠাইয়া দিলাম এবং বলিয়া দিলাম প্রত্যহ ৩ বার করিয়া খাইতে দিবেন। এই প্রকারে ৩ সপ্তাহের মধ্যে ভদ্রলোকটি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন।

উপরোক্ত রোগী দুইটিতে একমাত্র স্পর্শাধিক্যতা লক্ষণ অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। একটিতে শীতল বায়ু এবং অপরটিতে যন্ত্রণা। প্রথম রোগী শীতলবায়ু স্পর্শ সহ্য করিতে পারিতেছে না। দ্বিতীয় রোগী যন্ত্রণাযুক্ত স্থানে হস্ত কিংবা কোন কিছুর স্পর্শ সহ্য করিতে পারিতেছে না। এত অধিক স্পর্শাধিক্যতা লক্ষণ হেপার সালফার ব্যতীত কোন ঔষধে আছে বলিয়া আমার মনে হয় না এবং হেপার সালফারের ইহা বিশেষ পরিজ্ঞাপক

লক্ষণ ইত্যাদি চিন্তা করিয়া হেপার সালফার প্রয়োগ করা হয় এবং হেপার সালফারেই উভয় রোগী আরোগ্য হয়।

৩। চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি প্রত্যহ পরলোকগত প্রসিদ্ধ ডাক্তার ডি, এন, রায় মহাশয়ের নিকট যাইতাম। একদিন একটি রোগী আসিয়া বলিল সে তাহার দক্ষিণ হস্তের বাহুতে প্রায়ই যন্ত্রণা বোধ করে এবং স্থানটি টিপিলে খচ্‌খচ্‌ করে। ৫ বৎসর যাবৎ এই অবস্থায় রহিয়াছে। স্থানটি কিঞ্চিত স্ফীত এবং শক্ত হইয়াছেও বটে, এই প্রকার কারণ সে নিজে বুঝিতেও পারিতেছে না। যন্ত্রণা সর্ব্বদা যদিও হয় না সেই স্থলে একটা অস্বস্থি বোধ ভাব প্রায়ই লাগিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারা গেল লোকটি একটি সোডা ওয়াটার বিক্রেতা। একবার একটি বোতল ফাটিয়া বোতলের কুচি তাহার গাত্রে বিঁধিয়া গিয়াছিল কিন্তু তৎসমুদয় তৎক্ষণাৎ সাবধানতার সহিত বাহির করিয়া ফেলা হয়। লোকটি দেখিতে কিঞ্চিৎ স্থূলকায়; বাতধাতুগ্রস্থ, এবং শীত কাতুরে। শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে ভাল থাকে এবং অত্যন্ত চর্ম্মরোগ প্রবণ ইত্যাদি লক্ষণ শুনিয়া ডাক্তার ডি, এন, রায় তাঁহাকে হেপার সালফার অতি নিম্ন ক্রম ৬x চূর্ণ প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করিতে দিলেন। এক সপ্তাহ পর দেখা গেল রোগীর দক্ষিণ বাহুর উক্ত স্থানটি পাকিয়া ফোড়ায় পরিণত হইয়াছে এবং পুঁজ নিঃসরণ হইতেছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাওয়া গেল যে একটি কাঁচের কুচি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পুঁজের সহিত তাহা বহির্গত হওয়ায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

একোনাইট নেপিলাস।

আমরা যে একোনাইট সর্ব্বদা ব্যবহার করি তাহা একোনাইট নেপিলাস নামে পরিচিত। একোনাইট র‍্যাডিক্সের প্রয়োগ যদিও মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু একোনাইট নেপিলাসই হইতেছে অত্যন্ত প্রচলিত এবং নিত্য ব্যবহার্য্য ঔষধ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। অত্যন্ত ভয় এবং মানসিক উদ্বিগ্নতা (Great fear and) anxiety of mind)।

২। শুষ্ক শীতল বায়ুর ঝাপ্টাতে এবং ভয় পাইয়া রোগের উৎপত্তি (Form dry cold winds or drafts of air and from fright)।

৩। গাত্রত্বক শুষ্ক এবং উত্তপ্ত, প্রচুর শীতল জল-পানের অদম্য পিপাসা, ভীষণ অস্থিরতা এবং অন্তর্দ্দাহ ন্যায় ক্রমাগত এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্‌ করে। (Skin dry and hot, burning thirst for large quantities of water. Intense nervous restlessness, tossing about in agony)।

৪। ভীতি ব্যঞ্জক মুখের চেহারা (Countenance is expressive of fear)।

৫। নাড়ী দ্রুত, পূর্ণ, ভরাটে এবং মোটা (Pulse rapid, full & bounding)।

সাধারণ লক্ষণ।

১। হৃষ্টপুষ্ট রক্ত প্রধান ধাতুবিশিষ্ট লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

২। কাশি শুষ্ক। প্রথম রাত্রিতে এবং শুষ্ক শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি হয়।

৩। গীতবাদ্য সহ্য করিতে পারে না, ইহাতে মনকে দুঃখিত করে।

৪। দন্তোদ্ভেদ কালীন গাত্র উত্তপ্ত হইয়া শিশুর তড়কা হয়।

<u>ফিজিওলজিকেল কার্য্য</u>—একোনাইট দ্বারা বিষাক্ত হইলে Cerebro-spinal nervous system অত্যন্ত অবসাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মস্তিষ্ক কশেরুকা মজ্জায় বিধানে(cerebro spinal nervous system একোনাইট (depressent) অবসাদক ঔষধরূপে কার্য্য করে, তদহেতু শরীরের সমুদায় প্রান্তদেশ হস্ত পদ ইত্যাদির শেষাংশ সমূহ অসার অবস্থায় পরিণত হয়, এমনকি সম্পূর্ণ স্পর্শজ্ঞান শূন্য হয়। একোনাইট cerebro-spinal system ব্যতীত রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার উপরও গভীর কার্য্য প্রকাশ করে। সমুদায় শরীরময় উত্তাপ বোধের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরিক উষ্ণতা এবং উত্তপ্ত ঘর্ম্ম উৎপন্ন হইতে থাকে। নাড়ী এবং শ্বাস প্রশ্বাস উভয়েরই গতি বৃদ্ধি পায় কিন্তু প্রতিক্রিয়া অবস্থায় অর্থাৎ secondarily ইহার সম্পূর্ণ বিভিন্নাবস্থা প্রকাশ হয়। সর্ব্বাঙ্গ হিমের ন্যায় শীতল হয় ও চট্‌চটে শীতল ঘর্ম্ম দেখা দেয় এবং নাড়ী নিস্তেজ ক্ষীণ হইয়া আইসে, এইরূপে রোগী ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

একোনাইটের বিষাক্তের শেষ অবস্থায় অর্থাৎ হিমাঙ্গ অবস্থার সহিত ভিরেট্রাম এলবামের সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু ভিরেট্রাম এলবামে ভেদ বমি জনিত উক্ত প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত একোনাইটের কতক লক্ষণের সহিত জেলসিমিয়ামেরও কতকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু জেল-সিমিয়ামে গতিবিধায়ক স্নায়ুর (motor nerves) কার্য্যের ব্যতিক্রম হয়, একোনাইটে স্পর্শ চেতনা স্নায়ুর (sensory nervs) ব্যতিক্রম হয়।

একোনাইট হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যভাণ্ডারের একটি প্রধান ঔষধ তাহার কোন সন্দেহ নাই কিন্তু ইহার কার্য্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তরুণ রোগেই ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার হয় কদাচিত পুরাতন রোগে ইহার প্রয়োগ দেখা যায় এবং ইহার কার্য্য অল্পক্ষণ স্থায়ী, কাজে কাজেই একোনাইটের কার্য্যকে সীমাবদ্ধ বলা যাইতে পারে। ঝটিকা যেরূপ হঠাৎ আসিয়া বৃক্ষ লতাদি ভূমিস্যাৎ করিয়া চলিয়া যায়, একোনাইটের রোগও তদ্রূপ আচম্বিতে বৃদ্ধি পায়, হয়ত রোগীর অতি অল্প সময়েই মৃত্যু ঘটায় কিংবা রোগ অতি সত্বরেই আরোগ্য হইয়া যায়। যে লোককে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দেখিলাম আমোদ আহ্লাদ করিতেছে, আবার কিছুক্ষণ পরে সেই লোকই ভীষণ জ্বরে কষ্ট পাইতেছে কিন্তু সকল লোকের প্রতি এই প্রকার আক্রমণ হয় না, লোক বিশেষে ইহা প্রকাশ পায়

তাই সর্ব্ব পূর্ব্বেই কি প্রকার লোকের প্রতি একোনাইট অধিক কার্য্য করে তাহা উল্লেখ করা উচিত। সমুদায় গ্রন্থকারগণই কোন ঔষধ কি রকম লোকের প্রতি প্রযোজ্য ও কার্য্যকারী হয় তাহা ঔষধের গুণা গুণ লিখিবার পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

একোনাইট রোগী—একোনাইট রক্তপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট (Plethoric) অর্থাৎ হৃষ্টপুষ্ট প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। ইহা ব্যতীত আমর অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাই যে, রক্ত প্রধান ধাতুবিশিষ্ট লোকেরা অতি সামান্য কারণেই যত শীঘ্র তরুণ রোগাক্রান্ত হয়, শীর্ণ ও কৃশ লোকেরা তত শীঘ্র হয় না। সুতরাং একোনাইট প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে রোগীর শারীরিক গঠন ও ধাতুর প্রতি কিঞ্চিৎ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

একোনাইটের হঠাৎ আক্রমণ সচরাচর শুষ্ক অথচ শীতল বায়ুর ঝাপ্‌টাতেই (draught of dry cold air) উৎপন্ন হয়; কারণ একোনাইট রোগী শুষ্ক শীতল বায়ুর স্পর্শ (dry cold air এর exposure) সহ্য করিতে পারে না, ইহা ব্যতীত শীতকালের অত্যন্ত শীত লাগিয়া ফুসফুসের রোগ হইলে কিংবা গ্রীষ্মকালের অত্যন্ত গ্রীষ্ম হেতু উত্তপ্ত হইরা পাকস্থলীর রোগ হইলেও একোনাইট তাহাতে উত্তম কার্য্য করে। এই প্রকার রোগী সাধারণতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং কৃশ প্রকৃতির না হইয়া বরং হৃষ্টপুষ্ট থল্‌থলে শরীর বিশিষ্ট হয় এবং উক্ত প্রকার লক্ষণ যাহাদিগের হৃদপিণ্ড সবল, মস্তিষ্কের কার্য্য পরিষ্কার এবং রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া প্রবল তাহাদিগের প্রতিই অধিক প্রকাশ পায়।

মানসিক লক্ষণ—একোনাইটের উল্লিখিত শারীরিক লক্ষণ অপেক্ষা মানসিক লক্ষণ অধিক মূল্যবান। একোনাইট রোগী মৃত্যুভয় (fear of death) এবং অস্থিরতা (Restlessness) অত্যন্ত অধিক রূপ বর্ত্তমান থাকে। মৃত্যুভয় একোনাইট রোগীতে যে প্রকার ভীষণ প্রকাশ পায় অন্য কোন ঔষধে তদ্রূপ দেখা যায় না। রোগী ভয়ে কাতর হইয়া পড়ে, মুখমণ্ডল ভীতিব্যঞ্জক হয়। মৃত্যুভয় রোগীর জীবনকে অত্যন্ত দুঃখ জনক করিয়া তোলে। সামান্য যন্ত্রণা কিংবা জ্বর হইলেই রোগী "বাঁচিব না" করিতে থাকে। আজ অমুক সময় নিশ্চই মারা যাইব, আমাকে বাঁচাইতে

পারিবে না ইত্যাদি বকিতে থাকে, মৃত্যুভয়ে রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। মৃত্যু রূপ শমন যেন তাহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

একোনাইটের মৃত্যু ভয় অত্যন্ত পরিচায়ক লক্ষণ জানিবে ইহা সামান্য রোগে প্রকাশ না থাকিতেও পারে কিন্তু রোগ কিঞ্চিৎ প্রবল ভাব ধারণ করিলে নিশ্চিত প্রকাশ পাইবার কথা। একোনাইট রোগীর মনে এত অধিক মৃত্যু ভয় উপস্থিত হয় যে রোগী ভয়ে কোন জনতার মধ্যে কিংবা জন বহুল পথ অতিক্রম করিতে ভরসা পায় না, ভীত হয়। মনের এইরূপ অবস্থাকে অনেকে হিষ্টিরিয়া রোগের মধ্যে স্থান দেন।

একোনাইটের মৃত্যু ভয়কে হ্যানিমান কত উচ্চ আসনে স্থান দিয়াছেন তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত কথা হইতেই বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়:— Whenever aconite is chosen homœopathicaly, you must, above all, observe the moral symptoms, and be careful that it closely resembles them ; the anguish of mind and body, the restlessness, the disquiet not to be allayed". The mental anxiety, worry, fear accompanies the most trivial aliment, আর্সেনিকেও মৃত্যুভয় যথেষ্ট রহিয়াছে কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতির এবং একোনাইটের ন্যায় তত অধিক নয়। আর্সেনিক রোগী বরং হতাশ ভাবাপন্ন যেন এ রোগ আর আরোগ্য হইবে না, ঔষধ সেবন করা নিষ্প্রয়োজন, এ যাত্রা আর রক্ষা পাইবেন না, এইরূপ প্রকৃতির কিন্তু আর্সেনিকে অবসন্নতা (Prostration) অত্যন্ত ভীষণরূপ প্রকাশ থাকে। রোগের ভোগ অনুপাতে অবসন্নতা অত্যন্ত অধিক হয়।

দ্বিতীয়তঃ—অস্থিরতা (Restlessness)। মেটেরিয়া মেডিকায় অস্থিরতা সম্বন্ধে তিনটি ঔষধের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। তাহা হইতেছে,— একোনাইট, আর্সেনিক এবং রসটাক্স। একোনাইটের অস্থিরতা প্রদাহিক জ্বরেই (Inflammatory fever) অধিক প্রকাশ পায়। রোগী অস্থিরতায় ক্রমাগতই এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। রোগের যন্ত্রণায় এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া থাকিতে পারে না এবং ইহার উপর মৃত্যুভয়ে রোগী আরও অধিক অস্থির হইয়া পড়ে। একোনাইটের প্রায় অধিকাংশ লক্ষণই প্রদাহযুক্ত। আর্সেনিকে রোগী অন্তর্দাহ এবং অস্থিরতায় একবার এখানে একবার ওখানে এইরূপ

করিতে চাহে কিন্তু দুর্ব্বলতা হেতু অনেক সময় করিতে পারে না। আর্সেনিকে শারীরিক অপেক্ষা মানসিক অস্থিরতা অধিক বর্ত্তমান থাকে।

রাসটক্স—গাত্রের বেদনা হেতু রোগী এপাশ ওপাশ করে যেহেতু নড়াচড়ায় রোগী যন্ত্রণা উপশম বোধ করে। এক কথায় বলিতে হইলে ইহাই বলিব যে একোনাইট রোগী প্রাদাহিক রোগ হেতু অস্থির। আর্সেনিক রোগী রোগের প্রবলতা এবং অন্তর্দাহ হেতু অস্থির এবং রাসটক্স রোগী গাত্র বেদনা হেতু অস্থির।

মস্তিষ্ক প্রদাহ—মস্তিষ্ক প্রদাহে একোনাইট উত্তম কার্য্য করে কিন্তু গভীর রোগ বশতঃ প্রদাহ হইলে যেমন tuberculous meningitis এ একোনাইটের বিশেষ কোন কার্য্য নাই। সূর্য্যের কিরণে মস্তক রাখিয়া শয়নে মস্তকে রক্তাধিক্য কিংবা প্রদাহ হইলে—এইরূপ স্থলে বেলেডোনা এবং গ্লোনয়ন অপেক্ষাও একোনাইট উত্তম কার্য্য করে কিন্তু সাধারণ অবস্থায় সর্দ্দিগর্ম্মি হইলে বেলেডোনা এবং গ্লোনয়নকে উচ্চ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

চক্ষু প্রদাহ (Conjunctivitis)—অস্ত্র চিকিৎসার পর কিংবা বাহ্যিক কোন বস্তু চক্ষুতে পতিত হওয়ার দরুণ তাহার উত্তেজনা বশতঃ চক্ষু প্রদাহ হইলে একোনাইট ব্যবহারে তাহাতে অনেক সময় বেশ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষুর প্রদাহ হইলে একোনাইটকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিবে। চক্ষু অত্যন্ত উত্তাপ্ত এবং শুষ্ক বোধ হয় ও জ্বালা করিতে থাকে, মনে হয় যেন চক্ষুতে বালুকণা প্রবেশ করিয়াছে। এত ভীষণ যন্ত্রণা হয় যে রোগী তাহা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত কামনা করে। মনে হয় চক্ষু যেন বহির্গত হইয়া আসিবে এবং কন কন করিতে থাকে, চক্ষু নাড়াচাড়া কিংবা স্পর্শ করিলে যন্ত্রণা আরো অধিক বৃদ্ধি হয়, সঙ্গে সঙ্গে আলোকাতঙ্কও অত্যন্ত অধিক থাকে। চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত হয় এবং স্বচ্ছাবরকের (cornea) চারিধারে নীল গোলাকার দাগ পড়ে। একোনাইটের আক্রমণ অত্যন্ত হঠাৎ হয় তাহা সর্ব্ব প্রথমেই বলিয়াছি। এত হঠাৎ ইহার আক্রমণ যে অনেক সময় রোগের কারণই ঠিক করিয়া ধরিতে পারা যায় না। যাহাকে কল্য সন্ধ্যায় সুস্থ

দেখিলাম পর দিন প্রাতে দেখি চক্ষু অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে কিন্তু কোন প্রকার স্রাব নাই। একোনাইটের চক্ষু প্রদাহের বিশেষত্ব—যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, অক্ষিপুট অত্যন্ত ফুলিয়া ওঠে, জ্বালা করে, চক্ষু ফুলিয়া বুজিয়াও যায় অথচ কোন প্রকার স্রাব থাকে না। এইরূপ অবস্থায় জোর করিয়া চক্ষু খুলিয়া চক্ষুর ভিতর প্রদেশ দেখিবার যদি চেষ্টা করা যায়, ফাঁক করা মাত্র কয়েক ফোঁটা উষ্ণ রক্তিমাভ জল নির্গত হয় কিন্তু কোন প্রকরে পূঁজ থাকে না। (পূঁজ হইলে একোনাইট আর নির্ব্বাচিত হয় না)। একোনাইটের চক্ষুর এইরূপ অবস্থা ঠাণ্ডা লাগিয়া হয় জানিবে। একোনাইটে ইহা স্মরণ রাখিবে শ্লৈষ্মিক স্থানের (mucous surface) প্রদাহ হইল রক্তিমাভ জলই (Bloody water) নির্গত হয়, পূঁজ কখনই হয় না, পূঁজের আশঙ্কা হইলে অন্য ঔষধ চিন্তা করা উচিৎ। কারণ একোনাইটের ইহা স্বভাব যে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া রক্তশিরা সমূহ স্ফীত (Engorged) হইয়া উঠে এবং রক্ত ক্ষরণ হইতে থাকে এতদকারণ বশতঃ অতি অল্প সময়ে এবম্প্রকার রক্ত মিশ্রিত জলবৎ স্রাবের সঞ্চার হয়।

গ্লোকোমা (Glaucoma)—গ্লোকোমাতেও একোনাইটের কার্য্য দেখা যায়—যখন উপরিউক্ত লক্ষণ সহ যন্ত্রণা মুখমণ্ডলের নিম্ন দিকে বিস্তারিত হইয়া থাকে বিশেষ ভাবে অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিয়া কিম্বা ঠাণ্ডা বায়ুর দরুণ উক্ত রূপ যন্ত্রণা উদ্ভূত হইলে কিংবা বাত গ্রস্থ রোগীতে উক্তরূপ যন্ত্রণা দেখা দিলে একোনাইট অধিক কার্য্যকরী হয়। একোনাইট ব্যবহারে যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আশানুরূপ ফল না পাওয়া যায় তাহা হইলে একোনাইটের উপর অধিক সময় নির্ভর না করিয়া অন্য ঔষধের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ কারণ এইরূপ অবস্থায় অধিক সময় থাকিলে চক্ষু নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে।

বাহ্যিক জিনিষ চক্ষুতে পতিত হওয়ার দরুণ (Conjunctivitis) একোনাইট উপকার না করিলে সালফার প্রয়োগ করিবে।

স্পাইজেলিয়া—ইহাতে একোনাইটের ন্যায় অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় কিন্তু স্পাইজেলিয়ায় বাম চক্ষু অধিক আক্রান্ত হয় এবং যন্ত্রণা সূর্য্য উদয় এবং অস্তের সহিত বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয়।

স্নায়ুশূল (Neuralgia)—শীতল শুষ্ক বায়ুর স্পর্শহেতু উদ্ভূত স্নায়ুশূল (neuralgic pain) যন্ত্রণার বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের, একোনাইট একটি উৎকৃষ্ট

ঔষধ। আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয় এবং মুখমণ্ডলই সচরাচর অধিক আক্রান্ত হয়। শরীরের অন্য কোন স্থানের স্নায়ুশূলে একোনাইট অধিক নির্ব্বাচিত হয় না। মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ হয় এবং ফুলিয়া উঠে। অত্যন্ত ভীষণ যন্ত্রণা হইতে থাকে রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠে এবং ছট্‌ফট্‌ করে মনে হয় যেন কেহ ছুরি দ্বারা আক্রান্ত স্থান কাটিয়া ফেলিতেছে কিন্তু এত ভীষণ যন্ত্রণার সহিত "পিপীলিকার ন্যায় সুড় সুড় বোধ" (crawling creeping like an ant) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। এই লক্ষণটি জানিবে একোনাইটের একটি বিশেষত্ব, যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বরও থাকিতে পারে এবং মুখমণ্ডল অত্যন্ত উত্তপ্ত বোধ হয়। ইহাও দেখা যায় রোগী শয্যায় বালিশে গণ্ডস্থলের যে পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিয়া থাকে, সেই পার্শ্বস্থ গণ্ডস্থল ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া যায়। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে ঘর্ম্মাক্ত গণ্ডস্থল শুষ্ক হয় বটে কিন্তু পুনরায় যে গণ্ডস্থল বালিশে চাপা থাকে তাহা ঘর্ম্মাক্ত হয়।

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল (Prosopalgia)—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে একোনাইটকে অনেকে অব্যর্থ ঔষধ বলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ইম্বার্ট গোর বায়ার (Dr. Imbert Gourbeyre) ফরাসী দেশীয় একটি মাসিক পত্রিকায় একোনাইট যে মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলের একটি অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ, তদ্‌-সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা পত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান সময়ে প্রফেসার গব্‌লার (Prof Gubler) একোনাইটকে মুখমণ্ডলের স্নায়ু শূলের (Faical neuralgia) অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া ঘোষণা করেন তিনি বলেন একোনাইটে যন্ত্রণা সম্পূর্ণ উপশম না হইলেও কিন্তু কতকটা উপশম হইবে ইহা সুনিশ্চিত। (Professor Gubler declares it "almost specific" in facial neuralgia, especially of congestive form, saying that he was yet to see a case in which it fails to be of atleast some benefit even if it does not cure), ডাক্তার ক্রফও এইমত সমর্থন করেন। কিন্তু ইহা সদাসর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে রোগের তরুণ অবস্থায় ও অল্প বয়স্ক হৃষ্টপুষ্ট(Plethoric) লোকদিগের প্রতি এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া উৎপন্ন হইলেই একোনাইট অধিক কার্য্য করে।

স্পাইজেলিয়া—ইহাও মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বের স্নায়ুশূলের একটি অতি মূল্যবান ঔষধ। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল শুনিলে স্পাইজেলিয়ার কথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

কলচিকম—মুখ মণ্ডলের বামপার্শ্বের স্নায়ুশূলে সময় সময় ইহার ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু যন্ত্রণার সহিত রোগীর পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে এবং যন্ত্রণা স্পাইজেলিয়ার ন্যায় তত প্রবল হয় না এবং তত অসহ্য ভাবও থাকে না। উপরিউক্ত ঔষধ ব্যতীত কফিয়া এবং ক্যামোমিলার বিষয়ও চিন্তা করিবে। স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় একোনাইট ব্যতীত এই দুইটিও অত্যন্ত বৃহৎ ঔষধ।

পক্ষাঘাত—(Paralysis)—একোনাইট পক্ষাঘাতের একটি উত্তম ঔষধ কিন্তু একোনাইটের পক্ষাঘাতে যান্ত্রিক (Organic) কোন দোষ হয় না, ইহা কেবল ক্রিয়াত্মক (Functional)। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত স্থানে শীতলতা (Coldness), অসারতা (Numbness) এবং সুড় সুড় বোধ (tingling sensation) এই তিনটি লক্ষণ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। সুড় সুড় বোধ একোনাইটের পক্ষাঘাতের বিশেষ লক্ষণ জানিবে। ইহা ব্যতীরেক একোনাইট কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়। এই লক্ষণটির উপর নির্ভর করিয়া অত্যন্ত ভরসার সহিত এমন কি উভয় পদযুগলের এবং (Paraplagia) অর্দ্ধশরীরে পক্ষাঘাতেও একোনাইট প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত ইহাও দেখা যায় একোনাইট নানাপ্রকারের স্থানীয় আংশিক পক্ষাঘাতে—যেমন মুখমণ্ডলের, তাহাতেও উত্তম কার্য্য করে এবং যদি শুষ্ক শীতল বায়ু লাগিয়া রোগ উদ্ভূত হইয়া থাকে। তাহা হইলে আরো অধিক নির্ব্বাচিত হয়; কারণ শীতল শুষ্ক বাতাসে রোগ বৃদ্ধি এবং উৎপত্তি একোনাইটের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

পক্ষাঘাত স্থানে সুড় সুড় (tingling) বোধ লক্ষণ ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা এবং ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়াতেও রহিয়াছে। ঠাণ্ডা লাগিয়া পক্ষাঘাতে এবং যে স্থানে শীতলতাই প্রবল লক্ষণ—রাসটক্স, সালফার এবং কষ্টিকামকে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু একোনাইট রোগের প্রারম্ভ অবস্থায় অধিক কার্য্য করে। অসারতা (numbness) রাসটক্সেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কিন্তু ইহাতে একোনাইটের পিপীলিকার ন্যায় সুড় সুড় বোধ (tingling sensation

crawling creeping like ant) থাকে না। যে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাত হউক না কেন creeping sensation থাকিলে একোনাইট ব্যবহার করা যাইতে পারে। একটি কথা এই স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, একোনাইটের ছুরিকা বিদ্ধবৎ ও কর্ত্তনবৎ অসহ্য যন্ত্রণাই হইতেছে প্রবল লক্ষণ আর রাসটক্সের অসাড়তাই হইতেছে প্রবল লক্ষণ।

শুষ্ক শীতল বাতাসে রোগ উৎপন্ন এবং বৃদ্ধি হয়—একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, কষ্টিকাম্, হেপার সালফার এবং নাক্স ভমিকা। **শীতল স্যাঁৎসেঁতে বাতাসে রোগ উৎপন্ন এবং বৃদ্ধি হয়**—ডালকামারা, নাক্সমস্কেটা, নেট্রাম সালফ এবং রাসটক্স।

হৃদ্‌পিণ্ডের রোগ—একোনাইটের হৃদ্‌পিণ্ডের উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। হৃদ্‌পিণ্ড এবং ফুস্‌ফুস উভয়ই অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয়। হৃদপিণ্ডের স্পন্দন, উদ্বিগ্নতা, বক্ষঃস্থলের চাপ বোধ এবং এমন কি মূর্চ্ছার (Syncope) লক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়। হৃদস্পন্দন চলাফেরায় বৃদ্ধি হয়। বুকে সূচী-ভেদবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং রোগী তদহেতু সোজা হইয়া দাঁড়াইতে কিংবা বসিতে কিংবা দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। যন্ত্রণা যখন অধিক হয়, হৃদ্‌পিণ্ড হইতে বামহস্তে বিস্তারিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাড়তা ও অঙ্গুলিতে সুড় সুড় বোধ লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকে।

হৃদ্‌পিণ্ডের বিবৃদ্ধি রোগে—(Hypertrophy of heart or morbid enlargement of an organ) একোনাইটে হস্তের অঙ্গুলি সমূহ সুড় সুড় করে এবং অসাড় হয়। হৃদ্‌পিণ্ডের Valvular রোগ সহ Hypertrophy হইলে একোনাইট সে স্থলে কোন কাজ করিতে পারে না যখন Hypertrophy of Heart এর সহিত হৃদপিণ্ডের আর কোন রোগ জড়িত থাকে না, তখন একোনাইট লক্ষণানুযায়ী ব্যবহার করিলে উপকারের আশা করা যাইতে পারে।

নিউমোনিয়া—নিউমোনিয়ার প্রারম্ভে যখন জ্বর অত্যন্ত প্রবল হয় এবং শীত হইয়া জ্বর আইসে ও ফুস্‌ফুসে তরল দ্রব্যের সমাবেশ হেতু স্ফীতি (Engorgement) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তখন একোনাইট প্রয়োগ করিতে পারিলে আর রোগ অধিক অগ্রসর হইতে পারে না। কাশি কঠিন ও

কষ্টজনক হয়, কাশিতে বুকে আঘাত লাগে, গয়ের অধিক উঠে না, যাহা উঠে, তাহা জলবৎ কিংবা সামান্য শ্লেষ্মাযুক্ত ও রক্তের রেখা দাগযুক্ত, কিন্তু কখনই ঘন এবং অধিক রক্ত মিশ্রিত হয় না, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং উদ্বিগ্ন প্রকৃতির। আমার মনে হয়, উপরিউক্ত লক্ষণযুক্ত অবস্থায় যখন গয়েরের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে, ফেরাম ফসই অধিক কার্য্য করে এবং আশু উপকার দেখায়।

ভিরেট্রাম ভিরোড—নিউমোনিয়ার প্রারম্ভ অবস্থায় ইহা একোনাইটের সমকক্ষ ঔষধ। যখন ফুস্‌ফুসে অত্যন্ত Engorgement অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন ইহা উত্তম কার্য্য করে। সঙ্গে সঙ্গে হৃদপিণ্ডের অত্যন্ত উত্তেজনা লক্ষণও বর্ত্তমান থাকে, নাড়ী অতি দ্রুত এবং ভরাটে (Full) হয়। উপবেশন অবস্থা হইতে দাঁড়াইতে গেলেই বমির উদ্বেগ হয় এবং জিহ্বার মধ্যস্থান দিয়া লালবর্ণ দাগ প্রকাশ পায় (Red streak down the middle)। হৃদপিণ্ডের অবস্থা দেখিয়া, এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহা সচরাচর ১x অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

ব্রাইওনিয়া—নিউমোনিয়ার Hepatization অবস্থা উপস্থিত হইলে আর একোনাইটের উপর নির্ভর করিয়া সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়। ব্রাইও-নিয়াকেই এইরূপ স্থলে উপযুক্ত ঔষধ মনে করিতে হইবে। এই অবস্থায়ও কাশি শুষ্ক কঠিন এবং যন্ত্রণাদায়ক থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মা এইরূপ অবস্থায় জলবৎ না হইয়া বরং কিঞ্চিৎ ঘন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের জন্যই রোগী এইরূপ স্থলে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে (একোনাইটে প্রবল জ্বর হেতু উদ্বিগ্ন হয়)। রোগী স্থির হইয়া শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, কারণ নড়াচড়ায় বক্ষঃস্থলে এবং গাত্রে যন্ত্রণা অনুভব করে। একোনাইট রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির ছট্ ফট্ করে এবং স্থির হইয়া থাকিতে পারে না।

প্লুরিসি—(Pleurisy) :—প্লুরিসিতে একোনাইট প্রয়োগ হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বপ্রথম অবস্থায় যখন (Exudation) রসোৎপাদন হয় নাই। বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বে সূচীভেদবৎ অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় (Stitching) এবং জ্বরের আক্রমণের সহিত অল্প অল্প শীত বর্ত্তমান থাকে। একোনাইট, বিশেষতঃ ঘর্ম্ম কোন প্রকারে অবরুদ্ধ হইয়া কিংবা বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিত হইয়া

প্লুরিসি দেখা দিলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। (Aconite is to be thought of here particularly where the trouble has arisen from checked perspiration or confinement from fresh air).

ঘুংড়ি কাশি (Croup)—ইহা সচরাচর অল্প বয়স্ক বালক এবং শিশুদিগের অধিক হইয়া থাকে। একোনাইট ঘুংড়ি কাশির একটি অতি প্রচলিত ঔষধ। অনেকে ইহাকে একমাত্র ঔষধও বলিয়া থাকেন, কিন্তু অবস্থা বিশেষে ইহার ব্যবহার হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একোনাইট হৃষ্টপুষ্ট স্থূলকায় শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে এবং একোনাইটের রোগ হঠাৎ প্রকাশ হইয়া থাকে। এই সন্ধ্যার সময় যে শিশুকে বেশ খেলা করিতে দেখিলাম এবং সুস্থ অবস্থায় শয়ন করিতেও দেখিলাম, রাত্রি ১০।১১টার সময় দেখি, শ্বাস প্রশ্বাস ভাল লইতে পারিতেছে না, ভয়ানক কাশিতেছে, যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কাশি শুষ্ক, কঠিন, ঘং ঘং শব্দযুক্ত হাত দিয়া গলা চাপিয়া রহিয়াছে এবং জ্বরও প্রবল হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ডাক্তার কেণ্ট (Dr. Kent) একোনাইটকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করেন।

একোনাইট ব্যতীত এই প্রকার ঔষধ খুব কম দেখা যায়, যেখানে দিনে ঠাণ্ডা লাগিয়া এত দ্রুতভাবে রাত্রিতে হঠাৎ এই প্রকার একটি ভীষণ রোগ প্রকাশ পায়, যদি সেই রাত্রিতে এত দ্রুতগতিতে এইরূপ প্রকাশ না পাইয়া তাহার পরদিন প্রাতে কিংবা সন্ধ্যায় ক্রমশঃ দেখা দিত, তাহা হইলে একোনাইট ব্যবহার না করিয়া অন্য ঔষধের বিষয় চিন্তা করিতে পারিতাম, কিন্তু হেপার সালফারকেই প্রথম স্থান দিতাম, কারণ হেপার সালফারের গতি অত্যন্ত ধীর। এই প্রকার অবস্থায় স্পঞ্জিয়াই হইতেছে উপযুক্ত ঔষধ বটে। একোনাইটের croup (ক্রুপ) অত্যন্ত ভয়ানক ও যন্ত্রণাদায়ক। স্পঞ্জিয়ার croup একোনাইটের ন্যায় তেমন শীঘ্র প্রকাশ ও বৃদ্ধি হয় না এবং তত যন্ত্রণাদায়কও নয়, জ্বরও তত প্রবল থাকে না। স্পঞ্জিয়ার croup মধ্য রাত্রির পূর্ব্বেই বৃদ্ধি পায়। একোনাইটের croup প্রথম রাত্রিতেই বৃদ্ধি পায়, হেপারের croup শেষ রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়। আমরা সচরাচর এইরূপ অবস্থায় প্রথমতঃ একোনাইট ব্যবহার করিয়া থাকি, যদি আশানুরূপ সময়ের মধ্যে একোনাইটে উপকার না পাই, তাহা হইলে

স্পঞ্জিয়া ব্যবহার করি কারণ উভয় ঔষধের কাশি প্রায় একই রকম—কাশিলে বুকে এমন শব্দ মনে হয় যেন করাত দিয়া তক্তা চেরাই হইতেছে—ঘস্ ঘস্ শব্দ হয় এবং কাশি শুষ্ক ও কঠিন। যখন দেখা যায় কাশি তরল হইয়া আসিতেছে। কাশিলে মনে হয়, অনেক শ্লেষ্মা উঠিবে, কিন্তু কিছুই উঠিতেছে না, গলা ঘড় ঘড় সাঁই সাঁই করে এবং যখন কাশি শেষ রাত্রিতে কিংবা খুব প্রত্যূষে কিংবা সামান্য গাত্রাবরণ খুলিলেই বৃদ্ধি পায়, এইরূপ অবস্থায় হেপার সালফার প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদা ২০০ ক্রম অধিক প্রয়োগ হয়। আর একটি কথা স্মরণ রাখিবে—একোনাইটের croup কাশিতে নিশ্বাস ত্যাগের সময় কষ্ট হয়, আর স্পঞ্জিয়ার কাশিতে নিশ্বাস গ্রহণের সময় কষ্ট হয়।

স্যাম্বুকাস—শ্বাস প্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ হয়। মধ্যরাত্রির পর এবং মস্তক নীচু করিয়া শয়ন করিলে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অধিক হয়। শিশুদিগের নাক সাঁটিয়া গিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইলে এই ঔষধে উত্তম কার্য্য হয়।

রক্ত কাশ (Hæmoptysis)—ইহাতে একোনাইটের ব্যবহার সময় সময় দেখা যায়। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ। একোনাইটের রক্ত কাশির সহিত উদ্বিগ্নতা, ভয় এবং জ্বর বর্ত্তমান থাকা চাই।

রক্তকাশের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

মিলিফোলিয়াম—রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ। একোনাইট অপেক্ষা ইহাতে অধিক রক্ত আইসে, কিন্তু জ্বর থাকে না।

লেডাম—বাত ধাতুগ্রস্থ এবং মাতালদিগের রক্তকাশে ইহা অধিক কার্য্য করে। রক্ত উজ্জ্বল এবং ফেনা ফেনা।

ফেরাম ফস্—কাশির সহিত একোনাইটের ন্যায় রেখা রেখা উজ্জ্বল রক্ত থাকে এবং জ্বর থাকে।

ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডিফোলাস্—রক্তকাশের সহিত বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে। মনে হয় যেন বক্ষঃস্থল বন্ধনী দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছে অর্থাৎ বক্ষঃস্থলের সঙ্কোচন ভাব বর্ত্তমান থাকে। ইহাতে একোনাইটের ন্যায় মানসিক উদ্বিগ্নতা ও জ্বর থাকে না, কিন্তু বক্ষঃস্থলে স্নায়ু শূলবৎ যন্ত্রণা হয়।

একালিফা ইণ্ডিকা—ইহা রক্ত কাশের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাশির সহিত উজ্জ্বল রক্ত বর্ত্তমান থাকে। ইহা সচরাচর মূল অরিষ্ট কিংবা ১x ক্রম অধিক ফলপ্রদ।

ফসফরাস—লম্বা শীর্ণ এবং উষ্ণ ধাতু গ্রস্থ লোক দিগেতে ইহা উত্তম কার্য্য করে। রোগী শীতল পানীয়, শীতল স্থান ভালবাসে। সর্ব্বদা বরফ জল অর্থাৎ শীতল জল পান করিবার আকাঙ্ক্ষা করে। রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণ।

উদরাময়ঃ—তরুণ উদরাময় এবং আমাশয়ে একোনাইটের অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে এবং রোগের প্রারম্ভে ঠিক মত প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ আর অধিক বৃদ্ধি হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রকার উদরাময়ের প্রারম্ভ অবস্থায় দিলেই যে উপকার দেখাইতে পারিবে এইরূপ আশা করা বিড়ম্বনা। প্রদাহ যুক্ত (inflammatory) রোগেই ইহা সচরাচর প্রয়োগ হইয়া থাকে। একোনাইট যে inflammatary রোগের প্রথম অবস্থার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। সেই প্রকার পাকাশয় প্রদাহে যখন হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া কিংবা কোন তরুণ পীড়কা অবরুদ্ধ হইয়া কিংবা বরফ জল পান করিয়া উদরাময় উদ্ভুত হয় তখন সর্ব্বপ্রথম একোনাইটকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য, এমন কি এতদ্ কারণ বশতঃ শূল যন্ত্রণায়ও একোনাইট প্রয়োগ করা যাইতে পারে, রোগী যন্ত্রণায় উপুড় হইয়া থাকিতে চাহে কিন্তু উপুড় হইলেও বিশেষ উপশম হয় না (উপশম হয়—কলোসিন্থ)। কোন অবস্থাতেই যন্ত্রণাকালীন রোগী উপশম বোধ করে না, অত্যন্ত অস্থির হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে।

একোনাইটের ভেদ তরল সবুজ শাক ছেঁচানির মত (Green like chopped spinach) দেখিতে অনেকটা আর্জেণ্টাম নাইট্রিক সদৃশ।

কলেরা :—একোনাইট যে কলেরার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ পূর্ব্বে তাহার কিছু আভাস দিয়াছি। ডাক্তার হেম্পেল সর্ব্বপ্রথম ওলাউঠার কোলাপ্সে একোনাইট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু ওলাউঠায় ইহার উপকারিতা অদ্যাবধি অনেকে স্বীকার করিতে চাহেন না। রোগের আরম্ভ হইতে যখন পীড়িত ব্যক্তি ভয়ে আকুল হয়, ক্রন্দন করে এবং ভাব ভঙ্গীতে প্রকাশ করে যে, এ যাত্রা আর সে বাঁচিবে না, বাস্তবিক পক্ষে রোগ কিন্তু

ততখানি বাড়াবাড়ি হয় নাই, এইরূপ অবস্থায় একোনাইট ১x ব্যবহার করা উচিত। প্রথমে শীত ও জ্বর ভাব হইয়া ভেদ, বমন ও পেট বেদনা প্রভৃতি ওলাউঠার লক্ষণ সমূহ প্রকাশ হয় এবং তৎসহিত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে ও ক্রমশঃ কোলাপ্সের লক্ষণ—হস্ত পদ বরফের ন্যায় শীতল, সর্ব্ব শরীর ঠাণ্ডা, হৃৎপিণ্ডের গতি মন্দ, অত্যন্ত পিপাসা, মুখের ভাব চিন্তাযুক্ত, শরীরের স্থানে স্থানে শীতল ঘর্ম্ম, কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস, বুকে চাপবোধ, নাড়ীর লোপ, মধ্যে মধ্যে শ্লেষ্মা মিশ্রিত মলত্যাগ, জিহ্বা শুষ্ক ও শীতল, পায়ের ডিমিতে খালধরা, পিত্তবমন, হিক্কা ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হয়।

একোনাইট নির্ব্বাচন কালীন রোগীর মানসিক লক্ষণ সমূহ বিশেষরূপে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য, ইহার উপরই এই ঔষধের নির্ব্বাচন অত্যন্ত অধিকরূপ নির্ভর করে। ইহার অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা এবং মৃত্যুভয় এই কয়েকটি লক্ষণই হইতেছে বিশেষ পরিচায়ক।

একোনাইটে অনেক সময় শুষ্ক জিহ্বা অথচ পিপাসা শূন্য এইরূপও দেখা গিয়াছে।

কোলাপ্স ষ্টেজে একোনাইট প্রয়োগ করিলে রোগীর হৃদপিণ্ড উত্তেজিত হইয়া শরীরের সকল স্থানে নিয়মিতরূপ রক্ত সঞ্চালন হইয়া শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপকে ফিরাইয়া আনে এবং শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া অবস্থাও ফিরিয়া আইসে।

আমাশয় (Dysentery):—আমাশয়ে একোনাইটের ব্যবহার উদরাময় অপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং বাস্তবিক পক্ষে তরুণ আমাশয়ে (রক্ত কিংবা সাদা হউক) হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রকাশ পাইলে এবং তৎসহিত জ্বর থাকিলে একোনাইটকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দিবে। এই প্রকার আমাশা শরৎকালে অধিক হয়, কারণ শরৎকালে দিবাভাগ উষ্ণ এবং রাত্রি ঠাণ্ডা থাকে, কাজে কাজেই ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনাও অধিক হয়। মল স্বল্প সাদা কিংবা রক্ত মাখা শ্লেষ্মা মিশ্রিত এবং কুন্থন যুক্ত। একোনাইটে মলত্যাগকালীন যথেষ্ট কুন্থন থাকে, মলত্যাগান্তে উপশম হয়। কুন্থন এবং মলের অবস্থা দেখিয়া অনেকেই মার্কিউরিয়াস সল কিংবা কর ব্যবস্থা দেন কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তরুণ আমাশয়ের সহিত অত্যন্ত জ্বর থাকিলে এবং রোগ হঠাৎ বৃদ্ধি হইলে, একোনাইট সর্ব্ব প্রথম প্রয়োগ করা

কর্ত্তব্য। একোনাইটে উপকার না হইলে মার্কিউরিয়াসকে তৎপর স্থান দিবে।

উদরাময় কিংবা আমাশা যাহাই হউক একোনাইট প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে উদ্বিগ্নতা, অস্থিরতা, অদম্য জল পিপাসা, মৃত্যুভয়, প্রবল জ্বর, সর্ব্বাঙ্গের শুষ্ক উষ্ণতা, দ্রুত ভরাটে শক্ত নাড়ী ইত্যাদি লক্ষণ সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। (anxiety, restlessness, unquenchable thirst, fear of death, high fever, general dry heat, full, hard very quick pulse).

একোনাইটের আমাশয়ে রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ, শ্লেষ্মামিশ্রিত অথবা জলবৎ সবুজ শাক ছেঁচানির মত, পুনঃ পুনঃ হয় অথচ পরিমাণে অত্যন্ত অল্প অল্প। গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম হেতু, হৃষ্টপুষ্ট গঠন যুক্ত শিশুদিগেতে হঠাৎ প্রকাশ পাইলে একোনাইটকে স্মরণ করিবে। শিশুদিগের এইরূপ অবস্থা দিবসের অত্যন্ত উত্তাপ হেতু প্রায় উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যে সমুদয় শিশু জুন মাসে জন্মগ্রহন করে তাহাদিগেতেই এই প্রকার পেটের গোলযোগ অধিক হইতে দেখা যায়।

ভয়হেতু রোগ (Ailment brought on by fear):—ভয় পাইয়া কোন রোগ জন্মিলে একোনাইট তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভয়হেতু মাসিক ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ হইলে কিংবা গর্ভপাত হইবার আশঙ্কা হইলে কিংবা অবরুদ্ধ ঋতুস্রাব প্রকাশ হইলে কিংবা ন্যাবা রোগ হইলে কিংবা অন্য কোনরূপ গুরুতর পীড়া জন্মিলে একোনাইট প্রয়োগে আশু উপকার হয়। বহুরূপী কিংবা কোন একটি অস্বাভাবিক বস্তু দেখিয়া হঠাৎ ভয় পাইয়া শিশুর প্রস্রাব অবরুদ্ধ হইলে কিংবা উক্ত প্রকার কোন রোগ জন্মিলে তাহাতে একোনাইট ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভয় পাইয়া রোগ হইলে একোনাইট ব্যতীত ওপিয়ম, ইগ্নেসিয়া এবং ভিরেট্রামের বিষয়ও চিন্তা করিবে।

একোনাইটের ভয় (fright) এবং শুষ্ক শীতল বায়ু (cold dry wind) এই দুইটিই হইতেছে সমুদায় রোগের মূল কারণ, যেমন একোনাইট রোগী শুষ্ক শীতল বায়ুর ঝাপটা সহ্য করিতে পারে না, যাবতীয় রোগ ইহা হইতেই উদ্ভুত হইয়া থাকে। সেই প্রকার ভয় পাইয়া একোনাইট রোগীর নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়।

প্রসব যন্ত্রণা ঃ—ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিকরূপ প্রবল, দ্রুত এবং পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে, এমন কি শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না, রোগী অত্যন্ত অস্থির উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বাঙ্গ উষ্ণ ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া যায়।

সূতিকা জ্বর ঃ—একোনাইটকে প্রকৃত সূতিকা জ্বরের ঔষধ বলা যাইতে পারে না এবং সূতিকা জ্বরে ইহা কোনমতেই প্রয়োগ হইতে পারে না যেহেতু সূতিকা জ্বর (Puerperal fever) দূষিত জ্বর (Septic fever)। পূর্ব্বে অনেক স্থলেই বলিয়াছি যে দূষিত রোগের কিংবা Typhoid জ্বরের একোনাইট আদপেই ঔষধ নয়। কিন্তু অত্যন্ত কষ্টজনক প্রসবের পর প্রসূতিকে আলগা গায়ে ফেলিয়া রাখা হেতু কিংবা শীতল জলে স্নান করাইয়া দেওয়া হেতু কিংবা অসাবধানতা হেতু ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রবল জ্বর ও তৎসহিত ভীষণ জলতৃষ্ণা, উদ্বিগ্নতা, অস্থিরতা উদরাধ্মান (flatulence) স্পর্শাধিক্যতা, স্তনদ্বয়ের শিথিলতা এবং দুগ্ধশূন্যতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে একোনাইট প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া সূতিকা অবস্থায় জ্বর হইলে একোনাইট ব্যবহার হয় প্রকৃত সূতিকা জ্বরে ইহা কখনই প্রয়োগ হয় না। সূতিকা অবস্থা এবং প্রকৃত সূতিকা জ্বর বিভিন্ন প্রকৃতির। কাজে কাজেই ইহাদিগকে এক রোগ মনে করিও না। সূতিকা অবস্থা দূষিত রোগ নয় (nonseptic) কিন্তু এতদ্ লক্ষণ সহ কলতানি (lochia) স্রাব অবরুদ্ধ হইলে একোনাইটে আর নির্ভর করা উচিত নয়, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। (If there is supresion of lochia do not give aconite—Kent)।

সদ্য প্রসূত শিশুর শ্বাসকষ্ট—(Dyspnoea neonatorum) —নবজাত শিশুর অত্যন্ত কষ্টের সহিত প্রসবের পর কিংবা ফরসেপ (Forcep) দ্বারা প্রসব করানর পর শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য লোপ হইবার উপক্রম হইলে এবং তদসহ সামান্য জ্বর প্রকাশ পাইলে একোনাইট তাহার উপযুক্ত ঔষধ। একোনাইট পুনঃ পুনঃ কয়েক মাত্রা প্রয়োগ করিলে হৃদযন্ত্রের কার্য্যের দুর্ব্বলতা কাটিয়া যায়।

মূত্র অবরোধ (Retention of urine)—নবজাত শিশুর প্রস্রাব অবরোধের একোনাইট একটি অতি উৎকৃষ্ট এবং একমাত্র ঔষধ

অর্থাৎ শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া বহুক্ষণ যাবৎ প্রস্রাব ত্যাগ না করিলে এবং চিন্তার কারণ হইয়া উঠিলে একোনাইট প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় ৬ষ্ঠ ক্রম একোনাইট পুনঃ পুনঃ দেওয়া কর্ত্তব্য।

সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির প্রস্রাব অবরোধ হইলে কষ্টিকাম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

হাম—হামের প্রথম অবস্থায় যখন জ্বর অত্যন্ত প্রবল এবং চক্ষু ঈষৎ লালবর্ণ হয় ও তদসহিত ঘং ঘং শব্দযুক্ত কাশি, অস্থিরতা, গাত্র চর্ম্মের চুলকানি এবং জ্বালা বর্ত্তমান থাকে তখন একোনাইট প্রয়োগ করা উচিত। হামে সচরাচর একোনাইট পালসেটিলার পূর্ব্বে ব্যবহার হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বর অত্যন্ত প্রবল থাকে ততক্ষণই একোনাইটের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। একোনাইটের হাম খস্‌খসে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি সদৃশ।

জেলসিমিয়াম—হামে এই ঔষধটির প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। ইহাতে রোগী সর্ব্বদা তন্দ্রাযুক্ত নিস্তেজ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। অস্থিরতা, ছট্‌ফটানি ইত্যাদি ইহাতে কিছুই থাকে না। সর্দ্দি এবং চোখ মুখের ভার ভার থাকে।

সর্দ্দি—তরুণ সর্দ্দিতে একোনাইটের প্রয়োগ দেখা যায়। নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শুষ্ক, উষ্ণ এবং তদ্‌সহিত দপ্‌দপানি যন্ত্রণাযুক্ত শিরঃপীড়া থাকে অথবা সর্দ্দি তরল উষ্ণ হাঁচিযুক্ত এবং সমুদায় গাত্র বেদনা থাকে। হাঁচিতে গেলে রোগী বক্ষঃস্থল হস্ত দিয়া চাপিয়া ধরে। জ্বর, অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। এই সমুদায় লক্ষণই শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে কিংবা ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ হইলে বৃদ্ধি হয়।

নক্সভমিকা—ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হয়। নাসিকা শুষ্ক এবং সাঁটিয়া যায়। গলদেশ শুষ্ক, খস্‌খসে এবং মনে হয় যেন চিরিয়া গিয়াছে।

বেলেডোনা—ইহা তরল সর্দ্দির চির প্রসিদ্ধ ঔষধ। ইহাতে মস্তিষ্কের উষ্ণতা, গলদেশের আরক্তিমতা এবং তালুমূল প্রদাহ থাকা প্রয়োজন।

চায়না—সর্দ্দি বন্ধ হইয়া শিরঃপীড়া হইলে এবং তদ্‌কারণ বশতঃ যন্ত্রণা হইলে উত্তম কার্য্য করে। মুক্ত বাতাসে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয় কিন্তু একোনাইটে মুক্ত বাতাসে শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

জ্বর (Fever)—একোনাইট যে জ্বরের একটি প্রধান ঔষধ তাহা বলাই বাহুল্য কিন্তু সকল প্রকার জ্বরে ইহা কার্য্য করে না। কতকগুলি বিশেষ জ্বরে ইহার কার্য্য প্রকাশ পায় তদহেতুই ইহার কার্য্যকে পূর্ব্বেই সীমাবদ্ধ বলিয়াছি। একোনাইটকে প্রাদাহিক জ্বরের (Inflammatory fever) প্রধান এবং প্রকৃত ঔষধ বলা হয়। Synochal কিংবা Sthenic প্রকারের জ্বরে অর্থাৎ যে জ্বর হঠাৎ প্রবল আকার ধারণ করে তাহার উপর ইহার (একোনাইট) কার্য্য অব্যর্থ বলিলেই হয়। asthenic জ্বরে অর্থাৎ যে জ্বর স্বল্প সময়ে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে তাহাতে ইহা কদাচিৎ ব্যবহার হয়, (We find it indicated in genuine inflammatory fever of the type called synochal or sthenic fever. These terms apply to a fever which has about it no quality of weakness or asthenia)।

প্রাদাহিক জ্বরের (Inflammatory fever) পরিচায়ক লক্ষণই হইতেছে —অগ্নিবৎ উত্তপ্ত গাত্রত্বক, ভরাটে, দ্রুত, মোটা নাড়ী। ভীষণ জল তৃষ্ণা, অস্থিরতা এবং মানসিক উদ্বিগ্নতা (Dry hot skin, full hard, bounding, rapid pulse, thirst. restlessness and anxiety)। যে স্থানে এই প্রকার লক্ষণের সমাবেশ দেখিতে পাইবে একোনাইটকে কেবল সেই স্থলে চিন্তা করিবে। এই প্রকার জ্বরের সহিত মানসিক উত্তেজনা কিংবা উদ্বিগ্নতা প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে এবং একোনাইটকে নির্ব্বাচন করিতে হইলে মানসিক লক্ষণের উপর বিশেষরূপ নির্ভর করিতে হইবে কারণ উদ্বিগ্নতা, অস্থিরতা এবং মৃত্যুভয় ইত্যাদি ব্যতীত একোনাইটের সঠিক নির্ব্বাচন হইতে পারে না (It cannot be the remedy unless there are present, anxiety, restlessness and fear of death.—Hahnemann)। ডাক্তার ডানহামও মহাত্মা হ্যানিম্যানের কথা উল্লেখ করিয়া সেই একই কথা বলিতেছেন—"In conjunction with thirst and rapid pulse there are present, an anxious impatience, a restlessness not to be quieted, distress and an agonising tossing about". এতদহেতুই একোনাইটকে এক কথায় জ্বরঘ্ন এবং প্রদাহনাশক (antipyretic and antiphlogistic) বলা হয়।

কোন প্রকার জ্বরে একোনাইট প্রয়োগ হইতে পারে।

প্রথমতঃ—একোনাইটকে ইণ্টারমিটেণ্ট কিংবা রেমিটেণ্ট জ্বরের প্রকৃত ঔষধ বলা চলে না যেহেতু একোনাইটের রোগতত্ত্বে (Pathogenesis) এই প্রকার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় নাই। টাইফয়েড কিংবা কোন প্রকার বিষাক্ত জ্বরেরও একোনাইট আদপেই ঔষধ নয়, যে হেতু একোনাইটের সিদ্ধান্ত করণে (proving) রক্ত কণিকার (blood corpuscle) কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে এই প্রকার ক্ষমতা একোনাইটে অদ্যাবধি দেখা যায় নাই, কাজে কাজেই টাইফয়েড কিংবা এবম্প্রকার রোগে একোনাইট প্রয়োগ করা আর বৃথা সময় নষ্ট করা একই কথা।

দ্বিতীয়তঃ—শরীরের কোন স্থানের তরুণ প্রদাহ বশতঃ জ্বরে অর্থাৎ জ্বরই যখন তরুণ প্রদাহের একমাত্র সমবেদক (Sympathetic) লক্ষণরূপে প্রকাশ পায় সেই স্থলেও একোনাইট বিশেষ কোন কার্য্য করে না। (Aconite will do little for a fever which is symptomatic of an acute local inflamation) এতদ হেতুই নিউমোনিয়ায় একোনাইট ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না।

ব্রাইওনিয়া এবং ফস্‌ফরাস এইরূপ স্থলের উপযুক্ত ঔষধ। কারণ দেখা গিয়াছে নিউমোনিয়ায় নাড়ীর গতি যদিও একোনাইট সদৃশ হয় কিন্তু একোনাইট ব্যবহারে নাড়ীর অবস্থা কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না। ব্রাইওনিয়া কিংবা ফস্‌ফরাস দেওয়া মাত্র নাড়ী এবং রোগ উভয়ই নিস্তেজ হইয়া আইসে, সকল স্থানে ইহা আবার খাটে না। কতকগুলি প্রদাহ আছে যেমন বাত প্রদাহ (Rheumatic inflamation) তাহাতে কেবল একমাত্র একোনাইট সমস্ত রোগকে আরোগ্য করিতে সমর্থ হয়। আমার মনে হয় যে স্থলে দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রের কিংবা রক্তের কিংবা শরীরস্থ টিস্যুর কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে না সেই প্রকার স্থলেই একোনাইট কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। (It is indicated in which the fibrin of the blood is excess, while

the corpuscles are unpoisoned and the tissues are yet intact.) ইহা হইতে পারে, একোনাইটের জ্বর বন্ধ করিবার কিম্বা জোর করিয়া চাপিয়া দিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে কিন্তু জ্বর যখন অন্য কোন প্রকার রোগের লক্ষণ স্বরূপ প্রকাশ হয় তখন এই প্রকার চেষ্টা করিলে বৃথা সময় নষ্ট করা ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। যেমন—স্কার্লেটিনা কিংবা বসন্ত জনিত জ্বরে একোনাইট দ্বারা জ্বর বন্ধ করিলে রোগ বরং আরও অধিকতর খারাপ হইবার সম্ভাবনা এবং এই প্রকার চিকিৎসায় রোগী মারা যাইতেও পারে কারণ যে সমুদয় পীড়কা (Eruption) প্রকাশ পাইতেছিল এবং যাহার উত্তেজনা বশতঃ প্রাদাহিক জ্বর প্রকাশ হইয়াছে, এইরূপ অবস্থায় জ্বর জোর করিয়া বন্ধ করিলে পীড়কা সমুদয় আর প্রকাশ হইতে না পারিয়া রোগকে আরও জটিল অবস্থায় পরিণত করিবে। কাজে কাজেই জানিতে হইবে জ্বর বন্ধ করা আর বসন্তহেতু তদসংক্রান্ত লক্ষণ এবং পীড়কা যাহা বসন্ত রোগে প্রকাশ হওয়া উচিৎ ছিল তাহা চাপিয়া দেওয়া একই কথা (you know, by removing this fever, you take away a symptom which is necessary for the proper development of the eruptions belonging to the disease. Therefore, Aconite is rarely to be thought of in such case.) কিন্তু যদি জ্বরের প্রবলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং তদসহ একোনাইটের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ সমূহ মৃত্যুভয়, অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা —ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে একোনাইটকে চিন্তা করা যাইতে পারে কিন্তু ১০টার মধ্যে ৯টা রোগীই এই প্রকার চিকিৎসায় নষ্ট হইবার অধিকতর সম্ভাবনা।

তৃতীয়তঃ—আঘাত কিংবা প্রদাহ জনিত জ্বরেও একোনাইট বিশেষ কোন কার্য্য করিবে না যদ্যপি একোনাইটের পরিচায়ক লক্ষণ—অস্থিরতা, মৃত্যুভয়, উদ্বিগ্নতা বর্ত্তমান না থাকে। একোনাইটের নাড়ীর সহিত ব্রাইওনিয়ার সাদৃশ্য দেখা যায় বটে কিন্তু ব্রাইওনিয়া রোগী সম্পূর্ণ স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে, অস্থিরতা কিছুমাত্র থাকে না, আর একোনাইট রোগী সম্পূর্ণ অস্থির প্রকৃতির সর্ব্বদা ছট্‌ফট্ করে। একোনাইট সম্বন্ধে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে The fever in which Aconite is specific is neurotic not toximic or sympathetic in nature—Hughes.

একোনাইট একমাত্র প্রাদাহিক জ্বরেই কার্য্য করে।

প্রাদাহিক জ্বর (Inflammatory fever) ও সংক্ষেপে তদ লক্ষণ সমূহ এবং নির্ব্বাচনের সুবিধার্থ প্রধান কয়েকটি ঔষধ নিম্নে দিলাম :—

সামান্য শীতভাব, শুষ্ক উত্তপ্ত গাত্রত্বক এবং অস্থিরতা (একোনাইট)। শিরঃপীড়া এবং তদসহিত প্রলাপ (বেলেডোনা)। বমনেচ্ছা এবং তদসহিত দৌর্ব্বল্যতা (ভিট্রেরাম ভিরিডি)। তন্দ্রাভাব (জেলসিমিয়াম)। বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা এবং তদসহিত শুষ্ক কাশি (ব্রাইওনিয়া)। স্নায়বীয় উত্তেজনা এবং তদসহিত বিরক্তিভাব (ক্যামোমিলা)। ইহাদিগের সকলেতেই উত্তাপ অত্যন্ত প্রবল থাকে।

Chill, heat, hot dry skin, restlessness (aconite) pain in the head with delirium (Belladona), with nausea and prostration (veratrum viride), with stupor (Gelsemium); with pain in the chest or cough (Bryonia); with nervous irritability and peevishness (Chamomilla).

একোনাইট একমাত্র প্রবল জ্বরে (Sthenic fever) ব্যবহার হইয়া থাকে, শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস কিংবা উত্তপ্ত শরীরে ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইলে এবং প্রাদাহিক জ্বরে একোনাইট উত্তম কার্য্য করে। একোনাইটের রোগী হৃষ্ট পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ প্রকৃতির হইয়া থাকে। টাইফয়েড জ্বরে একোনাইটের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায় না। যখনই একোনাইটের কথা মনে হইবে তখনই এই তিনটি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে (১) উদ্বিগ্নতা (anxiety) (২) অস্থিরতা (Restlessness) এবং (৩) মৃত্যুভয় (fear of death.)

সময়—প্রায়ই সন্ধ্যার সময় জ্বর আইসে।

কারণ—শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস এবং ভয়।

শীত অবস্থা—একোনাইট রোগীর শীতভাব সকল সময় প্রকাশ থাকে না। শীত অবস্থায় ক্যামোমিলার ন্যায় একদিকের গাল লাল এবং উত্তপ্ত হয় অপর দিকের শীতল এবং রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়। শীত অবস্থায় পিপাসা থাকে না।

দাহ অবস্থা—অত্যন্ত পিপাসা থাকে এবং অধিক জল পান করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু জল ব্যতীত আর সমুদায় দ্রব্য তিক্ত বোধ হয়। সমুদায় শরীর অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হয় এবং সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। মানসিক উদ্বিগ্নতা ভয় এবং অস্থিরতা হেতু রোগী এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে।

ঘর্ম্ম অবস্থা—ঘর্ম্ম কিছু মাত্র প্রকাশ থাকে না। শরীরর আচ্ছাদিত স্থানে কিংবা যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে সেই পার্শ্বে ঘর্ম্ম হয়, তাহাও কদাচিৎ হয়।

জিহ্বা—অপরিষ্কার থাকে।

নাড়ী—শীত অবস্থায় সুতার ন্যায় সরু এবং ধীর গতি, দাহ অবস্থায় অত্যন্ত দ্রুত, ভরাটে এবং মোটা হয় (Full, bounding and quick pulse)। ডাক্তার বেয়ার বলেন যে স্থলে একোনাইট এবং বেলেডোনার কোনটি প্রয়োগ করিবে এই বিষয় যদি সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহা হইলে উত্তাপ অবস্থায় ঘর্ম্মের ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিলে এবং গাত্রে সামান্য সামান্য ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইলে বেলেডোনাকেই সেইরূপ স্থলে অধিক উপযুক্ত মনে করিবে।

একোনাইট জ্বরে দাহ অবস্থা অত্যন্ত প্রবল হয় এবং দাহ অবস্থায় মুখ চোখ লাল হইতেও পারে। বেলেডোনার অনেকটা লক্ষণ থাকিতেও পারে এবং তদ কারণ বশতঃই অনেকে একোনাইট এবং বেলেডোনা পর্য্যায় ক্রমে প্রয়োগ করেন কিন্তু ইহা একেবারেই যুক্তি সঙ্গত নয়। একোনাইট রোগীর মৃত্যুভয়, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিৎ এবং কেবল এই মানসিক লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়াই একোনাইট ব্যবহার হইয়া থাকে অন্য কোন লক্ষণ না পাইলেও ক্ষতি নাই। (রোগীর বিবরণে কলেরা রোগীতে এই মানসিক লক্ষণ কি প্রকার মূল্যবান তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।)

একোনাইট	বেলেডোনা
১। গাত্রত্বক সম্পূর্ণ শুষ্ক এবং উত্তপ্ত, ঘর্ম্ম একেবারেই থাকে না (Dry, hot skin and no sweat)	১। বাহ্যিক উত্তাপ একোনাইট অপেক্ষাও অধিক হইতে পারে কিন্তু আচ্ছাদিত স্থান সমূহে ঘর্ম্ম হয় এবং উত্তাপ অবস্থায় ঘর্ম্মের ভাব প্রকাশ থাকে। Has greater surface heat, but sweats on covered parts.
২। মৃত্যুভয়, মানসিক উদ্বিগ্নতা এবং অস্থিরতা। এপাশ ওপাশ ছটফট করে (Tosses about in agony with great fear of death.)	২। তন্দ্রাবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং নিদ্রিতাবস্থায় মধ্যে মধ্যে সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়া উঠে এবং চমকায়। (Often has semi-stupor and jerks and twitches in sleep.)
৩। হৃদ্‌পিণ্ডে এবং বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত কষ্ট হয় (Has greater distress in heart and chest.)	৩। সমুদায় কষ্ট যন্ত্রণা মস্তকে একত্রিভূত হয়। (Every thing seems to center in the head.)
৪। মৃত্যুভয়ে ভীত অথচ অধিক প্রলাপ অবস্থা থাকে না। (fears death without much delirium	৪। অবাস্তব বস্তুর কল্পনা করিয়া ভীত হয় এবং ভীষণ প্রলাপ অবস্থা উপস্থিত হয়। (Fears imaginary things, with delirium.)

একোনাইটের জ্বরের বিষয় বলিতে হইলে দুইটী ঔষধের বিষয় স্বতঃই মনে আসিয়া উদয় হয় তাহা হইতেছে—জেলসিমিয়াম এবং এপিস।

একোনাইট, জেলসিমিয়াম এবং এপিস এই তিনটি ঔষধ তিন শ্রেণীর—একোনাইট যে প্রকার প্রবল জ্বরে (Synochal fever). জেলসিমিয়াম সেই প্রকার রেমিটেণ্ট কিংবা ইণ্টারমিটেণ্টের এবং এপিস ইণ্টারমিটেণ্ট কিংবা টাইফয়েডের অর্থাৎ একোনাইট যে প্রকার প্রবল তরুণ জ্বরে অধিক নির্ব্বাচিত হয়, জেলসিমিয়াম সেই প্রকার রেমিটেণ্ট কিংবা ইণ্টারমিটেণ্ট এবং এপিস টাইফয়েড কিংবা টাইফয়েড জাতীয় জ্বরে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ইহাদিগের সমুদায়েই শীত অল্প বিস্তর বর্ত্তমান থাকে—(জেলসিমিয়ামের শীত হস্তদ্বয় কিংবা মেরুদণ্ডে প্রকাশ পায় এবং উত্তাপ অবস্থা যথেষ্ট থাকে) কিন্তু ইহাদিগের নাড়ীর অবস্থা দেখিলে ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। একোনাইটের নাড়ী পূর্ণ, ভরাটে এবং শক্ত (Full, hard and bounding pulse)। জেলসিয়ামের নাড়ী যদিও ভরাটে, একোনাইটের ন্যায় তত শক্ত নয় বরং শিথিল। এপিসের নাড়ী শিথিল এবং সেঁতারের তারের ন্যায় সরু ও মিন মিন করে। কাজে কাজেই একোনাইটের নাড়ী দেখিলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে এই প্রকার নাড়ী প্রবল তরুণ জ্বরেই সম্ভব এবং ইহাও স্বতঃসিদ্ধ জানিবে যে একোনাইট Sthenic জ্বরের সর্ব্ব প্রধান ঔষধ। এই প্রকার Sthenic জ্বর জেলসিমিয়ামে কিংবা এপিসে প্রকাশ পায় না। এপিসে বিশেষতঃ বিসর্প রোগের প্রদাহের (Erysepelatous) প্রারম্ভে কিংবা স্নৈহিক ঝিল্লির প্রদাহে serous inflamation or inflamation of synoval membrane). প্রকাশ হইতেও পারে কিন্তু এপিসের রোগের গতি টাইফয়েডের দিকে যায় অর্থাৎ টাইফয়েডের ঝোঁক অধিক থাকে কিংবা এপিসে স্নৈহিক ঝিল্লির প্রদাহ রসোৎপাদনে (Effusion) পরিণত হইবার সম্ভাবনা প্রবল থাকে কাজে কাজেই একোনাইট এইরূপ স্থলে কোন প্রকারেই প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ একোনাইটে এইরূপ অবস্থা উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না এবং হয়ও না। একোনাইট উক্তরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ মস্তিষ্ক ঝিল্লি অথবা স্নৈহিক ঝিল্লির প্রদাহের প্রারম্ভে প্রয়োগ হইলেও হইতে পারে কিন্তু যে মুহূর্ত্তে রসোৎপাদনের (Effusion) অবস্থা উপস্থিত হয় একোনাইটের কার্য্যও তৎমুহূর্ত্তেই রহিত হইয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারা যায়—একটি গ্রামে ভীষণ তুফান হঠাৎ বহিয়া গিয়াছে। তুফান যদিও অত্যন্ত প্রবল ছিল তাহাতে গ্রামের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই এবং আপনা হইতে অতি অল্প কাল মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে এবং তুফানও শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তুফানের এই এক অবস্থা হইতে পারে নতুবা প্রবল ঝটিকায় গ্রামের কোন কুটীরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া সমুদায় গ্রামকে অগ্নিময় কিংবা অধিক ক্ষতিগ্রস্থও করিতে পারে। তুফানের আমরা এই দুই অবস্থা দেখিতে পাই। যতক্ষণ তুফান বহিতেছিল ততক্ষণ প্রবলতাই ইহার ভয়ের একমাত্র কারণ ছিল। যেমনি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিল

তখন আর এক অবস্থা অর্থাৎ বিপদ আরও অধিক ভীষণ হইয়া উঠিল। একোনাইটেও ঠিক উপরোক্ত অবস্থা প্রকাশ পায়। যতক্ষণ জ্বর অত্যন্ত প্রবল ছিল ততক্ষণ একোনাইট নির্ব্বাচিত হইয়াছিল এবং প্রবলতাকে হ্রাস করিবার ক্ষমতাও ছিল কিন্তু যখনই প্রবলতায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল অর্থাৎ রসোৎপাদনের অবস্থা উপস্থিত হইল আর একোনাইটের কার্য্য রহিত হইয়া গেল কারণ একোনাইটে ইহার উপর বিশেষ কোন ক্রিয়া নাই। এতদ্ হেতু প্রকারান্তরে বলা হয় তরুণ প্রবল জ্বরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একোনাইট প্রয়োগে যদি কার্য্য না পাওয়া যায় তাহা হইলে আর একোনাইটের উপর নির্ভর করা উচিৎ নয়। কিন্তু আমার মনে হয় একমাত্র বাতজ্বরে (Rheumatic feever) অধিক সময় অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

একোনাইটের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

বেলেডোনা—এই ঔষধটির সহিত একোনাইটের নাড়ীর (Pulse) অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায় এবং উভয় ঔষধের নাড়ীই Full bounding and hard (রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার আধিক্যহেতু নাড়ী সদাসর্ব্বদা পূর্ণ, ভরাটে, এবং শক্ত)। ইহাদিগের নাড়ী জেলসিমিয়াম এবং এপিসের নাড়ী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। বেলেডোনার নাড়ীর সহিত এপিস্ এবং জেলসিমিয়ামের ভ্রম হইবার কোন প্রকার আশঙ্কা থাকা উচিৎ নয় বরং বেলেডোনার নাড়ীর সহিত একোনাইটের নাড়ীর ভ্রম হইবার সর্ব্বদা সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং কেবল নাড়ীর উপর নির্ভর করিলে আমাদিগকে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। কাজে কাজেই বেলেডোনার নাড়ীকে sthenic প্রকারের বলিতে হইবে কিন্তু বেলেডোনার জ্বরে মস্তিষ্কের লক্ষণ অর্থাৎ মস্তক রক্তাধিক্য, নিদ্রায় চম্‌কাইয়া উঠা, দপ্‌দপানি শিরঃপীড়া, চক্ষু এবং মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা ইত্যাদি থাকা চাই। এই সমুদয় লক্ষণ ব্যতীরেকে একোনাইট এবং বেলেডোনা কেবল নাড়ী দেখিয়া চিনিতে ভ্রমের সম্ভাবনা। এতদ্ কারণ বশতঃই অনেক সময় (যখন সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশ পায় না) একোনাইটের পর বেলেডোনা দিতে আমরা উৎসুক হইয়া থাকি।

ভিরেট্রাম ভিরেডি—এই ঔষধটির নাড়ীর অবস্থাও অনেকটা একোনাইটের ন্যায় কিন্তু রোগ নিউমোনিয়ায় পরিণত হইবার পূর্ব্বে যে প্রবল জ্বর প্রকাশ পায় সেইরূপ স্থলে একোনাইটের স্থানে ভিরেট্রামকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃত নিউমোনিয়া আরম্ভ হয় নাই—ধমনী সমূহের অত্যন্ত উত্তেজনা আরম্ভ হইয়াছে এবং রক্তাধিক্য অবস্থা (Engorgement) প্রাপ্ত হইতেছে—নাড়ীর গতি দ্রুত (Full, rapid bounding) ভরাটে প্রকাশ পাইয়াছে, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হইতেছে ততক্ষণই আমরা ভিরেট্রামকে চিন্তা করিতে পারি। এইরূপ অবস্থায় ভিরেট্রাম ভিরেডি প্রয়োগ করিলে রোগ আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে না এবং আরম্ভেতেই শেষ হইয়া যায়।

ফেরামফস্—ডাঃ সুস্লার ফেরামফস্‌কে একোনাইটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। যদিও ইহার সহিত একোনাইটের অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু পার্থক্যও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, নাড়ীর অবস্থা যদিও ভরাটে এবং উল্লম্ফনযুক্ত কিন্তু কোমল। একোনাইটের নাড়ী দড়ির ন্যায় শক্ত। ফেরামফস্‌কে একোনাইট এবং জেলসিমিয়ামের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলা যাইতে পারে। প্রবল জ্বরে ইহা অতি সত্বর উপকার দেখায়। শরীরের কোন অংশ রক্তাধিক্য হইয়া রক্তমিশ্রিত স্রাব—রক্তকাশ, রক্ত আমাশা ইত্যাদি অবস্থা প্রকাশ পাইলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু এই অবস্থা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর যখন অত্যন্ত অধিক হয় এবং প্রদাহ বশতঃ রসোৎপাদন (exudation) উৎপন্ন হয় নাই তখনও ভাল কার্য্য করে। অনেককে দেখিয়াছি প্রবল জ্বরের গতি শীঘ্র হ্রাস করিবার জন্য ফেরামফস্ পুনঃ পুনঃ সেবন করিতে দেন এবং তাহাতে উপকারও পাওয়া যায়। উপরে একোনাইট, বেলেডোনা, ভিরেট্রাম ভিরেডি এবং ফেরামফস্ যে কয়েকটি ঔষধের বিবরণ দিলাম, ইহারা সকলেই অল্পবিস্তর Synochal fever এর (প্রবল এক জ্বরের) প্রকৃত ঔষধ। ডাক্তার ফ্যারিংটন বলেন synochal fever একোনাইটে উপশম না হইলে সাল্‌ফারের বিষয় চিন্তা করিবে এবং সাল্‌ফার এইরূপ অবস্থার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। একোনাইট দেওয়া সত্বেও শুষ্ক গাত্রোত্তাপের কিছুই হ্রাস হয় না এবং কোন প্রকার ঘর্ম্মও প্রকাশ পায় না, যদি কিছু হয় তাহাও অতি সামান্য। রোগী প্রথমতঃ নিদ্রাশূন্য এবং অস্থির থাকে ক্রমশঃ তন্দ্রাযুক্ত হইয়া আসে এবং কথার উত্তর

ধীরে ধীরে দিতে থাকে অর্থাৎ কথার উত্তর থামিয়া থামিয়া দেয়, মনে হয় যে কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারে নাই। জিহ্বা শুষ্ক হইয়া আইসে এবং কথা জড়াইয়া যায়। ক্রমাগত জ্বরের উত্তাপে ভুগিয়া ভুগিয়া টাইফয়েড অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়।

আর্সেনিক—ইহার জ্বরও একোনাইটের ন্যায় অত্যন্ত প্রবল হয়, অস্থিরতা এবং মৃত্যু ভয়ও থাকে। কিন্তু আর্সেনিক জ্বরের সহিত একোনাইটের আকাশ পাতাল প্রভেদ, আর্সেনিক জ্বরে শরীরকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, শীঘ্রই টাইফয়েডের লক্ষণ সমূহ আনিয়া উপস্থিত করে এবং দুর্গন্ধ মলমূত্র স্রাব হইতে থাকে। একোনাইটে এতদ্‌সমুদায় কিছুমাত্র থাকে না। তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন্—একোনাইটের ডাইলিউসন সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার মতামত প্রকাশ করেন। মহাত্মা হ্যানিমান, ডাক্তার ডানহাম, টেসিয়ার, টেষ্টি, গারেন্সি ইহারা সকলেই নিম্নক্রম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চক্রম ১৮, ৩০ ডাইলিউসন অধিক পছন্দ করিতেন কিন্তু রোগের অবস্থানুযায়ী মতের বিভিন্নতা দেখা যায়। ডাক্তার রিঙ্গার বলেন, প্রদাহে একোনাইটের নিম্নক্রম অতি আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ করে (The power of the drug in lower dilution over inflamation is little less than marvellous—Dr. Ringer,) ডাক্তার বেস্ (Dr. Bayes) কর্ণ প্রদাহে ১x ক্রমকে অতি উচ্চ স্থান দেন। তিনি বলেন, তরুণ কর্ণ প্রদাহে একোনাইটের ১ম দশমিক ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। ডাক্তার হেম্পেলও এই মত সমর্থন করেন। আমার অভিজ্ঞতায়ও দেখিয়াছি প্রদাহ কলেরা ইত্যাদিতে ১ম দশমিকই অধিক কার্য্য করে। জ্বর, কাশি, সর্দ্দি, স্নায়ুশূল ইত্যাদিতে ৩x, ৬x, ৬ অধিক ব্যবহার হয়। একোনাইট সম্বন্ধে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে প্রদাহে এবং কলেরায় নিম্নক্রমই অধিক ফলপ্রদ।

অনুপূরক (Complementary)—জ্বর, নিদ্রাহীনতা এবং অসহ্য

যন্ত্রণায় কফিয়ায় সম্পূর্ণ উপকার না হইলে একোনাইট অনুপূরক রূপে কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে, শয্যা হইতে উত্থানে, উষ্ণ গৃহে, যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে।

রোগের উপশম—মুক্ত খোলা বাতাসে।

রোগীর বিবরণ।

১। একজন স্ত্রীলোক, বয়স ৪৯ হইবে, সারাদিন অত্যন্ত হাঁটাহাঁটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া একটি বৃক্ষের নিম্নে বিশ্রাম করিতে করিতে কিঞ্চিৎ শীত বোধ করিতে লাগিলেন, শীতভাব পৃষ্ঠে অধিক হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে একবার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিতেছিল এবং শরীরময় এত অধিক টাটানি যন্ত্রণা হইতে লাগিল যে, রোগীকে অস্থির করিয়া তুলিল; এমন কি শয্যার কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত জলতৃষ্ণা, অস্থিরতা এবং ভীতিভাব উপস্থিত হইল। গাত্র অগ্নিবৎ উষ্ণ হইয়া উঠিল। রোগী হঠাৎ এত অধিক জ্বর হইবার কারণ বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত চিন্তিত এবং ভীত হইয়া পড়িল। মুখমণ্ডল ঈষৎ রক্তিমাভ, স্ফীত এবং ভীতি-ব্যঞ্জক ভাব ধারণ করিল। এতদ্ লক্ষণে তাহাকে একোনাইট ৬x কয়েক মাত্রা পুনঃ পুনঃ দেওয়ায় রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া উঠে। (এ, ই, স্মল)

২। একবার একটি ওলাউঠা রোগী দেখিতে যাই। রোগী একজন বালক, বয়স ১৪।১৫ হইবে। রোগীর পিতা আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতেই আমাকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি আর বাঁচিব না, আমাকে কেহই বাঁচাইতে পারিবে না, অদ্যই আমি মারা যাইব।" অত্যন্ত অস্থির, ক্রমাগত শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছে, অদম্য জল পিপাসা, এক একবার পরিমাণে অনেক জল খাইতেছে। প্রথমতঃ অস্থিরতা দেখিয়া, আর্সেনিকের বিষয় মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু জল পান দেখিয়া একোনাইট ১x ৩ ঘণ্টা পর পর কয়েক মাত্রা সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসিলাম, এবং তাহাতেই রোগীকে মৃত্যু পথ হইতে ফিরাইয়া আনে এবং রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে।

উপরিউক্ত দুইটি ঔষধেই মৃত্যুভয় যথেষ্ট প্রকাশ ছিল এবং তাহার উপরই নির্ভর করিয়া একোনাইট প্রয়োগ করিবার যথেষ্ট কারণ হইয়াছিল।

আর্সেনিক এলবাম।

ইহা আর্সেনিয়াস এসিড নামেও পরিচিত কিন্তু আর্সেনিক এলবামই হইতেছে অধিক প্রচলিত নাম। ইহার বিষাক্ত গুণ অল্পবিস্তর সকলেই বিদিত। বাঙ্গালা নাম—সেঁকো বিষ, দেখিতে অনেকটা নীল আভাযুক্ত সাদা। জীবন বিনষ্ট করিতে এবং আত্মহত্যা করিতে ইহা অত্যন্ত অধিকরূপ প্রয়োগ হয়। ইহা ব্যতীত যাহারা চর্ম্ম পরিষ্কার করে অর্থাৎ জীবজন্তুর চর্ম্মকে লোম সহ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিবার কার্য্য করে (Taxidermist), যাহারা কাষ্ঠ এবং লৌহের উপর রংএর (Paints) কার্য্য করে এবং যাহারা নীল কাগজ প্রস্তুত করে তাহাদিগের মধ্যে (sudden arsenic poisoning) আকস্মিক আর্সেনিক বিষাক্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায় যেহেতু উক্ত দ্রব্যসমূহ আর্সেনিকের সংস্রব রহিয়াছে। আকস্মিক কোনপ্রকার আর্সেনিক বিষাক্তের লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও কিন্তু ধীরে ধীরে আর্সেনিকের বিষাক্তের লক্ষণ (slow poisoning) প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা থাকে। এতদ সমুদয় কারণ বশতঃই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ নীলবর্ণ কাগজে ঔষধ দিতে ইচ্ছা করেন না। এতদ্ব্যতীত আরও দেখিতে পাওয়া যায় কোন কোন দেশের স্ত্রীলোক মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত এবং পুরুষ লোক অল্প আয়াসে অধিক কার্য্য করিবার নিমিত্ত আর্সেনিক পথ্য দ্রব্যের ন্যায় আহার করেন—কারণ দেখিতে পাওয়া যায় আর্সেনিক সেবনে শরীরস্থ পেশীসমূহের অধিক কার্য্য করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এইপ্রকার আর্সেনিক সেবন শরীরের পক্ষে অত্যন্ত দোষজনক।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। ভীষণ অবসন্নতা এবং তদ্‌সহিত জীবনীশক্তির মগ্নতা- (Great prostration with rapid skining of vatal forces).

২। রোগীর মেজাজ—অবসাদগ্রস্থ, হতাশ, উদাসীন (melancholic, despairing, indifferent) উদ্বিগ্ন, ভীত, অস্থির (anxious, fearful, restless) খিট্‌খিটে, স্পর্শাধিক্য, বিরক্তপূর্ণ (irritable, sensative, peevish).

৩। মানসিক অস্থিরতা—অথচ দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত নড়াচড়া করিতে অক্ষম।

৪। আক্রান্ত স্থান অগ্নিবৎ জ্বলন—কিন্তু উত্তাপে উপশম।

৫। অদম্য শীতল জলের পিপাসা। পুনঃ পুনঃ পান করে অথচ পরিমাণে কম (drinks often but little at a time)।

৬। আহার অথবা পান করা মাত্রই বমন।

৭। শ্বাসকষ্টহেতু রোগী চিৎ হইয়া শয়নে অক্ষম।

৮। রোগের বৃদ্ধি—দিবস অথবা রাত্রি ১টা হইতে ২টা।

সাধারণ লক্ষণ।

১। রোগী জীবনের প্রতি অত্যন্ত হতাশ, মনে করে নিশ্চয়ই মারা যাইব, কেহই বাঁচাইতে পারিবে না। মৃত্যু ভয়ে অত্যন্ত শশঙ্কিত।

২। খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ অথবা দৃশ্য অসহ্য (কলচিকম)।

৩। শীতল পানীয়, কুল্পী বরফ ইত্যাদি আহার এবং পান হেতু পাকাশয়ের গোলযোগ।

৪। উদারাময়—মল স্বল্প, কৃষ্ণবর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত। মল অল্পই হউক কিংবা অধিক হউক রোগী ভীষণ দুর্ব্বল হয়।

৫। অর্শ—ভ্রমণ এবং উপবেশন কালীন মলদ্বারে যন্ত্রণা হয় অথচ মলত্যাগ কালীন হয় না। অগ্নিবৎ জ্বলন হয় কিন্তু উত্তাপে উপশম বোধ করে।

৬। রোগ পাল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া পুনঃ পুনঃ এবং বৎসরে বৎসরে হয়।

৭। চর্ম্ম শুষ্ক এবং পাপড়িযুক্ত, পার্চমেণ্টের ন্যায়, অত্যন্ত চুলকায় কিন্তু চুলকানির পর জ্বালা করে।

৮। সর্ব্বাঙ্গময় শোথ—শোথে চর্ম্ম ফ্যাকাসে, মোমসদৃশ হয়।

প্রুভিং—আর্সেনিকের সিদ্ধান্তকরণ (Proving) এরূপ বিশদ এবং সঠিকভাবে সম্পাদন হইয়াছে যে এ বিষয়ে কোন চিকিৎসকেরই কোনপ্রকার মতভেদ দেখা যায় না; মহাত্মা হ্যানিমান এবং হেরিং উভয়েই নিজ শরীরে পর্য্যন্ত ইহা প্রুভিং করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ডাক্তার রাম্ব (Rumb), ব্লাক (Rlack), রথ (Dr. Roth) বেরিজ (Dr. Berridge) এবং ফরাসী ডাক্তার ইম্বার্ট গৌরবায়ার (Imbert Gourbeyre) সকলেই আর্সেনিকের প্রুভিংএর বিষয়ে অনেকপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন—কাজেকাজেই হোমিওপ্যাথিক মতে আর্সেনিকের প্রুভিংএর বিষয়ে কোনপ্রকারে সন্দিহান হওয়া উচিৎ নয়। একবার জার্ম্মান সম্রাটের অর্থাৎ কাইজারের (Kaiser) সমুদায় পরিবারবর্গ আর্সেনিকে বিষাক্ত হইয়াছিল এবং তাহা হইতেও মহাত্মা হ্যানিমান ৭৯ লক্ষণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য।—আর্সেনিকের বিষ-ক্রিয়া শরীরকে ক্রমশঃ কিরূপভাবে নষ্ট করে অর্থাৎ আর্সেনিকের Slow poisoning লক্ষণ সমূহ শরীরে কিরূপভাবে প্রকাশ পায় তাহা নিম্নে দিলাম—

চক্ষু—চক্ষুর পাতা ফুলিয়া প্রথমে যৎকিঞ্চিৎ প্রদাহ হয় তৎপর সর্ব্বদা জ্বালা করে এবং টাটায়। ক্রমশঃ রক্তাধিক্য হইয়া সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি অস্বচ্ছ হইয়া আইসে।

মুখবিবর এবং নাসারন্ধ্র—এতদস্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সমুদায় অত্যধিকরূপ রক্তাধিক্য এবং শুষ্ক হয়। রোগী পুনঃ পুনঃ জলতৃষ্ণা বোধ করে।

পরিপাক ক্রিয়া—যাহা আহার করে উত্তমরূপ পরিপাক হয় না, অজীর্ণ রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং আহার করা মাত্র পরক্ষণই বমন হইয়া উঠিয়া যায়।

চর্ম্ম—সর্ব্বদা শুষ্ক এবং অপরিষ্কার রোগী প্রায়ই আমবাতে কষ্ট পায়, গাত্রময় চাকা চাকা হইয়া ফুলিয়া উঠে, অত্যন্ত চুলকায় এবং জ্বালা করে। অবশেষে ইকজিমা অর্থাৎ কাউড়ঘায়ে পরিণত হয়।

স্নায়ুশূল—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়। ইহা আর্সেনিকের slow-poisoningএর বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ এবং প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে, ইহার সহিত বমন এবং বমনোদ্বেগ লক্ষণও প্রকাশ থাকিতে পারে। যাহা পান করে তৎক্ষণাৎ তাহা বমন হইয়া উঠিয়া যায় এমন কি সময় সময় কলেরার ন্যায় ভেদ বমি এবং জ্বালাও উপস্থিত হয়।

উপরিউক্ত লক্ষণ ব্যতীত ঘুস্‌ঘুসে জ্বর. অনিদ্রা, আহারে অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য, শারীরিক দুর্ব্বলতা, সর্ব্বকাজে উদাসীনতা ইত্যাদি লক্ষণ সমূহও প্রকাশ পায়। দিন দিন শরীর এবং মন উভয়ই ভাঙ্গিয়া আইসে, জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইতে থাকে, কোনপ্রকার কাজকর্ম্মে কিংবা আমোদ আহ্লাদে স্ফূর্ত্তি পায় না। রোগী এবম্প্রকার অবস্থার কারণ নিজেই কিছু স্থির করিতে পারে না, ক্রম : নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল হইতে থাকে। ভুগিয়া ভুগিয়া প্রায় অধিকাংশ স্থলেই শোথের লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হয় এবং অবশেষে ভেদ বমি হইয়া তাহাতেই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ("It is" he says "a gradual sinking of powers of life without and violent symptoms, a nameless feeling of illness, failure of the strength, slight feverishness, want of sleep, lividity of the countenance and aversion to food and drink and all the other enjoyments of life. Dropsy closes the scene, often with vomiting and purging—Hahnemann).

এবম্প্রকার আর্সেনিক বিষাক্তের লক্ষণ যে আমরা একেবারেই দেখিতে পাই না—তাহা বলিতে পারি না কিন্তু আর্সেনিক দ্বারা প্রকৃত বিষাক্ত হইয়াছে কি না তাহা চিকিৎসক বুঝিতে পারিলেও বুঝিতে পারেন কিন্তু রোগী সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে না। কিছুদিন হইল আমি একটি উক্ত প্রকার

আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত রোগী পাই রোগীকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে— পারিলাম যে, রোগী কলিকাতার সন্নিকটস্থ একটি রংএর কারখানার কার্য্য করে এবং উক্ত কারখানার কার্য্যারম্ভের কিছুদিন পর হইতেই শরীরের দুর্ব্বলতা, আহারে অরুচি এবং সময় সময় ঘুস্‌ঘুসে জ্বরে ভুগিতে থাকে কিন্তু বিশেষ কোন রোগের লক্ষণ প্রকাশ না থাকায় কি রোগ হইয়াছে, তাহা সহজে কেহ নির্ণয় করিতে পারিতেছে না, আমি সেই সময় হিউজ সাহেবের পুস্তকে আর্সেনিকের বিষাক্তের লক্ষণ সমূহ পাঠ করিতে ছিলাম। রংএর কারখানায় কার্য্য করে জানিতে পারিয়া এবং আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমি আর্সেনিক ৩০ ক্রম প্রতি ৩ দিন অন্তর অন্তর সেবন করাইয়া লোকটিকে সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত করি। একটি কথা এইস্থলে স্মরণ রাখিবে যে, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর কোন রোগীর হইতেছে জানিতে পারিলে এবং তৎসহ আর্সেনিকের আনুসঙ্গিক লক্ষণ কিছু বর্ত্তমান থাকিলে আর্সেনিককে সর্ব্ব প্রাধান্য দিবে।

আর্সেনিক বিষাক্তের পুরাতন অবস্থায় (chronic poisoning of arsenic) অত্যন্ত বমন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইপিকাক প্রয়োগ করিলেই আশানুরূপ কার্য্য পাওয়া যায় এবং এই প্রকার বমনের ইপিকাকই হইতেছে উপযুক্ত ঔষধ। পুরাতন না হইয়া তরুণ অবস্থায় প্রচুর ভেদবমি হইলে ভিরেট্রামকেই প্রধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

চায়নাতেও আর্সেনিক বিষাক্তের কতকগুলি লক্ষণ—শোথ, দুর্ব্বলতা স্নায়ুশূল ইত্যাদি অল্প সময়ে উপকার হয় এবং চায়না এইরূপ অবস্থায় একটি উত্তম ঔষধও বটে।

গ্র্যাফাইটিস্—পুরাতন আর্সেনিক বিষাক্তহেতু চর্ম্ম রোগের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আর্সেনিকে আমারা মোট ৭টি প্রধান লক্ষণের সমাবেশ দেখিতে পাই।

প্রথম বিশেষত্ব।

অস্থিরতা (Restlessness)—এই অস্থিরতা আর্সেনিকের একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ। ইহা রোগের সর্ব্ব অবস্থাতেই—আরম্ভ হইতে মৃত্যুর

শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। রোগী অজ্ঞান মৃতবৎ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, এপাশ হইতে ওপাশ করিবার ক্ষমতা নাই তথাপি মধ্যে মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া মানসিক চঞ্চলতা কিংবা হস্ত পদের সঞ্চালন করিতে থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীর শরীরে কিঞ্চিৎ বল থাকে অর্থাৎ সম্পূর্ণ অক্ষম না হইলে অস্থিরতার বিরাম হয় না, একবার বসিতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার তৎপর মুহূর্ত্তে শয্যা হইতে উঠিয়া চেয়ারে বসিতেছে। অনবরত এইরূপ করিতে থাকে, উঠিতে না দিলেও রোগী জোর করিয়া উঠিতে চাহে। সমুদায় শরীরের fibre সমূহ যেন উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছে, রোগ যতই বৃদ্ধি হয় সঙ্গে সঙ্গে এই এই অস্থিরতাও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে থাকে। রোগের সর্ব্ব প্রথম অবস্থাতেই এত অধিক অস্থিরতা প্রায়ই প্রকাশ হয় না। এবম্প্রকার অস্থিরতার সহিত মানসিক যাতনা অর্থাৎ অন্তর্দাহ (anguish) বর্ত্তমান থাকে। আমার মনে হয় আর্সেনিকের রোগীর এই অন্তর্দাহ এত প্রবল হয় যে রোগীকে তাহাতে উন্মাদবৎ অস্থির করিয়া তোলে। আর্সেনিকের এই লক্ষণটি একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক জানিবে। অনেকে আর্সেনিকের এই অন্তর্দাহকে মানসিক উদ্বিগ্নতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের ভ্রম, অন্তর্দাহ এবং মানসিক উদ্বিগ্নতা এক অবস্থা নয়। এতদহেতুই হিউজ সাহেব তাঁহার গ্রন্থে এই দুইটি অবস্থাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "I have advisedly used the term anguish" to designate it, rather than "anxieties" as with the other medicines. Either of course, is employed in its physical sense, not in that of the emotional disturbance which by analogy has been similarly named, and there is a difference, slight but real between them. I can hardly put it into words, but you will feel what is anguish in a patient's condition and what is anxietas. আর্সেনিকের এই প্রকার অন্তর্দাহের সহিত মৃত্যুভয় ভীষণরূপ বর্ত্তমান থাকে, রোগী একলা থাকিতে পারে না ভয় পায় মনে হয় নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিবে। এই ভীতিভাব মধ্য রাত্রিতে অধিক বৃদ্ধি হয়, রোগী ভূত প্রেত নানাপ্রকার অবাস্তব বস্তুর দৃশ্য দেখিয়া কাঁপিতে থাকে, মনে করে এ যাত্রা সে আর বাঁচিবে না। জীবনের প্রতি হতাশ হইয়া পড়ে, ঔষধের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে, বিষাদ

কালিমা আসিয়া মন প্রাণকে অধিকতর হতাশ করিয়া তোলে, রোগী অন্তর্দাহে মনের যাতনায় ছট্‌ছট্ করিতে থাকে।

এই প্রকার মানসিক চিত্র এবং অস্থিরতা অনেকটা একোনাইটে প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু একোনাইটের এইরূপ অবস্থার সহিত প্রাদাহিক ব্যাধি বর্ত্তমান থাকে (inflammatory disease); এবং একোনাইটের মৃত্যুভয় ও অস্থিরতা প্রদাহবশতঃই উৎপন্ন হয় অথচ একোনাইট রোগীতে আর্সেনিকের ন্যায় অবসন্নতা বর্ত্তমান থাকে না। আর্সেনিকের অস্থিরতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে রোগও উপশম হইয়া আইসে। অস্থিরতার হ্রাস হইলেই রোগের সুলক্ষণ বুঝিবে। আর্সেনিকের অস্থিরতার বিষয়ে দুইটি কথা স্মরণ রাখিবে—প্রথমতঃ রোগের প্রারম্ভে আর্সেনিকের বিশেষ নির্ব্বাচিত লক্ষণ না পাইলে কখনই ইহা প্রয়োগ করিবে না বিশেষতঃ টাইফয়েড রোগে এবং দ্বিতীয়তঃ শারীরিক অস্থিরতা দেখিয়াই আর্সেনিককে নির্ব্বাচন করিয়া বসিবে না। মানসিক অবস্থাই (anguishness of mind) হইতেছে ইহার অধিক পরিজ্ঞাপক লক্ষণ (You must be certain that the mental state is indisputably that of arsenic or you will do harm instead of good to your patient.—Farrington) কারণ মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগীর অস্থিরতা অর্থাৎ এপাশ ওপাশ সঞ্চালন দেখিলেই যে তাহা আর্সেনিকের অস্থিরতার লক্ষণ বুঝিতে হইবে, তাহা সর্ব্বদা মনে করা ভ্রম, ইহার মৃত্যুর পূর্ব্বে যাতনা প্রযুক্তও হইতে পারে, এইরূপ স্থলে নিশ্চিত না হইয়া আর্সেনিক প্রয়োগ করিলে অযথা মৃত্যুকে শীঘ্র টানিয়া আনা হইবে (ইহা টইফয়েড রোগে বিশেষরূপ বিবেচ্য) কিন্তু পাকাশয় প্রদাহে আর্সেনিক প্রারম্ভেই দেওয়া হইয়া থাকে এবং তাহাতে উত্তম ফলও পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব।

প্রদাহ—আর্সেনিকের প্রদাহের বিশেষত্বই হইতেছে দগ্ধ অঙ্গারবৎ জ্বলন (Burning coal fire)। অস্থিরতার বিষয়ে রাসটক্স, একোনাইট এবং আর্সেনিক যেমন সর্ব্বপ্রধান ঔষধ, জ্বলন বিষয়ে সালফার, ফস্ফারাস্‌ও সেই প্রকার বৃহৎ ঔষধ। আর্সেনিকের জ্বলন এত ভীষণ যে প্রদাহ অধিক দিন স্থায়ী হইলে আক্রান্ত স্থানের টিসু সমুদায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়, কাজে কাজেই ক্যান্সার (cancer), গলিত ক্ষত, পৃষ্ঠব্রণ, ইত্যাদিতে (gangrene,

sloughing carbuncle) ইহা এত অধিক সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। আর্সেনিকের জ্বলন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থানে অধিক হয়, অন্যস্থলে যে হয় না এমত কিছু নয়। এক কথায় বলিতে হইলে ইহাই বলা উচিত যে শরীরের কোন স্থান বাকী থাকে না যে স্থলে আর্সেনিকের জ্বলন হইতে পারে না কিন্তু সাধারণতঃ পাকস্থলী, উদর এবং হৃদ্‌পিণ্ড অধিক এবং সহজে আক্রান্ত হয়, অন্ন নলীরও (alimentary canal)—মুখ গহ্বর হইতে মলদ্বার সমুদায় স্থান আক্রান্ত হয়। পাকস্থলী অগ্নিবৎ জ্বালা বিশেষতঃ মধ্য রাত্রিতে ১২।১ টার সময় অধিক হয়। যে স্থলে রোগ উৎকট আকার ধারণ করে কিংবা রোগ অধিক হইতে অধিকতর বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং তদসহ অগ্নিবৎ জ্বলন বর্ত্তমান থাকে ও উষ্ণ জল প্রদানে কিংবা উত্তাপে উপশম লক্ষণ থাকে সেই স্থলে সর্ব্বপ্রথমেই আর্সেনিককে চিন্তা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে এবং জ্বলন অত্যন্ত প্রবল না থাকিলে সালফারের বিষয় মনে উদয় হইতে পারে কিন্তু সালফারের যন্ত্রণা আর্সেনিকের ন্যায় অগ্নিবৎ নয় এবং উষ্ণজলে কিংবা উত্তাপে উপশম হওয়া পরিজ্ঞাপক লক্ষণও নয়। অনেক সময় শরীরের স্থানে স্থানে থাকিয়া থাকিয়া জ্বলনবৎ প্রদাহ হয় এইরূপ প্রদাহে আর্সেনিক কদাচিৎ প্রয়োগ হয়। ইহা স্নায়ুমণ্ডলীয় কোন প্রকার কারণ বশতঃই উৎপন্ন হয় বলিয়া মনে হয় এবং এইরূপ হইলে বরং ফস্‌ফরাস্ প্রয়োগ করিলে আশানুরূপ কার্য্য পাওয়া যাইতে পারে। জ্বলন সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ফস্‌ফরাসের জ্বলন স্নায়বীক রোগ-বশতঃ উৎপন্ন হয় এবং শীতল জলে উপশম হয়। সালফারের জ্বলন অগ্নির উত্তাপবৎ—শরীরের স্থানে স্থানে, মস্তকের তালুতে, হস্তপদের চেটোয় এবং তলাতে অধিক হয় এবং শীতল জলে উপশম হয়। আর্সেনিকের জ্বলন জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ ভীষণ এবং উষ্ণ উত্তাপে উপশম হয়।

তৃতীয় বিশেষত্ব।

উত্তাপে এবং সঞ্চালনে রোগের উপশম। শীতল জলে এবং বিশ্রামে রোগের বৃদ্ধি। এই লক্ষণটি আর্সেনিকের বিশেষ পরিজ্ঞাপক। যে কোন রোগই হউক—জ্বরই হউক কিংবা স্নায়ুশূল যন্ত্রণাই

হউক কিংবা পাকাশয় প্রদাহ হউক কিংবা ক্ষত হউক—উত্তাপ প্রয়োগে কিংবা উষ্ণজল দ্বারা আক্রান্ত স্থান ধৌত করিলে রোগী উপশম বোধ করে। জ্বর হইয়াছে রোগী গাত্রাচ্ছাদন খুলিতে চাহে না। পাকাশয় প্রদাহ হইয়াছে, রোগী শীতল জল পান করিতে কিংবা পাকস্থলীর উপর শীতল জল স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করে না। অন্যপক্ষে বিশ্রামে অর্থাৎ রাত্রিতে যখন স্থির হইয়া থাকে, তখন আর্সেনিকের যাবতীয় রোগ বৃদ্ধি পায়। কাজে কাজেই রোগী আদপেই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। আর্সেনিকের রোগের বৃদ্ধি রাত্রি কিংবা দিবস ১২টা হইতে ২টার মধ্যে হয়। আর্সেনিকে যন্ত্রণা যে প্রকার উত্তাপে উপশম হয়, সিকেলিকরে ঠিক ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত—আক্রান্ত স্থান যদিও শীতল তথাপি অগ্নিবৎ জ্বালা করে এবং উত্তাপে কিংবা উষ্ণজল প্রদানে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এমনকি আক্রান্ত স্থান আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পারে না।

চতুর্থ বিশেষত্ব।

জলপানের অদম্য পিপাসা। প্রচুর জলের পিপাসা অনেক ঔষধে রহিয়াছে। কিন্তু আর্সেনিকের পিপাসার বিশেষত্বই হইতেছে—বারে অধিক খায় কিন্তু পরিমাণে কম (Drinks often but little at a time)। রোগী জলপান করা মাত্রই জলের পাত্র রাখিতে না রাখিতেই পুনরায় জলপান করিতে চায় অথচ জলপান করিবামাত্রই বমন হইয়া উঠিয়া যায়। আর্সেনিকের জলের এবম্প্রকার পিপাসা জ্বরের অবস্থায় কিংবা কলেরায় অধিক প্রকাশ পায়।

পঞ্চম বিশেষত্ব।

রোগহেতু দৌর্ব্বল্যতা (Adynamia)। ডাক্তার ক্রিষ্টিসন্ বলেন—আর্সেনিকের বিষাক্তের অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, রোগীর অন্ননালী (alimentary canal) কিছুমাত্র আক্রান্ত হয় নাই অথচ ভীষণ দুর্ব্বলতা এবং অবসন্নতা উৎপন্ন হইয়া ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে আর্সেনিকে হৃৎপিণ্ড আংশিক পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয় কিন্তু আর্সেনিকে রোগানুযায়ী দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিক হয় অর্থাৎ অল্প পরিশ্রমে অধিক ক্লান্তিবোধ (great exhaustion after the slightest exertion) এইপ্রকার লক্ষণ প্রকাশ থাকে। রোগের বৃদ্ধি কিংবা

বাড়াবাড়ি অধিক দেখা যাইতেছে না অথচ রোগী অতি অল্প সময়েই ভীষণ অবসন্ন হইয়া পড়ে। ইহা আর্সেনিক রোগীর বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। এইপ্রকার অবস্থা ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডিফ্‌থিরিয়া এবম্প্রকার রোগে অধিক প্রকাশ হয়। আজ চারদিন হইল জনৈক ডাক্তার বেলেঘাটায় একটি রোগী দেখাইতে আমাকে লইয়া যান। জানিতে পারিলাম মাত্র ৩ দিন যাবৎ রোগীটি জ্বরে ভুগিতেছে কিন্তু রোগী এই তিন দিন জ্বরে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, চোখ মুখ সমুদায় বসিয়া গিয়াছে। চেহারা দেখিয়াই আমার মনে প্রথমে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল, ভাবিলাম রোগটি বোধ হয় শীঘ্রই টাইফয়েডে পরিণত হইবে। আর আর লক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া আমি তাহাকে উপরিউক্ত অস্বাভাবিকরূপ দুর্ব্বল এবং অবসন্ন দেখিয়া আর্সেনিক ৩০ ক্রম প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দিয়া আসি, প্রথম দিবস জ্বরের বিশেষ কিছুই উপশম হইল না, কেবল সময়ের পরিবর্ত্তন হইল, পরের দিবস আর একমাত্রা দেওয়া হয় এবং তাহাতেই রোগী জ্বরমুক্ত হয়।

ষষ্ঠ বিশেষত্ব।

উৎকটতা অর্থাৎ সাংঘাতিকতা (Malignity)। রোগ ক্রমশঃ ভীষণ হইতে অধিক ভীষণতর হইতে থাকে, যেন রোগী মৃত্যুর দিকেই চলিয়াছে, চিকিৎসার কিছুই ফল হইতেছে না, ঔষধে রোগের বৃদ্ধি আটকাইতে পারিতেছে না (Grave state in which there are no gleams of true amendment, no crisis which give a respite, no signs of relief which encourage hope, and where there is an utter lack of amenability to treatment.)। এইরূপ অবস্থায় আর্সেনিকের বিষয় সকল চিকিৎসকের মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। এতদহেতুই আর্সেনিক কোন রোগের প্রারম্ভ অবস্থায় অর্ব্বাচীনের ন্যায় প্রয়োগ করা উচিৎ নয়। স্কার্লেটিনা, ডিপথিরিয়া এবং টাইফয়েড রোগে আর্সেনিকের উপরিউক্তরূপ গতি প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ রোগের Malignant অবস্থায় যখন রক্তদূষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হয়, স্রাবে দুর্গন্ধ এবং পুতিগন্ধ প্রকাশ পায়, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ দুর্ব্বলতা আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগী ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে থাকে, নির্ব্বাচিত ঔষধে বিশেষ ফল হইতেছে না— এইরূপ অবস্থায় আর্সেনিক বিশেষ কার্য্য করে।

সপ্তম বিশেষত্ব।

পর্য্যায়শীলতা (Periodicity)। আর্সেনিকে এই লক্ষণটী অর্থাৎ পাল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া জ্বর হওয়া বিশেষ বিশেষত্ব জানিবে। পৌনঃপুনিক জ্বরে (recurrent fever), যে জ্বর পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয় তাহা ইহার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। আর্সেনিকের এইপ্রকার গুণ আছে বলিয়াই ম্যালেরিয়ায় ইহা সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। চায়নাও এই বিষয়ের একটি আর্সেনিকের সমকক্ষ ঔষধ বটে।

পাকাশয় প্রদাহ এবং ক্ষত—পূর্ব্বেই বলিয়াছি আর্সেনিকে পাকস্থলী এবং অন্ত্র অধিক সহজে আক্রান্ত হয়। অন্ন নলীর কোন স্থানই বাকী থাকে না, মুখবিবর হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত সমুদায় স্থলই অল্প বিস্তর আক্রান্ত হয়। কাজে কাজেই পাকাশয় প্রদাহে আর্সেনিককে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হয়। আর্সেনিকের পাকাশয় প্রদাহের সহিত উষ্ণতা জ্বলন এবং শীতল জলের পিপাসা বর্ত্তমান থাকা উচিৎ। মুখগহ্বর অত্যন্ত শুষ্ক, জিহ্বা সাদা (দেখিলে মনে হয় কেহ চুণের প্রলেপ দিয়া দিয়াছে) অথবা লালবর্ণ এবং জিহ্বাকণ্টক সমুন্নত (With raised papillae) অথবা কৃষ্ণবর্ণ (টাইফয়েডে) অদম্য পিপাসা, পুনঃ পুনঃ জলপান করে কিন্তু পরিমাণে কম, আহারে ইচ্ছা থাকে কিন্তু সামান্য আহারেই উদর পূর্ণ বোধ হয় (লাইকোপোডিয়াম), কারণ পাকস্থলী এত অধিক উত্তেজিত (Irritated) যে রোগী অধিক আহার করিতে ভরসা পায় না, যাহাই আহার করে তদসমুদায়ই আহার করিবামাত্রই বমন হইয়া উঠিয়া যায়, কিছুই পেটে তলায় না এবং পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হয়। শীতল খাদ্যদ্রব্য কিংবা পানীয় আদপেই সহ্য হয় না, এমনকি এক চামচ্ জল পর্য্যন্ত পেটে থাকে না, উষ্ণ জল যদিও কিছুক্ষণ থাকে কিন্তু শীতল জল আদপেই থাকে না, পান করা মাত্রই বমন হয়। আর্সেনিকের রোগ দিবসে কিংবা রাত্রিতে ১২টা হইতে ২টার মধ্যে জ্বালা যন্ত্রণা ইত্যাদি সমুদায় অধিক বৃদ্ধি হয়। (আহারে যন্ত্রণার উপশম হয়—এনাকার্ডিয়াম)। পাকাশয়ের পুরাতন কিংবা নূতন যে কোন প্রদাহই হউক আর্সেনিককে চিন্তা করিতে ভুলিবেন না। পাকাশয়ের ক্ষত হেতুই পাকস্থলীর স্পর্শে কোন খাদ্য দ্রব্য কিংবা পানীয় আসিলেই বমন

হইয়া উঠিয়া যায়। আর্সেনিককে পাকস্থলীর ক্ষতের একটি মহৎ ঔষধ বলা হয় এবং পাকস্থলীর ক্ষতে ইহা সর্ব্বদা প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আমার মনে হয় অন্ন নলীর এমন কোন পীড়া নাই যে স্থলে আর্সেনিক নির্ব্বাচিত হয় না। সমুদায় স্থানেই ক্ষত উৎপন্ন হয়, মুখগহ্বরে, জিহ্বায়, গণ্ড যুগলের আভ্যন্তরিক প্রাচীরে, গলদেশের অভ্যন্তর প্রদেশে, পাকস্থলীতে, অন্ত্রে অর্থাৎ অন্ননলীর সমুদায় স্থানেই ক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে যদি এতদ ক্ষতের সহিত উষ্ণ জলে জ্বলনের উপশম এবং শীতল জলে বৃদ্ধি থাকে তাহা হইলে আর্সেনিককেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। এবম্প্রকার ক্ষতে আমরা মার্কিউরিয়াসসল, মার্কিউরিয়াসকর, নাইট্রিকএসিড, কেলিক্লোরিকাম, ক্যালিবাইক্রমিকাম, আর্জেন্টামনাইট্রিকাম ইত্যাদি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিতে পারি কিন্তু রোগ যখন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি এবং পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয় অর্থাৎ Cancrumoris হইলে আর্সেনিককেই তাহার উপযুক্ত ঔষধ মনে করিবে এবং এবম্প্রকার মুখক্ষতের আর্সেনিকের সমকক্ষ ঔষধ নাই বলিলেই হয়। (In cancrumoris is in severe forms of aphthae especially such as appear at the close of exhausting disease) and generally in malignant inflamations and phagadaenic ulcerations (non syphilitic) of the parts, Arsenic has no rival—Hughes).

উদরাময়—আর্সেনিকে উদরাময়ের সহিত পাকাশয়ের জ্বলন বর্ত্তমান থাকে। উদরাময়ে প্রথমতঃ অধিক দুর্গন্ধ থাকে না মল অজীর্ণ, তরল সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত এবং রক্ত মিশ্রিত। মল ত্যাগ কালীন কোঁথানি (tenesmus) হয় এবং মলদ্বার অত্যন্ত জ্বালা করে। রোগ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে মল ক্রমশঃ কটা কিংবা কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয় এবং ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া আইসে। আর্সেনিক উদরাময়ে যত অধিক নির্ব্বাচিত হয় না, আমাশা এবং অন্ত্র প্রদাহের বাড়াবাড়ি অবস্থায় ইহা প্রায়ই প্রয়োগ হইয়া থাকে। আর্সেনিকের উদরাময়ের তরল অবস্থায় প্রায়ই যন্ত্রণা থাকে না, যদি থাকে তাহা হইলে তাহা জ্বলন যুক্ত হয় এবং শীতল জল দ্বারা জল শৌচ করিতে বরং জ্বালা বৃদ্ধি হয়। আর্সেনিকে দেখা যায় শ্লেষ্মাযুক্ত মল সচরাচর দুর্গন্ধযুক্ত হয় না, জলবৎ তরল মলই অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় অথচ যন্ত্রণা শূন্য।

আমাশয়—ইহার প্রয়োগ উদরাময় অপেক্ষা আমাশয়ে যদিও অধিক হয় কিন্তু তাহা রোগের বৃদ্ধি অবস্থাতেই হইয়া থাকে। আমাশয়ের মল ঘোর সবুজ কিংবা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শ্লেষ্মাযুক্ত, রক্তমিশ্রিত, স্বল্প এবং ভীষণ পূতি গন্ধযুক্ত (Stool scanty, black fluid inky stool with cadaverous smell, great prostration, restlessness and pallor.)

রাত্রিতে আহারের পর কিংবা মধ্য রাত্রিতে রোগ বৃদ্ধি হয়। শীতল পানীয় অথবা বরফ জল পান করিয়া কিংবা পাকস্থলীতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা অত্যধিক মদ্যপান হেতু, অথবা রন্ধন পাত্রের কলঙ্কে বিষাক্ত খাদ্র দ্রব্য আহার করিয়া অথবা দূষিত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া উপরোক্ত প্রকার উদরাময় কিংবা আমাশা উৎপন্ন হইলে আর্সেনিককে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। মল ত্যাগের সময় মলদ্বার জ্বালা করে এবং কোঁথানি (tenesmus) থাকে, মল ত্যাগের পরও মলদ্বার জ্বালা হয় এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে।

রোগের এমত অবস্থায় যে বমন হয় তাহাও অত্যন্ত পুতিগন্ধযুক্ত। পাকস্থলী এবং মলদ্বার অগ্নিবৎ জ্বালা করে, যাহা আহার করে তৎপর মুহূর্ত্তেই তাহা বমন হইয়া উঠিয়া যায়। রোগী সর্ব্বদা উষ্ণস্থান, উষ্ণ পানীয়, উষ্ণ গাত্রাচ্ছাদন, উষ্ণ প্রলেপ ইত্যাদি ইচ্ছা করে। যদ্যপি রোগী উষ্ণস্থান উষ্ণ খাদ্য কিংবা পানীয় পছন্দ করিত না, দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দিত এবং তৎপরিবর্ত্তে পাকস্থলীতে শীতল প্রলেপ, শীতল পানীয় ইত্যাদি আকাঙ্খা করিত আমরা এইরূপ স্থলে আর্সেনিকের পরিবর্ত্তে সিকেলি করকেই প্রাধান্য দিতাম। এই দুইটী ঔষধের এই দুইটী লক্ষণ বিশেষ বিশেষত্ব। আর্সেনিকের রক্তস্রাব স্বাভাবিক উজ্জ্বল লালবর্ণ কিন্তু রোগের বৃদ্ধির সহিত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আইসে।

উদরাময় এবং আমাশা যে কোন প্রকার রোগই হউক আর্সেনিকে তিনটি লক্ষণের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য—পিপাসা, অস্থিরতা এবং জ্বলন এই তিনটি লক্ষণ ব্যতীত আর্সেনিক কদাচিৎ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। কারণ আর্সেনিকের এতদলক্ষণ সমূহ বিশেষ পরিজ্ঞাপক জানিবে। যদি মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বলন বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে তাহা উষ্ণজল দ্বারা শৌচ করিলে উপশম হয় কিনা ইহাও রোগীর নিকট হইতে জানিতে চেষ্টা করিবে। আর্সেনিকের আমাশয়ে আর একটি লক্ষণের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিতে পাই তাহা হইতেছে শ্লেষ্মাযুক্ত মল সাধারণতঃ বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত হয় না। জলবৎ

তরল মলই অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং প্রায়ই যন্ত্রণা শূন্য হইয়া থাকে (the mucous stools are not usually offensive, the watery ones are very much so and often painless—Dr. Bell) আর্সেনিকের মল যে প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ হয় তাহা হইতে সহজেই প্রতীয়মান করা যাইতে পারে যে রোগীর অন্ত্রে দূষিত ক্ষত (gangrenous ulcer) উৎপন্ন হইতেছে। মলের সহিত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কুচি কুচি রক্তখণ্ড বর্ত্তমান থাকে এবং মল ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত হয়, এমন কি রোগীর ঘরে প্রবেশ করা যায় না।

শীর্ণতা (Atrophy of infants)—শিশু কলেরায় আর্সেনিকের যেরূপ কার্য্য দেখা যায় শিশুদিগের শুষ্কতায়ও ইহার (atrophy of infants) সেইরূপ যথেষ্ট কার্য্য প্রকাশ পায় কিন্তু শিশুদিগের শুষ্কতার সহিত পাকাশয়ের গোলযোগ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। আর্সেনিকে রোগীর পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগের বিশেষত্বই হইতেছে—আহার কিংবা পান করার পর মুহূর্ত্তেই বমন হইয়া উঠিয়া যায় কিংবা আহারের পর উদরাময়ের বৃদ্ধি হয় এবং মল প্রায়ই সবুজবর্ণ বিশিষ্ট ইহা ব্যতীত উদরাময় ও অস্থিরতা বিশেষতঃ মধ্য রাত্রিতে অধিক হয়। শিশু উক্ত প্রকার পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগের সহিত দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে এবং চর্ম্ম খস্‌খসে শুষ্ক হরিদ্রাভ বর্ণ প্রাপ্ত হয় ইহা ব্যতীত কি একটা যেন কষ্ট যন্ত্রণা হইতেছে এইরূপ ভাব সদাসর্ব্বদা শিশুতে প্রকাশ থাকে।

কেহ কেহ শিশুর এইরূপ অবস্থায় নক্সভমিকা এবং সালফার প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন কিন্তু যদ্যপি উদরাময়ের স্থলে অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে এবং শিশু যদি ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে তাহা হইলে নক্সভমিকা নির্ব্বাচিত হইতে পারে কিন্তু রোগী যে প্রকারেরই হউক পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ আর্সেনিকের ন্যায় হইলে আর্সেনিককেই উচ্চস্থান দিতে হইবে। রোগ যদি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শিশু শুষ্ক হইয়া ঝুরঝুরে হইয়া গিয়াছে এইরূপ অবস্থায় দাঁড়ায় তাহা হইলে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমকে স্মরণ করিবে।

আর্জ্জেণ্টামনাইট্রিকম্—এই ঔষধটির সহিত আর্সেনিকের অনেকটা সাদৃশ্য আছে—উভয়েরই মল সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত, উভয়েরই রোগ রাত্রিতে অধিক বৃদ্ধি হয় এবং উভয়েতেই অস্থিরতা থাকে। আর্সেনিক রোগী

অস্থিরতায় একস্থান হইতে আর এক স্থান করিয়া বেড়ায়, একবার বসে একবার ওঠে এইরূপ করে। আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকমের রোগীর অস্থিরতা সম্পূর্ণ স্নায়বীক এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকমে উদরে বায়ুর অত্যন্ত সমাবেশ হয়, পেট ঢাকের মত ফাঁপিয়া উঠে এবং মল ত্যাগ কালীন মল বেগের সহিত বায়ুর ফট্ ফট্ শব্দ সহ নির্গত হয়। আর্সেনিকে পেট ফাঁপা আদপেই থাকে না, মল অল্প অল্প হয় এবং মলদ্বার জ্বালা করে। আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম রোগী শীতল স্থান, শীতল খাদ্য, শীতল প্রলেপ ইত্যাদি ভালবাসে, ঠাণ্ডা আদপেই সহ্য করিতে পারে না। এতদ কারণ বশতঃ শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকমকে আর্সেনিক অপেক্ষা অনেক উচ্চস্থান প্রদান করা হয়। ইহা ব্যতীত চিনি খাইয়া উদরাময় হইলে কিংবা যে সমুদায় শিশু চিনি অধিক খায় তাহাদিগের প্রতি আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম উত্তম কার্য্য করে।

টাইফয়েড—আর্সেনিক টাইফয়েডের প্রথম অবস্থায় প্রায়ই ব্যবহার হয় না। ইহা সচরাচর যখন রোগ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি অবস্থায় পরিণত হয় এবং যখন রোগী অত্যন্ত অবসন্ন (Prostration) হইয়া পড়ে তখন আর্সেনিকের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ। রোগী অল্প সময়ে এত অধিক দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে উত্থান এবং চলৎশক্তি সমুদায় রহিত হইয়া যায় কিন্তু শারীরিক অস্থিরতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। রোগী নিজশক্তি দ্বারা উঠিতে বসিতে পারিতেছে না তথাপি তাহাকে কেহ পুনঃ পুনঃ স্থান হইতে স্থানান্তর করাইয়া দেয় সে সর্ব্বদা এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করে। আর্সেনিকের সমুদায় রোগ দ্বিপ্রহর রাত্রিতে কিংবা দিবসে অথবা ১২টা হইতে ২টার মধ্যে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে। মুখবিবর জিহ্বা এবং দন্ত সমুদায় কটাবর্ণ লেপে অর্থাৎ দন্ত শর্করায় (Sordes) আবৃত থাকে, সময় সময় জিহ্বা বেলেডোনার ন্যায় লালবর্ণ অবস্থাও হয়। ইহা ব্যতীত জিহ্বায়, দন্তের মাড়ীতে ক্ষত প্রকাশ পায় এবং তথা হইতে রক্ত নিসৃত হয়। রোগ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে রোগীর জীবনীশক্তিও ক্রমশঃ হীন হইয়া আইসে। অনেক সময় জিহ্বা নীলবর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ধারগুলি ক্ষতযুক্ত হয়। গলাধঃকরণ পেশীর আংশিক পক্ষাঘাত হয় এবং রোগী তখন জল পর্য্যন্ত পান করিতে পারে না। উদরাময় প্রথমাবধিই লাগিয়া থাকে

এবং আহার কিংবা পান করিলেই উদরাময় বৃদ্ধি হয়। আর্সেনিকে পেট ফাঁপা অধিক থাকে না। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ কটাবর্ণ এবং জলবৎ তরল হয়। তদ্‌সহিত রক্ত এবং অনেক সময় পূঁজ মিশ্রিতও থাকে। মলমূত্র সময় সময় অসাড়ে নির্গত হয় এবং ইহাও দেখা গিয়াছে যে মূত্রাশয়ের পেশীর দুর্ব্বলতা হেতু প্রস্রাব অবরোধ হইয়া যায়। শরীরের উত্তাপের কিছুমাত্র হ্রাস হয় না, অগ্নিবৎ ভীষণ হইয়া থাকে। অস্থিরতা, পিপাসা, অন্তর্দাহ ইত্যাদি জীবনের শেষ মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত অল্পবিস্তর বর্ত্তমান থাকে, ইহা ব্যতীত রোগী এত অধিক খিট্‌খিটে প্রকৃতির হয় যেন তাহার সমুদায় কার্য্যেই বিরক্তি বোধ এবং এই বিরক্তি ভাব তাহার সঙ্গের সাথীরূপে থাকিয়া যায়। রোগ যদি কিছুতেই উপশম না হয় এবং ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে—রোগীর শরীরের নানা স্থান হইতে (চক্ষু, নাসিকা, মলদ্বার ইত্যাদি স্থান) রক্ত ফুটিয়া বহির্গত হয়—এইরূপ লক্ষণে জানিতে হইবে রোগীর জীবন অত্যন্ত শঙ্কটাপন্ন এবং রোগ চরম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, তখন ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস ইত্যাদির বিষয় চিন্তা করিবে।

কলচিকম—এই ঔষধটিকে টাইফয়েডে চায়না এবং আর্সেনিকের মধ্যবর্ত্তী স্থলে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। যেহেতু ইহাতে চায়নার ন্যায় উদরাষ্মান এবং আর্সেনিকের ন্যায় দুর্ব্বলতা প্রকাশ থাকে। কিন্তু কলচিকমের বিশেষ লক্ষণ হইতেছে উদরের গোলযোগ—পেট অত্যন্ত ফাঁপিয়া থাকে, অসারে জলবৎ তরল ভেদ বেগের সহিত নিসৃত হয় সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্রেক ও পিত্ত বমন বর্ত্তমান থাকে এবং খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ সহ্য হয় না। ফসফরাসের ন্যায় শরীর উষ্ণ কিন্তু হস্তপদ শীতল, নাসিকা শুষ্ক এবং কৃষ্ণাভ দন্ত এবং জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, মস্তিস্ক কতকটা আচ্ছন্ন ইত্যাদি লক্ষণ সমূহও থাকে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কখন কখন সঠিক উত্তর দেয় কিংবা চুপ করিয়া থাকে—কিছুই বলে না। দেখিলে মনে হয় রোগী নিজের রোগের বিপদের বিষয়ে যেন সম্পূর্ণ চিন্তাশূন্য। ইহা গেঁটে বাত ধাতুগ্রস্থ লোকদিগেতে অধিক কার্য্য করে।

(টাইফয়েডের বিস্তারিত লিখিত ঔষধসমূহ রাসটাক্সে দেখ)।

রক্তস্বল্পতা—যাহাদিগের স্বাস্থ্য ম্যালেরিয়াজনিত কিংবা dessecting wound অর্থাৎ রক্ত দূষিত হইয়া কিংবা অত্যধিক কুইনাইন

সেবন হেতু ভগ্ন হইয়াছে—তাহাদিগের যে কোনপ্রকার স্রাব হউক, নাসিকা হইতেই হউক কিংবা যোনিদ্বার হইতে শ্বেতপ্রদর স্রাব হউক—আর্সেনিক তাহাতে উত্তম কার্য্য করে। স্রাব ক্ষতকারক (acrid), স্পর্শে স্থান হাজিয়া যায়। এবম্প্রকার ভগ্নস্বাস্থ্য রোগীতে নাসিকা কিংবা শ্বেতপ্রদর স্রাব অবরুদ্ধ হইয়া রক্তাল্পতা (anaemia) অবস্থা প্রকাশ হইতে দেখা যায় কিন্তু স্রাব দেখা দিলেই রোগী বরং কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে—সালফার এবং ক্যালকেরিয়ার ন্যায় আর্সেনিকের অবরুদ্ধ স্রাবকে পুনঃ প্রকাশিত করিয়া রোগীকে সুস্থ অবস্থায় আনয়ন করিবার ক্ষমতা আছে। রক্তাল্পতায় হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক উভয় চিকিৎসকই—আর্সেনিক অধিকরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ম্যালেরিয়া জনিত রক্তশূন্য হইলে আর্সেনিককে সর্ব্বপ্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

রক্তের উপর আর্সেনিকের যেপ্রকার গভীর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় তদহেতু অনেকে ইহাকে Blood tonic বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন। বাস্তবিকই রক্তস্বল্পতার ইহা একটি অতি বৃহৎ ঔষধ। ডাক্তার বার্থলো বলেন—রক্তস্বল্পতা এবং হরিৎ পীড়ার আর্সেনিক একটি অতি মূল্যবান ঔষধ এবং যে রক্তস্বল্পতা লৌহজাত ঔষধে উপকার হয় না সেইরূপ রোগেই ইহা উত্তম কার্য্য করে। ইহাকে চিনিবার লক্ষণই হইতেছে—ভীষণ অবসন্নতা, সর্ব্বাঙ্গের স্ফীতিভাব, অত্যন্ত এবং অনিয়মিতরূপ হৃদস্পন্দন, অম্ল অথবা ব্র্যাণ্ডি খাইবার আকাঙ্খা—এবং সর্ব্বোপরি ভীষণ উদ্বিগ্নতা (One of the most valuable agents which we possess in the treatment of chlorosis and anaemia. Especially adapted to those cases in which iron does not agree and fails to effect. Dr. Jouseet's indications for arsenic in chlorosis—Excessive prostration, considerable oedemia violent and irregular palpitations, with marked appetite for acids and brandy and above all, extreme anxiety.) আমরা দেখিতে পাই ম্যালেরিয়া জনিত রক্তস্বল্পতায় ফেরাম আদপেই কার্য্য করে না। খাদ্যদ্রব্য সমীকরণের দোষহেতু রক্তস্বল্পতায় ফেরামকে প্রাধান্য দিবে, আর ম্যালেরিয়া জনিত রক্তস্বল্পতায় আর্সেনিককে প্রাধান্য দিবে।

সর্দ্দি—তরল সর্দ্দির আর্সেনিক একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শীতকালের সর্দ্দিতে ইহা প্রায়ই প্রয়োগ হইয়া থাকে। সর্দ্দি তরল জলের ন্যায় এবং ক্ষয় কারক, স্রাবে ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ এবং নাসিকা হাঁজিয়া যায়। অত্যন্ত হাঁচি এবং তরল নাসিকা স্রাব থাকা সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ নাসিকা সাটিয়া ধরে এবং এতদসহ কপালে দপদপানি শিরঃপীড়া বর্ত্তমাম থাকে। পুনঃ পুনঃ এবম্প্রকার সর্দ্দি হইলে নাসিকা স্রাব তরল অবস্থা হইতে পীতাভ গাঢ় পূঁজ সদৃশ হয় এবং নাসিকারন্ধ্রে পাঁচড়ার ন্যায় ক্ষত উৎপন্ন হয়। আর্সেনিকের হাঁচি একটি বিশেষ লক্ষণ। ইহা সর্দ্দির সহিত বর্ত্তমান থাকা চাই—কিন্তু হাঁচি হইলে রোগী কোনপ্রকার উপশম বোধ করে না। আর্সেনিকের সর্দ্দির সহিত নাসিকারন্ধ্রে জ্বলন এবং উত্তাপ বোধ হয় ও সর্ব্বদা জল তৃষ্ণা লাগিয়া থাকে।

এলিয়াম সেপা এবং মার্কিউরিয়াস সল—ইহারাও তরল সর্দ্দির অতি উত্তম ঔষধ—এবং আর্সেনিকের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঔষধ দুইটীতে আর্সেনিকের ন্যায় জ্বলন বোধ থাকে না। ইহা ব্যতীত সর্দ্দিতে মার্কিউরিয়াসের পর আর্সেনিক উত্তম কার্য্য করে। এইপ্রকার সর্দ্দি হইতেই অনেক সময় হাঁপানি উৎপন্ন হয়, কাজে কাজেই সময় থাকিতেই ইহার প্রতীকারের চেষ্টা করা উচিৎ।

আর্সেনিকাম আইয়োডেটাম—ইহার সর্দ্দিও ঠিক আর্সেনিকের ন্যায় তরল এবং হাঁচিযুক্ত কিন্তু ইহাতে গ্রন্থির প্রদাহ বর্ত্তমান থাকা উচিৎ।

হাঁপানি—হাঁপানির আর্সেনিক একটি অতি বৃহৎ ঔষধ। ইহা তরুণ এবং পুরাতন উভয় অবস্থাতেই উত্তম কার্য্য করে। মধ্য রাত্রিতে এবং শয়নে টানের বৃদ্ধি হয়। রোগী যাতনায় অস্থির হইয়া পড়ে। শয়ন করিতেই পারে না, সমস্ত রাত্রি বালিসে মস্তক দিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। (শয়নে উপশম হয়—সোরিনাম। কেবল দণ্ডায়মান অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে—ক্যানাবিস স্যাটাইভা) হাঁপানি চিকিৎসায় সকল চিকিৎসকই আর্সেনিককে অতি উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন। যতই

অধিক শ্বাস অবরুদ্ধের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, ততই অধিক অস্থিরতা থাকিবে যতই অধিক শব্দে সাঁই সাঁই টান হইবে—ততই অধিক আর্সেনিক নির্ব্বাচিত হইবে। (The more the patients seems on the point of suffocating, the more painful and destressing their restlessness, the more wheezing and louder their respiration, the more arsenic will be found appropriate—Dr. Bahaer)। টানের চরম অবস্থায় আর্সেনিক প্রয়োগ করিলে অনেক সময় মন্ত্রবৎ ফল পাওয়া যায় কিন্তু সকল সময়েই যে এইপ্রকার উপকার হইবে তাহা আশা করা উচিৎ নয়, তথাপি ডাক্তার বেয়ার বলেন—হাঁপানির উপরিউক্ত লক্ষণে সর্ব্বপ্রথমেই আর্সেনিককে প্রাধান্য দিবে ইহা সর্ব্বদা ৬ষ্ঠ ক্রম অধিক ব্যবহার হয়।

(When given during the poroxysm, Arsenic, sometimos exerts a magical effect, so that the patients fancy they have received opium, although Arsenic does not by any means help in every case, yet had better be tried in every case that we are called up to treat—Bahers Science & Therapeutics. Page 317 Vol. II.)

আর্সেনিকের হাঁপানির টান সচরাচর মধ্য রাত্রিতেই অধিক হয়—রোগী চিৎ হইয়া শয়ন করিতে পারে না।

ডিজিটালিন—অত্যধিক হস্তমৈথুন কিংবা অত্যধিক স্ত্রীসহবাস হেতু স্নায়ুলগুলের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত হাঁপানি উৎপন্ন হইলে ডিজিটালিনকে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। ডিজিটালিনের পুং জননেন্দ্রিয়ের উপর অসাধারণ ক্ষমতা রহিয়াছে। ইহা সচরাচর ৩x চূর্ণ প্রাতঃকালে আহারের পূর্ব্বে একবার করিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। রাত্রিতে এবং প্রত্যহ দেওয়া উচিত নয়, তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে পরে।

ব্ল্যাটা ওরিয়েণ্টালিস্—ইহা আর্শুলা (Cock-roach) হইতে প্রস্তুত হয়। সকলপ্রকার হাঁপানির ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সাধারণতঃ মূল অরিষ্টই ব্যবহার হইয়া থাকে। হাঁপানির টানের সময় পুনঃ পুনঃ দেওয়া কর্ত্তব্য। বিচ্ছেদ অবস্থায় ৩।৪ ঘণ্টা পর পর দিলেই

চলিতে পারে। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় হইতে এই ঔষধটি চলিয়া আসিতেছে। ইহার আবিষ্কার বিষয়ে একটি কৌতুহলোদ্দীপক গল্প আছে—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে সন্ধ্যার সময় বহু বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইত এবং চা পান হইত। উহাদের মধ্যে জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি সেই দিনের চা পান করিয়া হাঁপানির অত্যন্ত উপশম বোধ করেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে সেই দিবসের চা প্রস্তুত কালীন চায়ে একটি আরসুলা পড়িয়া গিয়াছিল এবং সেই সমেত জল গরম করিয়া চা প্রস্তুত করা হয়, ভৃত্য ভয়ে এই বিষয় পূর্ব্বে কাহাকেও বলে নাই। তৎপর দিবস হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় হাঁপানি রোগীদিগকে আরসুলা সিদ্ধ চা পান করিতে দিতেন, তাহাতে অনেক রোগী আরোগ্য হইতেছে দেখিয়া পরলোকগত ডাক্তার ডি, এন, রায় মহাশয় ইহাকে ঔষধে পরিণত করিয়া ব্ল্যাটা ওরিয়েণ্টালিস নাম প্রদান করেন।

ডিফ্‌থিরিয়া—ডিফ্‌থরিয়ায় আর্সেনিককে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হয়। গলদেশের কৃত্রিম শ্লৈষ্মিক পর্দ্দা (false membrane) গলিত ক্ষতের ন্যায় (gangrenous) এবং কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত বদ গন্ধযুক্ত হইলেই আর্সেনিক প্রয়োগে আশানুরূপ ফল হইবার সম্ভাবনা। নাড়ীর গতি দ্রুত এবং শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর এবং ভীষণ তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান থাকে। গলদেশের বাহির এবং ভিতরের অবস্থা অনেকটা এপিসের ন্যায় হয়। নাসিকা হইতে তরল সর্দ্দি স্রাব হইতে থাকে। মধ্য রাত্রিতে রোগ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে। মূত্র হ্রাস হইয়া আইসে কোষ্ঠ কাঠিন্য অথবা দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ তরল উদরাময় বর্ত্তমান থাকে।

এপিস্—ইহার লক্ষণসমূহের বৃদ্ধি প্রায় অপরাহ্ন ৩টার সময় অধিক হয়। নাড়ির গতি ১৩০ হইতে ১৪০ হয় কিন্তু অত্যন্ত মৃদু, সেঁতারের তারের ন্যায় মিন্ মিন্ করে। কৃত্রিম ঝিল্লি উভয় তালু মূলেই উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু সচরাচর দক্ষিই পার্শ্বেই অধিক হয়। সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাও ফুলিয়া উঠে। এপিসের স্ফীতি অনেকটা তরল দ্রব্যপূর্ণবৎ। গলদেশ এত অধিক ফুলিয়া উঠে যে রোগী শ্বাসপ্রশ্বাস লইতে কষ্টবোধ করে। গলদেশের ছিদ্র অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এপিসের আক্রান্ত স্থান

প্রদাহে গোলাপী লাল আভাযুক্ত হয় দুর্গন্ধ থাকে কিংবা থাকেও না। যন্ত্রণা হুল বিদ্ধবৎ। আর্সেনিকে—বৃদ্ধি রাত্রি ১২।১ টায় অধিক হয়। আক্রান্ত স্থান প্রদাহে কৃষ্ণবর্ণ হয়, দুর্গন্ধ অত্যন্ত ভীষণ থাকে এবং যন্ত্রণা জ্বলনযুক্ত। ইহা ব্যতীত রোগী অত্যন্ত অস্থির দুর্ব্বল এবং অন্তর্দাহে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। তন্দ্রাভাব উভয় ঔষধে প্রথম হইতেই থাকে কিন্তু এপিসে রোগী থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। এপিস রোগের প্রারম্ভে নির্ব্বাচিত হয় এবং আর্সেনিক রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় নির্ব্বাচিত হয়।

হৃৎস্পন্দন :—হৃদপিণ্ডের উপর আর্সেনিকের যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। হৃদপিণ্ডের স্পন্দন (Heart beats) এত জোরে হয় যে নিকটস্থ লোক তাহা দেখিতে পায় এবং রোগী নিজে তাহা শুনিতে পায়। চিৎ হইয়া শয়নে এবং রাত্রি ১২।১টায় ইহা অত্যন্ত অধিক বৃদ্ধি হয়। হৃদপিণ্ডের এবম্প্রকার অনিয়মিত কার্য্যের সহিত হৃদকম্পন ও (palpitation) অনেক সময় বর্ত্তমান থাকে কিংবা নাড়ীর গতি কখন সবলএবং কখন দুর্ব্বল হয়।

হৃদাবরণের প্রদাহ :—হাম অথবা স্কার্লেটিনা অবরুদ্ধ জনিত হৃদপিণ্ড এবং হৃদাবরণের প্রদাহ উৎপন্ন হইলেও আর্সেনিক প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয় এইরূপ অবস্থায় অস্থিরতা, অন্তর্দাহ, মানসিক যাতনা ইত্যাদি আর্সেনিকের পরিচায়ক লক্ষণসমূহ এবং তদসহ হস্তের অঙ্গুলির শিহরণ অর্থাৎ ঝিন্‌ঝিন্ বোধ (tingling) বিশেষতঃ বাম হস্তে ক্রমশঃ প্রকাশ হইতে থাকে স্ফীততাও অল্পবিস্তর উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ চক্ষু এবং পদযুগল ফুলিয়া উঠে এবং তৎপর সমুদায় শরীর ক্রমশঃ শোথের আকার ধারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ইহার সহিত শ্বাসকষ্ট হইতে থাকে। রোগী শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্ট হেতু চিৎ হইয়া আদপেই শয়ন করিতে পারে না। রাত্রিতে বিশেষতঃ ১২।১টার সময় ইহা অধিক বৃদ্ধি হয়। শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। শ্বাসকষ্ট রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতুই হউক কিংবা বক্ষঃস্থলে জল সঞ্চয় জনিতই হউক, আর্সেনিকে সচরাচর ইহা মধ্য রাত্রিতেই অধিক বৃদ্ধি হয়। গাত্রত্বক শীতল এবং শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত অথচ শরীরের অভ্যন্তর প্রদেশ অগ্নিবৎ উষ্ণ। যদি এইরূপ অবস্থায় আর্সেনিক প্রয়োগে কোন পরিবর্ত্তন না হয় এবং রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে মূত্র পিণ্ড অবশেষে আক্রান্ত হইয়া **ব্রাইটস্ ডিজিজে**—

(মূত্রে অণ্ডলাল ময়ত্ব রোগ Bright' sdisease) পরিণত হয় অর্থাৎ মূত্রে অত্যন্ত অধিকরূপ অণ্ডলাল পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং waxy ও fatty caste বর্ত্তমান থাকে সঙ্গে সঙ্গে উদরী প্রকাশ পায় এবং হস্তপদ ফুলিয়া উঠে। স্ফীত পদযুগলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা উৎপন্ন হয় এবং তাহা ফাটিয়া রসের ন্যায় স্রাব নির্গত হইতে থাকে (রাস্‌টক্স, লাইকোপোডিয়াম)। চর্ম্ম ফুলিয়া টান হইয়া থাকে এবং দেখিতে ফ্যাকাশে মোম সদৃশ হয়, রক্তের আভা কিছুই থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ উদরাময় উপস্থিত হয় এবং রোগীকে তাহাতে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। অদম্য জল পিপাসা হয়, পরিমাণে অল্প অল্প খায় কিন্তু জল পেটে থাকে না, পান করা মাত্র বমি হইয়া উঠিয়া যায়। ব্রাইটস্‌ ডিজিজের এতদ লক্ষণে আর্সেনিক উত্তম কার্য্য করে।

শোথ (Dropsy) :—আর্সেনিক আমাদের একটি বৃহৎ মূত্রকারক ঔষধ (Diuretic)। সকল প্রকার শোথ রোগেই ইহা ব্যবহার হয় কিন্তু হৃদপিণ্ড এবং ম্যালেরিয়া রোগ বশতঃ হইলে অধিক কার্য্য করে। আর্সেনিক প্রয়োগে প্রচুর প্রস্রাব নির্গত হইয়া অল্প সময়ে শোথের স্ফীতি আশ্চর্য্যরূপ হ্রাস করিয়া দেয়। কেবল যদি উদরী হয় তাহা হইলে আর্সেনিক কতদূর কার্য্যকরী হইবে সে বিষয় সন্দেহ রহিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গীন শোথে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কয়েকদিন সেবনেই অতি অল্প সময়ে আর্সেনিকে আশানুরূপ কার্য্য পাওয়া উচিৎ নতুবা অধিক দিন প্রয়োগ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়।

আর্স আইওড :—কোন কোন চিকিৎসক হৃদ্‌রোগ হইতে শোথ উৎপন্ন হইলে আর্স আইওডকে উচ্চস্থান প্রদান করেন। এইরূপ স্থলে আর্স আইওড ৩x চূর্ণ অধিক ব্যবহার হয় এবং আহারের পর সেবন করা উচিৎ।

এপিস :—শোথ রোগের ইহা একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং প্রচলিত ঔষধ। এপিসের বিশেষ লক্ষণই হইতেছে তৃষ্ণা হীনতা, মূত্র স্বল্পতা এবং চর্ম্মের স্বচ্ছতা (transparency of skin) রোগের কোন অবস্থাতেই তৃষ্ণা প্রায়ই থাকে না। মূত্রও অত্যন্ত স্বল্প এবং অণ্ডলালযুক্ত হয় ও মূত্রকালীন অনেক সময় যন্ত্রণাও হয় ইহা ব্যতীত গাত্রত্বক ফ্যাকাসে মোম সদৃশ ঈষৎ পীতাভ হয়। মূত্রপিণ্ডের রোগহেতু শোথ হইলে এপিস অধিক নির্ব্বাচিত হয়। চক্ষুর নিম্ন পাতার স্ফীতি ইহাতে রোগের প্রারম্ভ হইতেই প্রকাশ পায়

এবং ইহা একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। স্কার্লেটিনা রোগবশতঃ শোথ হইলে এপিসের মূত্রে প্রায়ই অণ্ডলাল (albumen) পদার্থ থাকে না। (আর্সেনিকে থাকে) অন্য অবস্থায় প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। হৃদপিণ্ডের রোগ বশতঃ শোথ হইলে যে এপিস আদপেই কার্য্য করে না এই প্রকার বলিতে ইচ্ছা করি না। যে কারণ বশতঃই শোথ হউক এপিসের উপরোক্ত পরিচায়ক লক্ষণ সমূহ প্রকাশ থাকিলে এপিস তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রয়োগ করিবে।

এপোসাইনাম :—ইহাও হোমিওপ্যাথিকের একটি বৃহৎ মূত্রকারক ঔষধ। সকল প্রকার শোথ রোগেই—সর্ব্বাঙ্গীন শোথ কিংবা উদরী কিংবা হৃদপিণ্ডের অর্থাৎ যে স্থানেরই শোথ হউক এপোসাইনাম ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। ইহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ অত্যন্ত অধিকরূপ ব্যবহার করেন। যকৃতের দোষ হেতু শোথেও ইহা উত্তম কার্য্য করে কিন্তু সচরাচর দেখা যায় এপোসাইনামের শোথে প্রায়ই কোন প্রকার যান্ত্রিক দোষ থাকে না। যকৃতের রোগই যদি শোথের মুখ্য কিংবা গৌণ কারণ হয় এপোসাইনাম প্রয়োগে শোথের হ্রাস হইবে বটে কিন্তু যকৃতের কোন প্রকার উপকার না হইতে পারে। এপোসাইনামে আর একটী লক্ষণের প্রকাশ দেখা যায় তাহা হইতেছে—পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ। রোগী কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য হজম করিতে পারে না। খাদ্যদ্রব্যই হউক কিংবা কোন প্রকার পানীয় হউক আহার কিংবা পান করা মাত্রই বমন হইয়া উঠিয়া যায় (আর্সেনিক)। ইহা সচরাচর মূল অরিষ্টই অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

এসেটিক এসিড :—ইহাতে শরীরের নিম্নাংশ, নিম্নোদর এবং পদযুগল অধিক স্ফীত হয়। কাজে কাজেই উদরীর ইহাকে একটি উপযুক্ত ঔষধ বলা যাইতে পারে। ইহাতে পিপাসা থাকে, এপিসে থাকে না কিন্তু এসেটিক এসিডে পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ, অম্ল উদ্গার, মুখে জল উঠা এবং উদরাময় সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। এসেটিক এসিডেও মুখমণ্ডল এবং হস্ত পদাদির চর্ম্ম আর্সেনিক ও এপিসের ন্যায় রক্তহীন মোম সদৃশ হয়।

ডিজিটালিস :—যকৃত কিংবা মূত্রপিণ্ডের রোগ হইতে উত্থিত শোথে কদাচিৎ ডিজিটালিস নির্ব্বাচিত হয়। হৃদপিণ্ডের রোগ বশতঃ উৎপন্ন হইলেই ডিজিটালিসকে উপযুক্ত ঔষধ মনে করিবে। ডিজিটালিসের বিশেষ

বিশেষত্বই হইতেছে নাড়ীর গতি। নাড়ী সবিরাম (Intermittent) প্রকৃতির অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ। সর্ব্বাঙ্গীন শোথেও ডিজিটালিস ব্যবহার হয়। ডিজিটালিসে চর্ম্মের বর্ণ সাদা ফ্যাকাসে না হইয়া বরং ল্যাকেসিসের ন্যায় অনেকটা নীল আভাযুক্ত হয়। (মূত্রপিণ্ডের দোষ হইতে শোথ হইলে তাহাতে চর্ম্মের বর্ণ প্রায়ই সাদা মোমের ন্যায় হইয়া থাকে) Hydropericardium, Hydrothorax এবং উদরী ইত্যাদিতেও ডিজিটালিস নির্ব্বাচিত হয় যদি রোগ হৃদযন্ত্রের রোগ হইতেই উত্থিত হইয়া থাকে। যে কোন প্রকার শোথই হউক ডিজিটালিস প্রয়োগ কালীন নাড়ীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, কারণ নাড়ীই হইতেছে ইহার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। ডিজিটালিসের শোথের সহিত মূত্র অবরোধ কিংবা মূত্রের স্বল্পতা লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে কিন্তু মূত্রপিণ্ডের কোন প্রকার মুখ্য (Primary) রোগ হেতু হয় না, ইহা রক্ত সঞ্চালনের ব্যতিক্রম হেতু মূত্রপিণ্ডের নিঃসরণ কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত না হইয়া উক্তরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ডিজিটালিসে মূত্রপিণ্ডে শৈরিক রক্তের সমাবেশ অধিক হয় (Venous Hyperaemia)। আর্সেনিকের সহিত ডিজিটালিসের অনেক বিষয়—নাড়ীর দুর্ব্বলতা, মূত্র-অণু লালাময় এবং অপরিষ্কার মূত্র ইত্যাদি লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু ডিজিটালিসে আর্সেনিকের অস্থিরতা, পিপাসা এবং খিট্‌খিটে স্বভাব বর্ত্তমান থাকে না।

হৃদ্‌শূল :—হৃদ্‌শূল বেদনায়ও (Angina Pectoris) আর্সেনিকের কার্য্য দেখা যায়। রোগী নড়াচড়া এমনকি শ্বাসপ্রশ্বাস লইতে পর্য্যন্ত ভয় পায়, এতদ্‌হেতু দম বন্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। সামান্য শরীরের পেশীর সঞ্চালনেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। শয্যায় সোজা হইয়া স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। যন্ত্রণা হৃদ্‌পিণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া বক্ষঃস্থলের চারিদিকে এবং বাম হস্তের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হইলে কপালে শীতল ঘর্ম্ম দেখা দেয়। নাড়ী লুপ্ত হইয়া আইসে, এতদ্ব্যতীত হৃদপিণ্ডের চতুর্দ্দিক জ্বালা করিতে থাকে।

ইক্‌জিমা—সকল প্রকার চর্ম্মরোগেই আর্সেনিক প্রয়োগ হইতে পারে। আর্সেনিকে চর্ম্মরোগের বিশেষত্বই হইতেছে চর্ম্ম শক্ত এবং পুরু হইয়া যায়। কাজে কাজেই ইকজিমা অর্থাৎ কাউর ঘায়ে আর্সেনিক উত্তম

কার্য্য করে। চর্ম্ম পুরু এবং শক্ত হইলে ও তাহা হইতে প্রচুর মৎস্যের আঁশের ন্যায় চর্ম্মের পাপড়ি উঠিতে থাকিলে আর্সেনিককে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীতও আর্সেনিক কাউর ঘায়ের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে, প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি উৎপন্ন হয় তৎপর তাহাতে পূঁজ সঞ্চয় হইয়া পাঁচড়ায় পরিণত হয়, বিশেষতঃ মস্তকে উক্তপ্রকার ঘা হইলে এবং কপাল দিয়া তাহা নিম্নে বিস্তারিত হইতে থাকিলে ও পূঁজে ভীষণ দুর্গন্ধ হইলে আর্সেনিক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শীতল জল দ্বারা ধৌত করিলে রোগ বৃদ্ধি হয় এবং জ্বালা করে; উষ্ণজলে রোগী অত্যন্ত উপশম বোধ করে। আর্সেনিকের চর্ম্মরোগের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে আক্রান্ত স্থানের চারিপার্শ্ব লালবর্ণ হয় এবং কিঞ্চিৎ জ্বলনও বর্ত্তমান থাকে কিন্তু পূঁজ অধিক থাকে না এবং চুলকাইবার পর অত্যন্ত জ্বালা।

সিপিয়া—ইহাতেও চর্ম্মের শুষ্ক পাপড়ি ওঠে কিন্তু সিপিয়ায় চর্ম্মের পাপড়ি উঠিয়া ফোস্কা সদৃশ ফুস্কুড়ি উৎপন্ন হয় কিন্তু আর্সেনিকের ন্যায় চারিপার্শ্ব লাল হয় না পীড়কাগুলি এক এক স্থানে গুচ্ছাকারে মিলিত হইয়া গোলাকার ভাবে বিস্তারিত হইতে থাকে। শরীরের প্রত্যেক সংযোগ স্থলের ভাঁজের (Bends of joints) উপর চর্ম্ম রোগ প্রকাশিত হইলেই সিপিয়া তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। সিপিয়ার চর্ম্ম রোগের ইহা একটি বিশেষ স্থান। সিপিয়ার ইকজিমায় অধিক রস কিংবা পূঁজ থাকে না প্রায়ই শুষ্ক চর্ম্মের আঁশযুক্ত এবং অত্যন্ত চুলকায়।

হাইড্রোকোটাইল এসিয়াটিকা—আর্সেনিকের ন্যায় ইক্‌জিমার স্থানের চর্ম্ম শক্ত, পুরু এবং পাপড়িযুক্ত হয় কিন্তু হাইড্রোকেটাইলে আর্সেনিকের ন্যায় তত জ্বলন থাকে না।

রাসটক্স—লাল বিসর্প সদৃশ (Erysepelatous)। প্রধানতঃ জননেন্দ্রিয়ের এবং লোমযুক্ত জায়গায় ফোস্কা হইয়া ইকজিমা হইলে উত্তম কার্য্য করে। জলে এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়।

গ্র্যাফাইটিস—ইহার ইকজিমা দেখিতে অনেকটা আর্সেনিকের ন্যায় কিন্তু গ্রাফাইটিসে রসের ন্যায় চট্‌চটে স্রাব থাকে ইহাই ইহার বিশেষত্ব।

ক্রিয়োজোট—হস্তপদের প্রসারক পেশীযুক্ত স্থান (extensor muscle) অধিক আক্রান্ত হয়—এতদ্স্থলের একজিমায় এবং প্রচুর পাপড়ি যুক্ত হইলে অধিক কার্য্য করে।

নেট্রাম-মিউর—ইহাতে হস্তপদের সঙ্কোচক পেশীযুক্ত (Flexor) এবং সন্ধিস্থলের ভাঁজযুক্ত স্থান (bends of joints) অধিক আক্রান্ত হয়। এতদ্স্থলের ইকজিমার সহিত মৎস্যের আঁশের ন্যায় চর্ম্ম পাপড়ি ও তদসহিত কোষ্ঠ কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকিলে নেট্রাম মিউরকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

গ্যাংগ্রিন (Gangrene) শুষ্ক কিংবা গলিত উভয় প্রকারের গ্যাংগ্রিনের আর্সেনিক একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বৃদ্ধ লোকদিগের শুষ্ক গ্যাংগ্রিনে ইহা অধিক কার্য্য করে। আক্রান্ত স্থানে অগ্নিবৎ জ্বলন হয়। শীতল জলে কিংবা শীতল প্রলেপে জ্বলন অত্যন্ত অধিক বৃদ্ধি হয়। উত্তাপে কিংবা উষ্ণজলে উপশম হয়।

সিকেলি-কর—ইহাকে অধিকাংশ চিকিৎসকগণ শুষ্ক গ্যাংগ্রিনে আর্সেনিক অপেক্ষাও উচ্চস্থান প্রদান করেন। চর্ম্ম শুষ্ক ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া কোঁচকাইয়া যায় ও আক্রান্ত স্থান অসাড় হইয়া আইসে, জ্বালা করে এবং চুলকায়। বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায় এবং স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর অনিয়ম থাকিলে আরোও অধিক নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু সিকেলিকরের বিশেষ বিশেষত্বই হইতেছে—জ্বলন ইত্যাদি শীতল জলে কিংবা শীতল প্রলেপে উপশম হয়, আর আর্সেনিকের শীতল জলে কিংবা শীতল প্রলেপ বৃদ্ধি হয়।

ইকিনিসিয়া অ্যাঙ্গুষ্টফোলিয়া (Echynasia angustofolia) গ্যাংগ্রিনে অর্থাৎ গ্যাংগ্রিনের ক্ষতে ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় ভাবে প্রায়ই ব্যবহার হয় এবং ইহা গলিত দুষিত ক্ষতের একটি অতি উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ঔষধও বটে। মূল অরিষ্ট এক একবার ৩।৪ ফোঁটা করিয়া অর্দ্ধ আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয় এবং মূলঅরিষ্ট সমভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া ক্ষতে লাগাইয়া রাখিতে হয়।

ল্যাকেসিস—আঘাত জনিত গ্যাংগ্রিন হইলে এবং ক্ষতের ছিন্নধারগুলি নীল আভাযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ল্যাকেসিস্‌কে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

চায়না—গ্যাংগ্রনের সহিত অতিরিক্ত রক্তস্রাব বর্ত্তমান থাকিলে কিংবা অত্যধিক রক্তস্রাবের পর গ্যাংগ্রিন প্রকাশ পাইলেই চায়নাই তাহার উপযুক্ত ঔষধ।

পৃষ্ঠব্রন (Carbuncle)—পৃষ্ঠব্রন কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত এতদ্‌ জাতীয় ফোড়ার আর্সেনিক একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্ষতের ছিদ্রগুলি গভীর হয় এবং তদ্‌স্থানের টিস্থ্ সমুদায় ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ জ্বলন এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। জ্বালা যন্ত্রণা সমুদায়ই মধ্যরাত্রিতে এবং ঠাণ্ডা প্রলেপে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। রোগী অস্থির এবং বিরক্তি ভাবাপন্ন। আর্সেনিক প্রয়োগে যদি বিশেষ ফল না হয় তাহা হইলে এন্থ্রাসাইনাম ৩০ ক্রম ব্যবহার করা কর্ত্তব্য—কারণ এন্থ্রাসাইনামে আর্সেনিকের পৃষ্ঠব্রনের সমুদায় লক্ষণই প্রকাশ থাকে কিন্তু যন্ত্রণাদি আর্সেনিক অপেক্ষা এন্থ্রাসাইনামে অত্যন্ত অধিক। পৃষ্ঠব্রনে এই দুইটি ঔষধের অত্যন্ত সুনাম এবং আমরা এই দুইটি ঔষধ দ্বারা অনেক পৃষ্ঠব্রন আরোগ্য করিয়াছি ও আরোগ্য হইতেও দেখিয়াছি, কাজে কাজেই ইহাদিগকে পৃষ্ঠব্রনে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিবে।

কার্ব্বভেজ এবং ল্যাকেসিস—পৃষ্ঠব্রন চিকিৎসায় ইহাদিগকেও স্মরণ করিতে ভুলিবে না, উভয়ই উৎকৃষ্ট ঔষধ। ল্যাকেসিসে চর্ম্ম পচিয়া কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কার্ব্বভেজেও চর্ম্ম নীল হয় এবং পচন অবস্থায় প্রয়োগ করা হয় কিন্তু কার্ব্বভেজের রোগী ভীষণ অবসাদগ্রস্থ, প্রায় হিমাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত। কার্ব্বভেজ আভ্যন্তরীন প্রয়োগ-কালীন ক্ষতের উপর কাঠকয়লার (Charcoal) পুলটিস ব্যবহার করিলে যন্ত্রণাদির আশু উপকার হয় এবং পচন শীঘ্র নিবারণ হয়।

কর্কট রোগ (Cancer)—ইহাতে আর্সেনিকের প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। ডাক্তার টমসন এবং হেলমথ প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসকগণ বলেন আর্সেনিকে অধিকাংশ কর্কট রোগই আরাম হয়। ইহা অত্যন্ত সন্দেহের বিষয়—ডাক্তার ফ্যারিংটন বলেন—আমি প্রকৃত কর্কট রোগ একটিও আরোগ্য হইতে দেখি নাই (But in cases of genuine open cancer I heve not seen any cases cured)। যাহাই হউক আর্সেনিক যে

কর্কট রোগের একটি উত্তম এবং উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহার কোন সন্দেহ নাই। কর্কট রোগে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, মনে হয় উত্তপ্ত লৌহ ফলক যেন আক্রান্ত স্থানে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। ক্ষত দুর্গন্ধযুক্ত, রক্তস্রাবী, ক্ষতের চারি পার্শ্বে কাল কাল ফুস্কুড়ি প্রকাশ প্রায় বেদনা জ্বালাজনক, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, মুখমণ্ডল রক্তহীন ও শুষ্ক। পূঁজ জলবৎ রক্তযুক্ত ও দুর্গন্ধময়। দ্বিপ্রহরে রাত্রে ও ঠাণ্ডায় রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় উত্তাপে উপশম বোধ হয়, ক্যান্‌সার রোগ চিকিৎসা বিশারদ ডাক্তার হাণ্ট বলেন কর্কট রোগে যদিও আর্সেনিকে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় কিন্তু বৃদ্ধি হ্রাস করিয়া দিবার ইহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা আছে। জিহ্বা, মুখবিবর ওষ্ঠ ইত্যাদি স্থানের ক্যানসার অর্থাৎ Epithelial cancer আর্সেনিক দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি। আর্সেনিক এই প্রকার ক্যানসারের অনেকে একমাত্র ঔষধ বলেন, আবার অনেক চিকিৎসক আর্সেনিক অপেক্ষা আর্সেনিক আইড অধিক পছন্দ করেন এবং অধিক ফলপ্রদ মনে করেন।

হাইড্রাসটিস—এই ঔষধের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক ব্যবহারে অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ইহা সকল প্রকার কর্কট রোগেই প্রয়োগ হইতে পারে। ইহাতে বেদনা অত্যন্ত অধিক থাকে না।

ফাইটোলেক্কা—স্তনের ক্যানসারের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্ষত—আর্সেনিকে ক্ষত অধিক গভীর হয় না বরং চর্ম্মের উপরে উপরে ক্রমশঃ বিস্তারিত হয় (superficial) জ্বালা যন্ত্রণার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্রাব ক্ষয় কারক (acrid) স্রাবে স্থান হাজিয়া লাল হয়। স্রাব জলবৎ রক্তযুক্ত কিংবা কৃষ্ণবর্ণ কল্‌তানি সদৃশ এবং ক্ষত হইতে অতি সহজেই রক্ত নির্গত হয়।

ম্যালেরিয়া জনিত এবং অন্যান্য কারণ হইতে উদ্ভূত স্নায়ুশূল যন্ত্রণা।

ম্যালেরিয়া জনিত স্নায়ুশূলে বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের আর্সেনিক একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যন্ত্রণা মুখমণ্ডলের এক পার্শ্বেই অধিক হয় এবং যন্ত্রণা ভীষণ হয়। যন্ত্রণায় রোগী উন্মাদবৎ অস্থির হইয়া পড়ে, একবার এখানে একবার ওখানে এইরূপ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। যন্ত্রণার চরম অবস্থায় বমনের উদ্বেগ হয় এবং কর্ণ ভোঁ ভোঁ করে, সময় সময় বমনও হয়। আর্সেনিক ম্যালেরিয়া জনিত কিংবা কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু আধকপালের শিরঃপীড়ারও উত্তম ঔষধ।

সিড্রন—প্রত্যহ ঠিক একই সময়ে (clock like periodictiy) যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

চিনিনাম সালফ—ইহাতেও যন্ত্রণা ফিরিয়া ফিরিয়া আইসে সময়ের কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই কিন্তু যন্ত্রণা চাপে উপশম হয়।

ভেলে রিয়ানা—হিষ্টরিকেল রোগীদিগের স্নায়ুশূলের উপযুক্ত ঔষধ।

ক্যাক্টাস গ্রাণ্ডিফোলাস—হৃদপিণ্ডের স্নায়ুশূল যন্ত্রণার ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। হৃদপিণ্ড যেন বন্ধনী দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছে, রোগীর প্রত্যহ আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই যন্ত্রণা প্রকাশ পায়।

ক্যালমিয়া এবং ক্রিয়োজোট—জ্বলনযুক্ত স্নায়ুশূলে অর্থাৎ স্নায়ুশূল যন্ত্রণার সহিত জ্বালা থাকিলে ভাল কাজ পাওয়া যায়। ক্যালমিয়ার স্নায়ুশূল যন্ত্রণা ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে বিস্তারিত হয়।

ম্যাগনেসিয়া ফস—প্রত্যেক রাত্রিতে নিয়মিত ভাবে যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা উত্তাপে এবং চাপে উপশম হয়।

রোবেনিয়া—চুয়ালে যন্ত্রণা হয় মনে হয়, চুয়াল যেন স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে এবং এতদসহ অম্ল আস্বাদ, অম্ল বমন এবং মুখে জল উঠা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে।

মিজিরিয়াম—গণ্ডস্থলের উন্নত অস্থিতে কিংবা বাম চক্ষুর উপর যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণায় স্থান অসাড় হইতে থাকে এবং উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। পারদের দোষ হেতু স্নায়ুশূলের অধিক উপযুক্ত ঔষধ।

উপরিউক্ত ঔষধ সমূহের মধ্যে, আর্সেনিক, সিড্রন এবং চিনিনাম সালফকে ম্যালেরিয়া জনিত স্নায়ুশূল যন্ত্রণার প্রকৃত ঔষধ বলা যাইতে পারে।

কলেরা—কলেরার আর্সেনিক একটি অদ্বিতীয় ঔষধ। ইহার তুল্য ঔষধ নাই বলিলেই হয়। রোগের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহার অধিকার। আর্সেনিক ব্যতীত কলেরা রোগ চিকিৎসা হইতে পারিত কিনা সন্দেহের বিষয়। আর্সেনিকের রোগীতে পিপাসা এবং অস্থিরতা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। ভিরেট্রামের সহিত আর্সেনিকের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু প্রভেদও যথেষ্ট রহিয়াছে। অস্থিরতা, মৃত্যুভয়, অন্তর্দাহ, অবসন্নতা অদম্য জল পিপাসা, পুনঃ পুনঃ জল পানের ইচ্ছা, জলপানের পরক্ষণই বমন ইত্যাদি আর্সেনিকে বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। আর্সেনিক রোগী এককালে অধিক পরিমাণ জলপান করিতে পারে না। হস্ত, পদ গাত্র সমুদায় জ্বালা করে, রোগী অস্থির, একবার বসে একবার উঠে, শয্যা হইতে উঠিয়া মেজেতে যাইয়া শুইয়া পড়ে, এইরূপ ক্রমাগত ছটফট করিতে থাকে। রোগের বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ চক্ষু বসিয়া যায়, নাসিকা উন্নত হইয়া উঠে, জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায়, উদর মলদ্বার ইত্যাদি জ্বলিতে থাকে, হস্তপদ বরফের ন্যায় শীতল হইয়া আইসে। সর্ব্ব শরীরময় শীতল চট্ চটে ঘর্ম্মপ্রকাশ পায়। ঘন ঘন হিক্কা উঠে, পেটে হাত দিলে বেদনা অনুভব করে। পেটে ভয়ানক অগ্নিবৎ জ্বলন হয়, পেট খোঁচানি, নাভীর চারিপার্শ্বে বেদনা। মুখের জ্যোতি থাকে না, কাণ ভোঁ ভোঁ করে, মানুষ দেখিলে চিনিতে পারে না। মল অতি অল্প, সবুজ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ অথবা শ্লেষ্মা মিশ্রিত সাদা জলের ন্যায় এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। মূত্র অবরোধ হয়, গলা ভাঙ্গিয়া যায় মনে হয় হাঁড়ির ভিতর হইতে যেন কথা বলিতেছে। কখন একেবারেই স্বর বন্ধ হইয়া যায়। নাড়ী সূক্ষ্মভাবে বহিতে বহিতে লোপ হইয়া আইসে, অবশেষে হস্তেও পাওয়া যায় না।

ঘর্ম্মে হস্ত এবং পদের অঙ্গুলি চুপসিয়া যায়, নখ ও ঠোঁট নীলবর্ণ হয়, রোগী ক্রন্দন করে, শরীরের স্থানে স্থানে আক্ষেপ হয় অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাঁকিয়া খিলধরার মত হয়। প্রবল শ্বাসকষ্ট হয়। আবার কখন কখন বুকে চাপ বোধ করে।

আর্সেনিক।

১। মল কৃষ্ণবর্ণ কিংবা সবুজ কিংবা জলবৎ সাদা। স্বল্প এবং জ্বলনযুক্ত।

২। অদম্য জলপানের আকাঙ্ক্ষা, পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প পরিমাণ জল খায় কিন্তু জল তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায়।

৩। সর্ব্বাঙ্গীন উষ্ণ ঘর্ম্ম এবং দাহ, জিহ্বা শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ কিংবা কটাবর্ণ এবং রোগী ভীষণ অস্থির।

৪। হস্তপদ বাহিরে শীতল কিন্তু শরীরের অভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত উষ্ণ।

৫। নাড়ী লুপ্ত প্রায়, ভীষণ অবসাদ, মৃত্যুভয় এবং হতাশ।

ভিরেট্রাম।

১। মল জলবৎ অথবা চাউল ধোওয়া জলের ন্যায় কিংবা পচা কুমড়ার ন্যায় এবং যন্ত্রণাযুক্ত।

২। অদম্য শীতল এবং অম্ল জলপানের আকাঙ্ক্ষা, এককালে পরিমাণে অধিক জল খায়। জলপানের পর ভয়ানক বমন কিংবা বমনোদ্রেক হয়।

৩। কপালে শীতল ঘর্ম্ম, পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা, জিহ্বা শ্বেতলেপাবৃত এবং শীতল।

৪। গাত্রত্বক শীতল, নীলবর্ণ, চিমটি কাটিয়া ছাড়িয়া দিলে চর্ম্ম সঙ্কুচিত অবস্থাতেই থাকে। ইহা ব্যতীত হস্তের এবং অঙ্গুলীর চর্ম্মের সঙ্কোচন।

৫। নাড়ী মিন মিন করিতে থাকে এবং লুপ্ত প্রায়।

আর্সেনিকে রোগীর মল প্রচুর হয় না এবং সকল সময় যন্ত্রণাও থাকে না কিন্তু রোগী অতি অল্প সময়েই ভীষণ দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অস্থিরতা, অন্তর্দাহ, অদম্য পুনঃ পুনঃ জলপানের আকাঙ্ক্ষা এবং তৎসহ পরক্ষণই বমন ও পাকস্থলী এবং মলদ্বারে জ্বলন ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে।

কলেরা লক্ষণের সহিত আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত লক্ষণের প্রভেদ।

আর্সেনিকের গুণ ব্যাখ্যাকালে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার কলেরা গ্রন্থে লিখিয়াছেন—আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে ঠিক ওলাউঠা রোগের সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদহেতু অনেক সময় দেখা যায়—আর্সেনিক দ্বারা লোককে হত্যা করিয়া ওলাউঠা হইয়াছে বলিয়া দোষ চাপা দিবার চেষ্টা করে। সেইজন্য পুলিসের উর্দ্ধতম কর্ম্মচারীরা তাহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে এই দুইটি বিষয়ের পার্থক্য অর্থাৎ কি প্রকারে প্রকৃত ওলাউঠার সঙ্গে আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত লক্ষণের প্রভেদ নির্ণয় করিতে হইবে তাহা উপদেশ দিয়া রাখেন। নিম্নে পাঠক বর্গের সুবিধার্থে অর্সেনিক বিষাক্তের লক্ষণ এবং কলেরার লক্ষণ পাশাপাশি দেওয়া হইল।

কলেরার লক্ষণ

১। উদরাময় রোগের প্রথমেই প্রকাশ পায়, বমন পরে হয়। (In cholera diarrhœa precedes.)

২। মল প্রায় জলবৎ তরল। কদাচ আমাশা যুক্ত হয়। (Stools are watery, very seldom become dysenteric except after treatment).

৩। মল প্রায়ই যন্ত্রণা শূন্য (stools are painless). এবং যন্ত্রণা-যুক্ত উভয়ই হইতে পারে।

৪। নিম্নোদর চুপ্‌সিয়া যায়। প্রথম অবস্থায় কখনই পেট ফাঁপা থাকে না এবং স্পর্শাধিক্য হয় না। (abdomen is sunk and never tympanitic nor tender to the touch except after treatment with astringents and opium).

৫। মূত্র অবরোধ প্রথম হইতেই আরম্ভ হয় এবং মূত্র ত্যাগের কোন ইচ্ছাও থাকে না। (suppression of urine is complete almost from the beginning and the patient has no urging to urinate).

আর্সেনিক বিষাক্ত লক্ষণ

১। উদরাময় রোগের পর হয় বমন প্রথমেই প্রকাশ পায়। Poisoning succeeds vomiting.

২। প্রায়ই জলবৎ তরল অতি শীঘ্রই আমাশা যুক্ত হয়, রক্তমিশ্রিত এবং দুর্গন্ধ। (Watery stools are very soon followed by dysenteric one, dark, bloody and offensive).

৩। মল যন্ত্রণাযুক্ত, পেট খোঁচায় এবং শূল যন্ত্রণা হয়। মলত্যাগ কালীন কোঁথানি থাকে এবং মল উষ্ণ বোধ হয়। (attended with grips, colic and voided with tenesmus and heat).

৪। পেট ফাঁপা এবং স্পর্শাধিক্যতা সর্ব্বস্থলেই বর্ত্তমান থাকে, কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। (tympanitis and tenderness of the abdomen are the rule, the exceptions are very rare).

৫। মূত্র অবরোধ ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। (In comes on gradually).

উপরি উক্ত লক্ষণ ব্যতীত সন্দেহ যুক্ত স্থলে রোগীর মুখে এবং জিহ্বায় কোন প্রকার হাজিয়া যাওয়া চিহ্ন, মুখে কোন প্রকার গন্ধ অথবা ভেদ বমনে কোন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য উদ্গীরণ ইত্যাদি অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

এই প্রকার অবস্থা অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে আর্সেনিক বিষাক্ত রোগে কলেরা ভ্রম করিয়া কলেরা চিকিৎসা হইয়াছে। রোগীর মৃত্যুর পর জানা গিয়াছে রোগী আর্সেনিক সেবন করিয়া আপনাকে হত্যা করিয়াছে। এতদহেতুই আমি উপরোক্ত দুইটি অবস্থা উল্লেখ করিলাম।

জ্বর।

সময়—প্রত্যহ দিবসে ১টা হইতে ২টা অথবা রাত্রে ১২টা হইতে ২টা; ইহা ব্যতীত প্রত্যেক চতুর্দ্দশ কিংবা ত্রিংশ দিবস পর জ্বর পাল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া আইসে। জ্বর পাল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া হওয়া আর্সেনিকের একটি বিশেষ বিশেষত্ব।

শীত অবস্থা—রোগী পুনঃ পুনঃ এবং অল্প অল্প জল পান করে। (drinks often but little at a time) শীত প্রায়ই অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হয় না শীত এবং দাহ দুইই যেন মিশ্রিত। আবার কখন কখন অত্যন্ত অধিক শীত হয় রোগী শীতে কাঁপিতে থাকে। বাহ্যিক উত্তাপে শীতের সম্পূর্ণ উপশম হয় (ইগ্নেসিয়ায় বাহ্যিক উত্তাপে শীত বৃদ্ধি হয়, এপিস, ইপিকাক) ডাক্তার গারেন্‌সি বলেন শীত অবস্থায় প্রায়ই পিপাসা থাকে না, যদি উষ্ণ জল পানের তৃষ্ণা ব্যতীত আর কোন প্রকার তৃষ্ণা থাকে তাহা হইলে আর্সেনিক প্রয়োগ করিবে না। (chill or chilliness without thirst, if there be thirst during chill except for hot drinks, do not give arsenic—Dr. H. N. Gurensey).

দাহ অবস্থা—অত্যন্ত বেশী এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী। গাত্রত্বক অগ্নিবৎ উষ্ণ হয়, শরীর যেন পুড়িয়া খার হইয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ। অদম্য শীতল জল পানের তৃষ্ণা রোগী নিয়তই অল্প অল্প জল পান করে। জল পেটে থাকে না, অনেক সময় পান করা মাত্র উঠিয়া যায়। অত্যন্ত

অস্থির এক অবস্থায় থাকিতেই পারে না, একবার বসে একবার উঠে, অনবরতই এইরূপ করিতে চাহে। অস্থিরতা, অন্তর্দাহ এবং পিপাসা এই তিনটি লক্ষণ বিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

ঘর্ম্ম অবস্থা—কখন ঘর্ম্ম ভালরূপ প্রকাশ হয়, আবার অনেক সময় বিশেষ কিছু হয় না। শীতল জলের অদম্য পিপাসা হয়, (চায়না) প্রচুর পরিমাণে জল খাইতে চায়। ঘর্ম্ম শীতল এবং চট্‌চটে। আর্সেনিক রোগী জ্বরে শীত এবং দাহ অবস্থা অপেক্ষা ঘর্ম্ম অবস্থায় জল অধিক পরিমাণে পান করে। ঘর্ম্মাবসানে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং বলকারক পথ্য খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

জিহ্বা—কটাবর্ণ, জিহ্বার ধারগুলি অল্প ফাটা ফাটা এবং খাদ্য দ্রব্যে অরুচি।

পূর্ব্বে অনেক স্থলেই বলা হইয়াছে যে আর্সেনিকের কার্য্য অত্যন্ত গভীর। শরীরের এমন কোন যন্ত্র বাকী থাকে না যাহা আর্সেনিক দ্বারা আক্রান্ত হয় না এতদহেতু রোগী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভীষণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শরীরের তাবৎ স্নায়ুমণ্ডলকে অবসাদ এবং দুর্ব্বল করিয়া ক্রমশঃই সম্পূর্ণ কার্য্যশূন্য পক্ষাঘাতে পরিণত করিয়া ফেলে অর্থাৎ শরীরকে ক্রমশঃই ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়, আর্সেনিকের জ্বর চিকিৎসা করিতে হইলে কি কারণ বশতঃ এবং কি কারণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিৎ—যেহেতু আর্সেনিকের জ্বর নিম্ন জলাভূমির দূষিত বাষ্প, পচা পুকুর ইত্যাদি হইতে উদ্ভূত হয় (marsh-miasm) ইহাই হইতেছে ইহার প্রধান কারণ। এতদ কারণ বশতঃই আর্সেনিক ম্যালেরিয়া রোগের একটি অতি উৎকৃষ্ট এবং একমাত্র ঔষধ বলিলেই হয়, যতই রোগের ভোগ বৃদ্ধি হয় ততই আর্সেনিক অধিক উপযুক্ত হয় এবং এই কারণেই পুরাতন যকৃত এবং প্লীহা সংযুক্ত ঘুসঘুসে জ্বরে আর্সেনিক এত অধিক নির্ব্বাচিত হয়। আর্সেনিকের জ্বর পুরাতন হইলে শীত সকল সময় ভালরূপ প্রকাশ হয় না, কখন কখন কিছুই হয় না। কেবল অল্প অল্প শীতভাব রোগী অনুভব করে এবং ঘর্ম্ম অবস্থাও তদ্রূপ, হয় ত কিছুই দেখা যায় না কিংবা প্রচুর হয়। উত্তাপ যতই অধিক এবং স্থায়ী হয় গাত্রদাহ, পিপাসা, অস্থিরতা ইত্যাদি ততোধিক বৃদ্ধি হয়। কোন কোন চিকিৎসক আর্সেনিক এবং চায়না পর্য্যায় ক্রমে (alternately) ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন, এই প্রকার প্রয়োগের আমি কোন যুক্তি দেখিতে পাই না।

নিম্নে তুইটী ঔষধেরই জ্বরের লক্ষণ পাশাপাশি দেওয়া হইল।

আর্সেমিক।

সময়—দিনে কিংবা রাত্রিতে ১২টা হইতে ২টা।

শীত অবস্থা—অত্যন্ত পিপাসা, শীত এবং দাহ উভয়ই মিশ্রিত, সময় সময় শীত উত্তমরূপে প্রকাশ পায় না। বাহ্যিক উত্তাপে শীত উপশম হয়।

দাহ অবস্থা—অত্যন্ত উষ্ণ মনে হয় শরীরের সমস্ত ধমনীতে উষ্ণ জলের প্রবাহ হইতেছে, সমস্ত শরীর জ্বালা করে, অত্যন্ত অস্থির অদম্য জলতৃষ্ণা, পরিমাণে অল্প অল্প কিন্তু বারে পুনঃ পুনঃ পান করে। গাত্রাচ্ছাদন রাখিতে ইচ্ছা করে না।

ঘর্ম্ম অবস্থা—ঘর্ম্ম প্রায়ই হয় না হইলেও অত্যন্ত কম, কিন্তু ঘর্ম্ম শীতল এবং চট্‌চটে। প্রচুর পরিমাণে শীতল জলের তৃষ্ণা হয় কিন্তু জলপান করিলে বমি হইয়া উঠিয়া যায়।

জিহ্বা—পার্শ্ব লেপাবৃত কটা-বর্ণ, মধ্যস্থল লাল রেখাযুক্ত। খাদ্য দ্রব্যের প্রতি অরুচি।

সিনকোনা।

সময়—কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই কিন্তু রাত্রিতে জ্বরের আক্ষেপ (paroxysm) হয় না।

শীত অবস্থা—তৃষ্ণা থাকে না, শীতে সমস্ত শরীরময় কম্প হয়। বাহ্যিক উত্তাপে শীত বৃদ্ধি হয়।

দাহ অবস্থা—সমস্ত শরীর অত্যন্ত উষ্ণ শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠে। শীরঃপীড়া থাকে, সময় সময় রোগী প্রলাপ বকে। গাত্রাচ্ছাদন রাখিতে ইচ্ছা করে না কিন্তু গাত্রাচ্ছাদন খুলিলে শীত অনুভব করে। জলতৃষ্ণা থাকে না, যদ্যপি থাকে তাহা হইলে তাহা দাহ অবস্থার শেষে এবং ঘর্ম্মাবস্থার প্রারম্ভে দেখা

ঘর্ম্ম অবস্থা—প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং ঘর্ম্মে অত্যন্ত দুর্ব্বল করে। আচ্ছাদিত স্থানে এত অধিক ঘর্ম্ম হয় যে সমস্ত শরীর ভিজিয়া যায়। নিদ্রিতাবস্থায় রোগী অধিক ঘামে। জল তৃষ্ণা অধিক পরিমাণে কিংবা পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান করে।

জিহ্বা—শ্বেত কিংবা পীত-লেপাবৃত, খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ তিক্ত।

ম্যালেরিয়া জ্বর——আর্সেনিক ম্যালেরিয়া কিংবা কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু রোগের যে একটি অতি মূল্যবান এবং মহৎ ঔষধ সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ইওরোপে প্রথমতঃ ম্যালেরিয়ায় আর্সেনিকের অধিক আদর হয় নাই। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা অধিক প্রচলন এবং সমাদৃত হয় এবং তাহা ডাক্তার বৌডিন (Dr. Boudin) কর্তৃকই হয়। ডাক্তার বৌডিন আর্সেনিককে কি প্রকারে ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ বলিয়া ঘোষণা করেন, সে বিষয়ে একটী ঘটনা নিম্নে বিবৃত করিতেছি —ম্যালেরিয়ায় আর্সেনিক যে একটী মহৌষধ সে বিষয়ে ডাক্তার বৌডিন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মার্সেলিস সহরে যে পৃথিবীর মহাসম্মিলনী হয় (worlds convention) তাহার চিকিৎসা বিভাগের সম্পাদক ডাক্তার চার্জ্জির (Charge) সহিত ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধ সম্বন্ধে ডাক্তার বৌডিন চিঠি পত্রাদি আদান প্রদান করেন এবং একদিন দুঃখ করিয়া ডাক্তার বৌডিন বলেন যে আফ্রিকা হইতে আগত সৈনিকদিগের মধ্যে যে intermittent fever প্রকাশ পাইতেছে তাহা আমি কিছুতেই আরোগ্য করিতে পারিতেছি না। এ বিষয়ে কি করা যায় তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তাহার উত্তরে ডাক্তার চার্জ্জি তাঁহাকে হোমিও প্যাথিক মতে প্রস্তুত আর্সেনিক ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহার পকেট কেস হইতে আর্সেনিক ৩০ ক্রমের কিছু বটিকাও তাহাকে বন্ধুত্ব ভাবে প্রদান করেন। ডাক্তার বৌডিন তাহা লইয়া তাহার সৈনিক শ্রেণীতে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দিগের মধ্যে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং সমুদায় রোগীই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। সেই সময় হইতেই ডাক্তার বৌডিন আর্সেনিক ম্যালেরিয়ার একটি মহৌষধ বলিয়া পুস্তিকা প্রচার করেন কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে ডাক্তার বৌডিন নিজে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় দীক্ষিত হইলেন না। সেই সময় হইতেই ইওরোপে ম্যালেরিয়ায় আর্সেনিকের গবেষণা বিস্তারিতভাবে হইতে থাকে।

ডাক্তার রাষ এবং ক্যাম্পার ভিয়েনা সহরের লিওপোল্ড হাঁসপাতালে যত ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্থ রোগী চিকিৎসা করিয়াছেন, প্রায় সকলকেই আর্সেনিক দ্বারা আরোগ্য করিতেন। পুরাতন কম্প জ্বরের আর্সেনিকই ছিল তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন এবং তাঁহারা আরও বলিতেন অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়াও যখন রোগ আরোগ্য হইত না, আর্সেনিক

প্রয়োগে তাহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইত (It will often cure when other remidies selected with greatest care have failed' Dr. Wrumb and Casper)। ডাক্তার বেষার সাহেব বলেন—জিহ্বা যতই অধিক পরিষ্কার থাকিবে, জ্বরের এক আক্রমণে রোগী যতই অধিক অবসাদ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, মুখের চেহারা যতই শীঘ্র বিবর্ণ ফেকাসে হইয়া যাইবে আর্সেনিকও ততই তাহাকে অধিক নির্ব্বাচিত হইবে। Arsenicum is indicated the more specifically, the cleaner the tongue remalns, the more rapidly the strength is exhausted by single paroxysm and the sooner the characteristic sallow pallor makes its appearance—Bahaer).

আমেরিকান ডাক্তার লুসিয়াস মোর্স বলেন—ঘুস্‌ঘুসে ম্যালেরিয়া জ্বরের এবং যে জ্বর পাল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া হয় তাহার আর্সেনিক একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ইহা ব্যতীত ম্যালেরিয়া রোগ হেতু উৎপন্ন অন্যান্য রোগেরও ইহা প্রতিষেধক রূপে কার্য্য করে (For the so called dumb chills of malarious climates arsenic is a foremost remedy. It also deserves attention as a prophylactic of disease resulting from malarious poisoning—Dr. Lucious).

আর্সেনিকের প্রয়োগ কলেরা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার রোগের তরুণ অবস্থায় প্রায় দেখা যায় না। ইহা প্রায়ই রোগ কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে এবং উপযুক্ত নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না হইলে প্রয়োগ হইয়া থাকে। একোনাইট যে প্রকার অত্যন্ত তরুণ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ আর্সেনিক সেই প্রকার অত্যন্ত পুরাতন রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

টিউবারকিউলোসিস্—আর্সেনিকের tuberculosis কিংবা ফুস্‌ফুসের কিংবা অন্ত্রের পুরাতন রোগ বশতঃ জ্বরে অর্থাৎ হেক্‌টিক জ্বরে (Hectic) অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত শিশুদিগের mesenteric রোগ প্রযুক্ত জ্বর এবং শীর্ণতার ও ক্ষয়কাশে ইহার প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। বিখ্যাত ডাক্তার হার্বার্ট নানকিভেল (Dr. Herbert Nankivell) এতদবিষয়ে আর্সেনিককে উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন, তিনি আর্সেনিকের পরিবর্ত্তে আর্সেনিক আইওডাইড ব্যবহার করিতে অধিক পরামর্শ দেন এবং ডাক্তার রিঙ্গার তাঁহার এই মত অত্যন্ত সমর্থন করেন।

ডাক্তার রিঙ্গার বলেন tuberculosis রোগের জ্বরের গাত্র তাপ হ্রাস করিতে আর্সেনিক একটি উপযুক্ত ঔষধ, গাত্র তাপ হ্রাস করিয়া রোগীকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করিতে আর্সেনিকের অসাধারণ ক্ষমতা রহিয়াছে।

চক্ষুপ্রদাহ—গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ এবং ম্যালেরিয়া রোগ গ্রস্থ কিংবা ম্যালেরিয়া জনিত চক্ষুর পুরাতন প্রদাহে আর্সেনিক উত্তম কার্য্য করে। অনেক সময় এইরূপ ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের চক্ষুপ্রদাহে উপযুক্ত নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না হইলে আর্সেনিকে অতি সত্বর ফল পাওয়া যায়। ডাক্তার এঞ্জেল (Dr. Angell) স্বচ্ছাবরকের (cornea.) ক্ষতেও বিশেষতঃ স্ক্রফুলাস লোকদিগের হইলে আর্সেনিক প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন। অক্ষি গোলক প্রদাহ এবং ক্ষত হইয়া তরল ক্ষতকারক জলবৎ কিংবা ঈষৎ রক্তযুক্ত স্রাব হয় এবং অক্ষিফুট হাজিয়া গিয়া লালবর্ণ হইলে তাহাতেও আর্সেনিক প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। আর্সেনিকে এবম্প্রকার জলবৎ তরল ক্ষতকারক স্রাবে স্থান হাজিয়া যায় এবং জ্বালা করে ও রাত্রিতে যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। বিখ্যাত চিকিৎসক এলেন এবং নর্টন, এঞ্জেল সাহেবের উক্ত কথার সমর্থন করেন এবং তরল স্রাবকে আর্সেনিকের বিশেষত্ব বলেন।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—অত্যধিক কুইনাইন সেবন হেতু রোগ অবরুদ্ধ হইয়া অন্য কোন প্রকার রোগ উৎপন্ন হইলে ২× অথবা ৩× চূর্ণ। হাঁপানিতে ৬ষ্ঠ এবং ৩০ ক্রম। স্নায়ুশূল, উদরাময়, কলেরা, জ্বর ইত্যাদিতে ৩০ ক্রম। পুরাতন রোগে ৩০ এবং ২০০ ক্রম।

অনুপূরক—(Complemantory)—সেপা, কার্ব্বভেজ, ফস্‌ফরাস্‌, পাইরোজেন।

রোগের বৃদ্ধি—মধ্য রাত্রির পর (দিবসে অথবা রাত্রিতে ১টা—২টা), ঠাণ্ডায় শীতল পানীয় অথবা শীতল খাদ্যদ্রব্য আহারে, আক্রান্ত পার্শ্বে অথবা মস্তক নীচু করিয়া শয়নে।

রোগের উপশম—উত্তাপে (সিকেলির বিপরীত) মস্তক ব্যতীত। মস্তকের কষ্ট শীতল জলে সাময়িক উপশম হয়। অগ্নিবৎ জ্বলন যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম।

রোগীর বিবরণ

১। দূষিত রোগাক্রান্ত শব ব্যবচ্ছেদ কালে হঠাৎ কোন প্রকার হস্ত কাটিয়া গিয়া কিংবা বিষাক্ত কোন জীবজন্তুর দংশন হেতু রক্ত দূষিত হইবার আশঙ্কা হইলে আর্সেনিক এবং ল্যাকেসিসের বিষয় স্মরণ করিবে। এই প্রকার অবস্থায় এই দুইটী ঔষধ অত্যন্ত ফলপ্রদ কিন্তু আর আর এন্যান্য লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিবে।

একবার এক ডাক্তারের কর্কট (cancer) রোগাক্রান্ত একটি শব ব্যবচ্ছেদ করিতে হস্তে আঁচড় লাগে এবং তাহা হইতে রক্ত দূষিত হইয়া রক্ত—দূষিত রোগের লক্ষণ সমুহ শীঘ্রই প্রকাশ হইতে থাকে। তাঁহার মনে সর্ব্বদা এই প্রকার কল্পনা উপস্থিত হইতে লাগিল, যেন একটি মৃত স্ত্রীলোক তাহার সম্মুখে সকল সময় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া রোগী হতাশ এবং বিষন্ন হইয়া পড়িল এবং জীবনের প্রতি ধিক্কার আসিল, বাঁচিয়া কি প্রয়োজন। এবম্প্রকার অবস্থার সহিত অস্থিরতা শিরঃপীড়া, দুর্ব্বলতা, আহারে অরুচি উপস্থিত হইল। আক্রান্ত স্থানের জলন, টাটানি, স্ফীতি ক্রমশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং উক্ত স্থান অর্থাৎ যে স্থানে আঁচড় লাগিয়াছিল অত্যন্ত ঘোর লালবর্ণ ও শক্ত আকার ধারণ করিল। এমতাবস্থায়, রোগীকে ২০০ শত ডাইলিউসন আর্সেনিক এক মাত্রা মাত্র প্রয়োগ করায় রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(A physician during a post mortem examination of a cancerous patieut infected himself through a scratch in the hand, symptoms developting soon after. He imagined the image of the dead woman constantly before him, grew gloomy, despondent, wanted to die, was restless and nervous at might, was troubled with severe headache, trembling, great weakness and disgust for food, suffered severe smarting, burning, shooting pain in the injured finger, with fiery rednese, swelling and a hard pimple at the point of inoculation. A dose of Arsenicum of high potency

promptly cured the whole disorder—Bacteriology and Homœpathy by Dr. T. C. Loos.)

২। আজ কিছুদিনের কথা একজন স্ত্রীলোক রেলের লাইন পার হইতে গিয়া রেলের লাইনে পা লাগিয়া উচট্ খাইয়া পড়িয়া বাম্ পায়ের হাঁটুতে আঘাত পায়। হাঁটু অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে ও যন্ত্রণাযুক্ত হয় এবং যন্ত্রণায় রোগী শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। পা আর নাড়াচাড়া করিতে পারিত না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল কোথাও কোন প্রকার ভাঙ্গে নাই কিংবা কোন অস্থি স্থানচ্যুত হয় নাই কিন্তু ভিতরে তরল পদার্থের সমাবেশ হইয়াছে এইরূপ বোধ হইল এবং সাইনোভাইটিস্ হইয়াছে বলিয়া মনে করিলাম। আমার যাওয়ার তিন দিন পূর্ব্বে আঘাত পাইয়াছিল, আমি গিয়া দেখিলাম রোগী একটি মালিসের ঔষধ ব্যবহার করিতেছে, তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে প্রথম দিবস এক মাত্রা ৩০ ক্রম আর্ণিকা দিলাম, ইহাতে যদিও যন্ত্রণা কিছু হ্রাস হইল বটে কিন্তু কালশিরা দাগ হাঁটুর নীচের দিকে পর্য্যন্ত অনেকটা বিস্তারিত হইল—এবং ফোলাও সঙ্গে সঙ্গে কিছু বৃদ্ধি হইল। এই একই অবস্থায় প্রায় ৫ দিন কাটিয়া গেল, ৬ দিন হইতে হুলবিদ্ধবৎ চিড়িক মারা যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। রাত্রিতে এবং উত্তাপে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইত। ঠাণ্ডাতে এবং আচ্ছাদন উন্মোচনে উপশম বোধ করিত—এতদ লক্ষণ দেখিয়া আমি তাহাকে এপিস ২০০ ক্রম কয়েক মাত্রা সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসি—ইহাতে হাঁটুর স্ফীতি এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণার যদিও উপশম হইল কিন্তু আক্রান্ত স্থানে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণার সহিত জ্বলন আরম্ভ হইল, যদিও পূর্ব্বের ন্যায় তত প্রবল নয়। যন্ত্রণা প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টায় হইত ও রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত থাকিত এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়—যে যন্ত্রণা ঠাণ্ডায় উপশম হইত, এখন তাহা উত্তাপে উপশম হইতেছে দেখিয়া আর্সেনিক ২০০ ক্রম এক মাত্রা প্রয়োগ করি, ইহাতেই রোগী এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(এই রোগীটিতে প্রথমতঃ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এই লক্ষণে সকল চিকিৎসকই আর্ণিকা প্রয়োগ করিবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যখন আর্ণিকায় রোগ সম্পূর্ণ উপশম হইল না এবং বৃদ্ধি হইতেই চলিল—হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, ঠাণ্ডায় উপশম এবং তরল পদার্থের সমাবেশ লক্ষণ প্রকাশ পাইল—ইহা এপিসের বিশেষ লক্ষণ মনে করিয়া এপিস প্রয়োগ করায়ও যখন রোগী

সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারিল না এবং অধিকন্তু জলন ও উত্তাপে উপশম লক্ষণ উপস্থিত হইল—এই অবস্থায় আর্সেনিক প্রয়োগ করায় রোগী সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়।)

৩। একজন রোগীর প্রত্যহ ১টার সময় শীত হইয়া এইরূপে তিন দিন যাবৎ জর হইতে থাকে। শীত যে খুব বেশী হইত তাহা মনে হয় না—এবং শীত অবস্থা অৰ্দ্ধ ঘণ্টার অধিক থাকিত না। জল-পিপাসা বোধ করিলেও কিন্তু অধিক জল পান করিত না, কারণ জল অনেক সময় বমন হইয়া উঠিয়া যাইত। শীতের পর দাহ অবস্থা অত্যন্ত অধিকক্ষণ স্থায়ী এবং প্রবল হইত, শরীর অগ্নিবৎ উষ্ণ হইয়া উঠিত। রোগী অস্থির এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিত না, পিপাসাও প্রবল হইত পুনঃ পুনঃ জল খাইত কিন্তু এক একবার অধিক পান করিত না। সৰ্ব্বাঙ্গ বেদনা এবং জালা। এইরূপ অস্থিরতা, জলন এবং জরের প্রবলতা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিয়া ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিত, সঙ্গে সঙ্গে অজীর্ণ তরল ভেদ বৰ্ত্তমান ছিল, পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ করিত এবং মলত্যাগান্তে মলদ্বারে ভীষণ জলন বোধ করিত, এমন কি মলদ্বারে কাপড় গরম করিয়া সেক দিতে সময় সময় বাধ্য হইত। সামান্য ঘৰ্ম্ম হইয়া জর বিচ্ছেদ হইত, বিচ্ছেদ অবস্থার পর রোগী এত অধিক দুৰ্ব্বল বোধ করিত যে, তখন আর এপাশ ওপাশ করিবার ক্ষমতা থাকিত না। দ্বিপ্রহর ১টার সময় জর, পুনঃ পুনঃ জলের পিপাসা, জল পানান্তে বমন, অস্থিরতা, মলদ্বারে জলন, উত্তাপে উপশম এবং বিচ্ছেদ অবস্থায় ভীষণ দুৰ্ব্বলতা ইত্যাদি লক্ষণে আমি তাহাকে আর্সেনিক এলবম ৩০ ক্রম প্রত্যহ ২বার করিয়া সেবন করিতে দিয়া ৩ দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করি।

৪। একবার একটি জর রোগী চিকিৎসার্থ আমাকে আমার জনৈক বন্ধু মফঃস্বলে লইয়া যান—স্থানটি কিঞ্চিৎ নিম্ন জলাভূমি বলিয়া বোধ হইল। জানিতে পারিলাম রোগী ৩ মাস যাবৎ জরে ভুগিতেছে। প্রচুর পরিমাণ কুইনাইনও ব্যবহার করা হইয়াছে—কিন্তু তথাপি জর সম্পূর্ণ বন্ধ হইতেছে না পৌঁছিবার পূর্ব্বে শুনিলাম ইহার মধ্যে দুই দিন জর আসিয়াছিল—এবং তাহা পূর্ব্বাহ্নেই সামান্য শীত শীত করিয়াই হইয়াছিল। জর আসিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ শীত অবস্থার পূর্ব্বে জলবৎ তরল রক্ত মিশ্রিত উদরাময় হয় এবং তদসহ পাকস্থলীতে যন্ত্রণা এবং জলনও হইয়াছিল। রোগীর চেহারা ফ্যাকাসে রক্তশূন্য ফোলা ফোলা বোধ হইল এবং জল পিপাসা, অস্থিরতা, শিরঃপীড়া

সমুদায় অর্ল্ল বিস্তর প্রকাশ রহিয়াছে। শীত হইয়া যদিও জ্বর হয় কিন্তু শীতভাব অধিক প্রকাশ থাকে না—শীত এবং দাহ যেন মিশ্রিত। দুইটি লক্ষণ রোগীতে বিশেষরূপে প্রকাশ দেখিতে পাইলাম, তাহা হইতেছে—দুর্ব্বলতা এবং অস্থিরতা, ইহা ব্যতীত ঘর্ম্মের পর (ঘর্ম্ম অধিক হইত না) উদরের যন্ত্রণা এবং উদরাময়ের কথঞ্চিৎ উপশম, ইহাও জানিতে পারিলাম। রোগীর দুর্ব্বলতা এবং ঘর্ম্মের পর উদরের যন্ত্রণার উপশম ও জলাভূমির দূষিত বাষ্প হইতে জ্বর উৎপত্তি হইয়াছে এই প্রকার অনুমান করিয়া আর্সেনিক ২০০ ক্রম প্রথম দিবস একমাত্রা সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসিলাম—তাহাতে জানিতে পারিলাম রোগের সমুদায় লক্ষণ অনেকটা উপশম হইয়াছে। আর এক মাত্রা ২০০ ক্রম পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাতেই রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে।

রাসটক্স।

ইহার সম্পূর্ণ নাম রাসটক্সিকোডেনড্রন (Rhus Toxicodendron)। আমরা ইহা ব্যতীত আরও দুই প্রকার রাস (Rhus) দেখিতে পাই। রাস রেডিকান্স (Rhus-Radicans) এবং রাস ভেনেনেটা (Rhus-Venenata) ইহাদিগের মধ্যে রাস-টক্সিকোডেনড্রন অর্থাৎ প্রথমোক্ত প্রকারই অধিক প্রচলিত এবং রাসটক্স বলিয়া ইহা প্রচলিত। মহাত্মা হ্যানিমান নিজে ইহা প্রুভিং করেন। রাস র‍্যাডিকান্স ডাক্তার যস্‌লিন এবং রাসভেনেনেটা ডাক্তার বার্ট, হোয়েট্ এবং ওহেম (Oeheme) কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের নিজের শরীরে সিদ্ধান্তকরণ সম্পাদিত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। অত্যন্ত অস্থিরতা। শয্যায় কিংবা একস্থানে স্থিরভাবে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। যেহেতু সঞ্চালনে রোগী যন্ত্রণার উপশম পায়। (মানসিক উদ্বিগ্নতার উপশম পায়—আর্সেনিক। সঞ্চালনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়—ব্রাইও)।

২। শরীরের পেশী অথবা পেশীবন্ধনী কোন প্রকারে মোচড়াইয়া কিংবা

টান লাগিয়া কিংবা স্যাঁৎসেতে স্থানে শয়নে কিংবা গ্রীষ্মকালে অধিকক্ষণ নদীতে স্নানে যন্ত্রণাযুক্ত হয়।

৩। যন্ত্রণা—যেন মোচড়াইয়া গিয়াছে, যেন পেশী অথবা পেশীবন্ধনী স্থান হইতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, যেন অস্থি ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ফেলা হইয়াছে। সন্ধ্যা ৭।৮ অথবা মধ্যরাত্রির পর এবং বৃষ্টি বাদলের দিন বৃদ্ধি হয়।

৪। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কিংবা উপবেশন অবস্থা হইতে দাঁড়াইতে হইলে কিংবা বিশ্রামের পর প্রথম সঞ্চালনে কিংবা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানকালীন শরীর আড়ষ্ট এবং যন্ত্রণা বোধ করে কিন্তু ক্রমাগত সঞ্চালনে এবং হাঁটাহাটিতে আড়ষ্টভাব কাটিয়া যায় ও যন্ত্রণার উপশম বোধ করে। (Lameness, stiffness, and pain on first moving after rest or on getting up in the morning relieved by walking or continued motion.)

৫। ফাইব্রাস টিসু বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের অধিক আক্রান্ত হয়।

৬। শয়ন এবং উপবেশন কালীন কটিদেশে যন্ত্রণা এবং আড়ষ্ট ভাব বোধ করে। সঞ্চালনে এবং শক্ত কোন জিনিষে চাপ দিয়া শয়ন করিলে উপশম হয়।

৭। মুক্ত খোলা বায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। গাত্রাচ্ছাদন হইতে হস্ত বহির্গত করিলেই কাশির উদ্রেক হয়। (ব্যাবাইটাকার্ব্ব, হেপার।

৮। শিরঃপীড়া মস্তক সঞ্চালনে অথবা পদবিক্ষেপে মস্তিষ্ক আল্‌গা বোধ হয়। মস্তকের যন্ত্রণা বিশ্রাম অবস্থায়, শয়নে এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়, সঞ্চালনে এবং উত্তাপে উপশম হয়।

৯। জিহ্বা শুষ্ক, লোহিতবর্ণ ফাটাফাটা এবং লাল ত্রিকোনাকৃতি দাগযুক্ত।

১০। উদরাময় টাইফয়েড প্রমুখীন এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলকারক। মল মাংস ধোয়া জলের ন্যায় এবং মল ত্যাগকালীন উভয় উরুদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

১১। পক্ষাঘাত—পক্ষাঘাতের সহিত অসাড়ভাব বর্ত্তমান থাকে। জলে ভিজিয়া এবং স্যাঁৎসেতে স্থানে বাস করিয়া উৎপন্ন হয়।

১২। বিসর্প—বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয় এবং ফোস্কা যুক্ত। ফোস্কা সমূহ ঈষৎ পীতবর্ণ, অত্যন্ত স্ফীত, প্রদাহ এবং জ্বলনযুক্ত ও চুলকায়।

সাধারণ লক্ষণ।

১। রোগী রাত্রিতে অত্যন্ত ভীত হয়, ভয় পায় কেহ তাহাকে যেন বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবে, শয্যায় একলা শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না।

২। অত্যন্ত পরিশ্রমের কার্য্য করিতেছে, যেন নৌকায় দাঁড় টানিতেছে বৃক্ষে আরোহণ করিতেছে নদীতে সাঁতার কাটিতেছে এই প্রকার দৃশ্য স্বপ্নে দেখে।

৩। ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ স্থল ক্ষতযুক্ত হয়। মুখ বিবরের চারিপার্শ্বে এবং এমন কি চিবুকে পর্য্যন্ত জ্বর-ঠোঁট প্রকাশ পায়।

৪। জননেন্দ্রিয়ের বাহ্যপ্রদেশে বিসর্পের ন্যায় ফোস্কা এবং প্রদাহ হয়।

৫। জ্বরের শীত অবস্থার পূর্ব্বে এবং শীত অবস্থাকালীন শুষ্ক বিরক্তজনক কাশির উদ্রেক হয়।

বাত—Rheumatism—বাসটক্স বাতের একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ এবং ইহার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব হইতেছে সঞ্চালনে উপশম, কাজে কাজেই রোগী স্থির থাকিতে পারে না সর্ব্বদা অস্থির। আমাদের ভৈষজ্য বিজ্ঞানে অস্থিরতার (Restlessness) তিনটি ঔষধের নাম বিশেষরূপ উল্লেখ দেখা যায় এবং তাহার মধ্যে রাসটক্স অন্যতম অপর দুইটি—একোনাইট এবং আর্সেনিক। রাসটক্স রোগী সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ করিতে থাকে যেহেতু সঞ্চালনে উপশম পায় ইহাই হইতেছে ইহার প্রধান পরিজ্ঞাপক লক্ষণ এতদ্বিষয়ে ইহা ব্রাইওনিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত—ব্রাইওনিয়ায় সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। কাজে কাজেই ব্রাইওনিয়ার রোগী স্থিরভাবে চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিতে চায়। যে কোন হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থই পাঠ করা যাউক রাসটক্স

রোগীর রোগ সঞ্চালনে যে উপশম হয় সে বিষয়ে কোন মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। ডাক্তার ফ্যারিংটন বলিতেছেন The patient has relief of his symptoms by continued motion অর্থাৎ সর্ব্বদা নড়াচড়ায় রোগী রোগের উপশম বোধ করে। ইহার দ্বারা কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, আক্রান্ত স্থান যতক্ষণ সঞ্চালন করা যাইবে ততক্ষণেই রোগী শান্তি বোধ করিবে? একটী লোকের যদি একটি হস্তে বাত রোগ হয় এবং তদহেতু যদি যন্ত্রণা হইতে থাকে তাহা হইলে তাহাকে কি সেই হস্ত সর্ব্বদা সঞ্চালন করিতে হইবে? এই কথাটি ডাক্তার ডানহাম তাঁহার গ্রন্থে পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন সমস্ত বিষয়েরই একটি সীমা রহিয়াছে, সেইরূপ সঞ্চালনেরও সীমা আছে। প্রথম প্রথম হস্তের সঞ্চালনে যে প্রকার যন্ত্রণার উপশম হইবে কিন্তু অনবরত সঞ্চালনে আর সেরূপ উপশম হইবে না বরং যন্ত্রণা অধিক বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। কাজে কাজেই রোগী সঞ্চালন স্থগিত রাখিয়া তখন স্থির হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় এবং তাহাতে রোগী কষ্ট যন্ত্রণা হইতে সাময়িক উপশম বোধ করে। এইস্থলে সঞ্চালন সত্ত্বেও যে যন্ত্রণার বৃদ্ধি তাহা হস্তের ক্রমাগত সঞ্চালন নিবন্ধন ক্লান্তি হেতু বুঝিতে হইবে। ক্লান্তি ভাব কাটিয়া গেলে পুনরায় আবার যন্ত্রণা হইতে থাকে, আবার রোগীকে হস্ত সঞ্চালন করিতে হয়। এতদ্‌বশতঃ রাসটক্স রোগী আক্রান্তস্থান একবার সঞ্চালন করে, আবার স্থির করে। আবার সঞ্চালন করে, আবার স্থির করে, সর্ব্বদা এইরূপ করিতে বাধ্য হয়।

"The great characteristic of Rhustox is that, with few exceptions, the pain occur and are aggravated during repose and are ameliorated by motion. This statement however, requires some explanation. In addition to the symptoms of Rhustox, which resemble paralysis, there are some groups of symptoms resembling muscular and articular rheumatism. These rheumatic symptoms come on with severity during repose and increase as long as the patient keeps quiet until they compel him to move. Now on first attempting to move, he finds himself very stiff and the

first movement is exceedingly painful. By continuing to move for a little while, however the stiffness is relieved and the pains decidedly decrease, the patient feeling much better. But this improvement does not go on indefinitely. After moving continuously for a longer or shorter period and finding comfort therein, the paralytic symptoms interpose their exhausting protest and the patient is compelled from a sensation of lasitude and powerlessness, to suspend his movement and to come to repose. At first this repose, after long continued motion, is grateful, since it relieves, not the aching and severe pains, but only the sense of prostration. Before long the pains come on again during the repose and the patient is forced to move again as before—"Dr, Dunhun."

রাসটক্সের যন্ত্রণা সঞ্চালনে চাপে এবং উত্তাপে যে প্রকার উপশম হয় সেই প্রকার ঠাণ্ডায় বৃষ্টিতে এবং স্যাঁৎসেতে গৃহে বাস হেতু বৃদ্ধি হয়। অত্যন্ত পরিশ্রমের পর ঘর্ম্মাক্ত শরীরে যদি স্নান করা হয়, কিম্বা বৃষ্টিতে ভেজা হয় এবং তদহেতু যদি বাত কিংবা গাত্র বেদনা প্রকাশ পায় তাহা হইলে রাসটক্সকে উচ্চ স্থান প্রদান করিবে। রাসটক্স রোগীর যাবতীয় রোগ ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়। কাজে কাজেই রাসটক্স রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না।

রাসটক্সের বাতে যাহা কিছু কার্য্য তদসমুদায়ই সূত্রময় টিস্যুর (Fibrous tissue) উপর। প্রকৃত স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় রাসটক্সের কোন কার্য্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কাজে কাজেই পেশী, পেশীবন্ধনী, তন্তুময় আবরণ, স্নায়ু আবরণ ইত্যাদি স্থানের বাতে রাসটক্স অধিক কার্য্য করে এবং এতদস্থানের বাতে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

বাতের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

এনাকার্ডিয়াম—গ্রীবা আড়ষ্ট হইয়া থাকে—নড়াচড়া করিতে আরম্ভ করিলেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

কোনিয়াম—সঞ্চালনের আরম্ভেই বৃদ্ধি কিন্তু ক্রমাগত সঞ্চালনে উপশম।

লাইকোপোডিয়াম এবং পালসেটিলা—সঞ্চালনের আরম্ভেই বৃদ্ধি হয় কিন্তু কিন্তু ধীরে ধীরে সঞ্চালনে উপশম।

ফেরাম মেটালিকাম—স্নায়ুশূল এবং বাতের যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় কিন্তু ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে উপশম হয়।

ক্যালমিয়া—পায়ের নিম্নাভিমুখে যন্ত্রণা বিস্তারিত হয় অর্থাৎ যন্ত্রণা উর্দ্ধ হইতে নিম্নে আইসে এবং ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হয়, কিন্তু কোন প্রকার স্ফীতি কিংবা জ্বর থাকে না। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। ক্যালমিয়ার বিশেষত্বই হইতেছে যে যন্ত্রণার গতি সকল সময় নিম্নাভিমুখীন বক্ষঃস্থলের বাতের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিম্নক্রম কিংবা মূল অরিষ্ট অধিক ব্যবহার হয়।

রডডেনড্রন্—বৃষ্টি বাদলের দিন যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষ ভাবে বাহু, হস্ত এবং পদের অস্থি অধিক আক্রান্ত হয়। সময় সময় রোগী পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্ব্বলতা অনুভব করে। রডডেনড্রন্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলের পুরাতন বাতের বিশেষ উপযুক্ত ঔষধ। 'পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির সন্ধি-বাতে এবং বাতজনিত বৃদ্ধাঙ্গুলি স্ফীত ও শক্ত হইলে ইহা ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। (It is one of the best remedies for what has been termed rheumatic gout and for a hard, rheumatic swelling of the big toe—joint)। রডডেনড্রন্ রোগী বিশেষতঃ ঝড়, তুফানের পূর্ব্বে, আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন হয়, বিদ্যুৎ চমকাইতে থাকে—এইরূপ সময়ে যন্ত্রণা অধিক বোধ করে কিন্তু ঝড় তুফান আরম্ভ হইলে উপশম

হয় (Rhododendron patient is worse particularly before the storm, after the storm breaks out feels better) ইহা ব্যতীত রডডেন্ড্রন্ রোগীর যন্ত্রণাও রাস্টক্সের স্থায় স্থিরভাবে থাকিলে বৃদ্ধি হয়, সঞ্চালনে উপশম হয়।

কলচিকম—যন্ত্রণা সন্ধ্যা হইতেই বৃদ্ধি হইতে থাকে। আক্রান্ত সন্ধিস্থল সামান্য ফুলিয়া উঠে এবং ফ্যাকাসে লালবর্ণ হয়। নড়াচড়া করিতে পারে না—ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ করে। যন্ত্রণা এক সন্ধিস্থল হইতে আর এক সন্ধিস্থলে কিংবা এপাশ হইতে ওপাশ নড়িয়া বেড়ায়। মূত্র স্বল্প, গভীর লালবর্ণ এবং শ্বেত তলানিযুক্ত। কলচিকমে প্রায়ই পাকস্থলীর গোলযোগ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে বমনের উদ্রেক হয়। দুর্ব্বল লোক-দিগের প্রতি যাহাদিগের শরীরের উষ্ণতা হ্রাস হইয়া গিয়াছে তাহাদিগের সন্ধিস্থলের বাতে অতি উত্তম কার্য্য করে। বাতে নিম্নক্রম এবং মূল অরিষ্ট অধিক প্রয়োগ হয়। ইহা ব্যতীত গাউটে (Gout) কলচিকম্ মূল অরিষ্ট ৩০ ফোঁটা এক আউন্স গরম জলে মিশ্রিত করিয়া আক্রান্ত স্থানে কম্প্রেস (compress) দিলে আশু উপকার পাওয়া যায়। ইউরিক এসিডের সমাবেশ হইয়া যদি গাউট (Gout) রোগ হয় আর্টিকা ইউরেন্স মূল অরিষ্ট ৫ ফোঁটা এক আউন্স গরম জলে মিশ্রিত করিয়া প্রতি ৪ ঘণ্টা পর পর সেবন করিলে অতি শীঘ্র যন্ত্রণার উপশম হয়।

লেডাম—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির বাতের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। লেডামের যন্ত্রণার বিশেষত্বই হইতেছে যন্ত্রণা উর্দ্ধমুখে অর্থাৎ নিম্ন হইতে উর্দ্ধে উঠে। অনেক সময় সন্ধিস্থল স্ফীত হইয়া অস্থিগুল্ম আকার ধারণ করে। রাত্রিতে শয্যার উত্তাপে এবং সঞ্চালনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, পায়ে কাপড় একেবারেই রাখিতে পারে না। শীতল প্রলেপ অথবা শীতল জলে উপশম হয়। পদযুগল ফুলিয়া অনেকটা শোথের স্থায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় এতদ্ব্যতীত রোগীর উপর কলচিকমের অপব্যবহার হইলে এবং তদহেতু অধিক দুর্ব্বল হইলে লেডাম তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। লেডাম এবং কলচিকম উভয় ঔষধেই ছিঁড়িয়া ফেলার স্থায় ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রাসটক্সের স্থায়

পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বলতা, অসাড়ভাব ও শীতলতা বর্ত্তমান থাকে। লেডামের স্ফীতিভাব আক্রান্ত স্থান হইতে গুল্‌ফ এবং জানুসন্ধিস্থল (ankle and knee joint) পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। ভীষণ অসহ্য যন্ত্রণা হইতে থাকে পা যেন খসিয়া যাইতেছে। রোগী মাটিতে পা ফেলিতেই পারে না লেডামের তরুণ সন্ধিবাতে—আক্রান্ত স্থান স্ফীত এবং উত্তপ্ত হয় অথচ লাল হয় না।

মচকান—(Sprain) রাসটক্সের কার্য্য সূত্রময় ঝিল্লিতে অর্থাৎ তন্তু বিধানে (fibrous tissue) যে প্রকার অধিকরূপ প্রকাশ পায় আর কোন ঔষধে সে প্রকার দেখা যায় না। এই বিষয়ে রাসটক্সকে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিলেই হয়। সূত্রময় ঝিল্লি বলিতে এইস্থানে—পেশীবন্ধনী (tendons of muscles), সংযোগ স্থলের বন্ধনী (Ligaments), পেশী বেষ্টনকারী পাতল-তন্তুময় আবরণ কিংবা বন্ধনী এতদ সমুদয়কেই বুঝিতে হইবে, কাজে কাজেই শরীরের যে কোন সংযোগ স্থলের বন্ধনী কিংবা পেশী দৌড়াদৌড়ী করিতে কিংবা হাঁটাহাটি করিতে কিংবা ব্যায়াম করিতে কিংবা কোন ভারী জিনিষ উত্তোলন করিতে কিংবা অত্যধিক পরিশ্রমিক কার্য্য করিতে মচ্‌কাইয়া গেলে কিংবা টান লাগিয়া গেলে এবং তদহেতু প্রদাহ হইলে সর্ব্ব প্রথম রাসটক্সকে স্মরণ করিবে। (ailments from spraining or straining a single part, muscle or tendon, over-lifting, particularly from stretching high up to reach things) এবং রাসটক্সই হইতেছে ইহার অব্যর্থ ঔষধ। মহাত্মা হানিমান এক স্থানে এই বিষয়ে বলিতেছেন—"I have recognised in these latter years that Rhustox is the best specific against the consequences of muscular strains and contusions. ইহা ব্যতীত অত্যধিক শারিরীক পরিশ্রমের পর পক্ষাঘাতের লক্ষণপ্রকাশ পাইলে তাহাতে রাসটক্স প্রয়োগ হইয়া থাকে। কোন স্থান মচ্‌কাইয়া প্রদাহ হইলে রাসটক্সে যদি সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় তাহা হইলে তৎপর ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

মচ্‌কানর সমগুণ ঔষধ সমুহ।

আর্নিকা—বন্ধনী (ligament) অপেক্ষা পেশীর (muscular tissue) উপর ইহার অধিক কার্য্য প্রকাশ পায়। কাজে কাজেই কোন প্রকার পরিশ্রমিক কার্য্য করিয়া—নৌকার দাঁড় টানিয়া কিংবা অধিক পথ হাঁটিয়া গাত্রে বেদনা হইলে আর্নিকা প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায়। সন্ধিস্থল মচ্‌কাইলে আর্নিকা বিশেষ কার্য্য করে না রাসটাক্সই তাহার উপযুক্ত ঔষধ। আর্নিকা ব্যবহার হইতে পারে যদ্যপি বন্ধনীর (ligament) সহিত তদসংলগ্ন কোমল স্থান সমূহের (soft parts) প্রদাহ হয়।

আর্সেনিক—পাহাড় কিংবা থারাই উঁচু স্থানে উঠার দরুণ অত্যধিক পরিশ্রম হেতু শারিরীক গ্লানি এবং পদদ্বয়ের বৃহৎ সন্ধিস্থল সমূহের প্রদাহ এবং টাটানি যন্ত্রণা হইলে অনেকে আর্সেনিক ব্যবহারের ব্যবস্থা দেন।

এমন কার্ব্ব—মচকাইয়া আহত স্থান উষ্ণ এবং যন্ত্রণা যুক্ত হয়, আর্নিকার পর ইহার ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়।

পেট্রোলিয়াম—পুরাতন বাত ব্যাধিগ্রস্থ লোকদিগের সংযোগ স্থল মচকানর ইহা একটী উপযুক্ত ঔষধ, বিশেষতঃ বাতে জানুপ্রদেশ আড়ষ্ট (stiff) হইলে ইহা অধিক প্রয়োগ হয়। জানু সন্ধিস্থল আড়ষ্টের সহিত অত্যন্ত যন্ত্রণাও বর্ত্তমান থাকে।

এমনমিউর—মচকানর পুরাতন অবস্থায় (chronic sprains) ইহা ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়, রাসটক্সের ন্যায় সন্ধি স্থলে ইহার যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। আক্রান্ত স্থান টানিয়া ধরিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়, যেন পেশী বন্ধনী সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে (Contraction of Hamstring tendons) হাটিবার সময় পায়ে টান বোধ হয় কিন্তু অনেকক্ষণ হাঁটিলে আর টানভাব থাকে না।

ষ্ট্রনসিয়ানাকার্ব্ব—অস্থির উপর ইহার যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায়। গুলফ সন্ধিস্থল মচকাইয়া তাহার কষ্ট যন্ত্রণা বহু দিন যাবৎ সম্পূর্ণ আরোগ্য

না হইলে এবং আর্নিকা রুটা ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার করা সত্ত্বেও যদি বিশেষ উপকার না পাওয়া যায় তাহা হইলে ট্রুন্সিয়ানা কার্ব্ব প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বহুদিন রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু সন্ধিস্থল ঢিপ্‌লি আকার সদৃশ (oedema) হইয়া ফুলিয়া উঠে।

কটিবাত (**Lumbago**)—কটিবাতের রাসটক্স একটী উপযুক্ত ঔষধ। এই রোগের প্রারম্ভ অবস্থায়, রোগী সঞ্চালনে উপশম বোধ করুক আর নাই করুক রাসটক্সকে প্রথমতঃ প্রয়োগ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। রাসটক্সে উপকার না হইলে অন্য ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে যেহেতু দেখা যায় অধিকাংশ স্থলেই একমাত্র রাসটক্স ধৈর্য্য সহকারে প্রয়োগ করিলে আশানুরূপ উপকার পাওয়া যায়। রাসটক্সের কটিবাতে রোগী অধিকক্ষণ এক অবস্থায় বসিয়া থাকার পর দাঁড়াইতে হইলেই কটিদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে এবং কষ্টের সহিত সোজা হইতে হয়। একবার সম্পূর্ণ সোজা হইলে চলা-ফেরায় আর যন্ত্রণা অধিক হয় না বরং উপশম বোধ করে—অর্থাৎ প্রথম সঞ্চালনে (first movement) কটিদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইলে রাসটক্সকে চিন্তা করিবে, যেহেতু রাসটক্সের ইহা একটী বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

কটিদেশে যন্ত্রণার ঔষধ সমূহ।

পেট্রোলিয়াম এবং রুটা—ইহাদিগকে কটিদেশের যন্ত্রণা প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া—কটিদেশের বাতের যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে রোগী অতি প্রত্যুষে উঠিতে বাধ্য হয়। অধিকক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারে না।

কেলিকার্ব্ব—কটিদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা শেষ রাত্রি প্রায় ৩টার সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রণায় রোগী আর নিদ্রা যাইতে পারে না, কাজে কাজেই রোগীকে বাধ্য হইয়া উঠিতে হয়, উঠিয়া পায়চারি করে। ক্যালিকার্ব্বের যন্ত্রণার বিশেষত্ব যে যন্ত্রণা কটিদেশ হইতে পশ্চাদ্দিক দিয়া নিম্নে অবতরণ করে এবং ভীষণ কনকনানি যন্ত্রণা হয়। কোমর যেন খসিয়া যাইতে চাহে। রোগী কোমরের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে।

লেডাম—অনেকক্ষণ যাবৎ এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে যে প্রকার আড়ষ্ট ভাবের উৎপত্তি হয় লেডামের যন্ত্রণা অনেকটা সেই প্রকারের। ইহা ব্যতীত সন্ধ্যার সময় উরুদেশে খিলধরা যন্ত্রণা হয় এবং প্রাতে পদদ্বয় আড়ষ্ট এবং শক্ত হইয়া থাকে।

নক্সভমিকা—ইহার কটিদেশের যন্ত্রণা রাত্রিতে শয়নাবস্থায় বৃদ্ধি হয় এবং রোগী শয্যায় উপবেশন না করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারেনা।

ইস্কিউলাস্—সর্ব্বদা কোমরে যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। Sacrum এবং উরুদেশ পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়। হাঁটা হাটি করিলে কিংবা শরীর সম্মুখ দিকে নোওয়াইলে যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ইস্কিউলাসের কটি দেশের যন্ত্রণার সহিত প্রায়ই অর্শ রোগ বর্ত্তমান থাকে।

জিঙ্কাম—কোমরের ব্যথা উপবেশন কালীন (while sitting) বিশেষরূপে বৃদ্ধি হয় এবং চলাফেরায় উপশম হয়। যদিও এই লক্ষণটি অনেকটা রাস্টক্সের ন্যায় কিন্তু রাস্টক্সে সমস্ত উপসর্গ ই সঞ্চালনে হ্রাস হয়। জিঙ্কামে কেবল কটিদেশের যন্ত্রণা সঞ্চালনে উপশম হয়। ইহা ব্যতীত জিঙ্কামের কটিদেশের যন্ত্রণা অত্যধিক স্ত্রীসহবাস অথবা রেতঃ স্খলন হেতুও উৎপন্ন হয়।

কোবেল্টাম—হস্ত মৈথুন জনিত কটি দেশের যন্ত্রণা হইলে, ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়, ইহাতেও রোগী উপবেশনকালীন অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে।

সিমিসিফিউগা—ইহাতেও ভীষণ কটিদেশের যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা কটিদেশ হইয়া উরু এবং জানু সমুদয় স্থান বিস্তারিত হয়। কিন্তু সিমিসিফিউগার যন্ত্রণা অত্যধিক রজঃস্রাবের সহিত যোগ থাকে। প্রচুর রজঃস্রাবের সহিত কটিদেশের অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকিলে সিমিসিফিউগা প্রয়োগ করিবে।

বার্ব্বেরিস-ভালগারিস—কটিদেশে আড়ষ্ট, টাটানি, অসাড়ভাব ইত্যাদি সমুদায় যন্ত্রণাই থাকে। রোগী সোজা হইয়া হাটিতে কিংবা চলা ফেরা করিতে কিংবা উপবেশন অবস্থা হইতে দাঁড়াইতে সহজে পারে না। যন্ত্রণা উপবেশন কিংবা শয়ন করিতে বিশেষভাবে প্রাতঃকালে অধিক বোধ করে। ইহাতে সর্ব্বদা কটিদেশে যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে কিন্তু বার্ব্বেরিসের

যন্ত্রণার সহিত মূত্র পিণ্ডের কিংবা প্রস্রাবে গোলমাল বর্ত্তমান থাকা উচিত। ইহাই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব।

কৌসিক ঝিল্লিপ্রদাহ (Cellulitis)—রাসটক্স ইহার একটি মহৎ ঔষধ, যে স্থানেই হউক তাহাতেই ইহা প্রয়োগ হইতে পারে। অক্ষিকোটরে হইলে এবং তাহাতে পুঁজ সঞ্চার হইলে রাসটক্সকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিবে। অক্ষিকোটরের কৌষিক ঝিল্লিপ্রদাহের রাসটক্স অব্যর্থ ঔষধ। এপিস ও কৌষিক ঝিল্লি প্রদাহের উত্তম ঔষধ বটে, এপিসে পুঁজ সঞ্চার হয় না।

পৃষ্ঠব্রণ (Carbuncle)—প্রারম্ভ অবস্থায় যখন যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয় এবং আক্রান্ত স্থান গভীর লালবর্ণ হয় এইরূপ অবস্থায় রাসটক্স প্রয়োগ করিলে অনেক সময় উত্তম কার্য্য পাওয়া যায় কিন্তু পৃষ্ঠব্রণের প্রকৃত ঔষধই হইতেছে—আর্সেনিক, কার্ব্বভেজ এবং এন্থ্রাসাইনাম। এই ঔষধ সমূহ লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ করিতে পারিলে আশু উপকার হয়।

স্ফোটক (Abscess)—কক্ষপ্রদেশের এবং কর্ণমূলের ফোঁড়ায় উত্তম কার্য্য করে। অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে দেয় না, শক্ত হইয়া থাকে এবং রক্তযুক্ত রসের ন্যায় স্রাব (Bloody, serous matter) নির্গত হয়। পুঁজ শীঘ্র হয় না।

ইরিথিমা (Erythema)—রাসটক্সের চর্ম্মরোগের উপর যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ইরিথিমাতে অতি শীঘ্র ফোস্কা হইয়া পুঁজের সঞ্চার হয়। পীড়কার (eruption) চারি পার্শ্বের চর্ম্ম অত্যন্ত লালবর্ণ হয়, অবশেষে ইহা এক প্রকার পোড়া নারাঙ্গায় পরিণত হয়। রাসটক্সের চর্ম্মরোগ অধিক গভীর হয় না, চর্ম্মের উপর বিস্তারিত হইতে থাকে। তরুণ চর্ম্মরোগেই ইহা উত্তম কার্য্য করে।

কাউর (Eezema), পোড়া নারাঙ্গা (Pemphigus) এবং বর্ত্তুলাকার বিসর্পিকা (Herpes Joster) এই তিন প্রকার চর্ম্ম রোগের রাসটক্স অতি উত্তম ঔষধ।

বিসর্প (Erysepelous)—বিসর্প রোগের অর্থাৎ নারাঙ্গার রাসটক্স একটি প্রচলিত ঔষধ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাসটক্সের নারাঙ্গা ফোস্কাযুক্ত (Vesicular) এবং রাসটক্সে সচরাচর শিরত্বক (Scalp), মুখমণ্ডলের চর্ম্ম এবং লিঙ্গপ্রদেশ অধিক আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত লালবর্ণ হয়

এবং প্রদাহ বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর, অস্থিরতা, বিকার লক্ষণ, জ্বলন, চুলকানি এবং প্রদাহ স্থানের অত্যন্ত স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে।

এপিস্—ফোস্কাযুক্ত বিসর্পের ইহাও একটি উত্তম ঔষধ। এপিসের নারাঙ্গায় চর্ম্ম জলপূর্ণবৎ স্ফীত হইয়া ফুলিয়া উঠে (Oedematous) এবং আক্রান্ত স্থান গোলাপী আভাযুক্ত হয়, অধিক লালবর্ণ হয় না। তৃষ্ণা হীনতা, মূত্র স্বল্পতা, সময় সময় মূত্রত্যাগ কালীন জ্বালা বর্ত্তমান থাকে—এতদ্ব্যতীত আক্রান্ত স্থানে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। এপিসের বিসর্প দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হয়।

ল্যাকেসিস্—আক্রান্ত স্থান কৃষ্ণবর্ণ কিংবা বেগুণে রং হয়। রোগী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রলাপ বকিতে থাকে। শরীর উষ্ণ হস্তপদ শীতল, নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরই রোগ বৃদ্ধি বোধ করে।

বেলেডোনা—আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম অত্যন্ত লালবর্ণ হয়, তদসহিত চক্ষু এবং মুখমণ্ডলও রক্তাধিক্য হয়। শিরঃপীড়া, জলতৃষ্ণা, কপালের পার্শ্বের ধমণীদ্বয়ের দপ্ দপানি যন্ত্রণা, প্রবলজ্বর ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ আর অধিক বৃদ্ধি হইতে পারে না, শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া যায়।

ইক্জিমা (Eczema)—ইকজিমায় রাসটক্সের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায় কিন্তু পুরাতন অবস্থায় ইহা অধিক কার্য্য করে না। মুখমণ্ডল আক্রান্ত হইলে চক্ষুর পাতার চারি পার্শ্বের শিথিল চর্ম্ম সমূহ উঁচু হইয়া ফুলিয়া উঠে। সুড় সুড় এবং জ্বালা করে ও চুলকায়। রাসটক্সের একজিমার বিশেষত্বই হইতেছে পীড়কাগুলি (Eruption) পূঁজযুক্ত এবং দুর্গন্ধজনক। বৃষ্টি বাদলের দিন বৃদ্ধি হয়, গরমে উপশম বোধ করে। সিকাগো নগরের ডাক্তার হেজেস বলেন —তিনি শতকরা ৭৫জন রোগীকে এক মাত্র রাসটক্স দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন, তিনি আরো বলেন চুলকানির সহিত জ্বলন এবং ইকজিমার চারিপার্শ্বের স্থানের প্রদাহ রাসটক্সের বিশেষত্ব (Dr. Hadges, physician to the Half-Orphan asylum of chicago, says that 75 per cent of all

the cases of Eczema ocurring therein, have been cured by this remedy. Itching with burning is a characteristic indication for it here and also according to Dr. Guernsey the presence of an inflamed margin around the spots of the eruption)। 'পূঁজযুক্ত ইকজিমায় অনেক চিকিৎসক রাসভেনেনেটা অধিক পছন্দ করেন এবং অনেক গ্রন্থকারও রাসটক্স অপেক্ষা রাসভেনেনেটাকে এতদ্বিষয়ে অধিক উচ্চ স্থান প্রদান করেন কিন্তু উভয় ঔষধের লক্ষণ একই প্রকারের, উভয়েরই পীড়কাগুলি পূঁজযুক্ত। রাসভেনেনেটা সচরাচর নিম্নক্রম ৩য় ডাইলিউসন অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

মিজিরিয়াম—ক্ষতে শক্ত চামড়ার ন্যায় পুরু মামড়ি পড়ে, মামড়িগুলি ফাটিয়া প্রচুর ঘন পীতবর্ণ পূঁজ নির্গত হয়। রাত্রিতে শয্যার উত্তাপে চুলকানি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং আক্রান্ত স্থানের চারি পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়। টিকা (Vaccination) দেওয়ার পর একজিমা হইলে মেজিরিয়ামের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ, স্ক্রুফুলাস ধাতু গ্রস্থ এবং যাহাদিগের পারদের দোষ আছে তাহাদিগেতে এই ঔষধ উত্তম কার্য্য করে।

নাক্সজাগলেন্স—মস্তকের খুলির চর্ম্মে এবং কর্ণের পশ্চাতে প্রকাশ হয়। রাত্রিতে এত অধিক চুলকায় যে, রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না—হস্তের বাহুতে এবং বগলে মামড়িযুক্ত ঘা দেখা যায়।

সোরিনাম—পীড়কাগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং পীড়কাগুলি হইতে মৎস্যের (scaly) আঁশের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ম্মের মামড়ি উঠে ও রাত্রিতে শয্যার উত্তাপে অত্যন্ত অধিক চুলকায়।

গ্র্যাফাইটিস্—ইহার স্রাব চট্‌চটে রসের ন্যায় (পূঁজ নয়)। শরীরের চর্ম্ম অত্যন্ত খস্‌খসে এবং শুষ্ক। ঘর্ম্ম হয় না।

স্থান বিশেষে একজিমার কয়েকটী ঔষধ।

বভিষ্টা—হস্তের চেটোর অপর পৃষ্ঠে হয়। যাহারা পাউরুটি প্রস্তুত করে কিংবা মুদির কার্য্য করে তাহাদিগের মধ্যে ইহা অধিক হইতে দেখা যায়।

ওলিয়েণ্ডার—মস্তকের খুলির চর্ম্মে হয়।

ক্রোটনটিগ—মুখমণ্ডল, লিঙ্গদেশ এবং অণ্ড কোষে অধিক হয়।

অত্যন্ত চুলকায় এবং আক্রান্ত স্থান এত অধিক স্পর্শাধিক্য হয় যে, অধিক চুলকাইতে পারে না।

গ্র্যাফাইটিস্—হস্তের চেটোয় এবং কর্ণের পশ্চাতে অধিক হয়। ইহার স্রাব চট্চটে রসের ন্যায় (স্রাব জলের ন্যায়—ডালকামারা, ক্যান্থারিস্)।

সাইকুটাভিরোসা—পুরুষ লোকের চিবুকে অর্থাৎ দাড়িতে (Chin) হয়।

লাইকোপোডিয়াম—মস্তকের কপালে হয়।

পেট্রোলিয়াম—মস্তকের পশ্চাদ্দেশে (Occiput) এবং শরীরের নানাস্থানে হস্তে, পদে, মস্তকের ত্বকে, স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে ইত্যাদি স্থানেও হয়। প্রত্যেক শীতে বৃদ্ধি হয়, গ্রীষ্ম আসিলে আবার শুষ্ক হইয়া যায়। আক্রান্ত স্থান চির খাইয়া যায় এবং সময় সময় রক্ত বহির্গত হয়।

সিপিয়া—শরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থলের ভাজে ভাজে (Bend) হয়।

নেট্রাম মিউর—গাত্রের লোমকূপের গোড়ালিতে এবং লোমকূপের গোড়ালির চারি ধারে ধারে হয়।

ক্লিমেটিস্—স্কন্ধে এবং মস্তকের পশ্চাতে হয়।

ভাইওলা-ট্রাইকোলা—শিশুদিগের মুখমণ্ডলে অধিক হয়।

ষ্ট্যাফিসাই গ্রিয়া—অক্ষিপুটে অধিক হয়। স্রাব ক্ষয়কারক যেস্থানে স্রাবের স্পর্শ লাগে সেই স্থানই হয় এবং অত্যন্ত চুলকায়।

কর্ণমূল প্রদাহ (Parotitis)—কর্ণমূল প্রদাহের রাসটক্স একটি সর্ব্ব-প্রধান ঔষধ, একমাত্র এই ঔষধেই রোগ অধিকাংশ স্থলে আরোগ্য হইয়া যায়। ঠাণ্ডায়, সন্ধ্যায় এবং প্রাতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। স্যাঁৎসেতে স্থানে শয়ন করিয়া এবং জলে ভিজিয়া হইলে রাসটক্সকেই অব্যর্থ ঔষধ মনে করিবে।

বসন্ত (Variola)—যখন বসন্ত পীড়কাগুলি রক্ত সঞ্চয় হইয়া কৃষ্ণবর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তদসহিত কৃষ্ণবর্ণ উদরাময় বর্ত্তমান থাকিলে রাসটক্স অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza)—রাসটক্সের সর্দ্দির সহিত গলাভ্যন্তরে প্রদাহ এবং স্ফীতি থাকে কিন্তু বিশেষ লক্ষণ—গাত্র বেদনা, সন্ধ্যাকালে এবং

ঠাণ্ডায় রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি না থাকিলে কেবল সর্দ্দির জন্য রাসটক্স অধিক প্রয়োগ হয় না। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু সর্দ্দির সহিত গাত্র বেদনা, অস্থিরতা ইত্যাদি রাসটক্সের পরিচায়ক লক্ষণ সমূহ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

কাশি—কাশি শুষ্ক, বিশেষ কিছু শ্লেষ্মা উঠে না। কাশি সন্ধ্যার পর, ঠাণ্ডা বাতাসে, স্যাঁৎসেতে গৃহে, গাত্রাচ্ছাদন অপসারনে বৃদ্ধি হয়। স্যাঁৎসেতে স্থানে বাস করিয়া কিংবা জলে কাদায় কাজ করিয়া কাশি হইলে সর্ব্বদা রাসটক্সেব বিষয় চিন্তা করিবে। রাসটক্সের কাশি রাত্রির প্রথম ভাগে ১২।১টা পর্য্যন্ত অত্যন্ত অধিক হয়, তৎপর হ্রাস হইয়া আসে অর্থাৎ শেষ রাত্রির দিকে ভাল থাকে ইহা স্মরণ রাখিবে। (শেষ রাত্রিতে কাশি বৃদ্ধি হয়—কেলিকার্ব্ব)

মিজিরিয়াম—সূর্য্যাস্ত হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত কাশি বৃদ্ধি হয়। পারদ কিংবা উপদংশ দোষযুক্ত রোগীতে ইহা অধিক কার্য্য করে।

পালসেটিলা—সন্ধ্যাকালে এবং শয়নে বৃদ্ধি হয়, উপবেশনে উপশম হয়। কাশি প্রায়ই তরল।

সেঙ্গুইনেরিয়া—সন্ধ্যাকালে কাশি বৃদ্ধি হয় কিন্তু উদ্গারে উপশম হয়

হাইওসিয়ামাস্—শয়নে অর্থাৎ বালিসে মস্তক দিলেই কাশি বৃদ্ধি হয়, উঠিয়া বসিলেই উপশম হয়। কাশি শুষ্ক এবং ইহার সহিত প্রায়ই আয়ত উপজিহ্বা (Elongated uvula) বর্ত্তমান থাকে।

হেপার—রোগী অত্যন্ত শীত কাতুরে। ঠাণ্ডা বায়ু আদপেই সহ্য করিতে পারে না, এমন কি গাত্রাচ্ছাদনের ভিতর হইতে হস্ত বাহিরে বহির্গত করিলে কাশির উদ্রেক হয়। এই লক্ষণটি রাসটক্সেরও একটি বিশেষত্ব কিন্তু হেপার সালফার রোগীর ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। ইহা ব্যতীত হেপারের কাশি তরল আর রাসটক্সের কাশি শুষ্ক।

উদরাময় এবং আমাশয়—রাসটক্সের উদরাময়ে দুইটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে যদ্বারা ইহাকে অন্য ঔষধ হইতে চিনিতে অধিক কষ্ট হওয়া উচিত নয় প্রথমতঃ—মল রক্তবর্ণ শ্লেষ্মামিশ্রিত মাংস ধোয়া জলের ন্যায় (Bloody water like washing of meat) দ্বিতীয়তঃ

মলত্যাগকালীন উভয় উরুদেশে ভীষণ ছিন্নবৎ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণায় উরুদেশ খসিয়া যাইতে চাহে। এই দুইটি লক্ষণ ব্যাতিরেকে রাসটক্স প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয় না।

রাসটক্সের মল দেখিতে অনেকটা আমাশয়ের স্থায়। মলত্যাগের সঙ্গে কোঁথানি থাকে কিন্তু মলত্যাগান্তে উরুদেশের যন্ত্রণা এবং কোঁথানি উভয়ই উপশম হয়। প্রথম অবস্থায় মলে দুর্গন্ধ অধিক হয় না কিন্তু যতই রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে দুর্গন্ধও সঙ্গে সঙ্গে ততই বৃদ্ধি হয়। রাসটক্স উদরাময় অপেক্ষা আমাশয়ে যখন অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগে আশানুরূপ ফল হইতেছে না এবং টাইফয়েডে পরিণত হইবার আশঙ্কা হয়, তখনই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু রাসটক্স প্রয়োগকালীন ইহার আনুসঙ্গিক লক্ষণ সমূহ—জলে ভিজিয়া কিংবা স্যাঁৎসেতে ঠাণ্ডা স্থানে বাস করিয়া রোগ হইয়াছে কিনা, গাত্র বেদনা এবং তদসহ অস্থিরতা ও অস্থিরতায় গাত্র বেদনা উপশম হয় কিনা এবং জিহ্বায় লোহিতবর্ণ ত্রিকোণাকৃতি দাগ প্রকাশ পাইয়াছে কিনা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। জিহ্বায় ত্রিকোণাকৃতি লালবর্ণ দাগ রোগ অধিক বৃদ্ধি না হইলে অথবা টাইফয়েডের অবস্থায় না পৌছিলে প্রায় প্রকাশ হয় না। উদরাময় এবং আমাশা ব্যতীত অন্ত্রের প্রদাহ জনিত যে কোন রোগই হউক না টাইফয়েডের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রাসটক্সের বিষয় চিন্তা করা যাইতে পারে।

শিরঃঘুর্ণন এবং শিরঃপীড়া—বৃদ্ধ লোকদিগের শিরঃঘুর্ণনে রাসটক্সের প্রয়োগ দেখা যায়, উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিলেই মস্তক ঘুরিয়া যায়। মস্তক ঘুর্ণনের সঙ্গে শরীরে ভার বোধ লক্ষণ থাকে, মস্তক নাড়াইলে মনে হয় যেন মস্তক আল্‌গা হইয়া রহিয়াছে কিন্তু শিরঃপীড়া মস্তক সঞ্চালন করিলে, চাপিয়া ধরিলে এবং গরম কাপড় জড়াইয়া রাখিলে উপশম হয়। শীতল বায়ুর স্পর্শ লাগিলে কিংবা জলে ভিজাইলে বৃদ্ধি হয়।

চক্ষুরোগ—স্ক্রফুলাস (scrofulous) চক্ষু প্রদাহে চক্ষুর স্বচ্ছাবরকে ক্ষুদ্র পরিসর ফোস্কা (Phlyctenules) প্রকাশ পাইলে রাসটক্স উত্তম কার্য্য করে। ভীষণ আলোকাতঙ্ক বর্ত্তমান থাকে রৌদ্র কিংবা আলোর দিকে তাকাইতে পারে না। চক্ষুর পাতাও সঙ্গে সঙ্গে প্রদাহ হইয়া বুজিয়া যায় এবং চক্ষুর মধ্যে পীতবর্ণ পূঁজের সঞ্চার হয়, চক্ষু খুলিলেই পূঁজ ছিটকাইয়া নির্গত

হইয়া পড়ে। প্রদাহ এবং যন্ত্রণা সমুদায়ই সন্ধ্যার পর হইতে এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়।

বাত কিংবা আঘাত বশতঃ তারকা মণ্ডলের প্রদাহ (iritis) হইলে তাহাতেও রাসটক্স সময় সময় নির্ব্বাচিত হয়। এইরূপ স্থানে চক্ষুর অভ্যন্তর স্থল পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয় এবং যন্ত্রণা চক্ষুর ভিতর দিয়া মস্তকের পশ্চাতে ফুটিয়া বাহির হয়। রাত্রিতে যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক বৃদ্ধি হয় এবং চক্ষু খুলিলে প্রচুর উষ্ণজল নিঃসৃত হয়। কোন কোন স্থলে প্রদাহ হইতে পুঁজের সঞ্চার পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

কর্ণশূল (Otalgia)—কর্ণশূল যন্ত্রণা রাত্রিতে অধিক বৃদ্ধি হয়। কর্ণশূল যন্ত্রণার সহিত অনেক সময় কর্ণমূল বর্ত্তমান থাকে, স্রাব অধিক থাকে না, রক্ত-মাখা জলের ন্যায় স্রাব হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ বধিরতাও থাকে।

চুয়ালের অস্থিচ্যুত—বাতগ্রস্থ রোগীদিগের চুয়ালের সন্ধিস্থলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। চর্ব্বণ করিতে চুয়ালের এত অধিক কষ্ট হয় যে চুয়াল যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে এইরূপ মনে হয়। নিম্ন চুয়াল স্থানচ্যুত হইলে রাসটক্স তাহাতে উত্তম কার্য্য করে।

পক্ষাঘাত—বাতগ্রস্থ রোগীদিগের জলে ভিজিয়া কিংবা স্যাঁৎসেতে স্থানে বাস হেতু কিংবা অত্যধিক পরিশ্রম হেতু পক্ষাঘাত হইলে রাসটক্স তাহার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে। আক্রান্ত স্থান অসাড় এবং আড়ষ্ট বোধ হয়। এক পার্শ্বে বিশেষভাবে দক্ষিণ পার্শ্বেই অধিক হয়। নাড়া চাড়ায় এবং এবং উত্তাপে উপশম বোধ করে।

স্থান বিশেষে পক্ষাঘাতের ঔষধ ঃ—

অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত—জেলসিমিয়াম, ওপিয়ম, কষ্টিকাম, সিপিয়া, রাসটক্স।

মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত—বেলেডোনা, কষ্টিকাম, নক্সভমিকা, ওপিয়ম।

জিহ্বার পক্ষাঘাত—কুপ্রাম, বেলেডোনা, হাইওসিয়ামাস, কষ্টিকাম, প্লাম্বাম।

গলাধঃকরণ যন্ত্রের পক্ষাঘাত—বেলেডোনা, ক্যান্থারিস, জেলসিমিয়াম।

মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত—বেলেডোনা, হাইওসিয়ামাস, ওপিয়ম।

মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশীর পক্ষাঘাত—হাইওসিয়ামাস ওপিয়ম।

শরীরের উর্দ্ধভাগে পক্ষাঘাত—নাক্সভমিকা, রাসটক্স।

হস্তদ্বয়ের পক্ষাঘাত—কুপ্রাম, রাসকটকস।

অঙ্গুলির পক্ষাঘাত—কুপ্রাম, সিকেলি।

শরীরের নিম্নভাগের পক্ষাঘাত—কলচিকম, নক্সভমিকা, প্লাম্বাম।

পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত—প্লাম্বাম।

হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি—(Hypertrophy of Heart) হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধিতে রাসটক্সের যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে কিন্তু রাসটক্সে হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধির সহিত যান্ত্রিক কোন গোল মাল থাকে না। যাহারা শারীরিক ব্যায়াম করে কিংবা কলকারখানায় কামারের কার্য্য করে কিংবা ভারী দ্রব্য উত্তোলন করে তাহাদিগের মধ্যেই এই প্রকার পেশীর বিবৃদ্ধি সচরাচর ঘটিয়া থাকে, এইরূপ অবস্থায় রাসটক্স ব্যতীত আর্ণিকা এবং ব্রোমিয়ামের উল্লেখ দেখা যায়। এই প্রকার রোগে নির্ব্বাচিত ঔষধ কিছু বেশী দিন এমন কি ২।১ সপ্তাহ একাধারে সেবন করান উচিৎ। যেহেতু অধিক দিবস সেবন না করাইলে উদ্ধৃত (surplus) পেশীতন্তু সমূহ (musular fibre) স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আইসে না।

হৃদপিণ্ডের রোগ—রাসটক্সের হৃদপিণ্ডের যান্ত্রিক দোষ যে একেবারে হয় না ইহা বলিতে ইচ্ছা করি না। রাসটক্সে হৃদপিণ্ডের যান্ত্রিক দোষের সহিত বাম হস্তে এবং স্কন্ধে কন্‌কনানি যন্ত্রণা সহ অসাড় ভাব বর্ত্তমান থাকে ইহা ব্যতীত রোগী বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে এবং দুর্ব্বলতা পরিশ্রমের কোনপ্রকার কাজকর্ম্ম করিলে অধিক বৃদ্ধি হয়। যদিও হৃদস্পন্দন অত্যধিক পরিশ্রম করিলে অধিক হয় কিন্তু রাসটক্সে অনেক সময় ইহার বিপরীত দেখা যায় স্থির ভাবে বসিয়া থাকিলেও হয়।

হৃদযন্ত্রের রোগের ঔষধ সমূহ :—

একোনাইট—হৃদপিণ্ডের রোগের সহিত অঙ্গুলিতে ঝিন ঝিন এবং (ting ling) অসাড়ভাব বর্ত্তমান থাকে মনে হয় অঙ্গুলি অসাড় হইয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত এতদ লক্ষণ সহ সর্ব্বদা মানসিক উদ্বিগ্নতা লাগিয়া থাকে।

ক্যালমিয়া—বাম বাহুতে একোনাইটের ন্যায় লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়।

ক্যাক্টাস—হৃদপিণ্ড সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে, প্রসারণ হইতে পারিতেছে না, যেন লৌহবন্ধনী দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছে এইরূপ বোধ। চলাফেরা এবং বামপার্শ্বে শয়নে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি হয় ও বাম বাহু অসাড় বোধ হয়।

পালসেটিলা—প্রায়ই হৃদপিণ্ডের দক্ষিণ কোষের বিবৃদ্ধি এবং প্রসারণের (dilatation or hypertrophy of the right ventricle) সহিত হস্তের কনুইতে অসাড় ভাব বর্ত্তমান থাকে।

সিমিসিফিউগা—বাহু যেন শরীরের সহিত জোরে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে এইরূপ বোধ।

ফাইটোলেক্কা—ইহাতে শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হয়। কাজে কাজেই দক্ষিণ বাহুতে একোনাইট এবং ক্যালমিয়ার ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ক্রেটেগাস ওক্সীকেন্থা—যে কোনপ্রকার হৃদপিণ্ডের রোগ হউক যদি শ্বাসকষ্ট, ভীষণ হৃদপিণ্ডের যাতনা, হৃদস্পন্দন, পদদ্বয়ের স্ফীতি ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ইহাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিবে। অনেকে ইহাকে একমাত্র ঔষধ বলেন। সচরাচর মূল অরিষ্ট ব্যবহার হয়।

স্পাইজেলিয়া—ভীষণ হৃদস্পন্দন, যন্ত্রণা এবং শ্বাসকষ্ট থাকে। যন্ত্রণা বাম বাহুতে বিস্তারিত হয়। রোগী কেবল দক্ষিণ পার্শ্বে কিংবা মস্তক অধিক উঁচু করিয়া শয়ন করিতে পারে। স্পাইজেলিয়া এবং ক্যালমিয়া হৃদপিণ্ডের বাতের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহারা নিম্নক্রম অথবা মূল অরিষ্ট অধিক ব্যবহার হয়।

আইওডিন—হৃদপিণ্ড যেন পিশিয়া ফেলিতেছে এইরূপ বোধ।

লিলিয়াম টাইগ্রিন্নাম—হৃদপিণ্ড একবার চাপিয়া ধরিতেছে আবার ছাড়িয়া দিতেছে এই প্রকার বোধ।

ল্যাকেসিস্—নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পর হৃদপিণ্ড সঙ্কুচিত হইতেছে এইপ্রকার ভাব এবং রোগী তদহেতু গাত্রাচ্ছাদন সমুদায় ফেলিয়া দেয়। কোনপ্রকার সামান্ত গাত্রাচ্ছাদনও গাত্রে রাখিতে পারে না, অস্বস্থি বোধ করে।

আর্সেনিক—চলাফেরা কালীন হৃদপিণ্ড সঙ্কুচিত হইতেছে কিংবা চাপিয়া ধরিতেছে এইরূপ বোধ।

ডিজিটালিস্—নড়াচড়া করিলে হৃদপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইয়া যাইবে এইপ্রকার আশঙ্কা।

জেলসিমিয়াম—ডিজিটালিসের বিপরীত অর্থাৎ নড়াচড়া না করিলে হৃদপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইবে এইরূপ বোধ।

লোবেলিয়া—নড়াচড়া করিলেও স্থগিত হইবে এবং না করিলেও স্থগিত হইবে এইরূপ বোধ।

জ্বর।

সময়—মধ্যাহ্ন সময় ব্যতীত আর সকল সময় হইতে পারে, কিন্তু সন্ধ্যা ৭।৮টাই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব, এই সময় জ্বর আসিলে সমস্ত রাত্রি ভোগ থাকে।

কারণ—অত্যন্ত উত্তাপ কিংবা ঘর্ম্মাক্ত শরীরে ঠাণ্ডা লাগিয়া কিংবা জলে বৃষ্টিতে ভিজিয়া, স্যাঁৎসেতে স্থানে শয়ন করিয়া, সিক্ত বস্ত্রে থাকিয়া, পুনঃ পুনঃ নদীতে স্নান করিয়া কিংবা সাঁতার কাটিয়া জ্বর উৎপন্ন হয় অর্থাৎ রাসটক্সের জ্বরের ঠাণ্ডাই প্রধান কারণ।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—হাই উঠে, হস্তপদ সমুদায় শরীর বেদনা হয় ও কামড়ায়, শুষ্ক বিরক্তিজনক কাশি শীত অবস্থার পূর্ব্বে আরম্ভ হয় এবং শীত অবস্থা পর্য্যন্ত থাকে। ইহা রাসটক্সের জ্বরের একটী বিশেষ পরিজ্ঞাপক

লক্ষণ। ডাক্তার ডানহাম এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

শীত অবস্থা—জল তৃষ্ণা বিশেষ কিছুই থাকে না। শীত শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রথমে আরম্ভ হয় এবং সেই পাশের হস্তপদ প্রথমে অত্যন্ত শীতল হয়, তৎপর সমুদয় শরীর শীত হইতে থাকে। সন্ধ্যা ৭টা ৮টায় অত্যন্ত শীত হইয়া জ্বর আইসে, শরীর এত অধিক শীতল হয়, মনে হয় সমুদয় শরীরে যেন কেহ বরফ জল ঢালিয়া দিয়াছে কিংবা রক্ত যেন শীতল হইয়া গিয়াছে,—এইরূপ অবস্থায় জল পান করিলে শীত আরও অধিক বৃদ্ধি হয়। শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশি হইতে থাকে। (শুষ্ক কাশি বুকে যন্ত্রণা হয়—ব্রাইওনিয়া) সমুদয় শীত অবস্থাবধি ইহা থাকে। অত্যন্ত অস্থির একবার এপাশ একবার ওপাশ এইরূপ ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। (সকল অবস্থাতেই অস্থির—আর্সেনিক) গাত্র হইতে কাপড় ফেলে না, যথেষ্ট কাপড় দিলে শরীর উষ্ণ হয় এবং শীতভাব কাটিয়া যায় (গাত্রাচ্ছাদন যথেষ্ট দিলেও শীতভাব কাটে না—নক্সভমিকা।) রাসটক্সে সর্ব্বদা শীতভাব প্রকাশ থাকে না, সন্ধ্যা ৭।৮টায় গাত্র বেদনা হইয়া জ্বর আইসে এবং এই অবস্থা আমরা অধিক সময় দেখিতে পাই। যদিও নাক্সভমিকার জ্বরের সময় সন্ধ্যা ৬টা, তথাপি ৭।৮টায় প্রবল শীত হইয়া জ্বর আসিলেও অনেক সময় নাক্সভমিকার কথা মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। নাক্সভমিকায় গাত্র বেদনা থাকে না, রাসটক্সে গাত্র বেদনা অত্যন্ত প্রবল থাকে। নাক্সভমিকার রোগী স্থির হইয়া গাত্রাচ্ছাদন জড়াইয়া পড়িয়া থাকে, নড়াচড়া করিলেই শীত বোধ হয়, রাসটক্স রোগী শরীরের যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে নড়াচড়া করিলে গাত্র বেদনার উপশম হয়। নাক্সভমিকার জ্বর পাকাশের গোলযোগ হইতেই অধিকাংশ সময় উপস্থিত হয়, রাসটক্সের জ্বর ঠাণ্ডা লাগিয়া অধিকাংশ সময় উপস্থিত হয়। নাক্সভমিকার রোগী খিট্‌খিটে বদরাগী, রাসটক্স রোগী শান্ত মিষ্টভাষী। নাক্সভমিকায় জিহ্বা অত্যন্ত শ্বেত কিংবা পীত লেপাবৃত, রাসটক্সের জিহ্বা ঈষৎ লাল এবং লাল ত্রিকোণাকৃতি দাগযুক্ত। নাক্সভমিকা রোগীতে

গাত্রাচ্ছাদন দিলেও শীত কাটে না—রাসটক্স রোগীতে গাত্রাচ্ছাদন দিলে শীত কাটে।

দাহ অবস্থা—জল পিপাসা থাকে কিন্তু খুব বেশী থাকে না। ভীষণ উত্তাপ হয়, সমস্ত শরীর অগ্নিবৎ উষ্ণ হইয়া উঠে। দাহ অবস্থায় কাশি কিছুমাত্র থাকে না কিন্তু দাহ অবস্থায় সমুদায় গাত্রময় আমবাত প্রকাশ হয় এবং ভীষণ চুলকায়। (শীত অবস্থা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমবাত প্রকাশ হয় —এপিস। শীত অবস্থায় পূর্ব্বে এবং সময়ে আমবাত প্রকাশ হয়—হেপার। কেবল দাহ এবং ঘর্ম্মাবস্থায় আমবাত প্রকাশ হয়—রাসটক্স। কেবল দাহ অবস্থায় আমবাত প্রকাশ হয়—ইগ্নেসিয়া)। রোগী ভয়ানক অস্থির ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে এক অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না, নড়াচড়ায় উপশম বোধ করে। ডাক্তার পিয়ার্সন বলেন আমবাত অত্যন্ত ভীষণরূপ হয়, চাকা চাকা হইয়া উঠে এবং সমুদয় গাত্রময় প্রকাশ পায় এমন কি হাতের চেটো পায়ের তলা পর্য্যন্ত বাকি থাকে না, রোগী অস্থির হইয়া উঠে।

ঘর্ম্মাবস্থা—প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, ঘর্ম্মেতে রোগী দুর্ব্বল বোধ করে না, আমবাত এবং চুলকানি ঘর্ম্মের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অবসান হইয়া যায়। ঘর্ম্মকালীন রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে (পডফাইলাম)। ঘর্ম্মে গাত্র বেদনা হ্রাস হয় না। (গাত্র বেদনা হ্রাস হয় নেট্রাম—মিউর)। মুখমণ্ডল ব্যতীত সমুদায় গাত্রময় ঘর্ম্ম হয়, অথবা সমুদায় গাত্র ব্যতীত মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম হয়।

জিহ্বা—শুষ্ক, লাল ত্রিকোণাকৃতি দাগযুক্ত। শীতল দুগ্ধ অথবা জল পান করিতে ইচ্ছা করে। জিহ্বার স্বাদ তিক্ত। জ্বরের বিচ্ছেদ অবস্থায় উপর ঠোঁটে জ্বর ঠোঁট (Hydroa) প্রকাশ পায়। (নেট্রাম মিউর)

টাইফয়েড জ্বর—রাসটক্স টাইফয়েড জ্বরের একটী অতি বৃহৎ এবং প্রাচীন ঔষধ কিন্তু রাসটক্সের অবস্থা সর্ব্বপ্রথমেই প্রকাশ হয় না। সচরাচর ব্রাইওনিয়া, জেলসিমিয়াম ইত্যাদি ঔষধের পর ইহার অবস্থা উপস্থিত হয়। রাসটক্স রোগী শান্ত মিষ্টভাষী প্রকৃতির। রাসটক্সের টাইফয়েডে যে প্রলাপ উপস্থিত হয় তাহাতে কোন প্রকার উগ্রতা থাকে না শান্ত স্থিরভাবে বিড় বিড় করিতে থাকে, ইহাকে প্রকৃত প্রলাপ অবস্থা

বলা না যাইতেও পারে। যদিও কখন কখন ভীষণ উগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু তাহা রাসটক্স রোগীর স্বাভাববিরুদ্ধ এবং কদাচিৎ হয়। রাসটক্স রোগীতে শারীরিক অস্থিরতা যে প্রকার প্রবল থাকে—দেখিলে অনেক সময় আর্সেনিকের কথা স্মরণ হয়। রোগী ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, স্থিরভাবে থাকিতেই পারে না, কখন যদি স্থির ভাবে থাকিতে দেখা যায় তাহা সম্পূর্ণ দুর্ব্বলতা জনিত জানিতে হইবে। ইহা ব্যতীত রোগী অবাস্তব বস্তুর কল্পনা করে মনে করে কেহ তাহাকে বিষপান করিয়া মারিয়া ফেলিবে এতদ্ কারণ বশতঃ কোন প্রকার ঔষধ কিংবা খাদ্য দ্রব্য দিলেও গ্রহণ করিতে চায় না। যতই এই প্রকারে দিনের পর দিন যাইতে থাকে ক্রমশঃ আচ্ছন্নতা (stupor) আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কথাও হ্রাস হইয়া আইসে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর ভাল মত দেয় না অথচ কোন অবস্থাতেই কোন প্রকার উগ্রতার লক্ষণ প্রকাশ থাকে না। সুনিদ্রা হয় না, নিদ্রাও অস্থিরতা পরিপূর্ণ, নিদ্রাতে শ্রমজনক কার্য্যের—যেন বৃক্ষে আরোহণ করিতেছে, নদীতে সাঁতার কাটিতেছে, নৌকা চালাইতেছে এই প্রকার নানাবিধ স্বপ্ন দেখে। রাসটক্সের টাইফয়েডে প্রথম হইতেই উদরাময় বর্ত্তমান থাকে, মল পীতাভ কটাবর্ণ অথবা সবুজ বর্ণের অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। দক্ষিণ কুক্ষি এবং প্লীহা প্রদেশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়, হস্ত দ্বারা টিপিলে অঙ্গুলিতে গুড় গুড় শব্দ পাওয়া যায়, মল মূত্র নিদ্রিত অবস্থায় অনেক সময় অসাড়ে ত্যাগ করে। রোগী মস্তকে, কোমরে এবং গাত্রে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে, সময় সময় শিরঃপীড়া হেতু নাসিকা হইলে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব হয় এবং রক্তস্রাবে শিরঃপীড়ার উপশম হয় বটে। শরীরের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক থাকে এবং গাত্রত্বক শুষ্ক ঘর্ম্মহীন। যদি ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাহা যথেষ্টই হয় এবং তাহাতে অম্ল গন্ধ থাকে ও তদসহিত ঘামাচি সদৃশ ক্ষুদ্র লাল লাল পীড়কা সর্ব্ব শরীরময় প্রকাশ পায়। জিহ্বার অবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়া আইসে, জিহ্বা ঘোর কটাবর্ণ (deep brown) এবং শুষ্ক ও জিহ্বাগ্রে লোহিত ত্রিকোণাকৃতি দাগ প্রকাশ হয়। টাইফয়েডে রাসটক্সের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ হইতেছে—শারীরিক অস্থিরতা, গাত্র বেদনা, পেট ফাঁপা, উদরাময়, দক্ষিণকুক্ষি এবং প্লীহা প্রদেশের স্পর্শাধিক্যতা, ঘোর আচ্ছন্নতা (stupefaction) জিহ্বার শুষ্কতা এবং জিহ্বার অগ্রভাগে

লোহিত ত্রিকোণাকৃতি দাগ, ইহা ব্যতীত রাসটক্সের বৃদ্ধি সন্ধ্যার পর হইতেই অধিক হয়। অনেক সময় দেখা যায় টাইফয়েডের সহিত ফুসফুস প্রদাহও (Pneumonia) উপস্থিত হয় এবং তদ্‌হেতু গয়েরে রক্তের রেখা বর্ত্তমান থাকে এবং কাশি শুষ্ক অবস্থা হইতে ক্রমশঃ তরলে পরিণত হয়।

টাইফয়েডের সহিত নিউমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ Pneumo Typhus হইলে রাসটক্সকে চিন্তা করিতে ভুলিবে না, এতদ্বিষয়ে ইহাকে অনেকে অতি উচ্চস্থান প্রদান করে।

ফস্‌ফরাস ঃ—নিউমোনিয়ার উপসর্গ রাসটক্সে হ্রাস না হইলে এবং যখন উদরাময় চলিতে থাকে এইরূপ অবস্থায় ফসফরাস উত্তম কার্য্য করে। মল পীতবর্ণ এবং রক্তের রেখাযুক্ত অনেকটা মাংস ধোয়া জলের ন্যায়। শুষ্ককাশি, বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ বোধ, বামদিকে শয়নে এবং সন্ধ্যা হইতে কাশি বৃদ্ধি ইত্যাদি ফসফরাসের লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ফসফরাস প্রয়োগ করিবে। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ফস্‌ফরাস Pneumo Typhusএ রাসটক্সের পূর্ব্বে কদাচিত ব্যবহার হয়। রাসটক্সে সুবিধাজনক কার্য্য না হইলেও ফসফরাসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে (Phosphorous is hardly ever indicated, though it may be, before Rhustox, follows it well if latter remedy connot control the pneumonic manifestations—Nash).

আর্সেনিক ঃ—যখন উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও রোগ ক্রমশঃ অধিকতর বৃদ্ধি হইতে থাকে তখন আর্সেনিকের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ, Drug Pathogenesis গ্রন্থে দেখা যায় টাইফয়েডের সকল অবস্থাতেই আর্সেনিকের অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য রহিয়াছে, এত অধিক আর কোন ঔষধে আছে বলিয়া মনে হয় না। এতদ্ হেতুই টাইফয়েড রোগের বিশেষজ্ঞগণ আর্সেনিককে টাইফয়েডের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, ইহা কতদূর যুক্তি সঙ্গত তাহা সন্দেহের বিষয়। এই বিষয়ে ডাক্তার ন্যাসের টাইফয়েড গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি প্রথম জীবনে এইরূপ চিকিৎসা করিয়া কি প্রকার বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি একবার একস্থলে দেখেন জনৈক ডাক্তার রোগের প্রথম হইতেই আর্সেনিক একাধারে প্রয়োগ করিতেছিলেন যদিও তদ্দ্বারা রোগ আরোগ্য হইয়াছিল বটে কিন্তু রোগীকে অযথা অনেকদিন পর্য্যন্ত ভুগিতে হইয়াছিল (I saw such a

case in cousulation with a Jersey city Physician who was holding his patient down with Arsenic 3rd in oft repeated doses, the patient a strong young man, after a very long sickness recovered, I think it a bad treatment instead.)

ফ্যারিংটনও বলেন বিশেষ লক্ষণ না পাইলে প্রথমে যেন আর্সেনিক ব্যবহার করা না হয়। তিনি এইস্থানে বলিতেছেন নব্য শিক্ষার্থীরা চিন্তা না করিয়া অনেক সময় টাইফয়েডের প্রথম অবস্থাতেই আর্সেনিক প্রয়োগ করিয়া বসেন, তাহাতে অত্যন্ত বিষময় ফল উৎপন্ন হয় এবং বিপদকে ডাকিয়া আনা হয়। আর্সেনিকে তিনটী বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইতেছে—অবসন্নতা, অস্থিরতা এবং অন্তর্দাহ (prostration, restlessness and anguishness of mind)। প্রথম হইতেই রোগী ভীষণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া আইসে কিন্তু তথাপি রোগীর মানসিক অস্থিরতার প্রবলতা কার্য্যতঃ কিছুই হ্রাস হয় না, দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত রোগী অধিক এপাশ ওপাশ কিংবা ছটফট্ করিতে পারে না বটে কিন্তু তথাপি পদদ্বয়ের এবং হস্তদ্বয়ের সঞ্চালনের বিরাম থাকে না। রোগী উঠিতে চায় কিংবা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে চায় কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ পারে না। (constantiy moving hand and limbs while trunk lies still on account of too great weakness.

রাসটক্সেও আর্সেনিকের ন্যায় শারীরিক অস্থিরতা রহিয়াছে কিন্তু রাসটক্স রোগী আর্সেনিকের ন্যায় তত দুর্ব্বল নয়। ইহা ব্যতীত রাসটক্স রোগী সঞ্চালনে গাত্র বেদনা উপশম বোধ করে, আর আর্সেনিক রোগী সঞ্চালনে অধিক দুর্ব্বলতা বোধ করে। রাসটক্স রোগীর শারীরিক অস্থিরতা যে প্রকার অধিক বিশেষত্ব; আর্সেনিক রোগীর মানসিক উদ্বিগ্নতা সেইপ্রকার বিশেষত্ব জানিবে। রোগী জীবনের প্রতি হতাশ হইয়া পড়ে সে মনে করে, এ যাত্রা আর বাঁচিবে না, শমন যেন তাহার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আর্সেনিকের এত অধিক অবসন্নতা এবং উদ্বিগ্নতার মধ্যে বিরক্তি ভাব, উত্তেজনা এবং ক্রোধ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে ইহাও আর্সেনিকের টাইফয়েডের একটি বিশেষ লক্ষণ। জিহ্বার অবস্থা যদিও

অনেকটা রাসটক্সের ন্যায় শুষ্ক, চিরযুক্ত (cracked) ফাটা এবং লাল, কিন্তু আর্সেনিকের জিহ্বা এবং মুখ বিবর ক্রমশঃ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসিতে থাকে এবং ভীষণ পিপাসা থাকে, পুনঃ পুনঃ জল পান করে। রাসটক্সে পিপাসা অধিক দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত আর্সেনিকে উদরে এবং গাত্রে অগ্নিবৎ জ্বলন থাকে এবং উদরাময়ের মল জলবৎ তরল কটাবর্ণ কিংবা রক্তমিশ্রিত এবং ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত। রাসটক্সের সমুদায় রোগ সন্ধ্যার পর হইতেই যেমন বৃদ্ধি হয়, আর্সেনিকের সমুদায় রোগ মধ্য রাত্রি ১২টা ১টা হইতে সেইপ্রকার বৃদ্ধি হয়।

মিউরেটিক এসিড—ইহা কার্ব্বভেজের সমকক্ষ ঔষধ। ইহার অবসন্নতা এত ভীষণ যে রোগী শয্যায় এক অবস্থায় স্থিরভাবে থাকিতে পারে না, মস্তক বালিস হইতে পদদ্বয়ের দিকে গড়াইয়া আইসে। যতই মস্তক বালিসে চাপাইয়া দেওয়া হউক, ক্রমশঃ মস্তক নিম্ন দিকে আসিতে থাকে (slides down towards the foot of the bed) এই লক্ষণটী এই ঔষধের বিশেষ পরিজ্ঞাপক। জিহ্বা চর্ম্মের ন্যায় শুষ্ক এবং সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষুদ্র আকারে পরিণত হয়, চুয়াল পড়িয়া যায়, জিহ্বা আংশিক পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয় এবং মলমূত্র অসাড়ে নির্গত হইতে থাকে। মল রক্তযুক্ত এবং ভীষণ পুতিগন্ধময়। পচন লক্ষণ ইহাতে অত্যন্ত প্রবল থাকে।

হাইওসিয়ামাস—অত্যন্ত সন্ধিগ্ধচিত্ত কেহ বিষ প্রয়োগ করিয়া মারিয়া ফেলিবে, এই লক্ষণটী রাসটক্স অপেক্ষা হাইওসিয়ামাসে অত্যন্ত প্রবল। ইন্দ্রিয়ের চেতনা শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকিতে থাকে। বিছানা এবং কাপড় খুঁটে ও নানাপ্রকার অবাস্তব বস্তু দর্শন করিয়া তাহা ধরিবার জন্য শূন্যে হস্ত বাড়াইতে থাকে। (Picking of the bed clothes and reaching hands into the empty air as if to catch something)। মলমূত্র সমুদায় বন্ধ হইয়া যায় কিংবা অসাড়ে হইতে থাকে। থাকিয়া থাকিয়া পেশীর আকুঞ্চন (twitching) হয়। মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং দন্ত শর্করা (Sordes on teeth) প্রকাশ পায়। হাইওসিয়ামাস Cerebral typhoidএর (অর্থাৎ যখন মস্তিষ্ক অধিক আক্রান্ত হয়) উত্তম ঔষধ। হাইওসিয়ামাসকে আচ্ছন্নতা বিষয়ে (Stupor) ওপিয়মের পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

ব্যাপ্টিসিয়া—ইহাতেও রাসটক্সের ন্যায় গাত্র বেদনা এবং শারীরিক অস্থিরতা অনেকটা যদিও থাকে কিন্তু ব্যাপ্টিসিয়া রোগী আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এইপ্রকার ভ্রম দর্শন করে এবং তাহা এক স্থানে একত্র করিবার জন্য শয্যার চারিদিকে হাতড়াইতে থাকে ও শয্যা কঠিন মনে করিয়া ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করে। রাসটক্সের শারীরিক অস্থিরতা এবং ব্যাপ্টিসিয়ার শারীরিক অস্থিরতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির—রাসটক্স রোগী সকল সময়ই এপাশ ওপাশ করে, তাহাতে উপশম বোধ করে ; আর ব্যাপ্টিসিয়া রোগী থাকিয়া থাকিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, অঙ্গ এবং হস্ত পদাদির সঞ্চালন রাসটক্সের ন্যায় তত অধিক করে না। একস্থানে কিছুক্ষণ শয়নে গাত্র বেদনা অধিক অনুভব হয়, অথচ রোগী শয্যা শক্ত বোধ করিয়া কোমল স্থানের জন্য পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে থাকে (The parts rested upon feel sore and bruised—arnica) ইহা ব্যতীত ব্যাপ্টিসিয়া রোগীর মুখমণ্ডল দেখিলে রাসটক্সের সহিত ভ্রম হইবার সম্ভাবনা ঘুচিয়া যায়। মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ এবং চেহারা নেশাখোরের ন্যায়, দেখিলে মনে হয়, কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিয়াছে, বিঘোর হতবুদ্ধি ভাবাপন্ন (Stupid, besotted, drunken expression)। মলমূত্র এবং ঘর্ম্ম যাবতীয় স্রাবই অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং মলের রং প্রায়ই কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ অপরিষ্কার, রোগী তন্দ্রা অবস্থায় পড়িয়া থাকে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে দিতেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। জিহ্বা শুষ্ক এবং প্রথমতঃ শ্বেত লেপাবৃত থাকে ক্রমশঃ কটাবর্ণ হইয়া মধ্যস্থলে কাল রেখা প্রকাশ পায় (Black streak through the middle of the tongue) তৎপর রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চির খাইয়া ক্ষত উৎপন্ন হয়। ব্যাপ্টিসিয়ায় জিহ্বার মধ্য স্থলে "কাল রেখাযুক্ত দাগ" বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ জানিবে।

আর্নিকা—এই ঔষধটির সহিত ব্যাপ্টিসিয়ার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয় ঔষধেরই রোগী তন্দ্রাযুক্ত, উভয় ঔষধেই রোগী শয্যা কঠিন বোধ করে, উভয় ঔষধেই রোগী কথার উত্তর দিতে দিতেই তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে এবং উভয় ঔষধেই জিহ্বার লক্ষণ একই প্রকার কিন্তু আর্নিকা রোগীতে (apathy) ঔদাসীন্যভাব অত্যন্ত অধিকরূপ বর্ত্তমান থাকে, ইহা ব্যতীত কাল-শিরা (Suggilations) এবং শয্যাক্ষতও প্রকাশ পায়। আমার মনে হয় আর্নিকার অবস্থা প্রায়ই ব্যাপ্টিসিয়া পরে উপস্থিত হয়।

আর্নিকা রোগীরও মল মূত্র আসড়ে হয় এবং শরীরের ঊর্দ্ধ ভাগ উষ্ণ, নিম্নভাগ শীতল থাকে।

আর্ণিকার টাটানি গাত্র বেদনাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ এবং গাত্র বেদনায় ব্যাপ্টিসিয়া হইতে ইহাকে পৃথক করা অত্যন্ত কঠিন কারণ উভয়েরই গাত্র বেদনা প্রায় একই প্রকার কিন্তু যে স্থলে রোগের কারণের সহিত অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমের কোন প্রকার সংশ্রব থাকে অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম যদি রোগের কারণের কোন অংশ হইয়া থাকে, সেইরূপ স্থলে আর্নিকা এবং ব্যাপ্টিসিয়ার মধ্যে আর্নিকাকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

এসিডফস—দুর্ব্বলতা এবং উদাসীনতা অত্যন্ত ভীষণরূপ বর্ত্তমান থাকে, দেখিলে বোধ হয়, কোন জ্ঞানই নাই; যেন জড়বস্তু পড়িয়া রহিয়াছে, কোনপ্রকার অস্থিরতা কিংবা সজীবতার লক্ষণ কিছুমাত্র থাকে না। সময় সময় বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্টভাবে আপন মনে মনে প্রলাপ বকে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ধীরে ধীরে সঠিক উত্তর দেয়, কিন্তু কথা শেষ হইতে না হইতেই রোগী পুনরায় আচ্ছন্নতায় মগ্ন হইয়া পড়ে। জলবৎ তরল যন্ত্রণা শূন্য উদরাময় এবং পেটফাঁপা থাকে, মল সাদা কিংবা অতি সামান্য রং যুক্ত, ইহা ব্যতীত কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব কিংবা শ্লেষ্মা মিশ্রিত রক্ত উদরাময়ও হয়, যাহারা অত্যধিক স্ত্রী সহবাস কিংবা হস্তমৈথুন করে সেই প্রকার লোকের প্রতি ইহা অধিক কার্য্য করে।

কার্ব্বভেজ—আর্সেনিক প্রয়োগে আশানুরূপ ফল না হইলে এবং রোগ ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, কার্ব্বভেজ এবং মিউরেটিক এসিডের বিষয় চিন্তা করিবে। ইহারা রোগের চরম অবস্থার মহৌষধ যখন রোগীর জীবনী-শক্তি শূন্য হইয়া আসিতেছে, সর্ব্ব শরীর হিমাঙ্গ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে, সমুদায় যন্ত্রই অবসাদ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, দুর্গন্ধযুক্ত মলমূত্র অসাড়ে নির্গত হইতেছে, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, নাড়ী লুপ্ত প্রায় হইয়াছে, চেতনা শক্তি শূন্য প্রায় হইয়াছে। বাতাসের জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, মুখমণ্ডল ওষ্ঠদ্বয় জিহ্বা এবং নখাগ্র, নীলবর্ণ হইয়া আসিয়াছে। ঊর্দ্ধ শ্লেষ্মায় গলায় ঘড় ঘড়ানি শব্দ হইতেছে, মুখমণ্ডল চুপ্‌সিয়া গিয়াছে। চক্ষু কঠোরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। চেহারা মৃতবৎ ফ্যাকাসে হইয়াছে, নিম্নোদর ফাঁপিয়া ঢাকের মত হইয়াছে, শরীরের প্রান্ত

দেশ সমূহ বরফের ন্যায় শীতল হইয়াছে, শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম হইতেছে অর্থাৎ যখন রোগীর শেষ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে—আত্মীয় স্বজন জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছে, চোখের জল মুছিতেছে এইরূপ ভয়াভয় অবস্থায় কার্ব্বভেজ মৃতসঞ্জীবনী সুধারূপ কার্য্য করে। অনেক স্থলে দেখিয়াছি রোগীকে মৃত ভাবিয়া গৃহের প্রাঙ্গনে বাহির করিয়াছে কিন্তু এই সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়া রোগীর নবজীবন লাভ হইয়াছে।

অস্থিরতার সমগুণ ঔষধ সমূহ ঃ—

আর্সেনিক—অন্তর্দাহ এবং রোগের প্রবলতায় অস্থির। রোগী এক স্থানে থাকিতে পারে না। অনবরত ছট্‌ফট করে—একবার শয্যায় শয়ন করে, আবার উঠিয়া বসে, আবার চেয়ারে গিয়া বসে, আবার মাটিতে গড়াগড়ি দেয়—এইরূপ করিতে থাকে, আর্সেনিকের অস্থিরতা সাধারণতঃ দ্বিপ্রহর ১২টা হইতে ২টা অথবা রাত্রি ১২টা হইতে ২টায় বৃদ্ধি হয় এবং পুনঃ পুনঃ পরিমাণে অল্প অল্প জল পান করে।

একোনাইট—প্রদাহিক রোগ বশতঃ অস্থির। রোগী অত্যন্ত ছটফট করে—শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, মূহুর্ত্ত বিরাম নাই। মৃত্যুভয়ে শশঙ্কিত। সঙ্গে প্রবল জ্বর গাত্রোত্তাপ এবং পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণ জল পান করে।

রাসটক্স—গাত্র বেদনা হেতু অস্থির। সঞ্চালনে গাত্র বেদনা উপশম হয় তদহেতু রোগী সর্ব্বদা শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে।

আর্নিকা—সমুদায় গাত্রময় বেদনা তদহেতু রোগী ভ্রমে শয্যাশক্ত মনে করিয়া অনবরত স্থান পরিবর্ত্তন করে।

ব্যাপ্টিসিয়া—যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বে—অধিক বেদনা বোধ করে (The parts rested upon feels sore and bruised) অথচ রোগী শয্যাশক্ত মনে করিয়া শয্যায় এপাশ ওপাশ করে। আর্ণিকা রোগী শয্যায় এক স্থানে কিছুক্ষণ শয়ন করিয়া আর এক স্থানে শয়ন করে আবার সে স্থান হইতে আর এক স্থানে যায়—এইরূপ করে—যে হেতু রোগী শয্যাশক্ত মনে করে। ব্যাপ্টিসিয়া রোগী এক কাৎ হইতে আর এক কাতে ফিরিয়া শয়ন করে, এক স্থাম হইতে আর এক স্থানে যাইয়া শয়ন অধিক করে না যে

হেতু রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে সেই পার্শ্বে অধিক বেদনা বোধ করে। এইরূপ অবস্থা অধিকাংশ সময় টাইফয়েডে প্রকাশ পায়।

ক্যামোমিলা—সামান্য যন্ত্রণাতেই কাতর এবং তদহেতু ভীষণ অস্থির হয়। মাগো বাবাগো চীৎকার করিতে থাকে। ক্যামোমিলা রোগীর যন্ত্রণা সহ্য করিবার ক্ষমতা অত্যন্ত কম। ক্যামোমিলার সহিত রাসটক্সের কতক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়—উভয় ঔষধেই যতক্ষণ সঞ্চালন করা যায় ততক্ষণ রোগী উপশম বোধ করে এবং উভয় ঔষধেরই যন্ত্রণার সহিত অসাড়তা বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ক্যামোমিলা রোগী অত্যন্ত খিট্ খিটে এবং রাগী আর রাসটক্স রোগী শান্ত মিষ্টভাষী এতদ্ব্যতীত ক্যামোমিলা স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় আর রাসটক্স বাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ফসফরাস—ইহাও রাসটক্সের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির, চুপ করিয়া এক অবস্থায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। রাসটক্স রোগী গাত্র বেদনা হেতু নাড়াচাড়ায়—উপশম পায় কিন্তু ফসফরাসে গাত্রে বেদনা থাকে না এবং নড়াচড়ায় উপশমও পায় না। ফসফরাস রোগীর অস্থিরতা অনেকটা গাত্রদাহ অথবা স্নায়ু মণ্ডলীর রোগ হইতে প্রকাশ পায়।

জিঙ্কাম মেটালিকাম—ইহার অস্থিরতা পদদ্বয়ে প্রকাশ পায়, অনবরত একটি কিংবা দুইটি পা নাড়িতে থাকে।

কেলিব্রোমেটাম—ইহাতে অনবরত হাত কিংবা আঙ্গুল নাড়িতে থাকে।

স্কার্লেট ফিবার—(আরক্ত জ্বর) আমাদের দেশে এই রোগ অধিক দেখা যায় না। ইহা হাম বসন্তের ন্যায় অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি। স্কার্লেটিনায় কেহ কেহ রাসটক্সকে বেলেডোনা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ ঔষধ বলেন। রাসটক্সের স্কার্লেটিনায় যে ঘামাচি সদৃশ ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায় তাহা প্রায়ই ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং অত্যন্ত চুলকায়, ইহা ব্যতীত শারীরিক যন্ত্রণা, অস্থিরতা এবং সঞ্চালনে গাত্র বেদনার উপশম ও জিহ্বাগ্রে ত্রিকোণাকৃতি লাল দাগ, কর্ণমূল প্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ বর্ত্তমান থাকে। বেলেডোনার পীড়কাগুলি রক্তবর্ণ পরিষ্কার লাল, চক্ষু মুখ-মণ্ডল মস্তক রক্তাধিক্য এবং রোগী নিদ্রিত অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া উঠে।

মাটিতে পা ফেলিতেই পারিতেন না, অথচ কয়েক বার ধীরে ধীরে চলা ফেরা করিতে করিতে আর যন্ত্রণা বোধ থাকিত না—এবং তখন তিনি স্বাভাবিক ভাবে অনেকটা হাঁটিতে পারিতেন। প্রায় তিন মাস যাবৎ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়া বিশেষ ফল না পাইয়া আমাকে ডাকাইয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করেন, আমি উক্ত লক্ষণ সমুহ শুনিয়া সর্ব্বপ্রথম রাসটক্স ৩০ ক্রম প্রত্যহ ২ বার সেবন করিতে দিয়া ৩ দিবস পর সংবাদ দিতে বলি। রাসটক্সে তিনি অনেকটা উপকৃত হন। তৎপর ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব দেওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন।

নাক্সভমিকা।

ইহার বাঙ্গালা নাম কুচিলা। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ মেদিনীপুর, উড়িষ্যা ইত্যাদি অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই ঔষধটী এত প্রচলিত ও পুরাতন যে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ভৈষজ্য শাস্ত্রে ইহা পরিচিত হইয়া আসিতেছে। সমস্ত ফলটী কমলা লেবু সদৃশ, বৃহৎ, শাঁস অত্যন্ত তিক্ত এবং চটচটে (gelatanous)। এইরূপ কথিত আছে যে ভারতবর্ষের এক জাতীয় পক্ষী ইহা আহাররূপে ভক্ষণ করে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোন অপকার হয় না। নাক্সভমিকার শাঁস হইতে ষ্ট্রীক্নাইন নামীয় ভীষণ উপক্ষার (এল্‌কোলয়েড) পাওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। রোগী পাতলা শীর্ণ বদমেজাজী, রাগী, খিট্‌খিটে, ঝগড়াটে, পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ এবং এক গুঁয়ে স্বভাবের।

২। অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য—গীত বাদ্য, গোলমাল, দ্রব্যের গন্ধ ইত্যাদি অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য অর্থাৎ সামান্য কারণেই বিরক্ত হইয়া উঠে, সহ্যগুণ আদৌ নাই (Oversensative to external impressions—to noise, odors, light or music. trifing ailments are unbearable (Chamo) every harmless words offends him)।

৩। যাহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করে, শারীরিক ব্যায়াম করে না, অগ্নিমান্দ্য রোগে ভোগে, অথবা যাহারা অধিক রাত্রি জাগরণ, চোব্য চোষ্য ভোজন এবং মাদক দ্রব্য পান করে এবং যাহারা কথায় কথায় পেটেণ্ট ও বিরেচক ঔষধ সেবন করে, এই প্রকার লোকের বিশেষতঃ অজীর্ণ এবং অর্শ রোগে নাক্স-ভমিকা উত্তম কার্য্য করে।

৪। অম্ল উদ্গার, অম্ল বমন, বমনেচ্ছা আহারান্তে এবং প্রাতঃকালে বৃদ্ধি (Eructation sour, nausea and vomiting every morning)।

৫। কোষ্ঠকাঠিন্য—পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা, পরিষ্কার হয় না মনে হয় যেন কিছু রহিয়া গেল। (constipation with frequent unsuccessful desire, passing small quantities of faeces, sensation as if not finished)।

৬। মাসিক ঋতুস্রাব—সময়ের পূর্ব্বে, প্রচুর এবং অধিক দিন স্থায়ী অথবা প্রতি দুই সপ্তাহ পর হয়, অত্যন্ত অনিয়ম কখন ঠিক সময়ে হয় না। (Menses too early, profuse last too long or keeping on several days longer with complaints at onset and remaining often every two weeks, irregular never at right time)।

৭। জ্বরের সর্ব্ব অবস্থাতেই গাত্রাবরণ রাখিতে ইচ্ছা, সামান্য সঞ্চালনে অথবা গাত্রাচ্ছাদান অপসারণে শীত বোধ। (Must be covered in every stage of fever—chill, heat or sweat)।

৮। আমশয়—মলত্যাগের পূর্ব্বে সর্ব্বদা কুন্থন বোধ এবং কটিদেশে যন্ত্রণা, মলত্যাগান্তে যন্ত্রণা এবং কুন্থনের উপশম কিন্তু আরো হইবে এইরূপ থাকিয়া যায়। (Befoie stool—backache as if broken constant urging (often ineffectual). During stool violent tenesmus and

backache. After stool—cessation of the pains and tenesmus, sensation as if more stool would pass.

৯। আহারান্তে ২।১ ঘণ্টার পর উদরে ভার ভার বোধ (আহারের অব্যবহিত পর—কেলি বাই, নাক্সমস্কে) (stomach—pressure an hour or two after eating)

১০। উদরাময়—যন্ত্রণাযুক্ত, অল্প অল্প হয়, এক সঙ্গে প্রচুর হয় না, প্রাতে বৃদ্ধি হয়, মনে হয় আরো হইলে ভাল হইত।

১১। প্রসব-যন্ত্রণা—ভীষণ হয় যন্ত্রণার বৃদ্ধি অবস্থায় মল এবং মূত্রের বেগ হয়। (Labor pain violent, cause urging to stool or to urinate).

সাধারণ লক্ষণ।

১। কন্‌ভালসনে (Convulsion) জ্ঞান থাকে (জ্ঞান থাকে না—হাইওসি) ক্রোধে, স্পর্শে এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়।

২। সন্ধ্যায় নিদ্রা না যাইয়া থাকিতে পারে না, শেষ রাত্রি ৩।৪ টায় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়, সজাগ হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িয়া থাকে, শীঘ্র উঠিতে পারে না। (Cannot keep from falling asleep in the evening while sitting or reading and awakes at 3 or 4 A.M. falls into a dreamy sleep at day break from which hard to arouse—(reverse of Pulsatilla).

৩। সর্দ্দিতে শিশুদিগের নাক সাটিয়া যায় (এমন কার্ব্ব, স্যাম্বুকাস) রাত্রিতে নাক শুষ্ক হয়, দিবসে সর্দ্দি নিঃসরণ হয়। উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি হয়, শীতল বায়ুতে উপশম হয়।

৪। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে হয় (alternate constipation and diarrhoea).

৫। কটিবাত—অত্যধিক সহবাস অথবা হস্তমৈথুন জনিত হয়, রোগী শয্যায় উপবেশন ব্যতীরেকে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। (Backache;

must sit up to turn over in bed ; from sexual excesses, from masturbation).

মানসিক লক্ষণ এবং আকৃতি—নাক্সভমিকাকে চিনিতে এবং বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ রোগীটি কি প্রকার আকৃতির তাহা জানিতে চেষ্টা করা উচিত। কারণ শারীরিক গঠন ও মানসিক লক্ষণের উপর এই ঔষধটীর নির্ব্বাচন এবং উপযুক্ততা বিশেষরূপে নির্ভর করে। নাক্সভমিকা রোগী সাধারণতঃ শীর্ণ আকৃতির—কদাচিৎ স্থূলকায় হয় এবং স্থূলকায় ব্যক্তির উপর ইহার কার্য্য ভালরূপ প্রকাশও পায় না। (পাতলা, শীর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ চেহারা, চুল এবং চক্ষু—নাইট্রিক এসিড। লম্বা, পাতলা, সুন্দর চেহারা এবং স্নায়বীক ধাতু—ফস্ফরাস। শীর্ণ, কোঁচকান চর্ম্ম—সিকেলি কর)।—

নাক্সভমিকা রোগী বদ মেজাজী রাগী খিট্খিটে ঝগড়াটে, পরস্ত্রী-কাতর, ঈর্ষা-পরায়ণ এবং একগুঁয়ে স্বভাবের। ইহা ব্যতীত সমুদায় বিষয়ে এত অধিক স্পর্শাধিক্য এবং স্নায়ু সমুদায় এত অধিক উগ্র যে, কোন প্রকার গোলমাল কিংবা কাহারো সহিত বাক্যালাপ কিংবা কোন বস্তুর আঘ্রাণ কিছুই সহ্য করিতে পারে না। অল্পতেই বিরক্ত এবং রাগান্বিত হয়। এবম্প্রকার nervous-temperament ক্যামোমিলা, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া ইত্যাদি ঔষধেও অল্প বিস্তর দেখা যায় কিন্তু নাক্সভমিকার মেজাজ ইহাদের হইতে অন্য প্রকৃতির। যাহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করে শারীরিক ব্যায়াম করে না; অগ্নিমান্দ্য রোগে ভোগে অথবা যাহারা দিবা রাত্রি পড়াশুনায় আবদ্ধ থাকে, শারীরিক পরিশ্রম বিমুখ, অথবা যাহারা অধিক রাত্রি জাগরণ ও চোব্য চোষ্য ভোজন এবং মাদক দ্রব্য পান করে এবং যাহারা কথায় কথায় পেটেণ্ট ও বিরেচক ঔষধ সেবন করে এই প্রকার লোকের বিশেষতঃ অজীর্ণ এবং অর্শরোগে নাক্সভমিকা উত্তম কার্য্য করে।

রোগীর মানসিক লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া নাক্সভমিকা ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। নাক্সভমিকা নির্ব্বাচন কালীন মানসিক লক্ষণ কি প্রকার মূল্যবান সেই সম্বন্ধে মহাত্মা হ্যানিমান বলিতেছেন—"Nux is chiefly successful with persons of an ardent character of an irritable, impatient temperament, disposed to anger, spite or deception."

আহারাদির অনিয়ম অথবা অনিদ্রা ইত্যাদি হেতু অগ্নিমান্দ্য রোগের ইহা যে একটী অতি বৃহৎ ঔষধ তাহার কোন সন্দেহ নাই।

নিদ্রা—নাক্সভমিকা রোগীর সুনিদ্রা অধিক হয় না। শয্যায় শয়নাবস্থায় সারারাত্রি জাগিয়া থাকে, প্রথম রাত্রিতে কিছুতেই নিদ্রা আইসে না, কেবল চোখ বুজিয়া পড়িয়া নানান্ প্রকার জল্পনা কল্পনা ও নানান্ প্রকার বস্তুর চিন্তা করিতে থাকে, যদিও রাত্রির শেষ দিকে সামান্য নিদ্রা হয় কিন্তু তাহাও ৪।৫ টার সময় ভঙ্গ হইয়া যায়, রোগী পুনরায় ঘুমাইতে চেষ্টা করিলেও কিন্তু ঘুম হয় না। কেবল মাত্র শয্যায় পড়িয়া থাকে এবং পরদিন প্রাতে অত্যন্ত গ্লানি এবং নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত, যেন কতই পরিশ্রমের কার্য্য করিয়াছে এইরূপ বোধ করে। সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়, জিহ্বার স্বাদ তিক্ত হয় এবং মন স্ফূর্ত্তিশূন্য হয়। এই প্রকার ব্যক্তিরই নাক্সভমিকা উপযুক্ত ঔষধ জানিবে। নিদ্রা বিষয়ে নাক্সভমিকা কতকটা পালসেটিলার বিপরীত—নাক্স রোগীর প্রথম রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, শেষ রাত্রিতে নিদ্রা আইসে আর পালসেটিলা রোগীর প্রথম রাত্রিতেই নিদ্রা হয় এবং শেষ রাত্রিতে নিদ্রা আইসে না।

পরিপাক ক্রিয়া—পরিপাক ক্রিয়ার উপর নাক্সভমিকার কার্য্য অত্যন্ত গভীর ইহা বলাই বাহুল্য। এই ঔষধের পরিচয় এই স্থানে (অর্থাৎ পরিপাক ক্রিয়ার উপর) আমরা যত অধিক দেখিতে পাই অন্য কোন বাধিতে তত পাই না। নাক্সভমিকায় সমস্ত রোগের সহিতই পরিপাক ক্রিয়ার কিছু না কিছু গোলমাল বর্ত্তমান থাকে এবং সমুদায় রোগের সহিতই যেন পরিপাক ক্রিয়ার অল্প বিস্তর সংস্রব রহিয়াছে। পরিপাক ক্রিয়ার সংস্রব ব্যতীত নাক্সভমিকা দাঁড়াইতেই পারে না। নাক্সভমিকার ভিত্তিই হইতেছে পরিপাক ক্রিয়ার উপর—উদরাময়, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, অর্শ—যে কোন রোগই হউক নাক্সভমিকা নির্ব্বাচন করিতে হইলে পরিপাক ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখা সর্ব্বপ্রকারে সমীচীন। কিন্তু ইহার লক্ষণের কতকগুলি বিশিষ্টতা আছে, যাহার দ্বারা ইহাকে এই জাতীয় অন্য ঔষধ হইতে পৃথক করিতে অধিক কষ্ট হওয়া উচিত নয়।

নাক্সভমিকায় পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে আমরা তিনটী লক্ষণকে বিশেষ পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করিতে পারি (১) প্রথমতঃ—অম্ল উদ্গার, অম্ল

বমন। দ্বিতীয়তঃ—আহারের কিয়ৎকাল পর অসুস্থতা বোধ এবং তৃতীয়তঃ—প্রাতঃকালে রোগ বৃদ্ধি। বমন, উদ্গার ইত্যাদি সমুদায় অম্লস্বাদ পূর্ণ, (লাইকাপোডিয়ামে কিন্তু ইহার বৃদ্ধি অপরাহ্ন ৪টা হইতে)। নাক্সভমিকায় প্রকৃত বমন অপেক্ষা বমনোদ্রেকই (Retching) অত্যন্ত অধিক হয় এবং সময় সময় বমন না হওয়া পর্য্যন্ত রোগী কিছুতেই আপনাকে সুস্থ বোধ করিতে পারে না। রোগী মনে করে বমন করিতে পারিলেই আমি সুস্থবোধ করিব কাজে কাজেই অনেক সময় গলায় অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া রোগী বমনোৎপাদন করে। আহার করিবার ২।১ ঘণ্টা পর হইতেই রোগী অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করিতে থাকে, (আহারের পর মুহূর্ত্তেই অসুস্থ বোধ পেট ভার ইত্যাদি নাক্সমস্চেটা, কেলিবাইক্রম)। ভুক্তদ্রব্য সমূহ যেন পেটে নিরেট প্রস্তরের ন্যায় বোধ হয় এবং পেট ঠোস মারিয়া থাকে, রোগী হাঁসপাস করে, মুখে জল উঠে, কোন বিষয়ে মনকে স্থির রাখিতে পারে না।

নাক্সভমিকায় রোগের বৃদ্ধি প্রাতঃকালেই অধিক হয়। রোগী প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া বমনের ভাব বোধ করে। অম্ল উদ্গার উঠে। (সময় সময় তিক্তস্বাদ যুক্ত উদ্গারও হয় কিন্তু অম্লস্বাদ যুক্ত উদ্গারই হইতেছে নাক্সভমিকার বিশেষ বিশেষত্ব। অপরাহ্নে অম্লস্বাদযুক্ত উদ্গার হয়—লাইকো-পোডিয়ম)। আহারে রুচি থাকে না, ক্ষুধামান্দ্য হয়। পাকস্থলীর খাদ্য দ্রব্য পরিপাক করিবার শক্তি অত্যন্ত হ্রাস হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহারা শারীরিক ব্যায়াম অথবা পরিশ্রম করে না, সর্ব্বদা গৃহে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করে তাহাদিগেতেই নাক্সভমিকার প্রকৃত লক্ষণ প্রকাশ পায়। নাক্সভমিকা কিরূপ রোগীর উপর উত্তম কার্য্য করে তাহা মহাত্মা হ্যানিমানের লেখা হইতে তুলিয়া দিতেছি—

It is especially suitable to vigorous persons. of dry habit, tense fibre, ardent and irascible temperament and tenacious disposition; to patients adicted to the use of much wine or coffee and highly seasoned (especially animal) food, and to those of sedantary habits combined with considerable mental exertion; lastly where there is a tendency to sleep in the evening; to wake from 2 to 4 A. M. and to be kept awake for hours by ideas crowding

in upon the mind ; and then to sleep late in the morning, It is an indication for Nux, more over when the symtoms come on or grow worse at these early hours ; also when they are increased by taking food or by mental exertion, Experience has found the city man of business, the typical patient for Nux, His troubles are all nervous and dyspeptic ; and their causes are worry, much mental with too little bodily exertion and generally indulgence at his only real meal, which is a late dinner. Hence headache, sleeplessness, weight after food—with flatulence and heart burn, constipation and irritability, Of course Nux will not cure unless he studies hygiene more but it helps him greatly,

পাকাশয় শূল—পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু নাক্সভমিকাতে পেটের যন্ত্রণা অর্থাৎ পাকাশয় শূলও হয় কিন্তু অত্যন্ত তীব্র যন্ত্রণা হয় না। সর্ব্বদা পেটে মৃদু যন্ত্রণা লাগিয়াই থাকে এবং আহারের পর বৃদ্ধি হয়। নাক্সভমিকায় পাকাশয় শূলের অধিকাংশ স্থলেই সময় সময় অল্প বিস্তর আমাশয়ের লক্ষণ থাকে। যন্ত্রণা epigastric প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া চারিদিক ছড়াইয়া পড়ে এবং যন্ত্রণার আক্রমণ প্রাতঃকালেই অধিক হয়, সঙ্গে সঙ্গে অম্ল বমন, বমনোদ্বেগ, উদ্গার ও বৃথা মলত্যাগের চেষ্টা (ineffectual urging to stool) হইতে থাকে। যন্ত্রণা অনেকটা খামচান মত, (যাহাকে পেট কামড়ানি বলা হয়) মনে হয় পাকস্থলীতে কেহ খাম্‌চাইতেছে, এইরূপ অবস্থায় অনেক সময় উষ্ণ জল পান করিলেও উপশম হয়। রোগ বাড়াবাড়ি হইলে পাকস্থলী এত অধিক দুর্ব্বল অবস্থার পরিণত হয় যে রোগী কিছুই সহ্য করিতে পারে না, আহার করা মাত্রই বমন হইয়া উঠিয়া যায়। কোপন স্বভাব শিশুদিগেতে এবং যাহাদিগের এক সময়ে অত্যধিক চাব্য চোষ্য ভোজন এবং মাদক দ্রব্য সেবন করা অভ্যাস ছিল তাহাদিগের উক্তরূপ পাকাশয় শূল হইলে নাক্স উত্তম কার্য্য করে।

বিসমথ—ইহাকে প্রকৃত পাকাশয় শূলের ঔষধ বলা যাইতে পারে। ইহার সহিত কোন প্রকার আমাশয়ের অথবা কোন প্রকার অজীর্ণের লক্ষণ

প্রকাশ থাকে না। বিস্‌মাথ পাকাশয়ে কখন খোঁচাবিদ্ধবৎ কখন কামড়ানি আবার কখন জ্বালা কিংবা কর্ত্তনবৎ এইরূপ নানান প্রকার যন্ত্রণা হয়। জল পান করা মাত্রই জল বমন হইয়া উঠিয়া যায় অথচ ভুক্তদ্রব্য অনেক বিলম্ব এমন কি ২।৩ দিন পর্য্যন্ত থাকে, পেট অত্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে হঠাৎ এক সময় এককালীন প্রচুর বমন হয়। বিস্‌মথে শীতল জল পানে যন্ত্রণা উপশম হয় কিন্তু বিস্‌মথের বিশেষত্বই হইতেছে জল পাকাশয় স্পর্শ মাত্রই উঠিয়া যায় কিন্তু খাদ্যদ্রব্য থাকিয়া যায়, তখন বমন হয় না। পাকাশয়ের অত্যন্ত জলন এবং তদসহ বমন থাকিলে বিস্‌মথের বিষয়ই চিন্তা করা উচিৎ।

আর্সেনিক—ইহাতে পাকাশয় প্রদাহের সহিত অগ্নিবৎ জ্বলন থাকে এবং যাহাকিছু আহার করা যায় তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায় কিন্তু আর্সেনিকের অস্থিরতা একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ, নাক্স এবং বিস্‌মথে এইরূপ লক্ষণ কিছুই নাই।

ক্রিয়োজোট—পাকাশয় প্রদাহের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে কিন্তু ইহার বিশেষত্বই হইতেছে যে পাকস্থলীতে খাদ্য দ্রব্য অধিকক্ষণ থাকিলেও কিন্তু পরিপাক হয় না অর্থাৎ অভুক্ত অবস্থাতেই যেমন অবস্থায় আহার করা হইয়াছিল সেইরূপ অবস্থাতেই বমন হইয়া উঠিয়া যায়।

পালসেটিলা—ঘৃতপক্ক খাদ্য দ্রব্য অথবা পাঁচমেশালি খাদ্য যেমন লুচি, মাংস পিষ্টক ইত্যাদি ভক্ষণ করিয়া পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলে নাক্স অপেক্ষা পালসেটিলা সেইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে যদ্যপি পালসেটিলা temperament অর্থাৎ মেজাজ বর্ত্তমান থাকে। নাক্সভমিকায় পেটের গোলযোগের সহিত প্রায়ই শূল যন্ত্রণা অথবা পেট কামড়ানি থাকে, পালসেটিলায় প্রায়ই থাকে না। ঘৃতপক্ক খাদ্য সামগ্রী আহার হেতু উদরাময় অথবা অগ্নিমান্দ্য হইলে এবং তদসহিত পেট কামড়ানি থাকিলে আমি সচরাচর পালসেটিলা অপেক্ষা নাক্সকে অধিক পছন্দ করি।

অপরিমিত পানাহার, অত্যধিক মদ্য মাংস ইত্যাদি পান ভক্ষণ হেতু পরিপাক ক্রিয়ায় গোলযোগ ঘটিলে এবং নাক্সে বিশেষ উপকার না হইলে কার্ব্বভেজ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য কিন্তু সালফারও এইরূপ অবস্থার একটি উপযুক্ত ঔষধ, ইহা স্মরণ রাখিবে।

শিরঃপীড়া—পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হইতে শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে নাক্সভমিকাকেই চিন্তা করা উচিৎ। শিরঃপীড়ার যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অথবা বাম চক্ষুতে অধিক হয় এবং যন্ত্রণা প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া রাত্রিতে উপশম হয় ও সঙ্গে সঙ্গে মুখে অম্লস্বাদযুক্ত বায়ুর প্রকোপ এবং বমনোদ্বেগ উপস্থিত হয়। রোগী মস্তিষ্কের কার্য্য অধিক করিতে পারে না, শিরঃপীড়া এবং মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়। অনিয়মিত পানাহার অথবা sedantary দোষবশতঃ মস্তিষ্কের পীড়া জন্মাইলে নাক্সভমিকার বিষয় চিন্তা করিবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিন্যের নক্সভমিকা একটী অত্যন্ত প্রচলিত ঔষধ। অনেক চিকিৎসকের ইহার প্রতি এত অধিক ঝোঁক যে পরিষ্কাররূপে মলত্যাগ হইতেছে না শুনিলেই নাক্সভমিকা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু ইহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত সে বিষয় সন্দেহ হয়। নাক্সের নিজস্ব এমন কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে যাহার দ্বারা ইহাকে চিনিতে কোন প্রকার কষ্ট হওয়া উচিত নয়—প্রথমতঃই জানিতে হইবে যে, নাক্সভমিকায় অন্ত্রের কৃমিবৎ সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু (irregular peristaltic action of the intestine) কোষ্ঠকাঠিন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্ত্রের সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন না হওয়ার দিরুণই পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের বেগ হয় এবং রোগীকে তদ্‌হেতু পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা করিতে হয়। নাক্স-ভমিকার কোষ্ঠকাঠিন্যের এই লক্ষণটিই হইতেছে বিশেষ বিশেষত্ব। (Frequent and ineffectual desire to defecate or passing but small quantities of faeces at each attempt)। মলত্যাগের বেগ হয় এবং রোগী মলত্যাগের চেষ্টাও করে কিন্তু পরিষ্কাররূপে হয় না, অতি সামান্য হয় অথবা কিছুই হয় না অথচ হইবে হইবে এইরূপ ভাব রহিয়া যায় এবং রোগী নিজেকে অত্যন্ত অবসাদ ও নিরানন্দ বোধ করে।

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমগুণ ঔষধ সমূহঃ

লাইকোপোডিয়াম—ইহাতে যদিও নাক্সের ন্যায় অনেকটা বৃথা মলত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু লাইকোপোডিয়ামের কোষ্ঠ-কাঠিন্য মলদ্বার এবং সরলান্ত্রের (anus and rectum) সঙ্কোচন বশতঃই

উৎপন্ন হয় আর নাক্সভমিকায় অন্ত্রের সঞ্চালন ক্রিয়ার অভাব হেতু উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত নাক্সভমিকা এবং লাইকোপোডিয়ামের আর আর লক্ষণ সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ইহাদের প্রয়োগে ভ্রম হওয়া উচিৎ নয়। পেট বায়ুতে ফাঁপিয়া থাকে অথচ মলত্যাগ হইতেছে না এইরূপ স্থলে লাইকোপোডিয়াম উত্তম কার্য্য করে। ইহা ব্যতীত লাইকোপোডিয়মে যে বায়ু নিঃসরণ হয় তাহা বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত নয় (কার্ব্বভেজ দুর্গন্ধযুক্ত)।

ব্রাইওনিয়া—অনেকে নাক্সভমিকা এবং ব্রাইওনিয়া পর্য্যায়ক্রমে (alternately) ব্যবহার করেন কিন্তু ইহার সারবত্তা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, যেহেতু একটিতে মলত্যাগের বেগ হয়, আর একটীতে কিছুমাত্র বেগই হয় না। কাজেকাজেই ইহাদিগের বিষয় কোন প্রকার ভুল হওয়া উচিৎ নয়। ব্রাইওনিয়ার কোষ্ঠকাঠিন্য অন্ত্রের শুষ্কতা হেতু উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অন্ত্রের শরীর হইতে কোন প্রকার রসের নিঃসরণ হয় না কাজেকাজেই ব্রাইওনিয়ার মল শুষ্ক এবং বৃহৎ ন্যাড়যুক্ত (Stools are large, dry and hard)

কার্ব্বভেজ—নাক্সের ন্যায় ইহাতেও মলত্যাগের বৃথা বেগ হয় কিন্তু বায়ু নিঃসরণ হইলেই বেগ ঘুচিয়া যায়। মলত্যাগের বেগ বায়ুর প্রকোপ বশতঃই হয় এবং নিঃসরিত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

এলিউমিনা—এই ঔষধটী আমরা শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যে অধিক ব্যবহার করি। কিন্তু ইহার লক্ষণগুলি অত্যন্ত পরিষ্কার—মল শুষ্ক অথবা অর্দ্ধ তরল কর্দ্দমের ন্যায় হউক রোগীকে মলত্যাগ কালীন অত্যন্ত বেগ দিতে হয় অর্থাৎ সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতাই হইতেছে ইহার মূল কারণ। আমার বোধ হয় এলিউমিনার ন্যায় সরলান্ত্রের এত অধিক দুর্ব্বলতা আর কোন ঔষধেই নাই।

ওপিয়ম—ইহাতেও অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা (inactivity) যথেষ্ট বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ইহার মল শুষ্ক, শক্ত, কাল এবং গুট্‌লে গুট্‌লে। এতদসমূহ ঔষধ ব্যতীত কোষ্ঠকাঠিন্যে কষ্টিকাম, প্লাম্বাম ইত্যাদি ঔষধের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবে। এইস্থলে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি যে যাহাদিগের নাক্সে কোষ্ঠকাঠিন্য লাঘব হয় না তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে সালফার দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ সালফার নাক্সের কার্য্যকে সাহায্য করে ইহা ব্যতীত নাক্স সর্ব্বদা রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে যখন মনের কোনপ্রকার চঞ্চলতা থাকে না, তখনই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে এইরূপ ব্যবহারে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। নাক্সে কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীভূত করিতে ইচ্ছা করিলে ২।১ দিন প্রয়োগ করিয়া হতাশ হওয়া উচিৎ নয়, কিছুদিন প্রত্যহ সন্ধ্যায় একবার করিয়া দিতে থাকিবে।

যকৃত—যকৃতের উপর নাক্সের ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। ইহা বিশেষতঃ অত্যধিক মদ্যপান, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন কিংবা কোষ্ঠকাঠিন্যে নানা প্রকার ঔষধ সেবনহেতু যকৃতের দোষ জন্মিলে উত্তম কার্য্য করে। এতদ কারণ বশতঃ যকৃতের বিবৃদ্ধির ইহাকে একমাত্র ঔষধ বলিলেই হয় (সালফার, ল্যাকেসিস, ফ্লোরিক এসিড, আর্সেনিক এবং এমন মিউর)।

এলোপ্যাথিক ঔষধের গুণ নষ্ট করিতে নাক্সভমিকা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এলোপ্যাথিক হস্ত হইতে ফেরৎ রোগীদিগেতে প্রায়ই নাক্স প্রয়োগ করিতে হয়, নতুবা সমুদায় লক্ষণগুলি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায় না, এই প্রকার রোগীতে যকৃত প্রায়ই বিবৃদ্ধি কঠিন এবং স্পর্শাধিক্য থাকে, কাপড়ের চাপ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। শূল যন্ত্রণাও প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়, ইহা বায়ুর সমাবেশ বশতঃ উৎপন্ন হয়, সময় সময় বক্ষঃস্থলের দিকে ঠেলিয়া উঠে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট ঘটায়, আবার কখন কখন নিম্নদিকে ঠেলা দেয়—মল এবং মূত্রের পুনঃ পুনঃ বেগ উৎপন্ন করায়। ইহা ব্যতীত এমত অবস্থাও উৎপন্ন হয় যে অর্শ রোগগ্রস্থ রোগীর অর্শের রক্তস্রাব হঠাৎ স্থগিত হওয়ায় শূল যন্ত্রণাও উপস্থিত হয়। অর্থাৎ যাহাদিগের প্রত্যহ মলত্যাগ কালীন অর্শ হইতে রক্তস্রাব হয় তাহা কোন কারণবশতঃ রুদ্ধ হইলে এবং তদহেতু শূল যন্ত্রণা কিংবা শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে নাক্স প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায় এবং যদি তৎকারণ বশতঃ যকৃৎ বৃহৎ এবং শক্ত হয়, নাক্সভমিকা সেইরূপ স্থলে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে—এইরূপ প্রয়োগে যকৃত শীঘ্রই পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আইসে। যদি নাক্সে বিশেষ কিছুই উপকার না হয়, তাহা হইলে সালফার, সিপিয়া, অথবা ম্যাগনেসিয়া মিউরের বিষয় চিন্তা করিবে।

ন্যাবা (Jaundice)—ন্যাবা রোগেও নাক্সভমিকা প্রয়োগ হয়। অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন অথবা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন অথবা ভীষণ রাগান্বিত হওয়ার দরুণ উৎপন্ন হইলেই উত্তম কার্য্য করে। অধিক ক্রোধের দরুণ ন্যাবা রোগে ক্যামোমিলাই অধিক উপযুক্ত কিন্তু ইহা শিশুদিগেতে অধিক

ব্যবহার হয়। (ব্রাইওনিয়া, নেট্রাম সালফ, একোনাইট) কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু ন্যাবা রোগ উৎপন্ন হইলে হেপার, মারকিউরিয়াস, পালসেটিলা এবং আর্সেনিকের বিষয় চিন্তা করিবে।

কার্ড্যুয়াস্ ম্যারিআনাস্—ন্যাবা রোগের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহা সচরাচর অত্যন্ত নিম্নক্রম কিংবা মূল অরিষ্ট ব্যবহার হয়। সর্ব্বদা শিরঃপীড়া লাগিয়া থাকে, মুখের স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত, জিহ্বার মধ্যস্থল শ্বেত লেপাবৃত এবং পার্শ্ব ও সম্মুখ ভাগ লালবর্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত অম্লস্বাদযুক্ত সবুজ শ্লেষ্মা (green fluid) বমন হয় কিংবা বমনের উদ্রেক হয়। মল এবং মূত্র উভয়ই অত্যন্ত পীতবর্ণযুক্ত। যকৃৎ প্রদেশ সর্ব্বদা পূর্ণ বোধ এবং টাটানি যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে।

অর্শ—রক্তস্রাবী অর্শ রোগে কেবলমাত্র নাক্স অপেক্ষা নাক্স এবং সালফার এই দুই ঔষধ প্রাতে এবং সন্ধ্যায় সেবন করাইয়া আমরা অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছি। যন্ত্রণাশূন্য রক্তস্রাবী অর্শ রোগের নাক্স এবং সালফারকে অব্যর্থ ঔষধ বলিলেই হয়। নাক্স প্রাতে, সালফার সন্ধ্যায় সেবন করাইতে হয়। প্রত্যেকবার মলত্যাগ কালীন রক্তস্রাব হয় অথচ যন্ত্রণা বিশেষ কিছুই থাকে না।

ইস্কিউলাস্—ইহাতে অর্শ হইতে রক্তস্রাব থাকিলেও থাকিতে পারে কিংবা না থাকিতেও পারে কিন্তু এই ঔষধের বিশেষত্বই হইতেছে যে গুহ্যপ্রদেশ সর্ব্বদা ভার ভার বোধ হয় এবং মলদ্বারে কাঁচের কুঁচি কিংবা পেরেক বিদ্ধবৎ খচ খচ যন্ত্রণা হইতে থাকে ও মলদ্বার অত্যন্ত শুষ্ক। ইহাও অর্শ রোগের একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সম্প্রতি এইরূপ একটী রক্তস্রাবহীন অর্শ একমাত্র ইস্কিউলাস দ্বারাই আরোগ্য করি। রোগীর ভীষণ যন্ত্রণা হইতেছিল। এলোপ্যাথিক কবিরাজী এবং ইদানীং জার্ম্মানদের প্রস্তুত হাডেন্সা ইত্যাদি সমুদায় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কিছুমাত্র উপকার না হওয়ায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করায় এবং ইস্কিউলাস দ্বারা যন্ত্রণার আশু উপকার হয়। ইহা নিম্নক্রম অধিক ফলপ্রদ।

এলোজ—ইহা ইস্কিউলাস এবং অন্যান্য ঔষধ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। মলত্যাগ কালীন আঙ্গুরের থোবার ন্যায় অর্শ বহির্গত হইয়া পড়ে, তদসহিত প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হয় এবং ভীষণ যন্ত্রণা হইতে থাকে.

কিন্তু ইহার বিশেষত্বই হইতেছে রোগী শীতল জলশৌচে অত্যন্ত উপশম বোধ করে। এলোজে আর একটী লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইতেছে সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা (insecurity of rectum), মলের বেগ ধারণে অক্ষমতা—বায়ু নিঃসরণেই মল বহির্গত হইয়া পড়ে।

হেমামেলিস—অর্শের রক্তস্রাব এবং যন্ত্রণা উপশম করিতে হেমামেলিসের ক্ষমতা অদ্বিতীয়। যদিও ইহার রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ তথাপি আমি লোহিত রক্ত স্রাবেও ব্যবহার করিয়া আশু উপকার পাইয়াছি। রক্তস্রাব প্রচুর হইতে থাকে এবং তদসহিত ভীষণ যন্ত্রণা হয়। রক্তস্রাবহীন অর্শেতেও বাহ্যিক প্রয়োগ করিয়াও ফল পাইয়াছি। ইহার অর্দ্ধ ড্রাম বাহ্যিক মূল অরিষ্ট ৬ আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া একখণ্ড পরিষ্কার ন্যাকড়া তাহাতে ভিজাইয়া মলদ্বারে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিতে হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিম্নক্রম ৩× অথবা ৬× আভ্যন্তরিক সেবন করিতে দিতে হয়। ইহার রক্তস্রাবের বিশেষত্ব কৃষ্ণবর্ণ শৈরিক (venous)। লোহিত বর্ণের রক্তস্রাবে যে কিছুই উপকার হয় না এইরূপ বলিতে পারি না।

কোলিন্‌সোনিয়া—ইহাও অর্শ রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, মলদ্বারে খোঁচা বিদ্ধবৎ খচ্‌ খচ্‌ যন্ত্রণা হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে এবং পেটের গোলযোগ সন্ধ্যা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। কোলিনসোনিয়া অন্তঃসত্বা স্ত্রীলোকদিগের অর্শ রোগে অধিক প্রয়োগ হয় এবং তাহাতে উত্তম কার্য্য করে, ইহা ব্যতীত কোলিনসোনিয়ার অর্শ রোগের সহিত জরায়ু ভ্রংশেরও (prolupsus of uterus) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। পডফাইলামে যে প্রকার উদরাময়ের সহিত জরায়ু ভ্রংশ এবং হারিশ বহির্গত হয়। কোলিনসোনিয়ায় সেই প্রকার অর্শ রোগের সহিত জরায়ু নির্গমনের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ইহাতেও ওপিয়মের ন্যায় শুষ্ক গুট্‌লে গুট্‌লে মল নির্গত হয় কিন্তু কোলিনসোনিয়ার মল ওপিয়ম অপেক্ষা ঈষৎ ফিকে। অর্শে প্রচুর রক্তস্রাব বর্ত্তমান থাকে।

উদরাময়—উদরাময় অপেক্ষা কোষ্ঠকাঠিন্যে নাক্সভমিকার ব্যবহার যদিও অধিক দেখা যায় কিন্তু ইহা উদরাময়েরও ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে, সে বিষয় অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহার কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে—অপরিমিত পানাহার কিংবা অধিক রাত্রি জাগরণ কিংবা মদ্য মাংস ভক্ষণ

ইত্যাদি হেতু উদরাময় হইলে, নাক্সভমিকাকেই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ জানিতে হইবে। প্রাতেই রোগের অধিক বৃদ্ধি হয় এবং রোগীও প্রাতে নিজেকে অধিক অসুস্থ বোধ করে। মল জলবৎ তরল কিংবা হড় হড়ে এবং পরিমাণে স্বল্প ও যন্ত্রণাযুক্ত, মলত্যাগান্তে যন্ত্রণার উপশম হয় বটে কিন্তু কুন্থন সম্পূর্ণ যায় না—মনে হয় আরও হইবে অথচ হয় না।

প্রাতে বমনের উদ্রেক অধিক হয়। সামান্য ফেনা ফেনা কিংবা অম্ল বমন হয়। নাক্সের উদরাময়ে কুন্থন (urging) লক্ষটী প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে এবং মল পরিমাণে অধিক হয় না কিন্তু মলত্যাগের উদ্বেগ লাগিয়া থাকে। অম্লউদ্গার কিংবা অম্ল বমনের সহিত উদরাময় এবং তদসহ যদি পেট কামড়ানি থাকে তাহা হইলে নাক্সভমিকাই তাহার একমাত্র অবর্থ ঔষধ। অত্যধিক মদ্য পান হেতু যদি কলেরা হয় তাহা হইলে আমরা নাক্সভমিকা প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দিয়া থাকি।

আমাশয়—আমাশয় রোগে নাক্সভমিকা প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। সাদা কিংবা রক্ত আমাশা যাহাই হউক না যদি ইহার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে নাক্সভমিকাই তাহার উপশম করিবে। রক্ত আমাশা হইলেই যে নাক্সভমিকা ব্যবহার হইবে না মার্কিউরিয়াস ব্যবহার হইবে এইরূপ কোন যুক্তি দেখিতে পাই না। নাক্সের লক্ষণ মার্কসল এবং মার্ককর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। নাক্সে মল ত্যাগের পূর্ব্বে পেটে যন্ত্রণা হয় এবং মলত্যাগকালীন যন্ত্রণা ও কুন্থন থাকে অর্থাৎ পেট মোচড়ায় কিন্তু মল ত্যাগ হইলেই সমুদায় যন্ত্রণা এবং কষ্ট তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে উপশম হইয়া যায় [মলত্যাগের উদ্বেগ (urging) থাকিলেও থাকিতে পারে]। এবং রোগী জল শৌচ করিয়া আসিতে না আসিতেই আবার মলত্যাগের চেষ্টা হয়। এত পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ হয় যে রোগীর হাতের জল আর শুষ্ক হইতে পারে না যেহেতু রোগী মলত্যাগ হইলেই যন্ত্রণার উপশম বোধ করে এবং এতদ মনে করিয়া যেমনি চলিয়া আইসে আবার পেটে যন্ত্রণা হইয়া মলত্যাগের চেষ্টা হয়। নাক্সের আমাশয়ে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে যন্ত্রণা হয় এবং মলত্যাগান্তে যন্ত্রণার উপশম হয় (frequent ineffectual urging

to stool, ceasing as soon as the bowels move and pains were very greatly relieved for a short time after every stool). মল রক্ত মাখা শ্লেষ্মাযুক্ত, জলবৎ এবং স্বল্প।

মার্কসল—মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে যন্ত্রণা হয়, মলত্যাগ কালীন যন্ত্রণা হয় এবং মলত্যাগান্তেও যন্ত্রণা হয় অর্থাৎ রোগী কোন অবস্থাতেই উপশম পায় না। ইহা ব্যতীত মলত্যাগান্তে ভীষণ কুন্থন হইতে থাকে, রোগী বসিয়া বসিয়া কোঁথাইতেই থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মল কিছুই নির্গত হয় না। মার্কসলের কুন্থন লক্ষণটিই হইতেছে বিশেষ পরিজ্ঞাপক, বরং ইহা বলা যাইতে পারে রোগী যতক্ষণ মলত্যাগের জন্য কোঁথাইতে থাকে ততক্ষণই উপশম বোধ করে। মল স্বল্পই হউক কিংবা পরিমাণে প্রচুরই হউক মলত্যাগান্তে কুন্থনের উপশম হয় না। ডাক্তার বেয়ার বলেন যতক্ষণ মল থাকে ততক্ষণ মার্কসল নির্ব্বাচিত হইতে পারে, মলশূন্য কেবল শ্লেষ্মা থাকিলে মার্ককর ব্যবহার করা উচিৎ।

মার্ককর—ইহা রক্ত আমাশয়তেই অধিক ব্যবহার হয়। ইহার সহিত মার্কসলের অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু মার্ককরে প্রস্রাবের জন্য কুন্থন থাকে। মলত্যাগান্তে যদিও কুন্থন হয় কিন্তু মার্কসলের ন্যায় তত অধিক নয়। যখন মলে শ্লেষ্মা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না, পেটে যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয় এবং রোগ বাড়াবাড়ি বোধ হয় ও রক্তের ভাগই অধিক তখন মার্ককরকে প্রথম চিন্তা করিবে।

ম্যাগনেসিয়াফস্—কুন্থন এবং যন্ত্রণা উপশম করিতে এই ঔষধটির ক্ষমতা অদ্বিতীয়। অনেক স্থলে যেখানে অত্যন্ত কুন্থন থাকে এবং মার্কসলে ও মার্ককরে উপকার হইতেছে না, উষ্ণ জলের সহিত এই ঔষধ ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। ইহা সচরাচর ৬x চূর্ণ ব্যবহার হয়।

এলোজ—ইহাতে নাক্সের লক্ষণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। নাক্সের ন্যায় মলত্যাগের পূর্ব্বে যন্ত্রণা হয়। মলত্যাগ কালীন কোঁথানি হয় এবং প্রচুর রক্ত নিঃসরণ হয় মলত্যাগান্তে যন্ত্রণা কখন হ্রাস হয় আবার কখন হ্রাস হয়ও না। মল রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মাযুক্ত জেলির ন্যায় এবং থোলো থোলো।

এলোজের আমাশয়ে মলত্যাগের পূর্ব্বাবস্থায় পেট সদা সর্ব্বদা গুর গুর করিতে থাকে। ইহাতে মলদ্বারের সংকোচক পেশীর দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিকরূপ

প্রকাশ পায় এবং অনেক সময় বায়ু নিঃসরণেই মল নির্গত হইয়া পড়ে। মলত্যাগের বেগ আটকাইয়া রাখিতে পারে না।

অন্ত্রবৃদ্ধি—(Hernia)—নাক্সকে অনেকে অন্ত্রবৃদ্ধির (Hernia) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন এবং ইহাও বলেন (inguinal and umbilicel) কুচকি অথবা নাভিপ্রদেশের যে স্থানেরই অন্ত্রবৃদ্ধি হউক না কেন নাক্স ব্যবহারে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। রোগী প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার সময় নিম্নোদরে বিশেষ ভাবে কুচকির স্থানে (inguinal) দুর্ব্বলতা এবং অস্বস্থি বোধ করে। নাক্সে বিশেষতঃ বাম দিক অধিক আক্রান্ত হয়। নাভিপ্রদেশের অন্ত্রবৃদ্ধিতে যদি নাক্সে উপকার না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ককুলাস ইণ্ডিকাস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য—কারণ ককুলাসও উক্ত স্থানের অন্ত্রবৃদ্ধির একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

লাইকোপোডিয়াম—দক্ষিণ পার্শ্বের অর্থাৎ কুচকির অন্ত্র বৃদ্ধিতে ইহা প্রায়ই প্রয়োগ হয় এবং এতদ বিষয়ে ইহার সুনামও রহিয়াছে।

চক্ষুপ্রদাহ—নাক্সের চক্ষুতে যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায়। চোখ উঠিলে অর্থাৎ চক্ষুর প্রদাহ হইলে প্রায় সকল রোগীই আলো কিংবা রৌদ্রের দিকে তাহাইতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে এবং প্রাতঃকালে ভাল থাকে, ইহাই হইতেছে চক্ষু প্রদাহের সাধারণ নিয়ম কিন্তু নাক্সে প্রাতঃকালে এবং পূর্ব্বাহ্লেই অত্যন্ত অধিক কষ্ট হয়। এমন কি শিশু চক্ষু খুলিতেই পারে না, বালিসে মস্তক গুজিয়া পড়িয়া থাকে অথচ অপরাহ্নে কোন কষ্ট থাকে না সুস্থ লোকের ন্যায় চক্ষু বোধ করে। এই ঔষধে প্রাতঃকালে চক্ষুর প্রদাহ বৃদ্ধি হয় এবং চক্ষুর পাতাও জুড়িয়া যায়। এই প্রকার লক্ষণ অনেকটা স্ক্রফিউলাস (scrofulous) চক্ষুপ্রদাহে এবং অক্ষিপুটাক্ষেপেও (Blepharaspasmus) প্রকাশ থাকে এবং তাহাতেও নাক্স প্রয়োগ হয়।

প্রাতঃকালে চক্ষু প্রদাহের ইউফ্রেসিয়াও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ইউ-ফ্রেসিয়ায় সূর্য্যের আলো অপেক্ষা কৃত্রিম আলোতে অর্থাৎ ল্যাম্ফ ইত্যাদির আলোতে অধিক কষ্ট বোধ হয়। রোগী কৃত্রিম আলোর দিকে তাকাইতে পারে না, ইহা ব্যতীত ইউফ্রেসিয়াতে প্রচুর অশ্রু নির্গত হইতে থাকে, এত অধিক অশ্রুস্রাব অন্য ঔষধে খুবই কম এবং স্রাব ক্ষয় কারক, চক্ষুর পাতা এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ চক্ষু হইতে নিঃসৃত অশ্রুস্রাবের স্পর্শে হাজিয়া যায় এবং

টাটায়। নাক্সভমিকায় অশ্রুস্রাব নাই বলিলেই হয় এবং প্রায়ই থাকে না অথচ চক্ষুর পাতা চুলকায় এবং জ্বালা করে।

চক্ষুর স্পন্দন (nictitation)—চক্ষুর পাতার স্পন্দনেও (অর্থাৎ যাহাকে চোক নাচা বলা হয়) নাক্সের ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু এই বিষয়ে এগারিকাস মস্কারিসই হইতেছে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রেটিনার শুষ্কতা (atrophy of retina)—নাক্স চক্ষুর গভীর প্রদেশের রোগেও অতি উত্তম কার্য্য করে এমন কি atrophy of retinaতেও ইহা প্রয়োগ হয় ইহা ব্যতীত retinal hyperaesthesiaতেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়—রোগী আলো সহ্য করিতে পারে না, প্রাতঃকালে চক্ষুর কষ্ট বৃদ্ধি হয়, সামান্য চক্ষুর কার্য্য করিতে হইলে কিংবা সামান্য চক্ষুর ব্যবহারে চক্ষুতে অত্যন্ত যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং চক্ষুর পেশীর (ocular muscle) আক্ষেপ হয় ও এতদসহ ক্ষয়কারক (acrid) অশ্রুস্রাব এবং মস্তকের তালু প্রদেশে পুনঃ পুনঃ যন্ত্রণা হইতে থাকে।

দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা—অধিক পরিমাণ মাদক দ্রব্য সেবন কিংবা ব্যাভিচার হেতু দৃষ্টিশক্তি হ্রাস কিংবা নষ্ট হইলে, নষ্ট দৃষ্টি শক্তিকে উদ্ধার করিতে নাক্সভমিকাই হইতেছে উপযুক্ত ঔষধ। Optic nervএর শুষ্কতা (atrophy) আরম্ভ হইলেও নাক্স প্রয়োগ হইয়া থাকে। নাক্সে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও কিঞ্চিৎ উপশম হইতে পারে। এই বিষয়ে নাক্সের এই প্রকার ক্ষমতা রহিয়াছে।

চক্ষুর শ্বেতাংশের কালশিরা—চক্ষুর শ্বেতাংশে কালশিরা (Echymosis) পড়িলে নাক্স ভমিকা তাহাতেও নির্ব্বাচিত হয়। অধিক রাত্রি জাগরণ, অজীর্ণ দোষ কিংবা লাম্পট্য-স্বভাব, মদ মাংস পান ভোজন ইত্যাদি হেতু যদি চক্ষুর উক্তরূপ অবস্থা উপস্থিত হয় তাহা হইলে নাক্স উত্তম কার্য্য করে। আঘাত জনিত হইলে আর্ণিকা, লেডাম, হেমামেলিস ইত্যাদি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে।

সর্দ্দি—সাধারণ সর্দ্দির সূচনা অবস্থায় নাক্স ভমিকা ব্যবহারে বেশ উপকার পাওয়া যায় বিশেষতঃ শীতল স্থানে যেমন সিঁড়ির ধাপে বহুক্ষণ বসিয়া থাকার দরুণ যদি সর্দ্দি হয় তাহাতে নাক্স প্রয়োগে আশু উপকার হয়। সর্দ্দির সহিত হাঁচি থাকে রাত্রিতে এবং খোলা বাতাসে নাক সাটিয়া যায়,

দিবসে এবং উষ্ণ ঘরে জলবৎ তরল কাঁচা সর্দ্দি গড়ায়। চক্ষু ছল ছল করে, গলা জ্বালা করে, গা হাত সমুদায় কামড়ায়, শীত শীত বোধ হয়, নড়া চড়ায় এবং শয্যায় গরম কাপড় দ্বারা আবৃত থাকিলেও রোগীর কষ্টের উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়।

মার্কিউরিয়াস সল—কাঁচা সর্দ্দির ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু নাক্সের সহিত পার্থক্য এই যে ইহাতে গলায় ততটা জ্বালা হয় না মার্কিউরিয়াসে নাক জ্বালা এবং নাক হাঁজিয়া যাওয়া অধিক থাকে। এতদ্ব্যতীত মার্কিউরিয়াসের সর্দ্দি ঠাণ্ডায়, সন্ধ্যায় এবং স্যাঁৎসেতে বায়ুতে বৃদ্ধি হয়। মার্কিউরিয়াসের সর্দ্দিতে নাসিকার চর্ম্ম হাজিয়া যায় এবং টাটায়। নাক্সভমিকায় চর্ম্ম হাজিয়া যায় না বটে কিন্তু চর্ম্ম হাজিয়া যাওয়া সদৃশ্য টাটানি যন্ত্রণা হয়।

নাক্সভমিকা ব্যবহার করা সত্ত্বেও যদি সর্দ্দি ক্রমশঃই নিম্নদিকে যাইতে থাকে এবং বক্ষঃস্থল আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা হয় তাহা হইলে এইরূপ স্থলে ফসফরাসের বিষয় চিন্তা করিবে। কারণ দেখা যায় কোন কোন স্থানে নক্সের পর ফসফরাস উত্তম কার্য্য করে।

কাঁচা সর্দ্দিতে মার্কিউরিয়াস সল ব্যতীত এলিয়াম সেপা, আর্সেনিক বেলেডোনা, ইউফ্রেসিয়া ইত্যাদি ঔষধ প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে এবং ইহারাই কাঁচা সর্দ্দির প্রকৃত ঔষধ, ইহাদের বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নাক্সভমিকাকে কাঁচা সর্দ্দির একটি বৃহৎ ঔষধ বলিতে পারা যায় না।

পালসেটিলা—ইহাও সর্দ্দির একটি উত্তম ঔষধ বটে কিন্তু পালসেটিলা পাকা সর্দ্দির ঔষধ কাঁচা সর্দ্দিতে ইহা ব্যবহার হয় না। সর্দ্দির স্রাব সবুজ আভাযুক্ত কিংবা পীতবর্ণ ঘন, যন্ত্রণা এবং টাটানি শূন্য। সর্দ্দিতে প্রথম অবস্থায় পালসেটিলা কখনই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নয়, তাহা হইলে রোগ আরোগ্য হইতে বিলম্ব হয়। পাকা সর্দ্দি পালসেটিলাতে বিশেষ উপকার না হইলে কেলি সালফের বিষয় চিন্তা করিবে।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—নাসিকা হইতে রক্তস্রাবেও নাক্স কখন কখন ব্যবহার হয় কিন্তু অর্শ রোগগ্রস্ত রোগীদিগেতেই ইহা উত্তম কার্য্য করে। রক্তস্রাবের পূর্ব্বে শিরঃপীড়া কিংবা গণ্ডযুগল লালবর্ণ হইয়া উঠে। নাক্সে সাধারণতঃ রাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থাতেই নাসিকা হইতে রক্তস্রাব

হয় এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সময়ও হইতে পারে, রাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থাতেই যে কেবল হইবে এইরূপ কোন বিশেষত্ব দেখা যায় না। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের বেলেডোনা, মেলিলোটাস, মেলিফোলিয়াম, ইরিজারন, ফস্‌ফরাস ইত্যাদি ঔষধই হইতেছে বিশেষ উপযুক্ত।

কাশি—নাক্স কাশির বৃহৎ ঔষধ যদিও নয় কিন্তু পেট গরম হইয়া কিংবা অগ্নিমান্দ্য কিংবা হজমের গরমিল হেতু যদি কাশি হয় তাহা হইলে নাক্সে বেশ উপকার পাওয়া যায়। অত্যধিক মানসিক কার্য্য হেতু কাশির উৎপত্তি হইলেও নাক্স ব্যবহার হয়। নাক্সে আহারের পর এবং প্রাতঃকালেই কাশির অধিক বৃদ্ধি হয়। বক্ষঃস্থলের পীড়ায় নাক্সের অধিক ব্যবহার দেখা যায় না। যদি কখন কিছু লক্ষণ প্রকাশ হয় তাহা পাকস্থলীর গোলযোগ হেতুই হয় জানিতে হইবে। কারণ নাক্সের পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু নানান প্রকার রোগ জন্মাইতে পারে। পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হেতু রোগে নাক্সকে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিয়া মনে করিবে।

হাঁপানি—নাক্সের হাঁপানির কষ্ট আহারান্তে, প্রাতঃকালে, রাত্রি ১২টার পর, শীতল বায়ুতে, পরিশ্রমে এবং উর্দ্ধে উঠিতে অধিক বৃদ্ধি হয়। নাক্সের হাঁপানি সাধারণতঃ পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হইতেই অধিক উৎপত্তি হয় ও পাকস্থলীতে বিশেষতঃ উদর পূর্ণ অবস্থার পর ভার ভার চাপবোধ বর্ত্তমান থাকে এবং উদর বায়ুতে ভীষণ ফুলিয়া উঠে। এইপ্রকার আর একটী ঔষধ দেখা যায় কিন্তু তাহার ব্যবহার অত্যন্ত কম এবং তাহা হইতেছে **জিঞ্জিবার** অর্থাৎ আদা। পাকস্থলীর দোষবশতঃ হাঁপানি হইলে ইহা ব্যবহারে বেশ উপকার পাওয়া যায় কিন্তু ইহার হাঁপানির আক্রমণ রাত্রির শেষের দিকে অর্থাৎ প্রাতের দিকে আরম্ভ হয়, রোগীকে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের জন্য শয্যায় উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। আক্ষেপের (paroxysm) বাড়াবাড়ি সত্বেও রোগীতে কোন প্রকার উদ্বিগ্নের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কেলি কার্ব্বও শেষ রাত্রির রোগ বৃদ্ধির একটী নিত্য প্রচলিত ঔষধ কিন্তু কেলি কার্ব্বে আর আর লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। মধ্য রাত্রিতে হাঁপানির টান বৃদ্ধি শুনিলে—অধিকাংশ চিকিৎসকই আর্সেনিকের কথা স্মরণ করিবেন এবং স্মরণ করা ন্যায়সঙ্গতও

বটে কিন্তু আর্সেনিকের উদ্বিগ্নতা অস্থিরতা অন্য ঔষধে খুব কম দেখা যায়। নাক্সভমিকায় রাত্রি ১২টার সময় যদিও টান বৃদ্ধি হওয়ার লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু ইহা জানিতে হইবে ইহা সম্পূর্ণ পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ বশতঃ কিংবা আহারের পর পেটে বায়ুর সমাবেশ বশতঃ।

বায়ুর সমাবেশের দরুণ হাঁপানির কার্ব্বভেজ এবং লাইকোপোডিয়াম নাক্সভমিকার খুব নিকট সাদৃশ্য ঔষধ।

রক্তকাশ—রক্তকাশ (Hæmoptysis) অর্থাৎ কাশির সহিত রক্ত দেখা দিলে কিংবা গয়েরের সহিত রক্ত উঠিলে নাক্সভমিকা ব্যবহার হইলেও হইতে পারে যদ্যপি অতিরিক্ত মদ্যপান কিংবা অত্যন্ত ক্রোধ বশতঃ ইহা উৎপন্ন হয়। মদ্যপান ইত্যাদি দোষ ব্যতীত অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ হেতুও ইহা হইতে পারে—তাহাতেও নাক্স নির্ব্বাচিত হয়।

মূত্রপিণ্ড শূল (Renal colic)—নাক্সভমিকায় অধিকাংশ স্থলে দক্ষিণ মূত্রপিণ্ড (kidney) আক্রান্ত হয়। যন্ত্রণা মূত্রপিণ্ড হইতে আরম্ভ হইয়া লিঙ্গদেশে এবং তথা হইতে পায়ে বিস্তারিত হয়। নাক্সভমিকায় মূত্রশিলার যন্ত্রণার সহিত কটিদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা হয়।

লাইকোপোডিয়াম—নাক্সের ন্যায় ইহাতে দক্ষিণ মূত্রপিণ্ডই অধিক আক্রান্ত হয়। দক্ষিণ মূত্রপিণ্ডের মূত্রশিলায় লাইকোপোডিয়াম অতি মূল্যবান ঔষধ এবং ইহাই সচরাচর অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার যন্ত্রণা মূত্রপিণ্ড হইতে আরম্ভ হইয়া মূত্রপ্রণালী (ureter) দিয়া গিয়া মূত্রথলিতে (bladder) শেষ হয়। নাক্সভমিকার ন্যায় পায়ে নামে না। যন্ত্রণা কালীন পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের চেষ্টা হয় কিন্তু প্রস্রাব অধিক হয় না, প্রস্রাব ত্যাগে রোগী উপশম বোধ করে এবং কটিদেশের যন্ত্রণাও কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়। মূত্রশিলা রোগে ইহা সচরাচর ২০০ ক্রম ব্যবহার হইয়া থাকে।

ক্যান্থারিস—মূত্রশিলার যন্ত্রণাকালীন ক্যান্থারিস প্রয়োগেও সময় সময় আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। ইহাতে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হয়, প্রস্রাব নিঃসরণ কালীন ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং সময় সময় প্রস্রাবের সহিত কিংবা প্রস্রাবের পরে রক্তও দেখা দেয়। ক্যান্থারিস স্থানীয় যন্ত্রণা হ্রাস করিয়া মূত্রশিলাকে বহির্গত করিয়া দিতে সাহায্য করে।

বেলেডোনা—মূত্রশিলায় আমরা ইহার প্রয়োগ খুব বেশী দেখিতে পাই না, যদিও ইহাকে অনেকে মূত্রশিলার একটি প্রধান ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার যন্ত্রণা অত্যন্ত তীব্র এবং তীর বিদ্ধবৎ। হঠাৎ আইসে এবং চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। রোগী জ্বর জ্বর বোধ করে, মস্তকে যন্ত্রণা হয়, চোখ মুখ লাল হইয়া উঠে। বেলেডোনা মূত্রশিলার দরুণ মূত্রপ্রণালীর আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচনকে শিথিল করিয়া দিয়া মূত্রশিলা সহজে বহির্গত হইবার পথ সুগম করিয়া দেয়।

বার্ব্বেরিস্ ভাল্‌গারিস্—মূত্রশিলার ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট এবং অতি প্রচলিত ঔষধ। ইহার সমকক্ষ ঔষধ আর নাই বলিলেই হয়। ভীষণ তীর বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। রোগী যন্ত্রণাকালীন নড়িতে পারে না, যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে চাপ দিয়া ঝুঁকিয়া বসিয়া থাকিতে চায়, কারণ চাপ দিলে উপশম বোধ করে। এতদ লক্ষণসমূহ যদি মূত্রপ্রণালীতে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে এবং যন্ত্রণা যদি পায়ে পর্য্যন্ত নামে, তাহা হইলে বার্ব্বেরিস তাহার অব্যর্থ ঔষধ জানিবে এবং প্রস্রাবে লাল তলানির সহিত mucous epithelium এবং amorphous urates বর্ত্তমান থাকে। বার্ব্বেরিস সচরাচর নিম্নক্রম ২x কিংবা মূল অরিষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে এবং ইহাতে দক্ষিণ অপেক্ষা বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়।

পিত্তশূল (Biliary colic)—বার্ব্বেরিস ভালগারিসে অনেক সময় মূত্রপিণ্ডের রোগের সহিত পিত্তশূল যন্ত্রণাও বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু পিত্তশিলার প্রকৃত ঔষধই হইতেছে চায়না। পিত্তশিলা (Biliary calculi) সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে হইলে চায়না ২০০ ক্রম মধ্যে মধ্যে বহুদিন যাবৎ সেবন করান উচিৎ। বোষ্টনের ডাক্তার থেয়ার—ইহার খুব প্রশংসা করেন। পিত্তশিলার যন্ত্রণা কালীন উষ্ণ অলিভ অয়েল খাইতে অনেকে ব্যবস্থা দেন, শুনিয়াছি, তাহাতে আশু উপকার পাওয়া যায়। ঔষধে কোনপ্রকার উপকার না হইলে ইথার (ether), অভাবে হোমিওপ্যাথিক রেক্টিফাইড স্পিরিট পুনঃ পুনঃ যকৃত প্রদেশে প্রলেপ দিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়—আমি এইপ্রকারে অনেকগুলি রোগী মন্ত্রবৎ উপকার করিয়াছি। পিত্তশিলা শুনিলেই আমি অন্যান্য ঔষধসহ হোমিওপ্যাথিক রেক্টিফাইড স্পিরিট এক শিশি সঙ্গে

লইয়া যাই। অনেক সময় রোগীর নিকট বসিয়াই যন্ত্রণা সম্পূর্ণ উপশম করিয়া চলিয়া আসিয়াছি।

রক্তস্রাব—রক্তস্রাবেও নাক্সভমিকা প্রয়োগ হইতে পারে। অপরিমিত পানাহার, মদ্য মাংস ভক্ষণ, অধিক রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি দোষহেতু যদি রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে নাক্সে উপকার পাইবার আশা করা যাইতে পারে।

মূত্রকৃচ্ছ্র—মূত্রথলীর রোগে (in affection of bladder) বিশেষতঃ যখন মূত্রত্যাগ করিতে অত্যন্ত বেগ দিতে হয় অর্থাৎ মূত্রকৃচ্ছে নাক্স সময় সময় প্রয়োগ হয়। প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না, সামান্য ফোঁটা ফোঁটা হয় এবং তদসহিত অত্যন্ত জলন ও যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। প্রস্রাবের রোগের সহিত পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের বৃথা চেষ্টাও হইতে থাকে।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগে কিউবেব, কোপেইবা—ইত্যাদি ঔষধের অপব্যবহারে যখন প্রমেহ স্রাব পাতলা হয় তখন নাক্স প্রয়োগ হইয়া থাকে। অনেক সময় এই প্রকার দেখিয়াছি, প্রমেহ রোগ আরোগ্য হওয়ার পর অর্থাৎ প্রমেহ স্রাব বন্ধ হওয়ার পর রোগী মূত্রপথের পাদদেশে অর্থাৎ লিঙ্গের গোড়াতে সম্ভবতঃ Prostrateএ অস্বস্থি বোধ করে—এইপ্রকার অবস্থায় নাক্স উত্তম কার্য্য করে।

হস্তমৈথুন—নাক্সভমিকা অত্যধিক সঙ্গম ক্রিয়া বিশেষতঃ শৈশবকাল হইতে অনৈসর্গিক উপায়ে রেতঃস্খলন কিংবা হস্তমৈথুন জনিত রোগের একটী উপযুক্ত ঔষধ। নাক্সভমিকা, সাল্‌ফার, কেলকেরিয়া কার্ব্ব এবং লাইকোপোডিয়াম এই কয়েকটী ঔষধ মাহাত্মা হ্যানিমানের সময় হইতেই উক্ত প্রকার রোগে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। নাক্সের স্বপ্নদোষ প্রায়ই রাত্রির শেষ দিকে অতি প্রত্যুষে হয়। সময় সময় এক রাত্রিতে একাধিক বার হয়—সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া এবং কটিদেশে যন্ত্রণা হয় ও চলাফেরাতে কষ্টবোধ করে। এইরূপ রোগে নাক্স নির্ব্বাচিত হইলেও পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নয়। উপকার দেখা দিলেই ঔষধ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিৎ, উপকার যদি স্থায়ী না হয় তাহা হইলে ২।১ মাত্রা সালফার দিলেই আশানুরূপ কার্য্য পাওয়া যাইতে পারে। কারণ দেখা যায় নাক্সভমিকার কার্য্যকে সালফার সর্ব্বদা সাহায্য করে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—সচরাচর নাক্স এবং সালফারের পর ব্যবহার হয়, বিশেষতঃ রাত্রিতে যখন প্রত্যেক স্বপ্নদোষের পর ঘর্ম্ম উপস্থিত হয় অথবা প্রত্যেক স্ত্রীসহবাসের পর যদি মানসিক এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ হয় তাহা হইলে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের বিষয় স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

লাইকোপোডিয়াম—ইহা সাধারণতঃ প্রথম অবস্থায় ব্যবহার হয় না। যখন রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং স্বপ্নদোষ অথবা হস্তমৈথুন জনিত যখন লিঙ্গের উত্থানশক্তি রহিত হয় অর্থাৎ লিঙ্গ যখন ধ্বজভঙ্গ অবস্থায় পরিণত হয় তখন লাইকোপোডিয়মের বিষয় চিন্তা করিবে।

লাইকোপোডিয়ম সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ অপেক্ষা আংশিক ধ্বজভঙ্গেই অধিক ব্যবহার হয়। লিঙ্গ ঠাণ্ডা এবং শুষ্ক হইয়া ক্ষুদ্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গের এগনাস ক্যাষ্টাসই হইতেছে উপযুক্ত ঔষধ।

ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া—হস্তমৈথুন জনিত রোগের ইহাও একটী প্রচলিত ঔষধ—ইহাতে মুখমণ্ডল এবং শরীর শুষ্ক হইয়া আইসে, চক্ষুর চারিধারে কালিমা পড়ে। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হয়। স্বভাব অত্যন্ত খিটখিটে হয় এবং সঙ্গে লাজুকতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ রোগী সকলের নিকট আসিতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করে।

কোবেল্টাম—রেতঃস্খলন হেতু কটী দেশের যন্ত্রণার ইহাও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় যে কোন প্রকারেই বীর্য্যপাত হউক, তৎপর যদি কটিদেশের যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তাহা হইলে জানিবে কোবেল্টাম তাহার অতি উপযুক্ত ঔষধ, যন্ত্রণা বিশেষতঃ উপবেশন করিতে হইলেই অধিক অনুভব হয়।

জরায়ুভ্রংশ—জরায়ু ভ্রংশেও নাক্সভমিকার ব্যবহার আমরা দেখিতে পাই কিন্তু জরায়ু ভ্রংশের সিপিয়াই হইতেছে অতি উপযুক্ত ঔষধ। অল্প দিনের রোগ হইলেই নাক্সে উপকার পাইবার আশা করা যাইতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং বৃথা মলত্যাগের চেষ্টা বর্ত্তমান থাকা চাই। যদি নাক্স-ভমিকা প্রয়োগে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় তাহা হইলে সিপিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

ঋতুস্রাব—মাসিক ঋতুস্রাব অত্যন্ত প্রচুর হয় এবং কালচে রংএর। নিম্নোদরে পালসেটিলার ন্যায় যন্ত্রণা হয় এবং বমন ভাব প্রকাশ পায়। ঋতুস্রাব

নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হয় এবং নিয়মিত সময়ের অতিরিক্ত দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় ও প্রচুর হয়। (Catamenia a few days before time and rather too copious or keeping on several days longer with complaints at the onset which remain until after it is over).

নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে এবং প্রচুর পরিমাণে স্রাব কেলকেরিয়া কার্ব্বেও হয় কিন্তু কেলকেরিয়া কার্ব্বের শরীরের গঠন এবং মেজাজ নাক্স হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। নাক্সের ঋতুস্রাব কখনই নিয়মিত সময়ে হয় না (নাক্স মস্চেটা, সিপিয়া, সিনিসিওঅরিস। menses irregular and never at right time—Johnson).

প্রভাত বমন (**morning sickness**)—অন্তঃসত্বা অবস্থায় প্রাতঃকালীন বমনে নাক্সভমিকা প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু এই প্রকার প্রভাত-বমনের সিম্ফোরিকারপাসরেসিমোসাই হইতেছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। যখন আমরা অন্য কোন ঔষধে ফল পাই নাই সিম্ফোরিকারপাসরেসিমোসা ২০০ ক্রম ব্যবহারে আশু উপকার পাইয়াছি। নাক্সভমিকা রোগী প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া নিজেকে এবং পাকস্থলীতে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে, বমন যত অধিক হয় না, উদ্গার (retching) তদপেক্ষা অত্যন্ত অধিক হয় (ইহা নাক্সভমিকার একটী বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ)। এতদসহ ন্যাবার ভাব বর্ত্তমান থাকিতে পারে, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং কিঞ্চিৎ হরিদ্রা বর্ণযুক্ত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য এবং অরুচি থাকে ইহা ব্যতীত রোগী বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধদিকে অত্যন্ত চাপ বোধ করে। তদ্হেতু সময় সময় শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টও উপস্থিত হয়।

প্রসব যন্ত্রণা—প্রসব যন্ত্রণা কালীন কোষ্ঠকাঠিন্য সহ মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা থাকিলে নাক্স্ভমিকা ব্যবহারে অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। প্রসব যন্ত্রণা অত্যন্ত কষ্টজনক হইলেও হইতে পারে কিন্তু যন্ত্রণার সময় মল এবং মূত্রত্যাগের বৃথা বেগ হয়। সময় সময় যন্ত্রণায় রোগী মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়, যন্ত্রণা কটিদেশে প্রথমে আরম্ভ হইয়া নিতম্ব এবং উরু দেশে অবতরণ করে। যন্ত্রণার বিরাম অবস্থায় অর্থাৎ যখন যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায় পালসেটিলার ন্যায় নাক্সভমিকা প্রয়োগে যন্ত্রণা পুনরায় ফিরিয়া আইসে। প্রসব যন্ত্রণায় নাক্স-

ভমিকা নির্ব্বাচনের প্রধান লক্ষণই হইতেছে "মল ও মূত্রত্যাগের বৃথা বেগ এবং কটিদেশের যন্ত্রণা" অর্থাৎ প্রসবের সময় যখন যন্ত্রণা ভাল হয় না কিংবা যন্ত্রণা খুব জোরে হইয়াও সন্তান প্রসব হয় না এবং পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের বেগ হইতে থাকে ঐইরূপ অবস্থায় নাক্সভমিকা ২০০ শক্তি প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই সন্তান প্রসব করাইয়া দেয়।

কটিবাত—নাক্সভমিকা কটিদেশের যন্ত্রণার একটি উপযুক্ত ঔষধ সে বিষয় পূর্ব্বেও বলিয়াছি। এই স্থলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে নাক্সের কটিদেশে যে যন্ত্রণা প্রকাশ পায় তাহা ঠিক lumber regionএ হয়, রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন অবস্থায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং রোগী শয্যায় উপবেশন না করিয়া এপাশ ওপাশ করিতে পারে না ও দাঁড়াইতেও পারে না। প্রাতঃকালে যতই অধিক সময় শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে, যন্ত্রণাও ততই অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে। নাক্সভমিকার মেরুদণ্ডে (spine) যথেষ্ট কার্য্য আছে বলিয়াই উপরিউক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পিকরিক এসিড—এই ঔষধটিরও মেরুদণ্ডের উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে এবং মেরুদণ্ডে রক্তাধিক্য বশতঃ কাম প্রবৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনা প্রকাশ পায়। ইহাতে এত অধিক লিঙ্গের উদ্রেক হয় যে এক কথায় পিকরিক এসিডকে অত্যধিক লিঙ্গোচ্ছ্বাসের (priapism) প্রধান ঔষধ বলিলেই হয়, এবং ইহা লিঙ্গোচ্ছ্বাসের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া পরিচিত। রোগী অধিক মানসিক চিন্তা করিতে পারে না, কারণ অধিক মানসিক চিন্তায় দপদপানি যন্ত্রণাযুক্ত শিরঃপীড়া উপস্থিত হয় এবং যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশে (base of the brain) অধিক বোধ করে।

আড়ষ্ট গ্রীবা—গ্রীবার আড়ষ্টতায় (stiff neck) নাক্সের ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু নাক্সে ইহা মেরুদণ্ডের রোগের সহিত সংস্রব থাকে।

বেলেডোনা—বাতের দোষ থাকিলে কিংবা ঠাণ্ডা লাগিয়া হঠাৎ হইলে বেলেডোনা উত্তম কার্য্য করে। বেলেডোনায় গ্রীবার বাম পার্শ্বে আড়ষ্টতা অধিক হয় এবং বেলেডোনায় প্রদাহরূপ যন্ত্রণা থাকে ও আক্রান্ত স্থান লালবর্ণ হয়।

কষ্টিকাম—ইহাতে গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়, আড়ষ্টতার সঙ্গে পেশীতে টান বোধ থাকে, রোগী গ্রীবা সঞ্চালন করিতে

পারে না, পেশীসমূহ যেন খেঁচিয়া ধরিয়া আছে। কষ্টিকামের গ্রীবার আড়ষ্টতা পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত হইতেও পারে।

রাস্‌টক্স—ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা শয়নের দোষ হেতু হইলে আমরা সচরাচর রাসটক্স এবং ব্রাইওনিয়া পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাই। অনেক সময় দেখিয়াছি কেবল রাস্‌টক্সে কিছুই উপকার হয় নাই, তদসহিত ব্রাইওনিয়া পর্য্যায়ক্রমে দেওয়ায় উত্তম ফল হইয়াছে।

মজ্জোষ এবং কশেরুক মাজ্জেয় ক্ষয় রোগ

(Myelitis and Locomotor ataxia)—নাক্সভমিকা—মেরুদণ্ডের রোগে উল্লিখিত কটি দেশের যন্ত্রণার সহিত (backache) নিম্ন লক্ষণ সমূহ বর্ত্তমান থাকে—প্রাতঃকালে হঠাৎ পদযুগলের চলৎশক্তি রহিত হয়, রোগী হাঁটিতে পারে না, হস্ত এবং পদদ্বয় অল্প আয়াসেই ক্লান্ত এবং নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কটি দেশের কাপড় অত্যন্ত আঁট বলিয়া বোধ হয়, মনে হয় কটিদেশের চারিপার্শ্বে যেন বন্ধনী জড়াইয়া রাখা হইয়াছে, সকল সময় শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, মেরুদণ্ড এবং হস্তপদ সির সির করিতে থাকে ও অসাড় বোধ হয়। এই লক্ষণগুলি মজ্জোষ (myelitis—inflamation of spinal marrow and its membranes) এবং কাসেরুকা মাজ্জেয় ক্ষয় রোগের (locomotor ataxy—degenaration of the posterior column of the spinal cord leading to the loss of power of co-ordination in the muscles of the legs. It may be caused by exposure or excess. It is preceded by sensory or sexual disturbances, neuralgic pain etc.) প্রারম্ভ অবস্থায় বিশেষতঃ ঠাণ্ডা লাগিয়া কিংবা অত্যধিক সঙ্গম ক্রিয়া হেতু উৎপন্ন হইলে তাহাতে নাক্সভমিকা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ফসফরাস—ইহাও নাক্সের ন্যায় Spinal softeningএর একটী উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা হয় আর নাক্সে আংশিক পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা হয় এবং নাক্সের পক্ষাঘাতের কারণ অত্যধিক ক্লান্তি অথবা বলক্ষয়ের (exhaustion) উপর নির্ভর করে।

ফাইসস্‌টিগ্‌মা—ইহাতেও spinal irritationএর সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং মেরুদণ্ড হইতে উদ্ভূত সমুদায় স্নায়ুই অল্প বিস্তর

চঞ্চল হইয়া থাকে। মেরুদণ্ডের দুইটী অস্থির মধ্যস্থলে অঙ্গুলি দিয়া চাপ দিলে রোগী অস্বস্থি বোধ করে। ফাইসস্ টিগ্মায় পেশী সমূহ আড়ষ্ট অর্থাৎ কঠিন হয় এবং অবশেষে ধনুষ্টঙ্কারে (trismus এবং tetenus) পরিণত হয়।

এম্ব্রাগ্রাইসিয়া—এই ঔষধটিও নাক্সভমিকার ন্যায় শীর্ণ শুষ্ক চেহারাযুক্ত রোগীতে অধিক কার্য্য করে এবং রোগী অত্যন্ত স্নায়বীক (nervous) স্বভাবের হয়। ইহাতে গাত্রত্বকের স্পর্শজ্ঞান শূন্যতা অত্যন্ত অধিক থাকে এবং অতি সহজেই শরীরের নানা স্থানে অবশভাব প্রকাশ পায়। উপবেশনের পর, কটিদেশ আড়ষ্ট এবং উক্ত স্থানের পেশী সমূহ টান হইয়া থাকে। নিদ্রার পর ইহা অধিক বৃদ্ধি হয় এমন কি লিঙ্গ এবং অণ্ডকোষ অবশ বোধ হয়, যে সমুদয় রোগীতে এতদ লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহারা স্বভাবতঃই অত্যন্ত স্নায়ু—প্রধান—ধাতু—গ্রস্থ হয় এবং অত্যন্ত অধিক কথা বলে ও শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

এসারাম ইওরোপিয়াম—ইহাও একটী স্নায়বীক রোগের ঔষধ এবং ইহা খিটখিটে প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের উপর অধিক কার্য্য করে। রোগী এত অধিক স্নায়বীক এবং স্পর্শাধিক্য প্রকৃতির যে সামান্য কাপড় কিংবা কাগজ ছেঁড়ার শব্দে অথবা এই প্রকার চিন্তাতেই রোগ বৃদ্ধি হয়।

বাত—বাত রোগেও নাক্স অল্প বিস্তর ব্যবহার হয় কিন্তু নাক্সে বৃহৎ সন্ধীস্থল (large joints) এবং পেশী সমূহ অধিক আক্রান্ত হয় এবং বিশেষভাবে স্কন্ধের বাতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। আক্রান্ত স্থল স্ফীত হয় কিন্তু অধিক লালবর্ণ হয় না। নাক্সের বাতের সমুদায় লক্ষণ প্রাতঃকালে অধিক বৃদ্ধি হয়।

ব্রণ—অধিক মদ্যপান হেতু অথবা অত্যধিক পণির ভক্ষণ হেতু মুখ মণ্ডলে ব্রণ উঠিলে নাক্স ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু পণির ভক্ষণ হেতু কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে কলোসিন্থ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

জ্বর।

নাক্সভমিকা সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই ব্যবহার হইতে পারে। নেট্রাম মিউরের ন্যায় প্রাতঃকালীন জ্বরেই ইহা অধিক ব্যবহার হয়। জ্বরের সময়, জ্বরের গতি কিংবা জ্বরের আক্রমণ নানান প্রকারের হয়, কোন বিশেষ

নিয়মানুবর্ত্তী না হইতেও পারে এবং শীত, দাহ, ঘর্ম্ম এই তিন অবস্থা প্রকাশ থাকিতেও না পারে, উত্তাপ অবস্থার পর শীত, তৎপর ঘর্ম্ম। অথবা ঘর্ম্ম এবং তৎপর শীত, এই প্রকার স্বভাবেরও হইতে পারে, তথাপি নাক্সভূমিকা প্রয়োগ হইয়া থাকে। যদি নাক্সের বিশিষ্ট লক্ষণ সমুহ বর্ত্তমান থাকে।

সময়—সন্ধ্যা ৬।৭টা অথবা প্রাতে ৬।৭টা। সন্ধ্যার সময় জ্বর আসিলে সারারাত ভোগ থাকে। (লাইকোপোডিয়াম, পাল্‌সেটিলা, রাসটক্স) ইহা ব্যতীত অন্যান্য সময়েও জ্বর আইসে কিন্তু সন্ধ্যা এবং প্রাতেই হইতেছে নাক্সের জ্বরের বিশিষ্ট লক্ষণ।

কারণ—আহারের অনিয়মতা, অত্যধিক আহার, দ্রুত ভক্ষণ, অধিক রাত্রি জাগরণ, কফি চা ইত্যাদি পান এবং গুরুপাক দ্রব্য ভোজন অর্থাৎ পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম এবং অজীর্ণতা ইত্যাদি।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—পদদ্বয় অত্যন্ত কামড়াইতে থাকে, গাত্র এবং কোমরে বেদনা হয়। রোগী যন্ত্রণায় পদদ্বয় স্থির করিয়া রাখিতে পারে না, পদদ্বয় একবার গুটায় একবার লম্বা করে—এইরূপ করিতে থাকে এবং হাই উঠে।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। নিদ্রা হইতে উঠিয়া সমুদায় শরীর শীত শীত বোধ হয়। শীত ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ঘণ্টা খানেক স্থায়ী হয়। শীতে সমুদায় শরীর কাঁপাইয়া তোলে। মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় নীল আভাযুক্ত হয়, তৎপর ভীষণ উত্তাপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রাতঃকালীন জ্বরে শীত অবস্থার সহিত গাত্র বেদনাও থাকে, শীতের প্রবলতায় আঙ্গুলের নখ সমুদায় নীলবর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সন্ধ্যাকালীন আক্রমণে শীত অবস্থা প্রায় ৪ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়। শীতে হস্তের নখ সমুদায় নীল হইয়া যায়। শীত উষ্ণ বস্ত্রে কিংবা অগ্নির উত্তাপে কিছুতেই উপশম হয় না (গাত্রাচ্ছাদন না দিলে শীত বৃদ্ধি হয়—ফসফরাস। উষ্ণগৃহে কিংবা অগ্নির উত্তাপে শীত বৃদ্ধি—এপিস। বাহ্যিক উত্তাপে শীত বৃদ্ধি—ইপিকাক)। শীত অবস্থা কালীন কটিদেশে (Sacrum) যন্ত্রণা হয় (পৃষ্ঠ অর্থাৎ Dorsal Vertebra তে যন্ত্রণা হয়—চিনিমাম সালফ)।

দাহ অবস্থা—পিপাসা থাকে। দাহ অবস্থা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং অত্যন্ত পিপাসা বোধ করে। ভীষণ গাত্র তাপ হয় সমুদায় শরীর যেন

ঝলসিয়া যাইতেছে তথাপি গাত্রে কাপড় রাখা চাই (must be covered up.) কিন্তু সামান্য নড়িলেই রোগী শীত অনুভব করে অর্থাৎ নড়াচড়া করিলেই গাত্রে যথেষ্ট কাপড় থাকা সত্ত্বেও শীত বোধ করে। (Cannot move or uncover in the least without feeling chilly—Arnica) ইহাই হইতেছে নাক্সভমিকার জ্বরের লক্ষণ।

ঘর্ম্মাবস্থা—পিপাসা থাকে না। (অত্যন্ত পিপাসা থাকে—আর্সেনিক, চায়না)। নাক্সভূমিকায় সাধারণতঃ ঘর্ম্ম অত্যন্ত স্বল্প হয়। ঘর্ম্মে গাত্র বেদনা উপশম হয়। (ইউপেটোরিয়াম, লাইকোপোডিয়াম, নেট্রাম মিউর)। ঘর্ম্ম শরীরের এক পার্শ্বে (দক্ষিণ পার্শ্ব) অথবা কেবল শরীরের উর্দ্ধ ভাগে হয় কিংবা সমুদায় শরীরময় হয়। (ঘর্ম্ম কেবল স্কন্ধদেশে হয়, পায়ে হয় না—লাইকোপোডিয়াম), কখন কখন ঘর্ম্মের পরই শীত হয়। জ্বর অত্যন্ত অধিক হইলে অর্থাৎ শীত অবস্থা অধিক হইলে ঘর্ম্মও অত্যন্ত প্রচুর হয়, (ইউপেটরিয়ামের সম্পূর্ণ বিপরীত—স্বল্প শীত প্রচুর ঘর্ম্ম অথবা ভীষণ শীত স্বল্প ঘর্ম্ম।) ঘর্ম্মাবস্থাতেও নড়াচড়া করিলে অথবা বায়ুর স্পর্শ লাগিলেই শীত বোধ করে।

জিহ্বা—শ্বেত কিংবা পীতবর্ণে অত্যন্ত লেপাবৃত থাকে। জিহ্বার স্বাদ তিক্ত অথবা অম্লযুক্ত। মুখ না ধুইয়া থাকিতে পারে না। সর্ব্বদা ক্ষুধা ক্ষুধা করে কিংবা ক্ষুধা একেবারেই থাকে না। রুটি, জল, কফি এবং তামাকের প্রতি অত্যন্ত অরুচি হয়।

নাক্সভমিকার জ্বরে নিম্নলক্ষণ সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

(১) **শীতভাব**—নাক্সে সকল সময়েই যে শীত অবস্থা বর্ত্তমান থাকে এইরূপ বলা যায় না এবং শীত অবস্থা বর্ত্তমান না থাকিলে নাক্স নির্ব্বাচিত যে হইবে না এইরূপও বলা যায় না। সন্ধ্যাকালে ৬।৭ টায় যে জ্বর আইসে তাহাতে অনেক সময় শীত থাকে না। নাক্সভমিকার জ্বরের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে :—যতই গাত্রাচ্ছাদন দেওয়া থাকুক না কেন সামান্য এপাশ ওপাশ

নড়াচড়া করিলেই শীত অনুভব করে (Cannot move or uncover in the least without feeling chilly.)

(২) মানসিক লক্ষণ—খিটখিটে স্বভাব অল্পেতেই বিরক্তি ভাব, রোগীকে অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিরক্ত বোধ করে। রোগের বিবরণ জিজ্ঞাসা করা যায় না, বিরক্ত হয়। রোগী চিকিৎসা করিতে গিয়া আমরা এই প্রকার কত স্থানে অপ্রস্তুত হইয়াছি—একস্থলে "শীত কোন স্থান হইতে আরম্ভ হয়, এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, রোগী রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল—ঐ বাড়ীর মট্‌কা হইতে আইসে।" আর একস্থানে রোগী বলিয়া উঠিল "আমি কি চুরি করিয়াছি যে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন" কাজে কাজেই নাক্সভমিকা রোগীর মানসিক লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য

(৩) পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম—তরল ভেদ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অম্ল উদ্গার কিংবা কোষ্ঠকাঠিন্য অর্থাৎ পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ ইত্যাদি হেতু জ্বর হইলে নাক্স তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি জানিতে পারা যায় উদরাময়, অজীর্ণ ইত্যাদির পর জ্বর হইয়াছে—তাহা হইলে নাক্সভমিকাকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

(৪) কোষ্ঠকাঠিন্য—নাক্সের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম এবং প্রধান বিশেষত্ব মলত্যাগের পুনঃ পুনঃ বেগ হয় অথচ পরিষ্কার মলত্যাগ একবারও হয় না (ineffectual urging for stool) এবং তদহেতু রোগী নিজকে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে, আহারের রুচি থাকে না, সকল সময় মলত্যাগের বেগ অনুভব করে, আহারের পর পেট ভার বোধ হয় ইত্যাদি নানাপ্রকার অসুস্থতা অনুভব করে।

প্রাতঃকালীন জ্বরে নাক্সভমিকা এবং নেট্রাম মিউরের গোলমালের সম্ভাবনা থাকায় নিম্নে তাহাদিগের পার্থক্য দেওয়া হইল—

নাক্সভমিকা।	নেট্রাম মিউর।
জ্বরের প্রকৃত সময়—প্রাতে ৬।৭টা।	জ্বরের প্রকৃত সময়—প্রাতে ১০।১১টা।
শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না।	শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না।
উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে, রোগীর গাত্রে যতই আচ্ছাদন থাকুক এপাশ ওপাশ করিলেই শীত অনুভব করে।	উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে, শীতভাব থাকে না। ভীষণ শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়, যন্ত্রণায় জ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলে।
ঘর্ম্ম অবস্থা—পিপাসা থাকে না ঘর্ম্মে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনার উপশম হয়।	ঘর্ম্ম অবস্থা—পিপাসা থাকে, ঘর্ম্মে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনার উপশম হয় বটে কিন্তু শিরঃপীড়ার তত অধিক উপশম হয় না।

অনেকে নাক্স এবং ইপিকাক পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবারে যখন লক্ষণসমূহ পরিষ্কার প্রকাশ থাকে না, নাক্সভমিকা এবং ইপিকাক পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিলে (alternately) বেশ ফল পাওয়া যায়। ডাক্তার হিউজ, রাসেল, ফ্লিসম্যান, ইহারা সকলেই এই মত সমর্থন করেন, (my own experience concurs with that Fleishman and Russel in thinking that Nux and Ipecac in alternation most frequently control the impure intermittents which come under our treatment in non-aguish districts—Dr. Hughes).

প্রয়োগ-বিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০। মদ্যপান হেতু তরুণ রোগে নিম্নক্রম ৩x অথবা ৬x। জ্বর, উদরাময়, আমাশা ইত্যাদিতে ৬, ২০০। কোষ্ঠকাঠিন্যে—৩০।

অনুপূরক ঔষধ (Complementary) সালফার। নাক্সের পর প্রায় সমুদায় রোগেই ব্যবহার হয়।

প্রতিবন্ধক ঔষধ (Inimical)—জিঙ্ক। নক্সভমিকার পূর্ব্বে কিংবা পরে ব্যবহার হয় না।

নাক্সভমিকা সাধারণতঃ রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে প্রয়োগ করা উচিৎ। মন এবং শরীরের বিশ্রাম অবস্থায় ইহা উত্তম কার্য্য করে (It acts best during repose of mind and body).

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে, মানসিক পরিশ্রমে, আহারান্তে, অত্যধিক আহারে, স্পর্শে, গোলমালে, ক্রোধে, উত্তেজক অথবা গুরুপাক খাদ্য সামগ্রী আহারে, বিরেচক ঔষধ সেবনে।

রোগের উপশম—সন্ধ্যাকালে, বিশ্রাম অবস্থায়।

রোগীর বিবরণ।

১। একবার আমি জোড়াসাঁকো অঞ্চলে একটী ভাড়া করিতে যাই, যাইয়া দেখি গৃহস্বামী অত্যন্ত কাতর অবস্থায় দ্বিতলে শয়ন করিয়া আছেন। সর্ব্বশরীর অত্যন্ত রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে অবসাদযুক্ত এবং দুর্ব্বল, অধিক কথা কহিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নাই এবং চলৎ শক্তিও একপ্রকার শূন্য হইয়া গিয়াছে। আহার, মল, মূত্র ইত্যাদি সমুদায় উক্ত স্থানে শয়ন করিয়াই করিতে হয়, জীবনের প্রতি অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। আমাকে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক জানিতে পারিয়া সমস্ত রোগের বিষয় বর্ণনা করিলেন, আমি তাঁহার কথায় জানিতে পারিলাম তিনি বহুদিন যাবৎ অর্শ রোগে ভুগিতেছেন। অর্শের রক্তস্রাবই অধিক, যন্ত্রণা একপ্রকার নাই বলিলেই হয় এবং রক্ত প্রত্যেক বার মলত্যাগ কালীন নিঃসৃত হয়। আমি রোগের সমুদায় বিষয় শুনিয়া প্রাতে নাক্সভমিকা এবং রাত্রিতে সালফার প্রত্যহ একবার করিয়া এইরূপে এক সপ্তাহ সেবন করিতে বলিলাম। তিনি নাক্স এবং সালফারের কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, আমি ইহা ব্যবহার করিয়াছি কিন্তু ফল পাই নাই, আমি তাঁহাকে একাধারে ৭ দিন সেবন করিয়া

তৎপর জানাইতে বলিলাম। সাতদিন পর রোগী একখানা পত্রের দ্বারা আমাকে জানাইলেন অনেক উপকার হইয়াছে, রক্তস্রাব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। এইপ্রকারে একমাত্র নাক্স এবং সালফার প্রয়োগে রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া উঠিল এবং অদ্যাবধি আমি তাহাদিগের বাড়ীর চিকিৎসক হইয়া কার্য্য করিতেছি।

আমার এই রোগীর বিষয় উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্যই হইতেছে যে—যন্ত্রণাশূন্য রক্তস্রাবী অর্শে নাক্স এবং সালফার ২।১ দিন প্রয়োগ করিয়া যেন ছাড়িয়া দেওয়া না হয়, আমি অনেক রোগীকে এইরূপ দোষারোপ করিতে শুনিয়াছি, নাক্স এবং সালফার ব্যবহারে কিছুই হয় না। আমি তাহাদিগকে অন্ততঃ এক সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

(২) কিছুদিন হইল গয়া জিলা হইতে জনৈক ভদ্রলোক তাহার স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আইসেন, যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে তাহার স্ত্রীর প্রসব কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং আমার হস্তেই সন্তান প্রসবের ভার দিলেন। জানিতে পারিলাম যদিও দুইটী সন্তান হইয়াছে কিন্তু ভীষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। প্রসবের সময় এত ভীষণ যন্ত্রণা হয় যে প্রসূতী এবং সন্তান উভয়ের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। এক একবার যন্ত্রণা ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত হইতে থাকে তথাপি সন্তান প্রসব হয় না। প্রথমতঃ একজন বিজ্ঞ স্ত্রী চিকিৎসক দ্বারা প্রসবের পথে কিংবা জননেন্দ্রিয়ে কোনপ্রকার দোষ আছে কি না জানিবার জন্য পরিক্ষা করিয়া লইলাম এবং জানিতে পারিলাম কোনপ্রকার দোষ নাই। আমি প্রসবের প্রায় ৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে হইতেই প্রত্যহ একবার করিয়া পালসেটিলা ৩০ দিতে লাগিলাম। প্রসবের সময় আগত হইয়াছে যন্ত্রণা হইতেছে, সন্তানের মস্তক হস্তে ঠেকিতেছে, যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া জুড়াইয়াও যাইতেছে কিন্তু কিছুতেই সন্তান ভূমিষ্ট হইতেছে না অথচ প্রসূতি এইরূপ অবস্থায় পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব এবং মলত্যাগের বেগ বোধ করিতেছিল, অথচ মল মূত্র বিশেষ কিছুই হইতেছিল না। ইহাও জানিতে পারিলাম—পূর্ব্বের দুই সন্তান প্রসব হইবার কালীনও এইপ্রকার যন্ত্রণা এবং মলত্যাগের চেষ্টা হইয়াছিল, আমি শেষোক্ত লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া নাক্সভমিকা ২০০ ক্রম একমাত্রা প্রয়োগ করি। ঔষধের প্রয়োগের অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই একটী পুত্র সন্তান প্রসব হয় এবং আমি তাহাতে প্রসূতির শ্বশ্রুমাতার নিকট হইতে বিশেষরূপে পুরস্কৃত হই।

৩। মির্জাপুর ষ্ট্রীটে একটী রোগী দেখিতে যাই, রোগী একজন স্ত্রীলোক, দোহারা শরীর, বয়স প্রায় ২৫ হইবে। ভীষণ জ্বর হইয়াছে—তিন দিন যাবৎ ভুগিতেছে, জানিতে পারিলাম প্রত্যহ সন্ধ্যার পর জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। আমি গিয়া দেখিলাম রোগী কম্বল আবৃত করিয়া মেজেতে শুইয়া রহিয়াছে, গাত্র অগ্নিবৎ উষ্ণ যেন উত্তাপে গাত্রত্বক ঝলসিয়া যাইতেছে তথাপি শীত শীত বোধ করিতেছে এবং আরও গাত্রাবরণ চাহিতেছে। হাত দেখিতে চাহিলাম রোগী হাত বাহির করিতে ইচ্ছুক নয় তাহাতে শীত শীত বোধ হয় এবং রোগী বস্ত্রাবৃত থাকা সত্বেও শীতের ভয়ে এপাশ ওপাশ পর্য্যন্ত করিতে ভরসা পায় না। মধ্যে মধ্যে জলপান করিতেছে এবং সময় সময় বমন হইয়া উঠিয়াও যাইতেছে, বমনের স্বাদ তিক্ত, দুইবার দাস্ত ভেদ হইয়াছে। রোগী বলিল "পেট পরিষ্কার না হইলে জ্বর যাইবে না, যদিও দুইবার দাস্ত হইয়াছে তাহাতে পরিষ্কার হয় নাই আরও হইলে ভাল হইত। যাহাতে পেট পরিষ্কার হইয়া যায় এইরূপ ঔষধ দিন।" আহারে রুচি নাই, জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত, মেজাজ কিঞ্চিৎ খিট্‌খিটে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অধিক উত্তর দিতে চায় না। জ্বর তিন দিন হইতে সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হইতেছে।

জ্বরকালীন ভীষণ উত্তাপ সত্বেও যথেষ্ট গাত্রাচ্ছাদন থাকাতেও শীত শীত বোধ করিতেছে, তিক্ত বমন হইতেছে, দাস্ত হওয়া সত্বেও আরও হইবে এইরূপ বোধ লাগিয়া রহিয়াছে, মেজাজ কিঞ্চিৎ খিট্‌খিটে, এতদসমুদায় লক্ষণ দেখিয়া নাক্সভমিকা একমাত্রা ২০০ ক্রম দিয়া চলিয়া আসিলাম, তৎপর দিন সংবাদ পাইলাম আর জ্বর হয় নাই।

৪। একবার একটি ভদ্রলোক মৎস্য ধরিতে গিয়া তথায় বন্ধু বান্ধবসহ মদ্যপান করে এবং সন্ধ্যার সময় কলেরায় আক্রান্ত হয়, আমি প্রথমতঃ নানান ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কিছুই উপকার করিতে না পারিয়া নিজেকে অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করিতে লাগিলাম। তৎপর রোগীর মুখ পরীক্ষা করিয়া মদের গন্ধ পাই এবং জানিতে পারিলাম মৎস্য ধরিবার কালীন বন্ধু বান্ধবসহ মদ্য পান করিয়াছিল, এই কারণের উপর নির্ভর করিয়া আমি তাহাকে নাক্সভমিকা ৬ প্রতি ঘণ্টা ২ মাত্রা সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসি। তৎপর জানিতে পারিলাম রোগীর অবস্থা কিছু ভাল হইয়াছে, পুনরায় আবার ২ মাত্রা নাক্স পাঠাইয়া দিলাম কিন্তু তাহাতে রোগের বিশেষ উপশম না

হইয়া বরং রোগ কিছু বৃদ্ধি বোধ হইতে লাগিল, সেই সময় কলিকাতার সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিপিনচন্দ্র চাটার্জ্জি মহাশয় জীবিত ছিলেন আমি তাঁহাকে পরামর্শার্থ ডাকাইয়া পাঠাই, তিনি নাক্সভমিকা ৩x দিতে আমাকে পরামর্শ দিলেন এবং রোগী তাহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

৫। একবার একটী লোক বাজী রাখিয়া এক রাত্রিতে ৩৯ গ্লাস মদ্যপান করে। তাহাতে গাত্রত্বক পার্চ্চমেণ্ট কাগজের ন্যায় শুষ্ক এবং খসখসে হয়, সমুদয় শরীর শীতল এবং অবশ হইয়া আসিতে থাকে, নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং মৃদু হইতে থাকে অর্থাৎ সমুদয় অঙ্গ পক্ষাঘাতের অবস্থায় পরিণত হইতে লাগিল। দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না। এমত অবস্থা দেখিয়া আমি তাহাকে নাক্সভমিকা ৩০ ক্রমের কয়েকটী বটিয়া প্রতি ৫ মিনিট অন্তর সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসিলাম কিন্তু তাহাতে রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না দেখিয়া এবং নাক্সভমিকাই তাহার একমাত্র ঔষধ জানিয়া নাক্সভমিকার মূল অরিষ্ট ৫ ফোঁটা কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রতি ৫ মিনিট অন্তর খাইতে দিলাম। দ্বিতীয় মাত্রা সেবনের পর প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ হইতে থাকে। এমন কি এক রাত্রিতে ৭ বার কাপড় পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল এবং সমুদয় ঘর্ম্ম মদ গন্ধযুক্ত। এইরূপে পরবর্ত্তী প্রাতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

A stout young man had drunk 39 glasses of whisky on a wager in one night. We found him cold and the skin dry and husky like parchment. He felt numb all over. Pulse scarcely perceptible. He was in great agony of mind and expected to be utterly paralyzed. He was unable te sustain his own weight. I gave him six globules of Nux 3o in a half a cup of water, a spoonful every five minutes but practically did no good. Being satisfied that Nux was his remedy. I now mixed 5 drops of strong tinctures in six table spoonful of water and gave him every five minutes. After the second dose he began to perspire. The perspiration seemed to be of pure alcohol. He had to be changed

seven times during the night. Next morning he felt quite well except a little weakness. Upon the whole small doses have not proved very effectual in my hand. (Dr. Baehr).

আমরা উপরিউক্ত ঘটনা হইতে দুইটি বিষয়ের শিক্ষা পাইতেছি প্রথমতঃ মদ্যপান হেতু রোগে নক্সভমিকা একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। দ্বিতীয়তঃ মদ্যপান হেতু রোগে নক্সভমিকা নিম্নক্রম অধিক ফলপ্রদ।

ভিরেট্রাম এল্‌বাম।

ভিরেট্রামের পরিচয় কলেরায় যেরূপ পরিষ্কাররূপে আমরা দেখিতে পাই আর কোন রোগেতেই তদ্রূপ ইহার কার্য্য প্রকাশ পায় নাই। ইহাকে অনেকে কলেরার একমাত্র ঔষধ বলিয়াই জানে এবং বাস্তবিকই ইহা কলেরার একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এক কথায় বলিতে পারা যায় এই ঔষধ ব্যতীত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের কলেরা চিকিৎসা করা এক প্রকার অসম্ভব হইত।

ফিজিওলজিক্যাল্ কার্য্য ঃ—এই ঔষধ দ্বারা বিষাক্ত হইলে মস্তিষ্ক অধিক আক্রান্ত হয় না। সিদ্ধান্তকরণে যাহা কিছু কার্য্য দেখা যায় তদ্‌সমুদায়ই নিম্নোদরের উপর অর্থাৎ নিম্নোদরের উপরই ইহার সমুদায় কার্য্য যেন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। উক্ত স্থানে ইহার কার্য্য বোধ হয় অন্তঃকোষ্ঠ সংক্রান্ত স্নায়ু সমূহ (splanchnic nerves) আক্রান্ত হইয়াই হয়, ভিরেট্রামে দুর্ব্বলতা (prostration), শীতলতা (coldness) এবং কোলাপ্সের ভাব যাহা কিছু দেখা যায় তদ্‌সমুদায়ই উক্ত (অন্তঃকোষ্ঠ সংগ্রান্ত) স্নায়ু হইতেই আরম্ভ হয়। ভিরেট্রামে যদিও মস্তিষ্ক অল্পবিস্তর আক্রান্ত হয় কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, মস্তিষ্কের রোগের সহিত শীতলতা, অবসাদ ইত্যাদি অধিকরূপ প্রকাশ থাকে না—যত অধিক ভেদ বমির সহিত ইহা উপস্থিত হয়। ডাক্তার হেম্পেল লিখিত ভিরেট্রামের বিষয় পাঠ করিলে দেখা যায় —যদি কলেরার সম্পূর্ণ লক্ষণ কোন ঔষধের সিদ্ধান্তকরণে পরিষ্কাররূপে

উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে ভিরেট্রামেই তাহা হইয়াছে। কলেরার ভেদ, বমি, অবসাদ, সর্ব্বাঙ্গীণ শীতলতা, খিলধরা ইত্যাদি সমুদায়ই ভিরেট্রামে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ থাকে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। যে সমুদায় রোগে জীবনীশক্তি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, সম্পূর্ণ অবসন্নতা এবং হিমাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়—তাহাতে ভিরেট্রাম এলবাম উত্তম কার্য্য করে [adapted to diseases with rapid sinking of the vital forces, complete prostration and collapse)।

২। সকল প্রকার রোগের সহিত কপালে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় (cold perspiration on the forehead (over entire body—Tabacum) with nearly all complaints)।

৩। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে রক্তশূন্য, নীলবর্ণ, চোপসান এবং নিমগ্ন (Face pale, collapsed, features sunken, hippocratic)

৪। ভীষণ বমন ও তদ্‌সহিত প্রচুর উদরাময় (Violent vomiting with profuse diarrhoea)

৫। মুখমণ্ডল, নাসিকাগ্র, পদদ্বয়, হস্ত ইত্যাদি সমুদায় স্থান বরফবৎ শীতল।

৬। দূষিত সবিরাম জ্বর এবং শরীরের ভীষণ শীতলতা। মুখমণ্ডল শীতল এবং হিমাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত। (Pernicious intermittent fever with extreme coldness, face cold and collapsed)

৭। বমনেচ্ছা এবং অতিশয় অবসন্নতা সহ বমন। জলপানে বৃদ্ধি (আর্স)।

৮। অদম্য পিপাসা, অধিক জল পান করিতে ইচ্ছা।

৯। মস্তকের তালুতে একখণ্ড বরফ রহিয়াছে এইরূপ বোধ। (sensation of a lump of ice on vertex)

১০। প্রচুর বমন এবং দাস্তযুক্ত কলেরা ও তদ্‌সহিত উদরে কর্ত্তনবৎ অত্যন্ত যন্ত্রণা।

সাধারণ লক্ষণ।

১। একাকী থাকিতে পারে না অথচ অধিক কথা বলিতে ইচ্ছা করে না।

২। রোগী মনে করে সে অন্তঃসত্ত্বা, শীঘ্র সন্তান প্রসব হইবে।

৩। উন্মাদগ্রস্থ—সমুদায় দ্রব্য বিশেষতঃ কাপড় কাটিবার এবং ছিঁড়িবার ইচ্ছা। অসভ্য, অশ্লীল প্রেম পূর্ণ গান গায় ও কথা বলে এবং সময় সময় ধর্ম্মের কথাও বলে।

৪। অম্ল পানীয় দ্রব্য খাইবার আকাঙ্ক্ষা।

৫। উদরাময়—সবুজ আভ'যুক্ত ছিব্‌ড়ে ছিব্‌ড়ে, পুনঃ পুনঃ হয় এবং তরল জলবৎ ও তদ্‌সহিত হস্তপদে খিল ধরে এবং উদরে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়।

৬। কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগের ইচ্ছা শূন্য। মল বৃহৎ, শক্ত (ব্রাইওনিয়া, সালফার) কাল কাল গোলাকার (চেলি, ওপি, প্লাম্বা), সরলান্ত্রের নিশ্চষ্টতা। নাক্স এবং ল্যাইকোপডিয়ামের পর শিশুদিগেতে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

৭। রজঃকৃচ্ছ্র এবং তদ্‌সহিত ভেদ বমন ও কপালে শীতল ঘর্ম্ম। রোগী এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে প্রতি ঋতুকালে ২ দিন পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে পারে না।

কলেরা :—ভিরেট্রামের কলেরার (১) মস্তকে শীতল ঘর্ম্ম (cold perspiration on the forehead), (২) এককালে অধিক জলপান, (৩) সামান্য নড়াচড়ায় বমনের বৃদ্ধি। (৪) চর্ম্মের সঙ্কোচনীয়তা এবং (৫) প্রচুর ভেদবমি—এই কয়েকটিকেই বিশেষ লক্ষণ জানিতে হইবে। যেখানেই অধিক ভেদবমি এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম সেইখানেই ভিরেট্রাম

প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কপালে শীতল ঘর্ম্ম ভিরেট্রামের সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বরোগেরই বিশেষ লক্ষণ। নিউমোনিয়া কিংবা টাইফয়েড কিংবা জ্বর অর্থাৎ যে কোন ব্যাধি হউক উক্ত লক্ষণে ভিরেট্রামের বিষয় মনে করিবে ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন—Veratrum is a remedy that has a characteristic cold sweat on the forehead. It makes no difference whether it is cholera, cholera infantum, pneumonia, asthma, typhoid fever or constipation, if this symptom is prominently present and the patient is in anything like a faint, collapse or greatly prostrated condition, Veratrum album is the first remedy to think of. It is one of Hahnemann's trio of remedies for Asiatic Cholera, Camphor and Cuprum metallicum being the other two.

ভিরেট্রামের সমগুণ ঔষধ সমূহের পার্থক্য নিরূপণ।

(১) **ভিরেট্রাম এবং জেট্রোফার পার্থক্য**—আর্সেনিক এবং ভিরেট্রামের পরেই জেট্রোফার উল্লেখ অধিক দেখিতে পাই জেট্রোফার ভেদ অত্যন্ত প্রচুর এবং তরল জলবৎ। শব্দসহ স্রোতের ন্যায় জোরে বাহির হয়। পিপাসা অত্যন্ত প্রবল। ডিম্বের লালা সদৃশ পদার্থ মিশ্রিত প্রচুর তরল বমন। কিন্তু জেট্রোফার বিশেষ লক্ষণ হইতেছে বোতল হইতে জল ঢালার ন্যায় উদরে ঢল ঢল শব্দ হওয়া। বমন এবং ভেদের পরও ঐ শব্দের বিরাম হয় না। দেহের শীতলতা হস্তপদের খিল ধরা, সর্ব্বাঙ্গীন শীতল ঘর্ম্মও অল্পবিস্তর বর্ত্তমান থাকে। ভিরেট্রামের সহিত জেট্রোফার অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকিলেও প্রভেদ বুঝিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। পেটের ঢল ঢল শব্দ, অত্যধিক বমন এবং মলের বেগ ভিরেট্রাম হইতে ইহাকে পৃথক করিতেছে। জেট্রোফা ৩x৬ ফলপ্রদ।

(২) ভিরেট্রাম এবং পডাফাইলমের পার্থক্য—

ভিরেট্রাম	পডফাইলম
১। কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়।	১। কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয় না।
২। ভেদ প্রায়ই যন্ত্রণাযুক্ত কখন কখন যন্ত্রণা শূন্যও হয়।	২। ভেদ প্রায়ই যন্ত্রণা শূন্য, কখন কখন যন্ত্রণাযুক্তও হয়।
৩। জিহ্বা শ্বেতলেপাবৃত ও শীতল।	৩। জিহ্বা শ্বেত অথবা ঈষৎ পীতবর্ণ লেপাবৃত কিন্তু শীতল নহে।
৪। অদম্য জলতৃষ্ণা এবং প্রচুর জল পান করে কিন্তু জল পানের পর বমনেচ্ছা ও বমন বৃদ্ধি।	৪। অধিক জল পিপাসা থাকে না। পডফাইলমের রোগের বৃদ্ধি প্রাতঃকাল হইতে ১০।১২টা অবধি।
৫। চর্ম্ম সঙ্কুচিত, নীলবর্ণ। চিমটাইয়া ছাড়িয়া দিলে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, পূর্ব্ববৎ হয় না ও শীতল।	৫। চর্ম্ম শীতল কিন্তু ভিরট্রামের ন্যায় তত নয় এবং নীলবর্ণও নয় ও সঙ্কুচিত হয় না।
৬। প্রথমতঃ সবুজবর্ণের হইয়া ক্রমশঃ ভেদ চালধোয়া জলের ন্যায় হইয়া আইসে। প্রচুর এবং জলবৎ।	৬। ভেদ হরিদ্রাবর্ণ প্রচুর এবং জলবৎ। ভেদকালে মনে হয় সমস্ত অন্ত্র খুইয়া আসিতেছে এবং বেগের সহিত নির্গত হয় অথচ পরক্ষণেই উদর জলবৎ মলে পূর্ণ হইয়া আইসে।

পডফাইলমের লক্ষণ ভিরেট্রাম অপেক্ষা অনেক মৃদু। ভিরেট্রামের ভেদ বমি অত্যন্ত প্রচুর এবং লক্ষণগুলি অত্যন্ত ভীষণ মনে হয় জীবনী শক্তি অতি সত্বর নষ্ট হইয়া যাইবে। পডফাইলম প্রকৃত কলেরায় তত অধিক ব্যবহার হয় না যত অধিক ভিরেট্রাম প্রয়োগ হয় এবং পডফাইলামের অবসাদ ভিরেট্রাম অপেক্ষা অনেক কম।

ভিরেট্রাম কলেরার একটী মহৌষধ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমেরিকান এবং রাশিয়ান চিকিৎসকেরা ওলাউঠায় ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহার দ্বারা অধিক পরিমাণে সবুজ জলের ন্যায় তরল ভেদ ও বমন এবং পেটে শূল বেদনা, হস্ত পদে খিলধরা উপশমিত হয়। অনেক চিকিৎসক বলিয়া থাকেন

যে পীড়ার প্রথম অবস্থা অপ্রকাশিত থাকিয়া যদি দ্বিতীয় অবস্থা প্রকাশিত হইয়া শীঘ্রই তৃতীয় বা কোল্যাপ্স অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ স্থলে ভিরেট্রাম ব্যবহার্য্য। ডাক্তার হিউজ সাহেব বলেন, যে প্রকার কলেরাই হউক না কেন যদি অত্যন্ত ভেদ বমন এবং উহাদের পরিমাণ অনুসারে অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা, হিমাঙ্গাবস্থা ও শীতলঘর্ম্ম দেখা দেয়, ভিরেট্রাম দ্বারা অবশ্য উপকার হইবে। ভিরেট্রাম প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণসমূহ নিম্নে দিতেছি—

তরল সবুজ বর্ণের পিত্ত মিশ্রিত অধিক পরিমাণে ভেদ, ভেদ কোন পাত্রে রাখিলে কুমড়াপচার ন্যায় সাদা ছেকড়া ছেকড়া তলানি পড়ে এবং ক্রমশঃ ভেদ রোগের বৃদ্ধির সহিত সাদা চাল ধোয়া জলের ন্যায় হইয়া আইসে। ভেদ বমন অত্যন্ত প্রচুর হয় ও পেটে শূল বেদনা থাকে, প্রবল পিপাসা ঘটি ঘটি জল খায় এবং যেমন জল খায় তৎক্ষণাৎ বমি করিয়া ফেলে। বমিতে কখন কখন পিত্তের চিহ্নও দেখা যায়, বমির পর রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। ভেদের সময় কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়, পেট কামড়ায়, গা হিম হইয়া আইসে, হাতে পায়ে খিল ধরে, বুকে খিল ধরিলে শ্বাস কষ্ট হয়। শীতল কিংবা অম্ল স্বাদযুক্ত জল খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। চক্ষুতারকা সঙ্কুচিত হয় গলার স্বর বসিয়া যায়, প্রস্রাব বন্ধ হয়, মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়, মস্তক ঘুরিতে থাকে, হিক্কা উঠে। আবার কোন কোন স্থলে বিনা কষ্টে হুড়হুড় করিয়া চালধোয়া জলের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে ভেদ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। ডাক্তার বেল বলেন—পেট বেদনাহীন কলেরায় এই ঔষধ কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়। (Veratrum is seldom indicated in painless—Dr Bell)

(৩) ভিরেট্রাম এবং কলচিকমের পার্থক্য— কলচিকমের ভেদ যন্ত্রণাশূন্য, পিপাসা ভয়ঙ্কর, মনে হয় গলা জ্বলিয়া যাইতেছে। মুখ দিয়া অতিরিক্ত লালাস্রাব হয় এবং অত্যন্ত বমন ও বমনেচ্ছা থাকে। এই ঔষধকে ভিরেট্রাম এবং পডফাইলমের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলা

যাইতে পারে। ভিরেট্রামের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় পিপাসা বমন এবং বমনেচ্ছা যদিও আছে কিন্তু হস্তপদের খিলধরা, কপালে শীতল ঘর্ম্ম এবং চর্ম্মের সঙ্কোচনীয়তা নাই।

(৪) কলচিকম এবং পডফাইলমের পার্থক্য—আবার অপর দিকে পডফাইলমের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু কলচিকমে পডফাইলমের মত বেগে ভেদ হয় না এবং কলচিকমের ভেদে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীবৎ প্রচুর সাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লেষ্মা ছেঁড়া বর্ত্তমান থাকে। (large quantities of small white shreddy particles mixed with white membrnaous matters) রোগের বৃদ্ধি সন্ধ্যা ও রাত্রিতে হয়। কলচিকমের মল টক গন্ধযুক্ত হইলেও হইতে পারে কিন্তু পডফাইলমের মল দুর্গন্ধ, ঈষৎ পীত আভাযুক্ত এবং উষ্ণ। কলচিকমে ভীষণ দুর্দ্দমনীয় পিপাসা থাকে, পডফাইলমে তত পিপাসা থাকে না এবং ইহা ব্যতীত কলচিকমে বমন অথবা বমনেচ্ছা পডফাইলম অপেক্ষা অত্যন্ত প্রবল।

(৫) ভিরেট্রাম এবং আর্সেনিকের পার্থক্য—যদিও ভিরেট্রামের সহিত আর্সেনিকের অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু প্রভেদও যথেষ্ট রহিয়াছে। উভয় ঔষধ পাশাপাশি রাখিয়া ইহাদের পরস্পরের বিভিন্নতা আর্সেনিক ঔষধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু ভিরেট্রামের অবসাদ, ভেদ বমির কম বেশী অনুসারে হয়। আর্সেনিকের অবসাদ অত্যন্ত ভীষণ এবং অতি অল্পতেই অত্যন্ত অধিক হয়। ত্বরিত জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়া আইসে। ভিরেট্রামের ভেদ বমি অত্যন্ত প্রচুর এবং সহজেই হয়। আর্সেনিকের ভেদ বমি স্বল্প, কোঁথানি এবং উদ্বেগ থাকে (disteressing urging and retching) ভিরেট্রামের পিপাসায় ঘটি ঘটি জল খায় বিশেষ কিছুই কষ্ট হয় না। আর্সেনিক অল্প অল্প এবং পুনঃ পুনঃ খায় ও জল পানের পরই ভেদ বমন বৃদ্ধি হয়। ইহা ব্যতীত আর্সেনিক নানা প্রকার বীজাণু নাশের একটি প্রধান ঔষধ। আমাদের মনে হয় যেখানে রোগ অতি ভীষণ হইয়া পড়ে এবং রোগী অবসন্ন (prostration) হইয়া পড়ে সেইস্থলে আর্সেনিককেই প্রথম স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

(৬) ভিরেট্রাম এবং এণ্টিমটার্টের পার্থক্য—এণ্টিমটার্টও কলেরা চিকিৎসায় প্রায় ভিরেট্রামের সমান খ্যাতি পাইবার

যোগ্য কিন্তু অনেক স্থলে রোগীকে এন্টীম্‌টার্ট না দিয়া ভুলক্রমে ভিরেট্রাম দেওয়া হয়। বমন এবং ভেদের অবস্থা সমস্তই প্রায় ভিরেট্রামের মত দুর্ব্বলতাও অনেকটা সেই প্রকারের কিন্তু এন্টীম্‌টার্টে ভিরেট্রামের মত পিপাসা থাকে না। এন্টিম্‌টার্টের জলবৎ ভেদবমন, বমনেচ্ছা, কোটরাবিষ্ঠ চক্ষু, মলিন মুখ, তন্দ্রা ভাব সমুদায়ই অনেকটা ভিরেট্রামের মত। এই দুইটি ঔষধ জল পিপাসা এবং অবসাদ লক্ষণে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে। ভিরেট্রামের রোগী আকণ্ঠ জল পানের জন্য সর্ব্বদা জল চাহে। এন্টীম্‌টার্টে রোগীর ঐরূপ ভয়ঙ্কর পিপাসা নাই। আবার এন্টীম্‌টার্টের শ্বাসকষ্ট ভিরেট্রামে নাই। কলেরার সহিত শ্বাসকষ্ট অধিক থাকিলে এন্টীম্‌টার্টের কথাই স্মরণ করা কর্ত্তব্য ইহা ব্যতীত অনেকে বসন্তের প্রকোপ কালীন কলেরা হইলে এন্টীম্‌টার্ট প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন।

কলেরায় কোলাপ্সের সমগুণ ঔষধ সমূহ—

ভিরেট্রাম—এতদ সম্বন্ধে ডাক্তার ন্যাস সাহেব বলেন—If we are to describe in one word the general condition as near as possible for which this remedy was best, it would be Collapse. Let me quote :—Rapid sinking of forces, complete prostration, cold sweat and cold breath, skin blue, purple, cold wrinkled remaining in folds when pinched. Face hippocratic, nose pointed, whole body icy cold. Feet and legs icy cold. (Icy coldness of surface, covered with cold sweat—Tabacum). Cramps in calves. এক কথায় ভিরেট্রাম রোগীর অবস্থা বর্ণনা করিতে হইলে আমি ইহাই বলিব—পতনাবস্থা কিংবা হিমাঙ্গের ভিরেট্রাম সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে জীবনীশক্তি অতি দ্রুত ভাবে নষ্ট হইয়া আইসে, ঘর্ম্ম, শ্বাস, প্রশ্বাস, গাত্রত্বক, সমুদায় বরফের ন্যায় শীতল হয়। চর্ম্ম নীলবর্ণ এবং সঙ্কুচিত হয় (চিমটি কাটিয়া ছাড়িয়া দিলে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে) মুখাকৃতি মলিন, সর্ব্বাঙ্গ বরফবৎ শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত হয়। হস্তপদ সমুদায় শীতল তুষারবৎ হয় (সমুদায় শরীর বরফের ন্যায় শীতল ঘর্ম্মে আবৃত—ট্যাবেকাম)।

উপরোক্ত কোলাপ্সের অবস্থা কলেরা ব্যতীত যে কোন রোগেই প্রকাশ

হউক না কেন ভিরেট্রাম নিশ্চিতের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে বিশেষতঃ যদি কপালে এবং মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে, ভিরেট্রামের এই লক্ষণটি হইতেছে অত্যন্ত পরিচায়ক। ভেরেট্রামের কোলাপ্সে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে তাহা হইতেছে—রোগীর মানসিক কিংবা মস্তিষ্কের কোন প্রকার গোলযোগ অথবা আর্সেনিকের ন্যায় অত্যধিক অস্থিরতা কিংবা উদ্বিগ্নতা বর্ত্তমান থাকে না। **আর্সেনিকে** যত ভীষণই কোলাপ্স হউক না শরীরিক এবং মানসিক অস্থিরতা কিছু না কিছু প্রকাশ থাকিবেই। সদা-সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ চেষ্টা অর্থাৎ অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকিবেই। (In the most adynamic typhoid states, when the function of perception, motion and sensation are blunted or seems extinct, the least trace of irritability of tissue invariably indicates Arsenicum, a remedy which has often been curative—Collapses and Reaction by Edward Fornias) এমন কি আর্সেনিকে মস্তিষ্কের ক্রিয়া, অনুভূতি ইত্যাদি বিলুপ্ত হইলেও রোগীতে কিছু না কিছু অস্থিরতার ভাব প্রকাশ থাকেই কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যেস্থানে অত্যধিক ভেদ বমন হেতু রোগীর অতি শীঘ্র কোলাপ্স হয় এবং যদ্যপি ভেরে-ট্রাম পূর্ব্বে প্রয়োগ না হইয়া থাকে তবে ভিরেট্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য আর যেস্থানে ভেদ বমন সামান্য হইয়া রোগী কোলাপ্স হয়, গাত্র, পাকস্থলী ইত্যাদির জলন থাকে এবং রোগী অস্থিরতায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে সেইরূপ স্থলে **আর্সেনিক** দেওয়া কর্ত্তব্য।

ক্যাম্ফার—ইহার সহিত ভিরেট্রামের নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও ইহাদের পার্থক্যতা নিরূপন করিতে কিছুই কষ্ট নাই। ভিরেট্রামে প্রচুর ভেদ বমন বর্ত্তমান থাকে। ক্যাম্ফরে অতি সামান্য কিংবা কিছুই থাকে না। ইহা ব্যতীত ভিরেট্রামের উদরে যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক থাকে এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক—ভেদ বমন বন্ধ অথবা অসাড়ে নির্গত হয়, সর্ব্বাঙ্গ শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত, নাড়ী বিলুপ্ত এবং অধিক ক্ষণস্থায়ী মূর্চ্ছা, সময় সময় হস্ত পদাদির আক্ষেপ, চক্ষুর দৃষ্টি স্থির, চক্ষু তারকা প্রসারিত, শ্বাস প্রশ্বাস মৃদু, গভীর, কষ্টকর ও আক্ষেপিক, অনেকক্ষণ অন্তর অন্তর শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ (এমন কি প্রতি মিনিটে ৭।৮ বার), মৃতবৎ, সাড়াশব্দহীন,

জল পান করিলে পাকাশয়ে জলে যাওয়ার শব্দ হয়। এইরূপ অবস্থায় এসিড্-হাইড্রোসিয়ানিক মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। দুই কিংবা তিন ডাইলিউষন অধিক ফলপ্রদ। (Acid Hydrocynicum is useful infact the only remedy when along with pulselessness, cold clammy perspiration, involuntary evacuations, starring fixed look, dialated pupils, the respiration is slow, deep and gasping or difficult and spasmodic, taking place at long intervals, the patient appearing dead in the intermediate time. If any remedy is entitled to being spoken of as acting like a charm it is Hydrocyanic Acid—Dr. Mahendra Lal Sircar). কোন কোন চিকিৎসক বলেন এসিড হাইড্রোসিয়ানিকের কার্য্য ত্বরিত হইলেও ইহার ক্রিয়া অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, ইহার ব্যবহারে প্রতিক্রিয়া শীঘ্র আনিত হইলেও কিন্তু অতি সত্বরেই ক্রিয়া শেষ হয় বলিয়া পুনরায় অবসন্নতা আসিয়া পড়ে। এতদ্‌হেতু ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা **পটাস সায়েনাইড** ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। এই দুই ঔষধের কার্য্য যদিও এক কিন্তু পটাস সায়েনাইডের কার্য্য অধিক সময় স্থায়ী। ফলতঃ এসিড হাইড্রোসিয়ানিক, লরোসিরেসাস্ এবং পটাস সায়েনাইড্ এই তিনটি ঔষধের ক্রিয়া একপ্রকার।

একোনাইট—হিমাঙ্গ অবস্থায় একোনাইটও একটি উপকারী ঔষধ অমানুষিক মুখভাব, অস্থিরতা, মৃত্যু ভয়, উদ্বেগ, সর্ব্বাঙ্গ শীতল ঘর্ম্ম, শুষ্ক মুখমণ্ডল, পিপাসায় কাতর, অতিশয় অবসাদ, বক্ষঃস্থলে চাপবোধ, মূত্র অবরোধ এবং নাড়ী লোপ। একোনাইটের কোলাপ্সে হৃদপিণ্ডের কার্য্য ক্রমশঃ অথবা হঠাৎ বন্ধ হইবার উপক্রম হয় এবং কাজে কাজেই হৃদপিণ্ডের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

কুপ্রাম এবং সিকেলি—যখন খিল ধরাই (cramp) রোগের প্রধান লক্ষণ হয় কিংবা খিল ধরাই যেস্থলে কোলাপ্সের প্রধান কারণ হয় এবং যখন খিল ধরা কোলাপ্স অবস্থায়ও অল্পবিস্তর চলিতে থাকে অথবা যেখানে মৃত্যু হঠাৎ হৃদপিণ্ডের কিংবা diaphragm খিল ধরা বশতঃ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয় সেইরূপ স্থলে এই দুইটি ঔষধকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। কুপ্রামে শ্বাসকষ্টের সহিত সর্ব্বাঙ্গীন নীলবর্ণও হইয়া যায়।

কার্ব্বোভেজ—কলেরার কোলাপ্সে কোন ঔষধে ফল না পাওয়া গেলে আমরা দেখিয়াছি কার্ব্বোভেজ সে স্থলে মৃতসঞ্জীবনী সুধারূপে কার্য্য করে। যাহার এত বড় মহৎ গুণ তাহার গুণপনার বিষয়ে টেষ্টি, রাসেল হেম্পেল এবং হিউজ প্রভৃতির স্থায় প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ সন্দিহান। দেখা গিয়াছে ইংরেজ ডাক্তারগণ কার্ব্বোভেজকে কোলাপ্সের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিতে চাহেন না। আবার আমেরিকান ডাক্তার যসলিন (Joslin) ফিস্‌চার (Fischer) প্রভৃতি ইহাকে অতি উচ্চ স্থান দেন। ইহাদের মতামত আমি নিম্নে তুলিয়া দিলাম—I am disposed to think that it (Carbo veg) is abused in epidemic cholara for which some homœpath consider it a specific remedy—Teste, Materia Medica Page 248.

(অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহাকে অব্যর্থ ঔষধ মনে করেন বলিয়া কলেরায় ইহাকে অবিচারিত ভাবে অধিক ব্যবহার করিয়া ইহার অপব্যবহার আনয়ন করিয়াছেন।

ডাক্তার টেষ্টির মেটেরিয়া মেডিকা—২৪৮ পৃষ্ঠা)

"Carbo Veg is said to have been useful in cases of great collapse, but for our part we cannot say we have any great faith in its efficacy in such a disease as cholera, we have tried it occasionally; but without obtaining any results"—Russels Epidemic Cholera—Page 261.

(কার্ব্বভেজকে কোলাপ্সের একটি উপযুক্ত ঔষধ বলা হয় কিন্তু আমরা ইহার বিশেষ উপকারিতে দেখিতে পাই নাই। অনেক স্থলে প্রয়োগ করিয়া কোন ফল পাই নাই।

ডাক্তার রাসেলের কলেরা পুস্তক, ২৬১ পৃষ্ঠা)

"I am unable to perceive in what way Carbo is homœpathic in Asiatic cholera where it has been used by some practitioners, the symptomatic similarity is entirely wanting and the use of this agent can only be accounted for on the ground of some general theory founded in the

ideal rather than in natural and general experience"— Hempel's Materia Medica.

(আমি ধারণা করিতেই পারি না কোন হিসাবে কার্ব্বভেজ এসিয়াটিক কলেরার ঔষধ হইতে পারে এবং কি প্রকারে কতক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ইহাকে কলেরায় ব্যবহার করেন, যখন ইহার লক্ষণের সহিত কোনপ্রকার সাদৃশ্যই নাই। বরং অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই ইহাকে প্রয়োগ করা হয়, অভিজ্ঞতা এবং কার্য্যতঃ ইহাদের কোন ভিত্তি নাই।

হেম্পেলের মেটেরিয়া মেডিকা)

There is an adynamia for which Carbo veg is specific. It is nonfebrile, therin contrasted with that of arsenic and is attended by evidence (such is blueness & coldness) of defective circulation and imperfect oxydation of the blood. When such a condition exists in affection of the aged and in advanced stages of typhus after the temperature has fallen, Carbo is an effectual rallier. But I cannot agree with those who see a Carbo adynamia in the collapse of Cholera.

Hughes Pharmacodynamics—Page 201.

আমরা আমাদিগের অভিজ্ঞতায় উপরিউক্ত কথার সমর্থন করিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশে কোলাপ্স অবস্থায় কার্ব্বভেজে যত অধিক উপকার পাইয়া থাকি আর কোন ঔষধে বোধ হয় তত পাই না। ইহা নিশ্চিতরূপ বলিতে পারি যদি কোলাপ্সের প্রকৃত কোন ঔষধ থাকে—তাহা হইলে কার্ব্বভেজই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। রোগীর জিহ্বা, শ্বাসপ্রশ্বাস, নাসিকাগ্র, গণ্ডদেশ, অঙ্গুলির অগ্রভাগ অর্থাৎ সমুদায় শরীর বরফের ন্যায় শীতল হইয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ শীতল চটচটে ঘর্ম্মে সিক্ত হয়। ওষ্ঠদ্বয় এবং অঙ্গুলির নখাগ্র নীলবর্ণ প্রাপ্ত হয়, গলার স্বর কমিয়া যায় নাড়ী সরু সূতার ন্যায় মিন্ মিন্ করে, অনিয়মিত কিংবা লুপ্ত, রোগী অজ্ঞান মৃতবৎ অবস্থায় পড়িয়া থাকে সর্ব্বদা পাখার বাতাসের আকাঙ্ক্ষা করে, পেট ফাঁপিয়া উঠে অথবা পেট ফাঁপা থাকে না। কার্ব্বভেজের কোলাপ্সে শীতলতা এবং সমুদায় শরীরময় চট্‌চটে শীতল ঘর্ম্মে সিক্ততা বিশেষরূপে প্রকাশ থাকে। স্বনাম খ্যাত প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় তাঁহার পুস্তকের একস্থানে

বলিতেছেন যে—হস্তপদাদির শীতলতা সহ বক্ষ এবং মস্তক যদি অস্বাভাবিকরূপ উষ্ণ থাকে তাহা হইলে কার্ব্বভেজে বিশেষ উপকার করিবে না এবং তখন রোগীর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন বুঝিতে হইবে এমন কি এইরূপ অবস্থায় তখন আর কোন ঔষধেই বিশেষ উপকার হইতে চাহে না। কার্ব্বভেজ সচরাচর আর্সেনিকের পর অধিক প্রয়োগ হয় এবং বিশেষতঃ কলেরায় আর্সেনিকের অপব্যবহার হইলে ইহা আরো অধিক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। (It has not succeeded when with the coldness of the extremities there is abnormal heat of the chest and of the head, a condition which I have found to be of the utmost gravity and which hitherto has resisted almost all our remedial agents. Carbo Veg is especially useful after Arsenicum, more particularly when the latter has been abused, as it generally is, in cholera—Dr. M. L. Sircar's Cholera Page—118)

উদরাময়—ভেদ সবুজ জলবৎ তরল এবং প্রচুর। পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণাযুক্ত ভেদ বমির ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। পেট কামড়ানি না থাকিলে ইহা বিশেষ ব্যবহার হয় না। অনেককে দেখিয়াছি ভেদ বমি শুনিলেই তাহারা ভিরেট্রাম দিয়া থাকেন এবং বাস্তবিক তাহাতে ভাল কাজও পাওয়া যায়। জলের পিপাসা থাকে, শীতল কিংবা অম্লজল পান করিতে ইচ্ছা করে।

ভিরেট্রামের বিশেষত্বই হইতেছে			—প্রচুর ভেদ বমি, জল তৃষ্ণা, পেট খোঁচানি এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম।
আর্সেনিকের	,,	,,	—অত্যন্ত অস্থিরতা, অন্তর্দাহ, জলতৃষ্ণা এবং জলপানে বমন।
চায়নার	,,	,,	—যন্ত্রণাশূন্য অজীর্ণ ভেদ এবং পেট ফাঁপা।
পডফাইলামের	,,	,,	—প্রাতে ১০।১২ টা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি ভেদ প্রচুর, দুর্গন্ধ এবং পিচকারীবৎ নিঃসরণ।
পালসেটিলার	,,	,,	—ঘৃতপক্ক খাদ্য আহারে ভেদ, এবং তৃষ্ণা হীনতা।
জেটোফার	,,	,,	—বোতল হইতে জল ঢালার ন্যায় উদরে ঢক

	ঢক শব্দ।
আইরিস্ ভার্সিকলার ,,	—মুখগহ্বর হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত জ্বালা এবং ভীষণ অম্ল উদ্গার, গলা যেন জ্বলিয়া যায়।
ক্রোটনটিগলিনিয়ামের ,,	—হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ তরল ভেদ, আহারে এবং জলপানে বৃদ্ধি ও বেগে নির্গত হয়।
ইপিকাকের ,, ,,	—প্রবল বমনেচ্ছা, মল সবুজ ঘাসের ন্যায় ও নাভি কুণ্ডলের চারিপার্শ্বে যন্ত্রণা।
কলোসিন্থের ,, ,,	—ভীষণ শূলযন্ত্রণা, চাপ দিলে অথবা উপুড় হইলে উপশম।
গ্র্যাটিওলার ,, ,,	—অত্যধিক পরিমাণে জলপান হেতু উদরাময়, ভেদ হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ তরল।
ক্যামোমিলার ,, ,,	—সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত পচা ডিম্বের ন্যায় বদগন্ধ মল, শিশু অত্যন্ত খিটখিটে রাগী। ক্রোড়ে লইয়া বেড়াইলে উপশম থাকে।
আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম্ ,,	—মল সবুজ শাক ছেঁচানির ন্যায় জলবৎ এবং সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত। পেট ঢাকের মত ফাঁপিয়া থাকে মলত্যাগ কালীন ফট্ ফট্ শব্দ হয়।

ভিরেট্রামের সহিত ষ্ট্রেমোনিয়াম ও বেলেডোনার পার্থক্য।

প্রলাপ—ভিরেট্রামের ন্যায় প্রলাপ অনেকটা বেলেডোনা এবং ষ্ট্রেমোনিয়ামেও দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ত্রাদি কাটিয়া ফেলা ছিঁড়িয়া ফেলা, লোককে প্রহার করা, চীৎকার করা পলাইয়া যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ বেলেডোনায় অত্যন্ত প্রবল রহিয়াছে, আবার অধিক কথা বলা, অশ্লীল এবং লম্পট ভাব প্রকাশ করা, সময়ে প্রেম ও ধর্ম্মের ভাব দেখান ষ্ট্রেমোনিয়ামেও প্রবল রহিয়াছে। কাজে কাজেই ভিরেট্রামের প্রলাপে কিংবা উন্মাদে বেলেডোনা এবং ষ্ট্রেমোনিয়াম এই দুইটি ঔষধের অনেকটা অবস্থা

বর্ত্তমান। ষ্ট্রেমোনিয়াম রোগী অত্যন্ত বাচাল স্বভাবযুক্ত এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা ভিরেট্রামও অত্যন্ত বাচাল এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ উভয়ই আবার সময় সময় অত্যন্ত ভীষণভাব ধারণ করে কিন্তু ষ্ট্রেমোনিয়ামের মুখমণ্ডল অত্যন্ত লালবর্ণ এবং ফোলা ফোলা আর ভিরেট্রামের মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, চোপ্‌সান এতদ্ব্যতীত ভিরেট্রামে সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা ও শীতলতা থাকে। বেলেডোনার মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্য ভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ষ্ট্রেমোনিয়ামে তদপেক্ষা কম।

যদিও ইহাদের পার্থক্য নিরূপণ করা অনেক সময় অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে কিন্তু ইহাদের মুখমণ্ডলের অবস্থা দেখিলে সমুদায় গোলমাল পরিষ্কার হইয়া যায়। ভিরেট্রাম রোগী আবার সময় সময় চুপ করিয়া থাকে কিন্তু বিরক্ত করিলে উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠে, বকিতে থাকে, অশ্লীল গালি দেয়, অন্যের দোষ ধরে। এই প্রকার উন্মাদভাব অধিকাংশ স্থলে ঋতুস্রাব বন্ধ হাওয়ার দরুণ কিংবা সুতিকাবস্থায় জন্মিয়া থাকে। তরুণ কিংবা পুরাতন উভয় অবস্থাতেই ভিরেট্রাম কার্য্যকারী।

কামোন্মাদ—কামোন্মাদ অথবা ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় (sexual sphere) কোন প্রকার কারণ হইতে স্ত্রীলোকদিগের অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ঘটিলে তাহার ভিরেট্রাম এলবাম একটি উপযুক্ত ঔষধ। রোগী অত্যন্ত ভীষণ অসভ্য ভাব প্রকাশ করে, লজ্জা সরমের কিছুই জ্ঞান থাকেনা। কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এক প্রকার উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। লোকজন কিছুমানে না যাহাকে তাহাকে আলিঙ্গন কিংবা চুম্বন করিতে চেষ্টা প্রকাশ করে। এই প্রকার ভাব সচরাচর প্রত্যেকবার রজঃস্বলা হইবার ঠিক পুর্ব্বেই উপস্থিত হয়। হাইও সিয়ামাসেও এইপ্রকার ভাব অনেকটা আছে কিন্তু হাইওসিয়ামস রোগী জননেন্দ্রিয়ে কাপোড় রাখিতে চায় না উলঙ্গ হইয়া শয্যায় শুইয়া বিড়বিড় করিয়া বকিতে থাকে। অসভ্য কিংবা প্রেমপুর্ণ সঙ্গীত করে না।

উন্মাদ—ভিরেট্রাম এলবাম প্রাচীন কালে উন্মাদ চিকিৎসায় অত্যন্ত অধিক রূপ ব্যবহার হইত। মহাত্মা হ্যানিমান উন্মাদ রোগে এই ঔষধের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া ১৮১২ খৃষ্টাব্দে লিপ জিক্‌ সহর হইতে লাইসেন্স অর্থাৎ উন্মাদ চিকিৎসার অনুমতি পত্র পাইয়াছিলেন। ইহাকে তদানীন্তন সময়ে উন্মাদ রোগে ভেদ বমন কারক প্রধান ঔষধ রূপে ব্যবহার করা হইত। সম্ভবতঃ এই ঔষধের ভেদ বমনের প্রবলতায় (Shock) শারীরিক ক্রিয়াতে

কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইত এবং তদহেতুই হয়ত উন্মাদের উপকার হইত কিন্তু মহাত্মা হ্যানিমান বলেন, উন্মাদে ভিরেট্রাম Specific রূপেই কার্য্য করে। ভেদ বমনের সহিত উন্মাদ আরোগ্যের বিশেষ সম্বন্ধ নাই, কারণ দেখা গিয়াছে ভিরেট্রাম খাইয়া ভেদ বমন কিছুই হয় নাই বরং হজম হইয়া গিয়াছে, এইরূপ অবস্থাতেও উন্মাদের উপকার হইয়াছে। মহাত্মা হ্যানিমান আরও বলেন যে, পাগলা গারদের এক তৃতীয়াংশ উন্মাদ রোগী ভিরেট্রাম এলবাম ১২ শক্তি তাহাদিগের পানীয় জলের সহিত সেবন করাইয়া আরোগ্য করা যাইতে পারে। (It is not the vomiting whereby the Veratrum album is of use in the chronic disease, for many have taken and digested it with scarccly any evacuant action and yet have experienced no less benefit from its use than those who have been worked by it. He says that atleast one-third of the cases of insanity in lunatic asylum might be cured by it in small doses as twelfth dilution administered in the patient's drink—Hughes).

রোগী নিকটে যাহা পায় বিশেষতঃ কাপড় কাটিয়া, ছিঁড়িয়া ফেলে। কামোন্মাদ সূচক অশ্লীল প্রলাপ বকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের ও প্রেমের কথা বলে। (Mania with desire to cut and tear things especially clothes, with lewdness and lascivious talk, religious or amorous—Dr. Nash).

জ্বর।

ভিরেট্রামের ব্যবহার জ্বরে খুব অল্পই দেখা যায়, কিন্তু জ্বরের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সত্য যে ভিরেট্রামের জ্বর সদা সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয় না। জ্বরে ইহার লক্ষণগুলি অত্যন্ত সুনিশ্চিত। যে জ্বরের শৈত্যতাই হইতেছে প্রধান লক্ষণ, যে সবিরাম জ্বরে রোগীর জীবনী শক্তি ত্বরিত মগ্ন হইয়া আইসে, যে সবিরাম জ্বর অত্যন্ত দূষিত (pernicious), যে সবিরাম জ্বরে রোগীর জীবনের প্রতি মুহুর্ত্তেই আশঙ্কা হয়—সেইরূপ স্থলেই ভিরেট্রাম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ভিরাট্রামের ন্যায় শৈত্যাবস্থা যদিও ক্যাম্ফারে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আমার মনে হয় ক্যাম্ফরের শৈত্যাবস্থা ভিরেট্রাম অপেক্ষাকৃত অধিক। এই

ঔষধে উষ্ণতা এক প্রকার থাকেই না। যদিও দাহ অবস্থা কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হয় কিন্তু শরীরের উত্তাপ temperature বিশেষ কিছুই বৃদ্ধি হয় না। জবনী শক্তির উত্তাপ এত স্বল্প, ক্ষীণ এবং প্রতিক্রিয়া শূন্য যে, রোগী জ্বরের একটি ধাক্কার (paroxysm) পর আর একটি ধাক্কা সামলাইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হয়। সমুদয় শরীর বরবৎ শীতল এবং চট্‌চটে, কপালে শীতল ঘর্ম্ম, মৃতবৎ ফ্যাকাসে মুখমণ্ডল এবং অত্যন্ত অবসাদ ইত্যাদিই হইতেছে ভিরেট্রামের অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। (In congestive or pernicious intermittent fever, with extreme coldness, thirst, face cold and collapsed, skin cold and clammy, great prosteration, cold sweat on the forehead and deathly pallor in face—Dr. Allen).

সময়—প্রাতে ৬টা। ইহা বিশেষ পরিজ্ঞাপক এবং নিশ্চিত (Characteristic and certain—Allen).

কারণ—Choleraic। কলেরার প্রকোপ কালে সবিরাম জ্বর।

শীত অবস্থা—শীত আভ্যন্তরিক ভাবে মস্তক হইতে পদযুগলের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যেন চলাচল করিতেছে এবং পিপাসা থাকে। মুখমণ্ডল, নাসিকাগ্র, হস্ত পদের অঙ্গুলি সমুদায় হিমের ন্যায় ঠাণ্ডা যেন কোলাপ্সের অবস্থা। গাত্রচর্ম্ম শীতল এবং চট্‌চটে (clamy)। শৈত্যাবস্থা অত্যন্ত ভীষণ, মনে হয় রক্ত যেন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে—(The only remedy with which I have ever succeeded in relieving severe congestion during chill. It has more coldness than heat (reverse-Arsenic), cold prespiration and great parostration and is almost the only remedy that will modify a proxysm after it has set in—Dr. C. Pearson).

ডাক্তার পিয়ারসন সাহেব বলেন—প্রবল শৈত্যাবস্থা নিবারণ করিতে ভিরেট্রাম এলবামই একমাত্র ঔষধ বলিলে হয়। ইহাতে উত্তাপ অপেক্ষা শীতলতাই অধিক, শীতল ঘর্ম্ম এবং অত্যন্ত অবসন্নতা বর্ত্তমান থাকে।

উত্তাপ অবস্থা—শরীরের উত্তাপ অধিক প্রকাশ পায় না। কপালে অনবরতই শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে। যদিও আভ্যন্তরিক উত্তাপ

হয় কিন্তু বাহ্যিক উত্তাপ টের পাওয়া যায় না। পিপাসা থাকিলেও জলপান করিতে ইচ্ছা করে না।

ঘর্ম্মাবস্থা—পিপাসা থাকে। ঘর্ম্ম প্রচুর হয়, শীতল চট্‌চটে। ঘর্ম্মের সহিত মুখমণ্ডলের চেহারা মৃতবৎ ফ্যাকাসে হয়। ভেদ বমনের সহিত কপালে শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে।

জিহ্বা—অত্যন্ত শীতল। পীত কিংবা শ্বেত লেপাবৃত। শীতল দ্রব্য কিংবা শীতল জল পান করিতে ইচ্ছা করে।

নাড়ী—অত্যন্ত মৃদু, দুর্ব্বল এবং ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইতে থাকে।

ভিরেট্রামের জ্বরের সহিত প্রায়ই ভেদ এবং বমন বর্ত্তমান থাকে কিংবা না থাকিতেও পারে। সকল অবস্থাতেই কপালের ঘর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই লক্ষণটী ভিরেট্রামের অত্যন্ত পরিচায়ক।

একবার এই প্রকার ভেদ বমন যুক্ত জ্বর আমি চিকিৎসা করি। তখন কেবল চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি—রোগীর ভেদ বমন যে প্রকার হইতেছে তাহাতে কলেরা বলিয়া প্রথমতঃ ভ্রম হইল—কিন্তু যত্নের সহিত দেখিয়া বুঝিলাম, ইহা কলেরা নয়, ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর। অত্যন্ত ভেদ বমন হইতেছে জল তৃষ্ণা রহিয়াছে, কাঁপিয়া জ্বর আসিতেছে, রোগী ক্রমশঃই অবশ হইয়া পড়িতেছে, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হইতেছে ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ভিরেট্রাম ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন প্রতি ৩টা অন্তর সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসি এবং একমাত্র এই ঔষধই রোগী আরোগ্য হয়।

বাধক যন্ত্রণা—ভিরেট্রাম এলবাম সময় সময় ব্যবহার হয়—যদ্যপি কপালে ঘর্ম্মসহ ভেদ বমন কিংবা উদরাময় বর্ত্তমান বর্ত্তমান থাকে। রোগী এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে, প্রত্যেক ঋতুস্রাবের পর ২ দিন পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে পারে না।

এমন কার্ব্ব—মাসিক ঋতুস্রাবের প্রারম্ভে কলেরার ন্যায় ভেদ বমন হয়।

বভিষ্টা—মাসিক ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং ঋতুস্রাব কালীন উদরাময় হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—ব্রাইওনিয়া, সাল্‌ফার, ওপিয়ম ইত্যাদির ন্যায় ইহাতেও মলত্যাগের কোন ইচ্ছা থাকে না, সরলান্ত্র ক্ষমতা শূন্য, নিশ্চেষ্ট। মল শক্ত, শুষ্ক এবং গুট্‌লে গুট্‌লে। প্লাম্বাম, ওপিয়ম, চেলিডোনিয়াম)।

মানসিক লক্ষণ—ভিরেট্রাম এলবামে কতকগুলি অদ্ভুত মানসিক লক্ষণ দেখা যায়—রোগী মনে করে সে গর্ভবতী হইয়াছে এবং শীঘ্রই সন্তান প্রসব হইবে। একলা থাকিতে পারে না অথচ কাহারও সহিত কথা বলিতে ইচ্ছাও করে না।

মস্তকের তালুতে যেন একখণ্ড বরফ রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শীত অনুভব করে (মস্তকের তালুতে গরম বোধ করে—সালফার)।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—সচরাচর ৬ এবং ৩০ অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। ভেদ বমিতে ৬ এবং ৩০ এর ব্যবহারই অধিক।

ভিরেট্রাম এলবাম—কলেরায় ক্যাম্ফরের পর। ভেদ, বমন সহ—রজঃকৃচ্ছে এমন-কার্ব্ব, কার্ব্বভেজ এবং ব্যাভিষ্টার পর।

রোগের বৃদ্ধি—যৎসামান্য সঞ্চালনে, জলপানে, ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে, মলত্যাগ কালীন, ঘর্ম্ম নিঃসরণ সময়ে এবং ভয় পাইয়া।

রোগীর বিবরণ।

একজন লোক, বয়স প্রায় ৩০ বৎসর হইবে। একদিন পর একদিন শীত হইয়া জ্বর হইতেছিল। উত্তাপের প্রবলতা কিছু মাত্র ছিল না। এই প্রকারে অনেক দিন হইতে ভুগিতে ছিল। শীত নিম্নোদরে আরম্ভ হইয়া সমুদায় শরীরময় ছড়াইয়া পড়িত এবং সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ জলবৎ তরল ভেদ হইতেছিল। সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতা লক্ষণই অত্যন্ত প্রবল ছিল। কিন্তু শীতলতার সহিত কম্প হইত না এবং উত্তাপও কিছুমাত্র ছিল না। শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত গভীর এবং কষ্টজনক ছিল। ভেদ ক্রমশঃ রক্তযুক্ত হইয়া অবশেষে কেবল তরল রক্ত ভেদ অসাড়ে হইতে লাগিল, রক্তের লালবর্ণ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইয়া কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইত। রোগী এত ভীষণ অবসন্ন হইয়া পড়িল যে, বাকশক্তি বন্ধ হইয়া গেল। শীতভাব ৮ ঘণ্টাকাল স্থায়ী ছিল। দাহ অবস্থা অনেক পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশ ছিল না—রোগীর মৃত্যু অতি সন্নিকট বলিয়া বোধ হইল। এতদবস্থায় ভিরেট্রাম ২০০ শক্তি প্রতি অর্দ্ধঘণ্টায় কয়েক মাত্রা দেওয়ায় রোগীর গাত্রে উত্তাপের সঞ্চার হয় এবং

ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠে, আর শীত অবস্থা ফিরিয়া হয় না। তৎপর চায়না কিছুদিন দেওয়ায় রোগীর দুর্ব্বলতা কাটিয়া যায়। জেঃ, জিঃ, গিলক্রাইষ্ট।

শীত অবস্থা প্রথমাবধিই অত্যন্ত প্রবল ছিল। উত্তাপ আদপেই ছিল না বলিতে হয়। শৈত্যাধিক্য অবস্থাতে ভিরেট্রাম এলবাম অতি উপযুক্ত, ঔষধ। যে সমুদায় রোগে জীবনী শক্তি অতি সত্বর নষ্ট হইবার উপক্রম হয় সেইরূপ স্থলেই ভিরেট্রাম এলবাম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

২। স্কুল শিক্ষক, বয়স ৩২ হইবে। কয়েক দিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছেন, আসিয়াই জ্বরে পড়িয়াছেন। অত্যন্ত কম্প হইয়া জ্বর আসিতে আরম্ভ হয়, জল তৃষ্ণাও অত্যন্ত অধিক। জ্বরের সময়ের কোন ঠিক ছিল না। তরল ভেদ হইতে ছিল—এবং সর্ব্বাঙ্গীন বেদনাও ছিল। আমি প্রথমতঃ তাহাকে আর্সেনিক দিলাম কিন্তু তাহাতে কিছুই উপকার হইল না। পরদিন প্রাতে ভীষণ জ্বর হয় জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ভেদ বমি হইয়া সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া আসিল, কলেরা বলিয়া বোধ হইল এবং আমি কলেরা মনে করিয়া ভিরেট্রাম এলবাম প্রয়োগ করি এবং তাহাতেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়। যে স্থলে জ্বরের সহিত ভেদ আরম্ভ হইয়া ত্বরিত জীবনী শক্তি নষ্ট হইবার উপক্রম হয়—সেইরূপ স্থলে ভিরেট্রামের বিষয় চিন্তা করিবে।

চায়না (সিনকোণা)।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করিলে সর্ব্বপ্রথম চায়নার বিষয় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ ইহা হইতেই হইতেছে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উৎপত্তি। মহাত্মা নিউটন (Neuton) যেমন বৃক্ষ হইতে আপেল ফলের ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করিলেন, মহাত্মা হ্যানিমানও সেইপ্রকার চায়না সেবনে সুস্থ শরীরে জ্বর উৎপত্তি হইতে দেখিয়া সমঃ সমং নাশয়তি (Similia Similibus Curantur) মন্ত্র জগতে প্রচার করিলেন। অর্থাৎ এই চায়নাকেই ভিত্তি করিয়া এই নূতন চিকিৎসা শাস্ত্র জগতে প্রচার হইয়াছিল।

সিনকোণা পেরু দেশের একপ্রকার বৃক্ষের বল্কল বিশেষ। ইংলণ্ডে "সিনকোণা" নামে, ইটালীতে "চায়না-চায়না" নামে, ফ্রান্সে "কুইন-কুইনা" এবং জার্ম্মানিতে "চায়না" নামে ইহা পরিচিত। আমাদের হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকায়ও চায়না নামেই সাধারণতঃ ইহা অধিক পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

সিনকোণা নাম ঐতিহাসিক ঘটনাযুক্ত। কথিত আছে একদা পেরু দেশের এক ইণ্ডিয়ান জ্বরে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছিল। তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সে অরণ্যের মধ্যস্থিত এক ডোবার জল পান করিল। জল অত্যন্ত তিক্ত ছিল, সে এমন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিল যে, জলের বিকট আস্বাদও তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। আশ্চর্য্য এই, জল পান করার পরেই সেই ইণ্ডিয়ান আপনাকে সুস্থ বোধ করিতে আরম্ভ করিল এবং অল্পকাল পরে তাহার আর জ্বর রহিল না। ডোবার জল তিক্ত হইল কেন অনুসন্ধান করিতে গিয়া সে দেখিতে পাইল, কয়েকটী বৃক্ষ সেই ডোবার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, তখন এই বিষয় প্রচারিত হওয়ায় জানিতে পারা গেল যে, উহা সিনকোণা বৃক্ষ। পেরু যখন স্পেনের অধীন তখন একজন স্পেন শাসনকর্ত্তা ছিল, তাহার নাম কাউণ্ট অফ সিনকোণা (Count of Cincona),

তাঁহার স্ত্রী একবার অত্যন্ত জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন। ইণ্ডিয়ানদিগের নিকট হইতে মিশনারীরা পূর্ব্বেই এই বৃক্ষের ছালের বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং গভর্ণর স্ত্রী ঐ ছাল হইতে প্রস্তুত ঔষধ সেবন করিয়া জ্বরমুক্ত হয়েন। তদবধি এই বৃক্ষের নাম হইল সিনকোণা। সিনকোণার অনেকগুলি উপক্ষার (alkaloids) বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহার মধ্যে কুইনাইনই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। (কুইনাইনের বিষয় পরে আলোচনা করিব।)

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। যাহাদিগের শরীর একসময়ে অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট এবং শক্তিসম্পন্ন ছিল, কোনপ্রকার দুর্ব্বলতা জনক স্রাব বশতঃ শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—তাহাদিগের প্রতি চায়না উত্তম কার্য্য করে।

২। চায়না রোগী উদাসীন। সদাসর্ব্বদা চুপচাপ, নিরুৎসাহ, রক্তশূন্য, চক্ষু কোটরাগত, চক্ষুর চারিধার কালিমাযুক্ত, বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা শূন্য অথচ আত্মহত্যায় ভীত।

৩। জীবনী শক্তি বিশেষতঃ রক্তস্রাব, পুঁজস্রাব, উদরাময়, ঘর্ম্ম, দুগ্ধক্ষরণ, বীর্য্যস্খলন ইত্যাদি এবং ম্যালেরিয়া জ্বর অথবা জ্বর পাল্টাইয়া পাল্টাইয়া হওয়া হেতু রোগে চায়না উত্তম ঔষধ। (From loss of vital fluids especially hæmorrhages, excessive lactation, diarrhoea, sup puration, etc, and malarial fevea with marked periodicity).

৪। উদরাময়—সমুদয় পেট ফাঁপিয়া উঠে, গুড়্ গুড় করে, অজীর্ণ দুর্গন্ধ ভেদ হয় অথচ কোন প্রকার বেদনা থাকে না।

৫। স্পর্শাধিক্য—সামান্য যাতনাতেই অধীর হইয়া পড়ে। বায়ুর ঝটকা, সামান্য গাত্রস্পর্শ ইত্যাদি সহ্য হয় না অথচ শক্ত চাপে উপশম বোধ করে। (Slightest touch will increase to an extreme degree the pains of the diseased part, hard pressure relieves)

৬। রক্তস্রাব—রক্ত ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, চাপযুক্ত, রক্তস্রাবে দুর্ব্বলতা বশতঃ শরীর কাঁপিতে থাকে, চক্ষু ধোঁয়া ধোঁয়া দেখে, মস্তক ঘুরাইতে থাকে, মুখমণ্ডল রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হইয়া মূর্চ্ছার উপক্রম হয়।

সাধারণ লক্ষণ।

১। শিরঃপীড়া—রক্তস্রাব অথবা অত্যধিক স্ত্রী-সহবাস জনিত। মনে হয় মস্তকের খুলি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, ধমনীদ্বয় ভীষণ দপ দপ করিতে থাকে।

২। শূল যন্ত্রণা প্রত্যহ এক সময়ে অথবা একদিন পর পর হয়, রাত্রিতে এবং আহারান্তে বৃদ্ধি হয়। উপুড় হইলে উপশম হয়।

৩। এক হস্ত বরফবৎ শীতল, অন্য হস্ত উষ্ণ। (ডিজিটালিস্, ইপিকাক, পালসেটিলা।)

চায়না রোগী—(Patient)—চায়নারোগী উদাসীন প্রকৃতির। কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই। চুপচাপ হইয়া বসিয়া থাকে, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করে না (এসিড ফস্)। সর্ব্ব বিষয়ে হতাশ, উৎসাহহীন কোন কাজ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে না, জীবনকে ভারাক্রান্ত মনে করে, জীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মে, কিন্তু আত্মহত্যায় ভয় পায়। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, শুষ্ক, রক্তহীন, চক্ষুর চারিধার কালীমাযুক্ত এবং চক্ষু কোটরাগত।

মহাত্মা হ্যানিমান সিনকোণাকে দুইটি রোগের মহৎ ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, প্রথম—দুর্ব্বলতা এবং রক্তাল্পতা। দ্বিতীয় ইন্টারমিটেন্ট ফিভার।

রক্তস্বল্পতা (Anaemia)—যদিও ইহা রক্তাল্পতা অথবা দুর্ব্বলতার একটি মহৌষধ কিন্তু ইহার লক্ষণ ফেরাম কিংবা ফস্ফরিক এসিড হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। যে স্থলে দুর্ব্বলতা জীবনী শক্তির অপচয়—রক্তস্রাব অথবা প্রচুর ভেদ অথবা প্রচুর পুঁজস্রাব অথবা প্রচুর ঘর্ম্ম অথবা প্রচুর দুগ্ধ-ক্ষরণ অথবা রক্তশোষণ অথবা অত্যধিক পরিমাণ বীর্য্যস্খলন হেতু উপস্থিত হয় সেইরূপ স্থানেই চায়না বলকারক ঔষধ (tonic) রূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যাহাদিগের শরীর এক সময়ে অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট এবং শক্তি সম্পন্ন ছিল, কোন দুর্ব্বলতাজনক স্রাব হইয়া শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহাদিগের প্রতিই চায়না উত্তম কার্য্য করে। এতদ্‌কারণ বশতঃই চায়নাকে অনেকে হোমিওপ্যাথিক টনিক বলিয়া থাকেন এবং বাস্তবিকই

চায়না উক্ত প্রকার রোগান্তে দুর্ব্বলাবস্থার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোন প্রকার অতিরিক্ত স্রাবের পর (যেমন রক্তস্রাব, রক্তবমন, বীর্য্যপাত, শ্বেতপ্রদর ইত্যাদির) কিংবা বহুদিন উদরাময়ের পর অর্থাৎ এইপ্রকার পীড়া হেতু দুর্ব্বলতায় চায়নার ক্ষমতা অদ্বিতীয়। এমন কি রোগ আরোগ্য হওয়া সত্বেও যখন শারীরিক দুর্ব্বলতা যাইতেছে না, মাথা ঘুরাইতে থাকে, কাণ ভোঁ ভোঁ করে, দুর্ব্বলতাজনিত প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং শরীর রক্তশূন্য হয়, এইরূপ স্থলে এই ঔষধকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাকে এক কথায় দুর্ব্বলের পরম বন্ধু বলিলেই হয়। স্ত্রীলোক হইলে তাঁহার কোন প্রকার স্রাবের অসুখ আছে কি না, পুরুষ হইলে তাঁহার কোন প্রকার স্বপ্নদোষ কিংবা অন্য কোন প্রকার বীর্য্যস্রাব সম্বন্ধীয় রোগ আছে কি না প্রথমতঃ অনুসন্ধান করা উচিত। রোগীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হইয়া যায়, চক্ষু কোটরে ঢুকিয়া যায়, চক্ষুর চারিধারে কালিমা পড়ে, দপদপানি শিরঃপীড়া হয়, অতি সহজে অল্প পরিশ্রমে এবং রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। দুর্ব্বলতায় প্রথমতঃ চায়নার নিম্নক্রম ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে পুনঃ পুনঃ তখন না দিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বে দেওয়া সঙ্গত।

রক্তহীনতায় অন্যান্য ঔষধের সহিত চায়নার পার্থক্য।

ফেরাম মেটালিকাম—মুখ মণ্ডলের আরক্তিম আভাযুক্ত স্থান সমূহ—ওষ্ঠদ্বয়, জিহ্বা, মুখ বিবর ইত্যাদি অত্যন্ত রক্তশূন্য ফ্যাকাসে সাদা হইয়া যায় কিন্তু সামান্য যন্ত্রণা কিংবা মানসিক উত্তেজনায় পুনঃ তৎক্ষণাৎ লাল হইয়া উঠে। Assimilative processএর (পরিপোষন ক্রিয়ায়) গোলযোগ হেতুই ইহাতে রক্তস্বল্পতা উৎপন্ন হয়। চায়নার ন্যায় ইহার রক্ত-হীনতা অত্যধিক রক্তস্রাব, বীর্য্যপাত ইত্যাদি কারণ হইতে হয় না।

ক্যাল্কিকার্ব্ব—রক্তে লোহিত কণার অভাব হেতু রোগী রক্তহীন এবং দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মুখমণ্ডল এবং বিশেষভাবে চক্ষুর উপর পাতা জলপূর্ণ থলির ন্যায় ফুলিয়া উঠে ও সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে। ইহাতে রক্তহীনতা অবস্থা প্রচুর ঋতুস্রাব কিংবা প্রথম রজস্বলা হওয়া কালীন অধিক দেখা দেয়।

নেট্রাম-মিউর—রক্তহীনতায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্তস্রাব হেতু (চায়না, ক্যালিকার্ব্ব) কিংবা ঋতুর অনিয়মতা হেতু (পালসেটিলা) কিংবা বীর্য্যপাত হেতু (এসিড ফস্, চায়না) কিংবা শোক দুঃখহেতু অর্থাৎ যে কোন কারণ বশতঃই রক্তস্বল্পতা হউক না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না; রক্তহীনতায় সহিত রোগী দিন দিন আহার করা সত্বেও শীর্ণ হইতে থাকে এবং কোষ্ঠ কাঠিন্য ও মানসিক অবসাদ অত্যন্ত অধিকরূপে বর্ত্তমান থাকে। বস্তুতঃ পক্ষে শীর্ণতা, মানসিক অবসাদ এবং কোষ্ঠ কাঠিন্য এই তিনটি লক্ষণই হইতেছে এই ঔষধের বিশেষ পরিজ্ঞাপক।

হেলোনিয়াস—ইহার রক্তহীনতা, প্রচুর ঋতুস্রাব কিংবা জরায়ুস্রাব বশতঃ হইতেও পারে কিংবা উক্ত কোন প্রকার কারণের সংস্রব না থাকিতেও পারে; কিন্তু প্রস্রাবে এলবিউমেন (albumen) প্রচুর পরিমাণে বিশেষ ভাবে অন্তঃসত্বা স্ত্রী লোকে অধিক বর্ত্তমান থাকে। নেট্রাম মিউরের ন্যায় মানসিক অবসাদ, স্ফূর্ত্তিহীনতা ইত্যাদি যেমন অত্যন্ত থাকে আবার চায়নার ন্যায় মাসিক স্রাবও প্রচুর থাকে কিন্তু হেলোনিয়াসে জরায়ুচ্যুতি অথবা জরায়ু রোগ কিছু না কিছু বর্ত্তমান থাকা চাই কারণ ইহাই হইতেছে এই ঔষধের বিশেষত্ব।

ফসফরাস্—ইহাও একটি অত্যন্ত রক্তস্বল্পতার উপযুক্ত ঔষধ। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং ফোলা ফোলা হয়। এপিস, ক্যালিকার্ব্বেও ফোলা ফোলা ভাব থাকে কিন্তু এপিসে চোখের নীচের পাতা অধিক ফোলে, ক্যালিকার্ব্বে উপরের পাতা অধিক ফোলে, আর ফস্ফরাসে চক্ষুর চারিপার্শ্ব এবং মুখমণ্ডল ফোলে। ইহা ব্যতীত ফস্ফরাসে রক্ত এত অধিকরূপ দুর্ব্বলত্য প্রাপ্ত হয় যে, রক্তে চাপ বাঁধে না এবং সামান্য ক্ষত হইতেই অধিক রক্তস্রাব হয় অর্থাৎ ফস্ফরাস রোগী অত্যন্ত রক্তস্রাব প্রবণ।

পালসেটিলা—রক্তহীন ফ্যাকাসে শান্ত সুশ্রী স্ত্রীলোকে ইহা উত্তম কার্য্য করে। ইহার লক্ষণসমূহ অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল এবং রোগী উষ্ণ ঘর একেবারেই পছন্দ করে না, রোগ বৃদ্ধি হয়; উন্মুক্ত বায়ুতে থাকিতে চায়। লৌহ মিশ্রিত ঔষধ কিংবা কুইনাইনের অপব্যবহার পর রক্তহীনতায় ইহাকে একমাত্র ঔষধ বলিলেই হয়। উক্ত প্রকার এলোপ্যাথিক ঔষধে রক্তস্বল্পতার উপকার না হইলে আমরা পালসেটিলাই প্রয়োগ করিয়া থাকি।

এই প্রকার স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতুস্রাব স্বল্প, অনিয়ম, চাপ চাপ এবং বিলম্বে হয়।

চায়নার রক্তহীনতা কিংবা দুর্ব্বলতা সর্ব্বদা প্রচুর রক্তস্রাব বশতঃই অধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে vital fluids বলিতে রক্তকেই মনে করিতে হইবে। তাহার অপচয় হেতু রক্তস্বল্পতা কিংবা দুর্ব্বলতায় চায়না যত অধিক উপযুক্ত ঔষধ অন্য কোন ঔষধ তত অধিক মনে হয় না, যদিও উদরাময় ও অন্যান্য কারণবশতঃ রক্তহীনতা এবং দুর্ব্বলতারও ইহা উপযুক্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ। সামান্য দুর্ব্বলতা হইতে ভীষণ Hydrocaphaloid অবস্থা উপস্থিত হইলেও চায়না তাহাতেও ব্যবহৃত হয় এবং চায়নায় আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহার রক্তস্বল্পতা কিংবা দুর্ব্বলতার সহিত শোথের ভাব প্রায় বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়।

দুর্ব্বলতায় অন্যান্য ঔষধের সহিত চায়নার পার্থক্য

আর্সেনিক—মাংসপেশী (muscular tissue) সমূহের অত্যধিক কার্য্যবশতঃ যেমন বহুক্ষণ পরিশ্রম, পর্ব্বত আরোহণ ইত্যাদি কারণ সম্ভূত দুর্ব্বলতায় প্রয়োগ হয়।

ফসফরাস—স্নায়বীক বিধানের (nervous system) ক্লান্তিবশতঃ দৌর্ব্বল্যতার উপযুক্ত ঔষধ—কাজে কাজেই নানা প্রকার রোগে—হাম, ডিপ্‌থিরিয়া, স্কার্লেটিনা অর্থাৎ যে ব্যাধিতে স্নায়ুমণ্ডল হঠাৎ আঘাতপ্রাপ্ত হয় এইরূপ অবস্থায় ইহার প্রয়োগ হয়। চায়নায় এই প্রকার কিছুই নাই।

এসিড ফস—ইহারও দৌর্ব্বল্যতা স্নায়বিক বিধান হইতেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু ফসফরাস হইতে ইহার লক্ষণ কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকৃতির। রোগী সমুদয় বিষয়েই উদাসীন, কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই এবং সর্ব্বদা ঘুমন্ত ভাবাপন্ন। নিদ্রালুতার বিশেষত্বই হইতেছে যে অত্যন্ত সামান্যতেই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যায় এবং রোগী সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠে। স্বপ্নদোষ, বীর্য্যস্খলন ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে অথবা এতদ রোগ হইতে ভুগিয়া ভুগিয়া রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয়। চায়না কেবল অত্যধিক বার্য্যপাত হেতু তরুণ দুর্ব্বলতায় কার্য্য করে, কোনপ্রকার শারীরিক (constitutional) রোগ থাকিলে ইহাতে কিছুই কাজ পাওয়া যায় না।

জিঙ্কাম—স্নায়বীক দুর্ব্বলতার সহিত মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলেই ইহা অধিক কার্য্য করে। ইহার একটি বিশেষত্ব যে রোগী দুর্ব্বল অবস্থায় কোন প্রকার মদ্য কিংবা উত্তেজক ঔষধ (wine or stimulents) সহ্য করিতে পারে না—তাহাতে রোগীর বল সঞ্চার না হইয়া বরং সমস্ত রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যতীত দেখা যায় যখন কোন দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত পীড়কা (eruption) বাহিরে ভালমত প্রকাশ পাইতেছে না এবং শিশুর সে প্রকার ক্ষমতাও নাই, এইরূপ স্থলে ইহার কার্য্যকারিতা অধিক প্রকাশ পায়। এই ঔষধের স্নায়বীক দুর্ব্বলতার বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ হইতেছে, পদদ্বয়ে কিংবা নিম্নাঙ্গে অস্বস্থিবোধ এবং তদহেতু সর্ব্বদা পদদ্বয়ের সঞ্চালন (incessent, violent fidgety feeling in the feet or in lower limbs, must move them constantly.)

উপরে যে কয়েকটি দুর্ব্বলতার ঔষধের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি—ইহারা সমুদয়ই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যতার ঔষধ। চায়নার সহিত ইহাদের কোন সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে চায়নার দুর্ব্বলতা স্রাববশতঃ এবং ম্যালেরিয়া জ্বর বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। চায়নার সহিত এসিড ফসের যদিও অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু ইহা জানিতে হইবে; এসিড ফসের দৌর্ব্বল্যতা স্নায়বীক কাজেকাজেই এসিড ফসকে nervous debilityর মহৎ ঔষধ বলা হয়। এই দুইটি ঔষধের দুর্ব্বলতার কারণ সম্বন্ধে ভ্রম হইবার আশঙ্কায় পুনরায় এই স্থানে ডাক্তার ন্যাসের কথা উল্লেখ করিয়া দিতেছি "Let us remember that the profound weakness and depression of Phosphoric acid is upon the sensorium and nervous system, and will be there whether diarrhœa is present or not. It is markedly so in typhoids, as I can fully attest from abundant observation. China debilitates by its diarrhœa or loss of fluids generally. Phos acid attacks the nervous system primarily even in onanism and its results or effects are not so much the loss of seman as a vital fluid, as under china ; the nervous system suffering very much, even though the emissions be neither very frequent nor profuse.)

রক্তস্রাব—(Hæmorrhages) রক্তস্রাবের চায়না একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, তাহার আভাষ পূর্ব্বেই দিয়াছি। স্রাবের রং ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং চাপ চাপ।

যে স্থান হইতেই রক্তস্রাব হউক—জরায়ু হইতেই রক্তস্রাব হউক কিংবা মুখ হইতেই হউক কিংবা মলদ্বার হইতেই হউক যদি রক্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং চাপযুক্ত হয় তাহা হইলে চায়নার বিষয় চিন্তা করা উচিত কিন্তু চায়নায় রক্তস্রাবের সহিত দুর্ব্বলতা, কান ভোঁ ভোঁ করা, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হওয়া, মুখ চোখ বসিয়া যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা উচিত; ইহা ব্যতীত চায়নায় রক্তস্রাব প্রচুর হয়, স্রাবে সমুদয় শরীর শীতল হইয়া আইসে, দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত দৃষ্টি অপরিষ্কার হয় সমুদয় দ্রব্য ধোঁয়ার ন্যায় দেখে। মুর্চ্ছার উপক্রম হয় চেহারা দেখিলে মনে হয় রোগী যেন কোলাপ্স অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় চায়না মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। প্রসবান্তিক রক্তস্রাবে প্রায়ই এই প্রকার দুর্ব্বলতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং চায়না উত্তম কার্য্য করে। এইরূপ স্থলে চায়না ৬শক্তি পুনঃ পুনঃ প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় এবং প্রয়োজন হইলে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

রক্তস্রাবে অন্যান্য ঔষধের সহিত চায়নার পার্থক্য

বেলেডনা—রক্ত অত্যন্ত উজ্জ্বল লাল। শীঘ্রই চাপ (clot) বাঁধিয়া যায় এবং রক্ত অত্যন্ত উষ্ণ, যে স্থান দিয়া বহির্গত হয় তাহা উষ্ণ বোধ হয়। স্বাভাবিক গরম অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক গরম (feels intensely hot to her over which the flow passes) ইহা ব্যতীত বেলেডোনায় মস্তকে রক্তাধিক্যতা শিরঃপীড়া ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতেও পারে। আলো এবং যে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে তাহার নাড়াচাড়া (jarring) কিংবা উদরে স্পর্শ আদপেই পছন্দ করে না।

ট্রিলিয়াম—যে সমুদায় স্ত্রীলোকের প্রতিবার প্রসবের সহিত অত্যধিক রক্ত ভাঙ্গে তাহাদিগের পক্ষে ইহা অধিক উপযোগী। রক্ত কাল কিংবা লালবর্ণ। কিন্তু এই ঔষধটি বিশেষভাবে এক মাসে দুইবার অর্থাৎ ১৫ দিন পর পর প্রচুর ঋতুস্রাবের উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, নাক্সভমিকা)।

মেলিফোলিয়াম—রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং প্রচুর কিন্তু যন্ত্রণা শূন্য। সকল সময় ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব লাগিয়াই থাকে। আঘাত পাইয়া

কিংবা পড়িয়া গিয়া রক্তস্রাবেও ইহা আর্ণিকার ন্যায় ব্যবহার হয়। মেলিফোলিয়াম নাসিকার রক্তস্রাবেই অধিক প্রয়োগ হয়।

স্যাবাইনা—স্ত্রী জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাবের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রচুর রক্তস্রাব হয়, থাকিয়া থাকিয়া জোরের সহিত আইসে (gushing)। রক্ত লালবর্ণ (কখন কখন ঈষৎ কালও হয়) এবং তরল, চাপ চাপ (ক্রোকাস) অথবা কতক চাপ চাপ কতক পাতলা জলবৎ (ফেরাম), চাপগুলি কৃষ্ণবর্ণ এবং বড় বড়। রক্তস্রাবের সহিত অত্যন্ত প্রসববৎ যন্ত্রণা থাকে। যন্ত্রণার বিশেষত্ব—কটিদেশ হইতে ভিতরে ভিতরে বিটপ স্থানে বিস্তারিত হয় (pain extending the lumber region through to the pubes) এবং তথা হইতে পদযুগলে পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। স্যাবাইনার এই প্রকার যন্ত্রণা অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক লক্ষণ এবং রক্তস্রাব সঞ্চালনে অর্থাৎ নড়াচড়ায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। (সিকেলি কর)।

ভাইবুরনাম ওপুলুস—যন্ত্রণা যদি পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া এবং সমুদয় কটিদেশ আবেষ্টন করিয়া জরায়ুতে গিয়া খিল ধরিয়া শেষ হয় তাহা হইলে এই ঔষধের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ। (If the pain begin in the back and go around from there and end in cramps in the uterus Viburnun Opulus is the remody.)

সিকেলি কর—ইহাতে রক্তস্রাব অপেক্ষা রোগীর শারীরিক গঠন এবং চেহারা অত্যন্ত অধিক পরিচায়ক লক্ষণ। ইহার উপরেই এই ঔষধের নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ নির্ভর করে। It is particulary adapted to feeble, thin, scrawny cachectic women of lax musular fibre subject to passive haemorrhages from all outlets of the body, also old decrepit person. রোগী শুষ্ক, জীর্ণ, দুর্ব্বল, পেশী সমূহ কোঁচকান এবং নিশ্চেষ্ট রক্তস্রাব প্রবণ।

রক্ত কৃষ্ণবর্ণ তরল এবং সামান্য সঞ্চালনেই বৃদ্ধি হয়। রক্তের গন্ধও দুর্গন্ধ হয় এবং স্রাবের কিছুক্ষণ পর রক্তের রং ফ্যাকাসে ও জলবৎ তরল হইয়া আইসে। কাপড়ে দাগ লাগে, ধুইলেও শীঘ্র যায় না। ইহা ব্যতীত কখন কখন আলকাতরার মতন প্রচুর স্রাব হয়। সর্ব্বদা অল্প, বিস্তর রক্তস্রাব লাগিয়াই আছে, যেন স্নায়ুর সঙ্কোচন ক্ষমতা কিছুই নাই, জরায়ুর মুখ যেন আলগা হইয়া রহিয়াছে। রোগীর গাত্র অত্যন্ত শীতল অথচ গাত্রে কাপড় রাখিতে চায় না এবং রোগীর হস্ত পদ সুর সুর করে।

ইপিকাক—ইহা রক্তস্রাবের একটি অতি মূল্যবান্ ঔষধ। ইহাকে চিনিতে অধিক কষ্ট হওয়া উচিৎ নয়। ইহার রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং প্রচুর সর্ব্বদা বমির ভাব লাগিয়া থাকে এবং রক্তস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহার আর একটি বিশেষত্ব যে অল্প স্রাবেই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইপিকাকে রক্ত বন্ধ হইয়া গেলেও দুর্ব্বলতার জন্য চায়না ব্যবহার করিবে। সাধারণতঃ ইপিকাকের পর রক্তস্রাবে চায়নাই ব্যবহার হইয়া থাকে।

কার্ব্বভেজ—রক্ত কৃষ্ণবর্ণ। সকল সময় স্রাব হইতে থাকে কিন্তু খুব হুহু করিয়া হয় না (continuous, dark passive haemorrhage) রোগীর শরীর ঠাণ্ডা বরফের ন্যায় হয়, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং নীলবর্ণ হইয়া আইসে। জীবনীশক্তি ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে থাকে, ক্রমশঃ কোলাপ্স অবস্থায় পরিণত হয়। সর্ব্বদা পাখার বাতাস চায়। নাড়ীর গতি দ্রুত অথচ দুর্ব্বল। চায়না এবং কার্ব্বভেজ পরস্পর complementary (অনুপূরক)। স্রাব ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতা এবং ভীষণ দুর্ব্বলতাই হইতেছে ইহার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

ইরিজারণ—স্যাবাইনার ন্যায় প্রচুর রক্তস্রাব হয় কিন্তু মূত্রাশয় (bladder) এবং সরলান্ত্রের অত্যন্ত irritation থাকে, ইহাই ইহার বিশেষত্ব। (নাক্স ভমিকা, লিলিয়াম টাইগ্রিয়াম, ক্যান্থারিস) নিম্নক্রম অধিক ফলপ্রদ।

হ্যামামেলিস—ইহার রক্ত কাল যেন নীলবর্ণ অর্থাৎ শৈরিক রক্ত স্রাবের (venous blood) উৎকৃষ্ট ঔষধ, শৈরিক রক্তই হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ। যন্ত্রণা এবং টাটানি থাকে। ইহা অর্শ রোগের রক্তস্রাবে অধিক ব্যবহার হয়। অর্শ রোগে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উভয় প্রকারেই প্রয়োজন হইয়া থাকে। নিম্নক্রম ৬x শক্তি অধিক ফলপ্রদ। (১৫ ফোঁটা বাহ্যিক মূল অরিষ্টের সহিত অর্দ্ধ আউন্স জল মিশ্রিত করিয়া ন্যাকড়ায় করিয়া লাগাইলে আশু উপকার হয়)।

একলিফা ইণ্ডিকা—শুষ্ক কাশির সহিত রক্ত উঠার অর্থাৎ রক্ত কাশের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। সাধারণতঃ ফুস ফুস হইতে রক্তস্রাবে অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে এবং তাহার ইহা একটি অব্যর্থ ঔষধ। মূল অরিষ্ট অথবা নিম্নক্রম ৩x ব্যবহার হয়।

উপরে যে সমুদয় রক্তস্রাবের ঔষধ উল্লেখ করিলাম তাহাদিগের দ্বারা রক্তস্রাব নিবারণ হওয়া সত্বেও যদি শিরঃপীড়া এবং তদসহিত কপালের উভয় পার্শ্বের শিরায় অত্যন্ত দপদপানি যন্ত্রণা (throbbing carotid) উপস্থিত হয় তাহা হইলে চায়নাকেই তাহার উত্তম ঔষধ জানিবে। এই প্রকার দপদপানি শিরঃপীড়ায় স্বভাবতঃ অনেকে বেলেডোনার কথা স্মরণ করিতে পারেন। কিন্তু বেলেডোনায় মস্তকে, মুখ মণ্ডলে এবং চক্ষুতে রক্তের সঞ্চার হয় আর চায়নায় রক্ত হীনতার লক্ষণ থাকে। চায়নাকে আমরা সকল প্রকার রক্তস্রাব হেতু দুর্ব্বলতায় ব্যবহার করিতে পারি যদ্যপি ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ শিরঃ ঘুর্ণন, কর্ণ ভোঁ ভোঁ করা, ঝাপসা দেখা, মুখমণ্ডলের ফ্যাকাসেভাব ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। চায়নায় যদিও স্নায়ুর উপর প্রত্যক্ষভাবে (direct) বিশেষ কোন কার্য্য নাই কিন্তু দুর্ব্বলতার সহিত স্নায়বীক চঞ্চলতা (nervous erethism) উৎপন্ন হইয়া রাত্রিতে রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়। রোগী চক্ষু বুজিলেই মনুষ্য দৃশ্য দেখে। গাত্রত্বক স্পর্শাধিক্য হয়, কাহারো স্পর্শ পছন্দ করে না (ইহা বরং অনেকটা কাল্পনিক) অথচ জোরে চাপ দিলে কিংবা চাপ দিয়া হস্ত বুলাইলে উপশম বোধ করে। সেইরূপ বায়ুর স্পর্শও পছন্দ করে না তাহাতে অস্বস্থি বোধ হয়। চায়নায় স্নায়ুশূল যন্ত্রণাও উপরি উক্ত স্নায়বীক চঞ্চলতার উপর অনেকটা নির্ভর করে।

দৃষ্টি দুর্ব্বলতা—(asthenopia) রক্তস্রাব অথবা বীর্য্যস্খলন হেতু দৃষ্টির দুর্ব্বলতারও চায়না একটি উপযুক্ত ঔষধ। যন্ত্রের দ্বারা চক্ষুর অভ্যন্তর স্থল পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অভ্যন্তর প্রদেশ শূন্য ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। এতদ কারণ বশতঃ চক্ষু ব্যথা করে এবং পড়িতে হইলে অক্ষরগুলি জড়াইয়া যায় ও অপরিষ্কার দেখায়।

পরিপাক ক্রিয়া-(digestion) চায়নার যাহা কিছু উপদ্রব তদসমুদয়ই অধিকাংশ স্থলে রক্তস্রাব এবং জীবনী শক্তির অপচয় হইতেই উৎপন্ন হয়। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি পাকাশয় রোগেরও ইহা একটী অন্যতম প্রধান কারণ। পরিপাক শক্তি এত অধিক দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য সহ্য করিতে পারে না। আহারান্তে উদর ঢাকের মত ফাঁপিয়া উঠে এবং মধ্যে মধ্যে উদগার হয় কিন্তু উদগারে বিশেষ কিছু উপশম

হয় না, হইলেও তাহা অত্যন্ত সাময়িক। (উদ্গারে উপশম হয়, কার্ব্বভেজ) সামান্য কিছু আহার করিলেই পেট ফাঁপে এবং অন্যান্য উপদ্রব সমূহ বৃদ্ধি হয়। চায়নাকে অজীর্ণ রোগের একটী অতি মহৎ ঔষধ বলা হয়। খাদ্য দ্রব্য যেন পেটে দলা পাকাইয়া রহিয়াছে সময় সময় রোগী এই প্রকার বোধ করে)। (এবিস নাইগ্রায়ও এইরূপ লক্ষণ আছে কিন্তু তাহা পেটের কিছু নিম্নে বোধ করে আর চায়নায় উপরে অর্থাৎ mid sternum এর নিকট বোধ করে)। পালসেটিলাতেও এইরূপ ভাব দেখা যায় কিন্তু তত অধিক নয়। চায়নায় পরিপাক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা কিংবা অগ্নিমান্দ্য রোগ রক্তস্রাব (loss of fluids), অত্যধিক চা পান, ফল ভক্ষণ, বিয়ার মদ্যপান ইত্যাদি হেতুই প্রায় উৎপন্ন হয়। চায়নায় অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি পেটের গোলযোগের সহিত পেটফাঁপা থাকা একান্ত প্রয়োজন কারণ চায়নার ইহা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। অগ্নিমান্দ্য রোগে (dyspepsia) সাধারণতঃ চায়নার ব্যবহার অধিক দেখা যায় না, যত অধিক চায়না পেট ফাঁপা সহ অজীর্ণ রোগে ব্যবহার হয় এবং ইহাও জানিবে অজীর্ণ রোগের সহিত পেটফাঁপা থাকিলেই চায়না উত্তম কার্য্য করে। সমুদায় পেট ফাঁপিয়া ঢাকের মত হয়, মনে হয়, চাপ দিলে ফাটিয়া যাইবে। পেট গুড়্ গুড়্ করে, ডাকে, শব্দ হয়, উদ্গার উঠে কিন্তু উদ্গারে উপশম হয় না। (চায়নায় সমস্ত পেট ফাঁপে। লাইকোপডিয়ামে নিচ পেট ফাঁপে এবং উদ্গারে পেট ফাঁপার কোন প্রকার উপশম হয় না, কার্ব্বভেজে কেবল উপর পেট ফাঁপে এবং উদ্গারে সাময়িক উপশম হয়।) পেটফাঁপা শুনিলেই চায়না দিয়া বসিবে না, অন্যান্য লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চায়না প্রয়োগ করিবে। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে রোগের প্রারম্ভের দিকেই যদি পেটফাঁপা লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা হইলেই চায়না বিশেষ উপকার করে (it is particularly when this tympany occurs early in the desease that Cinchona does good.)। রোগভোগকালীন ভুক্ত দ্রব্য পচন (decomposition) প্রাপ্ত হইয়া যদি পেট ফাঁপা সঞ্চার হয় তাহা হইলে চায়নায় বিশেষ কাজ পাওয়া যায় না। এইরূপ অবস্থায় টেরিবিন্থিনা, কলচিকম, কার্ব্বভেজ ইত্যাদি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে।

উদরাময়।—উদরাময়ের চায়না একটী নিত্য প্রচলিত ঔষধ।

ইহার উদরাময়ের বিশেষ লক্ষণই হইতেছে ভেদ হলদে কিংবা সাদা, তরল কিংবা অর্দ্ধ তরল, অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত এবং দুর্গন্ধযুক্ত, প্রচুর এবং যন্ত্রণা শূন্য। সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় পেট ফাঁপিয়া উঠে ও পেট গুড়গুড় করিয়া ডাকিতে থাকে, পেট ফাঁপাসহ যন্ত্রণা শূন্য অজীর্ণ ভেদ শুনিলেই আমরা সচরাচর চায়না দিয়া থাকি। বাস্তবিকই চায়নার দ্বারা আমরা যত অধিক তরুণ উদরাময় আরোগ্য করি অন্য কোন ঔষধে তত করি না। চায়নার লক্ষণগুলি অত্যন্ত পরিষ্কার, নির্ব্বাচনে ভ্রমের কোন আশঙ্কা হওয়া উচিত নয়। চায়নার উদরাময়ের বৃদ্ধি রাত্রিতেই অধিক হয়, উদরাময়ের সহিত রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মকালে অধিক ফল ভক্ষণ হেতু উদরাময়ে চায়না একটি উপযুক্ত ঔষধ।

যন্ত্রণা শূন্য উদরাময়ের ঔষধ সমূহঃ—

পডফাইলাম।—ইহার ভেদও যন্ত্রণা শূন্য এবং চায়না অপেক্ষা প্রচুর ও এক একবার ভেদে সমুদায় অন্ত্র যেন ধুইয়া ফেলে, পিচকারীর ন্যায় জোরে নির্গত হয়। ভেদের পর পুনরায় পেট পূর্ণ হইয়া উঠে এবং পুনরায় দাস্ত হয়। দুর্গন্ধ উভয় ঔষধেই অত্যন্ত অধিক কিন্তু চায়নার ন্যায় পডফাইলামে সকল সময় পেট ফাঁপা থাকে না। পডফাইলামের উদরাময় প্রাতে আরম্ভ হইয়া বেলা ১০।১২টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি থাকে, তৎপরে ক্রমশঃ স্বাভাবিক মল হইয়া আইসে। ভেদের বর্ণ হলদে কিংবা সাদাবর্ণ এবং অভুক্ত খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত থাকে ও উষ্ণ।

আইরিস।—ইহা গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ের একটী ঔষধ বটে কিন্তু ইহার অম্ল উদ্গার অত্যন্ত ভীষণ, সমুদায় গলা যেন জ্বলিয়া যায়। ভেদের সহিত প্রায়ই অম্ল বমন বর্ত্তমান থাকে, পিত্ত বমনও হয় এবং ভেদ হরিদ্রা বর্ণ। উদরাময় রাত্রি ২।৩টার সময় বৃদ্ধি হয়। ভিরেট্রামের ন্যায় শীতল ভাব ইহাতে থাকে না।

ফস্ফরিক এসিড।—মল সাদা এবং প্রচুর কিন্তু ইহার বিশেষত্ব হইতেছে যে রোগী উদরাময়ে দুর্ব্বল হয় না।

ক্রোটন টিগলিনাম।—চায়না অপেক্ষা পডফাইলামের সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহার উদরাময় ও যন্ত্রণাশূন্য কিন্তু ইহার

বিশেষত্ব হইতেছে (১) মল পীতবর্ণ তরল জলবৎ (২) পিচকারীর ন্যায় অত্যন্ত বেগের সহিত নির্গত হয় (৩) তরল দ্রব্য পানে এবং আহারে রোগের বৃদ্ধি হয়। এই তিনটিই হইতেছে ইহার পরিচায়ক লক্ষণ।

ফেরাম মেটালিকাম।—এই ঔষধটির সহিত কতক বিষয়ে চায়নার সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে—উভয়েতেই দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিক, উভয়েতেই ঘর্ম্ম রাত্রিকালীন অধিক হয়, উভয়েতেই আহারের পর রোগ বৃদ্ধি হয়, উভয়েরই ভেদ যন্ত্রণাশূন্য এবং উভয়েরই ক্ষুধা অত্যন্ত ভীষণ, সর্ব্বদা খাই খাই করে কিন্তু চায়নার পেট ফাঁপা, মুখমণ্ডলের রক্তাল্পতা. সর্ব্বাঙ্গীন শুষ্ক ভাব, কর্ণ ভোঁ ভোঁ করা ইত্যাদি ফেরামে নাই, তৎপরিবর্ত্তে ফেরামে স্পর্শমাত্র ক্ষতবৎ যন্ত্রণা, মুখমণ্ডল, হস্তপদ ফোলা ভাব, সামান্য পরিশ্রমেই মুখমণ্ডল আরক্তিমাভ হওয়া ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। নৈশ ঘর্ম্ম এবং বৃদ্ধির সময়ের সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু চায়নায় ঘর্ম্মে টক গন্ধ এবং আহার করিতে করিতে মলত্যাগের বেগ থাকে না—এতদ্ব্যতীত চায়না তরুণ রোগে আর ফেরাম মেটালিকাম পুরাতন রোগে অধিক কার্য্য করে।

জেট্রোফা।—জলবৎ তরল ভেদ বেগের সহিত নির্গত হয় কিন্তু ইহার বিশেষত্ব হইতেছে—উদরে বোতল হইতে জল ঢালার ন্যায় ঢল ঢল শব্দ হয়। ইহার উদরাময়ও যন্ত্রণাশূন্য।

হেপার সালফার।—উদরাময় যন্ত্রণাশূন্য, তরুণ অপেক্ষা পুরাতন অবস্থায় অথবা পীড়কা অবরুদ্ধহেতু উদরাময়ে অধিক কার্য্য করে। মল সাদা অথবা ঈষৎ পীতবর্ণ এবং অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত ও অম্লগন্ধযুক্ত। পারদের দোষ থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

এপিস—মল তরল অথবা হড়হড়ে শ্লেষ্মাযুক্ত এবং পীতবর্ণ। অসারে নির্গত হয়, রোগী জানিতে পারে না এবং যন্ত্রণাশূন্য। পদদ্বয়ের স্ফীতি থাকিলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

কোলাপ্সে চায়না এবং কার্ব্বভেজের প্রভেদ—কোলাপ্স শুনিলেই সকলেই কার্ব্বভেজকে মনে করিয়া থাকে এবং ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। চায়না কি প্রকার ভীষণ দুর্ব্বলতায় কার্য্য করিতে পারে তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি—একটি শিশুর কলেরা হইয়াছিল। অনেকক্ষণ ভুগিয়াছে, ভেদ বন্ধ হইয়াছে, পেট ফাঁপা নাই, মৃতের মত পড়িয়া আছে।

থাকিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে হাত পা নাড়িতেছে, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত বহিতেছে, সর্ব্ব শরীর ঠাণ্ডা এবং রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ নাসিকাগ্র, মুখ এবং কাণ অত্যন্ত শীতল। এইরূপ অবস্থায় চায়নাই হইতেছে একমাত্র ঔষধ। যদি চায়নায় উপকার না পাওয়া যায় ক্যালকেরিয়া ফস দিয়া চেষ্টা করা উচিত। ইহার কার্য্য অত্যন্ত গভীর। কার্ব্বভেজ এইরূপ স্থলে কিছুই কার্য্য করিবে না—কারণ কার্ব্বভেজে রক্তশূন্যতা এবং ফ্যাকাসে ভাবের পরিবর্ত্তে নীলভাব অধিক প্রবল থাকে। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, চায়নায় রোগী রক্তহীন ফ্যাকাসে বর্ণ হয় আর কার্ব্বভেজে রোগী নীল বর্ণ হয়, ওষ্ঠদ্বয় অঙ্গুলির অগ্রভাব নীলবর্ণ হইয়া যায়।

স্বপ্নদোষ (Emission)।—স্বপ্নদোষ কিংবা বীর্য্যস্খলনে চায়নার কার্য্য অনেকটা এসিডফসের ন্যায়। কিন্তু রোগ নূতন হইলে চায়নাই উপযোগী। যেমন একটি লোকের উপরি উপরি ৩।৪ রাত্রি স্বপ্নদোষ হইয়াছে, এইরূপ স্থলের দুর্ব্বলতায় চায়নাই উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগ পুরাতন হইলে অর্থাৎ বহুদিন যাবৎ স্বপ্নদোষে ভুগিতেছে সেইরূপ স্থলে—এসিড ফসই উত্তম ঔষধ।

বাত (Rheumatism)।—প্রদাহযুক্ত বাতে চায়নার প্রয়োগ অনেক সময় দেখা যায় কিন্তু প্রারম্ভেই ইহা ব্যবহার হয় না, যখন জ্বরের প্রকৃতি ইণ্টারমিটেণ্ট হয় তখনই চায়না প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সন্ধিস্থল ফুলিয়া থাকে এবং আক্রান্ত স্থান এত অধিক স্পর্শাধিক্য হয় যে কাহাকেও স্পর্শ করিতে কিংবা তাহার নিকট যাইতে দেয় না, আক্রান্ত স্থানে হাত লাগিয়া যাইবে এই ভয়েই চীৎকার করিয়া উঠে (আর্ণিকা) সাধারণতঃ যাহাদিগের শরীর রক্তস্রাব বশতঃ কিংবা ম্যালেরিয়া বশতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং রক্তশূন্য হইয়াছে তাহাদিগের বাতে এই ঔষধ উত্তম কার্য্য করে। বাত যন্ত্রণাতেও চায়নার সার্ব্বজনীন লক্ষণ periodicity অর্থাৎ পর্য্যায়শীলতা অনেকটা বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ যন্ত্রণা একদিন পর একদিন বৃদ্ধি হয়। একদিন পর একদিন বৃদ্ধির চায়না একটি অতি বৃহৎ ঔষধ। ডাক্তার ন্যাস এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া অনেক বাতগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

স্পর্শাধিক্য (Hyperaesthesia)।—স্নায়ুমণ্ডলের স্পর্শাধিক্যতা চায়নার একটী বিশেষ এবং সার্ব্বজনীন লক্ষণ। ঘ্রাণ, স্পর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে সমুদায় ইন্দ্রিয়ই যেন স্পর্শ অসহিষ্ণু, ইহার মধ্যে শরীরের স্পর্শাধিক্যতাই

(এসাফিটিডা, হিপার, ল্যাকেসিস্) অত্যন্ত অধিক। এমন কি মস্তকের চুলের সঞ্চালনেই মস্তক খুলির চর্ম্মে আঘাত অনুভব হয় এতদহেতু রোগীর মস্তকের চুল আঁচড়াইতে পারে না, বায়ুর ঝাপটার স্পর্শে আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত যন্ত্রণার উদ্রেক হয় কিন্তু চায়নার স্পর্শাধিক্যতা বিষয়ে একটি অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে—সামান্য স্পর্শে আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ কিন্তু শক্ত চাপে উপশম (slightest touch will increase the pain of the diseased part to an extreme degree, hard pressure relieves—Capsicum, Plumbum) ক্যাপ্‌সিকাম—স্পর্শাধিক্যতা বশতঃ রোগী দাড়ি এবং গোঁফে ক্ষুর দিতে পারে না।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা (Neuralgia)—স্নায়ুশূল যন্ত্রণার চায়না একটী অতি উত্তম ঔষধ। চক্ষু গহ্বরের অধঃস্থিত স্নায়ুশূলেই (infra orbital nerve) ইহা অধিক কার্য্য করে। প্রত্যহ একই সময় যন্ত্রণা ফিরিয়া ফিরিয়া আইসে এবং সামান্য স্পর্শ কিংবা বায়ুর ঝাপটা লাগিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, ইহা ব্যতীত যদি ম্যালেরিয়ার কোন প্রকার সংস্রব থাকে তাহা হইলে চায়নাই তাহার একমাত্র ঔষধ।

সিড্রণ—ম্যালেরিয়া জনিত স্নায়ুশূলে বিশেষতঃ চক্ষু গহ্বরের উপরিস্থিত স্নায়ুশূলে চায়নার ন্যায় কার্য্য করে কিন্তু সিড্রণের আক্রমণ ঠিক ঘড়ির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট একই সময়ে প্রত্যহ হয় ইহাই ইহার বিশেষত্ব।

যকৃৎ এবং ন্যাবা রোগ (Liver and Jaundice)—পুরাতন যকৃত রোগে চায়নার প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায় এবং এই বিষয়ের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। দক্ষিণ কুক্ষিপ্রদেশ (Hypochondriac region) টন্‌টন্ করে। যকৃৎ বৃহৎ শক্ত এবং স্পর্শাধিক্য হয়। গাত্রচর্ম্ম, চক্ষুর শ্বেতাংশ পীতবর্ণ হয় এবং পিত্ত নিঃসরণের ব্যতিক্রম হেতু মলের রং ঈষৎ সাদা কিংবা কর্দ্দমের ন্যায় হয় ও মলত্যাগকালীন বায়ু নির্গত হয়, ইহা ব্যতীত প্রায়ই উদরাময়, পেটফাঁপা ইত্যাদি পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার ন্যাস যকৃতের পুরাতন অবস্থায় চায়না ২০০ শক্তি সপ্তাহে একবার করিয়া প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন এইরূপ স্থলে নিম্নক্রম অপেক্ষা উচ্চক্রম অধিক উপকারী। (I have found the 200 do better than lower potencies in these troubles—Dr. nash).

চায়না অত্যধিক স্ত্রী সহবাস কিংবা মদ্যপান কিংবা অধিক রক্তস্রাব হেতু ন্যাবা রোগে বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত হয় এবং চায়নার ন্যাবারোগে প্রায়ই উদারাময় অথবা পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ বর্ত্তমান থাকা উচিত।

নিদ্রা (Sleep)—অধিক কফি সেবন হেতু নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে নাক্সভমিকা যেমন তাহার একটি উপযুক্ত ঔষধ, অধিক চা পানহেতু নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে চায়নাও তাহার একটি সেই প্রকার উপযুক্ত ঔষধ—রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না, ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠে, মানসিক উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি হয়। স্বপ্নে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেলেও রোগী শীঘ্র স্বাভাবিক অবস্থায় আইসে না। উদ্বিগ্নতা তখনও লাগিয়া থাকে। চা পান হেতু নিদ্রার এইপ্রকার ব্যতিক্রম হইলে চায়নাই তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পিত্তশিলা—পিত্তশিলার (gall stones) চায়না একটি অতি মহৎ ঔষধ। বোষ্টন সহরের বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার থেয়ার এই ঔষধ ব্যবহারে কখনই অকৃতকার্য্য হয় নাই। ১৮৫৪ সাল হইতে তিনি একমাত্র চায়নাই ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহার দ্বারা তিনি সকলকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি চায়না ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহার করিতেন, প্রথম সপ্তাহে ৪ বার, তৎপর তিনবার, তৎপর ২ বার এই প্রকারে সময় বাড়াইয়া বাড়াইয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা দিতেন, সর্ব্বশেষে মাসে একমাত্রা করিয়া খাইতে বলিতেন। প্রথম প্রথম যন্ত্রণা খুব ঘন ঘন হইয়া পিত্তকোষ শূন্য করতঃ যাতনার সম্পূর্ণ হ্রাস হইয়া যায়।

(Dr. Thayer of Boston an old and experienced practitioner esteems China very highly in gallstones. Since 1864, he says, 'he has not failed in a single instance to cure, permanently and radically, every patient with gall-stone colic who has taken the remedy in his manner—he gives the 6th dilution, at increasing intervals, till only one dose a month is taken, Sometimes he says, the first effect seems to be an increasing in the frequency of the attacks, till (he suppose) the gall bladder is emptied, but then they subside and ceases—Dr. Hughes).

শিরঃপীড়া (Headache)—মনে হয় যেন মস্তকের খুলি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, মস্তক এবং কপালের পার্শ্বের

ধমনীদ্বয় (carotid) দপ্ দপ করিতে থাকে, মুখমণ্ডল লাল আভাযুক্ত হয়, মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মস্তক জুড়িয়া যন্ত্রণা হয়। উপবেশনে, শয়নে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, তদ্ধেতু রোগী দাড়াইয়া থাকিতে কিংবা চলাফেরা করিতে বাধ্য হয়। রক্তস্রাবের পর কিংবা অত্যধিক স্ত্রী-সহবাসের পর উক্ত প্রকার শিরঃপীড়া হইলেই চায়না তাহাতে উত্তম কার্য্য করে।

জ্বর (Fever)

সময়।—নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু রাত্রিতে জ্বর কখনই আরম্ভ হয় না। দিনের বেলায় যে কোন সময়ে জ্বর আসিতে পারে। জ্বর থাকিয়া থাকিয়া ৭ দিন ১৪ দিনে পাল্টাইয়া পাল্টাইয়া হয় (আর্সেনিক)। একদিন পর একদিন জ্বরের অর্থাৎ পালাজ্বরের চায়না একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কারণ।—জলা স্থানে বাস হেতু জ্বর। (Paludal fevers have always been considered its special domain.)

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা।—অত্যন্ত পিপাসা (ক্যাপ্সিকাম, ইউপেটরিয়াম্। গাত্র বেদনা সহ জলতৃষ্ণা—ইউপেটারিয়াম)। কুকুরে ক্ষুধা,উদ্বিগ্নতা বিবমিষা এবং হৃদস্পন্দন। হ্যানিমান বলেন চায়নায় জ্বর আসিবার পূর্ব্ব রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না—Restless sleep night before the paroxysm—Hahnemann).

শীত অবস্থা।—পিপাসা থাকে না। (পিপাসা থাকে—ক্যাপ্সিকাম ইউপেটরিয়াম, ইগ্নেসিয়া) শীতে সমুদায় শরীর কাঁপিতে থাকে। পায়ের হাঁটুর নিম্ন হইতে শীত আরম্ভ হয়। জলপান করিলে কম্প বৃদ্ধি হয়। (পিপাসা থাকে ভয়ে জলপান করিতে চায় না, শীত অধিক হইবে এবং বমির উদ্রেক হইবে—ইউপেটরিয়াম। জলপান করিলে তৎক্ষণাৎ বমি হইয়া উঠিয়া যায়—আর্সেনিক —জলপান করিলে শিরঃপীড়া এবং সমুদায় লক্ষণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়—সাইমেক্স।

দাহ অবস্থা।—পিপাসা থাকে না। দাহ অবস্থা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়, সময় সময় দাহ অবস্থায় রোগী ঘুমাইয়া পড়ে। গাত্রে কাপড় রাখিতে ইচ্ছা করে না—কিন্তু কাপড় না রাখিলে আবার শীত বোধ করে। (জ্বরের সকল অবস্থাতেই গাত্রাবরণ সামান্য এপাশ ওপাশ করিলে শীত অনুভব করে—নক্সভমিকা।) দাহ অবস্থায় শিরাগুলি ফুলিয়া মোটা হইয়া উঠে। জলতৃষ্ণা কিছুমাত্রই থাকে না।

ঘর্ম্মাবস্থা।—অত্যন্ত পিপাসা থাকে। ঘর্ম্মাবস্থা আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই পিপাসা উপস্থিত হয়। শীত এবং বিশেষভাবে দাহ অবস্থায় জল তৃষ্ণা থাকা চায়নার সম্পূর্ণ বিরোধী লক্ষণ। এইরূপ লক্ষণে চায়না কখনই নির্ব্বাচিত হয় না। শরীরের আচ্ছাদিত (covered) স্থানে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। ঘর্ম্ম কিছুতেই নিবারণ হয় না, কাপড় ভিজিয়া যায় পুনঃ পুনঃ কাপড় বদলাইতে হয়। ঘর্ম্মে রোগীকে দুর্ব্বল করে। (ঘর্ম্ম প্রচুর হয় কিন্তু দুর্ব্বল করে—স্যাম্বুকাস্)। নিদ্রিতাবস্থায় পৃষ্ঠে এবং গ্রীবাদেশে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং ইহা স্বভাবতঃই রাত্রিতে অধিক হয় (The patient sweats profusely, especially on the back and neck, when he sleeps—Hahnemann.)

বিচ্ছেদ অবস্থা।—পিপাসা থাকে না, অল্পতেই ঘর্ম্ম হয়। প্লীহা এবং যকৃত স্থানে টাটানিযুক্ত যন্ত্রণা হয়। নড়াচড়ায় কিংবা চাপ দিলে বেদনা অধিক হয়। যকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং স্পর্শাধিক্য হয় ও চেহারা ন্যাবার ন্যায় হয়। শীত, দাহ এবং ঘর্ম্মাবস্থা পর পর হয়। শীত এবং দাহ অবস্থায় পিপাসা থাকা চায়নার বিরোধী লক্ষণ, এইরূপ অবস্থায় চায়না নির্ব্বাচিত হয় না। চায়নায় প্রচুর ঘর্ম্ম থাকা চাই ইহা চায়নার বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

জিহ্বা।—অপরিষ্কার শ্বেত কিংবা পীত লেপাবৃত। মুখের স্বাদ তিক্ত। সর্ব্বদা ক্ষুধার ভাব, খাই খাই করে কিংবা একেবারেই থাকে না।

নাড়ী।—শীত এবং দাহ অবস্থায় নাড়ীর গতি দ্রুত এবং অনিয়ম হয়, বিচ্ছেদ অবস্থায় ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল হয়।

ম্যালেরিয়া দেশে যাহারা বাস করে চায়নার পরিচয় তাহারা বেশ ভালরূপ জানে। যকৃত এবং প্লীহাযুক্ত পুরাতন জ্বরের কিংবা পালাজ্বরের কিংবা পাল্টা জ্বরের চায়না একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। চায়নার লক্ষণগুলি অত্যন্ত পরিষ্কার শীত অবস্থাকালীন পিপাসা থাকে না। শীত আসিবার পূর্ব্বে কিংবা পরে সামান্য পিপাসা হয় কিন্তু ততোধিক নয়। শীত অত্যন্ত অধিক হয়, রোগী শীতে কাঁপিতে থাকে, উষ্ণস্থান কিংবা আগুনের নিকট কিংবা কম্বল গাত্রে দিয়া জড়াইয়া পড়িয়া থাকে অথচ উত্তাপে রোগী বিশেষ শান্তি পায় না। শীতের পর দাহ অবস্থা অত্যন্ত অধিক হয় এবং দাহ অবস্থায় পিপাসা মোটেই থাকে না। একমাত্র ঘর্ম্ম অবস্থায় পিপাসা থাকে।

চায়নার জ্বরে তিনটি অবস্থাই—শীত, দাহ এবং ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে কিন্তু রোগ বহুদিনের হইলে তিনটি অবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না। চায়নার জ্বরের বিশেষত্বই হইতেছে শীত এবং দাহ অবস্থায় পিপাসা থাকে না কেবল ঘর্ম্ম অবস্থায় পিপাসা থাকে। চায়নার জ্বরের আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে তাহা হইতেছে বিচ্ছেদাবস্থায় রোগী অত্যন্ত শুষ্ক, ফ্যাকাসে রক্তশূন্য কিংবা পীতবর্ণ হয় এবং প্লীহায় বেদনা অনুভব করে। আর একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে চায়নার ঘর্ম্ম অত্যন্ত প্রচুর এবং দুর্ব্বলকারক, ঘর্ম্মে রোগীকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। এতদ্ব্যতীত প্লীহা এবং যকৃতে রক্ত সঞ্চালনের ব্যতিক্রম ঘটিয়া পদদ্বয় স্ফীত হয়, ইহা সাধারণতঃ রোগ পুরাতন অবস্থায় পরিণত হইলেই অধিক হয়।

ক্যাপ্সিকাম।—শীত অবস্থায় পিপাসা থাকে। শীত পৃষ্ঠদেশ হইতে আরম্ভ হয়। ইগ্নেসিয়ার ন্যায় পৃষ্ঠে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে কিংবা উষ্ণ বস্ত্র জড়াইলে শীতের উপশম হয় কিন্তু জলপানে শীত বৃদ্ধি হয়॥

ইউপেটরিয়াম।—শীত আসিবার পূর্ব্ব হইতেই পিপাসা হইতে থাকে এবং জ্বর সচরাচর প্রাতে ৭টা হইতে ৯টায় অথবা একদিন প্রাতে অপর-দিন মধ্যাহ্নে হয়। শীত অবস্থায় রোগী অধিক জল পান করিতে সাহস করে না, জলপানে কম্প বৃদ্ধি হয় এবং তিক্ত বমন হয়। ইউপেটরিয়ামে ঘর্ম্ম অধিক থাকে না। সন্ধিস্থল সমূহ অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত হয়।

ইউকেলিপটাস্।—এই ঔষধটি যদিও অধিক প্রচলিত নয় কিন্তু ইহা ম্যালেরিয়ার একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক এবং ম্যালেরিয়া নাশক বলিয়া সুনাম রহিয়াছে। নিম্নক্রম সচরাচর ব্যবহার হয়। ম্যালেরিয়ার পুরাতন অবস্থায় ইহা অধিক কার্য্য করে। দেখা যায় ম্যালেরিয়া আক্রান্ত স্থানে এই বৃক্ষ রোপণ করিলে ম্যালেরিয়া অধিক হয় না।

কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত ধাতুবিকৃতির ঔষধ সমূহ।

(Medicines for quinine cachexia)

ইপিকাক।—কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু যে স্থলে জ্বরের সময় এবং স্বভাব কোনই ঠিক থাকে না—অর্থাৎ যখন জ্বরের লক্ষণ সমূহ এলোমেলো

হইয়া যায়। পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হয় না, এইরূপ অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে হয় রোগ আরোগ্য হইয়া যায় নতুবা উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচনের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া চিকিৎসার সুবিধা করিয়া দেয়। ইহা ব্যতীত ইপিকাকের জ্বরের নিজস্ব পরিচায়ক লক্ষণ হইতেছে—শীত স্বল্পক্ষণস্থায়ী, উত্তাপ অধিকক্ষণ স্থায়ী এবং বিবমিষা। যদি জ্বরের আরম্ভ কুইনাইন দ্বারা চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহার ইপিকাকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। (If paroxysm has been suppressed by Quinine, Ipeacc is all the more indicated. Short chills, long heat, cold hand and feet, great oppression of the chest he can hardly breathe. Always after previous druggig with quinine.)

সিপিয়া—এই ঔষধটিও কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু কিংবা নানান প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার হেতু জ্বরের সময় কিংবা স্বভাব ইত্যাদি লক্ষণের ঠিক ঠিকানা না থাকিলে অর্থাৎ সমুদয় লক্ষণ এলোমেলো হইয়া গেলে উত্তম কার্য্য করে।

আর্সেনিক—কুইনাইনের উপসর্গ নষ্ট করিতে ইহার ক্ষমতা অদ্বিতীয়। যেস্থলে অত্যধিক কুইনাইন সেবন হেতু রোগ আরো জটিল অবস্থায় পরিণত হয়, প্লীহা এবং যকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, জ্বর পাল্টাইয়া পাল্টাইয়া ৭ দিন, ১৪ দিনে ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতে থাকে এবং ক্রমশঃ শোথের লক্ষণ উপস্থিত হয়, মুখমণ্ডলে ধীরে ধীরে স্নায়ুশূল দেখা দেয় এবং প্রত্যহ ঠিক নিয়মিত সময়ে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হইতে থাকে এইরূপ লক্ষণগ্রস্থ জ্বরে আর্সেনিক উত্তম কার্য্য করে। আর্সেনিকের পর্য্যায়শীলতা অর্থাৎ periodicity অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু কোন রোগ হইলে তাহার কু-ফলাফল নষ্ট করিতে কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার ইউনান আর্সেনিক ২x চূর্ণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যে কোন প্রকার জ্বরই হউক ম্যালেরিয়ার ন্যায় বোধ হইলে আর্সেনিককে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

কার্ব্বভেজ—কুইনাইনের অপব্যবহারে এই ঔষধটির উল্লেখ দেখা যায়। পুনঃ পুনঃ কুইনাইন সেবন বশতঃ এবং প্রত্যেকবার কুইনাইন দ্বারা জ্বরের আক্রমণ প্রতিরোধ করা হেতু রোগীর শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইতে থাকে। কার্ব্বভেজের বিশিষ্ট লক্ষণই হইতেছে অত্যধিক শীতলতা। শীতলতা বিশেষ ভাবে হাটু হইতে পা পর্য্যন্ত এবং শরীরের বাম পার্শ্বে অধিক প্রকাশ

পায় এবং কিছুতেই শীঘ্র উষ্ণ হয় না, বরফবৎ শীতল। শীঘ্র জীবনী শক্তির প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ হয় না। এই ঔষধে কেবল শীত অবস্থায় পিপাসা থাকে, দাহ অবস্থায় পিপাসা থাকে না।

এরেনিয়া ডাইডেমা—জলাভূমির নিকট বাস (mrshay places) অথবা জলাভূমির উত্থিত বাষ্প শরীরে প্রবেশ হেতু ধাতুগত এক প্রকার দোষ জন্মায়। তাহা আরোগ্য করিতে সাধারণতঃ গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধের (deep acting) প্রয়োজন হইয়া থাকে, এবং এরেনিয়া ডাইডেমা (aranea diadema) তাহার একটি অন্যতম। এইরূপ অবস্থায় জ্বরের কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রতি শীতকালে কিংবা বর্ষাকালে অর্থাৎ স্যাঁৎসেতে ঠাণ্ডায় রোগী শরীরে গ্লানি বোধ করে অথচ লক্ষণগুলি পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠে না। কখন খাদ্যদ্রব্য ভাল পরিপাক হয় না, কখন গাত্র বেদনা বোধ করে, কখন শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে কিন্তু ইহার জ্বরের বিশেষত্ব—শীত অত্যন্ত অধিক থাকে, ২৪ ঘণ্টাই শীত লাগিয়া থাকে। দাহ এবং ঘর্ম্ম একপ্রকার হয় না বলিলেইলেই হয় এবং রোগী জলাভূমির নিকট বাস কিংবা স্যাঁৎসেতে ঋতু সহ্য করিতে পারে না। এরেনিয়া ডাইডেমা এইরূপ স্থনে রোগীর ধাতুগত দোষ (constitutional taint) নিরাময় করিয়া দেয়। এইপ্রকার জ্বর কুইনাইন প্রয়োগে কিছুতেই আরোগ্য হইতে পারে না, তাহাতে রোগ বরং আরো জটিল অবস্থায় পরিণত হয়। কুইনাইনে তিনটী অবস্থা বিশেষভাবে উত্তাপ এবং ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকা উচিত।

ফেরাম মেটালিকাম—এই ঔষধটি কোন কোন স্থলে কুইনাই-নের বিষরূপে কার্য্য করে বিশেষতঃ যখন কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু রক্ত-স্বল্পতা এবং শরীর-বিকার (cachexia) উপস্থিত হয়। রক্ত স্বল্পতা ইহ তে হইলেও কিন্তু তাহা সর্ব্বদা চায়নার ন্যায় পরিষ্কার রূপে প্রকাশ থাকে না। ফেরাম মেটালিকামের রক্তস্বল্পতাকে ইংরাজীতে masked anaemia বলা হয় ইহাতে অতি সামান্য কারণেই মুখমণ্ডল, ওষ্ঠদ্বয় ইত্যাদি রক্তিমাভ হইয়া আবার তন্মুহূর্ত্তেই পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় এতদ্ব্যতীত ধমণীদ্বয় দপ দপ করিতে থাকে। প্লীহা বৃদ্ধি হয় এবং পদদ্বয়ে শোথের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মেনিস্থাস্থিস—শীত ভাব ইহাতে অত্যন্ত প্রবল থাকে। হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ বরফের ন্যায় শীতল হয়। পদদ্বয়ের হাটু পর্য্যন্ত এত অধিক শীতল হয় মনে হয় যেন শীতল জলে ডুবান ছিল।

বিলেপী জ্বর—বিলেপী জ্বরের চায়না একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (কোন প্রকার দুরারোগ্য রোগজনিত কিংবা ফোঁড়া অস্ত্র করার পর পূঁজোৎপাদন হইতে থাকিলে এবং শীঘ্র শুষ্ক না হইলে তদহেতু যে জ্বর প্রকাশ হয় তাহাকেই বিলেপী জ্বর (hectic fever) বলা যাইতে পারে। Hectic fever—term for a slow insidious fever which according to John Hunter and others may be either idiopathic or symptomatic, the latter arising in consequence for some incurable local disease)—ফোড়া অস্ত্র করিবার পর যদি উক্ত প্রকার জ্বর প্রকাশ পায় তাহা হইলে চায়না প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগী এত অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে বালিস হইতে মস্তক তুলিতেই পারে না। দুর্ব্বলতার সহিত উদরাময়ও থাকে, এতদ্ব্যতীত নৈশ ঘর্ম্ম হয় এবং তাহাতে রোগীকে আরো অধিক দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। এইরূপ অবস্থায় চায়না ব্যবহার করা সত্ত্বেও যদি রোগের বিশেষ কোন উপকার না হয় তাহা হইলে আর্সেনিক কিংবা কার্ব্বভেজ লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ করা করা কর্ত্তব্য। আর একপ্রকার পূঁজোৎপাদনজনিত রোগে আমরা চায়নার কথা চিন্তা করিতে পারি তাহা হইতেছে ফুসফুসে পূঁজোৎপত্তি (suppuration of lungs) এবং বিশেষতঃ মাতালদিগের যখন এতদ সহ বিলেপী জ্বর (hectic fever) বর্ত্তমান থাকে। ইহা ব্যতীত চায়না ফুসফুসের টিসুর বিকলতা অর্থাৎ নির্ম্মাণ বিকারেও (disorganization of the lung substances) প্রয়োগ হইতে পারে যদি হেকটিক্ এবং দুর্গন্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস লক্ষণ প্রকাশ পায়। শ্বাস প্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত হইলেই ফুসফুসে পূঁজ সঞ্চার হইয়াছে এই প্রকার ধারণা যেন কেহ না করেন, কারণ ইহা দেখা যায় অনেক সময় ব্রোঙ্কাইটিস রোগেও গয়ের অধিকক্ষণ ফুস্ফুসে রহিয়া গেলে শ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত বদগন্ধ যুক্ত হয়। এইরূপ অবস্থায় সাধারণ শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগে গন্ধ প্রায়ই টের পাওয়া যায় না অথচ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগে অথবা হাঁচি হইলে বহির্গত হয়। এতদ লক্ষণে ক্যাপসিকামই হইতেছে অতি উপযুক্ত ঔষধ। স্ক্ুইনেরিয়ার বিষয়ও চিন্তা করিবে।

নৈশ ঘর্ম্ম (Night sweat)—নৈশ ঘর্ম্মে চায়নার ন্যায় সোরিনামও একটি উপযুক্ত ঔষধ। তরুণ রোগ, টাইফয়েড ইত্যাদিতে প্রচুর নৈশঘর্ম্ম হইতে থাকিলে সোরিনাম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগী রোগ আরোগ্য বিষয়ে হতাশ হইয়া যায়, আরোগ্য হইতে পারিবে এইরূপ ভরসা করে না। অত্যন্ত

দুর্ব্বল হয়, হাত কাঁপিতে থাকে, কোমর এবং সন্ধিস্থল সমূহেও অত্যন্ত দুর্ব্বল অনুভব করে। সালফারেও অনেকটা এইরূপ লক্ষণ রহিয়াছে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—রোগ অনুসারে চায়নার ডাইলিউসনেরও ব্যতিক্রম হয় অধিকাংশ চিকিৎসক যাহা করিয়া থাকেন তাহা লিখিলাম—পালাজ্বরে ১x। ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে ৬x, ৬, ২০০। রক্তস্রাবে, দুর্ব্বলতায়, পিত্ত শিলায়—৬। পুরাতন যকৃত রোগে—২০০। উদরাময়, পেটফাঁপা ইত্যাদিতে—৩০। হেকটিক জ্বরে—১x।

অনুপূরক (complementary)—ফেরাম মেটালিকাম।

চায়নার পর মস্তক শোথে—ক্যালকেরিয়া ফস উত্তম কার্য্য করে।

প্রতিবন্ধক—(inimical) :চায়না—ডিজিটালিস, সিলিনিয়ামের পর ব্যবহার হয় না।

রোগের বৃদ্ধি—সামান্য স্পর্শে, বায়ুর ঝটকায়, একদিন পর একদিন মানসিক আবেগ, জীবনী শক্তির অপচয়ে।

রোগের উপশম—শক্ত চাপে।

রোগীর বিবরণ।

১। একটি বালক বয়স প্রায় ১২ বৎসর জ্বরে ভুগিতোছ, আমাকে দেখাইবার ৪ দিন পূর্ব্ব হইতেই জ্বর হইয়াছে। জ্বরের কোন সময় নাই এবং জ্বরকালীন কোন প্রকার পিপাসা হয় না। প্রথম ২দিন প্রাতে ৯ টায় হস্তপদ শীতল হইয়া অত্যন্ত শীত আরম্ভ হয়, শীত অবস্থায় গাত্রে বেদনা হইত এবং অত্যন্ত অস্থির বোধ করিত, শীত ভাব ২।৩ ঘণ্টা থাকিয়া সমুদায় গাত্র ভীষণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিত। এইভাবে ১২ ঘণ্টা ভুগিয়া তৎপর রাত্রিতে ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইয়া যাইত অথচ পিপাসা কোন অবস্থাতেই প্রকাশ পাইত না। সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠ কাঠিন্য, শিরঃপীড়াও ছিল। প্রথম দিবস আমি তাহাকে নেট্রম মিউর ২০০ শক্তি একমাত্রা খাওয়াইয়া দিয়া চলিয়া আসি

তৎপর দিবস সংবাদ পাইলাম জ্বর আইসে নাই, আর কিছু ঔষধ না দিয়া কয়েক মাত্রা কেবল ঔষধশূন্য বটিকা দিয়া বিদায় করিয়া দিলাম এবং পরদিবস সাক্ষাৎ করিতে বলিলাম। পরদিবস অপরাহ্নে লোক আসিয়া সংবাদ দিল অপরাহ্ণ প্রায় ৪টা হইতে পুনরায় শীত হইয়া জ্বর আসিয়াছে। মনে হইল জ্বর একদিন পর একদিন আসিতেছে, ইহার উপর নির্ভর করিয়া চায়না মূল অরিষ্ট ৬ মাত্রা প্রত্যহ তিনবার করিয়া খাইতে দিয়া সেই দিবস বিদায় করিয়া দিলাম এবং বলিয়া দিলাম ঔষধ শেষ হইয়া গেলে পুনরায় যেন ঔষধ লইয়া যাওয়া হয়। চায়না সেবনের পর জ্বর হ্রাস হইয়া এক সপ্তাহের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিল।

একদিন পর একদিন জ্বরে চায়না মূলঅরিষ্ট উত্তম কার্য্য করে।

২। এক ব্যক্তির কয়েক বৎসরাবধি শূল বেদনা ছিল। ঐ বেদনার কারণ কিছুই জানিতে পারা যাইতেছিল না, পরে মলের সহিত পিত্ত :শিলা বহির্গত হইলে রোগের প্রকৃত কারণ বুঝা যায়। ডাক্তার থেয়ার তাহাকে ৬ষ্ঠ ক্রম চায়না এক সপ্তাহের জন্য প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দিয়াছিলেন। এক মাস ঐরূপ সেবন করার পর সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

পালসেটিলা।

ইহার সম্পূর্ণ নাম পালসেটিলা প্রেটেনসিস্ (Pulsatilla Pratensis) ইহাই আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি। যদিও পালসেটিলা নুট্রেলিয়ানার (Pulsatilla Nuttaliana) উল্লেখ রহিয়াছে কিন্তু তাহার ব্যবহার হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য শাস্ত্রে এক প্রকার নাই বলিলেও হয়। পালসেটিলার ব্যবহার প্রকৃত পক্ষে ব্যারণ ষ্টোর্কই (Baron stoerck) ঔষধরূপে সর্ব্বপ্রথম প্রচলন করেন এবং তৎপর মহাত্মা হ্যানিমান ইহাকে উত্তমরূপে প্রুভিং করিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধে পরিণত করেন। পালসেটিলা নুট্রেলিয়ানার প্রুভিং অদ্যাবধি ভালরূপ না হওয়ার দরুণই বোধহয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধে ইহার অধিক উল্লেখ নাই।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শ্লেষ্মাপ্রধান, শান্ত স্বভাব, নম্র, কোমল, নীলাক্ষী, সুশ্রী, সুগোল, সুডোল গঠন বিশিষ্ট ক্রন্দনশীলা স্ত্রীলোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

২। অতি সহজেই কাঁদিয়া ফেলে, সর্ব্বদা যেন ক্রন্দন লাগিয়া রহিয়াছে। নিজের কোন শোক দুঃখের কথা না কাঁদিয়া যেন বলিতেই পারে না। (Weeps easily, almost impossible to detail her ailments without weeping).

৩। লক্ষণসমূহ অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল—কোন দুইটী লক্ষণ এক রকমের নয়—জ্বরের আক্রমণের শীতাবস্থা এক প্রকৃতির নয়। উদরাময়ের দুইবারের মল এক রকম নয়। মানসিক অবস্থা এক এক সময় এক এক রকমের—(Symptoms ever changing, no two chills, no two stools, no two attacks are alike very well one hour, very miserable the next ; apparently contradictory (Ignatia).

৪। যন্ত্রণা সচল প্রকৃতির এক স্থান হইতে আর এক স্থানে সরিয়া বেড়ায়—(Pain rapidly shifting from one part to another).

৫। তৃষ্ণাহীনতা—সমুদায় রোগেতেই এবং রোগের সকল অবস্থাতেই পিপাসা থাকে না। জিহ্বা এবং মুখ বিবর অত্যন্ত শুষ্ক—অথচ পিপাসা নাই (নাক্স মশ্চেটা। জিহ্বা সিক্ত অথচ অত্যন্ত পিপাসা – মার্কিউরিয়াস সল) (Thirstlessness with nearly all complaints. Great dryness of mouth without thirst—Nux M.—mouth moist intense thirst—Mer. S)

৬। ঘৃত পক্ক খাদ্য সামগ্রী আহার করিয়া উদরাময়। উদরাময়ের মল অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। (Diarrhœa from very rich fat and undigestable food and color of the stool is very changeable).

৭। মাসিক ঋতুস্রাব অত্যন্ত বিলম্বে, স্বল্প এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত। (menses too late, irregular, scanty and very painful).

৮। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সমুদায় স্রাবই গাঢ়, কোমল এবং পীতাভ-সবুজ—(ক্যালিসালফ)। (Secretions from all mucous membranes are thick, bland and yellowish-green.—Kali-Sulph.)

সাধারণ লক্ষণ

১। প্রথম রাত্রিতে রোগী সজাগ হইয়া পড়িয়া থাকে। নিদ্রা আইসে না—কিন্তু শেষ রাত্রিতে গাত্রোত্থানের সময় অত্যন্ত নিদ্রা হয়। (নাক্সের বিপরীত)

২। অঞ্জনি বিশেষতঃ চক্ষুর উপর পাতায় অধিক হয়। ঘৃতপক্ক খাদ্য সামগ্রী আহার হেতু হইলেই অধিক কার্য্য করে।

৩। দন্তশূল—গরমে বৃদ্ধি হয়। শীতল জলে এবং মুক্ত বায়ুতে সাময়িক উপশম হয়।

মানসিক লক্ষণ এবং রোগী—পালসেটিলাও নাক্সভমিকার ন্যায় রোগীর স্বভাবের উপর প্রয়োগ বিশেষভাবে নির্ভর করে। এই দুইটী ঔষধ সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্বভাবের এবং মেজাজের। নাক্সভমিকা রোগী খিট্ খিটে রাগী, পালসেটিলা শান্তশিষ্ট। নাক্সভমিকা রোগীর প্রথম রাত্রিতে নিদ্রা হয়, শেষ রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, পালসেটিলায় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত—প্রথম রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, শেষ রাত্রিতে নিদ্রা হয়। নাক্সভমিকা রোগী পাতলা শীর্ণ, পালসেটিলা রোগী মোটা, সুশ্রী, স্থূলকায়। পালসেটিলাকে স্ত্রীলোকদিগের অতি উপযুক্ত ঔষধ বলা হয় যেহেতু কোমল স্বভাব ঠাণ্ডা মেজাজ, ক্রন্দনশীল ইত্যাদি স্ত্রীলোকদিগেরই ধর্ম্মগত স্বভাব। নাক্সভমিকার ন্যায় এই ঔষধের নির্ব্বাচনও মানসিক লক্ষণের উপর অত্যন্ত নির্ভর করে। পালসেটিলা রোগী অত্যন্ত ক্রন্দনশীল, অতি সহজে এবং অল্পতেই কাঁদিয়া ফেলে। অত্যন্ত নম্র এবং ধীর প্রকৃতি, সহজে কথায় কথায় কাহারও উপর বিরক্ত হয় না, দেখিতে সুশ্রী এবং সুগোল। পালসেটিলা নির্ব্বাচন কালীন এই লক্ষণগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। মহাত্মা হ্যানিমান পালসেটিলার মানসিক লক্ষণকে কত উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন—তদ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিমত নিম্নে তুলিয়া দিলাম:—The medicinal employments of this drug "he says," will be the more salutary when, in the maladies to which this plant corresponds as regards bodily evils, there is at the same time, a timorous, tearful state of mind and

tendency to inward depression and quiet grief or atleast to passiveness and resignation, especially if in health the patient was kindly and pleasent. It therefore, especially, suits the lymphatic constitution and is consequently but little appropriate to men quick at their course of action and energetic in their movement, even though they appear kindly disposed. He gives moreover an indication for it—frequent chilliness, absence of thirst, retarted menstruation, long delay in getting to sleep and the aggravation of symptoms towards evening. Dr. Teste adds, as ragards constitution that it is particularly suitable to persons who by the relative predominance of the adipose tissue in their composition, by the whiteness of their flesh, the roundness of their forms, the mildness of their disposition, and their fitful moods exhibit all the marked features of the female sex.

যাহারা কাজ কর্ম্মে অত্যন্ত তৎপর, সমস্ত বিষয়ে ব্যস্তবাগীশ, তাহাদিগের পক্ষে অর্থাৎ চটপট স্বভাবের লোকের পালসেটিলা উপযুক্ত ঔষধ নয় তদহেতুই পুরুষ লোকের প্রকৃতির সহিত এই ঔষধ খাটে না। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে রোগীর মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—সর্ব্বপ্রথম মানসিক লক্ষণ (mental) দ্বিতীয়তঃ ধাতুগত লক্ষণ (constitutional) তৎপর অন্যান্য লক্ষণ। পুরাতন রোগ চিকিৎসা করিতে হইলে মানসিক এবং ধাতুগত ইত্যাদি লক্ষণ সমূহকে কোন প্রকারেই তাচ্ছিল্য করিতে পারা যায় না। ঔষধের নির্ব্বাচন এবং কার্য্যকারিতা উক্ত লক্ষণের প্রতি (মানসিক এবং ধাতু-গত লক্ষণ) যত অধিক নির্ভর করে অন্যান্য লক্ষণের প্রতি তত করে না, এতদ কারণ বশতঃই মানসিক লক্ষণের বিষয় পুনঃ পুনঃ বলিতেছি। পালসেটিলা রোগী যদিও ক্রন্দনশীলা কিন্তু সান্ত্বনা ভালবাসে, ক্রন্দনকালীন সান্ত্বনা দিলে অতি সহজেই স্থির হয়। পালসেটিলা রোগী যেমন সহজে কাঁদিয়া ফেলে, তেমন অতি সহজেই হতাশ হইয়াও পড়ে। বৃথা আশঙ্কিত বিপদের বিষয় চিন্তা করিয়া নিজেকে অত্যন্ত অস্থির করিয়া তোলে ; হৃদপিণ্ডের স্পন্দন হইতে থাকে এবং মুখমণ্ডল আরক্তিমাভাযুক্ত হয়।

পালসেটিলার মানসিক লক্ষণের সমগুণ ঔষধ সমূহ ঃ—

সিপিয়া—ইহা যদিও স্ত্রীরোগের একটী অতি বৃহৎ ঔষধ এবং পালসেটিলার সহিত যদিও ইহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু সিপিয়া রোগী খিট্‌খিটে এবং বদরাগী। আপনার নিজের অসুস্থতার বিষয় ভাবিয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণ এবং সাংসারিক কাজকর্ম্ম সম্পূর্ণ উদাসীন। কথায় কথায় দোষ ধরে আর রাগ করে।

নেট্রাম মিউর—ক্রন্দনশীল এবং বিষাদযুক্ত, অতি সহজেই কাঁদিয়া ফেলে এবং যতই সান্ত্বনার চেষ্টা করা যায় ততই ক্রন্দন অধিক বৃদ্ধি হয়। এবং বিরক্তি বোধ করে। কোষ্ঠ কাঠিন্য সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। (পালসেটিলা রোগীকে সান্ত্বনা দিলে শান্তি পায় অর্থাৎ সান্ত্বনা চায়)।

ষ্টেনাম—সর্ব্বদা ক্রন্দন ভাবাপন্ন এবং হতাশ। নিজের বক্ষঃস্থলের রোগের বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া মুখমণ্ডলের চেহারা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

ইগ্নেসিয়া—বিমর্ষ স্বভাবের কিন্তু বিমর্ষের কারণ সর্ব্বদা চাপিয়া রাখে এবং গোপন করে, কাহাকেও বলিতে ইচ্ছা করে না অথচ ভিতরে ভিতরে গুমরাইতে থাকে। পালসেটিলা রোগী আপনার দুঃখের কথা বলিয়া সান্ত্বনা পাইতে ইচ্ছা করে।

পালসেটিলা রোগী যদিও অত্যন্ত ধীর এবং শান্ত প্রকৃতির তাই বলিয়া কিন্তু সম্পূর্ণ রাগ, দ্বেষ, হিংসা বিবর্জ্জিত ইহা বলিতে পারা যায় না। মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির—যাহাকে এক্ষণে দেখিলাম অত্যন্ত নম্র এবং বিনয় তৎপরমুহূর্ত্তেই দেখি অত্যন্ত খিটখিটে এবং রাগান্বিত, আবার কিছুক্ষণ পর দেখিতেছি ক্রন্দন ভাবাপন্ন কিংবা প্রফুল্লচিত্ত—পালসেটিলার এই পরিবর্ত্তনশীলতা (Changeableness) একটী বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ এবং এই পরিবর্ত্তনশীলতা পালসেটিলার সর্ব্বরোগেই অল্প বিস্তর বর্ত্তমান থাকে। কোন দুইটী ভেদ কিংবা কোন দুইটী স্রাব এক প্রকারের নয়, একবার হল্‌দে একবার সবুজ হয়ত আবার হল্‌দে এই প্রকারের নানান বর্ণের ভেদ হয়। রক্তস্রাব একবার হয়ত জোরে নির্গত হইতেছে আবার বন্ধ হইতেছে, পুনরায় আবার আসিতেছে এই প্রকারের থাকিয়া থাকিয়া হইতে থাকে (Changeableness of the symptoms is characteristic of

this drug. This is especially marked in haemorrhage which apparently stop and in a few hours return. It is also true of the diarrhœa, the stools continually changing their appearance at one time being green, at another marked with yellow and at still another slimy)

রক্ত-স্বল্পতা—পালসেটিলা রক্ত-স্বল্পতার (anæmia) একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্ত্রীলোকের রক্তহীনতায় ইহা সচরাচর ব্যবহার হয়, এবম্প্রকার রোগী সর্ব্বদা শরীর অসুস্থ এবং ভারভার বোধ করে। পালসেটিলা রোগীর শরীর যতই অসুস্থ বোধ করুক না কেন কিন্তু খোলা মুক্ত বাতাসে আরাম বোধ করে। খোলা মুক্ত বাতাসে রোগের উপশম পালসেটিলার একটী বিশেষ বিশেষত্ব জানিবে। সর্ব্বদা মুক্ত বাতাস পচ্ছন্দ করে, ঘরের মধ্যে থাকিতে আদপেই পচ্ছন্দ করে না, উষ্ণ গৃহ রোগী সহ্য করিতে পারে না। পালসেটিলায় আর একটী বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—যন্ত্রণার সহিত শীত শীত বোধ করে। যতই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় শীত শীত বোধও ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে।

রক্ত-স্বল্পতার সহিত এলোপ্যাথিক লৌহজাত ঔষধ এবং কুইনাইনের অপব্যবহার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে পালসেটিলা তাহাতে অধিক ফলপ্রদ হয়। যখন দেখিতে পাইবে রক্ত-স্বল্পতা এলোপ্যাথিক ঔষধ (বিশেষতঃ কুইনাইন এবং লৌহজাত ঔষধ) ব্যবহারে কিছুই উপশম হয় নাই বরং রোগ আরও জটিল হইয়া গিয়াছে তখন পালসেটীলাকেই সর্ব্বোচ স্থান দিবে এইরূপ অবস্থায় অর্থাৎ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে ফেরৎ রক্ত-স্বল্পতা রোগীতে পালসেটিলা অব্যর্থ কার্য্য করে। এই প্রকার রোগীতে জরায়ুর স্থান বৈপরীত্য (malposition of uterus), স্বল্প চাপ চাপ অথবা কৃষ্ণবর্ণ ঋতুস্রাব, ঋতুস্রাবের বিলম্বতা এবং অনিয়মতা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা উচিত।

পালসেটিলার রক্ত-স্বল্পতা—রক্তবহা নাড়ী সমূহে (vascular system) বিশেষতঃ দক্ষিণ হৃদ্‌পিণ্ডে, শিরায় এবং ক্যাপিলারিতে যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে বলিয়াই উৎপন্ন হয়। কোন কারণ বশতঃ শৈরিক রক্ত সঞ্চালনের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে এবং হৃদ্‌পিণ্ডে, রক্ত ফিরিয়া আসিবার ব্যাঘাত ঘটিলে কিংবা বাধাপ্রাপ্ত হইলে যে সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহার সহিত পালসেটিলার যথেষ্ট সদৃশ থাকা হেতু উক্তরূপ স্থলে পালসেটিলা প্রয়োগের ব্যবস্থা দেওয়া

হয়; উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারা যায় উষ্ণ স্থানে বাসে কিংবা উষ্ণ গৃহে আবদ্ধ হেতু (close room) শিরাগুলি পাকাইয়া যায় কিংবা কিঞ্চিৎ বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তদহেতু বক্ষঃস্থলে চাপ উপস্থিত হইয়া হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়া যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাও ঠিক পালসেটিলার অনুরূপ, কাজে কাজেই সেইরূপ রোগে পালসেটিলা সর্ব্বদা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। উষ্ণ কিংবা আবদ্ধ গৃহ পালসেটিলা রোগীর পক্ষে অসহ্য, সমুদয় রোগ বরং বৃদ্ধি হয় এবং মুক্ত বাতাসে (open air) সমুদয় রোগ উপশম হয়। অর্থাৎ উষ্ণ গৃহে পালসেটিলা রোগীর শৈরিক রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটে, কাজে কাজেই রক্তহীনতা হেতু শীত শীত বোধ থাকিলেও রোগী মুক্ত বাতাস অধিক পছন্দ করে যেহেতু মুক্ত বাতাসে শৈরিক রক্তের সঞ্চালনের প্রভূত উপকার সাধন হয়। মুক্ত বাতাসকে পালসেটিলা রোগীর টনিক বলিলেই হয়। উষ্ণ গৃহে রোগের বৃদ্ধি এবং মুক্ত বাতাসে রোগের উপশম—পালসেটিলার একটী বিশেষ লক্ষণ জানিবে।

শিরা স্ফীতি (Varicose veins)—পালসেটিলায় শৈরিক বিধানের (venous system) উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। এতদহেতু পালসেটিলা শিরার স্ফীতিতে (varicose veins) প্রায়ই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। শিরার স্ফীতি হস্তপদ, অণ্ডকোষ যে স্থানেই হউক পালসেটিলা তাহাতে প্রয়োগ হইতে পারে। আক্রান্ত স্থান অর্থাৎ যে স্থানের শিরার স্ফীতি হয় তাহা নীল আভাযুক্ত হয় এবং টাটায় ও তাহাতে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়।

কোন স্থলে এতদ্ লক্ষণ সমূহের উল্লেখ দেখিলে হেমামেলিসের কথা স্বভাবতঃ মনে উদয় হওয়া উচিৎ কারণ হেমামেলিসই হইতেছে শিরার স্ফীতির (varicose veins) অতি প্রচলিত ঔষধ। কিন্তু হেমামেলিস আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে পালসেটিলাই সাধারণতঃ ব্যবহার হইত। পালসেটিলার কোন প্রকার ধাতুগত লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলে বিশেষতঃ শিরার্ব্বুদে varicocele হেমামেলিসকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। শিরার্ব্বুদে হেমামেলিস আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রলেপ দিয়া অনেক রোগী আরোগ্য সংবাদ পুস্তকে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। হেমামেলিস নির্ব্বাচনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণই হইতেছে আক্রান্ত স্থানের টাটানি যন্ত্রণা। এই টাটানি যন্ত্রণা আর্ণিকার আঘাতের

ন্যায় কিংবা এপিসের হুলবিদ্ধবৎ কিংবা ল্যাকেসিসের স্পর্শাধিক্যের ন্যায় নয় ইহা রক্ত সঞ্চয় জনিত একপ্রকার টন্-টন্ টাটানি যন্ত্রণা শৈরিক রক্তের সমাবেশ হেতু যে স্থানেই এইরূপ টাটানি হউক তাহাতেই হেমামেলিস ব্যবহার করা যাইতে পারে। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় নিম্নোদরে শিরার স্ফীতি (varicose veins) প্রকাশ পাইলে এবং নড়া চড়ায় টাটানি যন্ত্রণা অধিক হইলে তাহাতেও পালসেটিলা প্রয়োগ হয়। হেমামেলিসের এইরূপ কার্য্য আছে বলিয়াই যে হেমামেলিস প্রয়োগে সর্ব্বপ্রকার টাটানি কিংবা যন্ত্রণা উপশম হইবে ইহা সর্ব্বত্র আশা করা উচিতও নয়। সর্ব্বদা ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে হেমামেলিসের সম্বন্ধ শৈরিক রক্তের সমাবেশের সহিত।

লিলিয়াম টাইগ্রিনাম—এই ঔষধটির সহিত পালসেটিলার অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে, ইহাতেও দক্ষিণ হৃদ্‌পিণ্ড অধিক আক্রান্ত হয়। শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠে এবং মুক্ত বাতাসে রোগী উপশম বোধ করে। ঋতুস্রাব স্বল্প হয় এবং মুখের আস্বাদ রক্ত সদৃশ হয়। কিন্তু লিলিয়াম টাইগ্রিনামে জরায়ু ভ্রংশ বিশেষরূপ বর্ত্তমান থাকে, মনে হয় যেন জরায়ু বহির্গত হইয়া পড়িবে। নিম্নোদরে হস্ত দিয়া কিংবা পায়ের উপর পা দিয়া চাপিয়া রাখিতে হয় ইহা ব্যতীত ইহার মানসিক লক্ষণও পালসেটিলা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির—লিলিয়াম টাইগ্রিনাম রোগী খিটখিটে এবং অস্থির ও সর্ব্ব বিষয়েই অত্যন্ত ব্যস্ত। লিলিয়াম টাইগ্রিনামে আর একটী লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইতেছে বাম স্তনের বোঁটায় যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া বক্ষঃস্থলের ভিতর দিয়া বিস্তারিত হয় (Pain extending from the left nipple through the chest to the back, is apt to be present.)

সর্দ্দি—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর পালসেটিলার কার্য্য যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া যে শ্লেষ্মা স্রাব হয়, তাহা গাঢ় পীতবর্ণ অথবা পীতাভ সবুজ এবং কোমল নির্দ্দোষযুক্ত (bland yellow or yellowish green mucous.) শ্লেষ্মা স্রাবের কিংবা সর্দ্দির প্রথমাবস্থাতেই পালসেটিলা ব্যবহারে সুযোগ হয় না। কারণ গাঢ় শ্লেষ্মা স্রাব প্রথমেই দেখা দেয় না, সাধারণতঃ কয়েক দিবস পর উক্তরূপ অবস্থায় পরিণত হয় অর্থাৎ পাকা সর্দ্দিতেই পালসেটিলা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এই প্রকার স্রাব যে স্থান হইতেই হউক পালসেটিলা তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পীতবর্ণ গাঢ় শ্লেষ্মা পালসেটিলার একটী বিশেষ লক্ষণ। সর্দ্দি যখন পাকিয়া

পীতবর্ণ হয়। চক্ষু প্রদাহ হইয়া যখন পুঁজ পীতবর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়, প্রমেহ রোগে যখন পুঁজের বর্ণ হল্‌দে হয়, পালসেটিলাই এমতাবস্থার উপযুক্ত ঔষধ জানিবে। সর্দ্দি পুরাতন হইলে পুনঃপুনঃ এবং বহুদিন যাবৎ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পালসেটিলার সর্দ্দির সহিত আস্বাদ এবং ঘ্রাণ উভয়ই নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ সর্দ্দিকালীন রোগী কোন জিনিষের স্বাদ এবং ঘ্রাণ পায় না।

সাইক্লেমেন—সর্দ্দির সহিত স্বাদ এবং ঘ্রাণ ইহাতেও থাকে না এবং সর্দ্দির স্রাব পালসেটিলার ন্যায় গাঢ় এবং পীতবর্ণ কিন্তু রোগী মুক্ত বাতাস পছন্দ করে না ও সর্দ্দির সহিত হাঁচি বর্ত্তমান থাকে।

কেলিসাল্‌ফ—ইহাতেও ঠিক উক্ত প্রকার স্রাব রহিয়াছে এবং পালসেটিলা হইতে ইহাকে পৃথক্ করিতে অত্যন্ত ভ্রম হয় কিন্তু সচরাচর যেস্থানে পালসেটিলায় উপকার হয় না কিংবা আংশিক উপকার হয় সেইরূপ স্থলে কেলিসাল্‌ফ দেওয়া উচিত। কারণ কেলিসাল্‌ফের কার্য্য পালসেটিলা অপেক্ষা গভীর।

চক্ষুপ্রদাহ এবং স্বচ্ছাবরকের ক্ষত—হামের পর চক্ষু প্রদাহের পালসেটিলা একটী অব্যর্থ ঔষধ। চক্ষু প্রদাহের সহিত পীতবর্ণ পুঁজ বর্ত্তমান থাকা উচিত। এতদ্ব্যতীত সদ্যজাত শিশুর চক্ষু প্রদাহেও (Opthalmia neonatoram) ইহা উত্তম কার্য্য করে। পালসেটিলার চক্ষুপ্রদাহে অধিক যন্ত্রণা এবং আলোকাতঙ্ক (Photophobia) থাকে না।

আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম—ইহাও পুঁজ যুক্ত চক্ষু প্রদাহের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ এবং পালসেটিলার সহিত ইহার উক্ত বিষয়ে অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু ইহাতে পুঁজ স্রাব অধিক থাকে এবং সচরাচর প্রায়ই পালসেটিলার পর অর্থাৎ পালসেটিলা প্রয়োগে সুবিধা না হইলে ব্যবহার হয়। চক্ষু প্রদাহ হইয়া যখন স্বচ্ছাবরকে (cornea) ক্ষত হইবার উপক্রম হয় এমতাবস্থায় আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম আভ্যন্তরিক এবং বাহিক প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায় (২x দুই ফোঁটা অর্দ্ধ আউন্স পরিশ্রুত জলে (distilled water) মিশ্রিত করিয়া আক্রান্ত চক্ষুতে প্রাতে এবং সন্ধ্যায় একবার করিয়া ফোঁটা দিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকি, সদ্যজাত শিশুদিগেতেও এই ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম ব্যবহার করা সত্বেও যদি স্বচ্ছাবরকে ক্ষত

নিবারণ না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ক্ষতে স্বচ্ছাবরক ছিদ্র হইবার উপক্রম হয় তাহা হইলে মার্কিউরিয়াস কর ৬ ক্রম দেওয়া কর্ত্তব্য। মার্কিউরিয়াস করে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে এবং যন্ত্রণা রাত্রিকালে বৃদ্ধি হয়। মার্কিউরিয়াস করেও উপকার না হইলে নাইট্রিক এসিডের বিষয়-চিন্তা করিবে।

প্রমেহ জনিত চক্ষু প্রদাহ—প্রমেহ রোগ বশতঃ চক্ষু প্রদাহে যদি পীতবর্ণ পূঁজ বর্ত্তমান থাকে, পালসেটিলাকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিবে। এই প্রকার চক্ষু প্রদাহে যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক থাকে না এবং দৃষ্টির কোন ব্যতিক্রম হয় না, অনবরত গাঢ় হলুদ বর্ণ পূঁজ আসিতে থাকে। একবার এই প্রকার একটী রোগীকে আমি অতি অল্প সময়ে কেবল পালসেটিলা দিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য রূপ আরোগ্য করিয়াছি।

পালসেটিলার চক্ষু প্রদাহের সহিত যে একেবারেই দৃষ্টির ব্যতিক্রম থাকে না এইরূপ বলা যায় না। দৃষ্টির অস্বচ্ছতা, দ্বিদৃষ্টি, অগ্নির চারি পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তাকারে আলোক মালা ইত্যাদিও (circles of fire) দেখায় এবং তদসহিত অশ্রু স্রাব, হুল বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, অক্ষিপুট প্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণও বর্ত্তমান থাকে কিন্তু আলোকাতঙ্ক (photophobia) বিশেষ থাকে না।

কর্ণশূল—পালসেটিলা কর্ণশূলের একটি মহৎ ঔষধ। কর্ণের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রদাহেই ইহা ব্যবহার হয়। কিন্তু বাহ্যিক প্রদাহ অপেক্ষা আভ্যন্তরিক প্রদাহেই ইহা অধিক ফলপ্রদ। কর্ণের বহির্ভাগ প্রদাহ হইয়া উত্তপ্ত এবং লাল হয়, সঙ্গে সঙ্গে ফুলিয়াও উঠে ও টাটানি দপদপানি যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং যন্ত্রণা রাত্রিতে অধিক বৃদ্ধি হয়।

বেলেডোনা—কর্ণে অত্যন্ত প্রদাহ হইলে এবং প্রদাহ স্থান লালবর্ণ হইলে ও তদসহিত মস্তকের যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকিলে সচরাচর বেলেডোনা ব্যবহারের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। রোগের প্রথম অবস্থায় পূঁজ কিছুমাত্র না থাকিলে বেলেডোনা প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। বেলেডোনায় কর্ণের চারিপার্শ্ব রক্তাধিক্য হয় এবং যন্ত্রণা দপদপানি প্রকৃতির হয়।

ক্যামোমিলা—ইহার যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ এবং রোগী অত্যন্ত স্নায়ু-প্রধান, সামান্য যন্ত্রণাতেই অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। যন্ত্রণা সহ্য করিবার ক্ষমতা একেবারেই নাই। শীতল বায়ুর স্পর্শ লাগিলে যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। কর্ণ

প্রদাহে সচরাচর ২০০ ক্রম অধিক ফলপ্রদ। শিশুদিগের কর্ণপ্রদাহ শুনিলেই আমরা ক্যামোমিলাকে অধিক পছন্দ করি। ইহাতেও পুঁজ থাকে না।

প্ল্যান্টাগো মেজর—দন্তশূলের সহিত কর্ণপ্রদাহ হইলে অধিকাংশ চিকিৎসকই প্ল্যান্টাগো ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এই ঔষধ সচরাচর বাহ্যিক ব্যবহার হয়, কেহ কেহ ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় প্রকারেই ব্যবহার করেন। প্রদাহযুক্ত কর্ণে যন্ত্রণাকালীন ইহার মূল অরিষ্ট ২।১ ফোঁটা দিলে অথবা মূল অরিষ্ট তুলায় ভিজাইয়া কর্ণে দিয়া রাখিলেও আশু উপকার পাওয়া যায়। কর্ণশূল শুনিলে এবং পুঁজস্রাব না থাকিলে আমি সচরাচর আর্ণিকা বাহ্যিক অরিষ্ট কর্ণে ২।১ ফোঁটা দিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকি, ইহাতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপকার পাওয়া যায়।

কানপাকা—কর্ণরোগের আভ্যন্তরিক প্রদাহে অর্থাৎ কানপাকায় পালসেটিলা অত্যন্ত অধিক রূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, শুষ্ক কর্ণ প্রদাহের পালসেটিলাকে মহৎ ঔষধ বলা যাইতে পারে না। কর্ণ প্রদাহের সহিত যখন প্রচুর পীতবর্ণ কিংবা পীতাভ সবুজ স্রাব বর্ত্তমান থাকে তখনই পালসেটিলা অধিক ফলপ্রদ হয়। আমি কানপাকা শুনিলেই এবং কর্ণ হইতে গাঢ় পুঁজস্রাব হইতেছে জানিতে পারিলেই পালসেটিলা প্রয়োগ করিয়া থাকি। কানপাকায় পালসেটিলা, হেপার সালফার, মার্কিউরিয়াস সল এবং সাইলিসিয়া এই কয়েকটিই হইতেছে প্রকৃত ঔষধ। ডাক্তার হার্টম্যান পালসেটিলাকে আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় প্রকার কর্ণ প্রদাহেরই অতি বৃহৎ ঔষধ বলেন কিন্তু আমরা আভ্যন্তরিক শুষ্ক অর্থাৎ পুঁজ বিহীন কর্ণ প্রদাহে ইহাকে তত উচ্চ আসন দিতে ইচ্ছা করি না। ডাক্তার হার্টম্যান এবং বেয়ার সাহেবের কথা নিম্নে তুলিয়া দিলাম—

My experience in the treatment of Otitis with delirium and agonizing pains, with swelling and closing of the outer meatus, swelling of the ear and the adjoining parts induce me to regrd Pulsatila as the specific remedy in this form of otitis, I rejoice at being able to communicate this experience to my collegues for as far as I know, no one before me suspected that Pulsatilla had this specific curative power in otitis. Lest a physician who may have a

case of otitis to treat should be dissuaded from using Pulsatilla on account of the presence of some symptoms in the pathological group which do not occur in the Pathogenesis of the drug. I will add that every Homeopath undoubtedly knows from Hahneman's Materia Medica that Pulsatilla must not be given where excessive thirst and constipation are prominent symptoms which are always present in this form of otitis, I have never hesitated to prescribe Pulsatilla and the success which I have uniformly met with has satisfied me that the presence of thirst and costiveness in this disease are no counter indication of pulsatilla (Bæhr's Science and Therapeutics Page 259 Vol I).

হেপার সালফার—স্থান অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, শীতল বায়ু সহ্য হয় না এবং ঘন পূঁজস্রাব হইতে থাকে। প্রাতে এবং সন্ধ্যায় রোগ বৃদ্ধি হয়। রোগী শীত কাতুরে।

মার্কিউরিয়াস সল—ইহাতেও পূঁজস্রাব থাকে এবং কর্ণ প্রদাহের সহিত কর্ণমুল কিংবা গলদেশের গ্রন্থি যুগলের প্রদাহ হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে অত্যন্ত ভীষণ হয়। পূঁজস্রাব না থাকিলেও ইহা ব্যবহার হয়।

সাইলিসিয়া—রোগ পুরাতন হইলে এবং তরল জলবৎ পূঁজস্রাব থাকিলে ইহা অধিক কার্য্য করে।

টেলিউরিয়াম—কর্ণের আভ্যন্তরিক রোগেই ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে। বাহ্যিক কর্ণ প্রদাহে ইহার কোন কার্য্য নাই। কর্ণের গভীরতম প্রদেশে স্ফোটক হইয়া ক্ষত উৎপন্ন হয় mastoid processএর cell অর্থাৎ আভ্যন্তরিক কর্ণ এবং এমন কি মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয় কর্ণ পটহ (membrana tympani) ছিন্ন হইয়া পূঁজ নির্গত হইতে থাকে। নির্গত পূঁজ ক্ষত কারক, স্পর্শে ফোস্কা উৎপন্ন হয় এবং স্রাবে স্থান হাজিয়া যায়, পূঁজ মৎস্যের আঁষ্টানিবৎ গন্ধযুক্ত।

পরিপাক ক্রিয়া এবং উদরাময়—অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি পাকস্থলীর রোগের পালসেটিলা যে একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ সে

বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। কিন্তু ইহার এমন কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে যাহার দ্বারা ইহাকে চিনিতে অধিক কষ্ট হওয়া উচিৎ নয়। প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে—তৃষ্ণাহীনতা। জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক এমন কি শুষ্কতা হেতু জিহ্বা জড়াইয়া যায় তথাপি জলের কিছুমাত্র পিপাসা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ লক্ষণের পরিবর্ত্তনশীলতা (changeableness), কোন দুইটী লক্ষণ একপ্রকার নয় (no two symptoms are alike)। অজীর্ণ, ভেদ, বমি, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি রোগে পালসেটিলা নির্ব্বাচন করিতে হইলে উক্ত দুইটী লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

পালসেটিলাকে ঘৃত পক্কদ্রব্য, কুল্পী বরফ, শীতল জল ইত্যাদি আহার এবং পানহেতু বিশেষতঃ শরীরের উষ্ণ অবস্থায় পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা লাগা হেতু কিংবা নানাপ্রকার মিশ্রিত খাদ্য সামগ্রী বিশেষতঃ রাত্রিকালে ভক্ষণ হেতু কিংবা পদদ্বয় ভিজিয়া ঠাণ্ডা লাগার দরুণ মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধহেতু ইত্যাদি কারণ হইতে উদ্ভূত উদরাময়ে কিংবা পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। উদরাময়ের বিশেষত্ব—ভেদ তরল জলবৎ সবুজাভ, সামান্য যন্ত্রণাযুক্ত অথবা সম্পূর্ণ যন্ত্রণা শূন্য, পরিবর্ত্তনশীল (দুইটী ভেদ এক প্রকার নয় একবার পীতবর্ণ তৎপর মুহূর্ত্তে আবার সবুজ ইত্যাদি বর্ণের no two stools are alike) এবং তৃষ্ণাহীনতা।

উদরাময়—রাত্রিতে, হামের পর, ঘৃত পক্কদ্রব্য আহারে এবং উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি হয়। মুক্ত বায়ু সেবনে শীতল স্থানে, সমুদায় লক্ষণের উপশম হয়। মলত্যাগকালীন কিংবা মলত্যাগান্তে কটিদেশে শীত শীত বোধ হয়। মুখমণ্ডল সর্ব্বদা ক্রন্দন ভাবাপন্ন এবং অতি সহজেই কাঁদিয়া ফেলে। জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত এবং সর্ব্বদা মুখে তুলার ন্যায় ফেনা ফেনা গয়ার উঠে (constant spitting of forthy, cotton like mucous) জিহ্বার স্বাদ তিক্ত অথবা অত্যন্ত খারাপ, সমুদায় আহার সামগ্রী এবং জল বিস্বাদ বোধ হয় মুখ যেন পচিয়া রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত এই প্রকারও হয় যে রোগী কোন জিনিষের স্বাদ পায় না—স্বাদ একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়, জল পিপসা আদপেই থাকে না। কিন্তু লেমোনেড খাইতে কখন কখন ইচ্ছা প্রকাশ করে। পালসেটিলার পিপাসা শূন্যতা এবং মুক্ত বায়ু সেবনের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত পরিচায়ক লক্ষণ। রোগী ঘরে থাকিতেই ইচ্ছা করে না শরীর অসুস্থ

তথাপি সর্ব্বদা খোলা মুক্ত বায়ু চলাচল স্থানে যাইতে ইচ্ছা করে, ইহাতে শৈরিক রক্ত সঞ্চালনের সাহায্য হয় এবং রোগী নিজেকে সুস্থ বোধ করে।

উদরাময়ের পালসেটিলার সমগুণ ঔষধ সমূহ—

ঘৃতপক্ক আহারে উদরাময় বৃদ্ধি—পালসেটিলা, ইপিকাক, থুজা এবং কার্ব্বভেজ।

কুল্‌পী বরফ পানে—আর্সেনিক, কার্ব্বভেজ।

মিশ্রিত নানান প্রকার খাদ্য দ্রব্য আহারে—নাক্স, ইপিকাক।

ফল ভক্ষণে—চায়না, ভিরেট্রাম।

পলাণ্ডু ভক্ষণে—থুজা।

দুগ্ধ পান হেতু—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, নেট্রাম কার্ব্ব, নিকোটিন, সালফার।

অপরিষ্কার জল পানহেতু—ক্যাম্ফার, জিঞ্জিবার।

আলু ভক্ষণে—এলিউমিনা।

ব্রাইওনিয়া—উদরাময়ে ইহার অধিক ব্যবহার নাই যত অধিক কোষ্ঠ কাঠিন্যে দেখা যায়। জিহ্বার স্বাদ অনেকটা পালসেটিলার ন্যায় অত্যন্ত খারাপ হইয়া থাকে। জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত এবং পাকস্থলী ভার ভার বোধ হয়। গ্রীষ্মকালে উত্তাপের দরুণ উদরাময় হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। মুখের আস্বাদ এবং জিহ্বার লক্ষণে যদিও পালসেটিলার সহিত ব্রাইওনিয়ার সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু ইহাদিগেতে অসদৃশ্যতাই অধিক। ব্রাইওনিয়ার ভেদ পচা ডিম্বের ন্যায় গন্ধযুক্ত, অতি প্রত্যুষে কিংবা শেষ রাত্রিতে, নিদ্রা হইতে উঠিয়া চলাফেরা করায় বৃদ্ধি হয়। পালসেটিলার ভেদ সবুজ আভাযুক্ত, সন্ধ্যাকালীন কিংবা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। ব্রাইওনিয়ায় অত্যন্ত পিপাসা থাকে, পালসেটিলায় পিপাসা থাকে না।

নাক্সভমিকা—পালসেটিলার সহিত কোন কোন বিষয়ে নাক্সের সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু ইহাদের পার্থক্যই অত্যন্ত অধিক। পালসেটিলা রোগী কোমল শান্ত-স্বভাব, নাক্সভমিকা সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত—খিটখিটে রাগী। নাক্সের রোগ প্রাতে বৃদ্ধি, পালসেটিলার রোগ সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। ঘৃত পক্ক পিষ্টকাদি খাদ্যদ্রব্য আহার করিয়া উদরাময়ে উভয় ঔষধই ব্যবহার হইতে পারে কিন্তু মদ্যপানাদি হেতু উদরাময় হইলে নাক্স-

অধিক প্রয়োগ হয়। জল পিপাসা নাক্সেও অধিক থাকে না এবং নাক্সের ভেদ এককালীন প্রচুরও হয় না, বারে অধিক হয় কিন্তু পরিমাণে কম অথচ সর্ব্বদা একটা অস্বস্থি বোধ থাকে যেন মলত্যাগ পরিষ্কার হইল না কিছু রহিয়া গেল। ইহা ব্যতীত নাক্সভমিকায় মুখে জল উঠা এবং অম্ল উদ্গার অত্যন্ত অধিক থাকে। পালসেটিলায় বুক জ্বালা থাকে, অম্ল উদ্গার কিছুই থাকে না।

উদরাময়ের সহিত পেটে যন্ত্রণা থাকিলে আমি সচরাচর নাক্সভমিকা অধিক ব্যবহার করি। ঘৃতপক্ক দ্রব্য আহার করিয়াই হউক কিংবা নানা-প্রকার মিশ্রিত খাদ্য সামগ্রী খাইয়াই হউক, উদরে যন্ত্রণা থাকিলে নাক্স উত্তম কার্য্য করে।

এণ্টিম ক্রুডাম—ইহার সহিত কোন ঔষধেরই ভ্রম হওয়া উচিৎ নয়। ইহার জিহ্বা দেখিলেই সমুদায় ভ্রম ঘুচিয়া যায়। জিহ্বা এত অধিক শ্বেত লেপাবৃত যেন চুণের কিংবা দুগ্ধের প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে। শিশু-দিগেতেই ইহা অধিক প্রয়োগ হয়। বমন লক্ষণও অত্যন্ত অধিক থাকে এবং সামান্য আহারেই বমনের উদ্রেক হয়।

ইপিকাক—ইহার জিহ্বা পরিষ্কার অথচ পেটের অত্যন্ত গোলমাল থাকে। বমনেচ্ছা এবং বমনই, হইতেছে এই ঔষধের সর্ব্বপ্রধান পরিচায়ক লক্ষণ। পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা লাগিয়া কিংবা পিষ্টক ইত্যাদি আহার করিয়া উদরাময় হইলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। নাভীর চারি পার্শ্বে যন্ত্রণা থাকে।

এবিস নাইগ্রা—আহারান্তে নাক্স এবং পালসেটিলার ন্যায় ইহাতেও পেট ভার হয় কিন্তু ইহার পেট ভার লক্ষণ অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়। এবিস্ নাইগ্রাতে আহারের পর উদরের অবস্থা এইরূপ হয় যে মনে হয়, খাদ্যদ্রব্য সমূহ লোষ্ট্রবৎ শক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং খচ খচ্ করিতেছে।

আইরিস্ ভার্সিকলার—ইহার ভেদ বমি রাত্রির শেষদিকে প্রায় ২।৩টায় হয় এবং ভেদ বমি সমুদায় অত্যন্ত অম্ল স্বাদযুক্ত, গলা জ্বলিয়া যায়।

মূত্রাশয় প্রদাহ—মূত্রাশয় প্রদাহেও (cystitis) পালসেটিলার প্রয়োগ দেখা যায়। মূত্র থলিতে চাপ বোধ হেতু প্রস্রাবে যেন মূত্রথলী পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের বেগ হয় ও তদ সহিত মূত্রমার্গে যন্ত্রণাও হয়। শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকা হেতু প্রস্রাব ঘোলা ঘোলা দেখায়। যদিও পালসেটিলা মূত্রথলির প্রদাহের উত্তম ঔষধ নয়

কিন্তু অন্তঃস্বত্বা অবস্থার সহিত মূত্র থলির রোগে পালসেটিলা উত্তম কার্য্য করে (it is the remedy in cystic symptoms accompanying pregnancy) মূত্রাশয় প্রদাহে সচরাচর ক্যান্থারিস, ইকুইজেটাম এবং ডাল্‌কামারা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগের প্রথম অবস্থায় যখন অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা থাকে তখন পালসেটিলা প্রয়োগ হয় না। প্রমেহ স্রাব—পীত অথবা পীতাভ সবুজ গাঢ় এবং যন্ত্রণা শূন্য, এইরূপ অবস্থায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায়। মূত্রমার্গে যদিও যন্ত্রণা থাকে না কিন্তু সময় সময় উভয় কুচকিতে এবং পাকস্থলীর এক পার্শ্ব হইতে আর এক পার্শ্ব পর্য্যন্ত যন্ত্রণা হয়। থুজার সহিত পালসেটিলার সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু পালসেটিলার প্রমেহ স্রাব থুজা অপেক্ষা গাঢ়।

একশিরা অণ্ডকোষ প্রদাহ—(Orchitis)—প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হেতু একশিরা কিংবা উপকোষ প্রদাহের (epididymitis অণ্ডকোষের উপরের প্রান্তস্থিত কেঁচোর ন্যায় শুক্র উৎপাদক নাড়ী সকল কুঞ্চিত ও সংযুক্ত হইয়া উহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার প্রদাহ হইলেও পালসেটিলা প্রয়োগ হইতে পারে) পালসেটিলা একটী উত্তম ঔষধ। অণ্ড-কোষদ্বয় খেঁচিয়া টানিয়া ধরে, ফুলিয়া শক্ত হয় এবং অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় ও অণ্ডকোষের চর্ম্ম ঘোর লালবর্ণ হয়; সঙ্গে সঙ্গে কোষরজ্জুতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে। যদি ইহার সহিত আর কোন বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকে, পালসেটিলা ব্যবহারে অবরুদ্ধ প্রমেহ স্রাব পুনঃ প্রকাশ হইয়া রোগীকে সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত করে। এমত অবস্থায় রোগীকে চলাফেরা করিতে দেওয়া উচিৎ নয় এবং অণ্ডকোষদ্বয় কাপড়ে টানিয়া বাঁধিয়া রাখা প্রয়োজন যেন ঝুলিয়া থাকিতে না পারে। অণ্ডকোষ যদি ক্রমশঃ অধিক স্ফীত হইতে থাকে এবং যন্ত্রণাও যদি অধিক হইতে থাকে গরম জল দিয়া মধ্যে মধ্যে আক্রান্ত স্থান ধুইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ইহাতে যন্ত্রণার আশু উপকার হয়।

হেমামেলিস—অণ্ডকোষের স্ফীতি, যন্ত্রণা এবং স্পর্শাধিক্যতা ব্যতীত যখন আর কোন বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না এবং প্রমেহ স্রাবও যখন প্রায় স্থগিত হইয়াছে এই প্রকার অবস্থায় হেমামেলিস অতি উত্তম কার্য্য করে। কোষরজ্জু (spermatic cord) কিংবা অণ্ডকোষ অত্যন্ত

যন্ত্রণাযুক্ত হইলে এবং (spermatic cord) ফুলিয়া মোটা এবং মাঝে মাঝে গিট গিট (Knot like) হইলে হেমামেলিসকে প্রাধান্য দিবে। ইহা সচরাচর নিম্নক্রম ৩x অথবা ৬x ব্যবহার হয়। একশিরা রোগের যন্ত্রণা নিবারণ করিতে ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রমেহ স্রাব না থাকিলেও ইহা ব্যবহার হয়। ইহা প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণই হইতেছে কোষরজ্জু (spermatic cord) ফুলিয়া মোটা এবং গিট গিট হয় ও অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত হয়, এমন কি স্পর্শ করা যায় না। অণ্ডকোষের স্নায়ুশূলে ইহা উত্তম কার্য্য করে (উষ্টিলেগো)।

ক্লিমেটিস—প্রমেহ জনিত একশিরায় ইহাও একটি উত্তম ঔষধ। ইহাতে অণ্ডকোষ প্রস্তরের ন্যায় শক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

রডডেণ্ড্রন—পুরাতন অবস্থায় ইহা অধিক প্রয়োগ হয়। অণ্ডকোষ ফুলিয়া প্রস্তরের ন্যায় শক্ত এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত হয় যেন পিশিয়া ফেলিতেছে, বৃষ্টি বাদলের দিন যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

অণ্ডকোষ প্রস্তরবৎ শক্ত হইলে কোনায়াম, আর্ণিকা, ষ্টাফিসাইগ্রিয়া, স্পঞ্জিয়া, অরম মেটালিকাম ইত্যাদি ঔষধের বিষয়ও চিন্তা করিবে।

কোষরজ্জুর স্নায়ুশূল (Neuralgia of spermatic cord) কোষরজ্জুতে (spermatic cord) স্নায়ুশূলের ন্যায় অত্যন্ত যন্ত্রণা হইলে এবং সামান্য সঞ্চালনে এমন কি চিন্তাতেই যখন যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এতদ লক্ষণে অক্জেলিক এসিড ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়।

হাইড্রোসেল (Hydrocele)—জন্মগত (congenital form) হাইড্রোসেলের আরোগ্য সংবাদও পালসেটিলাতে দেখা যায় কিন্তু ঔষধে কতদূর কার্য্য হয় তাহা অত্যন্ত সন্দেহের বিষয়। অনেক চিকিৎসককে দেখিয়াছি হাইড্রোকোটাইল এসিয়াটিকা নিম্নক্রম ৬x আভ্যন্তরিক এবং এই ঔষধের মূল অরিষ্ট বাহ্যিক প্রলেপ করিতে ব্যবস্থা দেন। ইহা কতদূর কার্য্যকরী সে বিষয়ে আমার বিশেষ কিছুই অভিজ্ঞতা নাই।

বাত এবং জানুপ্রদাহ—পালসেটিলার যদিও একোনাইট, ব্রাইওনিয়া ইত্যাদির ন্যায় serous membraneএ কার্য্য নাই এবং serous membraneএর প্রদাহের যদিও ইহা প্রকৃত ঔষধ নয় কিন্তু synovial sacs

অর্থাৎ স্নৈহিক ঝিল্লির থলিতে ইহার যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে বলিয়াই সন্ধিস্থলের বাতে প্রমেহ এবং আঘাত জনিত জানুপ্রদাহে (synovitis) ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। সন্ধিস্থল ফুলিয়া উঠে, হুলবিদ্ধবৎ অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং টাটায়, সমুদায় স্থান অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত হয় অথবা আক্রান্ত স্থানের চর্ম্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি কিংবা ক্ষত উৎপন্ন হয়। যন্ত্রণার বিশেষত্বই হইতেছে এক স্থানে থাকে না একবার এখানে একবার ওখানে এই প্রকারে নড়িয়া নড়িয়া বেড়ায়, পালসেটিলার ইহা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জানিবে। সন্ধিস্থলের যন্ত্রণায় রোগী আক্রান্ত স্থান একভাবে স্থির করিয়া রাখিতে পারে না, নাড়া চাড়া করিতে বাধ্য হয়। ধীরে ধীরে সঞ্চালন করিলে এবং চাপ দিলে আরাম পায়। উত্তাপে এবং সন্ধ্যায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। ঠাণ্ডায় উপশম বোধ করে। পালসেটিলায় আক্রান্ত স্থান অধিক লালবর্ণ হয় না।

এপিস—ইহা জানুপ্রদাহে (Synovitis) পালসেটিলার একটি সমকক্ষ ঔষধ। ইহারও যন্ত্রণা হুল বিদ্ধবৎ কিন্তু এপিসে অত্যন্ত অধিক effusion অর্থাৎ রসোৎ প্রবেশ থাকে এবং আক্রান্ত স্থান অর্থাৎ সন্ধিস্থল œdematous হয় যেন তরল পদার্থে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। জানুপ্রদাহে এপিস এবং পালসেটিলা অধিকাংশস্থলেই ব্যবহার হইয়া থাকে। এই দুইটি ঔষধকে অব্যর্থ বলিলেই হয়। আমি কেবল মাত্র এই দুইটি ঔষধ দিয়া অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছি।

লেডাম এবং ল্যাকক্যানাইনাম।—ইহাদিগের যন্ত্রণাও উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। লেডামের যন্ত্রণা ঊর্দ্ধদিকে উঠে আর ল্যাকক্যানাইনামের যন্ত্রণা এক স্থান হইতে আর এক স্থানে সরিয়া যায় অথচ পুনরায় পূর্ব্বোক্ত স্থানে ফিরিয়া আইসে। ল্যাকক্যানাইনামে যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া যাওয়ার একটি বিশেষত্ব আছে—যন্ত্রণা হয়ত দক্ষিণ পদের হাটুতে হইতেছিল সরিয়া গিয়া বাম পদের হাটুতে হয়, আবার ফিরিয়া দক্ষিণ পদের হাটুতে আইসে, এই প্রকার অঙ্গের এক স্থান হইতে আর এক স্থানে সরিয়া যায়। বাত রোগে যে যন্ত্রণা এক স্থান হইতে আর এক স্থানে সরিয়া বেড়ায় (erratic) তাহাতে ক্যালিবাইক্রমিকাম ব্রাইওনিয়া এবং সালফারের বিষয়ও চিন্তা করিবে কিন্তু এইরূপ চঞ্চল প্রকৃতির যন্ত্রণার পালসেটিলাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঔষধ।

কামোমিলা।—ইহার ব্যবহারও বাতে অল্প বিস্তর দেখা যায়, কিন্তু ইহার যন্ত্রণার সহিত আক্রান্ত স্থানের দুর্ব্বলতা এবং অসাড় ভাব বর্ত্তমান থাকে (weakness and numbness) এবং ইহার মানসিক লক্ষণ পালসেটিলা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির, কাজে কাজেই ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

গেঁটেবাত—আহারের অনিয়মতা অথবা পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হেতু গেঁটেবাতে (gout) পালসেটিলা অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়। যদি পালসেটিলা ব্যবহারে রোগের কোন প্রকার উপশম না হয়, তাহা হইলে কলচিকম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং কলচিকমকে গেঁটেবাতের প্রকৃত ঔষধ জানিবে।

শিরঃপীড়া—পালসেটিলার শিরঃপীড়ার সহিত জরায়ু কিংবা পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ কিংবা বাতরোগের সংস্রব থাকা উচিৎ এবং শিরঃপীড়া মস্তকের সম্মুখে অথবা চক্ষুর উপরে অধিক হয়। মানসিক পরিশ্রমে উত্তাপে এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়। শিরঃপীড়া বাতের কারণ হইতে উৎপন্ন হইলে যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং যন্ত্রণা মস্তক হইতে মুখমণ্ডলে বিস্তারিত হয় ও রোগী যন্ত্রণায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। বাতের কারণ হইতে শিরঃপীড়ায় আমরা অধিকাংশ স্থলে রাসটক্সকেই অধিক ফলপ্রদ ঔষধ মনে করি। রাসটক্স মস্তকে কাপড় জড়াইয়া রাখিলে এবং হস্তের চাপ দিলে যন্ত্রণা উপশম হয়। মস্তকে জোরে কাপড় জড়াইয়া রাখিলে পালসেটিলাতেও শিরঃপীড়া উপশম হয় বটে কিন্তু রাসটক্সে পালসেটিলার ন্যায় যন্ত্রণা এক স্থান হইতে স্থানান্তরিত হয় না এবং পালসেটিলা রোগী মুক্ত বায়ুতে আরাম বোধ করে আর রাসটক্স মুক্ত বায়ুতে অসুস্থ বোধ করে। মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া শিরঃপীড়া হইলে পালসেটিলা ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়, এমত অবস্থায় মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ বোধ হয় এবং সময় সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়।

অস্বাভাবিক লক্ষণবিশিষ্ট শিরঃপীড়ার ঔষধ সমূহ—

র‍্যানানকিউলাস বালবোসাস—মস্তকের তালুতে যন্ত্রণা হয়, মনে হয় যন্ত্রণায় মস্তক ফুঁফাঁক হইয়া যাইবে। শিরঃপীড়া সন্ধ্যায় এবং শীতল স্থান হইতে উষ্ণস্থানে কিংবা উষ্ণস্থান হইতে শীতল স্থানে গেলে বৃদ্ধি হয়।

র‍্যানানাকউলাস সেলেরেটাস—(Rananculas Scele-ratus) মস্তকের তালুর একটী নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র স্থানে যন্ত্রণা হইতে থাকে।

ককুলাস ইণ্ডিকাস—মস্তকের পশ্চাদ্দেশে যন্ত্রণা হয়, মনে হয় যেন একবার খুলিতেছে আবার বন্ধ হইতেছে।

স্পাইজেলিয়া—মস্তকের তালু যেন সর্ব্বদা খোলা রহিয়াছে।

কার্ব্ব এনামেলিস—মনে হয় মস্তকের চাঁদি যেন ফাঁক হইয়া যাইবে, হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়।

ভিরেট্রাম এল্‌বাম—পাকস্থলীর যন্ত্রণা সহ মস্তকের তালুতে চাপ চাপ বোধ। মস্তকের চাঁদি চাপিয়া ধরিলে শিরঃপীড়া কিঞ্চিৎ উপশম হয় এবং মস্তক সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়।

ফেলাণ্ড্রিয়াম—মস্তকের তালুতে যেন ভার চাপাইয়া রাখা হইয়াছে এবং কপালের দুই পার্শ্বে ও চক্ষুর উপরে যন্ত্রণা হইতে থাকে। চক্ষুদ্বয় রক্তাধিক্য হয় এবং জল পড়িতে থাকে, আলো কিংবা কোন প্রকার শব্দ সহ্য করিতে পারে না।

রজঃশূল—স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে পালসেটিলার যে প্রকার গভীর কার্য্য পরিলক্ষিত হয় আর কোন স্থলে তদ্রূপ দেখা যায় না। পালসেটিলা স্ত্রী জননেন্দ্রিয় রোগের একটী অতি মহৎ ঔষধ বলিয়া সর্ব্বজন পরিচিত, অনেকে ইহাকে রজঃকৃচ্ছ্রের এবং রজরোধের পেটেণ্ট ঔষধরূপে বিক্রয় করিয়াও থাকে। এই ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে রোগীর মানসিক লক্ষণ, শারীরিক গঠন ইত্যাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য কারণ পালসেটিলার নির্ব্বাচন ইহাদিগের উপর অত্যন্ত অধিক-রূপ নির্ভর করে। বালিকার যখন শীঘ্র যৌবনত্ব প্রকাশ পাইতেছে না অস্বাভাবিকরূপ বিলম্ব হইতেছে কিংবা যৌবনত্ব প্রকাশ পাইয়াও অর্থাৎ রজঃস্বলা হইয়াও ভালরূপ ঋতুস্রাব হইতেছে না অথচ রোগীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়, শিরঃপীড়ায় কষ্ট পায় শারীরিক গ্লানি ও তদসহিত শীত শীত ভাব অনুভব করে এইরূপ অবস্থায় পালসেটিলা অব্যর্থ ঔষধ। যৌবন সময়ে স্বাভাবিক ভাবে ঋতুস্রাব না হইলে কিংবা ঋতু একেবারে প্রকাশ না পাইলে, প্রায়ই দেখা যায় ফুস্‌ফুসের শিখরদেশে (apices) যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং যদি ইহার কোন প্রকার প্রতীকার না করা হয় ও ঋতুস্রাব শীঘ্র না আনয়ন করা যায় তাহা হইলে **ক্ষয়কাশে** আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা হয়।

ঋতু প্রকাশ না হইলেও যেমন পালসেটিলা প্রয়োগে ঋতু আনয়ন করে, আবার ঋতু প্রকাশ হইয়াও ঋতুস্রাবের অনিয়ম কিংবা স্বল্প হইলেও পালসেটিলা ব্যবহার হয় অর্থাৎ পালসেটিলা যৌবনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে।

যাহাদিগের মাসিক ঋতুস্রাব ঠিক সময়ে হয় না প্রত্যেকবার রজঃস্বলা হইবার কালীন নিম্নোদরে শূল যন্ত্রণা হয়, সর্ব্ব শরীরে ভার ভার বোধ হয়, স্রাব স্বল্প এবং বিলম্বে হয়, পরিষ্কার মত হয় না একবার স্রাব আইসে আবার বন্ধ হইয়া যায়, আবার আইসে বন্ধ হইয়া যায়, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছটফট করিতে থাকে, ঋতুস্রাব কখন কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ আবার কখন জলবৎ তরল ফ্যাকাসে তাহাদিগের এইরূপ অবস্থায় পালসেটিলাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঔষধ মনে করিবে। (সময়ের অত্যন্ত পূর্ব্বে এবং প্রচুর রজঃস্রাব হইলে—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব)।

মাসিক ঋতুস্রাব কালীন কিংবা ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে পদদ্বয় জলে সিক্ত কিংবা ঠাণ্ডা লাগিয়া স্রাব অবরুদ্ধ কিংবা প্রকাশ না হইয়া নিম্নোদরে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকিলে কিংবা নাসিকা হইতে (vicarious) অনুকল্প রজঃস্রাব হইলে পালসেটিলা ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। (রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে গয়ারের সহিত রক্ত উঠিলে—ফস্ফরাস। রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্ত আসিলে—ব্রাইওনিয়া। রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে জলবৎ স্রাব হইলে—সাইলিসিয়া।) ঋতুস্রাবের অনিয়মে, গোলমালে এবং যন্ত্রণায় সর্ব্ব প্রথম পালসেটিলা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিবে। পালসেটিলায় উপকার না হইলে তৎপর নিম্ন ঔষধ সমূহের চিন্তা করিবে।

রজঃস্বলার সমগুণ ঔষধ সমূহ।

ম্যাগনেসিয়া ফস—রজঃশূল আশু উপশম করিতে ইহার ক্ষমতা অদ্বিতীয়। পালসেটিলা অপেক্ষা ইহার কার্য্য অতি দ্রুত। যন্ত্রণা কালীন উষ্ণ জলের সহিত এই ঔষধের ৬x চূর্ণ পুনঃ পুনঃ সেবন করাইলে মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

ককুলাস ইণ্ডিকাস—রজঃশূলে ইহার প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। নিম্নোদরে প্রস্তরে প্রস্তরে ঘর্ষণবৎ ভীষণ যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং নিম্নোদর বায়ুর সমাবেশ হেতু ফাঁপিয়া উঠে, যন্ত্রণা মধ্য রাত্রিতেই অধিক হয়। উদ্গারে সাময়িক উপশম হয় বটে কিন্তু পুনরায় বায়ুতে পেট পূর্ণ হইয়া উঠে।

ক্যামোমিলা—স্রাব কৃষ্ণ বর্ণ। রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে এবং অল্প যন্ত্রণাতেই অত্যন্ত অস্থির হয়। রোগী অত্যন্ত খিটখিটে এবং রাগী মেজাজের। এইরূপ স্থলে ২০০ ক্রম উত্তম কার্য্য করে।

জনোসিয়া অশোকা—বাধক যন্ত্রণা কিংবা যাহাদিগের রজঃস্রাব পরিষ্কাররূপে হয় না এবং প্রতি ঋতুস্রাবকালীন ভীষণ যন্ত্রণা হয়; পালসেটিলা ব্যবহারে বিশেষ উপকার না হইলে, জনোসিয়া অশোকা মূল অরিষ্ট ২ ফোটা করিয়া মাসিক ঋতুস্রাবের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে হইতেই প্রত্যহ দুইবার করিয়া দেওয়া উচিৎ। ইহাকে এইরূপ রজঃশূল যন্ত্রনায় অব্যর্থ ঔষধ বলা যাইতে পারে। আমি ইহা প্রয়োগে আশাতীত উপকার পাইয়াছি।

জ্যান্থকসাইলাম—ইহা স্নায়ুশূল যন্ত্রণাযুক্ত কষ্ট রজঃস্রাবের একটী উত্তম ঔষধ। রজঃস্রাব স্বল্প, ঘন এবং কাল বর্ণ বিশিষ্ট। যন্ত্রণা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রয়োগ করিলে আশু উপকার পাওয়া যায়। ইহা সচরাচর ১x ক্রম অধিক প্রয়োগ হয়।

ভাইবুর্ণম অপুলুস—কষ্ট রজঃস্রাবের যন্ত্রণা নিবারণের ইহাও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, কিন্তু ইহার যন্ত্রণা অনেকটা খিল ধরার ন্যায় (cramping)। যন্ত্রণা পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া কটিদেশের চতুষ্পার্শ্ব ঘুরিয়া গিয়া জরায়ুতে শেষ হয়। অত্যন্ত তীব্র যন্ত্রণা হয়। ইহা নিম্নক্রম অথবা মূল অরিষ্ট সর্ব্বদা ব্যবহার হয়।

প্রসব যন্ত্রণা—প্রসব যন্ত্রণায় পালসেটিলা যে একটী অতি বৃহৎ ঔষধ সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সন্তান প্রসব হইতেছে না শুনিলেই অধিকাংশ চিকিৎসকই পালসেটিলা ব্যবস্থা দিয়া থাকেন কিন্তু এই প্রকার অবিচারিত ভাবে (indiscriminately) এই ঔষধ প্রয়োগ করা কতদূর ন্যায় সঙ্গত তাহা বিবেচ্য বিষয়। পালসেটিলা প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে প্রসূতি কিংবা ধাইয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে চেষ্টা করা উচিত—

১। জরায়ুর মুখ যথেষ্ট প্রসারণ হইয়াছে কিনা। ২। যন্ত্রণা নিয়মিত-ভাবে হইতেছে কিনা। ৩। সন্তানের অবস্থানের (presentation) কোন প্রকার স্থান বৈপরীত্য আছে কিনা। যদি জানিতে পারা যায় জরায়ুর মুখ যথেষ্ট প্রসারণ (dilatation) হইয়াছে, যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া হইয়া আবার জুড়াইয়া যাইতেছে ও যন্ত্রণা অধিক হইতেছে না এবং গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থানের বিশেষ কিছু গোলযোগ নাই কিংবা সামান্য রহিয়াছে অথচ সন্তান প্রসব হইতেছে না। এইরূপ স্থলে পালসেটিলা প্রয়োগ করিতে বিলম্ব করা কোন মতেই উচিত :নয়। ইহা সর্ব্বদা জানিতে হইবে যে, জরায়ুর মুখ যথেষ্ট প্রসারণ হইয়াও যন্ত্রণাভাবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারিতেছে না তখন পাল-সেটিলাই তাহার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, আর যদি জরায়ুর মুখ কঠিন (rigid) থাকিত তাহা হইলে বেলেডোনা অথবা জেলসিমিয়াম ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিতাম (এই সম্বন্ধে জেল্‌সিমিয়াম দেখ) কারণ জরায়ু মুখের কঠিন-তায় (rigidity of os) উক্ত দুই ঔষধই—বেলেডোনা এবং জেলস হইতেছে অধিক ফলপ্রদ। ইহা সকল সময় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে পালসেটিলার জরায়ু মুখ প্রসারণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। পালসেটিলা জরায়ু মুখ প্রসারণ থাকিলে যথেষ্ট যন্ত্রণা উৎপন্ন করিয়া এবং গর্ভস্থ সন্তানের স্থান বৈপরীত্য সংশোধন করিয়া সন্তান প্রসব করাইয়া দেয়।

পালসেটিলার প্রসব যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া জোর হয় আবার জুড়াইয়া যায়, যন্ত্রণার তেমন জোর থাকে না, দুর্ব্বল যেন ক্ষমতাশূন্য। সন্তান বহিরাগমনের সমুদায় লক্ষণ পরিষ্কার বর্ত্তমান কেবল যন্ত্রণা জোরে হইলেই সন্তান প্রসব হইয়া যায়, সেইরূপ স্থলে পালসেটিলা দিলে মন্ত্রবৎ ফল পাওয়া যায়। ইহা বলা বাহুল্য যে, রোগী মুক্ত খোলা বায়ু অধিক পছন্দ করে, আবদ্ধ উষ্ণ ঘরে রোগীর সমুদায় কষ্টই বৃদ্ধি হয়, কষ্টে হাঁসপাস করিতে থাকে।

প্রসব যন্ত্রণায় পালসেটিলার সমগুণ ঔষধসমূহ—

সিমিসিফিউগা—(ইহার আর একটী নাম এক্টিয়া রেসিমোসা) ইহাকেও একমাত্র স্ত্রীরোগের ঔষধ বলিলেই হয়। জরায়ুর উপর ইহার যথেষ্ট কার্য্য পরিলক্ষিত হয়, কাজে কাজেই ইহাকে পালসেটিলার পার্শ্বে স্থান

দেওয়া যাইতে পারে এবং প্রসব যন্ত্রণায় ইহাকে অনেক চিকিৎসক পালসেটিলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন কিন্তু মানসিক লক্ষণ এই দুইটী ঔষধের সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির—সিমি-সিফিউগা রোগী স্বভাবতঃই অত্যন্ত অধিক স্নায়ুপ্রধান, অল্পতেই ভীত হয়। সর্ব্বদা আশঙ্কিত বিপদের চিন্তা করে যেন কি একটা বিপদ ঘটিবে। বিষাদপূর্ণ, মুখমণ্ডলে ভয়ের ত্রাসের ভাব লাগিয়া থাকে, সামান্য কোন কিছু কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেও মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। প্রসব যন্ত্রণাকালীন এতদ লক্ষণ সমূহ অধিক বৃদ্ধি হয়। পালসেটিলায় রোগীর মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির (ইগ্নেসিয়া) এক অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। প্রসবযন্ত্রণাও অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাবের, এক ভাবে যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে না। সিমিসিফিউগা রোগীর প্রসব যন্ত্রণা সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে (continuous) intermittent নয় অর্থাৎ পালসেটিলার ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া জুড়াইয়া যায় না, কিন্তু যন্ত্রণা অত্যন্ত অনিয়মিত (irregular) প্রকৃতির অর্থাৎ এক স্থানে যন্ত্রণা হইতে হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যায়। উদরে যন্ত্রণা হইতে হইতে উদরের যন্ত্রণা জুড়াইয়া পদদ্বয়ে যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। আবার তথা হইতে উদরের দুই পার্শ্বে হইতে থাকে। সিমিসিফিউগার এই অনিয়মতা (irregularity) একটী বিশেষত্ব জানিবে আর একটি লক্ষণ সিমিসিফিউগায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে প্রসূতির শীতের ন্যায় কম্প হয়, কিন্তু ইহা প্রায়ই প্রসব যন্ত্রণার প্রারম্ভে প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত সিমিসিফিউগায় জরায়ুর (irritation) উত্তেজনা হেতু মস্তকে অথবা শরীরের অন্যান্য স্থানে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। এই লক্ষণটিও এই ঔষধের একটী বিশেষত্ব। এই স্থলে আর একটি কথা স্মরণ রাখিবে যে সিমিসিফিউগা কৃত্রিম-প্রসব যন্ত্রণার (false labor pain) একটী শ্রেষ্ঠ মহৌষধ, অধিকাংশ স্থলেই ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে। অনেকে কলোফাইলামও ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন বটে কিন্তু এই দুইটী ঔষধই false pain এ অধিক প্রয়োগ হয়।

কলোফাইলাম—পালসেটিলার ন্যায় ইহাও প্রসব যন্ত্রণায় প্রায়ই প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার যন্ত্রণার সর্ব্ব প্রধান লক্ষণই হইতেছে intermittency অর্থাৎ সবিরাম প্রকৃতির। স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হইলেও যদি জরায়ুর রোগ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উত্থিত হয় তাহাও intermittent হয়।

যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়—খিল ধরে, মূত্রাশয়, বাগী পদদ্বয় ইত্যাদি নানান স্থানে সরিয়া সরিয়া যন্ত্রণা হইতে থাকে, কিন্তু স্বাভাবিক স্থানে এবং স্বাভাবিক প্রসব যন্ত্রণা কিছুতেই শীঘ্র উৎপন্ন হয় না। প্রসব যন্ত্রণা কালীন মনে হয়, যেন জরায়ুর কোন প্রকার ক্ষমতা নাই, সম্পূর্ণ ক্ষমতা শূন্য, নিস্তেজ। যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হইলেও হইতে পারে কিন্তু জরায়ুর দুর্ব্বলতা হেতু গর্ভস্থ সন্তান কিছুতেই শীঘ্র প্রসব হয় না; যেন জরায়ুর সন্তান বহিষ্করণ ক্ষমতা লোপ হইয়া গিয়াছে। প্রসূতি যন্ত্রণায় হিম সিম হইয়া যায়,—সমুদায় শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ে, এমন অবস্থা হয় যে প্রসব কালীন প্রসূতি দুর্ব্বলতা হেতু কথা বলিতে কষ্ট বোধ করে। এইরূপ স্থলে কলোফাইলম প্রয়োগ করিলে স্বাভাবিক যন্ত্রণা উৎপন্ন হইয়া সন্তান প্রসব করাইয়া দেয়। ইহা সচরাচর নিম্নক্রম ১x ব্যবহার হইয়া থাকে।

সিকেলি কর্—পালসেটিলা, নাক্সভমিকা ইত্যাদি ঔষধ নির্ব্বাচনে যেমন রোগীর শরীর এবং মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই প্রকার সিকেলি করে শারীরিক গঠন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সিকেলি কর নির্ব্বাচন রোগীর শারীরিক গঠনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে—রোগী শীর্ণ, পাতলা, লম্বা, পেশী সমূহ শিথিল, কোঁচকান এবং স্নায়ু সমূহ দুর্ব্বল। প্রসব যন্ত্রণা প্রবল ভাবে আইসে না, অথচ অল্প অল্প লাগিয়া থাকে এবং সন্তান বহিষ্করণ ক্ষমতার (expulsive efforts) অত্যন্ত অভাব। প্রসূতি মনে করে শীঘ্রই হইবে, কিন্তু সন্তান কিছুতেই প্রসব হয় না। সময় সময় ৫।৭ দিন এই ভাবে কাটিয়া যায়, প্রসূতি বিরক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় সিকেলি কর প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। নিম্ন ক্রম ৩x অধিক প্রয়োগ হয়।

ক্যালিকার্ব্ব—প্রসব যন্ত্রণায় এই ঔষধটির ব্যবহার আমরা সময় সময় দেখিতে পাই। ইহার সমুদয় যন্ত্রণা যেন কটিদেশে সমাবেশ হয়। প্রসূতি কোমর ফাটিয়া গেল বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। জরায়ুতে যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয় না। কোমরে যন্ত্রণা হইয়া তাহা পদদ্বয়ের নিম্নে নামিয়া আইসে। একবার একটী রোগী আমি দেখিতে যাই, গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাই—রোগী কোমর গেল কোমর গেল বলিয়া চেঁচাইতেছে, এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ক্যালিকার্ব্ব প্রয়োগ করায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রসূতির সমুদায় যন্ত্রণার অবসান হয়। [প্রসব যন্ত্রণার বিষয় জেলসিমিয়ামে দেখ।]

পালসেটিলার গর্ভস্থ সন্তানের স্থান বৈপরীত্য সংশোধনের ক্ষমতা।

পালসেটিলার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গর্ভস্থ সন্তানের স্থান বৈপরীত্য (malposition of foetus) সংশোধন করিয়া সন্তানের বহির্গমনের পথ সুগম করিয়া দিবার ক্ষমতা যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়; যদ্যপি কোন বাহ্যিক কিংবা যান্ত্রিক দোষ বর্ত্তমান না থাকে। আমি ইহা বলিতে চাহি না যে পালসেটিলা গর্ভস্থ সন্তানকে ঘুরাইয়া অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে পারে। তবে পালসেটিলা কি প্রকারে বৈপরীত্য সংশোধন করে তাহাই এই স্থলে আলোচনা করিব। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন এই অবস্থায় পালসেটিলার যাহা কিছু কার্য্য তাহা জরায়ু প্রাচীরের পেশীতে অধিক প্রকাশ পায় এবং পালসেটিলার জরায়ুর গাত্র পেশীর উপর কার্য্যকারী ক্ষমতা আছে বলিয়াই সন্তানের অস্বাভাবিক অবস্থানকে স্বাভাবিক করিতে পারে অথচ ভ্রূনস্থ সন্তানের উপর প্রত্যক্ষ কোন কার্য্য নাই। কারণ অনেক সময় এইরূপ দেখা যায় অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় জরায়ুর ক্রম বিবর্দ্ধন চারিদিকে সমভাবে না হইয়া এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে অধিক হইতে থাকে। তদকারণ বশতঃ গর্ভস্থ সন্তানও সেইরূপ অবস্থায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কাজে কাজেই গর্ভস্থ সন্তানের স্থান বৈপরীত্য ঘটিবেই (hence there is irregularity in its development and the foetus must assume an irregular position.) পালসেটিলা জরায়ুর উক্ত প্রকার বৃদ্ধি সংশোধন করিয়া গর্ভস্থ সন্তানকে সহজ স্বাভাবিক অবস্থানে আনিয়া দেয় (Pulsatilla, by altering the growth of the uterus permits the foetus to assume its proper position)। পালসেটিলার ইহা একটী অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতা অন্য কোন ঔষধে এই প্রকার ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় না। এতদকরণ বশতঃই সন্তান প্রসবের সময়ে পরিচর্য্যাকারিণীকে গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করা অধিক সমীচীন।

ডাক্তার হিউজ এই বিষয়ে যাহা বলেন তাহাতে তিনি জরায়ু প্রাচীরের উপর পালসেটিলার যে উক্ত প্রকার কার্য্য আছে তাহা উল্লেখই করেন নাই এবং তদকার্য্য বশতঃই যে স্থান বৈপরীত্য সংশোধন হয় তাহাও বলেন নাই। তিনি এইমাত্র বলেন যে ইহা Spontaneous Version অর্থাৎ স্বতঃ প্রবৃত্ত

কার্য্যের সহিত ঔষধের ক্ষমতা সংযোগ হইয়া পালসেটিলার এবম্প্রকার কার্য্য সম্পাদিত হয়। তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে তিনি বলিতেছেন :—

You may smile at one of these properties. I have ascribed to your remedy, namely that of rectifying false presentation. But you must remember that in these cases, spontaneous version is not so very uncommon occurrsnce, which shows that nature has means of effecting the change and may well be helped thsreto by an appropriate drug stimulas. The evidence that Pulsatilla does render such aid comes from several practitioners, both in France and America and if you suggest that the cures they report may have been instance of the spontaneous version of which I have spoken I will adduce testimony of Dr. Marcy Jackson (late) of Boston. In a communication made by the experienced lady to the American Institute of Homœopathy in 1875, she relates 15 successive cases of false presentation, bearing all that had occured in her practice from a certain time onwards. In every one the body underwent rotation and the head came to the fore.

(পালসেটিলার যে গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থান বৈপরীত্য সংশোধন করিবার ক্ষমতা আছে ইহা শুনিয়া হয়ত আপনারা হাস্য সম্বরণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু আমি আপনাদিগকে জরায়ুর spontaneous version এ সন্তানের অস্বাভাবিক অবস্থানের সংশোধন হওয়া ব্যতীত পালসেটিলা এই বিষয়ে কতদূর সাহায্য করিতে পারে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। ১৮৭৫ সালে আমেরিকান ইন্‌ষ্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথিকে বোষ্টনের বিজ্ঞ লেডী ডাক্তার মার্সি জ্যাকসন যে ঘটনা বিবৃত করেন তাহাতে, তিনি বলেন, পর পর ১৫টী অন্তঃসত্বা রোগীতে গর্ভস্থ সন্তানের স্থান বৈপরীত্য এক মাত্র পালসেটিলা প্রয়োগ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থানে আনায়ন করিয়াছি. এই বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ করিবার নাই)।

এই বিষয়ে যদিও কোন কোন চিকিৎসকের মতভেদ দেখা যায় কিন্তু ইহা

স্বীকার করিতে হইবে যে পালসেটিলার জরায়ুর গাত্র পেশীর উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে।

আবদ্ধ ফুল—(Retained placenta)। প্রসবান্তে ফুল শীঘ্র না পড়িলেও পালসেটিলা ব্যবহার করা যাইতে পারে। পালসেটিলা ফুল নিষ্কাষণের যাহায্যও করে অধিকন্তু জরায়ু সবল করিয়া প্রসবান্তিক রক্তস্রাব নিবারণও করে। যগুপি ফুল শীঘ্র না পড়ে, জরায়ুর গাত্রে যদি লাগিয়া থাকে এবং অত্যন্ত রক্তস্রাব হইতে থাকে তাহা হইলে পালসেটিলা সেইরূপ অবস্থায় অধিক কার্য্য করিবে না। এইরূপ স্থলে ডাক্তার ফ্যারিংটন চায়না দিতে পরামর্শ দেন। চায়না দেওয়ায় জরায়ু সবল হইলে পর ফুল নিষ্কাষণ করিয়া লওয়া উচিৎ। তৎপূর্ব্বে হস্ত দ্বারা ফুল নিষ্কাষণ করিলে অনেক প্রকার বিপদের সম্ভাবনা হইতে পারে।

ভঁ্যাদাল ব্যথা—(After pains)। ভঁ্যাদাল ব্যথায় পালসেটিলা প্রয়োগ হইতে পারে যদি রোগীর মানসিক লক্ষণের সাদৃশ্য থাকে। নতুবা এইরূপ অবস্থায় ক্যামোমিলা, কলোফাইলাম, জ্যান্থক্‌সাইলাম অধিক ব্যবহার হয় এবং শেষোক্ত ঔষধ দুইটীর প্রয়োগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে আমি আর্ণিকাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ মনে করি এবং তাহাতে আশু উপকার পাওয়া যায়। ডাক্তার রিচার্ডসনও ভঁ্যাদাল ব্যাথায় আর্ণিকা ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন, তিনি বলেন, ইহাতে রক্তস্রাব থাকিলেও শীঘ্র তাহা হ্রাস করিয়া দেয়। উল্লিখিত ঔষধ সমূহ সচরাচর নিম্নক্রম অধিক ব্যবহার হয়। কলোফাইলম, জ্যান্থক্‌সাইলাম ১x, ক্যামোমিলা ৩০ এবং আর্ণিকা ৬x কিম্বা ৬ আমি ব্যবহার করি।

কুপ্রাম মেটালিকাম।—ভীষণ খিলধরা যন্ত্রণা হয় এবং বহু সন্তানবতী স্ত্রীলোকে ইহা অধিক কার্য্য করে। যন্ত্রণায় হস্তপদ সমুদায় যেন ভিতরে বাঁকিয়া যায়।

দুগ্ধলোপ (Agalactia)।—স্তন স্ফীত ও যন্ত্রণাযুক্ত হইলে এবং যদি যথেষ্ট দুগ্ধের সঞ্চার না হয় কিংবা দুগ্ধ আদপেই না আইসে তাহা হইলে পালসেটিলা প্রয়োগ করা যাইতে পারে কিন্তু পালসেটিলার ধাতুগত লক্ষণ ক্রন্দন এবং বিষাদ ভাব বর্ত্তমান থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

দুগ্ধ লোপের সমগুণ ঔষধসমূহ—

আর্টিকা ইউরেন্স—স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার না হইলে এবং ইহার সহিত যদি আর কোন প্রকার বিশেষ লক্ষণ ও কারণ বর্ত্তমান না থাকে তাহা হইলে আর্টিকা ইউরেন্সকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য এবং আর্টিকা ইউরেন্সই তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে। ইহা পালসেটিলা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।

রিসিনাস কমিউনিস—ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহিক উভয় প্রকারেই প্রয়োগ হয়। সর্ব্বদা নিম্নক্রম ৩x আভ্যন্তরিক দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তনে ক্যাষ্টার অয়েলের প্রলেপ করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। প্রলেপে শীঘ্রই দুগ্ধের সঞ্চার হয়।

এগ্নাস ক্যাষ্টাস—দুগ্ধ লোপের সহিত মানসিক অবসাদ অত্যন্ত অধিক থাকিলে এই ঔষধ অধিক কার্য্য করে। সন্তান প্রসবের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্তনে দুগ্ধ না আসিলে—এগনাস ক্যাষ্টাস ৩x উত্তম কার্য্য করে।

এসাফিটিডা—হঠাৎ দুগ্ধ হ্রাস কিংবা শুষ্ক হইয়া গেলে এসাফিটিডা নিম্নক্রমে ১x ব্যবহারে শীঘ্র দুগ্ধ ফিরিয়া আইসে।

ল্যাক্ডিফ্লোরেটাম—দুগ্ধ ক্ষরণ হ্রাস হইয়া যায় এবং তদহেতু স্তনের আকারও ছোট হইয়া যায়। ইহা প্রয়োগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্তনে দুগ্ধ আসিতে দেখা গিয়াছে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগে পালসেটিলার সমকক্ষ ঔষধসমূহ—

হেলোনিয়াস ডাইওয়িকা—ইহা স্ত্রীরোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেকে ইহা uterine tonic রূপে ব্যবহার করেন। কারণ স্ত্রীযন্ত্রাদির atonic অর্থাৎ দুর্ব্বলতায় ইহার উত্তম কার্য্য রহিয়াছে। ইহার সহিত পালসেটিলার সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু পালসেটিলা মাসিক ঋতুস্রাবের অনিয়মতাতে অধিক প্রয়োগ হয়, আর হেলোনিয়াস জরায়ুর দুর্ব্বলতাতে অধিক ব্যবহার হয়। হেলোনিয়াস রোগীতে স্নায়বীয় বিধানের দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিকরূপ পরিলক্ষিত হয়, সামান্য পরিশ্রমে রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কটিদেশে যন্ত্রণাবোধ করে এবং যন্ত্রণা কটিদেশ হইতে

হস্তপদে বিস্তারিত হয়। বিশ্রাম অবস্থাপেক্ষা কাজকর্ম্মে চলাফেরায় যন্ত্রণা বরং উপশম থাকে। রাসটক্সের যদিও ইহা একটী বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ কিন্তু এতদ্‌স্থানে রাসটক্সের সহিত হেলোনিয়াসের কোন সাদৃশ্য নাই যেহেতু রাসটক্সে ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা জলে ভিজিয়া কটিপ্রদেশের আড়ষ্টতা প্রকাশ পায় এবং চলাফেরায় এই আড়ষ্টতা সাময়িক অনেকটা হ্রাস হয় এবং রোগী উপশম বোধ করে। সাইক্লেমেন আর হেলোনিয়াসের কটিপ্রদেশের যন্ত্রণার সহিত জরায়ুর রোগ বর্ত্তমান থাকে। পালসেটিলার ন্যায় হেলোনিয়াসও ঋতু অবরুদ্ধ থাকার (suppression of menses) একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু হেলোনিয়াসে মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া মূত্র পিণ্ডে (kidney) রক্তাধিক্য অবস্থা উৎপন্ন করে, ইহার নিদর্শন প্রস্রাবে প্রকাশ পায়, প্রস্রাবে এলবিউমিনিউরিয়া (albuminuria) দেখা দেয় অর্থাৎ মাসিক ঋতুস্রাব জরায়ুর পথ দিয়া না আসিয়া মূলপিণ্ডে সঞ্চিত হইয়া রক্তাধিক্য অবস্থা উৎপন্ন করিয়া এলবিউমিনিউরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ করে, প্রস্রাব স্বল্প অপরিষ্কার এবং ঘোলা ঘোলা হয়। পালসেটিলায় এই প্রকার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। হেলোনিয়াস অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাকালীন এলবিউমিনিউরিয়ার একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু হেলোনিয়াসে প্রায় কোন না কোন জরায়ুর স্থান ভ্রংশ (prolupsus of uterus) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। (বিশেষ বিবরণ হেলোনিয়াসে দেখ)। হেলোনিয়াস নিম্নক্রম অধিক ব্যবহার হয়।

সিনিসিওঅরিস—(senecio aures) ইহা সাধাধরণতঃ স্নায়ু প্রধান স্ত্রীলোকে যাহারা জয়ায়ু রোগ হেতু অনিদ্রায় ভোগে তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। ঋতুস্রাব স্বল্প হয় এবং রোগী অনেকটা পালসেটিলার ন্যায় ক্রন্দনশীলা। ইহাতেও ঋতুস্রাবের অনিয়মতার সহিত মূত্রাশয়ের গোল-যোগ বর্ত্তমান থাকে। মূত্রাশয়ের গ্রীবাপ্রদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং জ্বালা করে কিন্তু ঋতুস্রাব হইলে মূত্রাশয়ের উক্ত প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা অনেক হ্রাস হয়, হেলোনিয়াসে স্রাব বন্ধ হেতু মূত্রপিণ্ডে যেমন রোগ সৃষ্টি হয়, সিনিসিওতে সেই প্রকার ঋতুস্রাবের অনিয়ম হইলে মূত্রাশয়ের রোগ উৎপন্ন হয়। মাসিক ঋতুস্রাব অনিয়মিত এবং স্বল্প হইলে সিনিসিও অরিস 1x ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ইহাকে এক কথায় mense regulator বলা হয়।

সাইক্লেমেন—এই ঔষধটীর বিষয় পূর্ব্বেও কিছু বলিয়াছি। পালসেটিলার সহিত ইহার অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে, উভয় ঔষধেই পরিপাক-ক্রিয়ার গোলযোগ রহিয়াছে, উভয় ঔষধে ঘৃতপক্ক খাদ্যসামগ্রী সহ্য হয় না উভয় ঔষধে মাসিক ঋতুস্রাবের অনিয়মতা এবং রজঃশূল বর্ত্তমান থাকে কিন্তু সাইক্লেমেন রোগীতে অত্যন্ত পিপাসা থাকে, পালসেটিলায় থাকে না এবং পালসেটিলা রোগী মুক্ত খোলা বায়ু পছন্দ করে, সাইক্লেমেন রোগী পছন্দ করে না।

হাইড্রাসটিস ক্যানাডেন্সিস্—ইহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির স্রাব অনেকটা পালসেটিলা সদৃশ কিন্তু হাইড্রাসটিসের কার্য্য পালসেটিলা অপেক্ষা অত্যন্ত গভীর। নাসিকা, পাকস্থলী, মূত্রাশয়, জরায়ু, যোনিদ্বার ইত্যাদি সমুদায় স্থান হইতেই শ্লেষ্মাস্রাব হইতে পারে। যদিও হাঁইড্রাসটিসের শ্লেষ্মা পালসেটিলার ন্যায় পীতবর্ণ এবং গাঢ় কিন্তু পালসেটিলার স্রাব নির্দ্দোষ কোমল, আর হাইড্রাসটিসের স্রাব ক্ষতকারক (acrid) এবং রজ্জুবৎ লম্বা (stringy) অর্থাৎ টানিলে রজ্জুর ন্যায় লম্বা হইয়া যায়। হাইড্রাসটিসের স্রাব পীতবর্ণ ব্যতীত সময় সময় রক্তযুক্তও হয়। হাইড্রাসটিসের জরায়ুভ্রংশের সহিত জরায়ু গ্রীবার ক্ষত (ulceration of cervix) প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। পালসেটিলায় এতদ্ সমুদয় লক্ষণ বিশেষ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ব্রোঙ্কাইটিস—পীতবর্ণ গাঢ় পুঁজ সদৃশ গয়ের উঠে কিংবা গল-দেশ খুস খুস করিয়া শুষ্ক কাশির উদ্রেক হয়। সন্ধ্যায় এবং শয়নে কাশির বৃদ্ধি হয়, শয়নাবস্থা হইতে উপবেশনে উপশম হয় (হাইওসিয়ামাস)। তরল কাশিতে পালসেটিলার সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ না থাকিলে পালসেটিলা প্রয়োগ করা উচিত নয়—রোগ আরোগ্য না করিয়া বরং কাশীকে শুষ্ক করিয়া দেয় এবং তাহাতে রোগীর কষ্ট আরো অধিক বৃদ্ধি হয়।

হাম—হামে পালসেটিলার প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায় এবং হামের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধও বটে কিন্তু পালসেটিলায় হামে সর্দ্দি বিশেষরূপ বর্ত্তমান থাকা উচিত এবং সর্দ্দির সহিত চক্ষু দিয়া প্রচুর জলও নির্গত হইতে থাকে। কাশি রাত্রিতে শুষ্ক হয়, দিবসে তরল থাকে এবং কাশিতে কাশিতে শিশু

শয়নাবস্থা হইতে শয্যায় উঠিয়া বসে, কারণ পালসেটিলার কাশি হাইওসিয়ামাসের ন্যায় শয়নে বৃদ্ধি হয়, উপবেশনে উপশম হয়। হামের সহিত কর্ণে যন্ত্রণা থাকিলেও পালসেটিলা তাহাতে প্রয়োগ হয়। হামের প্রারম্ভ অবস্থাতে যখন জ্বর অত্যন্ত অধিক থাকে পালসেটিলা সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা উচিত নয়। একোনাইট কিংবা জেলসিমিয়ামের বিষয় তখন চিন্তা করিবে।

অঞ্জনি—অঞ্জনির (styes) পালসেটিলা একটি অতি প্রচলিত ঔষধ। আহারের ব্যতিক্রম হেতু কিংবা ঘৃতপক্ক কিংবা গুরুপাক খাদ্যসামগ্রী আহার করিয়া অঞ্জনি হইলে পালসেটিলা উত্তম কার্য্য করে এবং চক্ষুর উপর পাতায় হইলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় (লাইকোপোডিয়াম। নিম্ন-পাতায় হইলে—ষ্টাফিসাইগ্রিয়া)। অঞ্জনিতে গ্র্যাফাইটিস, হেপার সালফার ইত্যাদি ঔষধের বিষয়ও চিন্তা করিবে।

নিদ্রা—নিদ্রা বিষয়ে পালসেটিলা নাক্সভমিকার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিলেই হয়। পালসেটিলা রোগীর সন্ধ্যার নিদ্রা মোটেই হয় না, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের সময় বরং গভীর নিদ্রা হয়। প্রথম রাত্রিতে সজাগ হইয়া থাকে এবং নানান বিষয়ের চিন্তার উদয় হয়।

ককুলাস ইণ্ডিকাস--ইহাতে কেবল মানসিক উত্তেজনা বশতঃ নিদ্রা হয় না (sleeplessness from pure mental activity)।

সালফার—অত্যন্ত সজাগ নিদ্রা সামান্যতেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়।

জ্বর।

সময়—অপরাহ্ণ ৪টা অথবা সন্ধ্যা। অপরাহ্ণ সময়ই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব। সন্ধ্যায় জ্বর আসিলে, সারারাত জ্বর থাকে (নাক্সভমিকা, লাইকোপোডিয়াম, রাসটক্স।)

কারণ—আহারের ব্যতিক্রম (এণ্টিমনি ক্রুডাম, ইপিকাক) ঘৃতপক্ক অথবা গুরুপাক খাদ্য সামগ্রী আহার হেতু অথবা মাসিক ঋতুস্রাবের গোলযোগ।

শীত অবস্থা—সর্ব্বদা শীত শীত ভাব, এমন কি উষ্ণ গৃহেও শীত অনুভব করে ; সন্ধ্যাকালীন শীত ভাবের বৃদ্ধি হয় এবং তদসহিত গাত্র বেদনাও

দেখা দেয়। অপরাহ্ণ ৪ টায় শীতবোধ হইয়া জ্বর আইসে। কিন্তু আবার অনেক সময় শীতবোধ না হইয়াও জ্বর হয়, পিপাসা কিছুই থাকে না। পালসেটিলার কোন অবস্থাতেই পিপাসা থাকে না, তৃষ্ণাহীনতা পালসেটিলার বিশেষ বিশেষত্ব। শীতভাব এক পার্শ্বে অথবা নিম্নোদরে হইয়া তৎনিকটস্থ স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। (দক্ষিণ পার্শ্বে শীত হয়—নেট্রামমিউর। বাম পার্শ্বে শীত হয়—কার্ব্বভেজ এবং ল্যাকেসিস।)

দাহ অবস্থা।—পিপাসা থাকে না। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক হইয়া যায় অথচ জল পান করে না। দাহ অবস্থায় সমুদায় গাত্র অগ্নিবৎ উষ্ণ হয়। জ্বরে কোঁকাইতে থাকে রোগী শীতল স্থান খুঁজিয়া বেড়ায় এবং গাত্রে গাত্রাচ্ছাদন রাখিতে চায় না। বাহ্যিক উত্তাপ কিংবা উষ্ণ কিংবা আবদ্ধ গৃহ পালসেটিলা রোগীর পক্ষে অসহ্য। মুক্ত খোলা বায়ু ভালবাসে এবং রোগীর তাহাতে সমুদায় উপসর্গের উপশম হয়। পালসেটিলায় ইহাও দেখা যায় সমুদায় শরীর উত্তাপে দগ্ধ হইতেছে কিন্তু হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল শীতল অথবা দক্ষিণ পার্শ্ব কিংবা শরীরের-উর্দ্ধাংশ উষ্ণ অবশিষ্ট অংশ শীতল অথবা একহস্ত শীতল অপর হস্ত উষ্ণ।

ঘর্ম্মাবস্থা—পিপাসা থাকে না। ঘর্ম্ম কেবল এক পার্শ্বে বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে অধিক হয়। দক্ষিণ পার্শ্বেও হয় কিন্তু ততোধিক নয়। (রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে কেবল সেই পার্শ্বে ঘর্ম্ম হয়—একোনাইট, চিনিমাম সালফ। রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে তাহার বিপরীত পার্শ্বে কেবল ঘর্ম্ম হয়—বেঞ্জয়িক) গাত্র বেদনা ঘর্ম্মকালীন পর্য্যন্ত থাকে (ইউপেটরিয়াম, ল্যাকেসিস, নেট্রাম মিউর, নক্সভমিকা)।

জিহ্বা।—শ্বেত অথবা পীত লেপাবৃত। জিহ্বার স্বাদ অত্যন্ত খারাপ পচা তিক্ত। অম্লস্বাদ যুক্ত দ্রব্য কিম্বা বিয়ার মদ ইত্যাদি পান করিতে ইচ্ছা হয়। ঘৃতপক্ক খাদ্য সামগ্রী খাইবার অরুচি।

পালসেটিলার জ্বরের কোন অবস্থাতেই জল পিপাসা থাকে না, ইহাই আমরা চিরকাল জানিয়া আসিতেছি এবং ইহাও সত্য যে পালসেটিলার পিপাসাহীনতাই হইতেছে একটী বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। এই লক্ষণটি এত অধিক মূল্যবান যে ইহার উপর নিভর করিয়া যাদ পালসেটিলা নির্ব্বাচন করা যায় তাহাকে কোন প্রকার অযৌক্তিক

বলা যাইতে পারে না। কিন্তু এই লক্ষণটির কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহাই এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি কারণ পালসেটিলায় জল তৃষ্ণা শুনিলে অনেকে আশ্চর্য্য হইয়া উঠিবে—মহাত্মা হ্যানিমান বলেন পালসেটিলায় জল তৃষ্ণা হইতে পারে কিন্তু তাহা কেবল দাহ অবস্থাকালীন। দাহ অবস্থার পূর্ব্বে কিংবা পরে এবং শীত অবস্থায় হয় না। যদি কেবল নাম মাত্র উত্তাপ হয় অর্থাৎ গাত্র অধিক উষ্ণ না হইয়া কেবল মাত্র সামান্য উত্তপ্ত বোধ হয় তাহা হইলে পিপাসা না হইতে পারে। ডাক্তার ডানহামও সেই কথাই বলেন— উত্তাপ অবস্থা অত্যন্ত প্রবল হইলে অর্থাৎ শরীরের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হইলে জল পিপাসা উপস্থিত হইতে পারে। কাজে কাজেই পালসেটিলাকে সম্পূর্ণ পিপাসা শূন্যতা বলা যাইতে পারে না অথচ পালসেটিলার পিপাসা শূন্যতাই হইতেছে বিশেষ লক্ষণ। ("The intermittent that Pulsatilla is able to excite has thirst only during heat (not during chill), seldom alter the heat or before the chill. When there is only a sensation of heat then thirst is wanting"—Hahnemann.

"When heat follows the chilliness, if it be only a sensation of heat, with no objective warmth, there is no thirst, but if the heat be, as it sometimes is, both objective and subjective, it is then attended by thirst. Remember this, because absence of thirst is said to be a characteristic of Pulsatilla and presence of thirst, therefore, to contra—indicate. This is, true with the limitation stated".

Dr Dnnhum.

প্রত্যেক জ্বরের আক্রমণ (paroxysm) এবং লক্ষণ যে এক প্রকার দেখিতে পাইব ইহা আশা করা যায় না, কারণ আমরা ইহা নিশ্চিত জানি পালসেটিলার লক্ষণ সমূহ অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তনশীলতা (changeableness) পালসেটিলার একটী বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। জ্বরের কোন দুইটী আক্রমণ এক প্রকারের নয় অর্থাৎ পরস্পরের সাদৃশ্যতা থাকে না। এই হেতুই পালসেটিলার জ্বরের আক্রমণের তারতম্য এবং অনিয়ম হওয়া স্বাভাবিক এবং সেই কারণ বশতঃই পালসেটিলার শীত অবস্থা, পিপাসা ইত্যাদির বিষয়ে

ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটী কথা এই স্থলে স্মরণ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি যে পালসেটিলার জ্বরের সহিত পেটের গোলযোগ উদরাময়, অজীর্ণ তরল ভেদ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে এবং উদরাময় ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

এণ্টিমনিয়ম ক্রুডাম।—এই ঔষধটীতেও কোন অবস্থাতেই পিপাসা থাকে না, কিন্তু এন্টিমনিয়াম ক্রুডামের জিহ্বা দেখিলেই সমস্ত মুস্কিলের আসান হইয়া যায় কারণ জিহ্বাই হইতেছে উহার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। জিহ্বা অত্যন্ত শ্বেত লেপাবৃত অনেক সময় পালসেটিলা কিম্বা ইপিকাকে উপকার না পাইলে এন্টিমণিক্রুডামে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন।—সচরাচর ৬, ৩০, এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়।

অনুপূরক।—(complementary) ক্যালিমিউর, লাইকোপোডিয়াম, সাইলিসিয়া।

পালসেটিলা।—কেলিবাইক্রম্, লাইকোপোডিয়াম, সিপিয়া, সাইলিসিয়া এবং সালফরের পর উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি।—উষ্ণ আবদ্ধ গৃহ, সন্ধ্যার সময়। যন্ত্রণাশূন্য পার্শ্বে শয়নে, ঘৃতপক্ক খাদ্যদ্রব্য আহারে, উষ্ণ প্রলেপে এবং উত্তাপে।

রোগের উপশম।—মুক্ত খোলাবায়ুতে, যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে (ব্রাইওনিয়া) শীতলবায়ু অথবা শীতল গৃহে। ঠাণ্ডা সামগ্রী আহারে অথবা ঠাণ্ডা জলপানে এবং ঠাণ্ডা প্রলেপে।

রোগীর বিবরণ।

১। শিশুর বয়স ২ বৎসর হইবে, আমাশয় হইয়াছে। আমাশা হইবার ২।১ দিন পর হইতেই আমাকে দেখাইতেছে। আমের সঙ্গে রক্তও সামান্য ছিল। আমি প্রথম দিবস তাহাকে মার্কিউরিয়াস সল প্রয়োগ করি কিন্তু কোনই উপকার পাইলাম না। কোঁথানি সব সময় দেখিতে পাইতাম না। মলত্যাগও খুব বেশী হইত না, সমস্ত দিনে বোধ হয় ৫।৭ বার হইত।

নক্সভমিকা, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, মার্ককর, কলচিকম ইপিকাক ইত্যাদি অনেক ঔষধ ব্যবহার করিলাম কিন্তু কোনটাতেই সুবিধা করিতে পারিলাম না, নিজেও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়িলাম। রোগীর বাড়ীর লোক পরামর্শার্থ আর একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিলেন, তিনি সেই সময় মলে রক্তের ভাগ অধিক দেখিয়া এবং মলত্যাগান্তে কিঞ্চিত যন্ত্রণা দেখিয়া নাইট্রিক এসিড ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু তাহাতেও কিছুই হইল না। রোগীর পিতা প্রায় বলিতেন "ডাক্তার বাবু, সকল সময় এক প্রকার মল হয় না এবং মলের রং ও ঠিক থাকে না ও রক্তও সব সময় দেখিতে পাওয়া যায় না।" ইহা শুনিয়া আমার পালসেটিলার কথা মধ্যে মধ্যে স্মরণ হইত বটে কিন্তু আমাশায় পালসেটিলার অধিক প্রয়োগ না থাকায় ব্যবহার করিতে ভরসা হইত না। এই প্রকারে দেড়মাস কাটিয়া গেল, একদিন অবশেষে পালসেটিলাই দিলাম এবং সেই দিবসের ২১ দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

২। একটি বিবাহিতা বালিকা বয়স ২৫ বৎসর হইবে, ৬ মাসের একটী শিশু ক্রোড়ে লইয়া রেলে যাইতে ঠাণ্ডা লাগায় অত্যন্ত জ্বর হয়। রাত্রি প্রায় ৭।৮টা এমন সময় প্রথম দিন শীত হইয়া জ্বর আইসে, শীত বেশ প্রবল হয় সেই সময় কুইনাইন সেবন করিয়া জ্বর বন্ধ করে কিন্তু ১০ দিন পর পুনরায় জ্বর ফিরিয়া আইসে ও প্রতি এক দিন পর পর সন্ধ্যার পর অল্প অল্প শীত হইয়া জ্বর আসিতে আরম্ভ হয়। শীত ভাব প্রায় ২ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইত, তৎপরে সমুদায় শরীর অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া প্রায় ১৮ ঘণ্টাকাল ভীষণ জ্বরে পড়িয়া থাকিত অথচ রোগীর কোন অবস্থাতেই পিপাসা হইত না কিন্তু জিহ্বা শুষ্ক কাগজের ন্যায় হইয়া যাইত। জ্বরের সময় শিরঃপীড়া এবং শীত আসিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বমনোদ্বেগ ব্যতীত আর বিশেষ কিছু লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল না। জিহ্বা এবং মুখ গহ্বর শুষ্ক অথচ পিপাসা শূন্যতা দেখিয়া তাহাকে পালসেটিলা ২০০ শক্তি একমাত্রা প্রথম দিবস দেওয়া হয় এবং সেই দিবস হইতেই জ্বর হ্রাস হইতে থাকে। মোট ৩ মাত্রা পালসেটিলা তাহাকে প্রয়োগ করান হইয়াছিল এবং রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায় (ডাক্তার পিয়ার্সন)।

ইপিককাক (Ipecacuanha)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ইপিকাকুয়ানহা (Ipecacuanha) ইহা ব্রেজিল দেশীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম বিশেষ। আস্বাদ তিক্ত এবং অত্যন্ত বমন কারক। ইপিকাকের উপক্ষারকে (alkaloid) এমিটিন (Emetin) বলা হয়, এমিটিন ইদানীং এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ রক্ত আমাশা ইত্যাদি রোগে অত্যন্ত অধিকরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। পাকাশয় লক্ষণ রোগে উত্তম কার্য্য করে (পালসেটিলা, অন্টিমক্রুডাম)। জিহ্বা পরিষ্কার অথবা সামান্য লেপাবৃত (adapted to cases where gastric symptoms. predominate tongue clean or slightly coated)।

২। সর্ব্বদা এবং সর্ব্বরোগে বমনেচ্ছা (In all diseases with constant and continual nausea).

৩। পাকস্থলী শিথিল যেন ঝুলিয়া পড়িয়াছে বোধ (stomach feels relaxed as if hanging down).

৪। মল ঘাসের ন্যায় সবুজ অথবা উজ্জ্বল রক্ত মিশ্রিত সাদা শ্লেষ্মা, অথবা ফেনা ফেনা গুড়ের ন্যায়, হড়হড়ে (stool grassy green or white mucous, bloody, fermented, foamy, slimy, like frothy molasses).

৫। রক্তস্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ। শরীরের যে কোন রন্ধ্র প্রদেশ হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট এবং বিবমিষা বর্ত্তমান থাকে। (Haemorrhage, bright red from all orifices of the body (Ereger, Meli) with heavy oppressed breathing and nausea).

৬। বক্ষঃস্থলে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ। শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, গলা সাঁই-সাঁই এবং ঘড় ঘড় করে।

৭। জ্বরের এলোমেলো গতি এবং তদসহ বিবমিষা।

সাধারণ লক্ষণ

১। বমনেচ্ছার সহিত প্রচুর ল্যালাস্রাব ও প্রচুর পরিষ্কার সাদা শ্লেষ্মা বমন, অথচ বমনে উপশম হয় না।

২। শরীর হইতে অস্থিসমূহ যেন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, এবম্বিধ ভীষণ যন্ত্রণা (অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—ইউপট)।

৩। নিম্নোদরে বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা) (দক্ষিণপার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে যন্ত্রণা—ল্যাকেসিস্)।

৪। নাভিকুণ্ডলের চারিপার্শ্বে কর্ত্তনবৎ শূল যন্ত্রণা, তৎসহ বিবমিষা এবং পেটফাঁপা।

মানসিক লক্ষণ—রোগী অল্পতেই বিরক্ত হইয়া উঠে, অত্যন্ত খিটখিটে। মন নানাপ্রকার আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ অথচ কি চায় সে নিজেই বুঝিতে পারে না। সর্ব্বদা বিষাদপূর্ণ নিরুৎসাহ সকল বিষয়েই তুচ্ছ এবং অবজ্ঞা জ্ঞান। শিশু প্রায় সকল সময়ই চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে।

বমন এবং বমনেচ্ছা—(Vomiting and nausea) আমাদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ইপিকাকের কার্য্য বমন এবং বমনেচ্ছায় যে প্রকার অধিক রূপ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, আর কোন ঔষধেই তদ্রূপ দেখা যায় না, কাজে কাজেই বমন এবং বমনেচ্ছার ইহাকে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলা হয় এবং ইপিকাকের ইহাই হইতেছে সার্ব্বজনীন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ। যে কোন রোগই হউক না বমন এবং বমনেচ্ছার ভাব বর্ত্তমান থাকিলে ইপিকাকের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ। ইপিকাকে বমনেচ্ছা পাকাশয় হইতে আরম্ভ হয়। আহার কিংবা জলপান করিবামাত্রই বমন হইয়া উঠিয়া যায় (আর্সেনিক)। গুরুপাক খাদ্যসামগ্রী আহার সহ্য হয় না, বমনের উদ্রেক হয় এতদ্ব্যতীত হরিদ্রা অথবা সবুজ শ্লেষ্মা পিত্ত বমন হয় এবং প্রাতঃকালীন বমনের (morning sickness) ইহা একটি উত্তম ঔষধ। ইপিকাকের বমনেচ্ছা—কাশি, রক্তস্রাব অথবা জ্বর অর্থাৎ যে কোন রোগই হউক না কেন সকল রোগেই বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। ডাক্তার হেরিং বলেন—"Nausea distressing, constant, with almost all complaints as if from the stomach with empty eructation, accumulation of much saliva, quamis-

hness and efforts to vomit, nothing relieves। বমনেচ্ছা কালীন রোগীর মুখমণ্ডলের চেহারা সাধারণতঃ ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হয়, চক্ষু কোঠরাগত হয়, চক্ষুর চারিধারে কাল রেখা পড়ে, মুখ এবং ঠোঁটের সময় সময় আকুঞ্চন হয় এবং বমনের পর ঘুমের ভাব উপস্থিত হয়। যদিও ইপিকাকের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন এন্টিমটার্ট, জিঙ্ক সালফেট, লোবেলিয়া ইত্যাদি আরো অনেক বমনকারক ঔষধ রহিয়াছে কিন্তু ইপিকাকের ন্যায় সদাসর্ব্বদা বমনেচ্ছা ইহাদের কোনটাতেই বর্ত্তমান থাকে না। ইপিকাকের বমনের বিষয় লিখিতে হইলে ইহার নিকট সম্বন্ধ ঔষধগুলির বিষয় আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

বমন এবং বমনেচ্ছার ইপিকাকের সমগুণ ঔষধ সমুহ—

পালসেটিলা—ইহাও পাকাশয় রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। নানান প্রকার মিশ্রিত খাদ্য কিম্বা লুচি কিম্বা মাংস ইত্যাদি ঘৃতপক্ক সামগ্রী খাইয়া বমন কিম্বা বমনেচ্ছায় উদ্রেক হইলে অনেকে প্রথমে পালসেটিলাকে উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন কিন্তু পাকস্থলীতে অভুক্ত দ্রব্য থাকা হেতু অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাকস্থলীতে অভুক্ত দ্রব্য থাকে ততক্ষণই পাসালসেটীলা ইপিকাক অপেক্ষা অধিক নির্ব্বাচিত হইতে পারে আর— অভুক্ত দ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যাওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ পাকস্থলী শূন্য হইয়া গেলেও বমনের উদ্বেগ হ্রাস না হইলে সর্ব্বদা বমনেচ্ছা লাগিয়া থাকিলে তখন ইপিকাক অধিক নির্ব্বাচিত হয়। পালসেটিলায় হইতেছে while the food is in the stomach, আর ইপিকাকে হইতেছে—after it is out but the nausea persists notwithstanding। ইহা ব্যতীত পালসেটিলার জিহ্বা পীত কিংবা শ্বেত লেপাবৃত এবং স্বাদ অত্যন্ত খারাপ। ইপিকাকের জিহ্বা পরিষ্কার কিংবা অতি সামান্য লেপাবৃত। এই দুইটি ঔষধের পাকাশয় গোলযোগের জিহ্বাই হইতেছে পার্থক্য নিরূপণের একটি সর্ব্বপ্রধান উপায়।

সিনা—ইপিকাকের ন্যায় জিহ্বা পরিষ্কার এবং সর্ব্বদা বমনেচ্ছা ইহারও একটী লক্ষণ। ইহার খিটখিটে মানসিক লক্ষণ, সর্ব্বদা নাক খোঁটা, চুণের জলের ন্যায় প্রস্রাব ইত্যাদি কিছুই ইপিকাকে কিংবা পালসেটিলায় থাকে না। সিনার যাহা কিছু বমন কিংবা পাকাশয় গোলযোগ তদ সমুদায়

কৃমির উপদ্রব হেতু হইয়া থাকে। ইহাই এই ঔষধের সর্ব্ব প্রধান বিশেষত্ব। ডিজিটালিসেও জিহ্বা অত্যন্ত পরিষ্কার কিন্তু তাহাতে হৃদপিণ্ডের রোগ বর্ত্তমান থাকে।

এণ্টিমনি ক্রুডাম এবং নাক্সভমিকা—ইহাদের জিহ্বা অত্যন্ত অপরিষ্কার কিন্তু এণ্টিমনিক্রুডামের জিহ্বার সহিত কোন ঔষধের জিহ্বাই তুলনা হয় না। ইহার জিহ্বা এত অধিকরূপ লেপাবৃত, মনে হয় যেন দুগ্ধের সর পুরুভাবে লেপান রহিয়াছে (thickly coated milky white)। জিহ্বাই এই ঔষধটির সর্ব্বপ্রধান পরিচায়ক লক্ষণ। বমন বমনেচ্ছা পাকাশয়ের গোলযোগ, জ্বর অর্থাৎ যে কোন রোগের সহিত জিহ্বার উক্তরূপ অবস্থা থাকিলে এণ্টিমনি ক্রুডামই তাহার একমাত্র ঔষধ জানিবে। নাক্সভমিকার জিহ্বা বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ নয়। নাক্সভমিকার বমন প্রায়ই অম্ল আস্বাদ যুক্ত এবং রোগী অত্যন্ত খিটখিটে প্রকৃতির।

আর্সেনিক—এই ঔষধটি অনেক সময় ইপিকাকের পর কোন প্রকার অভুক্ত দ্রব্য আহার হেতু কিংবা বিশেষভাবে বরফ জল পান হেতু পাকস্থলীতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া পাকাশয়ের গোলযোগ হইলে ব্যবহার হয়। আর্সেনিক রোগী যাহা আহার কিম্বা পান করে তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায়। রোগী অত্যন্ত জল পান করে কিন্তু বারে অধিক, পরিমাণে কম (drinks but little at a time) আর্সেনিকে ইপিকাকের ন্যায় সর্ব্বদা বমনেচ্ছা অর্থাৎ গা বমি বমি ভাব বর্ত্তমান থাকে। ইপিকাকে একটি বিশেষ লক্ষণ থাকে তাহা হইতেছে উদর এবং পাকস্থলী অত্যন্ত শিথিলবোধ যেন ঝুলিয়া পড়িয়াছে (as if ralaxed and hanging down)। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় ইপিকাকে সমুদায় অন্ত্রই আক্রান্ত হয়।

বিসমথ—ইহা যেন অনেকটা আর্সেনিকের ন্যায় জলপান করিলে জল পাকস্থলীতে যাইতে না যাইতেই অর্থাৎ পাকস্থলীতে জল স্পর্শ মাত্রই বমন হইয়া উঠিয়া যায়। অত্যন্ত পিপাসা এবং অবসন্নতা থাকে। আর্সেনিকে যাহা খাওয়া যায় তদসমুদায়ই তৎক্ষণাৎ বমন হয়। আর বিসমথে শুধু জল তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায়, খাদ্যবস্তু তখন বমন হয় না কিছুক্ষণ পর হয়। ইহাই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব।

ইপিকাকের বমনেচ্ছাই হইতেছে অত্যন্ত প্রবল, বমন হইলেও বমনেচ্ছার হ্রাস হয় না সর্ব্বদা বমনের ভাব লাগিয়া থাকে।

এণ্টিম টার্ট।—ইহারও বমনেচ্ছা (nausea) অনেকটা ইপিকাকের ন্যায় হইলেও কিন্তু সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে না এবং বমনের পর বমনেচ্ছার হ্রাস হয়। বমনান্তে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়ে।

ফস্ফরাস।—সর্ব্বদা শীতল বরফ জল কিংবা বরফ খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং শীতল পানীয় পানে ক্ষণিক সময়ের জন্য উপশম বোধ করে কিন্তু কিছুক্ষণ পরই অর্থাৎ পাকাশয়ে জল গরম হইবামাত্রই বমন হইয়া সমুদায় উঠিয়া যায়।

উদরাময়।—ইপিকাকের ভেদের তিনটি বিশেষত্ব রহিয়াছে অর্থাৎ তিন প্রকারের হইয়া থাকে।

১। মল ফেনাযুক্ত গেঁজাল (Fermented, stools foamy looks iike molasses)

২। মল সবুজবর্ণ ঘাসের ন্যায়, শ্লেষ্মাযুক্ত কিংবা তরল জলবৎ (Grassy green stools—mucous or watery)।

৩। মল আমযুক্ত ও রক্ত মিশ্রিত। (Slimy stools dysenteric with more or less blood)

ইপিকাকের উল্লিখিত প্রকারের মল সচরাচর অধিকাংশ স্থলে শিশুদিগের মধ্যেই অধিক দেখা যায় বিশেষভাবে গ্রীষ্মকালে অত্যধিক আহার কিংবা খাদ্য দ্রব্যের অপরিপাক হেতু হইলে ডাক্তার ন্যাস বলেন একমাত্রা ২০০ ক্রম ইপিকাক দিলেই সমুদায় উপদ্রব ঘুচিয়া যায় এবং শিশুর কষ্টের ভোগ কমিয়া যায় ও রোগ শিশু কলেরায় পরিণত হইতে পারে না—কিন্তু এইরূপ লক্ষণ সহ বমনভাব থাকা প্রয়োজন।

ইপিকাকের উদরাময় এবং আমাশয়ে পেট কামড়ানি ও শূল যন্ত্রণা থাকে। কর্ত্তনবৎ নাভির চারিধার মোচড়াইতে থাকে অথবা শূল যন্ত্রণা নিম্নোদরের বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয়। ইপিকাকের উদরাময় কিংবা আমাশয়ের সহিত নাভির চারি পার্শ্বে পেট কামড়ানি যন্ত্রণা একটি পরিচায়ক লক্ষণ। মল যদিও সবুজ এবং শ্লেষ্মাযুক্ত, তথাপি অনেক সময় মলের চেহারা

অধিক পিত্তের মিশ্রন হেতু কৃষ্ণবর্ণও হয় কিংবা ফেনাযুক্ত গুড়ের ন্যায় দেখায়। ইপিকাকের বিষয়ে আর একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অনেক সময় উদরাময়ের সহিত কুন্থনও বর্ত্তমান থাকে। যন্ত্রণা বিহীন উদরাময়ে ইপিকাক অধিক নির্ব্বাচিত হয় না এবং ইহাতে সর্ব্বদা বমনেচ্ছা থাকা উচিত।

আমাশয়।—ইপিকাক আমাশয়ের একটী মহৎ ঔষধ। বিশেষতঃ শরৎকালীন আমাশয়ে উত্তম কার্য্য করে। মলের লক্ষণ উপরে কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। যে রক্ত শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিত থাকে তাহা উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং মলত্যাগের পর অত্যন্ত কুন্থন থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নাভিদেশে অত্যন্ত শূল যন্ত্রণা হয়। অনেক সময় মল কিছুই থাকে না কেবল রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা শ্লেষ্মাযুক্ত রক্ত বাহ্যে হয় কিন্তু কুন্থন অত্যন্ত ভীষণ হইতে থাকে। ইহার সহিত এই ঔষধের সার্ব্বজনীন লক্ষণ বিবমিষা তাহা প্রায় সকল সময়ই বর্ত্তমান থাকা কর্ত্তব্য। শিশু মলত্যাগকালীন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং প্রচুর পরিমাণে সবুজ বর্ণ শ্লেষ্মাযুক্ত কিংবা রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা বাহ্যে করে, সঙ্গে সঙ্গে সবুজ বর্ণের তরল শ্লেষ্মা অথবা সবুজবর্ণ দধিবৎ বমনও করে।

কলেরা।—প্রবল বমনেচ্ছা লক্ষণযুক্ত সর্ব্বপ্রকার পীড়ায়, চিকিৎসার অগ্রে ইপিকাকের বিষয় চিন্তা করিবে। ইহার লক্ষণ সমুদায় অত্যন্ত পরিষ্কার —ভেদ সবুজ বর্ণ জলবৎ, ভেদের পূর্ব্বে বমনেচ্ছা এবং ভয়ঙ্কর পেট খোঁচানি মুখ মণ্ডল ফ্যাকাসে বর্ণ ও তদসহিত কপালে ঘর্ম্ম। কপালের ঘর্ম্ম লক্ষণটি যদিও ভিরেট্রামের মত কিন্তু ভিরেট্রামের মত পিপাসা থাকে না ও ততোধিক ভেদ হয় না জিহ্বা পরিষ্কার, প্রবল বমনেচ্ছা, সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা বমন ও উদরদেশে যন্ত্রণা এই সমুদায় লক্ষণ ইপিকাকের বিশেষ পরিচায়ক।

শৈশব কলেরার—প্রারম্ভে অনেক সময় ইপিকাকের প্রয়োগ দেখা যায়। শিশুর মুখমণ্ডলের রং ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়, চক্ষুর চারিধারে নীল রেখা পড়ে এবং পোষণক্রিয়ার অভাব হেতু ব্রহ্মরন্ধ্র অনেক দিন পর্য্যন্ত কাগজের ন্যায় পাতলা থাকে। মুখমণ্ডলের রং ফ্যাকাসে রক্তশূন্য থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব হয়। শিশু সকল সময় ঘুমন্ত

ভাবাপন্ন এবং নিদ্রাবস্থায় পেশী সমূহ থাকিয়া থাকিয়া (Jerking and starting) কাঁপিয়া উঠে। এই লক্ষণগুলি অনেকটা মস্তক শোথের ন্যায় বলিয়া বোধ হয় এবং রোগীর এই প্রকার লক্ষণ দেখিলে অনেকেই ইপিকাক প্রয়োগ করিতে নিশ্চয়ই ইতঃস্তত করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু এই স্থলে ইহা মস্তিষ্ক হইতে (Cerebral reflex) উত্থিত অবস্থা বলিয়া অনুমান হয়, কাজে কাজেই ইপিকাক যে ঔষধ হইতে পারে না এমত ধারণা করা উচিত নয়। শিশুর এতদ লক্ষণসহ ইপিকাকের স্বধর্ম্ম বিবমিষা এবং বমন সচরাচর বর্ত্তমান থাকে। শিশু যাহা কিছু আহার কিংবা পান করে তৎক্ষণাৎ তাহা বমি হইয়া উঠিয়া যায়। আর্সেনিকেও এই প্রকার লক্ষণ আছে কিন্তু ইপিকাকে আর্সেনিকের ন্যায় অবসাদ কিংবা অস্থিরতা কিংবা অদম্য পিপাসা থাকে না, ইহা ব্যতীত, শিশু কলেরায় আর্সেনিক নির্ব্বাচিত হইলেও ইপিকাকই প্রথমে ব্যবহার হইয়া থাকে যেহেতু আর্সেনিক ইপিকাকের অনুপূরক (Complementary) রূপে কার্য্য করে।

শিশুদিগের পাকাশয় গোলযোগে অনেক স্থলে ইপিকাক কিংবা উপরোক্ত ঔষধে ফল না হইলে ডাক্তার ফ্যারিংটন নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন। যদিও এই ঔষধগুলি ততঅধিক প্রচলিত নয় তথাপি শিশু দিগের উদরাময়ের উত্তম ঔষধ বলিয়া পরিচিত।

ওনোথেরা বাইনিস—(Oenothera bienis)—প্রচুর জলবৎ উদরাময়ের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মলত্যাগ কালীন কোন প্রকার চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক ভেদের পর স্নায়বিক অবসাদ উপস্থিত হয় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ন্যাফালিয়াম—প্রাতঃকালীন উদরাময়ের ঔষধ। ভেদ দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ। খিটখিটে প্রকৃতির শিশুদিগেতেই এই ঔষধ অধিক প্রয়োগ হয়। পেটে গুড়গুড় শব্দ হয় এবং যন্ত্রণা থাকে, আহারের ইচ্ছা থাকে না এবং মুখের স্বাদ অত্যন্ত খারাপ হয়। প্রস্রাব স্বল্প হয়।

জেরেনিয়াম ম্যাকিউলেটাম—ইহাও একটি শিশু উদরাময়ের ঔষধ। সর্ব্বদা মলত্যাগের ইচ্ছা লাগিয়া থাকে কিন্তু মলত্যাগ করিতে বসিয়া মল সহজে বহির্গত হয় না অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়

তৎপর আপনা হইতে অতি সহজে এবং বিনা চেষ্টায় ও যন্ত্রণায় মল নির্গত হইতে থাকে। মুখগহ্বর অত্যন্ত শুষ্ক এবং জিহ্বার অগ্রভাগ জ্বালা করে।

পৌলিনিয়া সরবিটিস্—(Paulinia Sorbitis)—প্রচুর সবুজ অথবা গন্ধশূন্য উদরাময়ের একটি ঔষধ।

নুফার লুটিয়া—(Nuphar Luteum) প্রাতঃকালীন উদরাময়ের একটি উত্তম ঔষধ। শেষ রাত্রি ৪টা হইতে ভেদ আরম্ভ হয়। মল হলদে বর্ণ এবং যন্ত্রণাশূন্য। জ্বরের সহিত উদরাময়ে ইহা প্রায়ই ব্যবহার হয় এবং টাইফয়েড ভেদে অত্যন্ত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যতা আনয়ন করে। ঐ ঔষধটি শিশুদিগের পক্ষে কতদূর উপকারী তাহা বিবেচ্য। গ্যাম্বোজ (gamboge) চেলিডনিয়াম ইত্যাদিতে উপকার না হইলে নুফার লুটিয়া প্রয়োগে বেশ উপকার পাওয়া যায়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং প্রাতঃকালীন উদরাময় ইহার বিে ষত্ব।

ক্যালিবাইক্রোমিকাম—শিশু কলেরায় ইহার ব্যবহার অনেক স্থলে দেখা যায় যখন অত্যন্ত অবসাদ (prostration) সর্ব্বাঙ্গের শীতলতা এবং মস্তক শোথের (hydrocaphaloid) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। পুরাতন প্রাতঃকালীন উদরাময়ের এবং পুরাতন কর্দ্দমের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট উদরাময়ের ক্যালিবাইক্রমিকাম একটি উপযুক্ত ঔষধ।

শৈশব কলেরার সমগুণ ঔষধ সমূহ—

ইথুজা—মলত্যাগ এবং বমনের পর অত্যন্ত অবসাদ ও তন্দ্রাবোধ। শিশুর দুগ্ধ সহ্য হয় না। স্তন পানের পরই দুগ্ধ থান থান হইয়া বমন হইয়া উঠিয়া যায়, দুগ্ধের চাপ সময় সময় এত বড় বড় আকারের হয় যে বমন কালীন শিশুর গলদেশ বদ্ধ হইয়া শ্বাস আটকাইবার উপক্রম হয়। এই ঔষধের বিশেষত্বই হইতেছে বমনের পর শিশু দুর্ব্বল হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, আবার ঘুম হইতে উঠিয়াই যেমনি স্তন পান করে আবার উক্তরূপ বমন হয়।

আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকম।—শৈশব বিসূচিকার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মিষ্ট প্রিয় (যাহারা চিনি বেশী খায়) শিশুদিগেতেই ইহা অধিক কার্য্য করে, ইহার মল সবুজ। মলত্যাগকালীন শব্দ হয় এবং মল বেগে নির্গত

হয়। শ্বাসকষ্ট থাকে, মনে হয় বুক চাপিয়া ধরিয়া আছে, এত অধিক শ্বাসকষ্ট হয় যে মুখের নিকট রুমাল ধরিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের বিঘ্নতা উপস্থিত হয়। শিশু রোগা অস্থিচর্ম্ম সার। সঙ্গে সঙ্গে পেট ফাঁপা থাকে।

বেলেডনা—মস্তক উষ্ণ, চক্ষু রক্তাধিক্য, হস্তপদ শীতল। শিশু অল্পতেই চম্‌কাইয়া উঠে, প্রলাপ বকে। পুনঃ পুনঃ জল পান করে। এই ঔষধটি কলেরায় মূত্র নাশ বিকার (ureamia) অবস্থায় অধিক প্রয়োগ হয়।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব।—মোটা শ্লেষ্মা প্রধান শিশুদিগের প্রতি অধিক উপযোগী। ইহার বিবরণ ক্যালকেরিয়ায় বিস্তারিত দেওয়া হইয়াছে।

ক্যালকেরিয়া ফস।—স্ক্রফিউলাস (Scrofulous) ধাতুবিশিষ্ট শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন পীড়ায় উত্তম কার্য্য করে। ইহার বিশেষ বিবরণ ক্যালকেরিয়া ফসে দেওয়া হইয়াছে। উভয় ঔষধেরই নির্ব্বাচন শারীরিক ধাতু এবং গঠনের প্রতি অধিক নির্ভর করে।

কামোমিলা।—ইহার বিষয় অনেক স্থানে বলা হইয়াছে। মল সবুজ পাতলা এবং উষ্ণ ও পচা ডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত। রোগী খিটখিটে এবং রাগী। ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বেড়াইয়া বেড়াইলেই উপশম থাকে।

ওপিয়ম।—শিশু এবং অল্প বয়স্ক বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, পেট শক্ত ঢাকের মত ফাঁপিয়া ফুলিয়া ওঠে, কিন্তু সামান্য স্পর্শে বেদনা অনুভব করে। মল মূত্র উভয়েই বন্ধ অথবা অসাড়ে নিঃসরণ হয়। তন্দ্রাভাব অথবা চক্ষু শিবনেত্র। শ্বাসক্রিয়া গভীর এবং নাসিকাধ্বনিযুক্ত।

সর্দ্দি—ইপিকাকের শ্বাসপ্রশ্বাস প্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে—কাজেকাজেই ইপিকাক তরল সর্দ্দিতে প্রায়ই প্রয়োগ হয় কিন্তু তরল সর্দ্দির আর্সেনিক, মার্কিউরিয়াস সল এবং এলিয়াম সেপা এই তিনটিই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। কেহ কেহ ইউফ্রেসিয়াকেও প্রধান ঔষধের মধ্যে স্থান দিয়া থাকেন। ইপিকাকে নাসিকা যেন সাটিয়া ধরে, নাসিকা হইতে কখন কখন রক্তস্রাবও হয়; রোগী কোন জিনিষের ঘ্রাণ টের পায় না, বমি বমি বোধ করে।

এলিয়াম সেপা।—তরল সর্দ্দির ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্দ্দির স্রাব জলবৎ তরল ও ক্ষয়কারক এবং তদসহিত যে অশ্রুস্রাব হয় তাহা

নির্দ্দোষ ও কোমল। গলার অভ্যন্তর প্রদেশ কাঁচা কাঁচা বোধকরে। কণ্ঠনালী সুড় সুড় করিয়া কাশির উদ্রেক হয়। এলিয়াম সেপায় যদিও সর্দ্দি অতি শীঘ্র উপশম হয়, কিন্তু শ্লেষ্মাকে ভিতরে (বুকেতে) ঠেলিয়া দেয়। এইরূপ অবস্থায় ফসফরাস উত্তম কার্য্য করে, এলিয়াম সেপা এই প্রকার কার্য্যের গতি রোধ করে ও রোগকে অধিক অগ্রসর হইতে দেয় না।

ইউফ্রেসিয়া—এই ঔষধটির সহিত সর্দ্দিতে এলিয়াম সেপার অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু ইহার লক্ষণ সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে সর্দ্দিস্রাব নির্দ্দোষ কোমল (bland) কিন্তু অশ্রুস্রাব অত্যন্ত ক্ষয়কারক—acrid। স্রাবে স্থান হাঁজিয়া যায়।

আর্সেনিক—স্থূলকায় এবং থলথলে শরীর (fat and chubby) বিশিষ্ট বালকদিগের সর্দ্দিতে ইপিকাক প্রয়োগের পর ইহা ব্যবহারে উত্তম কার্য্য পাওয়া যয়—এতদ্ব্যতীত আর্সেনিকের সর্দ্দিও তরল জলবৎ ও ক্ষয়কারক এবং স্পর্শে স্থান হাজিয়া যায়। আর্সেনিকে সর্দ্দিস্রাবের সহিত পুনঃপুনঃ জলপিপাসা এবং নাসিকাভ্যন্তরে জলন থাকে।

হাঁপানি—ইপিকাকের কার্য্যে ফুসফুস পাকাশয়িক স্নায়ুর (Pneumogastric nerves) উপর অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকায় কাজে কাজেই উক্ত স্নায়ু সমূহের রোগে যেমন হাঁপানি ইত্যাদিতে ইপিকাক যে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ হইবে তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বক্ষঃস্থল যেন সঙ্কোচিত হইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ হইতে থাকে এবং অতি সামান্য পরিশ্রমে এমন কি সামান্য নড়াচড়ায় রোগী শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টবোধ করে। রোগী যখন কাশে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ হয়, অথচ শ্লেষ্মা কিছুই উঠে না। ইপিকাক সাধারণতঃ হৃষ্টপুষ্ট থলথলে পেশীবিশিষ্ট শিশু কিংবা যুবাদিগের এই প্রকার হাঁপানিতে উত্তম কার্য্য করে। বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মায় বোঝাই হইয়া থাকে। বায়ুকোষ (air cell) এবং ভুজনলী, (bronchai) সমুদায় শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ। সকল সময় শ্বাস বন্ধ হইবার আকাঙ্ক্ষা, শ্বাস-প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট এবং সর্ব্বদা সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত (great degree of dyspnoea with wheezing and great weight and anxiety about the praecordia Antimtart-course rattling)। সর্ব্বদা যে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ

হেতুই ইপিকাকে শ্বাসকষ্ট কিংবা আক্ষেপযুক্ত কাশির উদ্রেক হয় তাহা বলা যাইতে পারে না। কারণ দেখা যায় ইপিকাক হাঁপানি কিংবা হুপিং কাশি ইহাদের প্রথমাবস্থায় যখন শ্লেষ্মা প্রচুর সমাবেশ হয় নাই তখনও উত্তম কার্য্য করে কিন্তু শ্লেষ্মার সমাবেশ লক্ষণ থাকিলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

আর্সেনিক এলবাম।—হাঁপানি শ্লেষ্মাযুক্ত কিংবা স্নায়বিক হউক, ইহা ইপিকাকের একটি নিকট সম্বন্ধ ঔষধ এবং প্রায়ই ইপিকাকের পর ব্যবহার হয়। ইহার আক্রমণ মধ্য রাত্রিতেই অধিক হয় এবং আক্রমণাবস্থায় রোগী চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না। ইহা হাঁপানির একটি অতি মহৎ ঔষধ (আর্সেনিক দেখ)।

কুপ্রাম মেটালিকাম।—আক্ষেপযুক্ত (Spasmodic) হাঁপানির ইহা উপযুক্ত ঔষধ। হাঁপানির টানের সময় মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয়। গলদেশ সঙ্কোচিত হয় এবং রোগী কনভালসনের (Convulsion) ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

লোবেলিয়া।—কুক্ষিপ্রদেশে (epigastric) হাঁপানির টানের সময় দুর্ব্বলতা বোধ হয় এবং দুর্ব্বলতা বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। বমনের উদ্রেক হয়, গা বমি বমি করে, প্রচুর শ্লেষ্মা নিঃসরণ হইতে থাকে এবং মনে হয় গলদেশে একটা কি যেন দলা বাঁধিয়া রহিয়াছে। তদ্দহেতু রোগী শ্বাস-প্রশ্বাস এবং গলাধঃকরণে বাধা প্রাপ্ত হয়।

ক্যাপিলারি ব্রোঙ্কাইটিস এবং ব্রোঙ্কো নিউমোনিয়া।—Capillary Bronchitis and Broncho Pneumonia) ইপিকাক অন্ননালীর উপর যেরূপ গভীর কার্য্য করে, শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতেও (mucous membrane) সেইরূপ গভীর কার্য্য করে। শিশুদিগের কৌসিক বায়ুনালীভুজ প্রদাহের (ক্যাপিলারি ব্রোঙ্কাইটিস) ইহা একটি মহৎ ঔষধ। বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, ষ্টেথিস্কোপ দ্বারা বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিলে বক্ষঃস্থলের সম্মুখ এবং পশ্চাৎ সমুদয় স্থানই শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ শ্রুত হয়, আক্ষেপযুক্ত (spasmodic cough) কাশি হইতে থাকে এবং কাশিতে কাশিতে শিশু বমন করিয়া ফেলে ও বক্ষঃস্থলে

শ্লেষ্মার সমাবেশ হেতু শিশুর শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয়। এতদসহ প্রবলজ্বর থাকিলেও থাকিতে পারে। জ্বর থাকুক কিংবা নাই থাকুক, ইপিকাক এইরূপ অবস্থার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেককে দেখিয়াছি এইরূপ অবস্থায় ইপিকাক এবং একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ যখন ইপিকাক নির্ব্বাচিত হয় তখন একোনাইটের অবস্থা থাকে না। নিঃসরণ অর্থাৎ রসোৎপাদন (exudation) আরম্ভ হইলে একোনাইট প্রয়োগে কোন প্রকার উপকারের আশা করা যায় না। একোনইট exudation এর পূর্ব্বাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। Exudation অবস্থায় ইপিকাক প্রয়োগে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্লেষ্মা সমুদায় ভূজনলী গাত্র হইতে ক্রমশঃ আলগা হইয়া শিশুর বমনের সহিত শীঘ্র উঠিয়া আইসে।

ক্যাপিলারি ব্রোঙ্কাইটিসের সমগুণ ঔষধ সমূহ

তরুণ ক্যাপিলারি ব্রোঙ্কাইটিসে ডাক্তার জুসেট ইপিকাক এবং তদসহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্রাইওনিয়া ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন ইহাতে আশু উপকার পাওয়া যায়।

এণ্টিমটার্ট।—উক্ত অবস্থায় ইহাও একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতেও বুক শ্লেষ্মার বোঝাই হইয়া থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত অত্যন্ত ঘড় ঘড় শব্দ হয় (course rattling noise) এমন কি দূর হইতে পর্য্যন্ত শুনা যায় যেন কত শ্লেষ্মা সমাবেশ হইয়া রহিয়াছে, শ্লেষ্মা সহজে উঠে না শিশু সহজে তুলিতেও পারে না সহজে কাশিতেও পারে না। এইরূপ অবস্থায় কাশি কমিয়া আসিতেছে দেখিয়া রোগী আরোগ্য হইতেছে মনে করা অত্যন্ত ভ্রম, চিকিৎসক এবং গৃহস্থ উভয়ই অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিৎ। কারণ এতদ্বারা জানিতে হইবে বক্ষঃস্থলে এত অধিক শ্লেষ্মা সঞ্চয় হইয়াছে যে, শিশুর কাশিবার ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে শিশু ক্রমশঃ দুর্ব্বল নিস্তেজ হইয়া অবশেষে তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় এন্টিমটার্ট নিম্নক্রম ৬x চূর্ণ পুনঃ পুনঃ সেবন করান উচিত, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কাশির বৃদ্ধি হয়। বাস্তবিকই যদি শ্লেষ্মা কমিয়া আইসে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কাশিও কমিয়া আইসে তাহা হইলে জানিতে হইবে যে রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এইরূপ অবস্থা শীঘ্র প্রকাশ পায় না ক্রমশঃ এবং ধীরে ধীরে প্রকাশ

পাইতে থাকে। শ্লেষ্মার সমাবেশ আরম্ভ হইলে ইপিকাকই প্রথমতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে। ইপিকাকে কোন প্রকার উপকার না হইলে এণ্টিমটার্টের অবস্থা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু ২৪ ঘণ্টার পূর্ব্বে এইরূপ অবস্থা সচরাচর প্রকাশ হয় না।

ইপিকাকের শ্লেষ্মার শব্দ অধিকাংশস্থলেই সাঁই সাঁই (Hissing sound), এণ্টিমটার্টের কর্কশ ঘড় ঘড় (Course rattling)। ইপিকাকের রোগী যদিও কিছু শ্লেষ্মা তুলিতে পারে, এণ্টিমটার্টের রোগী কিছুই তুলিতে পারে না, ইহা ব্যতীত এণ্টিমটার্টের রোগী সর্ব্বদা ঘুমন্ত ভাবাপন্ন এবং কাশির পর অত্যন্ত নিস্তেজ ও তন্দ্রাযুক্ত হইয়া পড়ে (ইহা এণ্টিমটার্টের একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ)। ইপিকাকে এই প্রকার কিছুই নাই। এণ্টিমটার্ট নির্ব্বাচিত এবং প্রয়োগ হইয়াও যদি তাহাতে বিশেষ ফল না পাওয়া যায় তাহা হইলে সালফারের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ সালফারেরও ভুক্ত নলীর শ্লৈষ্মীক ঝিল্লিতে শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয় এবং সমুদায় বক্ষঃস্থল বিশেষতঃ বাম ফুস্‌ফুসে অধিক ঘড় ঘড় শব্দ হয়। সালফার বিশেষতঃ যখন ফুস্‌ফুসের অসম্যক প্রসারণ (atelectasis—a state of the lungs in new born children from some obstacles to the complete establishment of respiration) থাকে তখনই অধিক ফলপ্রদ হয়।

টেরিবিন্থিনা।—এই ঔষধটির লক্ষণগুলি অনেকটা এণ্টিমটার্টের ন্যায় ইহাতেও শ্লেষ্মায় বুক ভরিয়া যায় শ্লেষ্মায় সমুদায় বায়ুনালী যেন বুজিয়া যায় এবং শিশু নিস্তেজ তন্দ্রাভাব ধারণ করে কিন্তু ইহার প্রস্রাব এবং জিহ্বা দেখিলেই সমুদায় ভ্রম ঘুচিয়া যায়—প্রস্রাব স্বল্প এবং রক্ত মিশ্রিত ঘোর লাল বর্ণ। জিহ্বা লাল চক্‌চকে। এই অবস্থায় টেরিবিন্থিনাও এণ্টিমটার্টের ন্যায় নিম্নক্রম পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

চেলিডোনিয়াম।—ক্যাপিলারি ব্রোঙ্কাইটিসে এই ঔষধটির ব্যবহার দেখা যায় বিশেষতঃ হাম কিংবা হুপিংকাশির পর হইলে এবং যকৃতের দোষ থাকিলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয়, নাসিকার পক্ষদ্বয় লাইকোপোডিয়ামের ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে প্রসারণ এবং সঙ্কোচন হইতে থাকে। দক্ষিণ হস্তের স্ক্যাপুলার

নিম্নে সর্ব্বদা যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। কাশি সচরাচর তরল এবং ঘড় ঘড়ে, শীঘ্র উঠে না।

লাইকোপোডিয়াম।—ইহাও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহাতে দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্ অধিক আক্রান্ত হয় এবং সমুদায় আক্রান্ত স্থান ব্যাপিয়া ঘড় ঘড় শব্দ হয়, ইহা ব্যতীত শিশুর নাসিকার পক্ষদ্বয় শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে প্রসারণ এবং সঙ্কোচন হইতে থাকে (flapping of ala-nasæ) গয়ের হল্‌দে এবং ঘন।

ফস্‌ফরাস্।—যখন প্রদাহ লক্ষণ বৃদ্ধি হয় এবং ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হয় তখনই রোগ নিউমোনিয়ায় পরিণত হয় এবং ফস্‌ফরাস তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইপিকাক এইরূপ অবস্থায় বিশেষ কার্য্যকরী হয় না। সাধারণতঃ যখন শ্বাস প্রশ্বাসে ভীষণ কষ্ট হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হইতে থাকে, রোগী বুকে চাপ চাপ বোধ করে মনে হয় যেন কোন ভারী জিনিষ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ অবস্থায় ফসফরাস উত্তম কার্য্য করে ইহা ব্যতীত ফস্‌ফরাসে দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের নিম্নঅর্দ্ধাংশই অধিক আক্রান্ত হয় এবং গয়ারে রক্তের রেখাও থাকে। ফস্‌ফরাসকে নিউমোনিয়ার একটী অতি মহৎ ঔষধ বলিয়া জানিবে। লম্বা শীর্ণ এবং উষ্ণ প্রধান রোগীতেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ইপিকাককে প্রকৃত নিউমোনিয়ার উচ্চ ঔষধ বলা যায় না। ইহা শিশু-দিগের ব্রোঙ্কাইটিসের উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া বিশেষ পরিচিত। শিশুদিগের মধ্যে প্রকৃত নিউমোনিয়া কদাচিৎ দেখা যায়, সচরাচর ব্রোঙ্কোনিউমোনিয়াই (Broncho Pneumonia) হয় এবং অনেক চিকিৎসক শিশুদিগের—ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ার ইপিকাককে অব্যর্থ ঔষধ বলেন এবং ইহা ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ার একটী অতি ফলপ্রদ ঔষধও বটে। লক্ষণ সমূহ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বুক শ্লেষ্মায় বোঝাই হইয়া থাকে, সাঁই সাঁই করে, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়, মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে রক্ত শূন্য হয় এবং গাত্র চর্ম্ম নীলবর্ণ হয়। এই স্থলে অধিকন্তু কেবল ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে, হামের পর শিশুদিগের নিউমোনিয়ায়—ইহার বিষয় স্মরণ করিতে যেন ভুল না হয়। কারণ হামের পর নিউমোনিয়া হইলে ইপিকাক ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়

হুপিং কাশি।—বেলেডোনা, কুপ্রাম এবং ইপিকাক এই তিনটীকে হুপিংকাশির—সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলা যাইতে পারে। সর্ব্বপ্রথম অবস্থাতেই আমরা ইপিকাক কিংবা কুপ্রামের লক্ষণ পাই না। বেলেডোনাই অধিকাংশ স্থলে—রোগের প্রারম্ভে নির্ব্বাচিত হয়। হুপিংকাশির সম্বন্ধে ডাক্তার বেয়ার তাঁহার গ্রন্থে যেরূপ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন সেরূপ আর কোন পুস্তকে দেখা যায় না।

হোমিওপ্যাথিক ও এ্যালোপ্যাথিক উভয় চিকিৎসককেই হুপিংকাশির চিকিৎসা করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়, ইহা কিছুতেই শীঘ্র উপশম হয় না। আমি ডাঃ বেয়ার সাহেবের লিখিত গ্রন্থ হইতে তাঁহার কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিতেছি। ডাঃ বেয়ার বলেন—Belladona will probably be found the most efficient at the commencement. Belladona occupies the first rank when the disease first breaks out and at this stage its good effects are most decisive, but to continue its use in the convulsive would be a mere loss of time. Experience however, has shown that Belladona does not so much act favorably upon the spasm.

অর্থাৎ—বেলেডোনা হুপিংকাশির আরম্ভে অতি চমৎকার কার্য্য করে, এবং প্রথমাবস্থায় ইহাকে একমাত্র ঔষধ বলা যাইতে পারে—কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে—আক্ষেপযুক্ত হুপিংকাশিতে (Spasmodic) ইহা বিশেষ উপকারী নয়, এইরূপ অবস্থায় ইহা ব্যবহার করা আর সময় নষ্ট করা—একই কথা। আক্ষেপযুক্ত হুপিংকাশির কুপ্রাম-মেটালিকামই হইতেছে—অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। হুপিংকাশির বাড়াবাড়ি হইলেই কুপ্রামকে—উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। ডাঃ বেয়ার বলেন—By continuing the use of Copper for two or three weeks in the 6th dilutions morning and night, commencing as soon as the spasmodic character of the cough becomes apparent. We have succeeded so well in the treatment of whooping cough that we have scarcely ever been obliged to resort to anyother treatment. তিনি আরো কি বলিতেছেন তাহাও লক্ষ্য করুন—Many of our colleagues on reading this statement, will of course accuse me of a crime against Homœopathy, of an attempt to perpetrate an extreme generalization. Inspite of other censure we should have to

continue our course because it leads to success and success cannot only be obtained in mild but likewise in malignant epidemics. Be the attack violent or comparatively slight, whether they occur at night or day time or whatever differences prevail Cuprum will not fail us so long as no complications exist or the general condition of the organism does not greatly deviate from the normal state. Cuprum is really an antidote to the whooping cough miasm. If the antidoted effect is to be obtained; the use of the remedy must not be discontinued in a few days, in general a frequent change of remedies in whooping dough cause only result is injury to the patient অর্থাৎ কাশি আক্ষেপযুক্ত (Spasmodic) মনে হইলে আর কোন ঔষধের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কুপ্রাম মেটালিকাম ৬ষ্ঠ ডাইলিউশন প্রত্যহ দুইবার করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২।৩ সপ্তাহ সেবন করাইলে অন্য কোন ঔষধের আর প্রয়োজন হয় না, ইহাতেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়। বেয়ার সাহেব বলেন—আমার এই প্রকার ব্যবস্থা শুনিয়া অনেকে হয়ত আমাকে দোষারোপ করিবেন কিন্তু তথাপি আমি উক্ত প্রকারেই প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিব, যে হেতু ইহাতে অতি আশ্চর্য্যরূপ ফল পাওয়া যায়। কাশির আক্রমণ যে প্রকারেই হউক না, প্রবলই হউক কিংবা মৃদুই হউক, রাত্রিতে হউক কিংবা দিবসে হউক, কুপ্রামমেটালিকাম অকৃতকার্য্য হইবে না, যগুপি শরীরের কিংবা প্রাণীদেহের জীবনী ক্রিয়ার (organism) সহজ, স্বাভাবিক অবস্থার কোন প্রকার ব্যতিক্রম লক্ষণ না থাকে। অধিকন্তু কুপ্রাম হুপিং-কাশির একটি মহৎ বিষঘ্ন ঔষধ, কাজে কাজেই ঔষধটিকে অধিকদিন ব্যবহার না করিলে, ইহার কার্য্যকারিতাগুণ বুঝিতে পারা যায় না এবং হুপিং কাশিতে পুনঃ পুনঃ ঔষধ পরিবর্ত্তন করাও ন্যায়সঙ্গত নয়, তাহাতে রোগীর অনেক প্রকার অপকার হয়।

ইপিকাক।—হুপিং কাশির প্রথমাবস্থায় কদাচিৎ ইপিকাকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু অনেককে দেখিয়াছি হুপিংকাশির প্রারম্ভে বেলেডোনা এবং ইপিকাক পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করেন। যদিও ইহারা হুপিংকাশির উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে কিন্তু ইহাদের স্ব স্ব পরিষ্কার পরিচায়ক লক্ষণ

রহিয়াছে, এতদ অবস্থায় এই দুই ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে (alternately) ব্যবহার করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না। যে স্থলে শিশু কিছুদিন যাবৎ কাশিতে ভুগিতেছে এবং তৎপ্রতি তেমন যত্ন না লওয়ায় অবশেষে তাহা হুপিংকাশিতে পরিণত হইয়াছে সেইরূপ স্থলেই ইপিকাকের লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ইপিকাক প্রয়োগে আশু উপকারও পাওয়া যায়। দেখা যায় প্রথম হইতেই রোগীর প্রতি যত্নশীল হইলে রোগ ইপিকাকের অবস্থায় আসিয়া পহুঁছিতে পারে না। ইপিকাকের কাশি যদিও কিঞ্চিৎ আক্ষেপযুক্ত কিন্তু কুপ্রাম-মেটালিকামের মত নয়। আক্ষেপযুক্ত রোগের কুপ্রামমেটালিকামই হইতেছে উপযুক্ত ঔষধ। ইপিকাকের কাশি তরল, কাশির সময় ঘড় ঘড় শব্দ হয়, কাশির আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই রোগী ভুক্তদ্রব্য কিংবা শ্লেষ্মা বমন করিয়া ফেলে অর্থাৎ বমন কাশির শেষে না হইয়া বরং প্রথমদিকেই হয়, সামান্য আহার কিংবা পান করিলেই কাশির উদ্রেক হয়, এমন কি কাশিতে কাশিতে অনেক সময় নাক মুখ দিয়া ভুক্তদ্রব্য ও রক্তও বাহির হইয়া পড়ে, শিশুর মুখের চেহারা কাশিকালীন ফ্যাকাশে কিম্বা নীলবর্ণ হয়, সমস্ত গা হাত আড়ষ্ট করিয়া ফেলে, শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, শিশুর শরীরের আড়ষ্টভাব শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বমন হইতে আরম্ভ হয় এবং বমন হইলে পর শিশু উপশম পায়।

হুপিং কাশিতে ডাক্তার হিউজও ইহাকে অতি উচ্চস্থান দিয়াছেন যতক্ষণ শ্লেষ্মা তরল থাকে। অধিক আক্ষেপযুক্ত হইলে ড্রসেরা, কোরেলাম কিংবা কুপ্রামকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য (In whooping cough I have the utmost confidence in it as loug as the catarrhal symptoms are present, when the cough is pure spasmodic Drosera, Corallum or Cuprum is pereferable. It is thus the usual remedy for the malady in the first two or three weeks and gives unequivocal relief—Hughes)।

হামের সহিত শিশুদিগের যে ভীষণ কাশি হয়, কাশির বিরাম থাকে না অথচ হুপিং কাশি নয় তাহাতে ডাক্তার গ্যারেন্সি বলেন—ইপিকাক মন্ত্রবৎ কার্য্য করে।

(Dr Guernsey—Praises it also for incessant and most violent cough with every breath, such as sometimes occurs in children with measles. It relieves, he says "like a charm")

বেলেডোনা।—বেলেডোনার কাশি ইপিকাকের ন্যায় তত অধিক তরল নয় এবং কাশিকালীন শিশুর মুখমণ্ডল এবং চক্ষু সমুদায় লালবর্ণ হইয়া উঠে এবং কাশির ঝোঁক প্রথম রাত্রিতেই অধিক হয় কাশিতে কাশিতে ইহাতেও বমন হয়। রোগ সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে এইরূপ অবস্থায় বেলেডোনা উত্তম কার্য্য করে।

কুপ্রাম মেটালিকাম।—শিশুর মুখমণ্ডল এবং চক্ষু নীলবর্ণ হয়, হাতমুঠা করে, সঙ্কোচক পেশী সমূহ শক্ত হয় (ইপিকাকে প্রসারক পেশী সমূহ শক্ত হয়।) আক্ষেপ (Spasm) লক্ষণটী এই ঔষধে অত্যন্ত অধিকরূপ বর্ত্তমান থাকে।

সিনা।—সিনার ব্যবহার অল্প-বিস্তর অনেকেই জানেন, যদিও ইহার কাশি অনেকটা ইপিকাক সদৃশ কিন্তু কৃমি রোগের কারণ হইতে উৎপন্ন হইলেই ইহা অধিক ফলপ্রদ হয়। শিশু রাত্রিকালে নিদ্রাভাবস্থায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে, সর্ব্বদা নাক চুলকায় ও খাই খাই করে, প্রস্রাব ঘোলা চূণের জলের ন্যায় হয়, স্বভাব খিট্‌খিটে ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত শিশুর হুপিংকাশির একমাত্র ঔষধ।

রক্তস্রাব (Haemorrhage):—ইপিকাক রক্তস্রাবের একটি অতি অমূল্য ঔষধ। জরায়ু, উদর, পাকস্থলী, মূত্রপথ ইত্যাদি যে কোন স্থান হইতেই রক্তস্রাব হউক ইপিকাক তাহাতে নির্ব্বাচিত হইতে পারে কিন্তু ইপিকাকের রক্তস্রাবের সহিত বমন, বমনেচ্ছা, বক্ষঃস্থলের চাপবোধ, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট এবং উদরের ও নাভির চারিপার্শ্বে যন্ত্রনা বর্ত্তমান থাকা উচিত। ইপিকাকের রক্তস্রাব প্রচুর হয় এবং উজ্জ্বল লালবর্ণ। একটি স্ত্রীলোকের জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইতেছে এবং মাঝে মাঝে থাকিয়া থাকিয়া রক্ত জোরে নির্গত হইতেছে। প্রত্যেক স্রাবে রোগীর মূর্চ্ছা হইবার আশঙ্কা হইতেছে। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইতেছে, মুখ মণ্ডল ফ্যাকাশে বর্ণ এবং তদ সহিত বমনেচ্ছা এবং নাভি হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত অত্যন্ত যন্ত্রণাও হইতেছে এইরূপ লক্ষণে ইপিকাক মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। ইপিকাকে রক্তস্রাবের সহিত বমনেচ্ছা, উদরে নাভির চারিপার্শ্বে যন্ত্রনা এবং শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এই তিনটি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

যে সমুদায় স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর আঁতুর ঘরে থাকা কালীন মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ হইত এবং অত্যন্ত শীতল জল পানের ইচ্ছা হইত ও শীতল জল পান করিত তাহাদিগের যদি ফুল নিষ্কাষণ এবং প্রসবের সমুদয় কার্য্য নিরাপদে হওয়া সত্ত্বেও কিছুদিন পর পুনরায় রক্তস্রাব দেখা দেয়, তাহা হইলে ফসফরাস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, ফসফরাস এইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে। ফসফরাস রোগী সাধারণতঃ লম্বা এবং শীর্ণ প্রকৃতির হইয়া থাকে, শীতল জল, বরফ ইত্যাদি অত্যন্ত পছন্দ করে, গরম আদপেই সহ্য করিতে পারে না এবং অত্যন্ত রক্তস্রাব প্রবণ হয়, ইত্যাদি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে আশু উপকার পাওয়া যায়।

(রক্তস্রাবের অন্যান্য ঔষধের বিস্তারিত লক্ষণ চায়নায় দেখ।)

রক্তস্রাবে ইপিকাকের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

একোনাইট—রক্ত উজ্জল লালবর্ণ তদ্‌সহিত ভয় এবং মানসিক উদ্বিগ্নতা থাকে। (active, bright, with great fear and anxiety.)

আর্ণিকা—আঘাত, শারীরিক ক্লান্তি এবং শারীরিক পরিশ্রম হেতু রক্তস্রাব (from injuries, bodily fatigue, physical exertion)

বেলেডোনা—রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং উষ্ণ ও তদসহিত মস্তক রক্তাধিক্য এবং ধমনীদ্বয়ের দপদপানি যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে (blood hot, congestion of head and throbbing of carotid)।

কার্ব্বভেজ—রক্ত শৈরিক কৃষ্ণবর্ণ ও তদ সহিত সম্পূর্ণ হিমাঙ্গ অবস্থা, মুখ মণ্ডল ফ্যাকাশে রক্ত শূন্য এবং পাখার বাতাসের আকাঙ্খা। (blood dark, entire collapse, pale face and wants to be fanned)

চায়না—রক্ত ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। প্রচুর রক্তস্রাব ও তদসহিত মুখমণ্ডলের রক্তহীনতা এবং কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ ও মূর্চ্ছার ভাব (blood dark great loss of blood, ringing in ears, faintness.)

ক্রোকাস—চাপ চাপ কৃষ্ণ বর্ণ রক্তস্রাব ও টানিলে রজ্জুবৎ লম্বা হয়। (blood black clots forming itself in long strings from the bleeding orifice)

ফেরাম মেটালিকাম—কতক তরল এবং চাপযুক্ত ও তদ সহিত মুখ মণ্ডলের অত্যন্ত আরক্তিমতা অথবা পর্য্যায়ক্রমে আরক্তিমতা এবং

রক্তহীনতা (partly fluid and partly solid, very red face or red and pale alternately)

হাইওসিয়ামাস—রক্তস্রাবের সহিত প্রলাপ এবং তদ সহিত পেশীর কম্পন এবং খেঁচুনি (delirium and jerking and twitching of muscles)

ল্যাকেসিস—রক্ত পুতি গন্ধযুক্ত ও তদ সহিত বিছালি খড় পোড়া অঙ্গারবৎ তলানি (blood decomposed, sediment like charred straw.)

ক্রোটেলাস, ইলাপ্‌স এবং সালফিউরিক এসিড—কৃষ্ণ বর্ণ তরল অথচ ঘন রক্তস্রাব। প্রথম এবং শেষোক্ত ঔষধে শরীরের ছিদ্র যুক্ত সর্ব্ব স্থান হইতেই রক্তস্রাব হইতে পারে (Black fluid blood, the first and last from all outlets.)

নাইট্রিক এসিড—রক্ত উজ্জল লালবর্ণ এবং প্রচুর। সাধারণতঃ অর্শ হইতেই অধিক (active haemorrhage of bright blood, mostly from piles.)

ফসফরাস—রক্তস্রাব প্রবণ, সামান্য আঘাতেই রক্তস্রাব হয়। প্রচুর এবং সর্ব্বদা হয় এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষত কিংবা অর্ব্বুদ হইতেও হয় (Profuse and persistent, even from wounds and tumors)

প্ল্যাটিনা—কতক তরল এবং কতক কৃষ্ণ বর্ণ শক্ত চাপ যুক্ত (partly fluid and partly hard black clots.)

পালসেটিলা—রক্তস্রাব স্বল্প বিরাম যুক্ত অর্থাৎ থাকিয়া থাকিয়া হয় (haemorrhage intermittent)

সিকেলি—রক্তস্রাবের জোর নাই, নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির। সর্ব্বদা অল্প বিস্তর লাগিয়াই থাকে, স্নায়ু যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে। রোগী রোগা, শীর্ণ (passive flow in feeble cachectic women)

সালফার—চর্ম্ম রোগ গ্রস্থ লোকদিগের উপসর্গে অথবা যখন অন্য ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না—In psoric constitutions or when other remedies fail)

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়ায় ইপিকাক সময় সময় নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে কিন্তু বাতিক কারণ হেতু উৎপন্ন হয় বলিয়া মনে হয়। বাত

হেতু শিরঃপীড়ায় রাসটক্সকেই উচ্চস্থান দেওয়া হয় কিন্তু রাসটক্সে বমন কিম্বা :বমনেচ্ছা বর্ত্তমান থাকে না। ইপিকাকে শিরঃপীড়া অত্যন্ত ভীষণ হয় মনে হয় মস্তকের খুলি ফাটিয়া যাইতেছে কিন্তু সর্ব্বদা বমনের ভাব কিংবা বমন লাগিয়া থাকে, ইহাই হইতেছে ইহার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। ইহা ব্যতীত ইপিকাকে পরিপাক ক্রিয়ার দোষ হেতুও শিরঃ-পীড়া হয়। এইরূপ যন্ত্রণা হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই বমনের উদ্রেক হইতে থাকে এবং শিরঃপীড়ার সহিতও বর্ত্তমান থাকে।

জ্বর

সময়।—প্রাতে ৯টা কিংবা ১১টা (প্রাতে ১০।১১ টা নেট্রাম মিউর) এবং বৈকাল ৪ টা।

কারণ।—আহার এবং পথ্যাদির অনিয়ম এবং অবিচার অথবা অত্যধিক কুইনাইন সেবন।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা।—অত্যন্ত বমনের উদ্রেক হয়, হাই উঠে; শিরঃপীড়া হয় এবং বমনেচ্ছার সহিত প্রচুর লালা নিঃসৃত হইতে থাকে।

শীত অবস্থা।—পিপাসা থাকে না, শীতভাব উষ্ণস্থানে উষ্ণ ঘরে অথবা বাহ্যিক উত্তাপে বৃদ্ধি হয় (এপিস। উত্তাপে শীত উপশম হয়—আর্সেনিক, ইগ্নেসিয়া)। জলপানে এবং মুক্ত বাতাসে শীত ভাব উপশম হয় (কষ্টিকাম। জলপানে বৃদ্ধি হয়—ক্যাপ্সিকাম, চায়না, ইউপেটেরিয়াম পার্ফ)। সময় সময় শীত অবস্থায় এক গাল লাল এবং অপর গাল ফ্যাকাশে বর্ণ হয়। শীত ভাব অধিকক্ষণ থাকে না, স্বল্পক্ষণ স্থায়ী। আভ্যন্তরিক শীত হইয়াই জ্বর উপস্থিত হয়।

দাহ অবস্থা।—পিপাসা থাকে। সাধারণতঃ দাহ অবস্থা অত্যন্ত অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয়। সমুদায় শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। বমন এবং বমনের উদ্রেক হইতে থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক খক্‌খকে কাশি হইতে থাকে। কাশিতে কাশিতে বমন হইবার উপক্রম হয়। (শীত এবং দাহ অবস্থায় শুষ্ক বিরক্ত জনক কাশি—ব্রাইওনিয়া। শীত অবস্থায় এবং শীতের পূর্ব্বে শুষ্ক কাশি—রাসটক্স)।

ঘর্ম্মাবস্থা।—তরুণ জ্বরে ঘর্ম্ম সামান্য হয় এবং অম্লগন্ধ থাকে। কেবল কুইনাইনের অপব্যবহারের পর প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

জিহ্বা।—প্রায়ই পরিষ্কার; নতুবা ঈষৎ পীত লেপাবৃত। আস্বাদ তিক্ত অথবা মিষ্ট। মিষ্ট খাইতে ইচ্ছা করে।

বিচ্ছেদাবস্থা।—কখনই সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় না। অল্প বিস্তর পেটের গোলযোগ লাগিয়াই থাকে (এন্টিমক্রুডাম, পালসেটিলা)। হয়ত ক্ষুধামান্দ্য কিংবা বমনেচ্ছা কিংবা বমন প্রায়ই থাকে এবং পাকস্থলী অত্যন্ত শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে এইরূপ বোধহয় (ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া)। জিহ্বার স্বাদ ভাল হয় না, কোন কিছু খাইতে রুচি হয় না। ইপিকাকের সর্ব্বদা বমনেচ্ছা যদিও একটি সার্ব্বজনীন এবং সর্ব্বপ্রধান পরিচায়ক লক্ষণ তথাপি অনেক সময় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। হয়ত কোন কোন স্থানে বমন কিংবা বমনোদ্বেগ কিছুই থাকে না অথচ ইপিকাক নির্ব্বাচিত হয়। এইরূপ স্থলে জ্বরের লক্ষণসমূহ প্রায়ই পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠে না, এলো-মেলো থাকে, কোন নির্ব্বাচিত ঔষধের লক্ষণ পাওয়া যায় না অথবা কুইনাইন দ্বারা জ্বর চাপাইয়া দেওয়া হেতু জ্বর অন্য আর এক প্রকার লক্ষণ ধারণ করে কিংবা সর্ব্বপ্রথম যখন জ্বর আসিয়াছিল তখন হয়ত বমনেচ্ছা এবং বমন বর্ত্তমান ছিল, চিকিৎসার ব্যতিক্রম হেতু এক্ষণে আর এক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু জ্বরের লক্ষণাবলী পরিষ্কাররূপে প্রকাশ না হইলে কিংবা জ্বরের আক্রমণের গতি এলোমেলো হইলে, বমন কিবা বমনেচ্ছা না থাকিলেও ইপিকাক তাহাতে নির্ব্বাচিত হইতে পারে। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, যে স্থলে, অন্য ঔষধের লক্ষণ পরিষ্কাররূপে প্রকাশ নাই ইপিকাক প্রয়োগ করিলেই হয়ত উক্ত জ্বর তাহাতেই আরোগ্য হইয়া যায় নতুবা অন্য নির্ব্বাচিত ঔষধের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দেয়। ডাক্তার জার, ডগ্লাস্, মিলার সকলেই এই মত সমর্থন করেন। I am apt to give Ipecac when I do not clearly see the indication for another remedy. Then it serves to clear-up the case and prepare the way for some other remedy to complete the cure—H. V. Milton.

I almost always commence the treatment with Ipecac 30,

unless some other remedy is distinctly indicated. I give a few globules in water, a tea-spoonful every 3 hours, beginning immediately after the chill. By pursuing this course I have cured many cases of fever and ague by the first prescription—Dr. Jahr.

ডাক্তার জারের এই প্রকার বাঁধাধরা ব্যবস্থা যদিও সকলেই সর্ব্বত্র অনুমোদন করেন না, কিন্তু নিম্নলিখিতরূপ অবস্থায় পড়িলে বাধ্য হইয়া সমর্থন করিতে হয়।

ধরিয়া লউন—একটি লোক ঘোড়ায় চড়িয়া ৫ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে আসিয়া কেবল বলিল "আমার ভ্রাতার শীত হইয়া জ্বর আসিয়াছে, একটি ঔষধ দিন, যেন শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া যায়।" ইহাব্যতীত লোকটি আর কিছুই বলিতে পারিল না।" এইরূপ অবস্থায় যদি তাহাকে কোন ঔষধ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে লোকটি আপনার প্রতি বিশ্বাস হারাইবে এবং কিছুই জানে না বলিয়া আপনার পার্শ্ববর্ত্তী এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের নিকট হইতে ঔষধ লইয়া চলিয়া যাইবে। ডাক্তার জার এইরূপস্থলে ইপিকাক দিতে সর্ব্বদা উপদেশ দেন—। তিনি আরো বলেন, উক্ত প্রকার অবস্থায় কুইনাইন দেওয়া অপেক্ষা ইপিকাক দেওয়াই অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, ইহাব্যতীত স্থান বিশেষে ইপিকাকে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দেয় কিংবা কোন নির্ব্বাচিত ঔষধের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া চিকিৎসার পথ সুগম করিয়া দেয়। ডাক্তার জারের এইরূপ স্থলে ইপিকাক দেওয়ার কারণ সর্ব্বপ্রকারে অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কারণ প্রথমতঃ অধিকাংশ স্থলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হেতু কুইনাইন দ্বারা জ্বর অবরুদ্ধ হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ তদহেতু লক্ষণ সমুহ এলোমেলো হইয়া যায় তাহা ইপিকাক সম্পূর্ণ পরিষ্কার করিয়া দিয়া নির্ব্বাচিত ঔষধের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দেয়। এই উভয় দিক দিয়া দেখিলে জার সাহেবের এই প্রকার উপদেশের কোনরূপ দোষারোপ করা যায় না।

(A messenger is sent many miles on horse back for some medicines for "ague" and that is all the information we can obtain. If we do not prescribe, some ono else will, and rather than lose a patient and have it said that we cannot cure "so simple a thing as ague" we make a "chance shot."

This is, in my opinion, the opportunity to follow Jahr's advice and exhibit Ipecac, and it would be unfinitely better for our patient, our school of medicine and our professional reputation, if we did so instead of sending Quinine. Ipecac covers a much larger range of symptoms than Quinine, and in case like the above, will cure more patients.—H. C Allen.)

ইপিকাক সম্বন্ধে একটী কথা স্মরণ রাখিবে যে, যদি জ্বরের আক্ষেপ কুইনাইন দ্বারা চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ইপিকাক অধিকাংশ স্থলেই নির্ব্বাচিত হওয়া উচিৎ (If paroxysm has been suppressed by Quinine. Ipecac is all the more indicated—Dr. Allen.)

ইপিকাকের জ্বরের শীত অবস্থা অতি অল্প সময় স্থায়ী হয়, অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক হয় না এবং কম্পযুক্ত শীতও হয় না, কেবলমাত্র শীত শীত ভাব বর্ত্তমান থাকে। শীতের সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং বমনেচ্ছা উপস্থিত হয়—প্রথমতঃ পাকস্থলীস্থ খাদ্যদ্রব্যাদি এবং তৎপর পিত্ত বমন হইয়া উঠিয়া যায়। উত্তাপ অবস্থা অত্যন্ত অধিকক্ষণ প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা এবং এমন কি সমুদায় রাত্রি পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ঘর্ম্ম সামান্য এবং শরীরের কতক স্থানে হয় (ব্রাইওনিয়া) এবং ঈষৎ অম্ল গন্ধযুক্ত। যদি কুইনাইন অপব্যবহার হেতু শারীরের ধাতু-বিকৃতি (Quinine cachexia) বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে অত্যন্ত প্রচুর অম্ল গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয়, এমন কি কাপড় ভিজিয়া যায়।

ইপিকাকের জ্বরের আক্ষেপের বিভিন্ন অবস্থার অনিয়মিতা দেখিলে অনেক সময় আর্সেনিকের কথা স্মরণ হয় কিন্তু যে স্থলে পথ্যাপথ্য কিংবা আহারের ব্যতিক্রম জ্বরের আদি কিংবা পাল্টাইয়া (Relapse) হইবার কারণ। সে স্থলে ইপিকাকই উপযুক্ত ঔষধ। ইহা ব্যতীত ইপিকাকের অবসন্নতা শীত অবস্থায় অধিক হয়, আর আর্সেনিকের দাহ অবস্থার পর অধিক হয়।

ইপিকাকের বমন এবং বমনেচ্ছা যে প্রকার পরিচায়ক লক্ষণ, জ্বরে স্বল্প-কাল স্থায়ী শীত, দীর্ঘকাল স্থায়ী দাহ, হস্ত পদের শীতলতা এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট তেমনি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ জানিবে—(Short chill, long fever cold hands and feet, great oppression of the chest, he can hardly breathe, Always after previous drugging with Quinine.)

—N. A. Roth.

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন।—৬, ৩০, ২০০ ব্যবহার হয়। ৬ এবং ৩০ অধিক হয়। শিশুদিগের নিউমোনিয়া, জরায়ু-রক্তস্রাব ইত্যাদিতে ৬ কিংবা ৩০ অধিকাংশ চিকিৎসক ব্যবহার করেন, স্থান বিশেষে ২০০ শক্তিও প্রয়োগ করা হয়। জ্বরে ৩০ এবং ২০০ শক্তির প্রয়োগ অধিক দেখা যায়।

সমগুন ঔষধ সমুহ—পালসেটিলা, এণ্টিমনিক্রুডাম:(পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে)।

অনুপূরক।—কুপ্রাম মেটালিকাম।

ইপিকাকের পর—আর্সেনিক, এণ্টিমটার্ট উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—শীত ঋতুতে, সামান্য নড়াচড়ায়।

রোগীর বিবরণ

১। একজন স্ত্রীলোক বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর হইবে, প্রায় ২ সপ্তাহ যাবৎ জ্বরে ভুগিতেছে। জ্বরের কোন সময় নাই, শীত সামান্যই হয় এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়। শীত অবস্থায় রোগী এত অধিক দুর্ব্বল বোধ করিত যে শয্যায় যাইয়া শুইয়া পড়িতে বাধ্য হইত। দাহ অবস্থা যদিও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত কিন্তু প্রবল হইত না। শীত অবস্থায় পিপাসা বোধ করিত না কিন্তু দাহ অবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা হইত। জিহ্বা অপরিস্কার এবং খাদ্য দ্রব্যে রুচি ছিল না। জ্বর হইবার প্রথম হইতে বমন এবং বমনেচ্ছা সর্ব্বদা লাগিয়াছিল। দিনে ৩ বার ২ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন খাইতেছিল তাহাতে কিছুই না হওয়ার জেলসিমিয়াম এবং আর্সেনিক পর্য্যায়ক্রমে সেবন করিতেছিল কিন্তু তাহাতেও জ্বরের বিশেষ কোন উপকার না হওয়ায় ইপিকাক ৩০ শক্তি কয়েক মাত্রা দেওয়াতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। (এইচ, সি এলেন)।

উপরি উক্ত রোগীটিতে দেখিতে পাইতেছি—(১) জ্বরের কোন সময় নাই, (২) শীত অবস্থা অল্পকাল স্থায়ী (৩) দাহ অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী (৪) শীত অবস্থায় পিপাসা নাই (৫) দাহ অবস্থায় পিপাসা এবং সর্ব্বোপরি জ্বরের প্রথম হইতেই বমন এবং বমনেচ্ছা। ইপিকাকের সমুদায় লক্ষণগুলিই এইস্থলে রহিয়াছে।

২। একটি বালিকা ২৬ বৎসর বয়স্ক হইবে, ৩ বৎসর যাবৎ কম্প জ্বরে

ভুগিতেছে এবং কুইনাইন দ্বারা জ্বর বন্ধ করিত। জ্বর প্রত্যহ একদিন পর পর দ্বিপ্রহর ১২ টার সময় আসিত। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত বমনোদ্বেগ এবং তিক্ত পিত্ত বমন হইতে আরম্ভ হইত এবং যাহা কিছু আহার করিত সমুদয়ই বমন হইয়া উঠিয়া যাইত। শীত অত্যন্ত প্রবল হইত এবং অত্যন্ত পিপাসাও হইত। কিন্তু জল অতি অল্প অল্প পরিমাণ পান করিত দাহ অবস্থা অত্যন্ত প্রবল ছিল না অথচ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত কিন্তু বমনোদ্বেগ এবং বমন প্রথম হইতে সকল অবস্থাতেই লাগিয়া থাকিত। এতদ লক্ষণে ইপিকাক দেওয়ায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায় আর জ্বর হয় না। (জর্জ্জ, এইচ, কার)

৩। এক এলোপ্যাথিক হাঁসপাতালে এক যুবকের স্বল্পবিরাম জ্বর হইয়াছিল। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে তাহার বমন লক্ষণের অত্যন্ত প্রাধান্য ছিল। সে দুই দিবস ক্রমাগত বমন করিতেছিল। সেই হাঁসপাতালের প্রধান ডাক্তার দিবসের মধ্যে কতবার আসিয়া তাহার বমন নিবারণার্থ ঔষধ ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দিলেন কিন্তু কিছুতেই তাহার বমন নিবারণ হইল না। অবশেষে সেই রোগীর অবস্থা বড়ই মন্দ হইয়া পড়িতে লাগিল দেখিয়া সেই হাঁসপাতালের একজন অধ্যক্ষ, ডাক্তার লিন্সলে সাহেবকে বলেন মহাশয় এই রোগীর বমন ত বন্ধ হইতেছে না আর কিছুক্ষণ এইরূপ বমন হইতে থাকিলে নিশ্চয়ই মারা যাইবে। অতএব আপনিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জানেন, আর শুনিয়াছি নাকি, হোমিওপ্যাথিক মতে ভাল ঔষধ আছে যদ্দারা বমন নিবারিত হইতে পারে আপনি সাহস করিয়া যদি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতে পারেন তাহা হইলে বমন বন্ধ হইতে পারে এবং যুবকটির প্রাণ রক্ষা পায়। ডাক্তার লিন্সলে ইপিকাকের মূল অরিষ্ট কয়েক ফোঁটা ৮ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া ঐ মিশ্রণের এক চামচ পরিমাণ সেবন করাইলে পর তাহার বমন বন্ধ হইয়াছিল। (ভৈষজ্য রত্নাবলী)।

৪। একজন স্ত্রীলোকের প্ল্যাসেণ্টা বহির্গত হইলে পর তাহার শিথিল জরায়ু প্রদেশস্থ উদরের অংশ অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার জরায়ু হইতে বিস্তর রক্তস্রাব হইতেছিল তদসঙ্গে তাহার জিহ্বা ও মুখ ফেকাশে, শ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলার মত, মূর্চ্ছা ও বমনেচ্ছা বমনোদ্বেগ, উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা নাভি হইতে জরায়ুর দিকে চিড়িক ও বেদনার অবতরণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ ছিল। ডাক্তার মিলার তাহার মস্তক নিম্ন করিয়া এবং

বস্তি কোটর বা পেলভিস উচ্চ করিয়া এবং ইপিকাক ২য় ক্রম সেবন করাইয়া তাহার রক্ত স্রাব বন্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। (ভৈষজ্য রত্নাবলী)

৫। এক নারীর প্রসবের পর ফুল পড়ে নাই, উহা আটকাইয়াছিল, এমত অবস্থায় তাহার প্রচুর পরিমাণে রক্ত স্রাব হইতেছিল, তরল রক্ত হুড় হুড় করিয়া পড়িতেছিল। ডাক্তার বেল এমত সময়ে ইপিকাক ২০০ শক্তি সেবন করান এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ১০ মিনিটের মধ্যে তাহার রক্ত স্রাব বন্ধ হইয়াছিল।

লাইকোপোডিয়াম (Lycopodium)।

ইহার সম্পূর্ণ নাম লাইকোপোডিয়াম ক্ল্যাভেটাম, এক প্রকার তৃণ জাতীয় বৃক্ষ। ভারতবর্ষে এই বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইউরোপে ইহা প্রচুর জন্মে। বৃক্ষজাত এক প্রকার পীত বর্ণ গুড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত করা হয়, এই গুড়া অর্থাৎ চূর্ণ পূর্ব্বে আতস বাজীতে কৃত্রিম আলো উৎপন্ন করিতে ব্যবহৃত হইত এবং বাজীকরেরা হস্তে মাখাইয়া জলে হস্ত ডুবাইত অথচ হস্ত শুষ্ক থাকিত, এইরূপ বাজী দেখাইত।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ইহার ব্যবহার বিশেষ কিছুই নাই, ইহার যে কোন গুণ আছে তাহা তাহারা অদ্যাবধি স্বীকার করেন না কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মতে ইহা একটি বৃহৎ এণ্টিসোরিক ঔষধ এবং ইহার কার্য্য অত্যন্ত গভীর ও বহুদিন স্থায়ী। উক্ত বৃক্ষজাত গুড়া খলে মাড়িয়া অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভাবে চূর্ণ করিয়া ঔষধে পরিণত করা হয় যদ্যপি গুড়া সমূহ উত্তমরূপে চূর্ণ করা না হয় তাহা হইলে রোগ আরোগ্যকারী গুণ তদ্বারা উপযুক্তরূপে উৎপন্ন হয় না কাজে কাজেই এই ঔষধ প্রস্তুত কালীন উক্ত বিষয়ে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ

১। গলদেশ, বক্ষস্থল, নিম্নোদর, যকৃত, ডিম্বাশয় ইত্যাদি যে কোন স্থান হউক দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হয় অথবা দক্ষিন পার্শ্বে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হয় (affects right side or pain goes from right to left)

২। যন্ত্রণা কণে কণ অথবা খেঁচিয়া ধরার ন্যায়, দক্ষিণ পার্শ্বেই প্রধানতঃ হয় এবং লাইকোপোডিয়ামের যাবতীয় রোগ অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৮ টায় বৃদ্ধি।

৩। সমুদায় দ্রব্যের স্বাদ অম্ল। উদগার হয়, মুখে জল উঠে এবং অম্ল বমন হয়।

৪। সকল সময় খাই খাই করে, ক্ষুধা বেশ থাকে অথচ মুখে দেওয়া মাত্রই মনে হয় যেন গলা পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া গেল এবং উদর ফাঁপিরা উঠে। (constant sensation of satiety, good appetite but a few mouthfuls fill up to the throat and he feels bloated)

৫। নিম্নোদরে প্রচুর বায়ুর সমাবেশ হয় এবং বায়ুর সমাবেশ হেতু পেটে ভুট ভাট চোঁ চা ইত্যাদি শব্দ হয়।.

৬। প্রস্রাবে লাল বালুকা কণা সদৃশ তলানি পড়ে। শিশু মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে চেঁচাইয়া উঠে (বোরাক্স) (Red sand in the urine, child cries before urinating—Borax)

৭। দক্ষিণ পার্শ্বের মুত্রপিণ্ডে শূল যন্ত্রণা (বাম পার্শ্বে—বার-বেরিস) অধিক হয়।

৮। হস্ত মৈথুন, অত্যধিক স্ত্রী সহবাস হেতু ধ্বজভঙ্গ। লিঙ্গ শিথিল ক্ষুদ্র এবং ঠাণ্ডা। (Penis small, cold, relaxed)

৯। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের শুষ্কতা হেতু সহবাসে এবং সহবাস অন্তে জ্বালা যন্ত্রণা।

১০। লাইকোপোডিয়াম শিশু এবং বৃদ্ধদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে এবং যে সমুদায় ব্যক্তি শারীরিক দুর্ব্বল অথচ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, শরীরের ঊর্দ্ধভাগ শীর্ণ নিম্নাংশ স্থূল, ফুস্‌ফুস্ এবং যকৃৎরোগ প্রবণ—তাহাদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

১১। ডিপ্‌থিরিয়া—গলদেশ ঈষৎ লাল। কৃত্রিম শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি দক্ষিণতালুমূল হইতে বাম তালুমূলে অথবা নাসিকা হইতে

দক্ষিণ তালুমূলে বিস্তারিত হয়। নিদ্রার পর এবং শীতল জলপানে বৃদ্ধি হয় (উষ্ণ জলপানে বৃদ্ধি হয়—ল্যাকেসিস্)।

১২। রোগে নাসিকার পক্ষদ্বয়ের সঙ্কোচন এবং প্রসারণ হয় Fanlike motion of alae-nasae—Antim Tart).

সাধারণ লক্ষণ

১। খিটখিটে রাগী অল্পতেই বিরক্ত হয় কাহারো প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না। সারাদিন কান্নাকাটি করে সহজে স্থির হয় না, অথচ রাত্রিতে স্থিরভাবে নিদ্রা যায় (জ্যালাপার বিপরীত)

২। মুখের চেহারা ফ্যাকাশে মলিন অসুস্থ জনক, দেখিলে অধিক বয়স হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

৩। সর্দ্দি—নাসিকা শুষ্ক, রাত্রিতে নাক সাঁটিয়া যায়; মুখ দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে (এমনকার্ব্ব, নাক্স, স্যাম্বুকাস)।

৪। কোষ্ঠ কাঠিন্য—মলত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা মলত্যাগে পরিষ্কার হয় না। মলত্যাগকালীন মলদ্বারের সঙ্কোচন হয় এবং বলি বহির্গত হইয়া পড়ে।

৫। প্রত্যেকবার মলত্যাগকালীন জননেন্দ্রিয় হইতে রক্ত নির্গত হয়।

৬। দক্ষিণপার্শ্বের অন্ত্রের বৃদ্ধি (Right sided hernia) বিশেষতঃ শিশুদিগেতে অধিক হয়।

৭। এক পা উষ্ণ অপর পা শীতল (চায়না, ডিজিটালিস, ইপিকাক)।

রোগীর দেহ গঠন এবং মানসিক লক্ষণ।

লাইকোপোডিয়াম—রোগী শারীরিক গঠনে দুর্ব্বল প্রকৃতির হইয়া থাকে অর্থাৎ মোটা স্থুলকায় হয় না অথচ তীক্ষ্নবুদ্ধি সম্পন্ন হয়, বুদ্ধির তীক্ষ্নতা মুখ দেখিলেই জানিতে পারা যায়,—সমুদায় বিষয়েই অত্যন্ত চতুর। এই প্রকার বুদ্ধি সম্পন্ন অথচ রোগা গঠন বিশিষ্ট লক্ষণ বালক বালিকাদিগেতে লাইকোপোডিয়াম অধিক নির্ব্বাচিত হয়। (It acts upon persons of keen intellect, but feeble muscular development, lean people, leaning towards lung and liver troubles, children are weak and well-developed heads but puny, sickly bodies).

শিশুর শারীরিক শীর্ণতা শরীরের উপরি ভাগে অর্থাৎ গ্রীবাদেশ, মুখমণ্ডল ইত্যাদি স্থানে অধিক প্রকাশ পায়, নিম্নাংশে তত অধিক হয় না অর্থাৎ শরীরের উর্দ্ধাংশ শীর্ণ নিম্নাংশ অপেক্ষাকৃত স্থূল এই প্রকার শিশুদিগেতে অতি সহজেই যকৃতের দোষ দেখা দেয় যেন যকৃতের দোষ পূর্ব্ব হইতেই হইয়া রহিয়াছে এবং ফুস্‌ফুসের রোগেও অতি শীঘ্র প্রকাশ পায়। মুখমণ্ডলের চেহারা ফ্যাকাশে রক্তশূন্য হয়, ভিতরে ঢুকিয়া যায় এবং চক্ষুর চারিধারে কালিমা পড়ে ও মুখমণ্ডলের কিংবা কপালের চর্ম্ম কোঁচকাইয়া থাকে দেখিলে মনে হয় কোন গভীর রোগে যেন কষ্ট পাইতেছে। এতদ্ব্যতীত মুখমণ্ডল অতি অল্পতেই রক্তিমাভাযুক্ত হয় ও গণ্ডযুগল লাল হইয়া উঠে এবম্প্রকার অবস্থা অধিকাংশ সময় সন্ধ্যায় এবং আহারের পর বৃদ্ধি হয়। লাইকোপডিয়াম রোগী অত্যন্ত অসহিষ্ণু চঞ্চল প্রকৃতির সামান্য বিষয়েই রাগান্বিত হয়, খিটখিটে এবং একগুয়ে স্বভাবের। (The are irritable and when sick awake out of sleep ugly and kick and scream and push away the nurse or parents)।

আবার সময় সময় দুঃখিত অথবা ক্রন্দন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এবম্প্রকার লোকের কোন রোগ হইলে মেজাজ অত্যন্ত গর্ব্বিত প্রকারের হয়। তাহার চারি পার্শ্বের লোকজনকে সমীহ করে না বরং রাগান্বিত ভাবে সকলকে নানান বিষয়ে হুকুম করিতে থাকে। আশে পাশের সকলেই যেন তাহা অপেক্ষা হীন, তিনি নিজে যেন একজন বিশিষ্ট লোক এবং অন্যের উপর আপনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে। লাইকোপডিয়াম রোগী যদিও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন কিন্তু স্মরণ শক্তি প্রায়ই দুর্ব্বল কথা বলিতে বলিতে অনেক ভুল বলে কোন বিষয় বলিতে হইলে ঠিক কথা খুঁজিয়া পায় না ভুলিয়া যায় ধাঁধা লাগিয়া যায় কিন্তু যদি কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় বলিতে হয় এবং যদি তাহাতে তাহার বুদ্ধি বৃত্তিকে বিশেষ পরিচালিত করিতে হয় তাহা হইলে সে স্থলে কথার কোন প্রকার ভ্রম হয় না এবং অতি সহজেই কথা বহির্গত হয়। ইহা সর্ব্ববাদী সত্য যে লাইকোপডিয়াম রোগী স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি নয় বরং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিশিষ্ট লোক। যদিও স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা দেখা যায় অধিকংশ স্থলে ইহা বৃদ্ধাবস্থায় অধিক প্রকাশ পায় (এনাকার্ডিয়ম, ব্যারাইটাকার্ব্ব, ফস্ফরাস)।

বিশেষত্ব।—লাইকোপডিয়ামের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে—রোগ দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয়—গলদেশ, বক্ষঃস্থল, নিম্নোদর, যকৃত কিংবা ডিম্বাশয়ের যে কোন স্থানের যন্ত্রণা কিংবা রোগ হউক দক্ষিণ পার্শ্বে আক্রমণ আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হয় এবং সমুদায় রোগই ৪টা হইতে ৮টায় বৃদ্ধি হয়। লাইকোপডিয়ামের ইহাই হইতেছে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

পরিপাক ক্রিয়া এবং যকৃত।—পরিপাক ক্রিয়া এবং যকৃতের উপর লাইকোপডিয়ামের কার্য্য অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়। স্বাদ পচা অথবা অম্লযুক্ত, জিহ্বা লেপাবৃত। অম্ল স্বাদই হইতেছে লাইকোপডিয়মের একটি বিশেষ লক্ষণ। পচা স্বাদ কদাচিত হয় এবং সর্ব্বদা মুখে জল উঠিতে থাকে বিশেষতঃ অপরাহ্নে ইহার বৃদ্ধি হয়। রোগী ভীষণ ক্ষুধা বোধ করে অথচ আহার করিতে পারে না। আহার করিতে বসে এবং মনে হয় কতই আহার করিবে কিন্তু মুখে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া মাত্রই যেন গলা পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া যায় এইরূপ মনে হয়, কাজে কাজেই আর খাইতে পারে না কিন্তু খাইবার আকাঙ্ক্ষা লাগিয়া থাকে—এই লক্ষণটি লাইকোপডিয়মের একটি বিশেষত্ব জানিবে (এতদ্ব্যতীত প্রচুর বায়ুর প্রকোপ হেতুও ইহা প্রকাশ পায়)। আহারের পর মুহূর্ত্তেই পাকস্থলীতে অস্বস্থি বোধ করে। যদিও এই লক্ষণটী নাক্সভমিকার একটী বিশেষ পরিচায়ক কিন্তু নাক্সভমিকায় আহারের কিছুক্ষণ পর বোধ হয়; আর লাইকোপডিয়ামে সঙ্গে সঙ্গেই বোধ করে, পেটের কাপড় শিথিল করিয়া রাখে। (ল্যাকেসিস সকল সময় শিথিল করিয়া রাখে কাপড় রাখিতে অস্বস্থি বোধ করে। লাইকোপডিয়মে কেবল আহারের পর উদরের কাপড় শিথিল করে)। যকৃত প্রদেশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় হাত দেওয়া যায় না মনে হয় যেন যকৃত টাটাইয়া রহিয়াছে। পুরাতন যকৃত প্রদাহে যখন স্ফোটক হয় তখনও এই প্রকার টাটানি এবং স্পর্শাধিক্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই প্রকার অবস্থায় diaphragm ও অন্ত্র বিস্তর আক্রান্ত হয় এবং মনে হয় যেন একটি রজ্জু কোমরের চারি ধারে জড়ান রহিয়াছে। লাইকোপডিয়মে যকৃত শুষ্ক হইয়া যায় (atrophied) আর চায়নায় যকৃত বিবৃদ্ধি (Hypertrophied প্রাপ্ত হয়। লাইকোপডিয়ামকে যকৃৎ দোষ হেতু গুহ্য সংক্রান্ত (anal) যে কোন রোগে বিশেষতঃ পেট ফাঁপা থাকিলে চিন্তা করা যাইতে পারে।

পেটফাঁপা।—লাইকোপডিয়মে পেটে প্রচুর বায়ুর সমাবেশ হয় এবং বায়ুর প্রাচুর্য্য হেতুই বোধ হয়, রোগী কোন খাদ্য সামগ্রী আহার করিতে পারে না যেনবায়ুতে পেট পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং তদহেতু সর্ব্বদা পেটে গড় গড় শব্দ হইতে থাকে। নিম্নোদরের দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। লাইকোপড়িয়মের বায়ুর বিশেষত্ব হইতেছে —উর্দ্ধদিকে ঠেলা দেয়, নিম্ন দিকে তত অধিক ঠেলা দেয় না। অন্ত্রের অর্থাৎ বাম কুক্ষি প্রদেশে বায়ুর উক্তরূপ শব্দ হইতে থাকে এবং উক্ত স্থান বায়ুর প্রকোপ হেতু অধিক ফাঁপিয়া উঠে। লাইকোপডিয়মের এতদ পেট ফাঁপা সচরাচর পুরাতন যকৃত রোগ হেতুই উৎপন্ন হইয়া থাকে। বায়ুর প্রকোপ লাইকোপডিয়ম এবং কার্ব্বভেজে অত্যন্ত অধিক রূপ প্রকাশ থাকে। কিন্তু কার্ব্বভেজে বায়ুর সমাবেশ উপর পেটে হয় এবং তদহেতু উপর পেট ফাঁপিয়া উঠে আর লাইকোপডিয়মে নিচ পেটে হয় নিচ পেঠ ফাঁপিয়া ঢাকের মত হয়। (চায়নায় সমুদায় পেট ফাঁপিয়া উঠে)। বায়ু ঠেলিয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং ফসফুস ও হৃদপিণ্ডে চাপ পড়া হেতু রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসে পর্য্যন্ত কষ্ট হয়। লাইকোপডিয়াম রোগী যাহাই আহার করে সমুদায়ই যেন বায়ুতে পরিণত হয়। লাইকোপডিয়াম রোগী উদ্গার হইলেও উপশম বোধ করে না, কার্ব্বভেজ রোগী উদ্গারে সাময়িক উপশম বোধ করে। লাই-কোপডিয়ামে নিঃসরিত বায়ুতে কোন গন্ধ থাকে না কার্ব্বভেজে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে। পেটফাঁপা কালীন লাইকোপডিয়াম রোগী অত্যন্ত অস্বস্থি বোধ করে। কোন কিছু গোলমাল এমন কি কাগজ ছেঁড়া কিংবা দরজার শব্দ ইত্যাদি সামান্য বিষয়ও সহ্য করিতে পারে না বিরক্ত বোধ করে। লাইকোপোডিয়ামের ন্যায় অজীর্ণ এবং যকৃত রোগের লক্ষণ নাক্সভমিকায় কতকটা দেখিতে পাওয়া যায়। নাক্সের অম্লস্বাদ এবং আহারের পর পেট ঢোস মারিয়া থাকা ও প্রাতে রোগের বৃদ্ধি যদিও বিশেষ লক্ষণ কিন্তু আহারের পর মুহুর্ত্তেই অস্বস্থি এবং পেট ভার বোধ লাইকোপোডিয়মে নাক্স অপেক্ষা অত্যন্ত প্রবল থাকে। এতদ্ব্যতীত পেটে বায়ুর সমাবেশ বিষয়ে নাক্সে নিম্ন দিকে চাপ দেয় তদ হেতু পুনঃ পুনঃ মল এবং মূত্রের চেষ্টা হয় আর লাইকোপোডিয়মে উপড় দিকে চাপ দেয়।

সালফার—ইহাতেও লাইকোপোডিয়ামের ন্যায় অম্ল আস্বাদ এবং

বায়ুর সমাবেশ লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু sigmoid flexureই হইতেছে এই ঔষধের বিশেষ স্থান—এই স্থলে বায়ুর অধিক সমাবেশ হয়—রোগী কেবল বাম কুক্ষি স্থান নির্দ্দেশ করিতে থাকে।

র‍্যাফেনাস—বায়ুর সমাবেশ এবং বায়ুর অবরুদ্ধ এই দুইটী লক্ষণই এই ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায়। পেট বায়ুতে ফাঁপিয়া থাকে অথচ বায়ু নিঃসরণ হয় না এমন কি মলত্যাগ কালীন কিংবা মলত্যাগান্তেও হয় না। একবার এই প্রকার একটি রোগীতে, অস্ত্রোপচার করা হইবে বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছিল কিন্তু র‍্যাফেনাস প্রয়োগে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

শিরার স্ফীতি—(Varicose Veins) শিরাগুলি ফুলিয়া মোটা হইয়া উঠে, পদদ্বয়েই বিশেষভাবে দক্ষিণ পদে অধিক দেখা দেয় ইহা ব্যতীত স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের কপাটও শিরার স্ফীতি হইয়া ফুলিয়া উঠে—অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সচরাচর শেষোক্ত অবস্থা অধিক প্রকাশ পায় এবং লাইকোপোডিয়াম ও কার্ব্বভেজ তাহার উত্তম ঔষধ জানিবে।

জরুল (navae)—লাইকোপোডিয়াম ব্যবহারে অনেক সময় বেশ উপকার পাওয়া যায় কিন্তু ফ্লোরিক এসিডকেই অনেকে অধিক প্রাধান্য প্রদান করেন।

মূত্ররেণু (gravel)—শিশুদিগের মূত্র রেণুর (gravel) লাইকোপোডিয়াম একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশু মূত্র ত্যাগকালীন যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। প্রস্রাবের সহিত লোহিত ইষ্টক চূর্ণবৎ বালুকা কণা নিঃসৃত হয়। প্রস্রাবের তলানিতে অথবা প্রস্রাবের পর কাপড় শুষ্ক হইলে বালুকা কণাসমূহ পরিষ্কার দৃষ্টি গোচর হয়। শিশু রাত্রিতে হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া জাগিয়া ওঠে এবং যন্ত্রণায় হস্তপদ ছুড়িতে থাকে, কারণ মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে শিশু মূত্র পথে যন্ত্রণা বোধ করে। লাইকোপোডিয়ামের যকৃতের উপর যে প্রকার গভীর কার্য্য আছে প্রস্রাবের উপর ও সেই প্রকার কার্য্য দৃষ্ট হয়। মূত্রে লোহিত বালুকা কণার লাইকোপোডিয়াম একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ—উপযুক্ত সময়ে যদি প্রতিকারের কোন চেষ্টা না করা হয় অবশেষে ইহা পাথরি রোগে পরিণত হয়।

যদিও বোরাক্স, স্যানিকিউলা 'সার্সাপ্যারিলায় এই প্রকার "ইষ্টক চূর্ণবৎ তলানি এবং মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে শিশুর ক্রন্দন লক্ষণ" বর্ত্তমান রহিয়াছে কিন্তু

এই বিষয়ে লাইকোপোডিয়ামই সর্ব্বপ্রধান। শিশু যখন প্রত্যেকবার মূত্র ত্যাগ কালীন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে অথবা রাত্রিতে যখন হঠাৎ চীৎকার করিয়া জাগিয়া ওঠে, এই প্রকার অবস্থায় শিশুর মূত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। লাইকোপোডিয়ামে উপকার না হইলে আর্টিকা ইউরেন্স মূল অরিষ্ট এবং কক্কাস ক্যাকৃটি মূল অরিষ্ট প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর প্রয়োগ করিলে অনেক সময় বেশ ফল পাওয়া যায়। **বোরাক্স**—ইহাতেও শিশু মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে কাঁদিয়া ওঠে। কিন্তু বোরাক্সে নিম্নাভিমুখীন গতিতে অর্থাৎ ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে আসিতে অথবা শয্যায় রাখিতে হইলে শিশু চীৎকার করিয়া ওঠে, ইহা বোরাক্সের একটী বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ ইহা ব্যতীত শিশুর মুখে ঘা এবং তদ সহিত সবুজ উদরাময়ও বর্ত্তমান থাকিতে পারে—এতদ লক্ষণে ইহাই অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সার্সাপ্যারিলা—ইহাতে প্রস্রাবে শ্বেত বালুকা কণা সদৃশ তলানি পড়ে। মূত্র স্বল্প, শ্লেষ্মাবৎ অথবা ঘোলা হয়। লাইকোপোডিয়ামে লাল ইষ্টক চূর্ণবৎ তলানি পড়ে এবং মূত্র পরিষ্কার থাকে (Sarsaparilla has white sand with scanty, slimy of flaky urine. Lycopodiun has red sand with clear urine)। সার্সাপ্যারিলায় বাতের লক্ষণ থাকিলেই অধিক কার্য্য করে এবং সার্সাপ্যারিলায় মূত্র ত্যাগের অব্যবহিত পরই যন্ত্রণা অধিক হয় (Just at the conclusion of urine).

মূত্রপিণ্ড শূল (Renal colic)—মূত্রপিণ্ড শূলের লাইকোপোডিয়াম একটি অতি বৃহৎ ঔষধ। দক্ষিণ মূত্রপিণ্ড (kidney) হইতে যন্ত্রণা আরম্ভ হইলে অধিকাংশ চিকিৎসক লাইকোপোডিয়ামকেই সর্ব্বপ্রথম স্থান দিয়া থাকেন এবং বাস্তবিকই লাইকোপোডিয়াম অত্যন্ত আশ্চর্য্যরূপ কার্য্য করে। যন্ত্রণার সময় পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয় অথচ প্রস্রাব অধিক হয় না, প্রস্রাব হইলে যন্ত্রণার উপশম বোধ করে। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়। রোগী যন্ত্রণায় উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়ে—ইহা সচরাচর ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়।

বার্ব্বেরিস ভালগারিস—মূত্র পিণ্ড শূলের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট এবং সুপরিচিত ঔষধ। তীর বিদ্ধবৎ শূল যন্ত্রণা হয় এবং রোগী যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ এমন কি সামান্য নড়-চড়া পর্য্যন্ত করিতে পারে না, যে পার্শ্বে যন্ত্রণা সেই পার্শ্বে বাঁকিয়া চাপ দিয়া বসিয়া থাকে এবং ইহাতে রোগী সামান্য

উপশমও বোধ করে, যদি এতদ সহ মূত্র প্রণালী দিয়া যন্ত্রণা পদদ্বয়ের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় তাহা হইলে বার্ব্বেরিসকে সর্ব্বপ্রথম ঔষধ মনে করিবে, বার্ব্বেরিসে বাম মূত্রপিণ্ড অধিক আক্রান্ত হয় (বিস্তারিত ঔষধসমূহ ক্যান্থারিসে দেখ)।

নিউমোনিয়া এবং থাইসিস্ (Pneumonia and Phthisis)—পুরাতন নিউমোনিয়ার লাইকোপোডিয়াম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার প্রয়োগ নিউমোনিয়ার প্রারম্ভ অবস্থায় অধিক হয় না। যখন চিকিৎসার ভ্রম হেতু রোগ খারাপ অবস্থায় পরিণত হয় অথবা কেবল মাত্র অসম্পূর্ণ আরোগ্য হয় অথবা চিকিৎসার ব্যতিক্রম হেতু ক্ষয় কাশে রোগ পরিণত হইবার উপক্রম হয় এইরূপ স্থলে লাইকোপোডিয়াম আশ্চর্য্য করে (it has often saved neglected, maltreated or imperfectly cured cases of pneumonia from running into consumption) অর্থাৎ লাইকোপোডিয়াম নিউমোনিয়ার তরুণ অবস্থার শেষ অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে ইহা আরো অধিক নির্ব্বাচিত হয় যদি নিউমোনিয়ার সহিত যকৃতের কোন প্রকার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। লাইকোপোডিয়ামে সচরাচর দক্ষিণ ফুস্ফুসই অধিক আক্রান্ত হয়। নিউমোনিয়ার প্রথম অথবা রক্তাধিক্য অবস্থা (first or congestiva stage) অতিক্রম হওয়ার পর যখন Hepatization অথবা Hepatization-এর শেষ অবস্থায় রোগ উপনীত হয় অর্থাৎ resolution অবস্থার প্রারম্ভে যখন গয়ের সহজে উঠে না কিংবা সম্পূর্ণ শোষণও (absorption) হয় না এবং রোগীর মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কা হয়, এইরূপ স্থলে সময় বুঝিয়া লাইকোপোডিয়াম প্রয়োগ করিতে পারিলে অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। ভীষণ শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইতে থাকে। কাশির শব্দে মনে হয় যেন ফুস্ফুস্ সংলগ্ন জালবৎ তন্তু সমূহ (Paranchyma) শিথিল হইয়া গিয়াছে, এইরূপ অবস্থায় কাশিতে প্রচুর শ্লেষ্মা বহির্গত হইলেও রোগের কিছুমাত্র উপশম হয় না, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের সহিত নাসিকার পক্ষদ্বয় অত্যন্ত অধিকরূপ সঙ্কোচন ও প্রসারণ হইতে থাকে (alternate contraction and dilatation of the alaenasi) এতদ অবস্থায় লাইকোপোডিয়াম মন্ত্রবৎ কার্য্য করে। (নাসিকার পক্ষদ্বয়ের সঙ্কোচন এবং প্রসারণ লক্ষণটি লাইকোপোডিয়ামের বিশেষ বিশেষত্ব জানিবে)। ইহাও আবার দেখা যায় লাইকোপোডিয়ামে

নিউমোনিয়ার অবস্থা সমূহ সম্পূর্ণরূপ প্রকাশ না হইয়া যখন অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিয়া যায় তখনও অত্যন্ত কাশি হইতে থাকে এবং কাশির সহিত হরিদ্রাবর্ণ পূঁজ সদৃশ (কখন কখন দুর্গন্ধ) ঘন লবণ আস্বাদযুক্ত প্রচুর গয়ের বহির্গত হয় ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার দরুণ ঘড় ঘড় শব্দ শ্রুত হয় তখনও লাইকোপোডিয়াম উত্তম কার্য্য করে। এইরূপ অবস্থা নিউমোনিয়া পুরাতন হইলে প্রায়ই প্রকাশ পায় এবং ডাক্তার টেষ্টি লাইকোপোডিয়ামকে এইরূপ স্থলে অতি উচ্চ স্থান দেন কিন্তু এইরূপ অবস্থায় সালফার, কেলি আইওড অথবা সাইলিসিয়ার বিষয়ও চিন্তা করিবে।

লাইকোপোডিয়ামের নাসিকার পক্ষদ্বয়ের সঙ্কোচন এবং প্রসারণ বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ এবং ইহা সাধারণতঃ শিশু এবং বৃদ্ধদিগের শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রের পীড়াতেই অর্থাৎ নিউমোনিয়া, ব্রোঙ্কাইটিস ইত্যাদিতে অধিক প্রকাশ পায়। এই বিশেষ লক্ষণটি সম্বন্ধে—ডাক্তার ডেভিড উইলসন বলেন—"when this symptom is clearly marked" he writes, "no matter through what organ or tissue the symptom of any attack of illness may manifest themselves in children and young people, I venture to submit that the whole group of the phenomena in such attacks will be found under Lycopodium অর্থাৎ যে কোন রোগ হইতেই এই লক্ষণটি (নাসিকার পক্ষদ্বয়ের সঞ্চালন) শিশু এবং যুবাতে প্রকাশ হউক না লাইকোপোডিয়াম তাহার অব্যর্থ ঔষধ। কিন্তু আমার বোধ হয় শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের রোগ বশতঃ হইলেই ইহা অধিক ফলপ্রদ হয়।

লাইকোপোডিয়ামকে সকলই পুরাতন নিউমোনিয়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার মেহফার (Dr Meyhoffer), টেষ্টি (Dr. Teste), পোপ (Dr, Pope) ইহারা সকলেই এক বাক্যে এই কথাই স্বীকার করেন। ডাক্তার হিউজ, অল্প বয়স্ক যুবকদিগের সন্দেহ যুক্ত ক্ষয় কাশে tubercular deposition-এর কোন প্রকার প্রমাণ না পাইলেও তথাপি লাইকোপোডিয়াম প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন (I am myself very fond of the drug in cases of suspected phthisis in young men, where yet there is no evidence of tubercular deposition—Dr. Hughes.)

এণ্টিমটার্ট।—লাইকোপোডিয়ামের উক্ত প্রকার নাসিকার পক্ষদ্বয়ের সঙ্কোচন এবং প্রসারণ এণ্টিমটার্টেও অল্প-বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু এণ্টিমটার্টে শ্লেষ্মার দরুণ বক্ষঃস্থলে ঘড় ঘড় শব্দ অনেক দূর হইতেও শুনা যায় এবং রোগী অত্যন্ত কষ্ট পাইতে থাকে। লাইকোপোডিয়ামে যে ঘড় ঘড় শব্দ থাকে না এমন কথা বলা যাইতে পারে না যথেষ্ট শ্লেষ্মা থাকে এবং ঘড় ঘড় শব্দও হয় কিন্তু এণ্টিমটার্টে নাসিকার পক্ষদ্বয়ের তত অধিক সঙ্কোচন দেখা যায় না। নাসিকার পক্ষদ্বয়ের উক্ত প্রকার সঞ্চালন, কপালের চর্ম্মের সঙ্কোচন, বক্ষঃস্থলের শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি অথবা গয়ের শূন্য শুষ্ক কাশি একমাত্র লাইকোপোডিয়ামেরই লক্ষণ এবং লাইকোপোডিয়ামই তাহাতে নির্ব্বাচিত হওয়া কর্ত্তব্য।

কপালের চর্ম্মের সঙ্কোচন ষ্ট্রেমোনিয়ামেও দেখা যায় কিন্তু ষ্ট্রেমোনিয়ামে মস্তিষ্কের কষ্টের দরুণ হয় আর লাইকোপোডিয়ামে নিউমোনিয়ার বাড়াবাড় অবস্থার দরুণ হয়।

যখন উপরোক্ত লক্ষণ সমূহ রোগীতে প্রকাশ পায় তখন জানিতে হইবে রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, রোগী সহজে শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে পারিতেছে না, শিশুর মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে, শুষ্ক এবং ক্ষুদ্র হইয়া যায়।

নাক সেঁটে ধরা (Suuffles)।—সর্দ্দি শুষ্ক হইয়া নাক সাটিয়া যায়। রোগী নাসিকা দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। মুখ হাঁ করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস লইতে হয় এবং রাত্রিতে ইহা অধিক বৃদ্ধি হয়। এমনকার্ব্ব হেপার সালফার, স্যাম্বুকাসেও এই প্রকার নাক সাটিয়া যাওয়া লক্ষণ রহিয়াছে, স্যাম্বুকাস শিশুদিগেতেই অধিক প্রয়োগ হয়।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় (Female generative organs)।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে লাইকোপোডিয়ামের কার্য্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না—। যোনিদেশ শুষ্ক হইয়া থাকে সঙ্গমকালীন জ্বালা এবং যন্ত্রণা করে এতদহেতু অনেক স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত এক ঘরে বাস করিতে ইচ্ছা করে না, ইহা ব্যতীত স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে মূত্রত্যাগকালীন অনেক সময় শব্দসহ বায়ু নিঃসরণ হয় এবং জরায়ু বায়ুতে সর্ব্বদা স্ফীত হইয়া থাকে আর একটী লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই তাহা হইতেছে প্রত্যেক বার মলত্যাগকালীন জননেন্দ্রিয় হইতে রক্ত নিঃসরণ হয়।

অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia)।—অন্ত্রবৃদ্ধিতে যদিও সকল চিকিৎসকই অস্ত্রোপচার করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন কিন্তু অনেক সময় দেখা গিয়াছে—দক্ষিণ-

পার্শ্বের অন্ত্রবৃদ্ধিতে বিশেষতঃ শিশুদিগেতে লাইকোপোডিয়াম প্রয়োগে অত্যন্ত আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে এবং অনেক রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। শিশুদিগের দক্ষিণপার্শ্বের অন্ত্রবৃদ্ধিতে লাইকোপোডিয়াম নির্ব্বাচিত হয়।

বহুমূত্র (Polyuria)।—অত্যধিক মূত্রস্রাবে লাইকোপোডিয়ামের ব্যবহার সময় সময় দেখা যায় কিন্তু ইহাতে দিবসে তত অধিক বার প্রস্রাব হয় না রাত্রিতেই অধিক হয় এবং বারেও অনেক হয়, রাত্রিতে রোগীকে নিদ্রা হইতে পুনঃ পুনঃ উঠিতে হয়। প্রস্রাব পরিষ্কার এবং ঈষৎ লালবর্ণ।

ইকজিমা।—শিশুদিগের ইকজিমায় লাইকোপোডিয়াম অধিক ব্যবহার হয়। মস্তকের খুলির চর্ম্মে চাপ চাপ ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায় এবং তদ্ স্থানের সমুদায় চুল প্রায় উঠিয়া যাই। ইকজিমা মুখমণ্ডলে, কর্ণের পশ্চাতে এবং কর্ণের পশ্চাৎ হইতে মস্তকোপরি বিস্তারিত হইতে থাকে। কখন রক্ত যুক্ত, কখন জলবৎ তরল এবং কখন পীতাভযুক্ত জলের ন্যায় রস নিঃসরণ হইতে থাকে। মস্তকের খুলির ত্বকের ইকজিমায় লাইকোপোডিয়ামকে অনেকে একটি মহৎ ঔষধ বলিয়া থাকেন। আমি একবার একটি রোগীর কপালের ইকজিমা অন্য কোন ঔষধে আরোগ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে লাইকোপোডিয়াম দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হই।

বাত (Rheumatism)।—পুরাতন বাত এবং গেঁটে বাতে লাইকো-পোডিয়াম ব্যবহারে অনেক সময় বেশ ফল পাওয়া যায়। যন্ত্রণা স্যাঁৎসেঁতে বাতাসে বৃদ্ধি হয়, আস্তে ধীরে নড়াচড়ায় এবং উত্তাপে উপশম হয় কিন্তু এতদ লক্ষণসহ লাইকোপোডিয়ামের পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ এবং প্রস্রাবের লক্ষণ অর্থাৎ লাল বালুকাকণা তলানি বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন—লাইকোপোডিয়ামে শরীরের দক্ষিণপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়।

ব্রোঙ্কাইটিস।—ব্রোঙ্কাইটিসেও লাইকোপোডিয়াম প্রয়োগ হয়। বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সমুদায় ভূজনলীতে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টে নাসিকার পক্ষদ্বয় পর্য্যায়ক্রমে সঙ্কোচিত এবং প্রসারিত হইতে থাকে (a waving of the alaenasi)

ধ্বজভঙ্গ (Impotency)।—লাইকোপোডিয়াম ধ্বজভঙ্গের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ অপেক্ষা আংশিক ধ্বজভঙ্গে ইহা অধিক প্রয়োগ হয়। বৃদ্ধাবস্থায় পুনঃ পুনঃ বিবাহ করিয়া রোগী যখন দেখিতে পায়

তাহার ক্ষমতা কার্য্যোপযোগী নয় এবং জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হয় এই প্রকার লোকের লাইকোপোডিয়াম উপযুক্ত ঔষধ। যুবকদিগের ধ্বজভঙ্গেও ইহা ব্যবহার হয় যখন হস্তমৈথুন অথবা অত্যধিক স্ত্রী সহবাস হেতু ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। লিঙ্গ ক্ষুদ্র শীতল এবং শিথিল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সহবাস কার্য্যে সম্পূর্ণ অক্ষম (সিলিনিয়াম, ক্যালেডিয়াম)। ডাক্তার ন্যাস এই প্রকার অনেক দুরারোগ্য ধ্বজভঙ্গ একমাত্র লাইকোপোডিয়াম উচ্চ ক্রমে আরোগ্য করিয়াছেন।

কর্ণমূল প্রদাহ (mumps)—কর্ণমূল প্রদাহে লাইকোপোডিয়ামের প্রয়োগ যদিও দেখা যায় কিন্তু রাসটক্সই হইতেছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ এবং তদনিম্নে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ল্যাকেসিসের ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু খুব কম এবং ল্যাকেসিসে প্রদাহিত স্থান ঈষৎ বেগুণে আভাযুক্ত হয়। আমি কর্ণমূল প্রদাহে রাসটক্স এবং মার্কিউরিয়াস সল অধিক ব্যবহার করি এবং এই দুইটি ঔষধেই প্রায় অধিকাংশ স্থলে রোগ আরোগ্য করিয়া থাকি।

ডিফথিরিয়া (diphtheria)।—ডিফথিরিয়ায় লাইকোপোডিয়াম উত্তম কার্য্য করে যখন কৃত্রিম পর্দ্দা গলদেশের দক্ষিণপার্শ্বে অধিক সমাবেশ হয় এবং দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বামপার্শ্বে বিস্তারিত হইতে থাকে (নিম্ন হইতে উর্দ্ধে বিস্তারিত হয়—ব্রোমিন)। সর্ব্বদা রোগীর গলাধঃকরণের ইচ্ছা হয় এবং গলাধঃকরণ কালীন ভীষণ হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা বোধ করে। শীতল জলপানে (ল্যাকেসিস) এবং অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৮টায় রোগ বৃদ্ধি হয়। উষ্ণ খাদ্য আহারে অথাবা উষ্ণ জলপানে উপশম হয়। গলদেশের গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে তালু মূলও প্রদাহ হয় এবং নাসিকা আক্রান্ত হয় কাজে কাজেই রোগী নাসিকা দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। মুখ হাঁ করিয়া এবং জিহ্বা বহির্গত করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস লইতে হয়। লাইকোপোডিয়ামের ডিফথিরিয়ার বিশেষত্বই হইতেছে যে শ্লৈষ্মিক পর্দ্দা (false-mucous membrane) দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বামপার্শ্বে এবং উর্দ্ধ হইতে নিম্নে বিস্তারিত হয়। দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্বে রোগ বিস্তৃতি হওয়াই হইতেছে লাইকোপোডিয়ামের সার্ব্বজনীন লক্ষণ। যে কোন রোগই হউক তালুমূল প্রদাহই হউই অথবা ডিম্বাশয়ের প্রদাহই হউক অথবা জরায়ুর যন্ত্রণাই হউক

দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে রোগ বৃদ্ধি হইলে (বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব—ল্যাকেসিস) লাইকোপোডিয়ামের বিষয় সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করিবে।

ফাইটোলেক্কা।—ইহাতেও ডিফথিরিয়া দক্ষিণ পার্শ্বেই অধিক হয়। কিন্তু লাইকোপোডিয়ামের ন্যায় বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হয় না। গলদেশ ঘোর লালবর্ণ হয় এবং রোগী উষ্ণ পানীয় গলাধঃকরণ করিতে পারে না।

অরুম ট্রিফিলাম এবং নাইট্রিক এসিড।—নাসিকার ডিফথিরিয়ায় এই দুইটি ঔষধের প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু নাইট্রিক এসিডের সমুদায় স্রাবই অত্যন্ত ক্ষত কারক এবং যন্ত্রণা খোঁচাবিদ্ধবৎ।

শোথ (Dropsy)।—লাইকোপোডিয়াম যদিও শোথের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ইহার শোথ সর্ব্বাঙ্গীন না হইয়া নিম্নাঙ্গেই অধিক প্রকাশ পায়। শরীরের উর্দ্ধভাগ অর্থাৎ বাহু যুগল, বক্ষঃস্থল, ইত্যাদি স্থানের পেশী সমূহ শুষ্ক শীর্ণ হইয়া যায় নিম্নোদর ঢাকের মত ফুলিয়া উঠে, পদযুগল স্ফীত হয় এবং পদযুগলের সমুদায় স্থানে ক্ষত প্রকাশ পায় ও উক্ত ক্ষত সমূহ হইতে তরল রসবৎ স্রাব অনবরত নিঃসরণ হইতে থাকে। পদযুগলের শোথ সহ ক্ষতে—রাসটক্স আর্সেনিক এবং লাইকোপোডিয়াম এই তিনটি ঔষধের ব্যবহার সচরাচর দেখা যায়। যকৃতের রোগ হেতু শোথ প্রকাশ পাইলে লাইকোপোডিয়ামের বিষয়ই সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করিবে। কারণ যকৃত দোষ হেতু শোথে লাইকোপোডিয়াম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। হৃদপিণ্ডের রোগহেতু হৃদ্বেষ্টের শোথেও (Hydropericardium) আর্সেনিকে বিশেষ উপকার না হইলে লাইকোপোডিয়ামে সময় সময় উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

টাইফয়েড জ্বর।—টাইফয়েড জ্বরের লাইকোপোডিয়াম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু প্রারম্ভ অবস্থায় ইহা কদাচিত ব্যবহার হয়। যখন অন্যান্য উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও রোগ উপকার না হইয়া বরং ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং চিন্তার কারণ হইয়া উঠে তখনই লাইকোপোডিয়াম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগী আচ্ছন্ন বিঘোর অবস্থায় পড়িয়া থাকে চোয়াল ধরিয়া যায়, চক্ষু অর্দ্ধ নিমিলিত করিয়া শূন্য ভাবে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকে। আলোতেও চক্ষুর কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া হয় না (eyes do not re-act to light), চক্ষুর শ্বেতাংশ স্বচ্ছ শ্লেষ্মায় আচ্ছাদিত হয় এবং অসাড়ে

মূত্র নির্গত হইতে থাকে। এই প্রকারে জ্বরের চতুর্দ্দশ দিবসে যখন রোগ সম্পূর্ণরূপ প্রকাশ পায় অথচ রোগ সম্ভূত লোহিত পীড়কা (rash) গাত্রে ফুটিয়া উঠে না এবং রোগী ক্রমশঃই অচৈতন্য অবস্থায় নিমগ্ন হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকে, শয্যায় চাদর খোঁটে অথবা শূন্যে কিছু ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতে থাকে, পেট ফাঁপিয়া ঢাক হয় এবং বায়ুর সমাবেশ হেতু গুড় গুড় শব্দ হয়, কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকিয়া উঠে। শ্বাসপ্রশ্বাস কালীন ঘড় ঘড় শব্দ কিংবা নাসিকা ধ্বনি হয়, নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত অথচ ইণ্টারমিটেণ্ট হয়, প্রস্রাব অবরোধ অথবা অসাড়ে হয় এবং প্রস্রাবে লাল বালুকণা সদৃশ তলানি পড়ে ও রোগ যদি অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৮টায় বৃদ্ধি হয়—এইরূপ লক্ষণযুক্ত অবস্থায় লাইকোপোডিয়াম ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

প্রস্রাবের সহিত বালুকাকণা সদৃশ তলানি পড়া লাইকোপোডিয়ামের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ জানিবে। ইহা ব্যতীত, লাইকোপোডিয়ামে সর্ব্বদা কোষ্ঠ কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে। টাইফয়েডের লোহিতবর্ণ পীড়কা (eruptions) প্রকাশ না হইয়া রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে এবং উল্লিখিত লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকিলে লাইকোপোডিয়ামের বিষয় চিন্তা করিবে। লাইকোপোডিয়ামে এতদ্ব্যতীত একটি অদ্ভুত লক্ষণ টাইফয়েড, নিউমোনিয়া ইত্যাদি অবস্থায় প্রায়ই প্রকাশ পাইতে দেখা যায় তাহা হইতেছে—এক পদ শীতল অপর পদ উষ্ণ। লাইকোপোডিয়ামে বিশেষতঃ দক্ষিণ পদই অধিক শীতল থাকে এবং বামপদ উষ্ণ থাকে।

টাইফয়েডে লাইকোপোডিয়ামকে চিনিতে হইলে নিম্নলক্ষণ কয়েকটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—নিম্নোদরের ঢাকের মত ফাঁপা এবং গড় গড় শব্দ (meteoristic distension of the abdomen, with much rumbling), কোষ্ঠ কাঠিন্য, পীড়কা প্রকাশে বিলম্ব, আচ্ছন্নতা, শিশুর নিদ্রা ভঙ্গের পর অত্যন্ত খিট্‌খিটে ভাব হস্ত পদ ছোঁড়া, চেঁচামেচি চীৎকার করা (when awaking, exceedingly cross, irritable, kicking or jerking the limbs, scolding or screaming), প্রস্রাবে লাল বালুকাকণা সদৃশ তলানি পড়া (red sandy sediment) এবং ৪টা হইতে ৮টায় রোগ বৃদ্ধি।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব।—গাত্রে টাইফয়েডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালবর্ণ পীড়কা প্রকাশ না হইয়া লাইকোপোডিয়ামের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহাকেও উক্ত ঔষধের পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে কোষ্ঠ কাঠিন্য কিংবা উদরাময় বর্ত্তমান থাকে আর লাইকোপোডিয়ামে সর্ব্বদা কোষ্ঠ কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে। ইহা ব্যতীত ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব রোগী অবাস্তব বস্তুর কল্পনা করে, চক্ষু বুজিলে নানারূপ দৃশ্য দেখে এবং তাহাতে সর্ব্বদা শশঙ্কিত থাকে। চক্ষুতে নিদ্রা থাকিলেও কিন্তু এতদ চিন্তা ভাবনা হেতু রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না এই প্রকার কল্পনা কিংবা চিন্তা লাইকোপোডিয়ামে দেখা যায় না। উপযুক্ত সময়ে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব প্রয়োগ করিতে পারিলে গাত্রে টাইফয়েডের লোহিত পীড়কা (eruption) সমূহ প্রকাশ হইয়া উঠে, এবং রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য হইতে থাকে।

হাইওসিয়ামাস।—ইহাতেও প্রস্রাবে লাইকোপোডিয়ামের ন্যায় লোহিত বালুকণা ঈষৎ পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। কাপড়ে লোহিত রেখাযুক্ত দাগ প্রকাশ পায়। যদিও টাইফয়েডের দরুণ মস্তিষ্কের লক্ষণ সম্বন্ধে এই দুই ঔষধে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু লাইকোপোডিয়ামের কার্য্য অত্যন্ত গভীর এবং হাইওসিয়ামাসের কার্য্য মৃদু। ইহা ব্যতীত লাইকোপোডিয়ামের রোগ সর্ব্বদা অপরাহ্ন ৪টা হইতে বৃদ্ধি হয়। টাইফয়েড রোগকালীন লাইকোপোডিয়ামের জিহ্বাতে একটি বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়—রোগী জিহ্বা বহির্গত করিতে পারে না বহির্গত করিতে চেষ্টা করিলে জিহ্বা এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, বহির্গত হয় না। মনে হয় জিহ্বা যেন ফুলিয়া ভারী হইয়া রহিয়াছে। জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক থাকে এবং তদোপরি অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা দেখা দেয়।

আর একটি কথা এই স্থলে বলিয়া রাখিতেছি যে, টাইফয়েড চিকিৎসাকালীন এই চারিটি এন্টিসোরিক (Anti Psoric) ঔষধ—সালফার, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, সাইলিসিয়া, এবং লাইকোপোডিয়ামের বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। যখন উপযুক্ত সময়ে পীড়কা প্রকাশ না হওয়া হেতু রোগ অধিক সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে, সেই স্থলে লক্ষণানুযায়ী উক্ত ঔষধ সমূহ প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

জ্বর

সময়।—সন্ধ্যা ৬টা কিংবা ৭টা। এই সময় জ্বর অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হয় এবং সমস্ত রাত্রি ভোগ থাকে। পরদিন প্রাতে উপশম হয় কিন্তু সাধারণতঃ রোগের বৃদ্ধি ৪টা হইতে ৮টার মধ্যে হয়। ৪টার সময় রোগ বৃদ্ধি হইয়া ৮ টায় উপশম হয়। ৪টা হইতে ৮টা এই ঔষধের বিশেষত্ব। লাইকো-পোডিয়ামে ইহাও দেখা যায় শীত না হইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় অথবা একদিন পর একদিন জ্বর হয় এবং একই সময়ে হয়। (একদিন পর একদিন জ্বরের চায়নাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ এবং সে স্থলে শীত থাকা খুবই সম্ভাবনা)। প্রতিদিন জ্বরের আক্রমণ যদি ৪টায় না হয় এবং প্রস্রাবে যদি বালুকা বর্ত্তমান না থাকে তাহা হইলে অধিকাংশ চিকিৎসক লাইকোপোডিয়ামের কথা আদপেই স্মরণ করিবে না কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রম, প্রস্রাবে এবম্প্রকার তলানি (sediment) রোগের নূতন অবস্থায় কদাচিত দেখিতে পাওয়া যায় লাইকোপোডিয়ামের জ্বরের সন্ধ্যা ৬।৭ টা আক্রমণই হইতেছে অত্যন্ত ভীষণ, ইহা সমস্ত রাত্রি ভোগায়, ইহা ব্যতীত অম্ল উদ্গার, অম্লস্বাদ, অম্লঘর্ম্ম, অম্লবমন এই লক্ষণ সমূহ হইতেছে লাইকোপোডিয়ামের বিশেষ পরিচায়ক—কারণ ইহা অধিকাংশ সময়েই বর্ত্তমান থাকে এবং ইহার উপর লাইকোপোডিয়ামের নির্ব্বাচন অত্যন্ত অধিকরূপ নির্ভর করে।

শীত অবস্থা—জল পিপাসা থাকে না। ৪টার সময় সামান্য সামান্য শীত সর্ব্বাঙ্গময় বোধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত হাই উঠে এবং বমনের উদ্রেক হয়। শীত শরীরের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ হয় এবং ৭টার সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এমন কি রোগী শীতে কাঁপিতে থাকে। হাত পা বরফের ন্যায় শীতল হয়। মনে হয় যেন রোগী বরফের শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থা প্রায় দুই ঘণ্টা স্থায়ী হইয়া তৎপর দাহ অবস্থা প্রকাশ না পাইয়াই ঘর্ম্ম অবস্থা দেখা দেয় এবং অত্যন্ত পিপাসা উপস্থিত হয়। শরীরের বামপার্শ্বে শীত অধিক হয় (কষ্টিকাম, কার্ব্বভেজ। দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রাইওনিয়া) শীত এবং দাহ এই দুই অবস্থার মধ্যবর্ত্তী সময়েই অম্ল বমন হইতে থাকে (Sour vomiting between chill and heat) এই লক্ষণটি ইউপেটোরিয়ামের একটি বিশেষত্ব কিন্তু ইউপেটোরিয়ামের বমনের স্বাদ তিক্ত, আর লাইকোপোডিয়ামের বমনের স্বাদ অম্ল।

দাহ অবস্থা।—পিপাসা থাকে কিন্তু অতি সামান্য। শীতল জল পানে বমনের উদ্রেক হয় (শীতল জল পানে বমনের উপশম হয়—লোবেলিয়া)। লাইকোপোডিয়াম রোগীর উষ্ণ খাদ্য, উষ্ণ পানীয় অত্যন্ত রুচিকর (সিড্রন)। অম্ল উদ্গার প্রায়ই সমুদয় দাহ অবস্থা কালীন বর্ত্তমান থাকে।

ঘর্ম্ম অবস্থা।—সর্ব্বাঙ্গময় প্রচুর অম্ল গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয় কিন্তু পদ যুগলের নিম্নাংশে অধিক হয় না। ঘর্ম্মের বিশেষত্বই হইতেছে শীত অবস্থার পর মুহূর্ত্তেই অর্থাৎ দাহ অবস্থা প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই ঘর্ম্ম উপস্থিত হয় (কষ্টিকাম) Perspiration immediately after the chill, without intervening heat) এবং ঘর্ম্মাবস্থার পর পিপাসা হয়।

জিহ্বা—প্রায়ই পরিষ্কার কিন্তু স্বাদ এবং উদ্গার উভয়ই অম্ল গন্ধযুক্ত লাইকোপোয়ামের জ্বর সম্বন্ধে ডাক্তার প্রাইস্ (Dr. Price) বলেন লাইকাপোডিয়ামে নূতন জ্বরে প্রায়ই শীত অবস্থা বর্ত্তমান থাকে না। দাহ অবস্থায় রোগী পিপাসা এবং তন্দ্রা বোধ করে ঘর্ম্ম হইয়া রাত্রির শেষদিকে বিচ্ছেদ হইয়া যায়। রোগীর মুখের স্বাদ ও বমন সমুদায় অম্লস্বাদযুক্ত হয় এবং ইহাই অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর উচ্চক্রম ৩০,২০০ অধিক নির্ব্বাচিত হয়। নিম্নক্রমে রোগ আরোগ্যকারী ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। ইহা গভীর কার্য্যকারী ঔষধ এবং ইহার কার্য্য অধিক দিন স্থায়ী। প্রথম মাত্রায় উপকার দর্শিলে দ্বিতীয় মাত্রা শীঘ্র প্রয়োগ করা উচিত নয়। পুরাতন রোগ চিকিৎসায় লাইকোপোডিয়াম বিশেষরূপ নির্ব্বাচিত না হইলে সর্ব্ব প্রথমেই ইহা প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। সেইরূপ স্থলে আর অন্য কোন এণ্টিসোরিক ঔষধ দ্বারা প্রথমে চিকিৎসা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

অনুপূরক—আইওডিন—

লাইকোপোডিয়াম—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, কার্ব্বভেজ, ল্যাকেসিস এবং সালফারের পর উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—প্রায় সমুদায় রোগই অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৮টা (হেলিবোরাস। ৪টা—কলসিন্থ, ম্যাগনেসিয়া ফস)

রোগের উপশম—উষ্ণ পানীয় এবং উষ্ণ খাদ্য দ্রব্য আহারে, মস্তক অনাবৃতে, বস্ত্র শিথিল করিয়া পরিধানে।

রোগীর বিবরণ

লাইকোপোডিয়ামের জ্বরের সময়ের বিশেষত্ব অপেক্ষা অম্লস্বাদ, অম্ল উদ্গার এবং অম্লবমন ইত্যাদি কি প্রকার পরিচায়ক লক্ষণ তাহা নিম্নে রোগীর বিবরণ হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি—

১। একটি ৮ বৎসর শিশুর জ্বর হয়, জ্বর প্রথম দিন প্রাতে ৯টায়, দ্বিতীয় প্রাতে ৭টায় আইসে, ইহা ব্যতীত আর সমুদায় আক্রমনই প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গের পর হইতে আরম্ভ হয়। শীত কটিদেশে অধিক বোধ হইত এবং প্রায় ১ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হইত। জ্বর প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর অথবা ৪টায় হইত, উত্তাপ অবস্থা রাত্রি প্রায় ৭৷৮টা অবধি থাকিত এবং উত্তাপ অবস্থায় কিছু কিছু ঘর্ম্মও হইত। শীত আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই পিপাসা উপস্থিত হইত এবং জল পান করিলেই বমন হইয়া যাইত, বমনের সহিত যাহা আহার করিত তৎসমুদায়ই উঠিয়া যাইত এবং বমনের রং দেখিতে সবুজ বর্ণ ছিল। বমন সকল সময়ই শীত এবং উত্তাপ অবস্থার মধ্যবর্ত্তী সময়েই হইত। এই প্রকার লক্ষণ দেখিয়া আমি তাহাকে প্রথমে ইউপেটোরিয়াম প্রয়োগ করি কিন্তু তাহাতে ২দিন অপেক্ষা করিয়াও কোন প্রকার ফল হইল না দেখিয়া কটিদেশ হইতে শীত আরম্ভ হয় মনে করিয়া ক্যাপ্সিকাম কয়েক মাত্রা প্রয়োগ করিলাম কিন্তু তাহাতেও কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। কোন ঔষধ স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে কুইনাইন দিয়া জ্বর বন্ধ করিতে বাধ্য হই। দুই সপ্তাহ রোগী বেশ সুস্থ থাকিয়া পুনরায় জ্বর আরম্ভ হইল—এইবারে প্রথম দিন শীত করিয়া অপরাহ্ন ৩টার সময় জ্বর উপস্থিত হইল এবং তৎপর দিন আবার ২টার সময় জ্বর আসিল—এইরূপ দেখিয়া আমি প্রথম দুই দিবস কোন ঔষধ দিলাম না কিন্তু উভয় দিনই শীতের পর এবং উত্তাপের পর বমন হইতে দেখিলাম—আবার আমার ইউপেটোরিয়ামের কথা স্মরণ হইল এবং ইউপেটো-রিয়াম প্রয়োগও করিলাম কিন্তু কিছুই কাজ হইল না—এই সময় আমি সিপির

রেপার্টরিতে দেখিতে পাইলাম "শীত এবং উত্তাপ অবস্থার মধ্যবর্ত্তী সময়ে অম্লস্বাদযুক্ত বমনে লাইকোপোডিয়াম লেখা রহিয়াছে। রোগীর নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে "বমনের স্বাদ ভিনিগারের ন্যায় অম্ল" আমি তদনুযায়ী লাইকোপোডিয়াম ২০০ শক্তি এক মাত্রা প্রয়োগ করি এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। (ইউপেটোরিয়ামের বমন—তিক্ত এবং পৈত্তিক স্বাদযুক্ত)—মেডিকেল ইনভয়েস।

২। একজন ৪৮ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি ৪।৫ বৎসর যাবৎ মূত্রপিণ্ড শূলযন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিষা অথবা মটরের ন্যায় ঈষৎ ধুসর বর্ণের কঠিন পাথুরী বহির্গতও হইয়াছিল। একদিন একটী পাথুরী বহির্গত হইবার পর প্রস্রাব রক্তের ন্যায় হয়, বড় বড় রক্তের চাপ তাহার সহিত ছিল এবং সময় সময় প্রচুর পরিমাণেও হইত। অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করার কিছু উপকার না হওয়ায়, ডাক্তার হ্যাকেটের নিকট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে আইসে। এতদ প্রকার প্রস্রাবের কষ্টের সহিত বমনেচ্ছা বর্ত্তমান ছিল, অল্প আহারেই পেট পূর্ণ হইয়া উঠিত উদরে গড় বড় বায়ুর শব্দ হইত, পেট সময় সময় ফাঁপিয়া উঠিত এবং কোষ্ঠকাঠিন্যও বর্ত্তমান ছিল, এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ অপরাহ্ন ৩।৪ টার সময় শিরঃপীড়া হইত এবং উহা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্থায়ী হইত। ডাক্তার হ্যাকেট তাহাকে ২০০ শক্তি লাইকোপোডিয়াম দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন— (ভৈষজ্যরত্নাবলী)।

কার্ব্বভেজ (Carboveg)

ইহাকে উদ্ভিদ অঙ্গার কহে। অঙ্গার জাতীয় ঔষধ হইতে আমরা প্রধাণতঃ তিনটী ঔষধ পাইয়া থাকি—কার্ব্ব এনামেলিস, কার্ব্বভেজ এবং গ্র্যাফাইটিস। কার্ব্ব এনামেলিস জান্তব পদার্থ দগ্ধ করিয়া বিশেষতঃ অস্থি হইতে প্রস্তুত হয় আর কার্ব্বভেজ প্রধানতঃ বিচকাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া অঙ্গারে পরিণতঃ করিয়া প্রস্তুত করা হয়।

কার্ব্বন জাতীয় ঔষধগুলিতে একটি সার্ব্বজনীন গুণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে (১) পচন নিবারণ করে (২) চর্ম্মরোগ উৎপাদন করে (৩) গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং কঠিনতা উৎপন্ন করে (৪) নাসিকা, গলদেশ, ফুসফুস এবং উদর হইতে শ্লেষ্মা স্রাব নিঃসরণ করে (৫) শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করে (বিশেষতঃ কার্ব্বভেজে অধিক) (৬) শিরার স্ফীতি উৎপন্ন করে (৭) উদরাধ্মান প্রকাশ করে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। দুর্ব্বল কারক রোগে যাহাদিগের শরীর ভগ্ন হইয়াছে, ধাতু বিকৃতি ঘটিয়াছে, জীবনীশক্তি দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ হইয়াছে তাহাদিগের এবং যাহাদিগের স্বাস্থ্য পূর্ব্ব রোগ হেতু সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই, বাল্যাবস্থায় হাম অথবা হুপিং কাশি হেতু হাঁপানি হইয়াছে, অনিয়মিত পানাহার এবং মদ্য পান হেতু পরিপাকক্রিয়া সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে এই প্রকার লোকের প্রতি কার্ব্বভেজ উত্তম কার্য্য করে।

২। রোগের চরম অর্থাৎ শেষ অবস্থায় যখন শ্বাস প্রশ্বাস জিহ্বা এবং সমুদায় শরীর বিশেষতঃ পদদ্বয় হাঁটু পর্য্যন্ত বরফের ন্যায় শীতল হয় তখন কার্ব্বভেজ এক মাত্র ঔষধ।

যে কোন শ্লেষ্মাযুক্ত পথ (mucous outlet) হইতে রক্তস্রাব। ভগ্ন স্বাস্থ্য, দুর্ব্বল, জীবনীশক্তি ক্ষীণ এইরূপ রোগীতে শিথিল টিস্যু যুক্ত স্থান হইতে রক্তস্রাব রক্তস্রাবান্তে মুখমণ্ডল নীলাভ অথবা ফ্যাকাশে হয় এবং শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

৪। রক্ত ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং তরল, জমাট বাঁধে না।

৫। কৈশিক নাড়ীর রক্ত সঞ্চালনের ব্যতিক্রম (deficient capillary circulation)। চর্ম্ম নীল আভাযুক্ত হয় এবং শরীরের প্রান্তদেশ সমূহ শীতল, জীবনী শক্তি লুপ্ত প্রায় হইয়া আইসে, রোগী সর্ব্বদা পাখার বাতাস আকাঙ্খা করে।

৬। পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল, কোন খাদ্য দ্রব্যই সহ্য হয় না (Simple food disagress) প্রচুর বায়ুর সমাবেশ হয়, পেট ফাঁপিয়া লঠে। উদ্গারে সাময়িক উপশম বোধ করে।

৭। শিরা সংক্রান্ত রোগে অধিক ব্যবহার হয়। রক্তে অম্লজান (Oxygen) অভাবের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৮। স্বরভঙ্গ সন্ধ্যায় এবং স্যাঁৎসেতে সন্ধ্যা বায়ুতে বৃদ্ধি হয় (প্রাতে বৃদ্ধি হয়—কষ্টিকম)

৯। ভেদ দুর্গন্ধ কটাবর্ণ এবং তরল।

সাধারণ লক্ষণ।

(১) স্মরণ শক্তি দুর্ব্বল এবং কোন বিষয় অধিক চিন্তা করিতে পারে না, অলস প্রকৃতির।

(২) দাঁতের মাড়ি শিথিল অতি সহজেই রক্ত নিঃসৃত হয়।

(৩) কুইনাইনের অপব্যবহারে বিশেষতঃ কুইনাইনে জ্বর আবদ্ধে, পারদের অপব্যবহারে, পচা মাছ মাংস আহারে, অত্যধিক উত্তাপে রোগের প্রকাশ।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য এবং রোগী।—কার্ব্বভেজের রক্তের উপর গভীর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা রক্তের উপাদান সমূহের (Composition) পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত ঘটায়। কোন রোগে রক্ত দূষিত (blood poisoning or sepsis) কিংবা রক্ত বিষাক্ত হইলেও কার্ব্বভেজ তাহাতে নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে এতদ্ব্যতীত কার্ব্বভেজের কার্য্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং লিম্ফেটিক গ্রন্থির উপরও যথেষ্ট প্রকাশ পায়। কার্ব্বভেজ সাধারণতঃ বৃদ্ধ লোকদিগের প্রতি যাহাদিগের শরীর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে কিংবা দুর্ব্বল রুগ্ন পুরাতন অজীর্ণ রোগগ্রস্থ লোকের প্রতি যাহাদিগের পরিপাক ক্রিয়া নানাপ্রকার অপরিমিত পানাগার চরিত্র দোষ ইত্যাদি হেতু নষ্ট হইয়াছে এই প্রকার লোকদিগেতে উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত যুবা অথবা বৃদ্ধ যে কোন বয়সের লোকই হউক কোন প্রকার দুর্ব্বলতা-জনকরোগে ভোগহেতু শারীরিক অসুস্থতা অথবা গ্লানি অথবা অন্য কোন

নূতন রোগ উৎপন্ন হইলে তাহা আরোগ্য করিতে কার্ব্বভেজ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ (চায়না, এসিড ফস্)। যাহাদিগের শরীর পূর্ব্বে কোন রোগ ভোগ হেতু কিছুতেই সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিতেছে না—বাল্য অবস্থায় হাম অথবা হুপিং কাশি হেতু হাপানি হইলে, অত্যধিক মদ্যপান হেতু, পরিপাক ক্রিয়ার কার্য্য নষ্ট হইলে, কোন আঘাত প্রাপ্ত হেতু রোগ উৎপন্ন হইলে, টাইফয়েড রোগের পর শরীর সম্পূর্ণ অসুস্থ থাকিলে এইরূপ স্থলে শরীরকে সুস্থ অবস্থায় আনয়ন করিতে এবং পূর্ব্ব রোগের দরুণ গ্লানি সম্পূর্ণ নিরাময় করিতে কার্ব্বভেজের ক্ষমতা অসীম। বাল্যাবস্থায় হাম, হুপকাশি আরোগ্য হইতে না হইতেই হাপানি উৎপন্ন হইলে, যৌবনে অপরিমিত পানাহার হেতু পরিণত বয়সে পরিপাক ক্রিয়া দুর্ব্বল হইলে কিংবা স্বাস্থ্য ভগ্ন হইলে কার্ব্বভেজের বিষয় চিন্তা করিবে। (Person who have never fully recovered from the exhausting effects of some previous illness—asthma dates from measles or pertusis of childhood, indigestion from a drunken debauch, bad effects of a long injury, has never recovered from effects of Typhoid) ইহা ব্যতীত কার্ব্বভেজ কুইনাইন দ্বারা আবদ্ধ জ্বরে পারার অপব্যবহারে এবং তদহেতু রোগেও ব্যবহার হয়।

মানসিক লক্ষণ।—অলস তন্দ্রাযুক্ত উদাসীন। রাত্রিতে ভূতের ভয় পায়। খিট্‌খিটে রোগী। কোন বিষয় চিন্তা করিতে কষ্ট বোধ করে, মস্তিষ্ক গুলাইয়া যায়।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাবেও কার্ব্বভেজের ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণতঃ নাসিকা রক্তস্রাবের সহিত মুখমণ্ডলের রক্তাধিক্যতা অথবা শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে কিন্তু কার্ব্বভেজে এতদ্ সমুদায় লক্ষণ কিছুই থাকে না বরং ইহাতে মুখমণ্ডল রক্তশূন্য ফ্যাকাশে চোপসান থাকে অথচ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়। রক্ত শীঘ্র বন্ধও হয় না, সর্ব্বদা অল্প বিস্তর নিঃসৃত হইতে থাকে সময় সময় বহুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। রক্ত কৃষ্ণ বর্ণ এবং তরল (কিন্তু জলের ন্যায় তত অধিক তরল নয়)। এইরূপ রক্তস্রাব দুর্ব্বল ভগ্ন স্বাস্থ্য বৃদ্ধ লোকদিগেতে ও ডিফ থিরিয়া রোগ কালীন অধিক দেখিতে পাওয়া যায় (ক্যাম্ফর, মার্কসায়েনেটাস)।

রক্তস্রাব—কার্ব্বভেজ সকল প্রকার রক্তস্রাবেই ব্যবহার হইতে পারে। কার্ব্বভেজের রক্তস্রাবের বিশেষত্ব হইতেছে রক্ত ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ শীঘ্র জমাট বাঁধে না এবং প্রায়ই দুর্গন্ধযুক্ত। হেমামেলিসের রক্তস্রাবও কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু কার্ব্বেভেজের সহিত ইহার যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। দুইটী রোগীর চেহারা, স্বাস্থ্য এবং জীবনী শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কার্ব্বভেজ কদাচিৎ সুস্থ এবং শক্তি সম্পন্ন লোকদিগের রক্তস্রাবে নির্ব্বাচিত হয়। দুর্ব্বল, ভগ্নস্বাস্থ্য, জীবনীশক্তি ক্ষীণ এইরূপ লোকের রক্ত স্রাবেই ইহা অধিক কার্য্য করে। কার্ব্বভেজে শ্লৈষ্মিক স্থানগুলি দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং তদস্থানের টিসুগুলির কোন জোর থাকে না। শিথিল অবস্থা-প্রাপ্ত হয়। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব কিংবা প্রচুর মাসিক রক্তস্রাব যাহাই হউক তাহাতেও কার্ব্বভেজ নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু রক্তস্রাব অধিক হইতে থাকিলে রোগী মেরুদণ্ডের নিম্নাংশে এবং Sacrun এ জ্বলনরূপ যন্ত্রণা বোধ করে ও রক্তস্রাব শীঘ্র বন্ধ না হইলে ক্রমশঃ বক্ষঃস্থলে জ্বলন প্রকাশ পায় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়। বক্ষঃস্থলে অগ্নিবৎ জ্বলন এই ঔষধের একটী সার্ব্বজনীন লক্ষণ। উদরাময়, রক্তস্রাব, অজীর্ণ যে কোন রোগই হউক তদ্‌সহিত এই জ্বলন লক্ষণ প্রায়ই প্রকাশ থাকে।

আর্সেনিক।—শারীরিক কোন যন্ত্র আক্রান্ত হইলে তদঅপকর্ষ হেতু (degeneration) অল্প অল্প (low type) সর্ব্বদা রক্তস্রাবেরও ইহা একটী উপযুক্ত ঔষধ। (It is useful in these persistent haemorrhage of a low type, depending upon some degeneration in the organ affected.) কার্ব্বভেজের ন্যায় ইহাতেও যথেষ্ট জ্বলন রহিয়াছে কিন্তু কার্ব্বভেজ রোগী অলস প্রকৃতির এক অবস্থায় পড়িয়া থাকে, আর আর্সেনিক রোগী মানসিক এবং শারীরিক উভয় বিষয়েই অত্যন্ত অস্থির।

চায়না এবং কার্ব্বভেজ এই উভয় ঔষধেরই স্রাব কাল চাপ চাপ, রক্তস্রাব হেতু মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়, কর্ণ ভোঁ। ভোঁ করে, চক্ষে অন্ধকার দেখে, মাথা ঘুরাইতে থাকে কিন্তু চায়নার রক্তস্রাব দুর্গন্ধ হীন, কার্ব্বভেজের স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত, ইহা ব্যতীত চায়নার দুর্ব্বলতা কার্ব্বভেজ অপেক্ষা কম, কার্ব্ব-ভেজের দুর্ব্বলতা অত্যন্ত ভীষণ, সর্ব্বশরীর শীতল হিম হইয়া আইসে। শীতল চটচটে ঘর্ম্ম দেখা দেয়, নাড়ী লোপ পায়, রোগী পাখার বাতাস ইচ্ছা

করে। এতদ্ব্যতীত চায়নার রক্তস্রাবে মুখমণ্ডল রক্ত শূন্য ফ্যাকাশে হয়, আর কার্ব্বভেজে নীল আভাযুক্ত হয়।

ইপিকাক—ইহাও রক্তস্রাবের একটী উত্তম ঔষধ, ইহার রক্ত লাল উজ্জ্বল বর্ণ, স্রাবের সঙ্গে সঙ্গে বমনেচ্ছা এবং শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট থাকে, রোগী টানিয়া টানিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে। ইহাতে চায়না কিংবা কার্ব্ব-ভেজের ন্যায় অবসাদ এবং হিমাঙ্গ অবস্থা থাকে না। ইপিকাক বিশেষভাবে জরায়ু এবং ফুস্‌ফুসের রক্তস্রাবে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

(রক্তস্রাবের ঔষধ সমূহের পার্থক্য নিরূপণ চায়নায় দেখ।)

রক্তকাশ—ফুস্‌ফুস হইতে রক্তস্রাবেও কার্ব্বভেজ প্রয়োগ হইয়া থাকে। (Haemoptysis and Bronchorrhagia) এইরূপ অবস্থায় রোগী নিজেকে অত্যন্ত অস্থির বোধ করে কিন্তু অস্থিরতায় রোগী আর্সেনিকের ন্যায় একবার এখানে একবার ওখানে করিয়া বেড়ায় না। অস্থিরতা কেবল মুখমণ্ডলে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রকাশ পায়, ইহা ব্যতীত রোগী বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত জ্বলন বোধ করে কার্ব্বভেজ সাধারণতঃ ফুস্‌ফুসের (degeneration) ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায় অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় নাড়ী ইণ্টারমিটেণ্ট হয় এবং সূত্রের ন্যায় মিন্‌মিন্‌ করিতে থাকে, মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে রক্ত শূন্য হয় এবং শীতল ঘর্ম্মে ভিজিয়া উঠে। শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইতে থাকে এবং রোগী সর্ব্বদা পাখার বাতাস ইচ্ছা করে, কারণ পাখার বাতাসে ফুস্‌ফুসে বায়ুর সঞ্চার হয়।

(রক্তকাশের ঔষধসমূহ একোনাইট ৯২ পৃষ্ঠায় দেখ)

শিরার স্ফীতি (Varicose veins)—শিরার স্ফীতির কার্ব্বভেজ একটি উপযুক্ত ঔষধ। ইহা সাধারণতঃ বাহুতে অথবা পদদ্বয়ে অথবা স্ত্রীলোকদের যোনিদেশে অধিক হয় এবং সহজেই ক্ষতে পরিণত হয়। শিরাগুলি কোঁকড়াইয়া ফুলিয়া মোটা হয়, দেখিলে মনে হয় যেন অনেকক্ষণ যাবৎ রক্ত চলাচল স্থগিত রহিয়াছে এবং শিরাগুলি দেখিতে নীলবর্ণ হয়। শিরার স্ফীতি হইয়া এই প্রকারের যে ক্ষত উৎপন্ন হয় তাহা অত্যন্ত জ্বলনযুক্ত হয়, জ্বলন হেতু রাত্রিতে রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না এবং ক্ষতের চারি পার্শ্বের চর্ম্মগুলি নানান প্রকার বর্ণ ধারণ করে ও তদ্‌সংলগ্ন

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরাগুলিও ফুলিয়া মোটা হইয়া ওঠে। চর্ম্মের নীচে রক্ত জমিয়া কাল শিরা প্রকাশ পায়। এবম্প্রকার ক্ষত শীঘ্র আরোগ্যও হয় না।

ক্ষত (Ulcer)—শিরার স্ফীতি (Varicose Veins) এবং ক্ষত ব্যতীত অন্যান্য দুর্ব্বল প্রকৃতির (low type) ক্ষতেতেও কার্ব্বভেজ উত্তম কার্য্য করে, ক্ষত বরং অধিক গভীর না হইয়া চ্যাপ্টা হইয়া ক্রমশঃ চর্ম্মের উপর বিস্তারিত হইতে থাকে, অধিক পুঁজও হয় না বরং দুর্গন্ধ ক্ষয়কারক তরল জ্বালাযুক্ত কলতানি সদৃশ স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। জ্বলন রাত্রিতে ভীষণ বৃদ্ধি হয়, এমন কি রোগী সারারাত্রি যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে; নিদ্রা যাইতে পারে না। কার্ব্বভেজের ক্ষতের উপর অত্যন্ত গভীর কার্য্য আছে বলিয়াই এমন কি **কর্কট** সদৃশ (Cancerous) ক্ষতেও ইহা প্রয়োগ হইয়া থাকে।

পৃষ্ঠব্রণ এবং গলিত ক্ষত (carbuncle and gangrene)—কার্ব্বভেজের ক্ষতের বিশেষত্বই হইতেছে নীলবর্ণ হওয়া। পৃষ্ঠব্রণ এবং দুর্গন্ধ কলতানি সদৃশ স্রাব নির্গত হইতে থাকে ও তদ্‌সহ অত্যন্ত জ্বলন বর্ত্তমান থাকে। এই প্রকার লক্ষণ যদিও আমরা আর্সেনিকে অল্পবিস্তর দেখিতে পাই কিন্তু আর্সেনিকে জ্বলনসহ অত্যন্ত অস্থিরতা থাকে এবং জ্বলন উত্তাপে উপশম হয়। কার্ব্বভেজে অস্থিরতা থাকে না। উক্তরূপ ক্ষতে কার্ব্বভেজ নির্ব্বাচিত হইলে, কাঠ কয়লার পুলটিসও বাহ্যিক ব্যবহার করা উচিত, ইহাতে ক্ষতের পচন নিবারণ করিয়া শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক করিয়া দেয় এবং রোগ আর অধিক অগ্রসর হইতে দেয় না। (আর্সেনিক দেখ)

অর্শ—অর্শ রোগে কার্ব্বভেজের প্রয়োগ দেখা যায়। অর্শের সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে, যখনি মদ্যপান করে তখনি অর্শের কষ্ট বৃদ্ধি হয়, অর্শ হইতে রস নিঃসৃত হয় এবং স্থান ভিজিয়া যায়। সময় সময় অর্শের বলি বাহিরে বহির্গত হইয়া পড়ে এবং বলি দেখিতে নীল আভাযুক্ত ও রক্তেতে পরিপূর্ণ হইয়া ফুলিয়া মোটা হইয়া থাকে। অর্শ বিষয়ে আর্সেনিকের সহিত কার্ব্বভেজের অনেক সাদৃশ দেখা যায়, উভয়েরই অর্শ নীলবর্ণ উভয়েরই অর্শ বহির্গত হয়, উভয়েতেই কুক্ষিপ্রদেশে (Epigastric) জ্বলন হয়, উভয়ই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন কিন্তু কার্ব্বভেজ রোগী অলস প্রকৃতির জড়ভাবাপন্ন

আর্সেনিক রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির, কার্ব্বভেজের জ্বালা যন্ত্রণা পাকস্থলীতে অত্যন্ত অধিক হয়, আর্সেনিকের জ্বালা-যন্ত্রণা আক্রান্ত স্থানে অর্শে অত্যন্ত অধিক হয়।

গ্রন্থি প্রদাহ।—কার্ব্বভেজের গ্রন্থির উপরও কিছু কিছু কার্য্য দেখা যায়। বিশেষভাবে স্তনের গ্রন্থিতেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। স্তনের গ্রন্থি ফুলিয়া শক্ত হয় এবং তদসহিত জ্বলন এবং পূঁয সঞ্চয়ের সম্ভাবনা হয় অথচ পূঁযোৎপাদন হইলে অর্থাৎ পাকিলে অধিক পূঁয হয় না।

দাঁতের মাড়ি।—মাড়ি শিথিল এবং দাঁত হইতে মাড়ি সরিয়া যায় সামান্য কোন জিনিষ চিবাইতে কিম্বা দাঁত পরিষ্কার করিতে কিম্বা চুষিতেই রক্ত বহির্গত হয় এবং প্রচুর লালা স্রাব হয়।

স্বরভঙ্গ।—কার্ব্বভেজ স্বরভঙ্গের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহার স্বরভঙ্গ স্যাঁৎস্যাঁতে বায়ুতে এবং সন্ধ্যার সময়ই অধিক বৃদ্ধি হয়, কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না কিন্তু কণ্ঠনালীর নিম্ন পর্য্যন্ত চড়চড় করে অর্থাৎ কাঁচা কাঁচা (Rawness) ভাব বর্ত্তমান থাকে, ইহার সহিত সময় সময় আক্ষেপযুক্ত শুষ্ক কাশিও হইতে থাকে।

স্বরভঙ্গের সমগুণ ঔষধ সমূহ

ফসফরাস।—ইহার স্বরভঙ্গও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয় কিন্তু ফসফরাসের স্বরভঙ্গের সহিত শুষ্ক কাশি বর্ত্তমান থাকে এতদ্ব্যতীত ফসফরাস রোগী দেখিলেই চিনিতে পারা যায় রোগী লম্বা এবং শীর্ণ ও উষ্ণ ধাতুযুক্ত, গরম সহ্য করিতে পারে না। সর্ব্বদা শীতল স্থান, শীতল পানীয় ইত্যাদি ইচ্ছা করে।

কষ্টিকাম।—স্বরভঙ্গ প্রাতে বৃদ্ধি হয়, কথা বলিতে গলায় জোর দিতে হয়। জলপান করিয়া কথা বলিতে গলায় অধিক কষ্ট হয় না বরং স্বর তখনকার মত পরিষ্কার হয় এইরূপ স্থলে কষ্টিকাম উত্তম কার্য্য করে, কষ্টিকামের স্বরভঙ্গে স্থানীয় পেশীর দুর্ব্বলতা বিশেষরূপ প্রকাশ থাকে।

হেপার সালফার।—এই ঔষধটিও স্বরভঙ্গে অত্যন্ত অধিকরূপ প্রয়োগ হয় কিন্তু যাহারা অত্যন্ত শীত কাতুরে এবং যাহাদিগের স্বরভঙ্গ প্রাতে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ উভয় বেলায় কিম্বা প্রতি শীতকালে বৃদ্ধি হয় তাহাদিগের পক্ষে অধিক উপযোগী। হেপার সালফার রোগী অত্যন্ত খিটখিটে।

সালফার।—ইহারও স্বরভঙ্গ কার্ব্বভেজের ন্যায় প্রাতেই অধিক হয়।

নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না হইলে ইহা মধ্যে মধ্যে এক একবার প্রয়োগ করা উচিত।

ইউপেটরিয়াম।—ইহাতেও স্বরভঙ্গ লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু স্বরভঙ্গের সহিত কণ্ঠনালী, গলদেশ, ভুজনলী (Bronchial tube) এবং সর্ব্ব শরীরে টাটানি বেদনা থাকে। স্বরভঙ্গপ্রাতে বৃদ্ধি হয়। গাত্র বেদনা ইহার সহিত বর্ত্তমান থাকা উচিত।

হাঁপানি।—কার্ব্বভেজ বৃদ্ধ এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল লোকদিগের হাঁপানির একটি উপযুক্ত ঔষধ। হাঁপানির সময় শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য রোগী এত অধিক কষ্ট বোধ করে দেখিলে মনে হয় যেন এখনই মৃত্যু হইবে। হাঁপানি কালীন বায়ুর উদ্গার হইলে রোগী অত্যন্ত উপশম বোধ করে। কার্ব্বভেজের হাঁপানি নিম্নোদরে অত্যধিক বায়ুর সমাবেশ বশতঃই অধিক উত্থিত হইয়া থাকে।

ফুসফুসের পক্ষাঘাত।—(Paralysis of lungs) কার্ব্বভেজ টাইফয়েড জ্বরকালীন নিউমোনিয়ার পর এবং বিশেষভাবে বৃদ্ধ লোকদিগের ফুসফুসের পক্ষাঘাতের সম্ভাবনায় অনেক সময় ব্যবহার হয়। রোগীর কাশিবার কিম্বা শ্বাস-প্রশ্বাস কালীন তরল শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ শ্রুত হয় এবং Emphysema অর্থাৎ বায়ু স্ফীতির লক্ষণ সমূহ পরিষ্কার প্রকাশ পায়। ভুজনলী সমূহও (Bronchial tubes) অত্যন্ত প্রসারিত হয় অর্থাৎ অধিক ফাঁপা বোধ হয়। ইহা ব্যতীত এতদাবস্থার সহিত শীতলতা অর্থাৎ হিমাঙ্গ অবস্থায় লক্ষণ (Collapse) বর্ত্তমান থাকে কিম্বা প্রকাশ পাইতে থাকে। ফুসফুসের আশঙ্কিত পক্ষাঘাতে ফসফরাস, এণ্টিমটার্ট এবং মস্কাস এই তিনটি ঔষধকে স্মরণ করিবে এবং কার্ব্বভেজের সহিত এণ্টিমটার্টের এতদ্বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্যও আছে। এণ্টিমটার্টেও বুকে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয় এবং তদহেতু অত্যন্ত ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে; শ্লেষ্মা যদিও তরল এবং ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত কিন্তু রোগী গয়ের তুলিতে পারে না ইহাই হইতেছে এণ্টিমটার্টের ফুসফুসের আশঙ্কিত পক্ষাঘাতের একটি প্রধান লক্ষণ—এইরূপ অবস্থা অধিককাল স্থায়ী হইলে ক্রমশঃ রোগীর হস্তপদ শীতল এবং নীল হইয়া আইসে এবং শীঘ্রই ঘুমন্তভাব আসিয়া রোগীকে তন্দ্রায় নিমগ্ন করিয়া ফেলে। তন্দ্রা হইতে সজাগ হইলেও তৎক্ষণাৎ পুনরায় রোগী তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। এণ্টিমটার্টে সর্ব্বদা তন্দ্রাভাব লাগিয়া থাকে। ইহা এই ঔষধের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ এবং ইহা কাশির পরই অধিক প্রকাশ পায়। এইরূপ অবস্থায় ফুসফুসে

দুর্ব্বলতা বশতঃ কাশি অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়—কাশির হ্রাস দেখিয়া রোগী আরোগ্য হইয়া আসিতেছে এই প্রকার মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রম জানিবে বরং ইহাতে রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ অধিকতর খারাপ হইতেছে জানিতে হইবে কারণ রোগীর রোগ আরোগ্যের সহিত বুকের শ্লেষ্মাও হ্রাস হইয়া আসা উচিৎ কিন্তু এইরূপ স্থলে প্রকৃত পক্ষে তাহা না হইয়া ফুসফুসের দুর্ব্বলতা হেতু রোগী কাশিতেও পারে না এবং গয়ের তুলিতেও পারে না অর্থাৎ ফুসফুসের ক্ষমতা ক্রমশঃই রহিত হইয়া আইসে। যথা সময়ে যদি প্রতিকারের চেষ্টা না করা হয় ফুসফুসের পক্ষাঘাত হেতু রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বায়ুস্ফীতি (Emphysema)।—Emphysemaতে কার্ব্বভেজের নিকট সদৃশ আর একটি ঔষধ আমরা দেখিতে পাই তাহা হইতেছে এমনকার্ব্ব, ইহাতেও কর্ব্বেভেজের ন্যায় কার্ব্বনিক এসিড দ্বারা রক্ত বিষাক্ত হয় এবং কার্ব্বভেজের শীতলতা, নীলভাব (Coldness and Blueness) ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ হয়।

ব্রোঙ্কাইটিস।—বৃদ্ধ লোকদিগের ব্রোঙ্কাইটিসের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং বক্ষঃস্থলে জ্বলন বোধ হয়। শ্লেষ্মা পীত বর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট থাকে। এমন কি শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অধিক বৃদ্ধি হয়। শ্লেষ্মার সমাবেশ হেতু বক্ষঃস্থলে ঘড় ঘড় শব্দ হয়।

D. Bayes says that in chronic bronchitis, of aged people with profuse expetoration or profuse accumulation of mucus with imperfect power of expetoration, blue nails and cold extremities—Carboveg from 6 to 30 is most usefull.

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়া যদিও কার্ব্বভেজে উল্লেখ দেখা যায়—কিন্তু কার্ব্বভেজের শিরঃপীড়া সাধারণতঃ অতিরিক্ত মদ্য মাংস ইত্যাদি পান ভোজন হইতে উদ্ভূত হয় এবং সচরাচর নিদ্রা ভঙ্গের পরই অর্থাৎ মদ মাংস ভোজনে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান কালীন টের পায়। শিরঃ-পীড়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে রোগী অধিক অনুভব করে এবং তদসহিত মানসিক বিশৃঙ্খলা বর্ত্তমান থাকে। মস্তকে ভন্ ভন্ গুণ গুণ শব্দ হইতে থাকে যেন ভীমরুল বাসা করিয়াছে। উষ্ণ ঘর সহ্য হয় না। যন্ত্রণা পশ্চাদ্দেশে আরম্ভ

হইয়া চক্ষুর সম্মুখ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বমন ভাব ও পাকস্থলীতে জ্বালা হইতে থাকে।

বৃহদ্ধমনীর প্রদাহ (aoritis)।—কার্ব্বভেজ বৃহদ্ধমনীর পুরাতন প্রদাহ হেতু ভীষণ শ্বাস কষ্টের একটি উপযুক্ত ঔষধ বিশেষতঃ যখন রোগী অত্যন্ত রক্তশূন্য হয় এবং শোথের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পরিপাক ক্রিয়া। পাকস্থলীতে কার্ব্বভেজের কার্য্য অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়, এতদ্বিষয়ে ইহা চায়না, নাক্স ইত্যাদি ঔষধের সমকক্ষ। মদ্য মাংস ইত্যাদি অপরিমিত পানাহার এবং অসৎ স্বভাব হেতু যাহাদিগের পরিপাক ক্রিয়া পরিণত বয়সে অত্যন্ত দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয় সামান্য কিছু আহার করিলেই পেটে বায়ুর সঞ্চার হয় (Least food disagees) উপর পেট ঢাকের মত ফাঁপিয়া উঠে, মুখে জল উঠে, দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার এবং বায়ু নিঃসরণ হয়, ঘৃতপক্ক সামগ্রী, দুগ্ধ ইত্যাদি সহ্য হয় না তাহাদিগের প্রতি কার্ব্বভেজ উত্তম কার্য্য করে। অত্যধিক এবং গুরুপাক দ্রব্য আহার জনিত উক্তরূপ অবস্থা অনেকটা নাক্সভমিকায়ও প্রকাশ থাকে কিন্তু নাক্স সর্ব্বদা কার্ব্বভেজের পূর্ব্বেই প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং যখন নাক্স ব্যবহারে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না তখন কার্ব্বভেজ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যদিও নাক্স এবং কার্ব্বভেজের লক্ষণ অনেকটা এক প্রকারের কিন্তু ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে নাক্সের রোগী পাতলা, খিট্‌খিটে এবং রাগী আর কার্ব্বভেজের রোগী অলস নিস্তেজ প্রকৃতির অথচ হৃষ্টপুষ্ট।

কার্ব্বভেজ।	নাক্সভমিকা।
১। রোগী অলস প্রকৃতির, নিস্তেজ এবং হৃষ্টপুষ্ট।	১। রোগী খিট খিটে পাতলা এবং রাগী।
২। উপর পেট ঢাকের মত ফাঁপিয়া উঠে। দুর্গন্ধ এবং টক উদ্গার উঠে উদ্গারে উপশম হয়।	২। পেট ফাঁপা অধিক থাকে না আহারের পর পেট ঠোস মারিয়া থাকে। অম্লাস্বাদযুক্ত উদ্গার উঠে, উদ্গারে উপশম হয় না।
৩। সামান্য আহারেই পেটে বায়ুর সঞ্চার হয়। ঘৃত পক্ক দ্রব্য কিম্বা দুগ্ধ আদপেই সহ্য করিতে পারে না।	৩। আহারের পর রোগ বৃদ্ধি হয় এবং রোগী নিজেকে সর্ব্ব প্রকারে অসুস্থ বোধ করে।

কার্ব্বভেজ।	নাক্সভমিকা।
৪। অজীর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় অধিক থাকে, কোষ্ঠ কাঠিন্য অধিক থাকে না।	৪। কোষ্ঠকাঠিন্য কিম্বা উদরাময় অথবা কখন কোষ্ঠ কাঠিন্য আবার কখন উদরাময় হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যই অধিক থাকে।
৫। বায়ুর প্রকোপই বিশেষ লক্ষণ।	৫। অম্ল উদ্গারই বিশেষ লক্ষণ।

কার্ব্বভেজ।	চায়না।
১। রোগী অলস প্রকৃতির নিস্তেজ অথচ শরীর হৃষ্টপুষ্ট।	১। রোগী ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য অত্যন্ত দুর্ব্বল।
২। উপরের পেট ফাঁপে এবং উদ্গারে উপশম হয়।	২। সমস্ত পেট ফাঁপে এবং উদ্গারে উপশম হয় না বরং অসুস্থবোধ করে।
৩। উদ্গার এবং নিঃসরিত বায়ু অত্যন্ত বদ গন্ধযুক্ত।	৩। উদ্গার এবং নিঃসরিত বায়ু তত বদগন্ধযুক্ত নয়।
৪। ভেদ দুর্গন্ধযুক্ত এবং অজীর্ণ। অধিক ভেদে সমস্ত শরীর শীতল হইয়া আইসে। কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকিতেও পারে।	৪। ভেদ দুর্গন্ধযুক্ত এবং অজীর্ণ কিন্তু পেট ফাঁপা বর্ত্তমান থাকে। মুখমণ্ডল-ফ্যাকাশে হয়, কান ভোঁ-ভো করে এবং মাথা ঘুরায়। কোষ্ঠ-কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে না।
৫। সামান্য কোন জিনিষই সহ্য হয় না, বায়ুতে পরিণত হয়।	৫। সামান্য আহারেই অজীর্ণ ভেদ হয়।
৬। পাকস্থলী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং বায়ুর প্রকোপ অধিক।	৬। পাকস্থলী দুর্ব্বল, অজীর্ণ ভেদ অধিক।

কার্ব্বভেজের দুর্ব্বলতার কারণ এবং চায়নার দুর্ব্বলতার কারণ অনেকটা বিভিন্ন প্রকৃতির। কার্ব্বভেজের দুর্ব্বলতা শরীরস্থ কোন যান্ত্রিক (organic causes) কারণে হেতু উদ্ভূত হয় এবং তন্নিমিত্ত হিহাজ অবস্থা সর্ব্বশরীর বিশেষতঃ পা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত অধিক প্রকাশ হয় এবং মুখ মণ্ডলের চেহারার বিকৃতি ঘটে

চায়নায় দুর্ব্বলতা অনেকটা ক্রিয়াত্মক (functional)। জীবনী শক্তির অতিরিক্ত অপচয়হেতু যান্ত্রিক কার্য্যের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়, মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়, চোখে অন্ধকার দেখে, মাথা ঘুরায়, কান ভোঁ-ভোঁ করে। ইহা ব্যতীত কার্ব্বভেজ এবং চায়না উভয়ই পরস্পরের অনুপূরক (Complementary) ঔষধ।

কার্ব্বভেজ।	লাইকোপোডিয়াম।
১। উপর পেট ফাঁপে	১। নিচের পেট ফাঁপে।
২। উদ্গারে উপশম হয়	২। উদ্গারে উপশম হয় না।
৩। উদ্গারে বদগন্ধ এবং অম্ল-স্বাদযুক্ত।	৩। উদ্গার অম্লাস্বাদযুক্ত
৪। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পেট-ফাঁপার সহিত অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে উদরাময় বর্ত্তমান থাকে।	৪। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পেট-ফাঁপার সহিত গন্ধহীন বায়ু নিঃসরণ হয় কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে।
৫। রোগের বৃদ্ধির সময়ের যদিও বিশেষ কোন নিশ্চয়তা নাই কিন্তু অপরাহ্লেই বৃদ্ধি হয়। কার্ব্বভেজের পেটফাঁপার সহিত উদরাময় থাকিলেই অধিক কার্য্য করে। যখন আহার সামগ্রী পেটে না পচিয়া কেবল অন্ত্রের গাত্র হইতে গ্যাস বাহির হইয়া পেট ফাঁপে তখন কার্ব্বভেজ ফলপ্রদ। ইহাতে সর্ব্বদা দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়।	৫। রোগের বৃদ্ধির সময় প্রত্যহ বৈকাল ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত নিশ্চিত। লাইকোপোডিয়ামে পেট-ফাঁপার সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে। পেটে অত্যন্ত শব্দ হয় অথচ গন্ধহীন বায়ু নিঃসরণ হয়। লাইকোপডিয়ামের গোলযোগ নিচপেট (সরলান্ত্র) লইয়া উপর পেটের (পাকাশয়ের) সহিত কোন সংশ্রব নাই। লাইকোপোডিয়ামের পেটফাঁপা যকৃতের গোলযোগ হইতেই অধিক উৎপন্ন হয়।

পেট ফাঁপা—এই বিষয়ে এক স্থানে ডাক্তার হিউজ বলিতেছেন—"I mean its power over flatulence, whether existing alone or associated with acidity or heart-burn is very marked. It is my own favourite remedy for the condition and I have seen the most distressing oppression and dyspnoea, recurring after

every meal removed by its use." কার্ব্বভেজে উপর পেট ফাঁপে এবং প্রায়ই তৎসহিত অজীর্ণ ভেদ অথবা দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ বর্ত্তমান থাকে। উদ্গারে সামান্য উপশম হয়।

চায়না—সমুদায় পেট ঢাকের মত ফাঁপিয়া ওঠে এবং অজীর্ণ যন্ত্রণাশূন্য ভেদ বর্ত্তমান থাকে। পেট গুড় গুড় করে ডাকে।

লাইকোপোডিয়াম—ইহাতে নিচপেট ফাঁপে এবং ইহার সহিত প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য ও গন্ধশূন্য বায়ু নিঃসরণ বর্ত্তমান থাকে।

উদরাময়।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি কলেরা ব্যতীত অন্য আর কোন তরুণ রোগে ইহার ব্যবহার অধিক দেখা যায় না কিন্তু রোগের শেষ অবস্থায় ইহাকে একমাত্র ঔষধ বলা যাইতে পারে। ইহার মল কটাবর্ণ জলবৎ তরল এবং হড়হড়ে। পুনঃ পুনঃ এবং সময় সময় অসাড়ে হয়, দুর্গন্ধ এবং ভীষণ পচা গন্ধযুক্ত, তরুণ রোগে বহুদিন ভুগিয়া অথবা কঠিন তরুণ রোগের পর অবস্থা সঙ্কটজনক হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। উত্তপ্ত হইয়া বরফ জল পানে অথবা পাকস্থলীতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ বৃদ্ধি হয়। রোগী অস্থির এবং উদ্বিগ্ন, অপরাহ্ণেই অস্থিরতা বৃদ্ধি হয়। শিশু খিটখিটে মুখমণ্ডল নীল আভাযুক্ত অথবা অত্যন্ত ফ্যাকাশে বর্ণ। সর্ব্বদা প্রচুর রজ্জুবৎ লালাস্রাব হয় এবং প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ বর্ত্তমান থাকে, এতদ্ব্যতীত পদদ্বয়ের হাঁটু পর্য্যন্ত বরফবৎ শীতল হইয়া আইসে।

কলেরা এবং কোলাপ্স—কোলাপ্সে কার্ব্বভেজের পরিচয় যেরূপ পরিস্কার পাওয়া যায় আর কোন অবস্থাতে সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না এতদ হেতুই ইহা হোমিওপ্যাথিক মৃত সঞ্জিবনী সুধা বলিয়া পরিচিত। ইহার বিষয় ভিরেট্রামে অনেক লিখিয়াছি সংক্ষেপে এই স্থলে কয়েকটি কথা বলিব।

কার্ব্বভেজ বিসূচিকার চরম অবস্থায় সচরাচর প্রয়োগ হইয়া থাকে। ডাক্তার বেয়ার বলেন "কোলাপ্স অবস্থায় অন্যান্য ঔষধে রোগের উপকার না হইলে কার্ব্বভেজ প্রয়োগ করিবে। যখন অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হয়, ভেদবমি এবং হাতে পায়ে খিল ধরা থাকে না রোগী মরার মত পড়িয়া থাকে তখনই ইহা উত্তম কার্য্য করে।" ওলাউঠায় কোলাপ্স অথবা সম্পূর্ণ অবসাদ অবস্থায় ভিরেট্রাম আর্সেনিক প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করার পর ঔষধ কর্ত্তৃক কিম্বা আপনা হইতেই যখন ভেদ বমন প্রভৃতি লক্ষণ অনেক পরিমাণে কম পড়িয়া বা একেবারে বন্ধ

হইয়া রোগী সংজ্ঞাহীন নাড়ী শূন্য মরার মত অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া মধ্যে মধ্যে দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ করে তখন কার্ব্বভেজ অধিক প্রযোজ্য। কার্ব্বভেজ ব্যবহারের বিশেষ, লক্ষণ—

মুখমণ্ডল বিবর্ণ, সর্ব্বশরীর বরফের ন্যায় শীতল, জিহ্বা শীতল, শ্বাসপ্রশ্বাস বায়ুও শীতল, নাসিকা, গণ্ডস্থল, হস্ত এবং পদের অঙ্গুলি হইতে আরম্ভ করিয়া কনুই এবং হাঁটু অবধি হিমের ন্যায় ঠাণ্ডা উপর পেট ঢাকের মত ফাঁপা তদহেতু শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। পাখার বাতাসের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা, স্বরভঙ্গ অথবা সম্পূর্ণ স্বরবন্ধ, নাড়ী লুপ্ত প্রায়, রোগী অজ্ঞান অচৈতন্য মৃতবৎ—ভেদ, বমি, খিলধরা সমুদায় লোপ (vital forces nearly exhuasted, cold surface especially from knees down to feet, lies motionless, as if dead, breath cold, pulse intermittent, thready, cold sweat on limbs).

এইরূপ অবস্থায় কার্ব্বভেজ ব্যবহারে শীঘ্র শীঘ্র শরীরে উত্তাপের সঞ্চার হয়, নাড়ী পুনঃ প্রকাশিত হয়, জড়তা ঘুচিয়া যায়, স্বর ফিরিয়া আইসে অর্থাৎ মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পর এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করিবার সময় যদি এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা রোগীকে ক্যালামল দিয়া থাকেন তবে সর্ব্ব প্রথমে কার্ব্বভেজ প্রয়োগ করা নেহাৎ আবশ্যক। ডাক্তার সালজার সাহেব বলেন বিসুচিকার চরম অবস্থায় রোগীর অন্ত্রে রক্তাধিক্য বশতঃ অন্ত্র হইতে রক্ত ভেদও হইয়া থাকে। যখন এই রক্ত ভেদ জলের ন্যায় তরল হয় তখন মার্কিউরিয়াস কর অথবা রিসিনাসের বিষয় চিন্তা করিবে কিন্তু যখন কেবল খাঁটি রক্ত অসাড়ে নির্গত হইতে থাকে তখন কার্ব্ব-ভেজ অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

কেবল কলেরায় কোলাপ্সেই যে কার্ব্বভেজ ব্যবহার হয় তাহা মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রম, যে কোন রোগই হউক না কেন কার্ব্বভেজের শীতলতা অর্থাৎ শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপের বিশেষ হ্রাস—নাসিকাগ্র, গণ্ডযুগল এবং হস্ত পদের অত্যন্ত শীতলতা লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই ইহার বিষয় চিন্তা করিতে পারা যায় এইরূপ অবস্থা অথবা টাইফয়েড জ্বরের শেষ অবস্থায়, জীবনী শক্তির অত্যন্ত অপচয়ে অত্যধিক রক্তস্রাবে অথবা নিউমোনিয়ায় অর্থাৎ যে কোন

রোগই প্রকাশ হউক তদসহ হিমাঙ্গ অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলে কার্ব্বভেজকে উচ্চ-স্থান দিবে। শরীর বিশেষতঃ হস্ত পদ এবং শ্বাস প্রশ্বাস বরফের ন্যায় শীতল হয় নাড়ী বিলুপ্ত হয় অথবা সূত্রের ন্যায় মিন মিন করিতে থাকে, ওষ্ঠদ্বয় এবং শরীরের স্থানে স্থানে নীল হয়, সর্ব্ব শরীরে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়, পাখার বাতাস না করিলে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার আশঙ্কা হয় এইরূপ লক্ষণে কার্ব্ব-ভেজ প্রয়োগ করিলে আশাতীত উপকার পাওয়া যায়, কোলাপ্সে কার্ব্বভেজের ক্ষমতা অসীম।

কোলাপ্সের সমগুণ ঔষধ সমুহ।

ক্যাম্ফর—ইহার বিষয় ক্যাম্ফর এবং ভিরেট্রামে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। ইহার কোলাপ্স আমরা কলেরাতেই অধিক দেখিতে পাই অর্থাৎ ক্যাম্ফরের ন্যায় কোলাপ্স লক্ষণ, কার্ব্বভেজের ন্যায় নিউমোনিয়া টাইফয়েড ইত্যাদিতে প্রকাশ হয় না। কলেরা ব্যতীত সর্দ্দি গর্ম্মিতেও প্রকাশ হয় বটে এবং তদ হেতু কেহ কেহ সর্দ্দি গর্ম্মিতে (sun stroke) ক্যাম্ফর প্রয়োগের ব্যবস্থাও দেন। ক্যাম্ফরে ভেদ বমি বিশেষ কিছু হয় না মনে হয় স্নায়বিক বিধান (nervous system) পূর্ব্বে হইতে বিষাক্ত হইয়া অবসাদ গ্রস্থ হইয়া রাহয়াছে। রোগীর সর্ব্বাঙ্গ বরফের ন্যায় শাতল হয় এবং শরীরে শুষ্ক কিম্বা শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে। গলার স্বর খুব উচ্চ হয় নতুবা লুপ্ত প্রায় হয় (husky)। এইরূপ অবস্থায় ক্যাম্ফর শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে। ক্যাম্ফরের কোলাপ্স আমরা কদাচিত পাই। অধিকাংশ স্থলে কার্ব্বভেজ, ভিরেট্রাম, আর্সেনিক ইত্যাদির কোলাপ্সই প্রকাশ হইয়া থাকে।

ভিরেট্রাম—ইহার কোলাপ্স অনেকটা কার্ব্বভেজের ন্যায়। হাতে পায়ে বুকে খিল ধরিতে থাকে এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। কপালের শীতল ঘর্ম্মই এই ঔষধটির বিশেষ লক্ষণ।

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড—নাড়ী আদৌ থাকে না রোগীর গাত্রে চট চটে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়, সর্ব্বাঙ্গ শীতল, রোগী মৃতবৎ অবস্থায় পড়িয়া থাকে, সকলের মনে হয় মরিয়া গিয়াছে মাঝে মাঝে এক একবার নিশ্বাস টানে মাত্র। ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার বলেন যখন নাড়ী ছাড়িয়াছে শ্বাস প্রশ্বাস খুব ধীরে ধীরে এবং বিলম্বে বিলম্বে কতকটা যেন ঠিক খাবি খাওয়ার মত পড়িতেছে, নিশ্বাস টানিবার এবং ফেলিবার অন্তর

কালে মনে হয় যেন রোগী মরিয়া গেল। এইরূপ স্থলে ইহা মন্ত্রের ন্যায় আশ্চর্য্য ফল দেখায়। ঠিক যেন মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠে। এই ঔষধের ক্রিয়া খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায়। ২।৩ মাত্রার পর আশানুরূপ ফল না পাইলে সাইনায়েড অফ পটাস (kali cynide) ব্যবহার করিবে।

ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস, ন্যাজা, কোব্রা প্রভৃতি সর্পের বিষ ঘটিত ঔষধগুলিও প্রায় শেষ অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া কষ্টকর হইয়া মৃত্যুর আশঙ্কা হইলে উপরোক্ত কয়েকটি ঔষধ উপকারী। একটি দ্বারা উপকার না হইলে অন্যটি ব্যবহার করিবে, ল্যাকেসিসের রোগী হাঁপায় এবং মুখ হইতে লালা ঝরে।

(কোলাপ্সের বিস্তারিত বিবরণ ভিরেট্রামে দেখ)

আমাশয়—কার্ব্বভেজ আমাশার অত্যন্ত বাড়া বাড়ি অবস্থায় সময় ব্যবহার হয়। নিম্নোদরে অত্যন্ত জ্বালা হইতে থাকে এবং নিম্নোদর ফুলিয়া ঢাকের মত হয়। নাড়ী দুর্ব্বল এবং সবিরাম প্রকৃতির, ভেদ ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত এবং দেখিতে কটাবর্ণ জলবৎ তরল অথবা শ্লেষ্মাযুক্ত।

কার্ব্বভেজের ন্যায় অবস্থা অনেকটা আর্সেনিকে দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু আর্সেনিক রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির, এই অস্থিরতা শারীরিক এবং মানসিক উভয়েতেই প্রকাশ পায় ও সঙ্গে সঙ্গে অদম্য পিপাসা বর্ত্তমান থাকে কিন্তু জল সহ্য হয় না বমন হইয়া উঠিয়া যায়। ভেদ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং কটা বর্ণের। ভেদের অবস্থা সম্পূর্ণ কার্ব্বভেজের ন্যায় কিন্তু আর্সেনিকে কার্ব্বভেজের ন্যায় পেট ফাঁপা লক্ষণ তত প্রবল থাকে না।

আর্সেনিক অপেক্ষা চায়নার সহিত কার্ব্বভেজের অধিকরূপ সাদৃশ আছে অনেকে ইহাদিগকে পরস্পরের অনুপূরক (complementary) ঔষধ বলিয়া থাকেন। উভয়েরই ভেদ কাল দুর্গন্ধযুক্ত, উভয়েরই পেট ফাঁপা আছে, উভয়ই অত্যন্ত দুর্ব্বল, উভয়েরই মুখ মণ্ডল চোপসান ফ্যাকাশে, সঙ্কুচিত,উভয়েরই ভেদ আহারের পর বৃদ্ধি হয়। চায়নার পেটে কিম্বা বুকে অগ্নিবৎ জ্বলন নাই, কার্ব্বভেজে পেটে এবং বুকে ভীষণ জ্বলন থাকে যেন আগুণ জ্বলিতেছে। ইহা ব্যতীত কার্ব্বভেজের দুর্ব্বলতা চায়না অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক অর্থাৎ কার্ব্বভেজের ন্যায় অবসাদ অন্য কোন ঔষধে দেখা যায় না, ইহা স্মরণ রাখিবে।

জ্বর

সময়—কার্ব্বভেজের জ্বরের সময়ের বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই প্রাতে ১০—১১টা অথবা সন্ধ্যা।

শীত অবস্থা—অত্যন্ত জল পিপাসা থাকে। শীত সচরাচর বাম হস্ত কিম্বা বাহু হইতে আরম্ভ হয়। বাম দিকে বিশেষতঃ বাম হস্ত হইতে শীত আরম্ভ হওয়া কার্ব্বভেজের জ্বরের একটি বিশেষ লক্ষণ, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। হস্ত পদ অত্যন্ত শীতল হয় এমন কি আঙ্গুলের নখ নীলবর্ণ প্রাপ্ত হয়। "বাম হস্ত হইতে শীতের আরম্ভ" এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা অনেক জ্বর আরোগ্য করিয়াছি। শীত অবস্থায় রোগীর সমস্ত শরীর বরফের ন্যায় শীতল হয়। পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত শীতানুভব অত্যন্ত অধিক হয়।

দাহ অবস্থা—পিপাসা থাকে না। শিরঃপীড়া হয় এবং পেট ফাঁপিয়া উঠে, বদগন্ধ যুক্ত বায়ু নিঃসরণ হইতে থাকে।

ঘর্ম্ম অবস্থা—প্রচুর হয় এবং বদগন্ধ যুক্ত।

ডাক্তার টি, ডি, ষ্টোইর (Dr. T. D. Stowe) নিম্নের কথা কয়েকটি স্মরণ রাখিতে পারিলে কার্ব্বভেজের জ্বরের চিকিৎসা করিতে কোন প্রকার ভ্রম হওয়া উচিত নয়—In cachectic patients with profuse sour smelling perspiration, thirst only during the chill, excitability of nervous symptoms. Patient debilitated from previous drugging and frequent suppression of paroxysm by quinine. One sided chill (left) during afternoon, great prostration, with icy coldness of the body, thirst and rapid sinking, small pulse, contracted, cold and cadaverous tongue and face with cold breath."

(কুইনাইন দ্বারা পুনঃ পুনঃ জ্বর বন্ধ করা হেতু যাহাদিগের শারীরিক ধাতু বিকৃতি ঘটে, প্রচুর অম্ল গন্ধ যুক্ত ঘর্ম্ম হয় তদসহ দুর্ব্বলতা এবং শীত অবস্থায় পিপাসা বর্ত্তমান থাকে ও শীত বাম বাহু হইতে আরম্ভ হয় তাহাদিগেতে কার্ব্বভেজ উত্তম কার্য্য করে। সমুদায় শরীর, মুখমণ্ডল, জিহ্বা, শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি সমুদায় এবং বিশেষতঃ হস্ত পদের কনুই ও হাঁটু অবধি বরফের ন্যায় শীতল হয়, নাড়ীর গতি অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং মুখ চোখ বসিয়া যায়)।

টাইফয়েড জ্বর।—টাইফয়েড রোগে যখন পেট ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে অর্থাৎ উদরাময় প্রকাশ পায় এবং রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে, ব্যাপ্টিসিয়ায় যদি রোগ আটকাইতে না পারে তাহা হইলে আর্সেনিক, কার্ব্বভেজ কিম্বা মিউরেটিক এসিডের অবস্থা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। আর্সেনিকের ন্যায় পিপাসা অস্থিরতা এবং বৃদ্ধির সময় (১২ টা হইতে ২টা) কার্ব্বভেজ কিম্বা মিউরেটিক এসিডে কিছুই বর্ত্তমান থাকে না কিন্তু অবসাদ তিনটিতেই অত্যন্ত অধিক থাকে। আর্সেনিকে রোগের বিশেষ উপকার না হইলে কার্ব্বভেজ এবং মিউরেটিক এসিডের উপর তখন আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয় কারণ এইরূপ অবস্থায় ইহারাই তখন প্রধান অবলম্বন, যখন রোগ কোন ঔষধে কিছুই হয় না তখন কার্ব্বভেজেই জীবন রক্ষা করে ইহা অনেক স্থলে আমরা দেখিয়াছি। কার্ব্বভেজের অবস্থা সম্পূর্ণ কোলাপ্স, জীবনী শক্তির সম্পূর্ণ অবসাদ। মুখমণ্ডল মৃতবৎ ফ্যাকাশে অথবা নীলবর্ণ হয়। নিম্নোদর ফাঁপিয়া উঠে বায়ুর ঘড়ঘড়ানি শব্দ হইতে থাকে, ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় প্রকাশ পায়, গলায় প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয়, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা হেতু শরীরের স্থানে স্থানে নীলবর্ণ হয়, নাসিকা, মলদ্বার ইত্যাদি স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়। শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয় সর্ব্বদা পাখার বাতাস চায় (হৃদপিণ্ডের কার্য্যের অবসাদের লক্ষণ) সর্ব্বাঙ্গ বরফবৎ শীতল হয়, শীতল শ্বাস প্রশ্বাস বাহিতে থাকে অর্থাৎ টাইফয়েডের চরম অবস্থায় যখন রোগীতে জীবনী শক্তির সাড়া পাওয়া যায় না এবং রোগীর জীবনের উপর কোন ভরসা থাকে না, শীতলতাই যখন রোগের প্রধান পরিচায়ক লক্ষণ হয় তখন কার্ব্বভেজের বিষয় চিন্তা করিবে। কার্ব্বভেজকে যে কোন রোগের চরম অবস্থায় লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে ইহা যেন স্মরণ থাকে। (টাইফয়েডের বিস্তারিত বিবরণ রাসটক্সে দেখ।)

বিলেপী জ্বর এবং ফোড়া (Hectic fever)।—ফুসফুস অথবা বঙ্ক্ষণ সন্ধি (Hipjoint) অথবা মেরুদণ্ডের অস্থির স্থানে (vertebra) কোন প্রকার ফোড়া জনিত বহুদিন যাবৎ পূঁজোৎপাদন হেতু জ্বর হইতে থাকিলে তাহাতে কার্ব্বভেজ প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। মেরুদণ্ডের রোগ সংক্রান্ত কোন প্রকার ফোড়ার শস্ত্রোপচার করিতে হইলে অনেক সময় চিকিৎসককে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইতে হয় যে হেতু এইরূপ স্থলে অস্ত্র হইলে

ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয় না এবং প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত বিলম্বে হইতে থাকে ও রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। লক্ষণানুযায়ী কার্ব্বভেজ কিম্বা চায়না পূর্ব্ব হইতে ব্যবহার করিলে এইরূপ ফোড়ায় শস্ত্রোপচারের বিপদ হইতে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন।—৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়। নিম্নক্রম অধিক ফলপ্রদ নয়। ইংরেজ ডাক্তারগণ নিম্ন ক্রমের অধিক পক্ষপাতি কিন্তু নিম্ন ক্রমে ইহার কার্য্য উপযুক্তরূপ প্রকাশ হয় না তদহেতু বোধ হয় তাহারা কোলাপ্স অবস্থায় এই ঔষধের অধিক উপকারিতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না। ডাক্তার হিউজ বলেন বৃদ্ধলোকদিগের অজীর্ণরোগে ৬x চূর্ণ উত্তম কার্য্য করে।

অনুপূরক।—অজীর্ণ এবং বিশেষতঃ—ফুস ফুস ও গলদেশের রোগে ক্যালিকার্ব্ব, বক্ষস্থলের রোগে এবং কোন গুরুতর রোগ হেতু পক্ষাঘাতে ফসফরাস কার্ব্বভেজের অনুপূরকরূপে কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি।—মাখন, ঘৃত পক্ক দ্রব্য আহারে। কুইনাইন এবং পারদের অপব্যবহারে। জোরে সঙ্গীত গাহিতে অথবা চেঁচাইয়া পড়িতে এবং স্যাৎসেতে ঋতুতে।

রোগের উপশম।—উদ্গারে এবং পাখার বাতাসে।

রোগীর বিবরণ।

আমার বাড়ীর সন্নিকট একজন ভদ্রলোক বয়স প্রায় ৫৫ হইবে বহুদিন যাবৎ অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছেন, পেটে বায়ুর সঞ্চারই অধিক হইত। বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া ভুগিয়া শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, কোন খাদ্য দ্রব্যই পরিপাক হয় না। যাহাই আহার করিতেন তাহাই বায়ুতে পরিণত হইত। এক সময়ে লোকটি খুব খাইয়ে ছিল। মধ্যে মধ্যে এক একদিন প্রচুর দুর্গন্ধ ভেদ হইত, এই প্রকারে বহুদিন চলিয়া আসিতেছে। টাইকোপেপিন, ক্যারিয়াকোপ্যাপিয়া, নাক্স ইত্যাদি ঔষধ অনেক ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার না পাইয়া বিরক্ত হইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন এক প্রকার আহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উদ্গারও সঙ্গে সঙ্গে হইত এবং

উদ্গারে পেট ফাঁপার কিঞ্চিৎ উপশম হইত। নাক্সভমিকা, রোগী নিজে নিজে অনেক সময় খাইয়াছেন এতদ সমুদায় ঔষধে সাময়িক উপশম হইত বটে কিন্তু উপকার স্থায়ী হইত না। পেটে বায়ু যে প্রকার সমাবেশ হইত সেই প্রকার উদ্গারে কিম্বা বায়ু নিঃসরণ ছিল না। নিঃসরিত বায়ুও অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইত। ভেদ যদিও প্রত্যহ হইত না কিন্তু যখন হইত তখন অনেক বার হইত। আমি প্রথম দিন তাঁহাকে চায়না ৩০ দিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন উপকার না হওয়ায় কার্ব্বভেজ ৩০ কয়েক মাত্রা দিয়া বলিয়া দিলাম প্রত্যহই এক একবার সেবন করিবেন এবং ৭ দিন পর আসিয়া দেখা করিবেন। ৭ দিন পর রোগী আসিয়া অনেকটা ভাল বোধ করিতেছে বলিল। পুনরায় তাহাকে আরো কয়েক মাত্রা কার্ব্বভেজ দিলাম কিন্তু এবার তাহাকে এক দিন পর একদিন খাইতে বলিয়া দিলাম এবং ১৫ দিন পর সাক্ষাৎ করিতে বলিলাম। পেট ফাঁপা এবং বায়ুর সমাবেশ অনেকটা হ্রাস হইয়াছে জানিতে পারিলাম। চেহারাও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিলাম। এইরূপে রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে। এখন পর্য্যন্ত কাজ করিতেছে এবং বেশ সুস্থ রহিয়াছে। প্রথম দিনই কার্ব্বভেজ দেওয়া উচিৎ ছিল কারণ (১) রোগ পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল (২) লোকটী এককালে খাইয়ে ছিল ও নেশা করা অভ্যাস ছিল (৩) সামান্য যাহা কিছু আহার করিত তাহাতেই বায়ুর সঞ্চার হইত (৪) দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হইত ইত্যাদি সমুদায় লক্ষণে সর্ব্বপ্রথমেই কার্ব্বভেজ নির্ব্বাচিত হওয়া উচিৎ ছিল।

বেলেডোনা (Belladonna)

বেলেডোনার বিষয় কিছু বলিতে কিম্বা লিখিতে হইলে ইহার সমকক্ষ এবং সমগুণ সম্পন্ন ঔষধ কয়েকটির বিষয় সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তদ্‌হেতু নিম্নে তাহাদিগের নাম দিলাম :—

বেলেডোনা। ষ্ট্রেমোনিয়াম। হাইওসিয়ামাস। ডালকামারা।
ট্যাবেকাম। সোলেনাম নাইগ্রাম। ক্যাপ্সিকাম।

ইহাদিগের মধ্যে প্রথম তিনটি ঔষধের ব্যবহার সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া

যায় এবং ইহারা পরস্পর এত অধিক নিকট সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য যে অনেক সময় ইহাদিগের প্রয়োগ লইয়া অত্যন্ত ভ্রমে পড়িতে হয়। (ইহারা সকলেই কনীনিকা প্রসারক (Mydriatic medicinal agent by which the pupil is preternaturally dilated) এবং উগ্র মাদক জাতীয় ঔষধ (acro narcotic) ইহা ব্যতীত ইহাদিগের সকলেরই প্রধান কার্য্যস্থল হইতেছে মস্তিষ্ক।

সোলেনাম নাইগ্রাম—যদিও ইহাতে মাদকগুণ এবং মস্তিষ্কে কার্য্য বর্ত্তমান রহিয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে বেলেডোনা ইত্যাদির সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে না এবং ইহার বহুল প্রচারও দেখা যায় না।

ট্যাবেকাম—ইহার বাঙ্গালা নাম তাম্রকুট (তামাকু tobacco) ইহার কার্য্য অল্পবিস্তর অনেকেই বিদিত, মস্তিষ্কে যে ইহার কিঞ্চিৎ কার্য্য আছে তাহা প্রত্যেক দিনই প্রত্যক্ষ হইতেছে। ইহাতে যে কিঞ্চিৎ মাদকতা গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা অধিক লেখাই বাহুল্য কিন্তু বেলেডোনার ন্যায় সমুদায় কার্য্য মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত না হইয়া শরীরের অন্যান্য অংশেও বিস্তারিত হয়।

ডালকামারা—ইহার মাদকতা গুণ অধিক নাই। প্রচুর পরিমাণে সেবন না করাইলে তন্দ্রাভাবের সঞ্চার হয় না।

ক্যাপ্সিকাম—ইহার বাঙ্গলা নাম লঙ্কা (Red Pepper) ইহা ভীষণ ক্ষতকারক। চর্ম্মের উপর অতি শীঘ্রই ফোস্কা উৎপন্ন করে, ইহার মাদকতাগুণ অতি সামান্য এবং তাহা বেলেডোনা ইত্যাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—বেলেডোনার যাহা কিছু কার্য্য তদ সমুদায়ই যেন মস্তিষ্কে কেন্দ্রী ভূত হইয়াছে। মস্তিষ্কে আর কোন ঔষধের এত অধিক কার্য্য প্রকাশ পাইয়াছে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। কাজে কাজেই বেলেডনাকে এক কথায় মস্তিষ্ক রোগের একটী অদ্বিতীয় ঔষধ বলা যাইতে পারে ইহার নির্ব্বাচনে মস্তকের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা নেহাৎ প্রয়োজন নতুবা ইহার নির্ব্বাচনকে সঠিক এবং সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। মস্তকের রক্তাধিক্যতাই হইতেছে ইহার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব যেন শরীরের সমুদার রক্ত নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে ধাবিত হইতেছে (এমিল নাইট্রেট, গ্নোনয়ন, মেলিলোটাস) মস্তক উষ্ণ শরীরের নিম্নাংশ এবং প্রান্তদেশ সমূহ (extremities)

শীতল। চক্ষুলাল রক্তজবা সদৃশ। মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ। কেরোটিড ধমনিদ্বয় রক্তের সঞ্চালনে স্ফীত এবং দপ্ দপানি যুক্ত। এমত অবস্থায় রোগী প্রলাপ বকে, উন্মাদবৎ উগ্র অবস্থা ধারণ করে, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে। নিকটস্থ লোকদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়, হস্ত পদ বিক্ষিপ্ত ভাবে সঞ্চালন করিতে থাকে অর্থাৎ মস্তকে রক্ত উঠিয়া যে প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা করা যাইতে পারে বেলেডোনায় তাহারই একটি পরিষ্কার চিত্র প্রকাশিত হয়। বেলেডোনার বিষাক্তেও—আমরা উপরি উক্ত লক্ষণই দেখিতে পাই—চক্ষু শুষ্ক এবং রক্তিমাভ ধারণ করে। মুখমণ্ডল গভীর লাল হইয়া উঠে। চর্ম্ম শুষ্ক, উত্তপ্ত এবং লোহিত বর্ণ হয়। মুখবিবর, মস্তক, গলদেশ ভীষণ রক্তাধিক্য এবং শুষ্ক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তৎপর ক্রমশঃ গলদেশের পেশীর অর্থাৎ বেষ্টক পেশী সমূহের (Sphincter muscle) সঙ্কোচন (constriction) জল তৃষ্ণা ইত্যাদি আসিয়া উপস্থিত হয়। শিরঃপীড়া, শিরঃঘূর্ণন অবাস্তব বস্তুর ভ্রম দর্শন (hallucination), চক্ষু তাড়কার ভীষণ প্রসারণ (dilatation), পেশীর আকুঞ্চন (twitching), কনভালসন (তড়কা) ইত্যাদি প্রকাশ পাইতে থাকে। বেলেডোনার বিষাক্ত বিষয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে—মনুষ্য ইহা ভক্ষণ করিলে বিষাক্ত হয় কিন্তু তৃণজীবি পশুদিগের (Lervivorous animal) ইহা ভক্ষণে কিছুই হয় না বরং তাহারা মনের সাধে ইহা ভক্ষণ করে।

বেলেডোনা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ ইহা হইতে যে অ্যালকলয়েড প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা এট্রোপিন (Atropin) নামে পরিচিত। চক্ষু তারকা প্রসারিত (dilate) করিতে এবং চক্ষু পরীক্ষা কার্য্যে ইহার ব্যবহার সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

(১) **যন্ত্রণা**—হঠাৎ আসিয়া, কিছুক্ষণ থাকিয়া হঠাৎ চলিয়া যায়। (Pains comes suddenly last indefinitely and cease suddenly)।

(২) **মুখমণ্ডল এবং চক্ষু লালবর্ণ** হয় ও কপালের দুই পার্শ্বের ধমনীদ্বয় দপ্ দপ্ করিতে থাকে। (cause redness of face and eyes and throbbing of carotids)।

(৩) **শরীরের**—সমস্ত রক্ত যেন মস্তিষ্কে ধাবিত হইতেছে—মুখমণ্ডল, মস্তক, চক্ষু এবং কর্ণদ্বয় লাল রক্তাধিক্য হইয়া উঠে। (Rush of blood to head and face)।

(৪) **ভীষণ শিরঃপীড়া**—সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হয় এবং ক্যারোটিড্ আর্টারীদ্বয় দপ্ দপ্ করে। সামান্য গোলমালে, সঞ্চালনে, আলোতে, শয়নে, সামান্য পরিশ্রমে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। চাপে এবং বস্ত্রের শক্তবেষ্টনে উপশম হয় (Pressure, tight bandaging)।

(৫) **ভীষণ প্রলাপ**—কামড়াইতে চায়, থুথু দেয়, প্রহার করিতে উদ্যত হয়, পলাইতে চায়, কাপড় ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলে, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে অর্থাৎ প্রলাপ অবস্থায় প্রচণ্ড বিক্ষিপ্ত ভাব ধারণ করে।

(৬) গাত্রত্বক এবং প্রদাহিত স্থান অগ্নিবৎ লাল এবং চক্চকে হয়।

(৭) নিম্নোদরে সদা সর্ব্বদা চাপ বোধ হয় যেন আভ্যন্তরিক পদার্থ সমূহ জননেন্দ্রিয় দিয়া বাহিরে ঠেলিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ আশঙ্কা। যন্ত্রনা শয়নে বৃদ্ধি হয় এবং সোজা হইয়া দণ্ডায়মান এবং উপবেশন অবস্থায় উপশম হয়। Bearing down pain and pressing towards as if the contents of the abdomen would issue from vulva, Relieved by on standing or sitting erect, aggravated by lying down.

সাধারণ লক্ষণ

(১) পিত্তাধিক্য, শ্লেষ্মা প্রধান হৃষ্ট পুষ্ট ধাতুগ্রস্থ লোক, যাহারা সুস্থ অবস্থায় অত্যন্ত আমোদ প্রমোদশীল অথচ রোগ হইলে ভীষণ হয় এবং প্রলাপ বকে তাহাদিগের বেলেডোনা অধিক উপযোগী।

(২) শীতল বায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। বিশেষতঃ মস্তক অনাবৃত রাখিলে

অথবা চুল কাটিবার পর। ঠাণ্ডায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া তালুমুল প্রদাহ হয় (একোনাইট, হেপার, রাস)।

(৩) মস্তক উষ্ণ এবং যন্ত্রনাযুক্ত। মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য, চক্ষু স্থিরদৃষ্টি এবং ভীতিজনক, চক্ষুতারা বিস্তরিত, নাড়ী মোটা এবং উল্লম্ফনযুক্ত (full and bounding), মুখগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শুষ্ক, মল শক্ত, মূত্র স্বল্প অথবা লুপ্ত নিদ্রালু অথচ নিদ্রাশূন্যতা (ওপিয়ম্‌, ক্যামোমিলা)।

(৪) দন্তনির্গমন কালীন অথবা জ্বরের প্রবলতায় তরকা (convulsion)। আক্রমন হঠাৎ হয়, মস্তক উষ্ণ এবং পদদ্বয় শীতল।

(৫) নিম্নোদর স্পর্শাধিক্য এবং স্ফীত। সামান্য সঞ্চালনে এমন কি শয্যার কম্পনে যন্ত্রণা বোধ কাজে কাজেই রোগী অতি সন্তর্পনের সহিত এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলাফেরা করে।

(৬) দক্ষিণ কুক্ষি প্রদেশে যন্ত্রণা, সামান্য স্পর্শে এমন কি শয্যার চাদরের স্পর্শে যন্ত্রণা অধিক হয়।

(৭) অবাস্তব বস্তুর কল্পনা করিয়া রোগী ভীত হয় এবং তদভয়ে ভীত হইয়া পালাইতে চায়।

(৮) কল্পনার চক্ষে ভূত, প্রেত, জন্তু, কুকুর ইত্যাদি দর্শন করে।

বেলেডোনা রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—ঔষধ নির্ব্বাচনে রোগীর শারীরিক গঠন যেমন একটি বিশেষ লক্ষণ বেলেডোনা নির্ব্বাচনেও রোগীর শারীরিক গঠন সেইরূপ অত্যন্ত নির্ভর করে। বেলেডোনা সচরাচর কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, হৃষ্টপুষ্ট রক্ত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট লোকদিগের প্রতি যাহাদিগের অতি সহজেই রক্তাধিক্য অবস্থা বিশেষতঃ মস্তকে অধিক উৎপন্ন হয় তাহাদিগের পক্ষে ইহা উত্তম কার্য্য করে। বেলেডোনা রোগীর গঠন দেখিতে অনেকটা ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ন্যায় হইলেও কিন্তু বেলেডোনার চেহারায় কেলকেরিয়া কার্ব্বের ন্যায় মলিনতা থাকে না। বেলেডোনা রোগীর মুখমণ্ডল রক্তিমাভাযুক্ত আর ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ফ্যাকাশে রক্ত শূন্য। ইহা ব্যতীত বেলেডোনা রোগী আমোদ প্রমোদশীল, ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের রোগী নিশ্চেষ্ট স্ফূর্ত্তিহীন। বেলেডোনা রোগী সুস্থ অবস্থায় এত অধিক আমোদ প্রমোদশীল যে তাহার সঙ্গ ছাড়িতে অনেক সময় ইচ্ছা করিবে না কিন্তু সেই রোগী অসুস্থ

অবস্থায় অর্থাৎ রোগে পড়িলে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়—ভীষণ খিট-খিটে বদরাগী এবং বিরক্তভাবাপন্ন হয়।

গণ্ডমালা (Scrofulous) ধাতুগ্রস্থ শিশুদিগের প্রতিও বেলেডোনার কার্য্য দেখা যায়। এতদবিষয়ে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের সহিত কোন কোন লক্ষণে সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু পার্থক্য যথেষ্ট। প্রকৃত Scrofulous রোগীর প্রতি বেলেডোনা কতদূর কার্য্যকারী হয় তাহা অত্যন্ত সন্দেহের বিষয়—। বৃহৎ মস্তক এবং শীর্ণ শরীর ও গণ্ডমালা প্রমুখীন হইলেই যে বেলেডোনাকে প্রাধান্য দিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম জানিবে। রোগী দেখিতে অনেকটা ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব সদৃশ বটে কিন্তু মস্তিষ্কের উপদ্রবই হইতেছে বেলেডোনার প্রধান পরিজ্ঞাপক লক্ষণ এবং এই একটি লক্ষণেই বেলেডোনাকে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিয়াছে এবং পরিচয়েরও সুবিধা করিয়া দিয়াছে। যে সমুদায় শিশু সন্তানের মস্তক অতি সহজেই উষ্ণ হয়, ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, হস্তপদ বিক্ষিপ্ত ভাবে এপাশ ওপাশ ছুঁড়িতে থাকে এবং অসুস্থ হইলে অত্যন্ত খিটখিটে হয় তাহাদিগের প্রতি এতদ লক্ষণ সহ মস্তিষ্কের কোন প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা থাকিলেই বেলেডোনাকে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। মস্তিষ্কের লক্ষণ ব্যতীত শিশুদিগের উক্ত প্রকার অবস্থায় কদাচিত বেলেডোনা নির্ব্বাচিত হয়, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

বেলেডোনায় নিম্নলিখিত লক্ষণ তিনটির বিশেষ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই তিনটি লক্ষণে সমুদায় বেলেডোনাকে কেন্দ্রীভূত করা যাইতে পারে।

১। **বেষ্টক পেশীর সঙ্কোচন**—(Constriction of sphincter)

২। **অতিরক্ততা এবং রক্তের উর্দ্ধগতি**—(Hyperæmia with tendency to upwards)

৩। **প্রদাহ এবং যন্ত্রণা—হঠাৎ ভীষণ বৃদ্ধি এবং হঠাৎ বিরাম**

(ailments and inflamation sudden and violent)

বেষ্টক অর্থাৎ সঙ্কোচক পেশীর সঙ্কোচন উৎপাদন করা বেলেডোনার একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম, মলদ্বার, জরায়ু দ্বার, গলদেশ ইত্যাদি স্থান সমূহের বেষ্টক পেশীর উপর (circular fibre) বেলেডোনার কার্য্য অপ্রতিহত থাকে

এতদ কারণবশতঃই রোগীর মল ত্যাগকালীন অর্থাৎ মলত্যাগ করিতে কুন্থন (tenesmus) প্রকাশ পায়, সন্তান প্রসব হইতে জরায়ু মুখ সঙ্কুচিত হইয়া কঠিন অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, জল কিংবা তরল দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে গলদেশে আক্ষেপ উপস্থিত হয়, মূত্রত্যাগ করিতে মূত্র নালীর সঙ্কুচিত অবস্থা হেতু মূত্র পুনঃ পুনঃ কোঁতাইয়া কোঁতাইয়া করিতে হয় এবং স্বল্প হয়।

প্রদাহ (inflamation)—বেলেডোনা তরুণ রোগেই অধিক প্রয়োগ হয় এবং তরুণ রোগেই ইহার অধিক কার্য্য পাওয়া যায়। ইহার আক্রমণ অত্যন্ত হঠাৎ হয়। এইমাত্র যে শিশুকে সুস্থ অবস্থায় হাসি খেলা করিতে দেখিলাম এবং আহার করিয়া সুস্থ অবস্থায় শয়ন করিতেছে দেখিলাম, কিছুক্ষণ পরে দেখি সেই শিশু হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া শয়ন অবস্থাতেই অত্যন্ত চীৎকার করিতেছে, বিক্ষিপ্ত ভাবে হস্ত পদ ছুঁড়িতেছে, মুখমণ্ডল রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে, অত্যন্ত অস্থির ভাবে এপাশ ওপাশ করিতেছে, কিছুতেই শিশু স্থির হইতেছে না বিশেষতঃ হস্তই অধিক এবং পুনঃ পুনঃ সঞ্চালন করিতেছে, মস্তিষ্কের কষ্ট হেতু মস্তক বালিসে চালিতেছে এইরূপ অবস্থায় বেলেডোনাই হইতেছে অতি উপযুক্ত ঔষধ। প্রদাহ এবং ফোড়া ইত্যাদিতেও সেই একই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। হঠাৎ প্রদাহ এত ভীষণ হয় যে রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে, দপদপানি যন্ত্রণা হইতে থাকে, আক্রান্ত স্থান লাল এবং উষ্ণ হয় যেন বিদ্যুৎ বেগে পূঁজ সঞ্চার হইতেছে এইরূপ অবস্থা যে স্থানেই হউক না তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না কিন্তু আক্রমণ দ্রুত এবং আচম্বিত হইলেই বেলেডোনার বিষয় চিন্তা করবে। বেলেডোনার বিশেষত্বই হইতেছে প্রদাহ যেমন হঠাৎ অতি অল্প সময়ে ভীষণ প্রবল হয় তেমনি আবার হঠাৎ হ্রাস হয় অথবা পূঁজে পরিণত হয়।

বেলেডোনার হঠাৎ বৃদ্ধি এবং হঠাৎ উপশম লক্ষণটী অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক, একমাত্র এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া অনেক রোগে বেলেডোনা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। যে সমুদায় ফোড়ায় অতি সত্বর পূঁজোৎপাদন হয় তাহাতে বেলেডোনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তরুণ প্রদাহ নিবারণের এত উৎকৃষ্ট ঔষধ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞানে আর আছে কিনা সন্দেহের বিষয়। প্রদাহকালীন রোগী নড়া চড়া, ঝাঁকুনি এবং প্রদাহিত স্থানে স্পর্শ সহ্য

করিতে পারে না যদিও বেলেডোনার দপদপানি যন্ত্রণা প্রদাহের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ কিন্তু তথাচ দপদপানি যন্ত্রণার সহিত জ্বলন, তীর বিদ্ধবৎ ইত্যাদি প্রকারের যন্ত্রণাও বর্ত্তমান থাকে।

বাত—বেলেডোনার কার্য্য পেশী এবং সন্ধিস্থলেও দেখা যায় এতদ্ধেতু অনেকে তরুণ এবং পুরাতন বাতে বেলেডোনাকে একটি উত্তম ঔষধ বলেন। কাটিয়া ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হয় এবং দপদপানি যন্ত্রণাও থাকে ও যন্ত্রণা এক এক সময় হঠাৎ বৃদ্ধি এবং হঠাৎ হ্রাস হয়। আক্রান্ত সন্ধিস্থল ফুলিয়া লাল চকচকে হয় এবং লাল রেখা রেখা দাগ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সময় সময় যন্ত্রণায় সন্ধিস্থল কনকন করিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর, শিরঃপীড়া ইত্যাদি প্রকাশ পায়। ঘাড়ে বাহু যুগলের সন্ধিস্থলেও বাতের ন্যায় যন্ত্রণা হয়, রোগী ঘাড় এপাশ ওপাশ করিতে পারে না, আড়ষ্ট হইয়া থাকে, ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘাড়ের ব্যথা হইলে অর্থাৎ ঠাণ্ডার দরুণ ঘাড়ের আড়ষ্ট যন্ত্রণায় বেলেডোনাকে রাসটক্স এবং ব্রাইওনিয়ার পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। বেলেডোনার বাতে দেখা যায় এক সঙ্গে শরীরের প্রায় সমুদায় সন্ধিস্থল অথবা অধিকাংশ সন্ধিস্থলই আক্রান্ত হয় এবং আক্রান্ত স্থান উষ্ণ, স্ফীত, রক্তাধিক্য এবং স্পর্শাধিক্য হয়।

রোগী স্থির হইয়া শুইয়া অথবা বসিয়া থাকে, সামান্য নড়া চড়া করিলেই এমন কি শয্যার সামান্য সঞ্চালনেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। ইহা ব্যতীত যন্ত্রণা ঠাণ্ডায়ও অধিক হয় এবং উত্তাপে উপশম হয়। বেলেডোনার বাতের এই কয়েকটী লক্ষণই হইতেছে বিশেষ পরিজ্ঞাপক। হৃষ্ট পুষ্ট থলথলে শরীর বিশিষ্ট লোকদিগের প্রতি বেলেডোনার কার্য্য উত্তমরূপ প্রকাশ পায় এতদ্ধেতু বেলেডোনা প্রয়োগকালীন রোগীর শারীরিক গঠনের প্রতিও কিঞ্চিৎ লক্ষ্য রাখিবে। বেলেডোনার প্রাদাহিক স্থান রক্তাধিক্য, স্পর্শাধিক্য এবং উত্তপ্ত হওয়া চাই ও তদসহিত দপদপানি যন্ত্রণা এবং সামান্য সঞ্চালনে এমন কি খাটের ঝাঁকুনিতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি বর্ত্তমান থাকে। এই প্রকার অবস্থা সামান্য ফোড়া কিম্বা প্রদাহে প্রকাশ না থাকিতেও পারে কিন্তু জরায়ু প্রদাহে, শিরঃপীড়া ইত্যাদিতে প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। এতদ্ব্যতীত বেলেডোনা রোগী প্রদাহের আতিশয্য অবস্থায় আলো, গোলমাল ইত্যাদি সহ্য করিতে পারে না। জরায়ু, ডিম্বাশয়, অন্ত্র, (**metritis, ovaritis, poritonitis**) ইত্যাদির প্রদাহে রোগী এমন কি

জোরে কথা বলিতে, জোরে শব্দ করিতে কিম্বা শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে পর্য্যন্ত পারে না, সামান্য ঝাঁকি লাগিলেই যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠে। সঞ্চালনে রোগ বৃদ্ধি ব্রাইওনিয়ারও একটি বিশিষ্ট লক্ষণ কিন্তু ব্রাইওনিয়ার ইহা একটী বিশেষ পরিজ্ঞাপক এবং সর্ব্বসাধারণ (general) লক্ষণ আর বেলেডনার ইহা কেবল একটী স্থানীয় (local)লক্ষণ।

মস্তিষ্ক প্রদাহে বেলেডোনার ফিজিও-লজিকেল কার্য্য।

মস্তিষ্কে বেলেডোনার প্রত্যক্ষ কোন প্রকার কার্য্য আছে কি না এবং মস্তিষ্ক ঝিল্লির প্রকৃত প্রদাহ উৎপাদন করিতে বেলেডোনা কতদূর সক্ষম সে বিষয়ে চিন্তা করিবার আছে। মস্তিষ্কের ঝিল্লীর প্রদাহে বেলেডোনার কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—বেলেডোনার এতদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ কার্য্য অধিক কিছু নাই, কেবল ঝিল্লী প্রদাহের আনুসঙ্গিক লক্ষণই অর্থাৎ ঝিল্লি প্রদাহের সূচনার লক্ষণগুলিই অধিক অভিব্যক্ত হয়। ব্রায়োনিয়াকে মস্তিষ্কের ঝিল্লি প্রদাহের প্রকৃত ঔষধ বলা যাইতে পারে এবং এই ঔষধেই রসোৎপ্রবেশ (effusion) লক্ষণ পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায়। বেলেডোনা কেবল রক্তাধিক্য অবস্থাকে অধিক বৃদ্ধি করে অর্থাৎ রক্ত সমাবেশের কার্য্যকে উত্তেজিত করে। কাজে কাজেই বেলেডোনা প্রকৃত মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহ উৎপন্ন করিতে পারে এইরূপ মনে হয় না।

অত্যধিক রক্তে—পরিপূর্ণ, ভরপুর (Surcharged) রক্তবহা নাড়ী বিদারণ হইয়া বিধান তন্তুতে লোহিত আভাযুক্ত দাগ অথবা কালিমা উৎপন্ন করতঃ ঝিল্লি আবরণের নিম্নস্থ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য অবস্থার উত্তেজনা উৎপাদন করিয়া প্রদাহ উৎপন্ন করে, বেলেডোনায় মস্তিষ্ক ঝিল্লির প্রদাহ এই প্রকারই হয় বলিয়া মনে হয়। মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহে বেলেডোনার প্রত্যক্ষ কার্য্য না থাকিলেও কিন্তু মস্তিষ্কের প্রদাহের আনুসঙ্গিক লক্ষণ এত অধিক প্রকাশ থাকে যে তাহাকে মস্তকের রক্তাধিক্য অথবা প্রদাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা এক প্রকার অসম্ভব কাজে কাজেই মস্তিষ্কের ঝিল্লি প্রদাহ এবং যন্ত্রণায় বেলেডোনাকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহ (meningitis)। বেলেডোনার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইতেছে মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কের রোগে

বেলেডোনাকে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয় কিন্তু রক্তাধিক্যতাই হইতেছে বেলেডোনার মস্তিষ্ক রোগের বিশেষ পরিচয়। এই পরিচয় বর্ত্তমান না থাকিলে বেলেডোনা প্রয়োগ করিতে সকল চিকিৎসকই ইতস্ততঃ করিবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রথমেই পদদ্বয় শীতল হইয়া মস্তক রক্তাধিক্য এবং উষ্ণ হইয়া উঠে, কিন্তু এইরূপ অবস্থায় সমুদায় মুখমণ্ডল এবং চক্ষু লাল বর্ণ হয়। মস্তকে দপদপানি যন্ত্রণা অনুভব করে, রোগী ঘুমাইতে ইচ্ছা করে কিন্তু ঘুমাইতে পারে না। চক্ষু অর্দ্ধেক বুজিয়া অথবা সম্পূর্ণ সজাগ হইয়া পড়িয়া থাকে। কাহারও সহিত কোন প্রকার বাক্যালাপ করে না অথবা রোগী এক এক সময় গভীর তন্দ্রায় মগ্ন হইয়া পড়ে আবার কিয়ৎক্ষণ পর চমকাইয়া চিৎকার করিয়া জাগিয়া ওঠে, হাত, পা বিক্ষিপ্তভাবে ছুড়িতে থাকে যেন মস্তিষ্কে কোন কষ্ট হইতেছে এইরূপ ভাব প্রকাশ করে। বেলেডোনায় একবার তন্দ্রাভাব আবার চমকাইয়া চীৎকার করিয়া ওঠা পুনঃ পুনঃ এবং পর্য্যায়ক্রমে (alternately) এইরূপ হইতে থাকে। মস্তিষ্কের কষ্ট যতই বৃদ্ধি হয় চক্ষু এবং মুখমণ্ডল ততই গভীর রক্তজবা সদৃশ্য হয়। কেরোটিড (Carotid) ধমনীদ্বয় ভীষণ দপ্ দপ করিতে থাকে, রোগী থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, যন্ত্রণা বিদ্যুত-বৎ ত্বরিৎ বৃদ্ধি হইয়া ওঠে আবার তন্মুহূর্ত্তেই হ্রাস হয়। রোগী এক এক সময় উন্মাদবৎ মূর্ত্তি ধারণ করে ভাল মন্দ জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে, যাহাকে তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়। সম্মুখে যাহা পায় তাহা ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলে, দেখিলে মনে হয় শরীরের সমুদায় রক্ত যেন মস্তকে ঠেলিয়া উঠিতেছে অথবা মস্তক রক্তে ভরপূর হইয়া গিয়াছে। বেলেডোনায় মস্তকে এতাবৎ রক্তাধিক্য হয় বলিয়াই ইহাকে মস্তিষ্ক প্রদাহের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। বেলেডোনার নির্ব্বাচনের সর্ব্বপ্রধান পরিচয়ই হইতেছে রক্তাধিক্য অবস্থা, ইহা যে স্থলেই এবং যে রোগেই উৎপন্ন হউক বেলেডোনাকে সকল চিকিৎসকই প্রাধান্য দিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিশুদিগেতে উক্ত প্রকার মস্তকে রক্তাধিক্য অবস্থা উৎপন্ন হইলে শিশু বালিসে মস্তক ঠেলিতে থাকে, অথবা মস্তক এপাশ ওপাশ পরিবর্ত্তন করিতে থাকে অথবা বালিসের পশ্চাতে মস্তক ঠেলিয়া দেয়, অর্থাৎ শিশু মস্তক স্থিরভাবে এক অবস্থায় অধিকক্ষণ রাখিতে পারে না, চক্ষুর তারা বিস্তারিত হয়, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে, মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ হইয়া ওঠে, তড়কার সম্ভাবনা হয় এবং তড়কায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথেচ্ছাভাবে বাঁকাইতে থাকে, (পশ্চাৎদিকেই অধিক বক্র হয়) মূত্র অবরোধ হইয়া আইসে অথবা স্বল্প হয়।

এতদ্ লক্ষণের সহিত ঘুমন্ত অথবা সজাগ অবস্থায় শিশু থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকিয়া এবং চম্‌কাইয়া ওঠে, চক্ষু বুজিলে নানা প্রকার অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে আবার চক্ষু খুলিলেই সমুদায় পরিষ্কার হইয়া যায় এতদ্ব্যতীত স্বপ্ন দেখিয়া কিম্বা মস্তকে রক্তাধিক্য অবস্থার উৎপন্ন হেতু রোগী যেন শয্যা হইতে পড়িয়া যাইবে এই প্রকার ভয়ের সঞ্চারও মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হয় এবং তদ্‌হেতু শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া আশে পাশের লোকজনকে জড়াইয়া ধরে অথবা হস্ত আকাশের দিকে তুলিয়া যেন কি ধরিতে চাহিতেছে এইরূপ ভাব প্রকাশ করে।

অনেক সময় মস্তিষ্কের প্রদাহ হেতু রোগী নিস্তব্ধ তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকে, শীঘ্র এবং সহজে সজাগ হয় না কিন্তু জাগিলে অত্যন্ত ভীষণ হয়, এপাশ ওপাশ হস্তপদ ছুঁড়িতে থাকে, নিকটস্থ লোকদিগকে প্রহার করে, নিজের কাপড় টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে অর্থাৎ অত্যন্ত উগ্রভাব ধারণ করে, এতদ লক্ষণ সমূহ মস্তিষ্কের প্রকৃত প্রদাহ অবস্থা হেতু না হইলেও কিন্তু মস্তিষ্কের প্রদাহের সূচনার পূর্ব্বাবস্থার পরিচয়, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

এপিস—মস্তিষ্ক অথবা মস্তিষ্ক ঝিল্লির প্রকৃত প্রদাহ যখন রসোৎপাদন (exudation) প্রকাশ পায় তখন আর বেলেডোনার প্রতি নির্ভর করা উচিত নয়, যে কোন প্রকারের প্রদাহই হউক, সামান্যই হউক কিংবা টিউবারকিউলাস জাতীয় হউক। টিউবারকিউলাস মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহের (tuberculous meningitis) সহিত বেলেডোনার অতি সামান্যই সম্বন্ধ রহিয়াছে—টিউবারকিউলাস মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহের গতি সচরাচর অত্যন্ত ধীর। কাজে কাজে এইরূপ স্থলে কিঞ্চিৎ গভীর কার্য্যকরী ঔষধের প্রয়োজন—সালফার, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব এবং ল্যাকেসিসকে ইহার উপযুক্ত ঔষধ বলা যাইতে পারে। যেহেতু প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে বেলেডোনার সহিত টিউবারকিউলাস ঝিল্লি প্রদাহের বিশেষ সম্বন্ধও নাই অধিকন্তু বেলেডোনার কার্য্য অত্যন্ত দ্রুত এবং স্বল্পক্ষণ স্থায়ী এতদ কারণ বশতঃ কোন চিকিৎসকই বেলেডোনাকে পুরাতন রোগের উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া নির্ণয় করেন নাই। যখন রসোৎপাদন (exudation) আরম্ভ হইয়াছে পরিষ্কার জানিতে পারা যায় অর্থাৎ যখন রসোৎপাদন হেতু শিশু অনবরত বালিসে মস্তক চালিতে থাকে, থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ চীৎকার দিয়া ওঠে তখন এপিসের প্রতি মনযোগ প্রদান করিবে। একটি কথা বেলেডোনা এবং এপিসের বিষয় এই স্থানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে যতই রসোৎপাদনের

লক্ষণ (exudation) প্রবলরূপ প্রকাশ পাইবে, ততই এপিস অধিকরূপ নির্ব্বাচিত হইবে এবং বেলেডোনা স্বল্পরূপ নির্ব্বাচিত হইবে। (In meningitis Belladona is decreasingly indicated as the symptoms of effusion increase, while Apis is increasingly indicated as long as the symptoms of irritation and cephalic cry is marked) ইহা ব্যতীত এই দুইটি ঔষধের মুখমণ্ডল দেখিলে ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এপিস সম্বন্ধে তিনটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—(১) তৃষ্ণাহীনতা (২) হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা এবং (৩) থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করা।

ব্রাইওনিয়া—ইহাও একটি মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহের উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ইহার লক্ষণ সমূহ বেলেডোনার ন্যায় প্রবল নয় এবং রসোৎপ্রবেশ (effusion) হইলেই নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা হয়। ইহাতে মুখমণ্ডল বেলেডোনার ন্যায় ততোধিক রক্তাধিক্য হয় না এবং রক্তাধিক্য হইলেও অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। মুখমণ্ডল রক্তিমাভাযুক্ত হয় অথবা পর্য্যায় ক্রমে লাল এবং ফ্যাকাশে হয়। রোগী মস্তক কিংবা শরীর এপাশ ওপাশ সঞ্চালন করিতে পারে না। সঞ্চালন করিলেই কিংবা শয্যা হইতে তুলিয়া ক্রোড়ে লইতে গেলেই শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। যেহেতু ব্রাইওনিয়ার যাবতীয় রোগ সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। বেলেডোনা রোগী বালিসে মস্তক চালিতে থাকে, ব্রাইওনিয়া মস্তক স্থির করিয়া রাখে ইহা ব্যতীত ব্রাইওনিয়ার চক্ষুতারকা আলোতে শীঘ্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে না এবং শিশু মুখ এমন ভাবে নাড়িতে থাকে দেখিলে মনে হয় যেন কোন দ্রব্য চিবাইতেছে অথবা চুষিতেছে। ব্রাইওনিয়া এবং বেলেডোনায় কতকগুলি বিষয়ে অত্যন্ত অধিকরূপ সদৃশ্য রহিয়াছে—উভয় ঔষধেই ভীষণ জলতৃষ্ণা থাকে, উভয় রোগীই জল পাইলে অত্যন্ত দ্রুত পান করিয়া ফেলে, উভয় ঔষধেই যন্ত্রণাকালীন চীৎকার করিয়া ওঠে, উভয় ঔষধেই কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, উভয় ঔষধেই সঞ্চালনে রোগের বৃদ্ধি হয়। যদিও ইহাদের পরস্পর এত অধিক সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু সঞ্চালনে রোগের বৃদ্ধি ব্রাইওনিয়ায় অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে আর মস্তকে রক্তাধিক্যতা, যাতনার হঠাৎ বৃদ্ধি এবং বিরাম এবং হঠাৎ চীৎকার দিয়া উঠা বেলেডোনায় অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে। কাজে কাজেই ইহাদিগের নির্ব্বাচনে কোন প্রকার ভ্রম হওয়ার আশঙ্কা দেখিনা (মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহের বিস্তারিত বিবরণ এপিসে দেখ)।

প্রলাপ (delirium)—বেলেডোনা, হাইওসিয়ামাস এবং ষ্ট্রেমোনিয়াম এই তিনটিই হইতেছে প্রলাপাবস্থার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ কিন্তু ইহারা অবস্থাভেদে ব্যবহার হইয়া থাকে। বেলেডোনার প্রলাপের বিষয় পূর্ব্বে কিছু কিছু বলিয়াছি। ইহাতে মস্তকে রক্তাধিক্য লক্ষণ অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে এবং রোগী অত্যন্ত উগ্রভাবাপন্ন হয়, যাহাকে তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়, জিনিষপত্র ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, শয্যা হইতে উঠিয়া লাফাইয়া পলাইতে চায়, হস্ত পদ বিক্ষিপ্ত ভাবে ছুঁড়িতে থাকে।

হাইওসিয়ামাস—ইহার প্রলাপ ধীর প্রকৃতির, বেলেডোনার সম্পূর্ণ বিপরীত, রোগী বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্টভাবে নিজে নিজে বকিতে থাকে, শয্যায় কাপড় খোঁটে, আকাশে হাত বাড়াইয়া যেন কোন জিনিষ উড়িয়া বেড়াইতেছে এই প্রকার ভ্রম দেখিয়া তাহা ধরিতে যায়। অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্ত, কাহাকেও কিংবা কোন জিনিষের প্রতি বিশ্বাস করে না। ইহার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে রক্তহীন।

ষ্ট্রেমোনিয়াম—ইহার প্রলাপাবস্থায় রোগী অত্যন্ত কথা বলে সকল সময় বকিতে থাকে, কখন গান গাহিতেছে, কখন পদ্য আবৃত্তি বলিতেছে, কখন শীষ দিতেছে, আবার কখন হাসিতেছে, কখন ভগবানকে ডাকিতেছে, কখন প্রার্থনা করিতেছে—এই প্রকার সকল সময় বকিতে থাকে, মুখের আর বিশ্রাম নাই। ইহাতে যদিও রক্তাধিক্যতা থাকে কিন্তু বেলেডোনার ন্যায় প্রবল নয় অথচ হাইওসিয়ামাস অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক।

শিরঃপীড়া এবং শিরঃ ঘূর্ণন—বেলেডোনার শিরঃপীড়ার সহিত রক্তাধিক্য অবস্থা বর্ত্তমান থাকা নেহাৎ প্রয়োজন। রক্তাধিক্যতা না থাকিলে বেলেডোনা কদাচিৎ নির্ব্বাচিত হয় চক্ষু এবং মুখমণ্ডল লাল হইয়া ওঠে, ক্যারোটিড ধমনিদ্বয় দপ্ দপ্ করিতে থাকে, রোগী অস্থির হইয়া পড়ে, মস্তক অধিক নাড়াইতে কিম্বা সম্মুখের দিকে নোয়াইতে এবং শয়ন করিতে পারে না। সোজা হইয়া দাঁড়ান অবস্থা ব্যতীত অন্য যে প্রকার অবস্থাতেই শরীরকে রাখুক তাহাতে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। (Anything that takes the patient out of the perpendicular) যেহেতু দণ্ডায়মান অবস্থায় মস্তকে অধিক রক্ত অগ্রসর হইতে পারে না তদকারণবশতঃ রোগী অন্য অবস্থাপেক্ষা সোজা হইয়া দাঁড়াইলে শিরঃপীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে।

শয়নাবস্থায় বেলেডোনা রোগীর শিরঃপীড়া বৃদ্ধি একটি বিশিষ্ট লক্ষণ ইহা অনেক স্থলে প্রমানিত হইয়াছে। এই লক্ষণটির উপর নির্ভর করিয়া বেলেডোনা প্রয়োগে একটি রোগীর অদ্ভুত আরোগ্য সংবাদ পুস্তকে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। ডাক্তার ন্যাস ডাক্তার লিপির নিকট হইতে তাহা শুনিয়াছিলেন (ঔষধের শেষে রোগীর বিবরণ দেখ)। বেলেডোনা রোগী শিরঃপীড়াকালীন গোলমাল আলো এবং মস্তকের সঞ্চালন আদপেই ভাল বোধ করে না। থাকিয়া থাকিয়া যন্ত্রণা ভীষণ হয়, যন্ত্রণায় মস্তক দপ্ দপ্ করিতে থাকে। বেলেডোনার রোগ সাধারণতঃ ৩টা হইতেই বৃদ্ধি হয়। মস্তকের যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে রোগী মস্তক হস্ত দ্বারা ধরিয়া সাবধানের সহিত নড়চড়া করে (গ্লোনয়ন) এবং কোনমতেই যাহাতে মস্তক সম্মুখদিকে নোয়াইতে না হয় তাহার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে।

শিরঃঘূর্ণনও মস্তক রক্তাধিক্য হইয়াই উৎপন্ন হয়। শিরঃঘূর্ণন অবস্থায় রোগী সম্মুখ দিকে উচট্ খাইয়া পড়িয়া যাইবে এইরূপ মনে করে। বেলেডোনায় মস্তকের যাহাকিছু উপদ্রব তদসমুদায়ই রক্তাধিক্য অবস্থা হইতেই প্রকাশ পায়, এতদ কারণবশতঃ রোগীর চক্ষু এবং মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য না দেখিলে সকল চিকিৎসকই বেলেডোনা প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ করেন।

মস্তকের এবম্প্রকার রক্তাধিক্য অথবা শিরঃপীড়া আমরা বেলেডোনা ব্যতীত আরো দুইটি ঔষধে বিশেষরূপ উল্লেখ দেখিতে পাই—তাহা হইতেছে গ্লোনয়ন এবং মেলিলোটাস এল্‌বা বেলেডোনা এবং গ্লোনয়নে অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। বেলেডোনা মস্তিষ্ক প্রদাহের রক্তাধিক্য অবস্থার প্রারম্ভে এবং পরেও যখন রক্তাধিক্য অবস্থা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে তখনও ব্যবহার হয়। গ্লোনয়ন মস্তিষ্ক প্রদাহ রোগের প্রথমে কিংবা রক্তাধিক্য অবস্থায় প্রয়োগ হয়। (Belladona and Glonoine both have the fullness, pain and throbbing, but that of Glonoine is more intense and sudden in its onset, and, on the other hand, subsides more rapidly when relieved. Again Glonoine is better adapted in congestive stage of inflamatory diseases of the brain, which Belladona goes further and may still be the appropriate remedy after the inflamatory stage is fully initiated.) বেলে-ডোনায় মস্তক পশ্চাদ্দিকে নোওয়াইলে শিরঃপীড়া উপশম হয়, গ্লোনয়নে বৃদ্ধি

হয়। বেলেডোনায় মস্তিষ্ক অনাবৃত রাখিলে এবং মস্তকের চুল কাটিলে রোগের বৃদ্ধি হয় গ্লোনয়নে মস্তক আবৃত রাখিলে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয় এমন কি মস্তকে টুপি পর্য্যন্ত রাখিতে পারে না এবং চুল কাটিয়া ফেলিতে চাহে। বেলেডোনায় শয়নে এমন্ কি স্থির হইয়া থাকিলেও শিরঃপীড়া বৃদ্ধি বোধ করে, গ্লোনয়নে শয়ন অবস্থায় অনেক সময় স্থির হইয়া থাকিলে শিরঃপীড়া উপশম হয় আবার অনেক সময় উপশম হয়ও না।

মলিলোটাস এলবা—ইহার মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা গ্লোনয়ন এবং বেলেডোনা উভয় ঔষধ অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক (glowing redness of face)। শিরঃপীড়ায় ইহার অধিক ব্যবহার দেখা যায় না। শিরঃপীড়ার সহিত রক্তাধিক্যতা ও তদসহিত নাসিকা হইতে রক্তস্রাব এবং রক্তস্রাবে উপশম লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেই মেলিলোটাসকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাই বেলেডোনার শিড়ঃপীড়ার সহিত যেমন রক্তাধিক্য অবস্থা বৃদ্ধি হয় সেই প্রকার নাড়ীর গতিও ইহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হয় এবং শিরঃপীড়া কপালের দুই পার্শ্বে ও সম্মুখে অধিক প্রকাশ হয়। অনেক সময় শিরঃপীড়ার প্রবল অবস্থার সহিত বমন ও বমনেচ্ছা প্রকাশ পাইতে পারে কিন্তু পাকাশয়ের গোলযোগ হইতে উত্থিত শিরঃপীড়ায় বেলেডোনা কখনই নির্ব্বাচিত হয় না। বেলেডোনার শিরঃপীড়ায় দুইটি লক্ষণ বিশেষরূপ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইতেছে রক্তাধিক্য এবং বোধাধিক্য (Hyperaemia aud hyperaesthesia)।

সর্দ্দি-গর্ম্মি—মস্তিষ্ক ধমনীর রক্তাধিক্য যে কারণ বশতঃই হউক বেলেডোনাকে তাহার একটি অতি মহৎ ঔষধ জানিবে কিন্তু একস্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহা হইতেছে ceribral hyperaemia of sun-stroke। সর্দ্দিগর্ম্মির এইরূপস্থলে বেলেডোনা কদাচিৎ নির্ব্বাচিত হয় বরং গ্লোনাইনই হইতেছে ইহার প্রকৃত ঔষধ। (In arterial congestion of the brain, from almost any cause, Belladona is an invaluable remedy. The only instance in which it is out—rivalled is the ceribral hyperaemia of sun-stroke where Glonoine takes its place higher) রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অথবা উত্তপ্ত আলোর নিম্নে কার্য্য করিয়া সর্দ্দিগর্ম্মি উৎপন্ন হইলে গ্লোনাইনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

বিকম্পন অর্থাৎ মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বিকৃতি (concussion of brain) বেলেডোনার শিরঃপীড়াকে প্রাদাহিক বলা যাইতে পারে কিন্তু মস্তিষ্ক খুলিতে আঘাত প্রাপ্ত বশতঃ প্রদাহে বেলেডোনা অধিক কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না এবং তাহার উপযুক্ত ঔষধও নয় কিন্তু Concussion অর্থাৎ মস্তিষ্কের বিকম্পন যেমন মানসিক উত্তেজনা ইত্যাদি কোন প্রকার সংঘাৎ (shock) হেতু উত্থিত প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ প্রতিঘাতে মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ হইলে সেইরূপ স্থলে বেলেডোনাকেই সর্ব্বপ্রধান সহায় মনে করিবে।

কর্ণশূল।—বেলেডোনা যখন প্রদাহের একটি সর্ব্ব প্রধান ঔষধ তখন যে কোন স্থানের প্রদাহেই যে ইহা নির্ব্বাচিত হইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বেলেডোনাকে এক কথায় প্রদাহের সর্ব্ব প্রধান ঔষধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ প্রদাহে বতীত বেলেডোনা কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়। কর্ণ প্রদাহের সহিত রক্তাধিক্য অবস্থা অর্থাৎ আক্রান্ত স্থানের আরক্তিমতা থাকিলেই বেলেডোনার আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। প্রদাহ যদি কর্ণের অভ্যন্তর প্রদেশে হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় কর্ণ-পটহ প্রদাহ হইয়া স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে এবং তদ সংলগ্ন স্নায়ু সমুদায় লালবর্ণ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। প্রদাহ প্রযুক্ত আরক্তিমতা কর্ণের বাহিরে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, ভীষণ দপদপানি যন্ত্রণা হইতে থাকে। কর্ণ যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়িয়া যাইতে চাহে, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। প্রদাহের উপশম না হইলে শীঘ্রই পুঁযের সঞ্চার হয়—পুঁয হয়ত কর্ণ পটহ বিদীর্ণ করিয়া অথবা কর্ণ নল দিয়া (Eustachian tube) কর্ণের আভ্যন্তরিক প্রদেশ দিয়া অর্থাৎ যে কোন পথ দিয়া পুঁয বহির্গত হইতে চেষ্টা করিবে। এবম্প্রকার অবস্থায় শ্রবনেন্দ্রিয় নষ্ট হইবার অথবা অন্য কোন প্রকার মস্তিষ্কের ব্যাধি উৎপন্ন হইতেও পারে। কাজে কাজেই পুঁযের সঞ্চার হইলে বেলেডোনার প্রতি আর কোন মতেই নির্ভর করা উচিত নয়—তখন লক্ষণানুযায়ী হেপার, মার্কিউরিয়াস, টেলিউরিয়াম এবং সাইলিসিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

টেলিউরিয়াম।—ইহাতে কর্ণের আভ্যন্তরিক প্রদেশে অধিক প্রদাহ উপস্থিত হয়, কর্ণ পটহ বিদীর্ণ হইয়া কর্ণ দিয়া প্রথমতঃ গাঢ় ঘন পুঁয বহির্গত হইতে থাকে—ক্রমশঃ পুঁযের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া মৎস্যের আঁষ্টানির ন্যায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ তরল কলভানিবৎ স্রাব হয়। ইহাতে কর্ণের অস্থি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়।

চক্ষু প্রদাহ—চক্ষু প্রদাহে বেলেডোনার প্রয়োগ প্রত্যেহই দেখা যায়। হঠাৎ চক্ষু রক্তাধিক্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা, আলোকাতঙ্ক (photophobia) আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগী আলোক এবং রৌদ্রের দিকে চক্ষু আদপেই ফিরাইতে পারে না। সমুদায় চক্ষু স্ফীত এবং ঘোর লালবর্ণ হইয়া উঠে। বাম অপেক্ষা দক্ষিণ চক্ষু অধিক আক্রান্ত হয়। চক্ষু প্রদাহে বেলেডোনা নির্ব্বাচনের প্রধান লক্ষণই হইতেছে—রক্তাধিক্য আলোকাতঙ্ক এবং যন্ত্রণা ইহাদিগের কোন একটি লক্ষণের ব্যতিক্রম হইলে বেলেডোনা নির্ব্বাচনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কাজেই কাজেই এই তিনটি লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বেলেডোনার এতাদৃশ চক্ষু প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর স্নায়ুশূল যন্ত্রণাও উপস্থিত হইতে পারে—এবং তাহাতেও চক্ষুর রক্তাধিক্য অবস্থা উৎপন্ন হওয়া উচিত। পূঁযের সঞ্চার হইলে বেলেডোনার উপর নির্ভর না করিয়া মার্কিউরিয়াস সল, আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম ইত্যাদির বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

এমিল নাইট্রেট।—ইহাতেও বেলেডোনার ন্যায় চক্ষু এবং মুখ মণ্ডলে রক্তাধিক্য অবস্থা উৎপন্ন হয়।

স্পাইজেলিয়া।—ইহাতে বাম চক্ষু অধিক আক্রান্ত হয় কিন্তু ইহা চক্ষুর স্নায়ুশূল যন্ত্রণার উত্তম ঔষধ, বেলেডোনার ন্যায় রক্তাধিক্য হয়।

কর্ণমূল প্রদাহ—কর্ণমূল গ্রন্থি প্রদাহ হইয়া উষ্ণ এবং লালবর্ণ হয়। বাম অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়। কর্ণমূল গ্রন্থির প্রদাহবশতঃ চর্ম্মের অভ্যন্তর স্থল পর্য্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত হয়। স্ফীত হইয়া দপ্‌দপানি যন্ত্রণা এবং লালবর্ণ হইলে, বেলেডনাকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য এবং বেলেডনাই এবম্প্রকার প্রদাহের উপযুক্ত ঔষধ।

তালুমূল প্রদাহ (tonsilitis)—গলার অভ্যন্তর প্রদেশে বেলেডোনার কার্য্য অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়। গলদেশ প্রদাহ হইয়া উজ্জ্বল লালবর্ণ হয়। বিশেষতঃ দক্ষিণ তালুমূল অধিক রক্তাধিক্য হয় এবং দক্ষিণ তালুমূল প্রথমে রোগাক্রান্ত হইয়া বামদিকে রোগ বিস্তারিত হইতে থাকে। বেলেডোনার এতাবৎ লক্ষণসমূহ অত্যন্ত দ্রুতরূপে প্রকাশ পায় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পূঁয সঞ্চয় হইবার আশঙ্কা হয়। হঠাৎ

এবং অতি অল্প সময় মধ্যে রোগ বৃদ্ধি হওয়া বেলেডোনার একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। ইহা ব্যতীত চোয়ালের নিম্ন গ্রন্থিসমূহ পর্য্যন্ত স্ফীত এবং শক্ত হইয়া ওঠে। তরুণ তালুমূল প্রদাহে বেলেডোনা অধিক কার্য্য করে, পুরাতন হইলে বেলেডোনার তদনুযায়ী আশানুরূপ কার্য্য পাওয়া যায় না, তখন ব্যারাইটা কার্ব্বের বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য, বেলেডোনা দেওয়া সত্বেও যদি পূঁযের সঞ্চার হইতে থাকে, শীত শীত বোধ, চিড়িক মারা দপ্‌দপানি যন্ত্রণা ইত্যাদি ক্রমশঃ প্রকাশ পায় তাহা হইলে বেলেডোনার প্রতি আর নির্ভর না করিয়া হেপার সালফারের বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার পূঁজোৎপত্তি হইবার সূচনাতে হেপার প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃ আরোগ্য হইবার আশা করা যাইতে পারে, আর যত্পপি পূঁজ সঞ্চার হয় অর্থাৎ তালুমূল পাকিয়া থাকে এমতাবস্থায় মার্কিউরিয়াস সল নিম্নক্রম পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই ফাটাইয়া সমুদায় পূঁজ নির্গত করিয়া দিয়া রোগীকে অতি সত্বর সুস্থ অবস্থায় ফিরাইয়া আনে।

এমেগডেলা এমারা (Amygdala Amara)—ইহাতে বেলেডোনার অনেক লক্ষণ প্রকাশ থাকে কিন্তু ইহার রক্তাধিক্য ঘোর লাল (dark red), বেলেডোনায় উজ্জ্বল লাল (bright red) হয়, গলার অভ্যন্তর প্রদেশ, তালুমূল, আলজিহ্বা গভীর লালবর্ণ হয়, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত যন্ত্রণাও হইতে থাকে। রোগী কোন দ্রব্য আহার কিংবা গলাধঃকরণ করিতে পারে না অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। এবম্প্রকার লক্ষণ সহ ডিফথেরটিক কৃত্রিম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি প্রয়োগ পাইলে এমেগডেলা এমেরা প্রয়োগ হইতে পারে, কিন্তু উক্ত রক্তাধিক্য আর আর লক্ষণের সহিত সমুদায় শরীরে দুর্ব্বলতা থাকা প্রয়োজন যাহা ডিফথেরিয়া রোগের সূচনার একটি প্রধান লক্ষণ।

লাইকোপডিয়াম—ইহাতেও বেলেডোনার ন্যায় দক্ষিণ তালুমূল অধিক আক্রান্ত হয়, কিন্তু লাইকোপডিয়ামে শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হওয়াই একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ এবং দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হইয়া বামপার্শ্বে রোগ বিস্তারিত হয়। বেলেডোনায় এবম্প্রকার কোন পরিজ্ঞাপক লক্ষণ দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত লাইকোপডিয়ামে যদিও বেলেডোনার ন্যায় শরীরের তাপ, শয়ন অবস্থায় কাঁদিয়া ওঠা, নিদ্রাভঙ্গের পর বিরক্ত এবং খিট্‌খিটে উগ্রস্বভাব এতদ সমুদায় লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু বেলেডোনার ন্যায় রক্তাধিক্য লাইকোপডিয়ামে প্রকাশ থাকে না।

এপিস—ইহাতেও বাম অপেক্ষা দক্ষিণ তালুমূল অধিক শীঘ্র রোগাক্রান্ত হয় এবং দক্ষিণ তালুমূলেই শ্লেষ্মার সমাবেশ অধিক হয়। গলদেশ ও তদসহিত জিহ্বাও উজ্জ্বল লাল গোলাপী বর্ণ হয় সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর প্রকাশ পায়, গাত্র ত্বক শুষ্ক এবং উত্তপ্ত হয়, নাড়ী দ্রুত এবং রোগী অত্যন্ত অস্থির হয় ইত্যাদি লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পায় কিন্তু এপিসে তালুমূল স্ফীত হইয়া তরল দ্রব্যে পরিপূর্ণবৎ হয় এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে। এপিস প্রয়োগকালীন এই লক্ষণ দুইটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

অন্ননলীর প্রদাহ এবং সঙ্কোচন (oesophagitis) ইহাতে বেলেডোনার প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু বেলেডোনায় অন্ননলীর প্রদাহের সহিত সঙ্কোচন ভাব (sense of constriction) বর্ত্তমান থাকে কারণ বেলেডোনায় বেষ্টক পেশীর সঙ্কোচন লক্ষণটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক। এই প্রকার ছিদ্রযুক্ত স্থান সমূহ যেমন প্রসব দ্বার, মলদ্বার ইত্যাদি সঙ্কুচিত হইয়া যেন ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে এইরূপ ভাব বর্ত্তমান থাকে, কাজে কাজেই টাক্‌রা অথবা তালুমূল প্রদাহ ব্যতীত খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেও রোগী কষ্ট বোধ করে। গলাধঃকরণ করিতে চেষ্টা করিলে হঠাৎ গলদেশের সঙ্কোচন উপস্থিত হইয়া নাক মুখ দিয়া খাদ্যদ্রব্য ছিট্‌কাইয়া নির্গত হইয়া যায়। তরল দ্রব্য অর্থাৎ জলপান কালীন জল গলদেশের সংস্পর্শে আসিবা মাত্রই তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া কিংবা যে কোন পথ হউক তাহা দিয়া জোরে বাহির হইয়া যায়। গলদেশের এই প্রকার সঙ্কোচনের উদ্রেক তরল পানীয় দ্রব্যে যত অধিক উৎপন্ন হয় খাদ্যদ্রব্যে তত অধিক হয় না এবং গলদেশের শুষ্কতা, জ্বলন ও সঙ্কোচন বেলেডোনায় যে প্রকার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় অন্য কোন ঔষধে এত অধিকরূপ আছে কিনা তাহা অত্যন্ত সন্দেহের বিষয় (গলদেশের শুষ্কতা হেতু রোগী সর্ব্বদা গলাধঃকরণ করিতে ইচ্ছা করে—লাইসিন)।

ডিফথেরিয়া—গলদেশে অনেক সময় মুক্তা সদৃশ শ্বেত বর্ণের শ্লেষ্মার সমাবেশ যদিও দেখা যায় কিন্তু ডিফ্‌থেরিয়ার কৃত্রিম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সহিত কোন সাদৃশ নাই, ইহা ব্যতীত ডিফথেরিয়া একটি বিষাক্ত রোগ। বেলে-ডোনায় রক্ত বিষাক্ত করিবার ক্ষমতা কিছুই নাই। ডিফ্‌থেরিয়ায় বেলেডোনা

নির্ব্বাচনোপযোগী যদি কিছু লক্ষণ কখনও প্রকাশিত হয় তাহা হইলে তাহা রোগের সর্ব্বপ্রথম সূচনাতেই প্রকাশ হওয়া উচিত এবং ইহাও জানিতে হইবে বেলেডোনার বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ রক্তাধিক্যতা প্রকাশ না থাকিলে কখনই বেলেডোনা নির্ব্বাচিত হইবে না এবং যদিও হয় তাহা রোগের অতি প্রারম্ভ অবস্থায় হইতে পারে নতুবা রোগ একবার প্রকাশ পাইলে তখন আর বেলেডোনার কার্য্য কিছুই থাকে না।

পাকাশয় প্রদাহ—বেলেডোনা যদিও পাকাশয় প্রদাহের একটি অতি মহৎ ঔষধ নয় কিন্তু ইহা প্রয়োগের লক্ষণ সমূহ অত্যন্ত পরিষ্কার। যন্ত্রণাকালীন উদরে হস্তের চাপ দেওয়া যায় না। চাপে এবং আহারের পর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, যন্ত্রণা অনেকটা খিলধরা প্রকৃতির, ইহা ব্যতীত যন্ত্রণার প্রবল অবস্থায় রোগী পশ্চাদ্দিকে শরীরকে বাঁকাইয়া ফেলে এবং শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে কারণ ইহাতে রোগী উপশম বোধ করে। আহারের পর চলাফেরা করিলে পেটে ভার বোধ করে এবং পাকাশয়ের যন্ত্রণা যেন মেরুদণ্ডের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, রোগী এইরূপ বোধ করে। যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ বৃদ্ধি এবং হঠাৎ হ্রাস হয়। (ধীরে ধীরে আইসে ধীরে ধীরে হ্রাস হয় - ষ্ট্যানাম) অধিকন্তু আরো দেখা যায় পাকাশয়ের যন্ত্রণা হেতু সর্ব্ব শরীর উত্তপ্ত এবং মস্তক রক্তাধিক্য ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়।

বিষমথে—ইহাতে পাকাশয় প্রদাহ গলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডে শেষ হয় এবং যন্ত্রণাকালীন শরীর পশ্চাদ্দিকে বাঁকাইলে রোগী উপশম বোধ করে (ডাইস্কোরিয়া)। বেলেডোনার সহিত যদিও বিসমথের সাদৃশ্য কোন কোন বিষয়ে দেখা যায় কিন্তু প্রভেদও যথেষ্ট রহিয়াছে—বিষমথে যন্ত্রণাকালীন জ্বরভাব, যন্ত্রণা হঠাৎ বৃদ্ধি এবং হঠাৎ উপশম ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ বর্ত্তমান থাকে না বরং তদ্বিপরীত লক্ষণ সর্ব্বদা শীতলতা মুখমণ্ডলের রক্তশূন্যতা প্রকাশ থাকে। বিসমথের পাকাশয়ে নানান প্রকারের যন্ত্রণা হইয়া থাকে কোন সময় পাকাশয় যেন জ্বলিয়া যাইতেছে আবার কখন যেন কাটিয়া ফেলিতেছে এইরূপ মনে হয় এবং যন্ত্রণা মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

অন্ত্রাবরণ প্রদাহ (Peritonitis)—অন্ত্রাবরণ প্রদাহের বেলেডোনা একটি অতি উচ্চ ঔষধ। ইহার সহিত জরায়ুর প্রদাহ অথবা সূতীকা জ্বরের কোন সংশ্রব বর্ত্তমান থাকুক আর নাই থাকুক নিম্নোদরের স্ফীতি, স্পর্শাধিক্যতা, সঞ্চালনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি লক্ষণ থাকিলে বেলেডোনাকে সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করিবে। বেলেডোনায় অন্ত্রাবরণ ফুলিয়া ঢাকের মত হইয়া উঠে এবং এত ভীষণ স্পর্শাধিক্য হয় যে সামান্য হস্তের স্পর্শ অথবা শয্যার সামান্য ঝাঁকুনি অথবা গাত্রাচ্ছাদনের সামান্য চাপ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না রোগী এতদ হেতু গাত্রের সমুদায় কাপড় ফেলিয়া দেয় এবং যদি রোগীর শয্যা কোন ক্রমে হঠাৎ নড়িয়া উঠে তাহাতেই যন্ত্রণা অনুভব করে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ উত্তাপ বিশেষতঃ নিম্নোদরে অধিক প্রকাশ পায়। নিম্নোদর এত অধিক উষ্ণ হয় যে গাত্রাবরণ অর্থাৎ নিম্নোদরের কাপড় উন্মুক্ত করিলে যেন উষ্ণ বাষ্প উত্থিত হইতেছে এইরূপ মনে হয় এতদসহ মস্তিষ্কের যন্ত্রণা শিরঃপীড়া এবং মস্তকের রক্তাধিক্যতা ইত্যাদি লক্ষণ সমূহও প্রকাশ থাকে। সূতীকাস্রাব অর্থাৎ কলতানি সম্পূর্ণ অবরোধ অথবা স্বল্প হইয়া আইসে এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। রোগী তন্দ্রাযুক্ত অথবা সজাগ অবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং থাকিয়া থাকিয়া এক একবার চমকাইয়া উঠে। এই প্রকার অবস্থা ঠাণ্ডা লাগিয়াও প্রকাশ পায় এবং তাহাতেও বেলেডোনা উত্তম কার্য্য করে। এইরূপ স্থলে সকল সময় বেলেডোনাকে প্রাধান্য দিবে।

মূত্রকৃচ্ছ্র (Strangury)—বেলেডোনার প্রস্রাব পীতবর্ণ অথচ পরিষ্কার অথবা রক্তের তলানি হেতু ঘোলা, পরিমাণে স্বল্প কিংবা প্রচুর। মূত্রাশয়ে গোলাকার একটি বস্তু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে অনেক সময় এইরূপ মনে হয় (ল্যাকেসিস, লাইকোপডিয়াম) এবং প্রস্রাব সহজে নির্গত হয় না, মূত্রত্যাগকালীন কোঁথ দিতে হয় ও মূত্র পথে জ্বালা যন্ত্রণা বোধ করে। এইরূপ অবস্থায় মূত্রের রং ঘোর অগ্নিবৎ লালবর্ণ কিংবা ঘোলা অপরিষ্কার হয় এবং পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের চেষ্টা হয় কিন্তু পরিমাণে অত্যন্ত স্বল্প হয়।

ক্যান্থ্যারিস, ক্যানাবিস স্যাটাইভা ইত্যাদি ঔষধের জ্বালা যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ রূপ বর্ত্তমান থাকে বটে কিন্তু ইহাদিগেতে মূত্র পথের যন্ত্রণার সহিত পুঁজস্রাব প্রায়ই থাকে কাজে কাজেই প্রমেহ রোগে ইহাদিগের ব্যবহার অধিক দেখা যায়। বেলেডোনার সহিত পুঁজ কখনই বর্ত্তমান

থাকে না। ক্যান্থারিসে প্রস্রাবে অত্যন্ত বেগ দিতে হয় এবং ফোঁটা ফোঁটা হয় ও তদ সহিত ভীষণ কর্ত্তন বোধ যন্ত্রণা থাকে। বেলেডোনায় উষ্ণতা ভাব অধিক বর্ত্তমান থাকে এবং প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা হইলেও কিন্তু ক্যান্থারিসের ন্যায় তত অধিক জ্বালা কিংবা যন্ত্রণা থাকে না। বেলেডোনার এতদসহ মস্তক এবং চক্ষু রক্তাধিক্য হইবার খুব সম্ভাবনাও হয়। কলেরায় মূত্র অবরোধ হেতু ইউরিমিয়া লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বেলেডোনা তাহাতে সচরাচর নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে এবং বেলেডোনা তাহার একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ইহা স্মরণ রাখিবে।

শেষে মোতা (Enuresis)—শিশুদিগের নিদ্রাবস্থায় অসাড়ে মূত্রস্রাবেও বেলেডোনার প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু বেলেডোনার অন্যান্য লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শিশু নিদ্রিত অবস্থায় চমকাইয়া চমকাইয়া ওঠে। হৃষ্টপুষ্ট রক্ত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট শিশু হইলেই অধিক কার্য্য পাইবার আশা করা যায়। বেলেডোনায় পেশীর প্রকৃত দুর্ব্বলতা প্রযুক্তই যে ইহা হয় এই প্রকার মনে হয় না বরং সঙ্কোচক পেশীর (Sphincter) শিথিলতা এবং পেশীতন্তুর সামঞ্জস্যের অভাব হেতু অত্যধিক কার্য্যবশতঃ এই প্রকার অসাড়ে মূত্রস্রাব উৎপন্ন হয়। প্রকৃত শিথিলতা বশতঃ অসাড়ে মূত্রস্রাবে বেলেডোনার সমগুণ সম্পন্ন ঔষধের মধ্যে প্ল্যান্টাগো মেজর এবং কষ্টিকামকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে এবং এইরূপ অবস্থায় বেলেডোনার পর ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, সালফার এবং সাইলিসিয়ার বিষয় স্মরণ করা কর্ত্তব্য। অনেক সময় দেখা যায় বেলেডোনার পর উক্ত ঔষধ সমূহ উত্তম কার্য্য করে। বেলেডোনায় আমরা মূত্রকৃচ্ছ্র এবং অসাড়ে মূত্রস্রাব উভয় লক্ষণই দেখিতে পাই। স্থান বিশেষে ইহা নানান ভাবে প্রকাশ হইয়া থাকে।

অসাড়ে মূত্রস্রাবের ঔষধ সমূহ (Enuresis)।

ক্রিয়োজোট—রোগী প্রস্রাব করিতেছে স্বপ্ন দেখিয়া অসাড়ে মূত্র ত্যাগ করে।

কষ্টিকাম—কাশিতে, হাঁচিতে হাসিতে ইত্যাদিতেই প্রস্রাব নির্গত হইয়া পড়ে এবং প্রথম রাত্রিতে শয্যায় অসাড়ে মূত্রত্যাগ করে।

সিপিয়া—ইহাতেও প্রথম রাত্রিতে শয্যায় মূত্র ত্যাগ করে বটে কিন্তু প্রস্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং প্রস্রাবে কাদার ন্যায় তলানি পড়ে। প্রস্রাবের পাত্রের গায়ে তলানি লাগিয়া থাকে।

সিনা—রাত্রিতে শয্যায় অসাড়ে মূত্রস্রাব হয়। সচরাচর ক্রিমির উপদ্রব হেতুই উৎপন্ন হয়।

জেলসিমিয়ম—রাত্রি এবং দিন সমস্ত সময়ই প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা অসাড়ে নির্গত হইতে থাকে এবং শয্যায় অসাড়ে মূত্রত্যাগ করে।

প্রস্রাব স্বল্পতার এবং অবরোধের ঔষধ সমূহ—

একোনাইট—ঠাণ্ডা লাগিয়া হঠাৎ প্রস্রাব অবরোধ অথবা হ্রাস হয়। তদ সহিত অস্থিরতা, মৃত্যুভয়, জ্বর বর্ত্তমান থাকে। শিশু জন্মাইবার অব্যবহিত পর প্রস্রাব না হইলে এবং অনেক সময় পর্য্যন্ত প্রস্রাব ত্যাগ না করিলে, একোনাইট প্রয়োগ করা উচিৎ।

এপিস—এই ঔষধের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে—প্রস্রাব স্বল্পতা পিপাসা শূন্যতা এবং চক্ষুর পাতার স্ফীতি।

বেনজোয়িক এসিড—প্রস্রাবের অনেক সময় শ্লেষ্মা এবং পূঁজ বর্ত্তমান থাকে। প্রস্রাব অশ্ব মূত্রের ন্যায় ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত। বাতগ্রস্থ রোগীদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

বার্ব্বারিস—যন্ত্রণা মূত্রপিণ্ড হইতে মূত্রাশয় এবং মূত্রপথ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। মূত্রশিলা সহ প্রস্রাব স্বল্পতায় ইহা অধিক প্রয়োগ হয়।

ইকুইজেটাম—অন্তসত্ত্বাবস্থায় অথবা প্রসবাবস্থাকালীন প্রস্রাব সহজে হয় না, কোঁতাইয়া কোঁতাইয়া করিতে হয় এবং অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়।

লাইকোপোডিয়াম—প্রস্রাবকালীন অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয় এবং প্রস্রাব ত্যাগান্তে কটিদেশের যন্ত্রণার উপশম হয়। প্রস্রাবে লাল বালুকা কণা সদৃশ্য তলানি পড়ে এবং শিশু মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। এতদ্ব্যতীত মূত্রশিলা সহ স্বল্প প্রস্রাবে দক্ষিণ মূত্র পিণ্ড আক্রান্ত হইলে ইহা অধিক কার্য্য করে।

মার্কিউরিয়াস—প্রস্রাবে জ্বালা এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়, প্রস্রাবের সহিত পূঁজ এবং সময় সময় রক্তও মিশ্রিত থাকে। প্রমেহ রোগ সহ মূত্র স্বল্পতায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সার্সাপ্যারিলা—প্রসাবের অব্যবহিত পরই মূত্রপথে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। শিশু মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে এবং মূত্র ত্যাগকালীন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। ইহা ব্যতীত মূত্রে সাদা বালুকা কণা সদৃশ তলানি পড়ে।

টেরিবিস্থিনা—মূত্রপিণ্ডে, মূত্রাশয়ে এবং মূত্রমার্গে ভীষণ জ্বালাযন্ত্রণা হয় (ক্যান্থারিস, ক্যানাবিস) এবং মূত্র ঘোলা অপরিষ্কার, অথবা রক্তমিশ্রিত ঘোর লালবর্ণ অথবা কফির গুঁড়ার ন্যায় তলানি যুক্ত। সকল সময় মূত্র পথে জ্বালাযন্ত্রণাও থাকে। পেট ফাঁপা এবং জিহ্বা লাল চকচকে এই দুইটী লক্ষণ টেরিবিস্থিনার মূত্র রোগের সহিত প্রায়ই বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

কষ্টিকাম—প্রসূতির সন্তান প্রসবের পর প্রস্রাব অবরোধ হইলে কষ্টিকামকে প্রাধান্য দিবে।

ইরাইথিমা এবং ইরিসিপেলাস (বিসর্প)—চর্ম্মের উপর বেলেডোনার অত্যন্ত গভীর কার্য্য রহিয়াছে। স্ফোটকাদির বেলেডোনা কি প্রকার উপযুক্ত ঔষধ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু চর্ম্মের উপর বেলেডোনার যথেষ্ট কার্য্য থাকিলেও কিন্তু খোস পাঁচড়াদির উপর ইহার বিশেষ কোন কার্য্য দেখিতে পাই না। বেলেডোনাকে ইরিথিমা (Erythema) এবং বিসর্প রোগের একটী অতি মহৎ ঔষধ বলা হইয়া থাকে বাস্তবিকই ইহা (বেলেডোনা) উক্ত রোগ দ্বয়ের একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইরিথিমায় গাত্রত্বক উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ হয় সমুদায় গাত্র কিংবা আক্রান্ত স্থান লালবর্ণ হইয়া উঠে এবং স্পর্শাধিক্য হয়, হস্ত দ্বারা স্পর্শ আদপেই পছন্দ করে না স্কার্লেটিনা রোগে যে প্রকার সমুদায় গাত্রত্বক লাল আভাযুক্ত হয় ইহাতেও (ইরিথিমাতেও) অনেকটা সেই প্রকার অবস্থা উপস্থিত হয়। ইহা ব্যতীত বিসর্প অর্থাৎ Erysipelas রোগেও ইহা গভীর কার্য্য করে। কিন্তু এতদস্থলে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অর্থাৎ যে স্থান রোগগ্রস্থ হয় তাহার মূল স্থান হইতে লোহিত রেখা রেখা দাগ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয় এবং অতি শীঘ্র স্ফীত হইয়া ত্বকের নিম্নস্থ বিধানতন্তু সমূহ আক্রান্ত হইয়া পড়ে, পুঁজোৎপাদনের সম্ভাবনা হয় অর্থাৎ দাহকযুক্ত বিসর্প (Phlegmonous erysepelas) প্রকাশ পায় কিন্তু বেলেডোনায় কখনই বিসর্পযুক্ত স্থানে ফোস্কা উপস্থিত হয় না (কেন্থারিস, রাসটক্সে ফোস্কা হয়) ইহা বেলেডোনার বিশেষত্ব জানিবে। আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম চকচকে লালবর্ণ হয় এবং টান হইয়া থাকে অর্থাৎ চর্ম্মোপরি কিছুমাত্র পীড়কা (eruption)

প্রকাশ থাকে না (The skin is bright red smooth and tense) সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ দপদপানি কিংবা ছুড়িকা বিদ্ধবৎ কিংবা হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে। আক্রমণ যদি গভীর হয় তাহা হইলে যন্ত্রণাও অত্যন্ত অধিক দপদপানি যুক্ত হয়। বেলেডোনার বিসর্পে এই কয়েকটী কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে প্রথমতঃ একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান রক্তাধিক্য হয় এবং সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যস্থল হইতে লোহিত বর্ণ রেখা দাগ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে (Redness begins in a small spots and runs in streaks from the centre.) আক্রান্ত স্থান অধিক স্ফীত হয় না, আক্রান্ত স্থানের চর্ম্মোপরি কোন প্রকার ফোস্কা কিংবা পীড়কা প্রকাশ পায় না, আক্রান্ত স্থানের ত্বক উজ্জ্বল লাল বর্ণ এবং চক্‌চকে টান যুক্ত হয় ও ভীষণ দপ দপানি যন্ত্রণা প্রকাশ পায় সঙ্গে সঙ্গে শীরঃপীড়া, মস্তকের রক্তাধিক্যতা, গাত্রোত্তাপের প্রবলতা ইত্যাদি লক্ষণ সমূহও বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

বেলেডোনার বিশেষত্ব—মুখমণ্ডলের বিসর্প রোগেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যদি মুখমণ্ডলে হয় তাহা হইলে দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক এবং প্রথম আক্রান্ত হয় এবং রোগ দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে সর্ব্বদা বাম দিকে বিস্তারিত হয়। বাম পার্শ্বে রোগ বিস্তারিত না হইলেও কিন্তু এবম্প্রকার প্রবলতা বেলেডোনার একটা বিশেষ লক্ষণ। ইহার সহিত মস্তিষ্কের যন্ত্রণাদি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক, মস্তিষ্কের প্রদাহ হইলেই যে তাহাকে বিসর্প রোগের বিকল্প (metastasis) মনে করিতে হইবে এমন কিন্তু মনে হয় না। এইরূপ স্থলে মস্তিষ্কের কষ্ট যন্ত্রণা বিসর্প রোগ হেতু উদ্ভুত-জ্বর দপদপানি ইত্যাদি হইতেই প্রকাশ পায়। বিকল্প প্রযুক্ত হইলেও বেলেডোনা তাহাতে অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়। যদি বেলেডোনা প্রয়োগে আশানুরূপ ফল না পাওয়া যায় তাহা হইলে লক্ষণানুযায়ী ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস ইত্যাদি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে।

ল্যাকেসিস—ইহার মুখমণ্ডল বেলেডোনার ন্যায় উজ্জ্বল লালবর্ণ না হইয়া বরং বেগুণে কিংবা নীলাভাযুক্ত হয়। ইহা ব্যতীত রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং তন্দ্রাযুক্ত থাকে ও নাড়ীর গতিও অত্যন্ত নিস্তেজ হয়। রোগ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইলে ল্যাকেসিসের বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ল্যাকেসিস রোগী চক্ষু বুজিয়া প্রলাপ বকে এবং নিদ্রার পর রোগ বৃদ্ধি হয়।

ক্রোটেলাস—ইহার সহিত ল্যাকেসিসের অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং উভয়ই এক জাতীয় ঔষধ এবং ঔষধের লক্ষণ অনেকটা এক প্রকারের।

কুপ্রাম মেটালিকাম—বিসর্পের স্থান বিকল্পে অর্থাৎ স্থানান্তরিত (metastasis) হেতু মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে সকল চিকিৎসকই ইহাকে অতি উচ্চস্থান দিয়া থাকেন কিন্তু কুপ্রামের প্রধান বিশেষত্ব সঙ্কোচক পেশীর খেচুনি এবং কনভালসান (contraction of flexor muscle) থাকা নেহাৎ প্রয়োজন।

এইলান্থাস—ইহাতে তন্দ্রাভাব অত্যন্ত অধিকরূপ বর্ত্তমান থাকে এবং মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় ও কালশিরা সদৃশ ছিট ছিট দাগ প্রকাশ পায়।

এপিস—আক্রান্ত স্থান জলপূর্ণবৎ স্ফীত হয় (oedematous)। মুখমণ্ডল আক্রান্ত হইলে সর্ব্বপ্রথমেই চক্ষুর পাতা তরল দ্রব্যে পূর্ণবৎ থলির ন্যায় আকার ধারণ করে এবং চর্ম্মের বর্ণ গোলাপী আভাযুক্ত অথবা ঘোর লালবর্ণ হয়, ল্যাকেসিসের মত নীলবর্ণ হয় না ও যন্ত্রণা হুল ফোটান সদৃশ হয়। মূত্র স্বল্প হয় এবং পিপাসা থাকে না ও রোগী থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার দিয়া উঠে।

রাসটক্স—ফোস্কাযুক্ত বিসর্পে ইহা অধিক প্রয়োগ হয়। ফোস্কাগুলি কিঞ্চিৎ বৃহৎ আকারের হয় এবং অত্যন্ত জ্বালা হুল ফুটান যন্ত্রণা থাকে। ফোস্কাগুলি অধিক গভীর হয় না চর্ম্মের উপরে উপরে বিস্তৃত হইতে থাকে। রাসটক্সে ফোস্কা, জ্বালা, চুলকানি গাত্রে বেদনা এবং অস্থিরতা অধিক থাকে। ল্যাকেসিসে নীল আভাযুক্ত প্রদাহ এবং ক্ষত হইয়া পচনের আশঙ্কা অধিক থাকে।

ইউফোরবিয়াম—বিসর্পে স্থান পচিয়া যায়। ফোস্কাগুলি বৃহৎ হয় এবং পীতবর্ণ তরল পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে ও ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

স্কার্লেট ফিবার—বেলেডোনা আরক্ত জ্বরের যে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ ইহার আভাস ইরিথিমার বিষয় লেখাকালীন কিঞ্চিৎ দিয়াছি। ইরিথিমাতে (Erythema) চর্ম্মের স্ফীতি কিংবা চর্ম্মোপরি কোন প্রকার ফোস্কা অথবা পীড়কা এবং তদ সহিত জ্বর বর্ত্তমান থাকে না (Rash or efflorescence not accompained by any swelling, vesication or fever).

স্কার্লেটিনা (Scarlatina)—(ইহাতে সাধারণতঃ শীত হইয়া জ্বর হয় এবং জ্বর অত্যন্ত প্রবল হয় গাত্রোত্তাপ ১০৪।১০৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠে। চতুর্থ এবং পঞ্চম দিবসে চর্ম্মের পীড়কা সমুদায় অধিক হইয়া মিশাইয়া যায়। ইরিথিমাতে পীড়কা কিছুই থাকে না, স্কার্লেটিনাতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘামাচি সদৃশ পীড়কা থাকিলেও থাকিতে পারে)। বেলেডোনায় প্রথমতঃ সমুদায়

শরীর লাল আভাযুক্ত হয়। তৎপর ক্রমশঃ মস্তিষ্কের উত্তেজনা আরম্ভ হইতে থাকে। নিদ্রাকালীন থাকিয়া থাকিয়া শিশু চমকাইয়া উঠে এবং শরীরের স্থানের স্থানের পেশীর আকুঞ্চন হন। ভীষণ প্রলাপ বকে চীৎকার করিয়া উঠে, শয্যা হইতে লম্ফ প্রদান করিতে চায়; প্রহার করিতে উদ্যত হয় ইত্যাদি অত্যন্ত উগ্র লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়। বেলেডোনার অন্তর্গত যে কোন রোগই হউক মস্তকের রক্তাধিক্য কিংবা মস্তিষ্কের প্রদাহ অর্থাৎ মস্তিষ্কের উত্তেজনা নিশ্চয়ই বর্ত্তমান থাকা কর্ত্তব্য। ইহা বেলেডোনার সার্ব্বজনীন লক্ষণ জানিবে। বেলেডোনায় আরক্ত জ্বরে গাত্রত্বকে কোন প্রকার পীড়কা (eruption) প্রকাশ পায় না। গাত্রত্বক রক্তাধিক্য হইয়া মসৃন চকচকে হয় পরিষ্কার থাকে, কিন্তু অনেক সময় মস্তিষ্কের উত্তেজনা বশতঃ ইপিকাকের ন্যায় ভীষণ বমন লক্ষণ প্রকাশ পায়। লোহিত আভাযুক্ত গাত্রত্বকের সহিত গলদেশও রক্তাধিক্য হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে, তালুমূল জিহ্বা অর্থাৎ সমুদায় স্থানই অল্প বিস্তর লাল রক্তাধিক্য অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। গলদেশের গ্রন্থি সমূহও প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া উঠে সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর গতি ভিরাটে দ্রুত এবং বেগবতী হয়। মূত্রও হ্রাস হইয়া আইসে অথবা অবরোধ হয় কিংবা প্রচুর হয়। এই প্রকার অবস্থায় রোগী গভীর তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িয়া থাকে অথচ অস্থিরতা ভাব কাটে না, নিদ্রিত অবস্থায় রোগী থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, শরীরে স্থানে স্থানে পেশীর আকুঞ্চন হয়। মুখ সর্ব্বদা নাড়িতে থাকে যেন কিছু খাদ্য দ্রব্য চিবাইতেছে এবং দন্তে দন্তে ঘর্ষণ শব্দ হইতে থাকে। এবম্প্রকার অল্পাধিক লক্ষণ নিদ্রিত অবস্থায়ও মস্তিষ্কের চঞ্চলতা প্রযুক্ত প্রায়ই প্রকাশ থাকে। তন্দ্রা অবস্থা হইতে রোগীকে জাগাইলে রোগী অত্যন্ত ভীষণ হয় উগ্রমূর্ত্তি হইয়া ঘরের চারিদিকে তাকাইতে থাকে এবং তাহার চারিপার্শ্বের লোকজনকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়, এমত অবস্থায় বেলেডোনা প্রয়োগ করা সত্ত্বেও যদি রোগের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না ঘটে এবং অন্য কোন ঔষধের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ না হয় ও রোগ যদি ভীষণ হইতে থাকে তাহা হইলে ল্যাকেসিস, হাইওসিয়ামাস এবং রাসটক্স ইত্যাদি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে। **ল্যাকেসিসের সহিত বেলে-ডোনার সাদৃশ্য** উভয় ঔষধই নিদ্রিত অবস্থায় রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, উভয় ঔষধেই রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির হয় উভয় ঔষধেই নিদ্রাভঙ্গের পর রোগী অত্যন্ত বিরক্ত হয়, উভয় ঔষধেই সমুদায় গাত্রত্বক লোহিত

আভাযুক্ত হয় উভয় ঔষধেই প্রস্রাব অবরোধ গলদেশে প্রদাহ এবং বমন হয়।

ল্যাকেসিসের সহিত বেলেডোনার পার্থক্য—ল্যাকেসিসে দৌর্ব্বল্যতা এবং রক্ত বিষাক্ত লক্ষণ অত্যন্ত অধিক থাকে। বেলেডোনার ন্যায় মস্তিষ্কে উত্তেজনা হেতু উগ্রতা অধিক থাকে না বরং তদ্বিপরীত তন্দ্রাভাব প্রবল থাকে। ল্যাকসিসে চর্ম্ম ইরিথিমা সদৃশ বেলেডোনার ন্যায় উজ্জ্বল বালবর্ণ না হইয়া বরং ফেকাশে অথবা বেগুনে অথবা নীলাভাযুক্ত হয় এবং সর্ব্ব স্থানে সম্পূর্ণরূপ প্রকাশও হয় না। ল্যাকেসিসে গলদেশের বাহ্য প্রদেশস্থ গ্রন্থি সমূহের বিবৃদ্ধি ব্যতীত সমুদায় গলদেশের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক স্থান সমূহও আক্রান্ত হয় ও আক্রান্তস্থানের বর্ণ বেগুণে আভাযুক্ত হয়, পূঁজের সঞ্চার হইলে তাহা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

রাসটক্স—ইহা অনেক সময় ল্যাকেসিসের পূর্ব্বে ব্যবহার হয় কিন্তু cellulitis হইলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং রাসটক্সে ল্যাকেসিসের ন্যায় প্রদাহ স্থানে বেগুনে আভাযুক্ত হয় না এবং জ্বালা যন্ত্রণাও তত অধিক থাকে না। রাসটক্সকে cellulitis অর্থাৎ কৌষিক ঝিল্লির প্রদাহ হইলেই সর্ব্ব প্রথম স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত রাসটক্সে গাত্রত্বকের লোহিতবর্ণ আভার সহিত ঘামাচি সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি (হাম অপেক্ষাও ক্ষুদ্র) প্রায়ই প্রকাশ পায়। বেলেডোনা যদিও স্কার্লেটিনার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু অনেক সময় ইহা প্রয়োগে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না; সেইরূপ স্থলে সালফারকে বেলেডোনার পর চিন্তা করা উচিত কারণ সালফারে বেলেডোনার ন্যায় লক্ষণ অর্থাৎ সমুদায় গাত্রময় ইরিথিমা প্রকাশ পায় এমন কি অনেক স্থলে উক্তরোগ প্রকাশ হইবার প্রারম্ভেই বেলেডোনার পূর্ব্বেই সালফার প্রয়োগ করা হয়।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—ইহা বেলেডোনার একটী উত্তম অনুপূরক (complementary) ঔষধ অর্থাৎ যে স্থানে বেলেডোনায় রোগ আরোগ্য হইয়াও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না, সেইরূপ স্থলেই ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে চিন্তা করিবে। পীড়কা সমূহ প্রকাশিত হইয়া ফ্যাকাশে হইয়া মিশিয়া যায়। মুখমণ্ডল রক্তশূন্য এবং ফোলা ফোলা হয়। গলদেশের গ্রন্থি সমূহ স্ফীত হয়। প্রস্রাব স্বল্প অথবা সম্পূর্ণ অবরোধ হয়।

ফোড়া (Boils)—বেলোডোনার ফোড়ায় প্রদাহ, দপদপানি, রক্তাধিক্যতা এবং উষ্ণতা থাকা চাই। দপদপানি যন্ত্রণা ব্যতীত জলন, খোঁচা-বিদ্ধবৎ, চিড়িক মারা ইত্যাদি প্রকারের যন্ত্রণাও থাকে, এতদসহ শিরঃপীড়াও প্রকাশ পাইতে পারে। ফোড়া ব্যতীত যে কোন প্রকার প্রদাহেই বেলেডোনা নির্ব্বাচিত হইতে পারে। বেলেডোনা নির্ব্বাচনে স্থান বৈষম্য কিছুই থাকে না। প্রদাহের উক্ত লক্ষণ সমুদায় বাগীতে (bubo) প্রকাশ পাইলেও বেলেডোনা প্রয়োগ করা হয় কিন্তু পুঁজের সঞ্চার হইলে বেলেডোনায় আর নির্ভর করা কর্ত্তব্য নয়।

মার্কিউরিয়াস ভাইভাস—প্রথমেই যাহাতে ফোড়া বসিয়া যায় তাহার চেষ্টা করা উচিত। এই বিষয়ে মার্কিউরিয়াস ভাইভাস একটি উপযুক্ত ঔষধ। ফোড়া পাকিয়া না গিয়া শক্ত হইয়া দরকচা হইয়া গেলে—কার্ব্বএনামেলিস এমং ব্যারাইটা কার্ব্বের বিষয় চিন্তা করিবে।

রাসটক্স—বগলে এবং প্যারটিড গ্রন্থিতে ফোড়া হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। লালবর্ণ জলবৎ পুঁজ নিঃসরণ হয়।

হেপার সালফার—পুঁজ ভালমত না হইলে এবং শীঘ্র পুঁজোৎপাদন করিতে হেপার সালফার নিম্নক্রক অধিক উপযোগী। রোগী উষ্ণ প্রলেপে উপশম বোধ করে।

মার্কিউরিয়াস সল—ইহাতেও শীঘ্র পুঁজোৎপাদন না হইলে পুঁজের সঞ্চার করিয়া দেয় এবঃ পুঁজোৎপাদন হইলে অর্থাৎ ফোড়া পাকিয়া গেলেও ইহা নিম্নক্রম পুনঃ পুনঃ উপর্য্যুপরি প্রয়োগ করিলে ফোড়া ফাটিয়া পুঁজ নিঃসরণ হইয়া যায় কিন্তু ফোড়ায় পুঁজোৎপাদনের পূর্ব্বে মার্কিউরিয়াস নিম্নক্রম প্রয়োগ করা উচিৎ নয়।

সাইলিসিয়া—ফোড়া ফাটিয়া গিয়া ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক না হইলে এবং জলবৎ পাতলা পুঁজ স্রাব অল্পবিস্তর লাগিয়া থাকিলে সাইলিসিয়া প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য।

স্তন প্রদাহ (Mastitis)—স্তন প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং শক্ত হয় সঙ্গে সঙ্গে দপদপানি এবং চিড়িক মারা যন্ত্রণা হইতে থাকে। রোগী স্তন এমত

অবস্থায় নাড়াইতে পারে না, অতি সতর্কতার সহিত চলা ফেরা করিতে বাধ্য হয়। স্তন উষ্ণ লাল বর্ণ হয় এবং লাল রেখা রেখা দাগ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ডাক্তার জোসেট এমতাবস্থায় অতি নিম্নক্রম (১ x) বেলেডোনা প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন।

উদরাময় (Diarrhoea)—অল্পবয়স্ক শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ের বেলেডোনা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশু থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং সময় সময় যন্ত্রণায় শরীর পশ্চাদ্দিকে বাঁকাইয়া ফেলে (ডাইস্কোরিয়া। সম্মুখদিকে বাঁকাইয়া ফেলে—কলোসিন্থ) ইহা ব্যতীত আরো—দেখিতে পাওয়া যায় যে transverse colon সময় সময় দড়ির ন্যায় শক্ত হইয়া নাভির নিকট ঠেলিয়া উঠে (এই প্রকার অবস্থা Lead colicএ হয়) এবং পেটের যন্ত্রণা কালীন মুখমণ্ডল লালবর্ণ প্রাপ্ত হয়। মল পীতাভ অথবা সবুজ এবং তদসহিত সাদা দলা দলা মল সদৃশ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। শিশুদিগের উদরাময় এবং শূল যন্ত্রণায় বেলেডোনা ক্যামোমিলার অনুপূরক (complementary) ঔষধ এতদহেতু শিশুদিগের আমাশয় এবং উদরাময় ক্যামামিলায় সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে বেলেডোনায় অনেক সময় সে অভাব পূরণ করিয়া দেয়।

আমাশয়—বেলেডোনা শিশুদিগের আমাশয়ের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বয়স্ক ব্যক্তিদিগেতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় না। তন্দ্রাভাব, থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া উঠা, শুষ্ক গাত্রত্বক, পুনঃ পুনঃ জল পানের আকাঙ্ক্ষা, উষ্ণ মস্তক, অথচ শীতল হস্তপদ এবং শিরঃপীড়া ইত্যাদি বেলেডোনার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জানিবে অনেক সময় একমাত্র এই ঔষধ দ্বারা শিশুদিগের ভীষণ আমাশয় রোগ আরোগ্য করা হয়, আর কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না। (drowsiness with startings, dry heat and frequent drinking, head hot while hands and feet are cold, these are regarded characteristic). আমাশয়ের সহিত ভীষণ জ্বর বর্ত্তমান থাকিতে পারে এবং দেখিলে মনে হয় শিশু যেন কত নিদ্রা যাইতেছে অথচ কেবল মাত্র চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক একবার চমকিয়া উঠিতেছে ও

নিদ্রিতাবস্থায় কোঁকাইতেছে। বেলেডোনার এই লক্ষণ সমূহ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

(Sleepiness with restlessness, starting up suddenly. Twitching of the muscles during sleep, moaning during sleep, with half-closed eyes. Drowsiness with inability to sleep. Every little jar is painful. Pains appear and disappear suddenly.

মল—পাতলা সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত এবং রক্তমিশ্রিত (ঘন সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত মল আর্সেনিক)। পুনঃ পুনঃ এবং অল্প অল্প হয়, সময়ে সময়ে অসারেও হয়।

বৃদ্ধি—অপরাহ্ণে এবং নিদ্রার পর।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—মলদ্বার এবং জননেন্দ্রিয়ে সর্ব্বদা পেটের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে এইরূপ বোধ (constant pressing towards the anus and genitals as if everything would be pushed out.

মলত্যাগকালীন—কুন্থন। শিশু অত্যন্ত কুন্থন দিতে থাকে এবং শিহরিয়া উঠে (shuddering).

মলত্যাগের পর—কুন্থন থাকে। পেটে হস্তের চাপ দিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় (উপশম হয়—কলসিন্থ) রোগী আলো, উত্তাপ, সঞ্চালন, গোলমাল, স্পর্শ ইত্যাদি পছন্দ করে না। শিশু চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত করিয়া বালিসে মস্তক একবার এপাশ একবার ওপাশ করিতে থাকে। চক্ষু তারকা বিস্তারিত (dilated) হয় এবং কপালের দুই পার্শ্বের ধমনিদ্বয় দপদপ করিতে থাকে।

স্নায়ুশূল (Neuralgia)—বেলেডোনার বিশেষ বিশেষত্বই হইতেছে, যন্ত্রণা হঠাৎ আইসে কিছুক্ষণ থাকিয়া হঠাৎ আবার চলিয়া যায়। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, মনে হয় ছুরি দিয়া কাটিয়া কিংবা ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে যন্ত্রণার বৃদ্ধি কালীন রোগী ভীষণ অস্থির হইয়া পড়ে। সঞ্চালনে, আঘাতে, গোলমালে শয়নাবস্থায় এবং সামান্য নড়া চড়ায় রোগ বৃদ্ধি হয়। উপবেশন, দণ্ডায়মান এবং স্থির অবস্থায় রোগ উপশম হয়। স্নায়ুশূল অথবা যে কোন স্থানের যন্ত্রণা হউক এতাদৃশ লক্ষণ না থাকিলে বেলেডোনা প্রয়োগ করিতে ভরসা হয় না। ইহা

ব্যতীত বেলেডোনার যন্ত্রণার আর একটি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য তাহা হইতেছে আক্রান্ত স্থানের উষ্ণতা অর্থাৎ আক্রান্ত স্থান স্পর্শে উষ্ণ বোধ হয়।

মুখ মণ্ডলের স্নায়ুশূলে দক্ষিণ পার্শ্বই অধিক আক্রান্ত হয়। বেলেডোনায় বাম অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হওয়া একটি বিশেষত্ব। দক্ষিণপার্শ্বের বিশেষতঃ অক্ষিগোলকের নিম্নস্থ স্নায়ু অধিক আক্রান্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ মণ্ডল রক্তাধিক্য ও উষ্ণ হইয়া উঠে, বেলেডোনার স্নায়ুশূল যন্ত্রণাদি এবং জ্বর সমুদায়ই অপরাহ্ন ৪।৫ টা এবং রাত্রি ১১টায় বৃদ্ধি হয়।

স্যাস্ফেটিকা—যন্ত্রণায় বেলেডোনা অধিক নির্ব্বাচিত হয় না এবং উপযুক্ত ঔষধও নয়। বেলেডোনা অধিকাংশ স্থলেই মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে উত্তম কার্য্য করে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে মুখমণ্ডল ব্যতীত মুখমণ্ডলের নিম্ন স্থানে অর্থাৎ স্কন্ধে কিংবা গ্রীবা প্রদেশে শূল বেদনা হইলেও বেলেডোনা প্রয়োগে কোন ফল পাওয়া যায় না।

তরকা (Convulsion)—বেলেডোনা তরকা (convulsion) রোগের একটি অতি উৎকৃষ্ট এবং নিত্য প্রচলিত ঔষধ। এমন কি ভীষণ ভয়াবহ যে Puerperal eclampia অর্থাৎ সূতীকাক্ষেপ রোগেও বেলেডোনার প্রয়োগ দেখা যায়। দন্তোদ্গম কালীন অথবা প্রবল জ্বরে কিংবা পীড়কা অবরুদ্ধ জনিত শিশুদিগের তরকার (spasm) বেলেডোনাকে সকল চিকিৎসকই অতি উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন কিন্তু এবম্প্রকার রোগের সহিত মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য লক্ষণ বিশেষরূপে প্রকাশ থাকা প্রয়োজন নতুবা বেলেডোনা নির্ব্বাচিত না হইতেও পারে। মস্তক রক্তাধিক্য, মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং লাল আভাযুক্ত হয়। কেরোটিড ধমনীদ্বয়ের দপ্‌দপানি যন্ত্রণা, নিদ্রায় ভীত হইয়া চমকাইয়া উঠা ইত্যাদির সহিত অনেকস্থলে মুখে পচাডিম্ববৎ গন্ধযুক্ত গোলা উঠা লক্ষণ প্রকাশ থাকে, এতদলক্ষণ সমূহ বেলেডোনা নির্ব্বাচনের বিশেষ পরিচায়ক। ইহা ব্যতীত শিশুর দন্তের মাড়ি লাল হয়, ফুলিয়া উঠে এবং মুখ বিবর উষ্ণ ও শুষ্ক হয়। শিশু শরীর আড়ষ্ট করিয়া ফেলে, হস্ত মুঠা করে, হস্তপদাদির খেচুনী হয় এবং একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

বয়স্ক লোকের এবম্প্রকার কনভালসন (convulsion) কালীন শরীর কথন সম্মুখ দিকে এবং পশ্চাৎদিকে ভীষণরূপ ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় বক্র হইয়া যায়

এবং হস্তপদ বিক্ষিপ্তভাবে ভীষণরূপ ছুঁড়িতে থাকে। সন্তান প্রসবকালীন হইলে স্ত্রীলোক অজ্ঞান অবস্থায় নির্জীবের ন্যায় পড়িয়া থাকে এবং প্রসবের প্রত্যেক যন্ত্রণাকালীন খেঁচুনী (convulsion) প্রকাশ পায়। ইহা ব্যতীত থাকিয়া থাকিয়া রোগীণী শয্যায় এপাশ ওপাশ ছটফট করে, এক একবার হঠাৎ চীৎকার করিয়া ওঠে কিংবা গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে অথবা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে।

বেলেডোনার কনভালসনের বিশেষত্ব হইতেছে আক্রমণ হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং মুখ চোখ লাল হইয়া উঠে। শরীর থাকিয়া থাকিয়া আড়ষ্ট হয় আবার শিথিল হয়। রোগী গোলমাল, আলো ইত্যাদি সহ্য করিতে পারে না। যাহাদিগের নিয়মিতভাবে অথবা নির্য়মিত সময়ে কনভালসন প্রায়ই হইয়া থাকে তাহাদিগের পক্ষে বোলডোনা উপযুক্ত ঔষধ নয়। প্রথমতঃ বেলেডোনায় কাজ হইলেও হইতে পারে কিন্তু ২।১টি আক্রমণের পর আর বেলেডোনায় কাজ পাওয়া যায় না। এইরূপ অবস্থায় ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে উচ্চ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

যাহাদিগের কনভালসন প্রায়ই হইয়া থাকে অথবা যাহাদিগের convulsion প্রায় একই সময় হয় তাহাদিগের পক্ষে বেলেডোনা একেবারই উপযুক্ত ঔষধ নয়।

Belladona is only suitable for those non recurrent convulsions those that come on suddenly. But those that come on at regular intervals in those that subject to convulsions Belladona is worthless অর্থাৎ যাহাদিগের হঠাৎ আক্রমণ উপস্থিত হয় তাহাদিগের পক্ষে বেলেডোনা উপযুক্ত, আর যাহাদিগের নিয়মিত সময়ে এবং যাহারা convulsion এর ধাতু বিশিষ্ট তাহাদিগের পক্ষে বেলেডোনা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত কিন্তু মস্তক রক্তাধিক্য, চক্ষু লালবর্ণ, মস্তিষ্কের যন্ত্রণা অথবা শয়ন অবস্থায় বালিসে মস্তক চাপা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে বেলেডোনা তাহাতে যে সম্পূর্ণ কাজ করিবে না এইরূপ বলিতে ইচ্ছা করি না রোগের সাময়িক উপশম হইতে পারে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার আশা করা যায় না। এইরূপ স্থলে কেলকেরিয়া কার্ব্বকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। যে স্থলে বেলেডোনার লক্ষণ প্রকাশ হয় অথচ বেলেডোনায় রোগ যখন সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না

সেইরূপ স্থলে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে স্মরণ করিবে, কারণ ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, বেলেডোনায় রোগ আরোগ্য হইয়াও সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে নির্ব্বাচিত হয়। দুইটী কথা বেলেডোনার বিষয়ে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য প্রথমতঃ—বেলেডোনা পর্য্যায়শীল (periodical) এবং দ্বিতীয়তঃ সবিরাম যন্ত্রণার (remittent or continued) উত্তম ঔষধ নয়। ইহার হঠাৎ আরম্ভ এবং হঠাৎ হ্রাস হওয়া বিশেষ বিশেষত্ব জানিবে।

দন্তোদ্গমকালীন তরকার সমগুণ ঔষধ সমূহ।

ক্রিয়োজোট—শিশু সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন ও ছট্‌ফট্‌ করে। দন্ত বহির্গত হইতে না হইতেই দন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

কলচিকম—মল পরীবর্ত্তনশীল। দন্তোদ্গমকালীন পেটের গোলযোগ হেতু শিশুর তরকা হয়।

সিনা—ক্রিমি বশতঃ তরকা উৎপন্ন হয়। শিশুর মুখমণ্ডল বিশেষতঃ নাসিকার চারি পার্শ্ব ফ্যাকাশে রক্তশূন্য হয় এবং শিশু অত্যন্ত অস্থির এবং খিটখিটে প্রকৃতির।

ডলিকস্—দাঁতের মাড়ি অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় মনে হয় যেন চুলকাইতেছে।

ইথুজা—মাড়ি রক্তাধিক্য এবং স্ফীত। দুগ্ধ থান থান আকারে দধির ন্যায় বমন হয় এবং বমনান্তে শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ক্যামোমিলা—শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে এবং রাগী। সকল সময় ক্রোড়ে থাকিতে চায় এবং ক্রোড়ে করিয়া যতক্ষণ ঘুরিয়া বেড়ান যায় ততক্ষণই ভাল থাকে। মল সবুজ, শ্লেষ্মাযুক্ত হড়হড়ে, যন্ত্রণাযুক্ত এবং দুর্গন্ধজনক।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের রোগ—স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের বেলেডোনা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ইহাতে সর্ব্বদা অত্যন্ত ভীষণরূপ কোঁথানি যন্ত্রণা (bearing down) লাগিয়া থাকে। শয়নে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, দণ্ডায়মান অবস্থায় উপশম হয়। সিপিয়া যদিও স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের bearing down যন্ত্রণার একটি উত্তম ঔষধ

কিন্তু ইহার লক্ষণ সমূহ বেলেডোনার বিপরীত—যন্ত্রণা শয়নে উপশম হয়, দণ্ডায়মান অবস্থায় বৃদ্ধি হয়। একোনাইটেও উক্তপ্রকার bearing down লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু ইহাতে বিশ্রামে বৃদ্ধি হয় এবং চলাফেরার উপশম হয়।

বেলেডোনার স্ত্রী জননেন্দ্রিয় রোগে দুইটি লক্ষণ অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক প্রথমতঃ উপরোক্ত bearing down দ্বিতীয়তঃ ঋতুস্রাব। Bearing down অর্থাৎ নিম্নাভিমুখীন কোঁথানি যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে, মনে হয় যেন স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের সমুদায় আভ্যন্তরিক যন্ত্র যোনী দ্বার দিয়া বাইরে বহির্গত হইয়া পড়িবে। কাজে কাজেই বেলেডোনা জরায়ু ভ্রংশেও উত্তম কার্য্য করে। কিন্তু বেলেডোনার জরায়ুভ্রংশ সিপিয়া কিংবা ষ্ট্যানামের ন্যায় passive নয় বরং প্রবল প্রকৃতির (active)। কারণ বেলেডোনার যাহা কিছু লক্ষণ সমুদায়ই অত্যন্ত প্রবল। প্রবলতাই হইতেছে বেলেডোনার একটি বিশেষ লক্ষণ। আর একটি কথা এই স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বেলেডোনার জরায়ুভ্রংশের সহিত কোন প্রকার Anteversion অথবা Retroversion অর্থাৎ জরায়ু সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়া বা পশ্চাদাবর্ত্তন হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ কিছু বর্ত্তমান থাকে না। এতদ সমুদায় কারণবশতঃই অনেকে বেলেডোনাকে প্রকৃত জরায়ুভ্রংশের ঔষধ বলিতে ইচ্ছা করেন না। বেলেডোনায় অত্যন্ত অধিক রকম bearing down লক্ষণ থাকা হেতুই, উক্ত প্রকার স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের নিম্নাভিমুখে ঠেলিয়া আসা লক্ষণ প্রকাশ পায় ইহাকে অনেকে এক প্রকার কুন্থন (urging) বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

ডনহাম সাহেব—বেলেডোনাকে স্ত্রী জননেন্দ্রিয় রোগে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং স্ত্রী জননেন্দ্রিয় রোগে ইহা একটি অতি উত্তম ফলপ্রদ ঔষধ।

বেলেডোনার উপরোক্ত লক্ষণ সমুদায়ের সহিত যোনিদেশের শুষ্কতা এবং উষ্ণতা লক্ষণ থাকা প্রয়োজন ইহা ব্যতীত সময় সময় কটিদেশে এক প্রকার স্পর্শাধিক্য যন্ত্রণা প্রকাশ থাকে তাহাতে কোমর যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এই প্রকার মনে হয়, তদকারণ বশতঃ রোগী ধীরে এবং সতর্কতার সহিত চলাফেরা করে।

("No remedy," he says "is more frequently and successfully employed for affections of the genital organs of owmen" —Dr. Dunhum. He, with Hartman, praises it in prolupsus

when this is active, rather than the passive relaxed condition indicating Sepia and Stannum. The bearing down is worse when the patient sits bent over, and when she walks, but better when she sits erect or stands, I should call it a kind of tenesmus of the cervix—Hughes.)

ঋতুস্রাব (Menses)—ঋতুস্রাব অত্যন্ত প্রচুর, সময়ের পূর্ব্বে এবং অধিক দিন স্থায়ী হয়। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং উষ্ণ। ঋতুস্রাবের সহিত কটিদেশে, বাহুতে এবং নিম্নোদরে খিলধরা ও ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে ভীষণ দপ্‌দপানি শিরঃপীড়া উপস্থিত হয় এবং রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে।

বাধক যন্ত্রণা (Dysmenorrhoea)—বাধক যন্ত্রণাতেও বেলেডোনা নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। যন্ত্রণা অত্যন্ত প্রবল হয়, কটিদেশের সম্মুখ হইতে পশ্চাতে অথবা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং এতদ লক্ষণসহ যে ঋতু এবং কলতানি স্রাব হয় তাহা অনেক সময় অত্যন্ত বদগন্ধ যুক্ত হয় কিন্তু বেলেডোনার এই প্রকার বদগন্ধযুক্ত স্রাবের কোন কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না—ইহা ব্যতীত রোগী মনে করে যেন নিম্নোদর রক্তাধিক্য হইয়া স্ফীত এবং উষ্ণ হইয়া রহিয়াছে।

জরায়ু রক্তস্রাব এবং প্রসবান্তিক রক্তস্রাব—এবম্প্রকার রক্তস্রাবের বেলেডোনা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্তস্রাব উজ্জ্বল লাল বর্ণ এবং যে স্থান দিয়া বহির্গত হয় তাহা রক্তের স্পর্শে উষ্ণ বোধ হয় এবং রক্ত স্রাবের সহিত কটিদেশে bearing down যন্ত্রণা অর্থাৎ নিম্নাভিমুখীন যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে ইহা ব্যতীত থাকিয়া থাকিয়া যন্ত্রণা হঠাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় আবার হঠাৎ হ্রাস হয়, জরায়ু পথের আক্ষেপ যুক্ত সঙ্কোচন হইতেও থাকে। অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিলে জরায়ু পথ অত্যন্ত উষ্ণ এবং স্পর্শাধিক্য বোধ হয় ও তদ সহিত শিরঃপীড়া, মস্তকে রক্তাধিক্যতা ইত্যাদি লক্ষণ সমূহও

প্রকাশ থাকিতে পারে। কটিদেশে এত অধিক যন্ত্রণা হয় যে, মনে হয় কটিদেশ খসিয়া যাইবে।

বেলেডোনার রক্তস্রাবের বিশেষত্বই হইতেছে যে রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণ এবং উষ্ণ ইহা ব্যতীত যন্ত্রণা এবং স্রাবের গতি থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ বৃদ্ধি এবং হঠাৎ হ্রাস হয়, এই কয়েকটি লক্ষণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বেলেডোনা জরায়ু রক্ত স্রাবে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রসব বেদনা (Labour pain)—প্রসব যন্ত্রণার বেলেডোনা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জরায়ু মুখের কঠিনতায় অর্থাৎ যখন জরায়ু গ্রীবা (cervix) আক্ষেপ যুক্ত সঙ্কোচন হেতু সহজে প্রসারণ হয় না, কঠিন (Rigid) হইয়া থাকে সেইরূপ স্থলে বেলেডোনার বিষয় চিন্তা করিবে। প্রসব যন্ত্রণা ভীষণ হইতে থাকে, প্রসূতি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে কিন্তু শিশুর মস্তক কিছুতেই বহির্গত হয় না। অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় জরায়ুমুখ অত্যন্ত কঠিন উষ্ণ এবং স্পর্শাধিক্য। এইরূপ অবস্থায় বেলেডোনা প্রয়োগে অতি শীঘ্র জরায়ুমুখ প্রসারণ হইয়া শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়ে।

জরায়ুগ্রীবার কঠিনতায় বেলেডোনার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিভিন্নপ্রকার মতামত দেখিতে পাওয়া যায় কেহ কেহ ইহাকে প্রসব যন্ত্রণার উক্ত অবস্থার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন আবার কেহ কেহ ইহাকে একেবারেই উপযুক্ত ঔষধ মনে করেন না। ফরাসী ডাক্তার ক্যাজিয়াস্ক বেলেডোনার এই প্রকার অবস্থা পরিষ্কার বুঝাইতে অনেকটা চেষ্টা করিয়াছেন (জেলসিমিয়ামে বিস্তারিত দেখ)।

ডাক্তার রিচার্ডসন বলেন জরায়ুমুখের কঠিনতায় বেলেডোনার প্রয়োগ বুঝিতে হইলে ইহার (বেলেডোনার) মুখ্য এবং গৌণ (Primary and secondary) ক্রিয়া এবং এতদবস্থায় ঔষধের মাত্রা এবং শক্তির পরিষ্কার জ্ঞান থাকা উচিত অর্থাৎ মুখ্য এবং গৌণ অবস্থায় কি প্রকার ক্রমের ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য তাঁহার সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন নতুবা বেলেডোনা উপযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে পারিবে না—বেলেডোনার মুখ্য ক্রিয়া হইতেছে শরীরস্থ ফাঁপা স্থান সমূহের সঙ্কোচক পেশীর শিথিলতা এবং পক্ষাঘাত উৎপাদন করা (ফাঁপা যন্ত্র এইস্থলে জরায়ু) কিন্তু পেশীর উপর কিছুই কার্য্য প্রকাশ পায় না (The

primary action of Belladona is to relax and paralize the sphincters of the orifices of hollow organs, but not the muscles of the organs themselves) আর গৌণ ক্রিয়া হইতেছে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ তদস্থান সমূহের সঙ্কোচক পেশীর কঠিনতা এবং আক্ষেপ যুক্ত সঙ্কোচন উৎপাদন করা। কাজে কাজেই জরায়ুমুখের মুখ্য ক্রিয়ার অর্থাৎ শিথিলতা এবং পক্ষাঘাতে বেলেডোনার উচ্চক্রম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, আর গৌণ ক্রিয়ার অর্থাৎ জরায়ুমুখের কঠিনতার নিম্ন ক্রম প্রয়োগ করা উচিত সুতরাং এইরূপ স্থলে বেলেডোনা ১× ক্রম ব্যবহার হইয়া থাকে। বেলেডোনার প্রসব যন্ত্রণা কালীন রোগী গোলমাল, আলো ইত্যাদি সহ্য করিতে পারে না। এবং যন্ত্রণা হঠাৎ বৃদ্ধি ও হঠাৎ হ্রাস হয়, সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া, চক্ষু এবং মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য হইতেও পারে, এতদ্ব্যতীত জরায়ু মুখ কঠিন, উষ্ণ এবং স্পর্শাধিক্য হইয়া থাকে।

জরায়ু প্রদাহ—সূতীকা সম্পর্কীয় জরায়ুপ্রদাহেরও Puerperal metritis) বেলেডোনা একটি উপযুক্ত ঔষধ বটে এবং এতদ রোগে ইহার ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। বেলেডোনা নির্ব্বাচনে মস্তকের উত্তেজনা অথবা রক্তাধিক্যতা, সঞ্চালনে নিম্নোদরের যন্ত্রণা, নিম্নোদরের এবং যোনিদেশের উষ্ণতা, জরায়ুর নিম্নাভিমুখীন (bearing down pain) যন্ত্রণা যেন ভগদেশ হইতে স্ত্রী জননেন্দ্রিয় সমুদায় বহির্গত হইয়া আসিবে এবং তদসহিত কটিদেশের যন্ত্রণা যেন কটিদেশ ফাটিয়া যাইবে—এই প্রকার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। কলতানি স্রাব স্বল্প অথবা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়। বেলেডোনা নির্ব্বাচনকালীন স্পর্শাধিক্যতা, রক্তাধিক্যতা এবং উষ্ণতা এই তিনটি লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিবে (এতদবিষয়ের কতক লক্ষণ অন্ত্রাবরণ প্রদাহে দেওয়া হইয়াছে)।

টিলিয়া ইউরোপিয়া—প্রসূতাবস্থাকালীন জরায়ু প্রদেশে টাটানি যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হইলে টিলিয়াকে চিন্তা করা যাইতে পারে। জরায়ু যন্ত্রণার সহিত নিম্নাভিমুখীন যন্ত্রণা (bearing down) অত্যন্ত ভীষণরূপে বর্ত্তমান থাকে—এবং তদসহিত উষ্ণ ঘর্ম্ম হয় অথচ ঘর্ম্মে কোন প্রকার উপশম বোধ করে না।

টেরিবিস্থিনা—টেরিবিস্থিনা প্রয়োগকালীন মূত্র এবং জিহ্বার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, কারণ এই ঔষধের এই লক্ষণ দুইটি অত্যন্ত পরিষ্কার —মূত্র ঘোলা অপরিষ্কার, মাটি গোলা জলের ন্যায় অথবা লাল রক্ত বর্ণ এবং এইরূপ অবস্থায় জিহ্বাও অত্যন্ত শুষ্ক ও চক্‌চকে লালবর্ণ হয়, ইহা ব্যতীত মূত্র ত্যাগকালীন মূত্রপথে জলন, কুক্ষিপ্রদেশে অগ্নিবৎ জ্বালা, নিম্নোদরের স্ফীতি এবং জরায়ু প্রদেশের bearing down যন্ত্রণা পরিষ্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে।

কাশি—সন্ধ্যার পর কিম্বা প্রথম রাত্রিতে শয়ন করিবার পর কাশি বৃদ্ধি হইলে সকল চিকিৎসকই বেলেডোনার প্রয়োগ অনুমোদন করেন—গলদেশ খুস্ খুস্ করিয়া কাশির উদ্রেক হয় যেন শ্বাস-প্রশ্বাস নলীতে ধূলা প্রবেশ করিয়াছে এইরূপ মনে হয়, কাশিকালীন মুখমণ্ডল এবং চক্ষু লাল হইয়া উঠে ও চক্ষু ছল ছল করিতে থাকে, কাশিতে গয়ের অধিক উঠে না, বরং শুষ্ক প্রকৃতির এবং কাশি হঠাৎ ভীষণ বৃদ্ধি হয়, রোগী বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধভাগ শুষ্ক বোধ করে। বেলেডোনার কাশির বিশেষত্বই হইতেছে কাশি সন্ধ্যায় কিম্বা শয়নাবস্থায় বৃদ্ধি হয়, রোগীর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় এবং কাশিতে আরম্ভ করে (wakes from sleep) কাশি প্রায়ই শুষ্ক এবং কাশিকালীন মুখ চোখ লাল হইয়া ওঠে, এমন কি মস্তকে পর্য্যন্ত যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। বেলেডোনায় অনেক সময় কাশির সহিত যে গয়ের ওঠে তাহাতে রক্ত মিশ্রিতও থাকে। গলদেশের ভিতর অর্থাৎ স্বরযন্ত্র কাশিতে কশিতে বেদনাযুক্ত এবং উত্তপ্ত বোধ হয় ও চাপ দিলে যন্ত্রণা অধিক বোধ করে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—ইহাতেও বেলেডোনার ন্যায় শয়নের পর কাশি বৃদ্ধি হয়, ইহা ব্যতীত ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব বেলেডোনার অনুপূরক (Complementary drug) ঔষধ।

শুষ্ক কাশির ঔষধ সমূহ

ফসফরাস—কাশি সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয় এবং গলদেশ খুস্ খুস্ করিয়া কাশির উদ্রেক হয় কিন্তু ফসফরাসে খুস্ খুস্ বোধ শ্বাস-প্রশ্বাস নলীর কিঞ্চিৎ নিম্নদেশে আরম্ভ হয় আর বেলেডোনায় উর্দ্ধভাগে আরম্ভ হয়, এই বিষয়ে এই দুইটি ঔষধের ইহাই প্রভেদ। ফসফরাসে কাশি কথা বলায় কিংবা আহারের পরও গলদেশে

চাপ দিলে বৃদ্ধি হয়। ইহা ব্যতীত এই দুইটি ঔষধ শারীরিক গঠনেও অত্যন্ত প্রভেদ— ফসফরাস রোগী শীর্ণ এবং লম্বা আর বেলেডোনা হৃষ্টপুষ্ট থলথলে। ফসফরাসে কিছুমাত্র গয়ের ওঠে না সম্পূর্ণ শুষ্ক, বেলেডোনায় কিছু গয়ের ওঠে সম্পূর্ণ শুষ্ক নয়। ফসফরাসে কাশিতে কাশিতে পেট ব্যথা হইয়া যায় বেলেডোনায় কাশিতে কশিতে গলা এবং বুক ব্যথা হইয়া যায়।

কষ্টিকাম—ইহার কাশিও গলদেশ খুস্ খুস্ করিয়া উত্থিত হয় কিন্তু ইহাতে স্বরভঙ্গ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, রোগীকে কথা বলিতে স্বরযন্ত্রের পেশীতে অত্যন্ত জোর দিতে হয়, সহজে কথা বহির্গত হয় না শীতল জলে কাশি সাময়িক উপশম হয় এবং গলার স্বর কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হয়। বক্ষঃস্থলে কোন কষ্ট থাকে না বায়ুনলীতে টাটানি যন্ত্রণা হয় এবং ইহা ব্যতীত গলদেশের অভ্যন্তর প্রদেশ যেন চির খাইয়া গিয়াছে এইরূপ কাঁচা কাঁচা বোধ হয়।

রিউমেক্স—গলদেশ খুস্ খুস্ করিয়া কাশি উত্থিত হয় সামান্য শীতল বায়ুর স্পর্শে কিম্বা গভীর নিশ্বাস গ্রহণে কাশির উদ্রেক হয়। খুস্ খুস্ কাশির ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এলিয়াম সেপা—স্বরযন্ত্র কাশিকালীন যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ মনে হয় কাজে কাজেই রোগী কাশিবার সময় মস্তক অবনত করিয়া শরীরকে কুণ্ডলী পাকাইয়া সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। ইহাতে কাশির সহিত প্রায়ই তরল জলবৎ সর্দ্দি বর্ত্তমান থাকে।

ল্যাকেসিস—ইহাতেও গলদেশ খুস্ খুস্ করিয়া কাশির উদ্রেক হয়। বেলেডোনায় কাশি গলদেশের যে স্থান হইতে উৎপন্ন হয় তদপেক্ষা ইহাতে নিম্নে হয় কিন্তু ল্যাকেসিসের কাশির বিশেষত্ব হইতেছে যে গলদেশে সামান্য চাপ পড়িলেই এমন কি কাপড়ের চাপেই কাশি বৃদ্ধি হয় নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরও কাশি বৃদ্ধি হয়।

মৃগী রোগ—(Epilepsy) বেলেডোনা তরুণ অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে ইহার সহিত মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যতা থাকা প্রয়োজন। রোগী মোটা হৃষ্ট-পুষ্ট এবং রক্তপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট। রোগ পুরাতন হইলে বেলেডোনা নির্ব্বাচিত হয় না।

ক্যালিসায়েনাইড—রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। মুখমণ্ডল নীল আভাযুক্ত হয় সঙ্গে সঙ্গে হাত পা ছুড়িতে থাকে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়।

ক্যালিব্রোম—অল্প বুদ্ধি অর্থাৎ যাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ প্রকাশ হয় নাই এই প্রকার স্ত্রীলোকদিগের প্রত্যেক মাসিক ঋতুস্রাবকালীন মৃগী রোগ দেখা দিলে এই ঔষধে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়, মস্তক রক্তাধিক্য থাকা প্রয়োজন।

সাইকুটা ভিরোসা—ভীষণরূপ কনভালসন হয়, রোগী অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে হস্ত পদ ছুঁড়িতে থাকে, শরীর বক্র হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় হয়।

ইগ্নেসিয়া—শোক দুঃখ ইত্যাদি কোন প্রকার মানসিক গোলমাল হইতে হইলে ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

ওপিয়ম্—নিদ্রাতেও ফিট হয়। সদা সর্ব্বদা তন্দ্রাভাব এবং কোষ্ঠ-কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে।

বিউফো—হস্তমৈথুন জনিত হয় এবং পুরাতন অবস্থায় ইহা অধিক প্রয়োগ হয়। অমাবস্যা পূর্ণিমাতে এবং ঋতুস্রাবকালীন প্রায়ই ফিট প্রকাশ পায়।

এমিল নাইট্রেট—ফিটের আশঙ্কা হইলে এই ঔষধের মূল অরিষ্ট রুমালে কয়েক ফোঁটা দিয়া আঘ্রাণ করাইলে রোগ আর অধিক বৃদ্ধি পায় না।

সংন্যাস—(Apoplexy) বেলেডোনা অত্যন্ত তরুণ অবস্থায় নির্ব্বাচিত হয়। মুখমণ্ডল চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি সমুদয় লাল রক্তাধিক্য হয়। কেরটিড ধমনীদ্বয় দপ্ দপ্ করিতে থাকে। অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় বাকরোধ হইয়া পড়িয়া থাকে। শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব পক্ষাঘাত সদৃশ হয়। দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ এবং বাকশক্তির কার্য্য লোপ পায়। অসাড়ে প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকে, মুখ এক পার্শ্বে বক্র হইয়া যায়, খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে না।

ব্যারাইটা কার্ব্ব—বৃদ্ধলোকদিগের প্রতি অধিক কার্য্য করে। দক্ষিণ পার্শ্ব পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয়। রোগী শরীরকে সোজা করিয়া রাখিতে পারে না এবং ব্যবহার আচরণ শিশুদিগের ন্যায় হয়।

আর্ণিকা—মস্তক উষ্ণ অথচ শরীর শীতল। বিড় বিড় করে এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। অসাড়ে মলমূত্র হইতে থাকে। বামপার্শ্ব অধিক পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয়।

হাইড্রোসেনিক এসিড—মুখের চেহারার বিকৃতি ঘটে। চক্ষু স্থির এবং উর্দ্ধদিকে হইয়া থাকে। চক্ষু তারা সঞ্চালন শূন্য। নাড়ী অতি মৃদু। গলাধঃকরণ পেশীর পক্ষাঘাত—তরলদ্রব্য গলাধঃকরণ কালীন ঢল ঢল শব্দ হয়।

জ্বর

সময়—প্রায়ই বৈকালে ৩টা কিম্বা ৪টা—।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। সকল সময় শীত প্রকাশও থাকে না—হইলেও অধিক হয় না। শীত উভয় হস্তে আরম্ভ হইয়া সমুদয় শরীরময় ছড়াইয়া পড়ে। শয়নে মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে রক্তহীন হয়। উঠিয়া বসিলেই লাল হয়। (একোনাইটের বিপরীত)।

দাহ অবস্থা—অত্যন্ত পিপাসা থাকে এবং প্রচুর শীতলজল পান করে। দাহ অবস্থা অত্যন্ত ভীষণ হয়, সর্ব্বাঙ্গ অগ্নিবৎ উষ্ণ হইয়া উঠে, গাত্র স্পর্শ করা যায় না, আগুণের ঝাঁজ যেন বহির্গত হইতেছে, এইরূপ বোধ হয়। কপালের পার্শ্বের ধমনীদ্বয় ভয়ানক দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে এবং রোগী মস্তকের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। মুখমণ্ডল, চক্ষু, কর্ণদ্বয়, রক্তজবা সদৃশ্য হয় এবং গাত্রোত্তাপ অধিক হইলে প্রলাপ বকিতে থাকে। গাত্র উন্মুক্ত করিতে ইচ্ছা করে না। গোলমাল আলো ইত্যাদি সহ্য হয় না।

ঘর্ম্ম অবস্থা—শরীরের আবৃত স্থানে ঘর্ম্মপ্রকাশ হয় এবং ঘর্ম্ম অত্যন্ত অধিক হয় না। সামান্য সামান্য হয় কিম্বা কিছুই হয় না।

জিহ্বা—শুষ্ক এবং লালবর্ণ। খাদ্যদ্রব্য কিম্বা পানীয় জল গলাধঃকরণ কালীন গলদেশে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং বদ আস্বাদ বোধ হয় অথচ জিহ্বার স্বাদ স্বাভাবিক থাকে।

নাড়ী—খুব মোটা এবং বেগবতী (Full bounding pulse) ডাক্তার বেয়ার বলেন যে স্থানে একোনাইট এবং বেলেডোনার প্রয়োগ

লইয়া ভ্রম হইবার আশঙ্কা হয় সেইরূপ স্থলে ঘর্ম্মের ভাব বর্ত্তমান থাকিলে বেলেডোনাকেই উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য (when there is a doubt whether Aconite or Belladona should be given, I have always found that a dispositions to perspire constitutes a valuable indication for Belladona—Bahaer)।

বেলেডোনার জ্বরের রক্তাধিক্যতাই হইতেছে বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ, হস্ত পদ শীতল হইয়া জ্বর প্রকাশ পায়। শরীরের নিম্নাংশের সমুদয় রক্ত যেন উর্দ্ধদিকে অর্থাৎ মস্তকে ধাবিত হইতেছে এইরূপ মনে হয়—মুখমণ্ডল, চক্ষু কর্ণদ্বয় ইত্যাদি সমুদয় স্থান রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। রোগী মস্তকের দপ্ দপানি যন্ত্রণায় ভীষণ কষ্ট অনুভব করে উন্মাদের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রোগ বাড়াবাড়ি হইলে রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে। প্রহার করিতে উদ্যত হয়, শয্যা হইতে উঠিয়া পালাইতে চায়, এই প্রকার প্রচণ্ড ভাব ধারণ করে।

বেলেডোনা সচরাচর হৃষ্টপুষ্ট প্রফুল্লচিত্ত লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

একোনাইটের জ্বর সমবেদক স্নায়ুমণ্ডলের উপর (Sympathetic nervous system) প্রত্যক্ষ উত্তেজনা উৎপাদন করতঃ উৎপন্ন হয় আর বেলেডোনার জ্বর মস্তিষ্ক কাশেরুকা মজ্জাগত বিধানের উপর (cerebro spinal system) উত্তেজনা উৎপাদন করিয়া উৎপন্ন হয়। বেলেডোনার সমবেদক স্নায়ুর উপর প্রত্যক্ষ্য কোন কার্য্য না থাকিলেও যথেষ্ট সংস্রব রহিয়াছে বটে। তরুণ জ্বরের সর্ব্বপ্রথম অবস্থায় একোনাইটের অবস্থা উপস্থিত হওয়া খুবই সম্ভাবনা। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলেই বেলোডোনাকে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। একোনাইট রোগী মৃত্যুকে ভয় পায়। বেলেডোনা রোগী মৃত্যু আকাঙ্খা করে। একোনাইটে ঘর্ম্ম হয় না, বেলেডোনার ঘর্ম্ম সময়সময় হয়।

টাইফয়েড—উদরাময় যুক্ত টাইফয়েডে (abdominal typhoid) রাসটক্স, ব্যাপ্টিসিয়া, কার্ব্বভেজ ইত্যাদি যেমন অতি উচ্চ ঔষধ, মস্তিষ্ক সংক্রান্ত (cerebral) টাইফয়েডের সেই প্রকার বেলেডোনা, ষ্ট্রেমোনিয়াম, হাইওসিয়ামাস ইত্যাদি অতি প্রধান ঔষধ। টাইফয়েডে বেলেডোনা, অতি প্রথম অবস্থাতেই যখন মস্তক রক্তাধিক্য হয়, মুখমণ্ডল, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি সমুদায় লোহিতবর্ণ

অবস্থা প্রাপ্ত হয়, রোগী নিদ্রিত অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, প্রস্রাব স্বল্প হয়, প্রলাপ বকিতে থাকে, শয্যা হইতে উঠিয়া পালাইয়া যাইতে চাহে, নিকটস্থ লোকদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হয় এই প্রকার অবস্থায় বেলেডোনা সচরাচর নির্ব্বাচিত হয়। বেলেডোনা রোগী গভীর নিদ্রা অথবা তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া থাকিলেও মস্তিষ্কের কিছুনা কিছু চঞ্চলতা প্রকাশ থাকেই। বেলেডোনার ইহা একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। বেলেডোনার নিদ্রা কখনই শান্ত এবং স্থির প্রকৃতির নয়। চঞ্চলতা শূন্য নিদ্রায় বেলেডোনা কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন।—প্রসব যন্ত্রনায়, জরায়ুকাঠিন্যে ১x। তরুণ ফোঁড়া ইত্যাদি প্রদাহে ৩x, ৬x,। তরুণ জ্বরে ৬,৩০। যন্ত্রণার হঠাৎ বৃদ্ধি এবং হঠাৎ হ্রাসে—৩০, ২০০।

অনুপূরক—(Complementary)—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব। বেলেডোনায় রোগ আরোগ্য হইয়াও যখন সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না—তখন ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব তাহার অনুপূরক রূপে কার্য্য করে।

সমগুন ঔষধ সমূহ—একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, গ্লোনয়ন, হাইওসিয়ামাস, ষ্ট্রেমোনিয়াম, ওপিয়ম।

রোগের বৃদ্ধি—স্পর্শে, সঞ্চালনে, শয়নে, গোলমালে শীতল বায়ুর ঝট্‌কায় এবং উজ্জ্বল চক্‌চকে দ্রব্য দর্শনে।

রোগের উপশম—বিশ্রামে এবং দণ্ডায়মান অথবা সোজা হইয়া উপবেশন অবস্থায়।

রোগীর বিবরণ

১। বহুদিনের কথা একদিন শেষ রাত্রিতে প্রায় ভোর হইয়াছে এমন সময় একটি রোগী দেখিতে যাই। রোগী একজন বৌদ্ধ প্রচারক, পেটের যন্ত্রণায় অত্যন্ত

কষ্ট পাইতেছেন, জ্বরও হইয়াছে এবং উদরাময়ও রহিয়াছে কিন্তু রোগী যন্ত্রণায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া ছটফট্ করিতেছে। আমি যাইবার পূর্ব্বে রোগী নিজে নক্সভমিকা, একোনাইট এবং পালসেটিলা সেবন করিয়াছিল শুনিতে পাইলাম। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে করিতে এবং রোগীর সহিত রোগের লক্ষণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে হঠাৎ "বাবারে মারে" করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল এবং যন্ত্রণায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে বলিল। আবার কিছুক্ষণ পর আমার সহিত সুস্থ ভাবে কথা বলিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যন্ত্রনা হঠাৎ অত্যন্ত প্রবল হইতেছে আবার পরক্ষণেই হ্রাস হইতেছে এবং রোগী আরও বলিল যন্ত্রণা কালীন উদরে হস্ত দ্বারা চাপ দেওয়া যায় না তাহাতে যন্ত্রণা অধিক বৃদ্ধি হয়। আমি এতদ লক্ষণ শুনিয়া বেলেডোনা ৬ষ্ঠ ক্রম তাহাকে দিয়া আসি এবং তাহাতেই রোগীর জ্বর এবং উদরের যন্ত্রণা ইত্যাদি সমুদায় উপশম হয়।

২। একজন রোগীর বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা যুক্ত একটি স্ফীতি হয় এবং তাহাতে বহুদিন যাবৎ ভুগিতে থাকে। ডাক্তার লিপি মনে করিলেন ইহা অস্ত্র করিতে হইবে এবং ইহাও ভাবিলেন অস্ত্র চিকিৎসকের হস্তেই এই রোগীর দায়ীত্ব দেওয়া উচিত। স্ফীতি এবং বিবৃদ্ধি নরম দেখিয়া ডাক্তার লিপি ক্যানসার বলিয়া মনে করিলেন কিন্তু ভালরূপ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, সন্দেহ হইয়া রহিল; কিন্তু রোগীর এতদ লক্ষণের সহিত একটি লক্ষণের বিশেষ প্রকাশ দেখা যাইতেছিল, তাহা হইতেছে শয়ন করিলেই যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত। ডাক্তার লিপি এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া বেলেডোনা প্রয়োগ করিয়া রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন। (Dr. Lippe once told me a case of suspicious enlargement or swelling and pain of the breast of long standing which as he expressed, it seemed likely to prove a case for the surgeon (cancer) which was entirely cured by a few doses of Belladona, to which he was guided by the symptoms of this pain being so much worse on lying down.—Nash.)

৩। একবার একস্থলে আমি একটি রোগী দেখিতে যাই। রোগী বেশ হৃষ্ট পুষ্ট এবং প্রফুল্ল চিত্ত ব্যক্তি। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রবল জ্বর হইয়াছে জানিতে পারিলাম এবং মস্তকের যন্ত্রণায় বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন, চক্ষুও কিঞ্চিত

রক্তাধিক্য ছিল। আমি রোগীর খাটে বসিয়া রোগীকে দেখিতে ছিলাম এবং রোগ পরীক্ষা কালীন অজ্ঞাতসারে আমার একটি পা কাঁপিতে ছিল তাহার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর শয্যাও সঞ্চালিত হইতেছিল। ইহাতে রোগী অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিয়া আমাকে বলিয়া উঠিলেন "আপনি পা নাড়াইবেন না তাহাতে আমার মস্তকে কষ্ট হয়," (Jrrring movement aggravates pain)। ইহা বেলেডোনার একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। এতদ লক্ষণ এবং আনুসঙ্গিক আর সমুদয় লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া বেলেডোনা প্রয়োগ করায় রোগী সেই দিবসেই রোগ মুক্ত হন।

জেলসিমিয়াম (Gelsemium)

জেলসিমিয়ামের সম্পূর্ণ নাম হইতেছে—জেলসিমিয়াম সিম্পারভিরেন্স। ইহা দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রকার লতা বিশেষ। তাজা মূল হইতেই ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার মূলের ছাল অত্যন্ত বিষাক্ত। আমেরিকান সিভিল ওয়ারের (civil war) সময় মাদক ঔষধ স্বরূপ ওপিয়মের পরিবর্ত্তে ইহা অত্যন্ত ব্যবহার হইয়াছিল। ইহার উপক্ষার (alkaloids) জেলসিমিন্। জেলসিমিন্ এট্রো-পিনের ন্যায় একটি কনীকা প্রসারক ঔষধ (medicinal agent by which the pupils is dilated), বাহ্যিক ব্যবহার করিলে কিম্বা অধিক মাত্রায় সেবন করাইলে চক্ষু তারকা প্রসারিত হয় এবং সূক্ষ্ম মাত্রায় সেবন করাইলে সঙ্কুচিত হয়। ডাক্তর হেল (Dr. Hale) জেলসিমিয়ামকে সর্ব্বপ্রথম হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধরূপে প্রচলন করেন।

সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ

১। শিশু, অল্পবয়স্ক বালক এবং হিষ্টিরিকেল ও স্নায়বীক ধাতু বিশিষ্ট স্ত্রী লোকদিগের বিশেষ উপযুক্ত।

২। গতি বিধায়ক স্নায়ুর সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত (entire motor paralysis) তৎসহ সমুদয় পেশী মণ্ডলের অবসাদ এবং দুর্ব্বলতা

(with complete relaxation and prostration of whole muscular system) (স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদ—ফস্ ফরাস)

৩। ভয় পাইয়া কিম্বা হঠাৎ হর্ষ শোকাদি মনোভাব হেতু অথবা উত্তেজনা পুর্ণ সংবাদ শ্রবণে রোগের উৎপত্তি (ইগ্নেসিয়া। আনন্দ জনক সংবাদ শ্রবণে—কফিয়া)।

৪। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে কিংবা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দিতে হইবে, রঙ্গমঞ্চে কোন বিষয় অভিনয় করিতে হইবে, কোন বিষয়ে বক্তৃতা করিতে হইবে এই প্রকার ঘটনার আশঙ্কায় ভীত হইয়া উদরাময় হয়।

৫। হস্ত, পদদ্বয়, জিহ্বা এবং সমুদয় শরীরের দুর্ব্বলতা এবং কম্পন।

৬। শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাৎ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উপরে উপরে উঠিয়া চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় এবং ভীষণ যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণার পূর্ব্বে দৃষ্টির অস্পষ্টতা হয় (কোলি বাই) কিন্তু যন্ত্রণা আরম্ভ হইলে অস্পষ্টতা কাটিয়া যায়। সন্ধ্যার সময়, সূর্য্য উত্তাপে, তামাক সেবনে, মানসিক চিন্তায় শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। প্রচুর জলবৎ প্রস্রাবে উপশম হয়।

৭। বাক্যালাপে অনিচ্ছা, নিদ্রালু, নিস্তেজ, সর্ব্বদা চক্ষু অর্দ্ধ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

৮। অক্ষিপুটের পতন, অক্ষিপুট ভার ভার বোধ করে খুলিয়া রাখিতে পারে না (Great haviness of Eyelids, cannot keep them open)।

৯। নড়াচড়া না করিলে হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইবার আশঙ্কা (ডিজিটালিসের বিপরীত)।

সাধারণ লক্ষণ

১। শিশু পড়িয়া যাইবে পড়িয়া যাইবে ভয় করে, নিকটে যাহা পায় আঁকড়াইয়া ধরে।

২। সূর্য্যের উত্তাপে সমুদায় শরীর দুর্ব্বল এবং অবসন্ন হয়।

৩। মস্তকের চারি পার্শ্বে চক্ষুর উপরে বন্ধনী জড়ান রহিয়াছে এইরূপ বোধ।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—জেলসিমিয়ামের প্রধান কার্য্যই হইতেছে স্নায়বীয় বিধানের উপর (nerovous system)। এই ঔষধ দ্বারা বিষাক্ত হইলে সর্ব্বপ্রথমেই স্নায়বীয় শীথিলতা ও অবসন্নতা, তৎপর গতি বিধায়ক স্নায়ুর (motor nerves) পক্ষাঘাত এবং সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় পেশী মণ্ডলের (muscular system অবসাদ দৃষ্ট হয়। গতি বিধায়ক স্নায়ুর পক্ষাঘাত হইলে তখন আর ইচ্ছামত পেশীর কার্য্যকারী ক্ষমতা কিছুই থাকে না—মল মূত্র সমুদয় আপনা হইতেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও নির্গত হইতে থাকে, রোধ করিবার ক্ষমতা শূন্য হইয়া যায়, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয় এবং বক্ষঃস্থলকে উত্তোলন করিতে পারে পেশীর সে প্রকার ক্ষমতা থাকে না—এইরূপে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উক্ত প্রকার অবস্থা ক্রমশঃ প্রাপ্ত হয়—প্রথমতঃ অবসন্নতা কিম্বা সর্ব্বশরীরের এক প্রকার ক্লান্তিভাব (general fatigue) লক্ষণ দেখা দেয়—রোগী সর্ব্বদা ঘুমাইতে চায়, দুর্ব্বল এবং সমস্ত কাজ কর্ম্মে নিস্তেজতা অনুভব করে। দাঁড়াইতে গেলেই কিম্বা হস্ত উত্তোলন করিতে হইলেই, কিম্বা জিহ্বা বহির্গত করিতে হইলেই পা, হাত, জিহ্বা সব কাঁপিতে থাকে অর্থাৎ স্নায়ুবীয় দুর্ব্বলতা, কোন বিষয়ে চেষ্টা করিতে গেলেই সেই বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঁপিতে থাকে। এক এক সময় আবার এই দুর্ব্বলতা জনিত কম্প এত অধিক হয় জ্বরের কাঁপুনি বলিয়া ভ্রম হয়। সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মনের অবস্থাও অত্যন্ত অবসাদ গ্রস্থ হইয়া আইসে। স্নায়ু দুর্ব্বলতা অধিক হইতে থাকিলেই, ইহার শেষ পরিণাম পক্ষাঘাত ক্রমশঃ দেখা দেয়—চক্ষুর উপর পাতা বুজিয়া আইসে, কথার জড়তা উপস্থিত হয়, হস্তের অঙ্গুলির চালনা শক্তি হ্রাস হয়। ইচ্ছামত চলা ফেরা করিতে অক্ষম হয়। জেলসিমিয়ামে গতি বিধায়ক স্নায়ুর (motor nerves) ক্ষমতা সম্পূর্ণ হ্রাস

হইয়া আইসে কিন্তু অনুভাবক অর্থাৎ স্পর্শ চেতনা শক্তির (sensory) কিছুই হ্রাস হয় না—রোগী হস্ত উঠাইতে ইচ্ছা করে কিন্তু পারে না হাঁটিতে যায় পড়িয়া যায় অর্থাৎ রোগী ইচ্ছা করে আর তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ আজ্ঞা পালন করে না ইহাই হইতেছে জেলসিমিয়ামের স্নায়বীক দুর্ব্বলতা (nervous prostration),

মানসিক লক্ষণ এবং রোগী—জেলসিমিয়াম রোগী নিস্তেজ তন্দ্রাযুক্ত, অবসাদ গ্রস্ত, সর্ব্বদা ঘুমাইয়া বসিয়া কাটাইতে চায়। মানসিক বৃত্তিগুলি যেন সম্পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। স্ফূর্ত্তীহীন, দেখিলে নির্ব্বোধ বলিয়া মনে হয়। কোন একটি বিষয় মনযোগ সহ চিন্তা করিতে পারে না। চক্ষু অর্দ্ধ নিমিলিত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কাহার সঙ্গ ভাল বাসে না। অনেক কথা বলিতে ইচ্ছা করে না (সকল সময় কথা বলিতে থাকে—ষ্ট্রেমোনিয়াম) দেখিলে মনে হয় কোন মাদক দ্রব্য পান করিয়াছে (The Gelsemium subject is torpid sleepy and dreads movement. The mental faculties are dull, cannot think clearly or fix his attention, desires to be quiet, does not wish to speak or have any one near her)। এতদ্ব্যতীত সাময়িক উত্তেজনা যদিও কখন কখন দেখা যায় কিন্তু তাহা জেলসিমিয়ামের কোন বিশেষ লক্ষণ নহে, কেবল প্রতিক্রিয়া মাত্র।

মুখমণ্ডল আরক্তিম আভাযুক্ত, চক্ষুতারা প্রসারিত এবং blood shot, ঊর্দ্ধ অক্ষি পুট বোজা বোজা, কথা ভার ভার, জিহ্বা জড়িয়া যায়, মাদক দ্রব্য পানবৎ নেশাখোরের ন্যায় বিঘোর, চিন্তা শক্তি দুর্ব্বল, কথার উত্তর ধীরে ধীরে অথবা অসম্পূর্ণ। এইরূপ অবস্থায় নাড়ীর গতি অনেকটা একোনাইটের ন্যায় প্রবল হইলেও কিন্তু একোনাইটের ন্যায় তত অধিক শক্ত এবং অনমনীয় নয়, অঙ্গুলির দ্বারা অনুভব করিলে যেন জলের স্রোত চলিতেছে এই প্রকার বোধ হয়।

জেলসিমিয়াম—শিশু এবং বিশেষতঃ হিষ্টিরিকেল ধাতু বিশিষ্ট ও স্নায়ু প্রধান স্ত্রীলোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

শিরঃপীড়া—জেলসিমিয়ামের শিরঃপীড়ায় বিশেষত্বই হইতেছে Dull-

tired headache at the base of the brain। এই প্রকার শিরঃপীড়া সচরাচর Passive congestion এর দরুণ অধিক হয়, রক্তাধিক্যতা বিশেষ কিছুই থাকে না। ঘাড় হইতে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া মস্তকোপরি উঠিয়া চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, যন্ত্রণায় চক্ষু এবং কপাল যেন ফাটিয়া যায়। প্রায়ই প্রাতঃকালের দিকেই বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীবা প্রদেশ আড়ষ্ট বোধ হয় অথবা রাত্রি ২।৩ টার সময় শিরঃপীড়া আরম্ভ হইয়া অপরাহ্নে যন্ত্রণা চরম সীমায় যাইয়া পৌঁছে। শিরঃপীড়া অবস্থায় রোগী কোন বিষয়ে মননিবেশ করিতে পারে না। নিঃঝুম তন্দ্রাযুক্ত হইয়া স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে এবং বালিস উচু করিয়া শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। নীচু বালিসে, তামাক সেবনে, মানসিক চিন্তায় এবং সূর্য্যের উত্তাপে (গ্লোনয়ন, ল্যাকেসিস, নেট্রাম কার্ব্ব) মস্তকের যন্ত্রণা অধিক বৃদ্ধি হয়। প্রচুর জলবৎ প্রস্রাবে উপশম হয়।

ল্যাক্‌ডি ফ্লোরেটাম—শিরঃপীড়ার সহিত বমনবেগ এবং প্রচুর প্রস্রাব বর্ত্তমান থাকে কিন্তু প্রস্রাবে মস্তকের যন্ত্রণার বিশেষ উপশম হয় না।

জিলসিমিয়াম বমনোদ্রেকসহ শিরঃপীড়ার (sick-headache) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু এই প্রকার শিরঃপীড়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে চক্ষুর দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আইসে অথচ যন্ত্রণা আরম্ভ হইলে অস্পষ্টভাব কাটিয়া যায় (কেলিবাইক্রম)। জেলসি'ময়ামে যদিও শিরঃপীড়ার সহিত বমন লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে কিন্তু স্যাঙ্গুনেরিয়া, আইরিস্ এবং ল্যাকডি্‌ফ্লোরেটামের ন্যায় তত অধিক বমন ভাব এবং বমন বর্ত্তমান থাকে না কিন্তু জেলসিমামের পরিচায়ক লক্ষণ—কম্পন এবং দুর্ব্বলতা সতত বর্ত্তমান থাকে। জেলসিমিয়ামে এতদ্ব্যতীত মস্তকের চারিধারে চক্ষুর উপর বন্ধনী আটকান রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। জেলসিমিয়াম মস্তকের পশ্চাদ্দেশের শিরঃপীড়ার (Occipital Headache) একটি অমোঘ ঔষধ, সর্ব্বদা মস্তকের পশ্চাৎ হইতে আরম্ভ হয়, স্পাইজেলিয়া, সাইলিসিয়া এবং সেঙ্গুনেরিয়ায়ও শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাৎ হইতে আরম্ভ হয় কিন্তু যন্ত্রণা মস্তকোপরি উঠিয়া দক্ষিণ চক্ষুতে গিয়া শেষ হয় (Headache begins in occiput, spreads upwards and settles over the right eye—Silicea, Sanguinaria. Settles over the left eye—Spigelia).

শিরঃঘূর্ণন—ইহাও মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ হয়। মস্তক-ঘূর্ণনসহ দৃষ্টির অত্যন্ত ব্যতিক্রম ঘটে। দৃষ্টি অপরিষ্কার অথবা দ্বিদৃষ্টি হয়, চক্ষু তারা প্রসারিত হয় এবং শরীর মাদক দ্রব্য সেবনরূপ বোধ হয়।

অক্ষিপুট পতন—অথবা পক্ষাঘাত (Ptosis of the upper eye lid)—ঊর্দ্ধ অক্ষিপুটের পক্ষাঘাতের জেলসিমিয়াম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। চক্ষু নাড়াচাড়ায় রোগী অক্ষিগোলকে বেদনা বোধ করে (ব্রাইওনিয়া) এবং এতদসহ কথার জড়তা এবং মুখমণ্ডলের রক্তিমাভা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

অক্ষিপুট পতনের সমগুণ ঔষধ সমূহ—

কষ্টিকাম—বাত ধাতুগ্রস্ত রোগীদিগের উপযোগী। স্যাঁৎসেতে ধাতুতে কষ্টিকাম রোগী ভাল থাকে, আর রাসটক্স রোগীর কষ্ট বৃদ্ধি হয়।

রাসটক্স—অক্ষিপুট পতন এবং চক্ষুর পেশীর পক্ষাঘাতের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বাত ধাতুগ্রস্ত রোগীতে জলে ভিজিয়া রোগ হইলে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

সিপিয়া—অক্ষিপুট পতনের সহিত মাসিক রজঃ স্রাবের অনিয়মতা থাকে।

এলিউমিনা—অক্ষিপুটের পতনসহ সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা এবং তদ্দহেতু কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে।

ক্যালমিয়া—বাতজনিত অক্ষিপুটের পতন এবং অক্ষিপুট শক্ত আড়ষ্ট বোধ হয়।

দৃষ্টি ব্যতিক্রমের কয়েকটি ঔষধ :—

সমুদয় দ্রব্য নীল দেখে—ষ্ট্রেমোনিয়াম।
সমুদয় দ্রব্য লাল দেখে—বেলেডোনা।
সমুদয় দ্রব্য কৃষ্ণবর্ণ দেখে—ক্যাপ্সিকাম।
সমুদয় দ্রব্য পীতবর্ণ দেখে—স্যাণ্টোনাইন।
ক্ষুদ্র দ্রব্য বৃহৎ দেখে—অক্জেলিক এসিড।

সমুদয় দ্রব্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র দেখে—প্ল্যাটিনা, ষ্ট্রেমোনিয়াম।

সমুদায় দ্রব্যই বৃহৎ দেখে—নাক্স মস্কেটা, হেপারসালফার, হাইওসিয়ামাস।

সমুদয় দ্রব্য ডবল দেখে—জেলসিমিয়াম।

সমুদয় দ্রব্য অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখে—এনহেলোনিয়াম লিউইনি (Anhalonium Lewini)।

পক্ষাঘাত—জিলসিমিয়াম যান্ত্রিক দোষ হেতু পক্ষাঘাতে (owing to organic orgin) বিশেষ কিছু করিতে পারে না। ইহা functional paralysis এরই উপযুক্ত ঔষধ। গলাধঃকরণ পেশীর দুর্ব্বলতা হেতু রোগী গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট বোধ করে। কণ্ঠ নলীর আংশিক পক্ষাঘাত হেতু রোগী জোরে শব্দ করিয়া কথা বলিতে পারে না এবং গলার স্বর বসিয়া যায়। এই প্রকার লক্ষণ সচরাচর হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্থ স্ত্রী লোকে বিশেষতঃ অবসন্নতা সূচক মনোভাব (depressing emotion) হইতে উৎপত্তি হয়। হর্ষ, শোক ক্রোধ ইত্যাদি মানসিক অবস্থা (emotion) হইতে পক্ষাঘাতের উৎপত্তি নেট্রাম মিউর, ষ্ট্যানাম এবং ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়াতেও দেখা যায়।

বেলেডোনা—গলাধঃকরণে কষ্ট যদিও ইহাতে যথেষ্ট রহিয়াছে কিন্তু ইহাতে স্নায়ুগুলি এত অধিক স্পর্শাধিক্য থাকে যে, গলদেশে জল স্পর্শ মাত্রই নাসিকা দিয়া জল ছিট্‌কাইয়া বহির্গত হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। আর জেলসিমিয়ামের গলাধঃকরণের কষ্ট পেশী সমূহের আংশিক পক্ষাঘাত অথবা পেশীর দুর্ব্বল অবস্থায় ঠাণ্ডা লাগাহেতু উদ্রেক হয়। এক কথায় ইহাই বলিতে হয় বেলেডোনার গলদেশের স্নায়ুগুলির স্পর্শাধিক্যতা হেতু আর জেলসিমিয়ামে পেশীর আংশিক পক্ষাঘাত হেতু গলাধঃকরণের কষ্ট হয়।

নেট্রামমিউর—অত্যন্ত রাগান্বিতের পর প্রায়ই বামহস্তের ক্ষমতা-শূন্য হয়। ষ্ট্যানামে বামপার্শ্বের পক্ষাঘাত হয় এবং আক্রান্ত স্থানে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়াতে এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত হয়।

ডিফথিরিয়ার পর পক্ষাঘাতের জিলসিমিয়াম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার ফ্যারিংটন তাহার গ্রন্থে এক স্থানে বলিতেছেন—"এইরূপ একটি দুরারোগ্য রোগী আমার চিকিৎসায় ছিল—শিশুটি দাঁড়াইতে পারিত না। মেরুদণ্ডের

(spine) উপরিভাগ পশ্চাৎ দিকে বাঁকিয়া গিয়াছিল। শরীরের এক পার্শ্বে পক্ষাঘাত হওয়ার দরুণ শিশু পাশ ফিরিতে অথবা হাঁটিতে চেষ্টা করিলে পড়িয়া যাইত। পেশী সমূহ যেন শক্তিহীন হইয়া গিয়াছিল। জিহ্বা যেন শিশুর মুখ হইতে বড়, কথা জড়াইয়া যাইত এবং ভার ভার বোধ হইত। দৃষ্টি বক্র হইয়াছিল কিন্তু শিশুর অনুভাবক শক্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। আমি তাহাকে জেলসিমিয়াম দ্বারা আরোগ্য করি।"

হৃদ্‌পিণ্ড—হৃদ্‌পিণ্ডের উপর জেলসিমিয়ামের এক অস্বাভাবিক কার্য্য দৃষ্টি গোচর হয়। রোগী মনে করে সে নড়া চড়া না করিলে হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইয়া যাইবে। ডিজিটালিসেও এইরূপ লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত—রোগী মনে করে নড়া চড়া করিলে হৃদ্‌পিণ্ডের গতি বন্ধ হইয়া যাইবে—এতদহেতু রোগী নড়িতে ভয় পায়।

গ্রাইণ্ডেলিয়া রোবাষ্টা—হৃদপিণ্ড এবং ফুসফুসদ্বয় অত্যন্ত দুর্ব্বল। নিদ্রার জন্য চক্ষু বুজিয়া আসিলেই হঠাৎ জাগিয়া উঠে, মনে হয় যেন শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে।

সর্দ্দি এবং কাশি—সর্দ্দি তরল পাতলা জলের ন্যায়, নাসিকা রন্ধ্র এবং নাসিকার পক্ষদ্বয় হাজিয়া যায়। প্রাতে অধিক হাঁচি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গলায় ব্যথা ও ঢোক গিলিতে কষ্ট বোধ করে এবং তালুমূল প্রদাহ হয়। এই প্রকার সর্দ্দির সহিত অনেক সময় শুষ্ক খুস্‌খুসে বিরক্তি জনক কাশি বর্ত্তমান থাকে। রোগী মুখ গহ্বর শুষ্ক বোধ করে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শুষ্কতা অধিক থাকে না। রোগী সর্ব্বদা অবসন্ন, তন্দ্রাযুক্ত চক্ষু খুলিয়া রাখিতে পারে না সকল সময় বসিয়া শুইয়া থাকিতে চায়, গা হাত কামড়ায় এবং সময় সময় মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা প্রকাশ পায়।

স্নায়ুশূল—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলেও জেলসিমিয়ামের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে প্রায়ই মুখের একপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় এবং যন্ত্রণা সবিরাম প্রকৃতির (intermittent in its type)।

হাম—হামের প্রথম অবস্থায় জেলসিমিয়াম উত্তম্‌ কার্য্য করে যখন জ্বরই প্রধান লক্ষণ হয়। জ্বরের সহিত কাঁচা জলবৎ সর্দ্দি থাকে সর্দ্দিতে নাকের পাতা এবং উপরের ঠোঁট হাজিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে তরল ঘং ঘং কাশি ও স্বরভঙ্গ বর্ত্তমান থাকে। একোনাইটও এই অবস্থার একটি উত্তম ঔষধ বটে, জ্বর, অস্থিরতা, সর্দ্দি, হাচি কাশি সমুদায়ই থাকে। হাম প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ হাম প্রকাশ হইবে যখন এই প্রকার সম্ভাবনা হয়, তখন একোনাইটকে প্রাধান্য দেওয়াই কর্ত্তব্য। একোনাইট রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং জলতৃষ্ণায় কাতর হয়। জেলসিমিয়াম রোগী আদপেই অস্থির নয়, তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকে এবং জলতৃষ্ণাও বিশেষ থাকে না।

পালসেটিলা—জ্বরযুক্ত হামে ইহা অধিক প্রয়োগ হয় না। যদি তরল উদরাময় থাকে, ইহা ব্যবহারে আশু উপকার হয়। If there be any fever Pulsatilla is not the remedy—Farington.

বেলেডোনা—জ্বরের সহিত ঘর্ম্ম এবং মস্তক ও চক্ষু রক্তাধিক্য থাকিলে ইহার বিষয় চিন্তা করা উচিৎ (একোনাইটে ঘাম থাকে না)। একটি কথা এই স্থলে বলিয়া রাখি, যে কোন eruptive রোগের প্রারম্ভে জেলসিমিয়াম দেওয়া যাইতে পারে, যদি জেলসিমিয়ামের বিশেষ লক্ষণ তন্দ্রাভাব এবং আরক্তিম আভাযুক্ত মুখমণ্ডল বর্ত্তমান থাকে।

পুংজননেন্দ্রিয় এবং স্বপ্নদোষ—পুংজননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতায় জেলসিমিয়ামের প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। ইহাতে কুস্বপ্ন না দেখিয়া লিঙ্গ শিথিল সহ পুনঃ পুনঃ স্বপ্ন দোষ হয় ও অণ্ডকোষে সময় সময় ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। হস্ত মৈথুন জনিত লিঙ্গের দুর্ব্বলতা হইলেই জেলসিমিয়াম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

স্বপ্নদোষের সমগুণ ঔষধ সমূহ

ডাইস্কোরিয়া—ইহা জেলসিমিয়ামের একটি সমকক্ষ ঔষধ। পেশীর দুর্ব্বলতা হেতু (atonic) স্বপ্নদোষের ডাইকোরিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। লিঙ্গ

অত্যন্ত অধিক শিথিল, নিদ্রিতাবস্থায় স্ত্রীলোকের স্বপ্ন দেখিয়া এমন কি এক রাত্রিতে ২।৩ বার রেতঃস্খলন হয়। এইরূপ রেতঃস্খলনের পরবর্ত্তী প্রাতে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে বিশেষ ভাবে হাঁটুদ্বয়ে। এই প্রকার অবস্থায় ডাক্তার ফ্যারিংটন ডাইস্কোরিয়াকে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন (I know of no remedy like Dioscorea) এবং তিনি সচরাচর ১২ শক্তি তৎপর ৩০ শক্তি প্রয়োগ করিতেন—

ক্যালেডিয়াম—অত্যধিক সঙ্গম ক্রিয়া হেতু রোগ উৎপত্তি হইলে এবং কোন প্রকার কামোত্তেজনা পূর্ণ স্বপ্ন না দেখিয়া এবং লিঙ্গ শিথিল সহ স্বপ্নদোষ হইলে ইহার বিষয় চিন্তা করা উচিৎ।

এগনাসক্যাষ্টাস—যাহাদিগেতে অত্যন্ত অধিকরূপ স্ত্রী সংবাস হইয়াছে এবং যাহারা অত্যন্ত পাপ সংসর্গ করিয়াছে তাহাদিগের পক্ষে উত্তম কার্য্য করে। পুংজননেন্দ্রিয় শিথিল ঠাণ্ডা এবং কাম প্রবৃত্তি হীন। রোগী সকল সময় বিষাদ পূর্ণ।

কেলি ব্রোম ৬x চূর্ণ—অত্যন্ত অধিকরূপ পুনঃ পুনঃ স্বপ্নদোষ হয় (abnormally frequent nocturnal emission)। অন্য ঔষধে উপকার না পাইলে ইহার বিষয় চিন্তা করিবে।

ডিজিটালিন ৩x চূর্ণ—প্রত্যহ প্রাতে ইহা সেবন করা উচিৎ, ইহা একটি অব্যর্থ ঔষধ।

ফস্ফরিক এসিড ২x—স্বপ্নদোষের সকল প্রকার অবস্থাতেই ইহা general tonic রূপে ব্যবহার হইতে পারে। আহার কালীন অনেকে গ্লাসে উক্ত ক্রমের ৫ ফোঁটা ঔষধ মিশ্রিত করিয়া পান করিতে ব্যবস্থা দেন।

সিলিনিয়াম—মলত্যাগ কালীন বীর্য্য স্খলন হয়। লিঙ্গ দুর্ব্বল এবং সহবাসকালে শীঘ্র রেতঃপাত হয়। মল শক্ত কঠিন।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগের প্রথম অবস্থায় জেলসিমিয়াম প্রয়োগ করিলে রোগের অনেকটা উপশম হয় এবং তত বৃদ্ধি হইতে পারে না। প্রস্রাব করিতে মূত্র দ্বারে এবং সমুদয় মূত্রনলীতে (urethra) জ্বালা করে। স্রাব স্বল্প জলের ন্যায়

পুঁজের অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই এইরূপ সময়ে এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এতদসহ সামান্য জ্বর ও থাকিতে পারে।

সুতিকাক্ষেপ (Puerperal Convulsions)—সূতিকাক্ষেপের পূর্ব্ব-বর্ত্তী অবস্থায় জেলসিমিয়াম উত্তম কার্য্য করে। মূত্রে অণ্ডলাল পদার্থ (albumen বর্ত্তমান থাকিতে পারে। জেলসিমিয়ামে তন্দ্রাভাব এবং শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আনর্ত্তন (twitching) আরম্ভ হইয়া কনভালসন হয়। এইরূপ অবস্থার জরায়ু মুখ হয়ত খুব কঠিন কিম্বা সম্পূর্ণ শিথিল অবস্থায় থাকে, নাড়ী ভরাটে অথচ কোমল, নিম্নোদরে অত্যন্ত কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় কিন্তু যন্ত্রণার প্রবলতার ক্ষমতা থাকে না এবং এক স্থানে অধিকক্ষণ হয় না। কখন সম্মুখে কখন পশ্চাতে কিম্বা কখন জরায়ুর এক পার্শ্বে হয় এবং প্রত্যেক যন্ত্রণার সময় রোগীর মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইয়া ওঠে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগ এবং বাধক বেদনা—জেলসিমিয়ামের অন্তঃসত্বা অবস্থা ব্যতীত অন্য অবস্থাতেও কার্য্য দেখা যায়, জরায়ু মুখ সম্মুখ দিকে অত্যন্ত বক্র হইয়া ঝুঁকিয়া পড়ে (uterus is markedly anteflexed) এবং মনে হয় কোন এক বন্ধনী দ্বারা যেন মোচড়াইতেছে। জরায়ুর এতদ লক্ষণের সহিত কপালে ব্যথা এবং অপরিষ্কার দৃষ্টি বর্ত্তমান থাকে। জেলসিমিয়াম রক্তাধিক্য এবং স্নায়ুশূল যন্ত্রণাযুক্ত বাধক বেদনাতেও ব্যবহার হয় যখন ইহার সহিত bearing down অর্থাৎ কোঁৎপাড়া যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে।

কলোফাইলাম—বাধক বেদনায় ইহাও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং জেলসিমিয়ামের পর উত্তম কার্য্য করে।

সিমিফিউগা এবং সিপিয়া—জরায়ু যন্ত্রণা হইতে শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়।

ভয় এবং উদরাময়—জেলসিয়াম রোগী অত্যন্ত স্নায়বীক প্রকৃতির লোক এমন কি সামান্য ভয় পাইয়া অথবা আশঙ্কিত ভয়ে ভীত হইয়া উদরাময়

প্রসব যন্ত্রণা কিম্বা গর্ভস্রাব উপস্থিত হয়। হয়ত কোন একজন মহৎ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে কিম্বা দশ জন লোকের সম্মুখে কিছু বলিতে হইবে কিম্বা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দিতে হইবে কিম্বা রঙ্গমঞ্চে কোন বিষয়ের অভিনয় কৰিতে হইবে ইত্যাদির আতঙ্কে উদরাময় উপস্থিত হয়। উদরাময় প্রচুর জলবৎ পীতাভ জিহ্বা সাদা কিংবা হলদে লেপাবৃত।

ভয় পাইয়া উদরাময়ের সমগুণ ঔষধ সমূহ

ওপিয়ম—ভয় পাইয়া উদরাময় হয় কিন্তু ইহাতে ভয়ের কারণরূপ মূর্ত্তি (image of frights) অর্থাৎ যাহা দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল তাহা সর্ব্বদা মনে উদয় হয় এবং ভীত হয়, তদহেতু রোগী শীঘ্র আরোগ্য হইতে পারে না।

ভিরেট্রাম এলবাম—ভয় পাইয়া উদরাময় হয়, উদরাময়ের সহিত কপালে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

পালসেটিলা- ইহাতেও ভয়জনিত উদরাময় হয়, উদরাময়ের মল নানাবর্ণের হয়, একটির সহিত আর একটির সদৃশ্য থাকে না, কখন সবুজ কখন হলদে এই প্রকার (no two stools alike) হয়।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম—রোগী কল্পনায় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং কল্পনায় ভীত হইয়া উদরাময় উপস্থিত হয়। এতদ্ব্যতীত জেলসিয়ামের ন্যায় কোথাও যাইতে হইবে, কোথাও কোন বিষয়ের বক্তৃতা করিতে হইবে, এইরূপ চিন্তায় পূর্ব্ব হইতেই উদারাময়ের সঞ্চার হয়। মল সবুজ শাক ছেঁচানির মত এবং বায়ুর শব্দসহ বেগে নির্গত হয়।

জেলসিমিয়ামে উল্লিখিত আতঙ্ক হেতু উদরাময় ব্যতীত আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য কোন ঔষধে তাহা নাই বলিলেই হয়—শিশু হঠাৎ চম্‌কাইয়া কাঁদিয়া উঠে এবং নিকটে যাহাকে পায় জড়াইয়া ধরে, ভয় হয় যেন পড়িয়া যাইবে। বোরাক্সে যদিও এইরূপ লক্ষণ অনেকটা রহিয়াছে কিন্তু বোরাক্সে কেবল নীচে নামান সময় অথবা শয্যায় শয়ন করাইবার কালীন শিশু ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠে এবং আঁকড়াইয়া ধরে অর্থাৎ বোরাক্সে কেবল

নিম্নাভিমুখীন গতিতে (downward motion) শিশুর ভয়ের উদ্রেক হয়, অন্য অবস্থায় হয় না।

প্রসব যন্ত্রণায় পালসেটিলা, জেলসিমিয়াম এবং বেলেডোনার কার্য্য

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের ইহা একটি অতি মূল্যবান ঔষধ। সর্ব্ব প্রথমেই জরায়ু-মুখের কঠিনতায় (Rigid os-uteri) ইহার ব্যবহার দেখা যায়। প্রসব যন্ত্রণায় আমাদের তিনটি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য প্রথমতঃ জরায়ুমুখ প্রসারণ হইয়াছে কিনা, দ্বিতীয়তঃ জরায়ুমুখ কঠিন কিনা তৃতীয়তঃ জরায়ুমুখ নরম কিনা, এই তিনটি লক্ষণ অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, সেই হেতুই প্রসব যন্ত্রণার সময় ধাত্রী কিম্বা ধাইয়ের নিকট হইতে অনুসন্ধান করা উচিৎ, নতুবা ঠিক ঔষধ নির্ব্বাচন করা অত্যন্ত কঠিন হয়। অনেককে দেখিয়াছি প্রসব যন্ত্রণা শুনিলেই কথায় কথায় পালসেটিলা দিয়া থাকেন কিন্তু কথায় কথায় পালসেটিলা দেওয়া আমরা অনুমোদন করি না, কেননা ইহা সকল সময় স্মরণ রাখা উচিৎ যে, জরায়ুর মুখ ভাল মত প্রসারণ (dilatation) না হইলে পালসেটিলা কোন কাজ করিতে পারে না যেহেতু পালসেটিলার জরায়ুমুখ প্রসারণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। জরায়ুমুখ রীতিমত প্রসারণ হইয়া যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয় তাহা হইলে

পালসেটিলা দেওয়া কর্ত্তব্য। (পালসেটিলা দেখ)

এক্ষণে দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ জরায়ুমুখ কঠিন না থাকিলে কি করা কর্ত্তব্য তাহাই বলিতেছি। জরায়ুমুখ কাঠিন্য কি তাহার বিষয় পূর্ব্বে বলিয়া লইতেছি—নতুবা জেলসিমিয়ামের এই বিষয়ে কি কার্য্য আছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে। ইংরাজীতে কাঠিন্যকে Rigidity বলে (Rigidity is a **passive force** by which the fibres of the neck of the uterus resist the dilatation they have to undergo. In rigidity the tissue seems dense and like a piece of leather soaked in greese. The labor continues with out dilatation of the orifice, which retains a certain thickness

against which contraction strive in vain, until the woman is exhausted with her fruitless efforts.) উপরে যাহা বলিলাম তাহার দ্বারা ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যন্ত্রণা হওয়া সত্বেও জরায়ুমুখের কাঠিন্য হেতুই সন্তান প্রসব হইতে না পারায় প্রসূতি ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এই রকম অবস্থায় আমরা জরায়ুমুখের আর একটি ভাব দেখিতে পাই এবং তাহার সঙ্গে ইহাকে প্রায়ই গোলমাল করিয়া ফেলি তাহা হইতেছে spasmodic contraction of the cervix, (Spasmodic contraction is an **active force** by which the fibres contract and diminish the size of the opening, previously exhibited by the mouth of womb. Spasmodic contraction may occur after the cervix has attained considerable dilatation.) এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি এক অবস্থায় জরায়ুমুখ শক্ত হইয়া থাকে কিছুতেই খুলিতে চায় না আর এক অবস্থায় জরায়ুমুখের ছিদ্র আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচনে ছোট করিয়া দেয়, এই প্রকার আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচন জরায়ু গ্রীবার যথেষ্ট প্রসারণ হইয়াও হইতে পারে। এই দুই অবস্থা আমার উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্যই হইতেছে যে, ইহাদের অবস্থা ভেদে ঔষধের নির্ব্বাচনে ও পার্থক্য হয়—Dr. Richardson বলিতেছেন "The obstetric authors of our school have always advised the same remedies for both condition. Nothing could be more unscientific or irrational for the conditions are opposite." অর্থাৎ আমাদের ধাত্রী বিদ্যা বিশারদগণ এই উভয় অবস্থায় একই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আর কি অযৌক্তিক হইতে পারে যেহেতু এই দুই অবস্থা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত।)

এখন বোধহয় Rigidity এবং spasmodic contraction কি সে বিষয় অনেকটা পরিষ্কার করিতে পারিয়াছি—

ম্যাডাম লেচাপেলি বলেন—প্রসব যন্ত্রণার সময় কোমরে ব্যথা জরায়ুমুখ কাঠিন্যের এক লক্ষণ (Pain in the loins, according to Madame Lechapelle, is a diagnostic sign of rigidity of the os.)

এই জরায়ুমুখ কাঠিন্যের প্রকৃত ঔষধই হইতেছে জেলসিমিয়াম, লোবেলিয়া, ভিরেট্রাম ভিরেডি এবং নাক্সভমিকা :—

জেলসিমিয়াম—হিষ্টিরিয়া এবং স্নায়বিক ধাতুবিশিষ্ট থলথলে পেশীযুক্ত (Plethoric) স্ত্রীলোক। মুখমণ্ডল লাল আভাযুক্ত, স্ফুর্তিহীন নিস্তেজ, নিদ্রালু। জরায়ুমুখ কঠিন (The os is thick-sodden but unyielding)। যন্ত্রণার গতির সমতা নাই, একবার জোরে আসিতেছে আবার জুড়াইয়া যাইতেছে এবং জরায়ু স্থান হইতে যন্ত্রণা সরিয়া গিয়া সমস্ত যায়গায় ছড়াইয়া পড়ে কিম্বা উপর দিকে অথবা নিম্নদিকে ছুটিয়া বেড়ায় কিংবা জরায়ুর এক পার্শ্বে লাগিয়া থাকে আবার কখন কখন জরায়ু হইতে একটি বায়ুর গোলার ন্যায় ঠেলিয়া ওঠে এবং তাহাতে শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। ১x ডাইলিউসনই প্রচলিত, প্রত্যেক অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর অন্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। কেহ কেহ সম ভাগ গ্লিসিরিণ এবং জল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কয়েক ফোঁটা জেলসিমিয়াম দিয়া ন্যাকড়া কিম্বা স্পঞ্জ ভিজাইয়া জরায়ুমুখে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিতে ব্যবস্থা দেন ইহাতে জরায়ুমুখ শীঘ্রই খুলিয়া যায় (এই প্রকার ব্যবহার আমি নিজে দেখি নাই।)

লাবেলিয়া—জরায়ুগ্রীবার কঠিনতায় ইহাও একটি ঔষধ বটে—জরায়ু-গ্রীবা মোটা চর্ম্মের ন্যায় শক্ত হইয়া থাকে এবং খুলিতে চাহে না। কিন্তু এই ঔষধে জরায়ু-গ্রীবার কঠিনতা হইতে প্রত্যাবৃত্ত লক্ষণ (reflex symptoms) উত্থিত হয় তাহা হইতেছে শ্বাসকষ্ট এবং বমনোদ্বেগ। নিম্নক্রম ১x এইরূপ অবস্থায় অধিক ব্যবহার হয়—এই ঔষধ প্রয়োগে বমনোদ্বেগ এবং বমন বৃদ্ধি হইলেও হইতে পারে তথাপি কিছুক্ষণ ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করা উচিত, দেখিতে পাওয়া যায় বমনোদ্বেগ বৃদ্ধির সহিত জরায়ু মুখ আপনা হইতেই আলগা হইয়া যায়।

ভিরেট্রামভিরিডি—স্ত্রীলোক হৃষ্টপুষ্ট থলথলে পেশীযুক্ত, মস্তক এবং বক্ষঃস্থল রক্তাধিক্য, নাড়ী ভরাটে এবং বেগবতী। এতদাবস্থার সহিত যদি আক্ষেপের (Eclampsiaর) আশঙ্কা হয়—তাহা হইলে এই ঔষধ নিম্নক্রম ১x পুনঃ পুনঃ সেবনে জরায়ু মুখ খুলিয়া যায়। ভিরেট্রাম ভিরিডি ব্যবহারে রোগীর হৃদপিণ্ডের অবস্থার প্রতি পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বল হৃদপিণ্ডের এই ঔষধ ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ—বিপদ হইতে পারে।

নাক্সভমিকা—ইহাতে প্রসূতি কটিদেশে যন্ত্রণা এবং তদ্‌সহিত পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের চেষ্টা বোধ করে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি জরায়ুমুখের কাঠিন্যের সহিত জরায়ুমুখের আক্ষেপযুক্ত

সঙ্কোচন প্রায়ই গোলমাল হইয়া যায় এবং সেই হেতু প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচনেরও ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

জরায়ুমুখের আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচন অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা ব্যতীরেকে জানিবার আর বিশেষ কোন উপায় নাই। অঙ্গুলি দিলে শুষ্ক, উষ্ণ, এবং স্পর্শাধিক্য বোধ হয়, এই কয়েকটি লক্ষণই spasmodic contractionএর যথেষ্ট পরিচয়।

এই spasmodic contractionএর (আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচনের) একোনাইট বেলেডোনা, কোনায়াম, কলোফাইলাম, সিমিসিফিউগা এবং ভাইবুরনাম হইতেছে প্রধান ঔষধ।

বেলেডোনা—জরায়ুমুখ উষ্ণ, শুষ্ক, কঠিন এবং অসহিষ্ণু। যন্ত্রণা হঠাৎ আসে হঠাৎ চলিয়া যায়। আলোক, শব্দ প্রভৃতি সহ্য করিতে পারে না এবং শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে। প্রায়ই অধিক বয়স্কা রমণীগণের প্রথম প্রসব কালে এই প্রকার কষ্ট হইয়া থাকে। আমি জরায়ুমুখ উষ্ণ এবং স্পর্শাধিক্য শুনিলেই বেলেডোনা ３x কিংবা ৬x দিয়া থাকি এবং বেশ ফল পাই।

বেলেডোনার সম্বন্ধে মতভেদও রহিয়াছে। ইহাকে কেহ আক্ষেপযুক্ত জরায়ু-গ্রীবার সঙ্কোচনের একটি মূল্যবান ঔষধ বলেন, আবার কেহ ইহাকে কোন মূল্যই দেন না। ফরাসী ডাক্তার Cazeax সে বিষয়ে বলিতেছেন, "the Belladona, so highly lauded by some accouchers, is by others thought it to be useless. ;It seems to me that the difference of opinion has arisen from confounding simple rigidity with spasmodic contraction. Though without action in the former case. I think it very useful in the latter." (ডাক্তার ক্যাযেয়াক্স বলিতেছেন জরায়ুমুখের কাঠিন্য এবং জরায়ুখের আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচন এই দুইটি লক্ষণ ভালমত বুঝিতে না পারায় বেলেডোনার সম্বন্ধে এই প্রকার মতভেদ হইয়াছে কিন্তু বেলেডোনা sposmodic contraction of os and cervixএর একটি উপযুক্ত ঔষধ।

কলোফাইলাম—ইহার মুখ্য ক্রিয়ায় চক্রাকৃতি পেশী সমূহ (ciacular muscle) অত্যন্ত উত্তেজিত হয়, সঙ্কোচন intermittently অর্থাৎ থাকিয়া থাকিয়া হয়। জরায়ু গ্রীবার এইরূপ অবস্থা অত্যন্ত কষ্টজনক জানিবে।

জরায়ুতে ভীষণ যন্ত্রণা হইতে থাকে, Fundusএর সঙ্কোচনও (contraction অত্যন্ত প্রবল হয় অথচ জরায়ুগ্রীবা খোলে না বরং অত্যন্ত অধিক রূপ সঙ্কোচন হইতে থাকে। সন্তানের মস্তক শীঘ্র সঠিক স্থানে লাগিতে পারে না (Head does not engage) এতদাবস্থায় কলোফাইলাম ২x অথবা ৩x পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে জরায়ু মুখ খুলিয়া শীঘ্রই সন্তান প্রসব হয়।

সিমিসিফিউগা—ইহাতেও অনেকটা উপরোক্ত লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু যন্ত্রণা অত্যন্ত অনিয়ম প্রকৃতির কাজে কাজেই জরায়ু গ্রীবার সঙ্কোচনও অনিয়ম প্রকৃতির। এক এক সময় মনে হয় যেন জরায়ু পথ প্রসারিত হইয়াছে,—আবার তৎমুহূর্ত্তেই আক্ষেপ (spasm) হইয়া শক্ত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতিত প্রসূতি স্নায়বীক, বিমর্ষ, হস্তপদ কাঁপিতে থাকে, নাড়ী দ্রুত এবং দুর্ব্বল—এইরূপ লক্ষণে সিমিসিফিউগা উত্তম কার্য্য করে। নিম্নক্রম ৩x, ৬x অধিক ফলপ্রদ।

ভাইবুরনাম অপুলিস—আক্ষেপযুক্ত বাধক যন্ত্রণায় ইহার ক্ষমতা অসীম,—কাজে কাজেই জরায়ুগ্রীবার আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচনে (spasmodic stricture) বিশেষতঃ যখন ভীষণ যন্ত্রণা হইতে থাকে, যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক উত্তেজনা, পদদ্বয়ে, জানুতে এবং নিম্নোদরে খিল ধরিতে থাকে—এই ঔষধ ১x পুনঃ পুনঃ সেবনে আশু উপকার পাওয়া যায়।

এক্ষণে তৃতীয় বিষয়টি পর্থাৎ জরায়ুমুখ নরম থাকিলে জেলসিমিয়াম কি করিতে পারে তাহাই দেখা যাউক। এই ঔষধের সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়াছি যে এই ঔষধ দ্বারা বিষাক্ত হইলে স্নায়বিক শিথিলতা এবং সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় পেশী মণ্ডলের অবসাদ দৃষ্ট হয়। সেই প্রকার ঠিক এই স্থলেও আমরা দেখিতে পাই। জরায়ুগ্রীবা এত অধিক কোমল এবং অবসাদগ্রস্থ হয় যে, জরায়ু পেশীর স্থিতি স্থাপকতা (elasticity) এবং সঙ্কোচন (contraction) গুণ কিছুই থাকে না। পানমুচি (Bag of water) os হইতে সহজেই বাহিরে আসিতেছে কিন্তু জরায়ু পেশীর এমন ক্ষমতা নাই যে বহির্গত করাইয়া দেয়। এইরূপ অবস্থায়ও জেলসিমিয়ামই উপযুক্ত ঔষধ এবং ১x ক্রম কয়েক ফোঁটা দিলেই বেশ উপকার পাওয়া যায়। তাহা হইলে জেলসিমিয়ামে আমরা দুইটি বিভিন্ন অবস্থা দেখিতে পাইতেছি একটি Rigid os-uteri (জরায়ুমুখের কাঠিন্য) আর একটি হইতেছে (complete atony of the uterus) (জরায়ুর সম্পূর্ণ দুর্ব্বলতা)। এবং এই উভয় অবস্থাতেই জেলসিমিযাম নিম্নক্রম ব্যবহার হয়।

জ্বর

সময়—কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নাই।

কারণ—কোন প্রকার শোক দুঃখ, কোন অশুভ সংবাদ অথবা কোন প্রকার ভয়ের আশঙ্কা অথবা হঠাৎ কোন মানসিক আবেগ ইত্যাদির (emotion) দরুণ হয়। শীত ভাব কখন উপস্থিত হইবে তাহা অনেক সময় রোগী বলিতে পারে কারণ অসাড়ে প্রস্রাব হইতে থাকে।

শীত অবস্থা—জল তৃষ্ণা থাকে না। কটিদেশ হইতে মস্তকের পশ্চাৎ পর্য্যন্ত শীতের যেন ঢেউ খেলা হয়, মেরুদণ্ড দিয়া খুব ঘন ঘন একবার উপরে একবার নীচে যাতায়াত করে (উভয় স্কন্ধ অস্থির মধ্য স্থানে শীত আরম্ভ হয় ক্যাপ্সিকাম, কটিপ্রদেশ হইতে শীত আরম্ভ হয়—ইউপেটরিয়াম, নেট্রাম মিউর। পৃষ্ঠদেশ হইতে শীত আরম্ভ হয়—ইউপেটরিয়াম, ল্যাকেসিস)।

দাহ অবস্থা—জলের তৃষ্ণা থাকে না। শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে অধিক বোধ করে। রোগী তন্দ্রা অবস্থায় পড়িয়া থাকে, কাহারো সহিত কথা বলে না, চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। কিন্তু পড়িয়া যাইব পড়িয়া যাইব ভয় করে, নিকটে যাহাকে পায় জড়াইয়া ধরে এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। জ্বর আসিলেই শিশু খেলা করিতে করিতে শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়ে।

ঘর্ম্ম অবস্থা—সামান্য ঘাম হয় এবং ঘামে উপশম বোধ করে। কখন কখন ঘাম কিছুই হয় না।

জিহ্বা—প্রায়ই পরিষ্কার কিম্বা হলদে সাদাতে লেপাবৃত।

নাড়ী—দুর্ব্বল, অনেক সময় হাতেই পাওয়া যায় না। বৃদ্ধদিগের দুর্ব্বল এবং মৃদু নাড়ীর পক্ষে জেলসিমিয়াম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (Dr. Nash বলিতেছেন—For the weak and slow pulse of old age there is no remedy oftener useful.)

শিশুদিগের স্বল্প বিরাম জ্বরের (Remittent fever) জেলসিমিয়াম একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমি শিশুদিগের উক্ত প্রকার জ্বর শুনিলেই সর্ব্বপ্রথমে জেলসিমিয়াম ১x দিয়া থাকি এবং দেখিয়াছি ইহাতেই অধিকাংশ রোগী আরোগ্য হইয়া যায়। অনেকে শিশুদিগের Intermittent feverএ জেলসিমিয়মের সহিত আর্সেনিকের তুলনা করিয়া থাকেন কারণ আর্সেনিকও শিশুদিগের intermittent fever এর একটি প্রচলিত ঔষধ বটে কিন্তু উভয় ঔষধের পার্থক্য আকাশ পাতাল। জেলসিমিয়ামে পিপাসা থাকে না আর্সেনিকে পিপাসা থাকে। জেলসিমিয়ামের রোগী স্থির প্রকৃতির, আর্সেনিকের রোগী অস্থির প্রকৃতির। জেলসিমিয়ামের রোগী অধিক দুর্ব্বল হয় না, আর্সেনিকের রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত জেলসিমিয়ামে শিশুদিগের পড়িয়া যাইব পড়িয়া যাইব (sensation of falling) ভয় লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। সে স্থলে শীত হস্ত পদের প্রান্তদেশ (extermity) হইতে অরেম্ভ হয় এবং রোগ কোন বিশেষ ভাবে জড়িত নয়, সেরূপ স্থলে জেলসিমিয়ামকেই উচ্চ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। (পুরাতন জ্বরে এই প্রকার লক্ষণ থাকিলে নেট্রাম মিউরের বিষয় চিন্তা করিবে)।

জেলসিমিয়ামের জ্বর বেলেডোনা কিম্বা একোনাইটের ন্যায় তত প্রবল হয় না। জেলসিমিয়াম শিশুর মুখমণ্ডল লাল আভাযুক্ত, চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত এবং তন্দ্রাযুক্ত। কোন কোন গ্রন্থকার জেলসিমিয়ামকে একোনাইট এবং ভিরেট্রাম ভিরিডি কিম্বা বেলেডোনা এবং ব্যাপ্‌টিসিয়ার মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলিয়াছেন কিন্তু জেলসিমিয়ামকে আমাদের শেষোক্ত ঔষধ দুইটির মধ্যবর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয় এবং ইহাদের সহিত সাদৃশ্যও রহিয়াছে। জেলসিমিয়ামে ব্যাপটিসিয়ার ন্যায় দুর্ব্বলতা আছে কিন্তু টাইফয়েড জ্বরের জিহ্বা ও অন্যান্য লক্ষণ—দুর্গন্ধ-যুক্ত মল, মূত্র এবং ঘর্ম্ম কিছুই থাকে না। ব্যাপটিসিয়ার ঘোর লাল মুখমণ্ডল এবং হতবুদ্ধি ভাব জেলসিমিয়ামেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ব্যাপটিসিয়ার ন্যায় এত অধিক মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয় না যে কথা বলিতে বলিতে রোগী নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। জেলসিমিয়ামে আবার বেলডোনার ন্যায় মস্তিষ্ক রক্তাধিক্য ও চক্ষুতারা বিস্তারিত হয় কিন্তু প্রলাপ বকা এবং অদম্য জল পিপাসা থাকে না। ইহা সকল সময় স্মরণ রাখিবে যে, জেলসিমিয়াম টাইফয়েড জ্বরের সর্ব্বপ্রথম অবস্থায়—রোগীর যখন গা হাত সমুদয় বেদনা হয়, নড়াচড়া করিতে ভয় পায়, মাথার যন্ত্রণা হয়,

পেশীসমূহ অবসাদগ্রস্থ হয়, মুখমণ্ডল আভাযুক্ত হয় এবং তন্দ্রাভাব লাগিয়া থাকে এইরূপ লক্ষণে উত্তম কার্য্য করে। ডাক্তার ন্যাস বলেন For the nervous prostration already described just preceding typhoid fever there is nothing like Gelsemium. (রাসটক্স কিম্বা ব্যাপটিসিয়া লেখা কালীন টাইফয়েড জ্বরে ইহাদের বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব)। এইখানে এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি টাইফয়েড জ্বরের প্রথম অবস্থায় জেলসিমিয়াম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রয়োগবিধি।

ডাইলিউসন—রেমিটেণ্ট জ্বরে নিম্নক্রম ১x, পক্ষাঘাতে ৩০ এবং ২০০ ক্রম।

রোগের বৃদ্ধি—স্যাঁৎ সেঁতে ঋতুতে, মানসিক আবেগে এবং উত্তেজনায়, মন্দ সংবাদে, তামাক সেবনে, নিচু বালিসে শয়নে, সূর্য্যের উত্তাপে।

রোগের উপশম—প্রচুর জলবৎ মূত্র ত্যাগে।

রোগীর বিবরণ

১। আমার ডাক্তারি করিবার প্রথম অবস্থায় একটি ইংরেজ মহিলা একটি সাহেবকে সঙ্গে লইয়া আমার ডাক্তারখানায় আইসেন। সাহেবটি occipital headacheএ অর্থাৎ মস্তকের পশ্চাৎর্দ্ধেশের শিরঃপীড়ায় প্রায় মাসাবধি ভুগিতে ছিল। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহারে ফল না পাইয়া এমন কি জলৌকা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও কিছু উপকার হয় নাই। যন্ত্রণায় রোগী উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠিত এবং যন্ত্রণা সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত, আর অধিক কিছু লক্ষণ পাইলাম না। দেখিতে পাইলাম সাহেবটি যন্ত্রণাবস্থায়ও ধুম পান করিতেছেন। ধুমপানে শিরঃপীড়ার উপশম হয় কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন ধুমপানে আরাম পাই না বরং কিঞ্চিৎ খারাপ বোধ করি, অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাই পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এতদ লক্ষণে আমি তাহাকে জেলসিমিয়াম ২০০ শক্তি একমাত্রা দিয়া পর দিন প্রাতে সংবাদ দিতে বলিয়া দিলাম। জানিতে পারিলাম ঐ একমাত্রা

সেবনের পর আর যন্ত্রণা দেখা দেয় নাই। পশ্চাদ্দেশের শিরঃপীড়ার জেলসিমিয়াম একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে।

২। জনৈক ভাটিয়া ভদ্রলোক তাহার কন্যার হঠাৎ বুকে যন্ত্রণা হইতেছে বলিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বালিকাটির বয়স প্রায় ১৬।১৭ হইবে অধিক স্থূল নয়, দোহারা, অত্যন্ত হৃদ স্পন্দন হইতেছে এবং এক একবার যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিতেছে এবং সমুদয় শরীর ভীষণ কাঁপিতেছে এমনকি চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে হইতেছে। যখনই দরজা খুলিয়া রোগীর ঘরে প্রবেশ করি তখনই বালিকার ভ্রাতা ভৃত্যকে তৎক্ষণাৎ দরজা লাগাইয়া দিতে বলিলেন। বুকে অত্যন্ত স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হইতেছে দেখিয়া, তাহাকে, আমি সর্ব্বপ্রথমেই ক্যাক্টাস ৩x দিয়া এই প্রকার যন্ত্রণা হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। জানিতে পারিলাম যে, সেব দিন স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ ভয় পাইয়াছে এবং "মধ্যে মধ্যে আমাকে ধরিতে আসিতেছে, মারিতে আসিতেছে, দরজা সকল সময় বন্ধ করিয়া রাখ" ইত্যাদি বলিতেছে। ক্যাক্টাস ১০।১৫ মিনিট অন্তর অন্তর দেওয়াতে কিছুটা যন্ত্রণা উপশম হইল বটে, কিন্তু যখন জানিতে পারিলাম বালিকাটি অত্যন্ত স্নায়বিক প্রকৃতির আমি ক্যাক্টাসে আর বিশ্বাস রাখিতে না পারিয়া জেলসিমিয়াম দিয়া চলিয়া আসিলাম। যেরূপ ভাবে বালিকাটি কাঁপিতে ছিল তাহাতে জেলসিমিয়ামই তাহার প্রকৃত ঔষধ বলিয়া মনে হইল। ইহা ব্যতীত আরও ধারণা হইল ভয় পাইয়াই বালিকাটির এইরূপ হইয়াছে, এই সমুদয় লক্ষণে আর কোন ঔষধ মনে আসিল না, তৎপর দিন সংবাদ পাইলাম রোগীর বক্ষঃশূল উপশম হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সেই ভয়ের কারণ ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁপিয়া উটিতেছে। সেই ঔষধই পূর্ব্ববৎ খাইতে বলিয়া দিলাম এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

৩। শিশুর বয়স মাত্র তিন বৎসর। প্রায়ই শীত হইয়া জর হয় এবং কুইনাইন দ্বারা বন্ধ করা হইত। শীত প্রত্যহ ৪।৫টার সময় আসিত, শীত অধিক হইত না, অল্প অল্প হইত, ঘণ্টা খানিক থাকিত এবং সামান্য পিপাসাও হইত। উত্তাপ অত্যন্ত প্রবল হইত এবং পরদিন অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত থাকিত। জলপিপাসা অধিক হইত না এবং ঘর্ম্মও অধিক প্রকাশ পাইত না। জর সকল সময়ই অল্পাধিক লাগিয়া থাকিত, সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইত না। শিশু সর্ব্বদা যেন ঘুমাইতেছে তন্দ্রা

যুক্ত এবং প্রত্যেক বার জর আসিবার কালীন অসারে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব আরম্ভ হইত। শিশুর মাতা এতদ লক্ষণ দেখিয়া বলিতে পারিতেন যে জর এক্ষণেই আসিবে কারণ অসাড়ে মূত্র নির্গতের সঙ্গে সঙ্গে জর প্রকাশ পাইত। জেলসিমিয়াম ৩x প্রয়োগ করায় অতি অল্প সময়েই শিশুটি আরোগ্য লাভ করে। জর আসিবার কালীন অসাড়ে মূত্র জেলসিমিময়ামের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ব্রাইওনিয়া এলবা—ইহা হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য ভাণ্ডারের একটি অতি প্রাচীন এবং বিশেষ পরীক্ষিত ঔষধ। কিন্তু ভৈষজ্য তত্ত্বে তিন প্রকার জাতীয় ব্রাইওনিয়ার নাম উল্লেখ দেখা যায়। ডাক্তার এলেন ইহাদের কার্য্যের বিশেষ কোন পার্থক্য না পাওয়ায় এবং একই গুণ সম্পন্ন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থের একই স্থানে এই তিন শ্রেণীর ব্রাইওনিয়ার গুণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্রাইওনিয়া ইংলণ্ডে অনেক প্রচুর পরিমাণে জন্মে ইহার মূল হইতেই মূল অরিষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। যন্ত্রণা সূচীভেদবৎ এবং ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায়। রাত্রিতে, সঞ্চালনে, শ্বাস প্রশ্বাসে, উচ্চস্বরে কথোপকথনে এবং কাশ দিতে বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা বোধ করে কিন্তু স্থির ভাবে থাকিলে এবং যন্ত্রণা যুক্ত পার্শ্বে শয়নে উপশম হয় (সূচি ভেদবৎ যন্ত্রণা স্থির ভাবে থাকিলে এবং যন্ত্রণা যুক্ত পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি—কেলিকার্ব্ব)

২। সমুদয় উপসর্গই সঞ্চালনে বৃদ্ধি এবং সম্পূর্ণ স্থির ভাবে থাকিলে (মানসিক অথবা শারীরিক) উপশম। (agg-

ravation from any motion and corresponding relief from absolute rest either mental or physical).

৩। শরীরের সমুদয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সমূহের অত্যন্ত শুষ্কতা (Excessive dryness of mucous membranes of entire body)। ওষ্ঠদ্বয়, জিহ্বা, মল এবং কাশি সমুদয় শুষ্ক. ও মূত্র অল্প।

৪। অত্যন্ত জলের পিপাসা। অনেকক্ষণ পর অধিক পরিমাণ জল পান করে (drinks large quantities at long intervals).

৫। কোষ্ঠ কাঠিন্য—মল শুষ্ক, কঠিন, বৃহদাকার।

৬। স্তন শক্ত প্রস্তরবৎ, ভারী, উষ্ণ এবং যন্ত্রণা যুক্ত।

৭। অনুকল্প রজঃ, মাসিক ঋতু স্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব হয়, এতদ্ব্যতীত গয়ের এবং কাশির সহিতও রক্ত উঠে।

সাধারণ লক্ষণ।

১। রোগী খিট্ খিটে এবং শক্ত কঠিন পেশী যুক্ত ও শীর্ণ।

২। ক্রোধ, দুঃখ, ক্ষোভ ইত্যাদি হেতু রোগের উৎপন্ন।

৩। রোগী সর্ব্বদা স্থির ভাবে শুইয়া থাকিতে চাহে। শিশু ক্রোড়ে উঠিতে কিম্বা কাহারও স্পর্শ পছন্দ করে না।

৪। সর্ব্বদা আপনার কাজ কর্ম্ম ও ব্যবসার বিষয় প্রলাপ বকে এবং বাড়ী যাইব যাইব করে।

৫। শিরঃপীড়া—কপালে অধিক হয়, মনে হয় যেন কপাল বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। মস্তক অবনত করিলে, কাশিলে এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়।

৬। কাশি শুষ্ক এবং কাশিলে বুকে সূচী ভেদবৎ যন্ত্রণা হয় রোগী বক্ষঃস্থল হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে।

৭। পাকস্থলীতে প্রস্তরবৎ কঠিন চাপ লাগিয়া থাকে এইরূপ বোধ, উদ্গারে উপশম হয়।

৮। গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত হইয়া শীতল পানীয় এবং ফল ইত্যাদি খাইয়া উদরাময়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য এবং পরিচয়—ব্রাইওনিয়ার কার্য্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রতি (serous membrane) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পায়। শরীরের যে কোন স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ হউক ব্রাইওনিয়ার বিষয় সর্ব্ব প্রথম চিন্তা করা উচিৎ। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহে রসোৎপাদন (effusion) আরম্ভ হইলে ব্রাইওনিয়াকে এবম্প্রকার প্রদাহের অতি উচ্চ ঔষধ জানিবে। রস সঞ্চয়ের পূর্ব্বে একোনাইট, বেলেডোনা, ফেরাম্‌ফস্‌ ইত্যাদি ঔষধ সাধারণতঃ প্রয়োগ হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রতি ব্রাইওনিয়ার এই প্রকার কার্য্য বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। রসোৎপাদন (effusion) আরম্ভ হইলেই ব্রাইওনিয়ার সূচী ভেদবৎ (stitching) যন্ত্রণা সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সূচী ভেদবৎ যন্ত্রণাও ব্রাইওনিয়ার একটি বিশেষ বিশেষত্ব। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে, উচ্চস্বরে কথোপকথনে ব্রাইওনিয়ার যাবতীয় যন্ত্রণা এবং উপসর্গ বৃদ্ধি হয়। (নড়া চড়ার উপশম—রাসটক্স)। আমরা ব্রাইওনিয়ার প্রধানতঃ ৪টি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণের প্রকাশ দেখিতে পাই।

প্রথমতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির (serous membrane) প্রদাহ, দ্বিতীয়তঃ সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা, তৃতীয়তঃ নড়াচড়ায় বৃদ্ধি এবং চতুর্থতঃ চাপে উপশম। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ব্রাইওনিয়ার এত অধিক গভীর কার্য্য আছে বলিয়াই Pleuritis, Pericarditis, Peritonitis ইত্যাদি রোগে ইহা সচরাচর এত অধিক রূপ ব্যবহার হয়।

শরীর সঞ্চালনে, দীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে উচ্চস্বরে কথোপকথনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি ব্রাইওনিয়ার যত অধিক প্রকাশ থাকে, অন্য কোন ঔষধেই এইরূপ দেখা যায় না। সেই হেতুই ব্রাইওনিয়ার রোগী যন্ত্রণাকালীন স্থির নিস্তব্ধ ভাবে এক অবস্থায় যন্ত্রণার দিকে চাপ দিয়া শয়ন করিয়া থাকে।

ব্রাইওনিয়ার ন্যায় সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা ক্যালিকার্ব্বেও দেখা যায় কিন্তু ক্যালি-

কার্ব্বের বেদনা রোগী নড়াচড়া করুক আর নাই করুক আপনা হইতেই হইতে থাকে এবং ক্যালিকার্ব্বের যন্ত্রণা রাত্রির শেষ ভাগে ৩।৪টার সময় এবং চাপে অধিক বৃদ্ধি হয় (বেলেডোনা)। যন্ত্রণার সম্বন্ধে এপিসকেও অনেকে ইহাদের নিকট সাদৃশ্য ঔষধ বলেন কিন্তু এপিসের যন্ত্রণা হুলবৃশ্চবৎ (stinging pain).

সর্ব্বদা ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এই তিনটি ঔষধ—ব্রাইওনিয়া, ক্যালিকার্ব্ব এবং এপিস শ্লৈষ্মিক আধারের (serous cavities) রস সঞ্চয় শোষণের অতি বৃহৎ ঔষধ। রসোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় প্রবল জ্বরও প্রকাশ পায়। এইরূপ স্থলে অনেকে জ্বরের জন্য একোনাইট এবং রসোৎপাদনের (effusion) জন্য ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থা দেন—কিন্তু এই প্রকার ঔষধ প্রয়োগের কোন যুক্তি দেখা যায় না। রসোৎপাদন আরম্ভ হইলেই জানিতে হইবে যে একোনাইটের কার্য্যের ইহা বহির্ভূত হইয়াছে, কাজে কাজেই এইরূপস্থলে একোনাইট প্রয়োগ করা কোন প্রকারেই বিধি সঙ্গত নহে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহে (serous inflamation) ব্রাইওনিয়া কত বড় মূল্যবান ঔষধ সেই সম্বন্ধে ডাক্তার ট্রিঙ্কস (Dr. Trinks) কি বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

From no small number of cases which I have carefully marked down, the fact comes out that Bryonia is the sovereign remedy in all inflammation of serous membrane which have advanced to the stage of serous effusion. This action of Bryonia extends all over the serous membranes which cover the thorax and abdomen and the organs situated in the cavities and which are so often attacked by inflammation.

As long as the local inflammatory conditions had not reached this stage, fever being still of a sharp, well-pronounced synochal character, the Bryonia is of no use but at this time Aconite or Belladona were the specific medicines which arrested the inflammation before it had been

developed to the stage just specified. But when on the other hand the inflammation had advanced to the stage of serous exudation, then in all cases Bryonia showed itself a medicine of quick and certain operation which not only removed this still existing local inflammation but also with the least possible delay effected the absorption of the serous effusion which had already taken place.

অর্থাৎ যতক্ষণ জ্বর অত্যন্ত প্রবল থাকে এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে রসোৎপাদন আরম্ভ হয় নাই ততক্ষণই একোনাইট এবং বেলেডোনা কার্য্যকারী হইতে পারে কিন্তু যেমনই জ্বর হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল এবং শ্লৈষ্মিক রসোৎপাদন আরম্ভ হইতে লাগিল এইরূপ অবস্থায় একোনাইট এবং বেলেডোনার কার্য্য রহিত হইয়া যায় কিন্তু ব্রাইওনিয়ার এমত অবস্থায় সম্পূর্ণ কার্য্য প্রকাশ পায়। একোনাইট প্রয়োগ হইলেও হইতে পারে যতক্ষণ রসোৎপাদন (exudation) plastic থাকে কিন্তু serous হইলে ব্রাইওনিয়াকে এবং পূঁজবৎ (purulent) হইলে হেপার সালফারকে স্মরণ করিবে।

ব্রাইওনিয়া রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—ব্রাইওনিয়া রোগী খিট খিটে রাগী অল্পতেই বিরক্ত হয়। কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু এবং চেহারা শক্ত কঠিন পেশী যুক্ত, লম্বা শীর্ণ এতদ্ব্যতীত বাত ধাতু গ্রস্থ। Bryonia patients are irritable inclined to be vehement and angry, black hair dark complexion, firm muscular fibre dry slender people.

মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ—(meningitis)—মস্তিষ্কের ঝিল্লির প্রদাহে ব্রাইওনিয়াকে অনেকে অতি উচ্চস্থান দিয়া থাকেন কিন্তু বেলেডোনাই হইতেছে ইহার নিত্য প্রচলিত ঔষধ—যদিও কোন কোন স্থলে বেলেডোনার পর ব্রাইওনিয়ার ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু তাহা অত্যন্ত বিরল। যে স্থলে মস্তিষ্ক কোষে (ventricle) কিম্বা ঝিল্লির নিম্নে রসোৎপাদন আরম্ভ হয়—বেলেডোনা সেস্থলে কিছুই কার্য্য করিতে পারে না। এমত অবস্থায় সালফার, এপিস এবং ব্রাইওনিয়া অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্কার্লে-

টিনা কিম্বা হাম অবরুদ্ধ হইয়া মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ উপস্থিত হইলে ব্রাইওনিয়াই তাহাতে অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়—শিশুর মুখমণ্ডল এরূপ অবস্থায় লাল না হইয়া বরং ফ্যাকাসে পাংশুটে বর্ণ হয় অথবা পর্য্যায়ক্রমে (alternately) কালো এবং ফ্যাকাসে হয়। জিহ্বাও সাদা লেপাবৃত থাকে। শিশু থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া ওঠে, যন্ত্রণা তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রণা হেতু শিশু চক্ষু সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে থাকে। কোষ্ঠ কাঠিন্য পেটফাঁপা ইত্যাদি এবং অবসাদ আচ্ছন্ন অর্থাৎ তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান থাকে। ঘুমন্ত অবস্থা হইতে জাগাইয়া যদি জল পান করিতে দেওয়া হয় শিশু বেলেডোনার ন্যায় তৃষ্ণায় গ্লাস আঁকড়াইয়া ধরিয়া সমুদয় জল তৃপ্তির সহিত পান করিয়া ফেলে—। জলতৃষ্ণা খুব অধিক কিন্তু অনেকক্ষণ পর পর খায় এবং এক সঙ্গে অধিক জল পান করে। ব্রাইওনিয়ায় এই প্রকার জল পান একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

বেলেডোনা—মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহের যে ইহা একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ তাহার কোন সন্দেহ নাই কিন্তু ব্রাইওনিয়ার সহিত ইহার অত্যন্ত পার্থক্য রহিয়াছে। উভয় রোগীকে দেখিলেই চিনিতে কোন কষ্ট হওয়া উচিত নয়। বেলেডনায় মুখমণ্ডল, চক্ষুদ্বয় ঘোর লালবর্ণ হয়, ব্রাইওনিয়ায় ফ্যাকাসে হয়। বেলেডনায় শিশু মাথা চালিতে থাকে, বালিসে মস্তক একবার এদিক একবার ওদিক করিতে থাকে। ব্রাইওনিয়ার শিশু নিস্তব্ধ স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে।

সর্দ্দি—কাঁচা সর্দ্দিতে ব্রাইওনিয়ার প্রয়োগ অধিক দেখা যায় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্দ্দি নাসিকাতেই আবদ্ধ থাকে একোনাইট এবং এতদ শ্রেণীর ঔষধের আশ্রয় লওয়া উচিৎ কিন্তু সর্দ্দি নাসিকা হইতে নিম্নদেশ অর্থাৎ বক্ষঃস্থল পৌছিলে যাহাকে Cold in the chest is where a nasal catarrh has run down the air, passages বলা হয়—তাহার ব্রাইওনিয়াই হইতেছে উপযুক্ত ঔষধ। ব্রাইওনিয়ার সর্দ্দি জলবৎতরল হয় না বরং কিঞ্চিৎ ঘন সাদা কিম্বা পীত বর্ণযুক্ত হয় সঙ্গে সঙ্গে কাশি, কপালে ব্যথা, কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং বুকে যন্ত্রণা থাকে—। সর্দ্দি অবরুদ্ধ হইয়া মস্তকের যন্ত্রণা হইলেও ব্রাইওনিয়া প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। এই বিষয়ে ল্যাকেসিসের ব্যবহারও দেখা যায় কিন্তু ল্যাকেসিসে মস্তক সঞ্চালনে যন্ত্রনায় বৃদ্ধি হয় না। অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি এইরূপ অবস্থায়

নাক্স ভমিকা ও উত্তম কার্য্য করে। নাক্সভমিকা প্রয়োগ কালীন পরিপাক ক্রিয়া এবং কোষ্ঠ কাঠিন্যের লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

প্লুরিসি—(Pleurisy)—প্লুরিসির (Pleurisy) ব্রাইওনিয়া যে একটি উপযুক্ত ঔষধ হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বর অত্যন্ত প্রবল থাকে এবং রসোৎপাদন আরম্ভ হয় নাই ততক্ষণই একোনাইটের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। ব্রাইওনিয়ার অবস্থা সর্ব্বদা একোনাইটের পর উপস্থিত হয়। জ্বরের প্রবলতা হ্রাস হইয়া আসিতে আরম্ভ হইলেই এবং সঙ্গে সঙ্গে রসোৎপাদন সঞ্চার হইয়া বক্ষঃস্থলে ঘর্ষণ শব্দ (friction sound) শ্রুত হইলেই ব্রাইওনিয়াকে তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ মনে করিতে হইবে—রোগী স্থির হইয়া আক্রান্ত পার্শ্বে চাপ দিয়া শয়ন করিয়া থাকে। একোনাইট রোগী ব্রাইওনিয়া রোগীর সম্পূর্ণ বিপরীত, একোনাইট রোগী অস্থির এবং উদ্বিগ্ন প্রকৃতির, ব্রাইওনিয়া রোগী স্থির এবং উদ্বিগ্নশূন্য।

নিউমোনিয়া (Pneumonia)—নিউমোনিয়ার ব্রাইওনিয়া একটি চির প্রসিদ্ধ ঔষধ। কিন্তু ইহার কার্য্যকরী ক্ষমতা তরুণ croupous নিউমোনিয়াতেই অধিক প্রকাশ হয়। যেমন প্লুরিসিতে রসোৎপাদন সঞ্চার হইলেই ব্রাইওনিয়া নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে তদ্রূপ নিউমোনিয়াতেও Croupous Exudation আরম্ভ হইলেই ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ হইয়া থাকে—। নিউমোনিয়ায় ব্রাইওনিয়া যখন ব্যবহার হয় তাহার সহিত প্রায়ই pleuritis এর লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা সম্ভবনা—কাজে কাজেই ব্রাইওনিয়া প্লুরোনিউমোনিয়ার একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। ব্রাইওনিয়া সম্বন্ধে ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে (exudation) রসোৎপাদক না থাকিলে ইহা কখন ব্যবহার হয় না।

ব্রাইওনিয়ায় এক বিশেষ এবং সার্ব্বজনীন লক্ষণ প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে শুষ্কতা (dryness)। এই শুষ্কতা ব্রাইওনিয়ায় সর্ব্বত্রই অল্প বিস্তর প্রকাশ থাকা উচিত। ফুসফুসে এবং বায়ুনলীতেও (Lungs and Bronchai) বিস্তারিত হয় কাজে কাজেই ব্রাইওনিয়ায় যে কাশি উৎপন্ন হয় তাহা সচরাচর শুষ্ক। কাশির অনুপাতে গয়ের কিছুই উঠে না, যাহা উঠে তাহা ঈষৎ হলদে অথবা রক্তের রেখাযুক্ত। কাশিলে, দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস লইলে, উচ্চৈঃস্বরে কথা

বলিলে বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগে। (তরল কাশি আঘাত লাগে—নেট্রাম সাল্ফ) শুষ্কতা হেতু মূত্র স্বল্প ও রক্তবর্ণ হয়। রোগী বুকাস্থি (Sternum) প্রদেশের উপর চাপ চাপ বোধ করে এবং বক্ষঃস্থলের বামদিকে যন্ত্রণা অধিক হয়। নাড়ীর গতি ভরাটে, শক্ত এবং দ্রুত। জিহ্বা শুষ্ক শ্বেত লেপাবৃত। মল কঠিন এবং কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অধিক জলপানে আকাঙ্ক্ষা এতদ লক্ষণ সমূহ বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার বেয়ার বলেন—Briyonia is particularly indicated after the fever has abated and has no longer a dicidedly inflammatory character, whereas the local process has reached its completion and appears to rest. The patient has passed through the excitement and constant restlessness of the first stage and is lying in a state of exhaustion but quietude. The skin now begins to show some moisture, a valuable indication for Briyonia. Brsyonia is particularly adapted to cases where the tongue is covered with a thick white fur, the stomach is completely inactive and the liver is engorged and some what painful. But we have never obtained any good result with this drug when diarrhoea was present, which we regard as a positive counter indication.

জ্বর, অস্থিরতা, উত্তেজনা যখন হ্রাস হইয়া আইসে অর্থাৎ যখন প্রদাহের লক্ষণ সমূহ ঘুচিয়া যায় রোগী নিস্তেজ দুর্ব্বল স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে, গাত্র ত্বকে কিঞ্চিৎ ঘর্ম্মের ভাব প্রকাশ পায়, জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত হয়—এইরূপ অবস্থায় ব্রাইওনিয়া উত্তম কার্য্য করে। কোষ্ঠকাঠিন্যের পরিবর্ত্তে উদরাময় থাকিলে ব্রাইওনিয়া কখনই নির্ব্বাচিত হয় না ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

এণ্টিমটার্ট—ইহার কার্য্য Catarrhal Pneumoniaতে অর্থাৎ যে স্থলে শ্লেষ্মার সমাবেশ অত্যন্ত অধিক থাকে—তাহাতে উত্তম কার্য্য করে। ইহার অবস্থা ব্রাইওনিয়ার পর উপস্থিত হয়। রোগ যখন ব্রোঙ্কাইটিস হইতে ক্রমশঃ

নিম্নে বিস্তারিত হইতে থাকে—যখন দক্ষিণ পার্শ্ব প্রথম আক্রান্ত হয় তখন এণ্টিমটার্ট ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায় কিন্তু এণ্টীমটার্টকে চিনিতে হইলে শ্লেষ্মার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য—ইহাতে শ্লেষ্মার সমাবেশ এত অধিক হয় যে, বুকের শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি দূর হইতে পর্য্যন্ত শুনা যায়। ইহাতেও বক্ষঃস্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, প্রবল জ্বর ইত্যাদি ব্রাইওনিয়ার সমুদয় লক্ষণই প্রকাশ থাকে কিন্তু ব্রাইওনিয়াতে শুষ্কতা অধিক থাকে আর এণ্টিমটার্টে শ্লেষ্মার সমাবেশ অত্যন্ত অধিক থাকে।

পার্শ্ব বেদনা—(Pleurodynia)—**র‍্যানাম কিউলাস বালবোসাস**—ইহাতেও ব্রাইওনিয়ার ন্যায় বক্ষঃস্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা যথেষ্ট রহিয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষ কার্য্য হইতেছে পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থ প্রদেশের যন্ত্রণায় অর্থাৎ intercostal rheumatism এর ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে, চাপে এবং সঞ্চালনে যন্ত্রণা অধিক বৃদ্ধি পায়। ইহাতে শ্বাস প্রশ্বাসের অত্যন্ত কষ্ট থাকে।

আর্ণিকা—বক্ষঃস্থলের টাটানি যন্ত্রণা অধিক হইলে এবং রোগের ইহাই যদি প্রধান লক্ষণ হয় আর্ণিকা ব্যবহারে আশু উপশম হয়।

রাস র‍্যাডিক্যানস্—পার্শ্বদেশ হইতে ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণা স্কন্ধে বিস্তারিত হয় (shoot into the shoulder)।

সেনেগা—থলথলে পেশীযুক্ত স্থূলকায় এবং বৃদ্ধলোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। বক্ষঃস্থলের চারিপার্শ্বে সূচীভেদবৎ এবং টাটানি যন্ত্রণা হয়, মনে হয় যেন চাপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে (sensation of tightness) সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ বর্ত্তমান থাকে এবং গলদেশ এত অধিক শুষ্ক ও স্পর্শাধিক্য হয় যে রোগী কথা কহিতে আঘাত অনুভব করে।

রিউমেক্স—বাম ফুনফুসে হুলবিদ্ধবৎ অথবা সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয়। ক্ষয়কাশের (Phthisis) প্রারম্ভ অবস্থায় ইহা অনেক সময় প্রয়োগ হয়। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে বাম পার্শ্বে বেদনা বোধ করে।

এসক্লেপিয়াস টিউবারোসা—বাম বক্ষঃস্থলের নিম্নাংশে অত্যন্ত সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয় এবং তাহা ভিতরে পৃষ্ঠদেশে বিস্তারিত হয়।

কেলিকার্ব্ব—বক্ষঃস্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা সঞ্চালনে কিম্বা স্থিরতায় অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থাতেই এবং বিশেষতঃ শেষরাত্রি ২।৩ টার সময় অধিক বৃদ্ধি হয়।

সিমিসিফিউগা—স্নায়বিক স্ত্রীলোকে এই ঔষধটি অধিক কার্য্য করে বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক যন্ত্রণা হয়।

কাশি এবং ব্রোঙ্কাইটিস—শুষ্ক কাশির ব্রাইওনিয়া যে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহার কোন সন্দেহ নাই, শুষ্ক কাশি এবং তৎসহ কোষ্ঠকাঠিন্য শুনিলে অধিকাংশ চিকিৎসকই ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করিতে উৎসুক হইবেন ইহা বলাই বাহুল্য। কাশি শুষ্ক এবং কঠিন, প্রত্যেক বার কাশিতে মস্তকের সম্মুখ ভাগে অর্থাৎ কপালে অত্যন্ত আঘাত লাগে। মনে হয় যেন কপাল ফাটিয়া যাইবে। রোগী কাশিবার সময় মস্তক হাত দিয়া চাপিয়া ধরে। কাশিতে গয়ের বিশেষ কিছুই উঠে না, যাহা উঠে তাহা অতি সামান্য, চট্‌চটে কিম্বা রক্তের রেখাযুক্ত। আহারের পর প্রাতঃকালে এবং মস্তক সঞ্চালনে অধিক বৃদ্ধি হয়। আহারের পর কাশি উপস্থিত হইলে ভুক্তদ্রব্য সমুদয় বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং কাশিকালীন বক্ষঃস্থলের পার্শ্বে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা বোধ হয় এবং তদহেতুই রোগী বুক ও মস্তক হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া থাকে। (ইউপেটোরিয়াম পার্ফ এবং নেট্রাম সালফ্‌ কিন্তু নেট্রাম সালফে তরল কাশি এবং কাশিলে বুকে আঘাত লাগে) অনেক সময় কাশিতে শ্বাসকষ্ট পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় এবং মনে হয় কাশি যেন পাকস্থলী হইতে উত্থিত হইতেছে।

আমার মনে হয় শুষ্ক কাশিতে অন্য ঔষধের বিশেষ কোন পরিজ্ঞাপক লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে ধৈর্য্যসহকারে ব্রাইওনিয়া ব্যবহার করিলে অধিকাংশ স্থলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। সকল চিকিৎসকই ব্রাইওনিয়াকে এই বিষয়ে উচ্চ স্থান দিয়াছেন। (In chronic cough which becomes very violent at the least excitation of the lungs, as speaking, which is worst morning and evening and which is accompanied by very little expectoration, as we observe in individuals, whose lungs have suffered from previous inflammations and frequent attacks of hæmoptysis, I have seen Bryonia administered with best effects. I have such a case in which the patient coughed for

whole nights together. Bryonia given for some length of time, not only produced perfect night rest but favoured the process of nourishment in such a manner, that the patient who was formerly quite emaciated, picked up flesh and appetite improved—(Dr. Schron) ডাক্তার স্ক্রোন ব্রাইওনিয়াকে কত উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন তাহার অভিজ্ঞতা উপরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি বলিয়াছেন যাহাদিগের ফুসফুস নিউমোনিয়ার পূর্ব্বে আক্রান্ত হইয়াছে এবং যাহাদিগের পুনঃ পুনঃ কাশির সহিত রক্ত প্রকাশ পাইয়াছে তাহাদিগের এবং যাহাদিগের পুরাতন কাশি ফুসফুসের কোন প্রকার সামান্য উত্তেজনা হেতু যেমন কথোপকথনে, প্রাতে ও সন্ধ্যায় যদি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় ব্রাইওনিয়া কিছুদিন ব্যবহার করিতে পারিলে উত্তম উপকার দর্শে।

তরুণ ব্রোঙ্কাইটিসে—ব্রাইওনিয়াকে সকল গ্রন্থকারগণই অতি উচ্চ স্থান প্রদান করেন কিন্তু শিশুদিগেতে এমতাবস্থায় কতদূর কার্য্য করিতে সক্ষম হয় সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ডাক্তার জুসেট শিশুদিগের ব্রোঙ্কাইটিসে যদিও ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন—কিন্তু তিনি ব্রাইওনিয়ার সহিত ইপিকাক পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতেন এবং ডাক্তার হিউজ ইপিকাককেই প্রাধান্য দেন।

শুষ্ক কাশির ব্রাইওনিয়ার সমগুণ ঔষধ সমূহ—

কষ্টিকাম—কাশি শুষ্ক সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। শীতল জলপানে উপশম হয়। কাশীকালীন মূত্র নির্গত হইয়া পড়ে।

ক্যামোমিলা—খুস্‌খুসে শুষ্ক কাশি। রাত্রিতে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় বৃদ্ধি হয়। শিশুদিগেতেই ইহা অধিক প্রয়োগ হয়। শিশু অত্যন্ত খিটখিটে এবং রাগী।

সিনা—শুষ্ক আক্ষেপযুক্ত কাশি, ক্রিমিহেতু উৎপন্ন হয়। প্রস্রাব ঘোলা দুগ্ধবৎ।

হাইওসিয়ামাস—শুষ্ক কাশি। রাত্রিতে শয়ন করিলেই বৃদ্ধি হয়। উপবেশনে সম্পূর্ণ উপশম হয় অর্থাৎ বালিসে মস্তক দিলেই কাশির বৃদ্ধি হয়।

বেলেডোনা—কাশি শুষ্ক। কাশিতে কাশিতে চক্ষু ও মুখমণ্ডল লাল

হইয়া উঠে। রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। কাশিতে কাশিতে শিশু নিদ্রা হইতে জাগিয়া ওঠে।

ফস্‌ফরাস—শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশি, গলা খুস্ খুস্ করিয়া কাশির উদ্রেক হয়। সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়। রোগী লম্বা, শীর্ণ, শীতল স্থান, শীতল পানীয় অধিক পছন্দ করে।

রিউমেক্স—ভীষণ শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশি। গয়ের কিছুই উঠে না। রাত্রিতে অধিক কথোপকথনে, শীতল বায়ু সেবনে অধিক বৃদ্ধি হয়।

জানু প্রদাহ—ব্রাইওনিয়ার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রতি যথেষ্ট কার্য্য থাকা বশতঃই জানুপ্রদাহের (Synovitis) ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া সুনাম রহিয়াছে—আক্রান্ত সন্ধিস্থল অধিক ঘোর লাল হয় না বরং ফ্যাকাসে লালবর্ণ হয় এবং স্ফীত হইয়া টাটাইয়া থাকে। মাস্তক ঝিল্লিকোষে (Synovial Sac) রসোৎপাদন হইয়া প্রদাহ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ সূচী-ভেদবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে। রোগী পা নাড়িতেই পারে না। সামান্য সঞ্চালনেই যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়—আঘাত লাগিয়াই হউক কিম্বা বাতহেতুই হউক ব্রাইওনিয়া এইরূপ অবস্থায় সর্ব্বদা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহার সঙ্গে জ্বর, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি ব্রাইওনিয়ার আর আর লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতেও পারে।

এপিস—উক্ত বিষয়ে ইহাকে ব্রাইওনিয়ার সমকক্ষ ঔষধ বলিলেই হয় এবং বিশেষতঃ জানু প্রদেশের মাস্তক ঝিল্লিপ্রদাহে (Synovitis of knee-joint) ইহা অতি উত্তম কার্য্য করে। সন্ধিস্থলে রসোৎপাদন (effusion) হইয়া ভীষণ কর্ত্তন এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে। সন্ধিস্থল স্ফীত হইয়া এবম্প্রকার ফুলিয়া ওঠে যে, ভিতরে তরল কোন পদার্থের সমাবেশ হইয়াছে তাহা বাহির হইতে দেখিলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়—আক্রান্ত স্থান লাল হয় না বরং সাদা ফ্যাকাশে বর্ণ হয়। সাইনোভাইটিসের অর্থাৎ জানুপ্রদাহের ব্রাইওনিয়া এবং এপিসই হইতেছে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, অধিকাংশ স্থলে এই দুইটি ঔষধ লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ করিলে রোগ আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে না। তরুণ অবস্থায় আমি এই দুইটি ঔষধ ব্যতীত তৃতীয় ঔষধ ব্যবহার করি নাই এবং ইহাতে আশানুরূপ ফল পাইয়া থাকি।

সালফার—সাইনোভাইটিস চিকিৎসাকালীন এই ঔষধটিকে প্রায়ই স্মরণ করিতে হয়। এপিস, ব্রাইওনিয়া এবং ক্যালিকার্ব্ব ইত্যাদি ঔষধে রসোৎপ্রবেশ (effusion) যদি স্থগিত না হয় কিম্বা উক্ত ঔষধ প্রয়োগে যদি রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় তাহা হইলে এইরূপ অবস্থায় সালফার প্রয়োগ করিলে অতি সত্বর রোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

বাত—ব্রাইওনিয়ার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির (serous membrane) প্রতি যে প্রকার গভীর কার্য্য আছে পেশীমণ্ডলের উপরও ইহার সেই প্রকার যথেষ্ট কার্য্য পরিলক্ষিত হয়। কাজে কাজেই পেশীর প্রদাহে অর্থাৎ পেশীর বাতের (muscular rheumatism) ইহাকে উচ্চ স্থান দেওয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রদাহ হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এমন কি আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া ওঠে, হস্তের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না কিন্তু আক্রান্ত স্থান অধিক লালবর্ণ হয় না। নড়াচড়া এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। রোগী স্থির নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া থাকিতে চাহে। গাত্র-ত্বক শুষ্ক উত্তপ্ত এবং অম্ল গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম, সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং জলতৃষ্ণা ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। ব্রাইওনিয়ায় অধিকাংশস্থলে স্কন্ধদেশ, বক্ষঃস্থল ইত্যাদি স্থানের অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ সন্ধিস্থল সমূহ আক্রান্ত হয়। পুরাতন সন্ধিবাতে ইহা কদাচিৎ ব্যবহার হয়। অন্যান্য সন্ধিস্থলের বাতেও ব্রাইওনিয়া ব্যবহার হয়। জ্বর অত্যন্ত প্রবল হয় না এবং আক্রান্ত স্থানের যন্ত্রণা কিম্বা স্ফীতি শরীরের স্থানে স্থানে সরিয়া বেড়ায় না। প্রায় একই স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকে। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়। আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত উষ্ণ হয় কিন্তু অধিক লালবর্ণ হয় না। নাড়ীর গতি ভরাটে এবং দ্রুত (full and rapid) জিহ্বা শুষ্ক এবং শ্বেত লেপাবৃত। মল কঠিন এবং কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে।

বাতে ব্রাইওনিয়ার সমগুণ ঔষধ সমূহ—

রাসটক্স্—সন্ধিস্থলের বাতের ইহা উপযুক্ত ঔষধ তাহার কোন সন্দেহ নাই। ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেতে স্থানে শয়ন করিয়া কিম্বা জলে ভিজিয়া কিম্বা উত্তপ্ত এবং ঘর্ম্মাক্ত শরীরে ঠাণ্ডা লাগিয়া বাত হইলেই রাসটক্স্ তাহাতে উত্তম কার্য্য করে ইহা ব্যতীত রাসটক্স্ রোগী নড়াচড়ায় উপশম বোধ করে, ব্রাইওনিয়া

রোগীর নড়াচড়ায় সমুদয় যন্ত্রণা এবং উপসর্গ বৃদ্ধি হয়। রাসটক্সে পেশীর আবরণ (fibrous tissue, the sheaths of muscles, tendons, ligaments ইত্যাদি স্থান সমূহ) অধিক আক্রান্ত হয়। ব্রাইওনিয়ার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং পেশী (muscular tissue) অধিক আক্রান্ত হয়।

লেডাম—পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির বাত কিম্বা গেঁটে বাতে (Gout) ইহা অধিক কার্য্য করে। ইহাতে প্রাদাহিক স্থানে অধিক রসোৎপাদন (effusion) এবং লাল হয় না বরং ক্রমশঃ শক্ত হইয়া অস্থিগুল্মে (nodositis) পরিণত হয় যন্ত্রণা রাত্রিতে এবং শয্যার উষ্ণতায় অধিক বৃদ্ধি হয় কিন্তু শীতল জলে কিঞ্চিৎ উপশম হয়। উরু এবং স্কন্ধদেশের উষ্ণ স্ফীতিযুক্ত বাতে ব্রাইওনিয়া অপেক্ষা লেডাম ব্যবহারে শীঘ্র উপকার দর্শে। লেডাম সচরাচর নিম্নাঙ্গের বাতে অধিক ব্যবহার হয় এবং বাতের যন্ত্রণা নিম্ন হইতে উর্দ্ধে ওঠে (ক্যালমিয়ার বিপরীত)।

একটিয়া স্পাইকেটা (actea spicata)—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি স্থল সমূহ ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়। ইহার বিশেষত্ব হইতেছে যে স্থির ভাবে থাকিলে অর্থাৎ অধিক নড়াচড়া না করিলে রোগী থাকে ভাল কিন্তু অধিক হাঁটাহাটি চলাফেরা ইত্যাদি করিলে সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা হয় এবং ফুলিয়া ওঠে।

ভাইওলা ওডোরেটা—দক্ষিণ হস্তের মনিবন্ধের বাতে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায় এবং ইহা ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়।

কলোফাইলাম—হস্তের অঙ্গুলির সন্ধি স্থলের বাতে বিশেষতঃ স্ত্রী লোকদিগেতে ইহা অধিক কার্য্য করে।

কলচিকম—বাতের যন্ত্রণা সন্ধ্যায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। আক্রান্ত সন্ধিস্থল প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া ওঠে এবং ঘোর লালবর্ণ হয়। দুর্ব্বল লোকদিগের প্রতি কলচিকম উত্তম কার্য্য করে। পরিপাক ক্রিয়া প্রায়ই গোলযোগ থাকে, খাদ্য দ্রব্যের গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে বমনের উদ্বেগ হয়। প্রস্রাব স্বল্প, এবং অত্যন্ত লালবর্ণ। মূত্র ত্যাগকালীন মূত্র পথে জ্বালা করে। আক্রান্ত স্থলে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় ভীষণ যন্ত্রণা হয়। যেন যন্ত্রণা অস্থির মধ্যে হইতেছে, এত অধিক কন কন করে। গ্রীষ্মকালে যন্ত্রণা অধিক থাকে না। শীতে যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয় এতদ্ব্যতীত কলচিকমের যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায়।

গ্রীবা স্কন্ধদেশ অথবা শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান সমূহ আক্রান্ত হয় এবং এমন কি হৃদপিণ্ড পর্য্যন্তও আক্রান্ত হয় ও যন্ত্রণা একস্থানে অধিক সময় থাকে না।

গুইয়েকাম—(Guaiacum) বাত পুরাতন হইয়া সন্ধি স্থল শক্ত হইয়া চাপ বাঁধিয়া বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

আরকটিয়াম লাপ্পা—(Arctium Lappa)—ব্রাইওনিয়ার ন্যায় ইহার যন্ত্রণাও নড়াচড়ার বৃদ্ধি হয়, যন্ত্রণা পেশীতেই অধিক হয়, প্রস্রাব অত্যন্ত লাল বর্ণ হয় কিন্তু এই ঔষধে সর্ব্বদা তন্দ্রাভাব লাগিয়া থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে ব্রাইওনিয়াকে নাক্স ভমিকা এবং পালসেটিলার পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু ব্রাইওনিয়া কোষ্ঠ কাঠিন্যেই অধিক ব্যবহার হয়। এই তিনটি ঔষধে আহারের পর ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীতে প্রস্তরের ন্যায় শক্ত হইয়া ঠেস মারিয়া থাকে। ব্রাইওনিয়া এবং নাক্সে এই লক্ষণটি পালসেটিলা অপেক্ষা অধিক বর্ত্তমান থাকে। ইহাদের একদিকে যেমন সাদৃশ্য আছে অপর দিকে পার্থক্যও অত্যন্ত অধিক রহিয়াছে। জলের তৃষ্ণা এবং স্বাদ তিক্ত থাকিলে ব্রাইওনিয়া আর জলের তৃষ্ণা স্বল্প এবং স্বাদ অম্ল থাকিলে নাক্স ভমিকা। জলের তৃষ্ণা কিছুই না থাকিলে এবং জিহ্বার স্বাদ তিক্ত হইলে পালসেটিলা। ইহা ব্যতীত ইহাদের পরস্পরের মানসিক লক্ষণ এবং উদরাময়ের লক্ষণও সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। ব্রাইওনিয়ার পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগের সহিত অধিকাংশ স্থলেই পাকাশয় শূল (gastralgia) বর্ত্তমান থাকে। পাকাশয় শূলে ব্রাইওনিয়া স্ত্রীলোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রোগী পাকস্থলী প্রদেশ প্রস্তরবৎ শক্ত বোধ করে এবং এই প্রকার বোধ ৩।৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে, ক্রমশঃ উদ্গার উঠিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এইরূপ লক্ষণ পেটের খালি অবস্থাতেই অধিক প্রকাশ পায়। আহারের অনিয়মে, অজীর্ণ খাদ্য দ্রব্যাদি খাইয়া হয়। রোগ বৃদ্ধি হইলে নাক্স ভমিকার ন্যায় অম্ল উদ্গার, অম্ল বমন, বুক জ্বালা, মুখে জল উঠা ইত্যাদি লক্ষণ ক্রমশঃ উপস্থিত হয়। ব্রাইওনিয়ার এবম্বিধ লক্ষণের সহিত কোষ্ঠ কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে, নাক্সভমিকায়ও কোষ্ঠ কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে কিন্তু নাক্সের কোষ্ঠকঠিন্য এবং ব্রাইওনিয়ার কোষ্ঠ কাঠিন্য এক প্রকারের নয়।

উদরাময়—উদরাময়ে ব্রাইওনিয়ার প্রয়োগ আমরা অধিক দেখিতে

পাই না। যদিও প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ব্রাইওনিয়া সময় সময় প্রয়োগ হয় কিন্তু তাহাও অত্যন্ত বিরল। প্রাতঃকালীন উদরাময় শুনিলে অনেকে সালফারকেই স্মরণ করিবেন, যে হেতু সালফার প্রাতঃকালীন উদরাময়ের একটি অতি মহৎ ঔষধ কিন্তু সালফার উদরাময়ে রোগীকে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায় (driving out of bed) আর ব্রাইওনিয়ার শয্যা হইতে উঠিয়া পায়চারি করার পর উদরাময়ের বেগ (after rising from bed and begining to move around) হয়। ব্রাইওনিয়ার উদরাময় শাকসব্জী কিম্বা ফল ভক্ষণ করা হেতু কিম্বা গ্রীষ্মকালীন অত্যধিক উত্তাপ হেতু উৎপন্ন হয়। মল ঘোর সবুজ অথবা পিত্ত মিশ্রিত। প্রচুর জলপানের তৃষ্ণা হয় কিন্তু অনেকক্ষণ পর পর এক এক বারে অনেকটা করিয়া পান করে। মুখের স্বাদ তিক্ত হইয়া থাকে এবং খাদ্য দ্রব্য তিক্ত বোধ হয়। ব্রাইওনিয়া রোগী সর্ব্বদা স্থির হইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে কারণ সামান্য সঞ্চালনেই এমন কি এপাশ ওপাশ করিলেই উদরাময় বৃদ্ধি হয়। মুখ বিবর এত অধিক শুষ্ক হইয়া থাকে যে, মুখ জল দিয়া সিক্ত করিয়া না দিলে শিশু কিছুতেই স্তন মুখে দিতে চায় না।

কোষ্ঠ কাঠিন্য:—ব্রাইওনিয়ার সমুদয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি যেন শুষ্ক নিরস। শুষ্কতা ব্রাইওনিয়ার একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ, ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। ওষ্ঠদ্বয়, জিহ্বা মল সমুদায় শুষ্ক। ব্রাইওনিয়ার মল ঈষৎ কটাবর্ণ, শুষ্ক, কঠিন এবং লম্বা আকারের।

ব্রাইওনিয়ার কোষ্ঠ কাঠিন্যের সমগুণ ঔষধ সমুহ—

ওপিয়ম:—মল ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, কঠিন এবং গুট্‌লে গুট্‌লে।

প্লাম্বাম—মল ছাগলের নাদির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, গোল আকারের গুট্‌লে গুট্‌লে এবং মলদ্বারে আক্ষেপযুক্ত যন্ত্রণা হয়।

এলিউমিনা—মল কঠিন শুষ্ক এবং সময় সময় শুষ্ক মলের সহিত কর্দ্দমের ন্যায় নরম মলও বর্ত্তমান থাকে। মল শুষ্কই হউক অথবা নরম হউক মল ত্যাগ করিতে অত্যন্ত বেগ দিতে হয় যেন মলদ্বারের পেশীর মল বহির্গত করিয়া দিবার কোন ক্ষমতা নাই। এই ঔষধের এই লক্ষণটিই হইতেছে বিশেষ বিশেষত্ব। ব্রাইওনিয়ার মল এলিউমিনা অপেক্ষাও শুষ্ক এবং কঠিন।

ম্যাগনেসিয়া মিউর—মল অত্যন্ত শুষ্ক এবং কঠিন। শীঘ্র বহির্গত হয় না, মলদ্বার চিরিয়া যায়, শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। মল বহির্গত হইতে না হইতেই ভাঙ্গিয়া যায় (crumble at the verge of anus)।

উপরি উক্ত ঔষধগুলির একটিতেও নাক্সভমিকার ন্যায় মলত্যাগের বৃথা বেগ কিম্বা ইচ্ছা থাকে না (unattended by urging)।

যকৃতের রোগ—যকৃতের উপর ব্রাইওনিয়ার কার্য্য দেখা যায়। যকৃতে রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ হয় এতদ্ব্যতীত যকৃতের আবরণেরও (peritonium) প্রদাহ হয়। রোগী নড়াচড়া এবং শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না, যকৃত প্রদেশে স্থচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয় কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্য, শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা, তিক্ত স্বাদ, শয়ন অবস্থা হইতে উপবেশনে বমন এবং মূর্চ্ছা ভাব এতদ লক্ষণ সমূহ বর্ত্তমান থাকা উচিত। ব্রাইওনিয়াকে প্রকৃত যকৃত প্রদাহের ঔষধ বলা যায় না, ইহাকে gastro hepatic medicine অর্থাৎ যে স্থলে যকৃতের কার্য্যের ব্যতিক্রম হেতু পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হয় তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা যাইতে পারে।

চেলিডোনিয়াম—যকৃতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা চারিদিকে অর্থাৎ কখনও বক্ষঃস্থলে কখনও নিম্নোদরে ছুটিয়া বেড়ায় কিন্তু দক্ষিণ স্কন্ধাদির (Scapula) নিম্নে সর্ব্বদা যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। কর্দ্দমের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা ঘোর পীতবর্ণ উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। আর ব্রাইওনিয়ায়ও কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে। দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির (inner angle of scapula) নিম্নদেশে সর্ব্বদা যন্ত্রণা লাগিয়া থাকা চেলিডোনিয়ামের বিশেষ বিশেষত্ব জানিবে।

ক্যালিকার্ব্ব—ইহাও যকৃতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ব্রাইওনিয়ার ন্যায় স্থচীভেদ যন্ত্রণা ইহাতেও রহিয়াছে কিন্তু যন্ত্রণা নাড়াচড়া করুক আর নাই করুক সকল সময় বর্ত্তমান থাকে। ইহার উপসর্গ শেষ রাত্রিতে ৩।৪টার সময় অধিক বৃদ্ধি হয়।

বার্ব্বেরিস—যকৃত প্রদেশে স্থচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয় কিন্তু যন্ত্রণা ১০ম পঞ্জরাস্থি (10th Rib) হইতে নাভিতে বিস্তারিত হয়।

ন্যাবা—(Jaundice)—রাগান্বিত অর্থাৎ ক্রোধ বশতঃ ন্যাবা রোগে

ব্রাইওনিয়া যদিও নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু ক্যামোমিলা ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ব্রাইওনিয়ার ক্রোধের সহিত শীত শীত ভাব প্রকাশ পায়, আর ক্যামোমিলার ক্রোধের সহিত সর্ব্ব শরীরে উষ্ণতা ও ঘর্ম্ম সঞ্চার হয় এবং ইহা ব্যতীত শিশু ও নবজাত শিশুদিগের স্রাবা রোগে ক্যামোমিলা অতি উত্তম কার্য্য করে।

শিরঃপীড়া (Headache)—ব্রাইওনিয়ার শিরঃপীড়া মস্তকের সম্মুখ ভাগে অর্থাৎ কপালে অধিক হয়। সময় সময় ইহাও দেখা যায়, মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া সম্মুখে বিস্তারিত হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিম্বা মস্তকের সঞ্চালনে এবং প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গের পর এবং রাগান্বিত হওয়ার পর শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। শিরঃপীড়া কালীন রোগী চক্ষু এপাশ ওপাশ ফিরাইতে কিম্বা মস্তক নিম্নদিকে নত করিতে পর্য্যন্ত পারে না এমন কি চক্ষুর সঞ্চালনেও মস্তকের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

নেট্রামমিউর—ইহার শিরঃপীড়া প্রাতঃকালেই অধিক হয় এবং সূর্য্য উদয় এবং অস্তের সহিত বৃদ্ধি এবং হ্রাস হইতে থাকে। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর শিরঃপীড়া আরম্ভ হইলে নেট্রাম মিউরের বিষয় চিন্তা করিবে। যে কোন সময় নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পর শিরঃপীড়া হইলে ল্যাকেসিসকে প্রধান্য দিবে। নেট্রাম মিউরের শিরঃপীড়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতুরির আঘাতের ন্যায় দপ্ দপ্ করিতে থাকে যেন কত হাতুরির আঘাত হইতেছে। ব্রাইওনিয়ায় কপাল যেন ফাটিয়া যাইতে চাহে, এইরূপ বোধ হয়।

পেট্রোলিয়াম এবং জেলসিমিয়াম—মস্তকের পশ্চাদ্দেশের শিরঃপীড়ায় ইহারা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

কার্ব্বভেজ এবং নাক্সভমিকা—উক্ত রূপ শিরঃপীড়ায় সময় সময় নির্ব্বাচিত হয় যদি ইহাদিগের সহিত পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ বর্ত্তমান থাকে।

এই স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিবে কার্ব্বন জাতীয় ঔষধ গুলির মস্তকের পশ্চাদ্দেশের শিরঃপীড়া একটি বিশেষ লক্ষণ।

চক্ষু রোগ—চক্ষু রোগে ব্রাইওনিয়ার যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উক্ত বিষয়ে ইহার যাহা কিছু কার্য্য তদসমুদায়ই বাতের স্থান বিকল্প (metastasis) জানিবে। চক্ষুতে অত্যন্ত ভীষণ যন্ত্রণা হয়, চক্ষু হইতে যন্ত্রণা ভিতরে ভিতরে মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ঠেলিয়া বাহির হয়। অথবা মস্তকের

তালুতে বিস্তারিত হয় এবং যন্ত্রণা মস্তকের কিম্বা চক্ষুর সামান্ত সঞ্চালনেই বৃদ্ধি হয়। এতদসহ অক্ষি গোলক যেন প্রসারণ (sensation of stretch) হইয়া আছে এই প্রকার ভাব বর্ত্তমান থাকে। ব্রাইওনিয়ার চক্ষুরোগে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ইহাতে চক্ষুর বাহিরের আবরক (external coats) কখনও আক্রান্ত হয় না।

অস্বচ্ছ দৃষ্টি—(Glaucoma ie opacity of the ophthalmic humours and defective retina)—ব্রাইওনিয়ার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর যথেষ্ট কার্য্য আছে বলিয়াই ইহাকে অস্বচ্ছ দৃষ্টির (Glaucoma) একটি উপযুক্ত ঔষধ বলা হয়। অক্ষি গোলক (eyeball) অত্যন্ত অধিক রূপ টান (sensation of stretch) হইয়া থাকে। এতদসহ চক্ষু হইতে উষ্ণ জল নিঃসরণ, আলোকাতঙ্ক এবং দৃষ্টি শক্তির ক্ষীনতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

চক্ষুর ছানি তোলার পর অধিক জলন এবং বমন হইলে ব্রাইওনিয়াকে অনেকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন।

দন্তশূল—ঠাণ্ডা এবং বাত হইতে উৎপত্তি হয়। ঠাণ্ডাই ইহার প্রধান কারণ। দন্তের কোন প্রকার রোগ হয় না। দন্তের স্নায়ু আক্রান্ত হইয়া শূল যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। সময় সময় এক সঙ্গে অনেকগুলি দন্তের যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। মস্তক বালিসে খুব জোরে চাপিয়া রাখিলে এবং শীতল প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা সাময়িক উপশম যদিও হয় বটে কিন্তু অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। শিশু দিগের দন্ত ক্ষয় হইয়া দন্তশূল হইলে এবং শীতল জলে উপশম হইলে কফিয়াকে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ মনে করিবে। যাহাদিগের দাঁত শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং বিশেষতঃ স্নায়বীক প্রকৃতির (nervous) লোক দিগেতে মুখমণ্ডলে জলনযুক্ত স্নায়ু শূল যন্ত্রণা হইলে ক্রিয়োজোট উত্তম কার্য্য করে। যন্ত্রণা মুখমণ্ডলের সঞ্চালনে এবং কথোপকথনে বৃদ্ধি হয়।

অনুকল্প রজঃ (Vicarious menstruation)—স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের উপর ব্রাইওনিয়ার অধিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। মাসিক ঋতুর স্বাভাবিক স্রাব বন্ধ হইয়া অনুকল্প রজঃ প্রকাশ পাইলে অধিকাংশ স্থলে ব্রাইওনিয়া নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। (ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া তদ পরিবর্ত্তে মুখ নাক অথবা গয়েরের সহিত রক্তস্রাব হইলে তাহাকে অনুকল্প রজঃ বলা হয়)। মাসিক ঋতুর পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে সকল চিকিৎসকই ব্রাইও-

নিয়াকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করেন। ফসফরাস্ এবং পালসেটিলাকে এতদ্ বিষয়ে ব্রাইওনিয়ার সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে এবং অনেকে ব্রাইওনিয়া অপেক্ষা ফস্‌ফরাসকে অধিক পছন্দ করেন কিন্তু ফস্‌ফরাস প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে রোগীর শারীরিক গঠনের প্রতি দৃষ্টি করিবে। গয়েরের সহিত রক্ত দেখা দিলে এবং অনুকল্প রজঃ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে এবং রোগী যদি শীর্ণ লম্বা প্রকৃতির হয় তাহা হইলে এইরূপ স্থলে ফস্‌ফরাসকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। অনুকল্প রজঃ ব্যতীত ও রক্তযুক্ত কাশি নিবারণের ফস্‌ফরাস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিনিসিও—কাশির সহিত রক্ত উঠিলে এই ঔষধটির বিষয়ও চিন্তা করিবে। ইহা অনিয়মিত ঋতু স্রাবকে নিয়মিত করিয়া দেয়। এই বিষয়ে ইহার অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে। ইহাকে কেহ কেহ (mense regulator)বলে।

রক্ত কাশের (Haemoptysis) ঔষধসমূহ

ফেরাম এসেটিকাম ১x—প্রচুর রক্তস্রাব অথচ বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিয়া বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

ফসফরাস্—পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প রক্ত কাশ (frequent bleedings of small amount).

একালিফা ইণ্ডিকা ১x—শুষ্ক কাশিসহ রক্ত যুক্ত গয়ের (dry cough followed by spitting of blood).

হেমামেলিস্ ৬x—কৃষ্ণ বর্ণ শৈরিক রক্ত।

ইপিকাক ৬—উজ্জ্বল প্রচুর রক্ত, রক্ত নির্গত হইবার পূর্ব্বে বুকাস্থির (sternum) নিম্নে স্থর স্থর বোধ হয় এবং সর্ব্বদা বমনেচ্ছা বর্ত্তমান থাকে।

মিলিফোলিয়াম—অধিক কাশি থাকে না রক্ত অধিক উজ্জ্বলও নয় অথচ কিঞ্চিৎ ঘন (light-colored fluid blood).

রক্ত বমনের ঔষধ সমূহ (Haematemesis পাকস্থলী হইতে)

আর্ণিকা—৬ আঘাত বশতঃ হইলে।

আর্সেনিক—৩০ ফ্যাকাশে মৃতবৎ মুখের চেহারা। অত্যন্ত অস্থিরতা এবং জলতৃষ্ণা। ঈষৎ কটা অথবা কৃষ্ণবর্ণ রক্ত বমন।

হেমামেলিস্ ৬x—কৃষ্ণ শৈরিক রক্ত বমন।

ফসফরাস ৩০—কালি কিম্বা কফিগুড়ার ন্যায় রক্ত বমন। শীতল জল পানে সাময়িক উপশম।

দুগ্ধজ্বর (milk fever) **এবং স্তনপ্রদাহ**—দুগ্ধ জ্বরের ব্রাইওনিয়া একটি অতি উৎকৃষ্ট এবং অত্যন্ত প্রচলিত ঔষধ। দুগ্ধ বন্ধ হইয়া স্তন ফুলিয়া উঠে এবং অত্যন্ত শক্ত ও ভারী হয়। রোগী স্তন ঝুলাইয়া রাখিতে পারে না। কাপড় দিয়া উচু বাঁধিয়া রাখিতে বাধ্য হয়। জ্বর খুব বেশী হয় না এবং স্তন খুব লালও হয় না কিন্তু যন্ত্রণা এবং উত্তাপ অধিক হয়, সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া, গাত্র বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি লক্ষণ অল্প বিস্তর বর্ত্তমান থাকে। রোগী অতি ধীরে ধীরে চলা ফেরা করে, যেহেতু নড়াচড়ায় যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

কোনায়াম—আঘাত লাগিয়া স্তন স্ফীত এবং প্রস্তরবৎ শক্ত হইলে ইহা অধিক কার্য্য করে।

বেলেডনা—স্তনে প্রদাহ হইয়া পূঁজ সঞ্চার হইবার প্রারম্ভ অবস্থায় বেলেডনা লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে না। স্তন অত্যন্ত উত্তপ্ত লালবর্ণ হয়, সঙ্গে সঙ্গে দপ দপানি যন্ত্রণা হইতে থাকে, প্রদাহ স্থানের মূল দেশ হইতে আরক্তিম রেখা চারিদিকে বৃত্তাকারে ছড়াইয়া পরে (areas of redness spread out in radii from the central point of the inflammation),

ফাইটোলেক্কা—স্তন প্রদাহ হইয়া প্রথম হইতেই পাকিবার সূচনা হইলে ফাইটোলেক্কাকে সর্ব্ব প্রথম স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতেও স্তন অত্যন্ত শক্ত হয়, ফুলিয়া ওঠে, উত্তপ্ত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়। প্রত্যেকবার শিশুর স্তন পান কালীন যন্ত্রণা স্তনের বাম হইতে শরীরের চতুর্দ্দিক ছড়াইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর শিরঃপীড়া ইত্যাদিও বর্ত্তমান থাকে। অনেক সময় ব্রাইওনিয়া এবং ফাইটোলেক্কা কোনটী নির্ব্বাচিত হইবে সে বিষয়ে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা হয় এবং এই দুইটী ঔষধ আবার পরস্পর অনুপূরক (complementary) কিন্তু ফাইটোলেকায় দুগ্ধ ক্ষরণ অত্যন্ত প্রচুর থাকে কিম্বা একেবারেই থাকে না।

ফেলেণ্ড্রিনাম (Phellandrinum)—স্তন পানের মধ্যবর্ত্তী সময়ে

অর্থাৎ একবার স্তন পান করিয়া আর একবার পান. করিবার মধ্যবর্ত্তী সময়ে দুগ্ধ প্রণালীতে (milk ducts) অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

ক্রোটন টিগলিনিয়াম—শিশুর স্তন পান করিবার সময় যন্ত্রণা স্তনের বোঁটা হইতে আরম্ভ করিয়া ভিতরে ভিতরে সেই পার্শ্বের পশ্চাতে অর্থাৎ পৃষ্ঠ দেশে বিস্তারিত হয়। মনে হয় যেন পশ্চাৎ হইতে স্তনের বোঁটা রজ্জু দিয়া কেহ আকর্ষণ করিতেছে।

হাম—(Measles) হাম প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইলে এবং তদসহিত শুষ্ক কঠিন কাশি এবং কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকিলে ব্রাইওনিয়াকে উচ্চস্থান দিবে। শিশু কাশিবার সময় বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগে বলিয়া কাঁদিয়া ফেলে এবং পা গুটাইয়া শরীরকে দুমড়াইয়া রাখে, কাশির সহিত বিশেষ কিছু শ্লেষ্মা ওঠে না। হামের সহিত চক্ষুর প্রদাহও হইতে দেখা যায়। আবার এইরূপও দেখা যায়—হঠাৎ হাম পরিষ্কার হইয়া গিয়া মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়। শিশু তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িয়া থাকে। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয় এবং থাকিয়া থাকিয়া মুখমণ্ডল, চক্ষু ইত্যাদি স্থানের পেশীর আকুঞ্চন হইতে থাকে।

কুপ্রাম মেটালিকাম—পীড়কা (Eruption) অবরুদ্ধ (suppressed) হেতু ইহারা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে কুপ্রামকেই সকলে উচ্চস্থান দিয়া থাকেন কিন্তু কুপ্রামের লক্ষণগুলি কিঞ্চিৎ ভীষণ হয়। শিশু ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চম্‌কাইয়া ওঠে, মুখ নীলবর্ণ হয়, হাত মুঠা করে, মাথা চালিতে থাকে, অর্থাৎ কুপ্রামের বিশেষ লক্ষণ আক্ষেপ (spasm) ক্রমশঃ উপস্থিত হইতে থাকে।

হেলিবোরাস—সমুদয় ইন্দ্রিয়ের চেতনা একপ্রকার সম্পূর্ণ লোপ পায়। শিশু ঘোর আচ্ছন্ন অবস্থায় মৃতবৎ পড়িয়া থাকে।

জিঙ্কাম—জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ পীড়কা শীঘ্র এবং ভাল মত প্রকাশ পায় না, গাত্রত্বক শীতল এবং শিশু তন্দ্রাবস্থায় পড়িয়া থাকে। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে এবং ঘুমের ঘোরে চম্‌কাইয়া ওঠে। চক্ষুর তারকা প্রসারিত হয় এবং এপাশ ওপাশ ঘুরাইতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে পদযুগলের অবিরত সঞ্চালন বর্ত্তমান থাকে। জিঙ্কামের পদদ্বয় সঞ্চালন (fidgetiness) বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জানিবে।

ইপিকাক—হাম লাট খাইয়া বক্ষঃস্থল আক্রান্ত হইলে এবং তদসহিত শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এবং কাশি ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইপিকাকের বিষয় চিন্তা করা উচিত কিন্তু বসন্ত লাট খাইয়া বক্ষঃস্থল আক্রান্ত হইলে এন্টীমটার্টকে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

জ্বর

সময়—সময়ের কোন বিশেষত্ব নাই। সকল সময়ই জ্বর আসিতে পারে কিন্তু অধিকাংশ সময় প্রাতেই অধিক হয়।

কারণ—জলে ভিজিয়া কিম্বা ঠাণ্ডা লাগিয়া (রাসটক্স এবং কেলকেরিয়া) জ্বর হয়।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—প্রচুর পরিমাণ জল পান করিবার অত্যন্ত তৃষ্ণা। ভীষণ শিরঃপীড়া হয় এবং হাত পা সমুদয় কামড়ায়।

শীত অবস্থা—অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং একসঙ্গে অধিক জলপান করিবার ইচ্ছা কিন্তু অনেকক্ষণ পর পর পান করে। (পুনঃ পুনঃ জল খায় এবং সামান্য জল পানেই তৃষ্ণা নিবারণ হয় কিন্তু জল খাওয়া মাত্রই বমি হইয়া উঠিয়া যায়—আর্সেনিক)। শীত অবস্থা অনেকক্ষণ থাকে না এবং সকল সময় অধিকরূপ প্রকাশও হয় না। শীত হস্ত এবং পদের অঙ্গুলি ও ওষ্ঠদ্বয় হইতে আরম্ভ হয়। ভীষণ কাশি হয়, কাশি শুষ্ক, কাশিতে বুকে এবং প্লীহা প্রদেশে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয়। (শীত অবস্থার পূর্ব্বে এবং সময়ে অত্যন্ত শুষ্ক কাশি হয় কিন্তু কাশিতে কোথাও আঘাত লাগে না—রাসটক্স। কাশি তরল এবং কাশিতে বুকে আঘাত লাগে—নেট্রাম সালফ্)। রোগী সর্ব্বদা স্থিরভাবে শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।

উত্তাপ অবস্থা—জলতৃষ্ণা, কাশি, গাত্র বেদনা, শিরঃপীড়া এবং বুকে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা সমুদায়ই অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (উত্তাপ অবস্থায় শুষ্ক কাশি একোনাইট, ইপিকাক)। গাত্র বেদনা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে অর্থাৎ নাড়া চড়ায় অত্যন্ত অধিক হয়। রোগী স্থির চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে এবং জ্বরের কোন অবস্থাতেই নড়িতে ইচ্ছা করে না। গাত্র অগ্নিবৎ উত্তপ্ত এবং দাহ অবস্থায় সমুদায় কষ্টই অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ওষ্ঠদ্বয়, মুখবিবর, জিহ্বা সমুদায়ই অত্যন্ত শুষ্ক।

ঘর্ম্মাবস্থা—অম্লগন্ধ বিশিষ্ট এবং তৈল সদৃশ প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম হয়।

জিহ্বা—স্বল্প শ্বেত লেপাবৃত এবং শুষ্ক। সমুদায় দ্রব্যের স্বাদ তিক্ত বোধ হয় এবং শুধু মুখের স্বাদ তদপেক্ষাও অধিক তিক্ত (mouth bitter when not eating.)

নাড়ী—ভরাটে, শক্ত দড়ীর ন্যায় (full hard and tense.)

ব্রাইওনিয়া অবস্থা বিশেষে ইণ্টারমিটেণ্ট, রেমিটেণ্ট, বিলিয়াস (Billious) এবং টাইফয়েড অর্থাৎ সকল প্রকার জ্বরেই প্রয়োগ হইতে পারে কিন্তু ব্রাইওনিয়ার জ্বরের বিশিষ্ট লক্ষণ সমূহ—সঞ্চালনে গাত্র বেদনার বৃদ্ধি, ভীষণ শিরঃপীড়া, বক্ষঃস্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা, অধিক জল পানের ইচ্ছা কোষ্ঠকাঠিন্য এবং শুষ্ক কঠিন কাশি বর্ত্তমান থাকা উচিত।

টাইফয়েড জ্বর—ব্রাইওনিয়ার সহিত একোনাইটের সাদৃশ্য থাকিলেও—কিন্তু টাইফয়েড জ্বরে একোনাইটের কোন কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্বরের প্রারম্ভে যখন নাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত দ্রুত, মোটা, বেগবতী হয়, শরীরের উত্তাপ প্রবল, গাত্রত্বক শুষ্ক ঘর্ম্মহীন, রোগী অস্থির এবং উদ্বিগ্ন হয় তখন একোনাইট প্রয়োগ করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। ব্রাইওনিয়ার সহিত একোনাইটের নাড়ীর বিষয়েই যাহা কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়—কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ইহাদিগের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক—একোনাইট রোগী মৃত্যুভয়ে সর্ব্বদা শশঙ্কিত, ব্রাইওনিয়া মৃত্যুভয় লক্ষণ শূন্য।

টাইফয়েডের প্রথম হইতেই ব্রাইওনিয়ায় যেমন কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল থাকে। রাসটক্সে ইহা তদ্বিপরীত—ইহাতে প্রথম হইতেই উদরাময় লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ইহা ব্যতীত ব্রাইওনিয়া রোগী নড়াচড়ায় গাত্রবেদনা বৃদ্ধি হেতু স্থির নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া থাকে, রাসটক্স রোগী নড়াচড়ায় গাত্র বেদনা উপশম হেতু অস্থির ছটফট, এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। ব্রাইওনিয়ার জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত, রাসটক্সের জিহ্বা লাল ত্রিকোণাকৃতি দাগযুক্ত।

ব্রাইওনিয়ার শিরঃপীড়া এত অধিক হয় যে মস্তক সঞ্চালন করা দূরের কথা—রোগী চক্ষু পর্য্যন্ত এপাশ ওপাশ ফিরাইতেই পারে না। বালিস হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেই শিরঃঘূর্ণন এবং বমনের উদ্রেক হয়। জ্বরের প্রথম অবস্থায় জিহ্বা অধিক অপরিষ্কার হয় না, সামান্য শ্বেত লেপাবৃত থাকে। জ্বর যতই ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হয়, সঙ্গে সঙ্গে টাইফয়েড এবং পৈত্তিক লক্ষণ সমূহও ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে। জিহ্বা অধিক শুষ্ক হয়; স্বাদ তিক্ত হইতে তিক্ততর হয়, শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা পীতবর্ণ হয়। শিরঃপীড়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বেদনা পিপাসা, বক্ষঃস্থলের সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা সমুদয়ই অধিকতর হইতে থাকে।

ব্রাইওনিয়া জ্বরের সর্ব্ব প্রথম অবস্থায় নির্ব্বাচিত হয়। উপরি উক্ত লক্ষণ সমূহ বর্ত্তমান থাকা সত্বেও ক্রমশঃ মানসিক গোলমাল, মস্তিষ্কের অবসাদ ইত্যাদি উপস্থিত হইতে থাকে, অথচ মস্তিষ্কের অবসাদের সহিত জ্ঞানের কোন প্রকার ভ্রম থাকে না। এবম্প্রকার তন্দ্রা এবং অবসাদ অবস্থায় ব্রাইওনিয়া রোগী যদিও প্রলাপ বকে কিন্তু তাহা অতি সামান্য—নিদ্রার জন্য রোগী চক্ষু বন্ধ করিলেই অপরিচিত ব্যক্তির দৃশ্য দেখে। আবার চক্ষু খুলিলে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়। দিন দিন যতই জ্বর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, প্রায় প্রথম সপ্তাহ পর রোগীও ক্রমশঃ আচ্ছন্ন ও তন্দ্রাভাবাপন্ন হইয়া আসে এবং নিজের ব্যবসা বাণিজ্য এমন কি নিজের দৈনিক কার্য্যের কথা প্রলাপে বকিতে থাকে, ইহা ব্যতীত প্রলাপে সর্ব্বদা বাড়ী যাইব বাড়ী যাইব করিতে থাকে। এমন কি সময় সময় বাড়ী যাইব বলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করে, মনে করে সে বাড়ী হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে এবং বাড়ীতে যাইতে পারিলেই সমুদয় রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে, ব্রাইওনিয়ার এই লক্ষণটি রোগের প্রায় শেষে উপস্থিত হয়। ইহা ব্রাইওনিয়ার বিশেষ বিশেষত্ব জানিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা, শুষ্ক ওষ্ঠ, অধিক জলপানের ইচ্ছা, বিদীর্ণবৎ

শিরঃপীড়া, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং দৈনিক কার্য্য কলাপের প্রলাপ বর্ত্তমান থাকিবে,

ব্রাইওনিয়ার প্রয়োগ হইতে নিরস্ত হইও না—(As long as the white or may be yellowish tongue, parched lips and thirst, constipation, pain in the head and delirium in mild from about the business of the day and dread of motion continues, Briyonia must be continued—many cases begin and with this array of symptoms, my custom is to dessolve a few pellets of Briyonia 30 in two-third glass cold water and give dessert spoonful doses one in two hours for 3 or 4 doses and then wait for 24 hours. If there is amelioration at the end of that time, I continue sac-lac as long as improvement continues and seldom have to repect it or change the remedy. It cures and that is the end of it—Nash.

টাইফয়েডে ব্রাইওনিয়ার পর প্রায়ই জেলসিমিয়মের অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাতেও রোগ উপশম না হইলে ক্রমশঃ রাসটক্স, ব্যাপ্টিসিয়া, আর্সেনিক কার্ব্বভেজ ইত্যাদির অবস্থা আসিতে থাকে। পাঠকবর্গের সুবিধার্থ এখানে ব্রাইওনিয়া, জেলসিমিয়াম এবং ব্যাপ্টিসিয়ার লক্ষণ সমূহ পাশাপাশি রাখিলাম।

	ব্রাইওনিয়া।	জেলসিমিয়াম।	ব্যাপ্টিসিয়া।
১।	গাত্র বেদনা এবং দুর্ব্বলতা থাকে।	গাত্রবেদনা এবং দুর্ব্বলতা থাকে কিন্তু ইহাতে গাত্র বেদনা অধিক থাকে না।	গাত্র বেদনা এবং দুর্ব্বলতা থাকে কিন্তু গাত্র বেদনা অধিক থাকে।
২।	তন্দ্রাভাব এবং মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্যতা থাকে না।	তন্দ্রাভাব এবং মুখমণ্ডল রক্তিমাভাযুক্ত হয় কিন্তু তন্দ্রাভাব ইহাতে অধিক থাকে।	তন্দ্রাভাব এবং মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্যতা উভয়ই থাকে।
৩।	মানসিক আচ্ছন্নতা এবং বিঘোর ভাব অধিক থাকে না।	মানসিক আচ্ছন্নতা এবং বিঘোরভাব ব্রাইও-নিয়া অপেক্ষা অধিক থাকে।	মানসিক আচ্ছন্নতা এবং বিঘোরভাব অত্যন্ত অধিক থাকে।
৪।	স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে, নড়াচড়ায় গাত্র বেদনা বৃদ্ধি হয়।	দুর্ব্বলতা এবং পেশী মণ্ডলের অবসাদ হেতু স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে।	স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে না, শয্যা শক্ত মনে করিয়া এপাশ ওপাশ করিতে থাকে।
৫।	কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে।	কোষ্ঠকাঠিন্য কিম্বা উদরাময় কোনটাই অধিক থাকে না।	উদরাময় অধিক থাকে।
৬।	মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত নয়।	মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ইত্যাদি স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত নয়।	মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ইত্যাদি সমুদয় অতন্ত দুর্গন্ধ-যুক্ত।
৭।	বিকারে নিজের দৈনিক কার্য্যের কথা প্রলাপ বকে।	প্রলাপ বিশেষ কিছুই থাকে না।	বিকারে অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ যেন চারিদিকে ছড়াইয়া আছে তাহা এক স্থানে করিবার জন্য হাতড়াইতে থাকে।
৮।	জিহ্বা শ্বেতলেপাবৃত। জিহ্বা ওষ্ঠ-দ্বয় শুষ্ক চট্‌চটে এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে।	জিহ্বা বিশেষ লেপাবৃত থাকে না এবং তৃষ্ণাও বিশেষ থাকে না কিন্তু জিহ্বা বহির্গত করিতে অত্যন্ত কাঁপে (trembles when protruding.)	জিহ্বার মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণের রেখা রেখা দাগ প্রকাশ পায় এবং সমুদায় জিহ্বাই ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হয়।
৯।	মূত্র স্বল্প এবং লাল।	মূত্র প্রচুর জলবৎ এবং গন্ধহীন।	মূত্র স্বল্প, দুর্গন্ধযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ।

ব্রাইওনিয়ার যদিও অধিক জলের পিপাসা একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ তথাপি ইহা দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন স্থলে টাইফয়েড জ্বরে ইহা আদৌ বর্ত্তমান থাকে না, কিন্তু এবম্প্রকার অবস্থা অত্যন্ত বিরল। জল পিপাসা থাকিলে অধিক জলপান ইচ্ছাই থাকে। টাইফয়েড জ্বরে মুখ এবং জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক অথচ পিপিসা নাই। এই প্রকার লক্ষণ কখন দেখিতে পাইলে, ব্রাইওনিয়াকে বিশেষ চিন্তা না করিয়া হস্তছাড়া করিবে না। ব্রাইওনিয়ার প্রলাপকালীন দেখা গিয়াছে, শিরঃপীড়া অত্যন্ত অধিক হয় এবং এমন কি সময় সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়। রক্তস্রাব হইলে তাহা সচরাচর শেষ রাত্রি ৩।৪ টায় প্রকাশ পায়।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—বাত, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদিতে নিম্নক্রম ৩x, ৬x। নিউমোনিয়া, প্লুরেসি, জ্বর ইত্যাদি রোগে উচ্চক্রম ৩০, ২০০ সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

অনুপূরক (complementary)—এলিউমিনা, রাসটক্স।

সমগুণ ঔষধ—দ্রুত কথোপকথনে এবং জলপানে—বেলেডোনা, হেপার সালফার।

বক্ষঃস্থলের এবং পার্শ্বের বেদনায়—র‍্যানান, প্লীহাপ্রদেশে কন্‌কনে এবং ভার ভার বোধ যন্ত্রণায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম এবং বাম পার্শ্বে শয়নে অত্যন্ত বৃদ্ধি লক্ষণে—টেলিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে, পরিশ্রমে, স্পর্শে। যে কোন প্রকার স্রাবের অবরুদ্ধে।

রোগের উপশম—স্থিরভাবে বিশ্রামে, যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে।

রোগীর বিবরণ।

একটি লোকের প্রত্যেক তিন দিন পর পর জ্বর হইত (পূর্ব্বে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় অত্যন্ত কুইনাইন সেবন করিয়াছিল)। প্রত্যেক তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নে অত্যন্ত শীত শীত বোধ এবং শিরঃপীড়া হইয়া গাত্রোত্তাপ হইত। শীতভাব অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক থাকিত না এবং গাত্রের তাপও অত্যন্ত অধিক হইত না অথচ অত্যন্ত জলতৃষ্ণা (অনেকক্ষণ পর পর হইত) এবং প্রচুর ঘর্ম্ম হইত কিন্তু জ্বরের বিচ্ছেদকালে বক্ষঃস্থলে বিশেষতঃ কাশি উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হইত। কাশি শুষ্ক এবং অত্যন্ত কষ্টজনক ছিল। কাশিতে রোগী অত্যন্ত কষ্ট পাইত, শ্লেষ্মা কিছুই উঠিত না অথচ বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগিত। এতদ্ লক্ষণ ব্যতীত রোগীটিতে আর কোন লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল না। জ্বরের বিচ্ছেদ অবস্থায় ব্রাইওনিয়া এক মাত্রা উচ্চক্রম দেওয়ায় জ্বর পুনরায় আর দেখা দেয় নাই। একমাত্রাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে—ডাক্তার থেয়ার।

নেট্রাম-মিউরেটিকাম

(Natrum-Muraticum)

নেট্রাম-মিউর—হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য ভাণ্ডারের একটি মহৎ কীর্ত্তি স্তম্ভ এবং ইহা হ্যানিমানের একটি আশ্চর্য্য আবিষ্কার। নেট্রাম-মিউর সামান্য লবণ, নিত্য নৈমিত্তিক কত ভাবে আমরা খাদ্য দ্রব্যের সহিত ব্যবহার করিতেছি কিন্তু ইহার ভিতর কি একটা মহৎ গুণ অনুপ্রবিষ্ট ভাবে লুক্কায়িত ছিল, কয়জন ব্যক্তি তাহা চিন্তা করিয়াছিল? ধন্য সেই মহাজন হ্যানিমান! যিনি সামান্য নিত্য ব্যবহার্য্য লবণকেও ঔষধে পরিণত করিয়া আজ জগতের কত উপকার সাধন করিয়াছেন কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ইহার ধর্ম্ম এবং মর্ম্ম এক শ্রেণীর লোক অবগত হইতে চেষ্টা না করিয়া বরং গুণপণা শ্রবণ করিয়া বিদ্রূপ উপহাস করিয়া থাকেন! জগতের ইতিহাসে এই প্রকার বিদ্রূপ অনেক বিষয়েই হইতে দেখা গিয়াছে কিন্তু পরিশেষে আবার তাহাই সকলে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে ক্রমশঃ বিরোধী দল ইহার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া এবং লবণ খাইয়া লবণের গুণগান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

নেট্রাম মিউর হ্যানিমান স্বয়ং প্রুভিং (Proving) করা সত্ত্বেও একদল অষ্ট্রীয়ান ডাক্তার ইহাকে পুনরায় পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং পরীক্ষাকার্য্যে কয়েক জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। নেট্রাম মিউর উচ্চক্রমই সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে এবং উত্তম কার্য্যও পাওয়া যায়। (It is true of Nat-mur as most other drugs, that the high potencies act best—Farrington)। নেট্রাম মিউরের ক্রম (dilution) সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়াজকে (Dr. Watzke) যাঁহার তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয়বার নেট্রাম মিউরের পরীক্ষা হইয়াছিল তাঁহার কথাই তুলিয়া দিলাম—"I am, alas! I am compelled to declare myself for the higher dilutions, The physiological experiments made with Nat. M. as well as the great majority of the clinical results obtained there

with, speak decisively and distinctly for these preparation. All the subsequent experience points in the same direction এই কথা গুলিতে মনে হয় সেই সময় উচ্চক্রম ব্যবহারের বোধ হয় তত প্রথা ছিল না, তাই ডাক্তার ওয়াজকে সিদ্ধান্তকরণে যখন দেখিতে পাইলেন, নেট্রাম মিউরের উচ্চক্রমই অধিক ফলপ্রদ তখন তিনি alas ! বলিয়া উঠিয়াছিলেন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। প্রচুর রজঃ স্রাব, রেতঃ স্খলন, জীবনী শক্তির অপচয় (loss of vital fluids) কিংবা মানসিক শোক দুঃখ হেতু রক্ত শূন্য এবং বিকৃত ধাতুগ্রস্থ (cachectic) ব্যক্তিদিগের পক্ষে নেট্রাম মিউর বিশেষ উপযোগী।

২। অতিশয় শীর্ণতা। আহার সত্বেও গায়ে মাংস হয় না অর্থাৎ খায়দায় গায়ে লাগেনা। (Great emaciation, losing flesh while living well)। শীর্ণতা বিশেষতঃ গ্রীবাপ্রদেশে অধিক প্রকাশ পায়।

৩। শিরঃপিড়া বিশেষতঃ রক্তস্বল্প স্ত্রীলোক এবং স্কুল বালিকা দিগতে অধিক প্রকাশ পায়, সূর্য্যদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ এবং বৃদ্ধি হইয়া সূর্য্যাস্তে উপশম হয় (sunrise to sunset)। শিরঃপীড়া অত্যন্ত ভীষণ হয়, মস্তক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চাহে। জ্বর কালীন শিরঃ পীড়ায় মস্তকে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজস্র হাতুড়ির আঘাত হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। ঘর্ম্মেতে উপশম হয়।

৪। জিহ্বা লাল দ্বীপাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ বিশিষ্ট এবং চিত্রিত (mapped with red insular patches)। কথা ভারি ভারি এবং জড়াইয়া যায়। শিশুদিগের হাঁটিতে শিখিতে বিলম্ব (children slow in learning to walk)। ইহা ব্যতীত জিহ্বায় যেন চুল লাগিয়া রহিয়াছে, এইরূপ বোধ। (সাইলিসিয়া)

৫। জ্বর কালীন ওষ্ঠে মুক্তা সদৃশ জ্বর ঠোস্কা প্রকাশ পায়।

৬। জ্বরের আক্রমণ প্রতি দিন প্রাতে ১০।১১টা।

৭। কোষ্ঠকাঠিন্য। মল শুষ্ক শক্ত এবং বহির্গত হইবার কালীন ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায় (ম্যাগনেসিয়া মিউর) সময় সময় মলদ্বার চিরিয়া গিয়া রক্ত পাত হয়, সহজে মলত্যাগ হয় না। অত্যন্ত চেষ্টা করিতে হয় এবং বেগ দিতে হয়।

৮। প্রত্যহ প্রাতে শয্যা হইতে উত্থান কালীন জরায়ু নির্গমনের (prolupsus of uterus) আশঙ্কা এবং তদহেতু রোগী বসিয়া পড়ে।

৯। লবণ এবং লবণাক্ত খাদ্য দ্রব্য খাইবার বিশেষ আকাঙ্খা।

১০। অত্যন্ত কাঁদুনে স্বভাব, সামান্য বিষয়েই কাঁদিয়া ফেলে অথচ সান্ত্বনা প্রদানে রোগী বিরক্ত বোধ করে এবং ক্রোধান্বিত হয়। (পালসেটিলার বিপরীত)

সাধারণ লক্ষণ।

১। ভ্রমণ কালীন, কাশ দিতে, হাঁচিতে অনিচ্ছায় প্রস্রাব নির্গত হইয়া পড়ে (কষ্টিকাম)। প্রস্রাব ত্যাগ কালীন অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। শীঘ্র প্রস্রাব বহির্গত হয় না (হেপার, মিউরেটিক এসিড) এবং প্রস্রাব দ্বারে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়।

২। হৃদপিণ্ডের ভীষণ স্পন্দন, সিঁড়িতে উপরে উঠিতে, গোলমালে এবং সামান্য পরিশ্রমেই বৃদ্ধি হয়। হৃদপিণ্ডের স্পন্দনে সমুদয় শরীর ঝাঁকাইয়া তোলে।

৩। নখের চারি পার্শ্বের চর্ম্ম শুষ্ক এবং চিরিয়া যায় (গ্র্যাফাইটিস, পেট্রোলিয়াম)। মলদ্বারে, ঘাড়ে, চুলের গোড়াগুলিতে, হাঁটুর ভাঁজে দদ্রুবৎ চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়।

৪। হস্তের চেটোয় আঁচিল হয়।

৫। ঘরে চোর ডাকাতের স্বপ্ন দেখে এবং নিদ্রাভঙ্গে সমুদায় ঘর অনুসন্ধান না করা পর্য্যন্ত রোগীর কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। (সোরিনাম)

৬। ইকজিমা কাঁচা লাল এবং প্রদাহযুক্ত বিশেষভাবে চুলের গোড়ালিতে অধিক হয়। অধিক লবণ, লবণাক্ত খাদ্য সামগ্রী; সমুদ্রের ধারে বসবাসে এবং সমুদ্র ভ্রমণে বৃদ্ধি হয়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য (Physiological action)—নেট্রাম মিউরের ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লবণ শরীরের সর্ব্বঘটে বিরাজ করিতেছে, এমন কি প্রত্যেক টিসু (tissue) এবং দন্তের বেষ্টনে (enamal) পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে ত্রুটি করে নাই (It enters every tissue of the body even into the enamal of the teeth) এবং যে সমুদায় টিসুতে লবণ অধিক পাওয়া যায় তাহাদিগের stimulant বলিয়া ইহা (লবণ) পরিগণিত হয়। ইহা চক্ষুর রসযুক্ত স্থান গুলিতে বিশেষ ভাবে aquious humor, crystalline lens এবং Vitrous humor এ পর্য্যাপ্ত পরিমানে বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ কথিত আছে যে, চক্ষুর এইরূপ স্থলে ইহার বর্ত্তমানতায় স্থান বিশেষে টিসু গুলির স্বচ্ছতা রক্ষা হয়। ডাক্তার ভির্চ্চো (Dr. Virchow) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন একটি কুকুরকে অধিক মাত্রায় ক্লোরাইড অফ সেডিয়াম (chloride of sodium) দেওয়ায় তাহার চক্ষুর crystalline lens এর অস্বচ্ছতা উৎপন্ন হইয়াছিল তবেই দেখা যাইতেছে, নেট্রাম মিউরে চক্ষুর ছানি ঘটাইতে এবং সারাইতে পারে, এই উভয় ক্ষমতাই রহিয়াছে।

লবণ যে stimulant এর কার্য্য করে তাহা আমরা পরিপাক ক্রিয়াতেও পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারি—প্রথমতঃ খাদ্য দ্রব্যকে স্বাদযুক্ত করে, খাদ্য দ্রব্যের স্বাদ আনয়ন করিতে হইলে লবণই তাহার প্রধান উপাদান রূপে ব্যবহার হয়। লবণ gastric juiceএর নিঃসরণ বৃদ্ধি করিয়া পাকস্থলীর ক্রিয়াকে সাহায্য করে, ইহা ব্যতীত লবণ শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক প্রকার গ্রন্থিতে (glands) বিশেষ ভাবে গণ্ডস্থল এবং নাসিকার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান গুলির গ্রন্থিতে কার্য্য করিয়া মুখমণ্ডলের চর্ম্মকে তৈলাক্ত এবং মসৃণ করে, এতদ্ব্যতীত পেশীতেও যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে দুর্ব্বল পেশীকে সবল করে, এইরূপ দেখা যায় পেশী এবং স্নায়ুর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত হস্ত পদের বিকৃতিতে লবণের বাহিক

ব্যবহারে সাময়িক ফল পাওয়া যায়—ইহার দ্বারাই মনে হয় লবণের পেশী এবং স্নায়ু সবল করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে।

নেট্রাম মিউর—কুইনাইন, অম্লখাদ্য দ্রব্য, রুটী, অত্যধিক লবণ, সিলভার নাইট্রেট ইত্যাদির অপব্যবহার হেতু এবং শোক, দুঃখ ক্রোধ ভয় ইত্যাদি জনিত রোগে উত্তম কার্য্য করে।

রক্তস্বল্পতা—(Anaemia)—নেট্রাম মিউর রক্তস্বল্পতার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যে কোন কারণ বশতঃই হউক, জীবনী শক্তির (vital fliuds) অপচয় (চায়না, কেলিকার্ব্ব), কিংবা ঋতুস্রাবের অনিয়ম (পালসেটিলা) কিংবা রেতঃস্খলন (এসিডফস, চায়না) কিংবা শোক দুঃখ কিংবা অন্য কারণ জনিতই হউক যদি কোষ্ঠকাঠিন্য, শীর্ণতা এবং নেট্রাম মিউরের মানসিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে নেট্রাম মিউরকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। রক্তহীনতা প্রযুক্ত রোগী scurvy রোগেতেও ভুগিতে থাকে এবং নেট্রাম মিউর সেইরূপ স্থলে প্রায়ই প্রয়োগ হয়। Scurvy অর্থাৎ শীতাঙ্গ রোগ অধিক কাল লবণাক্ত মাংস ভক্ষণ হইতে উদ্ভূত হয়। এইরূপ অবস্থার নেট্রাম মিউর যে একটি ঔষধ হইবে তাহা কোন আশ্চর্য্য বিষয় নহে। scurvy রোগে মুখে জিহ্বাতে, দাঁতের মাড়ীতে ক্ষত এবং শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত হয় (মার্কিউরিয়াস, কার্ব্বভেজ) এবং জিহ্বায় মানচিত্রের ন্যায় নানান প্রকার দাগ প্রকাশ পায়। (আর্সেনিক, কেলি বাইক্রম এবং টেরাক্সাকাম)। ইহা ব্যতীত আরও দেখিতে পাওয়া যায় রক্তের এই প্রকার হীনতা অবস্থার (impoverished state of blood) দরুণ স্নায়বীক বিধানও (nervous system) অল্পবিস্তর আক্রান্ত হয়। রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক শীর্ণ ও ফ্যাকাসে হইতে থাকে অথচ আহারের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হয় না গাত্র চর্ম্ম খসখসে শুষ্ক এবং পীতাভযুক্ত হয়, রোগী সামান্য মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করে। রক্তস্বল্পতার দরুণ রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়াও অতি অল্পতেই উত্তেজিত হয় এবং তদ্‌হেতু সামান্য পরিশ্রমে সমুদায় শরীরে একপ্রকার দপদপানি ভাব উৎপন্ন হয়। এবম্প্রকার রক্তস্বল্পতার সহিত প্রায়ই অত্যন্ত হৃদ্‌স্পন্দন (palpitation of heart) বর্ত্তমান থাকে এবং এতদ্ হৃদস্পন্দন হঠাৎ কোন প্রকার গোলমালের শব্দে, সিঁড়িতে উপরে উঠিতে, বামপার্শ্বে

শয়নে এবং সামান্য পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। এত অধিক জোরে হৃদস্পন্দন হয় যে সমুদায় শরীরকে ঝাঁকাইয়া তোলে (স্পাইজেলিয়া) যাহাদের শোক দুঃখ, অত্যধিক সঙ্গম ক্রিয়া, রক্তের অপচয় এবং দুর্ব্বলজনক কোন কারণ বশতঃ রক্তস্বল্প হইয়া হৃদস্পন্দন হয় নেট্রামমিউর তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। ইহার সহিত নাড়ীর গতিও ক্ষণবিলুপ্ত হয় (intermittent) কিন্তু ইহা কোন প্রকার যান্ত্রিক দোষ (Organic disease) হইতে উৎপন্ন হয় না, দুর্ব্বল হৃদপিণ্ডই ইহার একমাত্র কারণ। ডাক্তার ন্যাস এই প্রকার বহু রোগী কেবল এক মাত্রা উচ্চ ক্রম অর্থাৎ ২০০ শক্তি নেট্রামমিউর প্রয়োগে আরোগ্য করিয়াছেন তাঁহার কথাই নিম্নে তুলিয়া দিলাম।

I have helped many such cases with this remedy, high, in single dose, only repeating when improvement lagged, I have seen a patient lost 40 lbs of flesh (weight 160 lbs) though eating all the time, under one dose of Natrum Mur tip the scale at 200 lbs within 3 months from the time of taking.

নেট্রাম মিউরের রক্তস্বল্পতার সহিত নিম্ন লক্ষণ কয়েকটি বর্ত্তমান থাকা একান্ত প্রয়োজন—(১) স্বল্প ঋতুস্রাব (২) কোষ্ঠকাঠিন্য (৩) শীর্ণতা (৪) হৃদস্পন্দন (৫) বিষাদ ও ক্রন্দনভাবাপন্ন মনের অবস্থা। গ্র্যাফাইটিসে যদিও এই প্রকার লক্ষণ অনেকটা রহিয়াছে কিন্তু গ্র্যাফাইটিস রোগী ক্রমশঃ মোটা হইতে থাকে এবং প্রায়ই চর্ম্মরোগ বর্ত্তমান থাকে।

মানসিক লক্ষণ এবং বিষণ্ণচিত্ততা—(mental symptoms and melancholia)—নেট্রাম মিউরের বিষাদপূর্ণ মনের অবস্থা (depression in spirits) একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ এবং লক্ষণটি নেট্রাম মিউরের রোগের পুরাতন অবস্থায় প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার ফ্যারিংটন বলেন এই লক্ষণ ব্যতীত পুরাতন রোগে নেট্রাম মিউর কদাচিৎ প্রয়োগ হয়—(Dr Farington says—You will seldom find Natrum M. indicated in chronic affection unless there is this low

spirited condition of mind) নেট্রামমিউর রোগী অত্যন্ত ক্রন্দনশীলা সহজেই কাঁদিয়া ফেলে। মুখের চেহারায় যেন কাঁদুনে ভাব লাগিয়া রহিয়াছে এবং ইহার আবার বিশেষত্ব যে, সান্ত্বনা প্রদানে ক্রন্দন অধিক হয় ও রোগী বিরক্ত রোধ করে। এই প্রকার অবস্থা পালসেটিলায়ও রহিয়াছে কিন্তু পালসেটিলা রোগী সান্ত্বনা ভালবাসে এবং শান্তি পায় (নেট্রাম মিউরের ঠিক বিপরীত)।

এতদ্ব্যতীত সময় সময় আবার রোগী নেট্রামকার্ব্বের ন্যায় অত্যন্ত বিষন্নচিত্ত ভাবাপন্ন হয় (Hypochondriac) কিন্তু নেট্রাম কার্ব্বের বিষণ্ণচিত্ত অবস্থা কেবল অজীর্ণ রোগের সহিত সংস্রব থাকে, আর নেট্রাম মিউরে কোষ্ঠ কাঠিন্যের সহিত বর্ত্তমান থাকে। আবার বিষণ্ণচিত্ত অবস্থাও সর্ব্বদা থাকে না; খিট্‌খিটে এবং রাগান্বিত হয়, সামান্য কারণেও বিরক্ত হইয়া উঠে। অশান্তিজনক ঘটনা শীঘ্র ভুলিতে পারে না, ভিতরে ভিতরে সেই বিষয় লইয়া গোমরাইতে থাকে এবং তদ্‌হেতু রাত্রিতে হৃদস্পন্দন উপস্থিত হয় ও রোগী জাগিয়া ওঠে আর নিদ্রা যাইতে পারে না।

নেট্রাম মিউরের সহিত এই বিষয়ে সিপিয়ার অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে উভয় ঔষধেই বিষাদ এবং রাগান্বিত ভাব একসঙ্গে জড়িত থাকে। উভয় ঔষধেই কেহ ক্ষতি করিলেই তাহার প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করে, ইহা ব্যতীত উভয় ঔষধই পরস্পর অনুপূরক (Complementary) কিন্তু সিপিয়া রোগীতে একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে সংসারের কার্য্যের প্রতি উদাসীন। নেট্রাম মিউরে ইহা নাই।

নেট্রাম মিউরের মেধাশক্তিও অত্যন্ত দুর্ব্বল। মানসিক কার্য্যে অত্যন্ত অনিচ্ছুক, সমুদায় যেন গুলাইয়া যায়, কথায় কথায় ভুল করে, স্মরণশক্তি হ্রাস হয় এবং অধ্যয়নে মস্তকে কষ্টবোধ করে।

নেট্রাম মিউরের মানসিক অবস্থা অনেক সময় ঠিক পাওয়া যায় না, নানান প্রকার হয়। Hypochondriac অর্থাৎ অবসাদবায়ুগ্রস্থ রোগীদিগের মানসিক অবস্থার ন্যায় হওয়া অনেকটা স্বাভাবিক। বিষণ্ণ অবস্থায় থাকিতে থাকিতে রোগী উত্তেজিত হইয়া ওঠে, বিশেষ কোন কারণ ব্যতীতও খিল খিল করিয়া হাসে। হস্তের অঙ্গুলিসমূহ অনিচ্ছায় তাণ্ডব রোগের ন্যায় (chorea) সঞ্চালিত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কম্পন হয়। স্থানের স্থানের পেশীর

স্পন্দন হইয়া ওঠে, হস্তস্থিত দ্রব্য পড়িয়া যায়। বক্ষঃস্থল ধড়ফড় করে, শরীর ভারী বোধ হয় বিশেষতঃ রক্তহীন যুবতীদিগের যাহাদিগের মুখমণ্ডল পীতাভ, চর্ম্ম খস্‌খসে এবং কোঁচকান, ঋতুস্রাব স্বল্প অথবা বন্ধ, তাহাদিগের মধ্যে উক্তরূপ মানসিক অবস্থা অধিক প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। মানসিক উচ্ছ্বাসে (mental emotion) সময় সময় এত অধিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয় যে, শরীরের কোন কোন অঙ্গ পক্ষাঘাতের ন্যায় অকর্ম্মণ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা হয়।

ডাক্তার বেস অবসাদ বায়ুগ্রস্থ রোগ সম্বন্ধে এই ঔষধের বিষয়ে কি বলিতেছেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম—Dr Bays recommends this medicine strongly in a form of passive hypochondriasis. "There is" he writes, "a sort of despairing hopeless feeling about the future, accompained by dryness of the mouth, often with sore throat, sore tongue and slight ulcerations and almost invariably chronic constipation with hard stool."

নেট্রাম মিউরের বিষয়ে একটি কথা সদা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সকল রোগের সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকা একান্ত প্রয়োজন এতদ্ব্যতীত নেট্রাম মিউর অধিক নির্ব্বাচিত হয় না।

উপরিলিখিত লক্ষণ ব্যতীত দেখিতে পাওয়া যায় কটিদেশ (Lumber region) অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত হয়। মনে হয় যেন কোমর ভাঙ্গিয়া খসিয়া যাইবে, অথচ শক্ত স্থানে শয়নে যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশম হয়। কটিদেশ পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্ব্বল বোধ হয়, ইহা প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিবার পর রোগী অধিক বোধ করে। জিহ্বা আড়ষ্ট হয়, কথা জড়াইয়া যায়। সন্ধিস্থল সমূহ বিশেষতঃ পায়ের গোড়ালি অধিক দুর্ব্বল হয় এবং ইহাও প্রাতেই বৃদ্ধি হয়।

পুনরায় লিখিতেছি যে সমুদায় রোগীতে উল্লিখিত মানসিক লক্ষণসমূহ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা প্রায়ই হরিৎ-পীড়াগ্রস্ত (chlorotic) অথবা রক্তে শ্বেত কনিকাধিক্য (leucocy-thaemia) রোগগ্রস্থ এবং তাহাদিগের মাসিক ঋতুস্রাব প্রায়ই

বিলম্বে এবং স্বল্প হয় অথবা সম্পূর্ণ স্থগিত হইয়া যায় ও এতদ ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে অবসাদ মনদুঃখ, হৃদস্পন্দন এবং দপদপানি শিরঃপীড়া ইত্যাদি সমুদায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, ইহা এই ঔষধের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। •

(Dicided increase of the sadness before and during menses, palpitation of the heart, which too, is apt to be of this fluttering variety and throbbing headache, which headache continues persistently after the menstrual period).

জরায়ু ভ্রংশ (prolupsus of uterus)—নেট্রাম মিউরে বিশেষ ভাবে প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার সময় অধিক বোধ করে। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থানকালীন জরায়ু নির্গমন রোধ করিবার নিমিত্ত রোগী বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয় (when she gets up in the morning she must seat down to prevent prolupsus)। ইহাতে জরায়ুর কোন প্রকার যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন ঘটে না। ইহা কেবল ক্রিয়াবিকার (functional)। যে সমুদায় বন্ধনী (ligaments) জরায়ুকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাদিগের শিথিলতা প্রযুক্তই এই প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে নিদ্রার পর, শরীর সুস্থ বোধ করার পরিবর্ত্তে শিথিল বোধ করে। কাজে কাজেই জরায়ু ঝুলিয়া পড়ে এবং রোগী তাহা নিবারণার্থ বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে স্ত্রীলোকদিগের এই প্রকার কুন্থনবৎ যন্ত্রণায় (bearing down pain) প্রাতঃকালে বৃদ্ধি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে নেট্রাম মিউর উত্তম কার্য্য করে।

সিপিয়া এবং লিলিয়ামটাইগ্রিয়ামেও—এইরূপ জরায়ুচ্যুতি লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু সিপিয়া রোগী উরুর উপর উরু দিয়া চাপিয়া রাখে (must cross her legs)। লিলিয়াম টাইগ্রিয়ামে হাত দিয়া চাপিয়া ধরে (supporting the valve with hands)। উক্ত প্রকার লক্ষণের সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অবসাদ বায়ু রোগ (Hypochondriasis) বর্ত্তমান থাকিলে নেট্রাম মিউরকে সর্ব্ব প্রাধান্য দিবে এবং নেট্রাম মিউর তাহার

অতি উপযুক্ত ঔষধ, ইহা জানিবে। নেট্রাম মিউরের জরায়ু রোগের সহিত প্রায়ই কোমরে ব্যথা (back ache) বর্ত্তমান থাকে এবং কোমরে যন্ত্রণা রাসটক্সের ন্যায় চিৎ হইয়া টান করিয়া শয়ন করিলে কিংবা পশ্চাদ্দেশ বালিশে চাপিয়া রাখিলে উপশম হয়। ইহা ব্যতীত এতদসহ আর একটি বিশেষ লক্ষণের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে মূত্র ত্যাগান্তে মূত্র মার্গে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হওয়া কিন্তু জরায়ু চ্যুতি সহ কটিদেশে যন্ত্রণা এবং প্রাতঃকালীন বৃদ্ধি এই দুইটি লক্ষণই হইতেছে নেট্রাম মিউরের বিশেষ পরিজ্ঞাপক (Back ache and morning aggravation, are symptoms which will aid you in the selection of Nat-M—Farrington).

শিরঃপীড়া—মানসিক পরিশ্রমে এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। যন্ত্রণা দপদপানি প্রকৃতির এবং প্রয়াই কপালে অধিক হয়। মনে হয় যেন কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতুড়ির আঘাত হইতেছে (as if thousands of little hammers were pounding thead)। এক এক সময় যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে রোগী উন্মাদের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নেট্রাম মিউরে এবম্প্রকার শিরঃপীড়ার সহিত জিহ্বার অত্যন্ত শুষ্কতা বর্ত্তমান থাকে। এত অধিক শুষ্কতা হয় যে জিহ্বা টাকরায় জড়াইয়া যায়, মুখগহ্বর চট্ চট্ করে অথচ জিহ্বা দেখিতে সিক্ত (moist) এবং অত্যন্ত জল পিপাসা থাকে, ইহার সহিত নাড়ীর গতির স্পন্দনের বৈলক্ষণ্যও দেখা যায়, থাকিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে প্রায়ই ক্ষণবিলুপ্ত (intermittent) হয়। যন্ত্রণা যে প্রকার দপদপানি প্রকৃতির তাহাতে স্বভাবতঃই বেলেডনার কথা মনে উদয় হইতে পারে কিন্তু নেট্রাম মিউর কেবল মাত্র রক্তাল্প (anæmic) স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিক প্রয়োগ হয়। শিরঃপীড়ায় মুখমণ্ডল, রক্তশূন্য ফ্যাকাশে থাকে কিংবা সামান্য মাত্র লাল আভা যুক্ত হয়। যদি মুখমণ্ডল, চক্ষু ইত্যাদি অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয় এবং শিরঃপীড়া দপদপানি প্রকৃতির হয় তাহা হইলে বেলেডোনা, মেলিলোটাস ইত্যাদির বিষয় স্বতঃই মনে হওয়া উচিৎ।

নেট্রাম মিউর পুরাতন শিরঃপীড়ায় অধিক কার্য্য করে এবং ইহা ব্যতীত নেট্রাম মিউরের শিরঃপীড়া সাধারণতঃ মাসিক ঋতু স্রাবের পরই অধিক হয়। ইহার দ্বারা মনে হইতে পারে যেন রক্তস্রাব বশতঃই হয়ত এইরূপ শিরঃপীড়া

প্রকাশ পায় কিন্তু এতদস্থলে এইরূপ মনে হওয়া সম্পূর্ণ ভ্রম। রক্তস্রাব বশতঃ শিরঃ পীড়ার চায়নাই হইতেছে অতি উপযুক্ত ঔষধ, ইহা সত্য বটে কিন্তু চায়নার অধিক রক্তস্রাব হেতু দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত শিরঃ পীড়া হয় আর নেট্রাম মিউরে স্রাব স্বল্পই হউক কিম্বা অধিক হউক পরিমাণে কিছুই আসিয়া যায় না (Throbbing headache occurs whether the menses be scanty or profuse) ঋতু স্রাবের পর শিরঃপীড়া অধিক হওয়ায় এই দুইটি ঔষধের ইহাই হইতেছে প্রধান পার্থক্য। নেট্রাম মিউরের ন্যায় শিরঃ পীড়া ভিরেট্রাম এবং আর্সেনিকেও অল্প বিস্তর দেখা যায় কিন্তু ইহাদিগের কোনটিতেও জিহ্বার উপরি উক্ত প্রকার শুষ্কতা এবং নাড়ীর গতির ক্ষণ বিলুপ্ততা থাকে না।

নেট্রাম মিউরেও ব্রাইওনিয়ার ন্যায় সূচীবেদবৎ যন্ত্রণাযুক্ত শিরঃ পীড়া এবং চক্ষু নাড়াচাড়ায় অক্ষিগোলকে টাটানি যন্ত্রণা হয় কিন্তু এবম্প্রকার শিরঃ পীড়া বিশেষভাবে অল্প বয়স্ক স্কুল বালিকাদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যালকেরিয়া ফসেও ঠিক এই প্রকার শিরঃপীড়া রহিয়াছে এবং উভয় ঔষধই রক্তস্বল্প স্ত্রীলোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। অনেক সময় এই দুইটি ঔষধের নির্ব্বাচন লইয়া অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হইতে হয়। তদহেতু একটিতে উপকার না হইলে আর একটি দেওয়া হইয়া থাকে। স্কুলের বালিকাদিগের এই প্রকার শিরঃপীড়া একসঙ্গে অধিকক্ষণ যাবৎ পড়া অথবা সূক্ষ্ম সূচী কার্য্যের দরুণ চক্ষুতে টান পরা বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। চক্ষুর দুর্ব্বলতা হেতুও এই রূপ শিরঃপীড়া হয় এবং তাহাতে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম ও রুটা অধিক প্রয়োগ হয়। এতদ্ব্যতীত নেট্রাম মিউরে চক্ষুর পেশীর উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। অক্ষিপুটের পেশী সঞ্চালনে আড়ষ্ট বোধ হয় এবং একদিকে অধিকক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়া পড়া কালীন অক্ষরগুলি জড়াইয়া যায় ও অস্পষ্ট বোধ হয়। নেট্রাম মিউরের চক্ষুর এবম্বিধ দুর্ব্বলতা স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু প্রায় প্রকাশ পায়। এতদসহ পরিপাক এবং পোষণ ক্রিয়ার ব্যতিক্রমতা বর্ত্তমান থাকা উচিৎ।

নেট্রাম মিউরের শিরঃপীড়ার আর একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে শিরঃপীড়া হইবার আরম্ভেই দৃষ্টি অপরিষ্কার হইতে থাকে (headache beginning with blindness)।

ক্যালিবাই ক্রমিকাম—ইহাতেও নেট্রাম মিউরের ন্যায় দৃষ্টি অপরিষ্কার হইয়া শিরঃপীড়া আরম্ভ হয় বটে কিন্তু কেলিবাইক্রমিকামের বিশেষত্ব যে শিরঃপীড়ার অধিক্যের সহিত দৃষ্টি পরিষ্কার হইয়া আইসে (Sight returns as headache increases)।

অক্ষিপুটের স্নায়ুশূলে—(Ciliary neuralgia) নেট্রাম মিউরের প্রয়োগ দেখা যায়, বিশেষতঃ যখন যন্ত্রণা সাময়িকভাবে হইতে থাকে। সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইয়া সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাইয়া আইসে। মধ্যাহ্ন কালীন অর্থাৎ ১২ টার সময় যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

স্পাইজেলিয়া—অক্ষিপুটের স্নায়ুশূলে ইহাকে সকল চিকিৎসকগণই অতি উচ্চ স্থান প্রদান করেন, ইহার লক্ষণ সমূহ নেট্রাম মিউরের অনুরূপ—যন্ত্রণা সূর্য্য উদয় এবং অস্তের সহিত বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয়। সচরাচর ইহা নিম্ন ক্রম ব্যবহার হয়।

উপরি উক্ত ঔষধ ব্যতীত গ্লোনয়ন এবং জেলসিমিয়ামও অক্ষিপুটের স্নায়ুশূলে প্রায়ই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে কিন্তু ইহাদিগেতে স্নায়ুশূল অপেক্ষা দপদপানি যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয়। ডাক্তার এলেন এবং নর্টন চক্ষু রোগে বিশেষতঃ (caustic) কষ্টিকের অপব্যবহারে নেট্রাম মিউরকে উচ্চ স্থান দেন এবং তদ স্থলে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিতে হইলে চক্ষুর উর্দ্ধ প্রদেশে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ হয়। এই বিষয়ের ইহা একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ (Dr. Allen and Norton esteem it highly in many affections of the Eye, they specially value it for the effects of the abuse of caustic "sharp pain over the eye on looking down" is said to be characteristic for it)।

স্ক্রফিউলাস চক্ষু প্রদাহ (Scrofulous ophthalmia)—নেট্রাম মিউর অনেক স্থলে স্ক্রফিউলাস চক্ষু প্রদাহে নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু সিলভার নাইট্রেটের (Silver Nitrate) অপব্যবহারের দরুণ হইলেই অধিক প্রয়োগ হয়। জ্বালা এবং করকরানি যন্ত্রণা হয়, মনে হয় চক্ষুর পাতার নিম্নে যেন

বালি প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় চক্ষু হইতে যে জল নির্গত হয় তাহা ক্ষয়কারক (acrid) এবং চক্ষুর পাতা শক্ত হইয়া বুজিয়া থাকে। সহজে খোলা যায় না, স্বচ্ছাবরকে (cornea) ক্ষত হয়। চক্ষুর পাতার প্রদাহ হইয়া প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া যায়। নেট্রাম মিউর সচরাচর শীর্ণতা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োগ হইয়া থাকে।

চর্ম্মরোগ—স্ক্রফিউলাস ধাতুগ্রস্থ বালক বালিকারা চর্ম্মরোগেও অত্যন্ত ভোগে বিশেষতঃ মস্তকের চুলের গোড়াগুলিতে ফুস্কুড়ি (eruption) হয়, শির-ত্বকে মামরি (scales) পড়ে এবং তাহা হইতে ক্ষয়কারক (acrid) রস নির্গত হয়, ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ স্থলে এবং নাসিকার পক্ষ দ্বয়ে (wings of the nose) পুঁজযুক্ত ক্ষত হয় এবং এতদসহ রোগীর শীর্ণতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ওষ্ঠদ্বয় এবং ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ স্থল চিড় খাইয়া ফাটিয়া যায় (কণ্ডুরাঙ্গো)।

ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ স্থল এবং নাসারন্ধ্রের চারিপার্শ্ব চিড় খাইয়া ফাটিয়া যাওয়া লক্ষণ নাইট্রিক এসিড, গ্র্যাফাইটিস এবং এন্টিমক্রুডামে রহিয়াছে।

নাইট্রিক এসিড—ইহাতে চর্ম্ম এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সংযোগস্থলসমূহ যেমন মলদ্বার, যোনিদ্বার, ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থল ইত্যাদি সমুদয় স্থান চিড় খাইয়া ফাটিয়া যায় এবং সময় সময় তদহেতু রক্তস্রাবও হও।

গ্র্যাফাইটিস—মুখ বিবরের সংযোগস্থল, মলদ্বার, অঙ্গুলির অগ্রভাগ ইত্যাদি স্থান সমূহ বিদারণ হয়—কিন্তু গ্র্যাফাইটিস রোগী চর্ম্মরোগ প্রবণ এবং স্থূলকায়।

এণ্টিম ক্রুডাম—ইহাতে নাসারন্ধ্রের চারিপার্শ্ব অধিক বিদারণ হয় কিন্তু শিশুদিগেতে এই ঔষধ অধিক প্রয়োগ হয়।

স্ক্রফিউলাস চক্ষুপ্রদাহে রোগী আলোর দিকে আদপেই তাকাইতে পারে না, আলোতে অত্যন্ত ভয় পায়, এমন কি সকল সময় আলোর ভয়ে চক্ষু বুজিয়া মস্তক হেঁট করিয়া কিংবা বালিশে মস্তক গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে। চক্ষু হইতে প্রচুর জল কাটে এবং তাহা ক্ষয়কারক। চক্ষুর পাতা এবং গণ্ডযুগল উক্ত জলের স্পর্শে হাজিয়া যায়। এতদসহ অনেক সময় নাসারন্ধ্রের চারি পার্শ্বে,

ওষ্ঠদ্বয়ে এবং কর্ণের পার্শ্বে ক্ষত হয় ও গ্রীবাদেশের গ্রন্থি সমূহও স্ফীত হয়। চক্ষুর ভিতরলাল হইয়া স্বচ্ছাবরকে (cornea) ক্ষত হয়। অন্যান্য চক্ষুপ্রদাহে এত অধিক আলোকাতঙ্ক থাকে না এবং স্বচ্ছাবরকে ক্ষতও এত শীঘ্র হয় না।

স্ক্রফিউলাস চক্ষু প্রদাহের সমগুণ ঔষধ সমূহ

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম—চক্ষুর পাতার লালবর্ণ দানা (granulation) হয় এবং চক্ষুর পাতার ধারগুলি ফুলিয়া পুরু হয় ও তাহাতে মামড়ি পড়ে। স্বচ্ছাবরকে ক্ষত হইয়া পুঁজ হয়, পুঁজ হলদে এবং ঘন, অনেকটা পালসেটিলার ন্যায়। চক্ষুর ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তের ন্যায় লালবর্ণ মাংসের গ্যাজ উৎপন্ন হয় (caruncula swollen, standing out like a lumph of red flesh)।

আর্সেনিক—স্বচ্ছাবরকে ক্ষত হয় কিন্তু ইহার যন্ত্রণা জ্বলনসদৃশ। রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং উদ্বিগ্ন প্রকৃতির। রোগী পুনঃ পুনঃ জলপান করে। চক্ষুর ভিতর ঘোর লালবর্ণ হয় এবং অগ্নিবৎ জ্বালা করে। রাত্রিতে চক্ষু বুজিয়া যায়।

গ্র্যাফাইটিস—ইহা সচরাচর চক্ষুপ্রদাহের পুরাতন অবস্থায় অধিক ব্যবহার হয়। চক্ষুর পাতা অধিক প্রদাহ হয় কিন্তু আলোকাতঙ্ক অধিক থাকে না। চক্ষুর পাতার ধারগুলি চিড় খাইয়া ফাটিয়া যায়। গ্র্যাফাইটিসে প্রায়ই চর্ম্মরোগ বর্ত্তমান থাকা উচিত এবং আঠা আঠা চট্‌চটে স্রাব হয়।

সর্দ্দি—জলের ন্যায় তরল সর্দ্দি স্রাব হয় অথচ তৎসহিত শুষ্কতা বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ সর্দ্দি নিঃসরণ হইতে হইতে মধ্যে মধ্যে স্রাব শুষ্ক হইয়া যায়। স্রাবে নাসিকার পক্ষদ্বয় ক্ষতযুক্ত এবং স্পর্শাধিক্য হয় ও সর্দ্দিকালীন রোগী কোন দ্রব্যের ঘ্রাণ এবং স্বাদ পায় না (পালসেটিলা)। নেট্রাম মিউরে প্রতিদিন প্রাতে গলা খেঁকড়াইয়া শ্লেষ্মা বহির্গত করিতে হয়। শেষোক্ত লক্ষণের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, অন্য কোন ঔষধের বিশেষ লক্ষণ না থাকিলে নেট্রাম মিউরকেই এইরূপ অবস্থায় উচ্চ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

আলজিহ্বার বৃদ্ধি—(Elongation of uvula)—তালুমূল লালবর্ণ হয়

এবং বোধ হয় পেশীর দুর্ব্বলতা হেতু আলজিহ্বা ঝুলিয়া পড়ে অর্থাৎ বৃদ্ধি হয়। সকল সময় গলদেশে কি একটা চাপ লাগিয়া রহিয়াছে রোগীর এইরূপ বোধ হয় এবং তদহেতু শুধু শুধু রোগী গলাধঃকরণ করিতে থাকে।

জিহ্বা এবং মুখের অভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত শুষ্কতা বোধ হয় অথচ প্রকৃত-পক্ষে কোন প্রকার শুষ্কতা থাকে না, দেখিলে সিক্ত বলিয়া বোধ হয় কিন্তু অত্যন্ত পিপাসা থাকে। পালসেটিলাতে শুষ্কতা থাকে কিন্তু পিপাসা থাকে না। মার্কিউরিয়াস সল ঠিক ইহার বিপরীত, মুখগহ্বর এবং জিহ্বা সমুদায় সিক্ত অথচ পিপাসা থাকে। মার্কিউরিয়াস সলে ইহা ব্যতীত জিহ্বা স্ফীত হয়, জিহ্বায় দন্তের ছাপ পড়ে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। নেট্রামে এতদ সমুদায় লক্ষণ কিছুই থাকে না, নেট্রামে সাইলিসিয়ার ন্যায় জিহ্বায় যেন চুল লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় এতদ্ব্যতীত উর্দ্ধ ওষ্ঠের মধ্যস্থলে গভীর এবং যন্ত্রণাযুক্ত বিদারণ (fissure) নেট্রাম মিউরের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ কিন্তু ডাক্তার ন্যাস নিম্ন ওষ্ঠের এইরূপ বিদারণকেও এই ঔষধের বিশেষত্ব বলিয়া মনে করেন (Deep painful fissure in the middle upper lip is given in guiding symptoms but I have found it in the lower lip and believe it to be just as characteristic—Dr. Nash.)

নেট্রাম মিউরে ইহা ব্যতীত আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে জিহ্বা, ওষ্ঠ এবং নাসিকাগ্রের অবশ ভাব ও সুড় সুড় বোধ (numbness and tingling of tongue, lip and nose)। ইহা যকৃতেব পুরাতন টাটানি (soreness), পরিপাক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি পিত্তাধিক্য লক্ষণের সহিত বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার ন্যাস একবার অনেক রকম ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও একটি উক্ত প্রকার লক্ষণযুক্ত রোগীকে আরোগ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে ডাক্তার লিপির উপদেশানুযায়ী এক মাত্রা উচ্চক্রম নেট্রাম মিউর প্রয়োগ করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

কাশি—নেট্রাম মিউরের কাশি দুইটি কারণ জনিত হয়, প্রথমতঃ গলাগ্রে এবং কণ্ঠনালীর (Pharynx and Larynx) পশ্চাদ্দেশে শ্লেষ্মা রাশীকৃত হইয়া দ্বিতীয়তঃ গলদেশে কিংবা উদরোর্দ্ধ (pit of the stomach) প্রদেশে

সুড়সুড় করিয়া কাশির উদ্রেক হয় ও তৎসহিত স্বরভঙ্গ বর্ত্তমান থাকে। শেষোক্ত প্রকার কাশিতে ব্রাইওনিয়ার ন্যায় মস্তকে ভীষণ বিদীর্ণবৎ যেন কপাল ফাটিয়া যাইতে চাহে এইরূপ যন্ত্রণা হয় এবং কাশিতে কাশিতে সময় সময় প্রস্রাব নির্গত হইয়া পড়ে (কষ্টিকাম, সিলা)।

স্বপ্নদোষ (Nocturnal emission)—নেট্রাম মিউরের পুং-জননেন্দ্রিয়ের উপর যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। লিঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং শিথিলতা উপস্থিত হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং এমন কি স্ত্রীসহবাসের পর ও স্বপ্নদোষ হয়। সঙ্গমকালীন লিঙ্গের সম্পূর্ণ উদ্রেক হয় না এবং তদহেতু রোগী সহবাস সম্ভোগ করিতে পারে না। ইহা ব্যতীত বীর্য্যপাতও অসম্পূর্ণ হয় অথবা অনেক সময় কিছুই হয় না কাজেকাজেই রোগীর উত্তেজনা পূর্ব্ববৎ রহিয়াই যায় এবং রাত্রিতে তৎ উত্তেজনা বশতঃ বীভৎস স্বপ্ন দর্শনে বীর্য্যপাত হয়। এবম্প্রকার অত্যধিক বীর্য্য স্খলন হেতু কটিদেশে ব্যথা হয়, নৈশ ঘর্ম্ম হয়, পদদ্বয়ের দুর্ব্বলতা এবং মানসিক অবসন্নতা (melancholy mood) উপস্থিত হয়।

প্রমেহ—পুরাতন প্রমেহ রোগের অর্থাৎ গ্লিট অবস্থার নেট্রাম মিউর একটি উত্তম ঔষধ। প্রস্রাবের অব্যবহিত পরেই জ্বলন এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় (Just at the conclusion of urine)। সার্সাপ্যারিলাতেও ঠিক শেষোক্ত লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায় এবং শীর্ণতা বিষয়েও ইহাদিগের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু নেট্রামের শীর্ণতা গ্রীবা প্রদেশে অধিক হয়। প্রস্রাবের অব্যবহিত পর যন্ত্রণা সার্সাপ্যারিলায় অত্যন্ত প্রবল এবং অসহ্য রকমের, নেট্রাম মিউরে তত অধিক নয়। প্রস্রাবের অব্যবহিত পর যন্ত্রণা শুনিলে সার্সাপ্যারিলার কথাই স্মরণ করা উচিত, কারণ সার্সাপ্যারিলার ইহা একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। নেট্রাম মিউরের গ্লিট অবস্থায় যে স্রাব হয় তাহা পরিষ্কার এবং জলবৎ তরল, কখন কখন ঈষৎ পীতাভও হয়। নেট্রাম সাধারণতঃ সিলভার নাইট্রেটের (silver nitrate) অপব্যবহারের পর বিশেষভাবে ব্যবহার হয়। নেট্রাম মিউরের সমুদায় স্রাবই তরল জলবৎ এবং পরিষ্কার—ইহা এই ঔষধের একটি বিশেষত্ব। ইহাতে মুখ হইতেও যে লালাস্রাব হয় তাহাও জলবৎ এবং লবণ স্বাদযুক্ত।

শীর্ণতা—(Marasmus)—নেট্রাম মিউরে পরিপোষণ ক্রিয়ার অত্যন্ত অভাব এবং তদহেতু শিশুদিগের শীর্ণতা রোগের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার বিশেষত্ব রোগী সকল সময় খাই খাই করে এবং খায়, তথাপি গায়ে মাংস হয় না (Great emaciation, losing flesh while living well) ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে। গ্রীষ্মকালীন অতিসারে ইহা অতি শীঘ্র প্রকাশ পায়। নেট্রাম মিউরে শীর্ণতা শরীর অপেক্ষা গ্রীবা প্রদেশেই অধিক হয় এবং এই প্রকার শিশু সচরাচর শ্লেষ্মাধাতুযুক্ত, খিটখিটে এবং কাঁদুনি স্বভাবের। ক্ষুধাসহ শীর্ণতা লক্ষণ আইওডিন, এব্রোটেনাম, স্যানিকিউলা, টিউবারকিউলিনাম এবং সার্সাপ্যারিলা ইত্যাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আমার মনে হয় ক্ষুধাসহ এবং আহার করা সত্ত্বেও শীর্ণতা নেট্রাম মিউরেই অত্যন্ত অধিক (no remedy is more hungry, yet he loses flesh while eating well).

শীর্ণতায় নেট্রাম মিউরের সমগুণ ঔষধ সমূহ—

আইওডিন—শিশু স্ক্রফুলাস ধাতুবিশিষ্ট। ভীষণ ক্ষুধা, সকল সময় খাই খাই করে এবং বার বার খায় তথাপি শিশু রোগা হইতে থাকে, গায়ে মাংস হয় না। আইওডিনের শীর্ণতা পদদ্বয়ে অধিক হয়। আহার করিতে না পারিলেই বিরক্ত বোধ করে কিন্তু আহারকালীন এবং আহারান্তে অর্থাৎ যতক্ষণ পাকস্থলী পূর্ণ থাকে ততক্ষণই শিশু সুস্থ (এনাকার্ডিয়াম)। নেট্রাম মিউরে ইহার বিপরীত, আহারান্তে নিজেকে ক্লান্তি (weary) স্ফূর্ত্তিহীন, পাকস্থলী এবং যকৃত প্রদেশে পূর্ণতা এবং অস্বস্তি বোধ করে। Remarkable hunger, relived by eating with progressive emaciation, is the first in importance.

এব্রোটেনাম—শিশু অত্যন্ত খিটখিটে, বদরাগী এবং অনেকটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির, শরীরের চর্ম্ম শিথিল হইয়া কোঁচকাইয়া ভাঁজে ভাঁজে ঝুলিয়া পড়ে। ভীষণ ক্ষুধা, সকল সময় খাই খাই করে এবং খায় কিন্তু গায়ে লাগে না ক্রমশঃ রোগা হইতে থাকে (Ravenous hunger, losing flesh while eating well) এব্রোটেনামে নিম্নাঙ্গ বিশেষভাবে পদদ্বয় কেবল শীর্ণ হয়, (Marasmas of lower extremities only especially of legs)

স্যানিকিউলা—শিশু অবাধ্য, খিট্‌খিটে, একগুঁয়ে প্রকৃতির এবং নিম্নাভিমুখীন গতিতে ভয় পায়। ঘুমন্ত অবস্থায় মস্তকে এবং গ্রীবাপ্রদেশে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় এমন কি বালিস ভিজিয়া যায়। শীর্ণতা ক্রমবর্দ্ধনশীল (Progressive emaication), শিশু দেখিতে অধিকবয়স্ক, মলিন এবং তৈলাক্ত। ঘাড়ের চর্ম্ম কোঁচকাইয়া থাকে থাকে ঝুলিতে থাকে (wrinkled, hangs in folds), স্যানিকিউলা, নেট্রাম মিউর এবং লাইকোপোডিয়ামে—উর্দ্ধ হইতে অধঃ দেশ শীর্ণ হইয়া আইসে আর এব্রোটেনামে নিম্ন হইতে উর্দ্ধের দিক ক্রমশঃ শীর্ণ হয়। (Sanicula, Natrum Mur and Lycopodium emaciate from above downwards. Abrotanum from below upwards.)

সার্সাপ্যারিলা—অতিশয় শীর্ণতা সমুদায় শরীরের চর্ম্ম কোঁচকাইয়া ভাঁজ পড়িয়া যায়। মুখ এবং গ্রীবাপ্রদেশেই শুষ্কতা অধিক প্রকাশ পায়। প্রস্রাবে বালির ন্যায় দানা দানা সাদা তলানি পড়ে। মুখের চেহারা অধিকবয়স্ক লোকের মত হয়। এতদ্ব্যতীত উদর বৃহৎ, গাত্র চর্ম্ম শুষ্ক এবং থলথলে।

লাইকোপোডিয়াম—শিশু দুর্ব্বল, শীর্ণ, ক্ষুদ্র এবং রুগ্ন কিন্তু মস্তক সমুন্নত (well developed) অথচ গ্রীবাপ্রদেশ অধিক শুষ্ক (নেট্রামমিউর)। বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধভাগ যেন ঢুলিতে থাকে (dwindling of the upper part of the chest)। প্রস্রাবে বালির ন্যায় লাল দানা তলানি পড়ে এবং প্রস্রাবের পূর্ব্বে শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে।

আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম—শিশুর চেহারা দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায় হয়। অত্যন্ত শুষ্ক, অস্থিচর্ম্মসার (dried up, withered)। নিম্নাঙ্গে শুষ্কতা অধিক প্রকাশ পায়। এতদসহ সবুজ শাক ছেঁচানির ন্যায় উদরাময় প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে এবং পেট ঢাকের মত ফাঁপিয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্য রোগ—নেট্রাম মিউর অগ্নিমান্দ্য রোগের একটি উত্তম ঔষধ। ক্ষুধা, পিপাসা, রুচি এবং অরুচি সম্বন্ধে ইহার কতকগুলি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ রহিয়াছে। ক্ষুধা এবং পিপাসা বিষয়ে পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বোধ হয় এমন কোন ঔষধ আর নাই যাহাতে এত অধিক ক্ষুধা থাকা এবং আহার সত্বেও রোগী দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে (hungry yet he loses flesh

while oating well. Natrum Mur has great sense of dryness is the mouth without actual dryness.) লবণ, লবণাক্ত খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদি খাইবার অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, সমুদায় দ্রব্যতেই লবণ মিশ্রিত করিয়া আহার করিতে ইচ্ছা করে অর্থাৎ লবণ অত্যন্ত অধিক খায়। স্বভাবতঃ ব্যঞ্জনাদিতে যে পরিমাণ লবণ দেওয়া হয় তাহাতে তাহার মনঃপূত হয় না, আরো অধিক লবণ মিশ্রিত করিয়া আহার করে (কষ্টিকাম)। শ্বেত সারময় দ্রব্য (farinacious) বিশেষতঃ রুটী সহ্য হয় না এবং খাইতে ইচ্ছা করে না। নেট্রাম মিউর রোগীতে এতদ্ব্যতীত আর একটী লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—আহারের পর অধিক জলতৃষ্ণা এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে (pit of the stomach) অত্যন্ত অস্বস্তিকর কষ্ট বোধ হয় এবং তাহা শক্ত করিয়া অর্থাৎ আঁট করিয়া কাপড় পরিলে উপশম হয়। (ল্যাকেসিস এবং হেপারের বিপরীত)।

কোষ্ঠকাঠিন্য—(Constipation)—যাহারা বিরেচক ঔষধ (purgative) সেবনে অভ্যস্থ তাহাদিগের প্রত্যহ নিয়মানুযায়ী সময়ে মলত্যাগ না হইলে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হয়—শিরঃপীড়া, জিহ্বার বিস্বাদ ইত্যাদি নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয় কিন্তু মলত্যাগান্তে এতদ সমুদায় উপসর্গের হ্রাস হইয়া যায়। এবম্বিধ লক্ষণে নাক্সভমিকাকেই উপযুক্ত ঔষধ মনে করা উচিত কিন্তু যে স্থলে বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা ব্যতীতও উক্ত প্রকার মানসিক অবস্থা এবং মুখের বিস্বাদ উপস্থিত হয় সেইরূপ স্থলে নেট্রাম মিউরকে উচ্চ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

নেট্রাম মিউরের কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত মানসিক অবস্থারও যোগ থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্যের তারতম্যানুযায়ী মানসিক অবসন্নতারও পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু মলত্যাগান্তে কোষ্ঠকাঠিন্যের হ্রাসের সহিত মানসিক অবসন্নতা এবং অস্বস্তি ভাব কাটিয়া যায়! কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু মানসিক বিষণ্ণতা (Hypohondriasis) হইলে নেট্রাম মিউর তাহার উত্তম ঔষধ।

কোষ্ঠকাঠিন্যে মনে হয় মলদ্বার সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, মল অত্যন্ত শুষ্ক, শক্ত এবং মল বহির্গত হইবার কালীন মল আটকাইয়া যায় এবং সময় সময় মলদ্বার চিরিয়া রক্ত বহির্গত ও মলত্যাগান্তে মলদ্বার জ্বালা এবং টনটন করে।

মল অত্যন্ত কষ্টের সহিত নির্গত হয় এবং নির্গমনকালীন ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায় (ম্যাগনেসিয়া মিউর)। মল অনেক সময় ছাগলের নাদির ন্যায়ও হয়। সরলান্ত্র, শুষ্ক, রসকসহীন এবং ক্ষমতাশূন্য।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—

এমন মিউর, ম্যাগনেসিয়া মিউর—মল অত্যন্ত শুষ্ক। মল বহির্গত হইবার কালীন অর্থাৎ মলদ্বার হইতে বহির্গত হইতেই ভাঙ্গিয়া যায় ও সময় সময় মলদ্বার চিরিয়া যায়। মল শীঘ্র বহির্গতও হয় না।

এলিউমিনা, ভিরেটাম এলবাম এবং সাইলিসিয়া—সরলান্ত্র নিশ্চেষ্ট, (inactivity of rectum) মল বহির্গত করিবার সরলান্ত্রের অক্ষমতা মল বহির্গত হইয়াও হয় না, পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায়।

নাইট্রিক এসিড—মলদ্বার সঙ্কুচিত, মলত্যাগকালীন চির খাইয়া ফাটিয়া যায় এবং সময় সময় রক্ত বহির্গত হয়। মলত্যাগান্তে মলদ্বারে ভীষণ জ্বালা এবং টাটানি হয়।

ব্রাইওনিয়া এবং ওপিয়ম—সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শুষ্ক এবং রসকসহীন।

সরলান্ত্রের অত্যধিক শুষ্কতার ঔষধ সমূহ—

গ্র্যাফাইটিস—মল শ্লেষ্মাজড়িত (mucous coated)।

রেটেনিয়া—শুষ্কতা হেতু সরলান্ত্রে কাঁচভাঙ্গা কুচির ন্যায় খচ্ খচ করে।

ম্যাগনেসিয়া মিউর—মলত্যাগকালীন মল শুষ্কতা হেতু বহির্গত হইবার কালীন মলদ্বারেই ভাঙ্গিয়া যায়।

ইকজিমা—(Eczema) নেটাম মিউর একজিমার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ সন্ধিস্থলের ভাজে (bends) কর্ণের পার্শ্বে, মস্তকের পশ্চাতে, ঘাড়ে এবং চুলের গোড়ালিতে অধিক হয়। ঘাগুলি চট্‌টটে রসযুক্ত এবং দেখিতে কাঁচা লালবর্ণ ও প্রদাহযুক্ত (Raw, red and inflamed) অথবা খোসের ন্যায়। অত্যধিক

লবণ খাইলে, সমুদ্রের উপকূলে বাস করিলে কিংবা সমুদ্র ভ্রমণে অর্থাৎ লবণে এবং লবণাক্ত স্থানে বৃদ্ধি হয়।

আমবাত (Urticaria)—ইহা সন্ধিস্থলের উপরে এবং বিশেষভাবে পদদ্বয়ের গোড়ালির সন্ধিতে (at the bends of joints especially ankle joint) অধিক হয়। পুরাতন এবং নূতন উভয় অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অত্যন্ত চুলকায়, জ্বালা করে এবং অত্যধিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। নেট্রাম মিউরের আমবাত প্রায়ই জ্বরের সহিত প্রকাশ পায় (এপিস, হেপার ও ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব), এতদবিষয়ে নেট্রাম মিউর এপিসের অনুপূরকরূপে (complementary) কার্য্য করে।

এপিস যদিও আমবাতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু পুরাতন অবস্থায় নেট্রাম মিউর, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব অধিক উপযুক্ত।

হস্ত এবং পদের অঙ্গুলির চিরণ—(Cracks of fingers and toes) নেট্রাম মিউরে হস্ত এবং পদের অঙ্গুলিতে কতকগুলি ক্ষুদ্র অথচ বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—নখের চারি পার্শ্বের চর্ম্ম শুষ্ক হয় এবং চির খাইয়া যায়। গ্র্যাফাইটিসে অঙ্গুলির অগ্রভাগ চিরিয়া ফাটিয়া যায়। পেট্রোলিয়ামে যদিও এবম্প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু কেবল শীতকালে প্রকাশ পায় এতদ্ব্যতীত নেট্রাম মিউরের হস্ত এবং পদের অঙ্গুলিও পূর্ব্বোল্লিখিত ওষ্ঠদ্বয়ের ন্যায় অসাড় এবং সুড় সুড় বোধ হয় (numbness and tingling in fingers and toes)।

গুল্‌ফ সন্ধির দুর্ব্বলতা (weakness of ankle joint)—পায়ের গুল্‌ফ সন্ধি দুর্ব্বল এবং সহজেই উল্‌টাইয়া যায় (ankle joints are weak and turn easily)। যে সমুদায় শিশুর হাঁটিতে বিলম্ব হয়, বিশেষভাবে তাহাদিগেতেই এই লক্ষণটি অধিক প্রকাশ পায়। হস্ত পদাদির অবনত স্থানগুলি (bends of limbs) টানিয়া খেঁচিয়া থাকে, মনে হয় যেন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে (painful tension in the bends as if

the cord were too short—Causticum, Ammon mur, Guaiac) এই প্রকার লক্ষণ হইতে ক্রমশঃ অঙ্গের বিকৃতি হইবার সম্ভাবনা হয়।

আঁচিল (Warts)—হস্তের চেটোয় (Palm of hand) আঁচিল প্রকাশ হইলে নেট্রাম মিউর তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

এণ্টিমটার্ট—লিঙ্গমুণ্ডের পশ্চাতে (back of glans penis) হয়।

সিপিয়া—লিঙ্গাগ্রের চর্ম্মের পার্শ্বে (margins of prepuce) হয়।

নাইট্রিক এসিড—উপর ওষ্ঠে হয় এবং রক্তস্রাবী, পেরেক বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা যুক্ত এবং দেখিতে ফুলকপির ন্যায়।

কষ্টিকাম—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিল। মূলদেশে কোমল, উপরিভাগ শৃঙ্গবৎ (soft at the base, horny on surface) বাহুতে, হাতে, চক্ষুর, পাতায় এবং মুখমণ্ডলে হয়।

থুজা—লিঙ্গে, মলদ্বারে, বিটপদেশে, হস্তে ইত্যাদি সমুদয় স্থানেই হইতে পারে কিন্তু থুজার আঁচিল কিঞ্চিৎ বৃহৎ আকারের এবং রক্তস্রাবী অথবা রক্ত স্রাব হীন। আভ্যন্তরিক সেবনের সহিত এই ঔষধের মূল অরিষ্ট বাহ্যিক প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য।

জ্বর

নেট্রাম মিউর জ্বরের একটি অতিমহৎ ঔষধ, যে কোন প্রকার জ্বরেই হউক —লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। ডাক্তার পিয়ার্সন বলেন আমাদের ভৈষজ্য ভাণ্ডারে ইণ্টার মিটেণ্ট জ্বরের যদি কোন অব্যর্থ ঔষধ থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা **নেট্রামমিউর**। (Dr. Pearson writes—If there be in our Materia medica any such thing as a specific for intermittent fever it is Natrum. M)

Dr. Hughes say—It is of course in chronic agues especially that it is so useful and in Malarial cachexia even when this disease is recent it is reported very effective if the characteristic symptoms are present. They are thus

described by Dr. Guernsey—"Exanthematous spots, looking like large peas on the lips, an excessive thirst before and during the chill. No thirst during the hot stages, in the heat or at its close, a headache as though a thousand little hammers were knocking upon the brain may begin, lasting a long time even after the perspiration has passed away, the attack comes on in the forepart of the day. ডাঃ গারেন্সী বলেন—শীত অবস্থার পূর্ব্বে এবং শীত অবস্থা কালীন ওষ্ঠদ্বয়ে মটর দানার ন্যায় বড় বড় জ্বরঠোঁষা প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত জল পিপাসা হয়। দাহ অবস্থায় পিপাসা থাকে না, দাহ অবস্থা কালীন কিংবা দাহ অবস্থার প্রায় শেষে শিরঃপীড়া আরম্ভ হয় মনে হয় মস্তকে যেন কত হাতুড়ির আঘাত হইতেছে এবং ইহা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ঘর্ম্ম শেষ হইবার পর পর্য্যন্তও থাকে। জ্বর সচরাচর পূর্ব্বাহ্নেই আসিয়া থাকে। ডাক্তার গ্যারেন্সী দাহ অবস্থায় পিপাসা থাকে না বলিতেছেন কিন্তু আমরা দাহ অবস্থায় পিপাসার আধিক্যই দেখিয়া থাকি। ডাক্তার এলেন বলেন—দাহ অবস্থায় পিপাসা বরং বৃদ্ধি হয় (During hot stage with increased thirst).

সময়—সচরাচর প্রাতেঃ ১০টা কিংবা ১১টা। নক্স ভমিকার ন্যায় নেট্রাম মিউরের জ্বরের আক্রমণ প্রাতঃকালের দিকেই অধিক হইয়া থাকে। বৈকালে কিংবা সন্ধ্যাতে প্রায়ই হয় না। জ্বরের আক্রমণ কালীন নেট্রাম মিউর কখনই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নয়। সচরাচর জ্বর আসিবার অন্ততঃ ঘণ্টা খানেক পূর্ব্বে সেবন করান উচিৎ।

কারণ—লবণাক্ত জল কিংবা জলাযুক্ত স্যাঁৎস্যাঁতে কিংবা পুকুরের ধারে কিংবা সদ্য কর্ষিত ভুমির নিকট বাস। কুইনাইন ব্যবহারে জ্বরের সময়ের এবং আক্রমণের উলট পালট এবং সাময়িক অবরুদ্ধ।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—রোগী শীতকে ভয় পায়। অবসন্নতা, শিরঃপীড়া এবং জল তৃষ্ণা উপস্থিত হয়।

রোগী বুঝিতে পারে যে জ্বর আসিতেছে কারণ শিরঃপীড়া, জলতৃষ্ণা, বমনেচ্ছা, বমন এবং গাত্র বেদনা ইত্যাদি প্রকাশ পাইতে থাকে।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে। ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত অত্যন্ত

ভীষণ শীত হয়। শীত হস্ত এবং পদের অঙ্গুলি অথবা কোমর হইতে (জেলসিমিয়ম) আরম্ভ হয়। শীতে ওষ্ঠদ্বয় এবং নখ নীলবর্ণ প্রাপ্ত হয় (নাক্স-ভমিকা) অনেক সময় আবার শীত হয় না। অধিক পরিমাণে পুনঃপুনঃ জল পান করে। (সকল অবস্থায় অধিক পরিমাণে অনেকক্ষণ পর পর জল পান করে—ব্রাইওনিয়া। অধিক পরিমাণে পুনঃ পুনঃ জল পান করে কিন্তু বমন হইয়া উঠিয়া যায়—ইউপেটোরিয়াম। অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ জল পান করে কিন্তু বমন হইয়া উঠিয়া যায়—আর্সেনিক) ভীষণ শিরঃপীড়া হয়, মস্তক যেন ফাটিয়া যাইতে চাহে। শিরঃপীড়ার প্রকোপে বমনোদ্বেগ এবং বমন উপস্থিত হয় এবং সময় সময় রোগী শিরঃপীড়ার যন্ত্রণায় সম্পূর্ণ অচৈতন্য এবং এবং অঘোর হইয়া পড়ে।

নেট্রাম মিউরের ১০টা জ্বর অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক লক্ষণ—শীত, পিপাসা অস্থি বেদনা সমুদায়ই এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। (chilliness, great thirst, tearing in the bones, blue nails, chattering of the teeth, at 10 A. M.) নূতন জ্বরে অনেক সময় শীত প্রায়ই প্রকাশ পায় না, ইহা স্মরণ রাখিবে।

দাহ অবস্থা—পিপাসা বৃদ্ধি হয়। ভীষণ শিরঃপীড়া হয় মনে হয় মস্তকে যেন কত হাতুড়ির আঘাত হইতেছে। মস্তকের যন্ত্রণায় রোগী সময় সময় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে কিংবা দৃষ্টি ঘোর হইয়া যায় (বেলেডনা, ওপিয়ম)

দানা দানা মুক্তার ন্যায় জ্বর ঠোস্কায় ওষ্ঠদ্বয় ভরিয়া উঠে। বিশেষতঃ ঊর্দ্ধ ওষ্ঠে অধিক হয় (রাসটক্স)। এই প্রকার দাহ অবস্থা প্রায় বৈকাল বেলা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ঘর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। জ্বর ঠোস্কা রাসটক্স, হেপার এবং আর্সেনিকেও প্রকাশ হইতে দেখা যায় কিন্তু নেট্রাম মিউরই এই বিষয়ের প্রধান ঔষধ।

ঘর্ম্ম অবস্থা—পিপাসা বিশেষ কিছুই থাকে না। প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং ঘর্ম্মে সমুদায় যন্ত্রণার উপশম হয়। কিন্তু শিরঃপীড়া ঘর্ম্ম অবস্থার পর পর্য্যন্তও কিছুক্ষণ থাকে (ঘর্ম্ম অবস্থায়—শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয় ইউপেটরিয়াম। কোন লক্ষণই উপশম হয় না বরং বৃদ্ধি হয়—মার্কিউরিয়াস সল)

জিহ্বা—ঈষৎ পীত আভাযুক্ত শ্বেত লেপাবৃত। অথবা মানচিত্রের ন্যায়

চিত্রিত। জিহ্বায়ও জ্বর ঠোস্কা হয় এবং জিহ্বার ধার দেখিতে দদ্রু যুক্ত (looks like ringworm in the sides,—ল্যাকেসিস, টেরাক্সাকম)। তিক্ত কিংবা লবণাক্ত দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। খাদ্য দ্রব্যের কোন আস্বাদ পায় না জলের স্বাদ খারাপ বোধ হয়।

নাড়ী—বাম পার্শ্বে শয়নে নাড়ীর গতির অনিয়ম হয় এবং প্রত্যেক তৃতীয় স্পন্দন লুপ্ত হয় কখন দ্রুত আবার কখন মৃদু চলিতে থাকে। every 3rd beat intermits হৃদপিণ্ডের স্পন্দনে সমুদায় শরীর কাঁপিতে থাকে (Heart's pulsation shakes the body)।

নেট্রাম মিউরের ১১টা জ্বরের সময় একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিন্তু তাই বলিয়া অন্য সময় জ্বর আসিলে যে নেট্রাম মিউর নির্ব্বাচিত হইবে না এমন কোন কথা নহে। নেট্রাম মিউরের জ্বরের যদি অন্যান্য লক্ষণ সমূহ প্রকাশ থাকে এবং বৈকালেই জ্বর আইসে তাহা হইলেও নেট্রাম নির্ব্বাচিত হইতে পারে কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিবে নেট্রাম মিউরের জ্বর অধিকাংশ স্থলেই প্রাতের দিকে আসিয়া থাকে। নূতন অবস্থায় কম্প হয় না, পুরাতন অবস্থায় কম্প হয়।

ডাক্তার বার্ট এ বিষয়ে কি বলিতেছেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম—

"It is taught by every writer, that the chill must come on about 11 A. M. for Natrum M. to be curative. This is all bosh and nonsense. I have cured many cases of chronic and acute intermittents where the chill has come on late in the afternoon. If the rest of the symptoms indicate this remedy it makes no difference when the chill commences. And let me say here, that Nat. m will cure more cases and intermittent fever, both acute and chronic, specially the latter than any known remedy, with the 30 dilution. I have cured several hundred cases with this drug alone. It is the best friend of a physician has in a malarious district"—

Dr. Burt.

ডাক্তার ক্রক ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে নর্থ আমেরিকান জর্নালে (North American Journal) নেট্রাম মিউরের বিষয় লিখিতেছেন—

While it is true that time is but one element in a case, and that we must obtain the locality or majority of symptoms, it is also true that the morning paroxysm predominates, especially at 11 a.m.

During my travels in Hungary, in the malarious plains, as well as during a prolonged residence among the Indians of South America. I used a cheap remedy which radically cures every case of Ague in twenty four hours by taking one or at the most two doses of it. I order a good handful of five clear kitchen salt to be thoroughly roasted—if possible, in a new pan, or at least, in one thoroughly cleansed—over a slow fire, till it takes on a brown colour, similar to that of highly roasted coffee. From this roasted salt a grown up man takes a full table spoonful, rather more than less, dissolved in a glass of hot water, at once, on the morning following the paroxysm, in an empty stomach and on the quotidian fevers a few hours after the paroxysms over. As the remedy is only sure of its action on an empty stomach, neither food nor drink must be taken. Though great thirst follow, the patient must only sip a little water, and when the patient becomes hungry, forty-eight hours after taking the salt he might take a little chicken broth. Strict diet and great care not to catch cold, are of the utmost importance. I have used the remedy for the last 18 years and it has never failed in a single when rightly applied. Hundred of cases in Hungry were cured by it and during my voyage

to Brazil, the mate of the steamer was cured by a single dose in 24 hours from an Ague which had troubled him periodically for years and this cure remained permanent. In the tropics of America every European immigrent, as soon as he goes to inland, is attacked by intermittent fever, which if neglected is too frequently fatal. Thus 400 English people succumbed to it inspite of the immense doses quinine and brandy taken, whereas the equally suffering German colony in the adjacent plain took their roasted salt and no death occurred among them.

Dr. Allen বলেন—There is probably no remedy in our Materia medica. (Arsenic alone excepted) so often indicated in severe cases—acute or chronic, even the maltreated by arsenic and quinine as Nat mur. It will cure promptly when indicated and much quicker and more permanently in the attenuation above than below the thirtieth. Hydroa in the lips is a guiding symptom although Ignatia, Nux and Rhustox all have it. If Hydroa be present in the first onset of fever although after frequent suppression by quinine, it may not be present in old cases, Natrum should be thought of. In nursing children, hydroa on the lips and later the ulcers which succeed them with forenoon attack, are guiding.

পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারগণের অভিমত পাঠ করিলে পরিষ্কার জানিতে পারা যায় নেট্রাম মিউর সবিরাম এবং বিশেষতঃ কম্প জ্বরের একটী অব্যর্থ মহৌষধ। ১০।১১টার সময় জ্বর এই ঔষধের যে প্রকার একটি পরিজ্ঞাপক লক্ষণ শীত অবস্থায় ওষ্ঠদ্বয়ে জ্বর ঠোস্কা প্রকাশও নেট্রাম মিউরের সেই প্রকার বিশেষ লক্ষণ। ডাক্তার এলেন বলেন জ্বরের প্রারম্ভেই কুইনাইন দ্বারা জ্বর অবরুদ্ধ (suppress) করা সত্ত্বেও যদি জ্বর ঠোস্কা প্রকাশ পায় তথাপি নেট্রাম মিউরের বিষয় চিন্তা করিবে (পুরাতন অবস্থায় জ্বর ঠোস্কা প্রকাশ পায় না)। নেট্রাম মিউরের জ্বরের আর একটি বিশেষ লক্ষণ যে ঘর্ম্ম প্রচুর হয় এবং ঘর্ম্মের পর সমুদায় যন্ত্রণার উপশম হয়। ডাক্তার রাউই বলেন—পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় জলতৃষ্ণাসহ

ভীষণ শীত, দাহ অবস্থায় অত্যন্ত শিরঃপীড়া এবং ঘর্ম প্রকাশে সমুদায় যন্ত্রণার অবসান এই ঔষধের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ—(Hard chill about 11 A. M. with great thirst, which continues through all stages, the heat is characterised by violent headache, relieved by perspiration—Dr. Raue)

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ ক্রম অধিক প্রচলিত। প্রাতঃকালে জ্বর আসিবার অন্ততঃ ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে শুধু পেটে সেবন করা উচিত। ইহা অধিক প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না, ২।১ মাত্রাতেই ফল পাওয়া যায়। পুরাতন রোগে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ চলে না (cannot often be repeated in chronic cases)। জ্বরের উপর নেট্রাম মিউর কখনই প্রয়োগ করিবে না।

অনুপূরক—(complementary) নেট্রাম মিউর এপিসের অনুপূরক, ইহার (এপিসের) পূর্ব্বে এবং পরে উত্তম কার্য্য করে। ইগ্নেসিয়া লক্ষণযুক্ত পুরাতন রোগে নেট্রাম মিউর উত্তম ঔষধ (Natrum Mur is chronic of Ignatia)।

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতে ১০।১১টা। সমুদ্রের উপকূলে, সমুদ্রের বায়ুতে সূর্য্য কিরণে কিংবা ষ্টোভের আলোতে। মানসিক পরিশ্রমে, বামপার্শ্বে শয়নে এবং লেখাপড়ায়।

রোগের উপশম—খোলা উন্মুক্ত বায়ুতে (এপিস, পালসেটিলা)। শীতল জলে স্নানে। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে (যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে—ব্রাইওনিয়া, ইগ্নেসিয়া এবং পালসেটিলা)

রোগীর বিবরণ

১। একজন ভদ্রলোক, বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর। দেড় বৎসর যাবৎ মধ্যে মধ্যে কুইনাইন সেবন করা সত্ত্বেও, একদিন কম্প দিয়া জ্বর হয় এবং জ্বরে অনেক দিন ভোগে। রোগী বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে চলিয়া যায় কিন্তু সেখানে গিয়া পুনরায় জ্বরে পড়ে এবং বাড়ী চলিয়া আইসে। বাড়ী আসিয়া জ্বর আরোগ্য হইলে আবার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের নিমিত্ত বাহিরে চলিয়া যায় এবং আবার জ্বর হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কোন প্রকার উপকার না হওয়ায়

এবং রোগী কুইনাইনের উপর বিরক্ত হইয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করিয়া আমার নিকট আইসে। বর্ত্তমান সময়ে নিম্ন লক্ষণগুলির বিশেষ প্রকাশ রহিয়াছে দেখা গেল—শীত হইয়া জ্বর একদিন পর একদিন ১০টার সময় আসিতে আরম্ভ হয় এবং শীত অবস্থায় ভীষণ কম্প হইত ও এক একবার শীত অবস্থা দেড় ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইত। দাহ অবস্থা সমুদায় অপরাহ্ন পর্য্যন্ত ভোগ করিত এবং রাত্রিতে প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইত। জ্বরকালীন ভীষণ বিদীর্ণবৎ শিরঃপীড়া হইত কিন্তু ঘর্ম্মান্তে শিরঃপীড়ার উপশম বোধ করিত। এতদলক্ষণে নেট্রাম মিউর ২০০ শক্তি একমাত্রা দেওয়াতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় এবং তদবধি আর জ্বর দেখা দেয় নাই। (ডাক্তার মিলার।)

এতদস্থলে জ্বরের সময়, জ্বরকালীন বিদীর্ণবৎ শিরঃপীড়া এবং ঘর্ম্মান্তে সমুদায় উপসর্গের উপশম নেট্রাম মিউরের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

২। সামুদ্রিক জাহাজে চাকরি করে একজন কর্ম্মচারী, বয়স প্রায় ২৯ হইবে, কলিকাতায় জাহাজ আসিবার ২।১ দিন পর হইতেই জ্বর এবং কম্পজ্বর আরম্ভ হয়। জ্বরকালীন কেবল জলের ন্যায় বমন হইত এবং দিনে এইরূপে ২।৩ বার জ্বর আসিত। এমত অবস্থা দেখিয়া জাহাজের কাপ্তেন তাহাকে কলিকাতার হাঁসপাতালে রাখিয়া দেন। তিন সপ্তাহ পর হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ জ্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া তাহাকে হাঁসপাতাল হইতে চলিয়া যাইবার অনুমতি দেয় কিন্তু কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়িবার ২।১ দিন পূর্ব্বে পুনরায় কম্প দিয়া জ্বর আসিতে আরম্ভ হয়। চারিদিক ঘুরিয়া জাহাজের বিলাত পহুঁছিতে প্রায় ৫ মাস সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, ইহার মধ্যে প্রথম তিন মাস সপ্তাহে প্রায় ২।৩ বার করিয়া জ্বর হইতেছিল। জাহাজের কাপ্তেন এইরূপ অবস্থায় তাহাকে চিনকোনা পাউডার পুনঃ পুনঃ সেবন করাইয়া জ্বর একপ্রকার বন্ধ করেন। জ্বর যদিও বন্ধ হইল বটে কিন্তু নিম্ন লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইল। দক্ষিণ পার্শ্বের পাঁজরার নিম্নে যন্ত্রণা এবং তদহেতু দক্ষিণপার্শ্বে কাৎ হইয়া শয়নে অক্ষমতা। পদদ্বয়ের ডিমির অত্যন্ত টাটানি এবং স্পর্শাধিক্যতা ও শক্ত এবং আড়ষ্ট ভাব। রোগী এই এক অবস্থায় প্রায় ৪মাস যাবত ভুগিতেছে দুই মাস সমুদ্রে জাহাজে, আর দুই মাস উপকূলে। একদিন একটি লাঠির সাহায্যে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অতি কষ্টে আমার নিকট চিকিৎসার্থ আইসে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম প্রস্রাব কর্দ্দমাক্ত জলের ন্যায় অপরিষ্কার হয়

এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রহিয়াছে ও দেখিতে পাইলাম চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ। রোগী এইরূপ অবস্থাতেও প্রত্যহ প্রায় ৩ পায়েণ্ট বিয়ার মদ পান করিত।

উপরোক্ত রোগীটিতে দুইটি বিষয় পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—প্রথমতঃ জ্বর চিনকোনা দ্বারা অবরুদ্ধ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ সমুদ্র ভ্রমণে অর্থাৎ লবণাক্ত জলে বাস রোগীর সহ্য হইতেছিল না—এতদকারণে নেট্রাম মিউর দেওয়াই স্থির করিয়া উক্ত ঔষধের ৬x শক্তি প্রত্যহ ৩বার করিয়া সেবন করাইয়া রোগীকে প্রায় ৩ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য করি।

(ডাক্তার বার্ণেট)।

৩। শিশুর বয়স ৮ মাস, জন্মাবধি শীর্ণতা রোগে ভুগিতেছে, কোষ্ঠকাঠিন্য রহিয়াছে সাবান জলের পিচকারী দেওয়ায় মধ্যে মধ্যে সবুজবর্ণের মল হইতেছিল। পেট ঢাকের মত ফাঁপা, বায়ু উদ্গার এবং নিঃসরণ উভয়ই হইতেছিল। এরূপ অবস্থায় ৩০শে নভেম্বর আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম ২০০ শক্তি একমাত্রা দেওয়া হয় এবং তাহাতে রোগ কিছুটা উপশম হয়। নিষেধ সত্ত্বেও শিশুর মাতা মধ্যে মধ্যে সাবান জলের পিচকারী ব্যবহার করিতেছিলেন ইহাতে ঔষধের ক্রিয়ার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় এতদসম্ভাবনায় পুনরায় ৪ঠা ডিসেম্বর আর এক মাত্রা আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম প্রয়োগ করা হয়। কেবল আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকমেই রোগী বেশ সারিয়া উঠিতেছিল। ১৪ই ডিসেম্বর একদিন ১১টার সময় তাড়াতাড়ি লোক আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া যায়। যাইয়া দেখি শিশু হঠাৎ এবং অতি অল্প সময়ে শুষ্ক এবং অধিক শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মুখের এবং শরীরের মাংস কোঁচকাইয়া দেখিতে বয়স্ক লোক সদৃশ হইয়াছে, হস্তপদ শীতল, শিশুর মাতা আশঙ্কা করিতেছিলেন হয়ত এক্ষণেই মারা যাইবে। জানিতে পারা গেল ৬ দিন হইতে কোনরূপ মলত্যাগ হয় নাই। গত ১৫ দিন হইতে খাই খাই করিতেছিল, ক্ষুধা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু শিশুর চেহারার কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া বরং শীর্ণতা অধিক হইতেছিল। এতদ লক্ষণে নেট্রাম মিউর ২০০ শক্তি একমাত্রা প্রয়োগ করা হয় এবং সেই দিবস রাত্রিতেই শিশুর মল ত্যাগ হয়। নেট্রাম মিউর প্রয়োগে অত্যল্প সময়ে এত অধিক উপকার হইয়াছিল যে শিশুকে তাহার পিতা ২৮শে ডিসেম্বর আমার ডাক্তারখানায় লইয়া আসিতে সক্ষম হন। প্রতি ১ মাস অন্তর অন্তর এইরূপে তিন মাস যাবৎ নেট্রাম মিউর একমাত্রা করিয়া দেওয়া হইতেছিল এবং দেখা

গেল প্রতি সপ্তাহে ৪ বার করিয়া শিশুর মলত্যাগ হইতেছে এবং শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। ১৯শে এপ্রিল আবার আমার নিকটে শিশুকে দেখাইতে লইয়া আইসে এবং দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম শিশুর গাত্রে মাংস হইয়াছে, মুখের চেহারা ভরিয়া উঠিয়াছে এবং ৮টি দাঁত উঠিয়াছে।

(ডাক্তার জর্জ্জ এম কুপর)।

শিশুর যদি কোষ্ঠকাঠিন্য না থাকিত তাহা হইলে আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকমে সম্পূর্ণ উপকার হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল কিন্তু এই স্থলে প্রথমাবধি শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য ছিল।

আর্ণিকা (Arnica)

ইহার সম্পূর্ণ নাম আর্ণিকা মণ্টেনা। সচরাচর ইহার মূল হইতেই টিংচার প্রস্তুত করা হয়। বৃটিশ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়ায় ইহার প্রস্তুত প্রণালীর কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা সমুদায় গুল্ম শ্রেয় হইতে অথবা কেবল পুষ্প শুষ্ক করিয়া তাহা হইতে টিংচার প্রস্তুত করা অধিক মনে করেন। কিন্তু এবম্প্রকার প্রস্তুত প্রণালী আমেরিকানরা অনুমোদন করেন না। তাহারা বলেন পুষ্পে এক প্রকার কীট বাস করে এবং তাহার ডিম্ব থাকায় ঔষধের গুণের অত্যন্ত তারতম্য ঘটে এতদহেতু মূল হইতে প্রস্তুত করাই অধিক ন্যায়সঙ্গত এবং আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারকগণ অদ্যাবধি তাহাই করিয়া আসিতেছেন।

আর্ণিকার আবিষ্কার সম্বন্ধে মহাত্মা হ্যানিমানকে অধিক বাহাদুরী দেওয়া যাইতে পারে না। তিনি নিজেই একস্থলে এই ঔষধের সিদ্ধান্ত করণ (Proving) সম্বন্ধে বলিতেছেন যে ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ফার (Fehr) নামক জনৈক চিকিৎসক আর্ণিকাকে আঘাতের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া জগতে প্রচার করেন এবং তদবধি ইহার সুনাম চলিয়া আসিতেছে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সমুদায় গাত্রময় বেদনা এবং টাটানি যেন কেহ প্রহার করিয়াছে (Sensation of being bruised, bruised feeling all through the body as if beaten.)

২। আঘাত চোট প্রাপ্ত হেতু রোগ। আঘাত থেঁথলান মচকান এবং টাটানিবৎ, চর্ম্ম অধিক ছিন্ন হয় না (For the bad effects resulting from mechanical injuries, even if received years ago.)

৩। যে স্থানেই শয়ন করে শক্ত বলিয়া বোধ হয়, কোমল স্থানের সন্ধানে রোগী পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্ত্তন করে (Everything on which he lies seems too hard, he must keep changing his position to get relief.)

৪। শরীরের উর্দ্ধভাগ বিশেষতঃ মস্তক উষ্ণ এবং নিম্নভাগ শীতল অথবা মুখমণ্ডল এবং মস্তক উষ্ণ সমুদায় শরীর শীতল। (Heat of the upper part of body, coldness of lower.)

৫। টায়ফয়েড কিংবা বিকার জ্বরে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক উত্তর দেয় বটে কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রলাপ এবং তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে (কথার উত্তর দিতে দিতেই তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে—ব্যাপ্টিসিয়া)।

৬। প্রসবের পর ভ্যাদালব্যথা, প্রসবান্তিক রক্তস্রাব, সূতীকা আক্রমণ এবং চোট আঘাতের দরুণ ক্ষত দূষিত অথবা পচন হওয়ার আশঙ্কা নিবারণ করে (Prevents after—pain, postpartum hemorrhage, puerperal complication, suppuration and septic conditions.)

৭। বাত অত্যন্ত আড়ষ্টজনক এবং স্পর্শাধিক্য, কেহ নিকটে আসিলেই ভয় পায় যদি হঠাৎ কোনপ্রকারে হস্তপদ লাগিয়া যায় (Gout and Rheumatism with great fear of being struck or touch by those coming towards him.)

৮। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ ফোঁড়া অথচ অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত, একটার পর একটা হয় (small boils, painful, one after another, extremely sore.)

৯। আঘাত, পতন, মস্তিষ্কের বিকম্পন ইত্যাদি হেতু মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ (Meningitis after mechanical or traumatic injuries, from falls, concussion of brain etc.)

সাধারণ লক্ষণ

১। কাশি কিংবা আঘাতের দরুণ চক্ষুতে রক্তের সঞ্চার হয় অথবা আভ্যন্তরিক রক্ত স্রাব হয় (লেডাম, নাক্স)।

২। বস্তি কোটরে (Pelvic region) টাটানি হেতু সোজা হইয়া হাঁটিতে কষ্ট বোধ করে।

৩। উদ্গার, বায়ু নিঃসরণ ইত্যাদি অত্যন্ত বদগন্ধযুক্ত, পচা ডিম্বের ন্যায়।

৪। প্রসব বেদনার পর মূত্র অবরোধ।

৫। আঘাত হেতু সংন্যাস রোগে কিংবা মস্তিষ্কের বিরতিতে রোগীর জ্ঞান শূন্য হয় এবং অসাড়ে মল মূত্র নির্গত হয়, বাম অঙ্গ পক্ষাঘাত হয়।

কোষ্ঠ কাঠিন্য। সরলান্ত্র মলে বোঝাই হইয়া থাকে অথচ মল নির্গত হয় না। মূথ শায়ী গ্রন্থির বিবৃদ্ধি (enlarged prostrate) অথবা জরায়ুর পশ্চাৎচ্যুতি (retroversion) হেতু সরু ফিতার ন্যায় মল নির্গত হয়।

মানসিক লক্ষণ—আর্ণিকা রোগী সচরাচর বিষণ্ণ এবং বিষাদগ্রস্থ। নির্জ্জনে একলা বসিয়া থাকিতে চায়। রোগী বেশী কথা কহিতে কিংবা তাহার গাত্র কেহ স্পর্শ করে ইহা সে ইচ্ছা করে না। সমুদায় গাত্র টাটাইয়া থাকে, খিটখিটে, ভীত স্বভাবের এবং কল্পনা প্রিয়, সকল সময় চিন্তা করে হৃৎপিণ্ডের

হয়ত কোন রোগ হইয়াছে। রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না। নানা প্রকার বিশেষতঃ কর্দ্দমাক্ত জল এবং দস্যু তস্করাদির স্বপ্ন অধিক দেখে। রাত্রিতেই ভয়ের সঞ্চার অধিক হয়। হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, বুক চাপিয়া ধরে এবং বলে "শীঘ্র ডাক্তার আনিতে যাও নতুবা আমি এখনই মারা যাইব।" দিবসে বেশ ভালই থাকে বিশেষ কোন উপদ্রব থাকে না; রাত্রি হইলেই প্রায় এইরূপ অবস্থা প্রকাশ পায়। ইহা ব্যতীত আরো দেখা যায় হয়ত রোগী কোন একটি আকস্মিক ঘটনায় কিছুদিন পূর্ব্বে আঘাত পাইয়াছিল সেই আতঙ্ক তাহার মনের মধ্যে সদা সর্ব্বদা আলোড়িত হইতে থাকে, ভুলিতে পারে নাই এবং তাহার (আঘাতের) দরুণ শারীরিক কষ্ট,—কিংবা বেদনা তখনও হয়ত সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই; রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হইয়া হঠাৎ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া সেই আকস্মিক ঘটনার বিষয় বলিতে থাকে। ওপিয়মে যদিও অনেকটা এইরূপ লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু ওপিয়মে কেবল দিবসে ভয়ের ভাব মনে জাগিয়া থাকে; রাত্রিতে কোন স্বপ্ন দেখে না, আর্ণিকার রোগী স্বপ্নে দেখে এবং রাত্রিতেই ভয়ের সঞ্চার অধিক হয়। আর্ণিকার রাত্রিতে কল্পনা প্রসূত (false) হৃদপিণ্ডের রোগসহ হঠাৎ মৃত্যু ভয় একটী বিশেষ পরিজ্ঞাপক মানসিক লক্ষণ।

আঘাত (Injury) আর্ণিকা শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলের নিকটই আঘাতের একটী উত্তম ঔষধ বলিয়া সুপরিচিত। আঘাতের ইহা এত অধিক প্রচলিত ঔষধ যে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় এক এক শিশি আর্ণিকা পাওয়া যাইতে পারে। একোনাইট যে প্রকার সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহাতে ব্যবহার হয়; আর্ণিকাও সেইরূপ সামান্য আঘাত লাগিলেই তাহাতে ব্যবহার হয়। আমাদের ভৈষজ্য বিজ্ঞানে আঘাতের এত বড় ঔষধ আর আছে কিনা সন্দেহের বিষয় কিন্তু ইহার আঘাতের বিশেষত্ব আছে—চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গিয়া গভীর ক্ষত হইলে কিংবা গভীর ভাবে কাটিয়া গেলে ইহা অধিক ব্যবহার হয় না। মাংসপেশী প্রভৃতি থেতলিয়া গেলে কিংবা হঠাৎ পড়িয়া গিয়া আঘাত প্রাপ্ত হইলে—এই প্রকার আঘাতে ইহা ব্যবহার হয় কিন্তু আমরা দেখিয়াছি ভয়ানক রূপে আহত হইলেও আর্ণিকা প্রয়োগে বেশ উপকার পাওয়া যায়। নূতন এবং পুরাতন উভয় আঘাতেই ইহা প্রয়োগ হয়। আর্ণিকার আঘাতে স্থান অধিক ক্ষত বিক্ষত হইয়া ছিঁড়িয়া যায় না। ইহার আঘাত বরং

থেঁত্লান, মোচড়ান এবং কালশিরা পড়িয়া যায়। আঘাত হেতু কোন প্রকার যান্ত্রিক দোষ ঘটিবার উপক্রম হইলে তৎপূর্ব্বে আর্ণিকা প্রয়োগ করিলে তাহার আশঙ্কা এবং সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের আঘাতে আর্ণিকা প্রথম অবস্থায় সদা সর্ব্বদা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। আঘাত জনিত মস্তিষ্কের ঝিল্লি প্রদাহ, মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বিরতি (Concussion of Brain) ইত্যাদি প্রকাশ পাইলেও আর্ণিকাকেই সকল চিকিৎসকগণ উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন এবং আর্ণিকা পেশীর একটী অতি উচ্চ ঔষধ। মোচড়ান (Straining),মচকান (sprain) অথবা কোন ভারী দ্রব্য উত্তোলন হেতু আঘাত কিংবা আঘাত লাগিয়া রক্তস্রাবেও উত্তম কার্য্য করে। অস্থি ভঙ্গেও আর্ণিকা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উভয় ভাবেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। এতদস্থলে আঘাত প্রাপ্ত স্থানের স্ফীতি যন্ত্রণা অত্যল্প সময়ে উপশম করিয়া দেয় কিন্তু ভগ্ন অস্থিকে শীঘ্র জোড়া লাগাইতে সিম্ফাইটামই হইতেছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

আঘাত হইতে উৎপন্ন পুরাতন নানাবিধ রোগেও আর্ণিকা ব্যবহার হয়। যে কোন ব্যাধিই হউক এবং যে কোন স্থানের হউক, যদি আঘাতের দরুণ হইয়াছে জানিতে পারা যায় কিংবা আঘাতই তাহার মূল কারণ তাহা হইলে আর্ণিকাই তাহার উপযুক্ত ঔষধ জানিবে। (It removes as Hahnemann says,—"The pernicious consequences while often attend contusion, blows, thrusts, straining, or tearing the solid pats of our organism.")

আঘাতে আর্ণিকার সমকক্ষ ঔষধ সমূহ

ক্যালেণ্ডুলা—আঘাতপ্রাপ্ত স্থান ক্ষত বিক্ষত এবং ছিন্ন হইয়া যায়, এমন কি মাংস পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া ছেঁৎরাইয়া যায়। ক্যালেণ্ডুলা ব্যবহারে প্রদাহ উপশম হয় এবং ক্ষতস্থান শীঘ্রই ভরিয়া উঠে। এইরূপ স্থলে এই ঔষধের বাহ্যিক মূল অরিষ্ট অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

হাইপারিকাম—স্নায়ুপ্রধান স্থানের আঘাতে ইহা উত্তম কার্য্য করে। অঙ্গুলি থেঁৎলাইয়া গেলে হাইপারিকাম তাহার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা প্রয়োগে যন্ত্রণা অতি শীঘ্র উপশম হয়। মেরুদণ্ডের আঘাতে অনেক সময়

আর্ণিকার পর হাইপারিকামকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বিখ্যাত ডাক্তার লডলাম্ মেরুদণ্ডের আঘাতে হাইপারিকাম অত্যন্ত ব্যবহার করিতেন এবং অনেক আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্যও করিয়াছেন। ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাইতে খুরের স্নায়ুতে পেরেক ফুটিয়া গেলে কিংবা কাঁটা ইত্যাদি পায়ে ফুটিয়া গেলে হাইপারিকাম তাহার উত্তম ঔষধ।

ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া—ছুরির দ্বারা যেন কাটা হইয়াছে এইরূপ পরিষ্কার কাটা। ইহা ব্যতীত থেঁৎলান ক্ষতেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়। থেঁৎলান ক্ষতেরও ইহা একটী অতি উচ্চ ঔষধ। এইরূপ স্থলে ইহাকে অনেকে সর্ব্বপ্রথমেই প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। ঘর্ষণ লাগিয়া যেমন জুতা পরিয়া ফোস্কা হইলেও এই ঔষধের অমিশ্র আরক এক ভাগ দশভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে অতি শীঘ্র যন্ত্রণা উপশম হয়। সন্তান প্রসবের সময় যোনি এবং মলদ্বার সংলগ্ন স্থান (Perinium) ছিঁড়িয়া গেলে এই ঔষধ ৩০ ক্রম ব্যবহারে শীঘ্র স্থান জোড়া লাগিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক লোশনও লাগাইতে হয়।

লেডাম—আর্ণিকার পর ইহা অনেক সময় ব্যবহার হয় যদি আর্ণিকায় রোগ সম্পূর্ণ উপশম না হয়। তীক্ষ্ণ অস্ত্র যেমন তীর, কিরিচ, বল্লম দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে এবং যে সমুদায় আঘাতে স্থান ছিদ্র হইয়া যায় সেইরূপ স্থলে সচরাচর লেডাম ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত মৌমাছি, বোল্‌তা প্রভৃতির হুলবিদ্ধ হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা হইলেও এই ঔষধের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অতি সত্বর উপকার দর্শায়। কাঁকড়া বিছা দংশনের যন্ত্রণা নিবারণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমরা ইহার উপকারিতা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়াছি। কেহ কেহ বলেন,—ইন্দুর, বিড়াল কামড়াইলেও ইহাতে উপকার হয়। (বাহ্যিক লোশন—অমিশ্র আরক ১ ভাগ এবং ২০ ভাগ পরিস্রুত জল) কাঁকড়া বিছা কাম্‌ড়াইলে অত্যন্ত উষ্ণ জলের সহিত অমিশ্র আরক মিশ্রিত করিয়া তাহাতে দংশিত স্থান ডুবাইয়া অথবা ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

বেলিস্ পেরিনিস্ (Bellis Prinis)—স্ত্রীলোকের স্তনে আঘাত লাগিলে ইহার নিম্নক্রম ৬× আভ্যন্তরিক সেবন করিতে দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত এইরূপ স্থলের আঘাতে কোনায়াম ও ব্যবহার হয়।

সিম্ফাইটাম—অস্থির আঘাতের ইহা উপযুক্ত ঔষধ। আঘাত লাগিয়া

যদি অস্থি ভগ্ন হইয়া যায় কিংবা মচকাইয়া যায়; অমিশ্র আরকের ১ ভাগের সহিত ১০ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগে আশু উপকার হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ৩য় ক্রম আভ্যন্তরিক সেবন করিতে দেওয়া উচিত। amputations অর্থাৎ অঙ্গচ্ছেদের পর ছিন্নাগ্রের (Stump) যন্ত্রণায়ও কেহ কেহ সিম্ফাইটাম ব্যবস্থা দেন। সিম্ফাইটাম ব্যবহারে আমরা দেখিয়াছি ভগ্ন অস্থি জোড়া লাগিয়া যায়, যদি সিম্ফাইটামে সুবিধা না হয় তাহা হইলে তৎপর ক্যালকেরিয়া ফস্ ৬× চূর্ণ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

এলিয়াম সেপা—অস্ত্র ক্রিয়ার পর ছিন্নাগ্রের (Stump) ভয়ানক জ্বালা নিবারণ করে এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণায় এলিয়াম সেপা একটী উত্তম ঔষধ।

রুটা—অস্থি আবরক পর্দ্দার আঘাত, অঙ্গুলি সন্ধির আঘাত অর্থাৎ অস্থির আঘাতের ইহা একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

মচকান (Sprain) রাসটক্সের বিষয় লেখাকালীন পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি কোমল স্থান অপেক্ষা সন্ধির বন্ধনীতে (Ligaments of a joint) আঘাতপ্রাপ্ত হইলে কিংবা মচকাইয়া গেলে আর্ণিকা অপেক্ষা বরং রাসটক্সই তাহাতে উত্তম কার্য্য করে। আর্ণিকাতে অনেক সময় আঘাত অথবা মচকান হেতু কালশিরা (Ecchymosis) প্রকাশ পায়। রাসটক্সে এইরূপ কিছুই হয় না; গুলফসন্ধি (ankle joints) মচকাইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হইলে এবং ফুলিয়া উঠিলে জুতা পায়ে প্রবেশ করিতেছে না, রোগী মাটিতে পা ফেলিতে পারিতেছে না এইরূপ অবস্থায় আর্ণিকা আভ্যন্তরিক উচ্চক্রম ২০০ ডাইলিউসন ব্যবহারে অতি সত্বর উপকার পাওয়া যায়। আঘাতে অতি উচ্চক্রম (High dilution) আর্ণিকা নিম্নক্রম অপেক্ষা উত্তম কার্য্য করে এবং যখন অন্য কোন ঔষধের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না আর্ণিকাই তাহার একমাত্র ঔষধ জানিবে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় কোন সন্ধিস্থলে আঘাতপ্রাপ্ত হইলে যন্ত্রণা এবং ফোলা উপশম হওয়ার পরও তদস্থলের বন্ধনীর (tendons) দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয় এবং রাসটক্স সেই দুর্ব্বলতা নিবারণের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদহেতুই আর্ণিকার পর রাসটক্স ব্যবহার হইয়া থাকে এবং রাসটক্স ব্যবহার করা সত্বেও যদি সন্ধিস্থলের দুর্ব্বলতা না যায় তাহা হইলে ক্যালকেরিয়া ফস্ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহা সন্ধিস্থলের আঘাতের একপ্রকার বাঁধাধরা

ঔষধ বলিলেই হয়। এতদ সমুদায় ঔষধ ব্যতীতও অনেক সময় আমাদিগকে লক্ষানুসারে কষ্টিকাম, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, এমন মিউর, ষ্ট্রনসিয়ানা কার্ব্ব, রুটা ইত্যাদিও ব্যবহার করিতে হয়।

But, though Arnica affects the muscles chiefly, we must not limit influence to these. It will check the haemorrhage of mechanical violence; quiet the mervous starting of fractured limb, and obviate the danger of re-action in concussion of the brain and sudden apoplectic extravasation. It seems, moreover to cover the whole remote effects of an injury. Give it to one whose frame cannot forget the shock of a far-back-railway accident—Hughes.

হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি (Hypertrophy of the heart)—আর্ণিকার কার্য্য পেশীর উপর (muscular tissue) অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়। এতদহেতু অধিক পরিশ্রমজনিত কিংবা অধিক পথ হাঁটিয়া কিংবা নৌকার দাঁড় টানিয়া শরীরে বেদনা এবং টাটানি হইলে কিংবা হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক মাংস বৃদ্ধি হইলে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধিতে আর্ণিকা প্রয়োগে আশু উপকার হয়। (Hypertrophy of the heart যদিও বাস্তবিকপক্ষে একটা ব্যাধি নয় কিন্তু শেষে ইহা প্রকৃত ব্যাধিতেই পরিণত হয়) অধিক পরিশ্রমহেতু অথবা নৌকার দাঁড় টানিয়া অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় হৃৎপিণ্ডের পেশীও অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই প্রকার অবস্থায় সামান্য পরিশ্রমেই অথবা পদদ্বয় ঝুলাইয়া রাখিলে স্ফীত হইয়া উঠে এবং সাধারণ অবস্থা হইতে অধিক লালবর্ণ হয়। হৃৎপিণ্ড বিবৃদ্ধি হইলে উল্লিখিত লক্ষণ ব্যতীতও হৃৎপিণ্ড যেন হস্তদ্বারা চাপিয়া রাখা হইয়াছে এইরূপ মনে হয় এবং সমুদায় বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়। উপরি উক্ত হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি লক্ষণ দেখিলেই ক্যাক্টাসের কথা স্বভাবতঃই মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু ক্যাক্টাসের যন্ত্রণার মূল কারণ আঘাত কিংবা অত্যধিক পরিশ্রম নয়। এইপ্রকার হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধিতে রাসটক্স ব্যবহার হইতে পারে যদ্যপি বাতজনিত হয়।

বিষাক্ত রক্ত—(Pyaemia) আর্ণিকা পচন নিবারণ করে এবং

ক্ষতকে দূষিত (septic) অবস্থায় পরিণত হইতে দেয় না। (Prevents Pyaemia and septic condition.)। আর্ণিকা পুঁজ নিঃসরণ ক্রিয়ার সহায়তা করে অর্থাৎ পুঁজ বহির্গত করাইয়া দেয় অথবা ক্ষত শুষ্ক করিয়া দেয়। এতদহেতুই অনেক অস্ত্র চিকিৎসক অস্ত্রক্রিয়ার পর আর্ণিকা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উভয় ভাবেই প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন। ইহা যে বাস্তবিকই পচন নিবারণ করে এবং ক্ষতকে দূষিত হইতে দেয় না তাহা আমরা স্ত্রীলোক দিগের প্রসবের পর ইহার একাধারে ব্যবহার দেখিয়াই অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি।

ভঁ্যাদাল ব্যথা—(After pain) আর্ণিকা ভঁ্যাদাল ব্যথা, প্রসবের দরুণ টাটানি, প্রসবান্তিক রক্তস্রাব এবং সুতিকা সম্বন্ধীয় রোগ নিবারণের অতি উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। এইরূপ অবস্থায় ইহা জরায়ুর সঙ্কোচন উৎপন্ন করতঃ স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া দেয় এবং ফুলের ছিন্ন অংশ ইত্যাদি কিছু থাকিলে তাহা বহির্গত করিয়া দেয়। (Promotes proper contraction of the uterus and expulsion of coagula and of any portions of the Placenta that may have been retained) প্রসবের পর প্রসূতির প্রস্রাব অবরোধ হইলে আর্ণিকা প্রয়োগে অতি শীঘ্র প্রস্রাব নির্গত হয়। (ওপিয়ম, কষ্টিকাম। ইহা ব্যতীত—Arnica given immediatly after the delivery is of great service.—If it does not diminish or prevent after pains, it any rate diminishes the tendency to haemorrhage)

ভঁ্যাদাল ব্যথার সমগুণ ঔষধ সমূহ—

বেলেডোনা ৬—ভীষণ প্রসববৎ কোঁৎপাড়া যন্ত্রণা (bearing down pain) মনে হয় যোনি প্রদেশ হইতে সমুদয় স্ত্রীজননেন্দ্রিয় বহির্গত হইয়া পড়িবে এবং যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ বৃদ্ধি হয় আবার হঠাৎ হ্রাস হয়। সামান্য নড়াচড়া সহ্য হয় না, সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া এবং মুখমণ্ডলেও চক্ষুর রক্তাধিক্য লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

কলফাইলাম—৬,৩—অত্যন্ত কষ্টের সহিত এবং বহুক্ষণ যাবৎ প্রসূতি কষ্ট পাইয়া সন্তান প্রসব হইলে (after protracted and exhausting

labor)। যন্ত্রণা আপেক্ষপযুক্ত এবং খিল ধরা অনেক সময় আর্ণিকায় উপকার না হইলে আমরা এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকি।

নক্সভমিকা—৩০। প্রত্যেক যন্ত্রণা কালীন প্রসূতির মলত্যাগের বেগ আইসে। কটিদেশেই যন্ত্রণা অধিক হয়।

ক্যামোমিলা—৩০, ২০০ রোগী অত্যন্ত খিটখিটে প্রকৃতির, অত্যন্ত বিরক্ত হয়, ভাল কথাও সহ্য হয় না এবং সহ্য গুণ একেবারেই নাই, সামান্য যন্ত্রণাতেই মা বাবা করিতে থাকে। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ।

সিকেলিকর—৩০ ভীষণ জরায়ুর সঙ্কোচন হয় এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। শীর্ণ রোগা শিথিল কোঁচকান পেশীযুক্ত এই প্রকার এবং বহুসন্তানবতী স্ত্রীলোকে অধিক কার্য্য করে। গাত্র বরফবৎ শীতল অথচ গাত্রে কাপড় রাখে না।

কুপ্রাম মেটালিকাম—৬। বহু সন্তানবতী স্ত্রীলোকে অধিক নির্ব্বাচিত হয় যদ্যপি ভ্যাদাল বেদনার সহিত হস্ত পদের খিলধরা যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে।

পালসেটিলা ৩০—ইহার প্রয়োগও দেখা যায়। শান্ত, নম্র, সুশ্রী, সুগোল সুঢোল গঠনযুক্ত স্ত্রীলোকে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রোগী মুক্ত খোলা বাতাস অধিক পছন্দ করে।

ফোঁড়া—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ ফোঁড়ায় আর্ণিকা একটী অতি উপযুক্ত ঔষধ। ফোঁড়াগুলি দেখিতে ছোট অথচ ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত সমুদায় শরীর টাটাইয়া যায়। এই প্রকার ফোঁড়া একটার পর একটা হয় কিংবা গুচ্ছাকারে এক জায়গায় কতকগুলি হইয়া সে গুলি আরোগ্য হইলে পর আবার গুচ্ছাকারে নূতন কতক গুলি অন্যস্থানে প্রকাশ পায় (সালফার) এই প্রকারে হইতে থাকে, ইহা ব্যতীত ফোড়ায় আংশিক পূঁজ হইয়া তাহা নিষ্কাশিত না হইয়া ফোঁড়া শুষ্ক হইয়া কৃষ্ণবর্ণ অবস্থা ধারণ করিলে এইরূপ অবস্থায় আর্ণিকা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে ফোঁড়া পুনরায় প্রকাশ হয়।

সার্সাপেরিলা—এই ঔষধের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় ক্রম কিছুদিন সেবন করাইলে ফোড়া পুনঃ পুনঃ আর হয় না।

ফোঁড়ায় যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হইলে এক আউন্স উষ্ণ জলে অমিশ্র আর্ণিকা ১৫ ফোটা দিয়া কম্প্রেস্ দিলে আশু উপকার পাওয়া যায়।

হাই পারিকাম—শিরার উপর ফোঁড়া হইলে এই ঔষধের নিম্নক্রমে অতি সত্বর যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

বাত—বাতে বিশেষতঃ পুরাতন গেঁটে বাতে ঠাণ্ডা লাগিয়া যখন তরুণ অবস্থা ধারণ করে এবং অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়, আর্ণিকা এইরূপ অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে। শীতকালে স্যাঁতসেতে ঋতুতে অত্যধিক পরিশ্রমিক কার্য্য হেতু অথবা মচকাইয়া গিয়া তরুণ প্রদাহ উপস্থিত হয়। আর্ণিকার বাত শীত কালেই অধিক হয়। গ্রীষ্মকালে অনেক সময় টের পাওয়া যায় না। আক্রান্ত স্থান ভীষণ যন্ত্রণা যুক্ত হয় এবং টাটাইতে থাকে। সামান্য সঞ্চালনেই এবং স্পর্শে যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এমন কি হস্তের স্পর্শ করিতে দিতে চায় না। ছেলেরা হয়ত ঘরে খেলা করিতেছে, রোগী ভয়ে ঘরের এক কোনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, যদি কোন প্রকারে কাহারও হাত লাগিয়া যায় এই ভয়েই সদা সর্ব্বদা শশঙ্কিত। এই প্রকার প্রদাহযুক্ত বাতে আর্ণিকা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (মূল অরিষ্ট উষ্ণ জলের সহিত কম্প্রেস্ (compress) দিলে অতি শীঘ্র যন্ত্রণার উপশম হয়।)

হুপিং কাশি—কাশি আসিবার পূর্ব্বে বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগিবার ভয়ে শিশু কাঁদিয়া উঠে। বক্ষঃস্থলের সমুদয় স্থান বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। গয়েরের সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত থাকে কিংবা সময় সময় কেবল রক্ত কাশিই হয় কিংবা শ্লেষ্মার সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তকণা জড়িত থাকে। কাশিতে কাশিতে রোগী সমুদায় ভুক্তদ্রব্য বমন করিয়া ফেলে। রাত্রিতে শিশু জাগরিত হইলে কাশি অধিক বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু—কাশিতে কাশিতে কিংবা আঘাত লাগিয়া চক্ষুতে রক্ত সঞ্চার অথবা চক্ষুর আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব হইলে আর্ণিকা তাহার উপযুক্ত ঔষধ।

অন্তঃস্বত্ত্বাবস্থা—যদিও সর্ব্বাঙ্গময় বেদনা ও টাটানি হয় তথাপি অন্তঃস্বত্বা স্ত্রীলোকে এতদ্‌যন্ত্রণা বিশেষ ভাবে নিম্নোদরে, জরায়ুতে এবং বস্তিদেশে (Pelvic regions) অধিক প্রকাশ পায় এবং রোগী এতদ্ হেতু সোজা হইয়া দাঁড়াইতে কিংবা সুস্থ ভাবে চলা ফেরা করিতে পারে না—ইহা আর্ণিকার একটী সার্ব্বজনীন লক্ষণ। গর্ভস্থ সন্তানের সঞ্চালনে যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিকরূপ অনুভব করে, সময় সময় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে হয়, যন্ত্রণা

হেতু নিদ্রা যাইতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় আর্ণিকা প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র এতদ্ যন্ত্রণাসমূহ ঘুচিয়া যায় এবং রোগী সুস্থ বোধ করে।

পেশীর বেদনা এবং **পার্শ্ব বেদনা**—(Myalgia and Pleurodynia) চোট আঘাত এবং পেশীর বেদনায় আর্ণিকা একটা অতি মহৎ ঔষধ। ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণই হইতেছে weakness, weariness, sensation as of being bruised, felt as if bruised over the whole body. সমুদায় শরীর এবম্প্রকার টাটায় এবং বেদনাযুক্ত হয়, মনে হয় যেন কেহ প্রহার করিয়াছে। শরীরের এবম্বিধ টাটানি হেতু রোগী যে স্থানেই শয়ন করে অত্যন্ত শক্ত বলিয়া বোধ হয়। কাজে কাজেই রোগী শয্যার এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। এইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে শয্যা অত্যন্ত শক্ত, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শয্যা শক্ত নয় শরীরের টাটানি হেতু রোগী এইরূপ বোধ করে এবং শয্যা শক্ত মনে করিয়া উপশম পাইবার জন্য রোগী শয্যায় কোমল স্থান খুঁজিয়া বেড়ায়, তদহেতু এইখানে একবার ওখানে একবার এই প্রকার করিতে থাকে। আর্ণিকা রোগী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অর্থাৎ এক কাৎ হইতে অন্য কাৎ হইতে হইলে ধীরে ধীরে করে না বরং দ্রুত ভাবেই করে। পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের পর রোগী যদিও ক্ষণেকের জন্য উপশম বোধ করে বটে কিন্তু অধিকক্ষণ এক স্থানে থাকিলেই পুনরায় সেই কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়; কাজে কাজেই রোগী পুনঃপুনঃ স্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। (With Arnica the soreness passes off if he gets into new place, the soreness increases the longer he lies and becomes so great that he is forced to move) এই প্রকার গাত্র বেদনা টাইফয়েড এবং অন্যান্য জ্বরেও অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

পেশীর উপর আর্ণিকার এতাবৎ কার্য্য আছে বলিয়াই ডাক্তার ইন্‌ম্যান (Dr. Inman) myalgiaয় অর্থাৎ পেশীর বেদনায় আর্ণিকাকে উচ্চস্থান দিয়াছেন। সুস্থ পেশী সমূহের অত্যধিক পরিশ্রম জনিত অথবা দুর্ব্বল পেশী সমূহের স্বাভাবিক পরিশ্রম হেতুই শরীরের এবম্বিধ টাটানি উপস্থিত হয় এবং আর্ণিকা ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। পেশীর অত্যধিক পরিশ্রম হেতু Pleurodynia অর্থাৎ পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হয়। ডাক্তার ইন্‌ম্যান এক

স্থানে লিখিতেছেন "একবার একদল ভদ্রলোক পদব্রজে দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। প্রথম দিবস সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; দ্বিতীয় দিবস দেখা গেল তাহাদের মধ্যে কয়েক জনের বক্ষঃস্থলের পার্শ্বে চিড়িক মারা যন্ত্রণা উপস্থিত হইল এবং তৎপার্শ্বে শয়ন করিতেও পারিতেছে না কেবল চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিতে হইত। তৃতীয় দিবস যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল এবং এত অধিক কষ্ট হইতে লাগিল যে এমন কি কাপড়ের ভার পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেছিল না। আর্ণিকা প্রয়োগে তাহারা সকলেই অতি সত্বর আরোগ্য হয়। (A party cf gentlemen on a severe pedastrian exercise were all tired on the first day and that was all ; on the second day so he began to have frequent stitches in the side, could hot sleep on the side but only on the back. On the third day the pains in the side were terribly increased with so much tenderness that they could not bear weight of the clothes, Arnica gave rapid relief.) অনেকে এতদস্থলে (muscular rheumatism) পেশীর বাতরোগ মনে করিয়া চিকিৎসা করেন কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম, পেশীর বাত রোগ হইলে তাহা চাপে উপশম হইত কিন্তু এতদস্থলে কাপড়ের চাপ পর্য্যন্ত সহ্য হইতেছিল না।

মুত্রাশয়ের কুন্থন (Tenesmus of bladder)—আর্ণিকায় পেশীর উপর যথেষ্ট ক্ষমতা আছে বলিয়া অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত মূত্র ত্যাগ না করা দরুণ অর্থাৎ পুনঃপুনঃ অধিকক্ষণ মূত্র আটকাইয়া রাখার দরুণ মুত্রাশয়ের পুরাতন কুন্থন (chronic tenesmus) রোগ উপস্থিত হইলে আর্ণিকা প্রয়োগে তাহা আরোগ্য হয়।

গলক্ষত—ধর্ম্মযাজক কিংবা বক্তাগণের চিৎকার করিয়া বক্তৃতা দেওয়ার দরুণ গলদেশের ক্ষতের আর্ণিকা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার ভন গ্র্যাভল এতদবিষয়ে ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন।

আর্ণিকা ব্যতীত এবম্প্রকার গাত্র বেদনায় ব্যাপ্টিসিয়া, ফাইটোলেক্কা, রাস্টক্স, রুটা এবং চায়নার ব্যবহার রহিয়াছে।

ব্যাপ্টিসিয়া—মনে হয় যেন একটী তক্তার উপর শুইয়া আছে। শয্যা

এতাদৃশ শক্ত বোধ হয় যে একস্থানে অধিকক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারে না; সমুদায় গাত্র টাটাইতে থাকে। (feels as if laying on a board, changes position, bed feels so hard, makes him feel sore and bruised.) পেশী সমুদায়ই অধিক যন্ত্রণা যুক্ত হয় এবং টাইফয়েড জ্বরে এই প্রকার গাত্রবেদনা অধিক প্রকাশ পায়।

ফাইটলেক্কা—মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত সমুদায় শরীর টাটাইতে থাকে। পেশী সমূহ যেন আড়ষ্ট এবং যন্ত্রণাযুক্ত হইয়া থাকে। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে হইলে রোগী যন্ত্রণায় গোঁগাইতে থাকে। (feels sore all over from head to feet, muscle sore and stiff, can hardly move without groaning,) গলদেশের অভ্যন্তর প্রদেশে যন্ত্রণা থাকিলে কিংবা ডিপ্‌থিরিয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

রুটা—শায়িত পার্শ্বেই অধিক টাটানি এবং যন্ত্রণা হয়। (all parts of the body on which he lies are painful, as if bruised) রুটা অস্থি বেদনায় অধিক কার্য্য করে।

রাসটক্স্—প্রত্যেক পেশীই যেন যন্ত্রণাযুক্ত। সঞ্চালনে যন্ত্রণার উপশম। কিন্তু প্রথম সঞ্চালনের প্রারম্ভে টাটানি এবং আড়ষ্ট অধিক বোধ হয়। (Soreness in every muscles, which passes of during exercise but stiff and sore on first beginning to move.)

চায়না—সমুদায় শরীরময় টাটানি, সন্ধিস্থল, অস্থি ইত্যাদি সমুদায় যেন মচকাইয়া গিয়াছে। (Sore all over in the joints, the bones and the periosteum, as if they had been sprained).

বিসর্প (Erysepelas)—বিসর্প রোগে (Erysepelas) আর্ণিকাকে অনেক চিকিৎসক অত্যন্ত উচ্চস্থান দিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রয়োগের কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে idiopathic cause অর্থাৎ আপনা হইতে সম্ভূত বিসর্প রোগে আর্ণিকা কদাচিৎ নির্ব্বাচিত হয়। আঘাত, ফোঁড়া, ব্রণ অর্থাৎ এবম্প্রকার কোন কারণ হইতে এবং উক্ত স্থান হইতে বিসর্প প্রকাশ পাইলে আর্ণিকাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ মনে করিবে।

তড়কা—(Convulsion) সমুদায় শরীর এবং হস্তপদ বরফের ন্যায় শীতল অথচ মস্তক কেবল মাত্র উষ্ণ; ইহা আর্ণিকার একটী স্বাভাবিক লক্ষণ। এইরূপ লক্ষণ প্রায় জ্বর অবস্থায় হঠাৎ রক্তাধিক্য হইয়া উপস্থিত হয়। শিশু-দিগেতে এতদ রক্তাধিক্যতা বশতঃ ভয়ানক তড়কা হইতেও দেখা যায়। এতদ লক্ষণে বেলেডনার কথা স্বভাবতঃই মনে উদয় হইতে পারে, যেহেতু বেলেডনায়ও সমুদায় শরীর শীতল এবং কেবল মাত্র মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ এবম্বিধ লক্ষণ রহিয়াছে। কিন্তু আর্ণিকার রোগী গাত্রের টাটানির দরুণ কাহাকেও তাহার গাত্রে স্পর্শ করিতে কিংবা ধরিতে দিতে চায় না, এবং শিশুকে যেমনি তাহার মাতা ক্রোড়ে লইতে কিংবা শয্যা হইতে তুলিতে চেষ্টা করে শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, যেহেতু শিশু গাত্রে বেদনা অনুভব করে। এইরূপ অবস্থায় শিশুর গাত্রাবরণ খুলিলে অনেক সময় কাল শিরার ন্যায় চাপ চাপ দাগ দেখা যায় এবং ইহা আর্ণিকার একটী বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

টাইফয়েড—উপরে যে কাল শিরার দাগের কথা বলিলাম তাহা সচরাচর সামান্য জ্বর অবস্থায় প্রকাশ পায় না। টাইফয়েড দোষে বিষাক্ত হওয়া জনিত রক্ত বহা-নাড়ীতে পরিবর্ত্তন ঘটনহেতু শরীরের স্থানে স্থানে উক্ত প্রকার কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ দাগের আবির্ভাব হয়। মস্তিষ্কে Passive conges-tionও হয়, ইহার নিদর্শন অনেকটা রোগীর তন্দ্রাভাব (drowsiness) এবং সকল বিষয়ে ঔদাসিন্যতায় প্রকাশ পায়। রোগী কথা বলিতে বলিতে শেষ না করিয়াই ব্যাপটিসিয়ার ন্যায় তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। এই প্রকার অবস্থার সহিত উপরি লিখিত সর্ব্বশরীরে শীতলতা অথচ মস্তকের উষ্ণতা প্রকাশ পায়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলিতেছেন,—টাইফয়েড কিংবা আঘাত লাগিয়া ভীষণ জ্বর হইলে রোগী অতি শীঘ্র দুর্ব্বল এবং অচৈতন্য প্রায় হইয়া পড়ে ও সর্ব্বদা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। জাগাইলে যদিও কথার সঠিক উত্তর দেয় কিন্তু পুনরায় তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে অথবা কথার কি উত্তর দিবে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতে করিতে আচ্ছন্নতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ সময়ে কেহ জাগাইয়া দিলে রোগী ডাক্তারের প্রতি আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে থাকে—আমার ত কোন প্রকার অসুখ হয় নাই। আপনাকে কে ডাকিয়াছে? আমার ডাক্তারের কোন প্রয়োজন নাই (I do not want

you. I did not send for you, I am not sick, I don't need a doctor.) অথচ রোগী ভীষণ রোগে শয্যাগত। রোগ যখন ক্রমশঃ অধিকতর হইতে থাকে, জিহ্বা চকচকে হয়, দন্তসর্করা (sordes) দন্তে এবং ওষ্ঠদ্বয়ে প্রকাশ পায়—গাত্রময় ভীষণ টাটানি বেদনা হয় অর্থাৎ রোগের চরম অবস্থায় উল্লিখিত মানসিক বিকৃতির লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা হয়।

"The head is hot and the body is cool or at least not hot." ইহার দ্বারা ইহাই পরিষ্কার বুঝাইতেছে যে শরীর এবং মস্তকের উত্তাপের সামঞ্জস্য নাই এবং টাইফয়েড জ্বরে আর্ণিকার ইহা একটি মুল্যবান লক্ষণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আর্ণিকা রোগী গাত্র বেদনা এবং টাটানির দরুণ শয্যা শক্ত বোধ করিয়া শয্যায় শুইয়া এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। এতদ লক্ষণের সহিত ফুসফুসও আক্রান্ত হয়, কাশির সহিত সময় সময় রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে। কাশিবার কালে রোগী বক্ষঃস্থলে টাটানি যন্ত্রণা অনুভব করে এবং জিহ্বার মধ্যস্থলে লম্বালম্বিভাবে রেখা প্রকাশ পায়। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মস্তিষ্কে রক্তের অধিক চাপ হেতু সংন্যাস রোগের আশঙ্কা হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এবং টান ও নাসিকা শব্দ হয়। চোয়াল পড়িয়া যায়, গাত্রে কাল শিরা দাগ প্রকাশ পায়, মলমূত্র অসাড়ে হইতে থাকে। এইরূপে রোগী ক্রমশঃ তন্দ্রায় অধিকতর আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। আর্ণিকার সহিত টাইফয়েডে ব্যাপটিসিয়ার অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে, উভয় ঔষধেই শয্যা শক্ত বোধ করে। উভয় ঔষধেই অচৈতন্য ভাব (Stupor) বর্ত্তমান থাকে; জাগাইলেও পুনরায় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, উভয় ঔষধেই জিহ্বার মাঝখান দিয়া কাল রেখা দাগ প্রকাশ পায় এবং উভয় ঔষধেই মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ হয়। এতদ সমুদায় সাদৃশ্যতা এই উভয় ঔষধের কেবল টাইফয়েড জ্বরেই দেখা যায়, অন্য অবস্থায় বিশেষ দেখা যায় না। তাহা হইলে ইহাদের পার্থক্য কোথায়?

ব্যাপটিসিয়া রোগী শয্যায় এপাশ ওপাশ ছটফট করে ও প্রলাপ বকে এবং তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি যেন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে এই প্রকার ভ্রমে হাত দিয়া তাহা হাতড়াইতে থাকে ইহা ব্যতীত মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ইত্যাদি সমুদায় স্রাবই অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। আর্ণিকা রোগীর মলমূত্র অসাড়ে হয় এবং যদিও দুর্গন্ধযুক্ত কিন্তু ব্যাপটিসিয়ার ন্যায় তত ভীষণ নয়। ইহা ব্যতীত আর্ণিকার

গাত্রত্বকে কাল শিরা প্রকাশ পায় (appear suggilation under the skin)। ইহাই হইতেছে আর্ণিকার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

আর্ণিকার টাইফয়েড চিনিতে হইলে নিম্ন লক্ষণগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।—

১। রোগী ক্লান্ত, দুর্ব্বল এবং হতভম্ব ভাবাপন্ন। (Weary, Weak and Stupid)

২। রোগী সর্ব্বদা কেবল গাত্র বেদনার এবং টাটানির কথাই বলে। (Complains of no particular pain, only the sore, bruised sensation)

৩। নির্ব্বোধ জড়দ্গবের ন্যায় বসিয়া শুইয়া থাকে। কথা বলিতে বলিতে ভুলিয়া যায়—(Sits or lies as if stupid, forgets the word he is speaking)

৪। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়—(Bleeds from the nose)

৫। মুখমণ্ডল রক্তিমাভ এবং উষ্ণ, অথচ অবশিষ্ট শরীর শীতল—Face may be red and hot, while the rest of the body is cool)

৬। অসাড়ে মলমূত্র নিঃসরণ—(Unnoticed micturation and defecation)

৭। জিহ্বার মাঝামাঝি কটাবর্ণের রেখা প্রকাশ পায়—(Brown streak through the middle of the tongue—Baptisea)

গাত্রত্বকে কাল শিরা দাগ প্রকাশ পায়—(Suggilations under the skin)

৯। দুর্গন্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস—(Foul smelling breath)

১০। পেট ফাঁপা—(distension of the abdomen)

১১। কটাবর্ণ অথবা সাদা তরল ভেদ—(Brown or white diarrhœa)

উদরাময়—উদরাময়ে আর্ণিকার প্রয়োগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। টাইফয়েড অথবা প্রবল জ্বর অবস্থায় উদরাময় হইলে ইহা প্রয়োগ হইতে পারে। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ, পেটে বায়ু সঞ্চয়, ঘন ঘন উদ্গার উঠে, উদ্গারের স্বাদ অম্ল অথবা তিক্ত অথবা পচা ডিমের ন্যায়। নিঃসরিত বায়ু ও ভীষণ

বদগন্ধযুক্ত। দুর্গন্ধতা আর্ণিকার একটি বিশেষত্ব। নিদ্রিত অবস্থায় অসারে মল ত্যাগ হয়। মল শ্লেষ্মাযুক্ত, হড়হড়ে (Slimy), রক্তমিশ্রিত এবং সময় সময় পূঁজবৎ, এতদ্ব্যতীত জলের ন্যায় তরল ভেদ ও বমন হয়। আর্ণিকা রোগীর দুগ্ধে এবং মাংসে অত্যন্ত অরুচি। জলের তৃষ্ণা থাকে কিন্তু জল অন্যান্য পানীয় দ্রব্যের ন্যায় দুর্গন্ধ এবং বিস্বাদ বোধ হয়।

মূত্র অবরোধ—অত্যধিক পরিশ্রম, আঘাত, মস্তিষ্কে চোট কিংবা ধাক্কা (Concussion of Brain) অথবা কোন প্রকার আকস্মিক ঘটনা হেতু প্রস্রাব অবরোধ হইলে আর্ণিকা ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। প্রস্রাবের বর্ণ কাল কালীর ন্যায় কিংবা কটা বর্ণ হয় কিংবা রক্তমিশ্রিত থাকে, ইহা ব্যতীত এরূপ অবস্থায় মূত্রপিণ্ডে ছুরিকা বিদ্ধবৎ ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং প্রস্রাব অত্যন্ত এসিডযুক্ত ও high specific gravity হয়।

সংন্যাস রোগ—(apoplexy)—আর্ণিকা সংন্যাস (apoplexy) রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। মস্তক উষ্ণ শরীরের অবশিষ্ট অংশ শীতল এবং শরীরের বামপার্শ্বে পক্ষাঘাত প্রকাশ পায়। রোগী জ্ঞান শূন্য, অচৈতন্য অবস্থায় তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাসিকা ধ্বনি হয় (ওপিয়ম)। মলমূত্র অসাড়ে নির্গত হইতে থাকে। থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে এবং বিড় বিড় করিয়া বকিতে থাকে। হৃষ্টপুষ্ট, রক্ত প্রধান, ধাতুবিশিষ্ট লোক হইলেই আর্ণিকা উত্তম কার্য্য করে। অন্য ঔষধের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ না থাকিলে আর্ণিকাকে হাতছাড়া করা উচিত নয়। আক্রমণ কালীন পুনঃ পুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য!

জ্বর

সময়—কোন নির্দ্দিষ্ট নাই। প্রায়ই শেষরাত্র ৪টা অথবা অপরাহ্ন কিংবা সন্ধ্যায়।

শীত অবস্থা—জল তৃষ্ণা থাকে। প্রচুর পরিমাণ পান করিলে বমন হইয়া উঠিয়া যায় (আর্সেনিক) শীতের সঙ্গে সঙ্গে কটিদেশের এবং হস্ত পদাদির পেশীর বেদনা এবং টাটানি হয় অর্থাৎ সমস্ত শরীরই অল্পবিস্তর বেদনাযুক্ত হয়, যেন কেহ প্রহার করিয়াছে। পাকস্থলীতে শীত ভাব অত্যন্ত

অধিক রূপ অনুভব করে। সর্ব্ব শরীর শীতে কাঁপিতেছে অথচ মস্তক ও মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং রক্তিমবর্ণ (Shivering over the whole body and the head at the same time heat in the head, and redness and heat in the face.)।

দাহ অবস্থা—জলতৃষ্ণা থাকে কিন্তু শীত অবস্থা অপেক্ষা দাহ অবস্থায় গাত্রের টাটানি এবং বেদনা অত্যন্ত অধিক হয়। রোগী শুইয়া পড়ে কিন্তু শয্যা শক্ত বোধ হওয়ায় শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। দাহ অবস্থায় সামান্য গাত্রাবরণ তুলিলেই কিংবা শয্যায় সামান্য নড়াচড়া করিলেই রোগী শীত অনুভব করে (এপিস, নাক্স, রাসটক্স,) গাত্রোত্তাপ অসহ্য রকম হয়, কাপড় রাখিতে চায় না, কিন্তু আবার কাপড় না রাখিতে শীত অনুভব করে।

ঘর্ম্ম অবস্থা—ঘর্ম্ম অম্ল কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত।

জিহ্বা—সর্ব্বদা অপরিষ্কার, শ্বাস প্রশ্বাস অম্ল অথবা দুর্গন্ধযুক্ত। মুখের স্বাদ তিক্ত অথবা পচা ডিম্ববৎ।

আর্ণিকা

১। জ্বরের পূর্ব্ব অবস্থা—সমুদায় গাত্রে টাটানি যন্ত্রণা মনে হয় যেন অস্থিতে বেদনা হইয়াছে এবং শীতল জলের তৃষ্ণা বোধ করে।

২। শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে, হস্তপদের এবং সর্ব্বশরীরের পেশীতে যন্ত্রণা বোধ করে অর্থাৎ সমুদায় গাত্র টাটাইয়া থাকে মনে হয় যেন কেহ প্রহার করিয়াছে।

৩। দাহ অবস্থা—সামান্য পিপাসা থাকে কিন্তু গাত্র টাটানি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। রোগী শয্যায়

ইউপেটরিয়াম

১। হস্তপদের অস্থিতে এবং শরীরের পশ্চাতে হাড়ভাঙ্গা যন্ত্রণা হয়। জলপান করিতে সাহস হয় না কারণ জলপানে শীত (shivering) এবং বমনোদ্রেক আরম্ভ হয়।

২। পিপাসা থাকে কিন্তু জলপানে বমনোদ্রেক হয়। শিরঃপীড়া এবং শরীরের পশ্চাতে ও অস্থিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় মনে হয় যেন অস্থিভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

৩। সামান্য পিপাসা থাকে কিন্তু শিরঃপীড়া এবং অস্থি বেদনা বৃদ্ধি হয়।

আর্ণিকা	ইউপেটরিয়াম
এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, শয্যা শক্ত বোধ ভ্রমে কোমল স্থানের জন্য একবার শয্যার এখানে একবার ওখানে এইরূপ করে।	দাহ অবস্থা আসিবার পূর্ব্বে পিত্ত বমন হয়। (অম্ল বমন হয়—লাইকোপডিয়ম)
৪। ঘর্ম্ম অবস্থা—তরুণ রোগে প্রায়ই ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় না। পুরাতন রোগে অম্ল এবং বদ গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয়।	৪। প্রায়ই হয়, না হইলেও অতি সামান্যই শিরঃপীড়া জ্বর উপশম হওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত থাকে। শিরঃপীড়া ব্যতীত সমুদয় গাত্র বেদনা হ্রাস হয়। (সমুদায় যন্ত্রণা—নেট্রাম মিউর]

জ্বরে—আর্ণিকার তিনটি অবস্থাই (শীত, দাহ এবং ঘর্ম্ম) অল্পবিস্তর পরিষ্কাররূপে প্রকাশ থাকে এবং তিন অবস্থাতেই আর্ণিকার পরিজ্ঞাপক লক্ষণ গাত্র বেদনা এবং টাটানি বর্ত্তমান থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—আঘাতে উচ্চ ক্রমই অধিক ফলপ্রদ, কিন্তু অনেকে নিম্ন ক্রম ৬x অথবা ৬ অধিক পছন্দ করেন। টাইফয়েডে আর্ণিকা ৩০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—প্রহারবৎ গাত্র বেদনায়—ব্যাপ্টিসিয়া, চায়না, কাইটোলেক্কা, পাইরোজেন, রাসটক্স, রুটা, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া।

আর্ণিকা—একোনাইট, এপিস, হ্যামামেলিস, ইপিকাক ইত্যাদির পর এবং সালফিউরিক এসিডের পূর্ব্বে উত্তম কার্য্য করে।

অনুপূরক (Complementary) একোনাইট, হাইপারিকাম, রাসটক্স।

রোগের বৃদ্ধি—বিশ্রমাবস্থায়, মদ্যপানে, স্পর্শে।

রোগের উপশম—সঞ্চালনে (motion)।

রোগীর বিবরণ।•

১। একটী ১৮ বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট যুবক কিছুদিন হইতে জ্বরে ভুগিতেছিল। শীত এবং কম্প হইয়া জ্বর আসিত ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে না পারিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করে। জ্বরের লক্ষণ অনুযায়ী অনেক ঔষধ প্রয়োগ করা হইল কিন্তু জ্বর কিছুতেই আরোগ্য হয় না তৎপর অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গেল ৬ মাস পূর্ব্বে গাড়ী হইতে পড়িয়া রোগী পৃষ্ঠে একটী আঘাত পাইয়াছিল, তদবধি যখনই জ্বর হইত তখনই উক্ত আঘাত প্রাপ্ত স্থান অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত হইত। এতদলক্ষণে আর্ণিকা ৩০ প্রয়োগে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। (মেডিক্যাল এডভ্যান্স)।

২। একটী রোগী অগ্নিমান্দ্য (Dyspepsia) রোগ হইয়াছে বলিয়া ডাক্তার ন্যাস মহাশয়ের নিকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হয়। বহুদিন হইতে ভুগিতেছে অন্যান্য চিকিৎসকেরা ইহা আরোগ্য হইবে না বলিয়া মত প্রকাশ করায় কাজে কাজেই লোকটা অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছে এবং সমুদয় কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সে কিছুই আহার করিতে পারিত না আহার করিলেই রোগের বৃদ্ধি হইত। ন্যাস সাহেব, অত্যন্ত সন্তর্পণে রোগীকে পরীক্ষা করিয়া এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত লক্ষণ শ্রবণ করিয়া জানিতে পারিলেন, যে বহু বৎসর পূর্ব্বে একবার একটী ঘোড়া তাহার পাকস্থলীতে লাথি মারিয়াছিল এবং সেই হইতেই এইপ্রকার অগ্নিমান্দ্য রোগে ভুগিতেছে। ডাক্তার ন্যাস তাহাকে এতদলক্ষণে আর্ণিকা ২০০ ক্রম কয়েক মাত্রা সেবন করাইয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন। (ডাক্তার ন্যাসের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)।

৩। খিদিরপুরে একটী রোগী দেখিতে যাই। রোগী একটী শিশু ৭ দিন মাত্র হইল জন্ম হইয়াছে মুখ অত্যন্ত বেঁকিয়া গিয়াছে এবং অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ করিতেছে। সামান্য জ্বরও রহিয়াছে, বাঁচিবার কোনই ভরসা দেখিতে পাইলাম না। এইরূপ এক অবস্থায় তিন দিন পড়িয়া রহিয়াছে। অন্য আর একজন স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছেন। শিশুটীর অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইল, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সহজে প্রসব হইতে পারে নাই, অনেক কষ্ট যন্ত্রণা হইয়াছে তৎপর ফরসেপ (forcep)

দ্বারা প্রসব করান হইয়াছে এবং তাহাতেও অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল শিশুর চোখের উপর দক্ষিণ পার্শ্বে একটী কালশিরা দাগ দেখিতে পাইলাম, ইহা হইতে আমি মনে মনে সাব্যস্ত করিলাম, হয়ত ফরসেপ দ্বারা প্রসব করান কালীন শিশুটী আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে। আর কোন প্রকার বিশেষ লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া আর্ণিকা দেওয়াই স্থির করিলাম আর্ণিকা ৬ ক্রম কয়েকটী বটীকা দিয়া সেই দিবস চলিয়া আসিলাম। তৎপর দিবস প্রাতে আবার যাই, শিশুটী কিছু ভাল বোধ হইল, এই প্রকার একমাত্রা আর্ণিকা ঔষধেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে মুখের বক্রভাবও ঘুচিয়া গেল।

এইস্থলে জানিতে হইবে শিশুটী প্রথমতঃ সহজে প্রসব হইতে পারে নাই, অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ প্রসব করান কালীন ফরসেপের আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এতদকারণবশতঃ আর্ণিকা প্রয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছিলাম।

এপিস মেলিফিকা (Apis Mellifica)

এই ঔষধের প্রস্তুত প্রণালীর বিভিন্নতা হেতু হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞানে দুইটি নামের উল্লেখ দেখা যায়—এপিস মেলিফিকা (মধুমক্ষিকা) এবং এপিয়াম ভিরাস (মধুমক্ষিকার বিষ) কিন্তু কার্য্যের বিশেষ কোন তারতম্য না থাকায় ইহাদের পৃথক পৃথক লক্ষণের কোন উল্লেখ নাই। এপিস মেলিফিকা— মধু মক্ষিকাকে চুর্ণ করিয়া প্রস্তুত হয় আর এপিয়াম ভিরাস মধুমক্ষিকার বিষ অর্থাৎ হুল হইতে প্রস্তুত হয়। প্রস্তুত প্রণালী যদিও বিভিন্ন প্রকারের কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা একই গুণসম্পন্ন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। শিশু নিদ্রিত অথবা জাগরিত অবস্থায় অথবা মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহ হেতু মাঝে মাঝে হঠাৎ চিক্‌কির দিয়া ওঠে (হেলিবো)। (Sudden, shrill, piercing screams from children

while waking or sleeping or in meningitis—(Hellebore),

২। অক্ষিপুটের নিম্ন স্থল জলপূর্ণ থলি সদৃশ স্ফীত হয় (উর্দ্ধস্থল—কেলিকার্ব্ব) (Baglike puffy swelling under the eyes, Over the eyes—Kali carb)। ইহা ব্যতীত হস্ত, পদ সমুদায় স্থান অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ শোথ সদৃশ হয়। পিপাসা থাকে না; (পিপাসা থাকে—এসেটিক এসিড্ এপোসাইনাম, আর্সেনিক)

৩। যন্ত্রণা—জ্বালাকর, হুলবিদ্ধবৎ এবং টাটানি সদৃশ। হঠাৎ স্থান হইতে স্থানান্তরিত হয়, (পালসেটিলা, কেলিবাই, ল্যাক-ক্যানাই)। হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণাই হইতেছে এপিসের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

৪। মূত্র স্বল্প এবং মূত্র পথে অত্যন্ত জ্বালা হয়। প্রস্রাব এক মূহুর্ত্ত ধরিয়া রাখিতে পারে না এবং প্রস্রাব ত্যাগ কালীন মূত্রপথ যেন ঝলসিয়া যায় এইরূপ যন্ত্রণা হয়। প্রস্রাব পুনঃ পুনঃ হয়, স্বল্প, যন্ত্রণাযুক্ত এবং সময় সময় রক্ত মিশ্রিত।

৫। উদরাময়—মল ঈষৎ সবুজ অথবা পীতাভ। অসাড়ে নির্গত হয়। মনে হয় মলদ্বার যেন আলগা হইয়া রহিয়াছে, প্রত্যেক সামান্য সঞ্চালনেই মল বহির্গত হয়। মাতালদিগের উদরাময়ে এবং পীড়কা যুক্ত অথবা পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু উদরাময়ে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

৬। দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়—দক্ষিণ ডিম্বাশয় এবং অণ্ডকোষ স্ফীত, প্রদাহ এবং বিবৃদ্ধি হয়।

৭। রোগী খিট্‌খিটে, স্নায়বীক চঞ্চল এবং সর্ব্ব বিষয়ে, অসন্তুষ্ট। হতাশ, বিমর্ষ এবং ক্রন্দনশীলা (পালসেটিলা)

৮। তরুণ চর্ম্ম পীড়কা (cutanous eruption)—হাম, স্কার্লেটিনা আমবাত ইত্যাদি অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত অবরুদ্ধ (জিঙ্কাম) হেতু রোগ উৎপন্ন।

সাধারণ লক্ষণ

১। গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট লোকদিগেতে এবং বিশেষতঃ বিধবা স্ত্রীলোক দিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

২। অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য (বেলেডনা, ল্যাকেসিস), কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় নিম্নোদরে টাটানি যন্ত্রনা হয়, মনে হয় মলত্যাগ কালীন জোরে বেগ দিলে পেট যেন ফাটিয়া যাইবে।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য (Physiological action)—হোমিওপ্যাথিক ভৈজষ্য তত্ত্বের এপিস একটি অতি মূল্যবান ঔষধ। ইহার কার্য্য অল্প বিস্তর সকলেই বিদিত। মধুমক্ষিকা দ্বারা হুল বিদ্ধ হইলে সূচী-বেদবৎ এবং জ্বলন সদৃশ যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া সমুদায় আক্রান্ত স্থান অতি দ্রুত স্ফীত হইয়া ওঠে এবং যন্ত্রণা এত অধিক হইতে থাকে যে স্থানটি যেন পিশিয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ হয়। এই প্রকার হুলবিদ্ধে তিনটি অবস্থা সচরাচর উপস্থিত হয়—প্রথমতঃ স্ফীত স্থান গোলাপী আভাযুক্ত হইয়া ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত হয়। এপিসের যন্ত্রণার বিশেষত্বই হইতেছে **হুলবিদ্ধবৎ** কদাচিত দপদপানি হয়, এবং যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গেই আক্রান্ত স্থান উষ্ণ হইয়া ওঠে। এই-ভাবে যন্ত্রণা কিছুক্ষণ থাকিয়া তৎপর আপনা হইতেই সম্পূর্ণ হ্রাস হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ যদ্যপি যন্ত্রণা শীঘ্র হ্রাস না হয় এবং ক্রমশঃই অধিক হইতে থাকে তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আক্রান্ত স্থানে বিসর্পের (erysepelas) ন্যায় অবস্থা উপস্থিত হয়। তৃতীয়তঃ—যদ্যপি বিসর্পের অবস্থা শীঘ্র পরিবর্ত্তন না হয় এবং অধিকতর হইতে থাকে। গোলাপী আভা নীলবর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অবশেষে চর্ম্ম পচিয়া গিয়া প্রদাহস্থান গলিতক্ষতে (gangrene) পরিণত হয়। কাজে কাজেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—এপিস বিসর্প এবং গলিত ক্ষতেও নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে।

প্রদাহ—এপিসের প্রদাহ একোনাইটের ন্যায় হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই মিশিয়া যায় না কিংবা বেলেডনার ন্যায় স্থান অত্যন্ত রক্তাধিক্য এবং দপদপানি যন্ত্রণাযুক্ত হইয়া পূঁজে পরিণত হয় না। এপিসের প্রদাহ একোনাইট কিম্বা বেলেডনার ন্যায় তত প্রবল হয় না। ইহা সম্পূর্ণ asthenic প্রকারের

অর্থাৎ দুর্ব্বল কর। রোগীকে অতি অল্প সময়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে এবং যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ বেলেডনার ন্যায় দপদপানি নয়। যন্ত্রণার সহিত জ্বলন বর্ত্তমান থাকে কিন্তু আর্সেনিকের ন্যায় তত অধিক হয় না এবং আর্সেনিকের জ্বলন উত্তাপে উপশম হয় আর এপিসের জ্বলন শীতল প্রলেপে উপশম হয়। এপিসে জীবনী শক্তিকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, হৃদপিণ্ডের স্পন্দন এবং নাড়ীর গতি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আইসে এবং রোগীর জীবন শঙ্কাজনক হইয়া ওঠে। এপিসের এই প্রকার দুর্ব্বলতা বিশেষতঃ সস্ফোটে অর্থাৎ পীড়কাযুক্ত (eruptive) রোগে—স্কার্লেটিনা এবং ডিপথিরিয়া ইত্যাদিতে অধিক প্রকাশ পায়। এপিসের প্রদাহে রক্তাধিক্যতা অধিক থাকে না। স্থানটি কেবল গোলাপী আভাযুক্ত হয় এবং তৎসহিত সাদাটে ভাব বর্ত্তমান থাকে কিন্তু প্রদাহ গ্যাংগ্রিণ প্রমুখীন ও আক্রান্ত স্থানের টিস্থ সমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্ভাবনাযুক্ত।

মানসিক লক্ষণ এবং হিষ্টিরিয়া—এপিসের মানসিক লক্ষণ অনেকটা হিষ্টিরিয়া রোগীর ন্যায়। রোগী সময়ে আনন্দে নৃত্য করে, আবার শোকে দুঃখে হাস্যও করে, অত্যন্ত চঞ্চল এবং অস্থির প্রকৃতির। খিটখিটে ঈর্ষাপরায়ন এবং ক্রন্দনশীল। এক কাজে অধিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে পারে না এতদ্ব্যতীত এপিস রোগী অদ্ভুত রকমের নির্ব্বোধ, বিশেষ ভাবে ইহা বিধবা স্ত্রীলোক, শিশু এবং বালিকাদিগের মধ্যে অধিক দৃষ্টিগোচর হয়। তৈজস-পত্রাদি সহজেই হস্ত হইতে পড়িয়া যায় এবং রোগী নির্ব্বোধের ন্যায় খিল খিল করিয়া হাসিতে থাকে। এপিসের মানসিক লক্ষণ এবম্প্রকার চঞ্চল প্রকৃতির বলিয়াই ইহাকে অনেক সময় স্নায়বীয় ধাতুগ্রস্থ (nervous) বালিকাদিগেতে অর্থাৎ যাহাদিগেতে হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাদিগের রোগে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং এপিস তাহাদিগের একটি উপযুক্ত ঔষধও বটে। এপিস সাধারণতঃ গণ্ডমালা ধাতুযুক্ত লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

আরক্ত জ্বরের (scarlet fever)—এপিস একটি উপযুক্ত ঔষধ এবং ইহাতে এপিসের প্রয়োজন প্রায়ই দেখা যায়। শরীরের উত্তাপ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং তৎসহিত অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে। মুখগহ্বর এবং গলদেশের অভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত রক্তাধিক্য ও স্ফীত হয়। জিহ্বার ধারে ধারে ফোস্কা উৎপন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বালাকর ও সূচফোটান সদৃশ যন্ত্রণা হইতে থাকেও

গাত্রময় ঘামাচি সদৃশ ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়। এপিসের এতদলক্ষণ সহ শরীরের যে কোন স্থানে শোথের ন্যায় স্ফীতি বর্ত্তমান থাকা উচিৎ, নতুবা এপিস প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয় না। এইরূপ অবস্থায় রোগী অতি অল্প সময়েই দুর্ব্বল এবং অবসন্ন হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব অবরোধ অথবা হ্রাস হইয়া আইসে এবং জ্বর ও তন্দ্রার বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বেলেডনা—ইহাও আরক্ত জ্বরের একটী উত্তম ঔষধ বটে কিন্তু বেলেডনার রোগী এপিসের ন্যায় তত অধিক দুর্ব্বল হয় না। বেলেডনার গাত্রত্বক চক্‌চকে লালবর্ণ হয়, ঘামাচি সদৃশ দানাযুক্ত হয় না। শরীর উত্তপ্ত এবং মুখমণ্ডল লালবর্ণ। কখন কখন আবার লালবর্ণ না হইয়া ফ্যাকাসে হয়। ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হইলেও এপিসের ন্যায় ফ্যাকাসে এবং তদসদৃশ স্ফীতি (Oedematous) হয় না—কিন্তু বেলেডনায় সময় সময় গ্রীবাপ্রদেশস্থ গ্রন্থি-সমূহ (cervical glands) ফুলিয়া উঠে।

মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ (meningitis)—মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহের এপিস একটি অতি বৃহৎ এবং মহৎ ঔষধ। ইহার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ নিদ্রিতা-বস্থায় চীৎকার করিয়া উঠা। শিশু ঘুমন্ত অবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠিলে এবং মস্তিষ্ক ঝিল্লির প্রদাহ হইয়াছে এইরূপ সন্দেহ হইলে এপিসকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিবে। টিউবারকিউলার মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহে কিংবা তরুণ মস্তিষ্ক রসোৎ প্রবেশে (cerebral effusion) পীড়কার অবরুদ্ধ অথবা অসম্পূর্ণ প্রকাশ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এপিস অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এপিস রোগী—উষ্ণ অথবা আবদ্ধ গৃহ কিংবা উষ্ণ স্থান আদপেই সহ্য করিতে পারে না ইহাতে রোগের যাবতীয় উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। শীতল প্রলেপে এবং মুক্ত বায়ুতে উপশম বোধ করে। যদি দেখা যায় কোন শিশুর তড়কা উষ্ণজলে বৃদ্ধি হইতেছে, এইরূপ স্থলে এপিস এবং ওপিয়মের কথা মনে করিবে।

মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহে এপিসের সহিত অন্যান্য ঔষধের পার্থক্য

বেলেডনা—মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহের ইহা এপিসের সমকক্ষ ঔষধ কিন্তু বেলেডনার মস্তিষ্কের যন্ত্রণা এপিস অপেক্ষা অত্যন্ত প্রবল। চক্ষু এবং মুখমণ্ডল

রক্তিমবর্ণ হয়। কপালের দুই পার্শ্বের ধমনীদ্বয় দপদপ করিতে থাকে ও রোগী তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকে এবং থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক একবার চীৎকার করিয়া ওঠে। বেলেডনার রোগী এপিসের ন্যায় এত দুর্ব্বল হয় না।

এপিস এবং বেলেডনার পার্থক্য—এপিসে রক্তাধিক্যতা (congestion) অধিক থাকে না, বেলেডনার রক্তাধিক্যতা প্রধান লক্ষণ। এপিসের যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ বেলেডনার যন্ত্রণা দপদপানি। মস্তিষ্কের ঝিল্লি-প্রদাহে যখন রক্তাধিক্যতা লক্ষনই প্রধান হয় বেলেডনাকেই সেইরূপ স্থলে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। আর যখন স্নায়বীয় উত্তেজনা চীৎকার করিয়া ওঠা, হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ইত্যাদি লক্ষণ অধিক হয় তখন এপিসকেই উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহে রসোৎপাদনের (effusion) লক্ষণ যতই অধিক হইতে থাকে বেলেডনার প্রয়োগের সম্ভাবনা ততই অধিক হ্রাস হইয়া আইসে এবং এপিসের নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা ততই অধিক বৃদ্ধি হইতে থাকে কিন্তু এপিস নির্ব্বাচনকালীন মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহ প্রযুক্ত থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া ওঠা, মুত্রের স্বল্পতা, তৃষ্ণাহীনতা, হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, উষ্ণতায় রোগের বৃদ্ধি এবং স্ফীতি এই কয়েকটি লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

হেলিবোরাস—এপিস ব্যবহারে প্রতিক্রিয়া শীঘ্র উপস্থিত না হইলে এবং মানসিক অবস্থা অধিকতর মগ্ন এবং অসাড় হইতে থাকিলে হেলিবোরাসের বিষয় চিন্তা করিবে। এইরূপ অবস্থায় কপালের চর্ম্ম সঙ্কুচিত (wrinkled) হয়, চক্ষুতারকা প্রসারিত হয়, নিম্ন চোয়াল ধরিয়া আইসে এবং রোগী গভীর তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। কোনপ্রকার সাড়াশব্দ থাকে না। মনে হয় স্পর্শ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় সমুদায় যেন রহিত হইয়া গিয়াছে। অথচ একটি হস্ত এবং পদ অনিচ্ছায় আপনা হইতেই সঞ্চালিত হইতে থাকে, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ অসাড় পক্ষাঘাত সদৃশ বোধ হয়। কপাল শীতল ঘর্ম্মে ভিজিয়া ওঠে এবং রোগী বালিসে সময় সময় মস্তক এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। এইরূপ লক্ষণে হেলিবোরাস প্রয়োগ করিলে প্রতিক্রিয়া আনায়ন করিয়া উপযুক্ত ঔষধের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দেয়। হেলিবোরাসেও এপিসের ন্যায় তন্দ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া ওঠা, মুত্রস্বল্পতা অথবা অবরোধ ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলেও কিন্তু এপিসে বালিসে মস্তক চাপা, একটি হস্ত এবং পদের সঞ্চালন, জলের অদম্য

পিপাসা ইত্যাদি থাকে না কিন্তু এপিস অপেক্ষা হেলিবোরাসের মানসিক আচ্ছন্নতা অত্যন্ত অধিক।

ব্রাইওনিয়া—পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু মস্তিষ্কে রসোৎপ্রবেশ (cerebral effusion) ব্রাইওনিয়ার প্রয়োগ কখন কখন দেখা যায়। ব্রাইওনিয়ায় মস্তিষ্ক যদিও অসাড়বৎ নিশ্চেষ্ট হয় কিন্তু এপিস এবং হেলিবোরসের ন্যায় তত অধিক বিকৃতি ঘটে না অর্থাৎ ব্রাইওনিয়া মানসিক আচ্ছন্নতা অধিক থাকে না। রোগী এমন মুখভঙ্গী করিতে থাকে যেন সকল সময় কোন বস্তু চিবাইতেছে। মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ হয়, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক হইয়া ওঠে এবং অত্যন্ত জল পিপাসা হয়। গ্লাস গ্লাস জল এক এক নিশ্বাসে যেন খাইয়া ফেলে। জল পরিমাণে এক এক বার অনেকটা খায় অথচ অনেক বিলম্বে। (আর্সেনিকের বিপরীত)। সমুদায় গাত্রময় বেদনা হয়, রোগী নড়াচড়া করিতে পারে না। সঞ্চালনে গাত্র বেদনা অধিক বোধ করে এমন কি শিশুকে স্পর্শমাত্রই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে।

মস্তিষ্কের আচ্ছন্নতা এবং অবসাদ অধিক হইতে থাকিলে ব্রাইওনিয়ার উপর নির্ভর না করিয়া হেলিবোরাসের বিষয় চিন্তা করিবে। অদম্য জল পিপাসা দ্রুত জলপান, চর্ব্বণরূপ মুখভঙ্গী ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও হেলিবোরাস প্রয়োগ করিতে ইতঃস্তত করা উচিত নয় কারণ হেলিবোরাসে মস্তিষ্কের আচ্ছন্ন ভাব অধিক প্রকাশ পায়। যদি এতদলক্ষণসহ মস্তিষ্কের যন্ত্রণাহেতু পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়া চেঁচান (Shriek cephalic cry) অধিক বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে এপিসকেই প্রাধান্য দিবে। ব্রাওনিয়ার যন্ত্রণা সুচিভেদবৎ, সঞ্চালনে এতদ যন্ত্রণা এবং সমুদয় উপসর্গই অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। রসোৎ প্রবেশের লক্ষণ (effusion) প্রকাশ পাইলে ব্রাওনিয়া, এপিস, কেলিকার্ব্ব এবং সালফার এই কয়েকটি ঔষধকেই অধিক উপযুক্ত মনে করিবে।

কুপ্রাম মেটালিকাম—পীড়কা অবরুদ্ধ অথবা বিলয় হেতু (eruption being repurcussed) মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহে কুপ্রাম মেটালিকামের স্থান

অতি উচ্চ ইহাকে অনেকে এই বিষয়ের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলেন কিন্তু ইহার লক্ষণ সমূহ এপিস হইতে বিভিন্নপ্রকারের। কুপ্রাম প্রায়ই দেখা যায় কনভালসন প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই রোগীর চিক্কির (screaming) আরম্ভ হয়। কনভালসন অত্যন্ত ভীষণ হয়—হস্ত মুঠাকরে, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয় ও ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ হয় এবং চক্ষু তারকা অনবরত ঘুরাইতে থাকে।

এপিসে কনভালসন অধিক হয় না। শরীরের অর্দ্ধভাগে সামান্য খেঁচুনি (twitching) এবং চাঞ্চলতা মাত্র প্রকাশ পায়। অপর অর্দ্ধভাগের গতির বিকৃতি ঘটে অর্থাৎ খঞ্জ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কাঁপিতে থাকে (lame and trembles)।

পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহে কুপ্রামের সহিত সালফারের খুব নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং ইহারা অপরের পর প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। কুপ্রামের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে খেঁচুনি (cramps) ইহা ব্যতীত কুপ্রাম কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়। কুপ্রামে সকল রোগের সহিত খেঁচুনি, কনভালসন ইত্যাদি আক্ষেপযুক্ত (Spasmodic) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

গ্লোনয়ন—ইহাতেও রোগী এপিসের ন্যায় মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ হেতু চিক্কির করে কিন্তু গ্লোনয়ন রোগী মনে করে তাহার মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গিয়াছে। মস্তক অত্যন্ত রক্তাধিক্য এবং দপদপানি যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে তৎসহিত বমন হইতেও থাকে। গ্লোনয়নে মস্তিষ্ক রক্তাধিক্যতাই হইতেছে বিশিষ্ট লক্ষণ। পীড়কা অবরুদ্ধ অথবা অপ্রকাশ হেতু মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহের ইহাও একটি উত্তম ঔষধ।

জিঙ্কাম—শিশু ভয় পাইয়া নিদ্রা হইতে হঠাৎ জাগিয়া ওঠে এবং বালিসে মস্তক এপাশ ওপাশ করিতে থাকে (Rolls the head) চিক্কির দেয়, এবং ঘুমন্ত অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া ওঠে। পদদ্বয় অনবরত নাড়িতে থাকে। জিঙ্কামের পদদ্বয়ের এবম্প্রকার সঞ্চালন একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। জিঙ্কাম রক্তশূন্য দুর্ব্বল শিশুদিগেতে যাহাদিগের শারীরিক অথবা জীবনী শক্তির দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পীড়কা (eruption) বহির্গত হইয়াও সম্পূর্ণরূপে বহির্গত হইতে পারে নাই এবং তদহেতু মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ প্রকাশ পায় তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। এতদ্‌বিষয় ইহাকে কুপ্রাম মেটালিকামের সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে।

পীড়কা প্রকাশ হইয়াও কোন প্রকার বাহ্যিক ঔষধের প্রলেপ দ্বারা অবরুদ্ধ করা হইলে এবং তদজনিত মস্তিষ্কের উপসর্গ উপস্থিত হইলে কুপ্রামকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য আর রোগীর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পীড়কা সম্পূর্ণ প্রকাশ না হইলে অথবা আংশিক প্রকাশ হইয়া লাট খাইয়া মস্তিষ্কের উপসর্গ উপস্থিত হইলে জিঙ্কামকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত কুপ্রামে খেঁচুনি (cramps) বর্ত্তমান থাকে আর জিঙ্কামে এক অথবা উভয় পদের অনবরত সঞ্চালন বর্ত্তমান থাকে।

শোথ, উদরী (drospy)—এপিস শোথ রোগের একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। শরীরের চর্ম্ম দেখিতে স্বচ্ছ মোম সদৃশ হয় ঈষৎ শ্বেত অথবা পীত আভা থাকে। প্রস্রাব অবরোধ অথবা স্বল্প হয় এবং জলতৃষ্ণা থাকে না। চর্ম্মের স্বচ্ছতা, পিপাসা শূন্যতা এবং মূত্র স্বল্পতা এই কয়েকটি লক্ষণই হইতেছে ইহার শোথের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। স্কার্লেটিনা রোগের কোন সংস্রব থাকুক আর নাই থাকুক মূত্রপিণ্ড সংক্রান্ত (Renal origin) রোগ হইতে উদ্ভূত শোথের এপিস একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ। প্রস্রাব স্বল্প অথচ অত্যন্ত অণ্ডলালময় (albuminous) হয় এবং cast সংযুক্ত। অক্ষিপুটের জলপূর্ণবৎ স্ফীতি, গাত্র দাহ এবং টাটানি বর্ত্তমান থাকে। হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত দোষ হেতু শোথ উৎপন্ন হইলে প্রথমতঃ পদদ্বয় ফুলিয়া ওঠে, বিশেষতঃ হাটাহাটির পর ইহা অধিক প্রকাশ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য রকম গাত্র দাহ এবং টাটানি উপস্থিত হয়। ইহা স্মরণ রাখিবে যে সচরাচর মূত্রপিণ্ড দোষ হেতু অক্ষিপুটের এবং হৃৎপিণ্ডের দোষহেতু পদদ্বয়ের স্ফীতি হয়।

এপিসের মূত্রপিণ্ডের উপর যথেষ্ট কার্য্য থাকা বশতঃ মূত্র পিণ্ড রোগ হইতে উত্থিত শোথ রোগেও অণ্ডলালময় রোগের প্রারম্ভে (incipient albuminuria) এবং অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার শেষ ভাগে (puerperal convulsion) অর্থাৎ সূতীকাক্ষেপ হইবার আশঙ্কায়ও পদদ্বয়ের স্ফীতি হইলেও এপিস প্রয়োগ হইয়া থাকে। এপিসকে স্থান বিশেষের কিংবা সর্ব্বাঙ্গীন শোথের অর্থাৎ যে কোন প্রকার শোথ রোগেই হউক, পিপাসা শূন্যতা, মূত্র স্বল্পতা, টাটানি এবং

বিন্ধবৎ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকিলে সর্ব্বপ্রথম স্থান দিবে। মূত্রকারক ঔষধ বলিয়াই প্রচুর মূত্র নিঃসরণ করাইয়া শোথের স্ফীতি আশু হ্রাস করাইয়া দেয়। এইরূপ স্থলে এপিস নিম্নক্রম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঔষধের অভাবে জীবন্ত মধুমক্ষিকা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া—সেই জল পান করাইলেও মূত্র নিঃসরণ সহজে এবং প্রচুর হইয়া থাকে। এপিস রোগী উত্তাপ, উষ্ণ ঘর, উষ্ণ বস্ত্র ইত্যাদি সহ্য করিতে পারে না, ইহাতে রোগের সমুদায় উপসর্গই বৃদ্ধি হয়। শীতল প্রলেপে মুক্ত বায়ুতে রোগের উপশম বোধ করে। জলপূর্ণবৎ স্ফীতি দেখিলে এপিসকে স্মরণ করিবে।

এপিসের যদিও সর্ব্বপ্রকার শোথ রোগের যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে কিন্তু serious dropsy অর্থাৎ উদরী, বক্ষরুদক এবং মস্তক শোথে (Ascitis, Hydrothorax and Hydrocephalus) ইহা কতদূর কার্যকারী তদ্বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করেন। যকৃত শুষ্ক অর্থাৎ Liver Cirrhosis হইয়া উদরে জলের সঞ্চার হইলে সে স্থলে এপিস কোন কার্য্য করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

স্নৈহিক ঝিল্লির (serous mombrance) প্রদাহ বশতঃ উদরী হইলে—সে স্থলে—জল শোষণ করিতে এপিসের অনেকটা ক্ষমতা যদিও রহিয়াছে কিন্তু প্রত্যেক স্নৈহিক ঝিল্লির উপর এপিসের কোন কার্য্য নাই।

অন্ত্রাবরণ এবং বক্ষাবরক ঝিল্লির (Peritonitis and pleurisy) প্রদাহের পর উদরী এবং বক্ষরুদক হইলে তাহা আরোগ্য করিতে এপিসের যথেষ্ট ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয় এবং এতদ্‌হেতু উদ্ভূত সঞ্চিত জল শোষণ করিতে এপিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে। শোথে এপিসকে প্রয়োগের এবম্প্রকার ব্যতীক্রম থাকিলেও তথাপি এপিসকে সর্ব্বপ্রকার শোথে ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দেওয়া হয় যেহেতু এপিস একটি প্রধান মূত্রকারক ঔষধ। মূত্রপিণ্ড ও স্নৈহিক ঝিল্লির সংস্রব বিহীন শোথ রোগ যেমন হৃৎপিণ্ড এবং ডিম্বাশয়ে জল সঞ্চয়ে (cardiac and ovarian dropsy) মূল অরিষ্ট প্রয়োগে প্রচুর মূত্র নিঃসরণ করাইয়া তদস্থলে dropsical effusion অর্থাৎ রসোৎপ্রবেশ হেতু স্ফীতি আশু হ্রাস করিয়া দেয় কাজে কাজেই এইরূপ স্থলে এপিস ডাইলিউসন প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া না যাইতে পারে। (It must be remembered

that in full doses Apis is diuretic, and in this way, may remove—at any rate temporarily dropsical effusions unconnected with kidneys or the serious membranes such as cardiac and ovarian dropsies, both of which are reported to have yielded to its use. Here, however, it must not be given in dilution, and the Indian experiment from which the remedy was first obtained suggets an infusion or trituration of the entire bee is the best preparation—Huges).

আর্সেনিক—শোথ রোগে ইহা এপিসের সমকক্ষ ঔষধ এবং এপিসের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে—উভয়েরই গাত্রচর্ম্ম প্রায়ই একই প্রকারের স্বচ্ছ ফ্যাকাসে এবং উভয়ই মূত্রপিণ্ড অথবা হৃৎপিণ্ড অথবা যকৃত হইতে উদ্ভূত শোথে প্রয়োগ হয় কিন্তু আর্সেনিকের রোগীর অত্যন্ত জলতৃষ্ণা থাকে এবং পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প পরিমাণ জল পান করে অথচ বমন হইয়া উঠিয়া যায়। এপিস রোগীর জলতৃষ্ণা বিশেষ থাকে না এবং জলপান করিলে বমন হইয়া উঠিয়াও যায় না। আর্সেনিক রোগী অত্যন্ত অস্থির, এপিস রোগী তত অস্থির নয়। আর্সেনিক রোগীর উপসর্গ উত্তাপে উপশম হয়; এপিস রোগীর উপসর্গ শীতল প্রলেপে উপশম হয়। আর্সেনিক রোগীর রোগ ১২টা হইতে ২টায় বৃদ্ধি হয়। এপিস রোগীর রোগ ৩টায় বৃদ্ধি হয়।

এপোসাইনাম—শোথের ইহা একটি অত্যন্ত ফলপ্রদ এবং প্রচলিত ঔষধ। সচরাচর মূল অরিষ্ট কিংবা ১x ব্যবহার হয় এবং সকল প্রকার শোথেই ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। আর্সেনিকের ন্যায় এপোসাইনাম রোগীরও জল কিংবা কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য পেটে সহ্য হয় না তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং পাকস্থলী শূন্য শূন্য বোধ করে (Sunken gone, exhausten feeling)। শোথ রোগে আশু উপকার করিতে ইহার সমকক্ষ ঔষধ আর নাই।

এসেটিক্ এসিড—মুখমণ্ডল এবং হস্তপদাদি দেখিতে মোমের ন্যায় ফ্যাকাসে রক্তশূন্য। ইহা বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের অর্থাৎ নিম্নোদর এবং পদদ্বয়ের

শোথের উপযুক্ত ঔষধ ! কাজে কাজেই উদরী রোগে ইহাকে অনেকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন। এসিটিক্ এসিডে জলতৃষ্ণা থাকে, এপিসে থাকে না এতদ্ব্যতীত এসিটিক্ এসিডের শোথে প্রায়ই পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ—অম্ল উদ্গার, মুখে জল উঠা এবং উদরাময় ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। আর্সেনিকে এবং এপিসে এতদলক্ষণ সমূহ কিছুই থাকে না।

(আর্সেনিকে আর সমুদায় শোথ রোগের ঔষধের বিবরণ দেখ)।

বক্ষকুদক (Hydrothorax)—বক্ষকুদকের অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে শোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত দোষ হইতে উৎপন্ন হইলে এপিস তাহাতে উত্তম কার্য্য করে। রোগী এইরূপ অবস্থায় শয়ন করিতে পারে না। বক্ষঃস্থলে সঙ্কোচন ভাব (constrictive feeling) উৎপন্ন হয় এতদ্ব্যতীত শুষ্ক কাশির উদ্রেক হয় এবং সাধারণতঃ বায়ুনলী (Trachea) হইতে আরম্ভ হয় ও কিছু শ্লেষ্মা না উঠা পর্য্যন্ত কাশির বিরাম হয় না। এপিসের এই প্রকার বক্ষঃস্থলের রোগ হইতে এক অস্বাভাবিক মানসিক লক্ষণের উদ্রেক হয়—রোগী সর্ব্বদা চিন্তা করে সে আর বাঁচিবে না, সে যেন দ্বিতীয় বার আর নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারিবে না কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট কিছুই থাকে না, ইহা অনেকটা মানসিক উদ্বিগ্নতা অথবা অন্তর্দাহ বলিয়া বোধ হয়। এপিসের এই প্রকার মানসিক লক্ষণে আর্সেনিকের ন্যায় অস্থিরতা কিংবা একোনাইটের ন্যায় মৃত্যু ভয় বর্ত্তমান থাকে না এবং বরং মানসিক চঞ্চলতা প্রকাশ থাকে।

মস্তক শোথ (Hydrocephalus)—এপিস মস্তক শোথের একটি উত্তম ঔষধ বটে কিন্তু প্রকৃত মস্তক শোথে অর্থাৎ যখন কোন যান্ত্রিক দোষ (mechanical) হেতু মস্তিষ্ক ঝিল্লিতে প্রদাহ প্রযুক্ত রস সঞ্চারের সমাবেশ হয় তখন এপিস অধিক নির্ব্বাচিত হয় না বরং এপিস tubercular meningits এরই অধিক উপযুক্ত ঔষধ। এইরূপ স্থলে এপিস প্রথম অবস্থাতেই ব্যবহার হয়। শিশু বালিশে মস্তকের পশ্চাৎদ্দেশ ঘর্ষণ করিতে এবং মস্তক এপাস ওপাশে চালিতে থাকে ও থাকিয়া থাকিয়া নিদ্রিতাবস্থায় চিক্‌কির দিয়া কাঁদিয়া ওঠে। শিশুর এই প্রকার অস্বাভাবিক চিক্‌কির মস্তিষ্কে যন্ত্রণা হেতু উদ্ভুত হয়। ইহা ব্যতীত শরীরের একপার্শ্বে মধ্যে মধ্যে খিঁচুনি

হয় এবং অপর পার্শ্ব অসাড়বৎ হইয়া পড়িয়া থাকে। চক্ষুর দৃষ্টিও এইরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ বক্র হয় (squinting)। নাড়ীর গতি দ্রুত অথচ দুর্ব্বল হয় এবং প্রস্রাব স্বল্প হয়। ডাক্তার ফ্যারিংটন বলেন যদি এইরূপ অবস্থায় এপিসে বিশেষ ফল না পাওয়া যায় তাহা হইলে অন্য ঔষধে উপকার আশা করা বৃথা। এপিস সম্বন্ধে এই স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ইহার কার্য্য অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশ পায় এমন কি সময় সময় ৩।৪ দিন অপেক্ষা না করিলে ইহার কার্য্য বুঝিতে পারা যায় না—এপিসের কার্য্যের প্রথম শুভলক্ষণই হইতেছে প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি।

মস্তক শোথে এপিসের সমগুণ ঔষধসমূহ

সালফার—মস্তক শোথের রসোৎপ্রবেশের (Exudation) অবস্থায় সালফারই একমাত্র এপিসের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী এবং সমকক্ষ ঔষধ। টিউবার-কিউলার ঝিল্লিপ্রদাহ (Tubercular meningits) সুস্থ শিশুদিগেতে প্রায়ই হইতে দেখা যায় না যদ্যপি পূর্ব্ব হইতে মূলে সেই প্রকার ধাতুগত কোন দোষ না থাকে। এপিস প্রয়োগে প্রতিক্রিয়া না হইলেও সালফারের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে—সালফারকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। শিশু তন্দ্রাযুক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে। কপালে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়, হস্তপদাদি থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকিয়া ওঠে। (Jerking of the limbs) বিশেষতঃ পদদ্বয় এবং পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতেও আক্ষেপ অর্থাৎ খেঁচুনি (spasm) হয় এবং ক্রমশঃ মূত্ররোধ হইয়া আইসে। রোগ হইবার পূর্ব্বে যদি কোন প্রকার চর্ম্মরোগ বাহ্যিক ঔষধের দ্বারা অবরুদ্ধ করা হইয়াছে জানিতে পারা যায়—তাহা হইলে সালফারকেই তাহার একমাত্র ঔষধ জানিবে।

হেলিবোরাস—এপিসের সহিত ইহার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্যতা আছে। মস্তিষ্কের যন্ত্রণা হেতু শিশুর চিৎকির অধিক থাকিলে এপিসকেই আমরা অধিক অনুমোদন করিয়া থাকি কিন্তু অজ্ঞানভাবের প্রাধান্য অধিক থাকিলে অর্থাৎ যখন শিশু সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকে তখন হেলিবোরাসকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। হেলিবোরাসে আলোতে চক্ষু তারকার কোন ক্রিয়া হয় না। মূত্র সম্পূর্ণ রোধ অথবা হ্রাস হয়। শরীরের

একপার্শ্ব আপনা আপনি অনিচ্ছায় সঞ্চালিত হইতে থাকে এবং কপালের চর্ম্ম সঙ্কুচিত হয়। অধিক আচ্ছন্নতা (stupor) প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে হেলিবোরাস রোগীর কপালের চর্ম্ম ভাজে ভাজে সঙ্কোচন (corrugation of the muscle) হয় এবং তৎসহ মুখের অনবরত চর্ব্বনরূপ সঞ্চালন (constant chewing motion) বর্ত্তমান থাকে এতদ্ব্যতীত রোগীকে দেখিলে মনে হয় যেন তাহায় কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা নাই। নিস্তব্ধ নীরব হইয়া পড়িয়া থাকে—কোন কিছু চাহে না অথচ যদি জল পান করিতে দেওয়া হয়, তাহা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পান করে।

বেলেডনা—ইহা টিউবারকিউলার মস্তিষ্ক প্রদাহে (tubercular meningitis) নির্ব্বাচিত হয় না অথচ ইহা নিখুঁৎ নির্দ্দোষ মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহেরই একটি বৃহৎ ঔষধ। ইহার প্রত্যক্ষ লক্ষণগুলি অত্যন্ত হঠাৎ এবং প্রবলভাবে উপস্থিত হয়, তরুণ প্রদাহ বলিতে যাহা বুঝায় তৎসমুদায় বেলেডনায় পরিষ্কাররূপে প্রকাশ থাকে। টিউবার কিউলার মস্তিষ্ক প্রদাহের লক্ষণ সমুদায় ধীরে ধীরে এবং ক্রমশঃ উপস্থিতি হয়। (টিউবারকিউলার রোগের স্বভাবই হইতেছে এই প্রকার) বেলেডনা যদিও (tubercular meningitis) এর ঔষধ নয় তথাপি রোগের অবস্থা বিশেষে যদি রোগের প্রারম্ভেই যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয় এবং তৎসহ রক্তাধিক্যতা, অস্থিরতা নিদ্রিতাবস্থায় কাঁদিয়া ওঠা এবং বালিসে মস্তক গোঁজা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে বেলেডনা ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু রসোৎপ্রবেশ (exudation) আরম্ভ হইলেই আর বেলেডনা ব্যবহার হইতে পারে না। এক কথায় রসোৎপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বেলেডনার কার্য্য শেষ এবং এপিসের কার্য্য আরম্ভ হয়।

ব্রাইওনিয়া—ইহাকে এপিস এবং বেলেডনার মাঝামাঝি স্থলে স্থান দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু ইহা বেলেডনার পরেই ব্যবহার হইয়া থাকে। ব্রাইওনিয়ার কার্য্য হইতেছে স্নৈহিক ঝিল্লির উপর (serous membrane) এবং ইহাতে প্রচুর রসোৎপাদন হয় (causes profuse exudation) এবং মস্তিষ্কে তদকারণ বশতঃ অধিক চাপ পতিত হওয়ায় শিশু বিঘোর আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে—মুখমণ্ডল হঠাৎ লাল আভাযুক্ত হইয়া আবার তখনই ফ্যাকাসে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহা রোগের এইরূপ অবস্থার একটি কুলক্ষণ

জানিবে। সামান্য নাড়াচাড়া করিলেই শিশু গাত্র বেদনা হেতু কাঁদিয়া ওঠে। নিম্নোদর স্ফীত হইয়া থাকে এবং জিহ্বার মধ্যস্থলে শ্বেত লেপাবৃত হয়।

বিসর্প—(erysipelas)—এপিস বিসর্প রোগের একটি মহৎ ঔষধ বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের, যখন রোগ দক্ষিন চক্ষুর নিম্ন কিংবা চারিপার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়া মুখমণ্ডল অতিক্রম করিয়া বামদিকে বিস্তারিত হয়। আক্রান্ত স্থান শীঘ্রই জলপূর্ণবৎ হইয়া উঠে এবং গোলাপী আভাযুক্ত হয়। টাটানি অত্যন্ত অধিক হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন, হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ইত্যাদি আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্বরও অত্যন্ত প্রবল হয় অথচ তৃষ্ণা থাকে না এবং ঘর্ম্ম কিছুমাত্র হয় না। যদ্যপি রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেই থাকে তাহা হইলে মুখমণ্ডল শীঘ্রই দাহক বিসর্পের ন্যায় (phlegmonous) ঘোর লালবর্ণ হয়, প্রদাহ চর্ম্মের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়া বিধানতন্তু (tissue) সমূহ ধ্বংস করিবার উপক্রম করে। এমত অবস্থায়ও এপিস নির্ব্বাচিত হইতে পারে।

বিসর্প রোগে এপসিকে বেলেডনা এবং রাসটক্সের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলা যাইতে পারে। এপিসে বেলেডনার ন্যায় চর্ম্মের তত অধিক প্রদাহ হয় না। ইহা বরং গোলাপী আভাযুক্ত হইয়া চর্ম্মের উপরে উপরে বিস্তারিত হইতে থাকে। চর্ম্মের উপরে হউক অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপরেই হউক এপিসকে বিসর্প রোগে চিন্তা করিতে ভুলিবে না। Traumatic erysipelas অর্থাৎ আঘাত কিংবা ক্ষত হইতে উৎপন্ন বিসর্প রোগের এপসিকে অতি উপযুক্ত ঔষধ বলা হয়। রুস ডাক্তার রোজান এবং কাফকা এপসিকে উক্তরূপ বিসর্প রোগে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করেন। ডাক্তার কাফকা লিঙ্গ ত্বক ছেদনের পর বিসর্প এবং ডাক্তার উলফ্ নবজাত শিশুর নাভিকুণ্ডলে ক্ষত হইতে উৎপন্ন বিসর্পে এপিস ব্যবহারে অতি উত্তম ফল পাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন শস্ত্রোপচারের পর কিংবা কোন প্রকার আঘাত হেতু উৎপন্ন বিসর্প রোগে এপিসকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দিবে।

It is of course to traumatic erysipelas that Apis is especially suitable, and Dr. Rojanus—our eminent Russian confrere—highly eulogizes it here "Since we have fully known the virtues of this remedy," he says, "We have

undertaken plastic operations with much more confidence, all fear of bad results from erysipelas being removed. "Dr Kafka records a good case in which the disease followed upon circumcision, and was rapidly controlled by the remedy. Dr. Wolf—who esteems it specific against erysipelas of all kinds—suggest it in that fatal form of the malady which attacks new-born children spreading from the umbilical wound.

বেলেডনা—মুখমণ্ডলের স্ফীতি উজ্জ্বলবর্ণ এবং দেখিতে পালিশের ন্যায় লাল চকচকে কিংবা লাল রেখা যুক্ত। বেলেডনায় এপিসের ন্যায় জলপূর্ণবৎ স্ফীতি অথবা রাসটকসের ন্যায় ফোস্কা হয় না। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং দপদপানিযুক্ত ও তদসহিত দপদপানি শিরঃপীড়া থাকে। রোগী নিদ্রিতাবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠে। নাড়ী ভরাটে, শক্ত এবং উল্লম্ফণযুক্ত (full hard and bounding).

রাসটক্স—যদিও উহাতে এপিসের সহিত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু বেলেডনার সহিত সাদৃশ্যতা কিছুই নাই। মুখমণ্ডলের অর্থাৎ আক্রান্ত স্থানের রং বেলেডনার ন্যায় উজ্জ্বল লাল অথবা এপিসের ন্যায় গোলাপী অথবা ঘোর লালবর্ণ হয় না বরং ফ্যাকাসে আভাযুক্ত হয়। (not the rosy or pinkish livid hue of Apis, rather dusky red of Rhustox)। রাসটকসে জলপূর্ণবৎ ফোস্কা হয় এবং তদসহিত জ্বলন ও ছুঁচবিদ্ধবৎ যন্ত্রণাও হয় কিন্তু ফোস্কা গভীর হয় না, চর্ম্মের উপরে উপরে বিস্তারিত হইতে থাকে। এপিসেও এইরূপ জলপূর্ণবৎ ফোস্কা দেখা যায় কিন্তু চুলকায় না রাসটক্সে অত্যন্ত চুলকায়—এপিস এবং রাসটক্সে এই বিষয়ে ইহাই পার্থক্য। ইহা ব্যতীত মুখমণ্ডল আক্রান্ত হইলে রাসটক্সে রোগ সাধারণতঃ বামদিক হইতে ডানদিকে বিস্তারিত হয়। কিন্তু এপিসে ডানদিক হইতে বামদিকে বিস্তারিত হয়। এপিসে রাসটক্সের অস্থিরতা এবং বেলেডনার ন্যায় মস্তিষ্কের যন্ত্রণা, উভয় লক্ষণই সময় সময় অল্প বিস্তর বর্ত্তমান থাকে, এতদহেতু এপিসকে অনেকে এই দুই ঔষধের (বেলেডনা এবং রাসটক্সের) মধ্যবর্ত্তী বলেন কিন্তু বেলেডনা এবং রাসটক্সে আক্রান্ত স্থানের চর্ম্মের রং এপিসের ন্যায় ঘোর

কৃষ্ণবর্ণ কিংবা লাল আভাযুক্ত নীলবর্ণ হয় না বরং এই বিষয়ে ল্যাকেসিসের সহিত এপিসের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

ক্যান্থারিস—নাসিকা প্রধানতঃ আক্রান্ত হইলে ক্যান্থারিসকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্যান্থারিসের ফোস্কা কিঞ্চিৎ বৃহৎ হয় এবং জ্বালা যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মূত্র কৃচ্ছ (stranguary) এবং প্রসাবে জ্বালা যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। প্রস্রাবে জ্বালা অধিক থাকিলে ক্যান্থারিস তাহার অতি উপযুক্ত ঔষধ জানিবে।

দোষ শূন্য (simple) জ্বর যুক্ত মুখমণ্ডলের বিসর্প রোগে প্রথমতঃ সকল চিকিৎকেই বেলেডনাকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন। বেলেডনায় আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম উজ্জ্বল চকচকে লাল বর্ণ হয় এবং কোন প্রকার ফুস্কুড়ি কিংবা পীড়কা (eruption) থাকে না কিন্তু মস্তকের যন্ত্রণা থাকা খুবই সম্ভাবনা। বেলেডনায় সম্পূর্ণ উপকার না হইলে এবং রোগ অধিক বৃদ্ধি হইতে থাকিলে ও আক্রান্ত স্থানে ফোস্কা দেখা দিলে রাসটক্সের বিষয় চিন্তা করিবে। রাসটক্সে বিসর্প-যুক্ত স্থানে প্রচুর জল ফোস্কা প্রকাশ পায়। ইহা ব্যতীত রাসটক্সে চর্ম্মের বর্ণ নীলাভ অথবা পীতাভ লোহিত (bluish or yellowish—red tint) হয় ও অত্যন্ত চুলকায়। বেলেডনার ধর্ম্ম উজ্জ্বল লালবর্ণ হওয়া। এতদহেতুই এপিসকে এই দুই ঔষধের মধ্যস্থলে স্থান দেওয়া হয় এবং এপিসকে সকল গ্রন্থকারগণই সকল প্রকার এমন কি ফোস্কা যুক্ত বিসর্প রোগেরও মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলেও অতি মহৎ ঔষধ বলিয়াছেন। কিন্তু এপিসের বিসর্প গোলাপী আভাযুক্ত এবং তরল দ্রব্যে পূর্ণবৎ, যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ। মুখমণ্ডলের বিসর্প কদাচিত গলিত ক্ষতে পরিণত হয়। যদ্যপি এইরূপ অবস্থাই হয় তাহা হইলে আর্সেনিক কার্ব্বভেজ এবং সিকেলিকরকে চিন্তা করিবে। বিসর্পে পূঁজের সঞ্চার হইলেই মার্কিউরিয়াস প্রয়োগ না করিয়া হেপার সালফার প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ লোকদিগের বিসর্প রোগে ল্যাকেসিসকেই অনেকে উপযুক্ত ঔষধ বলেন কিন্তু এমনকার্ব্বের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবে।

জ্বরশূন্য বিসর্প রোগে বেলেডনা কিংবা রাসটক্স কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়

For erysipelas attacks without fever we have never found either Bell or Rhus suitable—Dr. Bahaer। ডাক্তার

ব্যাণিংহোসেন এইরূপ স্থলে (জ্বরশূন্য মুখমণ্ডলের বিসর্পে) বোরাক্সকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করেন। এইরূপ অবস্থায় রোগ বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ কিংবা অন্য পার্শ্বে বিস্তারিত হয় না।

স্থান বিশেষে বিসর্পের কয়েকটি ঔষধ।

মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয়—রাসটক্স। দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হয় এবং সরিয়া সরিয়া বেড়ায়—গ্র্যাফাইটিস অণ্ডকোষের বিসর্পে—ক্রোটনটিগলিনাম।

বাত—বাতে যদিও এপিসের উল্লেখ রহিয়াছে কিন্তু ব্যবহার অতি সামান্যই দেখা যায়। পেশীযুক্ত স্থান অপেক্ষা সন্ধিস্থলের বাত ইহাতে অধিক প্রকাশ হয়। আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত আড়ষ্ট এবং স্পর্শাধিক্য হয়। হস্তের চাপ দেওয়া যায় না। এতদসহ আক্রান্ত স্থানে অল্লাধিক অসাড়তা বর্ত্তমান থাকে। আক্রান্ত সন্ধিস্থল স্ফীত এবং প্রদাহযুক্ত হয়। সন্ধিস্থল ফুলিয়া ফ্যাকাসে লালবর্ণ হয় এবং তরল দ্রব্য পূর্ণবৎ তল তল করে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে। এপিসের বাতের যন্ত্রণা সঞ্চালনের এবং উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। শীতল প্রলেপে উপশম হয়।

পক্ষাঘাত—Devitalizing affection হেতু যেমন ডিফ্‌থিরিয়া, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদির পর পক্ষাঘাত হইলে কিংবা মস্তিষ্ক প্রদাহের পর ঝিল্লিতে রসোৎপ্রবেশ (effusion) হইলে এপিস প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায় ; এইরূপ স্থলে পীড়কা (eruption) অবরুদ্ধ অথবা কোন প্রকার চর্ম্মরোগ দোষ প্রায়ই পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকে। এপিস প্রয়োগে অবরুদ্ধ চর্ম্মরোগ পুনঃ প্রকাশিত হইয়া রোগ ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া আইসে। উপকার দর্শিলে আর অধিক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয়। সালফারও এইরূপ স্থলে অনেক সাহায্য করে,—ইহার বিষয়ও চিন্তা করিবে। রোগীর এইরূপ অবস্থায় পিপাসা থাকুক কিংবা নাই থাকুক স্পর্শাধিক্যতা, অস্থিরতা এবং তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান থাকে।

ডিফ্‌থিরিয়া—এবং শ্বাস নলীর স্ফীতি

(Diphtheria and oedema of glottis)

ডিফ্‌থিরিয়ার—এপিস একটি অতি মহৎ ঔষধ। এই রোগটি অনেক সময় এমন গুপ্তভাবে উপস্থিত হয় এবং বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে রোগী প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারে না, আবার কখন কখন প্রথম হইতেই প্রবল জ্বর হইয়া আরম্ভ হয় এবং রোগী ভীষণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। জ্বরের সহিত তন্দ্রাভাব থাকে এবং নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত অথচ দুর্ব্বল প্রকৃতির হয়। গলার অভ্যন্তর প্রদেশ প্রথমতঃ লাল চক্‌চকে হয়, দেখিলে মনে হয় যেন তালুমূলে এবং তদসংলগ্নস্থান সমূহে লালবর্ণ বার্ণিসের প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে। উভয় তালুমূলেই পুরু চর্ম্মের ন্যায় কৃত্রিম ঝিল্লি (false membrance) ক্রমশঃ প্রকাশ পায় কিন্তু এপিসে বাম অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্বেই অধিক হয়। জিহ্বা সঙ্গে সঙ্গে ফুলিয়া ওঠে। রোগী কোন খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে না কিংবা অতি কষ্টের সহিত গলাধঃকরণ করাইয়া দিতে হয়। আলজিহ্বা (uvula) জলপূর্ণবৎ থলীর ন্যায় অবস্থা হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় গলদেশ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় শ্বাসনলীর দ্বারের ধার সমূহ (ring of the glottis) জলপূর্ণ সদৃশ স্ফীত এবং রক্তাধিক্য হয় ও তৎকারণ বশতঃ কণ্ঠনালীর (larynx) পথ সঙ্কুচিত হওয়ায় রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট উপস্থিত হয়, এবম্প্রকার অবস্থায় অনেক স্থলে শ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় অথবা কিছুমাত্র গন্ধ থাকে না। অনেক সময় আবার গোলাপী আভাযুক্ত পীড়কা (rash) সর্ব্বশরীরময় প্রকাশ হয় ও সঙ্গে সঙ্গে গ্রীবার বহির্ভাগ ফুলিয়া বিসর্প সদৃশ হয়। এতদ লক্ষণ সমূহ ডিফ্‌থিরিয়া ব্যতীত শুধু শ্বাসনলীর স্ফীততায়ও (Oedema of the glottis) উপস্থিত হইতে পারে এবং এপিস তাহাতেও নির্ব্বাচিত হয়। ডাক্তার বয়্যান, ভিথ্‌মেয়ার, জার, ক্যালেনবাক্‌, হিউজ প্রভৃতি সকল চিকিৎসকগণই ডিফ্‌থিরিয়া রোগে এপিসকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। ইহার লক্ষণ সমূহ অত্যন্ত পরিষ্কার তরল পদার্থ-পূর্ণবৎ স্ফীতি, যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ এবং শীতল জল পানে কিংবা শীতল প্রলেপে উপশম। এপিস নির্ব্বাচনে এই কয়েকটি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

আর্সেনিক—ডিফ্‌থিরিয়া ভীষণ আকার ধারণ করিলে যখন গলদেশের

ভিতর এবং বাহির উভয় স্থান অত্যন্ত স্ফাত হয়। কৃত্রিম ঝিল্লি (false membrance) কৃষ্ণবর্ণ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়। নাসিকা হইতে তরল এবং ক্ষয়কারক (excoriating) স্রাব বহির্গত হয় এবং গ্রীবাপ্রদেশের অবস্থা ঠিক এপিসের ন্যায় তরল দ্রব্য পূর্ণবৎ স্ফীত (Oedematous) হয় রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং অস্থিরতা বিশেষতঃ মধ্য রাত্রিতেই বৃদ্ধি হয়। প্রস্রাব স্বল্প, মল কঠিন কিংবা কোষ্ঠকাঠিন্য কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ তরল উদরাময় হয়। এবম্প্রকার লক্ষণে আর্সেনিক নির্ব্বাচিত হয়।

নেট্রাম আর্স—গ্রীবা প্রদেশ ঘোর বেগুনে আভাযুক্ত লালবর্ণ এবং অত্যন্ত স্ফীত হওয়া সত্বেও যদি যন্ত্রণার তেমন প্রবলতা না হয় তাহা হইলে নেট্রাম আর্সের বিষয় চিন্তা করিবে এই অবস্থাতেও আলজিহ্বা (uvula) তরলপদার্থ পূর্ণবৎ স্ফীত হয়।

ডিফ্‌থিরিয়ায় কৃত্রিম ঝিল্লির স্থান বিশেষে ঔষধ।

ডিফ্‌থিরিয়ার কৃত্রিম ঝিল্লি—দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হইলে ল্যাক্‌ক্যানাইনাম, লাইকোপডিয়াম, সালফার।

" " —বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হইলে ল্যাকেসিস, ল্যাক্‌ক্যানাইনম।

" " —যখন দক্ষিণ পার্শ্বেই থাকে—এপিস, ইগ্নেসিয়া, ল্যাক্‌ক্যানাইনাম, লাইকোপডিয়াম, মার্কিউরিয়াস আইড ফ্ল্যাবাস, ফাইটোলেক্কা রাসটক্স।

" " —যখন বাম পার্শ্বেই থাকে—ব্রোমিয়াম, ক্রোটেলাস ল্যাক্‌ক্যানাইনাম, ল্যাকেসিস, মর্কিউরিয়াস আইড রুবার্ব।

" " যখন একবার বামপার্শ্বে আবার দক্ষিণ পার্শ্বে এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে (alternates sides) ল্যাক্‌ক্যানাইনাম।

" " যখন নাসিকাতেই থাকে—ক্যালিবাইক্রমিকাম, লাইকোপডিয়াম, মার্কিউরিয়াস সল এবং মার্কিউরিয়াস সাইওনাইড।

ক্যানাইনাম, ল্যাকেসিস, শীতল খাদ্যদ্রব্যে বৃদ্ধি হয়—আর্সেনিক, হেপার, লাইকোপোডিয়াম, স্যাবাডিলা, সালফার।

,, ,, উষ্ণ খাদ্যদ্রব্যে বৃদ্ধি হয়—এপিস, ল্যাকেসিস, ফাইটোলেক্কা।

ক্যালিপারমাঙ্গানেট—এই ঔষধ নিম্নক্রমই অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে উচ্চক্রম কদাচিত প্রয়োগ হয়। গ্রীবা প্রদেশের বাহির এবং ভিতর উভয় স্থানই স্ফীত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং নাসিকা হইতে এক প্রকার তরল স্রাব নির্গত হইতে থাকে। দুর্গন্ধতাই হইতেছে ক্যালি-মাঙ্গানেটের বিশেষ বিশেষত্ব।

রোগ অত্যন্ত ভীষণরূপ হইলে ডিফথেরিনাম ২০০ এবং মার্ক-সায়েনাইড ৬ষ্ঠ শক্তির বিষয় চিন্তা করিবে। এই দুইটী ঔষধের malignant membranous diphtheriaর অর্থাৎ রোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি অবস্থায় অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে। ডিফথিরিনাম ২০০ শক্তি প্রতি ৬ ঘণ্টা পর পরও দেওয়া চলিতে পারে কিন্তু ডাক্তার ক্লার্ক প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর দিতে পরামর্শ দেন। মার্ক সায়েনাইড ৬ষ্ঠ শক্তি প্রতি ঘণ্টা ঘণ্টা প্রয়োগ করা উচিত এবং এতদসহ ফাইটোলেকার মূল অরিষ্ট পাঁচ ফোটা এক আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আক্রান্ত স্থান অর্থাৎ গলদেশ স্পঞ্জের তুলি দিয়া পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার করিয়া দিবে। দেখা গিয়াছে এই প্রকার ব্যবস্থাতেই অধিকাংশ রোগ আশু উপকার হয়। যদি ইহাতেও শীঘ্র উপকার না দর্শায় এবং রোগ বৃদ্ধি হইতেই থাকে তাহা হইতে ইকিনেসিয়া মূল অরিষ্ট অথবা ১x আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিবে।

তালুমূল প্রদাহ (Tonsilitis)—তালুমূল প্রদাহে এপিসে বেলে-ডনার ন্যায় ততোধিক রক্তাধিক্য ও যন্ত্রণা হয় না এবং ব্যারাইটা কার্ব্বের ন্যায় তালুমূল সংলগ্ন জালবৎ নির্ম্মাণ তন্তুসমূহ প্রদান হয় না। এপিসে তালুমূল উপজিহ্বা ইত্যাদি স্থান সমূহের উপরস্থ চর্ম্ম কেবল তরল দ্রব্যপূর্ণবৎ স্ফীত হয়, দেখিলেই মনে হয় যেন মধুমক্ষিকা দ্বারা হুলবিদ্ধ হইয়াছে এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকে, এতদ অবস্থাকে শ্বাসনলীর স্ফীতির (Oedema glottis) সূচনা বলা যাইতে পারে। এপিস এইরূপ অবস্থার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় রোগে আর্সেনিক, এপোসাই-নাম, ডিজিটালিস এবং এস্প্যারেগাস ইত্যাদির সহিত এপিসের বিশেষতঃ শোথ এবং দৌর্ব্বল্যতায় কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়।

এপোসাইনাম—নাড়ীর গতি দুর্ব্বল এবং হৃৎস্পন্দ ও অত্যন্ত অনিয়ম প্রকৃতির সামঞ্জস্যহীন অর্থাৎ দুর্ব্বল এবং কখন সতেজ। ইহার সহিত শোথ রোগ বর্ত্তমান থাকে।

এসপ্যারেগ্যাস—বৃদ্ধদিগের পক্ষে উত্তম কার্য্য করে। নাড়ী দুর্ব্বল এবং বাম স্কন্ধাদি প্রবর্দ্ধন স্থানে (acromion, the projecting process of the scapula) যন্ত্রণা হয়।

ডিজিটালিস—গাত্র ত্বক ফ্যাকাসে রক্তশূন্যবৎ, নাড়ী দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ। সামান্য শারীরিক সঞ্চালনেই নাড়ীর গতি এবং হৃৎকম্পন বৃদ্ধি হয়। ডিজিটালিসে নাড়ীর গতির সামঞ্জস্যতা থাকে না। নাড়ীর গতি ইণ্টারমিটেণ্ট প্রকৃতির হয়।

বক্ষাবরক প্রদাহ (Pleuritis)—বক্ষাবরক প্রদাহ (Pleuritis) হেতু রসোৎপ্রবেশ (exudation) শোষণ করিবার এপিস একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদহেতুই এই প্রকার অবস্থায় এপিসের এত অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। এইরূপ স্থলে সালফারও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই দুইটি ঔষধেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়।

জানুপ্রদাহ (Synovitis)—এপিসের স্নৈহিক ঝিল্লিতে (synovial membrane) যথেষ্ট কার্য্য থাকায় জানুপ্রদাহে এপিসকে এত উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। তীক্ষ্ণ হুলবিদ্ধবৎ (stinging) যন্ত্রণা হয় এবং সামান্য সঞ্চালনেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। ব্রাইওনিয়াও এইরূপ স্থলে যথেষ্ট কার্য্য করে কিন্তু ব্রাইওনিয়ার যন্ত্রণা চিড়িক মারা অর্থাৎ সূচীবেধবৎ (stitching pain) এবং যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম হয় আর এপিসের যন্ত্রণা শীতল প্রলেপে উপশম হয়। এপিস এবং ব্রাইওনিয়ার স্ফীতি দেখিলেই এই উভয় ঔষধের পার্থক্য নিরূপণ করিতে আর কোন কষ্ট হওয়া উচিত নয় কারণ এপিসের স্ফীতি অনেকটা তরল দ্রব্যে পূর্ণবৎ এবং ফ্যাকাসে।

আইওডিন—এপিসের পর এবং স্ক্রফিউলাস অর্থাৎ গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত রোগীদিগকে ইহা ব্যবহারে অনেক সময় উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে এপিসের গভীর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ডিম্বাশয়ে সূচীকা বিদ্ধবৎ যন্ত্রণাসহ প্রবৃত্তির উত্তেজনা হয়। এই প্রকার লক্ষণ বিধবা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিক প্রকাশ পায় এবং এপিস তাহাতে উত্তম কার্য্য করে। ইহা ব্যতীত এপিসে ত্রৈমাসিম গর্ভপাতের আশঙ্কা নিবারণ করে। কাজে কাজেই অন্তঃসত্বাবস্থায় অত্যন্ত সাবধানতার সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। নিম্নক্রম পুনঃ পুনঃ দেওয়া কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

রজরোধেও (Amonorrhoœa)—এপিস নির্ব্বাচিত হয়। মাসিক ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ হেতু মস্তক অধিক রক্তাধিক্য হয় ও জরায়ু প্রদেশে কোঁথপাড়া (bearing down pain) যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং তদসহিত তৃষ্ণাহীনতা উষ্ণতায় রোগ বৃদ্ধি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। নবযুবতীদিগের রজরোধ হেতু হিষ্টিরিয়া, স্নায়বীকতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও এপিস তাহাদিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

ডিম্বাশয় প্রদাহের (ovaritis)—এপিস একটি অতি উত্তম ঔষধ, বাম অপেক্ষা বিশেষতঃ দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায়। ল্যাকেসিস বাম ডিম্বাশয়ের যেমন উপযুক্ত ঔষধ, এপিস সেইরূপ দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের একটি মহৌষধ। দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের প্রদাহে, কঠিনতায়, স্ফীতিতে এবং শোথে ইহার কার্য্য অত্যন্ত অধিক (Inflamation, induration, swelling and dropsy of the right ovary with sharp, cutting stinging pain)। ডিম্বাশয় প্রদেশের সমুদয় স্থান অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত হয় এবং তদসহিত জ্বালা, হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ও ডিম্বাশয়ের স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে।

ডিম্বাশয়ের কোষ বিবর্দ্ধনেরও (Ovarian cyst)—এপিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আরম্ভ অবস্থায় এপিস ব্যবহার করিলে cyst আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। জ্বালা হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ব্যতীত শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং জানুদেশের নিম্ন ভাগ অসাড় বোধ হয় ও বক্ষঃস্থলে কাশি সহ চাপ চাপ (tightness) ভাব বর্ত্তমান থাকে, ইহা ফুসফুস সংক্রান্ত রোগের কোন লক্ষণ নয় বরং জরায়ু হইতে উদ্ভূত।

চক্ষুরোগ—চক্ষুরোগে এপিসের যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। ডাক্তার ফ্যারিংটন বহু asthenopia রোগী অর্থাৎ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। পড়িতে চক্ষু জ্বালা করে, জল পড়ে, চক্ষুর পাতা চুলকায় এবং সময় সময় হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়।

Staphyloma অর্থাৎ চক্ষু গোলকের বহিঃসরণেরও এপিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে। আলো সহ্য হয় না। চক্ষুর শুক্লমণ্ডল (conjunctiva) অত্যন্ত রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া ওঠে সঙ্গে সঙ্গে chemotic অর্থাৎ অর্জ্জুন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় (অর্জ্জুন রোগ ইহা এক প্রকার চক্ষু প্রদাহ, ইহাতে কনীনিকার চারিদিকে অঙ্গুরীয়াকার উন্নত পরদা জন্মে) কিন্তু এপিসের এই যে Palpebral conjunctiva-র স্ফীতি বরং রক্তাধিক্যতাবশতঃই অধিক উৎপন্ন হয় রাসটক্সের ন্যায় প্রকৃত অর্জ্জুন রোগ (chemosis) হইতে উৎপন্ন হয় না। চক্ষু পাতার জলপূর্ণবৎ (oedematous swelling) স্ফীতি, অর্জ্জুন রোগ, উষ্ণ জল নিঃসরণ ইত্যাদি বিষয়ে রাসটক্স এবং এপিসে অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু এপিসে পুঁজোৎপত্তির সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না রাসটক্সে ইহা অত্যন্ত প্রবল থাকে এবং রাসটক্সের ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ। ইহা ব্যতীত এপিসের যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ, রাসটক্সের টাটানিবৎ, এপিসের রোগের বৃদ্ধি অপরাহ্নে, রাসটক্সের সন্ধ্যার পর। এপিসে চক্ষু পাতার প্রদাহ শীতল জলে উপশম হয়, রাসটক্সে শীতল জলে বৃদ্ধি হয়। যদি অক্ষিপুট প্রদাহে বিসর্প সদৃশ ভাব দেখা যায়—তাহা হইলে প্রদাহ নীল আভাযুক্ত লোহিত বর্ণ হয় এবং স্ফীতি জলপূর্ণবৎ স্বচ্ছ হয়। রাসটক্সের যন্ত্রণার বৃদ্ধির সময় রাত্রিতে বিশেষতঃ প্রথম কিংবা মধ্য রাত্রির পর এবং উত্তাপে উপশম হয়। চক্ষু পাতার বিসর্প সদৃশ স্ফীতিচিহ্ন হইলে তাহা দেখিতে dusky red হয় ঘোর লালবর্ণ হয় না এবং সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডযুগলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায় ইহা ব্যতীত রাসটক্সের যন্ত্রণা ছিড়িয়া ফেলা এবং খোঁচিয়া ধরার ন্যায়। যদিও বিসর্পে এপিসের ন্যায় জ্বালা এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয় কিন্তু রাসটক্সে অত্যন্ত চুলকায়, এপিসে চুলকায় না এবং রাসটক্সে চক্ষুর পাতা ভার ভার এবং আড়ষ্ট হয়।

আর্সেনিক—চক্ষু হইতে উষ্ণ জল নিঃসরণ, অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং অক্ষিপুটের জলপূর্ণ সদৃশ স্ফীতি ইত্যাদি বিষয়ে এপিসের সহিত আর্সেনিকের সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু পার্থক্যও অত্যন্ত অধিক—আর্সেনিকের নিঃসরিত

জল এপিস অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক ক্ষয়কারক (acrid) অক্ষিপুটের স্ফীতি ফ্যাকাসে রক্তশূন্য এপিসের ন্যায় নীল আভাযুক্ত লাল নয়। অস্থিরতা, উত্তাপে উপশম এবং ১২টার পর বৃদ্ধি ইত্যাদি আর্সেনিকের বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

অক্ষিপুটের জলপূর্ণবৎ স্ফীতি, আরক্তিমতা, প্রান্তদ্বয়ের জ্বালা এবং অক্ষিপুটদ্বয়ের সংযোগ (agglutination) চক্ষুর অভ্যন্তর প্রদেশে হঠাৎ ভীষণ চিড়িক মারা যন্ত্রণা, শীতল জলে উপশম এবং প্রথম রাত্রিতে যন্ত্রণার ইত্যাদি হইতেছে এপিসের চক্ষুরোগের প্রধান লক্ষণ।

উদরাময়—মল ঈষৎ সবুজ অথবা পীতাভ, হড় হড়ে, (slimy) শ্লেষ্মাযুক্ত অথবা পীতবর্ণ জলবৎ তরল এবং যন্ত্রণা শূন্য। ইহা ব্যতীত সময় সময় মলের রং কিছুই থাকে না কেবল সাদা জল। সামান্য সঞ্চালনেই মল নির্গত হয় মনে হয় মলদ্বার যেন আলগা রহিয়াছে (Involuntary, with motion, as though the anus stood open, constant oozing from anus of which the patient is unconscious) সকল সময় অসারে মল নির্গত হইতে থাকে। রোগী নিজেই তাহা টের পায় না অর্থাৎ মলদ্বারের পেশীর মল ধারণের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া যায়। এই প্রকার অসারে উদরাময়, টাইফয়েড, স্কার্লেটিনা অথবা ক্রমাগত রোগে ভুগিয়া অথবা অধিক উত্তাপ হেতু দুর্ব্বলতায় প্রয়াই প্রকাশ পায়। মাতালদিগের পীড়কা অবরুদ্ধ জনিত উদরাময়েও এপিস উত্তম কার্য্য করে। মলে দুর্গন্ধ থাকে কিংবা থাকেও না। বৃদ্ধি প্রায়ই প্রাতঃকালে হয়। এপিসের উদরাময়ের বিশেষত্বই হইতেছে—অসারে মলত্যাগ, তৃষ্ণা শূন্যতা, উদরে থেঁৎলানবৎ যন্ত্রণা এবং চাপে যন্ত্রণার বৃদ্ধি ও তদসহিত যদি পদদ্বয়ের অথবা জননেন্দ্রিয়ের স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে এপিসকেই তাহার একমাত্র ঔষধ জানিবে। ইহা ব্যতীত রোগে ভুগিয়া দুর্ব্বল শিশুদিগের উদরাময়েও এপিস উত্তম কার্য্য করে কিন্তু এইরূপ স্থলে মস্তিষ্কের যন্ত্রণা, নিদ্রিতাবস্থায় হঠাৎ থাকিয়া থাকিয়া চিক্‌কির দিয়া ওঠা, বালিসে মস্তক গোঁজা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

ব্রাইওনিয়া—প্রাতঃকালীন উদরাময়ের ইহাও একটি ঔষধ বটে এবং ইহার উদরাময়ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় কিন্তু ব্রাইওনিয়ার সমুদায় লক্ষণই নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয় এবং ইহা একটি ইহার সার্ব্বজনীন লক্ষণ। এপিসে কেবলমাত্র মল দ্বারের অবরোধক পেশীর (sphincter ani) দুর্ব্বলতা নিবন্ধন নড়াচড়ায় মল নির্গত হইয়া পড়ে। রোগ বৃদ্ধি হইলে প্রস্রাবও স্বল্প হইয়া আইসে—ইহা ব্যতীত এপিসে সঞ্চালনে আর কোন কিছুর ব্যতিক্রম ঘটে না।

কলেরা এবং মূত্র নাশ বিকার (uraemia)—কলেরাতে বিশেষতঃ শৈশব কলেরায় এপিসের প্রয়োগ আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই এবং তাহার একটি ইহা উত্তম ঔষধও বটে—অজ্ঞান ভাব ও মধ্যে মধ্যে চিক্‌কির দিয়া ওঠা, পিপাসা শূন্যতা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ইহা ব্যতীত কলেরার মূত্রনাশ বিকারে ইহাকে অনেকে ক্যান্থারিসের সমকক্ষ ঔষধ বলেন কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে এপিস মূত্র নাশ বিকার অর্থাৎ ইউরিমিয়া আরম্ভের পূর্ব্বে প্রয়োগ হইলে উত্তম কার্য্য করে। কারণ কলেরায় প্রস্রাব বন্ধের প্রথমাবস্থায় এপিস ও পরবর্ত্তী অবস্থায় ক্যান্থারিস—সর্ব্বদা প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, মূত্র পথে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ অনেকাংশে ক্যান্থারিসের মতন এবং উভয় ঔষধই এক নয়—যে স্থলে পিপাসা হীনতা সে স্থলে এপিস এবং যে স্থলে অত্যন্ত পিপাসা থাকা সত্ত্বেও জলপানে যন্ত্রণার বৃদ্ধির ভয় হেতু জল পানে অক্ষমতা সে স্থলে ক্যান্থারিস। পুনরায় বলিতেছি মূত্র বন্ধের প্রথম অবস্থায় এপিস ও পরবর্ত্তী অবস্থায় ক্যান্থারিস।

জ্বর।

সময়—অপরাহ্ণ ৩টা এবং ৩।৪টা (৪টার সময় লাইকোপোডিয়াম)।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—হঠাৎ বমন হয়।

শীত অবস্থা—শীত অবস্থায় সকল সময় পিপাসা থাকে (ইগ্নেসিয়া,

কার্ব্বভেজ, ক্যাপ্সিকাম)। শীত হঠাৎ বক্ষঃস্থল নিম্নোদর কিংবা জানুদেশ হইতে আরম্ভ হয়। উষ্ণ ঘরে এবং বাহ্যিক উত্তাপে বৃদ্ধি হয় (ইপিকাক।) শীত অবস্থায় আগুনের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না (আগুনের উত্তাপে উপশম হয়—ইগ্নেসিয়া। বাহ্যিক উত্তাপে উপশম হয়—আর্সেনিক)। সামান্য নড়া চড়ায় শীতভাব বৃদ্ধি হয় (সামান্য সঞ্চালনে অথবা গাত্রাবরণ উন্মোচনে শীত ভাব বৃদ্ধি হয়—নাক্সভমিকা) বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ বোধ হয়। মনে হয় হাঁপ লাগিয়া মারা যাইবে (oppression of chest as though patient would smother)। শীতের প্রবলতা হ্রাস হইয়া গেলেই রোগী গভীর নিদ্রায় অভিভুত হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বাঙ্গে আমবাত বহির্গত হয়। শীতের পূর্ব্বে এবং শীত অবস্থা কালীন আমবাত—হেপার। উত্তাপ এবং ঘর্ম্ম অবস্থায় আমবাত—রাসটক্স্। কেবল উত্তাপ অবস্থায়—ইগ্নেসিয়া)।

দাহ অবস্থা—কদাচিত পিপাসা থাকে। গাত্রত্বক অত্যন্ত উষ্ণ বিশেষতঃ নিম্নোদর, কুক্ষিপ্রদেশ এবং বক্ষঃস্থল অধিক উত্তপ্ত বোধ করে। দাহ অবস্থায় বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত চাপ এবং জলন বোধ করে, মনে হয় যেন শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে। উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না ইহাতে এপিসের সমুদায় উপসর্গ ই বৃদ্ধি হয়।

ঘর্ম্মাবস্থা—পিপাসা থাকে না। কখন কখন ঘর্ম্ম একেবারেই প্রকাশ পায় না কিংবা অতি অল্প হয়।

পুরাতন অবস্থায় ঘর্ম্ম প্রায়ই প্রকাশ থাকে না। এপিসের জ্বরের ইহা একটি বিশেষত্ব (This stage is usually wanting, and is characteristic of Apis fever in old protracted cases—Carroll Dunham.

-পুরাতন জ্বরে প্রায়ই পরিষ্কার। তরুণ রোগে জিহ্বা ঈষৎ লাল, শুষ্ক, স্পর্শাধিক্য এবং কিঞ্চিৎ ক্ষতযুক্ত হয়। রোগী জিহ্বা বহির্গত করিতে কিংবা কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। জ্বরের প্রবল অবস্থায় ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হইয়া থাকে।

নাড়ী—দুর্ব্বল সরু, সেতারের তারের ন্যায় মীন মীন করে।

টাইফয়েড জ্বর—Celebral Typhoid-এর অর্থাৎ মস্তিষ্ক অধিক আক্রান্ত হইলে বেলেডনা হাইওসিয়মাস, ষ্ট্রেমোনিয়াম, এপিস, হেলিবোরাস এবং জিঙ্কাম এই কয়টি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটী অত্যন্ত উগ্র স্বভাবের এবং শেষোক্ত তিনটি অনেকটা ধীর প্রকৃতির। ইহা ব্যতীত আমার মনে হয় রোগের প্রথমাবস্থায় প্রথম তিনটী যে প্রকার অধিক নির্ব্বাচিত হয় রোগের চরম অবস্থায় শেষ তিনটি সেইরূপ অধিক প্রয়োগ হয়। কাজে কাজেই ইহাদের নির্ব্বাচনে ভ্রম হইবার অধিক আশঙ্কা দেখি না। এপিসের অবস্থা আমরা প্রথমেই পাই না যখন রোগী তন্দ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িয়া থাকে এবং থাকিয়া থাকিয়া মস্তিষ্কের যন্ত্রণা হেতু চিক্‌কির দিয়া ওঠে তখনই এপিসকে সকল চিকিৎসকগণ স্মরণ করিয়া থাকেন। বেলেডনা রোগীও এইরূপ থাকিয়া থাকিয়া চিক্‌কির দিয়া ওঠে কিন্তু বেলেডনায় রক্তাধিক্য লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, এপিসে থাকে না। এপিসে আর একটি লক্ষণ প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে কম্পন—(general trembling) ডাক্তার ন্যাস ইহাকে বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ বলেন—এপিসের এই কম্পন সকল সময় লাগিয়া থাকে এবং ভীষণ হয়। এমন কি শরীরের কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে শয্যা পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকে কিন্তু ইহা জিঙ্কাম মেটালিকামের ন্যায় রোগের চরম অবস্থায় প্রকাশ পায়। কম্পনের কথা শুনিলে অনেকের জেলসিমিয়ামের বিষয় স্বতঃই মনে উদয় হইবে এবং ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিকও বটে কিন্তু জেলসিমিয়ামে রোগের প্রারম্ভ হইতেই কম্পন থাকে অর্থাৎ প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশ হয় এবং জেলসিমিয়ামে শরীর সঞ্চালন কিংবা হস্তপদ উত্তোলন না করিলে কম্পন হয় না—এপিসে দ্বিতীয় সপ্তাহের পর হইতে কম্পন প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা হয় এবং কম্পনের সহিত শরীর সঞ্চালনের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা ব্যতীত নিম্নোদর ফাঁপিয়া ফুলিয়া ওঠে। হস্তের স্পর্শ অথবা চাপ সহ্য হয় না। দুর্গন্ধ রক্তযুক্ত মল অসারে নিঃসরণ হইতে থাকে মলদ্বার যেন আলগা হইয়া রহিয়াছে (phos), অথবা নিম্নোদর খালি হইয়া চুপসিয়া পড়িয়া থাকে, মলমুত্র বন্ধ হইয়া যায়, এই দুই অবস্থায়ই হইতে পারে কিন্তু যে কোন অবস্থায়ই হউক ভীষণ দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে এমন কি রোগী মিউরেটিক এসিডের ন্যায় শয্যায় বালিস হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া আসে এবং গাত্র ত্বক অত্যন্ত শুষ্ক ও উত্তপ্ত হয়

অথবা প্রচুর ঘর্ম্ম হইতে থাকে। এপিস প্রয়োগে যদি শীঘ্র উপকার না দর্শে তাহা হইলে দুই একবার সালফার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

মধুমক্ষিকা দ্বারা বিষাক্ত—এপিসে বিষাক্ত হইলে অর্থাৎ মধুমক্ষিকা দ্বারা হুলবিদ্ধ হইয়া বিষাক্তের লক্ষণ প্রকাশ হইলে সেইরূপ স্থলে কার্ব্বলিক এসিডের বিষয় চিন্তা করিবে। একটি উদাহরণ দিতেছি—কয়েকটি বালক মৌচাক ভাঙ্গিতে গিয়াছে অথবা মৌচা'কে ঢিল মারিতেছিল এমত অবস্থায় মৌমাছির দ্বারা তাহারা ভীষণরূপ আক্রান্ত হয় এবং সকলেই অল্পবিস্তর হুলবিদ্ধ হয়। উহাদের মধ্যে ৪ জনের হয়ত বিশেষ কিছুই যন্ত্রণা হইল না, হুলবিদ্ধ স্থান সমূহ ফুলিয়া উঠিয়া আবার অতি অল্প সময়ের মধ্যে আপনি মিশিয়া গেল কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজনের অতি সামান্য হুলবিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভীষণ যন্ত্রণা এবং টাটানি হইতে লাগিল। এমন কি ১০ মিনিটের মধ্যে তাহার সমুদায় গাত্র—পদদ্বয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত চাকা চাকা আমবাতে ভরিয়া উঠিল। জ্বালা যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। বমনের উদ্রেক হইল; জীবনের প্রতি ভয় হইল। ভীষণ অস্থির এবং উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল ৫।৭ মিনিটের মধ্যে রোগীর অবস্থা এত অধিক খারাপ হইল যে, শীঘ্র যদি প্রতিকারের কোন চেষ্টা না করা হয় তাহা হইলে মারা যাইবে এইরূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। ডাক্তার কেণ্ট বলিতেছেন এইরূপ অবস্থায় কার্ব্বলিক এসিড ৩০ মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে। I have seen Carbolic Acid administered in that state, and the patient described the sensation of this Carbolic Acid going down his throat as a cooling comfort. He says 'why Dootor, I can feel that dose go to the ends of my fingers অর্থাৎ রোগী কার্ব্বলিক এসিড সেবন করা মাত্রই অত্যন্ত আশ্চর্য্যরূপে উপশম বোধ করে, সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই সমুদায় শরীর যন্ত্রণাশূন্য হইয়া আসে। কার্ব্বলিক এসিড এইরূপ স্থলে বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে কিন্তু লেডামকেই অনেক গ্রন্থকার এপিসের বিষঘ্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মধুমক্ষিকা দ্বারা হুলবিদ্ধ হইলে এবং তাহাতে বিষাক্ত হইলে কার্ব্বলিক এসিড তাহাতে যে বিশেষরূপে কার্য্য করে তাহা ডাক্তার কেণ্ট লিখিত বর্ণনাতে

সপ্রমাণ হইতেছে কিন্তু অন্যত্র ইহাও দেখা যাইতেছে যে ক্যাম্ফর এবং লক্ষণানুযায়ী বেলেডনা প্রয়োগেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। ডাক্তার চিপমেল (Dr. Chepmell) লিখিত একটী ঘটনা নিম্নে দিলাম। তিনি লিখিতেছেন মিষ্টার ডিঃ নামক একজন পিত্তাধিক্য এবং রক্তপ্রধান ধাতু মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক মধুমক্ষিকার কার্য্যকলাপে অত্যন্ত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বত্র গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন—কি করিয়া পোষণ করিতে হয়, কি প্রকারে তাহাদিগকে পোষ মানাইতে হয় এবং কি প্রকারে আপন ইচ্ছামত তাহাদিগের দ্বারা মধুচক্র রচনা করাইতে হয় তাহার কার্য্য দেখাইবার জন্য তিনি একদিন ডাক্তার চিপমেলকে বলেন—মহাশয় অদ্য মধুমক্ষিকা সমূহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে আপনি কিঞ্চিৎ সাবধানে আসিবেন। প্রবেশ করিতে না করিতেই দেখা গেল একদল মধুমক্ষিকা আসিয়া তাহার (ডাক্তারের) কর্ণের পার্শ্ব দিয়া গুণ গুণ করিয়া চলিয়া গেল। আবার কতক্ষণ পর আর একদল মধুমক্ষিকা আসিয়া মিষ্টার ডিঃ র মুখের সম্মুখে গুণ গুণ করিতে লাগিল কিন্তু তাহারাও কিছুক্ষণ পর আপনা আপনিই চলিয়া গেল বটে কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটি তাঁহার কর্ণের নিকট অবিরত গুন গুন করিতে করিতে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। তিনি বিরক্ত হইয়া হস্তের এক ঝাপটা দিয়া তাড়াইয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কর্ণের নিকট হুলবিদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। ভদ্রলোকটি ডাক্তারকে বলিলেন বোধ হয় আমাকে হুলবিদ্ধ করিয়াছে, এখনও সঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। ডাক্তার চিফ্‌মেল বাড়ীতে ফিরিতে না ফিরিতেই লোক আসিয়া সংবাদ দিল আপনি অবিলম্বেই আসিবেন—মিঃ ডিঃ মধুমক্ষিকার দ্বারা হুলবিদ্ধ হইয়া বিষাক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

মিঃ ডিঃ অত্যন্ত ভীত এবং চিন্তিত হইয়া অর্দ্ধ অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বকিতেছেন। সমুদয় শরীর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষভাবে মুখমণ্ডল, গ্রীবাদেশ, নিম্নোদর এবং পদদ্বয়। ইহা ব্যতীত সমুদয় গাত্রময় স্কার্লেটিনার ন্যায় লাল লাল ঘামাচি সদৃশ পীড়কা প্রকাশ হইয়াছে। গাত্রত্বক উত্তপ্ত এবং শুষ্ক, শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টজনক, নাড়ী দ্রুত অথচ দুর্ব্বল। মূত্র স্বল্প এবং যন্ত্রণাযুক্ত। এতদ লক্ষণে ডাক্তার চিপফেল তাহাকে প্রথমে ক্যাম্ফর মূল আরক ২।৩ বার ১৫ মিনিট অন্তর দিয়া তৎপর

বেলেডনা ৩ ক্রম পুনঃ পুনঃ কয়েক মাত্রা দেওয়ায় রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—এপিসের কার্য্য অত্যন্ত ধীরে প্রকাশ পায়। আমি ইহা শোথ, উদরী ইত্যাদি স্থলে তিন দিন ব্যবহার না করিয়া প্রায়ই পরিবর্ত্তন করি না। অধিকাংশ স্থলে ৩০ এবং ২০০ ক্রম ব্যবহার করি। এমন কি স্থান বিশেষে ৩০ ক্রম প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতেও দিয়া থাকি।

ডাক্তার মার্সি—নিম্ন ক্রম ৩×, ৬× অধিক পছন্দ করেন। চর্ম্ম রোগে—৬× এবং উর্দ্ধ। মূত্রাশয়ের রোগে ৬ষ্ঠ এবং উর্দ্ধ। (এতদপেক্ষা নিম্ন ক্রম প্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন), চক্ষু রোগে উচ্চ ক্রম। উদরী এবং শোথ রোগে প্রস্রাব করাইতে মূল অরিষ্ট অথবা ১×।

একবার একজন রোগীর চক্ষুর চারিপার্শ্ব স্ফীত হইয়া চক্ষু ঢাকিয়া গিয়াছে—ডাক্তার আর, সি, নাগ তাহাকে এপিস ৩০ ক্রম প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে ব্যবস্থা দেন, প্রথম ২ দিন কিছুই উপকার হইল না। তাঁহাকে ইহা বলায় তিনি অপেক্ষা করিতে বলিলেন, দেখা গেল তিন দিনের পর ক্রমশঃ স্ফীতি হ্রাস হইয়া গেল এবং রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল।

অনুপূরক—নেট্রাম মিউর।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মূত্র যন্ত্রে ক্যান্থারিস এবং টেরিবিন্থিনা। প্রাতঃকালীন উদরাময়ে—রিউমেক্স। চর্ম্মরোগে—ক্রোটন, রাসটক্স, আর্টিকা। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রোগে—এপোসাইনাম, ব্রাইওনিয়া। সর্ব্ববিষয়ে—আর্সেনিক।

এপিসের পর—আর্সেনিক এবং পালসেটিলা উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—নিদ্রার পর (ল্যাকেসিস)। আবদ্ধ গৃহে, বিশেষতঃ উষ্ণ এবং উত্তপ্ত গৃহ অসহ্য। জলে ভিজিয়া (রাসটক্স) অথচ আক্রান্ত স্থান শীতল জলে ধৌত এবং সিক্ত করিলে উপশম বোধ করে।

রোগের উপশম—মুক্ত বায়ুতে, শীতল জলে এবং শীতল জলে অবগাহনে, গাত্রাচ্ছাদন উন্মোচনে, সোজা হইয়া উপবেশনে।

রোগীর বিবরণ

একটি বালক বয়স ১২ বৎসর। টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ৩ সপ্তাহ যাবৎ ভুগিতেছে। আমি গিয়া দেখি রোগী সম্পূর্ণ আচ্ছন্নভাব এবং অচৈতন্য, কোন সাড়াশব্দ নাই, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। চক্ষুর তারা বিস্তারিত এবং প্রতিক্রিয়া শূন্য, আলোতেও কোন প্রতিক্রিয়া হইতেছে না। মৃতবৎ, শ্রবনেন্দ্রিয়ের কার্য্য রহিত, কোন শব্দ যেন কর্ণে পৌছিতেছে না—এইরূপ অবস্থায় রোগী থাকিয়া থাকিয়া এক একবার চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—নিম্নোদর এত ভীষণ চুপ্‌সিয়া গিয়াছে যে, মেরুদণ্ড হস্তে অনুভব করা যায়। দুই সপ্তাহ যাবৎ কোন প্রকার মল ত্যাগ হয় নাই এবং ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এক ফোঁটা প্রস্রাব হয় নাই অর্থাৎ মলমূত্র সমুদায়ই বন্ধ। এইরূপ অবস্থায় কখন কখন সমস্ত দিন কাটিয়াই যাইতেছে কিন্তু মধ্যে এক একবার রোগীর মস্তক আপনা আপনি বালিস হইতে ঝাঁকিয়া উঠিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া পুনরায় মস্তক বালিসে পড়িয়া যাইতেছে। সদা সর্ব্বদা যেন কিছু বলিতে চেষ্টা করিতেছে—জিহ্বায় পক্ষাঘাত এবং আড়ষ্টতা হেতু মুখ ফুটিয়া কথা প্রকাশ হইতেছে না। কিছুক্ষণ এইরূপ করিয়া পুনরায় তন্দ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িতেছে এবং চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। আমি রোগীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া এপিস এবং ষ্ট্রেমোনিয়ামের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ষ্ট্রেমোনিয়ামের মস্তকের ঝাঁকুনি এবং বিড় বিড় করিয়া বকা, আর এপিসের চীৎকির করিয়া ওঠা ও মূত্রের অবরোধ, এই দুইটি ঔষধের এই লক্ষণগুলি বিশেষরূপ প্রকাশ থাকায় প্রথমতঃ রোগীকে ষ্ট্রেমোনিয়াম দেওয়া হয় এবং তাহাতে কিছু উপকার হওয়ার পর এপিস প্রয়োগ করা হয়। লক্ষণানুযায়ী এই ঔষধ দুইটি ব্যবহার করায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

এপিসে পেট ফাঁপিয়া ফুলিয়া ওঠে অথবা চুপ্‌সিয়া যায় এই দুই অবস্থাই উল্লেখ রহিয়াছে। এই স্থলে উদর এত অধিক চুপ্‌সিয়া গিয়াছিল যে, দেখিতে অনেকটা নৌকার খোলের ন্যায় হইয়াছিল, ইহা এপিসের একটি বিশেষ লক্ষণ। এপিস প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হইবার সুলক্ষণই হইতেছে প্রস্রাবের প্রাচুর্য্য। এতদ স্থলেও রোগীকে এপিস দেওয়ার পর অন্যান্য লক্ষণ উপশম হওয়ার পূর্ব্বে প্রচুর মূত্র নিঃসরণ হইয়াছিল। (ডাক্তার ন্যাসের লিডারস্ ইন্ টাইফয়েড গ্রন্থ হইতে উপরিউক্ত বিবরণ তুলিয়া দিলাম)।

২। একজন ভদ্রলোক, বয়স ২৮ বৎসর, বিদেশে যাওয়া কালীন মালগাড়ীতে শয়ন করায় ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রাতে ৮টার সময় ভীষণ কম্প হইয়া জর আইসে, কম্প প্রায় ১ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়। মুখমণ্ডল রক্তশূন্য এবং মূর্চ্ছাবৎ হইয়া যায়। ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত জর হয়, তখনও গাত্রে অধিক উত্তাপ প্রকাশ পায় নাই। নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল অথচ দ্রুত, মিনিটে ১৩০ বার স্পন্দন হইতেছিল। পিপাসা অতি সামান্য, কটিদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং মল অনেকটা উদরাময় সদৃশ্য। কিন্তু রোগী বক্ষঃস্থলে সঙ্কোচন অথবা চাপ চাপ বোধে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল এবং এতদহেতু কাশিরও উদ্রেক হইতেছিল। জিহ্বা যদিও লেপাবৃত ছিল কিন্তু খুব অধিক নয়—ঘর্ম্মও অতি সামান্যই হইয়াছিল। তৎপর দিবস অর্থাৎ ২৯শে তারিখ জর আপনা হইতেই ছাড়িয়া যায় কিন্তু কিঞ্চিৎ অস্থিরতা এবং কোমরে যন্ত্রণা রহিয়া যায়। ৩০শে প্রাতঃকাল ৭টার সময় পুনরায় ভীষণ শীত হইয়া জর আইসে, শীত এত ভীষণ হইয়াছিল যে, হস্ত পদ শীতল হিমাঙ্গ অবস্থা, মুখশ্রী কলেরার কোলাপস সদৃশ হয়, নাড়ী লুপ্ত প্রায় সেঁতারের তারের ন্যায়, নাসিকাগ্র শীতল, এতদলক্ষণসহ শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট অত্যন্ত অধিকরূপ হইতেছিল এবং তাহাতে রোগী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ হইবার জন্য রোগী শয্যায় উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছিল—কিন্তু উঠিতে গেলেই কাসির ও বমির উদ্রেক হইতেছিল। এরূপ অবস্থা দেখিয়া শীতের প্রকোপ হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত ভিরেট্রাম একবার ৬ষ্ঠ ক্রম প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করা হয়—প্রায় ঘণ্টা খানেক পর শীতের প্রবলতা কমিয়া আসিলে পুনরায় জর অধিকরূপে প্রকাশ পায় এবং সমস্ত দিবস স্থায়ী হয়, সন্ধ্যার পর পূর্ব্বদিনের ন্যায় সামান্য ঘর্ম্ম হইয়া জর হ্রাস হইয়া আইসে। জরকালীন কোন ঔষধ না দিয়া জর যখন কিঞ্চিৎ উপশম হয়—অর্থাৎ প্রায় রাত্রি ৯টার সময় একমাত্রা এপিস ২০০ ক্রম তৎক্ষণাৎ সেবন করাইয়া দিয়া আর একমাত্রা ২০০ ক্রম পর দিবস প্রাতের জন্য রাখিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

তৎপর দিবস অর্থাৎ ১লা অক্টোবর আর শীত কিংবা জর কিছুই হয় না বাড়ীর সকলে বলিলেন এবার যদি পূর্ব্ববৎ শীত হইয়া জর আইসে তাহা হইলে রোগী আর বাঁচিবে না। সুতরাং এইরূপ স্থলে কুইনাইন না দেওয়া অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইতেছে এবং রোগী নিশ্চিত মারা যাইবে। প্রাতে তৎপূর্ব্ব-

দিনের প্রদত্ত একমাত্রা ২০০ ক্রম এপিস দেওয়া হয় এবং রাত্রির জন্য আর একমাত্রা রাখিয়া চলিয়া আসিলাম।

তৎপরদিন খুব প্রাতেই গেলাম এবং জানিলাম সামান্য শীত হইয়াছিল। প্রত্যহ রাত্রিতে কয়েকদিবস এক একমাত্রা করিয়া এপিস ২০০ ক্রম দিতে বলিয়া দিলাম এবং জানিতে পারিলাম তদবধি আর জ্বর হয় নাই। (ডাক্তার সি, পিয়ার্সন)।

আমরা এই রোগটিতে শীত এবং দাহ উভয় অবস্থাতেই একটি লক্ষণ পরিষ্কার রূপ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি—তাহা হইতেছে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট। বক্ষঃস্থলের কিছু রোগ নাই অথচ জ্বর অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট (Smothering sensation), এক এপিস ব্যতীত এই প্রকার বিশেষ লক্ষণ আর কোন ঔষধে দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত ঘর্ম্মের অভাব ইহাও এপিসের একটি বিশেষ পরিষ্কার লক্ষণ। (Sweat stage is usually wanting and is characteristic of Apis fever in old protracted cases—Carrol Dunhum। ভিরট্রাম প্রয়োগের কোন তাৎপর্য্য দেখা যায় না যেহেতু ভিরেট্রামের কপালে প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ থাকা উচিৎ। এস্থলে তাহা ছিল না।

ক্যান্থারিস (Cantharis)

ক্যান্থারিস স্পেন দেশীয় এক প্রকার মক্ষিকা ইহাকে Blister Beetle or Spanish Fly বলা হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহার দ্বারা শরীরে ফোস্কা উৎপাদন করিয়া থাকেন, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ফোস্কা আরোগ্য করিয়া থাকেন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সর্ব্বদা প্রস্রাবের বেগ, সামান্য সামান্য ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয় এবং সময় সময় রক্ত মিশ্রিত থাকে (constant

urging to urinnate, passing but a few drops at a time, which is mixed with blood) (হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ হয় এবং মূত্র নালীতে ভীষণ চুলকায়—পেট্রোসিলিনাম)।

২। প্রস্রাব ত্যাগকালীন মূত্র মার্গে ভীষণ কর্ত্তনবৎ এবং জ্বলন যন্ত্রণা হয় ও সঙ্গে ভীষণ কুন্থন এবং মুত্রকৃচ্ছ্র থাকে (Burning cutting pain in urethar during micturation, violent tenesmus and strangury)।

৩। প্রস্রাবের পূর্ব্বে সময়ে এবং পরে অত্যন্ত ভীষণ কুন্থন এবং মূত্রাধারে অত্যন্ত যন্ত্রণা (Intolerable urging before during and after urination, violent pains in bladder)।

৪। মল —সাদা অথবা ফ্যাকাসে অথবা লাল, অন্ত্রের গাত্রের চাচানি সদৃশ শ্লেষ্মাযুক্ত এবং রক্তের রেখা সংযুক্ত (Scrapings from the intestine, with streaks of blood—Carb. Ac. Colchi)।

৫। শরীরের অন্তর এবং বাহির সমুদায় স্থানেই অগ্নিবৎ অত্যন্ত জ্বালা এবং যন্ত্রণা বিশেষতঃ শরীরস্থ ফাঁপা স্থান সমূহে (Hollow organs) অধিক হয়।

৬। বিসর্প (Erysipelas) ফোস্কা যুক্ত এবং যন্ত্রণা দায়ক।

৭। অত্যন্ত কামপ্রবৃত্তি এবং যন্ত্রণাযুক্ত লিঙ্গোচ্ছ্বাস।

সাধারণ লক্ষণ

১। নাসিকা, মুখ বিবর, অন্ত্র, লিঙ্গ ইত্যাদি সমুদায় স্থান হইতে রক্তস্রাব।
২। সামান্য জল পানেই মূত্রাধারের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।
৩। রাত্রিতে রক্তযুক্ত স্বপ্নদোষ।
৪। শ্লেষ্মা চট্‌চটে রজ্জুবৎ লম্বা (কেলিবাই ক্রমিকাম, বভিষ্টা)।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—(Physiological action)

ক্যান্থারিসের ফিজিওলজিকেল কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যায় Irritating property অর্থাৎ উপদাহ গুণই হইতেছে ইহার সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ এবং ইহা এই ঔষধে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। (The irritating property of Cantharis is the foundation stone of the whole proving) প্রদাহের যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ অগ্নিবৎ জ্বলন সদৃশ। এই প্রকার প্রদাহে কোন স্নায়ু আক্রান্ত হইলে সেই স্নায়ুর সমুদায় পথ ব্যাপিয়া অত্যন্ত কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। ইহাতে সর্ব্ব প্রথম মূত্র যন্ত্র আক্রান্ত হয় এবং জ্বালা যন্ত্রণা টাটানি উৎপন্ন করে রোগীকে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিতে হয় এবং প্রস্রাব খোলসা ভাবে পরিষ্কার হয় না।

মূত্র যন্ত্র—(urinary organs)—ক্যান্থারিসের ভৈষজ্য গুণ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, মূত্র যন্ত্রেই যেন ইহার সমুদায় কার্য্য সমাবেশ হইয়াছে। ঔষধটীর যাবতীয় কার্য্য যেন মূত্র যন্ত্রের উপর ও মূত্র যন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ। বহু দর্শিতায় এবং পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে ক্যান্থারিসে প্রায়ই cystic (মূত্রনালী কিম্বা মূত্র পিণ্ড সম্পর্কীয়) কিংবা renal symptoms বর্ত্তমান থাকে। এতদ লক্ষণ ব্যতীত এই ঔষধ কদাচিৎ নির্ব্বাচিত হয়। মূত্র পিণ্ড (kidney) প্রদেশে একটা dull এবং passive যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে; আবার সময়ে সময়ে মূত্রপিণ্ড হইতে ভীষণ কর্ত্তনবৎ এবং জ্বলন যুক্ত যন্ত্রণা উভয় মূত্রনালী দিয়া মূত্রাধারে বিস্তারিত হয়। মূত্রপিণ্ড এত অধিক স্পর্শাধিক হয় যে হস্তের চাপ দেওয়া যায় না ও প্রস্রাবের পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা এবং বেগ হইতে থাকে কিন্তু প্রস্রাব পরিষ্কার সহজ ও খোলসা ভাবে হয় না। ইহাই হইতেছে ক্যান্থরিসের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। অনেক সময় আবার এবম্প্রকার কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা রেতোরজ্জু (spermatic cord) দিয়া অণ্ডকোষ এবং পুরুষাঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় ও তৎ সহিত অণ্ডকোষদ্বয় টানিয়া ধরা যন্ত্রণা হইতে থাকে। (ইহা ব্যতীত পুরুষাঙ্গের মুণ্ডও বেদনা যুক্ত হয়। তদকারণ শিশু মধ্যে মধ্যে লিঙ্গত্বক কিংবা লিঙ্গ হস্ত দ্বারা টানিতে থাকে। শিশুদিগেতে এই প্রকার লক্ষণে সচরাচর ক্যান্থারিসই প্রয়োগ হইয়া থাকে। যুবা এবং প্রৌঢ়দিগেতে মার্কিউরিয়াস সল ব্যবহার হয়)। আমার মনে হয় হোমিওপ্যাথিকে এমন আর দ্বিতীয় একটী

ঔষধ নাই যাহার মূত্র যন্ত্রে এত ভীষণ প্রদাহ উৎপন্ন হয়। Dr. H. N. Guernsey says—It is a singular fact thought known to most practitioners that, if there be frequen micturation attended, with burning, cuttiug pain or if not so frequent and the cutting burning pain attends the flow, Cantharis is almost always the remedy for whatever other suffering there may be, even in inflammation of the brain or lungs ডাক্তার গারন্‌সি বলিতেছেন যে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগের সহিত কর্ত্তনবৎ জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে ক্যান্থারিস তাহার একটী অতি উপযুক্ত ঔষধ, ইহা সকল চিকিৎসকই জানেন। ইহা ব্যতীত তিনি আরও বলিতেছেন যে ফুস্‌ফুসের কিংবা গলদেশের কিংবা মস্তিষ্ক অর্থাৎ যে কোন স্থানের প্রদাহ কিংবা রোগ হউক তৎ সহিত উল্লিখিত মূত্রযন্ত্রের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও ক্যান্থারিসকেই তাহার একমাত্র ঔষধ জানিবে।

Dr. Jahr says (1) Violent pain in the bladder with frequent urging to urinate with intolerable tenesmus,

ডাক্তার জার বলিতেছেন পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ এবং অসহ্য কুন্থনের সহিত মূত্রাশয়ে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

(2) Violent burning cutting pains in the neck of the bladder.

মূত্রাশয়ের গ্রীবা প্রদেশে ভীষণ জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়।

(3) Before, during and after urinating fearful cutting pains in the urethra.

প্রস্রাবের পূর্ব্বে—সময়ে এবং পরে মূত্রনালীতে ভীষণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়।

(4) Constant urging to urinate, urine passed drop by drop with extreme pain.

সর্ব্বদা প্রস্রাবের ইচ্ছা লাগিয়া থাকে এবং ভীষণ যন্ত্রণা সহ ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয়।

(5) Urine scalds him, it is passed drop by drop.—মূত্র ফোঁটা ফোঁটা মাত্রায় নির্গত হয় এবং স্থান যেন ঝলসিয়া যায়। মনে হয় যেন উষ্ণ কোন তরল পদার্থ ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হইতেছে, প্রতি ২।৩ মিনিট অন্তর প্রস্রাবের অসহ্য কুন্থন উপস্থিত হয় এবং রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে, মূত্র অত্যন্ত লাল এবং সময়ে সময়ে রক্ত মিশ্রিত ও হয়। এতদ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইতেছে যে ক্যান্থারিসের কার্য্য মূত্র যন্ত্রের উপর অত্যন্ত গভীর এবং মনে হয় যেন সমুদায় লক্ষণই মূত্রমণ্ডলীতে (urinary system) কেন্দ্রীভূত হইয়াছে সেই হেতু ডাক্তার—গারন্সি যে কোন রোগেই প্রস্রাবের উল্লিখিত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ক্যান্থারিস প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। ডাক্তার ন্যাস সাহেব তাহার গ্রন্থের এক স্থানে লিখিতেছেন "একটী স্ত্রীলোক ব্রঙ্কাইটিসে বহুদিন যাবৎ ভুগিতেছেন—শ্লেষ্মা অত্যন্ত প্রচুর এবং চটচটে আঠার ন্যায় ছিল, মুখ হইতে সহজে ছাড়িত না টানিলে দড়ির ন্যায় লম্বা হইত। এতদ লক্ষণে ক্যালিবাইক্রম, হাইড্রাসটিস ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, রোগ তাহাতে উপশম না হইয়া বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকেই চলিতে থাকে। ডাক্তার ন্যাস এমতাবস্থায় নিজেকে অত্যন্ত লজ্জিত মনে করিতে লাগিলেন, বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে পুনঃপুনঃ উল্লিখিতরূপ প্রস্রাবের বেগ এবং মূত্র ত্যাগকালীন যন্ত্রণা হয়; ডাক্তার ন্যাস আর দ্বিধা না করিয়া ইহার উপর (প্রস্রাবের পুনঃপুনঃ নিষ্ফল চেষ্টা) সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া ক্যান্থারিস প্রয়োগ করেন এবং তাহাতেই সমুদায় রোগের উপশম হয় ও রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

প্রমেহ—তরুণ প্রমেহ রোগে ক্যান্থারিস একটি প্রচলিত ঔষধ; কিন্তু ইহাতে অত্যন্ত ভীষণরূপ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। ক্যান্থারিসে জ্বালা ব্যতীত লিঙ্গোচ্ছ্বাসও অত্যন্ত অধিকরূপ হয়। প্রমেহ রোগে যে স্রাব নির্গত হয় তাহা পুঁজ এবং রক্ত মিশ্রিত। পিচকারী দ্বারা স্রাব অবরুদ্ধ (suppress) হইলেই ক্যান্থারিস ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইরূপ স্থলে মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশ আক্রান্ত হয়।

প্রমেহ—কিংবা অন্য যে কোন রোগই হউক ক্যান্থারিসে কখনই প্রস্রাব সরল হয় না, ফোঁটা ফোঁটা অথবা অল্প অল্প হয়—এবং তৎ সহিত ভীষণ

কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা ও জ্বলন বর্ত্তমান থাকে। ক্যাস্থারিসের প্রমেহ রোগে প্রদাহ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

প্রমেহ রোগের সমগুণ ঔষধ—

ক্যানাবিস স্যাটাইভা—প্রমেহ রোগে ক্যান্থারিসের সহিত ক্যানাবিসের অনেক বিষয় সাদৃশ রহিয়াছে। ক্যান্থারিসের ন্যায় ইহাতেও মূত্রপথ হইতে পীতবর্ণ পূঁজ স্রাব হয় এবং প্রস্রাবকালীন অত্যন্ত জ্বালা হয় কিন্তু ক্যানাবিস স্যাটাইভা স্রাব পাতলা হইলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়। আমার মনে হয়, ক্যানাবিসে জ্বালা এবং টাটানি অধিক থাকে। ক্যান্থারিসে কুন্থন (urging) এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা (cutting pain) অধিক থাকে; এতদ্ব্যতীত ক্যানাবিস স্যাটাইভায় লিঙ্গমুণ্ড গভীর লাল বর্ণ হয় ও ঈষৎ ফুলিয়া ওঠে এবং সময় সময় লিঙ্গত্বক স্ফীত হইয়া মুদার আশঙ্কা হয়। লিঙ্গোচ্ছ্বাস ও (chordee) অল্প বিস্তর বর্ত্তমান থাকে। ক্যান্থারিসে মূত্র ত্যাগের বেগ পুনঃ পুনঃ হয় এবং লিঙ্গোচ্ছ্বাস অত্যন্ত প্রবল থাকে ও যন্ত্রণাযুক্ত। ক্যানাবিস স্যাটাইভার কিডনী প্রদেশ হইতে কুচকি পর্য্যন্ত টানিয়া ধরা যন্ত্রণা ও তৎসহিত বমনভাব বর্ত্তমান থাকে। কুন্থনের প্রবলতা এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ ক্যান্থারিসে যত অধিক বর্ত্তমান থাকে ক্যানাবিস স্যাটাইভা অথবা অন্য কোন ঔষধে ততোধিক থাকে না। কিন্তু কোন কোন চিকিৎসক ক্যানাবিস স্যাটাইভাকে তরুণ প্রমেহ রোগে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করেন।

পেট্রোসিলিনিয়াম—পুরাতন প্রমেহ রোগে ইহা উত্তম কার্য্য করে। পুনঃ পুনঃ হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ হয়, বেগ হইলে আর প্রস্রাব রোধ করিতে পারে না তখন তখনই প্রস্রাব করিতে হইবে নতুবা কাপড় নষ্ট হইবার আশঙ্কা হয়। প্রমেহ রোগের পুরাতন অবস্থায় অনেক সময় এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং এতদসহ মূত্রকৃচ্ছ্র বর্ত্তমান থাকিলে পেট্রোসিলিনিয়াম ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ক্যানাবিস, ক্যান্থারিস এবং মার্কিউরিয়াস এই সমুদায় ঔষধেও উক্ত প্রকার হঠাৎ মূত্রের বেগ লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু পেট্রোসিলিনিয়ামেই ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপ প্রকাশ থাকে এবং এতদ বিষয়ের ইহা একটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঔষধ।

ক্লিমেটিস ইরেক্টা—প্রস্রাবে শ্লেষ্মা (mucous) থাকে। পূঁজ থাকে না। প্রস্রাব fits and starts অর্থাৎ থাকিয়া থাকিয়া নির্গত হয় অথবা রোগীকে প্রস্রাব করিবার সময় অনেক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়, প্রস্রাব আসিতে বিলম্ব হয়। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকার পর—কয়েক ফোঁটা মূত্র অত্যন্ত জ্বালা এবং যন্ত্রণার সহিত বহির্গত হইয়া তৎপর পরিস্কার যন্ত্রণাশূন্য প্রচুর প্রস্রাব নির্গত হয়। প্রমেহ রোগের প্রথম অবস্থায় প্রদাহ হইয়া মূত্রনালীর সঙ্কোচন হইবার আশঙ্কা হইলে ক্লিমেটিস ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায় অর্থাৎ stricture এর প্রথম অবস্থায় ক্লিমেটিস উত্তম কার্য্য করে।

কোনায়াম—মূত্রপথ এবং মূত্রাধারের রোগে প্রস্রাবে পূঁজ দেখা দিলে ইহা প্রয়োগ হয়। অন্যান্য বিষয়ে ইহা অনেকটা ক্লিমের্টিসের ন্যায় ইহাতেও প্রস্রাব থামিয়া থামিয়া (by fits and starts) হয় এবং প্রস্রাবের পর—মূত্র প্রণালীতে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। উপবেশন অবস্থাপেক্ষা দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রস্রাব অধিক সরল এবং সহজ হয়।

ডোরিফোরা—অল্প বয়স্ক বালকদিগের মূত্রপথ প্রদাহের একটী উত্তম ঔষধ। কোন প্রকার স্নায়বীয় উত্তেজনাবশতঃ এই প্রকার উপসর্গ প্রকাশ পায়। হাইওসিয়ামাসও এই প্রকার অবস্থার একটী ঔষধ।

ক্যাপসিকাম—ইহা স্থূলকায়—এবং অলস প্রকৃতি লোকের প্রমেহ রোগের উপযুক্ত ঔষধ। স্রাব ঘন পীতবর্ণ। রোগীর প্রস্রাবের দ্বারে এবং প্রস্রাবপথে চিন চিন সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা বোধ করে।

কোপেবা—মূত্রাধারের গ্রীবা-প্রদেশে এবং মূত্রপথে জ্বালা হয়। প্রস্রাব দুগ্ধের ন্যায় সাদা এবং ক্ষতকারক (acrid) মূত্রদ্বার প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া ওঠে এবং টাটায় মনে হয় যেন ক্ষত হইয়াছে।

কিউবেব—মূত্রত্যাগের পর কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় এবং স্রাব অনেকটা দেখিতে শ্লেষ্মা (mucous) সদৃশ। কোপেবা এবং কিউবেবে ক্যান্থারিসের ন্যায় তত জ্বালা যন্ত্রণা হয় না। ইহার নিম্নক্রম ও মূল অরিষ্ট অধিক ফলপ্রদ।

থুজা—একাধিকবার যাহাদিগের প্রমেহ রোগ হইয়াছে এবং যাহাদিগের প্রমেহ রোগ লাগিয়াই রহিয়াছে তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। সময় সময় প্রস্রাবের ইচ্ছা এবং বেগ হয় কিন্তু প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না। যদি কুন্থন

সত্ত্বেও প্রস্রাব কিছুই না হয় তাহা হইলে মুখপথ অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে। প্রমেহ স্রাব সবুজ এবং পাতলা লিঙ্গে কিংবা মলদ্বারে আঁচিল প্রকাশ পায়। রাত্রিতে অত্যন্ত লিঙ্গোদ্রেক হয় এমন কি যন্ত্রণায় রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না। ক্যান্থারিসেও প্রবল লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয় বটে কিন্তু ক্যান্থারিসে লিঙ্গোচ্ছ্বাসে প্রস্রাব রোধ হয়, থুজায় প্রস্রাব রোধ হয় না। সচরাচর পুরাতন প্রমেহ রোগে অর্থাৎ gleet অবস্থায় থুজা অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই প্রকার অবস্থায় প্রস্রাবে অধিক জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না কিন্তু অল্প অল্প স্রাব প্রায় সর্ব্বদাই যেন লাগিয়াই থাকে। লিঙ্গে আঁচিল প্রকাশ পাইলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

পালসেটিলা—ঘন পীতবর্ণ কিংবা পীতাভ সবুজ পূঁজ নিসৃত হয়। জ্বালা যন্ত্রণা অধিক থাকে না। প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হেতু অণ্ডকোষ প্রদাহ এবং স্ফীত হইলেই ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম—ইহা ক্যান্থারিসের পর সচরাচর ব্যবহার হয়। মূত্রপথ যন্ত্রণা যুক্ত এবং স্ফীত হয়, ইহার স্রাবাও অত্যন্ত প্রচুর এবং পীতবর্ণ পূঁজ সদৃশ।

মার্কিউরিয়াস সল এবং কর—স্রাব রাত্রিতে অধিক বৃদ্ধি হয়। স্রাব সবুজ আভাযুক্ত এবং প্রচুর। মার্ককরেও ক্যান্থারিসের ন্যায় অত্যন্ত কুন্থন জ্বলন আছে ও মূত্রদ্বার (meatus urinaris) অত্যন্ত লালবর্ণ হয়। লিঙ্গমুণ্ডে কিংবা লিঙ্গের গাত্রে ক্ষত থাকিলে মার্কসলকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আমি প্রমেহ রোগে যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলেই মার্কসল ব্যবহার করিয়া থাকি। মার্ককর রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় ব্যবহার হয়।

চিমাফিলা—পাথরি রোগজনিত প্রস্রাব ঘোলা হইলে ইহা ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়। রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাবে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। মূত্রাধারের গ্রীবাপ্রদেশ হইতে মূত্রপথের শেষ অবধি টাটানি যন্ত্রণা হয়। চিমাফিলার মূত্র দুগ্ধের ন্যায় বর্ণও হয়। কাজে কাজেই chyluria তে ইহা অধিকরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে এবং ইহার মূলঅরিষ্ট অধিক ফলপ্রদ।

মূত্রাধারের গ্রীবাপ্রদেশের জ্বালা যন্ত্রণার (Irritation of the neck of the bladder) **সমগুণ ঔষধসমূহ।**

ইরিজারণ—প্রস্রাব রক্তযুক্ত।

পালসেটিলা—প্রস্রাবের পর কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। বিটপ প্রদেশ (pubes) বেদনা এবং চাপ চাপ বোধ করে।

ফেরামফস—যতই দাঁড়াইয়া থাকা যায় ততই রোগের লক্ষনসমূহ বৃদ্ধি হয় কিন্তু প্রস্রাবের পর উপশম হয়।

ক্যাপ্সিকাম—মুত্রাধারের গ্রীবাপ্রদেশ কামড়ায় এবং মধ্যে মধ্যে সঙ্কোচন হয়।

ডিজিটালিস—শয়ানাবস্থায় উপশম বোধ করে। এই প্রকার অবস্থায় মুত্রাধারের গ্রীবাপ্রদেশের চাপ অনেকটা হ্রাস হয়।

মুত্রশিলা এবং মূত্রপিত্তশূল—(Urinary calculas and Renal Colic)—ক্যান্থারিস মুত্রশিলা রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষথ। বিশেষতঃ যখন অত্যন্ত ভীষণ হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে মুত্রশিলার যন্ত্রণা উপশম হয় শুনিলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন এবং বলেন ইহা অসম্ভব যেহেতু প্রস্রাবনালী সরু একটী নল বিশেষ এবং শিলা সচরাচর নল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এইরূপ অবস্থায় যন্ত্রণা অবশ্যাম্ভাবী এবং যন্ত্রণা ব্যতিরেকে শিলা কখনই বহির্গত হইতে পারে না এই প্রকার ধারণা ভ্রম বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। কারণ দেখিতে পাইতেছি নির্ব্বাচিত ঔষধে স্থানীয় যন্ত্রণা উপশম করিয়া মুত্রশিলার পথ অনেকটা সরল করিয়া দেয়। এই স্থলেও প্রস্রাবের পুনঃ পুনঃ বৃথা চেষ্টা হয় এবং অত্যন্ত কুন্থন থাকে। শিশুদিগের মূত্র রেণুরও (gravel) ক্যান্থারিস একটি উত্তম ঔষধ। এইরূপস্থলে শিশু পুনঃ পুনঃ লিঙ্গ মুণ্ডের চর্ম্ম হস্তদ্বারা টানিতে থাকে। যন্ত্রণা যে অত্যন্ত অধিক হয় তাহা মনে হয় না যেন একটা irritation অর্থাৎ চিনচিনানি লাগিয়া থাকে।

মুত্রপিণ্ড শূল—(Renal Colic) মুত্রশূলের ক্যান্থারিসকে যদিও একটি বৃহৎ ঔষধ বলিতে পারা যায় না কিন্তু ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে।

লক্ষণ সমূহ অত্যন্ত পরিষ্কার পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের নিস্ফল চেষ্টা, প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা হয় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত হয় যেন মূত্রদ্বার ঝলসিয়া যাইতে চাহে। সময় সময় প্রস্রাবের সহিত রক্ত পর্য্যন্ত বহির্গত হয়। প্রস্রাবে শ্লেষ্মার তলানি (mucous sediment) পড়ে এবং যন্ত্রণা মূত্রপিণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া মূত্রপথ দিয়া মূত্রাশয়ে বিস্তারিত হয়।

মূত্রপিণ্ডশূলের সমগুণ ঔষধসমূহ।

লাইকোপোডিয়াম—দক্ষিণ পার্শ্বের মূত্রশূলের ইহা একটী উত্তম ঔষধ। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয় অথচ প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না। মূত্রে লাল বালুকাকণা তলানি পড়ে। প্রত্যেক বার মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে পশ্চাদ্দেশে অর্থাৎ মূত্রপিণ্ড প্রদেশে যন্ত্রণা হয়।

ইপোমিয়া নিল—উভয় kidneyতে (মূত্রপিণ্ডে) অত্যন্ত কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা স্ব স্ব প্রস্রাব প্রণালীদ্বয়ে বিস্তারিত হয়। অন্যান্য ঔষধ হইতে ইহার বিশেষত্ব যে যন্ত্রণাকালীন বমনোদ্রেক হয়।

হাইড্রেনজিয়া—মূত্ররেণু অথবা মূত্রশিলাজনিত অত্যন্ত তীব্র যন্ত্রণায়, ইহা ব্যবহারে অনেক সময় বেশ ফল পাওয়া যায়।

সার্সা প্যারিলা—শিশুদের পাথরি রোগের একটী উপযুক্ত ঔষধ। মূত্রত্যাগের অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ মূত্রত্যাগ শেষ হইবার কালীন যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। মূত্রের সহিত শ্বেত বালুকা কণা বর্ত্তমান থাকে (লাল বালুকাকণার লাইকোপোডিয়াম) প্রস্রাব করিলে সাদা বালুকাকণা দেখিতে পাওয়া যায়।

ওসিমাম—মূত্রশূল যন্ত্রণার (Renal Colic) সহিত প্রচুর রক্তস্রাব বর্ত্তমান থাকিলে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রস্রাবে প্যারেরিয়া ব্রেভার ন্যায় লোহিত ইষ্টকচূর্ণ যে কেবল বর্ত্তমান থাকে তাহা নয় প্রচুর রক্তও মিশ্রিত থাকে। দক্ষিণ দিকের কিডনীতে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায়।

টেরিবিন্থিনা—ক্যান্থারিসের ন্যায় কিডনীতে ইহার গভীর কার্য্য রহিয়াছে কিন্তু টেরিবিন্থিনার মূত্র সর্ব্বদা রক্তমিশ্রিত জনিত ধোঁয়ার (smoky)

ন্যায়,—ইহা মূত্রপিণ্ডের রক্তাধিক্যবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার জিহ্বা চকচকে লালবর্ণ এবং মূত্রে রক্ত মিশ্রিত থাকে।

কচ্‌লিয়েরিয়া এরমোরেলিয়া—ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। লিঙ্গমুণ্ডে (glans penis) প্রস্রাবকালীন এবং প্রস্রাবের পর অত্যন্ত জ্বলন এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ (strangury) উপস্থিত হয় প্রস্রাব কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলে জমিয়া জেলির ন্যায় গাঢ় হয়।

উভাউর্সি—প্রস্রাব অত্যন্ত জলনযুক্ত এবং প্রস্রাবকালীন মূত্রমার্গ যেন ঝলসিয়া যায়। প্রস্রাব করিতে হঠাৎ আটকাইয়া যায় মনে হয় মূত্রশিলা যেন মূত্রদ্বারের মুখে আসিয়া রহিয়াছে। প্রস্রাব শ্লেষ্মা এবং রক্ত মিশ্রিত হেতু রজ্জুবৎ লম্বা হয়। এই ঔষধ cystic wall এর প্রদাহ অনেকটা উপশম করিয়া মূত্র শিলা নির্গমনের সাহায্য করে।

প্যারিরা ব্রেভা—মূত্ররেণু (gravel) এবং মূত্রশিলায় ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রত্যাগকালীন রোগী হামাগুড়ি দিয়া প্রস্রাব করিতে ওঠে। অত্যন্ত অধিক কুন্থন হয়, প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা ভাবে নির্গত হয়। যন্ত্রণা মূত্রপিণ্ড (Kidney) হইতে উরুদেশের নিম্ন পর্য্যন্ত এমন কি পদদ্বয় অবধি বিস্তারিত হয়। প্রস্তাবের সহিত প্রচুর uric acid এবং রক্ত কণা মিশ্রিত থাকে।

বার্ব্বেরিস ভালগারিস—মূত্রপিণ্ডের রোগে এই ঔষধ অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ভীষণ স্চীবেধবৎ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা মূত্রপিণ্ড হইতে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বিশেষতঃ সমুদায় নিম্নোদর যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। কোমরে ও উরুদেশেও যন্ত্রণা হয়। প্রস্রাব যখন নির্গত হয় প্যারিরা ব্রেভা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক আঠা আঠা (slimy) থাকে এবং প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে পীতবর্ণ ঘোলা ঘোলা তলানী নীচে পড়ে। প্যারেরা ব্রেভার যন্ত্রণা উরুদেশে নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, আর বার্ব্বেরিসের যন্ত্রণা জঙ্ঘা ও কটিদেশে লাগিয়া থাকে নিম্নে বিস্তারিত হয় না। বার্ব্বেরিস বামদিকের মূত্রশিলা যন্ত্রণায় অধিক ব্যবহার হয় এবং দক্ষিণদিকের লাইকোপডিয়ম। মূত্রপিণ্ডবস্তি কোটরে অথবা মূত্র প্রণালীতে প্রস্তর অবস্থিত হইলে বার্ব্বেরিস তাহাতে অতি উত্তম কার্য্য করে। ইহা সচরাচর অত্যন্ত নিম্নক্রম অথবা মূল অরিষ্ট প্রয়োগ হয়। মূত্রশিলায় ইহা একটী প্রচলিত এবং ফলপ্রদ ঔষধ।

মূত্রপিণ্ড প্রদাহ—(nephritis) ক্যান্থারিসকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয় কিন্তু রক্তাধিক্য অবস্থার সহিত চর্ম্মনির্ম্মোচন (desquamation) বর্ত্তমান থাকিলে ক্যান্থারিস উত্তম কার্য্য করে সেই হেতুই ডাক্তার ডিকিনসন ক্যান্থারিসের মূত্রপিণ্ড প্রদাহের সহিত tube caste থাকা প্রয়োজন বলেন। মূত্রপিণ্ড প্রদাহের যে প্রকার অবস্থাই হউক, ক্যান্থারিস নির্ব্বাচন করিতে হইলে মূত্রকৃচ্ছ, পুনঃ পুনঃ মূত্রের বেগ এবং কুন্থন ইত্যাদি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি করিবে।

এপিস—চক্ষু পাতার স্ফীতি ও তদসহ হস্তপদে শোথের লক্ষণ থাকিলে—এবং প্রারম্ভ অবস্থায় প্রস্রাব স্বল্প যন্ত্রণাযুক্ত এবং পুনঃ পুনঃ হইলে ইহাকে অনেকে উচ্চ স্থান প্রদান করেন। ইহার পিপাসা হীনতা ও ঠাণ্ডায় উপশম ইত্যাদি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

আর্সেনিক—প্রস্রাব এলবিউমেন এবং টিউব caste যুক্ত। মুখ মণ্ডলের অথবা সর্ব্বাঙ্গীন স্ফীতি, শীতল জলের পুন পুনঃ তৃষ্ণা এবং অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান প্রয়োজন। প্রস্রাব স্বল্প হয় অথচ যন্ত্রণা থাকে না।

মার্কিউরিয়াস কর—অন্তঃসত্বাবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে।

বার্ব্বেরিস—মূত্রপিণ্ড প্রদেশে জ্বালা ও টাটানি যন্ত্রণা হয়। প্রস্রাবের সহিত জেলির ন্যায় স্বচ্ছ শ্লেষ্মা বর্ত্তমান থাকে এবং প্রস্রাবের পর রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। প্রস্রাব প্রচুর এলিবিউমেন যুক্ত।

রক্তপ্রস্রাব (Haematuria) মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ ব্যতীত রক্ত প্রস্রাবেও (Haematuria) ক্যান্থারিস একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং এতদ স্থানেও রক্ত প্রস্রাবের সহিত পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং ফোঁটা ফোঁটা ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত প্রস্রাব বর্ত্তমান থাকে। নতুবা ক্যান্থারিস কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়। রক্ত প্রস্রাব ব্যতীত শরীরের অন্যান্য রন্ধ্র প্রদেশ হইতেও রক্তস্রাব হয় কিন্তু প্রস্রাবের উক্ত লক্ষণ ব্যতিরেকে ইহা নির্ব্বাচিত হয় না।

টেরিবিন্থিনা—প্রস্রাবের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে। প্রস্রাব ঘোলা

অথবা লালবর্ণ দেখায়। প্রস্রাবের পাত্রে কফি গুড়ার ন্যায় তলানি পড়ে। যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক থাকে না।

মেলিফোলিয়াম—বাম মূত্রপিণ্ডে যন্ত্রণা হইয়া রক্ত প্রস্রাব হয়। মূত্র পাত্রে কিছুক্ষণ প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে রক্ত জমিয়া কেকের ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। মেলিফোলিয়াম রোগী সাধারণতঃ রক্তস্রাব প্রবণ ধাতুবিশিষ্ট।

মূত্রাশয় প্রদাহ—(cystitis) তরুণ মূত্রাশয় প্রদাহে (acute cystitis) সকল ঔষধ অপেক্ষা ক্যান্থারিসই অত্যন্ত অধিকরূপ নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু ক্যানাবিসের সহিত এতদ বিষয়ে এই ঔষধের এত অধিক সাদৃশ্য রহিয়াছে যে অনেক সময় ইহাদের পার্থক্য নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। ডাক্তার ক্রেন্‌সলার (Dr. Krensler) বলেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্যানাবিস প্রয়োগে যদি কোন উপকার না পাওয়া যায় তাহা হইলে ক্যান্থারিস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ক্যান্থারিসে মূত্রাশয়ে ভীষণ যন্ত্রণা এবং উষ্ণতা বর্ত্তমান থাকে।

মস্তিষ্ক প্রদাহ এবং জলাতঙ্ক রোগ—(Inflammation of brain and Hydrophobia)—ক্যান্থারিসে যে প্রকার বিধানতন্তুর উপর কার্য্য করতঃ প্রদাহ উৎপাদন করে সেই প্রকার ইহা মস্তিষ্কেতেও উত্তেজনাও উৎপাদন করে এতদহেতু এক এক সময় রোগীর ভীষণ অবস্থা উপস্থিত হয়। ভয়ানক ক্রোধান্বিত হয়, কাপড়, ছিঁড়িয়া ফেলে, নিকটস্থ লোকজনকে কামড়াইতে যায় এবং কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ শব্দ করে। ইহা ব্যতীত সামান্য স্পর্শে কিংবা কোন উজ্জ্বল বস্তু যেমন আর্শি জল ইত্যাদি দর্শনে এই সমুদায় লক্ষণের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। এতদ কারণবশতঃ জলাতঙ্ক রোগে ক্যান্থারিসের সময় সময় প্রয়োগ দেখা যায়।

সূতিকাক্ষেপ এবং মস্তিষ্কের প্রদাহেও ক্যান্থারিস উত্তম কার্য্য করে, এমত অবস্থায় চক্ষুর উজ্জ্বলতা অস্বাভাবিক রূপ বৃদ্ধি হয়, চক্ষুর তারকার বিস্তৃতি ঘটে এবং মুখমণ্ডল পাংশুটে কিংবা পীতাভ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, দেখিলে মনে হয় রোগী কোন প্রকার গভীর যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছে। এই লক্ষণ সমূহে অনেকটা মস্তিষ্ক কিংবা মস্তিষ্ক ঝিল্লির প্রদাহের পরিচয় প্রদান করে; এতদ বিষয়ে বেলেডনার সহিত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়, বেলেডনার রোগীও জল অথবা উজ্জ্বল দ্রব্য দেখিলেই ভীত ত্রস্ত হয়, কিন্তু ইহাদের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক।

ক্যান্থারিস এবং বেলেডনা এই দুইটি ঔষধের বিভিন্নতা রোগীর মুখমণ্ডল দেখিলেই ঘুচিয়া যায়। বেলেডনায় মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য লালবর্ণ এবং ধমনীদ্বয় দপদপানি যন্ত্রণাযুক্ত আর ক্যান্থারিসের মুখমণ্ডল পাংশুটে, পীতাভ এবং কুঞ্চিত ইহা ব্যতীত রোগীর ভাবভঙ্গী সর্ব্বদাই ভ্রূকুটিপূর্ণ এবং গভীর যন্ত্রণাব্যঞ্জক কিন্তু এতদ লক্ষণ সমূহের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্রতা বর্ত্তমান থাকা উচিত, কারণ ইহাই হইতেছে ক্যান্থারিসের সর্ব্বপ্রধান পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

ক্যাম্ফর, আর্সেনিক এবং ক্যান্থারিস এই তিনটি ঔষধে রোগের ভীষণতা এবং জীবনীশক্তির অবসন্নতা—রোগীর মুখমণ্ডলের যন্ত্রণাসূচক ভাবে, উদ্বিগ্নতা এবং অস্থিরতায় প্রকাশ পায়। কাজে কাজেই উক্ত তিনটী ঔষধকে এই বিষয়ে সম গুণ সম্পন্ন বলা যাইতে পারে। আর্সেনিকের ভীষণ প্রদাহ, অদম্য পিপাসা, ভয়ানক অস্থিরতা, তীব্র জ্বলন, গভীর অন্তর্দাহ এবং মূত্রবিকার যদিও ক্যান্থারিসে অনেকটা বর্ত্তমান রহিয়াছে কিন্তু আর্সেনিকে ক্যান্থারিসের লিঙ্গ সংক্রান্ত উত্তেজনা বিশেষ কিছুই প্রকাশ থাকে না বরং মূত্রবিকারজনিত প্রলাপ থাকে এবং প্রলাপে রোগী আত্মহত্যা, মৃত্যুভয় ইত্যাদি বকে। ইহা ব্যতীত অস্থিরতার সহিত মাঝে মাঝে আচ্ছন্নতা প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

ক্যাম্ফরের সহিত ক্যান্থারিসের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু ক্যাম্ফরের ন্যায় হিমাঙ্গ শীতলতা ক্যান্থারিসে থাকে না কাজে কাজেই ইহাদিগের পার্থক্য নিরূপণে ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

ডিফথিরিয়া (Diphtheria) এবং গলদেশের সঙ্কোচন—(constriction of throat)—চর্ম্মের উপর ক্যান্থারিসের যে প্রকার কার্য্য প্রকাশ পায় অনেকটা সেই প্রকার কার্য্য, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপরেও উৎপন্ন হয় কাজে কাজেই ডিফ্থিরিয়ার ন্যায় গলদেশের প্রদাহে ক্যান্থারিস ব্যবহার হইতে পারে। এইরূপ স্থানে গলদেশের প্রদাহের সহিত ভীষণ জ্বলন, কাঁচা কাঁচা ভাব (Raw feeling) এবং সঙ্কোচন বর্ত্তমান থাকে। সঙ্কোচন এত অধিক হয় যে জলপান করিতে শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয় এবং এমন কি—জলপানে মূত্রাধারেরও কষ্টবৃদ্ধি হয়। ইহা হইতে এরূপ মনে হয় যে জল দৃশ্যে কিংবা জলের শব্দ শ্রবণে sphincter muscle অর্থাৎ সঙ্কোচকে পেশীর যেন সঙ্কোচন উপ-

স্থিত হয়। এইরূপ লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ গলদেশের সঙ্কোচন ও ডিপথিরিয়া রোগের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্রতা এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ক্যান্থারিস উত্তম কার্য্য করে।

বেলেডনা—ইহাতেও ক্যান্থারিসের ন্যায় গলদেশে সঙ্কোচন হয় এবং তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে সঙ্কোচনে ও গলাভ্যন্তরে অত্যন্ত প্রদাহ হয় কিন্তু বেলেডনায় ক্যান্থারিসের ন্যায় অগ্নিবৎ জ্বলন অথবা ফোস্কা বর্ত্তমান থাকে না। এতদ্বিষয়ে ক্যান্থারিসের সহিত মার্কিউরিয়াস কর, আর্সেনিক, অরম ট্রিফিলিনাম এবং ক্যাপ্সিকামের সাদৃশ দেখা যায়।

মার্কিউরিয়াস কর—ইহাতে জিহ্বা অত্যন্ত অধিকরূপ স্ফীত হয় কিন্তু মার্কিউরিয়াসে ক্যান্থারিসের ন্যায় ফোস্কা হয় না বরং ক্ষত হয় এবং ক্ষত গভীর হয়।

অরম ট্রিফিলিনাম—মুখের কোণ এবং জিহ্বা চিড় খাইয়া ফাটিয়া যায় এবং রোগী অনবরত ক্ষতস্থান খুঁটিতে থাকে। সর্দ্দি এবং মুখ হইতে নিঃসৃত লালা স্পর্শে স্থান হাজিয়া যায়।

ক্যাপ্সিকাম—জ্বালা যন্ত্রণা লঙ্কা বাটার ন্যায়। গলদেশ এবং মুখগহ্বর স্ফীত এবং কৃষ্ণবর্ণ হয়, ইহা ব্যতীত গলদেশের সঙ্কোচনও (constriction) বর্ত্তমান থাকে এবং ক্ষত প্রকাশ পায়। ক্ষতগুলি চ্যাপ্টা প্রকৃতির হয়।

আমাশায় (Dysentery)—আমাশায় রোগে ক্যান্থারিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মল সাদা অথবা ফ্যাকাসে রক্তযুক্ত শ্লেশ্মাবৎ অন্ত্রের চাচনি সদৃশ (white or pale reddish mucous stool like scrapings of the intestine bloody and skiny)। ক্যান্থারিসের এই প্রকার মল একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। ইহার উপরই ঔষধ নির্ব্বাচন অধিকরূপ নির্ভর করে। কুন্থন সকল অবস্থাতেই লাগিয়া থাকে এবং মলত্যাগান্তে মলদ্বার জ্বালা করে। উদরে যন্ত্রণা অনেকটা শূল বেদনার ন্যায়। প্রস্রাবে জ্বালা, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগের বৃথা চেষ্টা এবং ভীষণ মূত্রকৃচ্ছ্রতা বর্ত্তমান থাকে। আমাশায় ক্যান্থারিস নির্ব্বাচনকালীন অন্ত্রের চাচানি সদৃশ মল এবং মূত্রত্যাগের পুনঃ পুনঃ বৃথা চেষ্টা ও জ্বালা ইত্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

আমাশয়ের সমগুণ ঔষধসমূহ

কলোসিন্থ—কালোসিন্থের মলের সহিত ক্যান্থারিসের কিঞ্চিৎ সাদৃশ থাকিলেও কিন্তু কালোসিন্থের শূল বেদনা জোরে চাপিয়া ধরিলে এবং উপুড় হইলে উপশম হয় এতদ্ব্যতীত কালোসিন্থের শূল বেদনা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং সম্পূর্ণ স্নায়ুশূল প্রকৃতির (neuralgic)। কালোসিন্থের মলত্যাগের পর যন্ত্রণা অনেকটা হ্রাস হয়। ক্যান্থারিসে হয় না।

কলচিকম্—নিম্নোদর ফাঁপিয়া ওঠে। মল জেলির ন্যায় থোবা থোবা পড়ে। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় রোগী উপুর হইয়া পড়ে। মলত্যাগকালীন এবং মল ত্যাগান্তে অত্যন্ত কুন্থন হয় কিন্তু কুন্থনের সঙ্গে সঙ্গে শিশু তন্দ্রায় মগ্ন হইয়া পড়ে।

ক্যাপ্সিকাম—হৃষ্টপুষ্ট থলথলে শরীরযুক্ত অলস লোকের প্রতি এবং স্যাঁৎসেঁতে অথবা আর্দ্র স্থানে বাসহেতু কিংবা তদকারণ হইতে আমাশা হইলে উত্তম কার্য্য করে। যন্ত্রণা এবং অন্যান্য লক্ষণসমূহ সামান্য শীতল অথবা উষ্ণ বায়ুর ঝাপ্টা লাগিলেই বৃদ্ধি হয় ইহা ব্যতীত জলপানে কম্প এবং যন্ত্রণা উৎপত্তি হয়। ক্যাপ্সিকামেও ক্যান্থারিসের ন্যায় মূত্রাশয়ের কুন্থন এবং মূত্রকৃচ্ছ্র লক্ষণ থাকিলেও কিন্তু ক্যান্থারিসে জলপানে কম্পন এবং মলত্যাগান্তে কটিদেশে খেঁচিয়া ধরা যন্ত্রণা থাকে না।

সালফার—পুরাতন আমাশয়ে কিংবা রোগী আরোগ্য হইয়াও যখন সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে না অথবা যখন নাক্সভমিকার ন্যায় কুন্থন লাগিয়াই রহিয়াছে অথবা রক্ত ও কুন্থন আরোগ্য হইয়াও শ্লেষ্মাযুক্ত মলত্যাগ হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় সালফার ব্যবহার করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। মলদ্বার হাজিয়া লালবর্ণ হয়।

ক্যালিবাইক্রমিকাম—ইহারও মল অনেকটা ক্যান্থারিসের ন্যায় কিন্তু মল অধিক শ্লেষ্মাযুক্ত জেলির ন্যায় এবং চট্‌চটে টানিলে দড়ির মত লম্বা হয়। ক্যান্থারিসের অন্ত্রের চাচানি সদৃশ মল হ্রাস হওয়ার পর জেলির ন্যায় মল দেখা দিলে ক্যালিবাইক্রমিকাম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ইহা ব্যতীত ক্যান্থারিসের পর ক্যালিবাইক্রমিকাম আমাশয়ে উত্তম কার্য্য করে।

পুং জননেন্দ্রিয় এবং লিঙ্গোচ্ছ্বাস—(chordee)—ক্যান্থারিসের কামলিপ্সা ভয়ানক প্রবল, সঙ্গম ইচ্ছার জন্য উন্মাদবৎ অবস্থা হয় সকল সময় যেন কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত উন্মুক্ত হইয়া থাকে। লিঙ্গোদ্রেক ভয়ানক এবং পুনঃ পুনঃ হয়, এমন কি সহবাসের পরও লিঙ্গোচ্ছ্বাস সম্পূর্ণ হ্রাস হয় না, অনেক সময় স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় রোগী অসংযত চরিত্র হইয়া পড়ে। লিঙ্গোচ্ছ্বাস অধিক হইলে এবং তদসহিত spinal disease অর্থাৎ মেরুদণ্ডের রোগ কিছুই না থাকিলে ক্যান্থারিসকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

পিকরিক এসিড—ইহাতেও লিঙ্গোদ্রেক অত্যন্ত প্রবল হয়। ক্যান্থারিস অপেক্ষা পিকরিক এসিডের লিঙ্গোচ্ছ্বাস অত্যন্ত অধিক কিন্তু পিকরিক এসিডের লিঙ্গোচ্ছ্বাসের সহিত প্রায়ই মেরুদণ্ডের রোগ (spinal disease) বর্ত্তমান থাকে, ক্যান্থারিসে থাকে না। লিঙ্গ উত্তেজনা হইয়া এত অধিক শক্ত এবং স্ফীত হয়, মনে হয় যেন ফাটিয়া যাইবে এবং সকল সময় কামলিপ্সা লাগিয়া থাকে।

কেলিব্রোম—প্রমেহ রোগ ব্যতীত লিঙ্গোচ্ছ্বাস অত্যন্ত অধিক হইলে এবং সাধারণ প্রচলিত ঔষধে যদি হ্রাস না হয় তাহা হইলে কেলিব্রোম ৩x প্রত্যহ রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একবার করিয়া সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রসব যন্ত্রণা এবং আবদ্ধ ফুল—(Labor and Retained Placenta)—প্রসব যন্ত্রণার এবং সন্তান প্রসবের পর জরায়ু হইতে ফুলের ছিন্ন অংশ ও গর্ভস্রাবের পর ভ্রূণের অংশ যদি কিছু থাকিয়া যায় তাহা নিষ্কাষণ করিতে ক্যান্থারিসের প্রয়োগ সময় সময় দেখা যায়।

বিসর্প—(Erysipelas)—ক্যান্থারিস নারাঙ্গার একটি উত্তম ঔষধ বিশেষতঃ জলপূর্ণ ফোস্কাযুক্ত নারাঙ্গায় ইহা উত্তম কার্য্য করে। ফোস্কা শূন্য কিংবা ফোস্কাযুক্ত বিসর্প প্রদাহ প্রথমতঃ নাসিকায় প্রকাশ পাইয়া তথা হইতে ক্রমশঃ গণ্ড স্থলে বিস্তারিত হইতে থাকে তৎপর ফোস্কা ফাটিয়া ক্ষয়কারক (acrid) স্রাব নির্গত হয় এবং স্থান হাজিয়া যায়। ক্যান্থারিসের বিসর্প অত্যন্ত জ্বলনযুক্ত। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাবেরও কষ্ট সময় সময় বর্ত্তমান থাকে।

গ্র্যাফাইটিস—ইহাতেও বিসর্প প্রদাহ ক্যান্থারিসের ন্যায় প্রথমতঃ নাসিকায় প্রকাশ পায়, কিন্তু গ্র্যাফাইটিস পুরাতন অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে। বিসর্গ রোগে ক্যান্থারিসের সহিত এপিসের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়—এপিসের প্রস্রাবেও জ্বালা যন্ত্রণা হয় কিন্তু ক্যান্থারিসের যন্ত্রণা ভীষণ। এপিস এবং ক্যান্থারিসের ফোস্কা দেখিতে এক প্রকার হইলেও—এপিসের স্ফীতি তরল দ্রব্য পূর্ণবৎ অর্থাৎ oedematious আর ক্যান্থারিসের Blistering, এপিসের যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ, ক্যান্থারিসের অগ্নিবৎ। আর্সেনিকেরও অগ্নিবৎ, কিন্তু আর্সেনিকে অত্যন্ত জলতৃষ্ণা থাকে।

অগ্নিদাহ (Burn)—অগ্নিদগ্ধের ক্যান্থারিস একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোন স্থান পুড়িবামাত্র, এই ঔষধের বাহ্যিক আরক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে, ফোস্কা প্রকাশ হয় না এবং জ্বালা ও দাহ অতি সত্বর নিবারিত হয়। দগ্ধ স্থান তুলা, লিণ্ট কিংবা নেকড়ায় ক্যান্থারিসের বাহ্যিক অমিশ্র আরকে (১০ ফোঁটায় এক পোয়া পরিষ্কার জল) সিক্ত করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। যেন বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। সঙ্গে সঙ্গে ৬ষ্ঠ ক্রম ক্যান্থারিস ৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর আভ্যন্তরিক সেবন করিতে দিবে। কিন্তু কোন স্থান অগ্নিতে পুড়িয়া পুঁজযুক্ত ক্ষত হইলে, সে স্থলে ক্যান্থারিসের পরিবর্ত্তে ক্যালেণ্ডুলা অমিশ্র আরক অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দেওয়া উচিৎ। অগ্নিদগ্ধ ব্যতীত নৌকায় দাঁড় টানিয়া কিংবা ঘর্ষণাদিতে কিংবা শক্ত জুতার দরুণ ফোস্কা হইবার উপক্রম হইলে, ক্যান্থারিস উপরোক্ত প্রকারে জলে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ফোস্কা ওঠা এবং জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়। (Burns before blisters form and when they have formed. If the skin be unbroken, apply an alcoholic solution of any potency and cover with cotton, this will promptly relieve pain and often prevent vesication. If skin be broken use in boiled or distilled water and in each case give potency internally—Dr. Allen)।

মূত্ররোধ—(Retention of Urine)—কলেরার মূত্ররোধে ক্যান্থারিস একটী অতি মহৎ ঔষধ। এপিস লিখিবার কালীন ইহার পরিচয় কিঞ্চিৎ

দেওয়া হইয়াছে। ক্যান্থারিসের মুখপাতে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, এই ঔষধটীর (ক্যান্থারিসের) সমস্ত ক্রিয়াই যেন প্রস্রাব যন্ত্রের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কলেরায় মূত্র জনিত ইউরিমিয়া হইয়া যখন মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়, তখন ক্যান্থারিস ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়। মস্তকে যন্ত্রণা হয়, জ্ঞান ঠিক থাকে না প্রলাপ বকে; রোগী শয্যা হইতে উঠিয়া পলাইতে চায়, অত্যন্ত পিপাসা বোধ করে কিন্তু জলপানে কষ্ট বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কায় জলপান করিতে চায় না। সর্ব্বদা প্রস্রাব ত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা এবং পুনঃপুনঃ প্রস্রাবের বেগ অথচ কিছুই হয় না, যদি বা দুই এক ফোঁটা হয় তাহাও অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক। থাকিয়া থাকিয়া রোগী ঝাকিয়া উঠে, অস্থির, মুখের চেহারা অত্যন্ত মলিন এবং ভীতি ব্যঞ্জক। নাড়ী দুর্ব্বল, মৃদু এবং সর্ব্বদা জ্বালা বর্ত্তমান থাকে।

ইউরিমিয়ায় ক্যান্থারিস এবং বেলেডোনার পার্থক্য— (urimia) ইউরিমিয়া অর্থাৎ মূত্রনাশ বিকারে ক্যান্থারিসের সহিত মস্তিষ্ক লক্ষণে বেলেডোনার অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু তাহাদিগের প্রভেদও যথেষ্ট রহিয়াছে। বেলেডোনার চক্ষু সর্ব্বদাই অর্দ্ধনিমীলিত, ক্যান্থারিসের দৃষ্টি ফ্যালফেলে। বেলেডোনায় cerebrum আক্রান্ত হয় এবং সেই হেতু মুখ ও চক্ষু রক্তাধিক্য হয়। আর ক্যান্থারিসে cerebellum আক্রান্ত হয় এবং সেই হেতু মুখ এবং চক্ষু রক্তাধিক্য হয় না। বেলেডোনার নাড়ী দ্রুত ও শক্ত, চর্ম্ম উত্তপ্ত, শুষ্ক। ক্যান্থারিসে নাড়ী দুর্ব্বল ও মৃদু, চর্ম্ম হিমাঙ্গ। বেলেডোনায় নিদ্রালুতার সহিত নিদ্রাহীনতা। ক্যান্থারিসের উদ্বেগ ও অস্থিরতার সহিত নিদ্রাহীনতা। বেলেডোনার রোগীর প্রস্রাব হয় ও অসাড়ে হয়। ক্যান্থারিসের রোগী প্রস্রাবের নিষ্ফল চেষ্টা করে প্রস্রাব হয় না। বেলেডোনার রোগী অত্যন্ত জলপান করে। কান্থারিসের রোগী পিপাসা থাকা সত্বেও জল পানে ভয় পায়। উপরিউক্ত লক্ষণ ব্যতীত উভয় ঔষধেরই স্ব স্ব অনেক লক্ষণই রহিয়াছে। যাহার দ্বারা এই উভয় ঔষধের পার্থক্য নিরূপণ করিতে বিশেষ কোন কষ্ট হওয়া উচিৎ নয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬x, ৬,৩০ অধিক ব্যবহার হয়। ২০০ শক্তি ও সময় সময় ব্যবহার হয়। ইহা অধিক গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ নয়, পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

সমগুণ ঔষধ—এপিস, আর্সেনিক, মার্কিউরিয়াস, ইকুইজিটাম।

রোগীর বিবরণ

সার্কিউলার রোডে একটী রোগী দেখিতে যাই। রোগী দেখিতেছি এমন সময় পার্শ্বের বাটীতে অত্যন্ত কোলাহলের শব্দ শোনা গেল, অনুসন্ধান করায় জানিতে পারিলাম যে একটী বালিকার হস্তে উত্তপ্ত দুগ্ধ পড়িয়া স্থানটী ঝলসিয়া গিয়াছে। আমার ঔষধের বাক্স সে সময় আমার গাড়ীতেই ছিল। ক্যান্থারিস বাহ্যিক আরক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ন্যাকড়া তাহাতে ভিজাইয়া বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে এই ভাবে বাঁধিয়া কান্থারিসের উক্ত প্রকার লোসনে সর্ব্বদা সিক্ত করিয়া রাখিতে বলিলাম। তৎপর দিবস খুলিয়া দেখা গেল, স্থানটি ঠিক স্বাভাবিক অবস্থাতেই রহিয়াছে। একটীও ফোস্কা পড়ে নাই।

২। একটী রোগীর পদদ্বয় ফসফরাসে দগ্ধ হয়। আমার যাইবার পূর্ব্বেই একটী পদে অলিভ অয়েল (Olive oil) চুণের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইয়া দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি আর ইহা খুলিতে চেষ্টা না করিয়া আর একটী পায়ে ক্যান্থারিসের বাহ্যিক লোসন দ্বারা বাঁধিয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ ভিজাইয়া রাখিতে বলিয়া চলিয়া আসিলাম। যে পায়ে ক্যান্থারিস লাগান হইয়াছিল তাহা অতি শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া গেল আর যে পায়ে অলিভ অয়েল দেওয়া হইয়াছিল তাহা ক্ষত হইয়া পুঁজযুক্ত হয় এবং প্রায় ২ মাস পর আরোগ্য হয়।

৩। একজন মৌলবী সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক, কপালের বামপার্শ্বে ফোস্কার ন্যায় কতকগুলি ফুস্কুড়ি হইয়াছে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে। হার্পিস (Herpes) বলিয়াই আমার বোধ হইল। আমার নিকট চিকিৎসার্থ আসিবার

পূর্ব্বে আর একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নিকট হইতে রসটক্স সেবন করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার উপকার না হওয়ায় আমার নিকট জনৈক ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসেন। আমি তাহাকে প্রথম দিন এপিস ৩০ ক্রম প্রত্যহ তিনবার করিয়া ৬ মাত্রা সেবন করিতে ব্যবস্থা দিলাম তাহাতে রোগের উপশম না হইয়া বরং জ্বালা যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম রোগীর প্রস্রাবেরও কষ্ট হইতেছে। সরলভাবে প্রস্রাব হইতেছে না। এতদলক্ষণে ক্যান্থারিস উচ্চক্রম প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর সেবন করিতে এবং উক্ত ঔষধের বাহ্যিক আরক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিতে ব্যবস্থা দিলাম। ২ মাত্রা ঔষধের সেবন করার পর এবং বাহ্যিক ঔষধ লাগাইবার পর হইতেই জ্বালা যন্ত্রণা উপশম হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে।

নাইট্রিক এসিড (Nitric Acid)

সমুদয় এসিডের মধ্যে নাইট্রিক এসিডকে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ক্ষয়কারক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা কিরূপ মারাত্মক সে বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। যে স্থান ইহা স্পর্শ করে সে স্থান ক্ষত করিয়া দেয়, এমন কি চর্ম্মকে ভেদ করিয়া ফেলে। এই ঔষধের এই প্রকার ক্ষমতা আছে বলিয়াই অর্ব্বুদ, টিউমার, উপমাংস ইত্যাদি নষ্ট করিবার জন্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহা প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির (mucous membrane) উপর, বিশেষতঃ চর্ম্ম এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সংযোগ স্থান (where the skin and mucous membrane join) যেমন যোনিদ্বার, মলদ্বার, ওষ্ঠদ্বয়

ইত্যাদি যোগাযোগ স্থানে অর্থাৎ যে স্থানে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং চর্ম্ম একত্র সংযোগ হইয়াছে, এইরূপ স্থলে নাইট্রিক এসিডের কার্য্য অত্যন্ত অধিক। এতদস্থান সমূহ চিরিয়া যায় এবং ক্ষত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

শীর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি এবং যাহারা পুরাতন রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া সহজেই ঠাণ্ডায় এবং উদরাময়ে আক্রান্ত হয় তাহাদিগের নাইট্রিক এসিড অধিক উপযুক্ত।

২। যন্ত্রণা খোঁচা এবং কাঁচের কুচি বিদ্ধবৎ (sticking, pricking as from splinters) সময় সময় হঠাৎ বৃদ্ধি হয় আবার হঠাৎ হ্রাস হয়। আক্রান্ত অথবা ক্ষতযুক্ত স্থানে, অর্শরোগে, গলদেশে কাঁচের কুচি সদৃশ যন্ত্রণা হয় এবং সামান্য স্পর্শেই বৃদ্ধি হয়।

৩। ক্ষত—রক্তস্রাব প্রবণ, কাঁচের কুচি বিদ্ধবৎ খচ্‌খচ্‌ যন্ত্রণাযুক্ত। ক্ষতের ধার ছিন্ন অসমান, কাঁচা মাংসবৎ দেখিতে, প্রচুর দানাযুক্ত এবং সামান্য স্পর্শেই রক্ত বহির্গত হয়।

৪। শরীরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং চর্ম্মের সংযোগ স্থল, ওষ্ঠদ্বয় যোনি দ্বার, মূত্রদ্বার, মলদ্বার, নাসারন্ধ্র ইত্যাদি স্থান অধিক আক্রান্ত হয়। (Affects especially the mucous outlets of the body where the skin and mucous membrane join,)

প্রস্রাব—স্বল্প, ঘোর কটাবর্ণ এবং অত্যন্ত তীব্র গন্ধযুক্ত অশ্বের মূত্রের ন্যায়।

৬। মলদ্বারের বিদারণ—মলত্যাগকালীন ভীষণ যন্ত্রণা হয়। তরল মলত্যাগান্তেও ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

৭। উদরাময় এবং আমাশয় ভীষণ কুন্থনযুক্ত অথচ মলত্যাগ অধিক হয় না (great straining but little passes) মলদ্বার যেন চির খাইয়া ফাটিয়া যায়। (rectum or anus were torn or fissured—Nat. M,) নরম মলত্যাগেও ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয় (রেটেনিয়া, সালফার)।

৮। রক্তস্রাব—প্রচুর, উজ্জ্বল অথবা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ।

৯। স্রাব তরল, দুর্গন্ধিযুক্ত, ক্ষয়কারক, কৃষ্ণবর্ণ অথবা অপরিষ্কার পীতাভ সবুজ। স্রাবের স্পর্শে স্থান হাজিয়া যায়। অধিক পূঁজ থাকে না।

১০। উপদংশ পারদ ইত্যাদি হেতু ধাতু বিকৃতি (cachexia) এবং নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের উত্তম ঔষধ।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী সর্ব্বদা নিজের রোগের বিষয় চিন্তিত, বিমর্ষ বিষাদগ্রস্থ।

২। খিট্খিটে, এক গুঁয়ে, কাজ করিতে অনিচ্ছুক।

৩। কর্ণ বধিরতা—গাড়ী কিংবা রেল আরোহণে উপশম অথচ গাড়ীর ঘড় ঘড়ানি শব্দ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য।

৪। নাসারন্ধ্রে ক্ষত—প্রত্যহ প্রাতে সবুজ শ্লেষ্মার চাপ নির্গত হয়।

৫। কোন কিছু চর্ব্বণ কালে কর্ণ মধ্যে কড় কড় শব্দ হয় (গ্র্যাফাইটিস)

নাইট্রিক এসিড রোগী সাধারণতঃ লম্বা এবং কৃশ। মেজাজের কিছু ঠিক নাই, অত্যন্ত খিটখিটে, বদমেজাজী এক গুঁয়ে, বিমর্ষ এবং উৎসাহহীন। মনে করে পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই ; নিরাশ্রয়, ভগ্ন হৃদয় ; চেহারা দেখিলে মনে

হয় কোন গভীর যাতনায় ভুগিতেছে। সকল সময় মৃত্যু কামনা করে অথচ মৃত্যুকে ভয় পায়। জিহ্বার মধ্যস্থলে লম্বালম্বি চির খাইয়া যেন বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা আপনার রোগের বিষয় চিন্তান্বিত।

নাইট্রিক এসিড রোগী অত্যধিক উত্তাপ অথবা অত্যধিক ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, কাজে কাজেই শীত এবং গ্রীষ্ম উভয়েতেই শরীর খারাপ বোধ করে। নাতিশীতোষ্ণ ঋতুই অধিক পছন্দ হয়। শীতল বায়ু অত্যন্ত ভয় পায়; উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, আবার অধিকক্ষণ উষ্ণ বস্ত্রে থাকিতে পারে না অস্থির হইয়া পড়ে, বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ বোধ করে এবং বক্ষঃস্থলের স্পন্দন হয়, (Palpitation) হয়। রোগী সর্ব্বদা শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। দিন দিন শরীর শীর্ণ কৃশ হইয়া আইসে। এতদলক্ষণের সহিত যদি পারদ কিংবা উপদংশ রোগের সংশ্রব থাকে তাহা হইলে নাইট্রিক এসিডকেই সর্ব্বপ্রথম স্থান দিবে।

পুরাতন রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া যাহাদের শরীর অতি অল্পতেই সর্দ্দি এবং উদরাময় প্রবণ হয় তাহাদিগের এবং যাহাদিগের শরীর পারদের অপব্যবহার কিংবা উপদংশ হেতু ভগ্ন হইয়াছে তাহাদিগের নাইট্রিক এসিড অতি উপযুক্ত ঔষধ।

মুখ ক্ষত (stomacace)—মুখ গহ্বরের ক্ষতের নাইট্রিক এসিড একটী অতি উত্তম ঔষধ, বিশেষতঃ পারার অপব্যবহার হেতু হইলে ইহা আরও অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মুখের ঘায়ের সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত অধিকরূপ আক্রান্ত হয়। ওষ্ঠের চারিপার্শ্বে ফোস্কার ন্যায় ভীষণ ক্ষত হয় এবং প্রচুর লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। ক্ষতের সহিত প্রচুর লালা নিঃসৃত দেখিলে আমরা অনেকেই মার্কিউরিয়াস সলের কথা মনে করি, কারণ মার্কিউরিয়াস সলেরও ইহা একটী বিশেষ লক্ষণ, কিন্তু নাইট্রিক এসিডের লালা ক্ষয়কারক (corrosive) আর মার্কিউরিয়াসের ক্ষয়কারক নয় (non-corrosive) ইহাই হইতেছে প্রভেদ।

লালাস্রাব (Ptyalism)—নাইট্রিক এসিডের লালা এত অধিক ক্ষয় কারক যে ইহা যে স্থানকে স্পর্শ করে, সে স্থান হাজিয়া ক্ষত হইয়া যায়। এতদ

কারণ বশতঃই নাইট্রিক এসিডে মুখের ঘা হইতে নিঃসৃত লালা স্পর্শে ওষ্ঠ ইত্যাদি স্থান অত্যন্ত ক্ষত হয় এবং হাজিয়া যায়। নাইট্রিক এসিডের নিঃসৃত স্রাব তরল ক্ষতকারক ও দুর্গন্ধযুক্ত। (Thin, Corrosive and offensive)। স্রাব যদি তরল না হইয়া পুঁজ সদৃশ হয় তাহা হইলে তাহা দেখিতে অপরিষ্কার, পীত এবং সবুজ আভাযুক্ত হয় কিংবা রক্তিমাভাযুক্ত হয়; ইহাই হইতেছে নাইট্রিক এসিডের স্রাবের বিশেষত্ব।

ক্ষত (Ulcer)—নাইট্রিক এসিড যে প্রকার ক্ষতে প্রয়োগ হয় তাহার বিশেষত্ব আছে। ক্ষতের মধ্যস্থল কাঁচা মাংসের ন্যায় লালবর্ণ, ধারগুলি ছেঁড়া ছেঁড়া (Irregular) দেখিলে মনে হয় যেন সায়ের ধারগুলি খাইয়া যাইতেছে এবং ক্ষত ক্রমশঃই গভীর হইতে থাকে। মার্কিউরিয়াসের ক্ষত গভীর না হইয়া বরং উপরে উপরে বিস্তারিত হইতে থাকে, দেখিতে চ্যাপ্টা আকৃতি হয় (Superficial flat ulcer) ইহা ব্যতীত নাইট্রিক এসিডের ক্ষত প্রচুর অতিরিক্ত দানা দানা মাংসাঙ্কুরে (Profuse exuberant granulation) পূর্ণ এবং দানাগুলি অত্যন্ত রক্তস্রাব প্রবণ (easily bleeding) সামান্য স্পর্শেতেই এমন কি ধৌত কিম্বা পরিষ্কার করিতেই রক্ত নিঃসৃত হয়। যন্ত্রণারও বিশেষত্ব রহিয়াছে—যন্ত্রণা খোঁচা বিদ্ধবৎ যেন আক্রান্ত স্থানে খোঁচা বিঁধিতেছে এই প্রকার খোঁচা বিদ্ধবৎ যন্ত্রণার সহিত জ্বালা যন্ত্রণাও বর্তমান থাকে এবং শীতল জলে ঘায়ের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। নাইট্রিক এসিডের প্রয়োগ পারদের অপব্যবহারের পর উপদংশ ক্ষতেই অধিক হয় এবং উপদংশ ক্ষতের ইহা একটী অতিমূল্যবান ঔষধ। ইহা ব্যতীত স্ক্রফিউলা (sorofula) জাতীয় ঘায়ে ক্যালকেরিয়ার পর ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

প্রস্রাব—দুর্গন্ধতা ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ-সকল প্রকার স্রাব—মলমূত্র ঘর্ম্ম ইত্যাদি সমুদয়ই অত্যন্ত দুর্গন্ধ। প্রস্রাব স্বল্প এবং ভীষণ দুর্গন্ধ যুক্ত। অশ্বের প্রস্রাবের ন্যায় তীব্র গন্ধ। সম্ভবতঃ hippuric Acid এর বর্ত্তমানতার দরুণ ঐরূপ হইয়া থাকে। বেঞ্জয়িক এসিডের (Benzoic acid) প্রস্রাবেও ঐ প্রকারের তীব্র গন্ধ আছে কিন্তু বেঞ্জোয়িক এসিডের গন্ধ নাইট্রিক এসিড অপেক্ষাও অধিক তীব্র। একবার নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে আর ভুলিতে

পারা যায় না। ইহা ব্যতীত নাইট্রিক এসিডের প্রস্রাবে অনেক সময় অণ্ড লালময় পদার্থ (Albumen) বর্ত্তমান থাকে।

শ্বেতপ্রদর—স্রাব কটা বর্ণ ক্ষয়কারক, দুর্গন্ধ তরল, জলবৎ কিম্বা শ্লেষ্মাযুক্ত রজ্জুবৎ লম্বা (Stringy) স্থান হইতে ছাড়িতে চায় না, টানিলে লম্বা হইয়া যায়। স্রাব কাপড়ে লাগিলে স্থান কটা বর্ণ হইয়া যায় এবং স্রাবে যোনি পথ হাজিয়া যায়, সামান্য স্পর্শতেই রক্ত বহির্গত হয়। পুরাতন শ্বেত প্রদরে নাইট্রিক এসিড অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ডাক্তার মার্সি chachectic স্ত্রীলোকে পুরাতন শ্বেত প্রদরে ইহাকে অতি উচ্চস্থান দেন।

উদরাময়—নাইট্রিক এসিডের প্রয়োগ সাধারণ উদরাময়ে বিশেষ দেখা যায় না কিন্তু শিশুদিগের সবুজ মলযুক্ত উদরাময়ে বিশেষতঃ পারদ অপব্যবহারে দোষ থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। নাইট্রিক এসিডের মল সবুজ শ্লেষ্মা যুক্ত, অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং মলত্যাগ কালীন মার্কিউরিয়াস সলের ন্যায় অত্যন্ত কুন্থন থাকে ও মল ত্যাগান্তে ভীষণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়, মনে হয় মলদ্বার ছিড়িয়া ফাটিয়া গিয়াছে এবং যন্ত্রণা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় এই লক্ষণটি নাইট্রিক এসিডের বিশেষ পরিচায়ক। সকল সময় মলদ্বারে ভীষণ যন্ত্রণা না হইতে পারে কিন্তু মলদ্বার হাজিয়া ঘা হইয়া যায় (সালফার)। মার্কিউরিয়াস সলের সহিত অনেক বিষয়ে ইহার সাদৃশ্য থাকিলেও প্রভেদও যথেষ্ট আছে। মার্কিউরিয়াস সল কেবল আমাশয় রোগে কুন্থন ও যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা মলত্যাগ কালীন ও মলত্যাগান্তে বর্ত্তমান থাকে আর নাইট্রিক এসিডে আমাশা ব্যতীত অন্য অবস্থায়ও কুন্থন ও যন্ত্রণা হয়, কিন্তু যন্ত্রণা মলত্যাগের পরই অত্যন্ত ভীষণ হয় (রেটিনিয়া, সালফার)।

আমাশয়—নাইট্রিক এসিড আমাশয়ে ব্যবহার হইলেও প্রথম অবস্থায় প্রায় ইহা প্রয়োগ হয় না। টাইফয়েড ভাবাপন্ন আমাশয়ে ইহা উত্তম কার্য্য করে। মল শ্লেষ্মাযুক্ত সবুজ এবং রক্ত মিশ্রিত। সাদা শ্লেষ্মাযুক্ত মলে ইহা বিশেষ উপকার করে না। রক্তযুক্ত থাকা চাই।

বিদারণ (Fissures)—মলদ্বার বিদারণের (Fissures) নাইট্রিক

এসিড একটী উত্তম ঔষধ। মল শক্ত হউক কিংবা তরলই হউক মল ত্যাগের পর ভীষণ কাটিয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। (এলুউমেন, র‍্যাটেনিয়া)।

অর্শ রোগ—রক্তস্রাবী অর্শরোগেই নাইট্রিক এসিড সদাসর্ব্বদা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। অর্শের বলি প্রত্যেক মলত্যাগের পর বহির্গত হইয়া পড়ে এবং রক্তস্রাব হইতে থাকে। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং তরল, চাপ চাপ (clot) যুক্ত নয়। মল ত্যাগান্তে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে, যন্ত্রণা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং মল তরল হইলে যন্ত্রণার উপশম না হইয়া বরং অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

সর্দ্দি—পূর্ব্বেই বলিয়াছি নাইট্রিক এসিডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে, কাজে কাজেই ইহা সর্দ্দির ও (Coryza) একটী উত্তম ঔষধ। বিশেষতঃ কোন প্রকার দূষিত রোগ যেমন স্কার্লেটিনা (Scarlatina) ডিফ্‌থিরিয়া ইত্যাদি সহ হইলে আরো অধিক নির্ব্বাচিত হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে চাপযুক্ত সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয়।

ডিফ্‌থিরিয়া—Nasal Diphtheria অর্থাৎ নাসারন্ধ্রের ডিপথিরিয়ায় নাইট্রিক এসিড একটী উত্তম ঔষধ। নাসিকাস্রাব জলবৎ তরল, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং ক্ষয়কারক। যেস্থানে স্পর্শ লাগে সে স্থান হাজিয় যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাবও হয়। নাসিকার অভ্যন্তর প্রদেশে শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মার সমাবেশ (white deposit) হয় এবং এতদ অবস্থার সহিত একটী অত্যন্ত অস্বাভাবিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইতেছে, ইন্‌টারমিটেন্ট নাড়ী (Intermittent pulse)। এই কৃত্রিম ঝিল্লি (false membrane) যদি নাসিকাভ্যন্তর দিয়া গলদেশে বিস্তারিত হয় তাহা হইলে গলদেশে অভ্যন্তর হইতে বদগন্ধ নির্গত হইতে থাকে এবং রোগী গলদেশে মৎস্যের কাঁটার ন্যায় যন্ত্রণা অনুভব করে। এই প্রকার খোঁচাবিদ্ধবৎ অথবা কাঁচের কুচির ন্যায় খচ খচ যন্ত্রণা নাইট্রিক এসিডের সর্ব্বপ্রকার ক্ষতে—অর্শরোগে, ভগন্দরে অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান থাকে, কারণ ইহা হইতেছে নাইট্রিক এসিডের যন্ত্রণার বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

নাইট্রিক এসিডের সহিত অরম ট্রিফিলিয়ামের অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে এবং নাইট্রিক এসিডের পর অরম ট্রিফিলিয়ামই সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। কারণ অরম ট্রিফিলিয়াম নাইট্রিক এসিডের অনুপূরক ঔষধ (Complementary Drug)। উভয় ঔষধেই নাসিকাস্রাব ক্ষয়কারক। স্রাবে ওষ্ঠ হাজিয়া যায় এবং এতদ কারণবশতঃ রোগী মুখ হাঁ করিতে কষ্ট বোধ করে।

আর একটী ঔষধেও এই প্রকার ক্ষয়কারক স্রাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে মিউরেটিক এসিড। ইহার নাসিকাস্রাব অত্যন্ত তরল, নাড়ী intermittent এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা মান্দ্য হয়।

পারদের অপব্যবহার—সর্ব্বপ্রথমেই নাইট্রিক এসিডকে ভীষণ ক্ষয়কারক বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছি, বাস্তবিকই ইহা যে স্থানকে স্পর্শ করে সে স্থানকে ক্ষত করিয়া ফেলে। এই ঔষধটীর এই প্রকার যে একটী কুস্বভাব আছে, তেমনি পাপে জর্জ্জরিত শরীরকে মুক্ত করিয়া সুপথে আনিবার আর একটী প্রধান সৎস্বভাবও আছে। ইহা যে প্রকার যন্ত্রণদোয়ক আবার সেই প্রকার শান্তি প্রদায়াক। নাইট্রিক এসিড যে প্রকার শরীরে প্রকাশিত অর্ব্বুদবৃন্দকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে সেই প্রকার শরীরে প্রবিষ্ট পারদকেও বিনষ্ট করিয়া ফেলে অর্থাৎ পারদের অপব্যবহার হেতু দোষ বিনষ্ট করিবার ইহা একটী সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। যাহাদিগের মধ্যে এই দোষ একবার প্রবেশ করিয়াছে তাহারা শারীরিক এবং মানসিক নানাপ্রকার যন্ত্রণায় কষ্ট পায়। অস্থি বেদনা, চক্ষু প্রদাহ, চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের ক্ষত, শ্লেষ্মা-জনিত বধিরতা, লালা স্রাব, গলাভ্যন্তরে ক্ষত, নালী ক্ষত, নিদ্রাহীনতা, আমাশা ইত্যাদিতে সর্ব্বদা কষ্ট পায়। রোগীর শান্তি নাই, সমুদয় শরীর যেন পারদের দোষহেতু সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অল্পতেই বিরক্ত, অস্থির এবং চিন্তাপূর্ণ। জীবন হতাশপূর্ণ, মুখের চেহারা গভীর যন্ত্রণাদায়ক, বাঁচিতে আকাঙ্ক্ষা করে না অথচ মৃত্যুভয়ে ভীত।

উপদংশ—নাইট্রিক এসিড উপদংশের প্রথমাবস্থা (Primary Syphilis) অপেক্ষা দ্বিতীয় অবস্থার (Secondary Syphilis) একটি বিশের উপযুক্ত ঔষধ। দ্বিতীয় অবস্থা আমরা প্রথমেই পাই না। ক্ষত শুষ্ক

হইবার ছয়মাস বা এক বৎসর পরে এবং এমন কি অনেক সময় তিন চার সপ্তাহ পরেই অথবা প্রথমাবস্থা (Primary stage) থাকিতে থাকিতেই রক্ত দূষিত হইয়া পীড়ার দ্বিতীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। Secondary Syphilis consists in the introduction of a poision into the blood, and the cure of it, in the neutralisation or eradication of that poision. রক্ত হইতে উপদংশ দোষ দূরীভূত করিতে অনেক সময় সাপেক্ষ, অল্প সময়ের মধ্যে ইহা আশা করা বিড়ম্বনা। নাইট্রিক এসিডকে উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় এবং পারদের অত্যধিক অপব্যবহার জনিত দোষ নষ্ট করিতে উত্তম ঔষধ বলা হয়। ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ যে দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইতে প্রথম অবস্থাতেই রোগীর উপর পারদযুক্ত ঔষধ অনেক প্রয়োগ হইয়া থাকে। কারণ উপদংশের প্রথম অবস্থায় পারদ প্রস্তুত ঔষধ মহৎ ঔষধ। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ইহা ভিন্ন অন্য ঔষধ একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। আজ যদি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা জগতে না থাকিত তাহা হইলে নাইট্রিক এসিডের ব্যবহারোপযুক্ত দ্বিতীয় অবস্থা বোধ হয় অধিক পাইতাম না।

উপদংশের প্রথমাবস্থাকে (Primary syphilis a local disease) স্থানীয় রোগ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং পূঁজোৎপাদন সম্ভাবনা প্রদাহযুক্ত কুচকি ইহারই (Primary syphilis) একটী লক্ষণ। Secondary syphilis comprises those symptoms of constitutional character, which either accompany the original sore, or, at no great interval succeed to it. ইহা ব্যতীত কঠিন উপদংশ ক্ষত (Hard Chancre) উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থার একটী প্রধান পরিচয়। যে স্থলে উপদংশের ক্ষত শক্ত হইয়া আইসে, ক্ষত বহুদিন হইতে আরোগ্য হইতেছে না এবং যদি সঙ্গে সঙ্গে কুচকি কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থা নিশ্চিতই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এইরূপ জানিতে হইবে। মস্তকের এবং জংঘার সম্মুখাংশের (shin bones) অস্থির যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয় এবং ঋতুর পরিবর্ত্তনে সাঁৎসেঁতে দিনে যন্ত্রণা ভীষণরূপে বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রণায় যেন স্থান ভেদ করিয়া ফেলে। গলা-

ভ্যন্তরে অথবা শরীরে ক্ষত প্রকাশ পায়। মুখ দুর্গন্ধ হয়, ঘায়ের ধারগুলি ছিন্নযুক্ত, মলদ্বারে এবং লিঙ্গদেশে আঁচিল হয়, আঁচিল কোমল ফুলতলে এবং রক্তস্রাব প্রবণ। হাতেও আঁচিল হয় তাহা-দেখিতে বৃন্তবৎ (pediculated)। প্রমেহ অথবা উপদংশের কারণ বশতঃ আঁচিল হইলেও নাইট্রিক এসিড নির্ব্বাচিত হইতে পারে। সমুদায় শরীরময় তাম্রবর্ণ (copper coloured) চাকা চাকা দাগ প্রকাশ পায়। উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় অধিকাংশ স্থলেই গলদেশের টাকরা এবং তালুমূল (fauces and tonsils) সচরাচর অধিক আক্রান্ত হয়। ক্ষত শুষ্ক হইয়াও পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়। মস্তকের চুল পড়িয়া যায়।

এইরূপ অবস্থায় অনেকে নাইট্রিক এসিডকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করেন।

নাইট্রিক এসিড উপদংশ এবং প্রমেহ উভয়েরই বিষঘ্ন (anti syphilitic and anti sycotic) এতদ্ব্যতীত ইহা পারদের বিষঘ্ন এবং হেপারের অত্যন্ত সমগুণ সম্পন্ন ঔষধ। হেপার সালফারের সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে—পারদের অপব্যবহার নষ্ট করিতে হইলে হেপার সালফরই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। পারদ এবং উপদংশের দোষ উভয় যখন একত্রযুক্ত হয় সেইরূপ স্থলে নাইট্রিক এসিডই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। Dr. Yeldham তাঁহার Homoepathic Venereal Diseases গ্রন্থে উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় কেলি হাইড্রিও-ডিকমকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। তিনি বলেন—This is a remedy of undoubted power in treating the secondary disease of syphilis. Its aid is indispensable in expediting or completing the cure. It is a good plan to give the medicine alternately with one of the preparation of Mercury not in alternate doses but during alternate week i e Kali Hydrodicum one week Mercurius the next and so on. Excellent result will often spring from the alternate action of these and other medicines. I am in the habit of giving 5 grain or even more of "Kali Hydrodicum" three times a bay.

কেলি হাইড্রোডিকম প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ হইতেছে, রোগী গণ্ডমালা ধাতু গ্রস্থ (Scrofulous constitution) গ্রীবা, গলদেশ কুচকি ইত্যাদি স্থানের গ্রন্থি সমূহের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা। (পারদের অত্যধিক অপব্যবহার হেতু) দাঁতের মাড়ি প্রদাহ এবং লাল বর্ণ। গলক্ষত, শ্বাস প্রশ্বাসের দুর্গন্ধতা এবং নৈশ অস্থি বেদনা।

থাইসিস (phthisis)—যক্ষ্মা কাশেও নাইট্রিক এসিডের প্রয়োগ দেখা যায়। রোগীর পুনঃ পুনঃ ফুসফুস হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয়, রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণ। শ্বাস প্রশ্বাসেও অস্তুতঃ কষ্ট হয় এমন কি কথা বলিতে রোগী দুর্ব্বলতা বোধ করে। প্রাতঃকালে গলার স্বর বসিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলকারক উদরাময় প্রকাশ পায়। উদরাময় প্রাতে বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণ বক্ষঃস্থলে অধিক যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা ভিতরে ভিতরে স্কন্ধাস্থি (scapula) পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। নাড়ী ইণ্টারমিটেণ্ট (Intermittent) এবং সামান্য পরিশ্রমেই হৃদস্পন্দন হয়। ঘর্ম্ম রাত্রিতে বিশেষভাবে রাত্রির শেষ দিকে অধিক হয় এবং রোগীকে তাহাতে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে খুস খুসে কাশি থাকে বক্ষঃ পরীক্ষা করিলে সমস্ত বুকময় ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যায়। গয়ের অত্যন্ত দুর্গন্ধ, রক্তযুক্ত পূঁজ সদৃশ এবং দেখিতে অপরিষ্কার সবুজ বর্ণ। রোগী সাধারণতঃ শীর্ণ প্রকৃতির। নাইট্রিক এসিড যক্ষ্মা কাশে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব কিংবা কেলি কার্ব্বের পর প্রায়ই ব্যবহার হয়—ক্যালকেরিয়া বিশেষভাবে স্থূলকায়, রস প্রধান ধাতু বিশিষ্ট লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে ও রক্ত শূন্য। বক্ষঃস্থল অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত, স্পর্শ কিংবা চাপে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। কাশি তরল ঘড় ঘড় শব্দ যুক্ত। স্বরভঙ্গ (Hoarseneas) যদিও লাগিয়া থাকে কিন্তু যন্ত্রণা শূন্য। যখন রোগী ক্যালকেরিয়ার অবস্থা হইতে ক্রমশঃ এসিডের দুর্ব্বলতায় আসিয়া পৌঁছায়, তখন নাইট্রিক এসিডই ইহার একটি উপযুক্ত ঔষধ। যদিও রোগ ইহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না তথাপি রোগীকে কিছুদিনের মত বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হয়।

টাইফয়েড ফিভার :—টাইফয়েড ফিভারেও বিশেষতঃ টাইফয়েড ফিভারের ক্ষত অবস্থায় (ulcerative stage) যখন Payers patch সমূহ ভগ্ন হইতে আরম্ভ করে এইরূপ অবস্থায় নাইট্রিক এসিড উত্তম কার্য্য করে। (ক্রোটেলাস, মিউরেটিক এসিড) নাইট্রিক এসিড প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণই

হইতেছে, মল সবুজ বর্ণ শ্লেষ্মা মিশ্রিত, দুর্গন্ধযুক্ত এবং কখন কখন ক্ষত হইতে নিঃসরিত পূঁজ হেতু পূঁজময়। এতদসহ অধিকাংশ সময়েই উজ্জ্বল লাল বর্ণ, প্রচুর তরল রক্ত ভেদও বর্ত্তমান থাকে এবং রোগী এত অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে সামান্য নাড়া চাড়ায় মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত, ফুস্কুরিযুক্ত কিম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতযুক্ত কটাবর্ণ এবং শুষ্ক। টাইফয়েড অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় নিউমোনিয়া দেখা দেয় এবং তদহেতু ফুসফুসের কার্য্য ও অনেকটা হ্রাস হইয়া আইসে। এরূপ অবস্থায় দেখা যায় নাড়ীর গতিও প্রত্যেক তৃতীয় আঘাতে এক একবার বিরাম হয়। (Intermittent at every third beat.)

টাইফয়েড রোগে রক্তস্রাবের ঔষধ সমূহ—

এলিউমেন ঃ—টাইফয়েড রোগে উদর হইতে রক্তস্রাবে অর্থাৎ রক্তস্রাব যুক্ত টাইফয়েডরোগের ইহা একটি উত্তম ঔষধ। যখন রক্তস্রাবের সহিত বড় বড় রক্তের চাপ বর্ত্তমান থাকে।

নাইট্রিক এসিডের রক্তস্রাবে চাপ (clots) থাকে না। কেবল তরল রক্তস্রাব হয়।

এলিউমিনা ঃ—ইহাও এলিউমেনের সমকক্ষ ঔষধ। রক্তের চাপ দেখিতে অনেকটা লিভারের মত। অধিক যন্ত্রণা থাকে না, রক্তস্রাবের সহিত রক্তাম্বু (serum) বর্ত্তমান থাকে।

আর্সেনিক ঃ—রক্তস্রাব কাল জলবৎ, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতা উদ্বিগ্নতা এবং পিপাসা বর্ত্তমান থাকে।

হেমামেলিস ঃ—রক্তস্রাব অত্যন্ত কাল শৈরিক কৃষ্ণবর্ণ (venous blood) সময় সময় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিন্তু কোন প্রকার অস্থিরতা অথবা উদ্বিগ্নতা বর্ত্তমান থাকে না। রক্ত স্রাবকালীন হেমামেলিসের বাহ্যিক মূল অরিষ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ন্যাকড়ায় ভিজাইয়া নিম্নোদরে পটি দিতেও ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

লেপটাণ্ড্রা :—ইহাও টাইফয়েড জ্বরের রক্তস্রাবে প্রয়োগ হইয়া থাকে, রক্ত আলকাৎরার ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত, হেমামেলিসের রক্তে ঈষৎ সবুজ আভা থাকে।

টেরিবেন্থিনা—রক্তস্রাবের সহিত অত্যন্ত পেট ফাঁপা থাকে। ইহার জিহ্বাও একটী পরিজ্ঞাপক লক্ষণ জিহ্বা লাল, চকচকে যেন কণ্টকহীন (smooth and glossy papillae less) এবং প্রস্রাব রক্তবর্ণ।

স্নায়বিক লক্ষণ এবং বধিরতা ঃ—নাইট্রিক এসিডে আমরা একটী অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে পাই ; তাহা হইতেছে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া ভ্রমণকালীন রোগের উপশম বোধ। জ্বালা যন্ত্রণা ইত্যাদি সমুদয়ের যদিও বিশেষ কিছু উপকার হয় না বটে কিন্তু স্নায়বীক, হৃদস্পন্দন, উদ্বিগ্নতা, কর্ণবধিরতা ইত্যাদি উপসর্গ সমূহ যতক্ষণ গাড়ীতে ভ্রমণ করা যায় ততক্ষণ সম্পূর্ণরূপে উপশম বোধ করে যদ্যপি সেই দিবস অত্যধিক শীতল অথবা উষ্ণ না থাকে কারণ নাইট্রিক এসিড অধিক ঠাণ্ডা কিংবা অধিক গরম সহ্য করিতে পারে না এতদ বিষয়ে গাড়ীর এবং রাস্তারও কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে, গাড়ীর ঝাঁকি ঝুঁকি শব্দ না হওয়া প্রয়োজন এবং রাস্তাও সমতল হওয়া প্রয়োজন নতুবা কষ্টের উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হয়। নাইট্রিক এসিড রোগী গোলমাল সহ্য করিতে পারে না, গোলমালে যন্ত্রণা শিরঃপীড়া ইত্যাদি অধিক হয় এবং গাড়ীর শব্দ আদপেই সহ্য করিতে পারে না।

Dr. Lippa said that every time he noticed tan bark covering a street, he suspected a Nitric acid patients. He drives every day into a qietude ; so sensative is he that the doors must be closed with gentleness and he can bear no one to accross the floor এই প্রকার স্পর্শাধিক্যতা (sensativeness) দেখিলে আমাদের কফিয়া এবং নক্স ভমিকার কথা মনে স্বতঃই উপস্থিত হয়। কারণ কফিয়া এবং নক্স ভমিকারও অনেকটা এই প্রকার স্পর্শাধিক্যতা রহিয়াছে।

পুরাতন রোগে ভুগিয়া যাহাদিগের শরীর অতি অল্পতেই সর্দ্দি এবং উদরাময় প্রবণ হয় তাহাদিগের এবং যাহাদিগের শরীর পারদের অপব্যবহার

কিংবা উপদংশ হেতু ভগ্ন হইয়াছে তাহাদের নাইট্রিক এসিড অতি উপযুক্ত ঔষধ।

শিরঃপীড়াঃ--মস্তকের খুলির চর্ম্ম অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়। এমন কি মস্তকের চুলও আঁচড়াইতে পারে না। কিম্বা মস্তকে টুপি রাখিতে পারে না (কেলকেরিয়া ফস) টুপির ভারেও শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়।

চক্ষুপ্রদাহ—চক্ষুর পাতায়, চক্ষুর কোণায় এবং চক্ষুর উর্দ্ধভাগে ক্ষত হয়, এবং ক্ষতে খোঁচাবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। চক্ষু হইতে যে জল পড়ে তাহাতে স্থান ভিজিয়া যায়। নবজাত শিশুরও এবম্প্রকার চক্ষু প্রদাহ হয়। প্রমেহ এবং উপদংশজনিত চক্ষুপ্রদাহের নাইট্রিক এসিড উত্তম কার্য্য করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—অধিক নিম্নক্রমের প্রয়োগ কদাচিৎ দেখা যায়। সচরাচর ৬, ৩০ এবং ২০০ শক্তি ব্যবহার হয়। রক্তস্রাব, আমাশয়, উপদংশ এবং ক্ষত ইত্যাদিতে ৩০ শক্তি ব্যবহার করিতে অধিকাংশ চিকিৎসক ব্যবস্থা দেন। ইহা রোগের অবস্থা বিশেষে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই একমাত্র ৩০ শক্তি দিয়া ২।৩ দিন এবং সময় সময় তৎ **উর্দ্ধকাল** পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হয়।

অনুপূরক—আর্সেনিক এবং ক্যালেডিয়াম সালফ।

প্রতিবন্ধক—(Inimical) ল্যাকেসিস। ল্যাকেসিসের পর ইহা ব্যবহার হয় না।

নাইটিক এসিড—ক্যালকেরিয়া, হেপার, মার্কিউরিয়াস, নেট্রামকার্ব্ব, পালসেটিলা, থুজার পর এবং বিশেষভাবে কেলিকার্ব্বের পর উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে, মধ্যরাত্রির পর স্পর্শে, ঋতু পরিবর্ত্তনে, ঘর্ম্মে।

রোগের উপশম—গাড়ী আরোহণে—(ককুলাসের বিপরীত)।

রোগীর বিবরণ

১। আমি যখন প্রথম চিকিৎসা আরম্ভ করি, ডাক্তার বলিয়া বিশেষ পরিচিত হই নাই, সেই সময় একদিন একজন মুসলমান ভদ্রলোক, বয়স প্রায় ৩৫ হইবে, রোগা কৃষ্ণবর্ণ এবং অর্শরোগাক্রান্ত আমার নিকট আসিয়া চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম ৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রমেহ এবং উপদংশ উভয় রোগই হইয়াছিল এখন প্রায় বৎসরাবধি অর্শরোগে কষ্ট পাইতেছে।—রক্তস্রাবী অর্শ এবং ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। মলত্যাগ-কালীন যন্ত্রণায় রোগী উন্মাদের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় কিন্তু সকল সময় এবং প্রত্যহ এত ভীষণ যন্ত্রণা যদিও হয় না কিন্তু টাটানি লাগিয়া রহিয়াছে। মল কঠিন কিংবা তরল হউক যন্ত্রণার কোন প্রকার তারতম্য হয় না বরং তরল মল হইলেই যন্ত্রণা অধিক হয়। একদিন এবম্প্রকার ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে, আমাকে একজন লোক আসিয়া ডাকিয়া লইয়া গেলেন, রোগী যন্ত্রণায় এত অধীর হইয়া পড়িয়াছে যে, আত্মহত্যা করিব বলিয়া চীৎকার করিতেছে। অস্থিরতায় একবার এঘর একবার ওঘর করিতেছে, রক্ত উজ্জ্বল এবং জলবৎ তরল জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম এইমাত্র মলত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং মল ত্যাগান্তে যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়। এতদলক্ষণে আমি তাহাকে এসিড নাইট্রিক ৬, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক একবার সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসিলাম। ঔষধটী কিঞ্চিৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া উপকারীতা সম্বন্ধে মনে মনে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম, কিন্তু উপায়ন্তর নাই দেখিয়া সেই ঔষধই দিয়া আসিলাম; এবং তিন ঘণ্টা পর সংবাদ দিতে বলিয়া দিলাম। ঔষধ সেবনের দুই ঘণ্টা শেষ হইতে না হইতে সংবাদ পাইলাম রোগীর যন্ত্রণা সম্পুর্ণ উপশম হইয়াছে। ইহা শ্রবণে আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম এবং মনে মনে এই ক্ষুদ্র এক ফোঁটা ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যেন অগ্নিতে জলনিক্ষেপ।

২। আজ কয়েকদিন হইল একটী রোগী দেখাইতে মাণিকতলায় ডাকিয়া লইয়া যায়। রোগী একটী বালিকা, বয়স ১৬ বৎসর হইবে। হৃষ্টপুষ্ট সুশ্রী, বালিকার পিতা একজন সম্ভ্রান্তশালী ব্যক্তি। দেখিলাম; বলিকা যন্ত্রণায় ঘরের মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা কবায় বালিকার মাতা বলিলেন, গতকল্য হইতে মন্ত্রণায় ঐরূপ ছটফট করিতেছে, বোধ হয়, অর্শ হইয়াছে, যদিও রক্তস্রাব কিছুমাত্র নাই। মলদ্বারে পূর্ব্বে এইপ্রকার যন্ত্রণা কিংবা অর্শ আর

কখনও দেখা যায় নাই। কিন্তু মলত্যাগ সহজে হয় না অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য। মলদ্বার দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় অনেক ইতঃস্ততের পর সম্মত হওয়ায় দেখিলাম মলদ্বার অত্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ মলদ্বার বিদারণ (Fissures in ano) হইয়াছে। ২।৩ স্থানে অল্প অল্প হইয়াছে কিন্তু একস্থানে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি চিরিয়া গিয়াছে। কাঁচের কুচি প্রবেশ করিলে যে প্রকার যন্ত্রণা হয়, সেই প্রকার যন্ত্রণা হইতেছে। আমি প্রথমে তাহাকে এসিড নাইট্রিক ষষ্ঠ ক্রম ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক একবার সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসিলাম। বৈকালে সংবাদ পাইলাম যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ যায় নাই। পূর্ব্বোক্ত ঔষধই খাইতে বলিলাম কিন্তু ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর যেন খায়। তৎপর দিবস রাত্রিতে সংবাদ পাইলাম, যন্ত্রণার আর বিশেষ উপকার হয় নাই একইভাবে রহিয়াছে। এসিড নাইট্রিকের উপর বিশ্বাস রাখিতে না পারিয়া র‍্যাটেনিয়া ৬ ক্রম আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক (মূল অরিষ্ট ২০ ফোঁটা পরিষ্কার জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া) পুনঃ পুনঃ সেবন করিতে এবং প্রলেপ দিতে বলিলাম। তাহাতেও বিশেষ উপকার পাইলাম না নিজেকে অত্যন্ত লজ্জিত মনে করিতে লাগিলাম এবং রোগীর অভিভাবকেরা চিকিৎসা এবং ডাক্তার পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি এমত অবস্থায় এসিড নাইট্রিক প্রয়োগ করিলাম কিন্তু ২০০ শক্তি দিলাম। সেই দিবস হইতেই যন্ত্রণা এবং রোগ উপশম হইতে আরম্ভ করিয়া রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

ক্যামোমিলা (Chamomilla)

ক্যামোমিলা দুই তিন প্রকারের রহিয়াছে। আমরা যে ক্যামোমিলা ব্যবহার করি তাহার সম্পূর্ণ নাম ক্যামোমিলা মেট্রিকোরিয়া (Chamomilla matricoria এবং ইহা জর্ম্মাণ জাত। এই ঔষধ যাহাদিগের স্নায়ু সমুদায় অস্বাভাবিকরূপ স্পর্শাধিক্য তাহাদিগেতে উত্তম কার্য্য করে এবং ইহার মানসিক অবস্থাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচায়ক লক্ষণ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। স্নায়ু প্রধান, সহজেই উত্তেজিত হইয়া ওঠে, কফি অথবা মাদক দ্রব্যে অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এই প্রকার ব্যক্তির পক্ষে বিশেষতঃ শিশুদিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

২। সদ্যপ্রসূত এবং দন্তোদ্গমকালীন শিশুদিগের রোগের মহৌষধ।

৩। শিশু অত্যন্ত খিটখিটে, সব বিষয়েই বায়না ধরে অথচ দিলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়, সকল সময় ঘ্যান ঘ্যানানি লাগিয়া রহিয়াছে। মাতা ক্রোড়ে লইলেও শান্তি নাই কিন্তু ক্রোড়ে লইয়া যতক্ষণ পায়চারি করা যায় ততক্ষণই নিস্তব্ধ থাকে (quite only when carried

৪। যন্ত্রণা অত্যন্ত অসহ্য বোধ। সামান্য যন্ত্রণাতেই অস্থির হইয়া পড়ে, মাগো বাবাগো করিয়া চেঁচাইতে থাকে এবং যন্ত্রণাযুক্ত স্থান অসাড় বোধ হয় (numbness of affected part)

৫। মুক্ত খোলা বায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য বিশেষতঃ কর্ণ অধিক সহজে আক্রান্ত হয়।

৬। দন্তশূল—উষ্ণ দ্রব্য মুখে দেওয়ায়, (বিসমথ, ব্রাইওনিয়া কফিয়া) উষ্ণ গৃহে প্রবেশে, উষ্ণ শয্যায় শয়নে, ঋতুস্রাবে অথবা অন্তঃসত্ত্বাবস্থায়।

৭। উদরাময়—ক্রোধবশতঃ এবং দন্তোদ্গমকালীন dentition মল সবুজ জলবৎ, শাক ছেচানি অথবা ডিম ঘোলানি সদৃশ। উষ্ণ এবং পচা ডিমের ন্যায় বদগন্ধযুক্ত।

৮। প্রসব যন্ত্রনা—যন্ত্রণা উপরের দিকে উঠে, রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে পদদ্বয় যেন ছিড়িয়া যায় অথবা যন্ত্রণা কটিদেশে আরম্ভ করিয়া জানুদ্বয়ের মধ্য দিয়া নামিয়া যায়।

৯। রোগের প্রায় অবস্থায় গণ্ডস্থলের একপার্শ্বে লাল এবং অপর পার্শ্ব ফ্যাকাসে হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। ক্রোধবশতঃ রোগ—বিশেষতঃ জ্বর এবং উদরাময়।

২। তড়কা—মাতার ক্রোধকালীন স্তন্যপানে শিশুর তড়কা হয়।

৩। ভীষণ বাত যন্ত্রণা। রোগীকে রাত্রিতে শয্যা হইতে উঠিয়া পায়চারি করিতে হয় (রাসটক্স)।

৪। তন্দ্রাযুক্ত অথচ নিদ্রা হয় না (বেলেডনা, ওপিয়ম)।

৫। রাত্রিতে পদদ্বয়ের জলন, শয্যার ভিতর রাখিতে পারে না পা বাহির করিয়া রাখে (সালফার পালসেটিলা)।

মানসিক লক্ষণ—ভৈষজ্য বিজ্ঞান অনুসন্ধান করিলে ক্যামোমিলার ন্যায় খিট্‌খিটে মেজাজ লক্ষণযুক্ত দ্বিতীয় আর একটী ঔষধ পাওয়া যায় কিনা সন্দেহের বিষয় কিন্তু ইহার অধিকাংশ কার্য্যই শিশুদিগের মধ্যে আবদ্ধ—শিশুর কিছুতেই শান্তি নাই—কোন জিনিষ স্নেহের সহিত দিলেও ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়, কেহ তাহার প্রতি তাকাইলে কিংবা স্পর্শ করিলে বিরক্ত হয়। ভাল কথা

বলিলেও রাগান্বিত হয়। কোলে নিয়া বসিয়া থাকিলেও কান্নাকাটি করে। কি যে চায় কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না অথচ এতদসমুদায় উপসর্গই দূরীভূত হইয়া যায়, শিশু শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে, কান্নাকাটি ঘ্যানঘ্যানানি, বিরক্ত ভাব সমুদায়ই শান্তি হয় যতক্ষণ শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া পায়চারি করা যায়—(child always likes to be carried) ইহাই হইতেছে ক্যামোমিলার বিশেষ বিশেষত্ব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। যতক্ষণ ক্রোড়ে লইয়া পায়চারি করা যাইবে ততক্ষণই ভাল, কান্নাকাটি স্তব্ধ এবং শান্তি অথচ বসিলেই অথবা শয্যায় শয়ন করাইলেই পুনরায় বিরক্তভাব ঘ্যানঘ্যানানি আরম্ভ (ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইলেও শিশু নীরব শান্ত হয় না—সিনা)। রোগীর মনের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় স্নায়ুগুলি এত অধিক উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছে যেন কোন কিছুর স্পর্শ লাগিলে ভীষণ হইয়া উঠিবে। স্নায়ুসমূহ অস্বাভাবিকরূপ স্পর্শাধিক্য (morbidly sensa. tive) সামান্য কারণেই মন উদ্বিগ্ন বিরক্ত হইয়া ওঠে এবং যন্ত্রণা উৎপন্ন করে এমন কি অনেক সময় সামান্য যন্ত্রনাতে রোগীর মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। এই জন্যই ডাক্তার কেণ্ট ক্যামোমিলা রোগীকে constitutionaly sensative বলিয়াছেন—(The general constitutional state of Chamomilla is great sensativeness) অর্থাৎ স্পর্শাধিক্যতা এত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে বিশেষতঃ যন্ত্রণা সম্বন্ধে, যে সামান্য যন্ত্রণাতেই রোগী বিশেষতঃ স্ত্রীলোক মাগো বাবাগো করিয়া চীৎকার করিতে থাকে এবং বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতে থাকে, ভাল কথা মুখ দিয়া যেন বহির্গতই হয় না। সমুদায় বিষয়েই, কথাতেই রাগ খিট্‌খিটে বিরক্তিতে পরিপূর্ণ।

ক্যামোমিলার স্নায়ু এত অধিক স্পর্শাধিক্যতা লক্ষণে ভেলেরিয়ানা, হেপার, ভিরেট্রাম, নাক্সমশ্চেটা ইত্যাদির সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু বহুদিন মাদক ঔষধ সেবনের পর এবম্প্রকার মানসিক অবস্থা উপস্থিত হইলে ক্যামোমিলাই অধিক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণ এত অধিক মূল্যবান যে ইহার উপরেই এই ঔষধটি সমুদায় নির্ব্বাচনই নির্ভর করে এবং এই মানসিক লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া যে কোন প্রকার রোগই হউক—শিশু কিংবা যুবা এবং যে কোন রোগই হউক—প্রসব যন্ত্রণা কিংবা দন্তশূলই হউক ক্যামোমিলা প্রয়োগ করা যাইতে

পারে। ক্যামোমিলা রোগীর মুখে মিষ্টি কথা নাই। ভাল কথা বলিলেও বিরক্তিজনক উত্তর দেয়। ডাক্তার এলেন সাহেব এক কথায় ঔষধটির সমুদায় বিষয় পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন—Mental calmness contraindication of Chamomilla অর্থাৎ মানসিক নীরবতা ক্যামোমিলার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ। যে স্থলে রোগের ভোগকালীন রোগী শান্ত এবং স্থির থাকে সে স্থলে ক্যামোমিলা কখনই নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। ক্যামো-প্রয়োগ করিতে হইলে মানসিক লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য—হ্যানিম্যান একস্থানে বলিতেছেন—It is on the other hand less benificial to those who remain patient and composed during their sufferings—an observation which I consider of the utmost importance অর্থাৎ রোগাবস্থায় শান্ত ধীর মানসিক লক্ষণে এই ঔষধ অধিক খাটে না।

নাক্সভোমিকা—মানসিক উগ্রতা এবং বদ মেজাজ সম্বন্ধে ক্যামোমিলার সহিত নাক্সভমিকার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায কিন্তু পার্থক্যও যথেষ্ট। নাক্সভমিকা রোগী স্বভাবতঃই অত্যন্ত রাগী খিট্‌খিটে ঈর্ষাপরায়ন এবং ঝগড়াটে আর ক্যামোমিলায় রোগী স্বভাবতঃ রাগী নয়, রোগবশতঃ মনের অবস্থার উক্ত প্রকার সাময়িক বিকৃতি ঘটে। সুস্থ অবস্থায় ক্যামোমিলা রোগীর মনের অবস্থার কোন প্রকার বিকৃতি দেখা যায় না এবং ইহা ব্যতীত ক্যামোমিলা সচরাচর শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে কাজে কাজেই ইহাদিগের পার্থক্য নিরূপণে কোন প্রকার ভ্রম হওয়ার আশঙ্কা নাই।

সিনা—রোগীও অত্যন্ত খিট্‌খিটে এবং শিশুদিগের প্রতিই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু সিনা রোগীকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বেড়াইলেও শান্ত হয় না। ইহা ছাড়া সিনা সর্ব্বদা ক্রিমিজনিত রোগে ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার সহিত নাক্সভমিকা এবং ক্যামোমিলার বিশেষ সাদৃশ্য কিছুই নাই।

ক্রোধবশতঃ রোগ (Disease caused by anger)—ক্রোধজনিত পাকস্থলী যকৃত ইত্যাদির কোন পীড়া হইলে ক্যামোমিলাকে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্যামোমিলা ব্যতীত ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, ব্রাইওনিয়া, কলোসিন্থ ইত্যাদিও ব্যবহার হয়। ইহাদিগের লক্ষণ সংক্ষেপে নিম্নে দিলাম—

ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া—শিশু এবং যুবা উভয়তেই ইহা নির্ব্বাচিত হয়। ক্রোধ বশতঃ শূলবেদনা উৎপন্ন হয়।

ব্রাইওনিয়া—ক্রোধজনিত পাকস্থলী সংক্রান্ত (Gastro-enteric) লক্ষণ দেখা দেয়। ব্রাইওনিয়ায় এতদ লক্ষণের সহিত শীভ শীত ভাব বর্ত্তমান থাকে, ক্যামোমিলায় উষ্ণভাব বর্ত্তমান থাকে। ব্রাইওনিয়ায় সমুদায় মুখমণ্ডল লোহিতাভ হয়, ক্যামোমিলায় এক গাল লাল আর এক গাল ফ্যাকাসে হয়। ব্রাইওনিয়ায় জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত, ক্যামোমিলায় পীত লেপাবৃত। ব্রাইওনিয়ায় অধিক কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে ক্যামমিলায় উদরাময় অথবা পাকস্থলীর গোলযোগ থাকে।

কলোসিন্থ—ক্রোধজনিত ভেদবমি এবং উদরে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। কিন্তু অন্যান্য ঔষধ হইতে ইহাকে পৃথক করিতে ভ্রম হইবার কোন আশঙ্কা নাই। কলোসিন্থের শূল যন্ত্রণা চাপ দিলে অথবা উপুড় হইলে উপশম হয় ক্যামোমিলার হয় না।

যন্ত্রণা এবং স্নায়বিক লক্ষণ—ক্যামোমিলা যে একটি স্নায়ুপ্রধান ঔষধ তাহার আভাস পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ দেওয়া হইয়াছে এবং তদহেতু ক্যামোমিলা রোগী সামান্য যন্ত্রণাতেই অত্যন্ত অধিক কাতর হইয়া পড়ে। যন্ত্রণা রোগের তারতম্যানুসারে অত্যন্ত অধিক অনুভব করে। এই প্রকার অবস্থা প্রায়ই সন্তান প্রসবের বেদনার সময় অধিক দেখা যায়—সামান্য যন্ত্রণাতেই রোগী মাগো বাবাগো করিয়া চেঁচাইতে থাকে—অথচ চেঁচাইবার মতন যন্ত্রণা কিছুই নাই এইরূপ অবস্থায় ক্যামোমিলাকে যন্ত্রণার একটি মহৎ ঔষধ বলা হইয়াছে। যন্ত্রণাকালীন রোগীর উল্লিখিত মানসিক লক্ষণ (খিটখিটে, বিরক্তিভাব ইত্যাদি) সমূহ প্রকাশ পায়, প্রসব যন্ত্রণার কথা লেখায় ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, কেবল প্রসব যন্ত্রণার সময়ই এইরূপ বাবাগো মাগো করে, সকল প্রকার যন্ত্রণাতেই দন্তশূল, স্নায়ুশূল, কর্ণশূল, বাত ইত্যাদিতেও রোগী অল্পতেই অস্থির হইয়া পড়ে—কমোমিলা রোগীর ইহা স্বভাব, সহ্যগুণ কিছুই নাই। The constitutional irritability is so great that a little pain brings forth manifestations as if the patient were in great

suffering. It generally belongs to the woman's nervous system, when she wrought up and extremely sensative and in pain.)

ক্যামোমিলার যন্ত্রণার আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায় তাহা হইতেছে অবশ ভাব (feeling of numbness)। যন্ত্রণার চরমাবস্থায় আক্রান্ত স্থান কিঞ্চিৎ অবশ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ক্যামোমিলার যন্ত্রণা উত্তাপে এবং সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা গণ্ডস্থল উত্তপ্ত এবং রক্তাধিক্য হয় মস্তকে কপালে উষ্ণ ঘর্ম্ম এক গাল লাল অপর গাল ফ্যাকাসে ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। যন্ত্রণায় শরীর এত অধিক উত্তপ্ত হয় যে মনে হয় জ্বর হইয়াছে (Thirsty and hot with the pains, when the pain comes no matter where she heats upand sometimes becomes really feverish.) আর একটী ক্যামমিলার বিশেষত্ব দেখা যায়, যে অধিকাংশ উপসর্গ ই সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হয় অথচ মধ্যরাত্রির পূর্ব্বেই হ্রাস হইয়া যায়। মধ্যরাত্রি হইতে প্রাতঃ-কাল অবধি ক্যামোমিলার কষ্ট যাতনা প্রায় কিছুই থাকে না এবং অনেক সময়ে দিনেও কিছু থাকে না। সন্ধ্যা হইতে বৃদ্ধি হয়।

(The most of the troubles of Chamomilla that come on in the evening and night subside about or sometimes before midnight. From midnight to morning almost all of the complaints of Chamomilla are absent many of them are adsent during the day. It has aggravation in the forepart of the night.—Kent.

বাত (Rheumatism)—বাতের ক্যামোমিলা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সচরাচর দেখা যায় বাতের যন্ত্রণা ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়, গরমে উপশম হয় কিন্তু ক্যামো-মিলার বাতের যন্ত্রণা অনেক স্থলে উত্তাপেই বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাই বলিয়া আবার পালসেটিলার ন্যায় শীতল প্রলেপে উপশম হয় না বস্তুতঃ পক্ষে শীতল বায়ু ক্যামো-মিলা রোগীর অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং তৎকারণ হইতে উদ্ভূত রোগে ক্যামোমিলা অব্যর্থ ঔষধরূপে কার্য্য করে। The pains of Chamomilla are often-er aggravated by heat than otherwise but are not in the

otherhand, like Pulsatilla ameliorated by cold. In fact, the patient is often very sensative to cold, and cold air brings on troubles for which this remedy is specific—Nash) বাতের যন্ত্রণায় রোগীকে রাত্রিতে শয্যা হইতে উঠিয়া রাসটক্সের ন্যায় এঁদিক ওদিক পায়চারি করিতে হয় এবং এতদসহ জলতৃষ্ণা, গণ্ডযুগলের আরক্তিমতা বর্ত্তমান থাকে এবং রোগী নিজেকে অত্যন্ত উত্তপ্ত বোধ করে। হ্যানিম্যান বলিতেছেন—

It has even cured Rheumatism and neuralgia of the limbs where the great nervousness was present. Of its pains generally Hahnemann says—It is there peculiarity that they are worse at night, when they often drive one to the border of distraction. The pains of Chamomilla generally seem utterly intolerable. Dr. Dunham adds that the pains are made worse by warmth. There must always be intolerance of pain, aggravation at night and aggravation by warmth. This applies to toothache, earache, facial and cervical neuralgia and to the abdominal colic, and distinguishes it form the symptoms of Colocynth which are diminished by warmth

ক্যামোমিলার বাতে আমরা আর একটি পালসেটিলার ন্যায় লক্ষণ দেখিতে পাই তাহা হইতেছে যন্ত্রণা স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া বেড়ায় (pains jump from place to place) কিন্তু ক্যামোমিলার যন্ত্রণার সহিত অবশভাব এবং আংশিক পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে (sense of weakness and numbness) পালসেটিলায় থাকে না। ইহা ব্যতীত এই দুই ঔষধের মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির। ক্যামোমিলার যন্ত্রণার সহিত অসাড় বোধ একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। The paralytic condition produced by Chamomilla in any part is always accompanied by drawing and tearing pains and drawing and tearing pain rarely occurs without the paralytic numb sensation in that part বাতের যন্ত্রণার প্রবলতায় রোগী পায়চারি করিলে উপশম পায়, রাসটক্স ব্যতীত ফেরাম-

মেটালিকাম এবং ভিরেট্রাম এলবামেও এইরূপ লক্ষণ দেখা যায় কিন্তু ইহাদের মানসিক লক্ষণ ক্যামোমিলার ন্যায় খিট্‌খিটে কিংবা উত্তেজনাপূর্ণ নয় এবং ফেরামমেটালিকম রোগী ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে যন্ত্রণার উপশম বোধ করে ও অত্যন্ত রক্তশূন্য।

ক্যামোমিলা রোগী যন্ত্রণায় এত অধিক অস্থির হয় যে ইহাকে একোনাইট, আর্সেনিক এবং রাসটক্স এই তিনটি অস্থিরতার (Restlessness) ঔষধের শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যাইতে পারে কারণ দেখিতে পাওয়া যায় কোন যন্ত্রণা হইলে বাত যন্ত্রণাই হউক কিংবা দন্তশূলই হউক কিংবা অন্য কোন প্রকার শূল বেদনাই হউক রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে—একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, এপাশ ওপাশ এদিক ওদিক করিতে থাকে। যন্ত্রণা এত অধিক প্রবল হয় যে রোগীকে শয্যা হইতে উঠাইয়া ফেলে। শুধু যে শয্যা হইতে উঠাইয়া ফেলে তাহা নয়, এদিক ওদিক পায়চারি করিতে বাধ্য করে। নতুবা যন্ত্রণায় রোগীকে উন্মাদবৎ অস্থির করিয়া তোলে (ব্রাইওনিয়ার বিপরীত)।

নিদ্রাহীনতা—শিশুদিগের নিদ্রাহীনতায় ক্যামোমিলার প্রয়োগ দেখা যায় শিশু রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় চমকাইয়া ওঠে। হস্ত এবং মুখমণ্ডলের পেশী-সমূহ ঈষৎ খেঁচিতে থাকে কিন্তু ক্যামোমিলায় এতদ লক্ষণসহ পেট কামড়ানি কিংবা অন্য কোন প্রকার উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকা উচিত নতুবা ক্যামোমিলা কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়। শিশুদিগের নিদ্রাহীনতার প্রধান কারণই হইতেছে পেট কামড়ানি কিংবা স্নায়ুর উত্তেজনা। ক্যামোমিলা নিদ্রাহীনতার এতদ উপসর্গসমূহ দূরীভূত করিয়া সুনিদ্রা আনয়ন করে যে হেতু ক্যামোমিলার নিদ্রার উপর প্রত্যক্ষ (direct) কোন কার্য্য নাই।

দন্তোদ্গম—(dentition) দন্তোদ্গমকালীন শিশুদিগের রোগের—পেট কামড়ানি, সবুজ ভেদ, কর্ণশূল, জ্বরবোধ, তড়কা ইত্যাদির ক্যামোমিলা একটি অতি মহৎ ঔষধ। অনেক সময় এতদহেতু প্রবল জ্বর হইয়া শিশুর মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইবার উপক্রম হয় এবং মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে ক্যামোমিলা প্রয়োগে বিশেষ ফল না পাইলে বেলেডোনাকেই উপযুক্ত ঔষধ মনে করিবে। ডাক্তার ফ্যারিংটন বলেন দন্তোদ্গমকালীন রোগ প্রবল হইলে ক্যামোমিলায় কোন

উপকার না দর্শিলে বেলেডোনাকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য (when during dentition Chamomilla fails. Belledonna is the remedy, because it is suited more advanced state—Farington)। বেলেডোনা এবং ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির কাজে কাজেই ইহাদিগের পার্থক্য নিরূপণে অধিক কষ্ট হওয়া উচিত নয়। ইহা ব্যতীত বেলোডোনার রক্তাধিক্যতা লক্ষণ যে প্রকার পরিজ্ঞাপক ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণ সেই প্রকার পরিজ্ঞাপক।

সর্দ্দি এবং কাশি—শিশুদিগের সর্দ্দিজনিত নাক সাঁটিয়া যায় (stopped up) অথচ নাসিকা হইতে উষ্ণ জলবৎ তরল শ্লেষ্মাস্রাব নির্গত হইতে থাকে তদসহ হাঁচি শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশি উপস্থিত হয়, শিশু নিদ্রা যাইতে পারে না অথবা নিদ্রিতাবস্থায় শিশু কাশিতে থাকে অথচ নিদ্রাভঙ্গ হয় না। ক্যামোমিলার কাশি সচরাচর রাত্রি ৯টা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ইহা ব্যতীত কখন কখন শিশুর এত অধিক সর্দ্দি হয় যে, গলা ঘড় ঘড় করিতে থাকে মনে হয় বায়ুনলী (Bronchi) যেন শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ক্যামোমিলা বিশেষতঃ শীতল বায়ু বহিতেছে এমন দিনে কোন প্রকারে ঠাণ্ডা লাগিয়া কাশি হইলে তাহাতে উত্তম কার্য্য করে।

নাক্সভমিকা—ইহাতেও নাক সাঁটিয়া যায় কিন্তু নাসিকা হইতে কোন প্রকার শ্লেষ্মা স্রাব থাকে না অথচ মস্তক ভার হইয়া থাকে।

স্যাম্বুকাস—নাক সাঁটিয়া যায় শিশু নিদ্রা হইতে হঠাৎ চমকাইয়া উঠে যেন শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

ষ্টিক্টা—কাশি শুষ্ক ঘং ঘং শব্দযুক্ত। ইহাতেও নাক সাঁটিয়া যায় এবং নাসিকারন্ধ্র শুষ্ক বোধ করে। নাসিকার শ্লেষ্মা এত শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায় যে, শ্লেষ্মা বাহিরে ফেলিবার আর অবসর হয় না।

এমনকার্ব্ব—রাত্রিতে প্রায়ই নাক সাঁটিয়া যায়। মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। শিশুদিগের নাক সাঁটিয়া (snuffles of infant) যাওয়ায় এমনকার্ব্ব, স্যাম্বুকাস, ষ্টিক্টা, হেপার ইত্যাদিই হইতেছে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ন্যাবা—(Jaundice) স্নায়বিক উত্তেজনা যেমন ক্রোধ, বিরক্তি ইত্যাদি

হেতু পিত্তজ্বরে কিংবা ন্যাবা রোগে ক্যামোমিলা উত্তম কার্য্য করে। ইহা বিশেষতঃ সদ্যপ্রসূত শিশুদিগের ন্যাবা রোগের (Jaundice neonatorum) একটি অতি মহৎ ঔষধ।

পাকাশয় শূল—পাকাশয় শূল বেদনায় ইহার ব্যবহার প্রত্যহই দেখা যায় বিশেষতঃ শিশুদিগেতে। আহারান্তে পাকস্থলীতে ভুক্ত দ্রব্য চাপ ধরিয়া থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কুক্ষিপ্রদেশ (Hypochondriac region) বায়ুতে পূর্ণ হইয়া উঠে, তদসহিত মুখে তিক্ত স্বাদ, ঈষৎ পীত লেপাবৃত জিহ্বা, পেট বেদনা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। শিশুদিগের পেট কামড়ানিতে ক্যামমিলা অধিক প্রয়োগ হয় ক্রোধ বশতঃ হইলে, এবং উগ্র স্বভাব, সবুজ ভেদ ইত্যাদি থাকিলে ক্যামোমিলাকে অব্যর্থ ঔষধ জানিবে।

আবদ্ধ বায়ু জনিত শূল যন্ত্রণায় অর্থাৎ flatulent colic হইলে ক্যামো- তাহাতে উত্তম কার্য্য করে। এইরূপ অবস্থায় বায়ু যেন নিম্নোদরের স্থানে সমাবেশ হয় ও পেট ফাঁপিয়া ওঠে (flatus seems to collect in several spots in the abdomen as if incarcerated)। শিশু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, কখনও উপুড় হয় কখনও শরীর সোজা করিয়া টান করে, বিরক্ত হয়, চেঁচাইতে থাকে, জিনিষ পত্র দিলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। এক গাল লাল অপর গাল ফ্যাকাসে হয় এবং প্রায় সন্ধ্যার সময় এই প্রকার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

উদরাময়—মল সবুজ বর্ণ শাক ছেঁচানির ন্যায় আঠা আঠা, শ্লেষ্মা মিশ্রিত অথবা জলবৎ তরল। কখন সবুজ এবং হলদে বর্ণে মিশ্রিত, উষ্ণ এবং পচা ডিমের ন্যায় বদগন্ধযুক্ত, পুনঃ পুনঃ হয় অথচ পরিমাণে স্বল্প। অনেক সময় মলদ্বার হাজিয়া যায় এবং সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি হয়। সচরাচর দন্তোদগম কালীন ক্রোধ জনিত কিম্বা ঠাণ্ডা লাগিয়া এবম্প্রকার উদরাময় প্রকাশ পায়। ক্যামোমিলার উদরাময় সর্ব্বদা যন্ত্রণাযুক্ত এবং শিশুদিগের উদরাময়েই ইহা অধিক ব্যবহার হয় যুবা কিংবা বৃদ্ধদিগের উদরাময়ে ব্যবহার নাই বলিলেই হয়। রং, হড় হড়ে ভাব এবং দুর্গন্ধতা এই তিনটি লক্ষণই হইতেছে ক্যামোমিলায় উদরাময়ের বিশেষত্ব।

মানসিক লক্ষণের বিষয় পূর্ব্বে অনেক বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিয়া রাখিতেছি—কারণ ক্যামোমিলা নির্ব্বাচন কালীন ইহার প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিবে।

দন্তোদ্গমকালীন উদরাময় শুনিলেই অনেকে আর অধিক কথা না শুনিয়াই ক্যামোমিলা দিয়া থাকেন। যেহেতু ইহা উক্ত অবস্থার একটি মহৌষধ কিন্তু কথায় কথায় ক্যামোমিলা প্রয়োগ করা যুক্তি সঙ্গত নয়। ইহা যে দন্তোদ্গম-কালীন উদরাময়ের সকল অবস্থাতেই কার্য্যকারী এমন নহে। মানসিক লক্ষণ যদিও ইহার একটি প্রধান বিশেষত্ব তথাপি সমুদায় বিশেষতঃ মলের (stool) প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্যামোমিলা প্রয়োগ করা বিধেয়। এই স্থলে আর একটি কথা স্মরণ রাখিবে যে, ক্যামোমিলা পুরাতন উদরাময়ে বিশেষ কার্য্য করে না। এইরূপ স্থলে মার্কিউরিয়াস সল, সালফার ইত্যাদি ঔষধের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। (Chamomilla is not often indicated in case of long continuance and is often unable to complete the cure alone, requiring to be followed by Merc sol or Sulphur Chamomilla suits large number of cases that has been given some forms of Opium—Dr. Bell)।

ক্যামোমিলার পর প্রায়ই সালফার ব্যবহার হয় যেহেতু উভয় ঔষধের মল এবং পেট কামড়ানি প্রায় একই রকমের। মার্কিউরিয়াস সলেরও মল অনেকটা ক্যামোমিলার ন্যায় কিন্তু মার্কিউরিয়াস সলে মলত্যাগান্তে অত্যন্ত কুন্থন থাকে।

যদি উদরাময় প্রাতঃকালের দিকেই অধিক হয় এবং পিচকারীর ন্যায় জোরে নির্গত হয় তাহা হইলে পডফাইলাম এবং সালফারের বিষয় চিন্তা করিবে—এতদ্ব্যতীত যে স্থলে আফিম ঘটিত ঔষধ ব্যবহার হইয়াছে জানিতে পারা যায় সেইরূপ স্থলে ক্যামোমিলা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

প্রসব যন্ত্রণা (Labor pain)—প্রসব যন্ত্রণায় ক্যামোমিলা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রথম যন্ত্রণা কটিদেশে আরম্ভ হইয়া জানুদ্বয়ের ভিতর দিকের পার্শ্ব দিয়া নিম্নে নামিয়া যায়—এবং জানুদ্বয়ে ভীষণ ছিন্নবৎ যন্ত্রণা হয়। সামান্য যন্ত্রণাতেই রোগী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। ক্যামোমিলা রোগীর সহ্য

গুণ অত্যন্ত কম অতি অল্পতেই মাগো বাবাগো করিয়া চীৎকার করিতে থাকে—ও বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিতে থাকে—ইহা ক্যামোমিলা রোগীর স্বভাব। প্রসবান্তিক' ক্লেদস্রাব কৃষ্ণবর্ণ এবং প্রচুর হয়।

ভঁ্যাদাল ব্যথা (after pain) **এবং গর্ভপাত**—ভঁ্যাদাল ব্যথাও অত্যন্ত অধিক এবং অসহ্য রকম হয়। ইহা ব্যতীত ক্যামোমিলা কৃত্রিম প্রসব যন্ত্রণার একটি উত্তম ঔষধও বটে। ক্রোধ বশতঃ গর্ভপাত নিবারণ করিতে ক্যামোমিলার প্রয়োগ সময় সময় দেখা যায়। যন্ত্রণা উল্লিখিত প্রসব যন্ত্রণার ন্যায় হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ স্রাব বর্ত্তমান থাকে।

ভাইবুরনাম—আশঙ্কিত গর্ভস্রাব (threatining abortion) নিবারণের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—ইহাতে গর্ভপাত নিবারণ করিতে না পারিলেও যন্ত্রণার আশু উপশম হয়। যন্ত্রণা প্রথমতঃ পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া কোমরের চারিধার দিয়া জরায়ু প্রদেশে শেষ হয় (Pains beginning in the back and going around to loins and to uterus ending in cramps there)—ভাইবুর নামের যন্ত্রণায় ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ।

তরকা Convulsion)—মাতার রাগান্বিত হইবার অব্যবহিত পরই অথবা রাগান্বিত অবস্থায় সন্তানকে স্তন্য পান করাইলে এবং তদহেতু যদি তড়কা হয় কিংবা শিশুর রাগান্বিত হওয়ার দরুণযদি হয় কিংবা শিশুর দন্তোদ্গম কালীন হয় তাহার ক্যামোমিলা একটি উপযুক্ত ঔষধ। কোন কারণ বশতঃ মাতার ভয় পাওয়ার পর স্তন পান হেতু যদি শিশুর তড়কা হয় তাহার ওপিয়ম অধিক উপযুক্ত ঔষধ।

দন্তশূল (Toothache)—দন্তশূলের ক্যামোমিলা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, শিশু এবং স্নায়ু প্রধান স্ত্রীলোকদিগেতে অধিক কার্য্য করে। উষ্ণ দ্রব্য মুখে দিলে কিংবা উষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে, উষ্ণ শয্যায় শয়ন করিলে কিংবা কফিপান করিলে দন্তশূল বৃদ্ধি হয় (If anything warm is taken into the mouth it will bring on aching in the teeth anything that heats bring on toothache, ameliorated by holding cold water in the mouth)ইহা ব্যতীত ঋতুস্রাব এবং অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়ও

দন্তের যন্ত্রণা অধিক হয়। যন্ত্রণা দিনে হয়ত কিছুই থাকে না, সন্ধ্যা হইতেই অথবা রাত্রিতে শয্যায় উত্তাপে শরীর উষ্ণ হইলেই যন্ত্রণা আরম্ভ হইতে থাকে। ঘর্ম্মাক্ত শরীরে শীতল বায়ু অথবা শীতল বায়ুর ঝাপটা লাগিয়া দন্তশূল উৎপন্ন হয় যন্ত্রণা আরম্ভ হইলে আবার শীতল প্রলেপ অথবা শীতল জলে উপশম হয় (This toothache is one that may be brought out taking cold by exposing on'es self to cold air when sweating and yet the toothache itself when present is ameliorated by cold—Kent) ক্যামোমিলায় যাবতীয় যন্ত্রণা সন্ধ্যার অথবা রাত্রিতে বৃদ্ধি হইয়া মধ্য রাত্রির মধ্যেই হ্রাস হইয়া যায়—অর্থাৎ মধ্য রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল অবধি ক্যামোমিলায় যন্ত্রণা থাকে না—ইহা ক্যামোমিলার বিশেষত্ব। ক্যামোমিলার যন্ত্রণা প্রথম রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় (It has aggravation in the forepart of the night)।

ক্যামোমিলার যন্ত্রণা ঠাণ্ডা লাগিয়া উৎপন্ন হয় ইহা যেমন সত্য আবার ঠাণ্ডা প্রলেপ, ঠাণ্ডা জল পানে অথবা ঠাণ্ডা জল ধারণে উপশম হয় ইহাও তেমনি সত্য।

শীতলবায়ু দন্তশূলের কারণ হইতে পারে কিন্তু বৃদ্ধির কারণ নহে ইহা স্মরণ রাখিবে। যন্ত্রণা যদি বাহিরে হয় উত্তাপে উপশম হইতে পারে—কিন্তু দাঁতে হইলে উত্তাপে বৃদ্ধি হইবে—(If it is the outer nerves in the face, the pains will be ameliorated by heat but when it affects the teeth the pains will be ameliorated by cold)।

যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়। শিশু অস্থির হইয়া পড়ে এবং যন্ত্রণা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। এইরূপ অবস্থায় দেখা গিয়াছে যে, শীতল জলে অঙ্গুলি ভিজাইয়া কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে এবং যন্ত্রণা কালীন শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া পায়চারি করিলে উপশম হয়।

It is of service in those toothache that occur in fits, more violently at night, with redness of the cheek, which during the fit seem to be quite unbearable, that do not affect any one tooth in particular, that in their slightest degree consist of formicating, pecking pains, When most severe, cause a tearing pain extending often into the

ear, they most frequently come on soon after eating and drinking, are somewhat relived by the application of a finger that has been dipped in water. But are much aggravated by drinking cold things.—Hahnemann)

ক্যামোমিলার—দন্তশূলের যন্ত্রণার উপশম এবং বৃদ্ধি ঠাণ্ডায় কিংবা উত্তাপে হয় সেই বিষয় লইয়া অধিক আলোচনা আর না করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করি যে হেতু এতদসম্বন্ধে অত্যন্ত মতভেদ দেখা যায় কিন্তু এইমাত্র নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে শীতল বায়ুর ঝাপটাতে (draught of cold things) যন্ত্রণা উৎপন্ন এবং বৃদ্ধি হয় এতদ্ব্যতীত যন্ত্রণাকালীন রোগী অত্যন্ত খিটখিটে হয়। যদিও অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় উত্তাপে যন্ত্রণা বৃদ্ধি কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি উত্তাপে যন্ত্রণা বরং অনেকটা উপশম হয়। ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম মানসিক লক্ষণের প্রতি অধিক নির্ভর করিতে হইবে ইহা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।

অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাওয়া যায় ক্যামোমিলার দন্তশূল যন্ত্রণা অধিক উত্তাপে এবং অধিক ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয় অথচ কুসুম কুসুম উষ্ণ জল মুখে ধারণে উপশম হয়। স্নায়ুগুলি এত অধিক স্পর্শাধিক্য থাকে যে অধিক গরম কিংবা অধিক ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, এইরূপ অবস্থায় ক্যামোমিলা প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। যন্ত্রণা স্নায়ুশূলবৎ হইলেই ক্যামোমিলা অধিক নির্ব্বাচিত হইবে।

কফিয়া—মুখে শীতল জলধারণে যদি কোন ঔষধ দন্তশূলের উপশম থাকে তাহা হইলে সেই বিষয়ে কফিয়াকেই সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিব। যদিও ক্যামোমিলায় এই লক্ষণ কতকটা রহিয়াছে কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিবে কফিয়ার ন্যায় শীতল জলে তত উপশম হয় না (Remember chamomilla tooth ache is often caused by taking warm things into the mouth, but is not relieved by taking cold things like coffea)

মার্কিউরিয়াস সল—দন্তশূলের ইহা একটি অতি বৃহৎ ঔষধ যে স্থলে দন্তের মাড়ি স্ফীত প্রদাহ হয় ও তৎসহিত ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতে ভীষণ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ স্থলেই ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইহার যন্ত্রণা রাত্রিতেই

অধিক হয়। আমরা দন্তশূলে ইহা অত্যন্ত অধিক রকম ব্যবহার করিয়া থাকি এবং আশু উপকার পাই। ইহা সর্ব্বদা দন্তশূলে ৬x চূর্ণ অধিক প্রয়োগ হয়।

ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব—অন্তঃসত্বা অবস্থায় দন্তশূলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণায় রোগী স্থির থাকিতে পারে না—ক্যামোমিলার ন্যায় চলাফেরা করিলে উপশম বোধ করে। রাত্রিতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতে অধিক যন্ত্রণা হয়।

কর্ণশূল—দন্তশূলের যন্ত্রণা যদিও শীতল জলে ঈষৎ উপশম হয় কিন্তু কর্ণের যন্ত্রণা শীতল প্রলেপে কিংবা শীতল জলে কিছুমাত্র উপশম হয় না বরং অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং উত্তাপে উপশম হয়। শিশুদিগের হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া কর্ণের যন্ত্রণা হইলে এবং রাত্রিতে অধিক হইলে ক্যামোমিলাই তাহার উপযুক্ত ঔষধ জানিবে। কর্ণের যন্ত্রণাবশতঃ কোন প্রকার স্ফীতি অথবা রক্তাধিক্যতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না। এইরূপ স্থলে ক্যামোমিলা ২০০ ক্রম অধিক কার্য্য করে।

রজঃশূল—যন্ত্রনা অত্যন্ত ভীষণ হয়, রক্ত কাল চাপ চাপ এবং দুর্গন্ধযুক্ত। রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে চেঁচাইতে থাকে, মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত খিটখিটে হয় এবং বিরক্তিভাব প্রকাশ করে। রক্তস্রাব অল্প অথবা অধিক হউক স্রাবের সহিত প্রচুর রক্তের চাপ বর্ত্তমান থাকে। (blood black, nearly dark, clotted) এতদ্ব্যতীত ইহাও দেখা যায় প্রত্যেকবার ঋতুস্রাবকালীন অত্যন্ত ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং চাপ চাপ রক্ত স্রাবের সহিত ছেঁড়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বর্ত্তমান থাকে এই প্রকার স্রাবের ক্যামোমিলা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্রোধ অথবা মানসিক উত্তেজনাবশতঃ রজঃশূলেও ক্যামোমিলা উত্তম কার্য্য করে।

ক্যামোমিলা নির্ব্বাচনের সুবিধার্থে সংক্ষেপে নিম্নে কতকগুলি লক্ষণ দিলাম

১। মস্তকে উষ্ণ ঘর্ম্ম হইয়া সমুদায় চুল ভিজিয়া যায়।

২। কর্ণে থাকিয়া থাকিয়া ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে।

৩। কর্ণে অতি সহজে ঠাণ্ডা লাগে এবং শীতলবায়ু স্পর্শাধিক্য।

৪। একটি গাল লাল এবং অপরটি ফ্যাকাসে ও শীতল।

৫। আহারের পর মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম হয়।

৬। কোন উষ্ণ দ্রব্য মুখে দিলেই অথবা উষ্ণ গৃহে প্রবেশে এই দন্তশূল আরম্ভ করে।

৭। দন্তোদ্গম সময়ে সবুজবর্ণ এবং ডিম্বের ন্যায় পচাগন্ধযুক্ত উদরাময় প্রকাশ পায়।

৮। যন্ত্রণার প্রবল অবস্থায় শরীর উতপ্ত হয় এবং জলতৃষ্ণা বোধ করে এবং যন্ত্রনায় রোগীর মূর্চ্ছার উপক্রম হয় (হেপার)।

৯। বায়ুজনিত শূল যন্ত্রণা হয়, নিম্নোদর ঢাকের মত ফুলিয়া উঠে, যদিও অল্প অল্প বায়ু নিসঃরণ হয় তাহাতে যন্ত্রণার কিছুই উপশম হয় না।

১০। মল জলবৎ সবুজ এবং ডিম গোলানির ন্যায় ও মলদ্বার হাজিয়া যায়।

১১। মল উষ্ণ এবং পচা ডিম্বের ন্যায় পচাগন্ধযুক্ত।

১২। জরায়ু রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ এবং চাপ চাপ।

১৩। ক্রোধবশতঃ রোগের বৃদ্ধি হয়।

১৪। প্রসব যন্ত্রণা উপরে ঠেলিয়া উঠে অথবা পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া জানুদ্বয়ের ভিতর দিয়া নামিয়া যায়।

১৫। প্রসব যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং জরায়ুর মুখ কঠিন হইয়া থাকে।

১৬। শিশুদিগের ক্রোধবশতঃ তড়কা হয়।

১৭। গলদেশে খুস খুস করিয়া কাশি হয়।

১৮। কাশি শুষ্ক রাত্রিতে এবং বিশেষতঃ নিদ্রিত অবস্থায় (while asleep) বৃদ্ধি হয় অথচ শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হয় না (ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, সোরিনাম)।

১৯। পুরাতন কাশি শীতকালে এবং ঠাণ্ডাতে বৃদ্ধি হয়।

২০। শরীর ঠাণ্ডা এবং শীত শীত করে অথচ মুখমণ্ডল এবং শ্বাস প্রশ্বাস উষ্ণ (আর্সেনিক)।

জ্বর

সময়—বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নাই। প্রায়ই ১টা হইতে ৪টার মধ্যে হয় এবং রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত থাকে। একটি গাল লাল অপরটি ফ্যাকাসে হয়।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। গাত্রাচ্ছাদন উন্মোচন করিলে শীত শীত বোধ করে (হেপার সালফার)। একটি গণ্ডস্থল লাল অপরটি ফ্যাকাসে রক্তশূন্য। শীত শীত বোধ শরীরের পশ্চাতে, উত্তাপ বোধ শরীরের সম্মুখে আবার কখন কখন শীত বোধ শরীরের সম্মুখে এবং উত্তাপ শরীরের পশ্চাতে হয় কিন্তু ইহা জ্বরের বিশেষ লক্ষণ নয়।

দাহ অবস্থা—সামান্য পিপাসা থাকে। উত্তাপ অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং নিদ্রিতাবস্থায় পুনঃপুনঃ চমকাইয়া উঠে। উত্তাপ এবং শীত মিশ্রিত থাকে ও তৎসহ গণ্ডস্থলের এক পার্শ্ব ফ্যাকাসে হয়। দাহ অবস্থায় রোগী অত্যন্ত অস্থির, ব্যস্ত এবং খিটখিটে হয়। সমুদায় বিষয়েই যেন বিরক্ত বোধ।

ঘর্ম্ম অবস্থা—পিপাসা কিছুই থাকে না। উষ্ণ ঘর্ম বিশেষতঃ মস্তকে এবং মুখে প্রকাশ পায়। আচ্ছাদিত স্থানে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয় (চায়না)। ঘর্ম্মে যন্ত্রণার যদিও উপশম হয় বটে কিন্তু ঘর্ম্মকালীন উপশম বোধ করে না।

জিহ্বা—পীত আভাযুক্ত কিংবা পার্শ্ব শ্বেত বর্ণ মধ্যস্থল লাল (এন্টিমটার্টের বিপরীত)। স্বাদ তিক্ত।

ক্যামোমিলায় দেখিতে পাওয়া যায় ক্রোধ কিংবা বিরক্তজনিত জ্বর প্রকাশ না পাইয়া বরং শূলবেদনা, পিত্ত বমন এবং উদরাময় অধিক হয়।

শিশুদিগের জ্বর ক্যামোমিলাকে সিনা এবং আর্সেনিকের সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে। ক্যামোমিলার জ্বরে একটি গণ্ডস্থল লাল অপরটি ফ্যাকাসে" এই লক্ষণটিই হইতেছে বিশেষ পরিচায়ক। হ্যানিমান নিজেই লিখিতেছেন—**The disorder, resembling an acute billous fever, which is often brought on by violent angry, vexation, with heat of the face, insatiable thirst, bilious taste.**

tendency to vomit, anxieties, restlessness etc. has so much homoepathic similarity to the symptoms of chamomilla that symptoms of chamomilla that it can hardly fail to remove the whole sickness speedily and specifically. One drop of the 12th potency, cures as by magic."

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—ক্যামোমিলার ডাইলিউসন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের মতামত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ১২ ক্রমকেই অনেক চিকিৎসক অধিক উপযুক্ত মনে করেন এবং মাহাত্মা হ্যানিমান স্বয়ং নিজেও এই ক্রমই ব্যবহার করিয়াছেন। ডাক্তার হিউজ সাহেব ১২ হইতে ১৮ ক্রমকেই উচ্চ স্থান দেন। একমাত্র দেখা যায় ডাক্তার ক্লোটার মুলার নিম্নক্রম অধিক ব্যবহার করিতেন কিন্তু চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—ক্যামোমিলা রোগী অত্যন্ত স্নায়ুপ্রধান কাজে কাজেই এইরূপ স্থলে নিম্নক্রম ঔষধ ব্যবহার না করাই উচিত। নিম্নক্রমে রোগ অযথা বৃদ্ধি হইতে পারে। উচ্চক্রম ১২ এবং তদউর্দ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। কোন কোন স্থলে যেমন দন্তশূল, কর্ণশূল, প্রসব যন্ত্রণা ইত্যাদিতে ২০০ ক্রমকে অনেকে অধিক ফলপ্রদ :বলেন। ডাইলিউসন সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, স্পর্শাধিক্য স্নায়ুপ্রধান (sensative nervous) ব্যক্তিতে নিম্নক্রম অধিক উপযুক্ত নয় উচ্চক্রমই তাহাদিগের অধিক উপযুক্ত ঔষধ।

অনুপূরক—বেলেডনা (শিশুদিগের রোগে)

রোগের বৃদ্ধি—উত্তাপে, ক্রোধে, সন্ধ্যার পরে, খোলা মুক্ত প্রবল বায়ুতে।

রোগের উপশম—ক্রোড়ে লইয়া বেড়াইলে (from being carried)।

রোগীর বিবরণ

১। শ্রীযুত ডিঃ, বয়স প্রায় ৪০ হইবে, হাওড়ায় থাকেন মটরগাড়ী করিয়া প্রত্যহ কলিকাতায় আসা যাওয়া করেন। একদিন সন্ধ্যার সময়, অত্যন্ত ভীষণ দন্তশূল হইতেছে বলিয়া আমার ডাক্তারখানায় ঔষধের নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক যন্ত্রণায় এত অধিক অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন যে এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না। প্রায় ১০।১৫ মিনিট আমার নিকট বসিয়া থাকাকালীন যন্ত্রণায় শিশুদিগের ন্যায় ছটফট করিতেছিলেন। এমন কি রোগের বিষয় পর্য্যন্ত ভালরূপে শুনিতে অবসর দিতেছিলেন না। বলিতেছিলেন "যন্ত্রণার যদি শীঘ্র উপশম না হয় আমার ফিট হইবে এবং মারা যাইব।" জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে গতকল্য আফিস হইতে বাটী প্রত্যাগমন-কালীন হাওড়া পুলের উপর ঠাণ্ডা লাগে এবং তাহা হইতেই যন্ত্রণা সূচনা হয় কিন্তু অদ্য হইতে যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছে এবং শীতল বায়ুতে অধিক হইতেছে। আমি তাহাকে প্লান্টাগোমেজর মূলঅরিষ্ট তুলাতে ভিজাইয়া দন্তে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিতে বলিলাম কিন্তু ঔষধটি সেই সময় আমার নিকট না থাকায় লিখিয়া দিয়া বলিয়া দিলাম কোন ঔষধালয় হইতে ক্রয় করিয়া ব্যবস্থানুযায়ী লাগাইবেন এবং একমাত্রা ক্যামোমিলা ২০০ ক্রম নিজহস্তে সেবন করাইয়া দিলাম। ঔষধে উপকার হইল কিনা তাহা আর জানিতে পারিলাম না এবং কয়েক দিন আর কোন সংবাদও পাইলাম না। কিছুদিন পর একদিন আমি ভবানীপুর যাইবার জন্য মটরের অপেক্ষা করিতেছি এমত সময় উক্ত ভদ্রলোক মটরে যাইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া মটর থামাইয়া বলিলেন যে সেইদিন দন্তশূলের জন্য আপনি যে ঔষধটি নিজহস্তে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন তাহা মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল। পথে যাইতে যাইতেই যন্ত্রণা উপশম হইয়া যায় এবং তদবধি আর যন্ত্রণা হয় নাই এবং লিখিত ঔষধ (প্ল্যান্টাগো) আর লাগাইবার প্রয়োজনও হয় নাই।

২। একটি ছয়মাসের শিশু কয়েকদিন যাবৎ উদরাময়ে ভুগিতেছে। উদরাময় হওয়ার পর হইতেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করিতেছে কিন্তু

উপকার না হওয়ায় আমার নিকট ৫ দিনের দিন লইয়া আসিয়াছে। মল সবুজ আভাযুক্ত পীতবর্ণ অত্যন্ত তরল এবং দুর্গন্ধ প্রত্যহ ১৫।১৬ বার করিয়া মলত্যাগ হইতেছে। কখন বেশী, কখন কম, শিশুটি কিঞ্চিৎ কৃশ এবং ঠাণ্ডা প্রকৃতির। পডফাইলাম, ক্যালকেরিয়া ফস, আর্সেনিক ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার করিলাম কিন্তু কিছুতেই উপকার না হওয়ায় নিজেকে লজ্জিত বোধ করিতে লাগিলাম। অবশেষে একদিন সালফারও দিলাম কিন্তু তাহাতেও কিছুই উপকার দেখা দিল না। বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলাম ক্যামোমিলার কথা ২।১ বার মনে হইল বটে কিন্তু বিশেষ কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া দিলাম না। একদিন রোগী দেখিতেছি এমত সময় একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিলেন "পার্শ্বের বাড়ীর মেয়েদের সহিত খোকায় মায়ের (রোগীর মাতা) অত্যন্ত ঝগড়া হয়। সেই হইতে খোকাটি ভুগিতেছে। তাহারা নিশ্চয়ই নজর কিংবা শাপ (অভিসম্পাত) দিয়াছে। ঔষধে কিছু হইবে না ওঝা আনিয়া চিকিৎসা করাও। নতুবা খোকা কিছুতেই বাঁচিবে না। আমি ইহা শুনিয়া রোগের কারণ অনেকটা জানিতে পারিলাম এবং কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম যে ঝগড়ার সময় শিশুটি কি মাতার ক্রোড়ে ছিল ? তাহারা উত্তর করিল নিশ্চয়ই।" স্ত্রীলোকটি আরো বলিলেন "ডাক্তারবাবু আপনি ইহাকে কিছুই করিতে পারিবেন না।—আর এক ডাক্তার বাবুও কিছুই করিতে পারেন নাই। আমাদের মনে হয় ওঝা দিয়া ঝাড়ানই ভাল।" এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম অদ্য যে ঔষধ দিব তাহাতে যদি উপকার না হয় তাহা হইলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই পরিত্যাগ করিব—এই বলিয়া আমি শিশুটিকে ক্যামোমিলা ১২ক্রম প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া আসিলাম এবং বলিয়া দিলাম অদ্য সন্ধ্যার সময়েই ফলাফল জানিতে পারিবেন। বাস্তবিকই সেইদিনেই মলের পরিমাণ এবং সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া গেল। এইরূপে ২।৩ দিনে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিল।

রাগান্বিত অবস্থায় মাতার স্তনপান করিয়া শিশুর উদরাময়ের ক্যামোমিলা অতি উপযুক্ত ঔষধ।

৩। শ্রীকিষণদাসের লেনে একটী রোগী দেখিতে যাই। রোগী একটী শিশু বয়স ৩ বৎসর; হৃষ্টপুষ্ট। জ্বর হইয়াছে, জ্বর প্রায় ১০৩ ডিগ্রি, সকল সময় কাঁদিতেছে। শিশুটীর কাকা ক্রোড়ে লইয়া সকল সময় পায়চারি করিতেছেন কিন্তু তাহাতেও শান্তি নাই। ক্রমাগত ঘ্যান ঘ্যান করিতেছে। শিশুর মাতা

বলিলেন আজ তিনদিন যাবৎ এই একইভাবে রহিয়াছে, জ্বর কিছুতেই যাইতেছে না। অল্প অল্প সর্দ্দি কাশিও রহিয়াছে। রোগীর মাতা একোনাইট এবং বেলেডনা দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোনই উপকার হয় নাই। আমি সকল সময় জ্বর লাগিয়া রহিয়াছে দেখিয়া, জেলসিমিয়াম ১x দিয়া চলিয়া আসিলাম। দুইদিন পর সংবাদ পাইলাম, জ্বর বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিছুমাত্র উপশম হয় নাই। পুনরায় যাইতে বলিয়া গেল। তখন বেলা প্রায় ১১টা হইবে, দেখিলাম রোগীর কাকা শিশুটীকে লইয়া বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তিনি বলিলেন, ক্রোড়ে লইয়া পায়চারি করিলে কিঞ্চিৎ শান্তিতে থাকে। তিনি আরও বলিলেন, আজ কয়েক দিন যাবৎ ভুগিয়া ভুগিয়া অত্যন্ত খিটখিটে হইয়া পড়িয়াছে—শিশুটীকে তাহার কাকা বুকে ফেলিয়া লইয়া বেড়াইবারকালীন দেখিলাম, একটী গাল লাল অপরটী ফ্যাকাসে। এইরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় রোগীর মাতা বলিলেন, কাঁধে লইয়া কাঁধের চাপে এইরূপ হইয়াছে কিন্তু তাহার কাকা বলিলেন, আমি আজ কয়েক দিন যাবৎ এইরূপ দেখিতেছি। আমার এবম্প্রকার লক্ষণে ক্যামোমিলার কথা মনে পড়িল এবং ক্যামোমিলা ৬ প্রয়োগ করিলাম ও তাহার জ্বর সেই দিবস হইতে হ্রাস হইয়া আসিল এবং রোগী তাহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

"এক গাল লাল অপর গাল ফ্যাকাসে"—ইহা একমাত্র ক্যামোমিলাতেই অত্যন্ত অধিকরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে, কাজে কাজেই এই লক্ষণটীর উপর ঔষধ নির্ব্বাচন করা উচিত। আমি একমাত্র তাহাতেই সমুদায় ঔষধের নির্ব্বাচন নির্ভর করিয়া ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিলাম।

৪। ডাক্তার ন্যাশের গ্রন্থ হইতে নিম্নে একটী রোগীর বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

তিনি লিখিতেছেন "আমার চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিবার প্রথম জীবনে একটি বাতরোগগ্রস্ত রোগী পাই। রোগীটীর বামস্কন্ধে বাত হইয়াছে। আমি তাহাকে পর পর একোনাইট, ব্রাইওনিয়া এবং রাসটক্স প্রয়োগ করিলাম কিন্তু কিছুতেই উপকার না হওয়ায়, জনৈক বিজ্ঞ চিকিৎসক পরামর্শের জন্য ডাকাইয়া আনা হয়। তিনি আমাকে ক্যামোমিল প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দিলেন এবং সেই ক্যামোমিলাতেই তাহার রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ক্যামোমিলা

দেওয়ার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া সেই চিকিৎসক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—যন্ত্রণার সহিত অবশ ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ইহা ক্যামোমিলার একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। আমি এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়াই ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিয়াছি।

ক্যামোমিলায় যন্ত্রণার সহিত অবশ ভাব কি প্রকার মূল্যবান লক্ষণ তাহা উল্লিখিত বিবরণ হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন। ডাক্তার হ্যানিমান এই সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিতেছেন—**The paralytic sensation produced by Chamomilla in any part is always accompanied by drawing or tearing pain and drawing and tearing pain rarely occurs without the paralytic numb sensation in the part—Hahnemann.**

কলোসিন্থ (Colocynth)

ইহার সম্পূর্ণ নাম কলোসিন্থ কিউ কিউ লিস্। ইহা অনেকটা লাউ কুমড়া জাতীয় উদ্ভিদ পদার্থ কিন্তু আকারে কমলা লেবু সদৃশ অথচ গাত্র চকচকে মসৃণ সবুজ মার্বেল পাথরের ন্যায়। ইহা সাধারণতঃ তুর্ক, স্পেন এবং সিরিয়া প্রদেশে অধিক জন্মায়। ইহার স্বাদ ভীষণ তিক্ত ইহাকে চলিত কথায় তিক্ত শশার গাছ বলা হইয়া থাকে, ফলের বীচি এবং খোসা ব্যতীত অন্য সমুদায় ঔষধার্থে ব্যবহার হয়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—পাকস্থলীতে ভীষণ যন্ত্রণা উৎপাদন করতঃ জলবৎ তরল তৎপর রক্ত এবং শ্লেষ্মা ভেদ উৎপন্ন করে। ইহা পাকস্থলী এবং অন্ত্র ইত্যাদি স্থান ব্যতীত স্নায়ু মণ্ডলীও আক্রমণ করে। কাজে কাজেই ইহা নানা প্রকার স্নায়ু শূল যন্ত্রণার একটি অব্যর্থ ঔষধ।

মানসিক লক্ষণ—কলোসিন্থ রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে স্বভাবের। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিরক্ত হয় এবং জিনিষ পত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। নিম্নোদরে ভীষণ শূল যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণায় রোগী ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। জোরে পেট চাপিয়া ধরিলে কিংবা উপুড় হইলে যন্ত্রণার উপশম হয়। (উত্তাপে উপশম হয়—ম্যাগনেসিয়া ফস্)

২। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট অত্যন্ত খোঁচাইতে থাকে, মল ত্যাগান্তে উপশম বোধ করে কিন্তু রোগীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে।

৩। বিদ্যুতের আঘাতের ন্যায় ভীষণ কটি স্নায়ুশূল (sciatica), তীরের ন্যায় বেগে ধাবিত হয়। নিম্ন অঙ্গে, বাম হাঁটুতে, বাম জানুতে এবং জানুর পশ্চাদ্ভাগের খাঁচে বিস্তারিত হয় (দক্ষিণ পার্শ্বে ন্যাফালিয়াম) (shooting pain like lightring shock, down the whole limb, left hip, left thigh, left knee into popliteal fossa)।

৪। কটি স্নায়ুশূল যন্ত্রণা জানুপ্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া জানু দেশের ভিতর দিক দিয়া হাঁটুর পশ্চাদ্ভাগের খাঁচে বিস্তারিত হয়। (ফাইটোলেক্কায় জানু দেশের বাহির দিক দিয়া গিয়া নিম্নাভিমুখে বিস্তারিত হয়)।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে, কোপন স্বভাবের, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই বিরক্ত হয়, উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না।

২। ক্রোধ, মনক্ষোভ কিংবা বিরক্ত হেতু—শূল বেদনা, ভেদ, বমন, রজঃ কৃচ্ছ ইত্যাদি উৎপন্ন (কুসংবাদহেতু—জেলসিমিয়াম। ভয় হেতু—ওপিয়ম)।

৩। মস্তক বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে হঠাৎ ফেরাইতে গেলেই পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়।

শূল যন্ত্রণা—সমুদায় হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞান অনুসন্ধান করিলে কলোসিন্থের ন্যায় দ্বিতীয় মহৎ আর একটী শূল বেদনার ঔষধ পাওয়া যায় কিনা সন্দেহের বিষয়। কলোসিন্থের শূল বেদনা অতীব ভীষণ খিল ধরার ন্যায় (cramping) রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়ে যেন প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার

উপক্রম হয় কিন্তু এই ভীষণ যন্ত্রণা উদর চাপিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে অথবা কোন কঠিন দ্রব্য দ্বারা পেট চাপিয়া ধরিলে উপশম হয় (and is only bearable by bending double or pressing something hard against the abdomen) এতদ কারণ বশতঃ এবম্প্রকার যন্ত্রণাকালীন দেখা যায় রোগী হয়ত চেয়ারে কিংবা টেবিলে অথবা শয্যায় উপুড় হইয়া পেট চাপিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কলোসিন্থের যন্ত্রণা অনেকটা স্নায়ু শূলের ন্যায় এবং যন্ত্রণার সহিত অনেক সময় ভেদ বমিও বর্ত্তমান থাকে। পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হেতুই যে সকল সময় এইরূপ শূল বেদনার উদ্রেক হয় তাহা মনে হয় না বরং যন্ত্রণার প্রবলতায় পাকাশয়ের উক্ত প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে। কলোসিন্থের স্নায়বীয় বিধানের উপর যথেষ্ট কার্য্য পরিলক্ষিত হয় তদহেতুই ইহা নানা প্রকার স্নায়ু শূলের একটী মহৎ ঔষধ বলিয়া পরিচিত এবং এই কারণেই অনেক সময় ইহার পাকাশয় শূল বেদনাকে nervous colic বলা হয়। কলোসিন্থের শূল যন্ত্রণার সহিত ম্যাগনেসিয়া ফসের অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে বিশেষতঃ শিশুদিগেতে এবং ইহাদের উভয়েরই যন্ত্রণা প্রায় একই প্রকারের cramping অর্থাৎ খামচান খিল ধরামত কিন্তু ম্যাগনেসিয়া ফসের যন্ত্রণা আর্সেনিকের ন্যায় উত্তাপে অর্থাৎ গরম সেকে আর কলোসিন্থের যন্ত্রণা চাপে অর্থাৎ উপুড় হইলে উপশম হয় (আর্সেনিকের যন্ত্রণা জ্বলনযুক্ত)।

ক্রোধ বশতঃ শূল যন্ত্রণা—ক্রোধ বশতঃ শূল বেদনায় কলোসিন্থ ক্যামোমিলার একটী সমকক্ষ ঔষধ। এই উভয় ঔষধে এবং ষ্টাফিসাইগ্রিয়ায়ও ক্রোধ বশতঃ শূল অথবা স্নায়বীক যন্ত্রণা অথবা পৈত্তিক উদরাময় উৎপন্ন হইতে দেখা যায় এবং এতদ ঔষধ সমূহ শিশুদিগের ক্রোধ বশতঃ পাকাশয় শূল বেদনার উপযুক্ত ঔষধ হইলেও ক্যামোমিলাকেই সকল চিকিৎসকগণ অতি উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন।

ক্যামোমিলা—শিশুর উদর বায়ুতে ফুলিয়া উঠে এবং যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে আর কলোসিন্থের রোগী উপুড় হইয়া পেটে চাপ দিয়া শুইয়া থাকিতে চায়। যদি শূল বেদনা কলোসিন্থ এবং ক্যামোমিলায় উপশম না হয় তাহা হইলে আমরা ম্যাগনেসিয়া ফস ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়া থাকি আবার কেহ কেহ এইরূপ অবস্থায় ষ্টাফিসাইগ্রিয়া প্রয়োগ করিয়া

থাকেন। ষ্টাফিসাইগ্রিয়াও, কলোসিন্থ এবং ক্যামোমিলার ন্যায় শিশুদিগের শূল বেদনার একটি অতি উত্তম ঔষধ বটে কিন্তু ষ্টাফিসাইগ্রিয়ায় শিশুদিগের দন্ত সমূহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও অক্ষিপুটে প্রায়ই চিড়ণ (cracks) অথবা ক্ষত লাগিয়া থাকে।

শূল যন্ত্রণার ঔষধ সমূহ

ভেরেট্রাম এলবাম—ইহাতেও নিম্নোদরে শূল যন্ত্রণা হয় এবং কলোসিন্থের ন্যায় রোগী উপুড় হইলে ও পায়চারি করিলে উপশম বোধ করে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব কপালে শীতল ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে।

ডাইস্কোরিয়া—বায়ু জনিত শূল বেদনায় (wind colic) ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ইহার পরিজ্ঞাপক লক্ষণ সমূহ অত্যন্ত পরিষ্কার। কলোসিন্থে উপুড় হইলে যন্ত্রণা যেমন উপশম হয় ডাইস্কোরিয়ায় উপুড় হইলে যন্ত্রণা তেমনি বৃদ্ধি হয় কিন্তু সোজা করিয়া শরীর টান করিলে কিংবা পশ্চাৎদিকে বাঁকাইলে উপশম হয় অর্থাৎ ইহারা উপশম এবং বৃদ্ধিতে (amelioration and aggravation) পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা ব্যতীত ডাইস্কোরিয়ার যন্ত্রণা নাভিকুণ্ডলে আরম্ভ হইয়া নিম্নোদরের চারিধারে এবং এমন কি হস্ত পদের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

ষ্ট্যানাম—ইহাও শূল বেদনার একটি উত্তম ঔষধ। শিশুকে স্কন্ধ প্রদেশে পেট চাপা দিয়া লইয়া বেড়াইলে যন্ত্রণা উপশম বোধ করে। ষ্ট্যানামের যন্ত্রণার একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি এবং ধীরে ধীরে হ্রাস হয়।

ককুলাস—বায়ু জনিত শূল বেদনা। পেট বায়ুতে ফাঁপিয়া উঠে এবং ভীষণ যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রিতে অধিক হয়। বায়ু উদরের এপাশ ওপাশ করিয়া বেড়ায় এবং বায়ু নিঃসরণ হইলেও যন্ত্রণার বিশেষ উপকার হয় না, পুনরায় নূতন বায়ুর সমাবেশ হয়।

ম্যাগনেসিয়াকার্ব্ব—মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট কামড়াইয়া উঠে এবং শিশু পা গুটাইয়া ফেলে অথবা উপুড় হইয়া পেট চাপিয়া রাখে। এতদ কারণ বশতঃ কলোসিন্থ এবং ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের পার্থক্য নিরুপণ করা অনেক সময়

অত্যন্ত কঠিন হইলেও কিন্তু মল দেখিলেই সেই ভ্রম ঘুচিয়া যায়। কলোসিন্থের মল হলদে জাফরন সদৃশ অথবা পিত্তযুক্ত অথবা রক্ত মিশ্রিত আর ম্যাগনেসিয়ার মল সর্ব্বদা সবুজ সিদ্ধি গোলার ন্যায় এবং অম্ল গন্ধযুক্ত।

রিয়ম—ইহাকে ম্যাগনেসিয়ার নিকট সদৃশ ঔষধ বলা যাইতে পারে। ইহাদের উভয়েতেই মলত্যাগের পূর্ব্বে যন্ত্রণা এবং মলে অম্ল গন্ধ রহিয়াছে কিন্তু ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের সবুজবর্ণ মল অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক আর রিয়মের অম্ল গন্ধ অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক। রিয়মে মলে অম্লগন্ধ থাকেই ইহা ব্যতীত শিশুর সমুদায় গাত্র অম্লগন্ধ হয় এবং মল ঘোর কটাবর্ণ।

বেলেডনা—শিশু হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে আবার হঠাৎ নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ ইহার যন্ত্রণা হঠাৎ আইসে হঠাৎ যায় এবং যন্ত্রণাকালীন মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য হইয়া উঠে।

বোরাক্স—নিম্নাভিমুখীন গতিতে এমন কি নিদ্রিত থাকিলেও শিশু চীৎকার করিয়া উঠে। বোরাক্সের সমুদায় উপসর্গ নিম্নাভিমুখীন গতিতে বৃদ্ধি হয়।

ক্যামোমিলা—শিশুদিগের পেট কামড়ানির ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশু খিট্‌খিটে রাগী। যতক্ষণ ক্রোড়ে লইয়া পায়চারি করা যায় ততক্ষণই ভাল থাকে আর কোন অবস্থাতে ভাল থাকে না। মল দুর্গন্ধ, সবুজ, শ্লেষ্মা মিশ্রিত।

ইপিকাক—সর্ব্বদা বমনেচ্ছা, মল সবুজ ঘাসের ন্যায় এবং ফেনা ফেনা অথচ জিহ্বা পরিষ্কার। নাভির চারিপার্শ্বে যন্ত্রণা হয়।

জ্যালাপা—শিশু সারাদিন ভাল থাকে কিন্তু রাত্রিতে অস্থির হয় এবং কান্নাকাটি করে।

চায়না—প্রত্যহ একই সময় শূল যন্ত্রণা ফিরিয়া ফিরিয়া আইসে।

লাইকোপোডিয়াম—মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, মূত্রত্যাগান্তে উপশম হয়, মূত্রে লাল বালু কণার ন্যায় তলানি পড়ে। এতদ্ব্যতীত কুপিত বায়ু হেতুও শূল যন্ত্রণা হয়, উদর বায়ুতে ঢাকের মত ফুলিয়া উঠে।

কটি স্নায়ুশূল (Sciatica)—কলোসিন্থ নিম্নোদরের শূল বেদনার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ত বটেই এবং তদ্ব্যতীত facial and sciatic neuralgia অর্থাৎ মুখমণ্ডল এবং কটি স্নায়ুশূলেরও বৃহৎ ঔষধ। এতদস্থানের যন্ত্রণাও নিম্নোদরে খিলধরা যন্ত্রণার ন্যায় অত্যন্ত ভীষণ হয় এইরূপ স্থলে ম্যাগনেসিয়া ফসও অনেক সময় কলোসিন্থের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাচিত হইতে দেখা যায়। যদিও উত্তাপে উপশম উভয় ঔষধেই (Colocynth and Mag phos) অল্পবিস্তর রহিয়াছে কিন্তু ম্যাগনেসিয়া ফসেই ইহা অত্যন্ত অধিক এবং ম্যাগনেসিয়া ফসের ইহা বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। কলোসিন্থের কটি শূল যন্ত্রণা sciatica সচরাচর বাম উরুদেশ হইতে আরম্ভ হয় এবং উরুপ্রদেশের পশ্চাৎ দিক গিয়া জানুর পশ্চাদ্ভাগের খাঁচে (popliteal fossa) শেষ হয়। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, তীরের মত ছুটিয়া যায়, সমুদায় বামদিকের নিম্নাঙ্গ ব্যাপিয়া হয়, বাম উরু, বাম জানু এবং বাম হাঁটু এমন কি পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে এবং নড়াচড়ায় অধিক বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত স্থান অবশ হইয়া আইসে এবং ক্রমশঃ আংশিক পক্ষাঘাতে পরিণত হয়। রোগ পুরাতন হইতে থাকিলে সেই বিশেষ আক্রান্ত অঙ্গ পোষণ ক্রিয়ার অভাবহেতু শুষ্ক অবস্থাপ্রাপ্ত হইতে থাকে। কলোসিন্থে যন্ত্রণা উরুর পশ্চাৎ অর্থাৎ ভিতর দিক দিয়া নিম্নে বিস্তারিত হয় আর ফাইটোলেক্কায় যন্ত্রণা উরুর বাহির দিক দিয়া নিম্নে বিস্তারিত হয়। এই দুইটি ঔষধের এই বিষয়ে ইহাই প্রভেদ।

(The pain of Colocynth runs the posterior side of the thigh and Phytolacca runs the outer side of the thigh.)

ডাক্তার ন্যাস কলোসিন্থ, ফাইটোলেক্কা, ন্যাফা-লিয়াম এই তিনটি ঔষধকে এই প্রকার ভীষণ যন্ত্রণায় অমোঘ ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিকই কলোসিন্থের সহিত ন্যাফালিয়মের খুব সাদৃশ্য আছে ইহাতেও কটি (Scitatica) স্নায়ু ব্যাপিয়া ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণার সহিত অবশভাব বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ন্যাফালিয়াম সচরাচর দক্ষিণদিকের (Sciatica nerve) যন্ত্রণায় উত্তম কার্য্য করে, শয়ন অবস্থায় ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয় উপবেশন অবস্থায় উপশম হয়। পেশীর খিলধরা যন্ত্রণায় (cramps of muscles) কলোসিন্থ, নাক্সভমিকা, ভিরেট্রাম এলবাম এবং কোলসটেরাপিন (cholosterra-

pine) এই কয়েকটি ঔষধের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে শেষোক্ত ঔষধটীই হঠাৎ পায়ের পেশীতে খিলধরা যন্ত্রণার বিশেষ ফলপ্রদ। ডাক্তার ফ্যারিংটন ইহাকে খুব উচ্চস্থান দিয়াছেন। তিনি বলেন ইহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ঔষধ আমি জানি না। I know of no remedy better adapted to simple cramps in the muscles than 'the last named in the list"—Farington)

বাত—কোন তরুণ পীড়ার পর সন্ধিস্থল আড়ষ্ট (stiffness of the joint) হইলে কলোসিন্থ ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায় এতদহেতুই বাতে ইহার অধিক ব্যবহার হয় যদি সন্ধিস্থল শক্ত হইয়া ডেলা ডেলা (concretion) হয় তাহা হইলে কষ্টিকাম এবং গুইয়েকামের বিষয় চিন্তা করিবে।

উল্টামুদা—(Paraphimosis) কলোসিন্থের সঙ্কোচন (constriction) গুণ আছে বলিয়াই ইহাকে কেহ কেহ উল্টা মুদা রোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ডিম্বাশয় শূল—(Ovaralgia)—উদরের পাকাশয় শূল বেদনার কলোসিন্থকে এত অধিক উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে যে অন্য কোন স্থানের শূল বেদনা হইলে ইহার কথা একপ্রকার স্মরণ করাই হয় না এই প্রকার একটী ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়া গিয়াছে। একটী স্ত্রীলোকের সন্তান হওয়ায় কয়েক দিবস পর দক্ষিণ ডিম্বাশয় প্রদেশে ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। যন্ত্রণা এত অধিক প্রবল হইত যে সময় সময় রোগী অজ্ঞান হইয়া যাইত, এইরূপ অবস্থায় কলিকাতার বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ আসিয়া অনেক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করেন। কিছুতেই যন্ত্রণা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় না। যন্ত্রণা উত্তাপে এবং চাপে উপশম হইত। এতদলক্ষণে ম্যাগনেসিয়া ফস প্রয়োগ করায় কিছু উপকার যদিও হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা স্থায়ী হইত না। সর্ব্বশেষে একজন সামান্য অনভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক উপরিউক্ত লক্ষণ সমূহের উপর নির্ভর করিয়া কলোসিন্থ ব্যবস্থা করেন এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ হয়। কলোসিন্থের ডিম্বাশয়ের উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে এবং ইহার প্রয়োগে অনেক প্রকার পুরাতন ovarian disease and ovarian Tumors অর্থাৎ ডিম্বাশয় স্নায়ুশূল এবং ডিম্বাশয়

প্রদেশের টিউমার পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়াছে। ইহা ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল যে কলোসিন্থের ডিম্বাশয়ের উপর কোন কার্য্যকরী ক্ষমতা নাই। দক্ষিন ডিম্বাশয়ে (Right ovary) সুচবিদ্ধবৎ খোঁচা মারা এবং খিলধরা যন্ত্রণা হয় (বাম ডিম্বাশয়ে—ল্যাকেসিস, গ্রাফাইটিস) যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম হয় না। শক্ত চাপে এবং উপুড় হইলে উপশম হয়। এপিসও দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল যন্ত্রণার একটি উত্তম ঔষধ বটে, কিন্তু এপিসে চাপে উপশম হয় না। ডাক্তার ফ্যারিংটন এইরূপ একটী ডিম্বাশয় শূলরোগগ্রস্ত রোগী তিন বৎসর যাবৎ ভুগিতেছিল তাহাকে কলোসিন্থ দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

অক্ষপুটের শূল যন্ত্রণা—(Ciliary neuralgia)—যে কোন স্থানের স্নায়ুশূল যন্ত্রণাই হউক কলোসিন্থের বিষয় চিন্তা করিবে। মস্তকে, অক্ষিগোলকে, মুখমণ্ডলে ইত্যাদি নানা স্থানের স্নায়ুশূলেও কলোসিন্থের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অক্ষিগোলকে (Eyeball) অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়—যন্ত্রণা মস্তকোপরি পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। বিশ্রামে এবং মস্তক অবনত করিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, হাঁটা হাঁটিতে এবং চাপে উপশম হয়। মস্তক অবনত করিলে মনে হয় চক্ষু যেন কোটর হইতে বহির্গত হইয়া যাইবে। এইরূপ লক্ষণ আমরা অনেকটা স্পাইজেলিয়াতেও দেখিতে পাই। ইহা ব্যতীত ক্যামোমিলা, সিড্রন, প্রুনাস স্পাইনোসাতেও সাদৃশ্য রহিয়াছে।

স্পাইজেলিয়া—চক্ষু অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয়, যন্ত্রণা ভীষণ কর্ত্তন এবং ছিন্নবৎ। যন্ত্রণা চক্ষু এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হয় ও সূর্য্য অস্তের সঙ্গে সঙ্গে উপশম হয় (কলোসিন্থে উষ্ণগৃহে ভ্রমণে এবং চাপে উপশম হয়।

ক্যামোমিলা—ক্রোধবশতঃ স্নায়ুশূলে উত্তম কার্য্য করে, মস্তকের বামপার্শ্বে হয় কিন্তু মুখমণ্ডল আরক্তিম বর্ণ ধারণ করে ও মুখমণ্ডলে উষ্ণ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। ক্যামোমিলায় যন্ত্রণার সহিত অনেকটা অবশভাব থাকে। ক্যামোমিলা রোগী ভীষণ খিটখিটে এবং স্পর্শাধিক্য হয় সামান্য যন্ত্রণাতেই অস্থির হইয়া পড়ে।

সিড্রন—এই ঔষধের periodicity অর্থাৎ সাময়িকতা অত্যন্ত

বিশেষত্ব যন্ত্রণাও পাল্টাইয়া হয় এবং প্রত্যেহ ঠিক ঘড়ির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হয়। ম্যালেরিয়া জনিত যন্ত্রনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। ইহার চক্ষুর যন্ত্রণা সাধারণতঃ চক্ষুর উর্দ্ধভাগে হয় (Supra orbital)।

মস্তক ঘূর্ণন—কলোসিন্থ মস্তক ঘূর্ণনেরও একটি ঔষধ বটে এবং মস্তক ঘূর্ণনের বিশেষত্ব হইতেছে তাড়াতাড়ি বামদিকে মস্তক ঘুরাইলেই রোগীর পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়।

উদরাময় এবং আমাশয়—কলোসিন্থ উদরাময়ে অধিক প্রয়োগ হয় না বরং আমাশয়েই ইহার প্রচলন অত্যন্ত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মল পীতাভ জাফরাণের ন্যায় অথবা কটাবর্ণ জলবৎ তরল এবং শ্লেষ্মাযুক্ত হয়। তৎপর পৈত্তিক এবং সর্ব্বশেষে রক্ত মিশ্রিত হয়। দন্তোদ্গমকালীন অধিক হয় (ভয় পাইয়া উদরাময় হয়—জেলসিমিয়াম, ওপিয়ম) ইহা ব্যতীত উদরে ঠাণ্ডা লাগিয়াও হয়, যে কোন প্রকার উদরাময়ই হউক ইহার বিশেষ বিশেষত্ব হইতেছে শূল যন্ত্রণা থাকা চাই। কলোসিন্থের উদরাময় এবং যন্ত্রণা উভয়ই সামান্য কিছু আহারেই কিংবা জলপানেই বৃদ্ধি হয় এতদ্ব্যতীত মলত্যাগের পূর্ব্বেও অত্যন্ত পেট কামড়াইতে থাকে কিন্তু মলত্যাগান্তে, বায়ু নিঃসরণে, উদরে চাপে অথবা উপুড় হইলে উপশম হয়। যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে সমুদায় উদরময় ছড়াইয়া পড়ে এবং বমনের উদ্বেগ হয়, মলত্যাগান্তে শূল যন্ত্রণার যদিও উপশম হয় বটে কিন্তু রোগী অত্যন্ত অবসন্ন ফ্যাকাসে এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

শূল যন্ত্রণা এবং চাপে উপশম এই লক্ষণ দুইটির উপর নির্ভর করিয়া কলোসিন্থ সর্ব্বত্রই প্রয়োগ হইয়া থাকে। যে কোন রোগই হউক এই প্রকার যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকিলে এবং চাপে উপশম হইলে কলোসিন্থকেই তাহার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ মনে করিবে।

মার্কিউরিয়াসে মলত্যাগান্তেও যন্ত্রণা এবং কুন্থনের উপশম হয় না। কিন্তু কলোসিন্থে নাক্সভমিকার ন্যায় মলত্যাগের পর উপশম হয়। যদিও

কলোসিন্থে নাক্সভমিকার ন্যায় মলত্যাগের পর উপশম রহিয়াছে কিন্তু নাক্সভমিকার ন্যায় পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা কলোসিন্থে থাকে না।

ডাক্তার ন্যাস সাহেব বলেন—"My experience has been that it does not as a rule, occur in the first stage of the disease but later, when the disease has not been fully controlled by Aconite, Mercurius, Nuxvomica and that class of remedies, but has extended—upwards to the small intestine."

অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে আমাশয়ের প্রথম অবস্থাতেই কলোসিন্থের ব্যবহারের প্রয়োজন অধিক উপস্থিত হয় না। একোনাইট, মার্কিউরিয়াস নাক্সভমিকা অথবা এই শ্রেণীর ঔষধে রোগের বৃদ্ধি আটকাইতে না পারিলে এবং রোগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে থাকিলে কলোসিন্থ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বপ্রথমেই কলোসিন্থের অবস্থা প্রায়ই পাওয়া যায় না কিঞ্চিৎ শেষে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাশা—রক্তমিশ্রিত, শ্লেষ্মাযুক্ত, মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং সময়ে কুন্থন থাকে এবং ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত কিন্তু মলত্যাগান্তে যন্ত্রণার উপশম হয়। মলত্যাগকালীন রোগী পেট চাপিয়া বসিয়া থাকে।

ডাক্তার বেল সাহেব বলেন।—The characteristic pains of colocynth remains always its prominent indication whether they occur before or after stool or during the interval, it will remove them, and with them usually the whole train of symptoms—Dr. Bell. অর্থাৎ শূল যন্ত্রণা এবং চাপে উপশম—উদরাময় কিংবা আমাশয়ের যে কোন অবস্থাতেই হউক কলোসিন্থ নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল—(Prosopalgia) মনের কষ্ট, ক্রোধ, বিরক্তি ইত্যাদি অর্থাৎ মানসিক উত্তেজনাবশতঃ মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল উৎপন্ন হইলে কলোসিন্থ প্রয়োগে বেশ উপকার পাওয়া যায়। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় আক্রান্ত পার্শ্ব যেন খসিয়া যাইতে চাহে। যন্ত্রণা মুখমণ্ডল পেশীর সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় বিশ্রামে এবং উত্তাপে উপশম হয়। যন্ত্রণার তরুণ অবস্থায় কলোসিন্থ অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুশূল চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার বেয়ার সাহেব

নিম্নক্রম এবং পুনঃ পুনঃ ঔষধ ব্যবহার করা অনুমোদন করেন না তিনি বলেন ইহাতে অনর্থক যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। এতদ্‌বিষয়ে তিনি তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে লিখিতেছেন—আর্সেনিক ৬ষ্ঠ ডাইলিউসনেই রোগ বৃদ্ধি করে।

If prosopalgia treated with lower attenuations, we shall often produce Homoeopathic aggravations whose occurr-ence it is impossible to deny. For this reason it is a general rule better to employ the higher attenuations and not to repeat the dose too often. In Arsenic, especially we have seen aggravation occasioned by the sixth triturations. Among individuals who are afflicted with prosopalgia, these aggravations can easily be accounted for by the extreme irritability of the nerves—Dr. Bahaer.

ডাক্তার বেয়ার সাহেব যাহা বলিতেছেন তাহা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। যাহাদিগের স্নায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য যেমন ক্যামোমিলা রোগী তাহাদিগের প্রতি নিম্নক্রমে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইবারই কথা। সেই হেতুই শূল বেদনায় ক্যামোমিলা ২০০ ক্রম একমাত্রা সচরাচর ব্যবহার হয়। তিনি আর এক স্থানে বলিতেছেন—This however, is not always the cause of aggravation, which known to be occasioned by large doses in the case of robust individuals. অর্থাৎ হৃষ্টপুষ্ট শক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগেতে আবার ইহা তত অধিক খাটে না।

বঙ্ক্ষসন্ধিবাত (Ischias-Rheumatic affection of the hip joint)—কলোসিন্থ বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের বঙ্ক্ষ সন্ধি বাতরোগের একটি প্রধান ঔষধ। হাঁটিতে গেলেই রোগী চিড়িক মারা যন্ত্রণা বোধ করে কাজে কাজেই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় এবং ক্রমশঃ আক্রান্ত স্থান ভার ও অবশ হইয়া আইসে এবং অত্যন্ত ভীষণ খিলধরা যন্ত্রণা হয়, মনে হয় আক্রান্ত স্থান যেন যাঁতায় পিশিয়া ফেলিতেছে। রোগী এতদ্ অবস্থায় যন্ত্রণাযুক্ত স্থান চাপিয়া, হাঁটু গুটাইয়া শুইয়া থাকে (ব্রাইওনিয়া)

এতদ্ যন্ত্রণা সম্বন্ধে ডাক্তার বেয়ার সাহেব কি বলিতেছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—The four leading remedies for Ischias,

the effect of which has been verified in many instances are —Colocynth, Rhustox, Lycopodium and Arsenicum. Colocynth is particularly adpated to the recent cases. The pain sets in suddenly in all its fierceness, it is a constant pain becoming intolerable only in paroxysms excited at once by cold and motions at the same time a feeling of numbness is experienced in the whole extremities. Rhustox is very seldom adapted to quite recent cases but comes into play when the pain is attended with heaviness, lameness and even actual paralysis of the affected parts. Lycopodium in more chronic cases, the pain is chiefly burning or fine stinging pain with complete intermission, aggravated by motion, with lameness of the extremity, specially if the bowels have become very much constipated in consequence of the distressing affection.

Arsenic—If the pains are marked by complete intermission, break out with typical regularity, exacerbate every night even to an unbearable degree of intensity, they are burning tearing pain, are increased by vigorous and alleviated by gentle movements excited by cold and momentarily moderated by warmth. The patient is very restless and quite unable to remain long in the same position.

অর্থাৎ কলোসিন্থ তরুণ বস্থসন্ধিপ্রদাহের (Hip-joint disease) একটি উপযুক্ত ঔষধ। যন্ত্রণা সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে এবং সময় সময় হঠাৎ এতঅধিক হয় যে রোগী সহ্য করিতে পারে না। যন্ত্রণা ঠাণ্ডাতে ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয়। আক্রান্ত অংশের সকল স্থান ব্যাপিয়া অবশ বোধ করে। রাসটক্স ইহা কলোসি-অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পুরাতন অবস্থায় ব্যবহার হয় ইহা ব্যতীত রাসটক্সে আক্রান্ত অংশ ভার এবং পঙ্গু বোধ হয় ও ক্রমশঃ প্রকৃত পক্ষাঘাতের অবস্থায় পরিণত হইতে থাকে। লাইকোপডিয়াম রাসটক্স অপেক্ষা আরও পুরাতন অবস্থায়

প্রয়োগ হয়। যন্ত্রণা জ্বালাকর অথবা সূক্ষ্ম হুলবিদ্ধবৎ আবার এক এক সময় যন্ত্রণা কিছুই থাকে না। যন্ত্রণা বিশ্রামে বৃদ্ধি হয় এবং সঞ্চালনে উপশম হয়। এতদ্‌সহ অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে।

আর্সেনিক—যন্ত্রণার সম্পূর্ণ বিরাম হয় এবং পুনরায় ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময় মত ফিরিয়া আইসে অর্থাৎ ইহার যন্ত্রণা পাল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া হয়। যন্ত্রণার প্রবলতা সকল সময় সমান থাকে না। দ্বিপ্রহর ১২টা হইতে ২টায় কিংবা রাত্রি ১২টা হইতে ২টায় অধিক হয়, ইহা ব্যতীত অত্যধিক সঞ্চালনে এবং ঠাণ্ডাতে অধিক হয়, মৃদু সঞ্চালনে এবং উত্তাপে উপশম হয়। যন্ত্রণা জ্বলন সদৃশ এবং ছিন্নবৎ। রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির একস্থানে স্থিরভাবে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না।

প্রয়োগ বিধি

ডাইসিউসন—আমাশা শূলযন্ত্রণা ইত্যাদিতে ৬ষ্ঠ ক্রম। স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ৩০ এবং ২০০ ক্রম অধিক প্রয়োগ হয়।

অনুপূরক—(আমাশায়) মার্কিউরিয়াস সল যখন অত্যন্ত কোঁথানি থাকে।

রোগের বৃদ্ধি—ক্রোধ, বিরক্ত এবং মনক্ষোভে।

রোগের উপশম—জোরে চাপে এবং সম্মুখ দিকে উপুড় হইলে।

রোগীর বিবরণ

১। ছাতার বাঁটের কার্য্য করে, বয়স ২৮ বৎসর হইবে, দীর্ঘাকৃতি একটি লোক আমার ডাক্তারখানার নিকটেই বাস করে, পেটে অত্যন্ত শূল যন্ত্রণা হইতেছে, একটি স্ত্রীলোক (বোধ হয় বাড়ীওয়ালী) আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

দেখিলাম লোকটি একটি খাটভাঙ্গা পায়া পেটে চাপিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আমি লোকটিকে আমার দিকে পাশ ফিরিয়া শুইতে বলিলাম। বাড়ীর আর আর লোকেরা বলিল, "ডাক্তার মহাশয়, লোকটি আজ ৩ দিন হইতে এই একপ্রকার অবস্থাতেই আছে, ভয়ে কোন খাদ্য দ্রব্য আহার করিতে ভরসা পাইতেছে না সময় সময় যন্ত্রণা যখন অত্যন্ত অধিক হয় তখন ঐ কাষ্ঠদ্বারা চাপিয়া ধরে এবং যন্ত্রণার বৃদ্ধিকালীন বমনের উদ্বেগ হয়। জানিতে পারিলাম রোগের আরম্ভের দিন কার্য্য করিতে করিতে একজন লোকের সহিত অত্যন্ত বচসাও হইয়াছিল এবং সেই দিবস কয়েকবার ভেদ বমন হইয়া তৎপর এই শূল বেদনা আরম্ভ হয়। লোকটি বলিল যন্ত্রণা সকল সময় থাকে না। থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ বৃদ্ধি হয় এবং আপনা হইতেই হ্রাস হইয়া যায়। যন্ত্রণা এত ভীষণ হয় যেন প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম হয়। যন্ত্রণা হঠাৎ আইসে হঠাৎ চলিয়া যায় এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া বেলেডনা ২০০ ক্রম এক মাত্রা দিয়া আমি সেই দিবস চলিয়া আসিলাম। তৎপরদিন সংবাদ পাইলাম কিছুই উপকার হয় নাই এক ভাবেই রহিয়াছে। আমি আর সময় নষ্ট না করিয়া কলোসিন্থ ৬ষ্ঠ ডাইলিউসান প্রত্যেক ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক একবার করিয়া এইরূপ ৪ বার সেবন করিতে দিলাম তৎপর যন্ত্রণা উপশম হইলে প্রত্যেক ৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে ব্যবস্থা দিয়া ঔষধ দিয়া চলিয়া আসিলাম। পর দিবস জানিতে পারিলাম আর যন্ত্রণা হয় নাই এবং রোগী সুস্থ বোধ করিতেছে। এইস্থলে প্রথমেই কলোসিন্থ দেওয়াই উচিৎ ছিল। যন্ত্রণা হঠাৎ বৃদ্ধি হওয়া যদিও বেলেডোনার একটি বিশেষ লক্ষণ কিন্তু বেলেডোনার রোগী পেটে চাপ দেওয়া দূরে থাকুক হস্তের স্পর্শ করিতেই দিতে চায় না, কাজে কাজেই বেলেডোনা এইরূপ শূল যন্ত্রণার ঔষধ হইতেই পারে না। কলোসিন্থই ইহার উপযুক্ত ঔষধ কারণ চাপে উপশম এবং ক্রোধবশতঃ রোগ উৎপত্তি ইহা আর কোন ঔষধে এত অধিকরূপ উল্লেখ নাই।

২। এক ব্যক্তি হোমিওপ্যাথিক কিছুই মানিত না বরং উহার পরম শত্রু ছিল। সে বলিয়াছিল, তাহার গাড়ী চড়িয়া চলিবার কালে অথবা পদব্রজে বেড়াইবার কালে ও বামদিকে মস্তক ঘুরাইলে যে শিরোঘূর্ণন হয়, উহা যদি কোন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আরাম করিতে পারেন তবে সে হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসা মানিবে। ঐ রোগের জন্য সে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিস্তর করিয়াছিল কিন্তু কোন ফল পায় নাই। বাম দিকে মস্তক ঘুরাইলে সে যদি কিছু ধরিতে না পাইত তবে সে পড়িয়া যাইত। ডাক্তার এলেন ২০০ ক্রমের কলোসিন্থ সেবন করাইয়া শীঘ্র আরোগ্য করিয়া তাহাকে হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে ঘোর বিশ্বাসী করিয়াছিলেন—ডাঃ এলেন।

৩। এক ৩৮ বৎসরের নারী। ১০ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু সে গর্ভবতী হয় নাই তাহার পেটে বেদনাবশতঃ সে কয়েক বৎসর শয্যাগত হইয়াছিল। পরে ডাক্তার ট্রুসো পরীক্ষা করিয়া বলেন যে তাহার দক্ষিণ ওভারি প্রদাহিত ও বড় হইয়াছে। ইহার পর হইতে রোগিনী ভাল করিয়া বেড়াইতে পারিত না। ক্রমে ঐ অর্ব্বুদ বড় হইয়া জরায়ু ও সরলান্ত্রের ব্যবধানে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেক এলোপ্যাথিক ডাক্তার ইহার পরে তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে এই রোগ বা ওভেরিয়ান অর্ব্বুদ ভাল হইবে না, তবে বেদনা নাশক ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা কিছু সাম্য হইয়া থাকিতে পারে। পরে ডাক্তার ডান্‌হাম্ ২০০ ক্রমের কলোসিন্থ বেদনার সময় ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেবন ব্যবস্থা দিলেন, তাহাতে তাহার বেদনা নরম পড়িতে লাগিল, এইরূপে ক্রমশঃ রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিল।—ডাঃ ডানহাম

দেখিলাম লোকটি একটি খাটভাঙ্গা পায়া পেটে চাপিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আমি লোকটিকে আমার দিকে পাশ ফিরিয়া শুইতে বলিলাম। বাড়ীর আর আর লোকেরা বলিল, "ডাক্তার মহাশয়, লোকটি আজ ৩ দিন হইতে এই একপ্রকার অবস্থাতেই আছে, ভয়ে কোন খাদ্য দ্রব্য আহার করিতে ভরসা পাইতেছে না সময় সময় যন্ত্রণা যখন অত্যন্ত অধিক হয় তখন ঐ কাষ্ঠদ্বারা চাপিয়া ধরে এবং যন্ত্রণার বৃদ্ধিকালীন বমনের উদ্বেগ হয়। জানিতে পারিলাম রোগের আরম্ভের দিন কার্য্য করিতে করিতে একজন লোকের সহিত অত্যন্ত বচসাও হইয়াছিল এবং সেই দিবস কয়েকবার ভেদ বমন হইয়া তৎপর এই শূল বেদনা আরম্ভ হয়। লোকটি বলিল যন্ত্রণা সকল সময় থাকে না। থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ বৃদ্ধি হয় এবং আপনা হইতেই হ্রাস হইয়া যায়। যন্ত্রণা এত ভীষণ হয় যেন প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম হয়। যন্ত্রণা হঠাৎ আইসে হঠাৎ চলিয়া যায় এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া বেলেডনা ২০০ ক্রম এক মাত্রা দিয়া আমি সেই দিবস চলিয়া আসিলাম। তৎপরদিন সংবাদ পাইলাম কিছুই উপকার হয় নাই এক ভাবেই রহিয়াছে। আমি আর সময় নষ্ট না করিয়া কলোসিন্থ ৬ষ্ঠ ডাইলিউসান প্রত্যেক ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক একবার করিয়া এইরূপ ৪ বার সেবন করিতে দিলাম তৎপর যন্ত্রণা উপশম হইলে প্রত্যেক ৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে ব্যবস্থা দিয়া ঔষধ দিয়া চলিয়া আসিলাম। পর দিবস জানিতে পারিলাম আর যন্ত্রণা হয় নাই এবং রোগী সুস্থ বোধ করিতেছে। এইস্থলে প্রথমেই কলোসিন্থ দেওয়াই উচিৎ ছিল। যন্ত্রণা হঠাৎ বৃদ্ধি হওয়া যদিও বেলেডোনার একটি বিশেষ লক্ষণ কিন্তু বেলেডোনার রোগী পেটে চাপ দেওয়া দূরে থাকুক হস্তের স্পর্শ করিতেই দিতে চায় না, কাজে কাজেই বেলেডোনা এইরূপ শূল যন্ত্রণার ঔষধ হইতেই পারে না। কলোসিন্থই ইহার উপযুক্ত ঔষধ কারণ চাপে উপশম এবং ক্রোধবশতঃ রোগ উৎপত্তি ইহা আর কোন ঔষধে এত অধিকরূপ উল্লেখ নাই।

২। এক ব্যক্তি হোমিওপ্যাথিক কিছুই মানিত না বরং উহার পরম শত্রু ছিল। সে বলিয়াছিল, তাহার গাড়ী চড়িয়া চলিবার কালে অথবা পদব্রজে বেড়াইবার কালে ও বামদিকে মস্তক ঘুরাইলে যে শিরোঘূর্ণন হয়, উহা যদি কোন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আরাম করিতে পারেন তবে সে হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসা মানিবে। ঐ রোগের জন্য সে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিস্তর করিয়াছিল কিন্তু কোন ফল পায় নাই। বাম দিকে মস্তক ঘুরাইলে সে যদি কিছু ধরিতে না পাইত তবে সে পড়িয়া যাইত। ডাক্তার এলেন ২০০ ক্রমের কলোসিন্থ সেবন করাইয়া শীঘ্র আরোগ্য করিয়া তাহাকে হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে ঘোর বিশ্বাসী করিয়াছিলেন—ডাঃ এলেন।

৩। এক ৩৮ বৎসরের নারী। ১০ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু সে গর্ভবতী হয় নাই তাহার পেটে বেদনাবশতঃ সে কয়েক বৎসর শয্যাগত হইয়াছিল। পরে ডাক্তার টুসো পরীক্ষা করিয়া বলেন যে তাহার দক্ষিণ ওভারি প্রদাহিত ও বড় হইয়াছে। ইহার পর হইতে রোগিনী ভাল করিয়া বেড়াইতে পারিত না। ক্রমে ঐ অর্ব্বুদ বড় হইয়া জরায়ু ও সরলান্ত্রের ব্যবধানে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেক এলোপ্যাথিক ডাক্তার ইহার পরে তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে এই রোগ বা ওভেরিয়ান অর্ব্বুদ ভাল হইবে না, তবে বেদনা নাশক ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা কিছু সাম্য হইয়া থাকিতে পারে। পরে ডাক্তার ডান্‌হাম্ ২০০ ক্রমের কলোসিন্থ বেদনার সময় ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেবন ব্যবস্থা দিলেন, তাহাতে তাহার বেদনা নরম পড়িতে লাগিল, এইরূপে ক্রমশঃ রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিল।—ডাঃ ডানহাম

কলচিকম (Colchicum)

ইহার সম্পূর্ণ নাম কলচিকম অটমনেলি। বৃক্ষের মূলদেশ হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। খাদ্যদ্রব্য বিশেষতঃ মৎস্য মাংস এবং ডিম্ব রন্ধনের গন্ধ এবং দর্শন সহ্য করিতে পারে না—বমনের উদ্রেক হয় এবং এমন কি সময় সময় মূর্চ্ছার উপক্রম হইবার সম্ভাবনা হয়। (Nausea and faintness from the odor of cooking food, especially fish, eggs or fat meat)।

২। নিম্নোদর ভীষণ ফাঁপিয়া উঠে মনে হয় পেট ফাটিয়া যাইবে। (abbomen in immensely distended, feelling as if it would burst)।

৩। নিম্নোদর এবং পাকস্থলী বরফের ন্যায় শীতল অথবা অগ্নির জ্বলন বোধ (Burning or icy coldness in stomach and abdomen)।

৪। শরৎকালীন আমাশয়—অন্ত্রের চাঁচানি সদৃশ প্রচুর সাদা শ্লেষ্মা মল (Autumnal dysentery, discharges from bowels contain white shreddy particles in large quantities, white mucous, "scraping of intestines.")

৫। বাত এবং গেটে বাতের উত্তম ঔষধ—বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলে ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়, যন্ত্রণা আক্রান্ত স্থান স্পর্শে অথবা সঞ্চালনে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

৬। প্রস্রাব স্বল্প অথবা অবরোধ—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কালির ন্যায়, রক্তযুক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত পচা রক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাপযুক্ত অথবা এলবিউমেন এবং শর্করা যুক্ত।

সাধারণ লক্ষণ

১। হৃষ্টপুষ্ট শরীরবিশিষ্ট বাত ধাতুগ্রস্ত এবং বৃদ্ধলোকদিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

২। আলো, গোলমাল, তীব্র গন্ধ ইত্যাদি ভাল বোধ করে না।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—কলচিকম দ্বারা বিষাক্ত হইলে যে ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহা ৪ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

প্রথমতঃ—পাকাশয় এবং অন্ত্রের উত্তেজনা ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পায়। প্রবল ভেদ ও বমন উপস্থিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব শরীর হিমাঙ্গ নীলবর্ণ ও খিলধরা ইত্যাদি কলেরার সমুদায় লক্ষণ আনয়ন করে।

দ্বিতীয়—পাকাশয় এবং অন্ত্রের প্রদাহ উৎপন্ন করতঃ আমাশয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায় তদহেতু অন্ত্রের গাত্র হইতে চাঁচানি সদৃশ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অনবরত নির্গত হইতে থাকে। এই উভয় অবস্থাতেই পেশীর দুর্ব্বলতা এবং ভীষণ বমনেচ্ছা আনয়ন করে।

তৃতীয়তঃ—মূত্রগ্রন্থিতে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ উৎপন্ন করতঃ মূত্র অবরোধ আনয়ন করে।

চতুর্থতঃ—সূত্রবৎ তন্তুর প্রদাহ এবং বাত উৎপন্ন করে।

দুর্ব্বলতা—(Debility) দুর্ব্বলতায় যদিও কলচিকমের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে দুর্ব্বলতার আবার বিশেষত্ব রহিয়াছে—তাহা হইতেছে অনিদ্রা হেতু শারীরিক দুর্ব্বলতা, যেমন একজন লোক হয়ত প্রত্যহ রাত্রি ৯টার সময় নিদ্রা যাইত এবং এই সময়ে নিদ্রা যাওয়া তাহার ধাতুগত হইয়া গিয়াছে যদি সে উক্ত সময়ে নিদ্রা না যাইয়া রাত্রি ১টার সময় নিদ্রা যায় তাহা হইলে সে তাহার অভ্যাসগত সময়ের মধ্যে নিদ্রা না যাওয়া হেতু পরবর্ত্তী প্রাতে নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং নিস্তেজ অনুভব করে। এমন কি হাটিতে পর্য্যন্ত কষ্ট হয়, সঙ্গে

সঙ্গে ক্ষুধামান্দ্য, বিবমিষা, মুখের বিস্বাদ ইত্যাদি উপস্থিত হয় অর্থাৎ পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ উৎপন্ন হয় এই প্রকার অনিদ্রা হেতু দুর্ব্বলতায় এবং রোগে কলচিকমের বিষয় স্মরণ করিবে। অনিদ্রা হেতু এইপ্রকার লক্ষণ অনেকটা আমরা নাক্সভমিকায় দেখিতে পাই বটে কিন্তু কলচিকমে যে দুর্ব্বলতা হয় তাহা নাক্সভমিকা অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। ইহা ব্যতীত কলচিকমে আর একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ অত্যন্ত প্রবলরূপে বর্ত্তমান থাকে "তাহা হইতেছে রন্ধন দ্রব্যের গন্ধে বমনের উদ্রেক।" ইহা অন্য কোন ঔষধে এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না (odor of food cooking make the patient sick)।

মানসিক লক্ষণ—কলচিকম রোগী অত্যন্ত খিটখিটে এবং রাগী সামান্য কারণেই বিরক্ত হয়। কোন জিনিষের গন্ধ এবং আলোক, গোলমাল ইত্যাদি আদৌই সহ্য করিতে পারে না। নক্সভমিকায় মানসিক লক্ষণের সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকিলেও অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্যও রহিয়াছে। কলচিকম সচরাচর বাত ধাতুগ্রস্থ আর নাক্সভমিকা সচরাচর অজীর্ণ রোগগ্রস্থ লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

টাইফয়েড ফিবার—টাইফয়েড জ্বরে কলচিকমের প্রয়োগ সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক গ্রন্থকার—বেয়ার, ন্যাস ইহারা কেহই এই বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ডাক্তার কেণ্ট যদিও কোন কোন স্থানে কিছু কিছু বলিয়াছেন কিন্তু তাহাও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়। ডাক্তার ফ্যারিংটন কলচিকমকে টাইফয়েড জ্বরে আর্সেনিক এবং চায়নার মধ্যস্থলে স্থান প্রদান করিয়াছেন কারণ কলচিকমে আর্সেনিকের দুর্ব্বলতা এবং চায়নার পেটফাঁপা এই উভয় অবস্থায়ই বর্ত্তমান থাকে। কলচিকমের টাইফয়েড জ্বরে প্রথম হইতেই রোগীর জ্ঞান (intellect) অপরিষ্কার হইয়া আইসে অথচ কথার উত্তরে কোন ভুল থাকে না এবং বেশ পরিষ্কার উত্তর দেয়, দেখিলে মনে হয় না যে রোগী সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন (stupor) অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং রোগী যে ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে সে ভাবও পরিষ্কার প্রকাশ থাকে না ইহা ব্যতীত মৃত্যু ভয় টাইফয়েড জ্বরে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় সেইপ্রকার অবস্থাও কিছুই থাকে না। চক্ষু বিস্তারিত হয়, আলো সহ্য করিতে

পারে না এবং কপালে ভিরেট্রামের ন্যায় শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। পেশী সমুদায় এত অধিক দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, রোগী বালিস হইতে হস্ত উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিলে তাহা যেন অসাড়বৎ পড়িয়া যায়। রোগীর চেহারা অত্যন্ত বিশ্রী এবং বিবর্ণ হয়, নাসিকাগ্র ঠেলিয়া উঠে, মুখমণ্ডল চুপ্‌সিয়া যায়, নাসারন্ধ্র শুষ্ক এবং কৃষ্ণবর্ণ হয়, জিহ্বা আড়ষ্ট এবং বহিষ্করণে অসমর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত রোগের পরিণাম অবস্থায় জিহ্বার বিশেষতঃ মূলদেশ নীল আভা যুক্ত হয় রোগী ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বাকশূন্য হইয়া আইসে, শ্বাস প্রশ্বাস শীতল হয়। বমন অপেক্ষা বমনোদ্রেক ভাব অত্যন্ত অধিক প্রবল থাকে এতদ লক্ষণ সমূহের সহিত অস্থিরতা, পায়ে খিলধরা, শরীর উষ্ণ অথচ হস্তপদ শীতল, পেট ফাঁপা, অসারে এবং পুনঃ পুনঃ জলবৎ তরল ভেদ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। কলচিকমের টাইফয়েড জ্বরে পেটফাঁপা অত্যন্ত প্রবল থাকে এবং কোন খাদ্য দ্রব্য রন্ধনের গন্ধ রোগী সহ্য করিতে পারে না, বমির উদ্রেক হয়। এই লক্ষণ দুইটীকে (পেট ফাঁপা এবং খাদ্যদ্রব্য রন্ধনের গন্ধে বমির উদ্রেক) কলচিকমের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জানিবে।

কার্ব্বভেজ—শ্বাস প্রশ্বাসের শীতলতা, পেটফাঁপা এবং দুর্ব্বলতা বিষয়ে কলচিকমের সহিত কার্ব্বভেজের সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু কার্ব্বভেজ জীবনী-শক্তিরঅবসানকালে যখন রোগীর জীবনীশক্তি ক্ষীণ এবং শীতল হইয়া আইসে তখন ইহা ব্যবহারে উৎকৃষ্ট কার্য্য পাওয়া যায়। রোগী হিমাঙ্গ অবস্থায় পড়িয়া থাকে নারী খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না অথবা সেতারের তারের ন্যায় মিন মিন করিতে থাকে নিম্নাঙ্গ অর্থাৎ হাঁটুর নিম্ন পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান কিংবা কেবল হাঁটু এবং পদদ্বয় শীতল হয়। জলবৎ তরল দাস্ত থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু ইহা কার্ব্বভেজের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ নয় অনেক সময় হয়ত দাস্ত থাকেই না কিংবা যদি থাকে তাহা হইলে তাহা ঘোর কটাবর্ণ এবং ভীষণ দুর্গন্ধ যুক্ত হয়।

গেঁটে বাত এবং বাত—কলচিকম যে গেঁটে বাতের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই কিন্তু ইহার কার্য্য কতদূর স্থায়ী সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। গেঁটে বাতে সচরাচর

মূল অরিষ্টই অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু মূল অরিষ্ট প্রয়োগে রোগ কখনই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারে না ইহাতে কেবলমাত্র সাময়িক উপশম হয় ইহা ব্যতীত কেহ কেহ বলেন উক্তরূপ মূল অরিষ্ট ব্যবহারে অনেক সময় অন্য রোগের সৃষ্টি হয় নতুবা গেঁটেবাতের আক্রমণের আশঙ্কা অধিক বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ডাক্তার পেরিয়ারা (Dr Pariara) একস্থানে লিখিতেছেন—That Colchicum alleviates a paroxysm of gout but the alleviation is palliative not curative. It has no tendency to prevent a speedy recurrance of the attack, nay according to Sir Charles Scudamore it renders the disposition of the disease much stronger in the system—(Hughes) গেঁটেবাতের কেবল তরুণ অবস্থায় অথবা যন্ত্রণাকালীন কলচিকম উপকার দর্শাইতে সক্ষম হয়। রোগ পুরাতন হইলে কলচিকম মূল অরিষ্ট কিছুই কার্য্য করে না। এতদসম্বন্ধে অর্থাৎ কলচিকম মূল অরিষ্ট অধিক যন্ত্রণায় প্রয়োগের বিষয়ে ডাক্তার রিঙ্গার বলিতেছেন —That a full dose may remove the pain in an hour but Dr. Wood adds that by such practice, the mischief is often transferred to the internal organs. It was supposed that at one time that it might be of parmanent benefit by increasing the elimination of uric acid by the kidney, but Dr. Garrad's investigation seems to have barred this claim. It must thus be concluded that in the ordinary dosage Colchicum acts locally only upon the gout, and like Quinine with ague, may be excess of action suppress it injuriously.

অর্থাৎ ডাক্তার রিঙ্গার বলিতেছেন কলচিকমের অধিক মাত্রায় যন্ত্রণা এক ঘণ্টাতেই উপশম হইতে পারে বটে কিন্তু সেই স্থানেই আবার ডাক্তার উড বলিতেছেন এইরূপ ব্যবহারে রোগ অনেক সময় শরীরের আভ্যন্তরিক প্রদেশে পরিচালিত হইয়া রোগীর অবস্থা আরো অধিক জটিল করিয়া তোলে। এক সময়ে ধারণা ছিল কলচিকম প্রয়োগে শরীরস্থ অত্যধিক ইউরিক এসিডকে প্রস্রাবের পথ দিয়া বহির্গত করাইয়া দিয়া রোগকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দেয় কিন্তু ডাক্তার গারার্ডের অনুসন্ধানে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে কিন্তু

ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে সাধারণ মাত্রায় গাউটের কেবল প্রদাহ স্থানেই কলচিকমের কার্য্য প্রকাশ পায় এবং তদহেতু যন্ত্রণার উপশম করে, অধিক মাত্রায় কুইনাইনে যেমন কম্পজ্বরকে চাপাইয়া দিয়া অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করে সেইরূপ অধিক মাত্রা কলচিকমে বাতের যন্ত্রণা অত্যল্প সময়ে চাপাইয়া দিয়া রোগকে অধিক জটিল করে। গাউটের যন্ত্রণা আশু উপকার করিতে হইলে কলচিকম মূল অরিষ্ট বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ জলের সহিত (এক আউন্সে ২০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট) মিশ্রিত করিয়া (compress) অর্থাৎ ভাঁপ দিলে অতি শীঘ্র উপকার দর্শায়। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলের বাতেও ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়।

কলচিকমের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে সূত্রময় তন্তুর উপর (Fibrous Tissue)। সূত্রময় তন্তুর প্রদাহ এইস্থলে বাত গেঁটেবাত ব্যতীত আর কিছুই নয়। Tendons and aponeurosis of muscles, Legaments of Joint এবং periosteum ইত্যাদি সমুদায়ই এক প্রকার fibrous Tissueর অন্তর্গত।

কলচিকমের বাতে আক্রান্ত স্থান অধিক স্ফীত হয় না এবং সময় সময় কিছুই হয় না কিন্তু অত্যন্ত প্রদাহ এবং স্পর্শাধিক্য হয় এমন কি হস্তের স্পর্শ করিতে দেয় না। স্থান হয়ত ঘোর লালবর্ণ কিংবা গোলাপী আভাযুক্ত হয়, অথবা ফ্যাকাসে হইয়া থাকে অঙ্গুলির চাপ দিলে সাদা দাগ হইয়া যায়। প্রদাহ অধিক হইলেও পূঁজোৎপাদনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। যন্ত্রণা এক সন্ধিস্থল হইতে আর এক সন্ধিস্থলে সরিয়া সরিয়া বেড়াইবার ভাব অত্যন্ত অধিক বর্ত্তমান থাকে। (with strong tendency to shift from joint to joint).

প্রকৃত কলচিকম বাতে দেখা যায় যন্ত্রণা এক সন্ধিস্থল হইতে আর এক সন্ধিস্থলে অথবা শরীরের একপার্শ্ব হইতে অন্য একপার্শ্বে সরিয়া বেড়ায় অর্থাৎ যন্ত্রণা স্থানান্তরিত হয়। যন্ত্রণা সন্ধ্যায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং রোগী সামান্য নড়াচড়া সহ্য করিতে পারে না, প্রস্রাব ঘোর লালবর্ণ এবং পরিমাণে অত্যন্ত স্বল্প হয়। যন্ত্রণাকালীন রোগীর মেজাজ বিগড়াইয়া যায় অত্যন্ত খিটখিটে হয়, সামান্য গোলমালে কিংবা কোন জিনিষের তীব্র গন্ধে বিরক্তি প্রকাশ করে এবং যন্ত্রণাও অধিক বৃদ্ধি হয়। বাত এবং গেঁটেবাতে (Gout) কেবল স্থানবিশেষে প্রভেদ—গাউট

সচরাচর পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং হস্তের অঙ্গুলিতেও হয় এবং যন্ত্রণার বৃদ্ধি রাত্রিতেই অধিক হয়।

অনেক চিকিৎসককে দেখিয়াছি গেঁটেবাতের যন্ত্রণাকালীন আর্টিকা ইউরেন্স কিংবা আর্ণিকার বাহ্যিক মূল অরিষ্ট উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ কম্প্রেস (compress) দিতে ব্যবস্থা দেন এবং এবম্প্রকার প্রয়োগেও আশু উপকার পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ইউরিক এসিডের সমাবেশ (accumulation) হেতু কোন স্থান অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত হইলে তাহাতেও আর্টিকা ইউরেন্স মূল অরিষ্টের (এক আউন্স উষ্ণ জলে ১০ ফোঁটা ঔষধ) কম্প্রেসের ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

হৃদপিণ্ডের রোগ—অনেক সময় বাত এবং গেঁটেবাত হইতে বক্ষঃস্থলে বাত স্থানান্তরিত হয় এবং তাহাতে অধিকাংশ স্থলে কলচিকমই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। বাতের পর হৃদপিণ্ডের রোগ অথবা pericarditis অর্থাৎ হৃদাবরণের প্রদাহ হইলেও কলচিকমকে চিন্তা করিবে। এইরূপ স্থলে বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত সূচীভেদবৎ কিংবা কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় এবং তদ্দহেতু রোগী শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট বোধ করে। মনে হয় বক্ষঃস্থল যেন কোন প্রকার শক্ত বন্ধনীর দ্বারা চাপিয়া ধরা হইয়াছে। হৃদপিণ্ডের এবম্প্রকার অবস্থায় কলচিকমই একমাত্র ঔষধ বলিলেই হয়। কলচিকমের সঙ্গে সঙ্গে হৃদপিণ্ডের বাতে স্পাইজেলিয়া, ক্যালমিয়া, লেডাম এবং স্পাঞ্জার বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধগুলি বাত হইতে উত্থিত হৃদপিণ্ডের রোগে সচরাচর অত্যন্ত নিম্নক্রম ব্যবহার হইয়া থাকে এবং অত্যন্ত ফলপ্রদ।

শোথ এবং এলবিউমিনিউরিয়া—মূত্র অবরোধ হেতু শোথে কলচিকমের প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায় কিন্তু অধিকাংশস্থলে এইরূপ অবস্থায় বক্ষ রুদকের (Hydrothorax) অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে জল সঞ্চয়ের লক্ষণই অধিক প্রকাশ পায়। প্রস্রাব স্বল্প হয় এবং প্রস্রাবের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে দেখিতে কালির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং এলবিউমেন যুক্ত। কাজে কাজেই দেখা যাইতেছে কলচিকম ব্রাইট্‌স ডিজিজ (মূত্রের অণ্ডলালময়ত্ব) জনিত শোথেও ব্যবহার হইতে পারে। ল্যাকেসিসের সহিত মূর্ত্তি সম্বন্ধে কলচিকমের সাদৃশ্য রহিয়াছে—কারণ

ল্যাকেসিসের মূত্রও কৃষ্ণবর্ণ। অনেক সময় শোথে আর্সেনিক এবং এপিসে ফল না হইলে কলচিকম ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়।

টেরিবিস্থিনা—মূত্রপিণ্ডের (Kidney) রক্তাধিক্যবশতঃ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা (capilleries) ছিন্ন হইয়া মূত্রপিণ্ড-বস্তি-কোঠরে (pelvis) রক্ত আসিয়া পতিত হয় এবং তদহেতু মূত্র ধোঁয়ার ন্যায় কিংবা রক্তযুক্ত হয় ও প্রস্রাবের tube casts বর্ত্তমান থাকে। ইহাতে জিহ্বা চকচকে লালবর্ণ হয় যেন জিহ্বা কণ্টকশূন্য (smooth, glossy, red as if deprived of papillae or as if glazed)।

কলেরা—কলচিকম কলেরার একটি মহৎ ঔষধ। এই বিষয়ে বিস্তারিত লিখিবার পূর্ব্বে কলচিকম দ্বারা বিষাক্ত হইলে কি কি লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই তাহা সাইক্লোপিডিয়া অফ ড্রাগ প্যাথোজেনেসী (Cyelopaedia of Drug Pathogenesy vol II page 340) নামক পুস্তকের ২য় খণ্ডের ৩৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত দুইটি রোগীর বিবরণ নিম্নে বিবৃত করিতেছি—

আমি ফ্লোরিডার অন্তর্গত কোর্ট ডুরাণ্ডে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, জনৈক সামুদ্রিক সেনা এসিয়াটিক কলেরার ন্যায় যন্ত্রণায় ভুগিতেছিল। তাহার সর্ব্বদা অগুলালিক বমন ও চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ খুব জোরের সহিত বাহির হইতেছিল। উদরের মাংস পেশী এবং হস্ত ও পদের কেবল সঙ্কোচক পেশীসমূহ (Flexor muscles) আক্ষেপগ্রস্ত ছিল। মুখশ্রী চোপসান, যন্ত্রণা প্রকাশক, চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতেছিল ও চক্ষুতারকা সঙ্কুচিত ছিল আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম মত্তভ্রমে ভাইনাম কলচিকম (Vinum Colchicum) এক পাইন্টের অধিক পূর্ব্বদিনে সেবন করিয়াছিল। এবং সেবনের ২৪ ঘণ্টা পর এইরূপ ঘটিয়াছে। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় রোগীর বিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষাপ্রদ ও কৌতুহলোদ্দীপক "১৭ জন লোক এক বোতল ভাইনাম কলচিকম সেবন করে তন্মধ্যে ৭ জন মরিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মৃত্যু বিবরণ—সেবনের ৪৫ মিনিট হইতে দেড় ঘণ্টার মধ্যে বমন আরম্ভ হয়। প্রথমে পাকাশয়ের মধ্যস্থিত খাদ্য পদার্থ সমূহ বহির্গত হইয়া যায়, ক্রমশঃ পিত্ত, শ্লেষ্মা, এবং কলেরার বমনের ন্যায় চাউল ধোয়া সদৃশ

জল বমন হইয়াছিল। যখন বেশী পরিমাণে খাইয়াছিল, তখন ভেদ ও বমন এক সঙ্গেই আরম্ভ হইয়াছিল। যদি কম পরিমাণ সেবন করিত তাহা হইলে অস্ত্রের ক্রিয়া প্রকাশ হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইত। ভেদ প্রথমে স্বাভাবিক মলের ন্যায় হইয়াছিল। তৎপর পিত্ত মিশ্রিত হইয়া চাউল ধোয়া জলবৎ হয়, অধিক পরিমাণে ফেনা ফেনা এবং চটচটে হইয়াছিল। পাকাশয়ে, উদরে এবং পায়ে আক্ষেপ হইয়াছিল। কয়েকজনের হাঁটুতেও ভয়ানক বেদনা ছিল। মুখশ্রী চোপসান, ওষ্ঠ এবং নাসিকা নীলবর্ণ, কর্ণও ঐ প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চক্ষু রক্তাধিক্য এবং প্রসারিত, স্বরভঙ্গ, কথা কহিতে কষ্ট বোধ করে। পা ও পায়ের তলা, হাত এবং হাতের চেটো বরফের ন্যায় শীতল হয়। নাড়ী দ্রুত ১২৫—১৪৫। শ্বাস ক্রিয়া ভারি এবং সহজ অথচ নাড়ীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল ইত্যাদি।

উপরিউক্ত ঘটনায় কলচিকম যে কলেরার একটি উপযুক্ত ঔষধ তাহা পরিষ্কার বুঝাইয়া দিতেছে—ইহা ব্যতীত অধিক বলিতে হইলে ইহাই বলিব যে কলচিকম গেঁটে বাত গ্রস্থ রোগীর কলেরায় উত্তম কার্য্য করে। কিন্তু এই প্রকার রোগী আমাদের দেশে, ইউরোপ এবং আমেরিকা অপেক্ষা কম। যে সমুদায় রোগীর কলেরা কলচিকমের উদরাময়ের ন্যায় আরম্ভ হয় কিম্বা যেখানে আমাশয়িক ভেদ হইতে ওলাউঠার ন্যায় উদরাময়েও তৎপরে প্রকৃত ওলাউঠায় পরিণত হয় সেই স্থলে কলচিকমকেই সর্ব্বোচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

কলচিকমের কলেরায় আর একটি লক্ষণ পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, তাহা হইতেছে চক্ষুর ক্ষত ইহা কলেরায় একটি পরিণাম ফল। এতদলক্ষণেও কলচিকম উত্তম কার্য্য করে।

কলচিকমের সহিত ভিরেট্রাম এবং পডফাইলমের পার্থক্য

কলচিকমে অনেকটা ভিরেট্রাম এবং পডফাইললের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ইহাকে কেহ কেহ এই উভয় ঔষধের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলিয়াছেন। শরৎকালীন কলেরায় ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। ইহার দাস্ত জলবৎ তরল এবং যন্ত্রণাশূন্য। দাস্তের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ব্বির ন্যায় শ্লেষ্মার চাঁচানি বর্ত্তমান

থাকে। ভয়ঙ্কর পিপাসা মনে হয় গলা জ্বলিয়া যাইতেছে এবং মুখ দিয়া অতিরিক্ত লালাস্রাব নির্গত হয়। অতিরিক্ত বমন ও বমনেচ্ছা, পাকাশয় বরফবৎ শীতল অথবা জ্বালা বোধ। রন্ধন দ্রব্যের গন্ধে বমনেচ্ছার বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ভিরেট্রামের মত ইহাতে দুর্দ্দমনীয় পিপাসা, বমন ও বমনেচ্ছা আছে বটে কিন্তু হস্ত পদের ভয়ঙ্কর আক্ষেপ, মস্তকে শীতল ঘর্ম্ম, চর্ম্মের সঙ্কোচনীয়তা কলচিকমে নাই আবার এদিকে পডফাইলামের সহিত যন্ত্রণাশূন্য ভেদের সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু পডফাইলামের ন্যায় কলচিকমে প্রাতঃকালীন বৃদ্ধি এবং পিচকারীর ন্যায় প্রচুর ভেদ নাই। ইহা ব্যতীত পডফাইলামে কলচিকমের ন্যায় ভয়ঙ্কর দুর্দ্দমনীয় পিপাসাও নাই। শরৎকালীন ওলাউঠায় প্রাতে বৃদ্ধি না হইয়া সন্ধ্যায় ও রাত্রে বৃদ্ধির লক্ষণ থাকিলে পডফাইলামের পরিবর্ত্তে কলচিকম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্মরণ রাখিবে কলেরায় প্রাতে রোগ লক্ষণ সমূহের বৃদ্ধি পডফাইলাম ভিন্ন অন্য ঔষধে নাই।

আমাশয়—আমাশয়ের কলচিকম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মল সাদা জেলির ন্যায় রক্তের রেখাযুক্ত কিংবা রক্ত মাখা মাখা শ্লেষ্মাযুক্ত। দেখিলে মনে হয় যেন অন্ত্রের গা হইতে শ্লেষ্মার চাঁচানি বাহির হইয়া আসিতেছে। এই প্রকার মল ক্যান্থারিসেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ক্যান্থারিসের সহিত প্রস্রাবে জ্বলন লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা উচিৎ। কলসিন্থের মলও অনেকটা এই প্রকারের কিন্তু কলোসিন্থের শূল বেদনা অত্যন্ত ভীষণ এবং চাপে অথবা উপুর হইলে উপশম হয়। কলোসিন্থে কোঁথানি তত অধিক থাকে না। কলচিকমে মল ত্যাগের পূর্ব্বে পেটে শূল বেদনা হয় এবং রোগী উপুড় হইয়া থাকে। মলত্যাগ কালীন ভীষণ কোঁথানি থাকে কিন্তু যন্ত্রণা উপশম হয় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যেমনি কোঁথানির নিবৃত্তি হয় মলত্যাগের স্থানেই ক্লান্তি হেতু শিশু নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে (child falls asleep on the vessel as soon as the tenesmus ceases)।

কলচিকমের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণই হইতেছে—মৎস্য, মাংস, ডিম্ব

অথবা কোন খাদ্য জিনিষের গন্ধে বমির উদ্রেক হয় এবং এমন কি মুর্চ্ছার উপক্রম হয়। সমুদায় খাদ্য দ্রব্যের প্রতি অরুচি এমন কি গন্ধ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। যদি আমাশার সহিত উক্ত লক্ষণ এবং পেট ফাঁপা বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে কলচিকম আরও অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহাতে (এই ঔষধে) স্থির অবস্থায় বমনের উদ্রেক অধিক হয় না, প্রত্যেক নড়াচড়ায় এমন কি উঠিয়া দাঁড়াইলেই বমনের ভাব উপস্থিত হয়। রোগী মনে করে কত জিনিষই আহার করিবে এত অধিক ক্ষুধা বোধ করে অথচ খাদ্য দ্রব্য সম্মুখে আনিলে দর্শনেই এবং এমন কি ঘ্রাণেই ভীষণ বমনের উদ্রেক হয়। (He has appetite for forty different things, but as soon as he sees them or still more, smells them, he shudders from nausea and cannot eat anything)।

উদরাময়—উদরাময় অপেক্ষা আমাশাতেই কলচিকম অধিক প্রয়োগ হয়। পডফাইলমের ন্যায় ইহার উদরাময় যদিও যন্ত্রণা শূন্য কিন্তু অন্যান্য লক্ষণে ইহাদের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক।

কলচিকম	পডফাইলম
মল—তরল জলবৎ ঈষৎ পীত বর্ণ এবং যন্ত্রণাশূন্য। সাদা ক্ষুদ্র শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিবৎ পদার্থ মিশ্রিত। (Large quantities of white shreddy particles, mixed with white membranous looking matter).	মল পীত বর্ণ প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত যন্ত্রণাশূন্য এবং উষ্ণ। পিচকারীর ন্যায় জোরে নির্গত হয়।
বৃদ্ধি—সন্ধ্যায়, রাত্রিতে এবং খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে। বমন এবং এবং পিপাসা অত্যন্ত অধিক।	প্রাতঃকাল হইতে পূর্ব্বাহ্ণ পর্য্যন্ত। বমন অপেক্ষা বমনেচ্ছা অর্থাৎ কাঠ বমি অত্যন্ত অধিক।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—এই বিষয়ে ইহাতে অনেক প্রকার মতভেদ দেখা যায়। ডাক্তার হিউজ গেঁটে বাতে ইহার মূল অরিষ্ট ৫ ফোঁটা করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা দেন কিন্তু ৫ ফোঁটা মাত্রা অত্যন্ত অধিক বলিয়া বোধ হয়। সচরাচর গেঁটে বাতে মূল অরিষ্ট ২।১ ফোঁটার অধিক কখনও ব্যবস্থা দিই না। কলেরা, আমাশা, শূল বেদনা এইরূপ স্থলে ৩০ এবং ২০০ ক্রম অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ব্রাইওনিয়া রস সঞ্চয় হেতু গেঁটেবাত। শোথ রোগে এপিস এবং আর্সেনিকে বিশেষ উপকার না হইলে কলচিকম ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়।

রোগের উপশম—স্থির ভাবে থাকিলে বমি, যন্ত্রণা এবং বমনেচ্ছা অধিক থাকে না। প্রত্যেক সঞ্চালনেই অর্থাৎ নড়া চড়ায় এতদ সমূহ লক্ষণ বৃদ্ধি হয়।

রোগের বৃদ্ধি—খাদ্য দ্রব্য রন্ধনের গন্ধে, মানসিক আবেগে এবং পরিশ্রমে।

রোগীর বিবরণ

৭৫ বৎসর বয়স্কা একটী স্ত্রীলোককে আমি চিকিৎসা করিতে যাই। স্ত্রীলোকটির হঠাৎ পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হইয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত বমন হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে রক্তভেদ ও রক্তামাশয় হইতে আরম্ভ হয়। পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং মলত্যাগ-কালীন অত্যন্ত কোঁথানি বর্ত্তমান ছিল। একোনাইট, নাক্সভমিকা, ইপিকাক হেমামেলিস ও সালফার ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও কিছুই উপকার না হওয়ায় আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। এই প্রকারে প্রায় ১২ দিন কাটিয়া গেল এবং রোগী এত অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে বালিস হইতে মাথা তুলিতে পারিতেছিল না। আমার মনে হইল বোধ হয় বাঁচিবে না শীঘ্রই মারা যাইবে।

গণনা করিয়া দেখিলাম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৬৪ বার মলত্যাগ হইয়াছে এবং ইহাও দেখা গেল যন্ত্রণা, মলত্যাগ এবং অন্যান্য সমুদায় রোগ লক্ষণ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তের মধ্যেই বৃদ্ধি হইয়াছে (ইহাও কলচিকমের একটী পরিচায়ক লক্ষণ)। কিন্তু রোগকালীন "রোগী খাদ্য দ্রব্য রন্ধনের গন্ধ সহ্য করিতেই পারিত না। বমনের উদ্রেক হইত এই অদ্ভুত লক্ষণটী সর্ব্বদা উপস্থিত ছিল এবং এমন কি ইহার জন্য সকল সময় অর্থাৎ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রন্ধন ঘরের দরজা আটকাইয়া রাখা হইত। তৎকালে আমার মেটেরিয়া মেডিকা ভাল জানা ছিল না বলিয়াই প্রথমতঃ আমি এই লক্ষণটির প্রতি কোন প্রকার দৃষ্টিপাতই করি নাই এবং চিন্তাও করি নাই। আমার গাড়ীতে ডাক্তার লিপির লিখিত একখানা মেটেরিয়া মেডিকা ছিল, আমি তাহা লইয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া উক্ত অস্বাভাবিক লক্ষণটী পুস্তকে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম বেশ বড় বড় অক্ষরে কলচিকমে উহা লেখা রহিয়াছে। ঔষধের বাক্স খুলিয়া দেখি দুর্ভাগ্যক্রমে ঔষধটি নাই। আমি তখন বাড়ী হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত, অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলাম কি করা যায়, দেখিলাম আমার গাড়ীর বসিবার বাক্সের নীচে কিছু ঔষধ ছিল এবং ঔষধগুলি বহুদিনের বলিয়া ব্যবহার করিতাম না। কি করিব বাধ্য হইয়া তাহা হইতে ২০০ ক্রম কলচিকমের কয়েকটী বটিকা দিয়া সেইদিন চলিয়া আসিলাম কিন্তু আসিবার সময় পথিমধ্যে ২।৩ বার গাড়ী থামাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং ভাবিলাম চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই, কারণ ঔষধগুলি মহাত্মা ক্যারোল ডানহামের প্রস্তুত এবং যে পুস্তক হইতে ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়াছি তাহাও মহাত্মা লিপির লিখিত, ইহাতে নিশ্চয়ই রোগ উপশম হইবার কথা। যাহাই হউক এই প্রকারে সেই দিবস কাটিয়া গেল। তৎপরদিন প্রত্যুষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া গাড়ী ডাকাইয়া প্রথমেই সেই রোগীর গৃহাভিমুখে চলিলাম যাইতে যাইতে ভাবিলাম হয়ত রোগী ইতিমধ্যে মরিয়া গিয়াছে, যদি বাঁচিয়া থাকে ইহা চিন্তা করিয়া আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম, বাড়ীর নিকট পৌঁছিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণের সহিত রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলাম কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, দেখিলাম রোগী ধীরে ধীরে বালিশে মস্তক পরিবর্ত্তন করিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল—"আমি আজ অনেকটা ভাল আছি। দুই-বার মাত্র ঔষধ সেবন করিয়াছিলাম এবং ২ বার দাস্ত হইয়াছে। এইরূপে কয়েক দিবসের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় (ডাক্তার ন্যাস)। উল্লিখিত

রোগীতে খাদ্য দ্রব্যের গন্ধ লক্ষণটি কি প্রকার মূল্যবান তাহাই দেখান হইতেছে।

২। স্কুল শিক্ষকের পত্নী বয়স প্রায় ৩২ হইবে—বাতে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া আছেন। তাহার পুত্র আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বাতের সঙ্গে জ্বরও বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত রোগা এবং লম্বা ও খিট্‌খিটে প্রকৃতির। শরীরের সমুদায় সন্ধিস্থল অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত। রোগী এপাশ ওপাশ করিতে পারে না। সমুদায় শরীর যন্ত্রণায় আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যন্ত্রণা রাত্রিতেই অধিক বৃদ্ধি হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। কিঞ্চিৎ কাশিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমি তাহাকে প্রথম দিবস ব্রাইওনিয়া ৩০ ক্রম প্রয়োগ করিয়া চলিয়া আসিলাম কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। রাসটক্স প্রয়োগ করিলাম তাহাতেও কিছুই উপশম হইল না। তৎপর ক্রমশঃ আর্ণিকা ইত্যাদি আরও কয়েকটি ঔষধ ব্যবহার করা হয় কিন্তু কিছুতেই কিছু না হওয়ায়, আমি তাহাদিগকে অন্যত্র চিকিৎসা করিতে পরামর্শ দিলাম। বলা আবশ্যক সেই সময় আমার মাতাঠাকুরাণী শয্যাগত, তাহার জন্যও আমি অত্যন্ত চিন্তিত এবং ব্যস্ত ছিলাম। তাঁহারা কয়েকদিন কবিরাজী চিকিৎসা করিয়া বিশেষ কোন উপকার না হওয়ায় পুনরায় আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকেই চিকিৎসা করিতে বলিলেন। আমি অনেক আপত্তি করিতে লাগিলাম কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই শুনিতে চাহিলেন না। পুনঃ পুনঃ জেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইবারও পূর্ব্বের ন্যায় রোগী দেখিয়া আসিলাম। আক্রান্ত স্থান সমূহ ঈষৎ লাল হইয়াছে ও ফুলিয়াছে এবং সমুদায় সন্ধিস্থল অল্পবিস্তর আক্রান্ত হইয়াছে। রোগীর পুত্র বলিলেন মার ক্ষুধা একেবারেই নাই। আজ কয়েকদিন যাবৎ গা বমি বমি করিতেছে এবং গতকল্য পথ্যের গন্ধেতেই বমি করিয়া ফেলিয়াছেন। আমি আর অধিক চিন্তা না করিয়া সেই দিবস কলচিকম মূল অরিষ্ট ৪ ঘণ্টা পর পর সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসিলাম। পরদিন প্রাতেই সংবাদ পাইলাম রোগীর যন্ত্রণা অনেকটা উপশম হইয়াছে। কলচিকম আর মূল অরিষ্ট না দিয়া ৩x কয়েক দিন দেওয়ায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

পডফাইলাম (Podophyllum)

ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম জাতীয় বৃক্ষ বিশেষ। ফল এবং তাজা মূলদেশ হইতে ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার উইলিয়মসন (Dr. Williamson) প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চদশ ডাইলিউসন দ্বারা ইহার (পডফাইলমের) প্রুভিং অর্থাৎ সিদ্ধান্ত করণ সম্পাদন করেন কিন্তু এতদ্ব্যতীত পডাফাইলামের ভৈষজ্য গুণাগুণ ডাক্তার হেল এবং এলেন জীব-জন্তুর উপর বিষাক্তের এবং আরোগ্য লক্ষণ হইতেও অনেকটা ইহার ক্রিয়া সংগ্রহ করিয়া পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন।

পডফাইলম পিত্ত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট লোকের প্রতি যাহারা বিশেষতঃ পারদের অপব্যবহারের পর পাকাশয় গোলযোগে ভোগে তাহাদিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

যন্ত্রণা শূন্য তরল পিচকারীবৎ ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ, এক একবার ভেদে সমুদায় অন্ত্র যেন ধুইয়া ফেলে।

২। প্রাতঃকালে অতি প্রত্যুষ হইতেই ভেদ আরম্ভ হয় এবং মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি থাকে। তৎপর মল স্বাভাবিক হইয়া আইসে।

৩। দন্ত নির্গমনে বিলম্ব—শিশু সর্ব্বদা দন্তের মাড়িতে মাড়িতে ঘসা ঘসি করে। মস্তক উষ্ণ এবং বালিসে মস্তক এপাশ ওপাশ চালিতে থাকে—(বেলেডোনা, হেলিবোরাস) (Rolling the head from side to side)।

৪। ভেদ সবুজ তরল জলবৎ, দুর্গন্ধযুক্ত এবং প্রচুর (ক্যাল-

কেরিয়া কার্ব্ব)। পিচকারীবৎ জোরে নির্গত হয় (জেট্রোফা, গ্যাম্বোজিয়া, ফস্‌ফরাস)। সাদা, অজীর্ণ (চায়না) অথবা পীতবর্ণ প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত।

৫। রোগী সর্ব্বদা যকৃৎ প্রদেশে হস্ত বুলাইতে থাকে। (Patient constantly rubbing and shaking the region of liver with his hands).

৬। মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং সময়ে গুহ্য নির্গমন হয়। এতদ-সহ সর্ব্বদা তরল ভেদ বর্ত্তমান থাকে এবং প্রাতঃকালে অধিক হয়। (নাক্সভমিকায় মলত্যাগের পর হয় এবং সর্ব্বদা কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে)।

৭। কোন জিনিষ উত্তোলনে, কোঁথ দিতে (straining) এবং প্রস্রাবে জরায়ু বহির্গত হইয়া পড়ে।

সাধারণ লক্ষণ

১। পিত্ত প্রধান লোকদিগের প্রতি যাহারা পাকাশয় গোলযোগে বিশেষতঃ পারদের অপব্যবহার হেতু অধিক ভোগে তাহাদিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

২। মানসিক অবসাদ, রোগী মনে করে সে মারা যাইবে অথবা শীঘ্রই কোন রোগে আক্রান্ত হইবে। (আর্স)। জীবনের প্রতি বিরক্ত ভাব।

৩। জলবৎ তরল ভেদ ও তৎসহ পদদ্বয়ের ডিমিতে এবং উরুতে ভীষণ খিল ধরা যন্ত্রণা হয়।

৪। দক্ষিণ পার্শ্ব—গলদেশ, ডিম্বাশয় কুক্ষি প্রদেশ অধিক আক্রান্ত হয় (লাইকো)।

৫। দক্ষিণ ডিম্বাশয় প্রদেশে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া সেই উরুদেশ দিয়া নিম্নে নামিয়া আইসে ও তৎসহ অসাড়তা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

যকৃৎ—পডফাইলামের কার্য্য যকৃতের রোগে যত অধিক প্রকাশ পাইয়াছে কোন রোগে তত অধিক প্রকাশ পায় নাই। ইহা হোমিওপ্যাথিক মতে একটি প্রধান পিত্তনিঃসারক বিরেচক (cholagogue purgative) ঔষধ বলিয়া পরিচিত। পডফাইলামের যকৃতে এবম্বিধ কার্য্য আছে বলিয়া ইহাকে পারদ জাতীয় ঔষধের পার্শ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছে এতদহেতু ইহাকে vegetable mercury বলা হয়। ডাক্তার হিউজ সাহেব বলিতেছেন—My own expectation is that podophylum will be found to act here as we have seen mercury doing in the mouth ie that its irritant influence on the duodenum leads to a copious flow of bile from the gall-bladder and liver.

যখন যকৃতের কার্য্য ভালরূপ হয় না যকৃৎ নিশ্চেষ্ট (torpid) হইয়া থাকে যকৃৎ প্রদেশে যন্ত্রণা হয়, ধীরে ধীরে হস্ত বুলাইলে আরাম বোধ করে। চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ হয়, মুখ বিস্বাদ হয়, জিহ্বা পীত অথবা শ্বেত লেপাবৃত হয়, দন্তের চাপে জিহ্বায় দাগ হয়, মলের বর্ণ প্রায়ই সাদা কিংবা কাদার ন্যায় হয় অথবা পীতবর্ণ জলবৎ হয় সেইরূপস্থলে পডফাইলাম অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। পডফাইলামে যকৃতের কার্য্যের গোলযোগে যকৃৎ প্রদেশে সর্ব্বদা হস্ত ঘর্ষণ করা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। সকল সময় দেখিতে পাওয়া যায় রোগী দক্ষিণ কুক্ষিপ্রদেশে হস্ত বুলাইতেছে (The patient is constantly rubbing and shaking the hypochondriac region) এতদসহ মধ্যে মধ্যে বমনোদ্রেক হয় অথচ বমন অধিক হয় না, হইলে পিত্ত বমনই হয়।

মার্কিউরিয়াস সল—যকৃতের বিবৃদ্ধি, নিশ্চেষ্টতা (enlargement and tropidy) ইত্যাদির ইহাও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং ইহার মলও অনেকটা শ্বেতবর্ণ কিন্তু মার্কিউরিয়াস সলের মলের সহিত অধিকাংশ সময়েই আমাশয়ের লক্ষণ এবং কুন্থন বর্ত্তমান থাকে এতদ্ব্যতীত রোগী দক্ষিন পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। ইহাতে যদিও মার্কিউরিয়াসের ন্যায় দন্তের চাপে জিহ্বায় দাগ পড়ে কিন্তু এতদবিষয়ে মার্কিউরিয়াস সলই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

চেলিডোনিয়ম—ইহাও একটি যকৃৎ রোগের উত্তম ঔষধ কিন্তু ইহার

বিশেষত্ব সর্ব্বদা দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নে যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে (constant pain under the inner angle of right scapula) এতদ্ব্যতীত এই ঔষধটির যাবতীয় রোগই দক্ষিণপার্শ্বে প্রকাশ পায় (লাইকোপোডিয়াম)। মল উজ্জ্বল পীতবর্ণ (bright yellow) অথবা ছাগলের নাদির ন্যায় এবং গাত্রত্বক পীত বর্ণ ইহারও জিহ্বা অনেকটা পডফাইলম সদৃশ পীতবর্ণে লেপাবৃত এবং দন্তের চাপে দাগ পড়ে। মার্কিউরিয়াস সলেও দন্তের চাপে দাগ পড়ে কিন্তু মার্কিউরিয়াসের জিহ্বা বৃহৎ এবং থলথলে।

উদরাময়—পডফাইলাম উদরাময়ের একটি চির প্রচলিত ঔষধ। ইহাতে তিনটি লক্ষণ বিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকে। প্রথমতঃ—প্রচুর পরিমাণ ভেদ (Profuseness of the stool)। দ্বিতীয়তঃ—ভেদের দুর্গন্ধতা (offensiveness of the stool) এবং তৃতীয়তঃ—প্রাতঃকালে, উষ্ণ ঋতুতে এবং দন্তোদ্গমকালীন উদরাময় (aggravation in the morning, hot weather and during dentition)। ইহার সহিত আর দুইটি লক্ষণ যোগ করা যাইতে পারে তাহা হইতেছে—পিচকারীবৎ বেগে মলত্যাগ (gushing) এবং যন্ত্রণাশূন্যতা (painlessness) এই কয়েকটি লক্ষণের সমাবেশ যেস্থলে দেখিতে পাইবে সেইস্থলেই পডফাইলমের বিষয় চিন্তা করিবে এবং পডফাইলমকে চিনিতে হইলে এই কয়েকটি লক্ষণকে স্মরণ রাখিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত মলত্যাগের পরক্ষণই পুনরায় উদর মলে পূর্ণ হইয়া আইসে এবং পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রচুর দাস্ত হয় ইহাও এই ঔষধের একটি বিশেষ লক্ষণ।

দুর্গন্ধতা, পরিমাণ এবং যন্ত্রণাশূন্যতায় যদিও পডফাইলমের সহিত চায়নার কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু চায়নার উদরাময়ের সহিত অত্যন্ত পেটফাঁপা থাকে পডফাইলমে পেটফাপা থাকে না,—চায়নার ভেদ পিচকারীবৎ হয় না পডফাইলমের হয়। যেখানেই পেটফাঁপাসহ যন্ত্রণাশূন্য উদরাময় থাকিবে সেই স্থলেই চায়নাকে স্মরণ করিবে।

প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি পডফাইলাম ব্যতীত সালফার, ব্রাইওনিয়া, রিউমেক্স, এলোজ, নেট্রাম সালফ, পেট্রোলিয়াম, সোরিনাম ইত্যাদি ঔষধে বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু পডফাইলমের বিশেষত্ব অতি প্রত্যুষে

ভেদ আরম্ভ হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১২।২ টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি থাকে তৎপর স্বাভাবিক হইয়া আইসে। (প্রাতঃকালীন উদরাময়ের ঔষধসমূহ সালফারে দেখ)

এতদ্ব্যতীত পডফাইলামের উদরাময় গ্রীষ্ম ঋতুতে এবং দন্তোদ্গমনকালীন বৃদ্ধি হয় কিন্তু দন্তোদ্গমকালীন উদরাময় প্রকাশ পাইলে সঙ্গে সঙ্গে তিনটি লক্ষণের বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা হইতেছে মস্তক চালা, বমনোদ্রেক এবং মাড়িতে মাড়িতে চাপ দেওয়া (**Rolling of the heads, gagging or empty retching and pressing the gums together —Phytolacca.**

যন্ত্রণাশূন্য পিচকারীবৎ বেগে দাস্ত শুনিলে পডফাইলমের সহিত ক্রোটন টিগলিয়ামের কথা স্মরণ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। পডফাইলামে যেমন তিনটি লক্ষণের বিশেষ প্রাধান্য থাকে ক্রোটন টিগলিনিয়ামেও সেইরূপ তিনটি লক্ষণের প্রাধান্য থাকে—তাহা হইতেছে প্রথমতঃ—পীত জলবৎ তরল ভেদ (yellow watery stool) দ্বিতীয়তঃ হঠাৎ অত্যন্ত পিচকারীবৎ (sudden expulsion coming out like a shot all at once) এবং তৃতীয়তঃ সামান্য খাদ্যদ্রব্য আহারে অথবা তরল দ্রব্য পানে ভেদ বৃদ্ধি (**aggravation from the least food or drink**)

পীতবর্ণ এবং পিচকারীবৎ মল উভয়ে থাকিলেও কিন্তু ক্রোটনটিগলিনিয়ামের ভেদ অধিক তরল এবং অধিক পিচকারীবৎ। যাহা কিছু থাকে একবারে নির্গত হয়, ইহাতেও যদি ঔষধ নির্ব্বাচনে ভ্রম হয় তাহা হইলে রোগের বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সমুদায় ভ্রম ঘুচিয়া যায়—পডফাইলমের যাহাতেই ভেদ বৃদ্ধি হউক পূর্ব্বাহ্ন ১২।১টার পর ভেদ ক্রমশঃ স্বাভাবিক মল হইয়া আইসে। বেগে পিচকারীবৎ অর্থাৎ **shooting** ভেদে ক্রোটনটিগলিনামের পার্শ্বে গ্রেটিওলাকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে আর কেবল পিচকারীবৎ অর্থাৎ **gushing** ভেদে পডফাইলমের পার্শ্বে জেট্রোফা; থুজা, ক্যালকেরিয়া ফস ইত্যাদি ঔষধসমূহকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

(পডফাইলাম এবং ভিরেট্রামের ও পডফাইলাম এবং কলচিকমের পার্থক্য ভিরেট্রামে দেখ।)

পডফাইলমের ভেদ—জলবৎ তরল অথবা দলা দলা মল মিশ্রিত

পীতবর্ণ অথবা সবুজ, প্রচুর, পুনঃ পুনঃ পিচকারীবৎ, যন্ত্রণাশূন্য এবং ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত। এতদ্ব্যতীত জেলিসদৃশ শ্লেষ্মা, রক্তের রেখাযুক্ত অথবা সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত মলও হয় কিন্তু পীতবর্ণ ভেদেই পডফাইলাম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ডাক্তার সারলে (Dr. Sarle) পডফাইলমের সহিত তাহার সমকক্ষ ঔষধ এলোজ এবং সালফারের বিষয় যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"In the morning aggravation of the bowel symptoms," he writes, "Podophylum resembles Aloes and Sulphur, but may easily be differentiated from these. The stool of Aloes is a windy spurt of watery or slimy yellow fecal matter, the desire for which can hardly for an instant be controlled from a seeming if not real weakness of the internal sphincter. Sulphur demands equal haste from tenesmus. It has a brown stool not especially flatulent and neither so scanty as that of Aloes, nor so profuse as that of Podophylum. Podophylum gets its victim up early but not in so great haste as the others, and has a very prefuse, yellowish and greenish, stool—so profuse, indeed that one wonders whence so much can come. It often contains undigested food, and is very offensive to the smell, having sometimes the odor cf carrion.

গুহ্য নির্গমন (Prolapsus ani)—পডফাইলামে মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং মলত্যাগের সময়ে গুহ্য নির্গমন হয়। ইহার সহিত ভেদ বর্ত্তমান থাকে এবং প্রাতঃকালে অধিক হয়। শিশুদিগের এইরূপ অবস্থায় ইহা উত্তম কার্য্য করে (when occuring in childhood beautiful results are almost attainable from minute doses of drug—Hughes).

নাক্সভমিকা—মলত্যাগের পরে গুহ্য নির্গমন হয় এবং এতদসহ সর্ব্বদা কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে।

ইগ্নেসিয়া—ইহার গুহ্য নির্গমনের সহিত অর্শ থাকিতে পারে অথবা না থাকিতেও পারে কিন্তু উর্দ্ধদিকে ভীষণ ঠেলা মারা যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে এবং উপুড় হইলে গুহ্য নির্গমন হইয়া পড়ে।

রুটা—মলত্যাগের চেষ্টা করা মাত্রই অথবা শরীর উপুড় করিলে অথবা কোন ভারী জিনিষ উত্তোলন করিলে গুহ্য নির্গমন হইয়া পড়ে। (Prolapsus of rectum immediately on attempting a passage) ইহা গুহ্য নির্গমনের একটি উত্তম ঔষধ।

মিউরেটিক এসিড—ইহাতেও গুহ্য নির্গমন হয় কিন্তু ইহার বিশেষত্ব নির্গত গুহ্য অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয় এমন কি সামান্য কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না।

এলোজ—মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ কিংবা বায়ু নিঃসরনেই গুহ্য নির্গমন হইয়া পড়ে।

জরায়ু নির্গমন (Prolapsus of uterus)—জরায়ু নির্গমনের পডফাইলমের প্রয়োগ দেখা যায় বটে কিন্তু খুব কম, কোন জিনিষ উত্তোলনে, কোঁথ দিতে (straining) এবং প্রসবে এইরূপ লক্ষণ সময় সময় প্রকাশ পায়। জরায়ু নির্গমনের প্রকৃত ঔষধই হইতেছে সিপিয়া, মিউরেক্স, লিলিয়ামটাই-গ্রিয়াম ইত্যাদি।

দন্তোদ্গমকালীন উপসর্গ (Dentition)—পডফাইলামকে দন্তোদ্গমকালীন উপসর্গের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয় কিন্তু ইহার লক্ষণ সমূহ ক্যামোমিলা, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ও বেলেডোনা ইত্যাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। ইহাতে ক্যামোমিলার ন্যায় মল এবং মানসিক লক্ষণ কিংবা ক্যাল-কেরিয়া কার্ব্বের ন্যায় মস্তকে ঘর্ম্ম এবং শারীরিক গঠন কিংবা বেলেডোনার ন্যায় রক্তাধিক্যতা এবং শিরঃপীড়া লক্ষণ থাকে না। পডফাইলামে কিন্তু সর্ব্বদা মাড়িতে মাড়িতে ঘসাঘসি করিতে থাকে এবং বালিসে মস্তক এপাশ-ওপাশ চালিতে থাকে ও মস্তক উষ্ণ হইয়া থাকে এতদ্ব্যতীত সময় সময় গোঁ গোঁ শব্দ (moaning) করে। জলবৎ তরল দুর্গন্ধযুক্ত সবুজ অথবা পীতবর্ণ অথবা পিত্তশূন্য সাদা ভেদ ও তদ্সহ বমনোদ্রেকও বর্ত্তমান থাকে। শিশুর যদি

প্রাতঃকালের দিকেই অধিক ভেদ হওয়া লক্ষণ থাকে সেইরূপ স্থলে পডফাইলাম-কেই উচ্চস্থান দিবে।

ডিম্বাশয় রোগ (Ovarian disease)—দক্ষিণ ডিম্বাশয় রোগে পডফাইলামের প্রয়োগ সময় সময় দেখা যায়। যন্ত্রণা দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে আরম্ভ হইয়া সেই পার্শ্বের উরুদেশ দিয়া নিম্নে নামিয়া আইসে এবং এতদসহ সময় সময় অসাড়তা (numbness) লক্ষণও বর্ত্তমান থাকে। দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের প্রদাহ অথবা স্ফীতি শুনিলে এপিসকে সচরাচর উচ্চস্থান দেওয়া হইয়া থাকে, এপিসে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, তৃষ্ণাহীনতা এবং মূত্রস্বল্পতা থাকে। বাম ডিম্বাশয়ের রোগে ল্যাকেসিস অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

তালুমূল প্রদাহ—পডফাইলামেও তালুমূলের প্রদাহ দেখা যায় বটে কিন্তু ইহা কদাচিত ব্যবহার হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে প্রদাহ আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হয় (লাইকোপডিয়াম) গলদেশ অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয় এবং তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে ও প্রাতঃকালে যন্ত্রণা অধিক হয়, যন্ত্রণা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

জ্বর

সময়—প্রাতে ৭টা। (প্রাতে ৭ টায় জ্বর পডফাইলামের বিশেষ বিশেষত্ব)।

পূর্ব্বাবস্থা (Prodrome)—কটিদেশে যন্ত্রণা হয় এবং পিত্তাধিক্য লক্ষণ ও পাকাশয়ের গোলযোগ প্রকাশ হয়। ইহা এমন কি জ্বর আসিবার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত হয়।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। উভয় কুক্ষিস্থলেই যন্ত্রণা বোধ হয়। ভীষণ কথা বলিতে থাকে, কথার আর বিরাম নাই (great loquacity)।

দাহ অবস্থা—পিপাসা থাকে না শীত অবস্থাতেই দাহ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। উত্তাপ অবস্থা আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ অবধি শীত অবস্থা লাগিয়া থাকে। মস্তকে ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং ভীষণ পিপাসা বোধ করে ও সঙ্গে সঙ্গে রোগীর এলোমেলো বকা আরম্ভ হয়। জিহ্বার আর বিশ্রাম

থাকে না, সকল সময় কথা বলিতে থাকে অবশেষে প্রলাপ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রোগী নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে।

ঘর্ম্ম অবস্থা—প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং রোগী ঘর্ম্ম অবস্থায় নিদ্রিত হইয়া পড়ে। ঘর্ম্মে শিরঃপীড়াও উপশম বোধ করে।

ব্রা—জিহ্বা অপরিষ্কার পীত অথবা শ্বেত লেপাবৃত এবং দন্তের চাপের ছাপ যুক্ত (মার্কিউরিয়াস)। পাকাশয়ের উপসর্গ অত্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। (Gastric Symtoms predominate)।

পডফাইলামের জ্বরের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে যে, শীত অবস্থায় অত্যন্ত কথা বলে এবং ইহা দাহ অবস্থা পর্য্যন্ত থাকে, তৎপর কি বলিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায় এবং ঘর্ম্মাবস্থায় ঘুমাইয়া পড়ে। এপিসেরও ইহা একটি লক্ষণ বটে, কিন্তু এপিসের জ্বর অপরাহ্ন ৩টায় আইসে এবং গাত্রে আমবাত প্রকাশ পায়। পডফাইলমের ন্যায় ইউপেটরিয়ামেও ৭টায় জ্বর আইসে বটে কিন্তু ইউপেটোরিয়ামে গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা থাকে।

প্রাতে ৬টায় ভিরেট্রামেও জ্বর আইসে এবং ভেদবমি বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ভিরেট্রামের জ্বরে শীতলতা লক্ষণই অত্যন্ত অধিক থাকে যেন উত্তাপ প্রকাশই পায় না এবং তদ্‌সহ ভেদবমির সহিত কপালে শীতল ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়।

প্রাতে ৭টায় জ্বর এবং পীতবর্ণ ভেদ শুনিলে আমরা পডফাইলামকে অধিকাংশ স্থলে চিন্তা করি কেহ নাক্সভমিকার কথা স্মরণ করিতে পারেন বটে কিন্তু নাক্সের পাকাশয়ের উপসর্গ পডফাইলম অপেক্ষা অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির। কাজে কাজেই ইহাদিগের মধ্যে ভুলের কোন সম্ভাবনা হওয়া উচিত নয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—উদরাময়ে ৩০ ক্রম সচরাচর অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে যকৃত রোগে কেহ কেহ নিম্নক্রম ৬x ব্যবহারের ব্যবস্থা দেন। অধিক কোষ্ঠ-কাঠিন্য হইলে যে কোন কারণ হইতেই উদ্ভূত হউক পডফাইলম মূল অরিষ্ট বিরেচক (purgative) ঔষধরূপে কার্য্য করে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এলোজ, চেলিডোনিয়াম, কোলিনসোনিয়া, লিলিয়ামটাইগ্রি, মার্কিউরিয়াস, নাক্স, সালফার।

পডফাইলম—পারদের অপব্যবহারে বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে।

পডফাইলম—পাকাশয় গোলযোগে ইপিকাক, নাক্সের পর এবং যকৃত রোগে ক্যালকেরিয়া, সালফারের পর অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

রোগের বৃদ্ধি—অতি প্রত্যুষে (এলো, নাক্স, সালফার) গ্রীষ্মকালে এবং দন্তোদ্গমকালীন।

রোগীর বিবরণ

একজন ভদ্রলোক বয়স প্রায় ৭৬ হইবে, তাঁহার জীবনে কখনই অধিক রোগ হয় নাই। গত জুলাই মাসে শীত হইয়া জ্বর আসিতে আরম্ভ হয় এবং প্রত্যহ প্রাতে জ্বরের সময় দক্ষিণ কুক্ষি প্রদেশে যন্ত্রণা হইয়া জ্বর হইতে লাগিল কুক্ষিপ্রদেশে চাপ দিতে পারিত না, এত অধিক স্পর্শাধিক্য হইয়াছিল। প্রত্যহ জ্বর আসিবার পূর্ব্বে কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হইত কিন্তু শীত আরম্ভ হইলে আর থাকিত না। শীত অত্যন্ত অধিক না হইলেও এবং শীত যাইতে না যাইতেই শীতের উপরই উত্তাপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইত এবং তৎপর সমুদয় শরীর ভীষণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিত। উত্তাপ অবস্থায় অত্যন্ত শিরঃপীড়া হইত অল্পবিস্তর প্রলাপও বকিত। উত্তাপ অবস্থাতেই ঘর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রিত হইয়া পড়িত। ঘর্ম্ম অত্যন্ত প্রচুর হইত, কথা বলিতে চেষ্টা করিত কিন্তু ঠিক কথা খুঁজিয়া পাইত না, এলোমেলো যাহা হয় বকিত।

জিহ্বা অপরিষ্কার ক্লেদে লেপাবৃত ছিল এবং মুখের স্বাদও অত্যন্ত খারাপ ছিল ও কোন জিনিষেই রুচি ছিল না এমন কি খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া ঘৃণার উদয় হইত। গাত্রে, কটিদেশে যন্ত্রণা এবং ৭টায় জ্বর ইত্যাদি দেখিয়া ইউপেটোরিয়াম প্রয়োগ করা হয় কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র উপকার না হওয়ায় এবং লক্ষণ সমূহ বিশেষরূপ দেখিয়া পডফাইলম ২০০ দেওয়া হয় এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।—এইচ, সি, এলেন।

এণ্টিমোনিয়াম টার্টারিকম

(Antimonium-Tartaricum)

ইহাকে টার্টার এমেটিকও বলা হয়। Emetic অর্থ বমনকারক। Antimonium Tart একটি ভীষণ বমনকারক ঔষধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ পাকস্থলী পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত (to clean out the stomach) এণ্টিমনি টার্ট সদা সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায় বিরেচক ঔষধ এবং এনিমা (enema) দ্বারা মধ্যে মধ্যে পাকস্থলী এবং অন্ত্র ধৌত করা হইয়া থাকে। ইদানীং এই প্রকার প্রথা একটি ফ্যাসান হইয়া উঠিয়াছে। বিলাসী ভদ্রলোক-দিগের প্রত্যহ enema না লইলে মনের শান্তিই হয় না ; এই প্রকারে ইহা অভ্যাসগত দোষ হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগের বিশ্বাস মধ্যে মধ্যে বমন করাইয়া অথবা enema দ্বারা পাকস্থলী পরিষ্কার করাইয়া রাখিতে না পারিলে অনেক প্রকার রোগ উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে অর্থাৎ বাড়ীঘর পরিষ্কার রাখিবার ন্যায় পাকস্থলী কোন প্রকার বিরেচক অথবা বমনকারক ঔষধ দ্বারা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এই প্রকার ধৌতকরণ প্রণালী একেবারেই অনুমোদন করি না। এক সময়ে এণ্টিমনিটার্ট বমনকারক ঔষধরূপে উপরিউক্ত বিষয়ে অত্যন্ত ব্যবহার হইত কিন্তু ইদানীং এবম্প্রকার প্রচলন অধিক দেখা যায় না।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। বক্ষঃস্থলে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ। শ্বাস প্রশ্বাসকালীন ঘড় ঘড় শব্দ হয়। **(When patient coughs there appears to be a large collection of mucous in the bronchi.)**

২। কাসি কিম্বা বমনান্তে শিশু ঝিমাইয়া পড়ে। রোগের সমুদায় উপসর্গে তন্দ্রাভাব ভীষণরূপ বর্ত্তমান থাকে। **(great**

sleepiness or irresistable inclination to sleep with nearly all complaints—Nux M. Opi.

৩। শিশু খিটখিটে, স্পর্শ করিলে কিংবা নাড়ী দেখিতে চেষ্টা করিলেই বিরক্ত বোধ হয় (will not let you feel the pulse) সর্ব্বদা ঘ্যান-ঘ্যানানি লাগিয়া থাকে। সদা সর্ব্বদা ক্রোড়ে ক্রোড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে চাহে।

৪। মুখমণ্ডল শীতল ফ্যাকাসে পাংশুটে অথবা নীলবর্ণ এবং শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত।

৫। প্রকৃত বমন অপেক্ষা বমনের উদ্বেগ অত্যন্ত অধিক।

৬। বমন—দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন ব্যতীত আর সকল প্রকার অবস্থাতেই বমন হয়, বমনান্তে তন্দ্রা এবং অবসাদ উপস্থিত হয় ও কপালে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

সাধারণ লক্ষণ

১। স্যাঁৎসেতে স্থানে বাস করিয়া রোগের উৎপত্তি হইলে এন্টিমটার্ট তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

২। শ্বাস বন্ধের উপক্রম—জলে মগ্ন হইয়া ভুজনলীতে শ্লেষ্মার সমাবেশে, ফুসফুসের আশাঙ্কিত পক্ষাঘাতে, কণ্ঠনালীতে বাহিক কোন পদার্থের প্রবেশে সর্ব্বদা তন্দ্রা এবং আচ্ছন্নতা।

৩। সদ্যপ্রসূত শিশুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হেতু শ্বাসকষ্ট এবং নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য (physiological action) এন্টিমনিম-টার্ট compound salt of antimony এবং Potash এই দুই বস্তুর সংযোগে প্রস্তুত এবং এই দুই বস্তুর কার্য্যই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার (circulation) উপর অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়। কাজে কাজেই এতদ্বারা হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুস-দ্বয়ের অবসন্নতা উৎপাদনকরতঃ সঞ্চালন ক্রিয়ার অত্যন্ত দুর্ব্বলতা উৎপন্ন করে।

শিরঃপীড়া—এন্টিমনিটার্টের রোগীর মস্তিষ্কের কার্য্যের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কোন বিষয়ে মনকে স্থির রাখিতে পারে না। সমস্ত যেন গুলাইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে কপাল উত্তপ্ত হইয়া উঠে ও রোগী ক্রমশঃই তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। এই প্রকার ঘুমঘোর অর্থাৎ তন্দ্রাভাব দ্বিপ্রহরে অধিক হয়। মধ্যে মধ্যে মস্তকের যন্ত্রণাও হয় এবং মনে হয় যেন একটি বন্ধনীর দ্বারা মস্তকের চতুর্দ্দিক (জেলসিমিয়ম, মার্কিউরিয়াস, কার্ব্বলিক এসিড, সালফার) জড়াইয়া রাখা হইয়াছে। এই প্রকার শিরঃপীড়া মস্তিষ্কের passive congestion-এর একটি সাধারণ লক্ষণ। শীতল বায়ুর স্পর্শে এবং চলাফেরায় রোগীর মস্তকের যন্ত্রণা অনেকটা লাঘব হয় এবং তন্দ্রাভাবও অনেকটা কাটিয়া যায়। ইহা ব্যতীত মস্তক শীতল জলে ধৌত করিয়া দিলেও রোগী বেশ সুস্থ বোধ করে (এন্টিমক্রুডাম ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত), মধ্যে মধ্যে দপদপানি যন্ত্রণা বিশেষতঃ মস্তকের দক্ষিণপার্শ্বে অধিক হয় এবং সেই যন্ত্রণা চুয়াল পর্য্যন্ত নিম্নে বিস্তারিত হয়। ইহাকে এক প্রকার ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত অস্থিবাত বলিলেও বলা যাইতে পারে।

মানসিক লক্ষণ—এন্টিমটার্টেও অনেকটা এন্টিমক্রুডামের ন্যায় মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী কাহারো স্পর্শ অথবা তাহার প্রতি কাহারো তাকান পছন্দ করে না, এমন কি ইহার দরুণ অনেক সময় শিশুর তড়কা (convulsion) হইতেও দেখা গিয়াছে। নিদ্রাভঙ্গের পর শিশুর মেজাজ এত অধিক খিটখিটে হয় যে, তাহার প্রতি সামান্য তাকাইলেই ভীষণ রাগান্বিত হইয়া ওঠে। শিশু তাহার চারিদিকে যাহারা থাকে তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরে, কেহ স্পর্শ করিলে কাঁদিয়া উঠে, এমন কি হাত দেখিতে দেয় না (will not let you feel the pulse), সকল সময় ঘ্যান ঘ্যান করে। কোলে কোলে ঘুরিয়া বেড়াইতে চায়। (কোলে কোলে ঘুরিয়া বেড়াইলে রোগের উপশম হয়—ক্যামোমিলা)।

মস্তক ঘূর্ণন এবং তন্দ্রাভাব—এন্টিমটার্টের রোগের ইহা নিত্য সঙ্গী এবং এই মস্তক ঘূর্ণন অনেক সময় পর্য্যায়ক্রমে (alternately) তন্দ্রার সঙ্গে হইতে দেখা যায়। সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়াছি এন্টিমটার্ট মস্তিষ্ককে গুলাইয়া দেয় (Head becomes confused) এবং রোগী ক্রমশঃ ঘুমন্তভাবাপন্ন হইয়া

আইসে, এই ঘুমন্তভাব (drowsiness) এন্টিমটার্টের একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা কখন কখন অনেকটা coma-এর ন্যায় অবস্থা ধারণ করে। ইহা যে কেবল ফুসফুসের পীড়ার সহিত বর্ত্তমান থাকে তাহা নয়। ইহা জ্বর, শিশু কলেরা এবং কলেরায় অর্থাৎ প্রায় সমুদয় পীড়াঁর সহিতই বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। নিউমোনিয়ায় এন্টিমটার্ট এবং ওপিয়মে অত্যন্ত তন্দ্রাভাব থাকে বটে, কিন্তু ইহাদের পার্থক্য নিরূপণে ভ্রম হওয়ার কোন কারণ দেখি না যেহেতু ওপিয়মের তন্দ্রাভাবের সহিত মুখমণ্ডলের গভীর আরক্তিমতা, দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নাসিকাধ্বনিযুক্ত (stertorous) হয় আর এন্টিমটার্টে মুখমণ্ডল সর্ব্বদা ফ্যাকাসে পাংশুবর্ণ অথবা নীল আভাযুক্ত (cyanotic) হয়, লালভাব কিছুই থাকে না এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসিকা ধ্বনিও কিছুই হয় না। হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ সমুদায় অনুসন্ধান করিলে তন্দ্রাভাবের (drowsiness) তিনটি ঔষধের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় তাহা হইতেছে ওপিয়ম, এন্টিমটার্ট এবং নাক্সমস্চেটা। এন্টিমটার্টের সহিত ইহাদের তন্দ্রাভাব ব্যতীত আর অধিক কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় না।

পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু রোগ—পীড়কা (eruption) বিশেষতঃ Scarlatina হাম, বসন্ত ইত্যাদি অবরুদ্ধ (snppressed) অথবা পরিষ্কাররূপ প্রকাশ না হইয়া কিম্বা লাট খাইয়া উল্লিখিতরূপ মস্তিষ্কের কার্য্যের বিশৃঙ্খলা এবং তন্দ্রাভাব ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে সেইরূপ স্থলে এন্টিমটার্ট প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয় এবং তদবস্থায় উল্লিখিত লক্ষণ ব্যতীত আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইতেছে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট (difficulty in breathing)। রোগীর মুখমণ্ডল নীলাভ কিংবা গভীর লালবর্ণ অর্থাৎ বেগুনে বর্ণ হয় এবং শিশু ক্রমশঃ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আইসে। শরীরের স্থানে স্থানে খেঁচুনি হইতে আরম্ভ হয় এবং বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সমাবেশ হেতু শ্বাস প্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ হয় এতদ লক্ষণসমুহ প্রায়ই রোগের সঙ্কটাবস্থার চিহ্ন জানিবে। এইরূপ অবস্থায় এন্টিমটার্ট প্রয়োগে পীড়কা পুনঃ প্রকাশিত হইয়া রোগ নিবারণ হয় এবং রোগীর জীবন সম্পূর্ণ রক্ষা পায়।

হুপিং কাশি—এন্টিমটার্ট শিশুদিগের বক্ষঃস্থলের পীড়ার একটি অতি

মূল্যবান ঔষধ। হুপিং কাশি, ব্রোঙ্কাইটিস কিংবা যে কোন কাশিই হউক দন্তোদ্গম হেতু অথবা অন্য কোন কারণবশতঃই হউক এবং শিশু রাগান্বিত হইলেই যদি কাশির উদ্রেক হয় তাহা হইলে এণ্টিমটার্টকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। এণ্টিমটার্টের কাশি আহারের পরই বৃদ্ধি হয় এবং শিশু কাশিতে কাশিতে যাহা আহার করে তৎসমুদায়ই শ্লেষ্মাসহ অথবা কেবল শ্লেষ্মা বমন করিয়া তুলিয়া ফেলে এবং বমনান্তে ঝিমাইয়া পড়ে, বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঘড় ঘড় শব্দ শ্রুত হয়। এণ্টিমটার্ট রোগীর কাশির বিশেষত্বই হইতেছে যে বক্ষঃস্থলে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয় এবং কাশির পর অর্থাৎ শ্লেষ্মা উত্তোলনের পর রোগী নিস্তেজ এবং তন্দ্রাযুক্ত হইয়া পড়ে।

ব্রোঙ্কাইটিস্ এবং ক্যাপিলারি ব্রোঙ্কাইটিস—অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় শিশু স্তনপান করিতে করিতে হঠাৎ স্তনের বোঁটা মুখ হইতে ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিয়া উঠে শ্বাস প্রশ্বাস যেন বন্ধ হইবার উপক্রম হয় এইরূপ অবস্থায় শিশুকে সোজা করিয়া ধরিলে (when held upright) এবং ক্রোড়ে করিয়া এদিক ওদিক পায়চারি করিলে আবার সুস্থ হয়। ইহা শিশু ব্রোঙ্কাইটিসের অর্থাৎ capillary Bronchitis এর পূর্ব্বাভাষের পূর্ব্ব লক্ষণস্বরূপ অনেক সময় প্রকাশ পায়। বক্ষঃ পরীক্ষা করিলে ব্রোঙ্কাইটিসের ঘড় ঘড় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এণ্টিমটার্ট এইরূপ অবস্থার একটি উপযুক্ত ঔষধ। সময় মত প্রয়োগ করিতে পারিলে ব্রোঙ্কাইটিস আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং অচিরেই সমস্ত কষ্টের অবসান হইয়া যায়। শিশুদিগের তরল ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত কাশিতে এণ্টিম টার্টকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দেওয়া হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ এমন কি দূর হইতে পর্য্যন্ত শুনা যায়। মনে হয়, কাশির সহিত কত শ্লেষ্মা উঠিবে কিন্তু শ্লেষ্মা বিশেষ কিছুই উঠে না। রোগ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে শিশুও ক্রমশঃ ততই অধিক তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়ে এবং কাশি আর তত পুনঃ পুনঃ না হইয়া বরং হ্রাস হইয়া আইসে ইহাকে রোগের উপশমের লক্ষণ মনে করিবে না বরং বৃদ্ধির অবস্থার পরিচয় জানিবে। কারণ ফুসফুসদ্বয় অবাদগ্রস্ত হইয়া কার্য্যশূন্য হইয়া আইসে, নাড়ী দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, মস্তক ঘর্ম্মে ভিজিয়া উঠে ক্রমশঃ নীল রোগের (Cyanosis) লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে

থাকে, এমত অবস্থায় যত শীঘ্র এন্টিমটার্ট প্রয়োগ করা যায় ততই মঙ্গল নতুবা শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এন্টিমটার্ট এরূপস্থলে নিম্নক্রম পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কাশি উৎপন্ন হইলেই ঔষধের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে জানিতে হইবে।

এন্টিমটার্ট যে প্রকার শিশুদিগের একটি উপযুক্ত ঔষধ সেই প্রকার বৃদ্ধদিগেরও বিশেষতঃ—শায়িত অবস্থায় শ্বাসকৃচ্ছ্র (orthopnoea) অথবা ফুসফুসের পক্ষাঘাত আশঙ্কায় (threatening paralysis of the Lungs, in the aged) অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগীর বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মায় বোঝাই হইয়া রহিয়াছে ভয়ানক ঘড়ঘড়ানি শব্দ শোনা যাইতেছে অথচ শ্লেষ্মা তুলিতে পারিতেছে না। অনেক সময় এইরূপ অবস্থায় এন্টীমটার্টে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না না হইলে ব্যারাইটা কার্ব্ব প্রয়োগ হইয়া থাকে কারণ ব্যারাইটা কার্ব্ব এন্টিমটার্টের অনুপূরক ঔষধ (compelementary medicine)

উপরিউক্ত অবস্থা আমরা মধ্যবয়স্ক লোকদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাই না, সচরাচর শিশু এবং বৃদ্ধদিগের মধ্যেই অধিক হয়। শিশুদিগের ব্রোঙ্কাইটিসে (Capillary Bronchitis) এন্টিমটার্টকে একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (In Capillary Bronchitis Tartar Emetic is some times the only remedy from which help may yet be expected—Bahaer)

ইপিকাকও শিশুদিগের ব্রোঙ্কাইটিসের একটি অতি মূল্যবান ঔষধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু ইহা এন্টিমটার্টের ন্যায় মধ্যবয়স্ক লোকদিগের ব্রোঙ্কাইটিসে অধিক কার্য্য করে না এবং বৃদ্ধদিগের ব্রোঙ্কাইটিসে ইহার কিছু উপকারিতা আছে কিনা তাহাও সন্দেহজনক। শিশুদিগের ব্রোঙ্কাইটিসে ইপিকাকের লক্ষণ প্রথমেই প্রকাশ পায় বুকে সাঁই সাঁই শব্দ হয় এবং কাশির সহিত কিছু কিছু শ্লেষ্মাও উঠে, এন্টিমটার্টে ঘড় ঘড় শব্দ হয় এবং কাশির সহিত শ্লেষ্মা বিশেষ কিছুই উঠে না। এন্টিমটার্ট সচরাচর ইপিকাকের পর অর্থাৎ শিশুদিগের ব্রোঙ্কাইটিসের দ্বিতীয় অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ আর ইপিকাক প্রথম অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ। উভয় ঔষধেই শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট আছে এবং কাশিতে কাশিতে বমন হইয়া যায় কিন্তু এন্টিমটার্টে তন্দ্রাভাবের বর্ত্ত-

মানতা অত্যন্ত অধিক থাকে ইপিকাকে থাকে না। ইহাও আবার দেখা গিয়াছে এণ্টিমটার্টে রোগের উপশম না হইলে হেপার সালফার প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

ফুসফুসের পক্ষাঘাতের আশঙ্কায় (in threatening paralysis of the Lungs) **এণ্টিমটার্টের সমগুণ ঔষধসমূহ—**

ল্যাকেসিস—নিদ্রার অব্যবহিত পরই বৃদ্ধি হয় এবং সময় সময় রোগের বৃদ্ধি অবস্থাতেই রোগী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

কেলিহাইড্রিওডিকাম—ফুসফুসের Oedema এবং তৎসহিত বুকে ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত শ্লেষ্মা বর্ত্তমান থাকিলে ইহা বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত হয়। কাশিতে অধিক শ্লেষ্মা উঠে না বরং যে অল্প পরিমাণ উঠে তাহা সবুজ আভাযুক্ত এবং সাবানের ন্যায় ফেনা ফেনা।

কার্ব্বভেজ—ইহা রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় ব্যবহার হয় কিন্তু শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দের সহিত শীতল শ্বাস প্রশ্বাস বর্ত্তমান থাকে এবং শরীরের নিম্নাঙ্গ পদদ্বয় হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত বরফবৎ শীতল হয়।

মস্কাস—অত্যন্ত জোরে জোরে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ানি শব্দ হয় এবং রোগী অস্থির। ইহা বিশেষতঃ টাইফয়েড জ্বরের পর অধিক ব্যবহার হয়। নাড়ীর গতি ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া আইসে এবং অবশেষে রোগী মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

সদ্যজাত শিশুর শ্বাসকষ্ট—এণ্টিমটার্ট নবজাত শিশুর অর্থাৎ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই শ্বাসরোধের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গলায় শ্লেষ্মার দরুণ, ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে এবং শিশু নীলবর্ণ হইয়া আইসে।

সেরোসিরেসাস—ইহাও নবজাত শিশুর শ্বাসরোধের একটি উত্তম ঔষধ। শিশুর শ্বাসরোধের উপক্রম হেতু মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায়। মুখমণ্ডলের পেশীর খেঁচুনি আরম্ভ হয় এবং শিশু খাবি খাইতে থাকে।

নিউমোনিয়া—এণ্টিমটার্ট শিশুদিগের ব্রোঙ্কাইটিসের ঔষধ ব্যতীত, প্লুরোনিউমোনিয়ারও (pleuro pneumonia) একটি অতি উৎকৃষ্ট এবং বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। ফুসফুসের কতক অংশ পক্ষাঘাত সদৃশ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় (are paralyzed) এমন কি বক্ষঃ পরীক্ষা করিলেও ফুসফুসের Hepatized স্থলেও শ্লেষ্মার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যায়।

শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট বিশেষতঃ প্রাতঃকালের দিকেই অধিক হয়। এবং রোগীকে শয়ন অবস্থা হইতে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হয় কারণ উপবেশন অবস্থায় কিঞ্চিত আরাম বোধ করে। এন্টিমটার্ট Bilious pneumoniaতেও অর্থাৎ যকৃতের দোষসহ নিউমোনিয়াতেও ব্যবহার হয়। রোগীর চক্ষুর শ্বেতাংশ, গাত্রত্বক, মূত্র ইত্যাদি সমুদায় অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং পাকস্থলীতে হাত দেওয়া যায় না অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোদরে ফাঁপিয়া উঠে, বমনেচ্ছা এবং বমনের উদ্রেক হয়। এই প্রকার লক্ষণযুক্ত মদ্যপানকারীদিগের নিউমোনিয়াতে এন্টিমটার্ট অনেক সময় প্রয়োগ হয়। এণ্টিমটার্ট প্লুরো-নিউমোনিয়াতে (pleuro pneumonia) যে কেবল কাজ করে এমন কোন কথা নহে, ইহা সকল প্রকার নিউমোনিয়ারই একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

Tartar emetic is undoubtedly one of the most important remedies in pneumonia but only when it deviates from the normal course. In uncomplicated pneumonia it is scarcely ever indicated in the first stage, not even at the beginning of the second stage. The sphere of action of the drug commences with the resolution of the exudation. If the resolution takes place rapidly and the re-absorptions is slow, the dyspnoea generally becomes quite considerable, because the lungs are unable to remove the copious contents from their cells. Loud and coarse rales are heard over a large surface, in this conditions Tartaremetic will have a full effect—Dr. Bahaer.

এক্ষণে পরিষ্কাররূপে জানিতে পারা যাইতেছে যে, যদি বিভাগ-করণ (resolution) অত্যন্ত শীঘ্র হইতে থাকে এবং শোষণ (reabsorption) ক্রিয়া তদ্রূপ শীঘ্র না হইয়া বরং বিলম্বে হয়, তাহা হইলে এণ্টিমটার্টের অবস্থা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে এবং রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। শ্লেষ্মার সমাবেশও ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে অথচ ফুসফুসের শ্লেষ্মা উত্তোলনের ক্ষমতাশূন্য হইয়া আসে। কাজে কাজেই

এইরূপ অবস্থায় এন্টিমটার্টের বিশেষত্ব—শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ানি শব্দ অধিক শ্রুত হয়, এই প্রকার স্থলে এন্টিমটার্ট প্রয়োগ করিলে আশু উপকার পাওয়া যাইতে পারে। এতদ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য—যখনই ফুসফুসে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মার সমাবেশ হইবে এবং রোগী যদি তাহা উত্তোলন করিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে এন্টিমটার্টের বিষয় চিন্তা করিবে। আমরা এরূপস্থলে সচরাচর ৬x চূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থা অধিক দিয়া থাকি।

Regarding the dose, physicians agree most remarkably in the case of the remedy. So far as we know a higher trituration than the third is not advised by any physician. The second trituration in grain doses is probably the most appropriate it never gives rise to nausea—Dr. Bahaer.

ডাক্তার বেয়ার সাহেবের মতে দ্বিতীয় দশমিকই উপযুক্ত কিন্তু আমরা সচরাচর ৩x, ৬x চূর্ণ অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি। এন্টিমটার্টের প্রতিক্রিয়া (re-action) অত্যন্ত স্বল্প (deficient) এবং দুর্ব্বল বলিয়াই মধ্যবয়স্ক লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে না। ইহার কার্য্য শিশু এবং বৃদ্ধদিগের প্রতি অধিক প্রকাশ হয়।

বসন্ত—(Small Pox) :—এন্টিমটার্টের যে প্রকার পুঁজবটী (pustules) উৎপন্ন হয় তাহার সঙ্গে বসন্তের অনেকটা সাদৃশ্য থাকা হেতু এন্টিমটার্টকে বসন্তের একটি উপযুক্ত ঔষধ বলা হয়। পীড়কা (Eruption) প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বসন্তের প্রারম্ভে ইহা অত্যন্ত উপোযোগী এবং ইহার সঙ্গে ব্রাইওনিয়ার ন্যায় শুষ্ক কাশি এবং তৎ সহিত শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টও বর্ত্তমান থাকে। বসন্ত রোগের সহিত শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এবং তন্দ্রাভাব থাকিলে এন্টিমটার্টকে অব্যর্থ ঔষধ মনে করিবে। টীকা দেওয়ার দরুণ কোন প্রকার কুফলাফল হইলে থুজায় উপকার না হইলে এবং সাইলিসিয়ার লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে এন্টিমটার্টের বিষয় চিন্তা করিবে। বসন্ত, হাম ইত্যাদি জনিত চক্ষু রোগেও এন্টিমটার্ট প্রয়োগের লক্ষণ প্রকাশ হয় এবং এন্টিমটার্ট প্রয়োগ করাও হয়। ডাক্তার হিউজ সাহেব তাহার গ্রন্থে লিখিতেছেন—I myself have invariably used Tartar Emetic (in the first trituration) as the medicine for small pox and have occasion to substitute

any other. I cannot say that it cuts short the disease, it is doubtful whether any remedy can. But it seems to me to conduct the cases in a very satisfactory manner decidedly mitigating all the incidental troubles and leaving (even in non vaccinated subject) very little pitting behind.

অর্থাৎ আমি বসন্ত রোগে এণ্টিমটার্ট ১x চূর্ণ ব্যবহারে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। ইহা ব্যতীত অন্য কোন ঔষধ আমাকে আর ব্যবহার করিতেই হয় নাই।

কলেরাঃ—ডাক্তার ন্যাস সাহব কলেরায় এন্টিমটার্টের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ইহাকে কলেরার একটি অব্যর্থ ঔষধ বলেন,— I have found it nearest a specific for cholera morbus. For more than 25 years, I have seldom found it necessary to use any other, and then only when there were severe carmps, in the stomach and bowels when Cuprum Metalicum relieved. তিনি তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন ২৫ বৎসর যাবৎ কলেরায় এন্টিমটার্ট ব্যতীত অন্য ঔষধ আমি কদাচিৎ ব্যবহার করিয়াছি কিন্তু পাকস্থলী এবং উদরের আক্ষেপ (Cramp) থাকিলে কুপ্রাম মেটালিকম্ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে।

এন্টিমটার্ট কলেরায় ভিরেট্রামের একটি সমকক্ষ ঔষধ এবং অনেক সময় আমরা ভুলক্রমে এন্টিমটার্টের স্থলে ভিরেট্রাম দিয়া থাকি। ভেদ এবং বমনের অবস্থা ও অবসন্নতা সমুদায়ই প্রায় ভিরেট্রামের ন্যায় কিন্তু কেবল এণ্টিমটার্টে ভিরট্রামের ন্যায়—জল পিপাসা, হস্ত পদের খিল ধরা এবং চর্ম্মের সঙ্কোচনীয়তা থাকে না। জলবৎ ভেদ, বমন, বমনেচ্ছা, কোটরাবিষ্ট চক্ষু, তন্দ্রাভাব—এতদ সমুদয় লক্ষণ অনেকটা ভিরেট্রামের ন্যায় হইলেও ভিরেট্রামের জল পিপাসায় এণ্টিমটার্ট, ভিরেট্রাম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে। যেখানে এই দুইটী ঔষধের পার্থক্য নিরূপনে—গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা হইবে সেখানে অগ্রে পিপাসার দিকে দৃষ্টি করা উচিৎ। ভিরেট্রামের রোগী আকণ্ঠ জল পানের জন্য সর্ব্বদা জল চাহে আর এণ্টিমটার্টের রোগীর সেরূপ ভয়ঙ্কর পিপাসা নাই। ভিরেট্রাম এবং এণ্টিমটার্টের অবসাদ—একরূপ

হইলেও এণ্টিমটার্টের শ্বাসকষ্ট ভিরেট্রাম অপেক্ষা অনেক অধিক। শ্বাসকষ্ট, অবসাদ, তন্দ্রাভাব এই তিনটি লক্ষণই এণ্টিমটার্টের বিশেষ পরিজ্ঞাপক। এবং যে কোন রোগের সহিত এই লক্ষণ সমুহ প্রকাশ থাকিলে এণ্টিমটার্ট তাহাতে উত্তম কার্য্য করিবে। ডাক্তার কাফকা বলেন, যে পীড়ার দ্বিতীয় অবস্থায় যখন হৃদপিণ্ডের অবসন্নতা উপস্থিত হয় তখন অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া এণ্টিমটার্ট ব্যবহার করা উচিৎ।

এণ্টিমটার্টের পরিপাক ক্রিয়ার গোলমালের সহিত বমনেচ্ছা, তন্দ্রাভাব এব পচাডিম্বের স্বাদ যুক্ত উদ্গার বর্ত্তমান থাকে,—বমন সবুজ জলবৎ কখন ফেনা ফেনা এবং কখন ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত। বমনকালীন কপালে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় ও হস্ত কাঁপিতে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় ভেদ বমন উভয় এক সঙ্গেই হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কোলাপ্সের সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া আইসে, হস্তপদ বরফবৎ ঠাণ্ডা হয়, ভেদ জলবৎ তরল এবং পরিমাণেও অত্যন্ত প্রচুর হয়। এই কয়েকটি লক্ষণ থাকিলে—স্বভাবতঃই সকলে ভিরাট্রমের কথা স্মরণ করিবে এবং বাস্তবিকই আমরা অধিকাংশ স্থলেই ভিরাট্রমই প্রয়োগ করিয়া থাকি। পিপাসা এবং তন্দ্রা লক্ষণে—এই দুইটী ঔষধ পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। এণ্টিমটার্টে পিপাসা সামান্য, তন্দ্রাভাব অত্যন্ত প্রবল আর ভিরেট্রামে পিপাসা এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল,—তন্দ্রাভাব সামান্য।

যদিও কলেরায় এণ্টিমটার্টের এত অধিক লক্ষণ রহিয়াছে তথাপি এই ঔষধটিকে উক্ত রোগে অত্যন্ত অবজ্ঞা করা হয়। কারণ ইহাকে অনেকে প্রকৃত কলেরার ঔষধ বলিতে চাহে না। যেহেতু ইহাতে ভেদ অপেক্ষা বমনের লক্ষণই অত্যন্ত প্রবল থাকে এবং ইহার বমনের বিশেষত্ব যে—বমন সহজে হয় না এবং বমনান্তে রোগীর কপালে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় এবং তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কাজে কাজেই ইহা কলেরার বমন নিবারণের ঔষধ বলিয়া অধিক পরিচিত।

বমন এবং বমনেচ্ছা—এণ্টিমটার্টে ভয়ানক বমনেচ্ছা—একটি প্রকৃতিগত লক্ষণ, অনেকটা ইপিকাকের ন্যায়। সকল সময় ইহাতে বমনেচ্ছা লাগিয়া থাকে না। ইপিকাকের বমন যেমন অতি সহজেই হয় এণ্টিমটার্টে সে প্রকার হয় না বরং অত্যন্ত কষ্টের সহিত বহির্গত হয় এবং বমনান্তে রোগী

তন্দ্রায় ঝিমাইয়া পড়ে ও কপালে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়,—ইপিকাকে সর্ব্বদা বমনের ভাব লাগিয়া থাকে এবং বমন হইলেও রোগী সুস্থবোধ করে না। এণ্টিমটার্টে সর্ব্বদা বমনের ভাব লাগিয়া থাকে না এবং বমন হইলে সুস্থ বোধ করে। ইহা ব্যতীত এণ্টিমটার্টে বাম পার্শ্বে শয়নে বমন বৃদ্ধি হয় এবং ডান পার্শ্বে শয়নে উপশম হয়। ইহাদিগের উভয়ের বমন যদিও প্রায় একই প্রকার সবুজ জলবৎ কিন্তু বমনান্তে তন্দ্রাভাব লক্ষণে—এণ্টিমটার্ট ইপিকাক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে। যে স্থলেই বমন কাশি, ইত্যাদির পর তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান দেখিবে সেই স্থলেই এণ্টিমটার্টকে প্রাধান্য দিবে।

জ্বর।

সময়—সময় বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই। সকল সময় জ্বর আসিতে পারে কিন্তু অপরাহ্ন ৩টা অথবা সন্ধ্যায় অধিক হয়।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—হাই উঠে এবং গা হাত ভাঙ্গিতে থাকে। (yawning and stretching).

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। শীত অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে দাহ অবস্থাও বর্ত্তমান থাকে chill and heat without thirst alternating during the day—আর্স। শীত এবং ঘর্ম্ম অথবা ঘর্ম্ম এবং উত্তাপ পর্য্যায়ক্রমে হয়—এণ্টিমক্রুডাম) অত্যন্ত শীত হয় মনে হয় যেন গাত্রে ঠাণ্ডাজল কেহ ঢালিয়া দিয়াছে। কম্প এবং শীত শীত ভাব সকল সময়েই ভিতর হইতে বাহিরে প্রকাশ পায়। শীত অবস্থা অপেক্ষা, দাহ অবস্থা অধিক্ষণ স্থায়ী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রাভাব এবং কপালে ঘর্ম্ম প্রকাশ থাকে।

দাহ অবস্থা—পিপাসা সকল সময় থাকে না কিন্তু দাহ এবং ঘর্ম্মাবস্থার মধ্যবর্ত্তী সময়ে অত্যন্ত পিপাসা হয়। দাহ অবস্থা অধিক্ষণ স্থায়ী হয় এবং প্রচুর ঘর্ম্মও বর্ত্তমান থাকে।

ঘর্ম্মাবস্থা ঃ—সর্ব্বাঙ্গময় প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং অনেক সময় সমস্ত রাত্রি পর্য্যন্ত থাকে।

জিহ্বা—ধারগুলি লাল অথবা জিহ্বার সমস্ত স্থানই লাল এবং জিহ্বাকণ্টক (papillae) সমূহ সমুন্নত থাকে। খাদ্য দ্রব্যের এবং তামাকের কোন স্বাদ পাওয়া যায় না।

নাড়ী—অল্প পরিশ্রমেই চঞ্চল হইয়া উঠে। শীত অবস্থায় নাড়ীর গতি বেশ জোর এবং বেগবতী থাকে, যেমনি দাহ অবস্থা চলিয়া যায়, নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল বা মৃদু হইয়া আইসে।

এণ্টিমটার্ট—জ্বরের কোন বিশিষ্ট ঔষধ নয় ইহার প্রয়োগও অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্বরে এইমাত্র বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় সকল অবস্থাতেই তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান থাকে এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬ এবং ৩০ অধিক ব্যবহার হয়। ফুস্‌ফুসের আশঙ্কিত পক্ষাঘাতে, কাশি উদ্রেক করিতে নিম্নক্রম ৩x চূর্ণ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—লাইকাপোডিয়াম, ভিরেট্রাম এলবাম, ইপিকাক।

রোগের বৃদ্ধি—স্যাঁৎসেতে, শীতল বায়ুতে, রাত্রিতে শয়নে, ঘরের উত্তাপে, বসন্তকালে, ঋতু পরিবর্ত্তনে।

রোগের উপশম—মুক্ত শীতল বায়ুতে, সোজা হইয়া উপবেশনে, গয়ের উত্তোলনে, দক্ষিন পার্শ্বে শয়নে (ট্যাবেকাম)।

রোগীর বিবরণ

নুর মহম্মদ সরকার লেনে রোগী একটী শিশু বয়স ৩ বৎসর। দেখিতে পাইলাম রোগীর পাশের বাড়ীতেই একজন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক বাস করিতেছেন এবং ইহাও জানিতে পারিলাম তাঁহার দ্বারা অনেক দিন চিকিৎসা

করা হইয়াছিল, কিন্তু উপকার হয় নাই। হুপিং কাশিতে প্রায় ৩ মাস হইতে শিশুটি ভুগিতেছে,—এবং আমার পূর্ব্বে ২ জন বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক চিকিৎসা করিয়াছেন কিন্তু তাহাতেও কিছুই হয় নাই। রোগীর পিতা বলিলেন শিশু পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছে এবং যাহা আহার করে সমুদায়ই কাশির সহিত উঠিয়া যায়। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম সর্ব্ব প্রথম শিশুর হাম হইয়া জ্বর হয়। হাম সম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন কিন্তু তদবধি হইতেই শিশু ভুগিতেছে। হুপিংকাশি কিছুতেই উপশম হইতেছে না। ক্রমশঃই শিশু দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং হাঁপানির মত লক্ষণ দেখা দিতেছে। ইহাতে শিশুর পিতামাতা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন। কাশির কোন সময় নাই, কাশির সহিত প্রচুর শ্লেষ্মা ওঠে। আমি প্রথম দিন পার্টুসিন ২০০ ক্রম এক মাত্রা দিয়া ৩ দিন পর সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া আসিলাম কিন্তু কিছুই হইল না এবং শিশুর পিতা বলিলেন "ইপিকাক ড্রসেরা এবং অন্যান্য আরো অনেক ঔষধ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু পার্টুসিন কেহই দেয় নাই"। আমি পুনরায় রোগী দেখিতে চাহিলাম এবং রোগীর বাড়ীর লোক আসিয়া ডাকিয়া লইয়া গেল। পূর্ব্বে আমি কাশির আক্রমণ একদিনও দেখি নাই কিন্তু সেই দিবস যাইয়া দেখি শিশু কাশিতেছে, শিশুর পিতা বলিলেন,—"ডাক্তার বাবু এইবার দেখুন কি ভীষণ কাশি"। শিশু কাশিতে কাশিতে বক্র হইয়া যায়, তৎপরে নাক মুখ দিয়া শ্লেষ্মা বহির্গত হইতে থাকে। শ্লেষ্মা বহির্গত হইলে পর কাশির বিরাম হয় এবং রোগী কাশির পর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও তন্দ্রাভিভূত হইয়া পরে। রোগীর পিতা বলিলেন এই ভাবে আজ ৩ মাস হইতে ভুগিতেছে। "কাশির অবসানে তন্দ্রা লক্ষণ এবং হাম সম্পূর্ণরূপ প্রকাশ হয় নাই ইহা সন্দেহ করিয়া এণ্টিমটার্ট দেওয়া স্থির করিলাম এবং এণ্টিমটার্ট ষষ্ঠক্রম প্রত্যহ দুইবার করিয়া দিতে বলিয়া সেইদিন চলিয়া আসিলাম এবং বলিয়া দিলাম ৩ দিন পর সংবাদ দিবেন। তৃতীয় দিবস কাটিয়া গেল কেহই আসিল না, মনে মনে ভাবিলাম, বোধ হয় উপকার হয় নাই; অন্য কোন চিকিৎসক আসিয়াছে। হঠাৎ ৫ম দিবসে সংবাদ পাইলাম যে শিশু অনেকটা সুস্থ আছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা কাশি ও অনেকটা উপশম হইয়াছে। আমি আর নূতন ঔষধ কিছুই না দিয়া কেবল মাত্র কয়েকটি সুগারের পুড়িয়া দিয়া প্রত্যহ একবার করিয়া দিতে বলিয়া দিলাম। জানিতে পারিলাম রোগী ক্রমশঃই আরোগ্য হইয়া

আসিতেছে এবং অবশেষে এণ্টিমটার্টেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। "কাশির পর ঝিমাইয়া পড়া" এণ্টিমটার্টের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ জানিবে। ইহার উপর নির্ভর করিয়া আমি একটি বহুদিনের হাঁপানি রোগীর বিশেষ উপকার করিয়াছিলাম। এণ্টিমটার্টের এই লক্ষণটির উপর সদাসর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে।

২। একটি মুসলমান যুবক বয়স ২২ বৎসর; নুতন কলিকাতায় আসিয়াছে। আমার ডাক্তার খানার নিকট দপ্তরী পাড়ার জনৈক বন্ধুর বাটীতে বাস করিতেছে। সেই সময় কলিকাতায় অত্যন্ত বসন্তের প্রকোপ। যুবকটি হঠাৎ উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পরে। সেই বাড়ীর একজন ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গে বসন্ত উঠিয়াছে কিন্তু মুখমণ্ডলে এবং বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। বসন্ত যেন বসিয়া যাইতেছে আমার এইরূপ মনে হইল। স্থানগুলি কাল কাল বর্ণ হইয়াছে। রোগীর বাড়ীর লোকেরা বলিলেন "বসন্ত যেন লাট খাইয়া গিয়াছে আমাদের এইরূপ বোধ হইতেছে"। আর একটি লক্ষণ দেখিলাম রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, টানিয়া টানিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতেছে সঙ্গে সঙ্গে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দ হইতেছে। রোগী দেখিতেছি এমন সময়ে বাটীর ভিতর হইতে একজন স্ত্রীলোক বলিলেন—"গত কল্য হইতে এখন পর্য্যন্ত ৫ বার দাস্ত হইয়াছে, বোধ হয় এতদ হেতুই বসন্ত পরিষ্কার রূপে প্রকাশ হইতেছে না"। যুবকটি নিঃঝুম হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কাহারো সহিত কোন প্রকার কথা বলিতেছে না। থাকিয়া থাকিয়া এক একবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এবং বসন্ত লাট খাইয়া গিয়াছে। এই দুইটি লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া আমি এণ্টিমটার্টে ৬ মাত্রা দিয়া চলিয়া আসিলাম এবং বলিয়া দিলাম প্রত্যেক ৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর যেন দেওয়া হয়। তৎপরদিন প্রাতে সংবাদ পাইলাম রোগী কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হইতেছে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অনেকটা হ্রাস হইতেছে। আমি সেই ঔষধ পূর্ব্ববৎ সেবন করিতে বলিয়া দিলাম এবং জানিতে পারিলাম রোগী ক্রমশঃই আরোগ্য হইতেছে। যদিও ২।১টি অন্য ঔষধ ব্যবহার করিতে হইয়াছিল কিন্তু এণ্টিমটার্টেই রোগীর জীবন রক্ষা হইয়াছিল।

৩। প্রায় ৮ বৎসর হইল খিদিরপুরে শীতকালে আমি একটি রোগী দেখিতে যাই। ঐ বৎসর ঐ সময়ে ওলাঠার খুব প্রাদুর্ভাব। কোনও প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দ্বারা রোগের শান্তি হইতেছিল না। রোগী একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। যখন দেখিলাম তখন রোগের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। রোগী প্রায় মুমূর্ষাবস্থায় ১২ ঘণ্টা কাল পড়িয়া রহিয়াছে। হৃদপিণ্ডের গতি মন্দ, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতেছে। নিঃশ্বাস শব্দ যুক্ত আর মিনিটে ৬।৭ বার পড়িতেছে। ভেদ, বমি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, আর মধ্যে মধ্যে মুখভঙ্গি করিতেছে। জোরে ডাকিলে জ্ঞান হইত কিন্তু উত্তর দিতে পারিত না। এণ্টিমটার্ট প্রয়োগ করাতে রোগিণী আরোগ্য লাভ করে। বলা আবশ্যক যে ঐ বৎসর খিদিরপুরে অত্যন্ত বসন্ত হইতেছিল। (Dr. Salzar's Cholera)

কেলিকার্ব্ব (Kali-carb)

ইহার আর একটি নাম কার্ব্বনেট অফ পটাস (Carbonate of Potash)

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। যন্ত্রণা সূচীভেদবৎ, বিশ্রামে এবং আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি (Pain stitching, darting, worse during rest and lying on affected side) বিশ্রামে এবং আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে উপশম—ব্রাইওনিয়া)।

২। কাহারো স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না সামান্য স্পর্শেই বিশেষতঃ পদদ্বয়ে স্পর্শ করিলে রোগী চমকাইয়া ওঠে।

৩। চক্ষুর উপর পাতা এবং ভ্রুর মধ্যস্থল জলপূর্ণ থলিবৎ স্ফীত হয় (bag like swellings between upper eyelids and eyebrows)।

৪। কটিদেশের যন্ত্রণা ও তৎসহ ঘর্ম্ম এবং দুর্ব্বলতা—গর্ভস্রাব, প্রসব যন্ত্রণা, জরায়ু রক্তস্রাব ইত্যাদির পর এবং আহারকালীন বৃদ্ধি হয়। ভ্রমণকালীন এত অধিক যন্ত্রণা হয় যে রোগী আর হাটিতে পারে না। শুইয়া পড়িতে বাধ্য হয় এবং শুইয়া পড়িলে উপশম হয় (while walking feels as if she must give up and lie down)।

৫। যাহাই আহার কিংবা পান করে সমুদায়ই যেন বায়ুতে পরিণত হয়। পাকস্থলী ফাঁপিয়া ঢাকের মত হয়।

৬। ঋতু স্রাবের এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই শরীর খারাপ বোধ করে (feels badly week before menstruation) ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে কটিদেশে যন্ত্রণা হয়।

৭। গলাধঃকরণে কষ্ট—গলদেশে যেন মাছের কাঁটা বিঁধিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ (হেপার, নাইট্রিক এসিড)।

৮। কাশি—শুষ্ক আক্ষেপযুক্ত, কাশিতে কাশিতে সময় সময় ভুক্ত দ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং সাদা সাদা শক্ত শ্লেষ্মার দলা জোরের সহিত ছুটিয়া নির্গত হয় (white or smoky masses fly from throat when coughing)।

সাধারণ লক্ষণ

বৃদ্ধ লোকদিগের উদরী, পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগে অধিক ব্যবহার হয়।

জীবনীশক্তির অপচয় হেতু রক্ত স্বল্পতা (চায়না, এসিড ফস)। একলা থাকিতে পারে না—আর্স, বিসমথ, লাইকো। (একলা থাকিতে চায়—ইগ্নেসিয়া, নাক্স)।

৩। স্ত্রী সহবাস, স্বপ্নদোষ, গর্ভস্রাব, ঘাম ইত্যাদির পর দৃষ্টির দুর্ব্বলতা।

৪। প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালনকালীন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় (এমন কার্ব্ব, আর্ণিকা)।

৫। কেবল আহারকালীন দন্তশূল। উষ্ণ অথবা শীতল দ্রব্যের স্পর্শ লাগিলেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

৬। প্রসব যন্ত্রণার দুর্ব্বলতা এবং তদসহ ভীষণ কটিদেশে যন্ত্রণা (back-ache)।

৭। হাঁপানি—উপবেশনে অথবা সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে অথবা শরীর দোলাইলে উপশম হয়। শেষরাত্রি ২—৪টার সময় বৃদ্ধি হয়।

৮। কোষ্ঠ কাঠিন্য—মল বৃহদাকার, মলত্যাগে কষ্ট। মল ত্যাগের ২১ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই সূচী ভেদবৎ যন্ত্রণা হয়।

৯। শীতলবায়ু স্পর্শাধিক্য প্রবণ।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—সমবেদক (sympathetic) স্নায়ু মণ্ডলের মধ্য দিয়া শরীরের তিনটি প্রধান প্রধান স্থানে কার্য্য প্রকাশ করে—

১। ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে (২) ইহা স্নৈহিক ঝিল্লির (serous membrane) স্রাব শুষ্ক করতঃ তীক্ষ্ণ এবং চিড়িকমারা যন্ত্রণা উৎপন্ন করে (৩) ইহা ডিম্বাশয়দ্বয়ে পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে।

মানসিক লক্ষণ—কেলিকার্ব্ব রোগী খামখেয়ালি প্রকৃতির এবং ভীষণ খিটখিটে। সকল বিষয়েই ঝগড়া করে, একলা থাকিতে চায় না (একলা থাকিতে চায়—নাক্স, এলিডফস, ইগ্নেসিয়া)। অত্যন্ত ভীত স্বভাবের। যখন একলা থাকে নানাপ্রকার ভয়ের বিষয় চিন্তা করে। যদি কখন একলা শয়ন করিতে হয় তাহা হইলে ভয়ে সমস্ত রাত জাগিয়া থাকে কিংবা নিদ্রায় কেবল ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখে, এক মুহূর্ত্ত শান্তি পায় না। সকল সময় কল্পনা করে, আগুনে হয়ত এই বাড়ীখানা এক্ষণেই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে কিম্বা ভূমিকম্প হইয়া ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে ইত্যাদি। এই প্রকার নানা কল্পনায় এবং ভয়ে রোগীর মন সকল সময় অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া থাকে। সামান্য কোন কিছুর শব্দে হঠাৎ চমকাইয়া ওঠে এবং ভয়ে কাঁপিতে থাকে, ইহা ব্যতীত, সময় সময় মানসিক অবস্থা অত্যন্ত

অবসাদগ্রস্তও হয়। সমুদায় বিষয়ে উদাসীন। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কি উত্তর দিতে হইবে তাহা ঠিক করিতে পারে না। ফসফরিক এসিডের ন্যায় কোন প্রকার মস্তিষ্ক গোলযোগ হইতে ইহা উত্থিত হয় না, ইহা কেবলমাত্র দুর্ব্বলতা প্রযুক্তই হয়। কেলিকার্ব্বের এইরূপ মানসিক লক্ষণ সূতিকা-উন্মাদে কিংবা সূতিকাজ্বরে প্রকাশ পাইতেও দেখা যায়।

কেলিকার্ব্ব রোগী যেমন অল্পতেই বিরক্ত হয়, তেমনি অল্প ঠাণ্ডাতেই কাতর হইয়া পড়ে। ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, sensative to every atmospheric change। ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে না। এমন কি রাত্রিতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া, জানালা দরজা খোলা আছে কিনা, চারিদিক তাকাইয়া দেখিয়া লয়, কোন পথ দিয়া শীতল বাতাস যেন না আসিতে পারে। কেলিকার্ব্বের সমস্ত উপসর্গ ই ঠাণ্ডাতে বৃদ্ধি হয়, কাজে কাজেই শরীরকে উষ্ণ রাখিবার জন্য, যথেষ্ট পরিমাণ গরম কাপড় ব্যবহার করে। শরীর এত শীতল থাকা সত্ত্বেও অতি অল্প আয়াসেই প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং কেলিকার্ব্বে ঘর্ম্ম যন্ত্রণাযুক্ত স্থানেই অধিক হয়।

রক্তস্বল্পতা এবং ঋতুস্রাব—কেলিকার্ব্ব রোগীতে রক্তস্বল্পতা লক্ষণ অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে। শীত শীত ভাব এবং শীত অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি সমুদায় উক্ত রক্তস্বল্পতারই পরিচয়। রক্তে যে স্বাভাবিক পরিমাণ লোহিত কণা (red corpuscle) বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন কেলিকার্ব্বে তাহা থাকে না। কাজে কাজেই রোগী অত্যন্ত রক্তহীন এবং দুর্ব্বল হয় এবং শরীরের চর্ম্ম দেখিতে দুগ্ধবৎ সাদা ফ্যাকাসে বর্ণ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার লক্ষণ আমরা প্রায়ই অল্প-বয়স্কা রমণীদিগের প্রথম ঋতুস্রাবে দেখিতে পাই। শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং রক্তের লোহিত কণার অভাবহেতু শীঘ্র ঋতু প্রকাশ পায় না। সমুদায় শরীর যেন ফুলিয়া ওঠে এবং এই ফোলা ভাব বিশেষভাবে মুখমণ্ডল, চক্ষুর চারিধার এবং চক্ষুর পাতায় অধিক প্রকাশ পায়। সঙ্গে সঙ্গে কটিদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। ফেরাম এবং পালসেটিলাও এই প্রকার অবস্থায় অনেকে প্রয়োগ করেন কিন্তু মনে হয়, কেলিকার্ব্বই ইহার উপযুক্ত ঔষধ।

এই প্রকার রক্তাল্পতা, রজোনিবৃত্তি (menopause) সময়ে এবং বৃদ্ধ বয়সেও দেখা যায় এবং তখনও সেই একই রকম চক্ষুর উপর পাতা ফুলিয়া জলপূর্ণ থলির

ন্যায় আকার ধারণ করে।—আরো দেখিতে পাওয়া যায়, এই প্রকার রোগীর হৃদপিণ্ড সচরাচর দুর্ব্বল থাকে। হৃদপিণ্ডের কার্য্যের সমতা থাকে না, অনিয়ম কিংবা intermittent হয়। হৃদপিণ্ডের এই প্রকার অবস্থা শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ হয় বলিয়া মনে হয় এবং ইহার সহিত একটি বিশেষ লক্ষণ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে তাহা হইতেছে কটিদেশের যন্ত্রণা। কটিদেশে এত ভীষণ যন্ত্রণা হয় যে মনে হয় যেন পদদ্বয় এবং কটিদেশ যন্ত্রণায় খসিয়া যাইতেছে।

রক্তস্রাব (Haemorrhage) জরায়ু রক্তস্রাবে কেলিকার্ব্বের প্রয়োগ দেখা যায় এবং কেলিকার্ব্ব এতদবিষয়ের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গর্ভপাতের পর যখন রক্তস্রাব আর বন্ধ হয় না, অল্প বেশী লাগিয়াই থাকে, সহজে বন্ধ হইতে চায় না, অল্প অল্প চুয়াইতেই থাকে এইরূপ অবস্থায় কেলিকার্ব্ব উত্তম কার্য্য করে। মাসিক ঋতুস্রাবেও প্রথম ১০ দিন প্রচুর এবং চাপ চাপ রক্তস্রাব হওয়ার পর রক্তস্রাব হ্রাস হইয়া আসিলেও যখন আর বন্ধ হয় না, সারা মাস ভুগিয়া আর এক ঋতুস্রাবের সময় আসিয়া পৌঁছায়, তথাপি বন্ধ হয় না এইরূপ স্থলেও ইহা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। কেলিকার্ব্ব রোগী রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়, তদবিষয়েও দৃষ্টি রাখিবে।

দুর্ব্বলতা (Debility) কেলিকার্ব্ব কোন সাংঘাতিক রোগের পর কিংবা বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিয়া দুর্ব্বলতার একটি উপযুক্ত ঔষধ। সন্তান প্রসবের পর কিংবা গর্ভস্রাব হেতু দুর্ব্বলতায় যখন রোগী কটিদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা (backache) এবং দুর্ব্বলতা অনুভব করে এবং তদহেতু চলাফেরা করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, সেইরূপ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ইহার সহিত কাশি এবং পুনঃ পুনঃ নৈশ-ঘর্ম্মও বর্ত্তমান থাকে। জরায়ু হইতে সর্ব্বদা রক্তস্রাব হয় এবং প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণ urates থাকে। মূত্রে এই প্রকার অত্যধিক পরিমাণ urates এর বর্ত্তমানতা রোগবশতঃ শরীরস্থ টিসু (tissue) অপচয়ের লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু কেলিকার্ব্বে উক্ত প্রকার urate যুক্ত প্রস্রাবের সহিত কটিদেশের যন্ত্রণা (backache) এবং ঘর্ম্ম ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা চাই, আর যদি কোন বিশেষ লক্ষণ না থাকে কেবল urate অধিক থাকে তাহা হইলে কষ্টিকামকে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। কষ্টিকামকে এইরূপ অবস্থার একমাত্র ঔষধ বলিলেই হয়।

ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলতা এবং কটিদেশের যন্ত্রণা এই তিনটি লক্ষণের একত্র সমাবেশ কেলিকার্ব্ব ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোন ঔষধে এত অধিকরূপ প্রকাশ নাই। কাজে কাজেই যে স্থলেই এই তিনটি লক্ষণের একত্র প্রকাশ দেখা যায়, কেলিকার্ব্বকেই তাহার প্রধান ঔষধ বলিতে হইবে।

(The particular combination of symptoms that we have under Kalicarb—the sweat, the backache and the weakness are found in no other remedy).

এই প্রকার অত্যধিক ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলতা এবং চর্ম্মের ফ্যাকাসে বর্ণ অনেকটা হাইফস্ফেট অফ লাইমে (Hyphosphate of Lime) দেখা যায় কিন্তু কেলিকার্ব্বের ন্যায় কটিদেশে যন্ত্রণা (backache) থাকে না।

সোরিনাম—রোগ আরোগ্যের পর দুর্ব্বলতা অবস্থার ইহাও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যখন দুর্ব্বলতা, প্রচুর ঘর্ম্ম এবং মানসিক অবসাদ লক্ষণ অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়। মানসিক অবসাদ এত অধিক হয় যে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে পারিবে এইরূপ আশাই করে না সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়ে।

কটিদেশের যন্ত্রণা এবং রজরোধ—(Backache and amenorrhoea) কটিদেশের যন্ত্রণা (Backache) কেলিকার্ব্বের একটি বিশেষ লক্ষণ। যন্ত্রণা হাঁটাহাঁটি এবং চলাফেরায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। হাঁটা-হাঁটিতে এত অধিক ক্লান্তি বোধ করে এবং যন্ত্রণা এত অধিক বৃদ্ধি হয় যে, রোগী পথেই শুইয়া পড়িতে চায়, পা আর চলিতে চায় না, অবশ হইয়া আইসে। কাজে কাজেই রোগী তখন রাস্তায় বসিয়া পড়িতে অথবা কোন কিছুতে বিশ্রাম লইতে বাধ্য হয় (The patient feels that the back and legs must give out. She drops into a chair or throws himself on the bed completely exhausted) কেলিকার্ব্বের এই প্রকার যন্ত্রণা এবং দুর্ব্বলতা স্ত্রীলোকদিগের গর্ভপাত, প্রসব যন্ত্রণা, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব কিংবা জরায়ুর গোলযোগ হেতুই অধিক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

সময় সময় শরীরের অন্যান্য স্থানের স্পন্দনের (Pulsation) ন্যায় প্রাতঃ-কালে কটিদেশে (small of the back) স্পন্দন হয়। এই স্পন্দন এবং

কোমরে যন্ত্রণা শুইলেই উপশম হয়। নেট্রাম মিউরেও এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু তাহাতে পশ্চাদ্দেশ জোরে চাপ দিয়া সম্পূর্ণ চিৎ হইয়া শুইলে উপশম হয় (relief by lying flat on the back with firm pressure) ইহা ব্যতীত এই দুইটি ঔষধ রজঃকৃচ্ছ্রতেও (amenorrhoea) প্রয়োগ হয়। নেট্রাম মিউরে সম্পূর্ণ উপকার না হইলে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ঋতুস্রাব আনয়ন করিয়া রোগীকে যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করে।

কেলিকার্ব্বে কটিদেশে যন্ত্রণা সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইতেছে "আহারকালীন কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ"। ডাক্তার ফ্যারিংটন একবার একটী এই প্রকার যন্ত্রণা কেলিকার্ব্বে আরোগ্য করেন (রোগীর বিবরণ দেখ)।

কটিবাত (Lumbago)—কটিবাতের কেলিকার্ব্ব একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যন্ত্রণা প্রথমতঃ কটিদেশে আরম্ভ হয় এবং তথা হইতে gluteal muscle দিয়া জানুতে বিস্তারিত হয় এবং অতি অল্প আয়াসেই আক্রান্ত স্থানে ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়। ঘর্ম্ম, কটিদেশের যন্ত্রণা এবং দুর্ব্বলতা এক সঙ্গে এই তিনটি লক্ষণ অন্য কোন ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা কেলিকার্ব্বের একটি প্রধান বিশেষত্ব, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে (The particular sweat, backache, and weakness as a combination is not found under any other remedy—Ferington)। এই প্রকার যন্ত্রণা আশঙ্কিত গর্ভপাত, প্রসব বেদনা এবং ঠাণ্ডায় কিংবা মুষ্ঠাঘাতহেতু মূত্রগ্রন্থির প্রদাহবশতঃও উপস্থিত হয় এবং কেলিকার্ব্বই তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ (রোগীর বিবরণ দেখ)।

অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বমনোদ্বেগ (Vomiting in pregnancy)—যদিও ইপিকাক এইরূপ অবস্থায় কিছু কিছু কাজ করে কিন্তু ইপিকাক ইহার প্রকৃত ঔষধ নয়। ধাতুগত লক্ষণ (constitutional symptom) বিশেষ কিছু না থাকিলে ইপিকাককে প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু এইরূপস্থলে ইপিকাক অপেক্ষা সিম্ফোরি ক্যারপাস রেসিমোসা অধিক ফলপ্রদ ঔষধ। যদি এতদ বমনসহ শারীরিক ধাতুগত লক্ষণ কিছু পাওয়া যায় তাহা হইলে সেইরূপস্থলে কেলিকার্ব্ব, সালফার এবং সিপিয়াকে উচ্চস্থান দিবে। ইপিকাক

সাময়িক কার্য্য করিতে পারে কিন্তু constitutional ঔষধই অধিক এবং স্থায়ী কার্য্য করে।

প্রসব যন্ত্রণা (Labor)—প্রসব যন্ত্রণায় কেলিকার্ব্ব একটি অদ্বিতীয় ঔষধ যখন যন্ত্রণা জরায়ুতে না হইয়া কোমরের পশ্চাতে অধিক হয়। জরায়ুস্থলে যন্ত্রণা অতি সামান্যই হইতে থাকে। মনে হয় যেন সমস্ত যন্ত্রণা কটিদেশের পশ্চাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং রোগী যন্ত্রণায় কেবল কোমর গেল কোমর গেল বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। যন্ত্রণায় কোমর যেন ফাটিয়া যাইতে চাহে এবং যন্ত্রণা নিতম্ব প্রদেশ দিয়া পদদ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। The pains extend down the buttocks and legs. এই প্রকার অবস্থায় কেলিকার্ব্ব প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা পশ্চাৎ হইতে জরায়ু স্থানে ফিরিয়া আইসে এবং প্রকৃত প্রসব বেদনা উৎপন্ন করিয়া সন্তান প্রসব করাইয়া দেয়। প্রসবকালে এত অধিক কোমরে যন্ত্রণা আর কোন ঔষধে দেখা যায় না। জরায়ুতে যে যন্ত্রণা হওয়া উচিত তাহা যেন সমুদায় পশ্চাতে সমাবেশ হয় এবং যন্ত্রণা কোমর হইতে নিম্নাভিমুখে অবতরণ করে ও তাহাতে পদযুগল এবং উরুদ্বয় ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত হয়—কেলিকার্ব্বের যন্ত্রণার ইহাই হইতেছে বিশেষত্ব। যন্ত্রণার এই প্রকার বৈষম্যতা জেলসিমিয়াম, সিমিসিফিউগা, পালসেটিলা ইত্যাদিতেও দেখা যায়।

জেলসিমিয়াম—যন্ত্রণা পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া জরায়ুতে যায় এবং তৎপর মেরুদণ্ডে অথবা উপরে বিস্তারিত হয় (Pains begin in the back, and appear to go to the uterus and then run up the back).

সিমিসিফিউগা—যন্ত্রণা প্রবল হইয়াও জরায়ুর আক্ষেপের (contraction) প্রতিবন্ধক ঘটায় অর্থাৎ জরায়ুমুখ কিছুই খুলে না এইরূপস্থলে এবং যন্ত্রণা যখন জরায়ুতে না হইয়া কেবল নিম্নোদরের দুইপার্শ্বে হইতে থাকে ও যন্ত্রণা রোগী চীৎকার করিতে থাকে ও জংঘাপ্রদেশ হস্তদ্বারা ঘসিয়া দিতে বলে সেইরূপস্থলেও সিমিসিফিউগার বিষয় চিন্তা করিবে। (screams out with pain in each side of the abdomen rather than in the centre and wants her hip rubbed)

পালসেটিলা—যখন যন্ত্রণা কিছুই থাকে না কিংবা যন্ত্রণা অত্যন্ত অল্প হয় অথচ জরায়ুমুখ যথেষ্ট প্রসারণ হইয়া থাকে, সেইরূপস্থলে পালসেটিলা যন্ত্রণা

আনয়ন করিয়া অতি শীঘ্র সন্তান প্রসব করাইয়া দেয় (Pulsatilla is a medicine for absence of marked contraction and when the os is sufficiently dialated and everything is soft).

সর্দ্দি—কেলিকার্ব্বে সর্দ্দির সহিত প্রায়ই স্বরভঙ্গ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। কেলিকার্ব্ব রোগী ঠাণ্ডা আদপেই সহ্য করিতে পারে না। সামান্য বায়ুর স্পর্শেই সর্দ্দি কাশি হয়। সর্দ্দির সহিত গলদেশে ডেলা ডেলা (lump) কি এক বস্তু যেন লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে এবং সেই কারণবশতঃ রোগীকে পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে হয়। গ্রীবা আড়ষ্ট হয় এবং আলজিহ্বা লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। গলাধঃকরণকালীন গলদেশে এপিসের ন্যায় হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা অনুভব করে। সর্দ্দির পুরাতন অবস্থায়ও কেলিকার্ব্বের ব্যবহার দেখা যায়—নাসিকা রন্ধ্র বন্ধ হইয়া যায় এবং রোগীকে মুখ হাঁ করিয়া সকল সময় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে হয়—এইরূপ নাসারন্ধ্রের অবরুদ্ধতা খোলা বাতাসে উপশম হয় কিন্তু উষ্ণ গৃহ প্রবেশে পুনরায় নাসিকা অবরুদ্ধ হইয়া যায়। নাসিকা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত সবুজ শ্লেষ্মা স্রাব হয় কিংবা প্রাতঃকালে নাসিকা ফুলিয়া লালবর্ণ হয় এবং রক্তস্রাব দেখা দেয়। যখনি রোগী ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয় গলদেশে মৎস্যের কাঁটার ন্যায় খোঁচাবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা বোধ করে। কেলিকার্ব্বের ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ জানিবে। যদিও এই লক্ষণটি হেপার সালফার, নাইট্রিক এসিড, এলিউমেন এবং আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকমেও রহিয়াছে কিন্তু গলা খেঁকানিসহ (Hawking) খোঁচাবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা কেলিকার্ব্ব ব্যতীত এত অধিক প্রকাশ অন্য কোন ঔষধে দেখা যায় না এবং ইহাও বিশেষত্ব যে ঠাণ্ডা লাগিলেই গলায় খোঁচাবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। সমুদায় alkali ঔষধেতেই গলা খেঁকানি (hawking) রহিয়াছে কিন্তু খোঁচাবিদ্ধবৎ যন্ত্রণাসহ খেঁকানি কেলিকার্ব্ব ব্যতীত আর কোন alkali ঔষধেই নাই (The hawkiug is found under every Alkali, but this one peculiarity, sensation as of fish bone in the throat as soon as he catches cold with the hawking, is found under no other remedy) ইহার সহিত ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কেলিকার্ব্ব রোগী প্রাতঃকালের

দিকেই অধিক গলা খেঁকায় (The patient hawks and hems in the morning)।

কাশি এবং হুপিং কাশি—কেলিকার্ব্বের কাশি শুষ্ক এবং আক্ষেপযুক্ত কাশিতে কাশিতে দম আটকাইয়া যাওয়ার মতন হয় এবং বমি করিয়া ফেলে। সময় সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়, কাশির আক্ষেপকালীন মুখ ফুলিয়া ওঠে চক্ষু বহির্গত হইয়া আইসে। এইরূপ অবস্থা হুপিং কাশিতে অধিক হয়, কাজে কাজেই কেলিকার্ব্বকে হুপিং কাশির একটি উত্তম ঔষধ বলা হয়, বিশেষতঃ হুপিং কাশির সহিত চক্ষুর উপর পাতা জলপূর্ণবৎ থলির ন্যায় (bag like puffy swelling of the eye) স্ফীত হইলেই এই ঔষধটি অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কেলিকার্ব্বের ইহা বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। ডাক্তার বাণিংহোসেন এই লক্ষণটির উপর কেবল নির্ভর করিয়া বহু হুপিং কাশি আরোগ্য করিয়াছেন। Dr. Boeninghausen speaks of an epidemic of whooping cough in which the majority of cases called for Kali Carb and this (the bag like puffy swelling of the eye lid) striking feature was present। হুপিং কাশি কিংবা যে কোন রোগের সহিত চক্ষুর পাতার এই প্রকার স্ফীতি লক্ষণ প্রকাশ থাকিলে তাহাতে কেলিকার্ব্ব প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনেক সময় এই প্রকার জলপূর্ণ থলিবৎ লক্ষণ প্রাচীন লোকদিগের মধ্যে দেখা যায় কিন্তু তাহাদিগেতে ইহা বয়সের আধিক্যহেতু টিস্থর শিথিলতা প্রযুক্ত প্রকাশ পায়। সেইরূপ স্থলে যেন কেলিকার্ব্ব প্রয়োগ করা না হয়।

কেলিকার্ব্বের আর একটি লক্ষণ সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য তাহা হইতেছে রোগের বৃদ্ধির সময়—শেষ রাত্রি ৩টা ৪টা। যে কোন রোগই হউক না কেন উক্ত প্রকার সময়ে অর্থাৎ শেষ রাত্রির দিকে বৃদ্ধি লক্ষণ থাকিলে কেলিকার্ব্বের বিষয় চিন্তা করিবে।

কেলিকার্ব্বের রোগী প্রায়ই প্রাতের দিকে অর্থাৎ শেষরাত্রিতে শুষ্ক আক্ষেপ যুক্ত কাশিতে অধিক কষ্ট পায় এবং কাশির সহিত শ্লেষ্মাও উত্থিত হয়। কাশি এত ভীষণ হয় যে, কাশিকালীন সমস্ত শরীর ঝাঁকাইয়া ওঠে এবং মস্তক ফাটিয়া

যাইতে চাহে। হামের পর কাশিতে প্রায়ই অধিকাংশস্থলে কেলিকার্ব্বই প্রয়োগ হয়। হাম কিংবা নিউমোনিয়ার পর এই প্রকার কাশিতে কেলিকার্ব্ব ব্যতীত সালফার, কার্ব্বভেজ, এবং ড্রসেরাও ব্যবহার হইয়া থাকে। কেলিকার্ব্বের কাশির শ্লেষ্মা প্রচুর, দুর্গন্ধযুক্ত, চটচটে, দলাদলা, রক্তমিশ্রিত কিংবা পুঁজসদৃশ পুরু পীতবর্ণ কিংবা পীতাভ সবুজ। এইস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে কেলিকার্ব্বের কাশির শ্লেষ্মা প্রাতঃকালেই অধিক বহির্গত হয় (He suffers mostly from a dry hawking cough with morning expectoration.)

অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য (Dyspepsia)—কেলিকার্ব্ব পুরাতন অগ্নিমান্দ্য রোগের বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের একটি উপযুক্ত ঔষধ। আহারেব পর পেটে প্রচুর বায়ুর সঞ্চার হয়। যাহা কিছু আহার করা যায় তাহাই যেন সমুদায় বায়ুতে পরিণত হয়। পেট ফাঁপিয়া ওঠে, মনে হয় পেট যেন ফাটিয়া যাইবে। উদ্গার ওঠে এবং দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয় কিন্তু কেলিকার্ব্বে উদ্গারের সহিত টক্ টক্ জল ওঠে এবং তাহাতে দাঁত মুখ সমুদায় টক হইয়া যায়। আহারের পর পেটে জ্বালা যন্ত্রণাও হয়। এইপ্রকার পেটফাঁপা লক্ষণ আমরা কার্ব্বভেজ, লাইকোপোডিয়াম এবং চায়নাতেও দেখিতে পাই কিন্তু কেলিকার্ব্বে বিশেষ ভাবে ভগ্নস্বাস্থ্য প্রাচীন এবং রক্তহীন লোকদিগের প্রতি উত্তম কর্য্য করে।

কেলিকার্ব্বে এক অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইতেছে পাকস্থলীতে উদ্বিগ্নতা বোধ (anxiety felt in the stomach as though it were a fear) রোগীপাকস্থলী লইয়াই ব্যস্ত, যেন একটা ভয় পাকস্থলীতে লাগিয়া রহিয়াছে। ডাক্তার কেণ্ট একস্থানে এই বিষয়ে বলিতেছেন--"One of the first patients I ever had, expressed it in a better way than is expressed in the book, she said" Doctor, somehow or rather. I don't have a fear like other people do, because I have it in my stomach' She said when she was frightened, it always struck to her stomach, if a door slams, I feel it right here (epigastric region) অর্থাৎ কেলিকার্ব্ব রোগীর সামান্য কারণেই পাকস্থলীতে ভীতি সঞ্চার হয়। সামান্য দরজার শব্দে কিংবা গাত্রের স্পর্শে ইত্যাদি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

কারণেও এই প্রকার ভীতির উদ্রেক হয় কাজে কাজেই কেলিকার্ব্ব রোগীকে সর্ব্বদা পাকস্থলী লইয়া ভয়ে জড়সড় থাকিতে হয়। কেলিকার্ব্বের এই প্রকার স্পর্শাধিক্যতা লক্ষণ পেশীর দুর্ব্বলতা জনিত উদ্ভূত হয় এবং এই স্পর্শাধিক্যতা বিশেষভাবে পায়ের তলাতে অধিক পরিলক্ষিত হয় তদহেতু সামান্য স্পর্শেই রোগীর সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁপিয়া ওঠে, কিন্তু শক্ত চাপে কিছুই হয় না। ডাক্তার কেণ্টের একবার এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল—তিনি বলিতেছেন By a little awkwardness on my part my knee happened to hit the patients foot as it were projected a little over the edge of the bed, and the patient said "Oh! অর্থাৎ একবার ডাক্তার কেণ্টের গাত্র হঠাৎ একটি রোগীর পায়ে অসাবধানতা বশতঃ লাগিয়া যায় তাহাতেই রোগী উঃ করিয়া চমকাইয়া উঠিয়াছিল—কেলিকার্ব্বের ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ। কাহারো স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। চমকাইয়া ওঠে বিশেষ ভাবে পায়ে স্পর্শ লাগিলে। চক্ষুর উর্দ্ধ পাতা স্ফীত হওয়া লক্ষণের ন্যায় উক্ত লক্ষণদ্বয়ও বিশেষ পরিচায়ক—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। ডাক্তার কেণ্টের গাত্র রোগীর পায়ে এত সামান্য স্পর্শ হইয়াছিল যে তিনি নিজেই তাহা বুঝিতে পারেন নাই কিন্তু রোগী তাহাতেই উঃ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, কেলিকার্ব্বের এই স্পর্শাধিক্যতা লক্ষণটিকে সুড়সুড়ানি (ticklishness) বলা যাইতে পারে। কোন প্রকার যন্ত্রনা হয় না। যদিও ল্যাকেসিসে এই প্রকার কতকটা লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু তাহাতে ticklishness এর ভাব কিছুই নাই। কেলিকার্ব্বে সামান্য স্পর্শেই সুড়সুড়ানি (ticklishness sensation) আর ল্যাকেসিসে অস্বস্থি বোধ হয়।

নিউমোনিয়া এবং ব্রোঙ্কাইটিস—নিউমোনিয়ায় কেলিকার্ব্বের প্রয়োগ অনেক সময় দেখা যায়। কেলিকার্ব্বের সূচীভেদ বৎ যন্ত্রণা (stitching pain) একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। Nothing is more striking in Kalicarb than the wandering striking pains through the chest, and the coldness of the chest. The great dyspnoea, the transient stitches, the pleural stitches are important of this remedy। এই যন্ত্রণার বিশেষত্ব জানা থাকিলে কেলিকার্ব্বকে চিনিতে

অধিক কষ্ট হয় না। আর একটি ঔষধে এই প্রকার সূচীভেদবৎ যন্ত্রণার বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে ব্রাইওনিয়া কিন্তু ব্রাইও-নিয়াকে ক্যালিকার্ব্বের নিম্নে স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। সূচীভেদবৎ যন্ত্রণায় ক্যালিকার্ব্বই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। এই প্রকার যন্ত্রণা যেস্থানেই হউক ক্যালিকার্ব্বের বিষয় চিন্তা করিবে সচরাচর ব্রোঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, থাইসিস পালমোনালিস (Bronchitis, Pneumonia, Phthisis Pulmonalis) ডিম্বাশয় ইত্যাদি স্থানের রোগে উক্ত প্রকার যন্ত্রণা অধিক প্রকাশ থাকে তাই বলিয়া অন্য স্থানে হইলে যে কেলিকার্ব্ব প্রয়োগ হইতে পারে না তাহা বলিতে ইচ্ছা করি না। যদিও ব্রাইওনিয়া এবং ক্যালিকার্ব্বে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা রহিয়াছে কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। ব্রাইওনিয়ার যন্ত্রণা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয় (কদাচিৎ স্থির অবস্থায় বৃদ্ধি হয়) এবং যন্ত্রণাযুক্ত স্থান চাপিয়া থাকিলে উপশম বোধ করে। ক্যালিকার্ব্বে কোন অবস্থাতেই উপশম হয় না। স্থির হইয়া থাকিলে কিংবা নড়িলে অর্থাৎ সকল প্রকার অবস্থাতেই এবং যন্ত্রণাযুক্ত স্থান চাপিয়া শয়ন করিলে কষ্ট বৃদ্ধি হয়। ইহা ব্যতীত ব্রাইওনিয়ায় সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা serous membrane এ অধিক হয়, ক্যালিকার্ব্বে সর্ব্বত্রই হয়, স্থানের কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্টতা থাকে না কিন্তু তথাপি দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের নিম্ন প্রদেশে (Lower right chest) অধিক হয় এবং এই স্থানটিই হইতেছে এই ঔষধের একটি বিশেষ আক্রমণ স্থল। ফুসফুসের শিখরদেশে (apex) রোগ আরম্ভ হইলে কেলিকার্ব্বে বিশেষ ফল পাওয়া যায় one of the fevourite localaties for the remedy)। ক্যালিকার্ব্বের যন্ত্রণার আরো বিশেষত্ব যে যন্ত্রণা বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া অভ্যন্তর দিয়া পৃষ্ঠে বিস্তারিত হয় (The sharp stitching pain is likely to run right through to the back) এবং পালসেটিলা ইত্যাদির ন্যায় স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া সরিয়া বেড়ায়। নিউ-মোনিয়া কিংবা প্লুরেনিউমোনিয়া (Pleuro Pneumonia) ব্রাইওনিয়ায় বিশেষ উপকার না হইলে এবং যদি দেখিতে পাওয়া যায় যন্ত্রণা শ্বাস প্রশ্বাসের সঞ্চালনে কিংবা অসঞ্চালনে অর্থাৎ সকল প্রকার অবস্থাতেই হইতেছে তাহা হইলে ক্যালিকার্ব্ব সচরাচর ব্রাইওনিয়ার পর প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। যদিও ক্যালিকার্ব্বকে দক্ষিণ ফুসফুসের যন্ত্রণার অধিক উপযুক্ত ঔষধ বলা হইয়াছে কিন্তু আমরা বাম ফুসফুসের রোগে বিশেষতঃ প্লুরোনিউমোনিয়া Pleuro Pneumonia ইত্যাদিতেও বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই, যন্ত্রণার

বিশেষত্ব সূচীভেদবৎ, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে ইহাই হইতেছে এই ঔষধটীর যন্ত্রণার পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। এই স্থলে আর একটি ঔষধের বিষয় উল্লেখ করা কর্ত্তব্য তাহা হইতেছে মার্কিউরিয়াস ভাইভাস। মার্কিউরিয়াস ভাইভাস ক্যালিকার্ব্বের ন্যায় দক্ষিণ বক্ষঃস্থলের নিম্নাংশে যন্ত্রণা হয় কিন্তু ইহার সহিত প্রচুর ঘর্ম্ম (ঘর্ম্মের উপশম হয় না) এবং মার্কিউরিয়াসের জিহ্বা ও মুখবিবরের বিশেষ লক্ষণ সমুদয় বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

শৈশব নিউমোনিয়া এবং থাইসিসঃ—শিশুদিগের নিউমোনিয়া এবং ব্রোঙ্কাইটিসেও কেলিকার্ব্বের প্রয়োগ দেখা যায়। হুপিং কাশির সহিত নিউমোনিয়া হইলে কেলিকার্ব্ব উত্তম কার্য্য করে। প্রচুর শ্লেষ্মা জমিয়া থাকা সত্ত্বেও সহজে শ্লেষ্মা উঠে না। শিশুর এত অধিক কষ্ট হয় যে আহার নিদ্রা সমুদায় পরিত্যাগ করে। গলায় সাঁই সাঁই শব্দ হয় এবং কাশিতে কাশিতে শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। এণ্টিমটার্টেও অনেকটা এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে তদ্‌হেতু সতর্কতার সহিত পার্থক্য নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (এণ্টিমটার্টে সর্ব্বদা তন্দ্রা ভাব থাকে।)

নিউমোনিয়া আরোগ্য হইবার পরও ক্যালিকার্ব্বের ব্যবহার হয়, যখন দেখা যায় রোগীর সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই বুকে উক্ত রূপ কষ্ট হয়। শরীর এমন হইয়া যায় যে ঠাণ্ডা সহ্য করিবার ক্ষমতাই থাকে না, আক্ষেপ যুক্ত শুষ্ক খক্ খকে কাশি হয় এবং শেষ রাত্রির দিকে বৃদ্ধি পায়। এই প্রকারে রোগ পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাইসিস (Phthisis) এ পরিণত হয় এবং তৎপর রোগ আর সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে চায় না। রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে আমি সেই নিউমোনিয়ার পর হইতে আরোগ্য হইতে পারিতেছি না(Doctor, I have never been quite well since I had Pneumonia.)

কেলিকার্ব্ব থাইসিসের একটি অতি বৃহৎ ঔষধ। Pneumonic Phthisis এ কেলিকার্ব্ব উত্তম কার্য্য করে। রোগীর মুখমণ্ডল ফোলা ফোলা ফ্যাকাসে এবং রক্তহীন হয়, বক্ষঃস্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে এবং যন্ত্রণা বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া পশ্চাতে বিস্তারিত হয়। চক্ষুর উর্দ্ধপাতা স্ফীত হয়, কাশিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। শীঘ্র শ্লেষ্মা বহির্গত হয় না এমন কি হইয়াও

পুনরায় চলিয়া যায়। উত্তোলিত গয়ের মনোযোগের সহিত দেখিলে তাহাতে রক্ত এবং দানা দানা আকারে পুঁজ মিশ্রিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় এতদ্ব্যতীত কেলিকার্ব্ব endocarditis, pericarditis ইত্যাদি হৃৎপিণ্ডের প্রদাহেও প্রয়োগ হয় যদি উক্ত প্রকার সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। রোগীর হৃৎস্পন্দন হইতে থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত হয়, হৃৎস্পন্দনে সমুদায় শরীর কাঁপিতে থাকে, প্রথমাবস্থায় রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে কষ্ট বোধ করে সঙ্গে সঙ্গে বুকে যন্ত্রণা হয় এবং কাশির উদ্রেক হয়। cardaic রোগের প্রথমাবস্থায় কেলিকার্ব্ব শীঘ্র ব্যবহার করা উচিৎ নয়, ইহার অবস্থা কিঞ্চিৎ পর উপস্থিত হয়, এইরূপ অবস্থায় প্রথমতঃ স্পাইজেলিয়াই প্রয়োগ করা ভাল, যদি সকল সময় সূচী ভেদবৎ যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে এবং শেষরাত্রিতে রোগ বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে কেলিকার্ব্বকেই সর্ব্বপ্রথম স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

জরায়ু প্রদাহ—সূতীকাজ্বরে জরায়ু প্রদাহের লক্ষণের প্রাধান্য থাকিলে এবং তদসহ সূচী ভেদবৎ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকিলে কেলিকার্ব্ব ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায় এবং এই প্রকার অনেক দুরারোগ্য রোগ কেলিকার্ব্বে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। নিম্নোদরে কর্ত্তন এবং ছুড়িকা বিদ্ধবৎ ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা এত হঠাৎ এবং ত্বরিত হয় যে, রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। তলপেট ফুলিয়া ঢাকের মত হয়, প্রস্রাব স্বল্প এবং ঘোর রংএর হয় এবং নাড়ী দ্রুত অথচ দুর্ব্বল প্রকৃতির হয়। ডাক্তার ন্যাস বলেন—যন্ত্রণা যে স্থানে হউক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না—সূচী ভেদবৎ যন্ত্রণা (stitching pain) হইলেই কেলিকার্ব্ব তাহার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ জানিতে হইবে।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—সঙ্গম ক্রিয়ার পর কেলিকার্ব্ব রোগীর সমস্ত লক্ষণই বৃদ্ধি হয়—দৃষ্টি শক্তি দুর্ব্বল করে, শরীর কাঁপিতে থাকে, নিদ্রা হয় না, শরীরের এই প্রকার অবস্থা সময় সময় ২।৩ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও এইরূপ প্রকাশ পায়। যদিও কেলিকার্ব্ব রোগী দুর্ব্বল প্রকৃতির (শরীর প্রায়ই হৃষ্টপুষ্ট কিন্তু পেশী সমুদায় অত্যন্ত দুর্ব্বল) কিন্তু সহবাস ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল থাকে।

গেঁটে বাত (Gout)—গেঁটে বাতে কেলিকার্ব্ব অত্যন্ত সাবধানতার

সহিত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পুরাতন গেঁটে বাতে যখন হস্ত কিংবা পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ফুলিয়া ওঠে এবং শেষরাত্রি ২।৩টার সময় যখন যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় কেলিকার্ব্বের কথা স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু এই প্রকার বাত প্রায়ই আরোগ্য হয় না এবং এইরূপ অবস্থায় কেলিকার্ব্ব প্রয়োগ করিলে রোগ উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। তরুণ অবস্থার কেলিকার্ব্ব প্রয়োগ হইলেও হইতে পারে কিন্তু পুরাতন অবস্থায় কখনই প্রয়োগ করা উচিৎ নয় পুরাতন অবস্থায় বরং কেলি আইওড প্রয়োগ করিলে কিছু উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। পুরাতন বাতে, পুরাতন অণ্ডলালময় রোগে (Brights disease) এবং থাইসিসের পূর্ব্ব অবস্থায় কখনই কেলিকার্ব্ব প্রয়োগ করিবে না ইহাতে রোগের অবস্থা অধিকতর খারাপ করে।

হাঁপানি—শেষ রাত্রি ২টা ও ৪টায় টান আরম্ভ হয়, রোগী শুইয়া থাকিতে পারে না,শয্যায় উঠিয়া বসিতে হয়, উঠিয়া বসিলে অথবা বসিয়া মস্তক সম্মুখ দিকে অবনত করিয়া থাকিলে উপশম বোধ করে।

জ্বর

সময়—সময়ের নিশ্চয়তা যদিও নাই শেষ রাত্রি ৩।৪টায় জ্বর আসিলে ক্যালিকার্ব্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই সময় জ্বর বৃদ্ধি না হইলেও অন্যান্য উপসর্গ বিশেষতঃ গলদেশ এবং বক্ষস্থলের কষ্ট অধিক হয়। প্রাতে ৯টা এবং অপরাহ্ণ ৬টা জ্বরের সময়েরও উল্লেখ দেখা যায়।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। অত্যন্ত শীত শীত ভাব থাকে বিশেষতঃ আহারের পর এবং সন্ধ্যার দিকে অধিক হয় (নাক্স) সামান্য সঞ্চালনে এমন কি শয্যায় থাকিয়া নড়াচড়া করিলেও শীত বৃদ্ধি হয় (নাক্স)। সন্ধ্যার দিকে শীত শীত বোধ এবং শয়নে ও উত্তাপে উপশম হয়। (বাহ্যিক উত্তাপে শীতের উপশম হয়—আর্সেনিক, ইগ্নেসিয়া। বাহ্যিক উত্তাপে শীত বৃদ্ধি হয়—এপিস, ইপিকাক) হ্যানিমান বলেন—সন্ধ্যার দিকে কয়েক মিনিটের জন্য ভীষণ শীত হয়, রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয় তৎপর বমনেচ্ছা, বমন,

বক্ষঃস্থলে সমুদয় রাত্রিব্যাপি সূচীভেদ অথবা আক্ষেপযুক্ত যন্ত্রণা, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, মানসিক উদ্বিগ্নতা এবং প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। (Violent chill towards evening for some minutes, he must lie down, followed by nausea, vomiting and spasmodic pain in the chest through the whole night, with short breath and much internal anxiety and much perspiration—Hahnemann).

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে না। দীর্ঘ হাই তোলে, মস্তকে এবং বক্ষঃস্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয়। আভ্যন্তরিক উষ্ণ বোধ অথচ বাহ্যিক শীত শীত বোধ। (শীত এবং উত্তাপ মিশ্রিত—আর্সেনিক)।

ঘর্ম্ম অবস্থা—সমুদয় রাত্রি ব্যাপিয়া হয়, ঘর্ম্মের কোন উপশম হয় না (হেপার। ঘর্ম্মে উপশম হয়—ল্যাকেসিস)। সামান্য মানসিক পরিশ্রমে এমন কি পড়িতে লিখিতেই ঘর্ম্মের উদ্রেক হয়—সিপিয়া। সামান্য শারীরিক পরিশ্রমে হয়—ব্রাইওনিয়া)।

জিহ্বা—শ্বেত লেপাবৃত। স্বাদ খারাপ এবং তিক্ত।

প্রয়োগবিধি।

ডাইলিউসন সম্বন্ধে এই ঔষধটির বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ আমরা ৩০ শক্তি এবং তদূর্দ্ধই অধিক প্রয়োগ করিয়া থাকি এবং ডাক্তার হিউজও তাহাই সমর্থন করে—(I should have supposed higher dilutions were the most efficacious কিন্তু ডাক্তার ক্লোটার মূলার, ডাক্তার গ্রাবার্স এবং ডাক্তার বেইস নিম্নক্রম অধিক পছন্দ করেন। একস্থানে ডাক্তার ক্লোটার (Dr. Cloter muller) লিখিতেছেন—(Dr Clotar Muller, however writes,—"As long as I employed this medicines in 6 or 30, I saw little or no benefit, But since I have for many years, by Dr. Gruber's advice given it in 1 and 2, I have seen better results, especially

in some cases of pulmonary tuberculosis." Dr. Bayes also seems quite satisfaction with the third and lower potencies.)

যতদিন পর্য্যন্ত এই ঔষধটী ৬ কিংবা ৩০ শক্তি ব্যবহার করিয়াছি, ততদিন বিশেষ উপকার পাই নাই কিন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্রম ব্যবহারে বিশেষতঃ থাইসিস রোগে বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

ক্যালিকার্ব্ব—তরল ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত কাশিতে ক্যালি সালফ, ফসফরাস এবং ষ্ট্যানামের পর উত্তম কার্য্য করে।

অনুপূরক (complementary)—কার্ব্বভেজ।

রোগের বৃদ্ধি—সমুদয় রোগই বিশেষতঃ গলদেশে এবং বক্ষস্থলের উপসর্গ শেষরাত্রি ৩।৪ টায় বৃদ্ধি হয় এবং ঠাণ্ডা সহ্য হয় না।

রোগের উপশম—উত্তাপে, উত্তপ্ত হইলে, উদগারে।

রোগীর বিবরণ

১। একটি ৬ বৎসর বয়স্ক বালিকার হাম রোগের সহিত নিউমোনিয়া হয়। কাশি শুষ্ক বক্ষে সূচীভেদবৎ, চিড়িকমারা যন্ত্রণা, চাপ চাপ বোধ, সাঁই সাঁই ঘড় ঘড় শব্দ এবং জ্বর বর্ত্তমান ছিল। এতদলক্ষণে ফস্‌ফরাস, রাসটক্‌স, সালফার প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তাহাতে যদিও জ্বর হ্রাস হইয়াছিল বটে কিন্তু শেষ রাত্রির দিকে কাশি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইত। ডাক্তার স্কেলিং তাহাকে ২ মাত্রা ২০০ শক্তি ক্যালিকার্ব্ব প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

হামের সহিত কিংবা হামের পর শিশুদিগের নিউমোনিয়ায় ক্যালিকার্ব্ব একটি প্রধান ঔষধ এবং ইহার শেষ রাত্রি বৃদ্ধি একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

২। মিঃ এস বয়স ৬০ বৎসর, ২।৩ সপ্তাহ যাবৎ উরুদেশে বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকের উরুতে বাতে কষ্ট পাইতেছিলেন। ঠাণ্ডাতেই যন্ত্রণা প্রকাশ পাইত। যন্ত্রণা ভীষণ হইত কাটিয়া ফেলার ন্যায় এবং তীরবিদ্ধবৎ। উরুর সম্মুখ এবং

বহির্দিক দিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইত। রোগী অধিক হাঁটাহাটি করিতে পারিতেন না তাহাতে যন্ত্রণা অধিক হইত এবং যতই হাটিতেন ততই রোগ বৃদ্ধি হইত। মনে হইত ডান পা ছিঁড়িয়া পড়িয়া যাইবে কিন্তু রাত্রিতে শয়নে যন্ত্রণা উপশম হইত। এই প্রকার অবস্থা অর্থাৎ সঞ্চালনে বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে উপশম দেখিয়া প্রথমতঃ তাহাকে ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করা হয় কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু উপকার না হওয়ায় তৎপর তাহাকে কেলিকার্ব্ব দেওয়া হয় এবং তাহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। (হোমিওপ্যাথিক ওয়ার্লড)

(Mr. S. aged 60. Has two or three weeks complained of Rheumatic pains in the thighs. They seemed to come in after exposure to damp and are of sharp character and affect the front and outside of the thighs from the hips to the knees. They are aggravated walking and become still worse the more he walks, there is a feeling as if in right thigh, which is much the worse affected, would give away in walking. The pains disappear at night in bed. Briyonia was first tried, with only slight relief. He was then given Kalicarb 30, Only two doses were taken, as the medicines, which was given mixed in a tumbler of water, was by accident thrown away, but complete relief was at once obtained. A week after a long walk brought back the pain in the right thigh in a slight degree, but another dose of Kalicarb 30 sufficied to drive it away. Kali Carb especially affects the thighs and chiefly the right thigh from hip to knee. Its pains are sharp and shooting it has the symptoms "feeling as if the right thigh would give away on walking." Homeopathic world 1907).

৩। একবার একটি স্নায়ুপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট স্ত্রীলোক আমার নিকট অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণ রোগ চিকিৎসার্থ আইসেন। তিনি একটি অদ্ভুত লক্ষণের কথা বলিলেন যে, প্রত্যেকবার আহারকালীন কটিদেশে যন্ত্রণা আরম্ভ হয় এবং

আধঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহা স্থায়ী হয়। ডাক্তার ফ্যারিংটন অনেক অনুসন্ধানে দেখিতে পান পুস্তকের একস্থানে লেখা রহিয়াছে—"আহারকালীন মেরুদণ্ডে যন্ত্রণা।" তিনি এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া কেলিকার্ব্ব প্রয়োগ করায় রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(I once cured a singular backache with Kali Carb. A very nervous patient came under my treatment for dyspepsia She said to me—"There is something very strange about my case. Everytime I eat a meal I suffer for half an hour or more with intense pain in the back." This was certainly an odd symptoms and I did not know where in the materia medica to find it. I haunted and found under Kali-Carb, this symptoms—"Pain in the spine while eating." I gave her Kali Carb which cured her completely—Dr. Farington).

মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস (Mercurius Solubilis.)

আমাদের হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য তত্ত্বে মার্কিউরিয়াস বলিলে মার্কিউরিয়াস সলই বুঝাইয়া থাকে এবং পারদের অধিকাংশ লক্ষণই প্রধানতঃ মার্কিউরিয়াস সল ও মার্কিউরিয়াস ভাইভাস এই দুইটি ঔষধের সিদ্ধান্তকরণ হইতেই সংগ্রহ করা হইয়াছে কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না যদিও ডাক্তার এলেন Encyclopaedia of Drug Pathogenises গ্রন্থে মার্কিউরিয়াস সল এবং মার্কিউরিয়াস ভাইভাসের লক্ষণাবলি পৃথকভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহাদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন প্রভেদ নাই।

মার্কিউরিয়াস ভাইভাস ইহা বিশুদ্ধ পারা, ইহাকে ইংরাজীতে Quick silver বলা হয়। ধাতু পদার্থের মধ্যে স্বর্ণ এবং প্ল্যাটিনাম ব্যতীত এত অধিক ভারি দ্রব্য আর কিছুই নাই। ব্যারোমেটার (Barometer) থার্ম্মিটার (Thermometer) ইত্যাদি যন্ত্র এবং আর্সি প্রস্তুতে ইহা সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে।

মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস (mercurius solubilis) ইহা ঠিক বিশুদ্ধ পারা নয়, ইহা মহাত্মা হ্যানিমানের নিজের আবিষ্কৃত। আজও পর্য্যন্ত জার্ম্মানিতে তাঁহার নাম সংযুক্ত অর্থাৎ (Mercurius solubilis Hahnemann) নামে ইহা প্রচলিত হইয়া থাকে। ইহাতে এমোনিয়া (ammonia) এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণ নাইট্রিক এসিডের (nitric acid) মিশ্রণ রহিয়াছে কিন্তু মার্কিউরিয়াস সলের প্রুভিংই সর্ব্ববাদী সম্মত সম্পূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট এবং ইহা মার্কিউরিয়াস ভাইভাস অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

পারার নাম শুনিলেই লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে বাস্তবিকই ভয় পাইবার যথেষ্ট কারণও আছে তাহা পর পর দেখাইতে চেষ্টা করিব কিন্তু

এই স্থানে ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে, এই প্রকার আতঙ্কের সঞ্চার কতকগুলি দায়ীত্বহীন ডাক্তারগণই রোগী এবং জনসাধারণের মনে উৎপন্ন করিয়াছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এই প্রকার আতঙ্কের কিছুমাত্র কারণ হইতে পারে না। কারণ আমরা যে পরিমাণ মাত্রায় ইহা ব্যবহার করি ভ্রান্তি বশতঃ সেবন করাইলেও এবং পরিমাণ অধিক হইয়া গেলেও রোগের এবং রোগীর পক্ষে বিশেষ কোন ক্ষতি জনক হয় না।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। সর্ব্বপ্রকার অস্থি রোগে যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

২। গ্রন্থি স্ফীতি পূঁজ যুক্ত অথবা পূঁজ শূন্য।

৩। প্রত্যেক রোগের সহিত প্রচুর ঘর্ম্ম হয় অথচ তাহাতে রোগের কোন উপশম হয় না, বরং রোগ বৃদ্ধি হয়। (প্রচুর ঘর্ম্মে রোগের উপশম হয়—নেট্রামমিউর, সোরিনাম)।

৪। শ্বাস প্রশ্বাস এবং শরীর দুর্গন্ধযুক্ত (সোরিনাম)।

৫। সর্দ্দি—তরল জলবৎ এবং ক্ষয়কারক। নাসারন্ধ্র ক্ষত হয় এবং নাসিকার অস্থি প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া উঠে। পীতাভ সবুজ দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ সদৃশস্রাব নির্গত হয়, রাত্রিতে এবং স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয়।

৬। দন্তশূল—অত্যন্ত ভীষণ হয়। স্যাঁৎসেতে ঋতুতে, সন্ধ্যায়, শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয়।

৭। লালস্রাব—প্রচুর হয়। দুর্গন্ধযুক্ত তাম্রধাতু পদার্থ স্বাদযুক্ত (Fetid, coppery, metallic-tasting)।

৮। জিহ্বা—বৃহৎ, থলথলে এবং দন্তের ছাপযুক্ত, (large flabby, shows imprint of teeth—Chelli, Rhus, Podo,)

৯। পিপাসা—অত্যন্ত জল পিপাসা থাকে অথচ জিহ্বা সিক্ত। প্রচুর লালা স্রাবযুক্ত (শুষ্ক জিহ্বা অথচ পিপাসা থাকে না—পালসেটিলা)।

১০। কর্ণমূল, তালুমূল ইত্যাদি প্রদাহসহ প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাব।

১১। আমাশয়—মল হড়হড়ে, রক্তযুক্ত, ঘোর সবুজ ফেনা ফেনা (stool slimy, bloody) এবং মল ত্যগান্তে ভীষণ কুন্থন হয় (great tenesmus during and after stool, not relieved by stool) । সকল সময় শূল যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে।

১২। শ্বেত প্রদর—ক্ষয়কারক জ্বালা যুক্ত, অত্যন্ত চুলকায়, স্থান হাজিয়া যায়। সর্ব্বদা রাত্রিতে এবং প্রস্রাবের স্পর্শে বৃদ্ধি হয়।

১৩। স্তন—প্রত্যেক মাসিক ঋতু স্রাব কালীন যন্ত্রণা যুক্ত হয় (কোনায়াম)। মাসিক ঋতুর পরিবর্ত্তে স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হয়।

১৪। কাশি—শুষ্ক এবং অত্যন্ত কষ্টজনক সমুদায় শরীর ঝাঁকাইয়া তোলে। রাত্রিতে এবং শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে সম্পূর্ণ অক্ষম।

১৫। ক্ষত—জিহ্বা, গলদেশে, গণ্ডস্থলের অভ্যন্তর ইত্যাদি স্থানে অধিক হয় এবং সঙ্গে প্রচুর লালাস্রাব বর্ত্তমান থাকে। ক্ষত অসমান, দেখিতে অপরিষ্কার চর্ব্বি সদৃশ শ্বেত পদার্থে আবৃত এবং ধারগুলি কৃষ্ণবর্ণ যুক্ত।

উপদংশ ক্ষত—গোলাকৃতি, মুখ গহ্বর এবং গলদেশের পশ্চাদ্দেশে, লিঙ্গে এবং অন্যান্য স্থানেও প্রকাশ পাইতে পারে। ক্ষতের ধার পরিষ্কার, সমান এবং তাম্রবর্ণ যুক্ত।

সাধারণ লক্ষণ।

১। দন্তের অগ্রভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় গোড়া স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে (অগ্রভাগ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, গোড়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়—মেজিরিয়াম)।

২। যে পরিমাণ জলপান করে তদপেক্ষা অধিক প্রস্রাব ত্যাগ হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়।

৩। রাত্রিতে স্বপ্নদোষ হয়, তাহাতে কাপড় দাগ হইয়া যায়।

৪। প্রাতঃকালীন বমন, প্রচুর লালা স্রাব হয় বালিশ ভিজিয়া যায়।

৫। দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নলোব (lower lobe) আক্রান্ত হয় এবং যন্ত্রণা তদ পার্শ্বের পশ্চাতে ভিতরে ভিতরে বিস্তারিত হয় (চেলিডোনিয়াম, কেলিকার্ব্ব)।

৬। রোগী অত্যন্ত অস্থির। সমুদায় বিষয় উদাসীন। সন্দিগ্ধ চিত্ত এবং দুর্ব্বল স্মরণশক্তি।

মার্কিউরিয়াস রোগী।—আপনারা সকলেই থার্ম্মমিটার দেখিয়াছেন এবং সময় সময় জ্বরের উত্তাপ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহারও করিয়াছেন। অতি সামান্য উত্তাপ পাইলেই মধ্যস্থ পারা উর্দ্ধে উঠিয়া যায়, আবার সামান্য ঠাণ্ডা পাইলে ত্বরিত বেগে নিম্নে চলিয়া আইসে অর্থাৎ গরম এবং ঠাণ্ডায় ইহা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। মার্কিউরিয়াস রোগীও ঠিক সেই প্রকারের, গরমও সহ্য করিতে পারে না, আবার ঠাণ্ডাও সহ্য করিতে পারে না, উভয়েতেই শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট উপস্থিত হয়। রোগের প্রবল অবস্থাতে রোগী শয্যাগত থাকিয়া বিছানাতে শুইয়াও উপশম পায় না কারণ শয্যার উত্তাপে রোগ বৃদ্ধি হয় (worse from the warmth of the bed) আবার গাত্রাচ্ছাদন ফেলিয়া দিলেও শান্তি হয় না কারণ শরীর শীতল হইলেও কষ্ট হয় অর্থাৎ ঠাণ্ডা এবং গরম কোনটাই সহ্য হয় না, নিজেকে আরামে রাখা মার্কিউরিয়াস রোগীর পক্ষে বড়ই কষ্টজনক ব্যাপার। ইহা ব্যতীত মার্কিউরিয়াস সল রোগীর পরিচয় নিম্ন লক্ষণ সমূহে অনেকটা পরিষ্কাররূপ বুঝিতে পারিবে।

১। রোগী অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (Offensive patient) শ্বাস প্রশ্বাস, মলমূত্র, ঘর্ম্ম, মুখের গন্ধ ইত্যাদি সমুদায়ই অত্যন্ত বদগন্ধ, ঘরে প্রবেশ করিলেই টের পাওয়া যায়, ঘরময় দুর্গন্ধে পুর্ণ হইয়া থাকে ইহা এই ঔষধের একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

২। সমুদায় লক্ষণের বৃদ্ধি রাত্রিতে (worse at night)। অস্থি বেদনা, সন্ধিস্থলের যন্ত্রণা, প্রদাহ ইত্যাদি সমুদয়াই রাত্রিতে অধিক হয়, দিনের বেলা বরং কিঞ্চিৎ কম থাকে। মার্কিউরিয়াসের

অস্থি বেদনা একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ বিশেষভাবে যে স্থানের অস্থির চর্ম্ম পাতলা। (যেমন জঙ্ঘার সম্মুখাংশ (Shin bones)।

৩। গ্রন্থির (gland) প্রদাহ এবং স্ফীতি—কর্ণের পার্শ্বের (Parotids) জিহ্বার নিম্নদেশের (Sub lingual), গ্রীবা প্রদেশের, কুচকির বগলের অর্থাৎ সমুদায় গ্রন্থি সমূহই আক্রান্ত হয় এক কথায় ইহাকে গ্রন্থিপ্রদাহের (glandular) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা যাইতে পারে।

৪। ক্ষতপ্রমুখীন—সর্ব্বত্রই ক্ষত হয়। গলদেশ, নাসিকা, মুখবিবর ইত্যাদি সমুদায় স্থানে সাদা চর্ব্বির ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট (white lardaceous base) ক্ষত হয়। সাদা চর্ব্বির ন্যায় পর্দ্দা যুক্ত ক্ষতই ইহার বিশেষত্ব। ক্ষতের আর একটি বিশেষ লক্ষণ যে ক্ষতগুলি পূঁজ প্রমুখীন (tendency to formation of pus) এবং মার্কিউরিয়াস সলের পূঁজ পীত আভাযুক্ত সবুজ (Yellow green)।

৫। রোগী ঘর্ম্মশীল—ঘর্ম্মে রোগের উপশম হয় না বরং বৃদ্ধি হয়।

৬। কম্পন—সমুদায় শরীরময় কম্পন হয়। এতদ হেতুই ইহা সকম্প পক্ষাঘাতের (paralysis agitan) একটি উপযুক্ত ঔষধ। হস্ত কাঁপিতে থাকে কোন জিনিষ উত্তোলন করিতে কিংবা হস্ত দ্বারা আহারাদি করিতে পারে না। এই প্রকার কম্পন হস্ত এবং পদে অধিক প্রকাশ থাকে। পক্ষাঘাতের সহিত কম্পন লক্ষণে মার্কিরিয়াসের সমগুণ ঔষধ আর্জেণ্টামনাই, ফস্‌ফরাস, ষ্ট্রেমোনিয়াম, সিকেলিকরের বিষয় চিন্তা করিবে।

উপরে যে কয়েকটি পরিচায়ক লক্ষণ দিলাম তাহার বিষয় বিস্তারিতভাবে যথা স্থানে আলোচনা করিব।

পারদের অপব্যবহারের বিষঘ্ন ঔষধ সমূহ।

পারার অপব্যবহার হইলে কি প্রকার ভয়াভয় লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা সকলেই অল্প বিস্তর অবগত আছেন। সেই পারার অপব্যবহার নষ্ট করিবার নিমিত্ত আমাদিগের হোমিওপ্যাথিকে হিপার, চায়না, নাইট্রিক এসিড, ডাল্কামারা, কেলি হাইড্রো, অরাম মেটালিকাম, এসাফিটিডা, ষ্ট্যাফি সাইগ্রিয়া, ল্যাকেসিস্, আইওডিন, মেজিরিয়াম, ষ্টিলিঞ্জিয়া ইত্যাদি ঔষধ পারদের বিষঘ্ন (antedote) বলিয়া পরিচিত। পারা জনিত শরীরের দোষ সংশোধনার্থে লক্ষণানুযায়ী ইহারা প্রয়োগ হইয়া থাকে।

হেপার সালফার—ইহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পারার বিষঘ্ন ঔষধ বলিয়া আখ্যা প্রদান করা হয় এবং হেপার পারার অপব্যবহার হেতু উদ্ভুত মানসিক উদ্বিগ্নতা, শারীরিক গ্লানি, আত্মহত্যা চিন্তা, অস্থি বেদনা, মুখ ক্ষত এবং পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ ইত্যাদি লক্ষণে ব্যবহার হয়। অধিকাংশ চিকিৎসকগণের মতে হেপার এবং নাইট্রিক এসিড হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পারার বিষঘ্ন ঔষধ।

নাইট্রিক এসিড—যখন নিম্নটিসুসমূহ (lower tissue) যেমন অস্থি আবরক, অস্থি, fibrous tissue ইত্যাদি বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হয় তখন ইহার বিষয় চিন্তা করা উচিত। রোগীর অস্থি বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, জঙ্ঘার সম্মুখাংশ (shin bones) স্যাঁৎসেতে ঋতুতে কনকন করে। গলার ক্ষত বিশেষভাবে উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় যখন পারার দোষ সংযুক্ত থাকে সেই অবস্থায় নাইট্রিক এসিড উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চায়না—পারার অপব্যবহার হেতু প্রচুর লালা স্রাবের পুরাতন অবস্থায় (chronic stage) ইহা বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে।

ডালকামারা—পারার অপব্যবহার হেতু লালা স্রাবের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ যখন স্যাঁৎসেতে এবং বর্ষা ঋতুতে বৃদ্ধি হয়।

কেলিহাইড্রোডিকাম—(পটাসিয়াম আইওডাইড) ইহা একটি পারার উত্তম বিষঘ্ন ঔষধ। হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক উভয় চিকিৎসকগণই ইহা অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। নাইট্রিক এসিডের ন্যায় যখন

উপদংশের সহিত পারার দোষ সংযুক্ত থাকে, যখন অস্থি আবরক, অস্থি গ্রন্থি এবং নিম্ন টিস্থসমূহ আক্রান্ত হয়। যখন নাসিকা হইতে তরল জলবৎ ক্ষয়কারক (acrid) স্রাব নিস্থত হয় এবং স্রাবে উর্দ্ধ ওষ্ঠ হাঁজিয়া ঘা হইয়া যায় এই প্রকার অবস্থায় ইহা একটি বিশেষ উপযুক্ত ঔষধ। উপদংশের সহিত পারার অপব্যবহার থাকিলে অর্থাৎ যখন শরীরে উভয় দোষই প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারা যায় সেই অবস্থায় ইহাকে কেহ কেহ একমাত্র ঔষধ বলিয়া থাকেন।

যাহাদিগের সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয় তাহাদিগের পারার দোষ আছে জানিতে পারিলে ক্যালি হাইড্রোডিকাম তাহাদের প্রতি উত্তম কার্য্য করে এবং তাহাদিগের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। চক্ষু উষ্ণ বোধ হয় ছল ছল করে এবং ফুলিয়া উঠে। গণ্ডযুগলের উভয় পার্শ্বে কিংবা এক পার্শ্বে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়, নাসিকা সাঁটিয়া ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে জলবৎ তরল প্রচুর সর্দ্দি নিস্থত হয়। সর্দ্দি উষ্ণ এবং ক্ষয়কারক। নাসিক হাজিয়া যায় ও ইহার সহিত গলাভ্যন্তরে প্রদাহও থাকে। এই প্রকার লক্ষণ যুক্ত সর্দ্দির কেলিহাইড্রোডিকাম একটী অমোঘ ঔষধ। ইহা সকল সময় স্মরণ রাখিবে।

কেলি ক্লোরিকাম—ইহাও পারার একটি উত্তম বিষঘ্ন ঔষধ বিশেষতঃ যখন পারার অপব্যবহার হেতু দাঁতের মাড়ি শিথিল ও কোমল হয় এবং অল্পতেই রক্ত নিঃস্থত হয়, মুখে এবং গলায় সাদা সাদা ক্ষত দেখা দেয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

অরাম মেটালিকাম—এই ঔষধটীর কার্য্য অত্যন্ত গভীর। বিশেষভাবে যখন মানসিক অবসাদ উপস্থিত হয় এবং রোগী সদা সর্ব্বদা আত্মহত্যার বিষয় চিন্তা করে, তখন ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহা ব্যতীত ইহাতে অস্থি— হইয়া পচিয়া যাইবার উপক্রম হয় বিশেষতঃ টাকুরা, নাসিকা ইত্যাদি স্থানের অস্থিই অধিক আক্রান্ত হয় এবং ধ্বংস হইয়া খসিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। সর্ব্বদা রোগী হতাশ, নিরুৎসাহ এবং আত্মহত্যায় চিন্তাযুক্ত। শেষোক্ত লক্ষণটী এই ঔষধের বিশেষ বিশেষত্ব।

এসাফিটিডা—পারার অপব্যবহার হেতু অস্থি রোগে ইহা অধিক প্রয়োগ হয়। ইহার বিশেষত্ব যে আক্রান্ত অস্থির চারিপার্শ্ব অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় যদি tibiaতে (পদদ্বয়ের বৃহৎ অস্থিদ্বয়) ক্ষত হয় তাহা হইলে তাহার নিকটবর্ত্তী

চারি পার্শ্বের স্থান এত অধিক স্পর্শাধিক্য হয় যে সামান্য কাপড়ের স্পর্শও সহ্য করিতে পারে না। প্রদাহিত স্থানের কিছুদূর পর্য্যন্ত টিসু সমূহ অস্থিতে শক্তভাবে লাগিয়া থাকে। (Tissues are firmly adherent to the bone for some little distance around the inflamed portion) ইহা ব্যতীত এসাফিটিডা পারার দোষ হেতু Iritis এও প্রয়োগ হইয়া থাকে। এখানেও চক্ষুর চারিপার্শ্বের অস্থি অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়। এসাফিটিডার বিশেষত্ব হইতেছে যে আক্রান্ত স্থান এবং তৎ নিকটস্থ স্থান সমূহের অত্যন্ত স্পর্শাধিক্যতা।

ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া—ইহাও একটি পারার বিষঘ্ন ঔষধ। ইহা সাধারণতঃ পারার দোষে শরীর অত্যন্ত দূষিত এবং নষ্ট হইলে ব্যবহার হয়। রোগীর স্বাস্থ্য দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। চক্ষুর চারিধার কালিমাযুক্ত হয়। মুখের ভিতর এবং গলদেশে পারার লক্ষণ সমুদয় প্রকাশ পায় দাঁতের মাড়ি শিথিল হয়, জিহ্বায় ঘা দেখা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্থি বেদনা উপস্থিত হয় অর্থাৎ পারায় শরীর অত্যন্ত অধিক দূষিত এবং জর্জ্জরিত হইলেই ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে।

ল্যাকেসিস—যদিও পারার ইহা একটী বিশেষ বিষঘ্ন ঔষধ নয় তথাপি সময় সময় ইহা প্রয়োগ হইয়া থাকে, যখন পারার দোষ শরীরের ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় এবং এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ থাকে।

আইওডিন—যখন পারার অপব্যবহার হেতু গ্রন্থিসমূহ (Glands) আক্রান্ত হয় তখন ইহার বিষয় চিন্তা করিবে।

মেজিরিয়াম—পারার দোষে স্নায়বীয় বিধান (nervous system) আক্রান্ত হয় এবং তদহেতু স্নায়ুশূল যন্ত্রণা প্রকাশ পায়, এই প্রকার অবস্থায় ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্নায়ুশূল যন্ত্রণা মুখমণ্ডলে, চক্ষুতে কিংবা শরীরের অন্য স্থানে হইতে পারে।

ষ্টিলিঞ্জিয়া—পারার দোষ হেতু স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায় এবং অস্থি আবরক প্রদাহ ও তৎ সহিত অস্থিতে গুল্ম প্রকাশ পায় (nodes on the bones) পারা শরীরের কোন স্থানকে আক্রমণ করিতে ত্রুটী করে না। ইহা শরীরের সর্ব্বত্রই এমন কি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম টিসু সমূহের ভিতরেও প্রবেশ করে। একবার যাহার শরীরে পারা প্রবেশ করিয়াছে সময় থাকিতে প্রতিকারের যদি কোন

চেষ্টা না করা হয় তাহা হইতে মুক্ত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। পারা যে প্রকার শরীরের প্রত্যেক টিস্যুতে প্রবেশ করে সেই প্রকার ইহাকে শরীরের প্রায় প্রত্যেক নিষ্ক্রমণ প্রণালী দিয়া বহির্গতও করা যাইতে পারে। ঘর্ম্ম, মলমূত্র, পিত্ত, লালাস্রাব ইত্যাদির সহিত বহির্গত হয়। গর্ভাবস্থায় কিম্বা তৎপরবর্ত্তী সময়ে মাতা যদি পারদ সেবন করে তাহার ফলাফল জরায়ু মধ্যস্থ সন্তানের মধ্যেও প্রকাশ হয়। উপরে পারার যে সমুদয় বিষঘ্ন ঔষধের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাহা পারার বিষাক্তের তরুণ অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে। পুরাতন অবস্থায় পারার দোষ সমূলে উৎপাটন করা অত্যন্ত কঠিন এবং যখন পারার সহিত অন্য কোন দোষ যেমন উপদংশ, গণ্ডমালা (Scrofula) ইত্যাদি যদি সংযুক্ত থাকে তাহা হইলে তাহা আরোগ্য করা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—পারার দ্বারা বিষাক্ত হইলে কি কি লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই তাহাই এক্ষণে বলিতেছি—শ্বাস প্রশ্বাসে বমনোদ্রেকজনক একপ্রকার গন্ধ এবং মুখে ধাতু দ্রব্যের স্বাদ হয়। রোগী নিজেকে নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল বোধ করে ও প্রায়ই পাকস্থলীর গোলযোগে ভোগে। সামান্য কারণেই ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া যায়। চক্ষুর চারিধার কালিমাযুক্ত এবং মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে বর্ণ হয়। ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ এবং রক্ত রঞ্জিত হয়। রোগী মস্তকে বিশেষভাবে কপালে এবং নাসিকার মূলদেশের নিম্নে উষ্ণ বোধ করে। শয্যায় শয়নে শরীর উষ্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের যন্ত্রণা এবং কনকনানি বৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্রমশঃই মুখ বিবরে ক্ষত প্রকাশ পায়, মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসমূহ স্ফীত হইয়া উঠে এবং স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা অধিক লালবর্ণ হয়। লালাস্রাবী গ্রন্থিসমূহ (Salivary glands) হইতে প্রচুর লালাস্রাব হইতে থাকে, সময় সময় লালাতে মুখ ভরিয়া উঠে। প্রথম প্রথম নিঃসৃত লালা সম্পূর্ণ দোষ শূন্য থাকে। যতই দিন যাইতে থাকে বরং লালাস্রাব অধিক হইতে থাকে। গ্রন্থিসমূহের অত্যধিক কার্য্যবশতঃ নিসৃত লালা দূষিত হইয়া আইসে এবং দুর্গন্ধ প্রাপ্ত হইতে থাকে, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রমশঃই অধিক হইতে অধিকতর দুর্গন্ধযুক্ত হয়। দাঁতের মাড়ী ফুলিয়া উঠে এবং শিথিল হয় (Gums are swollen spongy, some what bleeding) কখন কখন দন্তের নিম্নে মাড়িতে ঘোর লালবর্ণ রেখা প্রকাশ পায়। এইরূপে ধীরে ধীরে মাড়িতে

ক্ষত আরম্ভ হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হইতে থাকে। জিহ্বা ফুলিয়া উঠে এবং দন্তের চাপে ছাপ পড়ে ও সর্ব্বদা সিক্ত অথচ তৃষ্ণার্ত্ত (tongue is swollen, flabby, takes the imprint of teeth—Ars, Chelid, Podo, Stramonium) গ্রন্থিসমূহও আক্রান্ত হয়, প্যারোটিড এবং সারভাইকাল (Parotid and Cervical) গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে, এই প্রকার অবস্থায় মুখগহ্বর পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় (steno's duct) অত্যন্ত প্রদাহিত এবং ক্ষতযুক্ত হয়। এতদ গ্রন্থিগুলির সহিত অন্যান্য গ্রন্থিসমূহও অল্প বিস্তর আক্রান্ত হয়। পারার দ্বারা বিষাক্ত যকৃৎও অত্যন্ত অধিকরূপে আক্রান্ত হয়, এবং তদহেতু এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ কথায় কথায় যকৃতের রোগে (Calomel) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইদানীং অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন যে, পারা পিত্ত নিঃসরণ বৃদ্ধি করে না, কাজে কাজেই নিশ্চেষ্ট যকৃতের (torpid liver) উপর ইহার কোন উপকারিতা নাই। ইহা হইলেও হইতে পারে কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, পারার যকৃতের উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে তদহেতু পারা ন্যাবা রোগের একটী মহৌষধ বলিয়া পরিচিত। ইহা ব্যতীত পারা যকৃতের প্রদাহ এবং স্ফোটকেও প্রায়ই প্রয়োগ হইয়া থাকে। পারার ক্রিয়া বয়স এবং শারীরিক ধাতুর উপর নির্ভর করে, কারণ দেখা যায় কতক লোকের অতি সামান্য মাত্রা পারাতেই প্রচুর লালা নিঃসরণ হয় অর্থাৎ মুখ আইসে আবার কাহারও অধিক মাত্রায়ও কিছুই হয় না। শিশুদিগকে মুখ আনয়ন করা যত কঠিন প্রৌঢ়দিগকে তত কঠিন নয়, আর একটি কথা এইস্থলে স্মরণ রাখিবে যে Scrofula ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তিরা সচরাচর পারা দ্বারা অত্যন্ত গভীররূপে এবং সহজে আক্রান্ত হয়।

পারদের রক্তের উপর ক্রিয়া—উপরে যাহা লিখিয়াছি, পারদ দ্বারা বিষাক্ত হইলে রক্তেতে কি পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার বিষয় বিশেষ কিছুই উল্লেখ করি নাই। রক্তের পরিবর্ত্তন বিলম্বে প্রকাশ পায়, কাজে কাজেই ইহাকে পারার গৌণক্রিয়া বলা হইয়া থাকে। রক্ত নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল হয়, Albumen এবং fibrin নামক উপাদান সমূহ হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং তদস্থলে কতক চর্ব্বি সদৃশ দূষিত বস্তু স্থান পায় এতদ কারণবশতঃ রোগীর শরীর ক্রমশঃই ক্ষয় এবং শীর্ণ হইতে থাকে। রক্তের স্বাভাবিক বর্ণ এবং consistence ক্ষীণ হয় চর্ম্ম ফ্যাকাসে বর্ণ হয় অর্থাৎ রক্ত স্বল্পতার সমুদয় লক্ষণ—হৃদস্পন্দন,

শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট ইত্যাদি প্রকাশ পাইতে থাকে। তৎপর বিলেপী জ্বর (Hectic fever) অস্থি আবরক ও অস্থি বেদনা সমুদয় আসিয়া উপস্থিত হয়। চর্ম্ম কটা বর্ণ হয়, পরে ক্ষত দেখা দেয়, এবং এবম্প্রকার ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয় না, অত্যন্ত ভোগায়। রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না, উষ্ণ বোধ করে, প্রচুর ঘর্ম্ম হয় অথচ ঘর্ম্মেতে রোগী কিছুমাত্র উপশম পায় না। এইরূপে ক্রমশঃ সমুদয় স্নায়বিক বিধান আক্রান্ত হয় এবং ইহাতে দুই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং উদ্বিগ্ন হয়। একস্থানে স্থিরভাবে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। আর্সেনিক রোগীর ন্যায় একবার এখানে একবার ওখানে করিতে থাকে এবং রাত্রিতেই এই লক্ষণসমূহ অত্যন্ত প্রবল হয়। দ্বিতীয়তঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের খেঁচুনি হয় ইহাকে Mercurial tremor বলে, ইহা সাধারণতঃ যাহারা পারদের খনিতে কিম্বা water gildingএর কার্য্য করে তাহাদিগের মধ্যেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। খেঁচুনি এবম্প্রকার হয় যে দেখিলে মনে হয় তাণ্ডব রোগে (Chorea) আক্রান্ত হইয়াছে কিম্বা কেবল হস্তদ্বয় কাঁপিতে থাকে। ক্রমশঃ এই কম্পন সমুদয় শরীরময় বিস্তারিত হইয়া পড়ে। রোগী চেষ্টা করিলেও হস্তের কাঁপুনি রোধ করিতে পারে না। এই প্রকার অবস্থা অবশেষে পক্ষাঘাতে পরিণত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইচ্ছানুযায়ী সঞ্চালনে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়।

মানসিক লক্ষণ—মেধাশক্তি অত্যন্ত হ্রাস হয়, দেখিলে জড়বুদ্ধি ভাবাপন্ন, নির্ব্বোধ বলিয়া মনে হয়। অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য সকল করিতে থাকে, হয়তঃ ঘরের কোণে একাকী বসিয়া খড় কুটা লইয়া খেলা করিতে থাকে স্মরণ শক্তি এত অধিক নষ্ট হইয়া যায় যে অতি সামান্য বিষয় মনে রাখিতে পারে না। অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত. সকলেরই প্রতি অবিশ্বাস, কোন প্রকার ভাল মন্দ জ্ঞান থাকে না, নিজেকে অত্যন্ত অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে, এমন কি শেষে নিজের মল মূত্র পর্য্যন্ত খাইতে আরম্ভ করে। এবম্বিধ উন্মাদ রোগসদৃশ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়।

উপরের লিখিত মুখ্য এবং গৌণ লক্ষণসমূহ মুখের ক্ষত এবং লালা স্রাব (stomatitis and salivation) প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই প্রায়ই দেখা দেয়। মার্কিউরিয়াসে মুখে ক্ষত এবং লালাস্রাব প্রকাশ দেখিতে পাইলেই জানিতে হইবে সর্ব্ব শরীর পারায় সম্পূর্ণরূপ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে (The saturation

of system is complete) এই উপসর্গ দুইটিই পারার বিষাক্তের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

মুখগহ্বরের প্রদাহ (stomatitis)—মার্কিউরিয়াসের মুখগহ্বরের প্রদাহ বিষয়ে (stomatitis) ডাক্তার জর্জ্জ উড কি বলিয়াছেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম। "The First phenomenon presented is often white appearance of the lower gums, soon afterwards, the gums are seen to be somewhat swollen, rising up between the teeth and reddened at their ages. At the same time they are somewhat tender to the touch. A metallic taste as of a copper in the mouth is also among the first symptom প্রথমতঃ মুখের নীচের মাড়ি সাদা ভাব ধারণ করে, অতি শীঘ্রই কয়েক দিনের মধ্যেই লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং স্পর্শাধিক্য হয়, সঙ্গে সঙ্গে মুখের স্বাদ ও খারাপ হয়, ধাতু পদার্থ তাম্রের ন্যায় হয়। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াই মুখ-ক্ষতের দ্বিতীয় অবস্থা দেখা দেয়। মাড়ি, জিহ্বা, গণ্ডযুগল, গলদেশ এবং গলদেশের গ্রন্থি সমুদায় প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়, গলাধঃকরণে রোগী কষ্ট বোধ করে, দাঁতে ব্যথা হয়, লালাস্রাব হইতে থাকে, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, the gums, tongue, cheeks, fauces one and all, swell and become painful, deglutition is painful, the teeth if carious begin to ache, the tongue is somewhat furred and indented by the teeth at its edges, the saliva is discharged copiously, the salivary glands swell, breath is very offensive রোগ যদি এই ভাবেই চলিতে থাকে এবং প্রতিকারের কোন প্রকার চেষ্টা না করা হয় তাহা হইলে পরিণাম কি হয় তাহাই বলিতেছি। মুখগহ্বরের ভিতর এবং বাহিরে সমুদয় অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, জিহ্বা ফুলিয়া ভারি হইয়া মুখ হইতে বাহিরে ঝুলিয়া পড়ে, ভীষণ দুর্গন্ধ হয়, গলদেশ এবং কর্ণমূলের গ্রন্থি সমুদয় বৃদ্ধি এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়, রোগী মুখ হাঁ অথবা গলাধঃকরণ করিতে পারে না, মুখ হইতে লালা ক্রমাগত গড়াইয়া পড়িতে থাকে। মুখ ময় ঘা হয়, দাঁতগুলি শিথিল হইয়া আইসে এমন কি শেষে কোমল স্থান সমূহ গলিত ক্ষত অবস্থায় পরিণত হয়। The swelling internal and external increases,

the tongue some times projects from the mouth, in the consequence of its greatly increased bulk, extremely offensive to the smell, the parotid and submaxillary gland becomes much enlarged and painful, the patient cannot open his jaws, swallows with great difficulty and pain and is wholly unable to articulate, the saliva streams from the mouth, the odour of the breath is very fetid, some times scents the whole apartment, ulceration of the gums, cheeks, and tongue takes place, with occasionally copious and exhausting haemorrhages the teeth bocomes loose and falls out even gangrene of the soft parts, necrosis sometimes occur.

ডাক্তার জর্জ্জউড যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর অধিক আর কিছুই বলিবার নাই কিন্তু এই স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, Aphthae এবং stomatitisএ যেন ভ্রম না হয়। Aphthaeকে বাঙ্গালায় জাড়ীক্ষত বলা হয়, ইহা সচরাচর শিশুদিগেরই অধিক হয়। ক্ষতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা সাদা হয় বোরাক্সই ইহার প্রকৃত ঔষধ। Stomatitisএ মুখ গহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং বিশেষভাবে দাঁতের মাড়ী অধিক আক্রান্ত হয়, মুখে ভীষণ দুর্গন্ধ হয়, প্রচুর লালা স্রাব হইতে থাকে, মাড়ীগুলি ফুলিয়া উঠে। অল্প অল্প রক্ত নিসৃত হয়, ইত্যাদি এইরূপ অবস্থার মারকিউরিয়াস এবং নাটিক এসিড অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মার্কিউরিয়াসের জিহ্বা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জিহ্বা বৃহৎ ভারি এবং দন্তের ছাপে পূর্ণ (large, flabby, shows imprint of teeth) এবং জিহ্বা সকল সময় লালাতে সিক্ত থাকে, তথাপি রোগী জল তৃষ্ণা বোধ করে (শুষ্ক জিহ্বা জল তৃষ্ণা থাকে না—পালসেটিলা) মুখের ক্ষত সহ লালাস্রাব এবং দুর্গন্ধ বর্ত্তমান থাকিলে মার্কিউরিয়াস সলকেই প্রাধান্য দিবে।

নাইট্রিক এসিড—ইহাতেও মুখ হইতে প্রচুর লালা নিসৃত হয় কিন্তু নিসৃত লালা অত্যন্ত ক্ষতকারক (acrid) ইহার স্পর্শে স্থান হাজিয়া যায় এবং ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থল সকল চিড়িয়া যায় ও পেরেক বিদ্ধবৎ খোঁচানি

যন্ত্রণা হয়। রোগীর পারদের দোষ থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং হিপার সালফার এইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে।

কেলিক্লোরিকাম—অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধের এক গ্রেণ এক পাইন্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুলি করিতে এবং তদসহিত ৬ × চূর্ণ প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দিতে হয়।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—রক্তস্রাবে ও মার্কিউরিয়াস সলের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রায়ই নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে বিশেষতঃ যখন রক্ত জমাট বাঁধিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফ খণ্ডের ন্যায় (icicles) নাসিকাতে ঝুলিতে থাকে, সেই অবস্থায় ইহা ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়। গণ্ডমালা (scrofulous) ধাতুগ্রস্থ শিশু অথবা ১৫।১৬ বৎসর বয়ঃক্রম বালকদিগেরও যাহাদিগের এইরূপ সময়ে অধিক রক্তাধিক্যের সম্ভাবনা হয়, এবম্বিধ রক্ত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট অবস্থায় নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে,—বেলেডোনা, হেমামেলিস এবং ইরিজারন প্রয়োগ সত্বেও রক্ত বন্ধ না হইলে এবং উজ্জল লালবর্ণ রক্ত ছরছর করিয়া পড়িতে থাকিলে মার্কিউরিয়াস ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতের আক্রমণও নিবারণ হয়।

রক্তস্রাব—জরায়ু এবং ঋতুস্রাবেও যখন রক্তস্রাব প্রচুর কৃষ্ণবর্ণ এবং চাপ চাপ হয় এবং তৎসহিত যদি কোন প্রকার গ্রন্থির স্ফীতি (Glandular swelling) গলক্ষত (Sore throat) বর্ত্তমান থাকে—মার্কিউরিয়াসই তাহার অতি উৎকৃষ্ট এবং নিশ্চিত ঔষধ। ঋতুস্রাবকালীন জারায়ু এবং ডিম্বাশয়েও যন্ত্রণা হয়। এই ঔষধে একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে গর্ভ সঞ্চার না হওয়া সত্বেও মাসিক সময়ে স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হয় এবং ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে স্তনে দুগ্ধ আইসে (milk in the breast of the non—pregnant woman at the menstrual period, milk in the breast instead of the menstrual flow) একবার ডাক্তার কেন্ট এইরূপ একটি ১৬ বৎসর বয়স্ক যুবকের বুকে দুগ্ধ সঞ্চার দেখিয়া একটু

ধাঁধাঁয় পড়িয়াছিলেন। তিনি তাহাকে মার্কিউরিয়াস সল দ্বারা আরোগ্য করেন।

নিউমোনিয়া (Pneumonia)—নিউমোনিয়াতেও মার্কিউরিয়াস সল ব্যবহার হয়, যখন দক্ষিণ ফুসফুস আক্রান্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে (icteriod symptom) ন্যাবা রোগের ন্যায় লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। চর্ম্ম হলদে এবং দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্ন অংশে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয় ও রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নাংশ অধিক আক্রান্ত হয় এবং যন্ত্রণা বক্ষঃস্থলের ভিতরে ভিতরে গিয়া পশ্চাতে অর্থাৎ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় (stitches thro gh to back)। নিউমোনিয়ায় ফুসফুসে পূঁজ সঞ্চার হইলেও মার্কিউরিয়াস সল ব্যবহার হইতে পারে।

প্রদাহ এবং পূঁজোৎপাদন—প্রদাহে পূঁজোৎপাদন অবস্থায় মার্কিউরিয়াস সল একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যে কোন স্থানেই প্রদাহ হউক না কেন পূঁজ সঞ্চারিত হইয়াছে জানিতে পারিলে মার্কিউরিয়াস সলের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ। বেলেডোনা, মার্কিউরিয়াস, হেপার, সাইলিসিয়া, সালফার এবং ল্যাকেসিস ইহাদিগকে প্রদাহ এবং পূজোৎপাদনের প্রধান ঔষধ বলা যাইতে পারে। অবস্থা বিশেষে ব্যবহার হইয়া থাকে। বেলেডোনা সচরাচর পূঁজ সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্ব অবস্থার অর্থাৎ প্রদাহের প্রারম্ভে প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন তালুমূল প্রদাহে (tonsilitis) যতক্ষণ পর্য্যন্ত গলদেশ প্রদাহ হইয়া অত্যন্ত লালবর্ণ থাকে ততক্ষণই বেলেডোনা নির্ব্বাচিত হইতে পারে কিন্তু পূঁজোৎপত্তির সম্ভাবনা দেখিলেই অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে চিড়িকমারা যন্ত্রণার সহিত শীত শীত ভব বর্ত্তমান থাকিলে পূঁজের সঞ্চার হইয়াছে জানিতে হইবে। তখন আর বেলেডোনার উপর নির্ভর না করিয়া হেপার সলফার উচ্চক্রম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। সময় মত ইহা প্রয়োগ করিতে পারিলে পূঁজ সঞ্চার বৃদ্ধি হয় না এবং প্রদাহও হ্রাস হইয়া যায় যেহেতু হেপারের উচ্চক্রমে ফোড়া বসিয়া যায় এবং নিম্নক্রমে পাকিয়া যায়। কিন্তু অধিক পূঁজ সঞ্চার হইয়াছে অর্থাৎ ফোড়া ভালরূপ পাকিয়া গিয়াছে জানিতে পারিলে হেপার সালফার প্রয়োগে সময় নষ্ট না করিয়া এইরূপ স্থলে মার্কিউরিয়াস সল নিম্নক্রম দেওয়াই কর্ত্তব্য, ইহা দ্বারা ফোড়া ফাটাইয়া পূঁজ নিঃসরণ করাইয়া দেয় (Mercurius

is suited to more advanced state when pus has formed and you wish it to evacuate)। মার্কিউরিয়াসে পুঁজোৎপত্তি নিবারণ করে না বরং পুঁজোৎপত্তির সাহায্য করে (Mercuricus dces not prevent the formation of pus but rather favours it—Kent) আঙ্গুল হাড়ায় যদি নিম্নক্রম মার্কিউরিয়াস সল দেওয়া হয় তবে শীঘ্রই পুঁজোৎপাদন হয়। যদি প্রদাহের প্রারম্ভে মার্কিউরিয়াস সল নিম্নক্রম প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে ফোড়া বসাইবার চেষ্টা সমুদয়ই বৃথা হইয়া যায়। (If you give it too scon, you will spoil the case if given in low (weak) potencies hastens rather than abort suppuration—Kent) যাহাতে প্রথমে ফোড়া বসিয়া যায় তাহার চেষ্টা করাই উচিত, এই সম্বন্ধে মার্কিউরিয়াস ভাইভাস উচ্চক্রম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে ফোড়া বসিয়া না গিয়া যদি পাকিয়া যায় তাহা হইলে হেপার, সাইলিসিয়া ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিবে। পুঁজোৎপাদন শীঘ্র না হইয়া ফোড়া শক্ত হইয়া গেলে ব্যারাইটা কার্ব্ব এবং কার্ব্ব এনামেলিস তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। শেষোক্তটিকে অনেকে মহৌষধ বলিয়া থাকেন। মার্কিউরিয়াসেও নিম্নক্রমে পুঁজোৎপত্তি হয়, উচ্চক্রমে বসিয়া যায়। শীঘ্র শীঘ্র পুঁজোৎপত্তি করিতে হইলে এই ঔষধ সমূহের (হেপার, মার্কিউরিয়াস) নিম্নক্রম পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। হেপার সলফারের ফোড়ার এতদ বিষয়ে বিশেষত্ব—অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হস্ত দিতেই দেয় না। অনেক সময় আমরা দেখিয়াছি হেপার সালফারে শীঘ্র পুঁজোৎপত্তি না হইলে মার্কিউরিয়াস সলে বেশ ফল পাওয়া যায়। এই স্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখি মার্কিউরিয়াস সলের ফোড়ায় গরম উত্তাপ দিলে অস্বস্থি বোধ হয় (হেপার সালফারে আরাম পায়) যখন পুঁজ অনবরতই স্রাব হইতে থাকে এবং ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হইতেছে না এইরূপ অবস্থায় সাইলিসিয়াই উৎকৃষ্ঠ ঔষধ, আবার কখন কখন দেখা যায় সাইলিসিয়াতে কাজ হইয়াও হইতেছে না উপকার বন্ধ হইয়া যাইতেছে এইরূপ অবস্থায় ২।১ মাত্রা সালফার দিলেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং ক্ষত সম্পূর্ন আরোগ্য হইয়া যায়।

ল্যাকেসিস—পুঁজ দূষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ, পাতলা এবং দুর্গন্ধ যুক্ত হয় এবং তদ সহিত স্পর্শাধিক্য (Sensativeness to touch) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

চক্ষুপ্রদাহ এবং চক্ষুরোগ—মার্কিউরিয়াস সচরাচর উপদংশ সংস্রবযুক্ত কিংবা স্ক্রুফিউলাস চক্ষু প্রদাহে (ophthalmia) অধিক প্রয়োগ হয়। রোগী অগ্নি অথবা সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। কাজে কাজেই আগুনের নিকট হইতে দূরে থাকে এবং উষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিতে চাহে না, চক্ষুর প্রদাহ এবং লালবর্ণ বৃদ্ধি হয়, বালুকা কণা প্রবেশের ন্যায় অত্যন্ত কর কর যন্ত্রণা হয়। যাহারা আগুনের নিকট কার্য্য করে যেমন লৌহ ঢালাই কারিকরগণ (foundrymen) তাহাদিগের অক্ষিপুট প্রদাহের (Blepharitis) মার্কিউরিয়াস সল সময় সময় ব্যবহার হয়। মার্কিউরিয়াসে চক্ষুপ্রদাহ সচরাচর রাত্রিতেই অধিক বৃদ্ধি হয়, চক্ষুর পাতার ধার ফুলিয়া পুরু হয় এবং চক্ষু হইতে তরল ক্ষয়কারক (acrid) পূঁজের ন্যায় স্রাব বহির্গত হইতে থাকে। রাত্রিতে চক্ষু জুড়িয়া যায় গণ্ডযুগলে স্রাবের স্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কোড়ি প্রকাশ পায় এবং কর্ণিয়াতেও (স্বচ্ছাবরকে) ক্ষত উৎপন্ন হয় কিন্তু এই প্রকার ক্ষত সাধারণতঃ গভীর হয় না বরং উপরে উপরেই থাকে (Superficial) এবং দেখিতে স্বচ্ছ মনে হয়, স্বচ্ছাবরকের পর্দ্দার নিম্নে যেন পূঁজ সঞ্চয় হইয়া রহিয়াছে। চক্ষু প্রদাহে অধিকাংশস্থলেই একমাত্র মার্কিউরিয়াস সলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়, ইহাতে পূঁজ থাকা চাই।

মার্কিউরিয়াস সল, আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম, বেলেডোনা এবং মার্কিউরিয়াস কর এই ঔষধ কয়েকটি চক্ষু প্রদাহের পক্ষে যথেষ্ট বরং চক্ষু প্রদাহে এতদ সমূহ ঔষধ ব্যতীত আর অধিক ঔষধের প্রায়ই প্রয়োজন হয় না। কর্ণিয়ায় ক্ষত হইলে আর্জেণ্টাম নাইটি কম, নাইট্রিক এসিড, মার্কিউরিয়াস কর ইত্যাদি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে।

মার্কিউরিয়াস বিন্‌আইওডাইড—ইহার লক্ষণসমূহ প্রায়ই মার্কিউরিয়াস ভাইভাসের ন্যায় কিন্তু ইহাতে গ্রন্থির স্ফীতি (glandular swelling) লক্ষণই প্রবল থাকে।

মার্কিউরিয়াস প্রটো আইওডাইড—চক্ষু রোগে বিনআইওডাইড অপেক্ষা ইহা অধিক ব্যবহার হয়। ইহার প্রয়োগ স্বচ্ছাবরকের ক্ষতে (corneal ulcer) অধিক দেখা যায় ক্ষত দেখিলে মনে হয়

যেন নখের আঁচর লাগিয়া কতক অংশ উড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে জিহ্বার মূলদেশ পীতবর্ণ পুরু লেপে আবৃত থাকে; অথচ সম্মুখ ভাগ পরিষ্কার এবং লালবর্ণ। এই ঔষধে জিহ্বার এইপ্রকার লক্ষণ একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক।

মার্কিউরিয়াস ডালসিস (ক্যালোমেল)—ইহার প্রয়োগ চক্ষু প্রদাহের লক্ষণের উপর অধিক নির্ভর করে না, বরং রোগীর সাধারণ লক্ষণ সমূহের উপরই ইহা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। স্ক্রফিউলাস ধাতু বিশিষ্ট, ফ্যাকাসে বর্ণ, গ্রীবা প্রদেশস্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থি সমূহ স্ফীত যুক্ত শিশুদিগের চক্ষু রোগে ইহা উত্তম কার্য্য করে। চর্ম্ম থল থলে এবং রোগা, পরিপুষ্ট নহে।

মার্কিউরিয়াস কর সাইভাস (মার্কিউরিয়াস বাইক্লোরাইড)—সমুদয় মার্কিউরিয়াসের মধ্যে ইহার লক্ষণ সমূহ অত্যন্ত ভীষণ—ইহা অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত লক্ষণে নির্ব্বাচিত হয়। জ্বালা যন্ত্রণা সহ অত্যন্ত অধিক আলোকাতঙ্ক (photo-phobia) থাকে। চক্ষু হইতে প্রচুর জল কাটে। ইহা এত অধিক ক্ষয়কারক (acrid) ইহার স্পর্শে গণ্ডযুগলের চর্ম্ম হাজিয়া ক্ষত হইয়া যায়। চক্ষুর চারিপার্শ্বের অস্থিতে পর্য্যন্ত অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, চক্ষুর স্বচ্ছাবরকে ক্ষত হয় এবং ক্ষতে স্বচ্ছাবরক ছিদ্র হইবার উপক্রম হয়। এত অধিক যন্ত্রণা হয় যে রাত্রিতে রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে এবং নিদ্রা যাইতে পারে না। চক্ষু প্রদাহের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি অবস্থায় ইহা প্রয়োগ হয়। উপদংশজনিত iritisএর ইহা অব্যর্থ ঔষধ। রাত্রিতে যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং চক্ষু পিঁচুটিতে জুড়িয়া যায়। স্বচ্ছাবরকের ক্ষতে মার্কিউরিয়াস কর এবং আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম্ অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম্ বাহ্যিক প্রয়োগও হয়।

সিনাবারিস—চক্ষু প্রদাহে ইহার প্রয়োগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চক্ষুপ্রদাহে সচরাচর মার্কিউরিয়াস সল, মার্কিউরিয়াস কর, বেলেডোনা এবং আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকম্ ইত্যাদিই অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

সিনাবারিসের চক্ষুর যন্ত্রণায় বিশেষত্বই হইতেছে, যন্ত্রণা চক্ষুর এক কোণ হইতে আর এক কোণ পর্য্যন্ত ধাবিত হয় (pain shoots across the eye from canthus to canthus)।

সর্দ্দি—তরল কাঁচা সর্দ্দির মার্কিউরিয়াস সল্ একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জলের ন্যায় সর্দ্দি এবং তদসহিত হাঁচি বর্ত্তমান শুনিলে মার্কিউরিয়াস সলের বিষয় স্মরণ করিবে। জলবৎ পাত্‌লা সর্দ্দির আর্সেনিক, সেপা, ইউফ্রেসিয়া এবং মার্কিউরিয়াস সল এই কয়েকটি হইতেছে মহৎ ঔষধ। মার্কিউরিয়াস সলের সর্দ্দি সামান্য ঠাণ্ডায় এবং ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই প্রকাশ পায় এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়। সর্দ্দি হেতু নাসিকা চুলকায় ও জ্বালা করে, নাসারন্ধ্রে ঘা হয় এবং স্রাবে স্থান হাজিয়া যায়। অনেক সময় নাসিকার অস্থি ফুলিয়া উঠে, গলা এবং শরীরের সন্ধিস্থল সমূহে ব্যাথা হয়। এতদ্ব্যতীত সময় সময় সমুদয় শরীর গরম বোধ করে। মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হয় এবং ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় কিন্তু ঘর্ম্মে রোগের কিছুমাত্র উপশম হয় না, ইহা মার্কিউরিয়াসের একটী বিশেষ লক্ষণ। সর্দ্দি পাকিয়া নাসিকার স্রাব ঈষৎ পীতাভ সবুজ এবং ঘন হইলেও মার্কিউরিয়াস প্রয়োগ হইতে পারে ; কিন্তু স্রাব অধিক পীতবর্ণ হইলে মার্কিউরিয়াসে আর নির্ভর করিবে না। এইরূপ অবস্থায় পালসেটিলা এবং কেলিসালফকে প্রাধান্য দিবে (পালসেটিলা দেখ)। সোরিক (Psoric) ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের যাহাদিগের প্রত্যেক শীতে পুনঃ পুনঃ সর্দ্দি হয়, তাহাদিগকে ইহা বিশেষ ফল করে না। মার্কিউরিয়াস সলে সাময়িক উপকার হইতে পারে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে পারে না। এইরূপ স্থলে কেলিআইওডাইড্ প্রধান ঔষধ কিন্তু ইহার প্রয়োগ অধিক এবং পুনঃ পুনঃ হয় না, শীত ঋতুতে ২।১ বার প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট।

সিনাবারিস—তরল সর্দ্দিতে যদিও ইহা সাধারণ ঔষধের ন্যায় সর্ব্বদা ব্যবহার হয় না কিন্তু ইহা উপদংশ এবং স্ক্রুফিউলাস ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহার সর্দ্দির সহিত নাসিকার উর্দ্ধদেশে অর্থাৎ নাসিকার গোড়ালিতে ভার ভার বোধ যেন চশমা লাগান রহিয়াছে এইরূপ মনে হয় এবং এই লক্ষণটি এই ঔষধের একটি বিশেষ বিশেষত্ব। সঙ্গে সঙ্গে গলদেশ এবং তালুমূল স্ফীত ও রক্তাধিক্য হয়, ইহা ব্যতীত গলদেশে শুষ্কতা অত্যন্ত অধিকরূপে প্রকাশ থাকে, ইহাতে রোগী রাত্রিতে অত্যন্ত অস্বস্থি বোধ করে এবং নিদ্রার ব্যাঘাত হয়।

মার্কিউরিয়াস করোসাইভাস—নাসিকাতে যেন শিরিশের আঠার ন্যায় পুরু শ্লেষ্মা সমাবেশ হইয়া থাকে। নাসিকার উপদংশ ক্ষতে

যখন নাসিকার ভেদক (Septum) আক্রান্ত হইয়া ছিদ্র হইবার উপক্রম হয়, সেইরূপ অবস্থায় ইহা বিশেষ উপযোগী, এতদসহ জ্বলন এবং ক্ষয়কারক স্রাব (acrid discharge) বর্ত্তমান থাকে। (প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড দেখ)।

কাশি—শুষ্ক, যখন কাশে মনে হয় সমস্ত বুক যেন ফাঁপা, ঘং ঘং শব্দ হয়। রাত্রিতে শয্যার উত্তাপে (warmth of the bed) এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে কাশি বৃদ্ধি হয়, রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না।

গলক্ষত (Sore throat)—মার্কিউরিয়াস সল গলার ব্যাথার এবং ক্ষতের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। গলার ঘায়ের সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেই মার্কিউরিয়াস সলকে উচ্চ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত যদি গলার ব্যাথা সহ গ্রন্থির প্রদাহ থাকে, গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট হয় তাহা হইলে মার্কিউরিয়াস সলই তাহাতে আরো অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

গলদেশ প্রদাহ হইয়া অত্যন্ত লালবর্ণ হইলে বেলেডোনা অথবা একোনাইট দিলেই অঙ্কুরেই রোগ বিনষ্ট হইয়া যায় কিন্তু যখন গলক্ষত সহ তালুমুল অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া একত্র হইবার সম্ভাবনা হয়, রোগী গলাধঃকরণে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে এমন কি শ্বাস প্রশ্বাস অবরোধ হইবার আশঙ্কা হয় এইরূপ অবস্থায় এক গ্রেণ Grey powderএর তৃতীয়াংশ পরিমাণ ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রয়োগ করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশু উপকার পাওয়া যায় এবং এইরূপ অবস্থায় ইহা একটী অতি সুন্দর ঔষধও বটে। এতদ্বিষয়ে ডাক্তার রিঙ্গার কি বলিতেছেন তাহাই নিম্নে তুলিয়া দিলাম—

Dr. Ringer says—When in quinsy the tonsils are so enlarged as almost to meet together and when the difficulty and swallowing are nearly insuperable and it may be there is even danger of suffocation, if at such a time third of a grain of Grey powder be taken every hour in a few hours the swelling is much reduced and the danger, discomfort and distress much discharged. The effect of Mercury in such cases is often most signal.

গলদেশের উক্ত প্রকার লক্ষণের সহিত ডিপথিরিয়ার লক্ষণের প্রায়ই গোলযোগ হয় এবং ভ্রমবশতঃ অনেকেই মার্কিউরিয়াস সল প্রয়োগ করিয়া থাকেন কিন্তু ডিপথিরিয়াতে মার্কিউরিয়াস সলে বিশেষ কোন কার্য্য হয় না বরং মার্কিউরিয়াস আইওডাইড এবং সায়েনেটাসের এই বিষয়ে যথেষ্ট কার্য্য আছে, তাহা পর পর লিখিব। ডিপথিরিয়াতে গলদেশে কোন প্রকার ক্ষত (গলিত কিম্বা শুষ্ক) থাকে না কেবল কৃত্রিম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির পর্দ্দা পড়ে। মার্কিউরিয়াসে গলদেশে সামান্য গলক্ষত হইতে আরম্ভ করিয়া উপদংশ এবং গলিত ক্ষত (gangrene) ইত্যাদি সমস্ত প্রকার ক্ষতই উৎপন্ন হয় এবং তদ সহিত প্রায়ই গলদেশে গ্রন্থির (Glands) প্রদাহও বর্ত্তমান থাকে।

যকৃত—মার্কিউরিয়াস সল যকৃতের একটী মহৎ ঔষধ। যকৃতের রোগে ইহা সর্ব্বদাই ব্যবহার হইয়া থাকে। জিহ্বা পিতাভ শ্বেত ক্লেদে আবৃত এবং জিহ্বা দন্তের ছাপযুক্ত (takes the imprint of teeth) মাড়ি ক্ষত এবং শিথিল। মুখ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, গাত্রত্বক এবং চক্ষুর শ্বেতাংশ অত্যন্ত পীত আভাযুক্ত। মস্তকে রক্তাধিক্যের সম্ভাবনা। যকৃত প্রদেশে স্পর্শাধিক্য এবং টাটানি বেদনাযুক্ত। নিম্নোদর ফাঁপা, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে অক্ষম, যকৃত বৃহৎ (enlarged) এবং কঠিন। মল পিত্তশূন্য কর্দ্দম সদৃশ অথবা পীতাভ সবুজ শ্লেষ্মা এবং কুন্থনযুক্ত রাত্রিতে জ্বর জ্বর বোধ এবং মুখের বিস্বাদ হয়।

ন্যাবা (Jaundice)—ন্যাবা রোগের মার্কিউরিয়াসসল একটী অতি ফলপ্রদ ঔষধ। জ্বর সহ ন্যাবা রোগেই যে ইহা কেবল নির্ব্বাচিত হয় তাহা বলিতে পারিনা। জ্বর ব্যতীত ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু ইহা নিশ্চিত, পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় ইহা অধিক উপযুক্ত। শৈশব পাণ্ডু এবং সাধারণতঃ শিশুদিগের পাণ্ডু রোগে মার্ক সল প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। শিশুদিগের পাণ্ডু রোগের ক্যামোমিলাই উৎকৃষ্ট ঔষধ। (It is not only appropriate in jaundice with fever but equally so in jaundice without. This however more particularly adapted to the former. In the icterus neonatorum and of children generally, it is particularly useful,—. Dr. Baebr.)

আমাশয় (Dysentery)—সাদা আমাশয়ের মার্কিউরিয়াস সল একটী সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। ইহার প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে কুন্থন। মলত্যাগ-কালীন রোগী বসিয়া বসিয়া কোঁথাইতে থাকে, অথচ মল বিশেষ কিছুই বহির্গত হয় না। ইংরাজিতে এইরূপ অবস্থাকে Never get done feeling বলা হয় অর্থাৎ রোগী কোঁথাইয়া কোঁথাইয়া নিজেকে ক্লান্ত বোধ করে না। আর একটী বিশেষত্ব হইতেছে যে মার্কিউরিয়াস সলে মলত্যাগের পূর্ব্বে, মলত্যাগকালীন এবং মলত্যাগান্তেও পেটের যন্ত্রণা যায় না অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই যন্ত্রণার উপশম নাই, রসটক্স এবং নক্সভমিকায় মলত্যাগের পর কুন্থন এবং যন্ত্রণার উপশম হয় অর্থাৎ মলত্যাগান্তে যন্ত্রণার উপশম হয় এবং রোগী তৎক্ষণাৎ চলিয়া আইসে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকে না, আর মার্কিউরিয়াস সলে রোগী বসিয়া কোঁথাইতেই থাকে। মার্কিউরিয়াস সলের এই কোঁথানি অত্যন্ত ভীষণ হয় এমন কি অনেক সময় বলি বহির্গত হইয়া পড়ে এবং কোঁথানি (tenesmus) মলত্যাগান্তে অধিক হয়।

মল—ঘোর, সবুজ, ফেনা ফেনা, পিত্ত মিশ্রিত অথবা সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত, অথবা রক্ত মিশ্রিত এবং পুনঃ পুনঃ হয়।

আমাশয়ের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

একোনাইট—মল জলবৎ, সবুজ শাক ছেঁচানি সদৃশ অথবা রক্ত মাখা হড়হড়ে শ্লেষ্মাযুক্ত। পরিমাণে স্বল্প এবং পুনঃ পুনঃ হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে যন্ত্রণা, বমনেচ্ছা এবং ঘর্ম্ম হয়। মলত্যাগকালীন—অত্যন্ত কোঁথানি (tenesmus) হয়। মলত্যাগের পর—কোঁথানির উপশম হয়।

একোনাইট নির্ব্বাচনে অস্থিরতা, অত্যন্ত পিপাসা, এবং মৃত্যু ভয় এই তিনটী লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। প্রবল জ্বর সহ আমাশয়ের একোনাইটই হইতেছে অতি উপযুক্ত ঔষধ। গাত্রত্বক অগ্নিবৎ উষ্ণ হয়,

ঘর্ম্মের লেশ মাত্র থাকে না, নাড়ী দ্রুত কঠিন এবং বেগবতী হয়। তরুণ আমাশয়ের একোনাইট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

আর্জে'ণ্টাম নাইট্রিকম—মল সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত। ইহা তরুণ আমাশয়ে নির্ব্বাচিত হয় না। যখন রোগ কিছুতেই শীঘ্র আরোগ্য হয় না, পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয় এবং ক্ষত হয় তখন আর্জে'ণ্টাম নাইট্রিকমের বিষয় চিন্তা করিবে (in advanced cases of dysentery with ulceration)। আর্জে'ণ্টাম নির্ব্বাচন কালীন রোগীর চেহারা এবং উদরের বায়ুর সমাবেশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। এই ঔষধটীর এই লক্ষণ দুইটী বিশেষ পরিজ্ঞাপক।

বেলেডোনা—মল পাতলা সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত অথবা রক্ত মাখা শ্লেষ্মাযুক্ত, পরিমাণে স্বল্প পুনঃ পুনঃ অথবা অসাড়ে হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে সর্ব্বদা মলদ্বার এবং লিঙ্গপ্রদেশ হইতে নিম্নোদরের সমুদয় যন্ত্র যেন বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ বোধ লাগিয়া থাকে (constant pressing towards the anus and genitals as if everything would be pushed out—Bell) মলত্যাগকালীন কোঁথানি থাকে এবং মল ত্যাগান্তেও কোঁথানি থাকে।

বেলেডোনা সচরাচর শিশুদিগের আমাশার উপযুক্ত ঔষধ। বেলেডোনা নির্ব্বাচনে তন্দ্রাভাব এবং তদসহিত থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া উঠা, শুষ্ক উত্তাপ এবং পুনঃ পুনঃ জলপান, মস্তক রক্তাধিক্য অথচ হস্ত পদ শীতল ইত্যাদি লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

ক্যান্থারিস—মল সাদা অথবা ফ্যাকাসে লাল শ্লেষ্মা যুক্ত অন্ত্রের চাচনি সদৃশ (scrapings of intestine) মলত্যাগকালীন এবং মলত্যাগের পর মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বলন হয় এবং কোঁথানি থাকে ও ভীষণ শীত শীত ভাব বোধ করে ক্যান্থারিস নির্ব্বাচন কালীন পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মূত্রত্যাগের চেষ্টা এবং অন্ত্রের চাচনি সদৃশ মল এই দুইটী লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

কলচিকম—মল সাদা জেলিবৎ শ্লেষ্মা এবং রক্তের রেখা যুক্ত অথবা রক্তমাখা অন্ত্রের চাচনি যুক্ত। মলত্যাগের পূর্ব্বে শূল যন্ত্রনা হয় এবং রোগী উপুড় হইয়া পড়ে। মলত্যাগ কালীন ভীষণ কোঁথানি হয় এবং সময় সময়

বলি নির্গত হইয়া আইসে। মলত্যাগান্তে কোঁথানি থাকে কিন্তু যন্ত্রণার উপশম হয় অথচ রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। কোঁথানির অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শিশু মলত্যাগের স্থানেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে। কলচিকম নির্ব্বাচন কালীন রন্ধন দ্রব্যের গন্ধে বমনোদ্রেক, উদরে বায়ুর সমাবেশ এবং অন্ত্রের চাচনি সদৃশ (skiny stools) মল এই লক্ষণ ত্রয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

কলসিন্থ—মল প্রথম জেলিবৎ শ্লেষ্মাযুক্ত, তৎপর পৈত্তিক অবশেষে রক্তযুক্ত হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ভীষণ যন্ত্রনা হয়, অত্যন্ত কোঁথানি থাকে। মলত্যাগকালীন ভীষণ যন্ত্রণা হয় রোগী পেটে হস্তের চাপ দিয়া উপুড় হইয়া পড়ে। মলত্যাগান্তে যন্ত্রণার ঈষৎ উপশম হয়। কলোসিন্থ নির্ব্বাচন কালীন ইহার যন্ত্রনার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে—যন্ত্রণা ভীষণ হয় অথচ জোরে চাপ দিলে উপশম বোধ করে।

ইপিকাক—মল ঘাসের ন্যায় সবুজ অথবা রক্ত মাখা অথবা কেবল লাল উজ্জ্বল রক্ত অথবা কৃষ্ণ বর্ণ ফেনা ফেনা চিটে গুড়ের ন্যায় (dark almost black looking like frothy molasses)। মলত্যাগের পূর্ব্বে, মলত্যাগ কালীন এবং মলত্যাগান্তে অর্থাৎ সর্ব্বদাই এবং সকল অবস্থাতেই বমনেচ্ছা থাকে এবং নাভির চারিপার্শ্বে যন্ত্রণা হয়। ইপিকাক নির্ব্বাচন কালীন বমনেচ্ছার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। এই ঔষধের বমনেচ্ছাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব এবং ইহার জিহ্বা সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে।

রাসটক্স—মল পাতলা লাল অথবা পাতলা পীতাভ শ্লেষ্মাযুক্ত অথবা রক্ত মাখা জলবৎ অথবা মাংস ধোওয়া লাল জলবৎ (bloody water like washing of beef)। মলত্যাগের পূর্ব্বে যন্ত্রনা হয়। মলত্যাগকালীন কোঁথানি এবং উরুদেশে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় (tearing pains down the thighs)। মলত্যাগান্তে যন্ত্রণা এবং কোঁথানি সমুদায় উপশম হয়। রসটক্স নির্ব্বাচন কালীন অস্থিরতা, মলত্যাগকালীন উরুদেশে ছিন্নবৎ যন্ত্রণা, মাংস ধোয়া জলবৎ তরল মল এবং মলত্যাগান্তে যন্ত্রণার উপশম ইত্যাদি লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

আমাশয়ের অন্যান্য ঔষধ—নক্সভমিকা, মার্ক সল, মার্ক কর, ম্যাগনেসিয়া ফস, এলোজ, ১৯৮ পৃষ্ঠা (প্রথম খণ্ড) দেখ।

উপদংশ—উপদংশের মধ্যে মার্কিউরিয়াস সলকে একটী অদ্বিতীয় ঔষধ বলা যাইতে পারে। যে কোন চিকিৎসকই হউন উপদংশ চিকিৎসা করিতে হইলে তাহাকে পারদ কিংবা পারদ ঘটিত ঔষধের সাহায্য লইতেই হইবে। ইহা ব্যতীত উপদংশের চিকিৎসা নাই বলিলেই হয়—পারদকে উপদংশ ক্ষতের একমাত্র অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়। পারদে উপকার না হইলে তৎপর অন্য ঔষধের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক উভয় চিকিৎসকগণই পারদ প্রস্তুত ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেবল পার্থক্য হইতেছে পরিমাণ এবং মাত্রা সম্বন্ধে। এই পরিমাণ এবং মাত্রাই হইতেছে ভীষণ পার্থক্য। পূর্ব্বে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় মুখ আনান (Salivation) প্রথা ছিল, এখনও ছোট লোকদিগের মধ্যে এই প্রকার প্রথা অনেকটা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সভ্যতার এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ইহা এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় Salversionএর খুব আদর হইয়াছে এবং সুনামও অর্জ্জন করিয়াছে, ইহাতেও দেখিয়াছি অধিক মাত্রায় ব্যবহার হইলে মুখে এবং মাড়িতে ক্ষত ও লালাস্রাব হয় কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় উক্ত প্রকার কোন দোষ প্রকাশ পায় না। আমরাও পারদই ব্যবহার করিয়া থাকি পারদের মধ্যে Black oxide of Hahnemann অর্থাৎ মার্ক সলই অতি উৎকৃষ্ট। উপদংশের প্রথম অবস্থায় (Primary stage) মার্কসলকেই উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়া থাকে, ডাঃ জেলডাম বলেন—(In the primary chancre I seldom employ any other preparations than Merc Sol and it rarely fails) উপদংশের প্রথমাবস্থায় মার্ক সল ব্যতীত আমি আর কোন ঔষধ ব্যবহার করি নাই। জেলডাম সূক্ষ্ম মাত্রার প্রয়োগ অধিক সমর্থন করেন না এবং তিনি অনেকটা এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের ন্যায় কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতেন এবং তাহা দ্বারা সময় সময় যে মুখ আসে না অর্থাৎ লালাস্রাব হয় না (Salivation) তাহাও বলা যায় না, তিনি বলেন "উপদংশ বিষকে neutralize অর্থাৎ নষ্ট করিতে হইলে পরিমাণেরও কিঞ্চিত বৃদ্ধি হওয়া উচিত, এইরূপ প্রয়োজনীয়তা আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি। (A poison has to be neutralised and to effect this, the remedy requires

to be administered in quantities, which though still very small, are compartively large. Careful observation has convinced me of this necessity)" ঔষধের পরিমাণ এবং ডাইলিউসন সম্বন্ধে তিনি একস্থানে বলিতেছেন, আমি সচরাচর ১xএর ২ গ্রেণ অথবা ২xএর ৫ হইতে ১০ গ্রেণ দিনে তিন বার করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকি এবং সাধারণতঃ ১xক্রম আরম্ভ করিয়া প্রায় ১ সপ্তাহ অথবা উপকার না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রকারে সেবন করাইয়া ২xএর ব্যবস্থা দেই কিন্তু অধিকাংশস্থলে শেষোক্ত ব্যবস্থাই দিয়া থাকি, কঠিন এবং খুব শক্ত রকমের ক্ষত হইলে ১x প্রয়োগ করি। (The dose which I commonly employ and which I fcund very effectual is one or two grains of the first or from five to ten grains of the second decimal dilution, repeated three times a day. I sometimes commence with the former and continue it for a week, or until amendment sets in and then replace it by the second dilutions. More commonly, I give the latter only, and resort to the first dilution chiefly in cases of obstinate indurated chancre) তিনি তাঁহার গ্রন্থের (Homoeopathy in venereal diseases) আর এক স্থানে লিখিতেছেন উপদংশ রোগে, আমার অভিজ্ঞতায় যতদূর দেখিয়াছি, অধিক মাত্রায় সেবন না করাইলে, এমন কি দিনে ১০ গ্রেণ করিয়া ৩ বার না দিলে শীঘ্র উপকার প্রকাশ পায় না। কিন্তু প্রথমতঃ ৩ কিংবা ৫ গ্রেণ অর্থাৎ কম মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত। (In syphilis, its beneficial action is often manifested only when a decidedly bulky dose as much as ten grains three times a day—has been attained. It is always well to commence the treatment with smaller doses—say from three to five grains and gradually to increase the quantity if necessary, until the curative dose is reached). তিনি আরো বলিতেছেন, চিকিৎসকগণ যেন, কয়েক মাত্রা প্রয়োগের পর সর্দ্দির লক্ষণ দেখিয়া ভীত না হন এবং ঔষধ প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ না করেন। ইহা ২,৪ দিনের মধ্যে আপনা হইতেই স্থগিত হইয়া যায় এবং তজ্জন্য বিশেষ কোন অসুবিধাও হয় না। (The practitioner should not be deterred

from preserving in this course, by the symptoms of catarrh which sometimes attend upon the first few doses. At the most, they amount to no more than a slight annoyance, they are perfectly harmless and subside altogether after two or three days, without discontinuance of the medicines or diminuation of the quantity) ডাক্তার জেলডাম মার্কিউরিয়াস সল এই প্রকার মাত্রা এবং পরিমাণ দিয়া উপদংশ চিকিৎসায় কি প্রকার ফল পাইতেন তদ্বিষয়ে কি বলিতেছেন শুনুন—"আমি ২০ বৎসর কাল এই প্রকারে সকল প্রকার উপদংশ হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিয়া আমার পূর্ব্বের এলোপ্যাথিক চিকিৎসা অপেক্ষা অধিক ফল পাইয়াছি। (I myself, during the last twenty years, have treated syphilis, in all its forms, homoepathically and have made infinitely better cures than I did during my previous Allopathic practice) ইহার উপর আমাদের অধিক আর কি বলিবার আছে। সকল গ্রন্থকার এবং চিকিৎসকগণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি মার্কিউরিয়াস সলকেই উপদংশের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিয়াছেন কিন্তু ক্রম সম্বন্ধে ডাক্তার হিউজ, জার, হার্টমেন, বেয়ার সকলেই নিম্নক্রম ৩×চূর্ণ (trituration) প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, ডাক্তার জেলডামের মত তাঁহারা সম্পূর্ণ সমর্থন করেন নাই, বরং তাঁহারা বলেন যাহাতে মুখের কিংবা দন্তের মাড়িতে ক্ষত প্রকাশ পায় (none however going as far as even to touch the gums) এবম্প্রকার মাত্রা এবং ক্রম প্রয়োগ হওয়া উচিত নয়।

এই স্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখি, যাহা সচরাচর নব্য চিকিৎসকগণের ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইতেছে—পুনঃ পুনঃ ঔষধের পরিবর্ত্তণ। উপদংশ চিকিৎসায় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ পরিবর্ত্তণ করিলে রোগ আরোগ্য করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। লক্ষণানুসারে ঔষধ সঠিক নির্ব্বাচন করিয়া তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে এবং যথেষ্ট সময় দিয়া তৎপর অন্য ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। প্রথম কয়েক দিন হয়ত কোন প্রকার উপকার দেখা যাইবে না। আর একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি যে ঔষধের কার্য্য আরম্ভ হইলেই প্রথমে উপদংশ ক্ষত কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং এতদসহ নূতন নূতন আরো ক্ষত প্রকাশ হইতে পারে, ইহা দেখিয়া

রোগী এবং চিকিৎসক কে২ই যেন ভীত না হন ইহা আরোগ্যের সুলক্ষণ জানিতে হইবে।

উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থাতেও মার্ক সল প্রয়োগ হইতে পারে, যদ্যপি ইহার অপব্যবহার না হইয়া থাকে কিন্তু এই অবস্থায় নাইট্রিক এসিড, কেলি আইওডাইড, এবং মার্ক আইওড ইত্যাদিই হইতেছে অধিক উপযুক্ত ঔষধ। (নাইট্রিক এসিড দেখ)।

মার্কিউরিয়াস সলে উপদংশের ক্ষত গভীর হয় না বরং উপরে উপরে বৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্ষত অপরিষ্কার যেন সাদা চর্ব্বি দ্বারা আবৃত এবং গোলাকার আকৃতি, কদাচিৎ ডিম্বাকার অথবা অন্য আকৃতির হয়। (The ulcer is generally round, less frequently oval, sharply angular of the size of a pea, it has sharp, shaggy, not prominent borders, lardaceous base, inclined to spread, not deep but grows larger, not much irritability, they are even numb and if pus is discharged it is greenish yellow,) ক্ষতে অধিক জ্বালা যন্ত্রণাও থাকে না বরং অসার বলিয়া বোধ হয় এবং যদি পূঁজ স্রাব হয় তাহা দেখিতে সবুজ আভাযুক্ত পীতবর্ণ (greenish yellow) হয়। ক্ষত Phagedenic অর্থাৎ গলিত ক্ষতে (gangrenous) হইলে মার্কিউরিয়াস করই তাহার প্রকৃত ঔষধ (Mer cor. is a greater remedy for the superficial, eating phagedenic ulcer) ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক থাকে এবং ঘায়ের ধারগুলি খাইয়া যায়। ক্ষতস্থান হইতে মাংস খসিয়া পড়ে এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়। কিন্তু পচন অবস্থাপ্রাপ্ত ক্ষত সম্বন্ধে ডাক্তার বেয়ার সাহেব একস্থানে যাহা বলিতেছেন তাহা সকলেরই অত্যন্ত প্রনিধান যোগ্য—তিনি "বলিতেছেন—পচন অবস্থাযুক্ত উপদংশ ক্ষতে কখনই যেন মার্কিউরিয়াস প্রয়োগ না করা হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত গলিত অংশ সমূহ খসিয়া পড়িয়া না গিয়াছে। এবং খসিয়া পড়িয়াও যদ্যপি ক্ষতে উপদংশ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ থাকে তথাপিও মার্কিউরিয়াস প্রয়োগ হয় না। এবম্প্রকার ক্ষত নিবারণের আর্সেনিকই হইতেছে অত্যন্ত উপযুক্ত ঔষধ এবং এবম্প্রকার ক্ষত কদাচিত কঠিন উপদংশ ক্ষতে (Hard chancre) পরিণত হয়। (A gangrenous chancre should never be treated with Mercury until gangrened parts have sloughed off and provided the remaining ulcer

still shows the characteristic properties of chancre, which is not usually the case. Arsenicum is the only remedy capable of arresting the gangrenous destruction. It is a wellknown fact that this form of chancre is scarcely ever followed by secondary syphilis, hence, the apprehension of secondary symptoms need never suggest to resort to mercury—Bahaer) বেয়ার সাহেব আর্সেনিককে প্রাধান্য দিলেও কিন্তু যে স্থানে ক্ষতে পচন (gangrenous) আরম্ভ হইয়াছে এইরূপ স্থলেই আর্সেনিককে অধিক উচ্চ স্থান দেওয়া যাইতে পারে নতুবা গলিত ক্ষতে (phagedenic) মার্কিউরিয়াস কর ব্যবহারেই উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। সকল সময় স্মরণ রাখিবে প্রকৃত মার্কিউরিয়াস রোগী হইলে সে কখনই ক্ষত অথবা ফোড়াতে গরম পুলটিস্ অথবা প্রলেপ সহ্য করিতে পারিবে না। ইহাতে তাহার কষ্ট ও যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ ফোড়াতে গরম পুলটিস্ কিম্বা উত্তাপ (fomentation) দিলে যদি যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে জানিতে হইবে মার্কিউরিয়াস সল তাহার উপযুক্ত ঔষধ।

আমি উপদংশ ক্ষতে আভ্যন্তরিক ঔষধ ব্যবহার কালীন ক্ষত অনুযায়ী বাহ্যিক ক্যালেণ্ডুলা লিনিমেণ্ট (এক্ ড্রাম ক্যালেণ্ডুলা সাক্কাস এবং এক আউন্স অলিভ ওয়েল) ব্যবহার করিয়া বেশ ফল পাইয়া থাকি। অনেককে দেখিয়াছি উপদংশ ক্ষতের উপর ২x চূর্ণ মার্কিউরিয়াস সল ছড়াইয়া দেয়, তাহাতে তাহারা বলেন ক্ষত ইহাতে শীঘ্র আরোগ্য হয়। (For the last three years we have likewise applied the second trituration of mercurius solubilis externally, dusting the ulcer with it every day, this proceedings seems to hasten the cure—Bahaer) উপদংশ ক্ষত শক্ত হইয়া গেলে অর্থাৎ hard chancre হইলে তাহাতে মার্ক কর, প্রটো আইওড্ এবং বিন আইওড্ ব্যবহারে অনেক সময় বেশ উপকার পাওয়া যায়। অনেককে দেখিয়াছি নাইট্রিক এসিড কিংবা কষ্টিক দ্বারা ক্ষত স্পর্শ করিয়া লাল করিয়া লইয়া তৎপর চিকিৎসা আরম্ভ করে, আমিও অনেক সময় এই প্রকার প্রথা অবলম্বন করি, নতুবা রোগ আরোগ্য করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। এইরূপ অবস্থায় উক্ত ঔষধ সমূহ লক্ষণানুসারে সেবন করাইলে রোগ আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে না এবং শীঘ্র আরোগ্য হইয়া আইসে।

কঠিন উপদংশ ক্ষতে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহাতে তরুণ উপদংশ ক্ষতের ন্যায় ঔষধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ চলে না, অন্ততঃ পক্ষে একদিন 'পর একদিন প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মার্কিউরিয়াস সল কঠিন উপদংশ ক্ষতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় না, ইহার প্রকৃত ঔষধই হইতেছে আইওডাইড অফ মার্কারি এবং সিনাবারিস। কঠিন উপদংশ ক্ষত চিকিৎসায় যদ্যপি অত্যধিক পারা (Mercury) ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে নাইট্রিক এসিডকেই প্রাধান্য দিবে।

কোমল এবং কঠিন উপদংশ ক্ষতের পার্থক্য নিরূপণ।

(Differentiation between soft and hard chancre.)

কোমল উপদংশ ক্ষত (Soft Chancre)	কঠিন উপদংশ ক্ষত (Hard Chancre)
১। রোগ সংক্রমণের পরমুহূর্ত্তেই প্রকাশ পায়। (appears immediately after infection).	১। রোগ সংক্রমণ হওয়া সত্বেও বহু সপ্তাহ যাবৎ প্রকাশ পায় না। (does not appear for several weeks after infection).
২। প্রাথমিক ক্ষত কোমল, কোন প্রকার শক্ত ভাব থাকে না। (Primary lesions soft and devoid of induration.)	২। প্রাথমিক ক্ষতই শক্ত এবং কঠিন (Primary lesions hard and indurated).
৩। পূঁজোৎপাদন হয় (suppurates).	৩। পূঁজোৎপাদন কদাচিৎ হয় (seldom suppurate).
৪। ক্ষত সাধারণতঃ একটি হইতে অনেকগুলি হয় (sores generally multiple),	৪। ক্ষত সাধারণতঃ একটি হয় (sore generally single),

৫। সংক্রামক বিষ আপনা হইতেই ভিতরে প্রবেশ করে (Is auto-inoculable).	৫। আপনা হইতেই ভিতরে প্রবেশ করে না (not inoculable on the same).
৬। প্রায়ই বাগী প্রকাশ পায় এবং বাগী পাকিয়া উঠে (followed by suppurating bubo).	৬। শক্ত বাগী প্রকাশ পায় এবং পাকে না (followed by indurated bubo).
৭। একটী বাগী হয় (Buboes single).	৭। একাধিক বাগী হয় (Buboes multiple.)
৮। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অবস্থার লক্ষণ প্রকাশ পায় না (not followed by secondary or tertiary manifestation.)	৮। সাধারণতঃ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থার লক্ষণ প্রকাশ পায় (generally succeeded by secondary and tertiary manifestation.)
৯। শারীরিক বিকৃতি অর্থাৎ ধাতু দোষযুক্ত হয় না, ইহা স্থানীয় রোগ (constitution not contaminated, a local disease)	৯। শারীরিক বিকৃতি অর্থাৎ ধাতুগত রোগ (A constitutional disease)
১০। কৌলিক দোষগত হয় না (not capable of hereditary transmission)	১০। কৌলিক দোষগত হয় (capable of hereditary transmission)
১১। আরোগ্যের জন্য সকল সময় পারা দরকার হয় না (does not require mercury for cure)	১১। পারা দরকার হয় (requires mercury for cure)
১২। কষ্টিক দ্বারা নষ্ট করিয়া ফেলা যাইতে পারে (capable of being destroyed by caustics)	১২। কষ্টিক দ্বারা নষ্ট করা যাইতে পারে না (not capable of being destroyed by caustics)
১৩। ভবিষ্যতের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে না (does not protect from further attacks)	১৩। ভবিষ্যতের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে (protects from further attacks)

Dr. Franklin.

উপদংশের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

অরম মেটালিকম—অধিক পারদ সেবনের পর এবং উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহাতে রোগীর মানসিক অবস্থার অত্যন্ত পরিবর্ত্তন ঘটে—মন নিরাশ, উদাসীন, স্ফূর্ত্তিহীন হয় এবং সকল সময় আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়। আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষা ইহাতে অত্যন্ত প্রবল হয় এই ঔষধের এই লক্ষণটী অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক। রোগে নাসিকা, কর্ণ ইত্যাদি স্থানের অস্থি এবং উপরস্থি ক্ষত হইয়া ধ্বংস পাইবার উপক্রম হয়, দুর্গন্ধ পূঁজ স্রাব হয়, তালুর অস্থি ক্ষয় হইয়া ছিদ্র হইয়া যায়।

হেপার সালফার—অতিরিক্ত পারদ ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধি হইলে কিংবা যে স্থলে অধিক পারদ সেবন করান হইয়াছে সেইরূপ স্থলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। লিঙ্গের রোগ কিম্বা সামান্য ক্ষত থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশ হয়, মধ্যে মধ্যে আপনা হইতেই শুষ্ক হইয়া যায়। লিঙ্গ ত্বকে, শরীরের চর্ম্মে ইত্যাদি স্থানে পূঁজ যুক্ত ফুস্কুড়ি মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়।

নাইট্রিক এসিড—ইহা উপদংশের প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহার ক্ষত গভীর হয় এবং ধার সমূহ অসমান ছিন্নযুক্ত যেন খাইয়া যাইতেছে ও রক্তস্রাবী। দ্বিতীয় অবস্থায় শরীরে তাম্রবর্ণ দাগ প্রকাশ পায়, সহজেই সর্দ্দি হয়, পারদ ব্যবহার জনিত ক্ষত এবং চুলকানি, লিঙ্গে আঁচিল, বৈকালে এবং রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি। মার্কিউরিয়াস সল সেবন করিতে করিতে যদি ক্ষত গলিত অবস্থায় (Phagedaenic) পরিণত হয়, তাহা হইলে তথায় নাইট্রিক এসিড প্রয়োগ করা বিধেয় আর যদি মার্কিউরিয়াস সল ব্যবহার না হইয়া থাকে সেই স্থলে মার্কিউরিয়াস কর প্রয়োগ করিবে।

কেলি বাইক্রমিকম—পারদ অথবা উপদংশ জনিত নাসিকার অস্থিতে ক্ষত হইলে, অথবা নাসিকার অস্থি পচন আরম্ভ হইলে, ইহাকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়। নাসিকা হইতে প্রায় পূঁজ পড়ে, তালুতে টনসিলে ক্ষত হয়, গোলাকার ধারগুলি পরিষ্কার (as if punched out) মনে হয়

কোন যন্ত্রের দ্বারা যেন কাটা হইয়াছে। কেলিবাইক্রমিকামের এই প্রকার ক্ষত এবং লম্বা রজ্জুবৎ (stringy) স্রাব বিশেষ বিশেষত্ব জানিবে।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগেরও মার্কিউরিয়াস সল একটী উত্তম ঔষধ। পূঁজ ঘন এবং পীতাভ সবুজ (thick, yellowish green) এবং রাত্রিতেই কষ্ট যন্ত্রণা অধিক হয়। লিঙ্গত্বক (prepuce) ফুলিয়া উঠে এবং অভ্যন্তর প্রদেশ প্রদাহ হইয়া লালবর্ণ হয়। প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগের বেগ হয় এবং প্রস্রাব ত্যাগান্তে মনে হয় কিছু প্রস্রাব যেন রহিয়া গেল। অনেক সময় এতদসহ উপদংশ ক্ষত লিঙ্গ মুণ্ডে কিংবা মূত্র পথে বর্ত্তমান থাকে। প্রমেহের প্রথম অবস্থায় কোন প্রকার অধিক উপসর্গ (Complication) না থাকিলে ডাক্তার বেয়ার মার্কসলকেই উচ্চ স্থান দেন। স্বর্গীয় ডাক্তার প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সর্ব্ব প্রথম প্রদাহযুক্ত অবস্থায় একোনাইট, জেলসিমিয়াম, সিপিয়া ইত্যাদিকেই প্রধান ঔষধ বলেন। পীতাভ সবুজ পূঁজ সাদা হইয়া আসিলে এবং যন্ত্রণা হ্রাস হইতে থাকিলে হেপার সালফার তাহার উপযুক্ত ঔষধ এবং মার্কসলের পর অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

নাইট্রিক এসিড—প্রমেহের দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে বিশেষতঃ যে স্থলে থুজা নির্ব্বাচিত হইয়াও উপকার হয় নাই সেইরূপ স্থলেই ইহা প্রয়োগ হইয়া থাকে। (As a rule it seems to act best in cases where Thuja had proved useless)

ম্যাটীকো—যে স্থলে প্রমেহ কোন প্রকারেই আরোগ্য হয় না, বহুদিন ধরিয়া পিচকারী দেওয়া সত্ত্বেও কিছুমাত্র ফল পাওয়া যায় না সেইরূপ স্থলে ম্যাটীকো ২x প্রয়োগে উত্তম পাওয়া যায় (In several inveterate cases of gonorrhoea, where injections had been used for several months without the least benefit, a cure was effected by Kafka by means of the internal use of Matico)।

হেপার সালফার—মার্কিউরিয়াসের পর হেপার সালফার উত্তম কার্য্য করে। পূঁজের রং সাদা হইয়া আসিলে হেপারকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ডাক্তার বেয়ার বলেন প্রমেহের তরুণ অবস্থা হ্রাস হওয়ার প্রায় ৯।১০ দিন পর হেপার প্রয়োগের সময় আসিয়া থাকে (Mercurius and Heper

are tolerably sure remedies for an uncomplicated gonorrhoea of moderate intensity—Dr. Bahar.) যখন পূঁজ এক প্রকার সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া আইসে, সময় সময় অল্প অল্প আসিতে থাকে, জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না—সেইরূপ স্থলে আমি হেপার ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি এবং উত্তম ফল পাই।

বাগী (Bubo)—প্রমেহ জনিত কুঁচকি প্রদাহেও মার্কিউরিয়াস সলই অধিক প্রয়োগ হয়। মাত্রা সম্বন্ধে ডাক্তার বেয়ার বলেন—উচ্চক্রম অপেক্ষা ২x চূর্ণতেই অধিক ফল পাওয়া যায়। প্রত্যেক প্রাতঃকালে অথবা একদিন পর একদিন প্রাতঃকালে ১ গ্রেণ কিম্বা ২ গ্রেণ পরিমাণই যথেষ্ট এবং ইহা ১০।১৫ দিনের অধিক প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য নয়। বাগী অত্যন্ত শক্ত হইলে বাডিয়াগা. কার্ব্ব এনামেলিস, মার্ক আইওড ইত্যাদির বিষয় স্মরণ করিবে।

ডাক্তার বেয়র বলেন, প্রমেহ রোগের প্রথমাবস্থায় অধিক উপসর্গ না থাকিলে মার্কিউরিয়াস সলই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর কিছু আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমি সচরাচর প্রমেহজনিত বাগীতে মার্কিউরিয়াস সল ৬x ব্যবহারে অধিক ফল পাই। উপদংশ জনিত হইলে ৩x ব্যবহার করি।

(For the first stage of an uncomplicated Gonorrhoea there is no simile and nomore efficient remedy than Mercurius Sol—Bahaer.)

Gonorrhoeal Buboes likewise require Mercurius. The doses should not be too small, we have always had more success with the second trituration than with the higher attenuations, one or two grains every morning or even every other morning are quite sufficient, it may not be adviseable to continue the use of this drug longer than ten days or at least fortnight"—Dr. Bahaer.

মণ্ডোষ (Balanitis)—মণ্ডোষ (ইহা লিঙ্গাগ্রের চর্ম্মের আভ্যন্তরিক প্রদেশের এবং লিঙ্গ মুণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ Inflammation of the mucous membrane of the glands penis and inner layer of

the prepuce.) রোগে যখন পূঁজ ক্রমাগত লিঙ্গমুণ্ডের পশ্চাতে এবং লিঙ্গ মুণ্ডের চর্ম্মের নিম্নে সমাবেশ হইতে থাকে, প্রমেহ কিংবা চর্ম্ম-রোগ যে কারণেই হউক মার্কিউরিয়াস সলই তাহাতে প্রয়োগ হয়। যদি ইহাতে সুবিধা না হয় তাহা হইলে জ্যাকারাণ্ডা কোরাবার (Jacaranda caroba) বিষয় চিন্তা করিবে।

মনৌষ রোগে ইহা জানিবে লিঙ্গমুণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহবশতঃ লিঙ্গাগ্রের চর্ম্ম খুলে না এবং ভিতর হইতে ক্রমাগত পূঁজ আসিতে থাকে। ইহা অপরিচ্ছন্নতা, শারীরিক উষ্ণতা, সঙ্গমকালীন কোন প্রকারে চর্ম্মের ছাল উঠিয়া গিয়া অথবা ক্ষয় কারক স্রাব বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মুদা রোগের সহিত উপরোক্ত অবস্থাকে মিশাইয়া ফেলিবে না।

মুদা (Phimosis)—মুদা রোগের মার্কিউরিয়াস সল একটী উত্তম ঔষধ। মুদা রোগ অধিকাংশ স্থলেই উপদংশ ক্ষতের দরুণই উৎপন্ন হয়, ইহাতে অত্যন্ত অধিক প্রদাহ হয় এবং সমুদয় লিঙ্গ ভীষণ ফুলিয়া উঠে, লিঙ্গাবরক ত্বক কিছুতেই খুলে না। কট্ কট্ ঝন্ ঝন্ জ্বালা ইত্যাদি নানান রকম যন্ত্রণা হয়। প্রত্যহ ক্যালেণ্ডুলা লোসনে (ক্যালেণ্ডু । এক ড্রাম এবং ৪ আউন্স জল) পিচকারীর দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লিঙ্গ ত্বক পশ্চাতে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করিবে এবং তৎসহ আভ্যন্তরিক নিম্নক্রম মার্কিউরিয়াস সল সেবন করিতে দিবে। জন্মগত মুদা হইলে (Congenital) তাহা অস্ত্র করাই কর্ত্তব্য।

উল্টামুদা (Paraphimosis)—ইহা ঠিক উপরোক্ত অবস্থার বিপরীত ভাব, ইহাও উপদংশ জনিতই হয়, ইহাতে লিঙ্গত্বক সম্মুখে আইসে না। ইহাতেও মার্কিউরিয়াস সলই প্রয়োগ হইয়া থাকে।

কর্ণমূল (Mumps)—মার্কিউরিয়াস সলকে ডাক্তার কেণ্ট এই বিষয়ের একটী অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলেন—

It is a great medicine for mumps, it is a routine remedy of this condition, রাসটক্সও ইহার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেককে দেখিয়াছি প্রথমতঃ রাসটক্সে উপকার না হইলে তৎপর মার্কিউরিয়াস সল ব্যবস্থা দেন কিম্বা মার্কিউরিয়াস সলে উপকার না হইলে রাসটক্স ব্যবহার করেন। তবে এই দুইটীই যে কর্ণমূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধিকাংশ স্থলে আমরা এই দুইটী ঔষধ দ্বারাই কর্ণমূল প্রদাহ আরোগ্য করিয়া থাকি।

দন্তশূল (Tooth ache)—দন্তশূলে মার্কিউরিয়াস সলের ন্যায় দ্বিতীয় কোন ঔষধ এত অধিক ব্যবহার হয় না। এক কথায় দন্তশূলের ইহাকে প্রথম ঔষধ বলিলেই হয় যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং যন্ত্রণায় কর্ণ, মস্তক ইত্যাদি সমুদয় স্থান অত্যন্ত টাটাইতে থাকে। শয্যার উত্তাপে এবং সন্ধ্যায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, রোগী সমস্ত রাত্রি কষ্ট পায় এবং আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়। ক্ষণেক মুহূর্ত্তের জন্য যন্ত্রণা শীতল জলে উপশম হয় বটে কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। মুখ হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে, গলদেশের গ্রন্থি সমূহ প্রদাহ হয়। দাঁতের মাড়ী হইতে রক্ত পূঁজ বহির্গত হয় এবং মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। দাঁতের মাড়ীর প্রদাহযুক্ত দন্তশূলে ইহাকে অব্যর্থ ঔষধ জানিবে। দন্তশূলের সহিত মুখে লালাস্রাব প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে।

মস্তক শোথ—হাম, স্কার্লেটিনার পর প্রদাহযুক্ত তরুণ মস্তক শোথের (inflammatory type, acute Hydrocephalus) মার্কিউরিয়াস সল, এপিসের একটী সমকক্ষ ঔষধ। শিশু মস্তক এপাশ ওপাশ করিতে থাকে এবং গোঁ গোঁ শব্দ করে। সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় কিন্তু মস্তকের ঘর্ম্ম তৈলাক্ত এবং দুর্গন্ধ যুক্ত।

বাত—মার্কিউরিয়াস সলের বাতে সন্ধি স্থলই অধিক আক্রান্ত হয়, ফোলে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত হয়। শয্যার উত্তাপে (heat of the bed) এবং অনাচ্ছাদিত অবস্থায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। রোগী নিজেই স্থির করিতে পারে না কি পরিমাণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিলে আরাম পাইবে। নিম্ন অপেক্ষা শরীরের উর্দ্ধ ভাগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রায়ই অধিক আক্রান্ত হয়। বাতের সহিত প্রায়ই ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ঘর্ম্মে যন্ত্রণার উপশম হয় না এবং রাত্রিতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় (Rheumatic affection with sweat, aggravation at night, from the warmth of the bed and while sweating with sickly countenance—Dr. Kent).

কাণপাকা (Otorrohoea)—কর্ণপ্রদাহের মার্কিউরিয়াস সল একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। পূঁজ না থাকিলেও ইহা প্রয়োগ হইতে পারে। যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এব যন্ত্রণা এপিসের ন্যায় হুল বিদ্ধবৎ। কর্ণ প্রদাহের সঙ্গে প্রায়ই গ্রীবাদেশের (cervical and parotid) গ্রন্থি সমূহের প্রদাহ হয়। পূঁজযুক্ত

কর্ণ প্রদাহে মার্কিউরিয়াস সল অধিক প্রয়োগ হয় বটে কিন্তু পূঁজ শূন্য প্রদাহেও আমরা বেশ ফল পাই। কাণ পাকাতে সচরাচর পালসেটিলা, মার্ক সল, হেপার সালফার, সাইলিসিয়া এই কয়েকটী ঔষধ অধিক ব্যবহার হয়। মার্ক সলের পূঁজ সবুজ আভাযুক্ত, ঈষৎ ঘন এবং দুর্গন্ধযুক্ত। পালসেটিলায় পূঁজ হলদে ঘন, দুর্গন্ধ শূন্য। হেপার সালফারের পূঁজ ঈষৎ ঘন, সাদা এবং সাইলিসিয়ার পূঁজ সাদা তরল জলের ন্যায়। সাইলিসিয়া সাধারণতঃ পুরাতন অবস্থায় অধিক ব্যবহার হয়।

কৌষিক ঝিল্লির প্রদাহ (Cellulitis)—গর্ভ সঞ্চারের প্রারম্ভে বস্তিকোটর (Pelvic) প্রদেশে সেলিউলাইটিস (cellulitis) হইলে মার্কিউরিয়াস সল তাহাতে উত্তম কার্য্য করে এবং এতদ অবস্থার ইহা একটী অতি মহৎ ঔষধ।

পরিপাক ক্রিয়া—মদ, মাংস, ব্রাণ্ডি, কফি, মাখন এবং চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য দ্রব্যে অত্যন্ত অরুচি হয়। দুগ্ধ সহ্য হয় না, অম্ল হইয়া উঠিয়া যায়। মিষ্টিও খাইতে ইচ্ছা করে না। পাকস্থলী ভার হইয়া থাকে, মুখের এবং জিহ্বার স্বাদ তিক্ত এবং খারাপ হইয়া থাকে। মুখ হইতে সকল সময় লালাস্রাব হয়।

——

জ্বর।

সময়—কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই। মধ্যাহ্ন অথবা ১২।১টা অথবা সন্ধ্যার সময়।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। শীত অধিক হয় না, কেবল মাত্র শীত শীত বোধ করে এবং খোলা বাতাসে অধিক হয়। হস্ত এবং পদ সর্ব্বদা শীতল।

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে। উত্তাপের সহিত শীত ভাব মিশ্রিত থাকে (আর্স)। শয্যায় উত্তাপ বোধ করে, নতুবা অন্য সময় শীত বোধ হয়।

ঘর্ম্ম অবস্থা—সামান্য সঞ্চালনে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় (ব্রাই, স্যাম্বুকাস)। রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালেও প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। ঘর্ম্ম তৈলাক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত, গাত্রাবরণ অথবা শয্যাবস্ত্র ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া যায় এবং হলদে বর্ণ প্রাপ্ত হয়, ধৌত করিলেও অনেক সময় ঘর্ম্মের হলদে বর্ণ দাগ পরিষ্কার হয় না (কার্ব্বএনা, চায়না, ব্রাই)। ঘর্ম্মাবস্থায় অসুস্থতা এবং দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হয়।

মার্কিউরিয়াস জ্বর সাধারণতঃ সন্ধ্যাতেই বৃদ্ধি হয় এবং প্রচুর ঘর্ম্ম হয় অথচ রোগের কোনই উপশম হয় না। এতদ্ব্যতীত আর একটী বিশেষত্ব দেখা যায় মুখ গহ্বর সর্ব্বদা সিক্ত অথচ তৃষ্ণার্ত্ত।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—উপদংশ ক্ষতে সকল চিকিৎসকই নিম্নক্রম ২× অথবা ৩× চূর্ণ ব্যবহার করেন। প্রত্যহ দুইবার কিম্বা তিন বার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য—এইরূপ ব্যবহার প্রথমতঃ ক্ষত আরোগ্য না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতে পারে এবং এমন কি আরো নূতন নূতন ক্ষত আশে পাশে উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা রোগ আরোগ্যের সুলক্ষণ জানিবে। কিছুদিন পর ইহা এবং প্রথম প্রকাশিত ক্ষত, ঔষধ সেবন করিতে করিতে আরোগ্য হইয়া আইসে। শীঘ্র ঔষধ পরিবর্ত্তন করিবে না, উপদংশ ক্ষত আরোগ্য সচরাচর সময় সাপেক্ষ, আমি এতদসহ এক আউন্স অলিভ অয়েলে রোগ অনুযায়ী এক ড্রাম অথবা অর্দ্ধ ড্রাম ক্যালেণ্ডুলা (সাক্কাস) লিনিমেণ্ট ব্যবহার করিতে দিয়া থাকি এবং তাহাতে ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হইয়া আইসে।

ফোড়ায় নিম্নক্রমে শীঘ্র শীঘ্র পূঁজোৎপাদন করে। উচ্চক্রমে পূঁজের সম্ভাবনা দূর করে।

আমাশা জ্বর ইত্যাদিতে ৬ অথবা ৩০ ক্রম অধিক প্রয়োগ হয়। দন্তশূলে ৬× চূর্ণ ব্যবহারে আশু উপকার দর্শায়। বাগী অথবা গ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে ৬ অথবা ৩০ ব্যবহার করি।

মার্কিউরিয়াস সল—বেলেডনা, হেপার, ল্যাকেসিস এবং সালফারের পর উত্তম কার্য্য করে কিন্তু সাইলিসিয়ার পরে প্রয়োগ করা উচিত নয়।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, ভিজা স্যাঁতসেতে ঋতুতে, শরৎকালে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে এবং ঘর্ম্মে (যখন ঘর্ম্ম হইতে থাকে)।

তরুণ ক্ষতে লিনিমেণ্ট অতি সত্বর উপকার করে, ক্ষত স্থান উক্ত লিনিমেণ্টে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, লিনিমেণ্ট লাগাইলে যদি অত্যন্ত জ্বলন হয় তাহা হইলে তাহাতে আরো কিঞ্চিৎ অলিভ অয়েল মিশ্রিত করিয়া লইলে জ্বলন হ্রাস হইয়া যাইবে। ক্ষত কঠিন হইলে অর্থাৎ Hard chancreএ এই প্রকার লিনিমেণ্ট ব্যবহারে কিছুই ফল পাওয়া যায় না, এতদহেতু প্রথমতঃ কষ্টিক কিংবা নাইট্রিক এসিড দ্বারা ক্ষত স্পর্শ করিয়া লাল করিয়া লইয়া ক্যালেণ্ডুলা লিনিমেণ্ট দিলে উপকার হইতে পারে।

রোগীর বিবরণ।

১। ৩রা জুন একটি রোগী আমার নিকট চিকিৎসার্থ আইসে, তাহার ৫ দিন পূর্ব্বে স্ত্রী সহবাস করিয়াছিল। ৪।৫ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত লিঙ্গত্বকে এবং লিঙ্গ মুণ্ডে দেখা দেয় ও অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়াছিল। শুষ্ক লিণ্ট দ্বারা জড়াইয়া রাখিয়াছিল। প্রথমতঃ প্রকৃত উপদংশ ক্ষত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হয় এবং মার্কিউরিয়াস কর ৩x সেবন করিতে দেওয়া হয়।

২৫শে জুন—ক্ষত সমূহ ঈষৎ গভীর হইয়াছে দেখা গেল এবং চর্ব্বি সদৃশ শ্বেত পদার্থে আবৃত। প্রকৃত উপদংশ হইয়াছে বলিয়াই জানিতে পারা গেল। মার্কিউরিয়াস সল ২x চূর্ণ ৩ গ্রেণ করিয়া প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবন করিতে দেওয়া হইল।

২৯শে জুন—যদিও ক্ষত সমূহ সাদা হইয়াই রহিয়াছে কিন্তু কিছু ভাল বলিয়া বোধ হইল এবং কষ্ট যন্ত্রণা কিছুই আর নাই।

৪ঠা জুলাই—দুইটী ক্ষত আরোগ্য হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট গুলি পরিষ্কার এবং অনেকটা সুস্থ মনে হইল। মার্কিউরিয়াস সলই পূর্ব্ববৎ সেবন করিতে দেওয়া হইল এবং ক্যালেণ্ডুলা লোসনও লাগাইতে দেওয়া হইল।

১৬ই জুলাই—ক্ষতগুলি সমুদায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উক্ত ঔষধ আরো কিছুদিন সেবন করিতে দেওয়া হয় এবং রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(ডাক্তার জেলডাম)।

২। বয়স প্রায় ৩০ হইবে, লম্বা এবং পাতলা, সহবাসের প্রায় ১০ দিন পর লিঙ্গে ক্ষত দেখা দেয় এবং তাহার কয়েক দিন মধ্যেই মুদা এবং বাগী প্রকাশ হয়। আমার নিকট ক্ষত প্রকাশ হওয়ার প্রায় তিন সপ্তাহ পর চিকিৎসার্থ আইসে, দেখিলাম ক্ষত প্রায় একটী দুআনি সমান হইয়াছে এবং তরল জলবৎ স্রাব নির্গত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাগীও টাটাইয়া উঠিয়াছে। বাগীর টাটানি যন্ত্রণা ব্যতীত আর অধিক কিছু যন্ত্রণা ছিল না। এতদ লক্ষণে আমি তাহাকে মার্কিউরিয়াস সল ৩× চূর্ণ প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করিতে দিলাম এবং ক্ষত স্থান উষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করিয়া ক্যালেণ্ডুলা লিনিমেণ্ট দ্বারা উক্ত ক্ষত সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখিতে বলিয়া দিলাম। তিন দিবস পর দেখা গেল বাগীর প্রদাহ এবং স্ফীতি অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে, রোগী এখন সোজা হইয়া হাটিতে পারিতেছে, মুদার স্ফীতিও কিছু হ্রাস হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল কিন্তু ক্ষতের বিশেষ পরিবর্ত্তন বোধ হইল না। আরো এক সপ্তাহের ঔষধ দিয়া দিলাম। সাত দিন পর রোগী আসিয়া পুনরায় সাক্ষাৎ করিল, দেখিলাম বাগীর যন্ত্রণা এবং স্ফীতি কিছুই নাই, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে, মুদাও অনেকটা হ্রাস হইয়াছে এবং ক্ষত লাল বর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে, পূর্ব্ববৎ ঔষধ খাইতে এবং লাগাইতে দিয়া দশ দিন পর দেখা করিতে বলিয়া দিলাম, ক্ষত অনেকটা শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে এই প্রকারে রোগী এক মাত্র মার্কিউরিয়াস সলেই দেড় মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

দুইটি কোমল উপদংশ ক্ষত ও তদসহিত বাগী।

৩। ১৮ই ডিসেম্বর একটী রোগী চিকিৎসার্থ আসে। তিন সপ্তাহ হইতে লিঙ্গ মুণ্ডের দুই পার্শ্বে দুইটা ক্ষত হইয়াছে। ক্ষতের ধার যন্ত্রণাযুক্ত, মধ্যস্থল চর্ব্বি সদৃশ পদার্থে আবৃত এবং নরম, সঙ্গে সঙ্গে দুই পার্শ্বের বাগীও ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং ফাটিবার সম্ভাবনা হইয়াও রহিয়াছে। মার্ক সল ২×, তিন গ্রেণ প্রত্যহ তিন বার করিয়া সেবন করিতে এবং ক্যালেণ্ডুলা লিনিমেণ্ট ক্ষতে লাগাইতে দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে কুচকি দুইটীতে তিসির পুলটীস দিতে বলা হইল।

৩১শে ডিসেম্বর একটী ক্ষত আরোগ্য হইয়া গিয়াছে, আর একটী অনেকটা ভাল হইয়াছে। একটী বাগী ফাটিয়া গিয়াছে। ঐ ঔষধই ঐ ভাবেই দেওয়া হইল।

৫ই জানুয়ারী—অন্য বাগীটিও ফাটিয়া গিয়াছে। ঐ ভাবেই ঔষধ চলিতে লাগিল। বাগী দুইটীতে ক্যালেণ্ডুলা লিনিমেণ্ট দেওয়া হইতে লাগিল।

১২ই জানুয়ারী—ক্ষত আরোগ্য হইয়া আসিয়াছে, এবং বাগী দুইটীও ক্যালেণ্ডুলা প্রয়োগে অনেকটা ভাল হইয়াছে।

৩০শে জানুয়ারী—ক্ষত এবং বাগী সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

উপদংশ ক্ষত এবং তদসহিত মুদা ও বাগী।

১৮ই ডিসেম্বর—একটী রোগী আমার চিকিৎসার্থ আসে। পাঁচ সপ্তাহ হইল লিঙ্গত্বক ক্ষতের সহিত এমন ভাবে আটকাইয়া ঢাকিয়া গিয়াছে যে ক্ষত দেখিতে পাওয়া যাইত না। এক পার্শ্বের কুচ্‌কিও লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

মার্ক সল ২ × ২ গ্রেণ ৩ ঘণ্টা পর পর সেবন করিতে দিলাম।

২৪শে ডিসেম্বর—লিঙ্গের অবস্থা অনেকটা ভাল। লিঙ্গত্বকের স্ফীতি ঈষৎ হ্রাস হইয়াছে এবং যন্ত্রণাও কমিয়াছে, স্রাব কিছুই নাই। বাগী ফাটিয়া গিয়াছে। উপরোক্ত ঔষধই দিলাম।

১লা জানুয়ারী—বাগী এবং ক্ষত উভয়ই অনেকটা ভাল। ঐ ঔষধই দেওয়া হইল।

১৫ই জানুয়ারী—বাগীতে এবং ক্ষতে ক্যালেণ্ডুলা লিনিমেণ্ট দেওয়া হইতে লাগিল এই প্রকারে কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিল।

মার্কিউরিয়াস করোসাইভাস।

(Mercurius Corrosivus.)

উপদংশ ক্ষত—মার্কিউরিয়াস করের লক্ষণগুলি অত্যন্ত ভীষণ। ইহার জ্বালা, যন্ত্রণা এবং উগ্রতা (corrosiveness) সমুদয়ই অত্যন্ত অধিক। মার্কিউরিয়াস সলের কার্য্য মার্কিউরিয়াস কর অপেক্ষা অনেকটা মৃদু। মার্কিউরিয়াস করের ক্ষতের ধার গুলির সমতা থাকে না। ছেঁড়া ছেঁড়া যেন ধারগুলি থাইয়া যাইতে থাকে। ক্ষত অল্প সময়েই এত অধিক বৃদ্ধি হইয়া যায় যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় এবং ভীষণ ক্ষয়কারক (destructive), আমাদের পারদ জাতীয় কোন ঔষধের লক্ষণ এত ভীষণ নয়। ইহার স্বভাবই হইতেছে ধ্বংসোন্মুখীন (destructive)। মার্কিউরিয়াস সলের ক্ষত spreading অর্থাৎ বিস্তারিত হয় আর মার্কিউরিয়াস করের great eating অর্থাৎ গভীর ভাবে খাইয়া যায় উপদংশ ক্ষত অত্যন্ত বাড়াবাড়ি লক্ষণ প্রাপ্ত হইলেই মার্কিউরিয়াস কর দেওয়া কর্ত্তব্য। সময় থাকিতে যদি প্রতিকারের চেষ্টা না করা হয় তাহা হইলে এমন কি কয়েক দিনের মধ্যেই লিঙ্গের অর্দ্ধেক, ঘায়ে খাইয়া ফেলে এবং সমস্ত লিঙ্গ নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। মার্ক করকে গলিত উপদংশ ক্ষতের (Phagedenic) অতি উৎকৃষ্ট এবং একমাত্র ঔষধ বলা হয়।

গল ক্ষত (Sore throat)—গল ক্ষতের লক্ষণগুলিও অত্যন্ত ভীষণ হয়। উপজিহ্বা স্ফীত হইয়া ঝুলিয়া পড়ে এবং গভীর লালবর্ণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং এই জ্বলন যন্ত্রণায় কোন চাপ পড়িলেই অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। গলদেশের সঙ্কোচন ভাবও (constriction) বর্ত্তমান থাকে এবং তদহেতু তরল খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণে রোগী কষ্ট বোধ করে ও গ্রীবা প্রদেশের গ্রন্থি সমূহ (glands) স্ফীত হয়।

আমাশয়—রক্ত আমাশয়ের মার্কিউরিয়াস করই একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ অধিকাংশ স্থলে একমাত্র এই ঔষধ প্রয়োগেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়। ইহাতে রক্ত অত্যন্ত অধিকরূপ বর্ত্তমান থাকে। হ্যানিমান ইহা সর্ব্ব প্রথম ১৮২২ খৃষ্টাব্দে আমাশয় রোগে ব্যবহার করেন। মল ত্যাগকালীন

ভীষণ কুন্থন হয়। ইহা ব্যতীত মূত্র ত্যাগেও অত্যন্ত কুন্থন বর্ত্তমান থাকে। মার্কিউরিয়াস করের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণই হইতেছে কুন্থন এবং রক্ত। প্রথমেই বিশেষ বাড়াবাড়ি না দেখিলে কিম্বা মার্ক করের বিশেষ লক্ষণ না পাইলে মার্ক সলই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মার্কিউরিয়াস করে, মার্কিউরিয়াস সলের ন্যায় মল ত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে এবং পরে যন্ত্রণা এবং কুন্থন থাকে কিন্তু ইহার লক্ষণগুলি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। মল রক্ত মিশ্রিত হড় হড়ে কখন কখন কেবলই রক্ত, পুনঃ পুনঃ এবং স্বল্প স্বল্প হয় (Bloody, Slimy, Scanty and frequent)।

অণ্ড লাল মূত্র (Albuminuria)—অণ্ড লাল মূত্র রোগের বিশেষতঃ গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের মার্ক কর একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ রোগে ইহা প্রায়ই প্রয়োগ হয়। যদিও মার্কিউরিয়াস সলে এই লক্ষণটির উল্লেখ দেখা যায় তথাপি মার্কিউরিয়াস করই হইতেছে এই বিষয়ের প্রধান এবং উত্তম ঔষধ।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় যখন পুঁজ সবুজ আভাযুক্ত অথবা জলবৎ রক্ত সদৃশ হয় এবং প্রস্রাবে জ্বলন ও কুন্থন অত্যন্ত অধিক থাকে তখন মার্ক কর অধিক নির্ব্বাচিত হয়। অনেক সময় মুদাতেও (Phimosis) এই ঔষধ উত্তম কার্য্য করে।

চক্ষু প্রদাহ—(মার্কিউরিয়াস সল দেখ)।

মার্কিউরিয়াস সায়েনেটাস

(Mercurius Cyanatus.)

ডিফ্‌থিরিয়া (Diphtheria)—মার্কিউরিয়াস সায়েনেটাস (Mercurius cynatus) দেখিতে লালবর্ণ। ইহা ডিফ্‌থিরিয়া রোগের একটি অব্যর্থ ঔষধ। ডিফ্‌থিরিয়া ব্যতীত অন্য রোগে ইহার প্রয়োগ বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। ফরাসী ডাক্তার বেক্ (Dr. Beck of France)

সর্ব্ব প্রথমে ডিফ্‌থিরিয়া রোগে ইহার উপকারিতা দর্শন করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ইহার উপকারিতা শুনিয়া সেণ্টপিটার্সবার্গের ডাক্তার ভিলার (Dr. Viller) ডিফ্‌থিরিয়া রোগে ইহা ব্যবহার করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হন। তদবধি Malignant Type ডিফ্‌থিরিয়ায় মার্কিউরিয়াস সায়েনেইটাস্ একটি বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

মার্কিউরিয়াস সায়েনেটাসে মার্কারি এবং হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের সংযোগ রহিয়াছে এবং তদহেতুই ডিফ্‌থিরিয়াতে যে স্থলে রোগী প্রথম হইতেই অত্যন্ত অবসাদ ও দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে থাকে সেইরূপ স্থলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত, মিনিটে প্রায় ১৩০। ১৪০ বার স্পন্দন হয় কিন্তু স্পন্দনের আঘাতের কিছুই জোর (Volume) থাকে না। গলদেশের কৃত্রিম ঝিল্লি সবুজ আভাযুক্ত হয় এবং সমস্ত তালুমুল ও Velam palati ঝিল্লিতে আবৃত হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থি সমুদয় স্ফীত হইয়া উঠে, ক্রমশঃ ঝিল্লি (Membrane) গভীর নীলবর্ণ হইয়া gangrenous ভাব ধারণ করে এবং সমুদয় গললেশ ঢাকিয়া যায় এমন কি গলদেশের নিম্ন এবং নাসিকার অভ্যন্তর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে। রোগী গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আইসে এবং গলদেশের স্বর নাসিকা সদৃশ (nasal sound) হয়। জিহ্বা কটা (brown) লেপাবৃত হয় কিংবা রোগ সাংঘাতিক রকমের হইলে জিহ্বার রং কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আইসে ক্ষুধা থাকে না, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও জ্বর এই রোগের একটী অত্যন্ত কুলক্ষণ জানিবে। কণ্ঠনলীর ডিফ্‌থিরিয়াতেও মার্কিউরিয়াস সায়েনেটাস প্রয়োগ হইতে পারে তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি, মুখ হইতে রজ্জুবৎ (stringy) শ্লেষ্মা বহির্গত হয়। রোগী এত ভীষণ দুর্ব্বল হয় যে দাঁড়াইতে পারে না এই প্রকার দুর্ব্বলতা রক্ত বিষাক্ত হওয়ার দরুণই হইয়া থাকে; মার্কিউরিয়াস সায়েনেটাসের ডিফ্‌থিরিয়ার সহিত এই লক্ষণ (দুর্ব্বলতা) বর্ত্তমান থাকা চাই কারণ ইহা ইহার বিশেষ বিশেষত্ব এতদ্ব্যতীত মার্কিউরিয়াস সায়েনেটাস প্রায়ই নির্ব্বাচন হয় না। ডাক্তার ভিলার ১০ বৎসরের মধ্যে প্রায় শতাধিক ডিফ্‌থিরিয়া রোগী চিকিৎসা করিয়াছেন এবং সমস্তগুলিতেই তিনি মার্কিউরিয়াস সায়েনাটাস ব্যতীত অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করেন নাই। তিনি প্রথমতঃ উচ্চ ক্রম প্রয়োগ করিতেন কিন্তু ইদানীং ৩০ ক্রম অধিক পছন্দ করেন, ইহাতে শীঘ্র উপকার দর্শায়, এমন কি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে

২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগ হ্রাস হইয়া যায়। (Dr. Viller has lately reported that in ten years time he has treated over a hundred cases of Disease of all degree of severity, without a single death, never giving anything but Mercurius Cyanatus. He began with the 6 dilution but now prefers the 30. Its effects are very rapid, the exudation generally clearing away within 24 hours, and the general symptoms improving) ডাক্তার ভিলারের উক্ত মত সেই সহরের ইরিচসেন (Erichsen) নামক একজন এলোপ্যাথিক চিকিৎসকও অত্যন্ত সমর্থন করেন এবং তিনিও এই ঔষধ দ্বারা অনেক জীবন রক্ষা করিয়াছেন। ডাক্তার জুসেট রোগ অত্যন্ত দূষিত রকমের হইলে এবং পচন অবস্থা দেখা দিলে মার্কিউরিয়াস সায়েনাটাসকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করেন (Dr. Jousset esteems it the best medicine in the putrid form of the disease)। সিকাগো সহরের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার বার্ট তিন বৎসর যাবৎ এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য রকম ফল পাইয়াছেন এবং এই ঔষধের উপকারিতায় এত অধিক তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, প্রত্যেক ডিপ্‌থিরিয়ার রোগীকেই তিনি মার্কিউরিয়াস সায়েনাটাস প্রয়োগ করিতেন। (Dr. Burt of Chicago has lately stated that for the last 3 years he has been administering in diphtheria with such wonderful curative results, that now as soon as he is certain that he has a case of diphtheria to treat he "at once puts the patient upon the Cyanide of Mercury, with a feeling of almost absolute certainty of curing him.")।

কেলিবাইক্রমিকামেও ডিফ্‌থিরিয়া সদৃশ লক্ষণ দেখা যায়। কণ্ঠনালীতে পুরু এবং রজ্জুবৎ চট্ চটে শ্লেষ্মার সমাবেশ হয় কিন্তু মার্কিউরিয়াস সায়েনাইডে ভীষণ দুর্ব্বলতার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে এতদ্বিষয়ে ইহা কেলিবাইক্রমিকাম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে এবং এই দুর্ব্বলতা রক্ত বিষাক্ত হইয়াই উৎপন্ন হয়, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইতে উদ্ভূত নয়। রক্ত বিষাক্তজনিত সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ প্রাপ্ত হয়। হস্ত পদ শীতল হয় এবং নাড়ীর গতি দ্রুত চলিতে থাকে। মার্কিউরিয়াস সায়েনাটাসের দুর্ব্বলতা লক্ষণই অত্যন্ত বিশেষত্ব। ইহা সর্ব্বদা

স্মরণ রাখিবে। Malignant অর্থাৎ গলিত ক্ষতযুক্ত ডিফ্‌থিরিয়াতে মার্কিউরিয়াস সায়েনেটাস অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং ইহা এসম্প্রকার ডিফ্‌থিরিয়ার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (Malignant forms of Diphtheria, rapidly forming and with phagednic ulceration).

মার্কিউরিয়াস প্রটোআইওডাইড।

মার্কিউরিয়াস প্রটো আইওডাইড (Mercurius Proto Iodide or Mercurius Iodatus flavus) ইহার আর একটি নাম মার্কিউরিয়াস আইওডেটাস ফ্লেভাস ইহা দেখিতে পীতবর্ণ। জিহ্বার মূলদেশ (Base) দেখিলেই এই ঔষধটীর সমুদয় গোলযোগ চুকিয়া যায়। কারণ জিহ্বার মূলদেশ অত্যন্ত পীতবর্ণ পুরু লেপে আবৃত থাকে (thick, yellow coating at the base of the tongue) কিন্তু সম্মুখভাগ এবং ধারগুলির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তণ হয় না, পরিষ্কার এবং লালবর্ণই থাকে। ইহা এই ঔষধটির একটী বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জানিবে। যদিও আমরা এই প্রকার জিহ্বার মূলদেশের পীতবর্ণ লেপ কেলিবাইক্রমিকাম এবং চেলিডোনিয়ামেও দেখিতে পাই কিন্তু আমার মনে হয় মার্কিউরিয়াস প্রটোআইওডাইডে ইহা অত্যন্ত অধিক। (নেট্রাম ফস—সোনার ন্যায় হল্‌দে বর্ণ। নেট্রাম সাল্‌ফ সবুজ আভাযুক্ত পীতবর্ণ) Dr. Blakely যিনি এই ঔষধটীর প্রধান প্রুভার (Prover) তিনি বলেন জিহ্বায় উক্ত প্রকার লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া গলদেশ ব্যতীত অন্য রোগেতেও মার্ক প্রটোআইওডাইড্‌ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ডিফ্‌থিরিয়া—মার্কিউরিয়াস আইওডের প্রধান কার্য্যই হইতেছে ডিপথিরিয়া এবং গ্রন্থির স্ফীতির উপর (glandular swelling)। এবং ইহার স্ফীতি, ডিফ্‌থিরিয়া ইত্যাদি সমুদয় রোগই দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হয়। ডিফ্‌থিরিয়ার কৃত্রিম ঝিল্লি (false membrane) গলদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রকাশ পায় অথবা দক্ষিণ পার্শ্বে প্রকাশ পাইয়া লাইকোপোডিয়ামের ন্যায় বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হয়, সঙ্গে গলদেশের (cervical) এবং কর্ণের গ্রন্থিসমূহ

প্রদাহ হইয়া উঠে। রোগী উষ্ণ তরল দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে এবং শুধু ঢোক গিলিতে (empty swallowing) কষ্ট বোধ করে (ল্যাকেসিস)।

বাগী—উপদংশ জনিত কুচকির গ্রন্থি (inguinal glands) ফুলিয়া শক্ত হইয়া উঠে এবং পূঁজোৎপাদনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। দক্ষিণ পার্শ্বের কুচকির এতদরূপ অবস্থা হইলে মার্কিউরিয়াস প্রটোআইড প্রয়োগ করিবে। ইহাতে গ্রীবা গলদেশ এবং কুচকির দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়।

মার্কিউরিয়াস বিন আইওডাইড।

(Mercurius Bin Iodide.)

ইহার আর একটী নাম মার্কিউরিয়াস আইওডেটাস রুবার ইহা দেখিতে লালবর্ণ (red) ইহাও ডিফ্থিরিয়া এবং গ্রন্থির স্ফীতিতে সচরাচর প্রয়োগ হয় এবং গলদেশ গ্রীবা, কুচকি ইত্যাদি স্থানের বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়। গলদেশে exudation অধিক হয় না; এবং শ্লেষ্মা চট্ চটে (sticky) প্রকৃতির নয়, সামান্য চেষ্টাতেই উঠিয়া আইসে (প্রটোআইওডের শ্লেষ্মা বরং চট্ চটে)। গলদেশ অত্যন্ত লালবর্ণ হয়, তরল অথবা শক্ত খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে।

উপদংশ ক্ষত—এই দুইটী ঔষধ (মার্কিউরিয়াস প্রটোআইওড এবং বিন আইওড) উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায়, ক্ষত শক্ত অবস্থায় (hard chancre) অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কঠিন উপদংশ ক্ষতে অনেকে কষ্টিক (caustic) অথবা নাইট্রিক এসিড দ্বারা ক্ষত লাল করিয়া লইয়া তৎপর ক্যালেণ্ডুলা মলম অথবা লিনিমেণ্ট প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন, নতুবা এবম্প্রকার উপদংশ ক্ষত আরোগ্য করা অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। এই দুইটী ঔষধের সমুদায় লক্ষণই প্রায়ই একই প্রকারের। প্রটোআইওডে দক্ষিণ পার্শ্ব আর বিনি আইওডে বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় এবং ইহারা উভয়ই কঠিন উপদংশ ক্ষতের এবং উপদংশ জনিত কঠিন বাগীর উত্তম ঔষধ।

মার্কিউরিয়াস সালফিউরিকাস।

বক্ষঃরুদক (Hydrothorax)—হৃৎপিণ্ড কিংবা যকৃতের রোগ বশতঃ বক্ষঃরুদক (Hydrothorax) হইলেই ইহা সচরাচর প্রয়োগ হইয়া থাকে। অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হয় রোগী শুইতে পারে না, বসিয়া থাকিতে হয়। হস্ত পদ ফুলিয়া উঠে, জলবৎ তরল ভেদ হয় সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত জ্বালা এবং টাটানি উপস্থিত হয় এবং বক্ষঃস্থলও জ্বালা করে। ডাক্তার লিপি বলেন—ইহা বক্ষঃরুদকে আর্সেনিকের সমকক্ষ ঔষধ এবং ঠিক মত প্রয়োগ করিতে পারিলে প্রচুর জলবৎ তরল উদরাময় হইয়া রোগ উপশম হইতে আরম্ভ হয় (when it acts well it produces a profuse watery diarrhoea with great relief to the patient, it is as important as Arsenicum in hydrothorax—Dr. Lippe).

সিনাবারিস (Red Sulphide of Mercury)।

(ইহা সিন্দুর যে সিঁন্দুর আমরা সচরাচর দোকানে দেখিতে পাই)। (It is the vermillion of commerce) ইহা মার্কিউরিয়াস সালফিউরেটাস নামেও পরিচিত, ইহাতে মার্কারি এবং সালফারের সংযোগ রহিয়াছে।

সর্দ্দি—সর্দ্দিতে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। নাসিকার মূলদেশ অর্থাৎ গোড়ায় খুব ভার ভার চাপ বোধ হয় মনে হয় এক জোড়া চশমা যেন নাকে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকার সর্দ্দির সহিত সিনাবারিসে সচরাচর গলদেশের স্ফীতি এবং তালু মূলের বিবৃদ্ধি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে ইহা ব্যতীত রোগী গলাভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত শুষ্ক বোধ করে, রাত্রিতে অধিক হয় এবং রোগীকে ইহার জন্য অত্যন্ত বিরক্ত হইতে হয়। নাসিকার ভার ভার বোধ এই ঔষধের একটী বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। এইরূপ অবস্থা উপদংশগ্রস্থ কিম্বা Scrofulous ধাতু বিশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। (মাসিক ঋতুস্রাব কালীন সর্দ্দি হইলে,— গ্র্যাফাইটিস। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে গলা বেদনা এবং সর্দ্দি হইলে—ম্যাগনিসিয়া কার্ব্ব)।

চক্ষু রোগ—উপদংশজনিত ভগ্ন স্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের চক্ষু রোগের সিনাবারিস একটী উপযুক্ত ঔষধ। সমুদয় চক্ষু লালবর্ণ হয় এবং চক্ষুর তারা অসমান ও সঙ্কুচিত (irregular, jagged and contracted) হয়, এতদ্ব্যতীত তীব্র যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা চক্ষুর যে স্থান হইতে আরম্ভ হয় সেই স্থান হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারি পার্শ্বে হইতে থাকে (Pains runs round the eye to point from which it is started, encircling the eye) অন্য কোন ঔষধে এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায় না। চক্ষুর যন্ত্রণায় সিনাবারিসের ইহা একটী বিশেষ লক্ষণ। দৃষ্টিও অস্পষ্ট হয় ভাল দেখিতে পায় না। সমস্ত ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হয়। সন্ধ্যার সময় চক্ষুর পাতাগুলি ভারি ভারি হয় এবং বুজিয়া আইসে উপদংশ হইতে উদ্ভূত চক্ষুরোগে সিনাবারিসকে চিন্তা করিবে।

ইহা সকল সময় জানিতে হইবে যে, পারদ ঔষধ সমূহ উপদংশ কিম্বা উপদংশ জনিত রোগেই সর্ব্বদা অধিক ব্যবহার হয়।

উপদংশ ক্ষত এবং বাগী—অধিকাংশ চিকিৎসকই কঠিন উপদংশ ক্ষতে (Hard chancre) আইওডাইড মার্কারি এবং সিনাবারিস প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন। (Several physicians recommend for indurated chancre the Iodide of mercury and likewise Cinabaris. It is very likely that these two remedies act well in this form of chancre—Dr. Bahaer) ডাক্তার বেয়ার আর এক স্থানে বলিতেছেন—If an indolent bubo forms, we advise the use of the Red Precipitate. Indolent Bubo always disappears very slowly. Syphilis can never be cured rapidly. If we are called upon to treat an indurated chancre after it had already been for a long time treated with large doses of Mercury, it is decidedly better not to give any more Mercury even for three weeks and to substitute Nitric acid instead. It should be remembered an indolent bubo which is almost always a sure sign of so called constitutional syphilis, never disappears rapidly hence remedies might not be changed too rapidly. In such case the Iodide of

mercury is decidedly appropriate and sufficient. ইণ্ডোলেণ্ট বাগী অতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় বিশেষ কোন যন্ত্রণা থাকে না এবং কিছুতেই শীঘ্র আরোগ্য হয় না। ইহা সচরাচর কঠিন উপদংশ ক্ষতের সহিতই প্রকাশ পায় এবং তরুণ বাগীর মতন নয় যে কেবল মাত্র একটী গ্রান্থিই আক্রান্ত হয়, ইণ্ডোলেণ্ট বাগীতে অনেকগুলি গ্রন্থি এক সঙ্গে ফুলিয়া উঠে এবং ইণ্ডোলেণ্ট বাগী অত্যন্ত শক্ত হয়। (The chronic indolent bubo runs a slow course, it comes on without pain and is very obstinate. It is distinguished from an acute bubo by the circumstance that it only occurs in connection with an indurated chancre and is not, like an acute bubo continue mostly to one gland but involves a number of them. Dr. Bahaer) সাধারণ বাগীতে (Indurated Bubo নয়) সচরাচর মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস প্রয়োগ হইয়া থাকে যদ্যপি অত্যন্ত শক্ত হইয়া যায় এবং যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে কার্ব এনামেলিস, ব্যাডিয়াগা ইত্যাদি প্রয়োগ হইতে পারে।

আঁচিল (Warts)—মলদ্বার এবং লিঙ্গে আঁচিল প্রকাশ পায়। থুজার সহিত ইহার অনেক বিষয়ে সাদৃশ রহিয়াছে, ইহাতেও আবদ্ধ প্রমেহ স্রাব পুনঃ প্রকাশ করিয়া তৎহেতু রোগ আরোগ্য করিয়া দেয়। মূত্র পথের জ্বালা যন্ত্রণা টাটানি সমুদায় নির্গত স্রাবের সহিত উপশম হইয়া আইসে। মূত্র ত্বকের আঁচিল, মূত্রকৃচ্ছ্রতা উপদংশ জনিত বাগী ইত্যাদি সমুদায়ে সিনাবারিস প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়।

যে সমুদায় রোগীর উপর মার্কারি এবং কেলি আইওড অত্যধিক ব্যবহার হইয়াছে এবং যাহাদিগের জংঘার অস্থিতে বেদনা প্রকাশ পায় সঙ্গে চক্ষুর রোগ এবং exostosis থাকে, উপদংশ হেতু গলদেশ ছিদ্র হয় তাহাদিগের প্রতি সিনাবারিস উত্তম কার্য্য করে।

উদরাময়—সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত উদরাময় এবং আমাশয়। রাত্রিতে যন্ত্রণাযুক্ত উদরাময় হয় এবং মল ত্যাগকালীন বলি বহির্গত হইয়া পড়ে।

মুদা (Phimosis)—প্রদাহযুক্ত মুদা হয়। প্রদাহ হইয়া লিঙ্গ ত্বকের ক্রমশঃ সঙ্কোচন হইয়া মুদা লিঙ্গের সহিত জোড়া লাগিয়া যায়। শিশুদিগের এই প্রকার মুদা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম

(Argentum Nitricum.)

ইহার আর একটি নাম সিলভার নাইট্রেট (silver nitrate)।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। চেহারা শুষ্ক অস্থি চর্ম্মসার দেখিতে ক্ষুদ্র বৃদ্ধ লোকের ন্যায় (withered dried up, old looking patients)। নিম্নাঙ্গ অধিক শুষ্ক হয়।

২। অস্বাভাবিক এবং দীর্ঘ দিন মানসিক পরিশ্রমে উদ্ভূত তরুণ অথবা পুরাতন পীড়ায় উত্তম কার্য্য করে (acute or chronic diseases from unusual or long continued mental exertions).

৩। কোন সভা সমিতিতে, মন্দিরে, রঙ্গালয়ে, কাহারো সহিত সাক্ষাতে কিংবা বিদেশে যাইবার উদ্যোগে ভীত হইয়া মলত্যাগের বেগ পায় (Apprehensions when ready for church or opera, diarrhoea sets in (Gels).

৪। খাম খেয়ালে মেজাজ, সমুদায় কাজ কর্ম্মেই ব্যস্তবাগীশ, তাড়াতাড়ী যেন সময় আর নাই (Impulsive, anxious, is always hurried).

৫। শিরঃপীড়া এবং আধকপালে মাথাব্যাথা যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ যেন ছিদ্র করিয়া ফেলিতেছে। মস্তক ভরা ভরা ভারি ভারি বোধ মনে হয় যেন অত্যন্ত বড় হইয়া গিয়াছে। মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। পৈত্তিক বমনে এবং শক্ত চাপ দিয়া বন্ধনে শিরঃপীড়া উপশম হয় (Headache and bemicrania with intense pressive and screwing pains in frontal eminence or temple. With fulness and heaviness with sense of expansion, ending

in bilious vomiting aggravated from any exhaustive mental labour relived by pressive or tight bandaging (Apis, Puls)।

৬। চক্ষুর যোজকত্বকের দানাযুক্ত তরুণ প্রদাহ, অত্যন্ত লাল কাঁচা গোমাংস সদৃশ এবং প্রচুর পূঁজযুক্ত (acute granular conjunctivitis, scarlet red like raw beef)।

৭। সদ্যজাত শিশুর চক্ষু প্রদাহ—প্রচুর পূঁজ স্রাব, স্বচ্ছাবরকে এবং অক্ষিপুটে ক্ষত হইবার উপক্রম। প্রাতে চক্ষু জুড়িয়া যায় (ophthalmia neonatorum, profuse, purulent discharge, cornea opaque, ulcerated, lids sore thick, swollen, agglutinated in morning (Apis, Merc. Sol, Rhus)।

৮। চিনি খাইবার প্রবল আকাঙ্খা এবং চিনি অথবা মিষ্টি খাইলে সমুদায় উপসর্গ বৃদ্ধি হয়।

৯। পাকাশয় গোলযোগের সহিত উদ্গার বর্ত্তমান থাকে (Belching accompanies most gastric alilments)। পেট ফাঁপিয়া ঢাকের মত হয় মনে হয় ফাটিয়া যাইবে। উদ্গার সহজে হয় না, হঠাৎ এক এক সময় প্রচুর বায়ু জোরের সহিত এবং সশব্দে নির্গত হইয়া যায় অথচ পেট ফাঁপার বিশেষ উপশম হয় না।

১০। উদরাময় সবুজ শাক ছেঁচানি সদৃশ শ্লেষ্মাযুক্ত কিছুক্ষণ কাপড়ে থাকিলে সবুজ হইয়া যায়। চিনি, মিষ্টি এবং জলপানে বৃদ্ধি হয়। মলত্যাগকালীন প্রচুর বায়ু নিঃস্বরণের ফট্ ফট্ শব্দসহ বেগে মল নির্গত হয়।

১১। সঙ্গীত গায়কদিগের পুরাতন কণ্ঠনালী প্রদাহ। উচ্চস্বরে গাহিতে হইলেই কাশির উদ্রেক হয় (আর্জেণ্টাম মেটা, এলিউমিনা)।

১২। গলদেশে ঢোক গিলিবার সময় মৎস্যের কাঁটা অথবা পেরেক বেঁধার ন্যায় যন্ত্রণা হয় এতদ্ব্যতীত চলাফেরার সময় জরায়ুতে অথবা জরায়ুর আশে পাশে এইরূপ যন্ত্রণা হয়।

সাধারণ লক্ষণ।

১। সময় কাটেই না, যেন ধীরে ধীরে যাইতেছে এইরূপ বোধ হয়।

২। সূক্ষ্ম স্চী কার্য্য করিতে চক্ষুর ব্যাথা হয়। উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি হয় খোলা মুক্ত বায়ুতে উপশম হয় (নেট্রাম মিউর, রুটা)।

৩। সর্ব্বদা আপনা হইতেই অথবা অনিচ্ছায় মূত্র নির্গত হইতে থাকে (কষ্টিকাম)।

৪। ধ্বজভঙ্গ—সঙ্গমকালীন লিঙ্গের উত্থান রহিত হইয়া যায় (এগনাস, ক্যালেডিয়াম, সিলিনিয়াম)

৫। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই সঙ্গমকালীন যন্ত্রণা বোধ হয়। স্ত্রী জননেন্দ্রিয় হইতে রক্ত স্রাব হয় (নাইট্রিক এসিড)।

৬। নিম্নাঙ্গের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। চক্ষু বন্ধ করিয়া হাটীতে পারে না, পদদ্বয় টলিয়া টলিয়া যায় (এলিউমিনা)।

৭। ক্ষতের মাংসাঙ্কুর (granulations) হ্রাস করায়।

মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে (spine) ইহার যথেষ্ট কার্য্য প্রকাশ পায় এবং ইহা হইতে এমন সমুদায় লক্ষণ আবির্ভূত হয় যাহার দ্বারা স্নায়বীক রোগের নানান অবস্থায় ইহা যে একটী উপযুক্ত ঔষধ তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে। সামান্য স্নায়বিয় দুর্ব্বলতা হইতে আরম্ভ করিয়া কশেরুক মাজ্জেয় ক্ষয়ে অথবা পক্ষাঘাতে (locomotor ataxia) পর্য্যন্ত ইহা প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই ঔষধটী নানা প্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণে পরিপূর্ণ—রোগী মনে করে শরীরের কোন বিশেষ অংশ যেন প্রসারিত হইতেছে (expanding) এবং এই লক্ষণটী এই ঔষধের এত অধিক বিশেষত্ব যে ইহাকে সার্ব্বজনীন লক্ষণ বলা যাইতে পারে এবং ইহা সচরাচর অধিকাংশ স্থলে শিরঃ পীড়া অথবা ডিম্বাশয় রোগে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। শিরঃ পীড়ায় রোগীর মনে হয় মস্তক যেন অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গিয়াছে। ডিম্বাশয় প্রদাহে মনে করে আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এতদ সমুদায় লক্ষণ কিছুই নয়, ইহা মনের ভ্রান্তি অথবা মানসিক অবস্থার বিকৃতি মাত্র অথচ ইহা এই ঔষধের একটী বিশেষ বিশেষত্ব। যদিও এইরূপ অবস্থা অন্যান্য অনেক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি ইহা নিশ্চিত জানিবে যে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

রোগী—আর্জেণ্টাম রোগীর চেহারা একটী বিশেষ বিশেষত্ব বিশেষতঃ শিশুদিগেতে। Dr. Guernsey বলিতেছেন we think of the remedy on seeing a withered and dried up persons, made so by disease. This specially in children. He looks like a little withered old man। রোগীর শরীর রোগে ভুগিয়া শুষ্ক ঝুর ঝুরে হইয়া গিয়াছে। দেখিতে একটী শুষ্ক ক্ষুদ্র বৃদ্ধ লোকের ন্যায় হয়। বিশেষতঃ শিশুদিগের এইরূপ হইলে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের বিষয় সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করিবে। শিশু ক্রমশঃই কৃশ হইতে থাকে। নিম্নাঙ্গ অধিক কৃশ হয়।

অত্যধিক অথবা ক্রমাগত মানসিক পরিশ্রম হেতু তরুণ কিংবা পুরাতন রোগের আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম একটী উপযুক্ত ঔষধ।

মানসিক লক্ষণ—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম রোগী মানসিক উদ্বিগ্নতায় অত্যন্ত কষ্ট পায়। হয়ত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে সেই সময়ের জন্য চিন্তিত হইয়া বসিয়া থাকে, কখন সেই সময় আসিবে, হয়ত কেহ তাহাকে রাস্তার মোড়ে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছে, আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম রোগী ভাবিয়াই অস্থির কি করিয়া উক্ত রাস্তার মোড়যুক্ত স্থানে সাক্ষাৎ করিবে ইত্যাদিরূপ চিন্তায় মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে। ইহা হইতে অনেক সময় রোগী অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া পড়ে, তৎপর মস্তকে যন্ত্রণা বোধ করে, কাজে কাজেই আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম রোগী রাগী বলা যাইতেও পারে। আর একটী মানসিক অবস্থা আমরা দেখিতে পাই তাহা জেলসিমিয়ামের ন্যায়—কোন বিবাহে, কোন সভায় অর্থাৎ এইরূপ কোন স্থানে যাইবার কালীন মলত্যাগের বেগ হয় অথবা উদরাময় প্রকাশ পায়। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম রোগী অত্যন্ত খামখেয়াল প্রকৃতির মনের অবস্থার কিছুই ঠিক নাই, নানান প্রকার অদ্ভুত চিন্তা সকল মনে আসিয়া মনকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তোলে সকল সময় ব্যস্ত বাগীস, পথ চলিবে তাহাও তাড়াতাড়ি যেন সময় আর নাই, বিলম্ব হইয়া গেল কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তখনও হয়ত অনেক সময় রহিয়াছে। এই প্রকার তাড়াতাড়ি ভাব আমরা লিলিয়াম টাইগ্রিয়ামেও দেখিতে পাই, এবং উভয় ঔষধেই এই প্রকার লক্ষণ জরায়ু রোগ হইতেই উত্থিত হয়। উদরাময় এবং অন্য যে সমুদায় উত্তেজনা হয় তাহার কারণ স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা। যদি এইরূপ অবস্থায় আর্জেণ্টামে নিশ্চিত

আর কোন লক্ষণ না পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রথমতঃ উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ লিলিয়াম টাইগ্রিয়ামকেই প্রাধান্য দিবে। আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকমের কার্য্য লিলিয়ামটাইগ্রিয়াম অপেক্ষা অত্যন্ত গভীর এবং বহুদিন স্থায়ী ও সচরাচর পুরাতন রোগে অধিক ফলপ্রদ।

আর্জ্জেণ্টাম রোগী কখন কখন আবার বিষাদপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মনে করে একলা থাকিলে মারা যাইব। মস্তিষ্কের কোন দুরারোগ্য রোগ হইয়াছে এই ভয়েতেই সকল সময় কাতর এবং বিমর্ষ। মৃত্যু ভয়ে শশঙ্কিত। সময়ের এবং স্থানের দূরত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা ভুল করে। দূরত্বের কোন অনুমান করিতে পারে না। অল্প দূরকে অধিক দূর বলে, হয়ত এই মাত্র আহার করিয়াছে কিন্তু রোগী বলে অনেক্ষণ হইল আহার করা হইয়াছে এবং সময় যেন কাটেই না, সময় যেন ধীরে ধীরে যাইতেছে (শীঘ্র শীঘ্র যাইতেছে ককুলাস)। রাস্তায় বেড়াইবার কালীন রাস্তার কোনগুলির নিকট যাইতে কিম্বা অতিক্রম করিতে ভয় পায়। মনে করে বাড়ীর কোনগুলি যেন তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িবে। রোগীর মানসিক দূর্ব্বলতা এব্বং স্নায়বীক বিশৃঙ্খলতা এত অধিক হয় যে, নানান প্রকার অদ্ভুত আবেগ (impulses) তাহার মস্তিস্কে সকল সময় আলোড়িত করিতে থাকে—কোন উচ্চস্থান অথবা সাঁকো অতিক্রম কালীন রোগীর মনে লম্ফ প্রদান করিবার খেয়াল উপস্থিত হয়, বাস্তবিক পক্ষে অনেক সময় হয়ত লম্ফ প্রদান করিয়াও ফেলে। মানসিক লক্ষণগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত প্রকৃতির দেখিলে Hypochondrisis অর্থাৎ চিন্তোন্মত্ততা বলিয়া বোধ হয়। ডাক্তার ন্যাস এক স্থানে বলিতেছেন I will only mention the prominent and peculiar symptoms that have been frequently verified. The sight of high houses makes him crazy and causes him to stagger. It seemed as if the houses on both sides of the street would approach and crush him. (উঁচু উঁচু বাড়ী দেখিলেই রোগীর মস্তক ঘুড়িয়া যায় এবং টলিতে থাকে। মনে হয় বাড়ীগুলি উভয় দিক হইতে আসিয়া চাপিয়া মারিয়া ফেলিবে)। এক কথায় বলিতে হইলে ইহাই বলিব আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম রোগী অত্যন্ত impulsive অর্থাৎ আবেগ পূর্ণ হট প্রকৃতির। আর্জ্জেটাম নাইট্রিকম রোগীর এই প্রকার ভুল ভ্রান্তি পেশীর অসম্পূর্ণ co-ordination হেতু হইয়া থাকে

অর্থাৎ পেশীর সামাঞ্জস্য ভাবে সঞ্চালন ক্রিয়ার হ্রাস হেতু হয়, শেষোক্ত লক্ষণটী (রাস্তার কোণগুলি যেন তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িবে) এট ঔষধের একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। ডাক্তার ফ্যারিংটন বলেন বহুবার ইহা চিকিৎসায় পাওয়া গিয়াছে এবং আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্যও হইয়াছে।

শিরঃ ঘূর্ণন—মস্তক ঘূর্ণন যেন এই ঔষধে সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিয়াছে। মস্তক ঘূর্ণণের সহিত সাধারণ দুর্ব্বলতা এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জনিত কম্পন বর্ত্তমান থাকে। রোগী মস্তক ঘূর্ণনে মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে এক একবার এত অধিক হয় যে মানসিক বিশৃঙ্খলা (mental confusion), কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, বমনেচ্ছা, কম্পন এবং সেই সঙ্গে সময় সময় সাময়িক দৃষ্টি হীনতা উপস্থিত হয় (momentarily becomes blind)।

কাশেরুক মাজ্জেয় ক্ষয় (Locomotor ataxy—যে পেশীর অসম্পূর্ণ co-ordinationএর কথা বলিয়াছি ইহা প্রথমতঃ কাশেরুক মাজ্জেয় ক্ষয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কাশেরুক মাজ্জেয় ক্ষয়—যদিও এই রোগটি কাশেরুকামজ্জার (spinal cord) দোষ হেতু উদ্ভুত হইয়া থাকে তথাপি ইহা প্রকৃত পক্ষে ঠিক পক্ষাঘাত নয়। পেশীর সামঞ্জস্যভাবে সঞ্চালন শক্তির হ্রাসই রোগের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। পদযুগলের পেশীর co-ordinationএর হ্রাস হয়, রোগী সহজভাবে চলিতে পারে না, টলিয়া টলিয়া চলে, পায়ে পায়ে জড়াইয় যায় ইত্যাদি)। আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকমকে অনেকে এই রোগে অতি উচ্চ স্থান-প্রদান করেন, ইহাতে নিম্নলক্ষণ সমূহ প্রকাশ থাকে—

অন্ধকারে অথবা চক্ষু বুজিয়া রোগী চলিতে পারে না (এলিউমিনা) টলিতে থাকে, পদদ্বয় অর্থাৎ নিম্নাঙ্গ দুর্ব্বল এবং পদদ্বয়ের ডিমি অত্যন্ত টাটায়, মনে হয় যেন কত দূর হাটা হাটি হইয়াছে। Lumbo sacral প্রদেশে এবং কটিদেশে যন্ত্রণা হয়। উপবেশন অবস্থা হইতে দাঁড়াইতে হইলে অত্যন্ত অধিক যন্ত্রণা অনুভব করে, অথচ চলাফেরায় উপশম হয়। জিঙ্কামেও অনেকটা এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে। চলাফেরায় উপশম হয় এবং উপবেশনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় কিন্তু আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম রোগী যখন উপবেশন অবস্থা হইতে দণ্ডায়মান হয় তখনি কেবল যন্ত্রণা বোধ করে, ইহাই হইতেছে এই দুইটী ঔষধের পার্থক্য। কখন কখন sacro-iliac symphyses স্থানেও যন্ত্রণা হয় এবং মনে হয় যেন

উক্ত স্থানের অস্থি সমুদায় শিথিল হইয়া গিয়াছে (ইস্কিউলাস) আর একটী লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই এবং বিশেষত্ব বলিলেই হয় তাহা হইতেছে হস্তের কম্পন এবং হস্তস্থিত দ্রব্যের সহজে পতন। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম্ রোগীর স্নায়বিক দুর্ব্বলতা রাত্রিতে অধিক হয়—নিদ্রায় নানা প্রকার ভীষণ ভীষণ স্বপ্ন দেখে, সুনিদ্রা হয় না। এই স্নায়বীক লক্ষণ সমূহ বিশেষতঃ প্রাতে ১১টার সময় অধিক বৃদ্ধি হয়—তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাইতেছি ১১টার সময় বৃদ্ধি হওয়ায় সালফারই যে একমাত্র ঔষধ তাহা নয়।

উল্লিখিত দুর্ব্বলতা সহ কম্পন এবং তদজনিত হৃৎস্পন্দন (palpitation) লক্ষণ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ নেট্রাম মিউরের কথা আর ভীতি সূচক মুখের ভাব এবং কোন বিশেষ স্থান অতিক্রম করিতে কাল্পনিক অক্ষমতা দেখিলেই ক্যালি ব্রোমেটামের কথা মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক কারণ ইহারাও উক্ত বিষয়ে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের সম্পূর্ণ সমতুল্য ঔষধ।

কাশেরুক মাজ্জেয় ক্ষয়রোগে জেলসিমিয়াম আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের একটি খুব নিকটবর্ত্তী ঔষধ এবং অনেক বিষয়ে সাদৃশ্যও রহিয়াছে। ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন—I should, other things being equal give the preference to Gelsemium in recent cases or in the beginning and Argentum Nit further along অর্থাৎ রোগের নূতন অবস্থায় জেলাসিমিয়াম এবং কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম প্রয়োগ আমি পছন্দ করি।

শিরঃপীড়া এবং আধকপালে মাথাব্যাথা

(Headache and Hemicrania)—আধকপালে শিরঃপীড়ার আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে কিন্তু ইহা আরোগ্য করা অনেক সময় অত্যন্ত কষ্টজনক হয়। ইহা সামান্য স্নায়ুশূল নয় বরং ইহা একটী গভীর স্নায়বীক ব্যাধী (neurotic), ইহা প্রত্যহ হয় না সাময়িক ভাবে (periodically) হয়। মস্তক যেন ছিদ্র হইয়া যাইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা প্রায়ই লাগিয়া থাকে এবং মস্তকের বাম পার্শ্বের সম্মুখেই অধিক হয়। খুব শক্ত করিয়া মস্তকের চতুর্দ্দিক বাঁধিয়া রাখিলে অথবা চাপ দিলে অথবা শীতল প্রলেপ দিলে (এপিস, পালসেটীলা) উপশম হয়। এইরূপ শিরঃপীড়া অশান্তিজনক মানসিক অনুভূতি অথবা স্নায়ু বিধানের (nervous system) অপচয় যেমন বীর্য্যপাত, অনিদ্রা, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম ইত্যাদি হেতু উদ্রেক হয়। এক এক

সময় যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে, রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে যন্ত্রণার প্রবল অবস্থায় প্রায়ই পিত্ত অথবা ভুক্ত দ্রব্য বমন হয়। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের শিরঃপীড়ায় একটী বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা প্রসারণ বোধ (feeling of expansion) অর্থাৎ রোগী মনে করে মস্তক ভীষণ বৃহৎ হইয়া গিয়াছে (সিমিসিফিউগা, জেলস, গ্লোনয়ন, নাক্স। মস্তক খুব ছোট হইয়া গিয়াছে—কফিয়া)।

আর একপ্রকার শিরঃপীড়া হয় তাহা অনেকটা স্নায়ুশূলের ন্যায় এবং আর্জেণ্টাম তাহারও একটী উপযুক্ত ঔষধ—মনে হয় মস্তকের খুলির অস্থি সমূহ পৃথক পৃথক হইয়া যাইতেছে অথবা মস্তক ক্রমশঃ ভীষণ বৃহৎ হইতেছে। যন্ত্রণা এত অধিক প্রবল হয় যে, রোগী প্রায়ই জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে। বমন হইলে যদিও উপশম হয় কিন্তু তথাপি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পুনরায় হইবার আশঙ্কা থাকে। এই ঔষধটীতে একটী বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইতেছে রোগী পালসেটীলার ন্যায় সর্ব্বদা শীতল মুক্ত বায়ু আকাঙ্খা করে। উষ্ণ অথবা আবদ্ধ ঘরে সমুদায় উপসর্গ বৃদ্ধি হয়, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, বহু জনাকীর্ণ স্থানে, থিয়েটারে ইত্যাদি স্থানে যাইতে ভরসা পায় না (He dreads a crowd, dreads certain places)।

স্নায়ুশূল—মুখ মণ্ডলের স্নায়ুশূলেও (prosopalgia) আর্জিণ্টাম নাইট্রিকমের প্রয়োগ দেখা যায় বিশেষতঃ যখন মুখ গহ্বরের অধঃস্থিত (infra orbital nerve) এবং যে সমুদায় স্নায়ু মেরু দণ্ডে গিয়া শেষ হইয়াছে তাহারা আক্রান্ত হয়। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং যন্ত্রণার প্রবলাবস্থায় মুখের আস্বাদ অম্ল হয়। মুখমণ্ডলের চেহারা চুপসে যায় এবং মলিন পাণ্ডুবর্ণ হয়। রোগ ভীষণ হইলে অর্থাৎ রক্ত দূষিত হইলে গাত্র ত্বকের রং কর্দ্দম এবং সীসার ন্যায় দেখায়।

পাকাশয় প্রদাহ এবং পরিপাক ক্রিয়া—পাকাশয় শূলের (gastralgia) আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বিশেষতঃ রুগ্না স্নায়ু প্রধানা স্ত্রীলোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। পাকাশয় শূলের উত্তেজনা কোন প্রকার অনুভূতি (emotion) এবং অনিদ্রা হেতু অধিক হয় এবং প্রায়ই মাসিক ঋতু স্রাবকালীন রোগী পাকাশয়ে চাপ মত (lump) একটা জিনিষ অনুভব করে এবং ইহার সহিত সময় সময় পাকস্থলীতে ক্ষতের

ন্যায় কামড়ান যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। যন্ত্রণা উক্ত স্থান হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং ষ্ট্যানামের ন্যায় যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি এবং উপশম হয় বলিয়া মনে হয়। ইহার সহিত বক্ষঃস্থলের পেশীর ভীষণ খিলধরা (spasm) যন্ত্রণা থাকে—এইরূপ অবস্থায় রোগীর নাসিকার নিকট সামান্য রুমাল পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারা যায় না, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। সামান্য আহারেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং যাহা আহার করা যায় তাহাই যেন বায়ুতে পরিণত হয়। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের পাকস্থলীর গোলযোগের সহিত সচরাচর উদ্গার বর্ত্তমান থাকে (Belching accompanies most gastric ailments—Dr. Allen)। প্রত্যেকবার আহারের পর উদ্গার হয়, বায়ু জমিয়া পাকস্থলী ঢাকের মত ফুলিয়া উঠে, মনে হয় যেন ফাটিয়া যাইবে। উদ্গার সহজে উঠিতে চায় না বরং কষ্টে হয় এবং শেষে সশব্দে জোরের সহিত প্রচুর বায়ু নির্গত হইয়া যায় (Rushes out with great violence and noise)। এতদ সমুদায় আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। এই বিষয়ে চায়না, কার্ব্বভেজ, এবং লাইকোপডিয়ামের অনেক সাদৃশ্য আছে। অনেক সময় দেখা যায় উপুর হইলে অথবা জোরে চাপিয়া ধরিলে উপশম হয় এবং যন্ত্রণার প্রবল অবস্থায় ডিম্বের শ্বেতাংসের ন্যায় রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা বমন হইয়া হ্রাস হয় অথবা প্রচুর বায়ু নিঃস্বরণ হইয়া উপশম হয়। ইহার সহিত প্রায়ই সর্ব্বাঙ্গীন কম্পন অথবা nervous feeling অথবা মস্তক যেন জাঁতায় পিশিয়া ফেলিতেছে এইরূপ বোধ বর্ত্তমান থাকে।

আর্জেণ্টামে পেট ফাঁপা উদ্গারে উপশম হয় না। এই বিষয়ে ইহা অনেকটা চায়নার ন্যায়। চায়নায়ও পেট ফাঁপিয়া ঢাকের মত হয় এবং অল্প অল্প উদ্গার হইতে থাকে কিন্তু পেট ফাঁপা কোন উপশম হয় না বরং অনেক সময় আরো কষ্ট বৃদ্ধি হয়। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে সময় সময় অল্প উপশম হইতেও দেখা যায়। উদ্গারে উপশম আমরা কার্ব্বভেজে বেশ ভাল মতই দেখিতে পাই। ইহাতেও ঢাকের মত পেট ফাঁপে কিন্তু উদ্গারে উপশম হয়।

ডাক্তার কেণ্ট বলেন—আর্জেণ্টামে একই সময়ে ভেদ এবং বমন দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ ভেদের সঙ্গে সঙ্গে বমনও হইতে থাকে এবং কলেরার ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে (I have seen these Argentum Nitricum patients purging in the same moment, not vomiting one second and

purging the next but gushing out both ways with great exhaustion like Cholera morbus—Dr. Kent)।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের বমন অনেকটা কৃষ্ণবর্ণ, শয্যায় বমন করিলে জায়গায় কাল কালঁ দাগ হয়, সময় সময় উদ্গারের সঙ্গে সঙ্গেই ভুক্ত দ্রব্য চলিয়া আইসে (ফস, ফেরাম) এবং ইহাও অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় প্রত্যেক আহারের পরই বমনের উদ্রেক হয়।

উদরাময়—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে উদরাময়ে চারটী বিশেষত্ব আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে—

১। মল শ্লেষ্মাযুক্ত সবুজ শাক ছেঁচানির ন্যায়। (green mucous like chopped spinach in flakes).

২। কাপড়ে কিছুক্ষণ থাকার পর মল সবুজ হইয়া যায় (stool turning green after remaining in diaper).

৩। ফট্ ফট্ শব্দসহ অত্যন্ত জোরের সহিত মল নির্গত হয় (stool expelled with much spluttering and gushing)।

৪। উদরাময় চিনি এবং জলপানের পর বৃদ্ধি হয়।

উপরোক্ত প্রকার মল ব্যতীত মলের সহিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির গাত্রত্বকের ন্যায় চাচানি এবং রক্ত থাকে। এই প্রকার মল আমরা পুরাতন আমাশয়ে কিংবা অন্ত্রের ক্ষতে দেখিতে পাই (The stools are green and shreddy and consist of blood, slime andepethelium)।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম ব্যতীত সবুজবর্ণ মল প্রধানতঃ মার্কিউরিয়াস সল, ক্যামোমিলা এবং আর্সেনিকে রহিয়াছে। আর্জেণ্টামে আর একটী বিশেষত্ব আমরা দেখিতে পাই তাহা হইতেছে <u>চিনি খাইবার প্রবল আকাঙ্খা (Irresistible desire for sugar) এবং চিনি খাইলেই অজীর্ণ উদরাময় ইত্যাদি বৃদ্ধি হয়।</u> ডাক্তার কেণ্ট বলেন কেবল যে উদরাময় বৃদ্ধি হয় তাহা নয়, উদারাময় আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই রোগী নিজকে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে। উদারাময় একটি লক্ষণ মাত্র (The patient says, "I become sick"and hence it becomes a general, when the patient gets diarrhoea from eating sugar, it is not merely a local an particular symp toms, because the whole patient is sick before the diarrhoea

begins, the diarrhoea is the out come only—Kent)। অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাওয়া যায় এক এক জনের অতিরিক্ত চিনি খাওয়া আদপেই সহ্য হয় না এমন কি শিশুর মাতা অধিক পরিমাণে চিনি খাইলে সন্তানের উপর পর্য্যন্ত ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ সন্তানের উদরাময় হয় (রোগীর বিবরণ দেখ)।

মৃগী (Epilepsy)—আমরা আর একটী স্নায়বীক রোগে (nervous disease) আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের প্রয়োগ দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে—মৃগী রোগ। এই ঔষধে এতদ্ বিষয়ে ইহার বিশেষত্ব যে আক্রমণের কয়েক দিন কিংবা কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই চক্ষুর তারা বিস্তারিত হইতে থাকে, আক্রমণের পর রোগী অত্যন্ত অস্থির হয় এবং হস্তদ্বয় কাঁপিতে থাকে। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে বিশেষতঃ ভয় পাইয়া অথবা মাসিক ঋতুকালীন মৃগী রোগ হইলে উত্তম কার্য্য করে।

চক্ষু প্রদাহ এবং চক্ষু রোগ—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের স্নায়ুবিধান ব্যতীত প্রদাহ এবং ক্ষতেও গভীর কার্য্য রহিয়াছে তাহার আভাস পূর্ব্বে কিছু কিছু দিয়াছি, এক্ষণে চক্ষু রোগে ইহার কি প্রকার গভীর কার্য্য রহিয়াছে তাহাই বলিব। বিখ্যাত ডাক্তার এলেন এবং নর্টন বলেন—The great service that Argentum nitricum perform is in purulent ophthalmia with large experience in both hospital and private practice, we have not lost a single eye from this disease and every one has been treated with internal remedies. Most of with argentum nitricum of a high potency 30 or 200. We have witnessed the most intense chemosis, with strangulated vessels most profuse purulent discharge even the cornea begining to get hazy, and looking as though it would slough, subside rapidly under Argentum nitricum internally. The subjective symptoms are almost none. Their very absence with profuse purulent discharge and the swollen lids from a collection of pus in the eye or swelling of the sub conjunctival tissue of the lids themselves indicates the drug (Apis, Rhustox) (পূঁজযুক্ত চক্ষু প্রদাহে

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম আশ্চর্য্য কার্য্য করে। আমরা হাঁসপাতালে এবং অন্যান্য যে সমুদায় রোগী এই ঔষধে চিকিৎসা করিয়াছি তাহার একটিও নষ্ট হয় নাই এবং সকলকেই আভ্যন্তরিক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়াছিল এবং আমরা অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি প্রচুর পূঁজযুক্ত ভীষণ অর্জ্জুণ রোগে (chemosis—এক প্রকার চক্ষু প্রদাহ উহাতে কণীনিকার চারিদিকে অঙ্গুরীয়কার উন্নত পয়দা জন্মে—inflammatory swelling of the conjunctiva) এমন কি স্বচ্ছাবরক (cornea) ক্ষত হইয়া গলিত অবস্থার উপক্রমেও আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম আভ্যন্তরিক প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায়! প্রচুর পূঁজ হেতু অক্ষিপুট অথবা অক্ষিপুটের যোজকত্বক (conjunctiva) ফুলিয়া উঠে, চক্ষু ঘোর লালবর্ণ হয় দেখিলে মনে হয় যেন হাজিয়া গিয়াছে (raw denuded excoriated appearance)। রোগী আলোর দিকে তাকাইতে পারে না। আবদ্ধ এবং উষ্ণ ঘরে কিংবা আগুনের নিকট সমুদায় চক্ষুর উপসর্গ বৃদ্ধি হয়, শীতল প্রলেপে, অন্ধকারে উপশম হয়।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম পূঁজযুক্ত চক্ষু প্রদাহের যে একটী উত্তম ঔষধ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চক্ষুর অথবা অক্ষিপুটের যে কোন প্রকার প্রদাহই হউক ক্ষত এবং পূঁজ দেখা দিলে উক্ত ঔষধের বিষয় সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করা উচিত। পূঁজের রং পালসেটিলার ন্যায় পীত বর্ণ এবং ঘন (Pus is thick, yellow and bland)।

নবজাত শিশুর চক্ষু প্রদাহেরও (ophthalmia neonatorum)—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম একটী উপযুক্ত ঔষধ, যখন স্বচ্ছাবরক (cornea) ক্ষত যুক্ত হয় এবং পূঁজের রং উক্ত প্রকার হয় প্রচুর পূঁজ স্রাব হইতে থাকে, তখন সকল চিকিৎসকই ইহাকে উচ্চ স্থান প্রদান করেন। ডাক্তার ন্যাস নবজাত শিশুর চক্ষু প্রদাহে মার্কিউরিয়াস সলকে প্রাধান্য দেন, তিনি বলেন—In ophthalmia neonatorum in my own practice as a general practitioner, I have had very often better success with mercurius solubilis especially when there was much purulent matter pouring out on opening the eyes। ডাক্তার এলেন বলেন জলে (পরিশ্রুত জল distilled water) প্রস্তুত ২০০ শত কিংবা ১০০০ ক্রম আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম সলিউসন নবজাত শিশুর চক্ষু প্রদাহে বাহ্যিক ব্যবহারের একটী অতি মহৎ ঔষধ (The 200 or 100

potency in watery solution as a topical application in ophthalmia neonatorum has relieved when crude silver nitrate failed)।

পূঁজযুক্ত চক্ষু প্রদাহে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের সহিত পালসেটিলার অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে—উভয়ের পূঁজ পীতবর্ণ, ঘন এবং প্রচুর, উভয়েরই ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা জলে, প্রলেপে উপশম হয়. উভয়েরই চক্ষু প্রদাহ উষ্ণ ঘরে, আগুনের উত্তাপে আলোতে, সূর্য্যের কিরণে বৃদ্ধি হয়। চিকিৎসায় এইরূপ দেখা গিয়াছে যে—যেস্থলে আর্জেণ্টামের কার্য্য আশাপ্রদ হইতেছে না, সেইরূপ স্থলে মধ্যে মধ্যে এক একবার পালসেটিলা দিলে শীঘ্রই উপকার দর্শায় (It has been determined clinically that when argentum nitricum ceases to act, a dose of Pulsatill intorpolated, helps—Farrington)।

দৃষ্টির ব্যতিক্রম—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম দৃষ্টির ব্যতিক্রমেও কার্য্য করে. অল্প বয়স্ক ২৫।২৬ বৎসর যুবকদিগের হঠাৎ দূরদৃষ্টি হইলে অর্থাৎ নিকটে পড়িতে না পারিলে, পড়িবার সময় যদি হাত বাড়াইয়া দূরে ধরিতে হয়, এই ঔষধ প্রয়োগে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। আরো দেখা যায়, সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য করিতে চক্ষু টন টন করে তাহা হইলে আর্জেণ্টাম নাট্রিকমের সহিত রুটা, ক্যালকেরিয়া ফস এবং নেট্রাম মিউরের বিষয় চিন্তা করিবে।

অক্ষিপুট প্রদাহ (Blepharitis)—অক্ষিপুট প্রদাহেও আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, অক্ষিপুটে পুরু মামড়ি (thick) crust) পড়ে এবং টিসুগুলি পূঁজ যুক্ত ও শক্ত হয়, অগ্নির উত্তাপে রোগীর কষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়—এতদ লক্ষণ সমূহ মার্কিউরিয়াসেও দেখা যায়, অনেকে এইরূপ স্থলে আর্জেণ্টাম নাট্রিকম অপেক্ষা গ্র্যাফাইটীস এবং ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়াকে অধিক পছন্দ করেন। গ্র্যাফাইটীসে বিশেষভাবে চক্ষুর কোন (canthai) অধিক আক্রান্ত হয়, অক্ষিপুট শক্ত হয় এবং ধারগুলি চির খাইয়া রক্ত বহির্গত হইবার উপক্রম হয়।

যোজকত্বকের (অক্ষিপুটের) দানাদার প্রদাহ (Granular eyelids)—তরুণ দানাদার যোজকত্বকের প্রদাহেও

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম ব্যবহার হইয়া থাকে। , যোজকত্বক রক্তের ন্যায় লালবর্ণ হয় এবং সঙ্গে প্রচুর পূঁজস্রাব বর্ত্তমান থাকে।

রাসটক্স—রাসটক্সের সহিত এতদ্‌বিষয়ে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু রাসটক্সে চক্ষুর পাতা খিল ধরিয়া বুজিয়া যায় (there is spasmodic closure of the eyelids)। চক্ষু জোর করিয়া খুলিতে চেষ্টা করিলে উষ্ণ ঝলসান জল জোরে ছিটকাইয়া নির্গত হয় এবং উষ্ণ জলে প্রদাহিত চক্ষুর চারিপার্শ্বে ফুস্কুরি উৎপন্ন হয়।

ইউফ্রেসিয়া—ইহাতেও অক্ষিপুটে দানা হয় কিন্তু ইহাতে স্রাবে স্থান হাজিয়া যায় এতদ্ব্যতীত ইউফ্রেসিয়ায় অশ্রুপাতও ক্ষয়কারক এবং সর্ব্বদা জল নির্গত হইতে থাকে।

গলদেশ—গলদেশে চট্‌চটে পুরু শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকে, কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, পুনঃ পুনঃ গলা খেঁকড়াইতে হয় এবং ইহার দরুণ গলার স্বরও সামান্য বসিয়া যায়। গলদেশ গভীর লালবর্ণ হয়, স্থান যেন হাজিয়া গিয়াছে, কাঁচা এবং ক্ষতজনক বোধ হয়। ঢোক গিলিবার সময় গলায় পেরেক অথবা মাছের কাঁটা বিঁধিয়া আছে এবং তাহা ফুটীতেছে এইরূপ মনে হয়। এই লক্ষণটী হেপার এবং নাইট্রিক এসিডেও প্রকাশ রহিয়াছে কিন্তু আর কোন লক্ষণে ইহাদিগের মধ্যে আর সাদৃশ্য নাই—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম রোগী ঠাণ্ডা ভালবাসে খোলা বাতাসে থাকিতে চায়, ঠাণ্ডা আহার করিতে চায় আর হেপার রোগী ঠাণ্ডা চায় না, ঠাণ্ডায় কষ্ট বৃদ্ধি হয়, গরমে থাকিতে চায় গরম আহার করিতে চায়, এমন কি শয্যায় লেপ হইতে মস্তক বহির্গত করিলেই ঠাণ্ডা বোধ করে এবং গলায় ব্যাথা হয়। গলদেশ ব্যতীত জরায়ু অথবা জরায়ুর আশে পাশে চলা ফেরায় কিংবা আশ্বারোহনে উক্ত প্রকার কাঁটা ফোটার ন্যায় যন্ত্রণা হয়।

গলদেশের ক্ষত অনেক সময় পারদ, উপদংশ অথবা স্ক্রফিউলা দোষ হেতুও প্রকাশ পায়—সেইরূপ স্থলে নাইট্রিক এসিড অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

জিহ্বা—জিহ্বা কণ্টকগুলি (papillae) উচু উচু হইয়া উঠে, দাঁতের মাড়ী স্পর্শাধিক্য এবং রক্তস্রাব প্রবণ হয় কিন্তু কদাচিত স্ফীত হয়, মার্কিউরিয়াস সলে স্ফীত হয়)। ডাক্তার ন্যাস—Red, painful tip of the tongue, papillae erect and prominent, এই লক্ষণটীর উপর নির্ভর করিয়া আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম প্রয়োগে অনেক রোগ আরোগ্য করিয়াছেন।

আঁচিল (warts)—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে সর্ব্বত্র আঁচিল উৎপন্ন প্রবণতা (tendency) দেখা যায়। গলাভ্যন্তরে, মলদ্বারে এবং জননেন্দ্রিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিল এবং বহু পাদ সদৃশ উপমাংস (polypoid growth) উৎপন্ন হয়। কাজে কাজেই সাইকোটিক (sycotic) ধাতুগ্রস্থের আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম একটি উপযুক্ত ঔষধ।

ক্ষত—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম একটি বৃহৎ ক্ষতকারক ঔষধ (every where we find ulceration particularly upon the mucous membrane) বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতেই অধিক হয়। গলদেশে, অক্ষিপুটে, স্বচ্ছাবরকে (cornea), মূত্রাধারে, জরায়ু এবং জরায়ু পথে, জোনি প্রদেশে এবং জোনি সংলগ্ন কোমল ইত্যাদি স্থান সমুদায়ে ক্ষত প্রকাশ পায়। এক কথায় এই ঔষধটিকে ক্ষত পূর্ণ বলিলেই হয় (full of ulceration)। ক্ষত হওয়া প্রবণতা এই ঔষধটি একটি স্বভাব। ক্ষত রক্তস্রাবী দানাযুক্ত, লাল, উঁচু উঁচু (granulations, red, elevations, enlargement of vessels, purplish aspect, Sensative ulcers, It has cured prolonged and most inveterate ulceration of the stomach when there has been vomiting of blood)। পাকস্থলীর ক্ষতেরও ইহা একটি অতি উচ্চ ঔষধ যখন রক্ত বমন বর্ত্তমান থাকে।

জরায়ু গ্রীবার ক্ষতেও (ulcer of the cervix of the uterus) আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের প্রয়োগ দেখা যায়, যখন জরায়ু গ্রীবা শক্ত এবং বিবৃদ্ধি (enlarged) হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পীতবর্ণ ক্ষতকারক শ্বেত প্রদর স্রাব বর্ত্তমান থাকে এবং পুনঃ পুনঃ ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হয়।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে তাহা হইতেছে মাসিক ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে সমুদায় রোগ বৃদ্ধি হয়, এই সময়েই স্ত্রীলোকের সমুদায় উপসর্গই অধিক হয়।

স্বরভঙ্গ এবং কণ্ঠনালী প্রদাহ—কণ্ঠনালীও (larynx) আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে আক্রান্ত হয় এবং ইহা গায়কদিগের পুরাতন কণ্ঠনালী প্রদাহের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উচ্চ স্বরে গাহিতে গেলেই কাশির উদ্রেক হয় এবং সময় সময় স্বর সম্পূর্ণ বসিয়া যায়। গায়কেরা এইরূপ অবস্থায় প্রায়ই বলে

গাহিতে গেলেই মনে হয় কণ্ঠনালী যেন কোন কিছুর দ্বারা বুজিয়া রহিয়াছে সেই হেতুই মধ্যে মধ্যে গলা খেঁকরাইয়া লইতে হয়।

ম্যাঙ্গানাম—রক্ত শূন্য এবং টিউবারকিউলার (anaemic and tubercular) রোগীদিগের কণ্ঠনালীর রোগে উত্তম কার্য্য করে। স্বরভঙ্গ প্রায়ই প্রাতের দিকেই অধিক হয় এবং শ্লেষ্মা বহির্গত হইলে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। ম্যাঙ্গানাম রোগী চেঁচাইয়া পড়িতে পারে না কাশির উদ্রেক হয় এবং কণ্ঠনালী শুষ্ক বোধ ও যন্ত্রণাযুক্ত হয়। কাশি সচরাচর শুইলেই উপশম হয়। (শুইলেই বৃদ্ধি হয়—হাইওসিয়ামাস, পালসেটিলা)।

সিলিনিয়াম—ইহাও আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের সমতুল্য ঔষধ। অনেকক্ষণ কণ্ঠনালীর পরিশ্রমের পর (after long use of voice) সঙ্গীত গাহিতে পারে না, স্বর বসিয়া যায়। শ্লেষ্মা তুলিয়া গলা পরিষ্কার করিতে হয়। শ্লেষ্মা সাদা স্বচ্ছ। সিলিনিয়াম টিউবারকিউলার কণ্ঠনালী প্রদাহে অধিক প্রয়োগ হয়।

মূত্রগ্রন্থির পীড়া ও প্রমেহ—ডাক্তার প্রেসটন (Dr. Preston of Norris town) আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম মূত্রগ্রন্থি পীড়ার এক প্রকার প্রথম প্রচলন কর্ত্তা বলিলেই হয়। তিনি মূত্রগ্রন্থির রক্তাধিক্য অথবা মূত্র প্রণালীতে পাথরি বশতঃ স্নায়ু শূলে (neuralgia) পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিতেন। কটিদেশের পশ্চাতে এবং মূত্রাশয় প্রদেশের উপর টাটানি যন্ত্রণা হয়। প্রস্রাব কালীন জ্বালা হয় এবং মূত্রমার্গ যেন ফুলিয়া গিয়াছে এইরূপ মনে হয়। প্রস্রাবের বেগ হঠাৎ হঠাৎ হয়। প্রস্রাব গভীর লাল দেখিতে অনেকটা কৃষ্ণবর্ণ রক্ত, অথবা ইউরিক এসিডের লাল লাল দানা তলানি যুক্ত এবং Renal epithelium সংযুক্ত।

প্রস্রাবে অক্‌জেলিক এসিড থাকিলে এবং অক্‌জেলিক এসিডই পাথরির (urinary calculi) প্রধান উপকরণ হইলে নাইট্রিক এসিডের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ।

প্রমেহ রোগেও আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রচুর পূঁজ স্রাব বর্ত্তমান থাকে। ক্যানাবিসের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু পূজস্রাব প্রচুর থাকিলে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম উত্তম কার্য্য করে। উপরিউক্ত জ্বালা যন্ত্রণা অনেকটা ক্যান্থারিসে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেকে সেইহেতুই প্রথমে ক্যান্থারিস প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন, ক্যান্থারিসে উপকার না হইলে তৎপর

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। Argentum nitricum is especially useful when Cantharis which it resembles, fails—Farrington)

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—যোনি অত্যন্ত প্রদাহ হয় এমন কি যোনি সংলগ্ন কোমল স্থান সমুদায় পর্য্যন্ত ফুলিয়া উঠে। প্রস্রাব কালীন যন্ত্রণা এবং রক্ত-স্রাব হয়। সঙ্গম ক্রিয়ায় স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের কষ্ট বোধ হয় এবং সঙ্গম ক্রিয়ার পর যোনি প্রদেশ হইতে রক্ত নির্গত হয় (নাইট্রিক এসিড)। স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে এই প্রকার রক্ত নির্গত হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ কোন প্রকার ক্ষতের দরুণই হইয়া থাকে।

সঙ্গম কালীন যোনিতে যন্ত্রণা বোধ হইলে ফেরাম এসেটিকাম এবং ফেরাম মিউরেটিকাম এই দুইটী ঔষধ প্রায়ই ৩য় কিংবা ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহার হয় (For painfulness of the vagina during intercourse we give Ferrum aceticum 3 to 6, also Ferrum mur 3 to 6.—Dr. Baher Page 94 Voll 11)

কলেরা—শৈশব বিসূচিকার আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। শীর্ণ, শুষ্ক, পদযুগল অস্থিচর্ম্মসার এবং অতিরিক্ত মিষ্ট প্রিয় এই প্রকার শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। মলত্যাগের সময় মল শব্দের সহিত বেগে বাহির হয় এবং মল সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত।

কলেরার মূত্র বিকারেও আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রস্রাব স্বল্প কিংবা সম্পূর্ণ অবরোধ। শ্বাসকষ্ট, মনে হয় বুকে কিছু চাপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। শ্বাসকষ্ট এত অধিক হয় যে মুখের সম্মুখে রুমাল পর্য্যন্ত ধরিতে পারা যায় না তাহাতে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। রোগী কথা কহিতে কিংবা জলপান করিতে পারে না। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে কিংবা অজ্ঞানাবস্থায় চক্ষুতারকা প্রসারিত করিয়া পড়িয়া থাকে।

হৃদস্পন্দন—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। ইহাতে হৃদস্পন্দন অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। (Patient cannot lie on the right side because it brings on so much palpitation)। বাম পার্শ্বে শয়নে হৃদস্পন্দনের বৃদ্ধি হয় এইরূপ অধিক ঔষধ মেটেরিয়া মেডিকায় দেখিতে পাওয়া যায় না—আর্জেণ্টাম নাইটি কমের ইহা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এবং

এতদ লক্ষণ সমূহ মাসিক ঋতু স্রাব কালীন অধিক হয় হৃদস্পন্দনে সমুদায় শরীর শীতল হইয়া ওষ্ঠদ্বয় এবং নিম্নাঙ্গ শীতল এবং নীল আভাযুক্ত হয়, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সচরাচর ৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয় কিন্তু ইহা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিত নয় ইহার কার্য্য অত্যন্ত গভীর। পাকস্থলীর ক্ষতে, চক্ষু প্রদাহে, প্রমেহ রোগ ইত্যাদিতে ৩০ ক্রমই সকল চিকিৎসকগণ অধিক ব্যবহার করেন।

রোগের বৃদ্ধি—ঠাণ্ডা খাদ্যদ্রব্যে, ঠাণ্ডা বায়ুতে, চিনি ভক্ষণে, অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রমে।

রোগের উপশম—খোলা মুক্ত বায়ুতে, শীতল জলে স্নানে।

রোগীর বিবরণ

১। একবার ডাক্তার কেণ্ট একটি শিশুর সবুজ বর্ণ উদরাময় চিকিৎসায় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন। কিছুতেই আরোগ্য হয় না। মার্কিউরিয়াস সল, আর্সেনিক, ক্যামোমিলা ইত্যাদি সমুদায় ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কিছুই ফল না পাইয়া একদিন শিশুর মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি অধিক চিনি খান? তিনি উত্তর করিলেন "না কখনই না"। তাঁহার স্বামী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন—তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়ই তুমি খাও। আমি প্রত্যহ অর্দ্ধসের চিনি লইয়া আসি সেগুলি কি হয়? ডাক্তার কেণ্ট এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া আর্জ্জেণ্টাম প্রয়োগ করেন এবং শিশুটী তাহাতেই আরোগ্য হয়।

(I remember a case that I figured and figured on the baby had grass green stool. Chammomilla, has green stool, Arsenicum, Mercurius and lots of remedies have grass green stool, Routinist that I was in those days. I could not get anything but Mercurius out of it and although the baby had got Mercurius, Arsenic, there was not a slight relief until I find that the mother had been eating

candy. When she was asked if she ate sweet things, sugar etc. She said—"Oh, no" "why, yes, you do" said the husband. "I bring you home a pound of candy everyday, what do you do with it ?" Oh, that was nothing." She replied. But the baby did not get well until it got Argentum Nitricum and then mother stopped eating sugar. (Dr-Kent).

আর্জেণ্টাম মেটালিকাম (Argentum Metallicum)

ইহা খাঁটি চাঁদি রৌপ্য। হ্যানিমান নিজেই ইহার প্রুভিং সম্পাদন করেন।

আর্জেণ্টাম মেটালিকামের কার্য্য এবং সন্ধি বেদনা—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম্ যেমন সচরাচর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি-যুক্ত (mucous membrane) স্থানগুলিকে অধিক আক্রমণ করে অর্থাৎ আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ক্ষত উৎপাদন করিবার প্রবণতা (tendency) অত্যন্ত অধিক সেইরূপ আর্জেণ্টাম মেটালিকামের তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ শক্ত অর্থাৎ cartilage (উপাস্থি) যুক্ত যেমন অক্ষিপুট, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি স্থান সমূহকে অধিক আক্রমণ করে অর্থাৎ আর্জেণ্টাম মেটালিকামের cartilageএ ক্ষত উৎপাদন করিবার প্রবণতা অধিক। এই দুইটি ঔষধের কার্য্যের ইহাই পার্থক্য। কিন্তু আর্জেণ্টাম মেটালিকামের বিশেষতঃ সন্ধিস্থলের উপাস্থিত (cartilage) অধিক আকর্ষণ রহিয়াছে—(It has a particular affinity

for the cartilages of joints) এবং তদ্‌হেতুই রোগী কটিদেশে মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা বশতঃ যন্ত্রণা বোধ করে। রোগী সর্ব্বদা বিশ্রামের জন্য শয়ন করিয়া থাকিতে চায়। হাঁটুদ্বয় অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়—ইহাকে সন্ধিস্থলের প্রকৃত বাত বলিতে পারা যায় না—বরং ইহা সন্ধিস্থলের উপাস্থির দোষ হেতু উদ্ভূত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং সন্ধিস্থল ইত্যাদি স্থানের উপাস্থি (Cartilage) অধিক আক্রান্ত হয়।

২। বক্তা এবং গায়কদিগের গলার স্বর বসিয়া যায়।

৩। হাসিতে, সঙ্গীত গাহিতে, চেঁচাইয়া পাঠ করিতে কাশির উদ্রেক হয়।

৪। গলদেশ এবং কণ্ঠনালী গলাধঃকরণকালীন অথবা কাশিলে চর চর করে, কাঁচা কাঁচা বোধ হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। বাম ডিম্বাশয়ে যন্ত্রণাসহ জরায়ু ভ্রংশ।

২। অণ্ডকোষে পেষণবৎ যন্ত্রণা।

৩। হাঁচি সহ জলবৎ তরল সর্দ্দি।

৪। বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ।

৫। হস্ত মৈথুনের পর প্রত্যেক রাত্রিতে লিঙ্গোদ্রেক ব্যতীত স্বপ্নদোষ, লিঙ্গ শুষ্ক শিথিল হইয়া থাকে।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—আর্জেণ্টাম মেটালিকাম রোগী লম্বা পাতলা এবং খিট্ খিটে প্রকৃতির। কোন বিষয় মনে রাখিতে পারে না। স্মরণ শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। পারদের অপব্যবহার হেতু এবং হস্ত মৈথুন জনিত শারীরিক ধাতুগত দোষের একটী উত্তম ঔষধ।

ডিম্বাশয়—আর্জেণ্টাম মেটালিকামে শরীরের বাম পার্শ্ব, বিশেষরূপে বাম ডিম্বাশয় অধিক আক্রান্ত হয় আর আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে উভয় ডিম্বাশয় আক্রান্ত হইলেও দক্ষিণ ডিম্বাশয় অধিক হয়। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের কার্য্য দক্ষিণ পার্শ্বেই অধিক প্রকাশ পায়।

আর্জেণ্টাম মেটালিকামে ডিম্বাশয়ের যন্ত্রণার সহিত জরায়ু ভ্রংশ (prolupsus of uterus) লক্ষণও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। রোগী মনে করে ডিম্বাশয় যেন অত্যন্ত বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হইতেছে।

কর্কট রোগ—(cancer)—জরায়ুর কর্কট রোগে আর্জেণ্টাম মেটালিকাম একটী উৎকৃষ্ট আশু উপকারী (palliative) ঔষধ। জরায়ু হইতে পূঁজ সদৃশ এবং রক্তযুক্ত অত্যন্ত দুর্গন্ধ কলতানি স্রাব নির্গত হয়। এত অধিক দুর্গন্ধ হয় যে, সেই ঘরে বাস করা অসহ্য হয়। অনেক সময় ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়—জরায়ুর এইরূপ অবস্থার সহিত কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না।

ক্ষত (ulcer)—আর্জেণ্টাম মেটালিকামের কার্য্য অন্যান্য ধাতুজ ঔষধের ন্যায় অত্যন্ত গভীর। ইহাতে যে ক্ষত হয় তাহা ক্রমশঃ গভীর হইতে থাকে। (ulceration that eats deeply)। ক্ষত হইতে সবুজ আভাযুক্ত অথবা পীতবর্ণ অত্যন্ত ঘন স্রাব নির্গত হয়। ক্ষত সময় সময় এত গভীর হয় যে অস্থি উপাস্থি ইত্যাদি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়। এই প্রকার ক্ষতে কোন যন্ত্রণা না থাকিতেও পারে। আর্জেণ্টাম মেটালিকামের যন্ত্রণা শূন্যতা এবং ঘন স্রাব বিশেষত্ব বলিলেই হয়।

স্বর ভঙ্গ (Hoarseness)—আর্জেণ্টাম মেটালিকাম গায়ক, বক্তা, অর্থাৎ যাহাদিগের কণ্ঠনালীর অধিক ব্যবহার হয় তাহাদিগের এবং পেশাদার গায়কদিগের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ স্বর ভঙ্গের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (This medicine has been one of the old stand-bys from the time of Hahnemann for loss of voice in professional singers—Kent) কণ্ঠনালীতে (larynx) প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয়। ইহা দেখিতে ঠিক ময়দা সিদ্ধ কাইএর ন্যায় (exactly like boild starch)। এতদ্ব্যতীত কণ্ঠনালীতে জ্বালা এবং চর চর করে।

কাশি (cough)—আর্জেণ্টাম মেটালিকামের কাশিতে বক্ষঃস্থলে কোন কষ্ট থাকে না—অতি সহজেই শ্লেষ্মা উঠে। গলা কেবল চর চর করে। শ্লেষ্মা দেখিতে ময়দার কাইএর ন্যায় (boiled starch)। সামান্য শ্লেষ্মা উঠিলেই কাশির উপশম হয়। অথচ কাশি শুষ্ক এবং অধিক শ্লেষ্মা কদাচিত ওঠে। (Cough is accompanied by an easy expectoration of white, thick, starch-like mucus without taste and smell but most of the time it is not attended by expectoration)। এতদ্ব্যতীত আরো দেখিতে পাওয়া যায়, সকল সময় শুষ্ক কাশি লাগিয়াই রহিয়াছে, কাশির যেন আর বিরাম নাই সময় সময় সামান্য অতি ক্ষুদ্র বটিকা সদৃশ সাদা শ্লেষ্মা নির্গত হয় তাহাতে কিছুক্ষণের জন্য সাময়িক কাশি হ্রাস হয়। (Every minute or two it is cough, cough, a sharp hack, without any expectoration at all, but up will come a little globule of boiled starch. It does not relieve the cough more than a second and so the cough goes on) কিন্তু কাশি রাত্রিতে শয়নে উপশম হয়। শ্লেষ্মা সাদা ব্যতীত সময় সময় পীত আভাযুক্ত ও চট্ চটে আঠার ন্যায়, গলা হইতে সহজে ছাড়িতে চায় না। শ্লেষ্মা যে প্রকারেরই হউক সর্ব্বদা ঘন এবং পুরু (thick)। আর্জেণ্টাম মেটালিকামে শ্লেষ্মা সাদা এবং হলদে দুই রকমই দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশ সময়ে সাদাই হইয়া থাকে। হাসিলে, জোরে চেঁচাইয়া পড়িলে, কাশির উদ্রেক হয় (ড্রসেরা, ফস্, ষ্ট্যানাম) এবং প্রায়ই গলা খক্ খক্ করিতে হয় কারণ শ্লেষ্মা আসিয়া গলদেশে সমাবেশ হয়। এই প্রকার কাশি শীঘ্রই ক্ষয়কাশে পরিণত হয়।

সর্দ্দি (Coryza)—হাঁচিসহ জলের ন্যায় অত্যন্ত সর্দ্দি থাকে। নাসিকার cartilage (উপাস্থি) আক্রান্ত হয়। এই প্রকার সর্দ্দি tubercular কিংবা পুরাতন sycotic ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং শীঘ্র আরোগ্যও হয় না।

শিরঃ ঘূর্ণন (vertigo)—জলের গতি কিংবা স্রোত কিংবা জল চলিয়া যাইতেছে এইরূপ দেখিলে শিরঃঘূর্ণন হয়। মস্তক অত্যন্ত ঘুড়াইতে থাকে চক্ষুতে ধুঁয়া ধুঁয়া দেখে, কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, মস্তিষ্ক গুলাইয়া যায়—। মস্তকের বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়। সামান্য মানসিক গোলমালেই শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়। কোন কার্য্যে মনযোগ দিতে পারে না। (He is incapable of carrying on a regular business and hence it has been said, almost a keynote, "Brain fag of business men.")

মৃগীরোগ (Epilepsy)—আর্জেণ্টাম মেটালিকামে অনেকটা মৃগী রোগের ন্যায় খেচুনি প্রকাশ পায়, মৃগী রোগের আক্রমণের সহিত ভীষণ প্রলাপ অবস্থা আরম্ভ হয়, রোগী উন্মাদের ন্যায় লম্ফ ঝম্ফ প্রদান করিতে থাকে এবং নিকটে যাহারা থাকে তাহাদিগকে মারিতে যায়। শরীরের নানাস্থানে খিল ধরা যন্ত্রণা হয়, এই প্রকারে ক্রমশঃ মস্তকে যন্ত্রণা হয় এবং এই যন্ত্রণা ক্রমশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া হঠাৎ হ্রাস হয়, যন্ত্রণা প্রায়ই বাম পার্শ্বেই হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্তক ঘূর্ণনও বর্ত্তমান থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ ক্রমই অধিক ব্যবহার হয়। ইহা পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা উচিত নয় ইহার কার্য্য অত্যন্ত গভীর। ২।১ মাত্রাতেই আশানুরূপ উপকার পাওয়া যায়।

সমগুণ ঔষধ—ষ্ট্যানাম, হাসিলে কাশির বৃদ্ধি হয়।

রোগের বৃদ্ধি—গাড়ী আরোহণে, স্পর্শে অথবা চাপে, কথোপকথনে, সঙ্গীতে, চেঁচাইয়া পাঠে।

এণ্টিমক্রুডাম (Antimonium Crudum)

ফিজিওলজিক্যাল ক্রিয়া—এণ্টিমণি ঔষধ সমূহের ক্রিয়া হৃৎপিণ্ড এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার উপর যথেষ্ট প্রকাশ পায় ইহাদিগের কার্য্যে অবসাদ ঘটাইয়া শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্যেরও ব্যাঘাত উৎপন্ন করে বা অধিকাংশ স্থলেই তদহেতু ঘর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। এণ্টিমণির দ্বিতীয় কার্য্য অন্নবহনলীব (alimentary) উপর—বমন, বমনোদ্বেগ, ভেদ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। এণ্টিমণির এবম্বিধ কার্য্য আছে বলিয়াই ইহাকে ওলউঠা রোগে অত্যন্ত প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং এণ্টিমণির এই প্রকার কার্য্য ফুস্ ফুস্ পাকাশয়িক স্নায়ু হইতেই উত্থিত হয় বলিয়া মনে হয় কাজে কাজেই ইহার কার্য্যকে সম্পূর্ণ স্থানীয় অর্থাৎ local বলা যাইতে পারে না।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শিশু খিট্ খিটে, রাগী, কাহারো স্পর্শ অথবা কাহারো তাহার প্রতি তাকান পছন্দ করেনা, অত্যন্ত বিরক্ত হয়। (Cannot bear to be touched or looked at, child fretful peevish) তাহার প্রতি একদৃষ্টে সামান্য তাকাইলেই বিরক্ত হয়। রোগী নিজে কোন কথা বলিতে কিম্বা কেহ তাহাকে কোন কথা বলে তাহাও ইচ্ছা করে না।

২। অত্যধিক আহার হেতু পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ। জিহ্বা দুগ্ধবৎ শ্বেত লেপাবৃত (thick, milky white coating on the tongue) পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল সামান্য আহারেই পেটের গোলযোগ হয়।

৩। শিশু শীতল জলে স্নানে বিরক্ত হয় (aversion to cold bathing) কিছুতেই শীতল জলে স্নান করিতে চায় না। শিরঃপীড়া এবং নানা প্রকার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। অত্যধিক উত্তাপ বিশেষতঃ সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। উদরাময় ভেদ বমন ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।

৪। শিশু এবং বৃদ্ধদিগের বিশেষতঃ মেদ প্রবণ শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

৫। বৃদ্ধদিগের পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং উদরাময়ের (alternate Constipation and Diarrhoea) উত্তম ঔষধ।

৬। গাত্র ত্বকের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি (abnormal growth of skin) হস্ত এবং পদের নখ ভঙ্গ প্রবণ, চির খাইয়া ফাটিয়া যায় এবং বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৭। গাত্রে এবং বিশেষতঃ পদতলে বৃহদাকারের কড়া (corns) উৎপন্ন হয় এবং রোগী তদহেতু হাঁটিতে কষ্ট বোধ করে।

সাধারণ লক্ষণ

১। শিশুর নাসারন্ধ্রের ধার এবং ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থল চিরিয়া যায় এবং ক্ষত হয়।

২। শ্লেষ্মা স্রাবী অর্শ—সর্ব্বদা মলদ্বার হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয় তাহাতে স্থান হাজিয়া যায় এবং কাপড়ে দাগ লাগে।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—প্রত্যেক ঔষধেরই এক একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যামোমিলার শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ঘুড়িয়া বেড়াইলে ক্রন্দনের উপশম হয়। বোরাক্সে নিম্নাভিমুখীন গতিতে শিশুর ক্রন্দন বৃদ্ধি হয়, সেই প্রকার এন্টিম ক্রুডামে শিশুর প্রতি একদৃষ্টে তাকাইলে কিম্বা স্পর্শ করিলে বিরক্ত হয় (child cannot bear to be touched or looked at) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় মানসিক লক্ষণই হইতেছে বিশেষ বিশেষত্ব সেই প্রকার এন্টিম ক্রুডামের মানসিক লক্ষণও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—শিশু অত্যন্ত খিটখিটে এবং রাগী, তাহার দিকে কেহ তাকায় কিম্বা কেহ স্পর্শ করে সে আদপেই পছন্দ করে না—বরং অত্যন্ত বিরক্ত হয় (সিনা, সাইলিসিয়া). এক গুঁয়ে স্বভাব কাহারও কোন কথা শুনিতে ইচ্ছা করে না। নাসারন্ধ্রের ধার এবং ওষ্ঠদ্বয়ের কোণগুলি চির

খাইয়া ফাটিয়া যায় ও ক্ষত হয় (নাসিকা ফাটিয়া যায় কার্ব্ব এনামেলিস) শিশুদিগের এবম্প্রকার মানসিক লক্ষণের সহিত নাড়ীর গতির অনিয়মতা বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। শীতল জলে স্নান করিতে হইলে শিশু ভয়ানক বিরক্ত হয়। উষ্ণ জল তত অধিক খারাপ বোধ করে না। এন্টিম ক্রুডাম রোগীর ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক-দিগের মধ্যে এই প্রকার খিটখিটে মানসিক লক্ষণ অধিক দেখা যায় না। তাহারা বরং পালসেটিলার ন্যায় বিমর্ষ এবং ক্রন্দনভাবাপন্ন হয়, এতদ্ব্যতীত কোন কোন স্থানে প্রণয়সূচক অবস্থাও (sentimental mood) প্রকাশ পায় রোগী সুন্দরী স্ত্রীলোকের ভালবাসায় পতিত হইয়াছে এইরূপ কল্পনা করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করে, গান গায়। এন্টিম ক্রুডামে শিশুদিগের এই প্রকার মানসিক লক্ষণের সহিত অধিকাংশ স্থলেই পাকস্থলির গোলযোগ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

পরিপাক ক্রিয়া এবং বমন—এই ঔষধের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে পরিপাক ক্রিয়ার উপর। পরিপাক ক্রিয়ায় ব্যতিক্রম হইলে সর্ব্বপ্রথমেই জিহ্বাতে তাহার পরিচয় প্রকাশ পায়। জিহ্বা দুগ্ধবৎ শ্বেত লেপাবৃত হয়। (thickly coated, white, very white as milk).—ইহাই হইতেছে এই ঔষধের সর্ব্বপ্রধান পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। জিহ্বার সমুদয় স্থানই সমভাবে শ্বেত লেপে আবৃত থাকে। ইহা ব্যতীত কখন কখন আবার দেখা যায় এই সাদা লেপ (white coating) ক্রমশঃ জিহ্বার পশ্চাদ্দিকে ঈষৎ পীতাভ হইয়া আইসে। আবার কখন কখন জিহ্বার পার্শ্ব লালবর্ণ এবং কিঞ্চিৎ ক্ষতযুক্ত হয়। অনেক ঔষধেই শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু এন্টিমক্রুডামের ন্যায় এত অধিক শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা আর কোন ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয় না। অত্যধিক আহার হেতু পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হইলে এবং তদসহ বমন বোধ, পাকস্থলিতে যন্ত্রণা এবং উক্তপ্রকার শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা বর্ত্তমান থাকিলে সর্ব্বপ্রথমেই এন্টিম ক্রুডামকে স্মরণ করিবে। এবম্প্রকার লক্ষণের এন্টিমক্রুডামই হইতেছে অতি উপযুক্ত ঔষধ। এন্টিমক্রুডাম বিশেষতঃ অত্যধিক পাকস্থলিপূর্ণ করিয়া আহার অথবা অধিক গ্রীষ্মের উত্তাপ অথবা অধিক শীতল জলে স্নান হেতু বমন হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এন্টিমক্রুডামের পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগের সহিত বমন এবং

বমনেচ্ছা উভয় থাকিতে পারে কিন্তু বমনেচ্ছাই প্রবল থাকে। শিশু যাহা আহার কিম্বা পান করে বমনের সহিত তাহাই উঠিয়া আইসে। শিশুদিগের বমনে ইহা যত অধিক নির্ব্বাচিত হয়, বয়সের অন্য অবস্থায় ততোধিক দেখা যায় না। কিন্তু এণ্টিমক্রুডাম শৈশব এবং বার্দ্ধক্য এই দুই অবস্থাতেই অধিক প্রয়োগ হয়। শিশু যেমন দুগ্ধ পান করে তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলে। বমনের দুগ্ধ চাপ চাপ দধির ন্যায় হইয়া (curdled milk) বহির্গত হয় এবং তৎসহিত শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে ইহা ব্যতীত সময় সময় পৈত্তিক বমনও হয়। ক্ষুধামান্দ্য, পকাশয় শূল ইত্যাদিও অল্প বিস্তর বর্ত্তমান থাকে এবং থাকিয়া থাকিয়া ভুক্ত দ্রব্যের গন্ধ যুক্ত উদ্গারও ওঠে।

উদরাময় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য—উদরাময় জলবৎতরল অথবা আংশিক তরল এবং আংশিক শক্ত শক্ত মলযুক্ত অথবা ক্ষুদ্র ডেলা ডেলা মল এবং অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য মিশ্রিত অথচ ছানার শক্ত শক্ত দলাযুক্ত (Hard lumps of curdled milk) ইহা ব্যতীত, রোগীর এইরূপ বোধহয় যে মলত্যাগকালীন প্রচুর মল নির্গত হইবে কিন্তু কেবলমাত্র বায়ু নিঃস্বরণ হয়, অবশেষে শক্ত শক্ত মল বহির্গত হয়। উদরাময় শীতল জলে স্নানে অম্ল কিংবা—ভিনিগার পানে কিম্বা অত্যধিক উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। এণ্টিমক্রুডামে প্রায়ই দেখা যায় বমন অবস্থায় প্রাধান্য কালীন কোষ্ঠ কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে এবং কোষ্ঠ কাঠিন্য মল সাদা শুষ্ক গুটলে গুটলে হয় দেখিতে অনেকটা চাপ চাপ শক্ত ছানার ন্যায়। এণ্টিমক্রুডাম যেমন শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে সেই প্রকার বৃদ্ধদিগেরও ইহা একটি উত্তম ঔষধ। বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময়ের ইহাকে একমাত্র ঔষধ বলিলেই হয়।

ইথুজা—ইহাতেও আমরা এণ্টিমক্রুডামের ন্যায় থান থান দধির ন্যায় বমন দেখিতে পাই। কিন্তু ইহা বিশেষতঃ শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন অধিক হয় এবং অন্য সময়েও হয়। বমন অত্যন্ত জোরের সহিত নির্গত হয় এবং বমনের পর শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া ঝিমাইয়া পড়ে পুনরায় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেমনি স্তন কিংবা দুগ্ধ পান করে আবার উক্ত প্রকারে বেগের সহিত থান থান আকারে বমন হইয়া উঠিয়া যায়। ইথুজার দুগ্ধের চাপ সমূহ অত্যন্ত বৃহৎ

বৃহৎ হয় এমন কি অনেক সময় গলায় আটকাইয়া যাইবার উপক্রম হয়। এন্টিম ক্রুডামে শিশুকে পেট বোঝাই করিয়া দুগ্ধ পান করাইলে অর্থাৎ অত্যধিক আহার করাইলে বমনের আশঙ্কা হয়। রোগ বাড়াবাড়ি হইলে এবং বহুদিন যাবৎ পথ্যাপথ্যের দোষ অথবা গ্রীষ্মের উত্তাপ অথবা দন্তোদ্গমের উপসর্গ হেতু ভুগিয়া ভুগিয়া শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ইথুজা ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ইথুজা Teething children দিগের দন্তের মাড়ির যন্ত্রণাতে উত্তম কার্য্য করে যখন বমনই তাহাদিগের রোগের প্রধান লক্ষণ হয়।

ইপিকাক—আহার অথবা কাশির পর বমন এন্টিমক্রুডামের ন্যায় ইহাতেও অত্যন্ত প্রবল রহিয়াছে কিন্তু ইপিকাকে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা বমনেচ্ছা (nausea) অত্যন্ত অধিক আর এন্টিমক্রুডামে বমন এবং বমনোদ্রেক (Vomiting and retching) অত্যন্ত অধিক। ইহা ব্যতীত এন্টিমক্রুডামের জিহ্বা দুগ্ধবৎ শ্বেতলেপাবৃত আর ইপিককের জিহ্বা পরিষ্কার।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব- ছানা ছানা দুগ্ধ এবং অম্ল বমনে (curdled milk) ক্যালকেরিয়া কার্ব্বও একটি উত্তম ঔষধ এবং শিশুদিগেতে ইহা সর্ব্বদা প্রয়োগ হয়। ক্যালকেরিয়া রোগীর শারীরিক গঠন সম্বন্ধেও অত্যন্ত বিশেষত্ব রহিয়াছে (ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব দেখ) ক্যালকেরিয়ার ভেদ এবং বমন উভয়েই ছানা কাটা, মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ অথবা অম্ল গন্ধ যুক্ত। ইথুজাতে কেবল বমনের সহিত জমাট দুগ্ধ বর্ত্তমান থাকে, মলের সহিত থাকে না। থান থান জমাট দুগ্ধ বমনে ইথুজাই অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইথুজাতে শিশুকে দুগ্ধ পান করান মাত্রই অত্যন্ত বেগের সহিত বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং বমনান্তে শিশু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহাই হইতেছে ইথুজার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। ক্যালকেরিয়াতে দধির ন্যায় থান থান বমন হয় না, কেবল পুনঃ পুনঃ দুধ তুলিয়া ফেলে এবং ছানা কাটা কাটা থাকে। জিহ্বা দেখিলেই এন্টিমক্রুডাম হইতে ইথুজা এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে পৃথক করিতে অধিক কষ্ট হয়না যেহেতু ইহাদের জিহ্বা পরিষ্কার আর এন্টিক্রুডামের জিহ্বা দুগ্ধবৎ শ্বেত লেপাবৃত।

দুগ্ধ বমনের ঔষধসমূহের পার্থক্য নিরূপণ।

এন্টিমক্রুডাম

১। অত্যধিক আহার অথবা অত্যধিক উত্তাপ অথবা অত্যধিক শীতল জলে স্নান হেতু হয়।

২। বমনের সহিত ভুক্ত দ্রব্য বহির্গত হইয়া যায়। শিশুদিগের বমনের সহিত জমাট জমাট দুগ্ধ অর্থাৎ দধির ন্যায় চাপ চাপ উঠিতে থাকে।

৩। উদরাময় জলবৎতরল এবং তৎসহিত অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য অথবা ডেলা ডেলা মল অথবা শক্ত শক্ত দুগ্ধের চাপ বর্ত্তমান থাকে।

৪। জিহ্বা অত্যন্ত শ্বেত লেপাবৃত।

শিশু এবং বৃদ্ধদিগের প্রতি অধিক ব্যবহার হয়।

ইথুজা—

১। শিশুদিগের দন্তোদ্গম কালীন অধিক হয়। ইহা ব্যতীত অন্য সময়ও হয়।

২। বমন অত্যন্ত জোরের সহিত নির্গত হয়। বমনান্তে শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া শুইয়া পড়ে। পুনরায় ক্ষুধিত হইয়া যেমনি দুগ্ধ পান করে আবার তেমনি তৎক্ষনাৎ দুধ তুলিয়া ফেলে। বমন দধির ন্যায় থান থান।

৩। উদরাময় পীত এবং সবুজ আভাযুক্ত উদরাময়ে দধির ন্যায় চাপ থাকে না—

৪। জিহ্বার কোন বিশেষত্ব নাই।

এই ঔষধ শিশুদিগের প্রতি কেবল ব্যবহার হয়।

ইপিকাক—

১। বমন অপেক্ষা বমনের ইচ্ছা অত্যন্ত অধিক থাকে।

২। আহারের পর বমন বৃদ্ধি হয় এবং ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়।

৩। মল ঘাসের ন্যায় সবুজ ফেনা ফেনা উদরে শূল বেদনা থাকে। নাভি কুণ্ডলের চতুর্দ্দিকে যন্ত্রণা হয়।

৪। জিহ্বা পরিষ্কার।

অবিরাম বমনেচ্ছা (Continuous Nausea) হইতেছে বিশেষ বিশেষত্ব। জিহ্বা সর্ব্বদা পরিষ্কার।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব—

১। শিশু মোটা মাংসাল এবং অত্যন্ত শ্লেষ্মা প্রধান।

২। বমন দুগ্ধ পান করা কালীন আরম্ভ হয় এবং অন্য সময়েও হয়। বমন (Flakes of curdled milk) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছানা ছানা বর্ত্তমান থাকে।

৩। উদরাময় জলবৎ তরল কিম্বা শ্লেষ্মাযুক্ত সবুজ কিম্বা সাদা অত্যন্ত দুর্গন্ধ অথবা অম্লগন্ধযুক্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেঁড়া ছেঁড়া ছানা থাকে (curdled milk)।

৪। জিহ্বা পরিষ্কার। বমন এবং মল উভয়েতেই দুগ্ধ ছানা (flakes of curdled milk) থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় শিশুর মস্তকে বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়। হস্তপদ সদা সর্ব্বদা শীতল থাকে। এই ঔষধটিতে রোগের লক্ষণ অপেক্ষা রোগীর ধাতুগত লক্ষণ বিশেষত্ব, এণ্টিমক্রুডামের জিহ্বার সহিত ব্রাইওনিয়ার কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। এণ্টিমক্রুডামের জিহ্বার শ্বেত লেপ অত্যন্ত অধিকরূপ থাকে এবং জিহ্বার সমুদায় স্থান সমভাবে লেপাবৃত হয়। ব্রাইওনিয়ার যদিও শ্বেত লেপাবৃত আছে কিন্তু এণ্টিমক্রুডামের মত তত অধিক নয়। শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা দেখিলেই এই দুইটি ঔষধকে স্মরণ করিতে ভুলিবে না। সকল গ্রন্থকারগণই বলিয়া গিয়াছেন এণ্টিমক্রুডামের জিহ্বার প্রলেপ (coating) অত্যন্ত পুরু যেন সাদা চুণের প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে (Tongue coated thick white as if white washed)। এই বিষয়ে কাহারো মত ভেদ দেখা যায় না, অথচ জিহ্বার প্রলেপ বিষয়ে ফ্যারিংটন সাহেব এই দুইটি ঔষধে যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিতেছেন, ইহা অত্যন্ত সত্য কথা। আমি একটি রোগীর বিষয় বর্ণনা করিতেছি তাহাতেই ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে।

একজন স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় ৭০ হইবে, জ্বরে ভুগিতেছেন জ্বর প্রায় ১১।১২টার বৃদ্ধি হইত, সম্পূর্ণ জ্বরের বিয়োগ হইত বলিয়া আমার মনে হয় না, প্রথমতঃ কোষ্ঠ কাঠিন্য ছিল, তৎপর তরল ভেদ হইতে আরম্ভ হইল এবং বুকে প্রচুর তরল শ্লেষ্মা কাশিও বর্ত্তমান ছিল, জিহ্বার অত্যন্ত ভীষণরূপ লেপাবৃত দেখিলে সকলেরই এণ্টিমক্রুডামের বিষয় মনে পড়িত অথচ

এন্টিমক্রুডামে কোনই উপকার হইতেছিল না। রোগীর আত্মীয়স্বজন জিহ্বা দেখিয়া বলিতেন "এই প্রকার লেপাবৃত জিহ্বা কি করিয়া পরিষ্কার হইবে, আমাদের ধারণার মধ্যেই আসে না"। প্রত্যহ একজন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক আসিতেন, অথচ তিনি চিকিৎসার ভার লইতেন না; তিনি বলিতেন এবার বোধ হয় আর সারিয়া উঠিতে পারিবেন না"। পরামর্শার্থ আরো ২।৩ জন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং প্রবীণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে ডাকিয়া আনা হইল অনেক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হইল, জ্বর কিছুতেই উপশম হয় না, ক্রমশঃ রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল এবং পুত্রেরাও আমাকে ছাড়েন না, আমি তখন পলাইতে পারিলে বাঁচি। অবশেষে আমি একদিন ব্রাইওনিয়া দিলাম এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, সেইদিন হইতেই জ্বর হ্রাস হইয়া আসিল এবং কয়েক দিনের মধ্যে রোগী একমাত্র ব্রাইওনিয়াতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিল।" এই স্থলে আমার ইহা উল্লেখ করা তাৎপর্য্য হইতেছে —যে এন্টিমক্রুডামের জিহ্বার সহিত ব্রাইওনিয়ার সাদৃশ্যতা দেখান। আমার মনে হয় যে স্থলে জিহ্বা ঈষৎ পীত লেপাবৃত হয়, সে স্থলে ব্রাইওনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য আর যে স্থলে পুরু শ্বেত লেপাবৃত হয় সে স্থলে এন্টিমক্রুডামকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।—এই স্থলে ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ না করার কারণই হইতেছে "কোষ্ঠ কাঠিন্যের পরিবর্ত্তে উদরাময় বর্ত্তমান থাকা—"। কোষ্ঠ কাঠিন্য ব্রাইওনিয়ার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।—আমি ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি জিহ্বার অধিকরূপ শ্বেত লেপাবৃত দেখিলে এন্টিমক্রুডামের সহিত ব্রাইওনিয়াকে চিন্তা করিবে।—এইস্থলে জিহ্বার উপর নির্ভর করিয়া ব্রাইওনিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতেই রোগী সম্পুর্ণ আরোগ্য হয়। —যদিও আমি এই স্থলে জিহ্বার সাদৃশ্যতা বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা বলিলাম তথাপি আর আর আনুসঙ্গিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ভঙ্গপ্রবণ নখ (Nail splitting)—ইহা একটি অতি অস্বাভাবিক শারীরিক লক্ষণ (Constitutional symptom) এবং হস্ত ও পদের নখাগ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। হস্তের নখগুলি ভঙ্গপ্রবণ হয় এবং সহজে ভাঙ্গিয়া ফাটিয়া যায় ও অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি হয়। যদি কোন প্রকারে কোন নখ ফাটিয়া যায় তাহা হইলে তাহা শীঘ্র পূর্ব্বাবস্থায় না আসিয়া অন্য আকার প্রাপ্ত হয়, পুরু হইয়া চির খাইয়া যায়।

পদদ্বয়ের নখগুলিও এই প্রকার ভঙ্গ প্রবণ হয় অথবা বিকৃতি আকার প্রাপ্ত হয় অথবা শুষ্ক হইয়া যায়, আর বৃদ্ধি হয় না ডাক্তার ফ্যারিংটন বলিতেছেন —I have also used this drug successfully in treating a split hoof in the case of my own horse অর্থাৎ ফ্যারিংটন সাহেব তাঁহার নিজের ঘোড়ার এই প্রকার নখের দোষ এণ্টিমক্রূডাম ব্যবহার করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন।

সাইলিসিয়া—হস্ত এবং পদের উভয় স্থানের নখাগ্র বিকৃতি প্রাপ্ত হয় (Nail crippled on fingers and toes)।

থুজা—নখসমূহ ভঙ্গপ্রবণ হয় এবং ক্ষয় হইয়া এক প্রকার বিকৃতি অবস্থায় পরিণত হয়। প্রমেহ রোগের দোষ থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়, (Nail brittle, crumbling, distorted).

গ্র্যাফাইটিস—নখ ভঙ্গ প্রবণ এবং ক্ষতের ন্যায় যন্ত্রণা হয়। পুরু ক্ষয় হইয়া বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এতদসহ চর্ম্মরোগ বর্ত্তমান থাকিলেই ইহা অধিক ফলপ্রদ হয়। (Nails become thick, crippled).

কড়া (corns)—কড়া শারীরিক ধাতু দোষ এবং জুতার চাপে উৎপন্ন হয়। থুজার বাহ্যিক প্রলেপে অল্প সময়ে উপকার পাওয়া যায়। পদদ্বয়ের তলায় কড়ার (corns and callositis) এণ্টিমক্রূডাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। দেখিতে অনেকটা শৃঙ্গাকৃতি (Horny) আকারের হয় এবং এত অধিক স্পর্শাধিক্য (sensative and tender) যে মাটিতে পা ফেলিয়া রোগী হাঁটিতে পারে না। এইরূপ দেখা গিয়াছে যে অত্যন্ত দুরারোগ্য বাত রোগও (worst cases of chronic rheumatism) এতদ লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া এণ্টিমক্রূডাম প্রয়োগ করাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। গাত্র ত্বকের যে স্থানেই হউক উক্ত প্রকার শৃঙ্গাকৃতি উপমাংস (Horny excrscenses) অর্থাৎ কড়ার উদ্ভব দেখিলেই এণ্টিমক্রূডাম স্মরণ করা উচিত। কারণ এইরূপ অবস্থায় ইহা একটি উত্তম ঔষধ।

ব্যারাইটা কার্ব্ব—ইহাতে পায়ের তলায় যন্ত্রণা হয় এবং ইহা পায়ের ঘামের দরুণ হয়।

লেডাম—পায়ের গোড়ালিতে এবং তলায় যন্ত্রণা হয় এবং তদহেতু রোগী হাঁটিতে কষ্ট বোধ করে।

মেডোরহিনাম—হাঁটুতে ভর দিয়া হাঁটে। একটি শিশু বড় হইয়াও হাঁটিতে পারিত না কেবল হাঁটুতে ভর দিয়া চলিত, এইরূপ অবস্থায় মেডোরহিনাম দেওয়ায় অত্যন্ত উপকার হয়।

লাইকোপোডিয়ম—পায়ের তলা স্ফীত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়। এই কড়া সম্বন্ধে ডাক্তার ক্যাসপারি (Dr. Caspare) একস্থানে বলিতেছেন—একটি রোগীর পদতলের নিম্নে বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকট প্রায় মধ্যে মধ্যে শৃঙ্গাকৃতি হইয়া মাংস উঁচু হইয়া উঠিত এবং তিনি ছুড়ি দিয়া তাহা কাটিয়া দিতেন। কিন্তু পুনরায় হইত এবং যন্ত্রণা বোধ করিত এইরূপ বহুদিন হইতে হইতেছিল, ডাক্তার ক্যাসপারি তাহাকে এন্টিমক্রুডাম দ্বারায় সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

চর্ম্মরোগ—যে সমুদায় শিশুদিগের প্রতি এন্টিমক্রুডাম নির্ব্বাচিত হয় তাহাদিগের প্রায়ই পীড়িকা (eruption) বর্ত্তমান থাকে এবং এই পীড়কা সমূহ (eruption) মামড়িযুক্ত (consisting of crust) দেখিতে অনেকটা মধুর ন্যায় হলদে বর্ণ এবং কড়ার (corns) ন্যায় পুরু। আক্রান্ত স্থানের ত্বক অল্পতেই ফাটিয়া যায়। এইরূপ চিড়িয়া যাওয়া বিশেষতঃ নাসারন্ধ্রের এবং ওষ্ঠদ্বয়ের সন্ধিস্থলে অধিক প্রকাশ পায়।

ডাক্তার ক্লোটার মুলার এন্টিমনিয়ম ক্রুডামকে পীতবর্ণ পীড়কার (Impetigo) অতি উত্তম ঔষধ বলেন তিনি বলেন মুখমণ্ডলে এবং জননেন্দ্রিয়ে হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। Dr. Cloter Muller speaks of its extraordinary efficacy in affections on the skin. I have reason to think," he writes, "that Antimonium Crudum is an invaluable remedy in all cutaneous affections where pimples, pustules, pocks or furuncular elevations arise primarily or secondarily, especially when at the same time there is severe continued pricking itching, of the skin, and after rubbing tenderness and soreness." It is particularly useful, he adds, when such phenomena occur on the face or on the genitals, as in impetigo scroti" (Hughes)

ডিপথিরিয়া—ডাক্তার ফ্যারিংটন এই ঔষধের মানসিক লক্ষণ এবং

নাসারন্ধ্রের চারিপার্শ্বে ও ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থলে উপরিউক্ত প্রকার বিদারণ এবং মামড়ি (Crust) যুক্ত পীড়কা লক্ষণে এণ্টিমক্রুডাম প্রয়োগে একটি শিশুর ডিপথিরিয়া আরোগ্য করেন I know of one case of diphtheria cured by Antim crudum when the symptoms were these—the child was very cross, whining and crying simply because it was looked at, this was, specially so on awakening from sleep and there were those crust around the nosestrills and in the corners of the mouth, Antimonium crudum not only removed these but cured the diphtheria,—Farrington).

উপরিউক্ত ঘটনাটিতে এণ্টিমনিয়ামক্রুডামের লক্ষণ কি প্রকার মূল্যবান তাহাই নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

চক্ষুপ্রদাহ—উত্তাপ হেতু উদ্ভূত চক্ষুর প্রদাহেও এণ্টিমক্রুডাম ব্যবহার হয়। উজ্জ্বল আলো, সূর্য্যের কিরণ কিংবা অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না, তাহাতে যন্ত্রণা অধিক হয়। (মারকিউরিয়াস সল)। এণ্টিমক্রুডামে চক্ষুর কোনে (Canthus) অধিক প্রদাহ হয়, গ্র্যাফাইটিসে চক্ষুর পাতার সমুদায় ধারে অধিক প্রদাহ হয় ইহা ব্যতীত এণ্টিমক্রুডাম অক্ষিপুটের পুরাতন আরক্তিমতারও (Chronic redness of the eye-lid) একটি উত্তম ঔষধ।

জরায়ু ভ্রংশ—স্ত্রী জননেন্দ্রিয়েও এণ্টিমক্রুডামের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলেই বলা হইয়াছে এই ঔষধে শীতল জলে স্নান রোগীর সহ্য হয় না, সেইরূপ শীতল জলে স্নান করিয়া মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হইলে এবং জরায়ু নির্গমনের (Prolupsus of uterus) আশঙ্কা সকল সময় জরায়ু প্রদেশে (Bearing down) নিম্নাভিমুখীন আকর্ষণ যন্ত্রণা যেন কিছু একটা যোনিদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ অবস্থা হইলেও ডিম্বাশয় প্রদেশ (Ovarian regions) যন্ত্রণাযুক্ত এবং স্পর্শাধিক্য হইলে এণ্টিমক্রুডাম ব্যবহারে অনেক সময় বেশ উপকার পাওয়া যায়।

বাত—এণ্টিমক্রুডাম গেঁটে বাতে উত্তম কার্য্য করে। বিশেষতঃ যখন ইহা ধাতুগত দোষ হইয়া পড়ে (When gout has become constitutional) সন্ধির (joint) অনেক স্থলে গেঁটে বাতের দরুণ ঢিবলি ঢিবলি আকারের

অস্থিগুল্ম (nodes) প্রকাশ পায়। যদ্যপি এই ঔষধের পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকার পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলেই উপকারের যথেষ্ট আশা করা যাইতে পারে নতুবা ইহা প্রয়োগে কিছুই হইবে না।

এন্টিমক্রুডামে আমরা আর একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে পাই। যখন রোগের কোন উপসর্গ আরোগ্য হইয়া পুনরায় আবির্ভাব হয় তখন তাহা সচরাচর শরীরের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে অর্থাৎ হঠাৎ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে। এতদস্থলে স্থান পরিবর্ত্তনের বিশেষত্ব যে শরীরের এক পার্শ্ব হইতে আর এক পার্শ্বে প্রকাশ হয়। (উর্দ্ধে বাম পার্শ্বে এবং নিম্নে দক্ষিণ পার্শ্বে—এগারিকাস। উর্দ্ধে দক্ষিণ পার্শ্ব এবং নিম্নে বাম পার্শ্বে—মডোরহিনাম, ফসফরাস, ব্রোমিয়াম)।

শিরঃপীড়া—শীতল জলে স্নানে, ঠাণ্ডা লাগিয়া, মাদক দ্রব্য সেবনে পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে অথবা ঘৃত পক্ক খাদ্য দ্রব্য আহারে অথবা কোন প্রকার পীড়িকা অবরুদ্ধ হেতু হয়।

স্বরভঙ্গ—এন্টিমক্রুডাম রোগী যেমন অধিক ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না সেই প্রকার অধিক উত্তাপও সহ্য করিতে পারে না। অধিক গরম হেতু স্বরভঙ্গ (Loss of voice) এবং মানসিক উপসর্গ প্রকাশ পায়, অতি অল্পতেই রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়ে। আগুনের নিকট রান্না কিম্বা অগ্নির উত্তাপে কিম্বা সূর্য্যের কিরণে কার্য্য করিয়া কোন রোগ হইলে এন্টিমক্রুডামের বিষয় চিন্তা করিবে। এন্টিমক্রুডাম গ্রীষ্মকালীন রোগের একটি অতি প্রধান ঔষধ। এন্টিমক্রুডামের রোগী প্রধানতঃ রৌদ্রের উত্তাপ আদপেই সহ্য করিতে পারে না, ভেদ, বমন, কাশি, শিরঃপীড়া ইত্যাদি নানান উৎসর্গ প্রকাশ পায়।

গ্রীষ্মের উত্তাপে যে প্রকার নানান রোগের বৃদ্ধি হয় সেই প্রকার অধিক ঠাণ্ডায়, শীতল জলে স্নানেও এন্টিমক্রুডাম রোগীর শিরঃপীড়া উদরাময় পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ দন্তশূল ইত্যাদি নানান উপসর্গ প্রকাশ পায়। কোন পুরাতন রোগ শীতল জলে কিম্বা নদীতে স্নান করিয়া হইয়াছে জানিতে পারিলে তাহাতে এন্টিমক্রুডামকে চিন্তা করা উচিত। (When any case of long standing comes to us and the patient date the begining of his trouble to going in swimming or falling into the

water we think of Antimonium Crudum and examine for further indication for the drug—(Nash)।

অর্শ—শ্লেষ্ম বং রসস্রাবী অর্শের অর্থাৎ mucous pilesএর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্ব্বদা সামান্য সামান্য শ্লেষ্মা নিঃসরণ হইতে থাকে কাপড়ে দাগ লাগে এবং মলদ্বার হাজিয়া যায় অথচ জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না।

হুপিং কাশি—শরীর অত্যধিক উত্তপ্ত হইলে অথবা উষ্ণ ঘরে অথবা শীতল জলে স্নানে বৃদ্ধি হয়।

জ্বর

সময়—দিন ১২টা অথবা অপরাহ্ণ।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—(Prodrome)—পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ এবং মানসিক অবসাদ উপস্থিত হয়।

শীতাবস্থা—পিপাসা থাকে না (এপিস, পালসেটিলা, চায়না)। শীত দ্বিপ্রহরে অথবা অপরাহ্ণে হয় এবং শরীরের পশ্চাতে অধিক বোধ করে। প্রকৃত শীত অপেক্ষা শীতভাবের প্রাধান্যই অত্যন্ত অধিক (chilliness predominates) এমন কি উত্তপ্ত ঘরেও শীত বোধ করে। (উত্তপ্ত ঘরে অথবা আগুনের নিকট বসিলেও শীত শীত বোধ অধিক বৃদ্ধি হয়—এপিস বাহ্যিক উত্তাপে শীত বৃদ্ধি হয়—ইপিকাক)। শীত অবস্থায় অত্যন্ত ঘুমাইতে ইচ্ছা করে (দাহ অবস্থায় ঘুমাইতে ইচ্ছা করে--এপিস)। শীতের সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম্ম অবস্থা প্রকাশ পায়। শীত অবস্থা অনেক সময় প্রকাশই হয় না এবং হইলেও অতি সামান্য হয়।

দাহ অবস্থা—পিপাসা থাকে না। দাহ অবস্থায় যখন ঘর্ম্ম হয় প্রায় দেখা যায় ঘণ্টা খানেকের জন্য শরীর অত্যন্ত গরম হয়। তৎপরে হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া আবার কয়েক ঘণ্টার জন্য শরীরে শুষ্ক উত্তাপের সঞ্চার হয়। সূর্য্য কিরণে সামান্য পরিশ্রমেই শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। দাহ অবস্থায় সময় সময় বমনও হয়।

ঘর্ম্ম অবস্থা—পিপাসা থাকে না। শীতের সঙ্গে সঙ্গেই অথবা শীত অবস্থার পরই ঘর্ম্মাবস্থা প্রকাশ পায়। একদিন অন্তর প্রতি প্রাতঃকালে একই সময়ে ঘর্ম্ম হয়।

জিহ্বা—দুগ্ধবৎ অত্যন্ত শ্বেত লেপাবৃত (Thickly coated milky white) এই জিহ্বাই এন্টিমক্রূডামের সর্ব্বপ্রধান পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। স্বাদ তিক্ত।

নাড়ী—নাড়ীর গতি অত্যন্ত অসামঞ্জস্য। কখন দ্রুত আবার কখন মৃদু অথবা প্রবল হয়। প্রত্যেক কয়েকটি স্পন্দনের পর নাড়ীর গতির পরিবর্ত্তন হয়।

বিচ্ছেদাবস্থা (apyrexia)—পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগের লক্ষণই প্রাধান্য থাকে (ইপিকাক, পালসেটিলা, নাক্সভমিকা) ক্ষুধা থাকে না। বমনেচ্ছা, বমন এবং তিক্ত আস্বাদ। পাকস্থলী প্রদেশে ভার ভার বোধ। ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদযুক্ত উদ্গার। উদরে যন্ত্রণা এবং তদসহিত উদরাময় কিংবা কোষ্ঠবদ্ধ। খাদ্যদ্রব্যের প্রতি অরুচি কিন্তু অম্ল দ্রব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা (লবণ খাইতে ইচ্ছা—নেট্রাম মিউর)।

এন্টিমক্রুডাম	পালসেটিলা
জ্বরের অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা — দুঃখ এবং বিষাদজনক মনোভাব।	জ্বরের অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা —পিপাসা এবং উদরাময়।
শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। শীতের পরই ঘর্ম্ম এবং তৎপর দাহ হয় অথবা এক সঙ্গেই শীত এবং ঘর্ম্ম অথবা ঘর্ম্ম এবং দাহ পর্য্যায় ক্রমে হয়।	শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। দাহ এবং ঘর্ম্ম ঠিক নিয়মিত ভাবেই হয়। কখন কখন কেবল এক পার্শ্বেই শীত হয়। দুইটি শীতের আক্রমণ এক প্রকার নয় (no two chills alike).
জিহ্বা—দুগ্ধবৎ শ্বেতলেপাবৃত। উদরাময় অথবা কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে।	জিহ্বা—হলদে বর্ণ শ্লেষ্মায় আবৃত থাকে। উদরাময় থাকে।
পিপাসা—কোন অবস্থাতেই থাকে না।	পিপাসা—শীত আসিবার পূর্ব্বে সময় সময় পিপাসা হয়, আর অন্য অবস্থায় হয় না।

দেখিতে পাইতেছি উভয় ঔষধেই পিপাসা নাই। পালসেটিলার কেবল শীত আসিবার পূর্ব্বে জল পিপাসা হইতে যদিও দেখা যায় তথাপি এই লক্ষণটিকে কোন প্রকার প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে না। জিহ্বাতেই এই উভয় ঔষধের

পার্থক্য নিরূপন অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে হইয়া রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এণ্টিমক্রুডামে আর একটি লক্ষণ দেখা যায় তাহা অন্য কোন ঔষধে নাই বলিলেই হয়, তাহা হইতেছে শীত অবস্থার পরই ঘর্ম্ম অবস্থা—এবং তৎপর দাহ অবস্থা—(One of the few remedies where sweat follows chill and is followed by heat—Dr. Allen)।

শিশুদিগের রেমিটেণ্ট জ্বরে (remittent) বেলা দ্বিপ্রহরে জ্বর বৃদ্ধি হইলে এণ্টিমক্রুডাম তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পরলোকগত ভক্তিভাজন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের শিশুদিগের এই প্রকার রেমিটেণ্ট জ্বরের এণ্টিম-ক্রুডাম একটি প্রিয় ঔষধ ছিল।

ন্যাস বলিতেছেন Many times in cases of gastric or remittent fever for which Antimonium crudum is a very excellent remedy, I have been led its use by the very condition of mind. Another thing that I have noticed in many of these cases is that the fever runs higher at night and is accompanied with great thirst and the white tongue is almost always present. Such children are quite apt to have sore cracked and crusty nostrils and corners of the mouth, and so this may appear when sick.

ডাক্তার ন্যাস সাহেবও বলিতেছেন শিশুদিগের সবিরাম (remittent) জ্বরের এণ্টিমক্রুডাম বাস্তবিকই একটি অতি সুন্দর ঔষধ। ইহার মানসিক লক্ষণ এবং জিহ্বার উপর নির্ভর করিয়া প্রয়োগ করিলে আশু উপকার পাওয়া যায়। তিনি আর একটি কথা বলিতেছেন যে, প্রায় দেখা যায় রাত্রিতে জ্বর বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এণ্টিম-ক্রুডামে জ্বরের কোন অবস্থাতেই পিপাসা থাকে না এইরূপ স্থলে ন্যাস সাহেব যাহা বলিতেছেন তাহা তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল। কিন্তু এই ঔষধ প্রয়োগকালীন জিহ্বার শ্বেত লেপাবৃতের সহিত রোগীর মানসিক লক্ষণ এবং নাসারন্ধ্রের পার্শ্বের বিদারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—সচরাচর ৬, ৩০ এবং ২০০ ক্রম ব্যবহার হয়। নখাগ্রের বিদারণে ২০০ ক্রমকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়।

অনুপূরক—স্কুইলা।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—(পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে) ব্রাইওনিয়া পালসেটিলা, ইপিকাক।

রোগের বৃদ্ধি—আহারের পর, শীতলজলে স্নানে, অম্লস্বাদবিশিষ্ট মদ্যপানে, অগ্নির উত্তাপে এবং অত্যধিক ঠাণ্ডায় অথবা অত্যধিক গরমে।

রোগের উপশম—মুক্ত বায়ুতে, বিশ্রামে এবং উষ্ণজলে স্নানে।

রোগীর বিবরণ

রোগী একটি বালক বয়স ১২ বৎসর, আসামের এক চা বাগানের এক সম্ভ্রান্ত স্বত্বাধিকারীর পুত্র। বালকটি বাল্যকালেই মাতৃহীন হইয়াছে। রোগীর পিতা ব্যবসা উপলক্ষে সচরাচর কলিকাতাতেই থাকিতেন। একদিন আমার এক বন্ধু, তিনিও আসাম দেশবাসী, সম্প্রতি কলিকাতা আসিয়া উক্ত ভদ্র মহোদয়ের বাটীতে উঠিয়াছেন। তিনি একদিন আমাকে চা পান করিতে নিমন্ত্রণ করেন। সন্ধ্যার পর যাইয়া উপস্থিত হই, দেখিলাম বালকটি সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিতেছে এবং এঘর ওঘর করিতেছে। এমন সময় তাহার উভয় হস্তের চেটোয় কুষ্ঠ রোগের ন্যায় এক প্রকার চর্ম্ম রোগ দেখিলাম। এতদ্দর্শনে আমার আর তথায় আহার করিতে প্রবৃত্তি হইল না, আমি গোপনে আমার বন্ধু ভদ্রলোকটিকে ডাকিয়া সমুদায় বিষয়টি বলিলাম। তাঁহার সহিত আলাপে জানিতে পারিলাম তিনিও অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন। উপায় নাই দেখিয়া বাধ্য হইয়া তিনি সেখানে রহিয়াছেন। তৎপর দিবস পিতাকে সমুদায় বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা হইল। তিনি এতদ রোগের কোন কারণ ঠিক বলিতে পারিলেন না কেবল মাত্র ইহাই বলিলেন আসামে চাবাগানে থাকাকালীন শিশু অবস্থায় ছেলেটিকে চা বাগানের কুলী ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বেড়াইত এবং সেই স্ত্রীলোকটীর কোমরে একপ্রকার চর্ম্মরোগ ছিল যদি তাহা হইতে কিছু হইয়া থাকে এবং ইহাও জানিতে পারিলাম বালকের পিতার কখন উপদংশ কিংবা পারদের দোষ ছিল না। তিনি আরো বলিলেন এইরূপ অবস্থা বহুদিন হইতেই হইয়াছে। কবিরাজী চিকিৎসায় একবার সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু পুনরায় হইয়াছে। বালকটি

দেখিতে কিঞ্চিৎ কৃশ গাত্রের রং বেশ পরিষ্কার, হস্তের চেটোয় উচু উচু হইয়া কুষ্ঠ ব্যাধী সদৃশ মাংস ঠেলিয়া উঠিয়াছে। শক্ত, অসমান এবং খস খসে ইহা ব্যতীত প্রত্যেক সন্ধি স্থলেও উক্ত প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হইয়াছে। আমি রোগটি সঠিক নির্ণয় করিতে না পারায় ডাক্তার ডি, এন, রায় মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতে বলিলাম। তদনুযায়ী পরদিবস প্রাতে আমরা সেই রোগীকে লইয়া তাঁহার বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনিও দেখিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। কোন প্রকার পারদ কিংবা উপদংশ অথবা প্রমেহ রোগ পিতার হইয়াছিল কিনা এবং চুলকায় কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। এবম্প্রকার কিছুই হয় নাই জানিতে পারিলেন। তথাপি তিনি রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিলেন এবং বলিলেন আমার ইহা কড়া (corns) বলিয়াই বোধ হইতেছে এবং এণ্টিম-ক্রুডাম ৬ষ্ঠক্রম দুইবার করিয়া সেবন করিতে এবং উক্ত ঔষধের ১× চূর্ণ ভেসিলিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া হস্তে এবং অন্যান্য আক্রান্ত স্থানে পুনঃ পুনঃ লাগাইতে ব্যবস্থা দিলেন। দেখা গেল এক সপ্তাহে রোগীর হস্ত অনেক পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে এবং হস্তের চেটো পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কোমলও হইয়াছে এই একমাত্র এণ্টিমক্রুডাম ধৈর্য্য সহকারে ব্যবহারে বালকটী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় এবং এখন পর্য্যন্ত সুস্থভাবেই বাস করিতেছে।

২। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কার্য্য সবেমাত্র আরম্ভ করিয়াছি, এইরূপ সময়ে একদিন একজন চর্ম্মকার—আমার নিকট তাহার এক পুত্রকে চিকিৎসার্থ লইয়া আইসে। বালকটির বয়স ৭ বৎসর হইবে, সম্পূর্ণ কৃশ নয় এবং অধিক স্থূলকারও নয় ৫ দিন হইতে জ্বরে ভুগিতেছে, জ্বর সমস্ত সময় লাগিয়া থাকে, বিশেষতঃ দ্বিপ্রহরে অধিক হয়, পিপাসা অতি সামান্য, ঘর্ম্ম কিছুমাত্র নাই, অত্যন্ত খিট্ খিটে, সর্ব্বদাই ঘ্যান ঘ্যান্যনি লাগিয়া রহিয়াছে—৩ দিন হইতে মলত্যাগ হইতেছে না, জিহ্বা অত্যন্ত শ্বেত লেপাবৃত এবং নাসিকার ধার সমূহ যেন ক্ষতযুক্ত। গাত্র ত্বকও অগ্নিবৎ উষ্ণ। এতদলক্ষণে আমি তাহাকে প্রথম দিবস একমাত্রা সিনা ২০০ ক্রম দিয়া বিদায় করিয়া দিলাম, তৎপর দিন সংবাদ পাইলাম জ্বরের কিছুই উপশম হয় নাই বরং আরো বৃদ্ধি হইয়াছে। ব্রাইওনিয়া ৩০ ক্রম ৪ মাত্রা দিয়া বলিয়া দিলাম—আগামী কল্য যেন একবার সংবাদ দেওয়া হয়—তাহাতেও জ্বরের বিশেষ কিছুই উপকার হইল না কিন্তু একবার মাত্র মলত্যাগ হইয়াছিল। জিহ্বার অবস্থা দেখিয়া পুনঃ পুন এণ্টিমক্রুডামের কথা স্মরণ হইতেছিল বটে কিন্তু এণ্টিম ক্রুডামের জিহ্বার শ্বেত

লেপাবৃত চুনের প্রলেপ সদৃশ, জিহ্বার অবস্থা এতাদৃশ লেপাবৃত না থাকায় ইহা প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ করিতে ছিলাম কিন্তু দ্বিপ্রহরে জ্বর অধিক হয়, নাসিকার ধার সমুহ কিঞ্চিৎ ক্ষতযুক্ত এবং খিট্ খিটে মেজাজ ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া এন্টিম ক্রুডাম ৩০ এক মাত্রা দিয়া বিদায় করিয়া বলিয়া দিলাম—"কল্য তোমার সন্তানের জ্বর নিশ্চয়ই উপশম হইবে" এবং তৎপর দিন প্রাতে সংবাদ পাইলাম জ্বর আর বৃদ্ধি হয় নাই, অনেকটা সুস্থ আছে। এন্টিম ক্রুডামেই অবশেষে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল।

এই রোগীটি প্রথম হইতেই এন্টিমক্রুডামের ছিল। জিহ্বার শ্বেত লেপাবৃত যদিও সম্পূর্ণ এন্টিমক্রুডামের ন্যায় ছিল না তথাপি অনেকটা সাদা ছিল, এতদ্ব্যতীত রোগীর মেজাজ নাসিকার ধার ইত্যাদি অনেক লক্ষণ ছিল যাহাতে সর্ব্বপ্রথমেই এন্টিমক্রুডাম আমার প্রয়োগ করা উচিত ছিল।

ইস্কিউলাস (Aesculus)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ইস্কিউলাস হিপোক্যাষ্টানাম (Aesculus Hippocastanum)। ইহা মধ্য এশিয়া জাত বৃক্ষ বিশেষ। পরিপক্ক ফলের ভাল শাস হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

ডাক্তার ব্যাকম্যান প্রথমতঃ এই ঔষধটি সাত জন ব্যক্তির উপর পরীক্ষা করেন তৎপর ডাক্তার হেল আরো অনেক লক্ষণ ইহাতে সন্নিবিষ্ট করেন কিন্তু সমুদায় সিদ্ধান্ত করণেই (proving) দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে সকলেরই (যাহাদিগের উপর এই ঔষধ পরীক্ষিত হইয়াছিল) পশ্চাদ্দেশের নিম্নে (Lower back) অর্থাৎ সরলান্ত্র এবং বস্তি প্রদেশে (pelvic region) ইহার কার্য্য—যন্ত্রণা, ভার ভার বোধ, শুষ্কতা, পূর্ণতা ইত্যাদি লক্ষণ অত্যন্ত পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। কাজে কাজেই উক্ত স্থানের লক্ষণ সমূহের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইস্কিউলাসে রক্তাতিশয্য (Plethora) লক্ষণটি সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর বর্ত্তমান

দেখিতে পাওয়া যায়—যেন শরীরের নাড়ী সমুদায় রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং শরীরের এই প্রকার পূর্ণতা অর্থাৎ ভার ভার বোধ নিদ্রার পর অধিক প্রকাশ পায়—রোগী নিদ্রা ভঙ্গের পর অত্যন্ত খারাপ বোধ করে, কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনায় কিংবা পরিশ্রম করিলে ভার ভার বোধ থাকে না। এই পূর্ণতা যেন কত রক্ত সঞ্চয় হইয়াছে, এই প্রকার বোধ—হৃৎপিণ্ডে, ফুসফুসে, পাকস্থলীতে, মস্তিষ্কে, বস্তি কোটরে, চর্ম্মে সর্ব্বত্রই প্রকাশ পাইলেও বস্তি কোটরে (Pelvic cavity) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। শরীরের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক, বস্তি কোটর ইত্যাদি নানা স্থানে রক্তাধিক্যতা বশতঃ পূর্ণতা এবং ভার ভার বোধ (fullness and heavyness in various parts)।

২। মলদ্বার—শুষ্ক এবং উত্তপ্ত, মনে হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠের কুচি যেন আটকাইয়া রহিয়াছে, কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া ঊর্দ্ধ দিকে ঠেলা মারে (Rectum dry and hot, feels as if full of small sticks)।

৩। অর্শ—নীল আভাযুক্ত। রক্তস্রাব শূন্য অথবা কদাচ রক্তস্রাবসহ এবং ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত, (Haemorrhoids blind, painful, burning, purplish, rarely bleeding)।

৪। ভীষণ কটিদেশ যন্ত্রণা—যন্ত্রণা সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে—(Severe dull backache in lumbo-sacral articulation)।

৫। কোষ্ঠকাঠিন্য—শক্ত শুষ্ক মল, সহজে নির্গত হয় না, সঙ্গে সঙ্গে কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী বিমর্ষ, খিট্‌ খিটে, সহজেই বিরক্ত হয়।

২। সর্দ্দি—জলবৎ তরল এবং জ্বালা জনক।

৩। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষযুক্ত গলদেশ প্রদাহ (follicular pharyngitis)। গলদেশে ভীষণ যন্ত্রণা।

মানসিক লক্ষণ—অত্যন্ত খিটখিটে, বিষাদপূর্ণ, অল্প কথাতেই বিরক্ত হইয়া উঠে, কাহারও প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না।

অর্শ এবং কটি দেশের যন্ত্রণা—ইস্কিউলাসের সর্ব্ব প্রধান ব্যবহারই হইতেছে অর্শ রোগের উপর—ইহাকে এক কথায় অর্শ রোগের ঔষধ বলিলেই হয় এবং সর্ব্ব স্থলে ও সর্ব্বজনে ইহা অর্শ রোগের ঔষধ বলিয়াই সুপরিচিত কিন্তু সকল প্রকার অর্শ রোগেই যে ইহা কার্য্য করিবে—এ মত কিছুই নয়—ইহার কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে—

সর্ব্বদা কটি দেশে ভার ভার বোধ এবং যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে এবং এই যন্ত্রণা Sacrum এবং জানু (Hip) পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। ইহা ব্যতীত মলদ্বার শুষ্ক, উষ্ণ এবং ক্ষুদ্র কুচি কুচি কাষ্ঠের কিংবা কাঁচের টুকরা পরিপূর্ণ বোধ হয় ও তদহেতু মলদ্বারে খচ্ খচ্ ভীষণ যন্ত্রনা হয়, চুলকায়, জ্বালা করে। রোগী এতদ যন্ত্রণা হেতু চলাফেরা করিতে পারে না। সরলন্ত্রে সর্ব্বদা যেন রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে (constant dull backache affecting the sacrum and hips much aggravated by walking and stooping. In addition to this backache, there is a feeling of fullness, dryness and sticking as if the rectum was full of sticks)। ইস্কিউলাসের অর্শ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয় না, হইলেও অল্পই হয়। রক্তস্রাবহীন বলিলেই হয়। ইগ্নেসিয়া এলোজ, পডফাইলাম ইত্যাদির ন্যায় বলি বহিঃ নিঃসরণের কিংবা নির্গমনের কোন সম্ভাবনা থাকে না (No tendency to protrusion or prolupsus)। ডাক্তার হিউজ বলেন যে স্থলে কোষ্ঠ কাঠিন্যই কেবল লক্ষণ কিংবা কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে এবং যে স্থলে যন্ত্রণা অধিক, রক্তস্রাব স্বল্প থাকে। সেইরূপ স্থলেই ইস্কিউলাস প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায় (The form of disease in which I have found it specially efficient is that in which the only connected symptom or appreciable cause is constipation and where there is much uneasiness and pain but little bleeding—Dr. Hughes)।

ইস্কিউলাসের অর্শ সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা স্মরণ রাখতে পারিলেই যথেষ্ট— Haemorrhoids, which may or may not bleed, are accompanied by a feeling of dryness in the rectum, as though little sticks or splinters were pricking the folds of the mucous membrane, This is the keynote for Aesculus. Aesculus also has weak feeling at the sacro-iliac—region, as though the back were about to give out at this point. অর্শ রোগে ইস্কিউলাস বাহ্যিক লোসন দেওয়া হয়। এক ভাগ ইস্কিউলাস মূল অরিষ্ট ৪ ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অর্শে প্রলেপ দিলে আশু ফল পাওয়া যায়।

ইস্কিউলাসে lumbro sacral region অর্থাৎ কটিদেশের যন্ত্রণা একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ এবং অর্শের সহিত ইহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার গারেন্সি এহ লক্ষণটির উপর অধিকরূপ বিশেষত্ব দিয়াছেন, তিনি বলেন ইস্কিউলাসের উক্ত কটিদেশে যন্ত্রণা অত্যন্ত গভীর হয় না বরং উহা যন্ত্রণাযুক্ত দুর্ব্বলতা মাত্র। সঞ্চালনে, কাজ কর্ম্মে প্ররিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। বিশ্রামে উপশম হয়। কোন কাজকর্ম্ম করিতে হইলে কিংবা হাটাহাটি করিতে হইলে কটিদেশে যেন ছিঁড়িয়া খসিয়া যাইতে চাহে, কাজেকাজেই রোগীকে স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে হয়।

(Dr. Guernsey attaches great importance to this pain as a "key note" for this remedy. "The pain" he writes "in this region is not severe, more a sensation of painful weakness and is brought on by exercise and relieved by rest, when attempting to walk about or attend to usual occupations, the back gives out and the patient is obliged to rest).

Lumbo sacral region এর যন্ত্রণার লক্ষণটি অর্শ রোগ ব্যতীত সরলান্ত্র অথবা জননেন্দ্রিয়ের রোগেও যেমন জরায়ুচ্যুত জরায়ুভ্রংশ জরায়ু প্রদাহ এবং পুরাতন কৃষ্ণবর্ণ ক্ষয়কারক স্রাবযুক্ত শ্বেত প্রদরের সহিত বর্ত্তমান থাকিলেও ইস্কিউলাস প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

• কটিদেশের যন্ত্রণা রোগী উপবেশন অবস্থা হইতে দাঁড়াইতে কিংবা চলাফেরা করিতেই পারে না, রোগীকে দাঁড়াইতে হইলে অনেক চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপ লক্ষণ অনেকটা সাল্ফার এবং পেট্রোলিয়ামে দেখিতে পাওয়া যায় (You will see one suffering from the Aesculus

backache on attempting to rise from sitting make many painful efforts before he finally succeeds—Kent)

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত এবং শুষ্ক, সহজে নির্গত হয় না। সরলান্ত্রে শুষ্কতা এবং উষ্ণ ভাব ও তদ সহিত কটিদেশে যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। মলত্যাগের পর মলদ্বারে পূর্ণতা এবং ভীষণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় (এলোজ, ইগ্নেসিয়া, এসিড মিউর, সালফার)।

সর্দ্দি, গলকোষ প্রদাহ এবং শিরার বিবৃদ্ধি—সর্দ্দি এবং গল কোষপ্রদাহের ইস্কিউলাস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্দ্দি জলবৎ তরল এবং জলন যুক্ত, অনেকটা আর্সেনিকের ন্যায় কিন্তু গলদেশে (fauces) শুষ্ক এবং কাঁচা কাঁচা বোধ বর্ত্তমান থাকে ও জ্বালা করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ সংক্রান্ত গলদেশ প্রদাহে (Follicular pharyngitis) ইস্কিউলাসের প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু এই স্থলেও শুষ্কতা এবং কাঁচা কাঁচা বোধ ও অত্যন্ত জলন বর্ত্তমান থাকে। ইস্কিউলাসে গলদেশের প্রদাহে স্থান লালবর্ণ না হইয়া বরং নীলবর্ণ হয় (purple or blue)। ইস্কিউলাসে শৈরিক রক্তের (venons blood) সঞ্চার হয় এবং শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠে, এতদহেতুই শিরার বিবৃদ্ধিতে (Varicose veins) এই ঔষধ প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। যে স্থলেই শিরার বিবৃদ্ধি তদসহ প্রদাহ ও নীল আভাযুক্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিবে সেইরূপ স্থলে ইস্কিউলাসের বিষয় একবার চিন্তা করিবে। চক্ষুর প্রদাহেও আমরা এইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাই—চক্ষুর শিরাগুলি প্রদাহ হইয়া বিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও লাল না হইয়া বরং ঈষৎ নীলাভাযুক্ত হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—ইস্কিউলাসে পরিপাক ক্রিয়ার অনেকটা ফসফরাস ফেরাম এবং আর্সেনিকের লক্ষণ দেখা যায়। রোগী যেমনি আহার করে কিংবা আহারের কিছুক্ষণ পর ভুক্ত দ্রব্য অম্বলে পরিণত হয় এবং মুখে জল উঠিতে থাকে অবশেষে উদ্গার হইয়া বমন হইয়া যায়। এইরূপ লক্ষণ আমরা উল্লিখিত ঔষধ সমূহে দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত পাকস্থলীতে সর্ব্বদা জ্বালা যন্ত্রণা এবং বমনোদ্বেগ লাগিয়া থাকে। পাকস্থলীর ক্ষতেও এই প্রকার অবস্থা প্রকাশ পায়।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—স্ত্রীলোকের জরায়ু রোগে ইহা অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। বস্তিকোটর প্রদেশে ভার ভার বোধ এবং যেন কিছু বহির্গত হইয়া আসিবে এইরূপ মনে হয় (with dragging down

pain) এতদ সহিত সময় সময় প্রচুর শ্বেত প্রদর স্রাবও থাকে। জরায়ু প্রদেশ মনে হয় রক্তাধিক্য হইয়া রহিয়াছে এবং নিম্নোদর ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং পরে ভারী হইয়া থাকে। ইস্কিউলাসের নিম্নোদর ভার ভার বোধ একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। যে কোন রোগের সহিত এই ভার ভার বোধ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইস্কিউলাসকে একবার স্মরণ করিবে।

শ্বেত প্রদর স্রাব—পুরাতন শ্বেত প্রদর স্রাবে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়, স্রাব গাঢ় পীতবর্ণ এবং চট্ চটে। এতদসহ কটিদেশে যন্ত্রণা এবং ভার ভার বোধ থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—ইস্কিউলাস অর্শ রোগে সর্ব্বদা নিম্ন ৩x, ৬x অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। শ্বেত প্রদর, গলদেশের প্রদাহ ইত্যাদিতে উচ্চ ক্রম, ৩০,২০০ প্রয়োগ হইতে পারে এবং অনেকে প্রয়োগ করিয়াও থাকে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—(অর্শ রোগে) এলোজ, কোলিনসোনিয়া, ইগ্নেসিয়া, এসিড মিউরেটিক, নক্স ভমিকা, এবং সালফার। নক্স এবং সালফার প্রয়োগে অর্শ রোগের উপকার হইয়াও যদি সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় তাহা হইলে ইস্কিউলাস প্রয়োগ আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

অর্শ রোগ কোলিন সোনিয়ার পরও ইস্কিউলাস উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি-সঞ্চালনে, হাটাহাটিতে, অবনত হইলে কটিদেশের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

রোগীর বিবরণ

১। কলুটোলায় একটি রোগী দেখিতে যাই। রোগীর বয়স প্রায় ৫০।৬০ হইবে, শীর্ণ এবং লম্বা প্রকৃতির অর্শের যন্ত্রণায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। রোগী বলিলেন যদি আমার সংসারিক কোন প্রকার বন্ধন না থাকিত তাহা হইলে আত্মহত্যা করিয়া প্রাণ নষ্ট করিতাম—এত ভীষণ যন্ত্রণা হইতেছিল। বলি হইতে, রক্তস্রাব বিশেষ ছিল না দপ্ দপ্ খচ্ খচ্ যন্ত্রণা হইতেছিল এবং মনে হইতেছিল স্থান যেন ফাটিয়া যাইবে। আমি তাহাকে ইস্কিউলাস নিম্নক্রম ৬x সেবন করিতে দিলাম এবং বাহ্যিক লোশন করিয়া লাগাইতেও দিলাম, সেইদিন অপরাহ্নেই যাইয়া দেখি রোগীর যন্ত্রণার অনেক লাঘব হইয়াছে এবং রোগী বলিলেন ঔষধ খাওয়া এবং লাগান মাত্রই অত্যন্ত উপশম পাইয়াছি। ইহা বলা

বাহুল্য—নানাবিধ এলোপ্যাথিক এবং জার্ম্মাণে প্রস্তুত হাডেন্সা ইত্যাদি ব্যবহার করা হইয়াছিল অথচ ইহাতে কিছুমাত্র উপকার পায় নাই।

২। একটি রোগীর বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইবে। বহুদিন যাবৎ কটিদেশের যন্ত্রণায় ভুগিতেছিল এবং তৎসহিত পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিস বর্ত্তমান ছিল। কটিদেশের যন্ত্রণাহেতু হাঁটিতে চলাফেরা করিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ করিতেন। পথে যাইতে যাইতে মাঝে মাঝে বসিয়া বিশ্রাম করিতে হইত। শরীর নোয়াইতে হইলে কটিদেশ যেন ফাটিয়া যাইত। ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করিতেন, অথচ রাত্রিতে চিৎ হইয়া শয়নে অত্যন্ত উপশম বোধ করিতেন। শয়ন অবস্থায় এপাশ ওপাশ সঞ্চালন করিতেও কোন কষ্ট বোধ করিত না। রোগী দেখিতে লম্বা কৃশ এবং ঠাণ্ডা স্পর্শাধিক্য। তিনি নিজেও একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল না পাইয়া অবশেষে আমাকে ডাকিয়া পাঠান আমি তাঁহার উল্লিখিত অবস্থা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ইস্কিউলাস ২০০ শক্তি সেবন করিতে বলিলাম এবং ইহাতে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। আর তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই।

থুজা (Thuja)

ইহার সম্পূর্ণ নাম থুজা অক্সিডেণ্টালিস।

একদা মহাত্মা হ্যানিমান তাঁহার নিজের চিকিৎসাগারে বসিয়া রোগী দেখিতেছেন এমন সময় একটি রোগী আসিয়া তাহার পুরুষাঙ্গে রোগ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পুরুষাঙ্গের মুখ হইতে গাঢ় পূঁজ স্রাব হইতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা এবং যন্ত্রণাও রহিয়াছে। লিঙ্গমুণ্ডে (Glans penis) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি ফুস্কুড়ি উঠিয়াছে এবং স্থানটি কিঞ্চিৎ স্ফীতও হইয়াছে ও চুলকাইতেছে। এতদসমুদয় লক্ষণ দৃষ্টে মহাত্মা হ্যানিমান প্রমেহ রোগ হইয়াছে বলেন—তাহাতে উক্ত রোগী উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ওঠেন "কখনই না, আপনি ভুল বুঝিয়াছেন।" মহাত্মা হ্যানিমান অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে সেই দিবস কোন ঔষধ না দিয়া ৩ দিন পর তাহার

সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিলেন। তিন দিন পর রোগী ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় দেখা করিলেন এবং বলিলেন রোগ আপনা হইতেই আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। ইহাতে হ্যানিমান অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং এইরূপ হওয়ার কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। হ্যানিমান অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই ভদ্রলোকটিকে পুনরায় রোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর রোগীর মনে পড়িল যে, সে একদা একটি উদ্যানে ভ্রমণকালীন একটি বৃক্ষের পত্র অন্যমনস্কভাবে হস্তে লইয়া তাহা চিবাইয়াছিলেন এবং তৎপর দিবস হইতেই এইরূপ রোগ প্রকাশ পায়। হ্যানিমান এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ঐ বৃক্ষপত্র পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন উহা থুজা বৃক্ষ। এই প্রকারে এই মহৎ ঔষধ আবিষ্কার হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। ঈষৎ স্থুলকায় শ্লেষ্মাপ্রধান, চর্ম্মরোগ এবং সাইকোসিস্ দোষযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ লোকের প্রতি থুজা উত্তম কার্য্য করে।

২। থুজা সাইকোসিস দোষজাত ডুমুর সদৃশ আঁচিল, উপমাংস, মাংসাঙ্কুর, শ্লেষ্মা বটি ইত্যাদির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৩। টীকা এবং প্রমেহ দোষে কিংবা প্রমেহস্রাব অবরুদ্ধ হেতু দোষে থুজার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায়।

৪। মনের বিকৃতি অবস্থা—যেন কোন অপরিচিত লোক তাহার সঙ্গে রহিয়াছে। আত্মা এবং দেহ শরীর হইতে যেন বিচ্ছিন্ন, পেটে জীবন্ত কোন জন্তু যেন নড়িয়া বেড়াইতেছে (ক্রোকাস, নাক্সমশ্চেটা), কোন অসাধারণ ক্ষমতার দ্বারা যেন পরিচালিত হইতেছে, সমুদায় শরীর যেন কাঁচের দ্বারা প্রস্তুত, আঘাত লাগিলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে এইরূপ আশঙ্কা, কাহাকেও তাহার গাত্র স্পর্শ করিতে দেয় না।

৫। প্রমেহ কিংবা উপদংশ দোষ হেতু নবজাত শিশুর চক্ষুর প্রদাহ। আঁচিল কিংবা ফোস্কার ন্যায় বৃহৎ মাংসাঙ্কুর চক্ষুর পাতায় জন্মায়। উত্তাপে এবং আচ্ছাদনে উপশম হয়। রাত্রিতে চক্ষুর

পাতা জুড়িয়া যায়। পাতার ধারগুলি শুষ্ক চর্ম্ম পাপড়িযুক্ত (dry and scaly) ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্ত আঁচিলে পূর্ণ হয় (ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া)।

৬। কেবলমাত্র অনাবৃত স্থানে কিংবা মস্তক ব্যতীত শরীরের সর্ব্বস্থানে ঘর্ম্ম হয় (সাইলিসিয়ার বিপরীত) এতদ্ব্যতীত নিদ্রিতাবস্থায় ঘর্ম্ম হয়। নিদ্রাভঙ্গ হইলেই ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায় (স্যাম্বুকাসের বিপরীত)।

৭। শিরঃপীড়া পুরাতন প্রমেহ কিংবা উপদংশ দোষজাত। মস্তকের পাশে যেন পেরেক বিদ্ধ হইতেছে (কফিয়া, ইগ্নেসিয়া)। অত্যধিক সঙ্গম ক্রিয়ায়, উত্তাপে এবং চা পানে বৃদ্ধি।

৮। কোষ্ঠ কাঠিন্য—মলত্যাগকালীন মলদ্বারে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এমন কি রোগী কোঁথ দিতে পারে না। মল আংশিক বহির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায় (সাইলিসিয়া)।

৯। প্রমেহ অবরুদ্ধ হেতু বাত, ধ্বজভঙ্গ, আঁচিল ইত্যাদি নানাপ্রকার শারীরিক ধাতু দোষ জন্মায়।

১০। চর্ম্ম অপরিষ্কার, তৈলাক্ত, স্থানে স্থানে কটাবর্ণ দাগযুক্ত। বৃহদাকার বিচি এবং পুষ্পবৃন্তসদৃশ আঁচিল।

১১। প্রাতঃকালীন উদরাময় মল বেগের সহিত নির্গত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বায়ু নিঃসরণ হয় (এলোজ)। পেটে ঢল ঢল শব্দ হয় যেন ফাঁপা নল হইতে জল ঢালা হইতেছে। প্রাতঃভোজন, ঘৃতপক্ক খাদ্য সামগ্রী আহার, পলাণ্ডু ভক্ষণ এবং টীকা দেওয়ার পর বৃদ্ধি।

সাধারণ লক্ষণ

১। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক স্পর্শাধিক্যতা হেতু সঙ্গম ক্রিয়ায় অসমর্থ (প্ল্যাটিনা)। শুষ্কতা হেতু অসমর্থ—লাইকোপোডিয়াম, লাইসিন, নেট্রামমিউর)।

২। জননেন্দ্রিয় প্রদেশের ঘর্ম্মে মধুর ন্যায় গন্ধ।

৩। মলদ্বার বিদারণ এবং যন্ত্রণায় স্পর্শাধিক্য। মলদ্বার চ্যাপটা আঁচিলে অথবা রসযুক্ত শ্লেষ্মা গুটীতে বেষ্টিত।

৪। মলত্যাগান্তেও মনে হয়—আরো মূত্র যেন বহিয়া আসিতেছে এবং মূত্র ত্যাগের অব্যবহিত পর অর্থাৎ মূত্র শেষ হইবামাত্রই অত্যন্ত কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। (সার্সা। (Cutting pain at the close of urination)।

৫। দন্তের মাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত অথচ অগ্রভাব সুস্থ অবস্থাযুক্ত।

শারীরিক ধাতুপ্রকৃতি-সাইকোসিস-

সালফার লেখা কালীন বোধ হয় তিনটি miasm (দূষিত বাষ্প) সোরা (Psora), সাইকোসিস (Sycosis) এবং সিফিলিসের (Syphilis) বিষয় কিছু উল্লেখ করিয়াছি। সালফার সোরিক ধাতুগ্রস্তের একটি সর্ব্বপ্রধান anti Psoric ঔষধ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেইরূপ থুজা সাইকোসিসের (sycosis) একটি সর্ব্বপ্রধান antisycotic এবং মার্কারি উপদংশ (syphilis) ধাতুর প্রধান anti-syphilitic। সাইকোসিস (sycosis) ধাতুর বাহ্যিক পরিচয় অনেক সময় শরীরে প্রকাশ পায়—ইহা দেখিতে অনেকটা ডম্বুর সদৃশ (figwart, an excrescence at the roots of the hair or beard which resembles the interior of fig) কিম্বা শ্লেষ্মা গুটী (condylomata) কিংবা আচিল কিংবা একপ্রকার উপমাংস (excrescence) শরীরের চর্ম্মের উপর, কেশের গোড়ায় কিংবা শ্মশ্রুতে (beard) কিংবা লিঙ্গমুণ্ডে মলদ্বারে কিংবা শরীরের অন্যত্র উৎপন্ন হয়। এই সমুদয় লক্ষণ প্রমেহ রোগবশতঃ কিংবা প্রমেহ রোগ বাহ্যিক কোনপ্রকার ঔষধ দ্বারা অবরুদ্ধহেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং থুজা এই প্রকার অবস্থার একটি সর্ব্বপ্রধান বিষঘ্ন ঔষধ জানিবে।

একটি রোগীর অসাড়ে মূত্রস্রাব হইত। অনেক ভাল ভাল ঔষধ ব্যবহার করিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গেল, তাহার হস্তের চেটো আঁচিলে ভরিয়া রহিয়াছে। এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া থুজা প্রয়োগ করায় তাহার অসাড়ে মূত্রস্রাব রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়।

• থুজাই যে একমাত্র সাইকোসিসের (anti sycotic) বিষঘ্ন ঔষধ তাহা নয় —নাইট্রিক এসিড, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, স্যাবাইনা, সিনাবারিস ইত্যাদি অনেক সময় থুজার পূর্ব্বে কিংবা পরে প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু মহাত্মা

হানিমান থুজাকেই এইরূপস্থলে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলেন। অথবা চিকিৎসায় দেখিতে পাই কাহারো কাহারো প্রমেহ দোষ শরীর হইতে শীঘ্র দূরীভূত হয় না—একবার যদি কোন প্রকারে আক্রান্ত হইয়াছে তাহা হইলে তাহা তাহার, ধাতুগত দোষ হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রকার লোকের দেহ স্বভাবকে ডাক্তার গ্রাভল (Grauvgl) Hydrogenoid constitution আখ্যা দিয়াছেন এই প্রকার ধাতুগ্রস্তে অর্থাৎ Hydrogenoid constitution প্রমেহ বিষ অত্যন্ত ভীষণ ভাবে কার্য্য করে এবং এই প্রকার ধাতুতে যে সাইকোসিস দোষ থাকিতেই হইবে তাহারও কোন অর্থ নাই। সাইকোসিস দোষ ব্যতীতও এই প্রকার দেহ স্বভাব (Hydrogeniod constitution) দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকার উপসর্গ (Bad effects of vaccination)—প্রমেহ বিষ ব্যতীত আরো দেখিতে পাই যে Hydrogenoid constitution ব্যক্তির উপর টীকা দেওয়া হইলে অত্যন্ত বিপদজনক অবস্থা উৎপন্ন হয়—শীঘ্র টীকা শুষ্ক হয় না। টীকা দেওয়ায় (vaccination) নানা উপসর্গ উপস্থিত হইলে জানিতে হইবে যে উক্ত ব্যক্তি Hydrogenoid constitution শ্রেণীর। এই প্রকার টীকা হেতু দোষ নষ্ট করিতে সচরাচর দুইটি ঔষধকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে তাহা সাইলিসিয়া এবং থুজা। ইহারা উভয়ই এইরূপ অবস্থার বিষঘ্ন ঔষধ—সাইলিসিয়া টীকার দোষজনক সকল প্রকার এমন কি তড়কায়ও ব্যবহার হয়। থুজা—বিশেষতঃ উদরাময়ে এবং বসন্ত গুটিগুলি অত্যন্ত বৃহৎ আকারের হইলে উত্তম কার্য্য করে কিন্তু আমরা থুজার ব্যবহার অধিক দেখিতে পাই। এতদহেতুই ডাক্তার বোণিংহাসেন বসন্ত গুটীতে পূঁজ সঞ্চয় হইতে আরম্ভ হইলেই থুজা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন এবং তিনি আরো বলেন যে এইরূপ অবস্থায় থুজা ব্যবহার করিলে শরীরে বসন্তজনিত দাগ হয় না।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ ঃ—থুজা সাধারণতঃ সাইকোটিক এবং শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। মুখমণ্ডল চকচকে যেন চর্ব্বি মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্নায়ুমণ্ডলের উপর থুজার যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। থুজা রোগী অত্যন্ত ব্যস্তত্রস্ত, সমুদায় বিষয়েতেই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। কাজকর্ম্ম ইত্যাদি সমুদায় দ্রুত ও চট্‌পটে। মেজাজও অল্পতেই বিগড়াইয়া যায়। সামান্য বিষয়েই রাগান্বিত এবং উত্তেজিত হয়।

উন্মাদ এবং হিষ্টিরিয়া—থুজা রোগীতে কতকগুলি অদ্ভূত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকটা উন্মাদের ন্যায়—রোগী মনে করে তাহার সমুদয় শরীর কাঁচ কিম্বা কাঁচের ন্যায় ভঙ্গপ্রবণ (Brittle) দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত এতদহেতু রোগী কাহাকেও তাহার নিকটে আসিতে কিংবা গাত্র স্পর্শ করিতে দেয় না, ভয় পায় কিছু লাগিলেই তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে. এবম্প্রকার মানসিক অবস্থা, একমাত্র থুজা ব্যতীত আর কোন ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না। এণ্টিমক্রুডাম রোগীও কাহাকেও তাহার গাত্র স্পর্শ করিতে কিংবা তাহার প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকাইতে দেয় না কিন্তু ইহা থুজা হইতে সম্পুর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। থুজার উক্ত প্রকার লক্ষণ মানসিক বিকৃতহেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে। উল্লিখিত মানসিক অবস্থা ব্যতীত আর একটি অদ্ভুত মানসিক লক্ষণ থুজাতে বর্ত্তমান থাকে—তাহা হইতেছে রোগী মনে করে তাহার শরীর এবং আত্মা পৃথক অথবা কোন এক অপরিচিত ব্যক্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা রহিয়াছে অথবা কোন এক অস্বাভাবিক ক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এতদ্ব্যতীত বয়স্কা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের মধ্যে আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পায়—রোগীর মনে হয় উদরে যেন কোন জীবন্ত জন্তু কোঁ কোঁ শব্দ করিতেছে অথবা জীবন্ত শিশু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এতদহেতু কৃত্রিম গর্ভে (false conception) থুজার ব্যবহার সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায় (ক্রোকাস, নাক্সমশ্চেটা)। এই লক্ষণ সমুদয় সুস্থ অবস্থায় কদাচিত প্রকাশ পায়। উন্মাদ, হিষ্টিরিয়া এবং বিষিন্নচিত্ততা ইত্যাদি রোগে ইহাদিগকে প্রাবল্য দেখা যায়।

শিরঃপীড়া—থুজার শিরঃপীড়া মস্তকশূলের ন্যায় অত্যন্ত ভীষণ হয়। মস্তকের তালুতে অথবা কপালের পার্শ্বর অস্থিতে এত যন্ত্রণা হয় যে রোগী সহ্য করিতে পারে না অস্থির হইয়া পড়ে। মনে হয় যেন পেরেক বিদ্ধ হইতেছে (কফিয়া, ইগ্নেসিয়া) যন্ত্রণা একস্থানে লাগিয়া থাকে। অত্যধিক সঙ্গম ক্রিয়ায়, অধিক শারীরিক উষ্ণতায় এবং চা পানে (সিলিনিয়াম) শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। এই প্রকার শিরঃপীড়ার সহিত পুরাতন প্রমেহ অথবা উপদংশ রোগের দোষ বর্ত্তমান থাকা অত্যন্ত সম্ভাবনা।

মস্তক ঘূর্ণন—শিরঃপীড়ার সহিত সময় সময় মস্তক ঘূর্ণন

লক্ষণও প্রকাশ পায় এবং চক্ষু বুজিলে অধিক বৃদ্ধি হয়—(ল্যাকেসিস্, থেরিডিয়ন)।

স্নায়ু শূল—স্নায়ু শূল যন্ত্রণায় থুজার ব্যবহার সময় সময় দেখা যায় যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় যেন স্থান ফাটিয়া যাইতে চাহে। থুজায় স্নায়ুশূল যন্ত্রণা উপবেশন অবস্থায় এত অধিক বৃদ্ধি হয় যে, রোগী অনেক সময় অচৈতন্যবৎ হইয়া পরে কাজে কাজেই রোগী সোজা হইয়া অর্থাৎ Horizontal Positionএ থাকিতে চেষ্টা করে। যন্ত্রণা গণ্ডস্থলের অস্থি এবং চক্ষু হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকের পশ্চাদ্দিকে বিস্তারিত হয় এবং যন্ত্রণা মস্তক ও মুখমণ্ডলেই অধিক হয়, থুজার এই প্রকার স্নায়ুশূল যন্ত্রণা পীড়কা অবরুদ্ধ হেতুও (Suppressed eruption) হইয়া থাকে। পুরাতন প্রমেহ জনিত হইলে থুজাকেই প্রধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

স্পাইজেলিয়া—চক্ষুর এবং মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ইহা একটি অতি উত্তম ঔষধ কিন্তু স্পাইজেলিয়ার যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া চক্ষুতে বিস্তারিত হয় এবং সূর্য্যের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগের থুজা একটি অতি মহৎ ঔষধ কিন্তু নূতন অবস্থাপেক্ষা পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ গ্লিট (Gleet) অবস্থায় এবং প্রমেহ রোগসহ আঁচিল বর্ত্তমান থাকিলেই ইহা অব্যর্থরূপে কার্য্য করে। প্রমেহ স্রাব তরল এবং সবুজ আভাযুক্ত ও মূত্রত্যাগকালীন ঈষৎ জ্বালা হয়। মূত্রত্যাগান্তের কিছুক্ষণ পর মূত্র নলীতে (urethra) কয়েক ফোঁটা প্রস্রাব যেন বহিয়া আসিতেছে, এই প্রকার সুড় সুড় বোধ হয় (after urination there is a sensation as if a few drops of urine ran down the urethra)। প্রস্রাব শেষ হইবার অব্যবহিত পরই অনেক সময় কর্ত্তণবৎ যন্ত্রণা হয় (সার্স প্যারিলা)। থুজার প্রমেহ রোগের সহিত আঁচিল কিংবা উপমাংশ জননেন্দ্রিয়ে, মলদ্বারে, বিটপদেশে (perineum) কিংবা শরীরের অন্য কোন স্থানে প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে—

প্রমেহ রোগে থুজার প্রয়োগ আমরা সর্ব্বপ্রথম পাই না সাধারণতঃ দ্বিতীয় অবস্থায় যখন জ্বালা যন্ত্রণা হ্রাস হইয়া আইসে। পুঁজ জলবৎ তরল অবস্থা প্রাপ্ত

হয় এবং রোগ পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গদেশে কিংবা তৎনিকটস্থ অবস্থা শরীরের অন্য কোন স্থানে আঁচিল (warts) প্রকাশ পায় মুখশায়ী গ্রন্থি (Prostrate gland) আক্রান্ত হয় অল্প অল্প পূঁজ স্রাব লাগিয়া থাকে অথবা মধ্যে মধ্যে পূঁজে মূত্রাশয় অবরোধ হয় এইরূপ অবস্থায় এবং যাহারা পুনঃ পুনঃ প্রমেহ রোগে ভোগে তাহাদিগের প্রতি থুজা উত্তম কার্য্য করে। পুরাতন প্রমেহ রোগে থুজা অত্যন্ত অধিকরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে পুরাতন প্রমেহ রোগ অত্যন্ত দুরোরোগ্য এই বিষয়ে চিকিৎসক এবং রোগী উভয়কেই ধৈর্য্যাবলম্বন করা উচিত। আমি এইরূপ স্থলে জিঙ্ক পারমাঙ্গানেট লোসন করিয়া (৪ আউন্স জলে এক গ্রেন) দিনে একবার পিচকারী দিতে ব্যবস্থা দিয়া আশু উপকার পাইয়াছি। পূঁজস্রাব অধিক থাকিলে এই প্রকার ব্যবস্থা দেওয়া উচিত নয়, কারণ অপকার হইতে পারে। যখন অতি অল্প পাতলা জলের ন্যায় পূঁজ মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে কিংবা লিঙ্গমুণ্ড কেবলমাত্র ভিজিয়া যায়—জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না কিংবা অতি অল্প থাকে—এইরূপ অবস্থায় উক্তরূপ লোসন ব্যবহার করা যাইতে পারে—

একোনাইট—প্রমেহ রোগের সর্ব্বপ্রথম অবস্থায় যখন প্রদাহ কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছে ও পূঁজস্রাব দেখা দিয়াছে এবং রোগী জ্বর জ্বর বোধ করিতেছে এইরূপ অবস্থায় একোনাইট দিলে রোগ আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না, আরম্ভে হ্রাস হইয়া যায়। আমি এইরূপস্থলে একোনাইট, সিপিয়া এবং জেলসেমিয়ামকে প্রাধান্য দিয়া থাকি। একোনাইটে উপকার না হইলে জ্বালা যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হইলে পূঁজস্রাব প্রচুর আসিতে থাকিলে অর্থাৎ রোগের তরুণ অবস্থায় লক্ষণানুযায়ী ক্যান্থারিস, মার্কিউরিয়াস সল, ক্যানাবিস্ স্যাটাইভা ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে। ডাক্তার জেলডাম—ক্যানাবিস স্যাটাইভা এবং ডাক্তার বেয়ার মার্কিউরিয়াস সলকে প্রাধান্য দেন। কিন্তু ইহারা তরুণ রোগের ঔষধ।

পুরাতন প্রমেহ রোগের সমগুণ ঔষধসমূহ—

গ্র্যাফাইটিস এবং সালফার—স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সালফার এবং গ্র্যাফাইটিসকে পুরাতন প্রমেহ রোগে উচ্চ স্থান

প্রদান করেন। তিনি বলেন প্রস্রাবে জালা এবং পূঁজ নিঃসরণ থাকিলে ও তদ সহিত যদি হস্ত পদের জ্বলন থাকে সালফার দিবে আর যদি মূত্র নলীর মুখ পূঁজে জুড়িয়া যায় এবং তদহেতু প্রস্রাবে কষ্ট হয় ও জননেন্দ্রিয়ে খোসের মত ফুস্কুড়ি বহির্গত হয় তাহা হইলে গ্র্যাফাইটিস দিবে।

হাইড্রাসটিস—প্রদাহের শেষ অবস্থার যখন তরুণ লক্ষণ সমুদায় পরিষ্কার হইয়া যায়, অধিক পরিমাণ হলুদ বর্ণ পূঁজ পড়িতে থাকে, জালা যন্ত্রণা থাকে না রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে এইরূপ অবস্থায় ইহা অধিক উপযোগী—

পালসেটিলা—ইহাও প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থায় যখন জালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না, হলুদ বর্ণ ঘন প্রচুর পূজস্রাব হইতে থাকে এবং কাপড়ে হলদে বর্ণ দাগ লাগে, ধীর শান্ত প্রকৃতির লোকে উত্তম কার্য্য করে। হঠাৎ পূজ বন্ধ হইয়া গেলেও ইহা প্রযোজ্য, পূঁজবন্ধ হইয়া অণ্ডকোষ স্ফীত এবং একশিরা হইলেও পালসেটিলা নির্ব্বাচিত হয়।

নেট্রাম মিউর—সময় সময় মূত্রত্যাগের পরক্ষণই অর্থাৎ শেষ হইবার কালীন মুত্র পথে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। ইহার স্রাব জলের ন্যায় পরিষ্কার (clear and watery)। স্রাব অধিক হয় না, অতি অল্প অল্প হয় এবং রোগী কোষ্ঠকাঠিন্য।

ক্লিমেটিস—প্রমেহের পুরাতন অবস্থায় এবং যখন এতদহেতু মূত্র কৃচ্ছ্র (stricture) হইবার সম্ভাবনা হয় তখনি ইহার প্রয়োগ অধিক দেখা যায়। এইরূপ স্থলে ইহা উচ্চ ক্রম ২০০ শক্তি প্রয়োগ হয়।

কোপেবা—রোগ যখন মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় এবং প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণ চটচটে আটাবৎ শ্লেষ্মা অথবা রক্ত এবং শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে—তখন ইহা চিন্তা করিবে। ইহা নিম্নক্রম ১x অধিক ব্যবহার হয়।

কেউবেব—প্রথম অর্থাৎ প্রদাহ অবস্থা হ্রাস হইয়া গেলেও যখন মূত্রপথে মূত্রত্যাগের পর জ্বলন থাকে এবং হলুদবর্ণ গাঢ় অথবা পূঁজের ন্যায় স্রাব হইতে থাকে, পালসেটিলা এবং মার্কিউরিয়াস ব্যবহারের পরও ইহা নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে।

পেট্রোসিলিনিয়াম—প্রমেহের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ প্রমেহের দরুণ হঠাৎ মূত্র ত্যাগের অত্যন্ত বেগ এমন কি কাপড় নষ্ট হইবার

উপক্রম হয় (great and sudden desire to urinate) এইরূপ লক্ষণে পেট্রোসিলিনিয়ামকে স্মরণ করিবে।

হেপার সালফার—মার্কিউরিয়াস সলের পর ইহা সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। যন্ত্রণা হ্রাস হইয়া আসিলে এবং পুঁজের বর্ণ সাদা হইলে হেপার সালফার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, রোগের এইরূপ অবস্থা প্রায় ৯।১০ দিবস পর উপস্থিত হয়। বেয়ার সাহেব মার্কিউরিয়াস সলের পর হেপার সালফারকে এইরূপ অবস্থায় অতি উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন—

নাইট্রিক এসিড—প্রমেহ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা থুজার একটি সমকক্ষ ঔষধ। থুজায় সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে নাইট্রিক এসিড প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (as a rule it seems to act best in case where Thuja proved useless—Dr Bahaer).

থুজা কদাচিৎ প্রমেহ রোগের তরুণ অবস্থায় অর্থাৎ জ্বালা যন্ত্রণার প্রবল অবস্থায় নির্ব্বাচিত হয়। যদিও বহু প্রবীণ চিকিৎসকগণ তরুণ প্রমেহ রোগে থুজা প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন আমার মনে হয় এতদসহ লিঙ্গদেশে কিংবা গুহ্যদ্বারে কিংবা নিকটস্থ স্থানে আঁচিল বর্ত্তমান থাকিলেই এই প্রকার ব্যবস্থা ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে। থুজা প্রমেহের দ্বিতীয় অবস্থায় আঁচিল না থাকিলেও ব্যবহার হয়, অনেক স্থলে ইহাও দেখা গিয়াছে সাইকোসিস প্রমেহ অর্থাৎ আঁচিল যুক্ত প্রমেহ রোগ থুজায় আরোগ্য না হইয়া নাইট্রিক এসিড ৩০ ক্রম এবং সিনাবারিস ৬ ক্রম দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

পুরাতন প্রমেহ সম্বন্ধে ডাক্তার ন্যাস কি ব্যবস্থা দেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম—তিনি বলিতেছেন—After the inflammatory symptoms have subsided and the thin discharge have thickened and become greenish in appearance, Mercurius solubilis 6x trituration, a powder three times a day, would often finish the case. Or, if a little thin gleety discharge remain I cure that with Sulphur, Capsicum or Kali Iod. I have cured many cases in from one to two weeks in this way. Some times Pulsatilla, Sulphur or Sepia to finish up the case. (প্রদাহ লক্ষণ হ্রাস হইলে পাতলা পুঁজ স্রাব ঘন এবং নীলআভা ধারণ করিলে, মার্কসল ৬x চূর্ণ প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবন করাইলে রোগ প্রায় ইহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায় অথবা যদি পাতলা গ্লিটের ন্যায় স্রাব থাকে সালফার,

ক্যাপ্সিকম কেলিআইওড ইত্যাদি ঔষধেই তাহা চলিয়া যায়। সময় সময় পালসেটিলা, সিপিয়া ইত্যাদির সাহায্যও লইতে হয়)।

আঁচিল (Warts)—যে আঁচিলের কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি এবং যাহা লইয়া থুজার বিশেষত্ব তাহার গাত্র দেখিতে অনেকটা ফুলকপি কিংবা ওল কচুর ন্যায় আকার বিশিষ্ট। ফুলকপির ন্যায় খসখসে উপমাংসযুক্ত আঁচিল অধিকাংশস্থলে জরায়ুগ্রীবায় অধিক জন্মায়—অন্যান্য স্থলে এবম্প্রকার আঁচিল সমূহ রসযুক্ত হয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত চট্‌চটে স্রাব নির্গত হয়, অনেক সময় আবার উপদংশ ক্ষত সদৃশ আঁচিল জননেন্দ্রিয়ে প্রকাশ হইতেও দেখা যায়—ধারগুলি শক্ত কঠিন এবং মধ্যস্থল অপরিষ্কার পীতবর্ণ লেপাবৃত এতদ্ব্যতীত বিটপ প্রদেশ, অণ্ডকোষ, লিঙ্গমুণ্ড ইত্যাদি স্থান বিদারণ হইয়া গভীর এবং পুঁজযুক্ত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে ফুলকপির ন্যায় উপমাংসযুক্ত আঁচিল প্রকাশ ব্যতীত উপদংশ কিংবা প্রমেহ দোষ বশতঃ জননেন্দ্রিয়ের চারিপার্শ্বে শৈবাল ছত্রের ন্যায় (Fungus like) উপমাংসও উৎপন্ন হয় এবং পুরুষলোকদিগের ন্যায় পাতলা সবুজ আভাযুক্ত পীতবর্ণ পুরাতন প্রমেহ (Gleet) স্রাবের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগেরও ঘন সবুজ শ্বেতপ্রদর স্রাবও হয় ও তৎসহিত আঁচিল বর্ত্তমান থাকে।

থুজার কঠিন টিসুকে কোমল করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই আঁচিল ইত্যাদি আরোগ্য করিয়া দেয়।

থুজা যে আঁচিলের একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ সে বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন ইহা সাধারণতঃ প্রমেহ, উপপ্রমেহ, উপদংশ ইত্যাদির মুখ্য এবং গৌণ দোষ হেতু উৎপন্ন হয়। আঁচিল তীক্ষ্ণ (Acuminated) অথবা চাপ্টা, শুষ্ক অথবা রসযুক্ত যে প্রকারেরই হউক, প্রমেহ দোষযুক্ত জানিতে পারিলে থুজাকেই তাহার অতি উপযুক্ত ঔষধ জানিবে। হ্যানিমান স্বয়ং নিজেই বৃহদাকারের আঁচিল সমূহতে প্রত্যহ একবার করিয়া থুজার বাহ্যিক অরিষ্ট প্রলেপ করিতে যদিও ব্যবস্থা দিয়াছিল কিন্তু তাঁহার সময়ে ইহা তত অধিক ব্যবহার হয় নাই। এই বিষয়ে ডাক্তার ফিলিপকেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য তিনি এতদ্বিষয়ে থুজার বাহ্যিক অরিষ্টের প্রচলন সর্ব্বপ্রথম করেন। দুই একটি আঁচিল হইলে তাহাতে প্রত্যহ অন্ততঃ একবার করিয়া থুজার প্রলেপ দেওয়া উচিত, অধিক অর্থাৎ গুচ্ছাকারে হইলে সেইসব স্থলে আভ্যন্তরিক ঔষধ দেওয়াই অধিক

কর্ত্তব্য কিন্তু সর্ব্বস্থলে বাহ্যিক অপেক্ষা আভ্যন্তরিক ঔষধকেই অধিক প্রাধান্য দিবে। আভ্যন্তরিক ঔষধের সহিত বাহ্যিক ঔষধ ব্যবহারে স্থানীয় রোগ অথবা ক্ষতের শীঘ্র উপকার হয়। এতদ্ হেতু বাহ্যিক ঔষধকে সহজে পরিত্যাগ করিবে না। If one or two only are present they should be painted with the mother-tincture daily. But when they come in crops, the internal administration of the drug is the proper treatment. I have more than once seen large collection of these excrescences, of long, standing disappear in a few weeks under infinitismal doses of the medicines. I have also obtained the detachment of an aural polypus from its use and the rapid withering of an elevated enlarging naevus on the thigh in a child of five months old. Dr. Quin has recorded a case of cauliflower excrescence of the os-uteri in which the medicine was strikingly benificial এইপ্রকার অনেক রোগীর বিবরণ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এক কথায় ইহাই বলা যাইতে পারে যে, যেস্থলে সাইকোসিসের দোষ রহিয়াছে সেইরূপস্থলে থুজার কার্য্য অপ্রতিহত (Suffice it to say that whatever you may be led to think of the sycosis theory, the presence of excrescences on skin or mucous membrane may always suggest to you the use of Thuja),

আঁচিলের সমগুণ ঔষধসমূহ—

ষ্ট্যাফি সাইগ্রিয়া—আঁচিল লম্বা বৃন্ত সদৃশ কিন্তু শুষ্ক। (থুজা নাইট্রিক এসিডের আঁচিল শুষ্ক অথবা রসযুক্ত এবং রক্তস্রাবী) শরীর নিস্তেজ, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, চক্ষুর ধার কালিমাযুক্ত, দন্তমাড়ী শীথিল। ষ্ট্যাফি সাইগ্রিয়া পারদের অপব্যবহার হেতু দোষে উত্তম কার্য্য করে এবং প্রায়ই দেখা যায় ইহাতে একটি অণ্ডকোষ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

স্যাবাইনা—ইহাও একটি আঁচিলের উত্তম ঔষধ। আঁচিল চুলকায় এবং জ্বালা করে। স্ত্রীলোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

সিনা বারিস—সিফিলিস্ এবং সাইকোসিসের সংযোগ যুক্ত আঁচিলে ইহা অধিক নর্ব্বাচিত হয়। আঁচিলের আকৃতি অনেকটা পাখার ন্যায় (Fan shaped) এবং অত্যন্ত চুলকায়। সন্ধির সংযোগ স্থলে ও লিঙ্গত্বকে (Prepuce) অধিক হয়।

নাইট্রিক এসিড—ইহার সহিত থুজার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে। পুরাতন প্রমেহ রোগে নাইট্রিক এসিড থুজার পর উত্তম কার্য্য করে, ইহাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা ব্যতীত নাইট্রিক এসিডের আঁচিল দেখিতে অনেকটা থুজার আঁচিলের ন্যায় বৃহৎ, অসমান, খস্‌খসে ফুলকপির গ্যাঁজের ন্যায়, লম্বা পুষ্পবৃন্ত সদৃশ ও রক্তস্রাবী। ইহাতেও থুজার ন্যায় রসযুক্ত বিদারণ (fissures) পাতলা সবুজ আভাযুক্ত শ্বেত প্রদর এবং উপমেহ (Balanorrhoea) বর্ত্তমান থাকে কিন্তু থুজায় নাইট্রিক এসিডের ন্যায় পেশী শূন্য অস্থিতে (যেমন টিবিয়া) বেদনা এবং স্রাবের উগ্রতা (acridity) নাই। থুজার আঁচিল সাধারণতঃ রসযুক্ত।

স্থান বিশেষে আঁচিলের ঔষধ।

হস্তের চেটোর পশ্চাতে, মস্তকের পশ্চাদ্দেশে এবং চিবুকে—থুজা। উর্দ্ধ ওষ্ঠে—নাইট্রিক এসিড, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব।

একসঙ্গে অনেকগুলি লম্বাবৃন্তবিশিষ্ট আঁচিল—ফেরাম পিকরিক ৩× চূর্ণ।

বাহুতে, চক্ষুর পাতায় এবং মুখমণ্ডলে—কষ্টিকাম।

হস্তেতে—কেলিমিউর ৩× চূর্ণ।

হস্তের চেটোয়—নেট্রাম মিউর।

লিঙ্গের ত্বকের (Prepuce) কিনারায় এবং লিঙ্গ গাত্রে—শক্ত এবং বৃহৎ—সিনাবারিস।

লিঙ্গমুণ্ডের (glans penis) পশ্চাতে—এন্টিমটার্ট।

(ডাক্তার ক্লার্ক)

স্থান বিশেষে যদিও আঁচিলের কয়েকটি ঔষধ উল্লেখ করিলাম কিন্তু আঁচিলে সাধারণতঃ থুজাকেই আমরা সর্ব্বপ্রধান স্থান দিয়া থাকি এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ঔষধের বাহ্যিক মূল অরিষ্ট প্রয়োগের ব্যবস্থাও দেওয়া হয়। থুজা বাহ্যিক মূল অরিষ্ট (জলের সহিত মিশ্রিত না করিয়া) আঁচিলে প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার করিয়া লাগাইতে দেওয়া উচিত।

বাত (Rheumatism)—থুজার বাত সাধারণতঃ প্রমেহ দোষ হইতেই উদ্ভূত হয়। প্রমেহ স্রাব ঠাণ্ডা লাগিয়া কিংবা কোন প্রকার বাহ্যিক ঔষধ অথবা পিচকারীর দ্বারা অবরুদ্ধ করা হইলে তদ্দহেতু বিশেষতঃ সন্ধি স্থলে বাত প্রকাশ পাইলে ও ধাতুগত (Constitutional) দোষ জন্মিলে থুজাকে

এতদ্বিষয়ের একটি উত্তম ঔষধ জানিবে এইরূপ অবস্থায় মস্তকের কেশ শুষ্ক এবং ভঙ্গ প্রবণ হয়। মৎস্যের আঁইসের ন্যায় শুষ্ক মরামাসে মস্তক ভরিয়া উঠে, চক্ষুর তারকা মণ্ডলে এবং অক্ষি পুটের প্রদাহ হয় ও আঁচিল প্রকাশ পায়। নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ এবং সময় সময় রক্তযুক্ত পীতাভ শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয়, দন্তের মাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট হইয়া আইসে অথচ দন্তের অগ্রভাগ স্বাভাবিক অবস্থায়ই থাকে, ইত্যাদি নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়।

পালসেটিলা—প্রমেহ জনিত বাতে ইহার যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায়। স্রাব অবরুদ্ধ হেতু অণ্ডোকোষ প্রদাহ একশিরা, শরীরের স্থানের স্থানের সন্ধিস্থল প্রদাহ এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়। থুজা এবং পালসেটিলার লক্ষণ এইরূপ স্থলে অনেকটা এক প্রকার হইলেও এবং প্রমেহ স্রাব বিষয়ে এই দুইটি ঔষধের অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু যে স্থলে আঁচিল কিংবা মাংসাঙ্কুরের কোন প্রকার প্রকাশ থাকে সে স্থলে থুজাকেই প্রধান্য দিবে। পালসেটিলায় কোন প্রকার আঁচিল কিংবা অর্ব্বুদ প্রকাশ থাকে না।

চক্ষু প্রদাহ এবং অক্ষিপুটের অর্ব্বুদ—প্রমেহ কিংবা উপদংশ দোষ হেতু নবজাত শিশুর আঁচিল কিংবা ফুস্কুড়িবৎ বৃহৎ মাংসাঙ্কুর (granulation) সহ চক্ষু প্রদাহের (ophthalmia neonatorum) থুজা একটি অতি মহৎ ঔষধ। উত্তাপে এবং আচ্ছাদনে যন্ত্রণার উপশম হয়। চক্ষুর পাতা রাত্রিতে জুড়িয়া যায়। পাতার ধারে ধারে মাছের আঁসের ন্যায় চর্ম্ম পাপরি ওঠে, অঞ্জনি কিংবা অক্ষি পুটে অর্ব্বুদ (tarsal tumour) দেখা দেয়। আঁচিল সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোটা গোটা শক্ত উপমাংস উৎপন্ন হয় (chalazae thick hard knots like small condylomata)। এইরূপ স্থলে অধিকাংশ চিকিৎসকই প্রথমতঃ ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়াকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন, ষ্ট্যাফি সাইগ্রিয়াতে সম্পূর্ণ উপকার না হইলে থুজা প্রয়োগ করা উচিৎ। ডাক্তার এলেন এবং নর্টন থুজাকে চক্ষুর শ্বেতাংশের (sclerotic) রোগে অর্থাৎ চক্ষুর শ্বেতাংশে কোন প্রকার উপমাংস গোটা হইলে থুজা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় প্রকারেই ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন।

কর্ণরোগ—পুরাতন কর্ণ রোগে থুজা প্রয়োগ হয়, দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ এবং রসস্রাবসহ উপমাংস কিংবা মাংসাঙ্কুর বর্ত্তমান থাকিলে অথবা কর্ণমধ্যে অত্যন্ত রসস্রাব অর্ব্বুদ জন্মিলে থুজা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

পিনাস (Ozaena)—পুরাতন 'পিনাস্ রোগে থুজা অনেক সময় উত্তম কার্য্য করে ইহার সহিত প্রমেহ দোষ থাকিলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহার স্রাব পালসেটিলার ন্যায় ঘন এবং সবুজ আভাযুক্ত (greenish yellow) পীতবর্ণ।

ক্যালিবাইক্রমিকাম—সাইকোটিক ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের নাসারন্ধ্রের ক্ষতের ইহাও একটি উত্তম ঔষধ, স্রাব পালসেটিলার ন্যায় পীত অথবা সবুজ আভাযুক্ত কিন্তু ইহার বিশেষত্ব হইতেছে যে, শ্লেষ্মা টানিলে দড়ির ন্যায় লম্বা হয় (stringy) অর্থাৎ স্থান হইতে ছাড়ে না। এতদ্ব্যতীত সময় সময় ঘোর সবুজ বর্ণ শ্লেষ্মাবটি কফের ন্যায় মুখ হইতে বহির্গত হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগ কালীন মলদ্বারে এত অধিক যন্ত্রনা হয় যে. রোগী বেগ দিতে পারে না। মল আংশিক বহির্গত হইয়াও পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায় (সাইলিসিয়া)।

উদরাময়—মল পীতাভ জলবৎ এবং প্রচুর, পেটে জলের ন্যায় ঢক ঢক শব্দ হয় যেন কোন ফাঁপা নল হইতে জল নির্গত হইতেছে (গ্র্যাটিওলা) এবং বায়ু নিঃসরণও হয়। প্রত্যুষে প্রাতঃভোজনের পর, টীকাজনিত এবং পলাণ্ডু ভক্ষণে উদরাময় হইলে থুজার বিষয় চিন্তা করিবে, কিন্তু ইহা সচরাচর পুরাতন উদরাময়ে টীকা অথবা প্রমেহ রোগের কোন দোষ থাকিলে বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত হয়।

ঘর্ম্ম—অনাচ্ছাদিত স্থানে অথবা মস্তক ব্যতীত সমুদায় স্থানে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় (সাইলিসিয়ার বিপরীত), এতদ্ব্যতীত নিদ্রিত হইলেই ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলেই ঘর্ম্ম বন্ধ হয়—স্যাম্বুকাসে বিপরীত)। ঘর্ম্ম প্রচুর দুর্গন্ধ অথবা অম্লগন্ধ বিশিষ্ট।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—বাম ডিম্বাশয়ে চলাফেরা কালীন অত্যন্ত জ্বালা করে এমন কি এতদহেতু রোগী বসিয়া থাকিতে কিংবা শুইতে বাধ্য হয়। যোনিদেশের স্পর্শাধিক্যতাবশতঃ সহবাসে অসমর্থ (প্ল্যাটিনা। শুষ্কতা হেতু অসমর্থ—লাই কোপোডিয়াম, লাইসিন)।

জ্বর

সময়—শেষরাত্রি ৩টা বিশেষত্ব।

শীত অবস্থা—পিপাসা বিশেষ কিছু থাকে না। শীত ভাব উরুদেশ হইতে আরম্ভ হয়। শেষ রাত্রি ৩টার সময় কম্প দিয়া শীত আইসে এবং প্রায় ১৫ মিনিট স্থায়ী হয়। উষ্ণ বায়ুতে ও সামান্য গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে ভয়ানক শীত বোধ করে। (শীতল বায়ুতে নাক্সভমিকা)। শেষ রাত্রি ৩টা ব্যতীত কখন কখন সন্ধ্যা ৭টার সময়ও উরুদেশে শীত আরম্ভ হইয়া কম্প দিয়া জ্বর আরম্ভ হয়।

দাহ অবস্থা—জল পিপাসা থাকে। মুখমণ্ডল এবং গণ্ডযুগল অত্যন্ত উষ্ণ বোধ করে এবং সমস্ত দিন থাকে কিন্তু রক্তাধিক্য হয় না। কেবল মুখমণ্ডলেই উত্তাপ অধিক হয়।

ঘর্ম্ম অবস্থা—শরীরের কেবল অনাচ্ছাদিতস্থানে কিংবা মস্তক ব্যতীত শরীরের আর সমুদয় স্থানে ঘর্ম্ম হয় (সাইলিসিয়ার বিপরীত)। নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম প্রকাশ হয় এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলেই ঘর্ম্ম বন্ধ হয় (স্যাম্বুকাসের বিপরীত)। রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং ঘর্ম্মে কাপড়ে হলদে দাগ লাগে, দেখিলে মনে হয় কাপড় যেন তৈলে সিক্ত করা হইয়াছে। রোগীকে এতদ হেতু জামা কাপড় অনেকবার পরিবর্ত্তন করিতে হয়। রাত্রিতে যে ঘর্ম্ম হয় তাহা প্রায়ই অম্ল অথবা বদগন্ধ যুক্ত। ঘর্ম্ম বিশেষভাবে অণ্ডকোষ জননেন্দ্রিয়ে এবং উরু প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অর্থাৎ ফাঁকে অত্যন্ত অধিক হয়। থুজার জননেন্দ্রিয়ে যে ঘর্ম্ম হয় তাহা অনেক সময় মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত।

থুজায় অনেক সময় শীত অবস্থার পরই ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়, দাহ অবস্থা থাকে না। যদি শরীরের মধ্যে সাইকোটিক কিংবা প্রমেহ দোষ থাকে—তাহা হইলে থুজা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর ৩০, ২০০, ইত্যাদি উচ্চ ক্রম প্রয়োগ হয়। নিম্নক্রম ব্যবহার ইহার কদাচিত দেখা যায়। আঁচিলে ইহার

মূল অরিষ্ট পুনঃ পুনঃ লাগাইতে দেওয়া হয় অথবা স্থান বিশেষে পরিশ্রুত জলের সহিত মূল অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ন্যাকড়া ভিজাইয়া আঁচিলযুক্ত স্থান সিক্ত করিয়া রাখিতে হয়।

অনুপূরক (complementary)—মেডোরিহিনাম, সাইলিসিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে শয্যার উত্তাপে, প্রত্যূষে ৩টা এবং অপরাহ্ণ ৩টা, স্যাঁৎসেতে বায়ুতে।

রোগীর বিবরণ।

১। মিঃ এস্ বয়স ৫২ বৎসর, হৃষ্ট, পুষ্ট, লম্বা, চওড়া এবং দেখিতে বেশ সুস্থ সবল। ৬ই নভেম্বর আমার নিকট চিকিৎসার্থ আইসেন। ২০ বৎসর যাবৎ অত্যন্ত অধিক প্রস্রাবে ভুগিতেছেন প্রস্রাবের যেন আর বিরাম নাই রাত্রিতেও প্রস্রাবের জন্য উঠিতে হয়। প্রস্রাব সরল হয় না অতি অল্প অল্প এবং পুনঃ পুনঃ হয়। যখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর তখন একবার প্রমেহ রোগ হইয়াছিল। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে মূত্রনালীর সঙ্কোচনও হইয়াছিল (stricture) অনেক প্রকার চিকিৎসা করিয়াছেন এবং পিচকারীও দিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই প্রস্রাব সরল করিতে পারে নাই। প্রস্রাব কালীন অত্যন্ত কোঁথ দিতে হয় এবং প্রস্রাবের বেগ আদপেই ধারণ করিতে পারিতেন না, মূত্রপথে জ্বালা এবং যন্ত্রণা হইতও প্রস্রাব সরু ধারে অথবা ফোঁটা ফোঁটা ভাবে নির্গত হইত। দিনে প্রায় ১৫ বার প্রস্রাব করিতে হইত, প্রস্রাব সরু ধারে হইতে হইতে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ অবরোধ হইয়া আসিত এবং ভীষণ যন্ত্রণা হইতে থাকিত। এতদলক্ষণে থুজা ৩০ ক্রম প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

২১শে নভেম্বর রোগী আসিয়া সংবাদ দেন যে কোন উপকার হয় নাই। এই তারিখে পুনরায় তাঁহাকে কতকগুলি ঔষধশূন্য বটিকা দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল।

২৬শে নভেম্বর আসিয়া বলিলেন যে এই ঔষধ খাইয়া পরদিন অত্যন্ত কষ্ট গিয়াছে সমস্ত দিনরাত প্রস্রাবের পুনঃ পুনঃ বেগ হইয়াছে এমন কি রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেই পারি নাই। তৎপরদিন প্রাতঃকালে ৯টার সময় পুনরায় প্রস্রাবের বেগ হয় কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় প্রস্রাবের চেষ্টা করা মাত্রই সরলভাবে প্রচুর প্রস্রাব হইয়া যায় ও তদবধি ভাল বোধ করিতেছি। প্রস্রাবে আর

পূর্ব্বের ন্যায় পুনঃ পুনঃ বেগ হইতেছে না। এই তারিখেও পূর্ব্বের ঔষধগুলি খাইতে বলিয়া দিলাম।

৫ই ডিসেম্বরে খবর পাইলাম রোগীর আর কোন কষ্ট হয় নাই ভালই বোধ করিতেছেন। (F. S. Davis, M. D.) Journal of Homeopathic Vol 3-1899)

২। একজন যুবক বয়স প্রায় ২৫ নিজের গাত্রে একটী আঁচিল হয়; মধ্যে মধ্যে সে ইহা চুল দিয়া কাটিয়া ফেলিত কিন্তু আবার হইত। আমি তখন সবে মাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছি একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল এই প্রকার আঁচিলের হোমিওপ্যাথিকে কোন চিকিৎসা আছে কি না এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহা কাটিয়া ফেলিতে চাহেন। কখন প্রমেহ রোগ হইয়াছিল কি না জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম পাঠ্যাবস্থায় একবার হইয়াছিল। লোকটী দেখিতে লম্বা এবং শীর্ণ গাত্রত্বক ও মুখমণ্ডল অত্যন্ত তৈলাক্ত অর্থাৎ গাত্রে যেন সর্ব্বদা তেল মাখা রহিয়াছে। এইরূপ লক্ষণে আমি তাহাকে থুজা ৩০ ক্রম সপ্তাহে একবার করিয়া সেবন করিতে দিলাম এবং থুজা বাহ্যিক মূল অরিষ্ট আঁচিলে প্রত্যহ যতবার পারে লাগাইতে বলিলাম এই প্রকারে ক্রমশঃ আঁচিলটী শুষ্ক এবং ক্ষুদ্র হইয়া চর্ম্মের সঙ্গে মিশাইয়া গেল।

সাইকোটিক রোগীর চর্ম্ম সচরাচর তৈলাক্ত, মসৃণ এবং চকচকে হয়।

৩। ডাক্তার এলেন লিখিত মেডিকেল অ্যাডভান্স পত্রিকা হইতে নিম্নে বিবরণটি দিলাম।

একটি রোগী বয়স ২৬ বৎসর। প্রত্যহ শীত হইয়া জ্বর আরম্ভ হয়। এই প্রকার সাত দিন যাবৎ জ্বরে ভুগিতেছে। শীত ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত অত্যন্ত ভীষণ হইত। অগ্নির উত্তাপের নিকট বসিয়াও আরাম বোধ হইত না, এই শীত প্রথমতঃ হাঁটুতে এবং উরু প্রদেশে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ জঙ্ঘা প্রদেশে বিস্তারিত হইয়া সমুদায় শরীরময় ছড়াইয়া পড়িত এইরূপ অবস্থা প্রায় ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিত। শীত অবস্থায় পিপাসা প্রায়ই হইত না হইলেও অতি সামান্য; উত্তাপ অবস্থায় পিপাসা বোধ করিত এবং জলই ভাল বোধ করিত। ঘর্ম্ম পদদ্বয়ে অধিক হইত শরীরে বিশেষ কিছু হইত না এবং মস্তকে কিছুই প্রকাশ

পাইত না, ইহা ব্যতীত ঘর্ম্ম নিদ্রিতাবস্থায় প্রকাশ পাইত নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই বন্ধ হইয়া যাইত, জিহ্বা পরিষ্কার। এতদলক্ষণে থুজা ৩০ ক্রম প্রত্যহ দুইবার করিয়া দেওয়ায় রোগী সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়।

এই স্থলে আমরা শীতের আরম্ভ, ঘর্ম্মের বিশেষত্ব এবং জ্বরের সময় দেখিয়া থুজা ব্যতীত আর কোন ঔষধকে স্মরণ করিতে পারি না। থুজার জানুদেশ হইতে শীতের আরম্ভ, মস্তক ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অনাবৃত স্থানে ঘর্ম্ম এই দুইটি লক্ষণ বিশেষ পরিজ্ঞাপক।

এলো-সকোট্রিনা (Aloe socotrina)

বাঙ্গালায় ইহাকে মুসর্ব্বর বলে। ইহা একটি অত্যন্ত বিরেচক (cathartic) ঔষধ। এলোজে এক অদ্ভুত প্রকার শিরার স্ফীতি প্রকাশ পায় যেন সমুদায় শরীরের শিরা আড়ষ্ট এবং পূর্ণতা (fullness) প্রাপ্ত হয় কিন্তু যকৃত মণ্ডলীতে (Portal system) অর্থাৎ যকৃদ্ধমনীতে (Portal veins) ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পায় কাজে কাজেই যকৃত প্রদেশ, নিম্নোদর, বস্তি দেশ (Pelvis), জরায়ু, সরলান্ত্র এবং মলদ্বার সর্ব্বদা ভার ভার বোধ হয়, এতদস্থানের শিরা সমূহ রক্তে যেন পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এলোজের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য স্থল হইতেছে—বৃহৎ অন্ত্রে (large intestine) বিশেষ ভাবে সরলান্ত্রে অধিক প্রকাশ পায়। এতদহেতুই উদরাময়, আমাশয়, অর্শ ইত্যাদি রোগে ইহা অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বিশেষ ভাবে সরলান্ত্রের (Rectum) ঝিল্লি অধিক আক্রান্ত হয় এবং জেলিবৎ শ্লেষ্মা উৎপন্ন করায়।

২। উদরাময়—আহারের অব্যবহিত পরই মলত্যাগের ভীষণ বেগ হয় (ক্রোটন টিগলিনাম) এবং পায়খানায় ছুটিয়া যাইতে হয় নতুবা কাপড় নষ্ট হইয়া যাইবে এইরূপ আশঙ্কা হয়, মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশী অত্যন্ত দুর্ব্বল, মলত্যাগের বেগ ধারণে অক্ষম।

প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে উদরাময় এবং রোগীকে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায় (driving out of bed early in the morning Psori, Rumex, Sulphur)।

৩। শূল যন্ত্রণা—মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং সময়ে নিম্নোদরের দক্ষিণ পার্শ্বে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। মলত্যাগান্তে সমুদায় যন্ত্রণার উপশম হয় এবং প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় ও রোগী ভীষণ দুর্ব্বলতা অনুভব করে।

৪। মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশীর ভীষণ দুর্ব্বলতা—মলত্যাগের বেগ সামলাইতে পারে না—বায়ু নিঃসরণে অথবা মূত্রত্যাগেই মল নির্গত হইয়া যায়।

৫। আমাশয়ে মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বোতল হইতে জল ঢালার ন্যায় ঢক ঢক শব্দ হয়। সর্ব্বদা মলদ্বার ভার ভার বোধ হয়। মলত্যাগ কালীন কোঁথানি থাকে এবং প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হয়। মল-ত্যাগান্তে মূর্চ্ছার আশঙ্কা হয় এবং রোগী যন্ত্রণার উপশম পায়।

৬। অর্শ—দেখিতে নীল বর্ণ, আঙ্গুরের থোবার ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে। রক্ত স্রাবী, যন্ত্রণাযুক্ত এবং উত্তপ্ত। শীতল জলে যন্ত্রণার উপশম হয় ও বলি ভীষণ চুলকায়।

সাধারণ লক্ষণ

১। অলস যাহারা মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখ তাহাদিগেতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

২। রোগী নিজের উপর কিংবা নিজের রোগের জন্য বিশেষতঃ যখন কোষ্ঠ কাঠিন্য হয়—অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করে।

৩। শিরঃপীড়া—উত্তাপে বৃদ্ধি হয়, ঠাণ্ডায় উপশম বোধ করে (আর্সেনিক)। কপালের চারি পার্শ্বে হয়। বাহ্য পরিষ্কার না হইলে কটি বাতের সহিত শিরঃপীড়া পর্য্যায় ক্রমে হয়।

৪। প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হয় অথচ স্বল্প মল ত্যাগ হয়। বায়ু নিঃসরণের পর মলদ্বার জ্বালা করে।

৫। কঠিন মল এবং তদসহিত প্রচুর শ্লেষ্মা অসাড়ে নির্গত হয়।

৬। মলদ্বার চুলকায় এবং জ্বালা করে তদ্দহেতু এমন কি রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না।

সরলান্ত্রে (Rectum)—মলদ্বার অর্থাৎ সরলান্ত্রের অবরোধক পেশীর দুর্ব্বলতাই (feeling of weakness and loss of power of sphincter ani) হইতেছে এলোজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান লক্ষণ। রেক্টামের পেশীর যেন কোন ক্ষমতাই নাই। মলত্যাগের বেগ ধারণে অসমর্থ (Insecurity of rectum)। বায়ু নিঃসরণে কিংবা মূত্র ত্যাগেই মল নির্গত হইয়া পড়ে। সরলান্ত্রে এত অধিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় যে, অনেক সময় অসাড়েই মল বহির্গত হইয়া পড়ে। রোগী টেরই পায় না। সরলান্ত্র যেন কত ভাড়ী তরল পদার্থে (fiuid) পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং তাহা বাহির হইয়া পড়িয়া যাইবে এইরূপ বোধ সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে এবং বাস্তবিকই যদি বিশেষ সাবধান না হয় তাহা হইলে সামান্য বেগেই বাহির হইয়া পড়ে। রোগীকে সকল সময় মলদ্বারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়, অন্যমনস্ক হইলেই মল আপনা হইতেই বহির্গত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা হয়।

উদরাময়—এলোজের মল পীতবর্ণ অথবা রক্তযুক্ত অথবা জেলির ন্যায় শ্লেষ্মা মিশ্রিত অথবা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ জেলিবৎ (কেলিবাই)। এক এক সময় মলদ্বার হইতে থপ্‌ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, কোন প্রকার বেগ দিতেই হয় না এবং রোগী টেরই পায় না (stool yellow fecal, bloody or transparent) jelly like mucous comes in great masses and drops out of the rectum almost unnoticed)। প্রাতে এবং শেষ রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, এমন কি মলত্যাগের বেগে রোগীকে শয্যা হইতে ছুটিয়া পায়খানায় যাইতে হয় (সালফার) নতুবা কাপড় নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হয়। ইহা ব্যতীত আহারের পর, হাটাহাটিতে এবং মূত্র ও বায়ু নিঃসরণ কালীন হয়। এলোজের উদরাময়ের আর একটি বিশেষত্ব যে মলত্যাগের পূর্ব্বে নিম্নোদরে অত্যন্ত গড় গড় শব্দ হইতে থাকে (great rumbling in the abdomen just before the stool) এবং প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হয়। মল যত নয় কিন্তু বায়ু তাহার অপেক্ষা যথেষ্ট অধিক (much flatus with small stool) এবং বায়ু নিঃসরণের পর মলদ্বার জ্বালা করে। The Diarrhoea of Aloes writes

Dr. Dunham occurs especially in the morning say from 2 A. M. to 10 A. M. the desire for stool is sudden and extremely urgent, being felt in the hypogastrium and in the rectum and being so urgent that the patient can scarcely retain the faeces long enough to effect necessary strategic changes of base during the brief interval, he fears to evacuate wind by the anus or to make any physical exertion or even to strain to pass water, lest he should have an involuntary evacuation of the bowels. There is also a similar frequency of the desire to pass urine, with a similar uncertainty in the tenure of the exertion."

এলোজের সহিত পডফাইলামের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাই কারণ উভয় ঔষধেই প্রাতে বৃদ্ধি, উভয় ঔষধেই গ্রীষ্ম ঋতুতে বৃদ্ধি এবং উভয় ঔষধের সালফার অনুপূরক (Both are apt to be worse in the morning Both are to be worse during hot weather. Both are often well supplemented with sulphur) এতদ্ব্যতীত এলোজেও ও পডফাইলামের ন্যায় পেট ফাঁপা পেট ডাকা ইত্যাদিও রহিয়াছে (Podphylum has great distension, tremendous gushing much flatulence, great rumbling in the bowel) কিন্তু এলোজের মলদ্বারের অবরোধক পেশীর দুর্ব্বলতা হইতেছে বিশেষ বিশেষত্ব—ইহা পডফাইলামে নাই।

(প্রাতঃকালীন উদারাময়ের বিষয় সালফারে দেখ)।

ডাক্তার কেণ্ট সাহেব এলোজের উদরাময়ে তিনটি লক্ষণকে প্রাধান্য দিয়াছেন তাহা হইতেছে—পূর্ণতা, পেট ফাঁপা এবং পেট ডাকা। তিনি বলিতেছেন নিম্নোদর যেন ফাটিয়া যাইতেছে এবং পেট এত ভীষণ ডাকে যে ঘরের অন্যান্য লোকেরা পর্য্যন্ত তাহা শুনিতে পারে (fullness, distension and rumbling. It seem as if the abdomen would burst and rumbling is so great that it can be heard by any one in the room—Kent.)

আমাশয়—এলোজ আমাশয়ে প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। মল পীতবর্ণ শ্লেষ্মাযুক্ত এবং রক্ত মিশ্রিত ও দেখিতে জেলিবৎ (jelly like mucous) বায়ু

অথবা মূত্র ত্যাগকালীন অসাড়ে মল নির্গত হইয়া পড়ে। মলদ্বারের অবরোধক পেশীর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত বাহ্যের বেগ আটকাইতে পারে না। মলের বেগ পাইলে তৎক্ষণাৎ মলত্যাগ না করিলে কাপড় নষ্ট হইবার সম্ভাবনা (প্রস্রাবের এইরূপ অবস্থা হইলে—পেট্রোসিলিনাম) এবং বাহ্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে উদরে বোতল হইতে জল ঢালার ন্যায় ঢল ঢল শব্দ হইতে থাকে (ইহা এলোজের আমাশয়ের একটি বিশেষ লক্ষণ—সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে)। মলত্যাগ কালীন ভীষণ কোঁথানি থাকে এবং প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হয় ও মলদ্বার উত্তপ্ত বোধ করে এতদ্ব্যতীত উদরে বিশেষভাবে নিম্নোদরের দক্ষিণ পার্শ্বের নিম্নে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়া থাকে। কিন্তু মলত্যাগান্তে রোগী সমুদায় যন্ত্রণার উপশম বোধ করে অথচ রোগী এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে মূর্চ্ছার উপক্রম হয় ও সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব শরীরময় প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় আবার ইহাও দেখা যায় মলত্যাগের পর সকল সময় উদরের যন্ত্রণা উপশম হয় না কিন্তু রোগের সকল অবস্থাতেই সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা উচিৎ, কারণ ইহাই হইতেছে এলোজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

জরায়ুভ্রংশ—জরায়ুভ্রংশেও এলোজের প্রয়োগ দেখা যায়। নিম্নোদর এবং জরায়ুপ্রদেশ রোগী ভার ভার বোধ করে এবং তদসহ এলোজের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ মলদ্বারের অবরোধক পেশীর দুর্ব্বলতা এবং প্রাতঃকালীন উদরাময় থাকা প্রয়োজন। মলত্যাগকালীন মল অপেক্ষা বায়ু নিঃসরণই অধিক হয় এবং অর্শ থাকিলে অর্শবলি বহির্গত হইয়া পড়ে।

পডফাইলাম—ইহাতে উপরিউক্ত অর্থাৎ উদরাময়ের সহিত জরায়ুভ্রংশ লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে কিন্তু মলদ্বারের অবরোধক পেশীর দুর্ব্বলতা নাই এবং এলোজের ন্যায় অর্শও নাই।

ষ্ট্যানাম—ইহাও জরায়ু নির্গমনের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে কিন্তু ইহাতে কঠিন মলের সহিত জরায়ু নির্গমন হয়।

অর্শ—অর্শের এলোজ একটি অতি পরিচিত ঔষধ। বলি আঙ্গুরের ফলের থোবার ন্যায় (Bunch of grapes) ঝুলিয়া পড়ে অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত এবং রক্তস্রাবী ও যন্ত্রণা শীতল জলে উপশম হয়। বলি দেখিতে নীল আভাযুক্ত এবং ভীষণ চুলকায় এতদ্ব্যতীত মলদ্বারে ভার ভার বোধ লাগিয়া থাকে। এত অধিক

চুলকায় যে রোগী নিদ্রা যাইতে পারেনা, রোগী মলদ্বারে অনেক সময় অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া চুলকাইতে থাকে (He is compelled to bore with the finger into the anus, so violent is the itching that patient cannot be let it alone, it seems it will drive him to destraction) এলোজের যন্ত্রণা একমাত্র শীতলজলে কিংবা শীতল প্রলেপে উপশম হয়। একটি অদ্ভুত লক্ষণ এলোজে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে—রোগী কোন প্রকার মলমের প্রলেপ সহ্য করিতে পারে না ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় (A common feature of Aloes is that ointment increases the burning—Kent).

মিউরেটিক এসিড—ইহারও নীল আভাযুক্ত অর্শ একটি লক্ষণ বটে কিন্তু মিউরেটিক এসিডের যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম হয়। এলোজের অর্শে যেমন ভীষণ চুলকাণি থাকে মিউরেটিক এসিডে অত্যন্ত টাটানি এবং স্পর্শাধিক্যতা থাকে—এমন কি শয্যার চাদরের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না।

কোষ্ঠকাঠিন্য—এলোজে কোষ্ঠকাঠিন্যেও সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা লক্ষণ পরিষ্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে। কঠিন মল অনিচ্ছায় আপনা হইতেই অজ্ঞাতসারে নির্গত হয় এমন কি রোগী ইহা নিজেই টের পায় না (solid stood passing involuntarily, passing away unnoticed) ইহা ব্যতীত আরো দেখিতে পাওয়া যায়—মলত্যাগের বেগ হয় রোগী পায়খানায় গিয়া বসে কিন্তু কেবল মাত্র কতকগুলি বায়ু নিঃসরণ হয়, মল কিছুই হয় না (The patient goes to stool but when upon the commodes nothing but wind passes. It is useful also in old chronic sufferers from constipation, who go many days without a stool, but feel every little while or several times in the day, that they must go to stool and then only a wind passes—(Nat Sulph,—Kent)

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—আমাশয়ে ডাক্তার হিউজ ৬x অধিক পছন্দ করেন কিন্তু ডাক্তার ডানহাম এবং ওয়েলস ২০০ ক্রম প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। আমরা সর্ব্বপ্রকার রোগে সচরাচর ৩০ ক্রম অধিক ব্যবহার করি।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এমন মিউর, গ্যাম্বোজ, নাক্স, পডফাইলাম।

রোগের বৃদ্ধি—অতি প্রত্যুষে, উষ্ণ, শুষ্ক, ঋতুতে আহারের পর, চলাফেরায় অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায়।

রোগের উপশম—শীতল জলে, ঠাণ্ডা ঋতুতে, বায়ু অথবা মল নিঃসরণে।

রোগীর বিবরণ

জন্মাবধি একটি ৫ বৎসরের শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকিয়া লইয়া যায়। শিশুটির কিছুতেই মলত্যাগ হইত না, মলত্যাগকালীন চেঁচাচেচি করিত, কাঁদিয়া উঠিত এমন কি এনিমা দিলেও হইত না অনেক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কিছুই ফল না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। একদিন শিশুটির মলদ্বার পরিষ্কার্থ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে বলিলাম, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাইতে গিয়া দেখি, রোগী শয্যায় অনেকটা শক্ত মলত্যাগ করিয়া রাখিয়াছে অথচ রোগী নিজেই তাহা টের পায় নাই। শেষোক্ত লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া এক মাত্রা এলোজ ২০০ ক্রম প্রয়োগ করি এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে। (ডাঃ ন্যাস)

ব্যাপ্‌টিসিয়া (Baptisia).

ব্যাপ্টিসিয়া উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ। প্রথমতঃ সাত জন চিকিৎসক সঙ্খেপতঃ ইহার সিদ্ধান্তকরণ (proving) সম্পাদন করেন, তৎপর ডাক্তার হেল, এলেন, বেইস, কিপলিং ডগলাস প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ আরো অনেক লক্ষণ ইহাতে সন্নিবিষ্ট করেন। প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার হোয়ট (Dr. Hoyt) ইহাকে সর্ব্বপ্রথম হোমিওপ্যাথিকে প্রবর্ত্তন করেন, তিনি নর্থ আমেরিকান মাসিক পত্রিকায় (North American Journal) একটি রোগীর ঘটনা উল্লেখ করিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, তদবধি ইহা টাইফয়েড রোগের একটি বিশিষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ইত্যাদি সমুদায় স্রাবই ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত।

২। রোগী কথার উত্তর দিতে দিতেই কিংবা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে (কথার ঠিক উত্তর দেয় কিন্তু কথা শেষ হইবা মাত্রই প্রলাপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়—আর্ণিকা)।

৩। জিহ্বা প্রথমতঃ শ্বেত কিংবা পীত লেপাবৃত থাকে ক্রমশঃ জিহ্বার মাঝখানে কৃষ্ণবর্ণ অথবা লালবর্ণ রেখা প্রকাশ পায় এবং চির খাইয়া স্ফীত হইয়া যায় (কৃষ্ণবর্ণ রেখা ব্যাপ্টিসিয়ার একটি বিশেষ লক্ষণ) ইহাও দেখা যায় জিহ্বার পার্শ্ব চকচকে লালবর্ণ এবং ফোস্কাযুক্ত।

৪। রোগী স্থিরভাবে থাকিতে পারে না যে অবস্থায় শয়ন করে শয্যা শক্ত মনে হয় তদহেতু রোগী এপাশ ওপাশ করিতে থাকে (পাইরোজেন) এবং রোগী মনে করে তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে সেইগুলিকে একত্র করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ করিতে থাকে এবং সেই হেতু নিদ্রা যাইতেও পারে না (cannot go to sleep because

she cannot get herself together, head or body feels scattered about the bed, tosses about to get the pieces together)।

৫। তরল দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে শক্তদ্রব্য আদপেই পারে না। (তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে শক্ত দ্রব্য গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে না—ল্যাকেসিস)।

৬। মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং ঘোর লালবর্ণ (flushed and dark red.) চেহারা নেশাখোরের ন্যায় বিঘোর (drunken expression) হতবুদ্ধি ভাবাপন্ন।

সাধারণ লক্ষণ

১। আমাশয়—কেবল রক্ত অথবা রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা, ভীষণ দুর্গন্ধ যুক্ত অথচ যন্ত্রণা শূন্য। বৃদ্ধ লোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

২। কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, চিন্তা শক্তির অভাব, উদাসীন, কোন কাজ কর্ম্মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই এবং কাজ কর্ম্মে মনোযোগ নিবিষ্ট করিতে অক্ষম।

৩। মুখের দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত, যেন মুখ গহ্বরের শৈষ্মিক ঝিল্লি পচিয়া গিয়াছে। দন্তের মাড়ি হইতে কৃষ্ণ বর্ণ রক্ত নিঃসৃত হয়।

দেখিতে পাওয়া যায়, সকল গ্রন্থকার এবং ভৈষজ্যবিদগণ ব্যাপ্টিসিয়াকে টাইফয়েডের একটি মহৎ ঔষধ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থকার ব্যাপ্টিসিয়ার টাইফয়েড লক্ষণ ব্যতীত আর কোন কিছুই উল্লেখ করেন নাই কিন্তু আমরা টাইফয়েডে ব্যাপ্টিসিয়ার প্রয়োগোপযোগী লক্ষণ সর্ব্বপ্রথমেই সকল সময় পাই না। প্রথমাবস্থায় অনেকেই জেলসিমিয়ামকে উচ্চস্থান প্রদান করেন আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় অনেক চিকিৎসক টাইফয়েড রোগের প্রথম কিংবা পরবর্ত্তী—অর্থাৎ সকল অবস্থাতেই ব্যাপ্টিসিয়া প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন, ইহা কত দূর যুক্তি সঙ্গত এবং সমীচিন তাহা অনেকটা সন্দেহের বিষয়। ডাক্তার ডগলাস কর্ত্তৃক ব্যাপ্টিসিয়ার সিদ্ধান্তকরণের (proving) ফিজিওলজিক্যাল কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্যাপটিসিয়ার যে জ্বর উৎপন্ন হয় তাহা টাইফয়েড জ্বরের প্রথমাবস্থার সম্পূর্ণ অনুরূপ—নাড়ীর

গতি মৃদু এবং ভরাটে হয় অথচ দ্রুতভাব, তদসহিত প্রলাপ, সর্ব্বাঙ্গ বেদনা, শিরঃপীড়া, শয়নাবস্থায় অস্থিরতা ইত্যাদি টাইফয়েডের প্রথমাবস্থার সমুদায় লক্ষণ পরিষ্কাররূপ প্রকাশ হয়। ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় ব্যাপ্টিসিয়ায় পেয়ারাখ্য গ্রন্থির (Peyers gland) উপরে ক্ষমতা নাই (Peyer's gland = The clustered gland of the intestines, first discovered by Peyer. Each gland is surrounded by a circle of minute tubes, called Corona tubulorum) অথচ টাইফয়েডে Peyer gland আক্রান্ত হওয়া একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যাহাই হউক ইহা নিশ্চিত যে ব্যাপ্টিসিয়া নিম্নোদরে টাটানি এবং উদরাময় সহ অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে রক্তাধিক্য এবং শ্লেষ্মা উৎপন্ন করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে (We have no evidence that Baptisia affects Peyer's gland as they affected in typhoid in Arsenic, Teribinthina, nor even that it acts upon them at all. But it is certain that it produces congestion and catarrh of the intestinal mucus membrane with abdominal tenderness and diarrhoea-Dr Hughes)। ব্যাপ্টিসিয়ার টাইফয়েডে পেটভাঙ্গা অর্থাৎ উদরাময় লক্ষণ থাকা চাই এবং ইহাও আমার মনে হয় পেটভাঙ্গা লক্ষণ না থাকিলে ব্যাপ্টিসিয়া সেইরূপস্থলে অধিক নির্ব্বাচিত হয় না। ডাক্তার বেয়ার প্রকৃত abdominal typhoidএ অর্থাৎ পেটভাঙ্গা লক্ষণ থাকিলে ব্যাপ্টিসিয়াকে অতি উচ্চস্থানে প্রদান করিয়াছেন। According to my own experience, Baptisia is not so much indicated in fully developed typhoid as in abdominal typhoid my experience in the use of this drug is limited but I doubt whether any good can be expected from it after the ulcerative process in abdominal typhoid has fully set in ; It may do something, when no other medicines are indicated but characteristic—symptoms is in the first stage of exanthematic typhoid—Dr. Bahaer). আর একদিকে ফ্যারিংটন সাহেব বলিতেছেন —Our journals are replete with glowing accounts of cures typhoid.

যে কোন হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থই পাঠ করুন তাহাতেই টাইফয়েডে ব্যাপ্টিসিয়ার ক্ষমতা কি প্রকার অপ্রতিহত তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে

পাইবেন। আমার মনে হয় এই ঔষধ ব্যতীরেকে আমরা টাইফয়েড চিকিৎসা করিতেই পারিতাম না।

ব্যাপ্টিসিয়ায় শরীরের যাবতীয় নিঃসরণ অর্থাৎ মল, মূত্র, শ্বাস প্রশ্বাস, ঘর্ম্ম ইত্যাদি সমূহের দুর্গন্ধতা এবং মানসিক ও স্নায়বীর লক্ষণ হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে ব্যাপ্টিসিয়ায় রক্তের qualitative এবং quantiative উভয়ই পরিবর্ত্তন ঘটে। শ্বাস প্রশ্বাসের দুর্গন্ধতা টাইফয়েড রোগের বিশেষত্বও বটে (The offensive exhalation, the mental and nervous phenomena which it develops are characteristic of this disease).

ব্যাপটিসিয়ার টাইফয়েডের লক্ষণ সমূহ—প্রলাপের ঠিক পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় মস্তিষ্কের উত্তেজনা হয়, রোগী কোন বিষয়েই মনকে স্থির রাখিতে পারে না, অত্যন্ত অস্থির হয়, একবার এখানে একবার ওখানে উঠিয়া বসিয়া বেড়ায় সুনিদ্রা হয় না। রাত্রি ২।৩টার সময় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় এবং অস্থিরতা বোধ করে, নিদ্রায় নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখে তাহাকে কেহ যেন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে কিংবা জলে সাঁতার কাটিতেছে অথবা এমন কিছু কার্য্য করিতে হইতেছে যাহাতে অত্যন্ত বল প্রয়োগ প্রয়োজন হইতেছে।

ব্যাপ্টিসিয়ায় একটি অদ্ভূত লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহাতে রোগী নিজের বিষয়ে ভুল ধারণা পোষন করে—তাহার শরীর চারিদিকে যেন ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—রোগী সেইগুলিকে একত্র করিবার জন্য শয্যার এপাশ ওপাশ করে এবং হাত দিয়া হাতড়াইতে থাকে (এই লক্ষণটি ব্যাপ্টিসিয়ার টাইফয়েডের বিশেষ বিশেষত্ব) ইহার সহিত অবসন্নতা এবং গাত্র বেদনা বর্ত্তমান থাকে। কটিদেশ আড়ষ্ট এবং সমস্ত শরীর ক্লান্ত ও বেদনাযুক্ত বোধ করে যেন কেহ প্রহার করিয়াছে, তদহেতু রোগী শয্যা শক্ত মনে করিয়া কোমল স্থান পাইবার নিমিত্ত শয্যার এখানে ওখানে করিতে থাকে, এই প্রকারে রোগী ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অবশেষে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া যায়। মুখমণ্ডল রক্তিমাভ যুক্ত হয়, নেশাখোরের ন্যায় বিঘোর অবস্থায় পড়িয়া থাকে। চক্ষু এবং মুখের চেহারা দেখিলে মনে হয় যেন কোনপ্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করিয়াছে, কপালের-চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পেষনবৎ শিরঃপীড়া হয় জিহ্বার অবস্থা প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ পীতাভ অথবা শ্বেতবর্ণ থাকে কিন্তু ক্রমশঃ রোগের বৃদ্ধির সহিত মধ্যস্থল কৃষ্ণবর্ণ অথবা লাল রেখা রেখা দাগ যুক্ত

হয় এবং পাশগুলি চক চকে লাল হইয়া আইসে (Tongue coated dark or red in the centre, with red shining edges)।

রোগীর অবস্থা যখন দিন দিন মন্দ হইতে মন্দতর হইতে থাকে তখন মস্তিষ্কের ক্রিয়াও ক্রমশঃ অধিকতর খারাপ হইয়া আইসে—কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কিংবা কথার উত্তর দিতে দিতেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে (কথার উত্তর ঠিক ভাবেই দেয় কিন্তু তৎমুহূর্ত্তেই প্রলাপ বকিতে থাকে—আর্ণিকা)। মস্তিষ্কের এইরূপ অবস্থা ক্রমশঃ উপস্থিত হয়। অবশেষে উদর আক্রান্ত হইয়া, উদরাময় প্রকাশ পায় বিশেষভাবে ileo caecal অর্থাৎ কুক্ষিপ্রদেশে গড় গড় শব্দ হইতে থাকে এবং অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়, তৎপর ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ আরম্ভ হয়—ভেদ পীত কিংবা কৃষ্ণবর্ণ। ব্যাপ্টিসিয়ার কেবল যে ভেদ অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় তাহা নয়—মল, মূত্র, ঘর্ম্ম অর্থাৎ সমুদায় স্রাবই (discharge) ভীষণ বদগন্ধ হয়। ইহা ব্যাপ্‌টিসিয়ার টাইফয়েডের একটি অত্যন্ত পরিজ্ঞাপন লক্ষণ (all the discharges stool urine, sweats are extremely offensive)।

জ্বরের প্রবলতার সহিত যদি প্রথম হইতেই কুক্ষি প্রদেশে গড় গড় শব্দ এবং তৎপর স্পর্শাধিক্য লক্ষণ ও পেটের গোলমাল দেখা দেয় তাহা হইলেও ব্যাপ্‌টিসিয়াকে প্রথমেই চিন্তা করা উচিৎ কারণ ব্যাপ্‌টিসিয়ায় ileo caecal প্রদেশে গড় গড়ানি শব্দ একটি বিশেষ বিশেষত্ব। জ্বর ক্রমশঃই প্রবল হইতে থাকে এবং নাড়ীর গতিও জ্বরের বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ব্যাপ্‌টিসিয়ায় টাইফয়েডে উদরাময় এবং মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ অর্থাৎ আচ্ছন্ন ভাব, ভীষণ দুর্ব্বলতা, মল, মূত্র ঘর্ম্ম, শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি সমুদায় দুর্গন্ধময়, দন্ত শর্করা (sordes) ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ রোগের দ্বিতীয় তৃতীয় সপ্তাহে সাধারণতঃ প্রকাশ পায়।

ব্যাপটিসিয়া প্রয়োগে যদি এই সমুদায় লক্ষণের হ্রাস না হয় তাহা হইলে ক্রমশঃ আর্সেনিক, কার্ব্বভেজ এবং মিউরেটিক এসিডের অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়।

• ব্যাপ্টিসিয়ার টাইফয়েডে স্রাবের দুর্গন্ধতা, অস্থিরতা, গাত্রবেদনা, মস্তিষ্কের আচ্ছন্নতা, মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা এবং ভীষণ দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকা চাই।

(Offensiveness of the discharges, restlessness, the parts rested upon feel sore and bruised, she feels scattered about tosses around to get herself together, falls asleep when spoken to or in the midst of his answer, stupid besotted drunken expression, dusky redness of the face and profound prostration).

ব্যাপ্‌টিসিয়ার সহিত ব্রাইওনিয়া, জেলসিমিয়াম এবং রাসটক্সের পার্থক্য—

এই তিনটি ঔষধেই পেশীর টাটানি (muscular soreness) এবং দুর্ব্বলতা অল্প বিস্তর থাকে কিন্তু ব্যাপটিসিয়ায় গাত্র বেদনা এবং জেলসিমিয়ামে দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিক থাকে আবার জেলসিমিয়ামে এবং ব্যাপটিসিয়ায় তন্দ্রাভাব ও মুখ মণ্ডলের আরক্তিমতা থাকে কিন্তু ব্রাইওনিয়ায় কিছুই থাকে না। ব্যাপ্‌টিসিয়ায় মস্তিষ্কের ক্রিয়ার অধিকতর বিকৃতি হয়, নেশাখোরের ন্যায় হইয়া থাকে জেলসিমিয়ামে অধিক হয় না। ব্রাইওনিয়া এবং জেলসিমিয়াম রোগী স্থির ভাবে পড়িয়া থাকে (কারণ সঞ্চালনে ব্রাইওনিয়া রোগীর গাত্রবেদনা বৃদ্ধি হয় আর জেলসিমিয়াম রোগী দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত নড়াচড়া করিতে পারে না) ব্যাপ্‌টিসিয়া রোগী অত্যন্ত অস্থির (মনে করে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে একত্র করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ করিতে থাকে ইহা ব্যতীত ব্যাপ্‌টিসিয়া রোগী যে স্থানে শয়ন করে তাহা শক্ত বলিয়া বোধ করে)। ব্রাইওনিয়ায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, ব্যাপ্‌টিসিয়ায় উদরাময় থাকে, জেলসিমিয়ামে কিছুই থাকে না। মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা ব্যাপ্‌টিসিয়ায় অত্যন্ত অধিক হয়, জেলসিমিয়ামে তদপেক্ষা কম, ব্রাইওনিয়ায় অতি সামান্য হয়। মল, মূত্র এবং ঘর্ম্মের দুর্গন্ধতা ব্যাপ্‌টিসিয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ থাকে, ব্রাইওনিয়া এবং জেলসিমিয়ামে থাকে না। ব্রাইওনিয়ায় প্রলাপে ব্যবসা (business) সম্বন্ধে, ব্যাপ্‌টিসিয়ার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একত্র করিবার চেষ্টা, জেলসিমিয়ামে বিড় বিড় করে (muttering delirium) এবং মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া মনে করে।

ব্রাইওনিয়া জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক এবং পিপাসিত? জেলসিমিয়ামে জিহ্বা সামান্য লেপাবৃত ও লেপ শূন্য পিপাসাহীন এবং জিহ্বা বহির্গত করিতে কাঁপে। ব্যাপ্‌টিসিয়ার জিহ্বা) মধ্যস্থল লম্বালম্বি কৃষ্ণবর্ণ রেখাযুক্ত

(Baptisea is the only one that turns darker in a well defined streak through the middle in this stage)। ব্রাইওনিয়ার প্রস্রাব স্বল্প এবং অত্যন্ত লাল বর্ণ, জেলসিমিয়ামে প্রচুর জলবৎ এবং পরিষ্কার, ব্যাপ্‌টিসিয়ায় প্রচুর অথবা স্বল্প এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

টাইফয়েডের প্রথম অবস্থায় জেলসিমিয়ামে এবং ব্যাপ্‌টিসিয়ার যথেষ্ট সাদৃশ থাকিলেও কিন্তু জেলসিমিয়ামই সচরাচর প্রথমেই প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং জেলসিমিয়াম দেওয়া সত্বেও যদি জ্বর বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে ব্যাপ্টিসিয়ার বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। জেলসিমিয়ামে জ্বরের সহিত তন্দ্রাভাব অত্যন্ত অধিক রূপে প্রকাশ থাকে। ডাক্তার ন্যাস এক স্থানে বলিতেছেন—I have seen the whole aspect of a very serious case changed to a favourable one on the 9th or 10th days by Baptisea 30 being guided to its selection by its characteristic mind symptoms and the same with Gelsemium 200 after Bryonia had done all it could, the guiding symptoms being the trembling, so characteristic of this drug so it would be a great mistake to lose sight of these remedies, because as a general thing they are most useful in the beginning. বাস্তবিকই টাইফয়েডের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান তাহা সকল সময় স্মরণ রাখিবে। আমার বোধ হয় ব্যাপ্‌টিসিয়া ৩০ ক্রম অপেক্ষা ১x অধিক ফলপ্রদ।

ব্যাপ্‌টিসিয়া এবং আর্ণিকার পার্থক্য।

ব্যাপ্‌টিসিয়া	আর্ণিকা
১। চেহারা হতভম্ভ, নেশাখোরের ন্যায় তন্দ্রাযুক্ত এবং উদাসীন।	১। তন্দ্রাযুক্ত, হতভম্ভ এবং উদাসীন বরং উদাসীনতা ব্যাপটিসিয়া অপেক্ষা অধিক অথচ মুখমণ্ডল নেশাখোরের ন্যায় নয়।
২। মুখমণ্ডল—রক্তিমাভ, অথবা ঘোর লাল বর্ণ।	২। মুখমণ্ডল বরং মস্তক উষ্ণ অর্থাৎ শরীরের উর্দ্ধভাগ উষ্ণ, নিম্নভাগ শীতল।

৩। বিকার অবস্থায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার মাঝামাঝি অথবা কোন কথার উত্তর দিতে দিতেই তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

৪। গাত্র বেদনা অথবা টাটানি হেতু শয্যা শক্ত মনে করিয়া ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে ইহাতে যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে সেই পার্শ্বই টাটায় the parts rested upon feel sore and bruised)।

৫। সকল প্রকার স্রাব—মল মূত্র ঘর্ম্ম ইত্যাদি সমুদায় ভীষণ দুর্গন্ধ যুক্ত এবং যন্ত্রণা শূন্য।

৬। কৃষ্ণবর্ণ অথবা লাল রেখা জিহ্বার মধ্য স্থলের কিঞ্চিৎ নিম্নে লম্বা ভাবে প্রকাশ পায়।

৭। শ্বাস প্রশ্বাস হাঁ করিয়া নেয়।

৮। পেট ফাঁপা অধিক থাকে না। কুক্ষি প্রদেশে গড় গড় শব্দ হয় এবং স্পর্শাধিক্য।

৩। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক উত্তর দেয় বটে কিন্তু তন্দ্রা এবং অচৈতন্যতা তৎক্ষণাৎ আসিয়া পড়ে।

৪। ইহাতেও গাত্র বেদনা অথবা টাটানি হেতু শয্যা শক্ত মনে করিয়া এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। ইহাতে সর্ব্বাঙ্গময় বেদনা হয়। গাত্রে কৃষ্ণ-বর্ণ চাপ চাপ দাগ প্রকাশ পায়।

৫। মল, মূত্র এবং ঘর্ম্ম ভীষণ দুর্গন্ধ যুক্ত নয়। কিন্তু মল মূত্র অসারে হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস দুর্গন্ধ যুক্ত।

৬। কটাবর্ণ রেখা জিহ্বার মধ্যস্থলে লম্বা ভাবে প্রকাশ পায়।

৭। শ্বাস প্রশ্বাস জোরে জোরে পড়ে এবং শ্বাস প্রশ্বাসে নাসিকা রব সদৃশ শব্দ হয়।

৮। পেট ফাঁপা থাকে।

আর্ণিকার অবস্থা সচরাচর ব্যাপটিসিয়ার পর উপস্থিত হয় এবং আর্ণিকা কখনই টাইফয়েডের প্রথম অবস্থায় ব্যবহার হয় না। যে স্থলে কোন প্রকার অত্যন্ত পরিশ্রমিক কার্য্য করিয়া তৎপর জ্বর হইয়া ক্রমশঃ টাইফয়েড অবস্থা উপস্থিত হয় সেইরূপ স্থলে আর্ণিকা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ব্যাপ্‌টিসিয়া এবং রাসটক্সের পার্থক্য—

ব্যাপ্‌টিসিয়া	রাসটক্স
১। গাত্র বেদনা হেতু শয্যা শক্ত মনে করিয়া এপাশ ওপাশ করিতে থাকে।	১। গাত্র বেদনা হেতু এপাশ ওপাশ করে যেহেতু সঞ্চালনে গাত্র বেদনা উপশম হয়।
২। পেট ফাঁপা অধিক থাকে না।	২। পেট ফাঁপা থাকে।
৩। মলমূত্র ঘর্ম্ম অর্থাৎ সমুদায় স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত।	৩। মলমূত্র অধিক দুর্গন্ধ যুক্ত নয়।
৪। জিহ্বার মাঝখানে লম্বা ভাবে লাল রেখা প্রকাশ পায়। (Red streaks down the middle of the tongue)।	৪। জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক এবং জিহ্বাগ্রে লাল ত্রিকোণাকৃতি দাগ প্রকাশ পায় (red at the tip in the shape of a triangle)।
৫। বিকার অবস্থায় শরীর বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিদিকে পড়িয়া আছে এইরূপ ভ্রমে তাহা একত্র করিবার নিমিত্ত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে।	৫। বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকে।
৬। মল রক্ত যুক্ত তরল অথবা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মাবৎ অথবা ঘোর কাংবর্ণ তরল (Dark thin fecal)।	৬। মল জলবৎ তরল অথবা মাংস ধোয়া জলবৎ।

রাসটক্স—এক সময় এই ঔষধটির এত অধিক প্রতিপত্তি ছিল যে, যে কোন রোগেই টাইফয়েডের লক্ষণ প্রকাশ থাকিলে সেই স্থলেই ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হইত (Formerly Rhus held undisputed sway in almost all diseases which threatened to assume a Typhoid type, whether the disease was diphtheria, scarlatina, peritonitis or Pneumonia—Farrington) কিন্তু আজকাল ব্যাপটিসিয়া সেইরূপ স্থলে অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছে।

ব্যাপ্টিসিয়ার টাইফয়েডে অবসন্নতা লক্ষণ অত্যন্ত শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত

হয়, প্রথম হইতেই যেন রোগীর চেহারা নেশাখোরের ন্যায় হইয়া আইসে, একলা থাকিতে চায় আর কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, কুকুরের ন্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া থাকে, নিজ মনে অস্পষ্টভাবে বিড় বিড় করিতে থাকে, মলমূত্র ঘর্ম্ম ইত্যাদি সমুদায়ই অত্যন্ত দুর্গন্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এক সপ্তাহে রোগীর অবস্থা এইরূপ হইয়া যায় যে মনে হয় যেন কতদিন হইতে ভুগিতেছে। ব্যাপটিসিয়ার রোগ অত্যন্ত শীঘ্র বাড়িয়া যায়, ইহা ব্যাপটিসিয়ার একটি বিশেষত্ব। যে লোককে দেখিলাম এক সপ্তাহ পূর্ব্বে রাস্তায় বেড়াইতেছে তাহাকে অদ্য দেখিতেছি কুকুরের ন্যায় শয্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া শয়ন করিয়া আছে, কাহারো সহিত কথা বলিতেছে না; ডাকিলেও সারা দিতেছে না, হয় ত অর্দ্ধেক বলিয়া পুনরায় তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িতেছে নেশাখোরের ন্যায় বিঘোর অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এত দ্রুত রোগীর এই প্রকার বৃদ্ধি একমাত্র ব্যাপটিসিয়াতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং এইরূপ অবস্থায় ব্যাপটিসিয়া অধিক নির্ব্বাচিতও হয়।

রোগ যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, দেখিতে পাওয়া যায় রোগী সর্ব্বদা একটা কিছু করিতেছে যেন কি একটা অস্বস্থি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে সকল সময় ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে একবার গায়ের কাপড় টানিতেছে আবার ফেলিয়া দিতেছে, নিজের হস্ত পদ নিজে নিজেই টানিতেছে, টিপিতেছে, শয্যায় হাত দিয়া এদিক ওদিক যেন খুঁজিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে "আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়া আছে তাহা একত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছি।" সকল সময় এই সমুদায় লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে নিদ্রা যাইতেও পারিতেছে না। রোগী কখন কখন মনে করে তাহার শরীর হইতে হস্তপদ পৃথক হইয়া গিয়াছে অথবা একটি পায়ের স্থলে তিনটি হইয়া গিয়াছে অথবা পার্শ্বে একটি অপর লোক শুইয়া রহিয়াছে, এতদ সমুদায় ভ্রম চিন্তায় এবং ধারণায় রোগীকে অস্থির এবং ব্যস্ত করিয়া রাখে।

ব্যাপটিসিয়ার প্রলাপ অধিকাংশ স্থলে রাত্রিতেই অধিক হয় এবং প্রলাপ অত্যন্ত মৃদু অনেকটা হাইওসিয়ামাসের মত। ব্যাপটিসিয়ার প্রলাপে একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে রোগী যখনই চক্ষু বন্ধ করে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রলাপের মৃদু বিড় বিড় করাও বন্ধ হয়, আবার যেমন চক্ষু খোলে

আবার প্রলাপ বকিতে থাকে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না, অর্দ্ধেক বলিয়াই আবার নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে।

গাত্র বেদনা লক্ষণ ইহাতে অত্যন্ত বর্ত্তমান থাকে এবং ইহা অনেকটা আর্ণিকার ন্যায়। আর্ণিকার সহিত ব্যাপটিসিয়ায় কতকগুলি অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে উভয়েতেই গাত্র বেদনা রহিয়াছে, উভয় রোগীই হতভম্ব নির্ব্বোধ অবস্থায় পড়িয়া থাকে; উভয় ঔষধই আঘাতে ব্যবহার হয়, উভয় ঔষধেরই স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধ (ব্যাপটিসিয়ার অত্যন্ত অধিক)। আর্ণিকার গাত্রে কালশিরা প্রকাশ পায়, ব্যাপটিসিয়ায় ইহা থাকে না এই লক্ষণটি আর্ণিকার একটি বিশেষ বিশেষত্ব।

রোগ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে দন্তে এবং ওষ্ঠে দন্ত শর্করা সমাবেশ হইতে থাকে ও দুর্গন্ধও অত্যন্ত ভীষণ হয়। জিহ্বা ওষ্ঠদ্বয় এবং মুখে ক্ষত প্রকাশ পায় চিড় খাইয়া কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে। রোগী ঘোর আচ্ছন্ন অবস্থায় অসাড় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে, ডাকিয়াও জাগান যায় না।

পেটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়। পেট ফাঁপিয়া থাকে এবং গুড় গুড় শব্দ হয়, মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হইতে থাকে। মল নানান প্রকারের হয় এবং এত ভীষণ দুর্গন্ধ হয় যে ঘরে প্রবেশ করা যায় না। মল সময় সময় অসারে নির্গত হইয়া থাকে—মলের রং কৃষ্ণবর্ণ, তরল রসযুক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ শ্লেট চূর্ণের ন্যায় অথবা ঘোড় কটাবর্ণ। প্রস্রাব অত্যন্ত লালবর্ণ স্বল্প এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

ল্যাকেসিস—ব্যাপটিসিয়ার ন্যায় ইহাতেও মলমূত্র ঘর্ম্ম ইত্যাদির দুর্গন্ধতা এবং অত্যন্ত অধিক দুর্ব্বলতা লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। জিহ্বা বহির্গত করা কালীন জিহ্বাগ্র কাঁপিতে থাকে, দাঁতে জিহ্বা আটকাইয়া যায়। দাঁত হইতে ছাড়াইলেও বাহিরে ঝুলিয়া পড়ে। পুনরায় ভিতরে টানিয়া প্রবেশ করাইবার ক্ষমতা এবং জ্ঞান থাকে না (trembling of the tongue when attempting to protrude it, the tongue catches on the teeth during the act, when he succeeds in geting it out, it hangs there tremblingly and he may not even have sense enough to draw it again)। রক্তস্রাব যেন শরীরের ছিদ্রযুক্ত স্থান হইতেই নির্গত হইতে থাকে। ওষ্ঠদ্বয় ফাটিয়া চিড়িয়া যায় এবং কৃষ্ণবর্ণ বদ রক্ত বহির্গত হয়। রক্ত

কিছুক্ষণ থাকিলে পোড়া বিছালি খড়ের ন্যায় তলানি পড়ে (deposits a sediment which looks like charred straw)। রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় রোগী গাত্রোপরি এবং গলদেশে কোন প্রকার সামান্য চাপ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না এমন কি কাপড়ের সামান্য চাপও সহ্য হয় না। ল্যাকেসিস্ রোগের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি অবস্থায় সাধারণতঃ ব্যবহার হয় এবং সর্প বিষ হইতে প্রস্তুত ঔষধ বলিয়া ব্যাপটিসিয়া অপেক্ষা ইহার কার্য্য অত্যন্ত গভীর। ল্যাকেসিসে আর একটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে নিদ্রার পর সমুদায় রোগের বৃদ্ধি হয় (If he does any real sleep all his sufferings are greatly aggravated, the more he sleeps, the worse he feels—Nash)। ইহার সমুদায় স্রাব ব্যাপটিসিয়ার ন্যায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইলেও কিন্তু স্রাব সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ। ডাক্তার লিপি একস্থানে বলিতেছেন যদি উপযুক্ত এবং নির্ব্বাচিত ঔষধে আশাপ্রদ ফল না পাওয়া যায় তাহা হইলে ল্যাকেসিস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (Lachesis is a remedy that could like Sulphur sometimes be used on the indications, when other apparently well chosen remedies do not act—Dr. Lippe)

মিউরেটিক এসিড—ব্যাপটিসিয়ার সহিত অবসন্নতা, স্রাবের দুর্গন্ধতা ইত্যাদি কতক লক্ষণে সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু মিউরেটিক এসিডের দুর্ব্বলতা এত ভীষণ হয় যে রোগীর বালিসে মস্তক রাখিবার ক্ষমতাই থাকে না। কাজে কাজেই রোগীর শরীর ক্রমশঃ শয্যার পায়ের দিকে নামিয়া আসিতে থাকে (The weakness is so great that the patient constantly sinks or slides down to the foot of the bed)। মিউরেটিক এসিডের অবসন্নতা অনেকটা কার্ব্বভেজের ন্যায় বলিতে পারা যায় ইহা শেষ অবস্থার একটি উত্তম ঔষধ। জিহ্বা শুষ্ক হইয়া কোঁচকাইয়া ক্ষুদ্র হইয়া যায়। সঞ্চালন ক্ষমতা শূন্য হয়, দাঁতের মাড়িতে নীলবর্ণ ক্ষত প্রকাশ পায়, অসাড়ে দুর্গন্ধযুক্ত রক্তভেদ প্রস্রাব হয় এবং নাড়ীর গতি প্রতি তৃতীয় আঘাতের পর বিরাম হয়। অনেককে দেখিয়াছি মিউরেটিক এসিড সহজে প্রয়োগ করেন না ইহাকে কার্ব্বভেজের ন্যায় শেষ ঔষধ মনে করেন।

(টাইফয়েড রোগের বিস্তারিত ঔষধ সমূহ রাসটক্সে দেখ)

ডিফ্‌থিরিয়া—ব্যাপটিসিয়া ডিফথিরিয়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ যখন রোগ টাইফয়েড ভাবাপন্ন হইয়া আইসে—মুখ অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, কৃষ্ণবর্ণ ঝিল্লি (membrane) প্রকাশ পায় এবং রোগ ক্রমশঃ গলিত ক্ষতের ন্যায় অবস্থায় (gangrenous) পরিণত হইতে থাকে, আবার ইহাও দেখা যায় অনেক সময় রোগের প্রারম্ভই উক্ত প্রকার লক্ষণ উপস্থিত হয়, রোগী কেবল তরল পদার্থ—দুধ জল, ইত্যাদি গলাধঃকরণ করিতে পারে, শক্ত পদার্থ পারে না। (তরল-পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট হয়, শক্ত পদার্থ তত কষ্ট হয় না—ল্যাকেসিস) ব্যাপটিসিয়ার ডিফথিরিয়ার সহিত আচ্ছন্নতা ভাবও অল্পবিস্তর বর্ত্তমান থাকা উচিত।

এইলান্থাস—টাইফয়েড অবস্থাপ্রাপ্ত ডিফথিরিয়ার ইহা ব্যাপটিসিয়ার সমকক্ষ ঔষধ কিন্তু ইহাতে আচ্ছন্নতা ব্যাপটিসিয়া অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক বর্ত্তমান থাকে। নাসিকা হইতে অত্যন্ত ক্ষতকারক জলবৎ স্রাব নির্গত হয়, এবং তদ্বারা উর্দ্ধওষ্ঠে ক্ষত হইয়া যায়। ইহাতে রক্ত বিষাক্ত হইয়া পীড়কা (rash) বহির্গত হইবার সম্ভাবনা প্রায়ই হয়, যদি বহির্গত হয় তাহা দেখিতে অনেকটা নীলবর্ণ (livid purplish hue) হয়।

আমাশয়—মল কেবল শক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ তরল এবং ভীষণ দুর্গন্ধ যুক্ত। কোঁথানি থাকে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ব্যাপটিসিয়ার আমাশয়ে কিছুমাত্র যন্ত্রণা থাকে না—ইহা জীবনী শক্তির ভীষণ দুর্ব্বলতার পরিচয়। টাইফয়েড জাতীয় আমাশয়ে ব্যাপটিসিয়া অধিক নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু ব্যাপটিসিয়া প্রয়োগের পূর্ব্বে মানসিক লক্ষণ এবং জিহ্বার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

মুখক্ষত—ব্যাপটিসিয়ার মুখক্ষতে অনেকটা ল্যাকেসিসের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। দন্তের মাড়ি হইতে কৃষ্ণবর্ণ অথবা ঘোর লাল বেগুণে রং সদৃশ রক্ত নিঃসৃত হয়—লালাস্রাব, মুখের গন্ধ, মল ইত্যাদি সমুদায় ল্যাকেসিসের ন্যায় ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত। এই উভয় ঔষধ ক্ষয়কাশের শেষ অবস্থায় মুখক্ষতে প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু ইহাদিগের জিহ্বা দেখিলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা ঘুচিয়া যায়—ব্যাপটিসিয়ার জিহ্বার মধ্যস্থলের কিঞ্চিৎ নিম্নে পীত অথবা কটাবর্ণ রেখা প্রকাশ পায় এবং ধার উজ্জ্বল লালবর্ণ হয়। ল্যাকেসিসে জিহ্বা বিশেষতঃ অগ্রভাগ শুষ্ক এবং লাল চকচকে হয় ও ধার সমুদায় ফোস্কাযুক্ত হয়। এই প্রকার ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত মুখক্ষতে ইকিনিসিয়া এঙ্গুষ্ট ফোলিয়ার বিষয় চিন্তা করিবে; ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় প্রকারেই ব্যবহার হয়।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—টাইফয়েডে ইহা সচরাচর ১x ক্রম অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং ১x ক্রম অধিক ফলপ্রদ। যে সমুদায় রোগ টাইফয়েডে পরিণত হইবার আশঙ্কা হয় অথবা টাইফয়েড জাতীয় রোগে ব্যাপটিসিয়া নিম্ন ক্রম ৩, ৬ ইত্যাদি অধিকাংশ চিকিৎসক ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ ৩০ ক্রমও ব্যাবহার করেন।

সমগুণ ঔষধসমূহ—আর্ণিকা, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, জেলসিমিয়ম।

ব্যাপ্‌টিসিয়ার পর—রক্তস্রাবে ক্রোটেলাস, হেমামেলিস, নাইট্রিক এসিড, টেরিবিন্থিনা সাধারণতঃ অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ব্যারাইটা কার্ব (Baryta Carb)

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। যাহারা শারীরিক এবং মানসিক উভয়েতেই অত্যন্ত দুর্ব্বল তাহাদিগতে এবং স্ক্রফিউলাস্ ও খর্ব্বাকৃতি শিশুদিগেতে যাহাদিগের শরীরের বৃদ্ধি হয় না কিংবা মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয় না তাহাদিগেতে ব্যারাইটা কার্ব্ব অধিক নির্ব্বাচিত হয় (Children both physically and mentally weak, dwarfish, who do not grow, scrofulous—Baryta-carb is especally adapted)

২। স্মরণশক্তি অতি দুর্ব্বল,—সহজেই কথা ভুলিয়া যায়, অমনোযোগ, কোন বিষয় শিক্ষা করিতে এবং মনে রাখিতে পারে না—বোকা, নির্ব্বোধ।

৩। বৃদ্ধ লোকদিগের Prostrate এবং testes অর্থাৎ মুখশায়ী গ্রন্থির এবং অণ্ডকোষের কাঠিন্যে, মৃগী রোগের আশঙ্কায় এবং তদ্‌হেতু পক্ষাঘাতে অধিক প্রয়োগ হয়।

৪। ঠাণ্ডা স্পর্শাধিক্য,—সহজেই ঠাণ্ডা লাগে এমন কি অতি সামান্য ঠাণ্ডাতেই তালমূল প্রদাহ এবং বিবৃদ্ধি হয়। তরল দ্রব্য ব্যতীত কিছুই আহার করিতে পারে না।

৫। গ্রন্থি সমূহ বিশেষতঃ গ্রীবা এবং কুচকি প্রদেশের গ্রন্থি স্ফীত এবং শক্ত হয়।

৬। পদদ্বয়ের দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম। পায়ের তলা এবং আঙ্গুল ঘর্ম্ম হেতু ক্ষত হয়।

৭। পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ হেতু গলদেশের প্রদাহ হয় (গ্র্যাফাইটিস্, সোরিনাম, স্যানিকিউলা, সাইলিসিয়া)।

সাধারণ লক্ষণ

১। খর্ব্বাকৃতি হিষ্টিরিকেল স্ত্রীলোক—স্বল্প ঋতুস্রাব, স্বল্প শারীরিক উত্তাপ, গাত্র সর্ব্বদা ঠাণ্ডা এবং শীত শীত ভাব।

২। অর্শ প্রত্যেকবার মূত্রত্যাগকালীন বহির্গত হইয়া পড়ে—(এসিড মিউর)।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকায় যে কয়েকটি স্ক্রফিউলাস (scrofulous) ঔষধের উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই তাহার মধ্যে ব্যারাইটা কার্ব্ব একটি অন্যতম এবং ইহা ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ন্যায় একটি প্রধান constitutional ঔষধ অর্থাৎ ইহার নির্ব্বাচন শারীরিক গঠন এবং ধাতুর উপর অধিক নির্ভর করে। ব্যারাইটা কার্ব্বের কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে—তাহার মধ্যে মানসিক বৃত্তি এব শারীরিক গঠনের বিকাশ উপযুক্ত রূপে না হওয়াই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান—কাজে কাজেই ব্যারাইটা কার্ব্ব রোগী নির্ব্বোধ এবং খর্ব্বাকার (idiot and dwarfish) প্রকৃতির। মন এবং শরীর উভয়ই দুর্ব্বল, সকল বিষয়েই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় বিশেষরূপে প্রকাশ থাকে। রোগী হয় ত নিশ্চেষ্টভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে

কিংবা উদ্দেশ্য বিহীন যাহা তাহা কাজ করিতে থাকে। শারীরিক গঠনে যেমন খর্ব্ব (dwarfish), বুদ্ধি বৃত্তিতেও সেই প্রকার দুর্ব্বল। এই প্রকার লক্ষণযুক্ত শিশুর বাক শক্তির বিকাশও শীঘ্র হয় না। কাজে কাজেই শিশু শীঘ্র কথা বলিতে কিংবা হাটিতে শিক্ষা করিতে পারে না, টলিয়া টলিয়া পড়িয়া যায়। কোন কথা অধিকক্ষণ স্মরণ থাকে না—সমুদায় বিষয়েই যেন একটা জড় বুদ্ধি ভাবাপন্ন (imbecile)। কোন বিষয় ধারণা করিতে কিংবা বোধগম্য করিতে অক্ষম। শরীর সামঞ্জস্য ভাবে বৃদ্ধি হয় না, সমুদায় শরীর শীর্ণ অথচ উদর বৃহৎ, মুখমণ্ডল ফোলা ফোলা, গ্রন্থি সমূহ (glands) বিবৃদ্ধি প্রাপ্ত (inclined to glandular swelling), সর্ব্বদা আহারের চেষ্টা, কিন্তু শরীর এবং মানসিক উন্নতির অভাব।

ব্যারাইটা কার্ব্ব বিশেষতঃ শিশু এবং বৃদ্ধদিগের উক্ত প্রকার মানসিক এবং শারীরিক দুর্ব্বলতার অধিক কার্য্য করে—

(Complaints of dwarfish children, mind and body weak, don't grow, inclined to glandular swelling. The defective growth is both mental and physical. The weakness of the mind may amount almost to idiocy or imbecility. Then again it is equally adapted to old age with mental and physical weakness feeble and tottering, childishness and thoughtless behaviour).

রোগী অত্যন্ত শীত কাতুরে। শীত সহ্য করিতে পারে না, সর্ব্বদা বস্ত্র দ্বারা আবৃত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। ঠাণ্ডায় সমুদায় রোগের বিশেষভাবে তালুমূল প্রদাহ এবং বিবৃদ্ধি হয়। অন্যান্য গ্রন্থি সমুদায়ও স্ফীত কিংবা যন্ত্রণাযুক্ত হয় অর্থাৎ ব্যারাইটা কার্ব্বের ঠাণ্ডা সহ্য না হওয়া একটি সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদিগের মধ্যেও উক্ত প্রকার হতবুদ্ধি জড়ভাবাপন্ন (imbecile) অবস্থা প্রকাশ পায় এবং ইহাদিগেতে আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায় তাহা হইতেছে অপরিচিত লোকের উপর ঘৃণা ভাব, কোন অপরিচিত লোক নিকটে আসিতেছে দেখিলেই রোগী সে স্থান হইতে দূরে চলিয়া যায়, যেন মনে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং মনে করে তাহারা যেন তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছে। অতি সহজেই রাগ হইয়া উঠে, এই প্রকার লক্ষণ অনেক সময় মানসিক রোগ বশতঃ বৃদ্ধ এবং অল্প বয়স্ক লোকদিগের মধ্যেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ডাক্তার ট্যালকট (Dr. Talcott) ব্যারাইটা কার্ব্ব রোগীতে আর একটি অদ্ভুত লক্ষণের কথা উল্লেখ করেন তাহার যেন পা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং হাটুর উপর ভর দিয়া চলা ফেরা করিতেছে।

কেবল যে (imbecile) নির্ব্বোধ ভাবই বৃদ্ধদিগের প্রতি প্রকাশ পায় এমন কিছু নয়। Second Childhood ভাবও প্রবল হয় অর্থাৎ ৬০ বৎসর বৃদ্ধের কথাবার্ত্তা কার্য্যকলাপ, আচরণ ৫।৭ বৎসর বালক বালিকার ন্যায় শিশুবৎ হয়। এতদহেতুই ব্যারাইটা কার্ব্বকে দ্বিতীয় শিশু অবস্থারও একটি উপযুক্ত ঔষধ বলা হইয়াছে। বৃদ্ধাবস্থায়ও এমন সমুদায় মানসিক লক্ষণ প্রকাশ পায় যাহা অত্যন্ত ছেলেমানুষের ন্যায় বোধ হয়। ব্যারাইটা কার্ব্বে বুদ্ধিবৃত্তির অভাবের লক্ষণ সকল অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকে—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্বেও চলৎ শক্তির বিলম্বতা রহিয়াছে কিন্তু ব্যারাইটা কার্ব্ব রোগের সহিত ইহার পার্থক্য অত্যন্ত গভীর, ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের হস্তপদের অস্থির বিকাশ উপযুক্তরূপে না হওয়া অর্থাৎ তাহাদিগের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত হাটিতে পারে না। ব্যারাইটা কার্ব্ব রোগীর শারীরিক গঠন বরং কিঞ্চিৎ ভাল থাকা সত্ত্বেও মানসিক বৃত্তির বিকাশ উপযুক্তরূপে না হওয়ায় হাটিতে শিক্ষা করিতে পারে না অর্থাৎ Calcarea carb—Late walking আর Baryta carb—Late learning to walk। ব্যারাইটা কার্ব্ব রোগীতে বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশের অভাব অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে। কোন কাজ কর্ম্মের উপযুক্ততা শীঘ্র দেখা দেয় না। ব্যারাইটা কার্ব্বের ন্যায় বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশের বিলম্বত' অল্প বিস্তর বোরাক্স এবং নেট্রাম মিউরে দৃষ্ট হয় কিন্তু ব্যারাইটা কার্ব্বই হইতেছে এই বিষয়ের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

ব্যারাইটা কার্ব্ব রোগীর সর্ব্ব বিষয়েই যেন ছেলে মানুষে ভাব (Childishness) অর্থাৎ পুতুল লইয়া খেলা করা এবং নির্ব্বোধের ন্যায় কথাবার্ত্তা বলা ইত্যাদি পরিচয় পরিষ্কার রূপে প্রকাশ থাকে। এই প্রকার মানসিক অবস্থা ২৫ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদিগের মধ্যেও প্রকাশ পাইতে দেখা যায় এবং এমনও দেখা যায় বালিকার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে কিন্তু তাহার স্ত্রী-ধর্ম্ম প্রকাশ হয় না—কিংবা স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতায় বোধ থাকে না। শরীরের একটি যন্ত্র পরিপুষ্ট হয় অন্যটি হয় ত বিকাশ হয় না—ব্যারাইটা কার্ব্বে এইরূপ দেখা যায়—(A single organ fail to mature and the other go on one sidedness a partiality of devolopment—Kent)

ইহা ব্যতীত কোন কারণবশতঃ শারীরিক কিংবা মানসিক ক্রমোন্নতির বিকাশ যদি বন্ধ হইয়া তৎপরিবর্ত্তে অধিক বয়স এবং শিশুবৎ আচরণ প্রকাশ পায় তাহা হইলেও সকল চিকিৎসকই ব্যারাইটা কার্ব্বকে প্রাধান্য দেন। শিশু দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায় হয় এবং আচরণ শিশুবৎ হয়—

(In premature old age these symptoms lead all practitioners to think of Baryta carb, because of the arresting of development, that is deserved in this remedy).

তালুমুল প্রদাহ—ব্যারাইটা কার্ব্বের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হইতেছে গ্রন্থির বিবৃদ্ধতা (enlargemeut of lymphatic glands all over the body)। শরীরের গ্রন্থি সমূহ বিবৃদ্ধি এবং শক্ত হয়। গ্রন্থি স্ফীত হইয়া শক্ত আকার ধারণ করাই এই ঔষধের একটি বিশেষত্ব। গ্রন্থি ক্রমশঃ শক্ত হইতে থাকে, ক্ষতের মূলদেশ শক্ত হয় (inflitration belongs to the remedy, most surely, the glands, become harder and harder, ulcers become indurated in their base)। গ্রীবাদেশের কুচঁকির, নিম্নোদরের অর্থাৎ সমুদায় স্থানেরই গ্রন্থি আক্রান্ত হইতে পারে। গ্রীবার গ্রন্থি সমূহ বিবৃদ্ধি হইয়া দড়ির ন্যায় গিট্ গিট্ আকারে পরিণত হয়। (great knotty chains form in the neck) এবং গ্রীবার গ্রন্থিই এই ঔষধে অধিক আক্রান্ত হয়। তালুমুল প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া পাকিয়া ওঠে, (This medicine has a peculiarly strong affinity for the throat especially the tonsils which become greatly inflamed, swollen and suppurate as a consequence of the least exposure to cold. Thus it becomes one of our best valuable therapeutic agents in cold quinzy subjects)। তালুমুলের উপর ইহার এই প্রকার কার্য্য থাকায় পুরাতন অবস্থাও ইহাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। উপযুক্তরূপ ব্যারাইটা কার্ব্ব ব্যবহার করিতে পারিলে একমাত্র ইহার দ্বারাই তালুমুল প্রদাহের সমুদায় গতি রোধ হইয়া থাকে এবং উচ্চক্রম মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে ভবিষ্যতে এই রোগের আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হয়। যাহাদিগের সামান্য ঠাণ্ডাতেই তালুমুল প্রদাহ হয় তাহাদিগের পক্ষে ব্যারাইটা কার্ব্ব অতি মহৌষধ। পুরাতন প্রদাহের এবং তালুমুল বিবৃদ্ধি

হইয়া শক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ব্যারাইটা কার্ব্ব তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে (Baryta is really fully as useful to change the constitutional tendencies to quinzy, as it is in the acute attack)। তরুণ তালুমূল প্রদাহের ব্যারাইটা কার্ব্ব যত অধিক কার্য্যকরী নয় কিন্তু পুরাতন অবস্থারই ইহা অধিক উপযুক্ত। সকল গ্রন্থকারই ব্যারাইটা কার্ব্বকে তালুমূল প্রদাহের বিশেষতঃ পুরাতন অবস্থায় যখন তালুমূল বিবৃদ্ধি এবং শক্ত হয় তাহার একটি অতি মহৎ ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যারাইটা কার্ব্ব প্রয়োগের সময় আর একটি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য তাহা হইতেছে রোগীর শারীরিক গঠন এবং মানসিক লক্ষণ। তালুমূল প্রদাহের সহিত চোয়ালের নিম্নের এবং কর্ণের পশ্চাতের গ্রন্থিও ফুলিয়া ওঠে, এবং বাম অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়। তরল দ্রব্য ব্যতীত কিছুই আহার কিংবা পান করিতে পারে না। ডাক্তার ফ্যারিংটন সর্ব্বদা তালুমূল প্রদাহের চিকিৎসায় জলের সহিত সুরাসার মিশ্রিত করিয়া কুল্‌কুচি করিতে ব্যবস্থা দেন, তাহার দ্বারা গলদেশে শ্লেষ্মা সঞ্চার হইতে পারে না (In the treatment of tonsilitis, I frequently use the same prescription that I employ in diphtheria, namely a gargle of alcohol and water. This to remove the accumulation of phlegm from the throat—Farrington)।

তালুমূল প্রদাহে ব্যারাইটা কার্ব্বের সমগুণ ঔষধসমূহ

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—রোগী শ্লেষ্মা এবং রসপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। শারীরিক গঠন এবং constitution এর উপর ইহার নির্ব্বাচন অধিক নির্ভর করে।

ক্যাল্কেরিয়া ফস—পুরাতন তালুমূল প্রদাহে এবং অস্থি বিকাশের দুর্ব্বলতা থাকিলে।

হেপার সালফার—তালুমূল অত্যন্ত বৃহৎ। কর্ণের কিঞ্চিৎ বধিরতা এবং গলদেশে মৎস্য কাঁটার ন্যায় যন্ত্রণা বোধ।

লাইকোপোডিয়াম—প্রদাহ দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে বিস্তারিত হয়। তালুমূল বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্ত ক্ষত দ্বারা আবৃত।

কোনিয়াম—শক্ত এবং বৃহৎ তালুমূলেই ইহা প্রয়োগ হয়। পুঁযোৎপাদনের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

ক্যালকেরিয়া আইওড-অনেকটা ব্যারাইটা কার্ব্ব সদৃশ ইহাতেও তালুমূল অত্যন্ত শক্ত এবং বৃহৎ হয় কিন্তু ক্যালকেরিয়া আইওডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলিবৎ গর্ত্ত থাকে (filled with little crypts or pockets) ব্যারাইটা কার্ব্বের তালুমূল প্রায়ই পাকে না বরং ক্রমশঃ শক্ত হইতে থাকে এবং ঠাণ্ডা লাগিলেই যন্ত্রণা ও প্রদাহ হয়। যন্ত্রণা ও প্রদাহের অবসানে দেখিতে পাওয়া যায় তালুমূলের আবার পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ হইয়া গিয়াছে। ইহা ব্যারাইটা কার্ব্বের তালুমূলের একটি স্বভাব, যতই ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রদাহ হয় ততই ইহার আকারও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সামান্য ঠাণ্ডার স্পর্শেই তালুমূলের প্রদাহ হয় এবং শিশুদিগেতে শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে সমুদায় শিশুদিগের তালুমূল বিবৃদ্ধি এবং শরীরের অন্যান্য গ্রন্থি সমূহও বিবৃদ্ধি (enlarged) ও বুদ্ধিবৃত্তির অভাব (somewhat dwarfish intellectually) তাহাদিগেরই ব্যারাইটা কার্ব্ব উপযুক্ত ঔষধ। এই প্রকার শিশুদিগেতে তালুমূল প্রদাহে ব্যারাইটা কার্ব্ব প্রয়োগ করিলে তালুমূল বিবৃদ্ধি শীঘ্রই হ্রাস হয়। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্যারাইটা কার্ব্ব রোগ লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া অধিক নির্ব্বাচিত হয় না, রোগীর ধাতুর অর্থাৎ constitution এর উপরই এই ঔষধের নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ব্যারাইটা কার্ব্বে তালুমূলের প্রদাহ বেলেডোনার ন্যায় তত অধিক হয় না—হঠাৎ অথবা এক রাত্রিতেই প্রদাহ কিংবা পুঁযোৎপাদন হয় না—। বহুদিন পুনঃ পুনঃ ঠাণ্ডা লাগিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে শক্ত অবস্থায় পরিণত হয় ব্যারাইটা কার্ব্বের তালুমূল প্রদাহের ইহাই হইতেছে রীতি (**Progress slowly after many days of exposure and there is gradual growth and gradual development, inflammation generally infiltrated and grow hard, that is the most characteristic nature of Baryta carb, in all of the glands)**

বেলেডোনায় অতি দ্রুত ভাবে আক্রমণ হইয়া থাকে। হেপারেও শীঘ্র হয় কিন্তু পুঁযোৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে। তালুমূল প্রদাহের সহিত কর্ণে যন্ত্রণা হইলে

এবং উত্তাপে উপশম থাকিলে ক্যামোমিলা, তাহার উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু রোগী অত্যন্ত খিটখিটে প্রকৃতির হওয়া আবশ্যক। ক্যামোমিলার যন্ত্রণা হঠাৎ অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং উত্তাপে উপশম বোধ করে, অনেকে এইরূপ স্থলে বেলেডোনা ভুলক্রমে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

ব্যারাইটা কার্ব্বের তালুমূল ফুলিয়া অত্যন্ত বৃহৎ এবং শক্ত হয়, দুই পার্শ্বে দুইটি তাল শাঁসের ন্যায় আকৃতি হয়, গলার স্বর বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, গলাধঃকরণে কষ্ট হয় এবং সামান্য ঠাণ্ডাতেই অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। সর্ব্বদা মনে হয় গলায় যেন কি একটা বস্তু আটকাইয়া রহিয়াছে। ব্যারাইটা কার্ব্বের তালুমূল প্রদাহে আর একটি কথা উল্লেখ করিবার আছে তাহা হইতেছে তালুমূল প্রদাহ নূতন কিংবা পুরাতন হউক যদ্যপি পদযুগলের ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ (Suppressed foot sweat) হেতু হয়, তৎক্ষণাৎ ব্যারাইটা কার্ব্ব চিন্তা করা উচিৎ যদিও সাইলিসিয়া ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ হেতু উপদ্রবের অত্যন্ত অধিক প্রচলিত এবং প্রধান ঔষধ, তথাপি এইরূপ স্থলে অর্থাৎ তালুমূল প্রদাহ হইলে ব্যারাইটা কার্ব্ব অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে কারণ সাইলিসিয়ার ব্যারাইটা কার্ব্বের ন্যায় গলদেশে অধিক কার্য্য নাই।

অর্ব্বুদ (Tumors)—ব্যারাইটা কার্ব্ব অর্ব্বুদের একটি উত্তম ঔষধ, ইহা fatty tumors অর্থাৎ চর্ব্বিযুক্ত অর্ব্বুদেই অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং গ্রীবা প্রদেশে (nape of occiput) কর্ণের পশ্চাতে এই প্রকার স্থানে হইলেই ব্যারাইটা কার্ব্বকে সকল চিকিৎসকগণই অধিক প্রাধান্য দিয়া থাকেন। খুব শক্ত আকারের হয় না, রবারের ন্যায় নরম এবং স্থিতি স্থাপক। চর্ব্বিযুক্ত অর্ব্বুদে ব্যারাইটা কার্ব্ব ব্যতীত ক্যালকেরিয়া এবং সাইলিসিয়াও ব্যবহার হইয়া থাকে।—গ্রন্থি জনিত বা গ্ল্যাণ্ডিউলার টিউমারে গ্র্যাফাইটিস, ফাইটোলেক্কা, ইত্যাদির বিষয়ও চিন্তা করিবে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব—জরায়ু এবং যকৃতের টিউমারে ইহার উপকারও দেখা গিয়াছে, ইহাতে অনেকগুলি ফাইব্রস টিউমার আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু ইহার প্রয়োগ রোগীর শারীরিক ধাতু প্রকৃতির (constitution) উপর নির্ভর করে। কার্ব এনামেলিসে—টিউমার প্রস্তরবৎ শক্ত হয়। পুঁজোৎপাদনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। সময় সময় অত্যন্ত বেদনাও থাকে ইহা জরায়ুর খুব শক্ত টিউমারের একটি বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

কোনায়াম—অর্ব্বুদ অত্যন্ত শক্ত এবং ভারী বোধ হয়, আঘাত পাইয়া হইলেই এবং স্তনের ও পাকস্থলীর অর্ব্বুদে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

গ্র্যাফাইটিস—ইহার অর্ব্বুদের উপর বিশেষ কার্য্য রহিয়াছে, গ্রীবা প্রদেশ কক্ষতল, কুচকি, নিম্নোদর ইত্যাদি স্থানের গ্রন্থি সমূহ স্ফীত হইয়া অর্ব্বুদ সদৃশ হয় কিন্তু গ্র্যাফাইটিস চর্ম্মরোগ বিশেষরূপে ইকজিমা থাকিলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সাইলিসিয়া—ফোড়া কিংবা প্রদাহের পর স্থান দরকচা কিংবা থর লইয়া শক্ত হইয়া থাকিলে, ইহার বিষয় চিন্তা করিবে। ইহা ব্যবহারে শক্ত ভাব শীঘ্রই অপসারিত হইয়া যায়।

কাশি—স্ক্রফিউলাস ধাতু বিশিষ্ট শিশুদিগের পুরাতন কাশির ব্যারাইটা কার্ব্ব একটি উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু এই প্রকার কাশির সহিত সর্ব্বদা তালুমূলের বৃদ্ধি অথবা গ্রীবা দেশের স্ফীতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই শিরঃপীড়া কটিদেশের যন্ত্রণা, উদরাময় এবং কাশি উপস্থিত হয় (ডালকামরা)। গলার স্বর বসিয়া যায় এবং সকল সময় মনে হয় যেন ধূঁয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং এতদ সহিত শুষ্ক ঘং ঘং কাশি হইতে থাকে। বৃদ্ধ লোকদিগের শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, গলা ঘড় ঘড় করিতে থাকে অথচ শ্লেষ্মা উত্তোলন করিতে পারে না, রোগী কাশিতে কাশিতে অস্থির হইয়া উঠে, নিম্নোদর চাপিয়া শুইয়া পড়ে। নিম্নোদর যতক্ষণ চাপিয়া শুইয়া থাকে ততক্ষণ আর কাশি থাকে না, কাশির উপশম হয়। (So long he lies on the abdomen, he is free from cough) এই স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিবে—কাশি এবং শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ানি শয়ন করিলেই বৃদ্ধি হয় কিন্তু পেটের উপর চাপ দিয়া শুইয়া থাকিলে উপশম হয় (cough and rattling aggravated when lying, except when lying on belly, which relieves, has to sit up frequently in the night—Kent)

কর্ণপ্রদাহ—ঠাণ্ডাতে কর্ণও আক্রান্ত হয়। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালীন কর্ণে শ্লেষ্মা হেতু পট পট (crackling) শব্দ হয়। নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নিক্ষেপ কালীন অথচ হাঁচি দিতে হইলে কর্ণে শব্দের প্রতিধ্বনি হয়। কর্ণের চারি পার্শ্বে eruption দেখা দেয় এবং কর্ণের পশ্চাতের গ্রন্থি বৃদ্ধি এবং শক্ত হয়, কর্ণ-

মূলও হয় এবং ক্রমশঃ শক্ত হইতে শক্ত হয় শীঘ্র হ্রাস হয় না, অনেক সময় শক্ত অবস্থায় থাকিয়া যায়। অন্যান্য গ্রন্থি সমূহও সঙ্গে সঙ্গে বিবৃদ্ধি এবং শক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

চক্ষু প্রদাহ—স্ক্রফিউলাস চক্ষু প্রদাহে ও ব্যারাইটা কার্ব্ব প্রয়োগ হয়। যন্ত্রণা নিম্নোদিকে তাকাইলে উপশম হয়। চক্ষু প্রদাহে ব্যারাইটা কার্ব্ব সচরাচর অধিক প্রয়োগ হয় না কিন্তু স্ক্রফিউলাস ধাতু বিশিষ্ট রোগীদিগের প্রতিই উত্তম কার্য্য করে, ব্যারাইটা কার্ব্ব প্রয়োগ কালীন রোগীর শারীরিক এবং মানসিক লক্ষণের প্রতি অধিক প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। চক্ষু প্রদাহে ইহার লক্ষণ অনেকটা ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ন্যায়।

দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা (Amblyopia)—বৃদ্ধ লোকদিগের দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতাও ইহা প্রয়োগে অনেক সময় পরিষ্কার হইতে দেখা গিয়াছে রোগী অধিকক্ষণ একটি বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারে না। অন্ধকারে চক্ষুর সম্মুখে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়িয়া বেড়াইতেছে এইরূপ দেখায়—

সংন্যাস (apoplexy) **এবং পক্ষাঘাত**—বৃদ্ধ লোকদিগের সংন্যাস রোগে কিংবা যে সমুদায় বৃদ্ধ লোকদিগের সংন্যাস রোগের প্রবনতা আছে, তাহাদিগের প্রতি ইহা বিশেষ ভাবে কার্য্য করে (It is specially adapted to apoplexy of old people or a tendency thereto) এবং সংন্যাস রোগ হেতু পক্ষাঘাতের ইহা একটি অতি উত্তম ঔষধ। এই প্রকার বৃদ্ধ লোকদিগের আচরণ শিশুবৎ এবং স্মরণ শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, হস্ত পদাদির কম্পন এবং জিহ্বার ভীষণ পক্ষাঘাত হয়। ব্যারাইটা কার্ব্বে সংন্যাস রোগের আক্রমণ হেতু যে পক্ষাঘাত হয় তাহা প্রায় অত্যন্ত অধিক রকমের হয় এবং জিহ্বাতেই অধিক প্রকাশ পায়। জড়বুদ্ধি ভাপাপন্ন (imbecile) বালক বালিকাদিগের মধ্যেও জিহ্বার আংশিক পক্ষাঘাত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মুখ অর্দ্ধ হাঁ করিয়া থাকে এবং অনবরত লালা আপনা আপনি গড়াইয়া পড়িতে থাকে, শিশু এক দৃষ্টে শূন্যভাবে (vacant) তাকাইয়া থাকে দেখিলেই মনে হয় মানসিক অবাস্থার সামঞ্জস্য নাই (paralysis of the tongue in old people, Weakness of the tongue in old people, hardness of the tongue in old people—Kent) বৃদ্ধ লোকদিগের

জিহ্বার পক্ষাঘাতের ব্যারাইটা কার্ব্ব একটি মহৌষধ কিন্তু সংন্যাস রোগের আক্রমণ হেতু হইলেই উত্তম কার্য্য করে।

এই প্রকার লোকের স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা বিষয়ে ব্যারাইটা কার্ব অনেকটা এনাকার্ডিয়ামের সমতুল্য, কোন বিষয়ই স্মরণ রাখিতে পারে না সমস্তই যেন স্বপ্নবৎ মনে হয়।

মাতালদিগের সংন্যাস রোগের ব্যারাইটা কার্ব্ব একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (ওপিয়ম, ল্যাকেসিস)। কষ্টিকাম যদিও পক্ষাঘাত সম্বন্ধে অনেকটা ব্যারাইটা কার্ব্বের সমতুল্য কিন্তু কষ্টিকামের পক্ষাঘাতে সঙ্কোচন অথবা spasm থাকে। সিকেলি করে অসাড়তা (numbness) জ্বলনভাব থাকে এবং আক্রান্ত স্থানে পচন (gangrene) ধরে।

কলচিকমে এবং আর্সেনিকে—জিহ্বা স্পর্শজ্ঞান শূন্য হয় অর্থাৎ sensibility থাকে না।

হাঁপানি—ব্যারাইটা কার্ব্ব বৃদ্ধ লোকদিগের শ্লেষ্মার একটি উত্তম ঔষধ। শায়িতাবস্থায় শ্বাসকৃচ্ছ্র হয় (orthopnoea) যেন দম বন্ধ হইয়া আইসে, রোগী শুইতেই পারে না। গলদেশে, নাসিকায়, কণ্ঠনালীতে এবং বক্ষঃস্থলে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয়। বৃদ্ধ লোকদিগের শ্লেষ্মার আধিক্য হেতু গলদেশের ঘড়ঘড়ানি ব্যারাইটা কার্ব্ব প্রয়োগে শীঘ্র নিবারণ হয়। সামান্য ঠাণ্ডাতেই অর্থাৎ সামান্য ঠাণ্ডার স্পর্শ লাগিলেই ঘড়ঘড়ানি অধিক বৃদ্ধি হয়, বৃদ্ধলোকদিগের এবম্প্রকার এত অধিক ঘড়ঘড়ানির ব্যারাইটা কার্ব্ব ব্যতীত অন্য খুব কম ঔষধ আছে, হঠাৎ রাত্রিতে শ্লেষ্মা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয় এবং মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া আইসে—এই প্রকার অবস্থায় এণ্টিম টার্টও অনেকে প্রয়োগ করেন কিন্তু এণ্টিম টার্টে উপকার না হইলে ব্যারাইটা কার্ব্ব দেওয়া কর্ত্তব্য। রোগী ফুসফুসে যেন ধোঁয়া প্রবেশ করিয়াছে এইরূপ অনুভব করে। যে সমুদায় বৃদ্ধ লোকদিগের ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত শ্লেষ্মা সদা সর্ব্বদা লাগিয়াই থাকে শীত ঋতুতে আরো অধিক বৃদ্ধি হয়, গ্রীষ্মে বরং কিঞ্চিৎ উপশম থাকে এবং যখন ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বিশেষ উপসর্গ থাকে না সেইরূপ স্থলে এমোনিয়াকম একটি অব্যর্থ ঔষধ (when there is a course rattling in the chest all the time in the old person, not a prematurely old person, like we

find in Baryta Carb. but an octogenarian, who is pretty comfortable in summer but miserable all winter from the course rattling in the chest and there are no other symptoms—Ammoniacum will keep the old person comfortable for years—Kent)

অন্ননালীর আক্ষেপ—(spasm of Oesophagus) —গলাধঃকরণ কালীন বিশেষতঃ বৃদ্ধ লোকদিগের অন্ননালীর আক্ষেপ (spasm) হয়। খাদ্য দ্রব্য গলার কতকদূর গেলেই আক্ষেপ হইয়া গলা বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। সামান্য খাদ্য দ্রবের স্পর্শে অন্ননালীর উক্ত প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া গ্রাফাইটিস এবং মার্কিউরিয়াস-করেও অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ রহিয়াছে (This gagging and choking with a little food is a very strong feature for Graphitis and Mer Cor) সুস্থ সবলকায় লোক আহারে বসিয়া খাদ্য দ্রব্য মুখে দেওয়ার কিছুক্ষণ পরই অর্থাৎ অন্ননালীতে পহুঁছান মাত্রই গলা এবং শ্বাস বন্ধ হইবার (gagging and choking) উপক্রম হয়। যদিও এই লক্ষণটি ব্যারাইটা কার্ব্বের একটি বিশেষত্ব কিন্তু মার্কিউরিয়াস করই ইহার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ (ordinarily vigorous people sit down to the table and as soon as the food enters the oesophagus it causes gagging and choking. This is a strong feature of Baryta carb but much stronger in Merc Cor—Kent) ।

জননেন্দ্রিয় এবং মুখশায়ী গ্রন্থির-প্রদাহ (male genital organ and Prostatitis)—পুংজননেন্দ্রিয়ে ব্যারাইটা কার্ব্বের যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। সহবাস ইচ্ছা এবং লিঙ্গের ক্ষমতা অত্যন্ত হ্রাস হয়, লিঙ্গ শিথিল এবং ধ্বজভঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মুখশায়ী গ্রন্থি (prostatic gland) বিবৃদ্ধি এবং শক্ত হয়। অণ্ডকোষ শুষ্ক হইয়া যায়। মুখশায়ী গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ব্যতীত লিঙ্গের মুখ হইতে গ্লিটের (Gleety) ন্যায় এক প্রকার যন্ত্রণা শূন্য সাদা স্রাব হয়! বৃদ্ধ লোকদিগের মুখশায়ী গ্রন্থির বিবৃদ্ধির ব্যারাইটা কার্ব্ব একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(Prostate gland—The large heart shaped gland below the neck of the urinary bladder and behind the bulb of the urethra)

শীর্ণতা (marasmus)—ব্যারাইটা কার্ব্ব শিশুদিগের শীর্ণতায় (Infantile maramus) সাইলিসিয়া, নেট্রাম মিউর, এব্রোটেনাম, সালফার, ক্যালকেরিয়া, আইওডিন ইত্যাদির সমকক্ষ। ব্যারাইটা কার্ব্ব শিশুদিগের শীর্ণতা ব্যতীত বার্দ্ধক্য দশার (senile) শীর্ণতায়ও ব্যবহার হয়। এই সমুদায় ঔষধেই শরীরের সমুদায় অংশ শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অথচ উদর শুষ্ক না হইয়া বরং বৃহৎ হইতে থাকে এবং ইহাদের প্রত্যেকটিতে শিশু ভীষণ ক্ষুধা বোধ করে ও সর্ব্বদা আহারও করে কিন্তু শরীরের বৃদ্ধি বিশেষ কিছুই হয় না—খাদ্য দ্রব্য সমীকরণের অভাবই হইতেছে ইহার বিশেষ কারণ (defective assimilation)।

ব্যারাইটা কার্ব্বের শীর্ণতায় দেখিতে পাওয়া যায় শরীরের সমুদায় অংশই শুষ্ক হইয়া আসিতে থাকে অথচ নিম্নোদর ও গ্রন্থি সমূহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বৃত্তি সমূহ খর্ব্ব পাইতে থাকে (It has been found suitable in marasmus of children with enlarged gland, enlarged, abdomen, emaciation of the tissues, emaciated limbs and dwarfishness of mind, you have there whole Baryta carb marasmus)।

ব্যারাইটা কার্ব্ব এবং সাইলিসিয়ায় শীর্ণতা বিষয়ে অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে—উভয় ঔষধেই পদযুগলে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হয়, উভয় ঔষধেই মস্তক শরীরানুসারে অত্যন্ত বৃহৎ, উভয় ঔষধেই ঠাণ্ডা সহ্য হয় না কিন্তু সাইলিসিয়ার বিশেষত্ব হইতেছে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ন্যায় মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় ব্যারাইটা কার্ব্বে তাহা হয় না। ইহা ব্যতীত সাইলিসিয়ায় মানসিক দুর্ব্বলতা ব্যারাইটা কার্ব্বের ন্যায় নয় বরং সাইলিসিয়া রোগী এক গুঁয়ে স্বভাবের।

আইওডিন—শিশু ব্যারাইটা কার্ব্বের ন্যায় কতকটা নিশ্চেষ্ট জড়ভাবাপন্ন কিন্তু মুখের চেহারায় ইহারা পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক। আইওডিন রোগীর মুখের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ এবং চর্ম্ম swallow, ভীষণ খাই খাই করে এবং আহার না করা পর্য্যন্ত অত্যন্ত বিরক্তভাব প্রকাশ করে আহারের পর শান্তভাব ধারণ করে, কিন্তু বিশেষত্ব যে প্রচুর আহার করা সত্বেও শিশু শীর্ণ হইতে থাকে। আইওডিন tabes masentricaতে অর্থাৎ মাধ্যান্ত্রিক ক্ষয় রোগে (wasting of the body in consequence of scrofulous disease of the

mesentric gland) মানসিক লক্ষণের প্রকাশ থাকে অর্থাৎ রোগী অত্যন্ত খিট্‌ খিটে প্রকৃতির এমন কি এন্টিমক্রুডাম হইতেও অধিক।

ক্যালকেরিয়াফস—শিশু শীঘ্র হাটিতে পারে না, অস্থির বিকাশ (osseous growth) ভালমত হয় না, অস্থি পাতলা এবং ভঙ্গপ্রবণ। রোগী সর্ব্বদা অস্থির এবং উদ্বিগ্ন স্বভাবের।

পদে ঘর্ম্ম হওয়া—(foot sweat)—পদযুগলে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয় পায়ের গোড়ালি এবং আঙ্গুল সমুহে ঘা হইয়া যায়। ল্যাকটিক এসিডেও পদযুগলে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় কিন্তু দুর্গন্ধযুক্ত নয়। দুর্গন্ধযুক্ত পদ ঘর্ম্মের সাইলিসিয়া, থুজা, নাইট্রিক এসিড, কেলি কার্ব্ব, স্যানিকিউলা এবং কার্ব্বভেজ এই কয়েকটি ঔষধই প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। নিম্নক্রমের প্রয়োগ এক প্রকার দেখাই যায় না।

ব্যারাইটা কার্ব্ব—সোরিনাম, সালফার এবং টিউবার কিউলিনামের পূর্ব্বে কিংবা পরে সচরাচর উত্তম কার্য্য করে। ব্যারাইটা কার্ব্বের পর তালুমূল প্রদাহের আশঙ্কা সোরিনাম ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দেয়।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—এলিউমিনা, ক্যালকেরিয়া আইওড, ডালকামারা, ফ্লুরিক এসিড, আইওডিন, সাইলিসিয়া।

অসম্মিলন (Incompatible) স্ক্রফিউলাস রোগে ক্যালকেরিয়ার পর ব্যারাইটা কার্ব্ব প্রয়োগ হয় না।

রোগের বৃদ্ধি—আপন রোগের বিষয় চিন্তা করিলে, যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে, আহারের পর, আক্রান্ত স্থান ধৌত করেন।

রোগীর বিবরণ।

একটি বালিকা; বয়স ১৬ বৎসর, বিবাহিতা, শারীরিক গঠন হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু রজঃশূন্য। ঋতু একেবারেই প্রকাশ হয় নাই, মানসিক বুদ্ধি বৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব।

সর্ব্বদাই শিশুবৎ আচরণ—দাঁড়াইয়া প্রস্রাব অথবা মলত্যাগ করিয়া ফেলিল ইত্যাদি। লজ্জা বোধ কিছুই নাই অথচ শারীরিক গঠনে কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বালিকার পিতা প্রথমতঃ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইয়াছিলেন তাহারা বালিকার ডিম্বাশয় (ovary) জন্ম হইতেই হয় নাই বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন এবং বানরের ডিম্বাশয় সংযোগ করিতে (grafting the ovary of monkey) উপদেশ দেন কিন্তু এবম্প্রকার চিকিৎসা সহজসাধ্য নয় এবং তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়া তাহারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করেন। আমি বালিকাটিকে ডাক্তার ইউনানেন (Dr. Younan) নিকট পরামর্শার্থ লইয়া যাই, তিনি বালিকাকে ব্যারাইটা কার্ব্ব ৬ষ্ঠ ক্রম ১টি বটিকা দেন ইহা সেবনে কিছুদিন পর বালিকার ঋতু প্রকাশ হয় এবং মানসিক লক্ষণের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটে। একমাত্র ব্যারাইটা কার্ব্ব কয়েক মাত্রা প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

হেলিবোরাস নাইগার (Helliborus Niger)

ইহা এক প্রকার বৃক্ষ বিশেষ। ইহা হইতে দুইটি উপকার পাওয়া যায়—তাহা হইতেছে হেলিবোরিন এবং হেলিবোরিইন (Helleborin and Helleboreion) শেষোক্তটি হৃৎপিণ্ডের অবসাদক ও অন্ত্রের অতি বিরেচক—ভেদ বমন উৎপন্ন করিয়া হিমাঙ্গ অবস্থা আনয়ন করে। ভেদ অনেকটা ভিরেট্রাম এলবামের ন্যায় এবং হিমাঙ্গ অবস্থা ক্যাম্ফর, কার্ব্বভেজ এবং চায়নার ন্যায়।

হেলিবোরিন মাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে, গতি বিধায়ক এবং স্পর্শ চেতনা উভয় শক্তিরই আংশিক পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে।

সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ।

১। বিষাদপূর্ণ, উদাসীন, তন্দ্রাযুক্ত, নিস্তব্ধ, কোন বিষয়ে খেয়াল নাই, অচৈতন্যবৎ, সংজ্ঞাহীন—টাইফয়েডের পর, বালিকাদিগের ঋতু প্রকাশ কালীন অথবা ঋতু প্রকাশ হইয়া পুনরায় না হইলে।

২। খিট্‌খিটে, সহজেই বিরক্ত হয়। সান্ত্বনায় বিরক্ত এবং রাগান্বিত হয় (নেট্রাম), কেহ তাহাকে বিরক্ত করে ইহা ইচ্ছা করে না।

৩। মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহ, থাকিয়া থাকিয়া আচ্ছন্নাবস্থায় চীৎকার দিয়া ওঠে, মস্তক বালিসে গুঁজিতে থাকে এবং এপাশ ওপাশ করে। হস্ত দ্বারা মস্তক চাপরায়।

৪। কোন দ্রব্য যেন চর্ব্বণ করিতেছে মুখের অবস্থা এইরূপ করিতে থাকে। ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ স্থল চিরিয়া ফাটিয়া যায়, নাসা রন্ধ্র অপরিস্কার শুষ্ক।

৫। প্রস্রাব লাল অথবা কৃষ্ণবর্ণ, কফিগুড়ার ন্যায় তলানি পড়ে। প্রস্রাব স্বল্প, অবরুদ্ধ এবং এলবিউমেন যুক্ত।

৬। আচ্ছন্ন অবস্থায় একটি হাত এবং একটি পা অনিচ্ছায় আপনা আপনি সঞ্চালিত হইতে থাকে এবং সর্ব্বদা ওষ্ঠদ্বয়, কাপড়, অঙ্গুলির নখ, নাসারন্ধ্র খোঁটে (স্বাভাবিক অবস্থায় খোঁটে—আরামট্রি)

৭। শীতল জলের অত্যন্ত পিপাসা, জল দেখিলে হাত বাড়াইয়া গ্লাস আঁকড়াইয়া জল খাইতে চাহে।

৮। চক্ষু বিস্তারিত করিয়া একদিকে শূন্য দৃষ্টি করিয়া তাকাইয়া থাকে, আলোতেও কিছু প্রতি ক্রিয়া হয় না।

সাধারণ লক্ষণ।

১। মস্তক ব্যতীত সমুদায় শরীর শীতল, মস্তক এবং মস্তকের পশ্চাদ্দেশ উষ্ণ।

২। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি ধীরে ধীরে উত্তর দেয়, যেন মস্তিষ্কের কোন বিষয়ে বোধগম্য করিবার ক্ষমতা নাই।

৩। স্কার্লেটিনার পর চর্ম্ম রোগ অবরুদ্ধ হেতু মস্তিষ্ক, বক্ষঃস্থল, নিম্নোদরে জল সঞ্চয় এবং উদরী (এপিস, জিঙ্কাম)।

৭। উদরাময়—মল জলবৎ অথবা পরিষ্কার বর্ণহীন সাদা জেলিসদৃশ, শ্লেষ্মাযুক্ত, চট্ চটে। দন্তোদ্গমন কালীন এবং তরুণ মস্তক শোথে প্রকাশ পায়।

৫। শিশু রুগ্ন দুর্ব্বল প্রকৃতির, চর্ম্মরোগ ধাতুগ্রস্থ এবং মস্তিষ্ক রোগ প্রবণ

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—হেলিবোরাস দ্বারা বিষক্ত হইলে মস্তিষ্কের কার্য্য করিবার ক্ষমতা অনেকটা লোপ পায়, বুদ্ধি বৃত্তিগুলি ভোঁতা হইয়া যায়, তন্দ্রা আনয়ন করে। মনকে আপন ইচ্ছা মত চালনা করিতে পারে না, রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ধীরে ধীরে উত্তর দেয় যেন কথা বুঝিতে পারে নাই। দৃষ্টি শক্তিও ব্যতিক্রম ঘটে পরিষ্কার দেখিতে পায় না অথবা যাহা দেখে তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারে না। শ্রবণ শক্তিও দুর্ব্বল হয়, জিহ্বার স্বাদও ঈষৎ লোপ পায়, শরীরের যাবতীয় ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য অল্প বিস্তর অসাড় কার্য্যশূন্য হয়। পেশী সমূহের কার্য্যও দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয়, কোন জিনিষ হস্তে ধারণ করিয়া থাকিলে অমনোযোগ হইলেই তাহা পড়িয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের পেশীও আংশিক পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয় ও হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ধীরে ধীরে চলিতে থাকে, রোগী সমস্ত শরীর ভার ভার বোধ করে, ভীষণ শিরঃপীড়া প্রকাশ পায় মনে হয় মস্তকের সম্মুখে অথবা চক্ষু দিয়া মস্তিষ্ক বহির্গত হইয়া পড়িবে।

টাইফয়েড জ্বর—হেলিবোরাসের টাইফয়েড জ্বরে প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। উল্লিখিত মস্তিষ্কের অবসাদ সহ নাসারন্ধ্র অপরিষ্কার কৃষ্ণবর্ণ শুষ্ক, জিহ্বা পীতবর্ণ এবং শুষ্ক অথচ পার্শ্ব লালবর্ণ হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত, পানীয় দ্রব্য গলাধঃকরণকালীন ঢলঢল শব্দ হয়। জ্বর বৈকাল ৪টা হইতে ৮টার মধ্যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মুখমণ্ডল সময় সময় ফ্যাকাসে এবং অত্যন্ত শীতল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নাড়ী অত্যন্ত ক্ষুদ্র হস্তে পাওয়াই যায় না, রোগী ওষ্ঠদ্বয় এবং কাপড় খোঁটে।

হেলিবোরাসকে Apathetic typhoid রোগে অর্থাৎ সংজ্ঞাশূন্য টাইফয়েড জ্বরে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। হেলিবোরাসের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে তন্দ্রাভাব, আচ্ছন্নতা, উদাসীনতা, সর্ব্বস্থলেই ইহা অল্প বিস্তর প্রকাশ থাকা উচিত। কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই, অচৈতন্যবৎ চিৎ হইয়া পদদ্বয় গুটাইয়া পড়িয়া থাকে, ডাকিলে, স্পর্শ করিলে, খোঁচা দিলে, চিমটি কাটিলে অর্থাৎ কিছুতেই সহজে সম্পূর্ণ সজাগ হয় না। এক কথায় যাহাকে stubborn silence বলা হয় তাহাই হেলিবোরাসে বর্ত্তমান থাকে। কোন কথা জিজ্ঞাসা

করিলে উত্তর দিতেই পারে না, অথবা অস্পষ্টভাবে কিছু বলিতে চেষ্টা করে কিংবা ওষ্ঠদ্বয় নাড়াইতে নাড়াইতেই আবার তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে। রোগী মুখ হাঁ করিয়া চক্ষু অৰ্দ্ধ নিমীলিত অবস্থায় চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে, মস্তক বালিসে এপাশ ওপাশ করে। রোগীর শরীর এবং মন উভয়ই অত্যন্ত অবসন্ন হয়,—কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, পেশীর উপর মনের কর্তৃত্ব থাকে না। প্রলাপ বিশেষ থাকে না, যদি কখন হয় তাহা নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির (Passive). বিড় বিড় করিয়া আচ্ছন্নাবস্থায় বকিতে থাকে। রোগী অনেকটা semi-idotic। রোগীকে বিশেষ ঝাঁকি ঝুঁকি দিয়া জাগাইয়া দিলে এবং জিজ্ঞাসা করিলে ভূত প্রেতের কথা বলে।

হেলিবোরাসের মস্তিষ্কের অবসাদ অনেকটা ফস্ফরিক এসিড, স্থইট স্পিরিটস অফ নাইটার (sweet spirits of nitre) এবং ওপিয়মেও দেখা যায়। ফস্ফরিক এসিডের ন্যায় হেলিবারাস রোগীও উদাসীন, কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই। যাহা তাহার অদৃষ্টে থাকিবে তাহাই হইবে. এইরূপ ভাব, মৃত্যুও ভয় পায় না। তন্দ্রাযুক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে। ফস্ফরিক এসিড রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিলেও ডাকিলেই সারা দেয়, এবং সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। হেলিবোরাসে ফস্ফরিক এসিড অপেক্ষা অধিক তন্দ্রাভাব থাকে, অনেকটা ওপিয়মের ন্যায়, ডাকিলে শীঘ্র সারা দেয় না এবং এতদ্ব্যতীত ফস্ফরিক এসিডে হেলিবোরাসের ন্যায় পেশীর দুর্ব্বলতা পাওয়া যায় না। নাসিকার ধারে কৃষ্ণ বর্ণ রেখাও থাকে না।

স্থইট স্পিরিট অফ নাইটার—(Sweet spirits of nitre)—হ্যানিমান এই ঔষধটি টাইফয়েড জ্বরে যখন রোগের একমাত্র লক্ষণ উদাসীনতা ব্যতীত আর কোন লক্ষণ অধিক প্রকাশ থাকিত না সেইরূপ স্থলে ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিতেন। (when the keynote of the whole case is a sensorial apathy, there being, of course, no other symptoms present to indicate any other remedy) রোগী নিশ্চেষ্ট উদাসীন হইয়া তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে সহজে জাগানো যায় না, জাগাইলেও পুনরায় তৎক্ষণাৎ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় ডাক্তার হ্যানিমান এই ঔষধের কয়েক ফোঁটা অৰ্দ্ধ গ্লাস জলে দিয়া প্রত্যেক ২।৩ ঘণ্টা পর পর প্রতি ক্রিয়া অথবা অন্য কোন ঔষধের নির্ব্বাচিত লক্ষণ প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিতেন।

স্পীরিট অফ নাইটার, ফস্ফরিক এসিড এবং হেলিবোরাস এই তিনটী ঔষধ উদাসীনতায় যদিও প্রায় একই প্রকার কিন্তু কম বেশী রহিয়াছে। দুইট স্পীরিট অফ নাইটার অপেক্ষা ফস্ফরিক এসিডে অধিক এবং তদপেক্ষা হেলিবোরাসে আরো অধিক।

ওপিয়ম—হেলিবোরাসের উদাসীনতাকে ওপিয়ম পরাস্ত করিয়াছে। ওপিয়মের উদাসীনতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এত অধিক উদাসীন এবং তন্দ্রাভাব অন্য কোন ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না। ওপিয়মে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যতা (cerebral congestion) অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে এতদ্ব্যতীত শ্বাসপ্রশ্বাস নাসিকা রবসদৃশ—এই লক্ষণদ্বয় একেবারেই হেলিবোরাসে নাই এবং ইহা ওপিয়মের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। হেলিবোরাসের মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য, শীতল এবং সময় সময় স্বাভাবিক উত্তাপ অপেক্ষাও অধিক শীতল এতদ্ব্যতীত কখন কখন গাঢ় নীলবর্ণ (blue) হয় এবং শীতল ঘর্ম্মে মুখমণ্ডল সিক্ত হইয়া যায়। নাড়ীর স্পন্দনেও এই দুইটি ঔষধে অনেক পার্থক্য দেখিতে পাই—ওপিয়মে নাড়ী ভরাটে অথচ মৃদু (full and slow) আর হেলিবোরাসে ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল এমন কি হাতেই পাওয়া যায় না।

আর্ণিকা—তন্দ্রা এবং ঔদাসীন্যে এই ঔষধটিকেও চিন্তা করা উচিত। ইহাতেও অত্যন্ত তন্দ্রাভাব এবং উদাসীনতা রহিয়াছে।

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড এবং সিনা—তরল দ্রব্য পান করিলে পাকস্থলীতে যাইবার কালীন ঢল ঢল শব্দ শুনা যায়। সিনাতে এই লক্ষণটি হুপিং কাশির সহিত বর্ত্তমান থাকে আর হাইড্রোসিয়ানিক এসিডে ফুসফুসের কিংবা মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হইতে প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত এই লক্ষণটি টাইফয়েডে ফসফরাসেও দেখিতে পাওয়া যায় এবং কুপ্রামেও তরল দ্রব্য পানে ঢল ঢল শব্দ রহিয়াছে।

মস্তিষ্কের ঝিল্লি প্রদাহ (meningitis)—হেলিবোরাস মস্তিষ্কের ঝিল্লি প্রদাহের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রসোৎপাদন (exudation) হইলে ইহা নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা হয়। উল্লিখিত তন্দ্রাভাব এবং উদাসীনতা অনেকটা প্রকাশ থাকে, ইহাতে এতদ্ব্যতীত মস্তকে তীর বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকে, শিশু এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে, বালিসে মস্তক

গুঁজিতে থাকে, মস্তক উষ্ণ এবং কপালের চর্ম্ম কোঁচকান। আপনা হইতেই অনিচ্ছায় একটি হাত একটি পা নাড়িতে থাকে এবং এই হস্ত ও পদের সঞ্চালন কোন কোন স্থলে ঠিক একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয়। ডাক্তার ফ্যারিংটন এক স্থলে একটি রোগীতে প্রতি তিন মিনিট অন্তর অন্তর মস্তক এক পার্শ্বে ঝাঁকাইয়া উঠিতেছিল এবং হস্ত মস্তকে উঠাইতেছিল ও করুণভাবে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল এইরূপ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন (I remember one case in which every three minutes, the child's head was jerked to one side and the arm was thrown up over the head it would then utter a pitiful cry and become quiet again)। হেলিবোরাসে আরো দেখিতে পাওয়া যায় শিশুর অক্ষিগোলক (eyeballs) উর্দ্ধে উঠিয়া যায়, কর্ণিয়া দেখিতেই পাওয়া যায় না, শিশু যেন অর্দ্ধ নিমিলিতভাবে পড়িয়া থাকে, মুখমণ্ডল আরক্তিম আভাযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ ফ্যাকাসে হইয়া আইসে, শিশুকে জল পান করিতে দিলে শিশু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত যেন কত তৃষ্ণার্ত্ত, গ্লাস হাত বাড়াইয়া আকড়াইয়া ধরে। শিশু কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা যদি মলত্যাগ হয় মল সাদা, স্বল্প এবং জেলির মত। প্রস্রাব কৃষ্ণবর্ণ স্বল্প এবং এলবিউমেন যুক্ত।

Head rolling from side to side on the pillow, with screams, great stupidity or soporous sleep, greedy drinking of water wrinkled forehead, with cold sweat, motion of jaws, as if chewing of something, dilated pupils and often cannot be made to see or hear or be made to sense anything at all continual motion of one arm and leg, while the other lies as if paralized, urine scanty or entirely suppressed sometimes sediment like coffee grounds.—Nash)

এপিস—টিউবারকিউলার মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহে হেলিবোরাসের পার্শ্বে এপিসকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু এপিসে চীৎকার এবং মস্তিষ্কের উত্তেজনা অত্যন্ত অধিক থাকে। এপিসে সময় সময় সঙ্কোচকপেশী (flexor muscle) সমূহের আক্ষেপ হয়। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি উর্দ্ধদিকে টানিয়া ধরে, হেলিবোরাসে এই লক্ষণটির প্রকাশ দেখা যায় না।

মস্তকশোথ—এই বিষয়ে হেলিবোরাসের সহিত ডিজিটালিসের অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখা যায়—উভয় ঔষধেই মস্তিষ্কের অত্যন্ত অবসাদ থাকে, উভয় ঔষধেই স্কালেটিনার পর শোথরোগে নির্ব্বাচিত হয় এবং উভয় ঔষধেই

রসোৎপাদন সহ মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহ হয়, কিন্তু ডিজিটালিসে মূত্রস্বল্প, এলবিউমেন যুক্ত এবং নাড়ীর গতি অত্যন্ত ধীর এবং সবিরাম প্রকৃতির হয়, এতদ্ব্যতীত ডিজিটালিসে সর্ব্বাঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ থাকিতে পারে।

জিঙ্কাম—কোন প্রকার পীড়কা ভালমত প্রকাশ না হইলে কিংবা লাট খাইয়া গেলে এবং তদহেতু মস্তকশোথ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে জিঙ্কামকে চিন্তা করা উচিত। শিশু এত অধিক দুর্ব্বল প্রকৃতির যে পীড়কা গাত্রে দুর্ব্বলতা প্রযুক্তই প্রকাশ পাইতে পারে না। শিশু ভীত হইয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া ওঠে। জিঙ্কামে রোগী সর্ব্বদা পদদ্বয় সঞ্চালন করিতে থাকে, ইহা এই ঔষধের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

শোথ—উল্লিখিত মস্তক শোথ ব্যতীতও হেলিবোরাস সর্ব্বাঙ্গ শোথ বিশেষতঃ উদরীতেও অধিকরূপ নির্ব্বাচিত হয়। স্কার্লেটিনার পর, মূত্রপিণ্ড প্রদাহ হইয়া এইরূপ হইলে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। মূত্র কৃষ্ণবর্ণ স্বল্প এবং রক্ত মিশ্রিত হেতু ধোঁয়া ধোঁয়া, প্রস্রাব কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলে কফি গুড়ার মত তলানি পড়ে। মল সাদা জেলি সদৃশ শ্লেষ্মাযুক্ত এবং মলত্যাগকালীন অত্যন্ত কোঁথাইতে থাকে হেলিবোরাসে অত্যন্ত ঔদাসীন্যভাব এবং রোগীর দুর্ব্বলতা লক্ষণ এবং উদরীর সহিত প্রায়ই উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। রোগী শয়নাবস্থায় সহজে শ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারে (ল্যাকেসিস এবং আর্সেনিকের বিপরীত)।

টেরিবিস্থিনা—ইহাও একটি হেলিবোরাসের সমকক্ষ ঔষধ। ইহারও শোথরোগ মূত্র পিণ্ডের রক্তাধিক্যতা অর্থাৎ মূত্র পিণ্ডের রোগের উপর নির্ভর করে। মূত্র পিণ্ড প্রদেশে কনকনানি যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে এবং প্রস্রাব রক্ত মিশ্রিত বশতঃ ধোঁয়া ধোঁয়া হয়। জিহ্বা চকচকে লাল পালিস মাখান এবং কণ্টক শূন্য (as if varnished)।

আঘাত—মস্তকে ঘুসি মুষ্টাঘাত কোনপ্রকার ধাক্কা লাগা হেতু আঘাতে আর্ণিকার বিশেষ কোন কার্য্য না থাকিলে হেলিবোরাসের বিষয় চিন্তা করিবে। রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে, চক্ষুর একটি তারা আর একটি অপেক্ষা বৃহৎ হয়, রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ধীরে ধীরে উত্তর দেয়। হাটিবার সময় একটা পা ছেঁছড়াইয়া ছেঁছড়াইয়া লইয়া যায়। নাড়ীর গতি

প্রতি মিনিটে ৫০এর বেশী হয় না এবং রোগী সাধারণতঃ ৪টা হইতে ৮টার অধিক অসুস্থ হয়।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—ইহার উচ্চক্রম ৩০, ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার দেখা যায়। অধিকাংশ চিকিৎসকগণই উচ্চ ক্রমের পক্ষপাতী। ডাক্তার বে রিক নিম্নক্রম ৬xপ্রয়োগের ব্যবস্থা দেন।

রোগীর বিবরণ।

একটি ১৬ মাসের শিশুর ভেদের জন্য প্রথমতঃ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হয়, পরে শিশু ক্রমশঃ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তন্দ্রাবস্থায় চমকাইয়া উঠিত ও চিৎকার করিত, নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়িয়াছিল এবং সর্ব্বদা যেন কোন খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিতেছে এইরূপ লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। শিশুর মুখমণ্ডল স্ফীত, ফ্যাকাসে। প্রস্রাব স্বল্প এবং কৃষ্ণবর্ণ, শীতল ঘর্ম্মযুক্ত এবং কুঞ্চিত কপাল ইত্যাদি লক্ষণে ডাক্তার হোয়েন প্রথমতঃ নাক্সভমিকা ৩০ দিয়া তৎপর হেলিবোরাস ২০০ শক্তি প্রয়োগ করায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। (ভৈষজ্য রত্নাবলী)।

২। এক ১২ বৎসরের বালিকার আরক্ত জ্বরের পর উদরী হয়। আরক্ত মুখমণ্ডল, ৯৬ বার নাড়ীর গতি, উপরের অক্ষিপুট, গণ্ডদেশ, শরীর এবং পদদ্বয় স্ফীত শোথযুক্ত, স্বল্প অণ্ডলালযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ (কফি, চুর্ণ সদৃশ তলানিযুক্ত) প্রস্রাব। এতদলক্ষণে তাহাকে এপিস এবং আর্সেনিক সেবন করাইয়া কোন ফল না হওয়ায় ডাক্তার হোয়ান তাহাকে ২০০ শক্তির হেলিবোরাস ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইয়া তাহার নাড়ীর গতি ৮০, পদদ্বয়ের স্ফীতি, প্রস্রাব ইত্যাদি হ্রাস এবং সরল করিয়াছিলেন অথচ প্রস্রাবে এলবিউমেন কমে নাই। রাত্রি ১২টা হইতে টা পর্য্যন্ত তাহার অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হয় তজ্জন্য তাহাকে আর্সেনিক ২বার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এইরূপ হেলিবোরাস এবং আর্সেনিক সেবন করিতে করিতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল। (ভৈষজ্য রত্নাবলী)।

চেলিডোনিয়াম (Chelidonium)

ইহার সম্পূর্ণ নাম চেলিডোনিয়াম মেজাস (Chelidonium Majus),.ইহা ছোট চারা গাছ বিশেষ। শিকড় সমেত সমুদায় গাছটি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধটির প্রধান কার্য্য তিনটী স্থানে প্রকাশ পায়—যকৃত, ফুসফুস এবং মূত্র পিণ্ড।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে ত্রিকোনে (মেরুদণ্ডের দিকে) সর্ব্বদা যন্ত্রণা (Constant pain under the lower and inner angle of right scapula—Kali C. Merc, under the left, Chenop. G.)

২। অত্যন্ত উষ্ণ তরল দ্রব্য পান করিবার ইচ্ছা, অত্যন্ত উষ্ণ না হইলে বমন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা (desire for very hot drinks, unless almost boiling, stomach will not retain it—Ars.)

৩। নিউমোনিয়ায় দক্ষিণ ফুসফুস আক্রান্ত হয় এতদসহ যকৃতের উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে।

৪। দক্ষিণ চক্ষু, দক্ষিণ কুক্ষি প্রদেশ, দক্ষিণ বাহু, দক্ষিণ পদ অর্থাৎ চেলিডোনিয়ামে দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হওয়া বিশিষ্টতা।

৫। কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত, শুষ্ক, গুটলে গুটলে ছাগলের নাদির ন্যায় (ওপিয়ম, প্লাম্বাম)।

৬। জিহ্বা পুরু পীত লেপাবৃত, ধার লালবর্ণ এবং দন্তের ছাপ যুক্ত (পডফাইলম। জিহ্বা বৃহৎ, থলথলে এবং দন্তের ছাপযুক্ত—মার্কারি)।

৭। মুখ মণ্ডল, কপাল, নাসিকা গণ্ডদেশ এবং সমুদায় গাত্র ত্বক ন্যাবাসদৃশ অত্যন্ত পীত বর্ণ।

সাধারণ লক্ষণ

১।' ঋতুর পরিবর্ত্তনে রোগ অথবা নূতন উপসর্গ প্রকাশ পায়।

২। দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধ স্নায়ুতে শূল যন্ত্রণা হয় সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অশ্রুস্রাব বর্ত্তমান থাকে।

৩। উদরাময়—রাত্রিতে, হুড় হুড়ে উজ্জ্বল পীত অথবা কটা বর্ণ অথবা স'দা জলবৎ অথবা কর্দ্দম সদৃশ খস্ খসে এবং সময় সময় অসাড়ে হয়।

৪। যকৃতের রোগ সহ ন্যাবা এবং দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে যন্ত্রণা।

৫। আক্ষেপযুক্ত কাশি, কাশিকালীন ক্ষুদ্র শ্লেষ্মা বটিকা মুখ হইতে ছিটকা য়া বহির্গত হইয়া যায়।

৬। যকৃত রোগ সহ পুরাতন ও পূতিগন্ধযুক্ত ক্ষত।

৭। পিত্তশূল সহ দক্ষিণ স্কন্ধাস্থিতে যন্ত্রণা (ভীষণ পিত্তশূল যন্ত্রণা—কার্ডুয়াস মে'রি)।

মানসিক লক্ষণ—রোগী শীর্ণ, বিষন্ন চিত্ত, খিটখিটে ক্রন্দন ভাবাপন্ন, অস্থির এক স্থানে স্থির হইয়' থাকিতে পারে না এবং সকল সময় মানসিক উদ্বিগ্ন।

যকৃত—চেলিডে নিয়ামের সর্ব্ব প্রধান কার্য্যই হইতেছে যকৃতের উপরে, যকৃতের সামান্য রক্তাধিক্য অবস্থা হইতে প্রদাহ ইত্যাদি সমুদায় রোগেই ইহা নির্ব্বাচিত হইতে পারে—চেলিডোনিয়াম নির্ব্বাচনের সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ হইতেছে —দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে সর্ব্বদা যন্ত্রণা (Constant pain under the lower inner angle of right scapula), এই লক্ষণটি এই ঔষধের বিশেষ পরিজ্ঞাপক ইহার উপর নির্ভর করিয়া ন্যাবা, কাশি উদরাময়, নিউমোনিয়া, রজঃকৃচ্ছ, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি যে কোন রোগেই চেলিডোনিয়াম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগের নামের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, যে স্থলেই "দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে সর্ব্বদা যন্ত্রণা" এই লক্ষণটি পাওয়া যাইবে সেই স্থলেই চেলিডোনিয়ামের বিষয় চিন্তা করিবে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ কুক্ষি প্রদেশেও ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা যকৃত প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া পাকস্থলী জানু এবং পদের নিম্নে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। চেলিডোনিয়ামে দক্ষিণ পার্শ্বই অধিক

আক্রান্ত হয় ইহাও দেখা যায় দক্ষিণ পদ বরফের ন্যায় শীতল বামপদ স্বাভাবিক। দক্ষিণ পার্শ্বের রোগ সম্বন্ধে লাইকোপোডিয়ামকে চেলিডোনিয়ামের সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে কিন্তু লাইকোপোডিয়মে চেলিডোনিয়ামের ন্যায় দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায় না। চেলিডোনিয়মকে চিনিতে হইলে নিম্ন লক্ষণগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—

যকৃত প্রদেশে চাপ চাপ যন্ত্রণা, স্ফীতি, বিবৃদ্ধি এবং প্রদাহ। স্বাদ তিক্ত, চক্ষুর শ্বেতাংশ পীতবর্ণ ন্যাবা সদৃশ। জিহ্বা পুরু পীত লেপে আবৃত এবং দন্তের ছাপযুক্ত (পডফাইলাম। মার্কারি—জিহ্বা থলথলে বৃহৎ)। মুখমণ্ডল হস্ত এবং গাত্র ত্বক পীত বর্ণ। মল কর্দ্দম সদৃশ অথবা গাঢ় পীত বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়, প্রচুর এবং উদরাময় যুক্ত। মুত্র গাঢ় পীত বর্ণ, (পাত্রে প্রস্রাবের পীত বর্ণ দাগ লাগিয়া যায়) ক্ষুধা মান্দ্য, বিবমিষা অথবা পিত্ত বমন।

উল্লিখিত লক্ষণ সমূহ চেলিডোনিয়ামের যকৃত রোগের বিশেষ পরিচায়ক এতদ সহ দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে যন্ত্রণা থাকিলে চেলিডোনিয়ামকে অব্যর্থ ঔষধ জানিবে। আর একটি লক্ষণ আমরা এই সঙ্গে যোগ করিতে পারি তাহা হইতেছে রোগীর পাকস্থলীতে বিশেষতঃ উষ্ণ পানীয় দ্রব্য ব্যতীত শীতল পানীয় সহ্য হয় না। যদিও দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে যন্ত্রণা চেলিডোনিয়ামের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ অনেক সময় এই লক্ষণ ব্যতীত কেবল উল্লিখিত লক্ষণ সমূহ থাকিলেও চেলিডোনিয়াম নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। দক্ষিণ স্ক্যাপুলার যন্ত্রণা বক্ষঃস্থলে বিস্তারিত হওয়া চেলিডোনিয়ামের একটি বিশেষত্ব (Dr. Guernsey says that a pain at the lower angle of the right scapula, running into the chest, is characteristic of it. It has become my own stock remedy for simple jaundice.)

চিনোপোডিয়াম এন্থেল—ইহাতেও চেলিডোনিয়ামের ন্যায় দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে যন্ত্রণা রহিয়াছে কিন্তু ইহার যন্ত্রণা চেলিডোনিয়াম অপেক্ষা আরো নিম্নে এবং মেরুদণ্ডের সন্নিকট হয়।

র‍্যানানকিউলাস বালবোসাস—ইহাতে বাম স্ক্যাপুলার সমুদায় কিনারা ব্যাপিয়া যন্ত্রণা হয় সময় সময় স্ক্যাপুলার নিম্নে ও বাম বক্ষঃস্থলের ভিতরেও যন্ত্রণা বিস্তারিত হয়।

লোবেলিয়া সিফিলিটিকা—বম স্যাপুলার ভিতরের দিকের সমুদায় ধার ব্যাপিয়া যন্ত্রণা হয়, ক্রন্দনের পর বৃদ্ধি হয়।

চিনোপোডিয়ম গ্লসি—ইহাতেও চেলিডোনিয়ামের ন্যায় যন্ত্রণা রহিয়াছে কিন্তু পার্থক্য হইতেছে ইহার যন্ত্রণা বাম স্যাপুলার নিম্নে হয় (lower inner angle of left shoulder blade)

ব্রাইওনিয়া—যকৃত রোগে ইহা অনেকটা চেলিডোনিয়ামের সমকক্ষ—উভয় ঔষধেই অত্যন্ত সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা রহিয়াছে, উভয় ঔষধেই দক্ষিণ স্যাপুলার নিম্নে যন্ত্রণা রহিয়াছে, উভয়েরই মুখ তিক্ত স্বাদ রহিয়াছে, উভয়েরই জিহ্বা ঈষৎ পীত লেপাবৃত, উভয়েরই যকৃত স্ফীত কিন্তু বাহ্যেতেই ব্রাইওনিয়া চেলিডোনিয়াম হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে ব্রাইওনিয়ার মল হয়ত অত্যন্ত শক্ত শুষ্ক এবং কটা বর্ণ নতুবা তরল এবং তরল হইলে প্রচুর হয় ও papescent ও সঙ্গে সঙ্গে কলোসিন্থের ন্যায় উদরে শূল যন্ত্রণা থাকে। ইহা ব্যতীত ব্রাইওনিয়ায় যকৃতে যন্ত্রণা সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় এবং চাপে উপশম হয়।

লাইকোপোডিয়াম—চেলিডোনিয়ামের ন্যায় ইহাও একটি শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বের রোগে বৃহৎ ঔষধ কিন্তু ইহার সহিত চেলিডোনিয়ামের কোন ভ্রম হইবার সম্ভাবনা দেখি না—কারণ লাইকোপোডিয়ামে বাম কুক্ষিপ্রদেশে (left hypochondriac region) বায়ুর সমাবেশ হেতু গড় গড় শব্দ হয় এবং জিহ্বার স্বাদ ও বমন ইত্যাদি টক্ টক্ অম্বল এতদ্ব্যতীত লাইকোপোডিয়ামে যে যন্ত্রণা হয় তাহা অনেকটা কনকনানি, আর চেলিডোনিয়ামে সূচীভেদ বৎ।

স্নায়ুশূল—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে চেলিডোনিয়াম প্রয়োগ হয়। যন্ত্রণা-দক্ষিণ গণ্ডস্থলের অস্থিতে আরম্ভ হইয়া দন্তে এবং চক্ষুতে বিস্তারিত হয়। যন্ত্রণা দক্ষিণ চক্ষুর স্নায়ুতে (supra orbital nerves) হইতে থাকে এবং জলস্রাব হয় কিন্তু চেলিডোনিয়ামের স্নায়ুশূলের সহিত যকৃতের কোন প্রকার উপসর্গ থাকা চাই। নতুবা চেলিডোনিয়ামে বিশেষ কার্য্য পাওয়া যাইবে না। চেলিডোনিয়ামে যকৃতের রোগ হইতেই স্নায়ুশূল যন্ত্রণা উত্থিত হয় (It is a nuralgia dependent on disorder of the liver and not an idiopathic prosopalgia).

নিউমোনিয়া—বিলিয়াস নিউমোনিয়ার (Bilious pneumonia) চেলিডোনিয়াম একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিউমোনিয়ার দক্ষিণ ফুসফুস আক্রান্ত হইলে এবং তাহার সহিত যকৃতের প্রদাহ অথবা বিবৃদ্ধি লক্ষণ থাকিলে চেলিডোনিয়ামকে নিশ্চয়ই চিন্তা করিবে। চেলিডোনিয়াম এইরূপ অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে।

এণ্টিমটার্ট—বিলিয়াস নিউমোনিয়ায় ইহার প্রয়োগও সময় সময় দেখা যায়। গাত্রত্বক, প্রস্রাব এবং বমন পীতবর্ণ হয়। পাঁজরার দক্ষিণ পার্শ্বে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। ফেনা ফেনা পীতাভ চট্‌চটে শ্লেষ্মা, বক্ষঃস্থলে ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, নাসিকার পক্ষদ্বয়ের সঙ্কোচন এবং প্রসারণ, হৃৎপিণ্ডের জোরে জোরে স্পন্দন।

কেলিকার্ব্ব—ইহাও একটি নিউমোনিয়ার উত্তম ঔষধ। রোগের প্রারম্ভে অধিক নির্ব্বাচিত হয় না, বক্ষঃস্থলে যখন প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয়, কাশিতে শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড়ঘড়ানি শব্দ হয়—এইরূপ অবস্থায় ইহার বিষয় চিন্তা করিবে। কেলিকার্ব্বের যাবতীয় লক্ষণ শেষ রাত্রি ২।৩টার সময় বৃদ্ধি হয়। গয়েরের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজ বটিকা ও তদসহ উর্দ্ধ অক্ষিপুটের স্ফীতি এবং নীল পাণ্ডুর (cyanotic) লক্ষণও বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

মার্কিউরিয়াস—ইহাও বিলিয়াস নিউমোনিয়ার একটি উত্তম ঔষধ বটে। মার্কিউরিয়াস সলের মল শ্লেষ্মা এবং কুন্থনযুক্ত মলত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে এবং পরে সকল সময় কুন্থন থাকে। চেলিডোনিয়ামে তাদৃশ লক্ষণ কিছুই নাই। ইহা ব্যতীত মার্কিউরিয়াসে গয়ারে সময় সময় ঈষৎ রক্তের রেখা থাকে এবং দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নাংশ হইতে শরীরের পশ্চাৎ দিকে তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয় (sharp pains shooting through the lower portion of the right lung to the back.)

ব্রোঙ্কাইটিস—শিশুদিগের ব্রোঙ্কাইটিসে বিশেষতঃ হাম এবং হুপিংকাশির পর হইলে ও যকৃতের কোন প্রকার রোগ বর্ত্তমান থাকিলে চেলিডোনিয়ামের বিষয় চিন্তা করিবে। অনেকে এইরূপ অবস্থায় ইহাকে অতি উচ্চস্থান প্রদান করেন। মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ হয়, বুকে চাপ চাপ বোধ হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে নাসিকার পক্ষদ্বয়ের সঙ্কোচন ও প্রসারণ হইতে থাকে (fan like motion of

alaenasi—Lycopodium) ; এক পা শীতল আর এক পা উষ্ণ (লাইকো-পোডিয়াম)। দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয়। কাশি সাধারণতঃ তরল এবং ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত। গয়ের সহজে উঠে না।

পরিপাকক্রিয়া—জিহ্বা পীত লেপাবৃত এবং দন্তের ছাপযুক্ত (imprint of teeth), আস্বাদ তিক্ত, মুখ দুর্গন্ধ। উষ্ণ খাদ্য এবং পানীয় অধিক পছন্দ করে। বমন এবং বমনোদ্বেগ অত্যন্ত উষ্ণ জল পানে এবং পাকাশয় প্রদাহ আহারে ঈষৎ উপশম বোধ করে এতদসহ যকৃতের রোগ থাকিলেই চেলিডোনিয়ামকে উচ্চস্থান দিবে। শীতল জল সহ্য হয় না বমন হইয়া উঠিয়া যায়, অত্যন্ত উষ্ণ জল অধিক পছন্দ করে (desire for very hot drinks, unless almost boiling stomach will not retain it (Ars.) ।

ব্রাইওনিয়া—ইহার সহিত চেলিডোনিয়ামের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় ঔষধেই সঞ্চালনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, রোগী নড়াচড়া করিতে পারে না। চেলিডোনিয়াম রোগী ব্রাইওনিয়ার ন্যায় স্থির ভাবে বসিয়া অথবা শুইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাইওনিয়া রোগী যন্ত্রণা যুক্ত স্থান চাপ দিয়া শুইয়া থাকে। চাপে উপশম পায়, চেলিডোনিয়ামে স্পর্শ সহ্য হয় না—(Bryonia wants to lie on the painful side or wants to lie on the back if the pneumonia is mostly in the posterior part of the right lung. In Chelidonium he is worse from touch and motion). এতদ্ব্যতীত চেলিডোনিয়াম রোগীর চক্ষু এবং চেহারা পীতাভ হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মলশক্ত গুট্‌লে গুট্‌লে, ছাগলের নাদির ন্যায় (ওপি, প্লাম্বাম)। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে হয় (alternate constipation and diarrhoea) ।

উদরাময়—মল উজ্জ্বল পীত অথবা ঈষৎ ধূসর বর্ণ হড়হড়ে, জলবৎ কিংবা থস্‌থসে ; পীতলেপাবৃত জিহ্বা ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণে ইহা অধিক উপযোগী। শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন উদরাময় তৎসঙ্গে যকৃতের উপসর্গ থাকিলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। চেলিডোনিয়ামকে পৈত্তিক উদরাময়ে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। উদরাময়ের সহিত চক্ষু পীতবর্ণ হয়। মল কাদা কাদা, পিত্তশূন্য অথবা ঈষৎ পীত আভাযুক্ত অথবা সাদা হয়।

কাশি—কাশি লাগিয়া থাকে এবং কাশিকালীন দক্ষিণ বক্ষঃস্থলে বেদনা অনুভব হয় এবং বেদনা স্কন্ধাস্থিতে বিস্তারিত হয়। এইরূপ লক্ষণে চেলি-ডোনিয়াম উত্তম কার্য্য করে এবং রোগীকে আশঙ্কিত থাইসিস হইতে রক্ষা করে।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬×, ৬, ৩০ অধিক প্রয়োগ হয়। ইহা গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ নয়, পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

যকৃতের রোগে ব্রাইওনিয়ার অপব্যবহারে চেলিডোনিয়াম বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে।

আর্সে, লাইকো এবং সালফার—চেলিডোনিয়ামের পর উত্তম কার্য্য করে এবং চেলিডোনিয়ামের অনুপূরকরূপে ব্যবহার হয়।

রোগীর বিবরণ

১। এক ১৬ বৎসর বয়স্কা বালিকার দক্ষিণ স্ক্যাপুলার অস্থির নিম্নে সর্ব্বদা বেদনা লাগিয়া থাকিত, প্রত্যেক দিন দ্বিপ্রহরে সবুজ বর্ণের পিত্ত বমন এবং সম্মুখ কপালে বেদনা হইত। অনিদ্রা এবং ৭ মাস পর্য্যন্ত ঋতু বন্ধ ছিল। ডাক্তার থিওকোল্ড তাহাকে ৩।৪ মাত্রা ৩০ ক্রম চেলিডোনিয়াম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ৪ দিন পর তাহার, বমনেচ্ছা শিরঃপীড়া এবং অনিদ্রা দূর হইল বটে কিন্তু স্ক্যাপুলার নিম্নের বেদনা তখনও দূর হয় নাই। পর দিবস কেবল মাত্র কয়েকটি বটিকা দিয়া বিদায় করিয়া দেন—এইরূপে কয়েকদিনের মধ্যে দক্ষিণ স্ক্যাপুলার যন্ত্রণা দূরীভূত হয় কিন্তু ঋতু স্রাব হইল না। ঋতু স্রাবের জন্য পালসেটিলা ২০০ এক মাত্রা এবং পরে নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের জন্য ও সম্মুখ কপালে বেদনার জন্য ব্রাইওনিয়া দেওয়ায় রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

কোনিয়াম (Conium)

ইহাঁর সম্পূর্ণ নাম কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম (conium maculatum) ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। গ্রন্থি স্ফীত হইয়া প্রস্তরবৎ শক্ত হয়। আঘাত জনিত হইলে এবং কর্কট রোগ প্রবণ ব্যক্তিতে উত্তম কার্য্য করে।

২। স্তন মাসিক ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে এবং পরে যন্ত্রণাযুক্ত এবং শক্ত হয় (ল্যাকক্যানা, কেলিকার্ব্ব)।

৩। শিরোঘূর্ণন বিশেষতঃ শয়নে এবং শয়নাবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে কিংবা মস্তক সঞ্চালনে হয়। রোগী মস্তক ভয়ে স্থির করিয়া রাখে (vertigo especially when lying down or turning in bed, moving the head slightly or even the eyes, must keep the head perfectly still.)

৪। কাম ইচ্ছা দমন করিয়া রাখার দরুণ রোগের উৎপত্তি এবং মানসিক অবসাদ (Hypochondriasis) (Bad effects of suppressed sexual desire.)

৫। প্রস্রাব ত্যাগে অত্যন্ত কষ্ট, প্রস্রাব সরল হয় না, আটকাইয়া আটকাইয়া হয় (Great difficulty in voiding urine, flow intermits, then flows again)। প্রোসটেট এবং জরায়ু দোষে এইরূপ হয়। (prostatic and uterine disease.)

৬। ঋতুস্রাব স্বল্প অবরুদ্ধ, বিলম্বে এবং অল্প দিন স্থায়ী। স্রাবের পূর্ব্বে, গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল বর্ণ ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়—

স্রাব হইতে আরম্ভ করিলে মিশিয়া যায় (ডাল্কা)। শীতল পানীয় পানে কিংবা শীতল জলে হাত ডুবাইলে স্রাব বন্ধ হইয়া যায়—(ল্যাক ডি)।

৭। কাশি—কণ্ঠনালীতে যেন একটি ক্ষুদ্র স্থান শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে তদহেতু এবং বক্ষঃস্থল ও গলাভ্যন্তরে চুলকাইতেছে এইরূপ কারণ হইতে কাশি হইতে থাকে। কাশি শুষ্ক এবং আক্ষেপ যুক্ত রাত্রিতে শয়নে এবং অন্তঃসত্বাবস্থায় অধিক হয়, কদাচিত দিনে হয়।

৮। দিনরাত ঘাম হয়। চক্ষু বুজিলেই অথবা নিদ্রা গেলেই ঘর্ম্ম হয়।

৯। চক্ষুর প্রদাহ নাই অথচ ভীষণ আলোকাতঙ্ক, আলোর দিকে বিশেষতঃ কৃত্রিম আলোর দিকে (artificial light) তাকাইতে পারে না।

১০। অবিবাহিত পুরুষ এবং অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

১১। রোগী বিমর্ষ, উদাসীন, অলস, ঝগড়াটে এবং খিটখিটে।

সাধারণ লক্ষণ।

১। শ্বেত প্রদর—মাসিক ঋতু স্রাবের দশ দিন পর (বোরাক্স, বভিষ্টা) হয়। স্রাব ক্ষত কারক, দুগ্ধবৎ, রক্তযুক্ত, প্রচুর; গাঢ় এবং থাকিয়া থাকিয়া নির্গত হয়।

২। একলা থাকিতে ভয় পায় অথচ লোকজন ভালবাসে না (কেলিকার্ব্ব লাইকো)।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—মস্তিষ্ক মজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহাব কার্য্য অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়—স্নায়ুমণ্ডলীর বিশেষতঃ গতি

বিধায়ক স্নায়ুর (motor nerve) অবসাদ অর্থাৎ পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। কিন্তু কোনায়ামের এবম্বিধ কার্য্য নিম্নাঙ্গে প্রথম আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে বিস্তারিত হইতে থাকে, সর্ব্বপ্রথম পদযুগল কার্য্য শূন্য হইয়া আইসে সঞ্চালন স্থগিত হয়, রোগী ইচ্ছামত পদযুগল নাড়াইতে পারে না—বিষাক্ত কার্য্য বৃদ্ধি হইতে থাকিলে উদর, অন্ত্র ইত্যাদি সমুদয় হিমাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তৎপর হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস আক্রান্ত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য বন্ধ হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথচ কোনায়ামে স্পর্শ চেতনা শক্তির কোন প্রকার হ্রাস হয় না। কোনায়ামের বিষাক্ত লক্ষণে মস্তিষ্কের কার্য্যের ব্যাঘাত শীঘ্র হয় না, অজ্ঞানভাব সর্ব্বশেষে উপস্থিত হয়, কারণ মৃত্যু শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যের পক্ষাঘাত হেতু ঘটে।

পণ্ডিতপ্রবর মহাত্মা সংক্রেটিসকে এই কোনায়াম বিষ প্রয়োগে বিনষ্ট করা হইয়াছিল তাঁহার মৃত্যু ঘটনা হইতেও আমরা উল্লিখিত লক্ষণ সমূহ প্রাপ্ত হই—তাঁহাকে বিষাক্ত করা হইলে সর্ব্বপ্রথম তিনি পদযুগলের দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে লাগিলেন পদযুগল সঞ্চালন করিতে হাটিতে পারিতেছিলেন না, টলিয়া টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন পার্শ্বস্থিত অনুচর ধরিয়া ফেলেন। বিষ প্রয়োগকারী পাষণ্ড তখন তাঁহার নিকটেই ছিল সে সক্রেটিসকে তাঁহার পা জোড়ে টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"পদের জোর আছে কি?" তিনি উত্তর করিলেন "না"। পরে পাষণ্ড তাঁহার পা টিপিয়া টিপিয়া উরুদেশ পর্য্যন্ত আসিলে সক্রেটিস বলিলেন হৃৎপিণ্ডে বিষের কার্য্য উঠিলেই আমার প্রাণ বায়ু নির্গত হইয়া যাইবে, ইহা বলিতে বলিতেই তাহার উদর শীতল এবং আড়ষ্ট হইয়া আসিল, তখন তিনি ক্রীটোকে বলিলেন "ক্রীটো! কুলোপিয়াস নামক এক ব্যক্তি একটি মোরগের মূল্য আমার নিকট পাইবে, তাহাকে তাহা দিয়া দিও"। ক্রীটো জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কিছু আপনার বলিবার আছে কি? ইহার উত্তরের পূর্ব্বেই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসিল তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

কোনায়াম সেবন করিলে মস্তিষ্কস্থিত যাবতীয় গতিবিধায়ক স্নায়ুর অবসন্নতা উৎপাদন হয়, মস্তক ভার ভার, শিরোঘূর্ণন, চিন্তা করিতে অক্ষমতা সাধারণ জ্ঞানের ব্যতিক্রমতা, আস্বাদন লোপ, ঝাপসা দৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বার্দ্ধক্য হেতু শরীরের যাবতীয় যন্ত্রের অবসাদে কোনায়াম অনেক সময়

প্রয়োগ হয় এতদ্ব্যতীত ডিফথিরিয়া টাইফয়েড এবং হস্ত মৈথুন ইত্যাদি হেতু উদ্ভূত রোগেও ব্যবহার হয়।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ– কেনায়াম বিশেষতঃ বিবাহিত অথবা অবিবাহিতা বৃদ্ধ পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকদিগের রোগে এবং রজো নিবৃত্তির সময়ে কিংবা পরে স্ত্রী রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রোগী অল্পতেই বিরক্ত হয়, খিটখিটে, অব্যায়ামী, শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখ কাজ কর্ম্মে কিংবা পড়াশুনায় উদাসীন, অলস, কোন বিষয়ে ইচ্ছা নাই, স্মরণ শক্তি ক্ষীণ, মানসিক পরিশ্রম করিতে অক্ষম, অবসাদ, সহজেই রাগান্বিত হয়, ঝগড়াটে, লোক সঙ্গ ভালবাসে না, অথচ একলা থাকিতে ভয় পায়।

পড়িয়া গিয়া কিংবা মুষ্ঠাঘাতে আঘাত জনিত গ্রন্থির স্ফীতিতে, কর্কট এবং গণ্ডমালা ধাতুযুক্ত অথবা প্রবণতায় ইহা অধিক উপযুক্ত (complaints caused by a blow or fall, cancerous and scrofulous persons with enlarged glands.)

গ্রন্থির স্ফীতি (Glandular swelling)—গ্রন্থির উপর যথেষ্ট কার্য্য থাকায় কোনায়ামকে গণ্ডমালা ধাতুযুক্ত ঔষধ বলা হয়। রোগীর ঠাণ্ডা লাগিয়া গ্রন্থির স্ফীত হয়, কোনোয়ামের গ্রন্থির স্ফীতির একটি বিশেষত্ব আছে তাহা হইতেছে, যে স্থলের গ্রন্থির স্ফীতিই হউক তাহা প্রস্তরবৎ অত্যন্ত শক্ত হয়, এই প্রকার শক্ত স্ফীতি স্ত্রীলোকদিগের স্তনে, জরায়ুতে এবং পুরুষ লোকদিগের অণ্ডকোষে সচরাচর অধিক হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। সকল সময় এই প্রকার গ্রন্থির স্ফীতিতে যন্ত্রণা থাকে না, হইলেও মাঝে মাঝে সামান্য কণকনানি যন্ত্রণা হয় আঘাত চোট, ঘুসি ইত্যাদি হেতু গ্রন্থির এই প্রকার স্ফীতি হইলেই এবং কর্কট রোগের সম্ভাবনা থাকিলে কোনায়ামকে অধিক উচ্চস্থান দেওয়া হয় এবং অধিক উপযুক্ত ঔষধ মনে করা হয় (many cases of lumps or swellings in the breast (for which conium seems to have a particular affinity) have disappeared under the action of this remedy. Even cancerous affections of breasts, uterus and stomach have been helped or cured, especially if the trouble seems to have originated in a blow or injury to that part.)

উল্লিখিত স্থান ব্যতীতও শরীরের অন্যান্য স্থানের গ্রন্থিও স্ফীত হয় এবং এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় স্থানের লসিকা গ্রন্থি (lymphatic glands) সমূহ তেঁতুল বিচির ন্যায় সারি সারি গিট গিট আকারে পরিণত হয় (in the glands along the course of the lymphatics, we get a chain like knots)। ক্ষত যুক্ত স্থানের এবং স্তনের ফোঁড়ার চারি পার্শ্ব শক্ত হয় এবং noduls and lumps দ্বারা বেষ্টিত হয়। Lumps and nodules, induration and enlarged glands from under the skin all over the body.

সাইলিসিয়াতেও কোনিয়ামের ন্যায় স্তনের শক্ত এবং ভারি বোধ থাকে কিন্তু কোনিয়াম দক্ষিণ এবং সাইলিসিয়া বাম পার্শ্বের স্তনে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

কার্ব্ব এনামেলিস—বগল, কুচকী, ইত্যাদি স্থানের গ্রন্থির স্ফীতি বিশেষতঃ উপদংশ অথবা প্রমেহ রোগীতে প্রকাশ পাইলে কার্ব্ব এনামেলিস অধিক নির্ব্বাচিত হয়। গ্রন্থি প্রস্তরবৎ শক্ত হয়। ইহাতে গ্রীবা, স্তন, ইত্যাদি স্থানের গ্রন্থিও আক্রান্ত হয় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে। কার্ব্ব এনামেলিস যাহাদিগের সঞ্চালন ক্রিয়া দুর্ব্বল এবং নীল পাণ্ডুর (cynosis) ভাব প্রবল থাকে তাহাদিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

ব্রোমিন—ইহার গ্রন্থির স্ফীতিও প্রস্তরবৎ শক্ত হয়। বিশেষভাবে চুয়ালের নিম্ন, গ্রীবা প্রদেশ (Thyroid, submaxillary parotid) ইত্যাদি স্থানের গ্রন্থি প্রস্তরবৎ কঠিন স্ফীতি হইলে এবং টিউবারকিউলার জাতীয় হইলেও ব্রোমিনকে একবার স্মরণ করিবে। ইহা এবম্প্রকার গ্রন্থির স্ফীতির একটি উত্তম ঔষধ। শরীরের যে কোন স্থলের গ্রন্থি আক্রান্ত হইতে পারে কিন্তু উল্লিখিত স্থানের হইলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ব্যাডিয়াগা—ইহাও প্রস্তরবৎ কঠিন কুচকিতে প্রয়োগ হয় কিন্তু জনিত হইলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

উল্লিখিত ঔষধ ব্যতীত মার্কিউরিয়াস প্রোটআইওড এবং মার্কিউরিয়াস বিনআইওড ইত্যাদির বিষয়ও চিন্তা করিবে।

পুংজননেন্দ্রিয়—কোনায়ামের পুংজননেন্দ্রিয়ে যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। লিঙ্গ অত্যন্ত শিথিল এবং দুর্ব্বল অথচ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা করি

প্রকৃত কার্য্যে অক্ষম স্ত্রীলোকের চিন্তায় অথবা স্পর্শেই বীর্য্যপাত হইয়া যায়। লিঙ্গোদ্রেক আংশিকরূপে হয় এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী হয় অথবা স্ত্রীলোকের গাত্র স্পর্শ করা মাত্রই আপনা হইতেই লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে; তৎপর রোগী দুর্ব্বলতা এবং মনকষ্টে কষ্ট পায়। রোগীর এতদহেতু মনের অবস্থা ক্রমশঃ অবসাদ বায়ুরোগ গ্রস্থ (Hypochondriac) হয়, সকল সময় বিষন্ন চিত্ত, লোক সঙ্গ ভালবাসে না অথচ একলা থাকিতে ভয় পায়। মনের এইরূপ অবস্থা পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়তেই অত্যন্ত অধিকরূপ সঙ্গমক্রিয়া অথবা অত্যন্ত abstemiousness হেতু অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তি অত্যন্ত দমন করার দরুণ প্রকাশ পায় (Bad effects of suppressed sexual desire or non-gratification of sexual instinct or from sexual indulgence.) কাজে কাজেই কোনিয়ামকে বয়োপ্রাপ্ত অবিবাহিত পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েরই উত্তম ঔষধ বলা যাইতে পারে, এতদ সহিত যদি শিরোঘূর্ণন থাকে তাহা হইলে কোনায়ামকে উচ্চ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

ডাক্তার হিউজ এই বিষয়ে বলিতেছেন—It is of frequent service in hypochondriasis starting from the sexual organs, as in that of uterine disease and that which occurs (in either sex) in connexion with enforced abstinence from sexual intercourse. Its characteristic mental symptoms are depression, timidity, taciturnity, aversion to society and at the same time a dread of being alone. স্ত্রীসহবাস কিংবা সঙ্গম ইচ্ছার অত্যন্ত ইচ্ছা অথচ তাহা হইতে পারিতেছে না এইরূপ অবস্থা হইতে মানসিক অবসাদ (Hypochondriasis) উত্থিত হইলে তাহাতে ইহা উত্তম কার্য্য করে। যে সমুদায় পুরুষ এবং স্ত্রীলোক সুস্থ বলিষ্ঠ এবং অত্যন্ত অধিকরূপ কামুক, হঠাৎ যদি সহবাস সুখ হইতে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে তাহাদিগেতে বিশেষভাবে পুরুষ লোকে স্নায়ুর দুর্ব্বলতা, কম্পন, মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখতা কিংবা কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে অক্ষমতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় উক্ত প্রকার স্ত্রীলোকের এবম্প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে জরায়ু এব ডিম্বাশয়ে রক্তাধিক্যের সঞ্চার হয় এবং এপিস তাহাতে অধিব নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু হিষ্টিরিকেল ভাব থাকিলে কোনায়ামকে উচ্চস্থান দিবে

(mental symptoms trembling in widows and widowers, who have suddenly been deprived of their sexual relations)।

চক্ষু প্রদাহ—কোনায়াম স্ক্রফিউলাস চক্ষু প্রদাহে ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ইহার বিশেষত্ব যে প্রদাহ যত অধিক হয় না কিন্তু আলোকাতঙ্ক সেই পরিমাণে অত্যন্ত অধিক হয় (Photophobia intense, out of all proportion to the objective signs of inflammation in the eye) যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এবং সামান্য আলোর স্পর্শ লাগিলে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। অন্ধকার ঘরে এবং চাপে উপশম হয় কৃত্রিম আলোকে চক্ষুর কষ্ট অধিক হয় ছাত্রেরা আলোর নিকট পড়িতে পারে না। কোনায়ামে স্মরণ রাখিবে প্রদাহ অধিক হয় না অথচ আলোকাতঙ্ক অত্যন্ত অধিক। স্বচ্ছাবরকে ক্ষত হইলেও হইতে পারে কিংবা না হইতে পারে। কোনিয়াম অক্ষিপুট পতনের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (জেলসি, কষ্টিকাম, সিপিয়)। এতদ্ব্যতীত অক্ষিপুট এবং মুখমণ্ডলের এক পার্শ্বে স্নায়ুশূল (ciliary neuralgia and prosopalgia) যন্ত্রণা হয়। ঠাণ্ডায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং যন্ত্রণায় গণ্ডস্থল গভীর লাল বর্ণ হয় ও ফুলিয়া উঠে।

ছানি (cataract)—আঘাত জনিত ছানি হইলে কোনায়ামকে অনেকে উচ্চস্থান প্রদান করেন।

কাশি—শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশির কোনায়াম একটি অতি ফলপ্রদ ঔষধ—। কণ্ঠনালীতে যেন একটি ক্ষুদ্র স্থান শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে অথবা গলাভ্যন্তর প্রদেশ চুলকাইতেছে এইরূপ বোধ হয় এবং তদহেতু রোগীর পুনঃপুনঃ আক্ষেপযুক্ত কাশি হইতে থাকে—কাশিতে কাশিতে রোগী বিরক্ত হইয়া পড়ে। শয়নাবস্থায়বৃদ্ধি হয় এবং শয্যায় উঠিয়া বসিলেই উপশম হয় (হাইওসিয়ামাস) কোনায়ামে কাশি দিনে অধিক হয় না। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় এইরূপ কাশিতেও কোনায়াম উত্তম কার্য্য করে (কষ্টিকাম, কেলিবাই)।

অর্ব্বুদ (Tumor) এবং **কর্কট রোগ** (scirrhous)—দুষিত কিংবা অদুষিত (Benign or malignant Tumour) যে কোন প্রকার

অর্ব্বুদই হউক কোনায়ামকে চিন্তা করা যাইতে পারে; কোনায়ামের অর্ব্বুদ প্রস্তরবৎ কঠিন হয় এবং যদি ইহার সহিত কোন প্রকার চোট কিংবা আঘাতের কারণ থাকে তাহা হইলে কোনায়ামকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দিবে। গ্রন্থি ফুলিয়া ভীষণ শক্ত হয় এই প্রকার অর্ব্বুদ স্তনে, জরায়ুতে এবং অণ্ডকোষে অধিক হইতে দেখা যায় এতদ্ স্থান ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থিতেও হয়। যন্ত্রণা বিশেষ কিছু থাকে না, কখন কখন টনটনানি যন্ত্রণা হয় (It is perhaps the first remedy to be thought of in all cases of tumors scirrhous. or o'herwise coming on after contusions, especially if they are of stony hardness and heavy feeling)। স্তন, জরায়ু অথবা অন্য স্থানের কর্কট রোগে (scirrhous) কোনায়ামে সকল সময় যন্ত্রণা থাকিলেও, সময় সময় হুলবিদ্ধবৎ কনকনানি যন্ত্রণাও হয়। হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা শুনিলে অনেকের হয়ত এপিসের কথা স্মরণ হইতে পারে কিন্তু প্রস্তরবৎ শক্ত স্ফীতির উপর এপিসের বিশেষ কোন কার্য্য আছে বলিয়া আমার মনে হয় না, যন্ত্রণা কিছু উপশম হইলেও হইতে পারে।

কোনায়ামের অর্ব্বুদের উপর এতদ্প্রকার কার্য্য আছে বলিয়াই, ইহাকে জরায়ুর অর্ব্বুদেও (fibrous tumour of the uterus) অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয় এবং এই প্রকার অনেক রোগী আরোগ্য সংবাদ পুস্তকে লিপিবদ্ধ দেখা যায়।

জরায়ু গ্রীবার কর্কট রোগেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। যদিও এই রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা কম তথাপি দেখা গিয়াছে কোনায়াম ব্যবহারে ইহার বৃদ্ধি অনেকটা হ্রাস করে এবং রক্তস্রাব কম করিয়া দেয়। কোনায়ামে জরায়ু গ্রীবা শক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় (It has cured fibro'd tumours of the uterus. It has restrained cancerous growth of the cervix. It is the most difficult to check of all the cancerous affection known. Conium is one of the remedies that will slow down that inflammation and restrain somewhat the haemorrhages. Conium has produced induration and infiltration of the cervix—Kent)।

ওষ্ঠ, জিহ্বা, নাসিকা, গণ্ডস্থল ইত্যাদি স্থানের এপিথিলিওমাতেও

কোনিয়াম নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু যে স্থানেরই হউক কোনায়াম প্রয়োগ করিতে হইলেই তৎসহিত কঠিনভাব থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। ক্ষতের নিম্নের গভীর প্রদেশ শক্ত হয় এবং গিট গিট আকার প্রাপ্ত হয় (ulcer about the lip with induration. Deep under the ulcer there will be hardness, and along all the vessels that send lymph towards that ulcer there will be a chain of knots)—

অর্ব্বুদের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—ইহার নির্ব্বাচন শারীরিক ধাতু প্রকৃতিরই (constitution) উপর অধিক নির্ভর করে। হস্ত পদ শীতল, পদদ্বয়ে এবং মস্তকে ঘর্ম্ম। এই ঔষধে ফাইব্রস টিউমাসের যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায় যকৃতের এবং জরায়ুর টিউমারে ইহার উপকারিতা অনেক দেখা গিয়াছে। অনেক সময় দেখিয়াছি ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব অপেক্ষা ক্যালকেরিয়া আইওড অধিক উপকার করিয়াছে।

কার্ব্ব এনামেলিস—জরায়ুর টিউমারে এই ঔষধটি অধিক প্রচলিত ইহাতে টিউমার প্রস্তরবৎ শক্ত হয়। টিউমারের কঠিনতাই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব। সময় সময় অত্যন্ত বেদনা থাকে, আবার অনেক সময় বেদনা থাকেও না।

ফাইটোলেকা—স্তনের টিউমারে ইহা অধিক ব্যবহার হয় এবং উত্তম কার্য্য করে।

হাইড্রাসটিস—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় জরায়ুর ফাইব্রোমাতে ইহাকে অতি উচ্চস্থান দিয়াছেন। ইহার কেবল বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক ব্যবহারে অনেক রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে। জরায়ুর ফাইব্রোমাতে ইহা অধিক উপকারী, বেদনা সকল সময় অধিক থাকে না।

শিরোঘূর্ণন—কোনায়াম শিরোঘূর্ণনের একটি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হেতুই ইহা উদ্ভূত হইয়া থাকে। শিরোঘূর্ণন মস্তক এপাশ ওপাশ করিলেই বৃদ্ধি হয়। (বাম পার্শ্বে মস্তক পরিবর্ত্তনে শিরোঘূর্ণন হয়—কলোসিন্থ)। শয়ন কিংবা দণ্ডায়মান অর্থাৎ যে কোন অবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনেই শিরোঘূর্ণন

হয়, ইহাই হইতেছে কোনায়ামের শিরোঘূর্ণনের বিশেষত্ব। (The strongest characteristic I know from a Homoeopathic stand point, is its peculiar vertigo, which is much aggravated by turning the head sidewise, Turnir g over in bed is the same. Some say lying down in bed turning over, I have found that it is not so much the lying down as it is the turning of the head sidewise, whether in an upright horizontal posture—Nash.)

শিরোঘূর্ণনের ঔষধ সমূহ।

শিরোঘূর্ণন—মস্তকের পার্শ্ব পরিবর্ত্তণে—কোনায়াম, ক্যাল্‌কেরিয়া, কেলিকার্ব্ব।

" " সঞ্চালনে—ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া, কোনায়াম।

" " ঊর্দ্ধদৃষ্টে—পালস, সাইলিসিয়া।

" " নিম্নদৃষ্টে—ফস্ফ, স্পাইজেলিয়া, সালফার।

" পুষ্পের ঘ্রাণে—নাক্স, ফস্ফ।

" অনিদ্রা হেতু—ককুলাস, নাক্স।

" সামান্য গোলযোগে—থেরিডিয়ন।

" হাটাহাটিতে—নেট্রাম, মিউর, নক্স, ফস্ফ, পালস।

" পুস্তক পড়িতে—নেট্রাম মিউর।

" আহারের পর—গ্রেটিওলা, নাক্স, পালস।

" যেন চক্রাকারে ঘুরিতেছে—ব্রাইওনিয়া, কোনায়াম, সাইক্লেমেন, পালস।

" মূর্চ্ছা সহ—নক্স-ভমিকা

" পদদ্বয় টলিতে থাকে—আর্জ্জেণ্টাম নাই, জেলস, নক্স, ফস্ফ।

" চক্ষু বুজিলে কিংবা অন্ধকারে—আর্জেণ্টাম নাই, ষ্ট্রেমো, থেরিডিয়ন।

" দৃষ্টির অস্পষ্ট সহ—সাইক্লেমেন, জেলস, নক্স।

" উপবেশন অবস্থা হইতে দণ্ডায়মান হইলে—ব্রাই, ফস্ফ।

" মস্তক নোয়াইলে—বেলেডোনা, নক্স, পালস, সালফার।

" শয্যা হইতে দণ্ডায়মানে—ব্রাইওনিয়া, চেলিডোনি, ককুলাস।

,, ঊর্দ্ধে উঠিতে—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব।

,, নিম্নে অবতরণে—বোরাক্স, ফেরাম মেট।

,, শুইয়া পড়িতে বাধা হয় - ব্রাইওনিয়া, কক্কুলাস, ফস্ফ।

,, মস্তকের পশ্চাদ্দেশে—জেলস, সাইলি, পেট্রোলি।

,, নিদ্রার পর—ল্যাকেসিস।

,, মাসিক ঋতুস্রাব আবন্ধে—পালস, সাইক্লেমেন।

কোনায়ামের উল্লিখিত শিরোঘূর্ণন বৃদ্ধলোকদিগের মধ্যেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বয়সের অন্য সময়েও হয় এবং এবম্প্রকার শিরোঘূর্ণনের সহিত ডিম্বাশয় এবং জরায়ুর রোগও প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে।

যদিও আমরা শয়ন এবং দণ্ডায়মান সকল অবস্থাতেই মস্তকঘূর্ণন কোনায়ামে দেখিতে পাই কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবে বিশেষরূপে শয়নাবস্থায় এবং শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে (when lying down or turning in bed) অত্যন্ত অধিকরূপ হয়। এতদ্ব্যতীত মস্তক অথবা চক্ষু সামান্য সঞ্চালনেও শিরোঘূর্ণন হয়। এতদভয়ে রোগী মস্তক স্থিরভাবে রাখে।

প্রস্রাব—প্রস্রাব সরলভবে হয় না, আটকাইয়া আটকাইয়া হয় অর্থাৎ প্রস্রাব হইতে হইতে আটকাইয়া যায় (ক্লিমেটিস)। কোনায়ামে প্রস্রাবের এবম্প্রকার অবস্থা প্রোস্টেটিক গ্রন্থির (Prostatic gland) বিবৃদ্ধি অথবা জরায়ুর রোগ বশতঃ প্রকাশ পায়।

ঋতুস্রাব—স্বল্প, অবরুদ্ধ, বিলম্বে এবং অল্পদিন স্থায়ী ঋতুস্রাব কালীন গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল লাল ফুস্কোড়ি প্রকাশ পায় এবং স্রাব হইতে থাকিলে মিশিয়া যায় (ডাক্কামারা) এতদ্ব্যতীত ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা ঠাণ্ডা পানীয় পান করিলে অথবা শীতল জলে হস্ত ডুবাইলে ফুস্কোড়ি সমূহের প্রকাশ স্থগিত হইয়া যায় (ল্যাকডি) কোনায়ামে ঋতুস্রাব কালীন আর একটি লক্ষণের প্রকাশ দেখা যায় তাহা হইতেছে প্রত্যেক ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে স্তনদ্বয় ভারী বড় এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয় ও সামান্য সঞ্চালনে অথবা হাটাহাটিতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

শ্বেত প্রদর—ঋতুর দশদিন পূর্ব্বে দেখা দেয় (বোরাক্স, বভিষ্টা)। স্রাব ক্ষতকারক, দুগ্ধবৎ, রক্তযুক্ত, প্রচুর এবং গাঢ়।

ঘর্ম্ম—রাত্রিতে কিংবা দিবসে নিদ্রিতাবস্থায় অথবা চক্ষু বন্ধ করিলেই ঘর্ম্ম হয়। (স্যাম্বুকাসের বিপরীত), ইহা কোনায়ামের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। অন্য কোন ঔষধে এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—কোনায়াম গভীর ক্রিয়াশীল এন্টিসোরিক ঔষধ। সচরাচর উচ্চক্রম ৩০, ২০০ এবং তদূর্দ্ধ ব্যবহার হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিত নয়। নিম্নক্রম ব্যবহার ইহার দেখা যায় না।

কোনায়ামের পর স্তনের অর্ব্বুদে দূষিত আশঙ্কায় সোরিণাম উত্তম কার্য্য করে (followed well by Psorinum in tumors of mammae with threatening malignancy).

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, শয়নে. শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে ও উপবেশনে এবং কামেচ্ছা দমনে।

রোগীর বিবরণ।

১। বহুদিনের কথা, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেলেঘাটায় একটি রোগী দেখিতে যাই, রোগী একজন স্ত্রীলোক, বয়স ৩০।৩২ হইবে, কিঞ্চিৎ মোটা। স্ত্রীলোকটির দক্ষিণ স্তন প্রদাহ হইয়া প্রস্তরবৎ শক্ত হইয়াছে এবং ফুলিয়া অত্যন্ত বৃহৎ আকার হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অল্প জ্বরও হইতেছে। যন্ত্রণাও অত্যন্ত রহিয়াছে, যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। এতদ লক্ষণে আমি প্রথমতঃ তাহাকে কার্ব্ব এনামেলিস ৩০ কয়েক মাত্রা দিয়া চলিয়া আসি, তাহার দুই দিন পর সংবাদ পাইলাম কিছুই উপকার হয় নাই। তৎপর ফাইটোলেক্কা দিলাম তাহাতেও কিছুই ফল পাইলাম না, অনেক জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম স্তনে আঘাত পাইয়াছিল। এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া কোনায়াম ২০০ শক্তি এক মাত্রা দিয়া চলিয়া আসি এবং জানিতে পারি ঔষধ সেবনের পর দিবস হইতে স্তনের প্রদাহ এবং স্ফীতি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

২। এক স্ক্রফিউলাস ধাতুযুক্ত স্ত্রীলোক, তাহার গ্রীবাপ্রদেশের গ্রন্থিসমূহ

স্ফীত ছিল। সূর্য্যের আলোকও সহ্য করিতে পারিত না এবং কৃত্রিম আলোক একেবারেই সহ্য হইত না অথচ তাহার চক্ষুতে কোন প্রদাহ লক্ষণ ছিল না। ডাক্তার হিগার্ট তাহাকে কোনায়াম ২০০ ক্রম দিয়া সপ্তাহের মধ্যেই আরোগ্য করেন। ২ মাস পর দেখা গেল তাহার গ্রীবাপ্রদেশের গ্রন্থি সমূহও বিলীন হইয়া গিয়াছে।

৩। একব্যক্তির আঘাত প্রযুক্ত ছানি হয়। সে কিছুই দেখিতে পাইত না —অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন পর তাহার পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত লক্ষণ প্রকাশ পায়। তদহেতু ডাক্তার বেইস তাহাকে নিম্নক্রম কোনায়াম প্রয়োগ করেন এবং তাহাতে তাহার পদদ্বয়ের উপকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর দৃষ্টিও অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আইসে। (Dr. Bayes.)

৪। এক অবস্থাপন্ন বৃদ্ধব্যক্তির প্রমেহ রোগ হইয়াছিল সে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম ঔষধের পিচকারী লওয়াতে তাহার পূঁজপড়া আরোগ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে মূত্রকৃচ্ছ্র লক্ষণ দেখা দেয় অর্থাৎ তাহার মূত্রনালীর পথ দিয়া একটি সরু ক্যাথিটারও প্রবেশ করিতে পারিত না। সে অনেক রকম চিকিৎসা করিয়াছিল কিন্তু কোন উপকার না পাওয়াতে অবশেষে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিল। পরিশেষে ডাক্তার হোয়েন তাহাকে প্রতি রাত্রিতে একবার করিয়া ২০০ ক্রমের কোনায়াম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইহার পর সে আটমাস আর ডাক্তার হোয়েনের সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। ৮ মাস পর সে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তারকে বলিয়াছিল যে, কোনায়াম দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছিল বলিয়া এতদিন আইসে নাই কিন্তু আবার প্রস্রাব আটকাইতেছে, অতএব আপনি আর কিছু ঔষধ দেন। ডাক্তার হোয়েন পুনর্ব্বার ২০০ ক্রমের কোনায়াম দিলেন তাহাতে আবার সে উপকৃত হইয়াছিল (সরল ভৈষজ্য রত্নাবলী)।

৫। এক নারীর স্তনে স্কীরাস টিউমার হইয়াছিল। উহা একটি মুরগীর ডিমের মত বড় হইয়াছিল। উহা শক্ত ও অসমান ছিল। ডাক্তার মীডার তাহাকে ২৪ ক্রমের সাইলিসিয়া ২ মাসের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন উপকার হয় নাই, পরে ৬নং কোনায়াম ব্যবহার করাতেও কোন উপকার দৃষ্ট হয় নাই। শেষে কোনায়াম ৩০ ক্রম দিবসে ৪ বার করিয়া

সেবন করাতে ৬ মাসের পর সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল এবং তৎপর ৬ বৎসর আর কোনরূপ তাহার কষ্ট হয় নাই। (সরল ভৈষজ্য রত্নাবলী)।

এমোনিয়াম্ কার্ব্ব (Ammonium Carbonicum)

ইহাকে কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়াও বলা হয়। ইহার কতক ব্যবহার আপনারা সকলেই অল্প বিস্তর দেখিয়া থাকিবেন। স্ত্রীলোকদিগের মূর্চ্ছা হইলে যে Smelling saltএর (স্মেলিং সল্ট) আঘ্রাণ দেওয়া হয় ইহা তাহাই কিন্তু আমাদিগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এমন কার্ব্ব একটি বৃহৎ ঔষধ এবং এন্টিসোরিক (Anti Psoric).

সর্ব্বসাধারণ লক্ষণ।

১। প্রাতঃকালে হস্ত মুখ প্রক্ষালন কালীন (আর্ণিকা, ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব, কেলি কার্ব্ব) এবং আহারের পর নাসিকা হইতে বিশেষতঃ বাম নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব হয়।

২। রাত্রিতে নাসিকা বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ নাক সাঁটিয়া যায় মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস লইতে হয়। ডিপথিরিয়া এবং বহুদিনের সর্দ্দি প্রযুক্ত শিশুদিগের নাক সেঁটে যাওয়াতে এমন কার্ব্ব অধিক নির্ব্বাচিত হয় (হেপার, নাক্স, স্যাম্বুকাস)।

৩। ঋতু স্রাবের প্রারম্ভে কলেরার ন্যায় ভেদ বমি লক্ষণ প্রকাশ পায় (বভিষ্টা, ভিরেট্রাম)

৪। কাশি শুষ্ক, গলা খুস খুস করিয়া আরম্ভ হয় যেন ধুলা প্রবেশ করিয়াছে, প্রত্যেক দিন শেষরাত্রি ৩।৪ টার সময় বৃদ্ধি হয় (কেলিকার্ব্ব)।

৫। ঋতুস্রাব সময়ের পূর্ব্বে এবং প্রচুর হয় ও যন্ত্রণা যুক্ত। স্রাবে জানুদ্বয় হাজিয়া যায়, রাত্রিতে এবং উপবেশনকালীন স্রাব অধিক হয়।

সাধারণ লক্ষণ।

১। মুর্চ্ছা প্রবণতা রুগ্ন স্ত্রীলোক, সহজেই মুর্চ্ছা হয়, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে স্মেলিং সল্টের শিশি রাখে।

২। হৃষ্টপুষ্ট স্ত্রীলোক অব্যায়ামী হেতু নানান প্রকার রোগে ভোগে (with various troubles consequence of leading sedentary life).

৩। রক্তস্রাব ধাতু দোষ (Haemorrhagic diathesis) রক্ত কৃষ্ণবর্ণ ঘন রক্তের লোহিত কণিকার অপকর্ষতা (degeneration of red blood corpuscles). ক্ষত গেংগ্রিন (gangrene) প্রমুখীন।

৪। সহজেই শীতকালে সর্দ্দি হয়।

৫। শিরঃপীড়া মনে হয় মস্তক যেন পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে কপাল বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।

৬। গণ্ডদেশের ক্ষত দুর্গন্ধযুক্ত সহজেই গ্রেংগ্রিনে পরিণত হয়।

৭। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনসহ শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, পরিশ্রমে, উপরে আরোহণে এবং উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি হয়।

৮। বায়ু স্ফিতীর (Emphysema) এমন কার্ব্ব একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৯। শিশু স্নান করিতে চায় না (এন্টিমক্রুডাম, সালফার)।

১০। নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, শ্বাস প্রশ্বাস লইবার জন্য জাগিয়া উঠিতে হয়।

রোগী এবং ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—এমন কার্ব্ব বিশেষভাবে হৃষ্টপুষ্ট মোটা থলথলে শরীর বিশিষ্ট অলস প্রকৃতির স্ত্রীলোক যাহারা বহু কর্ম্ম কিংবা পরিশ্রম করিতে বিমুখ তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। নাক্সভমিকা এবং সালফার যদিও অব্যায়ামী (sedentary) স্বভাববশতঃ রোগের উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু নাক্স এবং সালফার রোগী স্বভাবতঃ কৃশ প্রকৃতির এবং এমন কার্ব্ব মোটা অলস প্রকৃতির এতদ্বিষয়ে ইহারা সম্পূর্ণ বিপরীত।

এমোনিয়াম সল্ট ঔষধসমূহ রক্তের উপর যথেষ্ট কার্য্য উৎপন্ন করে, কারণ দেখা যায় যদি এমোনিয়াম কার্ব্ব অধিক মাত্রায় সেবন করা যায় তাহা হইলে scurvy রোগের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়—মুখ, নাক, পেট হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে, ইহাতেই প্রতীয়মান হয় যে এমোনিয়ামসল্টে রক্ত disintigration প্রাপ্ত হয় এবং পেশী সমূহও ক্রমশঃ কোমল থলথলে শিথিল এবং শীর্ণ হইয়া থাকে।

এমোনিয়াম সল্টে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ভীষণভাবে আক্রান্ত হয় এবং টিস্থ সমুদায় অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত হয়। প্রদাহ এত প্রবল হয় যে সামান্ত জ্বলন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে প্রদাহ বিস্তার করিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ত্বক ধ্বংস করিয়া ফেলে এবং স্থানে ক্ষত উৎপন্ন করে কাজে কাজেই এমোনিয়াম সল্ট নাসিকা, গলদেশ এবং কণ্ঠনলী এই প্রকার স্থান সমূহের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষতে প্রযোগ হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। সমুদায় এমোনিয়াম সল্টগুলি ক্ষতকারক (acrid) এবং যেস্থানে স্পর্শ হয় তাহা হাজিয়া যায়, ইহা ইহাদিগের স্বভাব। এমন কার্ব্ব যদিও মোটা লোকদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয় ও শীতকালে অল্পতেই সর্দ্দি হয় এবং যাহাদিগেতে ঔষধের প্রতিক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশ পায় না এবং যাহারা কথায় কথায় উত্তেজক ঔষধ (stimulants) ইচ্ছা করে তাহাদিগের প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিতেও ইহা একটি উত্তম ঔষধ (This remedy seems particularly useful in constitutionally delicate women who faint easily and want some kinds of smelling salts around them most of the time. They are weak, with deficient re-action and generally of the lymphatic temperament, such patients want stimulants especially such stimulants as act through olfactory nerves, like spirits of Ammonia, Camphor, Musk and Alcohol etc.—Dr. Guernsey).

শীতাঙ্গ (Scurvy)—এমন কার্ব্ব অধিক দিন ব্যবহার করিলে scorbutic অর্থাৎ শীতাঙ্গ অবস্থা উৎপন্ন করে এবং জীবনীশক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। রক্তের টিস্থ সমুদায় degeneration অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং

কৃষ্ণবর্ণের রক্ত স্রাব হয়, রক্ত শীঘ্র চাপ বাঁধে না, তরল অবস্থায় থাকে ক্ষত শীঘ্র গেংগ্রিনে পরিণত হয়। দন্তের মাড়ী শিথিল এবং ক্ষতযুক্ত হয়, এই প্রকার শীতাঙ্গ লক্ষণসহ বিলেপী জ্বর (Hectic fever) প্রকাশ পাইতে পারে।

হৃৎকম্পন—যে স্থলে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাই হইতেছে প্রধান কারণ যান্ত্রিক কোন দোষ থাকে না, কেবলমাত্র শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ডের দরুণ রোগী হৃৎকম্পনে (palpitation) কষ্ট পাইতে থাকে এবং তদহেতু কোন কাজ কর্ম্ম করিতে পারে না, সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে হয়, সেইরূপ স্থলে এমন কার্ব্ব উৎকৃষ্ট কার্য্য করে। ডাক্তার কেণ্ট একবার এই প্রকার একটি রোগী লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছিলেন (রোগীর বিবরণ দেখ)।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—(dilatation of heart)—এমন কার্ব্বে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ব্যতীত যান্ত্রিক দোষও (organic mischief) পরিলক্ষিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণেও (dilatation of heart) এমন কার্ব্ব প্রয়োগ হয় রোগী উঁচু স্থানে যেমন পাহাড়ে কিংবা দোতলায় উঠিতে পারে না হৃৎপিণ্ডের ভীষণ কম্প হয় এমন কি কম্পন শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যায় এবং সন্ধ্যাকালেই বৃদ্ধি হয় মাঝে মাঝে কাশি হয় এবং কাশির সহিত সময় সময় সামান্য সামান্য রক্তও উঠে। বেশী উষ্ণ ঘর পছন্দ করে না, কারণ উষ্ণ ঘরে কষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। হৃৎপিণ্ডের এই প্রকার অবস্থায় নীলপাণ্ডুর (cyanotic) লক্ষণ থাকিতে পারে।

ব্রোঙ্কাইটিস এবং ক্ষয়কাস—পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিসে এমন কার্ব্বের প্রয়োগ দেখা যায়, যখন Bronchial tube সমূহ অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রাপ্ত হয় এবং ক্রিয়া শূন্য হইয়া আইসে ও Emphysema লক্ষণ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়। ফুসফুসে প্রচুর শ্লেষ্মা রাশীকৃত হয় Bronchial tube সমূহের প্রসারণ হয় (dilatation)। এইরূপ অবস্থায় রোগী দুর্ব্বল এবং নিস্তেজ হইয়া আইসে, সর্ব্বদা কাশিতে থাকে কিন্তু শ্লেষ্মা কিছুই উঠে না কিংবা উঠিলেও তাহা অতি সামান্য এবং কষ্টে। তন্দ্রাভাব এবং এমন কি প্রলাপের ন্যায় বির বির বকা বর্ত্তমান থাকে। শেষ রাত্রি ৩।৪টার সময় রোগের বৃদ্ধি হয়।

ক্ষয় কাশের শেষ অবস্থায় সাময়িক উপশমের এমন কার্ব্ব একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যখন সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া আইসে এবং বক্ষঃস্থলের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং অবসাদ বর্ত্তমান থাকে। জোরে কাশ দিতে পারে না এবং বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতা হেতু শ্লেষ্মা তুলিতে পারে না (এন্টিম টার্ট, ষ্টেনাম)।

ঋতুস্রাব এবং শ্বেতপ্রদর স্রাব—এমন কার্ব্বে মাসিক ঋতুস্রাব কালীন ঋতুর প্রারম্ভেই এক অদ্ভূত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তাহার ইহা একটি অতি বৃহৎ ঔষধ তাহা হইতেছে—কলেরার ন্যায় প্রচুর তরল ভেদ (বভিষ্টা, ভিরেট্রাম)। ঋতুর প্রথম দিনেই প্রচুর ভেদ হইতে থাকে, সময় সময় কলেরা বলিয়া ভ্রম হয়। ঋতুস্রাবের রক্ত কাল ক্ষতকারক, স্থান হাজিয়া যায় এবং চাপ চাপ ও সময়ের পূর্ব্বে হয়।

শ্বেত প্রদর স্রাবও ক্ষতকারক এবং জলবৎ তরল। নিম্নোদরে এবং যোনি দেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। ইহা ব্যতীত সমুদায় বস্তিদেশে টাটানি যন্ত্রণা হয় এবং এই টাটানি ঋতুস্রাব কালীন অধিক হয়। সময় সময় এত অধিক যন্ত্রণা হয় মনে হয় যেন বস্তি কোটরের মধ্যদেশ সম্পূর্ণ কাঁচা (raw)।

হাঁপানি—এমন কার্ব্বে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যেরূপ শ্বাস কষ্ট হয়, সেরূপ শ্বাস কষ্ট হাঁপানির দরুণও হয়। কাজে কাজেই হাঁপানিতেও (Asthma) এমনকার্ব্ব প্রয়োগ হইতে পারে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব যে উষ্ণ ঘরে হাঁপানির টান অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং এত অধিক বৃদ্ধি হয় যে, দম বন্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়া আইসে, রোগীকে শীতল খোলা বাতাসে লইয়া যাইতে হয়। ইহা স্মরণ রাখিবে এমনকার্ব্ব রোগীর শ্বাসকষ্ট গরমে বৃদ্ধি হয়, ঠাণ্ডার উপশম হয় কিন্তু শরীরের এবং মস্তকের কষ্ট ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়।

সর্দ্দি—এমন কার্ব্ব সর্দ্দির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশুদিগের রাত্রে নাক সেঁটে যায়, শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য হাঁসপাঁস করিতে থাকে; জাগিয়া উঠে মুখ দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে। সর্দ্দিতে নাসিকা এবং ওষ্ঠ হাজিয়া যায় ও গলদেশ জ্বালা করে। শিশুদিগের নাক সেঁটে যাওয়ার এমনকার্ব্ব একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (হেপার, নাক্স, স্যাম্বুকাশ)।

কাশি—কাশি শুষ্ক এবং গলা সুর সুর করে ও স্বরভঙ্গ বর্ত্তমান থাকে

বক্ষঃস্থলে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হেতু চাপ চাপ বোধ হয় এবং ঘড় ঘড় শব্দ হয়। নাসিকারন্ধ্র ক্ষতযুক্ত এবং কাঁচা। নাসিকা হইতে কখন কখন শিশুদিগের নীল আভাযুক্ত শ্লেষ্মা বহির্গত হয়। (কেলিবাই, নেট্রাম আর্স)। কাশি শেষ রাত্রে ৩।৪টার বৃদ্ধি হয় (কেলিকার্ব্ব)। বৃদ্ধ লোকদিগের হৃদস্পন্দন এবং দুর্ব্বলতা ঠিক ঐ সময়েই অধিক হয়, সঙ্গে সঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম এবং শ্বাসকষ্ট বর্ত্তমান থাকে, নাড়ীর অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ হয় এমন কি প্রায় লোপ প্রাপ্ত হয়, মুখ মণ্ডল রক্তশূন্য এবং শীতল হয়।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—প্রাতঃকালে হাতমুখ প্রক্ষালন কালীন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় (nosebleed when washing the face and hands in the morning) ইহা এই ঔষধের একটি বিশেষ লক্ষণ। ঠাণ্ডায়, শীতল জলের স্পর্শে রক্তস্রাব হয়, উত্তাপে বন্ধ হইয়া যায়, পুনরায় আবার প্রক্ষালন কালীন রক্ত নির্গত হয়। এই স্থলে ঠাণ্ডায় রক্তস্রাব হয় অথচ হাঁপানি ইত্যাদি ঠাণ্ডায় উপশম হয়, ইহা স্মরণ রাখিবে। এমনকার্ব্ব রোগীর মানসিক এবং শারীরিক সমুদায় লক্ষণই স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয় ঠাণ্ডা সহ্য হয় না শীতল জলে স্নানে শরীরময় লাল দাগে (Red mottled spots) পূর্ণ হইয়া উঠে এবং হৃৎস্পন্দনও স্নানের পর বৃদ্ধি হয়।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়া বিশেষভাবে ঋতুস্রাব কালীন মস্তক অবনত করিলে এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়। শিরঃপীড়ায় কপাল যেন ফাটিয়া যাইতে চাহে।

বিসর্প, স্কার্লেট ফিবার, মূত্রনাশ বিকার (Erysepelas, scarlet fever, uraemia)—এতদ রোগ হেতু রক্ত বিষাক্ত হইয়া নিম্ন লক্ষণ সমুহ প্রকাশ পায়; এবং এমনকার্ব্ব প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়—ভীষণ দুর্ব্বলতা ও শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট, প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হইবে এইরূপ ভাব, তন্দ্রা ও তৎসহ ফুস্ফুসে ঘড় ঘড়ানি শব্দ, রক্তে oxygenএর অভাব হেতু ওষ্ঠদ্বয় নীল এবং জিহ্বা কটাবর্ণ ও রক্তহীন, গাত্র চর্ম্মে কাল শিরার ন্যায় নীল চাপ চাপ দাগ, গ্রন্থি সমূহের বিবৃদ্ধি এবং মুখমণ্ডলের স্ফীতি (awful prostration, great dyspnoea, as if heart were giving out every moment, drowsiness with rattling of large bubbles in the lungs, bluish or purplish blue of the lips

from lack of oxygen in the blood and brownish coluor of of the tongue, with this there is an unusual pachy condition of the surface due to paralytic condition of blood vessels, enlargement of glands and puffiness of face) এই প্রকার অনেকটা কার্ব্বনিক এসিড দ্বারা রক্ত বিষাক্তের পরিচয় বলিয়া মনে হইতে পারে এবং এই প্রকার অবস্থা মূত্রনাশ বিকারে (uraemia), ফুসফুসে শ্লেষ্মার আধিক্য অর্থাৎ যে কোন রোগই হউক যাহাতে অক্সিজেন (oxygen) এর অভাব দৃষ্ট হয় তাহাতেই প্রকাশ পাইতে পারে এবং এমনকার্ব্ব ব্যবহারে অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

আর্সেনিক, এন্টিমটার্ট এবং কার্ব্বভেজের সহিত উপরোক্ত অবস্থার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। আর্ণিকার টাইফয়েড অবস্থার লক্ষণও কিছু কিছু পাওয়া যায়।

Oedema of lungs কিংবা বায়ুস্ফীতিতেও (Emphysema) উল্লিখিত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে এবং এমনকার্ব্ব বায়ুস্ফীতিরও (Emphysema—Effusion of air into the cellular tissue) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ঝিল্লিপ্রদাহ, মস্তিষ্ক কশেরুকা মজ্জাগত

(Cerebro spinal meningitis) মস্তিষ্ক কশেরুকা মজ্জাগত ঝিল্লিপ্রদাহের প্রারম্ভে এমন কার্ব্বের প্রয়োগ সময় সময় দেখা যায়। কখন কখন উক্ত রোগের প্রারম্ভে রোগী হঠাৎ এত অধিক বিষাক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতিক্রিয়াহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকে। সমুদয় শরীর শীতল এবং নীল হইয়া যায় এবং নাড়ীর গতি অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। এইরূপ অবস্থায় এমনকার্ব্ব প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া (re-action) আনয়ন করে এবং তৎপর উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে সমুদায় রোগ নিরাময় হয়। Cerebro spinal meningitis ব্যতীত অন্যান্য রোগে যেমন টাইফয়েড, ডিফথিরিয়া, স্কার্লেটিনা ইত্যাদিতে এমনকার্ব্ব প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিয়া থাকে। উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগেও রোগী যদি ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ব্যতীত কোন প্রকার রোগ না থাকে, এমনকার্ব্ব সেইরূপ স্থলে প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিয়া উপযুক্ত ঔষধের লক্ষণপ্রকাশ করিয়া থাকে।

সর্পদংশন (Snake Bite)— এমনকার্ব্ব ল্যাকেসিসের inimical অর্থাৎ ইহারা পরস্পর প্রয়োগ হইতে পারে না। ল্যাকেসিস উচ্চক্রম প্রয়োগে যদি রোগ উপশম হইতেছে দেখা যায়; সেইরূপ স্থলে এমন কার্ব্ব প্রয়োগ করিলে হয়ত এমন কার্ব্বের কোন ফলই হইবে না কিম্বা ল্যাকেসিসের কার্য্যের ব্যাঘাত করিবে। ল্যাকেসিস অত্যন্ত নিম্নক্রম প্রয়োগে যদি রোগী তদহেতু বিষাক্ত হয় সেইরূপ স্থলে এমনকার্ব্ব তাহার বিঘ্নরূপে (antedote) কার্য্য করিবে, কাজে কাজেই ল্যাকেসিস অর্থাৎ সর্প দ্বারা দংশিত হইলেও এমন কার্ব্ব উচ্চক্রম প্রয়োগে অনেক সময় উত্তম ফল পাওয়া যায়। কারণ সর্প দংষ্ট লোকের চেহারার প্রতি এবং এমন কার্ব্বের রোগ তত্ত্বর প্রতি লক্ষ্য করিলে উহাদের মধ্যে অনেক লক্ষণের সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। ডাক্তার কেণ্ট বলেন—এতদকারণ বশতঃই এমনকার্ব্ব সর্পদংশনে প্রায়ই ব্যবহার হয় এবং যদিও সর্ব্বত্রই ইহার দ্বারা আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না কিন্তু অনেক স্থলে যশ উপার্জ্জন করিয়াছে, নতুবা সর্পদংশনের ঔষধরূপে ইহা কখনই ব্যবহার হইত না। ডাক্তার কেণ্ট আরো বলিতেছেন কেবল সর্প বিষের বিষয় বলিয়াই ইহা যেন প্রয়োগ না হয়। কোন কারণ বশতঃ কিংবা কোন জীব জন্তুর দংশন হেতু রক্ত বিষাক্ত হইলে এবং কৃষ্ণবর্ণ তরল রক্তস্রাব থাকিলে এমনকার্ব্বের বিষয় চিন্তা করা উচিত। প্রায় সমুদায় সর্পদংশনেই রক্ত কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং রক্ত জমাট বাঁধে না (If you will examine the appearance of people who have been bitten by snakes and then examine the pathogenesis of the remedy you will see a great similarity between them. It is well known that this remedy has had repeated use in snake-bites. Evidently it did not save all of them, but it must have done something or other for these cases or it would not have established so great a reputation for itself. Give it not as an antedote but when indicated in blood poisoning and animal bites with zymosis with a tendency to black liquid bleeding as Elaps. Running through the snake poisons there is a bleeding of black blood that will not coagulate—Dr. Kent).

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রমই অধিক প্রয়োগ হয়। ডাক্তার হিউজ অত্যন্ত নিম্নক্রম ৩x,৬xইত্যাদির পক্ষপাতী কিন্তু আমরা ৬, ৩০ ব্যবহার করি, সময় সময় ২০০ ক্রমও ব্যবহার করি।

প্রতিবন্ধক—(Inimical)—ল্যাকেসিসের গুণ নষ্ট করে।

রোগের বৃদ্ধি—ঠাণ্ডায়, সাঁৎসেতে ঋতুতে, স্নানে, ঋতুস্রাব কালীন, ঠাণ্ডা জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালনে, শেষ রাত্রি ৩।৪টায়।

রোগের উপশম—নিম্নোদরে চাপ দিয়া শয়নে, যন্ত্রণাযুক্ত স্থানে, শুষ্ক ঋতুতে।

ককুলাস ইণ্ডিকাস (Cocculas Indicus)

ককুলাস ইণ্ডিকাস এক প্রকার বৃক্ষ বিশেষ। ইহার সিদ্ধান্তকরণ মহাত্মা হ্যানিমান সম্পাদন করেন।

সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ

১। গাড়ীতে, নৌকায়, রেলে আরোহণে এমন কি চলন্ত রেল নৌকা ইত্যাদি দর্শনে বমন এবং বমনোদ্বেগ হয়। (বমনোদ্বেগ উপশম হয়-—নাইট্রিক এসিড)

২। নিদ্রাহীনতা, মানসিক উত্তেজনা এবং অধিক রাত্রি জাগরণে কনভালসন পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়। এক ঘণ্টা নিদ্রা না হইলেই শরীর দুর্ব্বল বোধ করে।

৩। ঋতু স্রাবের পরিবর্ত্তে অথবা এক ঋতু স্রাব হইতে আর এক ঋতু স্রাবের মধ্যবর্ত্তি সময়ে শ্বেত প্রদর প্রকাশ পায়।

৪। রজঃকৃচ্ছ্রতা—নিম্নোদরে ভীষণ প্রস্তর ঘর্ষণবৎ যন্ত্রণা হয়। ঋতু স্রাব কালীন রোগী এত অধিক দুর্ব্বল বোধ করে যে নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না (এলিউ, কার্ব্ব এনা)। ঋতু স্রাব কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ।

৫। শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ঘাড়ে হয়, মেরুদণ্ডে বিস্তারিত হয় মনে হয় যেন দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং বমনোদ্রেক বর্ত্তমান থাকে। মস্তক নিম্নে রাখিয়া অথবা চিৎ হইয়া শয়নে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। রোগী মস্তক এক পার্শ্বে করিয়া শয়ন করে।

৬। সময় শীঘ্র শীঘ্র অতিবাহিত হয় (ধীরে ধীরে অতিবাহিত হয়—আর্জেণ্টাম নাই, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা)

৭। নিম্নোদর বায়ুতে ফাঁপিয়া উঠে এবং সঞ্চালনে প্রস্তর ঘর্ষণবৎ যন্ত্রণা বোধ হয়।

সাধারণ লক্ষণ।

মাসিক ঋতুস্রাব এবং অন্তঃস্বত্ত্বাবস্থায় যাহারা অধিক ভোগে ও অবিবাহিত এবং সন্তানহীনা স্ত্রীলোক এই ঔষধটি অধিক কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত যাহারা হস্তমৈথুন কিংবা সঙ্গম ক্রিয়ায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং ভাব প্রধানা (Romantic) অনিয়মিত ঋতুস্রাব যুক্ত বালিকা দিগেতেও উত্তম কার্য্য করে।

২। খাদ্য দ্রব্যে অরুচি এবং মুখে ধাতু দ্রব্যবৎ স্বাদ।

৩। সমুদায় শরীর অবসন্ন, ক্লান্ত, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইলে শরীরে যথেষ্ট বল প্রয়োগ করিতে হয়।

৪। কাহারো প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না, সহজেই বিরক্ত হয় কথা শীঘ্র শীঘ্র বলে।

৫। শিরোঘূর্ণন শয্যা হইতে উত্থানে মাদক দ্রব্য সেবনের ন্যায় (শয্যায় শয়নে এবং পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে—কোনায়াম)।

ফিজিও লজিকেল কার্য্য—তিনটি প্রধান স্থানে ইহার

কার্য্য প্রকাশ পায় প্রথমতঃ মস্তিষ্ক কশেরুক গতি বিধায়ক স্নায়ুর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া কনভালসন এবং পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। দ্বিতীয়তঃ ভেগাসের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া প্রবল বমন এবং মূর্চ্ছা আনয়ন করে এবং তৃতীয়তঃ ডিম্বাশয় এবং জরায়ুর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া আক্ষেপ (Spasm) এবং চেতনাধিক্য (Hyperaesthesia) উপস্থিত করে।

আমরা দেখিতে পাইতেছি ককুলাস ইণ্ডিকাস দ্বারা বিষাক্ত হইলে মেরুদণ্ডের অবসন্নতা উৎপাদন করতঃ গতিবিধায়ক স্নায়ুর পক্ষাঘাত অবস্থা উপস্থিত হয়। কাজে কাজেই কশেরুক মজ্জার রোগ বশতঃ পক্ষঘাতের ককুলাস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগের প্রারম্ভেই মেরুদণ্ডের কটি দেশ আক্রান্ত হইলেই ইহার বিষয় চিন্তা করা উচিত। কটিদেশ (Small of the back) দুর্ব্বল বোধ হয় যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে। হাটিতে পারে না, হাটিতে গেলে পদক্ষম চলে না। সমুদয় নিম্নাঙ্গই পক্ষাঘাত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, উরুদেশে যন্ত্রণা হয়। পদদ্বয়ের তলা অসাড় বোধ হয়। প্রথমতঃ একটি হস্ত তৎপর অপর হস্ত দুর্ব্বল হয়। কখন কখন উভয় বাহুই একসঙ্গে পক্ষাঘাত হয় এবং ভারী বলিয়া বোধ হয়। It is especially indicated in the cases when the lumber region of the spine is affected, there is weakness in the small of the back as if paralized, the small of the back gives out when walking. We find these symptoms common enough in women with menstrual difficulties, when the back gives out in the morning, after venereal excesses and also from loss of sleep. ককুলাসে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা ঐচ্ছিক ক্রিয়ার কেন্দ্রে অধিক কার্য্য প্রকাশ করে। বুদ্ধিবৃত্তির উপর ইহার তত কার্য্য নাই (It acts rather on the voluntary muscles than the intellectual powers—Dr. Pareria.)।

গ্রীবাদেশের পেশীর (cervical muscles) দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। মস্তক ভারী হইয়া যায়, এতদ্দেশের পেশী মস্তকের ভার ধারণ করিতে যেন অক্ষম। (ক্যালকেরিয়া ফস, ভিরেট্রাম এলবম)। কটিদেশে পক্ষাঘাত সদৃশ যন্ত্রণা হয়। এক কথায় বলিতে হইলে ইহাই বলা যাইতে পারে যে ককুলাস ইণ্ডিকাসে বিষাক্ত হইলে সমুদয় স্নায়ুমণ্ডলী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। তদ সহিত হস্ত

পদের অসাড় বোধ, কম্পন, চলৎশক্তির অক্ষমতা ইত্যাদির দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। ককুলাসের এই প্রকার লক্ষণ রজঃকৃচ্ছ্রতা, অত্যধিক স্ত্রী সহবাস এবং নিদ্রাহীনতা হেতু প্রকাশ পাইতেও দেখা যায়।

মানসিক লক্ষণ—ককুলাসের মনের এবং শরীরের অবস্থা অনেকটা এসিডফসের ন্যায়—ককুলাসে নিদ্রাহীনতা হইতে এবং এসিডফসে অত্যধিক রেতঃ প্যাতের দরুণ হয়। ককুলাস রোগী নিস্তেজ ধীর, নির্ব্বোধের ন্যায় কোন কার্য্যে তৎপরতা নাই, সর্ব্বদাই শুইয়া বসিয়া থাকে, কথার উত্তর ও ধীরে ধীরে দেয়। কথা বুঝিতেও সময় লাগে। সমুদায় বিষয়েই নিশ্চেষ্টতা কথা মনে থাকে না, কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, স্মরণ শক্তি হীন, কথার প্রতিবাদে বিরক্ত হয়। শরীরকে কোন কার্য্যে খাটাইতে চাহে না। সঙ্গে সঙ্গে শিরোঘূর্ণন মস্তিষ্কের বিকৃতি লক্ষণও প্রকাশ পায়। নিদ্রাহীনতা হেতু এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই ককুলাসকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া এবং বমন—ককুলাস ইণ্ডিকাসে শিরোঘূর্ণনের সহিত মনের অবস্থারও গোলযোগ উপস্থিত হয়। মাদকদ্রব্য পান করিলে যে প্রকার হয় সেই প্রকার বোধ হয়। শয্যা হইতে উঠিলে মস্তক চক্রাকারে ঘুড়াইতে থাকে রোগী পুনরায় বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। মস্তক ঘূর্ণন খাদ্যদ্রব্য আহারে এবং পানে বৃদ্ধি হয়। মস্তক ঘূর্ণনের সহিত বমন এবং বমনোদ্বেগ বর্ত্তমান থাকে—মস্তকের এতদ সমুদয় লক্ষণই গাড়ী, নৌকা, জাহাজ, রেল ইত্যাদি যানে আরোহনে এবং চলন্ত নৌকা রেল ইত্যাদি দর্শনে বৃদ্ধি হয়। সামুদ্রিক বমনে (see sickness) ককুলাসকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। বমন ভাব অত্যন্ত অধিক হয় অনেক সময় বমন হইতেও থাকে ও সময় সময় রোগী মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। এতদসহ শিরোঘূর্ণন বিশেষ ভাবে মস্তক উত্তলন করিতে হইলেই অধিক হয়। (nausea extending to the point of vomiting and accompanied by faintness and by severe vertigo when l.fting the head is a characteristic symptom—Dunham.)

ব্রাইওনিয়াতেও শয্যা হইতে গাত্রোত্থানে শিরোঘূর্ণন লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু ব্রাইওনিয়াতে পাকস্থলীর দোষ হইতে পারে। ককুলাসে ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত মস্তিষ্ক কশেরুকা স্নায়ুর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত উৎপন্ন হয়—ককুলাসে মস্তক খালি খালি

অথবা দুর্ব্বলতা বোধ লাগিয়া থাকে (sensation of emptiness or weakness) ইহা ককুলসের একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ এবং ইহা মস্তক, নিম্নোদর, উদর বক্ষঃস্থল, হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ শরীরের সমুদায় ফাঁপা স্থানে প্রকাশ পায়। ককুলাসে শিরোঘূর্ণনের সহিত বমনেচ্ছা এবং বমন বর্ত্তমান থাকা বিশেষ প্রয়োজন—ইহা ব্যতিরেকে ককুলাস শিরোঘূর্ণনে কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়।

মস্তকের পশ্চাদ্দেশে শিরঃপীড়ার (occipital headache) ককুলাস ইণ্ডিকাস একটি অতি বৃহৎ ঔষধ। যন্ত্রণা মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। মস্তকের পশ্চাদ্দেশের শিরাগুলি যেন টানিয়া রহিয়াছে এবং মনে হইতেছে একবার খুলিতেছে আবার বন্ধ হইতেছে (alternately opening and closing) সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ থাকে যেন নদীর উপর রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মাসিক ঋতুস্রাব কালীন এবং মস্তকের পশ্চাতে ভার দিয়া শয়নে বৃদ্ধি (aggravated lying on back of head)। জেলসিমিয়াম—পশ্চাদ্দেশের শিরঃপীড়ায় ইহাও একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পশ্চাদ্দেশের শিরঃপীড়ায় আমরা এই দুইটি ঔষধকে অতি উচ্চস্থান দিয়া থাকি।

জুগলানস্ ক্যাথারটিকা—অথবা জুগলানস্ সিনেরিয়া—মস্তকের পশ্চাদ্দেশে তীব্র যন্ত্রণায় ইহাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয় (This I consider to be the best remedy for sharp pains in the occipital region) এতদ সহ বমন, দক্ষিণ কুক্ষিপ্রদেশে বেদনা এবং যকৃতের উপসর্গ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে।

রজঃশূল—ককুলাসে ঋতুস্রাব প্রচুর অথবা স্বল্প হয়, কিন্তু ঋতুস্রাব স্বল্প এবং শূল যন্ত্রণা যুক্ত হইলেই ইহাকে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হয়। রজঃশূলের সহিত উদরে ভীষণ যন্ত্রণা থাকে—যেন প্রস্তর খণ্ডের ঘসাঘসি হইতেছে। পেট বায়ুতে ফাঁপিয়া উঠে এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে রোগী দাঁড়াইতে, হাটাহাটি করিতে কিংবা জোড়ে কথা বলিতে পারে না। শূল যন্ত্রণা মধ্য রাত্রিতেই অধিক হয়, যন্ত্রণায় রোগীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। যন্ত্রণা উদ্গারে ঈষৎ যদিও উপশম হয় কিন্তু পুনরায় বায়ুর সমাবেশ হইয়া উৎপন্ন হয়। কার্ব্ব এনামেলিসেও এই প্রকার দুর্ব্বলতা দেখা যায় কিন্তু রজঃস্রাবের সহিত তাহা উপস্থিত হয়, এবং রজঃস্রাবে রোগী দুর্ব্বল বোধ করে (In Carbo anamalis—the flow weakens her.)

স্রাব কৃষ্ণবর্ণ উদরের যন্ত্রণার সহিত সর্ব্বদা কটি দেশেও যন্ত্রণা থাকে এই কটি শূল কলুলাসের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। কটিদেশে এই প্রকার যন্ত্রণা হয় মনে হয় পদদ্বয় পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। হাটিতে গেলেই পদদ্বয় টলিতে থাকে এবং এতদসহ শরীরের নানা স্থান খালি খালি শূন্য বোধ হয়। কলুলাস রোগী সাধারণতঃ দুর্ব্বল এবং খিট্‌খিটে প্রকৃতির।

ক্যামোমিলা—ইহা রজঃশূলের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহারও রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু ক্যামোমিলা রোগী ভীষণ খিট্‌খিটে, রাগী, অল্পতেই বিরক্ত বোধ করে এবং সহ্য গুণ অতি অল্প, সামান্য যন্ত্রণাতেই মাগো বাবাগো করিয়া চীৎকার করিতে থাকে।

পালসেটিলা—রজঃশূল এবং স্বল্প ঋতুস্রাবের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—কিন্তু পালসেটিলা রোগী শান্ত প্রকৃতির এবং ক্রন্দনশীলা। স্রাব একবার বেশী একবার কম এইরূপ হয় (flow is usually fitful)। যন্ত্রণার সহিত শীত শীত ভাব থাকে, যতই অধিক যন্ত্রণা হয় ততই শীত ভাবও অধিক বৃদ্ধি হয়।

পেট ফাঁপা—কলুলাস রজঃশূল এবং বায়ুর সমাবেশ অথবা বায়ুর আবদ্ধ হেতু পেট ফাঁপার সচরাচর প্রয়োগ হয়। পেট ফাঁপা সহ উদরে ভীষণ যন্ত্রণা হয়—এবং যন্ত্রণা রাত্রিতেই অধিক হয়। বায়ু পেটে একবার এপাশ একবার ওপাশ করিয়া বেড়ায় এবং বায়ু নিঃসরণে কষ্ট যন্ত্রনার সাময়িক এবং সামান্য উপশম হয়। বায়ু নিঃসরণ হইলে পুনরায় আবার বায়ুর সমাবেশ হয়।

কলুলাসে বায়ু আবদ্ধ হইয়াই শূল যন্ত্রণা হয়। (ভুক্ত দ্রব্য পচন হেতু হইলে কার্ব্বভেজ চিন্তা করিবে)। বায়ুর সমাবেশ হেতু বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ বোধ করে। রোগীর নিদ্রা হয় না অথবা ব্যবসা বাণিজ্যের চিন্তার উদ্রেক হইয়া সজাগ করিয়া রাখে।

শ্বেত প্রদর—ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে কিংবা ঋতুস্রাবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে শ্বেত প্রদর প্রকাশ পায়। ঋতুস্রাব স্বল্প হইয়া অবশেষে শ্বেত প্রদরে পরিণত হয়। স্রাব মাংস ধোয়া জলবৎ অথবা রক্তাম্বু সদৃশ।

নিদ্রাহীনতা ও পক্ষাঘাত—কলুলাসে সময় মত নিদ্রা

যাইতে না পারিলে, ভীষণ শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং এমন কি পক্ষাঘাতের লক্ষণ উপস্থিত করে। ককুলাস রোগী সাধারণতঃ অত্যন্ত নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির—সমুদায় কার্য্যেই নিশ্চেষ্ট ভাব, হাত পা যেন খেলেই না, অত্যন্ত ধীর, সজীবতা লক্ষণ অত্যন্ত কম। মানসিক এবং শারীরিক উভয় বিষয়েই এই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোনরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বিলম্বে উত্তর দেয়, শরীরের কোনস্থান স্পর্শ করিলে বিলম্বে সারা পায়। এতদ্ব্যতীত ককুলাস রোগী মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রম অধিক সহ্য করিতে পারে না। পেশীর কার্য্য কারিতা ক্ষমতা হ্রাস হয়। অল্প পরিশ্রমেই শরীর ক্লান্ত এবং অবসাদ হইয়া পড়ে। এই প্রকারে ক্রমশঃ পক্ষাঘাত অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। ককুলাসে রাত্রি জাগরণ এবং নিদ্রাহীনতা হইতেই এইরূপ অবস্থা উদ্ভূত হয়—স্ত্রী তাহার স্বামীর রোগ সুশ্রূশায়, কন্যা তাহার পিতার সেবায় রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া এবং মনের উদ্বিগ্নতায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শারীরিক শক্তি, পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি নিস্তেজ হইয়া আইসে। পদদ্বয়, হাঁটু, কটিদেশ এবং শরীরের যাবতীয় পেশী সমুহ দুর্ব্বল হয়,—অধিক দিবস এই প্রকার রাত্রি জাগরণে এবং মানসিক উদ্বিগ্নতায় ককুলাসে পক্ষঘাতের লক্ষণ উপস্থিত হয় (Sickness brought about in this manner is analogous to that caused by the Cocculas poison and hence Cocculas from the time of Hahnemann to the present time has been a remedy for complaints from nursing, not exactly complaints that come on in the professional nurse, for Cocculas needs the combination of vexation, anxiety and prolonged loss of sleep such as you have in mother and daughter who is nursing, or the nurse when she takess on the anxiety felt by a member of the family, a wife nursing her husband through typhoid or other long spell of sickness.—Kent) । নিদ্রাহীনতা হইতে রোগ উৎপন্ন হইলে এবং তদস্থলে ককুলাস প্রয়োগ করিতে হইলে,—নিদ্রাহীনতার সহিত বিরক্তি ভাব এবং উদ্বিগ্নতা থাকা উচিৎ। আমরা পেশাদার—সুশ্রূশাকারিণীদিগের মধ্যে মাতা কিংবা কন্যার কিংবা নিকট আত্মীয়ের ন্যায় মানসিক উদ্বিগ্নতা, চিন্তা এবং ভাবনা আশা করিতে পারি না। রাত্রি জাগরণ, রোগীর সেবা সুশ্রূশা এবং রোগীর জন্য চিন্তা ভাবনা ইত্যাদিতে শরীর ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া

পক্ষাঘাত অবস্থা প্রাপ্ত হয়—এইরূপ স্থলে ককুলাস নির্ব্বাচিত হয়। নিদ্রাহীনতা হইতে কনভালসন, নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত, ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি স্নায়ু মণ্ডলের রোগ প্রকাশ পায়। ডিফ্‌থিরিয়ার পর পক্ষাঘাতেও ককুলাস উত্তম কার্য্য করে। একবার ডাক্তার মুর এই প্রকার একটি রোগী চিকিৎসা করিয়াছিলেন রোগী একটি অল্প বয়স্ক বালক নিম্নাঙ্গ ডিফ্‌থিরিয়ার পর পক্ষাঘাত হইয়া গিয়াছে এবং আরোগ্যের কোন আশা নাই। ডাক্তার মুর রোগীর সমুদায় লক্ষণ পরিষ্কাররূপে দেখিয়া বরং রোগের কারণ জানিতে পারিয়া তাহাকে একমাত্রা ককুলাস ইণ্ডিকাস সি, এম, প্রয়োগ করেন এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

পাকাশয় লক্ষণ—সমুদায় খাদ্যদ্রব্যে যেন ঘৃণা বোধ। মুখের স্বাদ ধাতু দ্রব্যবৎ অথবা তিক্ত অথবা টক্ টক্, কোন দ্রব্যেই রুচি নাই, রোগীর খাদ্য দ্রব্যের চিন্তায় কিংবা রন্ধন ঘরের খাদ্য দ্রব্যের গন্ধে বমনের উপক্রম হয় (কলচিকম)। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেকবার আহারের পর পাকাশয়ে আক্ষেপিক কিংবা খামচানি বেদনা হয় তৎসঙ্গে মুখে জল উঠে শ্বাস কষ্ট এবং মেজাজ খিট্‌খিটে হয়।

আক্ষেপ (Spasm)—ককুলাস মস্তিষ্ক কাশেরুক স্নায়ু মণ্ডলের (cerebro spinal nervous system) অবসাদ প্রযুক্ত অথবা অধিক দিবস নিদ্রাহীনতা, অধিক রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি হেতু আক্ষেপ হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয় (It is especially useful when spasmodic symptoms ensue as a result of prolonged loss of sleep)। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগে এইরূপ আক্ষেপ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ জনিত আক্ষেপেও ককুলাস নির্ব্বাচিত হয়। এইরূপ অবস্থায় রোগী চক্ষু বুজিয়া থাকে।—চক্ষু খুলিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়—অক্ষি গোলক আবদ্ধ চক্ষুর ভিতর দ্রুতরূপে একবার এপাশ একবার ওপাশ করিতেছে। ককুলাস সচরাচর দুর্ব্বল এবং স্নায়ুপ্রধান স্ত্রীলোকে অধিক কার্য্য করে।

অন্ত্রবৃদ্ধি—ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্যযুক্ত umbilical hernia নাভি-ভমিকায় আরোগ্য না হইলে ককুলাস ইণ্ডিকাসের বিষয় চিন্তা করিবে। ককুলাস ইণ্ডিকাস এইরূপ অবস্থার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর নিম্নক্রম এবং ৩০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়।

রোগের বৃদ্ধি—আহারে, পানে, নিদ্রায়, ধূমপানে, কথোপকথনে, গাড়ী নৌকা প্রভৃতি চলন্ত যানে আরোহণে এবং দর্শনে।

রোগীর বিবরণ

এক নারী অত্যন্ত স্নায়বীক এবং হিষ্টিরিক্যাল ছিল। সন্ন্যাস রোগে হঠাৎ তাহার পিতৃবিয়োগ হইলে সে উন্মাদগ্রস্ত হয়, অল্প শব্দেই তাহার অসহ্য বোধ হইত। তাহার মস্তক গরম, চক্ষু আরক্ত এবং বহির্গমনশীল ছিল। তাহার নিদ্রা হইত না এবং শিরঃপীড়া ছিল, বেদনা মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইত। বেলেডনা সেবনে কতক এবং তৎপরে নাক্স সেবনে আংশিক ও ক্ষণস্থায়ী উপকার বোধ হইয়াছিল। পরে যখন ডাঃ বোয়েস শুনিলেন যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নৌকায় ভ্রমণকালে তাহার ঐরূপ স্নায়বিক লক্ষণ হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তিনি ককুলাস তৃতীয় ক্রম সেবনের ব্যবস্থা দেন এবং উহা সেবন করাতে রোগী শীঘ্র আরোগ্য হইয়াছিল (ভৈষজ রত্নাবলী)।

২। এক নারীর প্রসবের ১৫ দিবস পরে অত্যন্ত প্রবলভাবে উদরাময় হয়, তজ্জন্য তাহার স্তনদুগ্ধ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং শিরো ঘূর্ণন (যেন সকল পদার্থ ঘুরিতেছে), মাথার ভিতর শূন্য বোধ (তজ্জন্য কিছুই মনে থাকে না), উদর মধ্যে ঐরূপ শূন্য বোধ, গলাধঃকরণ কালে গলার বাম ভাগে যেন কিছু আটকে আছে এইরূপ অনুভব, পাকাশয়ের উপর সর্ব্বদা মোচড়ানি ও চাপ বোধ, মেরুদণ্ডে পর্য্যন্ত ঐরূপ যন্ত্রণার বিস্তৃতি, ইত্যাদি লক্ষণে ককুলাস ৬ সেবনে রোগী এক সপ্তাহের মধ্যেই আরোগ্য হইয়াছিল—(ভৈষজ রত্নাবলী)

অরম ট্রিফাইল্লাম (Arum Triphyllum)

ইহার বাংলা নাম ওল। ইহা ডাক্তার লিপি প্রভিং করেন। ইহার আবিষ্কার সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে একবার আমেরিকার কোন সহরে স্কার্লেট (Scarlet) ফিবার বহু ব্যাপিরূপে (epidemic) প্রকাশ পায় এবং তাহাতে প্রায় সমুদায় রোগীই মারা যায়। হোমিওপ্যাথি এবং অন্যান্য চিকিৎসায়ও শতকরা মৃত্যু অত্যন্ত অধিক ঘটে। তখন অরম ট্রিফাইল্লামের কেবল পরীক্ষা চলিতেছিল। একবার একটি ক্ষুদ্র গলিতে একটি দরিদ্র পরিবারের ৫টি শিশু সন্তানের স্কার্লেট ফিবার হয় এবং চিকিৎসক তদবধি যে ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতেছিলেন তাহার উপর আর বিশ্বাস রাখিতে না পারায়, অরম ট্রিফাইল্লাম প্রয়োগ করেন—এবং ইহাতে অতি আশ্চর্য্য ফল পাইয়া তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করেন—অরম ট্রিফাইল্লামই হইতেছে স্কার্লেট ফিবারের একটি অব্যর্থ ঔষধ এবং তখন হইতেই ইহাকে নিম্ন লক্ষণযুক্ত স্কার্লেট ফিবার ডিপথিরিয়া এবং অন্যান্য জ্বরেও টাইফয়েড লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে একটি উত্তম ঔষধ বলিয়া ঘোষণা করেন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সর্ব্বদা নাক খুঁটিতে থাকে। খুঁটিতে খুঁটিতে রক্ত বহির্গত হইয়া পরে তথাপি খুঁটিতে থাকে (Constant picking at the nose until it bleeds).

২। ওষ্ঠাধর খুঁটিতে থাকে, খুঁটিতে খুঁটিতে রক্ত বাহির করিয়া ফেলে৽(Picks lips until they bleed).

৩। নখ দাঁত দিয়া খুটিতে থাকে—ঘা করিয়া ফেলে, রক্ত-বাহির হইয়া পড়ে (bites nails until fingers bleed).

রোগী ক্ষতযুক্ত কাঁচা রক্তস্রাবী স্থানগুলি পর্য্যন্ত খুঁটিতে থাকে। যন্ত্রণায় চেঁচাইতে থাকে তথাপি খুঁটিতে ছাড়ে না (Picks and bores into the raw bleeding surface though very painful । Scream with pain but keep up the boring (in Scarlatina, diptheria, typhoid)

৫। নাসিকার শ্লেষ্মা স্রাব অত্যন্ত ক্ষতকারক, নাসিকা, ওষ্ঠদ্বয়, নাসিকার পার্শ্ব হাঁজিয়া ক্ষত হইয়া যায়।

৬। মুখের লালাস্রাবও অত্যন্ত ক্ষতকারক। মুখবিবর, জিহ্বা, সমুদায় স্থান ক্ষত হইয়া যায় এবং এমন কি রক্ত পর্য্যন্ত নির্গত হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। স্বরভঙ্গ—গান গাহিতে গাহিতে অথবা চীৎকার করিয়া বক্তৃতা করিতে গলার স্বর বসিয়া যায়। গলদেশের স্বর যন্ত্রের উপর কোন প্রকার কর্তৃত্ব থাকে না, উচ্চ স্বরে গান গাহিতে হইলে কিংবা কথা বলিতে গলার স্বর বিকৃতি ঘটে।

২। শিশু গলদেশের এবং মুখ বিবরের যন্ত্রণা এবং ক্ষতের জন্য খাদ্য দ্রব্য অথবা পানীয় কিছুই আহার করিতে চাহে না।

৩। তরল জলবৎ সর্দ্দিস্রাব থাকা সত্ত্বেও নাসিকা সাঁটিয়া যায়। (এমন কার্ব্ব স্যাম্বুকাস) হাঁচি রাত্রিতেই বৃদ্ধি হয়।

স্কার্লেট ফিভার—অরম.ট্রিফাইল্লামের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণই হইতেছে—রোগী সর্ব্বদা নাসারন্ধ্র এবং ওষ্ঠ অঙ্গুলি দিয়া খুঁটিতে থাকে, রক্তস্রাব হইলেও বিরত হয় না—(Constant picking at the nose until it bleeds Picks lips until they bleed)।

নাসিকা এবং মুখ হইতে ক্ষয়কারক তরল শ্লেষ্মাস্রাব হয় তৎস্পর্শে নাসারন্ধ্র এবং উর্দ্ধ ওষ্ঠ হাজিয়া ঘা হইয়া যায় কিন্তু ঘনস্রাব তত ক্ষতকারক নয়। জিহ্বা ফুলিয়া ওঠে, জিহ্বা কণ্টক সমূহ বৃহৎ, লাল এবং খস্‌খসে হয়। গলদেশে যন্ত্রণা হয় এবং তালুমূল প্রদাহ হইয়া স্ফীত হয়, অনেক সময় এতদলক্ষণ সমূহের সহিত শুষ্ক কাশি বর্ত্তমান থাকে, কাশিতে গলায় এমন লাগে যে শিশু গলা হাত দিয়া ধরিয়া থাকে। মুখ হইতে যে লালা স্রাব হয় তাহাতে মুখ বিবরের চারিপার্শ্ব এবং ওষ্ঠদ্বয় ক্ষত বিদীর্ণ হয় ও এমন কি রক্ত পর্য্যন্ত নিঃসৃত হয়। লালা অত্যন্ত ক্ষতকারক, ঘা হইয়া মামড়ি পড়ে, শিশু মুখ হাঁ করিতে পারে না।—অরাম ট্রিফাইল্লামকে এককথায় ক্ষতকারক ঔষধ বলা যাইতে পারে। শিশু সর্ব্বদা নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া খুঁটিতে থাকে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলে, তথাপি খুঁটিতে ছাড়ে না। রোগ বেশী বাড়াবাড়ি না হইলে প্রস্রাব সরল এবং প্রচুর হয় নতুবা প্রস্রাব হ্রাস হইয়া আইসে, প্রস্রাব অধিক হইলে জানিতে হইবে ঔষধের কার্য্য হইতেছে। রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় প্রস্রাব হ্রাস হইয়া সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া মূত্র বিকার লক্ষণ (uraemia) প্রকাশ পায়। শিশু অজ্ঞানাবস্থায় শয্যায় এপাশ ওপাশ ছটফট করিতে থাকে এবং শরীরের এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে অথবা নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলি দিয়া পুনঃপুনঃ খুঁটিতে থাকে এবং প্রস্রাব সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হইয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক অল্প বিস্তর আক্রান্ত হয় রোগী এপাশ ওপাশ করে ও মস্তক বালিশে গুঁজিতে থাকে (boring the head into the pillow)। এইরূপ অবস্থায় অরাম ট্রিফাইল্লাম প্রয়োগে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া আইসে।

অরাম টি.ফাইল্লামে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে মস্তিষ্ক প্রদাহের সহিত গলদেশ, মুখ বিবর অথবা নাসারন্ধ্রে উল্লিখিতরূপ খোঁটা লক্ষণ না থাকিলে এই ঔষধ কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়।

স্কার্লেটিনা এবং ডিফথিরিয়ার সমগুণ ঔষধ সমূহ—

নাইট্রিক এসিড—স্কার্লেটিনার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি অবস্থায় প্রথমতঃ নাইট্রিক এসিডই অধিকরূপ ব্যবহার হইত। ইহার স্রাব সমূহ ভীষণ ক্ষয় কারক, এত অধিক ক্ষয় কারক আর কোন ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না, অরম ট্রিফাইল্লাম অপেক্ষাও অত্যন্ত অধিক। নাসিকা হইতে স্রাবে নাসারন্ধ্র এবং ওষ্ঠ হাঁজিয়া যায় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। গলদেশে অত্যন্ত টাটানি যন্ত্রণা হয় গলদেশ ডিফথিরিয়া সদৃশ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ কিংবা পীতাভ সাদা দুর্গন্ধযুক্ত ঝিল্লির দ্বারা আবৃত থাকে। রোগ ডিফথিরিয়া কিংবা স্কার্লেটিনা হউক গণ্ডদেশের অভ্যন্তর প্রদেশ, ওষ্ঠদ্বয় এবং জিহ্বার পার্শ্বে ক্ষত প্রকাশ পায় এবং এতদসহ ভীষণ ক্ষয় কারক তরল জলবৎ লালা স্রাব বর্ত্তমান থাকে নাড়ীর গতিও সবিরাম হয়। ডিফথিরিয়াতে উক্তপ্রকার ক্ষয়কারক স্রাব থাকিলে এবং যখন রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পাকস্থলী আক্রমণ করে তখন অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা নাইট্রিক এসিডকেই প্রাধান্য দিবে। গলদেশের কৃত্রিম ঝিল্লি বিস্তারিত হইয়া পাকস্থলী আক্রান্ত হয় কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না কিন্তু গলদেশ এবং নাসিকার কৃত্রিম ঝিল্লির দরুণ রোগী যাহা আহার কিংবা পান করে, তদ সমুদায়ই ছিটকাইয়া নির্গত হইয়া পড়ে এবং রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে ও পাকস্থলীতে অস্বস্থি বোধ করে। ইহাতে ওষ্ঠ এবং নাসারন্ধ্র ক্ষত হইলেও অরাম টিফাইল্লামের ন্যায় সর্ব্বদা অঙ্গুলি দিয়া খোঁটা লক্ষণ অধিক বর্ত্তমান থাকে না।

মিউরেটিক এসিড—স্কার্লেটিনা এবং ডিফথিরিয়ার বৃদ্ধি অবস্থায় ইহাও একটি উপযুক্ত ঔষধ—ইহার অবসন্নতা দুর্ব্বলতা অত্যন্ত ভীষণ, রোগীর এপাশ ওপাশ করিবার ক্ষমতা থাকে না, প্রাতঃকালে ১০।১১টার সময় রোগের বৃদ্ধি হয়। মুখের ভিতর ক্ষতে পূর্ণ হইয়া যায় এবং ক্ষতগুলি গভীর ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, যে যে স্থানে ক্ষত হয়, মনে হয় ক্ষত গভীর হইয়া স্থান ছিদ্র করিয়া ফেলিবে। মলমূত্র অসাড়ে নির্গত হয় এবং নাড়ীর গতিও অনেকটা সবিরাম প্রকৃতির।

রোগ যখন উৎকট আকার ধারণ করে এবং রোগী ভীষণ দুর্ব্বল হয়, সেইরূপ স্থলে আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনের সহিত, এলকোহল (alcohol)

জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুলকুচি করিতে কিংবা মধ্যে মধ্যে সেবন করিতে দেওয়া উচিৎ। ডাক্তার গ্র্যাভোল এইরূপ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুমোদন করেন।

লাইকোপোডিয়াম—স্কার্লেটিনা এবং ডিফথিরিয়ার লাইকোপোডিয়ামে অনেকটা অরাম ট্রিফাইল্লামের ন্যায় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেও অরাম ট্রিফাইল্লামের ন্যাসিকা স্রাব যদিও রহিয়াছে কিন্তু তত ক্ষত কারক নহে। নাসিকার গোড়াতে অথবা চক্ষুর উপরে ভার ভার বোধ এবং শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে। নাসিকা এমন সাঁটিয়া যায় যে শিশু রাত্রিতে নাসিকা দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না, রোগী ট্রিফাইল্লামের ন্যায় নাসিকার ভিতর অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া খুঁটিতে থাকে। কিন্তু লাইকোপোডিয়ামের ডিপথিরিয়ার বিশেষত্ব যে ডিফথিরিয়ার ঝিল্লি দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হইতে থাকে এবং রোগী নিদ্রার পরই এমন কি সামান্য তন্দ্রার পরও অত্যন্ত খারাপ বোধ করে। হঠাৎ রোগী যেন ভয় পাইয়া নিদ্রা হইতে চমকাইয়া ওঠে এবং কাঁদিতে থাকে এবং কিছুতেই কান্না থামাইতে পারা যায় না। শিশু অত্যন্ত খিটখিটে। রোগ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইলে দেখিতে পাওয়া যায় শিশু অজ্ঞানাবস্থায় গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া থাকে, নিম্ন চুয়াল পড়িয়া যায়, প্রস্রাব স্বল্প কিংবা অবরুদ্ধ হইয়া যায় এবং লাল বালুকা কণা তলানি পড়ে। শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত হয় এবং নাসিকার পক্ষদ্বয় সঙ্কোচিত এবং বিস্তারিত হইতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে নাসিকা ধ্বনিও (snoring) হয়। গলদেশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ক্ষত এবং স্ফীত হয়।

এইলান্থাস—ইহার নাসিকা স্রাবও অরামট্রিফাইল্লামের ন্যায় অনেকটা ক্ষত কারক। মুখের লালা স্রাবে এবং নাসিকার সর্দ্দি স্রাবে ওষ্ঠদ্বয় এবং মুখ বিবরের চারিপার্শ্ব হাজিয়া ক্ষত হইয়া যায়। গলদেশের বাহ্যিক এবং ভিতর প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া ওঠে। এইলান্থাস রোগী তন্দ্রাযুক্ত এবং স্থির হইয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকে আর অরাম ট্রিফাইল্লাম রোগী ছটফট, অস্থির, এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। এতদলক্ষণ ব্যতীত এই দুইটি রোগীতে আর অধিক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এইলান্থাসে গাত্রে যে পীড়কা (rash)

বহির্গত হয় তাহা অসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না এবং দেখিতে লোহিত অথবা নীল আভাযুক্ত।

ব্যাপ্টিসিয়া -ইহা টাইফয়েডের ঔষধ বলিয়াই চির পরিচিত কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ডিফথিরিয়াতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। ইহার বিশেষত্বই হইতেছে ভীষণ দুর্গন্ধস্রাব। মলমূত্র, ঘর্ম্ম লালা ইত্যাদি সমুদায়ই অত্যন্ত বদগন্ধযুক্ত মনে হয় যেন গলদেশে কোন প্রকার গলিত ক্ষত (gangrene) হইয়াছে। মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ এবং রোগী নেশা খোরের ন্যায় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল।

রাসটক্স—রোগের বরং বাড়াবাড়ি অবস্থায় যখন ঝিল্লির কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং নিদ্রিতাবস্থায় রক্তমাখা লালাস্রাব নিঃসৃত হয় তখন রাসটক্স নির্ব্বাচিত হয়। রাসটক্সের এতদলক্ষণের সহিত গ্রীবা প্রদেশের গ্রন্থির প্রদাহ হয় এবং প্রদাহের বর্ণ বিসর্পের ন্যায় ঘোর লালবর্ণ হয় (dark erysipelatous hue)।

ফাইটোলেক্কা—রোগের প্রারম্ভে শীত শীত বোধ এবং কটিদেশে যন্ত্রণা হয়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, শয্যায় শয়নাবস্থা হইতে উপবেশন করিতেই অনেক সময় মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। গলদেশ ঘোর লাল বর্ণ বেগুণে আভাযুক্ত হয় এবং অত্যন্ত জ্বালা থাকে। উষ্ণ দ্রব্য পানে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

এপিস—ডিপ্‌থিরিয়ার ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—রোগের প্রারম্ভ হইতেই রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অপরাহ্ণ ৩টায় জ্বর এবং তন্দ্রা বোধ করে, নাড়ীর গতি ১৩০।১৪০ বার হয় এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল। প্রথমতঃ গলার অভ্যন্তর প্রদেশ এবং তালুমূল লাল চকচকে হয় যেন লাল বার্নিস করা হইয়াছে। উভয় তালুমূল অথবা প্রায় অধিকাংশ সময় দক্ষিণ তালুমূলে কৃত্রিম ঝিল্লি আরম্ভ হইয়া বাম তালুমূলে বিস্তারিত হয় এবং চামড়ার ন্যায় পুরু হয় সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাও ফুলিয়া ওঠে, মনে হয় গলদেশ যেন ফুলিয়া পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বার বার গলধঃকরণ করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু গলধঃকরণ করিতে কষ্ট বোধ হয়। আলজিহ্বা অর্থাৎ সমুদায় গলদেশ তরল দ্রব্য পূর্ব্ববৎ স্ফীত হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে পর্য্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে। কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় আবার কোন কোন স্থলে কিছুমাত্র গন্ধ হয় না। জ্বরে পিপাসা থাকে না।

আর্সেনিক—ডিফ্‌থিরিয়ার বাড়াবাড়ি অবস্থায় ইহার বিষয় চিন্তা করিবে। গলদেশের ভিতর এবং বাহির অত্যন্ত স্ফীত হয় এবং কৃত্রিম ঝিল্লি দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ হয় ও দুর্গন্ধযুক্ত। নাসিকা হইতে তরল জলবৎ ক্ষতকারক স্রাব হইতে থাকে—এবং গলদেশের স্ফীতি অনেকটা এপিসের ন্যায় হয়। মধ্য রাত্রিতেই রোগের বৃদ্ধি হয় এবং রোগী অত্যন্ত অস্থির ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে ও অত্যন্ত দুর্ব্বল। প্রস্রাব হ্রাস হইয়া আইসে, কোষ্ঠ-কাঠিন্য অথবা দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ উদরাময় থাকে।

কেলিপারমাঙ্গানেট—ডিফ্‌থিরিয়ার ঝিল্লি ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত হয়। গলদেশ তরল দ্রব্য পূর্ণবৎ স্ফীত হয় এবং নাসিকা হইতে তরল স্রাব হইতে থাকে। কেলিপারমাঙ্গানেটের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্বই হইতেছে দুর্গন্ধতা।

ল্যাকেসিস—ইহাতে ডিফথিরিয়া বাম পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয়। ইহাতে আর একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে শুধু শুধু গলাধঃকরণ করিতে গলদেশে আঘাত লাগে অথচ খাদ্য দ্রব্য খাইতে কষ্ট বোধ হয় না। সকল সময় গলদেশের বাম পার্শ্বে যেন কি একটি দ্রব্য দলা পাকাইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক গলাধঃকরণে নিচে নামিয়া আইসে, আবার উপরে ঠেলিয়া ওঠে, নিদ্রাভঙ্গের পর মনে হয় গলদেশে যেন সূঁচ লাগিয়া রহিয়াছে এবংশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তালুমূল অধিক স্ফীত হইলে, তরল দ্রব্য উদরে না গিয়া নাক দিয়া বহির্গত হইয়া পড়ে। গলদেশের বর্ণ ঘোর বেগুনে আভাযুক্ত হয় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। ল্যাকেসিসে সমুদায় উপসর্গ নিদ্রার পরই বৃদ্ধি হয় এবং গলদেশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়।

বেলেডোনা—ইহা ডিফথিরিয়ার প্রকৃত ঔষধ নয় বরং রোগের প্রারম্ভে যখন স্থান অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয় তখন ইহার বিষয় চিন্তা করা যাইতে পারে।

স্বরভঙ্গ—স্বরভঙ্গের অরমট্রিফাইল্লাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা এবং বক্তাদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। উকিল কিংবা ব্যারিষ্টার কোন মোকদ্দমার বিচারপতির নিকট আইন বিষয়ে যখন একাধিক্রমে ৩।৪ ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করিতে থাকে। বক্তৃতা করিতে করিতে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া সামান্য

বিশ্রাম পাইয়া বাহিরে গিয়া এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া আবার বক্তৃতা করিতে উঠিয়া গলার স্বর দেখা যায় বসিয়া গিয়াছে কিংবা বিকৃত হইয়া গিয়াছে এবং আর পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার বাহির হইতেছে না, এমন কি তাহার বক্তব্য শেষ করা কঠিন হইয়া পড়ে - এইরূপ অবস্থায় অরাম টি্রফাইল্লাম অতি উত্তম কার্য্য করে। এক মাত্রায় তৎক্ষণাৎ গলা পরিষ্কার করিয়া দেয় এবং বক্তাও তাহার বক্তব্য পূর্ব্বের ন্যায় বলিতে পারেন। (At times when a lawyer has had a long case and he is making a final effort, and has been speaking three or four hours, and while in a sweat has got into a draft or gone out, he finds himself hoarse and cannot finish his speech a dose of Arum Triphyllum will enable him to go on with his speech in a voice as clear as a bell. It clears up the hoarseness.—Dr. Kent).

বক্তা এবং গায়কগণ স্বর যন্ত্রের অত্যন্ত পরিচালনা করার এবং অত্যন্ত জোর দিয়া উচ্চ স্বরে কথা বলায়,—বক্তৃতা করিতে করিতে কিংবা গান গাহিতে গলায় সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই গলার স্বর বসিয়া যায় এবং অরাম টি্রফাইল্লাম এইরূপ অবস্থার একটি অব্যর্থ ঔষধ।

বক্তা কিংবা গায়ক যতই চেষ্টা করুক গলার স্বর আর পরিষ্কার হয় না—যেন মনে হয় স্বর যন্ত্রের উপর কর্ত্তৃত্ব নাই (Voice uncertain, uncontrollable changing continually, now deep, now hoarse Etc)। অরাম টি্রফাইল্লামে আর একটি লক্ষণ এতদবিষয়ে দেখা যায় তাহা হইতেছে রোগীর একটি কথা গলা হইতে পরিষ্কার বাহির হইতেছে না অথচ আর একটি কথা পরিষ্কার বাহির হইতেছে (রোগীর বিবরণে দেখ)।

রাসটক্স—রাসটক্সেও দেখিতে পাওয়া যায়—উচ্চস্বরে কিংবা জোর গলায় বক্তৃতা কিংবা গান গাহিতে ঠাণ্ডা লাগিয়া গেলে গলার স্বর বসিয়া যায়, —কিন্তু রাসটক্সে প্রথমতঃ গলার স্বর পরিষ্কার না হইতে পারে কিন্তু যতই অধিক কথা বলা যায় ততই অধিক পরিষ্কার হইয়া আইসে অর্থাৎ স্বর যন্ত্রের ক্রমাগত পরিচালনায় গলার স্বর পরিষ্কার হইতে থাকে।

গ্র্যাফাইটিস—ইহাও গায়কদিগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহাতেও স্বর যন্ত্রের উপর গায়কের যেন কর্ত্তৃত্ব থাকে না, সঙ্গীত গাহিতে গেলেই গলার স্বর বসিয়া যায়।

সিলিনিয়াম—সঙ্গীত গায়কদিগেতে এই ঔষধটিও প্রায়ই প্রয়োগ হয়। গান গাহিতে না গাহিতেই অর্থাৎ অতি অল্প সময়ে স্বর বসিয়া যায়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—অরাম ট্রিফাইল্লাম নিম্নক্রম ব্যবহার হয় না এবং পুনঃ পুনঃ প্রয়োগও হয় না—ইহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবার সম্ভাবন। উচ্চ ক্রম ৩০,২০০ শক্তি নির্ব্বাচিত হয় এবং কার্য্যও অতি সত্বর পাওয়া যায়। (Should not be given low or repeated often as and effects often follow. The higher potencies most prompt and effective—Dr. Allen.)

সমগুণ ঔষধ সমূহ—শুষ্ক কাশিতে হেপার এবং নাইট্রিক এসিডের পর; প্রাতঃকালে স্বর ভঙ্গে এবং বধিরতায় কষ্টিকম এবং হেপারের পর অরম ট্রিফাইল্লাম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

রোগীর বিবরণ

একজন রোগী আমার ডাক্তারখানায় আসিত এবং অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিত, তাহার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ স্বরে বলিত এই ফুস্ ফুস্‌টি সম্পূর্ণ গিয়াছে (This lung is all gone, talking in a whisper) কিন্তু এই ফুস্ ফুস্‌টি খুব ভাল আছে" —this one is a very good one talking in a strong voice) শেষোক্ত কথাটি বেশ জোরে বাহির হইল। একটি কথা আস্তে বাহির হইত অথচ আর একটি কথা জোরে বাহির হইত ইহা একটি অদ্ভুত লক্ষণ বলিয়া মনে হইত। ডাক্তার কেণ্ট তাহাকে অরাম ট্রিফাইল্লাম দিয়া আরোগ্য করেন।—ডাঃ কেণ্ট

রডডেনড্রন (Rhododendron)

ইহার সম্পূর্ণ নাম রডডেনড্রন ক্রিসেনথাম (Rhododondron Chrysanthum)। ইহা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ শুষ্ক পাতা এবং ফুলের কুঁড়ি হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ডাক্তার (Scidel) ইহার সিদ্ধান্তকরণ সম্পাদন করেন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। স্নায়ুপ্রধান ব্যক্তি যাহারা ঝড় তুফান বিশেষতঃ বজ্রপাতে শঙ্কিত ভীত হয় এবং যাহাদিগের ঝড় তুফানের পূর্ব্বে রোগের বৃদ্ধি হয় তাহাদিগেতে রডডেনড্রন উত্তম কার্য্য করে।

২। দন্তশূল,—ঋতুর পরিবর্ত্তনে, প্রবল বায়ু এবং ঝটিকাতে বৃদ্ধি হয় (worse from change of weather, thunder storm, windy weather).

৩। বাতের যন্ত্রণা বিশ্রামে, স্যাঁৎসেতে এবং শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি হয়। সন্ধিস্থল স্ফীত এবং অত্যন্ত প্রদাহ হয়, যন্ত্রণা এক সন্ধিস্থল হইতে আর এক সন্ধিস্থলে সরিয়া বেড়ায়। রাত্রিতে ঝড় তুফানে অত্যন্ত ভীষণ হয়।

৪। প্রমেহের পর কিংবা বাতের দরুণ ঠাণ্ডা লাগিয়া অণ্ডকোষ স্ফীত এবং কঠিন হয় (ক্লিকেটিস)। একশিরাও হয় এবং অণ্ডকোষে পেষণবৎ যন্ত্রণা হয় (আরাম মেটা)।

৫। গেঁটে বাত—পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে অধিক হয়, সূত্রময় টিস্থুর সমাবেশ হইয়া স্ফীত এবং শক্ত হয় (Gout with fibrous deposit in great toe-joint), পায়ের কড়া (bunion) বলিয়া ভ্রম হয় (কলচিকম, লেডাম)।

সাধারণ লক্ষণ

১। পায়ের উপর পা না রাখিয়া নিদ্রা যাইতে পারে না (Cannot get asleep or remain asleep unless the legs are crossed)।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—রোগী অত্যন্ত স্নায়ু প্রধান, বজ্রের ধ্বনি, বিদ্যুতের চমকানি, মেঘের গর্জ্জনে স্নায়ু সমুদায় এত অধিক চঞ্চল হইয়া উঠে যে, রোগী উদ্বিগ্ন ভীত হইয়া কাঁপিত থাকে এবং স্থান হইতে পালাইতে কিংবা নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে চায়। ইহা বায়ু মণ্ডলের একটি Electric পরিবর্ত্তন জনিত রোগীর স্নায়ু মণ্ডল আক্রান্ত হইয়া মানসিক লক্ষণেরও এবম্বিধ লক্ষণ প্রকাশ করে, কাজে কাজেই রোগীর তাবৎ উপসর্গ মেঘের কড় কড় গর্জ্জনে, বজ্রপাতে, বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফসফরাস, নেট্রাম কার্ব্ব, নাইট্রিক এসিড, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি ঔষধেও এই প্রকার Electric পরিবর্ত্তন হেতু মানসিক লক্ষণের ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত রডডেনড্রন রোগীর স্মরণ শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, অতি সহজেই কথা ভুলিয়া যায়, কথা বলিতে বলিতে কি কথা বলিতেছে তাহা ভুলিয়া যায়। কাজ কর্ম্মে মন লাগে না, কাজ কর্ম্মে বিমুখ। মদ্য পানে অতি সহজেই শরীর খারাপ হয়।

বাত—রডডেনড্রন—বাত এবং গাউটের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঝড় তুফানের দিন অথবা স্যাঁৎসেঁতে ভিজা দিনে ইহার বাতের যন্ত্রণা এবং উপসর্গ বৃদ্ধি হয় কিন্তু একটি কথা ইহাতে স্মরণ রাখিবে যে ইহার যন্ত্রণা এবং উপসর্গ ও শরীরের গ্লানি বিশেষতঃ ঝড় তুফান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ হয়, ঝড় তুফান আরম্ভ হইলে বরং উপশম বোধ করে এবং বাত যন্ত্রণা বিশেষভাবে thunder stormএ অধিক হয় (Like Dulcamara its strongest characteristic is in its modality "aggravation in wet stormy weather but Rhododendron is particulary worse before the storm, after the storm breaks out the patient feels better) যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, বিদ্যুৎ চমকাইতে থাকে, মেঘের গর্জ্জনে কড় কড় নিনাদে লোমকূপ শিহরিয়া ওঠে, অর্থাৎ ঝড়ের পূর্ব্বাবস্থায় রোগীর বাতের যন্ত্রণা ইত্যাদি সমুদায়ই বৃদ্ধি হয় অথচ ঝড় তুফান আরম্ভ হইলে হ্রাস হয়।

রডডেনড্রন বিশেষরূপ পুরাতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। বাতজনিত গাউটে (Rheumatic gout) এবং পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির শক্ত স্ফীতির ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ (It is one of the best remedies for what has been termed rheumatic gout and for a hard rheumatic swelling of the big-toe-Joint, often mistaken for bunion)। এতদ্ব্যতীত রডডেনড্রন বিশেষতঃ cervical and thoracic muscleএর বাতের এবং হস্ত পদদ্বয়ের অঙ্গুলির স্নায়ুশূলেরও একটি উপযুক্ত ঔষধ। যন্ত্রণা একস্থান হইতে অন্য স্থানেও সরিয়া বেড়ায়। আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া উঠে, শরীরের যে কোন স্থানেও হইতে পারে। রডডেনড্রন বৃদ্ধ লোকদিগের যাহারা বহুদিন হইতে গেঁটে বাতে ভুগিতেছেন তাহাদিগেতে অতি শীঘ্র সাময়িক উপকার করে। রডডেনড্রন রোগী ঝড় তুফান হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতে বলিতে পারে—কারণ যাবতীয় রোগ ঝড় তুফান হইবার পূর্ব্ব হইতেই বৃদ্ধি পায় রডডেনড্রনের বাতের যন্ত্রণা ঝড় তুফান হইবার পূর্ব্বে ঠাণ্ডায়, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে, বিশ্রামে এবং রাত্রিতে অধিক বৃদ্ধি হয়। ঝড় তুফান আরম্ভ হইলে, উত্তাপে, সঞ্চালনে উপশম হয়। এই প্রকার লক্ষণ আমরা অনেকটা রাসটক্স, ডালকামরা, লেডামেও দেখিতে পাই—

রাসটক্স—ইহাতেও সঞ্চালনে এবং উত্তাপে বাতের যন্ত্রণা উপশম হয়—কিন্তু রাসটক্সে প্রথম সঞ্চালনে অর্থাৎ সঞ্চালন আরম্ভ করা মাত্র প্রথমে একটা যন্ত্রণা বোধ হয় তৎপরে ক্রমাগত সঞ্চালনে আর বোধ হয় না (First movoment aggravates the pain । Continued motion only relieves) আর রডডেনড্রনে সকল সময়ই সঞ্চালনে উপশম বোধ করে—moving relieves atonce) রাসটক্সে যন্ত্রণা সন্ধ্যার সময় কিংবা সন্ধ্যার পর ৭।৮টা এবং রাত্রিতে অধিক বৃদ্ধি হয় রডডেনড্রনে যদিও রাত্রিতে বৃদ্ধি রহিয়াছে কিন্তু প্রাতঃকালেই অধিক বৃদ্ধি হয়। রাসটক্সে ঝড় তুফান বৃষ্টির পর বৃদ্ধি হয়, রডডেনড্রনে ঝড় তুফান বৃষ্টির পূর্ব্বে বৃদ্ধি হয়। রডডেনড্রনের বাত রাসটক্স অপেক্ষা কিছু গভীর বলিয়া মনে হয়। উভয় ঔষধেই পেশী বন্ধনী ইত্যাদি সমূহ যদিও আক্রান্ত হয় কিন্তু রডডেনড্রনে তদপেক্ষা আরো গভীরস্থল বিশেষতঃ বাহু এবং পদদ্বয়ের অস্থি ও অন্যান্য অস্থিও আক্রান্ত হয়। কাজে কাজেই এই দুইটী ঔষধের নির্ব্বাচনে অনেক সময় অত্যন্ত ভ্রমে পড়িতে হয়।

ডালকামারা—ইহাতে যদিও ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেতে ঋতুতে রোগ বৃদ্ধি হয় কিন্তু ইহার আক্রমণ অত্যন্ত হঠাৎ হয়। গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা ঋতুর পরিবর্ত্তনে শীতের আগমনে অথবা গ্রীষ্মকালে যখন দিবসে গরম রাত্রিতে ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেতে এই প্রকার ঋতুতে রোগ প্রকাশ পায় (symptoms aggravated at every cold change in weather or when the weather becomes colder or in the summer when the days are hot and the nights are cold and damp)। ডালকামরাকে প্রকৃত বাতের ঔষধ বলিতে পারা যায় না ইহাতে স্ফীতি কিংবা প্রদাহ হয় না কেবল যন্ত্রণা টাটানি আড়ষ্টভাব ইত্যাদি প্রকাশ পায়। গ্রীবা প্রদেশ শক্ত আড়ষ্ট হয়, সন্ধিস্থল বিশেষতঃ হস্তপদ কনকন করে অথবা গলায় ব্যথা হয়। রাসটক্সের ন্যায় ইহারও যন্ত্রণা সঞ্চালন এবং উত্তাপে উপশম হয়।

লেডাম—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থল সমূহ রডডেনড্রনের ন্যায় যদিও ইহাতে আক্রান্ত এবং শক্ত হয় কিন্তু লেডামের যন্ত্রণা টাটানি ইত্যাদি সমুদায় সঞ্চালনে উত্তাপে রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় আর ঠাণ্ডায়, পাখার বাতাসে, শীতল বরফবৎ জলে উপশম হয়। রডডেনড্রনে ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয় সঞ্চালনে উপশম পায় কাজে কাজেই এই দুইটি ঔষধ নির্ব্বাচনে কোন প্রকার গোলমাল হইবার কারণ নাই।

স্যাঁতসেতে ভিজা ঋতুতে রোগ বৃদ্ধি হয়—ডালকামারা, নেট্রাম সাল্ফ, রডডেনড্রন, রাসটক্স এবং নাক্সমশ্চেটা।

একশিরা এবং অণ্ডকোষ প্রদাহ (orchitis)—পুরাতন অবস্থায় এবং যখন অণ্ডকোষ অত্যন্ত শক্ত অবস্থায় পরিণত হয় তাহাতে রডডেনড্রন অধিক নির্ব্বাচিত হয়। অণ্ডকোষ প্রদাহের সহিত কোন প্রকার বাতের কারণ থাকিলে ইহাকে অনেকে অধিক উপযুক্ত ঔষধ মনে করেন। পুরাতন অবস্থায় প্রায়ই যন্ত্রণা থাকে না। কেবল স্ফীত হইয়া শক্ত হইয়া থাকে, যন্ত্রণা হইলে বৃষ্টি বাদলের দিনই হয়। তরুণ অবস্থায় অণ্ডকোষে কণকনানি এবং পেষণবৎ যন্ত্রণা হয় ও যন্ত্রণা নিম্নোদর এবং জানু প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় এবং হস্ত দিয়া স্পর্শ করা যায় না, ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ করে। দক্ষিণ অণ্ডকোষ অধিক আক্রান্ত হয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা ঠাণ্ডা স্থানে বসিয়া অথবা প্রমেহ-

স্রাব অবরুদ্ধ হইয়া অণ্ডাকাষের প্রদাহ হয়। উত্তাপে এবং সঞ্চালনে যন্ত্রণা উপশম বোধ করে বিশ্রামে অধিক হয়। এই ঔষধে হাইড্রোসেল বিশেষত বালকদিগের হাইড্রোসেল আরোগ্য সংবাদ পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

অরমমেটালিকাম—ইহাতেও অণ্ডকোষ অত্যন্ত শক্ত অবস্থায় পরিণত হয়, কিন্তু অরম সচরাচর উপদংশ দোষ থাকিলে কিংবা তদহেতু হইলে এবং দক্ষিণ অণ্ডকোষ আক্রান্ত হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ক্লিমেটিস—ইহা অনেকটা রডডেনড্রনের ন্যায় কিন্তু অণ্ডকোষ প্রদাহের সহিত সচরাচর কোষরজ্জু প্রদাহ হইলেই আমি ক্লিমেটিসকে প্রাধান্য দিয়া থাকি।

স্পঞ্জিয়া—প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হইয়া অণ্ডকোষ স্ফীত শক্ত এবং প্রদাহিত হইলেই স্পঞ্জিয়াকে অনেকে উচ্চ স্থান প্রদান করেন। অণ্ডকোষ এবং কোষরজ্জুতে পেষণবৎ এক প্রকার যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা শরীরের এবং বস্ত্রের সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। কিন্তু একশিরায় আমাদিগের সর্ব্ব প্রথম ঔষধই হইতেছে পালসেটিলা এবং হেমামেলিস। হেমামেলিস বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উভয় প্রকারেই প্রয়োগ হয়। কোষরজ্জুতে অথবা অণ্ডকোষে ভীষণ যন্ত্রণা হইলে হেমামেলিসে আশু উপকার হয় (Pulsatila stands at the head of the list, and next to it we may rank Hammamelis. The latter drug should be used both locally and internally. It relieves the intense soreness and enables the patient to attend to his duties—Farrington.)

মার্কিউরিয়াস সল—অণ্ডকোষ প্রদাহের সহিত পীতাভ সবুজ প্রমেহ স্রাব বর্ত্তমান থাকিলে ইহাকে চিন্তা করা যাইতে পারে।

শিরঃপীড়া—প্রাতে শয্যায় মস্তকে বাতের ভীষণ যন্ত্রণা হয় সঞ্চালনে এবং মস্তক উষ্ণ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত রাখিলে উপশম বোধ করে। শিরঃপীড়া মদ্যপানে, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয় এবং শিরঃপীড়া ঝড় তুফান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই হয়

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল—যন্ত্রণা আহারকালীন এবং আহারের পর উপশম হয়, ইহা রডডেনড্রনের একটি বিশেষ লক্ষণ।

চক্ষুর রোগ—ডাক্তার এলেন এবং নর্টনের পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় এক রোগীর গ্লোকোমার (glaucoma) যন্ত্রণা ঝড় তুফানের পূর্ব্বে বৃদ্ধি হইত এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া রডডেনড্রন প্রয়োগ করায় গ্লোকোমা সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুর্ব্বের দৃষ্টিও ফিরিয়া আইসে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি সচরাচর অধিক প্রয়োগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—ঝড় তুফানে, প্রবল বায়ুতে, ঝড় তুফান অশনিপাতের পূর্ব্বে (on the approach of thunder storm), বৃষ্টি বাদলের দিনে। বিশ্রামে, ঠাণ্ডায়, স্যাঁৎসেতে আর্দ্র ঋতুতে।

রোগের উপশম—মস্তক উষ্ণ বস্ত্রতে আবৃত করিলে, **শুষ্ক উত্তাপে** এবং সঞ্চালনে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ব্রাইও, কোনায়াম, ক্যালকেরিয়া, লেডাম, লাইকোপোডিয়াম, সিপিয়া, রাসটক্স।

রোগীর বিবরণ

বয়স ৩৫ বৎসর হইবে, গঠন হৃষ্টপুষ্ট। প্রায় ১০।১২ বৎসর হইতে উভয় অণ্ডকোষ ফুলিয়া শক্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রমেহ রোগ হইতেই ইহা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় কারণ প্রমেহ রোগের স্রাব বন্ধ হওয়ার পর হইতে ইহা দেখা দিয়াছে। কোন প্রকার যন্ত্রণা কিংবা টাটানি ছিল না। অণ্ডকোষ স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা ৪ গুণ বৃহৎ হইয়াছিল এক হস্তে সমস্ত স্থান ধরিতে পারা যাইত না পালসেটিলা, ক্লিমেটিস ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। বিনা অস্ত্রে আরোগ্য হইবে না বলিয়া হতাশ হইয়া আর কোন চিকিৎসা করে নাই কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকায় আবার চিকিৎসা আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়া আমার নিকট আইসে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম অণ্ডকোষটি অত্যন্ত শক্ত হইয়া গিয়াছে অথচ যন্ত্রণাদি কিছুই

নাই। বিশেষ কোন লক্ষণ না পাইয়া এবং রোগী কিঞ্চিৎ বাত ধাতুগ্রস্থ জানিয়া তাহাকে রডডেনড্রন ২০০ শক্তি একমাত্রা দিয়া এক সপ্তাহ পর আবার সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিলাম, এক সপ্তাহ পর রোগীর নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম—স্ফীতি কিঞ্চিৎ কম বলিয়া মনে হইতেছে কতকগুলি বটিকা দিয়া বিদায় করিয়া দিয়া আবার এক সপ্তাহ পর সংবাদ দিতে বলিলাম। রোগী এইরূপে প্রায় ২ মাসের মধ্যে একমাত্র রডডেনড্রন দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এখন পর্য্যন্ত তিনি ভাল রহিয়াছেন। রডডেনড্রন দ্বারা আমি এইরূপ আরো দুইটি রোগী আরোগ্য করিয়াছি।

সাইকুটা ভিরোসা (Cicuta Virosa)।

ইহাকে কেহ কেহ সিকিউটা ভিরোসাও বলেন। ইহা জার্ম্মাণী ও পশ্চিম ফ্রান্সের জলাশয় তীর ও আর্দ্র ভূমিখণ্ড জাত ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ। মুকুলোন্মুখ চারা গাছের সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। কনভালসন—ভীষণরূপ হয় হস্তপদ এবং সমুদায় শরীর বেঁকিয়া ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় হয়, জ্ঞান থাকে না। আক্রমণের বিরাম কালীন সামান্য স্পর্শে, গোলমালে কিংবা ঝাঁকিতে কনভালসনের পুনরাবৃত্তি হয়।

২। সুতিকাক্ষেপ (Puerperal convulsion)—পুনঃ পুনঃ শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায় এমন কি, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত থাকে, মনে হয় রোগী যেন মরিয়া গিয়াছে শরীরের উর্দ্ধ অংশ আক্রান্ত হয়, প্রসবের পর পর্য্যন্ত আক্রমণ থাকে।

৩। মৃগী রোগ—Diaphragm এর আক্ষেপ হেতু পেট ফুলিয়া উঠে, চিক্‌কির দেয়, মুখমণ্ডল লাল অথবা নীল হয়, দাঁত লাগিয়া যায়, জ্ঞান শূন্য হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেঁকিয়া যায়, রাত্রিতে অধিক হয়।

৪। অস্বাভাবিক ক্ষুধা—খড়ি মাটি, কয়লা কাঠ, কয়লা অর্থাৎ অপাচ্য খাদ্য দ্রব্য খাইবার আকাঙ্ক্ষা (এলিউমিনা, সোরিনাম)।

৫। মস্তিষ্ক কিংবা মেরুদণ্ডে পুরাতন আঘাত কিংবা স্নায়ুতে পেরেক বিদ্ধের দরুণ আক্ষেপ (spasm), ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি প্রকাশ পায় (হাইপারিকাম)।

৬। ইকজিমা—বিশেষতঃ চিবুকে প্রকাশ পায়। রস নিঃসৃত হইয়া শক্ত মামড়িতে পরিণত হয়, চুলকানি কিছুই থাকে না।

সাধারণ লক্ষণ

১। পুস্তক কিংবা কোন কিছু পড়া কালীন অক্ষরগুলি মনে হয় উল্টাইয়া যাইতেছে অথবা উপরে উঠিতেছে কিংবা নীচে নামিতেছে এবং কখন কখন অদৃশ্য হইয়াও যায়।

২। দন্তোদ্গম কালীন শিশু দাঁতে দাঁতে অথবা মাড়ি ঘর্ষণ করে অথবা চোয়াল চাপিয়া রাখে।

৩। পুঁজবটী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজযুক্ত ফুস্কুড়ি পরস্পর পরস্পর জড়িত হইয়া বিস্তারিত হয়। মুখমণ্ডল, মস্তক, ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ স্থলে এবং চিবুকে প্রকাশ পায়—পীতবর্ণ মোটা মামড়ি পড়ে এবং সময় সময় জ্বালাও করে।

' **ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য**—সাইকুটা ভিরোসার কার্য্য স্নায়ুমণ্ডলীর উপর অত্যন্ত অধিকরূপ পরিলক্ষিত হয়, মস্তিষ্ক—কশেরুক—মজ্জার (cerebo

spinal cord) উত্তেজনা উৎপাদন করিয়া ধনুষ্টঙ্কার, মৃগীবৎ আক্ষেপ, চোয়ালবদ্ধ ক্ষণিক এবং বলবৎ খেঁচুনি প্রকাশ করে।

মানসিক লক্ষণ—এক এক সময় কাহাকেও এবং কোন লোককেও যেন চিনিতে পারে না অথচ ইহারা সকলেই পরিচিত লোক কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে অথবা স্পর্শ করিলে সমুদায় কথার শুদ্ধ ভাবেই দেয়। রোগী নিজেকে অল্প বয়স্ক শিশু বলিয়া মনে করে। পরিচিত লোককে অপরিচিত বলিয়া মনে করে—মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে—নিজের বাড়ী ঘর সমুদায় তাহার নিকট অপরিচিত বোধ হয়। নিজের বিষয়েই ঠিক রাখিতে পারে না নিজেকেই ভুলাইয়া ফেলে। দৃষ্টি অথবা ঘ্রাণ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়গুলির বিকৃতি ঘটে। মানসিক জড়তা—কোন বিষয় মনে রাখিতে পারে না মন যেন সকল সময় খালি খালি। নেট্রাম মিউরেও অনেকটা এই প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় রোগী তাহার সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিয়া যাইতেছে কিন্তু তৎপরদিন তাহার এই কার্য্যের বিষয়ে কিছুই খেয়াল থাকে না। নাক্স মশ্চেটায়ও এইরূপ লক্ষণ রহিয়াছে রোগী কাজকর্ম্ম সমুদায়ই করিতেছে অথচ মন সর্ব্বদা খালি খালি।

ধনুষ্টঙ্কার এবং কনভালসন—ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে আক্ষেপ (convulsion) উৎপন্ন করা। শরীরের স্নায়ুসমূহ অত্যন্ত অধিকরূপ উত্তেজিত হইয়া থাকে, স্পর্শ অথবা চাপ দিলেই আক্ষেপ উপস্থিত হয়। এই ঔষধটির কনভালসন শরীরের মধ্য হইতে আরম্ভ হইয়া চারিদিক ছড়াইয়া পড়ে এবং মস্তক, মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় প্রথমতঃ আক্রান্ত হয় (The convulsons extend from centre to circumference. The head, face and eyes are first affected)। ইহা ব্যতীত কখন কখন কনভালসন মস্তক এবং গলদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া নিম্নে বিস্তারিত হয়। সমুদায় শরীর যেন কনভালসনে উন্মুখীন হইয়া রহিয়াছে সামান্য উত্তেজনার আক্ষেপে সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়া ওঠে, স্পর্শ, উত্তেজনা ইত্যাদি স্নায়ু মণ্ডলের সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই—গলদেশ কিংবা অন্ন নালীতে সামান্য উত্তেজনার কারণ হইলে কিংবা মৎস্যের কাঁটা লাগিয়া গেলে তদস্থলে আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া শরীরের অন্যান্য অংশেও বিস্তারিত হয়। পূর্ব্বে পেরেক কিংবা

কাঁটা ফুটিয়া গিয়া ধনুষ্টঙ্কার হইলে সাইকুটাই ব্যবহার হইত কিন্তু ইদানিং সেই স্থলে হাইপারিকম এবং লেডামকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়।

সাইকুটা ভিরোসার কনভালসনে অনেক সময় নিস্পন্দ বায়ু রোগ অর্থাৎ Catalepsy সহসা প্রকাশ পায়। আক্রমণ অবস্থায় রোগী কি বলিয়াছিল অথবা কি হইয়াছিল তাহা কিছুই মনে করিতে পারে না এবং সম্মুখস্থ লোক-দিগকে চিনিতে পারে না। এই প্রকার অবস্থা কখন কখন প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, সকল আক্রমণে হয় না।

সাইকুটা ভিরোসা একটি অতি বৃহৎ মস্তিষ্ক মাজ্জেয় উদ্দীপক ঔষধ (cerebro spinal irritants)। ইহার কনভালসনে রোগীর শরীর দুমড়াইয়া বেঁকিয়া নানা প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয় কিন্তু এই প্রকার অবস্থার ভিতরও একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে, মস্তক,—ঘাড় এবং মেরুদণ্ড পশ্চাদ্দিকে বেঁকিয়া ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় অবস্থায় পরিণত হয় সাইকুটা ভিরোসার কনভালসনের ইহাই হইতেছে বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। আমেরিকার ডাক্তার বেকার একবার এই রোগ সংক্রামক ব্যাধি রূপে প্রকাশ পাইলে তিনি সাইকুটা ভিরোসার দ্বারা সমুদায় রোগীকেই আরোগ্য করিয়াছিলেন, একটি রোগীরও মৃত্যু হয় নাই বরং তিনি সাইকুটা ভিরোসাকে এই রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলেন (It is on this account that it was tried for cerebro spinial meningitis. Dr. Baker of Moravia cured during an epidemic of this terrible disease sixty cases of all degrees of malignancy without the loss of a single case. He thinks it is as near a specific for this disease as can be—Nash)। ইহাকে এক কথায় ধনুষ্টঙ্কারের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঔষধ বলিলেই হয়। আঘাত জনিত ধনুষ্টঙ্কারেও ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। দাঁত লাগিয়া যায় সমুদায় শরীর আড়ষ্ট হইয়া পশ্চাদ্দিকে বেঁকিয়া যায় হস্ত পদ কনভালসনে ভীষণ ঝাঁকাইতে থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। মুখে ফেনা উঠে, জ্ঞান থাকে না। মুখ গভীর লাল বর্ণ হয়, চক্ষু এক দৃষ্টে হইয়া থাকে, স্পর্শ মাত্রই, গোলমাল ইত্যাদি সামান্য কারণেই কনভালসনের পুনরাবৃত্তি হয়। কনভালসনের পর রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

সাইকুটা ভিরোসার কনভালসন সময় সময় এত অধিক হয় যে মৃগী রোগ

বলিয়া মনে হয়। সাইকুটা ভিরোসা মৃগী রোগেরও একটি অতি উত্তম ঔষধ। সর্ব্ব প্রথমেই বলিয়াছি সামান্য কারণেই এমন কি উদরে যন্ত্রণা হইলেই কিংবা স্পর্শ করিলেই তাহা হইতেও কনভালসন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হয় (He is extremely sensative to touch and tuch and drafts bring on convulsions—Kent) সাইকুটা ভিরোসার কনভালসন যেমন শরীরের মাঝখান হইতে শরীরের আর আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিস্তারিত হয় সেই প্রকার উর্দ্ধ হইতে নিম্নে বিস্তারিত হয় (কুপ্রামের বিপরীত)। কুপ্রামের কনভালসান শরীরের প্রান্তদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া ভিতর দিকে বিস্তারিত হয় অর্থাৎ প্রথমতঃ অঙ্গুলিতে খিল ধরা আরম্ভ হইয়া তৎপর হস্ত বক্ষঃস্থল ইত্যাদি স্থান হইয়া সর্ব্ব শরীরময় হয় আর সাইকুটা ভিরোসার মস্তক চক্ষু গলদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া নিম্নদিকে বিস্তারিত হয় এবং ক্রমশঃ সমুদায় শরীরময় ভীষণ কন্‌ভালসন হয় (The convulsions of Cuprum spreads from the extremities to the centre ie the little convulsions, merely cramps, are first felt in the fingers and then in the hands and later in the chest and whole body. In Cicuta the little convulsions of the head, eyes and throat spread down the back to the extremities with violent convulsions—Kent)।

ক্রমি কিংবা আঘাত হেতু কনভালসনের সিনা কিংবা আর্ণিকায় বিশেষ উপকার না হইলে সাইকুটার বিষয় চিন্তা করিবে, যদ্যপি কনভালসন অত্যন্ত প্রবলরূপ হয়। সমস্ত প্রকার কনভালসনই ক্ষণিক, বলবৎ, মৃগী সদৃশ, নিস্পন্দ বায়ুরোগ, ক্রমি, সুতিকা ইত্যাদি যে কোন কারণবশতঃই হউক—যদি অত্যন্ত ভীষণ হয়—তাহা হইলে সাইকুটা ভিরোসাকেই প্রাধান্য দিবে। ইহাই স্মরণ রাখিবে সাইকুটা ভিরোসার কনভালসন অত্যন্ত ভয়াবহ হয় (All sorts of convulsions—tonic, clonic, epileptc, cataleptic, worm, puerperal, etc.—if of a very violent character, should call to mind Cicuta—Nash)

ধনুষ্টঙ্কারে সাইকুটা ভিরোসার সমগুণ ঔষধসমূহ—

নাক্সভমিকা—ইহাকে ধনুষ্টঙ্কারের একটি অতি উচ্চ ঔষধ বলা হয়,—ইহাতে অনেকটা সাইকুটা ভিরোসার ন্যায় লক্ষণই প্রকাশ পায়—কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে,—আক্রমণ অবস্থায় রোগীর সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। আর সাইকুটা ভিরোসায় জ্ঞান থাকে না (কুপ্রাম, ক্যাম্ফর)। নাক্সভমিকায় কনভালসন কালীন গাত্রের বর্ণ নীল কিংবা ঈষৎ বেগুনে আভাযুক্ত হয় এবং কনভালসনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অত্যন্ত খিটখিটে হয়, সাইকুটা ভিরোসা রোগী বিমর্ষ উদ্বিগ্ন হয়। The effects of Nux generally correspond equally to single organs and systems. According to these statements Nux Vomica must be an excellent remedy in tetenus, if there is any truth in the homoeopathic law—Baehr)

কুপ্রাম মেটালিকাম—ইহাতেও সাইকুটার ন্যায় আক্রমণাবস্থায় জ্ঞান থাকে না কিন্তু ইহাতে শরীর আড়ষ্ট হইয়া সম্মুখদিকে বেঁকিয়া যায় এবং চুয়াল বন্ধ হইয়া যায়।

ক্যাম্ফর—ইহাতেও জ্ঞান থাকে না। নিম্ন চোয়াল শক্ত আড়ষ্ট হইয়া মুখ হাঁ হইয়া থাকে। সমুদায় শরীর অত্যন্ত শীতল থাকে।

হাই পারিকাম—স্নায়ুতে আঘাত লাগিয়া কিংবা পেড়েক বিদ্ধ হইয়া হইলে—হাইপারিকামকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। আঘাতের যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হইলে এবং তদহেতু ধনুষ্টঙ্কারের সম্ভাবনা হইলে হাইপারিকামের সহিত ভিরেট্রাম ভিরেডির বিষয় চিন্তা করিবে। যদি ক্ষতে পূঁজ হয় অথবা পূঁজস্রাব বন্ধ হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের সম্ভাবনা হয় তাহা হইলে—বেলেডনা, সিকুটা, সাইলিসিয়া চিন্তা করিবে।

এসিড হাইড্রো—ইহার আক্রমণ অনেকটা নাক্সভমিকার ন্যায় চুয়াল বন্ধ হইয়া যায়, মুখে ফেনা উঠে এবং মুখমণ্ডল ঈষৎ লাল আভাযুক্ত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস অনেকক্ষণ পর পর হয়।

মস্কাস—নবজাত শিশুদিগের ধনুষ্টঙ্কারে ইহাকে ডাক্তার বেয়ার অতি উচ্চস্থান দেন, যদি শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অধিক থাকে তাহা হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

মৃগী রোগ—সাইকুটা ভিরোসা মৃগী রোগের একটি অতি বৃহৎ ঔষধ। diaphragm এর আক্ষেপবশতঃ পেট ফুলিয়া উঠে, রোগী আক্রমণের পূর্ব্বে চিক্‌কির দেয়, মুখমণ্ডল নীল অথবা লাল হয়, দাঁত লাগিয়া যায়, জ্ঞান শূন্য হয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া ভীষণরূপ বেঁকিয়া যায়। রাত্রিতে অধিক হয়। শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট হয়—এমন কি কিছুক্ষণ বন্ধ হইয়া থাকে, মনে হয় যেন রোগী মরিয়া গিয়াছে। শরীর, গ্রীবা, মেরুদণ্ড পশ্চাদ্দিকে বেঁকিয়া ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় অবস্থা ধারণ করে।

ইকজিমা—নাপিতের ক্ষুরে ক্ষৌরকার্য্য করিবার পর দাড়ি এবং জুলপি (whiskers) স্থানে ফুসকুড়ি প্রকাশ পায়। ইহাকে Barbers itch বলা হয়। মুখ মণ্ডলের যে যে স্থানে দাড়ি জন্মায় সেই স্থানে শক্ত শক্ত গুচ্ছাকারে ইকজিমা সদৃশ চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায় সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন চোয়ালের গ্রন্থি স্ফীত হয়। It has troubles from shaving, it is useful in such eruptions as comes in the whiskers—Barbers itch) গণ্ডদেশ এবং চিবুকের ইকজিমায় ইহা প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়। সাইকুটা ভিরোসার ইকজিমা চুলকায় না। ইকজিমা হইতে রস নিসৃত হইয়া নেবুর রংএর ন্যায় শক্ত মামড়িতে পরিণত হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম অপেক্ষা উচ্চ ক্রমই অধিক প্রয়োগ হয়, সচরাচর ৩০,২০০ শক্তিই অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, হাইপারিকাম, নাক্স, ষ্ট্রিকনাইন।

রোগের বৃদ্ধি—স্পর্শে, বায়ুর ঝাপটায়, আঘাতে, তামাকের ধুঁয়াতে, তামাক সেবনে (ইগ্নেসিয়া)।

রোগীর বিবরণ

এক আড়াই বৎসরের শিশুর জ্বর হইয়া মস্তক উষ্ণ হয়, শয়ন করিলেই তাহার মস্তকে ঘর্ম্ম প্রকাশ হইত (ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের মত), শিশুটি একটু

থলথলে এবং মোটাও ছিল। জ্বরে মস্তক অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিলেই হঠাৎ তড়কা হইত। হস্তপদ খেঁচা, মুখে ফেনা উঠা, চক্ষু কপালে তোলা, এবং এপাশে ওপাশে মস্তক চালা ইত্যাদি লক্ষণ ছিল। আক্ষেপের পর শিশু অত্যন্ত ক্রন্দন করিত ও তাহার চক্ষুর তারা বিস্তারিত থাকিত এবং শিশু অস্থির ও ভয় পাইয়া অপরের গাত্র বস্ত্র ধরিয়া টানিত। এই অবস্থার লক্ষণে ডাক্তার মিলার তাহাকে সিকুটা ২০০ ক্রম প্রয়োগ করিয়া শীঘ্র আরোগ্য করিয়াছিলেন। (ভৈষজ্য রত্নাবলী)

———

সিপিয়া (Sepia)

ইহা মৎস্য জাতীয় এক প্রকার জীব। ইহাকে কটল মৎস্যও (Cottle fish) বলা হয়। এই মৎস্যের মধ্যে এক প্রকার কঠিন চুণবিশেষ পদার্থ পাওয়া যায় তাহা পক্ষীদিগের খাদ্য দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হয়। সিপিয়া বলিতে প্রকৃত পক্ষে আমরা একটী রংকেই (Color) বুঝিয়া থাকি—এই রং উক্ত সিপিয়া অর্থাৎ কটল মৎস্য হইতেই প্রাপ্ত হই; উক্ত মৎস্যের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র থলি রহিয়াছে, তন্মধ্যে ঘোর কটাবর্ণ অনেকটা কৃষ্ণবর্ণ সদৃশ তরল পদার্থ থাকে যখন কোন বৃহদাকার মৎস্য কিংবা শত্রু দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হয় তখন উক্ত মৎস্য হইতে ঐ উক্ত তরল রং নিঃসৃত করিয়া তদস্থানের জল ঘোলা করিয়া দিয়া আপনাকে শত্রুর কবল হইতে যেমন রক্ষা করে আবার তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যকে ধরিয়া খাইয়াও ফেলে। বহুদিন এই তরল পদার্থের ইহা ব্যতীত আর কোন কার্য্য যে আছে তাহা বিদিত ছিল না এবং ইহাতে আর কোন গুণ আছে তাহারও কোন প্রকাশ ছিল না—সম্পূর্ণ নিগু'ণ বলিয়াই জানা ছিল। উক্ত কটল মৎস্যের নিঃসৃত রসকেই সিপিয়া বলা হয়—সিপিয়া সচরাচর চিত্রকরগণ ছবি আঁকিতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই ঔষধের প্রুভিং কি প্রকার আকস্মিক এবং কি প্রকার অপ্রত্যাশিতভাবে হইয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মহাত্মা হ্যানিমানের জনৈক বন্ধু এবং রোগী চিত্রকরের কার্য্য করিতেন, তিনি ছবি আঁকিবার সময় সর্ব্বদা তুলি মুখে দিয়া ভিজাইয়া লইতেন। একবার এই ব্যক্তির একটি দুরারোগ্য রোগ হয়। হ্যানিমান কিছুতেই আরোগ্য করিতে না পারায় বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন, তখন তিনি মনে করিলেন বোধ হয় রংএর তুলি পুনঃ পুনঃ মুখে দেওয়াই তাহার এই রোগের কারণ হইয়া থাকিবে। তিনি এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে তুলি মুখে লাগাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং তদবধি হইতে তাঁহার রোগ ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া যায়। হ্যানিমান এই সূত্র অবলম্বন করিয়া বিস্তারিত রূপে ইহার প্রুভিং সম্পাদন করেন।

সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ

১। জরায়ু এবং যোনি ভ্রংশ ও তদসহ বস্তিপ্রদেশে চাপ এবং কুন্থনবৎ যন্ত্রণা, যেন স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের সমুদায় যন্ত্র বহির্গত হইয়া পড়িবে, রোগী পদদ্বয় জোরের সহিত চাপিয়া ধরিয়া থাকে অথবা চাপিয়া বসিয়া পড়ে। (Prolapse of uterus and vagina, pressure and bearing down as if every thing would protrude from the pelvis, must cross limbs tightly or sit close to prevent it.)

২। ঋতুস্রাবের অনিয়ম—সময়ের পূর্ব্বে, পরে, স্বল্প এবং প্রচুর, সর্ব্বপ্রকার হয় এবং এতদসহ জরায়ু ভ্রংশ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

৩। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় প্রাতঃবমন — খাদ্যদ্রব্যের দর্শনেই বমনোদ্রেক হয় (নাক্স)। (খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে—বমনোদ্রেক হয় —কলচিকম, আর্সেনিক)।

৪। পুরাতন প্রমেহ (Gleet) যন্ত্রণাশূন্য পীতাভ স্রাব, মূত্রমার্গ প্রাতে প্রমেহ স্রাবে বুজিয়া থাকে। প্রমেহ বহুদিন স্থায়ী শীঘ্র আরোগ্য হয় না (কেলি আইওড)। পুংজননেন্দ্রিয় দুর্ব্বল এবং শিথিল।

৫। অত্যন্ত বিষণ্ণতা এবং ক্রন্দন ভাবাপন্ন (Great sadness and weeping)। একলা থাকিতে অথবা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভয় পায়—এতদসহ জরায়ুদোষ বর্ত্তমান থাকে।

৬। অত্যন্ত উদাসীন—নিজ সাংসারিক কাজকর্ম্মে অথবা পুত্র সন্তানদিগের প্রতি ভ্রুক্ষেপ থাকে না। অলস প্রকৃতির, কোন কাজ কর্ম্মে মনোযোগ থাকে না।

৭। মুখমণ্ডল এবং চক্ষুর শ্বেতাংশ পীতাভাযুক্ত।

সাধারণ লক্ষণ

১। কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত, গুট্‌লে গুট্‌লে, মলত্যাগকালীন মলদ্বারে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা অনেকক্ষণ থাকে (নাইট্রিক এসিড)। মলদ্বারে ভার ভার বোধ যেন গোলাকার কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে। মলত্যাগান্তেও ইহা উপশম হয় না।

২। প্রস্রাব ঈষৎ লাল এবং তলানিযুক্ত, অত্যন্ত বদ এবং তীব্র গন্ধ, ঘরে প্রবেশ করিতে পারা যায় না।

৩। শেযেমোতা—শিশু প্রথম রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় শয্যায় মূত্র ত্যাগ করে।

৪। পেট খালি খালি বোধ—আহারেও উপশম হয় না।

৫। চুলকানি—গায়ের সর্ব্বত্র এবং জননেন্দ্রিয়ের বাহ্যপ্রদেশ চুলকায়, চুলকাইলে উপশম না হইয়া বরং জ্বালা করে।

৬। গায়ের স্থানে স্থানে দদ্রু প্রকাশ পায়।

৭। শিরঃপীড়া—ঋতুস্রাবকালীন এবং স্বল্পস্রাব হইলে, মানসিক পরিশ্রমে, মস্তক অবনত করিলে, সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। বাহ্যিক চাপে এবং ক্রমান্বয় অনেকক্ষণ যাবৎ অধিক পরিশ্রমে উপশম হয়।

৮। পুরাতন শিরঃপীড়া জনিত মস্তকের চুল পড়িয়া যায়।

৯। ঋতুস্রাবকালীন, অন্তঃসত্ত্বাবস্থায়, দুগ্ধ ক্ষরণকালীন কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা উদরাময় অথবা জরায়ুদোষসহ নিম্নোদরে গোলাকার পদার্থের সঞ্চালন বোধ।

১০। যোনিদেশ হইতে উপরে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করে (violent stitches upwards in the Vagina) জরায়ু হইতে নাভি পর্য্যন্ত অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। (Lancinating pains from the uterus to the umbilicus)।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—সিপিয়া রোগীর গঠন দেখিতে সুন্দর হয় না—লম্বা, রোগা, বস্তিপ্রদেশ সঙ্কুচিত, পেশী শিথিল। যে সমুদায় স্ত্রীলোকের কটিদেশ পুরুষ লোকদিগের ন্যায় গঠিত তাহাদিগেতে সন্তান ধারণের সম্ভাবনা কম দেখা যায়। সিপিয়া রোগী এত লম্বা যে, সমস্ত শরীর মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত একেবারে যেন সোজা (Straight from the shoulder all the way down)। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং চক্ষুর চারিধার কালিমা বেষ্টিত। **গণ্ডস্থলের উপরদিকে এবং নাসিকাতে পীতবর্ণ রেখা প্রকাশ পায় এবং মুখমণ্ডলে পীতবর্ণ ছাপ ছাপ দাগ পড়ে।** সিপিয়া রোগীর এই প্রকার চেহারা বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। মুখমণ্ডল ব্যতীত নিম্নোদর এবং এমন কি সর্ব্ব গাত্রে ক্রমশঃ এই প্রকার দাগ প্রকাশ পাইতে থাকে। সমুদায় গাত্র যেন পাণ্ডু রোগ সদৃশ হয় (yellow saddle accross upper part of cheek and nose, and yellow spots on the face is a characteristic of great value) সিপিয়ার এতাদৃশ চেহারা প্রায়ই জরায়ু অথবা ঋতুস্রাবের গোলযোগসহ বর্ত্তমান থাকে (The face of the Sepia patient is the most "tell tale" face I know, and if you find it upon a woman, you may always fiind her leading symptoms in connection with her menstrual and uterine functions—Nash.)

সিপিয়া—রোগীর মুখমণ্ডল দেখিলে অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন, (intelligent) বলিয়া মনে হয় না। নির্ব্বোধ, বোকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রোগী রক্তশূন্য, ওষ্ঠদ্বয় ফ্যাকাসে, হস্তের অঙ্গুলির চর্ম্ম কোঁচকান, শরীরের পেশী সমূহ শুষ্ক, চেহারা দেখিলে অধিক বয়স্ক বলিয়া মনে হয়।

সিপিয়া পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের অধিক উপযুক্ত ঔষধ। রোগা স্ত্রীলোক ব্যতীত যে সমুদয় স্ত্রীলোক দেখিতে ফোলা ফোলা এবং থলথলে পেশীযুক্ত, **গাত্রত্বক পীতবর্ণ অথবা অপরিষ্কার পীতাভ কটাবর্ণ, ফুস্কোরি যুক্ত,** জননেন্দ্রিয়ে, কক্ষতলে এবং পশ্চাতে ইত্যাদি স্থানে অধিক ঘর্ম্ম হয় এবং স্ত্রী রোগে ভোগে তাহাদিগেতে এই ঔষধ অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সিপিয়ার যাবতীয় উপসর্গ মধ্যাহ্ন এবং সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হয় কিন্তু রাত্রে উপশম হয়—ইহা সিপিয়ার একটি বিশেষ লক্ষণ।

সিপিয়া রোগীর মানসিক লক্ষণে স্নেহ ভালবাসার অভাব অত্যন্ত অধিক রূপে পরিলক্ষিত হয়। রোগী নিজ **শিশু সন্তান, পুত্রকন্যা, স্বামী এবং সাংসারিক গৃহকার্য্য প্রভৃতির উপর অত্যন্ত উদাসীন।** এমন কি আপনার সন্তান প্রভৃতির প্রতি পর্য্যন্ত টান থাকে না। **রোগী সর্ব্বদা অত্যন্ত বিমর্ষ অবসাদ এবং ক্রন্দনশীলা ও অবসাদের সহিত খিটখিটে স্বভাব** জড়িত থাকে, সময় সময় ভীষণ রাগান্বিত হইয়াও ওঠে। অথচ সিপিয়া রোগীতে মস্তিষ্কের কোন প্রকার দোষ থাকে না। সিপিয়ার এই প্রকার মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত পরিচায়ক।

সিপিয়ার সহিত মানসিক লক্ষণে অন্যান্য ঔষধের পার্থক্য—

পালসেটিলা—ইহা যে কতক লক্ষণে সিপিয়ার অত্যন্ত নিকট সদৃশ ঔষধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সিপিয়ার ন্যায় রোগী অতি সহজেই কাঁদিয়া ফেলে এবং বিমর্ষ অথচ নম্র, বিনয়, কোমল স্বভাব আর সিপিয়া রোগী অত্যন্ত খিটখিটে, বিমর্ষ রাগী এবং সংসারের কার্য্যকলাপে বিমুখ। কিন্তু জরায়ু-চ্যুত (uterine desplacement) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে সেই স্থলে সিপিয়া অধিক নির্ব্বাচিত হইবে।

নেট্রাম মিউর—ইহা সিপিয়ার একটি অনুপূরক (Complementary) ঔষধ। উভয় রোগীই অত্যন্ত ক্রন্দনশীলা, বিমর্ষ অবসাদযুক্ত, সর্ব্বদা গত অশান্তিজনক ঘটনায় চিন্তিত, উদাসীন এবং স্মরণশক্তিহীন অথচ নেট্রাম মিউর রোগীর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিলে অথবা সান্ত্বনা প্রদান করিলে অত্যন্ত অধিক বিরক্ত এবং রাগান্বিত হয় (পালসেটিলা রোগী সান্ত্বনা ভালবাসে)।

সিপিয়া রোগীও সান্ত্বনা ভাল বাসে না, কিন্তু নেট্রাম মিউরের ন্যায় তত

অধিক নয়—এই লক্ষণটি নেট্রাম মিউরেই অত্যন্ত অধিক রূপ প্রকাশ থাকে।

বিরক্ত এবং ক্রোধে উভয় রোগীর উপসর্গই বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু সিপিয়ায় Vascular erethism অধিক ঘটায়, কাজেকাজেই সিপিয়ার বিরক্তিতে বক্ষঃস্থল এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য অবস্থা উৎপন্ন করে, উত্তেজনাপূর্ণ কথোপ-কথনে মুখমণ্ডল উত্তপ্ত হয় এবং ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়—আর নেট্রাম মিউরে স্নায়বিক উত্তেজনা ঘটায় কাজেকাজেই ইহাতে শিরঃপীড়া উৎপন্ন হয়। সিপিয়ার বিষণ্ণতা অনেকটা যকৃতের কার্য্যের ব্যতিক্রম হেতু, নেট্রাম মিউরের জরায়ু রোগে অথবা মা'সক ঋতু স্রাবের অনিয়মত হেতু কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবে নেট্রাম মিউরে সিপিয়ার ন্যায় জরায়ুতে রক্তাধিক্য হন য়া।

কষ্টিকাম—ইহাতেও বিমর্ষভাব প্রকাশ থাকে কিন্তু বিশেষভাবে ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে ইহা প্রকাশ হয়। মুখমণ্ডল পীতবর্ণ এবং বিপদের সম্ভাবনায় সকল সময় চিন্তিত।

চর্ম্মরোগ—চর্ম্মরোগের উপর সিপিয়ার যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায় কিন্তু ইহার আক্রমণের বিশেষ স্থানই হইয়তছে কনুই এবং হাঁটুর সন্ধিস্থল (elbow and kneejoint) অর্থাৎ **প্রত্যেক সন্ধিস্থলের ভাঁজে ভাঁজে bends of every joints**। অঙ্গুলির প্রত্যেক সন্ধিস্থল সমূহে ক্ষত অথবা ঘা হয় এবং সিপিয়ার এই প্রকার চর্ম্মরোগে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না, সচরাচর যন্ত্রণাশূন্য (বোরাক্স, মেজেরিয়াম) এবং অধিক রস কিংবা পুঁজ স্রাবও থাকে না, থাকিলেও জলবৎ রস অথবা পুরু ঘন পীতাভ পুঁজ বর্ত্তমান থাকে, এতদস্থানের চর্ম্ম মামড়ি পড়িয়া পুরু এবং শক্ত হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত শরীরের যে সমুদয় স্থানে সহজে ঘর্ম্ম হয় অর্থাৎ ভিজা ভিজা স্থান সমূহে (Humid places) বিশেষতঃ স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের বাহ্যিক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায় অথচ চুলকাইলেও রোগী উপশম পায় না বরং চুলকানির পর জ্বলন আরম্ভ হয় (সালফার)। বড় বড় আকারের খোস পাঁচড়াতেও সিপিয়া নির্ব্বাচিত হয়, শুষ্ক হইয়া গিয়াও পুনরায় প্রকাশ পায় (Large su ppurating pustules constantly renewing)

সালফারের সহিত সিপিয়ার এত অধিক সাদৃশ্য রহিয়াছে যে অনেক চিকিৎসক ইহাদিগকে পরস্পরের অনুপূরক ঔষধ বলেন এবং একটির পর আর একটি উত্তম কার্য্য করে।

দদ্রুরোগ (Ringworm)—দদ্রুরোগেও সিপিয়ার প্রয়োগ দেখা যায় এবং উত্তম কার্য্য করে বিশেষতঃ মস্তকের খুলির চর্ম্মে হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। সর্ব্ব শরীরে অর্থাৎ গাত্রে অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া হইলে টেলিউরিয়ামকে প্রাধান্য দেওয়ায় কর্ত্তব্য। দদ্রুরোগে সিপিয়া আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয়রূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। (সিপিয়া এক ড্রাম ৪ আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আক্রান্ত স্থানে পরিষ্কার করিয়া প্রত্যহ রাত্রিতে লাগাইতে হয়।)

আধকপালে শিরঃপীড়া (Hemicrania)—আধকপালে শিরঃপীড়ার সিপিয়া একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সচরাচর যন্ত্রণা, এক চক্ষুতে বিশেষতঃ বাম চক্ষুতে হয়, যন্ত্রণা ভীষণ হয় এমন কি রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলে, যন্ত্রণা দপ্‌দপানি প্রকৃতির অথবা গভীর যেন মস্তিষ্কের ঝিল্লিতে হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। যন্ত্রণা উর্দ্ধ দিকে অথবা ভিতর হইতে বাহির দিকে ধাক্কা মারে এবং প্রায়ই দেখা যায় বমন হইলে যন্ত্রণার ঈষৎ হ্রাস হয়। শিরঃপীড়া সঞ্চালনে, গোলমালে, আলোতে অথবা বজ্রপাতে বৃদ্ধি হয়। **নিদ্রায় অথবা অন্ধকার ঘরে বিশ্রামে উপশম** হয়। এই প্রকার আধকপালে শিরঃপীড়া সচরাচর যে সমুদয় **স্ত্রী লোকদিগের জরায়ুর স্থান বৈপরীত্য (malposition of uterus) অথবা ঋতুস্রাবের গোলমাল থাকে তাহাদিগেতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।** তদ্ব্যতীত সিপিয়া বাতের কারণ হইতে উদ্ভূত শিরঃপীড়ায়ও নির্ব্বাচিত হয় এবং শিরঃপীড়ার সহিত বমন ও বমনোদ্বেগ বর্ত্তমান থাকে এইরূপ স্থলে যকৃতের কার্য্যের ব্যতিক্রম এবং প্রস্রাবে ইউরিক এসিড (uric acid) পূর্ণ থাকে।

আধকপালে শিরঃপীড়ায় সিপিয়ার সহিত অন্যান্য ঔষধের পার্থক্য নিরূপণ—

বেলেডোনা—ইহাও সময় সময় আধকপালে শিরঃপীড়ায় ব্যবহার

হইয়া থাকে। ইহাতে যখন মুখমণ্ডল ও মস্তকের ভীষণ রক্তাধিক্যতা, ধমনী-দ্বয়ের দপ্‌দপানি যন্ত্রণা, সামান্য ঝাঁকুনী, আলো এবং গোলমাল ইত্যাদি অসহ্য লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তখন বেলেডোনা চিন্তা করিবে। বেলেডোনা সচরাচর হৃষ্টপুষ্ট থলথলে পেশীযুক্ত লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। সিপিয়া ক্ষীণাঙ্গী রোগা স্ত্রীলোকেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সেঙ্গুইনেরিয়া ইহাতে **দক্ষিণপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়**—এবং যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ হয়, **সূর্য্যের উদয় এবং অস্তের সহিত বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয়** মধ্যাহ্নে যন্ত্রণা চরমে উঠে, প্রচুর প্রস্রাব নিঃসরণে যন্ত্রণার হ্রাস হয় (সাইলিসিয়া, জেলসিমিয়াম, ভিরেট্রাম এলবাম)। যন্ত্রণা সাত দিন পর পর পাল্টাইয়া পাল্টাইয়া আইসে। সেঙ্গুইনেরিয়ায় শিরঃপীড়ার সহিত প্রচুর ঋতুস্রাব থাকিতে পারে। সিপিয়ায় স্বল্প ঋতুস্রাব থাকে, এতদ্ব্যতীত সেঙ্গুইনেরিয়ায় সচরাচর দক্ষিণ পার্শ্বই আক্রান্ত হয় আর সিপিয়ায় যে কোন পার্শ্বেই হইতে পারে।

আইরিস ভার্স—ইহাতে অধকপালে শিরঃপীড়ার সহিত দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আইসে এবং শিরঃপীড়ার সহিত **অম্ল স্বাদবিশিষ্ট জলবৎ বমন হয়**।

পালসেটিলা—সিপিয়ার ইহা অতি নিকট সদৃশ ঔষধ, উভয়েতেই ঋতুস্রাব স্বল্প হয়, উভয়েতেই যন্ত্রণা বিদীর্ণবৎ, দপ্‌দপানি অথবা সূচীভেদবৎ উভয়েতেই যন্ত্রণাকালীন দৃষ্টি অপরিষ্কার হয় এবং বমন ও বমনোদ্বেগ থাকে কিন্তু পালসেটিলায় বমন অধিক থাকে এবং জিহ্বা অধিক শ্বেত লেপাবৃত হয় ও **রোগী মুক্ত বায়ুতে উপশম বোধ করে এবং যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায়** ও যন্ত্রণার সহিত শীত শীত বোধ বর্ত্তমান থাকে এবং **সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়**। সিপিয়াতে যন্ত্রণাকালীন দৃষ্টি অপরিষ্কারের সহিত চক্ষুর পাতায় ভার ভার বোধ হয় এবং মুখমণ্ডল পীতাভ হয়। পালসেটিলায় ফ্যাকাসে হয়।

নক্সভমিকা—ইহা স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষলোকে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। শিরঃপীড়া যন্ত্রণায় কন কন করিতে থাকে, যেন মস্তকে পেরেক প্রবেশ করাইয়া দিতেছে—অথবা যেন মস্তক কোন কিছুতে ধাক্কা লাগিয়া খণ্ড খণ্ড

হইয়া বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং যন্ত্রণা সচরাচর **অতি প্রত্যুষেই আরম্ভ হয়** এবং ভীষণ বৃদ্ধি হয়, রোগীকে অস্থির করিয়া তোলে। **নাক্সরোগী খিট্‌খিটে বদরাগী এবং প্রায়ই এতদসহ পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ বর্ত্তমান থাকে।** সিপিয়া রোগী বিমর্ষ, অলস, উদাসীন এবং তদসহ জরায়ু অথবা ঋতুর গোলযোগ বর্ত্তমান থাকে।

আর্সেনিক—সিপিয়ার ন্যায় ইহাতেও বাম চক্ষুতে অর্থাৎ বাম পার্শ্বে যন্ত্রণা হয় কিন্তু ইহার **অবসন্নতা এবং অস্থিরতা** (Prostration and restlessness) অত্যন্ত অধিক এবং সিপিয়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির আর্সেনিকে শিরঃপীড়াকালীন শীতল জল প্রলেপে যন্ত্রণার সাময়িক উপশম হয়।

থেরিডিয়ন—যন্ত্রণাকালীন চক্ষুর সম্মুখে কি যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে। চক্ষু বুজিলেই এবং গোলমালে বমনোদ্বেগ বৃদ্ধি হয়। **গোলমাল একেবারেই সহ্য করিতে পারে না এমন কি কাগজ ছেঁড়ার শব্দও সহ্য হয় না** তাহাতে যেন যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম—ইহাও আধকপালে শিরঃপীড়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিরঃপীড়া থাকিয়া থাকিয়া হয় এবং বামপার্শ্বে অধিক হয়। জোরে কাপড় জড়াইয়া রাখিলে অথবা আঁট টুপি পড়িলে যন্ত্রণা উপশম থাকে। মানসিক উত্তেজনায় অথবা অবসাদে এবং নিদ্রাহীনতায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। প্রায়ই বমন হয় এবং বমনে শিরঃপীড়ার ক্ষণিক উপশম হয়।

চক্ষুরোগ—জরায়ু রোগের সহিত দৃষ্টির দুর্ব্বলতায় সিপিয়াকে উচ্চ-স্থান দেওয়া হয়। সিপিয়া রোগী সচরাচর সন্ধ্যার সময় অধিক অসুস্থবোধ করে। প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্নে সেই একপ্রকার ভাবেই থাকে। **সিপিয়ার এই বৃদ্ধি এবং উপশম লক্ষণটি অত্যন্ত পরিচায়ক।**

চক্ষু প্রদাহে সিপিয়ার প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায় ইহাতে অধিক জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না, স্ক্রফিউলাস শিশুদিগেতেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়। প্রাতঃকালে

পুঁজবৎ স্রাব থাকে, দিনের বেলায় চক্ষু অনেকটা সুস্থ থাকে, আবার সন্ধ্যার সময় চক্ষু অত্যন্ত শুষ্ক বোধ করে, অর্থাৎ চক্ষুর অস্বস্থি বোধ সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

সিপিয়ায় জরায়ুর রোগ এত অধিক পরিজ্ঞাপক লক্ষণ যে, যে কোন রোগের সহিত ইহা বর্ত্তমান থাকিলে সিপিয়াকে চিন্তা করিতে ভুলিবে না, উক্ত লক্ষণসহ যে কোন রোগেই সিপিয়া নির্ব্বাচিত হইতে পারে। চক্ষু দৃষ্টির অপরিষ্কারের সহিত জরায়ুভ্রংশ লক্ষণে সিপিয়া উত্তম কার্য্য করে (I have used for years Sepia in blurring of sight etc with prolupsus uteri—Farrington) এতদ্ব্যতীত দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতায়ও ইহা প্রয়োগ হয়—যখন বীর্য্যপাত (loss of semen) হেতু দুর্ব্বলতা প্রধান কারণ হয়।

নেট্রাম মিউর — ইহাও চক্ষুর পেশীর দুর্ব্বলতায় প্রয়োগ হয়, অক্ষি গোলক এপাশ ওপাশ ঘুরাইতে গেলেই চক্ষুর পেশী আরষ্ট এবং শক্ত বোধ হয় (stiff sensation)। পড়িতে অক্ষরগুলি যেন সমুদয় এক সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে, সিপিয়ার ন্যায় অক্ষরগুলি হঠাৎ অদৃশ্য হয় না।

লিলিয়াম টাইগ্রিয়াম — ইহাতেও চক্ষুর টাটানি থাকে এবং চক্ষু ও চক্ষুর পাতা উত্তপ্ত হইয়া দৃষ্টি ঘোলা অর্থাৎ অস্পষ্ট হয়। সিপিয়ার ন্যায় বাম চক্ষুতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা হয় এতদ্ব্যতীত পড়াশুনার পর চক্ষু জ্বালা এবং বেদনা করিতে থাকে কিন্তু পালসেটিলার ন্যায় মুক্ত খোলা বাতাসে উপশম বোধ করে।

সাইক্লেমেন এবং পালসেটিলা — ইহাদিগেতে সিপিয়ার ন্যায় পড়িতে পড়িতে অক্ষরগুলি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়। সাইক্লেমেনে রজঃস্রাব প্রচুর এবং কৃষ্ণবর্ণ হয়, আর পালসেটিলায় রজঃস্রাব স্বল্প এবং কৃষ্ণবর্ণ হয়। সাইক্লেমেনে দৃষ্টির অস্পষ্টতাসহ বাম চক্ষুর বাম পার্শ্বে অত্যন্ত শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে এবং তৎসঙ্গে বমনোদ্বেগ, মুখমণ্ডলের রক্তশূন্যতা এবং পরিপাকক্রিয়ার দুর্ব্বলতা লক্ষণ থাকে।

পালসেটিলা—ইহা চক্ষু প্রদাহেও প্রয়োগ হয়, চক্ষু হইতে পীতবর্ণ ঘন পুঁজস্রাব হয়, প্রাতে চক্ষুর পাতা জুড়িয়া যায়, স্রাব এবং কষ্ট রাত্রিতেই বৃদ্ধি হয়। ইহাতে অধিক যন্ত্রণা থাকে না অথচ অশ্রুনির প্রবণতা অত্যন্ত অধিক থাকে।

গ্র্যাফাইটিস—চক্ষুর কোণ চিড় খাইয়া ফাটিয়া যায় এবং এমন কি ফাটিয়া অনেক সময় রক্ত পর্য্যন্ত বহির্গত হয়। চক্ষুর পাতার ধার সর্ব্বদা রক্তশূন্য এবং ফোলা ফোলা। (চক্ষুর পাতার ধার সর্ব্বদা লাল—সালফার)।

থুজা—অত্যধিক চা-খোরদিগের চক্ষুরোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়, অক্ষিপুটের ধারে ধারে আঁসের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মামড়ির সমাবেশ হয় এবং আঁচিলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিউমার প্রকাশ পায়।

নাক্সমভমিকা—যকৃতের রোগসহ চক্ষু রোগে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাতঃকালে রোগ বৃদ্ধি হয়।

নেট্রাম মিউর — সিপিয়ার ন্যায় জরায়ু রোগ হইতে উত্থিত চক্ষু রোগেও ইহার প্রয়োগ হয়, ইহাতেও সিপিয়ার ন্যায় অক্ষিপুটের পতন (drooping eyelid) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে কিন্তু নেট্রাম মিউরের চক্ষু প্রদাহের স্রাব তরল এবং ক্ষতকারক, চক্ষুর উপরে যন্ত্রণা থাকে এবং নীচের দিকে তাকাইতে অধিক বৃদ্ধি হয়। চক্ষু এবং মুখের কোণ চিড় খাইয়া যায়।

পরিপাকক্রিয়া — পাকস্থলীতে সিপিয়ার একটি বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইতেছে—যন্ত্রণাযুক্ত খালি খালি বোধ, যেন কিছুই নাই, রোগী বলে আমার কিছুই নাই (painful sensation of emptiness goneness or faintness." The patient will call it an "all gone" feeling)।

ইগ্নেসিয়া এবং হাইড্রাসটিস ক্যানাডেনসিসে যদিও এইরূপ লক্ষণ অত্যন্ত অধিক রহিয়াছে কিন্তু জরায়ু রোগ সহ সিপিয়া ব্যতীত আর কোন ঔষধে এত প্রবল দেখা যায় না, মিউরেক্স যদিও এইরূপ অবস্থার একটি ঔষধ বটে কিন্তু জরায়ু দোষ বর্ত্তমান থাকিলে সিপিয়াকেই তাহার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ জানিবে। এবম্প্রকার লক্ষণের সহিত মুখের অম্ল অথবা তিক্ত স্বাদ অর্থাৎ অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য যে কোন প্রকার উপসর্গ থাকুক সিপিয়াকে নিশ্চিতরূপে চিন্তা করা যাইতে পারে। আবার সিপিয়া রোগীর মুখের উক্ত প্রকার স্বাদ অম্লদ্রব্য পানে উপশম হয় ও অম্লদ্রব্য খাইতেও আকাঙ্ক্ষা করে। সিপিয়ার পাকস্থলীর এই প্রকার অবস্থা জরায়ুর নির্গমন (prolapsed womb) হেতু

প্রকাশ পায়। জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত, কোষ্ঠকাঠিন্য, মল অত্যন্ত কঠিন শুষ্ক, নিম্নোদর ফাঁপা এবং যকৃতপ্রদেশে টাটানি ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে।

সালফার — সালফারের সহিত সিপিয়ার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে।• উভয় ঔষধই নিশ্চেষ্ট এবং প্রতিক্রিয়া শূন্য রোগীতে নির্ব্বাচিত হয়, উভয় ঔষধে রক্তাধিক্য যকৃত, অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্য, মধ্যাহ্ন ১১টার সময় ক্ষুধা, তিক্ত অথবা অম্ল স্বাদ যুক্ত উদ্গার, সামান্য আহারে পাকস্থলী পূর্ণবৎ বোধ ইত্যাদি লক্ষণ থাকে কিন্তু লালাস্রাবে মুখমণ্ডল অধিক blotched আরক্তিমাভাযুক্ত হয়, সালফারে বননোদ্বেগ হয়, খাদ্যদ্রব্য বমন হয়, ব্রাণ্ডি বিয়ার মদ্য এবং মিষ্ট খাইতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে অথচ এই সামগ্রী সমূহ সহ্য হয় না। সালফারে ১১টার সময় ক্ষুধা বোধ করে আর সিপিয়ায় তৎসময়ে খালি খালি বোধ করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যে নক্সভমিকার ন্যায় অনেকটা নিস্ফল চেষ্টা হয়।

পেট খালি খালি বোধে সিপিয়ার সমগুণ ঔষধ সমূহ—

ককুলাস—নিম্নোদর এবং বক্ষঃস্থল সর্ব্বস্থানেই খালি খালি দুর্ব্বলতা বোধ হয়, এমন কি কথা বলিতে ক্লান্তি বোধ করে। পরিশ্রমিক কাজ-কর্ম্মে এবং বিশেষতঃ অনিদ্রায় অধিক বৃদ্ধি হয়।

কেলিকার্ব্ব—আহারের পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিক রূপ খালি খালি বোধ হয়। অনেকক্ষণ আহার না করিলে যেরূপ হয় তদপেক্ষা অত্যন্ত অধিক বোধ হয়। অনেক সময় আহারে উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়।

ষ্ট্যানাম—আহারের পরেও খালি খালি বোধ ঘোচে না, এমন কি এই খালি বোধ বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, বক্ষঃস্থল শূন্য বোধ করে।

ইগ্নেসিয়া—খালি খালি বোধের সহিত দীর্ঘনিশ্বাস বর্ত্তমান থাকে।

কার্ব্বএনামেলিস — জীবনীশক্তির অপচয় হেতু খালি খালি বোধ হয়।

সার্সাপ্যারিলা — খালি খালি বোধের সহিত নিম্নোদরে গুড় গুড় শব্দ হয় অর্থাৎ পেট ডাকে।

নিকোলাম—আহারে অনিচ্ছাসহ খালি খালি বোধ।

হেলিএন্ডার—নিম্নোদর ফাঁপাসহ বক্ষঃস্থল শূন্য এবং শীতল বোধ হয়। ইহাতে অত্যন্ত অধিকরূপ খালি খালি বোধ থাকে এমন কি মনে হয় রোগী মারা যাইবে, আহারেও উপশম হয় না এবং খাদ্য দ্রব্য পরিপাক হয় না আহারের পরদিন অজীর্ণ অবস্থায় বহির্গত হইয়া যায়।

এক্টিয়া রেসিমোসা—ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, যখন খালি খালি বোধ সহ কম্পন, ভার ভার বোধ, পাকস্থলী হইতে সমুদয় শরীরে বিস্ফারিত হয়।

হাইড্রাসটীস—খালি খালি বোধ সহ বক্ষঃস্থলের স্পন্দন (palpitation of heart) এবং মলে শ্লেষ্মা লেপাবৃত থাকে।

লাইকোপোডিয়াম—খালি খালি বোধ অনেক সময় আহারেও উপশম হয় না, আহার করিলেও পূর্ব্ববৎ মনে হয়। আহারের পর দপ দপ করিতে থাকে।

জরায়ু-চ্যুতি এবং জরায়ু ভ্রংশ—সিপিয়ায় রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বৈষম্য হেতু নিম্নোদর অর্থাৎ জরায়ু প্রদেশে সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ প্রকাশ পায়—জরায়ু বিবৃদ্ধি হয় এবং জরায়ু গ্রীবা কঠিন হয় (The uterus is enlarged and cervix is indurated), জরায়ুভ্রংশ অথবা জরায়ুর স্থান চ্যুত হয় (The organ is either prolupsed or retroverted) পীতাভ ঈষৎ দুর্গন্ধজনক শ্বেত-প্রদর স্রাব বর্ত্তমান থাকে এবং নিম্নোদরে ও কটিদেশে অত্যন্ত যাতনা হইতে থাকে যেন নিম্নোদরের সমুদয় যন্ত্র বহির্গত হইয়া পড়িবে, এক এক সময় যন্ত্রণা এত ভীষণ হয় যে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। সিপিয়ায় এবম্প্রকার লক্ষণ—যোনি প্রদেশ হইতে জরায়ু বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ বোধ একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক জানিবে। জরায়ু চ্যুতি এবং জরায়ু ভ্রংশ সিপিয়ার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ—এই লক্ষণের উপর সিপিয়ার এইরূপ বোধ **পায়ের উপর পা দিয়া উপবেশনে উপশম হয়** এবং রোগীর দণ্ডায়মান অথবা চলাফেরায় বৃদ্ধি হয়। জরায়ু এবং কটিদেশে 'bearing down যন্ত্রণা ব্যতীত জ্বলন এবং তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণাও হয় অথবা জরায়ু যেন হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বোধ হয় (ক্যাক্টাস, লিলিয়মটাই)। ঋতু স্রাব সচরাচর বিলম্বে এবং স্বল্প

হয় যদিও কদাচিত সময়ের পূর্ব্বে এবং প্রচুর হয়। স্ত্রীলোকের নিম্নোদরে সিপিয়ার কি প্রকার কার্য্য প্রকাশ পয়ে তদ্বিষয়ে প্রধান প্রধান চিকিৎকগণের লেখা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

Sensation of bearing down in the pelvic region with dragging pains from the sacrum or feeling of bearing down of all the pelvic organs"—Hahnemam. (বস্তিকটোর প্রদেশস্থ সমুদায় স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের সমুদয় যন্ত্র যেন বহির্গত হইয়া আসিবে এইরূপ নিম্নাভিমুখীন কোথানিবৎ যন্ত্রণা বোধ।

Labor-like pains accompanied with a feeling as though she must cross her legs and sit close to keep something from coming out through the Vagina—Guernsey.

যোনি পথ দিয়া যেন কিছু বহির্গত হইয়া পড়িবে এতদাশঙ্কায় রোগী পায়ের উপর পা দিয়া চাপিয়া বসে এবং তদসহিত প্রসববৎ কাথানি যন্ত্রণা হয়।

Pain in the uturus, bearing down comes from back to abdomen, causing oppression of breathing, crosses limbs to prevent protusion of parts (Herieg).

পশ্চাৎ হইতে নিম্নোদরে যন্ত্রণা আসিয়া জরায়ুতে কোথানিবৎ যন্ত্রণা উৎপন্ন করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট উপস্থিত করে। জরায়ু বহির্গত হইয়া পড়িবার আশঙ্কায় রোগী পায়ের উপর পা দিয়া চাপিয়া ধরে।

Prolapsus of the uterus, of the Vagina with pressure as if everything would protrude (Lippe).

জরায়ু এবং যোনি ভ্রংশ এবং তদ সহিত সমুদয় যন্ত্রই যেন বহির্গত হইয়া পড়িবে—এই আশঙ্কা।

উপরোক্ত কথাগুলি হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে সিপিয়া কোথানিবৎ যন্ত্রণাসহ জরায়ু অথবা যোনি ভ্রংশের একটি অদ্বিতীয় ঔষধ।

জরায়ু চ্যুতি সম্বন্ধে বোষ্টনের লেডি ডাক্তার মার্সে বি জ্যাক্সন (Dr. Mercy B. Jacson of Bostom) কি বলিতেছেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম। এতদবিষয়ে সিপিয়ার কি প্রকার অদ্বিতীয় এবং অব্যর্থ কার্য্য রহিয়াছে তাহা পাঠ করিলেই পরিষ্কাররূপ বুঝিতে পারিবেন—

"For more than twenty years," have found Sepia indispensabla in the treatment of uterine diseases, There has been no other medicine useed by me that has been benificial in so many case.

"The symptoms and conditions which most. surely call for Sepia, in my opinion, are *misplacements*, whether by prolapsus or anteversion, or flexion on itself forward and back:ward, Sepia will in most cases restore the uterus to its normal position, if given in the 30th or higher potencies, daily or every second day, and persisted in for sufficient time, without manual interposition and the cure is generally permanent. But inorder for it to be useful in any case the subjective symptoms must correspond to its pathogenetic symptoms.

The most characteristic are turns of prostration and sinking weakness running, suddenly over the patient, resembling fainting, but not going so far as to destroy consciousness. I have rarely, if ever, found a case of uterine disease in which these turns were frequent, in which the other symptoms of Sepia were not found, and when it did not do a great deal for the suffer.

Another characteristic symptoms is a burning pain in the small of the back, accompanied by a dragging sensation there continuous or often recurring.

Bearing down in the pelvis is another symptoms that calls for Sepia, and when this and the first mentioned symptom are wanting. it will rarely or never be useful. Yellowness of the skin and brown spots on it corroborate the other symptoms and make the choice more easy.

Profuse leucorrhœa, rather watery and offensive is almost always improved by Sepia, and if to these indications are added a brownish colour, acrid character of the discharges it is still more sure to be successful.

I have felt it in procidentia restore the uterus so rapidly that if movement was plainly felt returning to its place, as

if raised by a power within the pelvis and have often seen cases restored by it in a few minutes, in my practice and so great is my confidence in its power to do this, that in recent cases of prolapsus I never resort to manipulation, but prepare same in water and give one teaspoonful every few minutes till the suffering is relieved, and then continue it at longer intervals, untill it is given only once a day to complete the cure.

Of course the patient is placed in a favourable position, on the back with the knees elevated and the feet resting on the soles. In many cases of recent origin, Sepia will entlrely cure, but in cases brought on by lifting, Cal carb is often needed to aid to the Sepia.

জরায়ুভ্রংশের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

মিউরেক্স—ইহাতে ভীষণ সহবাস ইচ্ছা বর্ত্তমানে থাকে। সিপিয়ায় সহবাস ইচ্ছা অধিক থাকে না। সিপিয়ার ন্যায় ইহাতেও পাকস্থলীতে খালি খালি বোধ (Sinking all gone sensation) লক্ষণ থাকে এবং মনে হয় স্ত্রী জননেন্দ্রিয় অথবা জরায়ু বহির্গত হইয়া পড়িবে। রোগীকে বাধ্য হইয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া পড়িতে হয় অথবা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়। মিউরেক্স রোগীতে সহবাস ইচ্ছা এত অধিক প্রবল হয় যে সামান্য কাপড়ের স্পর্শে উত্তেজনা বৃদ্ধি হয় এবং ইহাতে প্রচুর রজঃস্রাব বর্ত্তমান থাকে।

লিলিয়াম টাইগ্রিয়াম—জরায়ু রোগ সম্বন্ধে ইহার সহিত সিপিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। জরায়ুতে ভার ভার বোধ হয় এবং জোনিদেশ দিয়া বস্তি প্রদেস্থ যন্ত্র সমুহ হস্ত দিয়া চাপিয়া না ধরিলে অথবা বসিয়া না পড়িলে বহির্গত হইয়া পড়িবে রোগীর এইরূপ বোধ হইতে থাকে। জরায়ুর স্থান চ্যুতিতেও (desplacement of uterus) লিলিয়াম টাইগ্রিয়াম সিপিয়ার একটি সমকক্ষ ঔষধ। লিলিয়াম টাইগ্রিয়াম এবং সিপিয়া এত নিকট সম্বন্ধ ঔষধ যে ইহাদিগের পার্থক্য নিরূপণ করা অনেক সময় অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। সিপিয়া সাধারণতঃ রোগ একটু পুরাতন হইলে অধিক কার্য্য করে। লিলিয়াম টাইগ্রিয়ামে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং কষ্ট থাকে, এতদ্ব্যতীত

ক্যান্থারিসের ন্যায় পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়। লিলিয়ামের লক্ষণ সমূহ অপরাহ্নে বৃদ্ধি হয় আর সিপিয়ার পূর্ব্বাহ্নে বৃদ্ধি হয় এতদ্ব্যতীত লিলিয়াম টাইগ্রিয়াম রোগী অত্যন্ত খিটখিটে বদরাগী, কল্পনাপ্রিয়—জরায়ু ভ্রংশের সহিত এই প্রকার মানসিক লক্ষণ এবং হৃৎস্পন্দন প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে।

নেট্রাম মিউর—ইহাতেও সিপিয়ার ন্যায় কোঁথানি যন্ত্রণা (bearing down pain) লাগিয়া থাকে এবং প্রাতেই বৃদ্ধি হয়, রোগী প্রাতে নিদ্রার পর শয়নাবস্থা হইতে দাঁড়াইতে গেলেই যেন জরায়ু বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ আশঙ্কা হয়, তৎহেতু রোগীকে তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িতে হয়, (When she gets up in the morning, she must sit down to prevent prolapsus—Farrington)। নেট্রাম মিউরের এতদ্ অবস্থা স্থানীয় স্নায়ুর শিথিলতা প্রযুক্তই হইয়া থাকে এবং এতদ সহ কটিদেশের যন্ত্রণাও বর্ত্তমান থাকে কিন্তু বালিসে চাপ দিয়া শয়ন করিলে উপশম হয় এতদ্ব্যতীত নেট্রাম মিউরের জরায়ু ভ্রংশের সহিত মূত্র ত্যাগের পর মূত্র মার্গে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। নেট্রাম মিউর রোগীও সিপিয়ার ন্যায় অত্যন্ত খিট খিটে কিন্তু সিপিয়াতে সাংসারিক কাজ কর্ম্মে এবং স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগের প্রতি উদাসীনতা অত্যন্ত অধিক। নেট্রাম মিউরে অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে।

অরম মেটালিকাম এবং অরম মিউর নেট্রো-নেটাম—ইহাদিগেতেও জরায়ু ভ্রংশ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ইহাদিগের জরায়ু ভ্রংশ লিলিয়াম, নেট্রাম মিউর ইত্যাদি হইতে অনেকটা পৃথক। লিলিয়াম, নেট্রাম মিউর ইত্যাদিতে স্নায়ুর অথবা পেশীর শিথিলতা প্রযুক্ত জরায়ু ঝুলিয়া যোনিদেশ হইতে নির্গত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা হয় আর অরম মেটালিকামে বহুদিন হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তাধিক্যতা বশতঃ জরায়ু ভারি হওয়া বশতঃ ঝুলিয়া নির্গত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা হয় (The cause of the prolapsus is the weight of the organ and not the relaxation of the ligaments or weakness of the general system),

পডফাইলাম—উদরাময়ের সহিত জরায়ুভ্রংশ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এই ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে। এতদ সহ দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা থাকিতেও পারে ও ইহাতে মলত্যাগকালীন হারিশ বহির্গত

হইয়াও পড়ে কিন্তু পডফাইলামে মল ত্যাগের পূর্ব্বেই বাহির হইয়া পড়ে, ইহা স্মরণ রাখিবে।

ষ্ট্যানাম—কোষ্ঠ কাঠিন্যের সহিত অর্থাৎ কঠিন মলের সহিত জরায়ু ভ্রংশ লক্ষণে ষ্ট্যানামের প্রয়োগ দেখা যায়—কিন্তু ষ্ট্যানামে বক্ষঃস্থলে শূন্য শূন্য বোধ অর্থাৎ বক্ষঃস্থল যেন খালি হইয়া গিয়াছে, কিছুই নাই এইরূপ লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল থাকে। ষ্ট্যানামের জরায়ুভ্রংশ মলত্যাগের পর বৃদ্ধি হয়।

হেলোনিয়াস—Confinement-এর পর জরায়ুভ্রংশের অথবা জরায়ুর স্থান বৈপরীত্যের সম্ভাবনায় হেলোনিয়াসের প্রয়োগ দেখা যায়। রোগী বস্তি প্রদেশে ভার ভার এবং কোঁথানি যন্ত্রণা বোধ করে।

ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া—ইহাতেও জরায়ুভ্রংশ লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু ইহাতে পাকস্থলী অত্যন্ত শিথিল এবং থলথলে থাকে মনে হয় যেন সমুদয় নিম্নোদর এবং স্ত্রী জননেন্দ্রিয় এক সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িবে, ধারণ করিবার কোন প্রকার শক্তি নাই। কিন্তু ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়ায় মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহা হইতেছে রোগী হয়ত কাহার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে অথবা সর্ব্বদা কামপ্রবৃত্তির চিন্তা করিতে থাকে এতদসহ পীতবর্ণ এবং ক্ষয়কারক (acrid) শ্বেতপ্রদর বর্ত্তমান থাকে।

বেলেডোনা—ইহাতেও কোঁথানি যন্ত্রণা (bearing down pain) থাকে এবং বস্তি প্রদেশস্থ সমুদয় যন্ত্র (contents of pelvis) বহির্গত হইয়া আসিবে এইরূপ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে কিন্তু বেলেডোনায় অত্যন্ত রক্তাধিক্যতা এবং তদহেতু দপদপানি যন্ত্রণা থাকা উচিত ও দুর্গন্ধস্রাব হয়।

এলোজ—ইহাও জরায়ুর রক্তাধিক্যতায় এবং ভ্রংশে ব্যবহার হয় কিন্তু ইহার সহিত নিম্নোদরে এবং পশ্চাতে ভার ভার বোধ ও তদ সহিত মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশীর দুর্ব্বলতা থাকে, রোগী মলত্যাগের বেগ একেবারেই আটকাইতে পারে না এবং প্রায়ই উদরাময়ে ভোগে।

নক্সভমিকা—জরায়ুভ্রংশ অল্পদিনের হইলে, পুরাতন অবস্থা যখন প্রাপ্ত হয় নাই এবং যখন জরায়ু ভ্রংশ হঠাৎ শরীরের মচকাইয়া অথবা

মোচরাইয়া যাওয়ায় হইয়াছে (from suddon wrenching of the body) নাক্সভমিকা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। নাক্সে এতদসহ কোষ্ঠকাঠিন্য এবং মলত্যাগের বৃথা নিস্ফল চেষ্টা বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। নাক্সে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে সিপিয়া প্রয়োগ করা উচিৎ।

জরায়ুগ্রীবার রোগ—জরায়ুগ্রীবা শক্ত এবং রক্তাধিক্য হইলে ও তদসহ টাটানি যন্ত্রণা ও জলন থাকিলে সিপিয়া নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু সিপিয়া নির্ব্বাচনকালীন রোগীর মানসিক অবস্থা শারীরিক গঠন এবং জরায়ুভ্রংশ ও জরায়ুচ্যুতি লক্ষণ আছে কি না তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিবে, এতদক্ষণ সমূহ সিপিয়া নির্ব্বাচনের বিশেষ সহায়। ইহার সহিত প্রায়ই শ্বেতপ্রদর স্রাব বর্ত্তমান থাকে এবং তাহা পীতাভ সবুজ, ঈষৎ ক্ষয়কারক ও দুর্গন্ধযুক্ত (Experience has shown its value in cases of ulceration and congestion of the os and cervix uteri. Its use supersedes all local applications—Dunham.

কার্ব্বএনামেলিস—ইহা সিপিয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ না হইতে পারে কিন্তু ইহাকে সিপিয়ার সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে—ইহাতেও জরায়ুগ্রীবা শক্ত হয় ও জলন এবং ভীষণ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। শ্বেত প্রদর স্রাবে কাপড়ে হলদে দাগ লাগে এবং ঋতুস্রাবে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে, এমন কি কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারে না, মনে হয় সমস্ত শরীর যেন খালি হইয়া গিয়াছে এবং আহারান্তেও উপশম হয় না।

গ্রাফাইটিস্—জরায়ুগ্রীবা প্রসবের দরুন ছিঁড়িয়া গেলে এবং তদস্থান শুষ্ক হইয়া শক্ত অবস্থায় পরিণত হইলে, সেইরূপস্থলে গ্রাফাইটিস্ উত্তম কার্য্য করে (a laceration has remained unhealed, acting as a source of irritation.)

জেলসিমিয়াম—জরায়ুগ্রীবার কঠিনতারদরুন যখন সন্তান প্রসব হইতে পারে না এবং তদহেতু আপেক্ষাযুক্ত (spasmodic) যন্ত্রণা হইতে থাকে তখন জেলসিমিয়ামের বিষয় চিন্তা করিবে (জেলসিমিয়াম দেখ)।

ক্রিয়োজোট—ইহার শ্বেতপ্রদর স্রাব অত্যন্ত ক্ষয় কারক এবং ইহা জরায়ুগ্রীবার কর্কট ও ক্ষত রোগে অধিক ব্যবহার হয়। জলন, স্পর্শাধিক্য, জরায়ুগ্রীবার স্ফীতি, ক্ষয়কারক, শ্বেতপ্রদর স্রাব ইত্যাদি লক্ষণে প্রয়োগ হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—সিপিয়াতেও নক্স, সালফার এবং এলিউমিনার ন্যায় মলত্যাগে কোঁথানি থাকে কিন্তু ইহাতে একটি বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়—তাহা হইতেই মলদ্বারে যেন একটি ভারি বলের ন্যায় গোলাকার জিনিষ আটকাইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় (sense of weight in the anus like a heavy ball—Dr. H. Guernsey) এই লক্ষণটি নাক্স কিংবা সালফারে দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি মলত্যাগের পরও এই পূর্ণতা বোধ ভারি লক্ষণ মলদ্বারে লাগিয়া থাকে এতদ্ব্যতীত সিপিয়াতে মলদ্বারের সঙ্কোচন পেশীর নিশ্চেষ্টতা (inactivity of retum) লক্ষণও বর্ত্তমান থাকে, এমন কি নরম কাদার ন্যায় মল ত্যাগেও রোগীকে অত্যন্ত জোড় দিতে হয় (এলিউমিনা) অথবা মল অর্দ্ধেক বহির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মল শক্ত গুট্‌লে গুট্‌লে ও হয় এবং অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু সিপিয়া প্রয়োগের বিষয়ে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহার সহিত জরায়ুর রোগ বর্ত্তমান থাকা উচিত (almost always require the presence of some uterine disease to make it the remedy—Farringtom.)

মূত্রযন্ত্র—রক্তসঞ্চালনের ব্যতিক্রমহেতু রক্তাধিক্য—মূত্রাশয়েও ভার ভার বোধ হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়। প্রস্রাবে কাদার ন্যায় তলানি পড়ে, দেখিলে মনে হয় মূত্রপাত্রে যেন কাদা পড়িয়া রহিয়াছে এবং প্রস্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, ঘরে থাকা যায় না এতদ্ব্যতীত প্রস্রাব লাল অথবা রক্তবর্ণও হয়, এই প্রকার লক্ষণ সচরাচর অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোকদিগেতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রমেহ—পুরাতন প্রমেহ রোগে অর্থাৎ গ্লিট অবস্থায় সিপিয়া উত্তম কার্য্য করে ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা এবং অধিক স্রাব থাকে না—প্রতিদিন প্রাতঃকালে লিঙ্গের দ্বার পুঁজে বুজিয়া যায়, সমস্ত দিনে হয়ত কয়েক ফোঁটা মাত্র হয়। অথচ এই সামান্য স্রাব কিছুতেই শুষ্ক হইতে চাহে না—এইরূপ স্থলে সিপিয়া এবং কেলিআইড হইতেছে উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রতিদিন প্রাতে মূত্রদ্বার স্রাবে বুঝিয়া যাওয়া লক্ষণ থাকিলে সিপিয়াকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিবে। একমাত্র সিপিয়াতেই অধিকাংশ আরোগ্য হইয়া যায়।

(Profuse yellow or milky discharge from the urethra, or last drop, painless. Gleet, no pain, discharge only during the night, a drop or so staining the linen yellowish, yollowish discharge, no burning on urinating, painless, of a year and half's standing, orifice of urethra stuck together in the morning particularly when the sexual organs are debilitated by long continuance of disease or through frequent seminal emissions. Kent)

কিন্তু স্রাব ঘন হইলে এবং অনেক দিন হইতে রোগী ভুগিতেছে ও মূত্রত্যাগকালীন জ্বালা যন্ত্রণা হইলে ক্যাপ্সিকামই তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

(It have where, there was a thick discharge of long standing and the smarting and burning on urinating continued, sevral times—finished the case with Capsicum—Nash

অক্ষিপুট পতন—জেলসিমিয়াম দেখ।

সর্দ্দি—পুরাতন সর্দ্দিতে সিপিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়, ইহার সর্দ্দিও অনেকটা পালসেটিলার ন্যায় গাঢ় নির্দ্দোষযুক্ত এবং প্রচুর কিন্তু পালসেটিলা প্রয়োগে ঋতুস্রাব বৃদ্ধি করিতে পারে সেইরূপ স্থলে সিপিয়াই উত্তম ঔষধ।

শ্বেতপ্রদর স্রাব—সিপিয়া শ্বেতপ্রদর স্রাবের একটি মহৎ ঔষধ কিন্তু ইহা অন্তঃসত্বাবস্থায়, ঋতুস্রাব বন্ধ কালে (climacteric period) প্রদর স্রাবে অধিক কার্য্য করে। স্রাব পীতবর্ণ অথবা সবুজ, পাতলা অথবা দুর্গন্ধবৎ এতদসহ জরায়ুগ্রীবার যন্ত্রণা কিংবা যোনিদেশে চুলকানি বর্ত্তমান থাকে। কোন স্ত্রীরোগে সিপিয়া নির্ব্বাচনকালীন জরায়ুর এবং রোগীর চেহারার

প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। কারণ সিপিয়ায় প্রায়ই জরায়ুরোগ বর্ত্তমান সহ এতদ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ থাকে। (এতদসমগুণ ঔষধ সমূহ প্রথমখণ্ডে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে ১৮ পৃষ্ঠায় দেখ)।

ঋতুস্রাব—সিপিয়াতে ঋতুস্রাবের অত্যন্ত অধিক রূপ অনিয়ম দেখা যায়, পূর্ব্বে অথবা বিলম্বে, অল্প অথবা প্রচুর, রজ রোধ অথবা রজোবাহুল্য সর্ব্বপ্রকারই থাকিতে পারে কিন্তু সময়ের পূর্ব্বে এবং স্বল্প হইলেই ও তদসহ জরায়ুভ্রংশ লক্ষণ থাকিলেই সিপিয়া অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সিনিসিও—ইহাতেও ঋতুস্রাব স্বল্প, বিলম্বে এবং অনিয়ম হয় কিন্তু যন্ত্রণা থাকে। সিনিসিও এতদঅবস্থায় মূল অরিষ্ট প্রয়োগ হয়।

নেট্রাম মিউর—ঋতুস্রাব স্বল্প হয় কিন্তু সচরাচর কোষ্ঠ কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে।

গ্র্যাফাইটিস—ঋতুস্রাব বিলম্বে অথবা পরিষ্কার হয় না অথচ রোগী ক্রমশঃ মোটা হইতে থাকে এবং ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে যোনিদেশ চুলকাইতে থাকে। এতদসহ একজিমা জাতীয় চর্ম্মরোগ থাকিলেই ইহা উত্তম কার্য্য করে।

ক্যামোমিলা—প্রসব যন্ত্রণাবৎ ভীষণ যন্ত্রণা, কাল্‌চে কাল্‌চে রক্তস্রাব হয়। রোগী অত্যন্ত খিটখিটে প্রকৃতির এবং সামান্য যন্ত্রণাতেই অস্থির হইয়া পড়ে।

কফিয়া—ইহাতেও ভীষণ শূল যন্ত্রণা হয়। বড় বড় চাপ চাপ রক্ত স্রাব হয় এবং কফিয়ায় উপকার না হইলে ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিবে।

ককুলাস—রক্তস্রাব স্বল্প হয় কিন্তু ইহাতে নিম্নোদর ফাঁপিয়া উঠে এবং এতদসহ উদরে খামচান এবং খিল ধরা যন্ত্রণা থাকে। ইহাতে রক্ত স্রাব স্বল্প হয় বটে অথচ রোগী এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, কথা বলিতে কষ্ট বোধ করে। ককুলাসে ইহাও দেখা যায় রক্তস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর স্রাব হয়।

ভাইবুরনাম অপুলিস—রজঃস্রাবকালীন ভীষণ স্নায়ুশূলবৎ যন্ত্রণা হয়, স্রাব অত্যন্ত স্বল্প হয়। যন্ত্রণা পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া কটিদেশের

চারিপার্শ্ব ব্যাপিয়া জরায়ুতে শেষ হয়। ঋতু স্রাবের অব্যবহিতপূর্ব্বে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

পালসেটিলা—রজঃস্রাব পরিষ্কার হয় না, অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে। রোগী নম্র, বিনয়, সুশ্রী, সুগোল, আতুরে এবং ক্রন্দনশীলা। আবদ্ধ গৃহে রোগের সমুদায় উপসর্গ বৃদ্ধি হয়, খোলা শীতল বাতাসে উপশম হয়।

প্ল্যাটিনা—ঋতুস্রাব কাল এবং চাপ চাপ, ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে, মলত্যাগের বেগ হয়। দাম্ভিক প্রকৃতি স্ত্রীলোক এবং যাহাদিগের কামপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল তাহাদিগতে অধিক কার্য্য করে।

ফাইটোলেক্কা—বন্ধ্যা (Barren) স্ত্রীলোক যাহাদিগের সন্তান হয় নাই ঋতু স্রাবকালীন যন্ত্রণায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। স্তন শক্ত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়।

ম্যাগনেসিয়া ফস্—সকল প্রকার যন্ত্রণার অতি উত্তম ঔষধ। যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম হয়।

জ্যান্থক্সাইলম—স্নায়ুশূলবৎ যন্ত্রণাযুক্ত রজঃস্রাবে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ঋতু স্রাব অধিক হয় না, অথচ ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। ইহা নিম্নক্রম ১x অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রোগা-কৃশ স্ত্রীলোকে উত্তম কার্য্য করে।

এপিস—ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ হেতু যন্ত্রণা অথবা স্বল্প স্রাব হয় ও সঙ্গে সঙ্গে বিশেষতঃ দক্ষিণ ডিম্বাশয়প্রদেশে প্রদাহ হয়। দক্ষিণ ডিম্বাশয় প্রদাহ এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা এই ঔষধটির বিশেষত্ব।

কোনায়ম—স্বল্প ঋতুস্রাব হয় ও তদসহ স্তনদ্বয়ে যন্ত্রণা হয়।

ক্যালকেলিয়াকার্ব্ব—সময়ের পূর্ব্বে এবং প্রচুর ঋতু স্রাব হয় ও সময়ে সময়ে তদসহ স্তনদ্বয়ে যন্ত্রণা হয়।

শেযেমোতা এবং মূত্রযন্ত্রের রোগ—ছোট ছোট শিশুদিগের যাহাদিগের রাত্রের প্রথমদিকেই শয্যায় অসাড়ে মূত্রত্যাগ হয় তাহাদিগের প্রতি সিপিয়া অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ক্যালকেলিয়া কার্ব্ব—স্থূলকায় মোটা শ্লেষ্মাপ্রধান শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে (৩৯৫ পৃষ্ঠা দেখ)

সিপিয়ার প্রস্রাবে নানানপ্রকার কষ্ট যন্ত্রণা থাকে। কাসিতে, হাঁচিতে, হাসিতে, দরজায় শব্দে, কোন বিষয়ে চমকাইয়া উঠিলে তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব বহির্গত হইয়া পড়ে (কষ্টি) এতদ্ব্যতীত পুনঃপুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়, দুগ্ধবৎ প্রস্রাব হয় এবং আগুনের ন্যায় জ্বালা করে, কিছুক্ষণ প্রস্রাব ধরিলে দুগ্ধবৎ অথবা কটাবর্ণ তলানি পড়ে, ধুইলেও কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, সঙ্গে সঙ্গে লাল রক্তের ন্যায় প্রস্রাবও হয় এবং মূত্রপিণ্ডে কিংবা মূত্রাশয়ে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় ও মনে হয় জরায়ু যোনিদেশ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবে। ইহাতে হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ হইলে রোগী ধারণ করিতে পারে না এবং ভীষণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় ও সমুদায় শরীর শিহরিয়া উঠে। ডাক্তার কেণ্ট একবার এইরূপ একটি স্ত্রীলোকের চিকিৎসা করেন। রোগী একজন অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোক, লম্বা, শীর্ণ, ফ্যাকাসে মুখমণ্ডল, দোকানে কার্য্য করে, কয়েক মিনিট পর পরই প্রস্রাবের জন্য ছুটিতে হইতেছে এবং প্রস্রাবের বেগের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ কাটিয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হইতেছে এবং যদি প্রস্রাব করিতে না যায় অর্থাৎ প্রস্রাবের বেগ চাপিয়া রাখে এই যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, অর্থাৎ প্রস্রাবের বেগ হইলেই দৌড়াইতে হইতেছে। তিনি তাহাকে কয়েক মাত্রা সিপিয়াতে সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

গর্ভপাত—যাহাদিগের তিন মাসে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা হয় তাহাদিগেতে সিপিয়া অধিক নির্ব্বাচিত হয়। (Sepia patient aborts at third month)। সিপিয়া রোগীর জরায়ু দুর্ব্বল এবং তদসংলগ্ন স্নায়ুসমূহ অত্যন্ত শিথিল। সন্তান ধারণের ক্ষমতা যেন অত্যন্ত কম। অনেক গ্রন্থকার ষষ্ঠমাসের গর্ভপাতেও ইহা ব্যবহারের ব্যবস্থা দেন।

একোনাইট—কোন বিষয়ে ভয় পাইয়া গর্ভপাতের আশঙ্কায় একোনাইট উত্তম কার্য্য করে।

স্যাবাইনা—তিন মাসের গর্ভপাতের আশঙ্কায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহাতে যন্ত্রণা পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া চারিপার্শ্ব হইয়া জরায়ুতে শেষ

হয়। স্যাবাইনার এই প্রকার যন্ত্রণা বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং চাপ চাপ রক্তস্রাব বর্ত্তমান থাকে।

আর্ণিকা—আঘাত অথবা চোট অথবা পড়িয়া গিয়া গর্ভপাতের আশঙ্কায় ইহা উপযুক্ত ঔষধ। সমুদয় গাত্রময় টাটানি যন্ত্রণা হয়।

সিকেলিকর—ষষ্ঠ মাসের গর্ভপাতে ইহাকে অনেকে উত্তম ঔষধ বলেন, ইহাতে যন্ত্রণা অধিক থাকে না, কাল্‌চে কাল্‌চে তরল রক্তস্রাব হয়। সিকেলিকর নির্ব্বাচনে রোগীর গঠনের উপর অধিক নির্ভর করে সিকেলিকর শীর্ণ এবং শিথিল পেশীযুক্ত রোগীতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

শিরঃপীড়া—সমুদয় মস্তক ব্যাপিয়া অথবা কেবল মাত্র মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অধিক আক্রান্ত হয়। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়। শয়নে এবং স্থির ভাবে থাকিলে উপশম হয়, সামান্য সঞ্চালনে এবং প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়, অথচ অত্যান্ত প্রবলভাবে সঞ্চালনে উপশম হয়, ইহা সিপিয়ার একটি অদ্ভুত লক্ষণ দ্রুত অর্থাৎ প্রবল সঞ্চালনে (violent motion) উপশম থাকে, কোন প্রকার যন্ত্রণা ইত্যাদি হইলে রোগী দ্রুত হাঁটাহাটিতে উপশম বোধ করে। সুনিদ্রায় শিরঃপীড়া উপশম হয় বটে কিন্তু যদি রোগী নিদ্রার মধ্যে কিছুক্ষণ জাগিয়া উঠে আবার শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। এইরূপ দেখা যায় চক্ষু, হস্ত, পদ ইত্যাদির সামান্য সঞ্চালনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে কিন্তু অনেকক্ষণ সঞ্চালনে শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে হ্রাস হয় যেহেতু সিপিয়া রোগীর শরীর যেন জড়ভাবাপন্ন পরিশ্রমে ঈষৎ উষ্ণ হইয়া উঠিলেই শরীর মন সমুদয় যেন সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আইসে এবং রোগী তখন সুস্থ মনে করে। সিপিয়া রোগী মুক্ত খোলা বাতাসে ভাল থাকে না যদ্যপি তদসহিত অধিক সঞ্চালন না করে এবং শরীরে উত্তাপ সঞ্চার না করে (Sepia symptoms are worse in open air unless combind with continued motion, better from exercise in the open air and worse in the house) এতদ্ব্যতীত মস্তক নত করিলে, সামান্য সঞ্চালনে; কাসিতে, উপরে উঠিতে, আলোতে, মস্তক ফিরাইলে, চিৎ হইয়া শয়নে এবং চিন্তায় বৃদ্ধি হয় কিন্তু অনবরত সঞ্চালনে, অধিক পরিশ্রমে, সিপিয়ার সমুদয় উপসর্গই উপশম

হয় এবং মস্তক শক্ত করিয়া জড়াইয়া রাখিল এবং উত্তাপে (যদিও উষ্ণ ঘর হয়) শিরঃপীড়া হ্রাস হয়।

ফসফরাসেও শিরঃপীড়া শয়নে উপশম হয় বটে কিন্তু অনবরত দ্রুত সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়।

বমন—আহারের অনেক্ষণ পর খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হইয়া গিয়াছে, পাকস্থলী যেন খালি হইয়া রহিয়াছে এইরূপ সময়ে বমন এবং বমনোদ্রেক হয়, ও সময় সময় সমুদয় ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়, তৎপর দুগ্ধ বমন হয়—অর্থাৎ সিপিয়ার ভুক্তদ্রব্য বমনের কিছুক্ষণ পর দুগ্ধ বমন হয়। ইহাই সিপিয়ার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—কারণ অন্যান্য ঔষধে দেখা যায়—কেবল দুগ্ধ বমন হয় অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য থাকিয়া যায় কিন্তু সিপিয়ার উভয়ই বমন হয়—প্রথমে খাদ্যদ্রব্য বমন করিয়া পাকস্থলী শূন্য হইয়া গেলে পর দুগ্ধ বমন হয়।

হিষ্টিরিয়া—সিপিয়াতে হিষ্টিরিয়া রোগীর ন্যায় লক্ষণেরও প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—রোগী হঠাৎ কাঁদিয়া উঠে বিমর্ষ, দুঃখিত, স্থির, আবার কিছুক্ষণ পর দেখা যায় প্রফুল্ল, আনন্দিত, আবার কিছুক্ষণ পর খিটখিটে রাগী বিরক্ত একগুঁয়ে, এইরূপ অবস্থায় কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না রোগী কি চায় অথবা কি বলে, কোন প্রকার কার্য্যের ভার তাহার উপর দেওয়া যায় না, অদ্ভূত অদ্ভুত কার্য্যসমূহ করে এবং কথায় কথায় ভুল করিয়া বসে, কোন প্রকার সহ্গুণ নাই, সংসারের প্রতি কোন প্রকার স্নেহ ভালবাসা নাই। ভূতের ভয় করে, এমন মনে করে যেন কি এক ভীষণ ব্যাপার ঘটিবে তাহার বিষয় চিন্তান্বিত। অত্যন্ত খিটখিটে, সামান্য কারণেই বিরক্ত হইয়া ওঠে—। সিপিয়ায় এই প্রকার লক্ষণের সহিত জরায়ুর কোনপ্রকার রোগ বিশেষতঃ জরায়ু ভ্রংশ, জরায়ুচ্যুতি ইত্যাদি থাকিলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

মেরুদণ্ডের যন্ত্রণা—পূর্ব্বেই বলিয়াছি সিপিয়ায় একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে—অত্যন্ত পরিশ্রমে সমুদায় উপসর্গের উপশম—সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি কিন্তু যখন সঞ্চালনে শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠে তখন রোগী উপশম বোধ করে (one of Sepias

most general charactristics .is the amelioration violent exercise, worse on beginning to movo but better by gettiug warmed up—Kent) এই লক্ষণটি মেরুদণ্ডের যন্ত্রণায় অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়—মেরুদণ্ড (spine) সময় সময় কন্ কন্ করে—বিশেষতঃ কটিদেশ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত অত্যন্ত অধিকরূপ কন কন করে—রোগী একমাত্র শক্ত জিনিষে চাপ দিয়া বসিলে অথবা শরীর অত্যন্ত সঞ্চালন করিলে উপশম বোধ করে (A peculiar feature is amelioration from hard pressure), এই প্রকার রোগগ্রস্থ রোগী সচরাচর দেখা যায় চেয়ারের পশ্চাতে একটি শক্ত পুস্তকে চাপ দিয়া বসে কিন্তু আবার ইহা স্মরণ রাখিবে চিৎ হইয়া শয়নে বিশেষ উপকার পায় না তদ্বিষয়ে নেট্রাম মিউর হইতেছে উৎকৃষ্ট ঔষধ। নেট্রামমিউর রোগীর মেরুদণ্ডের যন্ত্রণা চিৎ হইয়া শয়নে উপশম হয়।

রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া—সিপিয়ায় রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার অত্যন্ত ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় এবং সামঞ্জস্যভাবে সম্পাদন হয় না এতদ্বিষয়ে ইহা অনেকটা সালফারের ন্যায়। মুখমণ্ডল রক্তিমাভ (flushes) এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম্ম ও মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। সিপিয়ার ইহা বিশেষ লক্ষণ এবং সালফারেও ইহা বিশেষ প্রকাশ থাকে কিন্তু সিপিয়ায় অধিকাংশ স্থলেই ইহার সহিত জরায়ুর দোষ বর্ত্তমান থাকে এবং climactericএর সহিত সংস্রব থাকে। এতদ্ব্যতীত সিপিয়ায় এই প্রকার মুখমণ্ডলের রক্তিমাভ লক্ষণ (flushes) বস্তি প্রদেশ (pelvic organs) হইতে উত্থিত হইয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ায় এই প্রকার অসামঞ্জস্য দরুণ হস্ত এবং পদ পর্য্যায়ক্রমে (alternately) উষ্ণ ও শীতল হয়। যখন হস্ত শীতল হয় তখন পদদ্বয় উষ্ণ হয় আবার যখন পদদ্বয় শীতল হয় তখন হস্ত উষ্ণ হয়। জ্বলন বিশেষ কিছুই থাকে না। কেবল উত্তাপ বোধ হয়।

বস্তি প্রদেশের স্থানীয় রক্তাধিক্যতায় (local congestion) কেবল উত্তাপবোধ হয়। এতদ্দহেতু বাস্তবিকই জরায়ুর স্থানচ্যুতি (desplacement cf uterus) ঘটিয়া থাকে এবং ক্রমাগত এইরূপ রক্তাধিক্যতা লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রদাহ, ক্ষত, শ্বেতপ্রদর এবং এমন কি দূষিত

কর্কট রোগ পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইতে পারে। জরায়ু প্রদেশে শক্ত ভাবসহ যন্ত্রণাযুক্ত আড়ষ্ট বোধ বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ—(Induration with a painful sense of stiffness in the uterine region is characteristic—Nash)

বস্তিপ্রদেশের রক্তাধিক্যতাহেতু মলদ্বারেও অনেক লক্ষণ প্রকাশ পায়। মলদ্বার (হারিশ) বহির্গত হইয়া পড়ে, সকল সময় ভার ভার বোধ যেন বলের ন্যায় একটি গোলাকার পদার্থ কিংবা একটা কিছু ভারি জিনিষ লাগিয়া রহিয়াছে, এবং মলদ্বার হইতে রস নির্গত হয়। ইহা জানিতে হইবে সিপিয়ায় রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু জরায়ু প্রদেশে যে প্রকার লক্ষণ প্রকাশ হয় মলদ্বারেও অনেকটা সেই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—সিপিয়া সচরাচর উচ্চক্রমই অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। নিম্নক্রম অধিক প্রচলিত নয়।

অনুপূরক (Complementary)—নেট্রাম মিউর।

প্রতিবন্ধক (Inimical)—ল্যাকেসিসের পূর্ব্বে কিংবা পরে এবং পালসেটিলার সহিত পর্য্যায়ক্রমে (alternatley) ব্যবহার হয় না।

সমগুণ ঔষধ—রক্ত সঞ্চালনক্রিয়ার অনিয়মতায়—ল্যাকেসিস স্যাঙ্গুনেরিয়া ও উষ্টিল্যাগো।

রোগের বৃদ্ধি—অপরাহ্নে অথবা সন্ধ্যায়, ঠাণ্ডা বায়ুতে, অত্যধিক স্ত্রীসহবাসে, এবং বিশ্রামে।

রোগের উপশম—শয্যার উত্তাপে, উষ্ণ প্রলেপে, অত্যন্ত পরিশ্রমে।

মস্তক, হৃদপিণ্ড এবং বস্তিপ্রদেশের কতক লক্ষণ বিশ্রামে এবং পরিশ্রমে উপশম এবং বৃদ্ধি উভয়ই হয়।

রোগীর বিবরণ।

একটি অবিবাহিত স্ত্রীলোক। বয়স প্রায় ৩৬ হইবে, জরায়ুভ্রংশে বহুদিন যাবৎ ভুগিতেছে, দুইবার অস্ত্র (operation) করা হইয়াছে এবং অনেক প্রকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধও ব্যবহার করা হইয়াছে—কিন্তু বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। জরায়ুভ্রংশের সহিত প্রচুর শ্বেত প্রদর স্রাবও বর্ত্তমান ছিল এবং স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজের, সাংসারিক কার্য্যে উদাসীন ও অলস প্রকৃতির ছিল। সে নিজের খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিতে পারিত না, রন্ধন খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে বমনোদ্রেক হইত। অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য ছিল এবং নিম্নোদর খালি খালি কিংবা দুর্ব্বল বোধ করিত। সিপিয়া ৩০ ক্রম সেবনে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

২। একটি অবিবাহিত স্ত্রীলোক। বয়স ৩৮ হইবে। দক্ষিণ বস্তিপ্রদেশে (Right pelvic region) একটি অর্ব্বুদ (Tumour) হইয়াছে, ovarian tumour অর্থাৎ ডিম্বাশয়ের অর্ব্বুদ বলিয়াই সাব্যস্ত করা হয়। ঋতুস্রাবের সময় যন্ত্রণা হইত। দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর স্রাব ছিল এবং পদদ্বয়ে প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইত। রোগী দিন দিন রোগা হইয়া পড়িতেছিল। চিকিৎসক অস্ত্র করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। সিপিয়া ৩০ শক্তি কিছুদিন সেবনে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে।

৩। একজন স্ত্রীলোক, বয়স প্রায় ৩৩ হইবে, তিনটি সন্তানের মাতা। ছোট শিশুটি হওয়ার পর হইতে অর্থাৎ এপ্রিল মাস হইতে শুষ্ক কাশি হয়। স্ত্রীলোকটি লম্বা, ঈষৎ সুক্ষ প্রকৃতির নিজের স্বাস্থ্যের জন্য বিষণ্ণ চিন্তিত এবং ক্রন্দন ভাবাপন্ন। শরীরের ওজন কমিয়া গিয়াছে। খাদ্যে রুচি নাই সঙ্গে দপ্‌দপানি শিরঃপীড়া রহিয়াছে। কাশি শুষ্ক, দিবসে বৃদ্ধি হয়, রাত্রিতে কিছুই থাকে না। যখন প্রচুর শ্বেতপ্রদর স্রাব ছিল, অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য এমন কি সময় সময় এক এক সপ্তাহ কাটিয়া যাইত কোন প্রকার মলত্যাগ কিংবা মলত্যাগের ইচ্ছা হইত না। এতদলক্ষণে সিপিয়া ৩০ শক্তি সেবনে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় এবং ওজনে ৬ সের বৃদ্ধি হয়।

সালফার (Sulphur)

ইহার বাঙ্গলা নাম গন্ধক। পরিশ্রুত জলে (Distilled water) গন্ধক পরিষ্কার রূপে ধৌত করতঃ চূর্ণ করিয়া ঔষধে পরিণত করা হয়। সালফারের টিংচারও absolute alcoholএ মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয় কিন্তু ইহা অধিকগুণ বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয় না। এই ঔষধের লক্ষণ সংগ্রহে হ্যানিমান তাঁহার পুত্র ফ্রেডাবিকের নিকট হইতেও ৬০টি লক্ষণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে ২৪ জন ব্যক্তি এই ঔষধের প্রুভিংএ সাহায্য করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই চূর্ণ (crude substance) ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

সালফারকে এককথায় ভৈষজ্য বিজ্ঞানের সমুদায় ঔষধের মূলকেন্দ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, প্রায় সমুদায় ঔষধের সহিতই যেন ইহার কিছু সম্বন্ধ রহিয়াছে, উপযুক্ত ঔষধে আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া না হইলে সালফার ব্যবহারে সঠিক প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে কিংবা পথ পরিষ্কার করিয়া অন্য ঔষধের লক্ষণ প্রকাশ করে কিংবা রোগকে সম্পূর্ণ দূরীভূত করিয়া রোগীকে নিরাময় করিয়া দেয়। কাজে কাজেই দেখা যাইতেছে সালফার ব্যতীত রোগ চিকিৎসা করা এক প্রকার অসম্ভব।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সালফার রোগী অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, দাঁড়াইয়া থাকা অস্বস্তিকর বোধ হয় (standing is the worst position for sulphur patients, they cannot stand)।

২। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন এবং চর্ম্মরোগপ্রবণ।

৩। স্নানে বীতরাগ এবং স্নানে রোগের বৃদ্ধি (aversion to being washed, worse always after bath)।

৪। রোগ আরোগ্য হইয়াও হয় না পুনঃ পুনঃ পাল্টাইয়া পাল্টাইয়া আইসে (complaints that are continually relapsing)।

৫। মস্তকের তালু হস্তের চেটো, পায়ের তলা, পাকস্থলী, মলদ্বার, মূত্রদ্বার ইত্যাদি সমুদায় স্থানে এবং সমুদায় স্রাবে উত্তাপ বোধ ও জ্বলন।

৬। মস্তকের তালু সর্ব্বদা উষ্ণ। পদদ্বয় দিবসে শীতল অথচ রাত্রিতে পায়ের তলার জ্বলন (constant heat on vertex; cold feet in day-time, with burning soles at night) শয্যার ভিতর পদদ্বয় রাখিতে পারে না, বাহির করিয়া ফেলে।

৭। ওষ্ঠদ্বয় উজ্জ্বল লালবর্ণ যেন ফাটিয়া রক্ত বহির্গত হইবে।

৮। প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ১১টার সময় পাকস্থলী খালি খালি বোধ হয় যেন পাকস্থলীতে কিছুই নাই শূন্য হইয়া গিয়াছে॥

৯। প্রাতঃকালীন উদরাময়—প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে মলত্যাগের বেগ হয়, রোগীকে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায় (driving out of bed early in the morning)।

১০। কোষ্ঠ কাঠিন্য—মল শুষ্ক, শক্ত গুটলে গুটলে (ব্রাই) অথবা বৃহদাকার এবং যন্ত্রণাযুক্ত, শিশু মলত্যাগকালীন যন্ত্রণায় চেঁচাইয়া ওঠে।

১১। মল মূত্র ত্যাগক্যলীন মলদ্বার এবং মূত্রদ্বার জ্বালা করে। মলদ্বারের চারিপার্শ্ব লাল বর্ণ হয় এবং হাজিয়া যায় (parts around the anus red excoriated) এতদ্ব্যতীত সমুদায় ছিদ্রযুক্ত স্থান লালবর্ণ হয় এবং সমুদায় স্রাব ক্ষয়কারক।

১২। ফোঁড়া গুচ্ছাকারে অথবা একটার পর একটা এইরূপ প্রকাশ পায় অথবা একটা আরোগ্য হইয়া গেলে আর একটা হয়।

১৩। চর্ম্ম ভীষণ চুলকায় এবং চুলকাইতে রোগী আরাম বোধ করে। শয্যার উত্তাপে চুলকানি বৃদ্ধি হয় (মার্ক)।

১৪। পীড়কা (eruption) আবদ্ধ হেতু পুরাতন ব্যাধির উদ্ভব।

১৫। স্থান বিশেষ চক্ষু, নাসিকা, বক্ষঃস্থল, নিম্নোদর ডিম্বাশয় পদদ্বয় ইত্যাদি স্থান রক্তাধিক্য হয়। (congestion of single parts)।

সাধারণ লক্ষণ

১। স্ক্রফিউলাস অর্থাৎ গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ শৈরিক রক্তাধিক্য প্রবণ ব্যক্তিতে উত্তম কার্য্য করে।

২। মাসিক ঋতুস্রাব সময়ের বহু পূর্ব্বে এবং প্রচুর হয় ও শীঘ্র শুষ্ক হয় না।

৩। গর্ভপাতের পর হইতে প্রচুর রজঃস্রাব (menorrhagia has not been well since her last miscarriage)।

৪। রোগী সমুদায় দ্রব্য সুন্দর দেখে এবং লইতে আগ্রহ প্রকাশ করে এমন কি অপরিষ্কার একখণ্ড ন্যাকড়াও হাতছাড়া করিতে চাহে না।

৫। আনন্দজনক স্বপ্ন দেখে, নিদ্রাভঙ্গের সহিত গান গাহিতে থাকে (wakes up singing)।

৬। রাত্রিতে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার মত উপক্রম হয়, দরজা জানালা খুলিয়া দিতে বলে। হঠাৎ রাত্রিতে সজাগ হইয়া উঠে নিদ্রা আর আইসে না, সূর্য্যাস্তে অথবা সন্ধ্যার সময় তন্দ্রা বোধ করে। অথচ সমুদায় রাত্রি জাগিয়া কাটায়।

সোরা (Psora) মহাত্মা হ্যানিমানের Chronic disease গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—হ্যানিমান যে তিনটি miasm এর (সোরা, সাইকোসিস এবং সিফিলিস) কথা উল্লেখ করিয়াছেন—তন্মধ্যে পুরাতন ব্যাধির কারণে সোরা অর্থাৎ খোস চুলকানি রোগকে সর্ব্বপ্রধান স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন আট অংশের এক অংশ রোগ সিফিলিস্ কিংবা সাইকোসিস অর্থাৎ উপদংশ কিংবা প্রমেহ এবং আর অবশিষ্ট সাত অংশ রোগ খোস চুলকানি অবরুদ্ধ হইতেই উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যাহা কিছু পুরাতন দুরারোগ্য রোগ তদসমুদায়ই খোস চুলকানি ইত্যাদি চর্ম্মরোগ আবদ্ধ জনিতই উৎপন্ন হয়। এই তিন জাতীয় কোন একটি বিষ (miasm) শরীরে প্রবেশ করিলে তাহার বিষঘ্ন ঔষধ দ্বারাই তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যখন শরীর মধ্যে সোরা জাতীয় বিষ প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারা যায় তাহাকে সোরার এন্টিসোরিক anti-psoric ঔষধ দিয়াই চিকিৎসা করা প্রয়োজন এবং এইরূপ এন্টি-সোরিক ঔষধের মধ্যে সালফার একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

একটি লোকের শরীরময় কিংবা শরীরের কোন অংশে খোস কিংবা চুলকানি হইয়াছে তাহা যদি কোন বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা অবরুদ্ধ (suppress) করা হয় এবং তদ-কারণ বশতঃ যদি কোন ধাতুগত (constitutional) পীড়া জন্মায় তাহা হইলে তাহার এন্টি-সোরিক (anti-psoric) ঔষধ ব্যবহার করিলে হয়ত সেই অবরুদ্ধ পীড়কা বহির্গত হইয়া অথবা তাহার দোষ নষ্ট হইয়া রোগ আরোগ্য হইবে, এতদ্ হেতু সচরাচর খোস পাঁচড়া অবরুদ্ধ হইয়া কোন পীড়া হইলে সালফারকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়। সালফার ব্যতীত গ্র্যাফাইটিস, সোরিনাম, কষ্টিকাম ইত্যাদি এন্টি-সোরিক (Anti-psoric) ঔষধও সালফারের পরিবর্ত্তে অনেক সময় প্রয়োগ হইয়া থাকে। প্রত্যেক anti-psoric ঔষধের বিষঘ্ন ক্ষমতা ব্যতীত আপন আপন পৃথক পৃথক কার্য্যও রহিয়াছে।

রোগতত্ত্বে (pathogency) সোরার যে প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সালফারের অতি নিকট সম্বন্ধ বলিয়া এইরূপ স্থলে সালফারকে অধিক উচ্চ স্থান দেওয়া হয় এবং এতদকারণ বশতঃ সালফারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

রোগী—সালফারের রোগী শীর্ণ এবং কুব্জ প্রকৃতির মস্তক সকল সময় অবনত, বৃদ্ধদিগের ন্যায় মস্তক নীচু করিয়া চলে। উপবেশন অবস্থাতেও নীচু করিয়া থাকে। গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ, (Scrofulous diathesis) চর্ম্মরোগপ্রবণ, গাত্রত্বক খসখসে, চর্ম্ম অপরিষ্কার এবং বদগন্ধযুক্ত। স্নানে বিমুখ এবং রোগ বৃদ্ধি। গাত্র প্রক্ষালণেও শরীরের দুর্গন্ধ কাটে না। খিটখিটে এবং অল্পতেই বিরক্ত হয় এই প্রকার ব্যক্তিতে সালফার অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

শীর্ণ, কৃশ ব্যক্তি ব্যতীত স্থূলকায় লোকদিগের প্রতিও বিশেষতঃ যাহাদিগের শরীর অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, খাদ্যদ্রব্য সমীকরণের অভাব অর্থাৎ পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু উক্ত প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাদিগের প্রতিও উত্তম কার্য্য করে (The lean stoop shouldered patient, however, is the typical one and especially when he has become so from long periods of indigestion, bad assimilation and feeble nutrition)। এতদ্ব্যতীত যে সমুদায় লোক শারীরিক পরিশ্রম করে না, অব্যায়ামী, কোন প্রকার দার্শনিক গবেষণায় কিংবা পুস্তক পাঠে, সকল সময় গৃহে আবদ্ধ থাকে, দিবারাত্র ঘরে বসিয়া বসিয়া কোন চিন্তাপূর্ণ কার্য্য করে, নিজের কাপড়ের, পোষাকের, শয্যার প্রতি লক্ষ্য নাই, ছিন্ন অপরিষ্কার কাপড়েই দিন যাইতেছে, চুল লম্বা লম্বা হইয়া গিয়াছে, অঙ্গুলির নখ অকর্ত্তিত, অবস্থায় রহিয়াছে, শরীরে ময়লা পড়িয়া গিয়াছে, **স্নানে বিমুখ** এক কাপড়ে এক জামায় দিন কাটাইতেছে অথচ রোগীর এবম্প্রকার অবস্থায় প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নাই, এই প্রকার লোকের প্রতি ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সালফার রোগীর ধাত নয় এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সালফার রোগী প্রয়োজনও মনে করে না পরিস্কার কাপড় জামা পড়া এবং পরিস্কার গাত্রত্বক, পরিস্কার চেহারাযুক্ত লোকের প্রতি সালফার কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়, সালফার রোগীকে পরিস্কার কাপড় পড়াইয়া দেও কিংবা গাত্র পরিস্কার করিয়া দেও, অতি শীঘ্রই সমুদায় ময়লা করিয়া ফেলিবে ইহা সালফার রোগীর স্বভাব। তুমি যতই পরিস্কার কর সে অতি অল্প সময়েই অপরিস্কার করিয়া ফেলিবে। শিশুর নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা ঝড়িতেছে, চক্ষুতে পিঁচুটি লাগিয়া রহিয়াছে, হয়ত কর্ণ হইতে পূঁজ স্রাবও হইতেছে এবং

মাঝে মাঝে নাসিকায় শ্লেষ্মা মুখের ভিতর চলিয়া যাইতেছে এবং শিশু চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছে। স্নান করিতে সম্পূর্ণ বিমুখ, গাত্রে জল স্পর্শ করা যায় না, স্নান করিতে চেষ্টা করিলে কাঁদিয়া চেঁচাইয়া অস্থির করিয়া তোলে সালফার রোগী শীতল স্নানে অত্যন্ত বিরক্ত।

সালফার রোগীর গাত্র, বস্ত্র এবং সমুদায় স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, রোগীর নিজের গাত্রের দুর্গন্ধে নিজেরও বমনের উদ্বেগ হয় অথচ তথাপি পরিষ্কার থাকে না। (The sulphur patient has filthiness throughout. He is the victim of filthy odors)। শরীর ধুইলেও দুর্গন্ধ কাটে না। মল, মূত্র, শ্বাসপ্রশ্বাস, ঘর্ম্ম ইত্যাতি সমুদায়ই দুর্গন্ধযুক্ত। লিঙ্গ, যোনিদেশ, কক্ষতল ইত্যাদি স্থান পরিষ্কার করিয়া ধুইলেও দুর্গন্ধ ঘর্ম্মের ন্যায় গন্ধ নিঃসৃত হয়।

রক্তসঞ্চালনক্রিয়া—(Circulation) :—সালফারে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা যায়, বিশেষতঃ শৈরিক কৃষ্ণবর্ণ রক্তের (venous blood) সঞ্চালনের উপর ইহার কার্য্য অধিকরূপ প্রকাশ পায় এবং Plethora উৎপন্ন করে। কিন্তু ইহাকে প্রকৃত Plethora বলা যাইতে পারে না। ইহা রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়ার বৈষম্যতা হেতু প্রকাশ পায় এবং শরীরের কোন কোন স্থান অধিক রক্তাধিক্য হয়। সালফারে যে Plethora উৎপন্ন হয় তাহা নিয়মিত রক্তস্রাব (যাহা প্রতিদিন হইয়া আসিতেছিল যেমন—অর্শ) হঠাৎ স্থগিত হইয়া হয়।

এইরূপ স্থলে সালফার উত্তম কার্য্য করে। একটি লোকের প্রত্যহ অর্শ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইত হঠাৎ সেই স্রাব বন্ধ হওয়ায়, ধমনী স্ফীত হইয়া যদি মস্তক কিম্বা যকৃত কিম্বা অন্য কোন স্থানে অধিক রক্তাধিক্য হয় তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে সালফার প্রয়োগ করিলে আবদ্ধ রক্তস্রাব পুনঃ প্রকাশ করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া দেয় অথবা উপযুক্ত ঔষধের লক্ষণ আনিয়া দেয়।

সালফারে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বৈষম্যতার (Irreglar distribution of blood) পরিচয় আমরা আরও পাই যে, শরীরের রন্ধ্রদেশ সমূহ

রক্তাধিক্যবশতঃ অত্যন্ত লালবর্ণ হয় এবং ইহা সালফারের একটি বিশেষ বিশেষত্ব। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়—সালফারে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সামঞ্জস্যভাবে সম্পাদন হয় না। ফুস ফুস প্রদাহ, ওষ্টদ্বয়, কর্ণ, অক্ষিপুটের ধার লালবর্ণ হয়, দেখিলে মনে হয় যেন লাল রংয়ের প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে। মলদ্বার, মূত্রদ্বার, নাসারন্ধ্র, মুখ বিবর ইত্যাদি রন্ধ্র প্রদেশসমূহও রক্তাধিক্য হয় এবং সমুদায় স্রাব মলমূত্র শ্লেষ্মা ইত্যাদি ক্ষয়কারক (excoriating), স্রাবে স্থান হাজিয়া যায়।

সালফারে মস্তকে যে রক্তাধিক্য অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাতে রোগী কর্ণ মধ্যে শ্রবনেন্দ্রিয়ের স্নায়ুতে রক্তের সমাবেশ হেতু গুণ গুণ শব্দ (Roaring) অনুভব করে এবং আবদ্ধ ঘরে উপশম হয় ও রোগী মস্তক নোয়াইতে পারে না। রক্তাধিক্যের এই প্রকার অবস্থা দেখিলে বেলেডোনার কথা স্মরণ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু বেলেডোনায় মুক্ত খোলা বাতাসে উপশম হয় এবং আবদ্ধ উষ্ণ ঘরে রোগ বৃদ্ধি হয়।

রক্তকাশ এবং হৃদপিণ্ডে রক্তাধিক্যতা—বক্ষঃস্থলের রক্তাধিক্যেও সালফারের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। এবং কখন কখন এতদকারণবশতঃ রক্তকাশও হয়। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট—এবং হৃদপিণ্ডের অত্যন্ত স্পন্দন উপস্থিত হয়। রোগী বুকে চাপ (Heavy preasure) বোধ করে এবং সমুদয় দরজা জানালা খুলিয়া দিতে চাহে। এই প্রকার অবস্থা প্রায় রাত্রিতেই অধিক হয় এবং হঠাৎ যেন হৃদপিণ্ডে অধিক রক্ত সঞ্চার হইয়া রোগীর শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

মনে হয় যদি বিশুদ্ধ বায়ু না পায় তাহা হইলে রোগী মারা যাইবে এবং রোগী মনে করে হৃদপিণ্ড, হৃদপিণ্ডের আধার অপেক্ষা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গিয়াছে (গ্লোনয়ন, ইউপেটোরিয়াম, গ্রাণ্ডিলিয়া রোবাষ্টা)।

জ্বলন্ (Burning) :—সালফারের একটি সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব জ্বলন। আর্সেনিক এবং ফসফরাসে এ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছি। ভৈষজ্য বিজ্ঞান খুলিলে জ্বলনের এই উপরিউক্ত তিনটী ঔষধ ব্যতীত একোনাইট, এগারিকাস, এপিস, বেলেডোনা, কেন্থারিস, ক্যাপসিকম, কার্ব্বএনামেলিস,

ফসফরিক এসিডের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ভৈষজ্যবিদগণ আর্সেনিক, ফসফরাস এবং সালফার এই তিনটীকে জ্বলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়াছেন, ইহার মধ্যে কোনটী বড় কোনটী ছোট তাহা অনেক সময় নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রায় সকলেই আর্সেনিককে জ্বলনের ঔষধের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলেন এবং আমার বোধ হয় আর্সেনিক নূতন রোগে এবং সালফার পুরাতন রোগে উত্তম কার্য্য করে। সালফারের জ্বলনের বিষয় লিখিয়া শেষ করা অসম্ভব। শরীরের এমন কোন স্থান দেখা যায় না, যেখানে সালফারের জ্বলন প্রকাশ পায় না। মস্তকের ব্রহ্ম-তালুতে, চক্ষুতে, মুখমণ্ডলে (কিন্তু আরক্তিমহীন), মুখগহ্বরে, জিহ্বাতে সর্ব্বপ্রকার স্রাবে, মলদ্বারে, যোনিদ্বারে, স্তনের বোঁটায়, গলদেশে (শুষ্কতাসহ এবং প্রথম দক্ষিণদিক তৎপর বামদিক) পায়ের তলায়, হাতের চেটোয় অর্থাৎ মস্তকের ব্রহ্মতালু হইতে পদতলের নিম্ন পর্য্যন্ত কোন স্থান এবং কোন ইন্দ্রিয় বাকী থাকে না, কিন্তু সালফারে উল্লিখিত স্থান সমূহের জ্বলন এক সঙ্গে প্রায়ই প্রকাশ পায় না, কোন সময় হাতের চেটো এবং পায়ের তেলো জ্বালা করিতে থাকে এবং রোগী হস্ত পদ বস্ত্রের ভিতর রাখিতে পারে না, কাপড় ফেলিয়া দেয়, আবার কখন কখন হয়ত মস্তকের তালুতেই কেবল জ্বলিতে থাকে অথবা মুখবিবর হইতে উত্তাপের ঝলক্ বহির্গত হইতে থাকে। সালফারের জ্বলন যেখানেই হউক যখন পায়ের তলা, হাতের চেটো এবং মস্তকের তালুতে অধিক হয় এবং এক সঙ্গে হইলে, তখন সালফারকে প্রাধান্য দিবে, সালফারের ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ (Burning of soles of feet, palms of hand and vertex)। সালফার রোগী পায়ের জ্বলন হেতু রাত্রিতে শয়নাবস্থায় কাপড়ের কিংবা লেপের ভিতর পদদ্বয় রাখিতে পারে না, যতই কাপড় দেওয়া দেওয়া হউক না কাপড় ফেলিয়া দেয়।

সালফার, আর্সেনিক এবং ফসফরাসের জ্বলন—

সালফারের জ্বলনের বিশেষত্ব হইতেছে—উষ্ণভাব অর্থাৎ অগ্নির উত্তাপের ঝলকা এবং শীতল জলে উপশম হয়।

আর্সেনিকের জ্বলন—অঙ্গারবৎ এবং ধ্বংসপ্রমুখীন। উষ্ণ জলে উপশম হয়

ফসফরাসের জলন—সালফার সদৃশ অথচ সালফার অপেক্ষাকৃত অধিক (আর্সেনিকের ন্যায় প্রকৃত অগ্নিবৎ জলন হয়) স্নায়বীয় বিধানের ব্যাধি-সম্ভূত জলন, কেবল উত্তাপ বোধ ও শীতল জলে উপশম।

স্ক্রফিউলা—ডাঃ ফ্যারিংটন সালফারকে গণ্ডমালা অর্থাৎ Scrofula রোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রকার অনুমান করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়, কারণ সালফারের গ্রন্থি সমূহের উপর যথেষ্ট কার্য্য পরিলক্ষিত হয় এবং লসিকা গ্রন্থি সমূহের (Lymphatic glands) স্ফীতিই হইতেছে স্ক্রফিউলা রোগের একটী বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। ইহা ধাতুগত দোষ হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। স্ক্রফিউলা রোগ বলিলেই যে গ্রন্থি সকলের স্ফীতিই বুঝিতে হইবে এমন মনে করা ভ্রম বরং ইহা শরীরের একটি অস্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ ধাতুবিকৃতি যাহার সার্ব্বজনীন লক্ষণই হইতেছে দুর্ব্বলতা এবং গ্লানি, মনে হয় শরীর মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই কোন একটী ধাতুগত দোষ অব্যক্ত ভাবে লুক্কাইত থাকিয়া শরীরের যন্ত্র সমুদায়কে নষ্ট করিতেছে এবং যাহা কোন একটী আকারে প্রকাশিত হইয়া পড়ে নতুবা শরীরকে প্রচ্ছন্ন ভাবে ক্রমশঃ ধ্বংশের দিকে লইয়া যায়। গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি, অস্থিক্ষয়, ফুস্ ফুসের গুটীকা রোগ (tuberculosis of lungs) ইত্যাদি অব্যক্ত স্ক্রফিউলারূপ ধাতুগত দোষের প্রকাশ মাত্র। স্ক্রফিউলা রোগ যে কেবল শিশুদিগের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে তাহা নয়, স্ক্রফিউলা ধাতুগত দোষ বলিয়াই সালফারকে এই রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ প্রারম্ভে যখন রোগের প্রকাশ দেখা দেয় তখনই সালফার উত্তম কার্য্য করে যদ্যপি রোগী পূর্ব্ব বর্ণিত সালফার ধাতুগ্রস্থ হয়।

স্ক্রফিউলা রোগীর পরিচয় নিম্নে দিলাম :—

(১) শিশুর মস্তকে বিশেষতঃ নিদ্রিতাবস্থায় প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় এবং ফুস্কোড়ি, ফোঁড়া ইত্যাদি প্রকারের চর্ম্মরোগ ও বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুদিগের মুখে কিম্বা কপালে ব্রণ দেখা দেয়।

(২) রোগীর শরীর অপেক্ষা মস্তক বৃহৎ হয়।

(৩) ব্রহ্মরন্ধ্রের সম্মুখাংশ বহুদিন অবধি অস্থি-বৃদ্ধির দোষহেতু অসংলগ্ন থাকে।

(৪) অস্থিক্ষত, বাল্যাস্থিবিকৃতি, মেরুদণ্ডের বক্রতা ইত্যাদি অস্থিরোগ বিশেষতঃ শিশু অবস্থায় অত্যন্ত অধিক সম্ভাবনা।

(৫) শিশু অস্বাভাবিক ক্ষুধা বোধ করে, মনে হয় যেন কত দিন না খাইয়া রহিয়াছে।

(৬) খাদ্যদ্রব্য সমীকরণের অভাব।

(৭) গ্রন্থিসমূহ ব্যাধিগ্রস্থ প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য আহারেও শরীর সামঞ্জস্যভাবে পরিপুষ্ট হয় না।

(৮) শিশু সকল সময় খাই খাই করে অথচ দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে।

(৯) শিশুর গাত্রের চর্ম্ম বৃদ্ধ লোকের ন্যায় শুষ্ক কুচকাইয়া ভাজ পড়িয়া যায়।

(ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে "রোগী এবং দেহ গঠন" ও "বাল্যাস্থি বিকৃতি রোগ" দেখ।)

শীর্ণতা (**marasmus**)—শীর্ণতা রোগের সালফার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশুদিগের শীর্ণতা (marasmus) রোগে সালফারের উল্লিখিত অধিকাংশ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা উচিত। সমুদায় শরীর শুষ্ক হইয়া যায় অথচ নিম্নোদর বড় হইতে থাকে শিশু অত্যন্ত অস্বাভাবিকরূপ খাই খাই করে বিশেষ ভাবে বেলা ১১টার সময় ইহা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সালফারের এই লক্ষণটি বিশেষ পরিচায়ক এবং এই লক্ষণের সহিত মস্তকের তালুর উষ্ণতা এবং পদদ্বয়ের শীতলতা বোধ থাকিলে সেই স্থলে সালফারকে অব্যর্থ ঔষধ মনে করিবে। (মস্তকের তালু শীতল—সিপিয়া, ভেরাট্রাম। মস্তকের দক্ষিণপার্শ্ব শীতল—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব; পশ্চাদ্দেশ শীতল—ভাল্‌কামারা, ফস্‌।) যদি মস্তকের তালুর উষ্ণতা থাকে আর আর লক্ষণ সমূহ না থাকে তাহা হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া কিংবা ফস্‌ফরাসের বিষয় চিন্তা করিবে।

সালফার নির্ব্বাচন করিতে হইলেই জ্বলন সম্বন্ধে সন্ধান করা উচিত—জ্বলন সালফারের একটী বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। হৃদপিণ্ডে উষ্ণতা বোধ হয়, মনে হয় শরীরের অভ্যন্তর প্রদেশে যেন আগুন জ্বলিতেছে এবং তাহার উত্তাপ মুখমণ্ডলে বোধ হয়। এই প্রকার উত্তাপ বোধ ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে কিছুই থাকে না।

সালফারে নিম্নোদর স্ফীত এবং বড় হয় কিন্তু নরম থাকে—আর ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে শক্ত হয় (In sulphur the abdomen is tumid, with rumbling, and soreness and with the distended abdomen there is emaciation of all parts. You will find a similar state under Calcarea, and in patient needing Calcarea, you will notice great enlargemont, distension and hardness of the abdomen with shrivelling of all other parts of the body.)

গণ্ডমালা এবং শীর্ণতা রোগের সালফারের সমগুণ ঔষধ সমূহ—

গণ্ডমালা এবং শীর্ণতা রোগ (scrofula and marasmus) সালফারের পাশাপাশি ব্যারাইটা কার্ব্ব, সাইলিসিয়া, এব্রোটেনাম, নেট্রাম মিউর, কেল্‌কেরিয়া, আইওডিন এবং গ্রাফাইটিস্‌কে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। এই সমুদায় ঔষধেই নিম্নোদরের বৃদ্ধি এবং শরীরের অবশিষ্ট অংশের শীর্ণতা এবং অত্যন্ত অস্বাভাবিক রকমের ক্ষুধা বর্ত্তমান থাকে।

ব্যারাইটা কার্ব্ব এবং সাইলিসিয়া—এই উভয় ঔষধেই পদদ্বয়ে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হয়। উভয় ঔষধেই শরীর অপেক্ষা মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ এবং উভয় ঔষধেই বিশেষতঃ মস্তকে ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। কিন্তু সাইলিসিয়াতে মস্তকে অধিক ঘর্ম্ম হয়, ব্যারাইটা কার্ব্বে হয় না এবং সাইলিসিয়া রোগী ব্যারাইটা কার্ব্বের ন্যায় নির্ব্বোধ নয়।

ক্যালকেরিয়া—মস্তকে এত অধিক ঘর্ম্ম হয় যে বালিশ ভিজিয়া যায়, সাইলিসিয়াতেও মস্তকে ঘর্ম্ম আছে কিন্তু সাইলিসিয়া রোগীর ঘর্ম্ম মস্তকের উপর দিকে আর ক্যালকেরিয়ায় মস্তকের নীচের দিকে বেশী হয়। ইহা ব্যতীত ক্যালকেরিয়া রোগী হৃষ্টপুষ্ট, মোটা এবং সাইলেসিয়া রোগী পাত্‌লা এবং রোগা।

গ্র্যাফাইটিস—রোগী স্থূলকায় এবং চর্ম্মরোগপ্রবণ। ইহাতেও সাইলিসিয়া এবং ব্যারাইটা কার্ব্বের ন্যায় পদদ্বয়ে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হয়।

এব্রোটেনাম—ইহাতে বিশেষ ভাবে শরীরের নিম্নাংশ পদদ্বয় অধিক শীর্ণ হয়। গাত্রত্বক অত্যন্ত শিথিল হইয়া ভাজে ভাজে ঝুলিয়া পড়ে।

নেট্রাম মিউর—শিশুদিগের গলা এবং ঘার অধিক শীর্ণ হয়। আহারের পর রোগীর তন্দ্রা আইসে এবং শরীর সুস্থ বোধ করে না।

আইওডিন—রোগী আহারের পর প্রফুল্লতা বোধ করে। আইওডিনে সর্ব্বশরীর ক্রমশঃ শীর্ণ এবং শুষ্ক হইতে থাকে বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গ। রোগীর সমুদায় উপসর্গই উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি হয়। সকল সময় খাই খাই করে এবং খায় অথচ শীর্ণ হইতে থাকে।

স্যানিকিউলা—গলদেশের চর্ম্ম অধিক শুষ্ক হয় এবং ভাজ পড়িয়া যায়।

হাইড্রোকেফালাস অথবা টিউবারকিউলার মস্তিষ্ক-ঝিল্লিপ্রদাহ (Hydrocaphalus or Tubercular Meningitis)

সালফার—এই বিষয়ের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ Tubercular hydrocaphalus অর্থাৎ টিউবারকিউলাস্ মস্তক শোথে ইহা চমৎকার কার্য্য করে। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ রোগের প্রারম্ভে যখন ভীষণ তরকা হয়, মুখমণ্ডল হঠাৎ আরক্তিম বর্ণ হইয়া উঠে, গ্রীবাপ্রদেশের পেশীর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত শিশু মস্তক সোজা করিয়া রাখিতে পারে না, নীচু করিয়া শুইয়া থাকিতে চায়, নিদ্রায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, যেন কোন প্রকার ভয় পাইয়াছে, চক্ষু তারকা বিস্তারিত হয়, এইরূপ অবস্থায় সালফার অধিক নির্ব্বাচিত হয় ; যদিও বেলেডোনার কথা মনে উদয় হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু বেলেডোনা কখনই tubercular meningitis এর ঔষধ হইতে পারে না এবং কখনও হয় না। সাল্ফারের এই প্রকার তরকা থাকিয়া থাকিয়া কিছুদিন পর পর হয় (tend to appear periodically)। সাল্ফার প্রয়োগকালীন রোগীর দেহ গঠনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ; কারণ সাল্ফার এবং বেলেডোনা রোগীর দেহের গঠনে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।

টিউবারকিউলোসিস্—ফুসফুসের গুটিকা রোগের (tuberculosis of lungs) কেবল প্রারম্ভে সাল্ফার প্রয়োগ হয়—ইহা অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিবে, নতুবা ফলাফল খারাপ হইতে পারে এবং শীঘ্র দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করাও উচিত নয়। সাল্ফার নির্ব্বাচনের বিশিষ্ট লক্ষণ সমূহ—রোগী সর্ব্বশরীর অত্যন্ত উষ্ণ বোধ করে ; ঠাণ্ডা

ঋতুতেও দরজা জানলা খুলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। মধ্যে মধ্যে শরীরের উত্তাপের (flushed of heat) ঝলক্ সঞ্চারিত হয়, পাকস্থলী খালি খালি বোধ করে, মস্তকের তালু উষ্ণ বোধ হয়, পদদ্বয় ঠাণ্ডা থাকে, উপরে উঠিতে হৃদ্-পিণ্ডের স্পন্দন হয়। বাম বক্ষঃস্থলে বেদনা হয় বিশেষতঃ স্তনের বোটার সন্নিকট আরম্ভ হইয়া ভিতরে ভিতরে গিয়া পশ্চাতে ফুটিয়া বাহির হয়। এইরূপ লক্ষণে সাল্ফার উচ্চক্রম ২।১ মাত্রা প্রয়োগ করিয়া যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করিবে। যদি উপকার হইবার হয় ইহাতেই হইবে নতুবা উপকার হইল না বুঝিবে।

মধ্যান্ত্র প্রদেশস্থ গ্রন্থিসমূহের টিউবারকিউলোসিস্ (Tuberculosis of Mesenteric Glands)—(ক্রফিউলা এবং শীর্ণতা রোগে ইহার বিষয় কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। উক্ত অধ্যায় দেখ)। এতদস্থানের গ্রন্থিসমূহের টিউবারকিউলোসিস্ রোগে সাল্ফার একটী উত্তম ঔষধ। টিউবারকিউলার রোগের সাল্ফারের সহিত ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব এবং ফস্ফরাসের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। এই উভয় ঔষধই স্ক্রোফিউলাস্ শিশুদিগের প্রতি সাল্ফারের পর উত্তম কার্য্য করে এবং এই তিনটী ঔষধেই টিস্যুর পরিবর্দ্ধন সামঞ্জস্যরূপে সম্পাদন হয় না, এতদ্ব্যতীত সাল্ফার রোগী ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব রোগী অপেক্ষা কৃশ। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব রোগী স্থূলকায়, থলথলে, হৃষ্টপুষ্ট। শরীরের মাংসের কোমলতা এবং গাত্রের রং ফ্যাকাসে ভাব দেখিলে মনে হয় টিস্যুর সামঞ্জস্য ভাবে পরিবর্দ্ধন না হইয়া যেন কতকগুলি চর্ব্বির বৃদ্ধি হইয়াছে। সাল্ফার রোগীর ঘর্ম্ম দুর্গন্ধ, ক্যালকেরিয়া কর্ব্বের ঘর্ম্ম অম্লগন্ধ এবং ঘর্ম্ম মস্তকে অধিক হয় ও শীতল।

ক্যালকেরিয়া ফসের রোগী অত্যন্ত কৃশ। নিম্নোদর শরীর অপেক্ষা বৃহৎ অথচ থলথলে (flabby) ব্রহ্মরন্ধ্র বিশেষতঃ পশ্চাদ্দেশের অসম্বদ্ধ। (ইহাদিগের পার্থক্য ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে দেখ)। টিউবারকিউলার মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহের (tubercular meningitis) এপিস্‌ও একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ এই বিষয় আমার বোধ হয় বেলেডনায় কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। পীড়কা অবরুদ্ধ হইয়া মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এপিস্‌কে সাল্ফারের পার্শ্বে স্থানে দেওয়া যাইতে পারে। সাল্ফার পুরাতন পীড়কা (chronic eruption) অবরুদ্ধ

হইতে হইলে এবং এপিস্ নূতন পীড়কা (acute eruption) অবরুদ্ধ হইতে হইলে প্রয়োগ হয়; ইহা ব্যতীত এই ঔষধের পার্থক্য নিরূপণের আরো পরিষ্কার লক্ষণ হইতেছে যখন মস্তিষ্কে রসোৎপাদন (effusion) হয় এবং রোগী মধ্যে মধ্যে নিদ্রিতাবস্থায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে তখন এপিস অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং ইহা এপিসের একটী বিশেষ লক্ষণ অথচ সাল্‌ফারে এই প্রকার লক্ষণ নাই। উভয় ঔষধেই অত্যন্ত অস্থিরতা আছে। সাল্‌ফার রোগী একেবারেই নিদ্রা যায় না কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় চম্‌কাইয়া উঠে কিংবা কেবল তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িয়া থাকে; আর এসিসে রোগী যেন নিয়তই নিদ্রায় অভিভূত এবং হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া জাগিয়া উঠে অর্থাৎ শিশুর চোখে ঘুম থাকে কিন্তু ঘুমাইতে পারে না।

মানসিক লক্ষণ—রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ন্যায় সালফারের স্নায়বীয় বিধানের উপরও যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায়। ইহা মস্তিষ্ককে আক্রমণ করিয়া প্রথমতঃ মস্তকের কার্য্যের বিকৃতি ঘটায় এবং উন্মাদের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ করায়—রোগী মনে করে সে একজন ধনশালী ব্যক্তি, সে আপনার পরিধান বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলে। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন ছেঁড়া নেকড়া লইয়া নাড়াচাড়া করে এবং মনে করে ইহা কতই না সুন্দর, আবার কখন কখন অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ফস্ফরিক এসিডেও উদাসীনতা আছে কিন্তু ফস্ফরিক এসিডের উদাসীনতা অত্যন্ত অধিক। আবার কখন রোগী ধর্ম্মোন্মত্তের মত হয় ও ভয় পায় যেন সে আর পরিত্রাণ পাইবে না। রোগী নিজের আত্মার পরিত্রাণের চিন্তাতেই সর্ব্বদা আকুল, পরের উদ্ধারের জন্য ক্ষণ মুহূর্ত্তও ভাবে না। ইহা ব্যতীত আবার সময় সময় খিট্‌খিটে বিরক্তভাবও প্রকাশ করে এবং এই প্রকার বিরক্তি লক্ষণ শিশুদিগেতে অধিক দেখা যায়। স্ফূর্ত্তিহীন, উদাসীন, অত্যন্ত ভোলামন, কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, স্মরণশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল।

হাইড্রোকেফালয়েড (Hydrocephaloid) মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়—শিশুর মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় রোগের সাল্‌ফার একটী উত্তম ঔষধ। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—শিশু কলেরায় হাইড্রোকেফালয়েডের (hydrocephaloid) লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সাল্‌ফারকে সর্ব্বপ্রাধান্য দিবে এইরূপ

অবস্থায় শিশু আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে, মুখমণ্ডল পাংশুটে ফ্যাকাসে বর্ণ হয় এবং মুখমণ্ডলে বিশেষভাবে কপালে (ভিরেট্রাম) শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় ; চক্ষু অর্দ্ধ নিমিলিত, চক্ষু তারকা (আলোতে) প্রায় প্রতিক্রিয়া শূন্য। প্রস্রাব বন্ধ (ইহা অত্যন্ত ভয়জনক লক্ষণ) মধ্যে মধ্যে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকুঞ্চন এবং আকস্মিক স্পন্দন, নিদ্রা হইতে চম্‌কাইয়া কাঁদিয়া উঠা, এতদসমুদায় লক্ষণে সাল্‌ফার অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে ; উদরাময় থাকুক আর নাই থাকুক তাহাতে কিছুই আসে যায় না ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—(There is no remedy which can take its place) ইহাতে বেলেডোনার ন্যায় ভয়ানক মাথাজ্বালা, আরক্তিম মুখমণ্ডল এবং হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠা কিংবা এপিসের ন্যায় মস্তিষ্ক-ঝিল্লির প্রদাহ হেতু চিক্‌কির বর্ত্তমান থাকে না, কিন্তু সাল্‌ফারের কতক লক্ষণ প্রকাশ থাকে।

ভিরেট্রাম এলবামেরও উক্তরূপ কপালে শীতল ঘর্ম্ম বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান থাকে এবং ইহা ভিরেট্রামের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ কিন্তু এই স্থলে ভিরেট্রাম কিছুই কার্য্য করে না এতদ্ব্যতীত ইহাতে ভিরেট্রামের অদম্য জল তৃষ্ণা অস্থিরতা ইত্যাদি থাকে না। ঋতুস্রাব কিংবা অর্শ হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া মেরুদণ্ড রক্তাধিক্য হয় (spinal irritation) এবং পশ্চাদ্দেশ এত অধিক স্পর্শাধিক্য হয় যে শরীরের হঠাৎ সামান্য ঝাঁকি লাগিলেই রোগী মেরুদণ্ডের প্রায় সমুদায় স্থানে যন্ত্রণা অনুভব করে এতদসহ শুষ্ক উত্তাপ বিশেষরূপে কটিদেশে অধিক বোধ করে অথচ পদদ্বয় শীতল থাকে। অর্শের রক্তস্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতায় সাল্‌ফারকে চিন্তা করিতে ভুলিবে না।

অর্দ্ধাঙ্গাক্ষেপ—(Paraplegia) নিম্ন অর্থাৎ পদদ্বয়ের পক্ষাঘাতে সাল্‌ফার অনেক সময় উত্তম-কার্য্য করে ; পক্ষাঘাতের সহিত সম্পূর্ণ প্রস্রাব অবরোধ এবং নাভিদেশ পর্য্যন্ত অসার ভাব বর্ত্তমান থাকে। ক্যাথিটার দ্বারা প্রস্রাব করাইলে দেখা যায় প্রস্রাব ঘোলা এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। এইরূপ অবস্থায় সালফার অনেক দিন যাবৎ ব্যবহার করিতে হয়। ইহা আরোগ্য অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ; অধিকাংশ সময় আরোগ্যই হয় না। যদি রোগ অধিক দিনের না হয় এবং কাসেরুকামজ্জায় বিধান যন্ত্র অত্যন্ত অধিকরূপ বিকৃতি না হয় তাহা হইলে আরোগ্য আশা করা করা যাইতে পারে।

বাত—নূতন এবং পুরাতন বাতেই সালফারের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া

যায় বরং পুরাতন বাতে যখন আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া প্রদাহ হইয়া শরীরের উপর দিকে বিস্তারিত হয়, তখন সালফার অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে এবং শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। রোগী পদদ্বয় আচ্ছাদিত রাখিতে পারে না, জ্বালা করে, তদহেতু সকল সময় বাহিরে রাখিতে বাধ্য হয়।

জানুপ্রদাহ—(Synovitis) জানু প্রদাহ হইয়া রসোৎপাদন হইলে (exudation) সালফার উত্তম কার্য্য করে। এতদ বিষয়ে সালফারের বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে, কেবল জানুপ্রদাহে নয় যে কোন স্থানের শ্লৈহিক ঝিল্লিতে (exudation) হইলে সালফার, এপিস এবং ব্রাইওনিয়া এই তিনটী ঔষধের চিষয় চিন্তা করিবে। কেলিমিউরও জানুপ্রদাহের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রথমাবস্থায় আমরা এপিস্ এবং ব্রাইওনিয়াই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহার করিয়া থাকি। তাহাতে বিশেষ উপকার না হইলে সাল্‌ফারকে প্রধান্য দেওয়া হয় (এপিস্ এবং ব্রাইওনিয়া দেখ)।

প্লুরিসি—(Pleurisy) প্লুরিসির প্রথমাবস্থাতেই সালফার অধিক নির্ব্বাচিত হয় না। রোগ যখন পুরাতন হইয়া আইসে এবং যখন উপযুক্ত নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার হইতেছে না, তখন সালফারের বিষয় চিন্তা করিবে শ্লৈহিক ঝিল্লির প্রাদাহ্ হইলেই আমরা সালফার ক্যালি কার্ব্ব, ব্রাইওনিয়া এপিস এই ঔষধ সমূহকে উচ্চস্থান দিয়া থাকি। বাস্তবিক ইহারা এতদবিষয়ের অতি মহৎ ঔষধ তাহার কোন সন্দেহ নাই। যখন প্রকৃতই প্রদাহ হইয়া রসোৎপ্রবেশ (effusion) হইয়াছে জানিতে পারা যায়, (ব্রাইওনিয়া দেখ) সুচিভেদবৎ যন্ত্রণা এবং নড়াচরায় বৃদ্ধি বর্ত্তমান থাকে তখন আমরা এপিস, ব্রাইওনিয়া, কেলিকার্ব্ব এবং সালফার লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ করিয়া থাকি; কারণ, exudation শোষণ করিবার ইহারা সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। বিশেষতঃ যখন বাম ফুস্‌ফুসে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয় এবং সেই যন্ত্রণা ভিতর দিয়া পৃষ্ঠের পশ্চাদ্দেশে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, রোগী চিৎ হইয়া শয়নে কষ্ট বোধ করে ও নড়াচরায় রোগ বৃদ্ধি হয় এইরূপ লক্ষণে সালফারকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

চক্ষু প্রদাহ:—কোন বাহ্যিক বস্তু যেমন বালুকাকণা কিংবা এই প্রকার কোন জিনিষ পড়িয়া চক্ষুর প্রদাহ হইলে এবং একোনাইট ব্যবহারে

বিশেষ উপকার না দর্শিলে সালফার প্রয়োগে অনেক সময় বেশ উপকার পাওয়া যায় এতদ্ব্যতীত স্ক্রোফুলাস চক্ষু প্রদাহে যখন চক্ষু অধিক রক্তাধিক্য হয়, চক্ষুতে যেন কাঁচের কুচি প্রবেশ করিয়াছে এই প্রকার যন্ত্রণা বোধ হয়, গ্রীষ্মকালে এবং অগ্নির উত্তাপে যন্ত্রণা অধিক হয়, শীতকালে উপশম থাকে, এতদলক্ষণে সালফার বিশেষ উপযোগী। চক্ষুর যে প্রকার রোগই হউক যদি স্ক্রফিউলাস জাতীয় হয় এবং জলে রোগের যদি বৃদ্ধি হয় ও জল যদি রোগী আদপেই পছন্দ না করে তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে সালফারকেই প্রাধান্য দিবে।

সর্দ্দি :—পুরাতন সর্দ্দিতে এবং যাহাদিগেরে প্রায়ই সর্দ্দি লাগিয়া থাকে তাহাদিগেরে সালফার নিম্ন লক্ষণে উত্তম কার্য্য করে :—

(১) নাসিকারন্ধ্রের ভিতর মামড়ি পড়ে।

(২) অতি সহজেই নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় ;

(৩) নাসিকার পক্ষদ্বয় লালবর্ণ এবং মামড়িযুক্ত।

(৪) নাসারন্ধ্রের বহির্ভাগ হাঁজিয়া যায়।

(৫) আবদ্ধ ঘরে নাসিকা সাটিয়া যায়, খোলা মুক্ত বায়ুতে উপশম পায়।

সালফারের সমুদায় শ্লেষ্মা স্রাবই ক্ষতকারক (excoriating), নাসিকার স্রাবে নাসিকা এবং ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ হাঁজিয়া যায় ও লালবর্ণ হয়। এক কথায় বলা যাইতে পারে—all the fluids burn the parts over which they pass.

ব্রোঙ্কাইটিস :—ব্রোঙ্কাইটিস বিশেষতঃ পুরাতন অবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যখন সর্ব্বদা প্রচুর পুঁজসদৃশ শ্লেষ্মার সমাবেশ হইতে থাকে রোগীর মধ্যে মধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। সমুদায় দরজা জানালা খুলিয়া দিতে চাহে। চিৎ হইয়া সোজাভাবে শয়নে কাসির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এমন কি বমনোদ্বেগ এবং বমন পর্য্যন্ত হইবার উপক্রম হয়।

নিউমোনিয়া :—নিউমোনিয়ায় সালফার প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত প্রয়োগ হইতে দেখা যায়।

(১) ফুস্‌ফুসে plastic matter এর সমাবেশের পূর্ব্ব রক্তাধিক্য অবস্থা হ্রাস করিয়া নিউমোনিয়া আক্রমণ প্রতিহত করে।

(২) সর্ব্বপ্রথম অবস্থায় সালফার প্রয়োগে নিউমোনিয়ার গতিবৃদ্ধি রোধ হয়।

(৩) নিউমোনিয়ার রসোৎপাদন (exudation) আরম্ভ হইলেও অর্থাৎ ফুস্‌ফুসের যকৃতাবস্থা প্রপ্তির (stage of solidification) প্রারম্ভেও উত্তম কার্য্য করে।

(৪) নিশ্চেষ্ট (torpid) ফুস্‌ফুসের প্রতিক্রিয়া কার্য্য (reaction) উৎপন্ন করতঃ রোগকে শীঘ্র সহজারোগ্য (resolution) করিতে সালফার যথেষ্ট সাহায্য করে।

(৫) নিউমোনিয়ার, টাইফয়েড প্রমুখীন অবস্থায় বাকশক্তির দুর্ব্বলতা এবং জিহ্বার শুষ্কতা ইত্যাদি লক্ষণে সালফার উত্তম কার্য্য করে।

(৬) নিউমোনিয়ার শেষ অবস্থায় ফুসফুসকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করিতে সালফার যথেষ্ট কার্য্য করে। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার সমাবেশ হেতু ঘড় ঘড় শব্দ হয়, পুঁজ সদৃশ গয়ের উঠে, বিলেপী জ্বর (Hectic fever) প্রকাশ পায়, শরীর শুষ্ক হইতে থাকে ; এবম্প্রকার লক্ষণে সালফার প্রয়োগে অনেক সময় আশ্চর্য্যরূপ কার্য্য পাওয়া যায়। কিন্তু tuberculos is এর সম্ভাবনা হইলে আর সালফার প্রয়োগ করা উচিত নয়। এই অবস্থায় সালফারের বিশেষ কিছু কার্য্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ল্যাকেসিসই এই প্রকার অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ।

নিউমোনিয়ার সহিত টাইফয়েড লক্ষণ না থাকিলে পুঁজোৎপাদন নিবারণে সালফার যদিও উত্তম ঔষধ বটে কিন্তু নিউমোনিয়া হইতে টিউবার কিউলোসিস্‌ হইয়া পড়িলে সালফার প্রয়োগ করা আর রোগীকে মৃত্যুদ্বারে ঠেলিয়া দেওয়া একই কথা। নিউমোনিয়ার resolution অবস্থায় সালফারের পার্শ্বে স্যাঙ্গুনেরিয়াকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে যখন গয়ের পুঁজ সদৃশ হয়। গয়ের অধিক দুর্গন্ধযুক্ত হইলে স্যাঙ্গুইনেরিয়াকে প্রাধান্য দিবে।

সালফারের effusion অর্থাৎ রসোৎপ্রবেশ দূরীভূত অথবা শোষণ করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে বলিয়াই নিউমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায়, যে অবস্থায় চিকিৎসক অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে "রসোৎপ্রবেশ শোষণ হইবে

কিংবা পূঁজে পরিণত হইবে" এমত সময়ে সালফার প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। (It is at the end of the second stage of pneumonia that it is indicated;—that "period," as Bahaer says, "of anxious expectation to the physician, because he cannot decide whether re-absorption or a purulent dissolution of the exudation will take place......Now is the period for the exhibition of Sulphur and it is astonishing with what magical rapidity the organic re-action is sometimes kindled by this agent.")

থাইসিস—(Phthisis)—সাল্‌ফার যক্ষ্মাকাশের একেবারে আরম্ভ অবস্থায় ব্যবহার হয়। বাড়াবাড়ি অবস্থায় ইহার প্রয়োগ আমরা কদাচিৎ দেখিতে পাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সালফারে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার অত্যন্ত বৈষম্যতা পরিলক্ষিত হয় এবং তদ্‌হেতু যখন বক্ষঃস্থল রক্তাধিক্য হয়, অঙ্গুলির আঘাতে (percussion) উভয় ফুস্‌ফুসের অগ্রভাগে ঢপ্‌ ঢপ্‌ শব্দ শ্রুত হয় এবং বক্ষঃস্থলের ঊর্দ্ধভাগে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার হ্রাস (diminished respiratory movement) দেখা দেয়; এইরূপ অবস্থায় সালফার রক্তসঞ্চালনের সমতা সম্পাদন করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া দেয়। রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় সালফার উচ্চক্রম কখনই ব্যবহার করিবে না। যদিও সালফারের যথেষ্ট লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তথাপি ইহা অত্যন্ত সাবধানের সহিত ব্যবহার করিবে এবং করিলেও নিম্নক্রম ৩০ প্রয়োগ করিবে। থাইসিস রোগীর প্রাতঃকালীন উদরাময় কখনই সালফার দ্বারা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, থাইসিসের প্রারম্ভে সালফার উচ্চক্রম প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। নিম্নক্রম সালফার পুনঃ পুনঃ কখনই প্রয়োগ করিবে না—(In Consumption everything depends upon the potency, the lower potencies are pernicious. I once provoked fatal activity of the secreting vessels in a pulmonary Consumption with a third potency. So that my patient was absolutely drowned. The too frequeut repeatation and too low potencies of Sulphur in pulmonay phthisis are dangerous—Brighton.

With single dose of sulphur 55 M. I have cured numerous cases of incipient phthisis.—Fincke.

চুলকানি (Itches)—সালফার যে চর্ম্মরোগের একটী মহৎ ঔষধ তাহা উল্লেখ করাই একপ্রকার নিষ্প্রয়োজন। চুল্‌কানি শুনিলেই সর্ব্বপ্রথমে সালফারের কথা স্মরণ হয় কিন্তু ইহার যে কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না করিয়াই অধিকাংশ চিকিৎসক কথায় কথায় সালফার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়া থাকেন—সালফারের চর্ম্মরোগ প্রায়ই শুষ্ক, (হেপার সালফারের রসযুক্ত) চর্ম্ম খস্‌খসে, অপরিষ্কার, ঘর্ম্মশূন্য কিংবা যদি ঘর্ম্ম হয় তাহাও অতি সামান্য, দুর্গন্ধ অথবা অম্লগন্ধযুক্ত। চুলকানি গাত্রময় প্রকাশ পায় এবং চর্ম্মের ভাজযুক্ত স্থানে, কুচ্‌কিতে, স্তনের নিম্নে, বগলে, গলায় এইরূপ স্থলের ছাল উঠিয়া যায়, টাটায় এবং জ্বালা করে। এতদ্ব্যতীত সন্ধিস্থলের ভাজে (bends) এবং অঙ্গুলির ফাঁকেও চুলকানি দেখা যায়। ভীষণ চুল্‌কায়, চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে চর্ম্ম হাজিয়া যায়, ছোট ছোট ফুস্কুরি প্রকাশ পায় এবং জ্বালা করে। সালফারের চুল্‌কানি শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। অনেক সময় দেখা যায় সালফার রোগী সুতী অথবা রেশমের কাপড় ব্যতীত অন্য কিছু অর্থাৎ গরম কাপড় গাত্রেও রাখিতে পারে না, তাহাতে চুল্‌কানি ভীষণ বৃদ্ধি হয়। ঘরের গরমে, গরমবস্ত্রে এবং শয্যার উত্তাপে চুল্‌কানি অধিক হয়, চুল্‌কাইলে চুল্‌কানির উপশম হয় বটে, কিন্তু স্থান জ্বালা করিতে থাকে। সালফারের চুল্‌কানির সহিত জ্বলন বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার ফ্যারিংটন রোগীকে প্রথমতঃ উষ্ণজলদ্বারা এবং সাবানদ্বারা আক্রান্তস্থান, খস্‌খসে তোয়ালে গামছাদ্বারা ধৌত করিয়া তাহার উপর ল্যাভেণ্ডার তেলের প্রলেপ দিতে ব্যবস্থা দেন; তাহার দ্বারা বরং চুল্‌কানি অবরুদ্ধ না হইয়া সূক্ষ্ম কীট এবং ডিমগুলি নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর লক্ষণানুসারে নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগে রোগী শীঘ্র আরোগ্য হয়।

চুল্‌কানির সমগুণ ঔষধ সমূহ

মার্কিউরিয়াস সল—পাঁচড়া এবং ইক্‌জিমাতে মিলিত থাকিলে মার্কিউরিয়াস্ সল অধিক নির্ব্বাচিত হয়; এতদ্ভীত কেবল চুলকানিরও ইহা

একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ; রাত্রিতে এবং শয্যার উত্তাপে চুলকানি বৃদ্ধি হইলে মার্কিউরিয়াস সলকেই প্রাধান্য দিবে।

সিপিয়া—বড় বড় এবং অধিক পূঁজযুক্ত পাঁচড়ায় ইহা অধিক উপযুক্ত। সন্ধিস্থলের ভাঁজে ভাঁজে চুলকানি প্রকাশ পাইলে সিপিয়াকে স্মরণ করিবে।

কষ্টিকম্—চুলকানি মার্কারি কিংবা সালফার দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে এই ঔষধ অধিক নির্ব্বাচিত হয়। হাঁচি, কাশি ইত্যাদিতে অসাড়ে মূত্র নির্গত হইয়া পড়ে।

আর্সেনিক—যতক্ষণ গাত্র আচ্ছাদিত থাকে অর্থাৎ গায়ে কাপড় থাকে ততক্ষণ অধিক চুলকায় না। গাত্রাচ্ছাদন খুলিলেই ভীষণ চুলকাইতে থাকে। চুলকানি উত্তাপে উপশম, ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়। চুলকানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি সদৃশ এবং চুলকানির পর অত্যন্ত জ্বালা করে।

রিউমেক্স—শয্যায় যাইবার পূর্ব্বে গাত্রাচ্ছাদন খুলিলেই চুলকানি আরম্ভ হয় (intense itching when undressing to go to bed)।

নেট্রাম মিউর—ইহাতেও উপরোক্ত প্রকার চুলকানি রহিয়াছে কিন্তু নেট্রাম মিউরে এতদসহ জ্বাবা অথবা ম্যালেরিয়ার সংস্রব থাকিলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সোরিনাম—গাত্র উষ্ণ হইলেই চুলকানি আরম্ভ হয়। শয্যার উত্তাপে ভীষণ চুলকানি বৃদ্ধি হয় (মার্ক সল)। চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত বহির্গত হইয়া পড়ে। অঙ্গুলির মাঝখানে এবং সন্ধিস্থলের ভাঁজেও চুলকানি প্রকাশ পায় (সিপিয়া) Itching when body becomes warm, Itching intolerable in warmth of the bed. Itching, scratches until it bleeds. Itching between fingers and in bends of joints.)

আমাশয়—মল সবুজ কিংবা সাদা, কিংবা পীতবর্ণ, শ্লেষ্মাযুক্ত এবং রক্ত-মিশ্রিত অথবা কেবল রক্ত এবং সময় সময় পূঁজ সদৃশ। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে শূল বেদনা হয়। মলত্যাগের সময় কোঁথানি থাকে এবং যেমনি কোঁথানি কমিয়া যায়; শিশু ঘুমিয়া পড়ে। (Child falls asleep as soon as the

the tensmus ceases)। রোগী সকল সময় খাই খাই করে, বিশেষতঃ বেলা ১০।১১টার সময় এবং মলদ্বার হাজিয়া লাল বর্ণ হয়। একোনাইটে আমাশয়ের তরুণ লক্ষণ সমুদায় এবং কোঁথানি বন্ধ হইবার পরও যখন মলের সহিত রক্ত বহির্গত হইতে থাকে অথবা রক্ত ও কোঁথানি উভয়ই হ্রাস হইবার পরও যখন মলের সহিত শ্লেষ্মা বহির্গত হইতে থাকে; এই উভয় অবস্থাতেই সালফার বিশেষ উপযোগী। সালফারের প্রয়োজন সাধারণতঃ রোগ কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলেই অধিক হয়।

উদরাময়—মল সবুজ অথবা কটাবর্ণ জলবৎ। কাপড়ে সবুজ দাগ লাগিয়া যায়। (Leaving a pale green stain on the diaper) কিংবা সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত, কখন অভুক্ত খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত। যন্ত্রণাশূন্য এবং পরিবর্ত্তনশীল আবার কখন কখন সাদা অথবা সবুজ পীতবর্ণ দুর্গন্ধ কিংবা টক্‌গন্ধ কিংবা পচা গন্ধযুক্ত। প্রাতঃকালে বৃদ্ধি। শয্যা হইতে রোগীকে যেন টানিয়া লইয়া যায়; এত অধিক মলের বেগ হয় যে কাপড় নষ্ট হইবার আশঙ্কা হয়। উদরাময়ে সালফার প্রয়োগ করিতে হইলে নিম্ন লক্ষণ সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে—

(১) শিশু খিটখিটে, একগুঁয়ে, রাগী। (২) ব্রহ্মরন্ধ্র অসম্বদ্ধ। (৩) মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে রক্ত শূন্য। (৪) ওষ্ঠদ্বয় লোহিতাভ। (৫) ক্ষুধা অথচ নিয়ত জলতৃষ্ণা। (৬) মাংস ভক্ষণে অরুচি। (৭) পাকস্থলী খালি খালি বোধ বিশেষতঃ পূর্ব্বাহ্ন ১০।১১ টায়। (৮) সর্ব্বদা খাই খাই করে; শিশু নিকটে যাহা পায় তাহাই মুখে পুরিয়া দেয়। (৯) মলদ্বার হাজিয়া লালবর্ণ হয়। (১০) জননেন্দ্রিয়ের চর্ম্ম হাজিয়া যায়। (Moist excoriation about the genitals)। (১১) হস্ত পদ শীতল অথচ হস্তের চেটো এবং পায়ের তলা উষ্ণ।

(১২) দিবসে এবং অপরাহ্নে তন্দ্রাভাব।

(১৩) চক্ষু অর্দ্ধ নিমিলিত করিয়া নিদ্রা।

(১৪) পুনঃ পুনঃ গাত্র ধৌত করা সত্ত্বেও গাত্রের দুর্গন্ধতা।

(১৫) স্নানে অনিচ্ছুক।

প্রাতঃকালীন উদরাময়ে সালফার একটী অতি মহৎ ঔষধ। আমরা সর্ব্বত্র এই বিষয়ে সালফারকেই উচ্চস্থান দিয়া থাকি। সালফারের বৃদ্ধি অতি প্রত্যূষে।

প্রাতঃকালীন উদরাময়ের ঔষধ সমূহ—

সালফার—প্রাতঃকালীন উদরাময়ের সালফার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রাতঃকালীন উদরাময়ে আমরা সর্ব্বত্র সালফারকেই অতি উচ্চস্থান দিয়া থাকি। অতি প্রত্যুষে এমন কি অন্ধকার থাকিতেই মলত্যাগের বেগ আরম্ভ হয়। রোগীকে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায়। (driving out of the bed) নতুবা কাপড় নষ্ট হইবার আশঙ্কা হয়। মল সবুজ অথবা কটাবর্ণ জলবৎ, কাপড়ে সবুজ দাগ লাগে। কিংবা সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত অভুক্ত খাদ্য দ্রব্য মিশ্রিত, যন্ত্রণা শূন্য এবং পরিবর্ত্তনশীল, আবার কখন কখন সাদা দুর্গন্ধ কিংবা অম্ল গন্ধযুক্ত। মলদ্বার হাজিয়া যায়, লাল হয় এবং জ্বালা করে।

ব্রাইওনিয়া—ইহারও উদরাময় অতি প্রত্যূষে আরম্ভ হয়। নিদ্রাভঙ্গের পর শয্যায় এপাশ, ওপাশ অর্থাৎ নড়াচড়া করিতে আরম্ভেই মলত্যাগের বেগ হয়; অথচ যতক্ষণ রোগী স্থির ভাবে শুইয়া থাকে ততক্ষণ মলত্যাগের বেগ হয় না (From motion, even of a hand or foot, from lying on either side); মল সবুজ এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

নেট্রাম সালফ—ইহার মলের বেগ যদিও প্রাতেই হয় কিন্তু ব্রাইওনিয়া এবং সালফারের ন্যায় তত প্রাতে নয় বরং কিছু বিলম্বে, রোগী নিদ্রা হইতে উঠিয়া এদিক ওদিক ২।৪ বার পায়চারি করিবার পর মলত্যাগের বেগ আসিয়া পড়ে (after rising and moving about) কিন্তু নেট্রাম সালফের মলত্যাগ কালীন অত্যন্ত বায়ু নিঃসরণসহ ফট্ ফট্ শব্দ হয় এবং মল তরল পীতবর্ণ ও বেগের সহিত নির্গত হয় (yellow fluid and gushing)।

রিউমেক্স—ইহা অনেকটা সালফারের ন্যায়, রোগীকে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায় এত অধিক মলত্যাগের বেগ হয় অর্থাৎ শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই মলত্যাগের বেগ আরম্ভ হয় (before rising)। মল কটা বর্ণ জলবৎ তরল। সালফারে বিশেষ উপকার না হইলে রিউমেক্স ব্যবহার হয়, ইহাতে বেশ ফল পাওয়া যায়। উদরাময়ের সহিত খুসখুসে কাশি বর্ত্তমান থাকিলেই এই ঔষধ অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

পডফাইলাম—ইহা সালফারের সমগুণ ঔষধ হইলেও সালফার হইতে অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির। সালফারের বাহ্যের বেগে যে প্রকার রোগীকে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায় পডফাইলামে তত অধিক বাহ্যের বেগ হয় না অথচ উভয়ই প্রাতঃকালীন উদরাময়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। উভয়েরই মলত্যাগের বেগ শেষ রাত্রি অর্থাৎ অতি প্রত্যূষে হয়। সালফারের প্রাতেই কেবল ২।১ বার তরল মল ভেদ হইয়া আর সমস্ত দিন বিশেষ কিছু হয় না। পডফাইলামের উদরাময় সমস্ত দিন অল্প বিস্তর লাগিয়া থাকে অথবা পূর্ব্বাহ্নের পর আর হয় না। পডফাইলামের বিশেষত্ব—উদরাময় প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১১।১২টা পর্য্যন্ত অত্যন্ত অধিক হয়। পডফাইলমের মল পীতবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর এবং বেগের সহিত নির্গত হয়, এক একবার শরীরকে যেন ধুইয়া ফেলে, পরক্ষণে আবার উদর মলে পূর্ণ হইয়া আইসে। সালফারের মল সবুজ, অম্ল অথবা দুর্গন্ধযুক্ত কিন্তু তত প্রচুর নয় এবং বেগের সহিত নির্গত হয় না। পডফাইলামে যন্ত্রণা এবং জ্বালা কিছুই থাকে না। সালফারে হস্ত পদের জ্বালা থাকে এবং মলদ্বার হাজিয়া যায় ও লালবর্ণ হয়।

ফস্ফরাস—ইহারও উদরাময়ের বৃদ্ধি প্রাতঃকালে অধিক হয় কিন্তু ইহা প্রাতঃকালীন উদরাময়ের বিশেষ প্রচলিত ঔষধ নয়। মল সবুজ অথবা সাদা জলবৎ। লম্বা শীর্ণ, উষ্ণ প্রধান লোকের প্রতি যাহারা সর্ব্বদা শীতল স্থান শীতল পানীয় অধিক আকাঙ্ক্ষা করে তাহাদিগেতে অধিক কার্য্য করে।

ডাইস্কোরিয়া—যদিও প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ইহাকে অনেক সময় স্থান দেওয়া হয় কিন্তু ইহার প্রাতঃকালীন উদরাময়ে অধিক ব্যবহার দেখা যায় না। ইহাতে উদরে ভীষণ শূল যন্ত্রণা হয়। শরীর পশ্চাদ্দিকে বাঁকাইলে রোগী উপশম বোধ করে। (কলোসিন্থের বিপরীত)।

পেট্রোলিয়াম—ইহার উদরাময়ও অনেকটা সালফারের ন্যায়। মল দুর্গন্ধ এবং জলবৎ ও অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত। অতি প্রত্যূষে আরম্ভ হয়। এবং রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আইসে। সালফারের সহিত পার্থক্য এই যে পেট্রোলিয়ামের উদরাময় প্রাতঃকাল ব্যতীত দিবসেও অনেক সময় হয়। প্রতি শীতকালে প্রাতঃকালে যাহাদিগের উদরাময় হয় তাহাদিগের প্রতি পেট্রোলিয়াম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

এলোজ—প্রাতঃকালীন উদরাময়ের ইহাও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে, ইহাতেও রোগীকে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায় কিন্তু এলোজের বিশেষ লক্ষণই হইতেছে মলদ্বার পেশীর দুর্ব্বলতা (loss of power of sphinster ani) মূত্র ত্যাগ করিতে অথবা বায়ু নিঃসর ণেই মল নির্গত হইয়া পড়ে এবং মল অধিক শ্লেষ্মাযুক্ত।

সোরিনাম—অতি প্রত্যূষে হইতে উদরাময় আরম্ভ হয়। ইহার বিশেষত্বই হইতেছে মল ঘোর পীতবর্ণ ঈষৎ ঘন এবং ভীষণ পুতি গন্ধযুক্ত।

অর্শ—যন্ত্রণাশূন্য রক্তস্রাবী অর্শ রোগে সালফার এবং নক্সভমিকা পর্য্যায়ক্রমে (alternately) ব্যবহারে অতিশয় উপকার দর্শায়। প্রাতে নক্সভমিকা, সন্ধ্যায় সালফার। উভয় ঔষধ ৩০ ক্রম প্রত্যহ একবার করিয়া ব্যবহার করিলে রক্তস্রাব অতি সত্বর বন্ধ হইয়া যায়। এতদসহ অনেক সময় মলদ্বারে চুলকানি এবং জ্বালা বর্ত্তমান থাকে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—সালফার পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্যের একটি চির পরিচিত ঔষধ এবং এতদসহ বিশেষতঃ অর্শ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা আরো অধিক নির্ব্বাচিত হয়। (I can recomm end you nearly always to begin the treatment of chronic constipation with sulphur especially when piles are present. Often delighted by the wonderful improvement effected in these cases by a weeks course of sulphur, I have continued its administration and as often have seen the benefit gained steadily disappearing until I changed the medicine.—Hughes) অনেককে দেখিয়াছি পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্যে প্রাতে সালফার এবং সন্ধ্যায় নক্স ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন।

অজীর্ণ রোগ—পুরাতন অজীর্ণ রোগের সালফার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী সর্ব্বদা নিম্নোদরে চাপ এবং ভার বোধ করে, যকৃত রক্তাধিক্য বিবৃদ্ধ এবং স্পর্শাধিক্য হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা থাকে। পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য হয় (এইরূপ

অবস্থায় উদারময় প্রাপ্তে যে হইবে তাহার কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই।) ময়দা, আটা ইত্যাদি (farinacious) খাদ্য সামগ্রী পরিপাকে অক্ষম ; দুগ্ধ অসহ্য, পান করিলে তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায় (ইহা মাতালদিগের একটী সাধারণ লক্ষণ) বমনের স্বাদ টক এবং অভুক্ত দ্রব্য মিশ্রিত। জল বেশী খায়। খাদ্যদ্রব্য অল্প খায়। অস্বাভাবিক রকম ক্ষুধার বৃদ্ধি হয় ; বিশেষতঃ বেলা ১০।১১টায় পেট যেন খালি বোধ, কিছুই নাই। আহারে যদিও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় বটে পেট ফুলিয়া পঠে, আহারান্তে রোগীর শরীর নিস্তেজ এবং স্ফূর্ত্তিহীন বোধ করে। এতদ লক্ষণ সমুদায় নক্সভমিকায়ও অল্প বিস্তর রহিয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই এবং নাক্সভমিকাও বাস্তবিক ইহার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে। প্রথমাবস্থায় নাক্সভমিকা অনেক সময়ে দেওয়া হইয়াও থাকে। নাক্সভমিকায় কতক উপকার করে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য করে না। সেই হেতুই নাক্সের পর সালফার ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়া হয় এবং ইহার দ্বারা রোগ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়। যদ্যপি রোগ অত্যন্ত পুরাতন হয় এবং এতদ সমুদায় লক্ষণ উত্তমরূপে প্রকাশ না পায় তাহা হইলে প্রথম হইতেই সালফার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কোন প্রকার পীড়কা অবরুদ্ধ (Suppressed eruption) হেতু যদি অজীর্ণ রোগ প্রকাশ পায় তাহাতে সালফারকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রয়োগ করিবে।

যকৃত—মাতালদিগের বিবৃদ্ধ যকৃতে (enlarged liver) যখন অত্যন্ত প্রদাহ উপস্থিত হয়—বিশেষতঃ প্রদাহের পর যদি স্ফোটক হয় তাহা হইলে ল্যাকেসিস্ তাহাতে উত্তম কার্য্য করে।

স্বপ্নদোষ—হস্তমৈথুন এবং অত্যধিক স্ত্রীসহবাস হেতু পুং জননেন্দ্রিয়ের রোগে নক্সভমিকা, সালফার এবং ক্যালকেরিয়া এই তিনটী ঔষধ বিশেষ উপযোগী। প্রথমতঃ নক্সভমিকা ব্যবহারে কিছু উপকার হইয়া যদি আর অধিক উপকার না হয় তাহা হইলে সালফারের বিষয় চিন্তা করিবে এবং সালফারেও যদি আশানুরূপ ফল না পাওয়া যায় তখন ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে প্রধান্য দিবে এবং তাহাতেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। স্বপ্নদোষে নিম্ন লক্ষণে সালফার সাধারণতঃ প্রয়োগ হয়,—(১) রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং তদসহ পরিপাকক্রিয়ার গোলযোগ। (২) মস্তকের চাঁদির উষ্ণতা এবং মধ্যে

মধ্যে সর্ব্বাঙ্গময় উত্তাপের ঝল্‌কা (flushed of heat) বোধ। (৩) পদদ্বয় শীতল অথচ পদদ্বয়ের তলা এবং হস্তের চেটো উত্তপ্ত। (৪) রাত্রিতে স্বপ্নে বীর্য্যস্খলন এবং তদসহ লিঙ্গের শিথিলতা। (৫) লিঙ্গের উত্থানশক্তির হ্রাস। (৬) স্ত্রী অঙ্গ স্পর্শ মাত্রেই বীর্য্যপাত এবং তদহেতু কটিদেশে যন্ত্রনা শারীরিক দুর্ব্বলতা।

বিসর্প (Erysipelas)—মুখমণ্ডলের দক্ষিণপার্শ্বের বিসর্পে সালফারের প্রয়োগ দেখা যায়। মুখমণ্ডলের কর্ণের নিকট হইতে আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে বিস্তারিত হইতে থাকে। দক্ষিণ কর্ণ অত্যন্ত স্ফীত এবং ঈষৎ কৃষ্ণ ঘোর লালবর্ণ হয়। সালফার রোগীর গাত্র প্রক্ষালনেও যেন ময়লা কাটে না, তথাপি দুর্গন্ধ থাকে এবং গাত্র চর্ম্ম কোঁচকান খস্‌খসে। যে সমুদায় বিসর্প রোগ হুহু করিয়া দ্রুত বৃদ্ধি হয় তাহাতে সালফার নির্ব্বাচিত হয় না। সেইরূপ স্থলে আর্সেনিক, এপিস, রাসটক্স ইত্যাদি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে। সালফারে প্রথমতঃ মুখমণ্ডলে লাল ছাপ ছাপ দাগ একটির পর একটী করিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে, এইরূপে প্রায় সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বিসর্প আকার ধারণ করে।

প্রমেহ—পুরাতন প্রমেহ রোগে সালফার অধিক নির্ব্বাচিত হয়। স্রাব পুঁজবৎ ঘন কিংবা তরল যে প্রকারই হউক যদি প্রস্রাব ত্যাগকালীন জ্বালা থাকে এবং প্রস্রাব দ্বার অত্যন্ত লালবর্ণ হয় তাহা হইলে সালফারকে প্রধান্য দিবে। মুদাতে অনেক সময় সালফার ব্যবহার হয় যখন লিঙ্গাগ্রের ত্বক প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া শক্ত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপরও সালফারের যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায়। এতদস্থলে সালফারে যাহা কিছু লক্ষণ পাওয়া যায় তদসমুদায়ই উক্তস্থানের রক্তাধিক্য বশতঃ উৎপন্ন হয়। জরায়ু প্রদেশ সময় সময় ভার ভার বোধ করে এবং তদস্থান হইতে যেন কিছু বহির্গত হইয়া পড়িবে এই প্রকার মনে হয়। রোগী অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। দাঁড়াইয়া থাকা অবস্থা কষ্টজনক মনে করে; এতদসহ জোনি প্রদেশের জ্বলন এবং চুলকানি বর্ত্তমান থাকে ও mons venarisএর উপর দাগ্‌রা দাগ্‌রা দাগ প্রকাশ পায়। এই বিষয়ে এলোজের সহিত সালফারের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা

যায়। উভয় ঔষধেই জরায়ু প্রদেশ ভার ভার বোধ করে, উভয় ঔষধেই জরায়ু প্রদেশে নিম্নাভিমুখীন আকর্ষণ বোধ (bearing down sensation) লক্ষন বর্ত্তমানে থাকে, কিন্তু এলোজের প্রধান কার্য্যস্থল হইতেছে মলদ্বারে। সর্ব্বদা যেন মলত্যাগের ইচ্ছা এবং মলত্যাগ কালীন প্রচুর বায়ু নিস্সরণ হয় এতদ্ব্যতীত, এলোজের রোগ (অর্শ) শীতল জলে উপশম হয় আর সালফার রোগী শীতল জল আদপেই পছন্দ করে না।

জ্বর

সালফারকে টাইফয়েড কিংবা কোন প্রকার দূষিত অথবা ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধ বলিতে পারা যায় না। কারণ এই প্রকার কোনই লক্ষণ অদ্যাবধি সালফারে পাওয়া যায় নাই যে, সালফার রক্তের উপাদানের উপর কোন কার্য্য প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। (there is no indication that sulphur makes changes in the structure of the blood such as belong to typhoid and septic conditions—Farrington.)

কাজে কাজেই সালফারকে উক্তরূপ রোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে না। সালফারকে রেমিটেণ্ট অথবা continued fever এর অথবা synochal feverএ একোনাইট ব্যবহার করা সত্ত্বেও যখন গাত্রের উত্তাপের হ্রাস হয় না এবং কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া অথবা ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় না তখন চিন্তা করা যাইতে পারে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে জ্বর প্রত্যহ সন্ধ্যায় যদিও কিঞ্চিৎ হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে এবং প্রাতে কিঞ্চিৎ হ্রাস হইতেছে কিন্তু জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম এক সময়ের জন্যও হইতেছে না—এই প্রকার হইতে যখন টাইফয়েডের অবস্থা প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা হয় রোগী জ্বরের প্রবলতায় তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া থাকে, জিহ্বা শুষ্ক এবং পার্শ্ব এবং অগ্রভাগ লালবর্ণ হয়, কথার উত্তর ধীরে ধীরে দেয় এবং জ্বরে সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যায় তখন সালফার উত্তম কার্য্য করে অর্থাৎ একোনাইটের সমুদায় লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে অথচ রোগী উপশম হইতেছে না এরূপ স্থলে সালফার ব্যবহার করিবে।

সালফারে আশানুরূপ কার্য্য না হইলে এবং রোগ যদি ক্রমশঃই বৃদ্ধি

হইতে থাকে তাহা হইলে ব্যাপ্‌টিসিয়া এবং আর্সেনিকের অবস্থা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। যে রোগী কথার উত্তর দিতে বিলম্ব করিতেছিল, সেই রোগী এখন ঘোর আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ডাকিলে কথার উত্তর দিতে দিতেই তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িতেছে। জিহ্বার অবস্থাও পরিবর্ত্তন হইয়া কটা অবস্থা কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং দন্তশর্করা প্রকাশ পাইয়াছে। মল, মূত্র, ঘর্ম্ম যাবতীয় স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে, রোগী অঘোর অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এইরূপ অবস্থায় ব্যাপ্‌টিসিয়াই হইতেছে প্রকৃত ঔষুধ।

আর্সেনিক—যদি ও কতক লক্ষণে অস্থিরতা, ভরাটে বেগবতী নাড়ি (full bounding pulse) উত্তপ্ত গাত্রত্বক, মৃত্যুভয়, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদিতে একোনাইটের সহিত সাদৃশ্যতা রহিয়াছে কিন্তু আর্সেনিকের ন্যায় ধ্বংসোম্মুখীন প্রবলতা একোনাইটে কিছুমাত্র থাকে না। সামান্য প্রদাহিক জ্বরই হউক আর টাইফয়েড হউক আর্সেনিকের স্বভাবই হইতেছে ধ্বংসপ্রমুখীন। রোগের বৃদ্ধি দ্বিপ্রহর অথবা রাত্রি ১২টা হইতে ২টা, জলের অদম্য পিপাসা (পরিমাণে অল্প, অথচ বারে বেশী খায়) এবং অগ্নিবৎ গাত্রদাহ এই কয়েকটী লক্ষণেই ইহা অন্য ঔষধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে।

সময়—কোন নিদ্দিষ্টতা নাই।

শীত অবস্থা—জল পিপাসা থাকে না। ভিতরে ভিতরে শীত শীত বোধ হয় অথচ রোগী উত্তাপ এবং পিপাসা বোধ করে না। শীতভাব সর্ব্বদা মেরুদণ্ডের নিম্ন হইতে উর্দ্ধে চলাচল করিতে থাকে। (chilliness constantly creeps from the sacrum up the back) লিঙ্গ বরফের ন্যায় শীতল।

দাহ অবস্থা—জলের পিপাসা থাকে। ঘন ঘন মুখ মণ্ডলে উত্তাপের ঝলকা প্রকাশ পায় অথচ রোগী শীত অনুভব করে। হাতের চেটো এবং পায়ের তলা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হয় অথবা পদদ্বয় শীতল কিন্তু পায়ের তলা উষ্ণ। শীতল স্থানে কিংবা শীতল জলে পদদ্বয় রাখিতে ইচ্ছা করে, শয্যার ভিতরে পা রাখিতে ইচ্ছা করে না। হাতের চেটো ভীষণ উত্তপ্ত হয়।

ঘর্ম্ম অবস্থা—রাত্রিতে সর্ব্বশরীর ময় প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং সুনিদ্রা হয় না। প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গের পরও প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেও ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় রাত্রিতে প্রচুর অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট হয়।

জিহ্বা—জিহ্বা শ্বেত অথবা পীত লেপাবৃত দিনের বেলা পরিষ্কার হইয়া যায়, সন্ধ্যায় লাল এবং পরিষ্কার হয়। প্রাতে জিহ্বার স্বাদ তিক্ত হয় অথচ দুগ্ধ সহ্য হয় না। খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ স্বাভাবিক বোধ করে। দুগ্ধপানে মুখের স্বাদ অম্ল হয় এবং অম্ল উদ্গার উঠে। মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য, বিয়ার, ব্র্যাণ্ডি আকাঙ্ক্ষা করে।

কোন নূতন জ্বরের লক্ষণ ভালরূপ প্রকাশ না পাইলে কিংবা ঔষধ নির্ব্বাচনের সন্দেহ হইলে যেমন ইপিকাক্ দেওয়া হয় সেইরূপ পুরাতন জ্বরে সালফার দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার দ্বারাই হয়ত জ্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায় কিংবা অন্য ঔষধের লক্ষণ পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—সালফার সচরাচর ৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু বাত এবং হাঁপানিতে কেহ কেহ নিম্নক্রম চূর্ণ (trituration) প্রয়োগ করেন এবং তাহারা অধিক ফলপ্রদ মনে করেন (In Rheumatism and asthma, the lowest triturations seem most in favour—Hughes)

অনুপূরক (Complementary)—এলোজ, সোরিনাম। সালফার, কেলকেরিয়া, লাইকোপোডিয়াম অথবা সালফার, সার্সাপ্যারিলা এবং সিপিয়া এই ঔষধ সমূহ পর পর ব্যবহার হয়। কিন্তু কেলকেরিয়া সালফারের পূর্ব্বে কখনই প্রয়োগ করা উচিৎ নয় (Calcarea must not be used before Sulphur)

একোনাইট লক্ষণযুক্ত পুরাতন রোগে যখন একোনাইটে কার্য্য সম্পূর্ণ হইতেছে না এইরূপ অবস্থায় সালফার উত্তম কার্য্য করে (Sulphur is the chronic of Aconite) এবং নিউমোনিয়া ও অন্যান্য তরুণরোগে একোনাইটের পর সালফার প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়।

মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুস্, সন্ধিস্থল ইত্যাদি স্থানসমূহের রসোৎপাদন শোষনে ব্রাইয়োনিয়া, কেলিমিউর অথবা নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না হইলে সালফার উত্তম কার্য্য করে।

প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিতে সালফারের সমকক্ষ ঔষধ সমূহ—ফুসফুস্ রোগে লরসিরাস। স্নায়বিক রোগে—ভেলেরিয়ানা; এম্ব্রাগ্রাইসিয়া। উদরের পীড়ায় এবং কোলাপ্সে—কার্ব্বভেজ।

রোগের বৃদ্ধি—দণ্ডায়মান অবস্থায়, শয্যার উত্তাপে, অবগাহনে প্রক্ষালনে, ঋতুর পরিবর্ত্তনে।

রোগের উপশম—শুষ্ক উষ্ণ ঋতুতে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে (ষ্টেনামের বিপরীত)

রোগীর বিবরণ

(১) একটী শিশুর উদরাময় হয়। পিতা প্রত্যহ ডাক্তার খানায় আসিয়া অবস্থা বলিয়া বলিয়া ঔষধ লইয়া লইয়া যান। কিন্তু কিছুই ফল না হওয়ায় একদিন মলদ্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলাম যে স্থানটী অত্যন্ত লালবর্ণ হইয়াছে এবং হাঁজিয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া আরো জানিতে পারিলাম যে মলত্যাগকালীন শিশু চীৎকাৎ করিয়া কাঁদিয়া উঠে এতদ লক্ষণে সালফার ৩০ ক্রম ২টী মাত্র বটিকা দেওয়ায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

(২) কোন বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা কোন চর্ম্মরোগকে অবরুদ্ধ (suppress) করিলে তাহার দ্বারা কি প্রকার ভীষণ ফলাফল উৎপন্ন হয় এবং সেই অবরুদ্ধ পীড়াকে বহির্গত করিবার সালফারের কি প্রকার ক্ষমতা তদ্বিষয়ে ডাক্তার ন্যাসের লিখিত একটি রোগীর বিবরণ নিম্নে তুলিয়া দিলাম—প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি একটি মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোককে চিকিৎসা করি। রোগ সমুদায় যেন পাকস্থলীতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, সে একটু দুধ এবং রুটী ব্যতীত আর অধিক কিছু আহার করিতে পারিত না, ইহা খাইয়া কোনমতে জীবণ ধারণ করিতেছিল, অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছিল। অনেক প্রকার চিকিৎসা করিয়াছিল কিন্তু কোনরূপ উপকার না হওয়ায় স্ত্রীলোকটি হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, ১৫ বৎসর পূর্ব্বে তাহার গ্রীবাদেশে একটি ইকজিমা হইয়াছিল এবং তাহা বাহ্যিক মলমদ্বারা আরোগ্য করা হয়। আমি এতদলক্ষণে তাহাকে সালফার ২০০ শক্তি একমাত্রা প্রয়োগ করি এবং ঔষধ সেবনের ৩ সপ্তাহের মধ্যে গাত্রে পীড়কা প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে, অবরুদ্ধ পীড়কা (eruption) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাকাশয়ের গোলযোগ উপশম হইতে আরম্ভ হয় এবং সেই একমাত্রা সালফারে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

গ্যাফাইটিস্ (Graphitis)

ইহা বাঙ্গালায় কৃষ্ণবর্ণ সীস্ (Black lead of pencil) নামে পরিচিত। কাঠ পেনসিল এই প্রকার সীস দ্বারা প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহাকে black lead of pencil ও বলা যাইতে পারে। ইহা অঙ্গার জাতীয় খনিজ পদার্থ। আর্সেনিক এবং ফেরামের সহিত ইহার অনেক বিষয়ে সম্বন্ধ রহিয়াছে, কতক বিষয়ে ইহা আর্সেনিকের অনুপূরক আবার কতক বিষয়ে বিষয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। মেদপ্রবণ (tendency to obesity) এবং কোষ্ঠকাঠিন্য স্ত্রীলোক বিশেষতঃ যাহাদিগের ঋতুস্রাব বিলম্বে হয়।

২। সর্ব্ববিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অথচ ভীতু এবং বিষাদ-গ্রস্থ, সর্ব্বদা মৃত্যু চিন্তা কার। গীতবাদ্যে ক্রন্দন উপস্থিত হয়। (গীতবাদ্য অসহ্য—নেট্রামকার্ব্ব, সেবেডিলা)।

৩। ঋতুস্রাব অত্যন্ত অনিয়ম, স্বল্প, ফ্যাকাসে এবং বিলম্বে হয় ও ভীষণ শূল যন্ত্রণাযুক্ত

৪। অসুস্থ গাত্রত্বক। সামান্য ক্ষতেই পুঁজের সঞ্চার হয়, (every injury suppurates—Hep)। পুরাতন শুষ্ক কঠিন ক্ষত স্থানে পুনরায় ক্ষত উৎপন্ন হয়। কর্ণের পশ্চাতে হস্ত এবং পদের অঙ্গুলির মাঝখানে ও শরীরের নানাস্থানে ইকজিমা প্রকাশ পায়, ইকজিমা স্রাব মধুর ন্যায়, তরল, স্বচ্ছ এবং চটচটে (Honey like, transparent, sticky fluid)।

৫। হস্ত এবং পদের নখ বক্র এবং বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ (এন্টিক্রুডাম) ইহা ব্যতীত যন্ত্রণাও হয়, মনে হয় যেন ঘা হইয়াছে।

৬। শ্বেতপ্রদর স্রাব প্রচুর এবং তরল। দিবসে এবং রাত্রিতে বেগের সহিত বহির্গত হয় (occurs in gushes day and night)। স্রাব ক্ষয় কারক, স্থান হাঁজিয়া যায়।

৭। হস্ত এবং পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ, স্তনের বোঁটা, জোনি-কপাটের সংযোগ স্থল, মলদ্বার, অক্ষিপুট ইত্যাদি স্থানের বিদারণ হয় অর্থাৎ চিরিয়া যায়।

৮। পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য। মল কঠিন, বৃহদাকার, এবং গুট্‌লে গুট্‌লে ও শ্লেষ্মায় পরস্পর জড়িত (united by threads of mucous) কিংবা মলের গাত্র শ্লেষ্মায় মিশ্রিত।

৯। বধিরতা (deafness) গোলমালে কিংবা গাড়ীতে আরোহণ করিলে তাহার শব্দে হ্রাস হয় (নাইট্রিক এসিড)।

১০। অক্ষিপুটের ইকজিমা। রসযুক্ত পীড়কা (eruption) এবং বিদারণ। অক্ষিপুট লাল এবং ধারগুলি পাপড়িযুক্ত (margins covered with scales or crusts)।

সাধারণ লক্ষণ

১। উদরাময়। মল পীতবর্ণ এবং অভুক্ত দ্রব্যে মিশ্রিত ও ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত। প্রায়ই পীড়কা অবরুদ্ধ জনিত হয়।

২। স্ত্রী কিংবা পুরুষ উভয়ের মধ্যে রতি ক্রিয়ার অনিচ্ছা।

৩। দাহকযুক্ত বিসর্প। মুখমণ্ডলে অধিক হয়, জ্বালা এবং হুল বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। বিসর্প দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হয় (আইওডিনের অপব্যবহার হইলে উত্তম কার্য্য করে)।

৪। শীতল বায়ু স্পর্শাধিক্য অল্পতেই সর্দ্দি কাশি ইত্যাদি হয়। শীত-কাতর (ক্যালকেরি, হেপার)।

৫। স্তনে ফোঁড়ার দরুণ শক্ত ক্ষতচিহ্ন হেতু দুগ্ধ নিঃসরণে বিঘ্ন।

৬। ঋতুস্রাব কালীন প্রাতঃকালীন বমন (morning sickness)।

রোগী এবং দেহ গঠন—গ্র্যাফাইটিস্ রোগী মেদাধিক্য ধাতুপ্রবণ, (coustitution tendency to obesity) বিশেষতঃ যে সমুদয় স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে অধিক ভোগে এবং যাহাদিগের রজঃ প্রকাশে বিলম্ব, জলবৎ ফ্যাকাসে এবং স্বল্প হয়, এইরূপ স্থলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। গ্র্যাফাইটিসে যে মেদাধিক্যতা আমরা দেখিতে পাই তাহা সুস্থ নিরেট মাংস নয় (not healthy solid flesh) বরং ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ন্যায় খাদ্য দ্রব্য সামঞ্জস্য ভাবে সমীকরণ দোষ হেতু উদ্ভুত, থল্‌থলে মাংস পেশী। এই দুইটি ঔষধের রোগী স্থূলকায় অথচ অসুস্থ। গ্র্যাফাইটিস্ রোগীতে প্রাণী শরীরের স্বাভাবিক তাপের (animal heat) অত্যন্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়, এই প্রকার রোগীর শরীর সর্ব্বদাই শীতল, শ্রমযুক্ত কার্য্যেতেও উত্তাপের সঞ্চার হয় না। পালসেটিলা যেমন স্ত্রীলোকের যৌবন-ধর্ম্মের সময়ের একটি উপযুক্ত ঔষধ গ্র্যাফাইটিস্ তেমনি রজোনিবৃত্তি কালের একটি প্রধান ঔষধ। ক্যালকেরিয়া এবং গ্র্যাফাইটিস রোগী দেখিতে অনেকটা এক প্রকারের এবং উভয় ঔষধেরই রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু গ্র্যাফাইটিস্ রোগী অত্যন্ত চর্ম্মরোগ প্রবণ। কোন রোগে গ্র্যাফাইটিস্ নির্ব্বাচন কালীন তিনটি লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে—তাহা হইতেছে। (১) রোগী মেদ প্রবণ (২) চর্ম্মরোগ প্রবণ (৩) এবং কোষ্ঠ-কাঠিন্য এই তিনটিই হইতেছে এই ঔষধের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। গ্র্যাফাইটিস্ অত্যন্ত গভীর কার্য্যকরী ঔষধ। ইহার রোগের উপসর্গ সমূহ প্রাতে সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে বিশেষতঃ মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে অধিক বৃদ্ধি হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য সহ মেদ প্রবণ অথবা যাহারা এক সময়ে অত্যন্ত স্থূলকায় ছিল এক্ষণে কৃশ হইয়া যাইতেছে—তাহাদিগের রোগে গ্র্যাফাইটিসের বিষয় চিন্তা করিবে। কার্ব্বন জাতীয় ঔষধ সমূহের মুক্ত খোলা বাতাসের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত অধিক পরিলক্ষিত হয়—(craving for air is strong in the carbons) অথচ ঠাণ্ডাও অতি সহজেই লাগিয়া যায়—আরও দেখিতে পাওয়া যায়, গ্র্যাফাইটিস্ শরীরের বাম পার্শ্বে অধিক কার্য্য করে।

মানসিক লক্ষণ—গ্র্যাফাইটিস্ রোগীর মানসিক লক্ষণ একটি বিশেষ পরিচায়ক এবং স্ত্রীলোকের প্রতি ইহা অধিক প্রকাশ পায়। রোগী অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং নিরুৎসাহ প্রকৃতির ও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং ভীত স্বভাবের,

কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই অথচ বিপদের বৃথা কল্পনা করিয়া অস্থির এবং চিন্তিত হয় এবং চিন্তায় এত অধিক অধীর হইয়া পড়ে যে এক স্থানে অধিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। আর্সেনিক রোগীর ন্যায় অস্থিরতায় একবার এখানে একবার ওখানে করিতে থাকে (গ্র্যাফাইটিসের এবম্বিধ মানসিক লক্ষণের আর্সেনিক একটি বিষঘ্ন ঔষধও বটে)। গ্র্যাফাইটিসের এই প্রকার মানসিক লক্ষণ অনেক সময় চর্ম্মরোগ, হরিৎ পীড়া (chlorosis) এবং চক্ষুর প্রদাহ ইত্যাদি রোগে প্রকাশ পায়। এতদ্ লক্ষণ ব্যতীত গ্র্যাফাইটিস রোগী অত্যন্ত সাবধান এবং ভীতু স্বভাবের, কোন কার্য্য করিতে হইলেই অত্যন্ত ইতঃস্তত করে। সকল সময় মৃত্যু চিন্তা করে এবং মন অবসাদপূর্ণ—গীত-বাদ্য শ্রবণে ক্রন্দন উপস্থিত হয়, (গীতবাদ্য অসহ্য—নেট্রাম কার্ব্ব)।

হরিৎ পীড়া (Chlorosis)—গ্র্যাফাইটিস্ হরিৎ পীড়ার একটী ঔষধ কিন্তু এতদ্স্থলে রোগীর শারীরিক গঠন এবং মানসিক লক্ষণের প্রতি অধিক নির্ভর করে। ফেরাম মেটালিকামের ন্যায় রক্ত অতি সহজেই মস্তকে ধাবিত হয় এবং মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইয়া উঠে ও সঙ্গে সঙ্গে রোগী হৃদপিণ্ডে হঠাৎ ধাক্কা অনুভব করে, রোগী মনে করে কোন প্রকার হৃদপিণ্ডের রোগ হইয়াছে। রাত্রিতে শয়নকালীন সমুদায় শরীরময় স্পন্দন হয়। গ্র্যাফাইটীসে এইরূপ অবস্থা রক্তাধিক্য হেতু যে উৎপন্ন হয়, এই প্রকার মনে হয় না। কারণ গ্র্যাফাইটীস রোগীর এবম্প্রকার রোগে রক্ত প্রায়ই জলবৎ তরল এবং ফ্যাকাসে হয়। রক্তের লোহিত কণিকার অংশ, অত্যন্ত হ্রাস হয় এবং শ্বেত কণিকার অংশ অত্যন্ত প্রবল হয়। কাজে কাজেই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থান সমূহ—ওষ্ঠদ্বয় ইত্যাদি ফেরাম মেটালিকামের ন্যায় ফ্যাকাসে রক্তহীন অবস্থায় পরিণত হয়। মাসিক ঋতুস্রাবও অত্যন্ত বিলম্বে, জলবৎ ফ্যাকাসে এবং স্বল্প হয়।

উক্ত রোগে পালসেটীলাকে গ্র্যাফাইটীসের সমকক্ষ এবং অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য ঔষধ বলা যাইতে পারে। ইহাদিগের সাদৃশ্যতা এবং পার্থক্য নিম্নে দেখান হইল—

পালসেটিলা	গ্র্যাফাইটিস্
১। ঋতুস্রাবে বিলম্বে, স্বল্প, ফ্যাকাসে জলবৎ অথবা কৃষ্ণ বর্ণ হয়।	১। ঋতুস্রাব বিলম্বে, স্বল্প ফ্যাকাসে জলবৎ অথবা কৃষ্ণবর্ণ হয়।
২। শীতকাতুরে, অবসাদপূর্ণ এবং ক্রন্দনশীলা।	২। শীতকাতুরে, অবসাদপূর্ণ এবং ক্রন্দনশীলা।
৩। চর্ম্মরোগ কিছুই থাকে না।	৩। চর্ম্মরোগ প্রবণ, কোন না কোন প্রকার চর্ম্মরোগ শরীরে প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে।
৪। চর্ম্ম পরিষ্কার, মসৃণ এবং কোমল।	৪। চর্ম্ম খস্‌খসে, শুষ্ক এবং ঘর্ম্মহীন। পুঁজযুক্ত কিম্বা পুঁজহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি প্রায়ই লাগিয়া থাকে এবং ঋতুকালীন স্বভাবতঃ ইহা বৃদ্ধি হয়।
৫। উদরাময়প্রবণ।	৫। কোষ্ঠকাঠিন্য প্রবণ।

গ্রন্থিবিবৃদ্ধি—লসিকাগ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে (enlargement of lymphatic glands) বিশেষতঃ শিশুদিগেতে গ্র্যাফাইটিস্‌কে অনেক চিকিৎসক ক্যালকেরিয়ায় কার্ব্ব, সালফার সাইলিসিয়া ইত্যাদি স্ক্রফুলাস জাতীয় ঔষধের সমকক্ষ বলেন, কাজেকাজেই গ্রীবাদেশ, কক্ষতল, মধ্যান্ত্রপ্রদেশ (mesentric) ইত্যাদি স্থানের গ্রন্থিসমূহ স্ফীত এবং কঠিন হইলে গ্র্যাফাইটিসকে চিন্তা করা উচিত। ইহা এতদস্থানের গ্রন্থিবিবৃদ্ধিতে উত্তম কার্য্য করে কিন্তু গ্র্যাফাইটিসের গ্রন্থির স্ফীতির সহিত চর্ম্মরোগ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন কারণ ইকজিমা (eczema) সদৃশ চর্ম্মরোগ এই ঔষধের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ ইহা ব্যতীত চর্ম্মরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের বসার্ব্বুদের (fatty tumor) গ্র্যাফাইটিস একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গ্র্যাফাইটিসের গ্রন্থির স্ফীতিতে কোন প্রকার যন্ত্রণা কিংবা প্রদাহ প্রায়ই থাকে না। এবম্প্রকার গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত (স্ক্রফিউলাস্) শিশুদিগের নিম্নোদর বৃহৎ এবং শক্ত হয় ও জলবৎ দুর্গন্ধ অজীর্ণ উদরাময়ে প্রায়ই কষ্ট পায়।

উদরাময়—উদরাময়ের গ্র্যাফাইটিস যদিও একটি বিশেষ প্রচলিত ঔষধ নয় তথাপি স্থান বিশেষে ইহার প্রয়োগ দেখা যায় এবং উত্তম

কার্য্যও করে। সচরাচর মোটা থল্‌থলে লোকের প্রতি যাহারা সর্ব্বদা শীত অনুভব করে এবং ইকজিমা কিংবা ইকজিমা সদৃশ চর্ম্মরোগে ভোগে তাহাদের উদরাময়ে ইহা প্রয়োগ হইয়া থাকে। মল তরল কটাবর্ণ অজীর্ণ খাদ্য দ্রব্য মিশ্রিত। কাদার ন্যায় চট্‌চটে এবং অত্যন্ত পচা গন্ধযুক্ত।

চক্ষুপ্রদাহ এবং চক্ষুরোগ—স্ক্রফিউলাস জাতীয় চক্ষু প্রদাহে (of scrofulous character) গ্র্যাফাইটিস্‌কে এতদশ্রেণীর ঔষধ ক্যালকেরিয়া সালফার এবং আর্সেনিক ইত্যাদি অপেক্ষাও উচ্চস্থান প্রদান করা হয়। স্বচ্ছাবরকের (cornea) সমুদায় স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত প্রকাশ পায়, ক্ষতগুলি গভীর হয় না বরং স্বচ্ছাবরকের উপরে উপরে ভাসা ভাসা থাকে (superficial ulcer) এবং এতদলক্ষণসহ অনেক সময় স্বচ্ছবরাকও প্রদাহযুক্ত হয়। অক্ষিপুট বিশেষতঃ ধারগুলি ফুলিয়া পুরু হয় ও পাতলা পাতলা চর্ম্ম পাপড়িতে ভরিয়া উঠে। চক্ষু-পিচুটিতে কখন কখন জুড়িয়াও যায়। চক্ষুরোগে গ্র্যাফাইটিসের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্বই হইতেছে যে অক্ষিপুটের প্রদাহে (blepharitis) চক্ষুর কোন অর্থাৎ চক্ষুর দুইটি পাতার সংযোগস্থল অত্যন্ত অধিকরূপ আক্রান্ত হয় ইহার সহিত অক্ষিপুটের ধারগুলি চির খাইয়া রক্ত বহির্গত হইবার সম্ভাবনা হয়। গ্র্যাফাইটিস্‌কে ইহার অব্যর্থ ঔষধ জানিবে।

অক্ষিপুটের উপাস্থি (cartilage) অর্থাৎ অক্ষিপুট এত অধিক পুরু (thick) হয় যে পর্য্যস্তাক্ষিপুট কিংবা বিপর্যস্তাক্ষিপুট (eversion of the eyelid or inversion of the eyelid) হইবার আশঙ্কা হয়। এতদ্ব্যতীত অক্ষিপুটের ধারে ধারে শক্ত অঞ্জনিও সময় সময় প্রকাশ পায়। চক্ষুর দৃষ্টিরও ব্যতিক্রম হয়—অক্ষরগুলি ডবল এবং জড়ান জড়ান দেখায় ও অক্ষিপুটের ধারগুলি ফ্যাকাশে রক্তশূন্য হয় (সালফারে লাল হয়)।

স্ক্রফিউলাস চক্ষুপ্রদাহের সমগুণ ঔষধ সমূহ

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—স্ক্রফিউলাস চক্ষুপ্রদাহে ইহার নির্ব্বাচন চক্ষুর লক্ষণের উপর অধিক নির্ভর করে না। ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব কোন রোগে প্রয়োগ করিতে হইলে, ইহার স্বভাবজাত লক্ষণ—মস্তকে ঘর্ম্ম,

পদদ্বয়ের শীতলতা এবং শীতল বায়ু স্পর্শাধিক্যতা এই কয়েকটি লক্ষণের বিষয় চিন্তা করিবে। এই কয়েকটী ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। গ্রাফাইটিস্ নির্ব্বাচন কালীন চর্ম্ম রোগ আছে কিনা তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবে।

আর্সেনিক—ইহাতেও গ্র্যাফাইটিসের জ্বালা যন্ত্রণা চক্ষুর স্রাবে হাজিয়া যাওয়া ইত্যাদি সমুদায় লক্ষণই রহিয়াছে কিন্তু ইহার অস্থিরতা, উত্তাপে উপশম গ্র্যাফাইটিসে নাই।

সালফার—ইহাতে চক্ষুর পাতার ধারগুলি স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা অধিক লাল হয়। গ্র্যাফাইটিসের চক্ষুর পাতার ধার ফ্যাকাসে।

ইউফ্রেসিয়া—ইহার চক্ষু স্রাবও ক্ষয়কারক, স্থান হাজিয়া যায় কিন্তু স্রাব ঘন এবং পুঁজ সদৃশ আর গ্র্যাফাইটিসের স্রাব তরল।

মার্কিরিউয়াস্ সল্—ইহাও স্ক্রফিউলাস চক্ষুপ্রদাহের একটী উপযুক্ত ঔষধ। রোগ রাত্রিতে, উত্তাপে, সূর্য্যের কিরণে বৃদ্ধি হয়। স্ক্রফিউলাসসহ উপদংশ দোষ থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

হেপার সালফার—রোগী চক্ষু স্পর্শ করিতে দেয় না, অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং প্রদাহসহ পুঁজের সঞ্চার হইলেই ইহা গ্র্যাফাইটিস অপেক্ষা উত্তম কার্য্য করে।

ইকজিমা (Eczema)—গ্র্যাফাইটিস ইকজিমার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইকজিমা চক্ষুর পাতার ধারে এবং গণ্ডযুগলে, কর্ণে এবং কর্ণের পশ্চাতে, মস্তক এবং মস্তকের পশ্চাতে, লিঙ্গদেশে এবং শরীরের নানান স্থানে হইতে পারে বিশেষভাবে সন্ধিস্থলের ভাঁজে (bend of the joints) এবং কর্ণের পশ্চাতে অধিক প্রকাশ পায়। গ্র্যাফাইটিসের ইকজিমার প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে রসযুক্ত। শিশু যদি বালিশে মাথা রাখিয়া শয়ন করে তাহা হইলে ইকজিমার রসে কর্ণ মস্তকের সহিত সাটিয়া যায়। গ্র্যাফাইটিস্ রোগীর চর্ম্ম অত্যন্ত অসুস্থ। সামান্য ক্ষত হইলেই পুঁজের সঞ্চার হয় (মাকিউরিয়াস্, হেপার) এবং পুরাতন শুষ্ক ক্ষতযুক্ত স্থানে পুনরায় ক্ষত প্রকাশ পায়, দেখিলে মনে হয় ক্ষত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে অথচ ভিতরে

কাঁচা থাকে। গ্র্যাফাইটীসের ইকজিমায় যে রস নির্গত হয় তাহা মধুর ন্যায় ঘন স্বচ্ছ এবং চট্‌চটে। শরীরের যে কোন স্থানে ইকজিমা হউক—রসের ন্যায় চট্‌চটে স্রাব বর্ত্তমান থাকিলে গ্র্যাফাইটিস্‌কে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

পেট্রোলিয়াম—ইহা গ্র্যাফাইটিসের সমকক্ষ ঔষধ। ইহাতেও গ্র্যাফাইটিসের ন্যায় কর্ণের পশ্চাদ্দেশ হাজিয়া রস স্রাব হয় কিন্তু গ্র্যাফাইটিসের চর্ম্মরোগ অনেকটা দক্রু রোগের ন্যায় আর পেট্রোলিয়ামের চর্ম্মরোগ শীতকালে বৃদ্ধি হয় এবং স্থানগুলি ফাটিয়া চিরখাইয়া যায় ও সময় সময় রক্ত পর্য্যন্ত নিঃসৃত হয়।

শরীরের স্থান বিশেষে একজিমার ঔষধ সমূহ

মুখমণ্ডল—বিশেষতঃ শিশুদিগের—ওয়িলাম ক্রোটনিস ৩x চুর্ণ রোগের তরুণ অবস্থায় প্রয়োগে অত্যন্ত শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়। যদি রোগ বহুদিনের পুরাতন হয় এবং বহুস্থান বিস্তৃত হইয়া থাকে লাইকোপোডিয়াম তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভাইওলা ট্রাইকোলা—যদি ও এইরূপ অবস্থার ইহা একটি উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু ডাক্তার বেয়ার ওয়িলাম ক্রোটনিসকেই অতি উচ্চস্থান প্রধান করেন।

কর্ণের পশ্চাতে—লক্ষণানুযায়ী গ্র্যাফাইটিস্, মার্কিউরিয়াস, ব্যারাইটা কার্ব্ব, এবং আইওডিন নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। চট্‌চটে রসযুক্ত ইকজিমা হইলে গ্র্যাফাইটিস্‌কেই প্রধান্য দেওয়া হয়।

মস্তকের খুলির কেশযুক্ত চর্ম্মে—হইলে কিংবা তথা হইতে কপাল দিয়া মুখমণ্ডলকে বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা হইলে বিশেষতঃ শিশুদিগেতে—ওলিএণ্ডার, লাইকোপোডিয়াম, সালফার, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া ইত্যাদি লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ হয়।

অণ্ডকোষে—ক্রোটনটিগলিয়ামই হইতেছে ইহার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্যালেডিয়াম, রাসটক্স ও সময় সময় প্রয়োগ হয়।

জঙ্ঘাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি স্থানে (between the things)— মাকিকউরিয়াস অথবা লাইকোপোডিয়ামকে প্রধান্য দেওয়া হইয়া থাকে।

কুষ্ঠব্যাধি—যদি মুখে, কর্ণে, উরুতে পদে এবং পদের পাতায় তাম্রবর্ণবৎ গোলাকার ও কুষ্ঠবৎ দাগ ত্বক হইতে কিছু উচ্চভাবে দৃষ্টি হয়, নাসা বন্ধ থাকে এবং নাসাভ্যন্তরে মামড়ী পড়ে তবে গ্র্যাফাইটিস উপযোগী।

বিসর্প (Erysipelas)—বিসর্প রোগে গ্র্যাফাটিসের ব্যবহার সময় সময় দেখা যায় কিন্তু ইহার বিসর্প এপিস অথবা বেলেডোনা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। রোগ যখন ধাতুগত (when the disease becomes constitutional) হয়, গ্র্যাফাইটিস তাহাতে উত্তম কার্য্য করে এবং গ্র্যাফাইটিস প্রয়োগে রোগ আর পাল্টাইয়া হয় না। গ্র্যাফাইটিসের বিসর্পে আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম শক্ত এবং কঠিন হয়। মুখমণ্ডলে হইলে মুখ বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার মন্ত্রণাও এপিসের ন্যায় জ্বালাযুক্ত এবং হুলবিদ্ধবৎ। সাধারণতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হয়। আইওডিনের অপব্যবহারের পর গ্র্যাফাইটিস্ অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ক্ষত চিহ্ন (Cicatrices) এবং কর্কট রোগ (Cancer)—গ্র্যাফাইটিসে ক্ষত আরোগ্য হওয়ার পর চর্ম্মোপরি ক্ষতচিহ্ন অপসারিত করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যাহারা সিসার (graphitis) কারখানায় কার্য্য করে তাহাদিগের দেহে কোন প্রকার ক্ষত হইলে শীঘ্র তাহা শুষ্ক হইয়া পরিষ্কার নির্দ্দোষ হইয়া যায়, ক্ষতের দাগ পর্য্যন্ত থাকে না। ডাক্তার গারেন্সি স্তনে ফোঁড়া হওয়ার দরুণ ক্ষতচিহ্ন অপসারিত করিতে গ্র্যাফাইটিস্ ব্যবহারে আশ্চর্য্যরূপ ফল পাইয়াছেন ইহার প্রয়োগে ক্ষতচিহ্ন পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে এবং দুগ্ধ নিঃসরণের বাধা বিঘ্নও কাটিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক করণ্ডোরফার একটি শিশুর চক্ষুতে অস্ত্রপোচারজনিত দাগ এই ঔষধ ব্যবহারে অনেকটা পরিষ্কার করিয়াছিলেন এমন কি স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়াছিলেন।

ক্ষতের মধ্যস্থল শক্ত অবস্থায় পরিণত হয় এবং জ্বালা করে। পুরাতন ক্ষত শুষ্ক হইবার পর সেই স্থলে অনেক সময় কর্কট রোগের আকার ধারণ

ক্যান্সার কিংবা কর্কট রোগ হইবার উপক্রম হয়। ক্ষতস্থান শুষ্ক হইবার পর সেই পুরাতন স্থলে কর্কট রোগ হইবার প্রবণতা এই ঔষধে অত্যন্ত অধিক। cancerous development in old cicatrices is a strong feature of this remedy)। এই ঔষধে আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায় যে সমুদায় স্রাব—ঘর্ম্ম, সর্দ্দি, ঋতু, ক্ষত ইত্যাদি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় (কার্ব্ব ভেজ, সোরিনাম, কেলিফস, কেলিআর্স) এবং হঠাৎ চর্ম্মরোগ কিংবা চর্ম্মরোগের স্রাব অবরুদ্ধ অথবা বন্ধ হইয়া গিয়া কোন প্রকার পুরাতন রোগ দেখা দিলে গ্রাফাইটিসের বিষয় চিন্তা করিবে—এইরূপস্থলে গ্র্যাফাটিস অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়।

পরিপাকক্রিয়া—গ্র্যাফাইটিসকে এতদ রোগে কার্ব্বভেজ এবং কার্ব্ব এনামেলিসের সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে। ইহাতেও আহারের পর বায়ু সমাবেশ হইয়া উদর ফাঁপিয়া ওঠে এবং কার্ব্বভেজের ন্যায় নিঃসরিত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় ও সময় সময় অম্লগন্ধযুক্তও হয় কিন্তু কার্ব্বভেজে যেমন কোন জিনিষ সহ্য হয় না, সামান্য কিছু আহার করিলেই পরিপাকক্রিয়ার গোলযোগ হয় (simplest food disagrees), গ্র্যাফাইটিসে তত অধিক হয় না। লাইকোপোডিয়ামে বায়ুতে উদর ফাঁপিয়া উঠে কিন্তু নিঃসরিত বায়ুতে কোন প্রকার গন্ধ থাকে না।

গ্রাফাইটিস রোগী, কাঁচা ডিম খাইলে মুখ যে প্রকার বিস্বাদযুক্ত হয় প্রাতঃকালে সেই প্রকার বোধ করে। গ্র্যাফাইটিস রোগীর মাংস সহ্য হয় না (ফেরাম, পালসেটিলা) ইহা ব্যতীত মিষ্ট খাদ্য সামগ্রী ভক্ষণে বমির উদ্রেক হয়। আহারের পর পাকস্থলী ফুলিয়া ওঠে ও সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে, শূল যন্ত্রণা অর্থাৎ পাকাশয় শূলের যাহা কিছু কষ্ট যন্ত্রণা সমুদায় লক্ষণই প্রকাশ পায়। রোগী রাত্রিতে নিদ্রা হইতে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টে হঠাৎ যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ অবস্থায় উঠিয়া পরে কিন্তু আহার করিলে সাময়িক উপশম হয় (পেট্রোলিয়াম, চেলিডনিয়াম, এনাকার্ডিয়াম.) গ্র্যাফাইটিস রোগীর এতদশ্বাস বোধ এবং পাকস্থলীর যন্ত্রণা আহারে উপশম হওয়া একটি বিশেষ লক্ষণ (Pain in the stomach relieved by eating) আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় পাকস্থলীর যন্ত্রণার সহিত ভিতরে ভিতরে রোগী জ্বরের ন্যায় অত্যন্ত উত্তাপ বোধ করে ও তদ্দহেতু

অত্যন্ত জলপান করে। পাকস্থলীর যন্ত্রণা শীতল তরল দ্রব্য পানে বৃদ্ধি হয়, উষ্ণ দুগ্ধ পানে উপশম হয়। গ্র্যাফাইটিস পুরাতন মদ্যপানকারীদিগের অর্থাৎ মাতালদিগের পাকস্থলীর রোগের কার্ব্বন বাইসালফাইডের ন্যায় একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যকৃৎ—বৃহৎ এবং শক্ত। আহারান্তে যকৃৎ এত অধিক স্পর্শাধিক্য হয় যে রোগী কাপড়ের চাপ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। নিম্নোদরে কুপিত বায়ু জমিয়া অত্যন্ত কষ্ট যন্ত্রণা উৎপাদন করে—নিম্নোদর ফাঁপিয়া উঠে, যাহা কিছু আহার করে, তদসমুদায়ই যেন বায়ুতে পরিণত হয়, আহারের সামান্য ব্যতিক্রম হইলেই বায়ুর সমাবেশ হয়। পেটে ভুটভাট নানা প্রকার শব্দ হয়।

কোষ্ঠ-কাঠীন্য—গ্র্যাফাইটিস রোগী সচরাচরই কোষ্ঠ-কাঠিন্য কিন্তু গ্রাফাইটিসের মলের বিশেষত্ব যে—মল শক্ত কঠিন গুটলে গুটলে পরস্পর শ্লেষ্মায় জড়ান (united by mucous threads) অথবা মলের গাত্র শ্লেষ্মা জড়িত (ক্যাসক্যারিলা)। (মল শক্ত কাল গুটলে গুটলে—ওপিয়ম। ছাগলের নাদির ন্যায়—প্লাম্বাম, চেলিডলিয়াম। লম্বা ন্যারযুক্ত কুকুরের ন্যায়—ফসফরাস)। মলত্যাগ কালীন মলদ্বার বিদারণ হেতু রোগী অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। মলত্যাগে ইচ্ছা অথবা চেষ্টা হয় না, এমন কি অনেক সময় অনেক দিন পর্য্যন্ত মলত্যাগ হয় না। মলত্যাগকালীন রোগীকে অনেকক্ষণ যাবৎ কোঁথাইয়া কোঁথাইয়া মলত্যাগ করিতে হয়, যে সমুদায় লোকের পিচকারী ব্যতীত মলত্যাগ হয় না—তাহাদিগেতে ইহা অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়।

উদরাময়—সর্ব্বদা মলদ্বার হইতে প্রচুর দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়। যদিও গ্রাফাইটিসে উদরাময় অত্যন্ত প্রবল থাকে না, তথাপি একেবারে যে হয় না তাহা বলা যায় না। উদরাময় যন্ত্রণাশূন্য এবং প্রচুর বায়ুযুক্ত, মল জলবৎ কটা বর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত এবং মলদ্বার হাজিয়া যায়। উদরাময়ের পুরাতন অবস্থায় সামান্য আহারের অত্যাচার হইলেই বৃদ্ধি হয়। সময় সময় উদরাময় অথবা কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত জেলি সদৃশ্য শ্লেষ্মাবৎ মল নির্গতও হয়।

অর্শ—অর্শ রোগেও গ্র্যাফাইটিসের ব্যবহার দেখা যায়। জ্বালা এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। মলদ্বারা এত অধিক টাটায় যে রোগী উপবেশন করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলেই গ্র্যাফাইটিস অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

বিদারণ (Fissures)—মলদ্বার বিদারণে (Fissures in anus) গ্র্যাফাইটিসকে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হয়। গ্র্যাফাইটিসে মলদ্বার ব্যতীত অঙ্গুলির অগ্রভাগ, স্তনের বোঁটা, যোনি কপাটের সংযোগস্থল ইত্যাদি স্থলেরও বিদারণ হয় এবং গ্র্যাফাইটিস এইরূপ স্থলের বিদারণের একটী অতি প্রচলিত ঔষধ।

বিদারণের সমগুণ ঔষধ সমূহ

র‍্যাটেনিয়া—মলদ্বার বিদারণে ইহার অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে। ইহার বিশেষত্ব মলদ্বারের ছিদ্র অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া থাকে মল সহজে নির্গত হইতে পারে না। মলত্যাগকালীন মলদ্বার চিরিয়া ফাটিয়া যায় এবং মল ত্যাগান্তে অনেকক্ষণ অবধি ভীষণ টাটাইতে এবং জ্বালা করিতে থাকে। এই ঔষধের মূল অরিষ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ন্যাকড়ায় করিয়া লাগাইতে ব্যবস্থা দেওয়া হয় এবং তাহাতে যন্ত্রণার আশু উপকার পাওয়া যায়।

পোয়েনিয়া—মলদ্বার বিদারণের সহিত প্রচুর রসস্রাব বর্ত্তমান থাকে এবং তদহেতু মলদ্বার সর্ব্বদা স্যাৎসেতে বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত টাটানি যন্ত্রণাও অর্শ বর্ত্তমান থাকে।

নাইট্রিক এসিড—মলদ্বার বিদারণে সকল চিকিৎসকগণই ইহাকে উচ্চস্থান প্রদান করেন যখন মলদ্বারে খোঁচাবিদ্ধবৎ অথবা কাঁচের কুচির ন্যায় খচ্‌খচ্‌ যন্ত্রণা বোধ হয় তখনি ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় এতদ্ব্যতীত

নাইট্রিক এসিডে মল শক্ত অথবা কোমল হউক মলত্যাগান্তে মলদ্বারে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

সাইলিসিয়া—ইহাতেও মলদ্বার বিদারণের লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু সাইলিসিয়ায় মল বাহিরে কতক বহির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায়। মলদ্বার বিদারণের উপরিউক্ত ঔষধ সমূহে মলত্যাগকালীন কোঁথানি কিংবা সঙ্কোচন ভার অল্প বিস্তর প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে কিন্তু গ্র্যাফাইটিসে এই সমুদায় লক্ষণ কিছুই থাকে না।

সর্দ্দি এবং কাশি—সর্দ্দিতে গ্র্যাফাইটিস সময় সময় প্রয়োগ হয় কিন্তু ঐইরূপস্থলে নাসিকার অভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া থাকে। এবম্প্রকার লক্ষণ স্ক্রফিউলাস রোগীতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। গ্র্যাফাইটিসের সর্দ্দির এই প্রকার অবস্থার সহিত পর্য্যায়ক্রমে আবার চাপ চাপ শ্লেষ্মা স্রাবও হয়। এক এক সময় স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং রক্ত মিশ্রিত থাকে। এণ্টিক্রুডাম, ক্যানকেরিয়া এবং অরমট্রিফিলিনাম ইত্যাদি ঔষধের ন্যায় গ্র্যাফাইটিসে নাসিকার ধারগুলি চির খাইয়া ফাটিয়া যায়। ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ফুলের গন্ধ সহ্য হয় না। কাশি অনেকটা হুপিং কাশির ন্যায় কাশিতে প্রচুর সাদা শ্লেষ্মাবং গয়ের উঠে কাশির সময়ের কোন ঠিক নাই। গলা খুস খুস করিয়া উদ্রেক হয় রাত্রিতে কাশি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, গভীর শ্বাস গ্রহণেও কাশির উত্তেজনা হয়।

কর্ণ এবং বধিরতা—কোন জিনিষ চর্ব্বন অথবা গলাধঃকরণ-কালীন কর্ণে কড় কড় (cracki:g) শব্দ হয় (চর্ব্বন ব্যতীত—কেলিকার্ব্ব)। কর্ণের অভ্যন্তর প্রদেশে শ্লেষ্মার সমাবেশ বশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। যন্ত্রদ্বারা কর্ণ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় কর্ণপটহে কোনপ্রকার ছিদ্র হয় নাই বরং শ্লেষ্মায় সাদা হইয়া রহিয়াছে। নাসিকার ন্যায় কর্ণকুহরও অত্যন্ত শুষ্ক হয় এবং এতদসহ কিঞ্চিৎ বধিরতার লক্ষণও প্রকাশ পায় কিন্তু কর্ণের এবম্প্রকার বধিরতা অথবা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দোষ গাড়ীতে চড়িলে অর্থাৎ গাড়ীর শব্দে অথবা গোলমালে উপশম বোধ করে (নাইট্রিক এসিড)।

ধ্বজভঙ্গ—গ্রাফাইটিসে কাম প্রবৃত্তি অসংযতরূপ উত্তেজনা হয় এবং ভয়ানক লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয় অথচ স্ত্রী সহবাসে বীর্য্যস্খলন হয় না এবং সহবাস সুখ বোধ করে না, এই লক্ষণটি গ্র্যাফাইটিসের বিশেষ বিশেষত্ব।

প্রমেহ (Gonorrhoea)—আঠার মত পূজ বা মেহ মূত্র নালীর ছিদ্রের মুখে লাগিয়া থাকে, ঝরিয়া পড়ে না। মূত্রত্যাগে কষ্ট হয়। এতদসহ যদি লিঙ্গদেশে চর্ম্মরোগ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে গ্র্যাফাইটিসকে প্রাধান্য দিবে।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব স্বল্প, ফ্যাকাসে, এবং বিলম্বে হয় অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত। ঋতু স্রাবকালীন রোগী শীত শীত বোধ করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে ও গা ময় ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়। ঋতুস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ অপেক্ষা স্বল্প ঋতুস্রাবে চর্ম্মরোগ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রজঃস্রাব-কালীন প্রাতঃকালে বমনেচ্ছা হয়। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে যোনিদ্বারে ভীষণ চুলকানি হয় এবং ঋতুস্রাবকালীন যোনিদেশ এবং উরুদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান হাজিয়া যায়। ইহা ব্যতীত ইহাও দেখা যায় ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে ক্ষয়কারক শ্বেতপ্রদর স্রাব হয়।

জরায়ুর স্থানচ্যুতি (**desplacement of Uterus**)—জরায়ুর স্থানচ্যুতিতে গ্র্যাফাইটিসের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা গর্ভাশয়াদির সম্মুখাবর্ত্তন এবং সম্মুখদিকে বক্রতার (anteversion and anteflexion) একটি ঔষধ ইহার এতদলক্ষণসহ নিম্নাভিমুখীন আকর্ষণ যন্ত্রণা (bearing down pain) বর্ত্তমান থাকে। জরায়ু প্রদেশস্থ ফুলকপি সদৃশ উপমাংশ বৃদ্ধিতে গ্র্যাফাইটিসের উত্তম কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং গ্র্যাফাইটিস জরায়ুগ্রীবার বর্কট (cancer in the cervix utery) রোগে প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়। এতদ অবস্থায় জরায়ু প্রদেশ হইতে দুর্গন্ধ, জ্বালাকর রক্তযুক্ত স্রাব হয়।

শ্বেতপ্রদর—শ্বেতপ্রদর স্রাব সাদা জলবৎ তরল এবং প্রচুর, সময় সময় জোরের সহিত নির্গত হয়। স্রাবে স্থান হাজিয়া যায় এবং

যোনিপ্রদেশে ইকজিমাও অনেক সময় বর্ত্তমান থাকে। স্রাব দিবারাত্রি সমানভাবেই হয়।

ডিম্বাশয়—বামডিম্বাশয় স্ফীত শক্ত এবং যন্ত্রনাযুক্ত হয় (ল্যাকেসিক্। দক্ষিণ ডিম্বাশয় এ পিস, বেলেডোনা) এতদসহ বিলম্বে ফেকাসে স্বল্প রজঃ স্রাব থাকিলে গ্র্যাফাইটিস অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ডিম্বাশয়ের অর্ব্বুদে (ovariam tumour) গ্র্যাফাইটীসের ব্যবহার আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই এবং উত্তম কার্য্যও করে।

নখাগ্রের বিকৃতি—হস্ত এবং পদের নখের আকার বিকৃতি এবং বক্র হয় ও অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ (এন্টীমক্রুডাম) সময় সময় যন্ত্রণাও হয়, মনে হয় যেন ঘা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নখের কোণে অত্যন্ত চুলকানিযুক্ত ক্ষত হইলে এবং উহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত রসানি বাহির হইলে ও ক্ষতে মাংস বৃদ্ধি হইয়া উহা উঁচু হইলে গ্র্যাফাইটিস্ উত্তম কার্য্য করে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন্—একজিমা, রজঃকৃচ্ছ্র, শ্বেতপ্রদর ইত্যাদিতে সচরাচর ৩০।২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়। ইহার নিম্নক্রমের প্রচলন অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

গ্র্যাফাইটিস্—লাইকোপোডিয়াম্, পালসেটিলা এবং ক্যালকেরিয়ার (মেদাধিক্য স্থূলকায়া যুবতী স্ত্রীলোক) পর উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত চর্ম্মরোগে সালফারের পূর্ব্বে এবং বেগে নির্গত শ্বেতপ্রদর (gushing leucorrhoea) সিপিয়ার পর প্রয়োগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, ঋতুস্রাবের সময়ে এবং পরে।

রোগীর বিবরণ

১। একটি তিন বৎসরের শিশুর মস্তকে রসযুক্ত একজিমা হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করায় সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইল বটে, কিন্তু কিছু দিবস পর অন্ত্রপ্রদাহ হইয়া তরল ভেদ আরম্ভ হইল। এইরূপ অবস্থায় অনেক দিন যাবৎ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করা সত্ত্বেও কিছুই উপকার না হওয়ায়, অন্ত্রের টিউবারকিউলোসিস রোগ হইয়াছে এবং ইহা দুরারোগ্য এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া, তাহারা বায়ু পরিবর্তনের জন্য উপদেশ দেন। শিশুটি ভুগিয়া ভুগিয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আহারে রুচি নাই এবং অস্থির, সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত জলের ন্যায় পীতবর্ণ অজীর্ণ ভেদ হইতেছে। হঠাৎ এই প্রকার উদরাময় হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, শিশুর মাতা বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলেন না। শিশুর মস্তকে চর্ম্মরোগের দাগ দেখিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, কিছুদিন হইল শিশুর মস্তকে একজিমা হইয়াছিল এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় একজিমা উপশম হওয়ার পর হইতেই এই প্রকার তরল ভেদ দেখা দিয়াছে। এই লক্ষণের উপরই নির্ভর করিয়াই অর্থাৎ একজিমা এলোপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা অবরুদ্ধ হেতু উদরাময় উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা সাব্যস্ত করিয়া, আমি তাহাকে প্রথম দিবস গ্র্যাফাইটিস্ সি. এম. শক্তি একমাত্রা সেবন করিতে দিলাম এবং জানিতে পারিলাম, তাহা দ্বারাই শিশু সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

সোরিনামেও উক্ত প্রকার ভেদ রহিয়াছে, কিন্তু সোরিনামের চর্ম্মরোগ গ্র্যাফাইটিস্ হইতে অন্য প্রকৃতির, কাজে কাজেই সোরিনাম নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। যদি এতদ্‌স্থলে চর্ম্মরোগ কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে চায়নাকেই প্রাধান্য দিতাম, কিন্তু গ্র্যাফাইটিস্ সদৃশ চর্ম্মরোগ থাকায়, গ্র্যাফাইটিস্ দেওয়াতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। (ডাক্তার ন্যাস)।

২। কলিকাতায় ইটালী অঞ্চলে একটি রোগী দেখিতে যাই। রোগী একজন স্ত্রীলোক, বয়স প্রায় ২৭।২৮ হইবে। ৫ বৎসর পূর্ব্বে একটি সন্তান হইয়াছিল এবং তাহার পর আর হয় নাই, কিন্তু তদবধি হইতেই মাসিক ঋতু

স্রাবও স্বল্প ও অনিয়মিত ভাবে হইতেছে এবং স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত স্থূল হইয়া পড়িতেছে, চেহারা ফ্যাকাসে রক্তশূন্য এবং স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত ভীত স্বভাবের। কোন প্রকার চর্ম্মরোগ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে, প্রথম সন্তান প্রসবের পর দক্ষিণ পদের সন্ধিস্থলে কাউর ঘা হইয়াছিল, কিন্তু এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারে তাহা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে, আর তাহা দেখা দেয় নাই।

রোগীটির শারীরিক গঠন অত্যন্ত মেদযুক্ত, চেহারা ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য, মাসিক ঋতু স্রাব স্বল্প ও অনিয়ম এবং সর্ব্বোপরি কাউর ঘা (৫ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল এবং সেই অবধি রোগী অসুস্থ বোধ করিতেছে) এই কয়েকটী লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া, আমি তাহাকে গ্র্যাফাইটিস্ ২০০ শক্তির এক মাত্রা দিয়া আসিলাম এবং এক সপ্তাহ পর সংবাদ দিতে বলিয়া দিলাম। প্রথম সপ্তাহে রোগী কিছুই উপকার করিতে পারিল না, পুনরায় তাহাকে শুধু ঔষধশূন্য কতকগুলি বটিকা দিয়া আবার এক সপ্তাহ পর খবর দিতে বলিয়া বিদায় করিয়া দিলাম। এইবার জানিতে পারিলাম, মাসিক ঋতু স্রাব অনেকটা হইয়াছে। এই প্রকারে আমি তাহাকে ৪ মাত্রা গ্র্যাফাইটিস্ ২০০ দিয়া ৩ মাসে সম্পূর্ণ আরোগ্য করি, এখন সেই স্ত্রীলোকটির ৩টি সন্তান হইয়াছে এবং সুস্থভাবেই বাস করিতেছে।

৩। "মলদ্বার বিদারণ এক স্ত্রীলোক, সন্তান হইবার ২ মাস পর ডাক্তার ডানহাম সাহেবের নিকট চিকিৎসার্থ আইসে। তাহার পূর্ব্বেকার ডাক্তার তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহার মলদ্বারের ভিতর fissure হইয়াছে অর্থাৎ চিরিয়া গিয়াছে এবং উহা আরোগ্য করিতে হইলে জোর করিয়া মলদ্বার ফাঁক করিতে হইবে। এই ভয়ে ভীত হইয়া সে ডাক্তার ডানহামের নিকট আসিয়াছিল, তাঁহার মলত্যাগকালে প্রবল তীক্ষ্ণ ও কর্ত্তনবৎ বেদনা হইত। পরে কয়েক ঘণ্টাকাল বিশেষতঃ রাত্রিতে মলদ্বারের আক্ষেপিক কুঞ্চনজনিত যন্ত্রণা পাইত। তাহার পূর্ব্বের ডাক্তার তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, সে যেন প্রতিদিন অল্প পরিমাণ জলের পিচকারী মলদ্বারের ভিতর গ্রহণ করে এবং খানিক রাখিয়া যেন বিনা কোঁথে বাহির হইতে দেয়। ডাক্তার ডানহামও সেই চেষ্টা চালাইতে বলিলেন এবং ৪ ঘণ্টা অন্তর ২০০ শক্তি গ্র্যাফাইটিস্ সেবন করিতে বলিলেন। তিন দিবস

এইরূপ করিয়া তাহার বেদনা ও যন্ত্রণার শান্তি হইয়াছিল। পরে জলের পিচকারী লইবার পর যে দাস্ত হইত তাহাতে আর যন্ত্রণা হইত না। এক-পক্ষকালের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। ভৈষজ্য রত্নাবলী।

৪। একজন লোকের বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের বিবৃদ্ধি হইয়াছিল, উহা শৃঙ্গের মত শক্ত ছিল। উহাকে মধ্যে মধ্যে কাটিয়া ফেলা হইত। কাটিলে উহার গাত্র পাতলা হইত। ডাক্তার হির্স্ক (Dr. Hirsch) তাহাকে প্রথমে গ্র্যাফাইটিস ২০০ শক্তি সেবন করিতে দিয়াছিলেন তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় গ্র্যাফাইটীস চুর্ণ ক্রম সেবন করিতে দেন তাহাতেও ফল না পাওয়ায় গ্র্যাফাইটিস মলম করিয়া লাগাইতে ব্যবস্থা দেন এবং তাহাতে ৮ দিনের মধ্যে নখের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করিতে সক্ষম হন। তৎপর ঐ নখের মূল হইতে ভাল নখ বহির্গত হইয়াছিল। Dr. Hirsch (ডাক্তার হির্স্ক)।

৫। একজন ৭০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির ১৭ বৎসর কাল প্রতি রাত্রিতে হাঁপানির টান হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইত, দ্বিপ্রহর রাত্রিতে আক্ষেপবশতঃ শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া নিকটবর্ত্তী কোন পদার্থ সজোরে ধরিত এবং শীঘ্র শীঘ্র একখণ্ড রুটী খাইত। তৎপর হাঁপকষ্ট কমিয়া যাইত এবং নিদ্রা হইত। ডাক্তার লাণ্ডেসম্যান্ তাহাকে একমাত্রা ৩০ ক্রমের গ্র্যাফাইটিস সেবন করাইলে তাহার আর হাঁপানির ভাব হয় নাই। Dr. Landesmann (ডাক্তার লাণ্ডেসম্যান)।

এসিড ফস (Acid phos)

ইহার প্রুভিং সর্ব্বপ্রথম মহাত্মা হ্যানিম্যানই করেন। এসিড ফসের মূল অরিষ্ট বলিতে ১x কেই বুঝিতে হইবে।

সর্বপ্রধান লক্ষণ

১। যাঁহাদিগের শরীর এক সময়ে সুস্থ বলিষ্ঠ ছিল, জীবনী-শক্তির অপচয় (loss of vital fluids), অত্যধিক স্ত্রীসহবাস, হস্তমৈথুন, প্রবল তরুণ পীড়া, মানসিক অসন্তোষ, শোক, দুঃখ ইত্যাদিহেতু এবং প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ দুর্ব্বল, অবসাদ হইয়াছে তাহাদিগের এবং বাড়ন্ত প্রকৃতির (growing too rapidly) শিশু এবং যুবাদিগের প্রতি এসিড ফস্ উত্তম কার্য্য করে।

২। রোগী সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীন অন্যমনস্ক, নিজের জীবনের প্রতিও ভ্রূক্ষেপহীন এবং শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ। (Is listless apthetic, indifferent to the affairs of life, prostrated and stupefied with grief).

৩। প্রলাপ বিড়্ বিড়্ এবং অস্পষ্ট। জড় পদার্থের ন্যায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ধীরে ধীরে অথচ শুদ্ধভাবে উত্তর দেয় কিন্তু পুনরায় আচ্ছন্ন অবস্থায় মগ্ন হইয়া পড়ে।

৪। শিরঃপীড়া—মস্তকের তালুতে বিদীর্ণবৎ ভার বোধ করে। শোক-তাপের কষ্টে ভুগিয়া ইহা প্রকাশ পায়। শিরঃপীড়া সামান্য সঞ্চালনে, গোলমালে এবং গান বাজনায়

বৃদ্ধি হয়, শয়নে উপশম হয়। শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে আরম্ভ হইয়া সম্মুখে বিস্তারিত হয়।

৫। উদরাময়—প্রচুর জলবৎ তরল অথবা পীতাভ। যন্ত্রণা-শূন্য অথচ দুর্ব্বলকারক নহে।

৬। মূত্র—ফসফেট এবং শ্লেষ্মামিশ্রিত দুগ্ধবৎ সাদা এতদ্-ব্যতীত প্রচুর প্রস্রাব হয়।

৭। রেতঃস্খলন—পুনঃ পুনঃ হয়—প্রচুর এবং দুর্ব্বলতাজনক। রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় অশ্লীল স্বপ্ন দর্শনে বীর্য্য পাত হয়। প্রবল সহবসে আকাঙ্ক্ষা—অথচ লিঙ্গ দুর্ব্বল এবং সহজেই রেতঃ-স্খলন হইয়া যায়।

৮। হস্তমৈথুনহেতু লিঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ।

সাধারণ লক্ষণ

১। স্কুলবালকদিগের চক্ষুর অত্যধিক পরিশ্রম হেতু কিংবা চক্ষু টানিয়া টানিয়া কার্য্য করার দরুণ শিরঃপীড়া (কেলকেরিয়া ফস্, নেট্রাম মিউর)

২। রোগী দুর্ব্বল পদদ্বয় টলিয়া টলিয়া যায়।

৩। অস্থির মধ্যস্থলের প্রদাহ। যন্ত্রণা জলন সদৃশ এবং ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যেন ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ফেলা হইতেছে।

৪। রোগী নম্র, বিনয়ী, ক্রন্দনশীল, ফ্যাকাসে, চক্ষু কোটরাবিষ্ট এবং চক্ষুর চারিপার্শ্ব কালিমাযুক্ত।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য, দুর্ব্বলতা এবং মানসিক লক্ষণ (Physiological action debility and mental symptoms—এসিড ফসের সর্ব্বপ্রধান ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য হইতেছে স্নায়বিয় বিধানের উপর—ইহাতে স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হইলে সর্ব্ব-প্রথম দুর্ব্বলতা (Debility) উৎপন্ন হয়। এই দুর্ব্বলতা শারীরিক এবং মানসিক উভয়েতই প্রকাশ পায়। রোগী সকল বিষয়েই উদাসীন কোন

কিছুতেই মনোযোগ নাই। শরীর মন সমুদায়ই যেন অসার নিস্পন্দ এবং ইন্দ্রিয় সকল অবসাদগ্রস্থ। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর দিতে বিশেষ ইচ্ছুক নয় বরং মনে হয় কথা বলিতে যেন বিরক্ত বোধ করে, হয়ত হাঁ কিংবা না বলিয়াই চুপ হইয়া থাকে। অস্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে বির বির করিয়া আপন মনে প্রলাপ বকে। প্রলাপ অবস্থায় কোন প্রকার উত্তেজনা প্রকাশ পায় না কিন্তু এই ঔষধের সার্ব্বজনীন লক্ষণ যে অবসাদ তাহা সকল অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকে। রোগীর কোন বিষয়ে দৃষ্টি নাই, তাহার চতুর্দ্দিকে যে কি হইতেছে সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নাই। অর্দ্ধচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে কিন্তু জাগাইয়া দিলেই দেখা যায় সম্পূর্ণ সচেতন, ফস্ফরিক এসিডের দুর্ব্বলতার ইহাই হইতেছে বিশেষ লক্ষণ। কাজেকাজেই আচ্ছন্নতা অনেকটা যেন উপরে উপরে ভাসা ভাসা (superficial) বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিবে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন অবস্থায় ফস্ফরিক এসিড বিশেষ নির্ব্বাচিত হয় না—Dr. Farington বলিতেছেন, So you would not expect to give this drug in advanced stages when the stupor is complete.

উপরে যে সমুদায় লক্ষণ উল্লেখ করিলাম তাহা আমরা সকল সময় সহজ অবস্থায় আশা করিতে পারি না। রোগ অবস্থায় রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পাইতে পারে কিন্তু ফস্ফরিক এসিডের অবসাদ দুর্ব্বলতা, স্ফুর্ত্তিহীনতা ইত্যাদি সমূহ সহজ অবস্থায়ও সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। ইহাই হইতেছে ফসফরিক এসিডের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

ফস্ফরিক এসিডের রোগী স্বভাবতঃই যে দুর্ব্বল প্রকৃতির হইবে তাহার কোন অর্থ নাই।

যাহাদিগের শরীর ও মন জীবনীশক্তির অপচয় (loss of vital fluids), অত্যধিক সঙ্গম ক্রিয়ায়, কাহারো প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়ায় কিংবা শোকদুঃখে ভগ্ন হইয়াছে তাহাদিগেতে এই ঔষধটী উত্তম কার্য্য করে অর্থাৎ এক সময়ে যাহাদিগের শরীর সবল ছিল এবং উক্ত কারণবশতঃ দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহাদের জন্যই এসিড ফসের সৃষ্টি।

শরীর ও মন ভগ্ন হইলেই স্বভাবতঃই লোকের মুখের লাবণ্য, জ্যোতিঃ সমুদায়ই নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ ফস্ফরিক এসিড রোগীর বদনমণ্ডল

শুষ্ক, ফ্যাকাসে, চক্ষু কোটরাবিষ্ট হয় এবং দেখিলে রোগগ্রস্থ বলিয়া মনে হয়। অথচ ফস্‌ফরিক এসিড্‌ রোগীর মেজাজ ঠাণ্ডা এবং শান্ত প্রকৃতির।

ফস্ফরিক এসিডে মন প্রথম আক্রান্ত হয় তৎপর শরীর অর্থাৎ প্রথমতঃ মস্তিষ্ক তৎপর পেশীসমূহ আর মিউরেটিক এসিডে প্রথমতঃ পেশীমণ্ডল তৎপর মন (In Phosphsric Acid mental symptoms are the first to develop. This remedy runs for the mental to the physical, from the brain to the muscles. In the Muratic Acid muscular prostration comes first, and the mind later). ফস্ফরিক এসিড রোগী বলে—"আমার শরীরে যথেষ্ট বল রহিয়াছে, শরীরে কিছুই হয় নাই, কাজকর্ম্ম খুব করিতে পারি কিন্তু মন আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, মন উদাসীন হইয়া রহিয়াছে, কোন কাজে মন লাগে না, উৎসাহ আইসে না, কোন কথা মনে থাকে না, কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারি না। মনের এইরূপ অবস্থা হইতে ক্রমশঃ পেশীমণ্ডল অবসন্ন হইয়া আসিতে থাকে, তখন আর শরীরও কিছু করিতে চাহে না। রোগী একেবারে নিস্তেজ নিস্পন্দ জড়বৎ অসার হইয়া পড়ে। এইরূপে অবশেষে ধ্বজভঙ্গ, স্ত্রী সহবাসে অক্ষমতা, অনিচ্ছা, লিঙ্গের উত্তেজনা শক্তি রহিত এবং শিথিল হইয়া আইসে।

টাইফয়েড জ্বর—টাইফয়েড জ্বরের ফস্ফরিক এসিড একটী অতি উপযুক্ত ঔষধ। কি কি লক্ষণে ফস্ফরিক এসিড টাইফয়েড জ্বরে নির্ব্বাচিত হয় তাহা নিম্নে দিলাম—নাসিকা সমুন্নত, চক্ষুর ধার কালিমাযুক্ত, নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের সম্ভাবনা। রক্তস্রাবে রোগের কিছুই উপশম হয় না। রাস টক্সে টাইফয়েড জ্বরের প্রথম অবস্থায় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় এবং রক্তস্রাবে রোগের উপশম হয়। ফস্ফরিক এসিড রোগী পুনঃ পুনঃ নাসিকা-রন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করে, ইহা কৃমি জনিত বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু ফস্ফরিক এসিডে এই প্রকার লক্ষণ payer's patchesএর উত্তেজনার দরুণ হয়। কাজে কাজেই উদরের রোগের নানা প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। নিম্নোদর কিঞ্চিৎ ফাঁপিয়া উঠে এবং গড় গড় শব্দ করে ও সঙ্গে সঙ্গে সাদা জলবৎ তরল অজীর্ণ-যন্ত্রণাশূন্য উদরাময় প্রকাশ পায় এবং মলত্যাগকালীন বায়ু নিঃসরণ হয়। জিহ্বা

শুষ্ক এবং চটচটে এবং ফ্যাকাসে বর্ণ। রোগী মধ্যে মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় অনিচ্ছায় আপনার জিহ্বা কামড়াইতে থাকে, চোয়াল ধরিয়া আইসে ও জিহ্বা বহির্গত হইয়া পড়ে। প্রস্রাব অত্যন্ত অণ্ডলালময় (albumen) যুক্ত দেখিতে দুগ্ধবৎ সাদা এবং অল্প সময়েই দুর্গন্ধ হইয়া যায় প্রস্রাবে ফসফেটও মিশ্রিত থাকে। এতদ্ব্যতীত ফস্ফরিক এসিডের বিশেষতঃ অবসাদ তাহা রোগের সকল অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার বেয়ার সাহেব জ্বরে ফস্ফরিক এসিডের প্রয়োগ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বেশ পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—Phosphoric acid is a truly specific remedy in lentescent types and is never indicated if the fever is high and the nerves greatly excited, the patient is lying in a state of excessive prostration and apathy, the face is rether pallied not turgescent, the pulse very frequent, feeble and small, the tongue is not very dry. The thirst is inconsiderable, diarrhoea modarate, the discharges occurring only now and then, the meteorism is not very marked. The disease does not show any tendency to speedy change, perceptable remission do not take place. The whole process has the appearance of a gradual extinction of vital powers. Besides the cases where Acid Phos is indicated from begining, some times after Briyonia but never, properly speaking after Rhustox and Arsenic. Phos acid can likewise come into play, if at the end of fourth week, convalescence seems to remain stationery more particularly if a moderate diarrhoea is present, অর্থাৎ ফস্ফরিক এসিড lentescent টাইফয়েড জ্বরের (অর্থাৎ যে টাইফয়েড জ্বর, শীঘ্র আরোগ্যও হয় না এবং বাড়াবাড়িও হয় না) অব্যর্থ ঔষধ এবং জ্বর প্রবল ও স্নায়ুগুলি অধিক উত্তেজিত থাকিলে ফস্ফরিক এসিড তাহাতে কখনই প্রয়োগ হয় না। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল যেন শরীর মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কোন বিষয়েই খেয়াল নাই, নাড়ী দ্রুত অথচ ক্ষুদ্র, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, জিহ্বা চটচটে

মধ্যে মধ্যে ভেদ হইতেছে, অল্প পিপাসাও রহিয়াছে ইত্যাদি। দেখিলে মনে হয় না যে রোগের কোন পরিবর্ত্তন কিংবা শীঘ্র উপশম হইবে। রোগী ক্রমাগতই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। জীবনীশক্তি মগ্ন হইয়া আসিতেছে।

ফস্ফরিক এসিড টাইফয়েড জ্বরের প্রারম্ভে, ব্রাইওনিয়ার পর ব্যবহার হইলেও হইতে পারে কিন্তু রাসটক্স এবং আর্সেনিকের পর প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয় না।

টাইফয়েড রোগে ফস্ফরিক এসিড নির্ব্বাচনকালীন রোগীর মানসিক অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। রোগী অসাড় নিস্পন্দ, যেন চেতনাহীন। চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে কোন কথা বলে না, জিজ্ঞাসা করিলে ধীরে ধীরে উত্তর দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তরল জলবৎ সাদা ভেদ এবং পেট ফাঁপা বর্ত্তমান থাকে। এসিড ফস যুবক যুবতীদের অর্থাৎ যাহাদিগের হস্তমৈথুন কিম্বা স্ত্রী সঙ্গম অত্যধিক হইবার আশঙ্কা করা যায় সেইরূপ স্থলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

আর্নিকা—ইহাতেও ফস্ফরিত এসিডের ন্যায় উদাসীনতা আছে, কিন্তু আর্নিকার অবস্থা ফস্ফরিক এসিড হইতেও অধিক বাড়াবাড়ি এবং অবসাদ ও আচ্ছন্নতাও অত্যন্ত গভীর। এত অধিক আচ্ছন্নভাব থাকে যে কোন কথার উত্তর দিতে দিতেই রোগী পুনরায় তন্দ্রায় মগ্ন হইয়া পড়ে, ইহা ব্যতীত আর্নিকায় বিশেষতঃ (Sugillation) কালশিরা বর্ত্তমান থাকে এবং অসাড়ে মল মূত্র নির্গত হয়। (ব্যাপ্‌টিসিয়া রোগীও উত্তর দিতে দিতে আচ্ছন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় কিন্তু ব্যাপ্টিসিয়ার মল মূত্র অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত)।

নাক্সমস্কেটা—ফস্ফরিক এসিডের সহিত ইহার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু মুখগহ্বরের শুষ্কতা ইহার অত্যন্ত পরিচায়ক লক্ষণ, ইহাতে ইহা এই লক্ষণে অন্য ঔষধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে।

ওপিয়ম—আচ্ছন্নতা (Stupor) বিষয়ে ওপিয়াম সমুদয় ঔষধকে পরাস্ত করিয়াছে। আচ্ছন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইবার কেবল প্রারম্ভে রোগীকে তন্দ্রা হইতে জাগাইলেও জাগাইতে পারা যায় কিন্তু তৎপরে একবার আচ্ছন্ন অবস্থায় মগ্ন হইলে নাড়াচাড়ায়ও জ্ঞান সঞ্চার করিতে পারা যায় না।

গভীর নিদ্রায় নাক ডাকিয়া ঘুমাইতে থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় টানিয়া টানিয়া শ্বাস গ্রহণ করে। মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ হয়, (ফস্ফরিক এসিডের মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং চোপসান) এবং যতই গভীর লালবর্ণ হইবে ওপিয়ম ততই অধিকতর উপযুক্ত হইবে।

রাসটক্স—আমি যদিও পূর্ব্বে বলিয়াছি, রাসটক্সের পর ফস্ফরিক এসিডের প্রচলন নাই কিন্তু গাত্রবেদনা রাসটক্সে উপশম হওয়ার পর ফস্ফরিক এসিডের ব্যবহার দেখা যায়। (বিস্তারিত লক্ষণ রাসটক্সে দেখ।)

ফস্‌ফরাস—জিহ্বার শুষ্কতা এবং ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য অত্যন্ত অধিক থাকে। রোগী কোন প্রকার গোলমাল কিম্বা কোন জিনিষের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। রোগের প্রারম্ভে উদরাময় হয়। মল দুর্গন্ধ, জলবৎ এবং রক্তের রেখাযুক্ত (stricks of blood) Phosphorus is indicated in Pneumotyphus with violent bronchitis. It is a foremost remedy for this condition, unsurpassed by any other medicine—Beahr, অর্থাৎ টাইফয়েডের সহিত নিউমোনিয়ার লক্ষণ থাকিলে ফস্‌ফরাস তাহার অদ্বিতীয় ঔষধ।

ইগ্নেসিয়া—শোক, দুঃখ অথবা কাহারো প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ অথবা কোন কিছু ক্ষতিগ্রস্থ হেতু মানসিক অবসাদ অথবা পীড়া উপস্থিত হইলে ইগ্নেসিয়ার বিষয়ও চিন্তা করিবে কারণ ইগ্নেসিয়াও এইরূপ অবস্থার একটী উত্তম ঔষধ।

ইগ্নেসিয়া রোগী ফস্ফরিক এসিডের রোগীর ন্যায় এত দুর্ব্বল হয় না এবং ফস্ফরিক এসিডের কার্য্য ইগ্নেসিয়া অপেক্ষা গভীর। ইহা ব্যতীত ফস্ফরিক এসিডে ইগ্নেসিয়ার ন্যায় খেঁচুনি (nervous twitching) বর্ত্তমান থাকে না। ফস্ফরিক এসিড ইগ্নেসিয়ার পর এবং রোগ পুরাতন হইলে ব্যবহার হয়। ইগ্নেসিয়ার তরুণ অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে।

গৃহরোগ (**Nostolagia or Homesickness**) ফস্ফরিক এসিডে আর একটি মানসিক অবস্থা আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে গৃহকাতর (homesickness a vehement desire to return to ones country)

অর্থাৎ রোগী বাড়ী ফিরিয়া যাইব বাড়ী যাইব বলিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে এবং রোগী সকল সময় বিমর্ষ। এই সঙ্গে সঙ্গে বিশেষতঃ সন্ধ্যার দিকে কিম্বা রাত্রিতে প্রায়ই hectic fever এবং ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় ও রোগী মস্তকের তালুতে ভীষণ ভার ভার (crushing weight) যন্ত্রণা বোধ করে। ইহা ফস্ফরিক এসিডের একটী বিশেষ লক্ষণ। মস্তকের এই প্রকার যন্ত্রণা বহুদিন যাবৎ শোক দুঃখ কিংবা স্নায়ুদৌর্ব্বলতা কিংবা অত্যধিক সঙ্গমক্রিয়া কিংবা হস্তমৈথুনজনিত উত্থিত হয়।

মস্তকের তালুতে যন্ত্রণাসহ শোক দুঃখজনিত পুরাতন ব্যাধিতে নেট্রাম মিউরকে ফস্ফরিক এসিডের পাশাপাশি স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

জরায়ু ভ্রংশ (Prolupsus of uterus)—আমরা পূর্ব্বে জেলসিমিয়াম, ক্যামোমিলা ইত্যাদিতে দেখিয়াছি, শোক, দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদির অনুভূতি শরীরের উপর কিরূপ কার্য্য করে। এমন কি হঠাৎ কুসংবাদ শ্রবণে স্তন দুগ্ধ পর্য্যন্ত বিষাক্ত হইয়া যায়। তাহাতে কিরূপ পরিপাক শক্তির গোলযোগ উৎপন্ন করে তাহাও আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু এসিড ফসে ইহা ব্যতীত আর একটী লক্ষণ দেখিতে পাই যাহা অন্য কোন ঔষধে বিশেষ দেখা যায় না, তাহা হইতেছে অবসাদসূচক অনুভূতিতে জরায়ুর নির্গমন (prolupsus of uterus)।

উদরাময়—আমরা ফস্ফরিক এসিডে পুনঃ পুনঃ দুর্ব্বলতার কথা উল্লেখ করিয়া আসিতেছি এবং ফস্ফরিক এসিড রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্থ বটে ইহাও পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি কিন্তু উদরাময়ে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় যেহেতু রোগী উদরাময়ে কিছুমাত্র দুর্ব্বল হয় না। ইহাই ফস্ফরিক এসিডের উদরাময়ের একটী অদ্ভুত লক্ষণ। তাই এই স্থলে পরিষ্কার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি যে, ফস্ফরিক এসিডের গভীর দুর্ব্বলতা এবং অবসাদ সমুদায়ই স্নায়ুমণ্ডলীর এবং sensorium এর উপর। তরল উদরাময়ের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, টাইফয়েড জ্বরেও ইহা আমরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি। চায়নায় দুর্ব্বলতা-ভেদ এবং জীবনীশক্তির অপচয় হইতে উৎপন্ন হয়। ফস্ফরিক এসিড সর্ব্বপ্রথমেই স্নায়ুমণ্ডলীকে আক্রমণ করে। চায়না স্নায়ুমণ্ডলীর উপর বিশেষ কোন কার্য্য করে না

এতদ্ হেতুই ভেদ হইলে একটীতে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় আর একটীতে কিছুমাত্র দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় না। ফস্ফরিক এসিডের উদরাময় প্রচুর সাদা পীতবর্ণ, জলবৎ যন্ত্রণাশূন্য এবং অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে গড়গড় শব্দ হয়। এসিড ফস বিশেষতঃ বাড়ন্তি যুবকদিগের উদরাময়ে (young man, who grow too fast) উত্তম কার্য্য করে (Calcarea carb—growing too fat) নূতন এবং পুরাতন সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ হয়। (Phos acid is one of the most prominent remedies for white and yellow watery diarrhoea either chronic or acute. It is characterized by painless and absence of any marked debility or exhaustion, the patient even getting flesh inspite of diarrhoaa.—Dr. Bell) ফস্ফরিক এসিডের উদরাময়ে ইহাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে পুনঃ পুনঃ ভেদেও রোগী বিশেষ দুর্ব্বল হয় না এবং মল সাদা অথবা ঈষৎ পীত আভাযুক্ত হয়। ফস্ফরিক এসিড রোগী যদিও অত্যন্ত দুর্ব্বল কিন্তু অল্প সময় নিদ্রাতেই সুস্থ বোধ করে। ইহা বোধ হয় ফস্ফরাসের stimulating effect এর দরুণই হইয়া থাকে।

রেতঃস্খলন এবং স্বপ্নদোষ (Seminal Emission)—ফস্ফরিক এসিড ধাতুদৌর্ব্বল্যের একটী সর্ব্বপ্রধান ঔষধ এবং তদ দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত নানা ব্যাধি আরোগ্য করিতেও ইহার ক্ষমতা যথেষ্ট। সকল গ্রন্থকারগণই এই বিষয়ে ফস্ফরিক এসিডকে অতি উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন।

অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গম এবং হস্তমৈথুন হেতু বীর্য্য এত অধিক দুর্ব্বল এবং তরল অবস্থায় পরিণত হয় যে, নিদ্রিত কিংবা অনিদ্রিত অবস্থায় কিংবা মল মূত্র ত্যাগকালীন অতি সহজেই রেতঃস্খলন হয়। বীর্য্য তারল্যের সঙ্গে সঙ্গে শরীর মন সমুদায়ই দুর্ব্বল হইয়া আইসে, মস্তক ঘুড়াইতে থাকে এবং টলিয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়। মস্তকে ঘুর্ণনের সহিত এসিড ফসের অনেক সময় একটী অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইতেছে রোগী শয়ন করিলে মনে করে, পদদ্বয় মস্তক অপেক্ষা উঁচুতে উঠিয়া যাইতেছে, ইহা ব্যতীত অণ্ডকোষদ্বয় শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। লিঙ্গ দুর্ব্বল হয়; লিঙ্গের

উত্থানশক্তি রহিত হইয়া আইসে। স্ত্রী-সহবাসে শীঘ্রই বীর্য্যপাত হইয়া যায়। অণ্ডকোষদ্বয়ে পীপিলিকাবৎ সুড় সুড় অনুভূতি হয়, পদদ্বয় দুর্ব্বল হয় এবং হাঁটিতে কষ্টবোধ করে। বহুদিন যাবৎ মল মূত্রে এবং স্বপ্নদোষে এই প্রকার শুক্র ক্ষরণ হেতু রোগীর ক্রমশঃ উক্ত প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আইসে এবং শুক্রতারল্য হেতুই অতি অল্প চেষ্টাতেই এমন কি স্ত্রীলোকের অঙ্গে হস্ত প্রদানেই অথবা স্ত্রীলোকের বিষয় চিন্তাতেই শুক্র নিঃসরণ আপনা হইতেই হইয়া যায়। রোগী এই ভাবে ভুগিয়া ভুগিয়া ক্রমশঃ অবসন্ন নিরুৎসাহ এবং হতাশ হইয়া পড়ে। মনে করে আর আরোগ্য হইতে পারিব না। যাহাদিগের অত্যন্ত অধিক স্বপ্নদোষ হয় এবং তদহেতু লিঙ্গ শিথিল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষে এসিড ফস্ নিম্ন ২× কিংবা ৩× বিশেষ উপকারী, অন্য অবস্থায় ৩০ ক্রম প্রযুজ্য।

চায়নাকে এসিডফসের একটী সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে। কিন্তু চায়না সর্ব্বদা নূতন অবস্থায় এবং ফস্ফরিক এসিড পুরাতন অবস্থায় প্রয়োগ হয়। একটী লোক পর পর ৩।৪ রাত্রি স্বপ্নদোষ হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, এইরূপ স্থলে চায়না দেওয়া কর্ত্তব্য। আর অনেক দিন হইতে স্বপ্নদোষহেতু ভুগিয়া ভুগিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে সেইরূপ স্থলে ফস্ফরিক এসিড দেওয়া কর্ত্তব্য। ডাক্তার জার স্বপ্নদোষে ফস্ফরিক এসিড ১৮ক্রম ব্যবহারের ব্যবস্থা দিতেন।

স্বপ্নদোষ রোগ অল্প বয়স্ক যুবকদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় কারণ তাহাদিগের ইহা অধিকাংশ স্থলে হস্তমৈথুনজনিতই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফস্ফরিক এসিড অত্যন্ত বাড়ন্ত প্রকৃতির (Growing too fast) (growing too fat—cal, carb.) যুবকদিগেতে যাহারা হস্ত মৈথুনজনিত সর্ব্বদা বিমর্ষ, স্ফূর্ত্তিহীন, উদাসীন, স্মরণশক্তি শূন্য এবং দুর্ব্বল তাহাদিগের পক্ষে উত্তম কার্য্য করে। এই প্রকার যুবকদিগকে অনৈসর্গিক উপায়ে রেতঃস্খলনের অপকারিতা বুঝাইয়া সাবধান করিয়া না দিলে অবশেষে ক্ষয় কাশে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা হয়। এতদহেতুই চিকিৎসকগণের এবম্প্রকার রোগীকে চিকিৎসাকালীন এই বিষয়ে সদুপোদেশ দেওয়া এবং অধিক মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম, উপন্যাস ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিতে নিষেধ করা উচিৎ।

স্বপ্নদোষ এবং শুক্রতারল্য রোগ চিকিৎসার সময় ঔষধ পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন না করিয়া একটী ঔষধ ভালমত নির্ব্বাচন করিয়া তাহা কিছুদিন ভালমত সেবন করাইয়া তৎপর অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য কারণ এইরূপ স্থলে কোন ঔষধ অধিক দিন ব্যবহার না করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

Dr. Baehr বলেন—for spermatorrhoea—among all these remedies (Phosphoric acid, Calcarb, Etc.) Digitalis and more particularly Digitalin has the best effect. A few doses of the 3rd trituration of this medicine are genarlly sufficient to effect complete cure or at least a makred improvement. The medicine should be given in the morning.

অর্থাৎ বেয়ার সাহেব বলেন—ডিজিটেলিনের ৩× চূর্ণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে কিছুদিন সেবন করিলে অল্প সময়েই স্বপ্নদোষ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। (এই ঔষধ সন্ধ্যার সময় সেবন করা উচিৎ নয় তাহাতে অযথা রাত্রির নিদ্রার ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে) আর একস্থানে তিনি বলিতেছেন—Stillingia is like wise an excellent remedy for both nocturnal emissiou and spermatorrhoea. অর্থাৎ ষ্টিলিঞ্জিয়া ইহাও স্বপ্নদোষ এবং শুক্র মেহরোগের একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বপ্নদোষের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

জেলসিমিয়াম—(৩০, ২০০) ইহাতেও অনেকটা ধ্বজভঙ্গের অবস্থা উপস্থিত হয়। লিঙ্গ শিথিল সহ রাত্রিতে পুনঃ পুঃন স্বপ্নদোষ হয় অথচ রোগী কোন প্রকার কুৎসিত দৃশ্যের স্বপ্ন দেখে না। হস্তমৈথুনজনিত এবং স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যতা হেতু স্বপ্নদোষে জেলসিমিয়াম বিশেষ ভাবে নির্ব্বাচিত হয়। জেলসিমিয়াম রোগী অত্যন্ত স্নায়বীক (nervous)।

ডাইস্কোরিয়া—(৬×) পেশীর দুর্ব্বলতা হেতু স্বপ্নদোষে এবং যাঁহাদিগের উদরে বায়ুর প্রকোপ হয় তাহাদিগেতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রোগী সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া স্ত্রীলোকের একাধিক স্বপ্ন দেখে এবং

নিদ্রিতাবস্থায় লিঙ্গ শিথিল সহ রেতঃস্খলন হয়। রেতঃপাতের পরবর্ত্তী দিনে রোগী বিশেষরূপ জানুদ্বয়ে অত্যন্ত অধিক দুর্ব্বলতা বোধ করে।

কেলেডিয়াম—(৩০) অত্যধিক সঙ্গমক্রিয়া হেতু ধাতুদৌর্ব্বল্যের উত্তম ঔষধ। ইহাতে রোগী কোন প্রকার কুৎসিৎ স্বপ্ন দেখে না এবং স্ত্রীলোকের আলিঙ্গণেও লিঙ্গের উদ্রেক হয় না কিন্তু রাত্রিতে আপনা হইতেই রেতঃস্খলন হইয়া যায়।

ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া—(৩০) চক্ষুর চারি পার্শ্ব কালিমা দাগযুক্ত। মুখমণ্ডল এবং শরীর শুষ্ক এবং কৃশ। রোগী অত্যন্ত খিটখিটে এবং লোকের সম্মুখে আসিতে লজ্জা করে।

কেলিব্রোমেটাম—(৬x) ইহাও একটী স্বপ্নদোষের উত্তম ঔষধ। ডাক্তার ক্লার্ক ইহাকে অত্যন্ত উচ্চস্থান দেন। যখন কোন ঔষধে উপকার হয় না তখন কেলি ব্রোমেটাম্ প্রয়োগ করিবে।

হস্ত মৈথুন নিবারণের ঔষধ সমূহ।

ওরিগেনাম—৬x। সর্ব্বদা কাম আকাঙ্ক্ষা এবং হস্ত মৈথুনের ভীষণ ইচ্ছা।

গ্রেটিওলা—স্ত্রীলোকদিগের উপরিউক্তরূপ অবস্থায় নির্ব্বাচিত হয়।

বিউফো—৩। হস্ত মৈথুনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং সর্ব্বদা একা থাকিতে ইচ্ছা।

পিকরিক এসিড—৩০। ভীষণ লিঙ্গোদ্রেক এবং কামোত্তেজনা।

শিরঃপীড়া—বহুদিন যাবৎ শোক দুঃখ অথবা স্নায়ু দৌর্ব্বল্যতা হেতু মস্তকের তালুতে ভীষণ ভার বোধ যন্ত্রণা হয়, মস্তক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চাহে। ইহা ব্যতীত কখন কখন আবার মস্তকের পশ্চাতে কিংবা ঘাড়েও এইরূপ যন্ত্রণা হইতে দেখা যায়, কিন্তু সচরাচর যন্ত্রণা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে বিস্তারিত হয়। সামান্য নড়া চড়ায়, গোলমালে ও বিশেষতঃ গান বাজনায় শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয় এবং শয়নে উপশম হয় (ব্রাইওনিয়া, জেল্‌সিমিয়াম এবং সাইলিসিয়া)। পাঠ্যাবস্থায় (বাড়ন্তি প্রকৃতির) স্কুলের ছাত্রীদিগের

(Cal Phos, Natrum, Ruta) পড়িবার কালীন চক্ষুর সামান্য Strain হইলে অথবা কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম করিতে হইলে মস্তকের যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। অত্যধিক অধ্যয়ন হেতু শারীরিক দুর্ব্বলতায়ও অনেকে ফস্ফরিক এসিডকে একটি উপযুক্ত ঔষধ বলেন। ফস্ফরিক এসিডের অধিকাংশ উপসর্গই স্থিরভাবে একলা থাকিলে এবং উত্তাপে উপশম হয়। কথাবার্ত্তায়, শারীরিক কিংবা মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। শিরঃপীড়া অবস্থায় রোগী চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। কাহারও সহিত কথা বলিতে কিংবা কেহ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বিরক্ত হয়।

শিরঃঘূর্ণন—শারীরিক দুর্ব্বলতার সহিত শিরঃঘূর্ণনও উপস্থিত হয়। শয়ন করিলে মনে হয় যেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ শূন্যে আকাশে উঠিতেছে অথচ মস্তক এক অবস্থায় স্থির ভাবে থাকে। ইহা অধিক দুর্ব্বলতার পরিচয়। মস্তিষ্কের এই প্রকার দুর্ব্বলতা অত্যধিক স্ত্রীসহবাস, হস্ত মৈথুন ইত্যাদি কারণ বশতঃ হইলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

কাশি—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে (Mucous Membrane) ফস্ফরিক এসিডের কার্য্য দেখা যায়। বক্ষঃস্থল সুড় সুড় করিয়া কাশির উদ্রেক হয় এবং সন্ধ্যার সময় শয়নকালীন বৃদ্ধি হয়। কাশির সহিত প্রচুর পূঁজ সদৃশ পীতাভ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। শ্লেষ্মা দুর্গন্ধ এবং লবণ আস্বাদযুক্ত। রোগী কাসিতে কিংবা কথা বলিতে বুকে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে। এইপ্রকার লক্ষণ থাইসিস রোগে প্রায়ই প্রকাশ থাকে কিন্তু ফস্ফরিক এসিড থাইসিস রোগের অধিক প্রচলিত ঔষধ নয় বরং ফসফরাসই তাহার উপযুক্ত ঔষধ। কিন্তু যখন দেখা যায় রোগীর বক্ষঃস্থল অত্যন্ত ঠাণ্ডা স্পর্শাধিক্য এবং রোগীকে তদহেতু বক্ষঃস্থল উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হয় সেইরূপ স্থলে ফস্ফরিক এসিডকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ফস্ফরিক এসিডের যেমন অধিকাংশ রোগই হস্ত মৈথুন কিংবা অত্যধিক স্ত্রীসহবাস কিংবা শরীরের দ্রুত (Too rapid growth) বৃদ্ধি হেতু হয় তেমনি বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতা এতদ সমুদায় কারণ বশতঃই হইয়া থাকে। Dr. Nash, বলিতেছেন—All this condition of things may when Phosphoric acid is the remedy find its cause one or both of two things :—Onanism or sexual excess

and two rapid growth অর্থাৎ ফস্ফরিক এসিডের যাবতীয় রোগের সহিত হস্ত মৈথুন, অত্যধিক স্ত্রীসহবাস অথবা শরীরের দ্রুত বৃদ্ধি এই সমুদায়ই অথবা ইহার কোন একটী কারণ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

আমরা ষ্ট্যানামেও এই প্রকার বক্ষঃস্থলের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা দেখিতে পাই কিন্তু ষ্ট্যানামের শ্লেষ্মা অপেক্ষাকৃত গাঢ় এবং মিষ্টি স্বাদযুক্ত।

অস্থিরোগ—অস্থিরোগে ফস্ফরিক এসিড সময় সময় ব্যবহার হয় কিন্তু অস্থিক্ষতে কিংবা অস্থিনাশে (caries, necrosis) ইহার প্রয়োগ দেখা যায় না। স্ক্রফুলাস রোগ হেতু শিশুদিগের Hip Disease কিংবা Vertebraর অস্থি ক্ষত প্রযুক্ত মেরুদণ্ডের বক্রতায় ইহার ব্যবহার রহিয়াছে। অস্থিতে ভীষণ প্রদাহ এবং যন্ত্রণা হয়; বোধ হয় ছুরি দিয়া যেন চাঁচিয়া ফেলা হইতেছে।

বহুমূত্র Polyuria and Diabetis—প্রস্রাব সাদা দুগ্ধবৎ এবং সময় সময় প্রস্রাবের নিম্নে শ্লেষ্মার মণ্ডের ন্যায় (Jelly like) তলানি পড়ে কিন্তু জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না। রাত্রিতে পরিষ্কার জলবৎ প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হয় এবং তদহেতু রোগীকে নিদ্রা হইতে পুনঃ পুনঃ উঠিতে হয়। এতদ কারণ বশতঃই ফস্ফরিক এসিডকে বহুমূত্রের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হইয়াছে। প্রস্রাব জলবৎ পরিষ্কার হইলেও ফস্ফেট (phosphate) নিঃসরণ হেতু মূত্র ত্যাগের অব্যবহিত পরেই অত্যধিক তলানি পড়িয়া ঘোলা হইয়া যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত বদগন্ধযুক্ত হয়।

ল্যাকটিক এসিড—৩০। ইহাকেও বহুমূত্র রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। ইহার সহিত অত্যন্ত রক্তশূন্যতা, আহারের পর বমনেচ্ছা, মুখগহ্বরের ক্ষত, লালাস্রাব ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম—৩x চূর্ণ। অগ্নিমান্দ্য রোগ হইতে বহুমূত্র রোগের উৎপত্তি হইলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। অত্যন্ত পিপাসা দুর্ব্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

এসিড ফসের মুত্রপিণ্ডের উপর বিশেষ কোন কার্য্য না থাকিলেও কিন্তু মুত্র উপাদানের (composition of urine) উপরে যথেষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে, কাজেকাজেই ফস্ফেটযুক্ত অর্থাৎ ফস্ফেট তলানি (phosphate

deposit) নিবারণের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশুদিগের দুগ্ধবৎ মূত্রের ইহার উপযোগিতা সন্তোষজনকরূপ পাওয়া গিয়াছে। যে স্থলেই মূত্রে ফসফেটের তলানি দেখা গিয়াছে, ফস্ফরিক এসিড প্রয়োগে অতি সত্বর তাহা দূরীভূত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ফস্ফরিক এসিডকে বহুমূত্র রোগের একটী মহৎ ঔষধ বলা হয়। মূত্রমেহ (Diabetis insipidus) মধুমেহ (Diabetis mellitus) ইত্যাদি যাহাই হউক ইহা সর্ব্বদা প্রযোগ হইয়া থাকে। যে স্থলেই প্রচুর এবং পুনঃ পুনঃ মূত্র স্রাব হয়, দুগ্ধবৎ সাদাই হউক কিংবা সাদা জলবৎই হউক পুরাতন এবং তরুণ সকল অবস্থাতেই এসিড ফস নির্ব্বাচিত হইতে পারে, Nervous origin হইতে বহুমূত্র রোগ হইলে তাহাতে এসিড ফস উত্তম কার্য্য করে। ফস্ফরিক এসিডের প্রস্রাবে দুইটী বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, প্রথমতঃ পরিমাণে প্রস্রাব প্রচুর হয় এবং দ্বিতীয়তঃ জলবৎ পরিষ্কার অথবা দুগ্ধবৎ সাদা হয়। (It is in diabetis that Phosphoric acid won its greatest laurels, not only in the insipid form—chronic diuresis or Polyuria as we should naw call it—but in time Glycosuria cure has repeatedly resulted from the administration of this acid.—(Hughes) প্রচুর প্রস্রাব আমরা জেলসিমিয়াম এবং ইগ্নেসিয়াতেও দেখিতে পাই। জেলসিমিয়ামে এবং এসিড ফসে স্নায়বিক অবসাদ হেতু উক্ত প্রকার প্রস্রাব হয় এবং সর্দ্দি, শিরঃপীড়া থাকে, প্রস্রাবের সহিত শিরঃপীড়া উপশম হয়। ইগ্নেসিয়া হিষ্টরিকেল স্ত্রীলোকের প্রচুর প্রস্রাবে ব্যবহৃত হয়।

সিজিজিয়াম জাম্বোলিনম :—কাল জামের বিচি হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। বহুমূত্র রোগের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যদিও ইহাতে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না, কিন্তু প্রস্রাবের পরিমাণ এবং বার হ্রাস করিতে ইহার ক্ষমতা অদ্বিতীয়। অনেকে ইহার অত্যন্ত উপকারিতা হেতু বহুমূত্র রোগের পেটেণ্ট ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা সচরাচর মূল অরিষ্টই ব্যবহার হইয়া থাকে। যখন কোন ঔষধে উপকার হয় না তখন সিজিয়াম জাম্বোলিন প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিৎ।

দুগ্ধ মূত্র (Chyluria)—দুগ্ধবৎ মূত্রের এসিড ফস্ একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ—মূত্র দেখিতে দুগ্ধের ন্যায়, মূত্রে যেন দুগ্ধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা মিশ্রিত থাকে। সময় সময় মূত্রমার্গ দুগ্ধের দানায় বুজিয়া থাকে। মূত্র ধরিয়া রাখিলে খড়ি মাটির অথবা ময়দার ন্যায় তলানি পড়ে।

দুগ্ধবৎ মূত্রে এসিড ফসের সহিত চিমাফিলা এম্বালেটাকেও চিন্তা করিবে, ইহা সচরাচর নিম্নক্রম অথবা মূল অরিষ্ট ব্যবহার হয়।

শ্বেতপ্রদর—বহুদিন সন্তানকে স্তন পান অথবা অধিক দুগ্ধ ক্ষরণ হেতু দুর্ব্বল অবস্থার সহিত শ্বেতপ্রদরে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এসিডফসে শ্বেতপ্রদর সচরাচর ঋতুস্রাবের পরই অধিক হয়। শ্বেতপ্রদর পীত আভাযুক্ত প্রচুর এবং ঈষৎ ক্ষয়কারক।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসনঃ—স্নায়বীয় রোগে, দুগ্ধবৎ প্রস্রাবে, জ্বরে, এসিড ফস্ কিঞ্চিত উর্দ্ধ ক্রম অর্থাৎ ৩০ অধিক উপযোগী। পুং জননেন্দ্রিয় দুর্ব্বলতায়, বহুমূত্রে ইত্যাদিতে নিম্নক্রম ২×, ৩× অধিক ফলপ্রদ। ক্লাক, হিউজ প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ স্বপ্নদোষ, রেতঃস্খলন, লিঙ্গের আংশিক দুর্ব্বলতা ইত্যাদিতে এসিড ফসের নিম্নক্রমকে টনিক বলেন এমন কি তাঁহারা আহার কিংবা জল পান কালীন এসিড ফস মূল অরিষ্ট গ্লাসে দিয়া general টনিকরূপে সেই জল পান করিতে ব্যবস্থা দেন। অবস্থাবিশেষে ইহা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগও হয়। ডাঃ জার সাহেব ১৮ ক্রমকে অতি উচ্চ স্থান দেন।

ফসফরিক এসিডঃ—চায়নার পূর্ব্বে এবং পরেও ক্ষয়কর রোগ—যেমন উদরাময়, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, ঘর্ম্ম ইত্যাদিতেও উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধিঃ—মানসিক রোগে, জীবনীশক্তির অপচয়ে, বিশেষ-ভাবে রেতঃস্খলনে, হস্তমৈথুনে, অত্যধিক স্ত্রীসহবাসে।

রোগীর বিবরণ

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মেটিয়াবুরুজে একটী রোগী দেখিতে যাই। রোগী একজন স্ত্রীলোক বয়স প্রায় ২৪।২৫ হইবে, গৌরবর্ণা দোহারা শরীর চোখ কিঞ্চিৎ কোটরাবিষ্ট, মুখমণ্ডল শুষ্ক। বহুদিন যাবত শ্বেতপ্রদর স্রাবে ভুগিতেছে, অনেক প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না। এক্ষণে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাকে প্রথম ডাকাইয়া লইয়া যান। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে এই রোগ আজ প্রায় ৬ বৎসর হইতে চলিতেছে। ১৬ বৎসর বয়সে একটী সন্তান হইয়া শরীর কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হয় এবং তদবধি হইতেই এই রোগ অল্প অল্প দেখা দেয়, এক্ষণে ইহা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। স্রাবে কোন প্রকার জ্বালাযন্ত্রণা নাই, স্রাব ঈষৎ গাঢ় এবং হলদে আভাযুক্ত, সর্ব্বদা অল্পবিস্তর নিঃসরণ হইতেছে। স্বামীসহবাসের ইচ্ছা কিংবা উপন্যাস গ্রন্থাদি পাঠ করিলে স্রাব অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, কোন কাজকর্ম্মে উৎসাহ নাই। সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, শরীর দিন দিন ক্রমশঃ দুর্ব্বল এবং কৃশ হইয়া আসিতেছে, মেজাজ পূর্ব্বে খিট্‌খিটে ছিল না, এক্ষণে অল্পতেই বিরক্ত বোধ করে এবং ঠাণ্ডাও অধিক সহ্য হয় না।

আমি তাহাকে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ৩০ ক্রম সপ্তাহে একবার করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া আসিলাম এবং ১৫ দিন পর সংবাদ দিতে বলিয়া দিলাম। ১৫ দিন পর জানিতে পারিলাম কিছুই উপকার হয় নাই। আর ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের উপর বিশ্বাস রাখিতে না পারিয়া, সিপিয়া ৩০ ক্রম বৈকালে সপ্তাহে একবার করিয়া খাইতে দিলাম। তাহাতেও কিছুই ফল না হওয়ায় তাহাকে অন্য কোন বিজ্ঞ এবং প্রাচীন চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিতে বলিলাম। সেই সময় শ্রদ্ধাষ্পদ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় জীবিত ছিলেন। তাঁহাকে আমি রোগীর সমুদায় বিবরণ বলিলাম। তিনি স্ত্রীলোকটির স্বামীকে স্ত্রীসহবাস অত্যন্ত অধিকরূপ হইয়াছিল কি না ইহা এবং আর কয়েকটি কথা প্রশ্ন করিয়া এসিড ফস ৩০ ক্রম ২।৩ দিন পর পর একবার করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া ১৫ দিন পর পুনরায় সাক্ষাৎ

করিতে বলিয়া দিলেন। এসিড ফস দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—Minton's uterine therapeutic অর্থাৎ মিণ্টনের স্ত্রীচিকিৎসা গ্রন্থপাঠ করিয়া দেখুন। বুঝিতে পারিলাম অত্যধিক স্ত্রীসহবাস হেতু এবম্প্রকার রোগের উৎপত্তি হইয়াছে এতদ কারণ এসিড ফসই ইহার উপযুক্ত ঔষধ এবং সেই স্ত্রীলোকটি এসিড ফস সেবন করার পর হইতে ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিল। আমি এইরূপ কয়েক বার রোগের উৎপত্তিতে এসিড ফস ব্যবহার করিয়া অনেক স্থলে আশ্চর্য্যরূপ ফল পাইয়াছি।

২। আমার ডাক্তারখানার পার্শ্বের দোকানের একটি বালকের উদরাময় হয়। বালকটির বয়স প্রায় ১৭।১৮ হইবে, দেখিতে কিঞ্চিৎ কৃশ এবং লম্বা। রোগীকে আমি প্রথমতঃ দেখি নাই, রোগীর ভ্রাতা রোগের লক্ষণ বলিয়া বলিয়া ঔষধ লইয়া যাইতেছিল। আমি অনেক প্রকার ঔষধ দিলাম কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইতেছে না। তৎপর তাহারা আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। রোগীর যে এত অধিক ভেদ হইতেছে এবং কয়েকদিন যাবৎ উদরাময়ে ভুগিতেছে তাহা রোগীকে দেখিলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। রোগী বলিল, "যদিও ৭।৮ বার করিয়া প্রত্যহ এই তিন দিন যাবৎ ভেদ হইতেছে কিন্তু আমি তত দুর্ব্বল বোধ করিতেছি না।" মল ঈষৎ পীতবর্ণ ঘোলা তরল জলবৎ যন্ত্রণা কিম্বা পেটফাঁপা কিছুই নাই। এত অধিক ভেদ হওয়া সত্বেও রোগীর চেহারার পরিবর্ত্তন এবং দুর্ব্বলতা কিছুই হয় নাই, দেখিয়া আমি তাহাকে এসিড ফস ৩০ দুই মাত্রা দিয়া চলিয়া আসিলাম। তৎপরদিন জানিতে পারিলাম একমাত্রা সেবনের পর হইতেই উদরাময় হ্রাস হইয়া গিয়াছে এবং এসিড ফসেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। "উদরাময়ে রোগী দুর্ব্বল হয় না এবং চেহারার পরিবর্ত্তন ঘটে না" এই লক্ষণ আমরা এসিড ফস ব্যতীত আর কোন ঔষধে দেখিতে পাই না। এসিড ফসের উদরাময়ের ইহা একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

—————

ইগ্নেসিয়া অ্যামেরা (Ignatia Amara)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ইগ্নেসিয়া অ্যামেরা। ইহা একপ্রকার লতা বিশেষ গুল্ম। ফিলিপাইন এবং কোচিন চায়নায় প্রচুর জন্মে। ইহার ফলগুলি অনেকটা ডিম্বাকার। শাঁস অত্যন্ত মস্থণ এবং ভঙ্গ প্রবণ। প্রত্যেক শাঁসের ভিতর প্রায় ২০।৩০ টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি থাকে। যদিও ইগ্নেসিয়া এবং নক্সভমিকা উপাদানগত এবং জাতীগত সাদৃশ্যে এক কিন্তু ইহারা ভৈষজ্যগুণে এবং লক্ষণে অত্যন্ত পৃথক। ইগ্নেসিয়ায় নাক্সভমিকা অপেক্ষা অধিক ষ্ট্রিকনাইন উপক্ষার রহিয়াছে বলিয়াই ইহার আর একটি নাম ষ্ট্রিকনোস ইগ্নেসিয়া (Strychnos Ignatia) দেওয়া হইয়াছে। ইহাকে দুইভাবে অর্থাৎ টিংচার এবং চুর্ণরূপে ঔষধে পরিণত করা হইয়াছে। গুল্ম হইতে টিংচার এবং বিচি হইতে চুর্ণ প্রস্তুত করা হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। স্নায়ু প্রধান ধাতু বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ লোকদিগেতে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগেতে যাহারা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য অল্পতেই উত্তেজিত হয়, অথচ বিনয় এবং নম্র এই প্রকার স্বভাবের লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

২। লক্ষণসমূহ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ প্রকৃতির (contra-dictoay) কর্ণের গুণগুণানি শব্দ গান বাজনায় উপশম হয়। অর্শ চলা ফেরায় উপশম হয়, গলার ব্যথা গলাধঃকরণে উপশম হয়। কাশি যতই কাশে ততই অধিক হয়, জ্বরে শীত অবস্থায় জলতৃষ্ণা হয়, দাহ অবস্থায় তৃষ্ণা হয় না, শোক দুঃখে আনন্দ হয় খিল খিল করিয়া হাসে।

৩। মানসিক অবস্থা অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল এবং চঞ্চল, অতি অল্প সময়ে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এই হাসিতেছে আবার এই কাঁদিতেছে, এই প্রফুল্ল চিত্ত আবার এই দুঃখে অভিভূত এবং সদা সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত (always moody)।

৪। শরীর ও মন উভয়ই শোক দুঃখের চিন্তায় ভগ্ন ও ক্লান্ত (persons mentally and physically exhausted by long involuntaay concentrated grief)।

৫। অনিচ্ছায় থাকিয়া থাকিয়া নিশ্বাস ত্যাগ এবং পাকাশয় খালি খালি বোধ আহারেও উপশম হয় না, (হাই ড্রাস, সিপিয়া)।

৬। তামাকের গন্ধ অথবা ধূমপান অত্যন্ত অসহ্য।

৭। শিরঃপীড়া, মস্তকের এক পার্শ্বে যেন পেরেক বিদ্ধ হইতেছে এইপ্রকার যন্ত্রণা হয় এবং সেই পার্শ্ব ব্যাপিয়া শয়নে উপশম বোধ হয় (কফিয়া, নাক্স, থুজা)।

৮। অর্শ—প্রত্যেকবার. মলত্যাগকালীন বহির্গত হয়, হাত দিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিতে হয় এবং সরলান্ত্রের ঊর্দ্ধদিকে তীর বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয় (shooting up the rectum) ও মলত্যাগের পর যন্ত্রণা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। (র‍্যাটেনিয়া, সালফার)।

৯। জ্বরের শীত অবস্থায় জলতৃষ্ণা হয় এবং মুখমণ্ডল লাল বর্ণ হয়। দাহ অবস্থায় তৃষ্ণা থাকে না এবং মুখমণ্ডল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে।

১০। নিদ্রিতাবস্থায় শরীরের স্থান বিশেষের অথবা সর্ব্ব-শরীরময় খেচুনি এবং আকুঞ্চন হয়। twitching jerking even spasm of single limbs or whole body, when falling asleep.

১১। ক্রোধ, শোক অথবা প্রেম হইতে বঞ্চিত হেতু রোগের উৎপত্তি। বিপদের কল্পনা করিয়া রোগী নির্জ্জনে চিন্তা করিতে থাকে।

সাধারণ লক্ষণ

১। মলত্যাগকালীন কোঁথদিলে কিংবা কোন ভারি জিনিষ উত্তোলন করিলে কিংবা শরীর নোয়াইলে (stooping) হারিশ বহির্গত হইয়া পড়ে এবং মল তরল হইলে অধিক হয়।

২। লোক সঙ্গ ভালবাসেনা। একলা থাকিতে ইচ্ছা করে।

রোগী যখন ভাল থাকে তখন খুবই ভাল লোক কিন্তু সামান্য মানসিক আবেগেই (emotion) অর্থাৎ অল্পতেই বিরক্ত হয়।

৩। শিশু তিরস্কৃত এবং ভীত হইবার পর নিদ্রাকালীন তরকায় আক্রান্ত হয়।

৫। রোগীর সামান্য দোষ ধরিলে কিংবা রোগীর সহিত বাদ প্রতিবাদ করিলে বিরক্ত বোধ করে এবং নিজে নিজে ক্রোধে গোমরাইতে থাকে অথচ প্রকাশ করে না।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য

ইগ্নেসিয়ার ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য আবোচলা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহাতে স্নায়ু সমুহেব স্পর্শাধিক্যতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফিজিওলজিক্যাল কার্য্যকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা :—

১। ইহা কশেরুকা মজ্জার (spinal cord) উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া চেতনাধিক্য আক্ষেপ ও পক্ষাঘাত আনয়ন করে।

২। ইহা চক্ষুর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া হিষ্টিরিক্যাল দুর্ব্বলতা আনয়ন করে।

৩। ইহা গলার ভিতরে গুল্মবায়ুর ন্যায় অবস্থা আনয়ন করে।

৩। ইহা পাকাশয় শূন্যতা অর্থাৎ খালি খালি বোধ আনয়ন করে।

৪। ইহা অন্ত্রে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া সরলান্ত্র অর্থাৎ হারিশ বহির্গত করাইয়া থাকে।

ইগ্নেসিয়ার মানসিক এবং সমগুণ ঔষধসমূহের পার্থক্য নিরূপণ ঃ—ইগ্নেসিয়া স্নায়ুপ্রধান ব্যক্তিদিগের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের উপর অধিক কার্য্য করে এবং সচরাচর স্ত্রীলোকদিগেতে ইহা

অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। নক্সভমিকার ন্যায় ইহাও একটি অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য (sensative) ঔষধ। কিন্তু নক্সভমিকার স্পর্শাধিক্যতার (sensativeness) প্রকাশ—ক্রোধ, বিরক্তিভাব এবং খিট্‌খিটে স্বভাব আর ইগ্নেসিয়ার স্পর্শাধিক্যতার sensativeness প্রকাশ—বিষন্নচিত্ততা, ক্রন্দনভাব এবং মনকষ্ট। এই দুইটী ঔষধের ইন্দ্রিয়সমূহ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য—(It is not where anger, urgency, violence predominate but where these prevail rapid alternation between helarity and desire to weep—Hahnemann.) নক্সভমিকার রোগী অল্পতেই বিরক্ত হয় এবং ভয়ানক রাগী আর ইগ্নেসিয়া রোগী সর্ব্বদা বিষন্ন এবং শোকে অভিভূত। শোক চাপিয়া রাখে কাহাকেও ব্যক্ত করেনা। তিরস্কৃত হইলেও তাহার প্রতিশোধের চিন্তা করে না কিংবা বিরক্তিভাব প্রকাশ করে না শুধু অন্তরে অন্তরে গোমরাইতে থাকে। পালসেটিলায় অনেকটা ইগ্নেসিয়ার ন্যায় বিষন্ন এবং ক্রন্দনভাব থাকিলেও কিন্তু পালসেটিলা রোগী ইগ্নেসিয়ার ন্যায় মনের কষ্ট চাপিয়া রাখে না এবং সর্ব্বদা আপনার দুঃখ-কষ্টের চিন্তা করে না বরং সকলকে আপনার দুঃখ-কষ্ট জানায় ও সহানুভূতি পাইবার ইচ্ছা করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ইগ্নেসিয়া স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অধিক ব্যবহার হয়—স্নায়ু প্রধান, শোকদুঃখে কাতর এবং বিশেষতঃ যাহারা আপনাদের শোক-দুঃখের বিষয় চাপিয়া রাখে, গোপনে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করে, সকল সময়ই চিন্তান্বিত— হয় ত' কাহারো ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, কিংবা কোন প্রকার গভীর শোক অথবা মানসিক আঘাত পাইয়াছে এই প্রকারের এবং যাহাদের মানসিক অবস্থার কোনই স্থিরতা নাই, এই হাসিতেছে, এই কাঁদিতেছে, এই গান গাহিতেছে, আবার কিছুক্ষণ পর গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। যাহাদের মন এবং শরীর উভয়ই শোক-দুঃখের চিন্তায় ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং তদহেতু নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হইয়াছে—এইরূপ অবস্থা বিশেষতঃ অল্প দিনের হইলে ইগ্নেসিয়া তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ—পুরাতন এবং বহু দিনের শোক-দুঃখজনিত হইলে ফক্ষরিক এসিড এবং নেট্রাম মিউরের বিষয় চিন্তা করা উচিত।

ফক্ষরিক এসিড রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং নিস্তেজ প্রকৃতির। জীবনী-শক্তির অপচয় হেতু নৈশঘর্ম্ম (night sweats from exhaustion),

ক্ষুধামান্দ্য এবং মস্তকের তালুতে ভার বোধ উপস্থিত হয়। কৃশতা (emaciation), দুর্ব্বলতা এবং নৈশঘর্ম্ম এই তিনটিই হইতেছে এই ঔষধের পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

নেট্রাম মিউর—মানসিক লক্ষণে ইহা ইগ্নেসিয়ার অতি নিকট সদৃশ ঔষধ। কিন্তু বিষন্নতাসহ কোপনস্বভাব এবং সান্ত্বনা প্রদানে বিরক্তি-ভাবের বৃদ্ধি—ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক অস্বাভিবিক গোলমালে রোগীর হৃদস্পন্দন হয় এবং মস্তকের তালুতে শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় ইগ্নেসিয়ায় এই প্রকার মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে নেট্রাম মিউর ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

(The chagrin (i.e. sense of cffence) is a cause mali to which he think Ignatia especially adapted, when it affects persons who are not in the habit of breaking out into vehemence or of seekings revenge, but who keep it concealed and dwell upon it in their recollections.)

হিষ্টিরিয়া—ইগ্নেসিয়া শোকদুঃখ হইতে সম্ভূত রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার মানসিক চঞ্চলতা এত অধিক যে নাক্সভমিকাকেও পরাস্ত করিয়াছে। নাক্সভমিকায় মানসিক চঞ্চলতায় কোপনস্বভাব অত্যন্ত প্রবল কিন্তু ইগ্নেসিয়ায় কোপন স্বভাবের সহিত ক্রন্দন, বিমর্ষ, হাসি ইত্যাদি সমুদায় অত্যন্ত প্রবল কাজে কাজে রোগী পর্য্যায়ক্রমে একবার হাসে একবার কাঁদে আবার চীৎকার করে, আবার বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে অর্থাৎ মানসিক লক্ষণের কোন প্রকার স্থিরতা থাকে না. অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। ডাক্তার ন্যাস কয়েকটি কথায় পরিষ্কার করিয়া ইগ্নেসিয়া রোগীর মানসিক অবস্থা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—Any one suffering from suppressd deep grief with long drawn sighs, much sobbing etc and especially if inclincd to smother or hide that grief from others is just the subiect for this remedy. She desires to be alone with her grief, sighs, much and seems so sad and weak.) পরিবর্ত্তনশীল কথাটি শুনিলেই অনেকেরই পালসেটিলার প্রতি দৃষ্টি পড়িবে কিন্তু পালসেটিলায় সমুদয় লক্ষণই

(জ্বর, উদরাময়, যন্ত্রণা, ইত্যাদি সমুদায়ই) অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল আর ইগ্নেসিয়ায় মানসিক লক্ষণই অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। ইগ্নেসিয়ার ন্যায় মানসিক পরিবর্ত্তনশীলতা আর কোন ঔষধে এত অধিক দৃষ্টিগোচর হয় না।

গুল্মবায়ু গোলকেরও (Globus hystericus) ইগ্নেসিয়া একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ। রোগীর মনে হয় গলার মধ্যে গোলাকার একটি পদার্থ ঠেলিয়া উঠিতেছে, ইহা উদগারে উপশম হয় এবং জলপানে বৃদ্ধি হয়। কুপ্রামের ন্যায় কখন কখন রোগী অর্দ্ধ চৈতন্য অবস্থায় হস্ত মুঠা করিয়া এবং মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া পড়িয়া থাকে। এমতাবস্থা হইতে জ্ঞান সঞ্চার হইবার পূর্ব্বে দীর্ঘনিশ্বাস (long drawn sigh) ত্যাগ করে অর্থাৎ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ জ্ঞানের সঞ্চার হয়।

হিষ্টিরিয়ায় ইগ্নেসিয়ার সমগুণ ঔষধসমূহ—

প্ল্যাটিনা—অত্যন্ত কামাশক্ত আত্মম্ভরী স্ত্রীলোক। সকলকে ঘৃণা তুচ্ছ করে, আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানী ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, যেন সকলেই তাহার অপেক্ষা নীচ।

হাইওসিয়ামস—অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ এবং সন্দিগ্ধ চিত্ত। ভয়ে ঔষধ কিংবা খাদ্যদ্রব্য কিছুই খাইতে চায় না, সর্ব্বদা ভয়ে শশঙ্কিত যেন কেহ তাহাকে বিষ প্রয়োগ্ করিয়া মারিয়া ফেলিবে, জননেন্দ্রিয়ের স্থানে কাপড় রাখিতে চায় না। বিড় বিড় করিয়া বকিতে থাকে। গলদেশের সঙ্কোচন ভাব এবং তদহেতু গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট বোধ।

এসাফিটিডা:—ইহাতে অনেকটা ইগ্নেসিয়ার ন্যায় গুল্মবায়ু গোলকের লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিম্নোদরে বায়ু সঞ্চয় হইয়া বক্ষঃস্থলে ঠেলিয়া ওঠে এবং তদহেতু ফুসফুসে চাপ বোধ ও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ায় কষ্ট হয়। সমুদায় বায়ুই যেন উর্দ্ধ দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে এইরূপ বোধ হয়। শ্বেতপ্রদর অথবা ঋতুস্রাব রোধ হেতু হিষ্টিরিয়া প্রকাশ পাইলে এসাফিটিডা উত্তম কার্য্য করে।

মস্কাস—যাহারা মূর্চ্ছাপ্রবণ অর্থাৎ অল্পতেই মূর্চ্ছা হয় এই প্রকার হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ উপযোগী। অনেক সময় এইরূপ দেখা যায়—আহারে বসিয়া খাদ্যদ্রব্য মুখে দেওয়া মাত্রই মৃতবৎ মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। ইহা ব্যতীত বক্ষঃস্থলের এত ভীষণ আক্ষেপ হয় যে রোগী মনে করে এক্ষণেই মারা যাইবে। সমুদায় মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ধারণ করে এবং ফেনা ওঠে।

ভেলেরিয়ানা—সামান্য পরিশ্রমেই অত্যন্ত শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। রোগীর এইরূপ বোধ হয় যেন গলার মধ্যে একটি দড়ি লম্বাভাবে ঝুলিতেছে। ইহাতেও গুল্মবায়ু গোলকের ন্যায় উষ্ণ আভা পাকস্থলী হইতে গলায় ঠেলিয়া উঠে। রোগী কোন প্রকার অধিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে না। সামান্য যন্ত্রণাতেব মূর্চ্ছার উপক্রম হয়, ইহা ব্যতীত অনেক সময় বাতের ন্যায় হস্ত পদের যন্ত্রণাতেও ভেলেরিয়ানা ব্যবহার হয়। রোগী একস্থানে স্থির থাকিতে পারে না এবং সমুদায় বিষয়ে অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য।

ককুলাস—ইহাতে ইগ্নেসিয়ার ন্যায় অনেকটা মনের অবস্থা রহিয়ছে—স্পর্শাধিক্যতা, উদ্বিগ্নতা, রোগীর ভীতিব্যঞ্জক চেহারা, স্মরণশক্তির হ্রাস, মানসিক গোলযোগ, শিরঃঘূর্ণন, জরায়ুর আক্ষেপ, দুর্ব্বলতা এবং বিবমিষাসহ মূর্চ্ছা ইত্যাদি সমুদায় অল্পবিস্তর বর্ত্তমান থাকে। শবীরময় একটা আংশিক পক্ষাঘাতের ন্যায় প্রকাশ পায় এবং গলদেশের উর্দ্ধভাগে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টসহ সঙ্কোচন ভাব বর্ত্তমান থাকে। ককুলাসের লক্ষণ সমুদায় অধিক রাত্রি জাগরণ অথবা অনিদ্রা হেতু উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

নাক্স মস্কেটা—হিষ্টিরিয়াসহ ঘন ঘন পরিবর্ত্তনশীল মনের অবস্থা এবং সামান্য আহারে পেটে প্রচুর বায়ু সঞ্চার ও অত্যন্ত পেট ফাঁপা। রোগী সকল সময় অত্যন্ত তন্দ্রাযুক্ত। ঘুমের ঘোরে ঝিমাইতে থাকে মুখবিবর ভীষণ শুষ্ক, টাকরায় জিহ্বা আটকাইয়া যায় অথচ পিপাসা শূন্য।

জিঙ্ক ভেলেরিয়ানেটা—হিষ্টিরিয়া এবং স্নায়বিক ধাতুগ্রস্থ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। রোগী একস্থানে স্থির হইয়

থাকিতে পারে না, অথচ পদদ্বয় সর্ব্বদাই নাড়িতে থাকে। ডাক্তার ফেরিংটন হিষ্টিরিয়া রোগে এই ঔষধটিকে অতি উচ্চস্থান দিয়াছেন, তিনি সাধারণতঃ ৩য় শক্তি ব্যবহার করিতেন এবং কোনস্থানেই ইহা ব্যবহারে অকৃতকার্য্য হয় নাই।

শিরঃপীড়া—ইগ্নেসিয়ায় শিরঃপীড়া যন্ত্রণা মস্তকের সর্ব্বত্র একসঙ্গে না হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট স্থানেই হয় এবং সেই স্থানে যেন পেরেক বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বোধ হয় কিন্তু যন্ত্রণা মস্তকের স্থানে সরিয়াও বেড়ায়। ইগ্নেসিয়ায় এবম্প্রকার শিরঃপীড়া সামান্য মানসিক পরিশ্রমে, কোন বস্তুর তীব্র সুগন্ধে কিংবা বদগন্ধে কিবা মানসিক আবেগে (emotion) সাধারণতঃ উপস্থিত হয় এবং প্রায়ই বমনান্তে উপশম হয়। ইগ্নেসিয়ায় স্নায়ুসমূহ এত অধিক স্পর্শাধিক্য এবং চঞ্চল প্রকৃতির যে মনের শরীরের স্বাভাবিক অবস্থার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলেই এবম্প্রকার শিরঃপীড়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হয়। আবার ইহাও দেখা যায় মস্তকের পার্শ্বেও উক্ত প্রকার পেরেক বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। হিষ্টিরিয়া এবং স্নায়ু প্রধান রোগীদিগের মস্তকের এক পার্শ্বে যন্ত্রণা হওয়া একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ নয় ইহা তাহাদিগেতে প্রায়ই হয়। স্নায়ু প্রধান স্ত্রীলোকদিগেতে এবং যাহারা নানা প্রকার শোক দুঃখ পইয়াছে তাহাদিগেতেই এবম্প্রকার শিরঃপীড়া অধিক প্রকাশ পায়। যে পার্শ্বে যন্ত্রণা সেই পার্শ্ব চাপে দিয়া শয়নে, মৃদু চাপে, গরম এবং গরমে উত্তাপে এবং জলবৎ প্রচুর প্রস্রাবে উপশম হয়। কফি পানে, তামাক সেবনে, মদ্যপানে, তামাকের গন্ধে, নস্যিতে, গভীর মনোনিবেশ ইত্যাদিতে এবং শীতল বায়ুতে হঠাৎ মস্তক সঞ্চালনে, মস্তক নোওয়াইলে, অধিকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকাইলে, চক্ষু নাড়াইলে, গোলমালে এবং আলোতে বৃদ্ধি হয়। ইগ্নেসিয়ায় শিরঃপীড়া কখন কখন পাল্টাইয়া পাল্টাইয়া আইসে প্রত্যেক ২ দিন অন্তর অন্তর হয় আবার কখন পেরেক বিদ্ধবৎ ব্যতীত দপদপানি যন্ত্রণাও হয়। যন্ত্রণা চক্ষুর ভ্রূতে এবং নাসিকার মূলদেশ অধিক হয়, যন্ত্রণা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় এবং হঠাৎ হ্রাস হয় (সালফিউরিক এসিড)। আবার কখন কখন হঠাৎ আইসে হঠাৎ যায় (বেলেডনা) —এই ঔষধটির লক্ষণ সমূহের কিছুই স্থিরতা নাই অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, এবং পরস্পর বিরুদ্ধবাচক (contradictory)

কনভালসন—তরকা অথবা spasm এর ইগ্নেসিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মনের আবেগের দরুণ অর্থাৎ শোক দুঃখ ভয় হেতু প্রকাশ পাইলেই ইহা উত্তম কার্য্য করে ইহাতে মুখমণ্ডলের পেশী সমূহের অধিক খেঁচুনি হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—

ওপিয়ম—যদিও ইহাতে ইগ্নেসিয়ার কতক লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু তরকা কোনরূপ গভীর কারণ বশতঃ হইলে ওপিয়ম তাহাতে বিশেষ কার্য্য করে না। এই উভয় ঔষধেই কোন প্রকার শাস্তির পর কিবাং ভয় পাইয়া কিংবা ভয় হেতু তরকা উপস্থিত হয়। ওপিয়মে শিশু শরীর শক্ত করিয়া ফেলে মুখমণ্ডলের পেশীর থাকিয়া থাকিয়া খেঁচুনি হয় ও রোগীর মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ হইয়া উঠে এবং ফোলা ফোলা দেখায় ইহা ব্যতীত তড়কার খেচুনির (spasm) সঙ্গে রোগী প্রায়ই চীৎকার করে। ইগ্নেসিয়াতে কিন্তু এই প্রকার চীৎকার দেখা যায় না এবং তড়কার খেচুনি কালীন মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে রক্ত শূন্য হয়। শিশুদিগকে তিরস্কার করিলে, মারিলে কিংবা শাস্তির ভয় দেখাইলে রাত্রিতে নিদ্রা কালীন তরকা হইলে এইরূপ অবস্থায়ও ইগ্নেসিয়া নির্ব্বাচিত হয়।

গ্লোনয়ন—ওপিয়মের ন্যায় হঠাৎ মনের আবেগের দরুণ রোগে ইহার ব্যবহারও সময় সময় দেখা যায়। কিন্তু ইহার তড়কায় সিকেলিকরের ন্যায় হস্তের অঙ্গুলি সমূহ প্রসারিত অর্থাৎ ফাঁক করে (spread asunder)।

ভিরেট্রাম—ইহাতেও উপরোক্ত ঔষধের ন্যায় তরকা হয় কিন্তু মুখমণ্ডল শীতল এবং নীলবর্ণ হয় ও কপালে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

হাইওসিয়ামাস—পেশীর হঠাৎ কম্পন এবং আকুঞ্চন অর্থাৎ খেচুনি আরম্ভ হয়। একটি বাহুতে খেচুনি আরম্ভ হইয়া তৎপর দ্বিতীয় বাহুতে বিস্তারিত হয় এই প্রকারে সমুদায় শরীরেই হয়। সঞ্চালন সমুদায় শরীরেই হয়, মুখে প্রচুর ফেনা ওঠে। হাইওসিয়ামাসের খেচুনি বরং clonic type এর tonic type এর নয় অর্থাৎ ক্ষণিক সঙ্কোচন, অধিকক্ষণ

শক্ত হইয়া থাকে না—পর্য্যায়ক্রমে শক্ত এবং শিথিল হয় (not permanently rigid, but with alternatives of relaxation) কিন্তু অত্যন্ত ভীষণ হয় না।

বেলেডোনা—কনভালসনের ইহা বৃহৎ ঔষধ। অত্যন্ত মনবিক্ষোভ (violent emotion) অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রোধ, বিরক্তি ইত্যাদির পর তড়কা হইলে বেলেডোনাকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু ইহা নির্ব্বাচন কালীন রোগীর চক্ষু, মুখমণ্ডল এবং মস্তিষ্কের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য এতদ স্থানসমূহ অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয়।

কুপ্রাম মেটালিকাম—তড়কা কালীন রোগী হস্তের অঙ্গুলী সমূহ মুঠা করে। মুখমণ্ডল অত্যন্ত নীলবর্ণ হয়, তরল দ্রব্য পান করা কালীন গলদেশে ঢগ ঢগ শব্দ হয়।

ক্যামোমিলা—শিশুদিগের তরকায় ইহা প্রায়ই প্রয়োগ হয়। শিশু খিটখিটে, রাগী, সর্ব্বদা ঘ্যান ঘ্যান করিতে থাকে। একটি গণ্ডদেশ লাল এবং অপর গণ্ডদেশ ফ্যাকাসে, ইহা ব্যতীত তরকা কালীন মুখমণ্ডলে এবং মস্তকে উষ্ণ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

তাণ্ডব রোগ (Chorea)—ইগ্নেসিয়ায় যথেষ্ট আকুঞ্চন এবং খেঁচুনি (twitching and jerking) থাকা হেতু তাণ্ডব রোগে ইহা অনেক সময় প্রয়োগ হইয়া থাকে কিন্তু মানসিক উদ্বেগ (emotion) ভয়, শোক, ক্রিমি, কিংবা দন্তোদ্গম হেতু হইলেই ইহা উত্তম কার্য্য করে। নিদ্রিত অবস্থায় অধিক হয় জাগ্রত অবস্থায় উপশম থাকে।

এগারিকাস—খেঁচুনি এবং আকুঞ্চনের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্ব্বপ্রকার খেঁচুনিতেই ইহা প্রয়োগ হয়, সামান্য চক্ষুর পাতা কিংবা মুখমণ্ডলের পেশী হইতে সমুদায় শরীরময় খেঁচুনি হয়। জাগ্রত অবস্থায় অধিক হয়, নিদ্রিতাবস্থায় হয় না। শীতকালে যাহাদের শরীর অধিক ফাটে, তাহাদিগেতে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

জিঙ্কাম মেটালিকাম—রোগী নিম্নাঙ্গ অথবা পদদ্বয় সর্ব্বদা নাড়িতে থাকে, পদদ্বয় অত্যন্ত অস্থির। শরীরের পেশীর আকুঞ্চন এবং খেঁচুনি হয়, জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত (defective vitality) পীড়কা (eruptions) ভালমত প্রকাশ না হওয়ার দরুণ হইলেই উত্তম কার্য্য করে এবং ইহার পদদ্বয়ের অনবরত সঞ্চালন একটি বিশেষ লক্ষণ।

মাইগেল ল্যাসিডোরিয়া—ইহার খেঁচুনি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রকম হয়। মুখমণ্ডলের পেশীই অধিক আক্রান্ত হয় (twitching in the facial muscle is predominent).

গলক্ষত (Sorethroat)—ইগ্নেসিয়ায় গলদেশে একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পায়— যখন রোগী ঢোঁক গিলে না তখন যন্ত্রণা এবং গলায় যেন কিছু একটা আটকাইয়া আছে এইরূপ বোধ করে অথচ ঢোঁক গিলিবার সময় অর্থাৎ গলাধঃকরণকালীন কিছুই বোধ করে না কিন্তু সাধারণতঃ গলাধঃকরণকালীন গলদেশে কষ্ট হয় ইহাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইগ্নেসিয়া ইহার বিপরীত। ইহা ব্যতীত ইগ্নেসিয়ায় আরো দেখিতে পাওয়া যায় তরল দ্রব্য গলাধঃকরণকালীন গলদেশে আঘাত লাগে অথচ কঠিন দ্রব্য গলাধঃকরণকালীন কিছুই বোধ করে না (ব্যাপ্টিসিয়ায় কেবল তরল দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে, কঠিন দ্রব্য পারে না কষ্ট বোধ করে)।

কাশি—গলায় যেন পাখীর পালক লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ মনে হয় এবং রোগী যতই কাশে গলার সুড় সুড় ভাব ততই বৃদ্ধি হয়।

বাধক বেদনা এবং স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—ইগ্নেসিয়া বাধক বেদনা (dysmenorrhoea) এবং রজঃশূলেও প্রয়োগ হয়। ঋতুস্রাব কৃষ্ণবর্ণ প্রচুর এবং পুনঃ পুনঃ হয়। প্রসব যন্ত্রনার ন্যায় নিম্নোদরে ভীষণ বেদনা হয়। যন্ত্রণা চাপে এবং শয়নে উপশম হয়। ইগ্নেসিয়ায় যন্ত্রণা কালীন অনেক সময় হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেও দেখা যায়।

ককুলাসেও এবম্প্রকার কৃষ্ণবর্ণ ঋতুস্রাবযুক্ত রজঃশূল দেখা যায় কিন্তু ককুলাসে কটিদেশে একটা পক্ষাঘাত সদৃশ যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে এবং তদ্দহেতু

রোগী চলাফেরা করিতেও কষ্ট অনুভব করে, পদদ্বয় কাঁপিতে থাকে, মনে হয় পা টলিয়া পড়িয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত কক্‌লাস রোগী শরীরের অনেক স্থান বিশেষতঃ বক্ষঃস্থল এবং নিম্নোদরে খালি খালি বোধ করে।

পালসেটিলা—রজঃশূলের ইহা একটি মহৎ এবং অধিক প্রচলিত ঔষধ বিশেষতঃ যখন ঋতুস্রাব কৃষ্ণবর্ণের এবং বিলম্বে হয় তখন ইহা প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায়। স্রাব একেবারে পরিষ্কার না হইয়া পুনঃ পুনঃ এবং অল্প অল্প ছিট্ ছিট্ করিয়া হইতে থাকে, ইহা ব্যতীত রোগী শীত শীত বোধ করে এবং যন্ত্রণা যতই প্রবল হয় রোগীরও শীত বোধ ততই অধিক বৃদ্ধি হয়।

ক্যামোমিলা—জরায়ুর আক্ষেপের (spasm) ইহা একটি উত্তম ঔষধ কিন্তু ইহার মানসিক লক্ষণ সমূহ অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক—রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে রাগী বদমেজাজী এবং সামান্য যন্ত্রণাতেই চীৎকার করিতে থাকে।

ম্যাগনেসিয়া মিউর—কৃষ্ণবর্ণ স্রাবযুক্ত রজঃশূলের ইহাকে অনেক চিকিৎসক অতি উচ্চস্থান প্রদান করেন কিন্তু ইহার কোষ্ঠকাঠিন্য একটি বিশেষ লক্ষণ মল এত অধিক শক্ত যে নির্গত হইতে না হইতেই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

সিমি সিফিউগা—জরায়ুর যন্ত্রণায় ইহারও যথেষ্ট প্রয়োগ রহিয়াছে কিন্তু ইহার যন্ত্রণা—একবার এপাশ একবার ওপাশ করিতে থাকে অর্থাৎ যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায় এবং ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা অত্যন্ত প্রবল হয়, যন্ত্রণা স্নায়ু শূলের ন্যায়।

পরিপাক ক্রিয়া—মুখে তিক্ত কিংবা অম্ল স্বাদযুক্ত শ্লেষ্মা ওঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর লালা স্রাব বর্ত্তমান থাকে। ইগ্নেসিয়া রোগীর কতকগুলি খাদ্যদ্রব্যের প্রতি অত্যন্ত অরুচি হয়, খাদ্যদ্রব্য খাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বটে কিন্তু মুখে দিয়াই ছাড়িয়া দেয়, খাইতে চাহে না, ইহা ব্যতীত আহার এবং ধূমপানের পর হিক্কা উপস্থিত হয়। ইগ্নেসিয়া রোগী ধূমপান, তামাকের ধূঁয়ার গন্ধ একেবারেই সহ্য করিতে পারে না ইহাতে নানা প্রকার উপসর্গের সৃষ্টি হয় এবং রোগ বৃদ্ধি হয়। রোগী পাকস্থলীর

ঊর্দ্ধ প্রদেশ খালি খালি বোধ করে (weak empty gone feeling at the pit of the stomach) যেন কিছুই নাই—ইহা ইগ্নেসিয়ার একটি বিশেষ লক্ষণ। যদিও সিপিয়া এবং হাইড্রাসটিসে এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু ইগ্নেসিয়ার এই লক্ষণটির সহিত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ অথবা গ্রহণ বর্ত্তমান থাকে, ইহা ব্যতীত অনেক সময় হিষ্টিরিয়ায় ধাতুগ্রস্থ স্ত্রীলোকদিগেতে অত্যন্ত কষ্টজনক পাকাশয় শূলবেদনা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু এতদ পাকাশয় শূল যন্ত্রণার সহিত পাকাশয়ে খালি খালি বোধ ভাব বর্ত্তমান থাকা উচিত, কারণ ইগ্নেসিয়ায় ইহা একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

ইগ্নেসিয়ায় পরিপাক ক্রিয়াও অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী হয়ত ক্রমাগত বমি করিতেছে কিছুতেই উপশম হইতেছে না—আহারের সাবধানতা যথেষ্ট অবলম্বন করা হইয়াছে এবং উত্তম খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হইতেছে তথাপি বমন এবং পরিপাক ক্রিয়ায় গোলযোগ হ্রাস হইতেছে না অথচ রোগী বলিতেছে "আমাকে যদি পিঁয়াজ অথবা এই প্রকার কিছু দ্রব্য খাইতে দাও তাহা হইলে আমি পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হইতে রক্ষা পাই।" বাস্তবিকই এই প্রকার খাদ্রদ্রব্য যাহা সহজে পরিপাক হয় না তাহা আহারে পরিপাক ক্রিয়ায় গোলযোগ এবং বমনের উপশম হয় (Those things are ordinarily hard to digest ameliorate the nausea rather than increase it,—Kent)

হিক্কার সমগুণ ঔষধসমূহ।

ইগ্নেসিয়া—ধূমপান কিংবা ধুঁয়ার গন্ধে হিক্কা হয়। **ষ্ট্রেমোনিয়াম** এবং **ভিরেট্রাম এলবাম**—উষ্ণ তরল দ্রব্য পান করার পর হিক্কা হয়।

আর্সেনিক এবং পালসেটিলা—শীতল তরল দ্রব্য পান করার পর হিক্কা হয়।

নাক্সভমিকা—পেট গরম এবং পরিপাক ক্রিয়ায় গোলযোগ হইতে হিক্কা হয়।

সাইক্লেমেন—নাক্সে শীঘ্র উপকার না হইলে সাইক্লেমেন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সাইকুটা ভিরোসা—হিক্কা আক্ষেপযুক্ত এবং বায়ুর উদ্গার থাকিলে উত্তম কার্য্য করে।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ৩×—কোন ঔষধে উপকার না হইলে ইহার বিষয় চিন্তা করিবে।

ম্যাগনেসিয়া ফস্ ৬×—সকল প্রকার হিক্কার ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গরম জলের সহিত সেবন করাইলে আশু ফল পাওয়া যায়।

গুহ্য নির্গমন (Prolupus ani)—নাক্সভমিকার ন্যায় মলদ্বারে এবং সরলান্ত্রে ইগ্নেসিয়ার গভীর কার্য্য রহিয়াছে। হারিস অর্থাৎ গুহ্য নির্গমন হওয়া ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ (রুটা, পডফাইলাম), এতদসহ অর্শ থাকিতে পারে কিংবা না থাকিতেও পারে। নাক্সের ন্যায় পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা হয়, মলত্যাগ কালীন অথবা সময় সময় মলের পরিবর্ত্তে কেবল হারিসই বহির্গত হয় মলত্যাগ হয় না। বলি বহির্গত হইবার ভয়ে রোগী কোন ভারী দ্রব্য উত্তোলন করিতে কিংবা নিচু ঝুঁকিতে ভয় পায় এবং মলত্যাগকালীন জোরে কোঁথ দিতে পারে না।

অর্শ—ইগ্নেসিয়া অর্শ রোগের একটি অতি উত্তম ঔষধ। ইহা সচরাচর স্ত্রীলোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহার যন্ত্রণাই হইতেছে বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ—যন্ত্রণা সরলান্ত্রের অর্থাৎ মলদ্বারের ঊর্দ্ধদিকে তীরবিদ্ধবৎ ঠেলিয়া উঠে, (sharp pains shooting upwards into the rectum), যন্ত্রণা মলত্যাগান্তে অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং ২।৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় কিন্তু উপবেশনে উপশম হয় (নাইট্রিক এসিডে কেবল তরল মলত্যাগান্তে এই প্রকার ভীষণ যন্ত্রণা হয় কিন্তু যন্ত্রণা ঊর্দ্ধদিকে ঠেলা দেয় না। যন্ত্রণা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়) ইগ্নেসিয়ায় মলত্যাগকালীন ব্যতীত এবং তরল মলত্যাগের পরও হারিস বাহির হয়। ইগ্নেসিয়ায় ঊর্দ্ধদিকে তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

ক্রিমি—সূত্র ক্রিমির ন্যায় মলদ্বার কুণ্ডয়নে ইগ্নেসিয়ার ব্যবহার দেখা যায় এবং ইগ্নেসিয়া প্রয়োগে অনেক সময় উত্তম ফল পাওয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় আমরা অধিকাংশ স্থলেই টিউক্রিয়াম ম্যারাম ভেরামের নিম্নক্রম ১ × ব্যবহার করিতে দিয়া থাকি।

permanently in the smallest dose, intermittent fever which presents thirst during the chill but not during heat—Hahnemann).

ঘর্ম্ম অবস্থা—জল তৃষ্ণা থাকে না ঘর্ম্ম যদিও সর্ব্বশরীরময় হয় কিন্তু অতি অল্পই হয়।

জিহ্বা— পরিষ্কার। মুখের লালা অম্লস্বাদযুক্ত এবং খাদ্য দ্রব্য স্বাদহীন।

জেলসিমিয়াম	ইগ্নেসিয়া
সময়— ২টা, ৪টা, ৫টা এবং ৯টা রাত্রি। সময়ের কোন নির্দ্দিষ্টতা থাকে না অথচ জ্বর অনিয়ম প্রকৃতির নয় প্রত্যহ এক সময়েই প্রায় হয়।	সময়ের একেবারেই নির্দ্দিষ্টতা থাকে না এবং অত্যন্ত অনিয়ম প্রকৃতির।
জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ থাকে না।	হাই ওঠে এবং গা হাত ভাঙ্গিতে থাকে।
শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। শীত মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে কণ্ঠ দেশে মেরুদণ্ডের উপর দিয়া ঢেউএর ন্যায় ক্রমাগত উপর নীচ করিতে থাকে।	অত্যন্ত পিপাসা থাকে। বাহুর উর্দ্ধদেশে শীত আরম্ভ হইয়া শরীরের পশ্চাতে বিস্তারিত হয়। শীতে কাঁপিতে থাকে অথচ মুখমণ্ডল লাল-বর্ণ হইয়া উঠে। শীত উষ্ণ ঘরে এবং বাহ্যিক উত্তাপে তৎক্ষণাৎ উপশম হয়।
দাহ অবস্থা—পিপাসা থাকে না। মুখমণ্ডল ঈষৎ রক্তিমাভ হয় এবং দাহ অবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।	পিপাসা থাকে না। আভ্যন্তরিক উত্তাপ অধিক থাকে না বাহ্যিক উত্তাপই অত্যন্ত প্রবল।
ঘর্ম্ম অবস্থা—প্রচুর হয়, ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় এবং ঘর্ম্মে যন্ত্রণার উপশম হয়।	ঘর্ম্ম সামান্য হয় কিংবা হয় না হইলে হস্ত পদের শেষাংশে অথবা কেবলমাত্র মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায়।

ইগ্নেসিয়ার জ্বরে শীত অবস্থায় রোগীর তৃষ্ণা থাকে এবং দাহ অবস্থায় জল তৃষ্ণা থাকে না। শীত অবস্থায় বাহ্যিক উত্তাপ অত্যন্ত আরামপ্রদ এবং রোগী উঠিয়া বসিলে শীতের প্রকোপের কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়।

ইহা নূতন এবং পুরাতন উভয় জ্বরেই ব্যবহার হয় বিশেষতঃ স্নায়ুপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট স্ত্রীলোক এবং অল্প বয়স্ক লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। ভৈষজ্য বিজ্ঞানে বোধ হয় ইগ্নেসিয়া ব্যতীত দ্বিতীয় এমন কোন ঔষধ আর নাই যাহাতে জ্বরের কেবল শীত অবস্থায় জলতৃষ্ণা হয় অন্য অবস্থায় হয় না। শীত অবস্থায় বাহ্যিক উত্তাপে উপশম হওয়া এবং দাহ অবস্থা বাহ্যিক আচ্ছাদনে বৃদ্ধি হওয়া একমাত্র ইগ্নেসিয়ার লক্ষণ। মোট কথা আমরা ইগ্নেসিয়ার জ্বরে ৪টি লক্ষণ পরিষ্কার দেখিতে পাই তাহা হইতেছে (১) কেবল শীত অবস্থায় জল তৃষ্ণা (Thirst during chill only) (২) শীত বাহ্যিক উত্তাপে উপশম (chill relieved by external heat) (৩) দাহ বাহ্যিক আচ্ছাদনে বৃদ্ধি (heat aggravated by external covering) (৪) এবং শীত অবস্থায় মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা (Red face during the chill).

নাক্সভমিকায় গাত্রাচ্ছাদনে কিংবা অগ্নির উত্তাপেও শীতভাব কাটে না সকল অবস্থাতেই এমন কি উত্তাপেও গাত্রত্বক দগ্ধিয়া যাইতেছে অথচ রোগী গাত্রাচ্ছাদনে আবৃত হইয়া থাকে এবং সামান্য নড়াচড়ায় শীত উপস্থিত হয় (গরম জলের বোতলের উত্তাপে শীত উপশম হয়—ক্যাপ্সিকাম)। ল্যাকেসিস রোগী আগুণের উত্তাপ যদিও চায় কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার হয় না। আর্সেনিক রোগী শীত এবং উত্তাপ উভয় অবস্থাতেই গাত্রাচ্ছাদন রাখিতে ইচ্ছা করে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সচরাচর ২০০ ক্রম অধিক ফলপ্রদ এবং প্রাতে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্নায়ুপ্রধান রোগীতে সকল সময় উচ্চ শক্তি অধিক উপকারী।

রোগের বৃদ্ধি—শোকে, দুঃখে, তামাকের অথবা তীব্র সুগন্ধে অথবা বদগন্ধে, মানসিক আবেগে।

রোগের উপশম—উষ্ণ, জোরে চাপে।

রোগীর বিবরণ

১। একজন স্ত্রীলোক দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট, শৈশব অবস্থা হইতেই অর্শ রোগে ভুগিতেছে। স্ত্রীলোকটীর মাতা সরলান্ত্রের ক্যান্‌সারে অর্থাৎ কর্কট রোগে মারা গিয়াছিল। ১৯এ ডিসেম্বর, সে আমার নিকট চিকিৎসার্থ আইসে—মল তরল কিংবা কঠিন হউক মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে ভীষণ যন্ত্রণা হইত, যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়িত, যন্ত্রণা দপদপানি এবং খোঁচাবিদ্ধবৎ। কোন অবস্থাতেই যন্ত্রণায় বিশেষ উপশম হইত না, উত্তাপ এবং শীতল প্রলেপ সময় সময় যদিও ভাল বোধ করিত বটে কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত না; সঙ্গে সঙ্গে মস্তকের তালুতে যন্ত্রণা এবং তৎসহ বিবমিষা ইত্যাদিও বর্ত্তমান ছিল। মাসিক ঋতুস্রাব প্রচুর এবং চাপ-চাপযুক্ত, নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে হইত। হস্ত পদ জ্বালা, আহারান্তে পেটফাঁপা এবং সময় সময় প্রাতঃকালীন উদরাময় ইত্যাদি অল্প বিস্তর ছিল।

সালফার দেওয়ায় যদিও রোগের কিছু উপশম হইয়াছিল বটে কিন্তু কার্ব্বভেজে রোগী অনেকটা সুস্থ হওয়ায় ঔষধ সেবন করা আর প্রয়োজন বোধ করিল না।

তৎপরবর্ত্তী বৎসরের অক্টোবর মাসে রোগী নিজে হঠাৎ একদিন আমার ডাক্তারখানায় আসিয়া উপস্থিত। প্রথমতঃ আমি তাহাকে চিনিতেই পারিলাম না, শরীব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এবং চেহারা দেখিয়া কোন রোগ আছে বলিয়া মনে হইল না। আবার সেই যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে। বলিল, এবার যেন দ্বিগুণ ভাবে হইতেছে এবং সে আরো বলিল, বোধ হয় আমার মাতার ন্যায় ক্যান্‌সার রোগ হইয়াছে। আমি কোন একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে দেখাইয়া ছিলাম, তিনি বলিলেন—"ইহা অর্শ অস্ত্র করিতে হইবে, নতুবা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে না।" স্ত্রীলোকটি এতদ্ সমূহ ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে হইতে অনেক লক্ষণের যদিও উপশম হইয়াছে বটে, কিন্তু শিরঃপীড়া; সময়ের পূর্ব্বে ঋতুস্রাব হওয়া ইত্যাদি বর্ত্তমান ছিল। নূতন লক্ষণের মধ্যে দেখিতে পাইলাম "সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা (Rectal inactivity) স্বাভাবিক এবং তরল মলত্যাগ করিতেও অত্যন্ত বেগ দিতে হইত। মলত্যাগের সেই মুহূর্ত্তে মলদ্বারে যন্ত্রণা

অধিক না হইলেও কিন্তু প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ভীষণ দপদপানি যন্ত্রণা হইতে এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইত। ইহা ব্যতীত সমস্ত দিনই অল্লাধিক যন্ত্রণা লাগিয়া থাকিত ও যন্ত্রণা মলদ্বারের উর্দ্ধদিকে ঠেলা মারিত (which shoots upwords into the rectum), সময় সময় মলত্যাগের সময় অর্শ বহির্গত হইয়াও পড়িত এবং রক্তস্রাবও হইত,—ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলাম, ইগ্নেসিয়াই ইহার একমাত্র ঔষধ। আমি তাঁহাকে ইগ্নেসিয়া ১০০০ ক্রম একমাত্রা সেবন করিতে দিয়া অপরাহ্নে সংবাদ দিতে বলিয়া দিলাম এবং জানিতে পারিলাম ঐ ঔষধ সেবন করিবার পর হইতেই রোগীর যাতনা অনেকটা উপশম হইয়া গিয়াছে।

ডিসেম্বর মাসে আর একবার যন্ত্রনা দেখা দিয়াছিল, ইগ্নেসিয়া সি এম এক মাত্রা দেওরায়—আর কোন যন্ত্রণা কিংবা মলদ্বারের টাটানি কিছুই অদ্যাবধি হয় নাই (Dr. Harvey Farrington)।

২। একটি অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক প্রায় ১০ মাস হইতে জ্বরে ভুগিতেছে। অনেক এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করা সত্ত্বেও কিছুই উপকার হয় নাই, কুইনাইন সেবনে জ্বর বন্ধ হইত বটে কিন্তু সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই পুনরায় জ্বর আসিত এই ভাবে লোকটি ভুগিয়া ভুগিয়া বিরক্ত হইয়া অবশেষে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করিয়া আমার নিকট আইসেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে জ্বরের অবস্থার এবং সময়ের কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই—অত্যন্ত এলেমেলো, কখন দিবসে, কখন রাত্রিতে, কখন অপরাহ্নে এই প্রকারে আসিত। ভীষণ শীতাভাব হইত এবং অনেকক্ষণ থাকিত। শীত অবস্থা আরম্ভ হওয়া মাত্রই রোগী শয্যা হইতে উঠিয়া আগুনের নিকট যাইয়া বসিত এবং প্রচুর জল পান করিত, শীতভাব অগ্নির উত্তাপে উপশম হইত। শীতের পরই সমুদায় গাত্র অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিত কিন্তু পিপাসা কিছুই হইত না। ঘর্ম্মও বিশেষ কিছুই হইত না, এবং হইলেও জ্বরের বিচ্ছেদাবস্থায় সামান্য দেখা দিত।

চিন্তা করিয়া দেখিলাম "শীত অবস্থা বাহ্যিক উত্তাপে" উপশম একমাত্র আর্সেনিক এবং ইগ্নেসিয়ায় আর শীত অবস্থায় কেবল পিপাসা—ক্যাপ্সিকাম, ইগ্নেসিয়া এবং কার্ব্বভেজে রহিয়াছে, কিন্তু বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়—ইগ্নেসিয়াই ইহার প্রকৃত ঔষধ এবং আমি তদনুযায়ী ইগ্নেসিয়া

২০০ ক্রম প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসিলাম এবং জানিতে পারিলাম তদ্দ্বারাই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। (এইচ, কে, বলেন)

৩। একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মজাযক একটি বারাঙ্গনা স্ত্রীলোককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য কয়েক সপ্তাহ হইতে অত্যন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। আমাকে যখন ডাকিয়া লইয়া গেলেন—দেখিতে পাইলাম স্ত্রীলোকটি থাকিয়া থাকিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছে—আবার কিছুক্ষণ পর কাঁদিতেছে, ক্রন্দনকালীন মুখ কাপড়ে আবৃত্ত করিয়া লুকাইয়া রাখিতেছিল। অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত অস্বস্থি বোধ করিতেছিল, যেন কিছু একটা জিনিষ উর্দ্ধদিকে ঠেলিয়া উঠিতেছিল। শরীরের বাম পার্শ্ব এবং উভয় হস্তের অঙ্গুলি সমূহ অসার ও পক্ষাঘাত সদৃশ হইয়াছিল। নাড়ীর গতিরও সমতা ছিল না, কখন দ্রুত, কখন দুর্ব্বল এই ভাবে স্পন্দন হইতেছিল। নিদ্রাও ভাল হইতেছিল না—কিন্তু একটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক লক্ষণ দৃষ্টি গোচর হইল যে, শয্যায় রোগীর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন-কালীন বোধ হইতেছিল যেন একটি তরল পদার্থ বঃক্ষস্থলের একটি নলের ভিতর দিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক পার্শ্ব হইতে আর এক পার্শ্বে যাইতেছিল (On turning over in bed a sensation as though some fluid in her chest ran from one side to the other, passing through a narrow opening)। এতাদৃশ অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক অন্যান্য মানসিক লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ইগ্নেসিয়া ২০০ একমাত্রা দিয়া চলিয়া আসিলাম। তিন দিবস পর জানিতে পারিলাম—লক্ষণগুলি আর প্রকাশ হয় নাই এবং রোগী সুস্থ বোধ করিতেছে। (Journal of Homoeopathic)।

——:(*):——

হাইওসিয়ামাস (Hyoscyamus Niger)

ইহার সম্পূর্ণ নাম হাইওসিয়ামাস নাইগার। ইহা একপ্রকার গুল্ম বিশেষ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। রক্ত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট খিটখিটে এবং স্নায়বীক হিষ্টিরিয়া রোগ প্রবণ ব্যক্তিদিগেতে হাইওসিয়ামাস উত্তম কার্য্য করে।

২। প্রদাহ শূন্য মস্তিষ্কের চঞ্চলতা অধিক বর্ত্তমান থাকে (diseases with increased cerebral activity but non-inflammatory in type).

৩। প্রলাপ অবস্থায় রোগী শয্যা হইতে ঝম্পপ্রদান করিতে উদ্যত হয়, পলাইয়া যাইতে চাহে, অস্থির বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্ট ভাবে বক্‌বক্ করিতে থাকে, অথচ কোন প্রকার অভাব অভিযোগের কথা বলে না। রোগী মনে করে সে ভুল করিয়া অন্যস্থানে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

৪। কনভালসন—শিশুদিগের ভয় পাইয়া অথবা ক্রিমির জন্য কনভালসন হয় অথবা স্ত্রীলোকদিগের প্রসব যন্ত্রণা কিংবা সূতিকা অবস্থা কালীন রোগের উত্তেজনায় কনভালসন হয়।

৫। মৃগীরোগ সদৃশ আক্ষেপ অর্থাৎ খেঁচুনী হয়। খেঁচুনীকালীন জ্ঞান থাকে না। চক্ষু হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত প্রত্যেক পেশীর খেঁচুনি হয় (খেঁচুনিকালীন জ্ঞান থাকে—নাক্স)।

৬। অত্যন্ত সন্দিগ্ধ-চিত্ত—কাহাকেও বিশ্বাস করে না, একলা থাকিতে ভয় পায়। কোন খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় খাইতে অথবা

পান করিতে চায় না—সন্দেহ করে কেহ তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবে।

৭। কাম উত্তেজনা সূচক মানসিক বিকৃতি ঘটে, জননেন্দ্রিয়ে কাপড় রাখে না ফেলিয়া দেয়। উলঙ্গ হইয়া শয্যায় শুইয়া বিড়বিড় করিতে থাকে, অশ্লীল গান গায়।

কাশি—শুধু রাত্রিতেই অধিক হয়। শয়ন করিলেই কাশির উদ্রেক হয় উঠিয়া বসিলেই উপশম হয়।

৯। টাইফয়েড অবস্থায় মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়, রোগী আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে। শয্যা খুঁটে, শূন্যে হাতড়াইতে থাকে, কোন জিনিষ যেন উড়িতেছে তাহা ধরিতে চাহে। দন্তে প্রচুর দন্তশর্করা (sordes) জন্মে, জিহ্বা শুষ্ক, মলমূত্র অসাড়ে নির্গত হয়, কথা জড়াইয়া যায়।

সাধারণ লক্ষণ।

প্রসব যন্ত্রণার পর প্রস্রাব অবরোধ অথবা অসাড়ে প্রস্রাব হয় অর্থাৎ মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত হয়। প্রসূতী অবস্থায় প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা হয় না (আর্ণিকা, ওপিয়ম)।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—হাইওসিয়ামাসে বেলেডোনার অধিকাংশ কার্য্যই রহিয়াছে এবং ইহা ব্যতীত Botanically and Therapeutically ইহারা অনেকটা এক প্রকারের কিন্তু হাইওসিয়ামাসের কার্য্য বেলেডোনা অপেক্ষা অনেকটা মৃদু (mild)। হাইওসিয়ামাস স্নায়বীয় বিধানে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং চর্ম্মতে আপনার কার্য্য প্রকাশ করিলেও কিন্তু functional irritation অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক উত্তেজনা বেলেডোনার ন্যায় অধিক হয় না এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলেও কোন প্রকার প্রদাহ উৎপন্ন হয় না। কাজে কাজেই হাইওসিয়ামাসের লক্ষণগুলি বেলেডোনা অপেক্ষা অনেকটা mild এবং যাহা কিছু হয় তদসমুদাই সম্পূর্ণ প্রদাহ শূন্য। রক্তাধিক্য অবস্থা উৎপন্ন হইলেও কিন্তু ঐন্দ্রিয়িক কার্য্যের তত প্রকাশ থাকে না

বরং অবসাদ-ভাব বর্ত্তমান থাকে (Congestion with supression of function)।

হাইওসিয়ামাস দ্বারা বিষাক্ত হইলে আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইতেছে উন্মিলিত নেত্রে অচৈতন্য অথবা উদাসীন অবস্থায় পড়িয়া বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকা। এই অবস্থাকে ইংরাজীতে coma vigil বলা হয়, এই লক্ষণটি হাইওসিয়ামাসের একটি বিশেষ পরিচায়ক।

মানসিক বিকৃতি—(**Mania**)—হাইওসিয়ামাস mania অর্থাৎ মানসিক বিকৃতির একটি বৃহৎ ঔষধ। হাইওসিয়ামাসের মানসিক বিকৃতির সহিত কোনপ্রকার মস্তিষ্কের প্রদাহের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না কেবল মস্তিষ্কের অত্যন্ত অধিকরূপ চঞ্চলতা বর্ত্তমান থাকে—এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত রোগীতে নানা প্রকার খামখেয়ালী অথবা অস্বাভাবিক রকম কতকগুলি মানসিক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগী মনে করে তাহাকে কেহ বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে কিংবা তাহাকে কেহ মারিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে—অত্যন্ত সন্দেহ চিত্ত। কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চায় না। ঔষধ খাইতে চায় না, মনে করে বিষ প্রয়োগ করিতেছে। আপন স্ত্রী-পুত্রদিগকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে না, কিংবা মনে করে ভূত প্রেত অনুসরণ করিতেছে। একাকী থাকিতে ভয় পায়, কোন খাদ্যবস্তু কেহ দিলে আহার করে না, সমুদায় দ্রব্য এবং লোকের প্রতি অত্যন্ত সন্দেহ করে অর্থাৎ হাইওসিয়ামাস রোগী অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া থাকে। নানান অদ্ভুত কল্পনায় রোগী সর্ব্বদা চিন্তায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া থাকে—সময় সময় পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয় সকলও বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সমুদায় দ্রব্য অত্যন্ত বৃহৎ কিংবা লাল রক্তবর্ণ দেখে, কখন কখন আবার দ্রব্য সমূহ অত্যন্ত অধিক পরিষ্কার দেখায়। চক্ষুর তারা সাধারণতঃ বিস্তারিত (dilated), সুনিদ্রা হয় না, রোগী সজাগ অবস্থায় শুইয়া থাকে। Mania অর্থাৎ মানসিক বিকৃতির বৃদ্ধির সহিত রোগী ক্রমশঃ তন্দ্রাযুক্ত হইয়া আইসে, কিন্তু প্রকৃত তন্দ্রা হয় না। অতি সামান্য গোলমালেই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যায় আবার পূর্ব্বোক্তরূপ mania আরম্ভ হয়।

হাইওসিয়ামাস রোগীর সামান্য গোলমালেই মস্তিষ্কে (sensorium)

উত্তেজনার (irritation) উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলতা আসিয়া উপস্থিত হয় ; নড়াচড়া করিতে রোগী ইহা বিশেষ ভাবে অনুভব করে এবং এতদসহ একাধিক পেশীর পক্ষাঘাত হইতেও দেখা যায়। মস্তিষ্ক (sensorium) যতই ক্রমশঃ অবসন্ন হয়, বাক্‌শক্তির জড়তা ততই ক্রমশঃ অধিক হয়। কথার উত্তর ধীরে ধীরে দেয় কিংবা অর্থ-শূন্য যাহা তাহা (irrivalent) বলে। আবার কখন কখন অতি অল্পতেই আচ্ছন্নাবস্থা হইতে জাগিয়া ওঠে, এবং কথার সঠিক উত্তর দেয়, কিন্তু পুনরায় তৎক্ষণাৎ তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে (ব্যাপ্টিসিয়া, আর্ণিকা, ফস্ফরিক এসিড)।

হাইওসিয়ামাস প্রদাহ শূন্য তরুণ Mania রোগের একটি খুব প্রচলিত ঔষধ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এতদ হেতু পাগলা গারদে ইহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং নাড়ীর গতিও মৃদু হয়। ক্ষুধা হয়ত থাকেই না কিংবা অত্যধিক ক্ষুধা হয় এবং ইহাও দেখা যায়, আহারের পর maniaর লক্ষণ সমূহ বৃদ্ধি পায়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ হাইওসিয়ামাসের উপক্ষার (alkaloid) হাইওসিয়ামিন অধিক ব্যবহার করেন। কেলি-ব্রোমেটামের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং কেলিব্রোমেটাম শিশুদিগের তরুণ mania রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশু নিদ্রা হইতে জাগিয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। মনে করে তাহাকে কেহ যেন মারিতে আসিয়াছে। হাইওসিয়ামাসকে এক কথায় mania রোগের একটি বৃহৎ ঔষধ বলিতে পারা যায়। ইহাতে নানান প্রকার মানসিক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ থাকে। উক্ত প্রকার mania সূতিকা রোগ হইতে উদ্ভুত হইলেও হাইওসিয়ামাস উত্তম কার্য্য করে এবং ইহা ব্যতীত টাইফয়েড জ্বরেও এবম্প্রকার মানসিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়।

হাইওসিয়ামাসের মানসিক বিকৃতিতে নিম্ন লক্ষণ সমুদায়কে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য ঃ—

মানসিক বিকৃতিসহ বিড় বিড় করিয়া বকা (mental derangements with muttering), বিষপান করাইয়া মারিয়া ফেলিবে ভয়ে ভীত (fear of being poisoned), অত্যন্ত বাচাল অর্থাৎ বহুবাক্য কহন (very talkative), প্রলাপ অবস্থায় জ্ঞানশূন্যতা

(delirium without consciousness), শয্যা খোঁটা (picking of bed cloths), শূন্যে যেন কিছু উড়িতেছে হাত দিয়া ধরিতে যাওয়া (grasping at flocks), কামোন্মত্ততা (lasciviousness), আলো এবং লোকসঙ্গ ভাল না বাসা (aversion to light and company) এবং অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা (suspicious)।

টাইফয়েড—হাইওসিয়ামাস টাইফয়েড রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে কিন্তু ইহা Cerbral Typhoid এ অর্থাৎ মস্তিষ্কের টাইফয়েডে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। Cerebral Typhoid এর বেলেডোনা, হাইওসিয়ামাস ষ্ট্রেমোনিয়াম, এপিস, হেলিবোরাস এবং জিঙ্কাম মেটালিকাম এই কয়েকটিই হইতেছে উপযুক্ত ঔষধ। ইহাদের মধ্যে আচ্ছন্নতা বিষয়ে যদি আলোচনা করা যায় তাহা হইলে আমরা বলিব—হাইওসিয়ামাসেই সর্ব্বপ্রধান (Hyoscyamus is the most insensibly stupid—Nash)। রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, কিছুই জ্ঞান থাকে না (entire loss of consciousness and of the function of the organ of sense)। মলমূত্র সমুদায় অসারে নির্গত হইকে থাকে, মলদ্বার এবং মূত্র যন্ত্রের সঙ্কোচক পেশী (sphincter ani and vescie) পক্ষাঘাত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নাড়ীর গতি অনিয়ম এবং অস্বাভাবিক হয়। দন্ত শর্করা প্রকাশ পায় এবং তাহা হইতে বদ গন্ধ নিঃসৃত হয় (sordes in the teeth and cadaverous smell from the mouth)। জিহ্বা লাল এবং কটাবর্ণ, শুষ্ক এবং বিদারণযুক্ত (cracked) কিংবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। ধীরে ধীরে জিহ্বা বহির্গত করে কিন্তু পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করাইতে পারে না। সজাগ অবস্থায় অস্পষ্টভাবে বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকে। অপরিচিত এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিদিগের দৃশ্য দেখে, শয্যা খুঁটিতে থাকে, চতুর্দ্দিকের দ্রব্যসমূহের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে এবং শূন্য আকাশে হাত দিয়া কিছু যেন উড়িতেছে তাহা ধরিতে যায় (Delirium continues while awake, sees persons who are not known and have nct been present, muttering with picking of the bed clothes, stairing at surrounding objects, reaching into the empty air for them)। কোন বিষয় সহজে

বুঝিতে পারে না, চিকিৎসকের প্রতি একভাবে চাহিয়া থাকে, ফুসফুসে hypostatic congestion হয়, রোগীর এইরূপ অবস্থার সহিত শ্বাসপ্রশ্বাস কালীন ঘড় ঘড় শব্দ এবং নাসিকাধ্বনিও হইতে দেখা যায়। রোগী স্থির ভাবে মুখ হাঁ করিয়া পড়িয়া থাকে, নিম্ন চোয়াল পড়িয়া যায় (the lower jaw dropped)। স্থানের স্থানের পেশী সমূহের আকুঞ্চন (twitching) হয়। এতদ্ লক্ষণ সমূহ রোগের শেষ অবস্থায় প্রকাশ পায় শীঘ্র যদি ঔষধে উপশম না হয়. তাহা হইলে সত্বর রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এবম্প্রকার অবস্থা টাইফয়েড নিউমোনিয়াতে (typhoid pneumonia) প্রকাশ পাইতে দেখা যায় এবং তাহার হাইওসিয়ামাস একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। অনেক স্থলে দেখা যায় টাইফয়েডে হাইওসিয়ামাস নির্ব্বাচিত হইয়াও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। হাইওসিয়ামাস গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ নয় বলিয়াই বোধ হয় এইরূপ হইয়া থাকে, এইরূপ স্থলে ল্যাকেসিস, আর্সেনিক, মিউরেটিক এসিড, লাইকো পোডিয়ামের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ।

উপরোক্ত লক্ষণ সমূহ অনেকটা আমরা ওপিয়মেও দেখিতে পাই। ওপিয়মে আচ্ছন্নতা অত্যন্ত অধিক থাকে, রোগী সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় (stupor is complete)। এমন কি রোগীকে এই অবস্থা হইতে সজাগ করান এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। হাইওসিয়ামাসে :আচ্ছন্নতা যদিও অত্যন্ত অধিক থাকে কিন্তু ওপিয়মের ন্যায় এত অধিক নয় এবং অল্প চেষ্টাতেই রোগী সজাগ হইয়া ওঠে। ওপিয়ম রোগীও সম্পূর্ণ কিংবা অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে চাহিয়া থাকে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে গভীর নাসারব সদৃশ (stertorous) শব্দ হয়। মল অসারে নির্গত হইতে থাকে, মূত্র রোধ হইয়া যায়। হাইওসিয়ামাস রোগী যেমন বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকিতে থাকে, সময় সময় ভীষণ প্রলাপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার অবস্থা সময় সময় ওপিয়মেতেও প্রকাশ পায় কিন্তু ওপিয়মের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচায়ক লক্ষণ হইতেছে stupid state অর্থাৎ আচ্ছন্নতা, এই বিষয়ে ইহা সমুদায় ঔষধকে পরাস্ত করিয়াছে। আর একটি অবস্থা আমরা

ওপিয়মে দেখিতে পাই, তাহা হাইওসিয়ামসে বিশেষ থাকে না, তাহা হইতেছে মুখমণ্ডল এবং চক্ষুর গম্ভীর আরক্তিমতা এবং তদ্‌সহিত থমথমে ভাব (The darker the red face the more opium is indicated—Farrington)। ওপিয়মে মুখমণ্ডলের গভীর আরক্তিমতা, শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসারব সদৃশ শব্দ এবং অসম্পূর্ণ আচ্ছন্নতা (color of the face, stertorous breathing and complete stupor) এই তিনটিই হইতেছে ইহার পরিচয়ের যথেষ্ট লক্ষণ।

প্রলাপ (Delirium)—সমুদায় মেটেরিয়া মেডিকায় প্রলাপের বেলেডোনা, ষ্ট্রেমোনিয়াম এবং হাইওসিয়ামাস এই তিনটিই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঔষধ। প্রলাপের তারতম্যানুসারে এই তিনটি ঔষধই সর্ব্বত্র প্রয়োগ হইয়া থাকে।

বেলেডোনা—মস্তিষ্কে অত্যন্ত রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ হয়। ইহার প্রলাপ অত্যন্ত ভীষণ, রোগী পালাইয়া যাইতে চেষ্টা করে, কামড়াইতে, মারিতে যায়। চক্ষু এবং মুখমণ্ডল ভীষণ রক্তবর্ণ হয়। কপালের দুই পার্শ্বের ধমনীদ্বয় দপ্ দপ্ করিতে থাকে। রোগীর চেহারা দেখিলেই আতঙ্কের সঞ্চার হয়। চক্ষু বুজিয়া কিংবা এক দৃষ্টিতে চক্ষু বিস্তারিত করিয়া তাকাইয়া থাকে। চক্ষু বুজিলেই নানা প্রকার অসম্ভব বস্তুর ভ্রম দর্শন করে। নিদ্রার ভাব থাকে অথচ নিদ্রা যাইতে পারে না। বেলেডোনায় আচ্ছন্নতা অধিক থাকে না, যদিও সামান্য থাকে, জানিতে হইবে তাহা মস্তিষ্কের প্রদাহ এবং রক্তাধিক্য কারণবশতঃই উৎপন্ন হইয়াছে। বেলেডোনা রোগী সজাগ থাকিলেও যেমন ভীষণ, নিদ্রা ভঙ্গের পরও তেমনই ভীষণ। নিদ্রা হয় না অথচ রোগী সর্ব্বদা তন্দ্রাবস্থায় পড়িয়া থাকে। ইহার মস্তক রক্তাধিক্যতাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

হাইওসিয়ামাস—প্রলাপের অবস্থায় বেলেডোনার ন্যায় পালাইতে, যাহাকে তাহাকে কামড়াইতে, মারিতে ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ থাকিলেও কিন্তু ইহার:প্রবলতা কিছুই থাকে না। বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্টভাবে বকা, শয্যা খোঁটা, লিঙ্গদেশের বস্ত্র ফেলিয়া দেওয়া—হাইওসিয়ামাসে অত্যন্ত

প্রবল থাকে। ইহাতে বেলেডোনার রক্তাধিক্যতা এবং ধমনীর দপ্ দপানি থাকে না বরং মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে মলিন থাকে।" হাইওসিয়ামাসকে প্রলাপ সম্বন্ধে বেলেডোনা এবং ষ্ট্রেমোনিয়ামের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলা হয়। ইহাতে বেলে-ডোনার সর্ব্বদা ভীষণ রক্তাধিক্যতা এবং ষ্ট্রেমোনিয়ামের ভীষণ ক্রোধ এবং উন্মাদবৎ প্রলাপ থাকে না (In delirium, Hyosciamus occupies a place midway between Belladona and Stramonium, lacks the constant careful congestion of the former and the fierce rage and maniacal delirium of the latter).

হাইওসিয়ামাস রোগী আলো একেবারেই পছন্দ করে না এবং অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্ত হয়, কাহাকেও বিশ্বাস করে না। মনে করে তাহাকে কেহ বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবে। শয্যায় স্থিরভাবে শয়নাবস্থা হইতে হঠাৎ উঠিয়া বসে যেন কেহ তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহাকে দেখিতে পাইবে এইরূপ মনে করিয়া চারিদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখিতে থাকে—পুনরায় আবার নিস্তব্ধভাবে শুইয়া পড়ে। প্রলাপ অবস্থায় লিঙ্গ দেশের বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া দেয়, অশ্লীল অসভ্য গান গায় এবং নানাপ্রকার অসভ্য ভাবভঙ্গী করে। এতদভাব সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে কিন্তু অতি অল্পতেই জাগিয়া ওঠে।

ষ্ট্রেমোনিয়াম—ইহার প্রলাপ বেলেডোনার ন্যায় প্রবল হয় না। ষ্ট্রেমোনিয়াম রোগী প্রলাপে অত্যন্ত কথা বলে (loquacious)। গান গায় হাসে, শিশ দেয়, চেঁচায়, প্রার্থনা করে, পদ্য মুখস্থ বলে অর্থাৎ কথার বিরাম নাই, সকল সময়ই বক্ বক্ করিতে থাকে এবং কথার স্থিরতা থাকে না, অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, এক নিশ্বাসেই অনেক কথা বলিয়া ফেলে। ইহা ব্যতীত ষ্ট্রেমোনিয়াম রোগীর ভ্রম দর্শন হয়, যেন তাহার ঘরের চারিদিক হইতে অদ্ভুত জীব জন্তু গজাইয়া উঠিতেছে এবং তাহার দিকে আসিতেছে।

ষ্ট্রেমোনিয়ামেও উলঙ্গ হইতে চেষ্টা থাকে কিন্তু ইহাতে সমস্ত দেহ অনাবৃত করা অধিক থাকে আর হাইওসিয়ামাসে কেবল লিঙ্গ প্রদেশে কাপড় না রাখা অধিক থাকে। এই প্রকার অবস্থা টাইফয়েডে কিংবা অত্যধিক জ্বরে অধিক প্রকাশ পায়। মুখমণ্ডল যদিও অত্যন্ত লাল হয় কিন্তু বেলেডোনার ন্যায়

তত অধিক হয় না। ষ্ট্রেমোনিয়াম রোগী আলো এবং লোক সঙ্গ ভালবাসে (বেলেডোনার বিপরীত)।

ষ্ট্রেমোনিয়াম, হাইওসিয়ামাস, এবং বেলেডোনার পার্থক্য নিরূপণ

ষ্ট্রেমোনিয়াম অত্যন্ত বহুভাষী (Loquacious)। হাইওসিয়ামাস আচ্ছন্ন (stupid) এবং বেলেডোনা প্রচণ্ড (wild)। ষ্ট্রেমোনিয়ামে রক্তাধিক্য অবস্থা থাকিলেও কিন্তু ঐন্দ্রিয়িক উত্তেজনাই (sensorial excitement) অধিক থাকে। হাইওসিয়ামাসে রক্তাধিক্য কিংবা কোন প্রদাহই থাকে না। স্নায়বীয় উত্তেজনা প্রবল হয়। বেলেডোনার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ থাকে। ষ্ট্রেমোনিয়ামে রক্তাধিক্য হয় বটে কিন্তু তাহা বেলেডোনা অপেক্ষা কম এবং হাইওসিয়ামাস অপেক্ষা অধিক।

ডাক্তার ফিলিপ এই তিনটি ঔষধের পার্থক্য কয়েকটি কথায় পরিষ্কার রূপে দেখাইয়াছেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম—

In case of cerebral hyperaemia, the severe forms are removed by Belladona, while Hyosciamus proves its value when there is little or no congestion but much sensorial excitement. So in the case of delirium, the forms of the disorders for which Hyosciamus is adapted are the milder and less inflamtory ones, where as tho severer cases are better dealt with by Belladona and Stramonium. Hyosciamvs is specially usefull in those cases of delirium with hallucination, which are occupied by little or no careful congestion.

মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহ—মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহেও (meningits) হাইওসিয়ামাসের প্রয়োগ দেখা যায় এবং এতদসহ পূর্ব্বোল্লিখিত মানসিক বিকৃতির লক্ষণও সময় সময় প্রকাশ পায়। মস্তিষ্কের যন্ত্রণা মস্তক সঞ্চালনে কিংবা মস্তক সম্মুখ দিকে নত করিয়া উপবেশনে উপশম হয় (বেলেডোনার সম্পূর্ণ বিপরীত)। রোগী মস্তকে ঢেউ এর ন্যায় সঞ্চালন অনুভব করে।

কাশি—হাইওসিয়ামাসে কাশির বিশেষত্ব যে শয়ন করিলেই অর্থাৎ বালিসে মস্তক দিলেই কাশির উদ্রেক হয় এবং রাত্রিতে অধিক হয় কিন্তু

উঠিয়া বসিলেই উপশম হয়। (উঠিয়া বসিলেই বৃদ্ধি হয়—ম্যাঙ্গানাম, জিঙ্কাম, জলপানে উপশম হয়—কষ্টিকাম)। কাশি শুষ্ক, আক্ষেপযুক্ত (spasmodic) জলপানে, আহারে এবং কথোপকথনে কাশির উত্তেজনা হয়। হাইওসিয়ামাসের কাশি আয়ত আলজিহ্বা (elongated uvula) হেতু জিহ্বার মূলদেশে স্পর্শ হেতু খুস্ খুস্ করিয়া উৎপত্তি হয় (The cough comes from elongation of the uvula, the result of relaxation or inflamation.

পালসেটিলাতেই উক্ত প্রকার শয়নে কাশি বৃদ্ধি হয়। উঠিয়া বসিলেই কাশির নিবৃত্তি হয় কিন্তু পালসেটিলায় কাশি ভয়ানক ঘন এবং পীতবর্ণ। ইহা ব্যতীত গলদেশ খুস্ খুস করিয়া কাশির উদ্রেক হয় না। ইহা স্ত্রীলোকের প্রতি অধিক কার্য্য করে।

শুষ্ক কাশির সমগুণ ঔষধ সমূহ

ব্রাইওনিয়া—কাশি শুষ্ক এবং কঠিন সহজে শ্লেষ্মা কিছুই উঠেনা কাশি কালীন বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগে (soreness and pain in the chest when patient coughs) (তরল কাশি বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগে—নেট্রাম সালফ)।

কোরেলাম রুবরাম—সর্ব্বদা কাশি লাগিয়া রহিয়াছে, এক মূহুর্ত্ত যেন বিরাম নাই এতদহেতু ইহাকে ইংরাজিতে minute gun cough বলা হয়। কাশি শুষ্ক খকৃথকে এবং অনেকটা আক্ষেপযুক্ত (spasmodic)।

কষ্টিকাম—কাশি শুষ্ক, কাশি কালীন প্রস্রাব নির্গত হইয়া পড়ে। শ্বাস ত্যাগ কালীন কাশি বৃদ্ধি হয় এবং শীতল জলপানে কাশি হয় (relieved by a swallow of cold water)।

মেম্ফাপাইপেরিটা—শুষ্ক কাশির ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৩০ ক্রম অধিক ফলপ্রদ। অন্য কোন ঔষধে উপকার না হইলে মেম্থাপাইপেরিটা প্রয়োগ করিয়া দেখিবে। ইহার কাশি অনেকটা রিউমেক্সের ন্যায়।

বেলেডোনা—শুষ্ক কাশি রাত্রিতে অধিক হয়। কাশি কালীন মুখ চোখ লাল হইয়া যায়। তালুমূল প্রদাহ হইয়া অথবা গলদেশ হইতে কাশি উত্থিত হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

রিউমেক্স—খুস্ খুস্ কাশির রিউমেক্স একটি উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু ইহাতে আলজিহ্বা বৃদ্ধি প্রায়ই থাকে না। কাশি শুষ্ক, সর্ব্বদা খুস্ খুস্ করে এবং কাশির উদ্রেক হয়।

নেট্রাম মিউরেটিকাম্—কাশি শুষ্ক কিন্তু ইহাতে আলজিহ্বা বৃদ্ধি থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং শিরঃপীড়াও থাকিতে পারে।

ফস্ফরাস—কাশি শুষ্ক খুসখুসে। রোগী লম্বা, পাতলা এবং অত্যন্ত উষ্ণ ধাতু বিশিষ্ট। শীতল স্থান, শীতল পানীয় ইত্যাদি অধিক পছন্দ করে।

মৃগীরোগ, তরকা এবং আনর্ত্তন (convulsion and twitching)—তরকার হাইওসিয়ামাস একটি উপযুক্ত ঔষধ। মৃগী রোগের ন্যায় তরকা হয় (epileptic convulsion)। অন্য ঔষধের বিশেষ লক্ষণ-প্রকাশ না থাকিলে হাইওসিয়ামাস সেইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে এবং হাইওসিয়ামাস epileptic convulsionএর একটি বৃহৎ ঔষধও বটে। হাইওসিয়ামাসে কনভালসনের আনর্ত্তন এবং স্পন্দন অর্থাৎ ঝাঁকি (twitching and jerking) পরিষ্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ স্থানের স্থানের পেশীর আকুঞ্চন হয় এবং থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ স্পন্দন হয়। চক্ষু হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত শরীরের প্রত্যেক পেশীর স্পন্দন হয়। কনভালসনকালীন রোগীর সঞ্চালন অনেকটা ত্রিকোনাকৃতি (angular) হয় (The abnormal movement are rather angular)। ষ্ট্রেমোনিয়ামের ন্যায় কুণ্ডলী আকার হয় না (not gyratory) এবং সকল সময় জ্ঞান থাকে না। এই প্রকার সঞ্চালন আহারের পর প্রায়ই বৃদ্ধি হয় বিশেষতঃ শিশুদিগের মধ্যে ইহা অধিক দেখা যায়। শিশু ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে, আক্রমণাবস্থায় মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ হয়। চক্ষু বাহিরে ঠেলিয়া আসে, চীৎকার করে, দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে, এমন কি প্রস্রাব করিয়াও ফেলে, মুখে ফেনা ওঠে, জিহ্বা কামড়ায় কিন্তু কনভালসনের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রা আসিয়া

উপস্থিত হয়। শিশুদিগের ভয় পাইয়া কিংবা কৃমিজনিতও এই প্রকার কনভালসন অনেক সময় হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের সুতিকা রোগ হইতে কনভালসন হইলেও তাহাতেও হাইওসিয়ামাস উত্তম কার্য্য করে। হাইওসিয়ামাসের এবম্প্রকার কনভালসন সহ প্রায়ই অচৈতন্যতা থাকে, আলো এবং লোক সঙ্গ ভাল বাসে না। (ষ্ট্রেমোনিয়ামে জ্ঞান থাকে, আলো এবং লোক সঙ্গে ভাল বাসে)।

সাইকুটা ভিরোসা—ইহার কনভালসন অত্যন্ত ভীষণ হয়। শরীর বেঁকিয়া নানান প্রকার আকার ধারণ করে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব যে—মস্তক; গ্রীবা এবং মেরুদণ্ড অধিক আক্রান্ত হয় এবং শরীর পশ্চাদ্দিকে বেঁকিয়া ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় হয়, জ্ঞানশূন্য হয়। সামান্য স্পর্শে, গোলমালে, আক্রমণের বৃদ্ধি হয় (attacks are repeated)। পাকস্থলী ফুলিয়া ওঠে, চীৎকার করে, মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয়। আক্ষেপের পূর্ব্বে এবং পরে শরীর কাঁপিতে থাকে এবং তৎপর রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে।

তাণ্ডব রোগ (chorea)—তাণ্ডবরোগেও হাইওসিয়ামাসের প্রয়োগ দেখা যায়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির হয় এবং শরীরের সঞ্চালনের সামঞ্জস্যতা থাকে না, চলিতে সমস্ত শরীর টলমল করিয়া কাঁপে (tottering gait)। শিশুদিগের মুখমণ্ডলের তাণ্ডব রোগে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। তির্য্যকদৃষ্টি (squinting), তোঁতলামি, মুখমণ্ডলের পেশীর খেঁচুনি ইত্যাদিতেও হাইওসিয়ামাস উত্তম কার্য্য করে (We have long known ts value in "local chorea" in children as squinting, stammering, twitching of the face etc—Dr Lowson)। স্পন্দন এবং আনর্ত্তন (jerking and twitching) হাইওসিয়ামাসের একটি বিশেষ লক্ষণ—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। (Dr Guernsey seems to consider jerking and twitching of the muscles including those of the face and eyes an actual "Keynote for this remedy).

ষ্ট্রেমোনিয়াম—তাণ্ডবরোগে ইহারও ব্যবহার দেখা যায় বশেষতঃ যদি মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়। শিশু নিদ্রা হইতে চীৎকার দিয়া

কাঁদিয়া জাগিয়া ওঠে এবং কোন কারণ নাই তথাপি শিশু খিল খিল করিয়া হাসে।

নিদ্রাহীনতা—খিটখিটে এবং কোপনস্বভাব ব্যবসা ইত্যাদির চিন্তায় নিদ্রা হয় না। সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় শুইয়া পড়িয়া থাকে।

মূত্ররোধ—প্রসবের পর মূত্র স্তম্ভ কিংবা অনবরত মূত্রস্রাবসহ মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত হয় এবং প্রসূতিদিগের মূত্রত্যাগের ইচ্ছা থাকে না (আর্ণিকা, ওপিয়ম)। প্রসবের পর মূত্র রোধে কষ্টিকামই হইতেছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

কামোন্মাদ—কামোৎপাদক মানসিক বিকৃতির (Lascivious mania) হাইওসিয়ামাস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে কাপড় রাখে না, ফেলিয়া দেয়, অশ্লীল গান গায়, কামোন্মাদে অস্থির হইয়া পড়ে, লজ্জা সরম জ্ঞান থাকে না, উলঙ্গ হইয়া শয্যায় শুইয়া বিড় বিড় করিতে থাকে।

জ্বর

সময়—পূর্ব্বাহ্ন ১১টা এবং প্রতি একদিন পর পর।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। শীত পদদ্বয় হইতে আরম্ভ হয়, সমুদয় শরীর শীতল, মুখমণ্ডল অত্যন্ত উষ্ণ। কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে তাহা পছন্দ করে না (সিনা) অথবা অতি সামান্য গোলমালও সহ্য করিতে পারে না (জেলসি)।

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে। সমুদয় শরীর অগ্নিবৎ উষ্ণ হয় (বেল) মৃগীবৎ তরকা (ষ্ট্রিমোনি) এবং নিদ্রাহীনতা প্রকাশ পায়।

ঘর্ম্ম অবস্থা—ঘর্ম্ম সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর হয় কিন্তু পদদ্বয়ে অল্প হয়। ঘর্ম্ম শীতল এবং অম্লগন্ধযুক্ত।

জিহ্বা—কটাবর্ণ অথবা লাল লেপাবৃত। জিহ্বা আংশিক পক্ষাঘাত-প্রাপ্ত, কষ্টের সহিত বহির্গত করে। স্বাদ দুর্গন্ধ এবং বদগন্ধযুক্ত। জল দেখিলে ভয় পায়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—হানিমান ১২ ক্রম প্রয়োগ করিতেন কিন্তু ইদানীং ৩০ ও ২০০ ক্রম অধিক প্রয়োগ হয়।

হাইওসিয়ামাসে—সংন্যাস রোগ দরুণ কর্ণবধিরতায় বেলেডনার পর উত্তম কাজ করে।

হাইওসিয়ামাসে—কামোন্মদতা উপশম না হইলে ফস্‌ফরাস প্রয়োগ করিয়া দেখিবে।

সমকক্ষ ঔষধ—বেলেডনা, ষ্ট্রেমোনিয়াম, ভিরেট্রাম।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, ঋতুস্রাবকালীন, মানসিক বেদনায়, শয়নে, অশান্তিজনক প্রেমে।

রোগীর বিবরণ

আজ প্রায় ৮।১০ বৎসরের কথা হাওড়া অঞ্চলে একটি স্ত্রীলোক রোগী দেখিতে যাই। স্ত্রীলোকটির বয়স প্রায় ৩০ হইবে কিছুদিন যাবৎ জ্বরে ভুগিতেছিল, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইতেছিল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইবার ইচ্ছা করিয়া আমাকে লইয়া যান কিন্তু তাঁহারা হোমিওপ্যাথিক করাইলেন না। তাঁহারা এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। অনেকদিন পর আবার তাঁহারা আসিয়া বলিলেন আপনি আসুন হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা করা হইবে। আমি যাইয়া দেখি রোগী হিষ্টিরিকেল রোগের ন্যায় অনেক কথা বলিতেছেন এবং গাত্রের উত্তাপ প্রায় ১০৪ হইবে, এই জ্বর প্রায় ৮।১০ দিন হইতে চলিতেছে, টাইফয়েড বলিয়া এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ সাব্যস্ত করিয়াছেন কিন্তু আমার টাইফয়েড বলিয়া মনে হইল না। আমি সমুদায় লক্ষণ বিশেষরূপে দেখিয়া সিপিয়া ২০০ শক্তি একমাত্রা দিয়া আসি, আর বলা বাহুল্য যে রোগিণীর জরায়ুর দোষ ছিল এবং সন্তান হইয়া প্রায় ৫ মাস যাবৎ ঋতু আর হয় নাই। সিপিয়াতে অনেকটা জ্বর হ্রাস হইল বটে কিন্তু সম্পূর্ণ গেল না। একদিন পরামর্শার্থ ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী

মহাশয়কে কলিকাতা হইতে লইয়া যাইতেছি—রোগীর বাড়ী পহুঁছিয়া শুনিতে পাইলাম রোগী দোতলা হইতে, লাফ দিয়া পার্শ্বের বাড়ীতে পালাইয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতে কিছুতেই আসিতে চাহিতেছে না, জোর করিয়া কয়েকজন মিলিয়া ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম—সকলে মিলিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া তাহার মনে অত্যন্ত ভয় হইয়াছে এবং অদ্য প্রাতঃকাল হইতে কিছুই আহার করিতেছে না কেবল আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও রহিয়াছে। রোগীর নিকট হইতে কিছুই জানিতে পারা গেল না। এতদ্ লক্ষণে তাহাকে হাইওসিয়ামাস ২০০ শক্তি ২টি বটিকা মাত্র দেওয়া হয় এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এই রোগীকে বাড়ীর লোকেরা উন্মাদ হইয়াছে বলিয়া চারিদিকের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া পাহারা দিতেছিল।

২। একটি ভদ্রলোক তাঁহার সহিস দিয়া একটি বড় ঝাঁকার উপর একটি কুক্কুরিকে চিকিৎসা করাইবার জন্য ডাক্তার হেকক্ সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কুক্কুরী তখন ফিটের অবস্থায় ছিল। ফিটের অবস্থায় জ্ঞান থাকিত না, পদ চতুষ্টয়ের আক্ষেপ হইত, মস্তক বাম পার্শ্বে হেলিয়া পড়িত, মুখে ফেনা উঠিত, মধ্যে মধ্যে কাল্পনিক বস্তু ধরিতে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ ছিল। ডাক্তার হেকক্ সাহেব সহিসের নিকট কুক্কুরির এইরূপ অবস্থা হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন যে, ১২।১৪ দিন হইতে ঐ কুক্কুরী ছোট ছোট ইন্দুর শিকার করিবে বলিয়া ইন্দুরের গর্ত্ত চারিপদদ্বারা আঁচড়াইয়া বিস্তর মাটী উঠাইয়া আপন গাত্রকে বড়ই অপরিষ্কার করিয়াছিল। পরে উহার মনিব তাহাকে পরিষ্কার করিবার জন্য নদীর জলে কয়েকবার ছুড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল—তাহার পর দিবস হইতে খেঁচুনির মত হয় কিন্তু এত বৃদ্ধি পূর্ব্বে ছিল না। এই সমুদায় লক্ষণে ডাক্তার হেকক্ তাহাকে চামচ করিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত ৪ ফোঁটা হায়োসিয়ামাস মূল অরিষ্ট সেবন করাইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই কুক্কুরীটিকে সুস্থ করিয়াছিল।

Dr. Haycock.

ষ্ট্রেমোনিয়াম (Stramonium)

ইহাঁর বাংলা নাম ধুতুরা। ফল এবং বীজ হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা একটি প্রলাপের মহৎ ঔষধ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেহ কেহ ইহাকে হাইওসিয়ামাস এবং বেলেডোনার মধ্যবর্ত্তী স্থলে স্থান প্রদান করিয়াছেন কিন্তু আমরা হাইওসিয়ামাসকেই প্রলাপের পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটি প্রধান ঔষধের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলিয়াছি এবং লক্ষণাবলীও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ধুতুরা সেবনে লোক উন্মাদগ্রস্থ হয় তাহা অনেকেই অবগত আছেন—

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। প্রলাপ—বহুভাষী, বাচাল (Loquacious all the time) সকল সময় বকিতে থাকে—কখন গান গাহিতেছে, কখন শীস দিতেছে, কখন পদ্য আবৃত্তি করিতেছে।

২। প্রলাপ অত্যন্ত ভীষণ, মানসিক বিকৃতি অত্যন্ত প্রবল (delirium is more furious, the mania more acute) রক্তাধিক্য হাইওসিয়ামাস অপেক্ষা যদিও অধিক কিন্তু বেলেডোনা অপেক্ষা স্বল্প অথচ প্রকৃত প্রাদাহিক নয়।

৩। ভয়ানক বহুভাষী সর্ব্বদা বকিতে থাকে (disposed to talk continually), কথার কোন অর্থ নাই অত্যন্ত এলোমেলো, কখন হাসিতেছে, কখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে, কখন মিনতি করিতেছে কখন ভীষণ রাগান্বিত হইতেছে ইত্যাদি।

৪। আলো এবং লোক সঙ্গ ভালবাসে। (ভালবাসে না—হাইওসিয়ামাস) একলা এবং অন্ধকার ঘরে থাকিতে পারে না ভয় পায়।

৫। চক্ষু বিস্তারিত, চক্‌চকে স্ফটিক সদৃশ অথচ প্রতিক্রিয়া শূন্য।

৬। পেশীর আকস্মিক স্পন্দন (twitching) বিশেষতঃ শরীরের উর্দ্ধদিকে। বালিস হইতে মস্তক ঝাঁকাইয়া ঝাঁকাইয়া উঠে (Jerking of the head from the pillow)

৭। অধিকাংশ রোগই যন্ত্রণাশূন্য।

৮। কনভালসন—আক্ষেপযুক্ত (spasmodic) এবং জ্ঞান থাকে (নাক্স। জ্ঞানশূন্য—বেলেডোনা, ওপিয়ম, হাইওসিয়ামাস, সাইকুটা), তরল দ্রব্য, জল, আর্সি, উজ্জ্বল আলো দর্শনে এবং স্পর্শে কনভালসনের নূতনারম্ভ হয় (Renewed by sight of bright light of mirror or water)

৯। তোতলামি—কথা উচ্চারণ করিতে অনেকক্ষণ চেষ্টা করিতে হয়, মুখমণ্ডল বক্র এবং বিকৃতি করিয়া কথা বাহির করে অর্থাৎ সহজে এবং অল্প আয়াসে কথা উচ্চারণ করিতে পারে না (বভিষ্টা, ইগ্নেসিয়া, স্পাইজেলিয়া)।

১০। রোগী তাহার শরীরের আকারের বিষয়ে নানারূপে কল্পনা করে—মনে করে আহার মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গিয়াছে পদদ্বয় অত্যন্ত লম্বা হইয়া গিয়াহে, শরীর দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে. তাহার পার্শ্বে আর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

১১। কামোন্মদ—জননেন্দ্রিয়ের কাপড় রাখে না; উলঙ্গ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ভীষণ কাম প্রবৃত্তি হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। হৃষ্ট-পুষ্ট গঠনবিশিষ্ট (একোনাই, বেলেডোনা) অল্পবয়স্ক লোক-দিগেতে বিশেষতঃ শিশুদিগেতে তাণ্ডব রোগে, মানসিক বিকৃতি এবং প্রলাপে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

২। ভয়ে সচকিতভাবে জাগিয়া উঠে চক্ষু খুলিবা মাত্র প্রথম দ্রব্য দর্শনে যেন ভীত হইয়াছে।

৩। অবাস্তব বস্তুর ভ্রম দর্শন করে এবং ভীত হয়।

৪। প্রলাপে পা লাইয়া যাইতে চাহে (বেলেডোনা, ব্রাই, হাইওসিয়ামাস ওপিয়ম, রাসটাক্স)।

৫। পদদ্বয় এবং হস্ত শীতল, মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং লাল আভাযুক্ত।

৬। বালিস হইতে মস্তক তুলিবামাত্র বমনের উদ্রেক হয়।

৭। জলাতঙ্ক—জল অথবা চকচকে দ্রব্য দেখিলে ভয় পায়। তরল দ্রব্যে অত্যন্ত বিরাগ (বেলে, লাইসীন) এবং জলপানে গলদেশের আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচন হয়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—ষ্ট্রেমোনিয়াম প্রধাণতঃ মস্তিষ্কের উপর অধিক কার্য্য করে ইহাতে যে প্রলাপ প্রকাশ পায় তাহা বেলেডোনা এবং হাইওসিয়ামাস অপেক্ষা প্রবল (furious)। মস্তকে যদিও রক্তসঞ্চয় হয় কিন্তু বেলেডোনার ন্যায় তত অধিক হয় না।

ষ্ট্রেমোনিয়াম রোগী বহুভাষী এবং বাচাল। প্রলাপ অত্যন্ত এলোমেলো (irrivalent) বকে। কথার বিরাম নাই। উন্মাদের ন্যায় বক্ বক্ করিতে থাকে (ল্যাকেসিস রোগী এক কথা শেষ হইতে না হইতেই আর এক কথা আরম্ভ করে)। মুখমণ্ডল এবং চক্ষু লাল আভাযুক্ত হয় (বেলেডোনার ন্যায় তত অধিক নয়)। অবাস্তব বস্তুর কল্পনা করে এবং রোগী তাহাতে অত্যন্ত ভীত ত্রস্ত হয়। রোগী দেখে তাহার ঘরের চতুর্কোণ হইতে অদ্ভুত জন্তু সমূহ যেন গজাইয়া উঠিতেছে এবং তাহার সম্মুখে আসিতেছে। নানানপ্রকার জীবজন্তু এবং অদ্ভুত অদ্ভুত চিত্রের ভ্রম দর্শন করিয়া রোগী অত্যন্ত ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া ওঠে। আবার কখন কখন ভূত প্রেতের সহিত যেন কথা বলিতেছে এইরূপ ভাব প্রদর্শন করে। শিশু কিংবা অল্প বয়স্ক বালক-বালিকা হইলে মাতা সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও, শিশু ভয়ে মা মা করিয়া চীৎকার করিতে থাকে। মাকে চিনিতে পারে না যাহাকে সম্মুখে পায় জড়াইয়া ধরে। চক্ষু উন্মিলিত থাকে এবং চক্ষু তারা প্রসারিত হয় (eyes wide open, prominent, brilliant, pupils widely dilated, insensible) দৃষ্টির ব্যতিক্রম ঘটে, সর্ব্বপ্রকার চেতনা শক্তির হ্রাস হয়, পেশীমণ্ডলীর সঞ্চালন

বৃদ্ধি হয়, কাম ইচ্ছা বৃদ্ধি হয়, ইচ্ছানুযায়ী সংযম করিবার ক্ষমতা রহিত হয়। আক্ষেপযুক্ত শ্বাস কষ্ট এবং গলাধঃকরণ শক্তির কষ্ট হয়। গলদেশ অত্যন্ত শুষ্ক হয়। বিষাক্ত লক্ষণ যদি আরো অধিক হয় তাহা হইলে রক্ত সঞ্চয়জনিত প্রগাঢ় নিদ্রা উপস্থিত হয় এবং পক্ষাঘাত দেখা দেয়।

প্রলাপ (Delirium)—ষ্ট্রেমোনিয়ামের প্রলাপের বিশেষত্বই হইতেছে বহুভাষী (talkativeness), কথা আর শেষ হয় না কখন গান গাহিতেছে, কখন হাসিতেছে, কখন ভীষণ রাগান্বিত হইতেছে, কখন শীস দিতেছে, পদ্য আবৃত্তি করিতেছে, চেঁচাইতেছে, অনুনয় বিনয় করিতেছে। কখন প্রার্থনা করিতেছে ইত্যাদি অর্থাৎ রোগীর কথায় আর বিরাম নাই। এবম্প্রকার উন্মাদরূপ প্রলাপের সহিত মাসিক ঋতু স্রাব প্রায়ই বন্ধ থাকে। প্রলাপের সঙ্গে সঙ্গে রোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নানা ভাবে সঞ্চালিত করে—কখন কখন হস্ত পদ গুটায়, কখন হস্তপদ শক্ত করে, কখন লম্বা করে। এতদ্ব্যতীত বালিশ হইতে মস্তক পুনঃ পুনঃ ঝাঁকাইয়া ওঠে, (Jerks up suddenly head from his pillow) ইত্যাদি নানা প্রকার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে শেষোক্ত লক্ষণটি ষ্ট্রেমোনিয়ামের একটি বিশেষ বিশেষত্ব। ষ্ট্রেমোনিয়াম রোগীর আর একটি বিশেষত্ব যে—অন্ধকারে ভয় পায়, একাকী থাকিতে পারে না। লোকসঙ্গ চায় এবং আলো পছন্দ করে, এমন কি অন্ধকার গৃহে হাঁটিতে পারে না।

ষ্ট্রেমোনিয়াম, হাইওসিয়াস, এবং বেলেডোনার পার্থক্য।

(১) ষ্ট্রেমোনিয়াম অত্যন্ত কথা বলে—বহুভাষী (stramonium is the most widely loquacious).

(২) হাইওসিয়ামাস অত্যন্ত ভীষণ আচ্ছন্ন (Hyosciamus is the most insensibly stupid).

(৩) বেলেডোনা এই দুইটি ঔষধের মাঝামাঝি (Belladona in this respect stands half way between).

(৪) ষ্ট্রেমোনিয়াম বিক্ষিপ্তভাবে এপাশ ওপাশ ছটফট করে, বালিশ হইতে মস্তক ঝাঁকাইয়া ওঠে (stamonium throws himself about jerking head from pillow).

(৫) হাইওসিয়ামাসে পেশীর আকুঞ্চন হয়। শয্যা খোঁটে, শূন্যে যেন কিছু উড়িতেছে ধরিবার চেষ্টা করে অথবা নিস্তব্ধভাবে শুইয়া থাকে (Hyosciamus twitches picks and reaches, otherwise lying pretty still).

(৬) বেলেডোনা চম্‌কাইয়া ওঠে, লম্ফপ্রদান করে, কামড়াইতে যায়, মারিতে উদ্যত হয় (Belladona starts or jumps, when falling into or awaking from sleep).

জলাতঙ্ক (Hydrophobia)—ষ্ট্রেমোনিয়ামে জলাতঙ্কের যথেষ্ট লক্ষণ প্রকাশ থাকিতে দেখা যায় কোন উজ্জ্বল চক্‌চকে দ্রব্য দেখিলেই ভীষণ প্রলাপ উপস্থিত হয় গলদেশে আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচন (spasm) হয় এবং কন্‌ভাল্‌সন্‌ হইবার উপক্রম হয়।

চীন দেশে এই ধুতুরা জাতীয় উদ্ভিদ জলাতঙ্কের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া অত্যন্ত পরিচিত। ডাক্তার ওজানম (Dr. Ozanam) এতদ্বিষয়ে ধর্ম্মপ্রচারকদিগের নিকট হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া তদানীন্তন মাসিক হোমিওপ্যাথিক পত্রিকায় একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার হিউজ ষ্ট্রেমোনিয়ামকে জলাতঙ্কের প্রকৃত ঔষধ বলিতে ইচ্ছা করেন না। তিনি বলিতে চাহেন জলাতঙ্কের যে লক্ষণসমূহ আমরা দেখিতে পাই তাহা ষ্ট্রেমোনিয়ামদ্বারা উদ্ভূত নয় বরং ভয় হইতেই উদ্ভূত হয়। কিন্তু যাহা হউক ষ্ট্রেমোনিয়ামে জলাতঙ্কের যথেষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে, রোগী জল কিংবা কোন প্রকার তরল দ্রব্য কিংবা আর্শি কিংবা কোন উজ্জ্বল দ্রব্য দেখিলেই ভীত হইয়া উঠে (লাইসিন), গলদেশের সঙ্কোচন হয় (spasmodic constriction of the throat) এবং কনভালসনের উপক্রম হয়।

কনভালসন (Convulsion)—ষ্ট্রেমোনিয়ামের convulsive movement অর্থাৎ শরীরের আক্ষেপযুক্ত সঞ্চালন বরং অনেকটা পরিষ্কার

(graceful), হাইওসিয়ামাস ত্রিকোণাকৃতি (angularity) এবং হঠাৎ স্পন্দন-যুক্ত নয়। এইরূপ অবস্থা (আক্ষেপ) বিশেষভাবে শিশুদিগেতে চর্ম্মরোগে পীড়কা প্রকাশ না পাইলে অর্থাৎ লাট খাইয়া গেলে ষ্ট্রেমোনিয়াম উত্তম কার্য্য করে। যেমন হাম অবস্থায় হাম যদি উপযুক্তরূপ প্রকাশ না হয়; শিশুর মুখমণ্ডল লালবর্ণ, স্ফীত, থমথমে হয় এবং সর্ব্বাঙ্গ উত্তপ্ত হয়, অস্থিরতায় এপাশ ওপাশ করে,—নিদ্রার জন্য চক্ষু বুজিলেই ভয়ে শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে—এই প্রকার লক্ষণের প্রকাশে ষ্ট্রেমোনিয়াম নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে কিন্তু সর্ব্বদা আক্ষেপযুক্ত সঞ্চালনের (convulsive movement) প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, কারণ এই লক্ষণটির উপর ষ্ট্রেমোনিয়ামের নির্ব্বাচন অধিক নির্ভর করে। ষ্ট্রেমোনিয়াম শিশু এবং অল্পবয়স্ক বালক এবং বালিকার কনভালসনে বেলেডোনা অপেক্ষা উত্তম কার্য্য করে। ষ্ট্রেমোনিয়ামের কনভালসন (Convulsion) যদিও আক্ষেপযুক্ত (spasmodic) কিন্তু হাইওসিয়ামাসের ন্যায় ঝাঁকুনি এবং ত্রিকোণাকৃতি (jerking and angularity) নয়। আর একটি কথা—ষ্ট্রেমোনিয়ামের কনভালসনে জ্ঞান থাকে (জ্ঞান থাকে না—হাইওসিয়ামাস, কুপ্রাম, বেলেডোনা, সাইকুটা) এবং আলো অথবা উজ্জ্বল দ্রব্য দর্শনে আক্ষেপ পুনরায় আরম্ভ হয় (ষ্ট্রিকনাইন—সামান্য স্পর্শ অথবা বায়ুর ঝট্‌কা, শব্দ অথবা গন্ধতেই আক্ষেপ পুনরায় আরম্ভ হয়)।

কুপ্রাম মেটালিকাম—আমরা ঠিক এই প্রকার লক্ষণ কুপ্রাম মেটালিকামে দেখিতে পাই কিন্তু কুপ্রামের পীড়কা বাহিরে বহির্গত হইয়া কোন প্রকার বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা কিংবা কোন কারণ বশতঃ অবরুদ্ধ হওয়ায় দরুণ মস্তিষ্কের প্রদাহ উপস্থিত হইলে, এবম্প্রকার অবস্থাতেই কুপ্রাম উত্তম কার্য্য করে (It is specially indicated when the rash has been re-percussed and these violent cerebral symptoms appear). কুপ্রামের মুখমণ্ডল নীল আভাযুক্ত হয়। শরীরে যে অস্বাভাবিক সঞ্চালন হয় তাহা বরং অনেকটা ত্রিকোণ প্রকৃতির (angular)। কুপ্রামেও ষ্ট্রেমোনিয়ামের ন্যায় নিদ্রার পরই রোগ বৃদ্ধি হয় এবং আতঙ্কও অধিক হয়।

জিঙ্কাম মেটালিকাম—ইহাতে পীড়কা অধিক শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত প্রকাশ হইতে পারে না। জিঙ্কাম মেটালিকামে শারীরিক

দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিক থাকে। ইহাতেও উপরোক্তরূপ রোগী নিদ্রায় চীৎকার করে এবং ভয় পাইয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া ওঠে (কনভালসনের ঔষধসমূহ ইগ্নেসিয়ায় দেখ)।

মানসিক বিকৃতি (**mania**)—ষ্ট্রেমোনিয়ামের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণই হইতেছে মানসিক বিকৃত (mania) এবং প্রলাপ। কিন্তু তরুণ মানসিক বিকৃতিতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়, ইহার মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত অদ্ভুত প্রকৃতির—নিজের শরীরের আকারের (shape) বিষয়ে নানা রূপ কল্পনা করে—রোগী মনে করে তাহার শরীর কিংবা বাহু অত্যন্ত বৃহৎ কিংবা লম্বা কিংবা বাঁকা টেরা ইত্যাদি (strange ideas about the formation of his body—that is ill shape, elongated, deformed)। কখন মনে করে তাহার পার্শ্বে আর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া রহিয়াছে—অর্থাৎ তাহারা যেন দুই ব্যক্তি (পেট্রোলিয়াম) কিংবা মনে করে তাহার দুইটি পায়ের পরিবর্ত্তে তিনটি।

ষ্ট্রেমোনিয়াম—উন্মাদ প্রলাপের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উন্মাদরূপ প্রলাপের হাইওসিয়ামকেও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়াছি কিন্তু ইহাদের maniaর পার্থক্য যথেষ্ট রহিয়াছে। হাইওসিয়ামাস রোগী অত্যন্ত সন্দেহ চিত্ত, কাহাকেও বিশ্বাস করে না—তাহাকে কেহ বিষপান করাইয়া মারিয়া ফেলিবে ইত্যাদির চিন্তায় অস্থির হইয়া থাকে এবং বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্টভাবে আপন মনে বকিতে থাকে। আলো এবং লোকসঙ্গ ভালবাসে না।

ষ্ট্রেমোনিয়াম রোগী অত্যন্ত বহুভাষী (talkative)। সকল সময় বক্ বক্ করিতে থাকে, কখন ভগবানকে করজোড়ে ডাকে, কখন হাসে, কখন পদ্য মুখস্থ বলে, অর্থাৎ কথার বিরাম থাকে না। কখন নিজ শরীরের আকৃতি বিষয়ে অত্যন্ত ভ্রম দেখে, মনে করে মস্তক কিংবা হস্ত শরীর অপেক্ষা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গিয়াছে। আলো এবং লোকসঙ্গ ভালবাসে, একাকী থাকিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত ষ্ট্রেমোনিয়ামে চক্ষু রক্তাধিক্য হয়, হাইওসিয়ামাসে কিছুই হয় না।

মানসিক বিকৃতির সমগুণ কয়েকটি ঔষধ—

ল্যাকেসিস—মনে করে মরিয়া গিয়াছে এবং তাহাকে শ্মশানে লইবার জন্য প্রস্তুত করিতেছে।

থুজা—মনে করে তাহার শরীর কাঁচের প্রস্তুত, সামান্য স্পর্শেই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ভিরেট্রাম এলবাম—মনে করে অন্তঃসত্বা হইয়াছে, শীঘ্রই সন্তান প্রসব হইবে।

সাইকুটা—মনে করে সে একটি অল্পবয়স্ক শিশু।

ব্যাপ্টিসিয়া—মনে করে তাহার শরীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে।

তাণ্ডব রোগ—মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়। শিশু নিদ্রাভঙ্গের সময় চীৎকার দিয়া কাঁদিয়া ওঠে এবং বিনা কারণে হাসে ও গান করে। ষ্ট্রেমোনিয়ামের তাণ্ডব রোগে নিম্ন লক্ষণসমূহ প্রায় বর্ত্তমান থাকে—শরীরের অঙ্গভঙ্গি সতত পরিবর্ত্তনশীল একবার হাসে আবার তৎপরক্ষণই আশ্চর্য্যান্বিত হয়। জিহ্বা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বহির্গত করে। মস্তক পর্য্যাক্রমে সম্মুখে এবং পশ্চাতে অর্থাৎ পৃষ্ঠের দিকে চালে। সমুদায় শরীর এবং মেরুদণ্ডের আক্ষেপযুক্ত আকুঞ্চন হয়। হস্ত পদের প্রান্তদেশ সতত নাড়ে। যদিও সকল সময় আকস্মিক স্পন্দন হয় না কিন্তু সঞ্চালন ঘূর্ণনশীল অথবা কুণ্ডলাকার। শরীরের সমুদায় পেশী সর্ব্বদা সঞ্চালন হইতে থাকে। এতদসহ তোতলামিও থাকিতে পারে। রোগীর মানসিক বিকৃতি ঘটিলে অতি সহজেই ভীত হয়, ভয় পাইয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া ওঠে অথবা সময় সময় করজোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। শয়ন অবস্থায় পুনঃ পুনঃ বালিস হইতে মস্তক ঝাঁকিয়া উঠে।

তাণ্ডব রোগের ঔষধ সমূহ—

সিমিসিফিউগা—বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়। রোগ বাত-জনিত অথবা জরায়ুরোগ হইতে উত্থিত হইলেই অধিক কার্য্য করে।

টেরেণ্টুলা—দক্ষিণ বাহু এবং দক্ষিণ পদ অধিক আক্রান্ত হয়। রাত্রিতেও উক্ত বাহু এবং পদের সঞ্চালন হইতে থাকে।

জিজিয়া—নিদ্রিতাবস্থায়ও সঞ্চালন হইতে থাকে।

ইগ্নেসিয়া—উচ্ছাস হেতু উৎপন্ন হয়।

এগারিকাস—ইহার তাণ্ডবরোগের সঞ্চালন সমূহ ত্রিকোণাকৃতি। ইহাতে অক্ষিপুটের অথবা শরীরের বিভিন্ন স্থানের চুলকানি থাকে। চক্ষুর পাতা সর্ব্বদা নাড়িতে থাকে এবং মেরুদণ্ড স্পর্শাধিক্য হয়।

মাইগেল লেসিডোরিয়া—মুখমণ্ডলের পেশী সর্ব্বদা আকুঞ্চন হয়। মস্তক একপার্শ্বে বিশেষতঃ দক্ষিণপার্শ্বে অধিক স্পন্দন হয় (jerking) দক্ষিণ বাহু এবং পদের পেশীর আকুঞ্চন এবং ঝাঁকুনি লাগিয়া থাকে। পেশীর উপর কর্ত্তৃত্ব রহিত হইয়া যায়, কথা ছিট্‌কাইয়া নির্গত হয়। মুখমণ্ডলে হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না, হস্ত অৰ্দ্ধেকদূর তুলিয়া আটকাইয়া যায় এবং ঝাঁকিতে থাকে, অর্থাৎ ইহাতে সমুদায় শরীর সর্ব্বদা সঞ্চালন হইতে থাকে।

হাইওসিয়ামাস—ইহাতে এক এক স্থানের পেশীর অধিকরূপ আকুঞ্চন এবং স্পন্দন হয়। রোগীর নিদ্রা হয় না, স্নায়ুপ্রধান, অথবা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে এবং নিদ্রিতাবস্থায় কাঁদিয়া উঠে। মস্তক একবার এপাশ একবার ওপাশ চালিতে থাকে এবং নির্ব্বোধের ন্যায় সর্ব্ববিষয়েই হাসিতে থাকে। রোগী অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত ও স্নায়বীয়।

জ্বর

সময়—প্রাতে ৬টা অথবা ৭টা অন্য সময়েও হইতে পারে, সময়ের নির্দ্দিষ্টতা নাই।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। সমুদায় শরীর শীতল বোধ অথচ মুখমণ্ডল ঈষৎ রক্তিমাভ, মস্তক উষ্ণ এবং হস্ত পদের আকুঞ্চন হয়। শীত অবস্থায় গাত্রাবরণ খুলিতে চাহে না, তাহাতে অত্যন্ত অস্বস্থি বোধ করে।

গাত্রত্বক বরফবৎ শীতল এবং শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত, শীতে হস্ত পদ ঈষৎ নীলবর্ণ প্রাপ্ত হয় (ভিরেট্রাম)। মুখমণ্ডল, হস্ত এবং পদদ্বয় নীল এবং শীতল; (ক্যাম্ফর, ভিরেট্রাম)। ঠাণ্ডায় যেন অসাড় হইয়া যায়।

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে। প্রথমতঃ মস্তক এবং মুখমণ্ডল উষ্ণ হয় তৎপর সমুদায় শরীর শীতল হয়, ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গ উষ্ণ হইয়া আইসে। উত্তাপ অবস্থায় নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে (এপিস, ইগ্নেসিয়া)। সর্ব্বাঙ্গ ভীষণ উত্তপ্ত হয়, মস্তক এবং মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য হয় ও শরীরের অবশিষ্ট স্থান সমূহ শীতল এবং ফ্যাকাসে হয় (বেলেডোনা, ওপিয়ম)। উত্তাপ অবস্থায় গাত্রাবরণে উত্তমরূপ আচ্ছাদিত হইয়া শীতঅবস্থায় মস্তক এবং মুখমণ্ডল উত্তপ্ত হয়। দাহ অবস্থায় পদদ্বয় এবং পদদ্বয়ের নিম্ন পর্য্যন্ত শীতল হয়। ঘর্ম্ম অবস্থায় গাত্রাবরণে আচ্ছাদিত হয়। এই অবস্থায় শিরঃ ঘূর্ণন, প্রলাপ, মৃগীরোগ সদৃশ কনভালসন ইত্যাদি উপস্থিত হয়।

ঘর্ম্মঅবস্থা—পিপসা থাকে। প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং তদ সহিত চক্ষু জ্বালা করে ও ঝাপসা দেখে। সমুদয় শরীরময় শীতল ঘর্ম্ম হয়। ঘর্ম্ম তৈলাক্ত (ফস্‌ফরাস)।

জ্বরের সময় শিশু নিদ্রাবস্থায় কাঁদিয়া ওঠে, হঠাৎ চম্‌কাইয়া ওঠে, স্থানের স্থানের পেশীর আকুঞ্চন এবং আকস্মিক স্পন্দন হয়, চক্ষু শিবনেত্র অথবা অর্দ্ধ নিমিলিত হয় এবং এবং চক্ষু কনিকা প্রসারিত হয়, ও মূত্র বন্ধ হয়।

ষ্ট্রেমোনিয়ামে অনেকটা নাক্সভমিকার লক্ষণ দেখা যায় এবং উভয় ঔষধেই জ্বরের কোন অবস্থাতেই গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে পারে না। নাক্সভমিকা রোগীর কাপড় সামান্য আলগা হইলেই অথবা শয্যায় সামান্য নড়াচড়া করিলেই শীতবোধ করে আর ষ্ট্রেমোনিয়াম রোগী গাত্রাবরণ আলগা করিলেই সমুদায় শরীর যেন শীতল হইয়া যায় এবং গাত্র বেদনা অনুভব করে।

টাইফয়েড—ষ্ট্রেমোনিয়াম টাইফয়েডে হাইওসিয়ামাস, ওপিয়ম ইত্যাদির সমকক্ষ ঔষধ। ইহার মানসিক বিকৃতি এবং প্রলাপ অনেকটা উন্মাদবৎ। টাইফয়েডের বাড়াবাড়ি অবস্থায় এতদ অদ্ভুত মানসিক লক্ষণ

সমুহ (ফিজিওলজিকেল কার্য্য এবং মানসিক বিকৃতি লক্ষণ দেখ) প্রায়ই প্রকাশ হয়। এতদ্ব্যতীত রোগীর মুখের সমুদায় অভ্যন্তর প্রদেশ হাজিয়া যাওয়া সদৃশ হয় (as if raw), জিহ্বার পক্ষাঘাৎ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হয়। মল তরল কৃষ্ণবর্ণ পুতীগন্ধযুক্ত অথবা মলমূত্র সমুদায় রোধ (মল হওয়া অপেক্ষা বন্ধই অধিক থাকে)। রোগীর অবস্থা যতই অধিক খারাপ হইয়া আসিতে থাকে দৃষ্টিশক্তি এবং বাকশক্তি সমুদায়ই হীন হইয়া আইসে। চক্ষুর তারা প্রসারিত এবং অচল অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও সমুদায় শরীর ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া ওঠে অথচ ঘর্ম্মে রোগের কোন প্রকার উপশম হয় না। প্রলাপের লক্ষণ অত্যন্ত ভীষণ। সকল সময় বকিতে থাকে, মুখের আর বিরাম নাই এবং এতদ্ব্যতীত রোগী প্রলাপের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সঞ্চালনেরও নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। কখন আড়াআড়ি হয় কখন লম্বা হইয়া চিৎ হইয়া পড়ে, আবার কখন কুণ্ডলী পাকাইয়া গোলাকার আকৃতি করে কিন্তু বালিস হইতে মস্তক ঝাঁকাইয়া তোলা লক্ষণটিই অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে (patient throws himself into all shapes corresponding to his changeable delirium, crosswise, lengthwise rolledup like a ball, or stiffened out by turns or especially, repeatedly jerks up suddenly his head from the pillow). মস্তিষ্কের লক্ষণ ব্যতীত ষ্ট্রেমোনিয়াম কদাচিত নির্ব্বাচিত হয় কাজে কাজেই ইহাদিগের নির্ব্বাচনে মস্তিষ্কের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

হাইওসিয়ামাস—ইহার লক্ষণ সমুদায় ষ্ট্রেমোনিয়াম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মৃদু, ইহাতে যদিও রোগী ষ্ট্রেমোনিয়াম এবং বেলেডোনার ন্যায় পলাইয়া যাইতে চাহে কিন্তু তাহা রোগী নিজের জীবনের প্রতি ভীত হইয়া অর্থাৎ কেহ তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবে এবম্প্রকার ভয়ে এবং সকলের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া এই প্রকার চুপেচুপে পালাইতে চেষ্টা করে। হাইওসিয়ামাসের প্রলাপ অনেকটা passive অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির রোগী আপন মনে বিরবির করিয়া অস্পষ্টভাবে বকিতে থাকে। হাইওসিয়ামাসের শয্যাখোঁটা এবং আকাশে যেন কিছু উড়িতেছে তাহা হাত বাড়াইয়া ধরিতে যাওয়া লক্ষণদ্বয় অত্যন্ত বিশেষত্ব। (বিস্তারিত লক্ষণ হাইওসিয়ামাসের টাইফয়েডে দেখ)

ওপিয়ম—ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ হইতেছে "তন্দ্রা ভাব," এই লক্ষণে ইহা সমুদায় ঔষধকে পরাস্ত করিয়াছে, এবম্বিধ নিদ্রাভাব আর কোন ঔষধেই দেখিতে পাওয়া যায় না। রোগী সকল অবস্থাতেই ঘুমাইতেছে, এমনকি ডাকিয়া সজাগ করা যায় না। হাইওসিয়ামাসের আচ্ছন্নতা যদিও অত্যন্ত অধিক থাকে কিন্তু ওপিয়মের সমকক্ষ নয়। মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য এবং ফোলা ফোলা, চক্ষু উর্দ্ধনেত্র আধ বোজা, নিদ্রা নাসিকা-ধ্বনিযুক্ত, সাড়াশব্দ রহিত, মলমূত্র অসারে অথবা মলমূত্রশূন্য।

বিসর্প (Erysepelas)—বিসর্প রোগে ষ্ট্রেমোনিয়ামের প্রয়োগ দেখা যায় যখন মস্তিষ্কের উত্তেজনা (with involvement of the brain) বর্ত্তমান থাকে এবং যখন অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য বিশিষ্ট হয়। এইরূপ অবস্থায় লক্ষণ সমূহ যদিও অনেকটা রাসটক্স সদৃশ হয় কিন্তু ষ্ট্রেমোনিয়ামের মস্তিষ্কের গোলযোগ, প্রলাপ, অস্থিরতা, ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া ওঠা, ইত্যাদি লক্ষণে ইহারা পরস্পর পৃথক হইয়া গিয়াছে। এতদ সমুদায় লক্ষণসহ জ্বর প্রায়ই থাকে না থাকিলেও অত্যন্ত অল্পই থাকে।

তোতলামি (Stammering)—ষ্ট্রেমোনিয়াম তোতলামির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—কথা মুখ হইহে শীঘ্র বাহির হইতে চায় না, অনেক বিলম্ব হয় এবং অত্যন্ত চেষ্টা করিতে হয়। মুখ বাঁকাইয়া বিকৃত করিয়া কথা বাহির করে—এক একটি কথা যেন ছিট্‌কাইয়া বাহির হয়।

কামোন্মাদ—ষ্ট্রেমোনিয়ামে কামোন্মাদের লক্ষণ বিশেষরূপ প্রকাশ থাকে—স্বাভাবিক অবস্থায় যে স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা এবং সতী সাধ্বী তাহারও এবম্বিধ অস্বাভাবিক কামোত্তেজনা প্রকাশ পাইতে পারে। জননেন্দ্রিয়ের কাপড় ফেলিয়া দেয়, অশ্লীল সঙ্গীতাদি করে, এমন কি নিকটস্থ পরপুরুষকে জড়াইয়া ধরিতে উদ্যত হয়, উলঙ্গ অবস্থায় ঘর হইতে চলিয়া যাইতে চাহে। ষ্ট্রেমোনিয়ামের এই প্রকার লক্ষণ প্রায়ই মাসিক ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে দেখা দেয় এবং ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে হইলেই ষ্ট্রেমোনিয়াম অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মাসিক ঋতুস্রাবও অত্যন্ত প্রচুর হয় (In nymphomania and in puerperal mania it stands highest among remedies owing to its special action on the sexual function—Dr. Hughes)

কামোন্মাদের সমগুণ ঔষধসমূহ—

হাইওসিয়ামাস—ভীষণ কামোত্তেজনা—রোগী জননেন্দ্রিয়ের কাপড় রাখে না।

ওরিগেনাম—কামোন্মাদ এবং আত্মহত্যার ইচ্ছা, রোগী কামপ্রবৃত্তির প্রবলতায় হস্ত মৈথুন করিতে বাধ্য হয়।

প্ল্যাটিনা—সুতিকাবস্থায় কামোন্মাদ, জননেন্দ্রিয় সুড় সুড় করে, এবং সুড় সুড় ভাব লিঙ্গপ্রদেশ হইতে নিম্নোদর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

ক্যালকেরিয়া ফস—কামোন্মাদ মাসিক ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে হয়।

গ্র্যাটিওলা—কামোন্মাদ। রক্তাধিক্য বশতঃ জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা।

ট্যারেন্টুলা—জননেন্দ্রিয়ের ভীষণ উত্তেজনা। ঋতুস্রাব প্রচুর এবং সময়ের পূর্ব্বে হয় এতদসহ জরায়ুর যন্ত্রণা এবং আক্ষেপ থাকে ও যোনিদেশ ভীষণ চুলকায়।

উদরাময়—উদরাময়ে ষ্ট্রেমোনিয়ামের ব্যবহার প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। মানসিক বিকৃতির লক্ষণসহ প্রকাশ পাইলেই ইহার বিষয় চিন্তা করা যাইতে পারে। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পচা জীব জন্তুর ন্যায় এবং মলের বর্ণ প্রায়ই পীতবর্ণ কদাচিত কৃষ্ণবর্ণ হয়। কোনপ্রকার যন্ত্রণা থাকে না—যন্ত্রণা শূন্যতাই এবং দুর্গন্ধতা হইতেছে—ইহার বিশেষত্ব।

হাঁপানি—স্নায়বীয় হাঁপানিতে ষ্ট্রেমোনিয়ামের প্রয়োগ দেখা যায়, ইহাতে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও কতকটা উপশম হয় বটে। আক্ষেপ (spasm) হেতু রোগী শ্বাস গ্রহণ করিতেই পারে না, কথোপকথনে টান বৃদ্ধি হয়। হাঁপানিতে একপ্রকার ষ্ট্রেমোনিয়াম সিগারেট (cigarette) ব্যবহার করিতে দেখা যায়—ইহাতে টানের ক্ষণিক উপশম হয় বটে কিন্তু এই প্রকার অভ্যাস অত্যন্ত ক্ষতিজনক, ইহাতে পরে শ্বাস কৃচ্ছ্র অধিক বৃদ্ধি করে এবং হঠাৎ মৃত্যু ঘটায় (The practice requires great caution as it has proved highly injurious, aggravation of the dyspnoea is one of the evils said to have been induced."—Dr. Hughes)

কশেরুক মাজ্জেয় ক্ষয়। (**Locomotor ataxy**)—রোগী অন্ধকারে অথবা চক্ষু বন্ধ করিয়া হাঁটিতে পারে না, হাঁটিতে গেলেই টলিয়া পড়িয়া যায়। ষ্ট্রেমোনিয়ম রোগী অন্ধকারে অত্যন্ত ভয়, সর্ব্বদা লোকসঙ্গ এবং আলো পচ্ছন্দ করে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬ এবং ৩০ অধিক প্রয়োগ হয়। সময় সময় ২০০ শক্তিও ব্যবহার হয়।

সমকক্ষ ঔষধ সমূহ—বেলেডোনা, কুপ্রাম, হাইওসিয়ামাস, লাইসিন।

ধুতুরা বিষাক্তে—নেবুর রস বিষঘ্নরূপে ব্যবহার হয়।

রোগের বৃদ্ধি—অন্ধকারে, একা অবস্থায়, (when alone) তরল অথবা উজ্জ্বল দ্রব্য দর্শনে, নিদ্রার পর, (এপিস, ল্যাকেসিস, ওপিয়ম, স্পঞ্জিয়া) গলাধঃকরণে।

রোগের উপশম—লোকসঙ্গে, উত্তাপে, উজ্জ্বল আলোতে।

রোগীর বিবরণ

১। একজন ৩৬ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক। ভ্রমণে বাহির হইয়া সূর্য্যের উত্তাপে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। তিনি কোন বিশেষ খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। হঠাৎ তিনি একদিন কল্পনার বশীভূত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন "আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, আমি আর বাঁচিব না। আমি চিরকালের মত এই সংসার হইতে বিদায় হইলাম, তোমরা আমার মৃত্যু দেখিয়া যাও।" ইহাই তাহার হইতেছে একমাত্র প্রসঙ্গ। ধর্ম্মযাজক, ডাক্তার সকলের নিকট তাঁহার এই একই কথা—"তোমরা আমার মৃত্যু দেখিয়া যাও এবং তোমরা আমার সহিত ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর।" দিবারাত্রি এই একই কথা বকিতেছে, জিহ্বার আর বিরাম নাই। এত অধিক বকিতেছে দেখিয়া আমি তাহাকে ঘরের এক প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম যেহেতু সে নিজেও নিদ্রা যাইবে না এবং অন্যকেও নিদ্রা যাইতে দিবে না, সর্ব্বদাই সেই একই কথা বলিতেছে।

সে আরো বলিতে লাগিল আমার মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গিয়াছে এবং পদদ্বয়ও অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হইতেছে। ডাক্তারবাবু আমার পদদ্বয় এবং মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখুন। সূর্য্যের উত্তাপে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে ইহা ভাবিয়া আমি তাঁহাকে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ল্যাকেসি, গ্লোনয়ন, নেট্রাম কার্ব্ব এবং অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিলাম কিন্তু কিছুই উপকার পাইলাম না দেখিয়া তৎপর অত্যন্ত চিন্তা করিয়া ষ্ট্রেমোনিয়াম ৬ষ্ঠ ক্রম প্রয়োগ করি এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমুদায় লক্ষণ দূরীভূত হইয়া যায় ও রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

২। একটি ১২ বৎসর বয়স্ক বালকের টাইফয়েড হয় এবং ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। তৃতীয় সপ্তাহে নিম্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়—

রোগী সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন কোন জ্ঞান নাই, চক্ষুর তারা বিস্তারিত এবং (আলোতে) প্রতিক্রিয়াশূন্য, কর্ণ শ্রবণশক্তিহীন, নিম্নোদর চোপসান এবং খালি। এত অধিক চুপ্‌সিয়া গিয়াছে যে পেটে হাত দিলে মেরুদণ্ড অনুভব করা যায়। এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া রোগী এক একবার চীৎকার দিয়া উঠিতেছে। দুই সপ্তাহ হইতে কিছুই মলত্যাগ হয় নাই এবং এককালীন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক ফোঁটা মূত্রত্যাগও হয় নাই। একই অবস্থায় আচ্ছন্ন হইয়া একই ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, এক এক সময় মস্তক বালিশ হইতে অনিচ্ছায় সম্মুখ দিকে ঝাঁকাইয়া উঠিয়া অর্দ্ধ গোলাকারভাবে ঘুরাইয়া পুনরায় বালিশে পড়িতেছে—(involuntarily begin to jerk his head forward up from the pillow and with a yell carry it around in a sort of semicircle and drop it back again) সকল সময় কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু জিহ্বার জড়তা এবং আড়ষ্ট ভাব হেতু কিছুই বলিতে পারিতেছে না—কেবল মুখ নাড়াইতেছিল পুনরায় আচ্ছন্নতায় মগ্ন হইয়া পড়িতেছিল এবং চীৎকার করিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল দেখিয়া প্রথমতঃ এপিস প্রয়োগ করি এবং তাহাতে কতকটা লক্ষণ দূরীভূত হইল বটে কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল না। মস্তকের ঝাঁকুনি এবং সকল সময় কথা বলিবার চেষ্টা দেখিয়া ষ্ট্রেমোনিয়াম প্রয়োগ করি। এই দুই ঔষধে রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া উঠিল। (ডাক্তার ন্যাস)

লেডাম (Ledum)

ইহার সম্পূর্ণ নাম লেডাম প্যালাষ্টার (Ledum Palustre)। ইহা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ, পাতা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়। মহাত্মা হ্যানিমান ইহার সিদ্ধান্তকরণ (proving) সম্পাদন করেন এতদ্ব্যতীত ডাক্তার লেম্বকও (Lembke) ইহার কিছু কিছু প্রুভিং লিপিবদ্ধ করেন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। বাত অথবা গাউট্—যন্ত্রণা নিম্নাঙ্গে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে বিস্তারিত হয় (উর্দ্ধ হইতে নিম্নে বিস্তারিত হয়—ক্যালমিয়া) সন্ধিস্থল সমূহ বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি অধিক আক্রান্ত হয়। সন্ধিস্থল সমূহে রসোৎপাদন না হইয়া অস্থি গুল্মে পরিণত হয় (joints become the seat of nodosities and gout stones.)

২। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়—সঞ্চালনে, রাত্রিতে, শয্যার উত্তাপে, মদ্যপানে বৃদ্ধি হয়। বরফে কিংবা বরফবৎ শীতল জলে উপশম হয় (সিকেলি) (gets relief only when holding the feet in ice-water).

৩। লেডাম রোগী সকল সময় শীত শীত বোধ করে শরীরে জীবনীশক্তির উত্তাপের অভাব (lack of animal or vital heat —Sepia, Silicea), সর্ব্বাঙ্গ শীতল।

৪। পদদ্বয়ের নিম্ন হইতে গুল্‌ফ সন্ধিস্থল অথবা হাঁটু পর্য্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং ভীষণ যন্ত্রণা হয় মাটিতে পা ফেলিতে পারে না। পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ফুলিয়া উঠে গোড়ালি টাটাইয়া থাকে, যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে (swelling of feet, up to knees of

ankle with unbearable pain when walking, as from sprain or false step, ball of great toe swollen, painful, in heels as if bruised).

৬। ইন্দুর, বিড়াল, শিয়াল, কাঁকড়া বিছা, মৌমাছি, বোলতা, মশা ইত্যাদির দংশন এবং হুল বিদ্ধ।

৭। আঘাতজনিত অধিক দিন স্থায়ী কালশিরা। কাল এবং নীল স্থান সবুজ বর্ণ প্রাপ্ত হয় (long remaining discoloration after injuries, "black and blue" places become green).

৮। বাত এবং গাউট ধাতুগ্রস্থ লোকদিগেতে যাহাদিগের শরীর প্রকৃতি (constitution) মদ্যপান হেতু নষ্ট হইয়াছে এই প্রকার ব্যক্তিদিগেতে লেডাম উত্তম কার্য্য করে।

সাধারণ লক্ষণ

১। বাম স্কন্ধ এবং দক্ষিণ উরুদেশের সন্ধিস্থল আক্রান্ত হয় (affects left shoulder and right hip joint—Agar, Ant, t. stram).

২। আক্রান্ত অঙ্গ শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়।

৩। স্থান স্পর্শে শীতল অথচ রোগীর অন্তরে (subjectively) শীতল বোধ হয় না।

৪। পদদ্বয় এবং গুল্‌ফ সন্ধিস্থল অত্যন্ত চুলকায়, শয্যার উত্তাপে এবং চুলকাইলে চুলকানি বৃদ্ধি হয়।

৫। গুল্‌ফ সন্ধিস্থল এবং পদদ্বয় অতি সহজেই মচকাইয়া যায়।

৬। কপালে এবং গণ্ডদেশে লাল লাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়, স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ হয় (stinging when touched)।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্টোৎপাদন করে। (২) গলদেশের সর্ব্বত্র তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা বোধ হয়। (৩) ভীষণ চুলকানি প্রকাশ পায়। (৪) কাশির সহিত উজ্জ্বল রক্ত উঠে। (৫) সন্ধিস্থল

সমূহে বিশেষতঃ পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদাহ এবং স্ফীত হয়। (৬) যন্ত্রণা সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হয় এবং সরিয়া সরিয়া বেড়ায়।

রোগী—লেডাম রোগী স্বভাবতঃই যেন জীবনীশক্তির উত্তাপ রহিত, মনুষ্য শরীরে যে প্রকার উত্তাপ থাকা প্রয়োজন তাহার অভাব, গাত্রত্বক শীতল, সমুদায় শরীর শীতল, হস্তপদ শীতল অথচ মস্তক উষ্ণ, আবার ইহাও দেখা যায় যেখানে সমুদায় শরীর অধিক উত্তপ্ত হয় সেই স্থলে মস্তকও উত্তপ্ত হয়। সমুদায় শরীর দপ্ দপ্ করিতে থাকে, গাত্রে কাপড় রাখে না ফেলিয়া দেয়, মুখমণ্ডল ফোলা ফোলা (puffy or bloated) দেখিলে এইরূপ মনে হয় যেন নেশা করিয়াছে। (Rheumatic tendency spread upwards from the lower extremeties, from the circumference to the centre.)

গাউট এবং বাত—লেডাম গাউটের এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলের—হস্তের মণিবন্ধের, অঙ্গুলির এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির বাতের একটি অমূল্য ঔষধ। লেডামের যন্ত্রণায় বাতের বিশেষত্ব হইতেছে যে যন্ত্রণা আক্রান্ত স্থান হইতে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে এবং সন্ধিস্থলসমূহে রসোৎপাদন না হইয়া শক্ত গুল্মে (nodes) পরিণত হয়। ইহাতে আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—যন্ত্রণা শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয় এবং ঠাণ্ডায় উপশম হয় (মার্কিউরিয়াসেও যন্ত্রণা শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয় কিন্তু প্রচুর ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে)। কলচিকমের অপব্যবহার হইলে এবং পদদ্বয়ে ঢিবলি সদৃশ ফুলিয়া উঠিলে এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে লেডামের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ। লেডাম এবং কলচিকম উভয়েতেই সন্ধিস্থলে ভীষণ ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হয়, সঙ্গে সঙ্গে পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বলতা থাকে এবং প্রত্যেক পদবিক্ষেপে মস্তিষ্কের যন্ত্রণা হয়, আক্রান্ত স্থান অসাড় এবং শীতল বোধ হয়। আর একটি লক্ষণ আমরা লেডামে দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে মদ্যপানে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

লেডাম পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির বাতে (govt of the great toe) অধিক উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া মনে করা হয়। এতদস্থানে ব্রাইওনিয়ার ন্যায় প্রচুর রসোৎপাদন (effusion) না হইয়া বরং ক্রমশঃ শক্ত গুল্ম অবস্থায় পরিণত হইতে থাকে। রসোৎপাদন হইলেও অত্যন্ত সামান্যই হয়। জানু এবং

স্কন্ধদেশের সন্ধিতে উক্ত স্ফীতিতে ব্রাইওনিয়া অপেক্ষা লেডামকে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

ল্যাক্ কানাইনামে ও লেডামের ন্যায় উত্তাপে বৃদ্ধি হয় কিন্তু লেডামে রোগের গতি ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে (নিম্নে ধাবিত হয়—ক্যালমিয়া ল্যাট) আর ল্যাককানাইনামে যন্ত্রণা শরীরের এক অঙ্গ হইতে আর এক অঙ্গে সরিয়া বেড়ায় এবং পুনরায় ফিরিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানে আইসে (shift from one limb to other and back again.) কেহ কেহ বলেন লেডাম বিশেষরূপ হাঁটুর বাতে অধিক কার্য্য করে। বহুদিন হইতে যাহারা হাঁটুর প্রদাহে ভুগিতেছে তাহাদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এইরূপ রোগীতে দেখিতে পাওয়া যায়—হাঁটু ঠাণ্ডায় খুলিয়া বসিয়া রহিয়াছে, কিংবা হাঁটুতে পাখা করিতেছে। যন্ত্রণা সঞ্চালনে, রাত্রিতে, শয্যার উত্তাপে এবং মদ্যপানে বৃদ্ধি হয়। ঠাণ্ডা প্রলেপে এবং প্রচুর মূত্রত্যাগে উপশম হয়। যন্ত্রণা এবং স্ফীতি ঊর্দ্ধ দিকে বিস্তারিত হইয়া অনেক সময় হৃদপিণ্ড আক্রান্ত করে।

লেডামের বাত প্রায়ই পদদ্বয়েই অধিক হয় এবং তথা হইতে যন্ত্রণা ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে (ক্যালমিয়ার বিপরীত)। লেডাম তরুণ এবং পুরাতন উভয় বাতেই নির্ব্বাচিত হয়—তরুণ প্রদাহে সন্ধিস্থল স্ফীত এবং উত্তপ্ত হয় বটে, কিন্তু লাল হয় না। পুরাতন অবস্থায়ও সন্ধিস্থল স্ফীত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয় বিশেষতঃ শয্যার উত্তাপে অধিক হয়। আক্রান্ত সন্ধিস্থল এবং বিশেষতঃ পদদ্বয় সর্ব্বপ্রথম শক্ত অস্থিগুল্মে পরিণত হয় তৎপর হস্তের সন্ধিস্থলে প্রকাশ পায়। (hard nodes and concretions form in the joints of the feet first, then hands) অঙ্গুলির সন্ধিস্থল-সমূহে চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ করে। গুল্ফ সন্ধিস্থলও ফুলিয়া উঠে এবং রোগী তদ্‌হেতু পা ফেলিয়া চলিতে পারে না (এন্টিমনিক্রুডাম, সাইলিসিয়া, লাইকোপোডিয়াম)। এই প্রকার বাতগ্রস্থ লেডাম রোগীতে সচরাচর শারীরিক উত্তাপের (animal heat) অভাব দেখা যায়। (Hahneman says that Ledum will prove suitable only in chronic maladis characterised by coldness and deficiency of animal heat. Its chief use in the Homeopathic school has been in

noninflmmatory articular affection.) এই বিষয়ে সাইলিসিয়ার সহিত ইহার কতক সাদৃশ্য রহিয়াছে—সাইলিসিয়া রোগীও লেডামের স্থায় শীতল স্বাভাবিক উত্তাপরহিত (lacks vital heat.) সাইলিসিয়াও পদদ্বয়ের গুল্ফ-সন্ধির, পায়ের চেটোয়, পুরাতন বাতের উত্তম ঔষধ। সাইলিসিয়াতেও যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সাইলিসিয়ার যন্ত্রণা লেডামের ন্যায় শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয় না বরং আক্রান্তস্থান উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। লেডামে শীতল প্রলেপে অর্থাৎ ঠাণ্ডায় উপশম একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—এমন কি রোগী শীতল জলে পা ডুবাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। এক কথায় লেডাম সম্বন্ধে ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে, পদদ্বয়ের বাতে লেডামকে সকল সময় চিন্তা করিবে, লেডাম পদদ্বয়ের বাতের একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (It is well to think of Ledum in all cases of rheumatism of the feet and study it up)। লেডামের বাতে অধিক প্রদাহ অর্থাৎ লালবর্ণ হওয়া কিংবা অত্যধিক স্ফীত হওয়া প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না (Its chief use in Homoepathic school has been in non-inflammatory articular affections—and is acts specially on parts of the body where the cellular tissue is wanting, as the fingers and toes and hence affects the small joints rather than the large.—Hughes)

লেডামের বাতের সহিত সময় সময় রোগীর হস্ত পদ এবং মুখমণ্ডলের স্ফীতিভাব দেখা যায়। হাঁটু হইতে পায়ের নিচ পর্য্যন্ত এত অধিক স্ফীত হয় যে, মনে হয় শোথের ন্যায় জলের সমাবেশ হইয়াছে এবং ভীষণ যন্ত্রণা হয় ঠাণ্ডা জলে পা ডুবাইয়া রাখিলেই রোগী উপশম বোধ করে। এইরূপ অবস্থাতে লেডাম উত্তম কার্য্য করে;

বাতে এই ঔষধের মালিসও ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

আঘাত (Injuries)—আঘাতের ইহা একটি অতি বৃহৎ ঔষধ, কিন্তু ইহার আঘাতের বিশেষত্ব আছে—স্থান আঘাত লাগিয়া থেঁৎলাইয়া গেলে যেমন আর্ণিকা, স্নায়ুতে আঘাত লাগিলে কিংবা কিছু ফুটিয়া গেলে যেমন হাইপারিকম, অস্থিতে আঘাত লাগিলে যেমন রুটা, অস্থি ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন ক্যালকেরিয়াফস অথবা সিম্ফাইটাম, সংলগ্নস্থল পরিষ্কাররূপে ছিড়িয়া

গেলে যেমন ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, কোন স্থান কাটিয়া ফাটিয়া ছিড়িয়া গেলে যেমন কেলেণ্ডুলা, সেইরূপ কোন স্থান পেরেক কিম্বা তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইয়া ছিদ্র হইয়া গেলে লেডাম ব্যবহার হয়। (As a remedy for punctured wounds it supplies the gap left by Arnica, Calandula, and Hypricum, which correspond to oontused, incised and lacarated wounds respectively. Dr. Teste notes the intense coldness which sometimes accompanies these injuries as corroborating the choice of Ledum for them.—) আমরা কোথাও আঘাতের কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ আর্ণিকা চিন্তা করিয়া থাকি আর্ণিকার উপর এত অধিক বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে এবং আর্ণিকা এত অধিক প্রচলিত যে আর কোন উপযুক্ত ঔষধ আছে কি না সে বিষয় ভ্রুক্ষেপই করি না, অথচ আর্ণিকার আঘাত লেডামের কিংবা হাইপারিকামের আঘাত হইতে অনেক পার্থক্য—বরং আর্ণিকা প্রথমতঃ আঘাতে যে কার্য্য আরম্ভ করে লেডাম তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দেয়। লেডামেও আর্ণিকার ন্যায় অনেকটা টাটানি (sore bruised feeling) যন্ত্রণা হয় এবং তাহাই কেবল আর্ণিকা উপশম করিতে পারে। কাজেকাজেই এইরূপ অবস্থায় আর্ণিকা ব্যবহারের পর লেডাম তাহার অনুপূরকরূপে (complementary) কার্য্য করে। আর্ণিকা, রাসটক্স এবং ক্যালকেরিয়াতে অস্থি, পেশী, ধমনী (blood vessels) ইত্যাদি স্থান আঘাতপ্রাপ্ত হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয় আর লেডাম এবং হাইপারিকামে স্নায়ু আঘাত প্রাপ্ত হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কাজে কাজেই লেডাম এবং হাইপারিকামে অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখা যায়। লেডামের আঘাতের বিষয় আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি—হঠাৎ কোন পেরেক কিংবা কাঁটার উপর পা পড়িয়া গেলে তাহাতে পেরেক বিদ্ধ হইয়া গেলে, সূঁচীকার্য্য করিতে করিতে হাতের চেটোয় কিংবা অঙ্গুলির অগ্রভাগে কিংবা নখাগ্রে সূঁচ ফুটিয়া গেলে, ঘোড়ার পায়ে পেডেক প্রবেশ করিয়া গেলে এবং তাহা যদি কাঁচা জায়গায় চলিয়া যায় এইরূপ আঘাতে লেডামের বিষয় চিন্তা করিবে এবং এই প্রকার আঘাত হইতে রক্তস্রাব হয় না অথচ যন্ত্রণা, স্ফীতি ইত্যাদি অনেক সময় অত্যন্ত ভীষণ হয় (wounds

that bleed scantily but are followed by pain, puffiness and coldness of the part).

হাইপারিকাম—ইহাও স্নায়ুর আঘাতেই ব্যবহার হয়। হস্তের কিংবা পায়ের অঙ্গুলির অগ্রভাগ থেঁৎলাইয়া গেলে কিংবা ছেঁচাইয়া গেলে কিংবা নখ আঙ্গুল হইতে ছিঁড়িয়া গেলে কিংবা স্নায়ু হাতুড়ির আঘাতে থেঁৎলিয়া গেলে অর্থাৎ যে কোন প্রকারেই হউক স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহা প্রদাহিত হইয়া স্নায়ু ধরিয়া যন্ত্রণা শরীরময় বিস্তারিত হইতে থাকিলে এবং তাহা হইতে কোন গুরুতর উপসর্গ প্রকাশ পাইবার উপক্রম হইলে কিংবা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে কিংবা ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে হাইপারিকমকে উপযুক্ত ঔষধ মনে করিবে। এই স্থলে একটি কথা স্মরণ করিবে যে, যখন হস্তের চেটোয় অথবা পায়ের তলায় অথবা শরীরের অন্য কোন স্থানের স্নায়ুতে তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা কিংবা পেড়েক দ্বারা সূক্ষ্মমুখ ছিদ্রযুক্ত আঘাত (punctured wound) লাগিলে লেডামকে সর্ব্ব প্রথম চিন্তা করিবে এবং তদ্দ্বারা আঘাতজনিত উপসর্গ আর প্রকাশ পাইবে না—রোগ অঙ্কুরেই বিনাশ হইয়া যাইবে অর্থাৎ সূক্ষ্মছিদ্র আঘাতের লেডামই হইতেছে উৎকৃষ্ট ঔষধ। যদি উক্ত আঘাত হইতে ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ প্রকাশ পায় কিংবা গুরুতর রোগ প্রকাশ পায় তাহাতে হাইপারিকাম ব্যবহার করিবে (when tetanas comes on from punctured wounds in the palms or soles, or in other parts, think of Hypericum, or when you have a punctured wound to treat, give Ledum atonce and you will prevent tetanas.—Kent). উদাহরণস্বরূপ বলিতেছি—একটি কুকুর হস্তের radial arteryতে কামড়াইয়া দাঁত বসাইয়া দিয়াছে, হয়ত কোন প্রকার উপসর্গ প্রকাশ পায় নাই ক্রমশঃ যতই দিন যাইতে লাগিল যন্ত্রণা, প্রদাহ, জ্বর, নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হইতে লাগিল—এইরূপ অবস্থায় হাইপারিকাম। আর পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপসর্গ প্রকাশ পায় নাই ততক্ষণ সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত ক্ষত হওয়ার পর আক্রান্ত স্থান শীতল ফ্যাকাসে, অসাড় এবং ছাপ ছাপ দাগযুক্ত হইলেও লেডামকে প্রাধান্য দিবে। হাইপারিকাম অধিক স্পর্শ চেতনাযুক্ত (sentient) স্থানের অর্থাৎ স্নায়ুর প্রান্তদেশের হস্তপদের অঙ্গুলির নখাগ্রে আঘাতে অধিক কার্য্য করে।

আর একটি লক্ষণ লেডামে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে আক্রান্ত স্নায়ু অর্থাৎ স্নায়ু তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম যন্ত্র বিদ্ধ হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত প্রকাশ পাইলে এবং সেই ক্ষত যদি কিঞ্চিৎ বিষাক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সেই স্নায়ু শরীরের যে স্থানের কার্য্যকে সুস্থ রাখিতেছে, তাহা (শরীরের সেই স্থান) যদি ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আসে অথবা রোগগ্রস্ত হয় (emaciation of the suffering parts) লেডাম সেইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে। পালসেটিলায় এই লক্ষণটি রহিয়াছে—the diseased limb withers.

কালশিরা—(Ecchymosis)—আঘাত লাগিয়া কালশিরা দাগ পড়িলে তাহার জন্য আর্ণিকাই হইতেছে উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং প্রথমতঃ আর্ণিকাই ব্যবহার হইয়া থাকে। যদি আর্ণিকাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে লেডামকে চিন্তা করিবে। যেহেতু লেডাম ঘুসি অথবা চোট লাগিয়া কাল অথবা নীল বর্ণ দাগ পড়িলে তাহাতে উত্তম কার্য্য করে—(For black and blue spots from blows or bruises there is no better remedy than Ledum.) সালফিউরিক এসিডও কালশিরার একটি উত্তম ঔষধ। ইহা যে কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হউক রোগী দুর্ব্বল এবং ধাতু বিকৃতি দোষের (weak and cachectic) হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। চক্ষুর শ্বেতাংশে কালশিরা পড়িলে নাক্সভমিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর কিছুই নাই। কিন্তু ঘুসি লাগিয়া কাল দাগ (black eye) পড়িলে তাহার লেডামই হইতেছে অব্যর্থ ঔষধ, ২০০ শক্তি উত্তম কার্য্য করে। চক্ষুর শ্বেতাংশে কালশিরা (Ecchymosis) আঘাতজনিত প্রকাশ পাইলে নাক্স বিশেষ কোন কার্য্য করিবে না নাক্সের কালশিরা সচরাচর পানাসক্ত অথবা অধিক রাত্রি জাগিয়া অধ্যয়ন হেতু উৎপন্ন হইলেই এবং অজীর্ণ রোগগ্রস্থ লোক হইলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে (In Nux Vomica ecchymosis of the sclerotic coat of the eye often follow debauchery or sitting up late at night to study, in persons subject to dyspepsia). আঘাতের দরুণ কালশিরায় লেডামের সহিত আর্ণিকা এবং হেমামেলিসের বিষয় চিন্তা করিবে। ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন—We often have ecchymosis into the conjunctiva or sclerotica,

for which Nux V. is specific, but for black eye from a blow of the fist no remedy equals Ledum in the 200 potency.

ঘামাচি (**Prickly heat**)—গ্রীষ্মকালের ঘামাচি। উষ্ণ প্রধান দেশে নূতন আগত ব্যক্তিগণের গাত্রে ঘামাচি ও বিজগুড়ি হইলে লেডাম উত্তম কার্য্য করে।

ব্রণ (**Acne**)—মুখের ব্রণেও লেডামের প্রয়োগ দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল লাল ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়। সামান্য স্পর্শেই এক প্রকার চট্‌চটে রস নির্গত হয়। এই প্রকার ব্রণে নাক্সের ব্যবহারও দেখা যায়, কিন্তু মাতালদিগের ব্রণে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। সালফারও এইরূপ ব্রণের একটি ঔষধ বটে কিন্তু সালফারে মুখমণ্ডল লাল লাল ব্রণেতে ভরিয়া উঠে।

রক্তকাশ (**Haemoptysis**)—মাতালদিগের কিংবা বাতধাতুগ্রস্থ লোকদিগের রক্তকাশে ইহার প্রয়োগ সময় সময় দেখা যায় এবং স্থান বিশেষে উত্তম কার্য্য করে। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং ফেনা ফেনা।

কটিবাত—লেডামও কটিবাতের একটি উত্তম ঔষধ। অনেকক্ষণ এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে কটিদেশ যেমন আড়ষ্ট বোধ হয় সেই প্রকার লক্ষণ ইহার কটিবাতে প্রকাশ পায়। সন্ধ্যায় জানুদেশে খিলধরা যন্ত্রণা হয় এবং প্রাতে পদদ্বয় আড়ষ্ট এবং শক্ত হইয়া থাকে।

মদ্যপান নিবারণ—লেডামে মদ্যপান নিবারণ হয়। এই ঔষধ নিয়মিত সেবনে মদের উপর বিতৃষ্ণ জন্মাইয়া দেয়। ক্যালেডিয়ামে তামাকের উপর বিতৃষ্ণা জন্মায়—ধূমপানকারীদিগের তামাকের আকাঙ্খা নষ্ট করিয়া দেয়।

মদ্যপানে রোগ বৃদ্ধি—লেডাম, রডডেনড্রণ, গ্লোনয়ন, ফ্লুরিক এসিড, পালসেটিলা, এণ্টিমনিক্রুডাম, বভিষ্টা, কোনায়াম, জিঙ্কাম, সাইলিসিয়া কার্ব্ব ভেজ।

মূত্র—লেডামে প্রস্রাব পুনঃ পুনঃ স্বল্প অথবা প্রচুর হয় এবং প্রস্রাব নির্গত হইতে হইতে এক এক বার থামিয়া থামিয়া যায়। প্রস্রাবের পরিমাণও অনেক সময় হ্রাস হইয়া যায় প্রস্রাবের পর মূত্র পথে জ্বালা করে। কখন কখন চুলকায় এবং পুঁজ নির্গত হয়।

লেডামের প্রস্রাবে লাইকোপোডিয়ামের ন্যায় লাল ইষ্টক চূর্ণবৎ তলানি পড়ে এবং প্রস্রাবের সহিত এই প্রকার তলানি যতই অধিক নিঃসরণ হয়, রোগীর বাতের যন্ত্রণাও ততই অধিক উপশম বোধ করে। তলানি কম পড়িলে যন্ত্রণাও অধিক হয়। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে প্রস্রাব অধিক হইলেই যন্ত্রণার উপশম হয় না বরং তলানি থাকা চাই (copious clear, colourless urine, light in specific gravity and from its being light or defficient of salts in the urine we have an aggravation of gouty menifestations.)—Kent.

দংশন—মৌমাছি, বোলতা, মশা প্রভৃতির হুল বিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হইলে লেডাম বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উত্তমরূপে ব্যবহারে অতি অল্প সময়েই জ্বালাযন্ত্রণার উপশম হয়—It gives almost immediate releif to the itching caused by mosquito bites and thus even when given internally in the 15 dilutions. In the stings of bees and wasps, the result is less prompt, but stlll very satisfactory—Dr. Teste) ইন্দুর, বেড়াল শেয়াল কামড়াইলেও ইহা ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। কাঁকড়া, বিছা কামড়াইলে ইহা ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। কাঁকড়া বিছা দংশনে এক ভাগ অমিশ্র আরক ২০ ভাগ উষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া দংশিত স্থান ডুবাইয়া রাখিবে।

শিরঃপীড়া—রোগী শীতল জলে এবং ঠাণ্ডায় উপশম পায়। মস্তক জানালা দিয়া বাহির করিয়া রাখে অথবা মস্তক শীতল জল দিয়া পুনঃ পুনঃ ধুইয়া ফেলে। মস্তকে কোন আবরণ রাখে না।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—ডাক্তার ন্যাস আঘাতে, আঘাতজনিত কালশিরায় ২০০ শক্তি অধিক উপযুক্ত মনে করেন। ডাক্তার টেষ্টি ৬, ১২ এর অধিক পক্ষপাতী। ডাক্তার হিউজও তাহাই সমর্থন করেন। আমি সচরাচর বাতে, গাউটে ৩০ শক্তি অধিক প্রয়োগ করি, ইহা সাধারণতঃ ৬, ১২, ৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়। বাতে বাহ্যিক প্রয়োগে এক আউন্স অলিভ তৈলে ১৫।২০ ফোঁটা অমিশ্র আরক মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিতে হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—আর্ণিকা, হাইপারিকাম, রুটা, বেলিস পেরিনিস, হ্যামামেলিস।

রোগের বৃদ্ধি—শয্যার উত্তাপে, রাত্রিতে, সঞ্চালনে, মদ্যপানে।

রোগের উপশম—শীতল এবং বরফবৎ শীতল জলে (বাতযন্ত্রণা) এবং প্রচুর প্রস্রাবে।

রোগীর বিবরণ

শ্রীযুক্ত মজুমদার বয়স প্রায় ৬০ হইবে। আড়াই মাস হইতে দক্ষিণ পদের উরুদেশে ভীষণ যন্ত্রণায় ভুগিতেছেন, কয়েকজন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে বিশেষ কোন উপকার না হওয়ায় আমাকে ডাকাইয়া পাঠান। আক্রান্ত স্থান দেখিয়া কোন প্রকার রোগ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না—অথচ রোগী যন্ত্রণায় ভীষণ অস্থির। হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে দিতে চায় না, বসিতে হাঁটিতে পারে না, সকল সময় যন্ত্রণায় হাহুতাশ করিতেছে। উত্তাপে, সঞ্চালনে যন্ত্রণা ভীষণ বৃদ্ধি হয়। তিনি আরো বলিলেন সূর্য্যের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। যে দিন অত্যন্ত গরম হয় সেদিন যন্ত্রণাও অত্যন্ত অধিক হয়। ঠাণ্ডার সময় এবং শীতল প্রলেপে যন্ত্রণার হ্রাস হয়। দেখিলাম ভিজা গামছা নিকটে পড়িয়া রহিয়াছে তিনি বলিলেন "এই গামছা সকল সময় জড়াইয়া রাখি এবং তাহাতে কিছু ভাল থাকি। বরফ জলের স্পর্শে আরো ভাল থাকে।" আমি উত্তাপে বৃদ্ধি এবং শীতল প্রলেপে উপশম শুনিয়া তাহাকে লেডাম ২০০ ক্রম এক মাত্রা দিয়া চলিয়া আসি এবং জানিতে পারি লেডামে অনেক উপকার হইয়াছে। তৎপর আর এক মাত্রা দেওয়ায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, অদ্যাবধি ভাল আছেন।

২। এক ব্যক্তি ৪।৫ বৎসর যাবৎ গেঁটেবাতে ভুগিতেছিল। পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে ও পায়ের পাতায় বেদনা হইত। রাত্রিতে শয্যায় এবং সঞ্চালনে বেদনা অত্যন্ত অধিক হইত। লেপ কিংবা কোন গাত্রবস্ত্র সহ্য হইত না। ডাক্তার হোয়েন তাহাকে ৬ষ্ঠ ক্রম লেডাম সেবন করাইয়া যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

৩। ৮ বৎসরের বালক একখানি কাঁচির উপর পড়িয়া গিয়াছিল তাহাতে তাহার দক্ষিণ প্যারাইটাল অস্থিতে কাঁচির অগ্রভাগ বিদ্ধ হইয়াছিল।

আর্ণিকা বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সে আরোগ্য লাভ করে বটে, কিন্তু ৩ মাস পরে সে শীর্ণ হইতে থাকে। তাহার মন বিষণ্ণ হয় এবং কিছুই আহার করিতে পারিত না, রাত্রিতে অস্থিরতা বৃদ্ধি হইত এবং মৃগীবৎ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ডাক্তার গডফ্রয়িড তাহাকে ৩০ ক্রম লেডাম ৫ দিবস সেবন করাইয়া আরোগ্য করিয়াছিলেন।

৪। এক স্ত্রীলোকের মুখ এবং চক্ষুতে মাকড়সা কামড়াইয়াছিল কিংবা চাটিয়াছিল, আক্রান্ত স্থান বিসর্পবৎ লাল হইয়াছিল এবং বিসর্পভ্রমে চিকিৎসাও হইতেছিল। ডাক্তার বোইন্টন তাহাকে লিডাম দ্বারা ২ দিবসে আরোগ্য করেন।

৫। একজন পুরাতন উপদংশ রোগী, নাসিকার অস্থি উপদংশে সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া খাইয়া গিয়াছে, নাসিকার অস্থি নাই বলিলেই হয় কেবল একটি মাংসপিণ্ড থল থল করিতেছে। লোকটি মদ খাইত এবং মাতাল অবস্থায় অত্যন্ত গালাগালি করিত। কোন কাজ কর্ম্ম করিত না, সকল সময় নিস্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিত এবং স্ত্রীকে কোথাও যাইতে দিত না। পা দুইটি শোথ রোগের ন্যায় ভীষণ ফুলিয়াছে, একটি বৃহৎ বরফজলের বাল্‌তিতে পা ডুবাইয়া বসিয়া রহিয়াছে বরফ গলিয়া গেলেই আবার বরফ দিতেছে। রোগীর স্ত্রী বলিলেন বরফজলে পা ডুবাইয়া রাখিলে বরং ভাল থাকে নতুবা পায়ের যন্ত্রণায় ভীষণ চীৎকার করিতে থাকে। ডাক্তার কেণ্ট তাহাকে এইরূপ লক্ষণে একমাত্র লেডাম দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন। লিডামে পদদ্বয়ের স্ফীতি, যন্ত্রণা এবং উপদংশ রোগ সমুদায় ক্রমশঃ আরোগ্য হয়। পালসেটিলা এবং লিডাম এই দুইটি ঔষধে রোগী সকল সময় পদদ্বয় শীতল জলে ডবাইয়া রাখিতে চাহে। (কেণ্ট)

ফাইটোলেক্কা (Phytolacca)

ফাইটোলেক্কা দুই প্রকারের হইয়া থাকে—একটি হইতেছে ফাইটোলেক্কা ডিকেণ্ড্রা আর একটী হইতেছে ফাইটোলেক্কা অকুটেণ্ড্রা কিন্তু ইহাদের উভয়েরই কার্য্য একই প্রকার বলিয়া বিভিন্নরূপে আর কিছু উল্লেখ দেখা যায় না। তাজা মুল হইতেই মুলঅরিষ্ট প্রস্তুত করা হয় কিন্তু কেহ কেহ বলেন ইহার ফল হইতে প্রস্তুত মুলঅরিষ্টই বিশেষতঃ বাতে অধিক উপকারী ডাক্তার হিউজ সাহেব বলেন—সমুদায় গুল্ম হইতেই ঔষধ প্রস্তুত হওয়া উচিৎ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। বাত ধাতুগ্রস্ত লোকদিগেতে—বাত, পারদ অথবা উপদংশ দোষ হেতু উৎপন্ন হউক ফাইটোলেক্কা উত্তম কার্য্য করে।

২। গলক্ষত—ঘোর লালবর্ণ, উপজিহ্বা বৃহদাকার, জলপূর্ণবৎ স্ফীত হইয়া ঝুলিয়া পড়ে (কেলিবাই, রাসটক্স)।

৩। ডিফ্‌থিরিয়া—গলাধঃকরণকালীন রোগী কর্ণদ্বয়ে এবং জিহ্বার মূলদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে। গলদেশে অত্যন্ত জ্বালা হয় মনে হয় যেন উত্তপ্ত কোন দ্রব্য লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ মনে করিয়া রোগী পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিতে ইচ্ছা করে। তালুমুল, উপজিহ্বা এবং গলদেশের পশ্চাদ্দেশ কৃষ্ণবর্ণ ঝিল্লির দ্বারা আবৃত থাকে। উষ্ণদ্রব্য পান করিতে পারে না (ল্যাকেসিস)।

৪। দন্তোদগমকালীন শিশু পুনঃ পুনঃ দাঁতে দাঁতে কিংবা মাড়িতে মাড়িতে কামড়াইতে থাকে।

৫। স্তন প্রদাহ হইয়া প্রস্তরবৎ কঠিন এবং শক্ত হয় ও পূঁজোৎপাদনের সম্ভাবনা হয়। শিশু স্তনপানকালীন যন্ত্রনা স্তনের বোঁটা হইতে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বশরীরময় বিস্তারিত হয় (যন্ত্রণা পশ্চাদ্দেশে পৃষ্ঠে বিস্তারিত হয়—ক্রোটন। জরায়ুতে বিস্তারিত হয়—পালসেটিলা, সাইলিসিয়া)।

৬। স্তন প্রদাহ হইয়া পূঁজোৎপাদন হয়—নালীক্ষত হইয়া বৃহৎ ক্ষতে পরিণত হয়। পূঁজ কলতানি সদৃশ জলবৎ তরল এবং দুর্গন্ধ ক্ষয়কারক (fistula, gaping, angry ulcers, pus sanious, ichorous, fetid, unhealthy).

৭। স্তন শক্ত হইয়া প্রথম হইতেই পূঁজোৎপাদনের সম্ভাবনা হয় এবং যখন পূঁজোৎপাদন সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

৮। স্তনগ্রন্থি সমূহ চাপ চাপ অথবা গিট গিট অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৯। স্তনের বোঁটা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং চির খাইয়া যায় (গ্র্যাফাইটিস্) (nipples sensitive, sore, fissured—graph) স্তনপান কালীন যন্ত্রনা সমুদায় শরীরময় ছড়াইয়া পড়ে।

সাধারণ লক্ষণ

১। নিজের জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন নিশ্চয়ই মারা যাইবে।

২। ডিফ্থিরিয়া, প্রমেহ, উপদংশ, অথবা পারদের অপব্যবহারের পর বাত এবং স্নায়ুশূল যন্ত্রণা।

৩। অত্যন্ত শিরঃপীড়া এবং কটিদেশে যন্ত্রনা, সমুদায় গাত্র টাটানি যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ যন্ত্রণা। সর্ব্বদা নড়া চড়া করিবার ইচ্ছা কিন্তু নড়া চড়ায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি।

৪। ডিফথিরিয়ার পর submaxillary (নিম্নহনুস্থ) গ্রন্থি প্রস্তরবৎ শক্ত হইয়া থাকে।

৫। শীঘ্র পূঁজ সঞ্চার করে (হেপার, মার্কিউরিয়াস, সাইলিসিয়া)।

ফাইটোলেক্কার কার্য্য তিনটি স্থানে বিশেষরূপে প্রকাশ পায় প্রথমতঃ গলদেশে, দ্বিতীয়তঃ উপদংশে ও বাতে তৃতীয়তঃ—স্তন গ্রন্থীতে (action on the throat (2) its power over certain manifestation of syphilis and rheumatism (3) and its influence upon the mammary glands.

তালুমূল প্রদাহ, গলক্ষত এবং ডিফ্‌থিরিয়া—ইহা সর্ব্ববাদী সত্য যে গলদেশের রোগে বিশেষতঃ তালুমূল প্রদাহে, গলক্ষতে, এবং ডিফ্‌থিরিয়ায় ফাইটোলেক্কা একটি অব্যর্থ মহৌষধ। সকল গ্রন্থকারগণ এবং যাহাদিগের উপর সিদ্ধান্তকরণ সম্পাদন করা হইয়াছে তাহারা সকলই ইহা দর্শন এবং উপলব্ধি করিয়াছেন। গলদেশে প্রথমতঃ প্রদাহ হইয়া তালুমূল স্ফীত এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্তাধিক্য হয়। গ্রীবাপ্রদেশের গ্রন্থি সমূহ বিশেষতঃ নিম্নহনুস্থ লসিকা-গ্রন্থি এবং কর্ণমূল (submaxillary and parotid) এতদসহ স্ফীত হয়। তালুমূল ফুলিয়া বিসর্প সদৃশ (like erysipelas) অবস্থা ধারণ করে। গলদেশে পুরু চটচটে শ্লেষ্মার সমাবেশ হয়। এইরূপ অবস্থায় রোগের যদি গতি রোধ করিতে না পারা যায় তাহা হইলে তাহা শীঘ্রই প্রকৃত ডিফ্‌থিরিয়ায় পরিণত হয়। ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা এক কিংবা উভয় কর্ণে বিস্তারিত হয়। (Phytolacca is one of our most valuable remedies for sore throat. The throat becomes generally inflamed, the tonsils swell and become very red at the first and then white spots appear which (unless checked) soon spread and coalese and form patches of a diphtheritic appearance—Nash) রোগী উষ্ণজল পান করিতে পারে না। তাহাতে গলদেশের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। এমন কি এই প্রকার অবস্থা হয় যে গলাধঃকরণ করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত মস্তক, কটিদেশ এবং সমুদায় শরীরময় বেদনা হয়, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গোঁগাইতে থাকে। রাসটক্সের ন্যায় অস্থির হইয়া এপাশ ওপাশ করিতে ইচ্ছা করে অথচ সঞ্চালনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় আবার শয়ন অবস্থা হইতে সোজা হইয়া উপবেশন করিতে হইলে মাথা ঘুরাইয়া মূর্চ্ছার উপক্রম হয় (ব্রাইওনিয়া)। জ্বর অত্যন্ত প্রবল হয় নাড়ী দ্রুত চলিতে

থাকে। উত্তাপ আর্ণিকার ন্যায় মস্তক এবং মুখমণ্ডলেই অধিক হয়। অবশিষ্ট শরীর এবং হস্তপদ শীতল থাকে। গলদেশের গ্রন্থি সমূহ ফুলিয়া উঠে, মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, জিহ্বা ভীষণ লেবাবৃত হয়। গলদেশে কৃষ্ণবর্ণ কৃত্রিম ঝিল্লি প্রকাশ পায়। ফাইটোলেক্কার সহিত মার্কিউরিয়াস সলের কিংবা সায়েনাইডের কতক সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় ঔষধেই মুখে দুর্গন্ধ গাত্র বেদনা, রাত্রিতে যন্ত্রণায় বৃদ্ধি, গ্রন্থির স্ফীতি, গ্রীবার আড়ষ্টভাব রহিয়াছে কিন্তু মার্কিউরিয়াসে লালাস্রাব অত্যন্ত অধিক থাকে। ফাইটোলেক্কায় তত থাকে না।

গলক্ষত এবং ডিফ্থিরিয়ায় অনেক চিকিৎসককে দেখিয়াছি ফাইটোলেক্কা মূলঅরিষ্ট এক গ্লাস জলে ৮।১০ ফোটা দিয়া তাহা কুলি করিতে ব্যবস্থা দেন এবং তাহাতে রোগের আশু উপকার হয় ও রোগ অধিক বৃদ্ধি পায় না। ফাইটোলেক্কা ডিফ্থিরিয়ার একটি অব্যর্থ ঔষধ হইলেও কিন্তু malignant type অর্থাৎ দূষিত ডিফ্থিরিয়ার অধিক উপযুক্ত ঔষধ নয় (Phytolacca is specific in diphtheria where fever with aching in head back and limbs, is present but is incompetent to cope with the malignant form of the disease—Hughes)

স্তনপ্রদাহ (mastitis) স্তনপ্রদাহের ফাইটোলেক্কা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্তন ফুলিয়া অত্যন্ত শক্ত উষ্ণ এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়। শিশুর স্তন পান কালীন স্তনে যন্ত্রণা হইয়া শরীরের চারিপার্শ্বে ছড়াইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মস্তক এবং কটিদেশেও যন্ত্রণা হয়। যদি শীঘ্র ইহার কোন বিহিত না করা যায় তাহা হইলে তাহা অবশেষে শীঘ্রই পুঁজে পরিণত হয়। এতদ্‌বিষয়ে ব্রাইওনিয়ার সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখা যায় এবং এই উভয় ঔষধই পরস্পর অনুপূরক। স্তন স্ফীতির সহিত জ্বর বর্ত্তমান দেখিলে অর্থাৎ ঠুনকো হইলে সকল চিকিৎসকই ব্রাইওনিয়া এবং ফাইটোলেক্কাকে উচ্চস্থান দিয়া থাকেন, বিশেষতঃ সন্তান প্রসবের পর স্তনে দুধের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা দিলে এই দুইটি ঔষধকেই অবস্থাভেদে চিন্তা করিবে। যদি স্তন প্রদাহ হইয়া পুঁজের সঞ্চার হয় এবং নালী ঘায়ের ন্যায় ক্ষত হয় ও জলবৎ স্রাব কিংবা দুর্গন্ধ পুঁজ স্রাব হয় তথাপি ফাইটোলেক্কাকে চিন্তা করিবে। এতদ্‌ অবস্থায় অনেক সময় হেপার এবং সাইলিসিয়া অপেক্ষা ফাইটোলেক্কা

উত্তম কার্য্য করে। Almost every case of swollen breasts with milk fever, when the breasts fill for the first time after confinement, may speedily relieved with one or the other of these two remedies if the case should have gone on to suppuration, with large, fistulous, gaping and angry ulcers discharging a watery or fetid pus—Phytolacca is still the remedy, and will often do more good than Heper, Silicea. —Nash.)

Phytolacca is an excellent remedy when from the beginning the breasts show a tendency to cake. Especially is Phytolacca the remedy if suppuration threatens—Farrington

আমার মনে হয় স্তন শক্ত আকার ধারণ করিলে এবং তদ্ সঙ্গে জ্বর দেখা দিলেই প্রথমতঃ ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করা উচিত। যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্রাইওনিয়ায় কোন উপকার না হয় তাহা হইলে আর সময় নষ্ট না করিয়া ফাইটোলেক্কা প্রয়োগ করা বিধেয়। ব্রাইওনিয়ায় সমস্ত স্তন অত্যন্ত শক্ত আকার ধারণ করে আর ফাইটোলেক্কায় দুগ্ধ প্রণালীর গ্রন্থি সমুদায় চাপ চাপ অথবা গিট গিট হইয়া যায় অর্থাৎ স্থানে স্থানে শক্ত আকার ধারণ করে। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে স্তনের প্রদাহে কিংবা স্তনে পূঁজ সঞ্চারে কিংবা স্তন গ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে ফাইটোলেক্কা একটি অব্যর্থ মহৌষধ।

স্তনের প্রদাহ হইয়া পূঁজোৎপাদনে ডাক্তার হিউজ সাহেব ফাইটোলেক্কা এবং ব্রাইওনিয়া ছাড়া আর কোন ঔষধই ব্যবহার করিতেন না। তিনি এই দুইটি ঔষধকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন—(I have myself never wanted any medicine but Bryonia in threatened milk abscess, but when the mischief outruns the abortive power of that medicine I habitually rely upon Phytolacca.) স্তনপ্রদাহ ব্যতীত স্তনগ্রন্থি স্ফীত হইয়া শক্ত আকার ধারণ করিলে, গিট্ গিট্ কিংবা শক্ত চাপ চাপ হইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া কিংবা ভীত হইয়া কিংবা কোন আকস্মিক ঘটনা হইতে এবম্বিধ অবস্থা হইলেও ফাইটোলেক্কা নির্ব্বাচিত হয়। (Almost any excitement centers in the

mammary gland ; fear or an accident, lumps form, pains, heat, swelling, tumefaction, even violent inflamation and suppuration. No remedy in the Materia Medica centers so in the mammary gland)। ঠাণ্ডা লাগিয়া স্তনে বেদনা হইলে—তাহাতে মার্কিউরিয়াস সলও অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু যদি দেখিতে পাওয়া যায় স্তনদাত্রী স্ত্রীলোকে প্রত্যেক দুগ্ধ নিঃসরণে স্তনে বেদনা হয় তাহা হইলে তাহার ফাইটোলেকাই হইতেছে উপযুক্ত ঔষধ। (If every tribulation makes the gland sore in a nursing woman, give her Phytolacca—Kent)। এতদ্ব্যতীত যদি দুগ্ধ শুষ্ক কিংবা অতি অল্প সময়েই দুগ্ধ বন্ধ কিংবা ঘন ও অসুস্থ হইয়া যায়, প্রসূতী বলে স্তনে দুগ্ধ কিছুই নাই সেইরূপ স্থলেও ফাইটোলেকা চিন্তা করিবে (when a mother says she has no milk or the milk is scanty, thick, unhealthy, dries up and so on. Phytolacca becomes then a constitutional remedy if there is no contraindicating symptoms—Kent.)।

ফাইটোলেকার সমুদায় কার্য্যই যেন স্তনগ্রন্থীতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ঋতুস্রাবের ব্যতিক্রম অথবা স্তনপান করান কালীন ঠাণ্ডা লাগিয়া স্তন-গ্রন্থির প্রদাহ হইলে এবং দুগ্ধ ঘন হইয়া স্তনের বোটা হইতে রজ্জুবৎ ঝুলিতে থাকিলে ফাইটোলেকাকে উচ্চস্থান দিবে। স্তনের উপর এইরূপ অধিক কার্য্য আর কোন দ্বিতীয় ঔষধে আছে কিনা সন্দেহের বিষয়।

স্তন গ্রন্থির অর্ব্বুদ (mammary tumor)—স্তন গ্রন্থির টিউমারেও ফাইটোলেকার যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে—দূষিত অবস্থা (malignant growths) প্রাপ্ত হইলেও ইহার বিষয় চিন্তা করিতে ভুলিবে না। স্তনের যে কোন রোগেই হউক, ফাইটোলেকাকে একবার চিন্তা করিবে। স্তন এবং স্তনের গ্রান্থর উপর ইহার কার্য্য অব্যর্থ। গ্রন্থিগুলি শক্ত হইয়া প্রস্তরের ন্যায় আকার ধারণ করে (glandular tumors that become hard and scirrhous)। ডাক্তার ন্যাস এই প্রকার স্তনের দূষিত অর্ব্বুদ এক মাত্র ফাইটোলেকা সি, এম, ক্রম দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন—(I have removed a great many suspicious lumps or tumors in the

breasts, some of them of years' standing by a single dose of phytolacca C. M. once a month during the wane of the moon)

স্তন শক্ত আকার ধারণ করিলে লক্ষণানুযায়ী আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্তনে অলিভ অয়েল মালিস করিবে এবং ফ্ল্যানেলে উক্ত তৈল সিক্ত করিয়া আবৃত করিয়া রাখিবে অথবা ফাইটোলেক্কা বাহ্যিক মূল অরিষ্ট লাগাইবে অথবা উষ্ণ জলে ফাইটোলেক্কা বাহ্যিক মূল অরিষ্ট (চার আউন্স জলে ১৫ ফোঁটা) মিশ্রিত করিয়া তাহার compress দিবে।

গ্র্যাফাইটিস্—গ্র্যাফাইটিসকেও ইহার সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে। ফাইটোলেক্কার প্রচলনের পূর্ব্বে গ্র্যাফাইটিসই অধিক ব্যবহার হইত কিন্তু স্তনে কোন প্রকার শস্ত্রক্রিয়ার পর ক্ষত চিহ্ন শুষ্ক হইয়াও উক্ত স্থান প্রদাহ হইয়া যন্ত্রণা এবং পুনরায় ক্ষত হইলে গ্র্যাফাইটিস সেইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে এবং অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

বেলেডোনা—স্তন প্রদাহে ইহা অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়, পুঁজ হইবার পূর্ব্বে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ হয়। স্তন লাল হইয়া উঠে, বোঁটা হইতে লাল ভাব স্তনের চারিদিক ছড়াইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ জ্বর, মস্তক এবং মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য হয় এবং দপদপানি যন্ত্রণা হইতে থাকে।

ব্রাইওনিয়া—সমুদায় স্তন প্রস্তরের ন্যায় কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এবং রোগী নড়াচড়া করিতে কিংবা স্তন সঞ্চালন করিতে পারে না।

হেপার এবং সাইলিসিয়া—পুঁজোৎপাদন হইলে ইহাদিগের বিষয় স্মরণ করিবে এবং বিশেষতঃ যখন উত্তাপে, উষ্ণ প্রলেপে উপশম হয়। হেপারে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং স্পর্শাধিক্যতা থাকে, রোগী আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিতে দিতে চায় না। যদি উত্তাপে বৃদ্ধি বোধ হয় তাহা হইলে মার্কিউরিয়াস সল প্রয়োগ করিবে।

কোনায়াম—আঘাত কিংবা ঘুসি লাগিয়া যদি স্তন প্রদাহ এবং কঠিন হয় তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে কোনায়ামকে প্রাধান্য দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেলিস পেরিনিসের বিষয়ও চিন্তা করিবে। আর্ণিকা যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারে কিন্তু স্তনের কঠিনতায় কোনায়াম উত্তম ঔষধ।

অস্থি বেদনা—ফাইটোলেক্কা অস্থি বেদনায় মার্কিউরিয়াসের সমকক্ষ। মার্কিউরিয়াসের সহিত ফাইটোলেক্কার অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে। আবার ফাইটোলেক্কা পারার অপব্যবহারজনিত অস্থি বেদনার একটি উত্তম বিষম্ন ঔষধও বটে। উপদংশ কিংবা পারদের দোষ হেতু পুরাতন অস্থি বেদনায়,—যে সমুদায় রোগীর লালাস্রাব অর্থাৎ মুখ আনান হইয়াছিল (had been salivated), যন্ত্রণা রাত্রিতে শয্যায় উত্তাপে বিশেষতঃ শরীরের কোমল চর্ম্মাচ্ছাদিত লম্বা লম্বা অস্থি সমূহে (যেমন পদদ্বয়ের অস্থি) অধিক হয়, এই প্রকার পুরাতন অস্থি বেদনায় ফাইটোলেক্কাকে মার্কিউরিয়াস সলের পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

উপদংশ—পুরাতন উপদংশ ক্ষতে ফাইটোলেক্কার প্রয়োগ আমরা দেখিতে পাই। রোগীর লালাস্রাব করান হইয়াছে, ক্ষতস্থানে পারার প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে, শরীর যেন পারাময় হইয়া গিয়াছে অথচ মার্কিউরিয়াস আর কোন কার্য্য করিতেছে না; সেইরূপ স্থলে ফাইটোলেক্কাকে চিন্তা করা যাইতে পারে। (Old chronic, syphilitic, ulcers, the patient has been salivated, had mercury rubbed and they become saturated with it, but it no lcnger helps). উপদংশ গুল্ম (বিশেষতঃ মস্তকের খুলি কিংবা লম্বা লম্বা অস্থির উপর হইলে) আরোগ্য সংবাদও ফাইটোলেক্কায় দেখা যায়।

বাত—পুরাতন বাতে ফাইটোলেক্কা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে শয্যার উত্তাপে স্যাঁৎসেতে ঋতুতে উষ্ণ প্রলেপে বৃদ্ধি হয়। সন্ধি স্থলের এবং লম্বা লম্বা অস্থির বাতে অধিক কার্য্য করে, সন্ধিস্থল ফুলিয়া উঠে এবং লাল হয়, যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, রোগী পদদ্বয় লম্বা করিতে পারে না খেঁচিয়া ধরে, বাম পদের হাঁটুই অধিক আক্রান্ত হয়, উপদংশজনিত হইলেও ফাইটোলেক্কা নির্ব্বাচিত হয়। বাতে ফাইটোলেক্কার বাহ্যিক মূল অরিষ্ট পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে যন্ত্রণার আশু উপকার হয়।

অস্থির বাতে (Periosteal Rheumatism) বিশেষতঃ যখন যন্ত্রনা স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয় ফাইটোলেক্কা তাহাতে অনেক সময় উত্তম কার্য্য করে। ডাক্তার এলেন এতদ্‌কারণবশতঃ ফাইটোলেক্কাকে ব্রাইওনিয়া এবং

রাসটক্সের মধ্যস্থলে স্থান প্রদান করেন এবং অনেক স্থলে ব্রাইওনিয়া কিংবা রাসটকসে কার্য্য না হইলে ফাইটোলেক্কা প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়

আমাদের পরলোকগত ভক্তি ভাজন ডাক্তার ডি, এন, রায় মহাশয় ফাইটোলেক্কা বাহ্যিক মূল অরিষ্ট বাতে অত্যন্ত অধিকরূপ ব্যবহার করিতেন। প্রায় অধিকাংশ স্থলেই তিনি ইহা প্রলেপ করিতে দিতেন এবং আশু উপকারও হইত। তাঁহার নিজেরও বাত ছিল, এক এক সময় বাতে পঙ্গু হইয়া যাইতেন, এক দিন তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি—"আপনার নিজের বাতে আপনি কি করেন?" তিনি বলিলেন—"এই ফাইটোলেক্কাই মূল অরিষ্ট ব্যবহার করিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি।"

গলকোষ প্রদাহ (Pharyangitis)—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষসংক্রান্ত গলকোষ প্রদাহেরও (follicular pharyangitis) ফাইটোলেক্কা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—ইহা বিশেষতঃ যাহারা বক্তৃতা করে, অধিক চেঁচাইয়া কথা বলে তাহাদিগের উক্ত রোগে উত্তম কার্য্য করে। বক্তৃতা করিতে করিতে গলদেশের অত্যধিক পরিশ্রম হেতু গলার স্বর বসিয়া যায়, কথা আর পরিষ্কার রূপে বাহির হয় না এবং তৎপর গলদেশে অত্যন্ত জ্বালা করিতে থাকে, মনে হয় গলদেশে উত্তপ্ত কোন দ্রব্য রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় উচ্চক্রম প্রয়োগে অতি উত্তম ফল পাওয়া যায়—(In this kind of throat I have the best success with the remedy very high).

কটি স্নায়ুশূল (Sciatica)—ফাইটোলেক্কার এই বিষয়ের বিশেষত্ব—যন্ত্রণা পদদ্বয়ের বাহির দিক দিয়া নিম্নে অবতরণ করে, (Pain runs down the outer side of the limb)। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। ফাইটোলেক্কা যন্ত্রণা নিবারণের একটি উত্তম ঔষধ।

দন্তোদগমকালীন লক্ষণ—শিশু ক্রমাগত দাঁতে দাঁতে অথবা মাড়িতে মাড়িতে কামড়াইতে থাকে (Irresistible inclination to bite the teeth or gums together) এই লক্ষণটি শিশুদিগের দাঁত উঠার সময় অথবা উদারাময়ে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা ফাইটোলেক্কার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। শিশু নিকটে যাহা পায় তাহাই কামড়াইতে থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—কোন কোন চিকিৎসক নিম্নক্রম ১x,৩x,৬x,৬ অধিক ব্যবহার করেন কিন্তু ৩০, ২০০ ক্রমই অধিক প্রচলিত। ডিফথিরিয়ায় ফাইটোলেক্কার বাহ্যিক মূল অরিষ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুলকুচি করিতে দেওয়া যায়—ইহাতে রোগের প্রবলতা অনেকটা হ্রাস করায়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—মার্কিউরিয়াস, ক্যালিআইওড।

রোগের বৃদ্ধি—যখন বৃষ্টি পড়িতে থাকে এবং স্যাঁৎসেতে ঋতুতে।

রোগীর বিবরণ

নিউইয়র্ক সহর হইতে একটি রোগী আমার নিকট চিকিৎসার্থ আইসে। রোগী একটি শিশু, কয়েকদিন যাবৎ শৈশব কলেরায় ভুগিতেছে, চিকিৎসায় কিছুই হইতেছে না, যাঁহারা চিকিৎসা করিতেছিলেন তাহারা বলিলেন, সহর হইতে বাহিরে লইয়া গেলে শিশু বাঁচিতে পারে নতুবা শীঘ্রই মারা যাইবে কিন্তু স্থান এবং পথ্যাপথ্যের পরিবর্ত্তন করিয়াও কিছুই উপকার দেখা দিল না। শিশুটি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পুনঃ পুনঃ ঘোর কটাবর্ণ তরল ভেদ হইতেছে, মলের সহিত শ্লেষ্মা বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনেক ঔষধ প্রয়োগ করিলাম কিছুই ফল হইতেছে না। কিন্তু একটি লক্ষণ বর্ত্তমান দেখিতে পাইলাম—"শিশু সকল সময় মাড়িতে মাড়িতে ঘর্ষণ অথবা যাহা পায় তাহাই মুখে দিয়া কামড়াইতেছে।" শিশুর মা বলিলেন—"ইহা আমি শিশুর রোগের প্রথম হইতেই দেখিতে পাইতেছি। এতদলক্ষণে ফাইটোলেক্কা ৩০ শক্তি কয়েক মাত্রা দেওয়াতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।—(ডাক্তার ন্যাস)।

ওপিয়ম (Opium)

ইহার বাংলা নাম আফিম্। আফিম্ পোস্ত গাছের অপক বীজকোষ (Capsule) হইতে সংগ্রহ করা হয়। পোস্তের অপক বীজকোষ সমূহ সচরাচর আফিম্ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে, আফিম্ অত্যন্ত নিদ্রাকারক (Soporific) ইহার ন্যায় দ্বিতীয় নিদ্রাকারক ঔষধ আর আছে কিনা সন্দেহ-জনক। আফিমে·এত অধিক সংখ্যক উপক্ষার (alkaloid) বর্ত্তমান রহিয়াছে যে অন্য কোন ঔষধে তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না এবং এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর নূতন নূতন আরও অনেক উপক্ষার যোগ হইতেছে। আফিমে যতগুলি উপক্ষার আছে তন্মধ্যে মরফিয়া (morphia) অত্যন্ত অধিকরূপ প্রচলিত। ইহা ব্যতীত কোডিন (codeine), এপোমোরফিয়ারও (apomorphia) ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু morphiaই হইতেছে সর্ব্বজন পরিচিত। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যন্ত্রণা নিবারণের জন্য সর্ব্বদা ইহা চর্ম্মের নিম্নে injection দিয়া প্রয়োগ করেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মতেও মর্ফিয়া কর্কট রোগের গৌন লক্ষণের (Secondary symptoms) অর্থাৎ অত্যধিক যন্ত্রণার স্পর্শাধিক্যতায় (Susceptibility) প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। যন্ত্রণা এত ভীষণ হয় যে রোগীর তরকা এবং হস্ত পদের খেঁচুনি ও স্পন্দন হইবার সম্ভাবনা হয়। এরূপ অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক মতে মর্ফিয়া প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা আশু উপকার হয় কিন্তু রোগ আরোগ্য হয় না।

কোডিন (Codeine)—পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাও আফিমের একটি উপক্ষার। ক্ষয়কাশের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাশি শুষ্ক এবং অত্যন্ত বিরক্তিজনক, রাত্রিদিন সর্ব্বদা জাগিয়া থাকে ; ইহা ব্যতীত পেশীর খেঁচুনি বিশেষতঃ চক্ষুর পাতার স্পন্দনেরও ইহা একটি উত্তম ঔষধ। এইরূপ অক্ষিপুটের স্পন্দনে ক্রোকাসেও বেশ ফল পাওয়া যায়—কিন্তু আমরা চক্ষুর পাতার স্পন্দনে এগারিকাস মস্কারিসে অনেক সময় অধিক উপকার পাই।

এপোমর্ফিয়া (Apomorphia)—ইহা বমন নিবারক একটি ঔষধ। ইপিকাক, টারটার এমেটিক, লোবেলিয়া ইত্যাদি ঔষধ যে প্রকার বমনে প্রয়োগ হইয়া থাকে, সেইরূপ স্থলে কিন্তু এপোমার্ফিয়া ব্যবহার হয় না।

ইহাতে যে বমন হয় তাহা প্রত্যাবৃত্ত বমন, (reflex vomiting) মস্তিষ্ক হইতে উত্থিত হয় অর্থাৎ পাকস্থলীতে ইহার কার্য্য কিছুই প্রকাশ পায় না। এতদহেতু সামুদ্রিক বিবমিষাতে (sea sickness) ইহার ব্যবহার দেখা যায় এবং তাহাতে বেশ ফল প্রদর্শন করে। মস্তিষ্ক হইতে উত্থিত বমনে বেলেডোনা রাসটক্স্ অধিক ব্যবহার হয়। উপরে যে তিনটি উপক্ষারের বিষয় উল্লেখ করিলাম তাহা ব্যতীত আফিমে আরো বহু উপক্ষার রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিন্তু তাহাদের তত অধিক প্রয়োগ নাই বলিয়াই উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এলোপ্যাথিকে আফিমের অনেক প্রকার ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু শিশুদিগেতে ইহার অনেক সময় অত্যন্ত কুফল উৎপন্ন করে। Soothing syrup এ ইহা ব্যবহার হওয়ায় শিশুদিগের স্বাস্থ্যের প্রতিরোধ করে এবং তাহাদিগের শরীর বৃদ্ধি হ্রাস করে। এতদহেতুই চিকিৎসকগণ শিশুদিগের soothing syrup এ ইহার প্রয়োগ অনুমোদন করেন না। আফিমের ক্যামোমিলা একটি উৎকৃষ্ট বিষঘ্ন ঔষধ (antidote)। একবার আমি জনৈক বোম্বাই দেশীয় ভদ্রলোকের বাটীতে একটি শিশুর রক্ত আমাশয় রোগ চিকিৎসা করিতে আহূত হই। শিশুটী আমাশয়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, লক্ষণানুযায়ী মার্ককর, মার্কসল, ইত্যাদি নানান ঔষধ দেওয়ায় কোন প্রকার ফল না পাওয়ায় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলাম এবং ক্রমশঃ রোগও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অনেক কথা জিজ্ঞাসার পর জানিতে পারিলাম তাহারা শিশুটিকে ক্রন্দনের সময় "বালামৃত" নামক এক প্রকার বটিকা মধ্যে মধ্যে খাওয়াইত, তাহাতে শিশু নিদ্রিত হইয়া পড়িত এবং ইহাও জানিতে পারিলাম যে, উক্ত বালামৃতে কিঞ্চিৎ আফিম মিশ্রিত থাকায় শিশুকে দেওয়া মাত্রই ঘুমাইয়া পড়িত। আমি আফিমের কথা শুনিয়াই শিশুকে আফিমের বিষঘ্ন ক্যামোমিলা প্রয়োগ করি এবং বালামৃত খাওয়াইতে নিষেধ করি। শিশু ঐ একমাত্র ক্যামোমিলাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। আমরা এই প্রকার রোগ দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে যাহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই খাটিয়া খায়, তাহাদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাই। কারণ তাহারা শিশুদিগকে আফিম দ্বারা প্রস্তুত উক্ত প্রকার ঔষধ খাওয়াইয়া নিদ্রা আনয়ন করিয়া কাজ করিতে থাকে। এই প্রকার শিশুর পক্ষে ইহা কতদূর অনিষ্টজনক তাহা জনৈক বিখ্যাত এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—A prominent old school authority

says that the above procedure for children is decidedly reprehensible. It stunts theis growth, makes them irritable and cross and interferes sadly with the brain development

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সকল অবস্থাতেই প্রগাঢ় নিদ্রা বর্ত্তমান। সকল রোগই যন্ত্রণাশূন্য এবং অভাব অভিযোগ রহিত, (all complaint with great sopor, painless, complains of nothing, wants nothing) ।

২। ভীষণ নিদ্রা এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নাসিকাধ্বনিযুক্ত (sleep heavy, stupid with stertorous breathing).

৩। মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য, চক্ষু অর্দ্ধনিমিলীত আরক্তিমযুক্ত গাত্রত্বক উষ্ণ ঘর্ম্মে সিক্ত (face red, eyes half-closed, bloodshot, skin covered with hot sweat).

৪। পরিপাকশক্তি অবসাদযুক্ত নিশ্চেষ্ট অন্ত্রের কৃমিসদৃস ক্রিয়ার বিবর্ত্তন অথবা পক্ষাঘাতে পরিণত (peristaltic motion reversed or paralized).

৫। কোষ্ঠকাঠিন্য :বিশেষতঃ শিশুদিগের মলত্যাগের চেষ্টাশূন্য—মল শুষ্ক কঠিন গুট্‌লে গুট্‌লে এবং কৃষ্ণবর্ণ (চেলিডোনিয়াম, প্লাম্বাম, থুজা) ।

৬। উদরাময়—বিশেষতঃ ভয় পাইয়া এবং টাইফয়েড রোগে। মল কৃষ্ণবর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত। সঙ্কোচক পেশীর পক্ষাঘাত হেতু অসারে নির্গত হয়।

৭। প্রস্রাব—মুত্রাশয় পূর্ণ অথচ মুত্র রোধ (retained)। মুত্রাশয় অথবা সঙ্কোচক পেশীর পক্ষাঘাত।

৮। শয্যা এত অধিক উষ্ণ বোধ হয় যে রোগী শয়ন করিতে পারে না।

৯। তরকা (convulsion)—অপরিচিত লোক দর্শনে, অথবা মাতার ভীত অবস্থায় স্তনপানে (হাইওসিয়ামাস। মাতার ক্রোধকালীন স্তন পানে—ক্যামোমিলা, নাক্সভমিকা)। তরকা কালীন চক্ষু অৰ্দ্ধনিমিলিত এবং উৰ্দ্ধনেত্র হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। শিশু এবং বৃদ্ধিদিগেতে উত্তম কাৰ্য্য করে।

২। ভয় পাইরা রোগ এবং ভয়ের কারণ শীঘ্র ভুলিতে অক্ষম।

৩। তরকা অর্থাৎ আক্ষেপ (spasm) উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে এবং সময়ে চীৎকার করে, (এপিস, হেলিবোরাস)। শ্বাস ত্যাগ এবং গ্রহণকালীন ন্যাসারব সদৃশ শব্দ হয়।

৪। তন্দ্রাযুক্ত কিন্তু নিদ্রা যাইতে পারে না। নিদ্রাহীনতার সহিত শ্রবনেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা—ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দে অথবা দূরবর্ত্তী স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দে, মোরগের ডাকে সজাগ করিয়া রাখে।

৫। প্রলাপ—সর্ব্বদা বকিতে থাকে, চক্ষু সম্পূর্ণ উন্মিলিত, মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য ফুলা অথবা ভীষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন।

৬। রোগী মনে করে সে নিজ বাটীতে নাই (ব্রাই), সর্ব্বদা তাহার মনে এই ভাব লাগিয়া থাকে।

৭। নিদ্রিতাবস্থায় শয্যা খুঁটে (সজাগ অবস্থায় খুটে—হাইওসিয়ামাস)

৮। হঠাৎ তরুণ পীড়কার retrocession হেতু মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত অথবা কনভালসন।

৯। শীর্ণতা—শিশুর গাত্রত্বক থাকে থাকে ঝুলিয়া পড়ে, দেখিতে শুষ্ক বৃদ্ধ লোকের ন্যায় হয়। (এব্রোটেনাম)

১০। কম্প প্রলাপ—বৃদ্ধ শীর্ণ ব্যক্তি, ফোলা ফোলা মুখমণ্ডল, চক্ষু শুষ্ক উষ্ণ জ্বলনযুক্ত, সর্ব্বদা তন্দ্রা এবং নাসিকাশব্দযুক্ত।

ফিজিওলজিকেল কাৰ্য্য—অল্প মাত্রায় আফিম সেবনে ক্ষণিক সময়ের জন্য প্রফুল্লতা আনয়ন করিয়া মনকে চঞ্চল করিয়া তোলে এবং রোগী নেশায় উন্মত্ত হইয়া মনে করে যেন সে আকাশে উড়িতেছে।

আনন্দরূপ সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে ইত্যাদি নানা প্রকার হাস্যোদ্দীপক ভাবভঙ্গী করিতে থাকে। অধিক মাত্রায় অথবা পুনঃ পুনঃ সেবনে তন্দ্রা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রোগী সামান্য তন্দ্রা হইতে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে। আফিমের এবম্প্রকার তন্দ্রাভাব (narcotic) মস্তিকে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার আধিক্যতাবশঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেবল যে মস্তিস্কে অধিক রক্ত সঞ্চালন উৎপন্ন করিয়াই এইরূপ অবস্থা (তন্দ্রাভাব) আনয়ন করে তাহা নয়—রক্ত যথাযথভাবে মস্তিষ্ক হইতে হৃৎপিণ্ডে সঞ্চালিত হইতে বাধাপ্রাপ্ত বশতঃও হয়। কাজে কাজেই ওপিয়মে যে নিদ্রাভাব প্রকাশ পায় তাহা প্রকৃত নিদ্রা হইতেই পারে না কারণ প্রকৃত নিদ্রাবস্থায় মস্তিষ্কেরে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া অধিক না হইয়া—বরং স্বল্প হইয়া থাকে। ওপিয়মে ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা উপস্থিত হয়, কাজে কাজেই ওপিয়মে প্রকৃত নিদ্রা উৎপন্ন করিবার কোন ক্ষমতা নাই The narcotic and anodyne effect of Opium is the result of the increased circulation of blood in the brain brought about not only by increasing the amount of blood, supplied to the brain but also by interfering with its returm to the heart. Hammond has shown that during this state the quantity of blood criculating in the cranial cavity is greatly diminished. If you give Opium to produce sleep, what do you do? Do you produce anaemia of the brain? No just this reverse, I ask you, then, is the administration of Opiates for their anodyne effects at all rational?

Opium taken in a moderate dose, seems to act as a stimulent. This effect is specially felt in depressed and chilly conditions of the dody, as in hunger or in the physical aud mental wretchedness, which often makes the poor to resort to it.

ওপিয়াম যদিও stimulent বলিয়া পরিচিত কিন্তু সে stimulent অতি অল্পমাত্রা সেবনে প্রকাশ পায়। মাত্রা বৃদ্ধি করিতে থাকিলে অর্থাৎ অধিক

মাত্রায় ওপিয়ম সেবন করিলে এই ঔষধের যে প্রধান স্বভাব অর্থাৎ তন্দ্রা (stupor) তাহা সর্ব্বপ্রথম আসিয়া উপস্থিত হয়। ওপিয়মের মুখ্য ক্রিয়া (Primary action) stimulent এবং গৌন ক্রিয়া অবসাদক (Secondary action) sedative ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। Stimulent রূপে ইহার প্রয়োগ বরং অধিক নাই। Sedative রূপেই ইহা নিত্য প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত ওপিয়মে বিষাক্ত হইলে মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ এবং মুখমণ্ডলের ধমনীসমূহ স্ফীত হওয়ার দরুণ রোগীর মুখের চেহারা ফোলা ফোলা দেখায়। ভীষণ তন্দ্রাভাব উপস্থিত হয় এবং তন্দ্রাভাব যতই গভীর হয়, মুখমণ্ডলও ততই অধিক লালবর্ণ হয়। চক্ষুতারা সঙ্কুচিত, নাড়ী ভরাটে (full) অথচ মৃদু। শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর, আচ্ছন্নতা (stupor) যতই প্রবল হইতে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসও অধিক হইতে অধিকতর অবসন্ন হয় (এমন কি মিনিটে ৮।১০ বার হয়, ওপিয়মে শ্বাস-প্রশ্বাসের অবসন্নতা অত্যন্ত পরিচায়ক লক্ষণ) অবশেষে নাশারব সদৃশ শব্দ আরম্ভ হয়, (ইহা নাসিকা ধ্বনি নয়— ওপিয়মে বিষাক্ত লক্ষণ যতই অধিক বৃদ্ধি হইতে থাকে গণ্ডযুগল এবং palate এর পেশীসমূহ পক্ষাঘাত বশতঃ শিথিলতা প্রাপ্ত হয় এবং তদ্‌হেতু প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত উক্ত স্থান হইতে ঐ প্রকার শব্দ উত্থিত হয়)। রোগ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে শরীরের সমুদায় যন্ত্র অবসাদ হইয়া সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া আইসে। সঙ্কোচক পেশীর অবরোধ ক্ষমতা শূন্য হয়, মলমূত্র সমুদায় অসারে নির্গত হয়। চক্ষুর তারা প্রসারিত হয়, গাত্র ত্বক উষ্ণ ঘর্ম্মে ভিজিয়া ওঠে। নিম্ন চোয়াল পড়িয়া যায়—এইরূপে ক্রমশঃ রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

ওপিয়মের ক্রিয়াকে নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করা যাইতে পারে—স্বল্পমাত্রা সেবনে মনে প্রফুল্লতা উৎপাদন করিয়া শরীরকে চঞ্চল করিয়া তোলে এবং সমুদায় শরীরে একটী ক্ষণিক উত্তেজনার (stimulent) লক্ষণ প্রকাশ করে। ওপিয়মের এতদ্‌গুণ আছে বলিয়াই দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলাবস্থায় আফিম অল্প মাত্রা সেবন করে। (In small doses Opium has a transient exhilarating effect, and seems to act as a stimulent. This effects especially felt in depressed an d

chilly condition of the body, as in hunger or in the physical and mental wretchedness while often makes the poor to resort to it.)

বুদ্ধি বৃত্তির (intellect) অপেক্ষা অনুভূতির (emotions) উপর অধিক কার্য্য করে ; ওপিয়মের মুখ্যক্রিয়া (primary action) উত্তেজক (stimulent), গৌণ ক্রিয়া অবসাদক (sedative)। অধিক মাত্রা সেবনে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য অবস্থা উৎপাদন করতঃ তন্দ্রাভাব আনয়ন করে। মুখমণ্ডল আরক্তিমাভাযুক্ত হয় এবং উষ্ণ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। শ্বাস প্রশ্বাস গভীর হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস কালীন নাসিকা রব সদৃশ শব্দ হয়। সমুদায় যন্ত্রের ক্রিয়া অবসাদ হইয়া আইসে। অবরোধক পেশীর কার্য্য শূন্য হয়, চোয়াল পড়িয়া যায়, এইরূপে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উপরিউক্ত লক্ষণ সমূহ হইতে পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে যে ওপিয়মের স্নায়ুর উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। সামান্য উদ্দীপনা হইতে প্রথমতঃ ক্ষণকাল স্থায়ী চঞ্চলতা উপস্থিত হয়, তৎপর ক্রমশঃ পক্ষাঘাতের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, সঙ্গে সঙ্গে পেশীর শিথিলতা এবং আচ্ছন্নতা (coma) আসিয়া উপস্থিত হয়। ওপিয়মে প্রথম হইতেই মস্তিষ্ক রক্তাধিক্য (surcharged) হইয়াই ক্রমশঃ ইহা বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে রোগীকে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন করে, বুদ্ধি বৃত্তি সমূহ অবসাদগ্রস্ত হইয়া আইসে, রোগীর যন্ত্রণা অনুভব করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ হয়।

স্বল্প পরিমাণ ওপিয়ম সেবন করিলে প্রথমতঃ রোগীর মনে স্বপ্নবৎ এমন সমুদায় ভাব উপস্থিস হয়, যে রোগী মনে করে কোথায় কোন আনন্দময় স্বপ্ন জগতে যেন উড়িয়া যাইতেছে। মনের অনুভূতির উপর এই ঔষধটীর ক্রিয়া বিশেষ প্রকাশ পায়, কিন্তু তাহা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। পরিমাণের মাত্রা, বৃদ্ধি করিলে আর এক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে তন্দ্রা ভাবই সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ প্রকাশ পায়। আফিমে শরীরস্থ সমুদায় টিসু আক্রান্ত হয়, গাত্র চর্ম্মের মসৃণতা নষ্ট হইয়া যায়, চর্ম্ম শুষ্ক এবং পাংশুবর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, স্থানের স্থানের চর্ম্ম ভাজে ভাজে ঝুলিয়া পড়ে (hangs in folds), হস্ত পদ শীর্ণ হইয়া আইসে বুদ্ধি বৃত্তি সম্পূর্ণ অবসাদ গ্রস্ত হয় এবং চিন্তার ক্ষমতা লোপ পায়।

সংন্যাস (Apoplexy)—ওপিয়মে মস্তিষ্ক ধমনীতে যে প্রকার রক্তাধিক্য অবস্থা উৎপন্ন করে তাহাতে যে ইহা একটি সংন্যাস রোগের ঔষধ হইবে তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং যাহাদের উক্ত রোগ প্রবণতা (predisposition) থাকে তাহাদিগের ধমনী শীঘ্রই বিদারণ (ruptured) হইবার আশঙ্কা থাকে এইরূপ অবস্থায় ওপিয়মের নির্ব্বাচন মুখমণ্ডলের বর্ণে, শ্বাস-প্রশ্বাসে নাসিকারব সদৃশ শব্দে এবং শরীরের ধনুষ্টঙ্কাররূপ আড়ষ্টতায় প্রকাশ পায় (by the colour of the face, by the stertorous breathing and by the tetanic rigidity of the body) ওপিয়ম বিশেষ ভাবে মাতালদিগের সংন্যাস রোগে অধিক প্রয়োগ হয় এবং বেলেডোনার পরও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। মাতালদিগের সংন্যাস রোগে ওপিয়ম ব্যতীত ব্যারাইটা-কার্ব্ব এবং ল্যাকেসিসেরও সময় সময় ব্যবহার হয়—ইহাদিগের বিষয়ও চিন্তা করিবে।

আর্ণিকা—নাড়ী ভরাটে এবং বেগবতী। শরীরের বাম পার্শ্ব পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয় এবং ওপিয়মের ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাসে নাসিকা ধ্বনি হয়।

এপিস—ওপিয়ম প্রয়োগে আচ্ছন্নতা (coma) অবস্থা দূরীভূত না হইলে ইহার বিষয় চিন্তা করিবে।

সংন্যাস রোগের সহিত তড়কা (convulsion) থাকিলে বেলেডোনা, হাইওসিয়ামাস, ল্যাকেসিস এবং ওপিয়ম লক্ষণানুযায়ী ব্যবহার হইতে পারে। সংন্যাস রোগের পর পক্ষাঘাত হইলে—আর্ণিকা, বেলেডোনা, ল্যাকেসিস, নাক্সভমিকা এবং রাসটক্স এই ঔষধ সমূহ উত্তম কার্য্য করে।

শৈশব কলেরা—শৈশব কলেরায় ওপিয়ম একটি বিশেষ উপযুক্ত ঔষধ। তন্দ্রাভাব অত্যন্ত ভীষণরূপ বর্ত্তমান থাকে, উদর স্ফীত স্পর্শাধিক্য এবং ঢাকের ন্যায় শব্দ হয়। মলমূত্র সমুদায়ই বন্ধ অথবা অসাড়ে নির্গত হয়, মল কৃষ্ণবর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত, শ্বাসক্রিয়া গভীর, ঘড়ঘড়ে। শিশুর মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ অথবা ফ্যাকাসে, চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত প্রতিক্রিয়া শূন্য, আলোর স্পর্শেও সাড়াহীন অচল অথবা ক্ষীণ প্রতিক্রিয়াশূন্য—দেখিলে মনে হয় মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়াই যেন রোগ আরম্ভ হইয়াছে। রোগী গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় ওপিয়ম প্রয়োগে রোগীর সুপ্তিভাব

কাটিয়া যায় এবং রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে থাকে। ওপিয়মের কলেরায় তন্দ্রা এবং ঘড়ঘড় শব্দযুক্ত নাসিকাধ্বনি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। চক্ষু শিব-নেত্র করিয়া অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে যেন কতই নিদ্রা যাইতেছে, কোন প্রকার সাড়াশব্দ থাকে না।

বেলেডোনার সহিত ওপিয়মের অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও ওপিয়মে বেলেডোনার বিস্তারিত চক্ষু তারকার পরিবর্ত্তে চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত (contracted) থাকে।

কার্ব্বভেজ, সালফার, ভেলেরিয়ানা, এম্ব্রাগ্রাইসিয়া, সোরিনাম ইত্যাদির ন্যায় ওপিয়ম প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিবার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উপযুক্ত নির্ব্বাচিত ঔষধে আশানুরূপ ফল শীঘ্র না দর্শিলে ওপিয়ম প্রয়োগে শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হয়। ওপিয়ম রোগী সর্ব্বদা নিশ্চেষ্ট এবং তন্দ্রামুক্ত।

ওলাউঠার হাত হইতে মুক্ত হইয়া শরীর সুস্থ হইবার পর সুনিদ্রা না হইলে রোগী অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে। নিম্নে তদ্বিষয়ের কয়েকটি ঔষধ দিলাম—

বেলেডনা—মনের উদ্বেগের দরুণ নিদ্রা না হইলে, ঘুম আইসে কিন্তু রোগী ঘুমাইতে পারে না। চক্ষু লালবর্ণ এবং চক্ষুমণি প্রসারিত। নানা-প্রকার স্বপ্ন দেখে। অনিদ্রা প্রযুক্ত প্রাতে শরীর অত্যন্ত খারাপ বোধ করে।

কফিয়া—আদৌ ঘুম আসে না, নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা মনে আসিয়া উপস্থিত হয়।

হাইওসিয়ামাস—ঘুম খাপছাড়া খাপছাড়া হয়, একবার ঘুম আইসে আবার পরক্ষণেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

ক্যামোমিলা—বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করে, অর্দ্ধ-নিদ্রিত ও অর্দ্ধ-জাগরিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে।

ওপিয়ম—আদৌ চক্ষের পাতা পড়ে না, চুপ করিয়া জাগিয়া শয়ন করিয়া পড়িয়া থাকে। সামান্য শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পায়।

টাইফয়েড জ্বর—টাইফয়েড জ্বরে ওপিয়ম অনেক সময় ব্যবহার হয়। মস্তক অত্যন্ত রক্তাধিক্য হইয়া মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়,

নিম্নচোয়াল পড়িয়া যায়। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘড়ঘড় শব্দযুক্ত হয়, সর্ব্ব শরীরময় উত্তপ্ত ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় (ষ্ট্রেমোনিয়াম) (উত্তপ্ত ঘর্ম্ম এতদ্‌বস্থায় একটি বিশেষ চিন্তার লক্ষণ, ইহা মৃত্যুর পূর্ব্ব পরিচয় জ্ঞাপন করে)। রোগী নেত্রদ্বয় অর্দ্ধ-নিমিলিত কিংবা সম্পূর্ণ উন্মিলিত করিয়া এবং মুখ হাঁ করিয়া পড়িয়া থাকে, সাড়াশব্দ কিছুই থাকে না। মল অসাড়ে নির্গত হইতে থাকে, মল দুর্গন্ধযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ, মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ এবং থম্‌থমে হয়। ওপিয়মে তন্দ্রাভাব এত অধিক প্রবল থাকে যে, তাহা হইতে রোগীকে সহজে সজাগ করিতে পারা যায় না। তন্দ্রা, মুখমণ্ডলের আরক্তিমতাসহ ফোলা ফোলা ভাব, অসাড়ে মলত্যাগ, উষ্ণ ঘর্ম্ম এবং ঘড়ঘড় শব্দযুক্ত নাসিকা-ধ্বনি ওপিয়মের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। **টাইফয়েডে অন্যান্য ঔষধের সহিত পার্থক্য নিরূপণ রাসটক্সে দেখ।**

টাইফয়েডে ওপিয়মের সমগুণ ঔষধসমূহ—

হাইওসিয়ামাস—ইহাতেও নিম্ন-চোয়াল ধরিয়া যায়, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং কাঁপিতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে পেশীর আকুঞ্চন (twitching) হইতে থাকে, এই লক্ষণটি হাইওসিয়ামাসের বিশেষ পরিচায়ক। হাইওসিয়ামাসেও ওপিয়মের ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাসে নাসিকা-ধ্বনি সদৃশ শব্দ ও অসাড়ে মলত্যাগ হয়।

আর্ণিকা—ইহাতে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যতা লক্ষণ থাকে। রোগী আচ্ছন্নাবস্থায় পড়িয়া থাকে, নিম্ন চোয়াল ধরিয়া যায় এবং চক্ষু এক ভাবে স্থির হইয়া থাকে। আচ্ছন্নাবস্থায় পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও রোগী শয্যা উত্তপ্ত এবং কঠিন মনে করে। মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ হয় এবং মলমূত্র অসাড়ে নির্গত হইতে থাকে। এতদ্‌ সমুদায় লক্ষণে আর্ণিকার সহিত ওপিয়মের সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু একটি লক্ষণে আর্ণিকা সমকক্ষ ঔষধসমূহ হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে—"গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ অর্থাৎ কালশিরা সদৃশ দাগ।" ইহা আর্ণিকার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জানিবে।

এসিড ফস্‌ফরিক—এই ঔষধটিকে আর্ণিকার পাশাপাশি স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ইহার আচ্ছন্নাবস্থা এবং তন্দ্রাভাব অত্যন্ত অধিক

হইলেও কিন্তু ওপিয়মের তন্দ্রার নিকট ইহা স্থান পাইতে পারে না। তন্দ্রায় ওপিয়মকে পরাস্ত করিতে পারে এমন দ্বিতীয় ঔষধ আর একটি নাই। ফস্‌ফরিক এসিডে রোগী উদাসীন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহার চারিদিকে যে কি হইতেছে তৎপ্রতি তাহার কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। ফস্‌ফরিক এসিড রোগীকে তন্দ্রা হইতে শীঘ্র উঠাইতে পারা যায় এবং তন্দ্রাভঙ্গে দেখা যায় রোগীর সম্পূর্ণ জ্ঞান রহিয়াছে।

হেলিবোরাস্‌—ইহারও তন্দ্রাভাব ওপিয়মসদৃশ, উদাসীনতা এবং তদ্‌সহিত সর্ব্বশরীরের পেশীর শিথিলতা (muscular relaxation) অত্যন্ত অধিক বর্ত্তমান থাকে, ইহাকে sensorial apathy এবং জড়তা সম্বন্ধে একমাত্র ওপিয়মের পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। জড়তা এত অধিক রূপ বর্ত্তমান থাকে যে অনেক চেষ্টা না করিলে এই জড়তা হইতে তাহাকে উঠাইতে পারা যায় না, জড়তা ভঙ্গ হইলেও পুনরায় তৎক্ষণাৎ জড়তায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে। ওপিয়মে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যতা যথেষ্ট থাকে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর ও নাসিকা রবসদৃশ হয় কিন্তু হেলিবোরাসে এতদ্‌লক্ষণ সমূহ কিছুই নাই —বরং হেলিবোরাসে মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে রক্তশূন্য এবং শীতল হয়, এতদ্ব্যতীত সময় সময় গাঢ় নীলবর্ণও হয় এবং শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত হয়। নাড়ী বিষয়ে হেলিবোরাস এবং ওপিয়মে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়—হেলিবোরাসের নাড়ী দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র অর্থাৎ দুর্ব্বল এবং সরু, হাতে অনেক সময় টেরই পাওয়া যায় না। ওপিয়মের নাড়ী ভরাটে এবং ধীর।

কাশ ও রক্তোৎকাশ। (Cough & Hæmoptysis)—যাহারা অধিক উত্তেজক মাদক দ্রব্য পানে অভ্যস্ত তাহাদিগের ফুস্‌ফুসের পূঁজোৎপাদন হইলে (Suppuration of lungs) ওপিয়ম অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয়।

শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ঘড়ঘড়ানি ও নাসিকা ধ্বনিবৎ শব্দ প্রকাশ থাকে। কাশি অত্যন্ত কষ্টজনক এবং কাশি কালীন মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় (কুপ্রাম) মাতালদিগের রক্তকাশেরও (Hæmoptysis) ওপিয়ম একটি ঔষধ বটে, এমত অবস্থায় রোগীর বক্ষঃস্থল উষ্ণ এবং হস্ত পদাদি শীতল থাকে, কাশি অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং কাশির সহিত শ্লেষ্মা ও

রক্ত মিশ্রিত গয়ের উঠে, কিন্তু কাশির সহিত তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান থাকে। ওপিয়মের তন্দ্রাভাব সার্ব্বজনীন লক্ষণ। (এণ্টিমটার্টের কাশিতেও তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান থাকে।

তড়কা—কোন প্রকার ভয় অথবা ক্রোধের অব্যবহিত পরই অথবা শিশুর স্তন পান কালীন মাতার ভয় হেতু শিশুর তড়কা উপস্থিত হইলে ওপিয়ম তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। (মাতার ক্রোধজনিত হইলে ক্যামোমিলা, নক্সভমিকা) ইহা ব্যতীত অপরিচিত লোক দেখিয়া কিংবা অত্যন্ত ক্রন্দনহেতু তরকায়ও ওপিয়মের প্রয়োগ দেখা যায়। তড়কা কালীন শিশুর শরীর ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় পশ্চাদ্দিকে বেঁকিয়া যায় এবং অত্যন্ত শক্ত হয়, তড়কার পূর্ব্বে কিংবা পরে শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুখ হইতে ফেনা বাহির হইতে থাকে। মুখমণ্ডল অত্যন্ত লালবর্ণ হয় এবং সর্ব্ব শরীর উষ্ণ ঘর্ম্মে ভিজিয়া উঠে। তড়কা অবসানে শিশু গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে এবং নাসিকা ধ্বনি হয়। তড়কা কালীন চক্ষু অর্দ্ধ উন্মিলিত এবং ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া পড়িয়া থাকে, উচ্ছ্বাস অথবা মানসিক অনুভূতি হেতু তড়কায়ও ওপিয়মের সহিত ইগ্নেসিয়ার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। ইগ্নেসিয়ার ন্যায় ওপিয়মও অনুভূতি অথবা উচ্ছ্বাসের অব্যবহিত পর তড়কা হইলে উত্তম কার্য্য করে কিন্তু কোন কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী কারণ বশতঃ হইলে, তাহাতে ইগ্নেসিয়া এবং ওপিয়ম কিছুই কার্য্য করিতে পারে না। ইগ্নেসিয়াও ওপিয়মের ন্যায় শাস্তি পাইবার পর অথবা শাস্তি পাইবার ভয়ে ভীত হইয়া অথবা ভয় পাইয়া তড়কা হইলে, সময় সময় উত্তম কার্য্য করে। ইগ্নেসিয়াতেও ওপিয়মের ন্যায় মুখমণ্ডলের পেশীর আকুঞ্চন হয়, কিন্তু ইহাদের পার্থক্য রোগীর মুখমণ্ডল দেখিলেই ঘুচিয়া যায়—ওপিয়মের মুখমণ্ডল লাল রক্তাধিক্য এবং ফোলা ফোলা ও তড়কার আক্ষেপের সহিত প্রায়ই ইগ্নেসিয়ার মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়, রক্তাধিক্যের চিহ্ন মাত্র থাকে না, চীৎকার বর্ত্তমান থাকে। আবার ওপিয়মের ন্যায় গ্লোনয়নেও মস্তকে হঠাৎ রক্তাধিক্য হয়, ওপিয়ম ও ইগ্নেসিয়ার ন্যায় গ্লোনয়নও কোন প্রকার হঠাৎ ভয় পাইয়া তড়কা হইলে অনেক সময় ব্যবহার হয় কিন্তু তড়কাকালীন সিকেলিকরের ন্যায় গ্লোনয়নে হস্তের অঙ্গুলি ফাঁক ফাঁক হয় (spread asunder)। ভিরেট্রাম এল্‌বামও হঠাৎ ভয় পাইয়া (sudden emotion) তড়কায় ব্যবহার হয় বটে কিন্তু

ইহাতে মুখমণ্ডল শীতল এবং নীলবর্ণ হয় ও সঙ্গে সঙ্গে কপালে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। আবার দেখ ইগ্নেসিয়ার ন্যায় হঠাৎ চমকাইয়া ওঠা এবং পেশীর আকুঞ্চন হাইওসিয়ামাসেও রহিয়াছে কিন্তু হাইওসিয়ামাসের আকুঞ্চন এবং হঠাৎ স্পন্দন ইগ্নেসিয়া অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। হাইওসিয়ামাসে প্রথমে একটি হস্তের আকুঞ্চন হয় এবং তৎপর অপরটি এইরূপে হয়, এতদ্ব্যতীত তড়কার সঞ্চালন সমুদায় ত্রিকোণাকৃতি এবং মুখে ফেনা উঠে। কুপ্রামও তড়কার একটি ঔষধ বটে কিন্তু কুপ্রামের রোগী হাত মুঠা করে, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় এবং কোন তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে গলায় ঢল ঢল শব্দ হয়, গ্লোনয়নের বিপরীত লক্ষণসমূহ ইহাতে প্রকাশ থাকে। ক্যামোমিলাও হঠাৎ অনুভূতির দরুণ তড়কায় প্রায়ই প্রয়োগ হয় কিন্তু ক্যামোমিলা রোগী দেখিলে ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইহার রোগী অত্যন্ত খিটখিটে রাগী এক গণ্ডস্থল লাল অন্যটি ফ্যাকাসে হয়। এতদ্ব্যতীত মুখমণ্ডল এবং মস্তকে উষ্ণ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। সিনার রোগীও অনেকটা ক্যামোমিলার ন্যায় কিন্তু ক্রিমির দরুণ হইলেই উত্তম কার্য্য করে অনুভূতির সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই। তড়কায় মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য থম্‌থমে শুনিলে ওপিয়মকে সাধারণতঃ মনে না করিয়া অধিকাংশ চিকিৎসকই বেলেডোনাকে স্মরণ করিবে—কিন্তু বেলেডোনায় তড়কায় ক্রোধ অথবা অন্য কোন প্রকার অনুভূতি হেতু মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যতা বশতঃ প্রদাহ হইয়া তদ্‌হেতু রোগীর মুখমণ্ডলে এবং চেহারায় রক্তাধিক্যতা অত্যন্ত অধিক রূপ বর্ত্তমান থাকে এবং গলাধঃকরণ পেশীর আক্ষেপ (spasm) উপস্থিত হয়, রোগী কোন তরল দ্রব্য পান করিতে কিংবা আহার করিতে পারে না। ওপিয়মের মুখমণ্ডলের রক্তাধিক্যতা বেলেডোনার ন্যায় তত অধিক থাকে না এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু রক্তাধিক্য হয়। তড়কা অত্যন্ত ভীষণ হইলে রোগীর শরীর ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় অবস্থা হইলে অর্থাৎ মস্তক, গ্রীবা ইত্যাদি পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া গেলে সিকিউটাকে চিন্তা করিবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিন্যে ওপিয়ম বিশেষতঃ স্থূলকায় শিশু এবং শান্ত স্বভাবের স্ত্রীলোকদিগের অত্যন্ত প্রচলিত ঔষধ। সরলান্ত্রের (Rectum) এবং এমন কি সমুদায় অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতাই অর্থাৎ আংশিক পক্ষাঘাত

(Inertia of the intestine) হইতেছে ওপিয়মের কোষ্ঠকাঠিন্যের সর্ব্ব প্রধান কারণ। মলত্যাগের কোন চেষ্টাই থাকে না, কাজে কাজেই উদর মলে পূর্ণ হইয়া থাকে। বায়ু নিঃসরণও হয় না। বায়ু অন্ত্রের উর্দ্ধদিক অর্থাৎ বক্ষঃস্থলের দিকে ঠেলিয়া উঠে, এবম্প্রকার অবস্থায় ওপিয়ম পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, যে পর্য্যন্ত না শূল যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। যন্ত্রণা আরম্ভ হইলে জানিতে হইবে Peristalatic action এর সূচনা হইয়াছে, তৎপর olive oil এর পিচকারী এবং সাবান জলের ডুস দিলে সমস্ত গুট্‌লে মলগুলি নরম হইয়া বাহির হইয়া আইসে। (In such cases I am in the habit of giving Opium in repeated doses until colicky pains are produced. I then order an injection of Cocoanut oil or soap and water to soften the faecal masses when an easy cvacuation of bowels follows—Dr. Farrington)। ওপিয়মের মল শক্ত গুট্‌লে গুট্‌লে এবং কাল (চেলিডোনিয়ম, প্লাম্বাম, থুজা)। মল অনেক সময় বাহির হইয়াও ভিতরে চলিয়া যায় (সাইলিসিয়া)।

ব্রাইওনিয়া—ইহাতেও সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা বর্ত্তমান থাকে কিন্তু মল গুটলে গুটলে হয় না বরং ন্যার সদৃশ এবং শুষ্ক। প্রায়ই এতদ্‌সহ সর্দ্দি কাশি লাগিয়া থাকে।

প্লাম্বাম—ইহার সহিত ওপিয়মের অনেকটা সাদৃশ্য আছে কিন্তু মলদ্বারে আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচন (Spasmodic constriction) ভাব বর্ত্তমান থাকে। মল কৃষ্ণবর্ণ এবং ছাগলের নাদির ন্যায় গুটলে গুটলে।

এলিউমিনা—শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যের একটি উপযুক্ত ঔষধ, ইহাতেও অন্ত্রের দুর্ব্বলতা হেতুই মলত্যাগ পরিষ্কার হয় না। পাতলা মলেও রোগীকে অত্যন্ত বেগ অর্থাৎ কুন্থন দিতে হয়। সহজে মলত্যাগ হয় না, অনেক কোঁতাইয়া কোঁতাইয়া মলত্যাগ করিতে হয়। পাতলা মল ব্যতীত শক্ত গুটলে গুটলে আকারেরও হয়।

প্যালেডিয়াম—মল শক্ত এবং খড়ি মাটীর ন্যায় সাদা।

ফস্ফরাস—কুকুরের মলের ন্যায় লম্বা ন্যারযুক্ত এবং শক্ত।

পেটফাঁপা এবং অন্ত্রাবরণ প্রদাহ—(Peritonitis) পেট ফাঁপায় অথবা পেটে বদ বায়ু সঞ্চয়ে বিশেষতঃ অন্ত্রাবরণ প্রদাহের এবং বৃদ্ধি

অবস্থায় ওপিয়মের সহিত টেরিবেস্থিনা, লাইকোপোডিয়াম, কার্ব্বভেজ, কষ্টিকম এবং র্যাফানাসের বিষয় চিন্তা করা উচিত।

র্যাফানাস—বায়ু উর্দ্ধ এবং অধঃ কোন দিকেই চলাচল করে না। অথচ পেট ফাঁপিয়া ঢাকের মত হয়।

লাইকোপোডিয়াম—উদর বিশেষতঃ নিম্নোদর ঢাকের মত ফাঁপিয়া উঠে এবং গন্ধশূন্য শব্দযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হয়।

কার্ব্বভেজ—উদর বিশেষতঃ উর্দ্ধদেশ ফাঁপিয়া থাকে এবং দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হয়।

মূত্ররোধ—ওপিয়ম মূত্র অবরোধের (Retention) বিশেষতঃ কোন প্রকার ভয় পাইয়া হইলে তাহাতে উত্তম কার্য্য করে ইহা ব্যতীত প্রসবের পর মূত্র অবরোধেও ওপিয়ম, হাইওসিয়ামাস, কষ্টিকাম এবং আর্সেনিক প্রয়োগ হয়। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির মূত্র অবরোধ হইলে কষ্টিকাম, আর নবজাত শিশুর হইলে একোনাইট অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

ওপিয়মে মূত্রথলি পূর্ণ থাকে অথচ মূত্র নির্গত হয় না। অত্যধিক তামাক সেবনে কিংবা ক্রোধবশতঃ প্রবল জ্বর কিংবা তরুণ রোগ হইয়া মূত্রাধারের পক্ষাঘাত হেতু অথবা প্রসবান্তে প্রস্রাব রোধ হইলে ওপিয়ম অধিকাংশ স্থলে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

মূত্ররুদ্ধে (Suppression) ষ্ট্রেমোনিয়াম, জিঙ্কিবার, লাইকোপোডিয়াম এবং পালসেটিলার বিষয় চিন্তা করিবে। ষ্ট্রেমোনিয়ামের মূত্র অবরোধ (Retention) হয় না বরং মূত্র সম্পূর্ণ রুদ্ধ (Suppression) হয় অর্থাৎ নিঃসরণ ক্রিয়া সম্পূর্ণ রহিত হয়। ওপিয়মে নিঃসরণ ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং মূত্রাধার মূত্রে পরিপূর্ণ হয় অথচ মূত্র বহির্গমন হইতে পারে না। ষ্ট্রেমোনিয়ামে মূত্র মূত্রাধারে সঞ্চয় হইতেই পারে না। নিঃসরণ ক্রিয়াই বন্ধ হইয়া যায়।

শীর্ণতা (Marasmus)—পূর্ব্বেই বলিয়াছি আফিমখোর দিগের শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া ভাজ পড়িয়া থাকে থাকে ঝুলিতে থাকে—এতদ্ কারণেই ইহাকে শীর্ণতা রোগের (marasmus) একটি ঔষধ বলা হয়। শিশুর শরীর শুষ্ক হইয়া এইরূপ অবস্থায় পরিণত হয়, দেখিতে একটি শুষ্ক শীর্ণ বৃদ্ধ লোক বলিয়া মনে ভ্রম হয় (এব্রোটেনাম)। এবম্প্রকার অবস্থার সহিত

ওপিয়মের সার্ব্বজনীন লক্ষণ তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান থাকা উচিৎ। অত্যধিক ওপিয়ম সেবন জনিত উক্তরূপ অবস্থা উৎপন্ন হইলে—সাফলার, আর্জ্জেণ্টাম-নাইট্রিকম্ এবং সার্সাপেরিলা তাহার বিষঘ্নরূপে ব্যবহার হয়।

মিউরেটিক এসিড—ওপিয়ম সেবন জনিত পেশীর দুর্ব্বলতা হইতে থাকিলে তাহার ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অন্ত্রশূল এবং অন্ত্ররোধ (Colic and strangulation of bowel)—ওপিয়ম অন্ত্ররোধের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শূলযন্ত্রণায় রোগী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। কিছুতেই শান্তি পায় না। বমন এবং বমনোদ্বেগ বর্ত্তমান থাকে, বিষ্ঠা অথবা এই প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ বমন হয়, মুখমণ্ডল লাল হইয়া ওঠে এবং নাড়ীর গতি দুর্ব্বল হয়। ইহা ব্যতীত পেট ফাঁপা থাকিলে এবং তদ্‌হেতু শূলবেদনার সহিত সরলান্ত্রে এবং মূত্রাধারে চাপ বোধ হইলে ওপিয়ম তাহাতেও প্রয়োগ হয়। এইরূপ অবস্থায় উদ্গার যদিও বর্ত্তমান থাকে কিন্তু উদ্গারে কিছুমাত্র উপশম হয় না।

ভিরেট্রাম এলবাম—শূলবেদনায় যেন পেট মোচড়াইতে থাকে এবং নিম্নোদর অত্যন্ত শক্ত হইয়া ওঠে। বায়ু নিঃসরণে যতই অধিক বিলম্ব হয়, কষ্টের সম্ভাবনাও ততই অধিক বৃদ্ধি হইয়া আইসে। ওপিয়ম incarcereted hernia তেও উত্তম কার্য্য করে। কোষ্ঠকাঠিন্য সম্পূর্ণরূপ বর্ত্তমান থাকে এবং বমনের সহিত মল নির্গত হয় অথবা মলবৎ দুর্গন্ধযুক্ত বমন হয়।

সূতিকা জ্বর—সূতিকা জ্বরেও ওপিয়ম সময় সময় প্রয়োগ হয়—বিশেষতঃ যদি কোন প্রকার ভয় পাইয়া জ্বর উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয় সমুদায় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া থাকে, এমন কি বহু দূরের শব্দেও রোগী বিরক্ত বোধ করে। জরায়ু স্রাব অত্যন্ত বদ্ গন্ধযুক্ত হয় এবং ক্রমশঃ রোগী তন্দ্রাযুক্ত হইয়া আইসে।

ভয় পাইয়া রোগে—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ভয় পাইয়া কোন প্রকার রোগ হইলে ওপিয়ম তাহার একটি উপযুক্ত ঔষধ—এতদ্‌হেতু তড়কা অথবা উদরাময় হউক—এইরূপ স্থলে ওপিয়মের প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। ভয় পাইয়া উদরাময়ে জেলসিমিয়ামও একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ব্যতীত পালসেটিলা এবং ভেরেট্রাম এলবামেরও উল্লেখ দেখা যায়। জেলসিমিয়াম

রোগী অত্যন্ত স্নায়বীক ধাতুগ্রস্থ, কাজেকাজেই সামান্ত বিষয়েই তাহার ভয়ের উদ্রেক হয়। পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দিতে হইবে, কোন বিষয় বক্তৃতা করিতে হইবে, রঙ্গমঞ্চে কোন বিষয়ের অভিনয় করিতে হইবে ইত্যাদি কারণেই মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উদরাময় উপস্থিত হয়। ওপিয়মে হঠাৎ ভয় পাইয়া রোগ হয় এবং তদ্‌কারণ সর্ব্বদা মনে ভয় লাগিয়া থাকে এবং রোগ আরোগ্যের ব্যাঘাত জন্মায়। ওপিয়ম এইরূপ ক্ষেত্রে উত্তম কার্য্য করে।

ওপিয়ম রোগী ভয়ের কারণ শীঘ্র ভুলিতে পারে না। শিশুদিগের এইরূপ অবস্থায় এই ঔষধ অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ওপিয়মে ভয়ের আতঙ্ক শীঘ্র ভুলিতে পারে না, মনে ইহা অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে—the fear of the fright remains. A pregnant woman is frightened and an abortion is impending, and the object of the fright continually looms up before her eyes. Epilepsy dating back to a fright and that object comes up before the eyes before the attack comes on, retention of urine or return of the menstrual flow as results or it may stop the menses for month—Kent.

শিরঃপীড়া—ভীষণ স্নায়বীক শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে আরম্ভ হইয়া মুখমণ্ডলে বিস্তারিত হয়, প্রাতে বৃদ্ধি হয়। এত ভীষণ শিরঃপীড়া হয় যে রোগী মস্তক বালিস হইতে তুলিতে পারে না। এই প্রকার শিরঃপীড়া স্ত্রীলোকে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী বালিস হইতে একবার মস্তক তুলিলে পুনরায় বালিসে মস্তক দিতে পারে না। যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে, রোগী নড়াচড়া করিতে, চক্ষু নড়াইতে মস্তক এপাশ ওপাশ করিতে সামান্য ঝাঁকুনি অথবা ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ ইত্যাদি সহ্য করিতে পারে না। মুখমণ্ডল ছোপ ছোপ লাল আভাযুক্ত, ফোলা ফোলা, অথবা নীলবর্ণ এবং চক্ষু রক্তাধিক্য এই প্রকার শিরঃপীড়ায় ওপিয়ম অতি উত্তম কার্য্য করে।

জ্বর

সময়—পূর্ব্বাহ্ন প্রায়ই ১১টা কিন্তু সময়ের কোন নির্দ্দিষ্টতা বিশেষ কিছু নাই।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। ১১টার সময় কম্প দিয়া শীত

আইসে সমুদায় শরীর শীতল হয়। রোগী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে। মস্তক উষ্ণ হয় এবং মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

উত্তাপ অবস্থা—সমুদায় শরীর উত্তপ্ত হয় এমন কি জ্বালা করিতে থাকে। মুখমণ্ডল লাল এবং সর্ব্বাঙ্গের ঘর্ম্ম হয় ও শরীর ঘর্ম্মে ভিজিয়া যায় রোগী মুখ হাঁ করিয়া নিদ্রা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা ধ্বনি হইতে থাকে।

ঘর্ম্ম অবস্থা—ঘর্ম্ম উষ্ণ, প্রচুর হয়, গাত্রাচ্ছাদন রাখিতে ইচ্ছা করে না। মুখ হাঁ করিয়া এবং নাক ডাকিয়া নিদ্রা যাইতে থাকে।

জিহ্বা—জিহ্বা কম্পনযুক্ত (quivering)।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—অন্ত্রের অবসাদ অবস্থা ব্যতীত আর সমুদায় রোগে ৩০ এবং তদ্‌উর্দ্ধ ক্রমই অধিক উপযুক্ত। কোষ্ঠকাঠিন্যে ষষ্ঠ শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, হাইওসিয়ামাস, ষ্ট্রেমোনিয়াম।

ওপিয়মের বিষঘ্ন—ওপিয়মে বিষাক্ত হইলে অত্যন্ত উগ্র কৃষ্ণবর্ণ কফি (strong black coffee) প্রতিক্রিয়া না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ সেবন করান উচিত। ইহা ওপিয়মের একটি উৎকৃষ্ট বিষঘ্ন (antidote)। এতদ্ব্যতীত পাকস্থলী stomach pump কিংবা কোন প্রকার বমনকারক ঔষধ দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিয়া এবং রোগীকে ক্রমাগত পায়চারি করাইবে যেন কিছুতেই নিদ্রা যাইতে না পারে।

রোগের বৃদ্ধি—নিদ্রিতাবস্থায় এবং নিদ্রার পর (এপিস, ল্যাকে) ঘর্ম্মকালীন, গরমে এবং উত্তেজক দ্রব্য সেবনে।

রোগের উপশম—ঠাণ্ডায় এবং সর্ব্বদা পায়চারিতে (walking)।

রোগীর বিবরণ

১। একটি ৯ বৎসর বয়স্ক বালক, ৬ সপ্তাহ হইতে ইন্টারমিটেণ্ট জ্বরে ভুগিতেছে, প্রথম ৩ সপ্তাহ প্রতি এক দিন পর পর জ্বর আসিতেছিল, শেষ

৩ সপ্তাহে প্রত্যেক মধ্য রাত্রিতে জ্বর হইতেছিল। শীতের পরই গভীর নিদ্রায় রোগী অভিভূত হইয়া পড়িত এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল এইরূপ অবস্থায় স্থায়ী হইত সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠিত এবং ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইত। নিদ্রাভঙ্গের পর শিরঃপীড়া এবং দুর্ব্বলতা বোধ করিত। এতদ্ লক্ষণে ওপিয়ম প্রয়োগ করা হয়, তৎপরদিন আর জ্বর হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় দিন আবার জ্বর আইসে, পুনরায় ওপিয়ম কয়েকমাত্রা দেওয়া হয় এবং তদবধি আর জ্বর হয় নাই।—ডাক্তার সিডেল। হোমিওক্লিনিক।

২। মে মাসের ১৬ তারিখে ১২ বৎসর বয়স্ক একটি বালক আমার নিকট চিকিৎসার্থ আইসে। গত বৎসর তাহার এই সময় একবার জ্বর হইয়াছিল এবং কুইনাইন দ্বারা তাহা চাপাইয়া দেওয়া হয়, পুনরায় আবার তাহার এই সময় জ্বর হয়। রাত্রির শেষদিকে শীত আরম্ভ হইত সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা গাত্রবেদনা, মস্তক উষ্ণ বোধ এবং গভীর তন্দ্রা বর্ত্তমান ছিল। শীতের পরই গাত্র উত্তপ্ত হইয়া উঠিত এবং জ্বরকালীন উক্তরূপ তন্দ্রা, শিরঃপীড়া, মুখ-মণ্ডলের মলিনতা, ক্ষুধামান্দ্য, পিত্ত বমন, প্রচুর কৃষ্ণবর্ণ মুত্রত্যাগ ইত্যাদি প্রকাশ হইত। এতদ্‌লক্ষণে প্রথম দিন তাহাকে একমাত্রা আর্সেনিক দেওয়া হয়। তাহাতে জ্বরের কিছুই উপশম হয় না। ১৮ই তারিখে পুনরায় জ্বর হয় এবং জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে এবং নিদ্রায় নাসিকা ধ্বনি হইতে থাকে। এতদলক্ষণে ওপিয়ম ২০০ শক্তি জলেতে প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর প্রয়োগ করা হয় এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে—ডাক্তার ফিসার।

৩। একটি যুবক বয়স প্রায় ২৫ হইবে। অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য এবং জ্বরে ভোগে। এলোপ্যাথিক ঔষধ কয়েক দিন যাবৎ ব্যবহার করা সত্ত্বেও মল পরিষ্কাররূপ নির্গত না হওয়ায় ডুস গ্রহণ করে, তাহাতেও যেন পেট পরিষ্কার হয় না। লোকটি সোজা হইয়া হাটিতে পারিত না। পেটে কষ্ট বোধ করিত। উপর পেটে যেন মলের গুটলি রহিয়াছে এই প্রকার মনে করিত। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ উপকার না পাওয়ায় বিরক্ত হইয়া আমার নিকট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে আইসে। যুবকটি আমার ডাক্তারখানায় প্রবেশ করিবার সময় দেখিতে পাইলাম কুব্জ হইয়া হাটিতেছে, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় উল্লিখিত ঘটনা সমুদায় বলিল।

আমি তাহাকে ওপিয়ম ৬ষ্ঠ ক্রম প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করি এবং এইরূপে ৩ দিনে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

৪। প্রায় ৪০ বৎসর বয়স হইবে একজন কসাই, ভীষণ মাতাল, পড়িয়া গিয়া পাঁজরার অস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়া প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে এবং অবসাদে অত্যন্ত অধিক ভুগিয়াছিল, কিন্তু এত ভীষণ প্রলাপ বকিতেছিল যে, তাহা নিবারণার্থ প্রচুর পরিমাণে আফিং প্রয়োগ করা প্রয়োজন হইয়াছিল, দুই দিবস ধরিয়া দিনরাত্রি প্রলাপ বকিতেছিল, সে বকিতেছিল তাহার মস্তকের উপর স্বর্গের সুন্দরী অপ্সরাগণ উড়িয়া বেড়াইতেছে এবং স্বর্গের দেবতাগণ তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে। একদিন রাত্রে তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না রাখায় পালাইয়া যায় এবং কয়েক ঘণ্টা পর ফিরিয়া আসিয়া সে অপ্সরাগণের সহিত আলাপের বর্ণনা করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল এই সন্নিকটস্থ একটী পর্ব্বতে অদ্য রাত্রিতে আমাদের পরিত্রাণ কর্ত্তা যিশু এবং মেরীর সহিত অনেক প্রকার আলাপ হইয়াছে ইত্যাদি বকিতে বকিতে আনন্দে বিভোর হইয়া হুইস্কি পান করিতে চাহিল, তাহাকে হুইস্কি না দিয়া মাদাত্যয় (delirium tremens) নিবরণার্থ কয়েকমাত্রা লডেনাম তাহাকে পান করিতে দেওয়া হয় এবং তাহাতেই সুনিদ্রা হইয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

অরম মেটালিকাম (Aurum Metalicum)

বিশুদ্ধ স্বর্ণের পাত চূর্ণ করিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধে পণিত করা হইয়াছে। অরম মেটালিকামের বিষয়ে মহাত্মা হ্যানিমান সিদ্ধান্তকরণে (proving) যে মুখবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন, স্বর্ণের যে কোন আময়িক (therapeutic) ক্রিয়া আছে, তদানীন্তন চিকিৎসকগণ তাহা বিশ্বাস করিতেন না বরং নির্গুণ (inert) বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনিও সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া metallic gold এর অর্থাৎ বিশুদ্ধ স্বর্ণের কোন প্রকার গুণাগুণ আছে কিনা জানিবার কোন চেষ্টা না করিয়া

অরম মিউরেটিকাম (aurum mur) ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু কিছুকাল পর দেখিতে পান যে, আরব দেশীয় চিকিৎসকগণ (arabian physician) বিশুদ্ধ স্বর্ণ সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিয়া ঔষধরূপে ব্যবহার করিতেছেন এবং মেটালিকের (metalic gold) ফল প্রকাশ করিতেছে। হ্যানিম্যান ইহা দেখিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণের পাত অত্যন্ত চূর্ণ করিয়া ১× ক্রম প্রস্তুত করেন এবং পরীক্ষা আরম্ভ করেন। পরীক্ষায় (proving) উদ্ভাবিত লক্ষণ হইতে দেখিতে পান যে সমুদায় ব্যাধিতে আরব চিকিৎসকগণ ইহা প্রয়োগ করিতেন তাহা সম্পূর্ণ পরীক্ষিত অরম মেটালিকামের লক্ষণের অনুরূপ, তৎপর হইতেই তিনি স্বর্ণ চূর্ণ (powdered gold) ১×, ২× ক্রম প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন এবং ইহার রোগ আরোগ্যকারী ক্ষমতা সর্ব্বত্র প্রচার করেন এবং দেখাইতে চেষ্টা করেন যে বিশুদ্ধ স্বর্ণ চূর্ণে মিউরেটিকের ন্যায় সমস্ত গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। পারদ এবং উপদংশ রোগ হেতু স্বাস্থ্য এবং শরীর ভগ্ন ও নষ্ট হইয়াছে।

২। সর্ব্বদা আত্মহত্যার চিন্তা এবং চেষ্টা (ন্যাজা। আত্মহত্যার চিন্তা করে অথচ মরিতে ভয়—নাক্স); (constantly dwelling on suicide).

৩। অত্যন্ত অবসাদ, নিরুৎসাহ, কোন কার্য্যে উৎসাহ নাই। জীবনের প্রতি ঘৃণা বোধ, আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা।

৪। উপদংশ এবং পারদ জনিত নাসিকা, গলদেশ, কর্ণ ইত্যাদি স্থানের অস্থিক্ষত, ভাষণ দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি (এসাফিটিডা)।

৫। জরায়ুভ্রংশ এবং বিবৃদ্ধি। রক্তাধিক্যতাবশতঃ ভারী এবং কঠিন। জরায়ু যোনিদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা (কোনায়াম, সিপিয়া)।

৬। ভীষণ হৃৎস্পন্দন এবং উদ্বেগ। মস্তকে এবং বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্য। নাড়ীর গতি মৃদু অথচ দ্রুত ও অনিয়ম (pulse small, feeble, rapid, irregular).

৭। উপদংশ এবং পারদের অপব্যবহার জনিত অস্থিরোগ।

সাধারণ লক্ষণ

১। শোক দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, মৃত্যু এবং আত্মহত্যার ইচ্ছা।

২। সামান্য কোন বিষয়ের প্রতিবাদে বিরক্ত হয় ইহা ব্যতীত, যন্ত্রণায়, কোন দ্রব্যের গন্ধে, আস্বাদে, স্পর্শে রাগান্বিত হয়।

৩। পারদ এবং উপদংশ রোগ হেতু চুল পড়িয়া যায়।

৪। অর্দ্ধ দৃষ্টি—দ্রব্যের নিম্ন অর্দ্ধাংশ দেখে (বাম অর্দ্ধাংশ দেখে—লিথিয়াম কার্ব্ব, লাইকোপোডিয়াম)।

৫। বালিকাদিগের যৌবনারম্ভে শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ।

৬। মেদাধিক্য বশতঃ হৃৎপিণ্ডের অপকর্ষতা (Fatty degeneration of heart)।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—অরম মেটালিকামের প্রধান কার্য্যই হইতেছে, প্রথমতঃ রক্তাধিক্য উৎপন্ন করা দ্বিতীয়তঃ মনেরভাব গুলিকে উত্তেজিত করা (First producing hyperæmia and secondly emotional mind than on the intellectual)। রক্তাধিক্য শরীরের সর্ব্বস্থানেই উপস্থিত হইতে পারে। হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয় এবং হৃৎস্পন্দনের গতি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। হৃৎপিণ্ডে পুনঃ পুনঃ রক্ত সঞ্চয় হইয়া প্রথমতঃ বিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ তাহা শক্ত হইয়া কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়। ফুস্‌ফুসেও প্রচুর রক্তের সমাবেশ হয়। রোগী উচু স্থানে উঠিতে গেলেই কিংবা সামান্য পরিশ্রম করিতে হইলেই বুকাস্থির (sternum) নিম্নে অত্যন্ত ভার ভার বোধ করে। পরিশ্রমিক কার্য্য কিংবা অধিক শারীরিক সঞ্চালন তখন যদি স্থগিত না রাখা যায়, বক্ষঃস্থল রক্তের চাপে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে

এইরূপ আশঙ্কা হয়। যকৃত, মস্তক অর্থাৎ. সমুদায় যন্ত্রেতেই রক্তের সমাবেশ হয়। ডাক্তার কাফ্কা (Dr. Kafka) বলেন এইরূপ স্থলে অরম মেটালিকাম অপেক্ষা অরম মিউরকে অধিক উচ্চস্থান দেওয়া হয়। এমন কার্ব্বেও বক্ষঃস্থলের বুক্কাস্থির নিম্নে অনেকটা এইরূপ ভীষণ ভার বোধ (crushing weight) লক্ষণ আছে কিন্তু তাহার সহিত তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান থাকে (somnolence)।

মানসিক লক্ষণ—অরম মেটালিকামের মানসিক লক্ষণ একটি প্রধান বিশেষত্ব, ইহার উপরেই এই ঔষধের নির্ব্বাচন অত্যন্ত অধিকরূপ নির্ভর করে। আপনার জীবনের প্রতি ভালবাসা এবং আশা এই ঔষধে সম্পূর্ণ লোপ পায়। সমুদয় বিষয়ে হতাশ ভাব, জীবনের প্রতি ঘৃণা এবং ধিক্কার জন্মে, জীবনের জন্য মমতা কিছুমাত্র থাকে না। উন্নতির বাসনা কামনা বিলুপ্ত হইয়া যায়। সর্ব্বদা রোগী আত্মহত্যার জন্য চিন্তা করে (অ্যাক্তা এবং নাক্সভমিকায় এইরূপ আত্মহত্যার চিন্তা যদিও রহিয়াছে কিন্তু অরম মেটালিকামে ইহা অত্যন্ত ভীষণ, ইহা ব্যতীত নাক্সভমিকায় রোগী যদিও আত্মহত্যার চিন্তা করে কিন্তু মরিতে ভয় করে)। রোগী সকল সময় চিন্তা করে এই জীবন অতি তুচ্ছ। পৃথিবীতে থাকিয়া কি হইবে চারিদিক অন্ধকার দেখে, বিষাদে মন পূর্ণ হইয়া থাকে, আত্মহত্যার চিন্তা মনে প্রবল হয়। অরম মেটালিকামে মানসিক লক্ষণ—বিষাদ, আত্মগ্লানি, হতাশ, নিরুৎসাহ, জীবনের প্রতি ঘৃণা এবং আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত অধিক হয়। ক্রোধও যথেষ্ট বর্ত্তমান থাকে—ইহাও এই ঔষধের একটি পরিচায়ক লক্ষণ। কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে রোগী ভীষণ রাগান্বিত হয়, মুখমণ্ডল অরক্তিম ভাব ধারণ করে। কাহারো প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না।

মানুষের এই প্রকার মানসিক অবস্থা সংসারে কোনপ্রকার আত্মীয় স্বজন কিংবা কোনপ্রকার সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার দরুনই স্বভাবতঃ উদ্রেক হইয়া থাকে কিন্তু অরম মেটালিকমের এই অবস্থা উপদংশ এবং পারদের অপব্যবহারই সর্ব্বপ্রধান কারণ ইহা স্মরণ রাখিবে।

অরম মেটালিকামে মানসিক অবস্থা অত্যন্ত অধিকরূপ বিকৃতি হয় এবং তাহার মধ্যে আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষা এবং চেষ্টা অত্যন্ত প্রবল থাকে, সকল সময়

আত্মহত্যার চিন্তাই জীবনকে তোলপাড় করিতে থাকে। আমোদ আহ্লাদ, আনন্দ কিছুমাত্র থাকে না। এই ঔষধ কোন রোগে নির্ব্বাচন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম মানসিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। মানসিক লক্ষণই হইতেছে এই ঔষধের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব।

কান পাকা এবং কর্ণের অস্থি ক্ষত—রক্তাধিক্য বশতঃ কর্ণ গুণ গুণ করে এবং রোগী গোলমাল অধিক সহ্য করিতে পারে না, গোলমালে কর্ণে কষ্ট হয়। কর্ণের অভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত গুরুতররূপে আক্রান্ত হয় এবং তদহেতু দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ নির্গত হইতে থাকে। Temporal bone অর্থাৎ শঙ্খাস্থি, পার্শ্বস্থ আভ্যন্তরিক অস্থি সমূহে রোগ বিস্তারিত হইয়া ক্ষতযুক্ত হয়, mastoid proccssএ যেন ছিদ্র করিয়া ফেলিতেছে এই প্রকার যন্ত্রণা হয়। ক্রমশঃ এই প্রকার অবস্থা হইতে অস্থি ক্ষত হইয়া পচন পর্য্যন্ত আরম্ভ হইবার আশঙ্কা হয়। অরম মেটালিকামের অস্থিক্ষত একটি ধর্ম্ম—নাসিকা, চক্ষু, ইত্যাদি সমুদয় স্থানের অস্থিক্ষত হইতে পারে। নাসিকা, টাকরা,(palate) এবং কর্ণের mastoid Procsssএর অস্থিতে ক্ষত (caries of the nasal, palatine and mastoid process) অরম মেটালিকামে সচরাচর অধিক হইতে দেখা যায় এবং এই স্থানগুলিই অধিক আক্রান্ত হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে অত্যন্ত অধিক হয়। অস্থির এই অবস্থা উপদংশ এবং পারদের অপব্যবহারই হইতেছে প্রবল কারণ। mastoid processএর অস্থিক্ষতে নাইট্রিক এসিড ও একটি উত্তম ঔষধ। সামান্য প্রদাহ এবং যন্ত্রণা হইলে অর্থাৎ রোগ অত্যন্ত অধিক না হইলে ক্যাপ্সিকাম প্রয়োগ হইয়াও থাকে। লম্বা লম্বা অস্থিতে ক্ষত হইলে (caries of long bone) ফ্লুরিক এসিড এবং এঙ্গুষ্টুরা (Angustura) অধিক ব্যবহার হয়।

অস্থি বেষ্টোষ (Periostitis)—অস্থিবেদনার অরম মেটালিকাম একটি উত্তম ঔষধ। এই বিষয়ে ইহা কেলিআইওড, এসাফিটিডা এবং মার্কিউরিয়াসের সমকক্ষ। ভায়না সহরের লিওপোল্ড হাঁসপাতালে ইহা অত্যন্ত অধিক ব্যবহার হইত। অস্থিতে এত অধিক যন্ত্রণা হয়, রোগীকে রাত্রিতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া পায়চারি করিতে হয়, যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে, কোন অবস্থাতেই শান্তি পায় না। এইরূপ স্থলে অরম মেটালিকাম ব্যতীত চেলিডোনিয়াম, ষ্ট্র্যাফিসাইগ্রিয়া অনেক স্থলে ব্যবহার হইয়া থাকে,

এই ঔষধগুলির বিষয়ও চিন্তা করিবে। অরম মেটালিকামের অস্থিবেদনা পারদ কিংবা উপদংশ রোগ হইতে অদ্ভুত হইলেই অধিক ফলপ্রদ হইবে।

চক্ষুপ্রদাহ—স্ক্রফিউলাস চক্ষুপ্রদাহে অরম মেটালিকাম প্রায়ই ব্যবহার হয়—চক্ষুর শিরাগুলি (Bloodvessels) অত্যন্ত লালবর্ণ হয়। কণীনিকা আরক্ত ও মাংসময় (Pannus) ও রক্তাধিক্য হইয়া ওঠে,—শিরাগুলির স্ফীতি অরম মেটালিকামের একটি বিশেষত্ব। ইহা ব্যতীত অশ্রুস্রাব অত্যন্ত ক্ষয়কারক এবং চক্ষু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়, কোনপ্রকার স্পর্শ সহ্য হয় না, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিরও গোলযোগ ঘটে—বস্তু দ্বি দৃষ্টি (double) কিংবা অৰ্দ্ধ দৃষ্টি (half) দেখায়। দৃষ্টি শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, গ্যাসের আলোর নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল রশ্মি যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে, চক্ষুর সম্মুখে যেন অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পীতবর্ণ দ্রব্য ভাসিয়া বেড়াইতেছে এই প্রকার দৃষ্টির নানা উৎপাত হয়। অৰ্দ্ধ দৃষ্টির (Hemiopia or half sight) অরম মেটালিকাম একটি মহৎ ঔষধ, এইরূপ স্থলে ২০০ ক্রম সচরাচর প্রয়োগ হয়। লাইকোপোডিয়াম এবং লিথিয়াম কার্ব্বেও অৰ্দ্ধ দৃষ্টি আছে কিন্তু অরমে যেমন নিচের অৰ্দ্ধ দেখে, অন্য দুইটিতে বস্তুর বাম দিকের অৰ্দ্ধ দেখে (Aurum sees only the lower half, while the other two sees only the left half of objects)। ক্যালকেরিয়াতে রোগী সময় সময় হঠাৎ হাওয়াইয়ের মত দৃশ্য দেখে যেন নিম্ন হইতে হাওয়াইএর ন্যায় একটি আগুণের রশ্মি আকাশে উঠিতেছে। উপদংশ জনিত তারকামণ্ডলের প্রদাহে (iritis) অরম মেটালিকাম একটি উপযুক্ত ঔষধ যখন চক্ষুর প্রদাহ স্পর্শে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এই লক্ষণটি বৰ্ত্তমান থাকে। চক্ষুর চারিধার অত্যন্ত টাটায় এবং বেদনা করে যেন মনে হয় অস্থিতে বেদনা হইতেছে, চক্ষুর এই প্রকার অবস্থা প্রায়ই পারদের অপব্যবহারের পর এবং উপদংশ রোগ হেতু উৎপন্ন হয়। চক্ষুর চারি পার্শ্বে যন্ত্রণাসহ উপদংশ জনিত iritis এ এসাফিটিডাও প্রয়োগ হয় কিন্তু এসাফিটিডায় যন্ত্রণা অরম মেটালিকামের ন্যায় তত অধিক হয় না। এই বিষয়ে মার্কিউরিয়াস কর এবং নাইট্রিক এসিডের বিষয়ও চিন্তা করা যাইতে পারে।

গ্রন্থিপ্রদাহ (**Glandular Swelling**)—কর্ণমূল, কুচকি, ডিম্বাশয়, নিম্নোদর ইত্যাদি স্থানের অস্থি অল্প বিস্তর ইহাতে আক্রান্ত হয়।

অণ্ডকোষ, ডিম্বাশয়, স্তনগ্রন্থি, স্ফীত হইয়া শক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অরম মেটালিকাম পুরাতন গ্রন্থি বিবৃদ্ধিতে উত্তম কার্য্য করে। কিন্তু অরমের বিশেষত্ব হইতেছে গ্রন্থি স্ফীত হইয়া কঠিন আকারে পরিণত হওয়া—(glands undergo states of hardness, infiltration etc).

অণ্ডকোষ প্রদাহ (Orchitis)—পুরাতন একশিরার অরম উপযুক্ত ঔষধ যখন দক্ষিণ পার্শ্বের অণ্ডকোষ অধিক আক্রান্ত হয়। একশিরায় অণ্ডকোষ বিবৃদ্ধি এবং শক্ত হয়। ইহা ব্যতীত লিঙ্গ রক্তাধিক্য হইয়া পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোচ্ছাস হয়। পারদ অথবা উপদংশ রোগ জনিত হইলেই অরম মেটালিকাম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

নাসিকার অস্থিক্ষত—নাসিকার অস্থিক্ষতের অরম মেটালিকাম একটি প্রধান ঔষধ যদিও হেপার, মার্কিউরিয়াসও এই প্রকার অবস্থার উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে, কিন্তু যখন নাসিকার অস্থিক্ষত হয় কিংবা ধ্বংস হয় ও তৎসহিত যদ্যপি উপদংশ অথবা পারদের দোষ বর্ত্তমান থাকে এবং মানসিক অবস্থার বিশেষত্ব থাকিলে অরম মেটালিকামকেই সর্ব্বপ্রথম স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। পারদ এবং উপদংশজনিত নাসিকার অস্থিক্ষতে সমুদায় চিকিৎসকই অরম মেটালিকাম প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। নাসিকার অস্থিক্ষত হইয়া চ্যাপ্টা হইয়া বসিয়া যায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হয়, গলার স্বর বিকৃতি-প্রাপ্ত হয়। ডিম্বের শ্বেতাংসের ন্যায় ঘন ঘন শ্লেষ্মা স্রাব হয়, নাসিকাগ্র লালবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, নাসিকারন্ধ্রে ক্ষত হয় এবং নাসিকার septum ক্ষত হইয়া ছিদ্র হইয়া যায়।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় এবং জরায়ুভ্রংশ—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে অরম মেটালিকামের যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। জরায়ু অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয় এবং তদহেতু জরায়ু ভারাক্রান্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িবার আশঙ্কা হয় এবং পুরাতন রক্তাধিক্য বশতঃ (chronic congestion) জরায়ু বিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জরায়ুভ্রংশ সচরাচর জরায়ু বন্ধনীর (ligament) শিথিলতা প্রযুক্তই হইয়া থাকে এবং স্ট্যাভমিকা, সিপিয়া, লিলিয়াম সেইরূপ স্থলে প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু অরম মেটালিকামে জরায়ু রক্তাধিক্য অবস্থা হেতু ভারপ্রাপ্ত হইয়া জরায়ুভ্রংশ হয়। জরায়ুর এই প্রকার কারণ জনিত ভ্রংশে কিংবা কঠিনতায় অরম মিউর নেট্রোনেটামও একটি উপযুক্ত ঔষধ। ইহা সচরাচর দ্বিতীয়

কিংবা তৃতীয়ক্রম ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অরম মেটালিকাম পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হেতু জরায়ু কঠিনতার (indurated uterus) এবং জরায়ুক্ষতেরও একটি ঔষধ। ঋতুস্রাব স্বল্প এবং অত্যন্ত বিলম্বে হয়—ঋতুস্রাব কালীন মানসিক অবসাদ অত্যন্ত অধিকরূপ বৃদ্ধি হয়।

জরায়ুভ্রংশে অরম মেটালিকামের সহিত সিপিয়ায় ভ্রম হইবার কারণ দেখি না। অরম মেটালিকাম রোগী মোটা, সিপিয়া পাতলা। অরম মেটালিকাম রোগীর কাহারো প্রতি এবং কোন বিষয়ে ভালবাসা কিংবা উৎসাহ থাকে না। সিপিয়া রোগী সাংসারিক কার্য্যে কিংবা আপন জনের প্রতি অলস এবং উদাসীন। ইহা ব্যতীত অরম মেটালিকামে দেখা যায় জরায়ুভ্রংশের সহিত কামোত্তেজনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; যাহাকে তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে চায়।

যকৃত—যকৃত রক্তাধিক্য হইয়া স্ফীত, বিবৃদ্ধি এবং শক্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ কুক্ষিপ্রদেশে জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, যতই রক্তাধিক্যতা হইতে থাকে যকৃত ততই cirrhosis অথবা fatty degeneration অবস্থা প্রাপ্ত হয়। উদরী দেখা দেয়, পিত্ত নিঃসরণ ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু মল সাদা অথবা ছাইএর ন্যায় হয়। কিন্তু অরম মেটালিকাম নির্ব্বাচনে মানসিক অবস্থার বিশেষত্ব অর্থাৎ বিষাদ, নিরুৎসাহ, নৈরাশ্য ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। অরম মেটালিকামের একটি স্বভাবই হইতেছে রক্তাধিক্য হইয়া কঠিনতা প্রাপ্ত হওয়া। হৃৎপিণ্ড এবং যকৃতকে শক্ত অবস্থায় পরিণত করে। যকৃত কিংবা হৃৎপিণ্ডের ব্যাধির সহিত মানসিক অবসাদ এই ঔষধে নিরবিচ্ছিন্নরূপে প্রকাশ থাকে এতদ্‌রোগের সহিত আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষা নিরুৎসাহ, অবসাদ ইত্যাদি প্রকাশ থাকিবে—ইহা এই ঔষধের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ (In man, I have observed it oftenest in connectien with liver troubles. In woman, with woumb troubles especially when enlarged, indurated, or prolupsed. In both these cases, the result, so far, as local conditions are concerned, seems to be from repeated attacks of congestion to the parts which ends in hypertrophy. These congestions are so characteristic of this remedy, takes place in

head, heart, chest and kidneys, but whenever they come, the peculiar mind symptoms are always present to furnish the chief indication for gold—Nash.)

বাত (Rheumatism)—অরম মেটালিকাম উপদংশ অথবা পারদের অপব্যবহার হেতু বাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বাতে সংযোগস্থল (Joint) ফুলিয়া উঠে এবং শক্ত হয়, অস্থি এবং অস্থি আবরক স্ফীত ও প্রদাহ হয়। পুরাতন উপদংশ রোগের দরুণ জঙ্ঘার সম্মুখাংশের অস্থি (shin bones,), নাসিকার অস্থি, কর্ণের অস্থি ইত্যাদিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা রাত্রিতেই অত্যন্ত ভীষণ হয়। সন্ধ্যায় যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া সমস্ত রাত্রি থাকে, যন্ত্রণায় রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না এবং আক্রান্ত সংযোগস্থল নাড়াইতে পারে না।

অরম মেটালিকামে অস্থি এবং অস্থি আবরকের যন্ত্রণাদি সমুদায়ই উপদংশ এবং পারদের অপব্যবহার হেতুই হইয়া থাকে। মস্তকের খুলিতেও যন্ত্রণা হয় এবং তদহেতু ভীষণ শিরঃপীড়া হয়, রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়ে, মস্তকের স্থানের স্থানের কেশ পড়িয়া যায়। মস্তক যথেষ্ট উষ্ণ থাকা সত্ত্বেও রোগী শীতল বায়ুর স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, আরো অধিক কাপড় দিয়া জড়াইয়া রাখিতে চায়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সচরাচর উচ্চ :ক্রম ৩০, ২০০ অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ, পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা উচিত নয়। একবার দিয়া অন্ততঃ এক সপ্তাহ অপেক্ষা করা উচিত।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—অস্থি এবং জরায়ু রোগে এসাফিটিডা, কেল্কেরিয়া, প্ল্যাটিনা, সিপিয়া, থেরিডিয়ন।

অরম মেটালিকাম—সিফিলিনামের পূর্ব্বে এবং পরে উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—ঠাণ্ডা বাতাসে, শরীর শীতল হইলে, শয়নে, মানসিক পরিশ্রমে, সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে।

রোগের উপশম—উষ্ণ বাতাসে, শরীর উষ্ণ হইলে, প্রাতে এবং গ্রীষ্মকালে।

অনৈক ভদ্রলোক আসাম প্রদেশ হইতে একটি রোগী আমার নিকট চিকিৎসার্থ লইয়া আইসেন। রোগীর বয়স মাত্র ১২ বৎসর স্কুল শিক্ষকের পুত্র। বালকটির মুখগহ্বরের তালুর উর্দ্ধদেশে একটি ছিদ্র হইয়া উপর দিকে চলিয়া গিয়াছে। নাসিকার অভ্যন্তর প্রদেশ আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। কথার স্বর বিকৃতি হইয়া নাসিকা ধ্বনির ন্যায় নাকি নাকি স্বর হইয়াছে, নাসিকার মধ্যস্থল কিছু বসিয়া গিয়াছে, বালকের পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাহার পারদ এবং উপদংশের দোষ ছিল। ক্ষতের চারিপার্শ্ব অত্যন্ত পরিস্কার যেন ছুরি দিয়া কাটা হইয়াছে, দেখিতে কেলিবাইক্রমিকামের ক্ষতের ন্যায়, কিন্তু কেলিবাইক্রমিকামের আর কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। বালকটি অত্যন্ত বিমর্ষ, মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং চেহারাও অত্যন্ত অপরিষ্কার, অনেক চিন্তা করিয়া তাহাকে অরম মেটালিবাম ২০০ শক্তি একমাত্রা প্রয়োগ করিতে দিয়া ১০ দিন পর সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিলাম। রোগীর ক্ষতের এবং মানসিক অবস্থা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে আর ঔষধ না দিয়া কেবল মাত্র কতকগুলি বটিকা দিয়া প্রত্যহ ২ বার করিয়া খাইতে বলিয়া বিদায় করিয়া দিলাম। বালকটিকে এই প্রকারে ৫ মাসে আরোগ্য করি, এই ৫ মাসের মধ্যে তিনটি মাত্রা কেবল অরম মেটালিকাম দিয়াছিলাম শেষবার অরম মেটালিকাম এক মাত্রা ১০০০ ক্রম দিয়াছিলাম। যতদূর সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে জানিতে পারিয়াছি, রোগী অদ্য পর্য্যন্ত ভাল আছে।

ক্রিয়োজোট (Kreosote)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ক্রিয়োজোটাম (Kreosotum)। কাষ্ঠ হইতে এক প্রকার তার পদার্থ বাহির হয়। সেই তারকে পুনর্ব্বার ডিষ্টিল করিয়া তবে প্রকৃত ক্রিয়োজোট পাওয়া যায়।

ক্রিয়োজোটের সিদ্ধান্তকরণ ডাক্তার ওয়াহেল সাতজন লোকের উপর সম্পাদন করেন। তন্মধ্যে পাঁচজন স্ত্রীলোক ছিল এবং সর্ব্বত্র সূক্ষ্মমাত্রা ব্যবহার করা হইয়াছিল।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। রক্তস্রাবপ্রবণতা—ক্ষুদ্র ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয় (small wounds bleed profusely—Crot, Lache, Phos).

২। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থান হইতে দুর্গন্ধ এবং ক্ষতকারক স্রাব নির্গত হয়।

৩। যন্ত্রণাযুক্ত দন্তোদগম—দাঁত বাহির হইতে না হইতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মাড়ি শিথিল, রক্তস্রাবী, প্রদাহযুক্ত (Painful dentition, teeth begin to decay as soon as they appear). দন্তোদগমকালীন শিশুর উদরাময় এবং কলেরা হয়।

৪। প্রদর স্রাব অত্যন্ত ক্ষতকারক এবং দুর্গন্ধযুক্ত, ঋতুস্রাবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে এবং পূর্ব্বে হয়। কাপড়ে হলদে দাগ লাগে। যোনিদ্বার ভীষণ চুলকায় এবং প্রদাহ হয়।

৫। ঋতুস্রাব—সময়ের পূর্ব্বে প্রচুর এবং দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয় ও যন্ত্রণাযুক্ত। শয়নে স্রাব হয়, উপবেশনে এবং হাঁটাহাটিতে বন্ধ থাকে (flows on lying down, ceases on sitting or

on walking about)। শীতল 'জল পানে ঋতু স্রাবের যন্ত্রণার উপশম হয়। স্রাব থাকিয়া থাকিয়া হয় (flow intermits)।

৬। প্রস্রাব প্রচুর। প্রস্রাবের বেগ এত প্রবল এবং হঠাৎ হয় যে, রোগী প্রস্রাব আটকাইতে পারে না (পেট্রোসিলিনিয়াম)। কেবল শয়নাবস্থায় মূত্র ত্যাগ করিতে পারে। প্রথম রাত্রিতে গভীর নিদ্রায় শিশু অসারে শয্যায় প্রস্রাব করিয়া ফেলে।

সাধারণ লক্ষণ

১। ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে কর্ণে গুন গুন ভন্ ভন্ শব্দ হয় এবং কম শোনায়।

২। ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে ভীষণ শিরঃপীড়া হয়। (সিপিয়া)

৩। অন্তঃসত্বাবস্থাকালীন—বমনোদ্বেগ এবং বমন হয়। কলেরায় ভীষণ বমন এবং দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ হয়।

ক্রিয়োজোটে তিনটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। তাহা হইতেছে—(১) ক্ষতকারক স্রাব (excoriating discharge) (২) শরীরময় স্পন্দনশীলতা (pulsation all over the body) (৩) ক্ষুদ্র ক্ষত হইতে প্রচুর অক্তস্রাব (profuse bleeding from small wounds)।

কোন রোগে এই তিনটি লক্ষণ বিশেষরূপ বর্ত্তমান থাকিলে সেই স্থলেই ক্রিয়োজোটের বিষয় চিন্তা করিবে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থানসমূহই অধিক আক্রান্ত হয়। এতদস্থান হইতে প্রচুর এবং দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ হইয়া অবশেষে ক্ষত উৎপন্ন করে। ক্রিয়োজোটের ক্ষতকারক স্রাব এবং ক্ষত উৎপাদন করা একটি প্রধান বিশেষত্ব, স্রাব এত অধিক ক্ষতকারক, যে স্থলে স্পর্শ লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায়।

কর্কট রোগ (Cancer)—স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের এবং জরায়ুর কর্কট রোগে ক্রিয়োজোটকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। জরায়ুর কর্কট রোগে সময় মত প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ আর বৃদ্ধি হইতে পারে না। ভীষণ

অগ্নিবৎ জলন এবং চাপ চাপ দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব থাকে। স্রাব অত্যন্ত জ্বালাজনক এবং ক্ষতকারক। বস্থিকোঁটর যেন আগুনে জ্বলিয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ হয়। প্রস্রাবের পর জ্বালা, ক্যানসার অর্ব্বুদ হইতে অবিশ্রান্ত রক্তস্রাব। যোনি মধ্যে এবং বাহ্য প্রদেশ অত্যন্ত কণ্ডুয়ন। রক্তযুক্ত তরল ক্ষতকারক দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, যোনিদেশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য ইত্যাদি লক্ষণে ক্রিয়োজোট নির্ব্বাচিত হয়।

ডাক্তার গারেন্সি ক্রিয়োজোটকে স্তনের কর্কট রোগেও প্রাধান্য দেন। স্তনগ্রন্থিসমূহ উচু উচু হইয়া ঢেলার মত হয় এবং উহাদের প্রত্যেকের উপর মামড়ী পড়া থাকে এবং সামান্য উত্তেজনা পাইলেই রক্ত বহির্গত হয়। এতদসহ সময়ের পূর্ব্বে প্রচুর এবং দীর্ঘস্থায়ী রজঃস্রাব হয়। এতদ্ব্যতীত ক্রিয়োজোট পাকস্থলী এবং ওষ্ঠের ক্যানসারেও (cancer of the lip) ব্যবহার হয়।

জরায়ুর কর্কট রোগে হাইড্রাসটিসের বিষয়ও চিন্তা করিবে। হাইড্রাসটিস আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয়রূপেই ব্যবহার হয় এবং ইহা এতদ রোগের একটি আশু ফলপ্রদ ঔষধ।

গ্যাংগ্রিন (senile gangrene)—বৃদ্ধাবস্থায় গ্যাংগ্রিন হইলে অর্থাৎ অঙ্গুলি প্রভৃতি পচিতে আরম্ভ হইলে ক্রিয়োজোটের মূল অরিষ্ট জলে মিশ্রিত করিয়া পচা স্থান ধৌত করিলে এবং ৩য় ক্রমের ক্রিয়োজোট সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—রোগী কাল লম্বা শীর্ণ, অপরিপুষ্ট। বয়স অপেক্ষা অধিক লম্বা দেখায় (ফস্ফ)। শিশু দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায় শরীরের চর্ম্ম কোঁচকান গণ্ডমালা এবং চর্ম্মরোগ ধাতুগ্রস্থ, অত্যন্ত খিটখিটে, রোগী কি চায় এবং কি পাইলে যে শান্তি হইবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। যাহা দাও শিশু তাহাই ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

রক্তস্রাব—ক্রিয়োজোটে রক্ত স্রাবপ্রবণতা অত্যন্ত অধিক, সামান্য কারণেই রক্তস্রাব হয়। অতি সহজেই, সামান্য পিনের খোঁচাতেই অত্যন্ত অধিক রক্ত নির্গত হয়। যে স্থলে কয়েক ফোঁটা রক্ত নির্গত হওয়া উচিত সে স্থলে রক্ত ধারার সহিত বহির্গত হয় (small wounds inclined to

bleed profusely)। চক্ষু নাসিকা, জরায়ু, মূত্রপিণ্ড ইত্যাদি সমুদায় স্থান হইতে এবং সহবাসক্রিয়ায় স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে ও দন্তোৎপাটনে (কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব) অতি অল্পতেই রক্ত নিঃসৃত হয়। (রক্ত সকল সময় ধারার সহিত বহির্গত না হইতে পারে কিন্তু রক্তস্রাব অল্প অল্প নিশ্চেষ্টভাবে (passive) হইলেও শীঘ্র বন্ধ হইতে চাহে না। এই প্রকার রক্তস্রাবপ্রবণতা ফস্ফরাস, ল্যাকেসিস এবং ক্রোটেলাসেও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্বেতপ্রদর—অত্যন্ত ক্ষতকারক এবং দুর্গন্ধযুক্ত। এই দুইটি লক্ষণই হইতেছে ক্রিয়োজোটের বিশেষ পরিচায়ক। কাপড়ে হলদে দাগ লাগে, যোনিদ্বার হাজিয়া যায়। মূত্র ত্যাগে অত্যন্ত জ্বালাযন্ত্রণা হয়। যোনিদ্বার ও তদসংলগ্ন স্থান হাজিয়া যায়। ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে শ্বেতপ্রদর প্রকাশ পায় এবং প্রদর স্রাবে রোগী নিম্নাঙ্গ অর্থাৎ পদযুগল অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। শ্বেতপ্রদর স্রাবের সহিত রক্তস্রাব বর্ত্তমান থাকে এবং থাকিয়া থাকিয়া রক্তস্রাব প্রকাশ পায় (This remedy has a tendency to hæmorrhages, which are very obstinate. The hæmorrhages occur with leucorrhoeal trouble, they are intermittent, will almost stop, then freshen up again and again). এই প্রকার লক্ষণ অনেক সময় প্রসবের পর কলতানি স্রাবের সহিতও দেখা দেয়। ক্ষতকারক শ্বেতপ্রদর স্রাবে এবং জরায়ুর ক্ষতে ডাক্তার ন্যাস ২০০ শত শক্তি প্রয়োগ করিতেন।

ঋতুস্রাব—সময়ের পূর্ব্বে প্রচুর এবং অধিক দিন স্থায়ী হয় ও যন্ত্রণাযুক্ত, স্রাব থাকিয়া থাকিয়া হয় অর্থাৎ সবিরাম প্রকৃতির, রোগী মনে করে সে ভালই আছে, হঠাৎ আবার স্রাব আরম্ভ হয় (সালফার) এতদ্ব্যতীত স্রাব শয়নে প্রকাশ পায়, উপবেশনে কিংবা হাটাহাটিতে বন্ধ হয়, স্রাব কালবর্ণ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও ক্ষতকারক। স্রাবের স্পর্শে জোনিদ্বার এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হাজিয়া যায় চুলকায়। একটি লক্ষণ ক্রিয়োজোটে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে, প্রত্যেক ঋতুস্রাবকালীন ওষ্ঠদ্বয়ে হাজিয়া যাওয়া কাঁচা কাঁচা (rawness) বোধ, মুখবিবরের সংযোগস্থল ছিড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং সেই সময় শরীরের সমুদায় স্রাব ক্ষতকারক হয়, যে স্থানে স্পর্শ লাগে সেই স্থানই হাজিয়া যায়, চুলকায়, জ্বালা করে।

চুলকাইলে জ্বালা উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। অনেক সময় তরল ভেদ হয় এবং তাহাও ক্ষতকারক, মলদ্বার জ্বালা করে। এক কথায় ইহাই বলা যাইতে পারে ঋতু স্রাবকালীন যাবতীয় লক্ষণ এবং রোগের উপসর্গ বৃদ্ধি পায় কিন্তু শীতল জলপানে ঋতু স্রাবের যন্ত্রণা উপশম হয়।

টাইফয়েড ফিবার—টাইফয়েড ফিবার আরোগ্যের মুখে উদর এবং শৈল্মিক ঝিল্লি (mucous membrane) যুক্ত স্থান হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হয়। মুখের অভ্যন্তর প্রদেশ হাজিয়া যায় এবং যে স্রাব নিঃসরণ হয় তাহাতে স্থান ক্রমশঃ খাইয়া যায়। ইহা ব্যতীত আরও দেখিতে পাওয়া যায়, টাইফয়েড ফিবার আরোগ্যের মুখে বমনও প্রকাশ পায়। বমনও অত্যন্ত ক্ষতকারক। এত অধিক ক্ষতকারক যে মুখের চর্ম্ম, ওষ্ঠদ্বয় ইত্যাদি শ্লেষ্মাস্রাবী স্থান সমূহ ক্ষত হইয়া যায়। ক্রিয়োজোটের যাবতীয় স্রাব অত্যন্ত ক্ষতকারক এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

কলতানি স্রাব (lochia)—কটাবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত এবং ক্ষতকারক। ক্রিয়োজোটে জরায়ু, যোনি, ইত্যাদি স্থানে অত্যন্ত অধিক কার্য্য থাকায় দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতকারক কলতানি স্রাবে ইহা প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—আহারকরা মাত্রই পাকস্থলীতে জলন আরম্ভ হয়, তৎপর ভার ভার বোধ, বিবমিষা এবং বমন প্রকাশ পায়। বমনে যাহা যাহা আহার করা হইয়াছিল তাহাই সেই অবস্থায় অজীর্ণরূপে বহির্গত হয়, আহারের ঘণ্টাখানেক পর হয়। বমন অত্যন্ত অম্ল স্বাদযুক্ত এবং ক্ষতকারক। ক্রিয়োজোটের বিশেষত্ব যে খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে অনেকক্ষণ থাকা সত্ত্বেও বমনেচ্ছা লাগিয়া থাকে। জলপানে মুখের স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত হয় এবং তিক্ত বোধ অনেকক্ষণ থাকে। শীতল দ্রব্য পানে কিংবা আহারে বৃদ্ধি হয়, উষ্ণ দ্রব্যে উপশম বোধ করে। পাকস্থলীর কর্কট রোগেও যখন এই প্রকার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে—ক্রিয়োজেট সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে না পারিলেও, যন্ত্রণা এবং প্রদাহ সাময়িক উপশম করিতে পারে—ক্রিয়োজোটের এই প্রকার আশু উপকার করিবার ক্ষমতা আছে। এতদ্‌হেতু পাকস্থলীর কর্কট রোগে ক্রিয়োজোটের ব্যবহার সময় সময় দেখা যায়।

দন্তশূল এবং দন্তোদ্গমহেতু রোগ—(Toothache and dentition)—দন্তশূলে বিশেষতঃ পোকা খাওয়া হেতু এবং বিশেষভাবে শিশুদিগেতে ইহা অত্যন্ত অধিকরূপ নির্ব্বাচিত হয়। শিশুদিগের দন্তশূলে ইহাকে ক্যামোমিলার পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে, অনেক স্থলে দেখিয়াছি ক্যামোমিলায় উপকার হয় নাই, ক্রিয়োজোটে উপকার হইয়াছে। শিশু ব্যতীত বয়স্কদিগেতেও ইহা ব্যবহার হয়। Kreosote is in children of all ages, as well as in adults, the chief romedy for odontalgia, when it is caused by cries of the teeth.—Hughes)।

ক্রিয়োজোটের দন্তশূল যন্ত্রণা ব্যতীতও যখন দন্তোদ্গম (dentition) কালীন কিংবা দন্তোদ্গম হেতু শিশুর নানা প্রকার রোগ প্রকাশ পায় এবং যখন দন্তোদ্গম হইতে না হইতেই দন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়—সেইরূপ সময়ের রোগে ক্রিয়োজেটকে অব্যর্থ ঔষধ জানিবে। (I like Kreosote in dentition very much. My first case was our own baby. She had been extremely fretful and irritable and sleepless for three or four days, and Chamomilla had done no good. I gave Kreosote 24, and in quarter of an hour, she was asleep and slept eleven hours right off and awoke cheerful. The nurse was almost frightened, thinking I must have given an opiate."—Dr. Maddan.

দন্তের ক্ষয়প্রাপ্ত বিষয়ে ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়াকে ক্রিয়োজোটের সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে, ইহাতেও দন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে না হইতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, দন্তের ধার অর্থাৎ কিনারা ক্ষয় হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে প্রথমতঃ দন্ত পীতবর্ণ হয়, তৎপর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। (দাঁতের উপরিভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—মার্কারি। গোড়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—মিজিরিয়াম, থুজা)।

উদরাময় এবং শৈশব কলেরা—শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ের ক্রিয়োজোট একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শৈশব কলেরাতে এবং দন্তোদ্গমকালীন উদরাময়েও ইহা নির্ব্বাচিত হয়। শিশুর দন্তসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত, মাড়ি শিথিল, যন্ত্রণাযুক্ত ঘোর লাল অথবা নীলবর্ণ (mouth full of decayed teeth, with spongy painful gums)—এইরূপ শিশুর কলেরায় ক্রিয়োজোট

অব্যর্থ ঔষধ এবং কলেরাও ইহাদিগের ভীষণ হয়, বমনের বিরাম থাকে না। মলও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। শিশুর দাঁত উঠিতে না উঠিতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (teeth decay almost as soon as they are born)। যন্ত্রণাযুক্ত দন্তোদ্গম হইতে কলেরা হইলে ক্রিয়োজোটকে প্রধান স্থান দিবে ইহা স্মরণ রাখিবে (Never forget Kreosote in cholera infan'um which seem to arise from painful dentition or in connecion with it, for I have seen some of the finest effects ever witnessed from any remedy from this one—Nash.)

বমন—অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বমনে অনেকে ক্রিয়োজোটকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেন। মুখে মিষ্টি মিষ্টি জল উঠে ও তদসহিত লালাস্রাবও বর্ত্তমান থাকে। এতদ্ব্যতীত পাকস্থলীর দুরারোগ্য gastromalacia রোগেও বমনে ক্রিয়োজোট নির্ব্বাচিত হয়। যখন পাকস্থলীর পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ ব্যতীত অন্য কারণ হইতে যেমন—পাকস্থলীর কর্কট রোগ, থাইসিস, যকৃত অথবা জরায়ুর কর্কট অথবা পুরাতন মূত্রপিণ্ডের (kidney) রোগ ইত্যাদি হইতে বমন প্রকাশ পায় তখন ক্রিয়োজোট প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ ক্রিয়োজোটের বমন অনেকটা sympathetic বলা যাইতে পারে (Kreosote proves specific where the vomiting of phthisis, and uterine cancer, and of chronic kidney disease, is often checked by it. I once had a chornic case of suspected cancer of the stomach under treatment, the vomiting of which was always arrested by Kreosote when it became troublesome—

প্রস্রাব এবং শেষে-মোতা—(১) প্রস্রাব প্রচুর হয় এবং ঈষৎ পীতবর্ণ (Pale yellow) (২) প্রস্রাবের বেগ এত অধিক এবং হঠাৎ হয় যে (urging is so great and sudden) (পেট্রোসিলিনিয়াম) রোগী প্রস্রাবের বেগ আট্‌কাইতে পারে না। (৩) শিশু প্রথম রাত্রিতে শয্যায় অসাড়ে প্রস্রাব করিয়া ফেলে এই রকম সময় শিশুর নিদ্রা এত গভীর হয় যে, শিশুকে নিদ্রা হইতে সহজে জাগাইতে পারা যায় না (সিপিয়া)। (৪) এতদ্ব্যতীত রোগী শয়নাবস্থায় কেবল মূত্র ত্যাগ করিতে পারে (can only urinate

when lying) (পশ্চাদ্দিকে শরীর ঝুঁকিয়া বসিলে কেবল মূত্র ত্যাগ করিতে পারে—জিঙ্ক মেটালিকাম)।

বধিরতা—ঋতু-স্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে কর্ণে গুণ্ গুণ্ এবং ভন্-ভন্ শব্দ হয় এবং কর্ণে কম শুনায়।

শিরঃপীড়া—ঋতু-স্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে ভীষণ শিরঃপীড়া হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সচরাচর ৩০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয় কিন্তু যে সমুদায় রোগী স্পর্শাধিক্য (sensative) তাহাদিগেতে ২০০ শক্তি ব্যবহার হওয়া উচিৎ। ডাক্তার হিউজ জরায়ু এবং বমনে নিম্নক্রম এবং ৬ ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—উৎকট (malignant) এবং কর্কট রোগে ক্রিয়োজোটের পর আর্সেনিক, ফস্ফরাস এবং সালফার উত্তম কার্য্য করে।

প্রতিবন্ধক—(**Inimical**)—কার্ব্বভেজ এবং ক্রিয়োজোট পরস্পর ব্যবহার হয় না।

রোগের বৃদ্ধি—খোলা মুক্ত বায়ুতে, শীত ঋতুতে, শীতল জলে, প্রক্ষালণে এবং অবগাহনে, বিশ্রামে বিশেষতঃ শয়নে, ঋতুস্রাবের পর।

রোগের উপশম—সাধারণতঃ উত্তাপে, সঞ্চালনে, উষ্ণ খাদ্য আহারে।

রোগীর বিবরণ

১। একজন স্ত্রীলোক বয়স প্রায় ২৯ হইবে, ৭ মাস হইতে উগ্র এবং দুর্গন্ধযুক্ত প্রদর রোগে ভুগিতেছিল। তাহার কোমরে বেদনা ছিল, সে এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে চলিবার সময় তাহার পদদ্বয় কাঁপিত। প্রদর স্রাবে জ্বালা ছিল, যোনিদ্বার প্রদাহে ফুলিয়াছিল। প্রস্রাবে জ্বালা ছিল। জননেন্দ্রিয় এবং তদসংলগ্ন স্থানসমূহ এত বেদনাযুক্ত ছিল যে, তাহার বসিতে

অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। ডাক্তার রাইট তাহাকে ২০০ শত ক্রিয়োজোট সেবন করাইয়া ২০ দিবসে আরোগ্য করিয়াছিলেন—

২। এক ১৮ বৎসর বয়সের বালকের শয্যা-মূত্র রোগ ছিল। ডাক্তার পায়-রাসেল ৪ আউন্স জলে একবিন্দু ক্রিয়াজোট মিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করিতে দিয়াছিলেন, তাহাতে রোগীর অনেক উপকার হইয়াছিল বটে কিন্তু এক মাস পর আবার প্রকাশ পায়। তখন এক মাত্রা সালফার ৩০ দেওয়া হয়, তাহাতে আবার বন্ধ হয় কিন্তু আবার হয়। অবশেষে তাহাকে ক্রিয়োজোট পুনরায় কিছু দিন সেবন করাইয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করা হয়। —(ডাক্তার পার-রাসেল)।

সিমিসিফিউগা (Cimicifuga)

ইহার আর একটি নাম একটিয়া রেসিমোসা। দুই জাতীয় একটিয়ার উল্লেখ দেখা যায়, একটি হইতেছে একটিয়া রেসিমোসা এবং অপরটি একটিয়া স্পাইকেটা।

একটিয়া স্পাইকেটার ব্যবহার এক সন্ধিস্থলের বাত ব্যতীত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলে যেমন হস্তের, পদের এবং মনিবন্ধের এই সমুদায় স্থানের বাত যন্ত্রণা হইলে তাহাতে উত্তম কার্য্য করে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল যন্ত্রণা ভীষণ হয়, অক্ষিগোলক ফাটিয়া যাইতে চাহে, যন্ত্রণা মস্তকোপরি, পশ্চাতে এবং পার্শ্বে বিস্তারিত হয় এবং যন্ত্রণা উপরে উঠিতে বৃদ্ধি হয়। শয়নে উপশম হয়।

২। হৃৎশূল, হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি হৃদপিণ্ডের রোগ জরায়ু এবং ডিম্বাশয়ের প্রত্যাবৃত্ত লক্ষণ স্বরূপ (Reflex symptom) উত্থিত হয়।

৩। ঋতুস্রাব অত্যন্ত অনিয়ম—সময়ের পূর্ব্বে, পরে কিংবা বিলম্বে হয় এবং প্রচুর হয় ও অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত। ঋতুস্রাব যতই প্রচুর হয় যন্ত্রণা ততই অধিক হয়।

৪। শরীরের নানাস্থানে জরায়ু এবং ডিম্বাশয়ের রোগ হেতু তীব্র বিদ্যুৎবৎ যন্ত্রণা হয়।

৫। কৃত্তিম প্রসব যন্ত্রণা—নিম্নোদরের দুই পার্শ্ব হইতে চাপিতে থাকে অথবা যন্ত্রণা দক্ষিণ হইতে বামে এবং বাম হইতে

দক্ষিণে চলাচল করে। যন্ত্রণার সমতা এবং স্থানের নির্দ্দিষ্টতা নাই। তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব হইয়া যায়।

৬। প্রসব যন্ত্রণাকালীন প্রথমে অনেক সময় কম্প হয় (Shivers in first stage) স্নায়বীয় উত্তেজনা হেতু তড়কা হয়। জরায়ু মুখ অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত আক্ষেপযুক্ত যন্ত্রণা, সামান্য গোলমালেই বৃদ্ধি হয়।

৭। গর্ভাবস্থার শেষমাসে লক্ষণ মত সিমিসিফিউগা প্রয়োগে যন্ত্রণা হ্রাস করিয়া সুপ্রসব করিয়া থাকে (পালস, কলোফাই)।

সাধারণ লক্ষণ।

সূতিকা-উন্মাদ-রোগী মনে করে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। শীঘ্রই পাগল হইয়া যাইবে।

২। রোগী মনে করে তাহার চতুর্দ্দিক ঘোর মেঘাচ্ছন্ন এবং তাঁহাকে ঘোর মেঘে বেষ্টিত করিয়া ফেলিয়াছে। সমুদায় অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলা বোধ হইতেছে।

৩। চেয়ারের নিম্নে ইন্দুর চলিয়া বেড়াইতেছে এই প্রকার ভ্রম দর্শন করে।

৪। বামস্তনের নিম্নে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

৫। গ্রীবা এবং পশ্চাতের পেশীর বাত যন্ত্রণা—আড়ষ্ট এবং টান বোধ হয়। হস্ত দ্বারা সেলাই'কল চালাইতে, টাইপ রাইটিং করিতে অথবা পিয়ানো বাজাইতে মেরুদণ্ডে স্পর্শাধিক্য বোধ হয়।

৬। বাতে উদরের পেশী অধিক আক্রান্ত হয়।

শিরঃপীড়া এবং অক্ষিপুট স্নায়ুশূল—সিমিসিফিউগার কার্য্য স্নায়বীয় বিধানে এবং গতি বিধায়ক স্নায়ুতে (motor nerves) অধিক প্রকাশ পায়। ইহার কার্য্য স্নায়ুর উপর অত্যন্ত অধিক কাজে কাজেই স্নায়ুশূল রোগে ইহার যথেষ্ট প্রয়োগ রহিয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব হইতেছে Reflex nervous action অর্থাৎ প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া—এই বিষয়ে সিমিসিফিউগা

একটি মূল্যবান ঔষধ। জরায়ু কিংবা ডিম্বাশয় রোগ জনিত উৎপন্ন স্নায়ুশূল শরীরের যে কোন স্থানে প্রত্যাবৃত্ত লক্ষণ (Reflex symptom) রূপে প্রকাশিত হইতে পারে। এই প্রকার কারণ হইতে উত্থিত একটি বিশেষ লক্ষণের প্রকাশ সিমিসিফিউগাতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে—মস্তকের তালুতে উত্তাপ বোধ (Sensation of heat on the top of the head)। উত্তাপ এবং যন্ত্রণা বোধ এত অধিক হয়—মনে হয় মস্তকের চাঁদি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং অক্ষি গোলকে কিংবা চক্ষুর উপর ভ্রূত ভীষণ কর্ত্তনবৎ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা প্রকাশ হয়। রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। যন্ত্রণা চক্ষুর উপরে আরম্ভ হইয়া মস্তকোপরি তীরবিদ্ধবৎ ছুটিয়া যায় অথবা একই স্থানে লাগিয়া থাকে অথবা যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাতেই লাগিয়া থাকে এবং গ্রীবাদেশে বিস্তারিত হয়। সিমিসিফিউগার এই প্রকার লক্ষণ প্রায়ই জরায়ু রোগের সহিত সংশ্রব থাকে। সিমিসিফিউগা সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অধিক ব্যবহার হয়—ডাক্তার ফ্যারিংটন বলেন চক্ষুর যে কোন রোগই হউক যদি উক্ত প্রকার ভীষণ যন্ত্রণা থাকে তাহা হইলে সিমিসিফিউগার বিষয় একবার চিন্তা করিতে ভুলিবে না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই শরীরের যে কোন স্থানের স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হউক এবং যদ্যপি এতদসহ জরায়ু অথবা ডিম্বাশয়ের কোন রোগ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে সিমিসিফিউগা অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং ইহাও খুব সত্য যে অক্ষিপুট স্নায়ুশূলে (Ciliary neuralgia) সিমিসিফিউগার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক দ্বিতীয় ঔষধ অত্যন্ত বিরল।

অক্ষিপুট স্নায়ুশূলের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

স্পাইজেলিয়া—ইহাতে যদিও সিমিসিফিউগার ন্যায় অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল যন্ত্রণা প্রকাশ থাকে কিন্তু স্পাইজেলিয়ার যন্ত্রণা সূর্য্য উদয় এবং অস্তের সহিত উপশম ও বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়ের সহিত যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং সূর্য্যের অস্তের সহিত উপশম হইতে থাকে—ইহাই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব। কাজে কাজেই দ্বিপ্রহরে যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং সন্ধ্যার সময় ক্রমশঃ উপশম হইয়া আইসে আর সিমিসিফিউগার যন্ত্রণা রাত্রিতে,

উপরে উঠিতে বৃদ্ধি হয় এবং শয়নাবস্থায় হ্রাস হয়। স্পাইজেলিয়ার যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাত হইতে আরম্ভ হইয়া, এক কিংবা উভয় চক্ষুতে বিস্তারিত হয়। স্পাইজেলিয়ার আর একটি লক্ষণের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে রোগী চক্ষু অস্বাভাবিকরূপ বৃহৎ বোধ করে। এই শেষোক্ত লক্ষণটি জরায়ু রোগের সহিত জড়িত থাকিলে সিমিসিফিউগাকেই তাহায় অতি উপযুক্ত ঔষধ জানিবে। স্পাইজেলিয়ায় সাধারণতঃ মস্তকের বামপার্শ্ব অথবা বা চক্ষু অধিক আক্রান্ত হয়।

মিজিরিয়াম—বাম চক্ষুর নিম্নে স্নায়ুশূল আরম্ভ হইয়া মস্তকোপরি বিস্তারিত হয়। উপদংশের সংশ্রব থাকিলেই ইহা উত্তম কার্য্য করে।

সিড্রন—চক্ষুর উর্দ্ধ স্নায়ু (supra-orbital) শূল যন্ত্রণার ইহাও একটি উত্তম ঔষধ। চক্ষু অগ্নিবৎ জ্বালা করে। ইহাতেও প্রায় বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় কিন্তু সিড্রনের বিশেষত্ব হইতেছে যন্ত্রণা প্রত্যহ ঘড়ির ন্যায় একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয়।

ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া—ইহাতেও উপরিউক্তরূপ চক্ষুর শূল যন্ত্রণা থাকে কিন্তু সচরাচর দক্ষিণদিক আক্রান্ত হয়।

সচরাচর দেখা যায় সিমিসিফিউগার স্নায়ুশূল যন্ত্রণার সহিত জরায়ুর অথবা ডিম্বাশয়ের রোগ বর্ত্তমান থাকে।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় এবং প্রসব যন্ত্রণা—সিমিসিফিউগার প্রধান কার্য্যই হইতেছে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর। প্রসব যন্ত্রণা, আশঙ্কিত গর্ভস্রাব ইত্যাদিতে ইহা অধিকরূপে প্রয়োগ হয়। যন্ত্রণা নিম্নোদরে এপাশ ওপাশ চলাচল করিতে থাকে কিংবা যন্ত্রণা দুই পার্শ্ব হইতে চাপিতে থাকে (pain fly accross the abdomen from side to side or darting from side to side. Lyco—from right to left. Ipecac and Lachesis from left to right) অর্থাৎ যন্ত্রণা একস্থানে লাগিয়া থাকে না। যন্ত্রণা নানাস্থানে ছড়াইয়া পরে, কখন জরায়ুর উপর, কখন পশ্চাতে, কখন কটিদেশে এইরূপ হইতে থাকে। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়। যন্ত্রণায় রোগীর মূর্চ্ছার উপক্রম হয় এবং চেঁচাইতে থাকে। প্রসব যন্ত্রণার সমতা থাকে না। অত্যন্ত অনিয়ম ভাবে হয়, কখন প্রবলভাবে উপস্থিত হয়, আবার জুড়াইয়া যায়।

Contraction'ও অনিয়ম, একবার জরায়ুর পথ প্রসারণ হয় আবার তৎমুহূর্ত্তেই কঠিন হয়। সিমিসিফিউগা যদিও স্ত্রীলোকের ঔষধ কিন্তু স্নায়ুপ্রধান স্ত্রীলোক দিগেতে যাহাদিগের অতি অল্পতেই মানসিক অবসাদ—ভয়, বিমর্ষভাব ইত্যাদি উপস্থিত হয় তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। প্রসব যন্ত্রণায় ইহা নিম্নক্রম ১× অধিক ফলপ্রদ। সিমিসিফিউগায় প্রসব যন্ত্রণার প্রারম্ভে একটি লক্ষণ প্রায়ই প্রকাশ পাইতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে কম্প—অর্থাৎ প্রসব যন্ত্রণার প্রথম অবস্থায় রোগীর কম্প হয় (জেলসিমিয়াম) প্রসব যন্ত্রণা এক স্থানে লাগিয়া থাকে না, নানা স্থানে সরিয়া বেড়ায় সিমিসিফিউগার ইহাই হইতেছে বিশেষত্ব (cimicifuga is best indicated where the pains besides being feeble, are irregular and are not always in the same place, now on one side, now on the other, now in the front, then in the back. The os does not relax, and the woman is depressed in spirits, taciturn and has jactitation of the limbs. In cases of sudden suspension of pain and expulsive efforts due to depression of mind or nervous exhaustion—cimicifuga is specific—Dr. Rechardson.)

অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থার কয়েকমাস পর নিম্নোদরে উক্তপ্রকার যন্ত্রণা হইলে সিমিসিফিউগা তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ব্যতীত নিম্নোদরে টাটানি অধিক হইতে থাকিলে হেমামেলিস অমিশ্র বাহ্যিক আরক (external tincture) জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে আশু উপকার পাওয়া যায়।

পালোট অর্থাৎ কৃত্রিম প্রসব বেদনা (false pain) —পালোট বেদনায় সিমিসিফিউগা একটি অতি প্রচলিত ঔষধ। এই প্রকার যন্ত্রণায় অধিকাংশ চিকিৎসকই সিমিসিফিউগাকে উচ্চস্থান প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত যাহাদিগের সন্তান প্রসব কালীন সাধারণতঃ অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে তাহাদিগকে এই ঔষধ প্রত্যহ অন্তঃস্বত্ত্বার শেষদিকে দুই বার করিয়া সেবন করাইলে সহজে প্রসব কার্য্য সম্পাদন হইয়া থাকে (পালসেটিলা: কালোফাইলাম)।

ভ্যাদাল ব্যথা (after pain)—ভ্যাদাল ব্যথায় সিমিসিফিউগা অনেক সময় প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয়। রোগী অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য (sensative)। যন্ত্রনায় কাতর হইয়া মাগো বাবাগো বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে, সহ্যগুণ অত্যন্ত কম এবং যন্ত্রনা কুচকি প্রদেশে (groin) অধিক বোধ করে।

আর্নিকা—ইহাই হইতেছে ভ্যাদাল ব্যথার উৎকৃষ্ট ঔষধ। সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পর প্রয়োগ করিলে রক্তস্রাব বা যন্ত্রণা অতি অল্প সময়েই হ্রাস হইয়া যায়।

সূতিকা উন্মাদ (puerperal mania)—সূতিকা উন্মাদেও সিমিসিফিউগার প্রয়োগ দেখা যায়। রোগী বলে আমি শীঘ্র পাগল হইয়া যাইব, মস্তক খারাপ হইয়া গিয়াছে। রোগী অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্ত। কথার কোন সামঞ্জস্য থাকে না; সকল সময় বকিতে থাকে। ইঁদুরের দৃশ্য দেখে, ইঁদুর যেন চলিয়া বেড়াইতেছে (ল্যাকক্যানাইনাম, ইথুজা)। মানসিক অবস্থা এমন হয় যে রোগী নিজের শরীরে নিজে আঘাত করিতে উদ্যত হয়। রোগীর চারিদিক যেন বিষাদ কালিমায় বেষ্টিত। শোক দুঃখে ম্রিয়মান। থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে—নিদ্রাশূন্য।

ল্যাকেসিস—রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে, যেন কোন বিষয়ে ভীষণ ভয় পাইয়াছে। ল্যাকেসিসের বিশেষত্বই হইতেছে নিদ্রাভঙ্গেই রোগের বৃদ্ধি।

আর্সেনিক—সময় সময় ল্যাকেসিসের পর প্রয়োগ হয়, রোগী একাকী থাকিতে ভয় পায়।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—ইঁদুরের ভ্রম দর্শন লক্ষণ যদিও ইহাতে রহিয়াছে কিন্তু উক্ত প্রকার ভ্রম দর্শন রোগী চক্ষু বুজিলেই দেখিতে পায়।

ক্ষয় কাশ (থাইসিস)—সিমিসিফিউগা যদিও ক্ষয় কাশের (phthisis) একটি বিশেষ প্রচলিত ঔষধ নয় তথাপি পার্শ্ববেদনা (pleura dynia) সহ ক্ষয় কাশিতে ইহার প্রয়োগ সময় সময় দেখা যায়। পার্শ্ববেদনার সহিত টিউবারকিউলসিসে গুয়েকামই (guaiacum) অধিক উপযুক্ত ঔষধ।

হৃৎশূল (angina pectoris)—হৃৎ শূলের সিমিসিফিউগা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যন্ত্রনা সমুদয় স্থান জুড়িয়া হইতে থাকে এবং যন্ত্রনার সহিত মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য অচৈতন্যতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। মুখ মণ্ডল রক্তিমবর্ণ হয় এবং বামহস্ত যেন শরীরের সহিত শক্তভাবে বাঁধা হইয়াছে—এইরূপ মনে হয়। সিমিসিফিউগার হৃদ্ শূলের যন্ত্রনা প্রায়ই জরায়ু কিংবা ডিম্বাশয় হইতে উত্থিত প্রত্যাবৃত্ত লক্ষণ (Reflex symptoms)। হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইতে থাকে এবং সামান্য নড়াচড়ায় হৃৎকম্প্রন উপস্থিত হয় (ডিজিটালিস)।

কসেরুকামজ্জাগত উত্তেজনা (spinal irritation) —spinal irritation এ সিমিসিফিউগার উল্লেখ বিশেষরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীবা অস্থির (cervical vartebrae) উর্দ্ধে কিংবা নিম্নে বিশেষতঃ নিম্ন গ্রীবা অস্থির স্থানে চাপ আদৌ সহ্য হয় না। উক্ত স্থান সমূহ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় এমনি কি রোগী চেয়ার পৃষ্ঠে লাগিবে ভয়ে হেলান দিয়া বসে না। সিমিসিফিউগার এতদ লক্ষণসমূহ জরায়ু হইতে উত্থিত প্রত্যাবৃত্ত লক্ষণ (reflex symptoms) জানিতে হইবে।

নেট্রাম মিউর—মেরুদণ্ডের অস্থির মধ্যস্থল স্পর্শাধিক্য বোধ করে কিন্তু উহাতে রোগী চিৎ হইয়া শয়নে উপশম বোধ করে। (সিমিসিফিউগায় রোগী পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করাইতে পারে না) এবং এতদসহ জরায়ুভ্রংশ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতেও পারে। নেট্রাম মিউরে আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা হেতু আংশিক পক্ষাঘাত। এই লক্ষণটী বিশেষভাবে শোক, দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদি হইতে উত্থিত হইলেই নেট্রাম-মিউর অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ফাইসোসটিগমা—ইহাতে মেরুদণ্ডের প্রকৃত irritatian এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। মেরুদণ্ডে সকল প্রকার জ্বালা এবং চিরিক মারা যন্ত্রণা উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে হস্তপদ এবং শরীরের অন্যান্য অংশ অসার হইয়া আইসে। এতদ্ব্যতীত হস্তে খিল ধরা যন্ত্রণাও হয় এবং শরীরের পশ্চাতের পেশী সমুদায় আড়ষ্ট হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা হয়।

এগারিকাস মাস্কেরিয়াস—ইহাও মেরুদণ্ডের প্রকৃত উত্তেজনার

একটি উত্তম ঔষধ। পৃষ্ঠে পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ সুড় সুড় বোধ এবং গাত্রত্বকে শীতোপহত (frost bitten) সদৃশ জ্বলন এবং চুলকানি প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত এগারিকাসে পেশীর আকুঞ্চন যথেষ্ট থাকিলেও কিন্তু অক্ষি-পুটে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়—চক্ষুর পাতা যেন নাচিতে থাকে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানের গাত্রত্বকে যেন সুচ ফুটিতেছে এই প্রকার চিন চিন যন্ত্রণা বোধ হয়।

মেরুদণ্ডের এবম্প্রকার উত্তেজনা হইতে প্রায়ই আংশিক পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয় এবং এতদ্বিষয়ে দুইটি ঔষধ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।—

(১) **জিঙ্কাম মেটালিকাম**—ইহাতে মেরুদণ্ডের সম্পূর্ণ উত্তেজনা প্রকাশ হয়। পৃষ্ঠদেশের প্রায় শেষ অস্থিতে (dorsal vertebra) কন কন বেদনা হয়। চলাফেরা অথবা শয়ন অবস্থাপেক্ষা উপবেশনে বেদনা অধিক হয় এবং এতদ লক্ষণের সহিত পদযুগলের দুর্ব্বলতা বিশেষভাবে দ্বিপ্রহরে যখন রোগী ক্ষুধা বোধ করে তখন অধিক প্রকাশ পায়। এই বিষয়ে আর একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মদ্যপানে জিঙ্কাম মেটালিকামে মেরুদণ্ডের উত্তেজনা বৃদ্ধি হয়।

(২) **ককুলাস ইণ্ডিকাস**—এই ঔষধটি স্ত্রীলোকদিগেতে অধিক প্রয়োগ হয় যাহাদিগের মেরুদণ্ড দুর্ব্বল (weak spine) এবং যাহাদিগের কটিদেশে (small of the back) পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। রোগী মনে করে হাটিতে পারিবে না, টলিয়া পড়িয়া যাইবে এতদলক্ষণের সহিত নিম্নোদর খালি খালি শূন্য বোধ হয়। মনে হয় নিম্নোদর যেন একটি শূন্য ভাণ্ড। পুরুষ লোকদিগেতে উপরোক্ত লক্ষণ অত্যধিক স্ত্রীসহবাস বশতঃ প্রকাশ পায় এবং স্ত্রীসহবাস হেতু এই প্রকার রোগের নাক্স ভমিকাই হইতেছে উত্তম ঔষধ।

কোবেলটাম—যদিও উক্ত লক্ষণ সমূহ ইহাতেও রহিয়াছে কিন্তু কোবেলটামে রোগী উপবেশনে কটিদেশে অধিক যন্ত্রণা বোধ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পদযুগলের দুর্ব্বলতাও থাকে।

ঋতুস্রাব (menorrhagia)—সিমিসিফিউগা প্রচুর ঋতুস্রাবের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যদিও ইহা স্বল্প রজঃস্রাবেও প্রয়োগ হয় কিন্তু যন্ত্রণাযুক্ত প্রচুর রজঃস্রাবেরই ইহা অধিক উপযুক্ত ঔষধ। রজঃস্রাব অত্যন্ত অনিয়মযুক্ত কথন

স্বল্প, কখন প্রচুর কিন্তু সিমিসিফিউগার প্রয়োগ প্রচুর রজঃস্রাবে অধিক হয়, যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, কটি এবং উরুদেশের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু প্রদেশে ভার ভার বোধ হয় যেন জননেন্দ্রিয় দিয়া কিছু বাহির হইয়া পড়িবে। It is one of the best remedies in menorrhagia, when there is "severe pain in the back down the thighs and through the hips, with heavy pressing down") রজঃস্রাব কৃষ্ণবর্ণ প্রচুর, চাপ চাপ এবং নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে কিংবা পরেও হয়। ঋতুস্রাব-কালীন রক্তস্রাব যতই প্রচুর হয় যন্ত্রণাও ততই অধিক হয়। (During menstruation the more profuse the flow the greater the sufferings)

বাত—ইহাকে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয় কিন্তু জরায়ু উদর, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি স্থলের বাতে ইহা অধিক ফলপ্রদ। হৃৎপিণ্ডশূল (angina pectoris) পার্শ্ববেদনা (pleurodynia) ইত্যাদির বিষয় পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তৎসমুদায়ই এই বাত জনিত হইয়া থাকে। সিমিসিফিউগা সাধারণতঃ পেশীর বাতে অধিক কার্য্য করে। সিমিসিফিউগার বিষয় একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে জরায়ু এবং ডিম্বাশয়ের দোষ হেতু যে কোন রোগ কিংবা লক্ষণ Reflex symptom স্বরূপ প্রকাশ হউক তাহাতে ইহা অধিকতর নির্ব্বাচিত হয়। অন্যান্য বাতের ঔষধের ন্যায় ইহাতে জ্বর প্রায়ই হয় না। ডাক্তার হেম্পেল বলেন হৃৎপিণ্ডকে ইহা অত্যন্ত গভীররূপে আক্রমন করে (Actea racimosa affects the heart very powerfully—Dr. Hemple) অনেকে সিমিসিফিউগাকে উদরের পেশীর বাতেরও একটি প্রধান ঔষধ বলেন। বাতের যন্ত্রণা রাত্রিতে স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয়।

বাধক বেদনা—বাধক বেদনাতেও সিমিসিফিউগার প্রয়োগ সময় সময় দেখা যায় যদিও সিমিসিফিউগা যন্ত্রণাযুক্ত প্রচুর রজঃস্রাবের উত্তম ঔষধ। এইরূপ স্থলে জরায়ুর আক্ষেপ (uterine spasm) এবং ভীষণ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। সিমিসিফিউগার যন্ত্রণার বিশেষত্বই হইতেছে যে যন্ত্রণা নিম্নোদরের পার্শ্ব হইতে চাপ দিতে থাকে অথবা যন্ত্রণা দক্ষিণ হইতে বামে এবং বাম হইতে

দক্ষিণে চলাচল করিতে থাকে। darting from side to side or pain fly accross the hypogastrium from side to side) জরায়ুর আক্ষেপ যুক্ত যন্ত্রণার কলোফাইলমই হইতেছে একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। এই প্রকার আক্ষেপযুক্ত একমাত্র যন্ত্রণায় বোধ হয় সিকেলিকরকেই ইহার পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

উদরাময়—উদরাময় এবং রক্তস্রাব প্রায় এক সঙ্গেই হয়। উদরাময় রক্তমাখা জলবৎ অথবা তরল পাতলা রক্ত। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত জলতৃষ্ণা থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—প্রসব যন্ত্রণায় নিম্নক্রম ১×,৩×,৬× অধিক প্রয়োগ হয়, সময় সময় ৩০ যদিও ব্যবহার হয় কিন্তু খুব কম। স্নায়ুশূলযন্ত্রণা আরোগ্য করিতে ৩০ এবং ২০০ অধিক ফলপ্রদ।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কলফাইলাম, পালসেটিলা।

রোগের বৃদ্ধি—মাসিক ঋতুস্রাবকালীন এবং যতই প্রচুর ঋতুস্রাব ততই প্রবল যন্ত্রণা (The more profuse the flow the greater the suffering)

ল্যাকেসিস (Lachesis)।

যে ভীষণ সর্পের নাম শুনিলে সমস্ত শরীর ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, সেই বিষধরের বিষকে ঔষধে পরিণত করিতে ভৈষজ্যবিদগণ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ৩।৪টি সর্পের বিষই অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে—তাহাদের মধ্যে ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস হোরিডাস, ন্যাজা এবং ইলাপস্ কোরেলিনাস—কিন্তু ইহাদের মধ্যে ল্যাকেসিসই সর্ব্বপ্রধান এবং অধিক প্রচলিত। প্রথমে এই ল্যাকেসিসের বিষয়েই আলোচনা করিব। কিন্তু ভৈষজ্যগুণ লিখিবার পূর্ব্বে সর্পদংশন বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

সমুদায় সর্পেরই বিষদন্ত থাকে, ইহা সূচাগ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ কিন্তু ফাঁপা—ইহার পশ্চাৎস্থিত একটি ক্ষুদ্র মাংস থলিতে বিষ সঞ্চিত থাকে আবার ঐ বিষদন্তের নিম্নে একটি ক্ষুদ্র নালী চলিয়া গিয়াছে তাহাতে ঐ উক্ত থলি অর্থাৎ Gland হইতে বিষ আসিয়া পতিত হয়। সর্প উত্তেজিত হইয়া হাঁ করিলে বিষদন্ত কিঞ্চিৎ সম্মুখ দিকে বহির্গত হইয়া পড়ে এবং তৎপর থলি হইতে বিষ উক্ত নালী দিয়া আসিয়া দংশিত স্থানে পতিত হয়। সর্প যত অধিক উত্তেজিত হয় বিষের কার্য্যও তত অধিক শক্তিশালী হয়। যদি কাপড়ের উপর দাঁত পড়ে তাহাতে কতক বিষ কাপড়ে লাগিয়া যায়। ইহা ব্যতীত জীবনী শক্তির প্রতিরোধ ক্ষমতা অনুযায়ীও বিষের কার্য্য কম বেশী হইয়া থাকে।

সর্পাঘাতকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—প্রথম অবস্থায় বজ্রপাতের সহিত সর্পদংশনের ভীষণতার তুলনা করা হইয়াছে—অর্থাৎ দংশন মাত্রই রোগী হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া ভূতলে পড়িয়া যায় এবং মৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয় অবস্থা—দংশিত স্থান ফোলে এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়। হৃৎপিণ্ডের গতির বৃদ্ধি হয় কিন্তু শক্তি হ্রাস হইয়া আইসে। রোগী নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে, সর্ব্বাঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম এবং কৃষ্ণবর্ণ ছোপ ছোপ দাগ প্রকাশ পায়—ক্রমশঃ রোগী নিস্তেজ হইয়া আইসে, মুখে ফেনা উঠিতে থাকে, এই প্রকার অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে। তৃতীয় অবস্থার কার্য্য দ্বিতীয় অবস্থা অপেক্ষা মৃদু।

ল্যাকেসিসের পরিচয়—আমরা যে সর্পের বিষয় আলোচনা করিতেছি তাহার সম্পূর্ণ নাম ল্যাকেসিস ট্রাইগোনসেফালাস (Lachesis trigonocephalus) ইহা মহাত্মা হেরিং সাহেব ৮০ বৎসর পূর্ব্বে নিজ সুস্থ শরীরে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সুস্থ দেহে নিম্নক্রমের চূ (trituration) সেবন করেন। পরীক্ষাকালীন তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন "আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলে যাহা করি কিংবা বলি তুমি তদসমুদায় লিখিয়া রাখিবে (note what I say and what I do) এবং মৃত্যুবৎ লক্ষণ দেখিলে বিষঘ্ন ঔষধ সেবন করাইবে—এতন্নিমিত্ত এলকোহল, এমোনিয়া, পারমেঙ্গানেট পটাস ইত্যাদি তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট দিয়া রাখিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে হ্যানিম্যানের বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথি মতে ইহার প্রথম ১× চূর্ণ প্রস্তুত হয়। ১× চূর্ণ ফুরাইয়া যাওয়ায় ২× হইতে ৩× চূর্ণ প্রস্তুত হয়। হেরিং সাহেবের জামাতার নিকট হইতে যদিও ৩× চূর্ণ পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু তাহার গুণ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। আমরা বাজারে ৬× চূর্ণ পর্য্যন্ত পাই কিন্তু চিকিৎসায় ৬ষ্ঠ শক্তির নিম্নে কদাচিৎ ব্যবহার দেখা যায়। ল্যাকেসিস আমরা সচরাচর উচ্চক্রমই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি।

ডাক্তার হেরিং পুনরায় ৩০ শক্তি সেবন করিয়া নিজ শরীরে ইহার প্রুভিং কার্য্য সম্পাদন করেন। এখন আমরা পুস্তকে যে সমুদায় লক্ষণ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাই তদসমুদায়ই ৩০ শক্তির প্রুভিং জানিবে। নিম্নচূর্ণ শক্তি পরীক্ষিত হইলে আরো অনেক নূতন লক্ষণ প্রকাশ পাইত এবং আরো অনেক রোগের চিকিৎসার সুবিধা হইত কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই।

মহাত্মা হেরিং যে সর্প বিষ সংগ্রহ করিয়া প্রুভিং সম্পাদন করিয়াছিলেন উহার মস্তকটি ফিলাডেলফিয়ার Academy of science গৃহে এখনও রক্ষিত রহিয়াছে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। রজোনিবৃত্তিকালে উপসর্গ—অর্শ, রক্তস্রাব, উষ্ণ আরক্তিমতা, উষ্ণ ঘর্ম্ম, মস্তকের তালুজ্বলন এবং শিরঃপীড়া ইত্যাদি

(climacteric ailments—haemorrhoids, haemorrhages, hot flushes and hot perspirations, burning vertex)

২। বামপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়—রোগ বামপার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণপার্শ্বে বিস্তারিত হয়—বাম ডিম্বাশয়, বাম অণ্ডকোষ, বাম বক্ষঃস্থল। (left side principally affected—diseases begin on the left and go to the right side—left ovary, testicle, chest.

৩। অত্যন্ত স্পর্শাধিক্যতা—গলদেশ, উদর ইত্যাদি স্থান সমূহে সামান্য কাপড়ের স্পর্শ সহ্য হয় না। কাপড়ের স্পর্শে কোন প্রকার যন্ত্রণা হয় না। অস্বস্থি বোধ হয় (great sensativeness to touch—throat, stomach, abodomen cannot bear bed clothes or night dress to touch throat or abdomen.

৪। সমুদয় উপসর্গ বিশেষতঃ মানসিক লক্ষণসমুহ নিদ্রার পর বৃদ্ধি হয় অথবা বৃদ্ধিতেই নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় অথবা বৃদ্ধি অবস্থার মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে। নিদ্রাভঙ্গে অত্যন্ত অস্থির অসুখী, উদ্বিগ্ন, বিষন্ন মনে করে এবং সমুদায় রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (All symptoms, especially the mental worse after sleep, or the aggravation wakes him from sleep, sleeps into the aggravation, aggravated in the morning on waking.)

৫। ঋতুস্রাব নিয়মিত হয়—স্বল্প, স্বল্পক্ষণ স্থায়ী, মৃদু এবং যন্ত্রণাযুক্ত অথচ সমুদয় যন্ত্রণা স্রাবের সঙ্গে সঙ্গে উপশম হয়। স্রাব হইতে হইতে বন্ধ হইলে যন্ত্রণা পুনরায় আরম্ভ হয় (Menses at regular time—too short, scanty, feeble, pains all relieved by the flow, always better during menses)

৬। রক্তস্রাবপ্রবণতা—সামান্য ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয় (ফস্ফরাস, ক্রিয়োজোট)। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ. জমাট বাঁধে না (সিকেলি, ক্রোটেলাস) (Haemorrhagic diathesis, small wounds bleed easily and profusely, (Kreso, Phos, Crot), blood dark. non-coagulable—Crot, Secale)

৭। ডিফ্থিরিয়া এবং তালুমূল প্রদাহ—বামপার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয় (ল্যাকক্যা, স্যাবেডি)। তালুমূল এবং গলদেশ ঈষৎ বেগুণে আভাযুক্ত হয়। উষ্ণ তরল দ্রব্য পানে এবং নিদ্রার পর রোগ বৃদ্ধি হয়। তরল দ্রব্য পানে গলদেশে কষ্ট বোধ করে, কঠিন দ্রব্য আহারে উপশম বোধ করে (Lequids more painful than solids when swallowing)

৮। জিহ্বা বহির্গত করিতে সর্পের জিহ্বার ন্যায় কাঁপে এবং অত্যন্ত শুস্ক।

৯। মুখবিবর কিংবা নাসিকার নিকট সামান্য কোন দ্রব্য ধরিলেই শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়। ধীরে ধীরে এবং দূর হইতে পাখার বাতাস চায় (দ্রুত পাখার বাতাস চায়—কার্ব্ব ভেজ)

১০। রোগ হইলে অত্যন্ত কথা বলে, কথার আর বিরাম নাই, অত্যন্ত বহুভাষী (স্ট্রেমো)।

১১। স্ফোটক, পৃষ্ঠব্রণ, ক্ষত, গলিত ক্ষত, অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত (টেরেণ্টুলা) ক্ষত দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ নীল আভাযুক্ত এবং ধ্বংসপ্রমুখীন।

১২। টাইফয়েড জ্বর—নিম্ন চোয়াল পড়িয়া যায়, জিহ্বা শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, বহির্গত করিতে সর্পের ন্যায় কাঁপিতে থাকে কিংবা দাঁতে আটকাইয়া যায়। চক্ষু পীতবর্ণ কিংবা কমলালেবুর ন্যায় রং। ঘর্ম্ম শীতল, কাপড়ে হলদে কিংবা রক্তের দাগ লাগে।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী বিষণ্ণ বিষাদযুক্ত, অলস প্রকৃতি, শীর্ণ এবং যাহাদিগের মানসিক এবং শারীরিক উভয় রোগে ভুগিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

২। গলদেশে, কটিদেশে কিংবা উদরে জোরে কিছু বাঁধিতে পারে না।

শীর:পীড়া—মস্তকের পার্শ্বে ভীষণ বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়—সঞ্চালনে, চাপে, মস্তক অবনতে এবং নিদ্রার পর ও নিদ্রাভঙ্গে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। রোগী নিদ্রা যাইতে ভয় পায় যেহেতু নিদ্রাভঙ্গে মস্তকের কষ্ট অধিক হয়।

৩। অত্যধিক ঠাণ্ডা এবং অত্যধিক গরমে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে।

৪। মাতালদিগের রক্তাধিক্য—শিরঃপীড়া বিসর্প অথবা সন্ন্যাস রোগ প্রমুখীন (Prone to erysepelas or appolexy of drunkards)

৫। সংন্যাস রোগে বাম পার্শ্ব আক্রান্ত হয়।

৬। মস্তকের তালুতে ভার এবং চাপ বোধ।

৭। কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগ পেশীর সঙ্কোচন (constriction of sphincter—Causti, Nit. Ac)। মল বহির্গত হইতে পারে না, যেন আটকাইয়া যায়, কোঁথানি থাকে না।

৮। নিদ্রায় চক্ষু বুজিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয় (এমন কার্ব্ব, ওপিয়ম, গ্রাইণ্ডেলি, ল্যককান)।

৯। মৃগী রোগ—নিদ্রাবস্থায় (বিউফো), জীবনী শক্তির অপচয়ে, হস্তমৈথুনে প্রকাশ পায়।

১০। বিষাক্ত ক্ষতে, শবব্যবচ্ছেদজনিত উপসর্গে (পাইরোজেন) নির্ব্বাচিত হয়।

১১। মূত্রাশয়ে বলের ন্যায় গোলাকার পদার্থের সঞ্চালন বোধ হয়।

১২। কুইনাইন দ্বারা আবদ্ধ হওয়ায়, জ্বর বৎসরে বৎসরে বসন্তকালে ফিরিয়া ফিরিয়া হয়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য

১। ইহা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিয়া অনুভাবক স্নায়ুর (sensory nerve) কার্য্য নষ্ট করে। এবং অচৈতন্যতা উৎপন্ন করে।

২। ইহা ফুস্‌ফুস পাকাশয়িক স্নায়ুর উপর (pneumogastric nerve) ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া গলদেশের আক্ষেপ এবং পাকাশয় হইতে বমন উৎপন্ন করে।

৩। ইহা কশেরুকা মজ্জায় (spinal cord) ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া আক্ষেপ, তরকা এবং অবসন্নতা উৎপন্ন করিয়া থাকে।

৪। ইহা রক্তের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া উহাকে দ্রুত পচন অবস্থায় পরিণত করিয়া রক্তস্রাব এবং দুর্ব্বলকর জ্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে।

৫। ইহা গাত্র ত্বকে কালশিরা, গ্যাংগ্রিন, রক্তস্রাব এবং স্রাবা উৎপন্ন করে।

৬। ইহা ডিম্বাশয়দ্বয়কে দুর্ব্বল করিয়া স্বল্প এবং বিলম্বে রজঃ স্রাব প্রকাশ করে।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—ল্যাকেসিস রোগী অন্যের প্রতি হিংসা, প্রবঞ্চনা, ঈর্ষা, ঘৃণা এবং নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে। মনের অবস্থা উন্মাদবৎ এবং ক্লান্ত শ্রান্ত। মদ্যপানকারীদিগের স্থায় টলিতে থাকে, কথা ভার ভার হয় মুখমণ্ডল ঈষৎ লাল বেগুনে আভাযুক্ত, মস্তক উষ্ণ। গলায় কলার দিতে কিংবা কাপড় জড়াইতে পারে না, অস্বস্তি বোধ হয় যেন শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে। এক কথা বলিতে বলিতে শেষ না করিয়া আর এক কথায় চলিয়া যায়। কোন কারণ নাই অথচ অত্যন্ত হিংসাভাব। হিংসা এবং সন্দেহভাব অত্যন্ত প্রবল। তাহাকে কেহ হত্যা করিবে অথবা তাহার ক্ষতি করিবার নিমিত্ত কেহ ষড়যন্ত্র করিতেছে এই প্রকার চিন্তা করে। কেহ কানে কানে কথা বলিতেছে দেখিলে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়। আত্মীয়স্বজন, আপনার স্বামী স্ত্রী এবং পুত্রদিগকেও বিশ্বাস করে না, ঔষধ খাইতে চায় না, মনে করে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিবে (হাইও)। সময় সময় মনের অবস্থা এক অদ্ভুত ভাব ধারণ করে, রোগী মনে করে, সে মরিয়া গিয়াছে এবং সকলে তাহাকে শ্মসানে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত করিতেছে।

রোগী মনে করে আমি সেই ব্যক্তি নয়, অন্য কোন অমানুষিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছি। সে বলে স্বপ্নের মধ্যে আমাকে খুন চুরি ইত্যাদি করিতে কেহ আদেশ করিতেছে এবং সে যাহা কখনও করে নাই তাহা তাহার দ্বারা করাইতে চাহিতেছে।

রোগী স্নায়বিক উদ্বিগ্ন বহুভাষী (Loquacious), বিষন্ন এবং অলস প্রকৃতির। স্মরণশক্তি দুর্ব্বল অনেক চেষ্টাতেও কোন বিষয় মনে রাখিতে পারে না।

ল্যাকেসিস মোটা লোক অপেক্ষা রোগা শীর্ণ লোকের প্রতি এবং যাহাদিগের রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শারীরিক এবং মানসিক উভয়েরই অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ল্যাকেসিস রোগীর মানসিক অবস্থার অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যায়। চিত্তচাঞ্চল্যও যেমন প্রকাশ পায় সেই প্রকার চিত্তের অবসাদও প্রকাশ পায়। কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ আর এক কথায় চলিয়া যায়—কথার আর বিরাম নাই, অত্যন্ত বহুভাষী (loquacious) এই প্রকার বহুভাষী কথন জ্বরে, চিত্তোন্মত্ততায় (mania) এবং রোগের অন্যান্য অবস্থায়ও প্রকাশ পায়।

রোগী দুর্ব্বল, মানসিক অবসাদগ্রস্ত, স্মরণশক্তিবিহীন, কথা মনে থাকে না, বলিতে বলিতেই ভুলিয়া যায়, অত্যন্ত অবসন্ন, বিষন্ন, অসুখী—এই প্রকার মানসিক অবসাদ নিদ্রাভঙ্গের পরই অধিক বোধ করে। ল্যাকেসিস রোগীর যাবতীয় রোগ নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরই বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই অধিক হয়।

ল্যাকেসিসের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া অত্যন্ত অনিশ্চিত বলিয়া রজোনিবৃত্তি কালে মস্তিষ্কের উষ্ণতা, সময় সময় উত্তাপের ঝলক, হৃৎস্পন্দন, মূর্চ্ছার উপক্রম, ইত্যাদি লক্ষণের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় অধিকাংশ রোগেই যেখানে ল্যাকেসিস নির্ব্বাচিত হয়, রোগীর মুখমণ্ডলের চেহারা মৃত্তিকাবৎ মলিন হয়। মুখমণ্ডল ভার ভার হয় এবং ফোলা ফোলা হয়। যদি কোন প্রকার পীড়কা (eruption) প্রকাশ পায় তাহা ঘোর লালবর্ণ অর্থাৎ বেগুনে আভাযুক্ত হয়। রোগীর মুখ দেখিলেই মনে হয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং যন্ত্রণাসূচক অর্থাৎ যেন কোন প্রকার গভীর যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছে, চক্ষুর চারিধার নীল কালিমাযুক্ত হয়, মুখমণ্ডল উষ্ণ, আরক্তিমবর্ণ এবং স্ফীত হয়।

মুখমণ্ডলের স্ফীতি (swollen face) যুক্ত চেহারায়—এপিস, বেলেডনা, আর্সেনিক, লাইকোপোডিয়াম, হাইও-

সিয়ামাস, রাসটক্স, পালসেটিলা, ষ্ট্রেমোনিয়াম, কেলিকার্ব্ব এবং ফস্ফরাস লক্ষণানুসারে ব্যবহার হইয়া থাকে।

চক্ষুর চারিধারে নীলবর্ণ রেখায়—(Blue around the eyes)—আর্সেনিক, কুপ্রাম, ফস্ফরাস, সিকেলিকর এবং ভিরেট্রাম এলবাম।

রোগযুক্ত, ফ্যাকাসে অথবা মৃত্তিকাবৎ মলিন চেহারায়—(For sickly, pale and earthy complexion—আর্সেনিক, বিউফো, লাইকোপোডিয়াম, কার্ব্বভেজ, রাসটক্স, চায়না, ফস্ফরাস, ফস্ফরিক এসিড।

Debauched চেহারায়—ব্যাপটিসিয়া, হাইওসিয়ামাস, কার্ব্বভেজ, নাক্সভমিকা, সালফার, ওপিয়ম এবং নাক্সমস্কেটা।

মুখমণ্ডলের তরকা অর্থাৎ খেচুনিতে—নাক্সভমিকা, হাইওসিয়ামাস, বেলেডনা, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, লাইকোপোডিয়াম, সাইকুটা, ক্যাম্ফর, ফাইটোলেক্কা এবং আর্সেনিক।

ল্যাকেসিসের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব হইতেছে—শরীরের অস্বাভাবিক স্পর্শাধিক্যতা। শরীরে হস্ত স্পর্শ করাই যায় না। হস্ত স্পর্শ করিলে যে কোন প্রকার যন্ত্রণা হয় তাহা নয়, অস্বস্থি বোধ করে গাত্রে কাপড় পর্য্যন্ত রাখিতে পারে না। ইহা বিশেষরূপে গলদেশ এবং উদরে অধিক বোধ করে। রোগী চুপ করিয়া ঘুমন্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, যদি তাহার শরীর স্পর্শ করা যায় কিংবা নাড়ী দেখিতে হয় স্পর্শ করিলেই বিরক্তভাব প্রকাশ করে। অথচ জোরে চাপ দিলে কিংবা শরীরে জোরে জোরে চাপ দিয়া হস্ত বুলাইলে বিশেষ কোন অস্বস্থি বোধ করে না।

মহাত্মা ডাক্তার হেরিং যিনি এই ঔষধটির ভৈষজ্যগুণ নিজ শরীরে সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং যিনি এই ঔষধের আবিষ্কার কর্ত্তা তিনি গলায় কোন প্রকার কাপড় বাঁধিতে পারিতেন না সেই হেতু তিনি সর্ব্বদা গলায় কলার আলগা করিয়া রাখিতেন। শুধু যে গ্রীবাপ্রদেশেই এইরূপ স্পর্শাধিক্যতার

লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নয়। উদর পাকস্থলী ইত্যাদি সমুদায় স্থানেও কাপড় রাখিতে অস্বস্তি বোধ করিত। স্পর্শাধিক্যতা ল্যাকেসিসের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব হইতেছে—এই ঔষধে বাম পার্শ্বে অধিক আক্রান্ত হয়। রোগ বাম পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয়। বাম ডিম্বাশয়, বাম পদ, বাম কুক্ষি প্রদেশ ইত্যাদি স্থান প্রথম আক্রান্ত হয়।

তৃতীয় বিশেষত্ব হইতেছে—রোগী রোগের বৃদ্ধি অবস্থাতেই নিদ্রা যায় (sleeps into an aggravation) এবং নিদ্রার পর অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে ও রোগের সমুদায় উপসর্গ বৃদ্ধি হয় (awakes with aggravation)। রোগী যতক্ষণ জাগরিত থাকে ততক্ষণ রোগীর বৃদ্ধি কিংবা মানসিক অস্বস্তিভাব কিছুই বুঝিতে পারা যায় না—কিন্তু নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলেই এবং যতই অধিক সময় নিদ্রিত থাকে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় উপসর্গের বৃদ্ধি ততই অধিকরূপ প্রকাশ পায় এবং রোগী অত্যন্ত অধিক অস্বস্তি বোধ করে। রোগী তখন অনুতাপ করে কেন নিদ্রা গিয়াছিলাম। নিদ্রাভঙ্গের পর ভীষণ শিরঃপীড়া, হৃৎস্পন্দন, মানসিক বিষন্নতা অর্থাৎ সমুদায় প্রকার উপসর্গই বৃদ্ধি হয় ;

রজোনিবৃত্তি কাল (Climacteric period)—রজোনিবৃত্তি-কালে নানা প্রকার উপসর্গ প্রকাশ পায়, যেমন অর্শ, রক্তস্রাব, মস্তকের তালুর উষ্ণতা ইত্যাদির ল্যাকেসিস্ একটি অতি মূল্যবান ঔষধ, বিশেষতঃ যে সমুদায় স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভসঞ্চার হইয়া এবং পরিশ্রমিক কার্য্য হেতু স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে কিংবা যাহাদের শরীর রজোনিবৃত্তির পর হইতে আর সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়া আইসে নাই তাহাদের পক্ষে ইহা উত্তম কার্য্য করে এবং অধিক নির্ব্বাচিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে এক অস্বাভাবিক রকমের শিরঃপীড়া মানসিক অশান্তি, মুখমণ্ডলের অস্থায়ী আরক্তিমতা (flushes) নিদ্রাভঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট এবং শয়নে অক্ষমতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। ল্যাকেসিস রোগী সাধারণতঃ ঋতুস্রাব আবদ্ধে কিংবা ঋতুস্রাব বন্ধে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে এবং রোগের যাবতীয় উপসর্গ বৃদ্ধি পায়।

শিরঃঘূর্ণন এবং মূর্চ্ছা (Vertigo and fainting)—শিরঃঘূর্ণনে মুখমণ্ডল মৃতবৎ ফ্যাকাসে বর্ণ হয় এবং রোগী মূর্চ্ছা যায়। চক্ষু বুজিলে কিংবা উপবেশন কিংবা শয়নাবস্থায় শিরঃঘূর্ণন অধিক হয়। থেরিডিয়নেও এই প্রকার শিরঃঘূর্ণন ও মূর্চ্ছা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু থেরিডিওনে—গোলমালে মস্তক ঘূর্ণন, যন্ত্রনা এবং বমনভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। অধিকক্ষণ স্থায়ী মূর্চ্ছাতে লরসিরেসাস এবং হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের ব্যবহার সময় সময় দেখা যায়। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং নীলবর্ণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীর শীতল হইয়া আইসে। দেখিলে মনে হয় যেন প্রতিক্রিয়া (re-action) শক্তি শূন্য। যদি কোন প্রকার দ্রব্য জোর করিয়া মুখে দেওয়া হয় তাহা গড়াইতে গড়াইতে শব্দ করিয়া পাকস্থলীতে যাইয়া পৌছায়। ডিজিটালিসেও মূর্চ্ছা আছে কিন্তু মূর্চ্ছা হইবার পূর্ব্বে দৃষ্টি অপরিষ্কার হয়। নাড়ী স্বভাবতঃই অত্যন্ত মৃদু। রোগীর বমির উদ্রেক হয় এবং কুক্ষিপ্রদেশে (epigastric region) অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে।

ক্যাম্ফর এবং ভিরেট্রাম এই উভয় ঔষধেই সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত হয়। কিন্তু ভিরেট্রামে ঘর্ম্ম কপালেই অধিক হয়। শয়ন করিলে মুখমণ্ডল সময় সময় লালবর্ণ হয়, আবার উঠিয়া বসিলেই ফ্যাকাসে হইয়া যায় ও রোগী মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ অবস্থায় নাড়ীর গতি অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়।

ক্যাম্ফরে সর্ব্বশরীর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয় এবং লরসিরেস্যাসের ন্যায় হঠাৎ জীবনী শক্তি মগ্ন হইয়া আইসে। শরীর বরফবৎ শীতল হওয়া সত্ত্বেও সামান্য শক্তির সঞ্চার হইলেই রোগী অজ্ঞান অবস্থাতেও গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেয়। সূর্য্যোত্তাপের দরুণ মস্তিষ্কের কষ্টে কিংবা সর্দ্দি গর্ম্মিতে আমরা গ্লোনয়ন, বেলেডোনা এবং থেরিডিওনের ব্যবহার দেখিতে পাই। থেরিডিওনের লক্ষণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গ্লোনয়ন এবং বেলেডোনাতে মুখমণ্ডল অত্যন্ত লালবর্ণ হয়। অচৈতন্যতা এবং অসারবৎ দুর্ব্বলতাও বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ লক্ষণ আমরা ল্যাকেসিসেও দেখিতে পাই কিন্তু ল্যাকসিস (already exhausted) যাহারা অত্যন্ত ক্লান্তশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। ophidians (সর্পজাতীয়)

ঔষধগুলি উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না সেই হেতু আমরা গ্রীষ্মের প্রারম্ভে কিংবা গ্রীষ্মতে ল্যাকেসিস রোগীতে নানা প্রকার উপদ্রবের প্রকাশ দেখিতে পাই এতদ্বিষয়ে ল্যাকেসিস একটি অতি মহৎ ঔষধ। সূর্য্যের উত্তাপে রোগী অবসন্ন বোধ করে। মস্তক ঘুড়ায় এবং মূর্চ্ছা যায়। যদি মস্তকে রক্তাধিক্য হয়, তাহা হইলে মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ ও হস্তপদাদি শীতল এবং মুখের চেহারা অত্যন্ত খারাপ হয়। এইরূপ অবস্থায় ক্যাম্ফরের কথা মনে আসিতে পারে কিন্তু যদ্যপি দেখা যায় জীবনী শক্তি ক্রমশঃ মগ্ন হইয়া আসিতেছে, মূর্চ্ছা অধিকতর হইতেছে এবং সর্ব্বশরীর শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়াছে তাহা হইলে ক্যাম্ফরকেই সেইরূপ স্থলে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিরঃপীড়া—ল্যাকেসিসে কপালের বামপার্শ্বে এবং চক্ষুর উপর ব্যাথা হয় মুখ ফ্যাকাসে হয়, এবং শিরঃপীড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগী ঘুমাইয়া পড়ে। সর্দ্দি নিস্মৃত হইতে আরম্ভ হইলেই মাথার কষ্টও হ্রাস হইয়া আইসে। ল্যাকেসিসের ইহা একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ যে কোন স্রাব হউক, স্রাব নিঃসরণ হইতে আরম্ভ হইলেই রোগী কষ্ট যন্ত্রণা উপশম বোধ করে। রৌদ্রের উত্তাপে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। ল্যাকেসিস রোগী রৌদ্র একেবারেই সহ্য করিতে পারে না। উষ্ণ জলে স্নান করিতে পারে না। এমন কি কোন প্রদাহযুক্ত স্থানে উষ্ণ জলের প্রলেপ পর্য্যন্ত দিতে পারে না, রোগের উপসর্গ বৃদ্ধি হয়। এমন কি উষ্ণ জলে স্নানে মূর্চ্ছার উপক্রম পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা হয়। মাসিক ঋতু বন্ধ হইয়াও শিরঃপীড়া হয় আবার ঋতুস্রাব হইতে আরম্ভ হইলেই যন্ত্রণা উপশম হইতে থাকে। রজোনিবৃত্তিতে মস্তকের তালুতে অত্যন্ত জ্বালা হয়। (সালফারেও মাথার তালু উষ্ণ হয় কিন্তু রজোনিবৃত্তির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই) সর্দ্দিজনিত শিরঃপীড়ায় মার্কিউরিয়াস; চায়না, পালসেটিলা, ব্রাইওনিয়া এবং জেলসিমিয়ামও ব্যবহার হইয়া থাকে।

মার্কিউরিয়াস—সর্দ্দি বন্ধ জনিত শিরঃপীড়া। নাসিকার উপর দিকে চাপ বোধ, শয্যার উত্তাপে এবং শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি।

চায়না—সামান্য বায়ুর ঝাপ্‌টা লাগিলেই শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়।

ব্রাইওনিয়া এবং পালসেটিলা—যখন আবদ্ধ সর্দ্দি ঘন পীত এবং সবুজবর্ণ হয়।

জেলসিমিয়াম—রোগী তন্দ্রাযুক্ত অর্থাৎ চক্ষু যেন বুজিয়াই আছে এবং স্নায়ুশূল যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া সম্মুখে ও মুখে বিস্তারিত হয়।

অনেক সময় পেটের গোলযোগে কিংবা zymotic origin হেতুও শিরঃপীড়া হয় এবং সঙ্গে জ্বর থাকিতেও পারে। গ্লোনয়ন সূর্য্যের উত্তাপে হঠাৎ ভীষণ শিরঃপীড়া কিংবা সর্দ্দিগর্ম্মি প্রকাশ পাইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয় (Glonoine for the immediate effects of sun-stroke, Lachesis comes in well after the first effects are overcome by that remedy)। ল্যাকেসিসকে এত অধিক তরুণ অবস্থায় প্রাধান্য দেওয়া হয় না, রোগ কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে। ল্যাকেসিস রোগী রৌদ্রে গেলেই শিরঃপীড়া বোধ করে। পুরাতন অবস্থায় নেট্রামকার্ব্বকে চিন্তা করিবে কিন্তু ল্যাকেসিসে সূর্য্যের উত্তাপেই মস্তকের কষ্ট অধিক হয়। গ্লোনয়নও এই বিষয়ের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে, কিন্তু ল্যাকেসিসকে তাহার নিম্নেই স্থান দেওয়া যাইতে পারে। রক্তের গতি উর্দ্ধদিকে ধাবিত হয়, মস্তকে দপদপানি যন্ত্রণা, মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ এবং থমথমে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানসিক গোলমাল ও তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান থাকে, হৃৎস্পন্দন, মূর্চ্ছা, দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতাও প্রকাশ পায়। ল্যাকেসিসের মস্তকের যন্ত্রণা তীক্ষ্ণ তীর বিদ্ধবৎ এবং নাসিকার মূলদেশে যেন সমুদয় যন্ত্রণা কেন্দ্রীভূত (cencentrate) হয়। এক এক সময় যন্ত্রণা কর্ণের পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। ল্যাকেসিসের শিরঃপীড়ায় দুইটি লক্ষণকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—শিরঃপীড়ার সহিত ফ্যাকাসে মুখমণ্ডল এবং রোগী শিরঃপীড়ার প্রবলতার মধ্যেই নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে ও নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি বোধ (with the headache very pale face and the patient sleeps into the headache.) করে।

মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ—(meningitis) মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহে বেলেডনার সহিত ল্যাকেসিসের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তকে অত্যন্ত

তীব্র যন্ত্রণা হয়, রোগী চীৎকির দিয়া কাঁদিয়া ওঠে, মস্তক এপাশ ওপাশ চালিতে থাকে এবং বালিসে মাথা গুঁজিতে থাকে। বিশেষতঃ কোনপ্রকার পীড়কা—বিসর্প, স্কার্লেটিনা ইত্যাদি ভালরূপে প্রকাশ না হইলে কিংবা লাট খাইয়া গেলে তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রোগী প্রথমতঃ অত্যন্ত তন্দ্রাযুক্ত হয় তৎপর গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে। বেলেডনার সহিত ল্যাকেসিসের প্রভেদ কেবল বাড়াবাড়ি লইয়া—উভয় ঔষধেই মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহ—বিসর্প কিংবা স্কার্লেটিনা কিংবা সংন্যাস হইতে সম্ভূত হয়। বেলেডনায় রোগী হঠাৎ ঘোর নিদ্রা হইতে চমকাইয়া চীৎকির করিয়া কাঁদিয়া ওঠে, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে, মস্তক উষ্ণ থাকে। মুখ মণ্ডল আরক্তিম বর্ণ হয় নাড়ীর গতি স্বভাবতঃই সতেজ, রক্তাধিক্য স্থান অত্যন্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ কিংবা ঘোর লাল হয়। এইরূপ অবস্থায় বেলেডনা ব্যবহার করা সত্ত্বেও মস্তিষ্কের অবসন্নতা কিংবা রক্ত-বিষাক্ত (Blood poisoning) লক্ষণ কিংবা পক্ষাঘাতের আশঙ্কা দেখা দিলে তখন ল্যাকেসিসের প্রয়োগ মনে হইতে পারে। রোগী তখনও চীৎকির দিয়া কাঁদিয়া ওঠে, ভয় পাইয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া ওঠে, মানসিক লক্ষণসমুহ অবসন্ন হইয়া আইসে, রোগী তন্দ্রা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রদাহিত স্থান কিংবা পীড়কা সমুহ (যদি কোন পীড়িকা থাকে) ক্রমশঃ ঘোর লাল বর্ণ অর্থাৎ বেগুনে রংএর ন্যায় হইয়া আইসে। এইরূপ লক্ষণে ল্যাকেসিসের প্রয়োগ প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ল্যাকেসিসকে পীড়কা অবরুদ্ধ হওয়ায় কিংবা ভালমত প্রকাশ না হওয়ায় রক্ত বিষাক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং প্রদাহযুক্ত স্থান লাল হইতে বেগুণে রং ধরিলে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

চক্ষুপ্রদাহ—স্ক্রফিউলাস চক্ষুপ্রদাহেও ল্যাকেসিস নির্ব্বাচিত হয়। চক্ষুপ্রদাহ নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। আলোকাতঙ্ক এবং জ্বালা যন্ত্রণা হয়—যন্ত্রণা মস্তকোপরি তালুতে এবং পশ্চাতে বিস্তারিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ও অপরিষ্কার হয়।

চক্ষু-রোগ—নিদ্রাভঙ্গের পর দৃষ্টি অপরিষ্কার হয়। রোগী পরিষ্কার দেখিতে পারে না চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ দৃষ্টি হ্রাস হয়, সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন এবং মূর্চ্ছার আশঙ্কা

হয়। ল্যাকেসিসকে হৃৎপিণ্ডের রোগ এবং শিরঃঘূর্ণনের দুর্ব্বলতাবশতঃ দৃষ্টির অস্পষ্টতার একটি বৃহৎ ঔষধ বলা হয়। ইহা ব্যতীত retinal apoplexyর ল্যাকেসিস একটি উত্তম ঔষধ ইহা প্রয়োগে রক্ত অতি অল্প সময়ে শোষণ হইয়া যায়। (We may also use it with good effect for what we term retinal apoplexy. There it acts very well in causing an absorption of the blood.)

কর্ণ-রোগ—কানের মধ্যে গুণ গুণ এবং গীতবাদ্যবৎ শব্দ হয়, অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিলে শব্দ হ্রাস হয়। কানে যে খোল হয় তাহারও পরিবর্ত্তন হয়—দুর্গন্ধ এবং আঠা আঠা হয়। কর্ণপ্রদাহ হইয়া ফুলিয়া ওঠে। ইলাপ্সেও ল্যাকেসিসের মতন কর্ণ রসযুক্ত হয়। কর্ণ গুণ গুণ করে এবং খোলের রং কৃষ্ণবর্ণ হয়, ইলাপ্সের কর্ণস্রাব—তরল রক্তমাখা পীতাভ সবুজ বর্ণের। মনে হয় কেবলমাত্র ল্যাকেসিসেই কানে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া নাড়াইলে কান বন্ধ উপশম বোধ হয়। অন্য কোন ঔষধে আমরা এই লক্ষণটি ততবেশী দেখিতে পাই না।

বিসর্প—(**Erysepelas**)—মুখমণ্ডলের বিসর্পে ল্যাকেসিসের প্রয়োগ অনেক সময় দেখিতে পাই কিন্তু ইহার বিশেষত্ব যে বাম দিক অধিক আক্রান্ত হয়। প্রথমতঃ মুখমণ্ডল লালবর্ণ হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নীলবর্ণ রং ধারণ করে এবং আক্রান্ত পার্শ্বের চক্ষুও ফুলিয়া ওঠে। প্রদাহ স্থান নীলবর্ণ হওয়া ল্যাকেসিসের একটী প্রধান বিশেষত্ব—এবং যখন এই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন বুঝিতে হইবে ইহা জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতার পরিচয়। এমন কি প্রথমেই যখন চর্ম্ম আরক্তিম বর্ণ হয় নাড়ীর গতি যদিও দ্রুত হয় কিন্তু দুর্ব্বলতা কাটে না, পদদ্বয় শীতল হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্তক আক্রান্ত হইয়া রোগী তন্দ্রাবস্থা প্রাপ্ত হয়, বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকে অথবা উত্তেজিত হইয়া ওঠে ও এলোমেলো কথা বলিতে থাকে।

ল্যাকেসিসের সহিত বেলেডনার সাদৃশ্য কিছু থাকিলেও পার্থক্য ও অত্যন্ত গভীর। প্রদাহের প্রারম্ভেই ল্যাকেসিসের পরিচয় পাওয়া যায় না। রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া প্রদাহ এত ভীষণ হয় যে মুখের

থমথমে ফোলা ফোলা ভাব লাল অবস্থা হইতে নীলাভ হইয়া গলিত ক্ষতে (gangrene) পরিণত হইবার আশঙ্কা হয়। ল্যাকেসিস এবং বেলেডনা উভয় ঔষধেই মস্তক উষ্ণ, পদদ্বয় শীতল, জিহ্বা শুষ্ক এবং প্রলাপ ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু বেলেডনা প্রয়োগে মস্তিষ্কের উপসর্গের হ্রাস না হইলে ল্যাকেসিসের বিষয় চিন্তা করিবে। রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকিতে থাকে। জীবনীশক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া আইসে, নাড়ীর গতি দ্রুত হয় অথচ দুর্ব্বল।

এপিস—স্ফীত স্থান তরল পদার্থের সমাবেশের ন্যায় বোধ হয়। চক্ষুর পাতা ফুলিয়া জলপূর্ণবৎ থলির ন্যায় আকার ধারণ করে। আক্রান্ত স্থান গোলাপি আভাযুক্ত কিংবা ঘোর লাল বর্ণ হয়। কিন্তু এপিসের প্রদাহে কিংবা স্ফীতিতে ল্যাকেসিসের ন্যায় ঘোর নীলবর্ণ কখনই হয় না। এপিসে তৃষ্ণ থাকে না। প্রস্রাব স্বল্প এবং যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ হয়।

রাসটক্স—ইহা ফোস্কাযুক্ত বিসর্পে বিশেষ উপযুক্ত, রোগী ল্যাকেসিসের ন্যায় তন্দ্রাযুক্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলফোস্কা মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায়, মুখমণ্ডলের রং ঘোর লাল বর্ণ হয়। ল্যাকেসিসের নীলাভা কিংবা এপিসের গোলাপী রং ভাব রাসটক্সের বিসর্পে বর্ত্তমান থাকে না। ল্যাকেসিসের বিসর্পে যদি ফোস্কা হয় তাহা হইলে তাহাতে শীঘ্রই পূঁজের সঞ্চার হয় রাসটকসের বিসর্প অধিকরূপ ফোস্কাযুক্ত হয়। জ্বালা, হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা এবং চুলকানি ও তদসহিত গাত্র বেদনা এবং অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে। ল্যাকেসিসের বিসর্প অত্যন্ত নীলবর্ণ এবং গ্যাংগ্রিন প্রমুখীন হয়। এই দুইটি ঔষধে ইহাই পার্থক্য।

ইউফোরবিয়াম—বিসর্পের সহিত গ্যাংগ্রিন বর্ত্তমান থাকে। দক্ষিণ গণ্ডপ্রদেশ ঘোর লাল বর্ণ হয়। মটর দানার ন্যায় এক একটি ফোস্কা হয় এবং পীতবর্ণ রস দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। যন্ত্রণা অত্যন্ত খোঁচানি বিদ্ধবৎ এবং মনে হয় যেন ছিদ্র করিয়া ফেলিতেছে। দাঁতের মাড়ি হইতে কান পর্য্যন্ত যন্ত্রণা বিস্তৃতি হয়। আবার যখন যন্ত্রণা উপশম হয় তখন আক্রান্ত স্থান চুলকায় এবং পীপিলিকার ন্যায় সুড়সুড় করে।

স্নায়ুশূল—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলেও ল্যাকেসিসের ব্যবহার দেখা যায় যখন যন্ত্রণা বামদিকে এবং অক্ষি কোটরের উপরে অত্যন্ত অধিক হয় এবং

যন্ত্রণা বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয়। চক্ষু বন্ধ করিলেই রোগী প্রলাপ বকে।

দন্তশূল এবং দন্তরোগ—মার্কিউরিয়াসের সহিত ল্যাকেসিসের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ল্যাকেসিসে দাঁতের মাড়ির প্রদাহ হয়, ফোলে, দাঁত ক্ষয় হইয়া ভাঙ্গিয়া যায় এবং দাঁতের গোড়ালিতে পুঁজ জন্মে। যন্ত্রণা দপ্‌দপানি এবং কর্ত্তনবৎ, কর্ণে পর্য্যন্ত যন্ত্রণা বিস্তারিত হয়। মার্কিউরিয়াসে শয্যার উত্তাপে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, ইহা এই ঔষধের একটি বিশেষত্ব। ল্যাকেসিসের দাঁতের মাড়ি ঘোর লাল নীল আভাযুক্ত হয়। ল্যাকেসিস মার্কিউরিয়াসের পর প্রায়ই ব্যবহার হয়। দাঁতের মাড়ির অপরিষ্কারে (ধারগুলি শ্বেতবর্ণে) মার্কিউরিয়াসকে সকল চিকিৎসকগণ অতি উচ্চস্থান দেন এবং অনেকে ইহাকে একমাত্র ঔষধ বলেন।

ক্রিয়োজোট—দাঁত খুব শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় হইয়া যায়। মাড়ি হইতে রক্ত নিসৃত হয় এবং রক্তের রং ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখে জলন যন্ত্রণা থাকে। আক্রান্ত দন্ত হইতে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া বাম দিকে বিস্তারিত হইলে ক্রিয়োজোট প্রয়োগে প্রায়ই আরোগ্য হয়।

থুজা—দাঁতের মাড়ির ধার ক্ষয় হইয়া যায় কিন্তু দাঁতের উপরিভাগ পরিষ্কার থাকে। মাড়িতে লালবর্ণের রেখা প্রকাশ পায় এবং দন্তসমূহের বর্ণ পীতবর্ণ হয় এবং ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

মুখক্ষত (stomacace)—মুখের ঘায়ে ল্যাকেসিসের সহিত ব্যাপ্টিসিয়া, নাইট্রিক এসিড, মিউরেটিক এসিড, আর্সেনিক এবং এপিসের আর মার্কিউরিয়াসের সহিত কার্ব্বভেজ, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, কেলিক্লোর, আইওডিন, সালফিউরিক এসিড এবং নাইট্রিক এসিডের অনেক সাদৃশ্য আছে। ব্যাপ্টিসিয়াতে দাঁতের মাড়ি হইতে রক্তস্রাব হয় তাহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীল আভাযুক্ত, মুখ হইতে নিসৃত লালা এবং ভেদ ল্যাকেসিসের ন্যায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ইহা ব্যতীত উভয় ঔষধই থাইসিসের (Phthisis) শেষ অবস্থায় মুখক্ষতে ব্যবহার হয়।

নাইট্রিক এসিড—ইহাও মুখক্ষতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ নাইট্রিক এসিডে যে লালা নিসৃত হয় তাহা ক্ষতকারক এবং স্পর্শে স্থান

হাজিয়া যায়। মুখে পেড়েক কিংবা ভগ্ন কাঁচের কুচি বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। মুখের ক্ষত এবং দাঁতের মাড়ী প্রায় সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ, ওষ্ঠদ্বয়ের সঙ্গমস্থল চিড় খাইয়া ফাটিয়া যায়।

মিউরেটিক এসিড—ক্ষত গভীর এবং নীল আভাযুক্ত, ক্ষতের ধার কৃষ্ণবর্ণ।

আর্সেনিক—দন্তের মাড়ি অনেকটা ল্যাকেসিসের ক্ষতের ন্যায় এবং নীল আভাযুক্ত। মাড়ি হইতে সহজে রক্ত স্রাব হয়। জিহ্বার পার্শ্ব ফোস্কাযুক্ত। কিন্তু আর্সেনিকে অগ্নির ন্যায় জলন এবং অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে। মুখের গলিত ক্ষতে (gangrene) আর্সেনিক এবং ল্যাকেসিস উভয় ঔষধেই অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং উষ্ণতা থাকে। উভয়েই নীল আভাযুক্ত কিংবা কৃষ্ণবর্ণ গলিত ক্ষত হয় কিন্তু আর্সেনিকে মানসিক অস্থিরতা অত্যন্ত অধিক।

এপিস—ইহাতেও জিহ্বার ধারে ধারে কিংবা এক জায়গায় গুচ্ছাকার ভাবে ফোস্কা হয়। রং সাধারণতঃ গোলাপী লালবর্ণ স্ফীত এবং হুলবদ্ধবৎ যন্ত্রণাযুক্ত। জিহ্বার ধার দেখিলে মনে হয় যেন গরমজলে ঝলসিয়া গিয়াছে।

কার্ব্বভেজ, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া এবং **সাল্‌ফিউরিক এসিড**—এই তিনটি ঔষধের সহিত মার্কিউরিয়াসের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ব্বেভেজ—দাঁতের মাড়ি বরং সাদা, কালবর্ণ নয়, শিথিল এবং ক্ষতযুক্ত। ষ্টাফিসাইগ্রিয়া—পারদের অপব্যবহার জনিত কিংবা উপদংশ ক্ষতের দরুন, শরীর নষ্ট হওয়ায় মাড়ির ঘায়ে উত্তম কার্য্য করে। দাঁতের মাড়ির রং নীল আভাযুক্ত লালবর্ণ কিংবা পীতবর্ণ। সালফিউরিক এসিডে—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় দাঁতের মাড়ির রং অনেকটা পীতাভ কিংবা নীল আভাযুক্ত লালবর্ণ। সাহফিউরিক এসিড রোগী অত্যন্ত ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন প্রকৃতির এবং শরীরের মধ্যে কম্পন অনুভব করে অথচ কম্পন বাহিরে কিছুমাত্র প্রকাশ থাকে না।

সিলিসিলিক এসিড—মুখের পচা ক্ষতের একটি উত্তম ঔষধ। ক্ষত জালা করে এবং শ্বাস প্রশ্বাসও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

লাইকোপোডিয়ামেও—উপরিউক্ত প্রকার ক্ষত দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু লাইকোপোডিয়ামে জিহ্বার বন্ধাতে (fraenum) ক্ষত হয়। ল্যাকসিসে জিহ্বার অগ্রভাগে আর নাইট্রিক এসিড এবং ফাইটোলেক্কায় গালের ভিতর দিকে ক্ষত প্রকাশ পায়।

ফাইটোলেক্কার সহিত ল্যাকেসিসের মুখের ঘায়ে অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে, উভয় ঔষধের রোগীই অত্যন্ত দুর্ব্বল। মুখমণ্ডল চোপসান, চক্ষু কোঠরাবিষ্ট, দৃষ্টি অপরিষ্কার, চক্ষুর চারিপার্শ্ব কালিমাযুক্ত, জিহ্বার ধার ফোস্কাযুক্ত লালবর্ণ মুখের টাকরা ক্ষত এবং প্রচুর লালস্রাবযুক্ত। কিন্তু ফাইটোলেকায় গলাধঃকরণকালীন জিহ্বার মূলদেশে (root of the tongue) অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয়, ল্যাকেসিসে ইহা বোধ হয় না ইহাই পার্থক্য।

সর্দ্দি এবং পিনাস (ozaena)—সর্দ্দি জলের ন্যায় তরল সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে যন্ত্রণাও হয়, বাম পার্শ্বেই অপেক্ষকৃত অধিক কষ্ট হয়। সর্দ্দি যদি বন্ধ হয় তাহা হইলে মস্তকের যন্ত্রণাও বৃদ্ধি হয় এবং সর্দ্দি নিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া হ্রাস হয় ল্যাকেসিসের ইহা বিশেষত্ব। পারদ কিংবা উপদংশজনিত পুরাতন পিনাসে (ozaena) ল্যাকেসিসের ব্যবহার আমরা দেখিতে পাই। এইরূপস্থলে ক্যালিবাইক্রমিকামও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ল্যাকেসিসের পর ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় হইা ব্যতীত অরামমেটালিকম, নাইট্রিক এসিড, মার্কিউরিয়াস এবং ল্যাকক্যানিনামও চিন্তা করিবে। ল্যাকক্যানিমাম উপদংশ জনিত পিনাসের একটি উপযুক্ত ঔষধ, যখন ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থল এবং নাকের পাতার ধার চির খাইয়া ফাটিয়া যায়।

তালুমুল প্রদাহ—তালুমূল প্রদাহ (tonsilitis) এবং বৃদ্ধি হয় বিশেষভাবে বাম পার্শ্বে অধিক হয় কিংবা প্রদাহ বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে

(দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে বিস্তারিত হয়—লাইকোপোডিয়াম)

বিস্তারিত হয়। স্যাবেডিলাতেও এই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু স্যাবেডিলাতে উষ্ণ জল পান করিলে উপশম হয় আর ল্যাকেসিসে বৃদ্ধি হয়।

গলদেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায়—গলমধ্যস্থ স্থানের রং নীল আভাযুক্ত। রোগী মনে করে গলায় যেন কিছু জিনিষ আটকাইয়া রহিয়াছে। গলদেশ সঙ্কোচিত হইয়া আইসে এবং রোগী তদহেতু পুনঃ পুনঃ

গলাধঃকরণ করিতে থাকে। গলার বহির্ভাগ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় তালুমূল পাকিবার সম্ভাবনা না থাকিলে ল্যাকেসিসে রোগী শক্ত জিনিষ গলাধঃকরণে গলার ব্যাথার উপশম বোধ করে অথচ তরল দ্রব্য পানে কিংবা শুধু গলাধঃকরণে অধিক কষ্ট হয়। ইহা ল্যাকেসিসের একটি বিশেষ লক্ষণ এবং ল্যাকসিসে সমস্ত কষ্টই নিদ্রার পর অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ল্যাকেসিস গলদেশের গলিত ক্ষতেরও একটি অতি মহৎ ঔষধ।

কাশি—কাশি শুষ্ক খুসখুসে। গলদেশ কিংবা কণ্ঠনালী স্পর্শেই এবং নিদ্রিত অবস্থায় কিংবা নিদ্রায় চক্ষু বুজিলেই কাশি বৃদ্ধি হয় এবং নিদ্রাভঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে মনেকরে। ল্যাকেসিস রোগী কোনপ্রকার কাপড় গলায় জড়াইতে পারে না এমন কি গলদেশ স্পর্শ করিতে দিতেই চায় না। ল্যাকেসিসের সমুদয় উপসর্গই নিদ্রায় চক্ষু বুজিলে এবং নিদ্রাভঙ্গে বৃদ্ধি হয় ইহা এই ঔষধের বিশেষ পরিচারক লক্ষণ। রোগী ঘুমের ঘোরে কাশিতে থাকে অথচ নিদ্রা ভঙ্গ হয় না কিংবা রোগী জানিতে পারে না। ক্যামোমিলায় এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে, ক্যামোমিলায় উপকার না হইলে ল্যাকেসিসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ডিফ্‌থিরিয়া—নাকে হইতে যে স্রাব হয় তাহা পাতলা জলের ন্যায় রসানিমত, ক্ষতকারক এবং স্পর্শে স্থান হাজিয়া যায়। গলায় অভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত অধিক ঘোর লালবর্ণ হয়। যে কৃত্রিম ঝিল্লি (false membrane) গ্রীবার অভ্যন্তর প্রদেশে প্রকাশ পায় তাহা বাম পার্শ্বেই অধিক হয় কিংবা বাম পার্শ্বে হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয়—শীঘ্রই উক্ত ঝিল্লি গলিত ক্ষতে (gangrenous) পরিণত হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধ হয়। গ্রীবার গ্রন্থিসমূহ অত্যন্ত প্রদাহ এবং স্ফীত হয় এমন কি ফুলিয়া চিবুক ও গলা সমান হইয়া যায়। প্রদাহিত স্থান লাল না হইয়া নীল আভাযুক্ত হয় এবং শীঘ্রই পাকিয়া ওঠে কিন্তু পুঁজ অধিক হয় না। শিশু তন্দ্রাবস্থায় পড়িয়া থাকে, জ্বর ও সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প হয়। এইরূপ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের গতি যদিও অত্যন্ত দ্রুত হয় কিন্তু রোগী শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং হস্তপদাদিও শীতল হইয়া আইসে এই প্রকার ডিফথিরিয়াতে ল্যাকেসিস ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

ক্রোটেলাস এবং স্যাজাও ল্যাকেসিসের ন্যায় ডিফথিরিয়াতে অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু যখন ডিফথিরিয়ার সঙ্গে সাসিকা হইতে রক্তস্রাব এবং মুখ হইতে রক্ত ওঠে তখন ক্রোটেলাসকে উচ্চস্থান দিবে।

ল্যাক ক্যানাইনাম—ডিফথিরিয়ায় ল্যাকেসিসের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব যে পর্য্যায়ক্রমে একবার এ পার্শ্বে আর একবার আর এক পার্শ্বে আক্রমণ করে। প্রায়ই বাম পার্শ্বে ই প্রথমতঃ হয়। যন্ত্রণা, ফোলা এবং এমন কি কৃত্রিম ঝিল্লিও হঠাৎ এক দিকে চলিয়া যায় আবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ব্বের স্থানে ফিরিয়া আইসে, আমরা এই প্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণ অন্য কোন ঔষধে বিশেষ দেখিতে পাই না। ঝিল্লির বর্ণ পীতাভ কটা বর্ণ, দধির ন্যায় (curdy)। যদি ক্ষত হয় তাহা রৌপ্যের ন্যায় চক্‌চকে দেখিতে হয়।

লাইকোপডিয়াম—ইহার বৃদ্ধির সময় ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত। দক্ষিণ পার্শ্বই অধিক আক্রান্ত হয়। শিশু যেন ভয় পাইয়াছে এইরূপ ভাবে নিদ্রা হইতে উঠিয়া পড়ে, কিংবা অত্যন্ত খিটখিটে ভাবাপন্ন হয় কিংবা রাগান্বিত হয়।

এপিস—গলদেশে জলপূর্ণবৎ স্ফীতি এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। জিহ্বার পার্শ্বগুলিতেও ফোস্কা দেখা দেয়।

হাঁপানি—হাঁপানিতে ল্যাকেসিসের প্রয়োগ দেখা যায়। রোগী হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়াপড়ে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, বক্ষঃস্থলে কিংবা গলদেশে কাপড়ের সামান্য চাপ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। জলের মত তরল শ্লেষ্মা ওঠে এবং শ্লেষ্মা উঠিলে পরে রোগী উপশম বোধ করে।

নিউমোনিয়া—নিউমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় ল্যাকেসিসের কার্য্য বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা শেষ অবস্থায় বিশেষতঃ যখন নিউমোনিয়ার সহিত টাইফয়েড লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন ফুসফুসে স্ফোটক হয়, মস্তিষ্কের বিকৃতি দেখা দেয়, রোগী বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকে, ফেনা ফেনা রক্ত মিশ্রিত দেখিতে পুঁজের ন্যায় গয়ের উঠে তখন

ল্যাকেসিস উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম হয় সমস্ত শরীর ভিজিয়া যায়। (Lachesis is one of our best remedies in Typhoid pneumonia or typhoid fever with lung complications)। জিহ্বা ইহার একটী প্রধান পরিচায়ক লক্ষণ। জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক ন্যাকড়ার ন্যায়, বহির্গত করিতে পারে না, বহির্গত করিতে সর্পের জিহ্বায় ন্যায় কাঁপে কিংবা দাঁতে জিহ্বা আটকাইয়া যায়।

ইলাপস্—ইহাতে বাম অপেক্ষা দক্ষিণ ফুসফুস অধিক আক্রান্ত হয়। প্রাতে দক্ষিণ বক্ষঃস্থলে এত যন্ত্রণা হয় যে রোগী উঠিতেই পারে না। জল পান করিলে বক্ষঃস্থল যেন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায় রোগীর এইরূপ মনে হয়। কাশের সহিত দক্ষিণ apexএ অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে এবং যে গয়ের ওঠে তাহা কালরক্ত মিশ্রিত।

পরিপাকক্রিয়া—পারদের অপব্যবহার কিংবা কুইনাইন কিংবা মদ্যপান হেতু পাকস্থলী এত দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে সামান্য খাদ্যদ্রব্য পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। বিশেষতঃ এসিডযুক্ত খাদ্য দ্রব্য একেবারেই সহ্য হয় না বরং তাহাতে পাকস্থলীর উপদ্রব বৃদ্ধি হয় এবং উদরাময় হয়। এই প্রকার লোকের পরিপাকক্রিয়ার গোলযোগে ল্যাকেসিস উত্তম কার্য্য করে। কখন কখন পেট কামরায় কিন্তু আহার করিবামাত্রই সাময়িক উপশম হয় আবার কিছুক্ষণ পর পেট খুব ভার হয় মনে হয় যেন চাপ ধরিয়া রহিয়াছে।

ন্যাবা (Jaundice)—ল্যাকেসিসের যকৃতের উপরও যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। যকৃৎ আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা উৎপন্ন হয়। যকৃতে স্ফোটক হইলেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়—পেটে হাতের কিংবা কাপড়ের চাপ দিতে দেয় না—রোগী অত্যন্ত অস্বস্থি বোধ করে। ল্যাকেসিসের ইহা সার্ব্বজনীন লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ কুক্ষিতে দপদপানি যন্ত্রণা বোধ করে।

উদরাময় এবং আমাশয়—উদারময়ে ল্যাকেসিসের বিশেষ ব্যবহার আমরা দেখিতে পাই না। যখন রোগ নূতন অবস্থা হইতে পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয় তখন কিংবা ঋতুবন্ধ কালীন কিংবা মদ্য পান হেতু পুরাতন অজীর্ণ রোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। মল ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত

জলের মত তরল, রং chocolate অথবা পোড়া কয়লার ন্যায়। নিদ্রার অব্যবহিত পরই বৃদ্ধি হয়, রোগী কটিদেশে কাপড় রাখিতে পারে না। সকল সময় আলগা করিয়া রাখে এবং মলদ্বারে কোঁতানি ও অনেক সময় মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে যন্ত্রণা অনুভব করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত অনেকটা ছাগলের নাদির ন্যায় এবং দুর্গন্ধ, মলত্যাগকালীন জোর দিতে হয় কিন্তু অধিক কোঁথ দিতে পারে না কারণ মলদ্বারে যন্ত্রণা বোধ করে মনে হয় যেন মলদ্বার সংকোচিত হইয়া রহিয়াছে।

আমাশয়—আমাশয়ে যখন পচন আরম্ভ হয় তখন ল্যাকেসিস এবং চায়নাতে প্রভেদ নিরূপণ করা অনেক সময় কঠিন হইয়া উঠে কারণ উভয় ঔষধেই মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ, এবং রং চকলেটের ন্যায় হয়, দুর্ব্বলতা এবং শীতলতাও বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ অবস্থায় যদি ম্যালেরিয়া হইয়াছে জানিতে পারা যায় তাহা হইলে চায়নাকেই উচ্চস্থান দেওয়া হয়। কিন্তু ল্যাকেসিসে আমরা চায়নার রক্তহীনতা দেখিতে পাই না। যখন কোন রোগ জনিত কিংবা পুনঃ পুনঃ মলত্যাগহেতু রোগী অত্যন্ত অবসন্ন এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কান ভোঁ ভোঁ করে, অল্পতেই মূর্চ্ছার উপক্রম হয় তখন চায়নাই তাহার প্রকৃত ঔষধ। ইহা সকল সময় স্মরণ রাখিবে যে, ল্যাকেসিস রোগের প্রথম অবস্থায় প্রায়ই ব্যবহার হয় না রোগের বাড়াবাড়িতে যখন প্রচলিত ঔষধে ফল হইতেছে না তখন ইহা লক্ষণ দেখিয়া প্রয়োগ করা উচিৎ।

অন্ত্রের প্রদাহ (typhlitis)—ল্যাকেসিসের সহিত মার্কিউরিয়াসের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায় এবং ল্যাকেসিস অনেক সময় মার্কিউরিয়াসের পর ব্যবহার হইয়া থাকে। অন্ত্রের প্রদাহে যেমন typhlitis এ যখন পুঁজোৎপাদন হইবার সম্ভাবনা হয় তখন উভয় ঔষধই অত্যন্ত উপকারী। মার্কিউরিয়াসে সর্ব্বদা ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে কিন্তু রোগী ঘর্ম্মে কোনপ্রকার রোগের উপশম বোধ করে না, মল চট চটে শ্লেষ্মাযুক্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে মলত্যাগকালীন কুন্থন বর্ত্তমান থাকে। যখন এইরূপ অবস্থা হইতে টাইফয়েড ধারণ করে, তখন ল্যাকেসিসই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

এইরূপ হইলে রোগী কেবল হাটু গুটাইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে। বাম দিকে পাশ ফিরাইলেই তলপেটে গোলাকার বলের ন্যায় একটি পদার্থ গড়াইতে থাকে, এইরূপ অনুভব করে।

মলদ্বারের সঙ্কোচন (Constriction of anus)—মার্কিউরিয়াসের কোঁথানি (tenesmus) অত্যন্ত অধিক, রোগী সর্ব্বদা জাগিয়া থাকে কোঁথ দিতে অনেক সময় সরলান্ত্র বহির্গত হইয়া পড়ে, দেখিলে প্রদাহিত বলিয়া মনে হয় এবং কালচে রং। ল্যাকেসিসে সঙ্কোচন (constriction) ভাব অধিক থাকে এবং ল্যাকেসিসের কোথানি বরং আক্ষেপ বিশিষ্ট (spasmodic) এবং যে বলি নির্গত হয় তাহা অত্যন্ত শক্ত ভাবে মলদ্বার কর্ত্তৃক সঙ্কোচিত হয়। এই প্রকার সঙ্কোচন ভাব থাকা হেতুতেই ল্যাকেসিসে মল ত্যাগ কালীন মল যেন আটকাইয়া যায়, এবং এই জন্যই রোগীকে পুনঃ পুনঃ নাক্সভমিকার ন্যায় বৃথা মলত্যাগের চেষ্টা করিতে হয়। ল্যাকেসিসের আর একটি বিশেষত্ব যে মল শক্তই হউক আর তরলই হউক কিন্তু অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত।

আর্সেনিকেও মলদ্বারের সঙ্কোচন ভাব আমরা দেখিতে পাই কিন্তু আর্সেনিকে যে কোঁথানি থাকে তাহা অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক ও জ্বালা জনক। ল্যাকেসিসে কোঁথানি বেশী হয় না সঙ্কোচন ভাবই অধিক। ইহা ব্যতীত আর্সেনিকের ক্ষতে মলদ্বার হাজিয়া যায়।

মলদ্বারের সঙ্কোচনে—কষ্টিকাম, নাইট্রিক এসিড, নেট্রাম মিউর, ওপিয়ম এবং প্লাম্বাম চিন্তা করিবে।

কষ্টিকাম—মুখমণ্ডল আরক্তিমাভাযুক্ত এবং উদ্বিগ্ন। মলত্যাগের চেষ্টা হয়, অথচ মল বহির্গত হয় না।

নাইট্রিক এসিড—মলদ্বারে পেড়েক অথবা খোঁচা বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা। মলত্যাগকালীন মলদ্বার সঙ্কুচিত হয় এবং মলত্যাগান্তেও সঙ্কোচন এবং যন্ত্রণা অনেকক্ষণ থাকে। মলদ্বার মনে হয় চিড়িয়া গিয়াছে।

নেট্রাম মিউর—মলত্যাগ কালীন মলদ্বার সঙ্কুচিত মনে হয়। মল অত্যন্ত শক্ত কঠিন, মলদ্বার চিড়িয়া যায় এবং পুনঃ পুনঃ বৃথা মলত্যাগের চেষ্টা হয়।

ওপিয়ম এবং প্লাম্বাম—ইহাদের সংকোচন প্রায়ই একই প্রকারের আক্ষেপ বিশিষ্ট (Spasmodic)। ভয়ানক কোষ্ঠকাঠিন্য—কেবল মল বিভিন্ন প্রকারের ইহাই প্রভেদ।

কলেরা—কলেরায় ল্যাকেসিস কদাচিত ব্যবহার হয়, কিন্তু যখন সামান্য নড়াচরাতেই বমনের বৃদ্ধি হয় এবং বমনেচ্ছার সহিত প্রচুর লালা নিঃসৃত থাকে তখন ল্যাকেসিসেকে চিন্তা করা যাইতে পারে। কলচিকমেও এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু অন্যান্য লক্ষণে ইহারা অত্যন্ত পার্থক্য।

অন্ত্রাবরণ প্রদাহ—(**Peritonitis**) ল্যাকেসিস রোগের শেষ দিকে এবং জ্বর যখন শীঘ্র যাইতেছে না ও ১টার পর এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় তখন ইহা প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। শরীরে সামান্য হস্তের স্পর্শ সহ্য হয় না এবং ক্রমশঃ টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত হয়। কোমর হইতে জঙ্ঘা প্রদেশে আরম্ভ বেদনা হয়। ইহা typhlitis এ পূজ সঞ্চার হইলেও ব্যবহার হয় বিশেষতঃ বেলেডনা, ব্রাইওনিয়া এবং মার্কিউরিয়াসকরের পর প্রায়ই প্রয়োগ হইয়া থাকে।

রাসটকস—রোগী তন্দ্রাযুক্ত, প্রবল জ্বর, অস্থির, জিহ্বা শুষ্ক ত্রিকোণকৃতি লাল দাগযুক্ত, উদরাময় মল জলবৎ কটাবর্ণ, দুর্গন্ধ এবং শ্লেষ্মাযুক্ত তন্দ্রাবস্থায় অসারে নির্গত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মলত্যাগকালীন জঙ্ঘাদ্বয় হইতে পদদ্বয়ের নিম্নদিকে অত্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

বেলেডনা—তলপেট অত্যন্ত উষ্ণ এবং বেদনাযুক্ত, সামান্য নড়াচড়া গোলমাল এবং আলো সহ্য করিতে পারে না। যন্ত্রণা হঠাৎ আসে হঠাৎ চলিয়া যায়। মস্তক চক্ষু ও মুখমণ্ডল আরক্তিম বর্ণ হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়—ল্যাকেসিসে কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ক্ষমতা অধিক থাকে না। মন সকল সময় নানা প্রকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া থাকে অথচ লিঙ্গোদ্রেক এবং রেতঃস্খলন অসম্পূর্ণ হয়।

ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল যন্ত্রণা (ovaralgia)—স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে ল্যাকেসিসের কার্য্য অত্যন্ত অধিক। ডিম্বাশয়ে বিশেষতঃ বাম ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল যন্ত্রণা, বেদনা, অর্ব্বুদে (tumour) ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে এবং উত্তম কার্য্য করে যদ্যপি ল্যাকেসিসের সার্ব্বজনীন লক্ষণ হস্ত কিম্বা কাপড়ের সামান্য চাপে যন্ত্রণা অথবা অস্বস্থি বোধ বৃদ্ধি এবং যন্ত্রণা বাম পার্শ্বে হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তৃতি এই দুইটি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। অনেক সময় আমরা কেবল বাম ডিম্বাশয়ের রোগ শুনিলেও ল্যাকেসিসকে চিন্তা করিয়া থাকি।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্বল্প, রক্ত কাল এবং দুর্গন্ধযুক্ত। জরায়ু এবং বাম ডিম্বাশয়ের যন্ত্রণা হয়, ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা উপশম হইয়া আইসে আবার ঋতুস্রাবের বন্ধের সহিত সমুদায় উপসর্গ ফিরিয়া আইসে। জরায়ু প্রদেশে সামান্য কাপড়ের কিংবা হস্তের স্পর্শ সহ্য হয় না।

অর্ব্বুদ—ল্যাকেসিস ওভারিয়ান টিউমারে প্রায়ই ব্যবহার হয় যখন রোগ বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয়। পূঁজ সঞ্চার হইলেও ল্যাকেসিস প্রয়োগ হইতে পারে এবং বিশেষতঃ হেপার সালফার, মার্কিউরিয়াসের পর রোগী যখন অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—

প্ল্যাটিনা—ঋতু অত্যন্ত প্রচুর ও ল্যাকেসিসের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু রাগী অত্যন্ত অহঙ্কারী এবং আত্মম্ভরী প্রকৃতির। কাম প্রবৃত্তি অত্যন্ত অধিক সঙ্গে সঙ্গে যোনিদেশে সুড়সুড় বোধ করে।

ল্যাকেসিসে ঋতুস্রাবের সহিত যন্ত্রণার উপশম হয়, কিন্তু প্ল্যাটিনাতে তাহা হয় না বরং ঋতুস্রাবের সহিত যন্ত্রণা অধিক হয়।

এপিস—ল্যাকেসিসের অতি নিকট সম্বন্ধ ঔষধ কিন্তু ইহার কার্য্য বাম অপেক্ষা দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে অধিক প্রকাশ পায়। যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ চিড়িক মারা এবং টাটানিযুক্ত আবার কখন কখন কাটিয়া ফেলার ন্যায়ও হয় উভয় ঔষধের মানসিক লক্ষণ প্রায় একপ্রকার—অধিক কথা বলে, অতিরিক্ত কাম-প্রবৃত্তি, অস্থির এবং ঈর্ষাপরায়ণ।

আর্সেনিক—আর্সেনিকেরও ডিম্বাশয় এবং জরায়ুর উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। জরায়ুর রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ এবং সঙ্গম ইচ্ছা অত্যন্ত অধিক। আর্সেনিকে দক্ষিণ ডিম্বাশয় অধিক আক্রান্ত হয়। অত্যন্ত জ্বালা এবং অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে কিন্তু জ্বলন এবং যন্ত্রণা অনবরত পদদ্বয়ের সঞ্চালনে এবং গরম উত্তাপে উপশম হয়।

লাইকোপোডিয়ম—ইহা ঠিক ল্যাকেসিসের বিপরীত ইহাতে দক্ষিণ ডিম্বাশয় আক্রান্ত হয় এবং যন্ত্রণা দক্ষিণ হইতে বামদিকে বিস্তারিত হয়। লাইকোপোডিয়ামে পাকাশয়ের উপসর্গ থাকা উচিৎ।

গ্র্যাফাইটিস—যদিও ইহাতে বাম ডিম্বাশয় অধিক আক্রান্ত হয় কিন্তু দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের যন্ত্রণাও ল্যাকেসিসের ন্যায় যোনিদেশ হইতে রক্তস্রাবে উপশম হয়। এই দুইটি ঔষধের শারিরীক ধাতু প্রকৃতির পার্থক্য অত্যন্ত অধিক।

মস্কাস—ঋতুর প্রারম্ভে টানিয়া এবং খেঁচিয়া ধরার মত যন্ত্রণা হয় কিন্তু ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে এতদ যন্ত্রণাসমূহ উপশম হইয়া আইসে।

সিমিসিফিউগা—ঋতুস্রাব যতই প্রচুর হইতে থাকে যন্ত্রণাও ততই অধিক বৃদ্ধি হয়।

উপদংশ ক্ষত এবং পচন (mortification)—উপদংশ ক্ষত গ্যাংগ্রিনের আকার ধারণ করে। ক্ষতের চারি ধার নীলবর্ণ হয়, রাত্রিতে অস্থিরতা, যন্ত্রণা বৃদ্ধি এবং ভীষণ শিরঃপীড়া হয়। পায়ের উপদংশ ক্ষতের আকার চেপ্টা (flat), ধারগুলি নীল আভাযুক্ত এবং অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। ল্যাকেসিস পারদের একটি বিঘ্ন (antidote) ঔষধ সুতরাং পারদের অপব্যবহারজনিত রোগ হইলে লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগে আশু-উপকার পাওয়া যায়।

ক্ষত নীল আভাযুক্ত—হেপার, এসাফিটিডা, লাইকোপোডিয়ম সাইলিসিয়া এবং আর্সেনিক।

ক্ষতের চারিপার্শ্বে জ্বলন—আর্সেনিক, লাইকোপোডিয়াম, মার্কিউরিয়াস এবং সাইলিসিয়া।

ক্ষতের পুঁজ দুর্গন্ধযুক্ত—আর্সেনিক, অ্যাসাফিটিডা, লাইকো-পোডিয়াম, সাইলিসিয়া, সালফার এবং হেপার।

ক্ষত চেপ্টা (Flat)—আর্সেনিক, এসাফিটিডা, লাইকোপোডিয়াম, মার্কিউরিয়াস, সাইলিসিয়া এবং এসিডফস।

ক্ষত কৃষ্ণবর্ণ এবং গেংগ্রিনাস—আর্সেনিক, সিকেলি, সাইলিসিয়া, প্লাম্বাম, কার্ব্বভেজ, ইউফোরবিয়াম, মিউরেটিক এসিড।

ল্যাকেসিসের ক্ষত অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, স্পর্শ করা যায় না। স্পর্শে জ্বালা করে, ক্ষতের চারি পার্শ্বের চর্ম্ম ছোপ ছোপ কাল দাগযুক্ত হয়। পায়ের ক্ষত বিশেষ গভীর হয় না—উপরে উপরে প্রসারিত হয় এবং স্রাবও অধিক হয় না, কিন্তু রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কৃষ্ণবর্ণ ফোস্কাযুক্ত ফুস্কুরি ক্ষতের চারিধার ঘেরিয়া ফেলে এবং তদনিকটবর্ত্তী চতুর্দ্দিকের চর্ম্মগুলি অসার অর্থাৎ মরিয়া যায়—সময় সময় স্রাব বন্ধ হইয়া অক্রান্ত পদে তরলদ্রব্যের সমাবেশবৎ স্ফীত হয় এবং শিরাও নীলবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং শিরার প্রদাহ উপস্থিত হয়। ল্যাকেসিসের সহিত কার্ব্বভেজের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু কার্ব্বভেজের অবসন্নতা ল্যাকেসিস অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। শ্বাস প্রশ্বাস, গাত্রত্বক ইত্যাদি সমুদায় শীতল অর্থাৎ হিমাঙ্গবৎ হয়। ল্যাকেসিসের ক্ষতও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। ল্যাকেসিস রোগী কার্ব্বভেজের ন্যায় তত দুর্ব্বল হয় না।

ল্যাকেসিস রোগীতে রক্তস্রাব অতি অল্পতেই অধিক হয়। সামান্য ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয় (ফস্ফরাস, ক্রিয়োজোট)। একটি পিনের খোঁচা হইতেও অধিক রক্ত নির্গত হয়, Small wounds bleed much)। রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ এবং শীঘ্রই জমাট বাঁধিয়া পোড়া বিচালি খড়ের ন্যায় দেখায় (looks like charred straw) ক্ষতের ধারগুলির শিরাসমূহ স্ফীত হইয়া মোটা মোটা হয় (The veins become varicose, enlargement of veins is a prominent condition of Lachesis)

হেপার সালফার—পারদের অপব্যবহারজনিত দোষে হেপার সালফার একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্ষতের ধারগুলি ল্যাকেসিসের ন্যায় অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং থেঁতলান মত যন্ত্রণা থাকে ও অত্যন্ত বোধাধিক্য

(hyperesthesia)। যদিও ক্ষত পুঁজযুক্ত নীলবর্ণ হয় কিন্তু তথাপি রোগী ল্যাকেসিসের ন্যায় তত দুর্ব্বল হয় না।

নাইট্রিক এসিড—গলিত উপদংশ ক্ষতের এবং পায়ের অস্থির (tibia) ক্ষতের একটি মহৎ ঔষধ কিন্তু নাইট্রিক এসিডের ক্ষতের ধারগুলি ছেঁড়া ছেঁড়া অসমান (irregular edges) অতিরিক্ত দানাদার (granulations) এবং অত্যন্ত রক্তস্রাবী। এতদ্ব্যতীত রোগীর ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থল চিড়িয়া যায় এবং গলদেশে মাছের কাঁটা বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়।

গলিত এবং দূষিত ক্ষত (Gangrene and Septecaemia) —গলিত এবং দূষিত ক্ষতে ল্যাকেসিসের যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে এবম্বিধ ক্ষতের একটি প্রধান এবং অব্যর্থ ঔষধ বলা হইয়াছে এবং আঘাতজনিত গলিত ক্ষতে ইহা অধিক উপকার করে। সৈন্যবিভাগের ডাক্তার ফ্র্যাঙ্কলিন সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন যে তিনি ল্যাকেসিসের গ্যাংগ্রিণে অর্থাৎ গলিত ক্ষতে কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। তিনি অনেক রোগী মাত্র এই ঔষধ আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক ব্যবহার করিয়া অতি সত্বর আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—In a case of compound comminuted leg fracture terminating in gangrene and threatening speedy destruction of the limb, the gangrene was quickly checked by the internal and external use of Lachesis, the infiammation subsiding and the healing process moving on to a complete cure. I cannot recommend too highly the use of this agent for gangrene and am confident that the observations of all who have employed or may employ it will bear me out in the assertion that it is eminently curative of gangrenous affections."

রক্ত দূষিত ক্ষতেও (septicaemia) ল্যাকেসিসের কার্য্য অব্যর্থ— ডাক্তার ক্যারোল ডানহাম ইহাকে এতদ রোগে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে শবব্যবচ্ছেদ জনিত আক্রান্ত, এই প্রকার ক্ষতের অনেক

আরোগ্য সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—(He begins with a case of septicaemia occuring in his own persons as the result of a wound incurred during the post-mortem examination of a case of puerperal peritonitis. Both the local and general symptoms were severe but they rapidly yielded to Lacasis 12, three times a day. Next he relates an epidemic of malignant pustule, in which he treated eight cases with Lacasis alone. It relieved the pain within a few hours after the first dose was given, and the patients all recovered very speedily. Then he speaks of three cases of phlebitis supervening upon ulcers (probably syphilitic) of the lower extremities. There was a great and sudden prostration of strength, low muttering delirium and general typhoid symptoms, indicating pyaemic infection. The effect of Lachesis was all that could be desired.

পচনযুক্ত ক্ষতের ল্যাকেসিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আঘাতের পর ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। আক্রান্ত স্থান পচিতে আরম্ভ হয় এবং ঐ স্থান কাল কিংবা ধূসর বর্ণ হয়। রোগীর জ্বর অত্যন্ত অধিক হইয়া বিকার অবস্থা উপস্থিত হয় এবং পচন স্থানে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে।

আর্সেনিক—পচনযুক্ত ক্ষতের ইহাকে অনেকে একমাত্র ঔষধ বলেন। ইহাতে জ্বালা অত্যন্ত অধিক থাকে এবং রোগ হঠাৎ আরম্ভ হয় ও রোগী অতি অল্প সময়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বৃদ্ধদিগের পীড়ায় এই ঔষধ অধিক উপযোগী। উষ্ণ প্রলেপে, উষ্ণ জলে ধৌতে যন্ত্রণা উপশম হয়। ল্যাকেসিসে উষ্ণ জলে, উষ্ণ প্রলেপে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

কার্ব্বভেজ—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শরীর হিমাঙ্গবৎ হইয়া যায়। ক্ষত অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাংগ্রিন। পচন স্থান হইতে ভুট্‌ভাট্‌ করিয়া বায়ু নির্গত হইতে থাকে। এই সঙ্গে তিসির সহিত কাঠ কয়লার পুলটিস দেওয়া কর্ত্তব্য।

সিকেলিকর—শুষ্ক গ্যাংগ্রিণে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়, হস্ত পদে

অধিক হয়। জ্বালা খুব বেশী থাকে না, আহত স্থানের চর্ম্ম শুষ্ক কৃষ্ণবর্ণ হইয়া কুঞ্চিত আকার ধারণ করে। নিম্নক্রম অধিক উপযোগী। আক্রান্ত স্থান অসাড় হইয়া যায়।

রক্ত প্রস্রাব (Haematuria) এবং শোথ (Dropsy)—ল্যাকেসিস রক্ত প্রস্রাবে ক্রোটেলাস হোরিডাসের সমকক্ষ ঔষধ। যখন রক্তের অপকর্ষতা (blood degeneration) হেতু উদ্ভূত হইয়া থাকে—কাজেকাজেই প্রস্রাবে যে তলানি পরে তাহা দেখিতে পোড়া বিচালি খড়ের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং প্রস্রাব দেখিতেও অনেকটা কৃষ্ণবর্ণ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ দানা দানাযুক্ত (হেলিবোরাস্)।

কৃষ্ণবর্ণ প্রস্রাব—কলচিকম, নেট্রাম মিউর, কার্ব্বলিক এসিড এবং ডিজিটালিস।

ঘোলা প্রস্রাব—এপিস, এমোনিয়াম, আর্সেনিক, বেঞ্জোয়িক এসিড, আর্ণিকা, ওপিয়ম, কার্ব্বভেজ, ক্যালিকার্ব্ব এবং টেরিবিস্থিনা। একমাত্র ল্যাকেসিসেই অত্যন্ত ফেনাযুক্ত প্রস্রাব দেখিতে পাওয়া যায়।

শোথ (dropsy)—শোথেও ল্যাকেসিসের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রস্রাব কৃষ্ণবর্ণ এবং এলবিউমেন যুক্ত। স্ফীত স্থানের চর্ম্ম গাঢ় নীলাভাযুক্ত দেখিতে অনেকটা কৃষ্ণবর্ণ। ল্যাকেসিস বিশেষভাবে স্কার্লেটিনার পর শোথে কিংবা মাতালদিগের শোথে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

হেলিবোরাস—শোথরোগে ইহার প্রয়োগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় ইহাতে মস্তিষ্কের অবসাদ অত্যন্ত অধিকরূপ বর্ত্তমান থাকে। মুখমণ্ডল রক্তহীন মলিন এবং স্ফীত। সাদা শ্লেষ্মাযুক্ত উদরাময়, রোগী উপবেশন কিংবা দণ্ডায়মান অবস্থা অপেক্ষা শয়ন অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস সহজে লইতে পারে, কষ্ট বোধ করে না। (ল্যাকেসিস এবং আর্সেনিক ঠিক ইহার বিপরীত।)

ডিজিটালিস—প্রস্রাব স্বল্প, কাল এবং ঘোলা। হৃৎপিণ্ড এত দুর্ব্বল যে সামান্যতেই মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়; মুখমণ্ডল ল্যাকেসিসের ন্যায় নীল আভাযুক্ত হয় কিন্তু ল্যাকেসিসে কণ্ঠনালীতে অধিক সঙ্কোচন হয় এবং বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ করে। ডিজিটালিসে যে শ্বাস রোধ হওয়ার মত

সঙ্কোচন উপস্থিত হয় তাহা বক্ষঃস্থলের অন্তর প্রদেশ বৃদ্ধি হইয়াছে এইরূপ কারণ বলিয়া মনে হয়।

টেরিবিন্থিনা—রক্ত প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাব দেখিতে ধোঁয়ার মত ঘোলা এবং কফি গুড়ার মত কাল কাল তলানি পড়ে, ইহা রক্তেরই বিভক্ত দানা। টেরিবিন্থিনা প্রায়ই স্কার্লেটিনার পর শোথে ব্যবহার হয়। শ্বাস-কষ্ট হয় রোগী শুইয়া থাকিতে পারে না। জিহ্বা শুষ্ক এবং চক্‌চকে পালিস। সকল সময় তন্দ্রাযুক্ত। অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাওয়া যায়—মূত্র কোষের (kidney) ব্যাধির প্রথম অবস্থায় যখনই রক্তাধিক্য প্রবল হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়—অর্থাৎ প্রচুর renal cast দেখা দিবার পূর্ব্বে টেরিবিন্থিনা উত্তম কার্য্য করে। ইহাতে ল্যাকেসিস অপেক্ষা জ্বলন ও কটিদেশে বেদনা অত্যন্ত অধিক হয় এবং প্রস্রাব ভাইওলেট গন্ধযুক্ত। টেরিবিন্থিনা রোগীর পেট ফাঁপা থাকে ইহা ল্যাকেসিসে দেখা যায় না এবং টেরিবিন্থিনা রোগীর জিহ্বা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জিহ্বা এত পরিষ্কার যেন জিহ্বা কণ্টক শূন্য। টাইফয়েড রোগের রক্তস্রাবে ইহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, পেট হইতে রক্তস্রাব, রক্ত প্রস্রাব সমুদায় কৃষ্ণবর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

এপিস—স্কার্লেটিনা রোগের পর শোথে এপিসও একটি ল্যাকেসিসের সমকক্ষ ঔষধ। উভয় ঔষধেরই প্রস্রাব এলবিউমেন যুক্ত, পরিমাণ স্বল্প ও কৃষ্ণবর্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস কষ্ট বর্ত্তমান থাকে কিন্তু এপিসে জল পিপাসা থাকে না, স্ফীত স্থানের চর্ম্ম রক্তহীন ফ্যাকাসে মোমের ন্যায় হয় (ল্যাকেসিসে নীল আভাযুক্ত বর্ণ) এবং মশক দংশনের ন্যায় শরীরের স্থানে স্থানে লাল লাল ফুস্করি প্রকাশ পয়, অথবা শোথযুক্ত স্থানের অবস্থা বিসর্প রোগের ন্যায় গোলাপি আভাযুক্ত হয়।

আর্সেনিক—মূত্র স্বল্প ও এলবিউমেনযুক্ত ও তদসহ আর্সেনিকের প্রকৃতি মানসিক অস্থিরতা, পুনঃ পুনঃ জল পিপাসা এবং জ্বলন ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। প্রস্রাব কৃষ্ণবর্ণ, ঘোলা, রক্ত মিশ্রিত কফি গুঁড়ার ন্যায় তলানিযুক্ত, ব্রোঙ্কাইটিস, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, গয়ের উত্তোলনে উপশম ইত্যাদি থাকিলে অন্য ঔষধের সহিত ইহার সাদৃশ্য আসিয়া পড়ে কিন্তু মূত্র কোষের ব্যাধিতে প্রস্রাব যখন ঘোলা কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং প্রস্রাবে প্রচুর Renal cast প্রকায় পায়,

শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট সন্ধ্যায় নিদ্রা যাইবার সময় কিংবা রাত্রি ১২।১ টায় বৃদ্ধি হয় এবং গয়ের উত্তোলনে উপশম পায়, তখন আর্সেনিকই হইতেছে তাহার উৎকৃষ্ট অব্যর্থ মহৌষধ। ল্যাকেসিসের শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট রোগী নিদ্রা যাইবার জন্য শয়ন করিলে যখন নিদ্রায় চক্ষু বুজিয়া আইসে তখনই বৃদ্ধি হয়, তরল গয়ের উত্তোলনে ল্যাকেসিস রোগীও উপশম বোধ করে কিন্তু ল্যাকেসিসের গলদেশে কাপড়ের স্পর্শ সহ্য হয় না, অস্বস্থি বোধ করে, আর্সেনিকে এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কলচিকম—ইহাতে মূত্র কোষে (Kidney) রক্তাধিক্য হয়। প্রস্রাব কৃষ্ণবর্ণ, ঘোলা এলবিউমেন সংযুক্ত রক্তমিশ্রিত কিংবা কালীর মত কাল। শোথ বর্ত্তমান থাকে। কলচিকমে মূত্র ত্যাগের পর মূত্রাশয়ের কোঁথানি লক্ষণ থাকে ইহা ল্যাকেসিসে দেখিতে পাওয়া যায় না, এতদ্ব্যতীত কলচিকম গেঁটে বাত গ্রস্থ লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে এবং কলচিকম রোগী খাদ্য দ্রব্যের সামান্য গন্ধ সহ্য করিতে পারে না, বমনোদ্বেগ হয়। পেটে বায়ু জন্মে এবং পেট ফাঁপে হস্তের চাপ দিতে দেয় না, অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়। কলচিকমে একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, যদি প্রচুর লালা নিঃসরণ অথবা প্রচুর প্রস্রাব হয়, তাহা হইলে মল স্বল্প এবং মলত্যাগ কালীন কোঁতানি হয় আর যদি মল বেশী হয় এবং কোঁতানি অধিক না থাকে তাহা হইলে লালা নিঃসরণ এবং প্রস্রাব স্বল্প হয়।

পৃষ্ঠব্রণ (**Carbuncle**)—পৃষ্ঠ ব্রণের ল্যাকেসিস একটি অতি মহৎ ঔষধ, ক্ষতের চারি ধার ফুলিয়া কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীল আভাযুক্ত হয় এবং পুঁজ সঞ্চার অত্যন্ত ধীরে ধীরে হইতে থাকে এই অবস্থায় ল্যাকেসিস প্রয়োগে পুঁজোৎপাদন শীঘ্র করিয়া রোগের অবস্থা পরিবর্ত্তন করাইয়া দেয় এবং রোগীর দুর্ব্বলতা হ্রাস করিয়া বল আনয়ন করে।

টাইফয়েড ফিবার—ল্যাকেসিসে আমরা যে প্রকারের লক্ষণ প্রকাশ দেখিতে পাই তাহা যে অনেকটা টাইফয়েড কিংবা টাইফয়েড জাতীয় তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ল্যাকেসিসের প্রলাপ বেলেডনার ন্যায় ভীষণ হয় না, রোগী বিড় বিড় করিয়া অনবরত বক বক করিতে থাকে, অত্যন্ত

বহুভাষী (loquacity) সময়ে সময়ে রোগী এত অবসাদপূর্ণ হয় যে হস্ত পদ শীতল হইয়া আইসে এবং সর্ব্বশরীর ও হস্তদ্বয় কাঁপিতে থাকে। জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক, বহির্গত করিতে বলিলে কষ্টের সহিত বহির্গত করে এবং জিহ্বা সর্পের জিহ্বার ন্যায় কাঁপিতে থাকে কিংবা দাঁতে জিহ্বা লাগিয়া যায়। টাইফয়েডে জেলসিয়ামে জিহ্বার এই প্রকার কম্পন রোগের প্রথম অবস্থায় প্রকাশ পায় আর ল্যাকেসিসে শেষ অবস্থায় প্রকাশ পায়। ল্যাকেসিসের জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক হয় কিন্তু জেলসিমিয়ামের জিহ্বা তত শুষ্ক নয়, ওষ্ঠদ্বয় চিড়িয়া যায় এবং কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নির্গত হয়। ল্যাকেসিস রোগী বহুভাষী সকল সময় কথা বলিতে থাকে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কিন্তু টাইফয়েড অবস্থায় রোগী ক্রমশঃ অবসাদ গ্রস্থ হইয়া আইসে অথচ প্রলাপ তখনও বকে। বহু কথন (Loquacity) ল্যাকেসিস রোগীর একটি বিশেষ লক্ষণ। ল্যাকেসিসে টাইফয়েড অবস্থায় আর একটি মানসিক লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে—রোগী মনে করে সে যেন কোন একটি অমানুসিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। টাইফয়েডে উদরাময় বর্ত্তমান থাকে এবং মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত থাকে। ল্যাকেসিসের মল শক্ত হইলেও দুর্গন্ধ কাটে না।

ল্যাকেসিস টাইফয়েড রোগের শেষ অবস্থায়ও প্রয়োগ হয়—রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে, নিম্ন চুয়াল পড়িয়া যায় এবং মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অধিক কথা বলা অর্থাৎ বহুভাষী (Loquacity) সম্বন্ধে—ল্যাকেসিসের সহিত ষ্ট্র্যামোনিয়াম, এগারিকাস, মিফাইটিস এবং সিমিসিফিউগার সাদৃশ্য থাকিলেও আমরা নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখিতে পাই—

ষ্ট্র্যামোনিয়াম—মুখমণ্ডল আরক্তিম বর্ণ হয় এবং মস্তিষ্কের চাঞ্চল্য লক্ষণ থাকে। ল্যাকেসিসে ইহা থাকে না।

এগারিকাস—অত্যন্ত অধিক এলোমেলো কথা বলে কিন্তু এতৎসহ মুখমণ্ডলের এবং গ্রীবা প্রদেশের নানা প্রকার খেঁচুনি (Convulsion) বর্ত্তমান থাকে।

মিফাইটিস—মনে হয় যেন মদ্য পান করিয়াছে।

সিমিসিফিউগা—বহু বাক্য কথন এলোমেলো বকা (Loquacity)—মাসিক ঋতু স্রাব আবদ্ধ কিংবা সূতিকা উন্মাদ হইতে হয়। ল্যাকেসিসেও মাসিক ঋতু বন্ধ হওয়ার দরুণ হয়। সিমিসিফিউগা রোগী এক অস্বাভাবিক কল্পনা সৃষ্টি করে ও চিন্তা করে যে ইঁদুর চলিয়া বেড়াইতেছে, অনবরতই কথা বলে, এক বিষয় বলিতে বলিতে আর এক বিষয়ে চলিয়া যায় এবং বলিতে বলিতে এদিক ওদিক চলাফেরা করে। ল্যাকেসিসে হস্ত কম্পনই অধিক হয়। এবং এলোমেলো অধিক কথা বলার সহিত উদরাময় এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে।

টাইফয়েড জ্বরে মস্তিষ্ক অধিক আক্রান্ত হইলে—ওপিয়ম, হাইওসিয়মাস, আর্ণিকা, লাইকোপোডিয়ামের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ—

ওপিয়ম—চোয়াল ধরিয়া যায়, রোগী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে, নাসিকা ধ্বনি হইতে থাকে, (Stertorous breathing) এবং মুখমণ্ডল গাঢ় লাল বর্ণ হয়। মুখের বর্ণ যত অধিক গভীর লাল বর্ণ হয় ততই ওপিয়ম উত্তম কার্য্য করে (...The darker red the face the more is opium indicated)

হাইওসিয়ামাস—ইহাতেও নিম্ন চোয়াল পড়িয়া যায়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, কাঁপিতে থাকে পেশীর আকুঞ্চন (twitching) হয় এবং রোগী শয্যা খুঁটে, হাইওসিয়ামাসের ইহা একটি বিশেষ বিশেষত্ব। হাইওসিয়ামাসেও ওপিয়মের ন্যায় নাসিকা ধ্বনি হয় এবং আসারে রোগী মলত্যাগ করে।

আর্ণিকা—মস্তিষ্ক অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয়, রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে। ইহাতেও নিম্ন চুয়াল পড়িয়া যায়, অসারে মলমূত্র ত্যাগ করে, চক্ষু স্থির হইয়া থাকে। কিন্তু আর্ণিকার বিশেষত্ব হইতেছে যে সর্ব্বশরীরের স্থানে স্থানে নীল আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ ছোপ ছোপ কালশিরা দাগ প্রকাশ পায়।

লাইকোপোডিয়ম—ইহা অধিকাংশ স্থানেই ল্যাকেসিসের অনুপূরক রূপে কার্য্য করে। রোগী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে, নিম্ন চোয়াল ধরিয়া যায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে গলায় শ্লেষ্মার ঘড়-ঘড়ানি শব্দ হয়, চক্ষু এক দৃষ্টিতে স্থির হইয়া থাকে নড়ে না এবং পিচুটিতে পূর্ণ হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের

পক্ষাঘাতের উপক্রমে লাইকোপোডিয়ম উত্তম কার্য্য করে এবং এই বিষয়ের ইহা একটি মহৎ এবং প্রচলিত ঔষধ। চক্ষুতে অধিক পিঁচুটি হওয়া মস্তিষ্ক রোগের একটি লক্ষণ।

জ্বর

সময়—ইহার Periodicity একটি বিশেষ বিশেষত্ব। বৎসরান্তে রোগ ফিরিয়া হয়, প্রায়ই প্রত্যেক বসন্ত কালে। রাত্রে কিংবা দিনে ১২টা হইতে ২টার মধ্যে জ্বর আইসে।

শীত—তৃষ্ণা থাকে না। কোমর হইতে শীত আরম্ভ হইয়া মস্তকের পশ্চাৎ পর্য্যন্ত ওঠে। সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত অধিক শীত অনুভব করে। শীতে গা হাত কাঁপিতে থাকে এবং আগুনের উত্তাপের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে, ইচ্ছা করে আগুনের পার্শ্বে ঘুমাইয়া থাকে কারণ উত্তাপে আরাম বোধ করে। শীতে এত কম্প হয় যে জোরে চাপিয়া ধরিতে হয়।

দাহ—তৃষ্ণা থাকে। ভীষণ মাথা ধরে—মুখের চেহারা নীলবর্ণ হয়। অত্যন্ত কথা বলে এবং বুকে চাপ বোধ করে।

ঘর্ম্ম—প্রচুর ঘাম হয় এবং ঘামে রোগী উপশম বোধ করে। বগলে রসুনের ন্যায় তীক্ষ্ণ গন্ধযুক্ত ঘাম হয়।

জিহ্বা—যখন বহির্গত করে কাঁপিতে থাকে কিংবা দাঁতে জিহ্বা লাগিয়া যায়। আস্বাদ টক এবং সমস্ত জিনিষই টক স্বাদ হয়।

ল্যাকেসিসের জ্বরের সাময়িকতা (Periodicity) একটী বিশেষ লক্ষণ প্রত্যেক বসন্তকালে জ্বর ফিরিয়া আইসে। রোগী বুকে এবং গলায় কোন প্রকার চাপ সহ্য করিতে পারে না।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ল্যাকেসিস সচরাচর উচ্চ ক্রম ৩০, ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয় এবং পুনঃ পুনঃ দেওয়া হয় না। অত্যন্ত গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। এক মাত্রা ২০০ শক্তি দিয়া ৪৫ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে;

অনুপূরক—(**Complementary**)—হেপার, লাইকো, নাইট্রিক এসিড।

রোগের বৃদ্ধি—নিদ্রার পর, স্পর্শে, অত্যধিক শীত এবং উত্তাপে। পারদ ঔষধে, সূর্যের তাপে, গ্রীষ্মকালে। বামপার্শ্বে।

রোগের উপশম—স্রাব নিঃসরণে।

রোগীর বিবরণ

১। এক বিবাহিতা স্ত্রীলোক প্রতিদিন প্রাতঃকালে এবং দিবসে নিদ্রা ভঙ্গের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করিত সে মনে করিত তাহার বন্ধু বান্ধব কেহ নাই, সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। অত্যন্ত বিষন্ন হইয়া থাকিত। ক্ষুধাও বেশী হইত না এবং কোষ্ঠ কাঠিন্য ছিল। মলদ্বার সঙ্কোচিত হইয়া থাকিত। প্রস্রাব কৃষ্ণবর্ণ এবং স্বল্প। ডাক্তার গারেন্সি তাহাকে উচ্চক্রমের ল্যাকেসিস দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

২। এক স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর প্রায় আড়াই মাস নিদ্রা হয় নাই। মন অত্যন্ত বিষন্ন, উদাসীন, নিরুৎসাহ এবং নৈরাশ্য ছিল; কিন্তু নিম্নোদর অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য ছিল—এমন কি সামন্য কাপড়ের স্পর্শ পর্যন্ত সহ্য হইত না এবং বাম ডিম্বাশয় প্রদেশে যন্ত্রণাও ছিল। ডাক্তার ব্রিগহাম তাহাকে ল্যাকেসিস ৩০ ক্রম প্রয়োগে সুনিদ্রা আনয়ন করেন এবং অন্যান্য যাবতীয় লক্ষণসমূহ সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

৩। একজন ভদ্রলোক ২৯ বৎসর বয়স হইবে। একদিন দেখা গেল যে, সে খাটে বসিয়া রহিয়াছে কিন্তু তাহার মস্তক সম্মুখ দিকে ঝুঁকিতেছে। নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়িয়াছে; মুখ হইতে ক্রমাগত লালা ঝরিতেছে। বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে ও অস্থির হইতেছে। উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, দাঁড়াইলে শরীর বাম পার্শ্বে বাঁকিয়া যাইতেছে। কেহ না ধরিলে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। পা টানিয়া চলিতেছে এবং বাম পার্শ্বে কেবল হেলিতেছে। বাম বাহু ও পদ দক্ষিণদিকের অপেক্ষা অকর্ম্মণ্য হইয়াছে,

কেহ শত্রুতা করিতেছে এইরূপ মনে করিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছে, যেন কোন অমানুসিক শক্তি তাহাকে পরিচালিত করিতেছে। তাহার কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং ভগন্দর ছিল। ভগন্দর অস্ত্র করিবার পর এই প্রকার মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। ল্যাকেসিস ২০০ শক্তি প্রয়োগে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ডাক্তার—ওয়েসিলহিপ্ট।

৪। এক দুর্ব্বল স্ত্রীলোক, স্নায়ুশূল রোগে ভুগিতেছিল। বহু এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কোন প্রকার উপকার পায় নাই। স্ত্রীলোকটি ৩ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। স্নায়ুশূল যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হইত এবং অত্যন্ত অস্থির বোধ করিত, লম্ফ দিয়া নিদ্রা হইতে উঠিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইত। ডাক্তার আসিলে সে বলিত যেন আমাকে নিদ্রার ঔষধ না দেওয়া হয়। কারণ সে প্রত্যেক বার নিদ্রার চেষ্টা করিলেই চমকিয়া উঠিয়া বলিত আমি মারা যাইব। তাহার সমস্ত বাম পার্শ্বে বেদনা হইয়াছিল। ডাক্তার ম্যাকনিল তাহাকে ল্যাকেসিস ২০০ শক্তি সেবন করিতে দেন এবং তাহাতেই রোগী সুস্থ হইয়া ওঠে এবং ৭ মাসে এক পুত্র সন্তান প্রসব করে—সন্তান নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু প্রসূতির আর স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয় নাই।

৫। এক ব্যক্তির বাম তালুমুল পাকিয়া তৎপর উহাতে ও কোমল তালুতে পচা ক্ষত হইয়াছিল। সাইলিসিয়া ঔষধে কোন উপকার না হওয়ায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাহাকে ল্যাকেসিস ব্যবস্থা দেন এবং উহাতেই রোগীর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

৬। একজন স্ত্রীলোক আহারের সময় ৫ মাস বড়ই কষ্ট পাইতেছিল। আহার গলাধঃকরণ কালীন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিত সে কেবল তরল পদার্থ আহার করিতে পারিত, কঠিন পদার্থ উত্তমরূপে চর্ব্বন করিতে ও গিলিতে পারিত না, যাহা গলাধঃকরণ করিত উহা যেন অন্য পথ দিয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ হইত। ডাক্তার বার্টলেট তাহাকে ল্যাকেসিস ৩০ শক্তি ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। দুইবার ঔষধ সেবন করার পর তাহার শরীর অত্যন্ত হালকা বোধ হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ রোগী আরোগ্য লাভ করে।

৭। একটি দুইমাসের শিশুর মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত এবং সমুদায় গাত্র বিবিধবর্ণে রঞ্জিত হইত। শিশুর ক্রন্দন কালীন তাহার শরীর কাল ও নীল বর্ণ মিশ্রিত অর্থাৎ নীলধাতুর ন্যায় বর্ণযুক্ত হইয়া পড়িত। শিশুকে নাড়াইতে কিংবা তুলিতে হইলে বেদনাবশতঃ কাঁদিবার কালীন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিত। ডাক্তার ভন টেগন তাহাকে উচ্চক্রমের ল্যাকেসিস দ্বারা আরোগ্য করেন।

৮। একজন মাতাল একটি লোকের অঙ্গুলিতে কামড়াইয়া ছিল এবং তজ্জন্য তাহার সেই অঙ্গুলিতে ক্ষত হয়। অঙ্গুলি ক্রমশঃ ফুলিয়া উঠিয়া দেখিতে ঈষৎ নীলবর্ণ হইয়াছিল এবং তাহাতে ২।৩টি নালী হইয়াছিল। নালী ঘা হইতে কুচো হাড় বাহির হইয়াছিল। আর্ণিকা বেলেডোনা, আর্সনিক এবং সাইলিসিয়া প্রয়োগ করিয়া তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। অবশেষে ডাক্তার ষ্টীন্‌স দেড় মাস কাল প্রত্যহ ২বার ল্যাকেসিস ৩০ সেবন করাইয়া আরোগ্য করিরাছিল।

৯। একজন লোকের পায়ের অঙ্গুলিতে সর্প দংশন করে, তাহাতে তাহার পা ফুলিয়া উঠে এবং বেদনাযুক্ত হয়। ১৮ ঘণ্টার পর তাহার পায়ের অঙ্গুলি হইতে গুলফ সন্ধি পর্যন্ত ত্বক ফাটিয়া যায়। আক্রান্ত পদ অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হয়। উগ্র কার্ব্বলিক এসিড লোসন লাগান হইয়াছিল এবং ল্যাকেসিস ১২ সেবন করান হয়। ইহার অর্দ্ধঘণ্টা পর হইতে ফুলা কমিতে থাকে এবং ৩ ঘণ্টার মধ্যে পা পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। দশদিনে রোগী সম্পুর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

কষ্টিকম্ (Causticum)

কষ্টিকামের প্রকৃত রাসায়ণিক সংযোগ (composition) কি যদিও তাহা আমাদিগের বিদিত নাই কিন্তু ইহা যে একটি পটাস (potass) জাতীয় ঔষধ তাহার কোন সন্দেহ নাই। হ্যানিমানও এই বিষয়ে (উপাদান) বিশেষ কিছুই বলিতে পারেন নাই এবং তদানীন্তনকালীন রাসায়নিকগণও (chemists) ইহার মিশ্রণ (composition) এর ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। কিন্তু যাহাই হউক ইহা হ্যানিমানের আবিষ্কৃত একটি অদ্বিতীয় ঔষধ এবং মহাত্মা হ্যানিমান ইহাকে antipsoric ঔষধেরভুক্ত করিয়াছেন। ইহা এত বড় antipsoric ঔষধ যে, ইহাকে সালফার, সোরিনামের পরেই স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ

১। কাঁচা কাঁচা অথবা টাটানি বোধ (Rawness or soreness) মস্তকের খুলির ত্বকে, গলদেশে, শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রে, মলদ্বারে, মূত্রমার্গে, যোনিপথে এবং জরায়ু ইত্যাদি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থানে প্রকাশ পায়। (গাত্র বেদনা যেন আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে—আর্ণিকা। যেন মচকাইয়া গিয়াছে—রাসটক্স)

২। কাশি, হাঁচি ইত্যাদিতে অসারে মূত্র নির্গত হইয়া পড়ে।

৩। স্বরভঙ্গসহ গলদেশে কাঁচা কাঁচা বোধ থাকে। স্বর বসিয়া যায়, স্বরভঙ্গ প্রাতে বৃদ্ধি হয়, শীতল জল পানে অথবা গলদেশ সিক্ত করিলে স্বরভঙ্গ সাময়িক উপশম হয় এবং কথা সহজে বাহির হয় ও পরিষ্কার হয়। (সন্ধ্যায় স্বরভঙ্গ বৃদ্ধি হয়—কার্ব্ব ভেজ, ফসফরাস।)

৪। স্থান বিশেষে পক্ষাঘাত হয় (Paralysis of single parts)—বাক্‌যন্ত্র, জিহ্বা, অক্ষিপুট, মুখমণ্ডল, শরীরের প্রান্তদেশ, মূত্রাশয়,—সাধারণতঃ শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়। শীতল বায়ুর ঝাপ্‌টা লাগিয়া, টাইফয়েড অথবা ডিফথিরিয়া ইত্যাদি কারণেও হয় এবং ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে।

৫। ঊর্দ্ধ অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত হয়, রোগী চক্ষু খুলিয়া রাখিতে পারে না (কলফাইলাম, জেলসিমিয়াম, গ্র্যাফাইটীস। (উভয় অক্ষিপুট—সিপিয়া।)

৬। বাত রোগ। প্রসারণ অর্থাৎ flexor পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হয় এবং সন্ধিস্থল আড়ষ্ট হইয়া থাকে, মনে হয় যেন পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া টানিয়া ধরিয়া আছে—উক্ত স্থানসমূহ রোগী প্রসারণ করিতে পারে না (এমন মিউর, সাইমেক্স, শুয়েইকাম) (Rheumatic affections, with contraction of the flexors and stiffness of the joints—Ammon Mur, Cimex and Guaica.)

৭। কাশি—বক্ষঃস্থলে কাঁচা কাঁচা এবং টাটানি বোধ হয় (with rawness and soreness of chest)। শ্লেষ্মা উত্তোলন করিতে পারে না, গিলিয়া ফেলে। শীতল জল পানে এবং নিশ্বাস ত্যাগে কাশির কিঞ্চিৎ উপশম হয় (একোনাইট)।

৮। কোষ্ঠ কাঠিন্য—পুন: পুনঃ নিষ্ফল চেষ্টা হয় (নাক্স)। উপবেশন অবস্থাপেক্ষা দণ্ডায়মান অবস্থায় সহজে মল নির্গত হয়। মল শক্ত চট্‌চটে চর্ব্বিযুক্ত, চক্‌চকে।

সাধারণ লক্ষণ

১। কৃষ্ণবর্ণ কেশযুক্ত, চর্ম্মরোগ গ্রস্থ শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র এবং মূত্রমার্গের রোগপ্রবণ ব্যক্তির প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

২। বিসাদগ্রস্থ, হতাশ ভাবাপন্ন, শোক দুঃখে আঘাত প্রাপ্ত মনের অবস্থা।

৩। শিশুর হাঁটিতে বিলম্ব হয় (ক্যাল ফস্)। হাঁটিতে হাঁটিতে পড়িয়া যায়।

৪। অন্যের শোক দুঃখে সহানুভূতির উদ্রেক হয়।

৫। অগ্নিদাহ—ক্ষত শুষ্ক হইয়াও পুনরায় প্রকাশ পায়। পুরাতন ক্ষত নূতন হইয়া উঠে।

৬। ঋতুস্রাব সময়ের পূর্ব্বে এবং কেবল দিবসে হয়, শয়ন করিলে স্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

৭। আঁচিল—বৃহদাকারের হয়, খস্‌খসে, বোঁটার ন্যায়, রক্তস্রাবী অথবা রসযুক্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রও হয়, সমুদায় গাত্রময় প্রকাশ পায়, অক্ষিপুটে, মুখমণ্ডলে এবং নাসিকাতেও হয়।

৮। রোগ আংশিক আরোগ্য হইয়া আর হয় না, উন্নতি স্থগিত হইয়া যায়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—কষ্টিকম শরীরের তিনটি প্রধান স্থানে কার্য্য প্রকাশ করে—

১। ইহা গতিবিধায়ক স্নায়ুর পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে।

২। ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির দুর্ব্বলতা এবং প্রদাহ উৎপন্ন করে।

৩। ইহা পরিপাক ক্রিয়ার যন্ত্রের দুর্ব্বলতা আনয়ন করিয়া অজীর্ণ এবং উদরাময় উৎপন্ন করে।

মানসিক লক্ষণ

কষ্টিকম বিশেষভাবে ভীরু স্নায়বিক এবং উদ্বিগ্ন প্রকৃতির লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে, যাহারা সকল সময় ভয়ের বিষয় কল্পনা করে। মনের এই প্রকার অবস্থা বিশেষভাবে সন্ধ্যার সময় অধিক বৃদ্ধি হয়। শিশু সন্ধ্যার সময় নিদ্রার জন্য শয্যায় কিংবা অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিতে চায় না ভয় পায়। বয়োজ্যেষ্ঠ লোক হইলে সে সন্ধ্যার সময় ভয়েই আকুল হয়, মনে

করে যেন কি এক দুর্ঘটনা ঘটিবে কিংবা মনে করে সে কোন দোষযুক্ত কার্য্য করিয়াছে, অত্যন্ত ভীত হইয়া চিন্তা করিতে থাকে। চক্ষু বুজিলেই ভয়জনক দৃশ্য সমুদয় দেখে। স্ত্রীলোক ক্রন্দনভাবাপন্ন এবং বিষাদযুক্ত হয়। দুঃখিত মনে বসিয়া থাকে। সর্ব্বদা হতাশ, নিরুৎসাহ। এই প্রকার মানসিক অবস্থা শোকদুঃখ হেতুও হয় (ইগ্নেসিয়া, ফস্ফরিক এসিড, নেট্রাম মিউর). মুখমণ্ডল শুষ্ক ফ্যাকাসে এবং রোগযুক্ত দেখায়। রোগী উদাসীনের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে কিংবা ক্রুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া বকিতে থাকে। (ফস্ফরাস). স্মরণশক্তি হ্রাস হয় কোন কথা মনে রাখিতে পারে না। কোন মানসিক পরিশ্রম যেমন লেখাপড়া ইত্যাদি করিতে হইলে কপালের দুই পার্শ্বে যন্ত্রণা হয়। মস্তকে এবং শিরঃত্বকে টান পরে। কপালে এবং কপালের পার্শ্বে অধিক অনুভব হয় এবং সন্ধ্যার সময় ও নিদ্রায় বৃদ্ধি হয় (ফসফরাসেও এইরূপ মস্তকে টান লক্ষণ আছে)। আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ কষ্টিকমে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সর্ব্বদা হয় না কদাচিৎ হয়—তাহা হইতেছে রোগী মনে করে—মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্ক আবরণোস্থি এই দুইয়ের মধ্যস্থল শূন্য হইয়া গিয়াছে। ইহা একটি অনুভূতি মাত্র। উষ্ণ উত্তাপে ইহার অনেকটা উপশম হয়।

কষ্টিকমকে চিনিবার সুবিধার জন্য মুখমণ্ডল, জিহ্বা এবং গলদেশের লক্ষণ সমূহ একস্থানে একত্র করিয়া দিলাম :—

১। মুখমণ্ডলের পাণ্ডু রোগসদৃশ বর্ণ অথচ পাণ্ডু রোগ নয় (yellowness of the face, sickly yellow (not jaundice).

২। মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডা অথবা চর্ম্ম রোগের কারণবশতঃ পক্ষাঘাত (Paralysis of a rheumtic or psoric origin).

৩। মুখমণ্ডলের উক্ত কারণবশতঃ স্নায়ুশূল। (Prosopalgia of the same origin).

৪। চুয়ালের আড়ষ্টতা, তদ্‌কারণবশতঃ হাঁ করিতে অক্ষম (stiffness of the jaws, could not open the mouth).

৫। জিহ্বার পক্ষাঘাত তদহেতু কথার অস্পষ্টতা (Paralysis or indistinct speech without complete paralysis (Gels).

৬। জিহ্বার পার্শ্ব শ্বেত লেপাবৃত এবং মধ্যস্থল লাল অথচ ভিরেট্রাম ভিরেডির ন্যায় নয় (Tongue coated white on the sides, red in the middle, but not like Veratrum Veride).

৭। গলদেশে জ্বলনসদৃশ যন্ত্রণা (Burning pain in throat.).

৮। গলদেশে কাঁচা কাঁচা টাটানি এবং সুড় সুড় বোধসহ শুষ্ক কাশি এবং অনেকক্ষণ কাশির পর সামান্য গয়ের উত্তোলন (Rawness and tickling in throat with dry cough and some experctoration after long coughing.)

পক্ষাঘাত—কষ্টিকমের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ হইতেছে—পক্ষাঘাতসদৃশ দুর্ব্বলতা এবং পক্ষাঘাত (Paralytic weakness)। পটাস জাতীয় ঔষধগুলির ইহা একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম। ইহাতে এত অধিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় যে শেষে তাহা প্রকৃত পক্ষাঘাতেই পরিণত হয়, কষ্টিকমের পক্ষাঘাত একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ এবং সাধারণতঃ বাম অপেক্ষা দক্ষিণপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় (বাম পার্শ্ব—ল্যাকেসিস্)। এতদ্ব্যতীত কষ্টিকমে "মূর্চ্ছাবৎ দুর্ব্বলতা অথবা কম্পনযুক্ত শক্তিহীনতা" লক্ষণ প্রকাশ পায় (It is with Causticum "faint like weakness or sinking of strength with trembling.") এই লক্ষণটী অনেকটা জেলসিমিয়ামে দেখিতে পাওয়া যায় এবং কষ্টিকমে সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতাসহ আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাও জেলসিমিয়ামে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা হইতেছে 'অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত' (drooping of the eyelids)। সিপিয়া, কষ্টিকম এবং জেলসিমিয়ম এই তিনটি ঔষধেও এই লক্ষণটী অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে প্রকাশ রহিয়াছে। কষ্টিকাম যদিও পক্ষাঘাতের একটি বৃহৎ ঔষধ কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাতে ইহার প্রয়োগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থানবিশেষের অর্থাৎ বিশেষ একটী যন্ত্রের যেমন বাক্‌যন্ত্র, জিহ্বা, অক্ষিপুট, মুখমণ্ডল, মূত্রাশয় ইত্যাদির পক্ষাঘাতের ইহা অমোঘ এবং অত্যন্ত প্রচলিত ঔষধ। কাজেকাজেই মুখমণ্ডলের স্নায়ুর পক্ষাঘাতে বিশেষতঃ শুষ্ক কিংবা শীতল বায়ু লাগিয়া উদ্রেক হইলেই কষ্টিকমই প্রয়োগ হইয়া থাকে। উক্ত কারণবশতঃ চক্ষুর পাতার পক্ষাঘাত হইলেও কষ্টিকমই প্রয়োগ হয়। জিহ্বার পক্ষাঘাতে যখন রোগীর গলাধঃকরণ এবং বাক্‌শক্তির

ক্ষমতা লোপ পায় তাহারও কষ্টিকমই উপযুক্ত ঔষধ। Glosso-pharyngeal অর্থাৎ জিহ্বা ও গলকোষ সংক্রান্ত পক্ষাঘাতে যদিও কোন ঔষধেই বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না তথাপি কষ্টিকম প্রয়োগের ব্যবস্থাই দেওয়া হইয়া থাকে। এই প্রকার পক্ষাঘাত কোন প্রকার গভীর (deep seated) স্নায়বিক রোগবশতঃ কিংবা শীতল বায়ু বিশেষতঃ শীতকালের অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিয়া উৎপন্ন হয় এবং অধিকাংশ স্থলে বাত ধাতুগ্রস্থ লোকদিগেরই এই প্রকার পক্ষাঘাত অধিক হইতে দেখা যায়। কষ্টিকম সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত অপেক্ষা পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বলতায় অর্থাৎ আংশিক পক্ষাঘাতে অধিক কার্য্য করে। কষ্টিকমের পক্ষাঘাত প্রায়ই হঠাৎ উৎপন্ন হয়, খুব কম স্থানেই অসারতা শীতলতা কিংবা ফেচুনি ই প্রকাশ যাদি হইয়াপায় (comes on with a sudden and immediate loss of the motion but in a few instance it is preceded by a numbness, coldness and paleness).

জিহ্বার পক্ষাঘাতে কষ্টিকমকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয় Dr. Bahaer একস্থানে বলিতেছেন—In paralysis of the tongue it is undoubtedly a prominent remedy, although we do not mean to say that every case of this kind can be cured with it. As a general rule Causticum is more efficient in the paralysis of single trunks than in general paralysis, more efficient in paresis than in complete paralysis, for where causticum is indicated the sensibility generally unimpaired.

একোনাইট—ঠাণ্ডা বিশেষতঃ শুষ্ক ঠাণ্ডা বায়ু লাগিয়া পক্ষাঘাত হইলে তরুণ অবস্থায় ইহাতে বেশ ফল পাওয়া যায়। রোগ পুরাতন হইলে এবং যখন একোনাইটে বিশেষ উপকার হয় না, সেই অবস্থায় কষ্টিকমকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

রাসটক্স এবং ডালকামারা—বাতধাতুবিশিষ্ট লোকদিগের শীতল এবং স্যাঁৎসেতে বায়ু (exposure) লাগিয়া কিংবা জলে ভিজিয়া পক্ষাঘাত হইলে, নূতন অবস্থায় ডালকামারাই প্রথমতঃ ব্যবহার হয়। পুরাতন হইলে রাসটক্স উত্তম কার্য্য করে।

তোতলামি (Stammering)—জিহ্বার পেশীর দুর্ব্বলতা অর্থাৎ জিহ্বার কার্য্যকারি ক্ষমতার দুর্ব্বলতা হেতু (stammering) কষ্টিকম অনেক সময় প্রয়োগ হয়। কিন্তু জিহ্বার পক্ষাঘাতে ষ্ট্রেমোনিয়াম, মিউরেটিক এসিড, এবং ব্যারাইটা কার্ব্ব ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিবে।

সংন্যাস রোগ—সংন্যাস রোগ (apoplexy) হেতু উদ্ভূত পক্ষাঘাতেও কষ্টিকমের প্রয়োগ হয়। কিন্তু সংন্যাস রোগ আক্রমণের তন্মুহূর্ত্ত অবস্থা হইতে উদ্ভূত পক্ষাঘাতে অথবা রক্তাধিক্য অবস্থায় ইহা ব্যবহার হয় না। it is not called for, for the immediate results of the stroke nor for the congestion, nor for the-exudation (effused blood) ক্ষরিত রক্ত শোষন হওয়ার পরও যখন শরীরের বিপরীত পার্শ্বের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়, তখন কষ্টিকম প্রয়োগ হইয়া থাকে অর্থাৎ কষ্টিকামের প্রয়োগ সংন্যাস রোগের পরবর্ত্তী অবস্থায় প্রয়োগ হয়।

স্ক্রফিউলাস—স্ক্রফিউলাস (scrofulous) ধাতু বিশিষ্ট বিশেষতঃ শিশুদিগের রোগে কষ্টিকম একটি উপযুক্ত ঔষধ। শিশু যদিও সর্ব্বাঙ্গীন কৃশ হইতে থাকে কিন্তু কৃশতা বিশেষভাবে পদযুগলেই অধিক প্রকাশ পায়। পদদ্বয় অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া আইসে এবং নিম্নোদর বৃহৎ হইয়া ফুলিয়া উঠে। এই প্রকার শিশুদিগের হাটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব হয়। শীঘ্র হাঁটিতে কিংবা কথা বলিতে শিক্ষা করিতে পারে না (slow in learning to talk or walk)। হাঁটিতে গেলে হোচট্ খাইয়া পড়িয়া যায়। এইরূপ অবস্থা মস্তিষ্ক কিংবা মেরুদণ্ডের রোগবশতঃ উৎপন্ন হয় এবং সমুদয় স্নায়বীয় বিধানের পরিপোষণ ক্রিয়ার দোষ বর্ত্তমান থাকে, এই প্রকার রোগ শীঘ্র আরোগ্যও হয় না। সালফিউরিক এসিড, সালফার এবং সাইলিসিয়া ইহাদিগেতেও অনেকটা এইরূপ লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে কিন্তু সালফিউরিক এসিড গুল্ফ-সন্ধির (ankle joints) দুর্ব্বলতার একটি উত্তম ঔষধ। উপরোক্ত লক্ষণ ব্যতীত scrofulous শিশুদিগেতে যখন নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় তাহাতেও কষ্টিকম নির্ব্বাচিত হয়—চক্ষু প্রদাহ হয়, অক্ষিপুটে মামড়ি পড়ে, চক্ষুর শুক্লমণ্ডল লালবর্ণ হয় ও সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছা-বরক (cornea) যন্ত্রণাযুক্ত হয়—চক্ষুর পাতার নিম্নে বালুকণা প্রবেশ

করিয়াছে সর্ব্বদা এইরূপ মনে হয়, মস্তকের চর্ম্মোপরি বিশেষতঃ কর্ণের পার্শ্বে ফুস্কুরি (eruption) উৎপন্ন হয় এবং তদ্দহেতু সেই স্থানের চর্ম্ম হাজিয়া ক্ষতযুক্ত হয় ও অল্প অল্প স্রাব নির্গত হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত কর্ণে পুঁজ প্রকাশ পায়।

শিরঃঘূর্ণন—কষ্টিকমের শিরঃঘূর্ণন মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের উত্তেজনা হইতেই উৎপন্ন হয়। পক্ষাঘাতের প্রারম্ভ অবস্থায় এবং এমন কি locomotor ataxia তে প্রায়ই প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। মস্তক ঘূর্ণনকালীন রোগী সম্মুখে কিংবা পার্শ্বে টলিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। এইপ্রকার মস্তক ঘূর্ণনকালীন সর্ব্বদা মানসিক উদ্বিগ্নতা এবং মস্তকের দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে। উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিবার সময় কিংবা মনকে কোন বিষয়ে নিবিষ্ট করিতে হইলেই শিরঃঘূর্ণন বৃদ্ধি হয়, ইহার দ্বারা মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার যে দুর্ব্বলতা তাহাই প্রতীয়মান হয়। দৃষ্টি অপরিষ্কার হয় সব ধোঁয়া ধোঁয়া দেখে। মস্তিষ্কের উক্ত প্রকার লক্ষণের সহিত গাত্র চর্ম্মের উষ্ণতা, শুষ্কতা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

কোষ্ঠ কাঠিন্য---কোষ্ঠ কাঠিন্যে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়। সহজে মল নির্গত হয় না। পেশীর দুর্ব্বলতাই ইহার বিশেষ কারণ মলত্যাগকালীন মুখমণ্ডল লাল আভাযুক্ত হয়। পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের চেষ্টা হয় কিন্তু পরিষ্কার হয় না (নাক্স ভমিকা)। উপবেশন অবস্থা অপেক্ষা দণ্ডায়মান অবস্থায় মলত্যাগ সহজে হয়। মল চর্ব্বির ন্যায় মসৃণ এবং চটচটে (tough)। শিশুদিগেতে কোষ্ঠ কাঠিন্যের সহিত রাত্রিকালীন অসারে প্রস্রাব বর্ত্তমান থাকে।

অর্শ—অর্শবশতঃ মল নির্গত হইতে কষ্ট হয়। অর্শ অত্যন্ত চুলকায়, 'জ্বালা করে, টাটায়, চলা ফেরায়, রোগের বিষয় চিন্তায় এবং জোরে কথা বলায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। (itching, smarting, rawness, moist, stinging burning, raw and sore, aggravate when walking, when thinking of them, from preaching or straining the voice).

কাশি—কণ্ঠনালীর পক্ষাঘাত কাশিতে অধিক পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায়। রোগী কাশিতে গয়ের উত্তোলন করিতে পারে না, গায়ের অনেকটা

দূরে আসিয়া পুনরায় নিম্নে চলিয়া যায়, গিলিয়া ফেলিতে হয়। (সিপিয়া ক্যালিকার্ব্ব, ড্রসেরা, আর্ণিকা ইত্যাদি ঔষধেও এই লক্ষণটি বর্ত্তমান রহিয়াছে)। কাশি শুষ্ক ফাঁপা ও ঘং ঘং শব্দযুক্ত। গলদেশে এবং বায়ুনলীতে টাটানি যন্ত্রণা ও কাঁচা কাঁচা ভাব বর্ত্তমান থাকে (sore and raw sensation in a streak down along the trachea)। এতদ্ব্যতীত গলদেশে এবং কণ্ঠনালীতে সকল সময়ই শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে। রোগী অধিক কাশিতে পারে না। কাশি কালীন জানুতে (hip) এবং বুকে যন্ত্রণা হয় ও কাশির ঝোঁকে প্রস্রাব বহির্গত হইয়া পড়ে। কাশি প্রাতে এবং প্রশ্বাস ত্যাগকালীন (expiration) বৃদ্ধি হয়, শীতল বিশেষতঃ বরফবৎ শীতল জল পানে উপশম হয়। গয়েরের আস্বাদ চর্ব্বি কিংবা সাবানের ন্যায় বোধ হয়। কষ্টিকমের কাশি কালীন জানুতে যন্ত্রণা, অসারে মূত্র নিঃসরণ, গলদেশে টাটানি এবং rawness এই লক্ষণসমূহ বিশেষ পরিচায়ক জানিবে। নেট্রাম মিউর, এপিস, ফসফরাস, পালসেটিলা এবং সিলাতেও উক্তরূপ অসারে মূত্র নিঃসরণ লক্ষণ যদিও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কষ্টিকমই উক্ত বিষয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ঔষধ। শুধু কাশিকালীন যে এইরূপ হয় তাহা নয়, হাঁচিতেও প্রস্রাব নির্গত হইয়া পড়ে। বৃদ্ধ লোকদিগের উক্তরূপ অবস্থায় মূত্র নিঃসরণের সিলা (sciila) একটি প্রচলিত ঔষধ। যখন কোন কাশি রোগ অনেকটা উপশম হইয়া আর উপশম কিংবা বৃদ্ধি কিছুই হয় না সেই অবস্থাতেও কষ্টিকম প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়।

স্বরভঙ্গ—স্বরভঙ্গের কষ্টিকম, ফসফরাস এবং কার্ব্ব ভেজ এই তিনটিই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঔষধ। ইহাদের বিষয় পর পর লিখিব—এক্ষণে উক্ত বিষয়ে কষ্টিকমের বিষয়ই লিখিতেছি—কষ্টিকমে যে স্বরভঙ্গ হয় তাহা কণ্ঠনালীর পেশীর দুর্ব্বলতাজনিতই উৎপন্ন হয়। কণ্ঠনালীর পেশী যেন কাজ করিতে চায় না রোগী জোরে কথা বলিতে যায়, কথা পরিষ্কার বাহির হয় না। কষ্টিকমের স্বরভঙ্গের এইরূপ অবস্থা সর্দ্দিজনিত হইলেও হইতে পারে কিন্তু কণ্ঠনালীর শ্লেষ্মাস্রাবী স্নায়ুর কার্য্যকারিতা ক্ষমতার হ্রাস হেতুই এইরূপ হয়, ইহাই হইতেছে ইহার ইহার প্রধান কারণ। স্বরভঙ্গ প্রাতেই বৃদ্ধি হয় রোগীর অবস্থা এমন হয় যে কথা বাহির হয় না,

কণ্ঠনালীতে বল প্রয়োগ করিতে হয়। শীতল জল পানে গলার শব্দ কিঞ্চিৎ সাময়িক পরিষ্কার হয়। স্বরভঙ্গের সহিত গলদেশ যেন চিরিয়া গিয়াছে এইরূপ কাঁচা কাঁচা বোধ হয় এবং হঠাৎ গলার শব্দ হ্রাস হয় (with rawness and sudden loss of voice) তরুণ কণ্ঠনালীর প্রদাহের পর স্বরভঙ্গ উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃই তাহা পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয়। গলার শব্দ ঘস্ ঘস্ করে (ভ্রসেরা) শ্বাসপ্রশ্বাস নলীর নিম্নদেশ অর্থাৎ trachea তে অত্যন্ত rawness and irritations হয় এই rawness এবং soreness কষ্টিকমের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। ইহা গলদেশ, trachea ইত্যাদি স্থানে অধিক প্রকাশ পায়। কেহ কেহ ইহাকে জ্বলন সদৃশ যন্ত্রণা (burning) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা জ্বলন সদৃশ যন্ত্রণা নয়।

কণ্ঠনালীর আংশিক পক্ষাঘাত সম্বন্ধে ডাক্তার মেহপার বলেন—কষ্টিকমে স্বর সম্বন্ধীয় স্নায়ুর কার্য্যের অসামঞ্জস্যতা কণ্ঠানালীর সর্দ্দি-স্রাবী স্নায়ুমণ্ডলের কার্য্যের দোষ হেতু উদ্ভূত লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নাই। তিনি আরো বলেন যে রোগী একবার এই স্বরভঙ্গ রোগ হইতে আরোগ্য হইলেও এবং স্বর যন্ত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ীর স্ফীতি হ্রাস হইলেও ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্বর যন্ত্রের তেমন সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করিতে পারে না, যদি করা হয় তাহা হইলে রোগ এক প্রকার চিরস্থায়ী হইয়া যায়। আমরা স্বর যন্ত্রের এই প্রকার দুর্ব্বলতা সঙ্গীত গায়ক এবং বক্তাদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাই। স্বর যন্ত্রের এইরূপ যান্ত্রিক কার্য্যের দুর্ব্বলতার কষ্টিকাম অপেক্ষা কালি কষ্টিকামই অধিক উপযুক্ত ঔষধ এবং ক্যালিকষ্টিকমকে ইহার অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়।

Dr. Meyhoffer writes—The absence of harmonions co-operation of the vocal cords is one of the most permanent and preserving symptoms of deficient innervation in laryngeal catarrh, persons recovering from the affection cannot exert the vocal organs to the full compass of the voice for atleast 2 or 3 weeks after every time of capillary turgescence has subsided, and any overstrained exercise of the

vocal apparatus or oratorical display at this period tends or perpetuate the defect. This kind of diminished vitality is naturally of great consequence to singers and public speakers, fortunately a specific remedy is at hand what Hahneman introduced into medical practice is Kali caustioum which often in a single dose removes this functional weakness."

স্বর ভঙ্গের সমগুণ ঔষধসমূহ

ফসফরাস—স্বর ভঙ্গ সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হয়। স্বর যন্ত্র অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়। রোগী ভয়ে কাশিতে কিংবা কথা বলিতে চায় না, কারণ ইহাতে কণ্ঠনালীতে আঘাত লাগে। ফসফরাস রোগী সাধারণতঃ লম্বা শীর্ণ এবং সর্ব্বদা শীতল জল পান করিতে ইচ্ছা করে।

কার্ব্ব ভেজ—কষ্টিকমের অনেক লক্ষণ ইহাতে রহিয়াছে এবং এই দুইটী ঔষধ পরস্পর পর পর প্রয়োগ হয় (follow each other well)। উভয়েতেই গলার নিম্নদেশ পর্য্যন্ত টাটানি এবং rawness থাকে। উভয়েতেই স্বর ভঙ্গ থাকে, কার্ব্ব ভেজে সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয় এবং কষ্টিকমে প্রাতে বৃদ্ধি হয়। যাহাদিগের পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ থাকে এবং উদরে বায়ুর সমাবেশ হয় তাহাদিগেতেই ইহা উত্তম কার্য্য করে।

ইউপেটোরিয়াম পারফলিয়েটাম—ইহা প্রাতঃকালের স্বরভঙ্গে কষ্টিকামের খুব নিকট সদৃশ্য ঔষধ। এই উভয় ঔষধই ইনফ্লুয়েঞ্জা (influenza) রোগে গাত্র বেদনায় প্রয়োগ হয় কিন্তু ইউপেটোরিয়ামে গাত্র বেদনা অধিক থাকে, আর কষ্টিকমে বক্ষঃস্থলে rawness এবং জ্বলন অধিক থাকে।

হেপার সালফার—প্রাতে এবং সন্ধ্যায় স্বর-ভঙ্গ বৃদ্ধি হয়। রোগী অত্যন্ত শীত কাতুরে এবং খিটখিটে। পারদের দোষ থাকিলে উত্তম কার্য্য করে। পুরাতন স্বরভঙ্গ যখন প্রাতঃকালে কিংবা সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয় এবং কষ্টিকাম প্রয়োগে উপকার না দর্শিলে সালফার উত্তম কার্য্য করে।

এমন কষ্টিকাম—গলদেশের জ্বলনযুক্ত কাঁচা কাঁচা (burning rawness) বোধ সহ স্বরভঙ্গের ইহা একটি অতি উত্তম ঔষধ।

জেলসিমিয়াম—ইহা হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্থ স্ত্রীলোকে উত্তম কার্য্য করে। কণ্ঠনালীর পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ গলার স্বর একপ্রকার বহির্গতই হয় না। শোক দুঃখের অনুভূতি হইতে হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় (**especially after emotion of depressing character**).

গ্র্যাফাইটিস—গায়কদিগেতে অধিক ব্যবহার হয়, সঙ্গীত গাহিতে হইলেই গলার স্বর বসিয়া যায় কিংবা বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।

সিলিনিয়াম—ইহা অনেকটা গ্র্যাফাইটিসের ন্যায় সঙ্গীত গাহিতে না গাহিতেই কিংবা সঙ্গীত গাহিতে গাহিতেই গলার স্বর অল্প সময়ে বসিয়া যায় এবং সঙ্গীত গাহিবার কালীন মধ্যে মধ্যে পুনঃ পুনঃ গলা পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়, গলদেশে শ্লেষ্মার সমাবেশ হয়।

অরম ট্রিফিলিনাম—ইহাও গায়ক এবং বক্তাদিগেতে অধিক প্রয়োগ হয়। বক্তৃতা কিংবা গান গাহিতে গাহিতে হঠাৎ গলার স্বর বসিয়া যায় (**when the voice suddenly gives out during use**).

বধিরতা—কর্ণে গুণ গুণ ভন ভন শব্দ হয়। এই প্রকার শব্দসহ কর্ণ বধিরতার কষ্টিকাম একটি উত্তম ঔষধ। কর্ণে বিশেষতঃ রোগীর নিজের শব্দের প্রতিধ্বনি অধিক হয় (**Reverberation of sounds especially the patients own voice**) এবং স্বাভাবিক শব্দ জোরে শুনায়। গলদেশে শ্লেষ্মা বর্ত্তমান থাকে এবং শ্লেষ্মা কর্ণে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। কর্ণের বহির্ভাগ জ্বালা করে এবং অত্যন্ত লাল হয় (সালফার)। কর্ণে প্রচুর **ear wax** সমাবেশ হয় এবং শ্লেষ্মাজনিতই কষ্টিকামে কর্ণ বধিরতা প্রকাশ পায়।

অসারে মুত্রত্যাগ (Enureses)—অসারে মূত্রস্রাবের বিশেষতঃ শিশুদিগের কষ্টিকাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাত্রির প্রথম দিকে হইলেই ইহা ব্যবস্থায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়; শীতকালে বৃদ্ধি হয়। গ্রীষ্মকালে বরং এত অধিক প্রস্রাব হয় না। এমন কি শীতকালে অনেক সময় প্রস্রাব অসারে নির্গত হইতে থাকে। রোগী নিজে টেরই পায় না, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া না দেখিলে মূত্র যে নির্গত হইতেছে তাহা বিশ্বাস হয় না, অতি সামান্যতেই প্রস্রাব বহির্গত হইয়া পড়ে। (**He urinates so easily that he is not**

sensible of the stream and scarcely believes in the dark that he is urinating at all, until he makes sure by sense of touch. আর কোন ঔষধে মূত্রাধারের গ্রীবা ঐত অধিক দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয় কি না আমার সন্দেহ, অর্থাৎ মূত্র অবরোধ করিবার ক্ষমতা যেন অসার হইয়া গিয়াছে, কাশি দিতে, হাঁচি দিতে, চলাফেরাতে ইত্যাদি সামান্য কারণেই প্রস্রাব নির্গত হয়। কষ্টিকম ব্যতীত নিম্নলিখিত ঔষধগুলিতেও অসারে মূত্রস্রাব দেখিতে পাওয়া যায়।

প্ল্যান্টাগো মেজর এবং ক্রিয়োজোট—প্রচুর ফ্যাকাসে বর্ণ মূত্র স্রাব অসারে হয়।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—ইহার প্রয়োগ সাধারণতঃ স্থূলকায় শিশুদিগেতে অধিক হয়।

সিপিয়া—অল্প বয়স্ক বালিকাদিগেতে হয় এবং রাত্রির প্রথমদিকেই হয়।

বেলেডনা—স্নায়বিক শিশুদিগেতে অসারে মূত্রস্রাব হইলেই ইহা প্রয়োগ হয়।

ফেরাম ফস্—দিবসে হইলে।

মূত্র যন্ত্রের পীড়া—কষ্টিকমের মূত্র যন্ত্রের উপর যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্রপথ অত্যন্ত চুলকায় (itching of the orifice of the urethra) সর্ব্বদা প্রস্রাবের নিষ্ফল চেষ্টা হয় কিন্তু প্রস্রাব বিশেষ কিছুই হয় না। যদিও বার বার ইচ্ছা হয় কিন্তু কেবল কয়েক ফোঁটা মাত্র হয়। (Retention of urine with frequent and urgent desire occasionally a few drops dribble away) ইহার সঙ্গে সঙ্গে মলদ্বারের আক্ষেপ (spasm) এবং কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার ন্যাস সাহেব প্রস্রাবের এই প্রকার লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া একটি বিবাহিতা স্ত্রীলোকের বহু পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহ (cystitis) আরোগ্য করিয়াছিলেন।

কষ্টিকমে প্রস্রাবে লিথিক এসিড (Lithic acid) প্রচুর থাকে এবং পুরু তলানি পড়ে।

মূত্র অবরোধ—সন্তান প্রসব হইবার পর যদি প্রসূতীর প্রস্রাব অবরোধ হয়—কষ্টিকম তাহার অতি উপযুক্ত ঔষধ। ঔষধ প্রয়োগের ২।১

ঘণ্টা পরই প্রসূতির প্রস্রাব হইবার সম্ভাবনা। প্রসবের পর সন্তানের এইরূপ অবস্থা প্রকাশ পাইলে একোনাইট তাহার অতি উপযুক্ত ঔষধ।

মৃগী রোগ (Epilepsy)—মৃগী রোগেও কষ্টিকামের প্রয়োগ দেখা যায়। খোলা বাতাসে ভ্রমণ করিতে করিতে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায় কিন্তু শীঘ্রই আবার জ্ঞান সঞ্চার হয়। অজ্ঞানাবস্থায় রোগী অসারে মূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে। মাসিক ঋতুস্রাবকালীন এবং প্রতি প্রতিপদে (new moon) ইহা বৃদ্ধি হয়।

তাণ্ডব রোগ (Chorea)—কষ্টিকম তাণ্ডব রোগেও (chorea) ব্যবহার হয়, যখন বাম অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় রোগীর মুখমণ্ডলের পেশী, জিহ্বা, বাহু এবং পদ ইত্যাদি সমুদায়ের খেচুনি হইয়া থাকে। কথা বলিতে গেলেই কথা যেন মুখ হইতে হঠাৎ ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে (seems to be jerked out of the mouth)। রাত্রিতে শয্যায় রোগী অত্যন্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়, এক অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না মস্তক এপাশ ওপাশ ছোড়াছুড়ি করিতে থাকে, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পরে নিদ্রাতেও রোগীর হস্তপদ অনবরত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। শিশুদিগের চর্ম্মরোগ আবদ্ধ হেতু তাণ্ডব রোগ হইলেই কষ্টিকম উত্তম কার্য্য করে। বয়স্ক ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাণ্ডব রোগ প্রকাশ না পাইয়া কম্পন, পক্ষাঘাতসদৃশ দুর্ব্বলতা, মানসিক গোলমাল এবং সময় সময় স্নায়ুশূল যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। মুখমণ্ডলের চর্ম্মরোগ আবদ্ধ হেতু মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত হইতে দেখা যায়।

বাত (Rheumatism)—বাত রোগে বিশেষতঃ যখন সন্ধিস্থল আড়ষ্ট (stiff) এবং পেশী বন্ধনী (tendons) সমূহ সঙ্কুচিত হয় (contracted) হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খেঁচিয়া টানিয়া ধরে, মনে হয় ছোট হইয়া গিয়াছে। সঙ্কোচক পেশীসমুদায় যেন সোজা হইতে চায় না, এই প্রকার অবস্থাতেই কষ্টিকম প্রয়োগ হয়। কষ্টিকমের এইরূপ ভাব শরীরের যে কোন স্থানেই হইতে পারে। এই প্রকার খেঁচিয়া ধরা যন্ত্রণায় (drawing pain) হস্তপদ বিকৃতভাবে বাঁকিয়া যায় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। কষ্টিকম

এইরূপ অবস্থার একটি উত্তম ঔষধ। স্থান বিশেষের পক্ষাঘাত কাঁচা কাঁচা বোধ (Rawness and paralysis of single parts) যেমন কষ্টিকমের প্রধান বিশেষত্ব সেই প্রকার সন্ধিস্থলের আড়ষ্টতা এবং পেশী-বন্ধনীর সঙ্কোচন ও stiffness of joints and shortness of tendons ইহার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। সন্ধিস্থল এবং পেশী বন্ধনী আরষ্ট এবং যন্ত্রণাযুক্ত হইয়া থাকে, ঘার, গলা, কোমর ইত্যাদি যে কোন স্থানে ইহা প্রকাশ পাইতে পারে। ঘারে হইলে তজ্জন্য রোগী মস্তক ইচ্ছামত নাড়াইতে পারে না মনে হয় পেশীসমূহ যেন কিছুতে আটকাইয়া রহিয়াছে। কোমড়ে হইলে উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিতে রোগীর কোমর যেন ছিড়িয়া যাইতে চাহে, সোজা হয় না, আরষ্ট হইয়া থাকে এবং যন্ত্রণা হয়। হস্ত এবং বাহুতে সেই প্রকার dull এবং drawing যন্ত্রণা হয়। উরুদেশে, পদদ্বয়ে এবং হাঁটুতে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। এই সমুদায় বাতিক যন্ত্রণা খোলা বাতাসে বৃদ্ধি হয় এবং উত্তাপে উপশম হয়। অর্থাৎ কষ্টিকমের বাতের প্রদাহের সহিত সঙ্কোচক পেশীর আকুঞ্চন (constriction) এবং সংযোগ স্থলের (joints) আড়ষ্টতা বর্ত্তমান থাকা চাই, কারণ ইহাই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব (Rheumatic and arthritic inflamations with contractions of the flexors and stiffness of the joints) ডাক্তার ন্যাস পুরাতন বাত এবং পক্ষাঘাতের ঔষধের মধ্যে কষ্টিকমকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং সালফার ও রাসটক্সের সমকক্ষ ঔষধ বলিয়াছেন (I wish to say that if I were to select the three remedies to the exclusion of all others for the treatment of chronic rheumatism and paralysis—Causticum, Rhustox and Sulphur would be the three) কষ্টিকামের বাত সংযোগ স্থল (joint) সমূহে বিশেষভাবে চোয়ালের সন্ধিতে অধিক প্রকাশ পায় এবং ইহা ব্যতীত কষ্টিকাম দক্ষিণ deltoid muscle এর বাতের একটি উপযুক্ত ঔষধ (Phos acid, Sanguinaria, Ferram).

রাসটক্স—খোলা বাতাসে, ঠাণ্ডায় বাতের যন্ত্রণার বৃদ্ধি রাসটক্সেরও একটি বিশেষ লক্ষণ কিন্তু রাসটক্স রোগী সর্ব্বদা অত্যন্ত অস্থির ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে কারণ নড়াচড়ায় রোগীর যন্ত্রণার উপশম হয়

আর কষ্টিকম রোগীর অস্থিরতা (restlessness) কেবল রাত্রিতেই প্রকাশ পায়।

গুয়েকাম (Guaicum)—এই ঔষধটির সহিত কষ্টিকমের অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং অনেক সময় কষ্টিকমের পর ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়। গেঁটে বাত এবং বাতে (Rheumatism) উভয়েতেই বেশ কাজ করে। পেশীর সঙ্কোচন থাকে, হস্তপদাদি টানিয়া খেঁচিয়া রাখে। নড়াচড়ায় যন্ত্রণা অধিক বৃদ্ধি হয় বিশেষতঃ যদি সন্ধিস্থলে বৃহৎ অস্থিগুল্ম (nodosities) বর্ত্তমান থাকে।

কলচিকম—সন্ধির বাতে প্রয়োগ দেখা যায়। সন্ধিস্থল আরষ্ট এবং শক্ত হয়। আক্রান্ত স্থলে এত অধিক যন্ত্রণা হইতে থাকে যে মনে হয় যেন ছিদ্র হইয়া যাইতেছে।

স্নায়ুশূল—কষ্টিকামের যন্ত্রণা ছিন্নবৎ যেন টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। (tearing pain) এবং যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া জোর করে অর্থাৎ আক্ষেপযুক্ত (paroxismal)। এই প্রকার যন্ত্রণা মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলেই অধিক হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত কষ্টিকামের যন্ত্রণার আর একটি বিশেষ বিশেষত্ব হইতেছে টাটানি কিংবা কাঁচা কাঁচা বোধ (sensation of soreness or rawness)। এই রকম বোধ (soreness and rawness গলদেশ, কণ্ঠনালী, বক্ষঃস্থলে, মলদ্বারে, মূত্র মার্গে, ইত্যাদি সমুদয় স্থলেই হইতে পারে। ইহাকে কষ্টিকামের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জানিতে হইবে। টাটানি আমরা আর্ণিকায় দেখিতে পাই, কিন্তু কষ্টিকামের টাটানি আর্ণিকার মত নয়, আর্ণিকার টাটানি যেন কোন প্রকার আঘাত জনিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ স্থলেই পেশী সংক্রান্ত (muscular)। রাসটক্সও আবার muscular টাটানির একটি প্রধান ঔষধ কিন্তু রাসটক্সের যন্ত্রণা কন কনে এবং মনে হয় আক্রান্ত স্থান কোনপ্রকারে মচকাইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই tendons এবং sheathes of muscleএ প্রকাশ পায়।

কষ্টিকমে টাটানি mucous sunface এ অধিক হয়, মনে হয় স্থানটি যেন কাঁচা রহিয়াছে। কষ্টিকমের এই প্রকার টাটানি এবং কাঁচা কাঁচা (soreness

and rawness) বোধ অন্য কোন ঔষধে এত অধিকরূপে প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কষ্টিকমে উক্ত প্রকার soreness and rawness বোধ ব্যতীত (burning) জ্বালাও বর্ত্তমান থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। জ্বালা শুনিলে আমরা সালফারের বিষয় অনেক সময় ভাবিয়া থাকি এবং এই ঔষধটির সহিত সালফারের অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু সালফারের জ্বালার সহিত চুলকানি থাকে। কষ্টিকমে টাটানি (soreness) থাকে, এপিসে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকে। ইহাই হইতেছে এই বিষয়ে ইহাদের পার্থক্য।

আঁচিল (Warts)—কষ্টিকাম আঁচিলের একটি উত্তম ঔষধ। অনেকে ইহাকে থুজার নিম্নেই স্থান দিয়া থাকেন। হাতে, মুখমণ্ডলে এবং চক্ষুর পাতায় অধিক হয়। ইহা ব্যতীত সমুদায় গাত্রময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের হয়, যে সমুদয় বড় হয় তাহা দেখিতে অনেকটা বোঁটার ন্যায় কিংবা খস্‌খসে কাটাকাটা (Jagged) এবং রক্তস্রাবী (easily bleeding)। হস্তের চেটোরগুলি বড় বড় আকারের হয়। ডাক্তার ফ্যারিংটন কষ্টিকাম চক্ষুর পাতার নিম্নের আঁচিলের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন এবং তিনি ইহা প্রয়োগে অনেক রোগী আরাগ্য করিয়াছেন। ডাক্তার কেণ্ট নাসিকাগ্রে, অঙ্গুলির মাথায় এবং হস্তের আঁচিলে ইহাকে উচ্চস্থান দেন। আঁচিল—শুষ্ক, শক্ত শৃঙ্গবৎ (Horny) এবং উক্ত স্থান ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানেও হয়।

শূল যন্ত্রণা—অনেক সময় দেখা যায় কলোসিন্থে শূল বেদনা উপশম না হইলে কষ্টিকম প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। ইহার যন্ত্রণাও কলোসিন্থের ন্যায় উপুর হইলে উপশম হয়। বিশেষভাবে রজঃশূলেই অধিক প্রয়োগ হয়। ঋতুর পুর্ব্বে উক্ত শূল বেদনা প্রকাশ পায় এবং তদ সহিত পাছায় এবং হাতে পায়ে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—রোগী ক্ষুধা বোধে কত আহার করিবে এইরূপ মনে করিয়া আহারে বসে কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের দর্শনে কিংবা চিন্তায় কিংবা গন্ধে ক্ষুধা চলিয়া যায়। অন্তঃসত্তা স্ত্রীলোকে এই লক্ষণটি প্রায়ই

প্রকাশ থাকে। কেলিকার্ব্ব রোগীতেও ক্ষুধায় পেট পড়িয়া থাকে অথচ খাদ্যদ্রব্যে রুচি থাকে না এবং খাইতে ইচ্ছা করে না।

অগ্নিদাহক্ষত (Cicatrices after burn)—ক্ষত চিহ্ন বিশেষতঃ আগুনে পুড়িয়া যাওয়ার পর শুষ্ক হইয়া পুনরায় সেই স্থানে ক্ষত হইলে কিংবা পুরাতন ক্ষত পুনরায় দেখা দিলে কিংবা আগুণে পোড়া ক্ষত শুষ্ক হইয়াও সম্পূর্ণ শুষ্ক হইতেছে না এইরূপ অবস্থায় কষ্টিকম একটি উপযুক্ত ঔষধ। রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে "আগুণে পোড়ার পর হইতে আর সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারিতেছি না—(They never have been well since that burn"।

আগুণে পোড়ার ২।৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত যদি কোন ঔষধ ব্যবহার করা না হয় কিংবা দগ্ধ যদি বেশী রকমের হয় কিংবা ক্ষত যদি অধিক দিনের হয়, তাহার পক্ষে ক্যান্থারিস, আর্টিকাইউরেন্স ইত্যাদি ঔষধ অপেক্ষা কষ্টিকাম অনেক অধিক ফলপ্রদ। চায়ের পেয়েলা বাটির এক বাটি জলে ৪০ ফোটা কষ্টিকাম ৩য় ক্রম মিশ্রিত করিয়া ন্যাকরা দিয়া ক্ষতস্থান ভিজাইয়া রাখিবে। (Tincture of causticum is preferable when an hour or two has elapsed without any application. In deeper or more serious burns, as also with those of longer standing, the caustcum wash is of much service, so also in healing troublesome ulceration or sore that may be left and in preventing scars).

এতদ্বিষয়ে কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অভিমত নিম্নে তুলিয়া দিলাম—"পুড়িয়া গিয়া কোন স্থানে গভীর ক্ষত হইলে কিংবা অতিরিক্ত মাংস জন্মিয়া ক্ষত পূরিয়া আরোগ্য হইতে বিলম্ব হইলে এই ঔষধ বাহ্যিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। এই ঔষধ জ্বালাজনক কিন্তু জ্বালা করে বলিয়া যে এইরূপ ক্ষত আরোগ্য হয় তাহা নহে। তবে হোমিওপ্যাথিক কষ্টিকাম ৩য় ক্রম ১০ ফোঁটা, পরিস্কৃত জল ১ কাঁচ্চা, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং একখণ্ড লিণ্ট ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে অথবা ঐ পরিমাণ তৈল বা গ্লিসিরিনের সহিত মিশাইয়া লাগাইবে। তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পক্ষাঘাত রোগে মালিস করিলেও উপকার দর্শে। সেই সময় এই ঔষধের ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন সেবন করাও কর্ত্তব্য।

ঋতু—ঋতুস্রাব সময়ের অনেক পূর্ব্বে হয় এবং স্বল্প হয়। কেবলমাত্র দিনের বেলায় হয়, রাত্রিতে হয় না; শুইলেই বন্ধ হইয়া যায় (during the day only, ceases on lying down) (রাত্রিতেই অধিক হয়—এমন মিউর (Discharge principally at night—Ammon mur).

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—ডাক্তার ব্ল্যাকি যদিও নিম্নক্রমের অধিক প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু ইহা অধিকাংশ চিকিৎসকই উচ্চক্রম ৩০.২০০ অধিক প্রয়োগ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ বাতে উচ্চক্রমই অধিক ব্যবহার করা হয়।

অনুপূরক (Complementary)—কার্ব্বভেজ, পেট্রোসিলিনিয়াম।

প্রতিবন্ধক (Inimical)—কষ্টিকাম ফসফরাসের পূর্ব্বে কিংবা পরে কখনই ব্যবহার হয় না।

বিষঘ্ন (Antidote)—কষ্টিকাম সিসার বিষাক্ত জনিত পক্ষাঘাতে বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে। কম্পোজিটার দিগের সিসার অক্ষর মুখে রাখার দরুণ দোষ নষ্ট করে। খোস পাঁচড়ায় পারা এবং গন্ধকের অপব্যবহার দূরীভূত করে।

রোগের বৃদ্ধি—পরিষ্কার ঋতুতে (In clear fine weather), বাহির হইতে উষ্ণ ঘরে প্রবেশে। শীতল বায়ু বিশেষতঃ শীতল বায়ুর ঝাপটাতে, শরীর শীতল হইলে, ভিজিয়া অথবা স্নান করিয়া।

রোগের উপশম—স্যাঁৎসেতে, সিক্ত ঋতুতে এবং উষ্ণ বাতাসে।

রোগীর বিবরণ

১। এক ব্যক্তির বাম গণ্ডস্থলের গতিবিধায়ক স্নায়ুর পক্ষাঘাত হইয়াছিল, তদহেতু গণ্ডদেশ ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। মুখ ভালরূপ বন্ধ করিতে পারিত না, সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণ অশ্রুপাত হইত এবং মুখের বাম কোণ হইতে লালাস্রাব হইত, অথচ আক্রান্ত স্থানের চেতনাশক্তি ঠিক ছিল।

কষ্টিকম ৩০ শক্তি সেবনে কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

কষ্টিকমে যদিও দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় কিন্তু তাই বলিয়া বামপার্শ্ব আক্রান্ত হইলে এই ঔষধ নির্ব্বাচিত হইবে না এইরূপ মনে হয় না। মুখমণ্ডলের পেশীর পক্ষাঘাতে কষ্টিকমকে সর্ব্বদা উচ্চস্থান দিবে।

২। ডাক্তার ন্যাস একবার একটি মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল রোগী চিকিৎসা করেন, অনেক দিন যাবৎ রোগীটি কষ্ট পাইতেছিল এবং বহু বিজ্ঞ হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকগণও কিছুতেই আরোগ্য করিতে না পারায় রোগী হতাশ হইয়া বাহ্যিক বেদনা নিবারক ঔষধ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছু উপকার হয় না। রোগী অত্যন্ত শীর্ণ এবং দুর্ব্বল হইয়াছিল, যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া আসিত এবং যন্ত্রণা টানিয়া ধরার মত হইত (drawing nature) এবং ইহাও জানিতে পারা গেল যে রোগীর বহুদিন পূর্ব্বে ইকজিমা (Eczema) হইয়াছিল এবং এই স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হইবার পূর্ব্বে সালফার প্রয়োগ হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল হয় নাই—ডাক্তার ন্যাস তাহাকে কষ্টিকম দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

৩। একবার আমি একটি রোগী চিকিৎসা করি। তাহার বক্ষঃস্থল আগুনে পুড়িয়া গিয়াছিল। ক্ষত শুষ্ক হইয়াও সম্পূর্ণ শুষ্ক হইত না, সামান্য পূঁজ লাগিয়াই থাকিত। অন্যান্য বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য না হওয়ায়, কষ্টিকম ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ৩০ শক্তি কষ্টিকম সেবন করাইয়া এবং ·৩X কষ্টিকম অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দেওয়ায় ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয়।

এলিউমিনা (Alumina)

ইহা বিশুদ্ধ কর্দ্দম (oxide of alumina)। যদিও ঔষধটির জন্ম অতি ক্ষুদ্র এবং নগণ্য পদার্থ হইতে কিন্তু ইহার কার্য্য অত্যন্ত মহৎ। মহাত্মা হ্যানিমান এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ আজ পর্য্যন্ত তাহার মর্ম্ম বোধগম্য করিতে সক্ষম হন নাই।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। এলিউমিনা রোগী শুষ্ক, শীর্ণ, নম্র, প্রফুল্লচিত্ত, ক্রন্দনশীল এবং অবসাদ বায়ুগ্রস্থ (Hypochondriac)।

২। অস্বাভাবিক জিনিষের প্রতি ক্ষুধা—মাটি, খড়িমাটি, কয়লা, ন্যাকড়া ইত্যাদি অপাচ্য দ্রব্য খাইবার আকাঙ্ক্ষা (সাইকুটা, সোরিনাম)। আলুতে রোগের বৃদ্ধি হয়।

৩। কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগের ইচ্ছা হয় না এবং সামর্থ থাকে না, যে পর্য্যন্ত না প্রচুর মল রাশীকৃত হয়। মল শক্ত কিংবা নরমই হউক অত্যন্ত কুন্থন দিতে হয়। মল শক্ত গুট্‌লে গুলির মত এবং শ্লেষ্মার দ্বারা আবৃত অথবা মল কাদার ন্যায় এবং চটচটে, স্থান লইতে শীঘ্র ছাড়ে না, (constipation—no desire for and no ability to pass stool until there is a large accumulation (Melilo) great straining must grasp the seat of closet tightly, stool hard, knotty, like laurel berries, covered with mucous, or soft clayey, adhering to the parts (Plat).

৪। সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা, এমন কি কাদার ন্যায় নরম মলত্যাগেও অত্যন্ত কুন্থন দিতে হয় (সাইলিসিয়া, প্ল্যাটিনা) (Inactivity of rectum, even soft stool requires great straining).

৫। শ্বেতপ্রদর স্রাব—ক্ষয়কারক এবং প্রচুর এমন কি পা দিয়া গড়াইয়া পড়ে (acrid and profuse running down to heels) দিনের বেলায় বৃদ্ধি হয় শীতল জলে স্নানে উপশম হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। যাহারা পুরাতন রোগে অধিক ভোগে তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। ইহাকে পুরাতন রোগের একোনাইট বলা যাইতে পারে।

২। রোগী দিনে কিংবা আলো ব্যতীত চক্ষু বুজিয়া চলিতে অক্ষম টলিয়া টলিয়া পড়িয়া যায় (আর্জেণ্টাম নাই, জেলসিমিয়াম)।

৩। শিশুদিগের বোতলের ফুড, হরলিক্স, মেলিন্স ইত্যাদি খাইয়া কোষ্ঠকাঠিন্য।

৪। ঋতু স্রাবের পর রোগী শারীরিক এবং মানসিক উভয়েতেই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এমন কি কথা বলিতেই পারে না (কার্ব্ব এনামেলিস, ককুলাস)।

৫। উত্তেজক দ্রব্য—মদ, ভিনিগার, লঙ্কা ইত্যাদিতে তৎক্ষণাৎ কাশির উদ্রেক করে।

৬। পুরাতন উদগারে বৎসরাবধি রোগী ভুগিতে থাকে—সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়।

৭। সময় কাটে না যেন অতি ধীরে ধীরে যাইতে থাকে। রোগী এক ঘণ্টাকে একদিন মনে করে (ক্যানাবিস ইণ্ডিকা)।

মানসিক লক্ষণ—এলিউমিনা রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ এবং পালসেটিলার ন্যায় ক্রন্দনশীলা (weeping mood) এবং নিস্তেজ ভাব

নিদ্রাভঙ্গের পর বৃদ্ধি হয় (ল্যাকেসিস, সিপিয়া, পালসে)। এক এক সময় রোগী আবার ভয়ে, আশঙ্কায় কাতর হয়, মনে হয় মাথা খারাপ হইয়া যাইবে, ঠিক এই প্রকার মনের অবস্থা ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব এবং আইওডিনেও রহিয়াছে। মনের আর একটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে রক্ত কিংবা ছুরি, কিংবা এই প্রকারের কিছু দেখিলেই রোগীর আত্মহত্যার ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠে।

এলিউমিনা অবসাদ বায়ুগ্রস্থ (Hypochondriac) লোকদিগেরও উপযুক্ত ঔষধ। কোন প্রকার কাজকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে না, অলস এবং উদাসীন। একটি ঘণ্টাকে মনে হয় একটি দিন—সময় যেন যাইতেই চাহে না। মেজাজ অনেকটা নাক্স ভমিকার ন্যায় খিটখিটে। এলিউমিনা রোগী খিটখিটে প্রকৃতির হইলেও এলেন প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ—নম্র প্রফুল্ল চিত্ত বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

রোগী—এলিউমিনা রোগী রোগা, শুষ্ক, কোঁচকান চর্ম্মবিশিষ্ট। বয়স্ক লোকদিগের প্রতি অথবা বালিকাদিগের যৌবন সময়ে বিশেষতঃ যাহারা হরিৎ পীড়াগ্রস্থ (chlorotic) এবং দুর্ব্বল কিংবা গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ (scrofulous) শিশুদিগের প্রতি বিশেষতঃ যাহারা বোতলের ফুড—মেলিন্‌স্‌, হরলিক্‌স ইত্যাদি খাইয়া পরিপুষ্ট তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। এই প্রকার শিশু পরিপোষণ ক্রিয়ার দোষ এবং অভাব হেতু দুর্ব্বল এবং কোঁচকান চর্ম্ম-বিশিষ্ট হয়। অন্ত্রের ক্রিয়া ভালরূপ সম্পাদন হয় না অত্যন্ত নিশ্চেষ্ট (inactive)। অন্ত্রের এই নিশ্চেষ্টতা এলিউমিনার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল নরম কাদার ন্যায় অথচ রোগীকে অত্যন্ত বেগ দিতে হয় এবং কোঁথাইয়া কোঁথাইয়া মলত্যাগ করিতে হয়, সহজে নির্গত হয় না। (There is a great difficulty in voiding the stool even though the faeces be soft, showing you atonce that the inactivity of the bowels is the main influence at work in its causation). এলিউমিনার এই লক্ষণটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ এই প্রকার অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা অন্য কোন ঔষধে এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না, যদিও ব্রাইওনিয়ায় অনেকটা এইরূপ লক্ষণ রহিয়াছে—ব্রাইওনিয়ার

মল এলিউমিনা অপেক্ষা শক্ত এবং শুষ্ক, এতদ্বিষয়ে সাইলিসিয়াকে এলিউমিনার নিম্নে স্থান দেওয়া যাইতে পারে—ইহাতেও inactivity of rectum with great straining অত্যন্ত অধিক রহিয়াছে, এমন কি মনে হয় সরলান্ত্রের যেন কার্য্যকারী ক্ষমতা কিছুই নাই অর্থাৎ পক্ষাঘাত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সাইলিসিয়ার মল বাহিরে নির্গত হইয়াও পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায় (when partly expelled, recedes again)। ইহা সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এলিউমিনার কোষ্ঠকাঠিন্যে মলের দুই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ হইতেছে, মল শক্ত, গুটলে গুটলে এবং শ্লেষ্মার দ্বারা আবৃত। দ্বিতীয়তঃ মল নরম চটচটে মলদ্বারে মল লাগিয়া থাকে (adhering to the parts) কিন্তু এই উভয় অবস্থাতেই অত্যন্ত কুন্থন (great straining) অর্থাৎ কোঁথাইয়া কোঁথাইয়া মল নির্গত করা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। মল শক্তই হউক কিংবা নরমই হউক এই প্রকার কোঁথানি এলিউমিনার স্বভাব এবং ধর্ম্ম।

এলিউমিনামে ইহার সহিত আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাই। তাহা হইতেছে মলত্যাগের ইচ্ছা অথবা সামর্থ থাকে না যে পর্য্যন্ত না প্রচুর মল এক সঙ্গে রাশীকৃত হয় (no desire for and no ability to pass stool until there is a large accumulation)। ব্রাইওনিয়ায়ও মল ত্যাগের কোন ইচ্ছা থাকে না কিন্তু ব্রাইওনিয়ায় কোষ্ঠকাঠিন্য শ্লৈষ্মিক কোষের শুষ্কতা (dryness of the mucous follicles) হেতু হয়। এলিউমিনার সহিত ব্রাইওনিয়ার রোগী সম্বন্ধেও সাদৃশ্য রহিয়াছে—উভয়ই শুষ্ক এবং রোগা, উভয়ই শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যের (infantile constipation) উত্তম ঔষধ এবং উভয়ই পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক (camplementary) রূপেও ব্যবহার হয়। কিন্তু ব্রাইওনিয়ায় মল শক্ত, শুষ্ক, রসকসহীন ন্যাড়যুক্ত আর এলিউমিনার মল শুষ্ক গুটলে গুটলে অথবা কোমল কর্দ্দমের ন্যায় অথচ অত্যন্ত কুন্থনযুক্ত। এলিউমিনার মল নরম কিংবা কঠিন হউক সহজে নির্গত হয় না অত্যন্ত বেগ দিতে হয়—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

এলিউমিনার এই প্রকার কুন্থন মূত্র ত্যাগ করিতেও প্রকাশ পায়। মলত্যাগকালীন ব্যতীত অন্য সময় প্রস্রাব সহজে নির্গত হয় না (inability to pass water except when straining at stool) ইহা ব্যতীত পক্ষাঘাত গ্রস্থ বৃদ্ধ রোগীদিগের রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের ইচ্ছা এলিউমিনা প্রয়োগে নিবারণ হয়।

রক্তস্বল্পতা এবং ঋতুস্রাব—এলিউমিনা বালকবালিকাদিগের বিশেষতঃ যৌবন সময়ে রক্তস্বল্পতা (anaemia) এবং হরিৎ পীড়ায়ও (chlorosis) প্রায়ই প্রয়োগ হয়। মাসিক স্রাবের রং ফ্যাকাসে বর্ণ, স্বল্প এবং বিলম্বে হয়। মাসিক স্রাবের পর রোগী মানসিক এবং শারীরিক উভয় বিষয়েই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং রক্তশূন্য হয় এমন কি দাঁড়াইয়া থাকিতে, কথা বলিতে কষ্ট বোধ করে, বিশ্রামের জন্য বসিয়া থাকিতে চায়, (ককুলাস, কার্ব্ব এনা)। এই প্রকার রক্ত হীন রোগীর এইরূপ অবস্থায় অদ্ভুত রকমের নানা প্রকার অপাচ্য দ্রব্য (undigestable food)—মাটি, খড়িমাটি, হাঁড়ি ভাঙ্গা, চাউল, নেকড়া, ইত্যাদি খাইবার ইচ্ছা হয় (সাইকুটা, সোরিনাম) এলিউমিনা এই প্রকার অবস্থার একটি মহৎ ঔষধ (নেট্রাম মিউরে হরিৎ পীড়াগ্রস্থ রোগী রুটি খাইতে পারে না অথবা রুটির উপর অত্যন্ত অরুচি হয়। এলিউমিনা রোগী আলু খাইতে চায় না, আলু সহ্য হয় না। পালসেটিলা রোগী তৈলাক্ত অথবা ঘৃত পক্ক দ্রব্য খাইতে পারে না, খাইলে পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হয়)।

শ্বেত-প্রদর—প্রদর স্রাব সাধারণতঃ ঘন পীতবর্ণ অথবা স্বচ্ছ রজ্জুবৎ চটচটে, অথবা ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় অত্যন্ত প্রচুর তরল এবং ক্ষতকারক (acrid) পদদ্বয় দিয়া গড়াইয়া পড়ে (running down to the heels) এবং স্থান হাজিয়া যায়। দিনের বেলায় বৃদ্ধি হয় এবং ঠাণ্ডা জলে স্নানে হ্রাস হয়, এইরূপ স্রাবে রোগীর শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে এবং এতদ্ স্রাবের সহিত প্রায়ই এলিউমিনার মানসিক লক্ষণ সমূহ প্রকাশ হয়। এলিউমিনার শ্বেত প্রদর স্রাব অত্যন্ত প্রচুর হয় এবং পুরাতন অবস্থায় ও অধিক বয়স্কা, শীর্ণ, পাতলা স্ত্রীলোকে উত্তম কার্য্য করে।

সর্দ্দি এবং পুরাতন পিনাশ—শিশুদিগের নাসিকারন্ধ্রের শুষ্কতাসহ পুরাতন সর্দ্দিতে অথবা পিনাশ রোগে (ozaena) এলিউমিনা প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়। পালসেটিলাও পুরাতন সর্দ্দির একটি উত্তম ঔষধ এবং পালসেটিলা রোগীও এলিউমিনার মত ক্রন্দনশীল ও ঠাণ্ডা প্রকৃতির কিন্তু ইহারা শারীরিক বিষয়ে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত—পালসেটিলা রোগী মোটা থলেথলে আর এলিউমিনা রোগী পাতলা দুর্ব্বল। শিশুদিগের পুরাতন সর্দ্দিতে নাসিকার শুষ্কতার সহিত অবশেষে নাসিকাভ্যন্তরে চট্‌চটে পুরু পীতবর্ণ শ্লেষ্মার মামড়ি পড়ে এবং তাহা সহজে ছাড়ে না।

অক্ষিপুট প্রদাহ এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা:—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতার এলিউমিনা একটি অদ্বিতীয় ঔষধ। শ্লৈষ্মিক স্থান সমূহে (mucous surface) অত্যন্ত শুষ্কতা উৎপাদন করে,—ইহা এলিউমিনার একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ। গলদেশ, মলদ্বার, নাসিকাভ্যন্তর, চক্ষু মুখ-গহ্বর ইত্যাদি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থানসমূহের শুষ্কতা উপলব্ধি হইলে, এলিউমিনার বিষয় স্মরণ করা কর্ত্তব্য। এলিউমিনার যাবতীয় রোগের ইহা একটী প্রধান লক্ষণ। শুষ্কতা সকল সময় লাগিয়া থাকে না, ক্রমশঃ তদ্‌স্থানে পুরু পীতবর্ণ শ্লেষ্মা প্রকাশ পায়, তাহা এত অধিক চটচটে যে, কিছুতেই স্থান ছাড়িতে চায় না—যেমন চক্ষুর শুক্ল মণ্ডলের শুষ্কতা উৎপন্ন হইয়া অক্ষিপুট প্রদাহ (Blepharitis) হয়। এমতাবস্থায় চক্ষুর পাতা এত অধিক শুষ্ক হয় যে, ধারগুলি শুষ্ক হইয়া চির খাইয়া যায়। এই প্রকার লক্ষণ অনেকটা গ্র্যাফাইটীসেও দেখা যায় কিন্তু গ্র্যাফাইটীসে চির খাইয়া ফাটীয়া রক্ত বহির্গত হয়।

চক্ষুর শুষ্কতার জন্য ডাক্তার এলেন উক্ত ঔষধ ব্যতীত বার্ব্বেরিস, নেট্রাম কার্ব্ব এবং নেট্রাম সালফও দিতে ব্যবস্থা দেন।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা হেতু পুরাতন গলকোষ প্রদাহ (Pharyngits) যখন গলদেশের উক্ত ঝিল্লি শুষ্ক, চক্‌চকে এবং লোহিত বর্ণ ধারণ করে, গলকোষের অথবা কণ্ঠনালীর প্রদাহ ও শুষ্ক কাশি, পাকাশয় রসের (gastric juice) স্বল্পতা এবং তদ্‌হেতু অগ্নিমান্দ্য রোগ, অন্ত্রের স্রাব নিঃসরণের ব্যতিক্রম

এবং তদহেতু কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন হয় তদস্থলে এলিউমিনা উত্তম কার্য্য করে। যে স্থলে শৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতাই হইতেছে রোগের সর্ব্বপ্রধান কারণ—সে স্থলে এলিউমিনাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

এলিউনিমা পুরাতন রোগে, বৃদ্ধ অথবা শুষ্ক রোগা লোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়,—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। (All the affections to which Alumina is suitable are of a chronic character, and occur in old people or in dry and thin subjects.)

এলিউমিনা রোগীতে ঘর্ম্ম কদাচিৎ প্রকাশ পায়—শুষ্কতা ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ—(A striking feature of the remedy is the chronic dryness of the skin. Sweat is rare and scanty). এতদ বিষয়ে ইহা ক্যালকেরিয়ার বিপরীত, ক্যালকেরিয়াতে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, এলিউমিনাতে ঘর্ম্ম কিছুই হয় না। শুষ্কতা হেতু স্থানে স্থানে গাত্রচর্ম্ম ফাটিয়া চির খাইয়া যায়, হস্তদ্বয়ের পশ্চাদ্দিকের পুরু চর্ম্ম অধিক শুষ্ক খস্‌খসে হয় এবং বিবর্ণ হইয়া যায়।

নাসিকাগ্র ফাটিয়া চির খাইয়া যাওয়া—(Point of nose cracked)—এলিউমিনাকে কোন রোগে চিন্তা করিতে হইলেই চর্ম্মের শুষ্কতা লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি করিবে, মুখমণ্ডলের চর্ম্মে এবং শরীরেই অন্যান্য স্থানের চর্ম্মে মাকড়সার জালের ন্যায় যেন কিছু জিনিষ লাগিয়া রহিয়াছে রোগীর এইরূপ সুড় সুড় বোধ হয় (বোরাক্স, ব্যারাইটা কার্ব্ব)—রোগী মুখমণ্ডল পুনঃ পুনঃ হাত দিয়া ঘসিতে থাকে মনে হয় যেন মাকড়সার জাল লাগিয়া রহিয়াছে।

পড়িতে গেলেই চক্ষু শুষ্ক হয়—ক্রোকাস, আর্জেণ্টাম, নাইট্রিকম, সিনা, নেট্রাম মিউর।

অক্ষিপুটের পতন—নাক্স মশ্চেটা, সিপিয়া, রাসটক্স, জেলসিমিয়াম।

বক্র দৃষ্টি—যে পেশী অক্ষি গোলককে অভ্যন্তর দিকে ঘূর্ণিত করে (Internal rectus muscles) তাহার দুর্ব্বলতা হেতু অনেক সময় শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন (in teething) দৃষ্টি বক্র হয় এবং এলিউমিনা তাহাতে অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়। এলিউমিনার সরল পেশী (rectus muscle) গুলির উপর যথেষ্ট কার্য্য আছে বলিয়াই শিশুদিগের উক্ত অবস্থার ইহা একটি উত্তম ঔষধ বলিয়া পরিচিত। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে সকল সময় এইরূপ বক্রদৃষ্টি ঔষধে সম্পূর্ণ উপকার হয় না, অস্ত্রোপচার করিতেও হয়। বক্র দৃষ্টি অন্যান্য কারণবশতঃও হয়—

ক্রিমির দরুণ হইলে—সিনা।

মস্তিষ্কের উত্তেজনা হেতু হইলে—বেলেডনা।

ঋতুস্রাব অথবা পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হেতু হইলে—সাইক্লেমেন।

কাশি—কাশি শুষ্ক এবং আক্ষেপিক (spasmodic) প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গের পরই অধিক হয়। গলায় শ্লেষ্মা আঠার মত লাগিয়া থাকে, সহজে ছাড়ে না, কাশিতে কাশিতে শ্লেষ্মা উঠিলে রোগী কিছুক্ষণের জন্য শক্তি পায় যতক্ষণ শ্লেষ্মা গলা হইতে ছাড়ে না, ততক্ষণ রোগী কাশিতেই থাকে। উত্তেজনা উৎপাদক দ্রব্যসমূহ যেমন মদ্য, ভিনিগার, লঙ্কা, লবণ ইত্যাদি ভক্ষণে তৎক্ষণাৎ কাশির উদ্রেক হয়।

এলিউমিনার কাশির সঙ্গে আর্জেণ্টাম মেটালিকমের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু আর্জেণ্টামের কাশি দিনে হয় আর এলিউমিনার কাশি প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গের পরই অধিক হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক একবার শুষ্ক কাশি হয় এবং অনেকক্ষণ থাকে, কাশিতে কাশিতে রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়ে, মনে হয় যেন উপজিহ্বা বৃদ্ধি হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নয়। ইহা একটি বোধ (sensation) মাত্র। কাশি সুড় সুড় করিয়া উৎপন্ন হয় (tickling sensation)।

গলক্ষত এবং স্বরভঙ্গ—পুরাতন গলক্ষতের ইহা একটি উত্তম ঔষধ। গলদেশে টাটানি, কাঁচা কাঁচা বোধ, শুষ্কতা, এবং স্বরভঙ্গ বর্ত্তমান থাকে (there is soreness, rawness, hoarseness and dryness)। এলিউমিনাতে শুষ্কতার দরুণই রোগীকে অধিক খেঁকড়াইতে হয় এবং এই প্রকার করিতে করিতে সামান্য চটচটে শক্ত শ্লেষ্মা উঠিলে তৎপর রোগী বিশ্রাম পায়। গলদেশ গভীর লালবর্ণ হয় এবং উপজিহ্বা লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। গলদেশের টাটানি, স্বরভঙ্গ, কাশি ইত্যাদি উষ্ণ জল পানে অথবা উষ্ণ খাদ্য ভোজনে সাময়িক উপশম হয়। স্বরভঙ্গ প্রাতঃকালেই অধিক বৃদ্ধি হয় এবং গলাধঃকরণের সময় মনে হয়, গলদেশে যেন মাছের কাঁটা অথবা পেরেক বিঁধিয়া রহিয়াছে (হেপার, আর্জেণ্টাম নাইট্রিক, নাট্রিক এসিড) এবং খচ্ খচ্ করিয়া লাগে।

গলক্ষত বিষয়ে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম অনেকটা এলিউমিনার নিকট সদৃশ্য ঔষধ কিন্তু আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে গলদেশে আঁচিল সদৃশ উপমাংস (excrescence) অথবা মাংসাঙ্কুর (granulation) জন্মায়, এলিউমিনাতে ইহা হয় না। ডাক্তার ডানহাম বলেন—যাহাদিগের শরীরে মাংস অত্যন্ত কম অর্থাৎ শীর্ণ রোগা লোকদিগের বক্তৃতাদির দরুণ গলক্ষতে (sore throat) এলিউমিনা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, তাহাদিগের পক্ষে এতদ অপেক্ষা উত্তম ঔষধ নাই বলিলেই হয়। (For the sore throat of clergymen and other public speakers who are thin in flesh there is no remedy equal to it.—Dr. Dunham).

এলিউমিনা স্বরভঙ্গে উত্তম কার্য্য করে। যখন গান গাহিতে গাহিতে কিংবা জোর গলায় বক্তৃতা করিতে করিতে অতিরিক্ত স্বরযন্ত্রের চালনা হেতু গলা বসিয়া যায় অর্থাৎ স্বরভঙ্গ হয়, কথা পরিষ্কার বাহির হইতে চায় না—সেইরূপ অবস্থায় এলিউমিনার বিষয় চিন্তা করিবে। পূর্ব্বে এইরূপ স্থলে আর্জেণ্টাম মেটালিকামই অধিক ব্যবহার হইত কিন্তু ইদানীং এলিউমিনাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

রাসটক্সে এলিউমিনার বিপরীত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—রাসটক্সে

প্রথমতঃ গলার স্বর ভঙ্গ থাকে, স্বর ভাল খোলে না কিন্তু স্বরযন্ত্রের যতই চালনা হয় ততই পরিষ্কার হইতে থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—এলিউমিনায় পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির (mucous membrane) শুষ্কতা নিবন্ধন পাচক রস (gastric juice) নিঃসরণে ব্যতিক্রম হইয়া পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্রাইওনিয়াতেও ঠিক এইরূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই প্রকার কারণবশতঃ পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে ব্রাইওনিয়াও উত্তম কার্য্য করে।

পরিপাক ক্রিয়ার বিশিষ্ট লক্ষণ সমূহ—গলাধঃকরণ কালীন অন্ন নালীর সমুদয় স্থান ব্যাপিয়া সঙ্কোচন (constriction along the oesophagus when swallowing food) এবং যন্ত্রণাবোধ, আলু ভক্ষণে রোগ বৃদ্ধি, মাংসে অরুচি, অপাচ্য (undigestable) দ্রব্য ভক্ষণে আকাঙ্ক্ষা, যকৃত স্পর্শাধিক্য এবং সূচীভেদবৎ বেদনা (ব্রাইওনিয়া) বর্ত্তমান থাকা উচিৎ। অন্য ঔষধ হইতে এলিউমিনায় পার্থক্য নিরূপণে ভ্রম হওয়ার বিশেষ কারণ নাই—আলু ভক্ষণে অরুচি এবং অপাচ্য দ্রব্য (মাটি, পেন্সিল, নেকড়া ইত্যাদি ভক্ষণে আকাঙ্ক্ষা—এই দুইটি লক্ষণে ইহা অন্য ঔষধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে।

বাগী (Bubo)— গ্রন্থি প্রদাহেও (glandular inflammation) এলিউমিনার কার্য্য দেখা যায়। প্রমেহজনিত বাগী হইলে এবং যখন বাগীর সহিত পীত আভাযুক্ত প্রমেহ স্রাব, জ্বালা এবং মূত্র প্রণালীতে বিশেষতঃ মূত্রদ্বারে চুলকানি বর্ত্তমান থাকে তখন এলিউমিনার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

চুলকানি (Itches)—এলিউমিনার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ন্যায় চর্ম্মের উপরও কতকটা কার্য্য রহিয়াছে। চর্ম্মকে শুষ্ক খসখসে করে, আক্রান্ত স্থান শুষ্ক হইয়া চিরিয়া যায়, শীতকালে অধিক হয় (পেট্রো)। অত্যন্ত চুলকায় এবং ভীষণ জ্বালা করে, এমন কি চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত বাহির হইয়া পড়ে।

এলিউমিনায় নানা প্রকার চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায় এবং শয্যার উত্তাপে চুলকানি বৃদ্ধি হয়। এমনও দেখা যায় গাত্রে কোন প্রকার চুলকানি নাই অথচ শয্যার উত্তাপে অত্যন্ত চুলকায়, চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত বাহির হইয়া পড়ে। রোগী বলে—'মহাশয় রাত্রিতে শয্যায় যখন আমি উত্তপ্ত হই, ভীষন চুলকাইতে থাকে এবং চুলকাইয়া চুলকাইয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলি।"—এই প্রকার চুলকানি আমরা মার্কিউরিয়াস, আর্সেনিক, ডলিকস এবং মেজে-রিয়ামে দেখিতে পাই কিন্তু শেষোক্ত তিনটি ঔষধে শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগেতেও চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত বাহির হইয়া পড়ে এবং তখন চুলকানির উপশম হয়—যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থান কাঁচা অথবা রসযুক্ত না হয় ততক্ষণ রোগী উপশম পায় না (Itches and scratches until it bleeds and then he gets relief. As soon as the healing begins the itching begins and he is only relieved when the skin is raw. With the bleeding and moisture of the skin there is relief of the itching—Kent)।

একমাত্র মার্কিউরিয়াসে দেখা যায়—শয্যার উত্তাপে চুলকানি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় কিন্তু ইহাতে পীড়কা থাকে, আর এলিউমিনায় পীড়কা থাকে না অথচ চুলকায়—(itching of the skin without eruption. In alumina, in the begining there is no eruption, but he scratches until the skin is off and there come the crust.)

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় এবং প্রমেহ—ডাক্তার টেষ্টি এলিউমিনাকে দুইটি বিষয়ে অত্যন্ত উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। প্রথমতঃ জননেন্দ্রিয়ের রোগে দ্বিতীয়তঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতায়। তিনি একস্থানে লিখিতেছেন—আমি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়ের রোগে, যে স্থলে রোগের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ ঋতু স্রাব সম্পূর্ণ স্থগিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দূরীভূত হইয়া গিয়াছে অথচ রোগ রহিয়া গিয়াছে সেইরূপ স্থলে এলিউমিনা ব্যবহারে অত্যন্ত উপকার পাইয়াছি। (I have often derived the greatest advantages from this drug in the case of aged females, against diseases that had

been apparently seated in the sexual system, but whose primary symptoms had disappeared with the complete cessation of the menstrual periods.—Dr. Teste)। এতদ্ব্যতীত পুরাতন প্রমেহ রোগের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্রাব পীতবর্ণ, ঘন এবং যন্ত্রণাশূন্য। যখন প্রমেহ রোগ আরোগ্য হইয়াও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না, শেষে কিছু কিছু থাকিয়া যায়, সেইরূপ অবস্থায় ইহাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়—**(The gonorrhoeal discharge has lasted a long time, going and coming until now there is left but a few drops and it is painless. This remedy has cured many of these old cases.—Kent)** তিনি পুরাতন শ্বেত প্রদর, প্রমেহের দোষ হেতু অণ্ডকোষের পুরাতন কঠিনতা এবং জোনি কপাট ও জোনিদেশের দাগড়া দাগড়া উচু উচু চুলকানি **(raised itching spots)** রোগ এলিউমিনায় অতি অল্প সময়ে আরোগ্য করিয়াছেন।

রক্তস্রাব—এলিউমিনা টাইফয়েড জ্বরে উদর হইতে রক্ত স্রাবের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যকৃতের ন্যায় বড় বড় চাপ চাপ রক্ত নিস্সৃত হয় **(large clots looking like solid liver).**

কশেরুকামজ্জের ক্ষয় (Locomotor ataxia)—কশেরুকামজ্জেয় ক্ষয়রূপ ভীষণ স্নায়বীক রোগেও এলিউমিনা প্রয়োগ হইয়া থাকে। বিখ্যাত ডাক্তার বোনিং হোসেন উক্ত রোগের নিম্ন লক্ষণে ইহা ব্যবহার করিতেন। রোগী চক্ষু বুজিয়া কিংবা অন্ধকারে হাটিতে পারে না, টলিয়া টলিয়া পড়িয়া যায়। মনে হয়, কোমল গদির উপর যেন হাটিতেছে। মস্তক ঘুড়াইতে থাকে, সমুদায় দ্রব্যসমূহ যেন চক্রবৎ ঘুড়িতেছে এইরূপ মনে হয়। তন্দ্রার ন্যায় চক্ষুর পাতা পড়িয়া থাকে, দ্বিদৃষ্টি অথবা বক্রদৃষ্টি হয়। পৃষ্ঠদেশে এবং পদদ্বয়ে পিপীলিকাবৎ সুড় সুড় বোধ করে, চলিতে চলিতে পায়ের গোড়ালি অসার হইয়া যায় এবং মনে হয় মুখমণ্ডল যেন মাকড়সার জাল দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে অথবা ডিম্বের শ্বেতাংশ শুষ্ক হইয়া সড় সড় করিতেছে। শরীরের পশ্চাতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, মনে হয় উত্তপ্ত লৌহ ফলক মেরুদণ্ডে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। এতদ লক্ষণসমূহের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার

বোনিং হোসেন এলিউমিনা দ্বারা উক্ত প্রকার চারিটী রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন।

(1) Great heaviness in the lower limbs, can scarcely drag them while walking, staggers and has to sit down in the evening.

(2). Inability to walk except with the eyes open and in the day time.

(3) Numbness of the heel when stepping.

(4) Excessively faint and tired, must sit down.

5. Pain in the back as if a hot iron were thrust through the vertebra.—Nash.

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহা অধিকাংশ স্থলে উচ্চক্রম ৩০ এবং ২০০ ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু পুনঃ পুনঃ দেওয়া হয় না। ইহার কার্য্য অত্যন্ত গভীর এবং অধিক দিবস স্থায়ী।

অনুপূরক—এলিউমিনা ব্রাইওনিয়ার অনুপূরক ঔষধ এবং এলিউমিনা ব্রাইওনিয়ার লক্ষণযুক্ত রোগের পুরাতন অবস্থায় ব্যবহার (Alumina is the chronic of Briyonia) হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ব্যারাইটা কার্ব্ব, কোনায়াম (বৃদ্ধলোকদিগের রোগে)।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল বায়ুতে, শীতকালে, উপবেশনে আলুভক্ষণে, এক দিন পর এক দিন, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায়।

রোগের উপশম—উষ্ণ তরল দ্রব্য পানে, আহারকালীন।

সিসার দ্বারা বিষাক্ত হইলে কিংবা যাহারা রংএর কার্য্য করে তাহাদিগের শূল যন্ত্রণার এলিউমিনা বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে।

কার্ব্ব এনামেলিস (Carbo Anamalis)

কয়লা (charcoal) হইতে যে ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে তদানীন্তন চিকিৎসকগণ তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। মহাত্মা হ্যানিমান যখন ইহার ভৈষজ্য গুণাবলি লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন পেরেরা নামক একজন চিকিৎসক তাঁহাকে অনেক প্রকার বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। আমরা কয়লা হইতে দুইটি মহৎ ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। একটি কার্ব্বভেজ অপরটি কার্ব্ব এনামেলিস। প্রথমটি উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে (vegatable) এবং দ্বিতীয়টি জান্তব পদার্থ (animal) হইতে প্রস্তুত। এখানে কার্ব্ব এনামেলিসের বিষয়ই আলোচনা করিব। মহাত্মা হ্যানিমান গো-চর্ম্ম এবং ডাক্তার নোয়াক এবং ট্রিঙ্ক (Dr. Noack .and Trinks) গো, মেষ ইত্যাদির মাংস দগ্ধ করিয়া অঙ্গারে পরিণত করিয়া কার্ব্ব এনামেলিস প্রস্তুত করিতে পরামর্শ দেন। প্রস্তুত প্রণালী পৃথক হইলেও তাহাতে ঔষধের গুণের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই কারণ উভয় প্রণালী মতেই চূর্ণ করিয়া ডাইলিউসন পরিণত করিতে হয়।

এই দুইটি ঔষধের জন্ম অঙ্গার হইতে হইলেও এবং পরস্পর এক প্রকৃতির হইলেও কিন্তু ইহারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী ঔষধ (inimical) অর্থাৎ একটার পর আর একটার প্রয়োগ চলে না (do not follow each other)। কার্ব্ব এনামেলিসে উল্লিখিত মতে প্রস্তুত প্রণালী লিখিত থাকিলেও কিন্তু প্রধাণতঃ ইহা অস্থি অঙ্গার হইতেই অধিক হইয়া থাকে। কাজে কাজেই ইহাতে Phosphate of lime এর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যায়, সেই হেতুই কার্ব্ব এনামেলিসকে ক্যালকেরিয়া ফসের একটি অনুপূরক (complementary) ঔষধ বলা হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থির প্রদাহ বিষয়ে (especially in inflammation of the glands)।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। গ্রন্থি প্রস্তরবৎ শক্ত, স্ফীত, যন্ত্রণাযুক্ত। গ্রন্থিপ্রদাহ গ্রীবা, কক্ষদেশ, কুচকি, স্তন ইত্যাদি স্থানে অধিক প্রকাশ পায়। যন্ত্রণা কর্ত্তনবৎ জ্বলনসদৃশ (কোনায়াম)।

২। ঋতুস্রাবে এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে, রোগী কথা বলিতেই পারে না (এলিউমিনা, ককুলাস)। ঋতুস্রাব কেবল প্রাতঃকালেই হয়।

৩। ঋতুস্রাব, প্রদরস্রাব, উদারাময় সমুদায়ই অত্যন্ত দুর্ব্বল-কারক, (অর্শ অত্যন্ত দুর্গন্ধজনক—সোরিনাম)।

৪। সামান্য ভারি দ্রব্য উত্তোলনে সহজে টান লাগিয়া যায় কিংবা মচকাইয়া যায় (Easily strained from lifting, even small weights)।

সাধারণ লক্ষণ

১। শিরঃপীড়া—মস্তকে যেন ঝড় বহিতেছে, মস্তক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, রাত্রিতে মস্তক হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে।

২। শৈরিক রক্ত প্রধানধাতুযুক্ত (Venous plethora)—গণ্ডস্থল এবং ওষ্ঠদ্বয় নীল ও অত্যন্ত দুর্ব্বল এই প্রকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

৩। রক্তসঞ্চালন ক্ষীণ, একস্থানে স্থগিত (stagnated), জীবনী শক্তির উত্তাপ নিমগ্ন, নীল পাণ্ডু (এণ্টিম টার্ট, কার্ব্ব ভেজ) (circulation feeble, stagnated and vital heat sinks, Cyanosis—Antim. T., Carbo veg)।

৪। মৃদু প্রকৃতির নির্দ্দোষ পূঁজ স্রাব দূষিত এবং সাংঘাতিক স্রাবে পরিণত হয়।

৫। সন্ধিস্থল দুর্ব্বল, সহজেই মচ্‌কাইয়া যায় (লেডাম)।

৬। মুক্ত খোলা শুষ্ক বাতাস পছন্দ করে না।

৭। শ্রবনেন্দ্রিয়ের গোলযোগ—কোন দিক হইতে শব্দ আসিতেছে বুঝিতে পারে না।

৮। প্লুরিসি রোগ আরোগ্য হওয়ার পরও বক্ষঃস্থলে সূচী ভেদবৎ (stitching pain) যন্ত্রণা থাকে (র‍্যানানকিউলাস)।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—কার্ব্ব এনামেলিসে তিনটি প্রধান স্থানে কার্য্য প্রকাশ পায়—প্রথমতঃ লসিকা গ্রন্থিসমূহ (Lymphatic gland) বিবৃদ্ধি হয় এবং দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ করায়। দ্বিতীয়তঃ গাত্রত্বকের উপর তাম্রবর্ণ উপদংশ সদৃশ পীড়কা উৎপন্ন করে এবং তৃতীয়তঃ পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটায়।

রোগী—কার্ব্ব এনামেলিস বৃদ্ধ লোক এবং যাহারা রোগে ভুগিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগের প্রতি যখন (venous plethora) শৈরিক কৃষ্ণবর্ণ রক্ত বিশেষ রূপে প্রাধান্যতা প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে কাজেকাজেই এই প্রকার লোকদিগের শরীরে নীলবর্ণের প্রবণতা বিশেষরূপে প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় (such patients are particularly inclined to blueness of the skin) হস্ত এবং পদ অতি সহজেই নীল আভাযুক্ত হয়, শিরাগুলি (veins) ফুলিয়া মোটা হইয়া চর্ম্মের উপরে ঠেলিয়া উঠিয়া তাহাদের নীলভাব প্রকাশ করে। এই প্রকার ব্যক্তির সামান্য কারণেই শরীর অসুস্থ হয়। গণ্ডযুগল এবং ওষ্ঠদ্বয় লাল বর্ণের পরিবর্ত্তে প্রায়ই নীল বর্ণ হইয়া থাকে। কার্ব্ব ভেজ এবং কার্ব্ব এনামেলিস উভয় ঔষধই শরীরের বাহিরে কিংবা ভিতরে যে স্থানেই হউক দুর্গন্ধ স্রাবযুক্ত গলিত ক্ষতের (gangrene) অর্থাৎ টিস্যুর পচন অবস্থায় প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়। ইহা ব্যতীত উভয়েই পরিপাক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা এবং জীবনী শক্তির অপচয়ে বিশেষতঃ অধিক স্তন পান করান হেতু রোগে প্রয়োগ হয়। যদিও এই দুইটী ঔষধ গ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে প্রয়োগ হয় কিন্তু পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ থাকিলে কার্ব্ব ভেজকে এবং গ্রন্থির স্ফীতি থাকিলে (glandular swelling) কার্ব্ব এনামেলিসকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই দুইটী ঔষধ শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ যখন হ্রাস হইয়া আসে, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া দুর্ব্বল হয়, শৈরিক রক্ত অত্যন্ত প্রাধান্যতা লাভ করে এবং শরীর নীল আভাযুক্ত হয়, এইরূপ অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে।

গ্রন্থির স্ফীতি এবং বাগী—এই ঔষধটির গ্রন্থির স্ফীতিই (glandular swelling) হইতেছে সর্ব্বপ্রধান পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। কক্ষদেশ, কুচকি, স্তন এবং গ্রীবা প্রদেশের গ্রন্থি অধিক আক্রান্ত হইলেও কিন্তু কক্ষদেশের গ্রন্থি আক্রমণের প্রবণতা (tendency) কিঞ্চিৎ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সমুদায় গ্রন্থীর স্ফীতির আবার বিশেষত্ব হইতেছে কঠিনতা (hardness)। গ্রন্থি এত অধিক স্ফীত শক্ত হয় যে টিপিয়া নরম করা যায় না, প্রস্তরের ন্যায় শক্ত হয় (stony hardness)। গ্রন্থির স্ফীতির সহিত কঠিনতা না থাকিলে কখনই এই ঔষধ নির্ব্বাচিত হয় না, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। গ্রন্থির এই প্রকার স্ফীতির সহিত কর্কট রোগের ন্যায় কর্ত্তনবৎ এবং জ্বালাকর যন্ত্রণা থাকে (কোনায়াম) এবং কার্ব্ব এনামেলিসের এই প্রকার শক্ত অর্ব্বুদ কিংবা গ্রন্থির স্ফীতি কর্কট রোগে পরিণত হইবার খুব সম্ভাবনা থাকে। দোষযুক্ত কিংবা দোষশূন্য প্রমেহ কিংবা উপদংশজনিত অর্থাৎ যে কোন কারণ বশতঃই বাগী হউক যদি তদসহিত উক্ত প্রকার কঠিনতা (hardness) এবং জ্বালা যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলেই কার্ব্ব এনামেলিসকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রকার শক্ত অবস্থায় বাগী অস্ত্র করা হইলে ক্ষত আংশিকরূপে আরোগ্য হইয়া মুখ ফাঁক হইয়া থাকে, শীঘ্র শুষ্ক হয় না এবং ক্ষতের চারি পার্শ্বের ধারে টিস্থ সমুদয় অত্যন্ত শক্ত এবং নীলবর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অস্ত্র করার পর বাগীর এইরূপ অবস্থায় কার্ব্ব এনামেলিস উত্তম কার্য্য করে।

ব্যাডিয়াগা—ইহা উপরোক্ত প্রকার শক্ত বাগীর কার্ব্ব এনামেলিসের একটী সমকক্ষ ঔষধ। অনেক স্থলে কার্ব্ব এনামেলিসের পরিবর্ত্তে ব্যাডিয়াগা ব্যবহার হয়।

কর্কট রোগ (Cancer)—কর্কট রোগে কার্ব্ব ভেজ অপেক্ষা কার্ব্ব এনামেলিসের প্রয়োগ অধিক হইয়া থাকে, বিশেষতঃ স্তন এবং জরায়ুর cancer এ ইহা একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ। স্তনের cancer গ্রন্থিসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্ত অর্ব্বুদের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং প্রস্তরবৎ শক্ত বোধ হয় (In mammary cancer the gland indurated in little nodes) অথবা স্তনের জায়গায় জায়গায় কিঞ্চিৎ স্থান গোলাকার হইয়া প্রস্তরের ন্যায়

কঠিন হয় এবং ক্রমশঃ উক্ত গোলাকার স্থানের চারি পার্শ্বের চর্ম্ম নীলবর্ণ এবং mottled হইতে থাকে অর্থাৎ কার্ব্ব এনামেলিসের চরিত্রগত লক্ষণ venous stasis প্রকাশ পায়। আক্রান্ত স্তনের পার্শ্বের বগলের গ্রন্থি শক্ত এবং প্রদাহযুক্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে কর্কট রোগের ন্যায় জ্বালা এবং টাটানি যন্ত্রণা হইতে থাকে; ক্রমশঃ প্রকৃত cancer এ পরিণত হয়। আক্রান্ত গ্রন্থিতে ক্ষত প্রকাশ পায়, কলতানিসদৃশ স্রাব নিঃসৃত হয় এবং ক্ষতের চারি পার্শ্বের স্থান জ্বালা করিতে থাকে। ইহা ব্যতীত যে কোন প্রকার ক্ষত কিংবা নালী ক্ষত হউক না, যে স্থানে তাহার চারিপার্শ্বের স্থান শক্ত হয় এবং জ্বালা করে ও ক্ষতকারক স্রাব নিঃসরণ হয়, সেই স্থানে কার্ব্ব এনামেলিসকে চিন্তা করিবে। (Now in ulcers and fistulous openings, where the walls become hard and burn, and the discharge becomes acrid, carbo Anamalis is frequently the remedy.—Kent) কার্ব্ব এনামেলিস জরায়ুর cancer এরও একটি উত্তম ঔষধ, এমতাবস্থায় cervix অত্যন্ত শক্ত হয়। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হয় এবং সমুদায় উরুদেশ পর্য্যন্ত যন্ত্রণায় জ্বলিতে থাকে ও জোনিদেশ হইতে ক্ষতকারক তরল দুর্গন্ধ স্রাব হয়। মৃদু প্রকৃতির নির্দ্দোষযুক্ত পূজোৎপাদন (Bengin suppuration) শেষে কলতানিযুক্ত উৎকট রোগে পরিণত হয়।

প্রচুর রজঃস্রাব—জরায়ুর পুরাতন কঠিনতার দরুণ রজঃস্রাব অত্যন্ত প্রচুর হয় (menorrhagia from chronic induration of the uterus) ইহা ব্যতীত এই প্রকার রক্তস্রাব গ্রন্থীর স্ফীতিযুক্ত ভগ্নস্বাস্থ্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও অধিক হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—পরিপাক ক্রিয়া বিষয়ে কার্ব্ব ভেজ এবং কার্ব্ব এনামেলিসে যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। কার্ব্বভেজে যাহাই আহার করা যায় যেন সমুদায়ই বায়ুতে পরিণত হয়। বায়ুর প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। কার্ব্ব এনামেলিসে পাকস্থলী খালি খালি বোধ করে, যেন পাকস্থলীতে কিছুই নাই এবং আহারেও উপশম হয় না (সিপিয়া)। এইরূপ লক্ষণ স্তনদাত্রী দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং কার্ব্বভেজের ন্যায় সামান্য আহারেই পাকস্থলীতে কষ্ট হয় অথচ কার্ব্বভেজ অপেক্ষা কার্ব্ব

এনামেলিসই এইরূপ স্ত্রীলোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহা ব্যতীত কার্ব্ব এনামেলিসে পাকস্থলীতে শীতলতা বোধ লক্ষণ থাকে, হস্ত দ্বারা খুব জোরে চাপিয়া ধরিলে কিংবা পেটের উপর হাত বুলাইলে উপশম হয়। এই প্রকার লক্ষণ সাধারণতঃ দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিক প্রকাশ পায়। কার্ব্ব ভেজে পাকস্থলীতে ভার ভার বোধ এবং অত্যন্ত উষ্ণভাব বর্ত্তমান থাকে। কার্ব্ব এনামেলিস রোগী সাধারণতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির, (general characteristic—great weakness)।

অর্শ (Pile)—কার্ব্ব এনামেলিস এবং কার্ব্ব ভেজ উভয় ঔষধই পরিপাক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতাসহ অর্শ রোগে ব্যবহার হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কার্ব্ব এনামেলিস হইতে তরল গন্ধশূন্য স্রাব হয়, আর কার্ব্ব ভেজ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত কিংবা কল্‌তানির ন্যায় স্রাব হয় কিন্তু কার্ব্ব ভেজে পেট ফাঁপা, উদ্গার ইত্যাদি লক্ষণ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে এবং কার্ব্বভেজ অর্শ রোগে কার্ব্ব এনামেলিস অপেক্ষা অধিক প্রয়োগ হয়।

নিউমোনিয়া, ব্রোঙ্কাইটিস্, থাইসিস্ এবং কাশি—এই উভয় ঔষধই নিউমোনিয়া, ব্রোঙ্কাইটিস, থাইসিস্ ইত্যাদি রোগের শেষ অবস্থায় যখন ফুসফুসের টিস্থ সমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া আইসে এবং পুতিগন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে তখন ব্যবহার হয়। কার্ব্ব এনামেলিসের কাশি শ্বাস-রোধক এবং স্বরভঙ্গের ন্যায় কর্কশ (suffocating hoarse cough) কাশিতে কাশিতে যেন দম আটকাইয়া যাইবে এইরূপ মনে হয় এবং কাশি-কালীন মস্তিষ্ক ঝাঁকাইয়া ওঠে, মনে হয় মস্তকের ভিতরটা যেন আলগা হইয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত বক্ষঃস্থল শীতল বোধ করে (ব্রোমিন, ক্যাম্ফর) এবং সবুজ বর্ণ পুঁজসদৃশ ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা সাধারণতঃ দক্ষিণ ফুসফুস হইতে উঠিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় যন্ত্র দ্বারা বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে cavity হইয়াছে কিনা জানিতে পারা যায়। রোগী নিদ্রার জন্য চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিলেই শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবে এইরূপ মনে হয়। কার্ব্ব ভেজের কাশি অনেকটা আক্ষেপযুক্ত স্বর ভঙ্গের ন্যায় (spasmodic and aphonia)। বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত জ্বালা থাকে এবং প্রচুর শ্লেষ্মা ওঠে,

বিশেষভাবে বৃদ্ধ লোকদিগের ব্রোঙ্কাইটিসে। শ্লেষ্মা পীতবর্ণ এবং কার্ব্ব এনামেলিস অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক পুতিগন্ধযুক্ত। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট থাকে, বিছানায় নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয় এবং শ্লেষ্মায় গলায় ঘড় ঘড় (rattling) শব্দ হয়।

কার্ব্বভেজে বুকের জ্বালা (burning sensation) বোধ এবং শ্লেষ্মার পুতিগন্ধ অত্যন্ত অধিক, ইহা ব্যতীত স্বরভঙ্গ (hoarseness) বর্ত্তমান থাকে। সন্ধ্যাকালীন বৃদ্ধি স্বরভঙ্গের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

উপদংশ—ধাতুগত এবং tertiary (তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত) উপদংশে পারদের অপব্যবহারের পর বিশেষতঃ যখন গ্রন্থিসমূহ ফুলিয়া শক্ত হইয়া ওঠে এবং রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আসিতে থাকে এই প্রকার লক্ষণে কার্ব্ব এনামেলিস কার্ব্ব ভেজ অপেক্ষা প্রায়ই অধিক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। সমস্ত শরীরময় এবং বিশেষভাবে মুখমণ্ডলে তাম্রবর্ণ উপদংশ পীড়িকা (eruption) বহির্গত হয়। এই বিষয়ে কার্ব্ব ভেজ অপেক্ষা মার্কিউরিয়াস বিন, নাইট্রিক এসিড এবং ব্যাডিয়াগার সহিত কার্ব্ব এনামেলিসের অধিক সাদৃশ্য রহিয়াছে।

দুর্ব্বলতা (debility)—দুর্ব্বলতায় কার্ব্ব ভেজ, কার্ব্ব এনামেলিসকে পরাস্ত করিয়াছে। কার্ব্বভেজের দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিক। টাইফয়েড, নিউমোনিয়া ইত্যাদির শেষ অবস্থায় কার্ব্ব এনামেলিস প্রয়োগের বিশেষ কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। একমাত্র অত্যধিক স্তনপান করান হেতু (lactation) দুর্ব্বলতায় কার্ব্ব এনামেলিস এবং কার্ব্বভেজের পার্থক্য নিরূপণে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইতে পারে। কার্ব্ব এনামেলিসের দুর্ব্বলতা যদিও একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ কিন্তু এই দুর্ব্বলতা ঋতুস্রাব এবং শ্বেত প্রদরের পর যত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন অবস্থায় তত অধিক দৃষ্টিগোচর হয় না।

ঋতুস্রাবের পর রোগী এত অধিক দুর্ব্বলতা অনুভব করে যে, কথা বলিতে পারে না—(The flow always weakens so that she can hardly speak)। কার্ব্ব এনামেলিস রোগীর দুর্ব্বলতা একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ হইলেও কিন্তু ইহা উক্ত অবস্থায় অত্যধিকরূপে প্রকাশ পায় এবং রোগী

দুর্ব্বলতা বিশেষরূপে জানুদ্বয়ে অনুভব করে। ডাক্তার গারেন্সি (Dr. Guernsey) ইহাকে জানুদ্বয়ের দুর্ব্বলতার ঔষধ নির্ব্বাচনের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ মনে করিতেন।

কানপাকা এবং বধিরতা—কর্ণরোগেও কার্ব্বভেজ এবং কার্ব্ব এনামেলিসের সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় ঔষধেই কর্ণ স্রাব রহিয়াছে (otorrhoea) স্রাব তরল কলতানি সদৃশ রক্ত মিশ্রিত এবং ক্ষয়কারক। কার্ব্ব এনামেলিসে কর্ণের পশ্চাতে এবং mastoid process এর উপরস্থিত অস্থি আবরক ফুলিয়া উঠে (নাইট্রিক এসিড, অরামমেটালিকাম, কষ্টিকাম)। কার্ব্বভেজের কানপাকা বিশেষতঃ কোন প্রকার পীড়কা রোগ (exanthe matous) বশতঃ যেমন হাম, স্কার্লেটিনা ইত্যাদি হেতু উৎপন্ন হয় এবং কার্ব্বএনামেলিসের ন্যায় কর্ণের পশ্চাতের অস্থি আবরকের কোন প্রকার স্ফীতি থাকে না। কর্ণস্রাব ব্যতীত এই উভয় ঔষধই কর্ণ বধিরতাতেও (deafness) প্রয়োগ হয়—কার্ব্ব এনামেলিসে রোগী কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে ঠিক করিতে পারে না, শ্রবনেন্দ্রিয়ে ধাঁধা লাগিয়া যায়। কার্ব্ব এনামেলিসে এইরূপ অস্বাভাবিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। কার্ব্বভেজে কর্ণের খোল (cerumen or wax) হ্রাস হওয়ায় অত্যন্ত শুষ্কতা বশতঃ কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত কর্ণ খোলের স্রাব বশতঃ বধিরতা হয়।

চক্ষুরোগ—চক্ষুরোগেও এই দুইটি ঔষধের সাদৃশ্য আছে কার্ব্ব এনামেলিস রোগী farsighted অর্থাৎ নিকটের বস্তু সকলকে অনেক দূরে দেখে এবং মনে করে চক্ষু আল্‌গা (loose) হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীন লোকদিগের কোন কিছু পড়িতে হইলেই দৃষ্টি ঘোলা বোধ হয় আবার হাত দিয়া চক্ষু রগড়াইয়া দিলেই পরিষ্কার হয়। কার্ব্বভেজ ঠিক ইহার বিপরীত near sighted অর্থাৎ কোন কিছু দেখিতে হইলে জিনিষটিকে চক্ষুর নিকটে আনিতে হয় এবং অধিকক্ষণ এক ভাবে চক্ষুকে খাটাইলে ইহা অধিক বৃদ্ধি হয়।

মচকান (sprain)—কার্ব্ব এনামেলিসে শরীরের সন্ধিস্থল সমূহ অত্যন্ত দুর্ব্বল, সামান্য একটি দ্রব্য উত্তোলন করিতেই সন্ধিস্থল মচকাইয়া যায়।

পায়ের গোড়ালির সন্ধিস্থল হাঁটাহাঁটিতে দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত অল্পতেই উল্টাইয়া যায়।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় এবং ঋতুস্রাব—জরায়ুগ্রীবার কঠিনতা এবং তদ্‌সহ বিটপস্থানের জ্বালা যন্ত্রণায় কার্ব্ব এনামেলিসকে সিপিয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা যাইতে পারে। বস্তি কোটর এবং কটিদেশের পশ্চাতে প্রসববৎ যন্ত্রণা হয়, প্রদর স্রাবে কাপড়ে পীতবর্ণ দাগ লাগে। ঋতুস্রাবে রোগী ভীষণ দুর্ব্বল বোধ করে, এমন কি দুর্ব্বলতায় কথা বলিতে পারে না (এলিউমিনা, ককুলাস), ঋতু কেবল প্রাতঃকালেই হয়। পেটে খালি বোধ করে, আহারেও উপশম হয় না, একলা থাকিতে চায় কাহারো সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে ইচ্ছা করে না, দুর্গন্ধ বায়ু এবং স্রাব নিঃসৃত হয় এবং তদ্‌স্পর্শে স্থান হাজিয়া যায়।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়ায় মনে হয় মস্তকে যেন ঝড় বহিতেছে। মস্তক যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, রাত্রিতে শয্যায় মস্তক হস্ত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—উচ্চক্রম ৩০,২০০ অধিক ব্যবহার হয়। দুর্গন্ধযুক্ত কল্‌তানি ইত্যাদিতে Dr. Drury উচ্চক্রম প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন। অন্যান্য অবস্থায় নিম্নক্রমই ব্যবহার হইয়া থাকে।

অনুপূরক—ক্যালকেরিয়া ফস।

সমগুণসম্পন্ন ঔষধ সমূহ—ব্যাডিয়াগা, ব্রোমিন, কার্ব্বভেজ, ফসফরাস, সিপিয়া, সালফার।

প্রতিবন্ধক (Inimical)—কার্ব্বভেজ।

রোগের বৃদ্ধি—ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদনে, (ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদনে উপশম ব্রোমিন) সামান্য স্পর্শে, মধ্য রাত্রির পর, ঋতুস্রাবে।

রোগীর বিবরণ

১। এক ৩৫ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের দক্ষিণ স্তনে এক বৎসরের মধ্যে একটি কপোতের ডিম্বের আকৃতি সদৃশ এক অর্ব্বুদ হইয়াছিল। উহা শক্ত এবং ভারযুক্ত ছিল এবং উহাতে জ্বালাকর বেদনা হইত। ঐ সময়ে উহার দক্ষিণ স্ক্যাপুলা অস্থির উপর আর একটি অর্ব্বুদ বাহির হয়, উহার মুখটি নরম ছিল কিন্তু পার্শ্বদেশ অত্যন্ত শক্ত ছিল। তাহাকে প্রত্যেক সপ্তাহে ৩০ ক্রম কার্ব্ব এনামেলিস এক মাত্রা করিয়া ব্যবস্থা করাতে এক মাসের পর তাহার দুইটি অর্ব্বুদই বিলীন হইয়া যায়।

২। এক ৪৬ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের ২৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গলার থাইরডের গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে। উহাতে চাপ সহ্য হইত না, সামান্য চাপ পাইলেই শ্বাসকষ্ট ও দপদপানি হইত। আইওডিন বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগে কিছুই উপকার হয় নাই। এই সঙ্গে স্ত্রীলোকটীর প্রদর রোগ বর্ত্তমান ছিল। সিপিয়া সকালে এবং বৈকালে সেবন করাইয়া আড়াই মাসে শ্বেতপ্রদর আরোগ্য হইলে পর কার্ব্ব এনামেলিস ৬ শক্তি ৪ দিবস পর এক একবার সেবনে গলদেশের গ্রন্থির স্ফীতি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল।

ডাঃ পায়ারা।

কেলিবাইক্রমিকাম (Kalibichromicum)

এই ঔষধটি সর্ব্বপ্রথম ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ড্রিসডেইল (Dr. Drysdale) কর্ত্তৃক ১১ জন পুরুষলোকে এবং ৫ জন স্ত্রীলোকের উপর প্রুভিং করা হয়। তৎপর অষ্ট্রিয়ান ডাক্তার আর্ণেথ (Dr. Arneth) ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহা আরো বিষদরূপে প্রুভিং করেন।

ক্যালি বাইক্রমিকামের আর একটি নাম বাইক্রমেট অব পটাশ (Bichromate of Potash)। ইহাতে ক্রোমিক এসিডের সংস্রব পাওয়া যায়। ক্রোমিক এসিড একটি ভীষণ ক্ষয়কারক ঔষধ। শরীরস্থ টীসু সমুদায়কে অতি শীঘ্র ধ্বংস করিয়া ফেলে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সকল প্রকার শ্লেষ্মা, রক্ত, রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা পুঁজ যে কোন স্থান হইতেই স্রাব হউক, সর্ব্বদা রজ্জুবৎ লম্বা হয়, টানিলে দরির ন্যায় লম্বা হইয়া যায় (discharges of a tough stringy mucus which adheres to the parts and can be drawn into long strings—Hydrastis, Lys).

২। যন্ত্রণা এত ক্ষুদ্র স্থানে হয় যে, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চাপিয়া ধরা যায়, যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায় এবং হঠাৎ আসে হঠাৎ যায় (বেল) (Pain in small spots can be covered with the point of finger, shift rapidly).

৩। নাসিকার মূল প্রদেশে ভার ভার বোধ যন্ত্রণা হয় এবং নাসিকা হইতে শ্লেষ্মাপিণ্ড নিঃসৃত হয় (discharge of plugs, clinkers) রজ্জুবৎ লম্বা চট্‌চটে সবুজ, পীত অথবা সাদা শ্লেষ্মা স্রাব হয়।

৪। নাসিকার ভেদক অস্থিতে (septum) অথবা টাকরায় গোলাকার এবং গভীর ক্ষত হয়। রক্ত অথবা শক্ত শক্ত বৃহদাকার শ্লেষ্মাপিণ্ড স্রাব হয়।

৫। ক্ষতের ধার পরিষ্কার এবং গভীর, যেন ছুরি কিংবা ছেনি দিয়া কাটা হইয়াছে (edges clear and deep as if cut with a punch or knife) এবং ক্ষতের ধার তাম্রবর্ণ আভাযুক্ত (coppery hue).

৬। শিরঃপীড়া—আক্রমণের প্রারম্ভেই চক্ষুর দৃষ্টি অপরিষ্কার অথবা অন্ধ হইয়া যায় (জেলস, ল্যাকডি) অথচ শিরঃপীড়ার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পরিষ্কার হইয়া আইসে।

৭। ডিফ্থিরিয়া—কৃত্রিম ঝিল্লি শক্ত চর্ম্মের ন্যায়, ঈষৎ পীত-বর্ণ, স্থান হইতে ছাড়ে না এবং নিম্নে বিস্তারিত হয়।

৮। পাকস্থলীর গোলযোগে এবং ডিফ্থিরিয়ায় জিহ্বার মূল দেশ পুরু পীতবর্ণ লেপে আবৃত থাকে।

৯। পাকস্থলীতে গোলাকার ক্ষত হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী মোটা দেখিতে সুন্দর এবং শ্লেষ্মাপ্রবণ।

২। বাত—পেটের গোলযোগের সহিত পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় (Rheumatism alternating with grastric symptoms).

৩। আহারের অব্যবহিত পরই পেট ফাঁপিয়া ওঠে।

৪। ক্রুপকাশি—রজ্জুবৎ চটচটে লম্বা শ্লেষ্মা নির্গত হয়, প্রাতঃকালে নিদ্রা-ভঙ্গে অধিক হয়, সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস কষ্ট থাকে শয়নে উপশম হয়।

৫। স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের সহবাস ইচ্ছার অভাব।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—কেলিবাইক্রমিকামের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর (mucous membrane)। চক্ষু, নাসিকা, মুখগহ্বর, গলদেশ, বায়ুনলী, অন্ত্র, জননেন্দ্রিয়, মূত্রপথ ইত্যাদি শ্লেষ্মা-স্রাবী স্থানসমুহের সর্ব্বপ্রথম প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং তদহেতু উক্ত স্থানসমূহ হইতে প্রচুর রসবৎ (plastic) এবং রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ হইতে থাকে। শ্লেষ্মার প্রাচুর্য্যবশতঃ সময় সময় গলদেশে কৃত্রিম পর্দ্দা ও (false membrane) উৎপন্ন হয়। কেলিবাইক্রমিকামের কার্য্য শ্বাসপ্রশ্বাস ঝিল্লিতেই অত্যন্ত অধিকরূপে প্রকাশ পায় এবং বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ হইতেছে রজ্জুবৎ লম্বা শ্লেষ্মা স্রাব অর্থাৎ শ্লেষ্মা আঠার ন্যায় চট্‌চটে, স্থান হইতে সহজে ছাড়ে না। টানিলে দাঁড়ির ন্যায় লম্বা হইয়া যায় (discharges are tough stringy ropy which adheres to the parts and can be drawn with a long strings)। স্রাবের এই প্রকার বিশেষত্ব অন্য কোন ঔষধে এত অধিকরূপ প্রকাশ দেখা যায় না। যদিও হাইড্রাসটিস, আইরিস, কেলিকার্ব্ব ইত্যাদি ঔষধে রজ্জুবৎ লম্বা স্রাব রহিয়াছে কিন্তু এই বিষয়ে কেলিবাইক্রমিকামই সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। উপরোক্ত প্রকার স্রাব যে কোন স্থান হইতেই হউক কেলিবাইক্রমিকামকে চিন্তা করিবে।

(২) গ্রন্থির মধ্যে যকৃত এবং মূত্রপিণ্ড অধিক আক্রান্ত হয়। দক্ষিণ কুক্ষিপ্রদেশ কন্‌কন করে, কর্দ্দম সদৃশ অথবা পাংশুটে বর্ণ মলত্যাগ হয় এবং স্বল্প হয়। মূত্রযন্ত্রে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত রক্তাধিক্যতা এবং মূত্রনলীতে প্রদাহ ও ক্ষত উৎপন্ন করে।

(৩) সূত্রবৎতন্তু (Fibrous tissue) এবং অস্থির আবরণে (Perios teum) ও উপাস্থিতে (cartilages) বিশেষতঃ নাসিকার ভেদকে (septum) অধিক ক্ষত উৎপন্ন করিয়া নাসিকার অস্থি নষ্ট করিয়া ফেলে।

রোগী—ক্যালিবাইক্রমিকাম রোগী মোটা এবং দেখিতে সুন্দর, উপদংশ কিংবা চর্ম্মরোগগ্রস্থ এবং যে সমুদায় শিশুর অল্পতেই ক্রুপ কাশি কিংবা শ্লেষ্মারোগ (Catarrhal) হয় তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

কর্ণপ্রদাহ—শিশুদিগের কর্ণের মধ্য প্রদেশের প্রদাহে বিশেষতঃ যখন membrana tympani অর্থাৎ কর্ণের মধ্যস্থলের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রান্ত

হয়, তাহাতে ক্যালিবাইক্রমিকাম উত্তম কার্য্য করে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব রজ্জুবৎ চট্‌চটে লম্বা স্রাব কিংবা রজ্জুবৎ পুঁজ বর্ত্তমান থাকা চাই। কর্ণের এই প্রকার স্রাবের সহিত যন্ত্রণা হইয়া কর্ণ এবং গ্রীবা প্রদেশস্থ গ্রন্থি প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া উঠে।

ডিফথিরিয়া—গলদেশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রোগের নিঃসরণেও সেই একই অবস্থা (রজ্জুবৎ) দৃষ্টিগোচর হয়। ক্যালিবাইক্রমিকম ডিফ্‌থিরিয়ার একটি উপযুক্ত ঔষধ। ডিফ্‌থিরিয়ার croupous অবস্থাতেও ইহা প্রয়োগ হয়। যে শ্লৈষ্মিক পর্দ্দা উৎপন্ন হয় তাহা চর্ম্মের ন্যায় পুরু এবং পীত আভাযুক্ত হয়, ইহা ব্যতীত জিহ্বাও পীতবর্ণ লেপাবৃত থাকে অথবা শুষ্ক এবং চক্‌চকে হয়। গলদেশে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া তাহা ঘার এবং স্কন্ধপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে গ্রীবাপ্রদেশের গ্রন্থি শক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে। এই প্রকার লক্ষণ অনেকটা যদিও মার্কিউরিয়াস আইওডাইডে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ক্যালিবাইক্রমিকামের রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা স্রাবে ইহা মার্কআইওডাইড হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। ক্যালিবাইক্রমের স্রাব নাসিকা হইতেই হউক কিংবা গলদেশ হইতেই হউক সর্ব্বদা তাহা চট্‌চটে রজ্জুবৎ লম্বা।

আইওডাইড অব মার্কারি—কৃত্রিম পর্দ্দা প্রচুর রাশীকৃত হইয়া তালুমূল এবং আভ্যন্তরীণ নাসিকারন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। গলদেশের গ্রন্থি স্ফীত হয়, জিহ্বার পশ্চাদ্দেশ পুরু পীতবর্ণ লেপে আবৃত থাকে এবং গলাভ্যন্তরে শ্লেষ্মার প্রাচুর্য্য হেতু পুনঃ পুনঃ গলা খেঁক্‌রাইতে হয় (There is excessive production of mucous in the throat causing a great deal of hawking)। মার্ক আইওডের শ্লেষ্মা এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অল্পতেই খসিয়া আইসে, ক্যালিবাইক্রমিকমে আইসে না আঠার ন্যায় লাগিয়া থাকে, টানিলেই রজ্জুবৎ লম্বা হইয়া যায়।

কার্ব্বলিক এসিড এবং কেলি পারম্যাঙ্গেনিকম—ডিফ্‌থিরিয়াতেও ইহাদের প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু ইহাদিগেতে পচন গন্ধ অত্যন্ত অধিকরূপে বর্ত্তমান থাকে। কার্ব্বলিক এসিডে সময় সময় মুখ হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত জলন যন্ত্রণা হয় কিংবা অনেক সময় আবার কিছুই হয় না।

মুখমণ্ডলের চেহারা ঈষৎ লাল হয় অথবা মুখবিবরের ও নাসিকার চারিধার ফ্যাকাসে বর্ণ হয়। ইহাদের আর একটি বিশেষত্ব যে রোগী অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভীষণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ক্যালিপারম্যাঙ্গেনিকমে পুতিগন্ধসহ গলদেশ এবং ঘারের পেশীর যন্ত্রণা ও টাটানি হয়।

মার্কিউরিয়াস সায়েনাইড—ইহার ডিফথিরিয়াও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। রোগ শীঘ্র সমুদয় গলদেশে এবং মুখগহ্বরে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। কর্ণমূল এবং গ্রীবাপ্রদেশের গ্রন্থি প্রদাহ এবং স্ফীত হয়। অনবরত লালস্রাব হইতে থাকে। রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় সকল চিকিৎসকই এই ঔষধটিকে অত্যন্ত উচ্চ স্থান প্রদান করেন।

গলকোষপ্রদাহ (Pharyngitis)—গলকোষপ্রদাহে (Folli cular Pharyngitis) ক্যালিবাই ক্রম প্রায়ই ব্যবহার হয়। এরূপ অবস্থায় গলদেশের (pharyangeal) গাত্রে শ্লেষ্মাবটি (follicles) শক্ত হইয়া দানা দানা আকারে লাগিয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে গলদেশ শুষ্ক এবং খস্‌খসে (rough) বোধ হয়। ইহা ব্যতীত সময় সময় গলদেশ চট্‌চটে শ্লেষ্মায় সমাবেশ হইয়া থাকে। এবম্প্রকার গলকোষ প্রদাহ (follicular pharyngitis) শীঘ্র আরোগ্য হয় না, ইহার আরোগ্য অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। রোগী এবং চিকিৎসক উভয়েরই ধৈর্য্য দরকার। এতদ্ বিষয়ে হেপার সালফার, কেলিক্লোরিকাম এবং ইস্‌কিউলাসের প্রয়োগেও দেখা যায়। কেলিক্লোরিকামে শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। ইস্‌কিউলাসের সহিত যদিও ক্যালিবাইক্রমিকামের সাদৃশ্য আছে কিন্তু ইস্‌কিউলাসের শ্লেষ্মা স্রাব রজ্জুবৎ লম্বা নয়।

সর্দ্দি—নূতন কিংবা পুরাতন উভয় প্রকার সর্দ্দিরই ক্যালিবাইক্রম একটি অতি মহৎ ঔষধ। স্রাব সাদা অথবা পীতবর্ণ রজ্জুবৎ এবং সময় সময় দুর্গন্ধযুক্ত। কেবল যে নূতন অবস্থায় রজ্জুবৎ লম্বা শ্লেষ্মা স্রাব বর্ত্তমান থাকিলেই কেলিবাইক্রম প্রয়োগ হইবে, আর অন্য কোন অবস্থায় হইবে না তাহা মনে করিও না। বরং পুরাতন অবস্থাতেই ইহা অধিক কার্য্য করে। পুরাতন অবস্থায় যখন রোগী নাসিকার মূলদেশে ভার অথবা চাপ (pressure) বোধ করে বিশেষতঃ দৈনিক নাসিকাস্রাব বন্ধ হইয়া উক্ত প্রকার এবং

শিরঃপীড়া, যন্ত্রণা ইত্যাদি অধিকরূপ প্রকাশ পাইলে তাহাতে ইহা অধিক প্রয়োগ হয় এবং এতদহেতু রোগী মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে কপাল পর্য্যন্ত ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করে।

নাসিকাভ্যন্তরে plugs and clinkers অর্থাৎ শ্লেষ্মাপিণ্ড পুনঃ পুনঃ নাসিকা পরিষ্কার করা সত্ত্বেও উৎপন্ন হয়। সময় সময় রবারের ন্যায় শক্ত (elastic) শ্লেষ্মাপিণ্ড কিংবা গেঁজের ন্যায় পদার্থ নিঃসরণ হয়। প্রাতঃকালে এই প্রকার শ্লেষ্মাপদার্থ কিংবা রজ্জুবৎ সবুজবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়া গলাভ্যন্তর প্রদেশে অধিক পতিত হয়। ইহার কোন প্রকার প্রতিকার না করা হইলে মন্দ হইতে মন্দতর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে নাসিকা রন্ধ্রের septum অর্থাৎ ভেদক অস্থিতে ক্ষত উৎপন্ন করে এবং ক্ষতে সমুদায় septum পর্য্যন্ত নষ্ট হইবার উপক্রম হয়।

অর্ব্বুদ এবং নাসারন্ধ্রের ক্ষত—নাসিকার অর্ব্বুদে ও নাসারন্ধ্রের পচা ঘায়ে ক্যালিবাইক্রমিকাম অত্যন্ত প্রয়োগ হয়। ক্যালিবাই-ক্রমিকামের ক্ষত দেখিলে মনে হয় যেন ক্ষতটি ছুরি কিংবা ছেনি দিয়া পরিষ্কার করিয়া কাটা হইয়াছে, ক্ষতের মধ্যস্থল ঈষৎ গভীর এবং লাল ও ধারগুলি সমান থাকে (deep as if cut with a punch or knife, edges are regular and very red) অনেকটা নাইট্রিক এসিডের বিপরীত। ক্যালি-বাইক্রমিকামের ক্ষতের ইহাই হইতেছে বিশেষত্ব। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, নাসিকাভ্যন্তরের অর্থাৎ নাসারন্ধ্রের ভেদক অস্থিতে ও গলাভ্যন্তরের তালুতে (palate) ক্ষত হইলে এবং ক্ষতের চারিধার যেন ছুরি দিয়া কাটা হইয়াছে, ক্ষতের অবস্থা এইরূপ দেখিলে সর্ব্বপ্রথম ক্যালিবাইক্রমিকের বিষয় চিন্তা করিবে। কিন্তু ক্যালিবাইক্রমিকাম নির্ব্বাচন করিতে হইলে ইহার রজ্জুবৎ শ্লেষ্মাস্রাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, ক্যালিবাইক্রমিকামের ইহা বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

উপদংশ—উক্ত প্রকার ক্ষত নাসিকাতেই যে কেবল হয় তাহা নয়। যে কোন শ্লেষ্মাস্রাবী স্থানেই হইতে পারে কিন্তু নাসিকা গলদেশের অভ্যন্তর প্রদেশ এবং টাকরা (fauces and palate) অধিক আক্রান্ত হয়

এবং ক্ষতে টাকুয়া ছিদ্র হইবার উপক্রম হয়। ক্ষত দেখিতে একটি গোলাকার সিকির ন্যায়, ধারগুলি সমান এবং ক্ষতের চারিধারের স্থান তাম্রবর্ণ লাল আভাযুক্ত হয় (coppery red)। নাসিকা এবং গলাভ্যন্তরের উক্ত প্রকার ক্ষত প্রায়ই উপদংশ দোষজনিতই উৎপন্ন হয় এবং ক্যালিবাইক্রম তাহার একটি উত্তম ঔষধও বটে। লিঙ্গ-মুণ্ডে কিংবা লিঙ্গ-ত্বকে উপদংশের ন্যায় ক্ষত প্রকাশ পায়, ক্ষত বরং বিস্তৃতি না হইয়া ক্রমশঃ গভীর হইতে থাকে (tendency to eat deeply, rather than spread superficially)। এই প্রকার ক্ষতের সহিত নাসিকা এবং গলদেশের প্রদাহ এবং ক্ষত বর্ত্তমান থাকা উচিত।

ক্রুপ (Croup)—Membranous Croupএর কেলিবাইক্রমিকাম একটি উৎকৃষ্ট এবং মহৎ ঔষধ। ইহা সচরাচর স্থূলকায় সুশ্রী শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। কৃত্রিম ঝিল্লি নিম্নে বিস্তারিত হইয়া কণ্ঠনালী (larynx) এবং trachea আক্রমণ করিবার উপক্রম করে (ব্রোমিয়ামের বিপরীত) এবং সেই অবস্থায় ইহাকে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলা হয় (when the membrane extends downwards into the larynx causing membranous croup, I believe no remedy excels it—Dr. Nash).

গলদেশ অত্যন্ত লালবর্ণ হয়। তালুমূলও (tonsils) লাল ও স্ফীত হইয়া ওঠে। কাশি ঠন্ ঠন্ এবং ঘড়ঘড়ানি শব্দযুক্ত হয় এবং উদরের সম্মুখ (epigastrium) প্রদেশ অথবা বুকাস্থির (sternum) নিম্ন তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কাজে কাজেই sternum প্রদেশে খুস্ খুস্ হইয়াই কাশি উৎপন্ন হইতেছে এইরূপ মনে হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয়, দম আটকাইয়া যাইবার উপক্রম হয়, শিশু নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে, সমুদায় বক্ষঃস্থল 'শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টে ঊর্ম্মিবৎ নামিতে উঠিতে থাকে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অত্যন্ত পুরু হইয়া কণ্ঠনালীর পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয়। রজ্জুবৎ লম্বা এবং চট্‌চটে সাদা অথবা পীতবর্ণ গয়ের ওঠে ও তৎসহিত ময়দা সিদ্ধের ন্যায় খণ্ড খণ্ড শ্লেষ্মা বর্ত্তমান থাকে। রোগ শেষ রাত্রিতে (৩টা হইতে ৫টা) অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। (সমস্ত কেলি ঔষধগুলির বৃদ্ধি শেষ রাত্রিতে)। সময় সময় এই প্রকার croup নিম্নদিকে বিস্তারিত হইয়া trachea এবং ভুজনালী (bronchai) পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া croupous bronchitis উৎপন্ন করে—ইহা অত্যন্ত

সাংঘাতিক অবস্থা। ইহাতে সমুদায় ভুজনলী ধ্বংস হইয়া যায়। ক্যালিবাই-ক্রমিকামে যে ঝিল্লি উৎপন্ন হয় তাহা আইডিন, ব্রোমিন ইত্যাদি অপেক্ষা অধিক পুরু, চটচটে এবং পীত লেপাবৃত। (I cannot yet compare it with Iodine and Bromine here, save that thickness and tenacity of the false membrane will always be an indication for it.—Dr. Hughes).

Croupous রোগে ক্যালিবাইক্রমিকামের পর ল্যাকেসিস ভাল কাজ করে। যদ্যপি কাশি অত্যন্ত ভীষণ আক্ষেপযুক্ত (spasmodic) হয় এবং তদহেতু শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম লক্ষণ ও শ্বাসকষ্ট নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পর বর্ত্তমান থাকে। ক্যালিবাইক্রমিকামে প্রদাহের অনেকটা উপশম হয় বটে কিন্তু গলদেশের আক্ষেপের (spasm) বিশেষ কিছুই উপকার হয় না। ল্যাকেসিসে উক্ত spasm নিবারণ হয় এবং তাহা হওয়া সত্ত্বেও যদি croupous লক্ষণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে পুনরায় ক্যালিবাইক্রমিকাম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

Diphtheritic croupএ ক্যালিবাইক্রমিকামের সহিত বরং মার্কিউরিয়াস সায়েনেটাসের অনেকটা সাদৃশ্য আছে কিন্তু মার্ক সায়েনায়েডের অবস্থা অত্যন্ত ভীষণ। কেয়লিন (Kaolin) membranous croup এর একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ। যখন রোগ ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে বিস্তারিত হইতে থাকে। কিন্তু কেয়লিনে trachea এবং বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে অত্যন্ত টাটানি থাকে—ইহাই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব।

অজীর্ণ এবং পাকাশয় ক্ষত (Dyspepsia and gastric ulcer)—অজীর্ণ রোগে কেলিবাইক্রমিকামের যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। সামান্য অবস্থা হইতে সাংঘাতিক অবস্থাতেও ইহা প্রয়োগ হয়। অজীর্ণ রোগের প্রথম অবস্থার সহিত সচরাচর supraorbital অর্থাৎ চক্ষুর উর্দ্ধ প্রদেশে যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায় কিন্তু ইহা সর্ব্বদা হয় না বরং সাময়িক (periodical) ভাবে এবং পাকাশয়ের গোলযোগ হইতেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উৎপন্ন হয়, যন্ত্রণা অনেকটা স্নায়ুশূলের ন্যায় হয়। রোগীর মাংসের প্রতি স্পৃহা থাকে না, অথচ বিয়ার মদ্য পান করিতে আকাঙ্ক্ষা হয় কিন্তু বিয়ার সহ্য হয় না, উদরাময় এবং পাকস্থলীর কষ্ট বৃদ্ধি হয়।

কেলিবাইক্রোমিকামে আহার করা মাত্রই পাকস্থলীতে অস্বস্থি, বমনোদ্বেগ এবং ভার ভার বোধ (যন্ত্রণা নয়) হইতে থাকে এবং মনে হয় পেট ফুলিয়া উঠিতেছে (লাইকো)। সময় সময় আহার করিতে করিতেই ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়, বমন অম্লস্বাদযুক্ত অথবা রজ্জুবৎ লম্বা পীতবর্ণ শ্লেষ্মা উঠে। ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে চাপ বাঁধিয়া থাকে, যেন পরিপাক ক্রিয়া স্থগিত হইয়া গিয়াছে, দুর্গন্ধ উদ্গারও উঠে! নাক্স ভমিকায়ও আহারের পর ভার ভার এবং অস্বস্থিবোধ লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকাশ পায় কিন্তু তাহা আহারের ২।৩ ঘণ্টা পর হয়। আবার নাক্সভমিকার ন্যায় ২।৩ ঘণ্টা পর অস্বস্তি বোধ এবং যন্ত্রণা এনাকার্ডিয়ামেতেও হয় কিন্তু এনাকার্ডিয়ামে পুনঃ পুপঃ আহারে উপশম হয় ইহার ইহাই বিশেষত্ব এবং এতদহেতুই রোগীকে পুনঃ পুনঃ আহার করিতে হয়।

নাসিকা, গলদেশ এবং মুখগহ্বরে যেমন গোলাকার আকৃতি ক্ষত হয়, সেই প্রকার পাকস্থলী এবং ডিওডিনামেও (deodenum) ক্ষত প্রকাশ পায় এবং তদহেতু রজ্জুবৎ লম্বাভাবে রক্ত কিংবা শ্লেষ্মা কিংবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা বমন হয়। এই প্রকার অজীর্ণ রোগ যাহারা অত্যধিক বিয়ার (Beer) মদ্য পান করে তাহাদিগের মধ্যেই অধিক দেখা যায় এবং কেলিবাইক্রমিকাম তাহার একটি উপযুক্ত ঔষধ। পাকস্থলীতে যন্ত্রণাও হয় এবং যন্ত্রণা আহারে উপশম হয়, রোগী তদহেতু পুনঃ পুনঃ আহার করে। রজ্জুবৎ লক্ষণ ব্যতীত কেলিবাইক্রমিকামের অজীর্ণ রোগের বিশেষত্ব অনেকটা জিহ্বায় প্রকাশ পায়। জিহ্বার মূলদেশ অত্যন্ত পুরু পীত লেপে আবৃত থাকে (tongue coated thick brown, like thick yellow felt at the root)। (মার্কিউরিয়াস প্রোটো আইওড, নেট্রাম ফস) (এন্টিম ক্রুডামে সাদা লেপে আবৃত থাকে)। জিহ্বার এই লক্ষণটি ডিফথিরিয়া এবং সামান্য রোগেও দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষতঃ পাকস্থলীর গোলযোগের সহিত অধিক হয়। জিহ্বা পীতবর্ণ লেপাবৃত ব্যতীত শুষ্ক, চক্চকে কিংবা ফাটা ফাটাও হয় কিন্তু তাহা প্রায়ই আমাশয়ের সহিত প্রকাশ থাকে।

বমন—কেলিবাইক্রমিকামে অনেকটা আর্সেনিকের ন্যায় পাকস্থলী প্রদাহ রহিয়াছে। বমন টক্ টক্ এবং প্রচুর শ্লেষ্মামিশ্রিত। সময় সময় পিত্ত

হেতু তিক্ত স্বাদযুক্তও হয়। কোন খাদ্যদ্রব্য আহার কিংবা কোন তরল পদার্থ পান করিলেই বমির উদ্বেগ হয়। এই লক্ষণটি আর্সেনিকে অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে। যাহা কিছু আহার করা হয় তৎক্ষণাৎ বমি হইয়া উঠিয়া যায় ইহার সহিত পাকস্থলীতে অত্যন্ত কষ্ট ও জ্বলন যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। মদ্যপায়ীদিগের এই প্রকার বমনে এবং পাকস্থলীর ক্ষতে কেলিবাইক্রমিকাম একটি বিশেষ উপযুক্ত ঔষধ।

উদরাময়—কেলিবাইক্রমিকামে অজীর্ণ রোগের সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য এবং প্রাতঃকালীন উদরায় বর্ত্তমান থাকে (সালফার, রুমেক্স, ব্রাইওনিয়া, নেট্রাম সালফ)। মল কটাবর্ণ জলবৎ তরল এবং মলত্যাগান্তে কুন্থন হয়। সালফার রুমেক্স, ব্রাইওনিয়া, এবং নেট্রাম সালফে প্রাতঃকালীন উদরাময়ের সহিত কুন্থন থাকে না। কেলিবাইক্রমিকাম বিয়ার মদ্য পান হেতু পুরাতন অজীর্ণ রোগের অতি উপযুক্ত ঔষধ এবং মদ্যপানে প্রাতঃকালীন উদরাময় বৃদ্ধি হয়, ইহা ব্যতীত কেলিবাইক্রমিকাম পুরাতন প্রাতঃকালীন উদরাময়ের এবং পুরাতন কর্দ্দমযুক্ত উদরাময়ের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আমাশয়—আমাশয়েতে কেলিবাইক্রমিকামের প্রয়োগ অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। কটাবর্ণ জলবৎ কিংবা জলের ন্যায় এবং রক্ত মিশ্রিত। প্রাতঃকালে এবং বিয়ার মদ্যপানে বৃদ্ধি হয়। স্থূলকায় সুন্দর লোকদিগের প্রতি অধিক কার্য্য করে। মলত্যাগের পর অত্যন্ত কুন্থন থাকে। কেলিবাইক্রমিকামের আমাশয়ের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্বই হইতেছে—জিহ্বা এবং মল। জিহ্বা শুষ্ক, লাল চকচকে পরিষ্কার এবং ফাটা ফাটা (tongue dry red, smooth and cracked)। মল চট চটে জেলির ন্যায়। ইহা ব্যতীত কেলিবাইক্রমিকাম আমাশায় ক্যান্থারিসের পর প্রায়ই প্রয়োগ হয়—ক্যান্থারিস প্রয়োগে অন্ত্রের চাচানির ন্যায় (scrapings of intestine) শ্লেষ্মা দূরীভূত হইয়াও জেলির ন্যায় চটচটে শ্লেষ্মা প্রকাশ পাইলে সেই অবস্থায় কেলিবাইক্রমিকামই তাহার উপযুক্ত ঔষধ।

হাম—হামে কেলিবাইক্রমিকামের প্রয়োগে দেখা যায়, কিন্তু এই প্রকার অবস্থা আমরা প্রায়ই পালসেটিলার পর পাইয়া থাকি। পালসেটিলার আক্রমণ

মৃদু প্রকৃতির (milder), কেলিবাইক্রমিকামে তদপেক্ষা অনেক বাড়াবাড়ি। কেলিবাইক্রমিকামে চক্ষুর স্বচ্ছাবরকে (cornea) কিংবা তাহার চারি পার্শ্বে হামপীড়কা (vesicle) উৎপন্ন হইয়া চক্ষুর প্রদাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি করে, অক্ষিপুটে ঘা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু হইতে অল্প বিস্তর পুঁজস্রাব হইতে থাকে তদহেতু চক্ষুর পাতা জুড়িয়া যায়। চক্ষুর সহিত কর্ণও আক্রান্ত হইয়া দুর্গন্ধ পুঁজস্রাব ও ভীষণ যন্ত্রণা হয়। কর্ণকুহরের বাহ্যপ্রদেশ অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, হামের সহিত কর্ণের উক্ত প্রকার লক্ষণ এবং কর্ণমূল প্রদাহ থাকিলে কেলিবাইক্রমিকাম তাহাতে উত্তম কার্য্য করে কিন্তু পালসেটিলায় চক্ষু এবং কর্ণের এই প্রকার বিশেষ কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায় না তথাপি হামের পর কর্ণ হইতে পীতবর্ণ পুঁজস্রাব হইলে আমরা পালসেটিলা প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকি এবং তাহাতে বেশ ফল পাওয়া যায়। পালসেটিলা কর্ণ হইতে পুঁজ স্রাবের একটি মহৎ ঔষধ বটে। কেলিবাইক্রমিকামে হামের সহিত উদারাময় অনেক সময় বর্ত্তমান থাকে এবং উদরাময় অনেকটা পালসেটিলার ন্যায় কিন্তু কেলিবাইক্রমিকামে মলত্যাগান্তে কিঞ্চিৎ কুন্থন থাকে, পালসেটিলায় ইহা কিছুই থাকে না, হামের পীড়কা সম্বন্ধে এই দুই ঔষধে কোন প্রকার পার্থক্য নাই, সাধারণতঃ যে প্রকার হাম সর্ব্বদা হইয়া থাকে এই স্থলেও তাহাই হয়, কেবল কেলিবাইক্রমিকামের অবস্থা :পালসেটিলা অপেক্ষা কিছু বাড়াবাড়ি হয়।

চক্ষুপ্রদাহ—চক্ষুর উপর কেলিবাইক্রমিকামের যথেষ্ট কার্য্য পরিলক্ষিত হয় কিন্তু কেলিবাইক্রমিকামের চক্ষুর প্রদাহ শীঘ্র আরোগ্য হইতে চায় না বরং indolent প্রকৃতির। দুর্ব্বলতা বশতঃ এইরূপ হয় বলিয়া মনে হয়, কাজে কাজেই যে ক্ষত উৎপন্ন হয় উহা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বরং বৃদ্ধি হইতে থাকে, আপনা হইতে আরোগ্য হওয়া সম্ভাবনা বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ক্রফিউলা কিংবা সাইকোটিক (sycotic) কারণ বশতঃ চক্ষুর প্রদাহে এই প্রকার অবস্থা হয় (আপনা হইতে শীঘ্র আরোগ্য সম্ভাবনা খুব কম থাকে)। অক্ষিপুট স্ফীত হয় এবং বিশেষতঃ প্রাতঃকালে পীতবর্ণ পুঁজস্রাবে চক্ষুর পাতা জুড়িয়া থাকে। (আলোকাতঙ্ক (Photophobia) বিশেষ থাকে না)। আবার সময় সময় চক্ষুর এই প্রকার প্রদাহের সহিত

chemosis (একপ্রকার চক্ষুপ্রদাহ, হইাতে কণীনিকার চারিদিকে অঙ্গুরীয়াকার উন্নত পর্দা জন্মে) এর লক্ষণ উপস্থিত হয়; চক্ষুপ্রদাহের এই প্রকার indolent ভাব গ্র্যাফাইটিস এবং কেলকেরিয়া কার্ব্বেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গ্র্যাফাইটিসে চক্ষুর পাতায় বিদারণ এবং কৃত্রিম আলোকে আলোকাতঙ্ক লক্ষণ পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পায়। আর কেলকেরিয়া কার্ব্ব-রোগী স্থূলকায়, থলথলে, শ্লেষ্মা ধাতু বিশষ্ট এবং মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

কেলিবাইক্রমিকামের চক্ষুর প্রদাহের এবং ক্ষতের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণই হইতেছে যে indolence of the ulceration, absence or deficiency of inflammatory redness and the disproportionate absence of photophobia. ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

ব্রোঙ্কাইটিস—ব্রোঙ্কাইটিসেও ক্যালিবাইক্রমিকামের প্রয়োগ দেখা যায়। বিশেষতঃ ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় যখন গ্রন্থি (glands) আক্রান্ত হয়। epigastric প্রদেশ হইতেই শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টসহ কাশির উদ্রেক হয় কাশি ঘং ঘং শব্দযুক্ত। শ্লেষ্মা সচরাচর রজ্জুবৎ লম্বা হয়, অথবা সময় সময় নীল আভাযুক্ত শ্লেষ্মা-চাপ মিশ্রিত থাকে। কাশি সকল সময় আহারের পরই, ঠাণ্ডায় ও শীতকালে এবং শেষ রাত্রি ৩।৪ টায় বৃদ্ধি হয় এবং শয্যায় উষ্ণ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত থাকিলে উপশম হয়। রোগী epigastric প্রদেশে অত্যন্ত চাপ চাপ বোধ করে। শরীরের পশ্চাতে পৃষ্ঠের দিকে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে অঙ্গুলির আঘাত দ্বারা (precussion) পরীক্ষা করিলে ঢপ ঢপ শব্দ (dullness) শ্রুত হয়।

হাপানি—শেষ রাত্রির (৩।৪টা) হাঁপানির কেলিবাইক্রমিকাম একটি উপযুক্ত ঔষধ এবং প্রত্যেক শীত ঋতুতে কিংবা গ্রীষ্মতেও ঠাণ্ডার দিনে বৃদ্ধি হয়। হাঁপানির টানের সময় রোগী শুইয়া থাকিতে পারে না বাধ্য হইয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হয় কিংবা শরীর সম্মুখ দিকে নত করিয়া বসিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় এবং প্রচুর রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণে রোগী উপশম বোধ করে। রোগী স্থূলকায় কিংবা শীর্ণ হউক এই প্রকার লক্ষণ থাকিলে কেলিবাইক্রমিকাম প্রয়োগে অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। (If you

have this after midnight aggravation and relief from sitting up and bending forward and from the expectoration of stringy mucous you have a certain remedy in Kali Bichromicum—Farrington) ঠিক এই প্রকার লক্ষণ আমরা আর্সেনিকেও দেখিতে পাই কিন্তু আর্সেনিকে রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা থাকে না, ইহাই কেবলমাত্র প্রভেদ এবং আর্সেনিকের হাঁপানি কেলিবাইক্রোম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে (১২টা হইতে ২ টার) বৃদ্ধি হয়। হাঁপানিতে সর্ব্বদা নিম্নক্রমই অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে, কারণ দেখা যায় সকল গ্রন্থকারই নিম্নক্রম প্রয়োগ করিতেই ব্যবস্থা দিয়াছেন।

এরেলিয়া রেসিমোসা (Aralia Racemosa)—ইহাও একটি হাঁপানির উত্তম ঔষধ। রোগী শুইতে পারে না বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়, তাহা না হইলে শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস শুষ্ক সাঁই সাঁই কিংবা বাঁশির ন্যায় শব্দযুক্ত। গয়ের প্রথমতঃ অল্প অল্প ওঠে কিন্তু পরে ক্রমশঃই অধিক হইতে থাকে। গয়ের গরম এবং লোণতা স্বাদযুক্ত।

বাত—বাতেও কেলিবাইক্রমিকামের প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু পাকস্থলীর গোলযোগের সহিত পর্য্যায়ক্রমে বাত লক্ষণ দেখা দিলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় (Rheumatism alternating with gastric symptoms)। শরীরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলগুলি যেমন অঙ্গুলির সন্ধি এবং হাতের কব্জি ইত্যাদিতে অধিক যন্ত্রণা হয়, আক্রান্ত স্থান স্ফীত, লালবর্ণ এবং উত্তপ্ত হয়। যন্ত্রণা হঠাৎ এক স্থান হইতে আর এক স্থানে সরিয়া বেড়ায় এবং আক্রান্ত স্থান সঞ্চালনে যন্ত্রার উপশম হয়।

আর্টেমিসিয়া এব্রোটেনাম—ইহাতেও বাতের সহিত উদরাময় এবং অর্শ রোগ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ যখন উদরাময় কিংবা অর্শ দেখা দেয় তখন বাত থাকে না, আবার যখন বাত দেখা দেয় উদরাময় কিংবা অর্শ থাকে না।

যন্ত্রণা এবং শিরঃপীড়া—ক্যালিবাইক্রমিকামের যন্ত্রণা এক অদ্ভুত প্রকারের। শরীরের যেখানেই হউক একটি অতি ক্ষুদ্রস্থান ব্যাপিয়া

হয়, এত ক্ষুদ্র স্থান যে, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চাপিয়া ধরা যায়—(Pain appears in small spots that can be covered with the points of finger) যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায় (পালসেটিলা, ল্যাক ক্যানাইনাম) এবং হঠাৎ আসে হঠাৎ চলিয়া যায়। ইহা ক্যালিবাইক্রমিকামের যন্ত্রণার একটি বিশেষত্ব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। বিশেষভাবে বমনসহ শিরঃপীড়ায় (sick headache) এই প্রকার যন্ত্রণা প্রায়ই প্রকাশ থাকে। ক্যালিবাই-ক্রমিকামের শিরঃপীড়ার বিশেষত্ব—শিরঃপীড়ার আক্রমনমুখ অবস্থাতেই দৃষ্টি অপরিষ্কার কিংবা শূন্য হইয়া আইসে (জেলসিমিয়াম, ল্যাকডি ফ্লোরেটাম) কিন্তু শিরঃপীড়া আরম্ভ কিংবা বৃদ্ধি হইতে থাকিলেই অপরিষ্কারভাব কাটিয়া গিয়া দৃষ্টি পরিষ্কার হয় (Blurred vision or blindness preceds the headache, then as the headache begins, blindness dis-appears sight returns—Iris. Nat m. Lac. d.) শিরঃপীড়াকালীন রোগী শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে এবং আলোক কিংবা গোলমাল পছন্দ করে না। "দৃষ্টির অন্ধতা সংযুক্ত শিরঃপীড়া" যদিও অন্যান্য অনেক ঔষধে রহিয়াছে কিন্তু ক্যালিবাইক্রমিকামই এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। (There are quite a number of remedies having blind headache but Kalibi is the best of them. Dr. Farrington)। ক্যালিবাই-ক্রমিকমের এই প্রকার শিরঃপীড়ার সহিত পাকস্থলীর গোলযোগ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা সম্ভাবনা। শিরঃপীড়ার বৃদ্ধির সহিত দৃষ্টিশূন্যতা কাটিয়া গিয়া মস্তকের কোন এক স্থানে ক্ষুদ্র আকারে যন্ত্রণা প্রায়ই লাগিয়া থাকে এবং যন্ত্রণা ভীষণ হয়। (with the disappearance of blindness the pain settles in a small spot and is very intense—Nash)। ক্যালিবাই-ক্রমিকামের শিরঃপীড়ার সহিত মুখমণ্ডল ভার ভার ফোলা ফোলা হয় এবং ব্রণ ও ফুস্কুরিতে ভরিয়া থাকে। মুখের চেহারা হলদে, ফ্যাকাসেবর্ণ পিত্তাধিক্যের ন্যায় হয়। চক্ষুর শ্বেতাংশ পীতবর্ণ এবং চক্ষু ঈষৎ স্ফীত হয়। জিহ্বা পুরু এবং প্রসারিত থাকে (thick and broad)। আরও দেখা যায় ক্যালিবাইক্রমিকামের যন্ত্রণা বেলেডনার ন্যায় হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায় কিংবা পালসেটিলার ন্যায় স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া বেড়ায়।

স্থান হইতে স্থানান্তরে যন্ত্রণা সরিয়া বেড়ান লক্ষণযুক্ত সমগুণ ঔষধসমূহ—

আমরা সমুদয় ভৈষজ্যগ্রন্থে এই প্রকার স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া বেড়ান লক্ষণ পাঁচটি ঔষধে বিশেষরূপে প্রকাশিত দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে—কেলিবাইক্রমিকাম, কেলি সালফিউরিকাম, পালসেটিলা, ল্যাক-ক্যানাইনাম এবং ম্যাঙ্গানাম এসিটিকাম। ক্যালিবাইক্রমিকামের যন্ত্রণা পালসেটিলার ন্যায় তত অধিকক্ষণ একস্থানে থাকে না অর্থাৎ যন্ত্রণা অতি শীঘ্র শীঘ্র স্থান হইতে স্থানান্তরিত হয় এবং যন্ত্রণার সহিত আক্রান্ত স্থান স্ফীত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না (does not stay as long in a place as Pulsatila does, nor so much disposition to swell)।

ক্যালি সালফিউরিকাম—ইহার সমুদায় লক্ষণই পালসেটিলার ন্যায় কিন্তু কেলি সালফ ধাতুজ পদার্থ হইতে প্রস্তুত বলিয়া ইহার কার্য্য পালসেটিলা অপেক্ষাকৃত গভীর এবং যে সমুদয় স্থানে পালসেটিলার আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, সেই স্থলে ক্যালি সালফের ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

ম্যাঙ্গানাম—যন্ত্রণা cross wise ভাবে সরিয়া বেড়ায় অর্থাৎ এক পায়ের হাঁটু হইতে আর এক পায়ের হাঁটু এই প্রকারে স্থানান্তরিত হয় (Pain shifts crosswise from joint to joint)।

ল্যাক্যানাইনাম—যন্ত্রণা শরীরের এক পার্শ্ব হইতে আর এক পার্শ্বে চলিয়া বেড়ায় (changing from side to side every few hours or days) অর্থাৎ যন্ত্রণা দক্ষিণ পার্শ্বে অত্যন্ত অধিক ছিল তাহা হয়ত কিছুক্ষণ পর কিংবা তৎপরদিন বাম পার্শ্বে অধিক হয় এই প্রকার।

দৃষ্টিহীনতাসহ শিরঃপীড়ার সমগুণ ঔষধসমূহ—

জেলসিমিয়াম—শিরঃপীড়ার পূর্ব্বেই দৃষ্টিশূন্যতা হয় কিন্তু শিরঃ-পীড়া আরম্ভ হইলেই দৃষ্টিশূন্যতা কাটিয়া যায় (কেলিবাইক্রমিকাম) এবং প্রচুর মূত্রত্যাগে শিরঃপীড়া অত্যন্ত উপশম হয়। জেলসিমিয়ামের শিরঃপীড়ার

সহিত অনেক সময় বমনভাবও বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ইহা ততঅধিক নয়। সর্ব্বাঙ্গীন কম্পন এবং দুর্ব্বলতাই ইহার বিশেষত্ব।

আইরিস—ইহারাও শ্লেষ্মা স্রাব কিংবা বমন অনেকটা কেলিবাই-ক্রমিকামের ন্যায় রজ্জুবৎ কিন্তু ইহার শিরঃপীড়া পরিপাক ক্রিয়া কিংবা যকৃতের গোলযোগ হইতেই উৎপত্তি হয় বলিয়া মনে হয়। শিরঃপীড়ার প্রথমাবস্থায় অম্ল কিংবা তিক্ত স্বাদযুক্ত বমন হয় এবং শিরঃপীড়া দৃষ্টি অপরিষ্কার হইয়া আরম্ভ হয়। আইরিসের বিশেষত্বই হইতেছে শিরঃপীড়াসহ বমন বর্ত্তমান থাকে এবং বমন তিক্ত কিংবা অত্যন্ত অম্লস্বাদযুক্ত। এই ঔষধটি অধ্যাপক, শিক্ষক এবং ছাত্রদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

ল্যাক ডি ফ্লোরেটাম—মস্তকের সম্মুখে শিরঃপীড়া হয়, দপ্ দপ্ করিতে থাকে, শিরঃপীড়ার সহিত দৃষ্টি অপরিষ্কার হইয়া আইসে। ইহা রক্তশূন্য স্ত্রীলোকে উত্তম কার্য্য করে। ইহার শিরঃপীড়ার সহিত ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্য বিবমিষা এবং বমন বর্ত্তমান থাকে।

পুরাতন প্রমেহ এবং গ্লিট—ক্যালিবাইক্রমিকামে—থুজা, পালসেটিলা, সার্সাপ্যারিলার ন্যায় সাইকোসিস লক্ষণও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। আঙ্গুলে, নখের পার্শ্বে এবং লিঙ্গমুণ্ডে (corona of the glans penis) মামড়ি (scab) হয়। মূত্রপথ হইতে রজ্জুবৎ লালা মেহ (gleety) স্রাব হয়, ইহা ব্যতীত লিঙ্গমুণ্ডে এবং লিঙ্গত্বকে ক্ষত প্রকাশ পাইতে থাকে।

নেট্রাম মিউরেটিকম—শিরঃপীড়ার সহিত দৃষ্টি অপরিষ্কার হইয়া আইসে, বিদ্যুৎতের ন্যায় অথবা আঁকা বাঁকা ইত্যাদি নানা প্রকার আলো দেখে (with zig-zag dazzling, like lightning eyes).

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ডাক্তার হিউজ তরুণ পীড়ায় ৬ শক্তি প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন কিন্তু ডাক্তার লিপি উচ্চ শক্তি অধিক পছন্দ করেন।

আমি সর্ব্বদা ৩০ এবং ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি। উপদংশে নিম্নক্রম ৩x অধিক ব্যবহার হয়। গলকোষের প্রদাহে শ্লেষ্মা-বটি আরোগ্য করিতে ২x চূর্ণ ছড়াইয়া (dust) দিলে আশু উপকার পাওয়া যায়। নাসিকার অস্থিধ্বংস হইয়া ক্ষত হইলে এই ঔষধের এক গ্রেন আট আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দেওয়াতে শীঘ্র উপকার দর্শে।

অনুপূরক (Complementary)—আমাশয়ে অন্ত্রের চাঁচানি (scrapings of intestine) সদৃশ মল ক্যান্থারিসে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে, ক্যান্থারিসের এবং ক্রুপ কাশিতে আইওডিনের পর কেলিবাইক্রমিকাম অনুপূরকরূপে ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্রুপকাশিতে ব্রোমিয়াম, হেপার, আইওডিন।

রোগের বৃদ্ধি—গ্রীষ্মের উত্তাপে এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে, শেষ রাত্রি ৩টা হইতে ৫টা।

রোগের উপশম—চর্ম্মরোগ শীত ঋতুতে (পেট্রোলিয়াম, এলিউমিনামের বিপরীত)।

রোগীর বিবরণ

অল্পদিনের কথা জনৈক এলোপ্যাথিক চিকিৎসক আমার নিকট একটী follicular pharyngitis অর্থাৎ গলকোষ প্রদাহের রোগী হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার্থ পাঠাইয়া ছিলেন। রোগীর নিকট হইতে জানিতে পারিলাম বৎসরাবধি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইয়াও বিশেষ কিছুই ফল হয় নাই। আমি তাহাকে অনেকপ্রকার ঔষধ প্রয়োগে কোন উপকার করিতে না পারিয়া অবশেষে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ডি এন, রায় মহাশয়ের নিকট পরামর্শার্থ লইয়া যাই। তিনি তাহাকে পরীক্ষা করিয়া ক্যালিবাইক্রমিকাম ২x ক্রম চূর্ণ গলদেশের যে যে স্থানে শ্লেষ্মা-বটি (mucous follicles) দানা

দানা আকারে লাগিয়া রহিয়াছে তথায় ছড়াইয়া দিতে অর্থাৎ insuppluator যন্ত্র দ্বারা dust করিতে বলিলেন এবং উক্ত ঔষধের ৩০ ক্রম আভ্যন্তরিক খাইতেও ব্যবস্থা দিলেন। তিন দিবসের মধ্যেই গলদেশ অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

Follicular pharyngitis যদিও সম্পূর্ণ আরোগ্য করা অত্যন্ত কঠিন বিষয় কিন্তু follicles গুলিকে অপসারিত করিতে ক্যালিবাইক্রমিকামের অদ্বিতীয় ক্ষমতা রহিয়াছে। ইহা স্মরণ রাখিবে।

২। ডাক্তার ন্যাস একবার একটি স্ত্রীলোকের গলদেশের একটি ক্ষত চিকিৎসা করিয়াছিলেন—ঘায়ে টাকরা প্রায় খাইয়া ফেলিয়াছিল ক্ষতের প্রকৃতি দেখিয়া উপদংশ জনিত বলিয়াই মনে হইয়াছিল। ক্ষত গোলাকার একটি পয়সার ন্যায়, ধারগুলি সমান এবং ক্ষতের চারিধারের স্থান তাম্রবর্ণ লাল আভাযুক্ত (coppery red) ছিল। পূর্ব্বে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কিছুই ফল না পাওয়ায় তৎপর হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার্থ ডাক্তার ন্যাসকে আহ্বান করা হয়, তিনি তাহাকে কেলিবাইক্রমিকাম ৩০ শক্তি দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য করেন। ইহা বলা বাহুল্য রোগীর যাহা কিছু স্রাব হইত তাহা অনেকটা রজ্জুবৎ ছিল।

৩। ডাক্তার ন্যাস আর একবার একটি কুকুরের মুখের এবং গলার ক্ষত কেলিবাইক্রমিকাম দ্বারা আরোগ্য করেন—কুকুরটির রজ্জুবৎ লম্বা চট্‌চটে লালস্রাব হইত এবং চলিতে চলিতে টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। এতদ লক্ষণে সকলে পাগলা কুকুর বলিয়া সন্দেহ করে। অথচ কুকুরটিতে কাহাকেও কামড়াইবার ভাব না থাকায় ডাক্তার ন্যাস উক্ত লক্ষণে (রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা স্রাব) কেলিবাইক্রমিকাম প্রয়োগ করেন এবং তাহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

কুপ্রাম মেটালিকাম (Cuprum met)

ইহার বাংলা নাম তাম্র অর্থাৎ তামা। কুপ্রাম মেটালিকাম এবং কুপ্রাম এসেটিকাম—উভয়েরই লক্ষণাবলি অনেকটা একপ্রকারের বলিয়া অনেক চিকিৎসক ইহাদিগকে interchangeably ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহারা কুপ্রাম মেটালিকামের পরিবর্তে Cuprum aceticum প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন তাহাদিগের মূল ধারণার ভিত্তিই হইতেছে যে—actate of copper দ্রবনীয় আর metallic copper অদ্রবনীয় কিন্তু আমাদিগের এই দ্রবনীয় এবং অদ্রবনীয় হোমিওপ্যাথিক মতে কিছুই আসিয়া যায় না—যে হেতু আমাদিগের মূল ঔষধ potentized করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। যাহারা crude অর্থাৎ মূল ঔষধ ব্যবহার করেন তাহাদিগের ইহাতে সুবিধা এবং অসুবিধা থাকিতে পারে।

সর্বপ্রধান লক্ষণ

১। খেঁচুনি—হস্ত এবং পদের অঙ্গুলি হইতে আরম্ভ হইয়া সমুদায় শরীরময় ছড়াইয়া পড়ে। খেঁচুনি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়, সুতীকাক্ষেপে, ভয় কিংবা বিরক্তির পর শরীরের অন্য যন্ত্র হইতে রোগ মস্তিষ্কে স্থানান্তরিত হওয়ায় হয়। Spasm beginning in fingers and toes and spreading over entire body—during pregnancy, puerperal convulsions, after fright or vexations from matastasis from other organs to brain—Zinc.

২। পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু—মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহ, খেঁচুনি, তরকা, বমন, (From suppressed eruptions—meningitis spasm, Convulsions, Vomiting)। পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম

অবরুদ্ধ হেতু হইতেও হয় (সাইলিসিয়া)। (Erom suppreassed foot sweat—silicea)।

৩। খেঁচুনি কালীন মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় এবং হস্তমুষ্টিবদ্ধ করে।

৪। খেঁচুনি শরীরের প্রান্তদেশে—হাতের চেটোয়, পায়ের তলায়, পায়ের ডিমিতে এবং সঙ্কোচক পেশীতে অধিক হয়। খেঁচুনির টানে হস্ত এবং অঙ্গুলি ভিতরে গুটাইয়া যায়।

৫। মৃগীরোগে সরসর বোধ (aura) নিম্নাঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে উঠে। রাত্রিতে নিদ্রাকালীন, পূর্ণিমায়, ঋতুস্রাবের নিয়মিত সময়ে, মস্তকে আঘাত প্রাপ্তে, জলে ভিজিয়া বৃদ্ধি হয়।

(Epilepsy—aura begins in knees and ascends, at night during sleep (Bufo), about new moon, at regular intervals, (menses) from fall or blow, from getting wet,)

৬। কাশিলে জলঢালার ন্যায় ঢল ঢল শব্দ হয়। শীতল জলপানে কাশির উপশম হয় (কষ্টিকম, শীতল জলপানে বৃদ্ধি—স্পঞ্জিয়া) (Cough has a gurgling sound as if water was being poured from a bottle.)

৭। হুপিং কাশি—বহুক্ষণস্থায়ী, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। আক্ষেপযুক্ত, (spasmodic), মুখ নীলবর্ণ হয়। (লালবর্ণ ক্ষয়—বেলেডনা), শরীর শক্ত করিয়া ফেলে, হাত মুঠা করে এবং ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া যায়। উপর্যুপোরি একসঙ্গে তিনটি আক্রমণ হয়—(Three attacks successively.)

৮। জিহ্বা সর্পের ন্যায়—অনবরত বাহিরে এবং ভিতরে (ল্যাকেসিস) করে।

সাধারণ লক্ষণ

১। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম এবং নিদ্রাহীনতার দরুণ মনের এবং শরীরের দুর্ব্বলতা।

২। লালাস্রাবসহ মুখে তীব্র মিষ্ট অথবা তাম্র আস্বাদ।

৩। তরল দ্রব্য পানে অন্ন নালীতে ঢল ঢল শব্দ হয় (অর্শ, থুজা)।

৪। জিহ্বার পক্ষাঘাত কথা অস্পষ্ট এবং তোৎলামিযুক্ত।

৫। ভ্যাঁদাল ব্যথায়—পায়ের ডিমি এবং চেটোয় ভীষণ আক্ষেপ।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—কুপ্রামের সিদ্ধান্তকরণে দেখিতে পাওয়া যায় অধিক মাত্রায় কুপ্রাম সেবন করিলে প্রাদাহিক শূল বেদনা (inflammatory colic) উৎপন্ন হয়। নিম্নোদর প্রস্তরবৎ শক্ত হয়। প্রথমতঃ অস্তত্য কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, কখন কোষ্ঠকাঠিন্যের পর রক্ত মিশ্রিত সবুজ আভাযুক্ত জলবৎ তরল ভেদ হয়। অত্যন্ত বমন হইতে থাকে এবং বমন আক্ষেপযুক্ত (spasmodic in character), জলপানে উপশম হয় বলিয়া মনে হয় (ভিরেট্রাম এবং আর্সেনিক হইতে ইহা সম্পুর্ণ বিপরীত, কারণ আর্সেনিক এবং ভিরেট্রাম জলপানে বৃদ্ধি হয়)। কুপ্রাম যে কেবল উদরের উপর কার্য্য করে তাহা নয়, ইহার স্নায়ুর উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে বিশেষতঃ involuntary muscular fibre যেমন রক্তবহা নারীর সঙ্কোচন উৎপাদন করিয়া প্রদাহ উপস্থিত করায়। রোগীর এই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পতনাবস্থা (collapse) আসিয়া উপস্থিত হয়।

Copper এর বিষাক্ত ফল প্রায় অন্যান্য ধাতুজ ঔষধের ন্যায় প্রথমতঃ অন্নবহনলী (alimentary canal) দ্বিতীয়তঃ স্নায়বীক বিধানের উপর প্রকাশ পায়। ডাঃ বেরিজ একস্থানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছেন। **A lady who was in the habit of using vaginal injection from a brass syringe which proved to be coated internally with verdgris, symptoms of actue inflammation with severe colic and tympanites appeared in him. We also find such symptoms of poisoning in the workers of copper, symptoms induced by copper are those of acute inflamamtion, with severe colic and tympanites. The workman bends himself**

double to relieve it, the belly is tender on pressure there is headache and inclinations to vomit, diarrhoea or constipation—the vomit consists of bilious fluid.

We have a striking proof of the choleraic character of the copper stool furnished by Dr Hempel in the Materia medica, has related a case of poisoning of a lady of sixty seven years, of her daughter aged thirty nine, and of a servant girl, of six years old, from partaking chicken roast which had been cooked in a badly tined copper saucepan. In all these the symptoms of eneffectual effect to vomit, contraction and dryness in the inner mouths, throat, violent pains in the epigastric colic, followed by several *watery whitish stools.*

কলেরা—কলেরায় কুপ্রামের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ হইতেছে খেঁচুনি (spasm)। এই খিলধরা যে রোগেই বর্ত্তমান থাকুক না কেন কুপ্রাম মেটালিকামের বিষয় সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করা উচিত। কুপ্রামের খেঁচুনি হস্ত পদের অঙ্গুলিতে প্রথম প্রকাশ পায়। আঙ্গুলে টান ধরে, হস্ত মুঠা করে এবং পেশীর আকুঞ্চন হইতে থাকে। হস্ত পদ টানিয়া খেঁচিয়া ভিতর দিকে ভাঙ্গিয়া আসে, ক্রমশঃ খেঁচুনি বৃদ্ধি পাইয়া শরীরের অন্যান্য স্থানে বিস্তারিত হইয়া শরীরকে ভিতর দিকে বাঁকাইয়া ফেলে, শরীরের পেশীসমূহে এত অধিক টান ধরে, মনে হয় যেন ছিঁড়িয়া যাইবে। The limbs being drawn up with great violence and it seems as if the frame would be torn to pieces by the violent contractions of the muscles every where)।

কুপ্রামের খেঁচুনি, খিলধরা, (spasm) প্রধানতঃ পদদ্বয়ের ডিমিতে, তলায় এবং হস্তপদের অঙ্গুলিতে প্রথম প্রকাশ পায় এবং ভিতরদিকে টানে।

কলেরায় ইহা অত্যন্ত ভীষণরূপে প্রকাশ পায়। ডাঃ ডানহাম বলেন ক্যাম্ফরের কোলাপ্স, ভিরেট্রাম এলবামের ভেদবমি এবং কুপ্রামের খিল ধরা বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। কুপ্রাম কলেরার একটি মহৌষধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা কলেরার প্রতিষেধক ঔষধরূপেও ব্যবহার হইতে দেখা যায়। ঔষধটির প্রতিষেধক গুণ আছে বলিয়াই আমাদের দেশের

শিশুদিগের কোমরে কিংবা গলায় তামার পয়সা বাঁধিয়া দেওয়ার প্রথা আছে। এমনও দেখিয়াছি কলেরার প্রকোপ কালে তামার পয়সা ধুইয়া জল খাইতে দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত যাহারা তামার কাজকর্ম্ম করে তাহারা কদাচিৎ কলেরায় আক্রান্ত হয়। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে যে; কুপ্রাম একটি কলেরার বিষঘ্ন ঔষধ।

কুপ্রাম কলেরার যে অবস্থায় প্রয়োগ হয় তাহাকে দ্বিতীয় অবস্থা বলা হয় (second stage of clonic spasmodic character, not permanently rigid but with alternatation of relaxation)। এই দ্বিতীয় অবস্থা লোকবিশেষে শীঘ্র কিংবা বিলম্বে প্রকাশ পায়। কুপ্রামের কলেরায় ভীষণ আক্ষেপ (spasm) হয়, আক্ষেপ না থাকিলে ইহা ব্যবহারই হয় না, আক্ষেপ অর্থাৎ খিলধরাই হইতেছে ইহার প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ (It has the most intense spasms, and the spasms being the leading feature, they overshadow all other symptoms of the case)। খিলধরা যন্ত্রণায় রোগী চীৎকার করিতে থাকে।

আমি উপরে যে তিনটি ঔষধের (কুপ্রাম, ক্যাম্ফর এবং ভিরেট্রাম) কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইহাদিগের মধ্যে ক্যাম্ফরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শীতলতা থাকে, ক্যাম্ফর রোগী মৃতবৎ শীতল (cold as death)। ক্যাম্ফরের নীল ভাব (blueness) এবং তরল ভেদ যদিও কুপ্রাম এবং ভিরেট্রাম অপেক্ষা কম কিন্তু শেষোক্ত ঔষধ দুইটিতে রোগী গাত্রাচ্ছাদন রাখিতে ইচ্ছা করে আর ক্যাম্ফর রোগী গাত্রত্বক মৃতবৎ শীতল হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রকারে গাত্রাচ্ছাদন রাখিতে ইচ্ছা করে না এবং রাখেও না বরং দরজা জানালা খুলিয়া রাখিতে চাহে, ঠাণ্ডা শীতল বাতাস চায়। এতদ্ব্যতীত ক্যাম্ফরে কোন প্রকার ঘর্ম্ম হয় না, কুপ্রামে এবং ভিরেট্রামে চট্‌চটে শীতল ঘর্ম্ম হয়। ভিরেট্রামেও আক্ষেপ হয় কিন্তু উষ্ণ জলপানে, উষ্ণ জলের বোতলে অর্থাৎ গরমে উপশম হয়। পুনরায় বলিতেছি—কলেরায় এই তিনটি ঔষধের পরিচয় জানিতে হইলে এই তিনটি লক্ষণ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—Cuprum for the cases of convulsive character, camphor for the cases of extreme coldness, Veratrum for the cases of copious vomiting, purging and sweat—Kent,)

কুপ্রামে আর একটি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইতেছে জল পানকালীন গলদেশে ঢল ঢল শব্দ (gurgling noise) হয় এবং এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে শীতল জলপানে আক্ষেপের উপশম হয়। ডাঃ মরগেন বলেন যেখানে কুপ্রামে আক্ষেপ অর্থাৎ খিলধরা যন্ত্রণা উপকার না পাওয়া যায় সে স্থলে সিকেলিকর ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়। কিন্তু কুপ্রাম এবং সিকেলি প্রয়োগের একটি বিশেষত্ব আছে। কুপ্রাম সঙ্কোচক পেশীর আক্ষেপ (spasm of flexor muscle) আর সিকেলিকর প্রসারক পেশীর আক্ষেপ (spasm of extsnsor muscle) উৎপাদন করে।

ডাক্তার কাফকাও সেই কথাই বলিতেছেন—"We administer secale the first to the third solutions, every quarter of an hour, where ever Cuprum is insufficient to cope with the spasms, when moreover the cramps of the extremities are associated with collapse and cy anosis (which is not necessarily roquired for spasms calling for cuprum), when the spasms are so violent as to produce opisthotonos, when particularly the extensor of the fingers and toes are.spasmodically affected. অর্থাৎ আমরা যেখানে আক্ষেপে কুপ্রামকে অসম্পূর্ণ বিবেচনা করি সেখানে সিকেলি ১ হইতে ৩ ক্রম প্রত্যেক ১৫ মিনিট কিংবা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করি। ডাক্তার চির্ভার বলেন ইউরোপে কলেরায় আক্ষেপাধিক্য ও ভারতে বমনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ইউরোপীয় কলেরায় কুপ্রামের ব্যবহার যেমন অধিক, ভারতে তেমন অধিক হইতে পারে না। আর একটি কথা এই যে, কুপ্রাম কটা চুলের লোকের উপর বিশেষ কার্য্যকরী, কাজে কাজেই কৃষ্ণবর্ণ ভারতীয় লোকের উপর ইহার ক্রিয়া অধিক পরিমাণে পাইবার আশা করা যায় না।

খিল ধরায় কুপ্রামের সমকক্ষ ঔষধসমূহ—

কুপ্রাম, ভিরেট্রাম, সিকেলি এবং সাইকুটা এই চারিটিই আক্ষেপের প্রধান ঔষধ বলিয়া পরিচিত—ইহার মধ্যে কুপ্রাম মেটালিকামই হইতেছে

সর্ব্বপ্রধান। কেহ কেহ কুপ্রাম আর্স এবং কুপ্রাম এসেটিকম ব্যবহারের অনুমোদন করেন কিন্তু কলেরার আক্ষেপ প্রশমনার্থ শতকরা ৮০টি রোগীতে কুপ্রাম মেটালিকাম ব্যবহার হয়। পায়ের ডিমির খিলধরায় ডাক্তার যুসেট (Dr. Jousset) সর্ব্বদা ১২ ক্রম ব্যবহার করিতেন এবং তিনি বলেন, ইহার দ্বারা একটি রোগীতেও অকৃতকার্য্য হন নাই।

কুপ্রামে সঙ্কোচক পেশীসমূহের আক্ষেপ অধিক হয়, ভেদ, বমন এবং শীতলতাসহ সর্ব্বাঙ্গীন নীলবর্ণ হয়। অতিরিক্ত এবং বহুক্ষণ স্থায়ী ঘর্ম্ম ও দুর্ব্বলতা, প্রস্রাব রোধ, পেট বেদনা, পায়ের ডিমি এবং জানুপ্রদেশের পেশীতে আক্ষেপ অধিক হয়, এমন কি আক্ষেপে গিট পাকাইয়া যায়। আক্ষেপকালে মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, কুক্ষিপ্রদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং ভীষণ শ্বাসকষ্ট বর্ত্তমান থাকে। শ্বাসকষ্ট এত অধিক হয় যে রোগীর নাসিকার নিকট রুমাল পর্য্যন্ত ধরিতে পারা যায় না, শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে মনে হয়। এই প্রকার শ্বাসকষ্ট অনেকটা আর্জেন্টাম নাইট্রিকমেও রহিয়াছে, কিন্তু আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে খিলধরা যন্ত্রণা থাকে না।

ভিরেট্রাম—আক্ষেপের সঙ্গে প্রচুর ভেদ বমন থাকা চাই, ইহাতেও হস্ত এবং পদের পেশীর আক্ষেপ হইয়া থাকে। এককালীন অধিক জলপানের আকাঙ্খা হয়, জলপানের পর বমনের বৃদ্ধি, চর্ম্মের সঙ্কোচনীয়তা এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম এই লক্ষণগুলি ভিরেট্রামের বিশেষ পরিচায়ক।

সিকেলি—ইহাতে প্রসারক পেশীসমূহের (extensor muscles) অধিক আক্ষেপ হয়। হস্ত এবং পদের অঙ্গুলিসকল পশ্চাৎভাগে বাঁকিয়া যায় অর্থাৎ বাহিরদিকে বাঁকিয়া ফাঁক হয়। আর কুপ্রামে হস্ত এবং পদের অঙ্গুলিসকল সঙ্কুচিত হয় অর্থাৎ ভিতরদিকে বাঁকাইয়া যায়। ইহাদিগের প্রভেদ নির্ণয় করিতে কোন কষ্ট নাই। একটির আক্ষেপ আর একটি হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত।

সিকিউটা—ইহার আক্ষেপ বক্ষঃস্থলের পেশীতেই অধিক হইয়া থাকে, তাহার ফলে ঘাড় পশ্চাৎভাগে বেঁকিয়া যায় ও স্পন্দিত হইতে থাকে এবং হাতের অঙ্গুলিসকলের ক্রমাগত অনৈচ্ছিক স্পন্দন হইতে থাকে। প্রস্রাব হউক আর না হউক, ক্রমাগত প্রস্রাব করিবার ভয়ানক ইচ্ছা হয়

এবং রোগী শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। (ইহাদিগের পার্থক্যের বিস্তারিত বিবরণ সিকিউটাতে দেখ)।

প্রতিক্রিয়া অভাব—যাহাদের শরীর এবং মন উভয়ই অত্যধিক পরিশ্রম কিংবা অনিদ্রাহেতু ভগ্ন হইয়াছে সেইরূপ স্থলে নির্ব্বাচিত ঔষধের প্রতিক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশ না পাইলে কুপ্রাম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ডাক্তার ফ্যারিংটন উক্ত প্রকার মানসিক এবং শারীরিক লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া একটি রোগীকে উভয় পদের পক্ষাঘাতের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। নিউমোনিয়াতেও উপযুক্ত ঔষধে আরোগ্য আশা করিবার পূর্ব্বে শীঘ্র প্রতিক্রিয়া আনয়নের জন্য কুপ্রাম ব্যবহার করিতে অনেক সময় আমরা বাধ্য হই। সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতাসহ হঠাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শ্বাসকষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়। শরীরময় শীতল এবং চট্‌চটে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

Medicines for defective re-action

ওপিয়ম—উপযুক্ত ঔষধে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না হইলে তন্দ্রাযুক্ত নিশ্চেষ্ট রোগীতে উত্তম কার্য্য করে।

ক্যাপ্সিকাম—"থলথলে শিথিল পেশীযুক্ত লোকে নির্ব্বাচিত হয়।"

লরোসিরেসস—বিশেষভাবে বক্ষঃস্থলের রোগে নির্ব্বাচিত হয়।

ভেলেরিয়ানা, মস্কাস, এবং এম্বাগ্রাইসিয়া—স্নায়বিক রোগে।

কনভালসন (Convulsion)—কুপ্রামের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে স্নায়বীয় বিধানের উপর (The main action of Cuprum and that which will call for its most frequent use in practice, is on the nervous system)। মস্তিষ্কের পীড়া যেমন—মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহ অথবা রক্তাধিক্য অথবা সংন্যাস অর্থাৎ মস্তিষ্কের রোগের সহিত আক্ষেপে (spasm) কুপ্রামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ এই বিষয়ে কুপ্রাম অপেক্ষা দ্বিতীয় উৎকৃষ্ট ঔষধ নাই বলিলেই হয় (In spasm with affection of the brain no

remady in the materia medica excels it and very few equal it in this direction—Farrington.) হাম, বিসর্প, স্কার্লেটিনা অর্থাৎ কোন প্রকার পীড়কা (eruption) অবরুদ্ধজনিত আক্ষেপ (spasm) হইলে কুপ্রাম মেটালিকামের বিষয় সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করা উচিৎ। ইহাও দেখা যায়, এইরূপ অবস্থায় রোগী বেলেডোনার ন্যায় ভীষণ প্রলাপ বকিতে থাকে, মারিতে যায়, কামড়াইতে যায়, জল খাইতে দিলে জলের গ্লাস কামড়াইয়া ধরে। নিদ্রাভঙ্গের পর বিড় বিড় করিয়া এলোমেলো বকিতে থাকে এবং জ্ঞানসঞ্চার হইলে অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ ভাব প্রকাশ পায়।

ষ্ট্রেমোনিয়ামের সহিত প্রলাপ বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু কুপ্রাম মেটালিকম ষ্ট্রেমোনিয়াম অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক গভীর কার্য্যকারী ঔষধ (deep acting remedy)। এমতাবস্থায় যে আক্ষেপ (convulsion) হয় তাহাতে মুখমণ্ডল এবং ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ হইয়া মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ হয়। অক্ষিগোলক দ্রুত ঘুরিতে থাকে, হাত মুঠা করিয়া রাখে, মুখে ফেনা ওঠে এবং বিশেষভাবে (flexor) সঙ্কোচক পেশী অধিক আক্রান্ত হয়। Convulsion এর অবসানে রোগী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হয়। এই প্রকার খেঁচুনি (spasm) যদি বিশেষতঃ মৃগীর ন্যায় হয় তাহা হইলে রোগী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণভাবে চীৎকার করিতে থাকে এবং দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে। চর্ম্মরোগ ব্যতীত কোন প্রকারপুরাতন স্রাব—যেমন শ্বেত প্রদর, নালী ক্ষত, হঠাৎ বাহ্যিক ঔষধ ব্যবহারে কিংবা অন্য কারণবশতঃ অবরুদ্ধ হইয়াও কনভালসন প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, সেইরূপ স্থলেও কুপ্রাম মেটালিকাম উত্তম কার্য্য করে। এইরূপ দেখা গিয়াছে, একজন স্ত্রীলোক বহুদিন যাবৎ শ্বেতপ্রদর স্রাবে ভুগিতেছিল, বাহ্যিক ঔষধ ব্যবহার করায় স্রাব বন্ধ হইয়া কনভালসন প্রকাশ পায় কুপ্রাম মেটালিকাম প্রয়োগে অবরুদ্ধ স্রাব পুনঃ প্রকাশ করিয়া তাহা আরোগ্য হয় (A woman has suffered a long time with a copious leucorrhoea and some unwise doctor tells her she must take injections and she checks it up for a few days, hysterical convulsions, crampings and tearings of the muscles came on.—Kent) কুপ্রাম সম্পূর্ণ স্নায়বীক খেঁচুনির উত্তম ঔষধ তদহেতু ইহা মৃগী, তাণ্ডব ইত্যাদি রোগে প্রয়োগ হইয়া থাকে ইহা ব্যতীত বাধক এবং ভ্যাদাল ব্যথাজনিত আক্ষেপেও

ইহার ব্যবহার দেখা যায়। কুপ্রামের আক্ষেপের (spasm) একটি বিশেষত্ব যে, আক্ষেপ হস্ত এবং পদের অঙ্গুলি হইতে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পরে। ইহা কুপ্রামের একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। Dr. Nash বলিতেছেন—There is one thing peculiar in the spasms of Cuprum that I have often observed it is a strong indication for this remedy. "The spasm begins by twitching in the fingers and toes, and spreading from there, becomes a general.)

জিঙ্কাম—পীড়কা অসম্পূর্ণ প্রকাশ হেতু (due to undeveloped eruption) কনভালসনে জিঙ্কামকে প্রাধান্য দেওয়া হয় আর পীড়কা বাহ্যিক ঔষধ কিংবা কোনপ্রকার মলমদ্বারা অবরুদ্ধ হেতু কনভালসনে কুপ্রামকে প্রাধান্য দেওয়া হয় কিন্তু জিঙ্কামের সর্ব্বপ্রধান পরিচায়ক লক্ষণ হইতেছে পদদ্বয়ের কিংবা একটি পদের সর্ব্বদা সঞ্চালন। কুপ্রামে অনেক সময় কনভালসনের আক্রমণের সহিত চিৎকার (screaming) থাকে এবং কনভালসন জিঙ্কাম হইতে অধিক প্রবল হয়। হাম, স্কার্লেট ফিবার ইত্যাদি ঠাণ্ডা লাগিয়া অবরুদ্ধ হইয়া কনভালসন হইলেও কুপ্রাম এবং জিঙ্কামকে চিন্তা করিবে। সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে কিংবা পরেও কনভালসন উপস্থিত হইলে কুপ্রামের প্রয়োগ দেখা যায়। মূত্রবিকার (uraemia) অবস্থা হইতেও হইতে পারে, মূত্র স্বল্পই হউক কিংবা এলবিউমেনযুক্তই হউক প্রসবযন্ত্রণা হইতেছে এইরূপ অবস্থায় হঠাৎ রোগীর দৃষ্টি অন্ধ হইয়া যায় সমুদায় আলো যেন তাহার চক্ষুর নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেল, রোগী কিছুই দেখিতে পায় না, প্রসব যন্ত্রণা স্থগিত হইয়া গিয়া হস্ত এবং পদদ্বয়ের অঙ্গুলি হইতে কনভালসন আরম্ভ হয়। এইরূপ অবস্থায় কুপ্রামকেই জানিবে একটি অব্যর্থ মহৌষধ।

কুপ্রামে এইরূপ দেখা যায় দুর্ব্বল, স্নায়বীক বৃদ্ধলোক বহুদিন যাহারা একলা বাস করিতেছে, স্ত্রীসঙ্গমকালীন পায়ের ডিমিতে এবং পায়ের তলায় খিল ধরে এবং সহবাস ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। গ্র্যাফাইটিসেও অনেকটা এই প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু গ্র্যাফাইটিসে সঙ্গম কার্য্যকালীন

খিল ধরে আর কুপ্রামে সঙ্গম কার্য্যের আরম্ভেই খিল ধরে (Cuprum is said to produce cramps that prevent the act, Graphitis is said to bring on the cramps during the act) এতদ্ব্যতীত কুপ্রাম যে সমুদায় অল্পবয়স্ক যুবক নানা প্রকার পাপ কার্য্য, মদ্যপান, রাত্রিজাগরণ হেতু পূর্ব্বেই বৃদ্ধ লোকের অবস্থা (prematurely old) প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগের উক্ত অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে।

মৃগীরোগ—মৃগীরোগে সড় সড় বোধ (sensation of aura) নিম্নাঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধগামী হইতে থাকে। খেঁচুনি (spasm) রাত্রিতে নিদ্রায় (বিউফো), পূর্ণিমাতে, মাসিক ঋতুস্রাবের সময়ে, মস্তকে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া, জলে ভিজিয়া বৃদ্ধি হয়। Dr. Bahær বলিতেছেন—It is more particularly when the Epileptic paroxysms break out in the night whether Cuprum metallicum is preferable to Cuprum aceticum is still an open question. The latter preparation is undoubtedly more effective in the lower attenuations, whereas the former had better to be used in the higher potencies and less frequently. In the treatment of Epilepsy it seems generally better to employ the higher attenuation in less frequently repeated doses."

মৃগী রোগের আরম্ভে রোগী চীৎকার করিয়া ওঠে এবং মৃগীর আক্ষেপ-কালীন মলমূত্র অসাড়ে ত্যাগ করে। এই প্রকারও দেখা গিয়াছে প্রত্যেক ঋতুস্রাবকালীন মৃগীরোগের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। ইহাও দেখা যায়—বক্ষঃস্থলের ঈষৎ নিম্নপ্রদেশে সঙ্কোচনসদৃশ ভীষণ কষ্ট হইয়া আক্ষেপ আরম্ভ হয়।

কাশি—কাশিলে বোতল হইতে জলঢালার ন্যায় ঢল ঢল শব্দ হয়। কাশি শীতল জলপানে উপশম হয়—কষ্টিকম। শীতল জলপানে বৃদ্ধি হয়—স্পঞ্জিয়া)।

হুপিং কাশি—হুপিং কাশি অত্যন্ত ভীষণ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়, দম আটকাইয়া যাইবার উপক্রম হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস শূন্য হইয়া আইসে,

মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয়, সমস্ত শরীর শক্ত এবং হস্ত মুঠা করিয়া ফেলে। পর পর তিনবার আক্রমণ হয় (three attacks successively)। কাশির ঝোঁক থামিলে ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া যায়।

হুপিং কাশি সম্বন্ধে কেণ্ট সাহেব বলিতেছেন—Face becomes livid or blue, the finger nails become discoloured, eyes are turned up, the child coughs until it loses its breath and then lies in a state of insensibility for a long time until she fears the child will never breathe again, but with violent spasmodic action in its breathing, the child from the shortest breaths comes to itself again just as if brought back to life—Kent.

এই প্রকার ভীষণ কাশির আরম্ভের মুখেই যদি শীতল জল কিছু পান করান যাইতে পারে তাহা হইলে কাশি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। শীতল জলে কুপ্রামের আক্ষেপ অতি সত্বর উপশম হয়। (ইপিকাক দেখ)

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সাধারণতঃ ৬, ৩০ ব্যবহার হয়। স্থান বিশেষে ২০০ শক্তিও প্রয়োগ হয়।

অনুপূরক (Complementary)—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব।

সমগুণ ঔষধসমূহ—কলেরায় আর্স এবং ভিরেট্রাম। পীড়কা অবরুদ্ধে—এপিস এবং জিঙ্কাম।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল বাতাসে, রাত্রিতে, পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম অবরুদ্ধে, পীড়কা অবরুদ্ধে, ঋতুস্রাবকালীন।

রোগের উপশম—বমন, বমনেচ্ছা এবং কাশি শীতল জল পানে।

রোগীর বিবরণ

এক ৩ বৎসরের শিশুর নিউমোনিয়া হয়। নিউমোনিয়ার পূর্ব্বে হাম হইয়াছিল। আমি যাইয়া দেখি রোগী শয্যায় শুইয়া রহিয়াছে। শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত চলিতেছে এবং বালিসে মস্তক চালিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম হাম ভালরূপ প্রকাশ পায় নাই, লাট খাইয়া গিয়াছে। রোগী দেখিতেছি এমন সময় শিশুর আত্মীয় আর একজন প্রাচীন চিকিৎসক নিয়া আসিলেন। তিনি শিশুকে কেলিকার্ব্ব দিতে বলিলেন। এই বিষয় লইয়া আমার সহিত মতভেদ হইল দেখিয়া রোগীর পিতা কেলিকার্ব্বই দিলেন, সমস্ত দিন ব্যবহারে কোন উপকার না পাওয়ায় তৎপর তিনি কুপ্রাম মেটালিকাম ৩০ এক মাত্রা আমার ব্যবস্থানুযায়ী প্রয়োগ করেন, ইহা সেবনে শিশুর মস্তক চালনা এবং তৎসহিত শ্বাসপ্রশ্বাসের টান সমুদায় ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া রোগী সত্বর আরোগ্যলাভ করে। মোট ৩ মাত্রা কুপ্রাম প্রয়োগ করিয়াছিলাম।

২। একজন ভদ্রলোক ৪০ বৎসর বয়স হইবে সে একদিন দেখিল বাম পদের জুতার নিম্নভাগের সম্মুখাংশ অত্যন্ত ক্ষয় পাইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া সে বুঝিতে পারিল যে উহার বামপদ মাটিতে ঘেসড়াইয়া চলিতে হয়—ইহার কিছুদিন পর তাহার বামপদে ঝিন্‌ঝিনি এবং খঞ্জভাব বোধ করিল এবং এই ঝিনঝিনি এবং দুর্ব্বলতা জানুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইল—অবশেষে অতিকষ্টে দাঁড়াইতে এবং চলিতে পারিত—অনেক এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করা হইল কিন্তু কিছুই হইল না—পা যদিও শুকাইয়া গিয়াছিল না কিন্তু পেশী সমূহ শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং পায়ের স্পর্শ চেতনাও হ্রাস হইয়া গিয়াছিল—ইষ্টক গরম করিয়া তাহাতে পা রাখিলেও পা গরম হইত না। পা সর্ব্বদা শীতল থাকিত—সময় সময় আক্রান্ত পদের নিতম্বপ্রদেশ পর্য্যন্ত বেদনা ধরিত—ডাক্তার হিঙ্কি দেখিলেন যে স্নায়ুর প্রান্তদেশ অর্থাৎ সমাপ্তি স্থল হইতে উর্দ্ধদিকে পক্ষাঘাত বিস্তৃত হইতেছে এবং কুপ্রামের এই প্রকার লক্ষণ থাকায় তিনি রোগীকে কুপ্রাম এসেটীকম তৃতীয়

শক্তি প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করাইয়া ৩ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন।

৩। এক ব্যক্তির পদে সর্প দংশন করিয়াছিল—যেস্থানে কামড়াইয়াছিল তাহার উপর এবং নিম্নে দড়ি দিয়া বাঁধা হইয়াছিল ও দুইজন ব্যক্তি দংশিত স্থানে জলন্ত অঙ্গার বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—এইরূপ অবস্থায় ৭ মিনিট কাল পর্য্যন্ত রোগী কথা বলিতে পারিতেছিল এবং হাসিতেছিল, ইহার কিছুক্ষণ পর কথা বন্ধ হইয়া আসিল এবং ঢলিয়া পড়িল। দুইটি লোক তাহাকে ধরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং নানাপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করাইতেছিল কিন্তু কিছুই ফল হইতেছিল না অবশেষে আক্ষেপিক কলেরা রোগের মত প্রবল আক্ষেপ হইতে আরম্ভ হয়—এইরূপ অবস্থায় কুপ্রাম সেবন করার—অর্দ্ধ ঘণ্টা পর রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় (snake bite case from Calcutta I. M. J., I Page 298).

প্লাম্বাম (Plumbum)

ইহাঁর বাঙ্গলা নাম সীসা। সীসধাতু চূর্ণ করিয়া ঔষধে পরিণত করা হয়। ইহার প্রধান কার্য্য—রক্ত, পরিপাকক্রিয়া এবং স্নায়ুমণ্ডলীতে প্রকাশ পায়। অন্নরসের (chyle) রক্তে পরিণতি কার্য্য (Haematosis—The transformation of venous blood and chyle into the arterial blood) ব্যতিক্রম হেতু লোহিত কণিকা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় কাজে কাজেই রক্তশূন্যতা, চেহারার বিবর্ণতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। কসেরুকা মজ্জায় দোষ হেতু (spinal disease) উদ্ভুত রোগের উপযুক্ত ঔষধ—(ফস্ পিকরিক এসিড, জিঙ্কাম)।

২। মুখের চেহারা ফ্যাকাসে, হলদে, গণ্ডযুগল চোপসান, চিন্তা পূর্ণ এবং যন্ত্রণা সূচক।

৩। উপলব্ধি জ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। কোন বিষয় স্মরণ রাখিতে পারে না। শারীরিক এবং মানসিক উভয়ই অত্যন্ত অবসাদ।

৪। দন্তের মাড়ীর ধারে পরিষ্কার নীলবর্ণ রেখার প্রকাশ। মাড়ী স্ফীত, ফ্যাকাসে এবং রং সীসার ন্যায়।

৫। ভীষণ শূল যন্ত্রণা, মনে হয় নিম্নোদরের প্রাচীর রজ্জুদ্বারা মেরুদণ্ডে টানিয়া রাখা হইয়াছে (violent colic, sensation as if abdominal wall was drawn as if by a string to the spine).

৬। কোষ্ঠ কাঠিন্য—মল শক্ত, শুষ্ক, গুট্‌লে গুট্‌লে ছাগলের নাদির ন্যায় (চেলিডোনিয়াম, ওপিয়ম)। মলদ্বারের সঙ্কোচন বশতঃ ভীষণ যন্ত্রণা এবং কুন্থন, সঙ্কোচক পেশীর দুর্ব্বলতা অথবা পক্ষাঘাত (stools hard, lumpy black like ship's dung, with urging and terrible pain from spasm of anus) মলের কঠিনতা হেতু শুষ্কতা, মল বহির্গত হইতে পারে না।

৭। পক্ষাঘাত গ্রস্থ স্থানের শুষ্কতা। গতি বিধায়ক এবং স্পর্শ চেতনা শক্তি (motor and sensory nerves) উভয়েরই ক্রমশঃ হ্রাস। প্রসারক পেশীর (extensor) পক্ষাঘাত, এবং সঙ্কোচক পেশীর (flexor) প্রাধান্য। সম্পূর্ণ অথবা আংশিক পক্ষাঘাত, অত্যন্ত এবং দ্রুত শুষ্কতা (excessive and rapid emaciation)। রোগী অত্যল্প সময়েই অস্থি চর্ম্মসার অবস্থায় পরিণত হয়।

৮। নিম্নোদরে ভীষণ যন্ত্রণা, শরীরের সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে (excessive pain in abdomen, radiating to all, parts of body).

সাধারণ লক্ষণ

১। মুখমণ্ডলের চর্ম্ম তেলতেলে চকচকে (greasy and shining)। শরীরের চর্ম্ম—চক্ষু, মূত্র সমুদায়ই ন্যাবারোগের স্থায় হলদে বর্ণ।

২। জরায়ু পেশীতন্তু সমূহের প্রসারণ অক্ষমতা হেতু জরায়ু মধ্যস্থিত ভ্রূনের ক্রমবিবর্দ্ধনে স্থানের অবস্থিতির অভাব-বশতঃ গর্ভপাতের আশঙ্কা। (Inability of uterus to expand, threatening abortion).

৩। অন্ত্রাবরোধ (Intussusception) ও তদসহিত শূল যন্ত্রণা এবং মল বমন।

রোগী—প্লাম্বাম রোগীর মুখের চেহারা ফ্যাকাসে, হলদে, দেখিতে অনেকটা মৃত ব্যক্তির ন্যায়। চিন্তাপূর্ণ এবং যন্ত্রণাসূচক। গণ্ডযুগল চোপসান। অনুভূতি জ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, কোন বিষয় মনে রাখিতে পারে না, অল্পতেই ভুলিয়া যায়। শারীরিক এবং মানসিক উভয়ই অত্যন্ত অবসাদপূর্ণ, বহু জনাকীর্ণ ঘরে প্রবেশ করিতে মূর্চ্ছার উপক্রম হয়; মুখমণ্ডলের চর্ম্ম তেলতেলে এবং চকচকে (greasy and shiny)। গাত্রত্বক, চক্ষু এবং মূত্র সমুদায়ই ন্যাবা রোগের ন্যায় হলদে বর্ণ। প্লাম্বাম রোগীর গাত্র সচরাচর শীতল এবং শীর্ণ, গ্রীষ্মকালেও যথেষ্ট উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত থাকিতে ইচ্ছা করে অথচ মস্তকে কাপড় চায় না। হস্ত পদের প্রান্তদেশসমূহ শীতল, নীলবর্ণ, অসাড় এবং শুষ্ক। পদদ্বয় এবং পদদ্বয়ের অঙ্গুলি ধোপাদিগের হস্তের ন্যায় শুষ্ক হইয়া চর্ম্ম কোঁচকাইয়া যায়।

শূল যন্ত্রণা—প্লাম্বামের প্রধান স্বভাবই হইতেছে voluntary এবং involuntary উভয় প্রকার পেশী তন্তুর (muscular fibre) সঙ্কোচন উৎপন্ন করা। পেশীর এই প্রকার সঙ্কোচন বশতঃ ধমনীও (blood vessels) সঙ্কোচন প্রাপ্ত হয়। সিসার দ্বারা বিষাক্ত হইলে সিসা মিশ্রিত জল পান করিয়াই হউক অথবা রংএর কার্য্যবশতঃই হউক ভীষণ শূল এবং খিলধরা যন্ত্রণা প্রকাশ পায় কিন্তু প্লাম্বামের শূল বেদনার প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে নিম্নোদর যন্ত্রণায় একেবারে মেরুদণ্ডের সহিত যেন সাঁটিয়া যায়। মনে হয় নিম্নোদরের প্রাচীর রজ্জুদ্বারা মেরুদণ্ডে টানিয়া ধরিয়া রাখা হইয়াছে (violent colic, sensation as if abdominal wall was drawn as if by a string to the spine.) এই প্রকার যন্ত্রণা উদরাময়, আমাশায়, রজঃশূলে, রজোবাহুল্যে ইত্যাদি যে কোন রোগের সহিতই হউক, প্লাম্বামকে চিন্তা করিবে। প্লাম্বামের এই প্রকার যন্ত্রণা বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জানিবে এবং সাধারণতঃ যন্ত্রণা স্নায়ুর ভিতর দিয়া চারিধারে ছড়াইয়া পড়ে (Dioscorea)। সময় সময় এমন কি মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় এবং রোগী প্রলাপ বকে, যন্ত্রণা বক্ষে বিস্তারিত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট উৎপাদন করে। কুচকি প্রদেশে বিস্তারিত হইয়া অণ্ডকোষদ্বয় খেঁচিয়া ধরে। নিম্নাঙ্গে বিস্তারিত হইয়া পদযুগলে খিলধরা যন্ত্রণা উপস্থিত করে, অর্থাৎ যন্ত্রণা স্নায়ু দিয়া চালিত হইয়া শরীরের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত

হইয়া পড়ে। এই প্রকার শূল বেদনার সহিত অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য এবং কোন কোন স্থলে বিষ্ঠা বমনও (stercoracious) বর্ত্তমান থাকে। The association of colic with constipation and of constipation with colic always forms the special indication for Plumbum as a remedy for either—Hughes.

সীসঘটিত শূলবেদনায় এলিউমিনা, এলিউমেন, প্ল্যাটিনা, ওপিয়ম, নাক্স-ভমিকা, আর্সেনিক, কলোসিন্থ, সালফিউরিক এসিড, জিঙ্কাম ইত্যাদি বিষঘ্ন ঔষধরূপে (antedote) এবং সুরাসার প্রতিষেধকরূপে কার্য্য করে। এলিউ-মিনা সিস শূলের (lead colic) পরবর্ত্তী অবস্থাতেও প্রয়োগ হয় এবং তাহাতে বেশ কাজ পাওয়া যায়। সীসঘটিত শূলবেদনা (saturnine colic) যাহারা সচারাচর সীসা কিংবা সীসা মিশ্রিত দ্রব্যে কার্য্য করে, যেমন চিত্রকর, মুদ্রাকর, অক্ষর প্রস্তুতকারক, (type founder) প্রভৃতি লোকদিগেতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ব্যতীত সীসার নলের জল পান করিয়া, সীস মিশ্রিত চুলের কলপ ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াও হয়। প্রকৃত সীস শূল অনেক সময় নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন বিষয় এবং সীসাজনিত কি না তাহা পরিষ্কার জানিতে না পারিলে প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচনে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। একবার বিলাতের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে এই প্রকার একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ডাক্তার হেরাপথ (Dr. Herapath) লিখিত ১৮৫০ সালের London medical Gazette এ ঘটনাটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন—হঠাৎ দেখা যায় একটি গ্রামের প্রায় সমুদায় অধিবাসিই এই প্রকার সীস শূল যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়। প্রথমতঃ ইহার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। তৎপর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা যায় যে, পানীয় জলেই তাহাদের এইরূপ শূলের কারণ হইয়াছিল, কারণ উক্ত জল একটি সীসার কারখানার ধার দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিত। এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন প্রকৃত সীস শূল নির্ণয় করা এক এক সময় কিরূপ কঠিন বিষয় হইয়া পরে, (How carefully we have to investigate, in cases resembling lead colic, whether the disease is not caused by poisoning, is shown by Dr. Herapath, in the London Medical Gazette, 1850, where a whole village were attacked with the lead

colic by using water from a brook that flowed at some distance from lead works and in eight hundred thousand parts of water contained one part of carbonate of lead—Baehr Science and Therapeutic Page 474. Vol. 1).

ডাক্তার হার্টিমেন এক স্থলে সীসশূল যন্ত্রণার লক্ষণসমূহ অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মূল কথাই নিম্নে তুলিয়া দিলাম।

The colicky pains are at first dull, intermittent as the disease increases in volume,the pains become twisting, constrictive, boring, they concentrate in the pit of the stomach and unbilical region, whence they spread towards the chest, back, hips, into the upper and lower extremities. Finally, the paroxysms run into each other, the pain becomes continuous, as a rule worse in the evening and night and is often so agonizing, that the patients endeavour to moderate it by tossing about, writhing and twisting, crying and moaning compressing the abdomen sometimes seems to moderate the pain. The abdominal muscles, are sometimes contracted so rigidly, that the abdomen is quite tense and hard drawn in towards the spine, which can be felt through the abodominal integuments. The bowels are obstinately constipated, sometimes an evacuation is obtained, only with incredible effort, in a week or fortnight, consisting of hard little balls resembling sheep or goat dung.

সীস শূল যন্ত্রণার ওপিয়মও একটি অব্যর্থ ঔষধ, এমন কি এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণও ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন কিন্তু তাঁহারা ইহা অন্য প্রকারে ব্যবহার করেন। ডাক্তার বেয়ার সাহেব তাহার গ্রন্থে এই বিষয় কি বলিতেছেন তাহা শুনুন—"In lead colic opium is undoubtedly a most valuable specific acknowledged as such even by Allopathic physicians. Homœopathic physicians explain the

curative action of opium in this disease, in a very different manner, for it is upon its constipating action that the curative power of this drug in lead colic depends. Hahneman says—Opium cures lead colic Homœopathically because the constipation produced by lead, yields to the opium constipation. According to the vast number of observations, opium is one of the most efficient remedies against lead colic.

ওপিয়ম সীস-শূল যন্ত্রণা অন্য ভাবে আরোগ্য করে। প্রত্যক্ষ যন্ত্রণার উপর ওপিয়মের কোন কার্য্য নাই। কোষ্ঠকাঠিন্যের উপরই ইহার আরোগ্য-কারিতা নির্ভর করে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীভূত হইলেই যন্ত্রণা আরোগ্য হয়। সীসজনিত কোষ্ঠকাঠিন্যেরও ওপিয়ম একটি ঔষধ বটে, কাজেকাজেই ওপিয়ম সীসশূলের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডাক্তার ফ্র্যাঞ্জ (Dr. Franz) বলেন—প্লাটিনা সীস শূলের ওপিয়ম অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ইহা সকলে সমর্থন করেন না এবং ইহার চিকিৎসায়ও তত উপকারিতা দেখা যায় নাই—(In accordance with the observation of Dr. Franz, Platina is more efficient than opium. So far, however, this recommendation has not been confirmed by practical experiments).

পক্ষাঘাত (Paralysis)—প্লাম্বাম পক্ষাঘাতের একটি উত্তম ঔষধ। প্রথম বিশেষত্বই হাতের কব্জীতে (wrist) দেখিতে পাওয়া যায়। কব্জীর প্রসারক পেশী (extensor muscle) পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয় তদহেতু পড়িয়া থাকে। প্লাম্বাম সীসা ঘটিত পক্ষাঘাত ব্যতীত, অন্য কারণ হইতে উদ্ভূত পক্ষাঘাতেও উত্তম কার্য্য করে এবং উক্ত স্থান ব্যতীত শরীরের অন্য স্থানেও পক্ষাঘাত বিস্তারিত হয় এবং প্রায়ই সঙ্কোচক পেশী (flexor muscle) অপেক্ষা প্রসারক পেশী অধিক আক্রান্ত হয়। ইহা ব্যতীত সীসজনিত বিষাক্তে দন্তের মাড়ীর ধারে এক প্রকার নীলবর্ণ রেখা প্রকাশ হইতে দেখা যায়—তাহাকে ইংরাজীতে জিঞ্জিভাল রেখা বলা হয় (there appears

on the border of the gums a blue line known as the gingival line of lead poisoning)। প্লাম্বামের পক্ষাঘাতের সহিত স্থান শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং ইহা যে প্রকৃত যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন (organic change) হেতু হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই, তবেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—প্লাম্বাম কশেরুক মজ্জার (spinal cord) রোগ হেতু পক্ষাঘাতেরও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্লাম্বামের পক্ষাঘাতের বিশেষত্বই হইতেছে প্রসারক পেশীসমূহ (extensor muscle) পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয় এবং সঙ্কোচক পেশীসমূহ প্রাধান্য লাভ করে যেমন হস্তদ্বয় ভিতর দিকে বেঁকিয়া যায় এবং ইহার সহিত অনেক সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যন্ত্রণাও বর্ত্তমান থাকে। (Lead paralysis has the peculiarty, that the extensor muscles are paralyzed and the flexor muscle gain tho ascendency, so that the hands are drawn inwards, towards the forearm, very often, pain in the limbs continues at the same time. The patient emaciate rapidly, the skin becomes dry—Baehr's Science Page 476 Vol I)

প্লাম্বামের পক্ষাঘাতের আর একটি বিশেষত্ব পক্ষাঘাতগ্রস্থ স্থানে অত্যন্ত শীঘ্র উত্তাপ হ্রাস হয় এবং স্পর্শ-চেতনা ও গতি-বিধায়ক স্নায়ু উভয়েরই কার্য্য ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। ইহার সহিত আর একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি, প্লাম্বামে প্রায়ই শরীরের উর্দ্ধভাগ অথবা নিম্নভাগের পক্ষাঘাত অধিক হইতে দেখা যায় (Paralysis of either upper or lower limbs with wasting of muscular tissues, loss of motion and sensation—Johnson)। প্লাম্বামকে Progressive paralysis অর্থাৎ যে স্থলে শরীরের কোন অঙ্গ বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গ ক্রমশঃ পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হইয়া শুষ্ক হইয়া আসিতে থাকে—তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে। পক্ষাঘাতের সহিত শুষ্কতা থাকা চাই।

প্লাম্বামের এইরূপ পক্ষাঘাত একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এবং সমুদয় রোগীর মধ্যেই একটি নিশ্চেষ্টতা, শারীরিক এবং মানসিক উভয়েতেই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া

যায়। চিন্তা শক্তি, অনুভতি শক্তি ইত্যাদিও দুর্ব্বল। গাত্রত্বকের স্পর্শাধিক্যতাও স্বল্প, পিন কিম্বা আলপিন দ্বারা খোঁচা দিলেও শীঘ্র টের পায় না—স্নায়ুসমূহের কার্য্যকারিতা শক্তিও কম (Nerves do not convey their messages with the usual activity) গাত্রত্বকের স্পর্শাধিক্যতা হ্রাস হইয়া ক্রমশঃ প্রকৃত পক্ষাঘাত অবস্থা উপস্থিত হয় এবং তখন আর কোন প্রকার স্পর্শ চেতনা বোধ থাকে না। প্লাম্বামে দেখিতে পাওয়া যায় হস্ত পদের অঙ্গুলি, হস্তের চেটো, পায়ের তলা ইত্যাদি প্রথমতঃ অসাড় বোধ হইয়া ক্রমশঃ গাত্রত্বকে মেরুদণ্ডের দিকে বিস্তারিত হয়।

প্লাম্বামে ইহাও দেখা যায়—স্থানের এক একটী পেশীও পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্লাম্বামে প্রসারক পেশী (extensor muscle) অধিক পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয়। রোগী কোন বস্তু উক্ত হস্ত দ্বারা উঠাইতে পারে না, এইরূপ অবস্থা পিয়ানো বাদক, টাইপরাইটিং লেখক ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়—তাহারা অঙ্গুলি ইচ্ছামত চালনা করিতে পারে না।

কিউরারি (Curare)—এই ঔষধটিতেও এই প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—প্রসারক পেশীর অত্যধিক চালনা হেতু পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয় (Paralysis from overexertion of the extensor muscle)। রাসটক্সেও এইরূপ অবস্থা হইতে পক্ষাঘাত উপস্থিত হইতে দেখিতে পাওয়া গেলেও কিন্তু রাসটক্সে "ঠাণ্ডা লাগা" কারণ থাকা প্রয়োজন এবং রাসটক্স তরুণ অবস্থায় নির্ব্বাচিত হয়, কিউরেরি এবং প্লাম্বাম পুরাতন অবস্থায় প্রয়োগ হয়।

গর্ভপাত (Abortion)—জরায়ুতে এই ঔষধটির একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—জরায়ুর মধ্যস্থিত ভ্রুন বৃদ্ধি হইতে থাকে অথচ সেই অনুযায়ী জরায়ুর পেশীতন্তু সমূহ (muscular fibres) বিকাশ প্রাপ্ত (develop) হয় না, কাজেই জরায়ু তাহার মধ্যস্থ ভ্রূনকে অধিক দিন রাখিতে পারে না—গর্ভপাত হইবার আশঙ্কা হয়।

স্নায়ুশূল (Neuralgia)—ভীষণ শূল বেদনা হয়। ইহার বিশেষত্ব হইতেছে যন্ত্রণাযুক্ত স্থান শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় (painful parts withers)।

যন্ত্রণা কটি স্নায়ু (sciatic nerve) দিয়া নিম্নে বিস্তারিত হয়, জ্বলনযুক্ত, তীর বিদ্ধবৎ, মনে হয় অস্থি অবস্থিত স্থান হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ফেলা হইতেছে এবং আক্রান্ত স্থান শুষ্ক হইতে থাকে। স্কন্ধপ্রদেশে, বাহুতে, বাহুর নিম্নে, বাহুস্থিত স্নায়ুসমূহে (brachial plexus) মুখমণ্ডলের এক পার্শ্বে ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয় এবং স্থান শুষ্ক হয়।

অন্ত্রবৃদ্ধি এবং অন্ত্রাবরোধ (Hernia)—সকলপ্রকার অন্ত্র বৃদ্ধিতে (Hernia) রুদ্ধ (strangulated), উরুস্থীয় (Femoral belonging to thigh), বঙ্ক্ষনীয় অর্থাৎ কুচকি স্থানে (inguinal) এবং নাভিদেশে (umbilical) প্লাম্বামের প্রয়োগ দেখা যায়। ভীষণ শূল যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে, নিম্নোদর মেরুদণ্ডে সাঁটিয়া যায়, তলপেট নৌকার ন্যায় খাল হইয়া যায়। অন্ত্রাবরোধেও (Intussusception) প্লাম্বাম ব্যবহার হয়—যন্ত্রণার সহিত অনেক সময় বিষ্ঠা বমনও বর্ত্তমান থাকে।

নক্সভমিকা—অন্ত্র বৃদ্ধি umbilical অথবা inguical হউক ইহাও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিবার সময় রোগী নিম্নোদরে বিশেষতঃ কুচকি প্রদেশে (inguinal) দুর্ব্বলতা অনুভব করে। নাক্সভমিকায় বামদিক অধিক আক্রান্ত হয়। লাইকোপোডিয়ামে দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়।

মুত্রবিকার (Uraemia)—প্লাম্বামে সমুদয় স্থনের পক্ষাঘাত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে এবং প্রকাশও পায়—মলমূত্র ইত্যাদি ত্যাগ করিতেও সঙ্কোচক পশীর দুর্ব্বলতা বোধ করে এবং মূত্র নিঃসরণ—retenton and suppression উভয়ই প্লাম্বাবে প্রকাশ পাইতে দেখা যায় এবং এতদকারণ-বশতঃ ইউরিমিক কোমাতে (uraemic coma) প্লাম্বাম অনেক সময় প্রয়োগ হয়। (ঔষধের শেষে রোগীর বিবরণ দেখ)।

প্রলাপ (Delirium)—প্রলাপেও প্লাম্বামের সময় সময় ব্যবহার দেখা যায় এবং প্রলাপ অনেকটা বেলেডনার ন্যায়—নিকটে যাহাকে পায় কামড়াইতে যায়, মারিতে যায় কিন্তু প্লাম্বামে মস্তকের এবং হস্তের কম্পন

(tremor) বর্ত্তমান থাকে, মুখে এবং দাঁতে পীতবর্ণ শ্লেষ্মার সমাবেশ হয় এবং প্রলাপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে শূলবেদনা হয়, এতদ্লক্ষণ সমুদয় বেলেডনায় কিছুই থাকে না। মস্তিষ্ক বিশৃঙ্খলতা ব্যতীত নিম্নলক্ষণগুলিও দেখা যায়—মস্তক ঘূর্ণন, সম্মুখে কিংবা পশ্চাতে ভীষণ শীরঃপীড়া, কর্ণে গোলমাল শব্দ, দৃষ্টির গোলযোগ, দ্বিদৃষ্টি, গলদেশের সঙ্কোচন (contraction of pharynx) মানসিক দুর্ব্বলতা, বিমর্ষভাব এবং অবসন্নতা।

মৃগীরোগ (Epilepsy) প্লাম্বাম মৃগীরোগে প্রায়ই ব্যবস্থা হয়। ইহার বিশেষ লক্ষণই হইতেছে আক্রমণের পূর্ব্বে পদদ্বয়ের পক্ষাঘাতের ন্যায় ভার ভার বোধ এবং তৎপরে পক্ষাঘাত ও নাসিকা শব্দসহ গভীর নিদ্রা।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত, শুষ্ক, গুট্লে গুট্লে এবং ছাগলের নাদির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, মলত্যাগকালীন অত্যন্ত কুন্থন এবং মলদ্বার অবরোধক শেপীর (sphincter ani) আক্ষেপ (spasm) বর্ত্তমান থাকে। মনে হয় মলদ্বারকে রজ্জু দ্বারা উপরে টানিতেছে (sensation as though a string were drawing the anus up into the rectum)। মল শক্ত হেতু নির্গত হইতে পারে না, আট্কাইয়া থাকে। মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশীর দুর্ব্বলতা অথবা পক্ষাঘাত। অন্তঃস্বত্ত্বাবস্থায় প্ল্যাটিনায় উপকার না হইলে প্লাম্বাম প্রয়োগ হয়।

এলিউমিনা—মল শক্ত অথবা নরম চট্চটে কিন্তু অত্যন্ত বেগ থাকে এমন কি নরম মলত্যাগেও অত্যন্ত কোঁতাইতে হয়, সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতাই ইহার প্রধান কারণ।

ওপিয়ম—মল শক্ত, গোলাকার আকৃতি কাল এবং মল বহির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায় (সাইলিসিয়া)। মলত্যাগের ইচ্ছা হয় না। সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা অথবা আংশিক পক্ষাঘাত। শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যের একটি উত্তম ঔষধ।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহা অত্যন্ত গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। কশেরুক মজ্জাগত রোগ (spinal disases) হইতে উদ্ভুত ব্যাধিতে—পক্ষাঘাত, মৃগী রোগ ইত্যাদিতে উচ্চক্রম ২০০ দুই একবার মাত্র ব্যবহার হয়, পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ চলে না। দুই এক মাত্রায় উপকার না দর্শিলে আর অধিক ব্যবহার করা উচিৎ নয়। শূল বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদিতে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইতে পারে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—শূলযন্ত্রণায় এলিউমিনা, প্ল্যাটিনা, ওপিয়ম। পশ্চাদ্দিকে নাভির আকর্ষণে (retraction of navel) পডফাইলম। রুদ্ধ (strangulated) অন্ত্র বৃদ্ধিতে—নাক্সভমিকা।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যন্ত্রণা)।

রোগের উপশম—ঘর্ষণে (rubbing), শক্ত চাপে।

রোগীর বিবরণ

একজন পশ্চিম দেশীয় ভদ্রলোক, বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর হইবে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন এক স্বদেশী কাপড়ের কলের আফিসে কাপড় প্রস্তুতের জন্য তুলার দালালি করিত। অনেকগুলি তুলার নমুনার বাণ্ডিল হাতে করিয়া অফিসে আসিতেন। কিছুদিন ভদ্রলোকটি দক্ষিণ পদের দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে লাগিলেন অথচ লোকটির শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল, কোন প্রকার যে রোগ আছে, তাহা দেখিলে মনে হইত না। ক্রমশঃই পায়ের দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, লোকটি তখন আর অধিক চলাফেরা করিতে পারিত না। একখানা ঘোড়ার গাড়ী ক্রয় করিয়া লইলেন কিন্তু তাহাতে যদিও কিছু হাঁটাহাঁটি কম পড়িল কিন্তু অফিসের দ্বিতল ত্রিতলে উঠিতে কষ্ট বোধ করিতেন। প্রথমতঃ আয়ুর্ব্বেদীক চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন, কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজগণকে দেখাইলেন। প্রায়

দেড় মাস চিকিৎসা করিয়াও কিছু ফল না পাইয়া এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ধরিলেন, তাহাতে অনেক প্রকার মালিস এমন কি শূকরের চর্ব্বি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতেও কিছুই উপকার না পাইয়া তখন হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করিয়া আমাকে জানাইলেন। আমি সেই সময় কেবল মাত্র হোমিওপ্যাথিক পড়িতেছি। আমি তাহাকে ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট লইয়া যাই, তখন তাহার একটি পা অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, আর একটি পদও আক্রান্ত হইয়াছে, পা ছেঁচরাইয়া ছেঁচড়াইয়া হাঁটিত। ডাক্তার দত্ত মহাশয় তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া প্লাম্বাম ২০০ শক্তির একটি মাত্রা প্রথম দিবস সেবন করিতে দিলেন অন্য কোন ঔষধ লাগাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তিনি আমাকে এই মাত্র বলিলেন, "ইহা Progressive paralysis ইহাকে যাহা দিলাম তাঁহাতে উপকার হওয়া উচিৎ। প্রায় ২ সপ্তাহ ঔষধ ব্যবহার হইল কিন্তু কিছুই উপকার হইল না। তিনি তাহাকে আর এক মাত্রা ২০০ ক্রম দিলেন। এই প্রকারে রোগী প্রায় ৬ মাসে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

২। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক চিকিৎসক তাহার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসেন। দুই দিন যাবৎ তাঁহার স্ত্রী অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন এবং কয়েক দিন হইতে কিছুমাত্র প্রস্রাব হইতেছে না, ক্যাথিটার দ্বারা চেষ্টা করিয়াও দেখা হইয়াছিল। মূত্র থলিতে প্রস্রাব কিছুই নাই। এই প্রকার অবস্থা হইবার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই রোগীর মধ্যে সমুদয় কার্য্যে দীর্ঘসূত্রতা (slowness) লক্ষণের প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল এবং সকল সময় নাভিদেশে পৃষ্ঠদেশের অস্থিতে রজ্জু দ্বারা টানিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বোধ অনুভব করিতেছিল। মধ্য রাত্রিতে উক্ত ডাক্তার মহাশয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আসিয়া আমাকে নিদ্রা হইতে তোলেন এবং বলিলেন, রোগী মৃতবৎ রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছে এবং ধীরে ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছে, বোধ হয় বাঁচিবে না। এবম্ভাবস্থায় আমি তাহাকে প্লাম্বাম উচ্চ ক্রম প্রয়োগ করি এবং উক্ত ঔষধ সেবনের কিছুক্ষণ পর প্রচুর প্রস্রাব ত্যাগ করে। একমাত্র প্লাম্বামে কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে—ডাঃ কেণ্ট।

প্ল্যাটিনা (Platina)

ইহা একটি ধাতু পদার্থ ইহার অধিকাংশ কার্য্য স্ত্রীলোকের মধ্যেই আবদ্ধ এবং বারাঙ্গনাদিগের উপযুক্ত ঔষধ। এই ঔষধটির লক্ষণসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—প্রথমতঃ মানসিক, দ্বিতীয়তঃ স্নায়বীক এবং তৃতীয়তঃ—জননেন্দ্রিয়ক অর্থাৎ ঔষধটির প্রধান কার্য্যই হইতেছে জরায়ু ডিম্বাশয়, মস্তিষ্ক এবং স্নায়বীয় বিধানের উপর।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। মাসিক ঋতুস্রাব খুব শীঘ্র এবং প্রচুর পরিমাণে হয় (who suffer from too early and too profuse menses)। স্ত্রীলোক রোগা এবং রক্তপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট (sanguine temparament).

২। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়, যোনিদেশ, অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য—কাপড়ের অথবা অঙ্গুলির স্পর্শ সহ্য হয় না। সঙ্গমক্রিয়াকালীন স্পর্শাধিক্যতা হেতু মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়। (মিউরেটিক এসিড) ঋতুস্রাব কালীন যোনিদেশে কাপড় লইতে পারে না।

৩। স্নায়ুশূল যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় এবং ধীরে ধীরে হ্রাস হয় (ষ্ট্যানাম) এবং যন্ত্রণার সহিত আক্রান্ত স্থানে অসার বোধ বর্ত্তমান থাকে (ক্যামোমিলা)।

৪। রোগী অত্যন্ত অহঙ্কারী, আত্মম্ভরী সকলকে তুচ্ছ এবং হীন জ্ঞান করে কিন্তু নিজেকে সকলের অপেক্ষা উচ্চ মনে করে। নিজের চতুর্দ্দিকের সমুদয় দ্রব্য ক্ষুদ্র দেখে এবং সকলে শারীরিক এবং মানসিক বিষয়ে নিজ অপেক্ষা হীন।

৫। বাহ্যিক লক্ষণের প্রকাশে মানসিক লক্ষণের অবসান আবার মানসিক লক্ষণের প্রকাশে বাহ্যিক লক্ষণের অবসান। (mental symptoms appear physical symptoms disappear and vice-versa)।

৫। কামোন্মাদ বিশেষতঃ সুতিকা (lying-in women) অবস্থায় এবং কুমারীদিগের মধ্যে অত্যধিক প্রবল। মনে হয় সহবাস ইচ্ছার স্বাভাবিক বৃত্তি অসাময়িক অথবা অত্যন্ত অধিকরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত। (Premature or excessive development of sexual instinct)।

৭। ঋতুস্রাব—অতি শীঘ্র, প্রচুর এবং অধিকদিন স্থায়ী। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ ঘন, চাপ চাপ দুর্গন্ধযুক্ত এবং জরায়ুতে খেঁচিয়া ধরা যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। (with bearing down pains in the uterus)

৮। সীসার দ্বারা বিষাক্ত হওয়ার দরুণ অথবা অন্ত্রের দুর্ব্বলতা হেতু কোষ্ঠকাঠিন্য (Alumina)। পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা। মল চটচটে কর্দ্দমের ন্যায়, মলদ্বার হইতে ছাড়িতে চায় না আঠার ন্যায় ধরিয়া থাকে। পরিব্রাজকদিগের এবং গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্যে অধিক উপযুক্ত।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী তাহার চতুর্দ্দিক হইতে নিজেকে আকারে বড় মনে করে।

২। সামান্য কারণেই অত্যন্ত বিরক্ত হয় এবং বিরক্তি ভাব অনেকক্ষণ থাকে।

৩। জরায়ু এবং যোনিদেশ অত্যন্ত চুলকায়।

৪। হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্থ রোগী কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন বিমর্ষ হইয়া বসিয়া থাকে।

৫। মানসিক অসুস্থতা—ভয়, বিরক্ত, মৈথুনক্রিয়া এবং অহঙ্কার বশতঃ।

মানসিক লক্ষণ—মানসিক লক্ষণগুলি অদ্ভুত প্রকৃতির—রোগী অত্যন্ত অহঙ্কারী, দাম্ভিক, আত্মম্ভরী। নিজেকে খুব বড় মনে করে, অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে, ঘৃণার চক্ষে দেখে। কিছুক্ষণ বাইরে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া মনে করে তাহার চতুর্দ্দিকে সকলে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং সকলেই মানসিক এবং শারীরিক উভয় বিষয়েই তাহার অপেক্ষা হীন এবং তিনি নিজে মানসিক ও শারীরিক সকল বিষয়েই তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ("Pride and over estimation of one's self, looking down with haughtiness on others". Illusion of fancy, on entering the house after walking an hour, as if everything about her were very small and all persons mentally and physically inferior, but she herself physically and mentally superior"). এই মানসিক লক্ষণের সহিত আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা হইতেছে রোগী সমস্ত বস্তুই স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা ক্ষুদ্র দেখে (object looks smaller to her than natural)। ইহা ব্যতীত প্লাটিনা মানসিক ও স্নায়বিক বিধানেও উত্তেজনা উৎপন্ন করে—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সমুদয় দ্রব্য তাহার নিকট ভীষণ বোধ হয়। কল্পনার চক্ষে সে ভূত প্রেত ইত্যাদি দেখে। এই বিষয়ে ইহা অনেকটা ক্যালিব্রোমেটাম এবং হাইয়োসিয়ামাসের অনুরূপ কারণ ইহাদের উভয়েতেই উক্ত প্রকার ভূত প্রেতের দেখা লক্ষণ রহিয়াছে। সমস্ত জিনিষই রোগীর নিকট অপরিচিত এবং অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। যখন সে তাহার নিজের ঘরে প্রবেশ করে জিনিষপত্র সমুদয় অপরিচিত মনে হয় এবং কোথায় দেখিয়াছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। এক এক সময় আবার অত্যন্ত বিষাদপূর্ণ অবস্থা

প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়—মনে করে মৃত্যু সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে এবং এই আশঙ্কায় ভীত হয়। অনেকটা আর্সেনিক এবং একোনাইটে এইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেলেও কিন্তু একোনাইটের ন্যায় মৃত্যুর সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলা অর্থাৎ অমুক সময়ে মারা যাইব ইত্যাদি আমরা প্ল্যাটিনায় দেখিতে পাই না। ইহা ব্যতীত অনেক সময় রোগী হিষ্টিরিকেল (Hysterical) ভাবাপন্নও হয়—কখন হাঁসে কখন কাঁদে কিংবা কখন বিমর্ষ হইয়া বসিয়া থাকে (ইগ্নেসিয়া, ক্রোকাস, পালসেটিলা)। এই প্রকার মানসিক লক্ষণসমূহ অনেকটা লিঙ্গ সম্বন্ধীয় উত্তেজনার উপর নির্ভর করে বলিয়া বোধ হয়। সামান্য বিষয়েই রোগী অত্যন্ত বিরক্ত হয় এবং তদ্দহেতু অনেকক্ষণ দুঃখিত হইয়া বসিয়া থাকে।

প্ল্যাটিনায় আর একটি বিশেষ অদ্ভুত প্রকৃতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে—বাহ্যিক লক্ষণের (physical symptoms) অবসানে মানসিক লক্ষণের প্রকাশ, আবার বাহ্যিক লক্ষণের প্রকাশে মানসিক লক্ষণের অবসান। এই লক্ষণটি বোধ হয় আমরা আর কোন ঔষধেই তেমন দেখিতে পাই না। ডাক্তার ন্যাস এই লক্ষণটি এবং আর আর মানসিক লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া একটি স্ত্রীলোকের উৎকট উন্মাদ রোগ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন, "I was led by it to prescribe the remedy in a very obstinate case of insanity which has resisted the skill of the several allopathic physicians of note and they finally decided that the case must be sent to the Insane Asylum. The parents however, who were quite, wealthy, could not consent to that and were induced to try Homoepathy. I gave her Platina on the strength of the mental indications coupled with another prominent symptoms which also appears under this remedy viz—"Physical symptoms disappear as mental symptoms appear and vice versa. The physical symptom was a pain in the whole length of spine. This was the symptoms alternating with the mental one. এই স্থলে বাহ্যিক

লক্ষণ ছিল রোগীর মেরুদণ্ডের সমুদয় স্থান ব্যাপিয়া যন্ত্রণা। ইহা পর্য্যায়ক্রমে মানসিক লক্ষণের প্রকাশে অবসান হইত আবার মানসিক লক্ষণের অবসানে প্রকাশ পাইত।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা—প্ল্যাটিনায় শরীরের নানা স্থানে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা প্রকাশ পায় এবং স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় কয়েকটি পরিষ্কার পরিচায়ক লক্ষণ থাকে। প্রথমতঃ যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় এবং ধীরে ধীরে হ্রাস হয়। দ্বিতীয়তঃ যন্ত্রণা খিলধরা স্বভাবের (cramping character) এবং আক্রান্ত স্থান অবশ বোধ হয়। এই প্রকার যন্ত্রণা প্রায়ই মস্তকে বোধ হয়। নাসিকার মূলদেশে (root of the nose) ভীষণ যন্ত্রণা হয়—মনে হয় স্থানটি যেন জাঁতায় পিশিয়া ফেলিতেছে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সুড় সুড় এবং অসাড় বোধ বর্ত্তমান থাকে (followed by tingling numbness) ইহার দ্বারা পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যায় যে যন্ত্রণা কোন শিরার মধ্যে হইতেছে। এই প্রকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি এবং ক্রমশঃ হ্রাস হওয়া ষ্ট্যানামেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ষ্ট্যামাম রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, প্লাটিনা তত দুর্ব্বল নয়। আবার যন্ত্রণার সহিত অবশ বোধ ক্যামোমিলার একটি বৃহৎ লক্ষণ বটে, কিন্তু ক্যামোমিলা রোগী খিটখিটে স্বভাবের, উভয় ঔষধের মানসিক লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। প্ল্যাটিনার স্নায়ুশূল যন্ত্রণার সহিত বেলেডোনার কতক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়, উভয় ঔষধেই মস্তকে রক্তাধিক্য হয়, মুখমণ্ডল এবং চক্ষু লালবর্ণ হয় এবং প্রলাপ বকে কিন্তু যন্ত্রণা সম্বন্ধে ইহারা অত্যন্ত বিপরীত। প্লাটিনার যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় এবং ধীরে ধীরে হ্রাস হয় আর বেলেডনার যন্ত্রণা হঠাৎ বৃদ্ধি হয় হঠাৎ হ্রাস হয়।

ক্যাপ্সিকাম—ইহাও স্নায়ুশূল যন্ত্রণার একটি উত্তম ঔষধ বটে, ইহা থলথলে শরীরযুক্ত লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। মুখমণ্ডলে অত্যন্ত জ্বালাকর যন্ত্রণা হয়। সামান্য বায়ুর স্পর্শেই—শীতল কিংবা উষ্ণই হউক—যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

ভারভাসকাম—আক্রান্ত স্থান অত্যধিক অবশ হয় এবং যন্ত্রণায় যেন পিশিয়া ফেলিতেছে এইরূপ মনে হয়। ইহা মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে অধিক ব্যবহার হয়। কথা বলায়, হাঁচিতে, উত্তাপের পরিবর্ত্তনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং প্রত্যহ প্রাতে ৯টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টার মধ্যে হয়।

আর্সেনিক—ইহা মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলের একটি উত্তম ঔষধ বটে—যন্ত্রণা টাটানি, সূচবিদ্ধবৎ এবং জ্বালাযুক্ত, উত্তাপে উপশম বোধ করে। প্রত্যহ মধ্য দিবসে কিংবা মধ্য রাত্রিতে অধিক হয়।

স্যাফালিয়াম—ইহাতেও স্নায়ুশূলের সহিত অবশভাব বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ইহা সচরাচর নিম্নোদরের স্নায়ুশূলে প্রয়োগ হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় এবং কামোন্মাদ—প্লাটিনায় স্ত্রীজননেন্দ্রিয় অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় এত অধিক যে সামান্য কাপড়ের কিংবা হস্তের স্পর্শ সহ্য হয় না, আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং সঙ্গম ক্রিয়াকালীন মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। (Genitals excessively sensative, cannot bear to be touched will almost go into spasm from examination and almost faint during intercourse)। ইহা ব্যতীত যোনিপ্রদেশের বাইরে এবং ভিতরে সর্ব্বদা সুড় সুড় বোধ করে, সর্ব্বদা এইরূপ হওয়ায় এত অধিক উত্তেজনা উৎপন্ন হয় যে শেষে উহা কামোন্মাদে পরিণত হয়। কামোন্মাদে মত্ত হইয়া রোগী যাহাকে তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে চায়। সূতিকা অবস্থায় (lying-in women) এবং বিশেষতঃ কুমারী বালিকাদিগেতে ইহা অত্যধিক প্রবল হয়। মনে হয় সহবাস ইচ্ছার স্বাভাবিক বৃত্তি প্লাটিনায় সময়ের পূর্ব্বে অস্বাভাবিকরূপে অথবা অত্যন্ত অধিকরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। যোনিদেশের স্পর্শাধিক্যতা হেতু অনেক সময় ঋতুস্রাবকালীন নেকড়া রাখিতে পারে না। অত্যন্ত কামপ্রবৃত্তি হেতু বহুকালের বন্ধ্যাত্ব এই ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হইয়াছে। অনেক সময় কামোন্মাদ যোনিপ্রদেশে ক্রিমি প্রবেশ করিয়া সুড় সুড় উৎপাদন বশতঃও হইয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে ক্যালেডিয়াম উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেকে এইরূপ স্থলে সিনা প্রয়োগ করিয়া থাকেন কিন্তু সিনা ইহার প্রকৃত ঔষধ নয়। ইহা ব্যতীত ক্যালেডিয়াম যোনি প্রদেশ চুলকানিরও একটি উত্তম ঔষধ।

ঋতুস্রাব এবং ডিম্বাশয় প্রদাহ—ডিম্বাশয়দ্বয় বিশেষতঃ বাম ডিম্বাশয় স্পর্শাধিক্য এবং জ্বালাযুক্ত যন্ত্রণা হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, ডিম্বাশয়ে যন্ত্রণা হইয়া পুঁজোৎপাদন হইলে হেপার এবং ল্যাকেসিসে ভালরূপ কার্য্য না হইলে প্লাটিনা প্রয়োগে আরোগ্য হইয়াছে। প্লাটিনায় ডিম্বাশয়

অর্ব্বুদ এবং cystic tumors আরোগ্য সংবাদও দেখা যায়। মাসিক ঋতুস্রাব অতি শীঘ্র, সময়ের পূর্ব্বে প্রচুর এবং বহুদিন স্থায়ী হয়। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ, ঘন এবং চাপ চাপযুক্ত, দুর্গন্ধ এবং রজ্জুবৎ লম্বা হয় (stringy), সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু প্রদেশে ঠেলা মারা খিলধরা যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে copious menstrual flow. The flow is dark, even black, and clotted with much fluid blood too early, too profuse and then generally of long lasting, with bearing down pains in uterus with twitching)। এতদ্ব্যতীত ঋতুস্রাব অনেক সময় ১৪ দিনে হয় এবং স্রাব অনেক দিন থাকে, আবার কোন কোন মাসে একেবারেই হয় না। প্লাটিনার খিলধরা যন্ত্রণার সহিত অনেকটা ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আড়ষ্টভাব (tetanic rigidity) এবং তাহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট থাকিতে দেখা যায়। এই প্রকার খিলধরা যন্ত্রণা সচরাচর হিষ্টিরিকেল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিক হয়। ডিম্বাশয়ের যন্ত্রণা, প্রচুর ঋতুস্রাবসহ জরায়ুভ্রংশ এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত স্পর্শাধিক্যতা এই ঔষধটির বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। (ovarian trouble and prolupses with the profuse menses and excessive sensativeness of the genitals to touch or coition)। ঋতুস্রাব কিংবা জরায়ু হইতে রক্তস্রাবের সহিত ডিম্বাশয়ে প্রদাহ, সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা ইত্যাদিও বর্ত্তমান থাকে।

ক্রোকাস—রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ এবং রজ্জুবৎ লম্বা কিন্তু ক্রোকাশে নিম্নোদরে কোন সজীব পদার্থ যেন নড়িয়া বেড়াইতেছে এইরূপ লক্ষণ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে।

ক্যামোমিলা—ইহার রক্তস্রাবও কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ এবং ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত কিন্তু ইহার মানসিক লক্ষণ প্ল্যাটিনা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে।

মেলিফোলিয়াম এবং সেবাইনা—ইহাদের রক্তস্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ, কতক চাপ চাপ এবং কতক তরল।

ম্যাগনেসিয়া মিউর—স্রাব কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ এবং যন্ত্রণাযুক্ত। ম্যাগনেসিয়া মিউরে অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে।

জরায়ুভ্রংশ—জরায়ু কাঠিন্যসহ ভ্রংশে (prolapsus with induration of uterus) অরম মেটালিকামের ন্যায় প্লাটিনাও একটি উপযুক্ত ঔষধ (অরম মেটালিকামে আত্মহত্যাপ্রবণতা অত্যন্ত অধিক থাকে) কুচকি এবং পশ্চাতে সর্ব্বদা চাপ বোধ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে এবং যোনিপ্রদেশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য।

জরায়ু কঠিনতায়—সিপিয়া, অরম মেটালিকাম এবং হেলোনিয়াস উপযুক্ত ঔষধ।

সঙ্গমক্রিয়াকালীন স্পর্শাধিক্যে—সিপিয়া, বেলেডোনা (যোনির শুষ্কতা হেতু)।

সঙ্গমক্রিয়াকালীন রক্তস্রাবে—ক্রিয়োজোট।

সঙ্গমক্রিয়াকালীন হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণায়—ফেরাম, নেট্রাম মিউর, এপিস।

হস্তমৈথুন এবং মৃগীরোগ—যৌবনারম্ভের পূর্ব্ব হইতে হস্তমৈথুন বশতঃ রোগে প্লাটিনার প্রয়োগ দেখা যায়। রোগী বিষাদপূর্ণ এবং উক্ত কুক্রিয়া হেতু মৃগী রোগের ন্যায় খেঁচুনি হয়। খেঁচুনিকালীন মুখমণ্ডল ফ্যাকাসেবর্ণ হয় এবং চুপসিয়া যায় অথচ জ্ঞানশূন্য হয় না অর্থাৎ সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। হস্তমৈথুনের অভ্যাস নিবারণে ডাক্তার ভন গ্র্যাভোল প্লাটিনাকে অতি উচ্চস্থান প্রদান করেন। তিনি বলিতেছেন—I mean to subdue the morbid excitement which keeps up the habit of masturbation in young boys who have been induced into it.

দন্তোদ্গম—দন্তোদ্গমকালীন তরকায়ও প্লাটিনার ব্যবহার দেখা যায় শিশু রক্তশূন্য এবং ফ্যাকাসে, তরকাকালীন দাঁতে দাঁত লাগিয়া যায় (jaws are locked। তরকা কাটিয়া গেলে শিশু পা গুটাইয়া এবং হাঁটু ফাঁক করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে (after the spell the child lies on its back with flexed legs and knees widely separated)।

কোষ্ঠকাঠিন্য—পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা হয়। মল শক্ত পোড়া ঝামার মত অথবা চট্‌চটে কাদার ন্যায়, শীঘ্র মলদ্বার হইতে ছাড়ে না, আঠার ন্যায় লাগিয়া থাকে। অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা (এলিউমিনা) অথবা সীসার দ্বারা বিষাক্ত হওয়ার দরুণ এই প্রকার কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পায় এবং নাক্সভমিকায় উপকার না হইলে প্ল্যাটিনায় উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। অনেকে প্ল্যাটিনাকে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক এবং পরিব্রাজকদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যের উত্তম ঔষধ বলেন।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—অরাম, ক্রোকাস, ইগ্নেসিয়া, কেলি ফস, পালসেটিলা, সিপিয়া, ভেলেরিয়ানা।

———

পেট্রোলিয়াম (Petroleum)

ইহার সাধারণ নাম কেরোসিন তৈল। আর একটি নামে ইহা পরিচিত হয়, তাহা হইতেছে নেপ্‌থা মণ্টেনা (Naptha Montana)। হ্যানিমানই ইহার সিদ্ধান্তকরণ সম্পাদন করেন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। নিদ্রিত অথবা প্রলাপাবস্থায় রোগী মনে করে তাহার পদদ্বয় ডবল হইয়া গিয়াছে, তাহার পার্শ্বে আর একটি লোক শয়ন করিয়া অছে (ভেলেরিয়ানা)।

২। শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাদ্দেশে আরম্ভ হয়, সীসার ন্যায় ভার বোধ হয় (Headache in occiput, which is as heavy as lead).

৩। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায়—পাকস্থলী খালি বোধ হয়, পেটে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, রোগী এতদকারণ সর্ব্বদা আহার করিতে আকাঙ্ক্ষা করে (এনাকার্ডি, চেলিডো, সিপিয়া)।

৪। উদরাময়—জলবৎ তরল, পীতাভ, বেগের সহিত বহির্গত হয়, সর্ব্বদা দিনের বেলায় হয়।

৫। হস্তের চর্ম্ম খস্‌খসে, ফাটা ফাটা, অঙ্গুলির অগ্রভাগ ফাটা ফাটা, প্রত্যেক শীতকালেই চর্ম্মরোগ বৃদ্ধি হয়।

৬। পদদ্বয়ে, কক্ষতলে দুর্গন্ধ হয় (গ্র্যাফাইটিস, স্যানিক, সাইলিসিয়া)।

৭। চর্ম্মরোগ রসযুক্ত এবং অত্যন্ত চুলকায়।

৮। জহাজে, নৌকায়, গাড়ীতে আরোহণে শিরঃপীড়া হয়।

৯। লিঙ্গপ্রদেশে (স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই) দক্রসদৃশ ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায়।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী খিটখিটে, রাগী, ঝগড়াটে (নাক্সভমিকা)।

২। হস্তের চেটো এবং পদদ্বয়ের তলা উত্তপ্ত হয় এবং জ্বালা করে।

৩। হৃৎপিণ্ড শীতল বোধ করে (কার্ব্ব এনা, কেলি মিউর নেট্রাম মিউর)।

৪। সর্ব্বশরীরের গাত্রত্বক যন্ত্রণাযুক্ত হয়। গাত্রাবরণ রাখিতে পারে না, সামান্য আঘাতেই পুঁজোৎপাদন হয়।

৫। লক্ষণসমূহ হঠাৎ আইসে হঠাৎ যায় (বেল, ম্যাগনেসিয়া ফস। প্ল্যাটিনা এবং ষ্ট্যানামের বিপরীত)।

মানসিক লক্ষণ—রোগীর মানসিক লক্ষণের অত্যন্ত বিকৃতি ঘটে, রোগীর নিকট সমুদয় জিনিষ, আত্মীয়স্বজন, বাড়ী ঘর অপরিচিত বলিয়া বোধ হয়। রোগী মনে করে, তাহার হস্ত পদ ডবল হইয়া গিয়াছে, তাহার পার্শ্বে যেন আর কেহ শুইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোক প্রসবের পর মনে করে তাহার শিশুর পার্শ্বে আর একটি শিশু রহিয়াছে এবং সে ইহা ভাবিয়াই আকুল হয়, কি করিয়া এই দুইটি শিশুর সে যত্ন করিবে। পেট্রোলিয়ামের এই প্রকার লক্ষণ জ্বর, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদিতে প্রলাপ অবস্থায় অথবা ঘুমের ঘোরে বলিতে থাকে। সাধারণতঃ পেট্রোলিয়াম রোগী খিটখিটে, ঝগড়াটে, অল্পতেই বিরক্ত (নাক্সভমিকা) এবং সমুদায় বিষয়েই রাগ।

ইকজিমা এবং চর্ম্মরোগ—পেট্রোলিয়ামের চর্ম্মের উপর কার্য্যই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহাতে নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ প্রকাশ

পায় কিন্তু যে সমুদয় চর্ম্মরোগ শীতকালে বৃদ্ধি হয়—তাহাতেই পেট্রোলিয়াম অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যাহারা কেরোসিন তৈলের খনিতে কার্য্য করে—তাহাদিগের মধ্যে চর্ম্মরোগ প্রায়ই প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ফোস্কা সদৃশ ফুস্কুড়ি উৎপন্ন হইয়া তাহা পুরু মোটা পীত আভাযুক্ত মামড়িতে পরিণত হয় এবং রসযুক্ত থাকে। আবার সময় সময় ফুস্কুড়ি গুলিতে মামড়ি পড়ে ফাটিয়া গিয়া ভিতরে ভিতরে ঘা হইতে থাকে এবং গলিত ক্ষতে পরিণত হয়। এইপ্রকার অবস্থা আঙ্গুলে, অণ্ডকোষে, মুখমণ্ডলে এবং মস্তকের খুলির চর্ম্মেতে অধিক প্রকাশ পায়। মামড়িগুলি শুষ্ক হইয়া শক্ত হয় এবং চিড় খাইয়া যায় এবং রক্ত নিস্থৃত হয়।

হস্তের কিংবা পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ কিংবা হস্ত এবং পদের চেঁটো ও তলা কিংবা ধার কিংবা হস্তের পশ্চাতের চর্ম্ম চিরিয়া গেলে পেট্রোলিয়াম তাহার অতি উপযুক্ত ঔষধ। পেট্রোলিয়ামের চর্ম্ম খসখসে, ফাটা ফাটা, এবং ফাটিয়া রক্ত বহির্গত হয়। ইহার চর্ম্মরোগে আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায়, তাহা হইতেছে অত্যন্ত চুলকায়। ভীষণ চুলকায়, রোগী না চুলকাইয়া স্থির থাকিতে পারে না। চুলকাইয়া চামড়া উঠিয়া যায়, রসযুক্ত হয়, জ্বালা করে এবং রক্ত বাহির হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত এই প্রকারও দেখা যায়, কোন প্রকার ফুস্কুড়ি প্রকাশ নাই অথচ স্থান অত্যন্ত চুলকায়।

পেট্রোলিয়ামে ইকজিমা মস্তকের খুলির চর্ম্মে বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অধিক প্রকাশ পায়। জননেন্দ্রিয়ে, ওষ্ঠে, মুখমণ্ডলে, দদ্রুসদৃশ গুচ্ছাকারে চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায় এবং রসস্রাব হইতে থাকে। এই প্রকার অবস্থায়ও পেট্রোলিয়াম একটি উত্তম ঔষধ।

পেট্রোলিয়ামের চর্ম্মরোগে স্থান ফাটিয়া চিরিয়া যায়, রক্তস্রাব হয়, অথবা চিড় খাইয়া রক্ত নিঃসৃত হয়, সময় সময় পুঁজযুক্তও হয় ও মোটা পুরু মামড়ি পড়ে এবং শীতকালে বৃদ্ধি হয়।

পেট্রোলিয়ামের সহিত গ্র্যাফাইটিসের কতক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায় এবং এই উভয় ঔষধই ইকজিমায় অত্যন্ত অধিকরূপ প্রয়োগ হয়। এই উভয় ঔষধের ইকজিমার চর্ম্ম দেখিতে অনেকটা একরূপ কিন্তু পেট্রোলিয়ামের স্রাব

জলবৎ আর গ্র্যাফাইটিসের স্রাব ঈষৎ ঘন মধুবৎ এবং চট্‌চটে। অঙ্গুলির অগ্রভাগের বিদারণ, কঠিনতা ইত্যাদি উভয় ঔষধে যদিও বর্ত্তমান রহিয়াছে কিন্তু অঙ্গুলির বিদারণ হইয়া নখের বিকৃত অবস্থা উৎপন্ন করা একমাত্র গ্র্যাফাইটিসেই অত্যন্ত অধিক, পেট্রোলিয়ামে ইহা কিছুই নাই।

রাসটক্স—ইহার ইকজিমা স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েরই জননেন্দ্রিয়ে অধিক প্রকাশ পায়। অণ্ডকোষ, লিঙ্গ, যোনি কপাট ইত্যাদি স্থানে ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়। রাসটক্সে জননেন্দ্রিয়ের চর্ম্মের ভীষণ প্রদাহ উৎপন্ন করে, প্রদাহ দেখিতে অনেকটা বিসর্প সদৃশ হয়, বড় বড় ফোস্কা দেখা দেয়। পেট্রোলিয়ামে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায় জ্বালা করে। পেট্রোলিয়াম এবং রাসটক্স জননেন্দ্রিয় এবং অণ্ডকোষের ফুস্কুড়ির বিশেষ প্রচলিত ঔষধ (Rhus produces violent inflammation of the skin of the gentials in male and female, erysipelatous inflammation, vesicles and large blebs. Petroleum produces small vesicles which itch and burn, Petroleum and Rhus are the most common remedies for these eruptions, for eruption on the scrotum and genitals.—Kent). অণ্ডকোষের চর্ম্ম বিদারণ হয়, রসস্রাব হয় এমন কি সময় সময় রক্ত পর্য্যন্ত বহির্গত হয়, ইহা ব্যতীত কখন কখন আবার রসস্রাব থাকে না শুষ্ক ফুস্কুরি প্রকাশ পায় এবং ভীষণ চুলকায় ও জননেন্দ্রিয়ের স্থান ঘর্ম্মাক্ত ও রসযুক্ত হয়।

ডাক্তার ন্যাস পেট্রোলিয়ামের চর্ম্মরোগ সম্বন্ধে একটি কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি মূল্যবান, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—There is one very marked characteristic symptom that guides to this remedy, out of a large list having similar eruptions, and that is that the *eruption is worse during the winter season* (Aloe, Alumina, Psorinum). There is no other remedy that has this so prominently.

হেপার সালফার—এই ঔষধটির সহিতও পেট্রোলিয়ামের সাদৃশ্য দেখা যায়। পেট্রোলিয়ামের ন্যায় ইহার রোগও ঠাণ্ডায় এবং শীতে বৃদ্ধি হয়

এবং এই উভয় ঔষধেই সামান্য ক্ষতেই পুঁজোৎপাদন হয় ও উভয়ই অত্যন্ত খিটখিটে কিন্তু হেপার সালফারে পুঁজের সঞ্চার অত্যন্ত অধিক, আর পেট্রোলিয়ামে রসের সঞ্চার অত্যন্ত অধিক এতদ্ব্যতীত চর্ম্মরোগও ইহাদের বিভিন্ন প্রকৃতির।

শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাদ্দেশের শিরঃপীড়ার পেট্রোলিয়াম একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ। শিরঃপীড়া ভীষণ হয় মস্তকের পশ্চাতে যেন একটি ভারি দ্রব্য লাগিয়া রহিয়াছে, যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশেই লাগিয়া থাকে অথবা যন্ত্রণা মস্তকোপরি উঠিয়া কপালে কিংবা চক্ষুতে গিয়া শেষ হয় (সাইলিসিয়াতেও এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে)। কার্ব্বন জাতীয় ঔষধগুলিতে (গ্রাফাইটিস, কার্ব্ব ভেজ, কার্ব্ব এনা) পশ্চাদ্দেশে শিরঃপীড়া অধিক প্রকাশ থাকে। মস্তকের পশ্চাদ্দেশে শিরঃপীড়া ব্যতীত মস্তকের পাশ্চাদ্দেশে গোলাকার আকৃতি জায়গা ব্যাপিয়া যন্ত্রণাও হয় এবং মস্তকের সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় (circumscribed pain in the occiput, aggravated on shaking the head)।

শিরঃঘূর্ণন—জাহাজে, নৌকায়, গাড়ীতে চড়িলে কিংবা কোন চলন্ত জিনিষ দেখিলে মস্তক ঘুরাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বমির উদ্রেক হয় (ককুলাস), মস্তকের পশ্চাদ্দেশেও যন্ত্রণা হয়। এতদ লক্ষণের সহিত পাকস্থলী খালি খালি বোধ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। অন্ধকারে রোগী এতদ শিরঃপীড়া হইতে উপশম বোধ করে। মস্তকের পশ্চাদ্দেশের যন্ত্রণার সহিত শিরঃঘূর্ণন থাকিলেই পেট্রোলিয়াম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ট্যাব্যাকাম—ইহাতে মস্তক ঘূর্ণনের সহিত বমনভাব অত্যন্ত অধিক থাকে ভীষণ বমনোদ্রেক হয়, মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হইয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়, প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং ভীষণ অবসাদ বর্ত্তমান থাকে। পাখার বাতাসে, মুক্ত খোলা বায়ুতে, চক্ষু বুজিলে, স্থিরভাবে শয়নে এবং অন্ধকারে উপশম বোধ করে, উত্তাপে বৃদ্ধি হয়।

প্রমেহ—পুরাতন প্রমেহ রোগের সহিত মূত্রমার্গে অত্যন্ত চুলকানি থাকিলে পেট্রোলিয়াম উত্তম কার্য্য করে। পেট্রোলিয়ামের প্রমেহ রোগের সহিত

চুলকানিই হইতেছে বিশেষত্ব। লিঙ্গের অভ্যন্তর প্রদেশের পশ্চাদ্দিকে অর্থাৎ গোড়ার দিকে অধিক চুলকায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রমেহ স্রাব বর্ত্তমান থাকে। এত ভীষণ চুলকায় যে রোগী রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারে না। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকে। রোগী লিঙ্গ এবং লিঙ্গদেশে সর্ব্বদা চুলকানির জন্য হস্ত বুলাইতে থাকে। প্রমেহ স্রাব সাদা অথবা পীতাভ। প্রমেহের সহিত তরুণ কিংবা পুরাতন হউক চুলকানি থাকিলে পেট্রোলিয়ামের বিষয় চিন্তা করিবে।

মচকান এবং বাত—সন্ধি স্থলের মচকানর বিশেষতঃ বাত গ্রস্থ রোগীর পেট্রোলিয়াম একটি উত্তম ঔষধ। ইহা বিশেষভাবে বাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়—যখন হাঁটু আড়ষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে খোঁচাবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ও গ্রীবার সন্ধিস্থলের আড়ষ্ট এবং মস্তক সঞ্চালনে খট খট শব্দ বর্ত্তমান থাকে।

কাশি—কাশি শুষ্ক রাত্রিতে শয়নে বৃদ্ধি হয়। এই প্রকার কাশি অনেক সময় শিশুদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদিগের কাশির সহিত উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এবং উদরাময় দিনে বৃদ্ধি হয়।

অক্ষিপুট প্রদাহ—অক্ষিপুট প্রদাহে, অক্ষিপুট বিদারণে, চক্ষুর কোনের চিড়নে (fissures in the corners of the eye) পেট্রোলিয়াম প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়। পেট্রোলিয়ামে এতদ্সহ অত্যন্ত চুলকানি বর্ত্তমান থাকে। পেট্রোলিয়ামের এই চুলকানি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রক্তাধিক্যতায় (congestion of mucous membrane) সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকে। অশ্রু প্রণালীর (lachrymal duct) প্রদাহে পূঁজোৎপাদন এবং নালী ক্ষত হইলে পেট্রোলিয়ামকে চিন্তা করিবে।

ঘর্ম্ম—পেট্রোলিয়ামের ঘর্ম্ম বিশেষতঃ পদদ্বয়ের এবং কুক্ষিতলের অত্যন্ত বদ গন্ধযুক্ত। এত অধিক দুর্গন্ধ যে রোগী ঘরে প্রবেশ করিলেই ঘরময় দুর্গন্ধ হইয়া যায়। পদদ্বয় এবং পদদ্বয়ের তলায় প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, ঘর্ম্মে পদদ্বয় ভিজিয়া যায় এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

উদরাময়—প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ইহা প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়। মল পীতাভ জলবৎ তরল দুর্গন্ধযুক্ত, অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যে মিশ্রিত। অতি প্রত্যুষে উদরাময় আরম্ভ হয়। বেগের সহিত বহির্গত হয়। রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া পড়ে। সালফারের উদরাময় অতি প্রত্যুষেই হয় বটে কিন্তু দিনের বেলায় আর অধিক হয় না পেট্রোলিয়ামে সর্ব্বদা দিনের বেলায় হয়, রাত্রিতে কখন হয় না। ইহা ব্যতীত বাঁধাকপি খাইয়া উদরাময়ে পেট্রোলিয়াম উত্তম কার্য্য করে। দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় হয়, পেটফাঁপা থাকে এবং বাঁধাকপির স্বাদযুক্ত উদ্গার উঠে।

পাকাশয় প্রদাহ—অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় পাকাশয় প্রদাহ হয়। যখনই পাকস্থলী খালি বোধ হয়, পেটে যন্ত্রণা হইতে আরম্ভ হয়, আহার করিলে উপশম বোধ করে, রোগী এই কারণ সর্ব্বদা খাই খাই করে (এনাকার্ডি, চেলিডো, সিপিয়া)। এই প্রকার যন্ত্রণা অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় প্রকাশ পায়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সচরাচর ৩০, ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়। কেহ কেহ নিম্নক্রম ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন কিন্তু আমরা উচ্চক্রমের পক্ষপাতী।

সমগুণ ঔষধসমূহ—কার্ব্ব ভেজ, কার্ব্ব এনামেলিস, গ্র্যাফাইটিস, সালফার।

অনুপূরক (Complementary)—সিপিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—শীতকালে, গাড়ী জাহাজ ইত্যাদি আরোহণে।

রোগের উপশম——গ্রীষ্মকালে।

সিকেলিকর (Secale Cor)

ইহার সম্পূর্ণ নাম সিকেলি কর্ণিউটাম। এলোপ্যাথিকে ইহা আরগট (Ergot) নামে পরিচিত। সিকেলি করের পেশী তন্তুর (muscular Fibres) উপরে সঙ্কোচন উৎপন্ন করিতে যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে বলিয়াই প্রসব যন্ত্রণাকালীন জরায়ুর সঙ্কোচন আনয়ন করিতে, প্রসবান্তে রক্তস্রাব বন্ধ করিতে এই ঔষধ অত্যন্ত অধিকরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। সিকেলি করের পেশীতন্তুর উপর যথেষ্ট সঙ্কোচন কার্য্য থাকিলেও কিন্তু প্রধানতঃ স্বাধীন পেশীতন্তুর (involuntary muscular fibres) উপর ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায় (Involuntary muscular fibres are those which carry on their works without the interference).

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। রোগী শীর্ণ, গাত্রত্বক শিথিল, শুষ্ক এবং কোঁচকান। চেহারা ধাতু বিকৃতিযুক্ত (chachectic)। খিট্ খিটে, স্নায়ু প্রধান, ফ্যাকাসে, মুখ চোখ চোপসান। স্ত্রীলোকে অধিক উপযুক্ত।

২। পেশী, পেশীতন্তু সমুদায়ই যেন শিথিল, আলগা, এবং কার্য্যশূন্য (everything seems loose and open, no action, vessels flabby)।

৩। নিশ্চেষ্ট রক্তস্রাব (passive haemorrhages) প্রচুর তরল কৃষ্ণবর্ণ জলবৎ রক্ত, সামান্য সঞ্চালনেই রক্তস্রাব বৃদ্ধি হয়।

৪। রক্তস্রাব প্রবণ ধাতুযুক্ত—(Haemorrhagic diathesis), সামান্য আঘাতেই প্রচুর রক্তস্রাব হয়, রক্ত শীঘ্র বন্ধ হয় না, অল্প

অল্প স্রাব প্রায় সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকে (ল্যাকেসিস, ফস্ফরাস), এতদ্ব্যতীত কলতানি সদৃশ তরল রক্তস্রাবও হয় এবং শীঘ্রই দুর্গন্ধ অবস্থায় পরিণত হয়। রোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুড় সুড় (tingling) বোধ করে এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়।

৫। উদরাময় প্রচুর জলবৎ পুতিগন্ধযুক্ত, কটাবর্ণ (brown) বেগের সহিত নির্গত হয় (গ্যাম্বো), অত্যন্ত দুর্ব্বল করে, যন্ত্রণাশূন্য এবং মলদ্বার ফাঁক হইয়া থাকে (এপিস, ফস্ফরাস)।

৬। গাত্রত্বক শীতল অথচ রোগী গাত্রাবরণ রাখিতে পারে না। (The skin feels cold to the touch, yet the patient cannot tolerate covering)।

৭। ঋতুস্রাব অনিয়ম, প্রচুর, কৃষ্ণবর্ণ, তরল এবং তৎসহিত নিম্নোদরে প্রসববৎ যন্ত্রণা, এতদ্ব্যতীত সকল সময় এমন কি আর এক ঋতুস্রাবের সময় পর্য্যন্ত অল্প অল্প জলবৎ ফ্যাকাসে রক্ত প্রায় লাগিয়া থাকে (Continuous discharge of watery blood until next period.)

৮। প্রসব যন্ত্রণা—অনিয়ম প্রকৃতির এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল, থাকিয়া থাকিয়া এক একবার সম্পূর্ণ জুড়াইয়া যায়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয় অত্যন্ত শিথিল এবং আলগা কিন্তু—বহিষ্করণের ক্ষমতা শূন্য (everything seems loose and open but no expulsive action.)

৯। ভঁ্যাদাল ব্যথা অনেকক্ষণস্থায়ী, অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত ডামরিক সঙ্কোচনবৎ (Hour-glass contraction.)

১০। গাত্রদাহ—মনে হয় যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারিদিক হইতে গাত্রে পতিত হইতেছে।

১১। গ্যাংগ্রিন—বার্দ্ধক্যাবস্থায় শুষ্ক গ্যাংগ্রিন, বাহ্যিক উত্তাপে বৃদ্ধি।

১২। অন্তঃসত্ত্বাবস্থার তিন মাসে গর্ভপাতের আশঙ্কা।

সাধারণ লক্ষণ

ফোঁড়া ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং সবুজ পুঁজযুক্ত শীঘ্র পাকে না এবং আরোগ্যও হয় না। অত্যন্ত দুর্ব্বলকারক।

২। শ্বেতপ্রদর সবুজ অথবা কটাবর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

৩। উদরাময়ের সহিত ভীষণ অস্বাভাবিকরকম ক্ষুধা, অম্লস্বাদযুক্ত পাণীয় পান করিতে আকাঙ্ক্ষা।

৪। বৃদ্ধলোকদিগের অসারে মূত্রত্যাগ। প্রস্রাব জলবৎ কিংবা রক্তযুক্ত এবং মূত্ররুদ্ধ।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—ইহার কার্য্যকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ স্নায়বীয় বিধান সংক্রান্ত, দ্বিতীয়তঃ রক্তসঞ্চালন সংক্রান্ত। স্নায়বীক বিধান সংক্রান্ত সিকেলিকরে অদ্ভুত রকম খেঁচুনি (convulsion) উৎপন্ন হয় এবং এই খেঁচুনি সিকলিকরের একটি সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ—একবার শরীর আড়ষ্ট হইয়া শক্ত হয় পুনরায় শিথিল হয়, এই প্রকারে পেশীসমূহ পর্য্যায়ক্রমে (alternately) আড়ষ্ট এবং শিথিল হইতে থাকে—কিন্তু এইরূপ অবস্থা বিশেষভাবে হস্তের অঙ্গুলিতে অধিক প্রকাশ পায়। হস্ত মুঠা করে কিংবা হস্তের অঙ্গুলিসমূহ বহির্দ্দিকে বাঁকিয়া যায়। মুখমণ্ডলের পেশীর আনর্ত্তন হইতে থাকে এবং মুখমণ্ডলে খেঁচুনি আরম্ভ হইয়া সমুদায় শরীরময় ছড়াইয়া পড়ে। নিম্নোদরের পেশী খেঁচিয়া টানিয়া ধরে, মূত্র অবরোধ হয়, ভীষণ বমনোদ্রেক হয় অথচ বমন বিশেষ কিছুই হয় না, পাকস্থলী ভীষণভাবে সঙ্কোচন হইতে থাকে।

রোগী—সিকেলিকর রোগীর শারীরিক গঠন এবং আকৃতি বিশেষ লক্ষণ, ইহার উপর এই ঔষধের নির্ব্বাচন অত্যন্ত অধিকরূপে নির্ভর করে। শীর্ণ, দুর্ব্বল, লম্বা, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক, কোঁচকান, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, চোপসান এবং চক্ষু কঠোরাবিষ্ট। জরায়ু শিথিল (flabby) থলথলে, expulsive action শূন্য, প্রসব যন্ত্রণা দুর্ব্বল, কিংবা সম্পূর্ণ অভাব। The constitution, temperament and age of the patient are of great importance for it is particularly adapted to feeble, thin, scrawny, cachectic women of lax muscular fibre subject to passive haemorrhages from any outlet of the body.)

গ্যাংগ্রিন (**Gangrene**)—সিকেলিকরে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ায় যে ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় তাহা রক্তবহা নাড়ীর, involuntary muscular fibres এর উপর উক্ত ঔষধের কার্য্য বশতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সিকেলিকর দ্বারা বিষাক্ত হইলে প্রথমতঃ সঙ্কোচন দ্বিতীয়তঃ প্রসারণ পরিলক্ষিত হয়। (The first effect is one of contraction while the secondary action produces dilatation)।

Capillary সমূহ অধিকক্ষণ সঙ্কোচন থাকার দরুণ রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সামঞ্জস্যভাবে সম্পাদন না হওয়ায় রক্ত স্তব্ধাবস্থা (stasis) প্রাপ্ত হয়। কাজে কাজেই স্থানীয় শিরাগুলি উপযুক্ত খাদ্যাভাবে (nuitrition) শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।

শুষ্ক গ্যাংগ্রিন (dry gangrene) বিশেষভাবে বৃদ্ধলোকদিগের পায়ের অঙ্গুলিতে হইলে সিকেলিকর অধিক নির্ব্বাচিত হয়। শুষ্ক গ্যাংগ্রিন ব্যতীত গলিত গ্যাংগ্রিনেও (moist gangrene) উত্তম কার্য্য করে। অঙ্গুলিসমূহ নীল আভা এবং কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়, মনে হয় যেন শৈরিক রক্তের সমাবেশ হইয়াছে। আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম কোঁচকাইয়া যায়, শুষ্ক হয়, স্পর্শ চেতনা থাকে না, ভীষণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বালা করে অথচ আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত বরফবৎ শীতল কিন্তু কোনপ্রকার উত্তাপ কিংবা আবরণ আদৌ সহ্য করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় উচ্চক্রম অধিক কার্য্য করে। রোগের গতিরোধ করিতে না পারিলে কিছুদিন পর আক্রান্ত স্থান সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকরূপে

ধ্বংস হইয়া খসিয়া পড়ে। সিকেলিকরের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার উপর এবং স্নায়বীক বিধানের উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে বলিয়াই আমরা এই প্রকার লক্ষণের প্রকাশ দেখিয়া থাকি। সিকেলিকর গ্যাংগ্রিনে বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায় এবং স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর অনিয়ম থাকিলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। গ্যাংগ্রিনের আর্সেনিক একটি মহৎ ঔষধ বটে এবং সিকেলিকরের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্যও আছে, কিন্তু আর্সেনিক রোগী উত্তাপে উপশম বোধ করে আর সিকেলিকরে উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। অনেকে এইরূপ স্থলে আর্সেনিক এবং কার্ব্বভেজ পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন।

আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম শুষ্ক, কোঁচকান, অসুস্থ নীল আভাযুক্ত অথবা নীল নীল দাগযুক্ত বিশেষভাবে হস্তের পশ্চাতে, পদদ্বয় এবং জঙ্ঘাস্থিদ্বয়ে (Tibia) অর্থাৎ যে সমুদয় স্থানের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া মৃদু সেই প্রকার স্থানে উক্তপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এতদস্থানসমূহ অসার হইয়া শুষ্ক হইয়া যায় এবং সূচ ফোঁটান যন্ত্রণা হইতে থাকে। হস্তপদের প্রান্তদেশ সমূহ জ্বালা করে, সড় সড় করে যেন ত্বকের নিম্নে পীপিলিকা চলিতেছে। বিশেষতঃ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে অধিক হয়, বৃদ্ধাঙ্গুলি কৃষ্ণবর্ণ গ্যাংগ্রিনে পরিণত হয়। এইরূপ অবস্থা বৃদ্ধাবস্থায় রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়া যখন হ্রাস হইয়া আসিতে থাকে তখন প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা হয়।

সঙ্কোচন এবং আবদ্ধ ফুল (Contraction and retained placenta)—সিকেলিকরের সঙ্কোচন জরায়ুতেই অধিকরূপ প্রকাশ পায়, বিশেষরূপে অন্তঃসত্তাবস্থায় জরায়ুতে এবং বহু সন্তানবতী স্ত্রীলোকে ইহার প্রভাব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। জরায়ুর পেশীতন্তু সমূহ (muscular fibres) যতই অধিক দ্বিগুণিত হয়, সিকেলিকরের কার্য্যও ততই অধিক প্রবল হয় (The more the uterine muscular fibres are multiplied the more powerful is the action of Ergot), আর একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যে সমুদয় স্থানের পেশীতন্তুসমূহ সূক্ষ্ম সমান্তরাল নয় অর্থাৎ সোজা নয় (nonstriated) সেইরূপ স্থলেই সিকেলিকর অধিক কার্য্য করে। জরায়ু উক্ত প্রকার পেশীতন্তু স্থান বলিয়া কাজেকাজেই তাহাতে অধিক সঙ্কোচন উৎপন্ন হয়। সিকেলিকরের এতাদৃশ সঙ্কোচন উৎপন্ন

করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই আশঙ্কাজনক গর্ভস্রাবে গর্ভনষ্ট করিতে কিংবা ভ্রূণকে শীঘ্র বহিষ্করণ করিতে, প্রসব যন্ত্রণা অধিক বৃদ্ধি করিতে এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর ভ্রূণের অংশ ফুল ইত্যাদি বহির্গত করিতে অথবা জরায়ুর সঙ্কোচন আনয়ন করিতে প্রায় সকল চিকিৎসকই সিকেলিকরকে অতি উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। সিকেলিকরের সঙ্কোচনের বিশেষত্ব হইতেছে জরায়ু সঙ্কোচন বহুক্ষণ স্থায়ী হয় অথচ যন্ত্রণা তত জোর হয় না। সিকেলিকরে আবদ্ধ ফুলে (Retained placenta) প্রায়ই জরায়ুর ডামরিক সঙ্কোচন (hour glass contraction) হইতে দেখা যায় (Hour glass contraction a form of irregular contraction of the transverse fibres of the uterus, causing it to assume the shape of an hour glass)। এই প্রকার অদ্ভুত সঙ্কোচনে ফুল শীঘ্র বাহির হইতে পারে না কাজে কাজেই এইরূপ অবস্থায় অনেক চিকিৎসক প্রসবের পর হস্ত দ্বারা ফুল বাহির করিয়া থাকেন কিন্তু এবম্প্রকার প্রথা অত্যন্ত দায়িত্বজনক। সিকেলিকরকেই ইহার উপযুক্ত ঔষধ জানিবে এবং কয়েকমাত্রা সেবন করাইলেই ফুল আপনা হইতেই বাহির হইয়া আইসে।

প্রসব যন্ত্রণা (**labour**)—প্রসব যন্ত্রণার সিকেলিকর একটি বিশেষ পরিচিত ঔষধ এবং এতদবিষয়ে ইহার কার্য্য অনেকটা যদিও পালসেটিলার ন্যায় কিন্তু ইহাদিগের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক এবং সিকেলিকরের বিষয় সম্যক জ্ঞান না থাকিলে ইহা ব্যবহারে বিপদে পতিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সিকেলিকরের একটি সর্ব্বপ্রধান এবং সার্ব্বজনীন লক্ষণ হইতেছে Expulsive efforts অর্থাৎ জরায়ুর মধ্যস্থিত সন্তান অথবা সন্তান প্রসবান্তে অবশিষ্টাংশ সমুদয় (যদি কিছু থাকিয়া যায়) ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেওয়া আর পালসেটিলায় প্রসব যন্ত্রণা স্বাভাবিক এবং বৃদ্ধি করতঃ সন্তান প্রসব করিয়া দেওয়া। বস্তুতঃ পক্ষে উভয় ঔষধেই যন্ত্রণা যথেষ্ট হয় অথচ সিকেলিকরে যন্ত্রণার সহিত expulsive effortsএর প্রাধান্য থাকে আর পালসেটিলায় কেবল যন্ত্রণা বৃদ্ধি এবং স্বাভাবিক করিবার ক্ষমতা অধিক থাকে। সিকেলিকরে এই প্রকার ক্ষমতা আছে বলিয়াই অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা গর্ভ নষ্ট করিতে সিকেলিকর এবং কুইনাইন (সিকেলিকর দ্বারা

সন্তান ঠেলিয়া বহির্গত করিয়া দিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় আর কুইনাইন দ্বারা যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়) এক যোগে ব্যবহার করে। কাজে কাজেই সিকেলিকর প্রসব যন্ত্রণায় প্রয়োগ করিতে হইলে সন্তানের অবস্থানের বিষয় এবং প্রসব দ্বার প্রসারণ হইয়াছে কি না, (পালসেটিলার ন্যায়) বিশেষরূপ জানিয়া লওয়া প্রয়োজন, নতুবা জরায়ুস্থ সন্তানের মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। কারণ এইরূপ দেখা গিয়াছে সন্তানের স্থান বৈপরীত্য থাকায় অথবা জরায়ুমুখ যথেষ্ট প্রসারণ না হওয়ায় সিকেলিকর প্রয়োগে সন্তানের মৃত্যু ঘটিয়াছে (It was found that if given before the os was dilated it caused violent, persistent, painful contractions. Which were not only useless to expel the child, but were the means of its death. The intense and unintermitting pressure cut off the foetal circulation and the child died of asphyxia in utero—Richardsen)। এতৎকারণবশতঃ আজকাল বিজ্ঞ এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণও বিশেষ বিবেচনা না করিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করেন না। এই ঔষধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে সন্তানের অবস্থান, জরায়ুমুখ প্রসারণ ইত্যাদির সহিত প্রসব পথের ক্ষুদ্রতা, শিশুর গঠন, (smallness of the passage, size of child) ইত্যাদির বিষয়ও চিন্তা করিবে। যদি সন্তানের বহিরাগমনের উল্লিখিত কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন না থাকে এবং রোগী যদি সিকেলিকরের গঠনযুক্ত হইয়া থাকে তাহা হইবে সিকেলিকর স্বচ্ছন্দচিত্তে প্রয়োগ করা যাইতে পরে, আমি এই স্থলে সিকেলিকর নিম্নক্রম কিংবা মূল অড়িষ্ট ব্যবহারের কথাই বলিতেছি। এবং এই সম্বন্ধে ডাক্তার রিসার্ডসন কি বলিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া দিলাম —I must here protest against the absurd advice given by some writers of giving the 30th, 200th in such cases. As well we might expect to cure diarrhoea with the 200th. Only appreciable, material doses of Ergot will excite or originate uterine contractions. Any observation to the contrary are based on a delusion or coincidence অর্থাৎ এইরূপ স্থলে সিকেলিকর ৩০ কিংবা ২০০ প্রয়োগ করিলে কিছুই ফল ফলিবে না। প্রসব যন্ত্রণা এবং expulsive effort উৎপন্ন করিতে মূল অড়িষ্টই প্রয়োজন।

সিকেলিকরে প্রসব যন্ত্রণা অনেক সময় ভালমত প্রকাশ পায় না, যন্ত্রণা হইতে না হইতেই জুড়াইয়া যায়, আবার সময় সময় খুব জোরেও আইসে অথচ বহিষ্করণের (expulsive effort) চেষ্টার অভাব অথবা দুর্ব্বলতা থাকে। অনেক সময় এইরূপে ২।৩ দিন কাটিয়া যায়, তথাপি সন্তান প্রসব হয় না। আমরা এইরূপ অবস্থা শীর্ণ, দুর্ব্বল, গাত্র চর্ম্ম কোঁচকান গঠনযুক্ত স্ত্রীলোকেই অধিক দেখিতে পাই এবং এই প্রকার স্ত্রীলোকে এই ঔষধ উত্তম কার্য্য করে।

রক্তস্রাব—রক্তস্রাবের সিকেলিকর একটি অতি মহৎ ঔষধ। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ তরল রসানিবৎ (sanious liquid blood) এবং সামান্য সঞ্চালনেই বৃদ্ধি হয়। অনবরত অল্পবিস্তর স্রাব হইতে থাকে জরায়ু কিংবা শরীরস্থ যে কোন গহ্বর (cavity) হইতেই—গলা, ফুস্‌ফুস্, মূত্রাশয়, মলদ্বার, নাসিকা ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাব হউক না, রক্ত শীঘ্র বন্ধ হয় না, সকল সময়েই অল্প অল্প চুয়াইতে থাকে, যেন স্নায়ুগুলির সঙ্কোচক ক্ষমতা কিছুই নাই, অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং শিথিল। নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির জরায়ু রক্তস্রাবেই (passive haemorrhage) ইহা অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ তরল এবং অতি অল্প সময়েই দুর্গন্ধযুক্ত হয়। সিকেলিকরের রক্তস্রাব চাপ চাপ হয় না, অর্থাৎ রক্তের (coagulating) জমাটে পরিণত হইবার ক্ষমতা থাকে না। রক্তস্রাববশতঃ রোগী এত অধিক দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় যে, রোগী সম্পূর্ণ রক্তশূন্য হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং সমস্ত শরীর হিম হইয়া যায় অথচ গাত্রে কাপড় থাকে না। সিকেলিকর রোগী অজ্ঞানাবস্থাপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে সমুদয় শরীরে পীপিলিকাবৎ সুড়সুড়িবোধ অনুভব করে এবং তদ্‌হেতুই নিকটস্থ শুশ্রূষাকারিণীদিগকে গাত্রে হস্ত বুলাইয়া দিতে অনুরোধ করে। সিকেলিকরের ইহা অর্থাৎ সুড়সুড়িবোধ (formication) একটি বিশেষ লক্ষণ, ইহা ব্যতীত হস্তপদের অঙ্গুলিগুলিতে অনবরত খিল ধরিতে থাকে। অঙ্গুলিগুলি বাহির দিকে ফাঁক হইয়া বাঁকাইয়া যায় (spreads asunder)। রোগীর হস্তপদের এই খিলধরা লক্ষণটি রোগীর পক্ষে রক্তস্রাব অপেক্ষাও অত্যন্ত অধিকরূপ কষ্টজনক হয় এবং সিকেলিকরকে চিনিবার ইহা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। সিকেলিকর কদাচিত **active post partem**

haemorrhage অর্থাৎ প্রবল প্রসবান্তিক রক্তস্রাবে ব্যবহার হয়। নিশ্চেষ্ট রক্তস্রাবের প্রবণতা থাকিলে, প্রসবান্তিক রক্তস্রাব অথবা অন্য কোন প্রকার রক্তস্রাবের পর অল্প অল্প রক্ত লাগিয়া থাকিলে, স্নায়ু সমুদয় শিথিল মনে হইলে এবং রোগী শুষ্ক, শীর্ণ প্রকৃতির হইলে এই ঔষধকে সর্ব্বপ্রধান স্থান দিবে (If there is a tendency to passive haemorrhage, everything open and loose, no action in this scrawny, cachectic women there is no remedy)

উষ্টিল্যাগো—ইহাকে জরায়ু রক্তস্রাবে সিকেলিকরের পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহার স্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ, কতক তরল এবং কতক চাপ চাঁপ লাল বর্ণ ব্যতীত সময় সময় কৃষ্ণবর্ণ এবং বাদামী আভাযুক্ত। স্রাবের এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ঋতুস্রাব, প্রসব যন্ত্রণা, গর্ভস্রাব যে কোন অবস্থার রক্তস্রাবেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সিকেলিকেরের ন্যায় ইহাও passive congestion এ অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট রক্তাধিক্যতায় ব্যবহার হয়। সামান্য অবস্থাতেই, এমন কি অঙ্গুলি দ্বারা জরায়ু পথ (degital examination) পরীক্ষা করিতেই রক্ত বহির্গত হয়। ইহা ব্যতীত জরায়ুর পশ্চাদ্বক্রতা (retroflexion) বশতঃ রজোবাহুল্যেও (menorrhagia) ইহার প্রয়োগ সচরাচর দেখা যায়। সাধারণতঃ ৬ষ্ঠ ডাইলিউসনই ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা জরায়ু বল প্রাপ্ত হয়, তত অধিক শিথিল এবং থলথলে ভাব থাকে না, জরায়ুতে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার উন্নতি হয়।

বভিষ্টা—জরায়ু রক্তস্রাবে প্রয়োগ হয়, যখন জরায়ু রক্তে স্ফীত (engorged) হইয়া থাকে এবং বিশেষতঃ যখন কোন প্রকার সামান্য পরিশ্রমেই মাসিক ঋতুস্রাবের মধ্যবর্ত্তী সময়েই রক্তস্রাব হইতে থাকে (when there is a flow of blood between the menstrual periods from any little over exertion)। এম্ব্রাইসিয়াতেও ঠিক এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু বভিষ্টার ঋতুস্রাব প্রধানতঃ কেবল রাত্রিতে কিংবা প্রত্যুষে হয়, ইহার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দিনে নানা প্রকার কাজকর্ম্মে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া ভালরূপ সম্পন্ন হওয়ায় জরায়ুতে অধিক রক্তের সমাবেশ হইতে পারে না তদ্‌হেতুই বিশ্রামকালীন জরায়ু রক্তাধিক্য হইয়া রাত্রিতে কিংবা প্রাতে

রক্তস্রাব প্রকাশ পায়। উষ্টিল্যাগোতে এবং সিকেলিতেও জরায়ু রক্তাধিক্য হইয়া রক্তস্রাব হয়।

ফেরামফস—Engorgement হইয়া রক্তস্রাব হইলে উত্তম কার্য্য করে। Engorgement এর উপর এই প্রকার কার্য্য আছে বলিয়াই ফুস্‌ফুসের Engorgement অবস্থায় ফেরামফস প্রয়োগ করিলে রোগ নিউমোনিয়ায় পরিণত হইতে পারে না। বক্ষঃস্থলে বেদনা হয়, টাটায়, নাড়ী ভরাটে এবং দ্রুত, (একোনাইটের ন্যায় দড়ির মত নয় not rope like as under Aconite)। গয়ের স্বল্প এবং রক্তমিশ্রিত। যখনই গয়েরের সহিত রক্ত থাকে এবং একোনাইটের ন্যায় জ্বর যদি প্রবল না হয় ফেরামফসই তাহার উপযুক্ত ঔষধ জানিতে হইবে। কখন কখন দেখা যায় শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে অন্ত্রের রক্তবহা নাড়ী ফুলিয়া অত্যন্ত স্ফীত হয় এবং শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত জলবৎ তরল বাহ্য হইতে থাকে, মলত্যাগকালীন সামান্য বেগ থাকিতে পারে কিন্তু কোঁথানি থাকে না। কোঁথানি থাকিলে কিংবা মলে পুঁজ দেখা দিলে ফেরামফস আর নির্ব্বাচিত হয় না।

মাইচেলা রিপেন্স (Mitchella repens)—ইহাও angorged uterus এ প্রয়োগ হয় কিন্তু রক্তস্রাব ইহাতে সিকিলিকর উষ্টিলাগো ইত্যাদি ঔষধ অপেক্ষা অধিক হয় এবং রক্তস্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ ও রক্তস্রাবের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্র লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

ট্রিলিয়াম পেণ্ডুলাম—ইহার রক্তস্রাব সচরাচর উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং প্রচুর। রক্তস্রাবের সহিত কুক্ষি (epigastrium) প্রদেশে দুর্ব্বলতা, পাছায় বেদনা, হস্তপদের শীতলতা, অবসন্নতা, নাড়ীর দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। (এই প্রকার লক্ষণ অনেকটা চায়নায় দেখিতে পাওয়া যায়) ট্রিলিয়াম পেণ্ডুলাম তরুণ রক্তস্রাবেই অধিক ব্যবহার হয়। বহুদিন স্থায়ী পুরাতন অল্প অল্প রক্তস্রাবে সিকেলিকরই উত্তম ঔষধ। সামান্য সঞ্চালনেই (movements) বেগের সহিত রক্ত নির্গত হয় এবং রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ প্রতি স্রাবেই রোগী মনে করে জঙ্ঘা ও পৃষ্ঠদেশ যেন খসিয়া পড়িবে তদহেতু রোগী বস্তিদেশ (pelvis) জোরে বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। দন্ত উত্তোলনের পর গর্ত্ত (cavity) হইতে রক্তস্রাব বন্ধ করিতেও ট্রিলিয়াম একটি উপযুক্ত ঔষধ।

উত্তোলিত দন্তের গর্ত্ত পরিষ্কার করিয়া তদস্থানে ট্রিলিয়ামের মুল আরক তুলায় ভিজাইয়া লাগাইয়া রাখিলে অতি সত্বর রক্ত বন্ধ হয়। কেহ কেহ ইরিজারণও এইরূপ অবস্থায় উক্তরূপে বাহ্যিক প্রয়োগ করেন। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে ইহাদের ব্যবহার দেখা যায়।

হেমামেলিস—রক্তস্রাবের ইহা একটি অতি মহৎ ঔষধ কিন্তু ইহা কৃষ্ণবর্ণ শৈরিক রক্তস্রাবেই (venous hæmorrage) প্রয়োগ হয় এবং ইহার কার্য্য শিরার উপরই অধিক প্রকাশ পায়। রক্তস্রাবের সহিত মস্তিষ্ক বিশেষ-ভাবে কপালের দুই পার্শ্বে হাতুড়ি পেটার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। রক্তস্রাবে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং যে স্থান হইতে রক্তস্রাব হয় তদস্থানে টাটানি যন্ত্রণা হয়।

ইরিজারন ক্যানাডেনসিস (Eriegeron Canadensis)—প্রস্রাবে যন্ত্রণাসহ জরায়ুর রক্তস্রাবেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। ইহার রক্তস্রাব থাকিয়া থাকিয়া (by fits and starts) হয়, হঠাৎ খুব বেগের সহিত আসে আবার বন্ধ হইয়া যায়।

কলেরা—সিকেলিকর কলেরার একটি মহৎ ঔষধ। রোগীর সর্ব্বাঙ্গ বরফবৎ শীতল হয়, নাড়ী লোপ পায়, শরীরের নানা স্থানের পেশীর আক্ষেপ হইতে থাকে। হস্ত ও পদের অঙ্গুলিসমূহ খিলধরায় পশ্চাদ্ভাগে বাঁকিয়া যায় কিংবা ফাঁক ফাক হয় (কুপ্রামের সম্পূর্ণ বিপরীত)। চক্ষু কোটরাবিষ্ট হয়, চেহারা চুপসে যায়। ভীষণ বমনোদ্রেক হয় (কিন্তু বমন অধিক হয় না)। এতদ্ব্যতীত গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক, খস্‌খসে, কোঁচকান শীতল, প্রস্রাব বন্ধ, সমুদয় শরীরময় সুড় সুড় বোধ। জলবৎ তরল ঈষৎ সবুজ আভাযুক্ত প্রচুর ভেদ, দুর্দ্দমনীয় পিপাসা। পাকাশয় প্রদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং দাহ। স্বরভঙ্গ এবং স্বরের হ্রাস ইত্যাদি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। সিকেলিকরের একটি বিশেষত্ব যে রোগীর গাত্র যদিও অত্যন্ত শীতল তথাপি গাত্রাবরণ রাখিতে কিংবা উত্তাপ লাগাইতে ইচ্ছা করে না। (Great coldness (objective) of the surface, yet the patient cannot bear to be covered") এই লক্ষণটি কলেরা এবং senile gangreneএ অধিক প্রকাশ পাইতে

দেখিতে পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক মতে কলেরায় সিকেলিকরের প্রয়োগ সর্ব্বপ্রথম ডাক্তার ফ্রেডারিক রুমেল প্রবর্ত্তন করেন এবং হ্যানিমানকে এই বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সাহায্যও করিয়াছিলেন। আক্ষেপ (spasmodic) প্রধান কলেরা হইলেই কিংবা ভেদ বমনের সঙ্গে সঙ্গেই আক্ষেপ আরম্ভ হইলেই সিকেলি ও কুপ্রামের বিষয় চিন্তা করিবে। আর একটি লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই যে, জল পান করা সত্ত্বেও মুখের এবং নাসিকারন্ধ্রের শুষ্কতা ঘুচে না। (Socale is preferred when any of the following symptoms are likewise present—considerable dryness of the mouth and nose, not relieved by drinking water ; vomiting of mucus, lumbrici or ascarides, vomiting affords relief vomiting without much effort—Dr. M. L. Sircar.) সিকেলিকর রোগীর শারীরিক গঠন এবং আকৃতি অত্যন্ত মূল্যবান লক্ষণ, ইহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে আশু ফল পাওয়া যায়।

সিকেলিকর এবং কুপ্রামের পার্থক্য—অধিকাংশ গ্রন্থে দেখিতে পাই খিলধরা কুপ্রামে উপশম না হইলে কিংবা কুপ্রাম ব্যবহারে সন্তোষজনক ফল না পাইলে সিকেলি প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। whatever the character of the spasms in any case of Cholera Secale may be given when they are not relieved or only partially relieved by Cuprum. আমার বোধ হয় ইহা অভিজ্ঞতা এবং ভূয়ো দর্শনের ফল, নতুবা এই দুইটি ঔষধে খিল ধরা (spasm), সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। প্রথমটিতে হস্ত পদ ভিতর দিকে গুটাইয়া ভাঙ্গিয়া দেয় দ্বিতীয়টিতে বাহির দিকে বক্র করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়—অর্থাৎ প্রথমটিতে সঙ্কোচকী পেশী সমূহ দ্বিতীয়টিতে প্রসারক পেশী সমূহ আক্রান্ত হয়। এতদ্ব্যতীত কুপ্রামে তরল দ্রব্য পানে গলদেশে ঢল ঢল শব্দ হয়, উষ্ণ খাদ্য সামগ্রী আহার কিংবা পান করিতে ইচ্ছা হয় সিকেলিতেও জল তৃষ্ণা থাকে এবং পান করে কিন্তু গলদেশে জলের কোন প্রকার শব্দ হয় না এবং উষ্ণ খাদ্য কিংবা পানীয় অথবা গাত্রাচ্ছাদন আদৌ সহ্য হয় না।—এতদ্ব্যতীত সিকেলিকরে কুপ্রাম অপেক্ষা আক্ষেপ (spasm)

অধিক ভীষণ রূপে বিকৃতি করিয়া দেয় এবং এমন কি রোগী আক্ষেপের ঝোঁকে সময় সময় জিহ্বা কামড়াইতে থাকে। কুপ্রামে এত অধিক লক্ষণ কিছুই থাকে না।

সিকেলিকর এবং আর্সেনিকের পার্থক্য—সিকেলিকরের সহিত আর্সেনিকের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়—কিন্তু প্রভেদ এই যে—সিকেলিতে প্রসারক পেশীর আক্ষেপ হয়, গাত্র শীতল তথাপি অনাবৃত গাত্রে থাকিতে চাহে উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না এবং সর্ব্বদা সুড় সুড় বোধ করে, অদম্য জলপিপাসা থাকে অথচ অধিক জল পান করে না এবং করিতেও চায় না, যেহেতু পাকস্থলীতে কষ্ট বোধ হয় অপর পক্ষে আর্সেনিকে হস্ত পদে খিল ধরে, আবৃত থাকিতে চায়—অদম্য জল পিপাসা থাকে এবং জল পান করে কিন্তু জল তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায়। সুড় সুড় বোধ থাকে না। রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং উদ্বিগ্ন প্রকৃতির।

সিকেলিকর এবং ক্যাম্ফর—ক্যাম্ফরের সহিত সিকেলির শৈত্যে সাদৃশ্য থাকিলেও, উপরোক্ত লক্ষণ সমূহ—এবং ও দুর্দ্দমনীয় পিপাসা ক্যাম্ফরে নাই। ক্যাম্ফর কলেরার কোলাপ্স অবস্থার প্রথম দিকে যতক্ষণ ভেদ ভীষণ দুর্গন্ধ অথবা কৃষ্ণবর্ণ হয় নাই—ততক্ষণ ব্যবহার হয় (Camphora seems to be most efficacious for the first stage or early in the course of the disease before the discharge have become offensive, putrid or dark colored.

সিকেলিকর এবং ভিরেট্রামে পার্থক্য—সিকেলিকরের ন্যায় ভিরেট্রাম এলবামেও সর্ব্বাঙ্গ বরফবৎ শীতল, নীলবর্ণ হওয়া এবং প্রচুর জলবৎ তরল ভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও কিন্তু, ভিরেট্রামের কপালের ঘর্ম্ম সিকেলিকরে থাকে না—ইহাই হইতেছে এই দুইটি ঔষধের বিশেষ প্রভেদ। যদিও আর্সেনিকে ভিরেট্রামের ন্যায় কপালে কিছু ঘর্ম্ম হইতে দেখা যায় কিন্তু ভিরেট্রামে আর্সেনিকের ন্যায় তত অধিক অস্থিরতা থাকে না। ভিরেট্রামের কপালের ঘর্ম্ম এবং আর্সেনিকের অস্থিরতা কলেরার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

আমরা সমস্ত মেটেরিয়া মেডিকা গ্রন্থে আক্ষেপ নিবারণের তিনটি বৃহৎ ঔষধ দেখিতে পাই তাহা হইতেছে, কুপ্রাম, সিকেলি এবং সিকিউটা ভিরোসা

কিন্তু শতকরা ৮০টি রোগীতেই কুপ্রাম ব্যবহার হয়। কুপ্রামের এবং সিকেলির বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি। সিকিউটার আক্ষেপ বক্ষের পেশীতেই অধিক প্রবল হইয়া থাকে, তাহাতে ঘাড় পশ্চাদ্ভাগে বাঁকিয়া যায় ও হস্তের অঙ্গুলি সমূহের ক্রমাগত অনৈচ্ছিক স্পন্দন হইতে থাকে এবং প্রস্রাব হউক কিংবা নাই হউক ক্রমাগত প্রস্রাব করিবার ভয়ানক ইচ্ছা হয়।

ফোঁড়া—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের ফোঁড়া হয় এবং ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত, সবুজ পুঁজের সমাবেশ হয়। শীঘ্র পাকেও না এবং আরোগ্যও হয় না ইহাতে রোগীকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

সূতিকা জ্বর (Puerperal Fever)—ইহাকে অনেকে সূতিকা জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন। নিম্নোদর ফুলিয়া উঠে অথচ যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয় না। যোনিস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত এবং কটাবর্ণ। অত্যন্ত জ্বর থাকে সমুদায় গাত্র যেন আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে মাঝে মাঝে কম্পযুক্ত শীত হয়। দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়ও থাকে, সময় সময় বদগন্ধ বমন হয়, প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না—স্বল্প অথবা রুদ্ধ থাকে। পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হয় এবং গাত্রত্বকে কাল কাল দাগ অথবা পীড়কা প্রকাশ পায়। রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং রোগের যাতনায় প্রলাপ বকে এবং শয্যা হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইতে চাহে।

বেলেডোনা—ইহাও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিম্নোদর অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং যন্ত্রণাযুক্ত, হস্তের চাপ অথবা শয্যার সামান্য নড়াচড়া সহ্য করিতে পারে না। নিম্নোদর অত্যন্ত উত্তপ্ত, ক্লেদস্রাবরুদ্ধ অথবা দুর্গন্ধযুক্ত, মস্তক মুখ, চোখ ইত্যাদি রক্তাধিক্য।

ব্যাপ্টিসিয়া—টাইফয়েড লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে এবং রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে ক্লেদস্রাব দূষিত হইয়া অথবা দূষিত ক্লেদস্রাব শোষণ হইয়া জ্বর হয়।

পাইরোজেন—রোগ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইলে এবং অন্য ঔষধে উপকার না দর্শিলে পাইরোজেনকে চিন্তা করা উচিত। ক্লেদস্রাব তরল দুর্গন্ধযুক্ত, স্বল্প অথবা রুদ্ধ। অত্যন্ত প্রবল জ্বর গাত্র বেদনা, শয্যা শক্ত বোধ

এবং প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম। (In septic fevers especially puerperal pyrogen has demonstrated its great value as a Homœpathic dynamic antiseptic)।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সিকেলিকরের ডাইলিউসন সম্বন্ধে অত্যন্ত মত ভেদ দেখা যায়। প্রসব যন্ত্রণায় সন্তান প্রসব করাইতে ডাক্তার রিচার্ডসন বলেন নিম্নক্রমই একমাত্র ফলপ্রদ (প্রসব যন্ত্রণা দেখ)। তিনি বলেন—আমি এইরূপ স্থলে উচ্চক্রম প্রয়োগের ভীষণ প্রতিবাদ করি এবং উচ্চক্রম কোনই কার্য্যকারী হইবে না। (I must protest against the absurd advice given by some writes of our school, of giving the 30. or 200.) আবার ডাক্তার হ্যাস এই প্রকার চিকিৎসককে হোমিওপ্যাথিক সমাজ হইতে বহির্গত করিয়া দিতে বলেন। তিনি বলিতেছেন—The practice of giving the fluid extract in such cases, as is done by some physicians calling themselves Homœpathic, ought to be sufficient cause for expelling them from homœpathic society.

ডাক্তার হিউজ বলিতেছেন—More difficult of belief are the statements of the practitioners I have mentioned as to efficacy of high potencies of the drug to restore labour pains, when these are flagging from general or uterine exhaustion. Experienced accouchers like Leadam, Crozerio and Guernsey however seem to have no doubt on the subject, and experience must always outweigh theory. I can only leave you to test the question for yourselves. হিউজ সাহেব নিজে একপ্রকার কিছুই না বলিয়া চিকিৎসক মণ্ডলীর উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন কিন্তু একস্থানে তিনি আবার লিখিতেছেন—প্রসব যন্ত্রণা আনয়ন করিতে এবং রক্তস্রাব বন্ধ করিতে উচ্চক্রম ২০০ শক্তি অধিক উপযোগী।

আমার অভিজ্ঞতায়ও দেখিয়াছি—সন্তান প্রসব করাইতে, জরায়ু মধ্যস্থিত ফুলের ছিন্ন অংশ বহির্গত করাইতে নিম্নক্রম ১x, ৩x অধিক ফলপ্রদ। রক্তস্রাব স্থগিত করিতে, প্রসবের কৃত্রিম যন্ত্রণা নিবারণ করিতে, আশঙ্কিত গর্ভস্রাব বন্ধ করিতে, উদরাময় আরোগ্য করিতে, পদের অঙ্গুলির গ্যাংগ্রিন উপশম করিতে, উচ্চ শক্তি ৩০, ২০০ অধিক ফলপ্রদ।

আবার ডাক্তার গারেন্সী, কাউপার্থওয়েট ইঁহারা প্রসব বেদনায় ২০০ শক্তি অধিক কার্য্যকারী মনে করেন।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিনামন প্রসব যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে এবং প্রসবান্তিক রক্তস্রাবে অধিক রক্তস্রাব প্রকাশ পায় না—আর্গট অপেক্ষা ইহার ব্যবহার অনেকটা নিরাপদ।

রোগের বৃদ্ধি—উত্তাপে, গাত্রাবরণের উষ্ণতায়। সর্ব্বপ্রকার রোগই উত্তাপে বৃদ্ধি।

রোগের উপশম—শীতল ঋতুতে, আক্রান্ত স্থান অনাবৃতে এবং ঘর্ষনে।

রোগীর বিবরণ

১। এক এলোপ্যাথিক ডাক্তারের স্ত্রী বয়স ৩৫, দেখিতে মোটা, অত্যন্ত খিটখিটে। ৩ মাসে গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। অথচ রক্তস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না, রক্তস্রাব অল্পবিস্তর লাগিয়াই থাকিত। একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, জরায়ু অত্যন্ত রক্তস্রাবী এবং শিথিল, অঙ্গুলির স্পর্শেই রক্তস্রাব হয়। অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া পরীক্ষা করিতেই পারা যায় না। স্পর্শ লাগিলেই রক্তস্রাব হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ প্রায় ৩ মাস যাবৎ বহু প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়াও রক্তস্রাব বন্ধ করিতে না পারিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার স্ত্রীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ

করিতে বলিলেন। ইহা ব্যতীত আর একটি লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল যে পদদ্বয় সন্ধ্যার পর হইতে অত্যন্ত জ্বালা করিত এবং পদদ্বয় ক্ষণকাল স্থির রাখিতে পারিত না। প্রথমতঃ আমি তাহাকে সিকেলিকর একমাত্রা ২০০ শক্তি প্রয়োগ করি এবং তাহাতেই অনেকটা উপকার পাই, এই প্রকার কয়েক মাত্রা' প্রয়োগ করায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। পদদ্বয়ের অস্থিরতার জন্য জিঙ্কাম প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল।

ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব (Magnasia Carb)

ইহার পরিচয় অনেকেই অল্পবিস্তর কিছু জানেন—কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং অম্ল রোগের এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের ইহা একটি অত্যন্ত বৃহৎ ঔষধ—কথায় কথায় ব্যবহার হইয়া থাকে। অত্যধিক পুনঃ পুনঃ ইহা প্রয়োগ হওয়ায় অন্ত্রে এমোনিয়া ম্যাগনেসিয়াম ফসফেটের (ammonia magnesiam Phosphate) স্তর পড়িয়া অনেক প্রকার অপকারও সাধিত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। স্নায়ুশূল যন্ত্রণা—বাম পার্শ্বে অধিক হয় (কলোসিন্থ), বিশ্রাম অবস্থায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, উঠিয়া পায়চারি করিতে হয় (রাস)।

২। দন্তশূল—অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় প্রকাশ পায়, রাত্রিতে অধিক হয়।

৩। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে গলায় ব্যথা এবং সর্দ্দি হয়। প্রসববৎ ভীষণ যন্ত্রণা হয়, কেবল রাত্রিতে অথবা শয়নাবস্থায় স্রাব হয়, হাটাহাটিতে স্রাব বন্ধ থাকে, (এমন মি, ক্রিয়োজোট,—লিলিয়াম টাইগ্রিয়ামের বিপরীত)। স্রাব ক্ষতকারক, কৃষ্ণবর্ণ পিচের ন্যায়, ধুইলেও কাপড়ের দাগ যায় না।

৪। উদরাময়—মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূলযন্ত্রণা হয়, শিশু পদদ্বয় পেটে গুটাইয়া রাখে। মল সবুজ, ফেনা ফেনা পচা পুকুরের শেওলার ন্যায় (like skum of a frog pond), চর্ব্বির ন্যায় সাদা সাদা পদার্থ মলের উপর ভাসিতে থাকে।

৫। শিশুর দুগ্ধ পরিপাক হয় না।

৬। যাহা আহার করে তাহাই যেন অম্বলে পরিণত হয়, অম্বল উদ্গার, অম্বল বমন। সাধারণ খাদ্যদ্রব্য আহারেই পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হয় এবং পেট ফাঁপিয়া ওঠে। পরিপাক ক্রিয়া দুর্ব্বল।

৭। শিশুর গাত্র টক্ গন্ধযুক্ত, গাত্র প্রক্ষালনেও টক্ গন্ধ কাটে না (হেপার রিয়ম)।

সাধারণ লক্ষণ

১। নিদ্রা ভাল হয় না, নিদ্রা ভঙ্গে শরীর সুস্থ বোধ না করিয়া বরং অসুস্থ ক্লান্ত বোধ করে (ব্রাই, কোনায়াম, হেপার, ওপি, সাল্ফার)।

২। টিউবারকিউলার রোগগ্রস্থ পিতামাতার শিশুর মাংস খাইবার অস্বাভাবিকরূপ আকাঙ্ক্ষা।

৩। মস্তকের তালুতে যন্ত্রণা, মনে হয় যেন কেহ চুল টানিতেছে কেলিবাই, ফস্ফ)।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব ঔষধটি সম্পূর্ণ পাঠ করিলে মনে হয় যেন সমুদয় লক্ষণই gastro-intestinal organs এর উপর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং বাস্তবিক তাহাই। ঔষধটি বিশেষরূপে খিটখিটে এবং স্নায়বীক শিশুদিগের প্রতিই উত্তম কার্য্য করে। শিশু পরিপোষণ ক্রিয়ার দোষহেতু শুষ্ক এবং রুগ্ন। দুগ্ধ সহ্য হয় না। দুগ্ধ পানে পেটে যন্ত্রণা হয় এবং হজম না হইয়া বহির্গত হইয়া পড়ে। শিশুর কলোসিন্থের ন্যায় পেটকামড়ানি এবং শূল বেদনা প্রায়ই লাগিয়া থাকে। শিশু নিম্নোদরের যন্ত্রণার উপশম হেতু হাত পা গুটাইয়া রাখে এবং ইহা ব্যতীত সঞ্চালনেও উপশম বোধ করে।

উদরাময়—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের উদরাময়ের বিশেষত্বই হইতেছে মল সবুজ, তরল, ফেনা ফেনা, পচা পুকুরের সবুজ সেওলা সদৃশ, (with green scum like that of a frog pond), হড়হড়ে এবং টক গন্ধ। এতদ্ব্যতীত সবুজ জলবৎ তরল মলে সাদা সাদা চর্ব্বির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ভাসিতে থাকে (white lumps, like masses of tallow, floating in the green watery stool), সময় সময় মলে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মাও থাকে এবং টক গন্ধযুক্ত প্রচুর জলবৎ তরল ভেদও হয়, কখন কখন মলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুধ ছেঁড়া ছেঁড়া (flakes of curdled milk) দেখা দেয়। রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা সবুজ জলবৎ তরল মলের সহিত মিশান থাকে এবং তরল মলের নিম্নে অর্থাৎ পাত্রের নিম্নে (bottom of the vessel) পড়িয়া থাকে।

ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের উদরাময় সচরাচর গ্রীষ্ম ঋতুতে এবং শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন অধিক প্রকাশ পায়। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট অত্যন্ত কামড়ায় এবং ডাকে, শিশু পেটের যন্ত্রণায় পদদ্বয় পেটেতে গুটাইয়া রাখে। ম্যাগনেসিয়া জাতীর সমুদায় ঔষধগুলিতেই পেটে যন্ত্রণা হয়। ইহাতে মলত্যাগের সময়ে এবং পরেও কুন্থন (tenesmus) থাকে)।

কলোসিন্থ—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের পেটের যন্ত্রণার সহিত কলোসিন্থের তারতম্য নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পরে কিন্তু ইহাদের মল এক প্রকারের নয় ইহা ব্যতীত কলোসিন্থের যন্ত্রণা অত্যন্ত প্রবল।

রিয়ম—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের সহিত বরং রিয়মের খুব নিকট সাদৃশ্য রহিয়াছে, উভয়েতেই মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে শূল যন্ত্রণা হয় এবং উভয়েরই মল ও সমুদয় শরীর টক গন্ধযুক্ত থাকে কিন্তু ম্যাগনেসিয়ায় মলের সবুজ রং এবং রিয়মের অম্ল গন্ধ অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক লক্ষণ (with Magnesia carb, the green stool stands first and with Rheum the sourness.) রিয়মের মল প্রায়ই ঘোর পীতবর্ণ, কদাচিৎ সবুজ বর্ণের হয়। এই দুইটি ঔষধের পার্থক্য নিরূপণের গোলযোগ হইলে প্রথমতঃ রিয়ম দেওয়াই কর্ত্তব্য। রিয়মে ফল না পাইলে ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব প্রয়োগ করিবে, ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের কার্য্য রিয়ম অপেক্ষা অধিক গভীর।

ক্যামোমিলা—ইহার সহিত বিশেষতঃ শিশুরোগে ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—উভয় ঔষধেই মল সবুজ. বর্ণ এবং যন্ত্রণাযুক্ত, উভয় ঔষধেই অস্থিরতা এবং মানসিক উদ্বিগ্নতা অত্যন্ত অধিক, উভয় ঔষধেই সঞ্চালনে উপশম বোধ (relief from moving about)। উভয় ঔষধেই মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট কামড়ায় (griping pain) এবং উভয় ঔষধেই খাওয়ার অনিয়মতা হেতু রোগ হয় কিন্তু ইহাদিগের পার্থক্যতা মলে (stool) দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যামোমিলার মল অনেকটা জলবৎ তরল (watery) এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের মল অনেকটা চট্‌চটে হড়েহড়ে (slimy) এবং অম্লগন্ধযুক্ত।

মার্কিউরিয়াস সলের মলও সবুজ চট্‌চটে কিন্তু কুন্থনযুক্ত (tenesmus)।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে, উভয়েরই মল অম্ল গন্ধযুক্ত, উভয়েতেই দুগ্ধ তুলিয়া ফেলে এবং উভয়েতেই পোষণ ক্রিয়ার অভাব রহিয়াছে কিন্তু ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে মস্তকে মুখমণ্ডলে, মস্তকের খুলির ত্বকে ঘর্ম্ম, পদদ্বয় শীতল স্যাঁৎসেতে এবং নিম্নোদর বৃহৎ ইত্যাদি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণে ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব হইতে ইহা পৃথক হইয়া গিয়াছে।

রোগের প্রবল অবস্থায় ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বে শিশুর পরিপোষণ ক্রিয়ার অত্যন্ত অভাব দেখা যায় এবং মুখের ভিতর সাদা সাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘা হয় (aphthae)। শরীরের এইরূপ অসুস্থ অবস্থা পরিপোষণ ক্রিয়ার দোষজনিত হইয়া থাকে (these are simply indications of the impoverished state of the system from defective nutrition)। শিশু দুধ তুলিয়া ফেলে, দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না, পেটে যন্ত্রণা হয়, অম্ল বমন হয়, নিম্নোদর ঠোস মারিয়া ফুলিয়া ওঠে, পেট ডাকে, সমুদায় গাত্রে টক গন্ধ করে, গাত্র পরিষ্কার করা সত্ত্বেও টক গন্ধ কাটে না (হেপার)।

ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বে সবুজবর্ণ তরল মল ব্যতীত অজীর্ণ দুগ্ধবৎ সাদা অনেকটা পুটিনের ন্যায় মলও দেখা যায় (Magnisia Carb stool

composed of putty-like undigested milk. The white, hard stool is quite another symptom, and the soft, semi-fluid white stool leads to another class of remedies, but this pasty stool, looking as if it could be moulded into any kind of shape, is a Magnesia Carb stool.—Kent.) মল খুব শক্তও নয় এবং খুব নরমও নয়, এই প্রকার মল শীর্ণ ও কৃশ বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাদ্দেশ অধিক ভিতরে কোটরাগত শিথিল এবং কুঞ্চিত পেশীযুক্ত শিশু-দিগেতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধপানে শিশুর অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা অথচ দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না, দুগ্ধ পুটিনের ন্যায় আকারে বহির্গত হইয়া যায়। টিউবারকিউলাস (tuberculous) পিতামাতার শিশুদিগেতে উক্ত প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব শিশুদিগের উপরই অধিক ব্যবহার হয় এবং শিশুদিগের অজীর্ণ রোগের একটি মহৎ ঔষধ। শিশুর মাংস খাইবার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা হয়। যুবা কিংবা পৌঢ় লোকের gastric এবং hepatic (পাকস্থলী এবং যকৃৎ) সম্বন্ধীয় লক্ষণ প্রাধান্য থাকে। রোগী acid dyspepsia অর্থাৎ অম্বল, ঢেঁকুর, বুকজ্বালা ইত্যাদি রোগে ভোগে যাহা আহার করে তাহাই যেন অম্বলে পরিণত হয়, সাধারণ খাদ্য আহারেই উদরে যন্ত্রণা হয়, আহারের পর পেট ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে। পরিপাক ক্রিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল। বাঁধাকপি, আলু, সাধারণতঃ শ্বেতসারময় খাদ্য (starchy food) রুটি ইত্যাদি পাকস্থলীর উক্তরূপ অবস্থায় পরিপাক হয় না। আহারকালীন উদ্বিগ্ন এবং শরীর উষ্ণ বোধ করে। রাত্রিকালীন এত অধিক হয় যে রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না তথাপি কিন্তু গায়ে ঠাণ্ডা লাগাইতে ভয় করে (yet he dreads exposure)।

দ—অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের দন্তশূলে ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের প্রয়োগ দেখা যায়। যন্ত্রণা সকল সময় লাগিয়া থাকে, মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বে অধিক হয়। গর্ভাবস্থা ব্যতীত দন্তশূল ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়েও হয়। দন্ত অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, স্পর্শ করাই যায় না, দাঁতে দাঁতে চাপ দিতেও পারে না। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় দন্তশূলে যখন কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ থাকে না, ম্যাগনেসিয়া

কার্ব্ব এবং চায়না এই দুইটি ঔষধকে সচরাচর উচ্চ স্থান দেওয়া হয় (Magnasia Carb and China, when no other symptoms are present, are prominent remedies among the affections of the teeth during pregnancy.—Kent)। একটি কথা এই স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব যদিও দাঁতের স্পর্শাধিক্যে ব্যবহার হয় কিন্তু ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বে দাঁতের গোড়া অধিক আক্রান্ত হয়। দাঁতের স্পর্শাধিক্যে এন্টিম ক্রুডামকে চিন্তা করিবে। বিশ্রাম অবস্থায় বৃদ্ধি হয়; রোগীকে শয্যা হইতে উঠিয়া ইতস্ততঃ হাঁটিতে হয়, স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। It is recommended by Hahneman himself for the *tooh ache of pregnancy.* The pain Dr. Guernsey says, is characteristically insupportable during repose, the patient must get up and walk about. দন্তশূল রাত্রিতে বৃদ্ধি মার্কিউরিয়াস সলের একটি প্রধান লক্ষণ কিন্তু মার্কিউরিয়াসে শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয় (worse from the heat of the bed while Magnasia Carb is worse from quiet)। ডাক্তার ফ্যারিংটন তাহার গ্রন্থে গর্ভাবস্থায় দন্তশূলের একটি রোগীর বিবরণ দিয়াছেন এবং তাহা র‍্যাটেনিয়ায় (Ratahnia) আরোগ্য হইয়াছিল। আমি এই স্থলে সেই রোগীর বিবরণ তুলিয়া দিলাম। তিনি বলিতেছেন—Some years ago a physician of this city was treating a lady in the first month of pregnancy, who suffered terribly from tootache. He gave her Magnesia Carb and other remedies. Still this pain continued. Dr. Lippe was called in consultation, and he thought of Ratahnia which has toothache at night, compelling patient to get up and walk about. This remedy promptly cured the case. (কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় জনৈক বিজ্ঞ ডাক্তার গর্ভাবস্থার প্রথম মাসেই দন্তশূলে ভীষণ কষ্ট পাইতেছে এইরূপ একটি স্ত্রীলোকের দন্তশূল চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি ম্যাগনেসিয়া এবং অন্যান্য অনেক ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও ফল না পাইয়া ডাক্তার লিপিকে পরামর্শের জন্য লইয়া আসেন। ডাক্তার লিপি সেই রোগীকে র‍্যাটেনিয়া দেন, কারণ র‍্যাটেনিয়াতেও

ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের ন্যায় যন্ত্রণা রাত্রিকালীন বৃদ্ধি এবং যন্ত্রণায় রোগীকে শয্যা হইতে উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় এইরূপ লক্ষণ রহিয়াছে। র‍্যাটেনিয়া দেওয়াতেই রোগীর দন্তশূল অতি অল্প সময়েই উপশম হয়)। তাই বলিতে-ছিলাম গর্ভাবস্থায় দন্তশূল শুনিলে র‍্যাটেনিয়ার কথা স্মরণ করিবে। ইহার সহিত ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের খুব সাদৃশ্য আছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামোমিলার বিষয়ও চিন্তা করিবে, কারণ ক্যামোমিলা ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের complementary (অনুপূরক) ঔষধ। এই প্রকার দন্তশূলে ডাক্তার ন্যাস ২০০ ক্রম ব্যবহার করিতেন।

ঋতু (**Menses**)—মাসিক ঋতুস্রাব সাধারণতঃ স্বল্প এবং বিলম্বে হয়। ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের ঋতুস্রাবের বিশেষত্ব যে রাত্রিতে অথবা শয়নে অথবা প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিবার সময় অধিক হয়, দিবসে কম থাকে এবং এমন কি অপরাহ্নে সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়, কিছুই থাকে না। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে সর্দ্দি, গলায় ব্যথা (sore throat) মাথা ভার ভার বোধ হয়। রোগী ঋতু-স্রাবের সময় হইলেই বুঝিতে পারে (I know my menstrual period is coming on, because I have a cold in the head). স্রাবকালীন অত্যন্ত যন্ত্রণা, কোমরে ব্যথা ইত্যাদি হয়। স্রাব ক্ষতকারক (acrid) এবং দেখিতে কাল আলকাতরার ন্যায় হইলেও সহজে রং ছাড়ে না (মেডরহিনাম)। সমস্ত ম্যাগনেসিয়াতেই ঋতুস্রাব অত্যন্ত কাল হয়। (In all Magnasia salts the menstrual flow is dark or black almost like pitch.)

বাত—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব সন্ধিস্থলের বাতে ব্যবহার দেখা যায়। দক্ষিণ স্কন্ধের বাতের ইহা একটি উপযুক্ত ঔষধ। সেঙ্গুনেরিয়াও দক্ষিণ স্কন্ধের পেশীর (right deltoid muscles) বাতে খুব প্রয়োগ হয়। রোগী হস্ত অধিক উত্তোলন করিতে পারে না এবং রাত্রিতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা—ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণায় রোগী অত্যন্ত অস্থির বোধ করে, অস্থিরতায় রোগী একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, একবার এখানে একবার ওখানে পায়চারি করিতে থাকে। সঞ্চালনে উপশম বোধ করে (relieved by motion)। এই প্রকার রাত্রিতে মস্তকে এবং

মুখমণ্ডলে বিশেষরূপে বামপার্শ্বে অধিক হয়, রোগী শয্যা হইতে উঠিয়া পায়চারি করিতে থাকে। রোগী সকল সময় সঞ্চালন অবস্থায় থাকে, সঞ্চালন বন্ধ করিলেই যন্ত্রণা ভীষণ হয়, যেহেতু সঞ্চালনে যন্ত্রণা উপশম বোধ করে (Keeping him in constant motion. As soon as he stops moving the pain become very severe, shooting, tearing and cutting).

নাক্স মস্কেটা—বাম স্কন্ধের পেশীর বাতে (left deltoid muscle) ব্যবহার হয়।

ছানি (Cataract)—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বে ছানি (cataract) আরোগ্য হয় এইরূপ লিখিত রহিয়াছে। Dr. Priel of Ricey কিছুকাল পূর্ব্বে কতকগুলি ছানির রোগী ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বে আরোগ্য করার সংবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি এমন কি ২২টীর মধ্যে ১৩টীর অল্প বেশী উপকার করিয়াছিলেন। (Dr. Priel of Ricey published sometimes ago a number of cases of cataract in which it had been given with effect, 13 out of 22 patients finding improvement more or less marked from its use--Hughes). তিনি ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়।

অনুপূরক (Complementary)—ক্যামোমিলার কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিলে ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব তাহার অনুপূরকরূপে ব্যবহার হয়।

রোগের বৃদ্ধি—প্রত্যেক তিন সপ্তাহে, বিশ্রামে, দুগ্ধপানে, ঋতুস্রাবে।

রোগের উপশম—উষ্ণ বায়ুতে (কিন্তু উষ্ণ শয্যাতে বৃদ্ধি হয়—লেডাম, মার্কি। উষ্ণ শয্যাতে উপশম—আর্সেনিক)। সঞ্চালনে।

ম্যাগনেসিয়ার অপব্যবহার (Abuse of Magnesia)— ম্যাগনেসিয়া অপব্যবহারের দরুণ অম্লগন্ধ ও শ্লেষ্মাযুক্ত উদরাময় হইলে এবং কুন্থন থাকিলে রিয়ম প্রয়োগ করিবে। এইরূপ লক্ষণে কোন কোন স্থলে পালসেটিলাও ব্যবহার হয়। অত্যন্ত পেট কামড়ানি থাকিলে এবং ম্যাগনেসিয়ার অপব্যবহারহেতু হইলে কলোসিন্থ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, অথবা যদি স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়, তাহা হইলে ক্যামোমিলাকে তাহার উপযুক্ত ঔষধ মনে করিবে।

ম্যাগনেসিয়া মিউর (Magnesia Mur)

ইহার অপর নাম ক্লোরাইড অব ম্যাগনেসিয়া (Chloride of Magnesia)। ইহা একটী বৃহৎ এন্টিসোরিক (deep acting antipsoric) ঔষধ। সচরাচর স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগের রোগেই অধিক ব্যবহার হয়, বিশেষতঃ হিষ্টিরিকেল স্ত্রীলোক এবং স্ক্রফিউলাস ধাতুগ্রস্থ শিশুদিগেতে উত্তম কার্য্য করে। হিষ্টিরিকেল হইলেও কিন্তু ইহার সহিত অধিকাংশ স্থলেই কোন না কোন প্রকার জরায়ু এবং যকৃতের রোগ সংযুক্ত থাকে।

ম্যাগনেসিয়া মিউর রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির এবং উদ্বিগ্নতাপূর্ণ, গোলমাল সহ্য করিতে পারে না। লবণাক্ত জলপানে কিংবা স্নানে রোগ বৃদ্ধি হয় এবং অস্বস্থি বোধ করে, বক্ষঃস্থলের কষ্ট, যকৃত, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি সমুদায় লক্ষণ অধিক হয় কিন্তু ব্রোমিনে সমুদ্রের অর্থাৎ লবণাক্ত জল হইতে উপকূলে আসিলে রোগ বৃদ্ধি হয় (Bromine has complaints in sailor when they come on shore and Mag Mur when going to sea).

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত, শুষ্ক, স্বল্প, গুট্‌লে গুট্‌লে ছাগলের নাদির ন্যায়, সহজে বহির্গত হয় না। মলদ্বারে বহির্গত হইতে হইতে ভাঙ্গিয়া যায় (crumbling at the verge of anus—(Amnon Mur, Nat. M.)। দন্তোদ্গমকালীন শিশুদিগের এই প্রকার কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়।

২। যকৃত শক্ত, বৃহৎ এবং যন্ত্রণাযুক্ত। হাটাহাটিতে, স্পর্শে, এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয়।

৩। শিশু দন্তোদ্গমকালীন দুগ্ধ জীর্ণ করিতে পারে না। পাকাশয়ে যন্ত্রণা হয় এবং অজীর্ণ অবস্থাতেই বহির্গত হয়। শিশু ক্ষুদ্র পুঁয়ে পাওয়া, বালাস্থি বিকৃতি (Puny, Rachitic)।

৪। ঋতুস্রাব চাপ চাপ কাল পিচের ন্যায় এবং যন্ত্রণাযুক্ত।

৫। শ্বেতপ্রদর স্রাব—কাজকর্ম্ম এবং প্রত্যেক মলত্যাগের পর বৃদ্ধি হয়।

৬। স্ত্রীলোক হিষ্টিরিয়াপ্রবণ, জরায়ু রোগগ্রস্থ, যাহারা বহুদিন যাবৎ অজীর্ণ এবং পিত্তাধিক্য রোগে ভুগিতেছে তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

৭। মূত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে, নিম্নোদরে চাপ না দিলে মূত্র নির্গত হইতে চাহে না।

সাধারণ লক্ষণ

১। প্রত্যেক ছয় সপ্তাহে, কপালে এবং চক্ষুর চারি পার্শ্বে বিদীর্ণবৎ শিরঃপীড়া হয়। সঞ্চালনে এবং খোলা বাতাসে বৃদ্ধি হয়। শয়নে, জোরে চাপে এবং উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা জড়াইয়া রাখিলে উপশম হয় (সাইলিসিয়া)।

২। মুখে সর্ব্বদা সাদা সাদা ফেনা উঠে।

৩। পচা ডিম্ব অথবা পলাণ্ডুবৎ স্বাদযুক্ত উদগার উঠে।

৪। দন্তশূল—দাঁতে খাদ্যদ্রব্যের স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না।

৫। হৃৎকম্পন এবং হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা উপবেশনকালীন বৃদ্ধি হয় এবং সঞ্চালনে উপশম হয় (জেলসিমিয়াম)।

হিষ্টিরিয়া এবং মানসিক লক্ষণ—ম্যাগনেসিয়া মিউর স্ত্রীলোকদিগের হিষ্টিরিয়া রোগে প্রায়ই প্রয়োগ হয় এবং দেখা যায় অধিব

ভোজনের পর অর্থাৎ মধ্যাহ্ন এবং রাত্রির আহারের পর অর্থাৎ যখন আমরা সাধারণতঃ অধিক আহার করিয়া থাকি গা বমি বমি করিয়া উদ্গার এবং কম্পন হইয়া হিষ্টিরিকেল মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হয়। মূর্চ্ছাকালীন মুখমণ্ডল ফ্যাকাসেবর্ণ হয়, সবুজ এবং লাল আলো দেখে। সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে, উদ্গারে উপশম বোধ করে। জরায়ুতে যন্ত্রণা এবং সঙ্কোচন হয়, কোমরে ব্যথা এবং প্রদর স্রাব দেখা দেয়, রোগী অতিশয় উদ্বেগপূর্ণ এবং অস্থির প্রকৃতির গোলমাল সহ্য করিতে পারে না। অস্থিরতা এবং মানসিক উদ্বিগ্নতা সচরাচর মানসিক পরিশ্রমে এবং রাত্রিতে নিদ্রাকালীন বৃদ্ধি হয়। রোগীর পাকস্থলী হইতে গুল্মবায়ুবৎ বায়ুর গোলা গলায় ঠেলিয়া ওঠে, ইহা উদ্গারে উপশম হয় (ইহা উদরে বায়ু সঞ্চার হেতু হইয়া থাকে)।

শিরঃপীড়া হয় এবং রোগীর মনে হয় মাথার ভিতর যেন ফুটন্ত গরম জল রহিয়াছে অথবা মস্তকের সমুদায় অংশ অসাড় হইয়া গিয়াছে। হস্তদ্বারা জোরে চাপ দিলে কিংবা কাপড় জড়াইয়া রাখিলে উপশম হয়।

ডাক্তার গারেন্সি ম্যাগনেসিয়া মিউরের হিষ্টিরিয়া সম্বন্ধে একস্থানে লিখিতেছেন—Mag Mur is one of the most important remedies in Hysterical condition—sleeplessness, the characteristic constipation and frequent fainting attacks and which seem to start from the stomach are his main indication for it অর্থাৎ হিষ্টিরিয়ার ফিট পাকস্থলী হইতেই আরম্ভ হয় এবং তৎসহিত কোষ্ঠকাঠিন্য, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে।

ম্যাগনেসিয়া মিউরে কয়েকটি লক্ষণের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়—তাহা হইতেছে জরায়ুর দোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, যকৃৎ বিবৃদ্ধি এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে অক্ষমতা, ইহা পরস্পরের সহিত পরস্পর সংযোগ থাকে। ডাক্তার ক্লিফটন মাসিক হোমিওপ্যাথিক রিভিউয়ের ২১ সংখ্যায় পর পর ৮টি রোগীর বিবরণ দিয়াছেন এবং সমুদায়গুলিই স্ত্রীলোকদিগের হইয়াছিল।

কোষ্ঠকাঠিন্য—ম্যাগনেসিয়া মিউরকে পাকস্থলীর রোগ সম্বন্ধে ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিলেই হয়, কারণ ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের উদরাময়, অজীর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ যেমন অধিক, ম্যাগনেসিয়া মিউরে কোষ্ঠকাঠিন্য

তেমন অত্যন্ত প্রবল। মলত্যাগে অত্যন্ত কষ্ট হয়, মল শক্ত, গুটলে গুটলে ছাগলের নাদির ন্যায়, অত্যন্ত শুষ্ক, মল নির্গত হইবার সময় মল বহির্গত হইতেই ভাঙ্গিয়া যায়। (The stools are hard, difficult, slow, insufficient, knotty, like sheeps dung and crumble at the verge of anus—Ammon Mur, Nat. M.)। ম্যাগনেসিয়া মিউরের কোষ্ঠকাঠিন্য একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। অনেক স্থলে ইহার উপরই ঔষধের নির্ব্বাচন নির্ভর করে। জরায়ু রোগের সহিত এই প্রকার কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ম্যাগনেসিয়া মিউর তাহার একটি অব্যর্থ ঔষধ জানিবে।

দন্তোদ্গমকালীন শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যে ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের ন্যায় সাদা খড়িমাটির ন্যায় মল হয় (constipation of infants during dentition, chalky stools like—Mag. Carb).

ঋতুস্রাব—ম্যাগনেসিয়া মিউরের ঋতুস্রাবও ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের ন্যায় রাত্রিতেই বৃদ্ধি হয়। ঋতুস্রাব ঘোর কাল পিচের ন্যায়, চাপ চাপ যন্ত্রণাযুক্ত (black pitch like, colotted)। ভ্রমণকালীন কোমড়ে এবং উপবেশনকালীন জানুদ্বয়ে বেদনা হয়। ম্যাগনেসিয়া মিউরে ঋতুস্রাব কিংবা জরায়ু গোলযোগের সহিত উক্ত প্রকার কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে, ইহা এই ঔষধের বিশেষত্ব বলিলেই হয়।

যকৃত—যকৃতের রোগের ম্যাগনেসিয়া মিউর একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যকৃৎ বৃহৎ এবং শক্ত হয় ও নিম্নোদর ফুলিয়া উঠে, গাত্রত্বক পীত আভাযুক্ত হয়, যকৃতের যন্ত্রণা থাকে, স্পর্শে, হাঁটাহাঁটিতে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয় (মার্কিউরিয়াস)। জিহ্বা বৃহৎ পীতলেপাবৃত এবং দন্তের চাপে জিহ্বাতে দাগ বসিয়া যায় (takes the imprint of teeth)। Portal circulation অর্থাৎ যকৃত প্রদেশে রক্তসঞ্চালনের দোষহেতু পদদ্বয় প্রায় ফুলিয়া উঠে, হৃৎস্পন্দন এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়। শেষোক্ত লক্ষণ দুইটী যকৃতের গোলযোগ হইতে উত্থিত প্রত্যাবৃত্ত লক্ষণ (reflex symptom) ব্যতীত এইরূপ স্থলে আর কিছুই হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে ম্যাগনেসিয়া মিউরের সহিত মার্কিউরিয়াস সলের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়, কারণ উভয়

ঔষধেই দন্তের চাপে জিহ্বাতে দাগ হয় এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে যকৃতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় কিন্তু মার্কিউরিয়াসে ম্যাগনেসিয়া মিউরের ন্যায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে না বরং কুন্থনযুক্ত উদরাময়, আমাশয় কিংবা ছাইএর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট (grey or ashy colour) মল থাকে, ইহা ব্যতীত মার্কিউরিয়াস সল যকৃতের তরুণ রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ম্যাগনেসিয়া মিউর পুরাতন রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয় (Mercurius is best adapted to acute affectious of this organ (liver). Mag. Mur is more to the chronic)।

টেলিয়া (Ptelea)—ইহাও একটি যকৃতের রোগের ঔষধ কিন্তু ইহাতে বামপার্শ্বে শয়নে যকৃতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে উপশম হয়।

দন্তশূল—দাঁতে খাদ্যদ্রব্যের স্পর্শ লাগিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

শৈশব যকৃত (Infantile Liver)—যে সমুদায় শিশুর উপযুক্তরূপে শরীরের বৃদ্ধি (growth) হয় না, ক্ষুদ্র, শুষ্ক এবং পুঁয়ে পাওয়া এবং চর্ম্মরোগ-বিশিষ্ট তাহাদিগের যকৃত বৃদ্ধিতে প্রায়ই ম্যাগনেসিয়া মিউর নির্ব্বাচিত হয়। অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, এমন কি ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত মলত্যাগ হয় না (Frequently we find Mag. Mur indicated in the enlarged liver of children who are puny in their growth in the rachitic. They suffer too from skin affections)। ম্যাগনেসিয়া মিউরের চর্ম্মরোগের বিশেষত্ব আছে—ইহাতে যে চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায় তাহাকে ইংরাজীতে tinea ciliaries বলে অর্থাৎ চুলের গোড়াতে বিশেষভাবে অক্ষিপুটে একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি হয় এবং ফুস্কুড়িযুক্ত স্থানের চুল পড়িয়া যায়, এতদ্ব্যতীত চুলের চারি পার্শ্বে মামড়ি অর্থাৎ আঁসযুক্ত (scaly eruptions) ফুস্কুড়ি দেখা দেয় এবং ঘা হয় ও তদস্থলের চুলও পড়িয়া যায়। এই প্রকার অবস্থার সহিত মুখমণ্ডলেও ফুস্কুড়ি (Pimples) হয়। নাসিকা লালবর্ণ হয় এবং ফুলিয়া উঠে এবং তদসহিত নাসারন্ধ্রে ক্ষয়কারক ক্ষত দেখা দেয় ও এতদ লক্ষণের সহিত পদদ্বয়ে ঘর্ম্ম বর্ত্তমানে থাকে।

পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম সাইলিসিয়াতেও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং সাইলিসিয়ার সহিত ম্যাগনেসিয়া মিউরের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্যও রহিয়াছে উভয় ঔষধই স্ক্রফিউলাস রোগীতে উত্তম কার্য্য করে, উভয় ঔষধেই পদদ্বয়ে ঘর্ম্ম হয়। যকৃত বৃদ্ধি হয়, শিশু বালাস্থিবিকৃতি হয়। নাসিকায় ক্ষয়কারক ক্ষত হয়। শিরঃপীড়া গরম কাপড় শক্ত করিয়া জড়াইলে উপশম হয় কিন্তু সাইলিসিয়ার পদদ্বয়ে এবং মস্তকে ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত—এই লক্ষণেই এই দুইটি ঔষধ পৃথক হইয়া গিয়াছে।

হৃৎস্পন্দন ও মুত্রাশয়ের রোগ—ম্যাগনেসিয়া মিউরে কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ উভয়েরই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হয় এবং এই হৃৎস্পন্দনের আবার বিশেষত্ব যে, যখন রোগী স্থির থাকে তখন বৃদ্ধি হয়। যখন এদিক ওদিক পায়চারি করে তখন উপশম হয়। (A general characteristic of Mag. Mur belonging to either men or women, is palpitation of heart, which is worse when the patient is quiet and better from moving about) ইহা ব্যতীত আর একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ আমরা প্রায়ই অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দেখিতে পাই তাহা হইতেছে নিম্নোদরে চাপ না দিয়া প্রস্রাব করিতে অক্ষমতা (inability to pass urine without pressing the abdominal walls)। মূত্রাশয়ের শক্তি অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়। কাজে কাজেই মূত্রাশয়ে চাপ না দিলে প্রস্রাব বহির্গত হয় না। এমন কি সময় সময় এত অধিক হয় যে স্রাবের বেগ অনুভব করিতেই পারে না এবং এই দুর্ব্বলতা মূত্রপথ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

জরায়ু আক্ষেপ—জরায়ু অক্ষেপ (uterine spasm) ম্যাগনেসিয়া মিউরের প্রয়োগ সময় দেখা যায় কিন্তু কলোফাইলাম এবং সিমিসিফিউগাকে এতদ্ বিষয়ে সচরাচর প্রাধান্য দেওয়া হয়। ডাক্তার ফ্যারিংটন এ বিষয়ে কলোফাইলমকেই সর্ব্বোচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি বলেন একমাত্র সিকেলি ব্যতীত জরায়ুর এই প্রকার অবিরাম আক্ষেপ অবস্থা উৎপন্ন করিতে পারে কলোফাইলাম ছাড়া আমি আর কোন ঔষধ জানি না (I know of no other drug that produces such conti-

nued spasmodic condition of the uterus unless it be Secale—Dr. Farrington).

শিরঃপীড়া—শির:পীড়া প্রত্যেক ৬ সপ্তাহে কপালে এবং চক্ষুর চারিধারে হয়। মনে হয় যেন কপাল ফাটিয়া যাইবে। নাড়াচাড়ায় এবং খোলা বাতাসে বৃদ্ধি হয়। শয়নে জোরে চাপ দিলে এবং উষ্ণ কাপড় জড়াইয়া রাখিলে উপশম হয় (সাইলিসিয়া)

শ্বেতপ্রদর—শ্বেতপ্রদর স্রাব পরিশ্রমের পর এবং বিশেষতঃ প্রত্যেক মলত্যাগকালীন কিংবা প্রাতঃকালে প্রস্রাব ত্যাগের পর হয়। সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর আক্ষেপ বর্ত্তমান থাকে এবং তৎপর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হয়। প্রায়ই মাসিক ঋতুস্রাবের দুই সপ্তাহ পর শ্বেতপ্রদর দেখা দেয় এবং ৩।৪ দিবস থাকে (বভিষ্টা, কোনায়ম)।

পরিপাক ক্রিয়া—সন্ধ্যার সময় পাকাশয় প্রদাহ হয়। খাদ্যদ্রব্য সহজে পরিপাক হয় না। ইহা ম্যাগনেসিয়া মিউরের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। পাকস্থলী, ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া আইসে কিছুই হজম হয় না। আহার করিলেই কষ্ট হয়। দুর্গন্ধ পচা ডিম্বের স্বাদযুক্ত উদ্গার উঠে। যখন সহজে শিশুদিগের দন্তোদ্গম হয় না শিশু দুগ্ধজীর্ণ করিতে পারে না (during difficult dentition, unable to digest milk) পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হয় এবং অজীর্ণ অবস্থাতেই দুগ্ধ বহির্গত হইয়া পড়ে। শিশু ক্ষুদ্রকায়, কৃশ এবং বালাস্থি বিকৃতি (Puny, delicate and rachitic)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিসন—৩০ এবং উচ্চ ক্রমই অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ—ক্যামোমিলা (শিশুদিগের রোগে)।

রোগেরবৃদ্ধি—আহারের অব্যবহিত পর, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে, সমুদ্র স্নানে।

রোগের উপশম—চাপে, সঞ্চালনে, মুক্ত খোলা বাতাসে (শিরঃপীড়া ব্যতীত)।

আইওডিন (Iodine)

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং শীর্ণতাসহ নিস্তেজ ধাতু বিকৃতি (Scrofulous diathesis, low cachectic condition with profound debility and great emaciation).

২। সিঁড়িতে উপরে উঠিতে ভীষণ দুর্ব্বলতা এবং শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট হয়। (Remarkable and unaccountable sense of weakness and loss of breath on going upstairs).

৩। অত্যন্ত ক্ষুধা, সকল সময় খাই খাই করে এবং পুনঃ পুনঃ খায় কিন্তু ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে, গায়ে মাংস ধরে না (Ravenous hunger, eats often and much, but loses flesh all the time).

৪। আহারের পর কিংবা আহার কালীন উপশম বোধ করে (feels relieved after eating or while eating).

৫। শক্ত কঠিন গলগণ্ড (Goitre).

৬। প্রচুর জরায়ু রক্তস্রাব এবং জরায়ুর কর্কট রোগ। (Profuse uterine haemorrhages and cancer of uterus)

৭। পুরাতন শ্বেত প্রদর, প্রচুর স্রাব হয় এবং এত অধিক ক্ষয়কারক যে কাপড়ে লাগিলে কাপড় খাইয়া ছিদ্র হইয়া যায়।

(Chronic leucorrhoea, which is abundant and so corrosive as to eat holes in the linen).

৮। গ্রন্থি স্ফীতি বিশেষতঃ মধ্যান্ত্র এবং গলদেশের (swelling of glands, especially mesenteric and thyroid).

৯। কৃত্রিম ঝিল্লি বিশিষ্ট ঘুংড়ি কাশি, শুষ্ক, সাঁই সাঁই করাত চালনা শব্দযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস। শিশু কাশি কালীন গলা চাপিয়া ধরে। ইহা বিশেষতঃ কৃষ্ণ বর্ণ চক্ষু এবং চুল বিশিষ্ট বালকদিগের পক্ষে ভাল কাজ করে। (membranous croup wheezing, sawing respiration, dry barking cough, specially in children with dark eyes and hairs, child grasps the throat with the hand when (coughing).

১০। সাধারণতঃ উষ্ণ গৃহে রোগের বৃদ্ধি। অতি ক্ষুধা, আহারান্তে উপশম এবং তৎসহ ক্রমশঃ শরীরের শীর্ণতা। (aggravation in general from warm room, the remarkable hunger relieved by eating with progressive emaciation is the first importance).

উপরোক্ত লক্ষণের মধ্যে ইহাই (অর্থাৎ উষ্ণ গৃহে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি) সর্ব্ব প্রধান বিশেষত্ব।

সাধারণ লক্ষণ

১। হৃৎস্পন্দন সামান্য পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। (ডিজিটালিস। সামান্য মানসিক পরিশ্রমে—ক্যালকেরিয়া আর্স।)

২। মনে হয় হৃৎপিণ্ড যেন জোরে সঙ্কুচিত করা হইতেছে।

৩। কোষ্ঠ কাঠিন্য মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা, শীতল দুগ্ধ পানে উপশম।

৪। ফুস্‌ফুসের নিম্নে চুলকানি উৎপন্ন হইয়া কাশি প্রকাশ পায়।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—আইওডিনের প্রধান কার্য্যই হইতেছে শোষণ (absorption)। ইহার শোষণ ক্রিয়া অত্যন্ত অধিক এবং গ্রন্থির উপরই বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। তদহেতুই এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ কোন স্থানের গ্রন্থি স্ফীত হইলেই কথায় কথায় আইওডিন টিংচার প্রলেপ দিতে ব্যবস্থা দেন। উহা যে কেবল গ্রন্থির উপরই কার্য্য করে তাহা নয়, অন্যান্য টিসু সমূহেতেও এমন কি স্নায়বীক বিধানের (nervous structures) উপরও ইহার কার্য্য বিস্তারিত হয়। কাজে কাজেই কোন ব্যক্তি আইওডিন দ্বারা বিষাক্ত হইলে শীর্ণতা অর্থাৎ শুষ্কতা (emaciation) লক্ষণ অত্যন্ত পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোক হইলে তাহার স্তনের গ্রন্থি (mamary gland) এবং ডিম্বাশয় (ovaries) শুষ্ক হইয়া যায়। পুরুষ হইলে তাহার অণ্ডকোষ (testicles) শুষ্ক হইয়া যায় এবং সঙ্গম ক্রিয়ার ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। শরীরের চর্ম্মও পর্য্যন্ত ঘোর পীত বর্ণ (tawny) এবং শুষ্ক হইয়া আইসে। চক্ষুর স্বচ্ছাবরকে (sclerotica) মুখমণ্ডল এবং শরীরের নানা স্থানে পীতবর্ণ দাগ প্রকাশ পায়। ক্ষুধা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় সকল সময় খাই খাই করে এবং ক্ষুধা আহারে উপশম হইলেও কিন্তু রোগী ক্রমশঃ শীর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে অর্থাৎ রোগী যতই আহার করুক না কেন ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে। আইওডিনের ইহা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ জানিবে। আহারে যে কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় তাহা নয়, শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং ব্যাধি পর্য্যন্ত আহার কালীন উপশম বোধ করে। এই প্রকারে ধীরে ধীরে অল্প সময়ের মধ্যে সমুদায় স্নায়বিক বিধান আক্রান্ত হয় এবং ক্রমশঃ কম্পন (tremor) আসিয়া উপস্থিত হয়. কাজে কাজেই সামান্য ঘটনাতেই রোগী nervous ও উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং কাঁপিতে থাকে। আইওডিন রোগী খোলা বাতাস অধিক পছন্দ করে, আইওডিনের অপব্যবহার হেতু উপরিউক্ত অবস্থায় হেপার সালফার একটি উৎকৃষ্ট বিষঘ্ন ঔষধ। কোন কোন স্থানে সালফারও দেওয়া হইয়া থাকে।

মানসিক লক্ষণ—আইওডিন রোগী অত্যন্ত ব্যস্ত, অল্পতেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে, বিষাদ পূর্ণ, খামখেয়ালী হঠাৎ যা তা কাজ করিয়া ফেলিতে উদ্যত হয় এবং সমুদায় কার্য্যেই যেন তাড়াতাড়ি ভাব। আইওডিন রোগীর এই প্রকার ব্যস্ততা মানসিক এবং শারীরিক উভয়েতেই প্রকাশ পায়—স্থির হইয়া একদণ্ড থাকিতে পারে না—স্থির হইয়া থাকিলে যেন সমুদায় শরীরময় একটা কম্পনের অনুভূতি প্রকাশ পায়—শরীরের সঞ্চালন কিংবা স্থানের পরিবর্ত্তণ না করিলে অর্থাৎ শরীরকে না নাড়াইলে ইহার উপশম হয় না। কাজে কাজেই আইওডিন রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির। যতই স্থির হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে ততই উদ্বিগ্নতা (anxiety) বৃদ্ধি হইবে, এবং স্থির হইয়া থাকিলে মনে নানান প্রকার impulse আসিয়া তোলপার করিয়া ফেলে—সমুদায় জিনিষ পত্র ছিঁড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিবে, কাহাকে খুন করিবে অথবা নিজকে হত্যা করিবে এইরূপ অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার উপস্থিত হয়—কাজে কাজেই আইওডিন রোগী সর্ব্বদা দিন রাত পায়চারি করিতে থাকে। আইওডাইড অফ পটাসিয়াম (Iodide of potassium) রোগীও এইরূপ সর্ব্বদা পায়চারি করে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে আইওডাইড অফ পটাসিয়াম রোগী বহুদূর চলাফেরা করিতে পারে অথচ ক্লান্ত হয় না কিন্তু মানসিক উদ্বিগ্নতার শান্তি বোধ করে। আর আইডিন রোগী অল্পতেই অতি সহজেই অল্প চলা ফেরাতেই ক্লান্ত এবং ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়ে।

আইডিন রোগীর ন্যায় impulsive অর্থাৎ মানসিক আবেগ অনেকটা আর্সেনিক এবং হেপারেও দেখিতে পাওয়া যায়। আর্সেনিক এবং হেপার রোগী বিরক্তের কোন কারণ নাই অথচ খুন করিতে উদ্যত হয়। আওডিন, আর্সেনিক এবং হেপার ইহাদের পার্থক্য নিরূপণে কোন ভ্রম হওয়া উচিত নয়—কারণ আইডিন রোগী উষ্ণ শোণিত (warm blood) ধাতুযুক্ত আর আর্সেনিক এবং হেপার শীতকাতুরে (chilly)। আইওডিন রোগী উত্তাপ সহ্য করিতে পারেনা, আর্সেনিক এবং হেপার উত্তাপ পছন্দ করে যে impulse এর কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি ইহা হঠাৎ আইসে। ক্রোধ বিরক্তির কিংবা কোন কারণের সহিত সংস্রব নাই, হঠাৎ করিয়া বসে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে—"আমি কিছুই জানি না।" ইহাকে

উন্মাদের লক্ষণ বলা যাইতে পারে। হেপারে এইরূপ উল্লিখিত আছে—নাপিত ক্ষৌর কার্য্য করিতে করিতে হঠাৎ মানসিক impulse এ গলা কাটিয়া ফেলিল। নাক্সভমিকা রোগী নিজের সন্তানকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিল, স্বামীকে খুন করিয়া ফেলিল। হঠাৎ মনে একটি impulse এর উদয় হইয়া মনকে উন্মাদ করিয়া তোলে রোগী আত্মকর্ত্তৃত্বহীন হইয়া পড়ে। আইওডিন রোগীর এতদসমুদায় impulse স্থির হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই অধিক বৃদ্ধি হয় এবং মনকে তোলপার ও উদ্বিগ্ন করিয়া ফেলে। কাজে কাজেই রোগীকে সর্ব্বদা চলা ফেরা করিতে হয় অথবা ব্যস্ত থাকিতে হয়। যদি তাহাকে বলা হয় বিশ্রাম কর, "শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছে"। রোগী বলে আমি ব্যস্ত আছি, তাই বাঁচিয়া আছি, যে দিন বিশ্রাম গ্রহণ করিব সেই দিন মৃত্যু হইবে।"

আইওডিন রোগীতে ইহাও দেখা যায় অত্যন্ত স্মরণ শক্তি হীন, কোন কথা মনে রাখিতে পারে না, অল্পতেই ভুলিয়া যায়।

থাইসিস—Phthisis pulmonalis এ আইওডিনকে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। অল্পবয়স্ক বারস্ত প্রকৃতির যুবকদিগের যাহাদিগের বক্ষঃস্থলে পুনঃ পুনঃ রক্তাধিক্যের সঞ্চার হয় (frequent congestion of the chest) এবং যাহারা নিয়মিত আহারাদি সত্ত্বেও ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। এই প্রকার রোগীর কাশি সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে এবং সমুদায় বক্ষঃস্থল কিংবা ফুসফুসের নিম্নপর্য্যন্ত সুড় সুড় করিয়া কাশির উদ্রেক হয় এবং রোগী উষ্ণ গৃহ (warm room) সহ্য করিতে পারে না। আইওডিন রোগীর গরমে সমুদয় লক্ষণই বৃদ্ধি হয়—ইহা এই ঔষধের একটি বিশেষত্ব। গয়ের রক্তমিশ্রিত এবং চট্‌চটে, বক্ষঃস্থল অত্যন্ত দুর্ব্বল সামান্য শ্বাসপ্রশ্বাসে বিশেষতঃ উপরে উঠিতে হাঁপাইয়া পরে। (There is a remarkable and unaccountable sense of weakness and loss of breath on going up stairs)। রোগীর ক্ষুধা খুব ভালই থাকে এবং আহারে সমুদয় লক্ষণের উপশম হয় কিন্তু তথাপি দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে—উক্তপ্রকার বারস্ত প্রকৃতির যুবকদিগের Phthisis এর ফসফরাসও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু আইওডিন এবং ফসফরাস রোগীর শীর্ণতা বিষয়ে

প্রভেদ আছে। ফসফরাসে আহারাদিসত্ত্বেও শীর্ণতা বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ নয়।

হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধিতেও আইওডিনের ব্যবহার হয়। সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেতেই হৃৎস্পন্দন হয়। (সামান্য মানসিক পরিশ্রমে হৃৎস্পন্দন হয়—ক্যালকেরিয়া আস´)

ডাক্তার হিউজেস বলেন—Its potent action on the lungs, its modifying influence over scrofula and the hectic character its emaciation and fever would make it from a Homeopathic point of view the most hopeful of remedies for this disease—ফুস্‌ফুস্‌, স্ক্রফিউলা, শীর্ণতা ইত্যাদির উপর ইহার যে প্রকার কার্য্য আছে, তাহাতে আইওডিন যে যক্ষ্মাকাশের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ হইবে তাহা সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত। ডাক্তার কাফকা বলেন—অল্প বয়স্ক হৃষ্টপুষ্ট যুবকদিগের গণ্ডমালা ধাতু হেতু ক্ষয়কাশি হইলে আইওডিনই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ—(more than any other remedy it affects curative result, specially if tuberculosis is the result of scrofulosis in the case of young and robust individuals) ডাক্তার টিসিয়ার এবং জুসেট (Tessier and Jouset) ক্ষয় কাশে সালফার এবং আইওডিন উচ্চক্রম কিছুদিন নিয়মিতরূপে প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন, কডলিভার তৈলে আইওডিন বর্ত্তমান আছে বলিয়াই যক্ষ্মাকাশের ইহা এক বিশেষ আনুসাঙ্গিক ঔষধ এবং তদহেতু সকলপ্রকার চিকিৎসকই ইহার ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। হৃৎপিণ্ডকে অত্যন্ত শক্ত করিয়া ধরিয়া চিপিয়া ফেলিতেছে এইরূপ মনে হয়। সময়ে সময়ে আবার হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল অনুভব হয়, মনে হয় কিছুই নাই (goneness) সম্পূর্ণ অবসন্ন ভাব। রোগী এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে কথা বলিতে কিম্বা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। বিড়ালের ঘড় ঘড় শব্দকালীন হস্ত দ্বারা টোকা দিলে যে প্রকার শব্দ হয় হৃৎপিণ্ডের উপর ঠিক সেই প্রকার সূক্ষ্ম কম্পন শব্দের অনুভূতি হয়।

স্পাইজেলিয়াতেও হৃদপিণ্ডের উপর ঠিক উক্ত প্রকার কম্পন শব্দ হয়।

নিউমোনিয়া—নিউমোনিয়াতে আইওডিনের প্রয়োগ অনেক স্থলে দেখা যায় এবং কেহ কেহ ইহাকে ভিরেট্রাম ভিরেডি, ফসফরাস ইত্যাদির

নিয়েই স্থান দিয়াছেন। ১৯৪০ সালে বিলাতে যে হোমিওপ্যাথিক কংগ্রেস হয়, তাহাতে নিউমোনিয়ার বিষয় আলোচনাকালীন ডাক্তার বডমেন (Dr. J. H. Bodman) বলেন—In cases which did not abort under Veratrum Viride and Phosphorus in the course of a day or two and where there was evidence of consolidatien, he thought that in the majority of cases it was great help to turn to Iodine. He used the 3 × tincture। তিনি আরোও বলেন—"There was the case of a school sometime ago where there was an epidemic of Pneumonia, about half the cases were under homœopathic treatment and the reminder under allopathic. In the case of those under Homæopathy Iodine was the principal remedy employed and the nurses were struck by the much better progress that they made. In ono of the most threatening cases that he had seen in a child the temperature dropped to normal within twenty four hours atter Iodine was given. কিন্তু নিউমোনিয়ায় আমরা এই ঔষধের প্রয়োগ খুব বেশী দেখিতে পাই না। আইওডিন বিশেষতঃ নিউমোনিয়ায় যখন plastic exudation আরম্ভ হয় তখন প্রায় প্রয়োগ হইয়া থাকে। অত্যন্ত কাশি এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসেরও কষ্ট হইতে থাকে, মনে হয় বক্ষঃস্থল যেন প্রসারণ হইবে না (chest wauld not expand) এবং ফুসফুসের কতক অংশ শক্ত হইয়া আইসে। নিউমোনিয়ার শেষ অবস্থায় যখন পুঁজোৎপাদনের সহিত বিলেপী জ্বর (hectic fever) এবং শীর্ণতা (emaciation) উপস্থিত হয় তখনও আইওডিন প্রয়োগ হয় এবং রোগী উষ্ণ ঘর অপেক্ষা খোলা ঠাণ্ডা বাতাস অধিক পছন্দ করে।

গ্রন্থি বিবৃদ্ধি (Eelargement of glands)—আইওডিন গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ (scrofulous) লোকের বিশেষ উপযুক্ত ঔষধ এবং তাহাদিগের প্রতি ইহা উত্তম কার্য্য করে। ইহাতেও গ্রন্থিসমূহ অত্যন্ত শক্ত এবং বিবৃদ্ধি হয় কিন্তু ব্রোমিন এবং কার্ব্ব এনামেলিস হইতে ইহার বিশেষত্ব যে আইও-ডিনের গ্রন্থির বিবৃদ্ধির সহিত প্রায়ই কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না। গ্রন্থি

অত্যন্ত শক্ত এবং বিবৃদ্ধি হয় অথচ যন্ত্রণাশূন্য এবং আইওডিনের গ্রন্থির স্ফীতির আর একটি বিশেষত্ব যে অত্যন্ত torpid এবং sluggish প্রকৃতির। (There is a chracteristic of Iodine which is universal and that characteristic is torpidity and sluggishness, the very indolence of the disease is suggestive of Iodine) ইহাতে যে প্রকার গ্রন্থি বিবৃদ্ধি হয় আবার সেই প্রকার গ্রন্থি অত্যন্ত শুষ্কতা প্রাপ্তও হয়। স্ত্রীলোকের স্তন এবং পুরুষের অণ্ডকোষ শুষ্ক হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ বালকবালিকা যাহাদিগের পুনঃ পুনঃ আহার করা সত্ত্বেও শরীর শীর্ণ হইতে থাকে তাহাদিগের প্রতি আইওডিন অধিক নির্ব্বাচিত হয়। আইওডিনের ইহাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। এই প্রকার শিশু সকল সময় খোলা বাতাসে ভাল থাকে, আবদ্ধ কিংবা উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি হয়। Mesenteric গ্রন্থিসমূহ বৃদ্ধি হইয়া tabes mesenterica রোগে পরিণত হয় এবং শিশুদিগের tabes mesentericaর মধ্যান্ত্রিক ক্ষয়রোগের (wasting of the body in consequence of scrofulous disease of mesenteric glands) আইওডিন একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আইওডিন রোগীতে প্লীহা, যকৃৎ, ডিম্বাশয়, অণ্ডকোষ, লসিকা গ্রন্থি, গ্রীবাদেশের গ্রন্থি ইত্যাদি সমুদয় বিবৃদ্ধি এবং শক্ত হয় কিন্তু একমাত্র স্তনের গ্রন্থি বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। আইওডিনে নিম্নোদর এবং মধ্যান্ত্রপ্রদেশের গ্রন্থি অধিক আক্রান্ত হয় (The enlargement of glands is specially observed among the lymphatic glands of the abdomen, the mesenteric glands).

গলগণ্ড (Goitre)—স্মরণাতীতকাল হইতে আইওডিন গলগণ্ডের (goitre) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধরূপে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। ভৈষজ্য-বিজ্ঞান পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় ইহার দ্বারা নূতন এবং পুরাতন সকল প্রকার গলগণ্ড আরোগ্য হয়। উক্ত বিষয় ডাঃ গুলন (Dr. Goullone) খুব স্পর্দ্ধার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, একটি ১৫ বৎসরের পুরাতন গলগণ্ড, শিশুর মস্তক সদৃশ বৃহৎ, আইওডিন ৬ ক্রম ৫ মাস ক্রমান্বয় ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই প্রকার বহু আরোগ্য সংবাদ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। Dr. Lippe বলেন—গলগণ্ডে ইহা পূর্ণিমার পর অথবা চন্দ্রের ক্ষয় প্রাপ্তি কালীন প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। Dr. Nash অনেক গলগণ্ড

রোগী c. m. ক্রম প্রত্যেক রাত্রিতে একবার করিয়া চার রাত্রি এই প্রকার প্রয়োগে আরোগ্য করিয়াছেন।

উপদংশ—উপদংশের আইওডিন Iodide of Potassium• রূপে ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়। মার্কিউরিয়াস সল এবং নাইট্রিক্ এসিড যেমন উপদংশের প্রথম অবস্থায় উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত, সেই প্রকার পটাসিয়াম আইওডাইড উপদংশের tertiary অবস্থায় অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

উদরাময়—আইওডিনের উদরাময় এক অদ্ভুত প্রকৃতির। মল সাদা ঘোলের ন্যায় (white whey like)। প্লীহা বিবৃদ্ধি, শক্ত এবং স্পর্শাধিক্য (sensative to touch) সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের কার্য্যও গোলমাল হয়, কারণ মল সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ—ইহা Pancreasএর রোগবশতঃই উৎপন্ন হয় বলিয়া মনে হয়, কারণ আইওডিনের অন্যান্য গ্রন্থির ন্যায় pancreatic glandও আক্রান্ত হয়। যক্ষ্মা কিংবা শীর্ণতা (phthisis and marasmus) রোগসহ উদরাময়েও আইওডিন প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্ক্রফিউলাস ধাতুগ্রস্থ শীর্ণ শিশুদিগের পুরাতন প্রাতঃকালীন উদরাময়ের আইওডিন একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডিম্বাশয় শোথ—আইওডিনের শোষণ (absorption) গুণ আছে বলিয়াই ডিম্বাশয় শোথেও (ovarian dropsy) সময় সময় প্রয়োগ হয় কিন্তু ডিম্বাশয় শোথে এপিস, কলোসিস্থ ইত্যাদির প্রয়োগ প্রায়ই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আইওডিন প্রয়োগ করিতে হইলে আইওডিনের প্রধান লক্ষণগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য এবং ইহা কিছু বেশী দিন ব্যবহার না করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না এবং অর্ব্বুদও (tumor) হ্রাস হয় না। স্ত্রী জননেন্দ্রিয় গ্রন্থির প্রদাহ, বিবৃদ্ধি (induration and inflammation of the glands of the generative system) এবং জরায়ুর অর্ব্বুদ (tumor) ইত্যাদির আইওডিন একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এইরূপ স্থলেও ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে রোগী গণ্ডমালা (scrofulous) জাতীয় হইলেই অধিক ফল পাওয়া যাইবে। জরায়ু, ডিম্বাশয় ইত্যাদির tumorএ আইওডিন নির্ব্বাচিত হয়, যখন রোগীর ধাতুগ্রস্থ আইও-

ডিনের ন্যায় হয়। স্তনগ্রন্থি ঝুলিয়া পড়িলে আইওডিন প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়, স্তনে মাংস উৎপন্ন হইয়া দৃঢ় করে (It has cured the dwindling of mammary glands and caused them to grow plump with an increase of flesh upon dwindling patients—Kent).

শ্বেতপ্রদর (**Leucorrhoea**)—পুরাতন শ্বেতপ্রদরে আইওডিন অধিক নির্ব্বাচিত হয়। স্রাব পীতবর্ণ এবং ভীষণ ক্ষতকারক (carrosive) কাপড়ে দাগ লাগে এবং কাপড় খাইয়া যায়। ঋতুস্রাবকালীন অত্যন্ত প্রচুর স্রাব হয়। জানুদ্বয়ের চর্ম্ম হাজিয়া ক্ষত হইয়া যায়। আইওডিনের অন্যান্য লক্ষণ, পুনঃ পুনঃ ক্ষুধা, শীর্ণতা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগের আশু উপশম হয়।

কর্কট রোগ (**Cancer**)—জরায়ু এবং জরায়ু গ্রীবার কর্কট রোগেও আইওডিনের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় বিশেষতঃ প্রচুর রক্তস্রাব লক্ষণ (haemorrhage) বর্ত্তমান থাকিলে উত্তম কার্য্য করে এবং প্রত্যেক মলত্যাগকালীন রক্তস্রাব হয়।

হাইড্রাসটিস—জরায়ুর কর্কট রোগে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উভয় প্রকারেই ব্যবহার হইয়া থাকে। কুক্ষি-প্রদেশে কিছুই নাই (goneness) এই ঔষধটিতে এই প্রকার লক্ষণ অত্যন্ত প্রকাশ থাকে এবং মলত্যাগের পর হৃদস্পন্দন হয়। আইওডিন এবং ব্রোমিন উভয়ের ক্ষতে (ulcer) প্রয়োগ দেখা যায়। আইওডিন বরং scrofulous জাতীয় ক্ষতে উত্তম কার্য্য করে, ক্ষতের ধারগুলি স্পঞ্জের ন্যায় হয় এবং যে স্রাব নির্গত হয় তাহা রক্তযুক্ত ক্ষতকারক (ichorous) কিংবা পুঁজসদৃশ। ব্রোমিনের ক্ষত পুতিগন্ধযুক্ত এবং গলিত (gangrenous)। ক্ষতের চারিধারের চর্ম্ম পীত আভাযুক্ত। এই প্রকার ক্ষতের ব্রোমিন একটি উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু রোগী গণ্ডমালা (scrofulous) ধাতুগ্রস্থ হইলেই ভাল হয়।

ঘুংড়ি কাশি—কণ্ঠনালী এবং বায়ু নলীর (trachea) রোগের আইওডিন একটি অতি মূল্যবান ঔষধ বলিয়া পরিচিত, বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক পর্দ্দাযুক্ত ঘুংড়ি কাশিতে (membranous croup) ইহা স্পঞ্জিয়ার পরিবর্ত্তে

অনেক স্থলে প্রয়োগ হইয়া থাকে। ডাঃ এল্‌ব (Dr. Elb) প্রকৃত ঘুংড়ি কাশি (croup) হইয়াছে জানিতে পারিলেই সর্ব্ব প্রথমেই ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন আইওডিন ব্যবহার করিতেন। তিনি ইহা প্রয়োগে ভৌতিক সদৃশ ফল পাইতেন যেন জলন্ত অগ্নিতে জল নিক্ষেপ করা হইত। (Like the sudden subsidence of a storm, Dr. Elb writes—so wondeffully quick is its action, the anxiety and imminent suffocation and whistling cough ceases as if by magic and the dyspnoea becomes so much diminished that we may safely wait an hour before giving a dose of Aconite, which speedily procures remission of tho fever with perspiration. He then continues the two every hour alternately). উদ্বিগ্নতা, শ্বাসকষ্ট, সিসযুক্ত কাশি সমুদয় মুহূর্ত্তের মধ্যেই হ্রাস হইয়া যায় এবং তৎপর তিনি একোনাইট এবং আইওডিন প্রতি ঘণ্টায় পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহা ব্যতীত ডাঃ আরনল্ড এবং ড্রেক (Dr. Arnold and Drake) রোগ অত্যন্ত ভীষণ হইলে আইওডিনের আঘ্রাণ লইতেও ব্যবস্থা দেন। শিশু শ্বাসকষ্টের জন্য হাত দিয়া গলা চাপিয়া ধরে।

শিরঃপীড়া—আইওডিন মস্তকের কষ্ট যন্ত্রণাতেও ব্যবহার হয় কিন্তু ইহার বিশেষত্ব যে রোগী শারীরিক এবং মানসিক উদ্বিগ্নতা সঞ্চালনে উপশম বোধ করে অথচ শিরঃপীড়া কিংবা মস্তকের যন্ত্রণা—সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। ফস্‌ফরাস রোগীতেও এই প্রকার লক্ষণ অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে রোগী মস্তকে এবং পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা চায়—তদহেতু রোগী জানালা দিয়া মস্তক বাহিরে বহির্গত করিয়া রাখে অথচ বক্ষঃস্থলের উপসর্গ ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়।

শীর্ণতা (**Marasmus**)—আইওডিন রোগী সকল সময় ক্ষুধা বোধ করে—সকল সময় খাই খাই করে এবং যখন তখন খায় অথচ রোগী শীর্ণ হইতে থাকে—বিশেষত্ব হইতেছে রোগী যখন আহার করে তখন যেন তাহার কোন রোগই নাই, খুব সুস্থ বোধ করে পাকস্থলীর যন্ত্রণা পেট খালি থাকিলেই বৃদ্ধি হয় এবং আহারে উপশম বোধ করে। আইওডিনে দুইটি

লক্ষণের বিশেষরূপ প্রকাশ দেখা যায়—প্রথমতঃ হইতেছে সঞ্চালনে উপশম, দ্বিতীয়তঃ হইতেছে আহারে উপশম (while in motion and while eating)। উদর যতক্ষণ পূর্ণ ততক্ষণ রোগী সুস্থ বোধ করে, যেন কোন রোগই নাই, উদর খালি হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় উপসর্গের বৃদ্ধি হয়। আইওডিন রোগী না খাইয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না (any of the complaints of Iodine will likely tc be increased by fasting) ; অথচ খাওয়া সত্ত্বেও রোগী শীর্ণ হইতে থাকে (living well yet growing thin)। পূর্ব্বেও বলিয়াছি আইওডিনের সমুদয় রোগ উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। পালসেটিলাতেও এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু পালসেটিলা রোগীর আহারে অরুচি এবং ক্ষুধামান্দ্য থাকে। শরীর শীর্ণ না হইয়া বরং মাংসাসী হইতে থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—পরিপাক ক্রিয়ায় আইওডিনের ব্যবহার দেখা যায়। অত্যধিক আহারহেতু পরিপাক ক্রিয়ার গোলমাল হয়। যাহাই আহার করে, অম্লে পরিণত হয়। অম্ল উদ্গার, পেট ফাঁপা, অজীর্ণ জলবৎ ঘোলের ন্যায় উদরাময় প্রকাশ পায় অথচ রোগী খাইতে ছাড়ে না, খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল থাকে অথচ রোগী শীর্ণ হইতে থাকে। এই প্রকার অজীর্ণ রোগে ভুগিতে ভুগিতে প্লীহা এবং যকৃৎ বিবৃদ্ধি এবং শক্ত হইয়া আসে এবং রোগী ন্যাবা রোগ সদৃশ হয়। এমতাবস্থায় মল শক্ত, গুট্‌লে, সাদা অথবা বর্ণহীন অথবা কাদার ন্যায় হয় এবং সময় সময় চট্‌চটে নরমও হয়। মলে পিত্ত যেন কিছুই থাকে না। এই প্রকারে ক্রমশঃ নিম্নোদর চুপসিয়া গিয়া যকৃত এবং লসিকাগ্রন্থি (lymphatic gland) সমূহ বিবৃদ্ধি হইয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। আইওডিন mesenteric glandsএর টিউবার কিউলার অবস্থাতেও নির্ব্বাচিত হয় এবং গ্রন্থিসমূহ শক্ত গিট গিট অবস্থা প্রাপ্ত হয় ইহার সহিত উদরাময় বর্ত্তমান থাকিতেও পারে। রোগের প্রারম্ভেই অর্থাৎ শারীরিক গঠনের পরিবর্ত্তন অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে আইওডিন প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর ৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়। কোন কোন স্থলে ১০০০ শক্তিও প্রয়োগ করা হয়। শ্লৈষ্মিক পর্দাযুক্ত ঘুড়িং কাশিতে ৬ষ্ঠ ক্রম পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা হয়।

অনুপূরক (Complementary)—লাইকোপোডিয়াম, ব্যাডিয়াগা।

আইওডিয়ম—হেপার এবং মার্কিউরিয়াসের পর উত্তম কার্য্য করে। গলগণ্ডে পূর্ণিমার পর (after fullmoon) কিংবা when the moon is waning উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—উত্তাপে, মস্তক জড়াইয়া রাখিলে, (হেপারের বিপরীত) স্থির অবস্থায়, দক্ষিণ পার্শ্বে।

রোগের উপশম—চলাফেরায়, মুক্ত বায়ুতে, আহারকালীন।

ফেরাম মেটালিকাম (Ferrum Metallicum)

লৌহকে ফেরাম মেটালিকাম বলা হয়। ইহা লৌহ চূর্ণ হইতে প্রস্তুত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। মুখগহ্বর, ওষ্ঠদ্বয়, দাঁতের মাড়ি এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থানসমূহ অত্যন্ত ফ্যাকাশে রক্তশূন্য অথচ শারীরিক কিংবা মানসিক সামান্য চঞ্চলাতেই অত্যন্ত লালবর্ণ হইয়া ওঠে (extreme paleness of the face, lips and mucous membranes, which become red and flushed on the least pain, emotion and exertion)।

২। শরীরের যে সমুদয় স্থান স্বভাবতঃই লালবর্ণ—যেমন জিহ্বা, মুখবিবরের শ্লৈষ্মিকঝিল্লি, ওষ্ঠদ্বয়, মুখমণ্ডল ইত্যাদি রক্তিমাভাযুক্ত স্থানসমূহ সাদা ফ্যাকাশে হয় (Red parts become white)।

৩। উদরাময় রাত্রিতে কিংবা আহারকালীন হয় (diarrhoea at night or while eating or drinking—Croton)। ভেদ অজীর্ণ যন্ত্রণাশূন্য। যক্ষ্মাকাশযুক্ত রোগীদিগের এই প্রকার উদরাময়ে অধিক উপযুক্ত।

৪। যন্ত্রণা রাত্রিতে ১২টায় বৃদ্ধি হয় এবং যে কোন প্রকার যন্ত্রণা হউক ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে উপশম হয় (relieves walking slowly about.)

৫। ঋতুস্রাব অত্যন্ত শীঘ্র, প্রচুর এবং অধিক দিন স্থায়ী। স্রাব ফ্যাকাশে বর্ণ, জলের ন্যায় পাতলা এবং দুর্ব্বলকারক। স্রাবকালীন মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়। স্রাব ২।৩ দিন বন্ধ হইয়া পুনরায় আবার হয়।

৬। জরায়ু রক্তস্রাব—লাল উজ্জ্বলবর্ণ, অতি অল্পতেই চাপ বাঁধিয়া যায়। স্রাবকালীন মুখমণ্ডল অত্যন্ত লালবর্ণ হইয়া ওঠে। ইপিকাকের ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হইতে থাকে।

৭। বমন—ঠিক মধ্য রাত্রির পরই হয়। (immediately after midnight)। খাওয়ামাত্রই সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যই এক সঙ্গেই বমি হইয়া উঠিয়া যায়, পুনরায় খাইতে বসে। বমনের স্বাদ অম্লযুক্ত।

৮। জ্বরে শীত অবস্থায় মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয়।

৯। শিরঃঘূর্ণন—প্রবাহিত জল দর্শনে, অথবা জলের উপর ভ্রমণে অথবা নদীর উপর পুল অতিক্রমে অথবা উচুস্থান হইতে নিম্নে অবতরণে শিরঃ ঘূর্ণন হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী খিটখিটে, রাগী, অতি সহজেই বিরক্ত হয়, সামান্য কাগজ ছেঁড়া শব্দেই উত্তেজিত হয়।

২। স্ত্রীলোক দুর্ব্বল, নীলপাণ্ডু রোগগ্রস্থ অথচ মুখমণ্ডল অগ্নিবৎ লালবর্ণ।

৩। শিরঃপীড়া—হাতুড়ি পেটার ন্যায় যেন কত হাতুড়ির আঘাত হইতেছে, রোগী শুইয়া পড়ে, আহাড়ে রুচি থাকে না, এক একবার হইলে অনেক দিন থাকে।

৪। ভুক্ত দ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়—অথচ বমন ভাব থাকে না।

৫। কাশি—কেবল দিবসে হয় (ইউক্রে), শয়নে উপশম হয়, আহারে বৃদ্ধি হয়, (স্পঞ্জিয়া)।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—(১) ইহার বিষাক্তে রক্তের এলবিউমেন হ্রাস হইয়া জলীয় অংশ বৃদ্ধি এবং লোহিত রক্ত কনিকা হ্রাস করে।

(২) সুস্থ এবং অসুস্থ এই উভয় অবস্থাতেই ইহা তাপ বৃদ্ধি করে।

(৪) ইহা প্লীহার কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটায় সুতরাং প্লীহা রক্ত প্রস্তুত করিতে পারে না, রক্তহীনতা লক্ষণ প্রকাশ করে।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—ফেরাম মেটালিকাম রোগী—ঝগড়াটে, খিটখিটে অল্পতেই বিরক্ত হয়, সামান্য প্রতিবাদেই রাগান্বিত হয়—এবং মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। সামান্য শব্দেতেই এমন কি কাগজ ছেঁড়ার শব্দতেই বিরক্ত হয়। স্ত্রীলোক দুর্ব্বল, রুগ্ন, নীলপাণ্ডু রোগগ্রস্থ তথাপি সামান্য চঞ্চলাতেই মুখমণ্ডল অগ্নিবৎ লাল হইয়া উঠে। ফেরাম মেটালিকাম সচরাচর অল্পবয়স্ক :স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষ যাহাদিগের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া অসামঞ্জস্যরূপে সম্পাদন হয় তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। (who are subject to irregular distribution of blood)। গণ্ডযুগল সামান্য উত্তেজনা কিংবা পরিশ্রমেই লাল আভাযুক্ত হইয়া উঠে কিন্তু এই লালবর্ণের কিছুমাত্র মূল্য নাই, ইহা কেবলমাত্র সাময়িক এবং অস্থায়ী। উত্তেজনা ভাব চলিয়া গেলেই পুনরায় ফ্যাকাসে এবং মৃত্তিকাবৎ রং হয়। এই ঔষধে রক্তসঞ্চালনের অনিয়মতা অনেক প্রকারে প্রকাশ পায়—হঠাৎ ভীষণ শীরঃপীড়া হয় যেন মস্তকে কত হাতুড়ির আঘাত হইতেছে। ইহা আবার সর্ব্বদা হয় না কখন কখন (Periodical) হইয়া থাকে—রাত্রি ১২টার সময় অধিক হয়। সর্দ্দিকালীন নাসিকা কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ রক্তে ভরিয়া থাকে।

হাঁপানি—হাঁপানিতে বক্ষঃস্থলে রক্তের উত্তেজনা হয় এবং রাত্রি ১২টার সময় বৃদ্ধি হয় তখন রোগী বক্ষঃস্থলের কাপড় খুলিয়া শয্যায় উঠিয়া বসে। বক্ষঃস্থলকে শীতল করিবার নিমিত্ত বস্ত্র শিথিল করে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধার জন্য উঠিয়া বসে ও উপশম পাইবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে পায়চারি করে।

রক্তকাশ এবং রক্তস্রাব—রক্ত কাশেও ফেরাম মেটালিকাম প্রয়োগ হয় এবং বিশেষ ভাবে অল্প বয়স্ক বালক এবং বালিকাদিগের যাহাদিগের মধ্যে ক্ষয়কাশের প্রবণতা দেখা যায় এবং কেবলমাত্র আক্রমণ করিয়াছে এইরূপ প্রারম্ভ অবস্থায় ইহা একটি উপযুক্ত ঔষধ। এই প্রকার স্থানীয় রক্তাধিক্য (local congestion) ফেরাম মেটালিকামের একটি অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক লক্ষণ এবং এই হেতুই প্রায়ই নাসিকা, ফুসফুস, জরায়ু, মূত্রগ্রন্থি ইত্যাদি স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে কাজে কাজেই ফেরাম মেটালিকামকে রক্তশূন্য এবং দুর্ব্বল লোকদিগের রক্তস্রাবের একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। রক্তস্রাব, রক্তসঞ্চালনের অনিয়মতা ইত্যাদি প্রায় সমুদায় লক্ষণই মানসিক উদ্বেগ (emotion)—ক্রোধ, উত্তেজনা ইত্যাদিতে বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ক্লান্তিভাব বর্ত্তমান থাকে।

রক্তশূন্যতা (anaemia)—ফেরাম মেটালিকাম রক্তশূন্যতার একটি বৃহৎ ঔষধ। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ রক্তশূন্যতায় ফেরাম মেটালিকাম অর্থাৎ লৌহ মিশ্রিত ঔষধ ম্যালেরিয়ায় কুইনাইনের ন্যায় কথায় কথায় প্রয়োগ করেন কিন্তু আমাদিগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এইরূপ অসঙ্গত প্রথা প্রচলিত নাই। (homeopathy aims to correct the defective supply of haematine which lies back for the want of iron in the blood অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক মতে রক্তেতে লৌহের অভাব হেতু রক্তের লোহিত বর্ণকারক উপাদান পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, যথোপযুক্তরূপে সরবরাহ হয় না ফেরাম মেটালিকাম সেই সরবরাহের দোষ মোচন করে। ইহা খাদ্যদ্রব্যে লৌহের অভাব হেতু হয় না ইহা পরিপাক শক্তির সমিকরণের অভাব হেতু হয় (This dificiency is due not to the want of iron in the food taken but to the want of

power on the part of the system to assimilate it)। ফেরাম মেটালিকাম যে রক্তহীনতার একটী অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হিউজ সাহেব এক স্থানে বলিতেছেন—The malady does not ordinarily arise from any failure of the quantity of iron supplied in the food. If the element is deficient in the blood the fault lies in the assimilative process. ডাক্তার রিডেইল বলেন—that in anaemia there is no change whatever in the amount of iron present in the blood. However few the corpuscles they contain within them the full proportion of the metal normal to health, and though under the influence of iron itself they increase to double and triple their number they yield no more iron. কাউপারথওয়েট বলেন—"It is also true that when iron is introduced into the system in large quantities with a view to supplying a deficiency of iron in the blood that it is not assimilated, but may be almost entirely obtained from the fæces, having been eliminated by the intestines. It is evident, therefore, that iron does not act as a curative agent by virtue of its absorption as a constituent of the blood, but rather as we are led to conclude from its physiological effect upon the organs and tissues of the body that it owes its therapeutic virtues to the same essential dynamic agency possessed by their drugs and its application is subject to the same therapeutic law. ডাক্তার হিউজ তাহার পুস্তকের আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—The treatment of anaemia by iron is one of the few satisfactory and certain things in modern medicines. From whatever cause this condition may arise, whether it be the chlorosis of defective menstruation, or the simple poverty of blood induced by haemorrhages, deficiency of air, light, and

suitable food or by exhausting disease, Iron is one remedy. এই কথাগুলি শুনিলে মনে হয় লৌহই রক্তহীনতার যে কোন কারণবশতঃই হউক এক মাত্র ঔষধ কিন্তু ডাক্তার হিউজ few কথাটি ব্যবহার করিয়া অনেকটা সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, যেন কথায় কথায় ইহা প্রয়োগ না হয়।

এক্ষণে কোথায় কিরূপ রক্তহীনতারোগে প্রয়োগ হওয়া কর্ত্তব্য তাহার লক্ষণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করিতেছি :--

মুখমণ্ডল, ওষ্ঠদ্বয়, জিহ্বা এবং মুখগহ্বরে বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অত্যন্ত ফ্যাকাসে, মোমের ন্যায় হয় এবং সামান্য যন্ত্রণা, পরিশ্রমে, মানসিক আবেগে, আনন্দে কিংবা দুঃখে, কাহারো হঠাৎ গৃহপ্রবেশে কিংবা কোন অপরিচিত লোকের সাক্ষাতে মুখমণ্ডল লাল আভাযুক্ত হইয়া ওঠে, অর্থাৎ কোন কারণবশতঃ মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলেই মুখমণ্ডল লাল হইয়া ওঠে, চাঞ্চল্যভাব কাটিয়া গেলে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা ফ্যাকাসে বর্ণ প্রাপ্ত হয়। (Extreme paleness of the face, lips, mucous membranes especially that of the cavity of the mouth and all these become red flushed on the least pain, emotion or exertion or sudden entrance of anyone into the room, the meeting of a stranger and in fact, anything that is calculated to disturb the mind, causes flushing up of the face)। লালবর্ণযুক্ত স্থানসমুদয় রক্তাল্পতায় ফ্যাকাসে-বর্ণ প্রাপ্ত হয়—যেমন, জিহ্বা, ওষ্ঠদ্বয়, মুখগহ্বরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ইত্যাদি এবং সামান্য মানসিক কিংবা শারীরিক চাঞ্চল্যেই পুনরায় লালবর্ণ হয় (Red parts became white-face, lips, tongue and mucous membrane of mouth)। সময় সময় রক্তহীনতা এত অধিক হয় যে পদদ্বয়ের স্ফীতি আরম্ভ হয়। (নেট্রাম মিউর দেখ)।

পরিপাক ক্রিয়া—ফেরাম যে কেবল রক্তহীনতা, রক্তস্রাব ইত্যাদির একটি বৃহৎ ঔষধ তাহা নয়। ইহা পাকস্থলীর গোলযোগেরও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং উক্ত সম্বন্ধে ইহার কতকগুলি পরিজ্ঞাপক এবং অস্বাভাবিক লক্ষণ রহিয়াছে—রোগী সকল সময় খাই খাই করে আবার অনেক

সময় কিছুমাত্র ক্ষুধাও থাকে না। সকল খাদ্যদ্রব্যের বিশেষতঃ মাংসের প্রতি অত্যন্ত অরুচি হয়। আহারে বসিয়া এমন কি খাইতে খাইতেই কিংবা ঠিক রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর বমি হইয়া সমুদায় ভুক্তদ্রব্য একসঙ্গে বহির্গত হইয়া যায় অথচ বমির লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না food goes into the stomach and is vomitted without nausea—simply emptied out)। ফস্-ফরাসও এই লক্ষণের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—পাকস্থলী খালি না হওয়া পর্য্যন্ত বমন হইতে থাকে। পুনরায় খাইতে বসে। বমন অম্লস্বাদযুক্ত হয় কিংবা খাদ্যদ্রব্যের উদ্গার তুলিতে থাকে। পকেস্থলী ভার ভার হইয়া থাকে এবং সকল সময় পাকাশয়ে শূলযন্ত্রনাও হয়। রুটি মাখন খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে কিন্তু মাংস পছন্দ করে না (নেট্রাম মিউরের বিপরীত)। মদ, চা ইত্যাদিও সহ্য হয় না। খাদ্যদ্রব্য সমস্ত দিন পাকস্থলীতে পড়িয়া থাকে হজম হয় না। রাত্রিকালীন প্রায় ১২ টার সময় বমি হইয়া উঠিয়া যায়। পেটে টাটানি যন্ত্রণা হয়, মনে হয় কোন আঘাত লাগিয়াছে কিংবা কোন বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছে। রাত্রিতে কিংবা আহারকালীন যন্ত্রণাশূন্য ভেদ হয়। (ক্রোটন, চায়না) (canine hunger, alternaning with loss of appetite. Regurgitation of food as soon as food is taken leaves the table suddenly and with one effort vomits every-thing eaten or eructations after eating. Wants bread and butter meat disagrees (opposite Nat M). Beer or tea also disagrees. Food lies in the stomach all day and is vomited at night. Bowels feel sore as if bruised or as if he had taken cathartics, undigested painless stools at night or while eating or drinking. (Croton. China).

পুং জননেন্দ্রিয়—রক্তহীনতাজনিত glans penis শুষ্ক এবং লিঙ্গত্বকের ন্যায় সাদা অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ঋতুস্রাব—মাসিক ঋতুস্রাব প্রচুর অতি শীঘ্র শীঘ্র এবং অধিক দিন স্থায়ী হয়। রক্ত ফ্যাকাসে জলের ন্যায় চাপযুক্ত এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলকারক।

ঋতুস্রাবের সহিত তলপেটে প্রসব বেদনার ন্যায় অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। স্রাবকালীন মুখমণ্ডল লালবর্ণ হইয়া ওঠে এবং স্রাবের দরুণ কর্ণ ভোঁ ভোঁ করে (চায়না), অনেক সময় দেখা যায় ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া শ্বেতপ্রদর স্রাব হইতে থাকে।

শিরঃপীড়া—ফেরাম মেটালিকাম রোগী প্রায়ই রক্তাধিক্য শিরঃপীড়ায় (congestive headache) ভোগে। মস্তকে দপ্‌দপানি যন্ত্রণা হয় এবং সচরাচর মধ্যরাত্রির পর বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রণাকালীন মুখমণ্ডল অত্যন্ত লালবর্ণ হয় এবং পদদ্বয় ঠাণ্ডা থাকে। ইহা অনেকটা বেলেডনার ন্যায় কিন্তু বেলেডনা ফেরাম মেটালিকাম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ হয়। ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে মস্তক হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিলে, শিরঃপীড়া উপশম বোধ করে, দ্রুত অথবা হঠাৎ মস্তক সঞ্চালনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। ফেরাম মেটালিকাম রোগী প্রায়ই মস্তক ঘূর্ণনে কষ্ট পায়।

হৃদস্পন্দন—হৃদ্‌স্পন্দন (palpitation of the heart) রক্তকাশ ইত্যাদি সমুদায়ই এই প্রকার ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে উপশম হয়।

কাশি—কাশি কেবল দিনের বেলায় হয়, শয়নে উপশম হয় এবং আহারের পর বৃদ্ধি হয় (স্পঞ্জিয়া) এবং ভুক্তদ্রব্য বমি হইয়া উঠিয়া যায়। কাশিতে কাশিতে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয় বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাদ্দেশে (occipital region) যন্ত্রণা বোধ করে।

মূত্রাশয়—মূত্রাশয় (bladder) অত্যন্ত দুর্ব্বল, মূত্র ধারণে অক্ষম। যখন মূত্রাশয় মূত্রে পূর্ণ হইয়া উঠে, নড়াচড়ায় মূত্র ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে থাকে, নড়াচড়া বন্ধকালীন এবং স্থির হইয়া থাকিলে মূত্র পড়া স্থগিত থাকে (In little children the urine dribbles all the day. Just as long as the child plays, the urine dribbles and keeps the clothing wet, but this is better while keeping perfectly quiet).

বাতযন্ত্রণা—বাত কিংবা যন্ত্রণায় ফেরাম মেটালিকামের বিশেষ লক্ষণ হইতেছে ধীরে ধীরে পায়চারিতে এবং উত্তাপে রোগের উপশম

(walking slowly about relieves)। দ্রুত সঞ্চালনে এবং ঠাণ্ডায় রোগের বৃদ্ধি ও রোগী দুর্ব্বল রক্তশূন্য তথাপি রোগের যন্ত্রণা হইতে উপশম পাইবার নিমিত্ত কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে হাঁটিতে থাকে, আবার বসে, আবার হাঁটে-এইরূপ করিতে থাকে। হৃৎস্পন্দন, রক্তকাশ হাঁপানি, বাত যন্ত্রণা অর্থাৎ যে কোন রোগই হউক সমুদয়ই ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে রোগী উপশম বোধ করে—ইহা ফেরাম মেটালিকামের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। জানু দেশের সন্ধিস্থলের যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে এবং রাত্রিতেই অধিক হয়, রোগী শয্যা হইতে উঠিয়া পায়চারি করিতে বাধ্য হয়। যতক্ষণ পায়চারি করে তৎক্ষণাৎ উপশম (feels relief while walking slowly)।

ক্যামোমিলা—ইহাতেও যতক্ষণ শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া পায়চারি করা যায় ততক্ষণ রোগী স্থির এবং শান্তিতে থাকে—কিন্তু ক্যামোমিলা শিশুদিগেতে বিশেষতঃ পরিপাক ক্রিয়ার রোগে নির্ব্বাচিত হয় এবং ইহার কার্য্য শিশুদিগের মধ্যেই অধিক আবদ্ধ। কাজে কাজেই ইহার সহিত ফেরাম মেটালিকামে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা দেখি না। ফেরাম মেটালিকাম doltoid muscle অর্থাৎ ত্রিকোণ পেশী অধিক আক্রান্ত হয় (Pains through the deltoid muscls are spoken of more prominently than pains in other parts. রোগী এতদযন্ত্রণা হেতু বাহু উত্তোলন করিতে কিংবা উত্তোলন করিয়া মস্তকে তুলিতে পারে না—যন্ত্রণা অনেকটা আংশিক পক্ষাঘাত সদৃশ, রোগী হস্ত তুলিতে বল পায় না। মনে করে হস্তের জোর কমিয়া আসিতেছে। কাহারো কাহারো বাম স্কন্ধে যন্ত্রণা অধিক হয়, কিন্তু ডাক্তার কেণ্ট বলেন কোন পার্শ্বের বিশেষত্ব নাই বাম এবং দক্ষিণ উভয় স্কন্ধই আক্রান্ত হয় (Rheumatic pains the deltoid muscles of either side)। ফেরাম মেটালিকামের যন্ত্রণা বিশেষতঃ শয়নাবস্থায় অধিক হয়। কারণ রোগী তখন স্থির থাকে (Rest brings on the Ferrum pains) দিনের বেলায় কাজে কর্ম্মে রোগী আস্তে ধীরে চলা ফেরা করে তজ্জন্য যন্ত্রণা তত অধিক বোধ করে না।

পুনরায় লিখিতেছে—ফেরামের উপশম এবং বৃদ্ধি বিষয়ে এই কয়েকটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—Pains and sufferings

come on during rest. The palpitation sometimes comes on during rest, the dyspnoea comes on during rest and even the weakness. The patient is ameliorated by moving gently about, but any exertion tires and causes faintness. Any rapid motion aggravates the complaints. The pains are ameliorated by moving about the house slowly, so that the exertion does not excite fatigue.

রাসটক্স—ইহাও ফেরাম মেটালিকামের একটি সমকক্ষ ঔষধ এবং ইহার সহিত ভ্রম হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে—কিন্তু রাসটক্সে ধীরে ধীরে সঞ্চালন এই প্রকার কোন বিশেষ লক্ষণ নাই; সঞ্চালনেই উপশম এবং ঠাণ্ডায় ও বিশ্রামে বৃদ্ধি ইহাই হইতেছে ইহার পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। ফেরাম মেটালিকাম নির্ব্বাচন করিতে হইলে—রক্তাল্পতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

পালসেটিলা—ইহার যন্ত্রণা অনেকটা ফেরাম মেটালিকামের ন্যায় ধীরে ধীরে পায়চারিতে যন্ত্রণা উপশম হয়। ফেরাম রোগী অত্যন্ত শীতল, উত্তাপে উপশম বোধ করে এবং মুক্ত বায়ুতে ঠাণ্ডায় ভীত হয় কিন্তু পালসেটিলা রোগী মুক্ত বায়ু পছন্দ করে এবং ঠাণ্ডায় উপশম বোধ করে।

শিরোঘূর্ণন (Vertigo)—পুল, নালা ইত্যাদি অতিক্রমকালীন জলের স্রোত দৃষ্টে, গাড়ীতে ভ্রমণে, শয়ন অবস্থা হইতে হঠাৎ উপবেশনে, এবং উপর হইতে নিম্নে অবতরণে শিরোঘূর্ণন হয়। মস্তক দুলিতে থাকে মনে হয় (with balancing sensation as if on water)। কোন কোন চিকিৎসক ফেরাম মেটালিকাম আহারের পুর্ব্বে প্রয়োগ না করিয়া পরে প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন।

থাইসিস—ফেরাম মেটালিকামের রক্তের চাঞ্চল্যতা উৎপন্ন করা স্বভাব হেতু (arising from its tendency to produce ebullitions

of blood) Phthisis floridaতে ব্যবহার হয়; টিউবারকিউলার ধাতুগ্রস্থ অল্পবয়স্ক লোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং এই বিষয়ে ইহা ফস্‌ফরাসের সমকক্ষ ঔষধ। ফস্‌ফরাস অপেক্ষা ইহার প্রয়োগ অনেক সময় অধিক দেখা যায়। যখন সামান্য পরিশ্রমেই বক্ষঃস্থলে কষ্ট হয় এবং রক্তাতিশয্য Plethora বর্ত্তমান থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস কালীন নাসিকারন্ধ্র প্রসারিত হয় (dilate), প্রায়ই নাসিকা এবং ফুস্‌ফুস হইতে রক্তস্রাব হয়। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং চাপ চাপ। কাশি শুষ্ক থক্‌থকে এবং উষ্ণ পদার্থ পানে বৃদ্ধি হয় এই লক্ষণসমূহের সহিত বক্ষঃস্থলে এবং মস্তকের পশ্চাদ্দেশে বেদনা এবং টাটানি যন্ত্রণা থাকে। এইপ্রকার লক্ষণযুক্ত থাইসিস্‌ ব্যতীত থাইসিসের শেষ অবস্থায় যখন গয়ের পুঁজ সংযুক্ত সবুজ আভাযুক্ত এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় ও গয়েরের সহিত রক্তের রেখা থাকে তখনও প্রয়োগ হয়।

যক্ষ্মাকাশের শেষ অবস্থায় উদরাময়ের ফেরাম মেটালিকাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পুস্তকে লিখিত দেখিতে পাই। ইহাতে উক্ত অবস্থায় উদরাময় বন্ধ হয় বটে কিন্তু রোগী অধিক দিন বাঁচে না। (Ferrum will stop the diarrhoea. But it is stopped, the patient will not live long)। এইরূপ ক্ষয়কাশের শেষ অবস্থায় উদরাময়ে—স্যাকারাম ল্যাকটিসই হইতেছে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ—ইহা মুল চূর্ণ ব্যবহার হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয় (The best remedy for diarrhoea in the last stages of cousumption is Sacharum-lactis in the crude form, given in small quantities and repeated as often as is required by the patient—Kent)।

এইরূপ স্থলে ডাক্তার সুসলারের ফেরাম ফসের কথা মনে পড়ে—ডাক্তার সুসলার ফেরাম ফসকে exudation অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে সকল প্রকার প্রদাহে প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। ফেরাম ফসকে জেলসিমিয়াম এবং একোনাইট, এই দুইটি ঔষধের মধ্যে স্থান দেওয়া যাইতে পারে এবং একোনাইটে খুব সাদৃশ্য আছে। ডাক্তার সুসলার একোনাইটের স্থলে ফেরাম ফসকে স্থান দেন। ফেরাম ফসে নারী ভরাটে, মোটা, কিন্তু কোমল, প্রদাহ exudation অবস্থায় তখনও উপনীত হয় নাই। যদি কোন শ্লৈষ্মিক স্থান আক্রান্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে স্রাবে রক্তের রেখা দেখা দেয় অর্থাৎ ফেরাম

ফস surchard blood vesselsএর উপযুক্ত ঔষধ। যদি থাইসিস রোগগ্রস্থ রোগী ঠাণ্ডা লাগিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং গয়েরে (sputum) রক্ত দেখা দেয়, তাহা হইলে ফেরাম ফস এইরূপ অবস্থায় এমন কি ২০০ শক্তিতেও আশু উপকার পাওয়া যায়।

উদরাময়—উদরাময়েও ফেরাম মেটালিকামের প্রয়োগ দেখা যায়। রোগীর আহারকালীন (while eating and drinking—Croton) ভেদ হয়। মল যন্ত্রণাশূন্য এবং রাত্রিতেই বৃদ্ধি হয়, অজীর্ণ খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত। শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে কিংবা শৈশবে বিসূচিকায় উপরোক্ত লক্ষণ দ্বিপ্রহর রাত্রির পরই প্রায় নিয়মিতরূপে প্রত্যহ হইতে দেখা যায়। এই প্রকার উদরাময়ের সহিত সময় সময় বমিও বর্ত্তমান থাকে। বমন অম্লস্বাদ-যুক্ত, ফেরাম মেটালিকামের উদরাময়ের সহিত চায়না, আর্সেনিক এবং ওলিয়েণ্ডারের কিছু সাদৃশ্য আছে। শেষোক্ত ঔষধটিতে আহারের কয়েক ঘণ্টা পর উক্ত প্রকার ভুক্তদ্রব্যমিশ্রিত ভেদ হয়। শিশু অদ্য যাহা আহার করিয়াছে তৎপর দিন তাহা সেই অবস্থাতে ভেদ হয়। চায়না এবং আর্সেনিকে আহারকালীন অপেক্ষা আহারের পরই ভেদ হয় এবং আর্সেনিকে আহারের পরই ভেদ হয়, এবং আর্সেনিকে রাত্রি ১২টা হইতে ২টা বৃদ্ধি হয়। উদরাময়ের সহিত বেশ ক্ষুধাও থাকে। ক্ষয় কাশ রোগীদিগের মধ্যে এই প্রকার অবস্থা প্রায়ই দেখা যায়। চায়নাতেও যন্ত্রণাশূন্য অজীর্ণ উদরাময় রহিয়াছে কিন্তু চায়নায় পেট ফাঁপা লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল থাকে। চায়না এবং ফেরাম মেটালিকাম এই উভয় ঔষধই অবস্থা বিশেষে পরস্পর বিষঘ্ন এবং অনুপূরক (antidote and complementary) রূপে কার্য্য করে। দুর্ব্বলতার উপর দৃষ্টি রাখিয়াই এই দুইটি ঔষধের পার্থক্য নিরূপণ করা উচিৎ।

কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation)—অন্ত্রের দুর্ব্বলতাহেতু কোষ্ঠবদ্ধ (from intestinal atony), মল শক্ত এবং মলত্যাগের পর কোমরে এবং সরলান্ত্রে (rectum) এ বেদনা হয়। শিশুদিগের সরলান্ত্র বহির্গত হইয়া (prolapsus rectai of children) রাত্রিতে মলদ্বার চুলকায়।

জরায়ু রক্তস্রাব (Uterine hæmorrhages)—রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং চাপ চাপযুক্ত সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল লাল আভাযুক্ত হইয়া উঠে।

মুখমণ্ডলের রং সাধারণতঃ ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য কিংবা মৃত্তিকাবৎ। স্রাবকালীন গভীর লাল কিংবা লাল আভাযুক্ত হয় এবং ইপিকাকের ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হইতে থাকে। নাড়ীর গতিও অত্যন্ত দ্রুত হয়। রক্তস্রাবে ফেরাম মেটালিকামকে চায়না এবং ইপিকাকের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলা যাইতে পারে। চায়নার ন্যায় ইহা স্বভাবতঃ রক্ত শূন্য অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগীর উপযুক্ত আবার ইপিকাকের ন্যায় ইহা শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টযুক্ত অত্যন্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাবে উপযুক্ত। ইপিকাকের রক্তস্রাব বেগের সহিত নির্গত হয়, সঙ্গে সঙ্গে বমির ভাব না থাকিতেও পারে কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত এবং জোরের সহিত হইতে থাকে।

শোথ (Dropsy)—জীবনীশক্তির অপচয় (loss of vital fluids) কিংবা কুইনাইনের অপব্যবহার কিংবা জ্বর অবরুদ্ধ হেতু শোথে ফেরাম মেটালিকাম প্রায় নির্ব্বাচিত হয়।

জরায়ুভ্রংশ—জরায়ু ভ্রংশেও কখন কখন ফেরাম মেটালিকামের প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু এই বিষয়ে ফেরাম আইওডাইডই উৎকৃষ্ট। নিম্নোদরের প্রাচীরে টাটানি যন্ত্রণা হয়। উপবেশন করিলে মনে হয় যেন কি একটা জিনিষ জোনিদেশের উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে।

জ্বর

ফেরাম মেটালিকাম intermittent fever এ প্রায়ই ব্যবহার হয় বিশেষতঃ কুইনাইনের অপব্যবহারের পর। দাহ অবস্থায় দেখা যায় যে শিরাগুলি বিশেষভাবে কপালে স্ফীত হইয়া উঠে, মাথায় যন্ত্রণা হয়, প্লীহা বৃদ্ধি হয় এবং এমন কি শোথ পর্য্যন্ত দেখা দেয়।

সময়—বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নাই, প্রাতে ৭টা কিংবা ১২টা কিংবা ৩টা।

পূর্ব্বাবস্থা—যেমনি শীত আসিতে থাকে ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া যায়।

শীতাবস্থা—পিপাসা থাকে। শীতকালীন মুখমণ্ডল অত্যন্ত লাল হয়। হস্ত এবং পদদ্বয় ঠাণ্ডা থাকে (সিড্রন, সাইমেক্স, সিপিয়া)। পদদ্বয় অত্যন্ত শীতল হয়, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি বরফের মত ঠাণ্ডা হয়, হাতের অঙ্গুলিগুলি আরষ্ট হইয়া থাকে (feel very cold, toes cold as ice, fingers stiff)।

দাহ অবস্থা—পিপাসা থাকে না। হাতের চেটো এবং পায়ের তলা খুব গরম হয় (great heat of palms of hands and soles of feet) মুখমণ্ডল অত্যন্ত লাল হয়। গণ্ডযুগলও লালবর্ণ হয় কিন্তু মস্তকে যন্ত্রণা থাকে না (মস্তকে যন্ত্রণা থাকে—বেলেডনা)।

ঘর্ম্মাবস্থা—একদিন পর একদিন প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম হয় এবং এই প্রকার ঘর্ম্ম হইবার পূর্ব্ব হইতেই শীরঃপীড়া হয় (from early morning till noon every other day)। ঘর্ম্ম প্রচুর এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। অনেক সময় কাপড়ে ঘর্ম্মের হলদে দাগ হয়। ঘর্ম্মকালীন সমুদয় লক্ষণই বৃদ্ধি হয় (উপশম হয়—নেট্রাম মিউর)। ডাক্তার পিয়ার্সন বলেন—ঘর্ম্মকালীন বমনভাব হয় (nausia during sweat—Pearson)।

জিহ্বা—সাদা লেপাবৃত। ওষ্ঠদ্বয়, দাঁতের মাড়ি, জিহ্বা, মুখমণ্ডলের সমুদায় স্থান ফ্যাকাসে এবং রক্তশূন্য। সমস্ত দ্রব্য তিক্ত বোধ হয়, কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করে না।

Iron is evidently one of the most precious remedies against the cachectic condition, but I admit that its action is due to neither the chemical reasons that have imagined and which have been current even on the lips of our school, nor the massive dose which naturally flow from these consideration, it is by its dynamic virtues that Ferrum acts and confers all its benefits.—Dr. A. Charge.

ডাক্তার ন্যাস জ্বর সম্বন্ধে ২।১টি বেশ পরিষ্কার কথা বলিয়াছেন—It is one of the very few remedies having red face during chill and has more than once led to the cure of intermittent

fever on that symptoms. Again it is one of the remedies found in intermittents that have been abused by Quinine. In these cases very often find the spleenic region sore on pressure and much swollen.

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—রক্তশূন্যতায় নিম্নক্রম ২য় হইতে ৬ষ্ঠ অধিক প্রয়োগ হয়, রক্তস্রাব ইত্যাদিতে ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার হয়।

চায়নার সহিত ফেরাম মেটালিকামের খুব নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, প্রায় সমস্ত রোগেই তরুণ এবং পুরাতন অবস্থায় ফেরাম মেটালিকামের পর প্রয়োগ হইতে পারে। ফেরাম মেটালিকাম উপদংশে কখনই প্রয়োগ করা উচিত নয়, ইহাতে অত্যন্ত বৃদ্ধি করে।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, বিশ্রাম অবস্থায় বিশেষতঃ যখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

রোগের উপশম—ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে।

রোগীর বিবরণ

১। একজন বিধবা স্ত্রীলোক, বয়স ২৮ হইবে, অত্যন্ত শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছিল। অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই—অথচ রোগীর ঋতুস্রাব, ক্ষুধা, পরিপাক-শক্তি ইত্যাদির কোন ব্যতিক্রম ছিল না। শিরঃপীড়া এত অধিক হইত যে, শয্যা হইতে মস্তক তুলিতে পারিত না এবং এক দিনের জন্যও তাহার শিরঃপীড়ার বিরাম ছিল না। রক্ত-হীনতার জন্য তাহার যে এই প্রকার শিরঃপীড়া হইতে পারে, চেহারা দেখিয়া ডাক্তারের সেই প্রকার কোন কারণ মনে হয় নাই—মুখমণ্ডল

লাল, চেহারা হৃষ্টপুষ্ট, আহারে রুচি ইত্যাদি সমুদায় ভালই ছিল। শিরঃপীড়া অথচ মস্তক রক্তাধিক্য ছিল না। মুখ-গহ্বর এবং চক্ষু পরীক্ষা করিয়া রক্তাল্পতার পরিচয় পাওয়ায় এবং হাতুড়ী পেটার ন্যায় শিরঃপীড়া হওয়ায় ডাক্তার ক্লোটার মুলার তাহাকে কয়েক মাত্রা ফেরাম মেটালিকাম সেবন করাইয়া অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন। (Dr. Clotar Muller).

২। একজন অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক স্কন্ধে পেশীর বাতের দরুণ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, হস্ত উপরে অধিক তুলিতে পারিত না। রাসটক্স, ব্রাইওনিয়া ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া উপকার না হওয়ায়, ডাক্তার মিলার তাহাকে ফেরাম মেটালিকাম দ্বারা আরোগ্য করেন। (Dr. Miller).

৩। একবার একটি রক্তশূন্য ফ্যাকাসে স্ত্রীলোকের বাহুতে অত্যন্ত যন্ত্রণা ছিল এবং তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল প্রায় এক সপ্তাহ চিকিৎসা করিয়া কোন উপকার করিতে না পারিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—"যখন রাত্রিতে যন্ত্রণা প্রবল হয় তখন শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে যন্ত্রণার উপশম পাই।" ডাক্তার ন্যাস এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ফেরাম মেটালিকাম ১০০০ ক্রম একমাত্রা দিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন এবং তদবধি তাহার আর যন্ত্রণা হয় নাই। (Dr. Nash).

ফস্‌ফরাস (Phosphorous)

ইহা একটি গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। শরীরের কোন যন্ত্র কিংবা ঝিল্লি বাকী থাকে না. যে স্থলে ফস্‌ফরাসের প্রবেশ নাই। গাত্রত্বক হইতে অন্তরতম প্রদেশের গ্রন্থিল ও যন্ত্রের জালবৎ নির্ম্মান তন্তু উপাদানসমূহকে আক্রমণ করিতে ক্রটি করে না। ইহার কার্য্য স্নায়ুমণ্ডলের (nervous system) উপর অত্যন্ত অধিকরূণ প্রকাশ পায়, লৌহ যে প্রকার রক্তের উপর, চুন যে প্রকার অস্থির উপর—সেই প্রকার কার্য্য ইহার স্নায়বীয় বিধানের উপর। জীবনীশক্তির মূল প্রদেশ—মস্তিষ্ক এবং কশেরুকা মজ্জাকে (spinal cord) আক্রমণ করিয়া ইহার যাবতীয় সংলগ্ন যন্ত্রগুলিকে নিস্তেজ এবং অসার করিয়া ফেলে, দুর্ব্বলতা, কম্পন, অবশভাব, পক্ষাঘাত সমস্তই একে একে প্রকাশ পায়—এক কথায় বলিতে হইলে স্নায়বীয় বিধানের ব্যাধিতে ফস্‌ফরাস একটি অদ্বিতীয় ঔষধ। ফস্‌ফরাসের ফিজিওলজিকেল ক্রিয়া পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—একজন ৩৯ বৎসর বয়স্ক লোক দিয়াশলাই প্রস্তুত করিত, যে ঘরে বাস করিত সেই ঘরেই দিয়াশলাই প্রস্তুতের উপাদান ফসফরাস ইত্যাদি রাখিত। একদিন হঠাৎ তাহাতে আগুন ধরিয়া ভীষণ শব্দ হয়। আগুন নির্ব্বাপিত করিবার সময় বাষ্পেতে লোকটি মূর্চ্ছা যায়। ইহার অব্যবহিত পরই লোকটি কটিদেশে দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে লাগিল, ক্রমশঃ এই দুর্ব্বলতা পদদ্বয়ে বিস্তারিত হইল, হাটিতে গেলে পা টলিয়া যাইতে লাগিল। গাত্রত্বকের ভিতর পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ সুড় সুড় বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ জননেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত উত্তেজনা হইয়া ক্রমশঃ ইহা হ্রাস হইয়া সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

রোগী লম্বা, রোগা, রক্তপ্রধান ধাতু (sanguine temperament) দেখিতে সুন্দর, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। বয়সের অনুপাতে অধিক লম্বা এবং লম্বাপ্রবণতা। অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য আলো, গোলমাল,

গন্ধ, স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির, অনবরতই এদিক ওদিক করিতে থাকে, এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না (পদদ্বয় অত্যন্ত অস্থির—জিঙ্কাম)।

২। জ্বলন—মেরুদণ্ডের স্থানে স্থানে, স্কন্ধাস্থির মধ্য-স্থলে, অথবা পৃষ্ঠদেশে ভীষণ জ্বলন চলাচল করিতে থাকে। হস্তের চেটোয়, বক্ষঃস্থলে এবং ফুস্ফুসে, শরীরস্থ প্রত্যেক টিস্যু এবং যন্ত্রেতে, (আর্স, সালফার) সাধারণতঃ স্নায়ুমণ্ডলের রোগে (Burning in spots along the spine, between the scapula or intense heat runing up the back, of palms of hand, in chest and lungs, of every organ or tissue of the bedy, generally in diseases of nervous system).

৩। রক্তস্রাবপ্রবণতা—সামান্য ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয় (small wound bleeds profusely).

৪। দুর্ব্বল, খালি খালি, শূন্য বোধ—মস্তকে, বক্ষঃস্থলে পাকস্থলীতে এবং সমুদয় নিম্নোদরে।

৫। শীতল পানীয়—বরফজল, বরফ খাইবার আকাঙ্ক্ষা এবং শীতল পানীয় পানে পাকস্থলীর যন্ত্রণা সাময়িক উপশম করে। অথচ পাকস্থলীতে উষ্ণ হওয়া মাত্র বমন হইয়া উঠিয়া যায়।

৬। কোষ্ঠকাঠিন্য—মল লম্বা সরু, কুকুরের মলের ন্যায়। শক্ত, শুষ্ক এবং কষ্টের সহিত নির্গত হয়।

৭। উদরাময়—প্রচুর জলবৎ তরল, সাগুর ন্যায় দ্রব্য ভাসিতে থাকে। হড়াৎ করিয়া মল বহির্গত হইয়া পড়ে, মলদ্বার যেন সকল সময় আলগা হইয়া রহিয়াছে বোধ (as if anus remained open), অসাড়েও হয়। বৃদ্ধ লোকদিগের প্রাতঃকালীন উদরাময়েও নির্ব্বাচিত হয়।

৮। রক্তস্রাব প্রচুর এবং পুনঃ পুনঃ হয়। কল কল করিয়া রক্তস্রাব হইতে হইতে আবার কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত হইয়া যায়, জরায়ু কর্কট রোগ (cancer), ফুস্‌ফুস, পাকস্থলী, প্রস্রাবদ্বার ইত্যাদি সমুদয় স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়।

৯। স্বরভঙ্গ—সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়।

১০। নিম্ন বাম চোয়ালের অস্থি ক্ষত।

১১। কাশি—হাসিলে, কথা বলিলে, পড়িতে, জলপানে, আহারে এবং বাম পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয়। বক্ষঃস্থলে ভার ভার বোধ যেন কিছু চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১২। বক্ষঃস্থলে—পাঁজড়ার অস্থির মধ্যস্থলে তীব্র যন্ত্রণা, সামান্য চাপে, বাম পার্শ্বে শয়নে এবং সামান্য শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি হয়। মুক্ত খোলা বাতাস সহ্য হয় না ইহাতে বক্ষঃস্থলের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

১৩। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা—স্নায়বীক দৌর্ব্বল্যতা—দুর্ব্বলতায় সমস্ত শরীর কাঁপে—জীবনীশক্তির অপচয় হেতু উদ্ভূত। (চায়না, ফস)।

সাধারণ লক্ষণ

১। উষ্ণ জলে হস্ত ডুবাইলে বমনের উদ্বেগ হয়।

২। গর্ভাবস্থায় জল পান করিতে পারে না, এমন কি জল দেখিলেই বমনোদ্বেগ হয়, জলে স্নান করিবার সময় চক্ষু বুজিয়া স্নান করে।

৩। ঘামে সালফারের গন্ধ নির্গত হয়।

৪। বিস্তর মরামাস মস্তকে হয়। গোছা গোছা চুল উঠিয়া আইসে, স্থানে স্থানে টাক পড়িয়া যায়।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—ফস্‌ফরাস রোগী সাধারণতঃ রুগ্ন প্রকৃতির, যেন জন্ম হইতেই দুর্ব্বল রোগগ্রস্থ, লম্বা পাতলা এবং বাড়ন্ত

প্রকৃতির। শীর্ণ এবং যাহারা দ্রুত শীর্ণ হইতে থাকে এবং যাহাদিগের মধ্যে tuberculosis পীড়া অধিক প্রবণতা তাহাদিগেতেই ইহা উত্তম কার্য্য করে। (The complaints of Phosphorus are most likely to arise in the feeble constitution, such as have been born sick, grown up slender, and grown too rapidly. Its complaints are in such as are emaciated, and in those who are rapidly emaciating, in children who are going into marasmus, and in persons who have in them the foundation of consumption fairly well laid.)। রোগী দেখিতে সুন্দর এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন। স্বভাব কোমল, সামান্য বিষয়েই মনে ব্যথা পায়। সংক্ষেপে ডাঃ ন্যাস লিখিত রোগীর গঠন নিম্নে দিলাম—

1. Tall slender persons of sanguine temperament fair, skin, blonde or red hair, quick, lively perception and sensative nature.

2. Tall, slender phthisical patients delicate eyelashes, soft hair.

3. Tall, slender woman disposed to stoop.

4. Young people who grow too rapidly and are inclined to stoop.

ফস্‌ফরাস রোগী অত্যন্ত খিটখিটে রাগী, সময় সময় এত অধিক রাগ হয় যে, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য—আলো, গন্ধ, গোলমাল ইত্যাদি সহ্য হয় না।

অস্থিরতা ফস্‌ফরাসে অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে। এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া কিংবা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, সকল সময় নড়িয়া নড়িয়া বেড়ায়। একবার এখানে একবার ওখানে এইরূপ করে। জিঙ্কাম রোগী অস্থির বটে, কিন্তু জিঙ্কামের অস্থিরতা পদদ্বয়ে প্রকাশ পায়; রোগী অনবরত পা নাড়াইতে থাকে। এক এক সময় আবার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং অস্থির হয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় কিংবা রাত্রিতে নানাপ্রকার মনে কল্পনার উদয় হয়, সে দেখে ঘরের চতুর্কোন হইতে তাহাকে যেন

কেহ মুখ ভেঙচাইতেছে। জ্বর বিকারে, পাণ্ডুরোগে কিংবা লিঙ্গসংক্রান্ত উত্তেজনায় রোগী প্রলাপ বকে এবং মনে করে যে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় খণ্ড খণ্ড হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। সে একজন খুব ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি, পারিষদবর্গ চতুর্দ্দিকে তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে, আবার কখন কখন ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত উত্তেজনায় তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তোলে, লিঙ্গপ্রদেশের সমুদয় কাপড় ফেলিয়া দিয়া সকলের সম্মুখে উলঙ্গ হয় এবং কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যাহাকে তাহাকে জড়াইয়া ধরে। এইরূপ বিকারের অবস্থা হইতে রোগী অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেও কথার বিশেষ কোন উত্তর দেয় না। হাইওসিয়ামাসেও এইরূপ লক্ষণ দেখা যায় এবং অনেক সময় হাইওসিয়ামাস ফসফরাসের পর কামোন্মাদে ব্যবহার হয় কিন্তু আমরা কামোন্মাদে হাইওসিয়ামাসকে ফসফরাস অপেক্ষা উচ্চস্থান দিয়া থাকি।

কসেরুকা মজ্জাগত উত্তেজনা (Spinal irritation)—ফসফরাসের কসেরুকা মজ্জাগত উত্তেজনা (Spinal irritation) অত্যন্ত বেশী এবং ইহা একটি প্রধান বিশেষত্ব। কসেরুকামজ্জা উত্তেজনার সহিত অনেক সময় হৃৎকম্পন বর্ত্তমান থাকে এবং হর্ষশোকাদি মনোভাবে ইহা বৃদ্ধি হয়। মেরুদণ্ড এই প্রকার কসেরুকা—মজ্জার উত্তেজনায় অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, রোগী কটিদেশে অধিক বল পায় না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল বোধ করে, হাঁটিতে গেলেই পদদ্বয় কাঁপে হাঁটিতে পারে না, বার বার পড়িয়া যায়, শরীর টলিতে থাকে। অত্যধিক রক্তস্রাব, বীর্য্যপাত কিংবা পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব, অল্প বয়সে শরীরের অসামঞ্জস্য দ্রুত বৃদ্ধি ইত্যাদি স্নায়বীয় ব্যাধির (nervouvs diseases) পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করে, যেমন পক্ষাঘাত, তাণ্ডবরোগ, গুট্যুৎপাদক পীড়া (tuleroulosis).

কসেরুক মাজ্জেয় ক্ষয় (Locomotor ataxy)—ফসফরাস কসেরুক মাজ্জেয় ক্ষয়ের (Locomotor ataxy) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মেরুদণ্ডে অত্যন্ত জ্বলন এবং পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ সুড়সুড়ি বোধ বর্ত্তমান থাকে। ফসফরাসে কসেরুক মাজ্জেয় ক্ষয়ের প্রারম্ভে পুংজননেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত উত্তেজনা হয়। অতিরিক্ত সঙ্গমক্রিয়া কিংবা

হস্তমৈথুনের দরুণ জীবনী-শক্তি নিস্তেজ অবস্থা প্রাপ্ত হেতু ফসফরাসে কশেরুক মাজ্জেয় ক্ষয় (locomotor ataxy) প্রকাশ পায়।

"মস্তিষ্কের কোমলতায় (softening of the brain) ফসফরাস প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয় রোগী-মস্তকে সকল সময় মন্দ মন্দ এবং সর্ব্বদা ক্লান্ত শ্রান্তভাব বোধ করে ও হাঁটিতে গেলে ঈষৎ কষ্ট অনুভব করে। ধীরে ধীরে কথা বলে, কোন কাজকর্ম্মে ভ্রুক্ষেপ নাই, অনেক সময় জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলে না। কোন প্রকার স্ফূর্ত্তি নাই, সকল সময় বিষাদে পূর্ণ। ফসফরাসে একটি বিশেষ লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই যে—রোগী একলা থাকিতে অত্যন্ত ভয় পায়—ভীতস্বভাব, অন্ধকারে আরো বেশী ভয় করে।

ধ্বজভঙ্গ—ফসফরাস কদাচিৎ ধ্বজভঙ্গে প্রয়োগ হয়, যদ্যপি ধ্বজভঙ্গ প্রাপ্ত হইবার পুর্ব্বে অত্যধিক লিঙ্গোত্তেজনার প্রকাশ না থাকে অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যায় ধ্বজভঙ্গ প্রাপ্ত হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে লিঙ্গের অত্যধিক উত্তেজনা যুবকদের মধ্যে হইতে থাকে। (unless it has resulted or has been preceded by over excitation of the sexual organs This is a valuable hint) স্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তি পুনঃ পুনঃ সংযত রাখিতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও লিঙ্গের অত্যধিক উত্তেজনা হইতে থাকিলে এইরূপ অবস্থায় লিঙ্গের উত্তেজনা নিবৃত্তি করিতেও ফসফরাস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অবিবাহিত অবস্থায় থাকার দরুণ কিংবা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার দরুণ লিঙ্গের ক্ষমতার হ্রাস হইলে এবং ধ্বজভঙ্গ উপস্থিত হইলে যদ্যপি এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অতিরিক্ত লিঙ্গোত্তেজনা হইত জানিতে পারা যায় তাহা হইলে সেই স্থলে ফসফরাসকে একটি অব্যর্থ ঔষধ জানিবে।

রক্তশূন্যতা—ফসফরাস যেরূপ শরীরে তন্তু (tissue) সমূদয়কে আক্রমণ করে। সেইরূপ ফসফরাস রক্তের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া হরিৎ পীড়া (chlorosis) এবং অত্যন্ত রক্তশূন্যতা আনয়ন করে। এপিস এবং কেলিকার্ব্বেও এইরূপ রক্তশূন্যতা অথবা রক্তস্বল্পতা, ফ্যাকাসে চেহারা, দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহাতে শোথের স্ফায়স্ফীতি এবং ফোলা ভাব বর্ত্তমান

থাকে। ফস্‌ফরাসেও এইরূপ লক্ষণ রহিয়াছে বটে কিন্তু ফস্‌ফরাসে চক্ষুর চতুর্দ্দিকে এবং সমুদয় মুখমণ্ডল ফোলে, এপিসে চক্ষুর নিচপাতা এবং কেলিকার্ব্বে উপর পাতা ফুলিয়া জলপূর্ণবৎ থলির ন্যায় ঝুলিয়া পরে।

রক্তস্রাব—ফস্‌ফরাসে রক্ত এমনই ভগ্ন অবস্থাপ্রাপ্ত হয় যে রক্ত কিছুতেই জমাট বাঁধে না এবং সামান্য (small wounds bleed much) ক্ষত হইতে অত্যন্ত অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়। ইহা ফসফরাস বিশেষ বিশেষত্ব সর্ব্বদা মনে রাখিবে। এই জন্য ফসফরাস রক্তস্রাব প্রবণতা ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। অনেক সময় সামান্য একটু আঘাতে এত পর্য্যাপ্ত পরিমানে রক্তস্রাব হয় যে লোকের মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা হয়। ফসফরাসের রক্তাধিক্যতা ফুসফুস, যকৃত এবং মূত্রপিণ্ডে অধিক হইতে দেখা যায়। ফসফরাস যে কোন স্থান হইতে রক্তস্রাবে নির্ব্বাচিত হইতে পারে, বিশেষতঃ পাকস্থলী এবং ফুস ফুস হইতে রক্তস্রাবে অধিক নির্ব্বাচিত হয়, এতদ সহ Bright's disease থাকিলে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

অস্থিক্ষত—অস্থির উপর ফসফরাসের অত্যন্ত গভীর কার্য্য রহিয়াছে এতদহেতু অস্থিনাশে কিংবা অস্থি ক্ষতের ইহা একটি মহৎ ঔষধ বলিয়া পরিচিত। নিম্নের চুয়ালের অস্থিই অধিক আক্রান্ত হয়। পূর্ব্বে দেয়াশালাই প্রস্তুত কারকদিগের মধ্যে এইরূপ রোগ খুব দেখা যাইত। ফসফরাসের ধোঁয়াতে দেখিতে পাওয়া যায় নিচের চুয়ালই অধিক এবং কখন কখন উপর চুয়ালেও ক্ষত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে নিচের চুয়ালের অস্থিই অধিক আক্রান্ত হয় উপর চোয়ালের অস্থি তত অধিক কেন হয় না?

আমরা ফসফরাসের সিদ্ধান্তকরণে দেখিতে পাই যে, যদি কোন ব্যক্তি ফসফরাস খাইয়া বিষাক্ত হয়—তাহা হইলে তাহার নিম্নের চুয়ালের অস্থিই অধিক আক্রান্ত হয় কাজেকাজেই ফসফরাসের নিম্নের চুয়ালের উপর অধিক সম্বন্ধ অর্থাৎ আকর্ষণ রহিয়াছে। নিম্ন চুয়ালের অস্থিনাশে কিংবা অস্থিক্ষতে ফসফরাস যদিও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। তাই বলিয়া অন্যান্য স্থানের অস্থির ক্ষত যে উপকার করে না তাহা নয়—গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ শিশুদিগের মেরুদণ্ডের অস্থিনাশে ইহার কার্য্য অত্যন্ত অধিক। অবশ্য ফসফরাস ব্যবহার করিবার

পূর্ব্বে ফসফরাসের আনুসঙ্গিক আর সমুদায় লক্ষণ মিলাইয়া দেখা কর্ত্তব্য এবং ইহাব্যতীত মেরুদণ্ডের অস্থিনাশে যখন প্রদাহ কশেরুকামজ্জার অভ্যন্তর প্রদেশে বিস্তারিত হয় এবং আক্রমণ করে তখনও ফসফরাস ব্যবহার হয়· এইরূপ হইবার পূর্ব্বে রোগী প্রথমতঃ মেরুদণ্ডের কোন কোন অংশে জ্বালা অনুভব করে, মেরুদণ্ডের নিকট কোনপ্রকার উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। চলৎশক্তি ক্রমেই নষ্ট হইয়া আইসে অবশেষে সম্পূর্ণ হাঁটিতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়—মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশীর ক্ষমতাও হ্রাস হইতে থাকে।

বঙ্ক্ষসন্ধি প্রদাহ (**Hip joint disease**)—সন্ধিস্থল বিশেষতঃ উরু এবং হাঁটু অধিক আক্রান্ত হয়। স্ক্রফিউলাস রোগগ্রস্থ শিশুদিগেতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়, আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া ওঠে এবং সাদা হয়। সাইলিসিয়া প্রয়োগে সম্পূর্ণ উপকার না হইলে ফস্‌ফরাসকে চিন্তা করিবে।

যকৃৎ এবং ন্যাবা—যকৃতের উপর ফস্‌ফরাসের যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যকৃত বিবৃদ্ধি এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয় এবং ন্যাবা রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মল প্রায় সাদা ছাইএর ন্যায় কিংবা মেটেবর্ণ হয়। পিত্ত নিঃসরণ বন্ধ হইয়া আসে এবং নিম্নোদর ফাঁপিয়া উঠে। এইরূপ অবস্থা হইতে ক্রমশঃ গাত্রত্বক, চক্ষু এবং মুখমণ্ডল সমুদায় ভীষণ পীতবর্ণ হয়। পিত্ত নিঃসরণ কার্য্য বন্ধ হওয়া দরুণ রক্ত বিষাক্ত হইয়া হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ পড়ায় নাড়ীর গতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল এবং সূত্রের ন্যায় হইতে থাকে। এই অবস্থায় যকৃত পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যকৃৎ শুষ্ক হইয়া (atrophy) আসিতেছে, এই ভাবে কিছুদিন থাকিলে যকৃৎ অত্যন্ত ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার যকৃৎকে ইংরাজীতে সিরোসিস লিভার বলে (cirrhosis of liver) তৎপর উদর এবং নিম্নোদরের সর্ব্বত্র শিরা-প্রসারণ দেখা দেয়। রক্ত এবম্প্রকার দূষিত হয় যে রোগী প্রলাপ বকে এবং প্রস্রাব অত্যন্ত অম্ললাল-যুক্ত হয় এই ভাবে কিছুদিন থাকিয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

যকৃৎ প্রদাহে পুঁজের সঞ্চার হইলেও ফসফরাস নির্ব্বাচিত হয়। প্রলেপক-জ্বর (hectic fever), নৈশ ঘর্ম্ম, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিবৃদ্ধি এবং তদহেতু যকৃতের উপর অত্যন্ত টাটানি থাকে। ফস্‌ফরাসের ন্যাবা একটি যান্ত্রিক রোগবিশেষ।

ইহার সহিত রক্তশূন্যতা, মস্তিষ্কের রোগ, যকৃতের কঠিন পীড়ার সংযোগ থাকে। গর্ভাবস্থায় ন্যাবারোগেও ফস্‌ফরাস উপযোগী।

পরিপাক ক্রিয়া—পরিপাক ক্রিয়ায় ফস্‌ফরাসের প্রয়োগ দেখা যায়, ইহার জিহ্বা ব্রাইওনিয়ার ন্যায় অনেকটা সাদা লেপাবৃত হয়। রোগী ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয় বিশেষতঃ রাত্রিতে পেট জ্বালা করিতে থাকে, এমন কি নিদ্রা হইতে উঠিয়া আহার করিতে বাধ্য হয় (এনাকার্ডি) শীতল পানীয় কিংবা বরফ জল খাইবার কিংবা বরফ খাইবার অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। শীতল খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় ফসফরাস রোগীর অত্যন্ত উপাদেয় এবং বমন-ভাব কিছুক্ষণের জন্য উপশম করে বটে কিন্তু পান করিবার অল্পক্ষণ পরই পাকস্থলীতে গরম হইয়া বমন হইয়া উঠিয়া যায়, এইরূপ বমন ফসফরাসের একটি বিশেষত্ব। আর্সেনিকে শীতল দ্রব্য কিংবা পানীয় যাহাই হউক, আহার কিংবা পান করা মাত্রই বমন হইয়া উঠিয়া যায়। বিসমথেও আর্সেনিকের ন্যায় পাকস্থলী স্পর্শকরা মাত্রই তৎক্ষণাৎ বমন হয় বটে কিন্তু তরল দ্রব্য তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায় খাদ্যদ্রব্য থাকিয়া যায় ইহা পরে বমন হয়। অন্ন নলীর আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচনেও ফসফরাস নির্ব্বাচিত হয়। খাদ্যদ্রব্য নিম্নে কিছুদূর পৌঁছিবামাত্র ছিট্‌কাইয়া বেগে বহির্গত হইয়া যায়।

উদরাময় এবং কলেরা—ফসফরাসের উদরাময় প্রচুর বেদনাশূন্য এবং জলবৎ তরল—সাদা অথবা সবুজবর্ণ। তন্মধ্যে সাদা চর্ব্বির ন্যায় দানা দানা পদার্থ ভাসিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত রক্তযুক্ত পূঁজময় অজীর্ণ অথবা মাংস ধোয়া তরল জলের ন্যায়। অসারে মল নির্গত হয়, মলদ্বার সর্ব্বদা আল্‌গা হইয়া থাকে (oozing from the constantly open anus) অথবা মল বেগের সহিত হড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। রোগী শীতল জল, বরফ, ডাব ইত্যাদি অত্যন্ত তৃষ্ণা বোধ করে (burning thirst for cold water)। শীতলজলে সাময়িক তৃষ্ণা নিবারণ হয় বটে কিন্তু পাকস্থলীতে গরম হইবামাত্র বমন হইয়া উঠিয়া যায় অর্থাৎ জল পান করিবার কিছুক্ষণ পর বমন হয় (খাওয়া মাত্র বমন হয়—আর্সেনিক)। নিম্নোদর দুর্ব্বল এবং

শূন্য বোধ করে (weak, gone feeling in the abdomen) স্কন্ধ-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান এবং পাকস্থলী জ্বালা বোধ করে। মলদ্বার সকল সময় খোলা (Anus constantly open)। ফসফরাসের ভেদ দুর্গন্ধ অথবা টকগন্ধযুক্ত। প্রাতঃকালে, বামপার্শ্বে শয়নে, উষ্ণ খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণে উদরাময় বৃদ্ধি হয়। শীতল খাদ্যদ্রব্য আহারে, বরফ অথবা বরফজল পানে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম হয়। মলত্যাগের পর রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। ফসফরাস পুরাতন রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে ফেরত রোগীতে ফসফরাস প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে একমাত্রা উচ্চক্রম নাক্সভমিকা কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে দেওয়া কর্ত্তব্য।

এপিস—ইহারও মল অসাড়ে নির্গত হয় এবং মলদ্বার আলগা হইয়া থাকে ও যন্ত্রণাশূন্য কিন্তু এপিসে জলতৃষ্ণা থাকে না।

এসিড ফস্—ইহাতেও মলত্যাগে কিছুমাত্র যন্ত্রণা থাকে না, কিন্তু ইহার বিশেষত্ব হইতেছে যতই মলত্যাগ হউক না, রোগী দুর্ব্বল হয় না।

এলোজ—মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশীর দুর্ব্বলতা হেতু রোগী মল আটকাইতে পারে না—আর ফসফরাসে মল মলদ্বারের নিকট পৌছিবামাত্র মলদ্বার আলগা খোলা থাকায় হড়াৎ করিয়া মল নির্গত হইয়া পড়ে।

পাকাশয় ক্ষত—পাকস্থলীর ছিদ্রযুক্ত সাংঘাতিক ক্ষতেও ফসফরাস নির্ব্বাচিত হয়, অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, আহারকরা মাত্রই খাদ্যদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং বমনের সহিত গাঢ় কাল অর্দ্ধ শক্ত দ্রব্য দেখিতে ঠিক কফি গুড়ার ন্যায় বাহির হয় এইরূপ অবস্থায় ফসফরাস ব্যবহারে অত্যন্ত উপকার পাওয়া যায়। পাকস্থলীর কর্কটরোগেও এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তাহাতেও ফসফরাস উত্তম কার্য্য করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল পাতলা লম্বা এবং শুষ্ক কুকুরের মলের ন্যায় (হাঁসের ন্যায় পাতলা সরু লম্বা মল—পডফাইলাম) এবং মলত্যাগ করিতে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, সহজে হয়না।

ব্রাইট ডিজিজ (অণ্ডলালময়মূত্র রোগ)—অণ্ডলালময়মূত্র রোগে (Bright's disease) যখন মুত্রপিণ্ডে চর্ব্বির অপকৃষ্টতা (fatty

degeneration) হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি যকৃতের ন্যায় পূর্ব্বের বর্ণিত বিবৃদ্ধি থাকে এবং ফুস ফুস প্রদাহের অর্থাৎ নিউমোনিয়ার লক্ষণ যদি আসিয়া উপস্থিত হয়, এইরূপ অবস্থায় ফসফরাস উত্তম কার্য্য করে। প্রস্রাব অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে তাহাতে cast পাওয়া যায়। শরীরের যে কোন স্থান হইতে রক্ত স্রাব হউক না বিশেষতঃ ফুস ফুস এবং পাকস্থলী হইতে হইলে এবং তৎসহিত যদি এইরূপ অস্তলালময়ত্ব রোগ থাকে তাহা হইলেও ফসফরাস প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া উচিৎ।

পুং জননেন্দ্রিয়—পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফসফরাস অত্যন্ত কাম-প্রবৃত্তির উত্তেজনা করে। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ লোক উভয়কেই কামোন্মাদে মত্ত করিয়া তোলে। ফসফরাস এই প্রকার অসংযত উত্তেজনাকে নিবৃত্তি করিতে একটি উত্তম ঔষধ কিন্তু ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে এই ঔষধের আনু-সঙ্গিক লক্ষণগুলি মিলাইয়া দিতে পারিলেই ভাল।

অনুকল্প রজঃ (Vicarious menstruation)—স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের উপর ফসফরাসের কার্য্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া অনুকল্প রজঃ (vicarious menstruation) গয়েরের সহিত কিংবা নাসিকা হইতে কিংবা প্রস্রাবের সহিত নিঃসরণ হইলে ফসফরাসকে উত্তম ঔষধ জানিবে।

ঋতুস্রাব—সময় সময় স্রাব প্রচুর, অধিক দিন স্থায়ী এবং অত্যন্ত ফ্যাকাসেবর্ণ হয়।

সর্দ্দি—পুরাতন সর্দ্দিতে ফসফরাসের ব্যবহার সময় সময় দেখা যায়। যখন শ্লেষ্মা সবুজ আভাযুক্ত হয় এবং রক্তমিশ্রিত থাকে। রক্তমিশ্রিত না থাকিলে ফসফরাস কদাচিৎ নির্ব্বাচিত হয়।

অর্ব্বুদ (Polypus)—নাসারন্ধ্রের অর্ব্বুদে প্রচুর রক্তস্রাব থাকিলে ফসফরাসে আশু উপকার হয়। কর্ণ, জরায়ু অর্থাৎ যে কোন স্থানের অর্ব্বুদ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হউক ফসফরাসকে চিন্তা করিবে (থুজা, কেলকেরিয়া কার্ব্ব, কেলকেরিয়া ফস, টিউক্রিয়াম)।

স্বরভঙ্গ—ফসফরাস স্বরভঙ্গের একটি মহৎ ঔষধ, ইহার স্বরভঙ্গ

সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়। রোগী জোরে শব্দ করিতে, চেঁচাইতে এবং কথা বলিতে পারে না, কণ্ঠনালীতে কষ্টবোধ করে। লম্বা, শীর্ণ, উষ্ণপ্রধান রোগীতে ফসফরাস অধিক উপযোগী।

ঘুংড়িকাশি (Croup)—ঘুংড়িকাশির প্রথমাবস্থায় ইহা ব্যবহার হয় না, রোগ যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় রোগীর অবস্থা যখন খারাপ হইয়া আসে এবং যখন একোনাইট এবং স্পঞ্জিয়া ব্যবহারে কোন ফল পাওয়া যায় না, স্বর লোপ হয়, ক্রমশঃই জীবনীশক্তি দুর্ব্বল হইতে থাকে, শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ হয়, মুখ চোখ বসিয়া যায়। নাড়ী সুতার ন্যায় মিন্ মিন্ করে, অত্যন্ত দুর্ব্বল, নিম্ন চোয়াল ধরিয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় ফসফরাস ব্যবহারে অনেক সময় বেশ ফল পাওয়া যায়। Cerebro-spinal system আক্রান্ত হইলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

কাশি – ফস্‌ফরাস সাধারণতঃ লম্বা, শীর্ণ, টিউবার কিউলোসিস ধাতুযুক্ত লোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কাশি সন্ধ্যা হইতে বৃদ্ধি হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত থাকে। কাশি শুষ্ক, গলায় খুস খুস করিয়া কাশির উদ্রেক হয় কথা বলিলে কিংবা হাসিলে, কিংবা জোড়ে চেঁচাইয়া পড়িলে কিংবা বাম পার্শ্বে শয়নে কাশি বৃদ্ধি হয়। কাশিতে কাশিতে পেট ব্যথা হইয়া যায়। কাশিলে পেটে আঘাত লাগে, সমুদয় শরীর ঝাঁকাইয়া তোলে এবং সময় সময় কণ্ঠনালীতে অসহ্য যন্ত্রণাও হয় এবং বুকে চাপ চাপ বোধ করে। লম্বা, শীর্ণ লোকের সন্ধ্যায় খুস্‌খুসে শুষ্ক কাশি শুনিলে আমরা ফসফরাসকে অব্যর্থ ঔষধ মনে করি। বেলেডনা এবং রিউমেক্সও এই প্রকার শুষ্ক কাশি দেখিতে পাওয়া যায়।

বেলেডনা – ইহার কাশিও শুষ্ক রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এবং বিরক্তিজনক কিন্তু ফসফরাসের ন্যায় তত শুষ্ক নয়। গলদেশ রক্তাধিক্য এবং তালুমূল বিবৃদ্ধিও থাকে।

রিউমেক্স—ইহাও শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশির একটি মহৎ ঔষধ। ফস-ফরাসে উপকার না হইলে অনেক সময় আমরা রিউমেক্স ব্যবহারে ভাল ফল পাই। ইহার কাশিও রাত্রিতে শীতল বায়ুতে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি হয়।

ব্রোঙ্কাইটিস—ফসফরাসে নূতন কিংবা পুরাতন ফুসফুস রোগে শ্বাসপ্রশ্বাসে বুকে অত্যন্ত চাপ বোধ হয় এবং মনে হয় যেন একটি ভারী জিনিষ বুকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রোঙ্কাইটিসে অর্থাৎ বায়ুনলীভুজ প্রদাহে কাশিতে কাশিতে বুকের অস্থির (sternum) নিম্নে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং মনে হয় যেন কিছু ছিড়িয়া যাইতেছে, সমস্ত বুক ভরিয়া শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত এবং কষ্টজনক হয়। নানা রকমের গয়ের উঠে, কিন্তু রক্তের রেখাযুক্ত পীতাভ গয়েরই হইতেছে ফসফরাস রোগীর অত্যন্ত বিশেষত্ব। এতদ্ব্যতীত নিউমোনিয়ার ন্যায় rust coloured কিংবা পুঁজসদৃশ মিষ্ট অথবা লবণ আস্বাদযুক্তও হয়।

নিউমোনিয়া—শ্বাসযন্ত্রের উপর ফসফরাসের কার্য্য অতন্ত গভীর এবং নিউমোনিয়ার একটি মহৎ ঔষধ বলিয়া সর্ব্ববিদিত। নিউমোনিয়ায় ইহা অত্যন্ত সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে এবং একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। নিউমোনিয়ায় ইহার উপকারিতা সর্ব্বপ্রথম ভায়নার ডাক্তার ক্লেসম্যান প্রচার করেন—সেই সময় তাঁহার দেশস্থ চিকিৎসক রাম্ব এবং ক্যাস্‌পার নিউমোনিয়ায় ইহার উপকারিতা যে কিছু আছে তাহা বিশ্বাস করিতে চান নাই বরং ইহার উপকারিতা সম্পূর্ণ নাই বলিয়াছেন। ক্রমশঃ ডাক্তার কাফ্‌কা বেয়ার, ক্লোটার মুলার প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিউমোনিয়ায় ইহার কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হন এবং একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ বলিয়া স্বীকার করেন। ফসফরাস সচরাচর রোগা কৃশ লম্বা দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকের উপর উত্তম কার্য্য করে এবং ইহা ব্রোঙ্কিয়াল নিউমোনিয়ার একটি বৃহৎ ঔষধ। ফসফরাসে বাম অপেক্ষা দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্ন অর্দ্ধাংশই অধিক আক্রান্ত হয়। আক্রমণের প্রথম অবস্থায় যখন ফুসফুস hepatization অবস্থা অর্থাৎ যকৃৎ ভাব প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়—এইরূপ স্থলে ফসফরাস প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না, অঙ্কুরেই রোগ স্থগিত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ফসফরাস hepatization অবস্থার শেষে এবং শোষণ কিংবা resolution অবস্থার প্রারম্ভে প্রয়োগ করিলে মন্ত্রবৎ কার্য্য করে (Its more frequent application comes in where the stage of hepatization

is passed and we want to break it up and promote absorption or resolution. Here it has no equal.) অর্থাৎ ইহা স্মরণ রাখিবে, ফসফরাস hepatization অবস্থায় কখনই প্রয়োগ হয় না। ফসফরাসে কাশি শুষ্ক, গয়ের (sputum) লৌহ মরিচার ন্যায় অথবা রক্তের রেখাযুক্ত, সহজে উঠে না, বুকে সূচীভেদবৎ ছিঁড়িয়া ফেলা বেদনা হয়, বামপার্শ্বে শয়নে কাশি বৃদ্ধি হয়, বাম বক্ষঃস্থলের ভীষণ যন্ত্রণা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম হয়। বক্ষঃস্থলের কষ্ট ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়, সকল সময় বক্ষঃস্থল ভার ভার বোধ হয় এবং সঙ্কুচিত, যেন জোরে চাপিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। কাশিবার সময় রোগী বক্ষঃস্থল হাত দিয়া চাপিয়া রাখে। শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত এবং কষ্টজনক, সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে উপসর্গের বৃদ্ধি, শীতল জল পানের আকাঙ্ক্ষা।

ভিরেট্রাম ভিরেডি—নিউমোনিয়ার প্রারম্ভে প্রবল জ্বরসহ ফুস্ফুসের রক্তাধিক্য অবস্থায় ইহা প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতে যে প্রকার arterial excitement প্রকাশ প্রায় ফসফরাসে তাহা কিছুই থাকে না বলিলেই হয়। ইহার arterial tensionই হইতেছে অত্যন্ত প্রবল লক্ষণ। ইহার সমকক্ষ arterial tension একোনাইট এবং ফেরামফসে অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। একোনাইট এবং ফেরামফসকে ভিরেট্রামভিরেডির পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ইহার নাড়ি পরীক্ষা করিলেই arterial excitement এবং প্রাদাহিক অবস্থায় পরিচয় পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়—নাড়ীরগতি ভরাটে, মোটা, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত এবং কষ্টজনক (laboured and difficult breathing)। ইহা স্মরণ রাখিবে ভিরেট্রাম ভিরেডি কেবলমাত্র নিউমোনিয়া প্রকাশ পাইবার পূর্ব্ব অবস্থায় অর্থাৎ রক্তাধিক্য অবস্থায় প্রয়োগ হয়। Hepatization অথবা resolution অবস্থায় ইহার কোন কার্য্য নাই।

ফেরামফস—প্রাদাহিক অবস্থায় ডাক্তার সুসলার ইহাকে অতি উচ্চস্থান প্রয়োগ করেন। ইহার কার্য্য অনেকটা ভিরেট্রাম ভিরেডি এবং একোনাইটের ন্যায়। রসোৎপাদন (exudation) হইবার পূর্ব্বে ইহা প্রয়োগ হওয়া উচিত। ফুস্ফুসের রক্তাধিক্য অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে পারিলে

রোগ আর নিউমোনিয়ায় পরিণত হইতে পারে না। বক্ষঃস্থলে টাটানি যন্ত্রণা হয়। নাড়ী ভরাটে মোটা অথচ একোনাইটের ন্যায় দড়ির মত শক্ত নয় বরং নরম। (Pulse full, round and soft)। গয়ের স্বল্প এবং রক্তের রেখাযুক্ত হইবার সম্ভাবনা। ইহা স্মরণ রাখিবে ফেরামফস রোগের প্রারম্ভে উপযোগী। Hepatization এর সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

আইওডিন—ইহাকেও অনেকে ভিরেট্রাম ভিরেডি এবং ফসফরাসের নিম্নে স্থান দিয়াছেন (আইওডিন দেখ) কিন্তু একটি কথা এই স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আইওডিন রক্তাধিক্য অবস্থায় (stage of engorgement) বিশেষ কোন কার্য্য করে না, ইহার Hepatization অবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। নিউমোনিয়ার শেষ অবস্থায় যখন পুঁযোৎপাদনের সহিত Hectic fever এবং শীর্ণতা উপস্থিত হয় তখনও আইওডিন প্রয়োগ হয়। আইওডিন রোগী পালসেটিলার ন্যায় উষ্ণঘর অপেক্ষা খোলা ঠাণ্ডা বাতাস অধিক পছন্দ করে।

সেঙ্গুইনেরিয়া—রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা অনেক সময় প্রয়োগ হয়। রক্তসঞ্চালনক্রিয়া সামঞ্জস্য করতঃ রক্তাধিক্য অবস্থাকে দূরীভূত করিয়া রোগীকে নিউমোনিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। ইহাতেও যথেষ্ট শ্বাসকষ্ট থাকে। ভিরেট্রাম ভিরেডির ন্যায় রক্তাধিক্য অবস্থা ব্যতীত hepatization অবস্থায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়—লৌহ মরিচার ন্যায় (Rust colored) রং যুক্ত গয়ের প্রকাশ পায় (যাহা সাধারণতঃ Hepatization অবস্থায় প্রকাশ পায়) নিশ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয় হস্তপদ উত্তপ্ত অথবা বরফবৎ শীতল হয়। গণ্ডস্থল আরক্তিমতাসহ টাইফয়েড নিউমোনিয়াতেও সেঙ্গুইনেরিয়া উত্তম কার্য্য করে। সেঙ্গুইনেরিয়ায় দক্ষিণ ফুসফুসের স্তনের বোঁটার স্থলে অত্যন্ত সূচীভেদবৎ (stitching) যন্ত্রণা হয়।

কেলিকার্ব্ব—ইহাও নিউমোনিয়ার একটি মহৎ ঔষধ কিন্তু ইহা রোগের প্রারম্ভে ব্যবহার হয় না। প্রচুর রসোৎপাদন (profuse exudation) অবস্থায় ইহা উত্তম কার্য্য করে (when there is copious exudation into the lungs) এবং কাশিকালীন শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ হয়। ইহার

যাবতীয় উপসর্গ শেষ রাত্রি ৩টার সময় বৃদ্ধি হয়। এতদসহ চক্ষুর ঊর্দ্ধ পাতায় জলপূর্ণবৎ স্ফীতি প্রকাশ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে নীলপাণ্ডুর (cyanotic) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে। কেলিকার্ব্বের শেষ রাত্রি বৃদ্ধি, চক্ষুর ঊর্দ্ধ পাতার জলপূর্ণবৎ স্ফীতি যে প্রকার পরিজ্ঞাপক লক্ষণ, সূচী ভেদবৎ যন্ত্রণা (stitching pain) সেই প্রকার বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। নিউমোনিয়ায় কেলিকার্ব্ব নির্ব্বাচন করিতে হইলে এই stitching pain লক্ষণটি পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, ইহাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। কেলিকার্ব্বে এই stitching pain দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নপ্রদেশে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক প্রকাশ পায় এবং এতদস্থান হইতে যন্ত্রণা ভিতরে ভিতরে পৃষ্ঠদেশে ফুটিয়া বাহির হয় (going through the chest to the back)। কেলিকার্ব্বে গয়ারে সময় সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূঁজ বটিকা (globules of pus) প্রকাশ থাকে।

ব্রাইওনিয়া—ইহাকে প্লুরোনিউমোনিয়ার (Pleuro Pneumonia) বৃহৎ ঔষধ বলা যাইতে পারে। engorgement অর্থাৎ প্রারম্ভ অবস্থায় ইহার কোন প্রয়োগ নাই। ইহা একোনাইট, ভিরেট্রাম ভিরেডি, ফেরামফস ইত্যাদি ঔষধের পর ব্যবহার হয়। ইহাতে ফুসফুসে রসোৎপাদন ও তদসঙ্গে বক্ষঃস্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা থাকা চাই। যন্ত্রণা দক্ষিণ পার্শ্ব অপেক্ষা বাম পার্শ্বে অধিক হয়। রোগী স্থির হইয়া শুইয়া থাকে। গয়ের অধিক উঠে না, গয়ের পীতাভ এবং সময় সময় রক্তের রেখাযুক্ত। নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে, সঞ্চালনে, কাশিতে বুকে যন্ত্রণা অনুভব করে এবং রোগী সকল সময় কোষ্ঠকাঠিন্য।

চেলিডোনিয়াম—পৈত্তিক নিউমোনিয়ায় (Bilious pneumonia) বিশেষতঃ শিশুদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। চেলিডোনিয়াম নির্ব্বাচন করিতে হইলেই ইহার সহিত যকৃতের উপসর্গ বর্ত্তমান থাকা চাই এবং চেলিডোনিয়াম হামের পর নিউমোনিয়ায় অধিক প্রয়োগ হয়। রোগীর মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ হয়, বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত চাপচাপ বোধ করে, শ্বাসপ্রশ্বাসে

নাসিকায় পক্ষদ্বয় সঙ্কুচিত এবং প্রসারিত হইতে থাকে (লাইকোপোডিয়াম)। গয়ের তরল এবং ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত, গয়ের সহজে উঠে না।

মার্কিউরিয়াস—ইহাও পৈত্তিক নিউমোনিয়ার (Blious Pneumonia) একটি উত্তম ঔষধ। চেলিডোনিয়ামের সহিত মার্কিউরিয়াসের পার্থক্য মলে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়—মার্কিউরিয়াসের মল শ্লেষ্মাযুক্ত এবং কোঁথানি থাকে ও রং ছাইএর ন্যায় কিংবা সাদা আর চেলিডোনিয়ামের মল সহজে নির্গত হয় এবং রং ঘোর পীতবর্ণ, এতদ্ব্যতীত চেলিডোনিয়ামে দক্ষিণ স্কন্ধের scapula নিম্নে সর্ব্বদা যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। মার্কিউরিয়াসের দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নপ্রদেশ অধিক আক্রান্ত হয়। গাত্র ত্বক, চক্ষু ইত্যাদি পীতাভ হয়।

এণ্টিমটার্ট—ক্যাটারাল (catarrhal) নিউমোনিয়ার এণ্টিমটার্টই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। ইহার শ্লেষ্মা অত্যন্ত তরল, ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত। বক্ষঃস্থলের শ্লেষ্মার শব্দ দূর হইতেও শুনা যায়। ইহা শিশু এবং বৃদ্ধদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহাতে ফুসফুসের কতক অংশ ক্রিয়াশূন্য পক্ষাঘাত অবস্থাবৎ প্রাপ্ত হয়। শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং কষ্ট প্রাতঃকালেরদিকে অধিক হয়। রোগী শুইয়া থাকিতে কষ্ট বোধ করে, শয্যায় উঠিয়া বসে। রোগী সকল সময় তন্দ্রাযুক্ত, যেন ঝিমাইতেছে। ইহাতে গয়ের প্রচুর এবং কাশিলে মনে হয় বক্ষঃস্থল যেন প্রচুর শ্লেষ্মায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে অথচ শ্লেষ্মা উত্তোলনে রোগী অক্ষম, গলার নিকট আসিয়া আবার ভিতরে চলিয়া যায়। এণ্টিমটার্টে তন্দ্রাভাব অত্যন্ত প্রবল এবং প্রত্যেক কাশির পর রোগী ঝিমাইয়া পড়ে—এই লক্ষণটির উপর দৃষ্টি রাখিয়া এণ্টিমটার্ট প্রয়োগ করা হয়, যকৃতপ্রদেশ রক্তাধিক্য এবং মুখমণ্ডল চক্ষু ইত্যাদি পীতআভাযুক্ত হয়। এতদ উপসর্গসহ মাতালদিগের নিউমোনিয়ায় এণ্টিমটার্ট সময় সময় প্রয়োগ হয়।

ওপিয়ম—নিউমোনিয়া এবং সমুদায় রোগে ইহার তন্দ্রা অত্যন্ত অধিক। তন্দ্রায় ইহা সমুদায় ঔষধকে পরাস্ত করিয়াছে। এণ্টিমটার্টেও তন্দ্রা রহিয়াছে কিন্তু এণ্টিমটার্টে ওপিয়মের ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস নাসিকাধ্বনি এবং

মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা থাকে না। এন্টিমটার্টের মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে অথবা নীলআভাযুক্ত (cyanotic)

থাইসিস (Phthisis)—থাইসিস চিকিৎসায় ফসফরাসের স্থান অত্যন্ত উচ্চ। ইহার নির্ব্বাচন রোগীর শারীরিক গঠনের উপর অত্যন্ত নির্ভর করে—রোগী লম্বা, কৃশ, সঙ্কুচিত বক্ষঃস্থল (narrow chested), পরিষ্কার গাত্রত্বক, চক্ষুর পাতার লোমগুলি লম্বা লম্বা এবং মসৃন রেশম সদৃশ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন। ফসফরাস বিশেষরূপ যুবক এবং যুবতীদিগের প্রতি যাহারা বাড়ন্ত প্রকৃতির এবং যাহাদিগের বংশানুক্রমিক থাইসিস রোগের প্রবণতা থাকে অথবা যাহাদিগের শৈশব অবস্থায় কোনপ্রকার অস্থি রোগ (bone disease) হইয়াছিল এই প্রকার লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। রোগের প্রারম্ভে নিম্ন লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়—রোগীর অতি সহজেই ঠাণ্ডা লাগে, বক্ষঃস্থল পুনঃ পুনঃ রক্তাধিক্য হয়, বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ সঙ্কোচন ভার বোধ করে যেন কেহ চাপিয়া ধরিয়াছে (great tightness accross the chest), বাম বক্ষঃস্থলের apexএ যন্ত্রণা হয়, বামপার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না, বামপার্শ্বে শয়নে রোগের বৃদ্ধি হয়, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম বোধ করে—গলার স্বর বসিয়া যায়। সন্ধ্যার দিকে শুষ্ক কাশি বৃদ্ধি পায়, রাত্রিতে বক্ষঃস্থলে এত চাপ বোধ করে তাহাতে রোগী শয্যায় উঠিয়া বসে। পূর্ব্বাহ্নে বিশেষতঃ ১০।১১ টার সময় পাকস্থলী অত্যন্ত খালি খালি বোধ হয়। রাত্রিতে ক্ষুধার্ত্ত বোধ করিয়া শয়ন হইতে জাগিয়া ওঠে এবং কিছু আহার করিতে বাধ্য হয়। সকল সময় ঘুসঘুসে hectic fever লাগিয়া থাকে এবং ক্রমশঃই ইহা বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে ফুস্‌ফুসে স্ফোটক এবং গহ্বর (cavity) উৎপন্ন হয়।

গয়ের (expectoration) নিউমোনিয়ার ন্যায় ফেনা ফেনা, ফ্যাকাসে লাল, লোহার মরিচার ন্যায় (rusty), রক্তমাখা রেখাযুক্ত, সাদা এবং চট্‌চটে, পূঁজবৎ, লোনতা, টক অথবা মিষ্ট স্বাদযুক্ত হয় এতদ্ব্যতীত সময় সময় প্রচুর এবং উজ্জ্বল লাল রক্ত ও নির্গত হয় শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টজনক, অল্পতেই হাঁপাইয়া পড়ে আহারের পর এবং হাঁটাহাটিতে বৃদ্ধি হয়।

ফস্‌ফরাসকে থাইসিসের প্রথম অবস্থায় উপযুক্ত ঔষধ বলা হয় এবং ডাক্তার ফ্যারিংটন বাড়াবাড়ি অবস্থায় ফসফরাসের বিশেষ লক্ষণ না পাইলে

ইহা প্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন—ইহাতে উপকার না করিয়া বরং অপকার করিবে—কিন্তু আবার ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন—I have often found it indicated in the later stages and if given very high and in the single dose and not repeated have seen it greatly benefit even incurable cases. If given too low and repeated it will fearfully aggravate. ডাক্তার কেণ্ট বলেন থাইসিসের শেষ অবস্থায় ফসফরাস উচ্চক্রম না দিয়া বরং ৩০ক্রম দেওয়া যুক্তিসঙ্গত ইহাতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কম (Phosphorous is a dangerous medicine to give very high in some cases of phthisis in the last stages of phthisis. In these cases Phosphorous 30th may sometimes be used with safety—Keut) এই স্থলে মতের পার্থক্য হইতেছে কিন্তু এইরূপ মতের পার্থক্য অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা অনেকটা অভিজ্ঞতার ফল—কিন্তু আমরাও ফসফরাস কোন স্থলেই নিম্নক্রম ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেই না। আমি নিজেও অনেকটা ন্যাসের মত অনুমোদন করি—প্রয়োগবিধি দেখ।

আইওডিন—থাইসিসে আইওডিনের অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে। আইওডিন রোগী যতই আহার করুক না কেন গায়ে লাগে না। সকল সময় খাই খাই করে এবং খায় কিন্তু গাত্রে মাংস হয় না বরং ক্রমশঃই শুষ্ক শীর্ণ হইতে থাকে—আইওডিনের এই লক্ষণটি হইতেছে বিশেষ বিশেষত্ব। ফসফরাস রোগী বয়স অনুপাতে অত্যন্ত লম্বা হয় এবং বাড়ন্ত প্রকৃতির। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব রোগী ক্রমশঃই মোটা হইতে থাকে অর্থাৎ মেদ প্রবণ। থাইসিসে আইওডিনের নির্ব্বাচন স্ক্রফিউলাস ধাতু প্রকৃতির উপর অধিক নির্ভর করে। (Iodine is more particularly indicated if tuberculosis is the result of scrofulosis) রোগী বক্ষঃস্থলে বিশেষতঃ উপরে উঠিতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করে। কাশি শুষ্ক খুক্ খুকে, ফুস্‌ফুসের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সুড়সুড়ি বোধ (tickling sensation) করে। কাশি প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়। গয়ের রক্তের রেখাযুক্ত স্বচ্ছ পরিষ্কার শ্লেষ্মা, অথবা প্রচুর টাটকা রক্তস্রাব।

ফেরাম এসেটিকাম—প্রচুর রক্ত বমনযুক্ত থাইসিসে (in bleeding Phthisis) অর্থাৎ যখন প্রচুর রক্ত উঠিতে থাকে এবং বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়া যখন বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না—এইরূপ অবস্থায় ফেরাম এসেটিকাম ১× প্রতি ১০।১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায়। রক্তস্রাব বন্ধ হইলে ৮ ঘণ্টা অন্তর অন্তর প্রয়োগে প্রতিষেধক রূপে কার্য্য করে। আমি এই ঔষধ দ্বারা দুইটী প্রচুর রক্তস্রাবী থাইসিস আরোগ্য করিয়াছি। ফসফরাসও রক্তস্রাবী থাইসিসের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে কিন্তু ফসফরাসের রক্তস্রাব পুনঃ পুনঃ হয় কিন্তু পরিমানে অল্প অল্প (frequent bleeding of small amount) হয়।

একালিফা ইণ্ডিকা—শুষ্ক কাশির সহিত উজ্জ্বল লালরক্ত গয়ের উঠে। প্রাতঃকালেই অধিক হয়। ইহা সচরাচর নিম্নক্রম ১× ব্যবহার হইয়া থাকে।

মিলিফোলিয়াম—ইহাতে কাশি অধিক থাকে না এবং জ্বরও থাকে না। ইহার রক্ত লালবর্ণ এবং প্রচুর, ফুসফুসে চোট আঘাত লাগিয়া কিংবা পড়িয়া গিয়া রক্ত উদ্গীরণ হইলেও ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। (coughing of blood, after a fall, after violent exertions, after an injury of lungs, worse at night)।

হৃৎস্পন্দন—ফসফরাসে বাম অপেক্ষা দক্ষিণ হৃৎপিণ্ড অধিক আক্রান্ত হয়, সকল প্রকারের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে ইহা ব্যবহার হইতে পারে। মানসিক উচ্ছ্বাসে, হঠাৎ কোন লোকের ঘরে প্রবেশে, শারীরিক সঞ্চালনে, বক্ষঃস্থলে রক্তের সমাবেশ ইত্যাদি যে কোন কারণবশতঃই হউক ফস্‌ফরাস তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যে সমুদায় যুবক বাড়ন্ত প্রকৃতির (growing rapidly) অর্থাৎ বয়স অনুপাতে শরীর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহাদিগেতে ফসফরাস উত্তম কার্য্য করে। ফসফরাস হৃৎপিণ্ডের fatty degenration এ প্রয়োগ করা হয়—ইহাতে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অংশ অধিক আক্রান্ত হয়। এতদসহ মুখমণ্ডল এবং বিশেষতঃ চক্ষুর নিম্নপাতা অধিক স্ফীত হয়। আর্সেনিকেও এইপ্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আর্সেনিকে হৃৎপিণ্ডের বামঅংশ আক্রান্ত

হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসে বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ বোধ করে সর্ব্বাঙ্গে শোথ ও উদরী হয় এবং শয়নে শ্বাস কষ্ট হয়।

নালীক্ষত—গ্রন্থি কিংবা (glands) সংযোগ স্থলের নালীক্ষতে ফসফরাস অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়—এই প্রকার নালীক্ষতের ধারগুলি অতিরিক্ত ঘায়ের দানা বাঁধনের দরুণ (from exuberent granulation) উচু হয় এবং পুঁজযুক্ত জলের ন্যায় স্রাব থাকে। সাইলিসিয়াও নালীক্ষতের একটী মহৎ ঔষধ কিন্তু ফসফরাসের ক্ষতের চারি পার্শ্বে অনেকটা বিসর্পবৎ লাল আভা প্রকাশ পায় এতদ্ব্যতীত ফসফরাসে সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা, হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা নৈশ ঘর্ম্ম, উদরাময়, ঘুসঘুসে জ্বর এবং সন্ধ্যাকালীন উদ্বিগ্নতা বর্ত্তমান থাকে। স্তনগ্রন্থির নালীক্ষতেও এইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ফসফরাসের বিসর্পবৎ লাল আভা, জ্বালা, হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা এপিসেও আছে কিন্তু এপিসে এইপ্রকার পুঁজযুক্ত গভীর ক্ষত হয় না।

চক্ষুর রোগ—চক্ষুর উপর যদিও ফসফরাসের তেখন কার্য্য নাই কিন্তু চক্ষুর নির্ম্মান উপাদানের উপর Retina, choroid, vitrous humour ইত্যাদির উপর অর্থাৎ চক্ষুর স্নায়ুর উপর ইহার গভীর কার্য্য রহিয়াছে। choroid, retina ইত্যাদির প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া দৃষ্টি শক্তির হ্রাস উৎপন্ন করে। রোগী নানাপ্রকার অস্বাভাবিক বর্ণ এবং সমুদায়ই যেন কুয়াসাচ্ছন্ন দেখে। দ্রব্য এবং অক্ষরসমুহ পড়ার সময় লাল দেখায়—লাল দৃষ্টি অন্য ঔষধেও রহিয়াছে কিন্তু কেবল পড়াকালীন (while reading) অক্ষর লাল দেখে একমাত্র ফসফরাসে দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা অন্তলালময়ত্ব রোগের (Brights disease) সহিত কিংবা অতিরিক্ত বীর্য্যপাত কিংবা টাইফয়েড রোগের পর কিংবা অতিরিক্ত সহবাস ক্রিয়া হেতু হইলেও তাহাতেও ফসফরাস নির্ব্বাচিত হয়, রোগী পড়িতে চেষ্টা করিলে অক্ষরগুলি জড়াইয়া যায় কিংবা ঘোলা দেখায়। বজ্রাঘাতের দরুন দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া অন্ধ হইলে তাহাতেও কেহ কেহ ফসফরাস ব্যবহারের ব্যবস্থা দেন। এইপ্রকার অবস্থায় রোগী বাতির আলোর চারিদিকে সবুজবর্ণ চক্রাকার আলো দেখে।

ছানি—ছানি চিকিৎসায় ফসফরাসের অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে, ইহা

ব্যবহারে ছানি আর বৃদ্ধি হইতে পারে না। ছানি চিকিৎসায় সাইলিসিয়া, ব্যাবইটাকার্ব্ব, কোনায়াম, সিকেলি, কেলকেরিয়া কার্ব্ব, নেট্রাম মিউর, ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব এবং কেলকেরিয়া ফ্লোর ইত্যাদি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে।

বধিরতা—ফসফরাস রোগী যদিও কর্ণে কম শুনে কিন্তু এক অদ্ভুদ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে রোগী মনুষ্য কণ্ঠ শব্দ শুনিতে পায় না, ইহার ইহাই হইতেছে বিশেষত্ব। ইগ্নেসিয়ার ঠিক বিপরীত।

শিরঃঘূর্ণন—বৃদ্ধদিগের শিরঃঘূর্ণনে ফসফরাস একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং মস্তিষ্কে জ্বালা ভাবও অত্যন্ত অধিক হয়। মেরুদণ্ড হইতেই উত্তাপ উপরে উঠে, কারণ এই ঔষধের পৃষ্ঠদেশে উত্তাপ বোধ এবং উর্দ্ধমুখে সেই উত্তাপের সঞ্চালন একটি বিশেষ বিশেষত্ব।

রক্ত বমন (Haematemesis)—ফসফরাসে রক্তবমন অনেক সময় ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়াও হয়—অথবা পাকস্থলীর রক্তাধিক্য হইয়া অথবা পাকস্থলীর কোন যান্ত্রিক দোষ (organic disease) বিশেষতঃ পাকস্থলীর কর্কট রোগ (cancer) অথবা গোলাকার ক্ষত (round ulcer) হেতু হয়। বমনে কাল কফি গোলার মত কিংবা কফি গুড়ার (looking like coffee-grounds) ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়।

টাইফয়েড—ফসফরাসের টাইফয়েডে সচরাচর পেটের গোলযোগ থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে যকৃতে হাত দিলে যন্ত্রণাবোধ ও বিবৃদ্ধি পাওয়া যায় এবং প্লীহাও অনেকটা এইপ্রকার অবস্থাপ্রাপ্ত। আর্সেনিকের ন্যায় রোগীর আহার মাত্রই ভেদ হয় কিন্তু ফসফরাসের ভেদে চর্ব্বির ন্যায় দানা দানা পদার্থ থাকে। ভেদের রং কাল এবং রক্তবর্ণ হয়, ভেদের পর রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। ঠাণ্ডা জলের অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে কিন্তু পাকস্থলিতে যাইয়া গরম হইবামাত্রই বমন হইয়া উঠিয়া যায়। যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তাহা হইলে মল কুকুরের মলের ন্যায় শুষ্ক লম্বা আকারের হয়। জ্বরে রোগী, গায়ে বস্ত্রাবরণ রাখিতে পারে না, ক্রমাগতই গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয়, ঠাণ্ডা স্থান খুঁজিয়া বেড়ায়, ঠাণ্ডা জায়গায় শুইতে চায়, ঠাণ্ডা জল পান করিতে

ইচ্ছা করে। প্রচুর ঘর্ম্ম হয় অথচ রোগের কোন প্রকার উপশম হয় না, এইপ্রকার ঘর্ম্ম আমরা মার্কিউরিয়াস সল্যুও দেখিতে পাই কিন্তু মার্কিউরিয়াস সল্‌—টাইফয়েডের সহিত যদি পাণ্ডু রোগ দেখা না দেয় তাহা হইলে কখনই ব্যবহার হয় না। ফসফরাস এবং মার্কিউরিয়াস ব্যতীত এইরূপ ঘর্ম্ম ক্যামোমিলাতে রহিয়াছে কিন্তু ক্যামোমিলা শিশুদিগের প্রতি উত্তমকার্য্য করে। টাইফয়েডের শেষ অবস্থায় যখন ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাতের আশঙ্কা হয়, রোগী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাস উষ্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘড় ঘড় শব্দ হয় মনে হয় যেন গলায় অনেক শ্লেষ্মা রহিয়াছে, হস্ত পদ শীতল এবং শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে, নাড়ী লুপ্তপ্রায় হাতে পাওয়া যায় না এইরূপ অবস্থায় ফসফরাস অনেক সময় উত্তমকার্য্য করে। এইপ্রকার হিমাঙ্গ অবস্থায় ফসফরাসের পর কার্ব্বভেজ চিন্তা করিবে, টাইফয়েডে ফুসফুস আক্রান্ত না হইলে ফসফরাস বিশেষ ব্যবহার হয় না কারণ ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে ফুসফুসের রোগসহ টাইফয়েডের ফসফরাস একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (Phosphorous is a great remedy in typhoids, especially with lung complications)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—এই ঔষধের প্রয়োগ সম্বন্ধে প্যারিসের ডাক্তার চার্জ্জকে (Dr Charge) জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—I once asked Rummel that questions and received the answer—"I always succeed with Phosphorous when I know how to give it"

Dr Charge adds—"Rummel is right." In certain stages of phthisis some drugs and especialy Phosphorus, may produce the most horrible ravages when we repeat the doses too freuqently" ফসফরাস সাধারণতঃ উচ্চক্রম ৩০, ২০০ অধিক ব্যবহার হয়। ইহার নিম্নক্রম ব্যবহার আমরা প্রায়ই দেখি না এবং ফসফরাস পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা হয় না—ইহাতে একবার উপকার দর্শিলে এবং যতদিন এই

উপকার দেখিতে পাওয়া যায় দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নয়, কিন্তু যাহাই হউক অন্ততঃ পক্ষে ১৫দিনের পূর্ব্বে দ্বিতীয় মাত্রা আর প্রয়োগ করিবে না।

ফস্‌ফরাস—আইওডিন এবং অধিক লবণের অপব্যবহারের গুণ নষ্ট করে। কষ্টিকামের পূর্ব্বে কিংবা পরে ফসফরাস ব্যবহার হয় না।

হ্যানিমান বলেন—যখন রোগী পুরাতন উদরাময়ে অথবা তরল বাহ্যেতে ভুগিতে থাকে তখন ফসফরাস উত্তম কাজ করে। Acts most beneficial when patient suffers from chronic loose stool or diarrhoea).

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যার সময়, মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে (পালস, রাসটক্স), বাম পার্শ্বে অথবা যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে।

রোগের উপশম—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে, ঘর্ষণে, ঠাণ্ডা শীতল খাদ্য দ্রব্যে, শীতল জল অথবা পাণীয় পানে যতক্ষণ উষ্ণ না হয়। শীতল বায়ুতে মস্তক এবং মুখ মণ্ডলের উপসর্গ উপশম বোধ করে কিন্তু বক্ষঃস্থলের, গলদেশের এবং গ্রীবার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়।

রোগীর বিবরণ

একজন ভদ্রলোক, বয়স ৪৭ হইবে, লোহার কার্য্য করে। গত ২ বৎসর হইতে কশেরূপ মাজ্জেয় ক্ষয়রোগে (Tabes Dorsalis) ভুগিতেছিল। লোকটি বিবাহিত এবং ৩টি হৃষ্টপুষ্ট সন্তানের পিতা। হঠাৎ একদিন ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত বাত দেখা দেয়, যদিও যন্ত্রণায় অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল, রোগী তাহাতে বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিল না, যেহেতু যন্ত্রণা ব্যতীত আর কোন উপসর্গ ছিল না। কিছুদিন পর রোগীর শিরঃঘূর্ণন উপস্থিত হইল এবং হাঁটিতেও ঈষৎ অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল এবং স্থানে স্থানে স্পর্শ চেতনা-শক্তির কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখা দিল। ইহাতে ভদ্রলোকটি চিন্তিত হইয়া জনৈক অস্ত্র চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, অনেক দিন উক্ত অস্ত্র-চিকিৎসক নানাপ্রকার ঔষধ এবং তাড়িত চিকিৎসা (Electricity) প্রয়োগ করিলেন তাহাতে কিছুই না হওয়ায়, তাহা ছাড়িয়া দিয়া নিজেই দেশী চিকিৎসা করিতে লাগিলেন এবং কিছুই উপকার না পাইয়া এবং রোগ বৃদ্ধি

হইতেছে দেখিয়া, একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নিকট যাইয়া হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করেন—শিরঃঘূর্ণন পূর্ব্বে হইতে অধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল, পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে জ্বালা অনুভব করিতেছিল; অন্ধকারে রোগী লাঠি ছাড়া হাঁটিতে পারিতেছিল না, চক্ষু বুজিলে মস্তিষ্কের কার্য্যের গোলমাল বোধ করিত, পদদ্বয়ের স্পর্শ চেতনা শক্তি হ্রাস হইয়াছিল। চক্ষুর তারার আকার অসমান হইয়াছিল ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়াছিল। রোগীর কথা, কার্য্য এবং অন্যান্য বিষয় অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ছিল এবং কিছুদিন হইতে রাগ ভাবটি অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। অতি সামান্য বিষয়েই ভীষণ রাগান্বিত হইত নিদ্রাও ভাল হইত না, নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখিত—স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হইয়া জাগিয়া উঠিত। এতদ্ লক্ষণে ডাক্তার ষ্ট্রোমেয়ার ফসফরাস উচ্চ শক্তি প্রয়োগ করেন এবং তাহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

২। একজন বালক, বয়স ১৮ বৎসর হইবে, চিংড়ি মাছ খাইয়া ভেদবমি হইতেছিল, অদম্য জল পিপাসা ছিল, বরফ খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিত—বালকটি লম্বা এবং কৃশ ছিল। ভেদ অসারে হইতেছিল, দেখিতে যেন ঠিক চিংড়ি মাছ পচা গোলা এবং তাহার সহিত ছিট, ছিট রক্তও ছিল। রোগী দুর্ব্বল হইয়া শুইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, মাঝে মাঝে কেবল শীতল জল চাহিতেছে, ফস্‌ফরাস ৩০ একমাত্রা দেওয়াতেই ভেদবমি সমুদায় বন্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয় মাত্রা দেওয়ার আবশ্যক হয় নাই।

ডিজিট্যালিস (Digitalis)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ডিজিট্যালিস পাপিউরা। ইহা চারা গাছ বিশেষ ইউরোপ এবং গ্রেট ব্রিটেনে বিস্তর জন্মে। অত্যন্ত কচি গাছের পাতা হইতেই মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ডিজিট্যালিসের প্রুভিং হ্যানিমান নিজেই সর্ব্বপ্রথম করেন।

ডিজিট্যালিসে অন্যান্য উপাদানের মধ্যে আরো দুইটি সারাংশ বর্ত্তমান থাকে—একটি ডিজিটালিস এবং অপরটি ডিজিটাক্সিন (Digitaxin) শেষোক্তটি ডিজিট্যালিস অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ডিজিট্যালিন পৃথকভাবে যদিও পরীক্ষিত হইয়াছে কিন্তু ইহার লক্ষণগুলি প্রায়ই মূল অরিষ্ট ডিজিট্যালিসের ন্যায়।

ভৈষজ্য বিজ্ঞানে ডিজিট্যালিস সর্ব্বপ্রধান হৃদপিণ্ড বলকারক ঔষধ বলিয়া সুপরিচিত। হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ উভয়ই ইহাকে হৃদপিণ্ড রোগে অতি উচ্চস্থান দিয়া থাকেন। হৃৎপিণ্ড এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার উপর ইহার সমুদায় কার্য্যই যেন কেন্দ্রিভূত হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে ভিরেট্রাম ভিরেডিকে ইহার নিম্নে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। রোগীর মনে হয় নড়াচড়া করিলে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে—কোকেন (মনে হয় নড়াচড়া না করিলে হৃদপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া হাইবে—জেলসিমিয়াম। মনে হয় লৌহের বন্ধনি দ্বারা হৃৎপিণ্ড বেষ্ঠন করিয়া রাখা হইয়াছে, হৃৎপিণ্ডের সঞ্চালন হইতে পারিতেছে না—ক্যাক্টাস) (Sensation as if heart would stop beating if she moved. Sensation as if heart would stop beating if she did

not keep moving—Gel. As if heart would cease any way—Lobelia)

২। নাড়ী অনিয়ম অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং মৃদু। প্রত্যেক তৃতীয় পঞ্চম অথবা সপ্তম স্পন্দনের পরক্ষণ বিলুপ্ত হয় (Pulse full irregular very slow and weak, intermitting every third, fifth or seventh beat).

৩। গাত্রত্বক, অক্ষিপুট, ওষ্ঠদ্বয়, জিহ্বা, নখাগ্র নীলআভাযুক্ত হয় অর্থাৎ নীল রোগের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (Blueness of skin, eylids, lips, tongue, cyanosis)

৪। শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়ম, কষ্টজনক এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে হয় (Respiration irregular, difficult, performed by frequent deep sigh)

৫। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং হঠাৎ শক্তির নিস্তেজতা (great weakness and general sudden sinking of strength).

৬। পাকস্থলীর খালি খালি বোধ মনে হয় যেন শীঘ্রই মারা যাইবে Faintness or sinking at stomach, feels as if he were dying)

৭। বক্ষঃস্থলের এত অধিক দুর্ব্বলতা যে রোগী কথা বলিতে পারে না (ষ্টানম)

সাধারণ লক্ষণ

১। স্বপ্নদোষ এবং সহবাসের পর লিঙ্গের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

২। মল ছাইএর ন্যায় অথবা অনেকটা সাদা খড়িমাটির ন্যায় পিত্তশূন্য। (পডফাইলাম, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব)

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—ডিজিট্যালিস দ্বারা বিষাক্ত হইলে মেডুলাস্থিত ভেগাসের মূল স্থানকে অবসন্ন করিয়া বমনেচ্ছা এবং বমন ভীষণ-

রূপে প্রকাশ করে এতদ্ব্যতীত বমনের সহিত মূর্চ্ছা এবং পাকস্থলীর খালি খালি বোধ (sinking sensation at the pit of the stomach), সময় সময় শরীরে অল্প বিস্তর শীতল ঘর্ম্মও দেখা দেয় অর্থাৎ হিমাঙ্গ অবস্থাবৎ লক্ষণ প্রকাশ হয়। নাড়ীর গতি দুর্ব্বল এবং অনিয়ম হইয়া আইসে। দুর্ব্বল নাড়ী (slow pulse) ডিজিট্যালিসের একটি সার্ব্বজনীন এবং বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। এক এক সময়ে আবার নাড়ীর গতি অত্যন্ত প্রবলও হয়, এই দুর্ব্বল এবং প্রবল গতির মধ্যে সময় সময় নাড়ী অনিয়ম (irregular) এবং সবিরাম (intermittent) হয়। (The leading characteristic of Digitalis is a very slow pulse. This may alternate with a very quick pulse and between the two we may sometimes get a very irregular or intermittent pulse)।

উপরে যে বমন এবং বমনেচ্ছার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা অনেক সময় মস্তীষ্ক সম্বন্ধীয় রোগে—meningitis ইত্যাদির সহিতও বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ডিজিট্যালিসের নাড়ীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে। (২) অল্প মাত্রায় ডিজিট্যালিস পুং জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা উৎপন্ন করিয়া শুক্রপাত আনয়ন করে। (৩) যকৃতের উপর কার্য্য প্রকাশ করিয়া ন্যাবা রোগ উৎপন্ন করে।

মানসিক লক্ষণ—ডিজিট্যালিস রোগী বিমর্ষ অবসাদপূর্ণ এবং এবং উদ্বিগ্ন। সকল সময় ভীত এবং ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত। শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর, দীর্ঘনিশ্বাসযুক্ত এবং স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা ধীরে ধীরে হয়। রোগী প্রায়ই গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পারে না এবং ফুস্‌ফুসও সেই প্রকার প্রসারিত হয় না।

বমন এবং বিবমিষা—গর্ভাবস্থায় বিবমিষা বমন এবং তদসহিত গর্ভপাতের আশঙ্কায় ডিজিট্যালিসের প্রয়োগ দেখা যায়। অভিজ্ঞতায় এইরূপ দেখা গিয়াছে একজন স্ত্রীলোক অধিক মাত্রায় ডিজিট্যালিস সেবন করায় তাহার ভীষণ বমনেচ্ছার উদ্রেক হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যোনি দ্বার হইতে রক্তস্রাবও হইয়াছিল।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—ডিজিট্যালিসের সমুদায় ক্রিয়াই হৃৎপিণ্ডের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং হৃৎপিণ্ড লইয়াই সমুদায় ঔষধটি লিখিত হইয়াছে বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় ফুসফুস পাকাশয় স্নায়ুর (pneumogastric nerves) উত্তেজনা হইলেই হৃৎপিণ্ডের কার্য্যেরও ব্যতিক্রম হয় এবং কাজে কাজেই নাড়ীর গতিও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া আইসে। সামান্য পরিশ্রমেই এমন কি উপবেশন অবস্থা হইতে দাঁড়াইতে হইলেই নাড়ীর গতির দ্রুততা বৃদ্ধি হয় ও সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকম্পন (palpitation) দেখা দেয়। নাড়ীর স্পন্দনের বল (pulse beating) হ্রাস হয়। নাড়ী দ্রুত চলা সত্ত্বেও স্পন্দন অনিয়ম (irregular beating) এবং অবিরাম (intermittent) হইতেও থাকে। এইরূপ অবস্থায় ডিজিট্যালিস নিম্নক্রমই অধিক ফলপ্রদ এবং অধিক ব্যবহার হয়। সেই হেতু সাবধানতার সহিত ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভিরেট্রাম ভিরিডির ন্যায় ইহার প্রয়োগও দায়ীত্বপূর্ণ। লক্ষণগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এবং যত্নের সহিত লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য নতুবা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক গোলযোগে আরো অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম করিয়া মৃত্যু ঘটাইতে পারে। যদি এই ঔষধটি নিম্নক্রম অধিক ব্যবহার না হইত তাহা হইলে এত কথা বলিতাম না। এক্ষণে ডিজিট্যালিস হৃৎপিণ্ডের কি কি লক্ষণে প্রয়োগ হয় তাহা নিম্নে দিলাম—

(১) রোগীর মনে হয় সামান্য নড়াচড়া করিলে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে (as if heart would stop beating if she moves) (জেলসিমিয়াম রোগী মনে করে সর্ব্বদা নড়চড়া না করিলে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইবে) (fears unless constantly on the move heart will cease beating—Gels)।

(২) বক্ষঃস্থলে ভীষণ অস্বস্তি বোধ, মনে হয় কোন ভারি জিনিষ দ্বারা চাপিয়া ধরিয়াছে অথবা বাম বাহুর দুর্ব্বলতা এবং

অসারতা বোধ (দক্ষিণ বাহুর কষ্টিকাম। উভয় বাহুর—ডালকা মারা, নেট্রাম মিউর)।

(৩) পাকাশয় প্রদেশ খালি খালি অর্থাৎ শূন্য বোধ (আহারের পর এই ভাবটি কখন কখন উপশম হয় বটে কিন্তু প্রায়ই বিশেষতঃ প্রাতঃকালীন ভোজনের পর বৃদ্ধি হয়)

(৪) হৃৎপিণ্ড প্রদেশে খোঁচা বিদ্ধবৎ যন্ত্রনা।

(৬) সময় সময় হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম।

(৬) নাড়ী দুর্ব্বল এমন কি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল। এইরূপ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন এত অসম্পূর্ণভাবে হয় যে অনেক সময় নাড়ীর গতি হস্তের মনিবন্ধের স্থানে পৌঁছায় না। সামান্য সঞ্চালনেই অর্থাৎ বসিতে উঠিতেই নাড়ীর গতির দ্রুততা বৃদ্ধি হয়, অথচ নাড়ীর স্পন্দনের তেজ কিছুই বৃদ্ধি হয় না (causes no increase in the force of its beat)। নাড়ীর স্পন্দন সবিরাম (intermittent) প্রকৃতির হৃৎপিণ্ডের কার্য্য সামঞ্জস্যরূপে সম্পাদন না হওয়ায় অনেক প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হয়—ওষ্ঠদ্বয়, নখাগ্র নীল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ডিজিট্যালিসের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণই হইতেছে—slow এবং intermittent pulse অর্থাৎ নাড়ীর গতির দুর্ব্বলতা এবং সবিরাম গতি। কোন রোগের প্রারম্ভে যদি নাড়ীর গতি দুর্ব্বল থাকে এবং রোগ হইয়া যদি তাহা অত্যন্ত দ্রুত স্পন্দন হইতে থাকে তাহা হইলে তাহার ডিজিটালিসই হইতেছে উপযুক্ত ঔষধ (**The Disitalis pulse is at first slow and perhaps remains so for many days, until fiinally the heart commences to go with a quiver with an irregular beat, intermits, feels as if it would cease to beat and then we have all these strange manifestations. Weakness is the very character of the Digitalis pulse and all these characteristics go along with it**).

পুনরায় বলিতেছি—যে কোন রোগে ডিজিট্যালিস চিন্তা করিবে—সর্ব্বপ্রথম নাড়ীর গতির প্রতি দৃষ্টি করিবে—দুর্ব্বল এবং সবিরাম নাড়ীই হইতেছে ডিজিট্যালিসের নিদর্শন।

শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে ডিজিট্যালিস রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে, টানিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে, গভীর নিশ্বাস গ্রহণে সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা, অল্পতেই হাঁপাইয়া পড়ে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস অনিয়ম প্রকৃতির।

হৃৎপিণ্ডের রোগে ডিজিট্যালিসের সমগুণ ঔষধসমূহ—

ক্যালমিয়া—হৃৎপিণ্ডের বাতের ইহা একটি অতি মহৎ ঔষধ। যন্ত্রণা এত তীব্র এবং ভীষণ হয় যে, রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, যন্ত্রণা পাকস্থলী এবং নিম্নোদরে তীরের ন্যায় ধাবিত হয়, নাড়ীর অবস্থা ডিজিট্যালিসের ন্যায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, এমন কি অনেক সময় হাতে পাওয়াই যায় না (প্রতি মিনিটে ৩০।৪০ বার স্পন্দন হয়)। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং শরীরের প্রান্তদেশসমূহ (extremities) শীতল হইয়া আইসে। এইরূপ অবস্থায় ডিজিট্যালিসও উত্তম কার্য্য করে কিন্তু ক্যালমিয়া সচরাচর বাতগ্রস্থ রোগীদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং বাত যখন সন্ধিস্থল হইতে বিশেষতঃ বাহ্যিক কোন প্রকার মালিস ব্যবহারের পর হৃৎপিণ্ডে স্থানান্তরিত হয় তখনই ক্যালমিয়ার উপযুক্ততা অধিক হয়।

হেলিবোরাস—নাড়ীর দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে ইহা ডিজিট্যালিসের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী ঔষধ। শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্ব্বলজনক এবং শরীরের উত্তাপ অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, ৯৫।৯৬ ডিগ্রি থাকে কিন্তু হেলিবোরাসে সচরাচর মস্তিষ্কের রোগ বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়।

স্পাইজেলিয়া—যন্ত্রণা তীক্ষ্ণ তীরের ন্যায় হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়া পশ্চাতে ধাবিত হয় অথবা হৃৎপিণ্ড হইতে বাহুর নিম্নে অথবা বক্ষঃস্থলের উপরে এবং মেরুদণ্ডের নিম্নে ছড়াইয়া পরে। হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত চাপ এবং অস্বস্থি বোধ করে। শরীরের কিংবা বাহুর সঞ্চালনে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন

(palpitation) বৃদ্ধি হয়। বক্ষঃস্থল প্রদেশে বিড়ালের ন্যায় ঘড় ঘড় কিংবা সূক্ষ্ম কম্পনশব্দের অনুভূতি হয়। স্পাইজেলিয়ায় এতদসহ সূর্য্যের উদয় এবং অস্তের সহিত শিরঃপীড়া বৃদ্ধি এবং হ্রাস লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতেও পারে।

কনভেলেরিয়া ম্যাজেলিস—জরায়ু রোগের সহিত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন (palpitation) বর্ত্তমান থাকে। জরায়ু এবং sacro-illiac প্রদেশে টাটানি ব্যথা ও যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা পায়ের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। সামান্য পরিশ্রমে হৃৎস্পন্দন (palpitation) হয়। ধূমপান জনিত হৃৎপিণ্ড রোগে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহাকে Tobacco heart এর ঔষধ বলা হয়। মনে হয় সমুদয় বক্ষঃস্থল ব্যাপিয়া হৃৎস্পন্দন হইতেছে। নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত এবং অনিয়ম। হৃৎপিণ্ডের রোগে কিংবা হৃৎপিণ্ডের কার্য্য হঠাৎ স্থগিতের আশঙ্কায় মূল ১০।১৫ ফোঁটা দেওয়া হয়।

ম্যাগনেসিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা—রোগী বিমর্ষ এবং স্নায়বীয় প্রকৃতির। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল এবং বক্ষঃস্থলপ্রদেশে সঙ্কোচন (constriction) বোধ হয়, দ্রুত হাঁটাহাঁটিতে এবং বামপার্শ্বে শয়নে ইহা বৃদ্ধি হয়। সময় সময় মনে হয়, হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হইয়া যাইবে।

এডোনিস ভার্ণালিস—ইহাও হৃৎপিণ্ডের রোগের ঔষধ। বাত, ইনফ্লুয়েঞ্জার পর হৃৎপিণ্ডের পেশীর fatty degeneration অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। বক্ষঃস্থলের জলসঞ্চয়ের (cardiac dropsy) ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ। হৃৎপিণ্ডের অগ্রদেশে (praecordial region) যন্ত্রণা, হৃৎস্পন্দন এবং শ্বাসকষ্ট বর্ত্তমান থাকে। নাড়ীর গতি নিয়মিত করে, হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের শক্তি এবং মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ইহা মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ১০ ফোঁটা ব্যবহার হয়।

ষ্ট্রোফেন্থাস্—পেশীর দুর্ব্বলতাবশতঃ হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের দুর্ব্বলতা, ইহাতে হৃৎপিণ্ডের পেশীর অপকর্ষতা (degeneration) বৃদ্ধি হয়। নাড়ী দ্রুত অথচ মৃদু এবং অনিয়ম। শ্বাসকষ্ট, হৃৎস্পন্দন এবং শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধের আশঙ্কা, খাদ্যদ্রব্যে অরুচি, বমন, শোথ ইত্যাদি লক্ষণে ইহা নির্ব্বাচিত হয়। ইহা মূল অরিষ্টই অধিক ব্যবহার হয়।

ক্রেটেগাস—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতায় এই ঔষধটির অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে এবং আমি ইহা ব্যবহারে অত্যন্ত উপকার পাইয়াছি। ক্রেটেগাসে

হৃৎপিণ্ডের পেশীর উপর কার্য্য করে। ইহাকে Heart tonic বলা হয়। পুরাতন হৃৎপিণ্ডের রোগে এবং তদহেতু দুর্ব্বলতায় ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং অনিয়ম। বাম ক্ল্যাভিকেলের নিম্নে, বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা অনুভব করে। শরীরের প্রান্তদেশসমূহ শীতল, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, নাড়ীর গতি এবং শ্বাসপ্রশ্বাস অনিয়ম হয়, ইহা ব্যতীত সর্ব্বশরীরেও শোথ প্রকাশ পায়। সামান্য পরিশ্রমে রোগী ভীষণ শ্বাসকষ্ট বোধ করে অথচ নাড়ীর গতি বৃদ্ধি হয় না (extreme dyspnoea on least exertion, without much increase of pulse)। হৃৎপিণ্ড প্রসারিত, প্রথম শব্দ অত্যন্ত দুর্ব্বল (heart dilated, first sound weak)। নাড়ী সবিরাম, হস্তপদের অঙ্গুলি নীলবর্ণ হয়। ক্রেটেগাস হৃৎপিণ্ডের fatty degeneration, valvular murmurs, agina pectoris ইত্যাদি যাবতীয় রোগে নির্ব্বাচিত হয়। হৃৎপিণ্ডের রোগহেতু heart failure এর আশঙ্কায় কিংবা হঠাৎ ক্রিয়া লোপে ইহা উত্তম কার্য্য করে—অথচ ইহা ডিজিটালিসের ন্যায় ক্ষতিকারক ঔষধ নহে। ক্রেটেগাস মূল অরিষ্ট ১ হইতে ১৫ ফোঁটা পর্য্যন্ত ব্যবহার হয়। পুরাতন হৃৎপিণ্ড রোগে অধিক দিন ব্যবহার করা উচিৎ।

এমিল নাইট্রেট—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অর্থাৎ বুক ধরফড়ানি অত্যন্ত অধিক হইলে এই ঔষধের মূল অরিষ্টের ঘ্রাণ দিলে আশু উপকার হয়।

ফ্যাসিওলাস—শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরে ধীরে হয় এবং দীর্ঘনিঃশ্বাসযুক্ত। ভীষণ হৃৎস্পন্দন (palpitation) হয় এবং মনে হয় এক্ষণেই মৃত্যু ঘটিবে। বক্ষঃস্থলে জলের সমাবেশও (effusion) হয়। ৬ষ্ঠ অথবা তদূর্দ্ধ ক্রম উপযোগী।

ন্যাজা—ইহা হৃৎপিণ্ডের এবং হৃৎকপাটের (valvular troubles) রোগের একটি মহৌষধ এবং এতদহেতু ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয় ও রোগী বামপার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। নাড়ীর গতির সমতা থাকে না, অনিয়মযুক্ত। বক্ষঃস্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয়। সংক্রামক ব্যাধি (infectious disease) প্রযুক্ত হৃৎপিণ্ড রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ৬ষ্ঠ এবং তদূর্দ্ধ ক্রম অধিক প্রয়োগ হয়।

নবজাতশিশুর নীলরোগ—(**cyanosis neonatorum**)—নবজাত শিশুর নীলরোগের ডিজিট্যালিস একটি উত্তম ঔষধ। সামান্ত নড়াচড়ায় শিশু নীলবর্ণ হইয়া মূর্চ্ছা অথবা মৃতবৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অবস্থায় শিশুর নারী পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় নাড়ীর স্পন্দন এবং গতির কোন প্রকার সমতা নাই, সমুদয় শরীর শীতল হয়। ওষ্ঠদ্বয় এবং চক্ষুর চারিপার্শ্ব নীল অথবা নীলাভাযুক্ত লাল হয় এবং শরীরের শিরাসমূহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে।

নিদ্রাহীনতা—রক্ত সঞ্চালনের অসামঞ্জস্য হেতু (irregular distribution of blood) রোগীর সুনিদ্রা হয় না অত্যন্ত অস্থির, ঘুমের ঘোরে কেবল স্বপ্ন দেখে। অত্যুচ্চ স্থান হইতে যেন পড়িয়া যাইতেছে এই প্রকার স্বপ্ন দেখিয়া রোগী চমকাইয়া ওঠে, এতদ্ব্যতীত সময় সময় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং অস্বস্তিকর অবস্থায় জাগিয়া ওঠে, অথচ অস্বস্তিকরের কারণ এবং স্থান কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

কাশি—গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণকালীন কাশির উদ্রেক হয়, কাশি শুষ্ক। রোগী যতই গভীরভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস লইতে কিংবা ফেলিতে চেষ্টা করে ততই কাশি হইবার সম্ভাবনা হয়। যে কোন রোগই হউক ডিজিট্যালিস প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিৎ কারণ ডিজিট্যালিসের নাড়ী অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক লক্ষণ—নাড়ী দুর্ব্বল অথচ সবিরাম (intermittent) এতদ্ব্যতীত সময় সময় দ্রুতও হয়।

শোথ (Dropsy)—যে প্রকার দোষে ডিজিট্যালিসের প্রয়োগ আমরা দেখিতে পাই তাহা হৃৎপিণ্ডের দোষ হেতু উদ্ভূত হয়। মূত্র পিণ্ড অথবা যকৃতের রোগের দরুণ শোথে ডিজিট্যালিসের কদাচিত ব্যবহার দেখা যায়। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে হৃৎপিণ্ডের রোগ হইতে উৎপন্ন শোথের ডিজিট্যালিস একটি মহামূল্যবান ঔষধ। হৃৎপিণ্ড এবং মূত্রপিণ্ড (kidney) রোগ হইতে উৎপন্ন সর্ব্বাঙ্গীন শোথের (anasarca) বাহ্যিক দৃশ্যতেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হৃৎপিণ্ড-রোগের দরুণ শোথে শরীরের রং দেখিতে নীলবর্ণ হয় আর মূত্রপিণ্ড-রোগের দরুণ শোথে দেখিতে মোমের ন্যায় ফ্যাকাসে বর্ণ

হয়। ইহা ব্যতীত হৃদাবরণের শোথে (Hydropericardium), বক্ষঃকুদকে (Hydrothorax) ও উদরি (ascites) ইত্যাদিতেও যদি হৃৎপিণ্ড রোগের সংশ্রব থাকে, তাহা হইলে ডিজিট্যালিস ব্যবহার করা যাইতে পারে। বক্ষঃস্থলের শোথে (in dropsis of chest) মার্কিউরিয়াস সালফিউরিকাস একটি উত্তম ঔষধ বিশেষতঃ যখন হৃৎপিণ্ড অথবা যকৃতের রোগ হইতে উৎপন্ন হয়। এই ঔষধটি প্রয়োগে প্রচুর জলবৎ তরল ভেদ হইয়া রোগের হ্রাস হয়। ডিজিটালিস লিঙ্গ এবং অণ্ডকোষের শোথে tissue infiltration অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও ব্যবহার হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। (Infiltration—শরীরের কোন বিধানের রন্ধ্রে তরল দ্রব্যের প্রবেশ)। হাইড্রোসেলেও (Hydrocele) ডিজিটালিস প্রয়োগ হইতে পারে যদ্যপি এতদসহ কোন প্রকার হৃৎপিণ্ডের রোগের সংশ্রব থাকে। এমত অবস্থায় প্রস্রাব প্রায়ই অবরুদ্ধ কিংবা স্বল্প হয়। রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতুই মূত্রপিণ্ডের নিঃসরণ স্বল্প হওয়ার দরুণই এই প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে—অথচ মূত্রপিণ্ডের কোন প্রকার মুখ্য রোগ হেতু নয় ইহা জানিবে। প্রস্রাব ঘোর লালবর্ণ অথবা অন্তলালযুক্তও (albuminous) হয়।

যকৃৎ এবং ন্যাবারোগ—ডিজিট্যালিসের যকৃতের উপর প্রত্যক্ষ কোন কার্য্য আছে বলিয়া মনে হয় না এবং পিত্তনিঃসরণ কার্য্যেরও কোন প্রকার প্রত্যক্ষ ব্যাঘাত উপস্থিত করিতে পারে বলিয়াও মনে হয় না অথচ যকৃতের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ করে। ইহা নিশ্চয়ই জানিতে হইবে ডিজিট্যালিসের অন্তর্গত যে কোন রোগই হউক না তাহার সহিত কোন প্রকার হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের দোষ বর্ত্তমান থাকা উচিত। ন্যাবা (Jaundice) রোগ যাহা সাধারণতঃ যকৃতের দোষ হেতু উৎপন্ন হয় কিন্তু ডিজিট্যালিসে প্রধাণতঃ তাহা হৃৎপিণ্ডের দোষ হেতু হয় এবং এইরূপ স্থলে ডিজিট্যালিস বাস্তবিকই উত্তম কার্য্য করে। মলের রং সাদা ছাইএর ন্যায় হয়, এবং লিভার যন্ত্রণাযুক্ত হয়, মনে হয় যেন লিভারের আকার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কোন প্রকার আঘাত লাগিয়াছে। হাত দিয়া পরীক্ষা করিলে কিঞ্চিৎ শক্ত বলিয়াও বোধ হয়। এতদ সমুদায় লক্ষণের সহিত ন্যাবার বর্ত্তমানতা দেখিতে পাওয়া যায়। মুখের স্বাদ তিক্ত অথবা মিষ্ট হয়, জিহ্বা হয়ত খুব পরিষ্কার অথবা শ্বেত আভাযুক্ত পীতবর্ণ হয়। নাড়ীর গতি অত্যন্ত দুর্ব্বল এমন কি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন

অপেক্ষাও দুর্ব্বল হয়। রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, মূত্রেপিত্ত মিশ্রিত-হেতু মূত্র ঘোর রংযুক্ত হয়। উপরে যে ন্যাবার (Jaundice) কথা বলিলাম—তাহা পিত্ত নিঃসরণ অবরোধ হেতু অথবা duodenum এর catarrh হেতু অথবা কোন প্রকার পিত্তপ্রণালী পথে (biliary ducts) বাধাপ্রাপ্তহেতু উৎপন্ন হয় না, ইহা প্রকৃতপক্ষে যকৃতের যান্ত্রিক কার্য্যের অসম্পূর্ণতা হেতু হয়। যে পদার্থ হইতে পিত্ত প্রস্তুত হয় লিভার রক্ত হইতে সেই পদার্থ গ্রহণ না করায় এইরূপ স্থলে এতদবশতঃই ন্যাবা প্রকাশ হয় এবং ডিজিট্যালিস তাহাতে উত্তম কার্য্য করে। ন্যাবারোগেও ডিজিটালিসের প্রকৃতগত লক্ষণ নাড়ীর দুর্ব্বলতা বিশেষরূপ থাকা উচিৎ।

মাইরিকা—ডিজিটালিসের সহিত অনেকটা মাইরিকার সাদৃশ্য দেখা যায়। মাইরিকা রোগীও অত্যন্ত হতাশ এবং অবসাদপূর্ণ এবং এইরূপ মানসিক অবস্থা অনেকটা লিভারের কার্য্যের বিশৃঙ্খলতার উপরই নির্ভর করে। ন্যাবা (Jaundice) রোগে মাইরিকার লক্ষণ অনেকটা ডিজিট্যালিসের অনুরূপ কারণ এই উভয় ঔষধে ন্যাবারোগ লিভারে পিত্ত প্রস্তুত সম্পূর্ণরূপ না হওয়ার দরুণ প্রকাশ হয়, পিত্ত নিঃসরণের কোন প্রকার বিঘ্নতা হেতু নয় ইহা স্মরণ রাখিবে। এই বিষয়ে যদিও এই দুইটি ঔষধ অনেকটা একরূপ কিন্তু ইহারা সম্পূর্ণ পৃথকজাতীয় ঔষধ এবং ইহাদের কার্য্যও পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। ডিজিট্যালিসে ন্যাবার কারণ প্রধাণতঃ হৃৎপিণ্ডের দোষ হইতে প্রকাশ পায়। মাইরিকায় মনে হয় অনেকটা আনুষ্ঠানিক (functional), যান্ত্রিক নয় (not organic)। এবং কোন কারণবশতঃ পিত্ত প্রস্তুত উপযুক্তরূপ না হওয়ায় রক্তে পিত্ত প্রস্তুত করণ পদার্থ থাকিয়া যাওয়াতেই এইরূপ অবস্থা হয়। ডিজিট্যালিসে হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের ব্যতিক্রম হইতেছে ন্যাবার মুখ্য কারণ আর মাইরিকায় হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের ব্যতিক্রম হইতেছে গৌণ কারণ (secondary)। ইহাতেও ডিজিট্যালিসের ন্যায় নাড়ীর দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। মাইরিকায় নিম্ন লক্ষণগুলির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—উৎসাহহীনতা, হতাশভাব, ভার ভার বোধ শিরঃপীড়া (প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়), চক্ষুর শ্বেতাংশ পীত আভাযুক্ত, চক্ষুর পাতার অস্বাভাবিকরূপ লালবর্ণ, জিহ্বা অপরিষ্কার পীতলেপাবৃত, আহারের পর পাকস্থলী প্রদেশ খালি খালি বোধ, দুর্ব্বলতা এবং তন্দ্রাভাব

শরীরময় বেদনা এবং টাটানি, নাড়ী দুর্ব্বল, ছাইএর ন্যায় বর্ণযুক্ত মল, ঘোলা এবং কৃষ্ণবর্ণ মূত্র। এতদ্ লক্ষণসমূহ দেখিলে স্বতঃই ডিজিট্যালিসের কথা মনে উদয় হইতে পারে কিন্তু এইরূপস্থলে ডিজিট্যালিস প্রয়োগে বিশেষরূপ ফল পাওয়া যায় না, কারণ ইহার কার্য্য তত গভীর নয় (superficial) এবং এই প্রকার রোগের পক্ষে ডিজিট্যালিস উপযুক্ত ঔষধও নয়।

মস্তিষ্ক এবং চক্ষুরোগ—মস্তিষ্কেও ডিজিট্যালিসের যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকটা মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। মস্তকের সম্মুখভাগে দপদপানি যন্ত্রণা হয়। রোগী প্রলাপ বকে, সময় সময় এই প্রলাপ এত অধিক হয় যে, উন্মাদের ন্যায় অবস্থা ধারণ করে। দৃষ্টির গোলযোগ ঘটে, দৃষ্টিতে রোগী উজ্জ্বল অগ্নি গোলক দেখে অথবা স্যান্টোনাইনের ন্যায় নানা প্রকার রং দেখে কখন পীত কখন সবুজ ইত্যাদি। রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে মানসিক বিশৃঙ্খলতা এবং অধিক দৃষ্টিহীনতা সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইতে থাকে, রোগী ভাল দেখিতে পায় না, চক্ষুর তারা বিস্তারিত হয় এবং আলোতেও চক্ষুর তারার কোন প্রকার সারা পাওয়া যায় না (does not respond to light) এইরূপে অবশেষে অচৈতন্য অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতা এবং শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। মস্তিষ্ক রোগেও ডিজিট্যালিসের প্রধান পরিজ্ঞাপক নাড়ীর লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা চাই নতুবা ডিজিট্যালিস কদাচিত প্রয়োগ হয়।

পুং জননেন্দ্রিয় এবং প্রমেহ—লিঙ্গ এবং মূত্রপ্রণালীতেও ডিজিট্যালিসের যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। ডিজিট্যালিস মূত্রাধারের গ্রীবাতে প্রদাহ উৎপন্ন করে, তদহেতু মূত্রকৃচ্ছ্র এবং প্রস্রাবের পুনঃ পুনঃ বেগ হয়। বিশেষতঃ এইরূপ অবস্থা রোগীর উপবেশন কিংবা দাঁড়াইবার কালীন অধিক হয়। মূত্রাধারের ভার বোধ মূত্রত্যাগে উপশম হয় না। রাত্রিতে রোগীর প্রস্রাবের পুনঃ পুনঃ বেগ হয়। মূত্রপ্রণালীতে প্রদাহ হইয়া জ্বালাযন্ত্রণা হয়, ঘন ঘোর পীতবর্ণ পুঁজ স্রাব হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থার সহিত যখন লিঙ্গমুণ্ড (glans penis) প্রদাহ হইয়া তদুপরি প্রচুর পুঁজ স্রাব প্রকাশ পায় তখন প্রমেহের সম্পূর্ণ চিত্রই প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং নাড়ীর গতি দ্রুত,

মৃদু, সবিরাম অর্থাৎ যে প্রকারেরই হউক না কেন, ডিজিট্যালিস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং ডিজিট্যালিস ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধও বটে। এই প্রকার রোগে যখন ডিজিট্যালিস নির্ব্বাচিত হয় প্রায়ই লিঙ্গত্বক (prepuce) তরল পদার্থে পূর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে (the prepuce puffed up and infiltrated with serum)। যদ্যপি লিঙ্গত্বক ফুলিয়া শক্ত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে ডিজিট্যালিস প্রয়োগ না করিয়া বরং সালফার প্রয়োগ করিবে।

মার্কিউরিয়াস সল—প্রমেহে ইহা ডিজিট্যালিসের খুব নিকটবর্ত্তী ঔষধ। লিঙ্গত্বক (prepuce) প্রদাহের সহিত প্রমেহ রোগে মার্কিউরিয়াস সলও একটি অতি উত্তম ঔষধ। মার্কিউরিয়াসে মূত্র ত্বক ডিজিট্যালিসের ন্যায় এত অধিক জলপূর্ণবৎ স্ফীত (oedema) হয় না কিন্তু খুব গভীর বেগুনে লাল আভাযুক্ত হইয়া ফুলিয়া ওঠে, সেই সঙ্গে মুদা কিংবা উল্টা মুদা (phimosis or paraphimosis) বর্ত্তমান থাকে।

মার্কিউরিয়াস কর—ইহাও একটি উক্তরূপ অবস্থার উত্তম ঔষধ বটে কিন্তু ইহাতে লিঙ্গমুণ্ড অত্যন্ত গভীর লালবর্ণ হয় অথবা গ্যাংগ্রিনের ন্যায় আকার ধারণ করে, অর্থাৎ রোগ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইলে মার্কিউরিয়াস করের বিষয় চিন্তা করিবে। ডাক্তার কেণ্ট prostrate gland এর বিবৃদ্ধিতে পুরাতন অবস্থায় ডিজিট্যালিসকে অতি উচ্চ স্থান দেন। পুনঃ পুনঃ মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা। অনেক স্থলে মূত্র ত্যাগ করিতে না পারায় বহুদিন হইতে ক্যাথিটার ব্যবহার করিয়া আসা হইতেছে সেইরূপ স্থলে ডিজিটালিস উত্তম কার্য্য করে (In old cases of enlarged prostrate glands. I do not know what I would do without Digitalis—Kent)। ইহাতে prostrate gland এর আকার ছোট করিয়া দেয় এবং অনেক স্থলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়।

স্বপ্নদোষ—ডিজিট্যালিসেও অত্যন্ত লিঙ্গোদ্রেক হইতে দেখা যায় এবং ডিজিট্যালিস নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নশূন্য অসারে (involuntary) রেতঃস্খলনের একটি উত্তম ঔষধও বটে ডাক্তার বেয়ার এই সম্বন্ধে এক স্থানে বলিতেছেন—among all these remedies (Phos Acid Cal Carb. Canthar) Digitalis and more particularly Digitalin has the

best effect A few doses of the third trituration of this medicine are generally efficient to effect a complete cure or at least a marked improvement. This medicine should be given in the morning, in the evening it is very apt to disturb the night sleep. (Page 19. Vol II) ডাক্তার বেয়ার ডিজিটালিনকে স্বপ্নদোষের একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়াছেন। তিনি বলেন কয়েক মাত্রাতেই উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ প্রাতে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নতুবা সন্ধ্যায় ব্যবহার করিলে নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে পারে।

এলবিউমিনুরিয়া—প্রস্রাবে অণ্ডলালবৎ পদার্থ অর্থাৎ এলবিউমেন বাহির হইলে তৎসঙ্গে ওষ্ঠ ও অক্ষিপুট নীলবর্ণ, গাত্রত্বক নীলবর্ণ, স্বল্প প্রস্রাব, চক্ষুতে জলসঞ্চয়, মৃদু নাড়ী, হাঁপ ইত্যাদি লক্ষণে ডিজিটালিস অত্যন্ত উপকারী।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—হৃদপিণ্ডের দুর্ব্বলতায় ইহা সচরাচর নিম্নক্রম ১x, ২x, ৩x অথবা মূল অরিষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে এবং সকল চিকিৎসকই নিম্নক্রমের পক্ষপাতী। ডাক্তার হিউজ বলেন আমি ১ এর উর্দ্ধ ক্রম ব্যবহার করিয়া কখনই কোন ফল পাই নাই (I have never seen any benefit from the dilution above the 1st decimal or mother tincture, which also seem to be the general practice)।

কিন্তু সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব রোগে এই মত খাটে কিনা সন্দেহের বিষয়—যে স্থলে হৃদপিণ্ডের রোগ ও তদ সহিত নাড়ীর ক্ষণ বিলুপ্ততা বর্ত্তমান সেই স্থলে যে নিম্নক্রম অধিক ফলপ্রদ হইবে সে বিষয় অধিক বলাই বাহুল্য।

স্বপ্নদোষ, প্রমেহ, মস্তিষ্ক এবং চক্ষু রোগে অধিক নিম্নক্রম প্রায়ই প্রয়োগ হয় না। এইরূপ স্থলে ৬, ৩০ এর ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

রোগের বৃদ্ধি—উপবেশন কালীন বিশেষতঃ সোজা হইয়া উপবেশনে, সঞ্চালনে এবং আহারে।

রোগের উপশম—পাকস্থলী খালি থাকিলে এবং মুক্ত খোলা বায়ুতে।

রোগীর বিবরণ

একদিন একটি বলিষ্ঠ অথচ বৃদ্ধ লোককে আমার আফিসের দিকে টলিয়া টলিয়া আসিতেছে দেখিতে পাই, প্রথমতঃ মনে হইল লোকটি হয়ত মদ্যপান করিয়াছে এবং সেই হেতুই বোধ হয় এইরূপ করিতেছে কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম মুখখানি বেগুনে আভাযুক্ত এবং ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি উঠিয়া গিয়া হাত ধরিয়া আমার আফিসের ভিতর লইয়া আসি। লোকটি কিছুক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিল না, স্থির হইয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল এবং দেখিলাম নাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং ক্ষণবিলুপ্ত। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হইলে বলিতে লাগিল "বহুদিন যাবৎ আমি এই রোগে ভুগিতেছি এবং অনেক সময় এইরূপ অবস্থায় পতিতও হইয়াছি। আজকাল আর কোন কাজকর্ম্ম করিতেও সাহস পাই না এবং বোধ হয় ইহাতেই শীঘ্রই মারা যাইব। বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম হৃদপিণ্ডের প্রথম স্পন্দনের সহিত শোঁ শোঁ শব্দ হইতেছে (auscultation revealed hard blowing sound with the first beat of the heart)। এবং ইহাও জানিতে পারিলাম শেষ অবস্থায় প্রদাহযুক্ত বাত হইয়াছিল। লোকটির এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া আমি তাহাকে ডিজিট্যালিস ২ ক্রম কয়েক ফোঁটা জলে দিয়া সেবন করিতে দিলাম এবং কিছুদিন পর একদিন দেখিতে পাই লোকটি পুনরায় কাজ করিতেছে এবং আমাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল আমার আর হৃদপিণ্ডের রোগ নাই (Hallo, he said, I have no heart disease)।

২। ডিজিট্যালিসের ন্যাবা রোগের উপর কিরূপ কার্য্য আছে তাহার সম্বন্ধে ডাক্তার ন্যাস একটি রোগীর বর্ণনা দিয়াছেন তাহা নিম্নে দিলাম—

একটি অল্প বয়স্ক যুবক বমন এবং বমনেচ্ছায় আক্রান্ত হইয়া তন্দ্রাভাবাপন্ন হয়। কয়েকদিন পর সর্ব্বাঙ্গ ন্যাবায় হলদে হইয়া উঠিল। চক্ষুর শ্বেতাংশ (sclerotica) শরীরের চর্ম্ম এবং এমন কি নখ পর্য্যন্ত সমুদায়ই পীতবর্ণ হইল মল যদিও স্বাভাবিক কিন্তু সম্পূর্ণ বর্ণহীন এবং প্রস্রাব অত্যন্ত হলদে বর্ণ নাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম প্রতি মিনিটে ৩০ বার

আঘাত হইতেছে। নাড়ীর অবস্থার উপর নির্ভর করিয়াই ডাক্তার গ্লাস তাহাকে ডিজিট্যালিস প্রয়োগ করেন এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

৩। একজন স্ত্রীলোক বয়স প্রায় ৪৫ হইবে কিছুদিন হইতে তাহার বাম বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হইত এবং সেই যন্ত্রণা বাম স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক কাশি এবং শ্বাস কষ্ট ছিল। একদিন যাইয়া দেখি রোগী শয্যায় বালিসে ভর দিয়া বসিয়া আছে, শয়ন করিলেই শ্বাস প্রশ্বাসের অত্যন্ত কষ্ট হইত। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম অঙ্গ সঞ্চালনে, গভীর শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে, বক্ষে বিশেষতঃ হৃদপিণ্ডের স্থানে যন্ত্রণা এবং অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং নাড়ীর গতিও intermittent। প্রথমতঃ তাহাকে ব্রাইওনিয়া দেওয়া হয় কিন্তু তাহাতে কিছুই উপকার না হওয়ায়—নাড়ীর স্পন্দন দেখিয়া ডিজিট্যালিস ১x প্রয়োগ করি এবং তাহাতেই রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে।

(ডাঃ আর্মষ্ট্রং)

৪। এক ৬৫ বৎসরের ব্যক্তির অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট সেই সঙ্গে শুষ্ক এবং স্থড় স্থড়ে কাশি। পুনঃ পুনঃ মুর্চ্ছা, পদদ্বয় এবং উরুতে শোথ এবং তৎপ্রযুক্ত টোল খাওয়া, স্বল্পমূত্র, দুর্ব্বল ও সবিরাম নাড়ী, হৃৎপিণ্ডের শব্দের লোপ। হৃৎপিণ্ডের স্থানে দুর্ব্বলতা এবং পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে রস সঞ্চয় ছিল। ডাক্তার চামার্স তাহাকে ডিজিট্যালিস নিম্নক্রম দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন।

৫। এক যুবকের প্রায় বৎসরাবধি অসুখ হইয়াছিল। অনেক ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছিল কিন্তু কোন উপকার হয় নাই। তাহার ক্ষুধা ভাল হইত না। আহার করিলেই সমুদায় টক বমন হইয়া উঠিয়া যাইত—তৎপর কিছুক্ষণ পেট বেদনা করিত। যতবার আহার করিত ততবারই বমন হইয়া যাইত। কার্ব্বভেজ, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, সালফিউরিক এসিড, সালফার ক্রমান্বয়ে সেবন করিলেও কোন উপকার পায় নাই। ক্রমশঃ যুবকটি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল অবশেষে ডাক্তার গেজ অনেক বিচার করিয়া তাহার শীতল ও নীলবর্ণ মুখ ও গাত্র শীতল দেখিয়া ডিজিট্যালিস ব্যবস্থা করেন এবং তাহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল।

৬। একটী স্ত্রীলোক শেষ সন্তান প্রসবের পর এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল বোধ হইল যেন শীঘ্রই যক্ষারোগ উপস্থিত হইবে কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল তাহার পদদেশ হইতে হৃৎপিণ্ড এবং ফুস্ ফুস্ পর্য্যন্ত ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। এই প্রকার উদরী ও শোথপ্রযুক্ত সে বসিয়া থাকিত, শয়ন করিতে পারিত না। নাড়ী দুর্ব্বল, অসমান, সবিরাম প্রকৃতির ছিল। নিশ্বাস লইতে অত্যন্ত কষ্ট হইত এমন কি মৃত্যুকালের মত হাঁপাইতে হইত। ডাক্তার হেন্‌স এই সমুদায় দেখিয়া ডিজিট্যালিস ১× দশ মিনিট অন্তর অন্তর সেবন করাইয়া আশু উপকার দিয়াছিল। ২ বার ঔষধ সেবনে তাহার অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইয়াছিল। বক্ষে এবং উদরে প্রথমে অধিক ঘর্ম্ম হয়, রোগী কয়েক ঘণ্টা পর শয়ন করিতে পারিয়াছিল। ইহার পর বিলম্বে বিলম্বে ডিসিট্যালিস প্রয়োগ করিয়া রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া উঠে।

ষ্ট্যানাম (Stannum)

ইহা প্রচলিত টিন চূর্ণ করিয়া ঔষধে পরিণত করা হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। বক্ষঃস্থলে ভীষণ দুর্ব্বলতা, কথা বলিতে, হাঁসিতে, পড়িতে গান গাহিতে বৃদ্ধি হয়। এত অধিক দুর্ব্বল যে কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারে না (great weakness in chest from talking laughing, singing, reading aloud, so weak unable to talk). নিম্ন অবতরণে অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে কিন্তু ঊর্দ্ধে উঠিতে করে না (বোরাক্স। কেলকেরিয়ার বিপরীত)।

২। রোগী বিমর্ষ, হতাশ, সকল সময় যেন কাঁদিতেছে (feels crying all the time) কিন্তু ক্রন্দনে রোগ বৃদ্ধি হয় (নেট্রাম মিউর, পালসেটিলা, সিপিয়া)।

৩। শিরঃপীড়া, শূল অথবা স্নায়ুশূল যন্ত্রণা জোরে চাপ দিলে পেট চাপ দিয়া উপুর হইয়া শয়ন করিলে, পায়চারি করিলে, কৃমি বহির্গত হইলে উপশম বোধ করে। যন্ত্রণা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, ধীরে ধীরে ক্রমশঃ উপশম হয় (প্ল্যাটিনা)।

৪। গয়ের প্রচুর ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় কিংবা হলদে কিংবা পীতাভ সবুজ এবং গাঢ়। অতি দ্রুত বক্ষঃস্থলে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয় এবং সহজে উঠিয়া আইসে, শ্লেষ্মা উত্তোলনে রোগী উপশম বোধ করে।

৫। গয়েরের স্বাদ মিষ্ট কিংবা অত্যন্ত লবণাক্ত (কেলি আইওড, সিপিয়া) (অত্যন্ত সবুজ এবং লবণাক্ত—কেলি আইওড)।

৬। কাশির শব্দ ফাঁপা ফাঁপা এবং অত্যন্ত কষ্টজনক। কথা বলিতে, দ্রুত গমনাগমনে কাশির উদ্রেক হয় এবং সন্ধ্যার সময়ে দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয়। বক্ষঃস্থল খালি খালি বোধ করে। গয়ের বহির্গত হইলে কাশির উপশম হয়।

৭। জোনি এবং জরায়ুভ্রংশ মলত্যাগকালীন বৃদ্ধি হয় (উদরাময়সহ ভ্রংশ—পড ফাইলাম)।

সাধারণ লক্ষণ

১। মন এবং শরীর উভয়েরই অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ (extreme exhaustion of mind and body)। পাকস্থলী খালি খালি এবং চোপসানভাব (চেলিডোনিয়াম, ফসফরাস, এবং সিপিয়া)।

২। ঋতুস্রাব প্রচুর এবং পূর্ব্বে হয়। শ্বেতপ্রদর পীত আভাযুক্ত কিংবা পরিষ্কার শ্লেষ্মাবৎ। এতদসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ।

৩। হেকটিক ফিবার (Hectic fever) সহ শেষ রাত্রিতে প্রায় ৪ টার সময় প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। গলায় এবং কপালে অধিক হয়।

৪। প্রাতঃকালে রন্ধন দ্রব্যের গন্ধে বমন এবং বমনোদ্বেগ হয়।

রোগী মানসিক লক্ষণ এবং দুর্ব্বলতা—ষ্ট্যানাম রোগী সচরাচর বিমর্ষ এবং পালসেটিলার ন্যায় ক্রন্দনভাবাপন্ন। ষ্ট্যানামের বিমর্ষ এবং নিস্তেজতা বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ভৈষজ্য বিজ্ঞানে ষ্ট্যানামের সমকক্ষ বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতার দ্বিতীয় আর কোন ঔষধ নাই বলিলেই হয় এবং ষ্ট্যানামের ইহাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব (The leading characteristic is great weakness in the chest)। এত অধিক দুর্ব্বল যে রোগী কথা পর্য্যন্ত বলিতে কষ্ট বোধ করে, এই দুর্ব্বলতা শুধু যে ফুসফুস এবং স্বরযন্ত্রেই (lungs and larynx) আবদ্ধ থাকে তাহা নয়, ইহা শেষে শারীরিক দুর্ব্বলতায় পরিণত হয়। আমরা দুর্ব্বলতায়

ফস্ফরিক এসিড, চায়না ইত্যাদি ঔষধেরই উল্লেখ দেখিতে পাই কিন্তু ইহাদের দুর্ব্বলতা এবং ষ্ট্যানামের দুর্ব্বলতার উৎপত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। ষ্ট্যানামের দুর্ব্বলতা হইতেছে—ফুসফুসের দোষ হইতে, ফস্ফরিক এসিডের জীবনীশক্তির অপব্যবহার, হস্তমৈথুন, অত্যধিক সঙ্গম ক্রিয়া ইত্যাদি হইতে আর চায়নার দুর্ব্বলতা—অত্যধিক রক্তস্রাব অথবা বহুদিন রোগের ভোগ হইতে। কিন্তু ষ্ট্যানামের দুর্ব্বলতা এসিড ফস এবং চায়না ইত্যাদি অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। ষ্ট্যানাম ক্ষয়রোগের যদিও একটি প্রধান ঔষধ বলিয়া সুপরিচিত কিন্তু ইহার মানসিক লক্ষণসমূহ সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির কারণ সচরাচর দেখা যায় ক্ষয়কাশ রোগী জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অত্যন্ত আশান্বিত (hopeful) এবং প্রফুল্লচিত্ত থাকে কিন্তু ষ্ট্যানাম রোগী বিমর্ষ, হতাশ এবং ক্রন্দনভাবাপন্ন। মানসিক লক্ষণের এই প্রকার ব্যতিক্রম বশতঃই ষ্ট্যানামকে ক্ষয়কাশের প্রকৃত ঔষধ অনেকে বলেন না—(Hence it is owing to these mental symptoms Stannum is rarely indicated in true tuberculosis—Farington).

The mental characteristic of the consumptive, one more generally met with than any other, is the wonderful buoyant hopefulness by which he is sustained through a tedious illness and which does not forsake him even in the closing hours of life. Every downward step, every aggravation, is attributed to something else. He or she is always "improving". Yet Stannum has gained the chief reputation in the treatment of affection of the respiatory organs, especially catarrhal and scrofulous consumption, in which it has made many cures and its mental characteristic is a sad and lachrymose condition, very like Pulsatilla. The low spirited condition is very rarely met with in true tubercular phthisis, yet when found should always call our attention to Stannum.

যে সমুদয় স্ত্রীলোকের প্রতি ষ্ট্যানাম নির্ব্বাচিত হয় তাহারা স্নায়ুপ্রধান এবং দুর্ব্বল প্রকৃতির। এত অধিক স্নায়বীক, খিটখিটে এবং দুর্ব্বল, যে সামান্য

পরিশ্রমেই হৃদস্পন্দন উপস্থিত হয়। রোগী পাকস্থলী এবং বক্ষঃস্থল খালি খালি বোধ করে। এই প্রকার স্নায়বীক ক্লান্তি নানা প্রকার অবস্থায় প্রকাশ পায়, বিশেষভাবে ষ্ট্যানামে উর্দ্ধে উঠা অপেক্ষা নিম্ন অবতরণে অধিক কষ্ট বোধ করে (বোরাক্স। উপরে উঠিতে—কেলকেরিয়া কস্) রোগী মনে করে সে নিম্ন তলায় অবতরণ করিতে পারিবে না অথবা তাহার শরীরে যেন যথেষ্ট বল নাই। আর এক প্রকারে উক্ত ক্লান্তিভাব প্রকাশ পায়—যখন চলাফেরা করে তখন রোগী অধিক কষ্ট বোধ করে না অথচ উপবেশন করিবারকালীন রোগী যেন ধপ্ করিয়া চেয়ারে পড়িয়া যায় (but on trying to sit down she fairly drops into the chair)। এই লক্ষণটির সহিত স্ত্রীলোকের জরায়ুর স্থানচ্যুতি, শ্বেতপ্রদর স্রাব ইত্যাদি কোন না কোন প্রকার জরায়ুর রোগ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে এবং উক্ত প্রকার স্ত্রীলোক অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং শীর্ণ প্রকৃতির হইয়া থাকে। ষ্ট্যানামের মানসিক লক্ষণের সহিত নেট্রাম মিউর এবং পালসেটিলার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

নেট্রাম মিউর—বিমর্ষ, অবসাদ এবং ক্রন্দনভাবাপন্ন। সান্ত্বনায় বৃদ্ধি হয়। ক্রন্দনকালীন সান্ত্বনা প্রদান করিলে রোগী বিরক্ত হয়। (পালসেটিলার বিপরীত)।

পালসেটিলা—নম্র, বিনয় শান্ত এবং ক্রন্দনশীলা। সান্ত্বনা ভালবাসে এবং ক্রন্দনকালীন সান্ত্বনা প্রদান করিলে রোগী শান্তি পায় (নেট্রামের বিপরীত)। মাসিক ঋতুস্রাব স্বল্প এবং বিলম্বে হয়, এই লক্ষণটি ষ্ট্যানামের ঠিক বিপরীত।

সিপিয়া—রোগী নিজের স্বাস্থ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া বিমর্ষ হয় কিন্তু নিজের পরিবারবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন কিছু ভ্রূক্ষেপ করে না এবং সামান্য কারণেই বিরক্ত হয়। টিস্যুর শিথিলতাপ্রযুক্ত (relaxation of tissue) খালি খালি এবং দুর্ব্বলভাব, অনেক ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্থলে রোগী কথা বলিতেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করে সেইরূপ স্থলে ককুলাস, ভিরেট্রাম এলবাম্, ফস্ফরিক এসিড, সালফার, সালফিউরিক এসিড এবং ক্যাল কেরিয়া কার্ব্ব ইত্যাদির বিষয় চিন্তা করিবে।

পক্ষাঘাত—মানসিক অনুভূতি অথবা ক্লান্তিজনিত ক্রিয়া বিকার পক্ষাঘাতে (functional paralysis) ককুলাস, ইগ্নেসিয়া, ফস্ফরিক এসিড নেট্রাম মিউর এবং কোলিনসোনিয়া ষ্ট্যানামের নিকটবর্ত্তী ঔষধ। অনেক সময় দেখা যায় দুর্ব্বল এবং স্নায়ুপ্রধান লোকদিগের অনুভূতির উপর আঘাত প্রাপ্ত হেতু স্নায়ুর কার্য্যকারী ক্ষমতা নষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত হস্তমৈথুন কারণবশতঃও উক্ত প্রকার functional paralysis প্রকাশ পায়, এইরূপ স্থলে ষ্ট্যানামের সহিত ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া এবং নেট্রাম মিউরের অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে।

শরীরের বিশিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাতের ঔষধ সমূহ

অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত—(Paralysis of Eyelids) ককুলাস, জেলসিমিয়াম, রসটক্স, জিঙ্কাম।

মুখমণ্ডলের—বেলেডনা, কষ্টিকম, নাক্সভমিকা, ককুলাস, ওপিয়ম।

জিহ্বার—ব্যারাইটা, কুপ্রম, প্লাম্বাম, ষ্ট্রেমোনিয়াম, কষ্টিকম, বেলেডনা, ডালকামারা।

গলাধঃকরণ পেশীর—জেলসিমিয়াম, বেলেডনা, ক্যান্থারিস, ল্যাকেসিস।

মূত্রাশয়—বেলেডনা, ডাল্‌কামারা, ক্যান্থারিস, লাইকোপোডিয়াম, ওপিয়াম, নেট্রাম মিউর, হাইওসিয়ামাস।

মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশীর—কষ্টিকাম, লাইকো-পোডিয়াম, রুটা, ওপিয়াম।

শরীরের উর্দ্ধ অঙ্গের (Upper Extremities)—নক্স রাসটক্স, বেলেডনা, ককুলাস,।

হস্তদ্বয়ের—কুপ্রাম, রাসটাক্স, কষ্টিকাম, আর্সেনিক।

অঙ্গুলীর—কুপ্রম, নেট্রাম মিউর, সিকেলি, সাইলিসিয়া, ক্যালকেরিয়া

নিম্ন অঙ্গের (Lower Extremities)—কলচিকম, নাক্স, প্লাম্বাম, রাসটক্স, ফসফরাস, সালফার, ভিরেট্রাম।

পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত—আর্সেনিক, চায়না, ওলিএণ্ডার, প্লাম্বাম।

অজীর্ণ—অজীর্ণ রোগে ষ্ট্যানামের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাতে বমন এবং বমন ইচ্ছার উদ্রেক হয় অথবা কষ্টিকমের ন্যায় রন্ধনের গন্ধে কাশির ভাব উপস্থিত হয়। ইহা ষ্ট্যানামের একটি বিশেষ লক্ষণ এবং স্ত্রীলোকদিগেতে প্রকাশ পায়। পাকস্থলী দুর্ব্বল খালি খালি বোধ, এবং মুখের স্বাদ তিক্ত সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা হেতু তরল মল ত্যাগে অত্যন্ত বেগ (এলিউমিনা) দিতে হয় মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং চোপসান, চক্ষুর চারিধার কালিমাযুক্ত এতদ লক্ষণসমূহ দুর্ব্বলতার পরিচায়ক এবং স্ত্রীলোকদিগের অধিক হয়। ইহার সহিত কৃমি বর্ত্তমান থাকিলে ষ্ট্যানামকেই তাহার একমাত্র উপযুক্ত ঔষধ জানিবে।

কনভালসন (Convulsion)—কৃমিজনিত তড়কায় সিনা এবং আর্টিমিশিয়ার ন্যায় ষ্ট্রানাম একটি উত্তম ঔষধ যদি আর আর লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

জরায়ু ভ্রংশ, ঋতুস্রাব এবং শ্বেতপ্রদর—জরায়ু ভ্রংশে (Prolupsus uteri) ষ্ট্রানাম সময় সময় প্রয়োগ হয়। ডাক্তার হিউজ ইহা প্রায়ই ব্যবহার করিতেন। তিনি একস্থানে বলিতেছেন—I have hardly ever known it fail to effect the former purpose and I have been quite astonished at its power over prolupsus. It seems to strengthen the uterine ligaments. জরায়ু ভ্রংশ ব্যতীত যোনি ভ্রংশেরও (prolupsus of vagina) একটি ঔষধ বটে। এতদভ্রংশ লক্ষণ সমূহ (Prolupsus symtoms) মলত্যাগকালীন অধিক প্রকাশ পায়। ষ্ট্রানামে ঋতুস্রাব অত্যন্ত অধিক ও সময়ের পূর্ব্বে হয় এবং প্রচুর শ্বেত প্রদরও থাকে—স্রাব গাঢ় হলদে আভাযুক্ত অথবা পরিষ্কার শ্লেষ্মাবৎ। এতদসহ রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে। এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে এমন কি রোগী নড়াচড়া করিতেই পারে না। প্রাতঃকালে

পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিবার কালীন দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ বসিয়া বিশ্রাম লইতে হয়, হস্তপদ কাঁপিতে থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সীসার ন্যায় ভার বোধ হয়। ষ্ট্যানামের এই প্রকার দুর্ব্বলতা সচরাচর নিম্নে অবতরণ কিংবা উপবেশন করিবার কালীন অধিক অনুভব করে এবং বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতার সহিত জরায়ুর দোষ বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

শ্বেত প্রদর স্রাবের সহিত একটি কথা এই স্থলে স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে কোন প্রকার ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণার পর শ্বেত প্রদর প্রকাশ পাইলে সেই স্থানে ষ্ট্যানামকেই প্রাধান্য দিবে।

পডফাইলাম—ইহাতেও জরায়ুভ্রংশ মলত্যাগকালীন বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু ভ্রংশের সহিত উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। মল সচরাচর সবুজ আভাযুক্ত অথবা পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত বেগের সহিত নির্গত হয়।

ক্যালেকরিয়া ফস—মল কিংবা মুত্র ত্যাগকালীন জরায়ু বাহির হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলতা এবং জরায়ু প্রদেশে কষ্ট বর্ত্তমান থাকে দুধের সরের ন্যায় শ্বেদপ্রদর স্রাব হয়। যোনি প্রদেশে জলন এবং তদসহিত মুত্রাশয় এবং জরায়ুর উভয় পার্শ্বে বেদনা হয়। রোগী দুর্ব্বল এবং রোগা প্রকৃতির।

নাক্সভমিকা—জরায়ু ভ্রংশের তরুণ অবস্থায় এবং কোন প্রকারে হঠাৎ শরীর মচকাইয়া রোগ উৎপত্তি হইলে উত্তম কার্য্য করে (when the disease has resulted from sudden wrenching of the body) ইহার সহিত প্রায়ই কোষ্ঠ কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা হয় কিন্তু কিছুই হয় না। যদি নাক্সে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় তাহা হইলে সিপিয়ার বিষয় চিন্তা করিবে।

স্নায়ুশূল—ষ্ট্যানামের স্নায়ুশূল যন্ত্রণার বিশেষত্বই হইতেছে যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় এবং ধীরে ধীরে হ্রাস হয় (the pains increase and decrease slowly) এবং সচরাচর দেখা যায় চক্ষুর উপরিস্থিত স্নায়ু (supra orbital nerve) অধিক আক্রান্ত হয়। ষ্ট্যানামের এই প্রকার জ্বরের পর এবং কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল (prosopalgia) প্রকাশ পায়। উক্ত স্থান ব্যতীত যে কোন স্থানের স্নায়ুশূলে ইহা প্রয়োগ হইতে পারে

কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে মুখমণ্ডলে, পাকাশয়ে এবং নিম্নোদরে অধিক হয়। ইহাও দেখা যায় যন্ত্রণা কখন কখন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে আরম্ভ হইয়া দ্বিপ্রহরে বৃদ্ধি হইয়া সূর্য্যাস্তের সঙ্গে ক্রমশঃ হ্রাস পায় অথবা যে কোন সময়েই প্রাতঃকালে ১০টার সময়ে আরম্ভ হইয়া ১০।১৫ মিনিট ভীষণ যন্ত্রণা হইয়া ধীরে ধীরে হ্রাস হয়। এই প্রকার সূর্য্যের উদয়ের সহিত বৃদ্ধি এবং সূর্য্যাস্তের সহিত হ্রাস স্নায়ুশূল যন্ত্রণা স্পাইজেলিয়া নেট্রাম মিউর, স্যাঙ্গুনেরিয়া ইত্যাদিতে দেখা যায়। পালসেটিলা এবং সালফিউরিক এসিডে কতকটা এই প্রকারের যন্ত্রণা দেখা যায় যদিও ইহাদিগের যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় কিন্তু হঠাৎ থামিয়া যায় (comes gradually and stops suddenly)। বেলেডনার যন্ত্রণা হঠাৎ আরম্ভ হইয়া চরমে উঠিয়া কিছুক্ষণ থাকিয়া হঠাৎ চলিয়া যায় It comes suddenly and reaches its intensity at once where it may remain for hours, but ceases suddenly)।

ষ্ট্যানামের যন্ত্রণা—কলোসিন্থ এবং ব্রাইওনিয়ার ন্যায় চাপ দিলে উপশম হয়। কলোসিন্থে উপকার না হইলে (কারণ নিম্নোদরের এইরূপ শূল বেদনায় প্রথমতঃ কলোসিন্থকেই উচ্চস্থান দেওয়া হয়) ষ্ট্যানাম প্রয়োগ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য বিশেষতঃ যদি যন্ত্রণা বহুদিনের পুরাতন হয়। শিশুদিগের এই প্রকার যন্ত্রণা হইলে কাঁধে শিশুর পেট চাপ দিয়া লইয়া বেড়াইলে শিশু উপশম বোধ করে। Dr. Nash বলিতেছেন I have often verified the above symptoms and have seen equally good effects from the 12, 30, 200, 500 potencies। আর একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় যে যন্ত্রণাকালীন ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে যন্ত্রণা উপশম হয় (ফেরম মেট)।

"ধীরে ধীরে বৃদ্ধি এবং ধীরে ধীরে হ্রাস" এই প্রকার লক্ষণযুক্ত যন্ত্রণা ষ্ট্যানাম ব্যতীত প্ল্যাটিনা এবং ষ্ট্রন্সিয়ানায়ও অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃগী রোগ (Epilepsy)—মৃগী রোগেও ষ্ট্যানাম ব্যবহার হয় বিশেষতঃ যখন মৃগীরোগ নিম্নোদরের যন্ত্রণা কিংবা কৃমির উপদ্রব হইতে উদ্ভূত হয়। রোগীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে এবং চক্ষুর চারিধার কৃষ্ণবর্ণ হয় ও তদসহিত শূল যন্ত্রণা এবং মুখে মিষ্ট স্বাদ বর্ত্তমান থাকে। মিষ্ট স্বাদ (sweet taste)

ষ্ট্যানামের একটি বিশেষ লক্ষণ। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় রোগ বশতঃ (sexual complication) মৃগী রোগেও ষ্ট্যানাম সময় সময় নির্ব্বাচিত হয়।

কাশি—ষ্ট্যানামের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বিশেষতঃ ফুস্ ফুস্, কণ্ঠনালী বায়ুনলী ইত্যাদির উপর যথেষ্ট কার্য্য প্রকাশ পায় এবং এতদসমুদয় স্থানের রোগে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ বর্ত্তমান থাকে। কাশির সহিত যথেষ্ট শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয় এবং শ্লেষ্মার স্বাদ অত্যন্ত মিষ্ট অথবা অত্যন্ত লোনতা (very sweet or exceptionally salty) এবং শ্লেষ্মা গাঢ় পীত বর্ণ অথবা পীতাভ সবুজ পুঁজসদৃশ অথবা ডিম্বের শ্বেতাংশসদৃশ (yellowish or yellowish green, muco—purulent or white of an egg) কখন কখন শ্লেষ্মা চট্‌চটে এবং রক্তমিশ্রিতও হয়। (গয়েরের স্বাদ লোণতা এবং গাঢ় সবুজ অথবা পীতবর্ণ—ক্যালি আইওড এবং সিপিয়াতেও রহিয়াছে আবার ক্যালি আইওড ও ষ্ট্যানামেও নৈশ ঘর্ম্ম রহিয়াছে কিন্তু ষ্ট্যানামে বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিক থাকে ক্যালি আইওডে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্লেষ্মা গলায় আসিয়া জমা হইয়া থাকে সহজে ছাড়িতে চাহে না, এমন কি চেষ্টা করিতে করিতে রোগী বমন করিয়া ফেলে কিন্তু ষ্ট্যানামে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা শীঘ্র সমাবেশ হওয়া, অতি সহজে বহির্গত হওয়া এবং শ্লেষ্মা উত্তোলনে উপশম হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ বিশেষত্ব জানিবে। (The mucous collects very rapidly in the chest and is quite easily expectorated with great relief to the patient) অর্থাৎ শ্লেষ্মা যেমন শীঘ্র সমাবেশ হয়, তেমন সহজেই উঠিয়াও আইসে। শ্লেষ্মা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই বক্ষঃস্থলের চাপ বোধ, স্বরভঙ্গ ইত্যাদি সমুদয় হ্রাস হয় এবং রোগী অত্যন্ত শান্তিবোধ করে। এতদ্ব্যতীত কাশি অনেক সময় শুষ্কও হয় কিন্তু তরল শ্লেষ্মাসহ কাশি হইতেছে ইহার অধিক বিশেষত্ব। কাশি শুষ্ক এবং অত্যন্ত বিরক্তিজনক, রাত্রিতেই অধিক হয়। কথা বলিতে, দ্রুত গতিতে হাঁটিতে কাশির উদ্রেক হয়। রোগী বুকে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করে, বুকে যেন কিছুই নাই, খালি হইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। শ্বাসকষ্টও থাকে এবং তাহাও সন্ধ্যারদিকে বৃদ্ধি হয়।

থাইসিস (Catarrhal Phthisis)—ষ্ট্যানামের থাইসিসের সহিত

শ্লেষ্মার অত্যন্ত সমাবেশ থাকে এতদহেতুই ইহাকে Catarrhal Phthisis বলা হয়। ষ্ট্যানাম এইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে। শ্লেষ্মা যেমন শীঘ্র সমাবেশ হয় তেমনি শীঘ্র উঠিয়া আইসে। এতদসহ Hectic fever লাগিয়া থাকে, ঠিক নিয়মিতরূপে প্রত্যহ প্রাতে ১০ টার সময় শীত হইয়া জ্বর আসে। সন্ধ্যার সময় রোগী অধিক উত্তাপ বোধ করে এবং সামান্য পরিশ্রমেই রোগ বৃদ্ধি হয়। রাত্রিতে বিশেষভাবে রাত্রির শেষ দিকে ৪।৫ টার সময় প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। প্রাতে ১০ টায় জ্বর শুনিলেই অনেকে নেট্রাম মিউরের বিষয় চিন্তা করিবে কিন্তু এরূপস্থলে নেট্রাম মিউর প্রয়োগে কোন ফল হয় না। ডাক্তার ফ্যারিংটন বলিতেছেন—"এই প্রকার প্রাতে ১০ টার জ্বরে নেট্রাম মিউর প্রয়োগে আমি কোন ফল পাই নাই।" নেট্রাম মিউর প্রাতে ১০ টার জ্বরের একটি মহৌষধ কিন্তু Hectic feverএর নয়।

(**Hectic fever**—Term for a slow insidious fever, which according to John Hunter and others, may be either idiopathic or symptomatic, the latter arising in consequence of some incurable disease. In this Hectic fever, with chill 10 o' clock in the morning, I have several times tried Nat M. but without obtaining any benefit—Farrington.)

ষ্ট্যানাম অত্যন্ত সতর্কের সহিত নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নতুবা কিছুই ফল দর্শিবে না। ষ্ট্যানামের দুর্ব্বলতা থাকা চাই, বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতাই হইতেছে এই ঔষধটির সার্ব্বজনীন লক্ষণ। Catarrhal Phthisisএ ষ্ট্যানাম ব্যবহারে আশানুরূপ ফল না পাওয়া গেলে নিম্নলিখিত ঔষধগুলির বিষয় চিন্তা করিবে।

প্রচুর শ্লেষ্মাযুক্ত ক্ষয়কাশে (catarrhal Phthisis) ষ্ট্যানামের সমগুণ ঔষধসমূহ—

সাইলিসিয়া—Catarrhal এবং প্রকৃত ক্ষয়কাশ (true tubercular phthisis) উভয়েরই উত্তম ঔষধ। দ্রুত শরীর সঞ্চালনে কাশি বৃদ্ধি হয় (increased by rapid motion)। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার ভীষণ ঘড় ঘড় শব্দ হয়। গয়ের ষ্ট্যানাম অপেক্ষাও অধিক পুঁজসদৃশ। সাইলিসিয়ায় ফোটক

(vomicae) প্রকাশ পায়। বৃদ্ধ লোকদিগের catarrhal ক্ষয়কাশে সাইলিসিয়া প্রায়ই ব্যবহার হয়।

ফসফরাস—ষ্ট্যানামের সহিত ইহার অধিক সাদৃশ্য থাকা হেতু অনেক সময় ইহাদিগের ব্যবহার লইয়া ভ্রমে পড়িতে হয়। উভয়েতেই স্বরভঙ্গ, সন্ধ্যায় রোগের বৃদ্ধি, বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতা, কাশি, প্রচুর গয়ের, বিলেপী জ্বর (hectic fever) ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ফসফরাসের কাশিতে অধিক রক্ত কিংবা রক্তের রেখা, বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ বোধ, বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, (ষ্ট্যানামে ডানপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি) এবং শীতল কিংবা বরফ জলের তৃষ্ণা ইত্যাদি লক্ষণ ষ্ট্যানামে দেখা যায় না। ষ্ট্যানামের বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

সেনেগা—বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত টাটানি যন্ত্রণা হয়। অণ্ড লালসদৃশ প্রচুর পরিষ্কার শ্লেষ্মার (clear albuminious mucous) সমাবেশ হয়, শ্লেষ্মা সহজে নির্গত হয় না। উক্ত প্রকার লক্ষণের সহিত বুকে প্রায়ই চাপিয়া ধরা ভাব থাকে, মনে হয় কেহ ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়কে চাপিয়া মেরুদণ্ডে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। সেনেগা সচরাচর মোটা থলথলে শরীরবিশিষ্ট লোকদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

কক্কাশ ক্যাক্‌টি—হুপিং কাশির একটি উত্তম ঔষধ। কাশিতে রজ্জুবৎ সাদা শ্লেষ্মা বমন হয়। Catarrhal Phthisis এ ইহার প্রয়োগ কখন কখন দেখা যায়। যখন উক্ত প্রকার রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা বমনের সহিত clavical এর নিম্নে অত্যন্ত তীব্র বেদনা বর্ত্তমান থাকে।

জারবা স্যাণ্টা (Yerbasanta)—বুকে শ্লেষ্মার আধিক্যহেতু হাঁপানির ন্যায় টান হয়। রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া যায় এবং জ্বর লাগিয়া থাকে।

যে ঔষধসমূহে বক্ষঃস্থলে প্রচুর শ্লেষ্মা জন্মায় তাহা নিম্নে দেওয়া হইল

এণ্টিমনিয়াম ক্রুডাম, এণ্টিমনিটার্টারিকাম, ক্যামোমিলা, বেলেডনা, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, ক্যালকেরিয়া ফস এবং ইপিকাক (শিশুদিগের)।

লাইকোপোডিয়াম, সালফার, ফসফরাস, ব্যালসাম পেরু (পুঁজের ন্যায় গন্ধের), হেপার, সিনা,, যার্বা স্যান্টা (Yerba Santa) শ্লেষ্মাহেতু জ্বর, কৃশতা এবং হাঁপানি কোপেবা (প্রচুর সবুজ আভাযুক্ত, বদগন্ধ গন্ধের) ইলিসিয়াম এ্যানিসেটাম (Illicium anisatum) বাম কিংবা দক্ষিণ তৃতীয় Cartilageএ যন্ত্রণা সহ পুঁজ), পিক্স লিকুইড—(পুঁজসদৃশ গন্ধের এবং বাম পার্শ্বের তৃতীয় Costal cartilage এ যন্ত্রণা)। মাইওস্‌টিস (Myosotis) প্রচুর গন্ধের, শীর্ণতা এবং নৈশ ঘর্ম্ম)।

প্লুরিসি (**Pleurisy**)—প্লুরিসিতেও ষ্ট্যানামের প্রয়োগ দেখা যায়। যন্ত্রণা অত্যন্ত তীব্র যেন কাটিয়া ফেলিতেছে, বাম বগলে আরম্ভ হইয়া বাম clavicle এ বিস্তারিত হয়। কখন কখন বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া নিম্নোদরের নিম্ন পর্য্যন্ত যায়। সম্মুখদিকে নত হইলে, চাপ দিলে এবং নিঃশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি হয়।

শিরঃপীড়া—প্রত্যহ প্রাতঃকালে চক্ষুতে প্রায়ই বাম চক্ষুতে যন্ত্রণা ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া সমুদয় মস্তকে বিস্তারিত হইয়া ধীরে ধীরে হ্রাস হয় এবং সময় সময় যন্ত্রণা হ্রাসের সহিত বমন প্রকাশ পায়। বাম চক্ষুতে ১০ টার সময় যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং তৎপর ক্রমশঃ হ্রাস হয়। যন্ত্রণার সময় চক্ষু হইতে জল নিঃসরণ হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—অধিকাংশ চিকিৎসকই ষ্ট্যানাম উচ্চক্রম ৩০,২০০ ব্যবহার করেন। ডাঃ বেইস, ডুরে ইহারাও এই মত সমর্থন করেন।

অনুপূরক (**Complementary**)—পালসেটিলা।

ষ্ট্যানাম—কষ্টিকমের পর এবং কেলকেরিয়া, ফসফরাস, সাইলিসিয়া, সালফার, টিউবার কিউলিনামের পূর্ব্বে উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—হাসিলে, গান গাহিলে, কথা বলিলে, দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে এবং উষ্ণ তরল দ্রব্য পানে (শীতল দ্রব্য পানে—স্পঞ্জিয়া)।

রোগের উপশম—গয়ের উত্তোলনে, শক্ত চাপে (কলসিন্থ)।

ইউপেটোরিয়াম পার্ফোলিয়েটাম
(Eupatorium Perfoliatum)

ইহা এক প্রকার বৃক্ষবিশেষ। উত্তর আমেরিকায় বিস্তর জন্মায়। ইউপেটোরিয়াম—ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ এবং মদ্যপানকারীদিগের প্রতি অধিক কার্য্য করে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সমুদায় শরীরময় বেদনা বোধ, যেন শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে (আর্ণিকা, বেলিস) (Bruised feeling, as if broken)।

২। অস্থি বেদনা—কটিদেশ, মস্তক, বক্ষঃস্থল, হস্ত পদ, এবং বিশেষভাবে হস্তের মণিবন্ধ যেন স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে, ভীষণ বেদনা। যতই অধিক যন্ত্রণা ততই ইউপেটোরিয়াম নির্ব্বাচিত হয়।

৩। অক্ষিগোলক বেদনাযুক্ত, সর্দ্দি এবং তদসহ অস্থি বেদনা।

৪। জ্বর—শীত প্রাতে ৭।৮ টার সময় হয়, একদিন প্রাতে তৎপরদিন দ্বিপ্রহরে হয়। শীতের অবসানে তিক্ত বমন। জলপানে শীত শীঘ্র আসে এবং বমন হয়। শীতের পূর্ব্বে এবং সময়ে ভীষণ অস্থি বেদনা হয়।

৫। শীতের পূর্ব্বে এবং সময়ে অদম্য জলপিপাসা. রোগী জানিতে পারে জ্বর আসিতেছে, কারণ অধিক জল পান করিতে পারে না।

——

সাধারণ লক্ষণ

১। বৃদ্ধ লোক বিশেষতঃ মদ্যপান হেতু ভগ্নস্বাস্থ্য এই প্রকার লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

২। যন্ত্রণা শীঘ্র আসে এবং শীঘ্র চলিয়া যায় (বেলে, ম্যাগ ফস)।

৩। শিরঃঘূর্ণন—যেন বামপার্শ্বে পড়িয়া যাইবে এইরূপ বোধ। (বাম পার্শ্বে মস্তক ঘুড়াইতে পারে না, পড়িয়া যাইবে এইরূপ মনে হয়—কলোসিন্থ)

৪। কাশি—গলদেশে, ভুজনলী, বক্ষঃস্থল এবং গাত্রে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, কাশিবার সময় বক্ষঃস্থল হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে (ব্রাইওনিয়া), রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

জ্বর

ইউপেটোরিয়ামের পরিচয় আমরা জ্বরে সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাই এবং জ্বরে ইহার কার্য্যও অধিকরূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—অদম্য জলপিপাসা কিন্তু জলপানে বিবমিষা এবং বমন বৃদ্ধি হয় ও শীত শীঘ্র প্রকাশ পায়। জ্বর আসিবার পূর্ব্ব রাত্রি হইতে পাকস্থলীর গোলযোগ এবং পিপাসা দেখা দেয়। রোগী বুঝিতে পারে যে, জ্বর আসিতেছে কারণ তখন রোগী আর অধিক জল পান করিতে পারে না। প্রকৃত শীত হইবার ২।৩ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে এইরূপ পিপাসা পাইতে থাকে কটিদেশে, বিশেষরূপ দক্ষিণ কুক্ষিপ্রদেশের উপরে এবং হস্ত পদের প্রান্তদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

সময়—প্রাতে ৭টা, ৭টা হইতে ৯টা

শীতাবস্থা—ভীষণ জলপিপাসা হয় কিন্তু জল পানে বমির ভাব বৃদ্ধি হয় এবং তিক্ত বমি হইতে থাকে ও শীত বৃদ্ধি হয়, কাজেকাজেই রোগী জল পান করিতে ভয় পায়। (জল পানে বমি হয়—আর্সেনিক। শীত বৃদ্ধি হয়—ক্যাপ্সিকাম) শীত প্রাতেই হয় এবং সমস্ত দিন উত্তাপ থাকে কিন্তু ঘর্ম্ম কিছুই হয় না। শীত প্রায়ই শরীরের পশ্চাদ্দিক হইতে আরম্ভ হয়। শীতের

অবসানে এবং উত্তাপের পূর্ব্বে বমনোদ্বেগ এবং পিত্ত বমন বৃদ্ধি হয় (ক্যাপ্সিকম। শীতের অবসানে অম্ল বমন হয়—লাইকো)। মস্তকের পৃশ্চাৎ এবং সমুদয় শরীরে বিশেষতঃ অস্থিতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। শীতাবস্থায় গাত্রাবরণে শরীর আবৃত রাখে এবং প্রচুর বস্ত্র গাত্রে চাপাইতে বলে।

জ্বর প্রকাশ পাইবার পূর্ব্ব হইতেই প্রথম লক্ষণ—বমনোদ্বেগ এবং পিত্ত বমন প্রায়ই হইতে থাকে। শীতের পূর্ব্বে এবং সময়ে মস্তকের পশ্চাদ্দিকে এবং মস্তকে ভীষণ যন্ত্রণা হয় ফাটিয়া যাইতে চাহে। যে সমুদয় সবিরাম জ্বর কম্প হইয়া আরম্ভ হয়, ঘর্ম্ম হউক কিংবা না হউক শিরঃপীড়া হইতে থাকে এবং জলতৃষ্ণা সকল অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকে, উত্তাপ অবস্থায় অথবা উত্তাপ অবস্থার পরে পিত্ত বমন হয় এবং সকল অবস্থায় ভীষণ অস্থি বেদনা থাকে, এই প্রকার জ্বরে ইউপেটোরিয়ামকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। (In those intermittent fevers that begin with violent shaking, and the headache continues without sweat or if with sweat the headache is made worse, thirst during all stages, vomiting of bile at the close of the heat with the awful boneaches have a sure cure in Eupatorium.—Kent)

ইউপেটোরিয়ামের পর নেট্রাম মিউর এবং সিপিয়ার প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। ইউপেটোরিয়ামে জ্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে উক্ত ঔষধ দুইটির বিষয় চিন্তা করিবে।

ইউপেটোরিয়ামের সহিত কতক বিষয়ে ব্রাইওনিয়ার সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। ব্রাইওনিয়াতে গাত্র বেদনায় রোগী নড়াচড়া করিতে পারে না, স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে। ইওপেটোরিয়াম রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং অস্থিবেদনা ব্রাইওনিয়া অপেক্ষা অধিক! ব্রাইওনিয়াতে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, ইউপেটোরিয়ামে স্বল্প হয়।

ইউপেটোরিয়ামকে চিনিতে হইলে—প্রাতে ৭।৮ টায় জ্বর, অস্থি বেদনা, পিপাসা এবং পিত্ত বমন এই কয়েকটি লক্ষণ সর্ব্বদা মনে

রাখিবে। ইহা ব্যতীত কখন কখন double periodicityও দেখা যায়, শীত হইয়া জ্বর হয়ত একদিন প্রাতে আসিল আবার পরদিন প্রাতে না হইয়া সন্ধ্যার সময় হয়।

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে। পিপাসা শীত এবং উত্তাপ অবস্থার মধ্যবর্ত্তী সময়ে অধিক প্রকাশ পায় নতুবা শীত উত্তাপ অবস্থায় অধিক দেখা যায় না। সমস্ত শরীরময় ভীষণ যন্ত্রণা হয়। অস্থিসমূহ যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এরূপ বোধ হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শিরঃপীড়াও হয়।

ঘর্ম্মাবস্থা—অতি সামান্য অথবা হয় না। শিরঃপীড়া জ্বরের বিচ্ছেদের পরও অনেকক্ষণ থাকে। প্রচুর ঘর্ম্ম হইলে গাত্রবেদনা হ্রাস পায় বটে কিন্তু শিরঃপীড়া হ্রাস হয় না বরং বৃদ্ধি হয় (ঘর্ম্মে সমুদয় যন্ত্রণা হ্রাস হয়—নেট্রাম মিউর।)

জিহ্বা—শ্বেত অথবা পীত লেপাবৃত। স্বাদ তিক্ত, খাদ্যদ্রব্যের কোন স্বাদ থাকে না।

আর্সেনিক এবং ইউপেটোরিয়ামের পার্থক্য

আর্সেনিক

সময়—সময়ের নির্দ্দিষ্টতা আছে, দিনে ১টা।২টা অথবা রাত্রি ১২টা।২টা।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—পিপাসা থাকে না। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।

ইউপেটোরিয়াম।

সময়—প্রাতে ৭টা অথবা ৭টা হইতে ৯টা।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—অদম্য পিপাসা। জলপানে শীত শীঘ্র আইসে এবং বমন হয়। রোগী বুঝিতে পারে শীত আসিতেছে কারণ অধিক জল পান করিতে পারে না।

হাই ওঠে, কটিদেশে এবং অস্থিতে যন্ত্রণা হয়।

শীতাবস্থা—শীতের সহিত উত্তাপ মিশ্রিত থাকে, অথবা কেবল শীত হয়। উত্তাপে শীতের উপশম হয়। পিপাসা সকল সময় থাকে না, যদি থাকে তাহা হইলে অল্প অল্প অথচ পুনঃ পুনঃ খায় এবং উষ্ণজল পছন্দ করে। (Thirst except for hot drinks, contra indicates).

উত্তাপ অবস্থা—অত্যন্ত শীতল জল পিপাসা। ভীষণ অস্থিরতা। গাত্রত্বক অগ্নিবৎ উত্তপ্ত, গাত্রে কাপড় রাখে, (must be covered)।

ঘর্ম্ম অবস্থা—প্রচুর শীতল জল পানের অত্যন্ত পিপাসা, জল পানে বমন হয়। শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম হয়, কখন কখন ঘর্ম্ম হয়ও না।

জিহ্বা—জিহ্বাগ্র লাল। অম্ল স্বাদযুক্ত দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা। জলের স্বাদ তিক্ত এবং খাদ্য দ্রব্যে অরুচি।

শীত অবস্থা—অত্যন্ত পিপাসা থাকে। হাই ওঠে, কটিদেশে এবং অস্থিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। গাত্রে গরম কাপড় রাখিতে চায়। শীতের অবসানে তিক্ত স্বাদযুক্ত বমন হয়। যতটা শীতল নয় তদপেক্ষা কম্প অধিক।

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা এই অবস্থায় কদাচিৎ হয়। অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, বালিশ হইতে মস্তক তুলিতে পারে না। অত্যন্ত শিরঃপীড়া। জল পানে কম্প হয়, সমুদয় শরীর এবং অস্থি অত্যন্ত বেদনা।

ঘর্ম্ম অবস্থা—স্বল্প অথবা হয় না। ঘর্ম্মে সমুদয় যন্ত্রণায় উপশম হয় কিন্তু শিরঃপীড়া উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়।

জিহ্বা—শ্বেত অথবা পীত লেপাবৃত। খাদ্য দ্রব্য স্বাদ শূন্য, তিক্ত।

বাত—ইহাকে কেহ কেহ গেঁটে বাতে উচ্চ স্থান প্রদান করেন—হস্তের অঙ্গুলি, কনুই, পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ইত্যাদি স্থলের সন্ধিস্থলের বাতে ইউপেটোরিয়াম প্রয়োগে উৎকৃষ্ট কার্য্যে পাওয়া যায়, ইহা অনেক স্থলে দেখিয়াছি এবং ডাক্তার কেণ্টও এতদ্‌বিষয়ে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন। আক্রান্ত স্থানে এবং চারিপার্শ্বে অস্থিগুল্ম (nodes) প্রকাশ পায় এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি ফুলিয়া লাল হইয়া উঠে। এইপ্রকার গেঁটে বাতগ্রস্থ রোগীরা ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, অল্পতেই ঠাণ্ডা লাগে, সন্ধিস্থল প্রদাহ হয়। অস্থি যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। ইহাদিগেতে

শিরঃপীড়াও অত্যন্ত ভীষণ হয়। শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাতে আরম্ভ হয়। কেহ কেহ ইহাকে মস্তকের অস্থির বাত ও বলেন। মস্তকের অস্থিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, এতদ্‌যন্ত্রণার সহিত সন্ধিস্থলের যন্ত্রণাও বর্ত্তমান থাকে— আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যখন মস্তকের যন্ত্রণা অধিক হয় তখন হস্ত পদের সন্ধিস্থলের যন্ত্রণা হ্রাস হয় আবার যখন সন্ধিস্থলের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় তখন শিরঃপীড়া হ্রাস হয়। ইহা ব্যতীত শিরঃপীড়া তৃতীয় এবং ৭ম দিবসে সময় সময় পাল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া হয় এবং শিরঃপীড়ায় সহিত বমনোদ্বেগ এবং পিত্ত বমন প্রকাশ পায়। এই পিত্ত বমন শিরঃপীড়া অত্যন্ত অধিক না হইলে অনেক সময় প্রকাশ পায় না।

কাশি—কাশি শুষ্ক, অধিক শ্লেষ্মা উঠে না, কাশিতে সমুদয় শরীর ঝাঁকাইয়া তোলে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা যুক্ত, গা হাত সমুদায় বেদনা হইয়া যায়। বক্ষঃস্থল কাশিবার সময় হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরে। কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

সর্দ্দি এবং ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা—তরল সর্দ্দিসহ শরীরের প্রত্যেক অস্থিতে এবং অক্ষি গোলকে (eyeball) যন্ত্রণা হয়। এতদ্‌হেতুই ইউ-পেটোরিয়ামকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। ইহাতে তরল সর্দ্দিসহ ভীষণ গাত্র বেদনা থাকে, মনে হয় অস্থি সমূহ যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

স্বরভঙ্গ—স্বরভঙ্গ প্রাতে বৃদ্ধি হয়। ইহাতে, কণ্ঠনালী বায়ুনালী ও ভুজনালী ও তৎসহিত ভীষণ গাত্র বেদনা বর্ত্তমান থাকে। কষ্টিকামেও প্রাতে স্বরভঙ্গ বৃদ্ধি হয় কিন্তু কষ্টিকমে জ্বালা থাকে—আর ইউপেটোরিয়ামে অস্থি বেদনা অধিক থাকে।

গাত্র বেদনা—অনেক ঔষধেই আমরা গাত্র বেদনা দেখিতে পাই, কিন্তু ইহার গাত্র বেদনা—আর্ণিকা, পাইরোজেন, রাসটক্‌স ইত্যাদি হইতে ভিন্ন প্রকৃতির এবং গভীর—অস্থির ভিতর। গাত্র বেদনায় ইউপেটোরিয়ামকে উচ্চস্থান এত দেওয়া হয় না—যতটা অস্থি বেদনায় দেওয়া হয়। নিম্নে ডাক্তার ন্যাসের লিখিত কথা তুলিয়া দিলাম—**Intense aching in the limbs and back as of the bones were broken. Aching in the bones of the extremities, with soreness of the flesh, soreness**

of the bones, soreness and aching of the arms and forearms, painful soreness in both wrists,* as if broken or dislocated. Soreness and aching of the lower limbs, stiffness and general soreness when rising to walk. Soreness and aching of the lower limbs, stiffness and general soreness when rising to walk. calves of the legs feel as if they had been beaten. Aching pains as if in the bones with moaning.

এই লক্ষণসমুদায়—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, পৈত্তিক অথবা ইন্‌টারমিটেট জ্বরে, বৃদ্ধদিগের ব্রোঙ্কাইটিস ইত্যাদি রোগে প্রকাশ পাইলেই ইউপেটোরিয়ামকে চিন্তা করা উচিৎ। অস্থি এত অধিক যন্ত্রণাযুক্ত হয় যে রোগী অস্থির হইয়া পরে এবং গোঁগাইতে থাকে, যেন শরীরের অস্থিসমূহ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এইরূপ মনে হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহা নিম্নক্রমই অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। সচরাচর ৩×, ৬×, ৩০ ক্রমই ব্যবহার হয়। ২০০ শক্তির প্রয়োগ কদাচিত হয়।

অনুপূরক—নেট্রাম মিউর, সিপিয়া।

সমগুণ ঔষধ—ব্রাইওনিয়া।

রোগীর বিবরণ

১। শীতের পূর্ব্বে ভীষণ জলতৃষ্ণা এবং শীতের সময় স্বল্প। দাহ অবস্থার পূর্ব্বে বমনোদ্বেগ এবং বমন ও ভীষণ শিরঃপীড়া, খাদ্য দ্রব্যে স্বাদ শূন্য, ক্ষুধামান্দ্য এবং জিহ্বা পীতাভ। শীত প্রাতঃকালে হইত এবং ২।১ ঘণ্টা থাকিত, উত্তাপ সমস্তদিন স্থায়ী হইত এবং সন্ধ্যার সময় সামান্য ঘর্ম্ম দেখা দিত—ইউপেটোরিয়াম প্রয়োগে আরোগ্য হয়—ডাঃ নিউহার্ড।

২। একটি ৮ বৎসর বয়সের বালক, প্রত্যেক একদিন পর পর ২টার সময় শীত হইয়া জ্বর আসিত। শীত ১৷৷৹ ঘণ্টা থাকিত। শীতের পূর্ব্বে জল তৃষ্ণা হইত। শীত অবসান হইতে হইতেই বমন আরম্ভ হইত। শীতের সময় উষ্ণ বস্ত্র গাত্রে রাখিতে ইচ্ছা করিত। ক্ষুধা ভালই ছিল, পাকস্থলীতে, ঘাড়ে এবং স্কন্ধে যন্ত্রণা ছিল। দাহ অবস্থাপেক্ষা শীত অবস্থায় অধিক পিপাসা হইত, উত্তাপ প্রায় ৩ ঘণ্টা স্থায়ী হইয়া ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইত। রাত্রিতে শীতল ঘর্ম্ম হইত। ইউপেটোরিয়াম আরোগ্য করে। ডাঃ ফ্রষ্ট।

৩। একজন স্ত্রীলোক ৪ মাস অন্তঃসত্ত্বা,—শীত হইবার পূর্ব্বে পিপাসা হইত, শীত প্রাতে ৬টার সময় আসিত। গরম জল পান করিতে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা হইত। শীতের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বমন আরম্ভ হইত। উত্তাপ অবস্থায়ও গরম জল পান করিতে চাহিত। জ্বরে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, জ্বরের পর ঘাম হইত না, কখন কখন রাত্রিতে ঘাম হইত। জ্বর বিচ্ছেদের অব্যবহিত পরই বেশ ক্ষুধা বোধ করিত। ইউপেটোরিয়মে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ডাঃ সোয়ান।

৪। একজন স্ত্রীলোক—প্রত্যেক দিন প্রাতে ৭টার সময় অত্যন্ত শীত হইত। শীত প্রায় ১ঘণ্টা থাকিত, হস্ত পদে এবং কটিদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইত। পিপাসা শীত আরম্ভ হইবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হইতেই আরম্ভ হইত এবং পিপাসা শীত ও উত্তাপ অবস্থায়ও থাকিত। শীত শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পিত্ত বমন প্রকাশ পাইত এবং যেমনি জ্বর বিচ্ছেদ হইত রোগী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িত এবং প্রচুর ঘাম হইত। ইউপেটোরিয়াম ২০০ শক্তি তিন দিন সেবনে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে—ডাঃ এলেন।

ম্যাগনেসিয়া ফস (Magnesia Phos)

পূর্ব্বে আমরা ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব এবং ম্যাগনেসিয়া মিউরের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে যে ম্যাগনেসিয়ার বিষয় লিখিতেছি তাহা ম্যাগনেসিয়া ফস। ইহাকে ডাক্তার ন্যাস Prince of Magnesia আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিকই ইহা ম্যাগনেসিয়া জাতীয় ঔষধগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহার উপকারিতা স্নায়ুশূলে অত্যাশ্চর্য্য। ম্যাগনেসিয়া ফসের উক্ত প্রকার উপকারিতা পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের বিদিত ছিল না বলিয়াই আমাদিগের ভৈষজ্য তত্ত্বে পূর্ব্বে তেমন স্থান পায় নাই কিন্তু ডাক্তার এলেন ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের International Hahnemanian association এ ইহার বিশেষ বিবরণ ব্যক্ত করেন এবং তদবধি ইহা বিশেষরূপে পরিচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার সুসলারই ইহার প্রধান প্রচলন কর্ত্তা এবং তাঁহার নিকট হইতেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ হোমিওপ্যাথিক মতে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ডাক্তার সুসলার বাইওকেমিক মতে ব্যবহার করিতেন এবং ম্যাগনেসিয়া ফস তাঁহার একটি প্রধান বাইওকেমিক ঔষধ বলিয়াই সুপরিচিত।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা, বিদ্যুৎবৎ আইসে এবং যায় (বেলে)। যন্ত্রণা কর্ত্তনবৎ, তীক্ষ্ণ ছুড়ীকাবিদ্ধবৎ। রোগী অস্থির উন্মাদবৎ হইয়া পরে, যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করে। পাকস্থলী, নিম্নোদর, বস্তিকোটরে ভীষণ খিলধরা যন্ত্রণা হয় (কলোফা, কলসিন্থ) (**Pains—sharp, cutting, stabbing, shooting, lightning-like in coming and going (Bell), paroxysm becoming almost unbearable, rapidly changing place, (Puls, Lac. C), cramping**

in neuralgic affections of stomach, abdomen and pelvis (Caulo, Colo).

২। শীতল বায়ুতে, গাত্রাচ্ছাদন অনাবৃতে, শীতল জলে স্নানে, যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

৩। স্নায়ুশূল—মুখমণ্ডলে, ঊর্দ্ধ অথবা অধঃ অক্ষিকোটরে বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক হয়। যন্ত্রণা স্পর্শে, শীতল বায়ুতে, বৃদ্ধি হয়, উত্তাপে, উপশম হয়।

৪। ঋতুস্রাব—কৃষ্ণবর্ণ এবং ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত। যন্ত্রণা স্রাবের পূর্ব্বে হয়, স্রাব আরম্ভ হইলে উপশম হয় (ল্যাকেসিস)। যন্ত্রণা বিদ্যুৎবৎ অত্যন্ত প্রবল হয়, দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক হয়, উত্তাপে, উপুর হইলে বিশেষ উপশম হয়।

৫। শূল যন্ত্রণা—বায়ুর সমাবেশসহ অর্থাৎ পেটফাঁপাসহ উদরে শূলযন্ত্রণা (flatulent colic), যন্ত্রণায় রোগী উপুর হয়, উপুর হইলে, উত্তাপে, জোরে চাপে, হস্ত বুলাইলে যন্ত্রণার উপশম হয় (কলোসিন্থ)।

৬। শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব—মস্তক, কর্ণ, মুখমণ্ডল, বক্ষঃস্থল ডিম্বাশয়, সায়াটিক স্নায়ু ইত্যাদি আক্রান্ত হয় (বেলেডনা, ব্রাই, চেলি, কেলি কার্ব্ব, লাইকো, পডফাই)।

সাধারণ লক্ষণ

১। দন্তোদ্গমকালীন শিশুর কনভালসন হয় অথচ জ্বর থাকে না।

২। দন্তশূল—রাত্রিতে অধিক হয়, যন্ত্রণা একস্থান হইতে আর একস্থানে দ্রুত সরিয়া যায়, আহারে, শীতল তরল দ্রব্য পানে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। উত্তাপে উপশম হয় (শীতল দ্রব্যে উপশম হয়—ব্রাইওনিয়া, কফিয়া, ফেরাম ফস)।

৩। শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাদ্দেশে আরম্ভ হইয়া সম্মুখদিকে বিস্তারিত হয় (স্যাঙ্গুনেরিয়া, সাইলি)। স্কুলের বালিকাদিগের অধিক হয়। মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমে ও অধিক পড়াশুনায় বৃদ্ধি হয়।

৪। শয্যায় রাত্রিতে অসাড়ে প্রস্রাব হয়, প্রস্রাব ফ্যাকাসে বর্ণ এবং প্রচুর। ক্যাথিটার পুনঃ পুনঃ দেওয়ার পর এই প্রকার অবস্থা অধিক প্রকাশ পায়।

৫। শীতল জলকাদায় দাঁড়াইয়া কাজকর্ম্মে উপসর্গ এবং রোগ বৃদ্ধি হয়।

৬। পিয়ানো, হারমোনিয়াম ইত্যাদি যন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে কিংবা টাইপ রাইটার কার্য্য করিতে করিতে হস্তের অঙ্গুলির খিল ধরে (cramps)।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা (Neuralgia)—ম্যাগনেসিয়া ফসের গুণের বিষয় এক কথায় বলিতে হইলে ইহাই বলিব যে—স্নায়ুশূল এবং যন্ত্রণা উৎপাদক ঔষধসমূহের মধ্যে ইহা একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্ব প্রধান ঔষধ। অন্য কোন ঔষধে এত অধিক প্রকার যন্ত্রণা লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না (Mag. Phos takes the flirst rank among our very best neuralgia or pain remedies. None has a greater variety of pains)। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, কখন কখন তীব্র কর্ত্তনবৎ, যেন কাটিয়া ফেলা হইতেছে, কখন বিদ্ধবৎ যেন কিছু ফুটাইতেছে, কখন বিদ্যুৎবেগে যন্ত্রণা হঠাৎ আসিতেছে এবং চলিয়া যাইতেছে (বেলেডনা), যন্ত্রণার আক্রমণ অসহ্য এবং শীঘ্র শীঘ্র স্থান পরিবর্ত্তনশীল (They are sharp, cutting stabbing knife like, shooting, stitching, lightning-like in coming and going (Bellad), Paroxysm becoming almost intolerable. often rapidly changing place and cramping)। যন্ত্রণার যত প্রকার লক্ষণ উল্লেখ করা হইল ডাক্তার ন্যাস সর্ব্বশেষোক্তিটিকেই অর্থাৎ খিল ধরা যন্ত্রণা ম্যাগনেসিয়া ফসের যন্ত্রণার বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই প্রকার যন্ত্রণা (খিলধরা) সাধারণতঃ প্রায়ই পাকস্থলী নিম্নোদরে এবং বস্তিকোটরে হইতে দেখা যায় (among the varieties of

pains the last (cramping) is in my opinion most characteristic and is oftenest found in stomach, abdomen and pelvis), এবং উত্তাপ প্রদানে উপশম হয় (relief from hot application)। ম্যাগনেসিয়া ফসের খিলধরা (cramping) যন্ত্রণা যে প্রকার বিশেষত্ব, গরম উত্তাপে উপশমও সেই প্রকার বিশেষত্ব। এক আর্সেনিক ব্যতীত অন্য কোন ঔষধে এই লক্ষণটি (উত্তাপে উপশম) তত অধিক দেখা যায় না কিন্তু আর্সেনিকের যন্ত্রণা জ্বলনযুক্ত (burning), আর ম্যাগনেসিয়া ফসের যন্ত্রণা জ্বলনশূন্য, খিল ধরা। ম্যাগনেসিয়া ফসের অনেক প্রকার যন্ত্রণা হয় তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু যন্ত্রণার সহিত কোন প্রকার জ্বলন থাকে না। জ্বলনযুক্ত যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম হইলে আর্সেনিক, আর জ্বলনশূন্য স্নায়ুশূল যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম হইলে ম্যাগনেসিয়া ফস—এইরূপ অবস্থায় এই দুইটি ঔষধের বিষয় স্মরণ করা উচিৎ।

- যন্ত্রণা—খিলধরা, খামচান (Cramping pain)—কুপ্রাম, কলোসিন্থ, ম্যাগনেসিয়া ফস, প্ল্যাটিনা।
- ,, জ্বলনযুক্ত (burning)—আর্সেনিক, ক্যান্থারিস, ক্যাপ্সিকাম, ফসফরাস, সালফিউরিক এসিড।
- ,, থেৎলান, টাটানি (bruised)—আর্নিকা, বেলিস পরিনিস, রুটা,
- ,, দপ্‌দপানি (throbbing)—বেলেডনা, গ্লোনয়ন, মেলিলোটাস।
- ,, সূচীভেদবৎ (stitching)—ব্রাইওনিয়া, কেলিকার্ব্ব, স্কুইলা।

ঋতুস্রাব এবং বাধকবেদনা—বাধক বেদনায় কিংবা যন্ত্রণাযুক্ত ঋতুস্রাবে পালসেটিলা, কলোফাইলাম এবং সিমিসিফিউগা ইত্যাদি ঔষধ অপেক্ষা ম্যাগনেসিয়া ফসে আশু উপকার হয়। ঋতুস্রাব কৃষ্ণবর্ণ, রজ্জুবৎ লম্বা (stringy)। যন্ত্রণা স্রাবের পূর্ব্বে অধিক হয়। স্রাব হইতে আরম্ভ হইলে হ্রাস হয় (ল্যাকেসিস) ম্যাগনেসিয়া ফসের যন্ত্রণা সম্পূর্ণ স্নায়ুশূলের ন্যায়। সিমিসিফিউগা এই বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু সিমিসিফিউগার বাত ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের প্রতি ভাল কাজ করে এবং তাহাদিগের ইহা উপযুক্ত ঔষধ। (purely neuralgic in character)। ম্যাগনেসিয়ায়ফসের

যন্ত্রণা দক্ষিণ পার্শ্বেই প্রবল হয়। শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব, মস্তক, কর্ণ, মুখমণ্ডল, বক্ষঃস্থল, ডিম্বাশয় ইত্যাদি (বেলেডনা, ব্রাইওনিয়া, চেলিডনিয়াম, কেলিকার্ব্ব লাইকোপডিয়াম, পডফাইলাম) অধিক আক্রান্ত হয়—(বামদিক ল্যাকেসিস)। যন্ত্রণা গরম উত্তাপে, চাপে এবং উপুড় হইলে (bending double). উপশম হয়। বাধক বেদনা—খিলধরা এবং স্নায়ুশূল প্রকৃতির হইলে ম্যাগনেসিয়া ফসের ন্যায় উপকারী দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই বলিলেই হয়।

শূল বেদনা—শূল বেদনা পেট ফাঁপিয়া পঠে, রোগীকে উপুড় হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িতে হয় (forcing patint to bend deuble) গরম উত্তাপে, ঘর্ষণে (rubbing) এবং জোরে চাপে যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ উপশম হয় (কলোসিন্থ, প্লাম্বাম) কলোসিন্থের প্রধান বিশেষত্ব চাপিয়া ধরিলে যন্ত্রণা উপশম হয় আর ম্যাগনেসিয়াফসের প্রধান বিশেষত্ব উত্তাপ দিলে উপশম হয়।

ম্যাগনেসিয়া ফস শিশুদিগের পেট কামড়ানিতে ক্যামোমিলা এবং কলোসিন্থের সমকক্ষ ঔষধ হইলেও কিন্তু শিশুদিগেতে ম্যাগনেসিয়া ফস অধিক ব্যবহার হয় না। ক্যামোমিলা এবং কলোসিন্থ অধিক প্রয়োগ হয়।

মুখমণ্ডলের এবং অক্ষি কোটরের স্নায়ুশূল—মুখ মণ্ডলের এবং অক্ষি কোটরের অধঃ কিংবা উর্দ্ধের (infra or supra orbital) স্নায়ু শূলের ম্যাগনেসিয়া ফস একটি প্রচলিত ঔষধ। দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়। যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া (intermittent) হয়, যন্ত্রণা কর্ত্তনবৎ অত্যন্ত ভীষণ। স্পর্শে, শীতল বাতাসে, চাপে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং গরম উত্তাপে উপশম হয়।

এক কথায় স্নায়ুশূল যন্ত্রণা (Purely neuralgic) যে স্থানেই হউক যদি খিলধরা স্বভাবের (cramping) হয় ম্যাগনেসিয়া ফসেই তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিতে হইবে।

শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাতে (occipital) আরম্ভ হইয়া সম্মুকদিকে বিস্তারিত হয়। (স্যাঙ্গুনেরিয়া, সাইলিসিয়া) এই প্রকার শিরঃপীড়া স্কুলের

বালিকাদিগের মধ্যে অধিক দেখা যায়। মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠে, মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমে, কিংবা অত্যধিক পাঠে (hard study), ১০টা হইতে ১১টা কিংবা অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৫টায় বৃদ্ধি হয়। চাপে এবং গরম উত্তাপে উপশম হয়।

অঙ্গুলীর পেশীর খিলধরা (Writer's cramp)—খিলধরা (cramps), অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়, লেখকদিগের, হারমোনিয়াম কিংবা বেহালা বাদকদিগের হস্ত এবং পদের প্রান্তদেশের পেশীর খিল ধরে। লেখক লিখিতে লিখিতে, হারমোনিয়ম বাদক বাজাইতে বাজাইতে, অঙ্গুলির পেশী খিল ধরিয়া আরষ্ট হইয়া যায়, হস্ত আর চালনা করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় ম্যাগনেসিয়া ফস অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩× কিংবা ৬× চূর্ণ ব্যবহার হইয়া থাকে এবং যন্ত্রণাকালীন উষ্ণ জলের সহিত পুনঃ পুনঃ ২০।৩০ মিনিট পর পর প্রয়োগ করিলে আশু উপকার হয়।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল বাতাসে, শীতল বাতাসের ঝাপ্টায়, শীতল জলে স্নানে এবং স্পর্শে।

রোগের উপশম—উপুড় হইলে, গরমে, গরম উত্তাপে এবং চাপে।

বার্ব্বেরিস্ ভাল্গারিস্
(Berberis Vulgaris)

ইহা উদ্ভিজ্জাত ঔষধ। ইহার সিদ্ধান্তকরণে দেখিতে পাওয়া যায় ইহার সমুদয় কার্য্য মূত্রপিণ্ডে, মূত্রাশয়ী যন্ত্রে এবং যকৃতে কেন্দ্রিভূত হইয়াছে। ডাক্তার হিউজ যকৃতে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পাইয়াছে বলেন এবং মূত্র যন্ত্রে যকৃতের কার্য্যের ব্যতিক্রম হেতু প্রকাশ পায় (I am inclined to think that the hepatic is the primary action and that urinary symptoms are due to a change in the renal secretion secondary thereto)। কিন্তু ফ্যারিংটন বলেন—মূত্রপিণ্ডে, মূত্রাশয়েই ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায় এবং তৎপর যকৃতে ইহার কার্য্য দেখা দেয় (Berberis Vulgaris acts more on the kidneys and bladder than on any parts of the body, next to these the liver)। ইহাদের মতামত যাহাই হউক, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে মূত্রপিণ্ড শূল এবং পিত্তশূল (Renal colic and Biliary colic) যন্ত্রণায় ইহা হোমিওপ্যাথিকে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। বাম মূত্রপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা বাম মূত্রপিণ্ড হইতে মূত্রনলী দিয়া মূত্রাশয়ে এবং মূত্রমার্গে বিস্তারিত হয় (ট্যাবেকাম। দক্ষিণ মূত্রপিণ্ড—লাইকোপোডিয়াম) (stitching, cutting pain from left kidney following course of ureter into bladder and urethra (Tab—Right kidney—Lyco).

২। মূত্রপিণ্ড শূল—বামপার্শ্বে (ট্যাবে) (Renal colic on left side)।

৩। মূত্রপিণ্ড এবং কটিপ্রদেশে সর্ব্বদা যন্ত্রণা, অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, উপবেশনে, শয়নে, সামান্য ঝাঁকুনি ইত্যাদিতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

৪। মূত্রপিণ্ডের রোগসহ বাত এবং গেঁটেবাত।

৫। পিত্তশূল—ভীষণ যন্ত্রণা তদসহ চক্ষুর শ্বেতাংশ ন্যাবাসদৃশ পীতবর্ণ। মল কর্দ্দমসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ।

৬। মূত্রপিণ্ড প্রদেশে বুদ্‌বুদ্‌ যন্ত্রণা বোধ (Bubbling sensation in kidneys)।

সাধারণ লক্ষণ

১। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, গণ্ডদেশ চোপসান, চক্ষুর চারিধার কালিমাযুক্ত।

২। ভগন্দর এবং ভগন্দর অস্ত্র করার পর কাশি এবং বক্ষঃস্থলের রোগ (কেল ফস, সাইলিসিয়া)।

মূত্রপিণ্ড শূল—বার্ব্বেরিসে বাম মূত্রপিণ্ড অধিক আক্রান্ত হয় (ট্যাবেকাম), যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, বাম মূত্রপিণ্ডে আরম্ভ হইয়া মূত্র প্রণালী দিয়া মূত্রাশয়ে এবং মূত্রনলীতে শেষ হয় (ট্যাবেকাম। দক্ষিণ মূত্রপিণ্ড শূলে—লাইকোপোডিয়াম)। (Cutting pain from left kidney following course of ureter into bladder and urethra)। মূত্রপিণ্ডে চাপ দিলে রোগী যন্ত্রণা বোধ করে ইহা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। এতদ্ব্যতীত কটিদেশে টাটানি, আড়ষ্ট এবং খঞ্জভাব লাগিয়া থাকে, রোগী উপবেশন অবস্থা হইতে সহজে সোজা হইতে পারে না। কটিদেশের যন্ত্রণা উপবেশন কিংবা শয়নে বিশেষতঃ প্রাতঃকালে শয্যায় শয়নে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

কটিদেশের এবম্প্রকার আড়ষ্ট এবং অসাড়ভাব যন্ত্রণা সময় সময় জানুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। মূত্রপিণ্ডে এবং কুটিদেশে টাটানি, জলন, নানা প্রকার যন্ত্রণা হয় কিন্তু মূত্রপিণ্ডে বুদ্‌বুদ্ যন্ত্রণা (bubbling sensation) বোধ হইতেছে বার্ব্বেরিসের একটি বিশেষ লক্ষণ (one very characteristic symptom is a bubbling sensation in the region of kidneys)। কটিদেশের এবম্প্রকার যন্ত্রণা অনেকটা রাসটক্সেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বার্ব্বেরিসে কটিদেশের যাহা কিছু যন্ত্রণা তদসমুদায়ই মূত্রপিণ্ডের (kidney) দোষ হইতে উদ্ভূত হয় এবং যন্ত্রণা সকল সময় অল্প বেশী লাগিয়া থাকে। রাসটক্সের যন্ত্রণা ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয় এবং সঞ্চালনে ও চাপে উপশম হয়। বার্ব্বেরিস চাপ সহ্য করিতে পারে না এবং সঞ্চালনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

বার্ব্বেরিসের মূত্রপিণ্ড শূলের যন্ত্রণা—যখন যন্ত্রণা অধিক হয়, গতির কিছু ঠিক থাকে না, মূত্রপিণ্ড হইতে সর্ব্বত্র উর্দ্ধে—নিম্নে এবং বস্তিকোটর প্রদেশে বিস্তারিত হয়, বস্তিকোটর প্রদেশ যন্ত্রণায় পূর্ণ হইয়া যায়। বার্ব্বেরিসকে মূত্রপিণ্ডের কিংবা মূত্রপ্রণালীর পাথরি রোগে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয় (Berberis is an excellent remedy in case of stone in the pelvis of the kidney or in the ureter)। যন্ত্রণা তীরবিদ্ধবৎ ভীষণ হয়, রোগী শরীর সামান্যও সঞ্চালন করিতে পারে না, যন্ত্রণা যে পার্শ্বে সেই পার্শ্বে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিতে চেষ্টা করে, ইহাতে যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশম হয়। এতদসহ যদি যন্ত্রণা মূত্রপ্রণালী দিয়া নিম্নে পা পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় তাহা হইলে জানিবে বার্ব্বেরিস অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট কোন ঔষধ নাই। প্রস্রাব ঘোলা এবং প্রচুর তলানি পড়ে, অল্প অল্প এবং ধীরে ধীরে নির্গত হয় ও প্রস্রাব কোঁথাইয়া কোঁথাইয়া করিতে হয়, সহজে মোটা ধারে প্রস্রাব আসে না। মূত্রপিণ্ডে যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে এবং রোগী এই যন্ত্রণা সামান্য সঞ্চালন, এমনকি সামান্য ঝাঁকুনি পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না।

পেরেইরা ব্রেভা (Pareira Brava)—ইহাতে যন্ত্রণা মূত্রপিণ্ড হইতে জানুদেশের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় এবং রোগী হস্তপদে ভর দিয়া প্রস্রাব করে, নতুবা প্রস্রাব করিতে পারে না। ডাক্তার ক্লর্কা বার্ব্বেরিস প্রয়োগে যন্ত্রণা উপশম না হইলে পেরেইরা ব্রেভা মূল অরিষ্ট

উষ্ণ পরিশ্রুত জলের সহিত প্রতি ১৫ মিনিট পর পর সেবন করাইতে বলিয়াছেন।

ওসিমাম ক্যানাম—অত্যন্ত ভীষণ যন্ত্রণা। লোহিত বর্ণ প্রস্রাব, ইষ্টকচূর্ণবৎ লাল তলানিযুক্ত। ইহা ৩০ শক্তি প্রয়োগ করাও হয়, যন্ত্রণার সময় ১৫মিনিট পর পর দেওয়া উচিৎ। (মূত্রপিণ্ডশূলের ঔষধসমূহ ক্যান্থারিসেদেখ)।

বাত (**Rheumatism**)—সন্ধিস্থলের বাতেও বার্ব্বেরিসের প্রয়োগ দেখা যায়। ভীষণ ছিন্নবৎ যন্ত্রণা হয় এবং আক্রান্ত স্থানে বুদবুদ বোধ হয় (bubbling sensation)। প্রস্রাবের উল্লিখিত জ্বালা যন্ত্রণাদি লক্ষণসহ বাত অথবা গাউট থাকিলে বার্ব্বেরিস তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় ও উত্তম কার্য্য করে। বার্ব্বেরিসের বাতের যন্ত্রণা এক স্থানে কখনই থাকে না। যে স্থানেই হউক সেখান হইতে তাহার চারিপার্শ্বে অথবা স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া সরিয়া বেড়ায়। স্থির হইয়া থাকুক কিংবা সঞ্চালন করুক তাহাতেও যন্ত্রণার বিশেষ কিছু হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি হয় না। কখন কখন দেখা যায় সঞ্চালনে যন্ত্রণা সামান্য কিছু বৃদ্ধি হয় কিন্তু ইহা কদাচিত। (Burning, stinging, tearing, stitching, wandering pains are the main feature of Berberis. If it is the knee joint, they will go up and down and every way, if it is the finger joint, they will run in every direction. "Radiating from a particular point" is a distinguishing feature and it puts Berberis almost alone for radiating pains—Kent.) সময় সময় সন্ধিস্থল বাতে ফুলিয়াও উঠে, কিন্তু সন্ধিস্থলের স্ফীতি সকল সময় হয় না অথচ যন্ত্রণা সকল সময়ই বর্ত্তমান থাকে। বাতে বার্ব্বেরিস প্রয়োগ করিতে হইলে মূত্রপিণ্ডের কোন প্রকার রোগ আছে কি না অথবা মূত্রপিণ্ডশূলযন্ত্রণা হয় কি না ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। মূত্রপিণ্ডের (kidney) রোগসহ বাত কিংবা গেঁটেবাত থাকিলেই বার্ব্বেরিস তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে।

আর্টিকা ইউরেন্স—গেঁটেবাত ধাতুগ্রস্থ লোকে। ইউরিক এসিড সমাবেশের সম্ভাবনায় আর্টিকা ইউরেন্স বার্ব্বেরিসের সমকক্ষ ঔষধ। আর্টিকা ইউরেন্স মূল অরিষ্ট ৫ ফোঁটা করিয়া প্রতি ৬ ঘণ্টা পর পর দিবে।

মূত্রাশয় (Bladder)—মূত্রাশয় হইতে মূত্রপথে কর্ত্তনবৎ ভীষণ যন্ত্রণা বিস্তারিত হয় এবং প্রস্রাব ত্যাগের পরও জ্বালা হয়। প্রস্রাবেও বিশেষত্ব রহিয়াছে, প্রস্রাব পীতবর্ণ, ঘোলা এবং ফেনা ফেনা। কখন কখন সাদা সাদা তলানি পড়ে, প্রস্রাবের এইরূপ লক্ষণের সহিত ভীষণ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। মূত্রপিণ্ডের কিংবা মূত্রাশয়ের এবম্প্রকার লক্ষণের সহিত জরায়ু, নিম্নোদর কিংবা পেরিটোনিয়ামের অথবা শরীরের আর কোন স্থানের প্রদাহ থাকিলেও বার্ব্বেরিসকে চিন্তা করিতে ভুলিবে না। রোগীর মুখ দেখিলে বুঝিতে পারা যায় রোগী কোন প্রকার গভীর যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছে, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং চুপসিয়া যায় ও অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে।

পিত্তশূল—যকৃতে ভীষণ যন্ত্রনা হয়। পিত্তশূল যন্ত্রণায়ও বার্ব্বেরিসকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। যকৃত প্রদেশে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া নিম্নোদর হইয়া নিম্নে বিস্তারিত হয়। চক্ষু ন্যাবা রোগ সদৃশ হয়। মল কর্দ্দম সদৃশ কালু অথবা পিত্তহীন সাদা হয়। পিত্তশূল যন্ত্রণায় ডাঃ ইউনান সাহেব বার্ব্বেরিসকে অধিক প্রাধান্য দেন এবং ইহার ৬ষ্ঠক্রম অধিক পছন্দ করেন কিন্তু আমরা নিম্নক্রম ১× অধিক ব্যবহার করি। যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে, থাকিয়া থাকিয়া এক একবার অত্যন্ত ভীষণ হয়। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। যন্ত্রণা হ্রাস হইয়া গেলেও কিন্তু সম্পূর্ণ যায় না, কিছু কিছু লাগিয়া থাকে। যকৃতের কার্য্য উত্তমরূপ সম্পাদন হয় না।

ভগন্দর (Fistula in ano)—মলত্যাগে ভীষণ জ্বলন হয়, মনে হয় মলদ্বারের চারিপার্শ্বে যেন ক্ষত হইয়াছে। মলত্যাগের পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা হয়—এইরূপ লক্ষণে বার্ব্বেরিস ভগন্দরে নির্ব্বাচিত হয়।

শ্বেতপ্রদর এবং ঋতুস্রাব—উল্লিখিত প্রকার প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণার সহিত শ্বেতপ্রদর এবং ঋতুস্রাবের কষ্ট থাকিলে—বার্ব্বেরিসকে চিন্তা করা যাইতে পারে।

কাশি এবং বক্ষঃস্থলের রোগ—ভগন্দর অস্ত্র করার পর নালীক্ষত বন্ধ হইয়া কাশি এবং বক্ষঃস্থলের রোগ প্রকাশ পাইলে বার্ব্বেরিসের বিষয় চিন্তা করিবে (ক্যালফস, সাইলিসিয়া)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহা নিম্নক্রম ১× এবং মূল অরিষ্ট অধিক প্রচলিত। যন্ত্রণার সময় পুনঃ পুনঃ প্রত্যেক ১৫ মিনিট এবং অর্দ্ধঘণ্টা পর পর সেবন করিতে দেওয়া হয়। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার হউনান ষষ্ঠক্রম অধিক পছন্দ করেন।

সমগুণ ঔষধসমূহ—মূত্র পিত্তশূল যন্ত্রণায় ক্যান্থারিস, লাইকোপোডিয়াম, সার্সাপ্যারিলা, ট্যাবেকাম।

বার্বেরিস—বাতে আর্ণিকা, ব্রাইও, কেলিবাই, রাস এবং সালফারের পর উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে, হাটাহাটিতে, গাড়ী আরোহণে, হঠাৎ ঝাঁকি লাগিলে।

রুটা (Ruta)

ইহার সম্পূর্ণ নাম রুটা গ্রেভিওলেনস (Ruta graveolens)। ইহা একপ্রকার গুল্ম বিশেষ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। স্ক্রফিউলাস অস্থি অর্ব্বুদ (scrofulous, exostosis), অস্থি কিংবা অস্থি আবরণে আঘাত, অস্থি প্রদাহ, অস্থিভঙ্গ এবং বিশেষতঃ অস্থিচ্যুত (সিম্ফাইটাম)।

২। পড়িয়া কিংবা মুষ্ঠাঘাত দরুণ আঘাত প্রাপ্ত হেতু সর্ব্বাঙ্গময় বেদনা বিশেষভাবে হস্তপদে এবং সন্ধিস্থলে অধিক হয় (আর্ণিকা)।

৩। একস্থানে স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করিতে থাকে (রাসটক্স)।

৪। হস্তের মনি বন্ধ (wrist) কিংবা পায়ের গোড়ালির সন্ধিস্থলের মচকানে অধিক উপযুক্ত।

৫। সূক্ষ্ম সূঁচের কার্য্য কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখা পাঠে, ঘড়ি মেরামতে অল্প আলোতে কার্য্য হেতু, অধিক রাত্রি জাগিয়া পুস্তক পাঠে ইত্যাদি কারণবশতঃ চক্ষুর যন্ত্রণা এবং টাটানি।

৬। চক্ষু জ্বালা করে, যন্ত্রণা হয়, টান বোধ করে, অগ্নি গোলকের ন্যায় উত্তপ্ত হয়।

৭। মলমূত্র ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে (prolupse of rectum, immediately on attemptng a passage)। সামান্য শরীর

সম্মুখদিকে অবনত করিলে, পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলত্যাগের কোঁথানিতে হারিশ বহির্গত হইয়া পড়ে।

সাধারণ লক্ষণ

১। বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগা দরুণ থাইসিস (মিলিফো)।

২। আঘাত লাগা দরুণ কোষ্ঠ কাঠিন্স কিংবা মল অবরুদ্ধ (আর্ণি)।

৩। মূত্রাশয় যেন সকল সময় মূত্রে পূর্ণ এইরূপ ভার বোধ। মূত্রত্যাগান্তেও ভার বোধ উপশম হয় না। মূত্রের বেগ ধারনে অক্ষম যদি মূত্রত্যাগ তখন না করে পরে মূত্রত্যাগ করিতে কষ্ট হয়—মূত্র স্বল্প সবুজ, অসারে।

৪। হস্তের চেটোয় আঁচিল, যন্ত্রণাযুক্ত। আঁচিল চ্যাপ্টা মসৃন (নেট্রাম কার্ব্ব, নেট্রাম মিউর। হস্তের পশ্চাতে ডালকামরা)।

৫। কটিদেশের যন্ত্রণা—কটিদেশ চাপদিয়া শয়নে উপশম।

আঘাত—রুটার প্রধান কার্য্য আমরা অস্থি এবং অস্থি আবরকে দেখিতে পাই—বিশেষতঃ আঘাতে। অস্থিতে আঘাত লাগিলে কিংবা আঘাত লাগিয়া প্রদাহ হইলে রুটাকেই প্রাধান্স দেওয়া হয়, অস্থিতে ইহার প্রধান কার্য্য থাকিলেও কিন্তু যে স্থলের অস্থির চর্ম্ম অত্যন্ত পাতলা যেমন পদদ্বয়ের লম্বা অস্থি (tibia) সেইরূপ স্থলে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায়—(periosteal trouble where the flesh is thiu over the bone, over the tibia)। আঘাত লাগিয়া টাটানি ধীরে ধীরে হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গে, অনেক সময় দেখিতে পাওয়ায় যায়—সেই স্থানের (আঘাত প্রাপ্ত স্থান) অস্থি পুরু হইয়া গুল্ম সদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হয়—তাহাতেও রুটা নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। এই প্রকার অস্থিগুল্ম শীঘ্র যায় না, অনেক দিন থাকে—(A lump in the periosteum that has existed for months or year, sensative and sore and nodular, as a result of a blow stick or a hammer or from bumping the shin bone)। যাহারা কাঠ চেড়াই করে, কিংবা প্রস্তর ভাঙ্গে ক্রমাগত শক্ত জিনিষ হাতে মুঠা

করিয়া ধরিয়া কাজ করার দরুণ হস্তের চেটোর টিসু সমাবেশ হইয়া ঢিব্‌লি সদৃশ আকার প্রাপ্ত হয় সেইরূপ স্থলেও রুটাকে চিন্তা করিবে। রুটাতে দেখিতে পাওয়া যায় হস্তের মনিরবন্ধ অর্থাৎ কব্জি (wrist) এবং পদদ্বয়ের সন্ধিস্থল অধিক আক্রান্ত হয় এবং এতদস্থলের প্রদাহে কিংবা অস্থিগুল্মে রুটাকে সর্ব্বোচ্চস্থান দেওয়া হয়—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। (tendency to the formation of deposits in the periosteum, in bone, in tendons, about joints. The special location is in the wrist, bursa and nodules form in this part)। আঘাত ব্যতীতও কোন স্থানের পেশী বন্ধনী (tendons) মচকাইয়া কিংবা টান লাগিয়া প্রদাহ হইয়া উক্ত প্রকার গুল্ম প্রকাশ পাইলেও রুটাকে চিন্তা করিবে।

বাত এবং মচকান (Rheumatism and sprain)—রুটা বাতে প্রায়ই ব্যবহার হয়, ইহাতে অনেকটা রাসটক্সের লক্ষণ প্রকাশ থাকে, উভয় ঔষধেই ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, বৃষ্টি বাদলাতে, ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডাস্থানে শয়নে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। উভয় ঔষধই স্থির ভাবে শয়নে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় কটিদেশের অস্থিতে (vertebra) ভীষণ যন্ত্রণা হয়—মনে হয় যেন কেহ আঘাত করিয়াছে। পড়িয়া গিয়া আঘাত লাগিলে এবং উক্তস্থানে যন্ত্রণা হইলে, hamstrings সঙ্কুচিত হইলে এবং তদহেতু পদদ্বয় বিস্তারিত করিতে না পরিলে রুটাকেই চিন্তা করিবে। হস্তের মনিবন্ধে কিংবা পায়ের গোড়ালির বাতেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রুটার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সমগুণ ঔষধ—আর্ণিকা, রাসটক্স, কেলকেরিয়া ফস ইত্যাদিকেও স্মরণ করিবে। মচকাইয়া পেশী বন্ধনীতে গুল্ম সদৃশ স্ফীতি প্রাকাশ পাইলে আর্ণিকাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ জানবে। মচকাইয়া সেই স্থানের আংশিক পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্ব্বলতাও প্রকাশ পাইতে পারে।

রুটাতে এতদ্ব্যতীত শারীরিক দুর্ব্বলতাও প্রকাশ পায়—চেয়ার হইতে উঠিতে পদদ্বয়ে বল পায় না। রোগীর পদদ্বয় কাঁপতে থাকে এবং অনেক চেষ্টা করিয়া উঠিতে হয়। ফসফরাস এবং কোনায়মকে এই প্রকার স্থলে প্রাধান্য দেওয়া হয় কিন্তু রুটা এবং ফস্‌ফরাসে শীতল জল পানের অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে।

স্নায়ুশূল এবং কটিবাত—রুটাতে দেখিতে পাওয়া যায়—যন্ত্রণা শয়নে বৃদ্ধি হয়—যন্ত্রণা স্নায়ুশূলবৎ অত্যন্ত ভীষণ হয়। পুরাতন স্নায়ুশূল যন্ত্রণা বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের, চক্ষুর চারিপার্শ্বের, মুখমণ্ডলের অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণা ঠাণ্ডায় এবং শয়নে বৃদ্ধি হয়। কটি স্নায়ুশূল যন্ত্রণাতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায় যন্ত্রণা কটিদেশে আরম্ভ হইয়া জানু দেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। দিনের বেলায় উপশম থাকে, রাত্রিতে শয়ন করিলেই বৃদ্ধি হয়। ন্যাফালিয়াম স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং ইহার যন্ত্রণাও শয়নে বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু এবং শিরঃপীড়া—চক্ষুর পেশীর উপর রুটার কার্য্য অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়—সূক্ষ্ম সূচী কার্য্য কিংবা সূক্ষ্ম লেখা পড়িতে কিংবা কোন সূক্ষ্ম কার্য্য করিতে চক্ষুতে টান পড়িয়া যন্ত্রণা হইলে (eye strain) রুটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়—এতদ কারণবশতঃ (overstraining) চক্ষু লাল এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয় জ্বালাকরে ও শিরঃপীড়া হয়। একদিকে অধিকক্ষণ তাকাইতে পারে না, পড়াশুনা করিতে পারে না। There is no remedy oftener useful for eye-straim from close study, sewing etc, than Ruta)। ডাক্তার ন্যাস চক্ষুর এতদ রোগে রুটাকে অতি উচ্চস্থান প্রদান করেন।

রুটার সমকক্ষ আর দুইটি ঔষধকে ইহার সহিত আমাদের স্মরণ হয়। একটি হইতেছে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম এবং অপরটি হইতেছে নেট্রাম মিউর। রুটার সমুদয় লক্ষণ ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি এবং উত্তাপে উপশম হয় আর আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে উত্তাপে বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডায় উপশম হয়, ঠাণ্ডা স্থান খুঁজিয়া বেড়ায়। কাজে কাজেই ইহাদিগের নির্ব্বাচনে ভ্রম হওয়া উচিৎ নয়। আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে আর্জেণ্টামে চক্ষুর কষ্ট উপশম না হইলে নেট্রাম মিউর প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। এই সমুদয় ঔষধে রোগের উপশম না হইলে ওনসমোডিয়ামের (Onos modium) বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবে। কোন কোন গ্রন্থকার চক্ষুর টানের জন্য (for over strain) শিরঃপীড়ায় ইহাকে উচ্চস্থান দিয়াছেন। রুটার চক্ষুর রোগে ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। সূক্ষ্ম কার্য্য করিয়া প্রদাহ, জ্বালা ইত্যাদি হইলেই

ইহা উত্তম কার্য্য করিবে, ঠাণ্ডা লাগি হইলে রুটার কোন প্রকার কার্য্য পাওয়া যাইবে না। যদি একজন স্ত্রীলোকের অনেকক্ষণ যাবৎ সূক্ষ্ম সূচী কার্য্য করিয়া চক্ষুর পীড়া হয়, রুটাই সে স্থলে কার্য্য করিবে। (If a woman strains her eyes from long sewing on fine work, and the balls feel like fire, she needs Ruta)।

রুটার চক্ষুর কষ্ট সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়। চক্ষুর নানা প্রকার কষ্ট হয় চক্ষু জ্বালা করে, ব্যথা করে, দৃষ্টি অপরিষ্কার ঘোলা হয়। অল্প আলোতে কার্য্য করিয়া চক্ষুর strain বশতঃ শিরঃপীড়া, দৃষ্টির দুর্ব্বলতা, চক্ষুর তীর্য্যক দৃষ্টি ইত্যাদি হইলে রুটাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিবে।

গুহ্যনির্গমন (**Prolapsus of Rectum**) **এবং কোষ্ঠ-কাঠিন্য**—গুহ্যনির্গমনে রুটাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। মল মূত্র ত্যাগের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই (immediately on attempting a passage). শরীর সম্মুখভাগে সামান্য অবনত করিলে ভারী জিনিষ উত্তোলনে, মলত্যাগের পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল চেষ্টায় হারিশ (rectum) বহির্গত হইয়া পড়ে (ইগ্নেসিয়া)। কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত গুহ্যনির্গমন রুটার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের চেষ্টা হয়, অথচ মল নির্গত না হইয়া হারিশ নির্গমন হয়।

পডফাইলাম—গুহ্যনির্গমনের পডফাইলামও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু পডফাইলামে উদরাময় বর্ত্তমান থাকা উচিৎ। উদরাময়সহ গুহ্যনির্গমনে পডফাইলামকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

মিউরেটিক এসিড—মূত্রত্যাগকালীন হারিশ বহির্গত হইয় পড়ে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব—হারিশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, এমন কি সামান্য কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না এবং যন্ত্রণাযুক্ত।

ইগ্নেসিয়া—মলত্যাগকালীন সামান্য কোঁথানিতে, শরীর সম্মুখদিকে অবনত করিলে, অথবা কোন ভারি জিনিষ উত্তোলনে হারিশ বহির্গত হয় কিন্তু মল তরল হইলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

—

প্রয়োগ বিধি -

ডাইলিউসন—আমরা ৩০, ২০০ এই প্রকার শক্তিই ব্যবহার করিয়া থাকি এবং এই প্রকার শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—শয়নে, ঠাণ্ডায়, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে।

অনুপূরক—ক্যালকেরিয়া ফস।

সমগুণঔষধসমূহ—আর্ণিকা, আর্জেণ্টাম নাই, কোনায়াম, ইউফ্রেসিয়া, ফাইটোলেক্কা, রাসটক্স, সিম্ফাইটাম। আর্ণিকার পর সন্ধিস্থলের আঘাত, সিম্ফাইটামের পর অস্থির আঘাতে রুটা শীঘ্র উপশম করে।

বোরাক্স (Borax)

ইহার সম্পূর্ণ নাম বোরাক্স ভেনেটা। বাঙ্গলা নাম সোহাগা।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। নিম্নাভিমুখীন গতিতে আতঙ্ক (dread of downward motion)। মাতৃক্রোড় হইতে কিংবা উপর হইতে নিচে কিংবা দোলায় দোলাইলে শিশু ভয়ে জড়সড় হইয়া কাঁদিয়া ওঠে এবং জড়াইয়া ধরে।

২। অত্যন্ত স্নায়বীক—অতি সহজেই সামান্ত গোলমালে, এমনকি কাগজের ছেঁড়ার শব্দে, কাশি, হাঁসি ইত্যাদিতে চমকাইয়া উঠে।

৩। মুখগহ্বরে, জিহ্বায়, গণ্ডদেশের অভ্যন্তর প্রদেশে ঘা হয়, খাদ্যদ্রব্যের স্পর্শে সহজেই রক্ত নিঃসৃত হয়। শিশু মুখের ঘা হেতু স্তন মুখে দিতে চায় না। মুখ গহ্বর উষ্ণ, শুষ্ক এবং পিপাসাযুক্ত (আর্স)।

৪। শিশু পুনঃ পুনঃ মূত্র ত্যাগ করে মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে (লাইকো, সার্স1, স্যানিকিউলা)।

৫। শ্বেতপ্রদর—সাদা প্রচুর এলবিউমেন অথবা সিদ্ধ করা ময়দা সদৃশ, স্পর্শে উষ্ণ বোধহয়—যেন উষ্ণ জল বহিয়া আসিতেছে।

সাধারণ লক্ষণ

১। অক্ষি পুটের লোম শুষ্ক চটচটে স্রাবে প্রাতে জুড়িয়া যায়। লোমগুলি ভিতর দিকে বৃদ্ধি হয় এবং চক্ষুর প্রদাহ উৎপন্ন করে।

২। নাসারন্ধ্র প্রদাহযুক্ত মামড়ি পূর্ণ, নাসিকাগ্র চক্‌চকে লালবর্ণ। যুবতী বালিকাদিগের লাল নাসিকা (Red nose of young women)।

৩। সামান্য ক্ষত হইলেই পুঁজের সঞ্চার হয় (হেপার, মার্কসল, সাইলি)।

মুখের ঘা এবং বোরাক্স—শিশুদিগের মুখের ঘায়ে ইহার ব্যবহার দেখিয়া থাকিবে, সোহাগার খই করিয়া এবং তাহা চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিকেও ইহা চূর্ণ করিয়া ঔষধে পরিণত করা হইয়াছে। বোরাক্স শিশুদিগের মুখের ঘায়ের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—শিশুর মুখের ভিতরে, জিহ্বায়, গণ্ডদেশের প্রাচীরে অর্থাৎ মুখগহ্বরের সমুদায় স্থান লালবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘায়ে ভরিয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য কিংবা কোন জিনিষের স্পর্শ লাগিলেই রক্ত নির্গত হয়, এতদহেতু শিশু মাতার স্তন পান করিতে পারে না। শিশুর মুখ গহ্বর উষ্ণ থাকে, স্তন মুখে দিলেই জননী ইহা বেশ অনুভব করিতে পারেন। মুখের ক্ষত ক্রমশঃ গলদেশ এবং এমনকি পাকস্থলী পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, এতদহেতু অনেক সময় দুগ্ধ পান করার পর মুহূর্ত্তেই শিশু বমন করিয়া ফেলে। একটি কথা এই স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে—শিশুদিগের মুখের ঘায়ে কথায় কথায় সোহাগার প্রলেপ যেন দেওয়া না হয়—অধিক বাহ্যিক প্রয়োগে শিশুর উদরাময় উৎপন্ন করে এবং শিশু ফ্যাকাসে ও নিস্তেজ হইয়া আইসে বোরাক্সে মুখের ঘায়ের সহিত নিম্নাভিমুখীন গতিতে শিশুর মনে ভীতি সঞ্চার হয় কি না এবং শ্লেষ্মাযুক্ত সবুজ উদরাময় বর্ত্তমান আছে কি না অনুসন্ধান করিবে এই দুইটি লক্ষণ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। মুখের ঘায়ের দরুণ শিশুর পাকস্থলীর উপসর্গও উপস্থিত হয়। সর্ব্বদা বমন করিতে থাকে। বোরাক্সের ধাতুগত লক্ষণ (নিম্নাভিমুখীন গতিতে রোগের বৃদ্ধি) বিশেষ পরিজ্ঞাপক ইহার উপরই ঔষধের নির্ব্বাচন অত্যন্ত অধিকরূপ নির্ভর করে। কেবল মুখের ঘা শুনিলে আমরা অন্য ঔষধও চিন্তা করিতে পারি—কিন্তু মুখের ঘায়ের সহিত নিম্নাভিমুখীন গতিতে রোগের বৃদ্ধি (dread of downward motion) থাকিলে বোরাক্সকেই তাহার একমাত্র ঔষধ জানিবে।

বোরাক্সের কার্য্য স্নায়ুমণ্ডলের উপরই অধিক প্রকাশিত হয়—রোগী অত্যন্ত অধিকরূপ স্নায়বীক সামান্ত গোলমালেই কিংবা শব্দতেই এমন কি, কাশি হাঁচি, কাগজ ছেঁড়া ইত্যাদিতেই চমকাইয়া জাগিয়া উঠে, (sensative ness to everything are prominent in Borax)। গোলমালের শব্দে চমকাইয়া ওঠা যদিও বেলেডোনা, এপিস, এবং সিনার লক্ষণ বটে কিন্তু বোরাক্সই ইহার একটি প্রধান ঔষধ। ইহা ব্যতীত একটি অদ্ভুত লক্ষণ বোরাক্সে প্রকাশ পায় তাহা হইতেছে নিম্নাভিমুখীন গতিতে পড়িয়া যাইবার ভয় (fear of falling, from downward motion—Gels, Sanicula)। ইহা বোরাক্সের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। শিশু হয়ত মাতার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে ক্রোড় হইতে শয্যায় রাখিতে গেলেই কিংবা শিশুকে উপর হইতে নিচে লইয়া আসিবার কালীন শিশু ভীত হইয়া কাঁদিয়া ওঠে এবং মাতাকে ভয়ে জড়সড় হইয়া জড়াইয়া ধরে যেন পড়িয়া যাইবে। (The child will scream and cling to the nurse as long as the downward motion continues) এই লক্ষণটি এত অধিক পরিজ্ঞাপক যে বোরাক্সের প্রায় সমুদায় উপসর্গতেই বর্ত্তমান থাকে।

নাড়াচাড়াই শিশুর জাগিয়া উঠিবার কারণ বলিয়াই অনেকে মনে করিতে পারেন কিন্তু এইস্থলে ইহা মনে করা ভ্রম। শিশু নাড়াচাড়াতে জাগিয়া উঠিতে পারে বটে, কিন্তু ভীত এস্ত হইবার কি কারণ হইতে পারে? মস্তিষ্কের রক্তহীনতাই (cerebral anaemia) হইতেছে ইহার প্রধান কারন এবং তদহেতু নিম্নাভিমুখীন গতিতে পড়িয়া যাইব আতঙ্ক শিশুতে উৎপন্ন হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও এই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে—কিন্তু সুস্থ স্বাস্থ্যে প্রকাশ পায় না। সাধারণতঃ কোনপ্রকার রোগ জনিত দুর্ব্বল অবস্থার পর ইহা উপস্থিত হয় এবং তদহেতু উচ্চস্থান হইতে অবতরণ করিতে হইলে পড়িয়া যাইব পড়িয়া যাইব এই প্রকার আতঙ্ক এবং মনে অত্যন্ত চঞ্চলতা উপস্থিত হয়।

শিশুর উক্তপ্রকার মুখ ক্ষতের সহিত চেহারাও খারাপ হইয়া আইসে—শরীর রক্তহীন ফ্যাকাসে কিংবা মৃত্তিকাবৎ হয় এবং পেশীসমূহ কোমল থলথলে (flabby) শিথিল ভাব প্রাপ্ত হয়।

মার্কিউরিয়াস—ইহাও মুখক্ষতে প্রয়োগ হয়। ইহার মুখক্ষতের সহিত লালাস্রাব বর্ত্তমান থাকে।

ব্রাইওনিয়া—ইহাতেও শিশু মুখ গহ্বরের অত্যন্ত শুষ্কতা হেতু স্তন মুখে দেয় না—কিন্তু মুখ ভিজিয়া উঠিলে স্তন পান করে।

মূত্রকৃচ্ছ্রতা (Dysuria)—বোরাক্সে আর একটি লক্ষণ প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে মূত্রত্যাগের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে শিশু কাঁদিয়া ওঠে (child cries before urinating)। প্রস্রাব উষ্ণ এবং তীব্র গন্ধযুক্ত, তদহেতু শিশু মূত্র পথে যন্ত্রণা বোধ করে। এইপ্রকার মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে কাঁদিয়া ওঠা লাইকোপোডিয়াম এবং সার্সাপ্যারিলাতেও রহিয়াছে কিন্তু ইহারা উভয়ই পাথরি রোগে অধিক ব্যবহার হয়। লাইকোপোডিয়ামে মূত্রের সহিত লাল বালুকাকণা আর সার্সাপ্যারিলাতে সাদা বালুকাকণা তলানি পড়ে।

উদরাময়—বোরাক্স কেবল উদরাময়ে অধিক নির্ব্বাচিত হয় না। স্নায়বীক ধাতুগত লক্ষণ অথবা মুখের ঘায়ের সহিত উদরাময়ে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। মল সবুজ হড়হড়ে শ্লেষ্মাযুক্ত এবং পুনঃ পুনঃ হয়। এতদ্ব্যতীত কখন কখন পীত বর্ণ কাদা কাদা শ্লেষ্মাযুক্ত মলও হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে প্রায়ই পেটে শূল যন্ত্রণা হয় এবং শিশু কাঁদিতে থাকে, অনেক সময় থাকেও না। বোরাক্সের মল যে প্রকারেরই হউক শ্লেষ্মা থাকা চাই।

অক্ষিপুট—অক্ষিপুটে ইহার যথেষ্ট কার্য্য আছে। অক্ষিপুটের লোমগুলি (eyelashes) শুষ্ক চটচটে রসে প্রাতে জড়াইয়া যায় এবং চক্ষুর ভিতর দিকে প্রবেশ করে ও তদহেতু চক্ষুতে বিশেষভাবে বাহির দিকের কোনে (outer canthus) প্রদাহ উৎপন্ন হয়। চক্ষুর এইপ্রকার লক্ষণে অনেক সময় গ্র্যাফাইটিসও নির্ব্বাচিত হয়। চক্ষুর ভিতরে বিশেষ কাজ দেখা যায় না বিশেষ ভাবে চক্ষুর পাতার ধারে ধারে প্রদাহ হয়। (soreness especially marked along the borders of the lids.

নাসিকা—নাসিকাতেও বোরাক্সের কার্য্য বিস্তারিত হয়। নাসারন্ধ্রে ঘা হয়। ধারগুলি চির খাইয়া যায় এবং মামড়ি পড়ে ইহা ব্যতীত নাসিকায় অত্যন্ত টাটানি যন্ত্রণা হয় এবং নাসিকারন্ধ্র প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া ওঠে।

শ্বেতপ্রদর—শ্বেত প্রদরের বোরাক্স একটি উপযুক্ত ঔষধ। স্রাব প্রচুর তরল এবং উষ্ণ, দেখিতে পরিষ্কার এলবিউমেন অথবা সিদ্ধ করা ময়দা সদৃশ। যে স্থানে স্পর্শ লাগে, গরম বোধ হয় যেন গরম জল গড়াইয়া যাইতেছে।

চর্ম্মরোগ—চর্ম্মরোগেও বোরাক্সের যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায়। কোন স্থান সামান্য কাটিয়া গেলে কিংবা ছড়িয়া গেলে শীঘ্রই তাহাতে পুঁজ সঞ্চার হয় (হেপার, গ্র্যাফাইটিস্) সর্ব্বত্রই চুলকানি হয় বিশেষভাবে অঙ্গুলির পশ্চাদ্দিকে অধিক হয়। (নেট্রাম কার্ব্ব)। অঙ্গুলির সংযোগ স্থলের চর্ম্মরোগে সিপিয়াই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ (The best remedy we have for these small ulcers about the joints is Sepia).

বিসর্প (**Erysepelas**)—মুখমণ্ডলে বিশেষতঃ গণ্ডদেশের বিসর্প রোগের বোরাক্স একটি উত্তম ঔষধ কিন্তু এই ঔষধের বিসর্পের বিশেষত্ব যে মুখমণ্ডলে যেন মাকড়সার জাল লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ বোধ হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—জরায়ুর উপরও বোরাক্সের কার্য্য দেখা যায়। ডাক্তার পেরেরিয়া বলেন—রজঃকৃচ্ছ্র লাঘব করিতে, সহজে সন্তান প্রসব করাইতে এবং রজঃস্রাব আনয়ন করিতে বোরাক্সের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে কিন্তু ডাক্তার হিউজ বলেন—ইদানীং উক্ত প্রকার অবস্থায় বোরাক্সের আর ব্যবহার দেখা যায় না, এক প্রকার সম্পূর্ণ স্থগিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার স্রেটার বোরাক্স প্রয়োগে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরও শীঘ্র অন্তঃসত্ত্বাবস্থা উৎপন্ন হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ৫ জন স্ত্রীলোকে বোরাক্সের উক্ত প্রকার কার্য্য আমি দেখিয়াছি, তন্মধ্যে একজনের ক্ষয়কারক প্রদর স্রাব (acrid leucorrhœa) হেতু ১৪ বৎসর যাবৎ বন্ধ্যা ছিল, বোরাক্স সেবনে অন্তঃসত্ত্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং প্রদরও অনেকটা হ্রাস হয়। ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তার মিডলটন সাহেব তিনিও তাহার অভিজ্ঞতা হইতে এই প্রকার সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি প্রাতে এবং সন্ধ্যায় এক গ্রেণ করিয়া বোরাক্স সেবন করাইতেন।

(Dr. Schreter speaks of ready conception having been observed in five women under its use and mention one case

where a woman who had been sterile fourteen years on account of an acrid leucorrhœa, after other remedies at last took Borax whereupon she became pregnant and the leucorrhœa improved. Dr. Middleton of Philadelphia reports a similar experience in several cases of Dysmenorrhœa radically cured by it.)

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬×, ৬, ৩০, অধিক প্রয়োগ হয়। কেহ কেহ ২০০ শক্তিও ব্যবহার করে।

রোগের বৃদ্ধি—নিম্নাভিমুখীন গতিতে (downward motion), হঠাৎ সামান্য শব্দে, গোলমালে এবং মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে।

রোগের উপশম—চাপে, যন্ত্রণাস্থান হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিলে।

এনাকার্ডিয়াম (Anacardium)

• ইহার সম্পূর্ণ নাম এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েণ্টালিস (Anacardium Orientalis)। ইহা ভেলা নামক ক্ষুদ্র গুল্মবিশেষ। ভেলার বীজ চূর্ণ করিয়া মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। হঠাৎ স্মরণশক্তি হ্রাস হয়। সকল বিষয়েই যেন স্বপ্নবৎ মনে হয়। স্মরণশক্তিহীনতাবশতঃ রোগী কোন কার্য্য সুচারুরূপে করিতে পারে না।

২। শিরঃপীড়া—আহারে সম্পূর্ণ উপশম হয় (সোরি)।

৩। পাকাশয়শূল অথবা যন্ত্রণা—খালি পেটে বৃদ্ধি, আহারে উপশম হয়।

৪। কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগের অত্যন্ত ইচ্ছা কিন্তু মলত্যাগের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছা হ্রাস হয়। মনে হয় যেন মলদ্বার কার্য্যশূন্য হইয়া গিয়াছে।

৫। মনে করে দুইটি ইচ্ছা তাহার উপর চাপিয়া বসিয়াছে এবং পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে (feels as though he had two wills, one commanding him to do what the other forbids).

৬। আহারে রোগের লক্ষণসমূহের উপশম হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। পথে চলিবার সময় মনে করে কেহ তাহাকে অনুসরণ করিতেছে।

২। অত্যন্ত সন্দেহচিত্ত, কাহাকেও, এমন কি নিজেকেও বিশ্বাস করে না।

৩। অদ্ভুত মানসিক লক্ষণ—গুরুতর বিষয়ে হাসিতে থাকে আবার হাসিবার বিষয়ে গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে।

মানসিক লক্ষণ—ইহার মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত অদ্ভুত। মন অতিশয় দুর্ব্বল, স্মরণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, কোন বিষয়ে মনে রাখিতে পারে না। পথে যাইতে যাইতে পথ ভুলিয়া যায়, সকল সময় মনে দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে যেন দুইটি ইচ্ছা মস্তিষ্কে চাপিয়া আছে। একটি বলিতে থাকে এই দিকে চল কিংবা এই কার্য্য কর, আর একটি ইহার বিরুদ্ধে কাজ করিতে চায়। রোগী কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারে না, কোন মীমাংসায় আসিতে পারে না। নিজের এবং অপরের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে, অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্ত হয় (হাইওসিয়ামাস)। পথে ভ্রমণকালীন মনে করে কেহ যেন তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছে। স্মরণশক্তির হ্রাসের সহিত ইন্দ্রিয়সমূহেরও দুর্ব্বলতা লক্ষণ প্রকাশ পায়। গুরুতর বিষয়ে হাসিতে থাকে আবার হাসিবার বিষয়ে গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে, ভ্রমে অবাস্তব বস্তু দর্শন করে, ভূত পিশাচ দেখে। রোগী স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতাহেতু কোন কাজ করিতে পারে না, মন সকল সময় গোলমাল হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মন কুপ্রবৃত্তি, হিংসা, বিদ্বেষ, অসৎভাবের দিকে ধাবিত হয়। এনাকার্ডিয়াম সচরাচর স্নায়ুপ্রধান রোগীতে, যেমন—Nervous dyspepsia আহারে উপশম, স্মরণশক্তি দুর্ব্বল, এই প্রকার লোকদিগেতে অধিক কার্য্য করে।

শিরঃপীড়া—রাত্রিতে শয্যায় শয়নকালীন এবং নিদ্রায় নিমগ্ন হইবার সময়, সঞ্চালনে এবং কাজকর্ম্মে বৃদ্ধি হয়, আহারে সম্পূর্ণ উপশম হয়।

পাকাশয় শূলযন্ত্রণা—পেট খালি হইলেই পাকস্থলীতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, অপর কিছু আহার করিলেই উপশম হয়। পাকস্থলীর যন্ত্রণা আহারে উপশম এনাকার্ডিয়ামের একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। নাক্সভমিকায় আহারের ২।৩ ঘণ্টা পর যন্ত্রণা আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ পরিপাক ক্রিয়া শেষ না হয় ততক্ষণই যন্ত্রণা হইতে থাকে তৎপর যন্ত্রণা উপশম হয় কিন্তু এনাকার্ডিয়ামে ইহার বিপরীত ভুক্তদ্রব্য পরিপাক শেষ হইবার

সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা আরম্ভ হইতে থাকে অর্থাৎ আহার করিবামাত্র যন্ত্রণা উপশম হয়। এনাকার্ডিয়ামে সচরাচর ইহাই দেখা যায়—রোগের লক্ষণসমূহ আহারে হ্রাস হয় (symptoms disappears while eating—Kali P. Psori).

কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগের খুব ইচ্ছা হয় কিন্তু মলত্যাগের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছা চলিয়া যায় এবং মলত্যাগ হয় না।

কুষ্ঠ রোগ—কুষ্ঠ রোগেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কুষ্ঠ ব্যাধিতে ইহা ব্যবহার করিয়া দুইটি রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন। আমি ইহা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক ব্যবহারে দুইটি শ্বেতকুষ্ঠ রোগীতে বেশ উপকার পাইয়াছি। আর্সেনিকাম সালফিউরেটাম ফ্লেভাম (Arsenicum Sulfuratum Flavum) এই ঔষধটিও শ্বেতকুষ্ঠে (Leucoderma) ব্যবহার হইতে দেখা যায়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—আমি ২০০ শক্তি সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। অনেকে নিম্নক্রমের অধিক পক্ষপাতী।

এনাকার্ডিয়াম—লাইকোপোডিয়াম এবং পালসেটিলার পর উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—উষ্ণ জলের স্পর্শে।

রোগের উপশম—আহারে।

রোগীর বিবরণ

ডাক্তার ন্যাস লিখিত একটি রোগীর বিবরণ তুলিয়া দিলাম :—

১৮৯৯ সালে আমি একটি রোগী দেখিতে যাই, রোগী একজন স্ত্রীলোক, বয়স প্রায় ৬২ বৎসর হইবে, তিনটি সন্তানের মাতা। স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখমণ্ডলের চেহারা রোগযুক্ত এবং ঈষৎ পীতাভ। প্রায়

২ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার তাহার কৃষ্ণবর্ণ কফি গুড়ার মত বমন চিকিৎসা করিয়াছিলাম। আর্সেনিক এলবাম ৪০ এম ডাইলিউসনে তাহা আরোগ্য হইয়াছিল কিন্তু বমন আরোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ অল্প বর্ত্তমান ছিল। এবার যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, যন্ত্রণা পেট খালি অবস্থায় অধিক হইত আবার আহার করিলেই উপশম হইত। আর্সেনিকে একবার উপকার হইয়াছিল বলিয়া মনে করিয়া পুনরায় আর্সেনিক প্রয়োগ করিলাম কিন্তু কিছুই উপকার হইল না। জানিতে পারিলাম যে, রাত্রিতে যন্ত্রণা উপশমের জন্য নিদ্রা হইতে উঠিয়া ২ বার আহার করিত। যাহা বমন হইত তাহা দেখিতে কাল কফি গুঁড়ার মত। স্ত্রীলোকটির কন্যার স্তনের ক্যানসার রোগে অস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়াছিল, এই কারণবশতঃ পাকস্থলীতে ক্যানসার হইয়াছে মনে করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিল। আহারে যন্ত্রণার উপশম এই লক্ষণটি ধরিয়া এনাকার্ডিয়াম প্রয়োগ করায় রোগী শীঘ্র আরোগ্য হইয়া উঠে এবং তদবধি আর যন্ত্রণা দেখা দেয় নাই।

২। জনৈক ওভারসিয়ারের কন্যার শরীরের স্থানে স্থানে শ্বেতকুষ্ঠ প্রকাশ পায়, সর্ব্বদা শরীরে কাপড় থাকায় জানিতে পারা যাইত না। আমার চিকিৎসার উপর তাহার অতিশয় বিশ্বাস ছিল। কন্যার এই রোগের বিষয় আমাকে বলেন এবং ঔষধ চাহেন। আমি বলিলাম—"ইহা বোধ হয় আরোগ্য হইবে না, বৃথা চেষ্টা করা।" তিনি ঔষধের জন্য পুনঃ পুনঃ আমাকে অনুরোধ করেন, আমি তাহাকে অনিশ্চিতের সহিত এনাকার্ডিয়াম মূল অরিষ্ট অর্দ্ধ ড্রাম এক আউন্স অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা প্রত্যহ দুইবার ১৫ মিনিট করিয়া প্রলেপ করিতে দিলাম এবং উক্ত ঔষধের ২০০ শক্তি ১০ দিন পর পর একবার করিয়া সেবন করিতে দিলাম। তিনি প্রায় ৩ মাস পর আসিয়া বলিলেন—অনেক উপকার হইয়াছে দাগগুলি প্রায় মিলাইয়া গিয়াছে। তাহার পর তিনি এই স্থান হইতে বদলি হইয়া যাওয়ার আর কোন সংবাদ পাই নাই। ইহা ব্যতীত আর একটি বালিকার চক্ষুর নিম্নে ক্ষুদ্র একটি সিকির ন্যায় শ্বেতকুষ্ঠ হয় তাহা উক্তরূপ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

গ্লোনয়ন (Glonoin G L = Glycerine, O = Oxygen, N = Nitrogen)

এলোপ্যাথিকে এই ঔষধটি নাইট্রো গ্লিসিরিন (Nitro-glycerine) নামে পরিচিত এবং স্ফোটনশীল (explosive) উপাদানের জন্য বিখ্যাত। ডিনামাইট ইত্যাদি প্রস্তুতে ইহা প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা গ্লিসিরিন নাইট্রিক এসিড এবং সালফিউরিক এসিড এই তিনটি বস্তুর মিশ্রনে প্রস্তুত। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার হেরিং নিজের এবং অপরের শরীরে এই ঔষধটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তৎপর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ডাজিয়ন (Dr. Dudgeon) আরও লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া সন্নিবিষ্ট করেন।

সর্বপ্রধান লক্ষণ

১। মস্তকে রক্তাধিক্যবশতঃ ভীষণ দপদপানি যন্ত্রণা, সমুদয় রক্ত যেন মস্তকে উঠিয়া যায়। কপালের ধমনীসমূহ দপদপ করিতে থাকে এবং দপদপানি যন্ত্রণা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয়। রোগীর মস্তক নাড়াইতে পারে না। এত অধিক যন্ত্রণা হয়, মনে হয় ধমনী সমূহ ফাটিয়া রক্ত ছুটিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবে।

৩। মুখমণ্ডল অগ্নিবৎ উজ্জ্বল লালবর্ণ হয়।

৩। অগ্নির উত্তাপের নিকট কিংবা আলোর নিম্নে কাজকরা বশতঃ শিরঃপীড়া হয়, শিরঃপীড়া সূর্য্যোদয়ের সহিত বৃদ্ধি এবং সূর্য্যাস্তের সহিত হ্রাস হয়, উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না।

৪। মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া মনে হয়, যেন মস্তিষ্কের খুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। অত্যধিক সূর্য্যের উত্তাপে অথবা রক্তাধিক্যবশতঃ সর্দ্দিগর্ম্মি।

৫। ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ কিংবা বিলম্বে, মস্তক রক্তাধিক্য হইয়া ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে শিরঃপীড়া হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। কপালের পার্শ্বস্থ ধমনীর দপদপানি যন্ত্রণার সহিত ভীষণ হৃৎস্পন্দন হয়। হৃৎপিণ্ডের কার্য্যে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্টবোধ করে। রক্ত হৃৎপিণ্ডে অতি দ্রুত ধাবিত হয়।

২। দন্তোদ্গমকালীন মস্তকের রক্তাধিক্যবশতঃ শিশুর তরকা অথবা মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহ হয়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—ঔষধটির কার্য্য এত তীক্ষ্ণ এবং দ্রুত যে এই প্রকার দ্বিতীয় আর একটি দ্রুত কার্য্যকারী ঔষধ কিছু আছে কি না সন্দেহজনক। মূল আরকের সামান্য এক বিন্দু জিহ্বায় স্পর্শ করাইলে মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার কার্য্য প্রকাশ পাইতে থাকে। নাড়ীর স্পন্দন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, সমস্ত শরীরময় এক প্রকার দপদপানি অনুভূতি হইতে থাকে কিন্তু মস্তকেই ইহা অত্যন্ত অধিক প্রবল। দপদপানি এত বৃদ্ধি হইতে থাকে যে মনে হয় সমস্ত মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে মস্তক ঘূর্ণন, বমনেচ্ছা, গ্রীবার সঙ্কোচন এবং মূর্চ্ছার উপক্রম আসিয়া উপস্থিত হয়।

ইহার কার্য্য কি প্রকার ভীষণ ও দ্রুত তাহা ডাক্তার ডাজিয়নের (Dr. Dudgeon) লিখিত একটি রোগীর বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি—"একটি সুস্থ ব্যক্তি রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সুগার মিল্কে এক ফোঁটা গ্লোনয়ন ১x সেবন করেন সেবনের অর্দ্ধ মিনিট পরই কপালের এক পার্শ্বের শিরায় যন্ত্রণা অনুভব হইতে লাগিল কিছুক্ষণ পর উভয় শিরাতেই অত্যন্ত অধিকরূপ দপ-দপানি আরম্ভ হইল, ইহার কয়েক সেকেণ্ড পর দেখা গেল নাড়ীর গতিও ৬০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অত্যন্ত জোরে এবং দ্রুতভাবে চলিতেছে। এইরূপ অবস্থায় দুই এক মিনিট পর সামুদ্রিক বমির ভাব এবং অল্প অল্প মস্তক ঘূর্ণন দেখা দিল কিন্তু কপালের দপদপানি যন্ত্রণা

১০।১৫ মিনিট পর্য্যন্ত অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল। এইরূপে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর লোকটি অনেকটা সুস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হইল। মস্তক ঘূর্ণন এবং বিবমিষাও অনেকটা কমিয়া আসিল কিন্তু ঔষধ সেবনের প্রায় ৪৫ মিনিট পর লোকটি দ্রুতভাবে উপর তলায় উঠার দরুণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত লক্ষণগুলি অত্যন্ত ভীষণরূপে পুনরায় আসিয়া দেখা দিল। আবার কয়েক মিনিট পর যদিও সমস্তই উপশম হইল বটে, কিন্তু সামান্য বমনভাব এবং কপালের বেদনা রহিয়াই গেল।" রাত্রি ১০॥০ ঘটিকার সময় কিঞ্চিৎ আহারের পর বমির ভাবও কাটিয়া গেল কিন্তু কপালের যন্ত্রণা সেই প্রকার অবস্থাতেই রহিয়া গেল এবং দেখা গেল যন্ত্রণা অতি সামান্য পরিশ্রমেই বৃদ্ধি হইতেছিল। রাত্রি যখন ১২ টা তখন লোকটি নিদ্রা যায় এবং নিদ্রা ভালই হয়। প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গের পরও কপালে যন্ত্রণা সম্পূর্ণ উপশম হয় নাই দেখা গেল এবং এই ভাবে তৎপরদিন ৮ টা পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিল না। উপরের লিখিত রোগীটির বর্ণনা হইতে আমরা ইহাই দেখিতে পাইতেছি যে গ্লোনয়ন শিরঃপীড়ার একটি মহৌষধ কারণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লোকটির কপালের দপদপানি সুনিদ্রা হওয়া সত্ত্বেও উপশম হয় নাই। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে যে ইহার কার্য্য অত্যন্ত দ্রুত এবং ভীষণ—(It acts very quickly and very violently)। গ্লোনয়নের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণই হইতেছে মস্তকের যন্ত্রণা এবং রক্তের সঞ্চালনের ব্যতিক্রম অত্যন্ত আচম্বিৎ এবং ভীষণ (A tendency to sudden and violent irregularities of the circulation)। গ্লোনয়নের এইরূপ ক্ষমতা আছে বলিয়াই ডাক্তার হ্যাস যাহারা হোমিও-প্যাথিক ঔষধের প্রতি বিদ্রূপ করিতেন তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কার্য্যকারিতা দেখাইবার নিমিত্ত সদাসর্ব্বদা এক শিশি গ্লোনয়ন ১× পকেটে লইয়া বেড়াইতেন। একবার একটি অল্প বয়স্ক রমণী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বিদ্রূপ করিতেছিলেন। তাঁহার জিহ্বায় এক ফোঁটা গ্লোনয়ন দেওয়া সত্ত্বেও কিছুই হয় নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিলেন কিন্তু তিনি যেমনি দাঁড়াইয়াছেন অমনি মূর্চ্ছা হইয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন যদ্যপি তাহাকে ডাক্তার হ্যাস সাহেব না ধরিতেন, তাহা হইলে পড়িয়াই যাইতেন। তদবধি আর কেহই তাঁহাকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কার্য্যকারিতার ক্ষমতার বিষয়

আর কিছুই বলেন নাই—(I used in my early practice, to carry a small vial of the dilution in my pocket case on purpose for those who were inclined to sneer at the young doctor and his sweet medicine and many a disbeliever have I convinced in about five or ten minutes, that there might be power in small sweet medicines by dropping in the tongue a drop of this preparation, for it seldom failed to produce its characteristic throbbing headache within that time. One lady, not willing to acknowledge that it affected her, rose to leave the room and fainted and would have fallen in the floor if I had not caught her. No one ever asked after that experiment for any more proof of the power of Homœopathic medicine. Dr. Nash.)

শিরঃপীড়া এবং সর্দ্দিগর্ম্মি—রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়ার অসামঞ্জস্যতা সর্ব্বপ্রথমেই মস্তকের দপদপানি যন্ত্রণাতেই প্রকাশ পায় এবং ইহাই হইতেছে এই ঔষধের সর্ব্বপ্রধান বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। যন্ত্রণা সমুদায় মস্তক ব্যপীয়াই কিংবা কেবল কপালে কিংবা তালুতে কিংবা মস্তকের পশ্চাদ্দেশে কিংবা মস্তকের যে কোন অংশেতেও হইতে পারে। কিন্তু যন্ত্রণা অত্যন্ত দপদপানি স্বভাবের ইহা স্মরণ রাখিবে। দপদপানি কেবল যে অনুভূতি মাত্র হয় তাহা নয় ইহার স্পন্দন (throbbing) বাহিরে প্রকাশও পায়। এই ঔষধটির রক্তাধিক্য গুণ (conjestive action) এত ভীষণ যে মনে হয় মস্তকের ধমনী বিদীর্ণ হইয়া রক্ত ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবে এবং মনে হয় শরীরের সমুদয় রক্ত যেন তড়িৎ বেগে মস্তকে উঠিয়া গিয়াছে এবং এই দপদপানি হৃদপিণ্ডের গতির সহিত সমকালীন থাকে। গ্রিবাদেশীয় ধমনী সমুদায় রক্তের চাপে দড়ির ন্যায় মোটা এবং শক্ত হইয়া উঠে এইরূপ অবস্থায় ধমণীর প্রাচীর যথেষ্ট শক্ত না থাকিলে সংন্যাস (appoplexy) হইবার আশঙ্কা হয়। ভীষণরূপ দপদপ করে। অঙ্গুলির চাপে সহজে নোয়ান যায় না (unyielding to pressure)। সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ প্রাপ্ত হয়। মস্তকের দপদপানির সহিত অত্যন্ত যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে—এবং এইরূপ দপদপানি

শিরঃপীড়া, ঘাড় (neck) হইতেই উত্থিত হয় বলিয়া মনে হয়। শিরঃপীড়া মধ্যাহ্ন সময় অধিক হয়—অর্থাৎ সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইত থাকে এবং সূর্য্য অস্তের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হইয়া আসে। হঠাৎ মস্তকে এইরূপ ভীষণ রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিতে ইহার সমকক্ষ দ্বিতীয় আর কোন ঔষধ নাই। এই হেতুই গ্লোনয়ন sun stroke এর (সর্দ্দি গর্ম্মির) একটি বৃহৎ ঔষধ বলিয়া পরিচিত। শীতল খোলা বাতাসে, শীতল জলের প্রলেপে, অধিকক্ষণ সুস্থ নিদ্রায়, খুব জোরে চাপে, মস্তকের যন্ত্রণা উপশম হয়। উত্তাপে, শয়নে বিশেষতঃ মস্তক নিচু করিয়া শয়নে, নাড়াচাড়ায়, ঝাঁকুনিতে সম্মুখ কিংবা পশ্চাতে অবনত করিলে, টুপি পড়িলে, মস্তকে কাপড় জড়াইলে, উত্তেজক দ্রব্য পানে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। হস্ত পদ অর্থাৎ শরীরের প্রান্তদেশ সমূহ শীতল, রক্তশূন্য এবং ঘর্ম্মাক্ত। মস্তক উত্তপ্ত, মুখমণ্ডল রক্তিমাভ এবং উজ্জ্বল লালবর্ণ। চক্ষুতারকা প্রসারিত, রক্তাধিক্য—এইরূপ অবস্থা বৃদ্ধি পাইতে লাগিলে ক্রমশঃ জিহ্বা শুষ্ক এবং লালবর্ণ হইয়া আইসে, মুখ বিবর অত্যন্ত শুষ্ক হয় অথচ পিপাসা থাকে না। গ্লোনয়ন রোগী আগুণ, আলো ইত্যাদির এবং বিশেষতঃ সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না,—ছাতা না হইলে রৌদ্রে বাহির হইতে পারে না—sun stroke রোগ শীত প্রধান দেশে অধিক হয়না—ইহা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অধিক হইয়া থাকে। কলিকাতার সহরে গ্রীষ্মকালে এই প্রকার দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু খুবই হয় এবং পথে পথে ঘোড়া মরিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়—এই হেতু অশ্বজানারোহী ভদ্রলোকগণ আকস্মিক ঘটনায় আশঙ্কায় পকেটে অনেক সময় গ্লোনয়ন রাখিয়া থাকেন। অত্যধিক উত্তাপবশতঃ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের চরম পরিণামই হইতেছে sun stroke. (The cerebral hyperaemia of excessive heat is, in its full development, sun stroke) সূর্য্যের উত্তাপের দরুণ,—ঢালাই কারিগরদিগের অগ্নির চুলার নিকট কাজকর্ম্ম বশতঃ, কিংবা তীব্র গ্যাসের আলোকের নিম্নে অধিকক্ষণ থাকা বশতঃই সর্দ্দিগর্ম্মি (sun stroke) হইলে গ্লোনয়নই সদাসর্ব্বদা প্রয়োগ হইয়া থাকে অর্থাৎ যে কোনপ্রকার উত্তাপের দরুন সর্দ্দিগর্ম্মি হউক গ্লোনয়নই অধিকাংশ স্থলে তাহার একমাত্র ঔষধ।

প্রথমতঃ—গ্লোনয়ন সর্দ্দিগর্ম্মিতে উল্লিখিত দপদপানি যন্ত্রণা, মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়তঃ—অধিক্ষণ ব্যাপী রক্তাধিক্যবশতঃ

উদ্ভূত—মস্তিষ্কের অবসাদ, এই দুইপ্রকার লক্ষণের উপর—নির্ভর করিয়া নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু শেষোক্ত অবস্থায় মুখমণ্ডল বরং ফেকাশে বর্ণ হয়, নাড়ীর গতি ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টজনক হয়, চক্ষুর সঞ্চালন প্রায় অচল হয় (fixed) এবং রোগী অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকে—এই অবস্থাকে suu stroke এর পরবর্ত্তী অবস্থা বলা যাইতে পারে। গ্লোনয়ন sun stroke এর পরবর্ত্তী অবস্থারও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গ্লোনয়নে শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্ট, জিহ্বার শ্বেত লেপাবৃত, বমন এবং বমনেচ্ছা ইত্যাদি যাহা দেখিতে পাওয়া যায় ইহা সূর্য্যের কিংবা অগ্নির প্রবল উত্তাপের দরুণ মস্তিষ্কের উত্তেজনা হইতে উত্থিত হয়া থাকে। প্রবল উত্তাপে মস্তিষ্কই যে কেবল আক্রান্ত হয় তাহা নয়—ইহার দ্বারা সমস্ত শরীর পর্য্যন্ত অসুস্থ হয়। Dr. Hughes বলেন—whenever we see fulness of the head with throbbing of the arteries prersent, and are not led to Aconite or Belladena by fever or inflammation, we should think Glonoin. ডাক্তার হেরিং গ্লোনয়নকে তিনটি কথায় পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন—তিনি বলিতেছেন—পরিপূর্ণতা (fulness), টাটানি (tension), এবং দপদপানি (throbbng) এই তিনটিই হইতেছে গ্লোনয়নের বিশেষ পরিচারক লক্ষণ। (fulness, tension, throbbng, bursting—these are the words used by the provers to describe it, one of them felt as if he were hanging with the head downwards and as if there were a great rush of blood)

গ্লোনয়নের সমগুণ ঔষধসমূহ—

রক্তাধিক্য বিষয়ে গ্লোনেয়নের সহিত বেলেডনা, মেলিলোটাসের অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। যদিও এই ঔষধে গ্লোনয়নের ন্যায় যন্ত্রণা এবং দপদপানি উভয়ই রহিয়াছে—কিন্তু গ্লোনয়নের যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ এবং আক্রমন আচম্বিত। গ্লোনয়নে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যখন যন্ত্রণা উপশম হয় তখন খুব শীঘ্রই হয়। ঔষধ সঠিক নির্ব্বাচন হইলে যন্ত্রণা আচম্বিতেই অর্থাৎ ইহার আক্রমণ যেমন হঠাৎ আসে তেমনি চলিয়া যায়। ইহা ব্যতীত গ্লোনয়ন মস্তিষ্ক প্রদাহ রোগের প্রথম

কিংবা রক্তাধিক্য অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ আর বেলেডনা এতদবস্থা ব্যতীত তৎপর অবস্থায় অর্থাৎ প্রদাহ অবস্থা যখন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনকার উপযুক্ত ঔষধ (Glonoine is better adapted to the first or congestive stage of inflamatory diseases of the brain, while Bell goes further and may still be the appropriate remedy after this inflammatory stages fully initiated)। বেলেডনার মস্তক পশ্চাৎদিকে নোয়াইলে উপশম বোধ করে, গ্লোনয়নে বৃদ্ধি হয়। বেলেডনায় মস্তক অনাবৃত রাখিলে কিংবা চুল কাটিলে বৃদ্ধি হয়—গ্লোনয়নে মস্তক কখন কখন অনাবৃত রাখিতে এবং চুল কাটিতে ইচ্ছাকরে, এমন কি টুপির ভার পর্য্যন্ত মস্তকে সহ্য হয় না। সময় সময় শিরঃপিড়া মস্তক সঞ্চালনে বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও রোগী বাহিরে ঘুড়িয়া বেড়ায়। বেলেডনায় মস্তকে শীতল প্রলেপ দিলে উপশম পায় গ্লোনয়নে কখন কখন বৃদ্ধি হয় অথচ মুক্ত বায়ুতে উপশম পায়। বেলেডনা থাকিয়া থাকিয়া চীৎকির করিয়া উঠে, গ্লোনয়নে করেনা। বেলেডনা শয়ন অবস্থায় স্থিরভাবে পড়িয়া থাকিলে বৃদ্ধি হয়, গ্লোনয়নে যদিও কখন কখন শয়ন অবস্থায় বৃদ্ধি হয় কিন্তু স্থিরভাবে শয়ন অবস্থায় থাকিলে অনেক সময় উপশমও হয়, বেলেডনায় দণ্ডায়মান অবস্থায় স্থিরভাবে থাকিলে উপশম হয়। গ্লোনয়নের শিরঃপীড়ার একটি অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক লক্ষণ দেখা যায় যে, রোগী মস্তক অত্যন্ত সাবধানের সহিত নাড়াচাড়া করে, এমন কি দুই হস্তদিয়া ধরিয়া রাখে কারণ সামান্য সঞ্চালনে কিংবা নাড়াচাড়ায় যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (very characteristic of Glonoine is that the patient caries the head very carefully for the least jar or shaking of it greatly aggravats the pain) আর একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ গ্লোনয়নে দেখা যায়—তাহাতে হইতেছে যে, নাড়ীর গতির সহিত মস্তিষ্কের ভিতর যেন ঢেউ খেলিতেছে অর্থাৎ মস্তিষ্ক যেন ভাসিতেছে—এইরূপ অনুভতি হয় (undulating sensation as if brain were moving in waves synchronous with the pulse)। ইহা ব্যতীত গ্লোনয়নের সহিত হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের অধিক গোলমাল বর্ত্তমান থাকে বেলেডনায় তেমন থাকে না।

মেলিলোটাসেও মস্তকে যন্ত্রণাসহ অত্যন্ত রক্তাধিক্য লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু

এই ঔষধটি বেলেডনা এবং গ্লোনয়নের ন্যায় তত অধিক পরীক্ষিত (proving) নয় বলিয়াই প্রয়োগও উক্ত ঔষধগুলির ন্যায় তত অধিক হয় না। একটি লক্ষণ ইহাতে অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে—"মুখমণ্ডলের অগ্নিবৎ ভীষণ আরক্তিমতা" (glowing redness of the face)। বেলেডনা এবং গ্লোনয়নে অনেক সময় অন্যান্য রক্তাধিক্য লক্ষণের সহিত মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা না থাকিয়া বরং ফ্যাকাসে বর্ণও হইতে পারে কিন্তু তাহাতেও বেলেডনা এবং গ্লোনয়ন প্রয়োগ হইয়াও থাকে। মেলিলোটাসে মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা লক্ষণ না থাকিলে ইহা প্রয়োগ হয় না এবং মেলিলোটাসের মুখমণ্ডলের রক্তাধিক্য (congestion) বেলেডনা এবং গ্লোনয়ন অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। এই ঔষধের আর একটি বিশেষত্ব যে শিরঃপীড়া নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাবে উপশম হয়। ডাক্তার ন্যাস সাহেব এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া বহু দিনের উন্মাদ রোগী পর্য্যন্ত আরোগ্য করিয়াছেন।

চক্ষুরোগ—রক্তাধিক্যের লক্ষণ চক্ষুতেও প্রকাশ পায়। চক্ষু অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া মনে হয় এবং মনে হয় মস্তক বিদীর্ণ হইয়া চক্ষু বহির্গত হইয়া পড়িবে। অত্যন্ত তীব্র এবং উজ্জ্বল আলোকের নিকট সর্ব্বদা কাজকর্ম্ম করিয়া চক্ষুর রোগ হইলেও গ্লোনয়নের বিষয় চিন্তা করা যাইতে পারে। Ophthalmoscope যন্ত্রদ্বারা এইরূপ স্থলে চক্ষু পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় Retinaর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনীসমূহ ফুলিয়া মোটা হইয়া উঠিয়াছে।

জিহ্বা—মুখবিবরেও গ্লোনয়নের রক্তাধিক্যের উপসর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। জিহ্বার ক্ষমতার হ্রাস হয় এবং তদহেতু রোগী কথা বলিতে পারে না, কষ্ট বোধ করে। মাদক দ্রব্য সেবনে ইহা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, কখন কখন রক্তাধিক্য এত অধিক হয় যে রোগী উন্মাদের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পালাইয়া যাইতে চায়, জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িতে চায় ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সুতিকাক্ষেপ (**Puerperal convulsion**)—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের আর একটি পরিণাম আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে

convulsion। গ্লোনয়ন প্রসব যন্ত্রণাকালীন সূতিকাক্ষেপের একটি অতি উত্তম ঔষধ। মুখমণ্ডল অত্যন্ত লালবর্ণ এবং ফোলা ফোলা হয়, নাড়ী ভরাটে এবং শক্ত (full and hard) হয়, প্রস্রাবে এলবিউমেন বর্ত্তমান থাকে। রোগীর মুখ হইতে গোলা বাহির হয় এবং হস্ত মুঠা করিয়া কিংবা কখন কখন হাতের অঙ্গুলিগুলি সিকেলিকরের ন্যায় বাহির দিকে বিস্তারিত করিয়া (stretched out) অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকে। গ্লোনয়নের সূতিকাক্ষেপে মূত্রে এলবিউমেন থাকা নেহাৎ প্রয়োজন। মস্তিষ্ক রক্তাধিক্য হইয়া রোগে গ্লোনয়নের কার্য্য অত্যন্ত অধিক।

ঋতু অবরুদ্ধ (Suppression of menses)—সুস্থ স্থূলকায়া স্ত্রীলোকদিগের হঠাৎ ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া মস্তিষ্কে অত্যন্ত রক্তাধিক্য এবং মস্তকের যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে গ্লোনয়ন একটি অতি বৃহৎ ঔষধ। ডাক্তার হিউজ তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে বলিতেছেন—Perhaps the greatest boon which Dr. Herring has conferred upon patients in introducing Glonion to medicine is the relief it gives to menstrual disturbance of the careful circulation. It was from a suggestion of Dr. Kidd's that I first began to use Glonoin for this common trouble, and I have learned to place the utmost confidence in it.

ভয়হেতু রোগ—ভয় পাইয়া কোন প্রকার রোগ হইলে গ্লোনয়ন তাহাতে অনেক সময় ব্যবহার হয়। কেহ বিষ প্রয়োগ করিবে এই প্রকার বৃথা আতঙ্কে রোগী অত্যন্ত ভীত হয়। এই জাতীয় লক্ষণ আমরা হাইওসিয়ামাসে, ল্যাকেসিসে, ব্যাপ্টিসিয়া ইত্যাদিতেও দেখিতে পাই।

আঘাত—কোন স্থানে আঘাত লাগার দরুণ বহুদিন পর যদি তথায় কোন অস্বস্থি বোধ কিংবা যন্ত্রণা কিংবা পুরাতন ক্ষত নূতনরূপে প্রকাশ পায় তাহার পক্ষে গ্লোনয়ন একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মস্তকে আঘাতজনিত যদি উক্ত প্রকার অবস্থা দেখা দেয় তাহা হইলে নেট্রাম সালফের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ।

দন্তোদগম (Dentition)—শিশুদিগের দন্তোদগমকালীন মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যবশতঃ তড়কায় (convulsion) কিংবা মস্তিষ্কঝিল্লিপ্রদাহে (meningitis) অনেক সময় বেলেডনার পরিবর্ত্তে গ্লোনয়ন ব্যবহার হইয়া থাকে। আগুনের নিকট অধিকক্ষণ থাকার দরুণ কিংবা অগ্নির উত্তাপের নিকট শুইয়া থাকার দরুণ রোগে গ্লোনয়নকে প্রাধান্য দিবে।

সংন্যাস (Appoplexy)—সংন্যাস রোগ আক্রমণের আশঙ্কায় কিংবা সংন্যাস রোগে আক্রান্ত হইলে যদি রক্তের চাপ এবং রক্তাধিক্য থাকে তাহা হইলে গ্লোনয়নকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ওপিয়মকেও চিন্তা করিবে। এতদকারণবশতঃ একটি হস্ত এবং একটি পদ পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হইতে পারে। নাসিকারবসদৃশ শ্বাসপ্রশ্বাস, অচৈতন্যতা ইত্যাদি অবস্থাও এই দুইটি ঔষধে বর্ত্তমান থাকে কিন্তু যে স্থলে ভীষণ উত্তাপই সংন্যাসের প্রধান কারণ হইয়া থাকে, হস্ত পদ শীতল থাকে, গাত্রত্বক চকচকে হয় সেইরূপ স্থলে গ্লোনয়নকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য (but the intense heat that comes on in many cases of appoplexy along with the skin and coldness of the extremities are the guiding features—Kent)। কিন্তু ওপিয়ম অধিকাংশ স্থলেই প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং ইহা পুনঃ পুনঃ দেওয়া হয় না, উচ্চক্রম এক মাত্রই অধিক উপযুক্ত (highest potencies are the best and one single dose is enough—Kent).

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—অতি নিম্নক্রম ব্যবহার হয় না, তাহাতে রোগের বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ৬, ১২, ৩০ এই সমুদায় ডাইলিউসনই সচরাচর প্রয়োগ হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এমিল নাইট্রেট, বেলেডনা, ফেরাম, জেলসিমিয়াম, মেলিলোটাস, ষ্ট্রেমোনিয়াম।

রোগের বৃদ্ধি—উত্তাপে, সূর্য্যের কিরণে এবং অধিক আলোর নিম্নে কার্য্য করায়, মস্তক সঞ্চালনে এবং অবনত করায়, উর্দ্ধে উঠিতে, টুপির চাপে এবং মস্তকের চুল কর্ত্তনে।

রোগীর-বিবরণ

১। পটলডাঙ্গার এক ছাপাখানার সত্ত্বাধিকারীর পুত্র বয়স প্রায় ২৭।২৮ হইবে—সমস্ত দিন গ্রীষ্মকালে কার্য্যোপলক্ষে রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাত্রিতে ভীষণ শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়। আমাকে রাত্রি ২ টার সময় ডাকিয়া লইয়া গেল। রোগী শয্যায় মস্তকের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া রহিয়াছে, মস্তকে বরফ দেওয়া হইতেছে অথচ তাহাতে কোন প্রকার উপশম হইতেছে না, থাকিয়া থাকিয়া বিরক্ত হইয়া বরফ ফেলিয়া দিতেছে। রোগী বলিল "মস্তক যেন ফাটিয়া যাইতে চাহিতেছে, সময় সময় রোগী যন্ত্রণার ভীষণতায় আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইতেছে।" রোগীর বাড়ীর লোকেরা বলিল যন্ত্রণা হঠাৎ এত অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, বেলেডোনা দেওয়া হইতেছে অথচ কোন উপশমের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আর অধিক কিছু লক্ষণ পাইলাম না, ভীষণ যন্ত্রণা দেখিয়া গ্লোনয়ন দেওয়াই স্থির করিলাম এবং গ্লোনয়ন ৩০ কয়েক মাত্রা দিয়া প্রাতে সংবাদ দিতে বলিলাম। প্রাতে রোগী নিজেই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্লোনয়নেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে।

২। এক ২৮ বৎসরের স্ত্রীলোকের প্রবল শিরঃপীড়া, কপালের পার্শ্বের রগ দপদপানি। ব্রহ্মতালুতে ভার এবং মাথা কামড়ানি ছিল—তজ্জন্য চুল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল নতুবা মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ এবং ভার বোধ হইত—রোগী মস্তক নাড়াইতে পারিত না। ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ করিত। তিনরাত্রি তাহার নিদ্রা হয় নাই, আলোক সহ্য হইত না। সর্ব্বদা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া থাকিত। সামান্য সামান্য জলের তৃষ্ণা ছিল। ডাক্তার লিপি তাহাকে গ্লোনয়ন ৩ শক্তি প্রয়োগে আরোগ্য করেন।

৩। এক তিন বৎসরের শিশুর জ্বরের ৩য় দিবসে ঘন ঘন, প্রচুর জলবৎ ও পীতবর্ণের ভেদ আরম্ভ হয়, উহাতে অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য দৃষ্ট হয়, বমনেচ্ছা ও

বমন ছিল—এন্টিম ক্রুডাম প্রয়োগে তাহার ভেদবমন কতকটা উপশম হয় বটে। পর দিবস তাহার মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ হস্ত এবং পদের কম্পন, ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ উপবেশন, শয়ন করিয়া গাত্র নিদ্রা—এইরূপ পর্য্যায়শীলভাবে একবার শয়ন, একবার উপবেশন ইত্যাদি করিতেছিল। পশ্চাৎদিকে মাথাচালা, শিশুর মুখে, গ্রীবায়, বক্ষে, তালুতে, ললাটে, লাল বর্ণের দাগ প্রকাশ পায়। ধনুষ্টঙ্কারের মত লক্ষণ, চক্ষু ঘুরান প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পাইয়াছিল। ঘাড়ে বরফ প্রয়োগে উক্ত ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ দূর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার উল-টগেন গ্লোনয়ন প্রয়োগ করিয়া শিশুকে রোগ মুক্ত করে।

ক্যাপ্‌সিকাম (Capsicum)

ইহার বাঙ্গলা নাম লঙ্কা। বীচি সমেত পাকা লঙ্কা ঔষধার্থে ব্যবহার হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু—প্রতিক্রিয়া শক্তির অভাব বিশেষরূপে স্থূলশরীর বিশিষ্ট লোকে। সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। অলস, কোনপ্রকার শারীরিক কার্য্য করিতে বিমুখ।

২। শিশু—মুক্ত খোলা বায়ু ভয় করে। সকল সময় শীত শীত বোধ করে। শিশু মোটা, অপরিষ্কার, কার্য্য করিতে চায় না।

৩। সঙ্কোচন বোধ (constriction)—গলদেশ, নাসারন্ধ্র, বক্ষঃস্থল, মূত্রাশয়, মূত্রমার্গ, মলদ্বার ইত্যাদি স্থানে হয়।

৪। জ্বলন এবং টাটানি বোধ যেন লঙ্কার ঝাল লাগিয়াছে—গলদেশ এবং অন্যান্য স্থানে—উত্তাপে উপশম হয় না।

৫। প্রত্যেক শীতের সহিত জলপিপাসা থাকে এবং প্রত্যেক জলপানে শীত বৃদ্ধি হয়।

৬। কাশিতে শরীরের দূর দেশে—মূত্রাশয়, জানুদেশ, পদদ্বয়, কর্ণ ইত্যাদি স্থানে আঘাত বোধ করে।

৭। তালুমূল প্রদাহ—জ্বলন এবং টাটানি যন্ত্রণাসহ গলদেশের সঙ্কোচন বোধ।

৮। কাশিতে মস্তকে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যেন মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।

সাধারণ লক্ষণ

১। একলা থাকিতে ইচ্ছা করে, শুইয়া ঘুমাইয়া থাকিতে চায়।

২। বাড়ী যাইব, বাড়ী যাইব করে, গণ্ডস্থল লালবর্ণ হয়।

৩। কর্ণের পশ্চাতে প্রদাহযুক্ত স্ফীতি হয়—বাহ্য প্রদেশ টাটায় এবং স্পর্শাধিক্য।

৪। প্রত্যেক মলত্যাগে শীত বোধ করে।

৫। যতই শরীর শীতল হয়, রোগীর মেজাজ ততই খারাপ হয়।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—ক্যাপ্‌সিকাম দ্বারা বিষাক্ত হইলে মুখ বিবর হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত প্রদাহ হইয়া থাকে। মূত্রপথ দিয়া ইহার 'বিষ নির্গত হইয়া যায়—ইহার বিষাক্ত লক্ষণ সকলের অল্পবিস্তর জানা আছে—কণ্ঠ, পাকাশয়, অন্ত্র এতদ সমুদয় স্থানে জ্বালা প্রকাশ পায়।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—ক্যাপ্‌সিকাম রোগী মোটা থলথলে। এইরূপ দেখা যায় এইপ্রকার শিথিল পেশীযুক্ত ব্যক্তিদিগেতে ক্যাপ্‌সিকাম উত্তম কার্য্য করে কিন্তু এই ঔষধের প্রতিক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশ পায় না—এতদ্ব্যতীত ক্যাপ্‌সিকাম রোগীর পরিপাক ক্রিয়া এবং পাকাশয় অত্যন্ত দুর্ব্বল। কাজে কাজেই রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির। মেজাজ খিটখিটে, অল্পতেই রাগান্বিত হইয়া ওঠে। ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। সামান্য ঠাণ্ডার স্পর্শে উপসর্গ বৃদ্ধি হয়।

ক্যাপ্‌সিকাম রোগীর মানসিক লক্ষণে একটি বিশেষত্ব দেখা যায় তাহা হইতেছে—রোগীর বাড়ী যাইবার ইচ্ছা (Homesickness), সকল সময় বাড়ী যাই যাই করে। রোগী অলস প্রকৃতির, কাজকর্ম্ম করিতে ভয় পায় এবং অল্পতেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে৷ একলা থাকিতে এবং শুইয়া, বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।

কর্ণ—ক্যাপ্‌সিকামের কর্ণে বিশেষতঃ কর্ণের অভ্যন্তর প্রদেশে যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায়—রোগ হইয়া কর্ণ পটহ ছিন্ন হইলে অনেকে ক্যাপ্‌সিকামকে

উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। এতদসহ temporal bone অর্থাৎ শঙ্খাস্থির mastoid processএ প্রদাহ এবং টাটানি থাকে। suppurative otitis, perforation of membrana tympani, with thick yellow pus, pain in mastoid, itching deep in the year. Mastoid process এর ফোঁড়ায় অরম মেটালিকাম এবং নাইট্রিক এসিড অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কর্ণের অভ্যন্তর প্রদেশের পুরাতন পুঁজোৎপাদনে—সাইলিসিয়াকে উপযুক্ত জানিবে।

হ্যানিমান কর্ণের পশ্চাতের অস্থির স্ফীতি এবং স্পর্শাধিক্যতা (a swelling on the bone behind the ear, painful to the touch) ক্যাপ্‌সিকামের কর্ণ রোগের একটি পরিচায়ক লক্ষণ বলেন। তরুন্ কিংবা পুরাতন যে কোনপ্রকার পুঁজযুক্ত কিংবা পুঁজশূন্য প্রদাহ হউক, mastoid process আক্রান্ত হইলে ক্যাপ্‌সিকাম প্রয়োগে অনেক সময় উত্তম ফল পাওয়া যায়—I have myself lately had a case of the latter kind, in which I fully expected to have to make a deep incision, but complete recovery, with good hearing power, has ensued upon the steady employment of capsicum—Hughes.

ডিফ্‌থিরিয়া—গলদেশের রোগে—ডিফ্‌থিরিয়া এবং গলদেশের গলিত ক্ষতে যখন টাকড়ায় অগ্নিবৎ জ্বলনযুক্ত ফোস্কা প্রকাশ থাকে এবং যখন মুখগহ্বর হইতে পচা দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে—অনেক চিকিৎসক ক্যাপ্‌সিকাম প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন। গলদেশ সঙ্কুচিত মনে হয়। রোগী যখন গলাধঃকরণ করে না তখনই অধিক কষ্ট বোধ করে এবং রোগ বাড়াবাড়ি হইলে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ক্যান্থারিসকে ইহার সমকক্ষ ঔষধ বলা হয়। উপজিহ্বার বৃদ্ধিতেও ক্যাপ্‌সিকাম প্রয়োগ হয়।

আমাশয়—শ্লেষ্মাযুক্ত কিংবা রক্তমাখা শ্লেষ্মা, কিংবা চট্‌চটে রক্তের রেখাযুক্ত শ্লেষ্মা, হড়হড়ে, পুনঃ পুনঃ হয়, পরিমানে স্বল্প। অত্যন্ত কোঁথানি থাকে। মলদ্বারে এবং মূত্রাশয় অত্যন্ত জ্বালা করে। প্রত্যেক মলত্যাগের পর রোগী জলপিপাসা বোধ করে এবং প্রত্যেক জলপানে শরীর কাঁপিয়া উঠে।

কাশি—কাশিতে মস্তকে বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়। প্রত্যেক কাশিতে মস্তক ফাটিয়া যাইতে চাহে। রোগী যন্ত্রণায় কাঁদিয়া ফেলে—মস্তক উভয় হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া কাশে। কাশিতে মস্তকে এত অধিক আঘাত বোধ করে যে অবশেষে রোগী শয্যায় শুইয়া পড়ে কারণ উপবেশন অবস্থায় কাশিতে মস্তকে আঘাত অধিক লাগে। ক্যাপ্‌সিকাম:কাশিতে শরীরের দূরদেশে—মূত্রাশয়, জানু, কর্ণ পদদ্বয় ইত্যাদি স্থানেও আঘাত লাগে। ইহা ব্যতীত ক্যাপ্‌সিকামে যখন অত্যন্ত জোরে কাশি নির্গত হয় প্রত্যেক কাশিতে প্রচুর দুর্গন্ধ বায়ু নির্গত হয়।

জ্বলন (Burning)—ক্যাপসিকামের জ্বলন লঙ্কা বাটার ন্যায় এবং ঠাণ্ডায়, শীতল প্রলেপে উপশম হয়। শরীরের যে কোন স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে জ্বলন হয়। জ্বলন আর্সেনিকের ন্যায় অগ্নিবৎ নয়।

তালুমূলপ্রদাহ—জ্বলন এবং টাটানি যন্ত্রণা হয়। গলদেশ সঙ্কুচিত মনে হয় এবং জ্বালা করে, তালুমূল ঘোর লালবর্ণ, প্রদাহযুক্ত এবং স্ফীত হয়। গলাধঃকরণ কালীন জ্বলন বৃদ্ধি হয়।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগে ক্যাপ্‌সিকামের প্রয়োগ দেখা যায়—স্রাব সাদা সরের মত অথবা পীত বর্ণ ঘন পূঁজ সদৃশ। মূত্রত্যাগকালীন মূত্রনালীতে লঙ্কা বাটার ন্যায় জ্বলন হয়—ঘন ঘন মূত্রের বেগ এবং লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয়। মোটা থল থলে শিথিল পেশীযুক্ত ব্যক্তিতে উত্তম কার্য্য করে।

জ্বর

সময়—বিশেষ নির্দ্দিষ্টতা নাই—অপরাহ্ণ ৫।৬ টায় হয়।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—সময় সময় পিপাসা শীত আসিবার পূর্ব্বেই হয় (চায়না। পিপাসা এবং অস্থি বেদনা শীত আসিবার ১ঘণ্টা হইতে ৬ঘণ্টা পূর্ব্বে হয়—ইউপেটোরিয়াম. নেট্রাম মিউর ।)

শীত অবস্থা—ভীষণ পিপাসা হয়। শীত পৃষ্ঠদেশে স্কন্ধাস্থির মধ্য স্থানে আরম্ভ হয় শীত জলপানে বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক জলপানে কম্প এবং

শীত ভাব হয়। শীতে পৃষ্ঠদেশে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা হয়। উষ্ণ জলের পাত্র বসাইলে উপশম হয়।

• **দাহঅবস্থা**—পিপাসা থাকে না। মুখমণ্ডল পর্য্যায়ক্রমে ফ্যাকাসে এবং লাল বর্ণ হয়। অত্যন্ত দাহ এবং ভীষণ জ্বালা হয়।

ঘর্ম্মঅবস্থা—পিপাসা থাকে না। সঞ্চালনে ঘর্ম্ম হ্রাস হয়, ক্যাপ্সিকামের বিশেষ লক্ষণই হইতেছে—স্কন্ধাস্থির মাঝখানে শীত আরম্ভ হয়। গরম জলের বোতলে এবং সঞ্চালনে উপশম হয় (The chill beginning in the back between the scapula, relieved by hot irons or jugs of hot water and lessened by motion is characteristic).

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—সচরাচর ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার হইয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এপিস, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, পালসেটিলা।

রোগের উপশম—আহার কালীন, উত্তাপে।

রোগে বৃদ্ধি—খোলাবাতাস, গাত্রাচ্ছাদন অনাবৃতে, বায়ুর ঝাপটায়।

সালফিউরিক এসিড (Sulphuric Acid)

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইয়া চরমে উঠে এবং হঠাৎ হ্রাস হয়।

২। শিশুর গাত্রে অম্ল গন্ধ হয়, যত্নের সহিত ধৌত করা সত্ত্বেও যায় না (হেপার, ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব, রিউম)

৩। মুখগহ্বরে, দাঁতের মাড়ি সমুদায় স্থান ঘায়ে ভরিয়া যায়। দাঁতের মাড়ি হইতে সহজেই রক্ত নিঃসৃত হয়, ক্ষত যন্ত্রণাযুক্ত এবং শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত।

৪। সমুদায় শরীর কাঁপিতে থাকে অথচ কম্পন বাহিরে প্রকাশ পায় না। মাতালদিগের আভ্যন্তরিক কম্পন।

৫। পুরাতন বুকজ্বালা, অম্ল উদ্গার, দাঁত টক হইয়া যায় (রোবিনিয়া) (chronic heartburn, sour eructation, sets teeth on edges)

৬। সমুদায় রন্ধ্র প্রদেশ হইতে রক্তস্রাব হয়। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ তরল (ক্রোটেলাস, মিউরেটিক এসিড, নাইট্রিক এসিড)।

৭। অত্যন্ত ব্যস্ত তাড়াতাড়ি প্রকৃতির সমুদায় কার্য্যই তাড়াতাড়ি করে।

৮। আঘাত লাগিয়া কালশিরা টাটানি এবং আড়ষ্ট ভাব অনেক দিন লাগিয়া থাকে।

—

সাধারণ লক্ষণ

১। মস্তিষ্ক কপালের দিকে শিথিল বলিয়া বোধ হয় এবং পার্শ্ব দিয়া যেন খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে।

২। কোন প্রকার সুরা মিশ্রিত না করিয়া জল পান করিলে পাকস্থলী শীতল বোধ করে।

৩। ক্ষতচিহ্ন রক্তের ন্যায় লালবর্ণ কিংবা নীলবর্ণ হয় এবং যন্ত্রণা হয়। (সবুজবর্ণ হয়—লেডাম)

৪। গাত্রে স্থানে স্থানে রক্ত সমাবেশ হইয়া নীল দাগ প্রকাশ পায়।

৫। পড়িয়া গিয়া কিংবা মুষ্ঠাঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বিরতি হয় (concussion of brain)

৬। আঘাত লাগার দরুণ গ্যাংগ্রিনের আশঙ্কা বিশেষতঃ বৃদ্ধ লোকদিগেতে।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—সালফিউরিক এসিড রোগী সচরাচর অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির সমুদায় কার্য্য দ্রুত তাড়াতাড়ি করে আবার কখন কখন যেমন টাইফয়েড অবস্থায় অবসাদ লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগী অবসন্ন হইয়া বসিয়া শুইয়া থাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত কষ্টের সহিত উত্তর দেয় (ফস্ফরিক এসিড)। সালফিউরিক এসিডে একটি অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে কম্পন (trembling) ইহার পরিচয় বাহিরে প্রকাশ পায় না এবং বাহিরে টেরও পাওয়া যায় না অথচ রোগী ইহা মস্তিক হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত অনুভব করে (He feels as if he were trembling from head to foot although there is no sign of it onthe surface)। ইহা বিশেষভাবে বহুদিন হইতে কোন প্রকার দুর্ব্বলতা থাকিলে মুখমণ্ডলের চেহারা ফেকাশে রক্তশূন্য এবং শুষ্ক হয় এবং চক্ষুর চারি ধারে কালিমা পড়ে। কখন কখন মনে হয় ডিম্বের শ্বেতাংশ গাত্রত্বকে লাগিয়া শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। সালফিউরিক এসিডের এই কম্পন

মাতাল মদ্যপানকারীদিগের মধ্যে যাহাদিগের শরীর মদ্য পান করিয়া সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাদিগেত দেখিতে পাওয়া যায়।

সালফিউরিক এসিড বিশেষরূপ অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগীতে এবং শীর্ণ শিশুদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় (It is particularly efficacious in greatly debilitated subjects)

পরিপাক ক্রিয়া—সালফিউরিক এসিডের পরিপাক ক্রিয়ার উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে—পরিপাক শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল পাকস্থলী শীতল এবং শিথিল বোধ করে। রোগীর মনে উত্তেজনা উৎপাদক পানীয়—ব্রাণ্ডি, মদ ইত্যাদি খাইবার আকাঙ্খা জাগিয়া উঠে, যাহারা মদ পান করা অভ্যস্ত নয় তাহাদিগেতেও এইরূপ আকাঙ্খা হয়। সালফিউরিক এসিডের পাকস্থলী এত দুর্ব্বল যে, ভুক্ত দ্রব্য সমুদায় বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং বমন অত্যন্ত অম্ল স্বাদযুক্ত (আইরিস ভার্সি, রোবিনিয়া—উদ্গার এবং বমন অম্ল স্বাদযুক্ত)। রিয়ম, হেপার এবং মেগনেসিয়া কার্ব্বের ন্যায়—শিশুর গাত্রেও টক গন্ধ হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ধৌত করিলেও গন্ধ যায় না—(Child smells sour all over despite the greatest care in regard to cleanliness)।

সালফিউরিক এসিড—বিশেষরূপে মদ্যপানকারী দিগেতে যাহারা মদ্য পান করিয়া শরীর সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়াছে তাহাদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মদ্যপানকারীদিগেতে নাক্সভমিকাই প্রথমতঃ নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু সালফিউরিক এসিড রোগীদিগেতে নাক্সের অবস্থা অতিক্রম করিয়া যায়। রোগীর চেহারা রক্তশূন্য শুষ্ক এবং শীতল। পাকস্থলী এত অধিক শিথিল হইয়া যায় যে কোন খাদ্য দ্রব্যই সহ্য হয় না—এমন কি হুইস্কি ব্যতীত জলপান করিতে পারে না। অম্ল উদ্গার, অম্ল বমন, পুরাতন বুকজ্বালা সালফিউরিক এসিডে বিশেষরূপ প্রকাশ থাকে। অম্ল উদ্গারে দাঁত টকে যায়। সালফিউরিক এসিডের অম্বল উদ্গার এবং acidity অনেকটা রোবিনিয়ার ন্যায়।

অর্শ—মলদ্বার সকল সময় ভিজা ভিজা থাকে, রসানিবৎ স্রাব নির্গত হয়। রোগী অর্শ রোগেও ভোগে এবং অর্শ জ্বালা করে, অর্শ এত বৃহৎ হয় যে মলদ্বার অর্শে পূর্ণ হইয়া যায়।

মুখক্ষত (aphthœ)—রোগে ভুগিয়া দুর্ব্বলতা বশতঃ কিংবা শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন রোগ কিংবা শীর্ণতা রোগসহ মুখক্ষতে সালফিউরিক এসিড উত্তম কার্য্য করে (aphthous sore mouth occurring in debility from protracted disease or in children with summer complaint or marasmus) মুখগহ্বর মাড়ী সমুদায় স্থান ঈষৎ পীতবর্ণযুক্ত ঘায়ে ভরিয়া যায়। মাড়ী হইতে সহজে রক্ত নিঃসৃত হয়, ক্ষত যন্ত্রণাযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস দুর্গন্ধ হয়। প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে এতদসহ অম্ল গন্ধযুক্ত দুগ্ধ এবং অম্ল শ্লেষ্মা বমন হয়, শিশুকে স্নান এবং পরিষ্কার করান সত্ত্বেও গাত্রময় অম্ল গন্ধ হয়। মল পীতাভ কিংবা হড়হড়ে দেখিতে ডিম গোলানি মত। অনেক সময় শিশুর কাশিও থাকে, কাশি পাকাশয় হইতে উত্থিত হয় কাশির পর বায়ুর উদ্গার হয়।

উদরাময়--মল পীতাভ, শ্লেষ্মাযুক্ত, রজ্জুবৎ লম্বা (stringy) ফেনা ফেনা অথবা সবুজ জলবৎ তরল। শিশুদিগেতে এবং দন্তোৎগমকালীন অধিক হয়। শিশু অত্যন্ত খিটখিটে, অস্থির প্রকৃতির। মুখগহ্বর দাঁতের মাড়ী ক্ষতযুক্ত। শিশুর গাত্র টকগন্ধযুক্ত। মল এবং মানসিক লক্ষণই হইতেছে সালফিউরিক এসিডের বিশেষত্ব। শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন অধিক হয়।

ডিফথিরিয়া—ডিফথিরিয়ায় সালফিউরিক এসিডের প্রয়োগ দেখা যায়—তালুমূল উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং স্ফীত হয় এত অধিক স্ফীত হয় যে তরল পদার্থ গলাধঃকরণকালীন নাক দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। শিশুর চেহারা মৃতবৎ অত্যন্ত ফ্যাকাসে রক্তশূন্য। শিশু তন্দ্রাযুক্ত, গলদেশের ঝিল্লি প্রযুক্ত শিশু শ্বাস প্রশ্বাস লইতে কিংবা কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে।

আঘাত—সালফিউরিক এসিড আঘাতেও ব্যবহার হয়। কোমল স্থানের আঘাতে আর্ণিকার পর। গ্রন্থির আঘাতে কোনায়ামের পর, অস্থির আঘাতে রুটার পর সালফিউরিক এসিড নির্ব্বাচিত হয়, বিশেষতঃ যে স্থানে আঘাতের দরুণ কালশিরা এবং বেদনা আড়ষ্ট ভাবসহ অনেক দিন লাগিয়া থাকে সেইরূপ স্থলে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় (Particularly it may be used when there are long lasting black and blue spots with soreness and stiffness)

রক্তস্রাব—শরীরের যে কোন রন্ধ্রপ্রদেশ হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে—রক্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং তরল।

সুরাপান স্পৃহা—সালফিউরিক এসিডকে সুরাপান স্পৃহা নাশক একটি মহৌষধ বলা হয়। যাহারা অধিক সুরা পান করে—তাহাদিগকে এই ঔষধের মুল অরিষ্ট ২।৩ ফোঁটা অর্দ্ধ গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া চা খাইবার চামচের এক এক চামচে ২।৩ ঘণ্টা পর পর কিছুদিন সেবন করাইলে সুরার আকাঙ্খা নষ্ট করে। ইহাতে মুখ বিবরে ক্ষত উৎপন্ন করিতেও পারে এবং উদরাময় হইতেও পারে। উদরাময় প্রকাশ পাইলে পালসেটিলা বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে।

স্নায়ুশূল—মুখমণ্ডলে ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইয়া হঠাৎ হ্রাস হয় এবং উত্তাপে ও যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে উপশম হয়।

ক্ষতচিহ্ন (Cicatrices)—রক্তের ন্যায় লাল অথবা নীলবর্ণ হইয়া ওঠে এবং যন্ত্রণা হয়। সবুজ হয় (লেডাম)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬× হইতে ৩০ ক্রম অধিক ব্যবহার হয়। অনেকে ২০০ শক্তি অধিক পছন্দ করেন।

অনুপূরক (Complementary)—পালসেটিলা।

সমগুণ ঔষধসমুহ—আর্ণিকা, বোরাক্স, ক্যালেণ্ডুলা, লেডাম, রুটা, রিয়ম, সিম্ফাইটাম।

সালফিউরিক এসিড—কোমলস্থানের চর্ম্মের বিদারণে (laceration) ক্যালেণ্ডুলায় সমকক্ষ। চোট আঘাত লাগিয়া নীলবর্ণ অর্থাৎ কালশিরায়—আর্ণিকার পর উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় অত্যধিক উত্তাপে, কিংবা ঠাণ্ডায়।

রোগের উপশম—উত্তাপে এবং আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে।

এগারিকাস মাসকেরিয়াস
(Agaricus Muscarius)

ইহা এক প্রকার বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা। শরৎকালে আমেরিকা, এসিয়া এবং ইওরোপে ইহা প্রচুর জন্মে। ইহা হইতেই মূল আরক প্রস্তুত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শীতস্ফোট—চুলকায় এবং অত্যন্ত জ্বালা করে। হিমোপহত অথবা বরফে অবশতা, এবম্প্রকার লক্ষণ বিশেষভাবে মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায় (Frost bite and all consequences of exposure to cold, especially in the face)।

২। জাগরিত অবস্থায় তাণ্ডব রোগ। একটি পেশীর সামান্য আনর্ত্তন কিংবা কম্পন ইত্যাদি হইতে সমুদায় শরীরময় নৃত্যবৎ সঞ্চালন হইতে থাকে (chorea from simple motions and jerks of single muscles to dancing of whole body, trembling of whole body (twitchings of muscle of face—Myg)। নিদ্রিত অবস্থায় তাণ্ডবরোগের এতদসমুদায় কম্পন স্থগিত থাকে।

৩। শরীরের নানাস্থানে—কর্ণ, নাসিকা, মুখমণ্ডল, হস্ত পদদ্বয় লাল উত্তপ্ত হয়, ফোলে, জ্বালা করে এবং চুলকায়।

৪। গাত্রে যেন বরফ স্পর্শ করা হইয়াছে অথবা বরফবৎ শীতল যেন সূঁচ উত্তপ্ত সূঁচের ন্যায় গাত্রত্বকে বিদ্ধ হইতেছে এরূপ বোধ। Sensation as if ice touched or ice cold needles were piercing the skin, as from hot needls.)

৫। স্ত্রীসহবাসে সমুদায় রোগের বৃদ্ধি হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। চলিতে উচট্ খাইয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়।

২। কটিদেশে যন্ত্রণা উপবেশনকালীন অধিক হয়।

৩। মেরুদণ্ডে স্ত্রীসহবাসে যন্ত্রণা হয়। প্রত্যেক সঞ্চালনে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেক নড়াচড়ায় মেরুদণ্ডে যন্ত্রণাবোধ করে।

৪। মেরুদণ্ড স্পর্শাধিক্য।

৫। রোগ ঊর্দ্ধে বাম পার্শ্বে এবং নিম্নে দক্ষিণ পার্শ্বে প্রকাশ পায় (compliants appear diagonally—upper left and lower right side)।

এগারিকাসে দুইটি লক্ষণ বিশেষরূপে প্রকাশ থাকে। প্রথমতঃ—কম্পন, আনর্ত্তন (trembling, twitching) এবং দ্বিতীয়তঃ—শীতস্ফোট (chilblain)।

তাণ্ডব রোগ (Chorea)—এগারিগাসকে তাণ্ডব রোগের একটি প্রধান ঔষধ বলা হয়। The most striking things running through this medicines are twitching and trembling, jerking of the muscles and trembling of the limbs, quivering and tremors, every where these two features are present in all parts of the body and limbs. The twitching of the muscles become so extensive that it is a well developed case of chorea. তাণ্ডব রোগের যাবতীয় লক্ষণ ইহাতে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ থাকে এবং বহু তাণ্ডব রোগ আরোগ্য সংবাদও পুস্তকে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। শরীরের যে কোন স্থান এবং যে কোন পেশী আক্রান্ত হইতে পারে। এগারিকাসের এই কম্পন একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ। সমুদয় শরীরময় অথবা স্থানে স্থানে পিপীলিকা চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ সুড়সুড় বোধ হয়, ইহা কেবল চর্ম্মোপরি মনে হয় না, মনে হয় শরীরের মাংসের ভিতর হইতেছে।

শরীরের কোন স্থান বাদ যায় না। গাত্রত্বকের স্থানে স্থানে যে সমুদয় স্থানের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া ক্ষীণ যেমন কর্ণ, নাসিকা, হস্তের পশ্চাদ্দেশ, অঙ্গুলি ইত্যাদি স্থানসমূহে অদ্ভুত অনুভূতি লক্ষণ প্রকাশ পায়—মনে হয় বরফবৎ শীতল অথবা উষ্ণ সূঁচ ফোঁটান হইতেছে। এতদস্থানসমূহে লাল দাগ প্রকাশ পায়, চুলকায় এবং জ্বালা করে যেন শীতস্ফোট (chilblain) হইয়াছে। পেশীসমূহ থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকাইয়া উঠে, আনর্ত্তন হয়, পেশীর উপর রোগীর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না, হস্তের এবং অঙ্গুলির সঞ্চালনের বিকৃতি হয়, কোন দ্রব্য ধরিতে গেলে অঙ্গুলি ফাঁক হইয়া যায়। হস্তস্থিত দ্রব্য অঙ্গুলির সঞ্চালনের বিকৃতিবশতঃ পড়িয়া যায়। এপিসেও এই প্রকার রান্নাঘরের বাসনপত্র ভাঙ্গা লক্ষণ দেখা যায়। রান্নাঘরে থাকিতে পারে না কারণ উত্তাপে রোগ বৃদ্ধি হয়, এগারিকাস উত্তাপ ইচ্ছা করে। পেশীর আনর্ত্তনবশতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপিতে থাকে, ঝাঁকাইতে থাকে। এগারিকাসের এতদসমুদয় কম্পন ঝাঁকুনি, আনর্ত্তন নিদ্রিতাবস্থায় থাকে না এবং এগারিকাসের সমুদয় লক্ষণ স্ত্রীসহবাসে বৃদ্ধি হয়, এমন কি ইহাও দেখা যায় অল্প বয়স্ক বিবাহিত স্ত্রীলোকে সহবাসের পর মূর্চ্ছা, কম্পন, আনর্ত্তন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এগারিকাসে মুখমণ্ডলের পেশীর আনর্ত্তন হয়, থাকিয়া থাকিয়া হয়, একস্থানে পেশীর কিছুক্ষণ কম্পন হইয়া আবার অন্য স্থানে হয়, এই প্রকার পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। ইহাতে মুখমণ্ডলের সামান্য আনর্ত্তন হইতে প্রকৃত তাণ্ডব রোগের সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ থাকে। এগারিকাসে একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে রোগ উর্দ্ধে বাম পার্শ্বে এবং নিম্নে দক্ষিণ পার্শ্বে প্রকাশ পায় (complaints appear diagonally—left and lower right—Ant, Stramonium. Upper right and lower left—Ambra, Psori. Phos,)।

তাণ্ডবরোগের সমগুণ ঔষধসমূহ

মাইগেল লেসিওডোরা—ইহা অনেকটা এগারিকাসের সমকক্ষ ঔষধ। ইহাতে মুখমণ্ডলের পেশীর আনর্ত্তন অত্যন্ত অধিক এবং সর্ব্বদা হইতে থাকে এবং ইহার লক্ষণগুলি এগারিকাস অপেক্ষা অধিক প্রবল।

এগারিকাসে অক্ষিপুটের অনবরত আনর্ত্তন এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে অথবা চক্ষুর পাতায় চুলকানি থাকে।

সিমিসিফিউগা—বামপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় এবং যখন এতদ-সহিত পেশীর বেদনা অথবা বাত বর্ত্তমান থাকে অথবা যখন জরায়ু হইতে প্রত্যাবৃত্ত (occurs reflexly) হইয়া রোগ প্রকাশ পায়।

টেরেণ্টুলা—ইহাতে দক্ষিণ বাহু এবং দক্ষিণ পদ আক্রান্ত হয়। রাত্রিতেও সঞ্চালন লাগিয়া থাকে।

ইগ্নেসিয়া—মানসিক আবেগ (emotion) হইতে উত্থিত।

জিঙ্কিয়া—নিদ্রিতাবস্থায়ও তাণ্ডব রোগের আনর্ত্তন (twitching) হইতে থাকে।

চক্ষু স্পন্দন—চক্ষুতেও আনর্ত্তন এবং কম্পন প্রকাশ পায়, চক্ষুর পাতা নাচিতে থাকে। রোগী যখন তাকায় দেখিতে পাওয়া যায় রোগীর চক্ষু ঘড়ির পেণ্ডুলামের ন্যায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, চক্ষুকে এক দিকে স্থির করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেও তাহা রাখিতে পারে না (The patient looks at you there is a pendulum like action of the eyes, they go back and forth all the time.) কিন্তু কেবল নিদ্রায় চক্ষুর সঞ্চালন বন্ধ থাকে অর্থাৎ এগারিকাসের সমুদয় সঞ্চালনই নিদ্রিতাবস্থায় স্থগিত থাকে।

এই প্রকার লক্ষণ সাইকুটা, আর্সেনিক, সালফার, পালসেটিলাতে আরোগ্য হইতে দেখা যায় কিন্তু এগারিকাসকেই এই বিষয় প্রাধান্য দেওয়া যায়। চক্ষুর দৃষ্টিরও ব্যতিক্রম হয়, ডবল দেখে, পড়িতে গেলে অক্ষরগুলি যেন সরিয়া বেড়াইতেছে চক্ষুর সম্মুখে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছি উড়িয়া বেড়াইতেছে। মনে হয় চক্ষুর সম্মুখে যেন মাকড়সার জাল রহিয়াছে। চক্ষুর পাতার আনর্ত্তন এবং কম্পন হইতে থাকে, এই আনর্ত্তন এবং কম্পনই হইতেছে এগারিকাসের প্রধান লক্ষণ। চক্ষুর পেশীর দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হয় তদ্ধেতু চক্ষুর সঞ্চালনেরও ব্যতিক্রম হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে যেন কিছু বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ যন্ত্রণা বিশেষতঃ ঋতুস্রাবের পর অধিক হয়; যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ

হয়। এই প্রকার লক্ষণে অধিকাংশ স্থলেই সিপিয়া, পালসেটিলা, মিউরেক্স, লিলিয়াম ইত্যাদি ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে কিন্তু যে স্থলে কশেরুকা মাজ্জেয়স্কন্ধের (spinal cord) সহিত এই রোগের সংস্রব থাকে সেই স্থলে এগারিকাসকে চিন্তা করিবে। স্ত্রীলোক কৃশ, লম্বা এবং স্নায়ুপ্রধান। এতদ্ব লক্ষণসহ গাত্রত্বকে পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ সুড় সুড় বোধ থাকিলে এগারিকাস তাহার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

শীতস্ফোট— (**Chilblain**)—শীতস্ফোটের, বরফে অবশতার (frost bite) এগারিকাস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কর্ণ, নাসিকা, মুখমণ্ডল হস্ত পদের অঙ্গুলি এবং গাত্রত্বকের স্থানে স্থানে লাল হয়, ভীষণ চুলকায় ফুলিয়া উঠে এবং জ্বালা করে, যেন শীতে স্থান frozen হইয়া গিয়াছে। এগারিকাসের চর্ম্মরোগের এই লক্ষণসমূহ অত্যন্ত পরিচায়ক—যে কোন রোগেই এতদলক্ষণসমূহের উপর নির্ভর করিয়া এগারিকাস প্রয়োগ করা যাইতে পারে কিন্তু এগারিকাস নির্ব্বাচনকালীন অক্ষিপুটের কিংবা মুখমণ্ডলের কিংবা শরীরের অন্য কোন স্থানের পেশীর আনর্ত্তন (twitching) হইতেছে কি না তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। এগারিকাস নির্ব্বাচনে এই দুইটি লক্ষণই হইতেছে বিশেষ পরিজ্ঞাপক।

টাইফয়েড—টাইফয়েড রোগে মস্তিষ্কঝিল্লি প্রদাহ ইত্যাদিতেও এগারিকাসের সময় সময় প্রয়োগ দেখা যায়। সকল সময় প্রলাপ বকিতে থাকে, শয্যা হইতে উঠিয়া পালাইয়া যাইতে চায়। বালিসে মস্তক এপাশ ওপাশ চালিতে থাকে।

কটিশূল—কটিদেশে যন্ত্রণা হয়, উপবেশন কালীন (while sitting) এবং পরিশ্রমে অধিক হয় (জিঙ্কাম)। অত্যধিক স্ত্রীসহবাসেও মেরুদণ্ডে যন্ত্রণা হয় এবং মেরুদণ্ড স্পর্শাধিক্য। শরীরের সঞ্চালনে মেরুদণ্ডে (spine) যন্ত্রণা বোধ করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ডাক্তার স্থাস ২০০ ক্রম প্রয়োগের পক্ষাপাতী, আমিও ২০০ ক্রমই অধিক ব্যবহার করি। চর্ম্মরোগে নিম্নক্রম প্রয়োগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—শেষ রাত্রি ৩.৪ টা, এবং সন্ধ্যা, স্ত্রীসহবাসে, শীতল বায়ুতে।

রোগীর বিবরণ

একটি ২॥০ বৎসরের শিশুর মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ হয়, এপিস, সালফার ইত্যাদি ঔষধে কোন:উপকার হয় নাই। শিশুটি বালিসে মস্তক এপাস ওপাস চালিতেছিল, জড় বুদ্ধিতা (imbecility) প্রকাশ পাইতেছিল। এতদসমুদায় লক্ষণ এগারিকাস প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, এতদ্ব্যতীত টাইফয়েডেও শিশুর মস্তক চালা, কাপড় কামড়ান—ইত্যাদি লক্ষণও এগারিকাসে অনেকটা উপশম হয়। তৎপর টেরেণ্টুলা প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। (ডাঃ করণডোরফার Dr. korndarfer)।

বিস্‌মথ (Bismuth)

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। একলা থাকিতে পারে না সকল সময় লোক সঙ্গ চায়—(solitude is unbearable, desires company)

২। রোগী অত্যন্ত অস্থির একবার উঠে, একবার বসে, একবার শয়ন করে, একস্থানে অধিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে পারে না।

৩। খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে কিছুক্ষণ থাকে কিন্তু জল পাকস্থলীতে স্পর্শমাত্র বমন হইয়া উঠিয়া যায় (vomiting of water as soon as it reaches the stomach, food retained longer).

৪। শিশু-কলেরার উৎকৃষ্ট ঔষধ—আক্রমণ অত্যন্ত হঠাৎ এবং দ্রুত বৃদ্ধি। প্রচুর বমন।

৫। মুখমণ্ডলের চেহারা ফ্যাকাসে রক্তশূন্য এবং চক্ষুর চারিধার কালিমাযুক্ত।

৬। পাকস্থলীর একটি স্থানে যেন ভারী জিনিষ চাপাইয়া রাখা হইয়াছে এবং তদসহিত পর্য্যায়ক্রমে জ্বালা এবং খিলধরা যন্ত্রণা হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। প্রতি শীতকালে শিরঃপীড়া হয়, পাকাশয়-প্রদাহের সহিত ইহার সংযোগ থাকে এবং পর্য্যায়ক্রমে হয়।

২। দন্তশূল—মুখে শীতল জল ধরিলে উপশম হয় (ব্রাই, কফিয়া, পালসেটিলা)।

মানসিক লক্ষণ—নির্জ্জনে থাকা বিসমথ রোগীর অসম্ভব (solitude is unbearable)। লোকসঙ্গ সকল সময় চায়। শিশু মাতাকে হাত ধরিয়া থাকিতে বলে।

কলেরা—কলেরা বিশেষত: শিশু-কলেরায় বিস্‌মথ একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ, ইহার লক্ষণগুলি অত্যন্ত পরিষ্কার, সমগুণ ঔষধসমূহ হইতে ইহাকে নির্ব্বাচন করিতে ভ্রম হওয়া উচিৎ নয়। বিসমথ নির্ব্বাচন করিতে নিম্ন লক্ষণগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে :—

১। রোগের আক্রমণ অত্যন্ত হঠাৎ এবং দেখিতে দেখিতে উহার বৃদ্ধি। এত দ্রুত রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকে যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা হয় (The disease is so sudden in its onset and rapid in its course, that patient dies in a night or even in a few hours)।

২। প্রচুর বমন হয় এবং অদম্য জলপিপাসা। পাকস্থলীতে স্পর্শ লাগা মাত্রই বমন হয় (Vomiting of large quantities and intense thirst is accompanied with vomiting of water drank the moment it touches the stomach)। কেবল জল বমন হয়, খাদ্যদ্রব্য কিছুক্ষণ থাকে। মল জলবৎ তরল, প্রচুর, অত্যন্ত বদগন্ধযুক্ত এবং বেদনাশূন্য (stools watery profuse, painless and very offensive, cadeverous smelling)।

৪। অত্যন্ত অবসন্নতা এবং দুর্ব্বলতা অথচ গাত্র উষ্ণ অথবা উষ্ণ ঘর্ম্মে সিক্ত (much prostration but the surface is warm and often covered with warm sweat)।

৫। মুখমণ্ডল মৃতবৎ ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য এবং চক্ষুর চারিধার কালিমাযুক্ত (face is deathly pale with rings around the eyes)।

৬। জিহ্বা পুরু শ্বেত লেপাবৃত (tongue thickly coated white)।

উল্লিখিত লক্ষণসমূহ অনেকটা আর্সেনিক, ভিরেট্রাম এলবাম, ফসফরাস এবং এণ্টিমক্রুডামেও দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্সেনিক—যাহা কিছু হউক আহার কিংবা পানকরামাত্রই তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায় কিন্তু বিসমথে কেবলমাত্র জলটুকু বমন হয়, খাদ্যদ্রব্য তখন থাকিয়া যায়। আর্সেনিক রোগী পুনঃ পুনঃ জল খায় অথচ পরিমাণে কম আর বিসমথ রোগী প্রচুর জলখায়। দুর্ব্বলতা এবং অবসন্নতা উভয় ঔষধেই সমান কিন্তু বিসমথে রোগীর গাত্র ঠাণ্ডা হয় না বরং উষ্ণ থাকে এবং উষ্ণ ঘর্ম্ম হয়। এতদ্ব্যতীত বিসমথে আর্সেনিকের ন্যায় অন্তর্দাহ এবং অস্থিরতাও আছে, রোগী একবার বসে, একবার শয়ন করে, একস্থানে অধিকক্ষণ থাকে না।

ফস্ফরাস—ইহাতে পানকরামাত্রই বিস্‌মথ এবং আর্সেনিকের ন্যায় বমন হয় না। জল পাকস্থলীতে গরম হইবামাত্র বমন হয় এবং রোগীর শীতল বরফজল, বরফ, খাইবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত অধিক।

এণ্টিমক্রুডাম—ইহার জিহ্বা বিস্‌মথ অপেক্ষাও অধিক পুরু শ্বেতলেপাবৃত। যদিও বিস্‌মথের সহিত ইহার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা কিন্তু অন্যান্য লক্ষণে ইহা বিস্‌মথ হইতে অনেক প্রভেদ।

পাকাশয় প্রদাহ—পাকস্থলী জ্বালা করে এবং এই জ্বালার সহিত পর্য্যায়ক্রমে পাকস্থলীর কোন একটি স্থানে যেন কিছু ভার চাপা রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। খিলধরে, আক্ষেপযুক্ত যন্ত্রণা হয়, বুক জ্বালা করে এবং মুখে জল উঠে। বিসমথে বমনই হইতেছে প্রধান লক্ষণ। পাকস্থলী জ্বালাকরতঃ খাদ্যদ্রব্য জোরে ছিট্‌কাইয়া নির্গত হওয়া বিস্‌মথের একটি

বিশিষ্ট লক্ষণ (much burning in the stomach with the violent ejection of food—Bismuth is the remedy)। বিস্‌মথকে প্রকৃত পাকাশয় প্রদাহের ঔষধ বলা হয়। ইহার সহিত অজীর্ণের কোন লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না। জ্বলন, কামড়ানি, কাটিয়া ফেলা ইত্যাদি যন্ত্রণা মেরুদণ্ডে বিস্তারিত (spine) হয়। পাকস্থলী খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ হইলে প্রচুর বমন হয়, এই বমন অনেকক্ষণ পর কিংবা ২।৩ ঘণ্টা পরেও হয় অথচ জল পাকস্থলীতে স্পর্শমাত্র উঠিয়া যায়। নাক্সভমিকার ন্যায় পাকস্থলীর যন্ত্রণা শীতল পানীয় পানে উপশম হয়। বিস্‌মথের পাকাশয় প্রদাহ শরীর পশ্চাদ্দিকে বাঁকাইলে অনেক সময় উপশম হয়।

কর্কট রোগ (Cancer)—পাকস্থলীর কর্কট রোগে বিস্‌মথ অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয়, পাকাশয়ে ভীষণ জ্বালা হয় (আর্সেনিক)। প্রচুর খাদ্যদ্রব্য অনেক দিন যাবৎ পেটে রহিয়াছে একদিন সমুদয় এক সঙ্গে বমন হইয়া নির্গত হইয়া যায়। এতদ লক্ষণে পাকস্থলীতে জ্বলন অত্যন্ত অধিক হয়। আর্সেনিকের ন্যায় রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির, একস্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

দন্তশূল (Toothache)—শীতল জল মুখে ধারণে দন্তশূল উপশম হয় (ব্রাই, কফিয়া, পালসেটিলা)।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—স্নায়ুশূলযন্ত্রণাবৎ পাকাশয় প্রদাহে নিম্নক্রম ৩x, ৬x চূর্ণ উত্তম কার্য্য করে কিন্তু শিশু কলেরায় ২০০ শক্তির নিম্নক্রম ব্যবহার করা উচিৎ নয়—(In the neuralgic form of gastralgia the lower triturations have served me best but in cholera infantum I never use lower than 200 and have seen remarkable results—Dr. Nash.)

সমগুণ ঔষধসমূহ—এণ্টিম ক্রুডাম, আর্স, ক্রিয়োজোট।

বেঞ্জোয়িক এসিড (Benzoic Acid)

ইহা প্রমেহ অথবা উপদংশ রোগযুক্ত বাত এবং গেঁটে বাত ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। ইহার বিশিষ্ট লক্ষণই হইতেছে মূত্রের দুর্গন্ধতা।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। প্রমেহ এবং উপদংশ রোগগ্রস্থ ব্যক্তির বাতে অধিক উপযোগী (A gouty, rheumatic diathesis engrafted on a gonorrhoeal or syphilitic patient)

২। প্রস্রাব ঘোর পীতবর্ণ এবং ভীষণ তীব্র গন্ধযুক্ত (urine dark brown, and the urinous odor highly intensified)

৩। রুগ্ন শিশুদিগের অসারে রাত্রিতে শয্যায় মূত্র ত্যাগ (Enuresis nocturna of delicate children)

৪। সন্ধিস্থলের বিশেষতঃ হাঁটু এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির গেঁটে বাত, অস্থি গুল্মযুক্ত বাত ইত্যাদিতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়, সন্ধিস্থল প্রদাহ হইয়া লালবর্ণ এবং স্ফীত হয়, ও যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। উদরাময় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর জলবৎ তরল সাদা অথবা সামান্য রংযুক্ত।

২। প্রমেহ অবরুদ্ধ হইয়া মুত্রাশয় হইতে শ্লেষ্মাস্রাব হয়।

মূত্র—বেঞ্জোয়িক এসিডের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ হইতেছে মূত্রের দুর্গন্ধতা। মূত্রের এত অধিক তীব্রগন্ধ যে একবার যাহার নাসিকায় ইহার গন্ধ প্রবেশ করিয়াছে আর সে ভুলিতে পারে নাই। মূত্রের বর্ণও অত্যন্ত লাল—গন্ধে এবং বর্ণে ইহার সমকক্ষ ঔষধ আর আছে বলিয়া মনে হয় না,—যেমন ইহার তীব্র গন্ধ তেমনি ইহার ঘোর পীতবর্ণ (urine dark brown, and the urinous odor highly intesified)। ইহার মূত্রের গন্ধের তীব্রতা অনেকটা অশ্বের মূত্রের ন্যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বেঞ্জোয়িক এসিড বাত ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়—কিন্তু প্রস্রাব প্রচুর এবং high specific gravity অর্থাৎ ঘোর পীত বর্ণ (ফ্রেণ্ডব্র্যাণ্ডির ন্যায়) হইলে রোগী বাতের যন্ত্রণা ইত্যাদি সমুদায় অত্যন্ত উপশম বোধ করে। প্রস্রাব স্বল্প এবং নিম্ন স্পেসিফিক গ্রেভেটি (low specific gravity) অর্থাৎ ফ্যাকাসে বর্ণ হইলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। প্রস্রাবের স্বল্পতার সহিত বাতের যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় আর আধিক্যের সহিত বাতের যন্ত্রণা উপশম হয়। প্রস্রাবের সহিত যন্ত্রণা কম বেশী হইয়া থাকে (when the urine is copions and plenty of uric acid is being passed and the urine is full of deposits, then the patient is at his best, when the urine is scanty or of light specific gravity he suffers from backache and pain in the joints etc)। অনেক সময় মূত্র অধিকক্ষণ থাকিলে, স্বভাবতঃই দুর্গন্ধ হইয়া যায় কিন্তু বেঞ্জোয়িক এসিডে মূত্র ত্যাগ করা মাত্রই দুর্গন্ধ জানিতে পারা যায়। বেঞ্জোয়িক এসিডের মূত্র স্বভাবতঃই দুর্গন্ধ। Dr. Guernsey states that the odor of the urine is more characteristic than the color and it must be present when the urine is freshly voided. নাইট্রিক এসিড, বার্ব্বেরিস ইহাদের প্রস্রাবও অত্যন্ত তীব্র গন্ধযুক্ত। বার্ব্বেরিসে ঘোলা ঘোলা তলানি পরে এবং মূত্র-পিণ্ডশূল যন্ত্রণা থাকিবার সম্ভাবনা।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—ইহার প্রস্রাবও তীব্র গন্ধ যুক্ত হয় বটে কিন্তু ইহাতে সাদা তলানি পড়ে। বেঞ্জোয়িক এসিডের সহিত বার্ব্বেরিসের অধিক সাদৃশ্য দেখা যায় যে হেতু উভয় ঔষধই বাত রোগে অধিক নির্ব্বাচিত

হয় এবং প্রস্রাবও তীব্র গন্ধযুক্ত কিন্তু বেঞ্জোয়িক এসিডে কিছুই তলানি পড়ে না আর বার্ব্বেরিসে ঘোলা ঘোলা তলানি পড়ে। এই দুইটি ঔষধে এই দুইদিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত লিথিয়াম কার্ব্বও তীব্র গন্ধযুক্ত প্রস্রাবের একটি উত্তম ঔষধ।

শেষে মোতা—শিশুদিগের শেযে মোতাতেও বেঞ্জোয়িক এসিড প্রয়োগ হইয়া থাকে কিন্তু ইহার নির্ব্বাচণের বিশেষ লক্ষণই হইতেছে দুর্গন্ধতা। দুর্গন্ধতা এই ঔষধের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। মূত্রের গন্ধ ঘোড়ার মূত্রের ন্যায় তীব্র।

মানসিকলক্ষণ—অশান্তি জনক বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিতে থাকে। বিকৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যুক্ত কোন লোক দেখিলে ভয়ে কাঁপিতে থাকে। নিদ্রা ভাল হয় না—সজাগ অবস্থায় শুইয়া শুইয়া নানান অপ্রিয় বিষয় চিন্তা করে—অথচ চিন্তা করিবার কোন কারন নাই।

শিরঃপীড়া—বেঞ্জোয়িক এসিডে নানাপ্রকার শিরঃপীড়া হয় কিন্তু এতদসমুদায়ের সহিতই প্রস্রাবের সম্বন্ধ রহিয়াছে। মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। বাতের ন্যায় যন্ত্রণা হয়। মস্তকের তালু যন্ত্রণায় ফাটিয়া যাইতে চাহে। কিন্তু দেখা যায় সন্ধিস্থলের যন্ত্রণা হ্রাস হইয়া শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। প্রস্রাব অধিক হইলে শিরঃপীড়া উপশম হয়।

প্রদাহ—একটি অদ্ভূত লক্ষণ ইহাতে দেখা যায় তাহা হইতেছে যখন শরীরের বাতের লক্ষণসমূহ উপশম হয় তখন হঠাৎ জিহ্বা প্রদাহ ফুলিয়া ওঠে, গলার অভ্যন্তর প্রদেশে যন্ত্রণা হয়, তালু মূল স্ফীত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব স্বল্প ঘোর পীত বর্ণ (dark yellow) ও অত্যন্ত তীব্র গন্ধযুক্ত হয়। মার্কিউরিয়াস সলেও এইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কিউরিয়াস সলে জিহ্বায় অত্যন্ত ঘা হয়। এতদ্ব্যতীত স্থান বিকল্প (metastasis) রূপ হঠাৎ সন্ধিস্থলের বাতের যন্ত্রণা উপশম হইয়া পাকস্থলী আক্রান্ত হয়—রোগী যাহা আহার করে তাহাই বমি করিতে থাকে, পেটে কিছুই সহ্য হয় না—অর্থাৎ পদদ্বয়ের সন্ধিস্থলের বাত পাকস্থলীতে স্থানান্তারিত হয়—এইরূপস্থলে বেঞ্জোয়িক এসিড ব্যতীত এন্টিমনিক্রুডাম, সেঙ্গুনেরিয়া নির্ব্বাচিত হয়।

জিহ্বা, তালুমূল, গলদেশ আক্রান্ত হইলে বেঞ্জোয়িক এসিডের সহিত মার্কিউরিয়াসসলকে চিন্তা করিবে। একটি কথা এই বিষয়ে স্মরণ রাখিতে হইবে—সন্ধিস্থলের বাতের স্থান বিকল্পরূপে (matastasis) পাকস্থলী আক্রান্ত হইলেও বেঞ্জোয়িক এসিডের স্বাভাবিক লক্ষণ প্রস্রাবে দুর্গন্ধতা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে যেন ভুল না হয় (when we think of Benzoic Acid for the stomach symptoms, it is important that we have in mind its whole nature, how it brings about its complaints, what characterizes a Benzoic acid patient)

বাত এবং গেঁটেবাত—বেঞ্জোয়িক এসিড বাত, গেঁটেবাতে অধিরূপ নির্ব্বাচিত হয় এবং সন্ধিস্থল, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি স্থানের বাতের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ও বটে। যে স্থলেই বাত হউক ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ প্রস্রাবের দুর্গন্ধতা থাকা প্রয়োজন। সন্ধিস্থল ফুলিয়া অস্থিগুল্মে পরিণত পদদ্বয়ের বিশেষতঃ হাঁটু এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিতে অধিক হয়, সন্ধিস্থলে খট্ খট্ শব্দ হয়, গুল্‌ফ দেশের পেশীবন্ধনীর (tendo achillis) যন্ত্রণা হয়, মণিবন্ধ, হাঁটু, পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্ফীত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয় (gouty concrecations, arthritis, affects all the joints especially the knee, cracking on motion, nodositis) বাতের যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। ডাঃ ডি, এন, রায়কে এই ঔষধের মূল অরিষ্ট গেঁটে বাতে প্রলেপ দিতে (paint করিতে) দেখিয়াছি।

আর্টিকা ইউরেন্স—গেঁটে বাতে আর্টিক ইউরেন্স এবং কলচিকম মূল অরিষ্ট উষ্ণ জলে (২০ ফোটা এক আউন্স জলে) মিশ্রিত করিয়া compress দিলে আশু উপকার হয়। ইহাব্যতীত কেহ কেহ আর্টিকা ইউরেন্স মূল অরিষ্ট পাঁচ ফোঁটা জলের সহিত সেবন করিতেও ব্যবস্থা দেন।

উদরাময়—সাদা অথবা সামান্য রংযুক্ত প্রচুর। অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত শিশুদিগেতেই অধিক হয়। মল যদিও দুর্গন্ধযুক্ত কিন্তু প্রস্রাবের দুর্গন্ধতাই হইতেছে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩য় এবং ৬ষ্ঠ অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ—বাতে বার্ব্বেরিস, লিথিয়াম কার্ব্ব। বেঞ্জোয়িক এসিড—শয্যায় মূত্রত্যাগে বিশেষতঃ নাইট্রিক এসিডে উপকার না হইলে, গেঁটে বাতে কলচিকমে বিশেষ কাজ না হইলে, কোপেবার অপব্যবহারে প্রমেহ অবরুদ্ধে।

রোগের বৃদ্ধি—মদ্য পানে, রাত্রিতে এবং অনাচ্ছাদনে, প্রস্রাবে বাত, গেঁটে বাত সমুদায় বৃদ্ধি হয়।

মিউরিএটিক এসিড (Muriatic Acid)

মিউরেটিক এসিডের ব্যবহার রোগের প্রবল অবস্থায় বিশেষতঃ টাইফয়েড রোগের শেষ অবস্থায় অধিক দেখিতে পাই। ইহার প্রুভিংএ দুই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়—প্রথমতঃ মলের উপর, দ্বিতীয় স্নায়ু মণ্ডলের উপর।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। ভীষণ দুর্ব্বলতা—উপবেশন মাত্রই চক্ষু বুজিয়া আইসে। নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে, রোগীর মস্তক শয্যার পদদ্বয়ের দিকে গড়াইয়া যায় (lower jaw hangs down, slides down in bed).

২। টাইফয়েড রোগে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে, সজাগ অথচ অচৈতন্য। জোড়ে জোড়ে গোঁগাইতে অথবা বিড় বিড় করিয়া বকিতে থাকে। জিহ্বা শুষ্ক, সঙ্কুচিত, পক্ষাঘাত গ্রস্থ। দুর্গন্ধযুক্ত অসারে তরল ভেদ—মূত্র ত্যাগ করিতে মল বহির্গত হইয়া পড়ে (এলোজ)।

৩। নাড়ীর গতি প্রতি তৃতীয় স্পন্দনে সবিরাম হয় (Pulse intermits every third beat).

৪। জননেন্দ্রিয়ে সামান্য স্পর্শ এমনকি কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না।

৫। উদরাময়—মূত্র ত্যাগ করিতে কিংবা বায়ু নিঃসরণে মল নির্গত হইয়া পড়ে, (এলোজ)। মলত্যাগ ব্যতীত মূত্র ত্যাগ করিতে পারে না (cannot urinate without having the bowels move at the same time)

৬। অর্শ—স্ফীত এবং নীলবর্ণ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং যন্ত্রণাযুক্ত—এমন কি কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। শিশুদিগেতে হঠাৎ প্রকাশ পায়। মূত্র ত্যাগকালীন হারিশ বহির্গত হইয়া পড়ে।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী খিট্ খিটে, রাগী, অস্থির এবং বিরক্ত জনক।

২। মুখবিবর এবং মলদ্বার বিশেষরূপ আক্রান্ত হয়, জিহ্বা এবং মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশী পক্ষাঘাত গ্রস্থ হয়।

৩। প্রস্রাব ধীরে ধীরে নির্গত হয়, মূত্রাশয় দুর্ব্বল, মূত্র ত্যাগ করিতে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়।

৪। মুখ বিবরে দূষিত রোগ হয়—কৃষ্ণবর্ণ গভীর ছিদ্রযুক্ত ক্ষতে ভরিয়া যায়। দুর্গন্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস ভীষণ অবসন্নতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

মানসিক লক্ষণ—রোগী খিট্ খিটে, রাগী। ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ—আলোর দিকে তাকাইতে পারে না, চক্ষুতে আঘাত পায়। দূরের গোলমালে কর্ণে গুণ গুণ শব্দ উৎপন্ন করতঃ শিরঃপীড়া আনয়ন করে, জিহ্বার আস্বাদ, ঘ্রাণ ও অত্যন্ত প্রবল হয়। রোগী সমুদায় দ্রব্যের স্বাদ এবং ঘ্রাণ অধিক বোধ করে। রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির—একস্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না—ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করে। গণ্ডযুগল উজ্জ্বল লালবর্ণ, জিহ্বা এবং মুখ বিবর শুষ্ক, হৃদস্পন্দন দ্রুত অথচ দূর্ব্বল। তন্দ্রাযুক্ত—কিন্তু নিদ্রা হয় না—এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। রোগী যদিও অত্যন্ত উত্তেজনা পুর্ণ কিন্তু এতদ সমুদয় লক্ষণের সহিত সর্ব্বদা দূর্ব্বলতা এবং অবসাদ ভাব বর্ত্তমান থাকে।

টাইফয়েড—টাইফয়েডের শেষ অবস্থায় যখন দুর্ব্বলতা অত্যন্ত ভীষণ রূপ প্রকাশ হয় সেই সময় ইহার বিষয় চিন্তা করা উচিৎ—ইহাকে কার্ব্বভেজ, আর্সেনিক এবং ফস্ফরিক এসিডের সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে। আর্সেনিকে উদ্বিগ্নতা এবং অস্থিরতাই হইতেছে বিশেষ লক্ষণ। ফস্ফরিক এসিডে মানসিক অবসন্নতা অধিক অর্থাৎ মন প্রথম আক্রান্ত হয়, পেশীর দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ প্রকাশ পায়, আর মিউরেটিক এসিডে পেশীর দুর্ব্বলতা প্রথম, মানসিক দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। রোগী বিমর্ষ, চিন্তাপূর্ণ, উদাসীন, মুখ চোপসান, শিরঃপীড়ায় মস্তক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ করে এবং মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ভার বোধ হয়। রোগী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া বিড় বিড় করিতে থাকে, তন্দ্রায় পড়িয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে এবং গোঁগাইতে থাকে।

জিহ্বা পরিষ্কার কণ্টক শূন্য, শুষ্ক, সঙ্কুচিত এবং আকারে ক্ষুদ্র হইয়া যায়। এত অধিক শুষ্ক হয় যে, কথা বলিতে মুখে জিহ্বা জড়াইয়া যায়, ক্রমশঃ জিহ্বা পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয় এবং সঞ্চালন করিতে পারে না—মুখে কৃষ্ণবর্ণ ক্ষত প্রকাশ পায়—হৃদস্পন্দন নিয়মিত রূপে হয় অথচ দুর্ব্বল। নাড়ীর গতি প্রতি তৃতীয় আঘাতে সবিরাম (intermits) হয়—রোগী এত অধিক দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয় যে পেশীসমূহ ক্রমশঃ কার্য্য শূন্য হইয়া পড়ে। কৃষ্ণবর্ণ জলবৎ দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় প্রকাশ পায় এবং মলত্যাগকালীন হারিস বহির্গত হইয়া পড়ে, মলত্যাগ অসারে হয়, মূত্র ত্যাগ করিতেই মল নিঃসরণ হইয়া পড়ে। সময় সময় তরল কালবর্ণ রক্তভেদও হইতে থাকে। বালিস হইতে মস্তক পদদ্বয়ের দিকে সরিয়া আইসে—বালিসে মস্তক রাখিতেই পারে না।

অবশেষে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়—রোগী চক্ষু ফ্যালফ্যাল করিয়া একদৃষ্টে চাইয়া থাকে, নিম্ন চুয়াল পড়িয়া যায়, শরীরের প্রান্তদেশ সমূহ শীতল হয়—এইপ্রকারে ক্রমশঃ রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়। (রাসটক্স এবং ব্যাপ্টিসিয়ায় আর লক্ষণ দেখ)।

টাইফয়েডে মিউরেটিক এসিডের সমকক্ষ ঔষধ সমূহ—

রাসটক্স—ইহাতেও রোগের প্রারম্ভে মিউরেটিক এসিডের ন্যায় অস্থিরতা প্রকাশ পায়—রোগী সমস্ত সময়ই এপাশ ওপাশ করিতে থাকে—রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারে না। সময় সময় প্রলাপ বকে এবং বিড় বিড় করিতে থাকে—এই সমুদায় লক্ষণই রাসটক্স এবং মিউরেটিক এসিডে দেখিতে পাওয়া যায়—কিন্তু মিউরেটিক এসিডে ভীষণ দুর্ব্বলতা থাকে—বালিস হইতে মস্তক শয্যায় পদদ্বয়ের দিকে সরিয়া আসিতে থাকে এবং জিহ্বা শুষ্ক হইয়া চামড়ার ন্যায় হইয়া যায়। এই দুইটি ঔষধে যতই সাদৃশ্য থাকুক, ইহাদের লক্ষণে এত অধিক পার্থক্য রহিয়াছে যে ইহাদের নির্ব্বাচনে কোন প্রকার ভ্রম হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

ফস্ফরিক এসিড—মিউরেটিক এসিডের সহিত কতক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়—উভয় ঔষধই উদাসীন, বিমর্ষ, কিন্তু মানসিক উদাসীনতা বিষয়ে ফস্ফরিক এসিড মিউরেটিক এসিড অপেক্ষা অধিক প্রবল আর শারীরিক দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা বিষয়ে মিউরেটিক এসিড অধিক প্রবল। ফস্ফরিক এসিড রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া জর পদার্থের ন্যায় যদিও পড়িয়া থাকে কিন্তু ডাকিলে শীঘ্রই সজাগ হইয়া ওঠে এবং যাহা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহার সঠিক উত্তর দেয়।

এপিস—ইহার সহিত মিউরেটিক এসিডের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়—উভয় ঔষধেরই জিহ্বা শুষ্ক এবং সঙ্কুচিত, উভয় ঔষধেই রোগীর মস্তক শয্যায় পদদ্বয়ের দিকে নাবিয়া যায়, উভয় ঔষধেই মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত লক্ষণ প্রকাশ পায়—কিন্তু এপিসের জিহ্বায় কিছু পার্থক্য রহিয়াছে—এপিসের জিহ্বা বিশেষতঃ পার্শ্বে অর্থাৎ কিনারায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা প্রকাশ থাকে। রোগী জিহ্বা বহির্গত করিতে পারে না যেন দাঁতে আটকাইয়া যায় এবং কাঁপে।

ব্যাপ্টিসিয়া—ব্যাপটিসিয়া দেখ।

স্কার্লেটিনা—মিউরেটিক এসিডের স্কার্লেটিনাতেও ব্যবহার দেখা যায়। সমুদায় শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, মস্তক রক্তাধিক্য হইয়া মুখমণ্ডল

উজ্জ্বল লালবর্ণ হইয়া উঠে, রোগী তন্দ্রা অনুভব করে। স্কার্লেটিনার পীড়কা (rash) খুব বেশী বাহির হয় না গাত্রের স্থানে ছড়ান থাকে। শিশু অত্যন্ত অস্থির, গায়ে কাপড় রাখে না। খালি গায়ে পড়িয়া থাকিতে চাহে—রোগ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে গাত্রত্বক বেগুণে আভাযুক্ত এবং পদদ্বয় নীলবর্ণ হইতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি এবং ডিফথিরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা হয়। তরল জলবৎ সর্দ্দি স্রাব হইয়া ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ হাঁজির যায়। মুখের শ্লেষ্মা স্রাব এত অধিক ক্ষতকারক যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (mucous membrane) ভীষণ লালবর্ণ হয় এবং হাজিয়া যায়। ক্রমশঃ মুখ বিবরে বিশেষতঃ গলদেশ, টাকরায়, উপজিহ্বা এবং কণ্ঠনালীতে পীতাভ কটাবর্ণের সমাবেশ হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় এবং উপজিহ্বা জলপূর্ণবৎ স্ফীত হয়। সময় সময় উপজিহ্বা ফুলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায় মোটা হইয়া জিহ্বার উপর ঝুলিয়া পড়ায় শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়—মিউরেটিক এসিডের এই লক্ষণ গুলির সহিত স্কার্লেটিনার সংস্রব না থাকিতেও পারে। উক্ত লক্ষণগুলি যেমন—রক্তাধিক্যতা, তন্দ্রাভাব ইত্যাদি বেলেডনায় প্রকাশ থাকিলেও কিন্তু বেলেডনা এইরূপ স্থলে ইহার প্রকৃতি ঔষধ নয় বরং এপিস এবং সালফারকে ইহার অনেকটা নিকট সদৃশ ঔষধ বলা যাইতে পারে।

কেলিপারমাঙ্গানেটাম—গলদেশের বিশেষতঃ উপজিহ্বার স্ফীত লক্ষণে—কেলিপারমাঙ্গানেটামকে মনে পড়া উচিৎ কিন্তু কেলিপার মাঙ্গানেটামে দুর্গন্ধ অত্যন্ত ভীষণরূপ বর্ত্তমান থাকে।

উদরী—যকৃত দৃঢ়সংহৃত (cirrhosis) হইয়া উদরী প্রকাশ পাইলে এবং এবম্প্রকার উদরী রোগের শেষ অবস্থায় মিউরেটিক এসিডের ব্যবহার দেখা যায়। যকৃতের যে কোন রোগেই ইহা ব্যবহার হইতে পারে যদি লক্ষণ প্রকাশ থাকে—এই প্রকার উদরী আরোগ্য হওয়ায় সম্ভাবনা যদিও কম কিন্তু মিউরেটিক এসিডে কতকটা উপশম হইতে পারে। রোগীতে টাইফয়েডের লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকে, রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হয়। মুখবিবর ক্ষতযুক্ত, মল জলবৎ তরল এবং অসারে নির্গত হয় —পাকস্থলী এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে, কোন খাদ্য দ্রব্য সহ্য করিতে পারে না।

অর্শ—অর্শ রোগে মিউরেটিক এসিড উত্তম কার্য্য করে কিন্তু ইহার

বিশেষত্ব যে, অর্শ স্ফীত, নীল বর্ণ এবং অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এমন কি সামান্য কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না।

অর্শ হইতে রক্ত স্রাবও হয়। মলত্যাগ কালীন জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়—উষ্ণ প্রলেপে যন্ত্রণার উপশম হয়, শীতল জলে বৃদ্ধি হয়।

সরলান্ত্রভ্রংশ—সামান্যতেই এমন কি মলমূত্রত্যাগ করিতে কিংবা বায়ু নিঃসরনেই সরলান্ত্র বাহির হইয়া পড়ে। (ইগ্নেসিয়া, রুটা)।

মুত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা—মূত্রাশয় দুর্ব্বল—প্রস্রাব ধীরে ধীরে নির্গত হয়—মূত্র ত্যাগ কালীন মূত্রাশয়ে চাপ দিতে হয় এবং সরলান্ত্র বহির্গত হইয়া পড়ে।

জননেন্দ্রিয়—স্ত্রী জননেন্দ্রিয় অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, এমন কি কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না (মিউরেক্স)।

কর্কটরোগ (Cancer)—দেখিতে পাওয়া যায় মহাত্মা হ্যানিমান জিহ্বার কর্কট রোগে এসিড মিউরেটিক ব্যবহার করিতেন এবং ডাক্তার হিউজ জিহ্বার পুনঃ পুনঃ ক্ষত রোগে ইহা ব্যবহারে উত্তম কার্য্য পাইয়াছেন।

শিরোঘূর্ণন—চক্ষুর সঞ্চালনে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয়। শিরোঘূর্ণনের সহিত যকৃতের রোগের অনেক স্থলে সংস্রব থাকে। যকৃতে টাটানি যন্ত্রণা হয় এবং চক্ষু ন্যাবারোগের ন্যায় পীত বর্ণও হয় কিন্তু যকৃতের যন্ত্রণা, অস্বস্থি বোধ এবং শিরোঘূর্ণন সমুদায় বামপার্শ্বে শয়নে উপশম হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয় এবং আমি উচ্চক্রম অধিক অনুমোদন করি। ডাক্তার হিউজ, বোরিক নিম্নক্রমের পক্ষপাতী, তাঁহারা ১ম, ৩য় ইত্যাদি শক্তির ব্যবস্থা দেন।

রোগের বৃদ্ধি—স্যাঁৎসেতে ঋতুতে, মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে।

রোগের উপশম—বাম পার্শ্বে শয়নে।

ক্যানাবিস স্যাটাইভা (Canabis Sativa)

ইহার বাংলা নাম গাঁজা। ইহার যাহা কিছু কার্য্য তদ্‌সমুদায়ই মূত্র যন্ত্রের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে, ইহার মূত্র যন্ত্রের উপর কার্য্যই সর্ব্বপ্রধান।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। তরুণ প্রদাহযুক্ত প্রমেহ—মূত্র ত্যাগান্তে জ্বালা। ঘন পীতবর্ণ পূঁজ স্রাব।

২। মূত্রমার্গ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, হস্তদ্বারা স্পর্শ কিংবা চাপ দেওয়া যায় না। পদদ্বয় ফাঁক করিয়া চলাফেরা করে নতুবা মূত্রমার্গে আঘাত লাগে।

৩। যন্ত্রণা মূত্রমার্গের মুখ হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

৪। শ্বাসকষ্ট কিংবা হাঁপানি শয়নে অধিক হয়। একমাত্র দণ্ডায়মান অবস্থায় সহজ বোধ করে।

সাধারণ লক্ষণ

১। গলাধঃকরণে গলায় আটকাইয়া যায়, বিষম লাগে (things go down wrong way)।

২। উপর তলায় উঠিতে patella স্থানচ্যুত হয় (dislocation of patella)।

৩। মচকাইয়া গিয়া অঙ্গুলি সঙ্কুচিত (contraction) হয়।

৪। ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্য, মূত্র অবরোধ হয়।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগের চিকিৎসায় ইহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। অনেকে ইহাকে তরুণ প্রমেহ রোগ চিকিৎসায় একমাত্র ঔষধ বলেন—(It is the remedy par excellence with which to begin the treatment of gonorrhœa, unless some other remedy is particularly indicated)। ক্যানাবিস স্যাটাইভার প্রমেহ রোগের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব হইতেছে যে মূত্রমার্গ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য অর্থাৎ মূত্রমার্গ হস্তের দ্বারা স্পর্শ কিংবা বাহ্যিক চাপ দেওয়া যায় না (urethra is very sensative to touch or external pressure)। রোগী পদদ্বয় চাপিয়া চলিতে পারে না, মূত্র পথে কোন প্রকার চাপ সহ্য হয় না, ইহাতে আঘাত বোধ করে। যদি রোগ মূত্রমার্গের উপর পর্য্যন্ত অথবা মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় তাহা হইলে রোগী কটিদেশে সময় সময় ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করে এবং প্রস্রাব রক্তযুক্ত হয়। ক্যানাবিস স্যাটাইভার সহিত ক্যান্থারিসের অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহাতেও পীতাভ অথবা সাদা পুঁজ স্রাব রহিয়াছে কিন্তু যখন স্রাব তরল হয় তখনই ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় (but is more important when the discharge is thin) এবং প্রস্রাবে জ্বালা টাটানি থাকে। ক্যানাবিস স্যাটাইভায় জ্বালা এবং টাটানি অধিক থাকে আর ক্যান্থারিসে কোঁথানি এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা (tenesmus and cutting) অধিক থাকে। লিঙ্গমুণ্ড গভীর লালবর্ণ এবং স্ফীত হয়, লিঙ্গোচ্ছ্বাসও হইতে পারে কিন্তু লিঙ্গোচ্ছ্বাস ক্যান্থারিসেই অধিক প্রবল। ডাক্তার জেলডাম বলেন—অত্যন্ত তরুণ প্রদাহ-সমূহ একোনাইট এবং মার্কিউরিয়াস কিংবা ক্যান্থারিসে হ্রাস হওয়ার পর মূত্র ত্যাগে জ্বালা টাটানি, মূত্রমার্গের স্ফীতি এবং প্রদাহ ও তৎসহ প্রচুর সাদা অথবা পীতবর্ণ পুঁজ স্রাব থাকিলে ক্যানাবিস স্যাটাইভা উত্তম কার্য্য করে। ডাক্তার হ্যাস বলেন—ক্যানাবিস স্যাটাইভা ৪।৫ দিন প্রয়োগের পর প্রদাহ লক্ষণ হ্রাস হয় এবং তরল স্রাব ঘন অবস্থা ও সবুজ আভাযুক্ত প্রাপ্ত হইলে মার্কিউরিয়াস ৩× চূর্ণ প্রত্যহ তিনবার করিয়া প্রয়োগে রোগ প্রায় স্থলেই আরোগ্য হইয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও যদি ঈষৎ তরল গ্লিট স্রাব থাকে তাহা সালফার, ক্যাপ্সিকাম, অথবা কেলি আইওড লক্ষণানুসারে দিলে রোগ আর কিছুই থাকে না। ডাক্তার হ্যাস এই প্রকার এক হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ডাক্তার হ্যাস আরও বলেন—

শেষে আমি প্রথম অবস্থাতেই মার্কিউরিয়াসকর সি, এম, ক্রম ব্যবহার করিতাম এবং তাহাতেই আশানুরূপ ফল পাইয়াছি, দ্বিতীয়—আর কোন ঔষধ দিতেই হয় নাই। ক্যানাবিস স্যাটাইভার পর মার্কিউরিয়াস ব্যবহার করা হয় যদি পুঁজস্রাব ঘন এবং সবুজ হয় ও জ্বালা থাকে। যদি স্রাব ঘন এবং জ্বালা-শূন্য হয় তাহা হইলে পালসেটিলা এবং সিপিয়া দেওয়া হয়। গ্লিট হইলে সালফার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ছানি (Cataract)—স্নায়বীক গোলযোগ, অধিক মদ্য অথবা ধূমপান হেতু ছানি হইবার সম্ভাবনা হয়। Cornea অস্বচ্ছ হয় (opacity of cornea)। দৃষ্টি অপরিষ্কার হয়।

হাঁপানি—হাঁপানি অথবা শ্বাসকষ্ট। কেবলমাত্র দণ্ডায়মান অবস্থায় সহজে শ্বাসপ্রশ্বাস লইতে পারে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট প্রমেহ রোগে অধিক প্রয়োগ হয়। ইহার উচ্চক্রমের ব্যবহার প্রায়ই দেখিতে পাই না। আমরাও নিম্নক্রম ব্যবহার করিয়া থাকি।

সমগুণ ঔষধসমূহ—মূত্রমার্গের তরুণ প্রদাহে ক্যান্থারিস, ক্যাপ্‌সিকাম, জেল্‌সিমিয়াম, পেট্রো সিলিনিয়াম।

রোগে বৃদ্ধি—শয়নে এবং উপর তলায় উঠিতে।

ব্রোমিন

ইহা একটা রাসায়নিক পদার্থ। এই জাতিয় ঔষধ সমূহকে (ব্রোমিন, আইওডিন, ফ্লরিন এবং ক্লোরিন) ইংরাজিতে Halogens বলা হয়— ইহাদের কার্য্য কণ্ঠ এবং বায়ুনলীর (larynx and bronchial tube) উপর অত্যন্ত অধিক অর্থাৎ শ্লেস্মিক ঝিল্লির উপরই ইহাদের কার্য্যের প্রাধান্যতা অত্যধিক প্রকাশ পায়। এই ঔষধগুলিতে আমরা দুইটি প্রধান কার্য্য দেখিতে পাই—প্রথমতঃ শ্লৈশিক ঝিল্লিতে কৃত্রিম পর্দ্দা (false membrane) উৎপন্ন করে। দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থিসমুহ বিবৃদ্ধি এবং কঠিন হয়, কাজে কাজেই scrofula রোগে এই ঔষধগুলি বিশেষতঃ শিশুদিগেতে অত্যন্ত অধিকরূপে ব্যবহার হয়। শ্লৈস্মিক ঝিল্লিতে অধিক কার্য্য আছে বলিয়াই ডিফথিরিয়ার ব্রোমিন একটি মহৎ ঔষধ বলিয়া সুপরিচিত।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। প্রস্তরবৎ কঠিন (স্ক্রুফিউলাস কিংবা টিউবারকিউলাস) গ্রন্থির বৃদ্ধি বিশেষতঃ চুয়ালের নিম্নে, গণ্ডদেশে, কর্ণে।

২। ডিফথিরিয়া—ঝিল্লি গলকোষে (Pharynx) হয় এবং তথা হইতে বায়ুনলী (bronchai), কণ্ঠনলীতে (larynx) আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হয়। বক্ষঃ স্থলের যন্ত্রণাও উর্দ্ধদিকে ধাবিত হয়।

৩। ঝিল্লিযুক্ত কিংবা ডিফথিরেটিক ক্রুপ (membranous or diphtheritic croup)। কাশিলে তরল শ্লেস্মা ঘড় ঘড় করে কিন্তু শ্বাস রোধ হইবার সম্ভাবনা থাকে। কাশি তরল মনে হয় কিন্তু শ্লেস্মা কিছুই উঠে না (এন্টিমটার্ট)।

৪। **শ্বাসকষ্ট**—গভীর ভাবে অধিক নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না—মনে হয় স্পঞ্জের ভিতর দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস চলাচল করিতেছে কিংবা মনে হয় বায়ুর পথ সমুদায় ধোঁয়ায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘড় ঘড়, সাঁই সাঁই কড়াত চালানবৎ শব্দ হয়, গলার স্বর শুনা যায় না। কণ্ঠনালীতে শ্লেস্মার সমাবেশ দরুণ শ্বাসরোধ হইবার সম্ভাবনা হয়।

৫। নীলাক্ষী, পরিস্কার কোমল ত্বক বিশিষ্ট স্ক্রফিউলাস ধাতু গ্রস্থ ব্যক্তি দিগেতে ব্রোমিন উত্তম কার্য্য করে।

সাধারণ লক্ষণ

১। মুখমণ্ডলে মাকরসার জাল লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় (ব্যারাইটা, বোরাক্স, গ্র্যাফাইটিস)।

২। নাসিকার পক্ষদ্বয়ের পাখার ন্যায় সঙ্কোচন এবং প্রসারণ (এন্টিম-টার্ট, লাইকো)।

৩। নাবিক তীরে আসিলেই হাপানীতে কষ্ট পায়।

৪। জিমনাষ্টিক করিয়া হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি।

৫। যোনিদ্বার দিয়া জোরে বায়ু নিঃসরণ (লাইকো)।

শিরঃ ঘূর্ণণ—ব্রোমিণে স্রোতস্বতী জল কিংবা জল বহিয়া যাইতেছে (running water) অথবা কোন দ্রব্য দ্রুত সঞ্চালিত (rapidly moving object) হইতেছে এইরূপ দেখিলেই মস্তক ঘূর্ণন বৃদ্ধি হয় এবং ইহার সহিত এক অদ্ভুত মানসিক উদ্বিগ্নতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে—সমুদায় দ্রব্য যেন লাফাইয়া চলিতেচে এইরূপ দেখিবে মনে করিয়া উদ্বিগ্ন হয় কিংবা মনে করে মস্তক ফিরাইলেই কোন ব্যাক্তি কিংবা কোন বস্তু দেখিতে পাইবে। এবম্প্রকার অদ্ভুত লক্ষণ যে কেবল ব্রোমিনেই প্রকাশ পায় তাহা নয়—ইহা Halogens

জাতীয় ঔষধ সমূহের স্বভাব এবং এতদলক্ষণ হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস রোগের সহিত সংশ্রব থাকে এবং তথা হইতে ইহা উদ্ভূত হয়।

ব্রোমিণের উল্লিখিত মস্তক ঘূর্ণন নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে উপশম হয় ইহাতে মনে হয় রক্তাধিক্যতাই এই মস্তক ঘূর্ণনের অনেকটা কারণ—রক্তাধিক্য তার পরিচয় আর একটি লক্ষণে প্রকাশ পায় তাহা হইতেছে—আহারের পর রোগী মস্তিস্কের গভীর প্রদেশে সংন্যাস রোগের আক্রমণ অনুভব করে মনে হয় যেন শীঘ্রই জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়া যাইবে।

মানসিক লক্ষণ—আইওডিনের মানসিক লক্ষণ ব্রোমিন অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক স্পষ্ট।

আইওডিন রোগীর ধাতুগত উত্তেজনা (constitutional irritation) এত অধিক যে স্থির হইয়া একস্থানে থাকিতেই পারে না অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির, একবার এখানে একবার ওখানে করিতে থাকে এবং অতি সামান্য ঘটনাতেই কোন গুরুতর বিপদ হইবে এই আশঙ্কায় ভীত হয়। এই প্রকার মানসিক উদ্বিগ্নতা হেতু রোগী সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করে এবং এমন কি তাহার ডাক্তারকেও নিকটে আসিতে দেয় না। লোকজনকে ভয়ানক ভয় পায়। সময় সময় এত অধিক ভীষণ হয় যে প্রলাপ করিতে থাকে। শিশুদিগেতে মধ্যান্ত্র রোগের ক্ষয়ে (tabes mesenterica) অত্যন্ত খিট খিট ভাব বিশেষ প্রকাশ পায়—কেহ তাকাইলেই শিশু চীৎকার করিয়া উঠে, কাহাকেও সে পছন্দ করে না।

ডিফথিরিয়া এবং ঘুংড়ি কাশি—ব্রোমিনে দুইটি রোগের লক্ষণের প্রকাশ অধিকরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি হইতেছে ডিফথি-রিয়া এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে গ্রন্থির বিবৃদ্ধি (enlargement of glands) ডিফথিরিয়ায় ইহা একটি এত অধিক প্রচলিত ঔষধ যে এক কথায় ইহাকে ডিফথিরিয়ার (routine remedy) বাঁধাধরা ঔষধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা প্রয়োগে উপকার না হইলে অন্য ঔষধের চেষ্টা করা হয়। যাহারা রোগের নাম ধরিয়া চিকিৎসা করে লক্ষণের প্রতি অধিক মূল্য স্থাপন করে না তাহাদের নিকট যে ইহা ডিফথিরিয়া, croup এবং কণ্ঠনালী প্রদাহের

একটি সর্ব্বপ্রথম ঔষধ হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। অনেককে দেখিয়াছি প্রথমতঃ যদি ব্রোমিয়ামে উপকার না হয় তাহা হইলে মার্কিউরিয়াস সায়েনেড ব্যবহার করেন এবং যখন ইহাতেও উপকার হয় না৷ তখন অন্য কোন ঔষধের চেষ্টা করেন কারণ এই ঔষধ দুইটি বাস্তবিকই ডিফথিরিয়ার অতি মহৎ ঔষধ সে বিষয়ে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু ব্রোমিয়ামের কতকগুলি বিশেষত্ব রহিয়াছে যাহার উপর নির্ভর করিয়া ইহা প্রয়োগ করা হয়—তাহা হইতেছে যে উত্তাপে ইহা অসুস্থ হয় (made sick from being heated)। ধরিয়া লউন এক স্থানে ডিফথিরিয়া রোগ সংক্রামক রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। মাতা ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে শিশুকে গরম কাপড়ে জড়াইয়া সর্ব্বদা ঘর গরম করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন কোন প্রকারে ঠাণ্ডা লাগে এই ভয়ে, কিংবা মাতা কিঞ্চিৎ গরম দিবস দেখিয়া শিশুকে লইয়া ভ্রমনে বাহির হইয়া ছিলেন এই প্রকার অবস্থার পর শিশু যদি মধ্য রাত্রে জাগিয়া উঠে এবং পরিক্ষা করিলে যদি দেখা যায় শিশুর গলাভ্যন্তরে একটি কৃত্রিম পর্দ্দা (false membrane) আরম্ভ হইয়াছে তাহা হইলে জানিতে হইবে ইহা ব্রোমিয়াম রোগী। কারন ব্রোমিয়াম রোগী পূর্ব্বেই বলিয়াছি উত্তাপে অসুস্থ হয়। আর যদি ঠাণ্ডা বশতঃ হইত তাহা হইলে আমরা একোনাইট চিন্তা করিতাম।

ব্রোমিয়ামের (croup) ঘুংড়ি কাশির সহিত প্রায়ই spasm of glottis (শ্বাসনালীর আক্ষেপ) আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ অবস্থায় শ্বাস গ্রহণে অত্যন্ত কষ্ট হয়, শিশু হঠাৎ নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে যেন শ্বাসরোধ হইবে এইরূপ হনে হয়, জলপানে লক্ষণসমূহের অর্থাৎ আক্ষেপের (spasm) কিঞ্চিৎ উপশম হয় বটে। ব্রোমিয়াম কেবল croup অপেক্ষা membranous croup অর্থাৎ পর্দ্দাযুক্ত croupএর অধিক উপযুক্ত ঔষধ এবং membranous croup অত্যন্ত অধিক ভীষণ রোগ। এই রোগ সচরাচর শিশুদিগের মধ্যেই এবং শীতপ্রধান দেশে অধিক হয়। Croup এর Aconite, Hepar এবং Spongiaই হইতেছে অধিক ফলপ্রদ ঔষধ। ইহাদিগের বিষয়ে পরে লিখিব এক্ষণে উক্ত বিষয়ে ব্রোমিয়ামের কি কার্য্য আছে তাহাই দেখা যাউক।

শিশুর গলার স্বর প্রথমতঃ বসিয়া যায় এবং ক্রমশঃ ইহা বৃদ্ধি হইহা সন্ধ্যার মধ্যেই সম্পূর্ণ স্বর ভঙ্গের অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়। শিশু কাঁদিতে থাকে কিন্তু ক্রন্দনের শব্দ অধিক হয় না, কেবল স্বর লোপের ন্যায় ঘস্

ঘস্ (husking) শব্দ বহির্গত হয়। এমতাবস্থায় গলাভ্যন্তর প্রদেশ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় কৃত্রিম শ্লৈষ্মিক পর্দ্দা প্রথমতঃ বায়ুনালীতে কিংবা কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন হইয়া উর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হইতেছে (membrane first form in the bronchai, trachea or larynx running upwards) (লাইকাপোডিয়ামে—প্রথমে নাসিকায় আরম্ভ হইয়া নিম্নদিকে যায়—ইহা ঠিক ব্রোমিয়ামের বিপরীত অবস্থা—just opposite of Lycopodium which often forms in the nose and runs downwords) ব্রোমিয়ামের কৃত্রিম ঝিল্লির এই প্রকার উর্দ্ধ গতি একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। এইরূপ অবস্থায় শিশু শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না—গভীররূপে শ্বাস গ্রহণ করিতে হইলেই কাশির উদ্রেক হয়। শ্বাস প্রশ্বাসে ঘস্ ঘস্ সাঁই সাঁই ইত্যাদি নানান প্রকার শব্দ হয় মনে হয় যেন শিশু sponge কিংবা কোন সূক্ষ্ম পর্দ্দার ভিতর দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করিতেছ। শিশু শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য হাঁসপাস করিতে থাকে—শ্বাসপ্রশ্বাসের এই প্রকার শব্দ কণ্ঠনালীর অভ্যন্তর প্রদেশে অল্পবিস্তর সমান ভাবে কৃত্রিম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কম্পন হেতুই উদ্রেক হয়। শিশু কাশিলে মনে হয় যেন কণ্ঠনালী শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে—ঘড় ঘড় শব্দ হয় কিন্তু উঠে না—(এন্টিমটার্ট)। যদি শীঘ্র রোগের প্রতিকারের চেষ্টা না করা হয়—তাহা হইলে স্বরবন্ধ হইয়া শিশু অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডাক্তার মেহফার ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১৫০টি membranous croup রোগী এই ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে মাত্র ৫টির মৃত্যু হইয়াছিল এবং তিনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ২।১ ফোঁটা সদ্য প্রস্তুত ৩× ক্রম সেবন করিতে এবং উক্ত ঔষধের weak solution আঘ্রান করিতে দিতেন। ডাক্তার এম, টেষ্টি (M. Teste) তিনিও এই ঔষধটিতে আশাতীত ফল পাইয়াছেন। তিনি প্রত্যেক ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর সেবন করিতে দিতেন এবং রোগীকে দুগ্ধ খাইতে নিষেধ করিতেন। কারণ তিনি অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাইয়াছেন, দুগ্ধে ব্রোমিণের গুণ নষ্ট হইয়া যায়। Dr. M. Teste forbids the use of milk, which his obsevations lead him to consider destructive of the action of Bromine)। ডাঃ কাফকা (Dr. knfka) তিনিও এই ঔষধটি আভ্যন্তরিক এবং ১ম কিংবা ২য় ক্রম তুলার মধ্যে ছড়াইয়া আঘ্রান দিয়া একটি সাংঘাতিক membranous

croup আরোগ্য করিয়াছিলেন। ঈষৎ উষ্ণ জলে Bromine I× কয়েক ফোঁটা দিয়া তাহার বাষ্পের আঘ্রান দেওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি croupএর একোনাইট, হেপার, এবং স্পঞ্জিয়া অতি ফলপ্রদ ঔষধ। ইহার সহিত আর একটি ঔষধের উল্লেখ দেখিতে পাই—তাহা হইতেছে—কেওলীন (kaolin) কিন্তু kaolin, croup অপেক্ষা membranous croup এ উত্তম কার্য্য করে—একোনাইট spasmodic, catarrhal অথবা membranous যে কোনপ্রকার croup হউক না কেন তাহাদের প্রারম্ভ অবস্থার একটি উপযুক্ত ঔষধ। ঘুমাইতে ঘুমাইতে শিশু হঠাৎ দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া জাগিয়া উঠে। ইহা প্রায়ই সন্ধ্যার পর কিংবা প্রথম রাত্রিতে হয়। শিশু অত্যন্ত অস্থির হয় এবং তরুন জ্বর বর্ত্তমান থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস শুষ্ক, কোনপ্রকার শ্লেষ্মার শব্দ থাকে না। ইহা এত হঠাৎ হয় যে অনেক সময় রোগ ধরিতেই পারা যায় না—শিশুর মধ্যে কোন প্রকার অস্বাভিক লক্ষণ পূর্ব্বে প্রকাশ পায় না। নিদ্রা হইতে শিশু হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়া কিছুক্ষণ পর আবার সুস্থ হইয়া পুনরায় নিদ্রা যায়। শিশুর এইরূপ অবস্থাকে তাচ্ছিল্য করা কোন প্রকারে উচিৎ নয়—শুষ্ক শীতল বাতাস (exposure of dry cold winds) লাগিয়া উক্ত প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে একোনাইট অধিক প্রযুজ্য। ডাক্তার ন্যাস বলেন nineteen out of twenty cases of croup arising from exposure to dry, cold air will be cured by Aconite. But if after a few doses or a reasonable time, it does not alleviate and the case continue to grow worse and the paroxysm of cough and suffocation come on oftener and specially on awakening out of sleep. Spongia is generally the remedy)। একোনাইটকে croup এর প্রথম অবস্থায় সকল চিকিৎসকগণই উচ্চস্থান দিয়াছেন এবং এতদহেতুই রাত্রিতে croup রোগী চিকিৎসা করিতে ডাকিলেই প্রথমে একোনাইটই দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিষয় ডাক্তার বেয়ারের কয়েকটি কথা তুলিয়া দিলাম—It we are called to a case of croup in the night, it is not always possible to atonce obtain the conviction that we are dealing with a case of croup, for even the presence of considerable

dyspnoea does not always simply that the disease before us is croup. In order to meet this uncertainty the custom has prevailed for a long time already to atonce give Aconite in alternation with some other remedy. Aconite is excellent in catarrhal but utterly inefficient in membranous croup. It we suspect a case and membranous croup, we give aconite 2 and Iodium 2 in alternation of every hour. The Iodium had better to be prepared fresh. তিনি আরো বলিতেছেন—In the first night, it may not matter much which of these remedies (Hepar sulphur, Spongia etc) is given in alternation with Acointe. It is certain that catarrhal croup will be modified by a few doses of Aconite within 12 hours so fully that whenever that favorable change does not take place within this period of time, we must rest assured that we are dealing with a case of membranous crup)

স্পঞ্জিয়ার শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত কর্কশ শব্দযুক্ত, মনে হয় শিশু যেন স্পঞ্জের মধ্যদিয়া নিশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছে। কাশিও অত্যন্ত কঠিন, ঘং ঘং এবং সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত এবং গয়ের কিছুই প্রায় উঠে না। শিশু যখন কাশে এমন ঘস্ ঘস্ শব্দ হয় মনে হয় যেন কড়াত চালনা হইতেছে, প্রত্যেক কাশি যেন প্রত্যেক কড়াত চালনার শব্দ। কণ্ঠনালীতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় রোগী কাশিবার কালীন গলা হাত দিয়া জড়াইয়া ধরে। স্পঞ্জিয়ার এই সমুদায় লক্ষণ মধ্যে রাত্রির পূর্ব্বেই বৃদ্ধি হয়। (are usually worse before midnight) যদি ইহাতেও কিছুই না হয় তাহা হইলে হেপার সালফার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, হেপার সালফারের বৃদ্ধি মধ্য রাত্রির পর অর্থাৎ প্রাতের দিকে। কাশি উক্তপ্রকার কর্কশ শব্দযুক্ত কিন্তু শ্লেষ্মা থাকে—যেন গলায় কত শ্লেষ্মা সমাবেশ হইয়া রহিয়াছে—ইহাও শুষ্ক শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি হয়। যখন এই সমুদায় ঔষধ (একোনাইট, স্পঞ্জিয়া এবং হেপার সালফার) রোগের কিছুই করিতে পারে না—তখন Halogen জাতীয় ঔষধ অর্থাৎ ব্রোমিন কিংবা আইওডিনের বিষয় চিন্তা করা হয়। ব্রোমিনের বিষয়

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক্ষণে আইওডিন কি প্রকার অবস্থায় কার্য্য করে তাহাই দেখা যাউক—আইওডিন বিশেষতঃ হেপার সাল্ফারে উপকার না হইলে এবং যখন কৃত্রিমঝিল্লি উৎপন্ন হয়, শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না, অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, কাশি তরল কর্কশ শব্দযুক্ত হয় (হেপার সালফারের ন্যায়)। গলা বসিয়া গিয়া সম্পূর্ণ স্বর লোপ হয়, শিশু গলা হাত দিয়া ধরিয়া রাখে এবং শিশু শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধার জন্য মস্তক পশ্চাদ্দিকে ফিরাইয়া মুখবিবর হইতে ফুসফুস পর্য্যন্ত সোজা টান করিয়া রাখে, এইরূপ অবস্থায় আইওডিন প্রয়োগ করা হয় এবং উক্ত লক্ষণসমূহ প্রাতেই বিশেষভাবে বৃদ্ধি হয়। আইওডিন বহুদিন যাবৎ স্যাঁৎসেতে স্থানে বাস হেতু কিংবা স্যাঁৎসেতে ঋতু হইতে উৎপন্ন croup এর অধিক উপযুক্ত ঔষধ এবং ইহা ব্যতীত কৃষ্ণবর্ণ চেহারাযুক্ত শিশুদিগের প্রতি ভাল কাজ করে। ব্রোমিনের শিশু light complexioned। croup রোগে ঔষধ শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তন করা উচিৎ নয় এবং এমন কি কোন ভয়ানক উপসর্গ উপস্থিত হইলেও বিশেষ কোন ঔষধের লক্ষণ প্রকাশিত না হইলে অন্য ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য নয় কিন্তু ঔষধ খুব ঘন ঘন প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ক্যাওলিন (**kaolin**)—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত (membranous croup) croup এ অধিক ফলপ্রদ এমন কি যখন trachae এর গভীর নিম্নপ্রদেশে ঝিল্লি উৎপন্ন হয় তখন ও ইহা প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধটিতে বক্ষঃস্থলে এত অধিক টাটানি যন্ত্রণা হয় যে কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেয়না কিংবা কাপড়ের স্পর্শ ইত্যাদি কিছুই পছন্দ করে না।

সর্দ্দি—ব্রোমিন সর্দ্দিরও একটি উপযুক্ত ঔষধ। সর্দ্দি জলবৎ তরল এবং ক্ষতকারক (excoriating)। মধ্যে মধ্যে নাসিকারন্ধ্র বুজিয়া যায় এবং সর্দ্দির সহিত এক প্রকার শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে—কপালে অত্যন্ত ভার ভার বোধ হয় এবং মনে হয় মস্তিষ্ককে নাসিকার মূলদেশ হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। নাসিকার অভ্যন্তর এবং পক্ষদ্বয়ে অত্যন্ত টাটানি যন্ত্রণা হয়, ক্রমশঃ ক্ষত দেখা দেয় এবং প্রত্যেকবার নাসিকা পরিষ্কার করা কালীন ঘায়ের মামড়ি এবং রক্ত বাহির হয়।

শ্বাসনালীদ্বারের আক্ষেপ—শ্বাসনালীদ্বারের আক্ষেপ (spasm of the glottis) অত্যন্ত ভীষণ রোগ। হঠাৎ আক্ষেপ হইয়া শ্বাসযন্ত্রের প্রণালী বন্ধ হইয়া যায়। অনেক সময় ইহাতে ব্রোমিন প্রয়োগে বেশ উপকার পাওয়া যায়। প্রায় রাত্রিতেই ঘুমন্ত অবস্থায় শিশুর এই প্রকার আক্রমণ হইয়া থাকে। কিছুক্ষণ নিদ্রার পর শিশু হঠাৎ অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া জাগিয়া ওঠে এবং গলা হইতে সাঁই সাঁই কিংবা বাঁশীর ন্যায় সোঁ সোঁ শব্দ হইতে থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত কষ্টজনক এবং দ্রুত গতিতে হয়, মৃতবৎ শিশু পড়িয়া থাকে, মাঝে মাঝে থাকিয়া থাকিয়া কেবল হাত নাড়ে, মুখ নীলবর্ণ হইয়া আসে, নাড়ী মৃদু এবং ক্ষীণ হয়, সময় সময় তরকার ন্যায় হাত পা ছুঁড়িতে থাকে। এই রোগ প্রায় আভ্যন্তরীক কোন কারণবশতঃ উদ্রেক হয়। দন্তোদ্গমকালীন কিংবা পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ কিংবা Thymus gland এর (উণ্ডুক গ্রন্থি) (gland behind the sternam and below the thyroid gland) বিবৃদ্ধিহেতু উদ্ভুত হয়। Thymus গ্রন্থির কারণ হেতু হইলে আইওডিনই তাহার উপযুক্ত ঔষধ এবং দন্তোদ্গমের কারণবশতঃ হইলে ক্যালকেরিয়া ফস সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ডাক্তার ডানহাম এই প্রকার একটি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পরিত্যক্ত রোগীকে Chlorine এর fume আঘ্রাণ দিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য করিয়াছিলেন। Halogens জাতীয় সমুদায় ঔষধগুলিরই এই প্রকার গুণ থাকিলেও কিন্তু Chlorine ইহাদের মধ্যে এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই প্রকার আক্ষেপকালীন শিশুকে শোয়াইয়া মস্তক সম্মুখদিকে নোয়াইয়া কণ্ঠনালীপ্রদেশে গরম জলে এক খণ্ড ন্যাকড়া ভিজাইয়া পুনঃ পুনঃ সেক দিলে অনেক সময় বেশ উপকার পাওয়া যায়। উল্লিখিত ঔষধ ব্যতীতও অনেক সময় ল্যাকেসিস, এন্টিমটার্ট, ইগ্নেসিয়া, স্যাম্বুকাস, বেলেডনা, কুপ্রাম ইত্যাদিও ব্যবহার হইয়া থাকে।

ল্যাকেসিস—যখন শিশু উপরোক্তরূপ অবস্থাসহ নিদ্রা হইতে জাগিয়া ওঠে।

ইগ্নেসিয়া—ভৎসনাসূচক কথারদরুণ মানসিক দুঃখে আক্ষেপ (spasm) উপস্থিত হয়। ইহাতে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় কিন্তু পরিত্যাগ করিতে কষ্ট হয় না এবং এই প্রকার কষ্ট মধ্য রাত্রিতে হয়। শিশুদিগের উক্ত প্রকার অবস্থায় ইহাকে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। আবার কোন কোন গ্রন্থকার ইহার বিষয়ে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই।

কুপ্রাম—সমস্ত শরীরময় আক্ষেপ হয় এবং শিশু হাত মুঠা করিয়া রাখে। মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় এবং আক্রমণের পর বমি করে।

স্যাম্বুকাস—ইহাতে কষ্ট অনেকটা বক্ষঃস্থলেই হয় কণ্ঠনালীতে এত অধিক হয় না। ল্যাকেসিস, ক্যালকেরিয়া ফস, বেলেডনা এবং হেলোজেন এই সমুদয়ে কষ্ট কণ্ঠনালীতে প্রকাশ পায়।

হাঁপানি (Asthma)—হাঁপানিতে ব্রোমিনের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়—রোগী অত্যন্ত গভীরভাবে টানিয়া টানিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস লইতে চেষ্টা করে, মনে করে ফুসফুসে যথেষ্ট বায়ু প্রবেশ করিতেছে না। বাস্তবিকপক্ষে ইহা ফুসফুসের কোন কারণবশতঃ হয় না ইহা শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারের সঙ্কোচন হেতুই (constriction of glottis) উদ্রেক হয়। বক্ষঃস্থলের প্রসারণ স্বাভাবিক মতই হয়, কণ্ঠনালীর সঙ্কোচনবশতঃ উপযুক্ত পরিমাণ বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না কাজেকাজেই রোগী বায়ুর জন্য হাঁপাইতে থাকে। সমুদ্রে কিংবা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাসহেতু উদ্ভূত হাঁপানির ব্রোমিন উপযুক্ত ঔষধ। নাবিকদিগের হাঁপানিতে ইহা প্রায়ই ব্যবহার হয়।

নিউমোনিয়া (Pneumonia)—নিউমোনিয়াতেও বিশেষতঃ যখন দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্ন লোব আক্রান্ত হয় অর্থাৎ লোবার নিউমোনিয়াতে কখন কখন প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু ইহা খুবই কম। এইরূপ স্থলে যখন ব্রোমিন নির্ব্বাচিত হয় তখন ইহার সহিত প্রায়ই নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বর্ত্তমান থাকে। ব্রোমিনের নাসিকা হইতে রক্তস্রাব লক্ষণটি অনেক স্থলেই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। হাঁপানির মত যথেষ্ট বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না এইরূপ ভাব নিউমোনিয়াতেও থাকে কিন্তু বক্ষঃস্থল প্রচুর শ্লেষ্মায় পূর্ণ হইয়া থাকে এবং রোগী শ্লেষ্মা তুলিতে পারে না বলিয়া মনে হয়।

টিউবারকিউলোসিস (Tuberculosis)—টিউবারকিউলোসিসেও ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় বিশেষতঃ যখন দক্ষিণ ফুসফুস অধিক আক্রান্ত হয়। রোগীর মস্তক এবং বক্ষঃস্থল প্রায়ই রক্তাধিক্য হয়, নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে উপশম হয়। স্তনের স্থানেও যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা বগল পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। বক্ষঃস্থলের পীড়ার সহিত প্রায়ই চক্ষু আক্রান্ত হয়, পুরাতন conjunctivitisএ পরিণত হয়।

হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি—(Hypertrophy of heart)—ব্রোমিনে হৃৎপিণ্ডের পেশীর বিবৃদ্ধির লক্ষণসমূহ প্রকাশ হয় অথচ হৃৎপিণ্ডের কোন রোগ হয় না। পেশীর বিবৃদ্ধিহেতু রোগীর বক্ষঃস্থলে ভার ভার বোধ হয় এবং তদহেতু শ্বাসপ্রশ্বাস লইতে কষ্ট বোধ করে। সঞ্চালনে কিংবা উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিতে হইলেই হৃৎস্পন্দন হয়। নাড়ী ভরাটে (full) কিন্তু মৃদু। ব্রোমিন উপরোক্ত প্রকার হৃৎপিণ্ড পেশীর বিবৃদ্ধির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমেরিকার ডাক্তার থেয়ার এই প্রকার অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ব্রোমিনের হৃৎপিণ্ড পেশীর বিবৃদ্ধি (Hypertrophy) ব্যায়ামাদি (exercise) হইতেই হইয়া থাকে।

গ্রন্থি বিবৃদ্ধি (Eelargement of glands)—ব্রোমিনের দ্বিতীয় পরিজ্ঞাপক লক্ষণ হইতেছে গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা (enlargement and induration of glands)। কাজেকাজেই ইহা স্ক্রুফিউলাস (scrofulous) রোগীর বিশেষতঃ শিশুদিগের একটি উপযুক্ত ঔষধ। গ্রন্থি প্রদাহ হইয়া প্রস্তরবৎ শক্ত হয় এবং কদাচিৎ পূঁজের সঞ্চার হয়। ব্রোমিনের স্রাব ক্ষতকারক (excoriating) এবং ক্ষতের চারিধারের গ্রন্থি অত্যন্ত কঠিন এবং অধিকরূপ উষ্ণ হইয়া থাকে। যে কোন স্থানের গ্রন্থি হউক না কেন প্রস্তরবৎ অত্যন্ত শক্ত হইলে কার্ব্ব এনামেলিস, ব্রোমিন এবং কোনায়ামের বিষয় চিন্তা করিবে। স্তনের গ্রন্থির (memary glands) প্রদাহে এবং তৎস্থানের কর্কট রোগের (cancer) অতি উত্তম ঔষধ। কার্ব্ব এনামেলিসের ন্যায় এই ঔষধটিতেও জলনযুক্ত বগলের গ্রন্থির কঠিনতা থাকে কিন্তু ব্রোমিনে জলন ব্যতীত কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণাও (cutting pain) থাকে। স্তনের স্থান শক্ত হয় এবং হাত দিয়া পরীক্ষা করিলে উহাতে এক প্রকার দপদপানি অনুভব হয়। কখন কখন কর্ত্তন যন্ত্রণা এত অধিক হয় মনে হয় যেন স্তনের গ্রন্থি হইতে বগল পর্য্যন্ত দড়ি দিয়া টানিয়া রাখিয়াছে, রোগী হাত নাড়াইতে পারে না। এই প্রকার লক্ষণ ক্রোটনটিগলিনামেও দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থির (glands) এই প্রকার বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা উক্ত তিনটি ঔষধেই বিশেষরূপে প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের সকলেতেই গ্রন্থির কঠিনতার সহিত কর্কট রোগের প্রবণতা (cancerous tendency) বর্ত্তমান থাকে। ব্রোমিনের যন্ত্রণা তত অধিক উল্লেখযোগ্য নয় যতটা আমরা

কার্ব্বএনামেলিস এবং কোনায়ামে দেখিতে পাই। কোনায়াম এবং কার্ব্বএনামেলিসের যন্ত্রণা তীক্ষ্ণ ছুরিকাবিদ্ধবৎ কিংবা কর্কট রোগের ন্যায় জ্বলনযুক্ত ইহা ব্যতীত ব্রোমিনে নিম্ন চোয়াল এবং গলদেশের গ্রন্থি (lower jaw and throat, thyroid, sub-maxillary, parotid and testes) অধিক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে আর কার্ব্ব এনামেলিসে বগলের (axillary gland) গ্রন্থি আক্রমণের প্রবণতা অধিক থাকে। কোনায়ামের গ্রন্থির এই প্রকার কঠিনতা এবং বিবৃদ্ধি প্রায়ই আঘাত হইতে উৎপত্তি হয় (after contusion or bruises)।

তালুমূল প্রদাহ (Tonsilitis)—ব্রোমিনে তালুমূল ফুলিয়া গভীর লালবর্ণ হয় এবং তালুমূল প্রদাহের সহিত সচরাচর গ্রন্থিসমূহেরও স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে। কোন জিনিষ গলাধঃকরণ করিতে গলদেশে কষ্ট বোধ করে এবং গলদেশ চিড়িয়া গিয়াছে এইরূপ কাঁচা কাঁচা (feeling of rawness) বোধ হয়।

গলগণ্ড (Goitre)—গলগণ্ডের (Thyroid gland) উপর ব্রোমিনের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। আইওডিনই ইহার উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু কঠিন গলগণ্ড আইওডিন প্রয়োগে হ্রাস না হইলে ব্রোমিন ব্যবহারে অনেক সময় বেশ ফল পাওয়া যায়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন— ম এবং ৩য় ক্রম অধিক প্রয়োগ হয়। সকল সময় নূতনরূপে ডাইলিউসন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা উচিত ইহা শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায় (must be prepared fresh as it is liable to rapid deterioration) ব্রোমিয়াম সেবনকালে দুগ্ধপান নিষেধ।

সমগুণ ঔষধসমূহ—কোনায়াম, কার্ব্ব এনামেলিস, স্পঞ্জিয়া, আইওডিন, এষ্টার।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত, উচ্চস্থানে উপবেশনে উষ্ণ ঋতুতে।

রোগের উপশম—সঞ্চালনে, ব্যায়ামে।

স্পঞ্জিয়া

ইহার সম্পূর্ণ নাম স্পঞ্জিয়া টোষ্টা (spongia tosta)। ইহা যদিও Halogen জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য নহে তথাপি ইহার লক্ষণ সমুহ আইওডিন, ব্রোমিন ইত্যাদির খুব নিকট সদৃশ্য। স্পঞ্জিয়া জান্তব জগত (Animal kingdom) হইতে উৎপন্ন হয়, ইহাতে আইওডিন এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণ ব্রোমিনের মিশ্রন পাওয়া যায়। স্পঞ্জিয়াতে আইডিন এবং ব্রোমিনের কিঞ্চিৎ মিশ্রন আছে বলিয়াই ঔষধটি উক্ত Halogen ঔষধগুলির ন্যায় গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর অধিক কার্য্য করে, কাজে কাজেই স্পঞ্জিয়াও আইওডিনের ন্যায় একটি বৃহৎ গলগণ্ডের বিধ্ন ঔষধ (anti-goitre remedy)

স্পঞ্জিয়ার প্রধান কার্য্য হইতেছে গ্রন্থির বিবৃদ্ধি (enlargement of gland) এবং শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রের উপর।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শ্বাস প্রশ্বাস নলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সমুদায় অত্যন্ত শুষ্ক —গলদেশ, কণ্ঠনালী, ভূজনালী, ইত্যাদি সমুদায় স্থান খট্‌খটে শুষ্ক।

৩। কাশি—শুষ্ক, সাঁই সাঁই অথবা শিশ্ শব্দ যুক্ত (cough dry, barking croupy, rasping, ringing, wheezing—whistling সমুদায় যেন শুষ্ক, কোন প্রকার তরল শ্লেস্মার ঘড় ঘড়ানি নাই। (everything is perfectly dry, no mucous rale)

৩। কাশি শুষ্ক, এক একটি কাশি যেন করাত চালান শব্দের ন্যায় ঘস্ ঘস্ শব্দ যুক্ত, যেন করাত চালান হইতেছে (like a saw

driven through a pine board)। মিষ্ট খাদ্য আহারে, শীতল পানীয় পানে, মস্তক নীচু করিয়া শয়নে কাশি বৃদ্ধি হয়। উষ্ণ দ্রব্য আহারে এবং পানে উপশম হয়।

৪। গলগণ্ডের বিবৃদ্ধি সহ রাত্রিতে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট।

৫। প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ অথবা একশিরার অনুপযুক্ত চিকিৎসা হেতু কোষরজ্জু এবং অণ্ডকোষ বিবৃদ্ধি ও প্রদাহ যেন পিষিয়া ফেলিতেছে এইরূপ বোধ হয়।

৬। শিশু যেন ভীত হইয়া জাগিয়া ওঠে এবং মনে হয় শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে, যেন স্পঞ্জের ভিতর দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছে। ঘুংড়ি কাশি গলা সাঁই সাঁই করিতে থাকে, শিশু অস্থির এব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে, নিশ্বাস গ্রহণে কষ্ট এব মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে অধিক বৃদ্ধি হয় (প্রশ্বাসে কষ্ট হয়—একোনাইট) (শেষরাত্রে প্রাতঃকালের পূর্ব্বে কষ্ট হয়—হেপার)

সাধারণ লক্ষণ

১। প্রত্যেক মানসিক উত্তেজনায় কাশির উদ্রেক কিংবা বৃদ্ধি হয়।

২। নিদ্রার পর কাশি বৃদ্ধি হয় কিংবা কাশির বৃদ্ধি অবস্থায় শিশু শুইয়া পড়ে।

৩। হৃৎ স্পন্দন অত্যন্ত ভীষণ ভয় এবং যন্ত্রণা থাকে, শ্বাস্ প্রশ্বাস লইতে অত্যন্ত কষ্ট হয় যেন খাবি খাইতে থাকে। হঠাৎ মধ্য রাত্রির পর জাগিয়া উঠে এবং উক্তরূপ অবস্থা হয়।

৪। স্পঞ্জিয়া বিশেষতঃ শিশু এবং স্ত্রীলোকদিগের রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

গলগণ্ড এবং গ্রন্থির বিবৃদ্ধি (Goitre and enlargement of glands)—ইহাতেও গ্রন্থি স্ফীত হইয়া হেলোজেন জাতীয় ঔষধ গুলির ন্যায় শক্ত এবং বিবৃদ্ধি হয়। গলগণ্ড অত্যন্ত শক্ত এবং বৃহৎ হয়। গলদেশের একপার্শ্ব কিংবা উভয় পার্শ্বই ফুলিয়া ওঠে। সময় সময় এত অধিক বৃহৎ হয় যে চিবুক পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আইসে। এই প্রকার অবস্থার সহিত প্রায়ই রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় হঠাৎ শ্বাস প্রশ্বাস অবরুদ্ধ হওয়া লক্ষণ উপস্থিত হয়। হোমিও প্যাথিক গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় পোড়া স্পঞ্জিয়া (Burnt spongia) চতুর্দ্দশ শতাব্দি হইতে গলগণ্ডের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া ব্যবহার হইয়া আসিতেছে।

সেই সময়কার ডাক্তার হিউফ ল্যাণ্ড (Hufeland) এবং আর আর অন্যান্য চিকিৎসকগণ গলগণ্ডে স্পঞ্জিয়াকে অতি উচ্চস্থান দিয়াছেন। ডাক্তার যোসেফ ফ্র্যাঙ্ক (Dr. Joseph Frank) বলেন চিনকোনা যেমন জ্বরে একটি সুনিশ্চিত ঔষধ সেই প্রকার স্পঞ্জিয়া গলগণ্ডের সুনিশ্চিত ঔষধ—(Dr. Joseph Frank says that it is as sure as Cinchona in intermittent fever)'। কিন্তু আইওডিনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গলগণ্ডে স্পঞ্জিয়ার ব্যবহার কমিয়া আইসে, একমাত্র দেখা যায় ডাক্তার ভট্ (Vogt) বর্ত্তমান সময়ের ডাক্তার গণের মধ্যে আইওডিন ব্যবহারে উপকার না হইলে স্পঞ্জিয়া ব্যবহারের পরামর্শ দেন। গ্রন্থে অনেক গলগণ্ড স্পঞ্জিয়া দ্বারা আরোগ্য সংবাদ লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থি প্রদাহ হইয়া বিবৃদ্ধি এবং কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়—গলগণ্ড ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানের গ্রন্থির উপরও কার্য্য প্রকাশ পায়। গলগণ্ডের স্ফীতির সহিত হৃৎপিণ্ডের রোগও প্রকাশ থাকে এবং চক্ষু বহির্গত হইয়া আইসে (Hypertrophy of the thyroid, goitre when the heart is affected and the eyes protruding)।

স্পঞ্জিয়ায় শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট কেবল যে গলগণ্ডের বৃদ্ধির দরুণই হয়, এইরূপ মনে হয় না কারণ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার (tubercle) বর্ত্তমানেতেও অত্যন্ত শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট উৎপন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। গলগণ্ড পূর্ণিমায় এবং অমাবস্যা তিথির সহিত বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয় এতদকারণবশতঃই

এইরূপ স্থলে স্পঞ্জিয়া কিংবা অন্য যে কোন ঔষধই হউক waning of the moon এর সময়েই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

অণ্ডকোষ কাঠিন্যতা এবং কোষরজ্জু প্রদাহ (induration of the testicle and orchitis) ব্রোমিন ইত্যাদি হেলোজেন জাতীয় ঔষধ গুলির ন্যায় স্পঞ্জিয়া অণ্ডকোষের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতায় উত্তম কার্য্য করে ইহা বিশেষতঃ প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ জনিত দক্ষিণ পার্শ্বে একশিরা কিংবা অণ্ডকোষ প্রদাহের একটি উপযুক্ত ঔষধ। অণ্ডকোষ কিংবা অণ্ডকোষ রজ্জুতে পিষিয়া ফেলাবৎ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা শরীরের কিংবা কাপড়ের নাড়া চড়ায় বৃদ্ধি হয়। পালসেটিলাকেই প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ জনিত অণ্ডকোষ কিংবা কোষরজ্জু প্রদাহে উচ্চস্থানে দেওয়া হয় এবং তৎপর কেবল প্রদাহ নিবারণের জন্য হেমামেলিসকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য এবং হেমামেলিস বাহ্যিক ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। মার্কিউরিয়াস সলও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে বিশেষতঃ যখন পীতাভ সবুজ বর্ণ প্রমেহ স্রাব বর্ত্তমান থাকে।

থাইসিস্ (Phthisis)—থাইসিসের স্পঞ্জিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত এবং ইহাকে ফস্‌ফরাস, স্যাঙ্গুনেরিয়া এবং সালফারের পাশাপাশি স্থান দেওয়া যাইতে পারে। স্বর-যন্ত্রের (Laryngial) থাইসিসের ইহাকে অনেকে প্রধান ঔষধ বলেন। ভীষণ স্বরভঙ্গ থাকে, কথা বলিতেই

পারে না। ইহা বিশেষতঃ ফুস্‌ফুসের টিসুগুলির solidification এর অর্থাৎ যকৃদভাবাপ্তির প্রারম্ভ অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ। অধিকাংশ স্থলে অঙ্গুলির প্রতিঘাতে (percussion) উভয় ফুস্‌ফুসের অগ্রভাগে (apex) ঢপ ঢপ (dull) শব্দ শ্রুত হয়। কাশি শুষ্ক ঘস্ ঘস্ শব্দযুক্ত, গভীর শ্বসপ্রশ্বাসে, অধিক কথা-বার্ত্তায়, সামান্য মানসিক উত্তেজনায়, সন্ধ্যাকালে, শীতল শুষ্ক বায়ুতে এবং সঙ্গীতাদিতে বৃদ্ধি হয়। উষ্ণ দ্রব্য আহারে এবং পানে সাময়িক কিঞ্চিৎ উপশম হয় (এনাকার্ডি)। ক্ষয়কাশগ্রস্থ রোগীদিগের কণ্ঠনালীর (laryngial) প্রদাহ কিংবা রোগে স্পঞ্জিয়াকে সর্ব্বদাই উচ্চ স্থান দেওয়া হয়।

ক্ষয়কাশিগ্রস্থ স্পঞ্জিয়া রোগীদিগের শরীরে পুনঃ পুনঃ উত্তাপের সঞ্চার হয় (frequent flashes of heat) এবং যখনই রোগী এই বিষয় চিন্তা করে

তখনই যেন বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত পৃষ্ঠে শীতানুভবও হয়, এমন কি উত্তাপে শীত উপশম না হইয়া বরং কাঁপিতে থাকে। উত্তাপ জানুদ্বয় ব্যতীত সমুদয় শরীরময় ছড়াইয়া পড়ে, জানুদ্বয় শীতে অসাড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, স্পঞ্জিয়ার ন্যায় উল্লিখিত কাশিতেও হেপার সালফার প্রয়োগ হইতে পারে। কাশি তরল ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত হওয়া চাই এবং সময় সময় রক্তমিশ্রিত থাকিলেও থাকিতে পারে, ইহা ব্যতীত হেপার সালফারের বৃদ্ধি মধ্যরাত্রি কিংবা প্রাতঃকালের দিকে হয়। স্পঞ্জিয়ার বৃদ্ধি মধ্যরাত্রির পূর্ব্বেই অর্থাৎ প্রথম রাত্রিতে হয় এবং একোনাইটের বৃদ্ধি সন্ধ্যার সময় হয়। সময়ের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইতে পারে কিন্তু অন্যান্য লক্ষণের উপর সমুচিত দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ঘুংড়িকাশি এবং কাশি (Croup and Cough)—স্পঞ্জিয়ার সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে শ্বাসযন্ত্রের উপর তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা সর্ব্বপ্রথমেই কণ্ঠনালীকে (lyrax) আক্রমণ করে এবং তথা হইতে বায়ুনালী (trechea), bronchial tube এবং ফুসফুসের বায়ুকোষগুলিতে (air cell) বিস্তারিত হয়। ইহা অত্যন্ত সঙ্কটজনক রোগ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই croupএ (ঘুংড়িকাশিতে) পরিণত হয়। এইরূপ অবস্থায় একোনাইটের পরই স্পঞ্জিয়াকে স্থান দেওয়া হয়। কাশি শুষ্ক ঘস্ ঘস্ শব্দযুক্ত কিংবা করাত চালান শব্দের ন্যায়, এক একটি কাশি যেন এক একটি করাত চালান শব্দ। শুষ্ক শীতল বায়ু লাগিয়া ঘুংড়িকাশি হইলে এবং অত্যন্ত ভয় ভাব ও উদ্বিগ্নতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এবং যদি সন্ধ্যার দিকেই বৃদ্ধি হয় তাহার একোনাইটই সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। সচরাচর ৩০ কিংবা ২০০ ক্রমই অধিকাংশ স্থলে প্রয়োগ হয় এবং তাহাতেই রোগ আরোগ্য হইয়া যায় অন্য ঔষধের আর সাহায্য প্রয়োজন হয় না কিন্তু কয়েক মাত্রা সেবনে কিংবা আশানুরূপ সময়ে যদি একোনাইটে কোন প্রকার উপকার না দেখা যায় বরং ক্রমশঃই রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কাশির উদ্রেক এবং শ্বাসরুদ্ধের উপক্রম পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে এবং বিশেষভাবে যদি নিদ্রা হইতে জাগিয়াই কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় হয় তাহা হইলে স্পঞ্জিয়াই একোনাইটের পরবর্ত্তী উপযুক্ত ঔষধ। ডাক্তার ক্লাস ডাইলিউসন সম্বন্ধে এই বিষয়ে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় যাহা

লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য মনে করিয়া এই স্থানে তুলিয়া দিলাম—I live in a croupy climate and district after experimenting for 30 years, first witn lower aud then with the higher preparation, affirm that 200 potency of this remedy does better work in croup, then the lower preparation. I often give either of these remedies (Aconite or Spongia), according to indications as often as once in fifteen minuits in watery solutions untill amelioration and then lengthen the intervals between doses according to amelioratian. অর্থাৎ আমার ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাইয়াছি যে, প্রথমতঃ নিম্নক্রম এবং তৎপর উচ্চক্রম প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। লক্ষণানুসারে একোনাইট কিংবা স্পঞ্জিয়া জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক ১৫ মিনিট পর পর রোগ উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত আমি ব্যবহার করি এবং উপশমের সঙ্গে সঙ্গে সময়ও বাড়াইয়া দিয়া থাকি। Croupএর শব্দ তরল হইয়া আসিলে অর্থাৎ শ্লেষ্মা তরল হইলে এবং রোগ বিশেষতঃ মধ্য রাত্রিতে কিংবা প্রাতের দিকে বৃদ্ধি হইলে হেপার সালফার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। হেপার সালফার রোগী শীত-কাতুরে, শরীরে কাপড় রাখিতে ইচ্ছা করে, গরম চায়। স্পঞ্জিয়া রোগী ঠাণ্ডা চায়, গরমে বৃদ্ধি হয় (আইওডিন) অথচ উষ্ণ দ্রব্য পানে উপশম বোধ করে (আর্স, নাক্স, লাইকো) রোগ আরোগ্য হইয়াও যদি পুনরায় relapse হয় কিংবা প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে যদি croup এর মত ভাব দেখা দেয় তাহা হইলে ফস্ফরাসই তাহার উপযুক্ত ঔষধ। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, স্পঞ্জিয়ার কাশি সম্পূর্ণ শুষ্ক ঘস ঘস শব্দযুক্ত সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ এবং প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে। কণ্ঠনালী অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়, হাত দিয়া স্পর্শ করা যায় না। মস্তক এক পার্শ্বে ঘুড়াইলেই শ্বাস অবরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। একোনাইটেই প্রায় অধিকাংশ স্থলে প্রদাহ কমিয়া রোগ আরোগ্য হইয়া যায়, কদাচিৎ হেপার সালফার প্রয়োগ হয়। হেপার সালফারের প্রধান লক্ষণ ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত তরল কাশি থাকা চাই। কাশির তরল অবস্থা হইলেই আর একোনাইট কিংবা স্পঞ্জিয়ার উপর নির্ভর করা কোন মতেই উচিৎ নয়। Croup রোগের চিকিৎসায় ডাক্তার বনিং হোসেন (Dr. Boning Hosain) খুব সুনাম অর্জ্জন

করিয়াছিলেন এবং তাহার ঔষধ celebrated porders for croup বলিয়া পরিচিত—ইহা দুইটি একোনাইট, একটি স্পঞ্জিয়া এবং দুইটি হেপার সালফারের পাউডার, পর পর এক এক ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করা হইত। ডাক্তার হেল এবং অন্যান্য চিকিৎসকগণ বোনিং হোসেনের উক্ত croup powder এর খুব প্রশংসা করিয়াছেন। স্পঞ্জিয়া কণ্ঠনালীর সকল প্রকার প্রদাহেরই উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার গারেন্সি (Dr. Guernsey) স্পঞ্জিয়া কাশির লক্ষণগুলি কয়েকটি অতি সুন্দর কথায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে দিলাম—The cough is dry and sibilant or it sounds like a saw driven through a pine board, each cough correspon-ding to a thrust of a saw, Spongia is particularly indicated when there is no mucous rattle The cough is dry and hoarse and causes pain in the throat but no mucous rattle স্পঞ্জিয়া যে প্রকার বয়স্ক লোক-দিগের laryngitis কিংবা Bronchitis এর একটি উপযুক্ত ঔষধ সেই প্রকার শিশুদিগের croup এর একটি মহৎ ঔষধ। অত্যন্ত স্বর ভঙ্গ, টাটানি এবং সঙ্গে সঙ্গে সামান্য জ্বলন থাকে। কাশি কথাবার্ত্তা, পড়াশুনা, শীতল জল পানে, মস্তক নোয়াইয়া শয়নে, গানে এবং গলধঃকরণে বৃদ্ধি হয়। ডাক্তার ন্যাস বলেন—গলার বেদনায় সচরাচর বেলেডনার পর স্পঞ্জিয়া ব্যবহার করিয়া বেশ ফল পাওয়া যায়।

স্যাম্বুকাস (Sambucas)—তরুণ কণ্ঠনালীর প্রদাহ অবস্থায় যখন পুনঃ পুনঃ কণ্ঠনালীর আক্ষেপ (spasm) হয়, তাহার ইহা একটি উপযুক্ত ঔষধ।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক রোগেও স্পঞ্জিয়া ব্যবহার হয়। রোগী মস্তক নীচু করিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিতে পারে না, কাশি আরম্ভ হইয়া শ্বাস রুদ্ধের উপক্রম হয়। শিশু ঘুমন্ত অবস্থা হইতে পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠিয়া শয্যায় অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার সহিত বসিয়া থাকে, মুখমণ্ডল লাল আভাযুক্ত হয় এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুতভাবে চলিতে থাকে। (Awakes out of sleep from a sense of suffocations with violent, loud cough,

great alarm, agitation, anxiety and difficult respiration এতদ্ব্যতীত হৃদপিণ্ডের কপাটে (valve) খুব জোড়ে জোড়ে blowing sound শ্রুত হয় এবং হৃদস্পন্দন হইতে থাকে এবং রোগী অনেক সময় আক্রমণ অবস্থার মধ্যেই শুইয়া পড়ে (sleeps into paroxysm) হৃদপিণ্ডের উক্ত প্রকার লক্ষণযুক্ত রোগের স্পঞ্জিয়া একটি মহৎ ঔষধ, ল্যাকেসিসের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও তথাপি ইহা জানিবে স্পঞ্জিয়াই ইহার অতি উত্তম ঔষধ। ইহাতে যে কেবল সাময়িক উপকারই হয় তাহা নয়, বহু পুরাতন valvular murmurs ও (ফুস্ ফুস্ যন্ত্রে বায়ু বাতায়নের শব্দ) সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। রোগী মস্তক নিচু করিয়া শয়ন করিতে পারে না এবং আক্রমণ অবস্থার মধ্যেই শুইয়া পড়ে (ল্যাকেসিস) ইহা এই ঔষধের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ জানিবে।

হৃৎপিণ্ডের রোগবশতঃ শুষ্ক পুরাতন কাশির ন্যাজাও একটি উত্তম ঔষধ কিন্তু স্পঞ্জিয়াকেই উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে হৃৎপিণ্ডের রোগে ল্যাকেসিস, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড কিংবা আর্সেনিক প্রথমেই দেওয়া উচিৎ নয়, সর্ব্বপ্রথম একোনাইট, স্পঞ্জিয়া—স্পাইজেলিয়া ব্রাইওনিয়া ফস্ফরাস ইত্যাদি চেষ্টা করা উচিৎ।

In nearly all affectious of the chest involving. the larynx, trachea. bronchi where everything is perfectly dry and tight, no looseness, no rattling cough, asthma, or croup—is the special sphere of Spongia.

স্বরভঙ্গ—স্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা, কথা সহজে বাহির হয় না। স্বর ফাঁপা, সঙ্গীত গাহিতে কিংবা কথা বলিতে গলায় স্বর বসিয়া যায় (উচ্চৈস্বরে গান গাহিতে স্বরভঙ্গ হয়—অরাম ট্রি)। কণ্ঠনালী অত্যন্ত শুষ্ক। স্বর হিস্ হিস্ শব্দযুক্ত, সমুদয় বক্ষঃস্থল অত্যন্ত শুষ্ক, নাসারন্ধ্র শুষ্ক।

হাঁপানি—ভীষণ হাঁপানি হয়, সাঁই সাঁই শব্দ করে, কদাচিৎ ঘড় ঘড় শব্দ (rattling noise) হয়। শ্বাসনলী অত্যন্ত শুষ্ক, শুষ্কতাই হইতেছে স্পঞ্জিয়ার বিশেষত্ব। শয্যায় উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় এবং শরীর সম্মুখদিকে

নত করিয়া রাখে, সময় সময় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হয়। সাদা চট্‌চটে শ্লেষ্মা শ্বাস নলীতে সমাবেশ হয়, সহজে বহির্গত হয় না।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—অনেকে নিম্নক্রমে অধিক পক্ষপাতী, এমন কি মূল অরিষ্ট ২×, ৩× এই প্রকার শক্তি ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন কিন্তু আমি সচরাচর ৩০ এবং ২০০ শক্তি সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিয়া থাকি।

স্পঞ্জিয়া—একোনাইটের পর এবং হেপারের পূর্ব্বে কাশি এবং ঘুংড়িকাশিতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

রোগের বৃদ্ধি—নিদ্রার পর, শীতল পানীয় পানে, মিষ্ট দ্রব্য আহারে। উঁচু স্থানে আরোহণে।

রোগের উপশম—উষ্ণ পানীয় পানে এবং দ্রব্য আহারে। স্থির হইয়া থাকায়।

এসিড পিক্‌রিক্ (Acid Picric)

পিক্‌রিক্ এসিড কশেরুকা মজ্জার অপকৃষ্টতা (degeneration) উৎপাদন করিয়া পক্ষাঘাত আনয়ন করে। ইহার যাবতীয় উৎসর্গ—পক্ষাঘাত, মস্তিষ্কের অবসাদ, লিঙ্গের উত্তেজনা, স্নায়ুর দুর্ব্বলতা ইত্যাদি উক্ত কশেরুকা মজ্জার কারণ হইতেই উদ্ভূত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। লেখাপড়া এবং ব্যবসায়ীলোকদিগের স্নায়ু এবং মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্যতা। সামান্য উত্তেজনায়, মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমে কিংবা অত্যধিক কার্য্যে শিরঃপীড়া উপস্থিত হয় এবং মেরুদণ্ডে জ্বালা প্রকাশ পায় (কেলি ফস্)।

২। শিরঃপীড়া বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অধিক হয়—শোক, দুঃখ কিংম্বা মানসিক অবসাদ জনিত অধিক হয়।

৩। লিঙ্গোদ্রেক—লিঙ্গের ভীষণ উদ্রেক হয় এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। প্রচুর রেতঃস্খলনও হয়। পুরুষদিগের কামোন্মাদ—এতদসহ কশেরুকা মজ্জার (spinal cord) রোগ বর্ত্তমান থাকে।

৪। মেরুদণ্ডের সর্ব্বত্র জ্বালা এবং মেরুদণ্ডের ও কটিদেশের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

৫। ক্লান্তিভাব—সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত। সমুদায় শরীরময় অবসন্নভাব বিশেষতঃ হস্তপদের সঞ্চালনে ক্লান্তি এবং অবসন্নভাব বৃদ্ধি—(Weariness, progressing from a slight feeling of fatigue on motion to complete paralytic, tired heavy feeling all over the body).

সাধারণ লক্ষণ

১। রক্তস্বল্পতা—ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত অধিকরূপ রক্তস্বল্পতা প্রকাশ পায় (progressive and pernicious anaemia).

২। ক্ষুদ্র ফোঁড়া শরীরের যে কোন স্থানে বিশেষতঃ কর্ণের রন্ধ্র প্রদেশের বহির্ভাগে হয়।

পক্ষাঘাত—ইহাতে পক্ষাঘাত হঠাৎ প্রকাশ পায় না। ক্লান্তি এবং মানসিক অবসাদ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ তাহা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতে পরিণত হয়, এবং এই ক্লান্তিভাব সামান্য পরিশ্রমেই বৃদ্ধি হয়, এতদসহ উদাসীনতা, এবং অবসন্নতা বর্ত্তমান থাকে। রোগী সকল সময় স্থির হইয়া শুইয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে এবং ইচ্ছার উপর কর্তৃত্ব থাকে না—It attacks the vital force, as is manifested by an excessive langour or persistent tired feeling all over the body)—ইহাতে পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয়—ইহা রোগের টাইফয়েড অবস্থায় এবং মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্যতায় (brain fag) অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্যতায় (brain fag) পিক্রিক্ এসিডকে উচ্চস্থান দেওয়া যায়। There seems to be no doubt that it is destined to become one of our most valuable remedies for brain, spinal and general nervous prostration, especially if connected with or arising from sexual excesses.)

স্নায়ুদৌর্ব্বল্যতা (neurasthenia)—স্নায়ুদৌর্ব্বল্যতায় ইহার যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায়। শিরঃপীড়া মস্তকের সম্মুখদিক অপেক্ষা পশ্চাদ্দিকে অধিক হয় এবং এতদস্থান হইতে মেরুদণ্ডের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় এবং মস্তকের যন্ত্রণা মানসিক পরিশ্রমে অধিক বৃদ্ধি হয়। রোগী সকল সময় মস্তক ক্লান্তি এবং ভারি ভারি বোধ করে (excessive languor and persistent tired feeling)। পড়াশুনা করিতে চেষ্টা করিলেই মস্তিষ্কের যাবতীয় লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ডে জ্বালা এবং পদদ্বয়ের ও পশ্চাদ্দেশের দুর্ব্বলতা ও তদসহিত পেশী এবং সন্ধিস্থলের টাটানি

যন্ত্রণা হয়। অনেক সময় রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না, বরং পুনঃ পুনঃ শিশ্নোচ্ছ্বাসে অত্যন্ত বিরক্ত করে ও নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায় এতদসহ রেতঃস্খলনও হয়। মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রদেশে (lower dorsal region) গরম এবং কটিদেশে কনকনে বেদনা ও দুর্ব্বলতা বোধ করে। নিদ্রা ভঙ্গের পর কটিদেশ অত্যন্ত আড়ষ্ট এবং ক্লান্ত বোধ হয়। পদদ্বয় ভারী এবং দুর্ব্বল হয়। সময় সময় পদদ্বয়ে পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ সুড়সুড়ি বোধ, কম্পন, এবং সূচফুটানবৎ যন্ত্রণা অনুভব হয়—It is a typical brain-fag remedy with indifference and lack of will power, aversion to talk, think, or perform any mental exertion.

শিরঃপীড়া এবং শিরঃঘূর্ণন—স্কুলছাত্র, শিক্ষক, অথবা যাহারা অত্যধিক পরিশ্রম করে তাহাদিগের শিরঃপীড়ায় অধিক প্রয়োগ হয়। শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে এবং গ্রীবায় (occipito cervical region) অধিক হয় এবং যন্ত্রণা সামান্য সঞ্চালনে, পড়াশুনায় কিংবা মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয় এবং বিশ্রামে, মুক্তবাতাসে, কিংবা মস্তক সজোড়ে বন্ধনে উপশম হয়। শিরঃঘূর্ণন মস্তক অবনত করিলে, হাটাহাটিতে, অথবা উপরে উঠিতে অধিক বোধ করে।

চক্ষু—চক্ষুর তারা প্রসারিত, চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে। চক্ষু জ্বালা করে এবং টাটায়, ঘন গাঢ় পূঁজ চক্ষুর কোণে সমাবেশ হয় এবং চক্ষুর উপসর্গ লণ্ঠন ইত্যাদি কৃত্রিম আলোতে বৃদ্ধি হয়।

নাসিকা—মস্তকে রক্তাধিক্যহেতু নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়। নাসারন্ধ্র প্রচুর শ্লেষ্মায় ভর্ত্তি হইয়া থাকে, রোগী মুখ হাঁ করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, ফেনা ফেনা এবং রক্তবৎ লম্বা শ্লেষ্মা স্রাব হয়।

পরিপাকক্রিয়া—মুখের স্বাদ তিক্ত অথবা অম্ল। গলদেশ খস্‌খসে বোধ হয় এবং মনে হয় যেন চিড়িয়া গিয়াছে। আহারে উপশম হয়। নিদ্রার পর এবং শুধু গলাধঃকরণে ইহা বৃদ্ধি হয়। সময় সময় অম্ল উদ্গার হয় এবং তদসহিত মস্তকের সম্মুখে যন্ত্রণা এবং মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। বমনেচ্ছা প্রাতঃকালে ৫টার সময় এবং উঠিবার সময় বৃদ্ধি হয়।

পাকস্থলীতে চাপ এবং ভার বোধ করে। উদ্গার উত্তোলনে ইচ্ছা করে অথচ সে শক্তি থাকে না।

উদরাময়—মল তরল পীতবর্ণ এবং সময় সময় তৈলাক্ত সদৃশ। মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা এবং টাটানি হয়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে এবং মলত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা হয়।

মূত্র—মূত্রপিণ্ড রক্তাধিক্য হয় এবং মূত্র অত্যন্ত অধিক Specific gravity যুক্ত হয় ও মূত্রে শর্করা (sugar) এবং অণ্ডলাল (albumen) বর্ত্তমান থাকে।

পিক্রিক্ এসিডের সমগুণ ঔষধ সমূহ—

ফস্ফরাস—ইহার সহিত পিকরিক এসিডের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় ঔষধেই অত্যধিক সঙ্গমক্রিয়া, লিঙ্গোদ্রেক, মস্তিষ্ক দুর্ব্বলতা, শিরঃঘূর্ণন, পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ সুড়সুড়ি বোধ ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ফস্ফরাসের কার্য্যও মস্তিষ্ক এবং কশেরুকা মজ্জায় অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়। ফস্ফরাসে ইন্দ্রিয়সকল (senses) অত্যন্ত অধিকরূপ স্পর্শাধিক্য—গোলমাল, ঘ্রাণ ইত্যাদি রোগী সহ্য করিতে পারে না, গোলমালে মস্তিষ্কে কষ্ট অধিক হয়, কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না। ফস্ফরাসে কটিদেশে যন্ত্রণাও থাকে, মনে হয় কটিদেশ যে কোন প্রকার সঞ্চালনেই ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং কটিদেশের স্থানে জ্বালাও করে, জ্বালা ঘর্ষণে উপশম বোধ হয়। ফস্ফরাসেও লিঙ্গোত্তেজনা অত্যন্ত অধিক হয় কিন্তু পিকরিক এসিডের ন্যায় তত অধিক লিঙ্গোদ্রেক (erection) হয় না অথচ কামপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে।

নাক্সভমিকা—মস্তিষ্ক দুর্ব্বলতায় (brain fag) এবং পরিপাকক্রিয়া বিষয়ে ইহার পিক্রিক্ এসিডের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। অম্ল উদ্গার, সন্ধ্যায় রোগের বৃদ্ধি, উভয় ঔষধেই রহিয়াছে কিন্তু পরিপাকক্রিয়ার গোলযোগ নাক্সভমিকায় অত্যন্ত প্রবল।

অকজেলিক এসিড—ফসফরাস অপেক্ষা পিক্রিক্ এসিডের সহিত ইহার সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক। কটি এবং উরুদেশে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় এবং দুর্ব্বলতা পদদ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, দুর্ব্বলতা ব্যতীত

কটিদেশে অসাড় ভার বর্ত্তমান থাকে। পিকৃরিক এসিডে ভার বোধ (heaviness) অধিক থাকে। আর অক্জেলিক এসিডে অসাড় বোধ (numbness) অধিক থাকে। পদদ্বয় নীলাভ এবং শীতল হয়, রোগী সময় সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট অনুভব করে। সকল সময় পশ্চাদ্দেশে (back) প্রাদাহিক যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। অকজেলিক এসিডে সাধারণতঃ যন্ত্রণা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে হইতে থাকে (a general symptom of Oxalic acid is pains coming in spots) এবং যন্ত্রণার বিষয় যতই চিন্তা করা যায় ততই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

সালফার—মেরুদণ্ডের কটিদেশে রক্তাধিক্য হয় এবং রক্তাধিক্য হইয়া অর্দ্ধেক শরীর অর্থাৎ অর্দ্ধ নিম্নাঙ্গ সুড় সুড় বোধসহ অসাড় এবং পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয়। এতদসহ মেরুদণ্ড উত্তপ্ত এবং প্রস্রাব অবরোধ হয়।

ফস্ফরিক এসিড—অত্যধিক কার্য্যবশতঃ কশেরুকা মজ্জার (cerebro spinal) অবসাদ উপস্থিত হয়। পড়াশুনা করিতে সামান্য চেষ্টা করিলেই মস্তক এবং সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভারি বোধ হয়। অসাড়ভাব শিরঃঘূর্ণন, সুড় সুড় ও সুঁচ ফুটান বোধ বিশেষরূপে কটিদেশে প্রকাশ পায়। কটিদেশ এবং পদদ্বয় দুর্ব্বল বোধ করে অথচ যন্ত্রণা কোন প্রকার থাকে না, কেবলমাত্র ঈষৎ জ্বলন বোধ হয়, এতদ্ব্যতীত মলত্যাগকালীন রেতঃস্খলন এবং লিঙ্গের শিথিলতা বর্ত্তমান থাকে।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম—ইহাতেও কটিদেশে যন্ত্রণা আছে উপবেশন অবস্থা হইতে প্রথম উঠিতে অত্যন্ত অধিক কষ্ট বোধ করে। ক্রমশঃ হাটাহাটিতে উপশম হয়। হস্ত পদ কাঁপিতে থাকে, শিরঃঘূর্ণন হয়, রাস্তা পথের বাড়ীর কোণগুলি অতিক্রম করিতে ভয় পায়। ধ্বজভঙ্গ হয়, লিঙ্গ শিথিল এবং শুষ্ক হইয়া যায়। যন্ত্রনায় মলদ্বারের অস্থি খসিয়া পড়িতে চায়।

এলিউমিনা—ইহার লক্ষণ অনেকটা পিকৃরিক এসিডের ন্যায় কিন্তু ইহাতে মেরুদণ্ডে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে, মনে হয় যেন উত্তপ্ত লৌহফলক ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। রোগী অন্ধকারে চলিতে পারে না, টলিয়া টলিয়া যায় এবং পায়ের চেটোয়ও যন্ত্রণা বোধ করে।

সাইলিসিয়া—পিকৃরিক এসিডের সহিত ইহার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে। রোগী কোন প্রকার মানসিক কিংবা শারীরিক পরিশ্রম করিতে

ভয় পায়, সামান্য পরিশ্রমেই স্নায়বীক দৌর্ব্বল্যতা প্রকাশ পায় হস্ত এবং পদদ্বয়ের অঙ্গুলি এবং কটিদেশ অসাড় বোধ করে। রোগী কোষ্ঠকাঠিন্য—মল বহির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায়।

জিঙ্কাম—ইহাও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যতায় এসিড পিক্‌রিক্‌ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার কটিদেশের যন্ত্রণা last dorsal vertebra স্থানে অধিক হয়, মেরুদণ্ডের সর্ব্বস্থানে জ্বালা হয়, ডিমিতে সুড়সুড়ি বোধ হয়। হস্ত পদ কটিদেশ দুর্ব্বল। জিঙ্কামের সমুদায় স্নায়বিক লক্ষণ মদ্যপানে বৃদ্ধি হয়।—

লিঙ্গোদ্রেক (**Priapism**) :—পিক্‌রিক্‌ এসিড লিঙ্গোদ্রেক বিষয়ে সমুদায় ঔষধকে পরাস্ত করিয়াছে। ইহার লিঙ্গোদ্রেক অত্যন্ত অধিক, লিঙ্গ অত্যন্ত শক্ত হয় এবং উদ্রেক (erection) অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। পিক্‌রিক্‌ এসিডে অতদসহ কশেরুকামজ্জার (spinal cord) রোগ বর্ত্তমান থাকে। রেতঃস্খলনও প্রচুর হয়। ইহাকে পুরুষের কামোন্মাদের উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়—(ক্যান্থা, ফসফরাস)।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—৬,৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়, সময় সময় ৬x চুর্ণর প্রয়োগ দেখা যায়—আমি ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি।—

সমগুণ ঔষধসমুহ—আর্জেণ্টাম নাইট্রি, জেলস, কেলিফস্‌, ফস্ফরাস, এসিডফস, সাইলিসিয়া।—

রোগের উপশম—শীতল বাতাসে এবং শীতল জলে, শক্ত চাপে।

রোগের বৃদ্ধি—অতি সামান্য মানসিক পরিশ্রমে, সঞ্চালনে, পড়াশুনায়, সিক্ত আবহাওয়াতে, নিদ্রার পর।

ভিরেট্রাম ভিরিডি (Veratrum Viride)

ইহার প্রুভিং ডাক্তার বার্ট সম্পাদন করেন। রক্ত প্রধান ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ভিরেট্রাম ভিরেডি— বিশেষরূপে ফুস্ ফুস এবং মস্তিষ্কের মূল প্রদেশে অধিক রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে—কাজে কাজেই ইহা সর্দ্দিগর্ম্মি, নিউমোনিয়ার প্রথমাবস্থায় অধিক প্রয়োগ হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। মস্তিকের মূলদেশ বিশেষভাবে রক্তাধিক্য হয়— এতদ্ব্যতীত বক্ষঃস্থল, মেরুদণ্ড এবং পাকস্থলিতে রক্তের সমাবেশ হয় (congestions especially to the base of the brain)

২। জিহ্বার মধ্যস্থলের নিম্নে লাল রেখা দাগ প্রকাশ পায়। (red streaks down the middle).

৩। তরকা—দৃষ্টি অপরিষ্কার হয়, মস্তক পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া যায়, শিশু কাঁপিতে থাকে এবং ক্রমাগত মস্তক নাড়াইতে এবং ঝাঁকাইতে থাকে। (convulsion, dim vision, basilar meningitis, head retracted, child on verge of spasms, continual jerking or nodding of the head)

সাধারণ লক্ষণ

১। রক্ত প্রধান হৃষ্টপুষ্ট লোকদিগের উপযুক্ত ঔষধ।

২। নাড়ীর স্পন্দন হঠাৎ বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থার নিম্নে চলিয়া আইসে—নাড়ী দুর্ব্বল, কোমল এবং ইণ্টারমিটেণ্ট—প্রকৃতির।

৩। সর্দ্দিগর্ম্মি—মস্তক রক্তাধিক্য হয়, ধমনীদ্বয় দপ্ দপ্ করিতে থাকে, গোলমাল সহ্য করিতে পারে না, দৃষ্টি ডবল অথবা আংশিক হয় (জেলসিমিয়ম গ্লোনয়ন)।

৪। তরুন বাত—তৎসহিত ভীষণ জ্বর, দ্রুত, শক্ত ভরাটে নাড়ী; সন্ধিস্থল এবং পেশীতে ভীষণ যন্ত্রনা, মূত্র লাল এবং স্বল্প।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—ভিরেট্রাম ভিরিডির প্রধান কার্য্যই হইতেছে—মস্তিষ্ক, কাসেরুকামজ্জায়, স্নায়বীয় বিধান এবং রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার উপর। দ্বিতীয়তঃ পরিপাক ক্রিয়া, পেশী-মণ্ডল এবং চর্ম্মের উপর। মস্তিষ্কের মূলদেশে (base of brain) এবং মেরুদণ্ডের উর্দ্ধভাগে অধিক রক্তের সমাবেশ হইয়া ফুস্ফুস পাকা শয়িক স্নায়ুর (pneumogastric nerves) কার্য্যের ব্যত্তিক্রম ঘটায় এবং ইহাতে যে রক্তাধিক্যতা প্রকাশ পায়—তাহা পাকস্থলী, সমগ্র pharynx, গলনালী (oesophagus), হৃদপিণ্ড (heart) অর্থাৎ যে সমুদায় যন্ত্র ফুস্ফুস পাকাশয় স্নায়ুর শাসনাধীন—তাহাদিগেতে অধিক হয় এবং তাহাদিগের উক্তপ্রকার রক্তাধিক্যতা অবস্থায় ভিরেট্রাম ভিরেডি একটি অতি বৃহৎ ঔষধও বটে। (বেলেডনাতে সর্ব্বত্র রক্তাধিক্যতা অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে)। ভিরেট্রাম ভিরেডির হৃদপিণ্ড অর্থাৎ রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার উপর যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছ বলিয়াই জ্বরের প্রবল অবস্থায় অর্থাৎ কোন প্রাদাহিক রোগের প্রথম অবস্থায় ব্যবহার করিলে রোগের প্রবলতা হ্রাস করিয়া দিতে সক্ষম হয়। অনেক চিকিৎসককে দেখিয়াছি জ্বর অত্যন্ত প্রবল হইলে ভিরেট্রাম ভিরিডি মূল অরিষ্ট প্রয়োগ করিয়া জ্বর হ্রাস করিবার চেষ্টা করেন। ইহা কি প্রকার দায়ীত্ব পূর্ণ কার্য্য তাহা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এলোপ্যাথিকে প্রবল জ্বর কমাইবার ঔষধ যেমন ফেনাসিটিন, বাইওকেমিকে সেই প্রকার ফেরাম ফস্ এবং হোমিওপ্যাথিকে ভিরেট্রাম ভিরিডি।

নিউমোনিয়া—এক সময়ে বিলাতের হোমিওপ্যাথিক মাসিক পত্রিকা সমূহে, ভিরেট্রাম ভিরিডি দ্বারা নিউমোনিয়া আরোগ্য সংবাদের

অত্যন্ত আলোচনা দেখা গিয়াছিল কিন্তু ইদানীং ইহার আর তত আদর দেখিতে পাওয়া যায় না। ভিরেট্রাম ভিরিডিকে নিউমোনিয়ার প্রারম্ভ অবস্থার যে একটি অতি উত্তম ঔষধ হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই, যে হেতু ভিরেট্রাম ভিরিডি রক্তের দ্রুত সঞ্চালন ক্রিয়াকে আয়ত্বাধীনে আনিবার অর্থাৎ হৃদপিণ্ডে অবসাদ উৎপন্ন করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে বলিয়া ফুসফুসে অধিক রক্ত সঞ্চয়ের সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া দেয়। এইরূপ অবস্থায় ফুস্‌ফুসদ্বয় একদিকে যেমন আপনাআপনি existing engorgement অর্থাৎ রক্তাধিক্য অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে সুবিধা পায় আবার সঞ্চালন ক্রিয়া—অবসন্ন হওয়ায় ফুস্‌ফুস দ্বয়ে অধিক রক্ত সঞ্চয় হইবার সম্ভাবনাও হ্রাস হয় কাজে কাজেই নিউমোনিয়ার সূচনায় (hepatization অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে) রক্তাধিক্যতা অবস্থা উপস্থিত হয়—তাহা দূরীভূত করিবার ভিরেট্রাম ভিরিডি একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ।

আমার মনে হয় নাড়ীর গতি অর্থাৎ রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া নিস্তেজ করিতে ভিরেট্রাম ভিরিডিকে ডিজিট্যালিসের নিম্নেই স্থান দেওয়া যাইতে পারে। বাস্তবিকই এক সময়ে এইরূপ অবস্থায় ভিরেট্রাম ভিরিডির অত্যন্ত ব্যবহার ছিল, কাজেকাজেই অনেক রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগে মন্ত্রবৎ আরোগ্য হইতে এবং অনেক রোগীকে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াই ডাক্তার ন্যাস তাহার গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে নিজেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন—It was claimed that if we could control the quickened circulation so as to decrease the amount of blood forced into the congested lungs, that you thereby give the lungs a chance to free itself of the existing engorgement. When I was a young physician, I thought I have found a prize in this remedy. But one day I left a patient relieved by this remedy of an acute and violent attack of Pneumonia, to go to a town five miles distant and when I returned found my patient dead. Then I watched others treated with this remedy and found every little while a patient with Pneumonia dropping out suddenly when they were reported better (দ্রুত রক্তসঞ্চালন ক্রিয়াকে

আয়ত্বাধীনে আনিতে পারিলে অর্থাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের অবসাদ উৎপন্ন করিতে পারিলেই প্রাদাহিক রোগের বৃদ্ধি সূচনাতেই নষ্ট হইয়া যায় এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এবং ভিরেট্রাম ভিরিডির এইরূপ ক্ষমতা থাকায়, আমার চিকিৎসার শৈশবকালে, আমি এই ঔষধকে অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া মনে করিয়াছিলাম—একবার একটি তরুন নিউমোনিয়া রোগীকে এই ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করি—রোগীর বাড়ী আমার বাসস্থান হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী ছিল ভিরেট্রাম ভিরিডি প্রয়োগ করিয়া পুনরায় যাইয়া দেখি—রোগী মারা গিয়াছে—ইহাব্যতীত অন্যান্য চিকিৎসকগণেরও আরো রোগী দেখিয়াছি, রোগ আরোগ্য হইবার মুখেই একদিন শুনিলাম রোগী মারা গিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম এই ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা আর অগ্নি লইয়া খেলা করা একই কথা। যাহারা হৃদপিণ্ড পরীক্ষা করিতে সক্ষম নয়—তাহারা যেন ইহা সাধারণ ঔষধের ন্যায় নিম্নক্রম কিংবা মূল অরিষ্ট ব্যবহার না করেন।

আজ কাল আর নিউমোনিয়ায় এই ঔষধের প্রয়োগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ভিরেট্রাম ভিরিডিকে উক্ত রোগের প্রধান ঔষধ বলা যায় না। ইহার আমরা তিনটি কারণ দেখিতে পাই—প্রথমতঃ ইহা অত্যন্ত অবিচারিত ভাবে (indiscriminately) প্রয়োগ হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ রোগীর অন্যান্য লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল নাড়ীর গতি হ্রাস করিবার জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছিল—তৃতীয়তঃ দুর্ব্বল হৃদপিণ্ড বিশিষ্ট রোগীদিগের এই ভীষণ হৃদপিণ্ড অবসাদক ঔষধ মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। এতদহেতুই সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়াছি এই ঔষধ প্রয়োগ করা অত্যন্ত দায়ীত্ব পূর্ণ কার্য্য এবং ইহাও নিশ্চয়ই পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিয়াছেন কেন ইহা প্রাদাহিক রোগের প্রথমাবস্থার একটি উপযুক্ত ঔষধ।

আমাদের ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, রোগের কারণ দূরীভূত করিতে পারিলেই নাড়ীর দ্রুতগতি আপনা হইতেই হ্রাস হইয়া আসিবে। অন্যান্য লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কখনই কেবল নাড়ীর গতি এবং হৃদপিণ্ডেরকার্য্যকে হ্রাস করিবার চেষ্টা করা ন্যায় সঙ্গত নয় (Veratrum Veride should not to given simply to bring down the pulse or control the hearts action, but like any other remedy for the totality of the symptoms—Dr. Allen)। এই ঔষধটির এইপ্রকার গুণ আছে বলিয়াই

অনেক নব্য চিকিৎসক প্রাদাহিক রোগে আশু উপকার দেখাইয়া নাম কিনিবার নিমিত্ত যত্রতত্র অবিচারিত ভাবে প্রয়োগ করিয়া এই দুর্ণাম আনয়ন করিয়াছে। স্থান বুঝিয়া ইহা প্রয়োগ করিতে পারিলে খুব সুফল পাওয়া যায়। সবল হৃদপিণ্ড বিশিষ্ট লোকদিগের প্রতি এই ঔষধটি ব্যবহার করিলে বিশেষ ভয়ের কারণের কোন সম্ভাবনা হয় না এবং জ্বরের প্রবলতা হ্রাস করিয়া রোগীকে আরোগ্যের পথে লইয়া আইসে। ভিরেট্রাম ভিরিডি দ্বারা জ্বর হ্রাস হইলেও নাড়ীর স্পন্দনের হ্রাস অধিক হয় না—অথচ দুর্ব্বল এবং কোমল হয়—(Its first curative effect is to render the pulse softer and weaker without much lessening its frequeney—Dr. Lawrie) ইহা জ্বরের উপশমের স্বাভাবিক অবস্থা নয়।

ভিরেট্রাম ভিরিডি সচরাচর নিউমোনিয়া প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে যে জ্বর হয় অর্থাৎ যখন প্রদাহ হইয়া ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য হইতে থাকে সেই অবস্থায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য অবস্থা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই—হৃদপিণ্ডের ভীষণ উত্তেজনা, নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন, উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিলেই মূর্চ্ছার উপক্রম, বমনেচ্ছা, জিহ্বার মধ্যপ্রদেশের নিম্নে লাল রেখা দাগ (well defined red streak right through the middle of the tongue) এবং প্রবল জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভিরেট্রাম ভিরেডির জিহ্বার উক্ত প্রকার লালরেখা একটি বিশেষ লক্ষণ জানিবে।

সুতিকাক্ষেপ (**Puerperal Convulsion**)—সুতীকাক্ষেপেও ভিরেট্রাম ভিরেডির প্রয়োগ দেখা যায়। মস্তিষ্ক অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয়। রোগী জ্ঞানশূন্য হইয়া সংন্যাস অবস্থার ন্যায় পড়িয়া থাকে, যেন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মুখমণ্ডল ও চক্ষু লাল বর্ণ এবং উষ্ণ; জিহ্বা ভার ভার, নাড়ী ভরাটে এবং শক্ত অথচ মৃদু এবং ইণ্টারমিটেণ্ট (slow full pulse hard as iron and intermittent)

ধনুষ্টঙ্কার (**tatenus**) কোনপ্রকার ক্ষতের ভীষণ যন্ত্রণা হেতু ধনুষ্টঙ্কারের আশঙ্কা হইলে (in impending tetenus) ভিরেট্রাম ভিরেডি—তাহার একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ঔষধ (হাইপারিকাম)।

অন্ননালী প্রদাহ (Oesophagitis)—খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণে অগ্নিবৎ জলনে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। ভিরেট্রাম ভিরেডি সচরাচর আঘাত প্রাপ্ত হেতু এইপ্রকার রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর ১x অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ—জেলসিমিয়াম, ব্যাপ্টিলিয়া, বেলেডনা, একোনাইট, ফেরাম ফস।

এগনাস ক্যাসটাস (Agnus castus)

ইহা এক প্রকার গুল্মবিশেষ। সন্ন্যাসিনী এবং বিধবা স্ত্রীলোকেরা কাম প্রবৃত্তি দমনার্থ ইহা ব্যবহার করিতেন। ইহাতে কাম প্রবৃত্তি দমন হয় বটে কিন্তু কামশক্তি নষ্ট হয় না। এগনাস ক্যাস্টাসের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে জননেন্দ্রিয়ের উপর। ইহা লিঙ্গের দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবসাদ, স্নায়বীক দুর্ব্বলতা আনয়ন করে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই জননেন্দ্রিয়ে যদিও ইহার কার্য্য প্রকাশ পায় কিন্তু পুং জননেন্দ্রিয়ে অধিক প্রকাশ পায়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। অন্যমনস্ক, চিন্তাশক্তির অভাব, কোন কথা মনে রাখিতে পারে না। এক একটি কথাকে ২।৩ বার করিয়া পড়িতে হয় (ফস্ফরিক এসিড, সিপিয়া)।

২। সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ। লিঙ্গ শিথিল, শীতল। সহবাস ইচ্ছা কিংবা শক্তি থাকে না (ক্যালেডিয়াম, সিলিনিয়াম)। পুনঃ পুনঃ প্রমেহ রোগবশতঃ ধ্বজভঙ্গ।

৩। অকাল বার্দ্ধক্য, বিমর্ষ, উদাসীন, নিরুৎসাহ, আত্মগ্লানি—অল্পবয়স্ক যুবকদিগের মধ্যে অত্যধিক স্ত্রীসহবাস অথবা রেতঃস্খলন হেতু প্রকাশ পায়।

৪। স্তনদাত্রী স্ত্রালোকের স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারের অভাব অথবা দুগ্ধ বন্ধ (এসাফিটিডা, ল্যাক ক্যান, ল্যাক ডি ফ্লোর), এতদসহ রোগী অনেক সময় অত্যন্ত বিমর্ষ থাকে, রোগী বলে "আমি মারা যাইব।"

সাধারণ লক্ষণ

১। পুনঃ পুনঃ প্রমেহ রোগবশতঃ ধ্বজভঙ্গ।

২। প্রমেহ অবরুদ্ধ হেতু রোগ।

৩। পুরাতন প্রমেহসহ (gleet), সহবাসের ইচ্ছা এবং লিঙ্গোদ্রেকের অভাব।

৪। শ্বেতপ্রদর—স্বচ্ছ কিন্তু কাপড়ে দাগ হয়। শিথিল স্থান হইতে অসাড়ে স্রাব হয়।

ধ্বজভঙ্গ (Impotency)—এগনাস ক্যাসটাসের পরিচয় ধ্বজভঙ্গেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার যাহা কিছু কার্য্য তদসমুদায়ই জননেন্দ্রিয়ের উপর। অত্যধিক স্ত্রীসহবাস, রেতঃপাত, পুনঃ পুনঃ প্রমেহ রোগ, গ্লিট ইত্যাদি জনিত ধ্বজভঙ্গে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এগনাস ক্যাসটাস সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গে প্রয়োগ (complete impotency) হয়। লিঙ্গ শিথিল এবং শীতল, কিছুমাত্র উত্থান শক্তি থাকে না, সহবাস ইচ্ছা থাকে না।

ইহাতে আর এক প্রকার লক্ষণের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যৌবনে অত্যধিক সহবাস ক্রিয়া কিংবা রেতঃস্খলনহেতু যদিও লিঙ্গের উত্থান শক্তি রহিত হয় অর্থাৎ ধ্বজভঙ্গ অবস্থা উপস্থিত হয় কিন্তু বৃদ্ধ বয়সেও কামপ্রবৃত্তি ১৮।২০ বৎসর বয়স্ক বালকের ন্যায় প্রবল থাকে অথচ সঙ্গম ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ অক্ষম (physically impotency)—এইরূপ অবস্থায়ও এগনাস ক্যাসটাস উত্তম কার্য্য করে।

যে সমুদায় স্ত্রীলোক অবিবাহিত অবস্থায় গোপনে গোপনে অত্যধিক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, বিবাহ হইলে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগের সহবাস ক্রিয়ায় সুখ বোধ থাকে না (no sexual thrill) সেইরূপ স্থলেও এগনাস ক্যাসটাস নির্ব্বাচিত হয়। এই প্রকার রোগগ্রস্থ ব্যক্তিতে সর্ব্বদা ফোঁটা ফোঁটা রেতঃস্খলন হইতে থাকে (they suffer from constant dribbling of semen)।

মানসিক লক্ষণ এবং রোগী—মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, রোগযুক্ত, বিষাদপূর্ণ, উদাসীন, অকাল বার্দ্ধক্যবৎ চেহারা (premature old age), স্মরণশক্তিহীন কোন বিষয় মনে রাখিতে পারে না। একটি কথা পুনঃ পুনঃ পাঠ করে, বিগত পাপ কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত, চিন্তিত।

দুগ্ধ লোপ (Agalactia)—প্রসবান্তে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্তনে দুগ্ধ প্রকাশ না পাইলে অনেক চিকিৎসক এগনাস ক্যাসটাসকে প্রাধান্য দেন। দুগ্ধ প্রকাশ পাইয়াও কয়েকদিন পর পুনরায় বন্ধ হইলে অথবা শুষ্ক হইয়া থাকিলে এগনাস ক্যাসটাসই প্রয়োগ হয়। এইরূপ অবস্থায় এগনাস ক্যাসটাস নির্ব্বাচন করিতে হইলে রোগীর মানসিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, রোগী অত্যন্ত বিষাদক্ত, দুঃখিত এবং বিমর্ষ।

দুগ্ধ হ্রাস এবং বৃদ্ধির সমগুণ ঔষধসমুহ

আর্টিকা ইউরেন্স—স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার না হইলে এবং ইহার সহিত যদি আর কোন প্রকার বিশেষ লক্ষণ ও কারণ বর্ত্তমান না থাকে তাহা হইলে আর্টিকা ইউরেন্সকেই প্রাধান্য দিবে এবং আর্টিকা ইউরেন্সই তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে। ইহা পালসেটিলা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।

রিসিনাস কমিউনিস—ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় প্রকারেই প্রয়োগ হয়। সর্ব্বদা নিম্নক্রম ৩x আভ্যন্তরিক দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তনে ক্যাষ্টর অয়েলের প্রলেপ করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। প্রলেপে শীঘ্রই দুধের সঞ্চার হয়।

এসাফিটিডা—হঠাৎ দুগ্ধ হ্রাস কিংবা শুষ্ক হইয়া গেলে এসাফিটিডা নিম্ন ক্রম ৬x ব্যবহারে শীঘ্র দুগ্ধ ফিরিয়া আইসে। কলমি শাক খাওয়াইলে কিংবা ভ্যারেণ্ডা পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে স্তন ধুইয়া ফেলিলেও দুগ্ধ বাড়ে।

ল্যাকডিফ্লোরেটাম—৩০ দুগ্ধক্ষরণ হ্রাস হইয়া যায় এবং তদহেতু স্তনের আকারও ছোট হইয়া যায়। ইহা ব্যবহারে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্তনে দুগ্ধ আসিতে দেখা গিয়াছে।

পালসেটিলা—৩০ স্তন স্ফীত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হইলে এবং যদি যথেষ্ট দুধের সঞ্চার না হয় কিংবা ৬ধ আদপেই না আইসে তাহা হইলে পালসেটিলার ধাতুগত লক্ষণ ক্রন্দন এবং বিষাদ ভাব বর্ত্তমান থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

নেট্রাম সালফ ১২x চূর্ণ এবং পালসেটিলা ৩ হঠাৎ স্তনে অত্যন্ত দুগ্ধ বৃদ্ধি হইলে হ্রাস করিতে এই দুই ঔষধকে চিন্তা করিবে। মসুর ডাল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও দুধ কমিয়া যায়।

ল্যাক্ ক্যানাইনাম—৩০ স্তনের দুগ্ধ শুষ্ক করিতে ল্যাক-ক্যানাইনাম এবং পালসেটিলা উত্তম ঔষধ। প্রসবের পর সন্তানের মৃত্যু হইয়া গেলে স্তনের দুগ্ধ শুষ্ক করিতে এই দুইটাই হইতেছে উৎকৃষ্ট ঔষধ (when a mother lost her infant and it is necessary to dry up the milk, Lac. C. and Pulsatilla are the best remedies for this purpose, when no symptoms are present. They will do it speedily.)

এসাফিটিডা—৬x অন্তঃসত্বাবস্থা ব্যতীত অন্য সময়েও স্ত্রীলোকের স্তনে অনেক সময় দুধের সঞ্চার হইতে দেখা যায় তাহাতে এসাফিটিডা

উত্তম কার্য্য করে (women who are not pregnant sometimes have the breasts full of milk—Asafœtida)।

শ্বেত প্রদর—যোনিদেশের শিথিলতাবশতঃ অসারে শ্বেত প্রদর স্রাব হইতে থাকে। স্রাব হইতেছে তাহা রোগী জানিতে পারে না। স্রাব পরিষ্কার ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় স্বচ্ছ।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—অধিকাংশ চিকিৎসকই নিম্ন ক্রমের পক্ষপাতী কিন্তু আমি ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার করি এবং আমার মনে হয় ২০০ শক্তি অধিক ফলপ্রদ।

এগনাস ক্যাসটাসের পর—লিঙ্গের দুর্ব্বলতায় অথবা ধ্বজভঙ্গে ক্যালেডিয়াম, সিলিনিয়াম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

কোলিনসোনিয়া (Collinsonia)

ইহার সম্পূর্ণ নাম কোলিনসোনিয়া ক্যানাডেন্সিস। ইহা উদ্ভিজ্জ জাত ঔষধ। বস্তি কোটরে এবং যকৃত প্রদেশে রক্তাধিক্য হইয়া অর্শ এবং কোষ্ঠ-কাঠিন্য স্ত্রীলোকে বিশেষতঃ অন্তঃসত্ত্বাবস্থার শেষদিকে প্রকাশ করে। ইহার ব্যবহার অর্শ রোগে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। পুরাতন রক্তস্রাবী যন্ত্রণাযুক্ত অর্শ। মনে হয় যেন মলদ্বারে কাঠের কুচি, বালি কিংবা পাথরের কুচি এই প্রকার দ্রব্য লাগিয়া রহিয়াছে। গর্ভাবস্থায় অর্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

২। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় জোনিদ্বার চুলকানি তদসহ অর্শ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য।

৩। কোষ্ঠকাঠিন্য সহ অত্যন্ত পেটফাঁপা।

সাধারণ লক্ষণ

১। হৃৎপিণ্ড রোগ হইতে উদরী।

২। অর্শ এবং অজীর্ণ রোগপ্রবণ ব্যক্তিতে হৃৎস্পন্দন।

হৃৎপিণ্ডের রোগ আরোগ্যের পর পুরাতন অর্শ অথবা অবরুদ্ধ ঋতুর প্রকাশ।

অর্শ—কোলিনসোনিয়ার কার্য্য অর্শতেই আমরা অধিক দেখিতে পাই। কিন্তু চিকিৎসকগণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের অর্শে ইহাকে অধিক প্রাধান্য দেন। অর্শ রক্তস্রাবী এবং যন্ত্রণাযুক্ত, ইহার যন্ত্রণা অনেকটা ইস্কিউলাসের ন্যায়—মনে হয় মলদ্বারে কাঠের কুচি, বালি, এই প্রকার দ্রব্য লাগিয়া রহিয়াছে। ইস্কিউ-লাসের সহিত কোলিনসোনিয়ার অর্শ রোগে যদিও সাদৃশ্য রহিয়াছে পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। (১) ইস্কিউলাসে—মলদ্বারের পরিপূর্ণতা বোধ (sensation of fullness) কোলিন্‌সোনিয়ায় থাকে না (২) ইস্কিউলাস অর্শে রক্তস্রাব কদাচিত হয়, কোলিনসোনিয়া অর্শে প্রায়ই রক্তস্রাব হয়, (৩) ইস্কিউলাসে কটিদেশে বেদনা টাটানি থাকে, কোলিনসোনিয়ায় থাকে না (৪) ইস্কিউলাসে কখন কখন কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে আবার কখন কখন থাকে না। কোলিন-সোনিয়ায় অত্যন্ত কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে এবং তদহেতু শূল যন্ত্রণাও থাকে। অর্শ রোগ এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগে কোলিনসোনিয়ার ব্যবহার সম্বন্ধে ডাক্তার লডলামের সাক্ষ্য নিম্নে তুলিয়া দিলাম—"We have often, he says. 'used this remedy in hospital and private practice. It seems specially adapted to women, and to those women who have haemorrhoids either during or as a sequel to, pregnancy and parturition, or in complication with obstinate constipation

or chronic inflammation with slight displacement of the womb, For the first of these cases, where the trouble dates from gestation or from labour, or from both, and the condition has become chronic, there is no remedy to compare with it for efficacy, We have cured a dozen cases of this kind that have been sent to us by physicians from as many states, with the Collinsonia in the 3rd dilution, And the College class can bear witness to its remarkable efficacy in many such cases in our clinic at the Hahnemann Hospital when the haemorrhoids are associated with constipation and with a mild form of retroflexion or retroversion and specially with prolapse of the uterus, it will often relieve the whole difficulty—Dr, Ludlam

কোষ্ঠ কাঠিন্য—কোলিনসোনিয়ার কোষ্ঠ কাঠিন্য অত্যন্ত ভীষণ। মল শুষ্ক, অর্শের বলি সময় সময় বাহির হইয়া পড়ে। অন্তঃসত্বাবস্থায় কোষ্ঠ কাঠিন্য। কোষ্ঠ কাঠিন্যের সহিত পর্য্যায়ক্রমে উদরাময়। কোষ্ঠ কাঠিন্য সহ অত্যন্ত পেট ফাঁপা।

হৃৎস্পান্দন—অর্শ এবং অজীর্ণ রোগপ্রবণ ব্যক্তিদিগের হৃৎস্পন্দন। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য দ্রুত অথচ দুর্ব্বল। হৃৎস্পন্দন আরোগ্য হইলে পুরাতন অর্শ অথবা আবদ্ধ ঋতু (suppressed menses) স্রাব প্রকাশ পায়।

যোনিদ্বার চুলকানি (Pruritus Valva)—অন্তঃসত্বাবস্থার শেষদিকে যোনিদ্বার চুলকানির কোলিনসোনিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জরায়ুভ্রংশ (Prolapsus of uterus)—পডফাইলাম যে প্রকার উদরাময় সহ জরায়ু নির্গমনের উৎকৃষ্ট ঔষধ কোলিনসোনিয়া সেই প্রকার কোষ্ঠ কাঠিন্য সহ জরায়ু নির্গমনের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট কিংবা ৬x। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক দোষে উচ্চক্রম।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ইস্কিউলাস, এলোজ, নক্সভমিকা।

রোগের বৃদ্ধি—সামান্য মানসিক পরিশ্রমে, কিংবা উত্তেজনায়, ঠাণ্ডায়।

রোগের উপশম—উত্তাপে।

রোগীর বিবরণ

১। একজন স্ত্রীলোক বহুদিন যাবৎ ভীষণ শূল যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিল। অনেক চিকিৎসা করিয়া উপশম না পাওয়ায় আমি তাহাকে কোলিনসোনিয়া দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য করি। স্ত্রীলোকটির ভীষণ কোষ্ঠ কাঠিন্য তদসহ অত্যন্ত পেট ফাঁপা এবং অর্শ রোগ ছিল। —ন্যাস।

২। একজন রোগী ভীষণ কোষ্ঠ কাঠিন্যে ২ বৎসর যাবৎ ভুগিতেছিল। হিসাব করিয়া দেখা গেল ২ বৎসরে সপ্তাহে ২ বার করিয়া মলত্যাগ হইয়াছে এবং তাহাও তীব্র বিরেচক ঔষধ, সেবন করাইয়া। এই প্রকার ঔষধ সেবনে মলত্যাগের পর ২।৩ দিন শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া থাকিত। ডাক্তার ন্যাস তাহাকে কোলিনসোনিয়া দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন—ন্যাস।

৩। এক নয় বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের সর্ভাবস্থায় অত্যন্ত কোষ্ঠ কাঠিন্য ছিল এবং প্রত্যেক গর্ভাবস্থায় এইরূপ কোষ্ঠ কাঠিন্য হইত। ছয় দিবস মলত্যাগ হয় নাই; তদসহ বমনেচ্ছা শিরঃপীড়া, ক্ষুধালোপ, অনিদ্রা ইত্যাদি লক্ষণও বর্ত্তমান ছিল। তাহাতে কোলিনসোনিয়া প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

৪। এক ৮ মাস অন্তঃসত্বা স্ত্রীলোক তাহার জননেন্দ্রিয় ফুলিয়া প্রদাহিত হইয়াছিল। তজ্জন্য সে বেড়াইতে, বসিতে এবং শয়ন করিতে পারিত না। প্রদাহিত স্থান অত্যন্ত চুলকাইত এবং চুলকাইতে চুলকাইতে যন্ত্রণা হইত। ডাঃ কুলিং তাহাকে কোলিনসোনিয়া ৬× সেবনে আরোগ্য করেন।

আর্সেনিক আইওডেটাম
(Arsenic Iodatum)

এই ঔষধটি ডাক্তার বীবি এবং ডাক্তার ব্ল্যাকলি (Dr. Beebe and Blakely) নিজ শরীরে প্রুভিং কার্য্য সম্পাদন করেন। প্রুভিংএ তাহারা ১× এবং ২× ক্রম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

আর্সেনিক আইওডেটামে যন্ত্রণাযুক্ত ক্ষতকারক স্রাব এবং গ্রন্থির প্রস্তরবৎ স্ফীতি এই দুইটী লক্ষণ অধিকরূপ প্রকাশ থাকে।

কর্কট রোগ (**Cancer**)—কর্কট রোগে ইহার ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। Lupus, এপিথিলিওমা (Epithelioma) ইত্যাদির আরোগ্য সংবাদ পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। (It has been of the highest use in cancerous affection and has cured lupus and epithelioma) ইহার জ্বালা যন্ত্রণা ইত্যাদি লক্ষণ অনেকটা আর্সেনিকের ন্যায়। অনেক স্থলে দেখা যায় আর্সেনিকে উপকার না হইলে আর্সেনিক আইওডে বেশ উপকার পাওয়া যায়। আর্সেনিক আইওডে কঠিনতা (hardness) লক্ষণটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক (Induration is a strong feature, sometimes in glands in ulcers, in skin affections)। স্ত্রীলোকের জরায়ুর কর্কট রোগে আর্স আইওড ব্যবহারে রোগ আর বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই এইরূপ দেখা গিয়াছে। জ্বালাযন্ত্রণা হ্রাস করিয়া দেয়। He reports a cure of a malignant looking axillary induration by it, and a similiar condition of the cervix uteri, suggesting scirrhus, has more than once disappeared—Dr. Hughes.

সর্দ্দি—জলবৎ তরল প্রচুর যন্ত্রণাযুক্ত সর্দ্দি স্রাব হয়, স্রাব ক্ষতকারক, স্রাবে স্থান হাঁজিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে খুব হাঁচিও থাকে। পুরাতন সর্দ্দিতে উত্তম কার্য্য করে, নাসিকার ভিতরে ঘা হইয়া যায়। জলবৎ তরল স্রাব ব্যতীত পীত কিংবা পীতাভ সবুজ মধুর ন্যায় স্রাবও তরল সর্দ্দির সহিত বর্ত্তমান

থাকে। এই প্রকার সর্দ্দি স্রাব আর্সেনিকেও রহিয়াছে কিন্তু আর্সেনিক আইওডে আইওডিন থাকা হেতু চুয়ালের গ্রন্থির স্ফীতি বর্ত্তমান থাকা খুব সম্ভাবনা।

থাইসিস—থাইসিসে আর্স আইওডের ব্যবহার দেখা যায়। গলার স্বর বসিয়া যায়, কাশি লাগিয়া থাকে, প্রচুর পূঁজবৎ গয়ের ওঠে, বক্ষঃস্থলে দুর্ব্বলতা বোধ করে, রোগী শীর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে—এবং ক্রমশঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। থাইসিস রোগীর উদরাময়ে রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে অথচ ক্ষুধা রহিয়াছে ইত্যাদি লক্ষণে আর্স আইওড নির্ব্বাচন হয়। কণ্ঠনালীর থাইসিসেও আর্স আইওড উত্তম কার্য্য করে, স্বর ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বসিয়া যায়, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত এবং হাঁপানির ন্যায় হয়। আর্স আইওড থাইসিসের ক্ষতের অবস্থার একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ—(It is a very useful remedy in ulcerative conditions during phthisis), সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন স্থলে বগলের গ্রন্থির স্ফীতিও থাকে। আর্স আইওড থাইসিসে নির্ব্বাচন করিতে হইলে গলদেশের কিংবা অন্য স্থানের কোন প্রকার গ্রন্থির স্ফীতি বর্ত্তমান আছে কি না তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। আর্স আইওডে আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে রোগীর ক্ষুধা নষ্ট হয় না বরং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় অথচ রোগী শীর্ণ হইতে থাকে (আইওডিন) ইহাতে দক্ষিণ ফুস ফুস বিশেষতঃ উর্দ্ধ অংশ অধিক আক্রান্ত হয় (নিম্ন অংশ আক্রান্ত হয়—কেলিকার্ব্ব)। (বাম ফুস্‌ফুসের নিম্ন অংশ আক্রান্ত হয়—নেট্রাম সালফ)। ডাক্তার নিমেয়ার, নানকিভেল, পোপ, মিলার নিকোল প্রভৃতি চিকিৎসকগণ রক্তস্রাবযুক্ত থাইসিস রোগে আর্স আইওডকে অধিক উপযুক্ত বলেন।

রাত্রিতে, শয়নে, উঁচু স্থানে আরোহণে, উপর তলায় যাইতে, শারীরিক পরিশ্রমে কষ্ট বৃদ্ধি হয়।

চর্ম্মরোগ—আর্স আইওড বিচর্চ্চিকারূপ (psoriasis) চর্ম্মরোগ অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মৎস্যের আঁসের ন্যায় সাদা সাদা শুষ্ক চর্ম্ম পাতলা পাপড়িবৎ গাত্র ত্বক হইতে ঝড়িয়া পড়িতে থাকে। এই প্রকার শুষ্ক চর্ম্মপাপড়ি বড় বড় আকারে হয়, চর্ম্মপাপড়ি উঠিয়া স্থান লালবর্ণ হয় (The scales are

thin and whitish and when removed leave the skin slightly reddened)। রোগীর শরীর কার্য্যবশতঃ উষ্ণ হইলে উক্ত চর্ম্মরোগযুক্ত স্থানসমূহ অধিক চুলকায়।

শ্বেতপ্রদর—শ্বেতপ্রদর স্রাব ক্ষতকারক, প্রচুর জলনযুক্ত, রক্তমাখা, গাঢ় অথবা পাতলা পীতবর্ণ।

জ্বর—জর পালটাইয়া পালটাইয়া হয়। প্রচুর নৈশঘর্ম্ম হয়, সমুদায় শরীর ভিজিয়া যায়। শীত শীত বোধ করে অথচ ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না। যকৃৎ, প্লীহা, মেসেণ্টি্ক গ্রন্থি, কুচকির গ্রন্থি স্ফীত এবং শক্ত হয়। যকৃত প্লীহাযুক্ত পুরাতন জরে উত্তম কার্য্য করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ২×, ৩×, ৬× চূর্ণ অধিক প্রয়োগ হয়। মিলার, পপ, নানকেভিল প্রভৃতি ডাক্তারগণ থাইসিসরোগে ৬× চূর্ণ পুনঃ পুনঃ সেবন করিতে ব্যবস্থা দেন।

সমগুণ ঔষধসমূহ—আর্সেনিক, টিউবার কিউলিন।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল বায়ুতে, রাত্রিতে, শয়নে, উচ্চ স্থানে আরোহণে, উপর তলায় উঠিতে, শারীরিক পরিশ্রমে।

রোগের উপশম—উত্তাপে, শয্যায় উঠিয়া বসিলে অথবা মস্তক উঁচু করিয়া শয়নে।

হাইড্রাসটিস ক্যানাডেনসিস
Hydrastis Canadensis

হাইড্রাস্টিস্ ক্যানাডেনসিসের কার্য্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে অধিক প্রকাশ পায়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শিথিলকরতঃ ঘন পীতবর্ণ রজ্জুবৎ লম্বা স্রাব নিঃসরণ করায়। এতদ্ব্যতীত পরিপাক ক্রিয়ার রস নিঃসরণ করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য আনয়ন করিয়া থাকে ও গ্রন্থিসমূহের কার্য্যের পরিবর্ত্তন ঘটায়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। কর্কটরোগ—শক্ত, সংযোগবিশিষ্ট (adherent) চর্ম্ম ছোপ ছোপ দাগযুক্ত (mottled), ভীষণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা যেন ছুরী দিয়া কাটিয়া ফেলিতেছে। স্তনের বোঁটাভিতরদিকে প্রবিষ্ট।

২। শ্বেতপ্রদর এবং সমুদায় স্রাবই পীতবর্ণ রজ্জুবৎ লম্বা চট্‌চটে।

৩। পাকস্থলী খালি খালি শূন্য বোধ (gone empty feeling of stomach)।

সাধারণ লক্ষণ

১। মুখবিবর ক্ষতযুক্ত, জিহ্বা বৃহৎ এবং দন্তের ছাপযুক্ত।

কর্কটরোগ—(Cancer)—কর্কটরোগে হাইড্রাসটিসের অত্যন্ত সুনাম দেখা যায়। ইহার দ্বারা অনেক দূষিত কর্কটরোগ আরোগ্য সংবাদ পুস্তকে উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার ব্যবহার কর্কটরোগে সর্ব্বপ্রথম ডাঃ প্যাটার্সন প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু ডাক্তার প্যাটার্সন কষ্টিকে হাইড্রাসটিসের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতেন। ১৮৬০ এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে

ডাঃ হ্যাষ্টিংস এবং ব্র্যাডস ইহাকে হোমিওপ্যাথিক মতে পরিণত করেন কিন্তু ইহারা কর্কট রোগে ইহার বিশেষ উপকার দেখিতে পাইলেন না। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বেইস, মারষ্টন এবং ম্যাক্লিমণ্ট ইহার অত্যন্ত উপকারিতা ঘোষণা করেন। ইহা প্রয়োগে সর্ব্বত্রই কর্কট রোগের যন্ত্রণা অতি অল্প সময়ে উপশম হইতে দেখিয়াছেন এবং রোগীর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইয়াছে। কোন কোন স্থানে লোসনরূপে বাহ্যিক প্রলেপও দিয়াছিলেন। ইহা ব্যবহারে সময় সময় এত শীঘ্র উপসর্গ হ্রাস হয় যে অস্ত্র চিকিৎসকগণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

ডাক্তার বেইস বলেন, অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিতে পাইয়াছি কর্কট রোগগ্রস্থ রক্ত ব্যাধিতে এবং ওষ্ঠের কিংবা জরায়ুর অর্থাৎ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থানের কর্কট রোগে হাইড্রাসটিসের বিশেষ কার্য্য পাওয়া যায় নাই, যে প্রকার কার্য্য ইহার গ্রন্থির উপর যেমন স্তনের কর্কটরোগে পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থির দূষিত কর্কটরোগেও ইহার কার্য্য অব্যর্থ বলিলেই হয় (His final conclusion is that it has no influence over the cancerous dyscrasia and is or little use in epithelial or uterine carcinoma, but that in scirrhous tumors developed in glandular structure, as in that of the breast, it is often of great value though a specific influence upon the gland itself). স্তনের কর্কটরোগ যদি ইহাতে উপকার না হয় তাহা হইলে জানিতে হইবে গ্রন্থি (gland) ভিতরে গভীররূপে প্রবেশ করিয়া সংযোগ (adherent) হইয়া গিয়াছে এবং টিস্থ সমুদায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার গটারিজ (Dr, Goteridge) তাহার অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেছেন—I should conted, led by my experience that the Hydrastis treatment is the very best yet known for this dire disease, It improves the appetite and condition of the patient generally, under its use the complxion alters and the state of the blood improves. It marvellously alleys the pain of cancer, in this respect altogether surpassing opium, morphia, or any so-called anodyne. It retards the growth of cancer.)

ডাক্তার ক্লিফটন বলিতেছেন—"I may say", he adds that Hydrastis Canadensis has been found more beneficial than any other drug.

ডাক্তার কিড বলিতেছেন—"In an extensive practice during thirty years" he writes, I have been three times encourged as to the possibility of curing cancer." In two of the cases he refers to incipient scirrhus of the breast, of undoubted maligmancy complete recovery took place under our present medicines.

ডাক্তার ফ্যারিংটন কর্কট রোগে ইহাকে অধিক উচ্চস্থান দেন না। তিনি জরায়ুর কর্কট রোগে ইহা ব্যবহারে আশানুরূপ ফল পান নাই। তিনি জ্বলন নিবারণে আর্সেনিকই অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন। হাইড্রাসটিসের কর্কট রোগে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে—ইহার উপকারিতা গ্রন্থির কর্কট রোগে অধিক প্রকাশ পায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিন্যে বিশেষতঃ পুরাতন অবস্থায় হাইড্রাসটিসকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যে মূল অরিষ্ট অধিক ফলপ্রদ। কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রশংসা রহিয়াছে। ডাক্তার হ্যাষ্টিংস্, বেইস্, রবার্টসন, ব্র্যাড্স্, হিউজ ইঁহারা সকলেই ইহার বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ডাঃ রজার্স ন বলেন—নিশ্চেষ্ট, অলস প্রকৃতি লোক এবং যাহারা কথায় কথায় বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করে তাহাদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা উত্তম কার্য্য করে। ডাক্তার হিউজ ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে এক স্থানে বলিতেছেন—I have tried various dilutions and modes of administration, but have found the best to consist in giving a drop of the mother tincture in water before break fast, at first every day, and then at increasing intervals. ডাক্তার গ্রাস শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যতেও হাইড্রাস্টিস্ ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছেন।

মল গুট্‌লে গুট্‌লে শক্ত। মলত্যাগের কোন ইচ্ছা হয় না, পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্যে যখন এনিমা (enema) আর কাজ করে না এবং যখন মল অন্ত্রের উচ্চে থাকে, মলদ্বারে আসে না। এইরূপ অবস্থায় হাইড্রাসটিস অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

শ্বেতপ্রদর—স্রাব পীতবর্ণ চট্‌চটে, গাঢ়, টানিলে রজ্জুবৎ লম্বা হইয়া যায় (কেলিবাই)। লম্বা দড়ির ন্যায় ঝুলিতে থাকে। জননেন্দ্রিয় চুলকায়, স্রাব ক্ষতকারক, স্থান হাঁজিয়া যায়।

চর্ম্মরোগ—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থানের ক্ষতে কিংবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থান স্রাবে হাঁজিয়া গেলে হাইড্রাস্‌টিস্‌ প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। পুরাতন ক্ষতেও ইহা উত্তম কার্য্য করে এবং গ্লিসিরিণের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্তনের বিদারণে, শিশুদিগের মলদ্বার, কুঁচকি, বগল ইত্যাদি স্থানের ছাল উঠায় বহ্যিক প্রয়োগও হয়, (In most forms of chronic ulcer, its application is beneficial and as a glycerole, it is very healing to excoriations as of the nipple, to fissures, and to intertrigo)। ডাক্তার ফিলিপ দুইটি মুখমণ্ডলের কর্কটরোগসদৃশ ক্ষত (rodent ulcer) এবং ডা: ম্যাক্লিমণ্ট এই ঔষধ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবহার করিয়া তিনটি বৃক্‌রোগ (lupus—a slow tubercular affection, occuring especially about the face, commonly ending in ragged ulcerations of the nose, cheeks, forehead, eyelids and lips, which it destroys like a wolf) আরোগ্য করিয়াছেন, ডাক্তার জুষেটও এই কথা সমর্থন করেন। ডাক্তার জুষেট আরও বলেন যে প্রকৃত কুষ্ঠ রোগের দ্বিতীয় অর্থাৎ ক্ষত অবস্থায় হাইড্রাসটিস্‌ প্রয়োগে অতি সুন্দর ফল পাইয়াছেন। তিনি এই অবস্থায় হাইড্রাসটিস্‌ মূল অরিষ্ট সেবন করাইতেন এবং বাহ্যিক পাঁচ কিংবা দশ ভাগ জলের সহিত এক ভাগ মূল অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে দিতেন। বৃকরোগেও (lupus) এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিতেন।

পরিপাক ক্রিয়া—ক্ষুধা, পিপাসা থাকে না, খাদ্যদ্রব্যের উপর অরুচি এবং ঘৃণা বোধ। যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য আহার করা যায় তাহাতেই

যেন পাকস্থলীর গোলযোগ হয়। ফস্ফরাস এবং ফেরাম মেটালিকামের ন্যায় খাদ্যদ্রব্য সমুদায় বমন হইয়া উঠিয়া যায় অথচ জল এবং দুগ্ধ থাকিয়া যায়। উদ্গার অম্ল এবং দুর্গন্ধযুক্ত। হাইড্রাসটিসে পাকস্থলী খালি খালি বোধ এবং তদসহ সামান্য যন্ত্রণা (dull aching pain in stomach with weak, faint feeling) একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এই প্রকার লক্ষণ সিপিয়া এবং ইগ্নেসিয়াতেও প্রকাশ দেখা যায় কিন্তু সিপিয়ায় জরায়ুর রোগ থাকা প্রয়োজন আর ইগ্নেসিয়া সম্পূর্ণ স্নায়বীক। হাইড্রাসটিস্‌কে কোন রোগে চিন্তা করিতে হইলে এই কয়েকটি লক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে—পাকস্থলী শূন্য শূন্য বোধ ও তদসহ খাদ্যদ্রব্যে অরুচি এবং মলত্যাগে ইচ্ছাশূন্য কোষ্ঠকাঠিন্য (Empty faint feeling in stomach with loathing of food and obstinate constipation with no desire for stool is a combination that must generally have Hydrastis)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহা মূল অরিষ্ট হইতে ৩০ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহার হয় কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ক্রোকাস স্যাটাইভা (Crocus Sativa)

ইহা উদ্ভিদ্‌জাত ঔষধ। ইহার ফিজিওলজিকেল কার্য্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—তিনটিস্থানে ইহার কার্য্য বিশেষরূপে প্রকাশ পায়।

প্রথমতঃ—কাশরুকা মাজ্জার উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া হিষ্টিরিয়া এবং মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায়।

দ্বিতীয়তঃ—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ শিরা রক্তাধিক্য করিয়া রক্তস্রাব আনায়ন করে।

তৃতীয়তঃ—ইহা রক্তের উপাদানের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া রক্তকে কৃষ্ণবর্ণ ও রজ্জুবতে পরিণত করে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। মানসিক লক্ষণের দ্রুত এবং অত্যধিক পরিবর্ত্তণ (Frequent and extreme changes in sensation) অত্যন্ত অধিকরূপ প্রফুল্লতা হইতে হঠাৎ অত্যন্ত অধিকরূপ বিষাদ অবস্থায় পরিণত হয়।

২। অধিকরূপ আনন্দ, আনন্দে উন্মত্ত হইয়া প্রত্যেককে চুম্বন খাইতে উদ্যত হয় আবার তৎপর মূহূর্ত্তেই ক্রোধ উপস্থিত হয়।

৩। রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ, দড়ির ন্যায় লম্বা হইয়া ঝুলিতে থাকে।

৪। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ, চট চটে, প্রত্যেক ফোঁটা রক্ত দড়ির ন্যায় হইয়া যায়। রক্তসহ কপালে বড় বড় ফোঁটা আকারে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

৫। পাকস্থলী, নিম্নোদর, জরায়ু, বক্ষঃস্থল ইত্যাদি এবং শরীরের অন্য কোন স্থানে যেন কোন জীবন্ত পদার্থ নড়িয়া বেড়াইতেছে এইরূপ বোধ হয়।

৬। শরীরের কোন নির্দ্দিষ্ট পেশীর বিশেষতঃ অক্ষিপুটের আনর্ত্তন।

——

সাধারণ লক্ষণ

১। শিরঃপীড়া স্ত্রীলোকের ঋতু একেবারে বন্ধকালীন।

২। দৃষ্টি অপরিষ্কার মনে হয় সমুদয় ঘর যেন ধোঁয়াতে পূর্ণ হইয়াগিয়াছে। কিংবা ঠাণ্ডা বাতাস চক্ষুতে লাগিতেছে কিংবা অনেকক্ষণ ক্রন্দন করিয়াছিল। চক্ষু জোর করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে উপশম বোধ হয়।

——

রক্তস্রাব—ক্রোকাস স্যাটাইভা রক্তস্রাবের একটি মহৎ ঔষধ। রক্তস্রাব নাসিকা, জরায়ু, ফুসফুস, পাকস্থলী ইত্যাদি শরীরের যে কোন স্থান হইতে হউক যদ্যপি রক্ত কৃষ্ণবর্ণপিচের ন্যায়, চট্ চটে, চাপ চাপ এবং টানিলে রজ্জুবৎ লম্বা হয় তাহা হইলে ক্রোকাস স্যাটাইভাকে স্মরণ করিবে। ক্রোকাস স্যাটাইভার রক্তস্রাবের ইহা বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। ইহা ব্যতীত ক্রোকাসে এক অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে রোগী পাকস্থলী, কিংবা নিম্নোদরে কিংবা শরীরের অন্যত্র যেন কোন একটি জীবন্ত পদার্থ ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে এইরূপ বোধ করে। (sensation as of something moving, or hopping about in the stomach, abdomen uterus or chest) কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ রক্তস্রাব ক্রোকাস ব্যতীত নিম্ন ঔষধ সমূহতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্লাটিনা—ইহারও রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু ইহাতে কামপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে।

ক্যামোমিলা—ইহার মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত খিট্‌খিটে এবং রোগীর সহ্যগুণ অত্যন্ত কম।

হিষ্টিরিয়া—মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। রোগী পর্য্যায়-ক্রমে প্রফুল্ল এবং বিমর্ষ। রোগী প্রফুল্ল অবস্থায় আনন্দে নাচে, গান গায় হাসে, শিষ দেয়, সকলকে চুম্বন করিতে উদ্যত হয়। বিমর্ষ অবস্থায় ক্রন্দন করে, রাগান্বিত হয়, সকলকে গালাগালি করে এবং তৎপর অনুতপ্ত হয়। ক্রোকাস রোগীর যে মানসিক লক্ষণের পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা অত্যন্ত হঠাৎ পুনঃ পুনঃ এবং অত্যন্ত অধিকরূপ (frequently and extreme changes in sensation)। অত্যন্ত আনন্দ অবস্থা হইতে অত্যন্ত বিমর্ষ অবস্থা উপস্থিত হয় (from the greatest hilarity to the deepest despondency—Ign. Nuxm)

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—রক্ত কৃষ্ণবর্ণ চটচটে রজ্জুবৎ লম্বা প্রত্যেক ফোঁটাকে টানিলে দড়িরমত লম্বা হইয়া যায়। মস্তকে শীতল ঘর্ম্ম বড় বড় বিন্দু আকারে প্রকাশ পায় (শীতল ঘর্ম্ম অথচ পাখার বাতাস চায়, রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ—কার্ব্বভেজ।) এই প্রকার নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বাড়ন্ত প্রকৃতির শিশুদিগেতেও দেখা যায়—কেলকেরিয়া, ফস্ফরাস)

তাণ্ডব রোগ—ক্রোকাসে তাণ্ডব রোগে এক একটি পেশীর আনর্ত্তন (twitching) হয় (ইগ্নেসিয়া, জিঙ্কাম) বিশেষরূপে অক্ষিপুটের অধিক হয় (এগারিকাস) এই প্রকার আনর্ত্তন হিষ্টিরিয়া রোগীর মধ্যে সাধারণতঃ অধিক প্রকাশ থাকে।

শিরঃপীড়া—স্ত্রীলোকদিগের ঋতুস্রাব একেবারে বন্ধকালীন শিরঃপীড়া হয়। শিরঃপীড়া দপদপানি প্রকৃতির, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় অধিক হয়।

চক্ষু—চক্ষু যেন ধোঁয়াতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে অথবা যেন কাঁদিতেছে অথবা যেন শীতল বায়ু চক্ষুতে লাগিতেছে এইরূপ বোধ করিয়া চক্ষু জোরে বন্ধ করিয়া রাখে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—নাক্স, পালসেটিলা অথবা সালফার ক্রোকাসের পর সর্ব্ব রোগে উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—শয়নে, উষ্ণ ঋতুতে, উষ্ণ ঘরে, প্রাতঃকালে।

রোগীর বিবরণ

এক স্ত্রীলোকের ৫ মাসে গর্ভস্রাব হয়, এক সপ্তাহ রক্ত ছিল, ফুল বাহির হয় নাই। সে শয্যা হইতে উঠিলেই কৃষ্ণবর্ণ দড়ির ন্যায় লম্বা রক্ত পড়িত। এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার গারেন্সি তাহাকে ২০০ শক্তি ক্রোকাস প্রয়োগ করেন এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

এক ৫০ বৎসরের স্ত্রীলোকের রাত্রি ৩টা হইতে তৎপর দিন বেলা ৭।৮টা অবধি মুখ হইতে রক্ত উঠিতে থাকে। অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত অল্প অল্প ছিল। কয়েক দিবস প্রাতঃকাল হইতে এইরূপ রক্ত উঠিতে থাকে। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং দড়ির ন্যায় লম্বাভাবে বাহির হইত। ডাক্তার রিম্ তাহাকে ক্রোকাস সেবন করাইয়া অতি অল্প সময়ে রক্ত বন্ধ করেন।

কলোফাইলাম Colophylum

ইহার সম্পূর্ণ নাম কলোফাইলাম থ্যালিকট্রয়ডিস্ (Colophyllum thalictroides)। ইহার যাবতীয় কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিশেষতঃ জরায়ুতে আবদ্ধ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। বাত—বিশেষভাবে স্ত্রীলোকদিগেতে অন্তঃসত্বাবস্থায় হস্তের অঙ্গুলীতে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলে অধিক হয়। যন্ত্রণা প্রত্যেক মিনিটে মিনিটে সড়িয়া সড়িয়া বেড়ায়, আক্রান্ত সন্ধিস্থল আড়ষ্ট হয়।

২। প্রসব যন্ত্রণা—অল্পক্ষণ স্থায়ী, অনিয়মিত, আক্ষেপিক এবং অত্যন্ত কষ্টজনক। যন্ত্রণা ঠিক স্বাভাবিক স্থানে না হইয়া উদরে, কুচকি, বক্ষঃস্থল ইত্যাদি স্থানে সড়িয়া সড়িয়া হয়, অথচ যন্ত্রণায় শিশুর বাহিরে আসিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। জরায়ুর মুখ কঠিন হইয়া থাকে।

৩। ভঁ্যাদাল ব্যথা—আক্ষেপিক, নিম্নোদরে, কুচকিতে বিস্তারিত হয়।

৪। রক্তস্রাব—নিশ্চেষ্ট (passive), প্রসব কিংবা গর্ভপাতের পর, জরায়ুর দুর্ব্বলতাবশতঃ।

সাধারণ লক্ষণ

১। তাণ্ডবরোগ, হিষ্টিরিয়া কিংবা মৃগীরোগ, প্রথম ঋতুস্রাব সময়ে (duriug establishment of menestrual function) প্রকাশ পায়।

২। শ্বেতপ্রদর—ক্ষতকারক, দুর্ব্বলতাজনক। চক্ষুর উর্দ্ধ পাতা ভারি হয়, অঙ্গুলী দ্বারা উত্তোলন করিতে হয় (জেলস)।

৩। জরায়ু দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব।

৪। প্রসবান্তিক ক্লেদ স্রাব— রক্ত রসাদি বহা নাড়ীর শিথিলতাহেতু নিশ্চেষ্টভাবে (passive) বহুদিন যাবৎ হইতে থাকে (সিকেলি)।

প্রসব যন্ত্রণা—জরায়ুমুখ ভীষণরূপ কঠিন থাকে, (বেলেডনা এবং জেলসি মিয়াম) সহজে খুলে না। আক্ষেপিক এবং ভীষণ যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং যন্ত্রণা একস্থানে লাগিয়া না থাকিয়া চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। জরায়ু গ্রীবায় (cervix) সূঁচ ফুটানসদৃশ যন্ত্রণা হইতে থাকে। কলোফাইলামের প্রসব যন্ত্রণার প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে—যন্ত্রণা সবিরাম প্রকৃতি (intermittency of pains)। ইহাতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে, তাহা হইতেছে যন্ত্রণা অত্যন্ত প্রবল হইতে থাকে অথচ বহিষ্করণ ক্ষমতা থাকে না (no expulsive effort)। প্রসব যন্ত্রণায় জরায়ুর অত্যন্ত দুর্ব্বলতায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণার স্থান ঠিক থাকে না. যন্ত্রণা কখন কুচকিতে, কখন বক্ষঃস্থলে কখন নিম্নোদরে এইরূপ হইতে থাকে অথচ স্বাভাবিক স্থানে হয় না এবং প্রসূতি যন্ত্রণায় হিম সিম খাইয়া যায়, ক্লান্ত হইয়া পড়ে, এত অধিক দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, মুখ হইতে কথা বাহির হয় না। রোগী অতন্ত স্নায়ুপ্রধান, যন্ত্রণা সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে না।

কৃত্রিম প্রসব যন্ত্রণা (False labour pain)—অন্তঃসত্ত্বার শেষ সপ্তাহে যখন কৃত্রিম প্রসব যন্ত্রণা হয়, কলোফাইলাম প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায়।

ভ্যাঁদাল ব্যথা (after pains)—যদিও ভ্যাঁদাল ব্যথায় আর্ণিকাকে সকল চিকিৎসকগণ উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। কলোফাইলাম এবং জ্যান্থক্সাইলামও এই বিষয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। আর্ণিকায় উপকার না হইলে এই দুইটি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে।

শ্বেতপ্রদর—যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে বালিকাদিগেতে এমন কি শিশুদিগেতেও শ্বেতপ্রদর প্রকাশ পাইলে যদিও কেলকেরিয়া কার্ব্ব তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু যখন স্রাব প্রচুর হয় এবং শিশুকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে এইরূপ স্থলে কলোফাইলামকেও চিন্তা করিবে। শ্বেতপ্রদর ক্ষতকারক। চক্ষুর উর্দ্ধ পাতা ভারি হয়, অঙ্গুলি দিয়া ধরিয়া তুলিতে হয়, কপালে ফুস্কুরি প্রকাশ পায়।

বাত—কলোফাইলাম অঙ্গুলির এবং অঙ্গুলির সন্ধিস্থলের বাতের (phalangeal and metacarpal joints) বিশেষত: স্ত্রীলোকদিগেতে এবং অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলের বাতেও প্রয়োগ হয়, আক্রান্ত সন্ধিস্থল আড়ষ্ট হয়।

গর্ভপাত—জরায়ু দুর্ব্বলতাবশত: প্রত্যেকবার গর্ভ নষ্ট হইয়া (এলেটেরিস। মানসিক অবসাদসহ রক্তশূন্যতাহেতু—হেলোনিয়াস]।

ক্লেদস্রাব এবং রক্তস্রাব (Lochia and Hæmorrhage)—গর্ভপাতের পর জরায়ুর দুর্ব্বলতাবশত: অল্প অল্প রক্তস্রাব লাগিয়াই থাকে (সিকেলি, থ্যালাপ্‌সি)। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাবও শীঘ্র শুষ্ক হয় না রক্তবহা নাড়ীর শিথিলতাপ্রযুক্ত অল্প অল্প নিঃসরণ হইতে থাকে, এতদসহ রোগীর শরীরের ভিতর যেন সব কাঁপিতেছে এইরূপ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন--ইহা নিম্নক্রম ১x, ২x, ৩x অধিক প্রয়োগ হয়। রক্তস্রাব বন্ধ করিতে ৩০, ২০০ অনেকে ব্যবহার করেন।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিমিসিফিউগা, পালসেটিলা, সিপিয়া, সিকেলিকর, বেলেডনা।

রোগীর বিবরণ

একজন ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম সাতমাস অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক—হস্তের অঙ্গুলিতে ভীষণ বাতের যন্ত্রণা হয় অঙ্গুলি সমূহ ফুলিয়া গিয়া রাত্রিতে যন্ত্রণা অধিক হইত,

অঙ্গুলি সমূহ রাই (mustard) দিয়া আবৃত করিয়া শয়ন করিত। ইহাতেই একমাত্র যন্ত্রণা উপশম হইত। এই লক্ষণের উপর আমি তাহাকে কলো-ফাইলাম ৩x প্রয়োগ করি, ইহাতে হস্তের অঙ্গুলির যন্ত্রণা উপশম হইল বটে কিন্তু ভীষণ প্রসব যন্ত্রণা প্রকাশ পাইল, আমি ভীত হইয়া কলোফাইলাম বন্ধ করিয়া দিলাম। প্রসবরূপ যন্ত্রণা স্থগিত হইল বটে আবার হস্তের অঙ্গুলির যন্ত্রণা ফিরিয়া আসিল এবং ভীষণ যন্ত্রণা হইতে লাগিল অবশেষে একটী সন্তান প্রসব হইয়া দুই তিন দিন আর কিছুমাত্র যন্ত্রণা রহিল না। দেখিতে পাওয়া গেল প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব ক্রমশঃ হ্রাস হওয়ার পরিবর্ত্তে দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া জরায়ু রক্তস্রাবে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। স্রাব লাগিয়াই রহিয়াছে, কৃষ্ণবর্ণ এবং তরল। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং আভ্যন্তরিক কম্পণ হইতেছিল হস্তের অঙ্গুলির যন্ত্রণা দ্বিগুণ রূপে প্রকাশ পাইল। কলোফাইলাম যদিও দিতে ইচ্ছা হইল কিন্তু প্রথমবার ইহা প্রয়োগে প্রসবযন্ত্রণাবৎ বেদনা হওয়ায় আর দিতে ভরসা পাইলাম না। আর্ণিকা, সেবাইনা, সিকেলিকর প্রয়োগ করিলাম, তাহাতে কিছুমাত্র উপকার হইল না। কলোফাইলাম ২০০ দিলাম এবং তাহাতেই সমুদায় রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়। ইহা প্রথম হইতেই কলোফাইলাম রোগী ছিল প্রথমেই যদি উচ্চশক্তি দেওয়া হইত তাহা হইলে স্ত্রীলোকটী এতদিন কষ্ট পাইত না— ডাঃ ন্যাস।

— ———

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা
(Cannabis Indica)

ক্যানাবিস ইণ্ডিকার দ্বারা বিষাক্ত হইলে রোগীর মানসিক অবস্থার অত্যন্ত পরিবর্ত্তণ ঘটে। রোগী অবাস্তব বস্তুর কল্পনা করে এবং স্মরণ শক্তি অত্যন্ত হ্রাস হয়। অবাস্তব বস্তুর কল্পনা সময় এবং স্থানের দূরত্ব বিষয়ে অধিক প্রকাশ পায়। (exaggeration of the duration of time and extent of space being most characteristic)।

সর্বপ্রধান লক্ষণ

১। স্মরণশক্তি অত্যন্ত কম (very forgetful)। কথা বলিতে বলিতে ভুলিয়া যায়। যাহা বলিতেছিল—আর বলিতে পারিল না, আর কথা মনে আনিতে পারিল না।

২। অবাস্তব বস্তুর কল্পনা—সময় এবং দূরত্ব বিষয়ে অস্বাভাবিক ধারণা, এক মুহুর্ত্তকে একযুগ মনে হয়। একহাত জায়গাকে এক মাইল দূর মনে করে।

সাধারণ লক্ষণ

১। বিটপ প্রদেশে অথবা মলদ্বারে ঢিব্লি সদৃশ স্ফীতি বোধ যেন গোলাকার সদৃশ একটি বলের উপর উপবেশন করিয়াছে।

২। প্রস্রাব শ্লেষ্মাযুক্ত।

মানসিক লক্ষণ—রোগী অত্যন্ত কথা বলে। অল্প সময়কে অধিক সময় বোধ করে, মনে হয় সময় যেন কাটে না—এক মুহূর্ত্ত সময়কে এক যুগ মনে করে। এক হাত জায়গাকে এক মাইল মনে করে (আর্জেণ্টাম নাইট্রি) অত্যন্ত ভোলা মন, সহজেই ভুলিয়া যায়, স্মরণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। কথা বলিতে বলিতেই ভুলিয়া যায়—কথা শেষ করিতে পারে না। মনে অনেক প্রকার কথা আসিয়া উপস্থিত হইয়া বক্তব্য বিষয়কে ভুলাইয়া দেয়। সামান্য কারণেই রোগী হাসে, হাসি সম্বরণ করিতে পারে না। সকল সময় কল্পনা করিতে থাকে অত্যন্ত কল্পনা প্রিয়। মৃত্যু আসিতেছে ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত ভীত হয়। ক্যানাবিস রোগীর সময় এবং স্থানের দূরত্ব বিষয়ে অস্বাভাবিক রকম ধারণা এবং এই ঔষধের এই লক্ষণটিই অত্যন্ত প্রবল ও পরিজ্ঞাপক।

প্রমেহ—মূত্র শীঘ্র হয় না বসিয়া থাকিতে হয়, প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটাও হয়। প্রস্রাব শ্লেষ্মাযুক্ত। প্রমেহ স্রাব পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত লিঙ্গোচ্ছ্বাস (Chordee) হয়। প্রমেহ রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা অনেক সময় উত্তম কার্য্য করে। প্রমেহ রোগে ইহাকে কেহ কেহ ক্যান্থারিস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলেন—যখন প্রমেহ রোগের সহিত লিঙ্গোচ্ছ্বাস বিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকে (it is said to be even superior to cantharis for gonorrhoea when chordee is well marked.

পক্ষাঘাত—ক্যানাবিস এবং ষ্টাফিসাইগ্রিয়া পক্ষাঘাতগ্রস্থ স্থানে ঝিন ঝিন (tingling) থাকিলে চিন্তা করিবে। রাসটক্স, সালফার এবং কষ্টিকাম উক্ত অবস্থায় নির্ব্বাচিত হয় বটে কিন্তু ইহাদের ব্যবহার ক্যানাবিস, ষ্টাফিসাইগ্রিয়ার পর হয় এবং বিশেষতঃ যখন পক্ষাঘাত ঠাণ্ডা লাগিয়া উপস্থিত হয়।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর নিম্নক্রম ব্যবহার হয়। অনেকে মূল অরিষ্ট কিংবা এক শততমিক প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন কিন্তু আমি উচ্চক্রম

২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া অধিক ফল পাইয়াছি। প্রমেহ রোগে নিম্নক্রম ব্যবহার হইতে পারে কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে উচ্চক্রম অধিক উপযোগী।

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতে, কফি, মদ, তামাক পানে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে।

রোগের উপশম—মুক্ত খোলা বাতাসে, শীতল জলে, বিশ্রামে।

রোগীর বিবরণ

একজন অধ্যাপক, বয়স প্রায় ৪০ হইবে কিছু দিন যাবৎ মস্তিষ্ক বিকৃতিতে ভুগিতেছিল। জানিতে পারিলাম—অনেক দেনা করিয়া এইরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। আমি এবং ডাক্তার ইউনান সাহেব এই রোগী দেখিতে-ছিলাম—আমি যখন প্রথমে এই রোগীকে চিকিৎসার্থ গ্রহণ করি—রোগীর যে কোন প্রকার মস্তিষ্ক বিকৃতি লক্ষণ আছে তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইত না, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার আহার হইয়াছে? রোগী বলিল আমি আজ কিছুই খাই নাই, গতকল্য খাইয়াছি, কেহই খাইতে দেয় না—অথচ সেই মাত্র আহার করিয়াছে, আহারের পাত্র সম্মুখেই পড়িয়া রহিয়াছে। এই লক্ষণটি অধিকরূপ প্রকাশ ছিল, এবং সকল সময় এই কথাটি অধিক বলিত। আর্জেন্টাম নাইট্রিকম ২০০ শক্তি এক মাত্রা দিয়াছিলাম তাহাতে উপকার না হওয়ায় ইউনান সাহেবকে আনা হয়, তিনি তাহাকে ক্যানাবিস ইণ্ডিকা দ্বারা আরোগ্য করেন।

ইথুজা (Aethusa)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ইথুজা সাইনাপিয়াম। ইহা ভীষণ বিষাক্ত ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহা সচরাচর শিশু-দিগের পাকস্থলীর রোগেই অধিক প্রয়োগ হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শিশু দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না। দন্তোদ্গম কালীন এবং গ্রীষ্মকালে শৈশব কলেরার উত্তম ঔষধ।

২। দুগ্ধ কোন অবস্থাতেই সহ্য হয় না, দুগ্ধ দইএর ন্যায় চাপ চাপ আকারে বমন হইয়া উঠিয়া যায়, দুগ্ধ পান মাত্রই বমন হয়। বমনান্তে শিশু দুর্ব্বল হইয়া ঝিমাইয়া পড়ে (Intolerance of milk, cannot bear milk in any form, it is vomited in large curds as soon as taken, then weakness causes drowsiness.)

৩। পিপাসা কিছু থাকে না (Complete absence of thirst—Apis, Puls—rev of Ars)

৪। মৃগী রোগবৎ আক্ষেপ—হস্তমুঠা করে, চক্ষু নিম্নদিকে একদৃষ্টে করিয়া রাখে (Eyes turned downwards, pupils fixed and dilated)

সাধারণ লক্ষণ

১। মুখমণ্ডল যন্ত্রণা এবং উদ্বিগ্নতা পূর্ণ।

২। আহারের ঘণ্টা খানেক পর ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়। প্রচুর সবুজ আভাযুক্ত বমন হয়।

বমন—ইহাতে ভীষণ বমনোদ্বগ এবং বমন প্রকাশ পায়। শিশুকে দুগ্ধ পান করান মাত্রই, জোরের সহিত দুগ্ধ উঠিয়া আইসে বমনান্তে শিশু ঝিমাইয়া পড়ে এবং নিস্তেজ হইয়া যায় যদি দুগ্ধ কিছুক্ষণ পেটে থাকে তাহা হইলে দইএর ন্যায় চাপ চাপ আকারে বহির্গত হয়। চাপগুলি অত্যন্ত অম্লগন্ধযুক্ত ঈষৎ সবুজ এবং বড় বড়, এত বড় যে শিশুর গলায় আটকাইয়া যাইবার মত হয় (Very sour curds, so large that it would seem almost impossible the child could have ejected them) বমনান্তে শিশু দুর্ব্বল হইয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। তন্দ্রা কাটিয়া গেলে পুনরায় শিশু ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দুগ্ধ পান করে আবার উক্ত প্রকার বমি করে। ইথুজার এই প্রকার বমন এবং অবস্থা বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। Aethusa is our mainistay for vomiting of curdled milk in infants during dentition or at other times.) দুগ্ধ কোন প্রকারেই সহ্য করিতে পারে না। শিশুর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং চক্ষুর চারিপার্শ্ব কালিমাযুক্ত হয়।

এণ্টিমনি ক্রুডাম—ইহাতেও বমন রহিয়াছে কিন্তু ইহার জিহ্বা দেখিলেই আর ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহার জিহ্বা পুরু শ্বেত প্রলেপে আবৃত। ইথুযায় এই প্রকার কিছুই নাই।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—ইহাতেও ছানা ছানা বমন হয় কিন্তু ইহার সহিত অম্লগন্ধ বিশিষ্ট ছানা ছানা উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। এতদ্ব্যতীত ক্যালকেরিয়া রোগীর গঠনও একটি বিশেষত্ব।

শৈশব কলেরা—যদি উক্তরূপ বমন শীঘ্র বন্ধ না হয় তাহা হইলে শীঘ্রই শিশুর কলেরা লক্ষণ প্রকাশ পায়—সবুজ জলবৎ কিংবা হড় হড়ে ভেদ হইতে থাকে। উদরে শূল যন্ত্রণাও হয়। গ্রীষ্মের উত্তাপে এবং দন্তোদগম-

কালীন শিশু কলেরায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। শিশুর দুগ্ধ কোন অবস্থাতেই সহ্য হয় না। কোন পিপাসা থাকে না (complete absence of thirst—apis. Puls)

কনভালসন—মৃগী রোগবৎ আক্ষেপ হয়। হস্তমুঠা করে চক্ষু নিম্নদিকে করে (eyes turned downwards)। চক্ষুতারকা স্থির এবং বিস্তারিত, মুখে ফেনা উঠে, চুয়াল লাগিয়া যায়। নাড়ী দ্রুত এবং শক্ত (quick and hard)। ইথুজার কনভালসনের চক্ষু নিম্নদিকে করিয়া থাকাই হইতেছে বিশেষত্ব।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—আমরা ৩০ ক্রমই সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। ডাক্তার ন্যাস ২০০ ক্রম অধিক অনুমোদন করেন।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এণ্টিম ক্রুড্রাম, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, আর্স।

রোগের বৃদ্ধি—আহার এবং পান করার পর, বমনের পর, ভেদের পর, আক্ষেপের পর।

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড
(Hydrocyanic Acid)

ইহাকে প্রুসিক এসিডও বলা হয়। ইহার ফিজিওলজিকেল কার্য্য— মস্তিষ্ক মাজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডলে (cerebro-spinal nervous system) বিশেষতঃ মজ্জাতে (medulla) এবং কশেরুকা মজ্জার (spinal cord) উর্দ্ধভাগে প্রকাশ পায়। হাইড্রোসিয়ানিক এসিড দ্বারা বিষাক্তের পরিচয় মৃগী (epilepsy), ধনুষ্টঙ্কার (tetanus), শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, কণ্ঠনালীর সঙ্কোচন, বক্ষঃস্থলের আক্ষেপ-যুক্ত চাপ বোধ, হৃৎশূল ইত্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার যাহা কিছু কার্য্য সমুদায়ই স্নায়ুমণ্ডলেরই উপর এবং ইহার কোলাপ্স (collapse) নীলপাণ্ডু (cyanosis), ফুসফুসের অবস্থা হইতেই উৎপন্ন হয়, হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় নয়।

ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus)—হাইড্রোসিয়ানিক এসিড যে ধনুষ্টঙ্কারের একটি মহৌষধ তাহা সর্ব্বপ্রথম ডাক্তার বিজিন (Begin) এবং হিউজেল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর মহা সম্মিলনে উক্ত এসিড দ্বারা বিষাক্ত লক্ষণ হইতে তাহা ব্যক্ত করেন। মুখমণ্ডলের পেশী, চুয়াল এবং পশ্চাদ্দেশ ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডলের বর্ণ নীলাভাযুক্ত হয় এবং মুখে ফেনা উঠিতে থাকে। শরীর শক্ত আড়ষ্ট এবং পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া ধনুকের ন্যায় হইয়া যায়, গ্রীবাদেশে খিল ধরিতে থাকে (সিকিউটা)। শ্বাসপ্রশ্বাস আক্ষেপযুক্ত থাকিয়া থাকিয়া হয়, চুয়াল শক্ত হইয়া লাগিয়া যায়। শরীরের উর্দ্ধভাগ অধিক আক্রান্ত হয় বলিয়া যে নিম্নাঙ্গ আক্রমণ আরম্ভ হয় না ইহা বলা ঠিক নহে, ইহাতে সাধারণ ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় সমুদায় লক্ষণই প্রকাশ থাকে। কিন্তু হাইড্রোসিয়ানিক এসিডে medulla-oblongata অর্থাৎ কশেরুকা মজ্জার উর্দ্ধ বিবৃদ্ধি অংশ (the enlarged upper part of spinal cord) অত্যন্ত অধিক আক্রান্ত হয় বলিয়া ফুস্‌ফুস্‌ হৃৎপিণ্ড, কণ্ঠনালী ইত্যাদির ভীষণ কষ্ট প্রকাশ পায়।

ল্যাকেসিস—চুয়াল ধরিয়া যায় এবং কণ্ঠনালীর আক্ষেপ (spasm)

বশতঃ শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়া মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় এবং রোগী আক্ষেপের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

সিকিউটা ভিরোসা—ইহার আক্রমণ অত্যন্ত ভীষণ। হঠাৎ শরীর আড়ষ্ট হইয়া কাঁপিতে থাকে, তৎপর শরীর বিশেষরূপ গ্রীবা, মেরুদণ্ড, মস্তক পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া যায়। স্পর্শে সঙ্কোচন পুনরায় প্রকাশ পায়। শ্বাসপ্রশ্বাসে ভীষণ কষ্ট হয়, চুয়াল ধরিয়া যায়, মুখে ফেনা উঠে কিন্তু ইহাতে জ্ঞান থাকে না। ইহা ব্যতীত সিকিউটা, বেলেডোনা, সাইলিসিয়া এবং এস্তুষ্ট্রা যদি কোন ক্ষত স্থান পুঁজযুক্ত হইয়া অথবা হঠাৎ পুঁজ বন্ধ হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের সম্ভাবনা হয় সেইরূপ স্থলেও এই ঔষধসমূহ লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ করিলে রোগ আর প্রকাশ পায় না।

নাক্সভমিকা—থাকিয়া থাকিয়া আক্ষেপ (spasm) হয়, শরীর পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া যায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভীষণ আড়ষ্ট হয়। ইহাতে রোগীর জ্ঞান থাকে (সিকিউটা, ক্যাম্ফর এবং কুপ্রামে জ্ঞান থাকে না)।

হাইপারিকাম, ভিরেট্রামভিরিডি—ক্ষতস্থানের ভীষণ যন্ত্রণা অথবা শিশুর নাড়ী কাটার কোন প্রকার দোষ হেতু ক্ষত হইতে অথবা স্নায়ুতে আঘাত প্রাপ্ত হেতু ধনুষ্টঙ্কারে ইহা উত্তম কার্য্য করে এবং আক্রমণ নিবারণ করে।

কোলাপ্স—হাইড্রোসিয়ানিক এসিড কোলাপ্সের শেষ অবস্থার একটি মহামূল্যবান ঔষধ। কোলাপ্সের ইহার বিশেষত্ব শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রকাশ পায়। রোগী যেন খাবি খাইতেছে, নিশ্বাস লইতে বিলম্ব হয়। নিশ্বাস লইয়া প্রশ্বাস ছাড়িতে এত অধিক বিলম্ব হয় যে, মনে হয় রোগীর জীবনবায়ু শেষ হইয়া গেল। রোগী নিশ্বাস সহজে গ্রহণ করিতে পারে প্রশ্বাস বাধা প্রাপ্ত হইয়া পড়িতে থাকে রোগী যেন দম বন্ধ হইয়া মারা যাইবে। ভেদ বমন বন্ধ হইয়া যায়, নাড়ী লোপ পায়, হৃৎপিণ্ডের কার্য্য স্থগিত হইয়া আসে, সর্ব্বাঙ্গ বরফের ন্যায় শীতল হয়, গাত্রে শীতল ঘর্ম্ম চট্ চট্ করিতে থাকে, জল পানে গলায় ঢল ঢল শব্দ হয়, সমুদায় শরীর নীলবর্ণ হয়, এসিড হাইড্রো-সিয়ানিক অন্তিমকালের মহৌষধ। এই স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিবে

হাইড্রোসিয়ানিকের কার্য্য অত্যন্ত অল্পক্ষণ স্থায়ী, এই জন্য এই ঔষধ পুনঃ পুনঃ এমন কি ৫।১০ মিনিট পর পর প্রয়োগ করা হয় এবং যদি এসিড হাইড্রোসিয়ানিক প্রয়োগে আশানুরূপ ফল না পাওয়া যায় অথবা রোগের উপশম হইয়াও হইতেছে না অথবা উপকার ক্ষণস্থায়ী হইতেছে এইরূপ স্থলে পটাসিয়াম সায়েনাইড ৩× চূর্ণ অর্দ্ধ ঘণ্টা পর পর দিবে। ইহার কার্য্য এসিড হাইড্রোসিয়ানিক অপেক্ষা দীর্ঘ স্থায়ী।

সমগুণ ঔষধসমূহ

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম—ইহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য ব্যতীত অন্য উপসর্গ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে, এমন কি রোগীর নাসিকার নিকট রুমাল পর্য্যন্ত ধরিতে পারা যায় না। এই প্রকার অবস্থা রোগ অনেকটা উপশম হওয়ার পরও প্রকাশ পায়, ভেদ বমন সুস্থ হইয়াছে রোগীর জীবনে কোন প্রকার আশঙ্কার কারণ নাই অথচ শ্বাসপ্রশ্বাসের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে কিন্তু ফুস্ ফুস্ এবং হৃৎপিণ্ডের কোন প্রকার যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই এইরূপ স্থলে ইহাকে স্মরণ করিবে।

এগারিকাস মাস্কেরিয়াস—ইহার বিশেষত্ব যে, রোগী কোলাপ্স অবস্থাতেও শয্যা হইতে ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠে, শয্যা হইতে পুনঃ পুনঃ উঠিবার চেষ্টা করে। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয়, হাঁপাইতে থাকে।

আর্সেনিক—হিমাঙ্গ অবস্থায় ইহাতেও শ্বাককষ্ট হয় কিন্তু ইহাতে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে কষ্ট এবং বাধ বাধ ভাব অথচ প্রশ্বাস সহজে ফেলিতে পারে অর্থাৎ এসিড হাইড্রোসিয়ানিকের বিপরীত।

কাশি—হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন হেতু প্রত্যাবৃত্ত (reflex) কাশিতে এবং ক্ষয়কাশিযুক্ত রোগীদিগের শুষ্ক খুক্‌খুকে কাশিতেও এসিড হাইড্রোসিয়ানিকের ব্যবহার দেখা যায়।

হুপিং কাশি—ডাক্তার ওয়েষ্ট (Dr. West) হুপিং কাশিতে এসিড হাইড্রোসিয়ানিককে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। তিনি বলেন—ইহা মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। ঔষধ প্রয়োগ মাত্রই রোগের আশু উপকার হয়

(In whooping cough Dr. West says—that it sometimes exerts an almost magical influence, diminishing the freqeucny and severity of the paroxysms almost immediately)। এসিড্ হাইড্রোসিয়ানিকের কার্য্য অত্যন্ত স্বল্পক্ষণ স্থায়ী। ইহার উপর অধিক সময় নির্ভর করা উচিত নয়। পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে যদি কাশির উপশম না হয় তাহা হইলে ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিৎ।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x, অধিক ফলপ্রদ।

সমগুণ ঔষধসমূহ—সিকিউটা, ক্যাম্ফর, ওপিয়ম

এসাফিটিডা (Asafoetida)

ইহার বাংলা নাম হিঙ্গ। দুই প্রকার রোগে ইহা বিশেষরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রথমতঃ—স্নায়ু রোগে, যেমন হিষ্টিরিয়া। দ্বিতীয়তঃ—অস্থি রোগে, যেমন অস্থি ক্ষতে।

হিষ্টিরিয়া (Hysteria)—এসাফিটিডার ব্যবহার হিষ্টিরিয়া, মূর্চ্ছা, এবম্প্রকার স্নায়ুমণ্ডলীর রোগে অত্যন্ত অধিকরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে এক কথায় হিষ্টিরিয়ার ঔষধই বলা হয় কিন্তু ইহার হিষ্টিরিয়ার বিশেষত্ব হইতেছে পাকস্থলীতে প্রচুর বায়ুর সঞ্চার এবং গোলাকার হইয়া গলদেশে ঠেলিয়া ওঠা (sensation as though a ball started in the stomach and rose into the throat)। এই লক্ষণটি এত অধিক পরিজ্ঞাপক যে ইহা ব্যতীত এসাফিটিডা কদাচিৎ নির্ব্বাচিত হয়। রোগী বলিতে থাকে গলায় কি একটি জিনিষ যেন আটকাইয়া আছে তদহেতু সকল সময় ঢোক গিলিতে থাকে, মনে হয় যেন বায়ুর গোলায় গলদেশ বন্ধ

হইয়া যাইবে। ইহাকে অন্ন নালীর (œsophagas) এক প্রকার হিষ্টিরিকেল আক্ষেপ বলা যাইতে পারে। (This lump in the throat, or suffocation, is a sort of hysterical spasm of the oesophagus)।

এসাফিটিডা পেশীর উপর কার্য্য করিয়া অন্ননালী এবং অন্ত্রের বিপরীত দিকে কৃমিবৎ ক্রিয়া (peristaltic action) উৎপন্ন করে কাজেকাজেই বায়ু নিম্নদিকে নিঃসরণ না হইয়া উর্দ্ধদিকে ধাবিত হয়। উর্দ্ধদিকে বায়ুর ভীষণ বেগ হয় মনে হয় নিম্নোদরের সমুদয় ভুক্ত দ্রব্য মুখ হইতে ঠেলিয়া বহির্গত হইয়া যাইবে। ইহা দেখা গিয়াছে স্নায়ুপ্রধান স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক স্রাব—যেমন শ্বেতপ্রদর, উদরাময়, হঠাৎ বন্ধ হইয়া অথবা ক্ষতের স্রাব বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা অবরুদ্ধজনিত হিষ্টিরিয়া প্রকাশ পায় এবং তদস্থানে এসাফিটিডা উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত অস্থিক্ষতে, অস্থির প্রদাহে, পারার অপব্যবহার জনিত হিষ্টিরিয়া হইলেও এসাফিটিডা নির্ব্বাচিত হয়।

মস্কাস—এই ঔষধটির সহিত এসাফিটিডার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়; মস্কাসও গুল্মবায়ু গোলকের (globus hystericus) একটি উত্তম ঔষধ। মস্কাসে মূর্চ্ছা হওয়া এবং হিষ্টিরিকেল অজ্ঞান অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া অধিক থাকে, এসাফিটিডায় ইহা অধিক থাকে না বরং এসাফিটিডায় দুর্গন্ধ স্রাব এবং গুল্ম বায়ুর গতি নিম্নদিকে না হইয়া বিপরীত দিকে উর্দ্ধ দিকে হওয়া এবং পেট ফাঁপা লক্ষণ বিশেষরূপ প্রকাশ থাকে।

এসাফিটিডার হিষ্টিরিয়ায়—(১) বিপরীত কৃমিবৎ ক্রিয়া অর্থাৎ বায়ুর বিপরীত অর্থাৎ উর্দ্ধগতি (reverse peristalsis), (২) বদ্ গন্ধযুক্ত উদগার (rancid eructation), দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ (offensive flatus), বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ (tightness of the chest), অবরুদ্ধ স্রাব (checked discharges) এই কয়েকটি লক্ষণ স্মরণ রাখিবে।

রোগী—এসাফিটিডা রোগী কদাচিৎ পাতলা শীর্ণ হয়, সচরাচর মোটা মেদ প্রবণ। চেহারা দেখিলে তাহার যে কোন রোগ আছে তাহা মনে হয় না, এই জন্য রোগী দুঃখের সহিত বলে—"আমার প্রতি কেহ সহানুভূতি

করে না, কারণ আমার শরীর দেখিলে আমার যে কোন রোগ আছে তাহা মনে করে না, অথচ আমি রোগে ভুগিতেছি।” দেখিতে মোটা থলথলে, অত্যন্ত স্নায়বীক যন্ত্রণা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, হিষ্টিরিয়ায় পূর্ণ।

অস্থি প্রদাহ, অস্থি ক্ষত—এসাফিটিডা অস্থির উপর গভীর কার্য্য করে। অস্থি রোগে ইহাকে অত্যন্ত উচ্চ স্থান দেওয়া হয়, অনেকে ইহাকে অরাম মেটালিকমের সমকক্ষ ঔষধ বলেন। ইহাতেও অস্থিরোগের সহিত উপদংশের কারণ জড়িত থাকে। **অস্থির যে সমুদায় স্থানের চর্ম্ম অত্যন্ত কম, যেমন টিবিয়া (জঙ্ঘার সম্মুখাংশ), নাসিকা, এতদ্ সমুদায় স্থানের অস্থিতে প্রদাহ এবং ক্ষত অধিক প্রকাশ পায়** এবং এসাফিটিডার ক্ষতের বিশেষত্ব হইতেছে যে ক্ষতের পার্শ্বসমূহ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। এত অধিক স্পর্শাধিক্য যে ক্ষত ধৌত করিতে পারা যায় না (ulcers with extreme sensativeness)। ক্ষতের আর একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে—ক্ষত নীলবর্ণ প্রাপ্ত হয় অনেকটা ল্যাকেসিসের ন্যায় এবং স্রাবযুক্ত। সমুদায় স্রাবই যে স্থান হইতেই হউক ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত।

অস্থিতে ভীষণ প্রদাহ হয়, ফুলিয়া ওঠে, জঙ্ঘার সম্মুখের অস্থি ব্যতীত উপাস্থিতেও (cartilage), অর্থাৎ যে সমুদায় স্থানে রক্তের সঞ্চালন ক্ষীণ, সেই প্রকার স্থানেও এসাফিটিডায় শীঘ্র ক্ষত প্রকাশ পায়, ক্ষত গভীর অথবা নালীযুক্ত। যন্ত্রণা উপদংশের ন্যায় রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। ক্ষতের চারি পার্শ্বের শিরাগুলি স্ফীত (varicose veins) হয়। শরীরের সমুদায় গ্রন্থিসমূহ (glands) উষ্ণ হয় এবং দপ দপ করে, সঙ্গে সঙ্গে তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। (সাইলিসিয়ায় অস্থিক্ষত দেখ)।

পরিপাক ক্রিয়া—পূর্ব্বেই বলিয়াছি এসাফিটিডায় পাকস্থলীতে প্রচুর বায়ুর সমাবেশ হয়। বায়ুর এত অধিক সমাবেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়, অথচ উদ্গারও হইতে থাকে। কোথা হইতে যে এত বায়ু জন্মায়

তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না। উদ্গার জোরের সহিত সশব্দে নির্গত হয় এবং ঘন ঘন হয় কিন্তু পেটে বায়ুর কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। উদ্গার অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, রসুনের গন্ধের ন্যায় এবং পুতিগন্ধযুক্ত। এসাফিটিডার দুর্গন্ধতা একটি বিশেষ লক্ষণ। ইহাতে আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় যে—বায়ু কখনই নিম্নদিক দিয়া নিঃসরণ হয় না, সমুদায়ই উর্দ্ধদিক দিয়া ঠেলিয়া বহির্গত হয়। এতদ্ব্যতীত পেটে খালি খালি বোধ যন্ত্রণা হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে কোঁথানিবং (bearing down pain) ভীষণ যন্ত্রণা হয়। গাড়ী আরোহণে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত এসাফিটিডা জরায়ুর কর্কট রোগেও ব্যবহার হয়। ক্ষত অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত এবং স্পর্শাধিক্য। অনেক সময় দেখা গিয়াছে জরায়ু ক্ষতের যন্ত্রণা এসাফিটিডায় আশু উপকার হইয়াছে।

দুগ্ধ হ্রাস—সন্তান প্রসবের ১০ দিন পর স্তনের দুগ্ধ হ্রাস হইয়া গেলে এসাফিটিডার বিষয় চিন্তা করিবে, এতদ্বিষয়ে অনেকে এসাফিটিডাকে উচ্চ স্থান দেন। ইহাতে আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে স্ত্রীলোক অন্তঃসত্বা নয় অথচ স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। এই বিষয়ে আমরা মেটিরিয়া মেডিকায় অধিক ঔষধ দেখিতে পাই না—এসাফিটিডাকে স্মরণ রাখিবে।

চক্ষু রোগ—চক্ষুর বিশেষতঃ তারকা মণ্ডলের (iris) প্রদাহে উপদংশ রোগবশতঃ অথবা পারার অপব্যবহারের দোষ হইতে উৎপন্ন হইলেই এসাফিটিডাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। জ্বালা, দপ্ দপ্ যন্ত্রণা এবং অক্ষি-গোলকের চারি পার্শ্বের অস্থিতে বেদনা হয়। এই বিষয়ে অরাম মেটালিকম যদিও সমকক্ষ ঔষধ কিন্তু অরাম মেটালিকমে উত্তাপে উপশম হয় আর এসাফিটিডায় অক্ষিগোলকে চাপ দিলে উপশম হয়—অরমে হয় না।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬, ৩০ এবং ২০০ শক্তি ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মস্কাস, চায়না, মার্কিউরিয়াস, অরাম মেট।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, স্পর্শে, বামপার্শ্বে, বিশ্রামে, উত্তাপে।

রোগের উপশম—মুক্ত খোলা বায়ুতে, সঞ্চালনে, চাপে।

ক্যাক্টাস গ্রাণ্ডিফ্লোরাস
(Cactus Grandiflorous)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাত ঔষধ। বাঙ্গালায় ইহা অর্জ্জুন নামে পরিচিত। হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুশূলের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক উভয় চিকিৎসকই ইহাকে এতদরোগে অতি উচ্চস্থান প্রদান করেন। ক্যাক্টাসের প্রধান কার্য্যই হইতেছে হৃৎপিণ্ড এবং ধমনীর উপর।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সমুদায় শরীর যেন খাঁচায় আবদ্ধ রহিয়াছে। রোগী এপাশ ওপাশ করিতে পারে না যেন তারগুলি শক্ত করিয়া টানিয়া রহিয়াছে (whole body feels as if caged, each wire being twisted tighter and tighter)

২। গলদেশ, বক্ষঃস্থল, হৃৎপিণ্ড, মূত্রাশয়, মলদ্বার জরায়ু, যোনিদেশ—সামান্য স্পর্শেই সঙ্কুচিত হইয়া যন্ত্রণা উৎপাদন করে।

৩। হৃৎপিণ্ড যেন হস্তদ্বারা জোরে একবার চাপিয়া ধরিতেছে আবার ছাড়িয়া দিতেছে এইরূপ বোধ। বন্ধনীর দ্বারা যেন বাঁধা

রহিয়াছে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের যেন জায়গা নাই (Heart feels as if clasped and unclasped rapidly by an iron hand, as if bound "had no room to beat")

৪। শরীরের সর্ব্বস্থান বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলের নিম্নাংশ যেন বন্ধনী দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধা রহিয়াছে, এইরূপ বোধ।

সাধারণ লক্ষণ

১। শিরঃপীড়া অনেকটা স্নায়ুশূল যন্ত্রণা সদৃশ। মস্তকের তালুতে ভার ভার বোধ হয় এবং দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক ব্যথা হয়।

২। মৃত্যুভয়, রোগী মনে করে তাহার রোগ আর আরোগ্য হইবে না

৩। ঋতুস্রাব শয়নে স্থগিত হয় (বভিষ্টা, কষ্টিকম)

৪। রক্তস্রাব—নাসিকা, জরায়ু, মলদ্বার, ফুস্ফুস, বক্ষঃস্থল ইত্যাদি স্থান হইতে হয়।

তিনটি লক্ষণ ক্যাক্‌টাসে বিশেষরূপ প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে—(১) সংকোচন (constriction)। অর্থাৎ ফাঁপা অথবা ছিদ্রযুক্ত স্থান সমূহ সঙ্কুচিত হওয়া। (২) টান (contraction) অর্থাৎ চারিদিক হইতে টানিয়া ধরা। (৩) রক্তাধিক্যতা (congestion)। ইহা ক্যাক্‌টাসের সার্ব্বজনীন লক্ষণ—ইহা ব্যতীত ক্যাকটাস কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়। ক্যাক্‌টাসকে চিনিতে হইলে—constriction, contraction এবং congestion এই তিনটি লক্ষণকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। মস্তক রক্তাধিক্য হয়, হস্তপদের প্রান্তদেশ সমূহ শীতল থাকে অথবা বক্ষঃস্থল এবং হৃৎপিণ্ডে অথবা আক্রান্তস্থান অধিক রক্তাধিক্য হয় শরীরের অন্যান্য স্থান শীতল থাকে। ক্যাক্‌টাসে রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়া কখনই সমভাবে সম্পাদন হয় না এবং হইতে পারে না কারণ রক্তবহা ধমণীর সংকোচন হেতু সঞ্চালন ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটে। ক্যাক্‌টাসের এইরূপ অবস্থা অর্থাৎ সংকোচন শরীরের গোল চক্রাকৃতি ফাইবার (fibre)

যুক্ত—নল এবং নালায় অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড, গলদেশ, অন্নবহা-নলী, যোনিদেশ জরায়ু ইত্যাদি স্থানে প্রকাশ পাইতে পারে এবং প্রকাশ পায়। (Cntractions that are felt are more upon the surface of the body and in organs having circular fibres—tubes and canals) গলদেশ এবং অন্নবহা নালীর সঙ্কোচন উৎপন্ন করতঃ আক্ষেপ (spasm) উপস্থিত করে। যোনিদেশে আক্ষেপ উৎপন্ন করিয়া সহবাস ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটায়। জরায়ুপ্রদেশের আক্ষেপ উৎপন্ন করিয়া ভীষণ খেঁচিয়া টানিয়া ধরা যন্ত্রণা আনয়ন করে ইত্যাদি। ক্যাকৃটাসের সঙ্কোচন সর্ব্বত্রই লাগিয়া আছে, যেখানেই সঙ্কোচন আরম্ভ হয় সেই স্থানই রক্তাধিক্য হয়, ইহা ক্যাকৃটাসের স্বভাব।

হৃৎপিণ্ড শূল—হৃৎপিণ্ডে ক্যাকৃটাসের কার্য্য অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায় এবং হৃৎপিণ্ড শূল যন্ত্রণায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। হৃৎপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যেন হৃৎপিণ্ড তারের খাঁচায় পুরিয়া চারিদিক দিয়া তারগুলি টানা হইতেছে, শরীরের স্বাভাবিক নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে না (as if the whole body was held in a wire cage, as if it were being bound tighter and tighter, as if an iron band prevented its normal movement)। রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে হৃৎপিণ্ডকে যেন চাপিয়া সঙ্কোচিত করা হইতেছে। হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুশূলের ক্যাকৃটাস একটি অব্যর্থ ঔষধ। যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড রক্তাধিক্য হইয়া উঠে এবং সময় সময় গয়েরের সহিত ছিট্ ছিট্ রক্তও থাকে। যন্ত্রণায় শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়, বাম হস্তে যন্ত্রণা বিস্তারিত হয় এবং হৃৎস্পন্দন (palpitation) হয়। হৃৎস্পন্দন বাম পার্শ্বে শয়নে এবং মাসিক ঋতুস্রাবের সময়ে বৃদ্ধি হয় (at the approach of menses)। নাড়ীর গতি অনিয়ম এবং মৃদু হয়। ক্যাকটাসে হৃৎপিণ্ডের রোগ, প্রাদাহিক বাত (inflamatory rheumatism) হেতুই অধিক উৎপন্ন হয় এবং প্রাদাহিক হেতু হইলেই ক্যাকটাস অধিক নির্ব্বাচিত হয় (The heart troubles, of the Cactus are quite apt to be caused by inflammatory rheumatism, where it is one of our best

remedies) : ক্যাক্টাসে হৃৎপিণ্ডের রোগে অনেক সময় বাম হস্ত এবং বাম পদের স্ফীতি প্রকাশ পায় ইহা স্মরণ রাখিবে, এবং বাম হস্ত অসাড় বোধ হয় (complete numbness of the left arm along with cardiac conditions in the history of rheumatism)।

আইওডিন—হৃৎপিণ্ডে পেষণবৎ যন্ত্রণা হয় (sensation as if heart was squeezed together)।

লিলিয়াম টাইগ্রিনাম—একবার চাপিয়া ধরিতেছে আবার ছাড়িয়া দিতেছে এইরূপ বোধ (as if grasped and released alternately)

ল্যাকেসিস—নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই সঙ্কোচন বোধ হয়, রোগী গাত্রাবরণ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় (constriction on awaking, throws of covering)।

আর্সেনিক—ভ্রমণে সঙ্কোচন অথবা চাপ বোধ (constriction or oppression on walking)।

বাত—ক্যাক্টাস বাতে বিশেষতঃ তরুণ প্রদাহযুক্ত বাতে উত্তম কার্য্য করে। বাতের যন্ত্রণাও সঙ্কোচন প্রকৃতির হয়, যেন আক্রান্ত স্থান বন্ধনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। টান টান, বন্ধনীর দ্বারা জোর করিয়া কসিয়া বাঁধা হইয়াছে এই প্রকার বোধ। সন্ধিস্থল আক্রান্ত হইয়া এবং তদ স্থানের বাত সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য না হইয়া, যখন বাত হৃৎপিণ্ডে বিস্তারিত হয় এবং সঙ্কোচনরূপ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, সেইরূপ স্থলে ক্যাকটাসকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। ক্যাক্টাসের বাতে যন্ত্রণার স্বরূপ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। রোগী এই যন্ত্রণা নানা প্রকারে প্রকাশ করে (where the rheumatism has left the joints partially and the heart has become involved and there is a constriction of the heart)। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, মনে হয় হৃৎপিণ্ড জোড়ে চাপিয়া ধরিয়াছে, চাপিয়া পিশিয়া ফেলিতেছে। সময় সময় এই যন্ত্রণা বাম হস্তে বিস্তারিত হয় এবং বাম হস্ত অসাড় বোধ হয় এবং সময় সময় হস্ত ফুলিয়া ওঠে। হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণার কোন বিশেষ সময় নাই, থাকিয়া থাকিয়া অত্যন্ত ভীষণ হয়। ক্যাক্টাসের বক্ষঃস্থলের উপসর্গ প্রাতে ১১টা কিংবা রাত্রি ১১টায় বৃদ্ধি হয়।

ঋতু স্রাব—রক্ত কৃষ্ণবর্ণ পিচের ন্যায়, অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত। শয়নে স্রাব স্থগিত থাকে (বভিষ্টা, কষ্টিকম)।

রক্ত স্রাব—ক্যাক্টাসে যে কোন স্থান হইতেই রক্ত স্রাব হইতে পারে—নাসিকা, ফুস্ফুস্, পাকস্থলী, মলদ্বার, মূত্রাশয় (ক্রোটেলাস, মেলিফো, কষ্ফ) ইত্যাদি স্থান হইতে রক্ত স্রাব হয় কিন্তু এতদসহ হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা থাকিলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

শিরঃপীড়া—ভীষণ শিরঃপীড়া হয়, যেন চাপিয়া পিশিয়া ফেলা হইতেছে, শিরঃপীড়ার সহিত মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হয়। মস্তকের তালুতে ভীষণ চাপ চাপ যন্ত্রণা হয়, মনে হয় মস্তকের মধ্যস্থল ভিতরে ঢুকিয়া যাইবে কিন্তু ইহা জোরে চাপিয়া ধরিলে উপশম হয়। মস্তকের তালুতে যেন কোন ভারী জিনিষ চাপাইয়া রাখা হইয়াছে, কথাবার্ত্তায়, আলোতে, গোলমালে, শব্দে, যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। বেলেডোনার ন্যায় ইহাতেও মস্তক রক্তাধিক্য হয় বটে, কিন্তু বেলেডোনায় সমস্ত শরীর উত্তপ্ত করে, ক্যাক্টাসে কেবল মস্তক উত্তপ্ত বোধ হয়। হৃৎপিণ্ডের রোগের সহিত এবম্প্রকার লক্ষণ থাকিলেই ক্যাক্টাসকে চিন্তা করা যাইতে পারে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—সচরাচর নিম্নক্রম, মূল অরিষ্ট অথবা ৩× অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। স্নায়বীক হৃৎস্পন্দনে (nervous palpitation) উচ্চক্রম প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—একোনাইট, ডিজিটালিস, জেলসিমিয়াম, ক্যালমিয়া, ল্যাকে, ট্যাবেকাম।

রোগের বৃদ্ধি—বামপার্শ্বে শয়নে, ঋতু স্রাবের সময়।

রোগের উপশম—মুক্ত বায়ুতে।

লিলিয়াম টাইগ্রিনাম
(Lilium Tigrinum)

ইহা এক বৃক্ষ বিশেষ। ইহার পত্র এবং ফুল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

ডাক্তার পেইন (Dr. Payne) তাঁহার ১৪ জন সহকারীকে লইয়া এই ঔষধটির প্রুভিং সর্ব্বপ্রথম ১৮৬৭ এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সম্পাদন করেন, এই ১৪ জন সহকর্ম্মীর মধ্যে ৯ জন স্ত্রীলোক ছিল।

এই ঔষধটির সর্ব্বপ্রধান কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের বস্তিকোটর প্রদেশস্থ (pelvic organ) যন্ত্রে প্রকাশ পায়। কাজেকাজেই জরায়ু এমং ডিম্বাশয়ের রোগে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইহা বিবাহিতা অপেক্ষা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহার যাহা কিছু মানসিক কিংবা শারিরীক পরিবর্ত্তন জরায়ু কিংবা ডিম্বাশয়ের অর্থাৎ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের সহিত সংস্রব থাকে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। অত্যন্ত মানসিক অবসাদ। না কাঁদিয়া পারে না। ভীত স্বভাব, খিট্‌খিটে, ভাল কথা মুখ দিয়া বাহির হয় না।

২। সমুদায় কার্য্যে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। কামইচ্ছা প্রবল হয় কিন্তু কাম ইচ্ছা দমন করিবার নিমিত্ত নিজেকে কার্য্যে ব্যস্ত রাখিবার সর্ব্বদা চেষ্টা।

৩। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের চেষ্টা।

৪। নিম্নোদরে এবং বস্তিপ্রদেশে কোঁথানিবৎ যন্ত্রণা (bearing down sensation), মনে হয় এতদ্‌স্থানের সমুদায় যন্ত্র জোনিদেশ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবে।

৫। জরায়ুভ্রংশ—উপবেশন অবস্থা হইতে দাঁড়াইতে হইলেই জরায়ু ঝুলিয়া পড়ে, হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে।

৬। হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, যেন জাঁতায় চাপিয়া ধরা হইয়াছে। মনে হয় সমুদায় রক্ত বক্ষঃস্থলে সমাবেশ হইয়াছে।

৭। ঋতুস্রাব—কেবল চলাফেরার সময় হয় (flows only when moving about)। হাটাহাটি বন্ধ করিলে স্রাবও বন্ধ হইয়া যায়।

৮। ডিম্বাশয়, জরায়ু এবং বস্তিপ্রদেশস্থ টিসু সমুদায়ের শিথিলতা এবং তুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত জরায়ুর সম্মুখাবর্ত্তন, (anteversion), পশ্চাদাবর্ত্তন, (retroversion) এবং স্বল্প বিবৃদ্ধি (sub involution) হয় এবং প্রসবের পর জরায়ু শীঘ্র পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি হয় না, এতদসহ প্রায় সর্ব্বদা কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে।

সাধারণ লক্ষণ

১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায় (কেলিবাই)।

২। জরায়ু রোগ এবং জরায়ু স্থানচ্যুতি বশতঃ শিরঃপীড়া এবং মানসিক অবসাদ।

৩। অসমতল জমিতে হাঁটিতে পারে না।

৪। বামপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় (ল্যাকেসিস)।

মানসিক লক্ষণ—অত্যন্ত খিটখিটে, বিমর্ষ, না কাঁদিয়া থাকিতে পারে না, ভীষণ ভীতু, উদাসীন, রোগের বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত, মনে করে এই রোগ আরোগ্য হইবে না। ডিম্বাশয় কিংবা জরায়ু রোগসহ রোগী নিজের পরিত্রাণের বিষয় লইয়া চিন্তিত। কাজকর্ম্মে অত্যন্ত ব্যস্ত ত্রস্ত যেন কিছু কার্য্য অসমাপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিল। কাম ইচ্ছা প্রবল হয় এবং তাহাকে দমন করিবার নিমিত্ত রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। রোগী সময় সময় উন্মাদের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ করে।

জরায়ুভ্রংশ—বস্তিদেশ ভারি ভারি বোধ হয়, মনে হয় বস্তিপ্রদেশস্থ সমুদায় যন্ত্র জননেন্দ্রিয়ের পথ দিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবে যদ্যপি হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরা না যায়, কিংবা বসিয়া পড়া না হয়। সিপিয়া ব্যতীত আর কোন ঔষধে এত অধিক জরায়ু স্থানচ্যুতি লক্ষণের প্রকাশ দেখা যায় না। জরায়ুপ্রদেশে সর্ব্বদা কোঁথানিবৎ আকর্ষণ যন্ত্রণা (bearing down feeling) লাগিয়া থাকে। মনে হয় নিম্নোদরের যাবতীয় যন্ত্র নিম্নে কেহ টানিতেছে এবং এই আকর্ষণ যন্ত্রণা বক্ষঃস্থল এবং এমন কি স্কন্ধদেশ হইতে নিম্নে যোনিদেশের দিকে হইতে থাকে (were being dragged downwards even from the chest and shoulders, towards the vagina)।

অনেক সময় সিপিয়া এবং লিলিয়াম টাইগ্রিনাম এই দুইটি ঔষধের নির্ব্বাচনে ভ্রম হয়, সিপিয়ার সহিত লিলিয়ামের অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু সিপিয়া পুরাতন অবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। লিলিয়ামের অবস্থা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, যন্ত্রণাযুক্ত এবং কষ্টজনক। লিলিয়াম জরায়ুর বিবিধ প্রকার স্থানচ্যুতি এবং তদহেতু সরলান্ত্রে এবং মূত্রাশয়ে চাপ ও কোষ্ঠকাঠিন্য এবং তদসহ পুনঃ পুনঃ মূত্র এবং মলত্যাগের চেষ্টা এবং জরায়ু মধ্যে বিদ্ধকর বেদনা থাকিলে উত্তম কার্য্য করে।

লিলিয়ামে জরায়ুর এই প্রকার স্থানচ্যুতি, ভ্রংশ, জরায়ুর অল্প বিবৃদ্ধি (sub-involution), সন্তান প্রসবের পর অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। প্রসবের পর জরায়ু পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া না আসার দরুণ ক্লেদ স্রাব (lochia) অনেক দিন যাবৎ নিঃসরণ হইতে থাকে। রোগী উঠিতে গেলেই জরায়ু ঝুলিয়া পড়ে এবং তখন রোগীকে বাধ্য হইয়া হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিতে হয় কিংবা বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয় (সিপিয়াতে রোগী পদদ্বয় দ্বারা চাপিয়া ধরে।) ডাক্তার পেইন যিনি এই ঔষধটির প্রুভিং সম্পাদন করিয়াছেন তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—In the uterine region there was severe pressing, bearing down sensation, with the feeling as if whole internal parts would be forced through the vagina, making the desire irresistible to press the hands firmly against the vulva to prevent the parts from escaping, the whole genital organs felt as if swollen, with smarting and

irritation of the labia, great tenderness to touch and acrid brownish leucorrhœa. In three of the provers the uterus was found on examination—prolapsed and anteverted. Two women described the bearing down sensation as not confined to the pelvis but causing a sense of dragging in the thorax even to the shoulders with it there was tenesmus of the bladder and rectum.

লিলিয়ামের এই প্রকার জরায়ুভ্রংশ, জরায়ু স্থানচ্যুতি, জরায়ুর সম্মুখাবর্ত্তন (Ante-version), জরায়ুর পশ্চাদাবর্ত্তন (Rrtro-version) লক্ষণের সহিত হৃৎস্পন্দন (palpitation) প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে এবং পাশ ফিরিয়া শুইতে পারে না, চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে, পাশ ফিরিয়া শুইলে হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি হয়।

শ্বেতপ্রদর—জলবৎ তরল, পীতাভ কিংবা পীতাভ কৃষ্ণবর্ণ এবং ক্ষতকারক। লিলিয়ামের এই ক্ষতকারক লক্ষণটিই হইতেছে বিশেষ বিশেষত্ব। সিপিয়াতেও এই প্রকার শ্বেত প্রদর প্রকাশ থাকে শ্বেত প্রদর পীতাভ সবুজ কিংবা দুগ্ধবৎ ঈষৎ দুর্গন্ধ এবং ক্ষতকারক। লিলিয়ামের সহিত সিপিয়ার সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু লিলিয়ামের লক্ষণসমূহ অপরাহ্নে বৃদ্ধি হয় আর সিপিয়ার লক্ষণসমূহ পূর্ব্বাহ্নে বৃদ্ধি হয়।

উদরাময়—ইহার উদরাময় অনেকটা সালফারের ন্যায় প্রাতঃকালে শয্যা হইতে মলত্যাগের বেগে টানিয়া লইয়া যায়। মল পীত বর্ণ, চটচটে মলদ্বার হাঁজিয়া যায়।

মূত্রযন্ত্র—লিলিয়ামে জরায়ু রোগের সহিত পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়, এত ঘন ঘন হয় যে, ক্যান্থারিসের কথা মনে উদয় হয়। মূত্রে জ্বালা এবং টাটানি যন্ত্রণাও হয়। এই প্রকার মূত্রের পুনঃ পুনঃ বেগ জরায়ুর রোগ হেতু প্রকাশ পায়। এতদসহ অনেক সময় মলত্যাগেও পুনঃ পুনঃ বেগ হইতে দেখা যায়।

ঋতুস্রাব—স্রাব সময়ের পূর্ব্বে, স্বল্প, কৃষ্ণবর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত। রোগীর সঞ্চালন অবস্থায় অর্থাৎ হাটাহাটি অবস্থায় কেবল স্রাব হয় (flows only when moving about), চলাফিরা বন্ধ করিলে স্রাবও বন্ধ হয় (কষ্টিকম)। স্রাব কেবল শয়ন অবস্থায় হয়—(ক্রিয়োজোট, ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—জরায়ুরোগের সহিত হৃৎপিণ্ডের নানাপ্রকার উপসর্গ প্রকাশ পায়—হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং হৃৎস্পন্দন হয়। হৃৎপিণ্ড মনে হয় জাঁতায় চাপিয়া ধরা হইয়াছে (ক্যাকটাস)। মনে হয় সমুদয় রক্ত হৃৎপিণ্ডে সমাবেশ হইতেছে। হৃৎপিণ্ড যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে—রোগী সোজা হইয়া হাটিতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগে (apex) স্পন্দন (palpitation) হয়। বক্ষঃস্থলে অস্বস্থি বোধ করে, বাম বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হয়। রোগী রাত্রিতে হঠাৎ জাগিয়া ওঠে, নাড়ী অনিয়ম হয়, হস্ত পদ শীতল হয় এবং শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। হৃৎপিণ্ডের গতি (heart beat) অত্যন্ত দ্রুত হয়, প্রতি মিনিটে ১৫০ হইতে ১৭০ বার হয়। রোগী পালসেটিলায় ন্যায় খোলা মুক্ত বায়ুতে বক্ষঃস্থলে কষ্টের উপশম বোধ করে, আবদ্ধ এবং উত্তপ্ত ঘরে কষ্ট বৃদ্ধি হয়। লিলিয়ামে বাম বক্ষঃস্থলে বোঁটার নিকট অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়া, যন্ত্রণা ভিতরে ভিতরে গিয়া পশ্চাতে ফুটিয়া বাহির হয়।

লিলিয়ামের সহিত পালসেটিলার সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু পালসেটিলার জরায়ু ভ্রংশ লক্ষণ থাকে না—লিলিয়ামে ইহা অত্যন্ত প্রবল থাকে। এই লক্ষণ দুইটিতেই এই ঔষধ দুইটি অত্যন্ত পৃথক হইয়া গিয়াছে। লিলিয়ামের হৃৎপিণ্ডের এবং মানসিক লক্ষণের সহিত জরায়ুর যথেষ্ট সংস্রব রহিয়াছে এবং ইহাও দেখা যায় যে, হৃৎপিণ্ডের এবং মানসিক লক্ষণ প্রবল হইলে জরায়ুর লক্ষণ ঈষৎ হ্রাস হয়, আবার জরায়ুলক্ষণ বৃদ্ধি হইলে হৃৎপিণ্ডের এবং মানসিক লক্ষণ হ্রাস হয় (The mental symptoms and heart symptoms and uterine symptoms often rotate or alternate, and constitute the principal features).

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ অধিক প্রচলিত।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যাকটাস, হোলোনিয়াস, মিউরেক্স সিপিয়া, প্ল্যাটিনা।

রোগের বৃদ্ধি—সান্ত্বনা প্রদানে, আবদ্ধ উষ্ণ ঘরে।

রোগের উপশম—খোলামুক্ত বায়ুতে।

হেমামেলিস ভার্জ্জিনিকা
(Hamamelis Virginica)

ইহা এক প্রকার বৃক্ষ বিশেষ। ইহার ছাল ঔষধার্থে ব্যবহার হয়। শিরার উপর ইহার প্রধান কার্য্য প্রকাশিত হয়, ইহাকে শিরার একোনাইট বলা হয়।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—(১) ইহা শিরার রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া শিরার আয়তন ক্ষুদ্র করিয়া শিরাগুলি বাঁাকা টেরা আকারে পরিণত করে এবং শিরা হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব করাইয়া থাকে।

(২) ইহা কোষরজ্জুর (spermatic cord) প্রদাহ, একশিরা ও অণ্ডকোষের স্ফীতি উৎপন্ন করিয়া থাকে।

(৩) ইহা স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের কপাটের শিরার উপর কার্য্য করতঃ প্রদাহ স্ফীতি এবং রক্তস্রাব আনয়ন করে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শৈরিক রক্ত শরীরেব যে কোন রন্ধ্র প্রদেশ—নাসিকা, ফুসফুস, উদর, জরায়ু মুত্রাশয় ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাব হয়।

২। শৈরিক রক্তের রক্তাধিক্যতা, শিরাপ্রদাহ, শিরা প্রসারণ ক্ষত ইত্যাদি সহ হুল অথবা স্ূঁচ ফোটানবৎ যন্ত্রণা।

৩। সন্ধিস্থলের কিংবা পেশীর বাত—টাটানি এবং প্রহারবৎ যন্ত্রণাযুক্ত।

৪। রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ—উদর, জরায়ু ইত্যাদি স্থানের ক্ষত হইতে আঘাত প্রাপ্ত জনিত কিংবা উচুনিচু স্থানে হাটাহাটি কিংবা গাড়ীতে চড়া হেতু।

৫। রক্তকাশ—খুস্‌খুসে কাশি সহ অথবা কাশি ব্যতীতও শৈরিক রক্ত উঠে।

৬। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—রক্ত জমাট বাঁধে না অনেকক্ষণ থাকে প্রচুর রক্তস্রাব হয়, রক্তস্রাবে শিরঃপীড়া উপশম হয়।

৭। ঋতুস্রাব—রক্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং প্রচুর। নিম্নোদরে এতদসহ যন্ত্রণা হয়। ডিম্বাশয়ে মুষ্ঠাঘাত কিংবা পতন জনিতও রক্তস্রাব হয়।

রক্তস্রাব—রক্তস্রাবের হেমামেলিস একটি মহৎ ঔষধ কিন্তু ইহার রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ এবং নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির (passive)। ইহাকে শৈরিক রক্তস্রাবের অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়। যে স্থান হইতে রক্তস্রাব হয় সেইস্থানে টাটানি বেদনা হয়। রোগী রক্তস্রাবে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় এতদ রক্তস্রাবের সহিত হাতুরির আঘাত করিতেছে এই প্রকার শিরঃ পীড়া (Hammering headache) বর্ত্তমান থাকে। নাসিকা, জরায়ু, পাকস্থলী, অর্থাৎ যে কোন স্থান হইতেই হউক রক্ত যদি কৃষ্ণবর্ণ থাকে তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম হেমামেলিসকে চিন্তা করিবে।

অর্শ—কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাবী অর্শে ইহাকে সর্ব্বপ্রধান স্থান দেওয়া হয়। হেমামেলিসের রক্তস্রাবের কৃষ্ণবর্ণ হইতেছে বিশেষ বিশেষত্ব—অনেক সময় এই স্রাব এত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয় যে, দেখিলে আলকাতরা কিংবা পিচ বলিয়া মনে হয়। যন্ত্রণাযুক্ত কিংবা যন্ত্রণাশূন্য অর্শ হউক যদি কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব থাকে হেমামেলিসকেই প্রাধান্য দিবে। এইরূপস্থলে ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয়রূপেই ব্যবহার হয়। রক্তস্রাবের সহিত কটিদেশে যন্ত্রণা থাকে যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব হইলে নাইট্রিক এসিড চিন্তা করিবে। নাইট্রিক এসিডে মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ যন্ত্রণা থাকে। রক্তস্রাব বিশেষ কিছুই নাই অথচ মলত্যাগের পর অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে সেইরূপ স্থলে ইস্কিউলাসকে চিন্তা করিবে। প্রত্যেক মলত্যাগকালীন লালবর্ণ ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব হইতে থাকে অথচ যন্ত্রণা থাকে না এইরূপ স্থলে প্রাতে সালফার এবং সন্ধ্যায় নাক্স প্রয়োগ করিবে। এইরূপ অর্শ অধিকাংশ স্থলেই এই দুইটি ঔষধে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

একশিরা (Orchites)—প্রমেহ জনিত কিংবা প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ জনিত একশিরায় হেমামেলিস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অণ্ডকোষ প্রদাহ হইয়া স্ফীত হইয়া ওঠে। যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয়, রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। এইরূপ স্থলে হেমামেলিস আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক ব্যবহারে আশু উপকার হয়। কেহ কেহ পালসেটিলাকে হেমামেলিস অপেক্ষা উত্তম ঔষধ বলেন কিন্তু কোষরজ্জুর স্নায়ুশূলে আশু উপকার করিতে হেমামেলিসকে প্রাধান্য দিবে।

শিরাপ্রসারণ এবং প্রদাহ (Varicose Veins and Phlebitis)—শিরার যাবতীয় রোগে প্রসারণ কিংবা প্রদাহ হউক হেমামেলিস উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিরাগুলি আয়তনে সঙ্কুচিত এবং বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মোটা হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং টাটানি যন্ত্রণা হয়।

আঘাত এবং ক্ষত—পড়িয়া গিয়া কিংবা কিছু লাগিয়া কাটা, থেৎলান, ছেঁড়া—যে কোন প্রকার ক্ষত হউক হেমামেলিস প্রয়োগে রক্তস্রাব বন্ধ হয় এবং যন্ত্রণা ও টাটানি নিবারণ হয়। আঘাত লাগিয়া রক্ত জমিয়া গেলে আর্ণিকা অপেক্ষা হেমামোলিসে অধিক উপকার হয়।

চক্ষুপ্রদাহ—আঘাতজনিত অথবা অত্যন্ত কাশির দরুণ কালশিরা কিংবা চক্ষুর ভিতরে রক্ত সঞ্চয় হইলে, হেমামেলিসকে চিন্তা করিবে। অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং টাটায় (আর্ণিকা, লেডাম, ক্যালেণ্ডুলা) এতদ হেতু ইহাকে অনেক স্থানে retinal hæmorrhage এ অর্থাৎ চক্ষুর রেটিনার রক্তস্রাবে উচ্চস্থান প্রদান করেন (ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস)।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (Nosebleed)—রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, রক্ত জমাট বাঁধে না (ক্রোটেলাস)। রক্তস্রাব প্রচুর হয়। স্রাবে শিরঃ পীড়া হ্রাস হয়। রক্তস্রাব আঘাতের দরুণ কিংবা আস্থানিক (vicarious) হইতেও পারে।

গর্ভাবস্থায় পদশোথ (Phlegmasia alba dolens)—স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থার শেষদিকে যে পদশোথ হয় তাহাতে হেমামেলিস অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x হইতে ৩০ পর্য্যন্ত ব্যবহার হয় কিন্তু অধিকাংশ চিকিৎসকগণ ৩x, ৬x অধিক অনুমোদন করেন।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—আর্ণিকা, ক্যালেণ্ডুলা, ট্রিলিয়াম, বেলিস।

পরিপূরক—ফেরাম।

ডাইস্কোরিয়া (Dioscorea)

ইহা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ, একপ্রকার লতানে গুল্ম বিশেষ। ইহার কার্য্য উদরে এবং নিম্নোদরে অধিক প্রকাশ পায়। যাহাদিগের পরিপাক ক্রিয়া দুর্ব্বল, অধিক চা পান করে, অত্যন্ত বায়ুর সমাবেশ হয় তাহাদিগের প্রতি ইহা উত্তম কার্য্য করে।

শূল যন্ত্রণা (Colic)—শূল যন্ত্রণাতেই ডাইস্কোরিয়ার অধিক ব্যবহার দেখা যায়। ভীষণ যন্ত্রণা হয়, নাভি প্রদেশে অধিক হয়, মনে হয় প্রবল হস্ত দ্বারা অন্ত্র সমুদায় মোচড়াইয়া ফেলিতেছে। শূল যন্ত্রণা শরীর সম্মুখ দিকে নত করিলে বৃদ্ধি হয়। সোজা হইয়া দাঁড়াইলে কিংবা শরীর পশ্চাদ্দিকে বাঁকাইলে উপশম হয় (ক্যালোসিন্থের বিপরীত)। বায়ু সমাবেশ এবং আবদ্ধজনিত শূল (wind colic) যন্ত্রণায় ডাইস্কোরিয়া অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণা সমুদায় নিম্নোদর এবং এমন কি শরীরের প্রান্তদেশ সমূহে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। অনেকে ইহাতে পিত্ত বমনসহ শূল যন্ত্রণায় উচ্চস্থান দেয়।

পিত্তশূল (Gallstone colic)—পিত্তশূল যন্ত্রণায় ইহাকে কেহ কেহ উত্তম ঔষধ বলেন। যকৃত হইতে ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বের বক্ষঃস্থলে বিস্তারিত হয়।

স্বপ্নদোষ—নিদ্রিতাবস্থায় রেতঃস্খলন হয়। সমুদায় রাত্রি ব্যাপিয়া স্ত্রীলোকের স্বপ্ন দেখে (ষ্ট্যাফিসাই)। লিঙ্গ অত্যন্ত শিথিল হয়। এক এক রাত্রিতে ২।৩ বার রেতঃপাত হয় রেতঃপাতের পরবর্ত্তীদিনে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে, দুর্ব্বলতা বিশেষতঃ হাঁটুতে অধিক হয় এইরূপ অবস্থায় ডাইস্কোরিয়া অতি উত্তম ঔষধ—ডাঃফ্যারিংটন প্রথমতঃ ১২ শক্তি তৎপর ৩০ শক্তি ব্যবহার করিতেন।

আঙ্গুলহাড়া—প্রথম অবস্থায় যখন অত্যন্ত যন্ত্রণা আরম্ভ হইতে থাকে। আক্রান্ত স্থানে খোঁচা বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা অনুভব হয়। নখ ভঙ্গ প্রবণ।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬x এবং ৩০ অধিক প্রয়োগ হয়। স্বপ্নদোষে ডাক্তার ফ্যারিংটন প্রথমতঃ ১২ শক্তি এবং তৎপর ৩০ শক্তি প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কলোসিন্থ, ফস্ফরাস, পডফাইলাম, রাসটক্স সাইলিসিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—শয়নে, উপবেশনে, উবুর হইলে (bending double)

রোগের উপশম—সঞ্চালনে, ভ্রমনে, চাপে শরীর সোজা করিয়া টান করিলে অথবা পশ্চাদ্দিকে বাঁকাইলে।

লরসিরেসাস (Laurocerasus)

ইহা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ। ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে মস্তিষ্ক করেরুকামজ্জা, গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল (ganglionic nervous system) এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ও সঞ্চালন ক্রিয়ায় স্নায়ুর উপর। লরসিরেসাসের প্রুভিং সর্ব্বপ্রথম অধ্যাপক ডাঃ জর্গ এবং তাঁহার ১১জন শিষ্যদ্বারা সম্পাদন হয় তৎপর ডাঃ হার্টলব এবং ট্রিঙ্ক ইহা সম্পাদন করেন। লরসিরেসাসের প্রয়োগ হৃৎপিণ্ড এবং বক্ষঃস্থলের রোগে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বক্ষঃস্থলের রোগে সঠিক নির্ব্বাচিত ঔষধে প্রতিক্রিয়া না হইলে লরসিবেসাস তদস্থলে প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিবার একটি মহৎ ঔষধ। ইহাতে আর একটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—তরল দ্রব্য পান করিলে গলদেশ হইতে পাকস্থলীতে যাইবার কালীন ঢল ঢল শব্দ হয়!

লরসিরেসাসের শারীরিক প্রকৃতি অর্থাৎ ধাতু এমন অদ্ভুতভাবে গঠিত যে, ইহার রক্ত সঞ্চালনক্রিয়া এবং হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল স্বভাবের, প্রাণী জীবণের উত্তাপের (animal heat) অত্যন্ত অভাব। ইহার শীতলতা বাহ্যিক উত্তাপে উপশম হয় না, যেন মনে হয় মৃত ব্যক্তিকে কম্বলে আবৃত করা হইয়াছে—(It is like wrapping up a dead man)। শরীরে শীঘ্র উত্তাপ সঞ্চারিত হয় না উপযুক্ত নির্ব্বাচিত ঔষধে কার্য্য উত্তমরূপে প্রকাশ পায় না—সাময়িকরূপে উপশম হয়—প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না। রোগী রোগ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াও হয় না, হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া থাকে—এইরূপ অবস্থায় অর্থাৎ ধাতু প্রকৃতিতে লরসিরেসাস অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

হৃৎপিণ্ডের রোগ (Heart disease)—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিকার (functional) কিংবা বিধান বিকার (organic) যে কোন কারণ বশতঃই হৃৎ রোগ হউক—ইহার সহিত যদ্যপি, আক্ষেপিক খুস্‌খুসে শুষ্ক কাশি, উপবেশন অবস্থায় শ্বাসকষ্ট, নীলপাণ্ডু বৃদ্ধি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য খাবি খাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ থাকে লরসিরেসাস তাহাতে উত্তম কার্য্য করে।

ডাক্তার হিউজ শিশুদিগের সামান্য পরিশ্রমেই নীলপাণ্ডু রেগে

লরসিরেসাসকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন (It has been very beneficial in his hands for the cyanosis of chidhood when a little exercise, produces gasping for breath and increased blueness) লরসিরেসাসকে হৃৎপিণ্ডের কপাটের রোগে (valvular disease) উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

লরসিরেসাস হৃৎশূলেও (angina pectoris) ব্যবহার হয়—রোগী বেদনা বশতঃ শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ বোধ করে। উপবেশন অবস্থায় অধিক বৃদ্ধি হয়—যেন আর নিশ্বাস লইতে পারিবে না। "ডাঃ মার্টিন বলেন—হৃৎপিণ্ডের বিধানবিকার জনিত রোগ এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য না হইলেও উহার অনেক কষ্ট কর লক্ষণের উপশম হইয়া থাকে।

সদ্যজাত শিশুর শ্বাসরোধ (Asphyxia Neonatorum)—শিশুদিগের এতদ অবস্থায় ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশুর মুখ মণ্ডল অত্যন্ত নীলবর্ণ হইয়া যায়। মুখমণ্ডলের পেশীর অকুঞ্চন হয় এবং শিশু শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য খাবি খাইতে থাকে। এণ্টিমটার্টও এইরূপ অবস্থার একটি উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু এণ্টিমটার্টে গলদেশে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ানি শব্দ থাকে।

মস্কাস—ইহাতেও গলদেশে অত্যন্ত শব্দযুক্ত ঘড় ঘড় শব্দ হয় এবং রোগী অত্যন্ত অস্থির হয়। মস্কাস সাধারণতঃ টাইফয়েড জ্বরের পর গলদেশের এইরূপ লক্ষণে ব্যবহার হয়।

কার্ব্বভেজ—ইহাতে হিমাঙ্গ অবস্থা অত্যন্ত প্রবল থাকে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস এবং হস্তপদ বরফবৎ শীতল হয়।

কাশি—লরসিরেসাস শুষ্ক কাশির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কেহ কেহ ইহাকে আক্ষেপযুক্ত শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশির অব্যর্থ ঔষধ বলেন, ইহা মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে (spasmodic tickling cough, is often magically influenced by this drug)। কিন্তু লরসিরেসাস যক্ষ্মারোগগ্রস্থ রোগীর শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশির উত্তম ঔষধ বলিয়া পরিচিত, কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। লরসিরেসাস রক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা যুক্ত শ্লেষ্মা কাশিতে ও ব্যবহার হয়। হৃৎপিণ্ডের রোগবশতঃ কাশিতে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড—ইহাও একটি যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত রোগীর শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশির উত্তম ঔষধ। হৃংপিণ্ডের যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন হেতু প্রত্যাবৃত্ত (reflex) কাশিতে ইহা অধিক প্রয়োগ হয়।

কলেরা—কলেরায় লরসিরেসাসের কার্য্য অনেকটা এসিডহাইড্রো-সিয়ানিকের ন্যায় কিন্তু শিশু কলেরায় লরসিরেসাস অধিক উপযুক্ত।

প্রতিক্রিয়া দোষযুক্ত (Defective re-action)—লরসিরেসাসকে হৃংপিণ্ড এবং বক্ষঃস্থলের রোগে উপযুক্ত ঔষধে কার্য্য না হইলে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ক্যাপ্‌সিকাম্—শিথিল পেশীযুক্ত ব্যক্তিতে।

ওপিয়ম—কোনপ্রকার যন্ত্রণা থাকে না, কেবল তন্দ্রাভাব।

ভেলেরিয়ানা এবং এম্ব্রা—স্নায়বীক রোগে যখন নির্ব্বাচিত ঔষধে কার্য্য হয় না।

কার্ব্বভেজ—হিমাঙ্গ অবস্থায় হাঁটু পর্য্যন্ত শীতল, শ্বাসপ্রশ্বাস শীতল।

সালফার এবং সোরিনাম—যখন সোরা, রোগ আরোগ্যের বিঘ্ন হয় এবং তদহেতু প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না।

জরায়ুর রক্তস্রাব (metorrhagia)—সময়ের পূর্ব্বে প্রচুর রক্তস্রাব হয়, তদ সঙ্গে তন্দ্রা, হিমাঙ্গ অবস্থা, নাড়ীর দুর্ব্বলতা রক্তশূন্যতা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—মূল আরষ্ট, ৩x, ৬x নিম্নক্রম অধিক ফলপ্রদ।

সমগুণ ঔষধসমূহ—হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, ক্যাম্ফর, সিকেলি, এমনকার্ব্ব, এম্ব্রা।

১.৫.৭৯

রোগীর বিবরণ

একটি ১৩ বৎসর বয়ঃক্রম বালকের পদদ্বয়ে বাত হইয়াছিল—মালিস করাতে তাহা উপশম হয় বটে কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহরে শুষ্ক কাশি হইতে আরম্ভ হইল তজ্জন্য নিদ্রায় ব্যাঘাত, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং এতদ সমুদায় লক্ষণ উপবেশন অবস্থায় অধিক বৃদ্ধি হইত। ডাঃ মার্টিন বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়া হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ এবং মাইট্রাল রিগাজিটেশন রোগের লক্ষণ বুঝিতে পারেন। পদদ্বয় এবং মুখমণ্ডলে শোথ প্রকাশ পাইয়াছিল—এতদলক্ষণে ডাক্তার মার্টিন তাহাকে লরসিরেসাস প্রয়োগ করেন এবং তাহাতে তাহার বেশ উপকার হইয়াছিল—নিদ্রার ব্যঘাত আর হয় নাই, সুনিদ্রা হইয়াছিল কিন্তু বালকটি আর ডাক্তারের নিকট আসিল না। একদিন ডাঃ মার্টিন দেখিলেন—বালকটি একটি দোকানে বেশ পরিশ্রমের সহিত কাজ করিতেছে, তিনি আবার তাহার বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন—রোগ যদিও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই কিন্তু অনেকটা উপশম হইয়াছে।

২। এক ব্যক্তির প্রায় আমাশা হইত। অন্ততঃ বৎসরে দুইবার হইতই। ডাক্তার ফষ্টার তাঁহার চিকিৎসা করিত কিন্তু শেষবারের আমাশা অত্যন্ত প্রবলরূপে হইয়াছিল। এক চামচ জল কিংবা পানীয় কিংবা তরল ঔষধ পর্য্যন্ত সহ্য হইত না। পানকরা মাত্রই নিম্নোদরে যন্ত্রণা হইত এবং তরল পদার্থ নিম্নোদরে যাইবার কালীন গলদেশ হইতে ঢগ ঢগ শব্দ হইয়া যাইত। এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার ফষ্টার তাহাকে লরসিরেসাস প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক ফোঁটা সেবন করিতে ব্যবস্থা দেন। এইরূপ ঔষধ সেবনে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা পর পর যে মলত্যাগ হইতেছিল তাহা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

এক স্ত্রীলোকের হঠাৎ জয়ায়ু হইতে প্রবল ভাবে রক্তস্রাব হইতে আরম্ভ হয়। নিকটবর্ত্তী একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনা হয় তিনি তাহাকে ইপিকাক, হ্যামামেলিস, ক্রোকাস ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করেন অথচ তাহাতে কোনই উপকার হয় না—তৎপর বিজ্ঞ এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর্ণটকে পরামর্শার্থ ডাকিয়া পাঠান হয়, তিনি প্রায় ৮ ঘণ্টা পর আইসেন—তিনি আসিয়া দেখেন স্ত্রীলোকটি রক্তস্রাবে অত্যন্ত ফ্যাকাসে ও শীতল হইয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেক মিনিটে ৩।৪ বার করিয়া বমনের উদ্বেগ হইতেছে—অথচ বমন করিবার সামর্থ নাই, চক্ষু বুজিয়া, অর্দ্ধ চৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। নাড়ী এবং নিশ্বাস লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। ডাক্তার আর্ণট্ কুপ্রাম দ্বারা বমন বন্ধ করিয়া নরসিরেসস মূল অরিষ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রতি ১৫ মিনিট পর পর সেবন করিতে দেন। এক মাত্রা সেবনের পর তাহার রক্তস্রাব বন্ধ হয় এবং অতি অল্প সময়ে স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ওঠে।

আইরিস ভার্সিকোলার
(Iris Versicolor)

ইহা একপ্রকার বৃক্ষ বিশেষ—ইহার মূল হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়। আইরিস ভার্সিকোলারের প্রধান কার্য্যই হইতেছে—যকৃত এবং পাকাশয়ের উপর—ইহা যকৃত পিত্তাধিক্য করিয়া অধিক পরিমানে পিত্তনিঃসরণ করায়। দ্বিতীয়তঃ অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির অম্লযুক্ত রস অধিক উৎপন্ন করিয়া—ইহা বিরেচক রূপে কার্য্য করে।

আইরিসের সর্ব্বপ্রকার পরিচায়ক লক্ষণই হইতেছে জ্বালা—এই জ্বালা জিহ্বা, মুখবিবর, পাকাশয়, মলদ্বার ইত্যাদি সমুদায় স্থানে প্রকাশ পায়।

বমনেচ্ছা এবং বমন—বমনেচ্ছা এবং বমনের ইহাকেও একটি প্রধান ঔষধ বলা হয়। ভুক্ত দ্রব্য যাহা বমন হয় তাহা অত্যন্ত

অম্লস্বাদযুক্ত এত অধিক অম্ল যে গলা হাঁজিয়া দাঁত টকে যায়। অনেক সময় আবার এইরূপও দেখা যায়—বমন অম্ল না হইয়া তিক্ত অথবা মিষ্ট হয়। আইরিসে আর একটি লক্ষণের বিশেষত্ব দেখা যায় তাহা হইতেছে—প্রচুর লালা নিঃসরণ। এই লালা কেলিবাইক্রমের ন্যায় রজ্জুবৎ লম্বা।

মস্তকের স্নায়ুশূল—আইরিসের এই প্রকার স্নয়ুশূল পাকাশয় অথবা যকৃতের গোলযোগের দরুণ প্রকাশ পায় এবং বিশেষত্ব হইতেছে যন্ত্রণা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর দৃষ্টি অপরিষ্কার হইয়া আইসে। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়—যন্ত্রনার অধিক অবস্থায় বমনোদ্বেগ হয় এবং তিক্ত কিংবা অম্ল বমন হয়—অথবা উভয়ই মিশ্রিত থাকে। শিরঃপীড়া সচরাচর অক্ষিপুটের ঊর্দ্ধে হয় এবং এই প্রকার শিরঃপীড়া অধিকাংশ স্থলে স্কুল শিক্ষক, কলেজের অধ্যাপক দিগের মধ্যে অধিক হইতে দেখা যায়। শিরঃপীড়া প্রত্যহ না হইতেও পারে। কিছুদিন পর পর হয়।

আধকপালে শিরঃপীড়া (**Hemiracnia**)—শিরঃপীড়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর দৃষ্টি অপরিষ্কার হইয়া আইসে। যন্ত্রণা যখন অধিক হয়—বমন অথবা বমনোদ্বেগ উপস্থিত হয়—এবং যাহা বমন হয় তাহা অত্যন্ত অম্ল স্বাদযুক্ত—যন্ত্রণা অক্ষির নিম্নেও হইতে পারে।

উদরাময়—মলতরল জলবৎ। অথবা শ্লেস্মাযুক্ত, সবুজাভ অথবা কটাবর্ণ। প্রচুর ক্ষতকারক, দুর্গন্ধ অথবা তামাটে গন্ধযুক্ত। শেষ রাত্রি ২.৩ টার সময় বৃদ্ধি। মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা করে এবং কুন্থন ও থাকে সময় সময় হারিশ বহির্গত হইয়া পড়ে। আইরিসে যে বমন হয় তাহা অত্যন্ত অম্লগন্ধ যুক্ত গলা হাঁজিয়া যায় (extremely sour fluid, excoriates the throat) এই লক্ষণ ব্যতিরেকে আইরিসের নির্ব্বাচনই হয় না। ইহার উপর ঔষধের কার্য্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

কলেরা--জ্বলনই হইতেছে ইহার সর্ব্বপ্রধান পরিচায়ক লক্ষণ। ইহার জ্বলন আর্সেনিকের ন্যায় নয়—আইরিসের এই জ্বলন অম্লপিত্তযুক্ত এবং মুখবিবর হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত জ্বলিতে থাকে। আর্সেনিকের জ্বলন সর্ব্বত্র

হয়। আইরিসের বমনে দাঁত টকে যায়। ইহাতে আর একটি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ থাকে—জিহ্বা এবং গাত্র বরফবৎ শীতল হয়।

আঙ্গুলহাড়া (Whitlow)—পরলোকগত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন—আঙ্গুল হাড়ার প্রথম অবস্থায় যখন পুঁজের সঞ্চার হয় নাই—আইরিস ভাসিকোলার অমিশ্র আরক নেকড়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিলে রোগ আর বৃদ্ধি পায় না।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহার নিম্নক্রমের ব্যবহার অধিক দেখা যায় কিন্তু কেহ কেহ ইহার অতি উচ্চ শক্তি অধিক অনুমোদন করেন এবং তাহারা বলেন উচ্চ শক্তিতে অধিক উপকার পাওয়া যায়।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যার সময়, রাত্রিতে এবং বিশ্রামে।

রোগের উপশম—অবিরত সঞ্চালনে।

সিড্রন (Cedron)

সিড্রন একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ। ইহার ফলের বীচি ঔষধার্থে ব্যবহার হয়।

সিড্রনের কার্য্য পর্য্যায়শীল জ্বরে এবং অত্যধিক কুইনাইন কিংবা ম্যালেরিয়া জনিত স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। সিড্রনের জ্বরের পর্য্যায় শীতলতা বিশেষ লক্ষণ এবং জ্বর ঘড়ির ন্যায় ঠিক এক সময়ে প্রত্যহ হয় (attacks occur with clock-like regularity)।

সময়—সন্ধ্যা ৬টা কিংবা ৬॥০টা। প্রাতে ৪টা এবং অপরাহ্ন ৪টা। (শেষ রাত্রি ৩টা—থুজা। অপরাহ্ন ৩টা—এপিস)।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে। হস্তপদ হইতে শীত আরম্ভ হইয়া সর্ব্বশরীরময় ছড়াইয়া পড়ে। হস্ত নাসিকাগ্র বরফবৎ শীতল হয়। শীত নড়াচড়া করিলে বৃদ্ধি হয় (নাক্স)

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে, গরম জল পান করিতে চায়। উত্তাপ অবস্থায় গরম পানীয় ছাড়া আর কিছুই খাইতে পারে না। শুষ্ক উত্তাপ।

ঘর্ম্ম অবস্থা—পিপাসা থাকে। শুষ্ক উত্তাপের পর প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। হৃৎস্পন্দন এবং দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস। প্রস্রাব স্বল্প এবং ঘোর বর্ণ।

স্নায়ুশূল—স্নায়ুশূল যন্ত্রণা বিশেষতঃ ঊর্দ্ধ অক্ষিপুটের ম্যালেরিয়া জনিত হইলে এবং ঘড়ির সময়ের ন্যায় প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে হইলে—সিড্রন প্রয়োগে আশু উপকার হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট কিংবা ৩x, ৬x অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—আর্স, চায় না।

লোবেলিয়া (Lobelia)

ইহার সম্পূর্ণ নাম লোবেলিয়া ইনফ্ল্যাটা—ইহা উদ্ভিজ্জ জাত ঔষধ।

পরিপাকক্রিয়া—পরিপাক ক্রিয়ার উপর ইহার যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায়। অম্বল, পেট ফাঁপা, বুকজ্বালা আহারের পর শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, বুকজ্বালার সহিত প্রচুর লালাস্রাব। ভীষণ বমন এবং বমনোদ্বেগ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ থাকে। ইহা ব্যতীত লোবেলিয়া প্রাতঃকালীন বমনেও (morning sickness) ব্যবহার হয়। লালাস্রাব এই ঔষধের একটি বিশেষ লক্ষণ কিন্তু ইহার লালাস্রাবের সহিত পরিপাকক্রিয়ার সংস্রব থাকে এবং ক্ষুধামান্দ্য না হইয়া বরং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। বমনোদ্বগের সহিত প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং ঘর্ম্মে মুখমণ্ডল ভিজিয়া যায়। এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকে।

শ্বাস কষ্ট—বক্ষঃস্থলের সঙ্কোচনবশতঃ শ্বাসকষ্ট। সামান্য পরিশ্রমে এমনকি সিড়ির উপর নীচ করিতেই কষ্ট হয়। বক্ষঃস্থলে ভার ভার অথবা চাপচাপ বোধ হয়, যেন কোন ভারি জিনিষ চাপাইয়া রাখা হইয়াছে। শ্বাসকষ্ট অত্যন্ত দ্রুত হাটাহাটিতে উপশম বোধ করে। মনে হয় হৃৎপিণ্ডের কার্য্য যেন স্থগিত হইয়া যাইবে, হৃৎপিণ্ডের নিম্নদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

কোকিল চঞ্চু অস্থি বেদনা (Coccyodynia)—মেরুদণ্ডের সর্ব্ব নিম্নে sacrumএ ভীষণ স্পর্শাধিক্যতা (sensativeness) প্রকাশ পায়। অতি সামান্য স্পর্শ এমনকি অত্যন্ত কোমল বালিসের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। রোগী sacrum এ কাপড়ের স্পর্শ লাগিবার ভয়ে উপুর হইয়া উপবেশন করে। (ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব)।

বধিরতা—স্রাব অবরুদ্ধ হেতু কিংবা ইকজিমার দরুণ হয়।

শিরঃপীড়া—পরিপাকক্রিয়ার গোলযোগ হেতু বমন, বমনোদ্বেগ এবং দুর্ব্বলতা থাকে। অপরাহ্নে বৃদ্ধি হইয়া মধ্যেরাত্রি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা থাকে। তামাকে কিংবা তামাকের ধুঁয়ায় বৃদ্ধি হয়।

কাশি—পাকাশয় হইতে উত্থিত কাশিতে (stomach cough) এবং থাইসিস কাশিতে (phthisis) ইহার যথেষ্ট উপকারিতা দেখা যায়। ডাক্তার নিউমেন বলেন—যখন শুষ্ক কাশিতে রোগীর আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হয় এবং গলদেশে অসহ্য খুস্ খুস হইতে থাকে সেই অবস্থায় অতি উত্তম কার্য্য করে। ("when a tormenting dry cough and an insufferable tickling in the throat rob the patient's rest," it is, says Neuman," in the highest degree beneficial."

হাঁপানি—ডাক্তার জিন হাঁপানিতে ইহাকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন পাকাশয়ের উপসর্গ ব্যতীত ইহাতে সর্ব্বদা শ্বাসকৃচ্ছ্র (dyspnoea) লাগিয়া থাকে এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র সামান্য পরিশ্রমে যদিও বৃদ্ধি হয় কিন্তু সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলে অত্যন্ত অধিক বৃদ্ধি হয় এবং হাঁপানির টান হইতে থাকে। কেহ কেহ লোবেলিয়াকে হাঁপানি অপেক্ষা Emphysema তে অধিক উচ্চ স্থান দেন।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এন্টিমটার্ট, আর্স, ইপিকাক, ট্যাবেকাম।

রোগের বৃদ্ধি—তামাকে, তামাকের ধুঁয়ার গন্ধে, অপরাহ্নে, সামান্য পরিশ্রমে, ঠাণ্ডায়।

রোগের উপশম—দ্রুত হাটাহাটিতে, (বক্ষঃস্থলের যন্ত্রণা), সন্ধ্যার দিকে উত্তাপে।

লেপটেণ্ড্রা (Leptandra)

ইহা এক প্রকার বৃক্ষ বিশেষ, ইহার সরস মূল হইতে **অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।** ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে যকৃতের উপর। ন্যাবা রোগ এবং তদসহিত কাল আলকাতরার ন্যায় মল বর্ত্তমান থাকে। কৃষ্ণবর্ণ আলকাতরার ন্যায় মল (black, tarry stools) হইতেছে ইহার বিশেষ বিশেষত্ব।

যকৃত—যকৃতের যাবতীয় পৈত্তিক অবস্থায় এবং অন্যান্য যে কোন রোগ হউক যদি আলকাতরার ন্যায় কাল বর্ণ মল বর্ত্তমান থাকে লেপটেণ্ড্রাকে চিন্তা করিবে। এইপ্রকার অবস্থা টাইফয়েড, অর্শ ইত্যাদি রোগেও দেখিতে পাওয়া যায়। মল প্রচুর এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং নাভিদেশে যন্ত্রণা থাকে। যকৃত প্রদেশেও বেদনা এবং টাটানি হয়। জিহ্বা পীত বর্ণ এবং পাকস্থলীতে অস্বস্থি বোধ করে। যকৃতের পুরাতন রোগেও পোর্টাল রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু উদরী কিংবা শোথ হইলেও লেপটেণ্ড্রা নির্ব্বাচিত হয়।

পাকাশয়—পিত্ত বমন এবং জিহ্বা পীত লেপাবৃত হয়। পাকস্থলীতে এবং অন্ত্রেতে যন্ত্রণা এবং তদসহিত মলত্যাগের ইচ্ছা হয়।

উদরাময়—মল 'প্রচুর কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত এবং ঈষৎ তরল, উদর হইতে স্রোতের ন্যায় বহির্গত হয়। কৃষ্ণবর্ণ চট্‌চটে আলকাতরার ন্যায় এবং জলবৎ পাতলা ও হয়। মলত্যাগের পর নাভি দেশে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। সর্ব্বদা কুক্ষি এবং নাভি প্রদেশের স্থলে কষ্ট যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। মলত্যাগের পর নাভিদেশে যন্ত্রণা, আলকাতরার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মল এবং কোঁথানি শূন্যতা ইহার বিশেষত্ব (The griping colic after stool without tenesmus and black tarry stool will distinguish Leptandra from Merc sol.) মল আলকাতরার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ না হইলেও কাদার ন্যায় এবং ঘোলা ঘোলা হয় এবং প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগের পর বৃদ্ধি হয়।

মার্কিউরিয়াস সল—ইহার সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু মার্কিউরিয়াসে মলত্যাগের পর অত্যন্ত কুন্থণ থাকে, লেপট্যাণ্ড্রায় কোঁথানি কিছুই থাকে না বরং মলত্যাগের পর পেটে শূল হইলেও হইতে পারে।

আইরিস—ইহাতে জ্বালা সমুদায় অন্ননালী ব্যাপিয়া হয়—সঙ্গে সঙ্গে চাল ধোওয়া জলের ন্যায় ভেদ, খিলধরা এবং বমন বর্ত্তমান থাকে। শেষরাত্রি ২।৩ টায় কলেরায় ইহা ভিরেট্রাম অপেক্ষা উত্তম কার্য্য করে—কিন্তু লেপট্যাণ্ড্রার সহিত ইহার সাদৃশ্য একমাত্র জ্বলনে অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। লেপট্যাণ্ড্রায় ভেদ কাদার ন্যায় কিংবা আলকাতরার ন্যায় কাল এবং প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x, ৬, ৩০, সর্ব্বদা ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ব্রাইওনিয়া, আইরিস, পডফাইলাম, মার্কিউরিয়াস।

ক্যাম্ফর (Camphor).

ইহার বাঙ্গালা নাম কর্পূর। ক্যাম্ফরের পরিচয় তরল ভেদ এবং বমনে যত অধিক রকম প্রকাশ পাইয়াছে আর কোন ব্যাধিতে সেই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু জীবনী ক্রিয়ার (Organism) উপর এই ঔষধটীর কার্য্য অর্থাৎ ইহা Hot-remedy or Cold-remedy এই সম্বন্ধে ডাক্তারগণের মধ্যে প্রাচীনকাল হইতে মত ভেদ রহিয়াছে। হ্যানিমানও বলেন, সুস্থ দেহের উপর ক্যাম্ফরের কার্য্য নিরূপণ করা বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠিন সমস্যা, যে

হেতু ইহার মুখ্য কার্য্য (Primary action) এত হঠাৎ পরিবর্ত্তন এবং এত শীঘ্র জীবনশক্তির প্রতিক্রিয়ার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় তদহেতু কিছুই পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায় না ; কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদী সত্য এবং ডাক্তার (Troussea) এবং পিডক্সও (Pidoux) হ্যানিমানের কথাই সমর্থন করেন যে—শীত এবং অবসাদ (Chill & depresssion) মুখ্য ক্রিয়া আর সঞ্জীবনী শক্তির ক্ষণিক সঞ্চার (Symptoms of Stimulation) গৌণ প্রতিক্রিয়া (Secondary re-action)। তদানীন্তন চিকিৎসকগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ক্যাম্ফরের কার্য্য পর্য্যাবেক্ষণ করিয়া এই মতে উপনীত হইয়াছেন যে, ক্যাম্ফরের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে শৈত্যকারক এবং অবসাদক (Refrigerant & Sedative) এবং ক্যাম্ফর দ্বারা সম্পূর্ণ বিষাক্ত হইলে শৈত্য সহ হিমাঙ্গই (Collapse) হইতেছে তাহার চরম পরিণাম। (After full survey of the evidence, they conclude that the essential action of Camphor is refrigerant and sedative and describe its full poisonous effects as those of collapse with chill)। তরল ভেদ এবং বমনে ক্যাম্ফরের প্রয়োগ অল্লাধিক পরিমাণে অনেকেই দেখিয়াছেন কিন্তু ইহার প্রয়োগ একটী সীমার মধ্যে আবদ্ধ।

কলেরা—ক্যাম্ফর যে, কলেরার একটী মহৎ ঔষধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং মহাত্মা হ্যানিমানই ইহার প্রথম প্রচার কর্ত্তা। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যখন কলেরা ইউরোপে আরম্ভ হয়, হ্যানিমানের শিষ্যবর্গ এই প্রকার লক্ষণ অনুরূপ ঔষধ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে লিফজিকের ডাক্তার জে, এ, স্কুবার্ট (Dr. J. A. Schubart) কলেরার চিকিৎসা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন যাহাতে তিনি ভিরেট্রাম, আর্সেনিক, ইপিকাক ইত্যাদি ঔষধ কলেরার প্রতিশেধক বলিয়া উল্লেখ করেন। তাহার কিছুদিন পর নিউরেনবর্গের ডাক্তার পেরু (Dr Peru of Nurenberg) প্রচার করেন—আর্সেনিক এবং ভিরেট্রামই কলেরার প্রকৃত ঔষধ। এইরূপ ডাক্তার পিটার্সন (Dr Piterson), ডাক্তার আরনল্ড (Dr Arnold) ইহারা কেহ আর্সেনিক কেহ ইপিকাক ইত্যাদি কলেরার প্রধান ঔষধ বলিয়া মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন কিন্তু কেহই ক্যাম্ফর এবং কুপ্রামের বিষয় একবারও উল্লেখ করিলেন না এবং ক্যাম্ফর যে কলেরার একটী অব্যর্থ মহৌষধ তাহা

তাহাদের কাহারই বিদিত ছিল না। মহাত্মা হ্যানিমান কোথা হইতে ক্যাম্ফার যে অতিমাত্রায় অধিক ফলপ্রদ তাহা জানিতে পারিলেন তাহাও তাঁহার গ্রন্থের কোন স্থানেই বিশেষ ভাবে উল্লেখ নাই কিন্তু এইমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর তিনি তাহার বাসস্থান কোথেন (Coethen) হইতে একজন সম্পাদককে Treatment and prevention of Asiatic cholera নামক যে প্রবন্ধ লেখেন তাহার মুখবন্ধে তিনি বলিতেছেন —A receipt has been given to the world, which proved so efficacious in Duneberg in the Asiatic cholera, that out of I0 patients, but one died. The chief ingredient is Comphor which is ten times the proportion of the other ingredients. But not a tenth—nay, not one in a hundred of the patients would have died had the other ingredients, which were but injurious, and obstructing and the camphor been given alone and always at the very commencement of the disease, for it is only when given alone and at the first invasion of the disease thai it is so marvellously useful. [Cholera by Dr. Sircar Page 68].

ক্যাম্ফর সচরাচর মূল অরিষ্টই প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই মূল অরিষ্টই একমাত্র ইহার ফলপ্রদ। মূল অরিষ্ট ব্যবহার করিতে মহাত্মা হ্যানিমান কেন উপদেশ দিলেন সে বিষয়ে যদিও তিনি নিজে পরিষ্কার করিয়া কিছু উল্লেখ করেন নাই কিন্তু তাঁহার জীবনী লেখক ডাক্তার ব্র্যাড্‌ফোর্ড (Dr Bradford) এক স্থানে বলিতেছেন—"Hahnemann says that the reason he gave Camphor in large doses is that the effect to be produced is an Allopathic and not a Homœopathic one. A palliative action must be at once produced or the patient will die before the Homœopathic medicine has time to act." যদি বাস্তবিক ইহাই মহাত্মা হ্যানিমানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, মহাত্মা হ্যানিমান তাঁহার কথার সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার লিখিত পরবর্ত্তী প্রবন্ধ (appeal to

thinking Philanthropists respecting the mode of propagations of asiatic choleea.) পাঠে আমাদের মনে হয়—ক্যাম্ফরের বীজাণু নাশের ক্ষমতা আছে বলিয়াই মহাত্মা হানিমান মূল অরিষ্ট প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে বলিতেছেন।—" If Physicians would but take warning and render uninfectable by taking a few drops of Camphorated spirit, approach the Cholera patient, in order to treat him at the commencement of his sickening with this medicine (Pure unadulterated Camphorated spirit) which alone is efficacious and which must certainly destroy the miasm about the patient, by giving him, as I have taught, every five minutes one drop of it...............if they would but do this, then every patient would not only be infallibly restored within a couple of hours but by the cure of the disease with pure Camphor they would at the same time iradicate and annihilate the miasm in and about the patient."

ক্যাম্ফরের এই প্রকার ক্ষমতা আছে বলিয়াই বোধ হয় কলেরার প্রকোপ কালে পানীয় জলে কিঞ্চিৎ কর্পূর দেওয়া প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

মহাত্মা হানিমানের প্রণালী মতে ক্যাম্ফর দ্বারা কলেরা চিকিৎসা সেই সময়ে যদি কেহ প্রকৃতরূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমি নেপেল্‌সের ডাক্তার রকো রুবিণীকে (Dr. Rocco Rubini of Naples) প্রধান স্থান দিতে ইচ্ছা করি ; তিনি স্পিরিটে কর্পূর Saturate করিয়া অর্থাৎ Saturated Spirit Camphor (যাহা বাজারে আজ রুবিণী ক্যাম্ফর নামে পরিচিত) কলেরায় যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন বোধ হয় সেই সময় আর কেহই তদ্রুপ ভাবে পরীক্ষা করেন নাই। এই বিষয়ে তিনি মহাত্মা হানিমানকে অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ক্যাম্ফর কলেরার যে একটী অব্যর্থ ঔষধ সে বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। ইহার উপকারিতা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন কিন্তু ইহা কলেরার প্রারম্ভে অর্থাৎ দ্বিতীয় অবস্থার পূর্ব্বে অধিক কার্য্য করে এই জন্য সকলেই ইহাকে প্রথম অবস্থার ঔষধ বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যতক্ষণ

পর্য্যন্ত ভেদে মল এবং রং থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্তই ইহার কার্য্য। প্রকৃত রোগে দাঁড়াইলে তখন আর ইহার উপর অধিক নির্ভর না করিয়া ভিরেট্রাম, কুপ্রাম ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। (After the first stage is passed Camphor is no longer serviceable and its administration must only be continued so long as decided benefit is observable (which with a remedy of such rapid action Camphor manifests itself within a quarter of an heur.) If in such cases decided benefit is not soon perceived, then no time must be lost in administering the remedy of the 2nd. stage)

ক্যাম্ফরে হঠাৎ রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, শরীর নিস্তেজ হইয়া যায়, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, চেহারার পরিবর্ত্তন হয়, চোখ বসিয়া যায়, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ এবং বরফের ন্যায় শীতল হয়, সমুদয় শরীর ঠাণ্ডা হইয়া আইসে, মুখে ফেনা উঠে কিন্তু পিপাসা থাকে না এবং ভেদ বমি হয় না এবং হইলেও অত্যন্ত অধিক হয় না কিম্বা হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়, রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে, দাঁড়াইতে পারে না টলিয়া পড়িয়া যায়, মুখমণ্ডলে সামান্য শীতল ঘর্ম্ম হয়, অত্যন্ত অস্থির, গোঁগাইতে থাকে, মস্তক অত্যন্ত ঘুরায় যেন ফেলিয়া দিতে চাহে। এইরূপ অবস্থায় ক্যাম্ফর একমাত্র ঔষধ বলিলেই হয়। যে স্থলে ভেদ বমন না হইয়া একেবারে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া যায় ও রোগী একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে সে স্থলে ক্যাম্ফর মৃত-সঞ্জীবনী। দুই এক বিন্দু মাত্রায় মূল আরক বাতাসা অথবা চিনি অথবা সুগার অব মিল্কের সহিত প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর ৩,৪ বার সেবনে প্রায় উপশম হয়, শিশুদিগকে সিকি মাত্রা দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্যাম্ফর প্রয়োগে সত্বর প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। উপরোক্ত অবস্থার সহিত ভয়ঙ্কর বমনেচ্ছা বর্ত্তমান থাকিলে ২।১ মাত্রা ট্যাবেকাম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ক্যাম্ফারে অধিক ভেদ, অধিক বমন এবং অধিক ঘর্ম্ম হয় না। হঠাৎ রোগী শীতল নীলবর্ণ অর্থাৎ হিমাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মনে হয় রোগী যেন পক্ষাঘাতগ্রস্থ হইয়া পড়িয়া আছে। ক্রমশঃ চোখ বুজিয়া আইসে যেন তন্দ্রায় অভিভূত হইতেছে। হঠাৎ কেন এই প্রকার ভীষণ মৃৎবৎ অবস্থা হয় কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কেবল আশ্চর্য্য বোধ করিতে থাকে।

এই প্রকার ভেদ বমন শূন্য কোলাপ্স অবস্থা কলেরার প্রকোপ কালে হইলে ক্যাম্ফরের বিষয় মনে উদয় হইলেও হইতে পারে কিন্তু অন্য সময় ক্যাম্ফরের বিষয় মনে না হওয়াই সম্ভাবনা এবং এই প্রকার অবস্থা সচরাচর অধিক হয় না। ক্যাম্ফরের কোলাপ্স সম্বন্ধে একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে স্থলে রোগের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই কোলাপ্স উপস্থিত হয় অর্থাৎ ২।১টী ভেদ বমন হইয়াই যদি রোগী কোলাপ্স হইয়া যায় তাহা হইলে ক্যাম্ফর প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নতুবা রোগ আক্রমণের ১২ কিংবা ২৪ ঘণ্টা পর যদি হয় তাহা হইলে আর্সেনিক, ভিরেট্রাম ইত্যাদির চিন্তা করাই কর্ত্তব্য। ক্যাম্ফর যে প্রকার কোলাপ্সে প্রয়োগ হয় তাহাকে ইংরাজীতে Cholera Sicca (কলেরা সিক্কা) বলে, ইহাতে অধিক ভেদ বমন হয় না। এই স্থলে আর একটী কথা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে যদি রোগ ক্যাম্ফরের না হয় এবং অযথা পুনঃ পুনঃ যদি ক্যাম্ফর প্রয়োগ হয় এবং তদহেতু পাকস্থলী প্রদেশে জ্বালা ও যন্ত্রণা হইলে, ডাক্তার ক্যারোল ডানহাম বলেন এইরূপ অবস্থায় কয়েক ফোটা ফস্ফরাস দিলে জ্বালা যন্ত্রণার আশু উপকার হয়। ক্যাম্ফরের চাল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ (Rice water stool) একেবারেই যে হয় না ইহা বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু সচরাচর ভেদ বমন খুব কমই হয়, ভেদ বমন অধিক হইলে ভিরেট্রামের প্রতি দৃষ্টি করিবে। ক্যাম্ফরে একটী বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ হইতে দেখা যায়—অবসন্নতা, ওষ্ঠদ্বয় এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ নীলবর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতা হওয়া সত্ত্বেও রোগী গাত্রে কাপড় রাখিতে (Cold as death but cannot bear to be covered) চায় না, কাপড় ফেলিয়া দেয়। শরীরে অধিক ঘর্ম্মও হয় না বরং শরীর শুষ্ক এবং শীতল থাকে। কুপ্রামে শীতলতা এবং অবসন্নতা অধিক থাকে না, খিলধরা এবং তড়কার ভাব প্রবল থাকে। ভিরেট্রামে প্রচুর ভেদ বমন এবং ঘর্ম্ম থাকে (In Camphor collapse is most prominent. In Veratrum-album—evacuation and vomiting. In Cuprum the cramps.)

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম ইউরোপে যখন কলেরার প্রকোপ হয়, মহাত্মা হ্যানিমান এই রোগ আগমনের বিবরণ দেখিয়া এই প্রকার কলেরার কোলাপ্সে ক্যাম্ফর প্রকৃত ঔষধ হইবে তাহা পূর্ব্বেই সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশ করিয়া

ছিলেন। আর একবার মহাত্মা হ্যানিমান, ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যখন মহাবীর নেপোলিয়ান রুষ যুদ্ধে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, যে প্রত্যাবর্ত্তনে নেপোলিয়ানকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছিল, সেই সময়ও রাসটক্স টাইফয়েড রোগের প্রকৃত ঔষধ হইবে বলিয়া পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছিলেন। হ্যানিমানের এই মহামূল্য ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য অষ্ট্রিয়ান গভর্ণমেণ্ট পুরস্কাররূপে তাঁহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রহণ করিয়াছিলেন। In 1819 on the approach of Asiatic cholera to western Europe, Hahnemann, from the description of the disease, published in advance of its approach that Camphor would be the remedy in the stage of Collapse and the clinical experience of each subsequent epidemic demonstration. 1812 during Napolean's terrible retreat from the Russian campaign he published in advance that Rhustox woud be the principal remedy and the recognition of Homœopathy by the Austrian Government was the reward of his successfull prediction.)

প্রথমাবস্থায় তরল ভেদ আরম্ভ হইবামাত্রই ক্যাম্ফর প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না—এইরূপ অবস্থায় ক্যাম্ফরে ফল দর্শিবার কারণ হইতেছে—ক্যাম্ফর এই সময়ে উত্তেজক (Stimulent), ধারক (astringent), নিদ্রাকারক (hypnotic), হজমকারক (digestive), পচন নিবারক (antiseptic) ও বিষঘ্নরূপে কার্য্য করিয়া দাস্ত ও বমন বন্ধ, দূষিত বিষ বিনাশ, অজীর্ণ খাদ্য পরিপাক ও নিদ্রা আনয়ন করিয়া রোগীকে সুস্থ করে।

অনেককে দেখিয়াছি কলেরার প্রথমাবস্থায় ক্যাম্ফরের পরিবর্ত্তে একোনাইট ব্যবহার করেন,—তাহারা বলেন,—কলেরা ভয়ঙ্কর অন্ত্রপ্রাদাহিক জ্বর (acute dreadful fever), এতদ হেতুই তাহারা ক্যাম্ফরের পরিবর্ত্তে একোনাইটের ব্যবস্থা দেন—ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কথা নয়। বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে অন্ত্রের প্রদাহ বশতঃই কলেরায় ভেদ বমন হয়।

ক্যাম্ফর রোগী—ক্যাম্ফর রোগী সাধারণতঃ অত্যন্ত শীত প্রদান

ধাতুগ্রস্থ, শরীরের যেন উত্তাপ কিছুই নাই অথচ গাত্রে কাপড় রাখিতে পারে না। আর্সেনিকের ন্যায় তরুণ রোগে পিপাসা থাকে কিন্তু পুরাতন রোগে থাকে না। ক্যাম্ফরের বিষয়ে একটী কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তরুণ রোগের উষ্ণ অবস্থায় যখন যন্ত্রণা থাকে, তখন রোগী গাত্রে কাপড় রাখিতে চায়—অর্থাৎ গরমে রাখে এবং শীত অবস্থায় কাপড় ফেলিয়া দেয়। শীত অবস্থায় অধিক ঠাণ্ডায় উপশম বোধ করে। (In camphor an important thing to recall in the acute is that during the heat and when the pains are on, he wants to be covered up. The coldness is relieved by cold, he wants more cold—Dr. Kent)। শরীর বরফবৎ শীতল কিন্তু গাত্রে কাপড় রাখিতে পারে না। (The patient will not be covered, or object to it, no matter how objectively cold he is.) এই প্রকার লক্ষণ সিকেলিকরেও অনেকটা রহিয়াছে।

সর্দ্দি—সর্দ্দি এবং ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ক্যাম্ফর একটী উত্তম ঔষধ। নাসিকা হইতে প্রচুর কাঁচা জলবৎ সর্দ্দি স্রাব হয়। নূতন সর্দ্দিতে অনেকে ইহা আভ্যন্তরিক সেবন করিতে এবং বাহ্যিক ঘ্রাণ লইতে ব্যবস্থা দেন এবং আশু উপকার পাওয়া যায়। শিশু এবং বৃদ্ধদিগের ব্রঙ্কাইটিসেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়। শুষ্ক, অস্থিচর্ম্মসার বৃদ্ধ লোকদিগের ঠাণ্ডা লাগিয়া সহজেই সর্দ্দি হয়। গলা ঘড় ঘড় করিতে থাকে, শ্বাস উঠিলে যে প্রকার হয়, সেই প্রকার অবস্থা হইয়া আইসে, এরূপ অবস্থায় এণ্টিমটার্ট এবং এমন কার্ব্বের ন্যায় ক্যাম্ফর কার্য্য করে। ক্যাম্ফর রোগীতে শীতলতা লক্ষণটী অত্যন্ত প্রবল থাকে। উষ্ণভাব খুব কমই থাকে। সর্দ্দিতে স্পিরিট ক্যাম্ফর (Spirit Camphor) ব্যবহার হইয়া থাকে।

মূত্রকৃচ্ছ্র—ক্যাম্ফরে ভীষণ মূত্রকৃচ্ছ্র (Strangury) লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রস্রাবকালীন অত্যন্ত জ্বালা করে। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয় এবং ফোঁটা ফোঁটা হয় ও অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। প্রস্রাব লাল রক্তের ন্যায় (ক্যান্থারিস)। মূত্রকৃচ্ছ্র স্বয়ম্ভূত (idiopathic) অথবা অত্যধিক ক্যান্থারিস অথবা যে কোন কারণ বশতঃই হউক ক্যাম্ফরে তাহা উপশম করিবার

ক্ষমতা আছে। ডাক্তার হিউজ এই প্রকার দুইটি রোগীকে পুনঃ পুনঃ ক্যাম্ফর নিম্নক্রম প্রয়োগ করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা হইতে উপশম করিয়াছিলেন। ক্যান্থারিসের ন্যায় ইহাতেও লিঙ্গোদ্রেক (Chordee) সময় সময় হয়।

ধ্বজভঙ্গ।—ক্যাম্ফর কোন কোন স্থলে মূল অরিষ্ট অথবা অত্যন্ত নিম্নক্রম প্রয়োগেই লিঙ্গোদ্রেক হয় আবার কোন কোন স্থলে ইহার বিপরীত ফল অর্থাৎ ধ্বজভঙ্গ উৎপন্ন হয়। ক্যাম্ফরেব সিদ্ধান্ত করণে উক্ত উভয় অবস্থা উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। ডাক্তার কেণ্ট বলিতেছেন জনৈক ফরাসী স্ত্রীলোক তাহার পুত্রদিগকে অন্যান্য বালিকাদিগের নিকট হইতে দূরে রাখিবার নিমিত্ত অর্থাৎ চরিত্র দোষ হয় এই ভয়ে সর্ব্বদা তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন এবং রাত্রিতে বালিসের নিম্নে এক পোটলা কর্পূর রাখিয়া শয়ন করিতে দিতেন। কিছুদিন পর দেখা গেল পুত্রগণের ধ্বজভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। আবার কোন কোন স্থলে ইহাও দেখা গিয়াছে অত্যন্ত অধিক কামোত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়াছে—(I once know a French woman who had an insane desire to keep her boys always at home with her and she thought she could accomplish this if she could only keep them away from the girls and to destroy there sexual desire, she kept a bag of Camphor under their pillows. All of them were made impotent—Kent)

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন।—তরল ভেদ বমিতে স্পিরিট ক্যাম্ফর চিনি অথবা বাতাসার সহিত প্রত্যেক ১৫ মিনিট কিংবা অর্দ্ধঘণ্টা পর পর দেওয়া কর্ত্তব্য। শস্ত্র ক্রিয়ার (Operations) পর যদি শরীরে উত্তাপ অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয় (if temperature is subnormal, low blood pressure) ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর ক্যাম্ফর ১× সেবন করাইলে অতি শীঘ্র উত্তাপ স্বাভাবিক হইয়া আইসে। কলেরা অথবা অন্য কোন রোগ হইতে হিমাঙ্গ অবস্থায়ও এই প্রকার ডাইলিউসন এবং প্রয়োগই প্রচলিত।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া (Staphisagria)

এই ঔষধের সিদ্ধান্ত করণে (Proving) মস্তিষ্ক এবং কাসেরুকামজ্জা (Spinal cord) উভয়ই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয় এবং বিশেষভাবে স্নায়বীক মণ্ডলের উপর দুর্ব্বলতা অধিক প্রকাশ পায়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। অত্যধিক হস্তমৈথুন এবং স্ত্রীসহবাস হেতু মানসিক রোগ।

২। অত্যন্ত খিটখিটে—সামান্যতেই বিরক্ত হয়। শিশু সকল সময় যেন রাগ হইয়াই রহিয়াছে—সকল সময় ঘ্যান ঘ্যান করে, কি যে চায় বুঝিতে পারা যায় না, কোন কিছু জিনিষ দিলেও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় এবং বিরক্ত হয়।

৩। কাহারো সহিত তর্কে কিংবা বিবাদে অপমানিত হইয়া মানসিক অবসাদে, মনকষ্টে, শরীরিক দুর্ব্বলতা, নিদ্রা হীনতা ইত্যাদি রোগে ভোগে।

৪। অধিক স্ত্রীসহবাস, হস্তমৈথুন হেতু—বিষণ্ণ, উদাসীন, স্ফুর্ত্তীহীন, স্মরণশক্তি হীন।

৫। অক্ষিপুটে বিশেষতঃ ঊর্দ্ধ অক্ষিপুটে শক্ত গোটা গোটা অঞ্জনি প্রকাশ পায়, পর পর হয় (styes, chalazae on eyelids or upper eyelids, one after another, leaving hard nodosities—Con. Thuja).

৬। তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা পরিষ্কার কাটা ক্ষত (sharp cutting, like the cutting of a knife).

৭। দন্তশূল—মাসিক ঋতুস্রাবকালীন, সুস্থ এবং ক্ষয়প্রাপ্ত উভয় অর্থাৎ সমুদায় দাঁতই যন্ত্রণাযুক্ত হয়। খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় স্পর্শে যন্ত্রনা হয় অথচ কামড়াইতে কিংবা চিবাইতে যন্ত্রণা হয় না। শীতল বায়ু মুখে প্রবেশে, শীতল জলপানে এবং আহারে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

৮। দাঁতের ধারগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (decay on edges), (গোড়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—মেজিরিয়াম, থুজা) দাঁত কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়, কাল কাল রেখা পড়ে, পরিষ্কার রাখা যায় না।

৯। স্বপ্নদোষে—মুখ চোখ বসিয়া যায়, বীর্য্যস্খলনের পর কটিদেশে যন্ত্রণা এবং দুর্ব্বলতা, ইন্দ্রিয় শিথিলতা এবং অবসন্নতা।

১০। ইকজিমা—মামড়ির নিম্ন হইতে পীতবর্ণ, ক্ষতকারক রস নিস্থত হয়। রসস্পর্শে নূতন ক্ষত প্রকাশ পায়, চুলকাইলে সে স্থানের চুলকানি আরম্ভ হয়।

১১। বিবাহিত, অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোকে সহবাস অথবা কষ্ট প্রসবে প্রস্রাবের বেগ হয় কিন্তু প্রস্রাব শীঘ্র বহির্গত হয় না অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। মূখশায়ী গ্রন্থির প্রদাহে (Prostratic troubles) বৃদ্ধলোক দিগেরও প্রস্রাবের পর কোথানি এবং জ্বালা হয়। মূত্রাশয় ভ্রংশ হয় (prolapse of bladder).

১২। তামাক সেবনের আকাঙ্ক্ষা হয় (craving for tobacco).

সাধারণ লক্ষণ

১। কাশি কেবল দিনে হয় অথবা কেবল মধ্যাহ্ন ভোজনের পর। মাংস ভক্ষণে, বিরক্তিতে, অপমানে এবং তামাকের ধুঁয়াতে বৃদ্ধি হয়।

২। কটি যন্ত্রণা (Backache) রাত্রিতে শয্যায় এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে হয়।

৩। স্ত্রীজননেন্দ্রিয় অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এমন কি কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না।

৪। পাকস্থলী এবং নিম্নোদর মনে হয় শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে—(ইপি, ট্যাবে, এগারি)

৫। পাকস্থলী পরিপূর্ণ অথচ অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করে।

৬। কপালে একটি গোলাকার পদার্থ যেন সাটিয়া লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ।

৭। সন্ধিস্থলে বিশেষতঃ অঙ্গুলির (কলফাই, কলচি, লাই) সন্ধিস্থলে বাতজনিত অস্থি গুল্ম প্রকাশ পায়। সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলিতে প্রদাহ ও তৎসহ ঘর্ম্ম এবং পুঁজোৎপাদন হয়।

৮। দিনে সর্ব্বদা ঘুমন্ত ভাব লাগিয়া থাকে, রাত্রিতে জাগিয়া থাকে, কনকণানি যন্ত্রণা হয়।

৯। আঁচিল শুষ্ক, বৃন্তসদৃশ, ফুলকপির মতন পারদের দোষহেতু প্রকাশ পায়।

রোগীর মানসিক লক্ষণ এবং হস্তমৈথুন—মানসিক লক্ষণে ক্যামোমিলার সহিত ইহার অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখা যায় এবং অনেক স্থলে ক্যামোমিলার পরিবর্ত্তে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া প্রয়োগ হইয়া থাকে। শিশু অত্যন্ত খিটখিটে প্রকৃতির, সকল সময়ই যেন বিরক্ত হইয়া থাকে। আদর করিয়া কোন জিনিষ দিলে হাত দিয়া ঠেলিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয় এবং সামান্য কারণেই বিরক্ত হয়। এই প্রকার মানসিক লক্ষণ ক্যামোমিলা এবং ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ব্যতীত সিনা, নাক্সভমিকা, কলোসিন্থ ইত্যাদিতে অল্প বিস্তর দেখা যায়। উপস্থিত মানসিক লক্ষণ ব্যতীত ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়াতে আর এক প্রকার লক্ষণ প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে বিষন্নতা, উদাসীনতা এবং স্মরণশক্তি-হীনতা, কিন্তু এইরূপ অবস্থা পুরুষদিগের মধ্যে অধিক দেখা যায়। শিশুরা যেমন অত্যন্ত খিট্‌খিটে স্বভাবের হয়, প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক কিংবা স্ত্রীলোকও সেইরূপ অত্যন্ত বিষন্নভাবাপন্ন হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক কিংবা স্ত্রীলোকদিগের

মনের এইরূপ অবস্থা নানান কারণ হইতে উত্থিত হইতে পারে কিন্তু এই স্থলে অত্যধিক হস্তমৈথুনই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান কারণ। ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়ায় মানসিক অবসাদ লক্ষণের সহিত হস্তমৈথুনের দোষ কিংবা সদাসর্ব্বদা কাম প্রবৃত্তির লালসা জড়িত থাকে—ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। (Hypochondriousis, apathy, weak memory, caused by unmerited insults, sexual excess or by persistently dwelling on sexual subjects) ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া রোগীর মুখমণ্ডল উক্ত কারণ বশতঃ ফ্যাকাসে বর্ণ এবং ম্রিয়মান যেন কতই ক্লান্ত এবং শ্রান্ত। লাবণ্যভাব কিছুই থাকে না, মুখ মণ্ডল শুষ্ক চোপসান। চক্ষু কটোরাগত এবং কৃষ্ণবর্ণ রেখা দ্বারা পরিবৃত। রোগী একাকী থাকিতে ভালবাসে, লোকসঙ্গ পছন্দ করে না। সর্ব্বদা উদাসীন এবং বিষন্ন ভাবাপন্ন। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ায় একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, যে প্রকার মানসিক লক্ষণ ইহাতে প্রকাশ পায় তাহার হস্তমৈথুনই সর্ব্ব প্রধান কারণ, অত্যধিক স্ত্রী সহবাস তাহার প্রধান কারণ নয়। (This state of affairs usually follows self abuse, it is seldom the result of excessive sexual intercourse—Farrington) হস্তমৈথুন বশতঃ বিষন্নতা উদাসীনতা ইত্যাদি লক্ষণে ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া ব্যতীত ফস্ফরিকএসিড, নেট্রামমিউর এবং এনাকার্ডিয়াম ও সর্ব্বদা প্রয়োগ হয়।

এতদ্ব্যতীত কাহারো সহিত কলহ, বিবাদ, তর্কের দরুণ অপমানিত হইয়া মনকষ্ট হইলে এবং সেই মনকষ্ট চাপিয়া রাখিয়া নিদ্রাহীনতা, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, কার্য্যে উদাসীনতা, শিরঃপীড়া ইত্যাদি নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হইলে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়াকে চিন্তা করিবে। (A gentleman comes in contact with one beneath his station and an altercation takes place, an argument which ends in insult. He goes home and suffers, he does not speak it out, but controls it and then suffers from it. He has sleepless night and many days of fatigue, brain bag, has irritlability of bladder, colic, etc.)

প্ল্যাটিনা—ডাক্তার গ্রাভোগল (Dr. Grauvogal) বলেন যৌবনত্ব পাইবার পূর্ব্বে (prepubic) জননেন্দ্রিয়ের অপব্যবহার হেতু আক্ষেপ, তরকা,

শীর্ণতা (spasm, convulsions, emaciation) তৎসংক্রান্ত উপসর্গাদির ইহা একটি উত্তম ঔষধ।

ক্যালেডিয়ম—হস্তমৈথুন হেতু লিঙ্গমুণ্ড (glan penis) অত্যন্ত শিথিল তলতলে অবস্থা প্রপ্তে হয় এবং লিঙ্গত্বকের (prepuce) সঙ্কোচন গুণ তত অধিক থাকে না। লিঙ্গত্বক লিঙ্গমুণ্ডের পশ্চাতে টানিয়া ছাড়িয়া দিলে পুনরায় তাহা সঙ্কোচন হয় না। স্বপ্নসহ কিংবা স্বপ্নব্যতীত রাত্রিতে স্বপ্নদোষ হয়।

উল্লিখিত ঔষধ ব্যতীত ডায়োস্করিয়া, জেলসিমিয়াম, নক্স ভমিকা, সালফার লাইকোপোডিয়াম, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ইত্যাদিও লক্ষণানুযায়ী ব্যবহার হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হস্তমৈথুন দোষ অল্প বিস্তর যদিও দেখা যায় কিন্তু পুরুষলোকদিগের ন্যায় তত অধিক নয়। যে সমুদায় স্ত্রীলোকের এই অভ্যাস থাকে তাহাদিগের উক্তকারণ হইতেই ডিম্বাশয়ের রোগ প্রায়ই উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ স্নায়ুপ্রধান স্ত্রীলোকের হইলে তাহার ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া একটি উত্তম ঔষধ। ইহা ব্যতীত বহুদিন স্বামী সহবাস না হইয়া ডিম্বাশয়ের কোন প্রকার লক্ষণ উপস্থিত হইলে তাহাতেও ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া প্রয়োগ হইতে পারে। জোনিদেশের চুলকানিও উক্ত অবস্থার সহিত বর্ত্তমান থাকে। (ক্যালেডিয়াম)

শূলযন্ত্রণা—এই ঔষধটীর ক্যামোমিলার সহিত আরো সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে ক্রোধ জনিত উদরে খিলধরা যন্ত্রণা অর্থাৎ ক্রোধের পর পেটে শূল কিংবা খিলধরা যন্ত্রণা উপস্থিত হয় (কলোসিন্থ) কিন্তু ক্যামোমিলার যন্ত্রণার সহিত গণ্ডযুগলের আরক্তিমতা এবং উক্ত ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে। (উভয় গণ্ড লাল হওয়া অপেক্ষা এক গণ্ডস্থল লাল এবং অপর গণ্ডস্থল ফ্যাকাসেবর্ণ প্রকাশ হইয়া থাকে)। কলোসিন্থ রোগী শূল বেদনায় উপশম পাইবার নিমিত্ত পেটে চাপ দিয়া উপুর হইয়া থাকে। কলোসিন্থ প্রয়োগে শূল বেদনা সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য কারণ ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া কলোসিন্থের পরিপূরক ঔষধ (complementary drug)। ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া সাধারণতঃ খিটখিটে, অপরিষ্কার, পেট উচু এবং বিশেষতঃ যে সমুদয় শিশুদিগের দাঁতের রোগ থাকে, দাঁত ফাক হইয়া যায় মারিগুলি শিথিল

এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয় তাহাদিগের শূল বেদনায় ভাল কাজ করে। (In scrawny ugly pot-bellied children and if they suffer much with their teeth which turn black with tender spongy gums which are sensative and painful.)

অস্থিগুল্ম (Nodositis)—ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়ার অস্থির উপরও যথেষ্ট কার্য্য আছে। সন্ধিস্থলের অস্থিতে বিশেষভাবে অঙ্গুলির অস্থিগুল্মতে (modositis) অঙ্গুলির অস্থির প্রদাহে উত্তম কার্য্য করে। অস্থি আবরক (periosteum) প্রদাহ হইয়া পাকিয়াও ওঠে।

আঁচিল (Warts)—থুজার ন্যায় এই ঔষধে চর্ম্মের উপর আঁচিল উৎপত্তি হয় এবং আঁচিলগুলি দেখিতে বৃন্ত সদৃশ (pediculated) এবং ফুলকপির ন্যায়, কাজে কাজেই সাইকোটিক (sycotic) জাতীয় ঔষধ মধ্যে এবং থুজার পাশাপাশি ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়াকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। থুজা অপেক্ষাও ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয় যদি উক্ত প্রকার ইকজিমা সহ ভগ্ন-প্রবণ দন্ত, দন্তের ব্যাধি এবং বৃন্ত সদৃশ আঁচিল বর্ত্তমান থাকে। আঁচিল লিঙ্গে, জোনিদেশে, মলদ্বারে ইত্যাদি স্থলেও হয় এবং এত অধিক স্পর্শাধিক্য যে যদি অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া চাপ দেওয়া যায় তাহা হইলে রোগীর বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের কনভালসন হইবার উপক্রম হয় এবং সর্ব্ব শরীরময় অত্যন্ত অস্বস্থি বোধ করে, নিদ্রা পর্য্যন্ত হয় না।

উপদংশ—পারদের অবব্যবহারের পর উপদংশ ক্ষতে ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়ার ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। ক্ষত হইতে তরল এবং ক্ষতকারক (acrid) স্রাব হয়। শলার দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ক্ষতের নিম্নস্থ অস্থি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়।

অস্থি প্রদাহ (Osteotitis)—উপদংশ কিংবা গণ্ডমালা (scrofulous) দোষ হইতে উদ্ভূত অস্থি রোগের ষ্টিলিঞ্জিয়াও (stillingia) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এবং ইহা অত্যন্ত অধিকরূপ ব্যবহার হয় কিন্তু ইহাতে লম্বা লম্বা অস্থি—Femur, tibia, humerus ইত্যাদি অধিক আক্রান্ত হয়। অস্থির যন্ত্রণা রাত্রিতে এবং স্যাৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয় এবং ইহার

সহিত ক্ষতকারক (excoriating) সর্দ্দি প্রায়ই লাগিয়া থাকে। মার্কিউরিয়াসও উক্ত অবস্থার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্যালিআইডও প্রয়োগ হয় কিন্তু ক্যালিআইওডে পারদ এবং উপদংশ উভয় দোষই মিশ্রিত থাকে।

ষ্ট্রন্সিয়ানা-কার্ব্ব—স্ক্রফিউলাস ধাতুবিশিষ্ট লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। ইহা বিশেষভাবে femerএর ক্ষত সহ অস্থি বেদনায় অধিক প্রয়োগ হয়, ক্ষতের স্রাবের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্ন অস্থি নির্গত হয়। ইহাতে আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায় যে, অস্থিরোগের সহিত প্রচুর উদরাময় বর্ত্তমান থাকে।

গেঁটেবাত (gout)—ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া গেঁটেবাতের যদিও একটি ঔষধ বটে কিন্তু তরুন বাতের বিশেষ উপযুক্ত ঔষধ নয়। Sodium urate মূত্রপিণ্ড (kidney) দিয়া বহির্গত না হইয়া শরীরের নানা সন্ধিস্থলে এবং যন্ত্রে সমাবেশ হইয়া বাতিক গ্রন্থি (arthritic nodes) অর্থাৎ গুল্ম উৎপন্ন করে।

চর্ম্মরোগ এবং **ইকজিমা**—ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া চর্ম্মরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেকে ইহাকে লোশন করিয়া বাহ্যিক রূপেও ব্যবহার করেন। চর্ম্মরোগ অনেকটা eczemaর ন্যায়। শরীরের যে কোন স্থানই হইতে পারে কিন্তু বিশেষভাবেই মস্তকে, কর্ণের পার্শ্বে এবং মুখমণ্ডলে অধিক হয়। পীড়কাগুলি (eruption) সাধারণতঃ শুষ্ক এবং অত্যন্ত পুরু পাপড়িযুক্ত এবং ভীষণ চুলকায়। চুলকানির ভীষণতা দেখিয়াই বাহ্যিক প্রয়োগ করিতে দেওয়া যায়। কারণ বাহ্যিক প্রয়োগের ইহাই একটি বিশেষ লক্ষণ। কিন্তু ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া eczemaর একটি বিশেষত্ব যে এক স্থানের চুলকানি যেমনি স্থগিত হইল আবার আর একস্থান চুলকাইতে আরম্ভ হয়। সকল সময় যে পীড়কাগুলি শুষ্কই হইব তাহার কোন অর্থ নাই পীড়কাগুলি রসযুক্তও হয় এবং মামড়ির নিম্ন হইতে ক্ষতকারক (acrid) পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ রস নির্গত হয়, সেই রস অন্যত্র লাগিয়া নূতন পীড়কার (eruption) উৎপত্তি করে। এই হেতুই অনেকে ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়াকে crusta lactea or eczema capities অর্থাৎ শিশুদিগের মস্তকের (eczema) ইকজিমাতে প্রয়োগ করেন। ইহার কার্য্য অক্ষিপুটে অত্যন্ত অধিকরূপে প্রকাশ পায়। (Blepharitis দেখ)।

দন্তরোগ—পিতামাতার উপদংশ কিংবা প্রমেহর দোষ হেতু দুর্ব্বল এবং ভগ্নস্বাস্থ্য শিশুদিগেতে ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া একটি ফলপ্রদ ঔষধ। এইরূপ রোগগ্রস্থ শিশুদিগের দাঁত শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এমনকি শিশুর দুধের দাঁতই ভালমত প্রকাশ পাইতে না পাইতেই কৃষ্ণবর্ণ কিংবা কাল কাল রেখাযুক্ত দাগ হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে এবং ধারগুলি ক্ষয় হইতে থাকে। ক্রিয়োজোটেও দাঁতের এইপ্রকার লক্ষণ যথেষ্ট রহিয়াছে এবং দুধের দাঁতের অসাময়িক ক্ষয়প্রাপ্তের (precmature decay) ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—প্রথমতঃ দাঁতগুলিতে পীতবর্ণ রং ধরে, ক্রমশঃ কালো হইয়া অবশেষে ক্ষয় হইতে থাকে। (থুজা, মেজিরিয়ম—দাঁতের মাড়ির ধার অর্থাৎ গোড়া ক্ষয় হয়)। ইহা ব্যতীত—এন্টিমনিক্রুডাম, কফিয়া এবং ক্যামোমিলাও দাঁতের নানাপ্রকার রোগে ব্যবহার হয়। তাহাদিগের বিষয়ও চিন্তা করা উচিৎ। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া রোগীর দাঁতের মাড়ি শিথিল, অসুস্থ এবং রক্তস্রাবী এমন কি খাদ্যদ্রব্যের কিংবা অঙ্গুলির স্পর্শেই মাড়ি হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে, মাড়ির এইরূপ অবস্থার সহিত submaxillary glands স্ফীত এবং প্রদাহ হয়। এবং পাড়ার অপব্যবহারের দোষ থাকিলে তাহাতে ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত হয়। ইহাতে আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, ঋতুস্রাবকালীন দন্তশূল হয়। সুস্থ এবং অসুস্থ সমুদয় দাঁতেই যন্ত্রণা হয়। খাদ্যদ্রব্যে কিংবা জলের স্পর্শে যন্ত্রণা হয় কিন্তু শুধু চিবাইতে কিংবা দাঁতে দাঁতে কামড়াইতে যন্ত্রণা হয় না। শীতল জলে, শীতল বাতাসে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়।

অক্ষিপুটপ্রদাহ (Blepharitis)—শিশুদিগের চক্ষুর প্রদাহের বিশেষতঃ অক্ষিপুটের শক্ত অঞ্জনির (hardened styes) ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া একটি অতি প্রচলিত ঔষধ। এই প্রকার cystic tumors চক্ষুর পাতার প্রায় কিনারাতে অর্থাৎ বাহির এবং ভিতরের মাঝামাঝি স্থলে হয়—Dr Herring's card expresses it this "styes, nodosities, chalazae, on eyelids, one after another, sometimes ulcerating। ডাক্তার হেরিং বলেন—যাহাদের চক্ষুপাতায় অঞ্জনি, অস্থিগুল্ম ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ হয়—কিংবা অঞ্জনি পুনঃ পুনঃ হইয়া অবশেষে শক্ত আকার ধারণ করে

তাহাদিগের ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া অতি উত্তম কার্য্য করে এবং অব্যর্থ ঔষধ। আমরা এই প্রকার পুরাতন অক্ষিপুট প্রদাহের (chronic Blepharitis) মেটিরিয়া মেডিকায় অধিক ঔষধ দেখিতে পাই না—একমাত্র গ্র্যাফাইটিস ইহার অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য বলিয়া বোধ হয়—ইহা ব্যতীত বোরাক্সেও কিছু কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়। শিশুদিগের চক্ষুর এবং দাঁতের উল্লিখিত রোগ ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া প্রয়োগে খুব সুন্দর আরোগ্য হয়—কিন্তু রোগীর মানসিক এবং শারীরিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে যে কেবল স্থানীয় দাঁতের কিংবা চক্ষুর রোগ আরোগ্য হয় তাহা নয়, শিশুর সমুদায় শরীরস্থ রোগই নিরাময় হইয়া যায় এবং স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া আইসে। অক্ষিপুটের গুল্মের (tarsal tumors) ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া, গ্র্যাফাইটিস ব্যতীত ব্যারাইটা কার্ব্বও প্রয়োগ হইয়া থাকে।

চক্ষুপ্রদাহ (**Ophthalmia**)—arthritic ophthalmiaতেও (বাতজনিত চক্ষুপ্রদাহে) ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া প্রয়োগ হয়। চক্ষু জ্বালা করে এবং এবং অত্যন্ত শুষ্ক শুষ্ক বোধ হয়, কিন্তু শুষ্কতা অনুভব করা সত্বেও চক্ষু হইতে প্রচুর জল নিঃসৃত হয় এবং কর কর যন্ত্রণা করে। সময় সময় যন্ত্রণা চক্ষু হইতে দাঁতে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

ক্ষত—নিম্নোদরে কোন প্রকার শস্ত্রোপচারের পর শূল বেদনা দেখা দিলে—ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া তাহাতে প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কোন প্রকার incised wound অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারাই হউক কিংবা অন্য কারণ বশতঃই হউক এবং ক্ষত অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হইলে ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ক্যালেণ্ডুলা যেমন lacerated ক্ষতের, আর্নিকা হেমামেলিস্, লেডাম, সালফিউরিক এসিড যেমন আঘাতের (bruises), রাসটক্স, ক্যালকেরিয়া যেমন মচকে যাওয়ায় (sprain), calc-phos, or symphytum যেমন অস্থি ভঙ্গের, তেমনি ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া cleam cut ক্ষতের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঘর্ষন লাগিয়া কিংবা টান লাগিয়া ক্ষত হইলেও এবং প্রসবের পর চাড় লাগিয়া যোনি এবং মলদ্বার সংলগ্ন স্থান ফাটিয়া গেলেও এই ঔষধে তাহা জোড়া লাগিয়া যায়। এই ঔষধের অমিশ্র আরক এক ভাগ দশ ভাগ

জলে মিশাইয়া লাগাইলে ক্ষত সারিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ৩০ ক্রম সেবন করিতে দেওয়া উচিত।

"**পাকস্থলীর শিথিলতা** (Relaxation of bowel) পাকস্থলী এবং নিম্নোদর ঝুলিয়া পরে এবং অত্যন্ত শিথিল বোধ হয়। এত অধিক শিথিল হয় যে, ধারণ করিবার কোন ক্ষমতাই থাকে না। মনে হয় যেন ঝুলিয়া পড়িয়া যাইবে, হাত দিয়া ধরিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। এইপ্রকার লক্ষণ অনেকটা ইপিকাক, ট্যাবেকাম এবং এব্রোটামে ও দেখিতে পাওয়া যায়।

উদরাময়—শিশুদিগের উদরাময়ে ট্যাকিসাইগ্রিয়ার প্রয়োগ কখন কখন দেখা যায়—কিন্তু উদরাময়ের সহিত মুখক্ষত (stomacace) বর্ত্তমান থাকে। জিহ্বা এবং দাঁতের মাড়ি সাদা এবং শিথিল (spongy) হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং পরে পাকস্থলীতে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং মলত্যাগকালীন অত্যন্ত কোঁথানি থাকে (tenesmus) ও উষ্ণ দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হয়। কিন্তু বিশেষত্ব হইতেছে সামান্য আহার কিংবা জলস্পর্শেই উদরাময় বৃদ্ধি হয়। শিশুদিগের পুরাতন উদরাময় এবং আমাশয়ে ইহা অধিক ব্যবহার হয়। ইহার সহিত গাত্রে কিংবা মস্তকে কিংবা কর্ণের পার্শ্বে রসযুক্ত eczema প্রায়ই থাকে। উদরাময়ের গন্ধ পচা ডিম্বের ন্যায় (chamo)।

জরায়ুভ্রংশ (Prolupsus of uterus) জরাভ্রংশ লক্ষণও ট্যাকিসাগ্রিয়ায় দেখা যায়—কিন্তু জরায়ুভ্রংশের সহিত পাকস্থলীর শিথিলতা প্রায়ই বর্ত্তবান থাকে। নিম্নোদরের পেশীসমূহ এত অধিক দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয়, মনে হয় যেন নিম্নোদর ঝুলিয়া পড়িয়া যাইবে। এতদ অবস্থার কারণ যদি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়—কাহারো প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়ায় কিংবা সদা সর্ব্বদা কামপ্রবৃত্তির বিষয় চিন্তা করায় নিম্নোদরের এবম্প্রকার শিথিলতা উপস্থিত হইয়াছে। জরায়ু-ভ্রংশের সহিত শ্বেতপ্রদরও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। প্রদর প্রায় পীতবর্ণ এবং ক্ষতকারক (excoriating)।

মূত্রনালীপ্রদাহ (Urethritis) **এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়**—ট্যাফিসাগ্রিয়ায় একটি অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা

হইতেছে প্রস্রাব ব্যতীরেক মুত্রপথে জ্বালা হয় (burning in urethra when not urinating), কিন্তু প্রস্রাবকালীন জ্বালা হয় না (while urinating the burning ceased)। আমরা প্রস্রাবের পূর্ব্বে, পরে এবং প্রস্রাবকালীন জ্বালা যন্ত্রণা হয় এই প্রকার বহু ঔষধ মেটিরিয়া মেডিকায়. দেখিতে পাই কিন্তু "প্রস্রাবের সময় ব্যতীত সকল সময় জ্বালা আর প্রস্রাবকালীন জ্বালা যন্ত্রণা রহিত" কোন ঔষধেই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। (Staphisagria is the only one having this burning all the time between the acts of urinating—Nash)। এই প্রকার লক্ষণের সহিত প্রায়ই prostatic glands এর রোগ বর্ত্তমান থাকে। অল্প বয়স্ক বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের মধ্যে আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে—প্রস্রাবের জন্যে বেগ দিতে হয় (urging to urinate)। প্রস্রাব শীঘ্র নির্গত হয় না, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। ইহা সহবাস ক্রিয়া এবং প্রসব যন্ত্রণার পর প্রায়ই প্রকাশ হয়। ইহাব্যতীত স্ত্রীজননেন্দ্রিয় বিশেষভাবে জোনি কপাট (vulva) এত অধিক স্পর্শাধিক্য যে সামান্য কাপড়ের স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না—(প্ল্যাটিনা)।

মুখশায়ীগ্রন্থির প্রদাহ (Prostatitis) এবং কটিশূল (backache)—ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া বৃদ্ধ লোকদিগের মুখশায়ী গ্রন্থির (prostatic glands) রোগেরও একটি উত্তম ঔষধ। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয় এবং তৎপর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হয়। আর একটি লক্ষণ, স্ত্রীলোক এবং পুরুষলোক উভয়েরই জননেন্দ্রিয়ের রোগ বিষয়ে প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে "কটিদেশে যন্ত্রণা" (backache)। ইহার বিশেষত্ব যে যন্ত্রণা রাত্রিতে শয্যায় ও প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধি হয়। এই স্থলে ইহাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এই প্রকার কটিদেশের যন্ত্রণার সহিত জননেন্দ্রিয়ের কোন না কোন প্রকার রোগ থাকা আবশ্যক, তাহা হইলেই ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায়।

সামুদ্রিক বমন (Sea sickness)—সামুদ্রিক বমনে অর্থাৎ শিরোঘূর্ণনের সহিত বমনে (nausea from vertigo as in sea-sickness) ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়। ডাক্তার টেষ্ট একবার এই ঔষধের ৬ষ্ঠ

ক্রমের এক মাত্রা করিয়া ২০ জন লোককে সমুদ্র যাত্রার পূর্ব্বে প্রয়োগ করেন, তৎপর তিনি তাহাদিগের নিকট হইতে জানিতে পারেন তন্মধ্যে ৫ জনের কোনই উপকার হইয়াছিল না, ৭ জনের বমনের কিছুমাত্র উদ্বেগ হয় নাই, সম্পূর্ণ ভাল ছিল এবং আর বাকী ৮ জনের অনেকটা উপকার হইয়াছিল। তিনি বলেন এই ঔষধ শিরোঘূর্ণন আরম্ভ হওয়া মাত্রই বমনের পূর্ব্বেই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য (of twenty persons whom he supplied with a single dose of the sixth dilution when starting on a voyage and from whom he received a report of the result, five only derived no benefit. In seven the trouble was absolutely avoided, and the remaining eight expressed themselves as greatly relieved The medicine must be taken, he says, before vomiting has set in, at the moment when the dizziness and nausea commence—Teste).

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্ন এবং উচ্চক্রম উভয়ই প্রয়োগ হয় কিন্তু উচ্চ-ক্রমের ব্যবহার অধিক হয়। আমি ২০০ শক্তি অধিক পছন্দ করি।

প্রতিবন্ধক (**Inimical**)—র‍্যানান কিউলাস ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার পূর্ব্বে কিংবা পরে ব্যবহার হয় না।

সমগুণ ঔষধসমূহ—কষ্টিকাম, কলোসিন্থ, ইহারা ষ্টাফিসেগ্রিয়ার পর পর ব্যবহার হয় এবং উত্তম কার্য্য করে এবং ইহাদিগকে ষ্টেফিসেগ্রিয়ার পরিপূরক ঔষধও বলা যাইতে পারে।

রোগের বৃদ্ধি—ক্রোধে, অপমানে, শোকে, বীর্য্য পাতে, তামাকের ধুঁয়ায়, হস্তমৈথুনে, অত্যধিক স্ত্রীসহবাসে, আক্রান্ত স্থানের সামান্য স্পর্শে, সামান্য খাদ্যদ্রব্য আহারে অথবা তরলদ্রব্য পানে।

রোগের উপশম—উত্তাপে, রাত্রিতে বিশ্রামে।

এসেটিক এসিড (Acetic Acid)

মানসিক লক্ষণ—মনের অবস্থার কিছুই ঠিক থাকে না, নিজের শিশুদিগকে চিনিতে পারে না, এই মাত্র কি ঘটনা ঘটিল তাহা ভুলিয়া যায়, বিপদের কল্পনা করিয়া চিন্তিত হয়, খিটখিটে। এসেটিক এসিড—ফ্যাকাসে রক্তশূন্য পীড়িত লোকদিগের প্রতি যাহারা বহুদিন যাবৎ দুর্ব্বলতায় কিংবা বংশানুদোষগত থাইসিসে ভুগিতেছে তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। শীর্ণতা, দুর্ব্বলতা, রক্তশূন্যতা, ক্ষুধামান্দ্য, অদম্য জল পিপাসা এবং প্রচুর প্রস্রাব এই সমুদায়ই হইতেছে এসিটিক এসিডের বিশেষ পরিচয় (Emaciation, weakness, anæmia, loss of appetite, burning thirst and copious pale urine, are a combination calling for Acetic acid.)

শোথ—এসেটিক এসিডে ভীষণ রক্তশূন্যতা সহ শোথ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এসেটিক এসিডের শোথের সহিত ভীষণ জলতৃষ্ণা থাকে এবং প্রচুর জলপান করে (এপিসে পিপাসা থাকে না। আর্সেনিক পরিমানে অল্প অথচ পুনঃ পুনঃ জল পান করে)। পদদ্বয়ের স্ফীতির সহিত উদরাময় থাকে।

উদরাময়—প্রচুর হয় এবং দুর্গন্ধ। অত্যন্ত জলতৃষ্ণা; উদরাময়ে রোগীকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, উদরী, থাইসিস, নৈশঘর্ম্ম ইত্যাদি সহ উদরাময় ও জলতৃষ্ণা বর্ত্তমান থাকে।

রক্তস্রাব—শ্লেষ্মাস্রাবী স্থান নাসিকা, গলদেশ, ফুসফুস, পাকস্থলী, জরায়ু ইত্যাদি স্থান সমূহ হইতে রক্তস্রাব হয়।

বমন—অম্ল উদ্গার এবং অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বমন, মুখে জল উঠে এবং দিবা রাত্রি প্রচুর লালাস্রাব হয় (ল্যাকটিক এসিড। লালাস্রাব রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়—মার্কসল)।

আঘাত—চোট আঘাত, শস্ত্রক্রিয়া এবং ক্লোরফরম ইত্যাদি পর অত্যন্ত অবসন্নতা।

শয়ন—চিৎ হইয়া শয়ন করিতে পারে না (চিৎ হইয়া শয়নে আরাম—আর্স), নিম্নোদর যেন চুপ্‌সিয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়, পেটের উপর চাপদিয়া শয়নে রোগী উপশম বোধ করে।

পাকস্থলী—পাকস্থলী এবং বক্ষঃস্থলে ভীষণ জলন বোধ করে, সঙ্গে সঙ্গে গাত্রত্বক শীতল এবং কপালে ঘর্ম্ম প্রকাগ পায়।

কটিবাত—কটিদেশে যন্ত্রণা হয় পেটে চাপ দিয়া শয়নে উপশম বোধ করে।

হেকটিক জ্বর—রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। বাম গণ্ডস্থলে লাল দাগ প্রকাশ পায়। জ্বরে জল পিপাসা থাকে না।

বহুমূত্র—শর্করাযুক্ত কিংবা ব্যতীত বহুমূত্র রোগেও এসেটিক এসিড নির্ব্বাচিত হয় যখন এতদসহ অত্যন্ত জল পিপাসা, দুর্ব্বলতা, ফ্যাকাসে এবং শীর্ণতা বর্ত্তমান থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—এসেটিক এসিড একটি গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। ৩০ এবং ২০০ অধিক ব্যবহার হয়। ঘুংড়ি কাশি ছাড়া আর কোন রোগে ইহা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয় না।

এসেটিক এসিড—ইহা anæsthetic (স্পর্শ লোপ কারক) বাষ্পের কার্য্যের বিঘ্নরূপে কার্য্য করে। ওপিয়ম, ষ্ট্রেমোনিয়াম, কয়লা ইত্যাদির বাষ্প কিংবা গ্যাসেরও অপকারিতা নষ্ট করে।

ক্লোরফরমের (chloroform) অপকারিতা নষ্ট করিবার ভিনিগারই হইতেছে একটি পুরাতন ঔষধ (Venegar is an old remedy for bad effects from chloroform)

এব্রোটেনাম (Abrotanum)

এই ঔষধটি শীর্ণতা রোগে বিশেষতঃ কেবল নিম্নাঙ্গের শীর্ণতায় অধিক ব্যবহার হয়। এতদ্ব্যতীত উদরাময় বন্ধ হইয়া বাতরোগে নির্ব্বাচিত হয়। যদিও ইহা একটি অধিক প্রচলিত ঔষধ নয় কিন্তু ইহার কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে তাহা সকল সময় স্মরন রাখা কর্ত্তব্য।

বাত—উদরাময় অথবা উক্ত প্রকার কোন নিঃসরণ হঠাৎ স্থগিত হইয়া বাত দেখা দিলে—এব্রোটেনামকে চিন্তা করিবে। বাতের সহিত হৃদপিণ্ডের যন্ত্রণা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রক্ত প্রস্রাব, ইত্যাদি উপসর্গ সমুদায় থাকিলে কিংবা অর্শরোগ দেখা দিলে এবং উদরাময় হঠাৎ বন্ধ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে জানিতে পারিলে এব্রোটেনামকে প্রাধান্য দিবে। আমরা যেমন লেডাম, অরাম, ক্যালমিয়া ইত্যাদি ঔষধে দেখিতে পাই হঠাৎ বাত অবরুদ্ধ হইয়া হৃদপিণ্ডের যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেই প্রকার এব্রোটেনামে উদরাময় হঠাৎ বন্ধ হইয়া বাত প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত এব্রোটেনামে স্থান বিকল্প (metastasis) অর্থাৎ রোগ স্থানান্তরিত হওয়া লক্ষণও অত্যন্ত প্রবল রহিয়াছে, বাত অবরুদ্ধজনিত হৃদপিণ্ড আক্রান্ত হইলেও এব্রোটেনামকে চিন্তা করিবে। ইহাও লিডাম ইত্যাদির ন্যায় এতদ্বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সচরাচর দেখা যায় কর্ণমূলপ্রদাহ স্থানান্তরিত হইয়া অণ্ডকোষ কিংবা স্তন আক্রান্ত হইলে পালসেটিলা কার্ব্বভেজ ইত্যাদিতে উপকার হয় কিন্তু অনেক স্থলে ইহাদিগেতে উপকার না হইয়া এব্রোটেনামে আরোগ্য হইয়াছে। এব্রোটেনমের বাতে আক্রান্ত স্থান স্ফীত হওয়ার পূর্ব্বেই ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

গেঁটে বাতে—সন্ধি স্থল আড়ষ্ট, স্ফীত হয়। হস্তের মনিবন্ধ এবং পায়ের গোড়ালি সন্ধি স্থল যন্ত্রণাযুক্ত এবং প্রদাহিত হয়।

শীর্ণতা—শিশুদিগের শীর্ণতা রোগের ইহা একটি প্রচলিত ঔষধ। কিন্তু ইহার শীর্ণতার বিশেষত্ব যে প্রথমতঃ নিম্নাঙ্গের শীর্ণতা আরম্ভ হইয়া

ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতে থাকে—(emaciation begins in the lower limbs and gradually spreads upwards), মুখমণ্ডল সর্ব্বশেষে শুষ্ক হয় (লাইকোপোডিয়াম, নেট্রাম মিউর, এবং সোরিনামের বিপরীত)। এব্রোটেনামের পদদ্বয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শুষ্ক হয়, (আইওডিন, স্যানিকিউলা,) চর্ম্ম শুষ্ক শিথিল হইয়া থাকে থাকে ঝুলিয়া পড়ে, (গ্রীবাদেশের নেট্রাম)। শিশু শুষ্ক হইতে থাকে অথচ আহারের কোন প্রকার ব্যতিক্রম দেখা যায় না এবং ক্ষুধাও প্রবল থাকে।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—এব্রোটেনম রোগী কোষ্ঠ কাঠিন্য অপেক্ষা উদরাময় অবস্থায় ভাল থাকে (নেট্রাম সালফ, জিঙ্কাম)। কোষ্ঠ কাঠিন্যের সহিত বাতের যন্ত্রণা উপস্থিত হয় কিন্তু উদরাময় দেখা দিলে বাত উপশম হইতে থাকে আবার উদরাময় বন্ধ হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বাত প্রকাশ হইতে থাকে।

মানসিক লক্ষণ—এব্রোটেনাম রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে, রাগী অল্পতেই বিরক্ত হয় এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির ও বিষাদগ্রস্থ।

প্রায়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহা উচ্চ ক্রম ৩০, ২০০ সচরাচর ব্যবহার হয়। নিম্নোক্রমের প্রয়োগ কদাচিত দেখা যায়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ব্রাইওনিয়া, আইওডিন, নেট্রাম মিউর।

রোগের বৃদ্ধি—উদরাময় এবং স্রাব অবরুদ্ধ হেতু, ঠাণ্ডায়।

রোগের উপশম—সঞ্চালনে, উদরাময়ে।

রোগীর বিবরণ

একজন স্ত্রীলোক মুমূর্ষ অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে, শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইতেছে এবং হৃদপিণ্ডে যন্ত্রণা হইতেছে, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব চারি পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে, সকলেই মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে—জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম বহুদিন পায়ের হাঁটুর বাতে কষ্ট পাইতেছিল লাঠির উপর ভর দিয়া এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইত, কিন্তু আজ কিছুদিন হইল একটি মালিস ব্যবহার করিয়া খুব শীঘ্রই তাহাতে আরোগ্য হইয়া উঠে, কিন্তু বেশীদিন যাইতে না যাইতেই বাতের উপশমের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হৃদপিণ্ডে যন্ত্রণা হইয়া এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এতদ লক্ষণে এব্রোটেনাম দেওয়ায় রোগী মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচিয়া উঠে।

ডাঃ কেণ্ট।

মিজিরিয়াম (Mezereum)

ইহা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ। ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে কচি গাছের ছাল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। মিজিরিয়ামের প্রধান কার্য্যই হইতেছে চর্ম্ম, অস্থি রোগে ও স্নায়ুশূল যন্ত্রণায়, বিশেষতঃ দাঁত এবং মুখমণ্ডলে। উপদংশ, পারদ এবং চর্ম্মরোগ আবদ্ধ হেতু রোগে মিজিরিয়াম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। **দুগ্ধ পীড়কায় (custa lactea)**—মস্তকের কোন স্থান বাকী থাকে না—সর্ব্বত্র চর্ম্ম সদৃশ পুরু মামড়িতে ভরিয়া উঠে, মামাড়ির নিম্নে ঘন সাদা অথবা ঈষৎ পীত বর্ণ পুঁজের সমাবেশ

হয়, চুল সাটিয়া যায় এবং স্থানের স্থানের চুল উঠিয়াও যায়। হাত দিয়া টিপিলে চপ্ চপ্ করে। পুঁজ সময় সময় ক্ষতকারক এবং দুর্গন্ধ হয় এবং মাকড়সা ডিম পারে (The head is covered with thick leather like crust, under which thick and white pus collects, hair is glued and matted together, pus becomes affensive and breeds vermin).

২। অক্ষিপুট স্নায়ুশূল—চক্ষু অস্ত্র করার পর কিংবা চক্ষুগোলক কোটর হইতে অপসারিত করার পর কিংবা পারদ কিংবা উপদংশ-জনিত হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এবং দক্ষিণ পার্শ্ব অপেক্ষা বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়।

৩। অস্থি বেদনা এবং বাত—যন্ত্রণা রাত্রিতে, শয্যার উত্তাপে, সামান্য স্পর্শে, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয়। লম্বা অস্থি সমূহ অধিক আক্রান্ত হয়, আক্রান্ত অস্থি ফোলে এবং প্রদাহ হয়। পারদের অপব্যবহারজনিত কিংবা উপদংশ রোগ বশতঃ হইলে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। (Bone pain especially long bones, inflamed swollen, nightly pains going from above downwards, after abuse of Merc, after Venereal diseases.)

৪। ইকজিমা—ভীষণ চুলকায়। শয্যার উত্তাপে এবং রাত্রিতে চুলকানি বৃদ্ধি হয়। প্রচুর রসস্রাব হয়। খড়ি মাটির মত সাদা চর্ম্মের মামড়ি পড়ে, এবং ফাটিয়া ফাটিয়া রসস্রাব হইতে থাকে। টিকা দেওয়ার পর ইকজিমা এবং পীড়কা (eruptions) প্রকাশ পাইলে এবং তদসহ অত্যন্ত চুলকানি থাকিলে মিজিরিয়াম প্রায় নির্ব্বাচিত হয়।

৫। শিশু সকল সময় মুখমণ্ডল চুলকাইতে থাকে, চুলকাইতে চুলকাইতে ; মুখমণ্ডল রক্তে ভরিয়া উঠে। রাত্রিতে আরও

চুলকায়। পীড়কা সমূহ রসযুক্ত। মুখমণ্ডলে লাল পীড়কা প্রকাশ পায়।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী উদাসীন, অবসাদ বায়ুগ্রস্থ (Hypochondrical)। কোন বিষয়ে মনোযোগ নাই বিশেষ কোন কারণ ব্যতীতও সামান্য বিষয়েই রাগান্বিত হইয়া উঠে আবার পরক্ষণেই কৃতকর্ম্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে।

২। দন্তশূল—পোকা খাওয়া দাঁতে যন্ত্রণা হয় (ক্রিয়োজোট)। দাঁত লম্বা বলিয়া বোধ হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। মুখ হাঁ করিয়া বায়ু গ্রহণ করিলে যন্ত্রণা উপশম বোধ করে। দাঁতের মাড়ী ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (মার্কিউরিয়াসের বিপরীত)।

অক্ষিপুট স্নায়ুশূল (ciliary neuralgia)—অক্ষিপুট স্নায়ুশূলের মিজিরিয়াম একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ইহার প্রয়োগ পারদের অপব্যবহার হেতু অস্থি সংক্রান্ত হইলেই অধিক উপযুক্ত হয়। ইহা ব্যতীত চক্ষুর অস্ত্র ক্রিয়ার পর কিংবা চক্ষুকোটর হইতে অপসারিত করাব পর স্নায়ুশূল যন্ত্রণায়ও অধিক নির্ব্বাচিত হয়। অক্ষিপুট স্নায়ুশূলে স্পাইজিলিয়াকেই সর্ব্বদা প্রাধান্য দেওয়া হয়, স্পাইজিলিয়াতে সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হ্রাস বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ, মিজিরিয়ামে যন্ত্রণা নিম্ন দিকে ঠেলা মারে (Shoot downward)। থুজারও অক্ষিপুট স্নায়ুশূলে উল্লেখ দেখা যায়—কিন্তু থুজার যন্ত্রণার গতি মিজিরিয়ামের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ উর্দ্ধ দিকে (Shoots upward)। মিজিরিয়ামের সমুদয় লক্ষণ শয্যার উত্তাপে এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। কিন্তু স্নায়ুশূল যন্ত্রণা ঠাণ্ডাতে, শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি হয়, উত্তাপে বরং উপশম বোধ করে। মিজিরিয়ামকে চক্ষু এবং মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে উপযুক্ত ঔষধ বলা হয়, এবং ইহাতে বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়।

ইকজিমা (Eczema)—স্ক্রফিউলাস এবং পারদের দোষযুক্ত রোগীতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইকজিমায় শক্ত পুরু খড়িমাটির মত সাদা

মামড়ি পড়ে, চিড খাইয়া ফাটিয়া যায়, এবং প্রচুর পূঁজ নির্গত হয়। রাত্রিতে রোগী যখন শয্যায় অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় তখন অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে এতদ্ব্যতীত মিজিরিয়ামের চর্ম্মরোগ রাত্রিতেই অধিক চুলকায় এবং ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় আক্রান্ত স্থানের চারি পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুরি প্রকাশ পায়। টিকা দেওয়ার পর একজিমা এবং চুলকানি হইলে মিজিরিয়াম প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

দুগ্ধপীড়কা, মামড়ি (crusta lactea)— (দুগ্ধপীড়কা শিশুদিগের মস্তকোপরি একপ্রকার চর্ম্মরোগ। সাদা সাদা পুরু মামড়ি পড়ে এবং তাহার ভিতরে পীত আভাযুক্ত পূঁজের সমাবেশ হয়)। দুগ্ধপীড়কায় মিজিরিয়ামকে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হয়। মস্তক চামড়ার ন্যায় পুরু মামড়িতে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং মামড়িগুলির নিম্নে ঘন পূঁজ সমাবেশ হয়। চুল সাঁটিয়া যায় পূঁজ ক্ষতকারক এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়। (The hair mats together. Head covered with thick leather like crusts, under which thick white pus collects here and there and glues the hair together.

ইহা ব্যতীত মিজিরিয়ামে আর একপ্রকার চর্ম্মরোগ দেখা যায়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্তর ফুস্কুরি প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায়, রস নির্গত হইয়া শীঘ্রই পুরু মামড়িতে পরিণত হইয়া উঁচু হইয়া ওঠে, নিম্ন হইতে ক্ষতকারক পূঁজ নিঃসৃত হইতে থাকে। মিজিরিয়ামে গুম্ফ প্রদেশেও অত্যন্ত চুলকায় এবং মৎস্যের আঁসের ন্যায় মামড়ি উঠে। মস্তকে সাদা খড়ি মাটির ন্যায় সাদা অথবা ঈষৎ পীত বর্ণ পূঁজের সমাবেশ হয়, হস্ত দিয়া টিপিলে চপ্ চপ্ করে, আক্রান্ত স্থানের চুল উঠিয়া যায় এবং ভীষণ চুলকায়, চুলকানি শয্যার উত্তাপে এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

ভিনকা মাইনর—ইহারও চর্ম্মরোগ মস্তকের খুলিতে, মুখমণ্ডলে এবং কর্ণের পশ্চাতে অধিক হয়। পুরু মামড়ি পড়ে এবং মামড়ির নিম্নে পূঁজের সমাবেশ হয়, আক্রান্ত স্থানের চুল পড়িয়া গিয়া কটাবর্ণ চুলের উৎপত্তি

হয়। ভিনকা নাইনরের চর্ম্মরোগও দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং চুল মস্তকে সাটিয়া যায়।

ভাইওলা ট্রাইকোলা—ইহাও দুগ্ধ পীড়কার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ইহাতে রসোৎপাদন অত্যন্ত প্রচুর হয়। ভিনকা এবং মিজিরিয়ামের ন্যায় ইহাতেও চুল মস্তকে সাটিয়া যায়। ভাইওলা এবং ভিনকায় দুগ্ধপীড়কায় অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু ভাইওলার মূত্র অত্যন্ত তীব্রগন্ধযুক্ত।

আরকটিয়াম লাপ্পা—ইহার দুগ্ধপীড়কার সহিত আক্রান্ত স্থানের নিকটবর্ত্তী গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে। পীড়কার (eruption) স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত এবং ঈষৎ কটাবর্ণ, সাদা মামড়ি পড়ে। কণ্ঠের গ্রন্থি প্রদাহ হইয়া পাকিয়াও ওঠে।

নাক্স জাগলেন্স—দুগ্ধপীড়কায় ইহারও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ণের পশ্চাতে এবং কর্ণে অনেকটা গ্র্যাফাইটিসের ন্যায় চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়, ভীষণ চুলকায় এবং মস্তকের খুলির চর্ম্ম লালবর্ণ হয়।

ষ্টাফিসাইগ্রিয়া—মস্তকের পশ্চাদ্দেশের দুর্গন্ধ স্রাবযুক্ত পীড়কায় ইহার উত্তম কার্য্য দেখা যায়। আক্রান্ত স্থানের চুল পড়িয়া যায়। ইহা বিশেষতঃ খিট্‌ খিটে রুগ্ন, রক্তশূন্য এবং চক্ষুর চারিধার কালিমাযুক্ত শিশুদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ক্ষত (Ulcer)—সিপিয়ার সহিত ক্ষতে মিজিরিয়ামের অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহাতেও সিপিয়ার ন্যায় সন্ধিস্থলের ভাঁজে ভাঁজে বিশেষতঃ হস্তের অঙ্গুলির সন্ধিস্থলে, হাটুতে এবং কনুইএ ক্ষত প্রকাশ পায়।

চুলকানি (Itching)—চুলকানির মিজিরিয়াম একটি অতি মহৎ ঔষধ। পীড়কা (eruptions) বিশেষ কিছুই নাই অথচ ভীষণ চুলকাইতে চুলকাইতে অস্থির হইয়া পড়ে রক্ত বাহির করিয়া ফেলে এবং তৎপর জ্বালা উপস্থিত হয়, স্থান শীতল হইলে উপশম হয়। উষ্ণ স্থানে গেলে, কিংবা শয্যায় উত্তাপে উষ্ণ হইলে—আবার চুলকানি আরম্ভ হয়। ইকজিমা অবরুদ্ধ কিংবা উপদংশ দোষ থাকিলে মিজিরিয়াম অধিক নির্ব্বাচিত হয়! এতদ্ব্যতীত শরীরের যে সমুদায় স্থানে রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়া স্বল্প—যেমন কর্ণ, হস্তের

মণিবন্ধ, হস্তের পশ্চাদ্দেশ ইত্যাদি স্থান চুলকানি হইতে ঘন সাদা পুঁজযুক্ত ক্ষতে পরিণত হয়।

কর্ণরোগ—পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু কর্ণের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি পুরু হইয়া যাওয়ায় বধিরতা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বাত এবং অস্থি বেদনা—প্রাদাহিক বাতে মিজিরিয়ামের প্রয়োগ দেখা যায়—যখন যন্ত্রণা রাত্রিতে, শয্যার উত্তাপে, স্পর্শে বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রণা লম্বা লম্বা অস্থিতে যেমন টিবিয়া ইত্যাদিতে অধিক হয়—এবং যন্ত্রণা উর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ করে। পারদ কিংবা উপদংশ রোগ হেতু হইলে মিজিরিয়াম উত্তম কার্য্য করে। অস্থি বেদনা ব্যতীত অস্থি ক্ষতে অস্থি পচনে, অস্থি নালীতেও মিজিরিয়াম নির্ব্বাচিত হয়। রাত্রিকালীন অস্থি বেদনায় বিশেষতঃ লম্বা লম্বা অস্থির মিজিরিয়াম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দন্তশূল—পোকা খাওয়া দাঁতে যন্ত্রণা হয় (ক্রিয়োজোট) দাঁত লম্বা বলিয়া মনে হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। মুখ হাঁ করিয়া বায়ু ভিতরে লইলে উপশম বোধ করে। দন্তের গোড়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায় (মার্কিউরিয়াসের বিপরীত)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়। পুনঃ পুনঃ ঔষধ দেওয়া উচিৎ নয়, একমাত্রা দিয়া যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করিয়া তৎপর দ্বিতীয় মাত্রা দেওয়া কর্ত্তব্য।

সমগুণ ঔষধসমূহ—কষ্টিকাম, গুয়েকাম, ফাইটোলেকা, রাসটক্স।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, শয্যায় উত্তাপে, শীতল বায়ুতে, শীতল জলে প্রক্ষালনে, স্পর্শে, পারদের অপব্যবহারে।

রোগের উপশম—মুক্ত খোলা বাতাসে।

সিনা (Cina)

ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া লেখা অনাবশ্যক। ইহা একটি বৃহৎ কৃমি-নাশক মহৌষধ এবং প্রত্যেক গৃহস্থই, যাহাদের দুই একটি শিশুসন্তান আছে তাহারা ইহার ভৈষজ্যগুণ অল্পবিস্তর অবগত আছেন। এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণ ইহার উপক্ষার স্যাণ্টোনাইন লইয়াই ব্যস্ত। সিনাই যে শিশুদিগের একমাত্র ক্রিমিনাশক ঔষধ তাহা বলিতেছি না কিন্তু ইহার প্রচলন অত্যন্ত অধিক।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

২। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, চক্ষুর নিম্ন কালিমাযুক্ত, চক্ষুতারা বিস্তারিত, নিদ্রিত অবস্থায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, নাসিকাগ্র চুলকানি। এক গণ্ডস্থল লাল, অপর গণ্ডস্থল ফ্যাকাসে।

২। অত্যন্ত খিট্‌খিটে, সকল বিষয়েই বিরক্তিভাব, কোলে কোলে থাকিতে চায় কিন্তু তাহাতেও শান্তি নাই (কোলে করিয়া বেড়াইলে স্থির থাকে—ক্যামো)। কেহ তাহার প্রতি তাকাইলে তাহাকে স্পর্শ করিলে বিরক্ত হয়।

৩; কুকুরে ক্ষুধা (canine hunger) সকল সময় খাই খাই করে। মিষ্টি খাইতে আকাঙ্ক্ষা, দুগ্ধ খাইতে চায় না।

৪। প্রস্রাব ঘোলা সাদা। মেঝের উপর প্রস্রাব করিলে, চুণের জলের ন্যায় সাদা দাগ হইয়া যায়।

৫। শয্যায় রাত্রিতে অসারে প্রস্রাব করে।

সাধারণ লক্ষণ

১। কাশি শুষ্ক আক্ষেপযুক্ত এবং ক্রিমিজনিত, সঞ্চালনে কাশি বৃদ্ধি হয়।

ক্রিমির উপদ্রবে শরীরে নানা প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয় এবং ক্রিমির উপদ্রব হেতু রোগ অনেক সময় অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে ও কিছুতেই আরোগ্যের পথে শীঘ্র আসে না। টাইফয়েড জ্বরেও ইহা লক্ষ্য করা হইয়াছে। ডাক্তার ন্যাস তাহার Leaders in Typhoid fever গ্রন্থে এই সম্বন্ধে একটি রোগীর বর্ণনা দিয়াছেন এবং সিনার দ্বারা কিরূপ ফল পাইয়াছেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম—

"I once had five cases of typhoid fever in one family, all in bed at the same time. Two took with most violent form of the cerebral vomiting and the three were of the abdominal type. The youngest, a little girl of about seven years of age, was very sick, having the stupor unconsciousness, tympany diarrhoea, dry dark tongue and such other symptoms as generally characterize or make up the diagnosis of the abdominal typhus. The ordinary remedies did not seem to do any good. The only thing that the child seemed to notice was a spoon put to her mouth with water which she would eagerly open her mouth for as often as it touched her lips. There were two other symptoms that were prominent.

Intense circumscribed redness of the check and frequent and violent rubbing of the nose.

I hesitated to give Cina because this was an undoubted case of typhoid and no text book ever said give Cina. But I finally gave in and in the next twenty four hours my patient became conscious and general and rapid improvement set in and continued to perfect recovery—

Once evening my telephone rang and a brother physician in a town sixteen miles away rehearsed a similiar case asking for advice. I answered "Cina". Why, damn it, this is typhoid fever it isn't worms! said the doctor.

I answered again, "Cina, I don't care what it is." Two weeks latter he came into my office.

"How is that case of worms?" said I.

"Well" said he, "that patient improved from tho hour she got the Cina. I guess the next time I will know enough to prescribe according to the symptoms and not for the name of the disease, as you have always taught me."

ডাক্তার ন্যাসের মত একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকও সিনা প্রয়োগ করিবেন কি না চিন্তিত হইয়াছিলেন এবং অনেক ইতঃস্ততের পর প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই, টাইফয়েড জ্বরে সিনার কথা শুনিলে অনেকে বিদ্রূপ করিবেন কিন্তু যখন লক্ষণ লইয়া আমাদিগের চিকিৎসা তখন লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া নিঃসন্দেহে সেইরূপ লক্ষণানুযায়ী ঔষধ নির্ব্বাচন করা উচিৎ। অনেক সময় আমরাও জানিয়া শুনিয়াও এইরূপ বিপদে পড়িয়া থাকি। সিনার ব্যবহার শিশুদিগের মধ্যেই অধিক এবং এক কথায় ইহাকে শিশুদিগের ঔষধ বলিলেই হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে সিনা Round worms বহিষ্করণের একটি মহৌষধ। যে কোন রোগই হউক না কেন, কৃমিজনিত মনে হইলে প্রথমতঃ সিনাকে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য এবং সিনা ২০০ শক্তিই সর্ব্বদা ব্যবহার হয় ও ফলও তাহাতে ভাল পাওয়া যায়।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—সিনা রোগীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসেবর্ণ, চক্ষুর ধার কালিমাযুক্ত এবং চক্ষুর তারা বিস্তারিত। নিদ্রিত অবস্থায় শিশুর দাঁতে দাঁতে শব্দ হয়। সদাসর্ব্বদা নাসিকাগ্র বালিসে কিংবা গাত্রে চুলকায়। অত্যন্ত খিটখিটে, জিনিষের বাহানা ধরে কিন্তু জিনিষ দিলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। সকল সময় কোলে কোলে থাকিতে চায়,

তাহাতেও স্থির থাকে না (স্থির থাকে—ক্যামোমিলা) কেহ তাকাইলে কিংবা ছুঁইলে বিরক্ত হয়। সর্ব্বদা ঘ্যান ঘ্যান করে। ঘুমন্ত অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া চম্‌কাইয়া ওঠে নিদ্রা ভাল হয় না। একটি গাল ফ্যাকাসে ও আর একটি লালবর্ণ হয় (ক্যামোমিলা)। সময় সময় খাই খাই করে। স্তন মুখে দিতেই চায় না। ফ্যাকাসেবর্ণ মুখমণ্ডল, কালিমাযুক্ত চক্ষুর ধার। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও কুকুরে ক্ষুধা এই কয়েকটি কৃমির বর্ত্তমানতার বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—সিনার ক্রিমির উপর direct কোন কার্য্য নাই—কি করিয়া ক্রিমি নাশ করে তাহাই বলিতেছি—

সিনা নিম্নোদরের যন্ত্র সকলকে সবল করে এবং (alimentary tract) অন্নবহা নালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (mucous membrane) হইতে স্বাভাবিক স্রাব ক্ষরণ করায়। সুতরাং কৃমি সকল ঐ স্বাভাবিক স্রাবে জীবন ধারণের উপযুক্ত কোন প্রকার খাদ্য (pabulum) না পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও তৎপর মলের সহিত বহির্গত হইয়া পড়ে। সিনা ক্রিমিকে এই প্রকারে নাশ করে—এই হেতুই ইহাকে একটি মহৎ কৃমি নাশক ঔষধ বলা হইয়াছে। তবেই দেখা যাইতেছে সিনার কৃমির উপর direct কোন action নাই।

কৃমি—কৃমিসকলের মধ্যে সূত্র কৃমি (thread worms) (মলদ্বারে ইহার বাসস্থান) আভ্যন্তরিক ঔষধে আরোগ্য করা অসম্ভব এবং সিনা দ্বারা কিছুই হয় না—Dr Bahaer সেই হেতুই বলিতেছেন—"Internal remedies are inadequate, first reason that the worms are lodged in the rectum and does net easily come in contact with the poison. A few drachms of fresh garlic are cut fine, boiling water is poured over it and the infusion is used as an injection, as soon as it is sufficiently cooled. The worms which this injection reaches are certainly killed by it. ইহা ব্যতীত আবার কেহ কেহ শুধু hot saline water injection দিয়া থাকেন, এই উভয় ব্যবস্থাতেই কৃমি নাশ হয়। (কতকগুলি রসুন কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া উহার উপর ফুটন্ত জল ঢালিতে হয়, এই রসুন-কুচি মিশ্রিত জল অর্থাৎ

রসুনের কাথ ঠাণ্ডা হইলে পিচকারী দ্বারা তাহা মলদ্বারে নিক্ষেপ করিতে হয়। ইহা ব্যতীত কুসুম কুসুম গরম লবণ জলের পিচকারী দিলেও উপকার হয়।) এইরূপ কৃমিতে টিউক্রিয়াম ১x উত্তম কার্য্য করে। কৃমি বহির্গত করিতে হইলে Kousso (কুশো) পাউডার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু Kousso ব্যবহার করিবার ২।১ দিন পূর্ব্ব হইতেই শ্বেতসারময় খাদ্য যেমন ময়দা ইত্যাদি (farinacious food) খাওয়া উচিত নয়। ২।৩ ড্রাম কুশো পাউডার রাত্রিতে এক গ্লাস শীতল জলে দিয়া রাখিবে—যেন কিছুই ভাসিয়া না থাকে। প্রাতঃকালে ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইয়া দুই অংশে বিভক্ত করিবে, এক অংশ তখনই খাইতে দিবে ও অবশিষ্টাংশ অর্দ্ধ ঘণ্টা পর দিবে। বমির উদ্বেগ হইতে পারে, যদ্যপি হয় তাহা হইলে নেবু চুষিতে দিতে পারা যায়। ঔষধ খাওয়ার ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যেই কৃমি বহির্গত হওয়া উচিত। কেহ কেহ ফিলিক্সমাস মূল অরিষ্ট ব্যবহার করেন কিন্তু কৃমি বহিষ্করণের কুশোই হইতেছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্যাণ্টোনাইন—অনেকে সিনা অপেক্ষা স্যাণ্টোনাইন অধিক পছন্দ করেন, ইহার লক্ষণ সমুদায় অনেকটা সিনার ন্যায়। স্যাণ্টোনাইন সচরাচর ১x চূর্ণ ব্যবহার হয়। ইহা আমাবস্যা এবং পূর্ণিমার সময় প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। Dr. Baher বলেন—The period between full and new moon is generally looked upon as the best time for the administration of the drug. The method proposed commends itself from the cicrumstances that this time the worms are most frequently and spontaneously discharged. cathartics are entirely unnecessary.

ক্যালেডিয়াম—কৃমিগুলি বিটপপ্রদেশ (perinaeum) দিয়া যোনীতে যাইয়া সুড় সুড়ি উৎপাদন করিয়া হস্তমৈথুনের ইচ্ছার উদ্রেক করায়। ইরূপস্থলে এই ঔষধটি ছোট বালিকাদিগের প্রতি ভাল কাজ করে।

তরকা—কৃমিজনিত তরকা হইলে ইণ্ডিগো একটি অতি উত্তম ঔষধ। যদি ইণ্ডিগোতে বিশেষ উপকার না পাওয়া যায় তাহা হইলে কোয়াসিয়া

(Quassia) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা সর্ব্বপ্রথম সিনাই ব্যবহার করিয়া থাকি।

পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি সিনা ২০০ শক্তি উত্তম কার্য্য করে সেই প্রকার ক্রমি যদি অত্যন্ত অধিক হয় সিনা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিৎ। অনেককে দেখিয়াছি সিনা এক ফোঁটা ২০০ ক্রম দিয়া এক সপ্তাহ পর আর এক ফোঁটা দেন—কিন্তু সিনার এইপ্রকার ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না—বরং পুনঃ পুনঃ দিলেই উত্তম কার্য্য পাওয়া। Dr. Bahaer বলেন—Frequent doses should be administered if the worms are numerous.

চক্ষু—চক্ষুর দুর্ব্বলতার সিনার ব্যবহার দেখা যায়। পড়িতে গেলেই চক্ষু টনটন করে এবং অক্ষরগুলি অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত দেখায়, অঙ্গুলি দিয়া ঘসিয়া দিলে তখনকার মত কিঞ্চিৎ উপশম হয়—কিন্তু চক্ষুর এইপ্রকার লক্ষণ আমরা আর্টি মিসিয়া ভালগারিজে দেখিতে পাই। ইউফ্রেসিয়াতেও এই প্রকার লক্ষণ আছে—কিন্তু তাহাতে পিঁচুটি জমিয়া হয়।

স্যাণ্টোনাইনে চক্ষু সম্বন্ধে একটী অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমুদায় দ্রব্যই পীত বর্ণ দেখায়। সিনাতেও সমুদায় দ্রব্য নানান প্রকার রং দেখে কিন্তু পীতবর্ণ অধিক দেখে এবং ক্রমির উপদ্রব অধিক হইলে তীর্য্যক দৃষ্টি হয় (strabismus) অর্থাৎ টেরা দৃষ্টি হয়।

হুপিং কাশি—শিশুদিগের হুপিং কাশির সিনা একটি প্রচলিত ঔষধ এবং প্রায়ই ইহা ব্যবহার হয়। কাশি আক্ষেপযুক্ত এবং ক্রমিজনিত। রোগীর মানসিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহা প্রয়োগ করা উচিৎ। শিশু কাশিবার সময় শরীর শক্ত করে, প্রাতে এবং সন্ধ্যায় কাশি বৃদ্ধি হয় রাত্রিতে কিঞ্চিৎ ভাল থাকে। কাশি শুষ্ক। কাশির পর ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যায়।

অসারে মূত্রত্যাগ—শয্যায় অসারে মূত্রত্যাগের সিনা একটি বৃহৎ ঔষধ—প্রায় প্রথম রাত্রিতেই প্রস্রাব হয়। প্রস্রাব ঘোলা সাদা এবং তীব্র গন্ধযুক্ত, মেজেতে প্রস্রাব করিলে শুষ্ক হইলে চূণের মত সাদা দাগ পড়ে।

ফস্ফরিক এসিড এবং সিপিয়াতেও প্রথম রাত্রিতে শয্যায় অসারে প্রস্রাব হয়

কিন্তু এই বিষয়ে সিপিয়াই অধিক প্রচলিত ঔষধ। যদিও Benzoic acid এবং ক্রিয়োজোটেও এইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিপাকক্রিয়া এবং উদরাময়—রোগী সকল সময় খাই খাই করে, এইমাত্র খাইয়া উঠিল আবার খাইতে চায়। সিনা রোগী প্রায় অধিকাংশ সময় পেটের উপর চাপ দিয়া শুইয়া থাকিতে ভাল বাসে। মুখে জল উঠে, পেট মাঝে মাঝে কামড়ায় বমির ভাব লাগিয়া থাকে কিংবা কেবল জল বমন হয়। সিনায় উদরাময় প্রচুর হয় না, মল প্রায়ই সাদা।

জ্বর

সময়—সময়ের নির্দ্দিষ্টতা কিছুই নাই, দিবস ১টা, অথবা অপরাহ্ন অথবা সন্ধ্যা প্রত্যহ একই সময়ে।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। সমুদায় শরীর শীতে কাঁপিতে থাকে, গণ্ডযুগল উষ্ণ এবং তৃষ্ণা শূন্য। রোগী খাই খাই করে।

দাহ অবস্থা—পিপাসা থাকে। মুখমণ্ডল এবং মস্তক অধিক উত্তপ্ত। মুখ বিবরের এবং নাসিকার চারি পার্শ্ব ফ্যাকাসে। গণ্ডযুগল লাল, রোগী নাসিকা এবং মলদ্বার চুলকাইতে থাকে নিদ্রায় চমকাইয়া উঠে। সকল সময় খাই খাই করে।

ঘর্ম্ম অবস্থা—পিপাসা থাকে না। ঘর্ম্ম সামান্যই হয়, কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়।

জিহ্বা—সকল অবস্থাতেই পরিষ্কার।

সিনা সাধারণতঃ শিশুদিগের মধ্যেই অধিক প্রচলিত Dr. A. Mc Nell বলিতেছেন—Cina is frequently the epidemic remedy for children when adult require other drug. Is always to be thought of in patients between two and ten years of age। সিনা রোগী অত্যন্ত খিট খিটে। ক্যামোমিলার ন্যায় মানসিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সিনা প্রয়োগ করা উচিৎ। ক্যামোমিলা রোগীকে কোলে করিয়া লইয়া ভ্রমণ

করিলে ভাল থাকে কিন্তু সিনা রোগী তাহাতেও ভাল থাকে না—ইহা ব্যতীত ক্যামোমিলার মল প্রায়ই সবুজবর্ণ, সিনায় মল প্রায়ই সাদা বর্ণ। এন্টিমক্রুডাম রোগীও অনেকটা সিনার ন্যায় খিটখিটে কিন্তু ইহার জিহ্বা এত অধিক পরিজ্ঞাপক লক্ষণ যে জিহ্বা দেখিলে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। এন্টিমক্রুডাম রোগীর জিহ্বা—সাদা লেপাবৃত। (thickly coated white)। সিনার জিহ্বা পরিষ্কার। আমরা জ্বরে দাহ অবস্থায় সিনায় একটি লক্ষণ দেখিতে পাই এবং তাহা অন্য কোন ঔষধে তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না—মুখ ও নাসিকার চারিধার এবং মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে বর্ণ।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—১x, ৩ এবং ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়। আমি ২০০ শক্তি অধিক পছন্দ করি—এবং সময় সময় প্রত্যহ এক একবার করিয়া প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেই। সিনায় আশানুরূপ কার্য্য না হইলে স্যাণ্টোনাইন ১x প্রয়োগ করা উচিৎ।

রোগের বৃদ্ধি—এক দৃষ্টে তাকাইলে, ক্রিমিতে, রাত্রিতে, গ্রীষ্মকালে, সূর্য্যের উত্তাপে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এন্টিমক্রুড, এন্টিম টার্ট, ব্রাইওনিয়া, ক্যামো, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

রোগীর বিবরণ

একটি ৩ মাসের শিশুর প্রায় ২ মাস যাবৎ পেটের ফাঁপযুক্ত শূল বেদনায় ভুগিতেছিল। শিশুটি অত্যন্ত খিটখিটে এবং ক্রন্দনশীল ছিল—এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া থাকিত না, কেবল কোলে বেড়াইলে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইত, দিবা রাত্রির মধ্যে তাহার নিদ্রা ছিল না। উদর ফাঁপিয়া থাকিত এবং

গড় গড় শব্দ হইত। ডাক্তার হিউজ কয়েক বিন্দু ক্লোরিক ইথার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হয় নাই এবং এতদ্ব্যতীত আরো নানাপ্রকার ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছিল কিন্তু তাহাতেও কোনপ্রকার উপকার দর্শে নাই—অবশেষে ডাক্তার সিগার তাহাকে সিনা ৩০ দিয়া উক্ত পেট ফাঁপা যুক্ত শূল বেদনা আরোগ্য কারন।

২। এক স্কুল বালকের দৃষ্টির দুর্ব্বলতা ঘটিয়াছিল, পাঠাভ্যাস কালে সে হঠাৎ ঝাপ্‌সা দেখিত এবং অক্ষরগুলিও অস্পষ্ট দেখিত। শীঘ্র শীঘ্র পড়িতে যাইলে ইহা আরো বৃদ্ধি হইত। চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে আবার ভাল দেখিতে পাইত। এতদ লক্ষণে ডাক্তার ম্যক্লরেণ তাহাকে স্যাণ্টোনাইন ২x চূর্ণ দিবসে ৩ বার সেবন করাইয়া দুই সপ্তাহে আরোগ্য করেন।

এলিয়াম সেপা (Allium Cepa)

ইহাকে সেপাও (cepa) বলা হয়। ইহার বাঙ্গালা নাম পলাণ্ডু (onion)। ডাঃ হেরিং ইহা ঔষধে পরিণত করিয়াছেন। ইহার প্রধান লক্ষণই হইতেছে তরল সর্দ্দি।

সর্দ্দি এবং কাশি—(Nasal Catarrh)—এলিয়াম সেপার পরিচয় আমরা সর্দ্দিতেই অধিক দেখিতে পাই। ইহার সর্দ্দি অত্যন্ত তরল জলবৎ, নাসিকা হইতে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে থাকে এবং ক্ষতকারক (acrid), ওষ্ঠ এবং নাসিকা হাঁজিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু হইতেও জল নিঃসরণ হয়. চক্ষু নাসিকা এবং মুখমণ্ডল সর্দ্দিতে ভরিয়া ওঠে এবং অত্যন্ত হাঁচি থাকে—পিঁয়াজ কাটিতে তাহার ঝাঁজ লাগিলে যেরূপ অবস্থা হয় এলিয়াম সেপার সর্দ্দি ও সেই প্রকার লক্ষণযুক্ত কিন্তু এলিয়াম সেপার বিশেষত্ব যে নাসিকার স্রাব ক্ষতকারক আর চক্ষুর স্রাব ক্ষতকারক নয়—(nasal secretion acrid,

ocular bland) ইহা ইউফ্রেসিয়ায় সম্পূর্ণ বিপরীত (ইউফ্রেসিয়ায় চক্ষুর স্রাব ক্ষতকারক, নাসিকায় স্রাব ক্ষতকারক নয়)। এতদ্ব্যতীত—এলিয়াম সেপার সর্দ্দি উত্তপ্ত ঘরে এবং সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হয় ও মুক্ত খোলা বাতাসে উপশম হয়। It has constant and frequent sneezing, with profuse acrid discharge, which burns and corodes the nose and upper lip and it is worse in the evening and indoors and better in open air) এলিয়াম সেপার সর্দ্দির সহিত কাশিও সময় সময় বর্ত্তমান থাকে—গলদেশ কাঁচা বোধ হয় এবং সুড়সুড় করিয়া কাশির উদ্রেক হয় এবং কাশিতে গলায় আঘাত বোধ করে যেন কণ্ঠনালী ফাটিয়া যাইবে—রোগী গলা হাত দিয়া চাপিয়া ধরে। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়—এলিয়াম সেপায় নাসিকার তরল সর্দ্দি বন্ধ হইয়া বক্ষঃস্থলে সমাবেশ হয়, সেইরূপ স্থলে ফসফরাসকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

ক্ষত—পায়ের গোড়ালিতে জুতা অথবা মোজার ঘর্ষণ লাগিয়া ক্ষত হইলে এলিয়াম সেপার প্রয়োগে দেখা যায়।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা—অঙ্গচ্ছেদের (amputation) পর কর্ত্তিত স্থানে ভীষণ জ্বালা হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা কিংবা স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হইলে এলিয়াম সেপা উত্তম কার্য্য করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—সর্দ্দিতে নিম্নক্রম ৬x, ৬ অধিক প্রয়োগহয়, স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ৩০ এবং ২০০ শক্তি ফলপ্রদ।

সমগুণ ঔষধসমূহ—জেলসিমিয়াম, ইউফ্রেসিয়া, কেলিআইওড।

অনুপূরক—ফস্ফরাস, থুজা, পালসেটিলা।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যায়, উষ্ণ ঘরে।

রোগের উপশম—খোলা বাতাসে, শীতল ঘরে।

এইলান্থাস্ গ্লেণ্ডুলোসা
(Ailanthas glandulosa)

ইহা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ, পুষ্প হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। এই ঔষধটির পরিচয় অত্যন্ত আকস্মিক। নিম্নলিখিত ঘটনাটি পাঠ করিলে এই বিষয়টি অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

একবার প্রসিদ্ধ আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার ওয়েলসের বাড়ীতে একটি ঘটনা ঘটে। তাহার এক শিশু সাংঘাতিক আরক্ত জ্বরে (malignant scarlet fever) আক্রান্ত হয়। শিরঃপীড়া, আলোকাতঙ্ক, শিরঃ ঘূর্ণন, রক্তাধিক্য, উত্তপ্ত মুখমণ্ডল, অস্থিরতা, তন্দ্রাভাব, বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগী বসিয়া থাকিতে এবং লোকজনকে চিনিতে পারিতেছিল না, গাত্রময় কাল কাল চাপ চাপ দাগ প্রকাশ পায়, মুখমণ্ডলে এবং কপালে অধিক প্রকাশ পাইয়াছিল। ডাক্তার ওয়েলস্ শিশুর জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন, শিশু যে বাঁচিতে পারে তিনি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর রোগীতে পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, শিশু এইলান্থাসের ডাঁটা চুষিয়া প্রচুর রস পান করিয়াছে। তদবধি ডাক্তার ওয়েলস্ এইলান্থাসকে উক্ত প্রকার রোগের একটি বিশিষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রচার করিলেন।

আরক্ত জ্বর (Scarlet fever)—এইলানথাসের প্রধান কার্য্য হইতেছে আরক্ত জ্বর এবং ডিফথিরিয়ায় যখন এতদ্ রোগবশতঃ রোগীর রক্ত বিষাক্ত অবস্থায় পরিণত হয়। রক্ত বিষাক্ত হইয়া গাত্রময় নীল আভা-যুক্ত (purple) দাগ কিংবা কাল কাল চাপ চাপ অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা (eruptions) প্রকাশ পায়। স্কার্লেট ফিবারের পীড়কা বহির্গত না হইয়া অথবা অবরুদ্ধ হইয়া এই প্রকার অবস্থা হয়। মুখমণ্ডল ঈষৎ বেগুনে আভা-যুক্ত, চক্ষু তন্দ্রাযুক্ত যেন কোন মাদকদ্রব্য পান করিয়াছে—(অরামট্রাই অতন্ত

অস্থির) চক্ষু হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্ত ফুটিয়া বাহির হয়, রোগী তন্দ্রায় এমন অভিভূত হইয়া পড়ে যে, জাগাইতে পারা যায় না। নাসিকা এবং মুখগহ্বর হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়। সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায় অঙ্গুলির অগ্রভাগে এবং শরীরের স্থানে স্থানে ফোস্কা প্রকাশ পায়। সাংঘাতিক প্রকারের আরক্ত জ্বরেই এইলানথাস সর্ব্বদা নির্ব্বাচিত হয়। মুখবিবরের ভিতর এবং বাহির উভয় স্থানই ফুলিয়া যায়। মুখ এবং নাসিকা হইতে ক্ষতকারক স্রাব নির্গত হইতে থাকে, ওষ্ঠদ্বয় হাঁজিয়া যায়।

চর্ম্মের উপরই রক্ত বিষাক্ত হওয়ায় এতদ লক্ষণ পাওয়া যায়। জায়গায় জায়গায় চর্ম্ম নীল আভাযুক্ত ঈষৎ বেগুনে হয়।

বিসর্প, ডিফথিরিয়া, টাইফয়েড—এতদসমুদায় রোগেও এইলানথাসের প্রয়োগ হয়। ইহা নির্ব্বাচনের প্রধান লক্ষণই হইতেছে কৈশিকা নাড়ীর স্থানে স্থানে রক্তাধিক্যতা এবং তৎবশতঃ চর্ম্মোপরি চাপ চাপ লাল নীলাভ দাগের প্রকাশ (those cases that are characterized by capillary congestion in spots, red mottled spots)। এরূপ্রকার লক্ষণ রোগবশতঃ রক্ত বিষাক্ত হইলেই অধিক প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে, কোন সারা থাকে না। রোগ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি উৎকট আকার ধারণ না করিলে ইহা সচরাচর প্রয়োগ হয় না।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর নিম্নক্রমই অধিক প্রয়োগ হয়, ১x, ৩x, ৬ ইত্যাদি ক্রম আমি অধিক অনুমোদন করি।

মস্কাস (Moschus)

ইহাকে বাংলায় মৃগনাভী বলা হয়। এই ঔষধটির ব্যবহার হিষ্টিরিয়া এবং স্নায়ুর আক্ষেপে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। হিষ্টিরিয়া হইয়া রোগীর মূর্চ্ছা, কনভালসন হয় এবং রোগী মূর্চ্ছায় জ্ঞানশূন্য হয়। মস্কাসের বিশেষত্ব ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয় এবং বায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। পেট ফাঁপিয়া ওঠে।

হিষ্টিরিয়া—মস্কাসের প্রয়োগ দুইটি বিষয়ে অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমতঃ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপে (hysterical paroxysm) এবং দ্বিতীয়তঃ স্নায়বীক হৃৎস্পন্দন (nervous palpitation)। ডাক্তার হিউজ সাহেব এই দুইটি রোগকে আশু উপশম করিবার জন্য তিনি তাঁহার পকেট কেসে মস্কাস ২x কিংবা ৩x সর্ব্বদা রাখিতেন—(I always carry it in my pocket case on account of its great value in two conditions demanding speedy relief. These are the hysterical paroxysm and nervous palpitation. I know nothing which so rapidly dissipates an hysterical attack, even when it has gone as far as unconsciousness, as Moschus. It is of no less potency in palpitation which has been set off, by some nervous excitement, when there is no organic disease of the heart).

বক্ষঃস্থলের হিষ্টিরিকেল আক্ষেপ (hysterical spasm) উপস্থিত হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্কোচনের আশঙ্কা উৎপন্ন করে, এতদ লক্ষণসমূহ বিশেষতঃ রোগী ঠাণ্ডা হইলে কিংবা ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়। হৃৎস্পন্দনে (হিষ্টরিকেল), শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়, মূর্চ্ছা হইয়া মারিয়া গেলাম, মারিয়া গেলাম বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে (palpitation (hysterical) with dyspnoea, prostration fainting exclaiming, I shall die ! I shall die ! etc, greatly excited। বক্ষঃস্থল যেন কেহ চাপিয়া ধরিয়াছে, রোগী খিল খিল করিয়া ভীষণ হাসিতে থাকে, হাসি থামান যায় না কিংবা চীৎকার বকাবকি করিতে থাকে, তৎপর ওষ্ঠদ্বয় ক্রমশঃ নীলবর্ণ হইয়া চক্ষু একদৃষ্টে চাহিয়া রোগী অজ্ঞান হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায় (until her lips turn blue, her eyes stare and she falls on the floor in a swoon)। মস্কাসের

সর্ব্বপ্রধান হিষ্টরিকেল লক্ষণ হইতেছে—আক্রমণে মূর্চ্ছা অথবা জ্ঞানশূন্যতা, শীতলতা, মুখমণ্ডলের রক্তশূন্যতা, শ্বাসরোধজনক আক্ষেপ—(The most important symptoms of musk are—attacks even to fainting or unconsciousness, coldness of the surface, pale face, suffocative paroxysms, scolding until she falls unconsciousness—Farrington.)

এসাফিটিডা—এই ঔষধটির সহিত মস্কাসের সাদৃশ্য দেখা যায়, উভয় ঔষধেই গুল্মবায়ু গোলক (globus hysterious) বক্ষঃস্থলের আক্ষেপ (spasm of the chest) এবং হৃৎস্পন্দন (palpitation) বর্ত্তমান রহিয়াছে। মস্কাস অত্যন্ত অধিকরূপ হিষ্টরিকেল মূর্চ্ছায় যে স্থানে রোগী অজ্ঞান হইয়া যায় সেইরূপ স্থলে অধিক নির্ব্বাচিত হয় (best adapted to a full fledged hysterical spasm with fainting and unconsciousness) আর এসাফিটিডা যে স্থলে গুল্মবায়ু উর্দ্ধদিকে ঠেলা মারে এবং দুর্গন্ধ স্রাব থাকে, পেট অত্যন্ত ফাঁপিয়া ওঠে সেইরূপ স্থলে ইহাকে প্রধান্য দেওয়া দেওয়া হয়। এসাফিটিডায় অচৈতন্যতা থাকে না, ইহা কদাচিৎ হইতে পারে এবং এসাফিটিডা কোন প্রকার স্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উত্তম কার্য্য করে। মস্কাস রোগী অতি সহজেই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়। বুকের আক্ষেপে রোগীর মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কা হয়, মুখে ফেনা ওঠে, ওষ্ঠদ্বয় এবং মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় (she may be of a scolding disposition and even this cavses fainting.

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম :অধিক ব্যবহার, সচরাচর ২×, ৩×, ৬×, প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—নাক্স মস্চেটা, এসাফিটিডা, ভেলেরিয়ানা, ইগ্নেসিয়া, ক্যাষ্টোরিয়াম।

রোগের বৃদ্ধি—ঠাণ্ডায়।

রোগের উপশম—খোলা বাতাসে, ঘর্ষণে।

পাইরোজেন (Pyrogen)

ইহা একটি হোমিওপ্যাথিকের বৃহৎ এণ্টিসেপটিক্ (antiseptic) অর্থাৎ পচন নিবারক ঔষধ। বাজারে ডাক্তার সোয়ান এবং ডাক্তার হিথের প্রস্তুত পাইরোজেন দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার সোয়ান দূষিত এবং পচা পূঁজ হইতে এবং ডাক্তার হিথ দূষিত শুষ্ক গোমাংস হইতে ইহাকে ঔষধে পরিণত করিয়াছেন। উভয় প্রস্তুতিই বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের হইলেও অথচ ইহাদের আময়িক কার্য্য (therapeutic action) একই।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শয্যা শক্ত বোধ করে (আর্ণিকা)।

২। অত্যন্ত অস্থির। এপাশ ওপাশ করিতে থাকে সঞ্চালনে গাত্রবেদনা উপশম বোধ করে (রাসটক্স)।

৩। জিহ্বা বৃহৎ এবং থলথলে পরিষ্কার, অগ্নিবৎ লালবর্ণ:যেন বার্ণিশ করা হইয়াছে (tongue, large flabby, clear smooth as if varnished, fiery red)।

৪। সমুদায় স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

৫। ভ্রূণ অথবা ভ্রূণ জন্মবিশিষ্ট পেটে থাকিয়া গিয়া পচনহেতু দুর্গন্ধ স্রাব এবং দূষিত জ্বর। ক্লেদ স্রাব স্বল্প, পচা গন্ধযুক্ত, তরল।

৬। সূতিকাজ্বর—গাত্রতাপ ১০৩ হইতে১০৬ ডিগ্রি—হঠাৎ গাত্রতাপের বৃদ্ধি, নাড়ীর গতি ১৪০ হইতে ১৭০ প্রতি মিনিটে।

৭। নাড়ীর গতি গাত্রতাপের অনুপাতে অস্বাভাবিকরূপ দ্রুত

৮। মুখের স্বাদ—মিষ্ট এবং ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজের ন্যায়।

সাধারণ লক্ষণ

১। বমন—কটাবর্ণ, কফি গুড়ার ন্যায়, দুর্গন্ধযুক্ত বিষ্ঠাতুল্য।

২। উদরাময় ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত, কাল অথবা কটাবর্ণ, যন্ত্রণাশূন্য, অসাড়ে।

৩। কোষ্ঠকাঠিন্য—মলদ্বারের পেশীর সম্পূর্ণ দুর্ব্বলতা (ওপি), মল বৃহৎ, কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

৪। হৃৎপিণ্ডের বর্ত্তমানতার অতিরিক্ত বোধ, মনে হয় হৃৎপিণ্ড বৃহৎ হইয়া গিয়াছে, দপ দপ শব্দ হয় শব্দেতে নিদ্রা হয় না। রক্তের দূষিত কারণ হেতু হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা।

৫। গাত্রত্বক—ফ্যাকাসে শীতল।

পাইরোজেন রক্ত দূষিত অবস্থার একটি প্রধান ঔষধ। টাইফয়েড, টোমেইন, ডিফ্‌থিরিয়া, শবব্যবচ্ছেদ ক্ষত, নর্দ্দমার পুতিগন্ধ বায়ু (sewer gas), পুরাতন ম্যালেরিয়া, গর্ভপাতের উপসর্গ, সূতিকা জ্বর ইত্যাদি রোগের সহিত রক্ত দূষিত লক্ষণ—সমুদায় স্রাবে দুর্গন্ধতা, অস্থিরতা, ভীষণ প্রবল জ্বর, গাত্র বেদনা ইত্যাদি থাকিলে পাইরোজেনকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

পূঁযজ জ্বর (septicaemia), রক্তের বিকৃতাবস্থা (septæmia), বিষাক্ত রক্ত (pyaemia;) ইত্যাদিতে অর্থাৎ দূষিত পূঁজ হইতে শরীরের কিংবা যন্ত্রের (organ) কোন প্রকার রোগ জন্মিলে সেইরূপ স্থলেও পাইরোজেনকে চিন্তা করিবে। পাইরোজেনের ইহাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। দূষিত জ্বরে ভীষণ গাত্র বেদনা থাকে এবং রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির, গাত্র বেদনায় আর্ণিকা এবং ব্যাপটিসিয়ার ন্যায় রোগী শয্যায় অনবরত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। সঞ্চালনে এবং উত্তাপে রোগী উপশম বোধ করে (রাসটক্স)। উপবেশন অবস্থায় এবং ঠাণ্ডায় কিংবা স্যাঁৎসেতে স্থানে গাত্র বেদনা বৃদ্ধি হয়। লক্ষণানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে অতি অল্প সময়ে সূতিকাজ্বর হ্রাস হইয়া আইসে এবং আর বৃদ্ধি হয় না। টাইফয়েড রোগে যেস্থলে ব্যাপ্‌টিসিয়ার প্রয়োগ লইয়া ইতঃস্তত হয় এবং গাত্র তাপ যদি অত্যন্ত প্রবল হয় সেইরূপ স্থলে পাইরোজেন দেওয়াই কর্ত্তব্য। যখন গাত্রতাপ ১০৬ ডিগ্রি হয় এবং অত্যন্ত গাত্রবেদনা

থাকে পাইরোজেন প্রয়োগ করিতে পারিলে একদিনেই রোগের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয় এতদ্ব্যতীত নাড়ীর স্পন্দন জ্বরের অনুপাতে অত্যন্ত অধিক থাকিলে আথবা যখন জ্বরের সহিত নাড়ীর স্পন্দনের সমতা থাকে না, তখনও পাইরোজেনকে প্রাধান্য দিবে।

জিহ্বাও পাইরোজেনের একটি বিশেষ লক্ষণ জিহ্বা পরিষ্কার, অগ্নিবৎ উজ্জ্বল যেন বার্ণিস করিয়া দেওয়া হইয়াছে (clean smoth as if varnished, fiery red) ফাটা ফাটা শুষ্ক। জিহ্বার স্বাদ মিষ্ট মিষ্ট, অথবা ভীষণ পুতিগন্ধ-যুক্ত পুঁজের ন্যায়।

পাইরোজেনের সমুদায় স্রাবই অত্যন্ত দুর্গন্ধ—গাত্র, শ্বাসপ্রশ্বাস, ঘর্ম্ম এবং মল মূত্র ইত্যাদি ভীষণ বদগন্ধযুক্ত।

সূতিকাসম্পর্কীয় অন্ত্রাবরণপ্রদাহে (puerperal peritonitis) পাইরোজেন উত্তম কার্য্য করে। স্রাব ভীষণ দুর্গন্ধ, স্বল্প এবং অবরুদ্ধ। গর্ভপাতের পর দূষিত জ্বরে (septic fever) ইহা বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত হয়।

যে কোন রোগই হউক—Bright's desease, Heart failure ইত্যাদিতেও যদি দূষিতের (septic) কোন কারণ পাওয়া যায় তাহাতেও পাইরোজেন প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

গর্ভস্থ সন্তান কিংবা ভ্রূণ জন্মবিশিষ্ট পেটে পচিয়া গিয়া কাল এবং ভীষণ দুর্গন্ধ স্রাব হয় এবং দূষিক জ্বর হয়। ক্লেদস্রাব (lochia) পাতলা, ক্ষতকারক অত্যন্ত বদগন্ধযুক্ত, কটাবর্ণ।

ঋতু এবং জরায়ু রক্তস্রাব—স্রাব ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত। প্রত্যেক মাসিক ঋতুস্রাব সময়ে বস্তিপ্রদেশের কোন প্রকার পুরাতন প্রদাহের কারণ বশতঃ জ্বর প্রকাশ পায়।

উদরাময়—ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত, কটাবর্ণ কিংবা কাল (লেপটেণ্ড্রা) যন্ত্রণাশূন্য, অসারে, বায়ু নিঃসরণ করিতে মলত্যাগ হইয়া যায় (এলো, ওলিএণ্ডার)

কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগের ভীষণ নিশ্চেষ্টতা এবং মলত্যাগ পেশীর দুর্ব্বলতা (ওপিয়ম)। ভীষণ মল আবদ্ধ, মল বৃহদাকার, কৃষ্ণবর্ণ এবং ভীষণ পচা গন্ধ, এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুট্‌লে গুট্‌লে মলও হয় (ওপিয়ম, প্লাম্বাম)।

বমন—মল আবদ্ধসহ বমন কটাবর্ণ, অথবা কফি গুঁড়ার ন্যায় অত্যন্ত বদ গন্ধযুক্ত বিষ্ঠাতুল্য, (ওপিয়ম, প্লাম্বাম)।

জ্বর—শীত পৃষ্ঠদেশের স্কন্ধাস্থির দুই পার্শ্বে আরম্ভ হয়। শীত ভীষণ হয়, জ্বর ১০৩ হইতে ১০৬ ডিগ্রি উঠে, হঠাৎ জ্বর বৃদ্ধি হয়। গাত্র-ত্বক শুষ্ক এবং জ্বালা করে, নাড়ী দ্রুত, সরু মিনিটে ১৪০ হইতে ১৬০ বার স্পন্দন হয়। চটচটে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। দূষিত জ্বরে (septic fever) বিশেষতঃ সূতিকাজ্বরে পাইরোজেন হোমিওপ্যাথিকের একটি অব্যর্থ মহৌষধ (In septic fevers, especially puerperal, Pyrogen has demonstrated its great value as a Homœopathic dynamic antiseptic)।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর ২০০ শক্তি ব্যবহার হয়, এবং পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয় না।

রোগের উপশম—সঞ্চালনে।

নাক্স মশ্চেটা (Nux Moschata)

ইহা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ। ইহার বাংলা নাম জায়ফল। ইহাতে হিষ্টিরিয়া কিংবা ফিটের অত্যন্ত প্রবণতা থাকে। শরীরের প্রান্তদেশ সমূহ শীতল হয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অত্যন্ত শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। মুখবিবর এত অধিক শুষ্ক হয় যে জিহ্বা টাকড়ায় আটকাইয়া যায় অথচ পিপাসা থাকে না, এতদসহ আর একটি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইতেছে ভীষণ তন্দ্রাভাব। নাক্স মশ্চেটার মুখবিবরের শুষ্কতা এবং তন্দ্রাভাব সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সমুদায় উপসর্গের সহিত ভীষণ সুপ্তি এবং তন্দ্রাভাব (এন্টিমটার্ট, ওপিয়ম) (All the ailments are accompanied by drowsiness and sleepiness)। যেন নেশা করিয়াছে, চক্ষু বুজিয়া আইসে, না নিদ্রা গিয়া থাকিতে পারে না।

২। সামান্য যন্ত্রণা কিংবা কারণেই মূর্চ্ছা হয় এবং মূর্চ্ছা প্রবণতা।

৩। মুখবিবর অত্যন্ত শুষ্ক (এপিস, ল্যাকেসিস) (Great dryness of the mouth)। জিহ্বা এত শুষ্ক যে মুখ গহ্বরের টাকরায় লাগিয়া যায়, লালা সমুদায় ফেনা ফেনা হইয়া যায় (tongue so dry it adheres to the roof of mouth, saliva seemed like cotton) অথচ কোন পিপাসা থাকে না।

৪। মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং পরিবর্ত্তনশীল, এই হাসিতেছে আবার তৎপরেই কাঁদিতেছে (ইগ্নেসিয়া), হঠাৎ গম্ভীর ভাব হইতে আনন্দভাব, পড়িতে পড়িতে কিংবা কথা বলিতে বলিতে অন্যদিকে মন চলিয়া যায়। অত্যন্ত অমনোযোগী সমুদায় বিষয়ে উদাসীন।

৫। স্মরণশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। পরিচিত রাস্তা পথ চিনিতে পারে না, ভুলিয়া যায়।

৬। প্রত্যেক আহারের পর পাকস্থলী বায়ুতে ফুলিয়া উঠে।

৭। আহারের অব্যবহিত পর কিংবা আহার করিতে করিতে পাকস্থলীতে অস্বস্তি এবং যন্ত্রণা বোধ করে (কেলিবাই)।

৮। হিষ্টিরিয়াপ্রবণ কিংবা স্নায়বীক রোগা স্ত্রী লোক কিংবা শিশুদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। চর্ম্ম শুষ্ক কদাচিত ঘর্ম্ম হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। বৃদ্ধাবস্থার দুর্ব্বলতায়, বৃদ্ধলোকদিগের অগ্নিমান্দ্য রোগে নির্ব্বাচিত হয়।

২। আলো, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি স্পর্শাধিক্য।

৩। চক্ষুশুষ্ক, এত শুষ্ক যে চক্ষুর পাতা ফেলিতে পারে না।

৪। রোগী যেখানেই শয়ন করে, গাত্রে বেদনা অনুভব করে। শয্যাক্ষত হইবার আশঙ্কা।

৫। উদরাময় প্রচুর, দুর্গন্ধযুক্ত, পীতবর্ণ পেটে বায়ুর সমাবেশ বশতঃ পেট ভুট্‌ভাট্‌ করে, পেট ডাকে, শীতল পানীয়, উষ্ণ দুগ্ধ পানে, দন্তোদ্গমকালীন, অন্তঃসত্বাবস্থায়।

৬। প্রত্যেক ঋতুস্রাবকালীন মুখ, গলা, জিহ্বা ভীষণ শুষ্ক হয় বিশেষতঃ শয়ন অবস্থায়।

৭। ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর। জিহ্বা শুষ্কতা হেতু রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

৮। বায়ুর বিপরীত দিকে ভ্রমণে হটাৎ স্বরভঙ্গ হয়।

৯। শয্যার উত্তাপে, অধিক উত্তপ্ত হইলে, অন্তঃসত্বা বস্থায়, (কোনায়াম) স্নানে, জলে দাঁড়াইয়া, শীতল সাঁৎসেতে স্থানে বাস করিয়া (নেট্রামসালফ) কাশি বৃদ্ধি হয়।

১০। বাত—পদদ্বয় জলে ভিজিয়া, উত্তপ্ত অবস্থায় বায়ুর ঝাপটা লাগিয়া (একোনাইট, ব্রাইও)। শীতল স্যাঁৎসেতে ঋতুতে কিংবা সিক্তবস্ত্র পরিধানে বাত বৃদ্ধি হয় (রাসটক্স)। বাম স্কন্ধে অধিক হয় (ফেরাম)।

১১। গাড়ীতে আরোহনে কটিদেশে যন্ত্রণা হয়।

১২। সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়ে

মানসিক লক্ষণ—মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। কোন বিষয় লিখিতে লিখিতে কিংবা বলিতে বলিতে কিংবা পড়িতে পড়িতে হঠাৎ অন্য দিকে মন চলিয়া যায়, অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির, স্মরণ শক্তি দুর্ব্বল, অমনোযোগী। কখন বিমর্ষ, কখন আনন্দিত, কখন গম্ভীর, শীঘ্র কোন কথার উত্তর দিতে পারে না, সামান্য কোন বিষয়ে উত্তর করিতে হইলে চিন্তা করিতে হয়। সমুদায় বিষয়ে উদাসীন।

নাক্সমশ্চেটা রোগী সাধারণতঃ স্নায়বীক হিষ্টিরিকেল ধাতুবিশিষ্ট, রোগা, শরীরের মাংস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এইরূপ।

স্ত্রী লোক এবং শিশুদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। নাক্স মশ্চেটা রোগীর গাত্রত্বক শুষ্ক, কদাচিৎ ঘর্ম্ম হয়। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় রোগেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

ডাক্তার কেণ্ট সাহেব বলেন—এক জন ৩৫ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী লোকের স্তন শুষ্ক হইয়া গায়ের সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছিল (পূর্ব্বে তাহার স্তন মাংসাল এবং উন্নত ছিল) এই ঔষধ ব্যবহারে তাহা পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল (I remember a case of a woman thirty five years old whose breasts which were once well rounded become perfectly flat. Nux. mos. restored the breasts—Kent).

কোন বিষয় লিখিতে লিখিতে কিংবা পড়িতে পড়িতে মন অন্যদিকে চলিয়া যাওয়া, ক্যাম্ফর, ক্যানারিস ইণ্ডিকা এবং ল্যাকেসিসেও দেখিতে পাওয়া যায়। স্মরণশক্তির বিশেষ দুর্ব্বলতা এমন কি পথ ঘাট ভুলিয়া যাওয়া—এনাকার্ডিয়াম, লাইকোপোডিয়াম, ব্যারাইটা কার্ব্ব, সালফার এবং নেট্রাম মিউরেও রহিয়াছে। মনের এবং ভাবের হঠাৎ পরিবর্ত্তনে একোনাইট, ইগ্নেসিয়া ক্রোকাস এবং প্ল্যাটিনাতেও পাই। এতদ সমুদায় ঔষধের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু নাক্সমশ্চেটায় সহজেই মূর্চ্ছা, উল্লিখিত আর কোন ঔষধে নাই।

হিষ্টিরিয়া—হিষ্টিরিয়া রোগেই নাক্স মশ্চেটার প্রধান ব্যবহার দেখা যায়। মনের অবস্থার স্থিরতা কিছুই থাকে না, মন অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল

এবং চঞ্চল প্রকৃতির ও সামান্ত আহারেই নিম্নোদর অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, রোগী ভীষণ তন্দ্রাভাব এবং মুখবিবরের শুষ্কতা বোধ করে। নিদ্রায় শরীরকে ভাঙ্গিয়া আনে, রোগী জাগিয়া থাকিতেই পারে না এবং মুখ গহ্বরের শুষ্কতা এত অধিক হয় যে, জিহ্বা টাকড়ায় লাগিয়া যায়। (Irresistibly drowsy and great dryness of the mouth (Apis, Lachesis). tongue so dry it adheres to roof of mouth, saliva seemed like cotton)। ইহাও দেখা যায় নাক্স মশ্চেটার মূর্চ্ছা অতি সহজেই উপস্থিত হয়। তন্দ্রা বিষয়ে আমরা নাক্স মশ্চেটার সমকক্ষ আরো কয়েকটি ঔষধ মেটিরিয়া মেডিকায় দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে :—

ওপিয়ম—তন্দ্রা বিষয়ে ইহা সমুদায় ঔষধকে পরাস্ত করিয়াছে। ইহার তন্দ্রা অত্যন্ত ভীষণ এবং তন্দ্রার সহিত অধিকাংশ স্থলেই নাসিকাধ্বনি বর্ত্তমান থাকে। ওপিয়মে রক্তবহা নাড়ীর পূর্ণতা এবং চাপের দরুণ তন্দ্রা উপস্থিত হয় আর নাক্স মশ্চেটায় স্নায়ুর অবসন্নতা অসারতা হেতু উপস্থিত হয় (opium seemingly due to fulness of the blood vessels and pressure, while that of Nux moschata seems to be a benumbing of the very nerve substance itself.)

এণ্টিমটার্ট—ইহারও তন্দ্রাভাব কম নয় কিন্তু ইহার তন্দ্রা অধিকাংশ স্থলে শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের এবং টাইফয়েড রোগের সহিত বর্ত্তমান থাকে। হোমিওপ্যাথিকে এই তিনটি ঔষধকেই তন্দ্রার বৃহৎ ঔষধ বলা হয়।

পরিপাকক্রিয়া—নাক্সমশ্চেটায় উদরে প্রচুর বায়ুর সমাবেশ হয় এবং বিশেষতঃ আহারের পর পেট ভীষণ ফাঁপিয়া ওঠে, এতদ্ব্যতীত আহারের অব্যবহিত পর অথবা আহার করিতে করিতেই পাকস্থলীতে যন্ত্রণা এবং অস্বস্থি বোধ করে (কেলিবাইক্রমিকম)। নাক্সভমিকা এবং এনাকার্ডিয়ামে আহারের ২।১ ঘণ্টার পর উপস্থিত হয়। নাক্সমশ্চেটায় মনে হয় যাহাই আহার করা যায়, সমুদায়ই যেন বায়ুতে পরিণত হয় (কেলিকার্ব্ব, আইওডিন),

পাকস্থলী এবং নিম্নোদরে এত অধিক বায়ুর সমাবেশ হয় যে, বক্ষঃস্থলে রোগী চাপ বোধ করিতে থাকে।

উদরাময়—মল তরল পীতবর্ণ, ডিম গোলানি মত, অজীর্ণ, প্রচুর এবং দুর্গন্ধ। রাত্রিতে এবং শীতল স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয়। পেটের যন্ত্রণা ভিজা হাত বুলাইলে উপশম হয়। প্রত্যেক আহারের পর পেট ভীষণ ফাঁপিয়া উঠে, মুখবিবর অত্যন্ত শুষ্ক হয়, মনে হয় খাদ্যদ্রব্যসমূহ পেটে গিয়া শক্ত জমাট বাঁধিয়া যায় এবং তদহেতু পেটে যন্ত্রণা হয়। দেখা যায় রোগী আহার করিতে করিতেই পেটে অজীর্ণ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদ লক্ষণসমূহের সহিত সর্ব্বদা তন্দ্রাভাব লাগিয়া থাকে।

হিক্কা (**Hiccough**)—ডাক্তার হিউজ স্নায়বীক, হিষ্টরিকেল এবং অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের হিক্কায় ইহাকে অতি উচ্চস্থান প্রদান করেন।

কোষ্ঠকাঠিন্য—ইহার কোষ্ঠকাঠিন্য অনেকটা এলিউমিনার ন্যায়। নরম কাদার মত মলত্যাগ করিতেও অত্যন্ত বেগ এবং কুন্থন দিতে হয়।

বাত—পদদ্বয় জলে ভিজিয়া, উত্তপ্ত অবস্থায় বায়ুর ঝাপটা লাগিয়া বাতে নাক্সমশ্চেটার প্রয়োগ দেখা যায়। বাত শীতল, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে কিংবা শীতল সিক্ত বস্ত্রে থাকিয়া (রাসটক্স) বৃদ্ধি হয়। বাম স্কন্ধে অধিক হয় (ফেরাম মেট)।

টাইফয়েড—নাক্সমশ্চেটায় যে প্রকার তন্দ্রা দেখা যায় তাহাতে ইহাকে ওপিয়মের নিকটবর্ত্তী ঔষধ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ওপিয়মের সুপ্তি নাক্সমশ্চেটা অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক (stupor complete), নিদ্রা হইতে জাগান অত্যন্ত কঠিন। মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ, থমথমে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নাসিকাধ্বনিযুক্ত, অসারে মলত্যাগ এবং মূত্র অবরোধ। নাক্সমশ্চেটায় যে কোন লক্ষণই থাকুক না, তন্দ্রাভাব এবং মুখবিবরের ভীষণ শুষ্কতা অথচ পিপাসাশূন্য এই লক্ষণ দুইটি থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন এতদ্ব্যতীত নাক্স মশ্চেটার নির্ব্বাচন সন্দেহজনক।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন— ইহা ৩০, ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল, ভিজা, স্যাঁৎসেতে বায়ুতে (রডডেন ড্রন), ঋতুর পরিবর্ত্তনে, শীতল খাদ্যদ্রবে, জলে এবং শীতল জলে স্নানে, গাড়ী আরোহণে, যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে, (যন্ত্রণাশূন্য পার্শ্বে শয়নে—পালস)।

রোগের উপশম—শুষ্ক, উষ্ণ ঋতুতে, উষ্ণ ঘরে, গরম কাপড়ে আবৃতে।

সোরিনাম্ (Psorinum)

ইহা নসোড জাতীয় ঔষধ। অর্থাৎ জন্তু এবং উদ্ভিদের রোগজ ঔষধ (Disease products of animals or of plants)। সোরিনাম খোস পাঁচড়া অর্থাৎ Psora হইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। পুরাতন রোগে যখন সুনির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার হয় না কিংবা রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারে না—সোরিনাম সেইরূপ স্থলে প্রয়োগ করা উচিত।

২। তরুণ রোগের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

৩। শরীর অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত এমন কি ধৌত করা সত্বে (Body has a filthy smell, even after bathing) দুর্গন্ধ কাটে না।

৪। শীতল বায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এমন কি গ্রীষ্মকালেও গরম টুপি, ওভারকোট, শাল ব্যবহার করে।

৫। সমুদায় স্রাব—উদরাময়, শ্বেতপ্রদর, ঋতুস্রাব, ঘর্ম্ম—পচা গন্ধযুক্ত।

৬। শুষ্ক আঁইশ যুক্ত পীড়কা (dry scaly eruptions শীতকালে প্রকাশ পায়। গ্রীষ্মকালে আপনা হইতেই হ্রাস পায়।

৭। চুলকানি শয্যার উত্তাপে এবং শরীর উত্তপ্ত হইলে বৃদ্ধি পায়।

৮। শিরঃ পীড়া কালীন ক্ষুধা বোধ করে, আহারে উপশম হয়।

৯। শিরঃ পীড়া—পীড়কা অথবা ঋতু স্রাব অবরুদ্ধ হেতু। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে উপশম। (মিলি ফোলি)

১০। মধ্য রাত্রিতে ক্ষুধা বোধ করে কিছু না কিছু আহার করিতেই হইবে।

১১। তালুমূল প্রদাহ—অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

১২। গাত্রত্বক অত্যন্ত অপরিষ্কার, দেখিতে তৈলাক্ত যেন গাত্রে তেল লাগান হইয়াছে।

১৩। উদরাময় তরল ঘোর পীতবর্ণ, ভীষণ পচা গন্ধ, শেষরাত্রি ২টা হইতে ৪টায় বৃদ্ধি।

১৪। তরুণ রোগের পর প্রচুর ঘর্ম্ম এবং তাহাতে সমুদায় উপসর্গের উপশম (ক্যালেডিয়াম, নেট্রাম্ মি)।

সাধারণ লক্ষণ

১। সোরিক ধাতুগ্রস্থ রোগীদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

২। উদাসীন, বিমর্ষ, আত্মহত্যার চিন্তা, হতাশ, রোগ আরোগ্য হইবে না।

৩। চক্ষুর পাতার প্রদাহ সহ অত্যন্ত আলোকাতঙ্ক, চক্ষু খুলিতে পারে না, বালিসে চক্ষু গুজিয়া শুইয়া থাকে।

৪। পুরাতন কান পাকা—পাতলা, ক্ষতকারক অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ নির্গত হয়। হামের পর অধিক প্রকাশ পায়।

৫। পুরাতন প্রমেহ রোগ, বহু দিন যাবৎ স্থায়ী, কোন প্রকারেই আরোগ্য কিংবা অবরুদ্ধ হয় না।

৬। হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, খোলা বাতাসে কষ্টবৃদ্ধি হয়, বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া শয়নে উপশম বোধ করে (আর্সেনিকের বিপরীত)। রোগী মনে করে সে আর বাঁচিবে না

৭। কাশি—চুলকানি কিংবা ইকজিমা অবরুদ্ধ হেতু, পুরাতন বহুদিন স্থায়ী। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে এবং সন্ধ্যায় শয়নে বৃদ্ধি হয় (ফস্ফ)। গয়ের সবুজ, পীত আভাযুক্ত অথবা লবণ আস্বাদযুক্ত। অনেকক্ষণ কাশির পর সামান্য গয়ের উঠে।

৮। অন্তঃসত্বাবস্থায়—ভীষণ বমন, গর্ভস্থ সন্তান অত্যন্ত অধিকরূপ নড়াচড়া করে, নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না দর্শিলে সোরিনাম প্রয়োগ হয়।

রোগী—সোরিনাম রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, মস্তক সকল সময় উষ্ণ রাখিতে ইচ্ছা করে, এমন কি গ্রীষ্মকালেও উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা জড়াইয়া রাখে। ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। কিন্তু চর্ম্মরোগ চুলকানি ইত্যাদি শয্যার উত্তাপে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, রোগী এতদ অবস্থায় গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেয়।

তরুণ রোগের পর দুর্ব্বলতায় সোরিনাম অনেক সময় উত্তম কার্য্য করে। নির্ব্বাচিত ঔষধে রোগের উপকার না হইলে ইহার ব্যবহারে শীঘ্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং যাবতীয় স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

চর্ম্মরোগ—সোরিনামের প্রয়োগ চর্ম্মরোগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার চর্ম্মরোগে নিম্নলক্ষণ কয়েকটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

১। শরীর উত্তপ্ত হইলে চুলকানি আরম্ভ হয়, (Itching when the body becomes warm.)।

২। শর্য্যার উত্তাপে অসম্ভব চুলকানি বৃদ্ধি হয় (Itching intolerable in warmth of bed.) (mer sol)।

৩। চুলকানি—রক্ত না বাহির হওয়া পর্য্যন্ত চুলকাইতে থাকে (Itching scratches until it bleeds) ।

৪। অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে এবং সন্ধিস্থলের ভাঁজে ভাঁজে চুলকানি হয় (Itching between fingers and in bends of joints). (Sepia) ।

৫। শুষ্ক আঁসযুক্ত পীড়কা গ্রীষ্মকালে আপনা হইতেই সারিয়া যায় এবং শীতকালে আবার ফিরিয়া আইসে (Dry, scaly eruptions which disappears in summers and return winters) ।

৬। পুনঃ পুনঃ পীড়কার উদ্ভব হয় (repeated outbreaks of eruptions) ।

৭। গাত্রত্বক অপরিষ্কার, মনে হয় রোগী কখনও স্নান করে নাই এবং স্নান করিলেও গাত্রের দুর্গন্ধতা কাটে না (Skin has dirty dingy look, as if the patient never washed, and the body has a filthy smell even after a bath) ।

সোরিনামকে অনেকটা সালফারের সমকক্ষ্য ঔষধ বলা যাইতে পারে। সালফারের যে চর্ম্মরোগ কিংবা চুলকানি উপশম হয় না সেই স্থলেই সোরিনামকে চিন্তা করিয়া থাকি বিশেষভাবে পুরাতন অবস্থায় সোরিনামকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। সোরিনামের গাত্রত্বক অপরিষ্কার ব্যতীতও তৈলাক্তও হয়। দেখিলে মনে হয় যেন গাত্রত্বকে চর্ব্বিযুক্ত কোন প্রকার পদার্থ লাগান হইয়াছে।

শিশুদিগেতে পীড়কা বিশেষরূপে মস্তকেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদায় মস্তকও পীড়কায় ভরিয়া উঠে কিন্তু ইহা বিশেষরূপে মস্তক হইতে নিম্নে, মুখমণ্ডলের দুই পার্শ্বে, গণ্ডস্থলে, কর্ণের পশ্চাতে বিস্তারিত হয়। এতদপীড়কা সমুহ সময় সময় রসযুক্তও হয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নিঃসরণ হয়। আবার সময় সময় শুষ্ক আঁসযুক্তও হয়, গ্রীষ্মকালে চলিয়া যায়, শীতকালে পুনরায় ফিরিয়া হয় এবং প্রায়ই এই প্রকার পীড়কার সহিত কানপাকা (otorrhœa) বর্ত্তমান থাকে—স্রাব তরল ক্ষতকারক এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ। পীড়কা অবরুদ্ধহেতু রোগেও সোরিনাম নির্ব্বাচিত হয়, সোরিনাম প্রয়োগে রোগ পুনঃ প্রকাশ হইয়া উপসর্গ সমুদায় দূরীভূত হয়।

দুর্ব্বলতা—কোন প্রকার তরুণ কিংবা বাড়াবাড়ি রোগের পর, রোগ আরোগ্য হইয়াও শরীরের দুর্ব্বলতা, গ্লানি, মানসিক অবসাদ, নৈরশ্যভাব নৈশ দুর্ব্বসকারক ঘর্ম্ম না কাটিলে অথচ কোন প্রকার যান্ত্রিক দোষ নাই—এইরূপ স্থলে সোরিনাম উত্তম কার্য্য করে এতদাবস্থায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। চায়নাও প্রচুর রক্তস্রাব, উদরাময়, নৈশ ঘর্ম্ম দরুণ দুর্ব্বলতায় ব্যবহার হয় বটে কিন্তু নৈশঘর্ম্ম দরুণ দুর্ব্বলতায় যখন রোগী মনে করে এযাত্রা আমি আর আরোগ্য হইতে পারিব না, সেইরূপ স্থলে সোরিনামকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। সোরিনামের গাত্রত্বক যদিও শুষ্ক, এবং কদাচিত ঘর্ম্ম হয় কিন্তু দুর্ব্বলতায় সামান্য কারণেই প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

উদরাময়—জলবৎ তরল ঘোর কটাবর্ণ এবং ভীষণ দুর্গন্ধ। এই প্রকার উদরাময় শৈশব কলেরায় কিংবা পুরাতন উদরাময়ে অধিক প্রকাশ পায়। সোরিনামে সমুদায় স্রাবই—শ্বেত প্রদর, মাসিক ঋতুস্রাব, ঘর্ম্ম, ভীষণ পচাগন্ধযুক্ত। রাত্রিতে ১টা হইতে ৪টায় বৃদ্ধি হয়।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—ভীষণ কোষ্ঠ কাঠিন্য, কটিদেশে যন্ত্রণা থাকে, মলদ্বারের নিশ্চেষ্টতা যখন সালফারে উপকার হয় না। মলে অত্যন্ত কুন্থন থাকে (এলিউমিনা)।

পরিপাক ক্রিয়া—অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ করে, সকল সময় খাইতে চায়, মধ্য রাত্রিতে উঠিয়া আহার করে।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে চক্ষুর সম্মুখে কি যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে, এইরূপ বোধ হয়, দৃষ্টি অপরিষ্কার এবং ঘোলা হইয়া আইসে (কেলি বাই), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ এবং চক্রাকার দেখে। শিরঃপীড়ায় সকল সময় ক্ষুধা বোধ করে, আহারে শিরঃপীড়া উপশম হয় (এনাকার্ডি, কেলিফস)। পীড়কা অথবা ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ হেতু শিরঃপীড়া, নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে উপশম (মেলিফোলিয়াম)।

চক্ষু প্রদাহ—ভীষণ আলোকাতঙ্ক, রৌদ্রের দিকে তাকাইতে পারে না, অক্ষিপুট প্রদাহ, চক্ষু খুলিতে পারে না, বালিসে মস্তক গুজিয়া শুইয়া থাকে।

তালুমূল প্রদাহ—তালুমূল অত্যন্ত স্ফীত হয়, খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণে কষ্ট হয়, গলাধঃকরণকালীন কর্ণে পর্য্যন্ত ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করে (যন্ত্রণা বোধ করে না—ব্যারাইটা কার্ব্ব)। প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাব হয়, গলদেশে চট্‌চটে শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকে। সোরিনামে তরুণ তালুমূল প্রদাহ আরোগ্য করে এবং প্রবণতা (tendency) সমূলে নষ্ট করে।

হাঁপানি—শ্বাসকষ্ট খোলা বাতাসে, উপবেশনে বৃদ্ধি হয়, হস্তদ্বয় ছড়াইয়া দিয়া শয়নে উপশম হয় (আর্সেনিকের বিপরীত), রোগী হতাশ হইয়া মনে করে আর বাঁচিব না।

বমন—অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ভীষণ বমন হয়। গর্ভস্থ সন্তান অত্যন্ত নড়াচড়া করে। যখন নির্ব্বাচিত ঔষধে কাজ পাওয়া যায় না, সোরিনাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কাশি—পুরাতন বহুদিনের কাশি, ইকজিমা কিংবা চুলকানি অবরুদ্ধ হেতু। প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গে এবং সন্ধ্যায় শয়নে বৃদ্ধি হয় (ফস্‌ফরাস)। গয়ের সবুজ কিংবা পীত বর্ণ, লবণস্বাদযুক্ত। অনেকক্ষণ কাশির পর শ্লেষ্মা বহির্গত হয়। প্রত্যেক শীতকালে কাশি ফিরিয়া আইসে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর ২০০ এবং তদপেক্ষা উচ্চ শক্তি অধিক ব্যবহার হয় এবং পুনঃ পুনঃ ঔষধ দেওয়া হয় না। এক মাত্রা দিয়া বহুদিন অপেক্ষা করা উচিৎ।

অনুপূরক—সালফার। সালফারে সম্পূর্ণ কার্য্য না হইলে সোরিনাম সচরাচর দেওয়া হয়।

রোগের বৃদ্ধি—কফিপানে, শীতে, ঠাণ্ডায়।

রোগের উপশম—উত্তাপে, উষ্ণ বস্ত্রে আবৃতে, গ্রীষ্মকালে।

স্যাবেডিলা (Sabadilla)

স্যাবেডিলার প্রয়োগ নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে এবং অশ্রুগ্রন্থিতে অধিক প্রকাশ পায় এবং তদহেতু শ্লেষ্মাস্রাব করায়। এতদ্ব্যতীত ক্রিমিতেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। **ডিফথিরিয়া এবং তালুমূল প্রদাহ**—প্রদাহ বাম পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয় এবং উষ্ণ খাদ্য দ্রব্য আহারে উপশম বোধ করে অথচ শুধু গলাধঃকরণ কষ্ট জনক।

২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলদ্বারের ক্রিমি এবং ক্রিমিজনিত কামোন্মাদ।

৩। গলদেশ এবং টাকরা অত্যন্ত শুষ্ক।

সাধারণ লক্ষণ

১। গলদেশে যেন দড়ি লম্বা হইয়া ঝুলিতেছে এইরূপ বোধ এবং তদ হেতু পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিতে হয়।

২। রোগী মনে করে সে অন্তঃসত্বা হইয়াছে।

৩। তরল সর্দ্দিস্রাব হয় (সেপা)

মানসিক লক্ষণ এবং রোগী—স্যাবেডিলা রোগী শীত-কাতুরে। শীত, শীতল বায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। সর্ব্বদা গাত্রে বস্ত্র জড়াইয়া রাখিতে এবং উষ্ণ পানীয় খাদ্যদ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করে। স্নায়বিক ভীতু, সামান্যতেই চমকাইয়া উঠে। কতকগুলি ভ্রম ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করে—মনে করে সে অত্যন্ত গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং অন্তঃসত্বা হইয়াছে।

সর্দ্দি—আক্ষেপযুক্ত হাঁচি হয় এবং নাসিকা হইতে তরল সর্দ্দিতে চক্ষু হইতেও জল নিঃসরণ হইতে থাকে।

তালুমূল প্রদাহ ডিফ্থিরিয়া—প্রদাহ এবং যন্ত্রণা বামপার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয় (ল্যাকে)। উষ্ণ খাদ্য দ্রব্য সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারে অথচ শুধু গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে। (ল্যাকেসিস শীতল খাদ্যদ্রব্যে উপশম বোধ করে।) মনে হয় গলদেশে একটি দড়ি লম্বা হইয়া ঝুলিতেছে এবং তদহেতু পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিতে হয়। গলদেশ অত্যন্ত শুষ্ক বোধ করে।

ক্রিমি—ক্রিমিতে স্যাবেডিলার প্রয়োগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমিতে এবং ক্রিমির দরুণ কামোন্মাদে অথবা ডিম্বাশয়ের প্রবল যন্ত্রণায় স্যাবেডিলাকে অনেক চিকিৎসক উচ্চস্থান প্রদান করেন। একবার ডাক্তার কেণ্ট একটি কুকুরের মলদ্বারের ক্রিমির চুলকানি সেবেডিলা দ্বারা আরোগ্য করেন। সিনাপিস্ নাইগ্রা ও (sinapis nigra) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমির উৎকৃষ্ট ঔষধ। মুখে জল উঠে, বমির উদ্বেগ হয়। সিনার ন্যায় ক্রিমির দরুণ তরকী কম্পন ইত্যাদিতেও স্যাবেডিলা নির্ব্বাচন হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলউসন—৩০, ২০০ শক্তির প্রয়োগ অধিক দেখিতে পাই।

রোগের বৃদ্ধি—ঠাণ্ডায়, শীতল খাদ্য আহারে, পূর্ণিমায়।

রোগের উপশম—উষ্ণ খাদ্য দ্রব্য আহারে এবং উষ্ণ পানীয় পানে।

রিসিনাস (Ricinus)

ইহার সম্পূর্ণ নাম রিসিনাস কম্মিউনিস (Ricinus Communis)। ইহা এরণ্ড বৃক্ষের পাকা বীচি হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। রিসিনাসের প্রধান কার্য্যই হইতেছে পাকাশয় এবং অন্ত্র প্রদেশে, রিসিনাসের ব্যবহার অধিকাংশস্থলে ভেদ বমনে দেখিতে পাওয়া যায়। রিসিনাসে হঠাৎ প্রচুর তরল ভেদ হইয়া কলেরায় পরিণত হয় না ইহার বিশেষত্ব হইতেছে ধীরে ধীরে রোগ আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করে এবং পেটে বেদনা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না। প্রথমে পেটের অসুখ হইয়া, তাহা বন্ধ না হইয়া যখন তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া কলেরার অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং পেটে যন্ত্রণা নাই দেখিবে সেইরূপ স্থলে রিসিনাসকে স্মরণ করিবে। রিসিনাসের ভেদ সাদা তরল ঘোলা জলবৎ অনেকটা পান্তা ভাতের ন্যায়, কিংবা কুমড়া পচা ছিবড়ে যুক্ত কিংবা চাউল ধোয়া জলবৎ। পেটে কোনপ্রকার কুন্থন, কিংবা খোঁচানি থাকে না। বমনও জলবৎ প্রচুর এবং পুনঃ পুনঃ হয়। আমরা রিসিনাসে আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাই তাহা হইতেছে কোলাপ্স অবস্থায় পুনঃ পুনঃ প্রচুর কলসী কলসী ভেদ হইতে থাকে, ভেদ দেখিলে রোগীর জীবনের আশা করা যায় না। কোলাপ্সের এইরূপ অবস্থায় কোন কোন ডাক্তার কার্ব্বভেজ এবং রিসিনাস পর্য্যায় ক্রমে প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন এবং উত্তম ফল পাওয়া যায়। রিসিনাসে নিম্ন লক্ষন কয়েকটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—পেটে একেবারেই বেদনা থাকে না, উদরাময় ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া কলেরায় পরিণত হয়, কোলাপ্স অবস্থায় পুনঃ পুনঃ প্রচুর ভেদ, কলেরা সহ জ্বর হইয়া ন্যাবা (Jaundice) রোগের লক্ষণ, প্রস্রাব বন্ধ।

দুগ্ধলোপ—প্রসবান্তে দুগ্ধলোপে রিসিনাসকে অনেক উচ্চ স্থান প্রদান করেন। ইহা প্রয়োগে প্রসূতির দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। আর্টিকা ইউরেন্স ও একটি উত্তম ঔষধ। রিসিনাস এইরূপ স্থলে নিম্নক্রম প্রয়োগ হয় এবং ক্যাষ্টর অয়েল বাহ্যিক মালিস করিলেও দুগ্ধ নিঃসরণে উপকার করে।

——

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩য় শক্তির অধিক প্রয়োগ হয়। দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর মূল অরিষ্ট ৫ ফোঁটা করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং স্তনে এরণ্ড পাতার পুলটিস দিবে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ভিরেট্রাম, জেট্রোফা।

রিউম (Rheum)

ইহার যাহা কিছু ব্যবহার অধিকাংশই শিশুদিগের প্রতি এবং বিশেষভাবে দন্তোদ্গমকালীন। রিউমের বিশেষ লক্ষণ হইতেছে অম্লগন্ধ। শিশুর গাত্র প্রক্ষালন করা সত্ত্বেও অম্ল গন্ধ যায় না, সমুদায় গাত্র টকগন্ধ (sour smell of the whole body, child smells sour. even ofter washing or bathing (Hep, mag. c.)। দন্তোদ্গমকালীন উদরাময়ের সহিত শিশুর পেটে যন্ত্রণা থাকিলে ক্যামোমিলা, রিয়ম এবং ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের বিষয় মনে উদয় হয়। ইহা জানিতে হইবে রিউমের মল পীতাভ শ্লেষ্মামিশ্রিত তরল কিংবা কাদা কাদা আর ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের মল সবুজ তরল অথবা শ্লেষ্মাযুক্ত। উভয়েতেই অম্ল গন্ধ থাকিলেও কিন্তু রিউমের অম্লগন্ধই বিশেষত্ব আর ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের সবুজ বর্ণই হইতেছে বিশেষত্ব। অম্লগন্ধ যুক্ত মলে আমরা সচরাচর ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব, ক্যালকেরিয়া, হেপার এবং রিউমকে চিন্তা করিয়া থাকি। ক্যামোমিলার মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত যেন পচা ডিম্বের ন্যায়। এতদ্ব্যতীত ক্যামোমিলা ভীষণ খিটখিটে প্রকৃতির।

রিউমে মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে যন্ত্রণা হয় এবং মলত্যাগের পর কোঁথানি থাকে। মল এবং গাত্রত্বক সমুদায়ই অত্যন্ত অম্ল গন্ধযুক্ত (The sour

smelling stool has always been regarded as the most characteristic symptom of Rheum.)।

রিউমে আর একটী লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে—মস্তক ঘর্ম্ম, ইহা প্রচুর এবং সর্ব্বদা হয়। শিশু নিদ্রিত কিংবা জাগরিত, স্থির কিংবা সঞ্চালন যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না, মস্তকের চুল সকল সময়েই ভিজা, এই ঘর্ম্ম অম্লগন্ধযুক্ত হইতে পারে কিংবা নাও পারে (কেলকেরিয়া, স্যানিকিউলা)।

রিউম রোগী অস্থির প্রকৃতির, সমস্ত রাত্রি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে এবং অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট মলত্যাগ করে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০ সচরাচর ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্যামো, কলোসিন্থ, হেপার, ইপিকাক, ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, সালফার।

অনুপূরক—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বে দুগ্ধ পরিপাক না হইলে এবং শিশু অম্ল গন্ধযুক্ত হইলে, রিয়ম প্রয়োগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—গাত্র অনাচ্ছাদনে, আহারের পর, সঞ্চালনে (moving about)।

স্পাইজেলিয়া (Spigelia)

স্পাইজেলিয়ার সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে হৃৎপিণ্ড, চক্ষু এবং স্নায়ুর উপর। স্নায়ুশূলে বিশেষতঃ বাম অক্ষি পুটের ইহা একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ স্পাইজেলিয়া সাধারণতঃ রক্তশূন্য, দুর্ব্বল, বাত ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। স্নায়বীক শিরঃপীড়া। পর্য্যায়শীল (periodical) মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকোপরি উঠিয়া বাম চক্ষুতে বিস্তারিত হয়। প্রাতঃকালে যন্ত্রণা সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইয়া দ্বিপ্রহরে ভীষণ হইয়া সন্ধ্যার সময় হ্রাস হয়।

২। অক্ষিপুট স্নায়ুশূলের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। যন্ত্রণা সূর্য্য উদয় এবং অস্তের সহিত বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয়। মনে হয় অক্ষি গোলক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়াছে—চক্ষু সঞ্চালনে স্পর্শে, ঠাণ্ডায়, স্যাঁৎসেতে এবং বৃষ্টি বাদল সময়ে বৃদ্ধি হয়।

৩। বক্ষঃস্থলে বিশেষতঃ বাম হৃৎপিণ্ডে সূচীভেদবৎ ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা বাম বাহু বাম গ্রীবাতে বিস্তারিত হয়। রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে কিংবা মস্তক উচু করিয়া শয়ন করিতে বাধ্য হয় (ক্যাক্টাস, স্পঞ্জিয়া)।

৪। হৃৎস্পন্দন ভীষণ হয়। বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং দূর হইতে শব্দ শুনা যায়। সামান্য সঞ্চালনে, শরীর সম্মুখদিকে নত করিলে বৃদ্ধি হয়।

৫। রক্তশূন্য, দুর্ব্বল, বাত ধাতু গ্রস্থ, গণ্ডমালা ধাতুযুক্ত কৃমির উপদ্রব বিশিষ্ট ব্যক্তিতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সাধারণ লক্ষণ

তীক্ষ্ণ খোঁচা মুখযুক্ত বস্তু যেমন পিন, আলপিন, ইত্যাদি দেখিলে ভীত হয়।

২। প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা গলদেশে সমাবেশ হয় তদহেতু রাত্রিতে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

৩। দন্তশূল—ধূমপানে বৃদ্ধি হয়, কেবল শয়নে এবং আহার কালীন উপশম হয়। শীতল বায়ু এবং শীতল জলে বৃদ্ধি হয়।

৪। তোতলামি—একটি অক্ষর ৩।৪ বার পুনরাবৃত্তি করে ক্রিমির উপদ্রব এবং নিম্নোদরের গোলমাল থাকে।

মানসিক লক্ষণ—রোগী, ভীত, স্নায়ুপ্রধান, কোন প্রকার তীক্ষ্ণ যেমন পিন আলপিন এই প্রকার বস্তু দেখিলে অত্যন্ত ভীত হয়।

অক্ষিপুট স্নায়ুশূল (Ciliary neuralgia)—অক্ষিপুট স্নায়ুশূলে স্পাইজেলিয়ার স্থান অতি উচ্চ (This remedy is our mainstay in ciliary neuralgia)। যন্ত্রণা প্রাতে সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইয়া দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, সন্ধ্যায় সূর্য্যের অস্তের সঙ্গে সঙ্গে আবার হ্রাস হয় এবং যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশে আরম্ভ হইয়া বাম চক্ষুতে বিস্তারিত হয়। স্পাইজেলিয়ার অক্ষিপুট স্নায়ুশূলের ইহাই হইতেছে বিশেষত্ব। যন্ত্রণা যে কোন চক্ষুতে বিস্তারিত হইতে পারে কিন্তু স্পাইজিলায় বাম চক্ষুই অধিক আক্রান্ত হয়। চক্ষুতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। চক্ষুর উর্দ্ধ প্রদেশ স্পর্শ করা যায় না, অক্ষি গোলক আকারে অত্যন্ত বৃহৎ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় এতদসহ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় আক্রান্ত চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে এবং সর্দ্দি বর্ত্তমান থাকে।

স্পাইজেলিয়ার শিরঃপীড়া, প্রায়ই এক পার্শ্বে বিশেষভাবে বামপার্শ্বে অধিক হয় (দক্ষিণ পার্শ্বে—সাইলিসিয়া, স্যাঙ্গুইনেরিয়া) এবং মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ হয়।

মিজিরিয়াম—ইহাও অক্ষিপুট শূল যন্ত্রণায় একটি উত্তম ঔষধ। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং নিম্নদিকে ঠেলা মারে। চক্ষু শীতল বলিয়া বোধ হয় মনে হয় যেন শীতল বায়ুর স্পর্শ লাগিতেছে। মিজিরিয়াম অস্থিতে যন্ত্রণা হইলে এবং পারদের দোষ বর্ত্তমান থাকিলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

থুজা—ইহাকে অনেকে অক্ষিপুট স্নায়ুশূলে প্রয়োগ করেন, ইহাতেও মিজিরিয়ামের ন্যায় চক্ষুতে শীতলতা বোধ থাকে কিন্তু ইহার যন্ত্রণার গতি উৰ্দ্ধদিকে (shoots upwards)

সিড্রন—স্নায়ুশূলের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব হইতেছে যে যন্ত্রণা প্রত্যহ ঠিক একই সময়ে হয়।

হৃৎশূল—হৃৎশূলে স্পাইজেলিয়াকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। বাম বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয়। বক্ষঃস্থল হইতে যন্ত্রণা বাহু এবং গ্রীবাতে বিস্তারিত হয়। বক্ষঃস্থলে হস্ত রাখিলে সূক্ষ্ম ঘড ঘড় শব্দের অনুভূতি হয়। হস্ত এবং বাহুর সামান্য সঞ্চালনেই রোগী অস্বস্থি বোধ করে। বাম পার্শ্বে শুইতেই পারে না, নাড়ীর স্পন্দন হৃৎপিণ্ডের গতির সহিত সমতা থাকে না। যন্ত্রণা ক্যাক্‌টাসের অপেক্ষা কম বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে (ফস্ফ, নেট্রাম মিউর) অথবা মস্তক অত্যন্ত উচু করিয়া শুইতে বাধ্য হয়। সামান্য সঞ্চালনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় (স্পাজা)। হৃৎপিণ্ডের বাতে স্পাইজিলিয়াকে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। এতদ বিষয়ের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্রিমি—ক্রিমির দরুণ বক্রদৃষ্টি হইলে স্পাইজিলিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হয় (সিনা)। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং চক্ষুর ধার কালিমাযুক্ত হয়। প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গে রোগী বমনোদ্বেগ এবং নাভির চারিপার্শ্বে যন্ত্রণা বোধ করে। মলের সহিত শ্লেষ্মা এবং ক্রিমি মিশ্রিত থাকে।

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল (Prosopalgia)—ইহাও অক্ষিপুটের স্নায়ুশূলের ন্যায় যন্ত্রণা প্রত্যহ হয় না বরং পর্য্যায়শীলরূপে (periodically) হয়

এবং যন্ত্রণা বামপার্শ্বেই অধিক হয়। সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইয়া সন্ধ্যার সময় উপশম হয়। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ, যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। ঠাণ্ডা এবং বৃষ্টি বাদলের দিনে এবং চা পানে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

দন্তশূল—ইহার দন্তশূলের যন্ত্রণা স্নায়বিক প্রকৃতির (neuralgic)। ধুম পানে বৃদ্ধি হয়। শয়নে এবং আহারকালীন উপশম বোধ করে।

হৃৎকম্পন (Palpitation)—স্পাইজেলিয়ার হৃৎকম্পন অত্যন্ত ভীষণ হয়, এমন কি ইহা বাহির হইতে দেখা যায় এবং শুনা যায় (violent, visible and audible)। সামান্য সঞ্চালনে, শরীর সম্মুখদিকে নত করিলে বৃদ্ধি হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—অধিকাংশ চিকিৎসক নিম্নক্রম ৩x, ৬x, ব্যবহার করেন। আমি উচ্চক্রম ৩০, ২০০ শক্তি অধিক অনুমোদন করি এবং স্নায়ু প্রধান রোগীদিগেতে উচ্চ শক্তিই প্রয়োগ হওয়া উচিৎ।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যাক্টাস, ডিজিটালিস, স্পাজা, ক্যালমিয়া—হৃৎপিণ্ডের রোগে।

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে, গোলমালে, স্পর্শে, চক্ষু নাড়াচাড়ায়, ঝাঁকুনি, বিকম্পন, মানসিক অস্থিরতায়।

রোগের উপশম—মস্তক উচু করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে (আর্স, ক্যাক্টাস, স্পঞ্জিয়া)।

মিলিফোলিয়াম (Millefolium)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাত ঔষধ ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণই হইতেছে—রক্তস্রাব। রক্ত লাল উজ্জ্বল বর্ণ, ইহার রক্ত স্রাবের বিশেষত্ব হইতেছে—যন্ত্রণাশূন্যতা অর্থাৎ রক্তস্রাবের সহিত যন্ত্রণা বিশেষ থাকে না। রক্তস্রাব জরায়ু, মূত্রপথ, মলদ্বার, ফুসফুস্, নাসিকা, উদর ইত্যাদি যে কোন স্থান হইতেই হউক রক্ত তরল উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং যন্ত্রণাশূন্য হইলে মিলিফোলিয়ামকে চিন্তা করিবে—

মিলিফোলিয়ামের রক্ত স্রাবের সহিত একোনাইটের ন্যায় উদ্বিগ্নতা কিংবা জ্বর থাকে না। (painless drainage, from nose, lungs, uterus, after labor or abortions, after great exertion, after miscarriage)—আঘাত, গর্ভপাত, প্রসব ইত্যাদি জনিত উক্তপ্রকার রক্তস্রাব হইলেও আমরা মিলিফোলিয়ামকে উচ্চস্থানে দিয়া থাকি, প্রসবান্তিক রক্তস্রাবে (post-partem haemorrhage) ইহা প্রতিষেধকরূপে কার্য্য করে।

যে সমুদয় ব্যক্তির অধিক রক্তস্রাব হয় কিংবা রক্তস্রাব প্রবণতা অধিক যেমন প্রসবান্তে, দন্তোৎপাটনে, শস্ত্রোপচারে (operation) অধিক রক্তস্রাব হয় কিংবা আশঙ্কা থাকে সেইরূপ স্থলে মিলিফোলিয়াম কিংবা ল্যাকেসিস পূর্ব্বে একমাত্রা উচ্চক্রম সেবন করাইয়া দিবে (A haemorrhage patient should have a dose of millefolium or lachesis before going into confinement, or before having teeth extracted or operation-Kent)। মিলিফোলিয়াম যেমন উক্তরূপ অবস্থায় পূর্ব্বে ব্যবহার হয় তেমনি পরেও, যখন রক্ত শীঘ্র বন্ধ হয় না সেইস্থলেও ব্যবহার হয়।

টাইফয়েডে, মলদ্বার, অন্ত্র, অর্শ, মলদ্বারের আঁচিল, আঘাত, ক্ষত ইত্যাদি যে স্থান হইতেই রক্তস্রাব হউক,—রক্তস্রাব, তরল যন্ত্রণাশূন্য এবং উজ্জ্বল হইলে মিলিফোলিমাকে প্রাধান্য দিবে। ধমনী শিথিল হইয়া যায়। ধমনীর রক্ত রোধ করিবার ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া বশতঃ (Atony of the blood-vessels) এইপ্রকার রক্তস্রাব সহজেই হইয়া থাকে এবং রক্ত শীঘ্র বন্ধ হইতেও চাহে না।

মূত্রপিণ্ডে প্রদাহ কিংবা যন্ত্রণা বশতঃ রক্ত প্রস্রাবে ইহা অধিকাংশ স্থলে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। প্রস্রাব রক্তমাখা এবং রক্তের চাপ (clots) তলানিযুক্ত—রক্ত বহুদিন যাবৎ লাগিয়া থাকে, প্রস্রাব অসারেও হয়।

মিলিফোলিয়ামের রক্তস্রাব শীঘ্র শুষ্ক হয় না—অনেক দিন অল্প অল্প লাগিয়া থাকে—ইহা মিলিফোলিয়ামের একটি বিশেষত্ব জানিবে।

মিলিফোলিয়ামে রক্তস্রাবের পরও ভীষণ রক্তাধিক্যতা (congestion) থাকে—এতদহেতুই শস্ত্রক্রিয়ার পর ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয় না—উজ্জ্বল রক্তস্রাব অল্প বিস্তর লাগিয়া থাকে। মিলিফোলিয়ামের কাশি কিংবা রক্তস্রাবে—আর একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে—ইহার সহিত জ্বর বর্ত্তমান থাকে না।

ইপিকাক—ইহাও রক্তস্রাবের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে কিন্তু ইহাতে বমন এবং বমনোদ্বেগ থাকে ও সময় সময় বেগের সহিত নির্গত হয়—কিন্তু মিলিফোলিয়ামের রক্তস্রাব—নিশ্চিষ্ট প্রকৃতির (passive), বমন কিংবা বমনোদ্বেগ ইত্যাদি কিছুই থাকে না।

হেমামেলিস—ইহার রক্তস্রাব মিলিফোলিয়াম অপেক্ষাও নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির কিন্তু ইহার স্রাব মিলিফোলিয়ামের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ নয় বরং শৈরিক বর্ণ (venous blood)।

থাইসিস (Phthisis) এবং রক্তকাশি—রক্তস্রাবী থাইসিসের প্রথমাবস্থায় মিলিফোলিয়াম প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়।

আঘাত প্রাপ্ত হেতু কিংবা কোন স্নায়ু ছিঁড়িয়া গিয়া রক্ত কাশেও মিলিফোলিয়াম নির্ব্বাচিত হয়। কাশির সহিত উজ্জ্বল রক্ত নির্গত হয়। এইপ্রকার রক্তকাশি মাসিক ঋতুস্রাব কিংবা অর্শ অবরুদ্ধ হেতুও হয়—সেইরূপ স্থলেও মিলিফোলিয়ামকে চিন্তা করা যাইতে পারে। আঘাতপ্রাপ্ত হেতু রক্তকাশে—আর্ণিকাও একটি উত্তম ঔষধ বটে—কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় রক্তস্রাব অধিক থাকিলে সেইরূপ স্থলে মিলিফোলিয়াম অধিক কার্য্য করে। মিলিফোলিয়ামে রক্তস্রাব প্রত্যহ ৪টার সময় প্রায় প্রকাশ পায় (লাইকো)। আঘাত প্রাপ্ত হেতু ফুসফুস, উদর ইত্যাদি স্থল হইতে

রক্তস্রাবে আর্ণিকা ব্যবহারে সম্পূর্ণ রোগ আরোগ্য না হইলে মিলিফোলিয়ামকে চিন্তা করিবে। Aman thrown from a carriage had continued to cough up blood for many weeks was cured by this remedy very high, কোন জিনিষ উত্তোলন করিতে কিংবা পড়িয়া গিয়া আঘাত প্রাপ্ত হেতু ভিতরে ভিতরে রক্তস্রাব হইলেও মিলিফোলিয়ামকে উচ্চস্থান দিবে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম অধিক প্রয়োগ হয় কিন্তু আমি সচরাচর ৩০ শক্তি অধিক ব্যবহার করি। পুস্তকে মূল অরিষ্ট এবং ৩x, ৬x ইত্যাদি ক্রমের উল্লেখ দেখিতে পাই।

সমগুণ ঔষধসমূহ—হেমামেলিস, ইরিকটাই, আর্ণিকা।

রোগীর বিবরণ

হাওড়া জেলার একটি রোগী দেখিতে যাই। সম্ভ্রান্ত ঘরের এক মহিলা বয়স প্রায় ৩০ হইবে। রক্তস্রাব হইতেছে, একজন আমারই পরিচিত এলো-প্যাথিক চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছেন। একই সঙ্গে উভয়ই সেই রোগীর বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। তিনি তাহার ঔষধের কার্য্যের উপর গ্যারান্টী দিয়া বলিলেন অদ্যই সন্ধ্যার মধ্যে রক্তস্রাব অনেক হ্রাস হইয়া আসিবে অথচ তৎপর দিন পর্য্যন্ত একশিশি ঔষধ খাইয়া ফেলিলেন কিন্তু কোনই উপকার দেখা দিল না। আবার তিনি পুনরায় আমার নিকট আসিলেন এবং উভয়কেই লইয়া গেলেন—আমার বন্ধু এলোপ্যাথিক চিকিৎসক এত নিশ্চিত করিয়া বলিয়া আসা সত্বেও কোনই উপকার না হওয়ায়—অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করিতে লাগিলেন এবং গৃহস্থকে বলিলেন—আর একজন বিজ্ঞ স্ত্রী চিকিৎককে পরামর্শের জন্য লইয়া আসা হউক। তখন রোগীর স্বামী আমাকে বলিলেন—আপনি কোন ঔষধ দিবেন কি?—আমার পকেটে তাহার পূর্ব্বদিন হইতেই মিলিকোলিয়াম ৩০ একশিশি ছিল—আমি তাহা হইতে কয়েক ফোঁটা সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসি এবং জানিতে পারিলাম—তাহাতেই রক্তস্রাব অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে, এইপ্রকারে কয়েক দিনের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

রিউমেক্‌স (Rumex)

ইহার সম্পূর্ণ নাম রিউমেক্স ক্রিস্পাস। শরীরের তিনটি স্থানে ইহার প্রধান প্রয়োগ দেখা যায়— (১) শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র, (২) উদর এবং (৩) গাত্রত্বক।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। **শীতল বায়ু ভীষণ স্পর্শাধিক্য।** স্বরভঙ্গ সন্ধ্যায় এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি।

২। গলদেশের নিম্নে খুস্ খুস্ করিয়া শুষ্ক কাশির উদ্রেক (Tickling in throat pit)

৩। শুষ্ক কাশি, ভীষণ কষ্টজনক। বায়ুর পরিবর্ত্তনে (ফস্ক, স্পঞ্জিয়া) সন্ধ্যায় শয়নে, গলদেশ স্পর্শে কিংবা চাপে, বামপার্শ্বে শয়নে (ফস্ক) সামান্য শীতল বায়ু সেবনে (from slightest inhalation of cool air) কাশি বৃদ্ধি হয়। রোগী ঠাণ্ডা বায়ুর ভয়ে মস্তক, মুখমণ্ডল বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখে। কাশিতে শ্লেষ্মা বিশেষ কিছুই উঠে না। গরমে কাশির উপশম বোধ করে।

৪। প্রাতঃকালীন উদরাময়—প্রত্যূষে রোগীকে মলত্যাগের বেগে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায় (এলোজ, নেট্রাম সালফ, পড, সালফার)। মল যন্ত্রণাশূন্য, প্রচুর, দুর্গন্ধযুক্ত।

৫। শরীরের নানাস্থানে চুলকায়। ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি এবং গরমে উপশম হয়। গাত্রাবরণ খুলিলে, গাত্র খালি করিলে ঠাণ্ডা লাগাইলে ভীষণ চুলকায় (হেপার, নেট্রাম সালফ, ওলিএণ্ডার)।

সাধারণ লক্ষণ

১। কাশি, হাঁচিতে অসারে মূত্র নির্গত হয় (কষ্টি)

২। কণ্ঠনলী, বায়ুনলী কাশিকালীন কাঁচা কাঁচা বোধ হয়। চড় চড় করে (কষ্টিকাম)।

কাশি—রিউমেক্সের কাশি ভীষণ হয়। কাশি শুষ্ক, শ্লেষ্মা বিশেষ কিছুই থাকে না। কাশিতে কাশিতে রোগী অস্থির এবং বিরক্ত হইয়া পড়ে এবং কাশি চাপে, কথাবার্ত্তায়, বিশেষরূপে শীতলবায়ু সেবনে এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। রোগী শীতল বায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। সামান্য শীতল বায়ু সেবনেই ভীষণ কাশির উদ্রেক হয়। এতদ ভয়ে রোগী মুখমণ্ডল, মস্তক সমুদায় কাপড়ে আবৃত করিয়া রাখে। হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকায় কণ্ঠনলী এবং বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শীতল বায়ুতে এত অধিক স্পর্শাধিক্য, বোধ হয় আর কোন ঔষধে দেখা যায় না (There is perhaps no remedy under which the sensibility of the mucous membranes of the larynx and trachea becomes more exalted than this one, the patient must cover up the head in bed inorder to protect these membranes from contact with the air, which immediately excites cough)। যদিও ফস্‌ফরাস, স্পঞ্জিয়ায় শীতল বায়ু সেবনে কাশি বৃদ্ধি হয় কিন্তু রিউমেক্সের ন্যায় তত অধিক নয়। সকল চিকিৎসকই রিউমেক্সকে খুস খুসে কাশির সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলেন। এই খুস খুস বুকাস্থির (sternum) উপরে কিংবা ঈষৎ নিম্ন হইতে আরম্ভ হয়। এতদ্ব্যতীত রিউমেক্সে আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে কাশিকালীন সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা ঠিক বাম স্তনের বোঁটার নিম্নে বাম ফুসফুসের ভিতর দিক দিয়া প্রকাশ পায়।

কাশি রাত্রিতে প্রায় ১১ টার সময় শয়নকালীন বৃদ্ধি হয়, নিদ্রা হউক কিংবা নাই হউক কাশি বৃদ্ধি হয় (নিদ্রা আসিলেই কাশি বৃদ্ধি হয়, রোগী নিদ্রা যাইতে ভয় পায়—ল্যাকেসিস্) এতদ্ব্যতীত বামপার্শ্বে শয়নেও কাশি বৃদ্ধি হয় (ফসফরাস)

উদরাময়—প্রাতঃকালীন উদরাময়ে রিউমেক্সকে সালফার এবং এবং পডফাইলামের সমকক্ষ ঔষধ বলা হয়। ইহার উদরাময় কটাবর্ণ এবং উদরাময়ের সহিত উক্ত প্রকার কাশি বর্ত্তমান থাকা উচিত। রিউমেক্সের কাশিই হইতেছে বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। পেটে যন্ত্রণা থাকে না, মল, প্রচুর, দুর্গন্ধযুক্ত হঠাৎ মলত্যাগের বেগে টানিয়া লইয়া যায়।

চুলকানি—চুলকানি গাত্রের বস্ত্র খুলিলেই বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ গাত্রত্বক ঠাণ্ডা লাগিলেই ভীষণ চুলকাইতে থাকে। চুলকানি ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়, উত্তাপে উপশম হয়। (হেপার, নেট্রাম সাল্ফ, ওলিএণ্ডার)। চুলকানির পীড়কা-গুলি (eruptions) দেখিতে অনেকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমবাতের সদৃশ।

নেট্রাম সালফে যদিও এইরূপ চুলকানি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার সহিত হাবা কিংবা ম্যালেরিয়ার কারণ বর্ত্তমান থাবে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—বেলেডোনা, কষ্টিকাম, হাইওসিয়ামাস, ফস্ফরাস, সালফার।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল বায়ুতে, শয়নে।

রোগের উপশম—উত্তাপে, গরমে, মুখগহ্বর আবৃত রাখায়।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া (Sanguinaria)

ইহার সম্পূর্ণ নাম স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্যানাডেনসিস। ইহাতে শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়, বিশেষরূপে শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার উপর ইহার যথেষ্ট কার্য্য প্রকাশ পায়। এতদ্দহেতু গণ্ডস্থলে গোলাকার আকৃতি লোহিতাভাযুক্ত দাগ, উত্তাপ, মস্তক এবং বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্যতা, কপালের পার্শ্বের ধমনীর স্ফীতি, হস্তের চেটো এবং পায়ের তলার জ্বলন ইত্যাদি সমুদায় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শিরঃপীড়া—৭ দিন, ১০ দিন পর এইরূপ ফিরিয়া ফিরিয়া হয়। শিরঃপীড়ার সহিত বমনোদ্বেগ এবং বমন বর্ত্তমান থাকে। যন্ত্রণা সম্পূর্ণ বিশ্রামে, অন্ধকার গৃহে, উপশম হয়। প্রাতে সূর্য্যের উদয়ের সহিত শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হইয়া সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হয়। যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশে আরম্ভ হইয়া মস্তকোপরি উঠিয়া দক্ষিণ চক্ষুতে শেষ হয় (বাম চক্ষু—স্পাইজেলিয়া)।

২। গণ্ডস্থলে লোহিতাভ গোলাকৃতি দাগ (circumscribed red cheeeks)।

৩। দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির ত্রিকোণ পেশীতে বাত, রোগী হস্ত মস্তকোপরি উত্তোলন করিতে পারে না।

৪। কাশি শুষ্ক খুস্‌খুসে, রাত্রিতে কাশিতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসে। উপবেশনে এবং বায়ুনিঃসরণে কাশি উপশম হয়।

৫। কাশি এবং শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

৬। রজোনিবৃত্তিকালের উপসর্গ—সালফারে এবং ল্যাকেসিসে উপশম না হইলে স্যাঙ্গুইনেরিয়া বিবেচ্য।

—

সাধারণ লক্ষণ

১। নাসিকা অর্ব্বুদ।

২। স্বল্প চর্ম্মযুক্ত স্থানে যন্ত্রণা যেমন টিবিয়া।

৩। গলদেশে যন্ত্রণা।

৪। স্বল্প ঋতুস্রাব হেতু মুখ-ব্রণ।

—

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়ায় ইহার বিশেষ ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু ইহার শিরঃপীড়ায় বিশেষত্ব হইতেছে যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকোপরি উঠিয়া দক্ষিণ চক্ষুতে গিয়া স্থগিত হয় (সাইলিসিয়া। বাম চক্ষু—স্পাইজেলিয়া) এবং শিরঃপীড়ার সহিত বমন ও বমনোদ্বেগ থাকে। রোগী স্থিরভাবে, অন্ধকার গৃহে এবং নিদ্রায় উপশম বোধ করে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যন্ত্রণা প্রাতে আরম্ভ হইয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইয়া সন্ধ্যায় উপশম হয়। যন্ত্রণায় মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে মনে হয়, নিদ্রায় হ্রাস হয়। যন্ত্রণা যখন বৃদ্ধি হয় রোগী গোলমাল, কোনও প্রকার শব্দ কিংবা ঘ্রাণ সহ্য করিতে পারে না এবং যন্ত্রণা যখন চরমে উঠে বমন এবং বমনোদ্বেগ হয়, ভুক্তদ্রব্য এবং পিত্ত বমন করে। নিদ্রা এবং অন্ধকার গৃহ ব্যতীত মূত্র ত্যাগেও উপশম বোধ করে। সেঙ্গুইনেরিয়া পুরাতন মেয়াদী (periodical) শিরঃপীড়ায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

বেলেডোনা—ইহার সহিত কতক বিষয়ে স্যাঙ্গুইনেরিয়ার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, উভয় ঔষধেই গোলমাল, আলো সহ্য হয় না এবং যন্ত্রণা অত্যন্ত প্রবল হয়। কিন্তু স্যাঙ্গুইনেরিয়ার যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ হয় এবং শয়নে উপশম হয় আর বেলেডনার যন্ত্রণা কপালের দুই পার্শ্বে ধমনীতেই অধিক হয় এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় উপশম হয়।

আইরিস্—ইহার শিরঃপীড়ার সহিতও বমনোদ্বেগ হয় এবং যন্ত্রণা ফিরিয়া ফিরিয়া আসে ৫ দিন, ৭ দিন, ১০ দিন পর এইরূপ হয়। এই প্রকার শিরঃপীড়া স্কুল-শিক্ষক, অধ্যাপক, ছাত্রদিগের মধ্যে অধিক হয়। যন্ত্রণা ভীষণ হয় এবং দপ্ দপ্ প্রকৃতির এবং চক্ষুর ঊর্দ্ধ প্রদেশে অধিক প্রকাশ পায়। যন্ত্রণা যখন অত্যন্ত অধিক হয় অম্ল অথবা তিক্ত বমন হইতে থাকে।

নিউমোনিয়া—নিউমোনিয়ায় স্যাঙ্গুইনেরিয়ার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কাশির সহিত ঈষৎ কটাবর্ণ (rust colored) গয়ের উঠে, অত্যন্ত কষ্টজনক শ্বাসকষ্ট, হস্তপদ উত্তপ্ত অথবা বরফবৎ শীতল। হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল, রোগী মূর্চ্ছা যায়, প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং বমনোদ্বেগ থাকে। নিউমোনিয়ায় সেঙ্গুইনেরিয়ায় একটি বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তাহা হইতেছে circumscribed red cheeks অর্থাৎ গণ্ডস্থলে লোহিতাভ গোলাকার দাগ।

ভিরেট্রাম ভিরেডি—ইহার সহিত কতক বিষয়ে স্যাঙ্গুইনেরিয়ার সাদৃশ্য রহিয়াছে উভয় ঔষধেই রক্তাধিক্যতা প্রবলতা অত্যন্ত অধিক, তথাপি ভিরেট্রাম ভিরেডির arterial excitement অধিক প্রবল থাকে। কিন্তু Hepatization আরম্ভ হইলে ভিরেট্রাম আর প্রয়োগ হয় না। ভিরেট্রাম ভিরেডির যাহা কিছু কার্য্য তদসমুদায়ই রক্তাধিক্যতা অবস্থায়।

এণ্টিমটার্ট—সেঙ্গুইনেরিয়ার সহিত সাদৃশ্য যখন রক্ত oxygen অভাবে কার্ব্বনের আধিক্যবশতঃ মুখমণ্ডল নীল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঘড় ঘড় কাশি ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে।

সালফার—সহজারোগ্য (resolutiom) অবস্থায় যখন ফুস্ ফুস্ শীঘ্র পরিষ্কার হইতেছে না এবং গয়ের পুঁজের ন্যায় হয় তখন সালফার অনেক স্থলে উত্তম কার্য্য করে এবং যখন গয়ের অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় এমন কি রোগী নিজেই ইহা টের পায় তখন সেঙ্গুইনেরিয়াকেই উচ্চস্থান দিবে।

বাত—স্কন্ধাস্থির ত্রিকোণ পেশীর (deltoid muscle) বাতে সেঙ্গুইনেরিয়া উত্তম কার্য্য করে দক্ষিণ পার্শ্বের ত্রিকোণ পেশীতে ইহা অধিক

নির্ব্বাচিত হয়। রোগী দক্ষিণ হস্ত মস্তকে উত্তোলন করিতে পারে না (ফেরাম মেট—বাম পার্শ্বের ত্রিকোণ পেশীতে উত্তম কার্য্য করে)।

ব্রণ (Acne)—যে সমুদায় স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতুস্রাব স্বল্প হয় এবং যাহাদিগের রক্তসঞ্চালনক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন হয় না তাহাদিগের মুখ-মণ্ডলের ব্রণে সেঙ্গুইনেরিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

বহু পাদ (Polypi)—সেঙ্গুইনেরিয়ার প্রয়োগ নাসিকার mucous polypi অর্থাৎ বহু পাদে (নাসা) অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সহজেই রক্তস্রাব হয় এবং এতদসহ মুখ হইতে প্রায়ই প্রচুর লালাস্রাব এবং নাসিকা হইতে জলবৎ তরল সর্দ্দি বর্ত্তমান থাকে।

কাশি—কাশি শুষ্ক, কাশিতে কাশিতে রোগী রাত্রিতে জাগিয়া শয্যায় উঠিয়া না বসা পর্য্যন্ত উপশম হয় না এবং মলদ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণ হইলেও উপশম হয়। কাশি সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়, শয্যায় উঠিয়া বসিলে এবং বায়ু উদ্গারে উপশম (পালসেটিলা)। কাশি শুষ্ক অবস্থা হইতে ক্রমশঃ তরল হয় এবং তরল কাশির গয়ের অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাসও অত্যন্ত বদগন্ধযুক্ত হয় (Loose cough with badly smelling sputa, the breath and sputa smelling badly to the patient himself)। এই প্রকার দুর্গন্ধতা ক্যাপ্সিকামেও রহিয়াছে, ইহার বিষয়েও চিন্তা করিবে। ব্রোঙ্কাইটিস এবং নিউমোনিয়ার পর এই প্রকার কাশি অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং এইরূপ অবস্থা হইতে রোগী শীঘ্রই ক্ষয়কাশে পরিণত হয়।

রজোনিবৃত্তিকালের উপসর্গ (Climacteric ailments)—শ্বেতপ্রদর এবং উত্তাপ বোধ, হস্তপদের জ্বলন, স্তন বৃদ্ধি এবং যন্ত্রণা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। ল্যাকেসিস কিংবা সালফার প্রয়োগে উপকার না হইলে সেঙ্গুইনেরিয়া চিন্তা করিবে।

রক্তস্রাব—রজোনিবৃত্তিকালে জরায়ু রক্তস্রাবে সেঙ্গুইনেরিয়া বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত হয়। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ, চাপ চাপ এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

রক্তস্রাবের সহিত বমনোদ্বেগসহ শিরঃপীড়া (sick headache) বর্ত্তমান থাকিলেই ইহা উত্তম কার্য্য করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলউসন—আমরা ৩০, ২০০ অধিক ব্যবহার করি। ডাক্তার বোরিক তাঁহার গ্রন্থে শিরঃপীড়ায় মূল অরিষ্ট এবং বাতে নিম্নক্রম অধিক অনুমোদন করেন। আমার নিম্নক্রমের অধিক অভিজ্ঞতা নাই। নাসিকার অর্ব্বুদে নিম্নক্রম ৩x ব্যবহার করিয়া থাকি।

সমগুণ ঔষধসমূহ—বনমোদ্বেগযুক্ত শিরঃপীড়ায় আইরিস, মিলিফোলিয়াম। রজোনিবৃত্তি কালের উপসর্গে—সালফার, ল্যাকেসিস। পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিস কিংবা গুপ্ত নিউমোনিয়ায়—চেলিডোনিয়াম, ফস্ফ, সালফার।

রোগের বৃদ্ধি—দক্ষিণ পার্শ্বে, সঞ্চালনে, স্পর্শে।

রোগের উপশম—নিদ্রায়, অন্ধকারে।

স্যাম্বুকাশ (Sambucus)

ইহার সম্পূর্ণ নাম স্যাম্বুকাশ নাইগ্রা। ইহার অধিকাংশ কার্য্যই শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রে এবং বিশেষতঃ শিশুদিগের শুষ্ক সর্দ্দি এবং নাক সেঁটে ধরায় প্রকাশ পায়।

নাক সেঁটে ধরা (Snuffles)—এই রোগ শিশুদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্যাম্বুকাশ তাহার এমটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শ্লেষ্মা নাসিকায় বিশেষ কিছুই থাকে না, শুষ্ক, নাসিকা সম্পূর্ণ সেঁটে যায় শিশু নাসিকা দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস লইতে বাধ্য হয় (এমন কার্ব্ব)।

আক্ষেপিক হাঁপানি (**Asthma millari**—)হঠাৎ প্রায় মধ্য রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থা হইতে শিশু শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়া জাগিয়া শয্যায় উঠিয়া বসে। শিশুর মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য হাঁপাইতে থাকে। রোগী মৃতবৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইভাব আপনা হইতে কাটিয়া গিয়া পুনরায় শিশু নিদ্রা যায় আবার আক্রান্ত হইয়া উঠিয়া বসে। শিশু নিশ্বাস সহজে গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু ফেলিতে পারে না (child inspires but cannot expire—Chlorine, Mephites) অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হয়। শিশু আক্রমন অবস্থাতেই শুইয়া পড়ে (লেকেসিস)।

কাশি—শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। কাশি প্রায় মধ্য রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। বক্ষঃস্থলে আক্ষেপ (spasm) হয়। নিশ্বাস সহজে এবং নিয়মিতরূপে গ্রহণ করে কিন্তু ফেলিবার সময় দীর্ঘনিশ্বাস টানিতে হয় কাশি ফাঁপা শব্দযুক্ত এবং সময় সময় হুপিং কাশির ন্যায়।

জ্বর

সময়—অপরাহ্ণ এবং সন্ধ্যায়।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। হস্ত পদ বরফবৎ শীতল, অথচ শরীরের আর সমুদায় অংশ স্বাভাবিক উষ্ণ। শীত প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা থাকে।

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে। গাত্রাচ্ছাদন ফেলিতে চায় না (dread of uncovering)। মুখমণ্ডল গাত্রত্বক উত্তপ্ত এবং পদদ্বয় বরফবৎ শীতল। নিদ্রিত অবস্থায় গাত্রত্বক শুষ্ক এবং উত্তপ্ত থাকে (dry heat while sleeps)

ঘর্ম্ম অবস্থা—পিপাসা থাকে না। নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই মুখমণ্ডলে এবং সমুদায় শরীরময় প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় অর্থাৎ জাগরিত অবস্থায় সমুদায় গাত্র ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া থাকে, নিদ্রিত হইয়া পড়িলে অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় পুনরায় সমুদায় শরীর শুষ্ক হয় (Profuse sweat breaks out on the face without thirst, while

awake, sweat stood in drops upon the face and extends over the entire body during waking hours. On going to sleep (again the dry heat returns,) (নিদ্রিত হইয়া পড়িলেই ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় জানিলে—থুজা, আবৃত স্থানে ঘর্ম্ম—বেলেডনা। শরীরের এক পার্শ্বে ঘর্ম্ম—পালসেটিলা)।

নিদ্রিত অবস্থায় গাত্রত্বক শুষ্ক এবং উত্তপ্ত জাগরিত হইলেই প্রচুর ঘর্ম্ম ইহা একমাত্র স্যাম্বুকাশেই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় (চায়নায় প্রচুর ঘর্ম্ম হয় বটে, কিন্তু পিপাসা থাকে)।

আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে শীত আসিবার পূর্ব্বে শুষ্ক কাশি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হইতে থাকে।

শোথ—পদদ্বয়ে এবং পেটে জলপূর্ণবৎ স্ফীতি প্রকাশ পায় এবং পদদ্বয় বরফবৎ শীতল হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—মূল আরিষ্ট এবং নিম্নক্রম অনেককে ব্যবহার করিতে দেখিতে পাই কিন্তু আমি ২০০ শক্তি অধিক অনুমোদন করি।

রোগের বৃদ্ধি—নিদ্রায়, বিশ্রামে, ফল ভক্ষণের পর।

রোগের উপশম—সঞ্চালনে, শয্যায়, উপবেশনে।

ট্যাবেকাম (Tabacum)

ইবার বাংলা নাম তাম্রকুট অর্থাৎ তামাক। ইহাতে নিকোটিন নামক পদার্থ থাকায় শরীরে অত্যন্ত অপকার সাধন করে। তামাকের ফিজিও-লজিকেল কার্য্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার মূখ্য ক্রিয়া ভীষণ বমনোদ্বেগ এবং বমন, রোগী মৃতবৎ ফ্যাকাসে রক্তশূন্য এবং শীতল ঘর্ম্ম। গৌনক্রিয়া অগ্নিমান্দ্য, দৃষ্টি দুর্ব্বলতা এবং হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ (dilatation of heart)।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। গাত্রত্বক বরফবৎ শীতল। শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত।

২। শিরঃঘূর্ণন—মুখমণ্ডল মৃতবৎ ফ্যাকাসে। উপরে তাকাইলে এবং চক্ষু খুলিলেই (on opening the eyes) বৃদ্ধি হয়। খোলা বাতাসে এবং বমনে উপশম হয়।

৩। বমন—ভীষণ শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় সামান্য নড়া চড়া করিলেই বৃদ্ধি হয়। বমনেচ্ছা সকল সময় যেন লাগিয়া থাকে। মুক্ত বায়ুতে উপশম হয়।

৪। শিশু নিম্নোদরের কাপড় খুলিয়া ফেলে কাপড় রাখিতে চায় না—ইহাতে বমন, বমনেচ্ছা উপশম হয়।

৫। হৃৎকম্পন বাম পার্শ্বে শয়নে ভীষণ হয়, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম হয়।

৬। মূত্র পিণ্ডশূল (renal colic)—মূত্র প্রণালী দিয়া ভীষণ আক্ষেপিক (spasmodic) যন্ত্রণা হয়। বামপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় (কার্ব্ব)। ভীষণ বমনেচ্ছা এবং শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ থাকে।

৭। ভীষণ খালি খালি বোধ পাকস্থলী (ইপিকাক, সিপিয়া, হাইড্রাস)।

৮। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, চোপসান, কোটরাগত, হিমাঙ্গবৎ শীতল, শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত।

৯। উদরাময় হঠাৎ, পীতাভ, ঈষৎ সবুজ, শ্লেষ্মাযুক্ত, জলবৎ তৎসহ ভীষণ বমন, বমনেচ্ছা, দুর্ব্বলতা এবং শীতল ঘর্ম্ম।

১০। হস্তদ্বয় এবং পদদ্বয় হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বরফবৎ শীতল।

১১। নাড়ী অনিয়ম, সবিরাম, দুর্ব্বল, লুপ্তপ্রায়।

সাধারণ লক্ষণ

১। গণ্ডস্থল এবং শরীরের পশ্চাদ্দেশ শুষ্ক হইয়া যায়।

২। পেশী মণ্ডলের সম্পূর্ণ অবসাদ।

৩। হাঁপানি, সামুদ্রিক বমন, শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি সমুদায় থাকিয় থাকিয়া হয়—

৪। হঠাৎ মস্তকের দক্ষিণপার্শ্বে যন্ত্রণা হয়—

৫। মস্তিষ্কের গোলযোগের দরুন দৃষ্টি অপরিষ্কার ঘোলা হয়।

মানসিক লক্ষণ—হতাশ, স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা। কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট নয়।

শিরঃঘূর্ণন—উপর দিকে তাকাইতে পারে না, উপর দিকে দেখিতে গেলেই এবং চক্ষু খোলা মাত্রই শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ পায়। মুখমণ্ডল মৃতবৎ ফ্যাকাসে। বমনে এবং খোলা বাতাসে শিরঃঘূর্ণন উপশম হয়।

শিরঃ পীড়া—প্রত্যুষে আরম্ভ হয়, দ্বিপ্রহরে ভীষণ যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। গোলমালে আলোতে সামান্য সঞ্চালন বৃদ্ধি হয়। শিরঃপীড়া পর্য্যায়শীল (periodical) এক এক সময় যন্ত্রণা ২।৩ দিন একাদিক্রমে লাগিয়া থাকে। ভীষণ বমনোদ্বেগ বর্ত্তমান থাকে। মুখমণ্ডল

ফ্যাকাসে শীতল। সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। জাহাজের মেজেতে, খোলা বাতাসে উপশম বোধ করে।

চক্ষুর দৃষ্টি—পরিষ্কার দেখিতে পায় না। ধোঁয়া ধোঁয়া দেখে, দৃষ্টিও তীর্য্যক হয়। চক্ষুর দৃষ্টির ব্যতিক্রম মস্তিষ্কের গোলমাল হইতেই উত্থিত হয়। রেটিনা (Retina) শুষ্ক অসাড় হইয়া আইসে।

বমন এবং পরিপাকক্রিয়া—বমন অত্যন্ত প্রবল, সামান্য নড়াচড়া আরম্ভ করিলেই এবং তামাকের ধুয়াতে বমন বৃদ্ধি হয় এবং শরীরে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। অন্তঃসত্ত্বা বস্থায় মুখে অত্যন্ত গয়ের উঠে এবং ভীষণ বমন হয়। পাকস্থলীতে ভীষণ শিথিল বোধ, যেন কিছুই নাই এবং তৎসহ বমনেচ্ছা (ইপিকাক, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া)। শিশু নিম্নোদর অনাচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে এবং ঠাণ্ডা চায়; বমন এবং বমনেচ্ছা উপশম হয়।

উদরাময়—হঠাৎ, পীতাভ, অথবা ঈষৎ সবুজ, হড়হড়ে, তরল জলবৎ ভেদ হয়। উদরাময়ের সহিত বমনেচ্ছা, বমন, অবসন্নতা এবং শীতল ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে (ভিরেট্রাম)

মূত্রপিণ্ডশূল (Renal colic)—বাম মূত্র প্রণালীতে ভীষণ অক্ষেপযুক্ত যন্ত্রণা (বার্ব্বেরিস)। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বমনেচ্ছা এবং শীতল ঘর্ম্ম।

হৃৎকম্পন (Palpitation)—রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না, বাম পার্শ্বে শয়নে ভীষণ হৃৎকম্পন হয় কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিলেই উপশম বোধ করে।

কলেরা—ট্যাবেকামের প্রয়োগ কলেরায় অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। হিমাঙ্গ অবস্থায় ইহার সুনাম আছে। ট্যাবেকামের প্রবল বমনেচ্ছা, এবং সমুদয় শরীর বরফবৎ শীতল অথচ উদর বক্ষঃস্থল উষ্ণ বিশেষরূপ পরিচায়ক লক্ষণ জানিবে। এই তুইটি লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ট্যাবেকাম নির্ব্বাচিত হয়।

এত ভীষণ বমনেচ্ছা এবং বমন হয় যে রোগীর প্রাণ বাহির হইয়া যায়। ভেদ বন্ধ হইয়াছে কিন্তু বিবমিষা, বমন যথেষ্ট রহিয়াছে। শরীরে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইতেছে—সমুদয় শরীর বরফবৎ শীতল কেবলমাত্র উদর প্রদেশ উষ্ণ এইরূপ স্থলে ট্যাবকামকে অব্যর্থ ঔষধ জানিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ট্যাবেকামের বমন এবং বমনেচ্ছা সামান্য নড়াচড়াতেই বৃদ্ধি :হয়। কিন্তু পেট অনচ্ছাদিত রাখিলে বমন এবং বমনেচ্ছা হ্রাস হয় এতদহেতু রোগী সর্ব্বদা পেটের কাপড় খুলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। ট্যাবেকামের শীতলতা—হাঁটু হইতে পদদ্বয়ের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত এবং হস্তদ্বয় বরফবৎ শীতল হয় অথচ সমুদয় শরীর উষ্ণ। এতদসহ শ্বাসকষ্টও বর্ত্তমান থাকে। নাড়ী ক্ষীণ দুর্ব্বল, অনিয়ম এবং লুপ্ত প্রায়। রাত্রিতে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে। (grinding of teeth at night)। ট্যাবেকাম শিশু কলেরায় অধিক প্রয়োগ হয়। ভেদ পীতাভ ঈষৎ সবুজ, শ্লেষ্মাযুক্ত।

এণ্টিমটার্ট—বমনেচ্ছায় ট্যাবেকামের সহিত এণ্টিমটার্টের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এণ্টিমটার্টে ভীষণ বমনোদ্বেগ থাকে, রোগী কেবল ওয়াক পাড়িতে থাকে অথচ বমন অধিক হয় না—রোগী হিমসিম খাইয়া যায়, সহজে বমন হয় না। রোগী শ্রান্ত হইয়া পড়ে—এতদসহ কপালে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়—এবং বমনান্তে রোগী তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। বাম পার্শ্বে শয়নে বমন বমনেচ্ছা বৃদ্ধি হয়, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম হয়। ট্যাবেকামে সামান্য নড়াচড়াতেই বমন বৃদ্ধি হয় এবং হয়ত কেবল মাত্র জল বমন করিয়া ফেলে। পেটের কাপড় খুলিয়া ফেলিলে এবং পেটে ঠাণ্ডা লাগাইলে বমন বমনেচ্ছা উপশম হয়।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—ইহা ৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, ক্যাম্ফর, ভিরেট্রাম, এলবাম।

রোগের বৃদ্ধি—চক্ষু খুলিলে, সন্ধ্যায়, অত্যধিক ঠাণ্ডা এবং গরমে, বাম পার্শ্বে শয়নে।

রোগের উপশম—খোলা মুক্ত বাতাসে, অনাচ্ছাদনে (uncovering)।

বিষঘ্ন ঔষধ সমূহ

তাম্রকুটের অপব্যবহার হেতু :—

ইপকাক—অত্যধিক বমনেচ্ছা এবং বমনে।

আর্সেনিক—তামাক চর্ব্বণে।

নাক্সভমিকা—ধূমপানের পরবর্ত্তী প্রাতঃকালে পাকাশয় গোলযোগে।

ফস্ফরাস—হৃৎস্পন্দন, লিঙ্গের দুর্ব্বলতা।

ইগ্নেসিয়া—তামাক চর্ব্বনে হিক্কায়।

ক্লিমেটিস এবং প্ল্যাণ্টাগো—তামাক সেবন হেতু দন্তশূল।

সিপিয়া—মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ুশূলে, অগ্নিমান্দ্য।

লাইকোপোডিয়াম—অত্যধিক তামাক সেবন হেতু ধ্বজভঙ্গে।

জেলসিমিয়াম—মস্তকের পশ্চাদ্দেশের শিরঃপীড়া এবং শিরঃঘূর্ণন।

এসারাম ইওরোপিয়াম
(Asarum Europaeum)

রোগী অত্যন্ত স্নায়ু প্রধান। স্নায়ুসমুদায় এত অধিক স্পর্শাধিক্য, যে সামান্য কাপড় কিংবা কাগজ ছেঁড়ার শব্দ সহ্য করিতে পারে না। এসারামের ইহাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব, ইহার উপরই সমুদায় ঔষধের নির্ব্বাচন নির্ভর করে।

চক্ষু—পড়াশুনার সময় চক্ষুতে এরূপ বোধ হয় যে, চক্ষু ফাটিয়া দুইখানা হইয়া যাইবে কিংবা বাহির হইয়া পড়িবে—শীতলজলে ধৌত করিলে উপশম

বোধ করে। শীতল জল কিংবা শীতল বায়ু চক্ষুর অত্যন্ত আরাম দায়ক। আলো, সূর্য্যকিরণ অসহ্য।

বমনেচ্ছা এবং পরিপাকক্রিয়া—থাকিয়া থাকিয়া কিংবা সর্ব্বদা (ইপিকাক) বমনেচ্ছা। আহারের পর বৃদ্ধি হয়, জিহ্বা, পরিষ্কার। অন্তঃসত্ত্বাকালীন বমনেচ্ছায়ও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

মদ্যপানের অদম্য আকাঙ্খা—প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে পাকস্থলীতে ভীষণ চাপ এবং খোঁচানি বোধ করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩ এবং ৬ প্রয়োগ হয় কিন্তু আমি সচরাচর স্নায়ু প্রধান রোগীতে কেবল ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি।

রোগের বৃদ্ধি—কাপড় কাগজ ইত্যাদি ছেঁড়ার শব্দে।

রোগের উপশম—সাঁৎসেতে ঋতুতে, আক্রান্ত স্থান ধৌত করিলে।

এমিল নাইট্রেট (Amyl Nitrate)

এমিল নাইট্রেটের ফিজিওলজিকেল কার্য্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহার মুখ্য ক্রিয়া ধমনী সমূহকে প্রসারণ করা। কাজে কাজেই যে সমুদায় রোগে ধমনী সমূহ আক্ষেপিক সঙ্কুচিত (spasmodically contracted) হয় যেমন মৃগী, হৃৎশূল, হাঁপানি তাহাতে এমিল নাইট্রেটের ব্যবহারে ত্বরিত ধমনী সমূহ প্রসারণ (dilatation) হইয়া সাময়িকভাবে যন্ত্রণার উপশম করিয়া দেয়। উক্ত রোগ সমূহের আক্রমণের আক্ষেপে (paroxysm) এমিল নাইট্রেটের আঘ্রান দিলে আশু উপকার হয় (রুমালে এমিল নাইট্রেটের মূল অরিষ্ট কয়েক ফোঁটা ছড়াইয়া দিয়া আঘ্রাণ দিতে হয়)। ইহাতে যে

প্রকার ধমনীসমূহ ত্বরিত প্রসারণ হয় সেই প্রকার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডলের অস্থায়ী আরক্তিমতা (flushings), উষ্ণতা এবং মস্তকে দপদপানি যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। যে সমুদায় রোগে ধমনী সঙ্কুচিত হয় তাহাকে প্রসারণ করিবার জন্য মূল অরিষ্ট আবশ্যক এবং যেস্থলে ধমনী প্রসারণহেতু মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা, উষ্ণতা ইত্যাদি প্রকাশ হয় সেইস্থলে শক্তিকৃত ঔষধ অর্থাৎ ৩০, ২০০ এই প্রকার শক্তি প্রয়োজন হয়।

আরক্তিমতা) **Blushing**)—স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধকালীন কিংবা যাহাদিগের মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা (Blushing) সামান্য কারণেই প্রকাশ পায় এবং যাহাদিগেতে ইহা একটি রোগ হইয়া দাঁড়ায়, তরুণ এবং পুরাতন হউক এমিল নাইট্রেট উত্তম কার্য্য করে। মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা পাকস্থলী এবং শরীরের নানানস্থান হইতে উৎপন্ন হয়। আরক্তিমতার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই প্রচুর উষ্ণ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় এবং শরীরের নিম্নাঙ্গ বরফবৎ শীতল থাকে।

হৃৎশূল—হৃৎপিণ্ড শূলে (angina pectoris) এমিলনাইট্রেট ., উত্তম কার্য্য করে। হৃৎপিণ্ড এবং কপালের দুই পার্শ্বের ধমনীদ্বয় দপদপ করিতে থাকে (গ্লোনয়ন)। রোগী ঠাণ্ডা বাতাস চায়। গাত্রাবরণ খুলিয়া ফেলে, দরজা জানালা খুলিয়া দেয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করে। আশু উপশম দিতে মূল অরিষ্টের আঘ্রান অতি উপকার।

রোগের বৃদ্ধি—মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমে।

টেরিবিন্থ (Teribinth)

ইহার বাংলা নাম তারপিনতৈল। ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে এবং মূত্রপিণ্ডে প্রকাশ পাইয়াছে। তদহেতু রক্তস্রাবে, মূত্রকৃচ্ছ্রে ইহা অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া পরিচিত। দেখিতে পাওয়া যায় সূক্ষ্ম মাত্রায় টেরিবিন্থ মূত্রকারক (diuretic)রূপে কার্য্য করে অধিক মাত্রায় মূত্র-পিণ্ডের প্রদাহ উৎপন্নকরতঃ রক্তপ্রস্রাব, এলবিউমিনিউরিয়া এবং সম্পূর্ণ মূত্র অবরোধ প্রকাশ করে। এতদ্ব্যতীত মূত্রাশয় এবং মূত্রপথে প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্রতাও প্রকাশ করে—অর্থাৎ টেরিবিন্থ মূত্রযন্ত্রের রক্তাধিক্যতার একটি প্রধান ঔষধ।

রক্তপ্রস্রাব (Haematuria)—রক্তপ্রস্রাবে টেরিবিন্থকে সকল চিকিৎসকই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। রক্ত, প্রস্রাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া নির্গত হয়। কফিগুঁড়ার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ তলানি পড়ে, মূত্র ঘোলা ধূঁয়ার ন্যায় এলবিউমেন যুক্ত প্রচুর অথচ যন্ত্রনাশূন্য। মূত্রপিণ্ড, মূত্রাশয়, ফুস্‌ফুস্, অন্ত্র, জরায়ু ইত্যাদি স্থান সমূহ অত্যন্ত রক্তাধিক্য হইয়া রক্তস্রাব হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্র—প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রনার ইহা অনেকটা ক্যান্থারিসের সমকক্ষ কিন্তু টেরিবিন্থিনায় মূত্রের সহিত রক্তমিশ্রিত থাকা উচিত। ইহাতে প্রস্রাব স্বল্প কিংবা অবরোধ হয়, মূত্রের কোঁথানিও যথেষ্ট থাকে। ক্যান্থারিসকে রক্ত প্রস্রাবের কিংবা রক্তস্রাবের ঔষধ বলিতে পারি না—এবং ক্যান্থারিস অপেক্ষা টেরিবিন্থিনায় মূত্রপিণ্ড অধিক আক্রান্ত হয়। টেরিবিন্থিনা নির্ব্বাচন করিতে হইলে মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ আছে কিনা এবং প্রস্রাবে রক্ত আছে কিনা—এই দুইটি লক্ষণ ও সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। পেটফাঁপাও ইহার একটি প্রধান লক্ষণ—ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে যেন ভুল না হয়। মূত্রনালীতে ভীষণ জ্বালা এবং কাটিয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হয়।

রক্তস্রাব—টেরিবিন্থিনার যদিও রক্তপ্রস্রাবে অধিক সুনাম রহিয়াছে কিন্তু ইহা সকল প্রকার রক্তস্রাবেই ব্যবহার হইতে পারে। ইহাকে একটি

প্রধান styptic অর্থাৎ রক্তরোধক বলা হয়। বিশেষরূপে টাইফয়েডের রক্তস্রাবে টেরিবিন্থিনার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। (Teribinth is one of our best anti-hæmorrhagic remedies. Hæmaturia, hæmoptysis and hæmorrhage from the bowels, especially in typhoid it may do splendid work) এবং ইহার নির্ব্বাচন—জিহ্বা (চক্‌চকে পরিষ্কার লাল যেন বার্ণিস করা হইয়াছে) এবং অত্যধিক পেটফাঁপা এই দুইটি লক্ষণের উপর অধিক নির্ভর করে।

এলবিউমিনুরিয়া—টেরিবিন্থ এলবিউমিনুরিয়ার প্রথম অবস্থার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগ বৃদ্ধি পাইলে মার্কিউরিয়াস করকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। মূত্রে cast এবং epithelium অপেক্ষা যখন রক্ত এবং এলবিউমেন অধিক বর্ত্তমান থাকে তখন টেরিবিন্থিনাকে প্রাধান্য দিবে। cast অতি সামান্যই পাওয়া যায় এবং এলবিউমেন ও রক্তের অংশই অধিক থাকে। স্যাৎসেতে স্থানে বাসহেতু বৃদ্ধি হয়।

জিহ্বা—টেরিবিন্থিনার জিহ্বা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। ইহার উপর সর্ব্বরোগই টেরিবিন্থিনার নির্ব্বাচন নির্ভর করিতে পারে। জিহ্বা পরিষ্কার চক্‌চকে লাল যেন বার্ণিস করা হইয়াছে (smooth, glossy, red, as if glazed)

উদরী—মূত্রপিণ্ডের যান্ত্রিক দোষহেতু শোথ এবং উদরীতে টেরিবিন্থিনার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। (এপিস, হেলিবোর, ল্যাকেসিস)।

ক্রিমি—শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধ হয়, শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি হয়। মলদ্বার সুড়সুড় করে।

উদরাময়—মল জলবৎ তরল সবুজাভ, শ্লেষ্মাযুক্ত প্রচুর এবং পুনঃপুনঃ দুর্গন্ধযুক্ত, রক্তমিশ্রিত, মলদ্বার জ্বালা করে। মলত্যাগের পর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। পেট ভীষণ ফাঁপিয়া থাকে, স্পর্শাধিক্য।

টাইফয়েড—টাইফয়েডের রক্তস্রাবে টেরিবিন্থের প্রয়োগ দেখা যায়। ভীষণ পেটফাঁপা এবং তদসহিত জিহ্বার উল্লিখিত লক্ষণ থাকা উচিত।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—টেরিবিন্থিনা নিম্নক্রম ৬×,৬,৩০ অধিক প্রচলিত। এবং আমিও এইপ্রকার শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যান্থারিস, আর্সেনিক, ল্যাকেসিস ম্যালেরিয়া জ্বরে টেরিবিন্থিনাকে অনেকে বিষঘ্ন ঔষধ বলেন (Terebinth is recommended as a prophylactic in malarial fevers).

স্যানিকিউলা (Sanicula)

ইহা স্যানিকিলা নামক স্থানের ঝড়নার জল। ইহাকে Sanicula Aquaও বলা হয়। এই ঝড়নার জলকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধে পরিণত করা হইয়াছে। স্যানিকিউলার ব্যবহার অসাড়ে মূত্র ত্যাগে, সামুদ্রিক বমনে, কোষ্ঠকাঠিন্যে এবং বালাস্থি বিকৃতিতে (rickets) দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত আরও অন্যান্য রোগেও ব্যবহার হয় কিন্তু উক্ত রোগ সমূহে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—রোগী নিম্নাভিমুখীন গতিতে ভীত হয় (বোরাক্স)। শিশু খিটখিটে, রাগী, একগুঁয়ে, চীৎকার করে, লাথি মারে, কাহারও স্পর্শ পছন্দ করে না। এই প্রকার অবস্থার সহিত রোগী পর্য্যায়ক্রমে (alternately) আবার হাসিতেও থাকে। অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির পুনঃ পুনঃ আপনার কার্য্য পরিবর্ত্তন করে। পদদ্বয়ের তলা এবং হস্তের চেটো জ্বালা করে, কাপড় কিছুতেই রাখে না, পদদ্বয় শীতল জায়গায় রাখিতে চায় (সালফার, ল্যাকে) শিশু এমন কি শীতকালেও কাপড় পায়ে রাখে

না (হেপার সালফার)। শিশুদিগের মস্তক এবং গ্রীবায় নিদ্রাকালীন প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, ঘর্ম্মে বালিস ভিজিয়া যায় (ক্যালকে, সাইলি)।

অসারে মূত্রত্যাগ—মল মূত্র অসারে হয়, সঙ্কোচক পেশীর দুর্ব্বলতা (এলো) হেতু বায়ু নিঃসরণ করিতে মল ত্যাগের আশঙ্কা হয়, রোগী অত্যন্ত সন্তর্পণে মলদ্বার চাপিয়া বায়ুনিঃসরণ করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—প্রচুর মলের সমাবেশ না হইলে মল ত্যাগের ইচ্ছা হয় না। অনেক চেষ্টা এবং কোঁথানির পর মল বহির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায় (সাইলিসিয়া, থুজা)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক গুটলে মলত্যাগ হয়, মল নখ দিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিতে হয়। মল এত শক্ত যে আপনা হইতে মলত্যাগ অত্যন্ত কঠিন। মল পোড়া চুণের ন্যায় সাদা গুটলে গুটলে, মলদ্বার হইতে বহির্গত হইতে হইতেই ভাঙ্গিয়া যায় (ম্যাগ মিউর)।

উদরাময়—মল পরিবর্ত্তনশীল। মল ফেনা ফেনা, ডিম গোলানি অথবা ঘাসের ন্যায় সবুজ অথবা শ্লেষ্মাযুক্ত সবুজ অথবা কিছুক্ষণ থাকিলে সবুজ হইয়া যায়। আহারের পর বৃদ্ধি হয় এবং আহার করিতে করিতেই মলত্যাগের জন্য ছুটিয়া যাইতে হয়। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিলেও গন্ধ দূর হয় না। মলদ্বারের চর্ম্ম বিটপ প্রদেশ এবং লিঙ্গদেশ পর্য্যন্ত হাজিয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের পেশীসমূহ দুর্ব্বল, মনে হয় বস্তি প্রদেশস্থ যন্ত্রসমূহ বহির্গত হইয়া পড়িবে। হাঁটাহাঁটিতে ঝাঁকুনিতে, উঁচু হইতে নীচুতে পড়িয়া গেলে বৃদ্ধি হয়। বিশ্রামে, শয়নে উপশম থাকে। যোনিদেশ হস্ত দ্বারা চাপিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে (লিলি, মিউরেক্স)। জরায়ু দেশে টাটানি এবং অল্পবিস্তর যন্ত্রণাও থাকে।

ঘর্ম্ম—পদদ্বয়ের অঙ্গুলিসমূহের মধ্যস্থলে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় ঘর্ম্ম দুর্গন্ধ এবং ঘর্ম্মে স্থান ক্ষতযুক্ত হয় (গ্র্যাফা, সোরি, সাইলি)। পায়ের তলায় এত অধিক ঘর্ম্ম হয় মনে হয় যেন পায়ের তলা শীতল জলে ভিজান ছিল।

শুষ্কতা (emaciation)—শিশু ক্রমশঃই শুষ্ক হইতে থাকে, শিশুকে বৃদ্ধের ন্যায় দেখায়, অপরিষ্কার ময়লা, গাত্র তৈলাক্ত। গ্রীবা প্রদেশের চর্ম্ম কোঁচকান, থাকে থাকে ঝুলিতে থাকে (এব্রো, আইওডিন, নেট্রাম মিউর, সার্সা)।

ইকজিমা—কর্ণের পার্শ্বে ইকজিমা সদৃশ চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়। সাদা কটাবর্ণ চটচটে স্রাব নির্গত হয় (গ্র্যাফা, সোরি)। মস্তকে, চক্ষুর ভ্রূতে, দাড়িতে মরামাস প্রকাশ পায়।

পরিপাক ক্রিয়া—গাড়ী আরোহণে বমন এবং বমনেচ্ছা প্রকাশ প্রকাশ পায়। জলপিপাসা থাকে, পুনঃ পুনঃ জল খায় অথচ পরিমাণে অল্প খায়, জল পাকস্থলীতে পৌছিবামাত্রই বমন হইয়া উঠিয়া যায় (আর্স, ফস্ফরাস)।

প্রয়োগ বিধি

ড্যাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি সচরাচর ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এব্রো, এলিউমিনা, বোরাক্স, কেলকেরিয়া সাইলিসিয়া, নেট্রাম মিউর।

এম্ব্রাগ্রাইসিয়া (Ambragrisea)

ইহা একটি নোসোড জাতীয় ঔষধ। ইহা তিমি মৎস্যের অন্ত্রস্থিত সুগন্ধি দ্রব্য। স্নায়ুপ্রধান রোগা শিশু বিশেষতঃ বালিকা এবং রোগীদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়—অতি সহজেই স্নায়ুসমূহ চঞ্চল হইয়া উঠে, স্নায়বীক, স্পর্শাধিক্যতা অত্যন্ত অধিক। হিষ্টিরিকেল কিংবা যাহারা কশেরুকামজ্জাগত উত্তেজনায় (spinal irritation) ভোগে এবং তদহেতু কাশি, উদগার প্রকাশ পায় তাহাদিগেতে উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত যে সমুদয় রোগী বয়স কিংবা অত্যধিক কার্য্য হেতু দুর্ব্বলতা, রক্তশূন্যতা এবং নিদ্রাহীনতার কষ্ট

পায় তাহাদিগেতেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এম্ব্রাগ্রাইসিয়া রোগী গীত বাদ্য সহ্য করিতে পারে না।

মানসিক লক্ষণ—লোক সঙ্গ ভালবাসে না—একলা থাকিতে চায়। কোন লোকের সম্মুখে কিংবা কাহারো উপস্থিতে কোন কাজ করিতে পারে না। গীত বাদ্যে ক্রন্দন আসে। জীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মায়।

শিরঃঘূর্ণন—বৃদ্ধ লোকদিগের শিরঃঘূর্ণনে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মস্তক এত অধিক ঘুরাইতে থাকে যে রাস্তায় পথে যাইতে পারে না এবং প্রাতঃকালে কিছুক্ষণ অপেক্ষা না করিলে শয্যা হইতে উঠিতে পারে না।

কাশি—ভীষণ কাশি হয় এবং কাশি কোন অপরিচিত লোক নিকটে থাকিলে অধিক বৃদ্ধি হয় এবং কাশির সহিত উদ্গার এবং স্বরভঙ্গ বর্ত্তমান থাকে। স্নায়ুর উত্তেজনা হইলেই কাশিও প্রকাশ পায়। সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায় কাশির সঙ্গে সঙ্গে উদ্গার হইতে থাকে। আহারে পর বিশেষতঃ উষ্ণ দ্রব্য পানে এবং কথাবার্ত্তায় কাশি বৃদ্ধি হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় এবং ঋতুস্রাব—মাসিক ঋতুস্রাবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে সামান্য কারণেই রক্তস্রাব হয়। মলত্যাগকালীন কোঁথ দিতে, অত্যধিক পরিশ্রমিক কার্য্য হেতু এবং চলাফেরার জননেন্দ্রিয় হইতে রক্ত নির্গত হয়। ঋতুস্রাবকালীন বামপদ শৈরিক স্নায়ুর স্ফীতি বশতঃ নীলবর্ণ হয় এবং যন্ত্রণা হইতে থাকে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়। ইহা ব্যতীত মাসিক ঋতু সময়ে ৭দিন পূর্ব্বে ও প্রকাশ পায় এবং তৎপর যোনিদ্বারের ভীষণ চুলকানি আরম্ভ হয়। যোনিকপাট প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া উঠে। ঋতুস্রাব প্রচুর হয় এবং ঠিক সময়েও হয়।

শ্বেতপ্রদর—ঘন নীলাভ সাদা স্রাব হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠককাঠিন্য ভীষণ হয়। কোন লোক নিকটে

থাকিলে মলত্যাগ হয় না, (The presence of others, even the nurse unbearable during stool) মলত্যাগ কালীন লোকজন সমুদায় সরিয়া যাইতে বলে। (লোকজন থাকিলে প্রস্রাব হয় না—নেট্রামমিউর)

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ২য়, ৩য় ক্রমের ব্যবহার অধিক দেখিতে পাই। কিন্তু আমি ৩০ এবং ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এসাফিটিডা, ইগ্নেসিয়া, মস্কাস, ভেলেরিয়ান।

রোগের বৃদ্ধি—উষ্ণ পানীয় পানে, উষ্ণ ঘরে, গীত বাদ্যে, শয়নে, জোরে কথা বলায় এবং পড়ায়, লোকজনের উপস্থিতে, চলাফেরায়।

রোগের উপশম—শীতল দ্রব্য পানে, শীতল বায়ুতে।

এসেটিক এসিড (Acetic Acid)

ইহার পরিচয়—"শুষ্কতা, দুর্ব্বলতা, রক্তশূন্যতা, ক্ষুধাহীনতা, জলপিপাসা এবং প্রচুর মূত্র স্রাব" লইয়াই গঠিত। শুষ্কতা এবং দুর্ব্বলতা (wasting and debility) এসেটিক এসিডের বিশেষ একটি লক্ষণ। ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, এবং রক্তস্রাব প্রবণতা শরীরের যে কোন রন্ধ্র প্রদেশ হইতে রক্তস্রাব হয়।

রোগী খিটখিটে, রাগী, সর্ব্বদা বিরক্তিভাব। রোগা, শিথিল পেশী।

শোথ—এসেটিক এসিডের শোথের সহিত অদম্য পিপাসা থাকে (পিপাসা থাকে না—এপিস) এবং প্রচুর জল পান করে, অথচ জ্বরে পিপাসা

থাকে না। এসেটিক এসিডের পিপাসাই হইতেছে বিশেষত্ব। এসেটিক এসিডের শোথ রোগের সহিত পরিপাকক্রিয়ার গোলযোগ—অম্ল উদ্গার, উদরাময়, মুখে জল উঠা ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। এসেটিক এসিডের জল পিপাসা এবং উদরাময় বিশেষ পরিচাবক লক্ষণ। নিম্নাঙ্গ—পদদ্বয়, নিম্নোদর অধিক স্ফীত হয়। কাজেকাজেই উদরীতে ইহার অধিক প্রয়োগ দেখা যায়।

পরিপাকক্রিয়া—মুখে প্রচুর জল উঠে এবং দিবারাত্র লালাস্রাব হইতে থাকে। অত্যন্ত পিপাসা, অম্লউদ্গার এবং বমন। পাকস্থলী এবং বক্ষঃস্থলে ভীষণ জ্বালা হয়—তৎপর গাত্রত্বক শীতল এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়। শীতল পানীয় পানে পাকস্থলীতে কষ্ট বোধ হয়।

উদরাময়—প্রচুর ভেদ হয় এবং অত্যন্ত জলতৃষ্ণা, রোগী তরল দ্রব্য (fluids) ব্যতীত আর কিছুই খাইতে চায় না, এতদসহ হস্তপদের স্ফীতি এবং শোথ রোগ বর্ত্তমান থাকে।

নিম্নোদর চুপসিয়া যাইতেছে রোগী এইরূপ বোধ করে এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। রোগী চিৎ হইয়া শয়ন করিতে পারেনা পেট চাপিয়া শুইয়া থাকিতে চায় (এমন কার্ব্ব)।

বহুমূত্র—প্রচুর জলবৎ প্রস্রাব হয় এবং অদম্য জলপিপাসা ও দুর্ব্বলতা।

কটিবাত—রোগী কেবলমাত্র পেট চাপদিয়া শয়ন করিলে উপশম বোধ করে। আর কোন অবস্থায় উপশম হয় না।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয় এবং একবার দিয়া পুনঃ দেওয়া উচিত নয়।

এসেটিক এসিড—রক্তস্রাবে চায়নার পর, শোথ রোগে ডিজিট্যালিসের পর উত্তম কার্য্য করে।

এন্থ্রাসাইনাম (Anthracinum)

ইহা নোসড (nosode) জাতীয় ঔষধ। দূষিত প্রদাহ, পৃষ্ঠ ব্রণ (carbuncles), স্ফেটিক, দূষিত ক্ষত ইত্যাদিতে এন্থ্রাসাইনামের কার্য্য অদ্বীতিয়। ইহাতে ভীষণ জ্বলন থাকে, টিসু সমুদয়কে ধ্বংস করিয়া ফেলে। জ্বলনই হইতেছে ইহার বিশেষ পরিচয়।

ভীষণ জ্বলন এবং যন্ত্রণাযুক্ত পৃষ্ঠব্রণ, ক্ষত, গলিত ক্ষত, বিসর্প, আঙ্গুলহাড়া যাবতীয় দূষিত উৎকট রোগে, আর্সেনিক ইত্যাদি নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না হইলে এন্থ্রাসাইনামের বিষয় চিন্তা করিবে। ইহার জ্বালা যন্ত্রণা অগ্নিবৎ ভীষণ, রোগী অস্থির হইয়া পড়ে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে। পুঁজ শোষণ হইয়া দূষিত প্রদাহে ভীষণ জ্বলন এবং দুর্ব্বলতা। শবব্যবচ্ছেদ হেতু ক্ষত, জ্বর। দূষিত পীড়কা—কাল কিংবা নীল ফোস্কা, ২৪।৪৮ ঘণ্টায় জীবন সঙ্কটাপন্ন হয় (ল্যাকেসিস, পাইরোজেন)।

রক্তস্রাব—রক্ত কাল আলকাতরার ন্যায়। মুখ, নাসিকা, মলদ্বার, জোনিদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে রক্ত বহির্গত হইতে থাকে—রক্ত অতি অল্প সময়ে বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সচরাচর ৩০, ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—আর্সেনিক, ট্যারেন্টুলা, ক্রোটেলাস ল্যাকেসিস, সিকেলি, কার্ব্বভেজ, ইউফোরবিয়াম।

সার্সাপ্যারিলা (Sarsaparilla)

সার্সাপ্যারিলাকে অনেকে পারার দোষের বিষঘ্ন ঔষধ বলিয়া জানে এবং বাজারে ব্রিষ্টল, উইলকিনসন প্রভৃতির প্রস্তুত সার্সাপ্যারিলা—অধিকাংশ স্থলে পারদ কিংবা উপদংশ হেতু রক্ত দুষ্টিতে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। আমরাও হোমিওপ্যাথিক মতে সার্সাপ্র্যারিলাকে এতদ কারণ জনিত জটিল রোগে উচ্চস্থান দিয়া থাকি।

সার্সাপ্যারিলা mixed miasm বিশেষরূপ যেস্থানে syphilis and sycosis অর্থাৎ উপদংশ এবং প্রমেহ রোগ পারদের (mercury) দোষ হেতু জটিল হইয়াছে সেইরূপ স্থলেই নির্ব্বাচিত হয়। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, টিস্থ সমুদায় শিথিল হইয়া আইসে। কোনস্থলে ক্ষত হইলে শীঘ্র আরোগ্য হইতে চায় না। শিরাগুলি দুর্ব্বল এবং প্রসারণ (dilatation) হয়। সার্সাপ্যারিলার যাবতীয় কার্য্য মূত্রযন্ত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ইহা পুরাতন প্রমেহ, উপদংশ এবং তদ অবরুদ্ধ জনিত উপসর্গে এবং মূলশিলায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। প্রস্রাবে বালুকাকণার ন্যায় সাদা তলানি পড়ে।

২। প্রস্রাবের শেষে মূত্রপথে ভীষণ যন্ত্রণা হয় (severe unbearable pain at the conclusion of urine)

৩। শিশু প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে এবং সময়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে।

৪। শিরঃপীড়া, অস্থিবেদনা, বাত—পারদের অপব্যবহার অথবা প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হেতু।

৫। বসিয়া প্রস্রাব সরল হয় না। ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয়, দাড়াইয়া প্রস্রাব করিলে সরল এবং সহজ হয়।

৬। প্রমেহস্রাব ঠাণ্ডা, স্যাঁৎ সেঁতে ঋতুতে অথবা পারদের অপব্যবহার হেতু অবরুদ্ধ জনিত বাত (rheumatism)।

৭। দক্ষিণ মূত্র পিণ্ডশূল যন্ত্রণা ভীষণ হয় এবং যন্ত্রণা দক্ষিণ পার্শ্বের নিম্নে বিস্তারিত হয়।

৮। স্তনের বোঁটা ক্ষুদ্র এবং শুষ্ক, স্পর্শেও ফুলিয়া উঠেনা (সাইলি)।

৯। হস্তের চেটো পদের তলা এবং বিশেষভাবে হস্তের এবং পদের অঙ্গুলির পার্শ্বের চর্ম্মের বিদারণ এবং কঠিনতা।

১০। অত্যন্ত শুষ্কতা বিশেষভাবে গ্রীবাদেশের—চর্ম্ম শুষ্ক কোঁচকান এবং থাকে থাকে ঝুলিয়া পড়ে।

সাধারণ লক্ষণ

১। শরীরে সর্ব্বত্র হার্পিসের (Herpis) ন্যায় পীড়কা। পারদের অপব্যবহার কিংবা উপদংশের পর ক্ষত।

২। জননেন্দ্রিয়ের ভীষণ দুর্গন্ধতা, রক্তযুক্ত রেতঃস্খলন।

৩। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় কপালে চুলকানিযুক্ত পীড়কা।

মানসিক লক্ষণ—হতাশ, নিরাশ, সহজেই বিরক্ত হয়—বদ মেজাজ এবং একগুঁয়ে।

মূত্রপিণ্ডশূল এবং মূত্রশিলা (gravel)—সার্সাপ্যারিলাকে মূত্রশিলা রোগের একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। মূত্রপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। রোগীর জীবন বাহির হইয়া যায় কিন্তু সার্সাপ্যারিলার যন্ত্রণা মূত্র ত্যাগের অব্যবহিত পর অত্যন্ত অধিক হয় (at the conclusion of urine) মূত্রত্যাগ কালীন যন্ত্রণা বিশেষ কিছুই থাকে না, সার্সাপ্যারিলার প্রস্রাবে যাহা কিছু কষ্ট যন্ত্রণা তৎসমুদায়ই মূত্র ত্যাগের শেষ সময়ে অর্থাৎ শেষ হওয়া মাত্র। আর একটি লক্ষণ সার্সাপ্যারিলার বিশেষ পরিজ্ঞাপক তাহা হইতেছে—প্রস্রাবে সাদা বালুকাকণা সদৃশ মূত্ররেণু প্রকাশ পায় এবং

তলানি পড়ে (লোইকোপোডিয়মে—লাল বালুকাকণা) এবং মূত্র পরিষ্কার স্বল্প অথবা প্রচুর অথবা শ্লেষ্মাযুক্ত। এই উভয় প্রকার উপসর্গের সহিত পুরাতন বাত প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে এবং মূত্রাশয়ের কোঁথানিও থাকে। কোঁথানি বিষয়ে পালসেটিলার সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু পালসেটিলায় কোঁথানির সহিত prostate গ্রন্থির বৃদ্ধি লক্ষণ থাকা উচিৎ। মূত্র ত্যাগের অব্যবহিত পর প্রস্রাবে যন্ত্রণা হওয়া সত্ত্বেও প্রস্রাবকালীন এবং প্রস্রাবের পূর্ব্বে শিশু চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে ইহাও সার্সাপ্যারিলার একটি বিশেষ লক্ষণ।

মূত্র ত্যাগের পর মূত্র পথে জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা নেট্রামমিউরেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য লক্ষণে নেট্রামমিউরের সহিত সার্সাপ্যারিলার যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।

সার্সাপ্যারিলায় আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাই তাহা হইতেছে রোগী বিশেষতঃ স্ত্রীলোক বসিয়া সরল ভাবে প্রস্রাব করিতে পারে না। ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয়। দাঁড়াইয়া করিলে সহজে প্রস্রাব হয় এবং মূত্র পথ দিয়া বায়ু নির্গত হয় তদহেতু প্রস্রাবকালীন বুজ বুজ শব্দ হয়।

সার্সাপ্যারিলায় দক্ষিণ মূত্রপিণ্ড অধিক আক্রান্ত হয় এবং মূত্রপিণ্ডশূলে যন্ত্রণা ভীষণ হয়। যন্ত্রণা দক্ষিণ মূত্রপিণ্ড হইতে আরম্ভ হইয়া সেই পার্শ্বের নিম্নে বিস্তারিত হয় (লাইকো) তথাপি ইহাই জানিতে হইবে সার্সাপ্যারিলার মূত্র ত্যাগের শেষ মূহুর্ত্তে মূত্র পথে ভীষণ যন্ত্রণা হওয়াই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। ইহার উপরেই ঔষধের নির্ব্বাচন অধিকরূপ নির্ভর করে।

বাত—সার্সাপ্যারিলার বাত অস্থি বেদনা পারদ কিংবা পারদ ঘটিত ঔষধের অপব্যবহারের দরুণ কিংবা প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হেতু প্রকাশ পাইলে উত্তম কার্য্য করে। যন্ত্রণা রাত্রিতে, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে, কিংবা জলে ঠাণ্ডা লাগিয়া বৃদ্ধি হয়।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগের পুরাতন অবস্থায় সার্সাপ্যারিলার ব্যবহার দেখিতে পারয়া যায়। স্রাব হউক কিংবা নাই হউক প্রস্রাব শেষ হইবামাত্র

যদি মূত্রপথে ভীষণ যন্ত্রণা হয় তাহা হইলে সার্সাপ্যারিলাকেই তাহার অব্যর্থ ঔষধ জানিবে। এতদ্ব্যতীত ঠাণ্ডা লাগিয়া কিংবা পারদের অপব্যবহারের দরুণ প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হইয়া বাত প্রকাশ পাইলেও তাহাতেও সার্সাপ্যারিলাকে চিন্তা করিবে।

শুষ্কতা—শুষ্কতার সার্সাপ্যারিলাকে নেট্রামমিউর, লাইকোপোডিয়াম, এব্রোটেনাম ইত্যাদি ঔষধের পার্শ্বে স্থান দেওয়া হইয়া থাকে কিন্তু সার্সাপ্যারিলায় গ্রীবাদেশ অধিক শুষ্ক হয় এবং অন্যান্য স্থানের চর্ম্ম কোঁচকাইয়া থাক পড়িয়া যায় (স্যানিকিউলা, নেট্রামমিউর এবং লাইকোপোডিয়াম—শরীরের উর্দ্ধদেশ হইতে শুষ্কতা আরম্ভ হয়। এব্রোটেনামে নিম্ন হইতে উর্দ্ধ দিকে শুষ্কতা বিস্তারিত হয়, হস্তপদ অত্যন্ত শুষ্ক হয়, মুখমণ্ডল স্বাভাবিক থাকে। আইওডিনে সর্ব্ব অস্থায় শুষ্ক হয় এবং রোগী সকল সময় খাই খাই করে। নেট্রামমিউর আহারের কোন ব্যতিক্রম হয় না, অর্থাৎ খায়দায় গায়ে লাগে না, গ্রীবাদেশ বিশেষতঃ অধিক শুষ্ক হয়। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে শিশু শুষ্ক হইয়া বৃদ্ধবৎ এবং ক্ষুদ্র দেখায়)। বংশগত উপদংশ রোগের পীড়কার সহিত শুষ্কতা থাকিলে সার্সাপ্যারিলাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

শিরঃপীড়া এবং অস্থিবেদনা—প্রমেহস্রাব অবরুদ্ধ হেতু শিরঃপীড়া এবং অস্থি বেদনায় সার্সাপ্যারিলা প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ হইয়া চক্ষুতে বিস্তারিত হয়।

বিদারণ (cracks)—হস্তের চেটো এবং পায়ের তলা বিশেষভাবে হস্তপদের অঙ্গুলির পার্শ্ব চিড়িয়া ফাটিয়া যায়। চর্ম্ম শক্ত এবং কঠিন হয়। যন্ত্রণা এবং জ্বালা ও হয়। উপদংশ দোষের দরুণ হইলে সার্সাপ্যারিলা উত্তম কার্য্য করে।

স্তন—স্ত্রীলোকের স্তনের বোঁটা ভিতরে ঢুকিয়া যায়, ভিতরে টানিয়া থাকে এতদ্ব্যতীত বোঁটা ক্ষুদ্র এবং শুষ্ক হইয়া যায়, স্পর্শেও উত্তেজিত হয় না (সাইলি)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ অধিক প্রচলিত এবং অধিক ব্যবহার হয়।

অনুপূরক (**complementary**)—মার্কসল, সিপিয়া।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—বার্ব্বেরিস, লাইকো, নেট্রামমিউর, বোরাক্স।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, স্যাৎসেতে ঋতুতে, মুত্রত্যাগের শেষ মুহূর্ত্তে।

এষ্টেরিয়াস রুবেন্স (Asterius rubens)

ইহা একপ্রকার মৎস্য বিশেষ, মৎস্যকে টুকরা টুকরা করিয়া মূল অরিষ্ট প্রস্তুত করিতে হয়।

এষ্টেরিয়াস রুবেন্স সাইকোটিক ধাতু বিশিষ্ট লোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়, রোগী মোটা থলথলে শ্লেষ্মাপ্রধান, মুখমণ্ডল লালবর্ণ। ইহার স্তনের এবং অন্যান্য স্থানের কর্কট রোগে সুনাম রহিয়াছে।

এষ্টেরিয়াস রুবেন্স রোগী খিটখিটে, সহজেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে। মস্তক গরম বোধ করে যেন উষ্ণ বায়ুদ্বারা পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে।

কর্কট রোগ (cancer)—স্তন স্ফীত এবং শক্ত হয়। বুকাস্থির (sternum) নিম্ন এবং বক্ষঃস্থলের পেশী সমূহ যন্ত্রণাযুক্ত হয়। বাম স্তন মনে হয় ভিতরে ভিতরে টানিতেছে (left breast feels as if pulled inward) এবং যন্ত্রণা হস্তে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। বাম পার্শ্বের হস্ত এবং অঙ্গুলি অসাড় বোধ হয়। স্তনের কর্কট রোগে ভীষণ কর্ত্তনবৎ তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা হয়। ঈষৎ নীল আভাযুক্ত দাগ প্রকাশ পাইয়া তাহা ফাটিয়া গিয়া রস

নির্গত হইয়া সমুদায় স্তন ক্রমশঃ আক্রান্ত হয়। স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধ, ক্ষতের ধার সমূহ উচু, ফ্যাকাসেবর্ণ, শক্ত, ক্ষতের নিম্নদেশ লাল দানাতে আবৃত থাকে। কক্ষদেশের গ্রন্থি সঙ্গে সঙ্গে স্ফীত, শক্ত এবং গিট গিট হয়।

উদরাময়—তরল জলবৎ, কটাবর্ণ, ভীষণ বেগের সহিত নির্গত হয় (ক্রোটন, গ্র্যাটিওলা, জেট্রোফা, থুজা)

মৃগীরোগ—মৃগীর আক্ষেপ আরম্ভ হইবার ৪।৫ দিন পূর্ব্ব হইতে সমুদায় শরীরে আনর্ত্তন (twitching) হইতে থাকে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগের ইচ্ছা হয় অথচ পরিষ্কার হয় না। মল শক্ত গুটলে গুটলে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬ষ্ঠ ক্রম প্রচলিত।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কোনিয়াম, কার্ব্ব এনা, আর্স, কণ্ডুরাঙ্গো

রোগের বৃদ্ধি—বাম পার্শ্বে।

র‍্যানানকিউলাস বালবোসাস
(Ranunculus Bulbosus)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ। ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে বক্ষঃস্থলে এবং পেশীতে। যাহাদিগের শরীর অধিক মদ্যপান হেতু নষ্ট এবং ভগ্ন হইয়া গিয়াছে তাহাদিগের র‍্যানানকিউলাস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্লুরিসি (Pleurisy)—র‍্যানানকিউলাসের কার্য্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে (serous membrane)এ অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। কাজে কাজেই

শ্লৈহিক ঝিল্লির প্রদাহে বিশেষভাবে ফুসফুস বেষ্টনীতে (pleura) এবং অন্ত্রাবরকে (peritoneum) যখন ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং serous sacএ রষোৎপাদন হয় তখন র‍্যানান কিউলাসের প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। রসোৎপাদন হেতু শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, যন্ত্রণা, অস্থিরতা প্রকাশ পায়। বক্ষঃস্থলের এই প্রকার যন্ত্রণা এবং রসোৎপাদনে এপিস, ব্রাইওনিয়া এবং সালফারকে ভুলিবে না। প্লুরিসির পরও adhesion অর্থাৎ সংযোজন হইলে এবং তদহেতু ফুসফুসের যন্ত্রনায়ও র‍্যানানকিউলাস নির্ব্বাচিত হয়। র‍্যানানকিউলাসে বক্ষঃস্থলের প্রাচীরে সূচীভেদবৎ তীব্র তীরবিদ্ধবৎ, স্নায়ুশূল এবং নানাপ্রকার ভীষণ যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা ঋতু পরিবর্ত্তনে এবং থাকিয়া থাকিয়া বৃদ্ধি হয়।

বাত—পেশীর বাতে বিশেষতঃ স্কন্ধ এবং পাঁজরার মধ্যস্থিত পেশীর বাতে ইহা উত্তম কার্য্য করে। পাঁজরার বাতে র‍্যানানকিউলাস একটি অব্যর্থ মহৌষধ এবং ইহা প্রয়োগে অত্যন্ত উপকার হয়। স্থান অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা যায় না এবং আশু যন্ত্রণা হয়, মনে হয় স্থান যেন পিশিয়া ফেলিতেছে। বক্ষঃস্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণাও হয়। র‍্যানানকিউলাসের বাতের যন্ত্রণা স্যাঁৎসেতে এবং বিশেষরূপে ঋতুর পরিবর্ত্তনে নড়াচড়ায়, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে (ব্রাই) এবং বৃষ্টি বাদলার দিন (রাসটক্স) বৃদ্ধি হয়॥

বক্ষোদর ব্যবধায়ক পেশীর প্রদাহ (diaphragmitis)—এতদ রোগের র‍্যানানকিউলাসের প্রয়োগ দেখা যায়। ভীষণ তীব্র তীর বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা কুক্ষিপ্রদেশ হইতে পশ্চাতে ছুটিয়া যায়। ক্যাক্টাসও ইহার একটি উত্তম ঔষধ বটে যখন কটিদেশ বন্ধনি দ্বারা আবেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছে এইরূপ বোধ হেতু রোগী deaphragm সঞ্চালনে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে।

চর্ম্মরোগ—র‍্যানানকিউলাসকে herpes অর্থাৎ বর্ত্তুলাকার বিসর্পিকার একটি উত্তম ঔষধ বলা হয়। পীড়কা সমূহ চর্ম্মোপরি প্রকাশ পায় এবং তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে, কখন কখন এই পীড়কা সমূহ দেখিতে ঈষৎ কালবর্ণ হয়। ভীষণজ্বালা থাকে।

পোড়া নারাঙ্গা (Pemphigus)—পোড়া নাড়াঙ্গাতেও র‍্যানানকিউলাস ব্যবহার হয়—পীড়কাগুলি বৃহৎ ফোস্কা সদৃশ হয় এবং ফাটিয়া গিয়া স্থান কাঁচা লাল হইয়া থাকে।

ইকজিমা (Eczema)—ইকজিমাতেও র‍্যানানকিউলাসের ব্যবহার দেখা যায়। আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম পুরু হয় এবং শক্ত শৃঙ্গবৎ মামড়ি পড়ে। (এন্টিমনিক্রুডামে পায়ের তলায় শক্ত শৃঙ্গবৎ কড়া পড়ে)।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি প্রয়োগ হয়। মাদকতা দরুণ প্রলাপে (delirium tremens) ১০ হইতে ৩০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ব্রাইওনিয়া, আর্ণিকা, ইওফোরবিয়াম, মিজিরিয়াম।

রোগের বৃদ্ধি—স্পর্শে, সঞ্চালনে, ঋতুর পরিবর্ত্তনে বিশেষরূপ ভিজা স্যাঁৎসেতে দিনে (রাসটক্স)।

ন্যাজা (Naja)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ন্যাজা ট্রিপুডিয়ানস্ (Naja Tripudians) এবং প্রচলিত নাম কোব্রা। ইহা এক ভয়ানক বিষাক্ত সর্প। ল্যাকেসিসের সহিত যদিও ইহার কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু ন্যাজা ল্যাকেসিস কিংবা ক্রোটেলাসের ন্যায় রক্তস্রাবী ঔষধ নয়। ন্যাজার রক্তস্রাব কিছুই

নাই এবং ইহা ব্যতীত ল্যাকেসিসে যাবতীয় লক্ষণ অথবা উপসর্গ রক্ত বিষাক্তের উপর নির্ভর করে, আর ন্যাজায় রক্ত বিষাক্ত লক্ষণ নাই (Naja has more nervous, Lachesis more septic symptoms. Naja marked agitation without sepsis. Lahesis, all the nervousness with a tendency to haemorrhage and sepsis—black blood, like charred straw, dark clotted blood)।

ন্যাজার যাহা কিছু কার্য্য তৎসমুদায়ই হৃৎপিণ্ডে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে—হৃৎপিণ্ড এবং হৃৎপিণ্ডের কপাটের (valvular troubles)' রোগেই ন্যাজার কার্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। ন্যাজা অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগের হৃৎপিণ্ডের কপাটের রোগে (cardiac valvular disease) অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহা জানিতে হইবে, যদিও ন্যাজার হৃৎপিণ্ডের রোগে যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে কিন্তু জন্মগত দোষে সম্পূর্ণ অক্ষম। ল্যাকেসিসের ন্যায় ন্যাজাতেও রক্ত উর্দ্ধদিকে ধাবিত হয় এবং ভীষণ শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্ট হয়। ন্যাজা রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না বাম হস্ত অসাড় বোধ করে, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয় যদি শয়ন করে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হয়। শরীরের প্রান্তদেশ সমূহ শীতল এবং নীলবর্ণ হয় অথচ মস্তক উষ্ণ এবং উষ্ণ ঘরে মস্তকের কষ্ট বৃদ্ধি হয়। হস্তপদে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় কিন্তু ঘর্ম্ম দুর্গন্ধ হয় না। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অত্যন্ত তীব্র সূচী ভেদবৎ যন্ত্রণা হয়। পুরাতন স্নায়বীক হৃৎকম্পনে ন্যাজা উত্তম কার্য্য করে এবং একটি উপযুক্ত ঔষধ। সামান্য পরিশ্রমে এমন কি কথা বলিতে হৃৎকম্পন বৃদ্ধি হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। হৃৎকম্পন বাম পার্শ্বে শয়নে এবং হাঁটাহাটিতে বৃদ্ধি হয়।

হৃৎপিণ্ড কোনপ্রকার তরুণ প্রদাহ বশতঃ রোগগ্রস্থ হইলে কিংবা পুরাতন বিবৃদ্ধি বশতঃ উপসর্গে এবং হৃৎপিণ্ডের কপাটের দোষ কিংবা কেবলমাত্র হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি আরোগ্য কিংবা কষ্ট যন্ত্রণা উপশম করিতে ন্যাজা একটি অতি মূল্যবান ঔষধ (For restoring heart damaged by acute inflammation

or from relief of sufferings of chronic hypertrophy and valvular lesions or simple hypertropy—Allen)।

নাড়ীর গতি অনিয়ম এবং দুর্ব্বল। সবিরাম প্রকৃতির নয় (Pulse irregular in force, but regular in rhythm)

হাঁপানি—Cardiac asthma অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের দোষবশতঃ হাঁপানির ন্যায় একটি উত্তম ঔষধ। শ্বাসপ্রশ্বাসে এত অধিক কষ্ট হয় যে, রোগী শয়ন করিতেই পারে না।

নিদ্রা—সর্পজাতীয় সমুদায় ঔষধেই নিদ্রা অত্যন্ত অধিক হয়। অচৈতন্য পদার্থের মত পড়িয়া নিদ্রা যাইতে থাকে, নিদ্রায় নাসিকাধ্বনি হয়।

মানসিক লক্ষণ—সকল সময় আত্মহত্যার চিন্তা করে, বিমর্ষ, কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, একলা থাকিতে ভয় পায়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬x, ৬ এবং ৩০ অধিক ব্যবহার হয়।
সমগুণ ঔষধসমূহ—ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস, স্পাইজেলিয়া।
রোগের বৃদ্ধি—উত্তেজক দ্রব্য পানে, বামপার্শ্বে শয়নে।

র‍্যাটেনিয়া (Ratanhia)

ইহার যাবতীয় কার্য্য মলদ্বারেই অধিক প্রকাশ হইয়াছে। মলদ্বারের যন্ত্রণা, বিদারণ ইত্যাদিতে উত্তম কার্য্য করে

মলদ্বার এবং বিদারণ (**Fissure**)—মলদ্বারে এমন যন্ত্রণা হয় মনে হয় যেন কাঁচের কুঁচি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ ধরিয়া মলদ্বার জ্বালা এবং বেদনা করিতে থাকে, নরম

মল হইলেও জ্বালা করে (নাইট্রিক এসিড)। মনে হয় মলদ্বার সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। মলত্যাগ সহজে হয় না, মলত্যাগে অনেক চেষ্টা করিতে হয়, হারিস বাহির হইয়া পড়ে। মলদ্বার চিরিয়া যায় এবং সঙ্কুচিত হয়, আগুনের ন্যায় জ্বালা করে। শীতল জলে সাময়িক উপশম হয়, স্তনের বোঁটাও চিরিয়া গিয়া যন্ত্রণাযুক্ত হয়।

দন্তশূল—অন্তঃসত্ত্বা-বস্থার প্রারম্ভে অর্থাৎ প্রথম দিকে ভীষণ দন্তশূল হয়। দন্ত মনে হয় লম্বা হইয়া গিয়াছে। শয়নে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় রোগী বাধ্য হইয়া শয়ন অবস্থা হইতে উঠিয়া পায়-চারি করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত অত্যন্ত কোঁথাইতে হয়। কোঁথ দিতে হারিশ বাহির হইয়া পড়ে।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর নিমক্রম ৬×,৬ অধিক প্রয়োগ হয় এবং মলদ্বারের যন্ত্রণায় কিংবা বিদারণে র‍্যাটেনিয়ার মূল অরিষ্ট ২০ ফোঁটা অর্দ্ধ আউন্স ভেসেলিনের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে আশু উপকার হয়।

ফাইসসটিগমা (Physostigma)

ফাইসসটিগমার উপক্ষারকে (alkaloid) ইসিরিন (Eserine) বলা হয়। এই উভয় ঔষধই দর্শন ইন্দ্রিয়ের উপর অধিক কার্য্য করে। ফাইসসটিগমার কার্য্য চক্ষুর দৃষ্টির উপর অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

দৃষ্টি ঘোলা অপরিষ্কার হয়, মনে হয় চক্ষুর সম্মুখে যেন একটি পর্দ্দা রহিয়াছে এবং দ্রব্য সমুদায় পরস্পর মিশিয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল কাল দাগ আলোক রশ্মি, যেন চক্ষুর নিকট ভাসিতেছে এবং উড়িতেছে। চক্ষুর পাতার

এবং পেশীর আকুঞ্চন হয় (এগারিকাস)। রাত্রিতে দেখিতে পায় না, রাতকানা (দিনে দেখিতে পায় না অথচ রাত্রিতে দেখিতে পায়—বোথ্রোপস্) এতদ্ব্যতীত গ্লোকমা (Glaucoma), চক্ষুর পেশীর দুর্ব্বলতা, বক্র দৃষ্টিমার্গ (astigmatism), চক্ষু ব্যবহারের পর চক্ষুতে যন্ত্রণা, ইত্যাদি এবং দিন দিন বর্দ্ধিত অদূর দৃষ্টিতে (increasing myopia) ফাইসস্টিগমা অধিকাংশ স্থলে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩, ৬ অধিক প্রয়োগ হয়।

ক্যালেডিয়াম (Caladium)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ক্যালেডিয়াম সেগুইনাম। ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে জননেন্দ্রিয়ের উপর। ক্যালেডিয়াম জোনিদেশের চুলকানির একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত। ইহাতে আর একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, রোগী নড়াচড়া করিতে ভয় পায়, নড়াচড়া করিতে চায় না (ব্রাই)। রোগী অতি স্নায়বীক। গোলমাল অত্যন্ত স্পর্শাধিকা সামান্য গোলমালে নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে, (এসারাম নাক্স. টেরেণ্টুলা)।

পরিপাক ক্রিয়া—পাকস্থলী মনে হয় শুষ্ক খাদ্য দ্রব্যে পূর্ণ। পুনঃ পুনঃ উদ্গার হয় কিন্তু সামান্য বায়ু উঠে।

ধ্বজভঙ্গ (Impotence)—লিঙ্গ শিথিল উদ্রেক হয় না অথচ সহবাস ইচ্ছা এবং উত্তেজনা থাকে। স্ত্রীলোক জড়াইয়া ধরিলেও লিঙ্গের উদ্রেক হয় না, এবং রেতঃপাতও হয় না।

যোনিকণ্ডুয়ন (Prurites Vaginae)—ক্যালিডিয়ামকে যোনি-দেশের চুলকানির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। যোনিদেশ ভীষণ চুলকায় এবং এই হেতু হস্তমৈথুনের উত্তেজনা হয়। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায়ও এইরূপ চুলকানি প্রকাশ পায় এবং যোনিদেশ হইতে শ্লেষ্মা স্রাব হয়।

ঘর্ম্ম—ঘর্ম্ম মিষ্ট স্বাদযুক্ত। মিষ্ট ঘর্ম্ম (sweet sweat) হেতু গাত্রে মাছি বসিতে থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০ এই প্রকার শক্তিই প্রয়োগ হয়। ইহার ডাইলিউসনের কোন বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। যোনি প্রদেশের চুলকানিতে আমি সচরাচর ৩০ শক্তি অধিক ব্যবহার করি।

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে।

রোগের উপশম—ঘর্ম্মের পর, দিবসে, নিদ্রার পর।

ক্যালেডিয়ামে তামাক সেবনের আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করে।

কার্ডুয়াস ম্যারিএনাস

Carduas Marianus

কার্ডুয়াস ম্যারিয়ানাসের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে যকৃতের উপর, যকৃতে টাটানি যন্ত্রণা এবং ন্যাবা রোগের লক্ষণ প্রকাশ হয়। বিয়ার মদ্য-পান হেতু যকৃতের প্রদাহ হইলে সেই স্থলে কার্ডুয়াস আরো অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যকৃতের রোগ হেতু উদরীতে কার্ডুয়াস ব্যবহার হয়।

যকৃত—যকৃতের যন্ত্রণায় ইহাকে সকল চিকিৎসকগণ উচ্চস্থান দিয়াছেন। রোগীর কোন খাদ্যদ্রব্যের প্রতি স্পৃহা থাকে না, মুখের স্বাদ তিক্ত অথবা খারাপ হইয়া থাকে। পিত্ত বমন হয় এবং বমি বমি ভাব লাগিয়া থাকে।

ভীষণ বমির উদ্বেগ হয়, অম্লস্বাদযুক্ত সবুজ পিত্ত বমন হয়। যকৃত প্রদেশে টাটানি যন্ত্রণা হয়, পাকস্থলী জ্বালা করে। রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে দক্ষিণ কুক্ষিপ্রদেশে যন্ত্রণা বোধ করে। যকৃতের বাম অংশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। মলত্যাগ ভাল হয় না কোষ্ঠকাঠিণ্য, মল শক্ত গুট্‌লে গুট্‌লে কাল পিত্ত শূন্য আবার কখন কখন উদরাময় দেখা দেয়—উদরাময় উজ্জ্বল পীতবর্ণ।

পিত্তশূল যন্ত্রণা—পিত্তশূল (gallstone colic) যন্ত্রণার কার্ডুয়াস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যাহাদিগের পুনঃ পুনঃ পিত্তশূল যন্ত্রণা হয় তাহাদিগকে এই ঔষধ কিছুদিন ব্যবহার করাইলে পিত্ত নিঃসরণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করতঃ পিত্তশূল যন্ত্রণার আশঙ্কা নষ্ট করে। পিত্তকোষ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হইয়া থাকে। হস্তদ্বারা স্পর্শ করা যায় না।

পরিপাক ক্রিয়া—স্বাদতিক্ত, ক্ষুধা ভাল হয় না, সবুজ বমন হয়, পেট ফুলিয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট কিংবা নিম্নক্রম ৩×, ৬×, সাধারণতঃ প্রয়োগ হয়। অধিকাংশ চিকিৎসককে দেখিয়াছি মূল আরিষ্ট প্রয়োগ করিতে। আমি ৩× ব্যবহার করিয়া থাকি।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—চেলিডোনিয়াম, মার্কিউরিয়াস সল, পডফাইলাম, ব্রাইওনিয়া।

———

ইকুইসেটাম হাইমেলি

Equisetum Hyemale

ইকুইসেটামের প্রধান কার্য্য হইতেছে মূত্রাশয় এবং মূত্র পিণ্ডে। অসারে মূত্র ত্যাগ এবং মূত্র কৃচ্ছ্রে ইহা অধিক ব্যবহার হয়।

মূত্রাশয়ে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয় অথচ মূত্র ত্যাগে উপশম হয় না। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাবের শেষে মুখে (at the conclusion of urine) অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় (সার্সা, থুজা, বার্বেরিস)। সকল সময় প্রস্রাবের বেগ লাগিয়া থাকে। প্রস্রাব প্রচুর হইলেও যন্ত্রণার উপশম হয় না (প্রস্রাব স্বল্প হয় এবং যন্ত্রণাযুক্ত—ক্যান্থারিস্)। মূত্র ত্যাগ কালীন মূত্রমার্গে ভীষণ জ্বালা এবং যন্ত্রণা হয়।

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত হয়।

শিশুদিগের রাত্রিতে শয্যায় অসারে মূত্রত্যাগ হয়।

দক্ষিন মূত্রপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা নিম্নোদর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩x, ৬x, ৬, নিম্নক্রম অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এপিস, ক্যান্থারিস।

রোগের বৃদ্ধি—দক্ষিণ পার্শ্বে, সঞ্চালনে, চাপে, স্পর্শে, উপবেশনে।

রোগের উপশম—অপরাহ্ণে, শয়নে।

কার্ব্বলিক এসিড (Carbolic Acid)

কার্ব্বলিক এসিডের বিশেষ ব্যবহার হোমিওপ্যাথিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহা একটি বীজাণুনাশকরূপে বহুল প্রয়োগ করেন। ইহার বাহ্য প্রয়োগে ত্বক অবশ হয়।

শিরঃপীড়া—মস্তকের সম্মুখভাগে অধিক হয়, মনে হয় যেন কপালের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত রবারের বন্ধনী শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ক্ষত—কোনপ্রকার ভোঁতা যন্ত্র দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হেতু ছিন্ন থেঁতলান ক্ষত, দূষিত গলিত অবস্থায় পরিণত হয়।

বমন—বমন কৃষ্ণবর্ণ—মাতাল, অন্তঃসত্ত্বাবস্থায়, নৌকা জাহাজ আরোহণে, কর্কট রোগে, প্রকাশ পায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিণ্য অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসে ভীষণ দুর্গন্ধ হয়।

শ্বেতপ্রদর—স্রাব সকল সময় দুর্গন্ধ ক্ষতকারক। প্রচুর এবং দেখিতে ঈষৎ সবুজ বর্ণ।

আমাশয়—তরল শ্লেষ্মা, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির গাত্রের চাঁচনি সদৃশ, যেন গাত্র হইতে ছিঁড়িয়া আসিতেছে, দুর্গন্ধযুক্ত। অত্যন্ত কোঁথানি থাকে।

ডিফথিরিয়া—শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। কোন খাদ্যদ্রব্য গিলিতেই পারে না। দুর্গন্ধ স্রাব হয়। তরল দ্রব্য পান করিলে ছিটকাইয়া নির্গত হইয়া যায়। যন্ত্রণা অধিক থাকে না। রোগী ভীষণ দুর্ব্বল, অবসন্ন, হিমাঙ্গ অবস্থাবৎ হইয়া পড়ে। মুখগহ্বর হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত জ্বালা।

অগ্নিদগ্ধ—কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া গিয়া তথায় ক্ষত এবং ক্ষতকারক স্রাব হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০ক্রম অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে—আর্স, ক্রিয়োজোট, ক্ষত দুর্গন্ধ স্রাবযুক্ত।

বিষঘ্ন—ভিনিগার।

ডিফ্‌থেরিনাম (Diphtherinum)

ইহা নোসোড জাতীয় ঔষধ। শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুযুক্ত রোগীতে যাহাদিগের গলদেশে কিংবা শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রোগ লাগিয়া থাকে তাহাদিগতে ডিফথেরিনাম অধিক উপযুক্ত। ডিফথেরিনামের একমাত্র ব্যবহার ডিফথেরিয়ার উপর, যখন নির্ব্বাচিত সমুদায় ঔষধে কোন উপকার পাওয়া যায় না এবং রোগ যখন সাংঘাতিক অবস্থা ধারণ করে তখন ডিফথেরিনামের বিষয় চিন্তা করিবে।

ডিফথেরিনামের ডিফথেরিয়ায় যন্ত্রণা অধিক না থাকিতেও পারে। রোগী ভীষণ দুর্ব্বল এবং অবসন্ন, তন্দ্রাযুক্ত। তালু মূল ঘোর লালবর্ণ এবং স্ফীত, কর্ণ এবং গলদেশের গ্রন্থি অধিকরূপ ফুলিয়া উঠে, গলদেশ, নাসিকা, মুখ হইতে স্রাব সমূহ অত্যন্ত দুর্গন্ধ। জিহ্বা স্ফীত অত্যন্ত লালবর্ণ। ডিফথেরিয়ায় ঝিল্লি—পুরু ঘোর কটাবর্ণ অথবা ঈষৎ পীতাভ কৃষ্ণবর্ণ। শরীর উত্তাপ শূন্য, নাড়ী দুর্ব্বল অথচ দ্রুত, হস্ত পদ শীতল, রোগী অর্দ্ধচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়। গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে না অথচ তরল দ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায় কিংবা নাসিকা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। শ্বাসপ্রশ্বাস ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—নোসোড জাতীয় ঔষধসমূহ কথনই নিম্নক্রম ব্যবহার করা উচিৎ নয়। ২০০ শক্তির নিম্নে ইহার ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায় না। ২০০, ৫০০, ১০০০ এবং তদূর্দ্ধ ব্যবহার হয় এবং ইহা শীঘ্র পুনরাবৃত্তি করা হয় না।

ফ্লুরিক এসিড (Flouric Acid)

ফ্লুরিক এসিড ভীষণ ক্ষতকারক, ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতকারক আর কোন এসিড আছে বলিয়া মনে হয় না, যদিও আমরা নাইট্রিক এসিডকেই এই বিষয়ে প্রাধান্য দিয়া থাকি। ফ্লুরিক এসিড দ্বারা কাঁচের উপর রেখাপাত করা যায়। ইহার দ্বারা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, ইহার কার্য্য কত গভীর। ইহা শরীরস্থ নিম্ন টিসু সমুদায়কে আক্রমণ করে, বিশেষরূপে ইহার কার্য্য অস্থি ক্ষতে (caries), দন্তের নালী ক্ষতে ইত্যাদি কঠিন স্থানে অধিক প্রকাশ পায়।

রোগী—উপদংশ এবং পারদের রক্তে দূষিত, অল্প বয়স্ক অথচ দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায়, বহু পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ করে না এইরূপ ব্যক্তিতে ফ্লুরিক এসিড অধিক উপযুক্ত।

অস্থি-ক্ষত (caries)—শরীরের লম্বা লম্বা অস্থি সমূহ যেমন পদদ্বয়, হস্ত, বাহু, জানু ইত্যাদি স্থানের অধিক আক্রান্ত হয়। ক্ষত হইতে যে স্রাব নিসৃত হয় তাহা পাতলা এবং ক্ষতকারক, যন্ত্রণা শীতল প্রলেপে উপশম হয়। কপালের পার্শ্বস্থ অস্থি বিশেষরূপে mastoid process এর ক্ষতে, উপদংশ কিংবা পারদের অথবা স্ক্রফিউলা দোষ হেতু হউক ফ্লুরিক এসিড অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

দন্তের নালী-ক্ষত (dental fistula)—দন্তের নালী ক্ষতের ফ্লুরিক এসিড একটি উত্তম ঔষধ। নালী হইতে যে স্রাব হয় তাহা রক্ত মাখা, লোণতা কিংবা খারাপ স্বাদযুক্ত, মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং সমুদায় শরীরকে অসুস্থ করিয়া ফেলে। দন্তের নালী-ক্ষতে ফ্লুরিক এসিড এবং ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা এই দুইটি ঔষধকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। সাইলিসিয়াকেও চিন্তা করা যাইতে পারে, আমার মনে হয় কঠিন স্থানে নালী-ক্ষতে ফ্লুরিক এসিড এবং ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা অধিক উপযুক্ত। ফ্লুরিক এসিডে ঠাণ্ডায় উপশম হয় আর সাইলিসিয়া ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না।

চর্ম্মরোগ—চর্ম্ম অত্যন্ত খসখসে, নানা প্রকার পীড়কা প্রকাশ পায়। ভীষণ চুলকানি হয়, এত অধিক চুলকানি আর কোন ঔষধে আছে বলিয়া মনে হয় না (I donot know of any remedy that causes such general and persistant itching as does Flouric Acid—Farrington). শরীরের নানা স্থানে জায়গায় জায়গায় চুলকায়। গরমে চুলকানি বৃদ্ধি হয়, ঠাণ্ডায় উপশম হয়। শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল লাল দাগ প্রকাশ পায় এবং তাহা হইতে চর্ম্ম নির্ম্মোচন (desquamation) হইতে থাকে। এই লক্ষণটি ফ্লুরিক এসিড ব্যতীত আর কোন ঔষধে এত অধিকরূপ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

আঙ্গুলহাড়া—ফ্লুরিক এসিড আঙ্গুলহাড়ায় অস্থি আক্রান্ত হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ক্ষতের স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত কিন্তু জ্বালাযন্ত্রণা ঠাণ্ডায় উপশম হয়।

ক্ষতচিহ্ন—পুরাতন ক্ষত চুলকাইয়া চুলকাইয়া ক্ষতের ধার লাল হইয়া নূতন ক্ষতে পরিণত হয় (কষ্টিকম, গ্র্যাফাইটিস)।

শয্যাক্ষত—শয্যাক্ষত হইতে প্রচুর স্রাব হয়। ক্ষতের যন্ত্রণা উত্তাপে বৃদ্ধি হয়, ঠাণ্ডায় উপশম হয়। ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০ শক্তি রোগের অবস্থানুযায়ী ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যালকেরিয়া ফ্লোর, সাইলিসিয়া।

ফ্লুরিক এসিড—মাতালদিগের উদরীতে আর্সেনিকের পর, বন্ধনসন্ধির পীড়ায় কেল কেরিয়া এবং ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়ার পর, বহুমূত্রে ফস্ফরিক এসিডের পর, স্পর্শাধিক্য দাঁতের পীড়ায় কফিয়ার পর, অস্থি রোগে—সাইলিসিয়া, সিফাইটামের পর, গলগণ্ডে স্পঞ্জিয়ার পর—উত্তম কার্য্য করে।

অনুপূরক (**Complementary**)—সাইলিসিয়া

রোগের বৃদ্ধি—উত্তাপে, প্রাতঃকালে।

রোগের উপশম—ঠাণ্ডায়, চলাফেরায়।

ক্রোটেলাস (Crotalus)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ক্রোটেলাস হোরিডাস, ইহা এক প্রকার বিষাক্ত সর্প বিশেষ। আমেরিকায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে আর এক কথায় Rattle snake বলা হয়।

ক্রোটেলাস রোগের চরম অবস্থায় যখন রক্ত দূষিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, রোগীর জীবনী শক্তি হ্রাস হইয়া আসে, শরীরের রন্ধ্র প্রদেশ সমূহ হইতে কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত স্রাব হইতে থাকে। রোগী মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে তখন ক্রোটেলাস নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

এই ভয়ানক বিষাক্ত সর্পকে ক্লোরফরম দ্বারা অবসন্ন করিয়া মুখের নিকট শিশি ধরিলে ঈষৎ সবুজ, পরিষ্কার ও হরিদ্রা বর্ণের এক প্রকার আঠাযুক্ত রস উহার উপর পতিত হয়, এবং পতিত হওয়া মাত্র সেই বিষে গ্লিসিরিণ মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হয়।

মানসিক লক্ষণ—বিমর্ষ, তন্দ্রাযুক্ত যেন মাদকদ্রব্য পান করিয়াছে, সকল সময় মৃত্যু চিন্তা করে, অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, কোন বিষয় পড়িতে পড়িতে কাঁদিয়া ফেলে, ভীত, খিটখিটে, সামান্য বিষয়েই বিরক্ত হইয়া উঠে, বহু কথনশীল (loquacious) মুখের বিরাম নাই। ল্যাকেসিসেও এই প্রকার বহুভাষী লক্ষণ থাকিলেও কিন্তু ল্যাকেসিস রোগী অত্যন্ত চঞ্চল এবং দ্রুত প্রকৃতির, এক কথা বলিতে বলিতে শেষ না করিয়াই আর এক কথায় চলিয়া যায়। কোন ব্যক্তি একটি বিষয় বলিতে গেলেই ল্যাকেসিস রোগী তৎক্ষণাৎ বলিয়া ওঠে—হাঁ, হাঁ, আমি এই বিষয় জানি, তাহাকে আর কথা বলিতে অবসর না দিয়াই সে নিজেই তাহা, যাহা তাহা বলিয়া শেষ করিয়া দেয় অথচ সে কখন সে বিষয় জানেও না এবং শুনেও নাই, হয়ত সে সম্পূর্ণ একটি পৃথক কথা বলিয়া ফেলিল। ক্রোটেলাসেও এই প্রকার লক্ষণ থাকিলেও কিন্তু তাহা অনেকটা ধীর প্রকৃতির এবং ধীরে ধীরে কোন প্রকারে শেষ করিয়া দেয়। ক্রোটেলাসের বহুভাষী অনেকটা নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির (passive), আর ল্যাকেসিসের সচেষ্ট প্রকৃতির (active)।

ক্রোটেলাস রোগীতে অত্যন্ত স্নায়বীক লক্ষণও পরিলক্ষিত হয়। হস্ত পদ কাঁপিতে থাকে, জিহ্বা বহির্গত করিতে জিহ্বা কাঁপিতে থাকে। সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সমুদায় শরীর যেন পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বল হয়।

রক্তস্রাব—রক্তস্রাবই হইতেছে এই ঔষধের সর্ব্ব প্রধান বিশেষত্ব। ক্রোটেলাস রোগীর ধাতুই যেন রক্তস্রাব প্রবণতা। রক্ত অতি অল্প সময়েই বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শরীরের যে কোন রন্ধ্র প্রদেশ হইতে রক্ত স্রাব হইতে পারে—নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, ফুসফুস, উদর, জরায়ু ইত্যাদি সমুদায় স্থান হইতে রক্ত স্রাব হয়, এমন কি ঘর্ম্মে পর্য্যন্ত রক্ত থাকে। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ, তরল, জমাট বাঁধে না, দুর্গন্ধযুক্ত। এই প্রকার রক্তস্রাব টাইফয়েড, ডিফথিরিয়া, স্কার্লেটি ফিবার ইত্যাদি রোগের চরম অবস্থায় যখন জীবনী শক্তি ক্ষীণ এবং হ্রাস হইয়া আইসে, রোগী অজ্ঞান আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে তখন দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রোটেলাসকে চিন্তা করিতে হইলেই তদসহ কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব থাকিবে, ইহা স্মরণ রাখিবে এবং ক্রোটেলাস রোগের zymotic

অর্থাৎ শরীরাভ্যন্তরস্থ রসাদির বিকার দ্বারা উৎপন্ন রোগে অধিক উপযুক্ত।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়া নিদ্রার পর বৃদ্ধি হয় এবং বৃদ্ধির অবস্থাতেই শুইয়া পড়ে (ল্যাকে)। যতই অধিক সময় নিদ্রা যায় ততই অধিক শিরঃপীড়া হয়, শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে হয় এবং এমন কি নিদ্রার পর বালিস হইতে মস্তক তুলিতেই পারে না।

পৃষ্ঠব্রণ, স্ফোটক ইত্যাদি—সাধারণ পীড়কায় (eruptions) ক্রোটেলাস কখনই ব্যবহার হয় না। ক্রোটেলাসের প্রয়োগ রোগের প্রবল অবস্থায়—পৃষ্ঠব্রণে, ফোঁড়ায় ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা হয়, আক্রান্ত স্থানের চারিপার্শ্ব তরল দ্রব্য পূর্ণবৎ স্ফীত এবং মধ্যস্থল ঈষৎ গর্ত্তযুক্ত। চারি পার্শ্বের স্ফীত স্থানে অঙ্গুলির চাপ দিলে বসিয়া যায়। কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় রক্ত নিঃসরণ হয় এবং জমাট বাঁধে না।

সুতিকা জ্বর—জরায়ু হইতে অল্প অল্প কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধ রক্ত স্রাব লাগিয়াই থাকে এবং রক্ত জমাট বাঁধে না। এই প্রকার রক্তস্রাব প্রবল টাইফয়েড কিংবা প্রবল জ্বর অবস্থায় কিংবা জ্বরের প্রবলতার দরুণ প্রকাশ পায় এবং রোগী ক্রমশঃ অবসন্ন, ক্ষীণ, দুর্ব্বল হইয়া আসে। তন্দ্রাযুক্ত আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়, হস্ত পদ জিহ্বা কাঁপিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় ক্রোটেলাস প্রয়োগে রোগী অনেক সময় নবজীবন লাভ করে। এতদসহ ব্যাপটিসিয়া, আর্সেনিক, সিকেলি, পাইরোজেন, ল্যাকেসিসকেও চিন্তা করিবে।

ন্যাবা—(Jaundice)—ক্রোটেলাসে ভীষণ দূষিত ন্যাবা রোগ যকৃৎ দোষ হেতু যত নয় বরং রক্তের বিকৃতিজনিই অধিক হয় (It is haematic rather than hepatic)। চক্ষু এবং সমুদায় শরীর পীতবর্ণ হয়, অতি সত্বর রক্ত দূষিত হইয়া ন্যাবা রোগ প্রকাশ পায়। সমুদায় রন্ধ্র প্রদেশ হইতে রক্তস্রাব হয়।

উদরাময় এবং বমন—উদরাময় ঘন তরল কৃষ্ণবর্ণ কফি গুড়ার ন্যায়, ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত। রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না, দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিলেই গাঢ় সবুজ কিংবা কফি গুড়ার ন্যায় কাল বমন প্রকাশ পায়। জিহ্বা

অগ্নিবৎ লাল, পরিষ্কার যেন বার্ণিস করা হইয়াছে (পাইরোজেন) এবং ভীষণ স্ফীত।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—৬ এবং ৩০ এর ব্যবহার অধিক দেখিতে পাই। আমি নিজেও ৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার করি।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ল্যাকেসিস—চর্ম্ম শীতল এবং চটচটে ঘর্ম্মযুক্ত। ক্রোটেলাস—চর্ম্ম শীতল এবং শুষ্ক। ইলাপ্‌স—দক্ষিণ ফুসফুস আক্রান্ত হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ রক্ত গয়ের উঠে।

রোগের বৃদ্ধি—দক্ষিণ পার্শ্বে, (বাম পার্শ্বে—ল্যাকেসিস), খোলা বাতাসে, সন্ধ্যায় এবং প্রাতে, বসন্তকালে, গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনে, নিদ্রাভঙ্গে।

হেলোনিয়াস (Helonias)

ইহার সম্পূর্ণ নাম হেলোনিয়াস ডাইওইকা (Helonias Dioica)। ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর, ইহা স্ত্রীলোকেরই ঔষধ।

বস্তি এবং পৃষ্ঠদেশের সর্ব্বনিম্ন প্রদেশস্থ অস্থিতে অর্থাৎ pelvis and sacrum এ দুর্ব্বলতা, ভার ভার বোধ এবং তদসহ ক্লান্তি ও অবসন্নতা লাগিয়া থাকে, রোগী এতদ স্থান সমূহ অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। কটিদেশ ক্লান্ত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়। হেলোনিয়াসের এতদ স্থানের এই প্রকার দুর্ব্বলতা জরায়ুভ্রংশ এবং জরায়ুর স্থানচ্যুতির পরিচায়ক লক্ষণ বলিয়া জানিবে। নিম্নোদর এবং বস্তি প্রদেশ ঝুলিয়া পড়ে রোগীকে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয় যেন ইহার অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় যন্ত্রসমূহ বহির্গত হইয়া না পড়ে, রোগীর শরীরের সমুদায় পেশীমণ্ডল দুর্ব্বল ও নিস্তেজ বলিয়া মনে হয়। এই সমুদায়

লক্ষণের সহিত জরায়ু এবং মূত্রপিণ্ডের রোগ বর্ত্তমান থাকা উচিৎ। রোগী যদিও দুর্ব্বল, ক্লান্ত এবং কটিদেশ ভার ভার বোধ করে তথাপি সকল সময় নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখিতে ইচ্ছা করে, যতক্ষণ কাজ করে ততক্ষণই রোগের যাবতীয় গ্লানি এবং কষ্ট ভুলিয়া যায়। আবার বলিতেছি—যে সমুদায় স্ত্রীলোকের পেশীর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত জরায়ুভ্রংশ কিংবা অধিক শারীরিক এবং মানসিক কার্য্য বশতঃ পেশীর কষ্ট, টাটানি হয়, তাহাদিগেতে হেলোনিয়াস উত্তম কার্য্য করে। হেলোনিয়াসকে জরায়ুর টনিক বলা হয়। Helonias is excellent remedy when there is a tired aching feeling and some burning in the back and legs. এই প্রকার লক্ষণ পিকরিক এসিডেও দেখিতে পাওয়া যায়।

মানসিক লক্ষণ এবং রোগী—রোগী রক্তশূন্য ফ্যাকাসে, অত্যন্ত বিমর্ষ, দুর্ব্বল, খিটখিটে। কাহারও সামান্য প্রতিবাদ কিংবা প্রস্তাব সহ্য করিতে পারে না। কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলে যাবতীয় গ্লানি এবং শারীরিক কষ্ট ভুলিয়া যায়।

জরায়ুভ্রংশ এবং জরায়ুচ্যুতি—পেশীর দুর্ব্বলতাবশতঃ কিংবা গর্ভপাত অথবা সন্তান প্রসবের পর জরায়ুভ্রংশ হয়। এতদসহ রক্তশূন্যতা, দুর্ব্বলতা, কটিদেশে যন্ত্রণা, জ্বালা, উত্তাপ বোধ, আড়ষ্টতা, মানসিক অবসাদ বর্ত্তমান থাকে।

রক্তশূন্যতা—ঋতুস্রাব কিংবা রক্তস্রাব কিংবা পরিপোষণ ক্রিয়ার অভাব হেতু রক্তশূন্যতা হয়। রোগী জরায়ুর বর্ত্তমানতা সর্ব্বদা অনুভব করে (consciousness of a womb) রোগী মনে করে ইহা সকল সময় নড়াচড়া করিতেছে এবং বস্তিপ্রদেশে এতদ হেতু টাটানি যন্ত্রণা ও হয় এবং বস্তিপ্রদেশ স্পর্শ করা যায় না। এই প্রকার বোধ স্ত্রীলোকের যৌবনকালে, প্রসবের পর অথবা অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় অধিক প্রকাশ পায়।

ঋতুস্রাব—সময়ের পূর্ব্বে এবং প্রচুর হয়। স্রাব কাল চাপ চাপ ও দুর্গন্ধযুক্ত। মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া মূত্রপিণ্ড রক্তাধিক্য হইয়া প্রদাহ হয়।

মূত্রপিণ্ড অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, গরম জলের থলি বলিয়া বোধ হয়। স্তন ফুলিয়া উঠে, স্তনের বোঁটা যন্ত্রণাযুক্ত এবং স্পর্শাধিক্য হয়।

বহুমূত্র—বহুমূত্রে হেলোনিয়াসকে একটি বৃহৎ ঔষধ বলা যাইতে পারে না, তথাপি প্রথমাবস্থায় ইহার ব্যবহার দেখা যায়। প্রস্রাব পরিষ্কার এবং প্রচুর হয়, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও সাটিয়া যায়, অত্যন্ত পিপাসা, অস্থির। রোগী দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে। মন খিটখিটে এবং বিষাদযুক্ত।

এলবিউমিনিউরিয়া—তরুণ এবং পুরাতন উভয় অবস্থাতেই হেলোনিয়াসের প্রয়োগ দেখা যায় এবং অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ইহা অধিক ব্যবহার হয়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং ক্লান্তি বোধ করে, এত অধিক ক্লান্তি এবং দুর্ব্বলতার কারণও কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম অধিক প্রচলিত।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এলেটেরিস, লিলিয়াম, এসিড ফস্।

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে, স্পর্শে।

রোগের উপশম—যখন কোন কার্য্য করে।

ক্যালকেরিয়া আর্স (Calcarea Ars)

এই ঔষধটিতে সালফার এবং ক্যালকেরিয়া এই দুইটি মহৎ ঔষধের সংযোগ রহিয়াছে। কাজেকাজেই ইহার কার্য্যও যে অত্যন্ত গভীর হইবে তাহতে কোন সন্দেহ নাই। ক্যালকেরিয়া আর্সের ব্যবহার তরুণ অপেক্ষা পুরাতন রোগে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

হোমিওপ্যাথিকে ক্যালকেরিয়া আর্সকে শৈশব যকৃতের একটি সর্ব্বপ্রধান

ঔষধ বলা হয় এবং অনেকেই ইহাকে routine remedyর ন্যায় ব্যবহার করেন। ম্যালেরিয়াজনিত হইলেই ইহাতে অধিক কার্য্য পাওয়া যায়। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ডি, এন, রায় মহাশয় শৈশব যকৃতে ক্যালকেরিয়া আস'কে অধিক উচ্চস্থান দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—It is a remedy we extensively use in infantile enlargement of liver with considerable success, infact it is a sheet anchor for infantile liver complaint especially of malarial origin. শৈশব যকৃত ব্যতীত ম্যালেরিয়াজনিত যকৃত বিবৃদ্ধিতে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যধিক কুইনাইনের অপব্যবহারে এবং শ্লেষ্মা প্রধান গণ্ডমালাধাতুযুক্ত টিউবারকিউলার (tubercular) শিশুদিগেতেও উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। অল্প অল্প ঘুসঘুসে জ্বর সকল সময় লাগিয়া থাকে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২।১ বার হয়ত এক একবার উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। ১০০ এর অধিক জ্বর প্রায়ই হয় না। চর্ম্মের চেহারা দেখিতে অসুস্থ এবং শুষ্ক। উত্তাপ প্রাতে এবং সন্ধ্যায়ও হইতে পারে, রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আসে, ক্ষুধা থাকে না খাদ্যদ্রব্যের প্রতি অশ্রদ্ধা হয়। প্রস্রাব অল্প এবং এলবিউমেনযুক্ত, কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা উদরাময়, অজীর্ণ, দ্রুত হৃৎস্পন্দন এবং হৃৎকম্পন (palpitation) ইত্যাদি লক্ষণসমূহের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

হৃৎকম্পন (Palpitation)—সামান্য মানসিক অনুভূতি এবং চাঞ্চল্যতেই হৃৎপিণ্ডের কম্পন হইতে থাকে (লিলিয়াম কার্ব্ব)।

মৃগীরোগ—মৃগীরোগ হৃৎপিণ্ডের রোগবশতঃ হইলে ক্যালকেরিয়া আস'র প্রয়োগ দেখা যায়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—অনেকে ৬× চূর্ণ ব্যবহার করেন কিন্তু আমি শৈশব যকৃতে ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি।

রোগের বৃদ্ধি—সামান্য পরিশ্রমে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—কোনায়াম, গ্লোনয়ন, নাক্সভমিকা।

ক্যালেণ্ডুলা (Calendula)

ইহার বাংলা নাম গ্যাঁদাফুল। এই ঔষধটি গ্যাঁদাফুল হইতেই প্রস্তুত হয়। ক্যালেণ্ডুলার প্রধান কার্য্যই হইতেছে—কাটা ছেঁড়া ঘায়ে যে স্থানের চর্ম্ম ছিন্ন হইয়া গিয়াছে কিংবা উঠিয়া গিয়াছে, ক্ষতে পরিণত হইতেছে এবং পূঁজের সঞ্চার হইতেছে। চর্ম্ম ছিন্ন না হইলে ক্যালেণ্ডুলা ব্যবহার হয় না। ক্ষত আঘাত লাগিয়াই হউক কিংবা আপনা হইতেই হউক—পূঁজের সম্ভাবনা কিংবা পূঁজোৎপাদন দেখিলে ক্যালেণ্ডুলাকে চিন্তা করা যাইতে পারে (calendula is almost a specific for clean surgical cuts or lacerated wounds to prevent excessive suppuration)। প্রসবের পর প্রসব দ্বার ছিড়িয়া গেলে, অস্ত্রক্রিয়ার পর ক্ষত শুষ্ক না হইলে, আঘাত চোট লাগিয়া কোন স্থানের চর্ম্ম উঠিয়া গেলে, ছেঁছিয়া গেলে এবং পূঁজের সম্ভাবনা দেখা দিলে কেলেণ্ডুলা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক ব্যবহার করা উচিত। ইহার কার্য্য পূঁজযুক্ত ক্ষতে অদ্বিতীয়। আমি ঘা পাঁচড়াতে ইহার বাহ্যিকমূল অরিষ্ট আলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইতে দিয়া আশাতীত উপকার পাইয়াছি এবং আমি ইহা উত্তমরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। যেস্থলে অধিক পূঁজ হয় সেই রূপ স্থলে ক্যোলেণ্ডুলা সাক্কাসকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। তরুন উপদংশ ক্ষতেও আমি ইহার বাহ্যিক অরিষ্ট অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিয়া থাকি।

প্রয়োগবিধি

ডাইলউসন—৬, ৩০ আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয়। সাধারণ ক্ষতে পূঁজের সঞ্চার হউক কিংবা নাই হউক (পূঁজযুক্ত হইলেই ভাল) বাহ্যিক ক্যালেণ্ডুলা অফিসিয়ালিস ১৫।২০ ফোটা এক আউন্স অলিভ অয়েলে মিশ্রিত করিয়া লাগাইতে দিবে। উপদংশ কিংবা দূষিত ক্ষতে ক্যালেণ্ডুলা সাক্কাস অধিক ফলদায়ক। ইহার মুল বাহ্যিক ঔষধ এক ড্রাম এক আউন্স উক্ত প্রকার

তৈলে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে আশু উপকার পাওয়া যায়। অধিক পূঁজে ক্যালেণ্ডুলা সাক্কাস অধিক ফলপ্রদ।

অনুপূরক—হেপার।

সমগুণ ঔষধসমূহ—হাইপারিকাম—অধিক স্নায়ুযুক্ত স্থানে আঘাত লাগিলে এবং যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হইলে।

সিম্ফাইটাম—ক্যালকেরিয়া ফস অস্থি ভঙ্গে জোড়া লাগাইতে।

রাসটক্স, রুটা—কোন নির্দ্দিষ্ট পেশীর মচকান কিংবা টানে।

সালফিউরিক এসিড—যন্ত্রণাযুক্ত, গলিত ক্ষতে দূষিত বীজাণু নষ্ট করে।

ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা
(Calcarea Fluorica)

ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা অথবা ফ্লুরাইড অফ লাইম একই কথা একই জিনিষ। ইহা ডাক্তার সুসলারের শক্ত প্রস্তরবৎ কঠিন গ্রন্থি স্ফীতি, শিরা প্রসারণ (varicose veins), শিরা বিবৃদ্ধি, অস্থি অর্ব্বুদ, অস্থি বিবৃদ্ধির একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। অস্থি অর্ব্বুদে (osseous tumors) ইহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ টিস্যু ঔষধগুলির বিষয় পৃথক করিয়া লেখাকালীন আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

রোগী—রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, ঠাণ্ডা এবং স্যাঁৎসেতে ঋতু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। উত্তাপে ভাল থাকে।

অর্ব্বুদ—মেদযুক্ত জরায়ু অর্ব্বুদ কিংবা অস্থি অর্ব্বুদ যে কোন স্থানে অর্ব্বুদ হউক ইহার নির্ব্বাচনে কঠিনত্ব থাকা চাই। প্রস্তরবৎ কঠিনতাই হইতেছে ইহার প্রধান বিশেষত্ব। ইহা ব্যতীত ইহা কখনই নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। এই প্রকার অর্ব্বুদের সহিত অস্থিক্ষতথাকিতেও পারে তথাপি ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। স্তনের গ্রন্থি স্ফীত হইয়া প্রস্তরবৎ শক্ত হয়। (I refer to its ability to cure indurated infiltrations of glands, cellular tissues and bony formations. A nodule in the course of a tendon, an exostosis, a stony hard gland, bony infiltration in the periosteum has been cured by this rémedy wonderfully) ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা শিশুদিগের তলতলে শির রক্তার্ব্বুদ (fluctuating cephalo haematoma) আরোগ্যে ও নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

ক্ষত—ক্ষতের ধার উঁচু এবং শক্ত হয় এবং চারিপার্শ্বের চর্ম্ম নীলাভ এবং স্ফীত হয়।

নালীক্ষত (Fistula)—সন্ধিস্থল (joint) অথবা অস্থির সংযোগ স্থলে অথবা শক্ত কঠিন অর্ব্বুদে নালীক্ষত হইলে কেলকেরিয়া ফ্লুরিকাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে—(কোমলস্থানে নালীক্ষতে—সাইলিসিয়া) ঘন পীতবর্ণ পূঁজ স্রাব হয়।

কটিবাত (Lumbago)—কটিস্থানের যন্ত্রণা রাসটক্সের ন্যায় স্থির ভাবে থাকিলে বৃদ্ধি হয়। কাজে কাজেই রোগী নড়াচড়া করিতে চায় তাহাতে এবং উত্তাপে যন্ত্রণার উপশম বোধ করে। রাসটক্সে উপশম না হইলে ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকাকে চিন্তা করিবে।

ছানি ছানি চিকিৎসায় ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকার ব্যবহার প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার এতদ বিষয়ে সুনাম রহিয়াছে। পুস্তকে এই প্রকার অনেক ছানি আরোগ্য সংবাদ লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

তালুমূলপ্রদাহ—তালুমুল শক্ত কঠিন হইলে আমরা অধিকাংশস্থলে ব্যারাইটা কার্ব্বেকে প্রাধান্য দিয়া থাকি কিন্তু ব্যারাইটা কার্ব্বে উপকার না হইলে ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকাকে চিন্তা করা উচিত। তালুমূলের কঠিনতায় ব্যারাইটা কার্ব্বের পর অধিকাংশ চিকিৎসক ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

যকৃত—যকৃতে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। রোগী যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। সঞ্চালনে যন্ত্রণার উপশম হয়। রোগী হাঁটিয়া বেড়াইতে চায়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—স্থসলারের প্রণালীমতে ৩×, ৬× ইত্যাদি চূর্ণ ব্যবহার হইয়া থাকে। আমি ৩০, ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার করি, স্থল বিশেষে চূর্ণও ব্যবহার করি। ছানিতে ৬× চূর্ণ অধিক অনুমোদন করি। নালীক্ষতে এবং গ্রন্থির স্ফীতিতে ৩০, ২০ শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ হইতে কিছু বিলম্ব হয়।

রোগের উপশম—উত্তাপে, উত্তাপ প্রয়োগে।

ক্যালকেরিয়া এবং সাইলিসিয়া পরস্পর অনুপূরক (complementary)।

থেরিডিয়ন (Theridion)

ইহার সম্পূর্ণ নাম থেরিডিওন কিউরেস্সাভিকাম (Theridion curassavicum)। ইহা এক মাকড়সা জাতীয় ঔষধ। ডাক্তার হেরিং ইহাকে ঔষধে পরিণত করিয়াছেন। ইহার কার্য্য স্নায়ুমণ্ডলীতে অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। থেরিডিওন রোগী গোলমালে অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং প্রত্যেক গোলমালে সমুদায় শরীরকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে এবং বমনেচ্ছা ও শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ করে। শিরঃঘূর্ণনে, সামুদ্রিক শিরঃপীড়ায়, রক্তোৎকাশে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়।

মানসিক লক্ষণ—অস্থির, কোন বিষয়ে এবং কার্য্যে আনন্দ পায় না। সময় মনে হয় খুব শীঘ্র চলিয়া যাইতেছে (সময় ধীরে ধীরে যায়—আর্জেন্টাম নাই, ক্যানাবিস ইণ্ডি, নাক্সমশ্চেটা)।

শিরঃঘূর্ণন—থেরিডিওনের শিরঃঘূর্ণন একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। চক্ষু বুজিলেই শিরঃঘূর্ণন এবং বমনেচ্ছা প্রকাশ পায় (থুজা, ল্যাকেসি) শিরঃঘূর্ণনের সহিত অধিকাংশ স্থলে বমনেচ্ছা প্রকাশ থাকে (চক্ষু খুলিলেই শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ পায়—ট্যাবেকাম। উর্দ্ধ দৃষ্টি করিলে—পালস, সাইলিসিয়া ইহা ব্যতীতও সামান্য গোলমালেই শিরঃঘূর্ণন হয়, শয়নে এবং মস্তক ফেরাইলে (কোনায়াম) থেরিডিওন রোগী গোলমাল একেবারেই সহ্য করিতে পারে না—প্রত্যেক গোলমালে অস্বস্তি বোধ করে এবং বমনেচ্ছা ও শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ পায়। (evrey sound seems to penetrate through the whole body, causing nausea and vertigo)।

শিরঃপীড়া—মস্তক সঞ্চালন করিতে আরম্ভেই কিংবা মস্তক সামান্য সঞ্চালনেই শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। শয়নে (ল্যাকে), মেজেতে কেহ চলাফেরা করিতেছে শব্দে অধিক বৃদ্ধি হয়।

ব্রাইওনিয়া—ইহাতেও সঞ্চালনে শিরঃপীড়া প্রকাশ পায় কিন্তু ব্রাইওনিয়ায় সামান্য শব্দে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি লক্ষণ নাই। থেরিডিওনে মস্তক সঞ্চালনে যেরূপ শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি হয়, সেই প্রকার সামান্য শব্দে এবং গোলমালেও বৃদ্ধি হয়।

বেলেডোনা এবং সেঙ্গুইনেরিয়া—ঘরের মেজের কাঁপুনি, শয্যার ঝাঁকুনিতে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়।

সামুদ্রিক বমন—থেরিডিওনে স্নায়বীক স্ত্রীলোকে সামুদ্রিক বমন অধিক প্রকাশ পায়। চলন্ত গাড়ী কিংবা জাহাজে কিংবা নৌকায় ভ্রমণকালীন তাহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকে।

দন্তশূল—থেরিডিওন রোগী গোলমালে এবং শব্দে এত অধিক স্পর্শাধিক্য হয় যে প্রত্যেক তীব্র শব্দে দাঁতের যন্ত্রণা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

বোধাধিক্য (Hyperaesthesia)—ইহাতেও অনেকটা ট্যারেন্টুলার ন্যায় বোধাধিক্য প্রকাশ পায়, থেরিডিওন রোগীর বোধাধিক্য মেরুদণ্ডে (spine) অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, মেরুদণ্ড এত অধিক স্পর্শাধিক্য হয় যে, রোগী মেরুদণ্ড স্পর্শ করিতে দেয় না; চেয়ারে বসিবার সময় পৃষ্ঠ আলগা করিয়া বসে যেন চেয়ারে না লাগে।

থাইসিস (Phthisis)—থাইসিসে বিশেষতঃ রক্তবমনযুক্ত থাইসিসে (Phthisis florida) থিরিডিনের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে একটি বিশেষ লক্ষণের প্রকাশ থাকে, তাহা হইতেছে যন্ত্রণা বাম বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধে আরম্ভ হইয়া পৃষ্ঠদেশের স্কন্ধে ফুটিয়া বাহির হয় (pain runs through the upper left chest to shoulder)। থেরিডিওনে রক্তবমনযুক্ত থাইসিসের ইহাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। কেবলমাত্র এই একটি লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া থেরিডিওন প্রয়োগে অনেক থাইসিস আরোগ্য

সংবাদ পুস্তকে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই। থেরিডিওন প্রয়োগে উপকার না হইলে মার্টাস কম্মিউনিস এবং পিক্স লিকুইডা (Myrtus communis and Pix liquida)—এই দুইটি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তির প্রয়োগ দেখিতে পাই। আমি ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি।

থেরিডিওন—ক্যালকেরিয়া এবং লাইকোপোডিয়ামে উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—অধিক চাপে, জাহাজে, নৌকায়, গাড়ীতে আরোহণে, চক্ষু বুজিলে, গোলমালে, ঝাঁকুনিতে, সহবাস ক্রিয়ায় এবং বামপার্শ্বে।

ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা
(Calcarea Sulphurica)

ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা এবং সালফেট অফ লাইম (sulphate of lime) একই কথা। ক্যালকেরিয়া সালফের পরিচয়—স্ফোটক এবং পূঁজোৎপাদনে (suppuration) অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কৌষিক অর্ব্বুদে (cystic tumor), গ্রন্থির স্ফীতিতেই ইহার কার্য্য যথেষ্ট রহিয়াছে।

স্ফোটক এবং পূঁজোৎপাদন—ইহাতে স্ফোটকের প্রবণতা অত্যন্ত অধিক (tendency to the formatian of abseess)। পূঁজোৎপাদন না হওয়া পর্য্যন্ত ক্যালকেরিয়া সালফের নির্ব্বাচন অধিক হয় না। পূঁজোৎপাদন হইলেই ক্যালকেরিয়া সালফের কার্য্য সুনিশ্চিত। পূঁজোৎপাদনই হইতেছে ক্যালকেরিয়া সালফের নির্ব্বাচনের বিশেষ লক্ষণ ইহা ব্যতীত ইহার নির্ব্বাচনকে নিশ্চিত বলা যাইতে পারে না। যে সমুদায় স্ফোটক ফাটিয়া গিয়াও সর্ব্বদা পীতবর্ণ পূঁজ নিঃসরণ হওয়া সত্ত্বেও শীঘ্র শুষ্ক হইতেছে না সেইরূপ স্থলে ক্যালকেরিয়া সালফ উত্তম কার্য্য করে (An abscess that has ruptured and is slow to heal with a continuous discharge of yellow pus is a strong indication for this remedy)। ক্যালকেরিয়া সালফের পূঁজ প্রচুর, ঘন, পুরু, পীতবর্ণ, সময় সময় রক্তের রেখাযুক্ত হয়। মূত্রপথ, জোনিদ্বার, কর্ণ, নাসিকা অর্থাৎ যে কোন স্থান হইতেই উক্ত প্রকার পূঁজ নিঃসরণ হউক এবং তাহা যদি শীঘ্র শুষ্ক না হয়, তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে ক্যালকেরিয়া সালফকে প্রাধান্য দিবে।

ক্যালকেরিয়া সালফ রোগী খিটখিটে, রাগী, সহজেই বিরক্ত হয়। লোকসঙ্গ ভালবাসে না, অল্পতেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—আমি সচরাচর ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি। বাইওকেমিক মতে চূর্ণ ৩x, ৬x ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—হেপার, সাইলিসিয়া, পালসেটিলা।

মেলিলোটাস এল্‌বা (Melilotus Alba)

ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে রক্তাধিক্যতায় এবং রক্তস্রাবে। ভীষণ রক্তাধিক্যতা এবং তৎসহ শিরঃপীড়া।

শিরঃপীড়া—ভীষণ যন্ত্রণা হয়। মুখমণ্ডল অত্যন্ত লালবর্ণ হয়। কপালের পার্শ্বস্থ ধমনীদ্বয় দপদপ করিতে থাকে। বমনোদ্বেগ হয়। রক্তাধিক্যতায় সমুদয় শরীর যেন পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হয় এই সমুদায় উপসর্গই নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে কিংবা ঋতুস্রাবে উপশম হয়। মেলিলোটাসের রক্তাধিক্যতা রক্তস্রাবে হ্রাস হয় ইহাই হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—মেলিলোটাসের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণই হইতেছে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব কিন্তু ইহার বিশেষত্ব যে নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে শিরঃপীড়া এবং শরীরের যাবতীয় উপসর্গ উপশম হয়। মুখমণ্ডল, চক্ষু ইত্যাদি বেলেডোনা এবং গ্লোনয়ন অপেক্ষা কোন অংশে কম রক্তাধিক্যতা থাকে না। এতদ সমুদায় রক্তাধিক্যতা, ধমনীদ্বয়ের দপদপানি সমুদায়ই নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে হ্রাস হয় (nose bleed preceded by intense redness, flushing of face and throbbing of carotids (Bell) with general relief) মেলিলোটাসের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে—নাসিকা

হইতে রক্তস্রাবের পূর্ব্বে রক্তাধিকাতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (every attack was prec:ded by the most intense redness and flushing.)

•বেলেডোনা এবং গ্লোনয়নের সহিত নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে মেলিলো-টাসের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু ইহাদিগেতে রক্তস্রাবে শিরঃপীড়া এবং শরীরের গ্লানি কিছুই উপশম হয় না এবং রক্তাধিক্যতারও হ্রাস হয় না।

ইরিজারন—ইহাও একটি নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতেও রক্তাধিক্যতা থাকে কিন্তু ইরিজারনে নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের সহিত জ্বর ভাব থাকে।

মানসিক লক্ষণ—মেলিলোটাস রোগীতে অনেকটা ষ্ট্রেমোনিয়ামের ন্যায় ধর্ম্মোন্মত্ততা (religious melancholy) লক্ষণ প্রকাশ থাকে। মুখমণ্ডল অত্যন্ত রক্তাধিক্যও হয়। উন্মাদবৎ লক্ষণ প্রকাশ পায় কিন্তু মেলিলোটাসে ষ্ট্রেমোনিয়ামের মত বহুকথন (loquacious) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০ নিম্নক্রম ব্যবহার করা হয়।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—বেল, গ্লোন, স্যাঙ্গুইনে।

রোগের বৃদ্ধি—ঝড়তুফানে, বৃষ্টি বাদলার পূর্ব্বে।

ল্যাক-ক্যানাইনাম (Lac-caninum)

এই ঔষধটি কুকুরের দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে, ডাঃ রিসিগ ইহার জন্মদাতা। ল্যাক-ক্যানাইনামের প্রধান কার্য্যই হইতেছে তালুমূল প্রদাহে, ডিফথিরিয়া এবং বাতে। এই ঔষধটির বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ সঞ্চালন যন্ত্রণা (erratic pains) এবং যন্ত্রণা কেবলই পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে (pains alternating sides)।

মানসিক লক্ষণ—স্মরণশক্তি দুর্ব্বল, কোন কথা মনে থাকে না, অন্যমনস্ক, এত অধিক ভোলা মন যে, জিনিষ ক্রয় করিয়া মূল্য দিয়াও আনিতে ভুলিয়া যায়। (এনাকার্ডি, এগনাস, কষ্টি)। লিখিতে লিখিতে অনেক কথা ব্যবহার করে অথচ প্রয়োজনীয় কথাই লিখিতে ভুলিয়া যায় কিংবা কোন কথার সম্পূর্ণ অক্ষর লিখিতে ছাড়িয়া যায়, পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে পারে না। উদাস, নৈরাশ্য—মনে করে এই রোগ আর আরোগ্য হইবে না, ইহা দুরারোগ্য। সংসারে তাহার কেহই নাই এবং জীবন ধারণ করা বৃথা, যখন তখন কাঁদে, (অরাম, ল্যাকেসিস) খিটখিটে, রাগী, শিশু সকল সময় কাঁদে এবং চীৎকার করে, বিশেষভাবে রাত্রিতে (জ্যালাপা) একলা থাকিতে ভয় পায়। রোগী হাঁটাহাঁটি করিবার সময় মনে করে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে, যখন শয়ন করে, মনে করে শয্যায় তাহার শরীর স্পর্শ করে না।

ডিফথিরিয়া—ডিফথিরিয়ার ল্যাক-ক্যানাইনাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার ডিফথিরিয়ার দুইটি প্রধান বিশেষত্ব দেখিতে পাই, প্রথমতঃ—গলদেশে ফেল্ট কাপড়ের ন্যায় পুরু শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সমাবেশ হয়, এই শ্লৈষ্মিক পর্দ্দা প্রথমতঃ এক পার্শ্বে হয়ত দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে অল্প সময়ের মধ্যে হয় এবং দক্ষিণ পার্শ্ব পরিষ্কার হইয়া যায়, আবার কিছুক্ষণ পর কিংবা তৎপরদিন বাম পার্শ্ব পরিষ্কার হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী দক্ষিণ পার্শ্বে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সমাবেশ হয়। এই যে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন (changing from side to

side every few hours or days) ল্যাক-ক্যানাইনামের একটি সার্ব্বজনীন এবং সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দেখিতে রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল চকচকে (silvery shiny deposit)। ল্যাক-ক্যানাইনামের এই বিশেষত্ব সর্ব্ব প্রকার রোগে প্রকাশ থাকে। মুখবিবর অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, জিহ্বায় এবং দাঁতে সাদা পরিষ্কার প্রলেপ পড়ে। গলদেশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, স্পর্শ করা যায় না (ল্যাকেসিস)। গলদেশের যন্ত্রণা বাম কর্ণের দিকে ঠেলা মারে এবং যন্ত্রণাও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে। শীতল কিংবা উষ্ণ তরল দ্রব্য যদিও গলাধঃকরণ করিতে পারে কিন্তু শুধু গলাধঃকরণে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে (ইগ্নেসিয়া), সকল সময় গলাধঃকরণের ইচ্ছা কিন্তু শুধু গলাধঃকরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

গলদেশের ব্যথা এবং কাশি ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় এবং ঋতুস্রাবের অবসানে হ্রাস হয়। ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বে ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে গলদেশে যন্ত্রণা হয়। ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে ঋতুস্রাবকালীন (during menstruation) যন্ত্রণা হয়।

তালুমূল প্রদাহ—এই স্থানেও প্রদাহ পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে (change repeatedly from side to side)। প্রথমে দক্ষিণ পার্শ্বে প্রদাহ হইয়া তৎপরদিন বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হয় আবার বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে যায় এই প্রকার হয়।

বাত (Rheumatism)—যন্ত্রণা একস্থান হইতে আর একস্থানে সরিয়া সরিয়া বেড়ায় (পালস, কেলি বাই)। ল্যাক-ক্যানাইনামে যন্ত্রণায় সঞ্চালনের একটি বিশেষত্ব রহিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়—যন্ত্রণা একপার্শ্ব হইতে ঠিক তাহার বিপরীত পার্শ্বে পরিবর্ত্তন করে। এক পার্শ্বেই সরিয়া বেড়ায় না। যদি কাহারও দক্ষিণ গুল্‌ফ কিংবা জানু সন্ধিতে যন্ত্রণা হয়, ল্যাক-ক্যানাইনাম ঠিক তাহার বিপরীত বাম পার্শ্বের গুল্‌ফ কিংবা

জানু সন্ধিতে হইবে। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, খোলা বাতাসে, শীতল প্রলেপে, ঠাণ্ডায় উপশম হয় (পালস, লেডাম)। ল্যাক-ক্যানাইনামের বাতে স্থান ফুলিয়া উঠে। যন্ত্রণার কিংবা স্ফীতির কম বেশীর উপর কিছুই আসিয়া যায় না। ইহার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনই হইতেছে বিশেষ লক্ষণ (Rheumatism is first found in one ankle and then in the other and then back again to the original site)।

বাত ব্যতীত যে কোন প্রকার যন্ত্রণাই হউক, এই পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ল্যাক-ক্যানাইনামের নির্ব্বাচনের ইহাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

ডিম্বাশয় শূল—দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। উজ্জ্বল রক্ত-স্রাবে উপশম হয় (ল্যাকেসিস, জিঙ্কাম)। এতদ যন্ত্রণায়ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব সময়ের পূর্ব্বে এবং প্রচুর হয়, রক্ত উজ্জ্বল চটচটে, রজ্জুবৎ। স্রাব বেগের সহিত নির্গত হয় (রক্ত কাল রজ্জুবৎ লম্বা—ক্রোকাশ)। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে স্তন যন্ত্রণাযুক্ত, স্পর্শাধিক্য এবং স্ফীত হয়।

স্তনদুগ্ধ—যে কোন অবস্থাতেই হউক—স্তনের দুগ্ধ শুষ্ক করিয়া ফেলিবার ল্যাক-ক্যানাইনাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পালসেটিলাকেও ইহার সমকক্ষ ঔষধ বলা হয়। (দুগ্ধ আনয়ন কিংবা বৃদ্ধি করিতে—ল্যাক ডি ফ্লোর, এসাফিটিডা)।

স্তন প্রদাহ—স্তন প্রদাহে ল্যাক-ক্যানাইনামেরও প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু ব্রাইওনিয়া এবং ফাইটোলেক্কাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। স্তন প্রদাহ ও যন্ত্রণাযুক্ত হয়, সামান্য সঞ্চালনে এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়। উপর নিচ করিতে হইলে স্তন ভাল করিয়া ধরিয়া রাখিতে হয় (ব্রাই)।

হৃৎস্পন্দন—বামপার্শ্বে শয়নে হৃৎস্পন্দন (palpitation) ভীষণ হয়, দক্ষিণপার্শ্বে ফিরিলে উপশম হয় (ট্যাবেকাম)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—সামান্য কারণেই—হস্তের স্পর্শ, উপবেশনের চাপে, কিংবা হাঁটাহাঁটিতে, ঘর্ষণে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়। আর একটি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইতেছে স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে জোরে বেগের ও শব্দের সহিত বায়ু নিঃসরণ হয় (ব্রোম, লাইকো, নাক্স মশ্চে, স্যাঙ্গুইনেরিয়া)।

পরিপাক ক্রিয়া—পাকস্থলী খালি খালি বোধ করে। রোগী অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করে অথচ অধিক আহার করিতে পারে না, খাইলেও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। আহারের পূর্ব্বেও যেমন পরেও তেমন থাকে (সিনা, লাইকো, ষ্ট্রন্সিয়ানা)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—সর্ব্বদা উচ্চক্রম ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার করা হয় এবং ইহা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ চলে না। এক মাত্রাতেই উত্তম কার্য্য করে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ল্যাকেসিস, কোনায়াম।

রোগের বৃদ্ধি—একদিন প্রাতঃকালে এবং তৎপরদিন সন্ধ্যাকালে।

রোগের উপশম—শীতল প্রলেপে, শীতল পানীয় পানে।

ট্যারেণ্টুলা হিস্‌পানা

Tarentula Hispana

ইহাও এক মাকড়সা জাতীয় ঔষধ। কিন্তু ট্যারেণ্টুলা কিউবেন্‌সিস্ এবং হিস্‌পানা বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সা এবং ইহার প্রুভিং ও পৃথক পৃথক রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। টেরেণ্টুলা কিউবেন্‌সিস্ দূষিত ক্ষত প্রদাহ ইত্যাদির অগ্নিবৎ জ্বালা নিবারণার্থ ব্যবহার হইয়া থাকে। আর হিস্‌পানা স্নায়বিক রোগে, হিষ্টিরিয়ার, তাণ্ডব রোগ ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়। ট্যারেণ্টুলা হিসপানা রোগী এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারে না, ভীষণ অস্থিরতা (extreme restlessness)।

মানসিক লক্ষণ—হঠাৎ মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। নৈতীক বিষয়ে অত্যন্ত শিথিল। সকল সময় ব্যস্ত এবং অস্থির। স্থির হইয়া থাকিতে পারে না।

পুং জননেন্দ্রিয়—ভীষণ কাম উত্তেজনা হয়। সকল সময় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আকাঙ্খা এবং সহজেই রেতঃস্খলন হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—স্ত্রীজননেন্দ্রিয় শুষ্ক এবং উত্তপ্ত এবং ভীষণ চুলকায়। ট্যারেণ্টুলাকে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের চুলকানিতে অনেকে উচ্চস্থান প্রদান করে ইহা ব্যতীত ডিম্বাশয় এবং জরায়ুতেও যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। জরায়ু প্রদেশে যন্ত্রণা হয় এবং তৎসহ শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে। কুক্ষি প্রদেশ জ্বালা করে এবং মনে হয় বস্তিপ্রদেশে অনেক ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঋতু স্রাব প্রচুর হয় এবং তৎসহ যোনী দেশ চুলকানিও বৃদ্ধি হয়। রোগী নড়াচড়ায় সমুদায় শরীরে বেদনা বোধ করে। কাম উত্তেজনা অত্যন্ত প্রবল থাকে।

অস্থিরতা (Restlessness) এবং তাণ্ডব রোগ (Chorea)—টেরেণ্টুলা হিসপানা রোগী এত অধিক অস্থির যে কোন অবস্থাতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। সকল সময় নিজেকে ব্যস্ত রাখে অর্থাৎ নড়াচড়া করে। হস্ত, পদ, বাহু, স্কন্ধ অর্থাৎ শরীরের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হইতে থাকে, এতদ হেতু রোগী স্থির ভাবে কিছু করিতেও পারে না। শরীরের পেশী সমূহের আকুঞ্চন এবং ঝাঁকুনি হইতে থাকে। ট্যারেণ্টুলায় এতদ সমুদায় লক্ষণ কোন অবস্থাতেই এমন কি চলা ফেরায়ও উপশম থাকে না এবং চলা ফেরায় বৃদ্ধি হয় (রাসটক্স এবং রুটার বিপরীত)। ট্যারেণ্টুলায় বোধাধিক্য (Hyperaesthesia) অত্যন্ত প্রবল এবং এই বোধাধিক্য শরীরের সামান্য উত্তেজনাতেই বৃদ্ধি হয় এবং হস্ত পদের অঙ্গুলির প্রান্ত দেশসমূহ অত্যন্ত বোধাধিক্য হইয়া থাকে। মেরুদণ্ডে সামান্যস্পর্শেই বক্ষঃস্থলে এবং হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রনার উদ্রেক হয়। তাণ্ডব রোগে সমস্ত শরীর কিংবা দক্ষিণ হস্ত এবং বামপদ অধিক আক্রান্ত হয় (বাম হস্ত এবং দক্ষিণ পদ—এগারিকাস)।

শিরঃপীড়া—ভীষণ শিরঃপীড়া হয় মনে হয় অসংখ্য সূঁচ মস্তকে বিদ্ধ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত স্নায়ুশূলবৎ যন্ত্রণাও হয়। গোলমালে, স্পর্শে এবং অধিক আলোতে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। বালিসে মস্তক ঘর্ষনে উপশম হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এগারিকাস, সিমিসিফিউগা, কুপ্রাম।

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে, স্পর্শে, গোলমালে, অন্যের কষ্ট দর্শনে।

রোগের উপশম—খোলা বাতাসে, আক্রান্ত স্থান ঘর্ষণে, গীতবাদ্যে।

ট্যারেন্টুলা কিউবেন্‌সিস
(Tarentula Cubensis)

ইহা এক মাকড়সা জাতীয় ঔষধ। বিষাক্ত দূষিত রোগে, ভীষণ প্রদাহে, যন্ত্রণায়, পৃষ্ঠব্রণে, আঙ্গুলহাড়ায়, দূষিত পূযোৎপাদনে নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণা ভীষণ হয় রোগীর আহার নিদ্রা থাকে না, আক্রান্ত স্থান ঈষৎ নীল আভাযুক্ত হয়। জ্বালা যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করিতে থাকে। অগ্নিবৎ জ্বালিতে থাকে ফোঁড়া, স্ফীতি, প্রদাহ গলিত ক্ষত, কর্কট রোগ ইত্যাদিতে যখন জ্বালা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং রোগী অস্থির হইয়া পড়ে এইরূপ অবস্থায় ট্যারেন্টুলাকে উচ্চ স্থান দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্সেনিক এবং এন্থ্রাসাইনামও চিন্তা করিবে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬ এবং ৩০ অধিক প্রচলিত।

সমগুণ ঔষধসমূহ—আর্সেনিক, পাইরোজেন, এন্থ্রাকৃস, ল্যাকেসিস।

টিউবারকিউলিনাম (Tuberculinum)

ইহা নোসোড জাতীয় ঔষধ। টিউবারকিউলার স্ফোটক কিংবা গুটিকার পুঁজ হইতে ঔষধে পরিণত করা হইয়াছে। ইহার কার্য্য অত্যন্ত গভীর এবং পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয় না। টিউবারকিউলোসিসের প্রথম অবস্থার ইহা একটি অব্যর্থ মহৌষধ। টিউবার কিউলিনাম লম্বা পাতলা, চ্যাপ্টা এবং সঙ্কীর্ণ

বক্ষঃস্থল যুক্ত টিউবার কিউলার ধাতুগ্রস্থ রোগীদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

যে সমুদায় পরিবারে টিউবার কিউলার রোগের সংস্রব রহিয়াছে জানিতে পারা যায় এবং কোন রোগ উপযুক্ত নির্ব্বাচিত ঔষধে উপশম কিংবা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে না সেইরূপ স্থলেও টিউবার কিউলিনামকে প্রাধান্য দিবে। এতদ্ব্যতীত যে সমুদায় রোগ শরীরের এক যন্ত্র হইতে আর এক যন্ত্রে ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে—এবং নির্ব্বাচিত ঔষধে আরোগ্য হইতেছে না, হঠাৎ প্রকাশ পাইতেছে আবার হঠাৎ আপনা হইতেই অবসান হইতেছে—প্রথমতঃ হয়ত ফুসফুস, তৎপর মূত্রপিণ্ড, তৎপর যকৃত, পাকস্থলী, এই প্রকারে রোগটি কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—সেইরূপ স্থলেও টিউবার কিউলিনামকে চিন্তা করিবে।

টিউবার কিউলিনাম রোগী ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য অতি সহজেই ঠাণ্ডা লাগে অথচ কি করিয়া এবং কি ভাবে ঠাণ্ডা লাগে রোগী বুঝিতে পারে না। রোগী আহার করা সত্বেও ক্রমশঃ শুষ্ক শীর্ণ হইতে থাকে আহার এবং ক্ষুধা কমিয়া যায়, বিষাদ, স্ফূর্ত্তীহীন, খিটখিটে, নিরুৎসাহ। ক্রমশঃ ঘূসঘুসে জ্বর এবং নৈশঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। গ্রন্থীর স্ফীতি, বিশেষতঃ গ্রীবা দেশের হইলে এবং কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই নাই এবং নির্ব্বাচিত উপযুক্ত ঔষধে আরোগ্য হইতেছে না—প্রস্তরবৎ শক্ত হইয়া রহিয়াছে ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা জ্বর ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে টিউবার কিউলিনামকে স্মরণ করা প্রয়োজন। আমরা অভিজ্ঞতায় এই প্রকার স্ফীতি অনেক স্থলে দেখিতে পাইলেও গ্রীবাদেশে হইলে ও তদসহ আনুসঙ্গিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে—টিউবার কিউলিনামকে প্রাধান্য দিয়া থাকি। কোন কোন রোগ শীঘ্র আরোগ্য হইতেছে না এবং দিন দিন শরীর শীর্ণ হইয়া আসিতেছে এইরূপ স্থলেও টিউবার কিউলিনামকে চিন্তা করিবে। শীর্ণতা (Emaciation rapid and pronounced)। ঠাণ্ডায় স্পর্শাধিক্যতা (takes cold easily without knowing how or where) এবং লক্ষণের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনশীলতা (symptoms ever changing) টিউবার কিউলিনামের বিশেষ বিশেষত্ব জানিবে।

টিউবার কিউলিনাম এবং ব্যাসিলিনাম একই ঔষধ ইহাদের প্রস্তুত প্রণালী বিভিন্ন হওয়ায় ইহাদের নামেরও পার্থক্য হইয়াছে। ডাক্তার ফিন্‌কি এবং সোয়ান ফুসফুসের টিউবার কিউলার স্ফোটকের পূঁজ কিংবা গয়ের হইতে ঔষধে পরিণত করেন তাই ইহাকে টিউবার কিউলিনাম বলা হইয়াছে। ডাক্তার হিথ টিউবার কিউলার রোগযুক্ত ফুসফুস হইতে টিউবার কিউলোসিস বীজাণু লইয়া ঔষধে পরিণত করিয়াছেন তাই ইহাকে ব্যাসিলিনাম বলা হইয়াছে।

শিরঃপীড়া—পুরাতন কিংবা টিউবার কিউলার শিরঃপীড়া যন্ত্রণা ভীষণ হয়। দক্ষিণ চক্ষুর ঊর্দ্ধ হইতে মস্তকের পশ্চাদ্দেশে বিস্তারিত হয়। মনে হয় লোহার পাত দ্বারা মস্তকের চারিধার বাঁধা রহিয়াছে (এনাকাডি সালফার) স্কুলের বালিকাদিগের শিরঃপীড়া, পড়াশুনায় এবং সামান্য মানসিক পরিশ্রমে কিংবা সূক্ষ্ম কার্য্যে বৃদ্ধি হয় এবং যখন চশমা ব্যবহারেও উপকার হয় না এবং যদি কোন প্রকার টিউবার কিউলাসের সংশ্রব থাকে এবং যখন অন্য ঔষধে উপকার হইতেছে না টিউবার কিউলিনামকে চিন্তা করিবে।

স্ফোটক—অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁড়া গুচ্ছাকারে একটার পর একটা এইরূপ করিয়া নাসিকায় প্রকাশ পায়। সবুজ দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ হয় (সিকেলি)।

উদরাময়—অতি প্রত্যুষে পায়খানার বেগ হয় রোগীকে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায় (সালফার) রোগী আহার করা সত্ত্বেও ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে (আইওডিন) মল ঘোর কটাবর্ণ, জলবৎ তরল, দুর্গন্ধযুক্ত, বেগের সহিত নির্গত হয়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং নৈশ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব সময়ের পূর্ব্বে, প্রচুর এবং বহুদিন স্থায়ী হয় এবং ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে যন্ত্রণা হয়।

কাশি—শুষ্ক কাশি। গয়ের ঘন এবং বায়ুনলী হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা

উঠে। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। ফুসফুসের অগ্রভাগে (apex) বিশেষতঃ বাম ফুসফুসে টিউবার কিউলার রোগ আরম্ভ হয় (Tuberculas deposit begins in apex of lungs usually the left—ফস্ফ, সালফার, থেরি)।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—২০০ শক্তির নিম্নে ইহার প্রয়োগ হয় না। আমি অধিকাংশ স্থলে ১০০০ শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকি। দেখিতে পাওয়া যায় টিউবার কিউলিনাম প্রয়োগে যদি কোন কার্য্য না পাওয়া যায় তাহা হইলে একমাত্রা সিফিলিনাম ২০০ শক্তি প্রয়োগ করিলে টিউবার কিউলিনামের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হয়। থাইসিসে সকল চিকিৎসকই ১০০০ শক্তি প্রয়োগ করেন। ইহা প্রয়োগের পূর্ব্বে ঔষধ সঠিক নির্ব্বাচন হইয়াছে কি না সে বিষয়ে বিশেষ নিশ্চিত হওয়া উচিত এবং যাবতীয় eliminative organs সমুদায় উত্তম কার্য্য করিতেছে কি না তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে।

সিফিলিনাম (Syphilinum)

ইহার আর একটি নাম লুসিনাম (Lucinum)। ইহা নোসোড জাতীয় ঔষধ। উপদংশের বীজ হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। যে সমুদায় উপদংশ বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার জন্য সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইয়া কেবল অবরুদ্ধ করা হইয়াছে কিংবা ধাতুগত দোষে পরিণত হইয়াছে এবং তদহেতু গলদেশ, লিঙ্গ, গাত্রত্বক, অস্থি, ইত্যাদি রোগগ্রস্থ হইয়াছে এবং নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার হইতেছে না এইরূপ অবস্থায় সিফিলিনামের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সিফিলিনামের যাবতীয় যন্ত্রণা এবং উপসর্গ সন্ধ্যায় আরম্ভ হইয়া সমস্ত রাত্রি ভুগিয়া প্রাতে অবসান হয়। (Pains from darkness to daylight,

begin with twilight and end with daylight (Mer. Phyto). All symptoms are worse at night from sundown to sunrise) এই লক্ষণটি সিফিলিনামের একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক, ইহার উপর ঔষধের নির্ব্বাচন অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। এবং যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইয়া ধীরে ধীরে হ্রাস হয় (ষ্টেনাম) এবং যন্ত্রণা এক স্থানে হইতে স্থানান্তরে সরিয়া বেড়ায়।

মানসিক লক্ষণ—স্মরণশক্তি অতি দুর্ব্বল, কোন বিষয় এমন কি লোকের নাম, বইএর নাম ইত্যাদি কিছুই মনে রাখিতে পারে না। উদাসীন, মনে করে সে উন্মাদ হইয়া যাইবে। পক্ষাঘাতগ্রস্থ হইবে। রোগ আরোগ্য হইবে না। হতাশ, রাত্রে ভয়ানক ভয় করে, নিদ্রাভঙ্গে মানসিক এবং শারীরিক অবসাদ অত্যন্ত অধিক হয়, ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করে। নিদ্রাভঙ্গের অবসাদহেতু ভীষণ কষ্ট হয় (ল্যাকেসিস)।

শিরঃপীড়া—ভীষণ স্নায়ুশূলবৎ যন্ত্রণা হয়, রাত্রিতে নিদ্রা হয় না এবং প্রলাপ বকে। অপরাহ্ণ ৪টায় আরম্ভ হয়, ১০।১১টা হইতে বৃদ্ধি হয় এবং প্রাতঃকালে উপশম হয় (১১টা ১২টায় উপশম হয়—লাইকো)। মস্তকের চুল উঠিয়া যায়, মস্তকের অস্থিতে যন্ত্রণা হয়।

চক্ষুপ্রদাহ—সদ্যজাত শিশুর তরুণ চক্ষু প্রদাহ হয়। নিদ্রায় অক্ষিপুট প্রদাহ হইয়া স্ফীত হইয়া জুড়িয়া যায়। রাত্রিতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, রাত্রি ২টা হইতে প্রাতে ৫টা পর্য্যন্ত ভীষণ হয়। শীতল জলে ধোতে উপশম হয়। ইহা ব্যতীত পুরাতন এবং পুনঃ পুনঃ (Phlyctenular inflamation of cornea) কর্ণিয়ার (cornea) প্রদাহে সিফিলিনাম উত্তমকার্য্য করে। কর্ণিয়ার পুনঃ পুনঃ ক্ষত হেতু কর্ণিয়ার পর্দ্দা উঠিয়া যায়—(Successive crops of phlyctenular and abrasion of epithelial layer of cornea) অত্যন্ত আলোকাতঙ্ক এবং চক্ষু হইতে প্রচুর জল নিঃসরণ হইতে থাকে। ডবল দেখে অর্থাৎ দ্বিদৃষ্টি হয়। একটা জিনিষের নিম্নে আর একটি জিনিষ দেখে। অক্ষিপুটের আংশিক পক্ষাঘাত হেতু সর্ব্বদা তন্দ্রাযুক্ত দেখায়।

অস্থিক্ষত এবং অস্থি বেদনা—নাসিকা, কর্ণ, মুখগহ্বর, নাসিকার ভেদক অস্থি উপদংশ রোগজনিত ক্ষত হয় এবং ছিদ্র হইয়া যায়। শরীরের লম্বা লম্বা অস্থি অধিক যন্ত্রণাযুক্ত হয়।

দন্ত—মাড়ি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং আপনা আপনি ভাঙ্গিয়া দাঁত ছোট হইয়া যায় (ষ্ট্যাফি) নিদ্রিত অবস্থায় প্রচুর লালাস্রাব হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্য, মলদ্বার ভীষণ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, পিচকারী দিতে রোগীর প্রাণ বাহির হইয়া যায় এত ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

বাত—স্কন্ধদেশের সংযোগস্থল অধিক আক্রান্ত হয়। রোগী হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না (দক্ষিণ হস্ত—স্যাঙ্গুইনেরিয়া। বাম হস্ত—ফেরাম)।

পীড়কা (eruptions)—পীড়কা লাল তাম্রবর্ণ, দাগ দাগ, ঠাণ্ডা লাগিলে নীলবর্ণ হয়।

শ্বেতপ্রদর—সিফিলিনামের শ্বেতপ্রদর অনেকটা এলিউমিনার ন্যায় জলবৎ তরল এবং প্রচুর হয়, ন্যাকড়া ভিজিয়া পা দিয়া গড়াইয়া যায়। কিন্তু ডিম্বাশয় প্রদেশে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়।

মদ্যপানের আকাঙ্ক্ষা—যে কোন প্রকার মদ হউক পান করিবার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা (এসারাম, সালফিউরিক এসিড)।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—২০০ এবং তদূর্দ্ধ কেবল ব্যবহার হয়, নিম্নক্রম ব্যবহার হয় না এবং পুনঃ পুনঃ ইহা প্রয়োগ হয় না। একমাত্রা দিয়া ১৫ দিন অপেক্ষা করা উচিৎ।

সমগুণ ঔষধসমূহ—অরম, এসাফিটিডা, কেলিআইওড, মার্ক, ফাইটোলেক্কা।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি।

রোগের উপশম—দিবসে এবং ধীরে ধীরে সঞ্চালনে।

মেডোরহিনাম (Medorrhinum)

ইহা নোসোড জাতীয় একটি গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। প্রমেহ রোগের পূঁজ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে এবং প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হেতু পুরাতন কঠিন রোগে যখন নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার হয় না তখন মেডোরহিনামকে চিন্তা করা হয়। প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হেতু রোগ যখন ধাতুগত দোষে পরিণত হয় মেডোরহিনামকে তখন উচ্চস্থান প্রদান করিবে।

যে সমুদায় ব্যক্তি বাত, গেঁটেবাত, স্নায়ুশূল, পক্ষাঘাত, ইত্যাদি ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং যদি জানিতে পারা যায়—ইহার আরম্ভে প্রমেহ দোষ রহিয়াছে সেইরূপ স্থলে মেডোরহিনামকে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে। ইহা ব্যতীত ডিম্বাশয়ে প্রদাহ, জরায়ু রোগ, জরায়ু অর্ব্বুদ ইত্যাদি যে কোন প্রকার স্ত্রীরোগ হউক প্রমেহ দোষের সংশ্রব রহিয়াছে জানিতে পারিলে মেডোরহিনামকে প্রয়োগ করিতে ত্রুটী করিবে না।

তরুণ কিংবা পুরাতন কর্কট রোগ, শিশুদিগের শীর্ণতা, জন্মাবধি কালা কিংবা বোবা, মানসিক অবসাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি যে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি হউক পিতা মাতার প্রমেহ দোষ ছিল কিংবা পিচকারী দ্বারা প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ করা হইয়াছে জানিতে পারিলে তাহার এবং নির্ব্বাচিত ঔষধে কোন উপকার হইতেছে না দেখিলে মেডোরহিনামকে সর্ব্বপ্রাধান্য দিবে।

সোরিনাম যে প্রকার দুরারোগ্য চর্ম্মরোগের কিংবা চর্ম্মরোগ অবরুদ্ধ হেতু রোগের একটি মহৌষধ সেই প্রকার মেডোরহিনাম পুরাতন প্রমেহ

স্রাবের কিংবা প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হেতু রোগের মহৌষধ। প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হইলে অচিরে কিংবা বিলম্বে শরীরে নানাপ্রকার উপসর্গ প্রকাশ পায়। আমরা যে সমুদায় পুরাতন দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন কর্কট রোগ, স্ফীতি, অর্ব্বুদ ইত্যাদি দেখিতে পাই তাহা মহাত্মা হ্যানিমানের বর্ণিত তিনটি miasmএর যে কোন একটির কারণ হইতে হয়, ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারা যায় প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধই তাহার প্রধান কারণ, সেইরূপস্থলে মেডোরহিনামই তাহার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ ইহা স্মরণ রাখিবে।

মানসিক লক্ষণ—স্মরণশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, কাহারো নাম ধাম স্মরণ রাখিতে পারে না, এমন কি বিশেষ বন্ধুর নামও ভুলিয়া যায়। না কাঁদিয়া কোন কথা বলিতে পারে না। সামান্য কারণেই বিরক্ত হইয়া উঠে। দিনের বেলা খিটখিটে, রাত্রিতে আমোদ প্রমোদ করে। সময় অত্যন্ত ধীরে ধীরে যায়, (আর্জ্জেণ্টাম নাই, ক্যানা ইণ্ডি)। সমস্ত বিষয়ে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। রোগের বিষয় ভাবিলে রোগ যেন বৃদ্ধি হয় (অক্জেলিক এসিড)

ক্ষুধা—ভীষণ ক্ষুধা বোধ হয়, আহার করার অব্যবহিত পরই আবার খাইতে চায় (সিনা, লাইকো, সোরি), এবং রোগী সর্ব্বদা পিপাসা বোধ করে, এমন কি স্বপ্নেও যেন জল পান করিতেছে। মদ (পূর্ব্বে ঘৃণা করিত) (এসারাম), লবণ (নেট্রাম, কেলকেরিয়া), মিষ্টি (সালফার), বরফ, নেবু ইত্যাদি খাইতে ভীষণ আকাঙ্ক্ষা।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল চট্‌চটে, কাদার ন্যায়, হারিস বহির্গত হইবার ভয়ে অধিক কোঁথ দিতে পারে না (এলিউমিনা)। মলদ্বারের দুর্ব্বলতা এবং সঙ্কোচন, গুট্‌লে গুট্‌লে মল। পৃষ্ঠদেশ দূরে হেলান দিয়া সহজে মল ত্যাগ করিতে পারে। মলদ্বার ভীষণ চুলকায়।

মুত্রপিণ্ডশূল—মুত্রপিণ্ড প্রদেশে তীব্র যন্ত্রণা হয়, প্রচুর প্রস্রাবে উপশম হয় (লাইকো)। মুত্রমার্গে ভীষণ যন্ত্রণা হয় যেন মুত্রশিলা নির্গত হইতেছে (কার্ব্বে, ওসিমাম ক্যান)। বরফ খাইবার আকাঙ্ক্ষা।

শেষে মোতা—প্রত্যেক রাত্রিতে শয্যায় লাল রক্তের ন্যায় প্রস্রাব ত্যাগ করে। অত্যধিক কার্য্যে কিংবা ক্রীড়ায়, অত্যধিক ঠাণ্ডা কিংবা গরমে বৃদ্ধি হয়। যখন নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার হয় না প্রমেহ দোষ থাকিলে মেডোরহিনাম উত্তম কার্য্য করে। প্রস্রাব ত্যাগকালীন কোঁথ দিতে হয়।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব প্রচুর হয়, অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ, কাপড়ে দাগ লাগিলে সহজে রং ছাড়ে না (ম্যাগ কার্ব্ব)। ঋতুস্রাবে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, পদদ্বয় গুটাইয়া ফেলে, যোনিদ্বার দিয়া যেন কিছু বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ যন্ত্রণা হয়, পদদ্বয় দিয়া চাপিয়া রাখে।

জরায়ু রক্তস্রাব—রজোনিবৃত্তিকালে প্রচুর হয়, সপ্তাহের বেশী স্থায়ী হয়, স্রাব কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ, দুর্গন্ধ, বেগে নির্গত হয়, সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়।

যোনিদ্বার চুলকানি—যোনি এবং যোনিকপাট অত্যন্ত চুলকায় ইহা চিন্তা করিলে চুলকানি বৃদ্ধি হয়।

স্তন—স্তন এবং বোঁটা স্পর্শাধিক্য এবং যন্ত্রণাযুক্ত, স্তন বরফের ন্যায় শীতল, বিশেষরূপে স্তনের বোঁটা অধিক শীতল, আর সমুদয় শরীর উষ্ণ।

কাশি—কাশি শুষ্ক, ভীষণ, সকল সময় লাগিয়া থাকে এবং যন্ত্রণাযুক্ত যেন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। কাশি ঘং ঘং শব্দযুক্ত যেন ফাঁপা জিনিষের ভিতর দিয়া কাশিতেছে। কাশি রাত্রিতে, মিষ্টি সামগ্রী আহারে, শয়নে বৃদ্ধি হয়। পেটে চাপ দিয়া শয়নে উপশম বোধ করে। গয়ের চটচটে, ফেনা ফেনা সবুজ, তিক্ত স্বাদযুক্ত।

জ্বালা এবং পদদ্বয়ের দুর্ব্বলতা—হস্তপদ জ্বালা করে এবং হস্তপদে কাপড় রাখিতে চায় না, পাখার বাতাস চায় (সালফার)। পদদ্বয়ের সম্পূর্ণ দুর্ব্বলতা, সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শরীরের সমুদায় সন্ধিস্থলসমূহ যন্ত্রণায় আড়ষ্ট এবং স্ফীত হইয়া থাকে। পদদ্বয়ের গোড়ালি অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত। পদদ্বয় ভীষণ ভার বোধ হয়, হাটিতে পারে না। নিম্নাঙ্গে

সমুদায় রাত্রি যন্ত্রণা হয়, শয়ন করিতে পারে না। পদদ্বয় ভীষণ অস্থির, সকল সময় নাড়াইতে থাকে (জিঙ্কাম)।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সর্ব্বদা ২০০ এবং তদূর্দ্ধ ব্যবহার হয়। ২০০ শক্তির কম নোসেড জাতীয় ঔষধ কদাচিৎ প্রয়োগ হয়। ইহা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয় না, একবার দিয়া অন্ততঃ ১৫ দিন অপেক্ষা করিবে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ইপিকাক শুষ্ক কাশিতে। ক্যাম্ফর, সিকেলি, ট্যাবেকাম, ভিরেট্রাম—হিমাঙ্গ অবস্থায়। পিকরিক এসিড, জেলসিমিয়াম—হাটাহাটি অক্ষমতায়। এলো, সালফার—প্রাতঃকালীন উদরাময়ে। সালফারের পদদ্বয়ের জ্বালা এবং জিঙ্কামের পদদ্বয়ের অস্থিরতা—মেডোরাহিনামে একসঙ্গে প্রকাশ থাকে।

রোগের বৃদ্ধি—যখন রোগের বিষয় চিন্তা করা যায়। উত্তাপে, আচ্ছাদনে, সামান্য সঞ্চালনে, মিষ্ট সামগ্রী ভক্ষণে, দিবসে (সিফিলিনামের বিপরীত)।

রোগের উপশম—সমুদ্রের ধারে, (নেট্রামের বিপরীত), পেটে চাপ দিয়া শয়নে, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে।

স্যাবাইনা (Sabina)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ। ইহার পাতার রস হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার যাবতীয় কার্য্য জরায়ুতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। গীতবাদ্য সম্পূর্ণ অসহ্য। (গীতবাদ্যে ক্রন্দন উপস্থিত হয়—থুজা)।

২। কটিদেশের নিম্নে sacrum এ যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া ভিতরে ভিতরে বিটপ প্রদেশে তীরবিদ্ধবৎ বাহির হয় (from sacrum to pubes)।

৩। গর্ভপাত কিংবা সময়ের পূর্ব্বে প্রসব হওয়ার দরুণ ডিম্বাশয়, জরায়ু ইত্যাদিরোগ।

৪। রক্তস্রাব—প্রচুর ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত, রক্ত লাল চাপ চাপ এবং সামান্য সঞ্চালনে রক্তস্রাব বৃদ্ধি হয়।

৫। মাসিক ঋতুস্রাব—সময়ের অতি পূর্ব্বে, অতি প্রচুর এবং অত্যন্ত কষ্টজনক, তরল এবং চাপযুক্ত। যন্ত্রণা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে বিটপ স্থানে।

৬। জরায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ ফুল আবদ্ধ এবং অত্যন্ত ভ্যাদাল ব্যথা (retained placenta from atony of uterus, intense after pains (Caulo, Sec)।

সাধারণ লক্ষণ

১। ঋতুস্রাবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে রক্তস্রাব হয় এবং সামান্য কাম উত্তেজনায় বৃদ্ধি হয় (এম্ব্রা)।

২। জরায়ু হইতে ভ্রূণ জন্মাবিশিষ্ট নির্গত করাইয়া দেয়।

৩। আঁচিল—অত্যন্ত চুলকায় এবং জ্বালা করে।

৪। উষ্ণ ঘর, আবদ্ধ ঘর অসহ্য। খোলা বাতাস ভালবাসে এবং রোগী ভাল থাকে।

মানসিক লক্ষণ—স্যাবাইনা রোগী গানবাজনা সহ্য করিতে পারে না, গীতবাদ্যে স্নায়বীক লক্ষণসমূহ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং অস্থি মজ্জা সমুদায়কে উদ্বেলিত করিয়া তোলে।

রক্তস্রাব—স্যাবাইনার পরিচয় রক্তস্রাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাকে জরায়ু রক্তস্রাব, তৃতীয় মাসে গর্ভপাত এবং প্রচুর ঋতুস্রাবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। স্যাবাইনায় রক্তস্রাব ব্যতীত অন্য বিশেষ কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার রক্তস্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং চাপ-যুক্ত এবং সঞ্চালনে (সিকেলি) বৃদ্ধি হয়, স্রাব থাকিয়া থাকিয়া জোরে আসে রক্ত চাপযুক্ত ফ্যাকাসে এবং তরলও হয় (ফেরাম), জরায়ুর দুর্ব্বলতা হেতু স্রাব অনেক সময় কৃষ্ণবর্ণ চাপযুক্ত হয় (কলোফাই)। স্যাবাইনার রক্তস্রাবের সহিত অত্যন্ত অধিকরূপ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে, যন্ত্রণার বিশেষত্ব হইতেছে যে—যন্ত্রণা পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া ভিতরে ভিতরে বিটপ প্রদেশে তীরবিদ্ধবৎ ফুটিয়া বাহির হয় (pain from back to pubes) কিংবা যন্ত্রণা যোনিদেশে আরম্ভ হইয়া বিটপ প্রদেশে এবং এমন কি সময় সময় নাভি কুণ্ডলের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। অর্থাৎ যন্ত্রণা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে বিটপ প্রদেশে এবং নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে এবং তৎসহ রক্তস্রাব (shooting pains from the

back to the front and from below upwards with hæmorrhages are striking corroborations) স্যাবাইনার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ, ইহার উপরেই স্যাবাইনার নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

ইপিকাক—ইহার রক্তস্রাবও প্রচুর এবং উজ্জ্বল লালবর্ণ কিন্তু ইহার সহিত যে কোন উপসর্গই থাকুক—বমনেচ্ছা, বমন কিংবা শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, মূর্চ্ছা বর্ত্তমান থাকা উচিৎ।

মিলিফোলিয়াম—ইহার রক্তস্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ কিন্তু কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না এবং রক্ত শীঘ্র বন্ধ হয় না, অল্প অল্প লাগিয়াই থাকে।

বেলেডোনা—রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ কিন্তু অত্যন্ত উষ্ণ, যে স্থান দিয়া বহিয়া যায়.অত্যন্ত উষ্ণ বোধ করে। যন্ত্রণা হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ যায়।

ফস্ফরাস—রক্তের স্রাব বিষয়ে স্যাবাইনার সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু ফস্ফরাসের স্রাব চাপযুক্ত নয় এবং বরফ কিংবা শীতল জল পানের আকাঙ্ক্ষা থাকে।

সালফার—যে স্থলে রক্ত শীঘ্র বন্ধ হইতেছে না, অল্প অল্প লাগিয়াই রহিয়াছে এবং সামান্য সঞ্চালনে আবার অধিক হয়, স্যাবাইনা প্রচুর রক্ত-স্রাব হ্রাস করিয়া দিলেও যদি সম্পূর্ণ না যায় তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে সালফার দেওয়া উচিৎ (In old, troublesome, lingering haemorrhage, starting up fresh on the slightest provocation, Sabina will stop the gush, the acute stage, but it does not hold the hæmorrhage recurs and then an antipsoric).

সিকেলিকর—ইহার রক্তস্রাব কাল এবং দুর্গন্ধযুক্ত এবং অল্প সময়েই জলবৎ তরল হইয়া যায়। কাপড়ের দাগ ধুইলেও শীঘ্র উঠে না, এতদ্ব্যতীত স্রাব সময় সময় আলকাৎরার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ প্রচুর হয় এবং অনেক দিন স্থায়ী

হয়, অল্পবিস্তর লাগিয়াই থাকে, মনে হয় জরায়ুর রক্ত বন্ধ করিবার ক্ষমতা নাই, যেন জরায়ু আলগা হইয়া গিয়াছে। এইরূপ দেখা যায় যে প্রসব যন্ত্রণায় সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে কিংবা পরে যদি অধিক মাত্রায় আরগট সেবন করান হয়, সেইরূপ স্থলে জরায়ু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়, সঙ্কোচন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এবং এই দুর্ব্বলতা বহুদিন থাকে, এমন কি এইরূপ স্ত্রীলোকে সন্তান ধারণের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সিকেলিকরে আর একটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে—গাত্রত্বক শীতল অথচ গাত্রে কাপড় রাখে না। কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধ রক্তস্রাব সকল সময় লাগিয়া থাকে।

গর্ভপাত—তৃতীয় মাসে গর্ভপাতের আশঙ্কা নষ্ট করিতে স্যাবাইনা একটি মহৎ ঔষধ এবং ইহাই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার যন্ত্রণার বিশেষত্ব হইতেছে যন্ত্রণা পশ্চাতে কটিদেশে আরম্ভ হইয়া সম্মুখে বিটপপ্রদেশে তীরবিদ্ধবৎ ফুটিয়া বাহির হয় (shoots from back to pubes)। স্যাবাইনা নির্ব্বাচনের ইহা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ (যন্ত্রণা পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া এবং চারিপার্শ্ব ঘুড়িয়া জরায়ু প্রদেশে শেষ হয়—ভাইবুরনাম ওপুলুস)। গর্ভপাতের পরও স্যাবাইনা প্রয়োগ হয়, ইহা জরায়ুর ভিতর যাহা কিছু ভ্রূণ জন্মাবশিষ্ট (secundines) থাকে সমুদায়কে বহির্গত করাইয়া জরায়ুকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করে। গর্ভপাতের পর কিংবা অকাল প্রসবের পর ডিম্বাশয় কিংবা জরায়ুর প্রদাহ দেখা দিলে কিংবা কোনপ্রকার স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগ দেখা দিলে স্যাবাইনাকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

আবদ্ধ ফুল—(**Retained placenta**)—প্রসব কিংবা গর্ভপাতের পর ফুল না পড়িলে এবং ভীষণ ভ্যাদাল ব্যথা হইতে থাকিলে স্যাবাইনাকে অনেক সময় প্রাধান্য দেওয়া হয় (সিকেলি, কলো)। জরায়ুর দুর্ব্বলতাহেতু হইতে হইলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব প্রচুর, সময়ের পূর্ব্বে এবং অধিক দিন স্থায়ী

হয়। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ তরল এবং চাপযুক্ত। দুর্গন্ধযুক্ত থাকিয়া থাকিয়া এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি, অত্যন্ত যন্ত্রণা কটিদেশের নিম্ন হইতে ভিতরে ভিতরে বিটপ প্রদেশে প্রকাশ পায় (shooting pain from sacrum to pubes) (from back, going round the body to pubes—Vib. Op.)। যাহাদিগের প্রথম মাসিক ঋতুস্রাব সময়ের অত্যন্ত পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছিল এবং যাহাদিগের পূর্ব্বে গর্ভপাত হইয়াছিল তাহাদিগের রক্তস্রাবে ইহা উত্তম কার্য্য করে। এই প্রকার রোগীদিগের রজোনিবৃত্তিকালের রক্তস্রাবেও স্যাবাইনা একটি উপযুক্ত ঔষধ (menorrhagia during climacteric, in women who formerly aborted, with early first menses)।

প্রমেহ এবং আঁচিল—স্যাবাইনা স্ত্রীলোকের প্রমেহ রোগের একটি উপযুক্ত ঔষধ। ইহাতেও থুজার ন্যায় আঁচিল, মলদ্বারে, জোনি-কপাটে, প্রকাশ পায়। থুজার আঁচিল স্পর্শাধিক্য এবং সামান্য স্পর্শেই রক্তস্রাব হয়। আঁচিল অত্যন্ত চুলকায় ও জ্বালা করে।

বাত—বাত এবং গেঁটেবাতে স্যাবাইনা সময় সময় উত্তম কার্য্য করে। সন্ধিস্থলে অস্থিগুল্মও প্রকাশ পায়। আক্রান্ত স্থল অত্যন্ত জ্বালা করে এবং এত অধিক উত্তপ্ত হয় যে রোগী শয্যার ভিতরে হাত ও পা রাখিতে পারে না এবং দেখিতে পাওয়া যায় রক্তস্রাবের সঙ্গে বাতের সম্বন্ধ থাকে। রক্তস্রাব হইলে বাত উপশম হয় আবার রক্তস্রাব বন্ধ থাকিলে বাতযন্ত্রণা অধিক হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০ ব্যবহার হয়। ইহা অপেক্ষা নিম্নক্রমও ব্যবহার হয়। আমি সচরাচর ৩০ অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি। আঁচিলে মূল অরিষ্ট পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—মিলিফোলিয়াম, সিকেলি, ট্রিলিয়াম, ক্রোকাস।

অনুপূরক (complementary)—থুজার অনুপূরক।

রোগের বৃদ্ধি—সামান্য সঞ্চালনে (সিকেলি), উত্তপ্ত এবং উষ্ণ ঘরে (এপিস, পালসেটিলা)।

রোগের উপশম—ঠাণ্ডায়, খোলা বাতাসে।

লাইসিন (Lysin)

ইহা এক নোসোড জাতীয় ঔষধ। ইহা পাগল কুকুরের লালা হইতে ঔষধে পরিণত করা হইয়াছে। ইহাকে কেহ কেহ হাইড্রোফোবিনামও বলেন।

লাইসিনের প্রধান লক্ষণই হইতেছে রোগী জলের গতির দৃশ্য দেখিতে কিংবা শব্দ শুনিতে পারে না, ইহাতে রোগের সমুদায় উপসর্গ বৃদ্ধি হয় (The sight or sound of running water or pouring water aggravates all complaints)।

মানসিক লক্ষণ—মনে সকল সময় উন্মাদের আতঙ্ক। মানসিক আবেগে এবং দুঃসংবাদে এমন কি তরল দ্রব্যের চিন্তা করিলেও রোগের বৃদ্ধি হয়। সমুদয় ইন্দ্রিয়সমূহ অত্যন্ত অধিক স্পর্শাধিক্য হয়।

গলদেশ এবং লালাস্রাব—গলাধঃকরণে অতিশয় কষ্ট হয়; তরল দ্রব্য পানে অন্ননালীর আক্ষেপ উপস্থিত হয়, জল গলায় আটকাইয়া যায়। মুখে ফেনা উঠে, সকল সময় গলধঃকরণের ইচ্ছা। মুখ দিয়া ক্রমাগত লালা স্রাব হইতে থাকে, লালা রজ্জুর ন্যায় লম্বা, চট্‌চটে, ফেনা ফেনা, রোগী সর্ব্বদা থুথু ফেলে (হাইড্রাস)।

শিরঃপীড়া—পাগল কিংবা সুস্থ কুকুর কামড়ান দরুণ শিরঃপীড়া হয়। তরুণ কিংবা পুরাতন যে কোন অবস্থাতেই লাইসিন নির্ব্বাচিত হইতে পারে

যদ্যপি শিরঃপীড়া কুকুর কামড়ান দরুণ হইয়া থাকে। এই প্রকার শিরঃপীড়া জলের গতির শব্দে কিংবা উজ্জ্বল আলোতে বৃদ্ধি হয়। রোগী সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না—(জেলস, গ্লোনয়ন, ল্যাকেসিস, নেট্রাম কার্ব্ব)।

কনভালসন—লাইসিনের কনভালসন উজ্জ্বল চক্‌চকে আলো, আর্শি এবং প্রবাহিত জল দর্শনে কিংবা প্রবাহিত জলের শব্দে, এমন কি কোন প্রকার তরল দ্রব্যের বিষয় চিন্তায়, সামান্য স্পর্শে কিংবা বায়ুর গতিতে প্রকাশ পায়। লাইসিন রোগী প্রবাহিত জলের দর্শন কিংবা শ্রবণ একেবারেই সহ্য করিতে পারে না।

মূত্র—জলের গতি দেখিলেই অর্থাৎ জল বহিয়া যাইতেছে দেখিলেই প্রস্রাবের বেগ হয় এবং রোগী প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা করে (ক্যান্থারিস, সালফার)। মূত্র স্বল্প, ঘোলা এবং শর্করাযুক্ত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—যোনিদেশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, সহবাস ক্রিয়ায় যন্ত্রণা হয়, স্ত্রীলোক সহবাসক্রিয়া সহ্য করিতে পারে না।

পুংজননেন্দ্রিয়—অত্যন্ত সহবাস ইচ্ছার দরুণ রোগে লাইসিন নির্ব্বাচিত হয় (সহবাস ক্রিয়া স্থগিত হওয়ায়—কোনায়াম)।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—জ্যান্থিয়াম স্পাইনোসামকে (Xanthium Spinosum) জলাতঙ্ক রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়। ক্যান্থারিস, ষ্ট্রেমোনিয়াম, ল্যাকেসিস।

রোগের বৃদ্ধি—প্রবাহিত জল দর্শনে কিংবা শ্রবণে, জল ঢালার শব্দে এমন কি জলের বিষয় চিন্তা করায়, উজ্জ্বল চক্‌চকে আলোতে, সূর্য্যের উত্তাপে।

ব্যারাইটা মিউর (Baryta Mur)

ব্যারাইটা মিউরকে ব্যারিয়াম ক্লোরাইডও (Barium Chloride) বলা হয়। ইহা একটি গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। ব্যারাইটা কার্ব্ব অপেক্ষা ব্যারাইটা মিউরের কার্য্য অধিক গভীর এবং ব্যারাইটা কার্ব্বের কার্য্যের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। মানসিক দুর্ব্বলতা, জড়বুদ্ধিতা, গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং কামোন্মাদে ব্যারাইটা মিউর অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্যও পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আহারের অব্যবহিত পর হৃৎপিণ্ডের ছিদ্রের যন্ত্রণাযুক্ত সঙ্কোচন এবং কঠিনতায়, নাড়ীর স্ফীতিতে ও মস্তিষ্কের sclerosis (ঘনীভূততা সংযুক্ত স্থূলত্ব) বশতঃ মানসিক বিকৃতিতে ব্যারাইটা মিউরের অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে (This remedy has indurated and narrowing of the cardiac orifice with pain, immediately after eating, also its use in aneurism and multiple sclerosis of brain)।

মানসিক লক্ষণ—রোগী অতি সহজেই বিরক্ত হয়। ইহা নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির শিশুদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। শিশু জড়ভাবাপন্ন, কোনপ্রকার স্ফূর্ত্তি, আমোদ আহ্লাদ নাই, দেখিলে মনে হয় বুদ্ধিহীন, নির্ব্বোধ, সহজে কোন বিষয় শিক্ষা করিতে বা বুঝিতে পারে না, সমুদায় দ্রব্য এবং স্থান তাহার নিকট নূতন বলিয়া বোধ হয়, কোন একটি বিষয়ে মনোনিবেশ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। রোগী ভীতু, নির্ব্বোধ, উদাসীন, ভাল মন্দের বোধগম্যের অভাব। এতদ মানসিক অবস্থা প্রাতঃকালে অধিক বৃদ্ধি হয়। রোগী স্নান করিতে ভয় পায় (সালফার)। কামোত্তেজনা প্রবল হইলে নানারূপ মানসিক বিকৃতি অধিক প্রকাশ পায় (mania in every form when sexual desire is increased)।

পীড়কা (eruption)—মস্তকের খুলির ত্বকের পীড়কায় ব্যারাইটা মিউর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঘন, দুর্গন্ধযুক্ত মামড়ি পড়ে, মস্তকের সমুদায়

উপরিভাগ ইকজিমায় পূর্ণ হইয়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে এবং পার্শ্বেও বিস্তারিত হয় ও প্রচুর পুঁজোৎপাদন হয়। এতদ্ব্যতীত গুচ্ছাকারে ফুস্কুরিও প্রকাশ পায়।

তালুমূল—তালুমূল প্রদাহে ব্যারাইটা মিউরের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা লাগিলেই তালুমূল ফুলিয়া উঠে এবং বিবৃদ্ধি হয়, যতই ঠাণ্ডা লাগে ততই ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। গলায় ব্যথা হয় এবং গলাধঃকরণে অত্যন্ত কষ্টবোধ করে এবং গলদেশের গ্রন্থিও স্ফীত এবং শক্ত হয়।

গ্রন্থির স্ফীতি—গ্রন্থির স্ফীতিতে ব্যারাইটা মিউর অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয়, দক্ষিণ কর্ণমূল বাম অপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হয়। গ্রীবা, চুয়াল ইত্যাদি স্থানের গ্রন্থিও স্ফীত বিবৃদ্ধি এবং অত্যন্ত শক্ত হয়। গ্রন্থির স্ফীতিতে কোনায়ামের ইহা অনুপূরক এবং কোনায়ামের ইহা সমকক্ষ ঔষধ কিন্তু ব্যারাইটা মিউরের কার্য্য অত্যন্ত গভীর। ব্যারাইটা কার্ব্বের নির্ব্বাচন রোগীর ধাতুগত ও মানসিক লক্ষণের উপর অধিক নির্ব্বাচন করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ অধিক প্রচলিত। অধিকাংশ চিকিৎসকই ৬x চূর্ণ ব্যবহার করেন। মানসিক বিকৃতিতে ২০০ শক্তির প্রয়োগ অধিক দেখিতে পাই।

নেট্রাম আর্স (Natrum Ars)

ইহাকে আর এক কথায় আর্সেনিয়েট অফ সোডা (arseniate of Soda) বলা হয়।

সর্দ্দি এবং কাশি—শিরঃপীড়ার সহিত নাসিকার তরল সর্দ্দি স্রাবে নেট্রাম আর্সের প্রয়োগ দেখা যায়। সর্দ্দির সহিত নাসিকার মূলদেশে এবং চক্ষুতে যন্ত্রণা থাকে। ইহার সর্দ্দি স্রাব অনেকটা আর্সেনিকেরই মতন। প্রচুর তরল জলবৎ স্রাব হয় তথাপি নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ মনে হয়। এতদসহ নাসিকার উর্দ্ধস্থলে এবং কপালে যন্ত্রণা থাকে, চক্ষু ঈষৎ রক্তাধিক্য হয়, মুখমণ্ডল রক্তিমাভ এবং থমথমে, বোধ হয়, পুনঃ পুনঃ হাঁচি হয় এবং সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই বৃদ্ধি হয়। এতদ লক্ষণসমূহ প্রাতঃকালে এবং মধ্যাহ্নে অধিক হয়।

ক্রমশঃ এই অবস্থা হইতে সর্দ্দি ঘন হইয়া পীতবর্ণে পরিণত হয় এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে নীলআভাযুক্ত শ্লেষ্মা নাসারন্ধ্রের গাত্র হাজিয়া বাহির হয়।

গলদেশ প্রদাহ হইয়া গভীর লালবর্ণ হয় এবং স্ফীত হইয়া পীতবর্ণ চটচটে শ্লেষ্মায় লেপাবৃত থাকে।

যতই সর্দ্দি গলদেশের নিম্নে যাইতে থাকে শুষ্ক কাশিও আরম্ভ হইতে থাকে। বক্ষঃস্থল চাপ চাপ বোধ করে এবং মনে হয় ফুসফুস ধুঁয়াতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ক্ল্যাভিকেল অস্থির উর্দ্ধ প্রদেশে এবং দক্ষিণপার্শ্বের ৪র্থ এবং ৫ম পাঁজরার উপাস্থিতে যন্ত্রণা বোধ করে। সরল মূত্রত্যাগে বক্ষঃস্থলের যন্ত্রণার উপশম হয়। ধূলা ও ধুঁয়ায় বৃদ্ধি হয়। এতদ লক্ষণে ইহা ব্রোঙ্কাইটিসেও প্রয়োগ হয়।

টিউবার কিউলোসিস—টিউবার কিউলোসিসেও নেট্রাম আর্সের প্রয়োগ দেখা যায়। যখন ক্রমশঃ শীর্ণতা (emaciation), শুষ্ক

গাত্রোত্তাপ, রাত্রিতে শীত শীত বোধ, পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প পরিমাণ জলের পিপাসা থাকে।

চর্ম্মরোগ—নেট্রাম সালফ চর্ম্মরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার ব্যবহার Psoriasis অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং উত্তম কার্য্য করে, ইহাকে আর্সেনিক, আর্সেনিক আইওড, এবং সিপিয়ার পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। চর্ম্মের মামরিগুলি মৎস্তের আঁশের ন্যায় পাতলা পাতলা এবং দেখিতে সাদা, যেস্থান হইতে উঠিয়া যায় সেই স্থানের চর্ম্ম ঈষৎ লালবর্ণ হয়। পীড়কা সমূহ বক্ষঃস্থলে অধিক হয় এবং উত্তপ্ত হইলে চুলকায়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০ অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—আর্সেনিক, আর্সেনিক আইওড, সিপিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতে, মধ্যাহ্নে, ধূলা, ধূঁয়ায়।

রোগের উপশম—মূত্রত্যাগে।

নেট্রাম কার্ব্ব (Natrum Carb)

ইহাকে কার্ব্বনেট অফ সোডাও (Carbonate of Soda) বলা হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের অজীর্ণ ও অম্লরোগের ইহা একটি অতি বৃহৎ ঔষধ। ইকজিমাতেও তাহারা ইহা অধিকাংশ স্থলে ব্যবহার করেন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়ও নেট্রাম কার্ব্বকে পাকস্থলী এবং উদরের উপসর্গে প্রাধান্য দেওয়া হইলেও কিন্তু লক্ষণানুযায়ী ইহা ব্যবহার হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ হেতু অত্যন্ত দুর্ব্বলতা (Antim. C.)।

২। সর্দ্দিগর্ম্মির আক্রমণ হেতু পুরাতন উপসর্গ (chronic effects of sun stroke)।

৩। শিরঃপীড়া—সামান্য মানসিক পরিশ্রমে, রৌদ্রে কিংবা গ্যাসের আলোর নিম্নে কাজ করার দরুণ (গ্লোনয়ন, ল্যাকে)।

৪। অত্যন্ত বিমর্ষ এবং বিষাদ। আহারের পর বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বৃদ্ধি।

৫। শাকসব্জী এবং ময়দাজাতীয় দ্রব্য আহারে পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ।

৬। গুল্‌ফ সন্ধিস্থলের দুর্ব্বলতা হেতু পুনঃ পুনঃ সামান্যতেই হুঁচট্ খাইয়া এবং মচকাইয়া যায়।

৭। পদদ্বয়ের গোড়ালিতে ক্ষত।

সাধারণ লক্ষণ

১। ভীষণ ঝড় এবং বজ্রপাতে উদ্বিগ্নতা ও অস্থিরতা। গানবাজনা অসহ্য এবং রোগের বৃদ্ধি।

২। দুগ্ধপানে অনিচ্ছা, উদরাময় হয়।

৩। ঘন, পীতবর্ণ, সবুজ দুর্গন্ধযুক্ত শক্ত দলা দলা নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা স্রাব।

৪। জরায়ুদেশে ভার ভার বোধ যেন সমুদায় বাহির হইয়া আসিবে। ভার বোধ উপবেশনে বৃদ্ধি এবং হাঁটাহাঁটিতে উপশম।

মানসিক লক্ষণ—নেট্রাম কার্ব্বের মানসিক লক্ষণ অনেকটা অবসাদ বায়ুগ্রস্থ রোগের ন্যায়। রোগী অত্যন্ত বিষাদভাবাপন্ন এবং খিট্‌খিটে। মনের এই প্রকার অবস্থা আহারের পর বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অধিক প্রকাশ পায়। এই বিমর্ষভাব পরিপাক ক্রিয়ার উপর অনেকটা নির্ভর করে। নেট্রাম কার্ব্ব রোগী লোক সঙ্গ অধিক ভালবাসে না, এমন কি তাহার নিজ পরিবারবর্গের সহিতও অধিক মেলামেশা করে না। নেট্রাম কার্ব্বের আর একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই তাহা হইতেছে—মানসিক পরিশ্রমে

রোগের বৃদ্ধি, রোগী এতদকারণবশতঃ মানসিক পরিশ্রম কিংবা চিন্তা করিতেই পারে না, চিন্তা করিতে গেলেই শিরঃপীড়া প্রকাশ পায় (আর্জেন্টাম, স্যাবেডিলা)। নেট্রাম কার্ব্বের ইহা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

পরিপাক ক্রিয়া—নেট্রাম কার্ব্ব রোগীর অজীর্ণ রোগ শাকসব্জী এবং বিশেষতঃ রুটি পাউরুটি অর্থাৎ ময়দা জাতীয় খাদ্যদ্রব্য আহারে অধিক বৃদ্ধি হয়। ময়দাজাতীয় খাদ্যদ্রব্য নেট্রাম কার্ব্ব রোগীর একেবারেই সহ্য হয় না, অম্ল উদ্গার হয়, মুখে জল উঠে এবং প্রাতঃকালে বমি হয় এতদ্ব্যতীত পাকস্থলী এবং অন্ননলীর আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচনও হয় অথচ বমন কিছুই হয় না কেবলমাত্র কতকগুলি লালাস্রাব হয়। নিম্নোদর বিশেষতঃ আহারের পর শক্ত স্ফীত ও বায়ুর সমাবেশ হয়, নিঃসরিত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। আহারের পর পাকাশয়ে যন্ত্রণাও হয়।

উদরাময়—উদরাময়েও নেট্রাম কার্ব্বের যথেষ্ট ব্যবহার রহিয়াছে। হঠাৎ মলের বেগ হয় এবং অত্যন্ত বেগ থাকে, মল জলবৎ তরল কিংবা চট্‌চটে পীতবর্ণ, মলত্যাগকালীন শব্দ হয়। দুগ্ধ পানে উদরাময় বৃদ্ধি হয়, দুগ্ধ সহ্য হয় না।

সিপিয়া—পরিপাক ক্রিয়া এবং স্নায়বীক লক্ষণে সিপিয়ার সহিত নেট্রাম কার্ব্বের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয় রোগী লোকসঙ্গ এমন কি নিজ পরিবারবর্গের সহিতও মেলামেশা করে না, ঔদাসীন প্রকৃতির। উভয় ঔষধে অম্ল উদ্গার ও দুর্গন্ধ বায়ুর সমাবেশ হয়। কিন্তু নেট্রাম কার্ব্বে নিম্নোদরের স্ফীতি, পূর্ণতা ও কঠিনতা থাকে আর সিপিয়াতে নিম্নোদরের খালি খালি বোধ শূন্যতা থাকে। নেট্রাম কার্ব্বে আর একটি লক্ষণ প্রকাশ থাকে, তাহা হইতেছে—প্রত্যহ প্রাতে ১০।১১ টার সময় রোগী দুর্ব্বল বোধ করে (আইওডিন) কিন্তু আহারে উপশম হয় অথচ পেট ফাঁপিয়া উঠে।

নাক্সভমিকা—ইহাকে নেট্রাম কার্ব্বের সমকক্ষ ঔষধ বলা হয়, অনেক স্থলে আমরা এই দুইটি ঔষধের নির্ব্বাচনে ভ্রম করিয়া ফেলি। উভয় ঔষধে প্রাতঃকালে কাঠ বমি হয় এবং উভয় ঔষধই অম্ল উদ্গার ও অজীর্ণ

রোগে উত্তম কার্য্য করে। প্রাতঃকালে অম্ল উদ্গার, অম্ল বমন নাক্সভমিকায় নেট্রাম কার্ব্ব অপেক্ষা অধিক থাকে। এতদ্ব্যতীত নাক্সভমিকার উদরাময় নেট্রাম কার্ব্ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির।

শিরঃপীড়া—নেট্রাম কার্ব্বের একটি প্রধান লক্ষণই হইতেছে—যাবতীয় উপসর্গ সূর্য্যের উত্তাপে, গ্যাসের আলোতে কার্য্য করায় বৃদ্ধি হয়, রোগী উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। পুরাতন শিরঃপীড়া সূর্য্যের উত্তাপে নূতন আকার ধারণ করে। রৌদ্রে অধিক সময় থাকিলেই শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। নেট্রাম কার্ব্বকে সর্দ্দিগর্ম্মিজনিত উপসর্গে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। নেট্রাম কার্ব্ব রোগী সূর্য্যের উত্তাপে অতি সহজেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। বহুদিন পূর্ব্বে যদি সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া থাকে এবং তাহা আরোগ্য হইলেও রৌদ্রের উত্তাপে কিংবা গ্রীষ্মকালে তাহার উপসর্গ পুনরায় প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত শিরঃপীড়া মানসিক পরিশ্রমে এবং চিন্তায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম করিতে হইলেই শিরঃপীড়া, শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ পায়। (সূর্য্যের উত্তাপে শিরঃপীড়া—গ্লোনয়ন, ল্যাকেসিস, লাইসিন।)

গুল্‌ফসন্ধি এবং পেশীর দুর্ব্বলতা—নেট্রাম কার্ব্ব গুল্‌ফসন্ধির কিংবা উক্ত স্থানের পেশীর দুর্ব্বলতার একটি মহৌষধ, রোগী পুনঃ পুনঃ হুচট খাইয়া পড়িয়া যায় কিংবা হাঁটিতে হাঁটিতে সামান্য কিছুতে লাগিলেই পা উল্টাইয়া যায় কিংবা উক্ত স্থানের দুর্ব্বলতাহেতু হাঁটাহাঁটির সময় রোগীর গুল্‌ফসন্ধিস্থল ভিতর দিকে চলিয়া যায় ও পদদ্বয় ফাঁক হইয়া যায়। এই প্রকার গুল্‌ফসন্ধির দুর্ব্বলতা শিশুকাল হইতেও দেখা যায় এবং নেট্রাম কার্ব্ব এইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে।

ক্ষত—ক্ষত বিষয়ে নেট্রাম কার্ব্বের বিশেষত্ব রহিয়াছে। নেট্রাম কার্ব্ব পায়ের গোড়ালির ক্ষতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, আর অন্য স্থানের ক্ষতে ইহার অধিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। পায়ের গোড়ালির ক্ষতে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায়। একটি লোক হয়ত বহুদূর হাঁটার পর তাহার পায়ের

রোগের বৃদ্ধি, রোগী এতদকারণবশতঃ মানসিক পরিশ্রম কিংবা চিন্তা করিতেই পারে না, চিন্তা করিতে গেলেই শিরঃপীড়া প্রকাশ পায় (আর্জেন্টাম, স্যাবেডিলা)। নেট্রাম কার্ব্বের ইহা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

পরিপাক ক্রিয়া—নেট্রাম কার্ব্ব রোগীর অজীর্ণ রোগ শাকসজী এবং বিশেষতঃ রুটি পাউরুটি অর্থাৎ ময়দা জাতীয় খাদ্যদ্রব্য আহারে অধিক বৃদ্ধি হয়। ময়দাজাতীয় খাদ্যদ্রব্য নেট্রাম কার্ব্ব রোগীর একেবারেই সহ্য হয় না, অম্ল উদ্গার হয়, মুখে জল উঠে এবং প্রাতঃকালে বমি হয় এতদ্ব্যতীত পাকস্থলী এবং অন্ননলীর আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচনও হয় অথচ বমন কিছুই হয় না কেবলমাত্র কতকগুলি লালাস্রাব হয়। নিম্নোদর বিশেষতঃ আহারের পর শক্ত স্ফীত ও বায়ুর সমাবেশ হয়, নিঃসরিত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। আহারের পর পাকাশয়ে যন্ত্রণাও হয়।

উদরাময়—উদরাময়েও নেট্রাম কার্ব্বের যথেষ্ট ব্যবহার রহিয়াছে। হঠাৎ মলের বেগ হয় এবং অত্যন্ত বেগ থাকে, মল জলবৎ তরল কিংবা চট্‌চটে পীতবর্ণ, মলত্যাগকালীন শব্দ হয়। দুগ্ধ পানে উদরাময় বৃদ্ধি হয়, দুগ্ধ সহ্য হয় না।

সিপিয়া—পরিপাক ক্রিয়া এবং স্নায়বীক লক্ষণে সিপিয়ার সহিত নেট্রাম কার্ব্বের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয় রোগী লোকসঙ্গ এমন কি নিজ পরিবারবর্গের সহিতও মেলামেশা করে না, ঔদাসীন প্রকৃতির। উভয় ঔষধে অম্ল উদ্গার ও দুর্গন্ধ বায়ুর সমাবেশ হয়। কিন্তু নেট্রাম কার্ব্বে নিম্নোদরের স্ফীতি, পূর্ণতা ও কঠিনতা থাকে আর সিপিয়াতে নিম্নোদরের খালি খালি বোধ শূন্যতা থাকে। নেট্রাম কার্ব্বে আর একটি লক্ষণ প্রকাশ থাকে, তাহা হইতেছে—প্রত্যহ প্রাতে ১০।১১ টার সময় রোগী দুর্ব্বল বোধ করে (আইওডিন) কিন্তু আহারে উপশম হয় অথচ পেট ফাঁপিয়া উঠে।

নাক্সভমিকা—ইহাকে নেট্রাম কার্ব্বের সমকক্ষ ঔষধ বলা হয়, অনেক স্থলে আমরা এই দুইটি ঔষধের নির্ব্বাচনে ভ্রম করিয়া ফেলি। উভয় ঔষধে প্রাতঃকালে কাঠ বমি হয় এবং উভয় ঔষধই অম্ল উদ্গার ও অজীর্ণ

রোগে উত্তম কার্য্য করে। প্রাতঃকালে অম্ল উদ্গার, অম্ল বমন নাক্সভমিকায় নেট্রাম কার্ব্ব অপেক্ষা অধিক থাকে। এতদ্ব্যতীত নাক্সভমিকার উদরাময় নেট্রাম কার্ব্ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির।

শিরঃপীড়া—নেট্রাম কার্ব্বের একটি প্রধান লক্ষণই হইতেছে—যাবতীয় উপসর্গ সূর্য্যের উত্তাপে, গ্যাসের আলোতে কার্য্য করায় বৃদ্ধি হয়, রোগী উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। পুরাতন শিরঃপীড়া সূর্য্যের উত্তাপে নূতন আকার ধারণ করে। রৌদ্রে অধিক সময় থাকিলেই শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। নেট্রাম কার্ব্বকে সর্দ্দিগর্ম্মিজনিত উপসর্গে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। নেট্রাম কার্ব্ব রোগী সূর্য্যের উত্তাপে অতি সহজেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। বহুদিন পূর্ব্বে যদি সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া থাকে এবং তাহা আরোগ্য হইলেও রৌদ্রের উত্তাপে কিংবা গ্রীষ্মকালে তাহার উপসর্গ পুনরায় প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত শিরঃপীড়া মানসিক পরিশ্রমে এবং চিন্তায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম করিতে হইলেই শিরঃপীড়া, শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ পায়। (সূর্য্যের উত্তাপে শিরঃপীড়া—গ্লোনয়ন, ল্যাকেসিস, লাইসিন।)

গুল্‌ফসন্ধি এবং পেশীর দুর্ব্বলতা—নেট্রাম কার্ব্ব গুল্‌ফসন্ধির কিংবা উক্ত স্থানের পেশীর দুর্ব্বলতার একটি মহৌষধ, রোগী পুনঃ পুনঃ হুচট খাইয়া পড়িয়া যায় কিংবা হাঁটিতে হাঁটিতে সামান্য কিছুতে লাগিলেই পা উল্টাইয়া যায় কিংবা উক্ত স্থানের দুর্ব্বলতাহেতু হাঁটাহাঁটির সময় রোগীর গুল্‌ফসন্ধিস্থল ভিতর দিকে চলিয়া যায় ও পদদ্বয় ফাঁক হইয়া যায়। এই প্রকার গুল্‌ফসন্ধির দুর্ব্বলতা শিশুকাল হইতেও দেখা যায় এবং নেট্রাম কার্ব্ব এইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে।

ক্ষত—ক্ষত বিষয়ে নেট্রাম কার্ব্বের বিশেষত্ব রহিয়াছে। নেট্রাম কার্ব্ব পায়ের গোড়ালির ক্ষতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, আর অন্য স্থানের ক্ষতে ইহার অধিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। পায়ের গোড়ালির ক্ষতে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায়। একটি লোক হয়ত বহুদূর হাঁটার পর তাহার পায়ের

কেহ কিছু বলে সে ইচ্ছা করে না। গীতবাদ্যে মানসিক বিষণ্ণতার বৃদ্ধি হয়।

৪। উদরাময় প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দাঁড়ান মাত্র মলত্যাগের বেগ হয়। পেটে প্রচুর বায়ুর সমাবেশ হয়, মলত্যাগ কালীন ফট্‌ফট্‌:শব্দ হয়। স্যাঁৎস্যাতে স্থানে বাসহেতু কিংবা বর্ষায় অধিক হয় (ডালকা মারা ।

৫। প্রমেহ স্রাব যন্ত্রণা শূন্য, সবুজ পীতাভ, ঘন। পুরাতন এবং ধাতুগত দোষে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

৬। হাঁপানি—বর্ষা, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি। শিশুদিগের অধিক হয়।

৭। কাশি তরল ঘড়ঘড় শব্দ, কাশিকালীন বক্ষঃস্থলে আঘাত বোধ করে (শুষ্ক কাশি যন্ত্রণাযুক্ত ব্রাইওনিয়া) এবং রোগী যন্ত্রণা হেতু শয্যায় উঠিয়া বসে এবং হস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরে।

৮। মস্তকে আঘাত ঘুষি লাগার দরুণ মস্তিষ্কের পুরাতন রোগ এবং মানসিক বিকৃতি।

সাধারণ লক্ষণ

১। প্রত্যেক বসন্তকালে চর্ম্মরোগের প্রকাশ।

২। অক্ষিপুটে ফোস্কা সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা প্রকাশ পায়। সবুজ পুঁজ নির্গত হয় এবং ভীষণ আলোকাতঙ্ক থাকে। প্রমেহ রোগ বশতঃও হয়।

৩। মাসিক ঋতুস্রাবকালীন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় (ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—ব্রাইওনিয়া, পালস)।

৪। দন্তশূল—শীতলজল মুখে রাখিলে কিংবা শীতল বায়ু মুখে টানিলে উপশম হয়।

৫। শ্বাস কষ্ট স্যাঁৎসেতে, মেঘলা দিবসে, শ্বাস প্রশ্বাস টানিয়া টানিয়া লইতে হয়।

মানসিক লক্ষণ—বিষণ্ণ, বিষাদ, খিটখিটে, গীতবাদ্যে মানসিক বিষণ্ণতা বৃদ্ধি হয়।

প্রমেহ—ডাক্তার গ্র্যাভোল বলেন নেট্রাম সালফের উল্লিখিত ধাতুতে যদি একবার প্রমেহ বিষ প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহা শীঘ্র .আরোগ্য হয় না। Hydrogenoid ধাতু প্রকৃতিকে প্রমেহ রোগের উর্ব্বর ভূমি বলিলে অত্যুক্তি হয় না (In finds the richest soil in which gonorrhoea may grow rank)। কাজে কাজেই নেট্রাম সালফকে ধাতুগত ঔষধ বলা হয়, প্রমেহ রোগকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে হইলে চিকিৎসককে এইরূপ স্থলে ধাতু প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে (Therefore, if gonorrhoea occurs in such a constitution, to cure the patient not only of the local gonorrhoeal discharge but of the constitutional effects, the constitution must be altered)। এইরূপ স্থলে লক্ষণের প্রতি অধিক দৃষ্টি না দিয়া রোগীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং রোগীর ধাতুগত লক্ষণ হ্রাস হইলে, রোগও আপনা হইতেই উপশম হইবে। এইরূপ অবস্থায় আমরা দুইটি ঔষধকে প্রাধান্য দিয়া থাকি থুজা এবং নেট্রাম সালফ। নেট্রাম সালফকে হ্যানিমানের সাইকোটিক ধাতুতে যেমন সেইরূপ গ্র্যাভোলের Hydrogenoid constitutionএ ব্যবহার করা হয়। নেট্রাম সালফ অত্যন্ত কঠিন প্রমেহ রোগে যে প্রমেহ রোগ সহজে আরোগ্য হয় না তাহাতে নির্ব্বাচিত হয়। প্রমেহ স্রাব পুরু সবুজাভ পীতবর্ণ, যন্ত্রণা শূন্য (পালস) (ঘন সবুজ কেলি আইওড)।

কাশি—নেট্রাম সালফ যন্ত্রণাযুক্ত তরল ঘড়ঘড় কাশির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বাম বক্ষঃস্থলের নিম্নপ্রদেশেরই যন্ত্রণা হইতেছে ইহার প্রধান বিশেষত্ব (Loose cough with soreness and pains through the left chest is very characteristic) (বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ নিম্ন প্রদেশের যন্ত্রণায় কেলিকার্ব্ব) (Pain through the lower left chest is as characteristic for Natrum Sulph as is that of pain running through right lower chest for Kali Carb) কাশিতে বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত আঘাত

রোগের বৃদ্ধি—বামপার্শ্বে শয়নে, স্যাঁৎসেতে, বর্ষা ঋতুতে, স্যাঁৎসেতে স্থানে বাস (এরানিয়া, আর্স আইওড, ডালকামারা)

রোগের উপশম—শুষ্ক ঋতুতে, চাপে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে, কাশিকালীন উপবেশনে, (স্যাঁৎসেতে ভিজা ঋতুতে উপশম—কষ্টিকাম)।

ট্যারাক্সাকাম (Taraxacum)

ট্যারাক্সাকমের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য যকৃতের উপরই প্রকাশ পাইয়াছে। বেশী দিন ব্যবহার করিলে পিত্ত নিঃসরণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন হয়। ইহার পরিচায়ক লক্ষণ জিহ্বা—জিহ্বা মানচিত্রের ন্যায় চিত্রিত এবং মুখের স্বাদ তীক্ত। আহার কিংবা তরল দ্রব্য পানের পর শীত শীত বোধ, যকৃত প্রদেশে যন্ত্রণা এবং টাটানি এবং পৈত্তিক উদরাময়। যকৃত বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা সহ ন্যাবা রোগের প্রকাশ। পৈত্তিক কিংবা টাইফয়েড জ্বর আরোগ্যের পর ক্ষুধাহীনতা, দুর্ব্বলতা এবং প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম।

ডাক্তার পেরেরিয়া বলেন—যে স্থলে পরিপাক ক্রিয়া দুর্ব্বল সহজেই পেটের গোলমাল হয় সেইরূপ স্থলে ট্যারাক্নাকামকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—মূলঅরিষ্ট কিংবা ৩x, ৬x। নিম্নক্রমই অধিক প্রচলিত।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ব্রাই, চেলি, হাইড্রা, নাক্স।

রোগের বৃদ্ধি—শয়নে, বিশ্রামে এবং উপবেশন অবস্থায় সমুদায় লক্ষণের বৃদ্ধি।

ল্যাক-ডিফ্লোরেটাম (Lac-defloratum)

ইহা মথিত দুগ্ধ (skim milk) হইতে প্রস্তুত হয়। ডাক্তার সোয়ান ইহাকে ঔষধে পরিণত করিয়াছেন—মথিত দুগ্ধে ডাঃ ডনকিনের বহুমূত্র রোগ চিকিৎসায় সুনাম রহিয়াছে।

পরিপোষণ ক্রিয়া ব্যতিক্রম হেতু রোগে ল্যাক-ডিফ্লোরেটাম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

মানসিক লক্ষণ— হতাশ, সংসারে থাকিতে ইচ্ছা করে না।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়া প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিলেই কপালে আরম্ভ হইয়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে (occiput) বিস্তারিত হয়। যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয় এবং দপদপানি প্রকৃতির; শিরঃপীড়ার সহিত বমনেচ্ছা, বমন, দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা (blindness) এবং ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে (আইরিস, স্যাঙ্গুইনেরিয়া) গোলমালে আলোতে, সঞ্চালনে (ম্যাগনেসিয়া মিউর, সাইলি) দুগ্ধপানে এবং ঋতুস্রাব কালীন (ক্রিয়োজেণ্ট, সপিয়া) বৃদ্ধি হয়। চাপে, মস্তক বস্ত্রের দ্বারা জোরে জড়াইয়া রাখিলে (আর্জেণ্টাম নাই, পালস) এবং প্রচুর জলবৎ প্রস্রাবে উপশম হয়।

গুল্মবায়ু গোলক (**Globus Hystericus**)—গুল্মবায়ু গোলকের যদিও এসাফিটিডাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় কিন্তু ল্যাক-ডিফ্লোরেটামও ইহার একটি উত্তম ঔষধ বটে। প্রচণ্ড বায়ু গোলক পাকস্থলী হইতে গলদেশে ঠেলিয়া উঠিয়া শ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করে।

বমন—ভীষণ বমন হয়, আহারের সহিত কোন সংশ্রব নাই। বমন লাগিয়াই থাকে। অভুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রথমতঃ বমন হইয়া উঠিয়া যায়—বমনের স্বাদ অত্যন্ত অম্ল, তৎপর তিক্তস্বাদযুক্ত জল উঠে। অন্তঃ সত্ত্বাবস্থায় এই প্রকার বমনে ল্যাক-ডিফ্লোরেটাম অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগের ইচ্ছা অনেক সময় হয় কিন্তু মলত্যাগ হয় না, রোগী নিষ্ফল চেষ্টা করে (নাক্স, এলাকার্ডি)। মল শক্ত শুষ্ক কঠিন (ব্রাই, সালফার) বৃহদাকার, অত্যন্ত কোঁথানি (straining) থাকে, মলদ্বার চিড়িয়া যায় রোগী যন্ত্রণায় চিৎকার করিতে থাকে।

ঋতুস্রাব—ল্যাকডিফ্লোরেটামেও মাসিক স্রাবে এক অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। শীতল জলে হস্ত ডুবাইলে (কোনায়াম) দুগ্ধপানে ঋতুস্রাব পরবর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়।

বহুমূত্র (**diabetes**)—বহুমূত্র রোগে ল্যাকডিফ্লোরেটামের যদিও সুনাম রহিয়াছে কিন্তু ইহার ব্যবহার অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। রোগী রক্তশূন্য এবং দুর্ব্বল। জলবৎ প্রচুর মূত্র ত্যাগ করে এবং অত্যন্ত পিপাসা থাকে। ল্যাক-ডিফ্লোরেটাম রোগী দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না, দুগ্ধপানে উদরাময় বমন, উদগার ইত্যাদি নানা প্রকার গ্লানি উপস্থিত হয়।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—ইহা সর্ব্বদা উচ্চক্রম ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয় এবং পুনঃ পুঃ প্রয়োগ হয় না।

ট্রিলিনাম পেণ্ডুলাম
(Trillium Pendulum)

ট্রিলিয়াম পেণ্ডুলামের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে রক্তস্রাবের উপর। রক্তস্রাবে ইহার প্রধান প্রয়োগ দেখা যায়। রক্তস্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং প্রচুর হয় ইহার রক্তস্রাবের সহিত চায়নার ন্যায় মূর্চ্ছাভাব এবং মস্তক ঘূর্ণন থাকা প্রয়োজন। রক্তস্রাব নিশ্চেষ্ট কিংবা সচেষ্ট (active or passive) যে কোন প্রকৃতির হউক, তৎসহ মস্তক ঘূর্ণন এবং মূর্চ্ছার সম্ভাবনা থাকিলে ট্রিলিয়াম পেণ্ডুলামকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। আর একটি লক্ষণ টিলিয়ামে প্রকাশ থাকে, তাহা হইতেছে বস্তি প্রদেশের শিথিলতা (relaxation of pelvic region)।

রক্তস্রাব—রক্তস্রাব প্রচুর হয় এবং উজ্জ্বল লালবর্ণ যে কোন স্থান হইতেই স্রাব হইতে পারে—নাসিকা, ফুসফুস, মূত্রপিণ্ড জরায়ু ইত্যাদি যাবতীয় স্থান হইতে স্রাব হয়। রক্তস্রাবের সহিত মূর্চ্ছা এবং শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ থাকা উচিৎ। রক্তস্রাব বেগের সহিত নির্গত হয়, সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয় (স্যাবাইনা), জরায়ুর স্থানচ্যুতি বশতঃ ও হয়, রজো নিবৃত্তি কালে এবং প্রত্যেক ১৫ দিন পর পর স্রাব হয়। সময় সময় রক্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং চাপ চাপ যুক্ত হয়। রক্তস্রাব হেমামেলিস এবং মেলিফোলিয়ামে বন্ধ না হইলে টিলিয়ামকে চিন্তা করিবে। স্রাবে হৃৎস্পন্দন, কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, দৃষ্টি ঝাপসা, মূর্চ্ছা ইত্যাদি প্রকাশ থাকে।

রক্তস্রাবের সহিত বস্তিপ্রদেশের শিথিলতা একটি বিশেষ লক্ষণ—এতদস্থানের বন্ধনি সমূহ শিথিল হইয়া গিয়াছে, সমুদয় যেন আলগা পৃথক পৃথক হইয়া পড়িয়া যাইবে এইরূপ বোধ হয় এবং রোগী বস্তিপ্রদেশ বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে।

ট্রিলিয়ামকে active রক্তস্রাবেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয় রক্তস্রাব সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয় এবং বেগের সহিত নির্গত হয়।

' ট্রিলিয়ামের রক্তস্রাব যদিও উজ্জ্বল লালবর্ণ কিন্তু ইহা কৃষ্ণবর্ণও হয় এবং যে সমুদায় স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর প্রচুর রক্তস্রাব হয় তাহাদিগেতে ট্রিলিয়াম প্রয়োগ করিলে রক্তস্রাব হ্রাস করিয়া দেয়।

দন্তোৎপাটন এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাবেও ট্রিলিয়াম নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এতদস্থলে আভ্যন্তরিক ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে টিলিয়াম বাহ্যিক প্রয়োগও হইয়া থাকে। দন্তোৎপাটনের পর স্থান পরিষ্কার করিয়া তাহাতে একখণ্ড লিন্ট কিংবা তুলা মূল অরিষ্টে সিক্ত করিয়া বসাইয়া দিলে আশু উপকার হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবেও এই প্রকার ব্যবহার হইতে পারে।

' চায়নার সহিত রক্তস্রাবে ট্রিলিয়ামের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় উভয় ঔষধে মূর্চ্ছা, কর্ণ ভোঁ ভোঁ করা, শিরঃঘূর্ণন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ থাকিলেও কিন্তু চায়না রক্তস্রাবের পর উক্তরূপ লক্ষণে উত্তম কার্য্য করে আর ট্রিলিয়াম রক্তস্রাবকালীন প্রয়োগ হয়।

ঋতুস্রাব—মাসিক ঋতুস্রাব প্রচুর এবং প্রত্যেক ১৫ দিন পর পর হয় এবং স্রাব সপ্তাহকাল কিংবা তাহার অধিকদিন থাকে (কেলকেরিয়া, নাক্স ভমিকা)। স্রাবে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

রক্তোৎকাশ (**Haemoptysis**)—রক্তোৎকাশেও ট্রিলিয়ামের প্রয়োগ দেখা যায়। গয়ের রক্ত মিশ্রিত এবং প্রচুর পুঁজবৎ গয়েরও উঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কাশিও বর্ত্তমান থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলউসন—নিম্নক্রম ৬ষ্ঠশক্তি অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—চায়না, মিলিফোলিয়াম, কেলিকার্ব্ব উষ্টিল্যাগো।

সিলিনিয়াম (Selenium)

সিলিনিয়ামের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য জননেন্দ্রিয়ের উপর প্রকাশ পাইয়াছে এবং ইহা অধিকাংশস্থলে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগেতে বিশেষতঃ মুখশায়ী গ্রন্থির প্রদাহে (prostatitis) এবং জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতায় নির্ব্বাচিত হয়।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—সিলিনিয়াম রোগী, অতি অল্পতেই শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলতা অনুভব করে এইপ্রকার দুর্ব্বলতা যে কোন রোগের পর প্রকাশ পাইতে পারে কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় টাইফয়েড এবং রেতঃস্খলনের পর অধিক হয়। সিলিনিয়ামে স্নায়ুমণ্ডল অধিক আক্রান্ত হয় এবং সমুদায় শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, একরাত্রি যদি রোগী অধিকক্ষণ জাগিয়া থাকে কিংবা অধিক চিন্তার কার্য্য করে তৎপরদিন রোগী এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে আর কোন প্রকার মানসিক কিংবা শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারে না।

সিলিনিয়াম রোগী সূর্য্যের উত্তাপে অর্থাৎ গরমেও দুর্ব্বলতা বোধ করে গরমে শরীর এবং মন দুর্ব্বল হইয়া যায় আবার যখন ঠাণ্ডা পড়ে সূর্য্য অস্ত যায় রোগী শরীরে এবং মনে বল পায়। দুর্ব্বলতার জন্যই রোগী বিমর্ষ এবং অবসন্ন হইয়া থাকে এবং শুইয়া থাকিতে চায় অথচ নিদ্রায় রোগী সুস্থ বোধ করে না।

রেতঃস্খলন এবং ধ্বজভঙ্গ—সিলিনিয়ামের রেতঃস্খলনে অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে। নিদ্রায় অসারে ফোঁটা ফোঁটা বীর্য্য এবং prostatic fluid নির্গত হয়। এতদ্ব্যতীত মলত্যাগ কালীন এবং প্রস্রাবে রেতঃপাত হয়। স্ত্রী সহবাসে অতি শীঘ্র বীর্য্য স্খলন হয়। লিঙ্গের উদ্রেক অধিক হয় না আংশিক ধ্বজভঙ্গ, কাম ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল থাকে অথচ অক্ষম।

বীর্য্য পাতলা গন্ধহীন। সহবাস ক্রিয়া করিতে চেষ্টার উপক্রমেই লিঙ্গ শিথিল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় রেতঃপাত হউক রোগী অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করে। রেতঃপাতে মানসিক অবসাদ, শিরঃপীড়া, মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাতবৎ দুর্ব্বলতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

শিরঃপীড়া—স্নায়ুর দুর্ব্বলতাবশতঃই শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। যন্ত্রণা বাম চক্ষুতে অধিক হয় এবং যন্ত্রণা রৌদ্রে, তীব্র গন্ধে এবং চা পানে বৃদ্ধি হয়। শিরঃপীড়া প্রত্যহ হয় না ইহা কিছুদিন পর পর হয় এবং প্রায়ই অপরাহ্নে হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—সিলিনিয়ামে কোষ্ঠকাঠিন্যে অন্ত্রের ক্রিমিবৎ সঞ্চালন ক্রিয়া (peristaltic action) সম্পূর্ণ থাকে না এবং মলদ্বারের সঙ্কোচন পেশীর যথেষ্ট দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে, কাজে কাজেই মল বাহির হইতে না পারিয়া আটকাইয়া থাকে। মল কঠিন, শুষ্ক এবং বৃহদাকার, কিছুতেই বাহির হয় না। এমন কি অঙ্গুলি দিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া আনিতে হয়। সিলিনিয়ামের এইপ্রকার কোষ্ঠকাঠিন্য কোন গুরুতর রোগের পর প্রকাশ পাইতে দেখা যায় (ব্রাইওনিয়া, প্লাম্বাম, এলিউমিনা, ওপিয়ম)।

চুলকানি—চুলকানিতে সিলিনিয়ামের প্রয়োগ দেখা যায় বিশেষতঃ দুইটি চর্ম্মের মধ্যস্থলে, অঙ্গুলিদ্বয়ের মাঝখানে, সন্ধিস্থলের খাঁচে এবং বিশেষরূপে গুল্‌ফ সন্ধিতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় এতদ্‌স্থান ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থলেও চুলকানি হয়।

যকৃৎ—পুরাতন যকৃত রোগে সিলিনিয়ামের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যকৃতে প্রদাহ এবং বিবৃদ্ধি হয়। যকৃতের স্থানের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা প্রকাশ পাইলে সিলিনিয়ামকে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে। (If there is a pecular fine rash over the hepatic region, Selenium is the only remedy you can think of to suit your

case)। যকৃতের প্রদাহ এবং সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা নড়াচড়ায় এবং চাপে বৃদ্ধি হয়।

স্বরভঙ্গ—স্বরভঙ্গের সিলিনিয়াম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, গায়কদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় বিশেষতঃ সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভেই গলার স্বর বসিয়া যায় এতদ্ব্যতীত অনেকক্ষণ সঙ্গীত গাহিবার পর স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলেও সিলিনিয়ামের প্রয়োগ হইতে পারে। গলদেশে সাদা ময়দার ন্যায় শ্লেষ্মার সমাবেশ বশতঃ পুনঃ পুনঃ গলা পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। Tuberculas laryngitis এর প্রথম অবস্থায় ইহাকে অনেকে উচ্চ ঔষধ বলেন এবং ইহার ব্যবহার ও দেখিতে পাওয়া যায়।

অরাম ট্রিফাইলাম—ইহাও সঙ্গীত গায়ক কিংবা বক্তাদের স্বরভঙ্গের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কিংবা বক্তৃতা করিতে করিতে হঠাৎ স্বর বসিয়া গেলে অরাম টি্ফাইলামকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়

ক্ষুধা—রাত্রিতে ক্ষুধা বোধ করে (সিনা, সোরিনাম)। মদ পানের ভীষণ আকাঙ্খা।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এগনাস ক্যাক্টাস, ক্যালেডিয়ম, সালফার, ফসফরাস।

চুলকানি—পারদ কিংবা সালফারে চুলকনি অবরুদ্ধ হইলে সিলিনিয়াম প্রয়োগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল বায়ুর ঝাপটাতে, রৌদ্রে, লেমোনেড, চা কিংবা মদ্যপানে, সহবাস ক্রিয়ায়।

রোগের উপশম—শীতল জল পানে।

ফেরাম ফস (Ferrum Phos)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ফেরাম ফস্ফরিকাম। ইহা সুস্লারের তরুণ প্রদাহযুক্ত জ্বরের একটি অতি মহৎ ঔষধ এবং ইহা ব্যবহারে অতি সত্বর গাত্রোত্তাপ হ্রাস হইয়া আইসে। ইহাকে আমরা আমাদিগের হোমিওপ্যাথিকের একোনাইটের সমকক্ষ ঔষধ বলিতে পারি কিংবা ইহাকে একানাইট এবং জেলসিমিয়ামের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলা যাইতে পারে। প্রাদাহিক জ্বরের প্রারম্ভ অবস্থায়, জ্বর ব্যতীত আর বিশেষ কোন লক্ষণ যখন বর্ত্তমান থাকে না তখন ফেরামফসকেই সর্ব্বোচ্চস্থান প্রদান করিবে।

প্রকৃত ফেরাম ফস রোগী একোনাইট কিংবা বেলেডনার ন্যায় রক্ত প্রধান এবং হৃষ্টপুষ্ট নয় বরং স্নায়বীক স্পর্শাধিক্য এবং রক্তশূন্য হয় অথচ ইহাতে জেলসিমিয়ামের মত তন্দ্রা এবং নিস্তেজতা থাকে না। রসোৎপাদনের পূর্ব্বে যে কোন প্রাদাহিক জ্বরে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয় (The remedy for first stage of all febrile disturbances and inflammations before exudation sets in especially for catarrhal affections of respiratory tract)। আমি এই ঔষধটিকে তরুণ প্রাদাহিক জ্বরে, যখন অন্য ঔষধের বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না তখক অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি। আমি প্রাদাহিক জ্বরে ৬× চূর্ণ অধিক অনুমোদন করি।

উদরাময়—শিশুদিগের গ্রীষ্মকালে পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময়ে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ভেদ জলবৎ তরল, শ্লেষ্মা এবং রক্ত-মিশ্রিত।

মলত্যাগকালীন কোঁথানি কিছুই থাকে না। কোঁথানি কিংবা মলে পূঁজ থাকিলে ফেরাম ফস প্রয়োগ হয় না।

আমাশয়—আমাশয়ে ফেরাম ফসের প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু ইহা প্রথম অবস্থায় এবং রক্ত থাকিলে ব্যবহার হয়, কোঁথানি থাকে না। কোঁথানি থাকিলে এবং রক্ত ব্যতিরেকে ইহা ব্যবহার হয় না।

থাইসিস—থাইসিসে ফেরাম ফসের সুনাম রহিয়াছে কিন্তু ইহার রক্তোৎকাশই হইতেছে বিশেষ লক্ষণ—গয়েরে রক্ত না থাকিলে ফেরাম ফস নির্ব্বাচিত হয় না। ফেরাম ফসের রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ, সময় সময় কেবল রক্তই উঠে, যন্ত্রণা বিশেষ কিছুই থাকে না।

নিউমোনিয়া—ফেরাম ফসকে যে কোন রোগের বিশেষত: শ্বাস যন্ত্রের প্রাদাহিক অবস্থায় অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। কাজেকাজেই নিউমোনিয়ার প্রারম্ভে যখন ফুস্‌ফুস্‌ রক্তাধিক্য হইতে থাকে তখন ইহাকে উত্তম ঔষধ বলা যাইতে পারে এবং যথাসময়ে ইহা প্রয়োগে রোগ আর নিউমোনিয়ায় পরিণত হইতে পারে না। বক্ষঃস্থলে বেদনা এবং টাটানি বোধ করে, নাড়ী ভরাটে এবং গোলাকার (pulse full and round)। গয়ের স্বল্প এবং রক্তের রেখাযুক্ত। গয়েরে যে মুহূর্ত্তে রক্তের রেখা প্রকাশ পাইয়াছে দেখিতে পাইবে, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া ফেরাম ফসকে প্রাধান্য দিবে। ফেরাম ফসের জ্বর অনেকটা একোনাইটের ন্যায় হইলেও কিন্তু একোনাইটের নাড়ী দড়ির ন্যায় শক্ত এবং মানসিক উদ্বিগ্নতা অত্যন্ত অধিক থাকে (The indications for Ferrum Phos are these—The pulse is full, round and soft, the inflammation has not yet gone on to the exudation, the discharge, if it is a mucous surface that is affected is blood streaked.

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—প্রাদাহিক জ্বরে ৬x চূর্ণ অধিক প্রয়োগ হয় এবং

উত্তম কার্য্য করে। রক্তোৎকাশে, ৩০ এবং ২০০ শক্তির ব্যবহার দেখিতে পাই এবং আমিও এইরূপ স্থলে ২০০ শক্তি অধিক অনুমোদন করি।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—একোনাইট, জেলসিমিয়াম।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে এবং শেষরাত্রি ৪টা হইতে ৬টা। স্পর্শে, সঞ্চালনে, দক্ষিণ পার্শ্বে।

রোগের উপশম—শীতল প্রলেপে।

জিঙ্কাম মেটালিকাম
(Zincum Metalicum)

জিঙ্কামের বংলা নাম দস্তা। ইহা চূর্ণ করিয়া ঔষধে পরিণত করা হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সর্ব্বদা ভীষণ পদদ্বয়ের কিংবা নিম্নাঙ্গের অস্থিরতা। সকল সময় পদদ্বয় নাড়াইতে থাকে (Incessant and violent fidgety feeling in feet or lower extremities, must move them constantly).

২। জীবনী শক্তির দুর্ব্বলতাহেতু মস্তিষ্ক কিংবা স্নায়ুর ও কার্য্যকারী ক্ষমতার অভাব। পীড়কা (eruption) বহির্ভূত অথবা প্রকাশ করিতে, মাসিক ঋতুস্রাব আনয়ন করিতে, গয়ের উত্তোলন করিতে, প্রস্রাব ত্যাগ করিতে, কোন বিষয় বোধগম্য করিতে, কোন বিষয় স্মরণ করিতে পারে না (defective vitality,

brain or nerve power wanting, too weak to develop exanthemata or menstrual function, to expectorate, to urinate, to comprehend, to memorize).

৩। মাসিক ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় যন্ত্রণা উপশম হইতে থাকে, আবার স্রাব বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা ইত্যাদি ফিরিয়া আসে।

৪। শিশু ঘুমন্ত অবস্থায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে যেন ভয় পাইয়াছে মনে হয় এবং মস্তক এপাশ ওপাশ করিতে থাকে (during sleep whole body jerks as if frightened, rolls the head from side to side).

৫। দন্তোদ্গমকালীন তড়কা। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং উত্তাপহীন। চক্ষু ঘুড়াইতে থাকে, দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় শব্দ করে। (convulsion during dentition with pale face, no heat).

৬। স্বাভাবিক রোগ-আরোগ্যকারী-শক্তির দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পীড়কা (eruption) সম্পূর্ণ প্রকাশে অক্ষম ও তদহেতু মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত আশঙ্কা (কুপ্রাম, সালফার, টিউবারকিউলিন)।

৭। মেরুদণ্ডের রোগ—সমুদায় মেরুদণ্ড ব্যাপী জ্বলন। কোমড়ে ব্যথা উপবেশনে বৃদ্ধি, সঞ্চালনে উপশম। (কোবেল্টাম, পালসেটিলা, রাসটক্স)। শরীরের পৃষ্ঠদেশ কোন কিছুতে ঠেকাইতে পারে না।

—•—

সাধারণ লক্ষণ

১। উপবেশন অবস্থায় কেবল পশ্চাদ্দেশ ঠেস দিয়া বসিয়া প্রস্রাব করিতে পারে (can only void urine while sitting bent backward).

২। পেশীর খেঁচুনি এবং কম্পন, হস্তপদের দুর্ব্বলতা ও কম্পন। (Twitching and jerking of muscles (এগারিকাস, ইগ্নেসিয়া) weakness and trembling of extremities.

৩। সামান্য মদ্যপানেই সমস্ত রোগের বৃদ্ধি।

৪। ভীষণ ক্ষুধা, পূর্ব্বাহ্ণ ১১।১২ টার সময় (সালফার) বৃদ্ধি হয়। আহারকালীন পেটুকের মত খায়, তাড়াতাড়ি খাইতে পারে না।

৫। ভয় পাইয়া অথবা পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু তাণ্ডবরোগ (Chorea)।

৬। হস্তদ্বয় এবং মস্তক কিংবা এক হস্ত এবং মস্তক আপনা হইতে এবং এমন কি নিদ্রিতাবস্থায়ও সঞ্চালিত হইতে থাকে।

৭। ঘর্ম্মকালীন কোন প্রকার আচ্ছাদন গাত্রে রাখিতে পারে না।

—০—

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—ইহার প্রধান কার্য্যস্থল হইতেছে মস্তিষ্ক এবং স্নায়বীয় বিধানের উপর। জিঙ্কাম দ্বারা বিষাক্ত হইলে শরীরময় এক প্রকার সুড় সুড় বোধ হয়, যেন পিপীলিকা চলিয়া বেড়াইতেছে (cause formication that is, a sensation as of ants creeping over the body). এই সুড় সুড় বোধ ঘর্ষণে ও চাপে উপশম হয়। সমস্ত শরীরময় কম্পনও হয়। ইহা যে কেবল রোগী নিজেই উপলব্ধি করিতে পারে তাহা নয়, বাহিরেও প্রকাশ পায়। তৎপর অত্যন্ত স্পর্শজ্ঞানশূন্যতা ও বমনেচ্ছাসহ মূর্চ্ছার উপক্রম হয়, জল আদপেই সহ্য করিতে পারে না, পাকস্থলীতে যাওয়া মাত্রই বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং অম্ল দ্রব্য ভিনিগার, নেবুর রস ইত্যাদি পানে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। এই সমুদায়ের সহিত মস্তক ঘূর্ণন আসিয়া জোটে, মস্তক চক্রবৎ ঘুড়িতে থাকে, উভয় চক্ষুই যেন কেহ টানিতেছে, নাসিকার মূল প্রদেশ শক্ত এবং ভার ভার চাপ বোধ হয়, খেঁচুনি, আচ্ছন্নতা ইত্যাদি ক্রমশঃ উপস্থিত হয়, যদি কোন প্রকারে এই বিষাক্ত লক্ষণ নষ্ট করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে শেষে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ডাক্তার ফ্যারিংটন বলিতেছেন, এই প্রকার রোগীকে কখনই মদ অথবা কোন প্রকার উত্তেজক দ্রব্য পান করান না হয় কারণ জিঙ্কামের মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত সমুদায় লক্ষণই মদ্যপানে ভীষণ বৃদ্ধি হয়। (I would warn you too if you meet with such a case of poisoning, not to give wine or

other stimulants, for every symptoms of zinc, from head to feet, is made worse by wine—Farrington)। মদ্য কিংবা উত্তেজক দ্রব্য পানে বৃদ্ধি এই ঔষধের একটি বিশেষ লক্ষণ। ইহা জিঙ্কাম ব্যতীত গ্লোয়ন, লেডাম, ফ্লোরিক এসিড, পালসেটিলা, এন্টিমনিক্রুডাম, নাক্সভমিকা, লাইকোপোডিয়াম, ওপিয়ম ইত্যাদিও রহিয়াছে কিন্তু এই সমুদায় ঔষধের মধ্যে জিঙ্কামই সর্ব্বপ্রধান। যাহারা দস্তার কারখানায় কাজ করে, তাহাদিগের মধ্যে ১০।১২ বৎসর কার্য্যের পর নিম্ন লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। পাছার ব্যথা, পায়ের তলার স্পর্শাধিক্যতা, সুড় সুড় বোধ, পদদ্বয়ের অসাড়তা এবং ঠাণ্ডা বোধ, নিম্নোদরের চারিদিক বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ বোধ, পেশীর খেঁচুনি এবং কম্পন, প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া (reflex action) বৃদ্ধি, এক স্থানের উত্তেজনায় অন্য স্থানে ভীষণ স্পন্দন। পেশীর চেতনাশক্তি (sensibility) হ্রাস, রোগী চক্ষু বুজিয়া কিংবা অন্ধকারে হাটিতে অক্ষমতা, রোগী টলিয়া পড়িয়া যায়। পক্ষাঘাতের কম্পনসদৃশ পেশীর কম্পন, শেষে শরীর আরষ্ট হেতু চলৎশক্তি এবং সঞ্চালন ক্রিয়া আক্ষেপযুক্ত হয়, তৎপর সর্ব্বশরীর ক্রমশঃ রক্তশূন্যতা এবং শুষ্ক (emaciation) হইয়া আসিতে থাকে।

স্নায়বীয় বিধান এবং অবরুদ্ধ পীড়কা—জিঙ্কামের কার্য্য স্নায়বীক বিধানের উপর এত অধিক প্রসিদ্ধ যে ডাক্তার বার্ট বলেন—"লৌহ যেমন রক্তের উপকারী দস্তাও তেমনি স্নায়ুর উপকারী" (what iron is to the blood, Zinc is to the nerves)। স্নায়বীক দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে জিঙ্কামের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে—নিম্নাঙ্গে অথবা পদদ্বয়ের ভীষণ অস্থিরতা, অনবরত সঞ্চালন করিতে থাকে। The most characteristic of all the symptoms of Zincum in connection with its nervous weakness, is incessant, violent fidgety feeling in the feet or lower limbs, must move them constantly." This is present in many, if not almost all, of the affectious for which Zinc is par excellence remedy, that it seems to have the power to arouse and strengthen the norvous system in its inability

to supply force to carry on functional necessary to health or the elimination of disease products form the system). যে সমুদায় রোগে স্নায়বীক বিধানের কার্য্যের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হয় সেইরূপ স্থলের দুর্ব্বলতায় জিঙ্কাম একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ। অর্থাৎ স্নায়ু দৌর্ব্বল্যতা প্রযুক্ত রোগ বিশেষতঃ পীড়কা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইতে না পারিলে তাহা বহির্গত করিবার জিঙ্কাম একটি মহৌষধ। রোগ অপ্রকাশিত হেতু রোগী অত্যন্ত কষ্ট পাইতে থাকে এবং রোগ ভিতরে ভিতরে বিস্তারিত হইয়া অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। যেমন—হাম, বসন্ত ইত্যাদি। পীড়কা রোগীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সম্পূর্ণ ফুটিয়া বাহির হইতে না পারিলে ও তদহেতু মস্তিষ্কের কিংবা অন্য কোন রোগ উৎপন্ন হইলে জিঙ্কাম প্রয়োগেই তাহা উপযুক্তভাবে প্রকাশিত হইয়া রোগের চিকিৎসার সুযোগ করিয়া দেয় অথবা রোগকে সম্পূর্ণ দূরীভূত করিয়া দেয়। কুপ্রামেও এইরূপ অনেকটা ক্ষমতা রহিয়াছে কিন্তু কুপ্রামে পীড়কা (eruption) বাহিরে প্রকাশিত হইয়া কোন বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা অবরুদ্ধ করা হয় আর জিঙ্কামে মোটেই প্রকাশিত হয় না কিংবা সামান্য মাত্র দেখা দিয়া জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা হেতু পুনরায় মিলাইয়া যায়। সালফারও এইরূপ অবস্থার একটি ঔষধ বটে কিন্তু সালফারে প্রায়ই কোন প্রকার সোরার দোষ বর্ত্তমান থাকে। (In Cuprum the eruptions have been suppressed by some outward cause. In Zinc it has never come out to the surface, or it has been out and has receed from lack of vitality or strength to hold it there. Sulphur may be the remedy but the cause is then more often apt to be traceable to Psora).

পীড়কা অবরুদ্ধহেতু রোগের ঔষধসমূহ—

এণ্টিমটার্ট—বসন্ত রোগেই ইহাকে সচরাচর অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। বসন্ত কিংবা হাম ভালরূপ ফুটিয়া বাহির না হইলে কিংবা লাট খাইয়া গেলে এবং তদহেতু শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হইতে থাকে। মুখমণ্ডল নীল অথবা

নীলাভাযুক্ত হয়, শিশু ক্রমশঃই অধিক তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়ে এবং খেঁচুনি হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘড ঘড় শব্দ হয়। এইরূপ অবস্থায় এণ্টিমটার্ট প্রয়োগ হইয়া থাকে, এণ্টিমটার্টে শ্বাসপ্রশ্বাসের লক্ষণ প্রাধান্য থাকে।

এপিস—তরুণ পীড়কা re-percussion দরুণ মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ হয়। এপিসের বিশেষত্ব ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ চীৎকার দিয়া কাঁদিয়া ওঠে। প্রস্রাব অল্প হয় এবং জলতৃষ্ণা থাকে না।

ব্রাইওনিয়া—হামের বিষয়ে ইহা চিন্তা করা উচিৎ। হাম শীঘ্র ফুটিয়া বাহির হইতেই চায় না (tardy appearance of the rash), সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক কাশি থাকে এবং কাশিবার সময় কাঁদে। শিশু কাশিকার সময় যন্ত্রণা নিবারণের জন্য হাত পা গুটাইয়া ফেলে। কখন কখন পীড়কাগুলি হঠাৎ মিলাইয়া গিয়া মস্তিষ্কের গোলযোগ উৎপাদন করে, শিশু তন্দ্রাযুক্ত হয়। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়, মুখমণ্ডলের এবং চক্ষুর পেশীর খেঁচুনি হয় নড়াচড়ায় শিশু কাঁদিয়া উঠে। কোন কোন স্থলে হাম লাট খাওয়ার দরুণ মস্তিষ্ক পীড়ার পরিবর্তে ব্রোঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া দেখা দেয়।

হেলিবোরাস—মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ শূন্য হয় এবং শিশু গভীর আচ্ছন্নতায় অভিভূত হইয়া থাকে, স্পর্শে কিংবা শরীরে চাপ দিলেও কোন প্রকার সাড়া পাওয়া যায় না।

ইপিকাক—হাম লাট খাইয়া যখন বক্ষঃস্থল আক্রান্ত হয় এবং যদি শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, কাশি ইত্যাদি থাকে।

সালফার—সচরাচর সোরিক দোষ বর্তমান থাকে। ঘা পাচড়া ইত্যাদি চর্ম্মরোগ বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা অবরুদ্ধ (suppress) হইলে এবং রোগী scrofulous ধাতু বিশিষ্ট হইলেই উত্তম কার্য্য করে।

স্নায়ুবিক বিধানের প্রতিক্রিয়াহীন (non-reaction) অবস্থায় জিঙ্কামে আরও লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই যেমন ডিম্বাশয়ে যন্ত্রণা হইতেছে অথচ ঋতুস্রাব হইতেছে না, ঋতুস্রাব হইতে আরম্ভ হইলেই রোগী সমস্ত বিষয়েই উপশম বোধ করে (ল্যাকেসিস) এবং স্রাব বন্ধ হইলেই পুনরায় যন্ত্রণা ফিরিয়া আসে। সেইরূপ রোগী শ্লেষ্মাযুক্ত তরল হাঁপানিতে কষ্ট পায়

গয়ের তুলিতে পারে না কিন্তু গয়ের তোলার সঙ্গে সঙ্গেই আরাম পায়। (সিপিয়া, এন্টিমটার্ট, গ্রাইণ্ডেলিয়া) জিঙ্কামের হাঁপানীতে বক্ষঃস্থলের সঙ্কোচন (contracto) থাকে (ক্যাক্টাস, ক্যাডমিয়াম সালফ, কেলিক্লোর) দন্তোদ্গমে বিলম্ব হয়। স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা হেতু নাড়ীর গতি অত্যন্ত মৃদু, শিশু তন্দ্রাযুক্ত চক্ষু অর্দ্ধ নিমিলিত এবং দৃষ্টি বক্র করিয়া বালিসে মস্তকের পশ্চাদ্দেশ অত্যন্ত চাপিয়া শুইয়া থাকে। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং শীতল কিংবা পর্য্যায়ক্রমে লাল এবং ফ্যাকাসে হয়। মধ্যে মধ্যে চীককার দিয়া উঠে। মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহের মতন না হইলেও কিন্তু অনেকটা ঐ প্রকারের ঘুমন্ত অবস্থায় সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে। নাসিকারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া (সিনা, অরমট্রাই ইত্যাদি) কিংবা শুষ্ক চড়চড়ে ওষ্ঠদ্বয় টানিতে থাকে। শরীরের বিভিন্নস্থানে সাধারণতঃ বাহুযুগল, হস্তদ্বয় এবং বিশেষভাবে পদযুগল আপনা আপনি সঞ্চালিত হইতে থাকে। পদযুগলের আপনা আপনি সঞ্চালন জিঙ্কামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। শিশুর যদি জল পান করিবার মত জ্ঞান থাকে, জল দিলে অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র পান করিয়া ফেলে। রোগের বাড়াবাড়ি হইলে নিম্নোদর উষ্ণ হয় এবং চুপসিয়া যায় ও মলমূত্র অসাড়ে নিঃসরণ হইতে থাকে। শিশু প্রলাপ অবস্থায় জাগিয়া ওঠে মনে হয় যেন কোন ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়াছে এবং তখন কাহাকেও চিনিতে পারেনা, মস্তক এপাশ ওপাশ চালিতে থাকে, ইহার সঙ্গে তরকাও থাকিতে পারে শিশু চীককীর দেয়, শয্যা হইতে লাফাইয়া পরে। দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে এবং চক্ষুদ্বয় ঘুড়াইতে থাকে।

জিঙ্কামের তরকার বিশেষত্ব যে মুখ চোখ কিছুই লাল কিম্বা উত্তপ্ত হয় না বরং ফ্যাকাসে হয় (বেলেডোনার বিপরীত) যদিও গরম হয় তাহা হইলে তাপ মস্তকের মূল প্রদেশে হয়।

কনভালসন এবং মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহ—মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদহেও জিঙ্কাম ব্যবহার হইয়া থাকে—যখন বাত রোগের প্রারম্ভেই কিংবা অন্য কোন কারণ বশতঃই হউক মস্তকে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় এবং সেই যন্ত্রণা যদি মদ্য অথবা কোন উত্তেজক দ্রব্য পানে

বৃদ্ধি হয়। ইহার সঙ্গে মস্তকের পশ্চাদ্দেশে বিশেষতঃ মস্তিষ্কের মূল প্রদেশেও ছিন্নবৎ যন্ত্রণা থাকে এবং এই যন্ত্রণা চক্ষুর ভিতর দিয়া সমবেদকরূপে দন্তে পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। এইরূপ লক্ষণযুক্ত নানা প্রকার রোগে জিঙ্কাম প্রয়োগ হয় কিন্তু বিশেষভাবে পীড়কা অপ্রকাশিত অথবা অর্দ্ধপ্রকাশিত দরুণ মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহে অধিক নির্ব্বাচিত হয়,

জিঙ্কাম রোগী মদ কিংবা অন্য কোন প্রকার উত্তেজক দ্রব্য পান করিতে পারে না ইহাতে রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ইহা জিঙ্কামের একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ। জিঙ্কাম ব্যতীত অন্যান্য ঔষধেও এইরূপ লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু উক্ত বিষয়ে জিঙ্কামই সর্ব্বপ্রধান। জিঙ্কামে প্রায় সমুদায় লক্ষণই সামান্য মাত্রায় মদ পান করিলেই বৃদ্ধি হয়। (রডডেনড্রম, গ্লোনয়ন, নাক্সভমিকা, ওক্জেলিক এসিড এবং সিলিনিয়াম—ইহাতে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়)

মস্তিষ্কের উল্লিখিত লক্ষণ ব্যতীত নিম্ন লক্ষণগুলিও প্রকাশ পায়—পীড়কা (eruption) অসম্পুর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, চর্ম্ম নীলবর্ণ হয়, শিশু অত্যন্ত অস্থির হয় এবং প্রলাপ বকে। delirious কিংবা নিস্তব্ধ অচৈতন্য ভাবে পড়িয়া থাকে এমন কি চক্চকে লালবর্ণযুক্ত স্কার্লেটিনাতেও শিশুর উক্ত প্রকার দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকিলেও (enervation) বেলেডনার পরিবর্ত্তে জিঙ্কামের প্রয়োগই অধিক সম্ভাবনা। ইহা অপেক্ষা আরোও গুরুতর অবস্থাযুক্ত স্কার্লেটিনাতেও জিঙ্কামই ব্যবহার হয় যখন চর্ম্ম নীল আভাযুক্ত এবং শীতল হয়। শরীর ভারী এবং নাড়ী সূত্রবৎ হয়। কিন্তু জিঙ্কামের enervation বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। ইহাও স্মরণ রাখিবে জিঙ্কামের জীবনী শক্তির দুর্ব্বলতা (defective vitality, brain or nerve power wanting) একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। এতৎ হেতুই পীড়কা ইত্যাদি আভ্যন্তরিক রোগ সহজে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না।

বেলেডনা—চর্ম্ম পরিষ্কার উজ্জ্বল চক্চকে, লালবর্ণ (smoth bright red) বেলেডনা সচরাচর প্রথম অবস্থাতেই অধিক প্রয়োগ হয়। ভীষণ বমন হয় এবং মস্তিষ্কের লক্ষণের অত্যন্ত প্রাধান্য থাকে। চীৎকার করে, চক্ষু এবং মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয়। জিহ্বা, জিহ্বা কণ্টকে (elevated papillæ) আবৃত থাকে, রোগী চিৎকীর দিয়া নিদ্রা হইতে উঠিয়া পড়ে এবং নিকটে যাহাকে

পায় জড়াইয়া ধরে। রোগ যদি এই প্রকারই বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং পীড়কা যদি প্রকাশিত না হয়—শিশু ফ্যাকাসে এবং নীলবর্ণ হইয়া আইসে বালিসে মস্তক এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, দাঁতে দাতে ঘর্ষণ করে, নড়া চড়া করিলে চীৎকার দিয়া ওঠে, এবং পদযুগল অস্থির আপনা আপনি সঞ্চালন করে এইরূপ অবস্থায় জিঙ্কামই প্রকৃত ঔষধ। বেলেডনা, কুপ্রাম এবং ল্যাকেসিস কিছুই কাজ করিবে না।

জিঙ্কাম প্রয়োগেও যদি উপকার না হয় এবং গাত্রত্বক নীলবর্ণ, শীতল এবং নাড়ী সূত্রবৎই থাকে তাহা হইলে ক্যাম্ফর ব্যবহারে প্রতিক্রিয়া আসিতে পারে যদ্যপি শীতল ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে। কোন কোন স্থলে শীতল ঘর্ম্ম থাকিলে ভেরেট্রাম এলবামেও উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। এইরূপস্থলে অনেক সময় হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের কথাও স্মরণ করা উচিত।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব—স্কার্লেটিনাতেও (Scarlatina) ব্যবহার হইতে দেখা যায় কিন্তু ইহা সাধারণতঃ স্ক্রোফিউলাস (scrofulous) শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে যখন পীড়কাগুলি ভালমত প্রকাশ পায় না কিংবা সামান্য প্রকাশ পাইয়াই মিলাইয়া যায়, মুখমণ্ডল অস্বাভাবিকরূপ ফ্যাকাসে এবং স্ফীত হয়।

কুপ্রাম—তরকার সহিত চীৎকার দিয়া উঠে, হাত মুঠা করে, বালিসে মস্তক গুঁজিতে থাকে এবং এতৎসহ সঙ্কোচক (flexor) পেশীর আক্ষেপ অত্যন্ত অধিক হয়। মুখমণ্ডল সাধারণতঃ লালবর্ণ অথবা নীলবর্ণ হয়। দাঁত লাগিয়া যায়, মুখে ফেনা উঠে, ভয় পাইয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া ওঠে এবং চারিদিগের কাহাকেও চিনিতে পারে না (জিঙ্কাম মেটালিকাম)। কুপ্রামের এইরূপ অবস্থা পীড়কা অবরুদ্ধ হেতুই হয় এবং লক্ষণগুলি তরুণ প্রদাহের ন্যায় অত্যন্ত ভীষণ হয়।

ষ্ট্রেমোনিয়াম—ইহার আক্ষেপ (spasm) অনেকটা সামঞ্জস্য ভাবের angular এবং কম্পন যুক্ত নয় (Spasmodic motions are characterized by gracefulness rather than angularity, they are more gyratory than jerking) এই রকম অবস্থা বিশেষভাবে শিশুদিগের প্রতি পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু হইতে দেখা যায়। ষ্ট্রেমোনিয়াম অল্প বয়স্ক বালক

বালিকা এবং শিশুদিগের প্রতি বেলেডনা অপেক্ষা ভাল কাজ করে। হাম ভালমত ফুটিয়া বাহির না হইলে শিশুর গাত্র উষ্ণ এবং মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয়, অত্যন্ত অস্থির এবং এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। নিদ্রায় চক্ষু বুজিয়া থাকিলেই ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠে কাহাকেও চিনিতে পারে না। সঞ্চালন (movement) যদিও তরকার ন্যায় কিন্তু কম্পনযুক্ত, angular নয়। কুপ্রামের সহিত এইস্থলে খুব সদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু কুপ্রামের সঞ্চালন angular এবং মুখমণ্ডল নীল আভাযুক্ত হয়। কিন্তু কুপ্রামে পীড়কা অবরুদ্ধ (repercussed) দরুণ হইলেই অধিক প্রযুজ্য হয় এবং ভীষণ মস্তিষ্ক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

শিরঃপীড়া—যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ এবং ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় এবং মস্তকের এক পার্শ্বেই অধিক হয়। মদ্যপানে এবং আহারের পর বৃদ্ধি হয়। কখন কখন আবার দেখা যায় যন্ত্রণা কিছুতেই বিরাম হয় না এক একবার খুব বৃদ্ধি হয় আবার কমিয়া আসে কিন্তু সকল সময়ই লাগিয়া থাকে, এইরূপ অবস্থায়ও জিঙ্কাম ব্যবহার হয়।

মস্তক শোথ (Hydrocephaloid)—শৈশব বিসূচিকার (cholera infantum) পর মস্তক শোথে (Hydrocephaloid) জিঙ্কাম ব্যবহার হইতে দেখা যায়। শিশু মাথা চালিতে থাকে (rolls its head), যেন ভয় পাইয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে এবং ভয়ের সহিত ঘরের চারিদিকে তাকাইতে থাকে। মস্তকের পশ্চাৎ দিক স্বভাবতঃ গরম হয়, সম্মুখ দিক ঠাণ্ডা থাকে, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে, আলোর দিকে তাকাইতে পারে না। চক্ষু এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে (eyes are fixed and stairing) মুখমণ্ডল চোপসান এবং ফ্যাকাসে বর্ণ অথবা পর্য্যায়ক্রমে লাল এবং পাংশু বর্ণ হয়, নাসিকা শুষ্ক, ঘুমন্ত অবস্থায় পেশীর আকুঞ্চন হয় (there is jerking of the muscle during sleep), সর্ব্বদা পদদ্বয় নাড়াইতে থাকে। Hydrocephaloid এ জিঙ্কাম কেলকেরিয়া ফসের খুব নিকটবর্ত্তী ঔষধ।

তাণ্ডব রোগ (Chorea)—জিঙ্কামের twitching and jerking একটি বিশেষ লক্ষণ, ইহা শরীরের নানা স্থানের পেশীতে প্রকাশ পায়। এই

প্রকার লক্ষণ অনেকটা ইগ্নেসিয়া এবং এগারিকাসে রহিয়াছে। এই হেতুই জিঙ্কামকে তাণ্ডব রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়, যদি ভয় কিংবা পীড়কা অবরুদ্ধজনিত ইহা উৎপন্ন হয়।

মেরুদণ্ডের রোগ (Spinal diseese) এবং কটিবাত—জিঙ্কাম মেরুদণ্ডের বিশেষতঃ মেরুদণ্ডের উত্তেজনার (spinal irritation) একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা প্রয়োগের সর্ব্বপ্রথম লক্ষণই হইতেছে—মেরুদণ্ডের প্রায় শেষ dorsal কিংবা প্রথম lumber vertebra অস্থিতে কনকনে যন্ত্রণা এবং এই যন্ত্রণা চলাফেরা অপেক্ষা উপবেশনকালীন বৃদ্ধি হয় বরং চলাফেরায় উপশম হয়। (The symptoms which call for it are these—first and foremost, dull aching pain about the last dorsal or first lumber vertebrae and this is worse when the patient is sitting than it is when he walks. The symptoms, I can assure you is a good indication for Zincum). সিপিয়াতেও ঠিক অনেকটা এই প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও যন্ত্রণা জিঙ্কামের ন্যায় উক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে হয় না কিন্তু বৃদ্ধি বিষয়ে ইহারা উভয়ই এক। পশ্চাতের যন্ত্রণা উপবেশনকালীন বৃদ্ধি এবং চলাফেরাকালীন উপশম রাসটক্সেই খুব অধিক রহিয়াছে কিন্তু রাসটক্সে সমস্ত যন্ত্রণাই সাধারণতঃ সঞ্চালনে উপশম হয়, জিঙ্কামে তাহা হয় না, ইহাই পার্থক্য। পালসেটিলাতেও এইরূপ আছে কিন্তু পালসেটিলায় ঋতুস্রাবের অনিয়ম বর্ত্তমান থাকে। জিঙ্কামের সহিত খুব নিকট সাদৃশ্য লক্ষণ কোবেলটামে দেখিতে পাওয়া যায় এবং উভয় ঔষধেই মেরুদণ্ডের যন্ত্রণা অধিক সহবাস ক্রিয়া কিংবা লিঙ্গের দুর্ব্বলতা হেতু হয়। কিন্তু ইহাদের পার্থক্য—রেতঃস্খলনে জিঙ্কামে যন্ত্রণার সাময়িক উপশম হয়, কোবেলটামে হয় না।

জিঙ্কামের কোমড়ের ব্যথার (backache) সহিত সমস্ত মেরুদণ্ডের জ্বলন লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায় এবং এই জ্বলন সম্পূর্ণ subjective (আভ্যন্তরিক)। কোন প্রকার congestive প্রকৃতির নয়, কোন প্রকার উত্তাপের আধিক্য থাকে না (no rise of temperature)।

পক্ষাঘাত এবং কম্পন—জিঙ্কামের আর একটি বিশেষত্ব

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন (trembling)। রোগী যদিও পক্ষাঘাতগ্রস্থ নয় তথাপি কম্পনের দরুণ শারীরিক সঞ্চালন ক্রিয়ায় উহার নিজের কর্তৃত্ব শূন্য হইয়া আসে এবং চিকিৎসায় শীঘ্র কোন উপকার না হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। হৃৎপিণ্ড ঠিক নিয়ম মতই স্পন্দিত হইতে থাকে, কখন কখন হঠাৎ এইরূপ হয় মনে হয় যেন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া হৃৎপিণ্ড বহির্গত হইয়া পড়িবে। বক্ষঃস্থলের সঙ্কোচন হয় এবং এই সঙ্কোচন বশতঃ শ্বাসপ্রশ্বাসেরও কষ্ট হয়, তখন নাড়ীর গতিও মৃদু ও অনিয়ম হয়। পদদ্বয়ের তন্দ্রা অসাড় বোধ হয়, গোড়ালিতে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা এবং টাটানি থাকে।

জিঙ্কাম পায়ের ঘাম অবরুদ্ধ হইয়া মস্তিষ্কের কোমলতাবশতঃ পক্ষাঘাতে প্রয়োগ হয় (from softening of the. brain following suppressed foot-sweat)। মস্তক ঘূর্ণন, কম্পন, অসাড়তা (numbness) এবং সুড় সুড় বোধ বর্ত্তমান থাকে। এই লক্ষণ সমুদায় ঘর্ষণে উপশম এবং মদ্যপানে বৃদ্ধি হয়। এই প্রকার পক্ষাঘাতের সহিত অক্ষিপুটের পতন (ptosis) পরিষ্কাররূপে প্রকাশ থাকে।

জিঙ্কামের সহিত ফসফরাস এবং প্লাম্বামের অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে, এই উভয় ঔষধই কম্পনসহ দুর্ব্বলতা (enervation) এবং মস্তিষ্কের কোমলতা (softening of the brain) লক্ষণে উত্তম কার্য্য করে। কিন্তু ফসফরাসে মদ্যপানে বৃদ্ধি কিংবা অক্ষিপুটের পতন থাকে না। প্লাম্বামে জিঙ্কামের প্রায় সমুদায় লক্ষণই রহিয়াছে উপরন্তু ইহাতে পরিপোষণ ক্রিয়ার অভাব অথবা পক্ষাঘাতাক্রান্ত (paralysed part) স্থানের শীর্ণতা (atrophy, wasting away) বর্ত্তমান থাকে এবং উক্ত পক্ষাঘাতজনিত শীর্ণ স্থানে যন্ত্রণা এবং শূলবেদনা পর্য্যায়ক্রমে হয়।

জিঙ্কামের সুড় সুড় বোধ এবং মদ্যপানে বৃদ্ধি, ফসফরাসে দুর্ব্বলতা এবং মস্তিষ্কের কোমলতা, প্লাম্বামে পক্ষাঘাতাক্রান্ত স্থানের শীর্ণতা বিশেষ লক্ষণ।

চক্ষুর রোগ (Amblyopia)—দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা (amblyopia) সহ অত্যন্ত শীরঃপীড়া থাকে, ইহা মনে হয় মস্তিষ্কের কিংবা মস্তিষ্কঝিল্লির

যান্ত্রিক পরিবর্ত্তনের হেতুই হয় এবং ইহার সহিত নাসিকার মুল প্রদেশে ভীষণ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। যন্ত্রণা বিশেষভাবে প্রত্যেক চক্ষুর ভিতর কোণেই (inner canthus) অত্যন্ত অধিক হয় এবং তারা সঙ্কুচিত হয়।

স্বচ্ছাবরকের (cornea) পুনঃ পুনঃ এবং বহু দিন স্থায়ী প্রদাহের দরুণ অস্বচ্ছতা হইলে অনেক সময় জিঙ্কাম প্রয়োগ হইয়া থাকে কিন্তু এই বিষয়ে জিঙ্কাম সালফই উত্তম ঔষধ। Pterygium চক্ষু-কোণের উপমাংশ (an excresence of a trangular shape, occurning in the inner canthus of the eye and from thence over the cornea) জিঙ্কামে দূরীভূত করা যাইতে পারে যদি ভিতর কোণে (inner canthus) টাটানি এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকে। দানাদারযুক্ত অক্ষিপুটেও (granular lids) জিঙ্কাম প্রয়োগ হয় এবং এইরূপ স্থলে জিঙ্কাম সালফই অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল (**Prosopalgia**)—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলেও (prosopalgia) জিঙ্কাম ব্যবহার হয় যখন যন্ত্রণার সহিত অক্ষিপুটের বর্ণ নীল হয়।

পরিপাক ক্রিয়া এবং যকৃত—জিঙ্কামে পাকস্থলী এবং যকৃৎ সম্বন্ধীয় অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। গলদেশে তিক্ত স্বাদ হয়। জল আদপেই সহ্য হয় না সামান্য জল পান করা মাত্রই বমি হইয়া উঠিয়া যায়। বুকজ্বালা থাকে, মদ্যপানে এবং অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বৃদ্ধি হয়। অন্তঃসত্ত্বাকালীন এইরূপ হইলে তাহার সহিত পদদ্বয়ের varicose veins (শিরার স্ফীতি) বর্ত্তমান থাকে। ক্ষুধা বিশেষভাবে দ্বিপ্রহরে অধিক হয় এবং পেটুকের মত খায় (সালফার, নেট্রাম মিউর, নেট্রাম ফস, এসাফিটিডা, হাইড্রাস্টিস্)। যকৃতেও জিঙ্কাম প্রয়োগ হয়, নাভি কুণ্ডলের আশে-পাশে শক্ত অর্ব্বুদের (hard tumor) বর্ত্তমানতা অনুভূত হয় এবং ইহার সহিত কামড়ানি যন্ত্রণাও থাকে। এই লক্ষণটি হইতেই লিভার বৃদ্ধিতে জিঙ্কামের ব্যবহারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—জিঙ্কামেও প্লাম্বামের ন্যায় ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্যসহ নাভিকুণ্ডের চারিদিকে কামড়ানি যন্ত্রণা হয় এবং ইহার সহিত পশ্চাৎদিকে

অত্যন্ত ভার বোধ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে মনে হয় যেন নিম্নোদর মেরুদণ্ডে টানিয়া ধরিয়াছে। জিঙ্কামের এই বিষয়ের বিশেষ লক্ষণ হইতেছে নিম্নোদরের পার্শ্বে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং ভার বোধ লাগিয়া থাকে,—ইহা হইতেই মনে হয় জিঙ্কামে উর্দ্ধগামী এবং নিম্নগামী অন্ত্র (ascending and descending colon) বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়।

প্রস্রাব—প্রস্রাবে প্রায়ই রক্ত মিশ্রিত থাকে, কখন কখন, ঘোলা কাদার ন্যায় রং হয় এবং হলদে আভাযুক্ত তলানি পরে। মূত্রাশয় প্রস্রাবে পূর্ণ থাকিলেও সাধারণ ভাবে বসিয়া প্রস্রাব ত্যাগ করিতে পারে না—পশ্চাৎদিক ঠেস দিয়া বসিতে হয়। (Can only void urine while sitting bent backwards)

কাশি—কাশি আক্ষেপযুক্ত (Spasmodic) এবং কাশির সময় মনে হয় বুক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। গয়ের অনেক সময় রক্তযুক্ত হয় এইরূপ ঠিক মাসিক ঋতুর পূর্ব্বে কিংবা ঋতুস্রাবকালীন বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায় এবং মিষ্ট দ্রব্য খাইলে অধিক হয়। জিঙ্কামে শিশুদিগের কাশিরও বেশ উপকার হয় যখন দেখা যায় প্রত্যেকবার কাশির সময় শিশু লিঙ্গ প্রদেশে হাত দেয়।

পুংজননেন্দ্রিয়—পুংজননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে জিঙ্কাম অনেকটা কোনায়ামের সদৃশ্য। অত্যধিক এবং বহুদিন লিঙ্গের অপব্যবহার হেতু শুক্রক্ষরণে (spermatorrhoea) জিঙ্কাম প্রয়োগ হয়, এরূপ অবস্থায় অত্যন্ত মানসিক বিমর্ষতা বর্ত্তমান থাকে—মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, চোপসান এবং চক্ষুর চারিধারে নীলবর্ণ দাগ পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উত্তেজনা থাকে কিন্তু কোনায়ামে অত্যধিক উত্তেজনা থাকে না। জিঙ্কামে প্রস্রাব উপবেশন অবস্থাপেক্ষা দাড়ান অবস্থায় সহজে হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—জিঙ্কাম বিশেষতঃ জরায়ু পথের ক্ষত এবং বাম ডিম্বাশয় প্রদেশের যন্ত্রণা সহ মাসিক ঋতুস্রাবের অনিয়মে ব্যবহার হয় এবং এই সমুদায় উপসর্গই ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গেই উপশম হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু মস্তিষ্কের রোগের প্রারম্ভে হেলিবোরাস, টিউবার কিউলিন।

জিঙ্কাম—নাক্সের পূর্ব্বে জিঙ্কাম ব্যবহার হয় না।

প্রতিবন্ধক (**Inimical**)—ক্যামোমিলা এবং নাক্স জিঙ্কামের পূর্ব্বে কিংবা পরে প্রয়োগ হয় না।

রোগের বৃদ্ধি—অতি সামান্য মদ্য পানেই।

রোগের উপশম—বক্ষঃস্থলের রোগে—পায়ের উত্তোলনে। মূত্রাশয়ের রোগে মূত্রত্যাগে। কটিদেশের যন্ত্রণায় রেতঃপাতে। (রেতঃপাতে বৃদ্ধি—কোবেলটাম)। যাবতীয় উপসর্গ—ঋতুস্রাবে।

প্রয়োগ বিধি

জিঙ্কাম মস্তিষ্ক রোগের কি প্রকার মূল্যবান ঔষধ তাহা ডাক্তার ন্যাসের গ্রন্থ হইতে একটি রোগীর বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি Dr. Nash বলিতেছেন—

A young lady about 20 years of age complained, a week before I was called, of weakness of feeling of general prostration. She was a student and her mother who was an excellent nurse, attributed on her sickness to over work at school and tried to rest and nurse her up. But she continued to grow worse. I prescribed for her Gelsimium and followed it with Briyonia according to indications and she ran through a mild

course of two weeks long and seemed convalescing quite satisfactorily.

. Being left in a room alone while sleeping and perspiring, she threw off the clothes, caught cold and relapsed and the following picture obtained—stairing eyes rolled upwards into the head, head retracted, complete unconsciousness, lying on back and sliding down in bed, twitching or rather intense, violent trembling all over, so that she shook the bed. I had nurses hold her hands night and day, she shook and trembled so, hippocratic face, extremities deathly cold to knees and elbow, pulse so weak and quick I could not count it and intermittent, in short all signs of impending paralysis of brain. The case seemed hopeless, but I put Zincum in 2 drams of cold water. In about one hour after the last dose she turned her eyes down and faintly said, milk. She got no more medicines for four days and improved steadily all the time.

রোগী বালিকা বয়স ২০ বৎসর, আমি দেখিবার প্রায় সপ্তাহ খানেক পূর্ব্ব হইতেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতায় ভুগিতেছে জানিতে পারিলাম। বালিকাটী স্কুল ছাত্রী, তাহার মা একজন ভাল শুশ্রূষাকারিণী, তিনি শুশ্রূষা করিতেছিলেন এবং বলিলেন এই দুর্ব্বলতা স্কুলের অত্যধিক পরিশ্রম জনিত হইয়াছে। আমি তাহার অবস্থা দেখিয়া জেলসিমিয়াম দিয়া তাহার পর ব্রাইওনিয়া দিতে ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া আসিলাম এবং এই ঔষধদ্বয়ে কিছু উপকারও হইয়াছিল কিন্তু একদিন দরজা জানালা খুলিয়া নিদ্রা যাওয়ার দরুণ ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগটী পুনরায় প্রকাশ পায় (relapsed) এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হয় এবং নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা দেয়—

চক্ষু এক দৃষ্টে হইয়া কপালের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে, সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় চিত হইয়া শুইয়া আছে, বিছানা হইতে গড়াইয়া পড়িয়া যাইতেছে, স্থানে স্থানে খেচুনি কিংবা সমস্ত শরীরময় ভীষণ কম্পন হইতেছে এমন কি খাট পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকে এবং দিন-রাত শুশ্রূষাকারিণীগণ রোগীর হস্তদ্বয়

ধরিয়া রহিয়াছে। মুখের চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে। হস্ত এবং পদদ্বয়ের কুনই এবং হাটু পর্য্যন্ত অত্যন্ত শীতল, নাড়ী এত দুর্ব্বল এবং দ্রুত যে আমি গণনা করিতেই পারিলাম না এবং দেখিয়া মনে হইল অবস্থা আশা শূন্য এবং মস্তিষ্কের আসন্ন পক্ষাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। আমি কম্পনের উপর ঔষধ নির্ব্বাচনের ভিত্তি করিয়া জিঙ্কাম প্রয়োগ করিলাম এবং তাহাতেই রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে।

ডাক্তার ন্যাস উপরি লিখিত রোগীটীতে জিঙ্কামের কম্পন কিরূপ মূল্যবান লক্ষণ তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কফিয়া (Coffea)

ইহার সম্পূর্ণ নাম কফিয়া ক্রুডা। যে কফি আমরা চায়ের ন্যায় পান করিয়া থাকি ইহা সেই কফি কিন্তু কফিকে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে গণ্য করা হয়। গ্রীষ্মকালে সারাদিন বিশ্রামের পর ইহা পান করিলে শারীরিক অবসাদ অনেকটা লাঘব করে এবং ক্ষণকালের জন্য মনে স্ফূর্ত্তী আনয়ন করে কিন্তু ইহা আবার অত্যধিক পান করিলে অথবা ইহার অপব্যবহার হইলে নানা প্রকার স্নায়বীক যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। ফরাসী ডাক্তার টেষ্টি বলিতেন ফ্রান্স দেশে এত অধিক স্নায়ুশূলের কারণই হইতেছে অভ্যস্থরূপে কফি পান করা (Dr. Teste, of Paris, used to say that Coffea was responsible for a large proportion of the neuralgias of France)। কফি স্নায়বীক বিধানের উপর গভীর কার্য্য করে—সমুদয় ইন্দ্রিয় সমুহকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তোলে। ডাক্তার ষ্টাফ বলেন—দর্শনেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রবল হয়, শ্রবনেন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়, রসনেন্দ্রিয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় ইত্যাদি, কাজে কাজেই যে স্থলে স্নায়ুর চঞ্চলতা এত অধিকরূপে উৎপাদন হয় সেস্থলে সামান্য যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিকরূপে অনুভব হওয়া স্বাভাবিক—(When coffea acts moderately upon the healthy organism, the irritability of the organs of sense is morbidly increased, the visual power becomes more acute, the hearing more sensative, the taste is finer—hence increased susceptibility to pain—Dr Staff)। ডাক্তার হেরিংও সেই একই কথা বলিতেছেন—all the senses more acute, reads fine print easier, smell, taste and touch acute, particularly also in increased perception of sight, passive motions. Unusual activity of mind and body. Full of ideas, quick to act, no sleep on this account. Lively fancies, of full plans for future (অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়েরই অত্যন্ত প্রখরতা দৃষ্টি, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ ইত্যাদির তীক্ষ্ণতা, ক্ষুদ্র অক্ষর সহজে পড়িতে পারা, সামান্য সঞ্চালনে অত্যধিক বোধ,

মন ও শরীরের অসাধারণ তৎপরতা, ভাবপূর্ণতা, কার্য্যের তৎপরতা ইত্যাদি হেতু নিদ্রাহীনতা।

আমরা উপরোক্ত লক্ষণ হইতে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি যে, কফি স্নায়বীক বিধানের উপর যথেষ্ট কার্য্য বিস্তার করে এবং কফিয়া রোগীতে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অত্যন্ত উদ্দীপনা থাকে। স্নায়বীক বিধানের উপর ক্যামোমিলারও এইরূপ কার্য্য আছে কিন্তু ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণ কফিয়াতে বর্ত্তমান থাকে না। হেরিং সাহেব যন্ত্রনাযুক্ত প্রদাহে একোনাইট এবং কফিয়া পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন।

স্নায়বীক রোগে রোগীর যদি কফি পান করা অভ্যাস না থাকে তাহা হইলে তাহার পক্ষে কফিই উত্তম ঔষধ। কফি পান করা অভ্যাস থাকিলে ক্যামোমিলা উপযোগী।

সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ

১। মন এবং শরীরের অত্যন্ত তৎপরতা (unusual activity of mind and body)।

২। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসনা এবং স্পর্শ ইত্যাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়ই অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য (বেল, ক্যামো, ওপিয়ম)।

৩। যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক বোধ করে, অসহ্য মনে হয়। রোগী অল্পতেই অস্থির হইয়া পড়ে (একোনাইট, ক্যামো)।

৪। নিদ্রাহীনতা, সম্পূর্ণ সজাগ হইয়া থাকে, একেবারেই নিদ্রা হয় না।

৫। দন্তশূল থাকিয়া থাকিয়া হয়, বরফ কিংবা বরফবৎ শীতল জল মুখে রাখিলে উপশম হয়। জল গরম হইলে পুনরায় যন্ত্রণা ফিরিয়া আইসে (বিষমথ, ব্রাই, পালস, কষ্টিকাম, সিপিয়া)।

৬। হঠাৎ মানসিক আবেগ কিংবা হঠাৎ আনন্দ সংবাদ শ্রবণে

রোগের প্রকাশ কিংবা রোগের উপসর্গের বৃদ্ধি (কষ্টিকাম। মন্দ কিংবা উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ শ্রবণে—জেলসিমিয়াম) আনন্দে কাঁদিতে থাকে। পর্য্যায়ক্রমে হাঁসে এবং কাঁদে।

——

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী লম্বা, শীর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ।

২। শিরঃপীড়া—অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে, চিন্তায়, কথা বলায়। যন্ত্রণা এক পার্শ্বে হয়, যেন পেড়েক মস্তিষ্কে বিদ্ধ হইতেছে। মস্তিষ্ক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। খোলা বাতাসে বৃদ্ধি।

——

দন্তশূল এবং স্নায়ুশূল—কফিয়া দুই প্রকার স্নায়ুশূলে অধিক কার্য্য করে—**প্রথমটি হইতেছে—দন্তশূল।** আমরা এই বিষয়ে ডাক্তার হেলের নিকট অত্যন্ত ঋণী—কারণ তিনিই দন্তশূলের বিশেষত্ব শীতল জল মুখে রাখিলে উপশম হওয়া, জল উষ্ণ হইলে পুনঃ যন্ত্রণা ফিরিয়া আসা—এই লক্ষণটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন—এবং বাস্তবিকই কফিয়া এবম্প্রকার দন্তশূলের একটি অব্যর্থ মহৌষধ (বিসমথ, পালস, ব্রাইওনিয়া, সিপিয়া কষ্টিকাম)।

ক্যামোমিলাও এই প্রকার দন্তশূলের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে, কিন্তু ক্যামোমিলায় সময় সময় দেখা যায় গরমে দন্তশূল বৃদ্ধি হয়, অথচ ঠাণ্ডাতেও সম্পূর্ণ উপশম হয় না কিন্তু শীতল জল মুখে দিলে স্পর্শমাত্র কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রণা উপশম হয়। উপশম স্থায়ী কিংবা সম্পূর্ণ হয় না, আংশিক হয়। শীতল জলে সম্পূর্ণ উপশম হইলে কফিয়াকেই প্রাধান্য দিবে, এতৎবিষয়ে কফিয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। সাধারণতঃ কফিয়া শিশুদিগের এবং স্নায়ুপ্রধান লোকদিগের পক্ষে উত্তম কার্য্য করে।

এই ঔষধটির সহিত যন্ত্রণা সম্বন্ধে ক্যামোমিলার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে উভয় রোগীই যন্ত্রণা সহ্য করিতে অক্ষম অর্থাৎ সামান্য যন্ত্রণাতেই অত্যন্ত কাতর হইয়া পরে। দন্তশূল, রজঃকষ্ট, প্রসব যন্ত্রণা ইত্যাদি যে কোন যন্ত্রণাই হউক না কেন অল্পতেই অসহ্য বোধে চীৎকার করিতে থাকে কিন্তু ইহার মানসিক লক্ষণ অনেক প্রভেদ। ক্যামোমিলার রোগী অত্যন্ত খিটখিটে প্রকৃতির, সর্ব্বদাই বিরক্তভাব কিছুতেই শান্তি নাই। একমাত্র ক্রোড়ে ক্রোড়ে লইয়া পায়চারি করিলেই সমস্ত রোগের উপশম থাকে। কফিয়া রোগী খিটখিটে প্রকৃতির নয় বলিলেই হয় এবং উক্ত প্রকার বিশেষ কোন মানসিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না। ক্যামোমিলা রোগী যন্ত্রণা সম্বন্ধেই অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য (sensative) আর অন্য বিষয়ে তত অধিক নয়। কফিয়া রোগী যন্ত্রণা সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য বটেই ইহা ব্যতীত সমুদায় ইন্দ্রিয়ই অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়—ঘ্রাণ, স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন ইত্যাদি সমুদায়ই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। কফিয়ার যন্ত্রণার বিষয় এক কথায় ইহাই বলা যাইতে পারে, যে স্থানেই যন্ত্রণা হউক না কেন, যদ্যপি অন্য কোন ঔষধের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ না থাকে তাহা হইলে কফিয়াকেই তাহার প্রকৃত ঔষধ মনে করিতে হইবে।

! দ্বিতীয় স্নায়ুশূল হইতেছে অর্দ্ধশীর্ষঃপীড়া আধকপালে—(megrin or migraine) অত্যধিক কফি পান ইহার একটি অন্যতম কারণ। মহাত্মা হ্যানিমান এবিষয়ে (migraine) যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম—"It comes on at the morning shortly after waking and increases little by little. The pains are intolerable and sometimes burning the integuments of the head are very sensative, and hurt when touched even so slightly. Body and mind seem excessively sensative. The patients look exhausted, they retire to lonely and dark places and close their eyes inorder to avaid the light of the day, they remain seated in an arm-chair or stretched upon a bed. The least noise and motion excites the pain. They avoid talking or being talked to or hearing others talk. The body is colder than usual;

although no chills are experienced, the hands and feet especially are very cold. They loathe all food and drink on account of continual sickness at the stomach. If the attack is very violent, a vomiting of mucus takes place, which however, does not diminish the headache, there are no alvine discharges. The pains scarcely ever ceases before evening. (Dr. Hughes) যন্ত্রণা প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের অল্পক্ষণ পর হইতেই ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া অত্যন্ত ভীষণ হয় কখন কখন জ্বালার ন্যায় হয়। মস্তকের চর্ম্ম পর্য্যন্ত অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় এমন কি সামান্য স্পর্শ সহ্য হয় না। শরীর এবং মন সমস্তই অতিরিক্ত স্পর্শাধিক্য হইয়া থাকে, কোন কিছুর শব্দ কিংবা কাহারো কথা, কিংবা গোলমাল কিছুই সহ্য হয় না। চুপ করিয়া চক্ষু বুজিয়া অন্ধকার স্থানে ইজি চেয়ারে কিংবা বিছানায় লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া থাকে—সামান্য গোলমালেই যন্ত্রণার উত্তেজনা হয়। রোগী কিছু খাইতে চায় না এবং আহারে রুচি থাকে না। সময় সময় বমন হয় (বমনে শিরঃপীড়া হ্রাস হয় না) সন্ধ্যার পর যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়া আসে।

ডাক্তার ন্যাসও বলিতেছেন—মস্তকের এক পার্শ্বেই হইতেছে প্রধান স্থান যে স্থানে কফিয়ার যন্ত্রণা সাধারণতঃ আরম্ভ হয় এবং পেরেক যেন বিদ্ধ করিতেছে এই প্রকার যন্ত্রণা হইতে থাকে। পেরেক বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ইগ্নেসিয়াতেও রহিয়াছে কিন্তু ইগ্নেসিয়া সাধারণতঃ হিষ্টিরিকেল স্ত্রীলোকের প্রতিই ভাল কাজ করে)। (The particular localities where these pain (neuralgic pain) mostly occur are in the head, when the pain is generally one sided, feeling as though "nails were driving into the head")।

অর্দ্ধ শিরঃপীড়ায় অর্থাৎ আধ কপালে মাথা ধরায় কফিয়া একটি প্রধান ঔষধ, ইহা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ডাঃ হার্টমেনও হ্যানিমানের কথাই বলিয়াছেন। অর্দ্ধ শিরঃপীড়া রোগীরা অধিকাংশই অত্যন্ত কফিখোর এবং অধিকাংশ স্থলেই কফির অপব্যবহারই এই প্রকার শিরঃপীড়ার কারণ। যাহারা অধিকরূপ প্রত্যহ কফি পান করে না তাহাদিগের শিরঃপীড়ায় কফিয়া ক্রুডা একটি প্রধান ঔষধ এবং এইরূপও দেখা যায় যে উক্ত প্রকার শিরঃপীড়ায়

সাধারণ কফি পাতলা করিয়া প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে অতি আশ্চর্য্যরূপ ফল হয়, কাজেকাজেই অর্দ্ধ শিরঃপীড়ায় কফি গৃহস্থের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঔষধ। কফিয়া ক্রুডা অর্দ্ধ শিরঃপীড়ায় ক্ষুদ্র মাত্রায় কতদূর কার্য্যকরী সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কিন্তু অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে সাধারণ কফি কয়েক মাত্রা সেবনে মন্ত্রের ন্যায় অতি আশ্চর্য্য কাজ করিয়াছে। (Regarding the curative effects of Coffea Cruda in hemicrania when given in small doses for a period of time in succession, we have no observation to offer, so much more frequently we have observed a fevourable and opium-like effect from a few doses of ordinary coffe in the cases of number of persons.—Dr Bahaer)।

নিদ্রাহীনতা—কফিয়া নিদ্রাহীনতার একটি অতি মহৎ ঔষধ বলিয়া সুপরিচিত, বিশেষতঃ দেখিয়াছি শিশুদিগের নিদ্রাহীনতায় ইহা অত্যন্ত অধিকরূপ প্রয়োগ করা হয়। শিশুদিগের নিদ্রাহীনতায় যে ইহা কার্য্যকরী হইবে এবং অন্য অবস্থায় হইবে না ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সকল বয়সেই ইহা লক্ষণানুসারে প্রয়োগ হইলে নিশ্চয়ই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে। এই বিষয়ে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে নিদ্রাহীনতায় নিদ্রা আনয়নের নিমিত্তও এই ঔষধের অতি নিম্নক্রম যেন কখনই ব্যবহার করা না হয়, তাহা হইলে বরং নিদ্রা না হইয়া অনিদ্রাই বৃদ্ধি হইবে। বোধহয় এই জন্যই ডাক্তার কার কফিয়া ক্রুডায় নিদ্রাহীনতায় বিশেষ ফল না পাইয়া ইহার দোষারোপ করিয়াছেন। কফিয়া উচ্চডাইলিউসন অধিক ফলপ্রদ। ডাক্তার ন্যাসও সেই কথাই বলিতেছেন In my experience and observation, it works best in 200 potency. কফিয়া রোগীর নিদ্রাহীনতার প্রধান কারণই হইতেছে অত্যধিক মানসিক এবং শারীরিক চঞ্চলতা। কতকগুলি ভাব রোগীর মনকে নিরন্তর আলোড়িত করে, কিছুতেই নিদ্রা আসে না, সজাগ হইয়া পড়িয়া থাকে। (Makes me surprised to find Dr Ker saying that he has never known it to do any good in sleeplessness. Possibly he used it in too low dilution. I find it perticularly useful when the patient cannot get to sleep

because of ideas perpetually forcing themselves upon his mind. Dr. Bays says that the insomnia cured by Coffea is that which is owing to excessive agitation of mind or body). ইহা ব্যতীত হামের পর কাশি এবং নিদ্রাশূন্যতায়ও কফিয়া উত্তম কার্য্য করে এবং এইরূপ অবস্থায় ইহা প্রায়ই ব্যবহার হয় (cough, sleeplessness after measles (a very comnon occurrance) is wodnerfully relieved by it—Dr. Nash.)

মানসিক লক্ষণ—কফিয়া অতি সহজেই মনে হর্ষ উৎপাদন করে। সাইপ্রিপেডিয়াম (Cypripedium) নামক ঔষধের সহিত এই বিষয়ে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সাইপ্রিপেডিয়াম বিশেষভাবে শিশুদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়, শিশু রাত্রিতে নিদ্রা হইতে জাগিয়া খেলা করিতে আরম্ভ করে এবং অস্বাভাবিকরূপ উৎফুল্ল এবং আনন্দভাব ধারণ করে এবং শিশুর এইরূপ অবস্থা প্রায়ই মস্তিষ্কের কোনরূপ রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ জ্ঞাপন করে। সাইপ্রিপেডিয়াম উপযুক্ত সময়ে দিতে পারিলে তাহার আর ভয় থাকে না। ইহা ব্যতীত মানসিক অথবা কথাবার্ত্তার উত্তেজনাবশতঃ মস্তিষ্কে অত্যধিক রক্তসঞ্চার হেতু সংন্যাস রোগের আশঙ্কাও কফিয়ায় আরোগ্য হয়। হঠাৎ কোন প্রকার সংবাদ প্রাপ্ত হেতু যদি উক্ত প্রকার অবস্থা অথবা কোন প্রকার অসুস্থতা উৎপন্ন হয় তাহার পক্ষে কফিয়া একটি উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু কফিয়া এইরূপ অবস্থার প্রারম্ভে উত্তম কার্য্য করে (কষ্টিকম। কুসংবাদ শ্রবণে হইলে জেলসিমিয়াম)।

চুলকানি—চর্ম্মরোগে চুলকানিবশতঃ রোগীর নিদ্রাহীনতায়ও কফিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়, এত অধিক চুলকায় যে স্থান হইতে রক্ত বাহির হইয়া পড়ে এবং জ্বালা করে। কফিয়ায় এইরূপ অবস্থা চর্ম্মের অত্যধিক স্পর্শাধিক্যতা (Hypersensativeness) হেতুই হইয়া থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—২০০ এবং উচ্চ শক্তি অধিক কার্য্যকরী, নিম্নক্রমে নিদ্রা আনয়ন না করিয়া বরং নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইবে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যামোমিলা, ইগ্নেসিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—অত্যধিক মানসিক আবেগে, আনন্দে, উগ্র আঘ্রাণে, গোলমালে, খোলা বাতাসে, ঠাণ্ডায়, রাত্রিতে।

রোগের উপশম—উত্তাপে, শয়নে, বরফবৎ শীতল জল কিংবা বরফ মুখে ধারণে।

ইউফ্রেসিয়া (Euphrasia)

ইউফ্রেসিয়ার যাহা কিছু তদসমুদায়ই শ্বাসপ্রশ্বাস এবং চক্ষুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির (Respiratory and mucous membrane) উপর প্রকাশ হইয়াছে। এতদস্থানে প্রদাহ উপৎপন্ন করিয়া প্রচুর তরল শ্লেষ্মা নিঃসরণ করায় কাজে কাজেই তরল সর্দ্দি স্রাবে (fluent coryza) ইউফ্রেসিয়াকে উচ্চস্থান দেওয়া হয় এবং বাস্তবিকই ইউফ্রেসিয়া তরল সর্দ্দির একটি উত্তম ঔষধ কিন্তু ইউফ্রেসিয়ার এইরূপ কার্য্য অনেকটা স্থানীয় (local)। সর্ব্বসাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার এইরূপ লক্ষণে আর্সেনিকই হইতেছে উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইউফ্রেসিয়ায় সর্দ্দিতে যোজকত্বক অর্থাৎ শুক্লমণ্ডলের (conjunctiva) আক্রমণ হওয়া একটি বিশেষ ধর্ম্ম। তদহেতু চক্ষু হইতে তরল জলবৎ প্রচুর স্রাব নিঃসরণ হইতে থাকে এবং চক্ষু হইতে নিঃসৃত স্রাব অত্যন্ত ক্ষতকারক (acrid) কিন্তু নাসিকার স্রাব কোমল (bland) (সেপার বিপরীত)।

ইউফ্রেসিয়ার যাবতীয় কার্য্য নাসিকা এবং চক্ষুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে—

সর্বপ্রধান লক্ষণ।

১। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বিশেষতঃ চক্ষু এবং নাসিকা হইতে সর্দ্দি স্রাব।

২। প্রচুর ক্ষতকারক অশ্রুস্রাব এবং তদসহিত প্রচুর কোমল নির্দ্দোষযুক্ত সর্দ্দিস্রাব (এলিয়াম সেপার বিপরীত) (Profuse acrid lachrymation, with profuse, bland coryza)

৩। চক্ষু সকল সময় জলে পরিপূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বদা চক্ষু হইতে জল নির্গত হইতেছে। প্রাতে চক্ষু জুড়িয়া যায়। চক্ষুর পাতার ধার লাল এবং প্রদাহযুক্ত।

৪। ঋতুস্রাব—নিয়ম মত ঠিক সময়ে হয়, যন্ত্রণাযুক্ত। রক্তস্রাব মাত্র এক ঘণ্টা থাকে কিংবা বিলম্বে হয়। স্রাব স্বল্প, মাত্র একদিন থাকে।

৫। হুপিং কাশি—কাশির সময় প্রচুর অশ্রুস্রাব হয়, কাশি কেবলমাত্র দিবসে হয় (ফেরাম, নেট্রাম মিটর)

সাধারণ লক্ষণ।

১। প্রাতঃকালে দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা গলদেশ হইতে পরিষ্কার করা কালীন, প্রাতঃকালীন আহার বমন হইয়া উঠিয়া যায়—

২। রজঃবোধ—চক্ষু এবং নাসিকা হইতে প্রচুর স্রাব বর্ত্তমান থাকে।

চক্ষুপ্রদাহ—ইউফ্রেসিয়া বহুকাল হইতেই চক্ষুরোগের একটি মহৌষধরূপে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে এবং চক্ষুরোগের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিশেষ পরিচিত। প্রথমতঃ চক্ষুর পাতার প্রদাহ হয় এবং চক্ষুর পীড়ার আভ্যন্তরিক গাত্র (inner surface) বিশেষরূপ লালবর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠে। ক্রমশঃ তাহাতে ক্ষত (ulceration) দেখা দেয়—এবং চক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতকারক ঘন অশ্রুস্রাব নির্গত হইতে থাকে ও তাহার স্পর্শে গণ্ড-যুগল হাজিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আলোকাতঙ্ক বর্ত্তমান থাকে—সূর্য্যের আলো সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু তদপেক্ষা কৃত্রিম আলোতে অর্থাৎ তৈলের প্রদীপ ইত্যাদিতে কষ্ট আরো অধিক বৃদ্ধি পায়। বেলেডোনায় চক্ষু 'প্রদাহ—কৃত্রিম আলো একেবারেই সহ্য করিতে পারে না।

একোনাইটে—সূর্য্যের আলো আদপেই সহ্য করিতে পারে না।

ইউফ্রেসিয়ায় চক্ষুরোগে আর একটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—উহা হইতেছে স্বচ্ছাবরকে (cornea) চট্ চটে শ্লেষ্মার সমাবেশ। (tendency to an accumulation of sticky mucous on the cornea) যেন শ্লেষ্মার পর্দ্দায় চক্ষুর কর্ণিয়া ঢাকিয়া গিয়াছে—চক্ষুর যে কোন প্রকার প্রদাহই হউক না কেন—এবং তৎসহিত সর্দ্দি থাকুক আর নাই থাকুক—আলোকাতঙ্ক এবং প্রচুর ক্ষতকারক অশ্রুস্রাব থাকিলে ইউফ্রেসিয়ার বিষয় চিন্তা করা উচিৎ। বরং ইউফ্রেসিয়ায় প্রায়ই চক্ষুর পাতার প্রদাহ থাকে। (আর্সেনিক, এপিস, রাসটক্স) যাহাকে Blepharitis বলা হয়। আর একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে—ইউফ্রেসিয়ার চক্ষুরোগে—অত্যন্ত অশ্রুস্রাব হয় এবং চক্ষু যেন সদা সর্ব্বদা জলে ভরিয়া আছে ও প্রাতঃকালে জুড়িয়া যায়। এই ঔষধ চক্ষুরোগে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উভয় প্রকারেই ব্যবহার হইয়া থাকে।

স্ক্রফিউলাস জাতীয় চক্ষুরোগেও ইহা উত্তম কার্য্য করে—কর্ণিয়ার নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুরি জন্মায়, চক্ষু হইতে নিঃসৃত-পুঁজ সদৃশ স্রাব গালে রাখিলে গাল হাঁজিয়া যায়। সময় সময় কর্ণিয়ার উপর শ্লেষ্মা পর্দ্দা পরে তাহার দরুণ রোগীর দৃষ্টি সাময়িক

অপরিষ্কার হয় কিন্তু পুছিয়া ফেলিলে অপরিষ্কার পরিষ্কার হইয়া দৃষ্টির ঘোলা ভাব কাটিয়া যায়।

আঘাত লাগিয়া চক্ষুর প্রদাহেও ইউফ্রেসিয়া আর্ণিকার স্থায় আরোগ্য হয়। কিন্তু আর্ণিকার স্রাব ক্ষতকারক হয় না এবং কর্ণিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুরি জন্মায় না—কেবল আঘাত জনিত যন্ত্রণা এবং তদ্দহেতু প্রদাহ থাকে। আঘাত জনিত চক্ষু প্রদাহের আরম্ভেই যদি ইউফ্রেসিয়া প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে ক্ষত প্রকাশ পাইতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ কালীন মধ্যে মধ্যে এক এক বার সালফার দেওয়া কর্ত্তব্য। এমন কি কর্ণিয়ার ক্ষতের দাগও ইহাতে আরোগ্য হয় এইরূপ বর্ণিত আছে।

ইউফ্রেসিয়া যদিও চক্ষুর অত্যন্ত গভীরতম প্রদেশে অধিক কার্য্য করে না কিন্তু বাতজনিত iritis এ ইহার ব্যবহার দেখা যায়। এইরূপ অবস্থায় চক্ষু পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চক্ষুর তারকামণ্ডল আলোতে প্রতিক্রিয়া ভাল করে না এবং প্রদাহবশতঃ aqueous humor ঘোলা হয় এবং দৃষ্টিও তদহেতু সাময়িক অপরিষ্কার হয় (If you examine the eye, you find the iris reacts very tardily to light and the aqueous humor is cloudy from the admixture of the products of inflamation).

অত্যন্তজ্বালাযুক্ত কিংবা হুলফোটানবৎ কিংবা তীরবিদ্ধবৎ (shooting) যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা রাত্রিতেই অধিক বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রণার সহিত ক্ষতকারক অশ্রু স্রাব বর্ত্তমান থাকা চাই। এই শেষোক্ত লক্ষণটিই (acrid lachrymation) হইতেছে ইউফ্রেসিয়ার বিশেষ বিশেষত্ব।

ইউফ্রেসিয়ার সহিত মার্কিউরিয়াসের প্রভেদ—
উভয় ঔষধেই ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষুর প্রদাহ হয় এবং blepharitis এ উত্তম কার্য্য করে কিন্তু মার্কিউরিয়াসে চক্ষুস্রাব ইউফ্রেসিয়া অপেক্ষা বরং পাতলা এবং মার্কিউরিয়াসের যন্ত্রণা অগ্নির উত্তাপে এবং

স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয়, ইহা ব্যতীত মার্কিউরিয়াস প্রমেহ রোগবশতঃ চক্ষুপ্রদাহে ভাল কাজ করে।

ইউফ্রেসিয়া এবং আর্সেনিক—উভয়েরই অশ্রুস্রাব ক্ষতকারক, উভয়েতেই কর্ণিয়াতে ফোস্কা সদৃশ ফুস্কুরি (phlyctenulae) জন্মায়। উভয়ই স্ক্রফিউলাস (serofulous) রোগে ব্যবহার হয় কিন্তু আর্সেনিকের জ্বলন অগ্নিবৎ এবং বিশেষভাবে মধ্য রাত্রিতে অধিক হয় ও সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতা এবং পিপাসা বর্ত্তমান থাকে, উষ্ণ জলে অথবা উত্তাপে যন্ত্রণার উপশম হয়। ইউফ্রেসিয়ায় উক্ত প্রকার জ্বলন অস্থিরতা পিপাসা কিছুই থাকে না।

ইউফ্রেসিয়া এবং রাসটক্স—উভয়েতেই প্রচুর অশ্রুস্রাব হয়, উভয়েরই অশ্রুস্রাবে গণ্ডযুগল হাজিয়া যায়। উভয়েতেই চক্ষু হইতে প্রচুর পুঁজ স্রাব হয় কিন্তু রাসটক্সের পুঁজ ইউফ্রেসিয়া অপেক্ষা পাতলা এবং রাসটক্সে প্রায়ই দক্ষিণ চক্ষু আক্রান্ত হয় কিন্তু ইউফ্রেসিয়ায় উভয় চক্ষুই আক্রান্ত হয়, ইহা ব্যতীত রাসটক্সে বাতজনিত তারকা মণ্ডলের (iris) প্রদাহ থাকে, যন্ত্রণা চক্ষুর ভিতর দিয়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ঠেলিয়া বাহির হয় (darting from the eye through to the occiput) সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা, এপাশ ওপাশ করা ইত্যাদি এবং নড়াচড়ায় ও উত্তাপে উপশম লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। রাসটক্স বাতিকগ্রস্থ রোগীতে কিংবা জলে ভিজিয়া কিংবা অধিক ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ হইলে ভাল কাজ করে।

বেলেডনা—তরুণ চক্ষু প্রদাহ। আলো অথবা উজ্জ্বল পদার্থ অথবা গোলমাল সহ্য করিতে পারে না। চক্ষুর স্বচ্ছাবরক অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয়, চক্ষু হইতে উষ্ণ জল কাটে, চক্ষুর কষ্ট হেতু মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা হঠাৎ আসে হঠাৎ চলিয়া যায়।

সর্দ্দি—ইউফ্রেসিয়া সর্দ্দির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং আর্সেনিক, মার্কিউরিয়াস ইত্যাদির সমকক্ষ। এলিয়াম সেপার সহিত এই ঔষধকে আমরা প্রায়ই গোলমাল করিয়া ফেলি কিন্তু ইহাদের লক্ষণ সম্পূর্ণ বিপরীত। ইউফ্রেসিয়ার সর্দ্দিস্রাব bland কিন্তু অশ্রুস্রাব ক্ষতকারক আর এলিয়াম সেপার সর্দ্দিস্রাব ক্ষতকারক কিন্তু অশ্রুস্রাব bland। ইউফ্রেসিয়ার সর্দ্দির সহিত অত্যন্ত কাশি থাকে এবং গয়েরও যথেষ্ট উঠে।

হাম—হামের প্রারম্ভে যখন চক্ষু জলে ছল ছল করে এবং তৎসহিত যখন তরল সর্দ্দি থাকে ইউফ্রেসিয়া সেইরূপ অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ। ডাক্তার হিউজ এইরূপ অবস্থায় ইউফ্রেসিয়ার সহিত একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করেন (The coryza which accompanies the commencement of measles is one to which Euphrasia is well-suited and I nearly always give it in this stage in alternation with Aconite—Dr Hughes. In measles with watery eyes and fluent coryza it is sometimes the best remedy—Nash)

হুপিং কাশি—কাশিকালীন চক্ষু হইতে অত্যন্ত জল নির্গত হইতে থাকে এবং কাশি কেবল দিনের বেলা হয় রাত্রিতে হয় না।

ঋতুস্রাবকালীন অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় কিন্তু সময়ের বিশেষ অনিয়ম থাকে না। স্রাব কেবল এক ঘণ্টা মাত্র থাকে (flow lasting only one hour), স্বল্প অল্পক্ষণ অথবা একদিন মাত্র স্থায়ী। রোগীর অন্যান্য লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬, ৩০ অধিক প্রচলিত। চক্ষু প্রদাহে ইহার বাহ্যিক মূল অরিষ্টের ৪ ফোঁটা এক আউন্স পরিশ্রুত জলে মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে ফোঁটা দেওয়া হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—পালসেটিলা, (চক্ষুর স্রাব এলিয়াম সেপার বিপরীত)।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যায়, শয্যায়, উত্তাপে, দক্ষিণের বায়ুতে।

চিনিমাম সালফ (Chinimum Sulph)

ইহা কুইনাইন নামেই বিশেষ পরিচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কুইনাইন, সিনকোনার অর্থাৎ চায়নার একটি প্রধান উপক্ষার (alkaloid)। ইহার ব্যবহার আমাদিগের হোমিওপ্যাথিকে জ্বর ব্যতীত আর কোন রোগে প্রচলিত দেখা যায় না। এলোপ্যাথিকে ইহা নানান রোগে যদিও ব্যবহার হয়—কিন্তু ইহা তাহাদিগের সর্ব্বপ্রধান জরঘ্ন (antipyretic)। কুইনাইনের জ্বরের নিজস্ব বিশিষ্ট লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও—তাহারা অত্যন্ত অবিচারভাবে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। জ্বর বন্ধ করিতে ইহার ক্ষমতা অদ্বিতীয়—এতদ হেতুই ইহার প্রয়োগের এত অধিক অপব্যবহার হইয়াছে এবং তজ্জন্য দেশে, অত্যন্ত কুফল উৎপন্ন করিয়াছে। ইহার অধিক প্রয়োগ হেতু কত লোকের মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কত লোকের চক্ষুর দৃষ্টি অন্ধ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় বধির হইয়াছে। কত স্ত্রীলোকের সন্তান ধারণ করিবার ক্ষমতা দুর্ব্বল হইয়াছে, কত শিশু অকাল প্রসব হইয়াছে, কত শিশু বিকলাঙ্গ হইয়াছে। কত লোক জরাজীর্ণ প্লীহা যকৃত রোগে ভুগিতেছে। কত লোকের স্বাস্থ্য চিরজীবনের মত নষ্ট হইয়াছে। কত লোকের শারীরিক ধাতু দোষ ঘটিয়াছে। আমার মনে হয় দেশে আজ এত অধিক রোগের সৃষ্টি হইত না যদি কুইনাইনের এবম্প্রকার অপব্যবহার না হইত। কুইনাইনের গুণের কথা কেহ অস্বীকার করিবে না কিন্তু ইহার গুণের যথাযথ সম্মান অক্ষুন্ন রাখিতে না পারায় এত কুফলাফল দেশে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু ইদানীং এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ হইতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

কুইনাইন লক্ষণে, কুইনাইন এমন কি অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় এবং তাহাতে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়—নতুবা কুইনাইন গাদা গাদা খাওয়াইলেও জ্বর আরোগ্য হইবে না, বন্ধ হইবে বটে অর্থাৎ সাময়িক অবরুদ্ধ (suppress) থাকিবে কিন্তু ইহার দ্বারা ফলাফল অধিকতর খারাপ হইবে।

প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু বিষদৃশ ফল কিছু না কিছু দৃষ্টি করিয়াছেন। অনেক লোকের এইরূপ ধারণা যে কুইনাইন ব্যতীরেকে ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য হয় না। ইহা তাহাদিগের

সম্পূর্ণ ভ্রম। আমরা নিত্যই এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যর্থ মনোরথ কত ম্যালেরিয়া রোগী হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেছি, কত কুইনাইন দ্বারা ধাতুবিকারগ্রস্থ রোগী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আরোগ্য হইতেছে। কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু হস্তপদাদির বাত, উদরী, শোথ, পুরাতন উদরাময়, যকৃত এবং প্লীহার যান্ত্রীকদোষ ইত্যাদি সমূহ হোমিওপ্যাথি ঔষধে আরোগ্য হইতেছে। ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপমান করা হইবে। এক্ষণে আমরা কি কি লক্ষণে চিনিয়াম সালফ প্রয়োগ করিয়া থাকি তাহাই নিম্নে দিতেছি। (আমরা চিনিযাম সালফ সদাসর্ব্বদা ডাইলিউসন প্রয়োগ করিয়া থাকি। মূল ঔষধ ব্যবহার করি না)।

সময়—প্রাতে ১০টা অথবা—১১টা। বৈকালে ৩টা। বিশেষ নিশ্চয়তা নাই। A perfect regularity both in the invasion and progress of the paroxysm is always guiding.

কারণ—জলাভূমির বাষ্প, ম্যালেরিয়া।

শীতাবস্থা—পিপাসা থাকে। বৈকাল ৩টার সময় কম্প দিয়া শীত হয় (এপিস্, সিড্রন), মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে। ৬ষ্ঠ এবং নখ সমুদয় ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হয়। পৃষ্ঠ দেশের মেরুদণ্ডের অস্থিতে চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ হয়।

উত্তাপাবস্থা—পিপাসা থাকে। উত্তাপ অত্যন্ত প্রবল হয়। সর্ব্বাঙ্গ আগুনের ন্যায় গরম হয়। মুখমণ্ডল লাল আভাযুক্ত হয়, এবং রোগী প্রলাপ বকে। মেরুদণ্ডের অস্থিতে চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ।

ঘর্ম্মাবস্থা—অত্যন্ত পিপাসা থাকে। সম্পূর্ণ বিশ্রাম কালীন অর্থাৎ স্থিরভাবে থাকা কালীন মধ্যে মধ্যে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। কটি দেশের মেরুদণ্ডের অস্থিতে এবং sacrunএ চাপ দিলে বেদনা বোধ।

বিচ্ছেদাবস্থা—অত্যন্ত পিপাসা থাকে। বিচ্ছেদাবস্থা অধিক্ষণ স্থায়ী হয় না। গাত্র ঘর্ম্ম শুষ্ক হইতে না হইতেই পুনরায় শীত আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ জ্বর দেখা দেয়।

তরুণ জ্বরে শীত অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতেও পারে কিংবা সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে। শীত এবং দাহ অবস্থায় জল তৃষ্ণা না থাকিলে চিনিয়াম

সালফ নির্ব্বাচিত হয় না—এবং ঘর্ম্ম দাহ অবস্থার পর নিশ্চয়ই হওয়া চাই। একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, চিনিমাম সালফের সকল অবস্থাতেই মেরুদণ্ডের অস্থিতে বিশেষতঃ পৃষ্ঠ দেশে (dorsal vertebra) চাপ দিলে বেদনা থাকা কর্ত্তব্য। ইহা কুইনাইনের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। ইহা ব্যতীত চিনিমাম সালফে প্লীহা বৃদ্ধি এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়।

চায়না।

সময়—সকল সময়, রাত্রি ব্যতীত। সময়ের বিশেষ কোন বিশেষত্ব নাই। প্রত্যেক ১৪ দিন, ৭ দিন।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—অত্যন্ত পিপাসা বোধ করে।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। জল পানে শীত বৃদ্ধি হয়।

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে না। গাত্রে কাপড় রাখিতে ইচ্ছা করে না। মাথার যন্ত্রণা হয়।

ঘর্ম্ম অবস্থা—অত্যন্ত পিপাসা থাকে। আবৃত স্থানে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়। রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

শীত এবং উত্তাপ অবস্থায় পিপাসা থাকিলে চায়না নির্ব্বাচিত হয় না। ঘর্ম্ম প্রচুর হয়, গাত্রের বস্ত্র ভিজিয়া যায়।

চিনিয়াম সালফ।

সময়—প্রাতে ১০টা, ৩টা এবং ১০টা ঠিক সময় থাকে।

বিশেষ কোন লক্ষণ প্রকাশ থাকে না।

পিপাসা থাকে। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে। ওষ্ঠদ্বয় এবং নখ নীলবর্ণ। পৃষ্ঠ দেশের মেরুদণ্ডে চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ করে।

পিপাসা থাকে। গাত্র ত্বক উত্তপ্ত, শুষ্ক। মেরুদণ্ডে চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ করে।

অত্যন্ত পিপাসা থাকে। বিশ্রাম অবস্থায় প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। কটি দেশে চাপ দিলে বেদনা বোধ করে।

শীত এবং উত্তাপ অবস্থায় পিপাসা না থাকিলে চিনিমাম সালফ নির্ব্বাচিত হয় না। উত্তাপ অবস্থার পর ঘর্ম্ম হওয়া চাই।

এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম

(Apocynum Canabinum)

ইহার বাঙ্গলা নাম সিদ্ধি। ইহার মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। হোমিওপ্যাথিকে ইহা একটি বৃহৎ মূত্রকারক ঔষধ। মূত্র বৃদ্ধি করিতে ইহার অসাধারণ ক্ষমতা। এপোসাইনামের মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা ব্যতীত জীবনীশক্তির উপরও যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। কারণ ইহাতে দেখা গিয়াছে সঙ্কোচক পেশীর শিথিলতা, পেশীর দুর্ব্বলতা ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।

উদরী—এপোসাইনাম শোথ রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়াই পরিচিত। শোথে ইহা এত অধিকরূপ প্রয়োগ হয় যে, চিকিৎসকগণ অন্যান্য লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়াই অত্যন্ত অবিচারিত (indiscriminately) ভাবে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাকে অনেকে পেটেণ্ট ঔষধরূপেও বিক্রয় করেন। ডাক্তার হেল বলেন সকল প্রকার শোথেই ইহা বিশেষ উপকারী, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ, মস্তক শোথ, বক্ষঃশোথ এবং বিশেষভাবে উদরী যে কারণ হইতেই উৎপন্ন হউক, এপোসাইনাম অতি উত্তম কার্য্য করে। (Anasarea, hydrocephalus, hydrothorax and specially ascites of all kinds and from all causes cured by it. And all that is known is just this—that Apocynum has virtues of a remarkable kind in the treatment of all varieties of dropsy.)

Dr. A. Clifton says—the dropsy in which the decoction of Apocynum will act beautifully is where passive congestion and enlargement of the liver are the primary causes of the ascites, leading to cardiac dilatation and kidney inaction—the urine containing small amounts of albumen but gives no true evidence of Bright's disease. In this Apocynum is all sufficient.

in removing the water, stimulating the kidneys to pass as much as two quarts in 24 hours. Besides this it acts well in Rheumatism, with oedema of feet and scanty secretion.

ডাক্তার ক্লিফটন বলেন—যকৃতের রোগ এবং বিবৃদ্ধি যখন উদরীর মুখ্য কারণ হয় এবং তদহেতু হৃদপিণ্ডের প্রসারণ এবং মূত্রপিণ্ডের কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটিলে এপোসাইনামকে উচ্চস্থান দেওয়া উচিত। এতদসহ মূত্রে কিঞ্চিৎ এলবিউমেন প্রকাশ পাইলেও কিন্তু প্রকৃত ব্রাইট ডিজিজ (Bright disease) বলা হইতে পারে না।

এপোসাইনামের শোথ রোগে যান্ত্রিক গোলযোগ প্রায়ই থাকে না। রোগী খাদ্যদ্রব্য সহ্য করিতে পারে না, যাহা আহার কিংবা পান করে তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায় (আর্সেনিক)। এপোসাইনামে জলপিপাসা থাকে, (এপিসে থাকে না) কিন্তু জল সহ্য হয় না।

বক্ষরুদক (Hydrothorax)—মস্তকে ভার ভার বোধ, নিম্নোদর এবং পদযুগলের স্ফীতি, বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বদা তন্দ্রাযুক্ত, নাড়ীর দুর্ব্বলতা, কোষ্ঠ কাঠিন্য অথচ মলশক্ত নয়, মূত্র স্বল্প অথবা প্রচুর অথবা সঙ্কোচক পেশীর দুর্ব্বলতা হেতু অসাড়ে প্রস্রাব। বক্ষঃস্থল এবং epigastric প্রদেশের চাপ বোধ এবং তদহেতু কথা বলিতে শ্বাসপ্রশ্বাস লইতে কষ্ট, সঙ্গে হৃদস্পন্দন এবং নাড়ীর গতির অনিয়ম ইত্যাদি লক্ষণসমূহ বক্ষরুদকে (cardiac dropsy) প্রায় বর্ত্তমান থাকে।

আর্সেনিক—এপোসাইনামের সহিত ইহার কতক বিষয়ে অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে—পিপাসাবোধ এবং জলপান করে, উভয়েতেই জলপান করা মাত্র বমন হইয়া উঠিয়া যায়। উভয়েতেই উদরে অর্থাৎ epigastric প্রদেশে খালি খালি বোধ হয় কিন্তু আর্সেনিক রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং পিপাসায় তারতম্যও রহিয়াছে। আর্সেনিক পুনঃ পুনঃ পান করে অথচ পরিমানে অল্প অল্প খায় আর এপোসাইনাম অধিক অধিক জল পান করে।

হেলিবোরাস এবং ডিজিটালিস্—ইহাদিগেতেও এপোসাইনামের ন্যায় নিশ্চেষ্টতা এবং নাড়ীর দুর্ব্বলতা যদিও রহিয়াছে কিন্তু

বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ না থাকিলে এপোসাইনামকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। ডিজিটালিসের নাড়ীর গতি ইণ্টারমিটেণ্ট এবং দুর্ব্বল, ইহার নির্ব্বাচন নাড়ীর উপরই অধিক নির্ভর করে।

মস্তক শোথ—মস্তক শোথে (hydrocaphalous) এপোসাইনামের প্রয়োগ দেখা যায়। সম্মুখস্থ অস্থি ঠেলিয়া থাকে। ব্রহ্মরন্ধ্র ফাঁক (wide open) হইয়া যায়। দৃষ্টি বক্র হয় এবং এবং রোগের চরম অবস্থায় এক কিংবা উভয় চক্ষুর দৃষ্টি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায় এবং শরীরের এক পার্শ্ব সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয়, একটি পা এবং একটি হাত সর্ব্বদা নাড়িতে থাকে। এপিসের সহিত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু এপোসাইনামে এপিসের ন্যায় চিকৃকীর শব্দ থাকে না। কিন্তু এপিস অপেক্ষা বারাবাড়ি অবস্থাতেও এপোসাইনাম ব্যবহার হয়।

উদরাময়—মল প্রচুর জলবৎ তরল পীত কিংবা কটা আভাযুক্ত এবং কখন কখন অভুক্ত খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত। হঠাৎ বেগের সহিত সমুদয় মল একসঙ্গে হঠাৎ বহির্গত হয় বোতলের ছিপি খুলিয়া গেলে যেরূপ হয়। মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশী এত অধিক দুর্ব্বল যে মল আপনা হইতে বহির্গত হইয়া যায় অথবা বায়ু নিঃসরণেই বাহির হইয়া পড়ে। মলত্যাগান্তে রোগী নিজেকে অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং নিম্নোদর শূন্য বোধ করে। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয় এবং শীতল ঘর্ম্মে ভিজিয়া যায়। যদিও এলোজের সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু মল সম্বন্ধেই ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে—যেহেতু এলোজের মল জেলির ন্যায় শ্লেষ্মাবৎ এবং প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয় ও পেটের যন্ত্রণা উপুড় হইলে উপশম হয় আর এপোসাইনামের মল জলবৎ তরল।

রজঃলোপ—অল্পবয়স্ক বালিকাদিগের কষ্ট রজঃ (amenorrhoea) সহ পদযুগল এবং নিম্নোদরের স্ফীতি এবং শোথ প্রকাশ পাইলে এপোসাইনাম অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয়।

শোথ রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় এপিস, এপোসাইনাম এবং ডিজিটালিসে বিশেষ কোন উপকার না হইলে ব্ল্যাটাওরিয়েণ্টালিস প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়, ইহাও দেখিয়াছি।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্টই অধিকাংশ স্থলে প্রয়োগ হয়। আমি স্থান বিশেষে মূল অরিষ্ট কিংবা ১x, ৩x, ইত্যাদি ব্যবহার করি।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—শোথ রোগে এসেটিক এসিড, এপিস, চায়না, ডিজিটালিস।

এপিস, এপোসাইনাম, ডিজিটালিসে শোথের কোন উপকার না হইলে ব্ল্যাটা ওরি এন্টালিসে আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

এবিস ক্যানডেন্‌সিস
(Abies canadensis)

শৈষ্মিক ঝিল্লির উপর কার্য্য প্রকাশ করিয়া পরিপাক ক্রিয়ার কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটায়। এবিস ক্যানাডেনসিসে পাকাশয়ের লক্ষণই বিশেষরূপ প্রকাশ থাকে। পাকাশয় এবং নিম্নোদর জালা করে এবং ফাঁপিয়া উঠে ও তৎসহিত হৃৎকম্পন বর্ত্তমান থাকে। এবিস ক্যানাডেনসিসে আর একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—পরিপোষনক্রিয়ার অভাব হেতু জরায়ু চ্যুতি।

মাত্রা—১x, ৩x, ৬x ক্রম

এবিস নাইগ্রা (Abies Nigra)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ—ইহার একমাত্র ব্যবহার পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগেই দেখিতে পাওয়া যায়। পাকাশয়ের যন্ত্রণা আহারের পরই সর্ব্বদা প্রকাশ পায়। রোগী মনে করে সে কোন অজীর্ণ দ্রব্য কিংবা সিদ্ধ ডিম্বের ন্যায় শক্ত পদার্থ আহার করিয়াছে, ভুক্ত দ্রব্য পাকাশয়ের মুখে আটকাইয়া রহিয়াছে। পাকাশয়ের ঊর্দ্ধদেশে যেন শক্ত কি একটি পদার্থ গিট্‌ পাকাইয়া রহিয়াছে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩x, ৬ এবং ৩০ শক্তি ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—নাক্স, চায়না, পালসেটিলা।

রোগের বৃদ্ধি—আহারের পর।

এবসিন্থিয়াম (Absinthium)

এবসিন্থিয়ামকে মৃগী রোগে প্রাধান্য দেওয়া হয় ইহার দ্বারা বিষাক্ত হইলে মৃগী রোগ সদৃশ হস্ত পদের আক্ষেপ (spasm) প্রকাশ পায়। নানা প্রকার অবাস্তব বস্তু দর্শন করে এবং রোগী প্রলাপ অবস্থায় হাটাহাটি করিয়া বেড়ায়, স্থির হইয়া থাকে না।

নিদ্রাহীনতা—এবসিন্থিয়ামকে টাইফয়েড জ্বরে মস্তকের পশ্চাদ্দেশে রক্তাধিক্যতা হেতু নিদ্রাহীনতার উচ্চ স্থান দেওয়া হয়।

শিরঃঘূর্ণন—শিরঃঘূর্ণনে রোগী শরীরের পশ্চাদ্দিকে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয় (with a tenduay to fall backward)। মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক খুঁচুনি হয় (spasmodic facial twitching)।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিনা, সিকিউটা, আর্টিমিসিয়া।

মাত্রা—১x, ৩x, ৬x, ৬ নিম্নক্রম অধিক প্রচলিত।

একালিফা ইণ্ডিকা (Acalypha Indica)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ। কলিকাতার স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার টনিয়ার ইহা আবিষ্কার করেন।

ইহার সর্ব্বপ্রধান এবং একমাত্র কার্য্য রক্তোৎকাশে (Haemoptysis)। ইহাকে ক্ষয়কাশের প্রারম্ভের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। ডাক্তার ক্লিফটন বলেন ফুসফুসের টিউবার কিউলোসিসের দরুন রক্তকাশের ইহার সমকক্ষ ঔষধ আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কাশিশুষ্ক এবং কাশির সহিত রক্ত উঠে। প্রাতে এবং রাত্রিতে অধিক হয়। কোনপ্রকার জ্বর থাকে না। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং খুব প্রচুর হয় না। রোগী ক্রমশঃই শুষ্ক হইয়া আসিতে থাকে। বক্ষঃস্থলে সকল সময় যন্ত্রণাও থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—১x, এবং ৬ষ্ঠক্রম প্রয়োগ হয় কিন্তু অধিকাংশ চিকিৎসককে নিম্নক্রম ১x, ব্যবহার করিতে দেখিতে পাই। আমি নিজেও ২x, ৩x ব্যবহার করি।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মিলিফোলিয়াম, ফস্ফরাস।

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে।

একটিয়া স্পাইকেটা (Actea spicata)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ। ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বাত রোগে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ইহাতে শরীরের বৃহৎ সন্ধিস্থল সমূহ আক্রান্ত হয় না বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থল অধিক আক্রান্ত হয় এবং বিশেষভাবে হস্তের মনিবন্ধ। ইহার বিশেষত্ব হইতেছে রোগী ভ্রমণের পূর্ব্বে অর্থাৎ স্থির অবস্থায় ভালই থাকে, কিন্তু যতই ভ্রমণ অর্থাৎ হাটাহাটি করে অর্থাৎ রোগী সামন্য ক্লান্ত হইলেই সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা হয় এবং ফুলিয়া উঠে।

ভাইওলা ওডোরেটা—ইহাতে দক্ষিণ মনিবন্ধ আক্রান্ত হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৬x ক্রম অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কলোফাইলাম, সিমিসিফিউগা, লেডাম।

এডোনিস ভার্ণালিস (Adonis Vernalis)

বাত এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার পর হৃৎপিণ্ডের পেশীর fatty degenration এর অবস্থায় ইহা উত্তম কার্য্য করে। এডোনিস ভার্ণালিসকে হৃৎপিণ্ডের শোথ (cardiac dropsy) রোগে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। নাড়ীর এবং হৃৎপিণ্ডের গতি অত্যন্ত দুর্ব্বল—হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণা, স্পন্দন (palpitation) এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট ইত্যাদি প্রকাশ পায়। প্রস্রাব স্বল্প এবং এলবিউমেন যুক্ত।

মাত্রা—৫ ফোঁটা হইতে ১০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ডিজিটালিস, ক্রেটেগাস, কনভাল, ষ্ট্রোফেনথাস।

এমিগডেলাস পারসিকা
(Amygdalus Persica)

শিশুদিগের স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃসত্ত্বাবস্থাকালীন এবং ভীষণ বমনের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার এডসন বলেন—অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বমনে যতই ঔষধ আমি ব্যবহার করিয়াছি কিন্তু এমিগডেলাসকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেখিয়াছি—(Dr. C. C. Edson says—It will more frequently allay the vomiting of pregnant women than any remedy I have ever met)।

শিশুর পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হয়, কোনপ্রকার খাদ্য সহ্য হয় না। শিশু অনবরত বমন করিতে থাকে।

মাত্রা—৪।৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট।

এমেগডেলা এমারা (Amygdala Amara)

তালুমূল স্ফীতি এবং প্রদাহের অত্যন্ত কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণায় এমেগডেলা নির্ব্বাচিত হয়। টাকরা এবং গলদেশ গাঢ় লালবর্ণ হয় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে রোগী কোন কিছু গলাধঃকরণ করিতে পারে না—সময় সময় রোগী যন্ত্রণায় চেঁচাইতে থাকে। এইপ্রকার লক্ষণে ডিফ্‌থিরিয়াতেও এমেগডেলা উত্তম কার্য্য করে। তালুমূলের প্রদাহ এবং অত্যন্ত তীব্র তরুণ যন্ত্রণা হয়। গলদেশ, উপজিহ্বা এবং টাকরা এতদসমুদায়

স্থান অত্যন্ত গাঢ় লালবর্ণ এবং দুর্ব্বলতা এই কয়েকটি লক্ষণই হইতেছে এমেগডেলার বিশেষ পরিচায়ক।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট উত্তমকার্য্য করে।

এলিউমেন (Alumen)

ইহার বাংলা নাম ফটকিরি।

এলিউমেনের প্রয়োগ রক্তস্রাব এবং কোষ্ঠকাঠিন্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এতদ্ব্যতীত স্বরভঙ্গ এবং টিস্যুরকঠিনতায়ও ইহা প্রয়োগ হয়।

রক্তস্রাব—এলিউমেন টাইফয়েডে উদর হইতে রক্তস্রাবের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে যকৃতের ন্যায় চাপযুক্ত এবং চাপ সমুদায় বৃহৎ আকারের এতদসহ রক্তাম্বু (serum) বর্ত্তমান থাকে। যন্ত্রণা বিশেষ থাকে না।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—ভীষণ কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে। মলত্যাগের কিছুমাত্র ইচ্ছাই হয় না এই ভাবে অনেক দিন কাটিয়া যায়। রোগী অত্যন্ত কোঁথায় অথচ মল নির্গত হয় না। মল গুটলে গুটলে, মলত্যাগ হইলেও, তথাপি মল পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ মনে হয়।

ক্ষত—ক্ষতের মধ্যস্থল শক্ত এবং কঠিন হয়। এই কঠিনতা এলিউমেনের একটি স্বভাব। গ্রন্থি, এপিথেলিওমা, (epithelioma) ইত্যাদি বহুদিন প্রদাহ হইয়া ক্ষত অবস্থায় পরিণত হয়। ক্ষতের পার্শ্ব এবং মধ্যস্থল সমুদয় কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

স্বরভঙ্গ—গলার স্বর সম্পূর্ণ বসিয়া যায়। ঠাণ্ডা লাগিলেই বৃদ্ধি হয়।

হৃৎকম্পন (Palpitation) রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে হৃৎকম্পন বৃদ্ধি হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—অতি উচ্চক্রম এবং ২০০ শক্তি অধিক ফলপ্রদ।

রোগের বৃদ্ধি—শিরঃপীড়া ব্যতীত যাবতীয় উপসর্গ ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়।

এমোনিয়াম বেঞ্জোইকাম
(Ammonium Benzoicum)

ইহার আর একটি নাম বেঞ্জোয়েট অফ এমোনিয়া (Benzoate of Ammonia)। গেঁটে বাতযুক্ত ব্যক্তিদিগের এলবিউমিনিউরিয়ায় ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। বৃদ্ধাঙ্গুলির গেঁটেবাতে তরল পদার্থের সমাবেশ হয়। প্রস্রাব ধূঁয়ার মত, স্বল্প এবং এলবিউমেন যুক্ত। দক্ষিণ মূত্রপিণ্ড প্রদেশে যন্ত্রণা হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—২x চূর্ণ, ৬ এবং ৩০ শক্তি প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—টেরিবিন্থ, বেঞ্জোয়িক এসিড।

এলবিউমিনিউরিয়া—ক্যালমিয়া, হেলোনিয়াস, মার্ককর বার্বেরিস, ক্যান্থারিস।

এমোনিয়াম ব্রোমেটাম
(Ammonium Bromatum)

ইহাকে ব্রোমাইড অফ এমোনিয়াও বলা হয় (Bromide of Ammonia)। ইহার প্রয়োগ পুরাতন কণ্ঠনালী এবং গলকোষের শ্লেষ্মায়, স্নায়ুশূলবৎ শিরঃপীড়ায় এবং মেদাধিক্যে দেখিতে পাওয়া যায়। গলদেশ সুড় সুড় করিয়া শুষ্ক আক্ষেপযুক্ত কাশির উদ্রেক হয় এবং কাশি রাত্রিতেই বৃদ্ধি হয়। শেষ রাত্রি ৩টার সময় কাশিতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—কেহ কেহ ১x ব্যবহারের ব্যবস্থা দেন—কিন্তু ২০০ শক্তি অধিক প্রচলিত।

এমনিয়াম কষ্টিকাম (Ammonium Causticum)

ইহার প্রয়োগ আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টে অধিক দেখিতে পাই। গলার স্বর বসিয়া যায়, গলদেশে জ্বালাজনক কাঁচা কাঁচা বোধ (burning rawness in throat)।

ডাইলিউসন—৬x শক্তি।

এমোনিয়াম ফস্‌ফরিকাম
(Ammonium Phosphoricum)

এমোনিয়াম ফস পুরাতন গেঁটেবাত গ্রস্থ রোগীদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এইপ্রকার ব্যক্তিদিগের ব্রোঙ্কাইটিস এবং অঙ্গুলির সন্ধিস্থলের ও হস্তের পশ্চাদ্দেশের অস্থিগুল্মতে উত্তম কার্য্য করে এতদ্ব্যতীত মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাতে, স্কন্ধ দেশের সন্ধিস্থলের যন্ত্রণার, বক্ষঃস্থলের চারি পার্শ্বে চাপ বোধ, ইত্যাদিতেও এমোনিয়াম ফসের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্দ্দি—নাসিকা এবং চক্ষু হইতে জলবৎ তরল সর্দ্দি স্রাব হয় এবং তদসহিত হাঁচি থাকে—ইহা কেবলপ্রাতেই অধিক হয়।

মূত্র—গোলাপী রংযুক্ত তলানি পড়ে।

প্রয়োগবিধি—৬x চূর্ণ অধিক প্রচলিত।

এমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম
(Ammonim muriaticum)

রোগী এবং কটি স্নায়ুশূল—এমন মিউর বিশেষভাবে নিস্তেজ এবং অলস প্রকৃতি মোটা অথবা স্থূলকায় শরীর অথচ হস্তপদাদি অত্যন্ত অধিক শীর্ণ এবং পাতলা, এই প্রকার দেহগঠনবিশিষ্ট লোকের প্রতি ভাল কাজ করে। কার্ব্বনেটের ন্যায় এমন মিউরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ভীষণ প্রদাহ উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা আছে কিন্তু এমন মিউরের কার্য্য স্নায়ুমণ্ডলের উপর অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়। বাম জানুতে এই প্রকার যন্ত্রণা হয়, মনে হয় যেন tendons অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, রোগীকে এই জন্য খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিতে হয়। এমন মিউরের স্নায়ুমণ্ডলের উপর যথেষ্ট কার্য্য আছে

বলিয়াই কটি স্নায়ুশূলে (sciatica) ইহা অতি উত্তম কার্য্য করে এবং কটিস্নায়ু-শূলের ইহাকে একটি বৃহৎ ঔষধ বলা হয়। উপবেশন কালে যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় কিন্তু চলাফেরায় কতকটা উপশম হয়। কোন অঙ্গচ্ছেদ হওয়ার (amputation) পর ছিন্নাগ্রের স্নায়ুশূল যন্ত্রণায়ও এমন মিউর একটি উপযুক্ত ঔষধ। পায়ের গোড়ালির ক্ষতহেতু ভীষণ যন্ত্রণায়ও এমন মিউর প্রায়ই প্রয়োগ হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে শয্যায় বৃদ্ধি হয় এবং ঘর্ষণে (rubbing) উপশম হয়। পায়ের গোড়ালির যন্ত্রণায় নিম্নলিখিত ঔষধগুলিও ব্যবহার হয়। পালসেটিলা—(প্রদাহ থাকে) কষ্টিকম, ম্যাঙ্গানাম (কোন প্রকার ভার গোড়ালির উপর সহ্য করিতে পারে না)। এণ্টিমনি ক্রুডাম, লেডাম, গ্র্যাফাইটিস, ইগ্নেসিয়া (রাত্রিতে জ্বালা করে)। নেট্রাম কার্ব্ব (গোড়ালির পেশীতে যন্ত্রণা হয়)। স্তাবাইনা—বিশেষভাবে plethoric ব্যক্তিক ধাতু-বিশিষ্ট স্ত্রীলোকেই অধিক কার্য্য করে।

ম্যাঙ্গানাম—বাতগ্রস্থ লোকদিগের পায়ের গোড়ালির ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গোড়ালীতে রোগী কোন প্রকার ভার সহ্য করিতে পারে না।

এণ্টিমনিক্রুডাম—গোড়ালি টাটায় এবং শক্ত স্থানে হাটিতে কষ্ট হয় এমন কি মেজেতে পা ফেলিতেই পারে না। গ্র্যাফাইটিস, লেডাম এবং নেট্রাম কার্ব্ব—গোড়ালিতে ফোস্কা হয়। সিপিয়া—গোড়ালিতে ক্ষত উৎপন্ন হয়। এলিয়াম সেপা—জুতা পড়িয়া ঘষা লাগিয়া গোড়ালীতে ক্ষত হইলে তাহা আরোগ্য হয়।

এমন মিউর—সন্ধিস্থলের সঙ্কোচনেও ইহা একটি উত্তম ঔষধ। সন্ধিস্থল মচকাইয়া গেলে এবং তাহা পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে (chronic sprains) এমন মিউর প্রয়োগে ভাল কাজ পাওয়া যায়। সন্ধিস্থলের fibrous tissu র উপরও ইহা কার্য্য করে। কাজেকাজেই hamstring tendons এর সঙ্কোচনেরও ইহা একটি উত্তম ঔষধ। রোগীর হাটাহাটির সময় উক্ত স্থানসমূহে শক্ত টান টান বোধ হয় কিন্তু ক্রমাগত হাটাহাটিতে যন্ত্রণা টের পাওয়া যায়না।

পেশী কিংবা tendons এর সঙ্কোচন কষ্টিকামেও রহিয়াছে কিন্তু কষ্টিকামের উক্ত স্থানসমূহে বাস্তবিকই সঙ্কোচন হয় এবং উক্তস্থান সমূহে বিকৃত অবস্থা (arthritis deformans) উৎপন্ন করে (সাইমেক্স, নেট্রামমিউর)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে এমনমিউয়ের যথেষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে। Inguinal এবং hypogastric প্রদেশে এত অধিক প্রকার লক্ষণ প্রকাশ থাকে যে যাহাদ্বারা এমনমিউর জরায়ু এবং ডিম্বাশয় রোগের যে একটি ঔষধ তাহার পরিচয় পরিষ্কার রূপে পাওয়া যায়। রোগী কুচকিতে (যে কোন কুচকিতে হউক) টান টান যন্ত্রণা অনুভব করে। সময়ে সময়ে উক্ত স্থান যেন মচকাইয়া (spranis) গিয়াছে রোগীর এইরূপ মনে হয়। কুচকির উক্তপ্রকার যন্ত্রণাবশতঃ রোগী কুব্জ হইয়া হাটিতে বাধ্য হয় অর্থাৎ সোজা হইতে পারে না কুচকিতে টান পড়ে যেন ছিঁড়িয়া যাইবে। এই প্রকার লক্ষণ হইতে এমনমিউর জরায়ুচ্যুতি এবং ডিম্বাশয়াদির রোগের চিকিৎসাতে প্রয়োগ হয়।

স্ত্রীলোকের এইপ্রকার রোগের সহিত প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে। এমনমিউরের কোষ্ঠকাঠিন্য অনেকটা ম্যাগনেসিয়া মিউরের মলের ন্যায় শক্ত, মলদ্বার হইতে নির্গত হইতেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং অতি কষ্টে মল নির্গত হয়। মলের রং একপ্রকার হয় না, পালসেটিলার ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল (no two stools alike—Pulsatilla)।

শ্বেতপ্রদর—শ্বেতপ্রদর স্রাবও উক্ত লক্ষণসহ প্রকাশ থাকিতে দেখা যায়। শ্বেতপ্রদর স্রাব ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় অথবা কটাবর্ণ এবং শ্লেষ্মাবৎ কিন্তু প্রত্যেক মূত্রত্যাগের পর স্রাব হয়।

সর্দ্দি—জলবৎ তরল ও কটু ওষ্ঠ এবং নাসিকা হেজিয়া যায়। দিন অপেক্ষা রাত্রিতে নাসিকা অধিক সাঁটিয়া ধরে। এক সঙ্গে উভয় নাসারন্ধ্র বন্ধ না হইয়া এক একবার একটি হয়। গলদেশ এবং তালুমূল (tonsil) প্রদাহ হয় এবং দপ দপ করিতে থাকে রোগী তদহেতু মুখ হাঁ করিতে পারে না। রোগীর মুখ এবং গলদেশ চটচটে শ্লেষ্মায় ভরিয়া থাকে, শ্লেষ্মা শীঘ্র বহির্গত হয় না, অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাবকালীন তরল ভেদ ও বমি এবং উদর হইতে রক্তস্রাব হয় ঋতুস্রাব রাত্রিতেই অধিক হয়। মেটেরিয়া মেডিকায় এমনমিউর এবং বভিষ্টা এই দুইটি ঔষধেরই উল্লেখ অধিক দেখা যায় যাহাতে ঋতু কিংবা জরায়ু হইতে রক্তস্রাব কেবল রাত্রিতেই হয়। (ক্রিয়োজোটে ঋতুস্রাব কেবল শয়ন অবস্থায় হয়, বসিলে কিংবা দাঁড়াইলে বন্ধ হইয়া যায়। লিলিয়াম টাইগ্রিয়ামে হাঁটাহাঁটি, চলাফেরায় কেবল হয়, হাঁটাহাঁটি কিংবা চলাফেরা বন্ধ করিলে স্রাবও বন্ধ হইয়া যায়। ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব—কেবল রাত্রিতে এবং শয়নাবস্থায় হয়, চলাফেরা হাটাহাটিতে বন্ধ হইয়া যায়)।

ডাইলিউসন—৬x এবং ষষ্ঠ কিন্তু ৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার করি।

এমোনিয়াম পিকরেটাম (Amonium Picratum)

ইহা ম্যালেরিয়া স্নায়ুশূল এবং পৈত্তিক বমনে ব্যবহার হয়। মস্তকের পশ্চাদ্দেশের দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ইহা ৭ দিন, ১৪ এইরূপ পর পর হয় এবং যন্ত্রণা কর্ণ চক্ষু, চুয়াল ইত্যাদি স্থানে বিস্তারিত হয়।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬x চূর্ণ অধিক প্রয়োগ হয়।

এনেথেরাম (Anatherum)

ইহা চর্ম্ম এবং প্রস্রাবের রোগে অধিক প্রয়োজন হয়। শরীরের নানা স্থানে যন্ত্রণাযুক্ত স্ফীতি হইয়া পুঁজোৎপাদন করে। গ্রন্থির প্রদাহেতেও ইহা ব্যবহার হয়।

ইহা হয়।

চর্ম্মরোগ—হার্পিস (herpes), ক্ষত এবং অর্ব্বুদ মস্তকের খুলির ত্বকে এবং—আঁচিলসদৃশ মাংসের বৃদ্ধি চক্ষুর ভ্রূতে প্রকাশ পায়—এতদ্ব্যতীত স্ফোটক এবং অর্ব্বুদ নাসিকাগ্রেও হয়।

প্রস্রাব—ঘোলা, ঘন এবং শ্লেষ্মায় পূর্ণ। সকল সময় প্রস্রাবের বেগ লাগিয়া থাকে। মূত্রাশয় সামান্য প্রস্রাব ধারণেও অক্ষম, সময় সময় অসাড়ে মূত্র নির্গত হয়।

ডাইলিউশন—৩০ শক্তি।

এঙ্গুষ্টুরা (Angustura)

ইহার সম্পূর্ণ নাম এঙ্গুষ্টুরা ভেরা। বাত এবং পক্ষাঘাতের উপসর্গে এবং লম্বা অস্থির ক্ষতে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। রোগী হাটিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। সমুদায় সন্ধিস্থলে খট খট শব্দ হয়।

ক্ষত—অস্থিক্ষতে এঙ্গুষ্টুরিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাকে ফ্লুরিক এসিডের সমকক্ষ ঔষধ বলা হয়। লম্বা অস্থিতে ক্ষত অধিক হয়, ক্ষত অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত।

পরিপাক ক্রিয়া—মুখের স্বাদ তিক্ত। কফি পান করিবার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা (Irresistible desire for coffee)।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

এন্টিমনিয়াম আর্সেনিকোসাম
(Antimonium Arsenicosum)

ইহার প্রচলিত নাম এন্টিম আর্স। ইহা অত্যন্ত শ্বাসকষ্টযুক্ত বায়ুস্ফীতি (Emphysema—Effusion of air into the cellular tissue) এবং কাশিতে উত্তম কার্য্য করে। আহারে এবং শয়নে কষ্ট বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণপার্শ্বের রসোৎপাদনযুক্ত (with exudation) প্লুরিসিতেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

ডাইলিউসন—৩×, ৬× চূর্ণ।

এরেলিয়া রেসিমোসা (Aralia Racmosa)

ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে হাঁপানি এবং কাশিতে। হাঁপানি এবং কাশি শয়নে বৃদ্ধি হয়।

হাঁপানি এবং কাশি—কাশি শুষ্ক, প্রথম নিদ্রার পর প্রায় মধ্য রাত্রিতে কাশি হয়। রাত্রিতে শয়নে হাঁপানি বৃদ্ধি হয়। রোগী উপশম পাইবার নিমিত্ত উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়, উঠিয়া না বসিলে শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে মনে হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস শুষ্ক, সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত বাঁশির ন্যায় জোরে শব্দ হয় দূর হইতে শুনা যায়। গয়েরর প্রথমে বিশেষ কিছুই উঠে না। অত্যন্ত স্বল্প, ক্রমশঃই বৃদ্ধি হয়, শ্লেষ্মা উষ্ণ এবং লবণস্বাদযুক্ত। ইহার সহিত আর্সেনিকের অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু এরেলিয়ায় হাঁপানি শুষ্ক, আর্সেনিকের তরল।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩×, ৬× অধিক প্রয়োগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—শয়নে, রাত্রি ১১ টায় (কাশি)।

রোগের উপশম—শয্যায় উঠিয়া বসিলে।

এরেনিয়া ডাইয়েডেমা (Arania Diadema)

ইহা একটি মাকড়সাজাতীয় ঔষধ। ডাক্তার গ্রেভোল বর্ণিত Hydrogenoid ধাতুগ্রস্থ রোগীদিগের পার্শ্বে ইহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহার বিশেষত্ব হইতেছে স্যাঁৎসেতে স্থানে বাসে রোগীর যাবতীয় রোগের উপসর্গ বৃদ্ধি হয় (নেট্রাম সালফ, ডালকামারা, নাক্স মশ্চেটা, রাসটক্স্, রড ডেনড্রন)। কাজেকাজেই এরেনিয়া ডাইয়েডেমা ধাতুগ্রস্থ লোক স্যাঁৎসেতে ঋতুতে কিংবা স্যাঁৎসেতে বায়ুতে অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য।

জ্বর—এরেনিয়ার জ্বরে সাময়িকতা (periodicity) এবং শীতলতা (coldness) বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। জ্বর পাল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া হয় কিন্তু যখন জ্বর হইতে আরম্ভ হয়, তখন ঠিক একই সময়ে হয়। প্রত্যহ কিংবা একদিন কিংবা সাত দিন পর পর হয় এবং জ্বরের আক্রমণের নিয়মের ঠিক থাকে (same hour, every day or every other day (Ced. Sab). Great regularity of Paroxysm)। ঠাণ্ডা লাগিয়া জলে ভিজিয়া, বৃষ্টিতে কাজ করিয়া, জলে দাঁড়াইয়া থাকায় এতদ কারণহেতু জ্বর হয়।

শীত অবস্থা—শীত অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, শীতভাব সকল সময় লাগিয়া থাকে। ঠাণ্ডায়, বাদলায়, বৃষ্টিতে শীত অধিক বৃদ্ধি হয়। শরীরের অস্থি পর্য্যন্ত শীতে কন্ কন্ করিতে থাকে, রোগী মনে করে অস্থিসমুদায় যেন বরফে প্রস্তুত হইয়াছে। প্লীহা বিবৃদ্ধি হয় এবং শিরঃপীড়া খোলা মুক্ত বায়ুতে সম্পূর্ণ উপশম হয়।

এরেনিয়ায় উত্তাপ অবস্থা এক প্রকার থাকেই না বলিলে হয় এবং ঘর্ম্মও প্রকাশ থাকে না। শীতলতাই (coldness) হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ এবং এই শীতলতা কিছুতেই উপশম হয় না এবং কোন অবস্থাতেই পিপাসা থাকে না।

সিড্রণ—ইহাতে যদিও জ্বর ঘড়ির ন্যায় ঠিক একই সময়ে প্রত্যহ হয়। এরেনিয়ায় শীতলতা লক্ষণই কেবল থাকে, উত্তাপ এবং ঘর্ম্ম থাকে না কিন্তু সিড্রনে উত্তাপ, মস্তকে রক্তাধিক্যতা ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে।

আর্সেনিক হাইড্রোজেনিসেটাম
(Arsenic Hydrogenisatum)

আর্সেনিক অপেক্ষা আর্সেনিক হাইড্রোজেনিসেটামের কার্য্য অধিক প্রবল। এই হেতু অনেকে আর্সেনিক হাইড্রোজেনিসেটাম অধিক প্রয়োগ করেন। রক্তাল্পতা, উদ্বিগ্নতা, রক্তপ্রস্রাব, রক্তস্রাব—ইত্যাদি এবং লিঙ্গমুণ্ড ও লিঙ্গত্বকে ফুস্কুড়ি এবং গোলাকার ক্ষতেও ইহা ব্যবহার হয়।

মাত্রা—নিম্নক্রম ৬x, ৬ সাধারণতঃ ব্যবহার হয়।

আর্সেনিকাম সালফিউরেটাম ফ্লেবাম
(Arsenicum Sulfuratum Flavum)

শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং লিঙ্গের স্থানের চর্ম্ম হাজিয়া যায় এতদ্ব্যতীত শ্বেত কুষ্ঠ, শল্কযুক্ত উপদংশরোগহেতু চর্ম্ম রোগ (Leucoderma and squamous syphelides), কটি স্নায়ুশূল এবং জানুদেশের চারি পার্শ্বে যন্ত্রণায়ও আর্সেনিক সালফিউরেটাম ফ্লেবাম উত্তম কার্য্য করে। শ্বেত কুষ্ঠ এবং উপদংশ হেতু শল্ক (scales) যুক্ত চর্ম্মরোগে ইহাকে অনেকে উচ্চস্থান প্রদান করেন।

মাত্রা—৬x চূর্ণ।

আর্সেনিকাম সালফিউরেটাম রুবরাম
(Ars sulph rubrum)

প্রচুর সর্দ্দিযুক্ত ইনফ্লুয়েঞ্জায় ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, এতদসহ অত্যন্ত জ্বর এবং দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে। অগ্নির উত্তাপেও শীত ভাব কাটে না। আর্স সাল্ফ রুবরাম নির্ব্বাচনে চর্ম্মরোগ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

ডাক্তার ইউনান সাহেবকে এই ঔষধটি প্রায়ই ব্যবহার করিতে দেখিতাম, তাঁহার এই ঔষধটি অত্যন্ত প্রিয় ছিল—যাঁহারাই তাঁহার সঙ্গে কিছুদিন মিশিয়াছেন তাঁহারাই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

মাত্রা—৬x চূর্ণ।

আর্টিমিসিয়া ভাল্‌গারিস
(Artimisia Vulgaris)

মৃগীরোগে ইহার সুনাম আছে। বিশেষতঃ শিশু এবং বালিকাদিগের যৌবন সময়ে মৃগী রোগ দেখা দিলে আর্টিমিসিয়া ভালগারিসকে অনেকে প্রাধান্য দেন।

চক্ষুর আঘাতে আভ্যন্তরিক এবং ব্যহ্যিক ব্যবহারও হয়।

আর্টিমিসিয়ায় মৃগী রোগে পীপিলিকা সঞ্চলনবৎ অনুভূতি থাকে না। ভয় পাইয়া, প্রবল মানসিক উত্তেজনা কিংবা হস্ত মৈথুনবশতঃ মৃগী রোগ প্রকাশ পায়। আক্রমন ঘন ঘন হয়।

স্বপ্ন সঞ্চরণ অর্থাৎ নিশিপাওন—(**Somnambulism**) রাত্রিতে শয়ন অবস্থা হইতে উঠিয়া ঘুমের ঘোরে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করে অথচ ৬ৎ পরবর্ত্তী প্রাতঃকালে কিছুই মনে থাকে না—এবং কিছুই জানে না।

জ্বর—জ্বরে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং ঘর্ম্ম রসুন গন্ধযুক্ত।

চক্ষু এবং দৃষ্টি—রঙীন আলোতে শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ পায়। দৃষ্টি যন্ত্রণাযুক্ত এবং অপরিষ্কার হয়। চক্ষু ঘর্ষণে উপশম বোধ করে।

মৃগী রোগ (Epilepsy)—আর্টিমিসিয়াকে মৃগী রোগে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বালকদিগের যৌবন সময়ে ইহার আক্রমণ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আর্টিমিসিয়ার মৃগী রোগের বিশেষত্ব হইতেছে কোন প্রকার মৃগী রোগের আক্রমণের পূর্ব্বে পীপিলিকা সঞ্চলনবৎ অনুভূতি হয় না।

হস্ত মৈথুন জনিতও মৃগী রোগ প্রকাশ পায়। একবার আক্রমণ আরম্ভ হইলে তাহা ঘন ঘন হইতে থাকে। আক্রমণে মস্তক পশ্চাদ্দিকে এবং মুখ বিবর বামপার্শ্বে বাঁকাইয়া ফেলে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এবিসিন্থ, সিনা, সিকিউটা।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬x, ৬,৩০ অধিক ব্যবহার হয়। এই প্রকার কথিত আছে মদের সঙ্গে দিলে উত্তম কার্য্য করে।

এস্‌ক্লেপিয়াস টিউবারোসা (Asclepias Tuberosa)

বক্ষঃস্থলের পেশীতে ইহার অধিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বমনোদ্বেগসহ শিরঃপীড়া, অগ্নিমান্দ্য, পাকস্থলী এবং উদরে বায়ুর সমাবেশ, ব্রোঙ্কাইটিস, প্লুরিসি, সর্দ্দি ইত্যাদিতেও ব্যবহার হয়।

কাশি—শুষ্ক কাশি, শ্বাসপ্রশ্বাসে বিশেষতঃ বাম ফুস্‌ফুসের যন্ত্রণা। বাম বক্ষঃস্থলের বোঁটা হইতে নিম্নে তীর বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ইত্যাদি লক্ষণে এসক্লেপিয়াস অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয়। বক্ষঃস্থলের যন্ত্রণা সম্মুখদিকে নত হইলে উপশম বোধ করে।

সর্দ্দি—সর্দ্দির সহিত মস্তকের সম্মুখে যন্ত্রণা থাকে, সর্দ্দি পীতবর্ণ চট চটে।

আমাশয়—সাদা শ্লেষ্মা আমাশয়ের সহিত সর্ব্বশরীরে বাতের যন্ত্রণা হয়। মল পচা ডিম্বের ন্যায় গন্ধযুক্ত।

মাত্রা—১x এবং নিম্নক্রম প্রয়োগ হয়।

এসপ্যারিগাস অফিসিনালিস
(Asparagus Officinalis)

মূত্র যন্ত্রের উপর হইয়া কার্য্য অধিকরূপ প্রকাশ পাইয়াছে এতদ্ব্যতীত রক্ত এবং হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতায়ও ইহা ব্যবহার হয়।

সর্দ্দি—তরল জলবৎ সর্দ্দি স্রাব হয়। কপালে এবং নাসিকার মূলদেশে যন্ত্রণা হয়।

প্রস্রাব—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয়, প্রস্রাব ত্যাগকালীন মূত্রমার্গে সূক্ষ্ম সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয় এবং জ্বালাও করে। মূত্রাশয়ের প্রদাহ এবং তদসহিত পুঁজ, শ্লেষ্মা এবং কুন্থন থাকে।

হৃৎস্পন্দন—হৃৎস্পন্দনসহ বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ করে। নাড়ীর গতি দুর্ব্বল; বামস্কন্ধে এবং বাম হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণাসহ মূত্রাশয়ের উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসকালীন বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত চাপ বোধ করে।

মাত্রা—৬,৩০ ক্রম ব্যবহার হয়।

এসপাই ডোসপার্ম্মা (Aspidosperma)

ডিজিটালিস যে প্রকার হৃৎপিণ্ডের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এসপাইডোস পার্ম্মাও সেইপ্রকার ফুস্ ফুসের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাকে digitalis of lungs বলা হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের কার্য্যে বলসঞ্চার করতঃ রক্তের oxidation এর সাময়িক বিঘ্নতা দূরীভূত করিয়া এবং কার্ব্বনিক এসিড নিঃসরণ করাইয়া ইহা ফুসফুসে বলবিধান করে। মূত্রনাশ বিকার জনিত শ্বাস কষ্টে (uraemic dyspnoea) ফুসফুস স্নায়ুর thrombosis এবং pulmonary stenosis ইত্যাদিতেও এসপাই ডোস পার্ম্মা উত্তম কার্য্য করে।

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রে বল বিধান করিয়া রক্তে oxygen চলাচলের বৃদ্ধি করে। শারীরিক পরিশ্রমে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ—

("Want of breath" during exertion is the guiding symptoms)।

হাঁপানি—হৃৎপিণ্ডের হাঁপানিতেও (Cardiac Asthma) ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। হাঁপানির ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মাত্রা—১x চূর্ণ কিংবা মূল অরিষ্ট কয়েক মাত্রা প্রতি ঘণ্টা দেওয়া হয়।

এষ্টেকাস ফ্লুভিয়েটিলিস (Austacus Fluviatilis)

এষ্টেকাসের চর্ম্মরোগ এবং আমবাতই হইতেছে বিশিষ্ট লক্ষণ। সমুদায় গাত্রময় আমবাত প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায়। এষ্টেকাসে দেখিতে পাওয়া যায় লসিকা গ্রন্থিসমূহ (lymphatic glands) বিশেষতঃ গলদেশের গ্রন্থি আমবাতের সহিত ফুলিয়া বড় বড় হয়। আর একটি বিশেষ লক্ষণ ইহাতে প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে যকৃতের দোষ, ইহা এষ্টেকাসে আমবাতের সহিত বর্ত্তমান থাক উচিৎ।

মাত্রা—৬,৩০ এইপ্রকার ক্রম অধিক প্রচলিত।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—এপিস, রাসটক্স, নেট্রাম মিউর

অরম মিউরিএটিকাম নেট্রোনেটাম (Aurum Muriaticum Natronatum)

ইহা স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং অধিকাংশ ব্যবহার জরায়ু মুখের কঠিনতায় এবং জরায়ুর বিবৃদ্ধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন জরায়ু প্রদাহে এবং জরায়ু ভ্রংশে ইহা উত্তম কার্য্য করে, সমুদায় বস্তি প্রদেশ জরায়ুতে যেন পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং তদহেতু রোগী বস্তি প্রদেশের নিম্নে ভার ভার বোধ করে। জরায়ু গ্রীবা এবং যোনিদেশে ক্ষতও প্রকাশ পায়। ডিম্বাশয় শক্ত এবং কঠিন হয়।

মাত্রা—৩x, ৬x চূর্ণ অধিক প্রয়োগ হয়।

এভেনা স্যাটাইভা (Avena Sativa)

ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে—স্নায়ুমণ্ডলীর উপর বিশেষতঃ স্নায়ু দৌর্ব্বল্যে, লিঙ্গের শিথিলতায় এবং আফিং খাওয়া অভ্যাস নিবারণে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। জীবনীশক্তির অপচয় হেতু দুর্ব্বলতায় এভেনা স্যাটাইভা বলকারক ঔষধরূপে কার্য্য করে এতদ্ব্যতীত স্নায়ুদৌর্ব্বল্যতাসহ হৃৎস্পন্দন, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদিতেও উত্তম কার্য্য করে।

মানসিক লক্ষণ—কোন একটি বিষয়ে মন স্থির রাখিতে পারে না।

শিরঃপীড়া—ঋতু স্রাব সময়ে স্নায়ু দৌর্ব্বল্যতা হেতু শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। মস্তকের তালু অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। মূত্রের সহিত ফস্‌ফেট নিঃসরণ হেতু মস্তকের পশ্চাদ্দেশে শিরঃপীড়া হয়।

ধ্বজভঙ্গ—অত্যধিক স্ত্রী সহবাস কিংবা জীবনীশক্তির অপচয় হেতু লিঙ্গের শিথিলতা। শারীরিক এবং স্নায়বীক দৌর্ব্বল্যতা সহ লিঙ্গের শিথিলতায় ইহাকে অনেকে উচ্চস্থান প্রদান করেন।

সমগুণ ঔষধ—আল্‌ফাল্‌ফা—বলকারক (tonic) ঔষধ, ইহা অনেকটা এভেনা স্যাটইভার সমকক্ষ কিন্তু এভেনা স্যাটাইভা স্নায়বীক দৌর্ব্বল্যতা সহ লিঙ্গের দুর্ব্বলতায় অধিক কার্য্যকারী—

প্রয়োগবিধি—১০ ফোঁটা হইতে ২০ ফোঁটা উষ্ণ জলে অধিক ফলপ্রদ। আফিং খাওয়া নিবারণে প্রতি গ্রেন আফিং এ ৪।৫ ফোঁটা এভেনা স্যাটাইভা মূল অরিষ্ট উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়।

এলেট্রিস ফ্যারিনোসা (Aletris Farinosa)

ইহা একটি উৎকৃষ্ট জরায়ু tonic অর্থাৎ বলকারক ঔষধ বলিয়া পরিচিত। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহা জরায়ুর রোগে এবং রজঃ কষ্টেতে অধিকরূপ ব্যবহার করেন। ইহা আমাদিগের হোমিওপ্যাথিক সিনিসিও এবং হেলো নিয়াসের অনেকটা সমতুল্য ঔষধ। রোগী রক্ত শূন্য ফ্যাকাসে এবং শিথিল

অবস্থাযুক্ত (relaxed condition) বিশেষরূপে স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতাতেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় রোগী সকল সময় ক্লান্ত, জরায়ু ভ্রংশ এবং শ্বেতপ্রদর ইত্যাদিতে কষ্ট পায়।

জরায়ুভ্রংশ—এলেট্রিসের জরায়ুভ্রংশের সহিত ভীষণ কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে, মলত্যাগ করিতে ভীষণ বেগ দিতে হয়। মুখে প্রচুর ফেনা ফেনা লালা (saliva) সমাবেশ হয়। পরি পোষণ ক্রিয়ায় দোষ হেতু দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত জরায়ুভ্রংশে এলেট্রিস উত্তম কার্য্য করে।

পরিপাক ক্রিয়া—পরিপাক ক্রিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল, খাদ্যদ্রব্য পেটে গিয়া পড়িয়া থাকে, শীঘ্র পরিপাক হয় না—রোগী কষ্ট বোধ করে।

ঋতুস্রাব—প্রচুর এবং সময়ের পূর্ব্বে ঋতুস্রাব হয় এবং প্রসবৎ ভীষণ যন্ত্রণা হয়। এতদ্ব্যতীত ঋতুস্রাব পরিষ্কারও হয় না—স্বল্প এবং যন্ত্রনাযুক্ত হয়। জরায়ু ভারী বোধ হয়।

প্রয়োগবিধি—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম অধিক প্রচলিত।

সমগুণ ঔষধসমূহ—হেলোনিয়াস, চায়না।

আল্‌ফালফা (Alfalfa)

ইহা একটি উৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা পরিপোষন ক্রিয়ার কার্য্যে সাহায্য করিয়া শরীরে বল বিধান করে—ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, মনের স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে, রোগী সুনিদ্রা ভোগ করে, স্নায়ুর দৌর্ব্বল্যতা দূরীভূত করে অর্থাৎ মানসিক এবং শারীরিক শক্তি সঞ্চার করিয়া রোগীর নষ্ট স্বাস্থ্যকে ফিরাইয়া আনে। আল্‌ফালফা—বহুমূত্র রোগেও নির্ব্বাচিত হয়। পরি-পোগন ক্রিয়ার দোষ হেতু উপসর্গেই আল্‌ফালফা উত্তম কার্য্য করে।

প্রয়োগবিধি—মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ১০ ফোটা দিনে ৩।৪ বার সেবনীয়।

এলষ্টোনিয়া (Alstonia)

এলষ্টোনিয়া প্রয়োগ ম্যালেরিয়া জ্বরের সহিত উদরাময়, আমাশয় পরিপাক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতায় দেখিতে পাওয়া যায়—এতদ্ব্যতীত ম্যালেরিয়া জনিত উদারাময়ে এবং রক্ত শূন্যতায়ও এলষ্টোনিয়া নির্ব্বাচিত হয়। ভীষণ ভেদ হয় এবং পেটে খিল ধরে। উদরাময় জলবৎ তরল এবং যন্ত্রণা শূন্য।

এলষ্টোনিয়া—জ্বরে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে টনিকরূপে কার্য্য করে।

এলষ্টোনিয়ার সহিত চায়নায় কতক লক্ষণের সাদৃশ্য রহিয়াছে। চায়নায় কার্য্য না হইলে এলষ্টোনিয়া ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত।

প্রয়োগবিধি—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম ৩×, ৬×।

এমোনিয়াকাম গাম্মি (Ammoniacum Gummi)

ইহা আরব দেশে প্রচুর পাওয়া যায়—প্রচলিত কথায় ইহাকে গাম (Gum) বলা হয়। ইহা অত্যন্ত চটচটে আঠা বিশেষ।

চক্ষুরোগে এমোনিয়াকাম গাম্মির প্রয়োগ দেখা যায়। চক্ষুর দৃষ্টির দুর্ব্বলতায়—কৃত্রিম আলোতে রাত্রিতে কার্য্য করার দরুণ জ্বালা এবং যন্ত্রণা হইলে ইহা ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। চক্ষু লাল হয় এবং ভিতরের কোনের দিকে দপ দপ যন্ত্রণা হয়। ইহাকে বেলেডোনা এবং রুটায় মধ্যস্থলে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। বেলেডোনা অত্যধিক কার্য্য করা হেতু চক্ষু রক্তাধিক্য হইলে এবং রুটা সূক্ষ্ম কার্য্য করা দরুন কিংবা চক্ষুর অত্যধিক কার্য্য হেতু যন্ত্রণায় উত্তম কার্য্য করে।

প্রয়োগবিধি—৬× চূর্ণ প্রচলিত।

এপিয়াম গ্রেভিওলেনস
(Apium Graveolens)

ইহাতে ভীষণ মূত্র অবরোধ লক্ষণ প্রকাশ পায় ও দপদপানি শিরঃপীড়া এবং বুক জ্বালা থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল, গলদেশ এবং হস্তদ্বয় স্ফীত হয়।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে এপিয়ামের যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়—উভয় ডিম্বাশয়ে ভীষণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়, উবুর হইলে এবং বাম পার্শ্বে পদদ্বয় গুটাইয়া শয়ন কালীন যন্ত্রণা উপশম হয়।

প্রয়োগবিধি—৬x,৩০.।

একোনাইটাম ফেরক্স
(Aconitum Ferox)

ইহার কার্য্য একোনাইট নেপিলাস অপেক্ষা অত্যন্ত গভীর হইলেও কিন্তু ইহা একোনাইট নেপিলাসের ন্যায় অধিক জ্বরঘ্ন (antipyretic) নয় বরং অধিক মূত্রকারক (diuretic)। হৃৎপিণ্ডের শ্বাস কষ্ট (cardiac dyspnoea), স্নায়ুশূল এবং তরুণ গেঁটে বাতে একোনাইট ফেরক্স উত্তম কার্য্য করে। শ্বাসকষ্টে রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না। উঠিয়া বসিতে হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস খুব দ্রুত হইতে থাকে—মনে হয় শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের পেশী পক্ষাঘাত-গ্রস্থ হইয়া শ্বাস রোধ হইবে।

প্রয়োগবিধি—নিম্নক্রম ১x, ৩x ৬x, ৬ ইত্যাদি অধিক প্রচলিত। তরুণ রোগে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয়।

এনাগ্যালিস (Anagallis)

চর্ম্মের উপর যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভীষণ চুলকায় এবং গাত্রের সর্ব্বত্র সুড় সুড় করে। এনাগ্যালিস প্রয়োগে কাঁটা পেরেক ফুটিয়া গেলে তাহা বহির্গত হইয়া যায় (সাইলিসিয়া) শরীরের কোন স্থানে আঁচিল হইলে তাহা কোমল করিয়া নষ্ট করিয়া দিবার ক্ষমতাও এনাগ্যালিসে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এনাগ্যালিস জলাতঙ্ক (Hydrophobia) এবং শোথ রোগের একটি অতি প্রাচীন ঔষধ।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়া প্রায়ই চক্ষুর উর্দ্ধ প্রদেশে অধিক হয় এবং কফি পানে শিরঃপীড়া উপশম হয়।

প্রস্রাব—মূত্রমার্গে জ্বালা যন্ত্রণা হয় এবং সহবাস ইচ্ছা উৎপাদন করে—লিঙ্গের ছিদ্র পথ জুড়িয়া যায়, প্রস্রাব নানান ধারে নির্গত হয়, প্রস্রাব নির্গত হইবার পূর্ব্বে রোগীকে পেট চাপিতে হয়।

চুলকানি—গাত্রত্বক ভীষণ চুলকায়, শুষ্ক ভূষির ন্যায় পীড়কা-হস্তদ্বয়ে এবং অঙ্গুলিতে বিশেষরূপে প্রকাশ পায় এবং হস্তের চেটো অত্যন্ত আক্রান্ত হয়।

প্রয়োগবিধি—১x, ৩x, ৬x।

এপোসাইনাম এণ্ড্রোসি মাইফোলিয়াম (Apocynum Androsae Mifolium)

বাতের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সমুদয় সন্ধিস্থলে, পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি, পদদ্বয়ের তলায় ইত্যাদি স্থানের বাতে ইহাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায় এক স্থানে থাকে না। হস্ত পদ স্ফীত হয়, আক্রান্ত স্থান আড়ষ্ট বোধ করে এবং টানিয়া বেঁধিয়া ধরে। পদদ্বয়ের তলা অত্যন্ত উত্তপ্ত

হয় (সালফার) এবং প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। এপোসাইনাম এণ্ড্রোসিতে একটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে সমুদায় দ্রব্য মধুর ন্যায় গন্ধ এবং আস্বাদ বোধ করে।

প্রয়োগবিধি—মূল অরিষ্ট কিংবা ১x

এপোমর্ফিয়া (Apomorphia)

ইহার বমন এবং বমনোদ্বেগ হইতেছে বিশেষ লক্ষণ। সমুদায় শরীর বিশেষরূপ মস্তক অধিক উত্তপ্ত বোধ করে, এতদ্ব্যতীত কেবল শুধু শুধু বমনোদ্বেগ এবং শিরঃপীড়া, বুকজ্বালা ইত্যাদিও বর্ত্তমান থাকে। ইহাকে অনেকে অন্তঃসত্বাবস্থায় এবং সামুদ্রিক বমনে উচ্চ স্থান প্রদান করেন।

প্রয়োগবিধি—৬x, ৬।

আর্সেনিকাম ব্রোমেটাম (Arsenicum Bromatum)

ইহা একটি এণ্টিসোরিক (Anti-psoric) এবং এণ্টিসিফিলিটিক (Anti-syphilitic) ঔষধরূপে পরিচিত। Harpetic পীড়কা, উপদংশজনিত উপমাংস, গ্রন্থি স্ফীতি, এবং কঠিনতা, কর্কট রোগ, দুরারোগ্য ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বর এবং বহুমূত্রে আর্সেনিক ব্রোমের ব্যবহার দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত আমরা হাঁপানিতে নিদ্রা আনয়নের জন্য কেবল আর্সেনিক না দিয়া তদসহিত

আর্সেনিক ব্রোম প্রয়োগ করি। ইহাতে রোগী অনেক সময় অত্যন্ত উপশম বোধ করে।

প্রয়োগবিধি—প্রত্যহ মূল অরিষ্ট ২।৩ ফোঁটা করিয়া সেবন করিতে দেওয়া হয়। বহুমূত্রে এক গ্লাস জলে ৩ ফোঁটা করিয়া প্রত্যহ ৩ বার সেবনীয়।

এরেগেলাস লামবারটি
(Aragalus Lamberti)

স্নায়ুমণ্ডলের উপর অধিক কার্য্য প্রকাশ পায়। রোগীর মানসিক অবস্থার ঠিক থাকে না। অত্যন্ত বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়, সমুদয় বিষয় গোলমাল হইয়া যায়। পেশী মণ্ডলের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকে না। পক্ষাঘাত প্রকাশ পায়।

মানসিক অবস্থা—অত্যন্ত বিষণ্ণ, স্ফুর্ত্তী থাকে না। প্রাতঃকালে সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়। কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, খিট্‌খিটে, বিরক্ত ভাব, মানসিক অবস্থায় গোলমাল, উদাসীন, একলা থাকিতে ইচ্ছা করে। অস্থির এবং হতাশ ভাবাপন্ন নিরুৎসাহ।

মাত্রা—৬, ৩০ এবং ২০০ শক্তি।

এনিলাইনাম (Anilinum)

ইহাতে ভীষণ শিরঃঘূর্ণন এবং শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে মুখমণ্ডল purple অর্থাৎ ঈষৎ বেগুনে বর্ণ হয়। লিঙ্গ এবং অণ্ডকোষ ফুলিয়া উঠে এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়। মুত্র পথে অর্ব্বুদ (tumor) প্রকাশ পায়। এতদসহিত অত্যন্ত রক্তশূন্যতা, ক্ষুধামান্দ্য; বিবর্ণ গাত্র ত্বক, ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ, পরিপাক ক্রিয়ায় গোলযোগ বর্ত্তমান থাকে।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—নাক্স, কটা, মার্কিউরিয়াস।

শক্তি—৬।

এনিসাম ষ্টেল্লাটাম (Anisum Stellatum)

ইহা ইল্লিসিয়াম (Illicium) নামেও পরিচিত। বক্ষঃস্থলের যন্ত্রণায় এবং থাইসিসে ইহার সুনাম রহিয়াছে। বক্ষঃস্থলের তৃতীয় পাঁজরার স্থানে (Pain in the region of third rib), বুক্কাস্থি (sternum) হইতে এক ইঞ্চি কিম্বা দুই ইঞ্চি প্রায়ই দক্ষিণ পার্শ্বে কদাচিৎ বাম পার্শ্বে যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণার সহিত কাশি থাকে এবং রোগী পুনঃ পুনঃ কাশে। সমুদয় ফুস্‌ফুস ব্যাপিয়া ঘড় ঘড় শব্দ হয় এবং পূঁজ সদৃশ গয়ের উঠে, সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, হৃৎস্পন্দন (palpitation), মুখ ক্ষত (apthae) এবং রক্তোৎকাশ (Haemoptysis) বর্ত্তমান থাকা সম্ভব।

মার্টাস্ কম্মিউনিস, পিক্সলিকুইডা এবং থেরিডিওন এই ঔষধসমূহে বাম বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধ প্রদেশে যন্ত্রণা হয় কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় অনেক সময় যদি উক্ত ঔষধ সমুহে বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বের যন্ত্রণা উপশম না হয় সেইরূপ স্থলে এনিসাম ষ্টেল্লাটাম প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায় যদিও এনিসাম বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বের যন্ত্রণায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু উভয় পার্শ্বেও ইহা প্রয়োগ হয় ইহা স্মরণ রাখিবে। এনিসামে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বক্ষঃস্থলের যে পার্শ্বেই যন্ত্রণা হউক—কিন্তু তৃতীয় পাঁজরার স্থানে যন্ত্রণা ইহার বিশেষ লক্ষণ।

শক্তি—৬, ৩০।

আরক্‌টিয়াম লাপ্পা (Arctium Lappa)

চর্ম্মরোগের ইহা একটি মহৎ ঔষধ কিন্তু ইহার চর্ম্মরোগের বিশেষত্ব হইতেছে—চর্ম্মরোগ অধিকাংশ স্থলেই মস্তকে এবং মুখমণ্ডলে অধিক প্রকাশ পায়। পীড়কা সমুহ দুর্গন্ধ এবং রসযুক্ত হয় এবং ঈষৎ কটাবর্ণ সাদা মামড়ি,

পূর্ণ ও তদসহ নিকটবর্ত্তী গ্রন্থি সমূহ প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া উঠে, এবং এমনকি বগলের গ্রন্থি প্রদাহ হইয়া পাকিয়াও উঠে।

প্রস্রাব—প্রচুর প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাবের পর মূত্রাশয়ে যন্ত্রণা হয়।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—জরায়ুভ্রংশ এবং জরায়ু প্রদেশে ভীষণ টাটানি যন্ত্রণা হয়, তৎসহ যোনি প্রদেশস্থ টিস্থ সমুদয় শিথিল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এতদ লক্ষণ সমূহ দাঁড়াইলে, হাটাহাটি করিলে, পদদ্বয় উচু নিচু স্থানে পড়িয়া গেলে কিংবা ঝাঁকি লাগিলে বৃদ্ধি হয়।

বাত—ইহার বাতের লক্ষণ অনেকটা ব্রাইওনিয়ার ন্যায় সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। হস্ত পদে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া নিম্নদেশে, হস্ত এবং পদের অঙ্গুলিতে বিস্তারিত হয়। সমুদায় সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা হয়।

শক্তি—নিম্ন ক্রম ৩x, ৬x অধিক ব্যবহার হয়।

আর্টিমিসিয়া এব্রোটেনাম
(Artemisia Abrotanum)

আর্টিমিসিয়া এব্রোটেনামের প্রয়োগ হঠাৎ মেরুদণ্ডের প্রদাহে এবং পুরাতন মজ্জোষে (myelites) দেখিতে পাওয়া যায়। হঠাৎ পশ্চাদ্দেশে কনকনে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা সঞ্চালনে উপশম হয়—সঙ্গে সঙ্গে অসাড় বোধ এবং পক্ষাঘাতের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। আর্টিমিসিয়া এব্রোটেনাম বিশেষরূপে বাতগ্রস্থ রোগীদিগের সন্ধি স্থলের যন্ত্রনায় এবং আড়ষ্টতায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়—কিন্তু কোন প্রকার রোগ অবরুদ্ধজনিত রোগেই ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়, এতদ্ব্যতীত ইহাতে রোগ স্থানান্তরিত (metas-

tasis) প্রবণতাও অত্যন্ত অধিক থাকে। বাত হঠাৎ কিংবা কোন প্রকার বাহ্যিক ঔষধ ব্যবহার হেতু হস্ত পদ হইতে বক্ষঃস্থলে স্থানান্তরিত হয়—অর্শ শস্ত্রোপচার (operation) কিংবা উদারাময় অবরুদ্ধ হেতু পাকাশয়ের রোগ প্রকাশ পায়।

শক্তি—৩০, ২০০।

এরাণ্ডো (Arundo)

ইহা একটি সর্দ্দি এবং শ্লেষ্মার ঔষধ। নাসারন্ধ্র এবং টাকড়া অত্যন্ত চুলকায়। তরল সর্দ্দি বর্ত্তমান থাকে, কোন দ্রব্যের গন্ধ বোধ করিতে পারে না। হাঁচি এবং নাসারন্ধ্রের চুলকানি অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়।

উদরাময়—কেলকরিয়া কার্ব্ব, ক্যামোমিলা ইত্যাদির ন্যায় দুগ্ধ পোষ্য শিশুদিগের উদরাময় হয়। মল সবুজবর্ণ এবং মলদ্বার জ্বালা করে।

এতদ্ব্যতীত ইহা চুলকানি এবং ইকজিমাতেও ব্যবহার হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

এজাডিরেক্‌টা ইণ্ডিকা (Azadirachta Indica)

ইহা নিমের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়। অপরাহ্লে জ্বর এবং সর্ব্বাঙ্গে বাতের ন্যায় বেদনা ইহার বিশেষত্ব। সামান্য শীত শীত বোধ হইয়া জ্বর আসে, মুখমণ্ডল, হস্ত এবং পদ অত্যন্ত অধিক উত্তপ্ত হয়। শরীরের উর্দ্ধদেশে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। যন্ত্রণা বুকাস্থি (sternum), পাঁজরা, পৃষ্ঠ, স্কন্ধ এবং হস্তপদের অঙ্গুলি ইত্যাদি সমুদায় স্থানে যন্ত্রণা হয়। পুরাতন ঘুস্‌ঘুসে জ্বরে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x।

এসিড ক্রাইসোফেনিক

(Acid Crysophanic)

চর্ম্ম রোগেই ইহার বিশেষ প্রয়োগ। দদ্রুরোগে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। দদ্রু রোগ ব্যতীত ইকজিমা চুলকানি ইত্যাদিতেও ইহা ব্যবহার হয়। নিম্নাঙ্গে ইকজিমা প্রকাশ পায় এবং ভীষণ চুলকায়। প্রচুর দুর্গন্ধ রস স্রাব বর্ত্তমান থাকে। কর্ণের পার্শ্বে এত অধিক হয় যে, সমুদায় কর্ণ এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ মামড়িতে আবৃত হইয়া যায়।

ডাইলিউসন—৬x, ৬ শক্তি। ৪ হইতে ৮ গ্রেণ পরিমাণ এক আউন্স ভেস্‌লিনে মিশ্রিত করিয়া বাহ্যিক প্রলেপ দেওয়া হয়।

এগারিকাস ফ্যালইডিস

(Agaricus Phalloides)

পরিপাক ক্রিয়ার উপর ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভেদ এবং বমন ইহার প্রধান লক্ষণ। মলত্যাগের বেগ সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে—অথচ পেটে কিংবা মলদ্বারে কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না। শীতল জলের অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে। অতি শীঘ্র শ্বাস প্রশ্বাসের পরিবর্ত্তন ঘটে—খুব দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে ধীর হয় এবং ধীর শ্বাস প্রশ্বাস হইতে দ্রুত হয়। সর্ব্বশরীর হীমাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মূত্র লোপ পায় অথচ শরীরের প্রান্ত দেশ সমূহে শীতল কিংবা খিলধরা যন্ত্রণা হয় না।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

এলিয়াম স্যাটাইভা (Allium Stativa)

ইহা রসুন। মোটা লোকদিগের অগ্নিমান্দ্য এবং শ্লেষ্মা রোগে অধিক ব্যবহার হয়। জানুদেশে এবং কটি দেশের পেশীতে যন্ত্রনা হয়। থাইসিস রোগে এলিয়াম স্যাটাইভার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

কাশি এবং শ্লেষ্মা হ্রাস করে। গাত্রোত্তাপ স্বাভাবিক হয়। শরীরের ওজন বৃদ্ধি পায় এবং নিদ্রা নিয়মিত রূপে হয়।

লালাস্রাব—আহারের পর এবং রাত্রিতে প্রচুর মিষ্ট স্বাদযুক্ত লালা প্রকাশ পায়।

পরিপাক ক্রিয়া—ভীষণ ক্ষুধা বোধ করে। উদ্গারে জ্বালা হয়। খাদ্য দ্রব্যের সামান্য পরিবর্ত্তণে পরিপাক ক্রিয়ার কষ্ট উপস্থিত হয়। জিহ্বা রক্তশূন্য ফ্যাকাসে।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—সর্ব্বদা উদরে যন্ত্রাণা লাগিয়া থাকে।

কাশি—সর্ব্বদা গলায় ঘড় ঘড় শ্লেষ্মার শব্দ লাগিয়া আছে। শয্যা ত্যাগ করার পর প্রাতে কাশি হয় এবং প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে। শ্লেষ্মা চট চটে শীঘ্র উঠে না বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা বোধ করে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্যাপ্‌সিকাম, সেনেগা, কেলিনাইট্রিকাম।

পরিপূরক—আর্সেনিক।

ডাইলিউসন—৬x, ৬।

এলনাস (Alnus)

চর্ম্মরোগে গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং পাচকরসের অসম্পূর্ণ নিঃসরণ হেতু পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। গ্রন্থি ফুলিয়া খুব বড় হইলে এবং অন্য ঔষধে শীঘ্র-উপকার না দর্শিলে এলনাসকে একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে। পাচক রসের (gastric juice) নিঃসরণ ভালমত না হইয়া অজীর্ণ রোগ প্রকাশ পাইলে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

শ্বেতপ্রদর—শ্বেতপ্রদরে জোনিপথ হাজিয়া যায়, অতি সামান্যতেই রক্তস্রাব হয়।

রজঃকৃচ্ছ্রতা—রজঃকৃচ্ছ্রতায় কটিদেশে হইতে নিম্নপ্রদেশে যন্ত্রণা হয়।

গ্রন্থিস্ফীতি—চুয়ালের নিম্নগ্রন্থিই অধিক স্ফীত হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

এমন এসেটিকাম (Ammon Aceticun)

ইহাতে প্রচুর শর্করাযুক্ত প্রস্রাব হয় এবং এত অধিক ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় যে রোগীর সমুদায় শরীর ভিজিয়া যায়। ইহার ঘর্ম্ম অনেকটা চায়নার ন্যায় প্রচুর।

ডাইলিউসন—৩০।

এনাকার্ডিয়াম অক্সিডেণ্টলি
(Anacardium Occidentali)

বিসর্প এবং মুখমণ্ডলে ফোস্কাযুক্ত পীড়কা প্রকাশ পায়। স্পর্শবোধশূন্য অর্থাৎ অসাড় প্রকৃতির কুষ্ঠ ব্যাধিতেও ইহার যথেষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত আঁচিল, কড়া, ক্ষত পদদ্বয়ের তলার বিদারণেও ইহার ব্যবহার হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০

এন্থ্রাকোকালি Anthrakokali

ঘা পাঁচড়া, চুলকানি, বিদারণ ইত্যাদি, চর্ম্মরোগে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পুরাতন বাত, পিত্তবমন, পেটফাঁপা ইত্যাদিতেও ব্যবহার হয়।

ডাইলিউসন—নিম্নচূর্ণ শক্তি।

এণ্টিমনিয়াম সালফিউরেটাম অরেটাম
(Antimonium Sulphuratum Auratum)

ইহা পুরাতন নাসিকা এবং ভূজনলীর শ্লেষ্মার রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—হস্ত মুখ ধৌতকালীন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় (nosebleed when washing)। নাসিকা এবং গলদেশে প্রচুর শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয়। রোগী কোন দ্রব্যের গন্ধ বোধ করিতে পারে না।

কাশি—শুষ্ক কাশি। কণ্ঠনালী কুট কুট করে। ভুজনলী শ্লেষ্মায় পূর্ণ হইয়া উঠে, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। গলায় এবং কণ্ঠনলীতে শক্তশ্লেষ্মার সমাবেশ হয়। শীতকালে কাশির বৃদ্ধি হয়।

চুলকানি—হস্ত এবং পায়ের তলা অত্যন্ত চুলকায়।

ডাইলিউসন—৩x,৬x চূর্ণ।

এণ্টিপাইরিন (Antipyrine)

আলকাতরা হইতে প্রস্তুত। এই ঔষধটি মানসিক অবস্থার অত্যন্ত পরিবর্ত্তন ঘটায়। রোগী পাগল হইয়া যাইবে এইরূপ মনে হয়। অসম্ভব বস্তু দর্শন এবং শ্রবণ করে। মস্তক যেনসঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ হয়। কর্ণের নিম্নে শিরঃপীড়া হয় এবং কর্ণে যন্ত্রণা হয়। চক্ষু হইতে জল নিঃসৃত হইতে থাকে। চোখের পাতা স্ফীত হয়। কর্ণে গুণ গুণ শব্দ হয়। গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে। দুর্গন্ধ পূজযুক্ত গয়ের উঠে। বমন বমনেচ্ছা থাকে তৎসহ জ্বালা এবং যন্ত্রণা থাকে। স্ত্রীজননেন্দ্রিয় চুলকায়। ঋতু বন্ধ থাকে এবং জলবৎ শ্বেতপ্রদর স্রাব হয়। তরল সর্দ্দি হয়। নাসারন্ধ্র জ্বালা করে এবং ফুলিয়া উঠে। সমুদায় শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, গাত্রত্বক ভীষণ চুলকায়। আমবাত প্রকাশ পায়।

ডাইলিউসন—৩x শক্তি।

এসেটেনিলিডাম (Acetanilidum)

শীতলতায় স্পর্শাধিক্যতা বৃদ্ধি করে। হৃৎপিণ্ডের অবসাদ উৎপন্ন করে। শ্বাস প্রশ্বাস এবং Blood pressure হ্রাস করে। গায়ের উত্তাপ কমাইয়া দেয়।

হৃৎপিণ্ড—দুর্ব্বল এবং গতি অনিয়ম, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি নীল বর্ণ হয়। এলবিউমিনিউরিয়া প্রকাশ পায়। পদদ্বয় এবং গুল্ফ সন্ধি স্ফীত হয়।

জ্বর—গাত্রোত্তাপ হ্রাস করিতে ইহার অসীম ক্ষমতা ইহাকে এই হেতু Antifebrinum বলা হয়। গাত্রের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হইলে ইহা প্রয়োগে হৃৎপিণ্ডকে অবসাদ করিয়া গাত্রোত্তাপ অতি সত্বর হ্রাস করিয়া দেয়। কিন্তু ইহার প্রয়োগ আমরা অধিক দেখিতে পাই না। ইহার অবসাদক এবং জরঘ্ন গুণ আছে বলিয়া ইহা শিরঃপীড়ায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

মাত্রা—হোমিওপ্যাথিক মাত্রা ৬x। জ্বর হ্রাস করিতে, স্নায়ুশূল যন্ত্রণা এবং শীড়পীড়ার আশু উপকার করিতে ১ হইতে ৩ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

আর্সেনিকাম মেটালিকাম

(Arsenicum metalicum)

এই ঔষধের পর্য্যায়শীলতা একটি বিশেষ লক্ষণ। রোগ প্রত্যেক ২।৩ সপ্তাহ পর পর ফিরিয়া ফিরিয়া হয়। রোগী দুর্ব্বলতা বোধ করে।

রোগী লোকসঙ্গ ভালবাসে না, একলা থাকিতে চায়। মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়। শিরঃপীড়া শয়নে এবং মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি হয়। মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয়, চুলকায়, জ্বালা করে এবং স্ফীত হয়। চক্ষুও ফুলিয়া উঠে, জল পড়ে, জ্বালা করে, দিবসের এবং গ্যাসের আলো ভাল বোধ করে না।

উদরাময় জ্বালাজনক, মল জলবৎ, তরল, মলত্যাগের পর যন্ত্রণার উপশম হয়।

ডাইলিউশন—৬

অরাম আইওড (Aurum Iod)

হৃৎপিণ্ডের আবরকের পুরাতন প্রদাহে, হৃৎপিণ্ডের (valvular) উপসর্গে নাসিকা পিনাসে, বৃকরোগে, অস্থি প্রদাহে, ডিম্বাশয়ে তরল পদার্থ সমাবেশ বশতঃ টিউমার সদৃশ অবস্থায় (cyst) ইহা ব্যবহার হয়।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০, ২০০।

অরাম সালফ

(Aurum Sulph)

স্তনের প্রদাহে, স্ফীতিতে, যন্ত্রণায়, স্তনের বোঁটার বিদারণে এবং তদহেতু অত্যন্ত যন্ত্রনায় অরাম সালফ প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০, ২০০।

অরাম আর্স (Aurum ars)

উপদংশ জনিত শিরঃপীড়া, রক্তশূন্যতা এবং নীলপাণ্ডু রোগে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা ব্যতীত বৃক রোগ (Lupus), থাইসিস্ ইত্যাদিতেও ইহা ব্যবহার হয়। ইহা অতি অল্প সময়ে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০।

অরাম মিউর (Aurum mur)

ইহাতে জ্বলনযুক্ত ক্ষতকারক পীতবর্ণ শ্বেতপ্রদর স্রাব, হৃৎপিণ্ডের উপসর্গ, গ্রন্থির প্রদাহ, লিঙ্গ এবং জিহ্বায় আঁচিল, স্নায়ু মণ্ডলীর বিকৃতি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ইহা সাইকোটিক ঔষধ, আবদ্ধ স্রাবকে পুনরায় প্রকাশ করে।

রজো নিবৃত্তিকালে জরায়ু রক্তস্রাবের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (হাইড্রাসটিন)।

রোগীর কোন কিছু কর্ম্মে ইচ্ছা হয় না, অলসপ্রকৃতি, ইহা ব্যতীত শোষ নালী ইত্যাদি ক্ষত, দাঁতের মাড়ি হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ স্রাবে, গলদেশের ক্ষতে ইত্যাদিতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

ডাইলিউসন—৬×, ৩০, ২০০।

অরাম মিউর কেলি (Aurum mur kali)

জরায়ু কঠিনতার এবং রক্তস্রাবে ইহার ব্যবহার আমরা দেখিতে পাই

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০।

ইথিয়প্‌স্‌ মার্কিউরিয়ালিস (Aethiops mercurialis)

ইহার আর একটি নাম Black Sulphur mercurialis। স্ক্রফিউলাস অর্থাৎ গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তিতে, চক্ষুপ্রদাহে, কাণ পাকা, পুঁজযুক্ত পীড়কা এবং বংশজাত উপদংশ রোগে অধিক প্রয়োগ হয়। নিম্ন ক্রম বিশেষতঃ ২× চূর্ণ সচরাচর ব্যবহার হয়।

ইথিয়প্‌স এণ্টিমোনালিস
(Aethiops Antimonalis)

ইহাতে ইথিয়প্‌সের সহিত এণ্টিমণি সংযোগ রহিয়াছে। ইহার কার্য্য ইথিয়প্‌স মার্কিউরিয়ালিস্ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। ইহাতে উক্ত ঔষধের সমুদায় লক্ষণ—গ্রন্থি স্ফীতি, কাণপাকা, স্ক্রফিউলাস চক্ষুরোগ, স্বচ্ছাবরকের ক্ষত ইত্যাদি সমুদায়ই রহিয়াছে। অধিক ফলপ্রদ বলিয়া অনেকে ইহাকে অধিক অনুমোদন করেন। ইহা ৩× চূর্ণ ব্যবহার হয়।

এরেলিয়া হিস্‌পাডা (Aralia hispada)

ইহা এপোসাইনাম ক্যানাবিনামের সমতুল্য ঔষধ এবং ইহা শোথ রোগ সহ মূত্রযন্ত্রের প্রদাহে নির্ব্বাচিত হয়।

ব্যাডিয়েগা (Badiaga)

ইহা রুশদেশের টাটকা স্পঞ্জ হইতে প্রস্তুত হয়। দুইটি স্থানে ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ গ্রন্থি সমূহে এবং দ্বিতীয়তঃ হৃৎপিণ্ডে।

গ্রন্থি প্রদাহ—গ্রন্থি প্রদাহ হইয়া অত্যন্ত কঠিন আকার ধারণ করে। গ্রন্থির কঠিনতাই হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ যে কোন স্থানের গ্রন্থি কঠিন এবং বিবৃদ্ধি হউক ব্যাডিয়াগাকে প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে। বাগী চিকিৎসায় ইহার সুনাম আছে। ইহাকে কার্ব্বএনামিলিসের সমকক্ষ ঔষধ বলা হয়। বাগী সুচিকিৎসিত না হইয়া দরকচা হইয়া গেলে ব্যাডিয়েগা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

হৃৎপিণ্ড—হৃৎপিণ্ডেও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন প্রকার অশান্তিজনক উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে, ব্যাডিয়েগা প্রয়োগে অনেক সময় উত্তম কার্য্য পাওয়া যায় এতৎ বিষয়ে ইহা অনেকটা কফিয়া এবং ফস্ফরাসের সমতুল্য। আমরা এইরূপ স্থলে কফিয়াকেই প্রাধান্য দিয়া থাকি কিন্তু তথাপি ব্যাডিয়াগাকে ভুলিবে না। ব্যাডিয়াগার হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক গোলযোগে কোন কার্য্য নাই।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কোনায়াম, কার্ব্বএনামেলিস, কেলি আইওড।

অনুপূরক (**Complementary**)—সালফার, মার্কআইওড।

শক্তি—৬,৩০,২০০।

ব্যালসামাম পেরুভিয়ানাম
(Balsamum Peruvianum)

ব্রোঙ্কাইটিস্ এবং থাইসিস—বায়ুনলীভুজ শ্লেষ্মায় (Bronchial catarrh) যখন পুঁজবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হয় ব্যালসাম পেরু তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (Balsum of Peru should be remembered as an admirable remedy in bronchial catarrh when there is formation of muco-pus)। প্রচুর পুঁজবৎ শ্লেষ্মা গয়ের উঠে। এতদ্সহ দুর্ব্বলতা, হেকটিক জ্বর এবং নৈশঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ব্যালসাম পেরুকে থাইসিসের একটি মহৎ ঔষধ বলা হয়। ইহার পুঁজবৎ ঘন পীতাভ সাদা প্রচুর গয়ের হইতেছে বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত শব্দযুক্ত শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ শ্রুত হয় (কেলিসালফ, এন্টীমটার্ট)। শ্লেষ্মা অত্যন্ত তরল ; হেকটিক জ্বর, নৈশ ঘর্ম্ম ইত্যাদি থাকিলেও এবং রোগ ভীতিজনক হইলেও উল্লিখিত শ্লেষ্মা থাকিলে ব্যালসাম পেরুকে একটি উত্তম ঔষধ জানিবে—(The Balsum

of Peru is an excellent remedy even though night sweats and hectic fever show the disease to be progressing alarmingly—Farrington.)

ব্যালসাম পেরু Catarrhal phthisis অর্থাৎ শ্লেষ্মাপ্রধান থাইসের উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত (ষ্ট্যানাম)। ব্যালসাম পেরুর সহিত এই কয়েকটী ঔষধকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

ইল্লিসিয়াম এনিসেটাম—পুঁজযুক্ত শ্লেষ্মা এবং তদসহ বাম কিংবা দক্ষিণ তৃতীয় পাঁজরার স্থলে যন্ত্রণা।

পিক্সলিকুইডা—পুঁজযুক্ত গয়ের এবং তদসহ বাম পার্শ্বের তৃতীয় পাঁজরায় যন্ত্রণা।

মাইওসটিস—প্রচুর গয়ের, শুষ্কতা এবং নৈশঘর্ম্ম।

প্রস্রাব—মূত্র স্বল্প এবং প্রচুর শ্লেষ্মাতলানি পড়ে, মূত্রাশয়ের শ্লেষ্মা (চিমাফিলা)।

শক্তি—ইহা নিম্নক্রম ১x অধিক প্রয়োগ হয়। হেকটিক জ্বরে ৬x ক্রম অধিক উপকারী।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ব্যালসাম টোলুটেলাম—প্রচুর গয়েরযুক্ত পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিসে উপযুক্ত।

ব্যারোসমা (Barosma)

মূত্রযন্ত্রের উপর ইহার একমাত্র কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, পুঁজবৎ শ্লেষ্মা স্রাব (muco purulent) ইহার বিশেষ লক্ষণ, কতক বিষয়ে ইহা কোপেবা থুজা, চিমাফিলা ইত্যাদির সমকক্ষ।

শক্তি—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

ব্যারাইটা আইওড (Baryta Iodata.)

লসিকাগ্রন্থির উপরই ইহার প্রধান ক্রিয়া। গ্রন্থি স্ফীত হইয়া কঠিন আকার ধারণ করে, বিশেষতঃ তালুমূল প্রদাহ হইয়া শক্ত হইলে ব্যারাইটা আইওডকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত গলদেশের গ্রন্থিও শক্ত হয় এবং শিশুর শারীরিক গঠন এবং মানসিক বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশের অভাব থাকে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কোনায়াম, মার্কআইওড, কার্ব্বএনা মেলিস।

শক্তি—৬ × চূর্ণ।

বেলিস পেরিন্নিস (Bellis Perennis)

ইহা চোট, আঘাত, টাটানি এবং মচকানর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বিশেষরূপে বস্তি এবং নিম্নোদরের আঘাতে টাটানি যন্ত্রনায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। পেশীর অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, যেন মচকাইয়া গিয়াছে রোগী এই প্রকার খোঁড়াইতে থাকে। কোন প্রকার আঘাত হেতু শৈরীক রক্তের সমাবেশ এবং কালশিরা। শস্ত্রোপচারের (operation) পর গভীর নিম্ন-প্রদেশের টিস্থর আঘাত। স্নায়ুতে আঘাত প্রাপ্ত হেতু অত্যন্ত টাটানি এবং শীতল জলে অবগাহন অসহ্য।

বস্তি প্রদেশস্থ যন্ত্র সমূহের আঘাত হেতু যন্ত্রণা। মচকান এবং আঘাতের বেলিস পেরিনিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (excellent remedy for sprains and bruises)। আঘাত না লাগিয়া আঘাতের ন্যায় অবস্থা হইলেও বেলিস পেরিনিস নির্ব্বাচিত হয়।

জরায়ু এবং নিম্নোদর—স্তন এবং জরায়ু রক্তাধিক্য হয়। স্তন এবং জরায়ুতে টাটানি এবং পেশন বৎ যন্ত্রণা হয় (as if squeezed) অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় শিরা প্রসারণ হয় (varicose veins)। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় রোগী হাটিতে পারে না। নিম্নোদরের গাত্রে জরায়ুতে আঘাতবৎ যন্ত্রণা হয়।

স্ফোটক—শরীরের সর্ব্বত্র ফোঁড়া প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

শক্তি—নিম্নক্রম ৬x, ৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—আর্ণিকা, আর্সেনিক, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া, হেমামেলিস।

রোগের উপশম—ঠাণ্ডা, অবিরাম সঞ্চালন।

রোগের বৃদ্ধি— বাম পাশে, গরম জলে স্নানে, শয্যায় উত্তাপে।

বেঞ্জিনাম (Benzenum)

ইহা বেঞ্জোল নামেও পরিচিত। রক্তসঞ্চালনক্রিয়ার উপর ইহার বিশেষ কার্য্য দেখা যায় এবং ইহার দ্বারা বিষাক্ত হইলে লোহিত রক্ত কনিকা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং শ্বেত রক্ত কনিকা বৃদ্ধি পায়। কাজে কাজেই ইহাকে leucaemia (শ্বেত কনিকা বৃদ্ধি হইয়া প্লীহা বিবৃদ্ধি) রোগের একটি ঔষধ বলা যাইতে পারে। লিউকেমিয়াই হইতেছে ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ এতদ্ব্যতীত চক্ষুতেও কিছু উল্লেখযোগ্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষু খোলা অবস্থাতেই রোগী অবাস্তব বস্তু দর্শন করে। চক্ষুর পাতা কাঁপিতে থাকে আলোকেও ঘোলা দেখে। চক্ষুতে এবং চক্ষুর পাতায় যন্ত্রণা হয়, চক্ষু তারকার অধিক রূপ প্রসারণ হয়।

শক্তি—৬, ৩০, ২০০।

বার্ব্বেরিস একুইফোলিয়াম

(Berberis Aquifolium)

আমরা বার্ব্বেরিস একুইফোলিয়ামের প্রয়োগ একমাত্র ব্রনে অধিক দেখিতে পাই। (A remedy that in small doses a drop or so of the tincture in water, is said to drive away pimples from the face.) মুখে ব্রন এবং মেচেতা প্রকাশ পায়। গাত্র ত্বক ফুস্কুড়িযুক্ত শুষ্ক খস্‌খসে, চর্ম্ম হইতে মৎস্যের আইসের ন্যায় সূক্ষ্ম পাপড়ি উঠে। কপালে ফুস্কুড়ি প্রকাশ পাইয়া তাহা মুখমণ্ডলে বিস্তারিত হয়।

শক্তি—মূল অরিষ্ট ২।৩ ফোঁটা করিয়া সেবনীয়।

ব্ল্যাটা ওরিএণ্ট্যালিস (Blatta Orientalis)

ব্ল্যাটা ওরিএণ্ট্যালিস আর্স্লা হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা সর্ব্ব প্রথম স্বর্গীয় ডাক্তার ডিঃ, এন, রায় মহাশয় ঔষধে পরিণত করেন। ইহার আবিষ্কার সম্বন্ধে এই প্রকার কথিত আছে যে, স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় অনেক বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইত এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ চা পান করিত। একদা ভৃত্য চা প্রস্তুত হইয়া গেলে দেখিতে পায় চায়ের কেট্‌লিতে একটি আর্স্লা সিদ্ধ হইয়া মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ভৃত্য সেই চা ফেলিয়া না দিয়া সকলকে তাহাই পান করিতে দেয়। যাহারা চা পান করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে এক জনের হাঁপানি রোগ ছিল। তিনি সেই চা পান করিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করেন। তদবধি বিদ্যাসাগর মহাশয় সমুদায় হাঁপানি রোগীকে আর্স্লা সিদ্ধ জল পান করিতে দিতেন এবং তাহাতে হাঁপানির বিশেষ উপকার হইতে দেখিয়া ইহাকে ঔষধে পরিণত করা হয়।

ব্ল্যাটা হাঁপানির ঔষধ বলিয়া সুপরিচিত। অনেকে ইহাকে হাঁপানির পেটেণ্ট ঔষধ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছে। ইহা হৃষ্টপুষ্ট লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

মাত্রা—হাঁপানির টানের সময় মূল অরিষ্ট কিংবা ১×, ব্যবহার হয়। হাঁপানির পর কাশির জন্য ৩০, ২০০ শক্তি প্রয়োগ করা হয়।

বোথ্রপ্‌স ল্যাঙ্কিওলেটাস
(Bothrops Lanciolatus)

ভগ্ন স্বাস্থ্য রক্তস্রাবী ধাতুতে বোথ্‌প্‌স অধিক নির্ব্বাচিত হয়। শরীরের সমুদায় ছিদ্রযুক্ত স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়। জিহ্বার কোন দোষ নাই অথচ চুয়াল বন্ধ করিতে পারে না। দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলিতে যন্ত্রণা হয়।

চক্ষু—দিনকানা, সূর্য্য উঠিলে অর্থাৎ দিনে দেখিতে পায় না। চক্ষুতেও রক্তস্রাব হয়।

মুখমণ্ডল—ফোলা থমথমে এবং যেন নেশাখোরের ন্যায়।

গলদেশ—লালবর্ণ শুষ্ক, সঙ্কুচিত। গলাধঃকরণ কঠিন, তরলদ্রব্য ভিতরে যায় না।

পাকস্থলী—কৃষ্ণবর্ণ বমন হয়। অত্যন্ত রক্ত বমন (Haematimesis)। পেট ফাঁপা।

শক্তি—৬, ৩০।

রোগের বৃদ্ধি—দক্ষিণ পাশে।

বিউটিরিক এসিড (Butyrlc Acid)

মাখম হইতে এই এসিড পাওয়া যায়।

মানসিক লক্ষণ—সামান্য বিষয়েই মনের অশান্তি। আত্মহত্যার চিন্তা, সকল সময় ভয় এবং উদ্বিগ্নতা।

শিরঃপীড়া—উপর তলায় যাইতে কিংবা দ্রুত সঞ্চালনে মস্তকে কষ্ট হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—ক্ষুধা থাকে না। সমস্ত পেট জুড়িয়া প্রচুর বায়ুর সমাবেশ হয়। রাত্রিতে পেটে যন্ত্রনা হয়। পাকস্থলী ভার ভার বোধ হয়। নিম্নোদরে নাভির নিম্নে খিল ধরা বেদনা হয়। মলত্যাগ কালীন কোঁথানি এবং যন্ত্রণা হয়।

কটিবাত—কটি দেশের মধ্যস্থলে যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। হাটা-হাটিতে বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত পদদ্বয়ের গোড়ালির সন্ধি স্থলেও যন্ত্রণা হয়।

নিদ্রা—নিদ্রা কিছুই হয় না। নিদ্রিতাবস্থায় ভীষণ প্রকৃতির স্বপ্ন দেখে।

ঘর্ম্ম—সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়—এতদ্ব্যতীত পদদ্বয়ে প্রচুব দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয়।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে দ্রুত হাঁটাহাটিতে, উপর তলায় যাওয়ায়

ডাইলিউসন—৬x।

বিউফো (Bufo)

ভেকের গলদেশের গ্রন্থি ফরসেক্ দ্বারা চাপিয়া যে রস নিঃসৃত হয়, তাহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য এবং মানসিক লক্ষণ—স্নায়ুমণ্ডলীতে বিউফোর কার্য্য অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। নীচ প্রবৃত্তি সমূহকে

উত্তেজিত করিয়া তোলে। মাদক জাতীয় দ্রব্য পান করিবার ইচ্ছা হয় এবং ধ্বজভঙ্গ উৎপাদন করে। স্নায়ুমণ্ডলীতে কার্য্য প্রকাশ করতঃ ঝাঁকুনি, শরীরের পেশীর আক্ষেপিক আনর্ত্তন, গাত্রত্বকে এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ক্ষত ইত্যাদি উৎপন্ন করে। মানসিক এবং শারীরিক শক্তির ক্ষীণতা, জড় বুদ্ধিতা (imbecility) আনয়ন করে। এতদ্বিষয়ে বিউফো অনেকটা ব্যারাইটা কার্ব্ব রোগীর ন্যায়—বুদ্ধি বিকাশের অভাব পরিলক্ষিত হয়, শরীর বৃদ্ধি হইতেছে অথচ রোগীর শিশুবৎ আচরণ পরিষ্কার থাকিয়া যায়, অথবা শিশুর শারীরিক গঠন এবং মানসিক লক্ষণ উভয়ই বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। বিউফোতে এতদ লক্ষণের সহিত মৃগী রোগের যাবতীয় উপসর্গ প্রকাশ পাইতে থাকে এবং মৃগীরোগের লক্ষণের সহিত জননেন্দ্রিয়ের রোগের সংস্রব থাকা উচিত। (Epileptic symptoms, more or less connected with derangements of the sexual sphere, seems to come within the range of this remedy) রোগী হস্তমৈথুন করিবার জন্য একলা থাকিতে চায় এবং নিরিবিলি জায়গা সন্ধান করিয়া বেড়ায়। বিউফোর ইহা একটি সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। হস্তমৈথুন জনিতই মৃগীরোগের প্রকাশ।

শরীর এবং মন দুর্ব্বল, স্মরণ-শক্তি ক্ষীণ, জড়ভাবাপন্ন, আচরণ শিশুবৎ নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির একলা নিরিবিলি থাকিতে চায়, অতি সহজেই হাসিয়া ফেলে এবং কাঁদিয়া উঠে।

মস্তক—মস্তকের তালুতে যেন উষ্ণ বাষ্প উঠিতেছে এইরূপ বোধ। মস্তিষ্ক অসাড় মনে হয়। মুখমণ্ডল ঘর্ম্মেতে ভিজিয়া ওঠে।

চক্ষু এবং দৃষ্টি—চক্‌চকে উজ্জ্বল দ্রব্যের প্রতি তাকাইতে পারে না। চক্ষুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়।

কর্ণ—গীতবাদ্য সহ্য হয় না, (এম্ব্রা), সামান্য গোলমালেই অস্থির বোধ করে।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব সময়ের অতি পূর্ব্বে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া থাকে। ঋতুস্রাবের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে মৃগীরোগের আক্ষেপ (spasm) হয়। যে সমুদায় বালিকাদিগের মৃগীরোগের প্রবণতা থাকে, তাহাদিগের ঠিক

ঋতুস্রাবের সময়ে কিংবা কখন কখন পূর্ব্বে এবং ঋতুস্রাব হইতেছে এইরূপ অবস্থায় মৃগীরোগের আক্রমণ বৃদ্ধি হয়। বালিকা ঋতুস্রাব সময়ে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং মৃগীরোগের পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ হইতেছে তাহা টেরও পায় না। (When the girl lies in an unconscious condition during the menestrual period and has several epileptic spasms which she has no realization of until told and then she is too much dazed to understand if she needs Bufo).

কর্কট রোগ—স্তনের কর্কট রোগে অগ্নিবৎ জলন এবং আক্রান্ত স্থানের চারি পার্শ্বের ফোস্কায় বিউফো সাময়িক আশু উপশম দিবার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বড় বড় পীতবর্ণ ফোস্কা প্রকাশ পায়। বিউফো বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত হয় যখন রক্তের সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত হইয়া যায় (it is specially useful when the milk is mixed with blood) স্তন গ্রন্থিসমূহ শক্ত আকার ধারণ করে।

স্তন ব্যতীত জরায়ুর কর্কট রোগেও বিউফো নির্ব্বাচিত হয়। কর্কট রোগ হেতু জরায়ুতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা পদদ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। দুর্গন্ধযুক্ত রক্তমাখা শ্বেদপ্রদর স্রাব হয়। প্রদাহযুক্ত স্ফীত জরায়ুর উপর প্রচুর ফোস্কা পড়ে এবং তরল পীতবর্ণ রস নির্গত হইতে থাকে—বিউফোর এতদাবস্থা মৃগী রোগের সহিত অধিক প্রকাশ পায়।

ডিম্বাশয় প্রদাহ এবং জ্বালা—ডিম্বাশয় এবং বস্তি প্রদেশে অগ্নিবৎ জলন হয়। বাধক বেদনায় ঋতু স্রাবের সময় এইরূপ যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। ডিম্বাশয়ে জ্বালা করে, উত্তপ্ত হয় এবং সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয়।

পুং জননেন্দ্রিয়—কখন কখন লিঙ্গের অত্যন্ত উত্তেজনা হয় আবার কখন কখন ধ্বজভঙ্গ অবস্থাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু রোগী অত্যন্ত বদ প্রবৃত্তিভাবাপন্ন সকল সময় হস্ত লিঙ্গ দেশে দেয় এবং লিঙ্গ ঘাঁটাঘাটি করে। অত্যন্ত শীঘ্র রেতঃ পাত হয় এবং সহবাসে বিশেষ সুখ বোধ করে না। এতদসহ উপদংশ রোগের ন্যায় কুচকি প্রদেশের গ্রন্থির প্রদাহ হয়।

মৃগীরোগ (Epilepsy)—হস্ত মৈথুন এবং স্ত্রী সহবাস ক্রিয়ায় মৃগী সদৃশ আক্ষেপে (spasm) বিউফো একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগীর হস্ত মৈথুন

করিবার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা এবং তদহেতু একলা একলা গোপনে গোপনে থাকিতে চায়। সহবাস ক্রিয়া কালীন অনেক সময় ভীষণ কনভালসন আরম্ভ হয়—বিউফোর এই প্রকার মৃগীবৎ আক্ষেপ—সহবাস ইচ্ছায় লিঙ্গের উত্তেজনা হইতে কিংবা solar plexus হইতে উত্থিত হয়, আরো দেখিতে পাওয়া যায়—বিউফোর এই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে রোগী মানসিক উত্তেজনা বশতঃ অস্পষ্টভাবে অনবরত বকিতে থাকে এবং তাহা অন্যে বুঝিতে না পারার দরুণ অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিতে থাকে। কনভালসনের পর রোগী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে এবং অজ্ঞান ও ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

ইহাও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যোনি এবং গলদেশে পূঁজযুক্ত ফোস্কা উৎপন্ন হইয়া কনভালসন প্রকাশে বিউফো নির্ব্বাচিত হয়। বিউফো ব্যতীত নাক্স এবং সাইলিসিয়ায়ও কনভালসন solar plexus হইতে সুড় সুড় বোধ আরম্ভ হইয়া হয় এবং সুড় সুড় বোধ solar plexus হইতে উর্দ্ধ দিকে উঠিতে থাকে। এক সময় মনে হয় যেন ইঁদুর হস্ত বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। আবার কোন কোন স্থলে সুড় সুড় বোধ কুক্ষি প্রদেশ হইতে জরায়ু এবং নিম্নে অবতরণ করে।—

সাইলিসিয়া পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় অধিক হয়।

ইণ্ডিগো—বিউফোর যেমন মৃগী রোগের আক্রমণ স্ত্রী সহবাস এবং হস্ত মৈথুন ইত্যাদি হেতু হয়, ইণ্ডিগোর তেমনি কৃমির উপসর্গ হেতু হয়। ইণ্ডিগোয় রোগী বিমর্ষ এবং বিষন্ন প্রকৃতির যদি রোগী অধিক উত্তেজিত প্রকৃতির হয় সেইরূপ স্থলে কৃমির দরুণ হইলেও নাক্স এবং বিউফোকে চিন্তা করিবে।

আর্টিমিসিয়া ভালগারিস—ইহা মৃগী রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বিশেষতঃ যখন ভয় পাইয়া কিংবা কোন প্রকার উত্তেজনা পূর্ণ মানসিক অনুভূতি বশতঃ হয়। কনভালসনের আক্রমণ ছাড়িয়া ছাড়িয়া পুনঃপুনঃ হয় এবং কনভালসনের পর রোগী নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে।

বিসর্প (Erysepelas) এবং ফোস্কা—বিউফোর চর্ম্ম রোগ অনেকটা বিসর্প সদৃশ। চর্ম্মোপরি বড় বড় ফোস্কা পড়ে, ফোস্কা গুলি

ফাটিয়া ক্ষতকারক স্রাব নির্গত হইতে থাকে এবং ক্ষত দেখিতে কাঁচা কাঁচা। হস্তের চেটো এবং পায়ের তলায় বৎসরে বৎসরে ফোস্কা হয়। চুলকানি এবং জ্বালা থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলউসন—৬, ৩০ এবং ২০০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ব্যারইটা কার্ব্ব, এষ্টেরিয়াস।

রোগের বৃদ্ধি—উষ্ণ ঘরে, নিদ্রা ভঙ্গে, উত্তাপে।

রোগের উপশম—স্নানে, ঠাণ্ডা জলে এবং উষ্ণজলে পদদ্বয় রাখিলে।

ক্যাডমিয়াম সালফ (Cadmium Sulph)

ক্যাডমিয়াম সালফ যদিও সম্পূর্ণরূপে প্রুভিং হয় নাই, তথাপি ইহাতে এমন কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে যাহাতে ইহাকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। ক্যাডমিয়াম সালফের কতকগুলি লক্ষণ অনেকটা আসেনিকের সমতুল্য। রোগীর অবসন্নতা অনেকটা আসেনিকের ন্যায়। কলেরা, পীত জ্বর (yellow fever) এবং বমনে অত্যন্ত ভীষণরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে। অন্য পক্ষে আবার ইহাতে ব্রাইওনিয়ার ন্যায় লক্ষণও প্রকাশ থাকে—রোগী নড়চড়া ভাল বাসেনা—চুপ করিয়া স্থির হইয়া থাকে, সঞ্চালনে রোগ বৃদ্ধি হয়।

ক্যাডমিয়াম সালফের প্রধান কার্য্য পাকস্থলীতে দেখিতে পাই। পরিপাক ক্রিয়ার লক্ষণই হইতেছে ক্যাডমিয়াম সালফের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

পরিপাক ক্রিয়া এবং বমন—যাহা কিছু আহার করা যায় তরল দ্রব্য কিংবা খাদ্যদ্রব্য হউক তদসমুদায়ই টক হইয়া যায়। অম্বল উদ্গার উঠে। ভীষণ কাঠ বমি এবং বমনোদ্বেগ। কৃষ্ণবর্ণ কিংবা কফি গুড়ার

ন্যায় বমন হয় (Black vomit)। পাকস্থলী অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, সবুজ বর্ণের কিম্বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা বমন হয় এবং রোগী বমনান্তে ভীষণ অবসন্ন হইয়া পড়ে। পাকস্থলীতে জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণাও হয়। এমন কি পাকস্থলীর কর্কট রোগেও ক্যাডমিয়াম সালফ নির্ব্বাচিত হয়। ক্যাডমিয়াম সালফের বমনের সহিত: ইপিকাক, এণ্টিমটার্ট এবং আর্সেনিককে চিন্তা করা যাইতে পারে। পাকস্থলী যেন কার্য্যশূন্য হইয়াছে কোন দ্রব্যই পরিপাক হয় না সমুদায়ই বমন হইয়া উঠিয়া যায়, ভীষণ বমন এবং বমনোদ্বেগ। রোগী স্থির হইয়া থাকিতে চায়। ক্যাডমিয়াম সালফে অবসন্নতা এত অধিক বর্ত্তমান থাকে যে ইহাকে আর্সেনিকের পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু 'আর্সেনিক রোগী অস্থির প্রকৃতির এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। আর ক্যাডমিয়াম সালফ রোগী বলে—আমার সহিত কেহ কথা বলিও না, আমাকে বিরক্ত করিও না, আমাকে স্থির হইয়া থাকিতে দাও, আমাকে শান্তিতে মরিতে দাও। কোন কিছু পরিপাক না হওয়া দরুণ রোগী কিছুই খাইতে চায় না। না খাইয়া রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পাকস্থলীরকর্কট রোগ, তদহেতু জ্বালা, অবসন্নতা এবং বমন ক্যাডমিয়াম সালফে সম্পূর্ণ উপকার না হইলেও অনেকটা উপশম করিতে পারে। ইহা স্মরণ রাখিবে ক্যাডমিয়াম সালফ কর্কট রোগ হেতু পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে এবং কফি গুড়ার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বমনের আশু উপকার করিবার একটি মহৎ ঔষধ। (It is a great remedy in the gastric irritation of carcinoma, a great palliative, coffee ground vomiting)।

পাকস্থলী, অন্নবহা নলী, গলদেশ, মুখবিবর সমুদায় অম্বল জ্বালা করে (আইরিস) (Burning in the stomach extending up into the oesophagus, fluids burn all the way up into the mouth and throat, sour, acid fluids).

চক্ষু—কর্ণিয়া অসচ্ছ হয়। চক্ষু এবং মুখমণ্ডলের একপার্শ্ব আক্রান্ত হয়। রাত্রিতে দেখিতে পায় না।

পক্ষাঘাত—অসার বোধ হয়। জায়গায় জায়গায় এইরূপ হয়।

নাসিকা একটি হস্ত কিংবা শরীরের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান অসার বোধ করে (কষ্টিকাম)। পক্ষাঘাত গ্রস্ত স্থান সময় সময় যন্ত্রণাযুক্ত হয় এবং পক্ষাঘাত গ্রস্থ স্থানে যেন কিছু চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ সুড় সুড় বোধ হয়।

সংন্যাস রোগের আরোগ্য লাভের পর একটী হস্ত এবং একটি পা দুর্ব্বল থাকে (ফস্ফরাস)।

প্রাতঃকালীন বমন (morning sickness)—ক্যাডমিয়াম সালফ্‌কে অনেকে প্রাতঃকালীন বমনে এবং অন্তঃসত্বাবস্থায় পরিপাক ক্রিয়ার উপসর্গে উচ্চস্থান দেন।

নিদ্রা—রোগী নিদ্রা যাইতে গেলে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। পুনরায় নিদ্রা যাইতে ভীত হয়। ভীষণ নিদ্রাহীনতা কিছুতেই রোগীর নিদ্রা হয় না।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্ন এবং উচ্চক্রম উভয়ই ব্যবহার হয়।

রোগের বৃদ্ধি—হাটা হাঠিতে, নিদ্রার পর (ল্যাকেসিস্) খোলা বাতাসে, উত্তেজক দ্রব্য পানে কিংবা আহারে।

রোগের উপশম—আহারে এবং বিশ্রামে।

ক্যাজুপুটাম (Cajuputum)

ইহার কার্য্য অনেকটা লবঙ্গ তৈলের ন্যায়। ক্যাজুপুটাম পেটফাঁপা এবং জিহ্বার রোগে অধিক ব্যবহার হয় এবং ইহা একটি প্রচুর ঘর্ম্মকারক ঔষধ।

মস্তক—রোগী মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ মনে করে। মস্তক এত বৃহৎ বোধ হয় যে, মস্তক সামলাইতে পারে না (রোগী মনে করে তাহার শরীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—ব্যাপ্টিসিয়া। রোগী মনে করে তাহার শরীর কাঁচের প্রস্তুত স্পর্শ করিলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে—থুজা। রোগী মনে করে সে অন্তঃসত্বা হইয়াছে, শীঘ্রই সন্তান প্রসব হইবে—ভিরেট্রাম এলবাম)

জিহ্বা এবং অন্ননালী—জিহ্বা মনে হয় ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং ফুলিয়া সমুদায় মুখঘায়ে যেন ভরিয়া গিয়াছে। অন্ননালীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন, শক্ত জিনিষ গলাধঃকরণ করিতে পারে না।

হিক্কা—হিক্কার একটি উৎকৃষ্ঠ ঔষধ। সামান্য কারনেই হিক্কা উপস্থিত হয়।

পাকাশয় শূল—ক্যাজুপুটাম বায়ুর সমাবেশ বশতঃ পাকাশয় শূল যন্ত্রণায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। পাকাশয় শূলের সহিত পেট ফাঁপা থাকা উচিত (Flatulent colic)

সমগুণ ঔষধসমূহ—এসাফিটিডা, ব্যাপ্টিসিয়া।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x।

ক্যালকেরিয়া হাইপোফস্‌ফরিকা
(Calcarea Hypophosphorica)

ক্রমাগত পুনঃ পুনঃ ফোঁড়া হওয়া বশতঃ জীবনী শক্তি দুর্ব্বল হওয়ায় ফস্‌ফরাস অধিক মাত্রায় দেওয়া প্রয়োজনে সেইরূপ স্থলে ক্যালকেরিয়া হাইপোফস ১x, ২x প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগীর ক্ষুধা নষ্ট হয়, শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, নৈশ ঘর্ম্ম হয়, রোগীকে টিউবারকিউলোসিস রোগের দিকে লইয়া যায়।

ডাক্তার ন্যাস তাঁহার গ্রন্থে এতদ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিম্নে দিলাম তিনি লিখিতেছেন—একবার আমি এইরূপ একটি রোগী পাই। রোগীর বয়স মাত্র ৮ বৎসর। হাঁটুর সন্ধিস্থলে ৪।৫টি ফোঁড়া হইয়াছে, ক্ষত টিবিয়া অস্থি পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে। প্রায় অর্দ্ধেক অস্থি খাইয়া ফেলিয়াছে, অস্থি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, বালকটি অত্যন্ত কৃশ

হইয়া পড়িয়াছে। কিছুই খাইতে চাহে না। ক্ষুধা নাই। মৃত ব্যক্তির ন্যায় ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। বালকের মাতাকে আমি বলিলাম—ইহা অস্ত্র চিকিৎসকের কার্য্য, যাহা হউক আমি কতদূর উন্নতি করিতে পারি চেষ্টা করিব। এই বলিয়া আমি ১x চূর্ণ প্রতিদিন এক গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসিলাম। এক সপ্তাহ পর দেখিতে পাইলাম রোগীর এবং ক্ষতের অনেক উপকার হইয়াছে এবং বালকের মাতা বলিলেন—"ছেলে খাই খাই করিয়া আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে।" এই প্রকার কিছু অধিক দিন উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। তদবধি আমি যে কোন স্থানের বৃহৎ ফোঁড়ায়, যে স্থলে পূঁজের সঞ্চার হইয়াছে এই ঔষধ ব্যবহারে আশানুরূপ ফল পাইয়াছি—পূঁজ শোষণ হইয়া ফোঁড়া বসিয়া গিয়াছে।

ক্যালকেরিয়া পিক্রেটা
(Calcarea Picreta)

পুনঃ পুনঃ ফোঁড়ার কিংবা পুরাতন ফোঁড়ার ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষ ভাবে যে স্থানের চর্ম্ম অত্যন্ত পাতলা যেমন পদদ্বয়, মলদ্বার ইত্যাদি স্থানের অস্থিতে হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x চূর্ণ অথবা ৩০ শক্তি।

ক্যালকেরিয়া এসেটিকা
(Calcarea Acetica)

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহে ইহার প্রধান কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র এবং কাশি—কাশি তরল এবং বৃহৎ

চাপ চাপযুক্ত শ্লেষ্মা গয়েরের সহিত উঠে। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। স্কন্ধদেশ পশ্চাতে ঠেস দিলে উপশম হয়। নিশ্বাস পরিত্যাগ কালীন শ্বাস-প্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ হয়।

শিরঃঘূর্ণন—খোলা মুক্ত বায়ুতে শিরঃঘূর্ণন হয়।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

ক্যালকেরিয়া আইওডেটা
(Calcarea Iodiata)

স্ক্রফিউলাস রোগীদিগের বিশেষতঃ গ্রন্থির স্ফীত, তালমূল প্রদাহ ইত্যাদিতে এই ঔষধটি অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। শিশু থলথলে পেশীযুক্ত এবং ঠাণ্ডা স্পর্শাধিক্য। যাবতীয় নিঃসরণ (secretion) প্রচুর এবং পীতাভ। জরায়ু অর্ব্বুদেও (Fibroid) কেলকেরিয়া আইওড অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয়।

কেলকেরিয়া আইওডের নির্ব্বাচন ধাতু প্রকৃতির (constitution) উপর নির্ভর করে। ইহার গ্রন্থির স্ফীতিই হইতেছে প্রধান লক্ষণ।

তালুমূল (tonsils)—তালুমূল প্রদাহ হইয়া বিবৃদ্ধি এবং শক্ত হয় এবং তালমূলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত সদৃশ শ্লৈষ্মিক কোষ (crypts) থাকে।

ক্ষত—ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয় না (indolent ulcer) এবং শিরা প্রসারণ অর্থাৎ Varicose veins যুক্ত।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা, সাইলিসিয়া, মার্ক-আইওড।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

(Calcarea Ranalis Preparata)

ক্যালকেরিয়া রেনালিস প্রিপেরেটা

ইহা মূত্রশিলা চূর্ণ করিয়া প্রস্তুত করা হয়। মূত্রশিলা, মূত্ররেণু রোগে ইহা ১৮৪৬ সাল হইতে সুনামের সহিত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। ডাঃ ব্রেডারনল ইহার উপকারিতা উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করেন। এতদ্ব্যতীত যাহারা মূত্রশিলা রোগে ভোগে তাহাদিগের দন্ত শর্কড়াও (tartars) ক্যালকেরিয়া রেনালিস প্রিপেরেট-প্রয়োগে দূরীভূত হয়।

ডাইলিউসন—৩x চূর্ণ ব্যবহার হয়।

ক্যালকেরিয়া সিলিকেটা

(Calcarea Silicata)

ইহা একটি গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ এবং ইহার কার্য্য বহুদিন স্থায়ী। যে সমুদায় উপসর্গ ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বহুদিনে একটি রোগে শেষে পরিণত হয়। সেইরূপ স্থলে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না। ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। রোগী দুর্ব্বল, শীর্ণ, শীতল এবং শীত শীত বোধ করে কিন্তু অত্যধিক উত্তপ্ত হইলে অস্বস্থি বোধ করে।

মানসিক লক্ষণ—অন্যমনস্ক, উদাসীন, আত্মবিশ্বাসহীন এবং অত্যন্ত ভীতু।

পরিপাক ক্রিয়া—পাকস্থলী খালি থাকিলে রোগী পেটে শীতলতা বোধ করে। অত্যন্ত পিপাসা হয়। আহারান্তে পেট ফাঁপিয়া ওঠে। বমন এবং উদগার হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র—শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। প্রচুর পীতাভ সবুজ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—উচ্চশক্তি ২০০ অধিক ব্যবহার হয়।

ক্যালোট্রোপিস (Calotropis)

ইহাকে উপদংশের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয় কিন্তু ইহা মার্কারির পর নির্ব্বাচিত হয়, যে স্থলে মার্কারি নিরাপদে আর দেওয়া যাইতেছে না এবং দেওয়া নিরাপদও নহে অথচ অনেক দেওয়া হইয়াছে সেইরূপ স্থলে উপদংশে উত্তম কার্য্য করে। উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ। ইহা ব্যবহারে শীঘ্র শরীরকে সুস্থ করিয়া দেয়। উপদংশ ক্ষত এবং গাত্রের দাগ আরোগ্য হইয়া যায়। উপদংশের দরুণ রক্ত শূন্যতা শীঘ্র দূরীভূত হয়। ক্যালোট্রোপিসের একটি বিশেষ লক্ষণ হইতেছে পাকস্থলীর উত্তাপ।

উপদংশ ব্যতীত ক্যালোট্রোপিস গোদ, কুষ্ঠ এবং তরুণ আমাশয়েও ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মার্কারি, পটাসিয়াম আইওড, সার্সা।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, এক ফোঁটা হইতে ৫ ফোঁটা, প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবনীয়।

ক্যাম্ফর মন-ব্রোমেটা (Camphor Mono-Bromata)

ইহাকে মন ব্রোমাইড অফ ক্যাম্ফরও (Mono-bromide of Camphor) বলা হয়। স্নায়বীক চঞ্চলতা (Nervous excitability) ইহার বিশেষ

লক্ষণ। দুগ্ধলোপ, স্বপ্নদোষ, যন্ত্রণাযুক্ত লিঙ্গোচ্ছ্বাস, শিশু কলেরা ইত্যাদিতে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

মানসিক লক্ষণ—দিক নির্ণয়ে ভ্রম হয়—উত্তরকে দক্ষিণ, পূর্ব্বকে পশ্চিম এইরূপ ভ্রম ধারণা। হিষ্টিরিয়া কখন হাসে কখন কাঁদে।

ডাইলিউসন—২x চূর্ণ।

কার্ব্বনিয়াম অক্সিজেনিসেটান
(Carboneum Oxygenisatum)

ইহা হার্পিস (Herpes Zoster), পোড়া নাড়াঙ্গা, ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাতি রোগে নির্ব্বাচিত হয়। শীতলতা এবং **তন্দ্রা** ইহার বিশেষ লক্ষণ। দাঁতে দাঁত অত্যন্ত ভীষণরূপে লাগিয়া যায় (Jaws firmly clenched) এবং তন্দ্রাভাব বহুদিন পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকে, শীঘ্র কাটে না।

ডাইলিউসন—১x।

কার্ব্বানয়াম সালফিউরেটাম
(Carboneum Sulphuratum)

কার্ব্বন সালফ হোমিওপ্যাথিকে বহুদিন মদ্যপান হেতু স্বাস্থ্যভঙ্গের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী মুক্ত বায়ু, খোলা দরজা জানালা অত্যন্ত পছন্দ করে। কর্কট রোগের বৃদ্ধি নষ্ট করিতে কার্ব্বন সালফ অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয়। ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, ঠাণ্ডা খাদ্যদ্রব্য আহারে রোগের বৃদ্ধি হয়। কার্ব্বভেজের ন্যায় হিমাঙ্গ অবস্থায় প্রয়োগ হয়, শৈরিক রক্তের সমাবেশ হয়। হস্তপদের স্পর্শ চেতনার হ্রাস হয়।

মানসিক লক্ষণ—খিটখিটে রাগী, উদ্বিগ্ন প্রকৃতির, তন্দ্রাযুক্ত। অন্যমনস্ক, অবাস্তব বস্তু দর্শন এবং শ্রবণ করে, মন অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল।

মস্তক—মস্তকে ব্যথা হয় মনে হয় যেন শক্ত টুপি পড়িয়া রহিয়াছে অথবা কোন প্রকার বন্ধনি দ্বারা মস্তক বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। চুল পড়িয়া যায়। রোগী মস্তকে গোলমাল বোধ করে। মস্তকের পশ্চাদ্দেশে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা মস্তকের তালুদেশে ওঠে এবং তালুদেশে সারাদিন লাগিয়া থাকে।

চক্ষু—কার্ব্বন সালফে চক্ষুতে অনেক প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়—দৃষ্টির দুর্ব্বলতা, অদূরদৃষ্টি, (myopia), চক্ষুর স্নায়ুর শুষ্কতা, দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদি নানাপ্রকার উপসর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আলোকাতঙ্ক, অক্ষিপুটের কম্পন ইত্যাদিও প্রকাশ পায়।

কর্ণ—শ্রবণেন্দ্রিয়েরও অনেক গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণে গুণ গুণ, ঝিন্ ঝিন নানাপ্রকার শব্দ হয়, মনে হয় যেন সঙ্গীত যন্ত্র বাজিতেছে। কর্ণ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নিঃসরণ হয়।

নিম্নোদর—নিম্নোদরে যন্ত্রণা হয়—যন্ত্রনার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোদরের জায়গায় জায়গায় ফুলিয়া উঠে, ইহা যেন স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া বেড়ায় (wandering swelling)। পেট কাঁপার সহিত পেট ডাকা থাকে।

ধ্বজভঙ্গ—সহবাসের কোন প্রকার ইচ্ছা থাকে না ইচ্ছা নষ্ট হইয়া যায়। লিঙ্গ শিথিল শুষ্ক হয়, লিঙ্গের উত্থান শক্তি কিছুমাত্র থাকে না। প্রচুর বীর্য্যস্খলন হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—১x, ৩x অধিক প্রয়োগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতঃকালীন ভোজনের পর স্নান।

রোগের উপশম—খোলা মুক্ত বায়ু।

ক্যাসকেরা স্যাগ্রেডা (Cascara Sagrada)

কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা নির্ব্বাচিত হয়। এক এক বার ১০।১৫ ফোঁটা করিয়া সেবনে কোষ্ঠকাঠিন্য সাময়িক উপশম করে।

বাত—পেশী এবং সন্ধিস্থলের বাতে এবং তদসহ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ক্যাসকেরা ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। আমরা ইহা এইরূপ স্থলে নিম্নক্রম ৬ অধিক প্রয়োগ করিয়া থাকি।

ক্যাসক্যারিলা (Cascarilla)

ইহার পরিপাক ক্রিয়ার উপর যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে। রোগী তামাকের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। বমনের আকাঙ্ক্ষা ইহার অত্যন্ত পরিচায়ক লক্ষণ।

রোগী উষ্ণ খাদ্য সামগ্রী আহারের ইচ্ছা করে। বমন এবং বমনেচ্ছা পেটে যন্ত্রণাও হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত, শ্লেষ্মা জড়িত, (গ্র্যাফাইটিস) মলের সহিত উজ্জ্বল রক্ত নির্গত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় থাকে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

ক্যারিকা পাপেয়া (Carica Papaya)

ইহা কাঁচা পেঁপের আটা হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট হজম কারক ঔষধ। যাহাদিগের পেটে বায়ুর সমাবেশ অধিক হয় এবং যাহা আহার করে তাহা শীঘ্র পরিপাক হয় না, উদ্গার ওঠে, বুক জ্বালা করে,

তাহাদিগেতে ইহা উত্তম কার্য্য করে। ইহা আহারের অব্যবহিত পরই সেবনীয়। ইহা পরিপাক ক্রিয়ায় মূল অরিষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত ইহার কার্য্য আর একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে মলদ্বারের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে লিঙ্গের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত যন্ত্রণা প্রকাশ পায় মনে হয় যেন কোন খস খসে বস্তু জোরে বাহির হইয়া আসিবে বাম অণ্ডকোষেও যন্ত্রণা হয়। প্রাতঃকালে সর্ব্বপ্রথম মূত্র ত্যাগ করিতে মূত্র শীঘ্র বাহির হইতে চায় না—যেন কিছুতে আটকাইতেছে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

সিরিয়াম অক্জেলিকাম

(Cerium Oxalicum)

আক্ষেপযুক্ত প্রতিক্ষিপ্ত (spasmodic reflex) বমন এবং কাশি ইহার বিশেষ লক্ষণ। অন্তঃসত্বাকালীন এবং ভুক্ত খাদ্য দ্রব্য বমনে এবং বমনযুক্ত হুপিং কাশিতে ইহা উত্তম ফল করে।

ডাইলিউসন—১x চূর্ণ।

কারসিনোসিন (Carcinosin)

কর্কট রোগ হইতে এই ঔষধটি প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা একটি নোসোড জাতীয় ঔষধ। ইহা প্রয়োগে কর্কট রোগের গতি রোধ করে। স্তনের গ্রন্থির কর্কট রোগ, অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং গ্রন্থি সমূহ প্রস্তরবৎ কঠিন হয়। এতদ স্থান ব্যতীত জরায়ু প্রদেশের অর্ব্বুদেও কর্কট রোগ সম্ভাবনায় ব্যবহার হয়। দুর্গন্ধ স্রাব, রক্তস্রাব এবং যন্ত্রণা কারসিনোসিন ব্যবহারে অত্যন্ত উপশম হয়।

এতদ্ব্যতীত পাকস্থলীতে বায়ুর সমাবেশ হয় এবং পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—বিউফো, কোনিয়াম, ফাইটোলেক্কা, এস্টেরিয়াস।

ডাইলিউসন—২০০ সচরাচর প্রয়োগ হয় এবং রাত্রিতে দেওয়া হয়।

ক্যাষ্টর ইকুই (Castor Equi)

ইহা ঘোড়ার খুড় হইতে প্রস্তুত হয়। ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইতেছে স্তনের বোঁটায়, চর্ম্মরোগে এবং স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে। স্তন বোঁটা ফাটিয়া কিংবা চির খাইয়া ক্ষত হইলে ইহা উত্তম কার্য্য করে (গ্র্যাফাইটিস)। এতদ্ব্যতীত নখে এবং অস্থিতেও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

আঁচিল—আঁচিল কপালে এবং বক্ষঃস্থলে হয়।

স্তন—স্তনের বোঁটা চিরিয়া ফাটিয়া যায়। অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। স্তন ফুলিয়া ওঠে। বক্ষঃস্থল অত্যন্ত চুলকায় এবং স্তন বোঁটার চারিপার্শ্ব লাল হয়।

চর্ম্মরোগ—চর্ম্ম এবং ওষ্ঠের ভিতরের লাল অংশ অর্থাৎ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ত্বক পুরু হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০।

ক্যাষ্টোরিয়াম (Castoreum)

হিষ্টিরিয়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকে। আলোক সহ্য করিতে পারে না—দিন কানা (day blindness)। স্নায়বীক স্ত্রীলোক, যাহারা রোগ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারে না। খিটখিটে হয় এবং

৬

দুর্ব্বলকারক ঘর্ম্মে কষ্ট হয়। সকল সময় হাই উঠে। নিদ্রা ভাল হয় না এবং ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখে।

জিহ্বা—স্ফীত, জিহ্বার মধ্যস্থলে মটরদানার ন্যায় গোলাকার স্ফীতি হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—বাধক যন্ত্রণা। রক্ত ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হয় এবং রোগীকে এই প্রকার রক্ত নিঃসরণের সময় কোঁথাইতে হয় এবং এতদসহ জানুদেশে যন্ত্রণা থাকে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এম্ব্রা, মস্কস, এসিড মিউর, ভেলেরিয়ানা।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

চিনোপোডিয়াম এন্থেলমিন্টিকাম
(Chenopodium Anthelminticum)

স্ক্যাপুলার যন্ত্রণা ইহার বিশেষত্ব। ইহাতে দক্ষিণ পার্শ্বের অর্দ্ধ শরীরের পক্ষাঘাত, সংন্যাস, শ্বাস-প্রশ্বাসে গভীর নাসারব সদৃশ শব্দ, হঠাৎ শিরঃঘূর্ণন ইত্যাদি প্রকাশ পায়। চিনোপোডিয়াম তৈল বড় বড় ক্রিমিতে এবং Hook wormsএ প্রয়োগ হয়।

কর্ণ—কর্ণের স্নায়ুর অবসাদ নিশ্চেষ্টতা, শুনিতে পায় না। কিন্তু জোরে শব্দ করিলে শুনিতে পায়। লোকের কথার শব্দ শুনিতে না পারিলেও অথচ গাড়ীর শব্দ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। কর্ণে গুণ্ গুণ্ ভন্ ভন্ শব্দ হয় এবং এতদসহ তালুমূলের বিবৃদ্ধিও থাকে।

পৃষ্ঠদেশ—দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে মেরুদণ্ডের সন্নিকট অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা ফুটিয়া বক্ষঃস্থলে বাহির হয়।

মুত্র—প্রচুর পীতবর্ণ ফেনা ফেনা প্রস্রাব হয়। মুত্র পথে ক্ষতকারক জ্বালা বোধ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ওপিয়ম, চায়না, চেলিডোনিয়াম।

ডাইলিউসন—৬x। Hook worm এবং ক্রিমির জন্য চিনোপোডিয়াম তৈল প্রত্যেক ২ ঘণ্টা অন্তর ১০ ফোঁটা করিয়া সেবনীয়।

চিরএন্থাস চিরি (Cheranthus Cheri)

ডাক্তার কুপার কর্ণ বধিরতায় ইহার উপকারিতা সমর্থন করেন। বামপার্শ্বের কর্ণের বধিতার জন্য ইহা অধিক উপযুক্ত। কর্ণে পুঁজ জন্মায় অথচ পুঁজ বহির্গত হয় না। ইহা মূল অরিষ্ট ব্যবহার হয়। জলের সহিত এক ফোঁটা মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে হয়।

চিমাফিলা আমবেলেটা (Chimaphila Umbellata)

মূত্রপিণ্ড এবং জননেন্দ্রিয়ে ইহার প্রধান কার্য্য। নাসিকা এবং মধ্যান্ত্রত্বচ গ্রন্থিও (Lymphatic and mesenteric gland) আক্রান্ত হয়। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোকের স্তনেও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। হৃষ্টপুষ্ট স্ত্রীলোকের প্রস্রাবে কষ্ট।

চিমাফিলার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূত্রাশয় রোগে বিশেষতঃ তরুণ কিংবা পুরাতন মূত্রাশয় হইতে শ্লেষ্মাস্রাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মূত্রের সহিত প্রচুর শ্লেষ্মা বর্ত্তমান থাকে। প্রস্রাব স্বল্প হয় এবং দড়ির ন্যায় পুঁজবৎ শ্লেষ্মা তলানি পড়ে। Prostatic gland ও বিবৃদ্ধি থাকে।

চক্ষু—বাম চক্ষুতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং তদসহিত চক্ষু হইতে জল নির্গত হইতে থাকে। অক্ষিপুট চুলকাইতে থাকে।

মূত্র—প্রস্রাব ত্যাগ করিতে কোঁথ দিতে হয়। প্রস্রাব ঘোলা অপরিষ্কার। দুর্গন্ধযুক্ত, রজ্জুবৎ কিংবা রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে এবং প্রচুর তলানি পড়ে। প্রস্রাব ত্যাগকালীন জ্বালা বোধ করে এবং মূত্র ত্যাগান্তে কোঁথাইতে হয়। প্রস্রাব নিঃসরণের পূর্ব্বে রোগীকে কোঁথ দিতেই হইবে (must strain before flow comes)। প্রস্রাব স্বল্পও হয়।

A good remedy for chronic bladder troubles where pus or pus and blood are much in evidence in the urine.

মুখশায়ী গ্রন্থির প্রদাহ (Prostatitis)—তরুণ মুখশায়ী গ্রন্থির প্রদাহে চিমাফিলার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্রাব অবরোধ হয় এবং বিটপ প্রদেশে যেন একটি গোলাকার বল লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় (feeling of a ball in perineum) (ক্যানাবিস ইণ্ডিকা)। মূত্রপিণ্ড স্থলে দপ দপ করে। প্রস্রাবে শর্করা থাকে। (ক্যাপসি, গ্রাইণ্ডেলিয়া)। দাঁড়াইয়া পা ফাঁক করিয়া সম্মুখ দিকে শরীরকে নত না করিলে প্রস্রাব করিতে পারে না।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—যোনিকপাট প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া ওঠে। যোনি দেশে যন্ত্রণা এবং উষ্ণ বোধ হয়।

অর্ব্বুদ (tumor)—স্তনে যন্ত্রণাযুক্ত অর্ব্বুদ (tumor) প্রকাশ পায় কিন্তু অর্ব্বুদ ফাটিয়া ক্ষত হয় না। দুগ্ধ নিঃসরণ হইতে থাকে। স্তন খুব শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। অত্যন্ত বৃহৎ আকারের স্তনযুক্ত স্ত্রীলোকের স্তনগ্রন্থির অর্ব্বুদে চিমাফিলা অনেক স্থলে উত্তম কার্য্য করে এবং অর্ব্বুদে যন্ত্রণা হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়—মূত্রাশয়ের গ্রীবা হইতে লিঙ্গের মুখ পর্য্যন্ত জ্বালা করে। গ্লিটস্রাব হয় এবং মুখশায়ী গ্রন্থি প্রদাহ এবং বিবৃদ্ধি হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—পূঁজযুক্ত প্রস্রাবে মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ১০ ফোঁটা অধিক উপযুক্ত।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—চিমাফিলা ম্যাকিউলেটা, উভা, ইপিজিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—স্যাঁৎসেতে ঋতুতে, শীতল প্রস্তরে কিংবা মেঝেতে উপবেশনে, বামপার্শ্বে।

চিওন্যান্থাস (Chionanthus)

শিরঃপীড়ায় এই ঔষধটির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। শিরঃপীড়া—দুর্ব্বলতা, পৈত্তিক, ঋতুস্রাব অর্থাৎ যে কোন কারণ বশতঃই হউক—ইহার বিষয় চিন্তা করিবে। চক্ষুর উপরে কপালে শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। চক্ষুতেও অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। এতদ্ব্যতীত ইহা যকৃত, প্লীহা, ন্যাবা, পিত্তশূল ইত্যাদি রোগেও ইহা ব্যবহার হয়। (has been found to be a remedy for certain classes of habitual sick-headache, pain over eyes, nausea, pressing at root of nose, retching)

শিরঃপীড়া—নাসিকাগ্রে মস্তকের সম্মুখে যন্ত্রণা হয়। মস্তক নত করিলে এবং নাড়াইলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু—চক্ষু পীতবর্ণ হয়।

জিহ্বা—পীত লেপাবৃত। প্রচুর লালাস্রাব হয় এবং শুষ্ক হইয়া থাকে অথচ জল পিপাসায় শুষ্কতা কাটে না।

পরিপাক ক্রিয়া এবং যকৃৎ—নাভির নিকট কামড়ানি যন্ত্রণা হয়। মনে হয় অন্ত্রের চারিপার্শ্ব রজ্জুর দ্বারা বাঁধা রহিয়াছে একবার হঠাৎ টান পড়িতেছে আবার শিথিল হইতেছে। যকৃত বড় হয় এবং যন্ত্রণা-যুক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিণ্য, ন্যাবা, কাদা-কাদা পীতবর্ণ মল, জিহ্বা অত্যন্ত অধিকরূপ লেপাবৃত, ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি, পিত্তশূল, যকৃত প্রদেশ-স্পর্শাধিক্য ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়। সিয়ানোথাসি যে প্রকার

প্লীহার বিবৃদ্ধির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ চিওন্যান্থাস সেই প্রকার যকৃত বিবৃদ্ধির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মূত্র—মূত্র পুনঃ পুনঃ হয় এবং পিত্তযুক্ত ও high specific gravity। প্রস্রাব অত্যন্ত ঘোরবর্ণ।

গাত্রত্বক—পীতবর্ণ এবং ঘর্ম্মযুক্ত।

ডাইলিউসন—মূলঅরিষ্ট এবং ১xক্রম।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিনকোনা, সিয়ানোথাস্‌ চেলিডোনি, কার্ডুয়াস, পডফাইলাম, লেপটেণ্ড্রা।

ক্লোরাম (Chlorum)

ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায় উপর, শ্বাসনলীর দ্বারের সঙ্কোচন হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ।

মানসিক লক্ষণ—রোগী মনে করে পাগল হইয়া যাইবে। স্মরণশক্তিহীন হয় বিশেষতঃ নাম মনে থাকে না।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র—শ্বাসনলীর আক্ষেপ (spasm)। মনে হয় দম বন্ধ হইয়া যাইবে। শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের নল যেন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। কণ্ঠনালীর আক্ষেপ হইয়া হঠাৎ শ্বাসকষ্ট। সময় সময় নিশ্বাস সহজে গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু পরিত্যাগ করিতে পারে না। মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয়। অনেকক্ষণ স্থায়ী বাঁশীর শব্দের ন্যায় জোরে শ্লেষ্মার শব্দ হয়। জিহ্বা সম্পূর্ণ শুষ্ক।

ডাইলিউসন—৬ শক্তি।

কোলেসটেরিনাম (Cholesterinum)

কোলেসটেরিনামের যকৃতের উপর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং একমাত্র কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যকৃতের কর্কট রোগে, যকৃতের রক্তাধিক্যতায় ইহার সুনাম রহিয়াছে। যকৃত প্রদেশ জ্বালাকরে। হাটাহাটির সময় হস্ত দ্বারা যকৃতের স্থান ধরিয়া থাকিতে হয় নতুবা কষ্ট বোধ করে। এতদসঙ্গে ন্যাবা, পিওশিলা ইত্যাদি লক্ষণও থাকা সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত অক্ষি গোলকের স্বচ্ছ পদার্থ (vitreous body) অস্বচ্ছ হয়।

ডাইলিউসন—৬× চূর্ণ।

কোলাস টেরাপিনা (Cholasterrapina)

ইহা পদদ্বয়ের এবং ডিমির খিলধরার যন্ত্রণার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যখন অন্যান্য নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার হয় না, তখন ইহার বিষয় স্মরণ করিবে। ইহা নিম্নক্রম ব্যবহার হয়।

সাইমেক্স (Cimex)

ইহাকে বাংলায় ছাড়পোকা বলা হয়। ইহার ব্যবহার জ্বরে, স্নায়ুর সঙ্কোচনে অধিক ব্যবহার হয়।

শিরঃপীড়া—মদ্যপান হেতু ভীষণ শিরঃপীড়া এবং ক্রোধ, সমুদায় দ্রব্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিড়িয়া ফেলে। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের সম্মুখাংশের অস্থিতে যন্ত্রণা হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—যোনিদেশ হইতে বাম ডিম্বাশয়ে তীর বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়।

জ্বর—সমুদায় শরীর শীত শীত বোধ করে। মনে হয় যেন বায়ু হাঁটুদ্বয়ে লাগিতেছে। শরীরের সমুদায় সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা। মনে হয় যেন পেশী বন্ধনী (tendons) সমূহ সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে বিশেষরূপে হাঁটুতে এই লক্ষণটি অধিক প্রকাশ পায় তদহেতু রোগী হাঁটু সোজা করিতে পারে না (এমনমিউর)।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শুষ্ক গুট্‌লে গুট্‌লে (ওপিয়ম) এবং শক্ত।

ডাইলিউসন—২০০ শক্তি।

সিনেরেরিয়া (Cineraria)

ইহার সম্পূর্ণ নাম সিনেরেরিয়া ম্যারিটিমা সাক্কাস। ছানির (cataract) ইহা একটি অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ, বহুকাল হইতে ছানি চিকিৎসায় ইহা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় ছানির আরম্ভ অবস্থায় ইহা উত্তম কার্য্য করে এবং অল্পদিনে ছানি সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দেয়। ইহা বিশেষতঃ আঘাতজনিত ছানিতে অধিক কার্য্য করে। ইহা কেবল বাহ্যিক ব্যবহার করিতে হয় প্রত্যহ ৪।৫ বার ছানিযুক্ত চক্ষুতে ফোঁটা দিতে হয়। ইহা কিছু বেশীদিন ব্যবহার করা উচিত।

সমগুণ ঔষধ—কস্ফরাস, ক্যানাবিস, কষ্টিকাম, ন্যাপথালিন, লেডাম, নেট্রাম মিউর।

সিনামোনাম (Cinnamon)

ইহার বাংলা নাম দারুচিনি। ইহার প্রয়োগ রক্তস্রাবে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পাকস্থলী নাসিকা, ফুসফুস ইত্যাদি স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়।

কটিদেশে ঝাঁকি লাগিলে কিংবা উচুনিচু জায়গায় পড়িয়া গেলে প্রচুর উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব হয় প্রসবান্তিক• রক্তস্রাবেও সিনামোনাম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ঋতুস্রাব—সময়ের পূর্ব্বে হয়, প্রচুর বহুদিন স্থায়ী, উজ্জ্বল লালবর্ণ। আকর্ষণবৎ যন্ত্রণা থাকে (Bearing down sensation)।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ইপিকাক, ট্রিলিয়াম।

ডাইলিউসন—মূলঅরিষ্ট এবং নিম্নক্রম ৩x, ৬x।

সিস্টাস্ ক্যানাডেন্সিস

(Cistus Canadensis)

ইহা একটি গভীর ক্রিয়াশীল সোরিক ঔষধ। গ্রন্থির (Glands) বিবৃদ্ধি, হারপেটিক পীড়কা (Herpetic eruptions) এবং পুরাতন স্ফীতিতে (chronic swelling) ইহার অত্যন্ত প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী ঠাণ্ডা একেবারেই সহ্য করিতে পারে না, ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য শরীরের নানাস্থানে ঠাণ্ডা বোধ করে। এতদ্ব্যতীত বিষাক্ত ক্ষত, দংশন এবং ধ্বংস প্রমুখীন ক্ষতেও সিসটাসের যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীবাপ্রদেশের গ্রন্থির উৎকট রোগে সিসটাসের সুনাম রহিয়াছে।

ক্ষত এবং চুলকানি—মুখমণ্ডল চুলকায় জ্বালা করে এবং মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে মামড়ি পড়ে। বৃক রোগ (lupus), অস্থিক্ষত, রক্তস্রাবী কর্কট রোগ ইত্যাদিতে সিসটাসের সুনাম রহিয়াছে। দাঁতের

মাড়িতেও ঘা হয়। মুখ বিবর শীতল বোধ হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধ হয়। মাড়ি হইতে পুঁজ নির্গত হয় (মার্কুরি, ক্রিয়োজোট, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া)। জিহ্বা বহির্গত করিতে মুখ বিবরে আঘাত বোধ করে।

কানপাকা—কর্ণ হইতে জলবৎ এবং দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ-স্রাব হয়। কর্ণের চারিপার্শ্বে দক্রুবৎ চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়।

পাকস্থলী—আহারের পূর্ব্বে এবং পরে পাকস্থলী অত্যন্ত শীতল বোধ করে এবং সমুদায় নিম্নোদরও শীতল বোধ করে।

উদরাময়—তরল শীতাভ, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়। ফল খাইয়া উদরাময়।

গ্রন্থির স্ফীতি—গ্রন্থির স্ফীতিতেই ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। গ্রীবা দেশের গ্রন্থি স্ফীত এবং শক্ত হইয়া দড়ির ন্যায় গিট গিট আকার ধারণ করে। স্তন গ্রন্থিও প্রদাহ এবং প্রস্তরবৎ শক্ত হয়। গ্রীবাদেশের গ্রন্থির স্ফীতির দরুণ মস্তক একপার্শ্বে বক্র হইয়া যায়। সময় সময় গ্রন্থি স্ফীত হইয়া পুঁজোৎপাদন হয়।

চর্ম্মরোগ—সর্ব্বাঙ্গ চুলকায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রনাযুক্ত ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়। এতদসহ গ্রন্থির প্রদাহ এবং কঠিনতা থাকে। হস্তের চর্ম্ম শক্ত, পুরু, শুষ্ক, বিদারণযুক্ত গভীর ফাটা ফাটা এবং চুলকায়। শীতকালে এবং শীতলজলে হস্ত ধৌতে বৃদ্ধি হয়। চুলকানিতে রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না।

সমগুণ ঔষধসমূহ—কোনায়াম, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, কার্ব্বোএনা।

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০। দুর্গন্ধ স্রাবে এই ঔষধের মূল অরিষ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ধৌত করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

ক্লিমেটিস্ ইরেক্টা
(Clematis Erecta)

ইহা প্রধানতঃ স্ক্রফিউলাস, প্রমেহ এবং উপদংশ গ্রস্থ রোগীদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং বিশেষরূপে চর্ম্ম, গ্রন্থি এবং জননেন্দ্রিয়ের রোগে উত্তম কার্য্য করে। এতদজ্ঞানে ইহার যথেষ্ট কার্য্য থাকিলেও কিন্তু অণ্ডকোষের ও কোষরর্জ্জুর প্রদাহে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। ক্লিমেটিসে আর একটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে তন্দ্রাভাব (sleepiness) রোগী যেন সর্ব্বদা তন্দ্রার নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

একশিরা (**Orchites**)—প্রমেহজনিত একশিরায় ক্লিমেটিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অণ্ডকোষ প্রস্তরের ন্যায় শক্ত হয় অণ্ডকোষ এবং কোষরজ্জু ও কোন কোন স্থলে প্রদাহ হয়, আবার কোন কোন স্থলে প্রদাহ হয় না অণ্ডকোষের দক্ষিণ অংশ এবং দক্ষিণ কোষরজ্জু অধিক আক্রান্ত হয়। প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হেতু হয়। অণ্ডকোষ ভারি হইয়া ঝুলিয়া পড়ে এবং অনেক সময় কোষরজ্জুতে যন্ত্রণা হইয়া টানিয়া খেঁচিয়া ধরে।

প্রমেহ এবং মূত্র কৃচ্ছ্র—প্রমেহের প্রথম অবস্থায় যখন প্রদাহ মূত্র কৃচ্ছে পরিণত হয়। মূত্রে শ্লেষ্মা থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু পুঁজ থাকিলে ইহা প্রায় প্রায়াগ হয় না। প্রস্রাব থাকিয়া থাকিয়া আটকাইয়া আটকাইয়া (fits and starts) হয় কিংবা রোগীকে প্রস্রাব নিঃসরণের জন্য অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। প্রস্রাব সহজে আসে একসঙ্গে হয় না। ফোঁটা ফোঁটা হয়, মূত্রমার্গ যেন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণার সহিত নির্গত হইয়া অবশেষে যন্ত্রণাশূন্য প্রচুর মূত্র নিঃসরণ হয়।

চর্ম্মরোগ—লালবর্ণ জলনযুক্ত এবং ফোস্কাযুক্ত। ভীষণ চুলকায়, শীতলজলে অত্যন্ত চুলকায়। মুখমণ্ডলে, হস্তে এবং মস্তকের পশ্চাদ্দেশের খুলির চর্ম্মে অধিক হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যান্থারিস, ফস্ফরিক এসিড, সাইলিসিয়া স্পঞ্জিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, শয্যার উত্তাপে, শীতলজলে।

রোগের উপশম—খোলা মুক্ত বায়ুতে।

কোবেলটাম (Cobaltum)

কোবেলটামের ব্যবহার পুংজননেন্দ্রিয়ের অপব্যবহার এবং রেতঃ স্খলন বশতঃ—মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা, কটিশূল, স্বপ্ন দোষ ইত্যাদিতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

কটিবাত (backache)—কটিবাতে কোবেলটামকে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয় কিন্তু কোবেলটামে অনিচ্ছা কিংবা স্বইচ্ছা অর্থাৎ যে কোন কারণবশতঃ রেতঃপাত হউক তদহেতু কটিদেশে যন্ত্রণা হইলে উত্তম কার্য্য করে। ইহার কটিদেশের যন্ত্রণায় সহিত রেতঃ স্খলন কারণ থাকা চাই। রেতঃস্খলনের পরবর্ত্তী প্রাতে কিংবা তৎপরবর্ত্তী সময়ে যন্ত্রণা অধিক প্রকাশ পায় এতদ্ব্যতীত উপবেশনকালীনও যন্ত্রণা অধিক বোধ করে হাঁটাহাঁটিতে এবং শয়নে উপশম বোধ করে। (উপবেশনে কটিদেশের

যন্ত্রণা অধিক হয়—জিঙকাম কোবেল্টাম, সিপিয়া, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, বার্ব্বেরিস, রাসটক্স্ ভেলেরিয়ানা)। রেতঃপাতের পর কটিদেশের নিম্নে যন্ত্রণায় সহিত পদ দ্বয়ের দুর্ব্বলতাও বোধ করে।

রেতঃস্খলন এবং পুংজননেন্দ্রিয়—লিঙ্গের উত্থান ব্যতীতও রেতঃপাত হয়। লিঙ্গের উত্থান শক্তির আংশিক হ্রাস হয়। দক্ষিণ অণ্ডকোষ যন্ত্রণা হয়। রাত্রিতে সুনিদ্রা হয়, নানানপ্রকার কুৎসিত স্বপ্ন দেখে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, জিঙকাম, সিলিনিয়াম, এগনাস ক্যাসটাস।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

কোকা (Coca)

ইহা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ। দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরা বিশেষতঃ যাহারা এণ্ডিজ পর্ব্বতে আরোহণ করিত তাহারা ইহা অধিক ব্যবহার করিত। ইহা ব্যবহারে আরোহণজনিত ক্লান্তি ও তদহেতু কষ্ট এবং বায়ুর বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক অসমান চাপ হেতু অস্বস্থি বোধ সমুদয় দূর হইয়া যাইত। বৃদ্ধ লোক বিশেষতঃ যখন উক্তরূপ বায়ুর পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না, পাহাড় পর্ব্বতে গেলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয় তাহাদিগেতে কোকা অধিক নির্ব্বাচিত হয় (আর্স, রাসটক্স, পর্ব্বত আরোহণজনিত কষ্ট এবং ক্লান্তি অনেকটা উপশম করে)। ইহা পর্ব্বতারোহীদিগের উত্তম ঔষধ (The mountaineer's remedy)। পর্ব্বতারোহণজনিত হৃৎস্পন্দন, শ্বাসকষ্ট, উদ্বিগ্নতা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যাধিতে এবং যে স্থলে শারীরিক এবং মানসিক অত্যধিক পরিশ্রম হেতু মস্তিষ্কের এবং স্নায়ুর দুর্ব্বলতা ঘটে সেইরূপ স্থলে কোকাকে উচ্চস্থান দেওয়া উচিত (ফ্লুরিক এসিড)।

মানসিক লক্ষণ—বিষাদ, বিষণ্ণ, লাজুক, খিটখিটে, লোকসঙ্গ ভালবাসে না, একা নিভৃতে, গোপনে থাকিতে চায়, (আলো এবং লোকসঙ্গ ভালবাসে—ষ্ট্রেমোনিয়াম।) অন্ধকার এবং নিভৃত স্থান ভালবাসে—কোকা।

শিরঃপীড়া—পর্ব্বত কিংবা উচ্চস্থানে আরোহণজনিত শিরঃপীড়া (headaches of high altitudes) এবং তদহেতু মূর্চ্ছা ও কর্ণে গুণ গুণ শব্দ হয়।

ধ্বজভঙ্গ—ধ্বজভঙ্গের সহিত বহুমূত্র রোগ বর্ত্তমান থাকে।

স্বরভঙ্গ—কথা যাহাতে পরিষ্কার হয় তদহেতু দুই ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে প্রত্যেক অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ৫।৬ ফোঁটা মূল অরিষ্ট প্রয়োগ করিলে গলার স্বর পরিষ্কার হয়।

শ্বাসকষ্ট—বয়োজ্যেষ্ঠ ক্রীড়াশীল ব্যক্তিদিগেতে এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি যাহারা তামাক ও মদ অধিক পান করে তাহাদিগের শ্বাসকষ্টে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

দন্ত পোকা খাওয়া (caries of teeth)—কোকা ব্যবহারে দন্ত পোকা খাওয়া নিবারণ করে।

হৃদস্পন্দন (Palpitation)—বায়ু আবদ্ধ হেতু (আর্জেণ্টাম নাই, নাক্স) কিংবা অধিক পরিশ্রম কিংবা হৃৎপিণ্ডের উপর অধিক কার্য্যবশতঃ ভীষণ হৃৎস্পন্দন হয়।

প্রয়োগ বিধি

সমগুণ ঔষধসমূহ—আর্স, পলিন।

কোকা—তাম্রকুটের বিষঘ্নরূপে ব্যবহার হয়।

রোগের উপশম—মুক্ত বায়ুতে, দ্রুত সঞ্চালনে, মদ্যপানে।

রোগের বৃদ্ধি—পর্ব্বতে আরোহণে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম, ৩x, ৬x।

কক্সিনেল্লা (Coccinella)

ইহা গুবরেপোকা হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহার প্রয়োগ দাঁতের মাড়ির, মুখের ইত্যাদির স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় দেখিতে পাওয়া যায়। মুখে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হইয়া রোগী নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে। উপজিহ্বা অত্যন্ত লম্বা বলিয়া মনে হয়। জলাতঙ্ক লক্ষণ প্রকাশ পায়, উজ্জ্বল দ্রব্য দর্শনে বৃদ্ধি হয়।

শিরঃপীড়া—দক্ষিণ চক্ষুর উপরে কপালে যন্ত্রণা হয়, স্থান স্পর্শাধিক্য। কপালের পার্শ্বে এবং পশ্চাদ্দেশে যন্ত্রণা হয়।

দন্তশূল—দপ্দপানি প্রকৃতির দন্তশূল যন্ত্রণা হয়, দাঁত এবং মুখ ঠাণ্ডা বোধ হয়।

স্নায়ুশূল—কপালে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণার সময় রোগী চক্ষু খুলিতে পারে না। উজ্জ্বল দ্রব্য দর্শনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, নিদ্রায় উপশম হয়।

কটি বাত—কটি এবং মূত্রপিণ্ডদেশে যন্ত্রণা হয়। পদদ্বয় বরফবৎ শীতল।

কক্কাস ক্যাক্টি (Coccus Cacti)

কক্কাস ক্যাকৃটির প্রয়োগ হুপিং কাশি এবং শ্লেষ্মাযুক্ত ক্ষয়কাশি এবং মূত্রাশয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হুপিং কাশিতেই ইহা আমরা অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি।

হুপিং কাশি—হুপিং কাশির বিশেষত্বই হইতেছে প্রচুর চট্চটে শ্লেষ্মা বমনে কাশির উপশম (attacks end with vomiting of tough

mucous), শ্লেষ্মা দেখিতে এলবিউমেনের ন্যায় সাদা এবং দড়ির ন্যায় প্রচুর নির্গত হয়। শ্লেষ্মা যদিও অত্যন্ত প্রচুর সমাবেশ হয় কিন্তু সহজে উঠে না।

থাইসিস—প্রচুর শ্লেষ্মাযুক্ত থাইসিসেও কক্কাস ক্যাকটি উত্তম কার্য্য করে। দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মার সহিত ক্ল্যাভিকেলের নিম্নে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয়।

মুত্রপিণ্ড শূল (**Renal colic**)—প্রস্রাবের সহিত ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি পড়ে; রক্ত প্রস্রাবও হয় এবং ইউরিক এসিডও বর্ত্তমান থাকে। মূত্রপিণ্ড হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত ভীষণ যন্ত্রণা হয়। এতদ্ব্যতীত অত্যন্ত লালবর্ণ এবং ঘন প্রস্রাব হয়।

ঋতুস্রাব—সময়ের অতি পূর্ব্বে এবং প্রচুর হয়। কাল কাল চাপ চাপ রক্তস্রাব হয়। মূত্রত্যাগ কালীন বড় বড় রক্তের চাপ নির্গত হয়।

সমগুণ ঔষধসমুহ—ক্যান্থারিস, সার্সা।

রোগের বৃদ্ধি—বাম পার্শ্বে, নিদ্রার পর, স্পর্শে, কাপড়ের চাপে, দাঁত ব্রুস করিতে, সামান্য পরিশ্রমে।

রোগের উপশম—হাটাহাটিতে।

ডাইলিউসন—চূর্ণ ৩×, ৬×।

ককলিএরিয়া (Cochlearia)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ককলিএরিয়া। মূত্রের উপরই ইহার একমাত্র কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্র ত্যাগকালীন এবং মূত্র ত্যাগের পর লিঙ্গমুণ্ডে অত্যন্ত জ্বলন এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত মূত্রকৃচ্ছ্র থাকে। প্রস্রাব কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলে জেলির ন্যায় পুরু হয় (urine becomes thick like jelly on standing)।

ডাইলিউসন—১×, ৩×, ৬× ক্রম।

কোডিনাম (Kodinum)

ইহা ওপিয়মের একটি উপক্ষার। ইহার ব্যবহার পেশীর আকুঞ্চন (twitching) এবং থাইসিসে দেখিতে পাওয়া যায়।

অক্ষিপুট কম্পন—পেশীর আকুঞ্চন বিশেষতঃ অক্ষিপুটের কম্পনে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় (এগারিকাস)।

থাইসিস—থাইসিসের শুষ্ক কাশিতে কোডিনাম উত্তম কার্য্য করে। কাশি শুষ্ক খুস্‌খুসে দিবারাত্র হইতে থাকে এবং রোগী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়ে, রাত্রিতে বরং অধিক হয়।

ডাইলিউসন—তৃতীয় চূর্ণ ক্রমের একচতুর্থাংশ দিনে দুইবার করিয়া সেবনীয়।

কোমোক্লেডিয়া (Comocladia)

ইহার সম্পূর্ণ নাম কোমোক্লেডিয়া ডেনটেটা (Comocladia dentata) ইহা আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে প্রচুর পাওয়া যায়। ইহা রাস (Rhus) শ্রেণীর উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ। কোমোক্লোডিয়ার কার্য্য চর্ম্ম এবং চক্ষুতে অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার সহিত রাসটক্সের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয় ঔষধে যন্ত্রণা রহিয়াছে এবং সঞ্চালনে উপশম হয়, উভয় ঔষধই বিসর্প রোগে নির্ব্বাচিত হয়, উভয় ঔষধেই গাত্রত্বক স্কার্লেট রোগের ন্যায় লালবর্ণ এবং তদসহিত জ্বালা ও চুলকানি হয়, উভয় ঔষধেই অসার বোধ, দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা ইত্যাদি আছে কিন্তু এই দুই ঔষধ চক্ষুর লক্ষণে পৃথক হইয়া গিয়াছে। কোমোক্লেডিয়ায় দক্ষিণ চক্ষুতে যন্ত্রণা রহিয়াছে এবং মনে হয় অক্ষিগোলক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গিয়াছে এবং যেন মস্তক ফুটিয়া বাহিরে বহির্গত হইয়া পড়িবে। চক্ষুর উপসর্গ উত্তাপে বৃদ্ধি হয় কিন্তু রাসটক্সের যাবতীয় রোগ উত্তাপে উপশম হয়, ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়।

চর্ম্মরোগে কোমোক্লেডিয়ার কার্য্য থাকায় ইহাকে কেহ কেহ কুৎসিৎ চর্ম্মরোগে, কুষ্ঠব্যাধিতে, গভীর ক্ষত চারি পার্শ্ব শক্ত এই প্রকার ক্ষতেও ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন।

ডাইলিউসন—৩০ শক্তি।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এনাকার্ডিয়াম, ইউফোরবিয়াম, রাসটক্স্।

রোগের বৃদ্ধি—স্পর্শে, উত্তাপে, বিশ্রামে, রাত্রিতে।

রোগের উপশম—খোলা বাতাসে।

কোণ্ডুরাঙ্গো (Condurango)

কোণ্ডুরাঙ্গোর কার্য্য মুখবিবরের কোণের বিদারণে অধিক দেখিতে পাই এবং এতদস্থলের কর্কট রোগে, কোণ্ডুরাঙ্গোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। মুখের কোন ফাটিয়া চির খাইয়া যায় এবং যন্ত্রণা হয়—ইহাই হইতেছে কোণ্ডুরাঙ্গোর বিশিষ্ট লক্ষণ।

পরিপাক ক্রিয়া এবং পাকস্থলীর ক্ষত—পাকস্থলীর কর্কট রোগের যন্ত্রণায় ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্কট রোগ পরিপাকক্রিয়ার যন্ত্রনায় ইহা উত্তমকার্য্য করে। যন্ত্রণা শীঘ্র উপশম করিয়া দেয়। খাদ্যদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়। সর্ব্বদা পাকস্থলীতে জ্বালা হইতে থাকে। অন্নবহানলীর সঙ্কোচন হয় এবং বুকাস্থির (sternum) নিম্নে জলন হয় মনে হয় এতদস্থানে খাদ্যদ্রব্য আটকাইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বামকুক্ষি প্রদেশ শক্ত হইয়া থাকে। খাদ্যদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং সর্ব্বদা জ্বালা করিতে থাকে।

কর্কট রোগ (Cancer)—চর্ম্ম এবং শ্লৈষ্মিকঝিল্লিযুক্ত স্থানের বিদারণ হয়। ওষ্ঠে এবং মলদ্বারে কর্কট রোগ হয়। কর্কট রোগগ্রস্থ স্থান চিরে খাইয়া ফাটিয়া যায়।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম এবং মূল অরিষ্ট।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এষ্টেরিয়াস রুবেন্স, কোনিয়াম, হাইড্রাসটিস, আর্সেনিক।

কনভ্যালেরিয়া মেজালিস
(Convallaria Majalis)

ডিজিটালিসে দেখ।

কোপেইবা (Copaiva)

কোপেইবার যদিও চর্ম্ম এবং শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রে কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মূত্রপথের প্রদাহ এবং প্রমেহ রোগই হইতেছে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান লক্ষণ।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগে মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশে এবং মূত্রমার্গে অত্যন্ত জ্বলন হয় এবং দুগ্ধবৎ সাদা ক্ষতকারক স্রাব বর্ত্তমান থাকে। লিঙ্গমুণ্ডের মুখ ঈষৎ ফুলিয়া উঠে এবং ক্ষতের ন্যায় টাটানি যন্ত্রণা হয়। মূত্র ত্যাগে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নির্গত হয়। প্রস্রাবের গন্ধ অনেকটা ভাইওলেটের ন্যায়।

বিসর্প (Erysipelas)—নিম্নোদরের চারি পার্শ্বে বিসর্পবৎ প্রদাহ প্রকাশ পায়। শিশুদিগের পুরাতন আমবাতে ইহার প্রয়োগ সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ১x, ৩x, ৬x অধিক প্রচলিত।

কোরেলিয়াম (Corallium)

আমরা প্রধানতঃ ইহাকে উপদংশ এবং হুপিং কাশিতে অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি এবং এতদ রোগে ইহার যথেষ্ট সুনামও রহিয়াছে।

উপদংশ—উপদংশ এবং সোরা এই দুই রোগের যে স্থলে সহযোগ (combination) দেখিতে পাওয়া যায়—সেইরূপ স্থলেই ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। (উপদংশ এবং সাইকোসিসের সহযোগ হইলে সিনাবারিস) গাত্রত্বকে তাম্রবর্ণ পরিষ্কার চাকা চাকা দাগ প্রকাশ পায়, বিশেষরূপে হস্তের চেটোতে ইহা অধিক দেখা হয়। দাগগুলি প্রথমতঃ লালবর্ণ হইয়া ক্রমশঃ তাম্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়।

উপদংশ ক্ষতেও কোরেলাম নির্ব্বাচিত হয় যখন ক্ষত উক্তরূপ তাম্রবর্ণ কিংবা ঘোর লালবর্ণ হয়।

হুপিং কাশি—কোরেলাম রুবরাম হুপিং কাশির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার কাশি এত দ্রুত হয় যে, রোগী কাশির পর আর সময় পায় না, কাশির উপর কাশি হইতে থাকে এইরূপ কাশিকে ইংরাজীতে minute gun cough, নাম দেওয়া রহিয়াছে। দিনের বেলায় কাশি বরং কম থাকে, রাত্রিতে হুপিং কাশির আক্ষেপ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে বিশেষতঃ প্রাতঃকালের দিকে অধিক হয়। শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। যখন কাশি বন্ধ হয় শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

কোরেলামের হুপিং কাশিতে কাশির পূর্ব্বে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট বোধ করিতে থাকে এবং কাশির পর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং মুখমণ্ডলের বর্ণ কাল হইয়া যায়।

ডাইলিউসন—৩০, শক্তি।

কর্নাস সারসিনেটা (Cornus Sircinata)

ইহার মুখ ক্ষত এবং চর্ম্মরোগে যাহা কিছু ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

মুখক্ষত—জিহ্বা, দাঁতের মাড়ী এবং মুখবিবরে ক্ষত প্রকাশ পায় এবং এতদ্ব্যতীত মুখবিবরে গলদেশে এবং পাকস্থলীতে জ্বালা করে।

ইকজিমা—ফোস্কাযুক্ত ইকজিমা বিশেষতঃ শিশুদিগের মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায় এবং মুখের ভিতরও ঘা হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং ৬x।

কর্নাস অ্যালটারনিফোলিয়া (Cornus Alternifolia)

ইহা একপ্রকার ইকজিমা সদৃশ চর্ম্মরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। শরীরের স্থানের স্থানের চর্ম্ম ফাটিয়া চির খায় এবং চর্ম্মের ভাজে ভাজে জলবৎ চটচটে তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ১০ ফোঁটা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়।

করীডেলিস (Corydalis)

উপদংশ রোগে এবং তদহেতু শারীরিক গ্লানিতেও ব্যবহার হয়। অস্থি বেদনা, অস্থি অর্ব্বুদ (Gummata) প্রকাশ পায় এবং তদসহিত রাত্রিতে যন্ত্রণা অধিক হয়।

চর্ম্মরোগ—বৃদ্ধলোকদিগের মুখমণ্ডলে শুষ্ক আঁইশের ন্যায় মামড়ি পড়ে এবং অনেক সময় এতদসহ গ্রন্থির স্ফীতি ও হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

ক্র্যাটেগাস (Cratægus)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ক্রেটেগাস অক্সিক্যান্থা (crataegus oxycantha)। ইহা হোমিওপ্যাথিকের একটি প্রধান এবং উৎকৃষ্ট হৃৎপিণ্ড বলকারক ঔষধ। (Heart tonic)। ক্র্যাটেগাস হৃৎপিণ্ডের পেশীর উপর অধিক কার্য্য করে কিন্তু হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ পরিবেষ্টিত ঝিল্লির উপর (endocardium) ইহার কোন কার্য্য নাই। হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের অনিয়মতার (irregularity of heart) ইহাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়।

পুরাতন হৃৎপিণ্ড রোগ এবং ভীষণ দুর্ব্বলতা। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং অনিয়ম। সর্ব্বশরীর শোথযুক্ত। হস্তপদ শীতল এবং রক্তশূন্য। নাড়ীর গতি এবং শ্বাসপ্রশ্বাস অনিয়ম। ক্ল্যাভিকেলের নিম্নে বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে যন্ত্রনাযুক্ত চাপ বোধ। বাতের পর হৃৎপিণ্ডের রোগ ইত্যাদিতে ক্র্যাটেগাস উত্তম কার্য্য করে—

হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা এবং রোগে ক্র্যাটেগাসকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। এতদবিষয়ের ইহা একটি অতি মহৎ ঔষধ। ইহাকে হৃৎপিণ্ডের সকলপ্রকার

রোগেই উচ্চস্থান দেওয়া হয়—বহুদিনের পুরাতন হৃৎপিণ্ডের রোগে যে স্থলে দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে ক্র্যাটেগাস ব্যবহার করিতে ভুলিবে না। ক্র্যাটেগাসের বিশেষ লক্ষণ হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা, দ্রুত নাড়ী, হৃৎপিণ্ডশূল, হৃৎস্পন্দন এবং শ্বাসকষ্ট। ইহাকে Heart regulator বলা হয় এবং হৃৎপিণ্ড রোগে ইহার সমকক্ষ ঔষধ আর নাই বলিলেই হয়।

নিউইয়র্কের ডাক্তার জেনিংসাহেব ক্র্যাটেগাসের বিষয়ে এক স্থানে লিখিতেছেন—গ্রিন নামক একজন অইরিস চিকিৎসক হৃৎপিণ্ডের রোগ চিকিৎসায় বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন কিন্তু কি ঔষধে তিনি এত কৃত কার্য্য হইতেন তাহা কাহাকেও বলিতেন না। তাঁহায় মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা প্রচার করেন—তাহার পিতা ক্র্যাটেগাস মুল অরিষ্ট ব্যবহার করিতেন।

(Dr. Green, an Irish physician, had great reputation in curing heart disease, but refused to desclose his remedy. After his death his daughter gave the name of the remedy —Crataegus. Experience has demonstrated that in doses of drops of the tincture the remedy will act very well in all cases of heart disease—remarkably so in cases of long standing and where weakness is marked. The special indications for the drug are pain at the heart, rapid pulse, angina pectoris, palpitation and dyspnoea. In short as a heart ragulator it has no equal).

সামান্য পরিশ্রমেই ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয়—অথচ নাড়ীর গতির বৃদ্ধি বিশেষ হয় না, হৃৎপিণ্ড প্রসারণ হয়, হৃৎপিণ্ডের প্রথম শব্দ দুর্ব্বল। নাড়ীর গতি ইণ্টারমিটেণ্ট এবং অনিয়ম হয়, হস্তের এবং পদের অঙ্গুলি নীলবর্ণ হয়।

বহুমুত্র (**Diabetes**)—শিশুদিগের বহুমুত্রে ক্র্যাটেগাস অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ষ্ট্রোফেণ্টাস, ডিজিটালিস, ন্যাজা, ক্যাক্টাস।

রোগের বৃদ্ধি—উষ্ণ ঘরে।

রোগের উপশম—মুক্ত খোলা বায়ু, বিশ্রামে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট ১ ফোঁটা হইতে ১০ ফোঁটা এই ঔষধটি কিছু অধিকদিন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নতুবা উত্তম কার্য্য পাওয়া যায় না।

কিউবেবা (Cubeba)

শ্লৈষ্মিকঝিল্লি বিশেষতঃ মূত্র পথ ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়। পুনঃ পুনঃ মূত্রের বেগ হয় এবং মূত্রে প্রচুর শ্লেষ্মা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে অধিক প্রকাশ পায়। প্রস্রাবের পর কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়, এতদলক্ষণে কিউবেবা প্রায়ই প্রমেহ রোগে প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x অধিক ব্যবহার

কিউকারবিটা পেপো (Cucurbita Pepo)

ইহা আমাদের লাউ জাতীয় স্কোয়াস (squash) বিচি হইতে প্রস্তুত হয়। আহারের অব্যবহিত পরই বমনের উদ্বেগ হয় এবং এতদ্ব্যতীত অন্তঃসত্বা বস্থাকালীন বমনে ও সামুদ্রিকবমনেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

ইহার বিচি ফিতা ক্রিমির (tape worms) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। লাউয়ের বিচি যে প্রকার কৃমিতে ব্যবহার হয়, ইহা ও সেই প্রকারই ব্যবহার হয়।

প্রয়োগবিধি

বিচি সিদ্ধ করিয়া তাহার ছাল ছাড়াইয়া এক আউন্স আন্দাজ পরিমাণ শাঁস দুগ্ধের সরের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবনীয়। ঔষধ সেবন করিবার পূর্ব্বদিন উপবাস থাকা উচিৎ এবং ঔষধ খাইবার এক ঘণ্টাপর ক্যাষ্টর অয়েল খাইবে।

কুপ্রাম আর্সেনিটাম
(Cuprum Arsenitum)

কুপ্রাম আর্স মূত্র পিণ্ডের কার্য্যের ব্যতিক্রমে, নানাপ্রকার অন্ত্রের রোগে, কলেরা এবং শৈশব কলেরায়, আমাশয়ে, মূত্র বিকারজনিত কনভালসনে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় মূত্র পিণ্ড প্রদাহে ইত্যাদিতে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

কলেরা—এই ঔষধটিতে কুপ্রাম এবং আর্সেনিকের সংযোগ রহিয়াছে। কুপ্রামের খিলধরা যন্ত্রণা, এবং আর্সেনিকের অস্থিরতা, জল পিপাসা বমন ইত্যাদি রহিয়াছে। কাজে কাজেই যে স্থলে এই দুইটী ঔষধের লক্ষণ প্রকাশ পায় সেই স্থলে কুপ্রাম আর্স দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। পেটে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, রোগী চীৎকার করিতে থাকে। আর একটি লক্ষণ এই ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট ইহাও খিলধরা যন্ত্রণার সহিত প্রকাশ থাকে। ইহা স্মরণ রাখিবে কুপ্রাম এবং আর্সেনিক পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার না করিয়া কেবল কুপ্রাম আর্সেনিক যেন প্রয়োগ করা হয়।

খিলধরা (**cramps**)—পদদ্বয়ের ডিমিতে খিলধরে মধ্য রাত্রিতে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে উপশম হয়।

ডাইলিউসন—২য় এবং ৩য় চূর্ণ অধিক প্রয়োগ হয় কিন্তু আমি অধিকাংশস্থলে ৩০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি।

হিক্কা—পাকস্থলী জ্বালা করে এবং হিক্কা হয়।

ডাইলিউসন—৬x শক্তি।

কুপ্রাম সাসফ (Cuprum Sulph)

মস্তকের তালু জ্বালা করে। সর্ব্বদা আক্ষেপিক কাশি বিরাম নাই, কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। জিহ্বা এবং ওষ্ঠদ্বয় নীলাভ হয়।

আমরা এই ঔষধটির ব্যবহার কলেরার পর উদর শূলে এবং তদ সহিত পেট ফাঁপার বমনেচ্ছায় অধিক দেখিতে পাই। এই বিষয়ে ইহার সুনাম রহিয়াছে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

কুপ্রাম অক্সিডেটাম নাইগ্রাম (Cuprum Oxydatum Nigrun)

ইহা সকল প্রকার কৃমি রোগের এইটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার যোফি (Zoffe) তাহার ৬০ বৎসর অভিজ্ঞতায় ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। ইহা ১x ব্যবহার হয়।

কিউরেরি (Curare)

কিউরেরি গতি বিধায়ক স্নায়ুর (motor nerves) অন্তর্ভাগে (periphery) কার্য্য করতঃ সঞ্চালন কার্য্যের পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে অথচ স্পর্শ চেতনা শক্তির কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না। পেশী পক্ষাঘাত গ্রস্থ হয় কিন্তু তাহার বোধ জ্ঞান পরিষ্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে।

পক্ষাঘাত—কিউরেরিতে প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার (reflex action) হ্রাসপ্রাপ্ত হেতু শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ায় পক্ষাঘাত প্রকাশ পায়। নিদ্রা যাইবার

উপক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার আশঙ্কা হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস ভীষণ কষ্টজনক। বক্ষঃস্থলে চাপ দেওয়া যায় না, বেদনা বোধ করে। বাহুযুগল দুর্ব্বল এবং ভার বোধ করে। যাহারা পিয়ানো কিংবা টাইপ রাইটিংএর কার্য্য করে তাহারা আঙ্গুলি চালনা করিতে পারে না। আঙ্গুলি তুলিতে পারে না। পদযুগল কাঁপে এবং চলিবার সময় টলিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়।

মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাতও ইহাতে প্রকাশ পায়, জিহ্বা এবং মুখ বিবর দক্ষিণ পার্শ্বে টানিয়া খেঁচিয়া ধরে।

চর্ম্মরোগ—গাত্রত্বক অত্যন্ত অপরিষ্কার হয়, কুষ্ঠব্যাধি সদৃশ চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়।

রোগের বৃদ্ধি—শীত ঋতুতে, শীতল বায়ুতে, রাত্রি ২টায়, দক্ষিণ পার্শ্বে।

ডাইলিউসন—৬ এবং ৩০ শক্তি।

কিউফিয়া (Cuphea)

ইহার সম্পূর্ণ নাম কিউফিয়া ভিস্‌কোস্‌সিমা (cuphea Viscossima)। ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে শিশু কলেরায়। শিশু কলেরায় ইহাকে অনেকে পেটেণ্ট ঔষধরূপে প্রয়োগ করে। ডাক্তার রথ ইহা প্রথম আবিষ্কার করেন।

অভুক্ত খাদ্যদ্রব্য বমন করিয়া ফেলে। পুনঃ পুনঃ সবুজ বর্ণ জলবৎ অম্ল গন্ধবিশিষ্ট মলত্যাগ করে। যন্ত্রণা এবং কোথানি থাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর অস্থিরতা এবং নিদ্রাহীনতা বর্ত্তমান থাকিতে পারে। উদরাময় ব্যতীত আমাশয়েও ইহা ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ইথুজা।

মাত্রা—মূলঅরিষ্ট ৫ ফোঁটা অর্দ্ধ গ্লাস জলে এক এক চামচা সেবনীয়।

সাইপ্রিপেডিয়াম (Cypripedium)

শিশুদিগের স্নায়বীক লক্ষণে দন্তোদ্গম কিংবা কোন প্রকার অন্ত্রের দোষ ntestinal) কিংবা নিদ্রাশূন্যতা বশতঃ হউক সাইপ্রিপেডিয়ামকে চিন্তা করিবে কিন্তু ইহা শিশুদিগের নিদ্রাশূন্যতায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

নিদ্রাশূন্যতা—শিশু রাত্রিতে কাঁদিয়া জাগিয়া ওঠে, এবং অস্বাভাবিকরূপ প্রফুল্ল এবং আনন্দিত হয়, আনন্দে খেলিতে হাসিতে থাকে, পুনরায় নিদ্রা যাইবার কোন লক্ষণই থাকে না। শিশুদিগের এই প্রকার লক্ষণ মস্তিষ্কের রোগের পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করে, সময়মত সাইপ্রিপেডিয়াম প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ আর প্রকাশ পাইতে পারে না।

কফিয়াও নিদ্রাশূন্যতার একটি উত্তম ঔষধ বটে কিন্তু কফিয়ায় শিশু রাত্রিতে জাগিয়া উঠিয়া হাসি খেলা করে এই প্রকার লক্ষণ নাই।

ডাইলিউসন—৩x, ৬ এবং ৩০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়।

ড্যাফ্নি ইণ্ডিকা (Daphne Indica)

শরীরের নিম্নটিসু, পেশী, অস্থি এবং চর্ম্মে কার্য্য করে। তামাক খাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। শরীরের কোন কোন অংশ পৃথক হইয়া গিয়াছে এইরূপ মনে হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রস্রাব, ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত।

মস্তক—মনে হয় মস্তকের খুলি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। মস্তক যেন শরীর হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। মস্তকে বিশেষতঃ মস্তকের তালু উত্তপ্ত বোধ। জিহ্বার একপার্শ্ব লেপাবৃত, লালা দুর্গন্ধযুক্ত।

বাত—দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্ফীত এবং যন্ত্রণাযুক্ত। যন্ত্রণা উর্দ্ধে হৃৎপিণ্ড এবং নিম্নোদরে বিস্তারিত হয়।• হাঁটু এবং জানুদেশে বাতের যন্ত্রণা প্রকাশ পায়।

নিদ্রা—কিছুতেই নিদ্রা হয় না, অনেক সময় অস্থির যন্ত্রণা হেতু নিদ্রা হয় না। স্বপ্নে বেড়াল এবং কৃষ্ণবর্ণ বেড়াল দেখে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

ডলিকোস (Dolichos)

ইহার অধিকাংশ উপসর্গ দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হয় এবং যকৃতের ও চুলকাণির উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়

চুলকাণি—ভীষণ চুলকায় অথচ কোন প্রকার স্ফীতি কিংবা চর্ম্মরোগ থাকে না। স্কন্ধদেশ, হস্তের কনুই, হাঁটু এবং চুলযুক্ত জায়গায় অধিক হয়। রাত্রিতেই ভীষণ চুলকায়।

গলাব্যথা—গলদেশে বেদনা হয়, গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে, মনে হয় গলায় মৎস্যের কাঁটা বিঁধিয়া রহিয়াছে (হেপার, আর্জেণ্টাম নাই)।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত ভীষণ চুলকাণি থাকে নিম্নোদর ফাঁপিয়া উঠে। ঘন সাদা।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, চুলকাণিতে, দক্ষিণ পার্শ্বে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

ড্রোসেরা (Drosera)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ। শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের উপরই ইহার প্রধান কার্য্য বিশেষতঃ হুপিং কাশির ইহা একটি অতি মহৎ ঔষধ। থাইসিসেও ইহার অল্প-বিস্তর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

হুপিং কাশি—আক্ষেপযুক্ত শুষ্ক কাশি। যখন কাশি উঠে, খুব ঘন ঘন কাশির আক্রমণ হয়, রোগী শ্বাস ফেলিতে সময় পায় না, দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। কাশি মধ্য রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, পীতবর্ণ গয়ের উঠে, সময় সময় নাসিকা এবং মুখ হইতে রক্ত বাহির হইয়া পড়ে। বমন এবং বমনোদ্বেগ হয়। কাশির শব্দ গভীর ঘস্ ঘস্ এবং ফাঁপা বাজনার শব্দের ন্যায় (ভারবাসকম)। ড্রোসেরার হুপিং কাশিতে শ্লেষ্মা অধিক থাকে না, শ্লেষ্মা যদি না উঠে তাহা হইলে বমন হয়।

কাশি—কাশি গভীর শব্দযুক্ত ঘস্‌ঘসে স্বরভঙ্গের ন্যায় এবং আক্ষেপিক। কাশি মধ্য রাত্রির পর, হাসের সময় কিংবা হাসের পর, উত্তাপে, জল পানে, গান গাহিতে, হাঁসিতে, ক্রন্দনে এবং শয়নে বৃদ্ধি হয়। কাশিতে কাশিতে রোগী বমন করিয়া ফেলে। সর্ব্বদা গলদেশ সুড় সুড় করিয়া কাশির উদ্রেক হয়, মনে হয় গলদেশে পাখীর পালক লাগিয়া রহিয়াছে। শিশু বালিসে মাথা স্পর্শ করিলেই কাশির উদ্রেক হয় (হাইওসিয়ামাস) দিনে হয় না, দিনে বরং ভাল থাকে, ইহা রাত্রিতে শয়ন করিলে আরম্ভ হয়।

থাইসিস—হুপিং কাশির পর Laryngeal থাইসিসে ড্রসেরা নির্ব্বাচিত হয়। গলার স্বর, স্বরভঙ্গের ন্যায় হয়, কাশির সহিত পীতবর্ণ গয়ের উঠে। ডাক্তার কিউরি (Dr. Curie) বলেন ফুস্‌ফুসের থাইসিসের প্রথমাবস্থায় ড্রোসেরা ৪ হইতে ২০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োগ করিলে ইহাতে আশু উপকার হয়। প্রথমতঃ কাশি বৃদ্ধি হইতেও পারে' কিন্তু তৎপর আরোগ্যের পথে আসিতে থাকে। (Dr. Curie, indeed asserts that in the incipient stage of the disease, a cure may nearly always

be brought about by Drosera, given in doses of from four to twenty drops of the mother tincture in the twenty four hours).

ড্রোসেরা—অ্যাম্বুকাস, সালফার, ভিরেট্রামের পর উত্তম কার্য্য করে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিনা, কোরেলাম, ইপিকাক।

রোগের বৃদ্ধি—মধ্য রাত্রির পর, শয়নে, শয্যার উত্তাপে, জল পানে, হাসিলে, গান গাহিলে।

ডালকামারা (Dulcamara)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ। কচি পাতা এবং লতা হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—পেটে ভীষণ কামড়ানি যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণায় রোগী অজ্ঞান হইয়া যায়। মৃগীবং আক্ষেপ (spasm) হইতে থকে। গাত্র ত্বক উত্তপ্ত এবং শুষ্ক হয় ও ধনুষ্টঙ্কার হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ, কোন কোন স্থলে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে।

বাত—বাতই হইতেছে ডালকামরার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। কিন্তু ইহার বাত ঠাণ্ডা, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হইলেও কিন্তু ইহার বিশেষত্ব হইতেছে হঠাৎ গরম হইতে ঠাণ্ডা লাগিলে ইহা অধিক হয়। কাজেকাজেই ডালকামারার বাত ঋতু পরিবর্ত্তনে অধিক প্রকাশ পায়। যখনই স্যাঁৎসেতে বায়ু বহিতে থাকে চক্ষু এবং মুখমণ্ডলের পেশীর আনর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়। ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি, গলা বেদনা, কটিবাত, গ্রীবার আড়ষ্টতা, ঠাণ্ডা হেতু শূলযন্ত্রণা, নৈশ উদরাময়, কর্ণশূল ইত্যাদি দেখা দেয়। দিনে গরম রাত্রিতে ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মকালের শেষ দিকে এই প্রকার অবস্থায় রোগ প্রকাশ পাইলে ডালকামারাই হইতেছে তাহার উত্তম ঔষধ।

একোনাইট—ডালকামারায় যে প্রকার সমুদায় লক্ষণ স্যাঁৎসেতে শীতল বায়ুতে (damp cold) বৃদ্ধি হয়। একোনাইটে সেই প্রকার সমুদায় লক্ষণ শুষ্ক শীতল বায়ুতে (dry cold) বৃদ্ধি হয়। একোনাইট সর্ব্ব স্থানেই রোগের প্রারম্ভে উত্তম কার্য্য করে। কাজে কাজেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে স্থলে ডালকামারা নির্ব্বাচিত হইবে সেই স্থলে একোনাইট নির্ব্বাচিত হইতে পারে না।

রাস্‌টক্‌স্‌—রাস্‌টক্‌সের সহিত ডালকামারার অনেকটা সাদৃশ রহিয়াছে বটে এবং অনেক স্থলে পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়, ডালকামারা রোগের প্রারম্ভে অধিক কার্য্যকারী হয়। রোগ পুরাতন হইলে রাস্‌টক্‌স্‌ উত্তম কার্য্য করে।

পক্ষাঘাত—স্যাঁৎসেতে ঠাণ্ডাতে এবং হঠাৎ ঋতুর পরিবর্ত্তনে ডালকামারার যাবতীয় লক্ষণ বৃদ্ধি হয়। মূত্রাশয়, জিহ্বা পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয়, রোগীর কথা পরিষ্কার বাহির হয় না। বৃদ্ধ লোকদিগের ফুস্‌ফুসেরও পক্ষাঘাত আরম্ভ হয়, যদ্যপি ঋতুর পরিবর্ত্তনে রোগ বৃদ্ধি লক্ষণ প্রকাশ পাকে। ডালকামারায় নির্দ্দিষ্ট একটি যন্ত্রের কিংবা একটি অংশের পক্ষাঘাত হয় (paralysis of single parts)।

প্রস্রাব—প্রস্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং শ্লেষ্মাযুক্ত ঘোলা সাদা দুধের ন্যায় এবং অসারেও হয়, শীতল জলে শুধু পায়ে জল ভাঙ্গিয়া হাঁটাহাটির দরুণ হয়।

পীড়কা—(**Eruption**)—গাত্রে লাল উজ্জ্বলবর্ণ পীড়কা প্রকাশ পায়। প্রত্যেক ঋতুস্রাবের সময় ইহা প্রকাশ পায়। পীড়কাসমূহ ভীষণ চুলকায় এবং চুলকানি স্যাঁৎসেতে ভিজা ঋতুতে বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত মস্তকের খুলির ত্বকে, মুখমণ্ডলে, কপালে, চিবুকে পুরু পীতাভ ঈষৎ কটা বর্ণের মামড়ি প্রকাশ পায়। চুলকাইলে রক্ত নিঃসৃত হয়।

আমবাত—পাকাশয়ের গোলযোগ হেতু আমবাত প্রকাশ পায়। শীতল বায়ুর স্পর্শ লাগিলে উপশম হয়, গরমে বৃদ্ধি হয়।

উদরাময়—মল পীতাভ, সবুজ জলবৎ তরল অথবা সাদা মলের ন্যায়, সাদা অথবা সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত, হড়্‌হড়ে, পরিবর্ত্তনশীল। জোরের সহিত

নির্গত হয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া, রাত্রি ঠাণ্ডা দিবস গরম, হঠাৎ ঋতু পরিবর্ত্তনে স্যাঁৎসেতে শীতল ঋতুতে। ঠাণ্ডা পনীয় কিংবা বরফ পান করিয়া। রোগের আক্রমণে যন্ত্রণা থাকে (it is rarely useful if the attack is painless.)

আঁচিল—মাংসালী, বড় আকারের, সমতল আঁচিল মুখমণ্ডলে কিংবা হস্তের এবং অঙ্গুলির পশ্চাতে প্রকাশ পায় (থুজা)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০।

অনুপূরক (**Complementary**)—ব্যারাইটা কার্ব্ব, কেলি সাল্ফ।

ডালকামারা—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, ব্রাইওনিয়া, লাইকোপোডিয়াম, রাসটক্স্, সিপিয়া ইত্যাদির পর উত্তম কার্য্য করে। মার্কারির অপব্যবহার নষ্ট করে।

রোগের বৃদ্ধি—সাধারণতঃ ঠাণ্ডায়, শীতল বায়ুতে, শীতল স্যাঁৎসেতে ঋতুতে, আবদ্ধ ঋতুতে, পীড়কায় এবং ঘর্ম্মে।

রোগের উপশম—হাটাহাটি এবং পায়চারি করিলে (ফেরাম, রাস্টক্স্।

ডোরিফোরা (Doryphora)

ইহার কার্য্য মূত্রযন্ত্রে কেন্দ্রীভুক্ত হইয়াছে, কাজে কাজেই মূত্রমার্গের প্রদাহে, প্রমেহে এবং গ্লিটরোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

প্রমেহ এবং মুত্রমার্গের প্রদাহ—দশ বৎসরের নিম্ন বয়স্কের শিশুদিগেতে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায়। মূত্র পথ অত্যন্ত জ্বালা করে মূত্র ত্যাগ করিতে কষ্ট হয়। মূত্র পথের প্রদাহ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কটিদেশেও যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—৬,৩০ শক্তি।

ডিউবইসিয়া (Duboisia)

ইহার প্রধান কার্য্য স্নায়ুমণ্ডলে, চক্ষুতে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের উর্দ্ধ অংশে

চক্ষু—চক্ষুতে এট্রোপিয়া অপেক্ষা ইহার কার্য্য দ্রুত এবং গভীর। চক্ষুর সম্মুখে লাল লাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ ভাসিতে থাকে। দৃষ্টি অপরিষ্কার Retna রক্তাধিক্য হয় এবং চক্ষুর তারা বিস্তারিত হয়। চক্ষুর উপরে যন্ত্রণা বোধ হয়।

শিরঃঘূর্ণন—মুখমণ্ডল ফেকাসে বর্ণ হয়। চক্ষু বুজিয়া দাঁড়াইতে পারে না, সম্পূর্ণ অসম্ভব, পশ্চাদ্দিকে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়।

পক্ষাঘাত—হস্ত পদে জোর পায় না, টলিয়া টলিয়া হাটে, মনে হয় শূন্যে পা ফেলিতেছে। কম্পন, অসারতা এবং দুর্ব্বলতা এই তিনটি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

ডাইলিউসন—৬, ১২।

ইচিনেসিয়া এঙ্গুষ্টিফোলয়া (Echinacea Angustifolia)

হোমিওপ্যাথির ইহা একটি প্রধান বিষঘ্ন ঔষধ। যে কোন রোগ হেতু শরীরের রক্ত বিষাক্ত হইলে ইচিনেসিয়া মূল অরিষ্ট পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে বিষাক্ত ভাব দূর করিয়া দিয়া রোগ মুক্ত করে। টাইফয়েডের ভীষণ উদরাময়ে, দূষিত ডিফ্থেরিয়ায়, গলিত পুতিগন্ধযুক্ত ক্ষতে, পৃষ্ঠব্রণে, বিসর্পে, সর্প দংশনে ইত্যাদিতে এবং ইত্যাদি হেতু রক্ত দুষ্টিতে ইহার কার্য্য অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। কর্কট রোগ, সূতিকাজ্বর ইত্যাদিতে ইহার কার্য্য অসীম।

প্রয়োগবিধি

ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় প্রকারেই প্রয়োগ হয়। আভ্যন্তরিক মূল অরিষ্ট ৫।১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত প্রয়োগ হয়।

বাহ্যিক ক্ষত পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত মূল অরিষ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আক্রান্ত স্থান ধৌত করিতে হয়।

ইলেইস্ (Elaeis)

গোদ, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগে এবং তদসহিত চর্ম্ম পুরু এবং শক্ত হইলে, ইহা প্রয়োগে অনেক স্থলে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। আক্রান্ত স্থানে স্পর্শ বোধ লোপ হয় অর্থাৎ অসাড় অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম।

ইলাপ্স্ কোরেল্লিনাস (Elaps corallinus)

ইহা এক প্রকার সর্প, ইহাকে ইংরাজীতে **Coral Snake** বলা হয়। ইহার কার্য্যও অনেকটা ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস ইত্যাদি জাতীয়। ইলাপসের স্রাব অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং শীতল দ্রব্য সহ্য হয় না (ল্যাকেসিস উষ্ণ দ্রব্য সহ্য হয় না)। ইলাপসের প্রয়োগ ক্ষয়কাসের সহিত উদরাময়েও দেখিতে পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত অন্ননলী, গলকোষ ইত্যাদির সঙ্কোচনও উৎপন্ন হয়। খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় হঠাৎ অন্ননলী পথে আটকাইয়া যায় এবং তৎপর পাকস্থলীতে জোরের সহিত পতিত হয়। পাকস্থলী শীতল বোধ হয়, ফল এবং বরফজল পাকস্থলীতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে। শরীরের দক্ষিণ অংশে অধিক পক্ষাঘাত হয়।

মানসিক লক্ষণ—রোগী বৃষ্টি অত্যন্ত ভয় করে এবং অত্যন্ত অবসন্ন, একলা থাকিতে চায় না।

শিরঃপীড়া—ভীষণ শিরঃপীড়া হয়। কপালে শিরঃপীড়া আরম্ভ হইয়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে বিস্তারিত হয়।

কর্ণ এবং বধিরতা—কর্ণে গুণ গুণ ভন ভন শব্দ হয় এবং পুঁজস্রাব হয়। কৃষ্ণবর্ণ খোল (cerumen) জন্মায়। ইলাপসের পুঁজস্রাব পীতাভ সবুজ বর্ণ, তরল এবং রক্তযুক্ত। কর্ণ বধিরতা লক্ষণও প্রকাশ পায়, কর্ণে গোলমাল শব্দ হয় এবং গলাধঃকরণে কর্ণে খট্ খট্ শব্দ হয়।

সর্দ্দি—পুরাতন সর্দ্দিতে ইলাপ্‌স উত্তম কার্য্য করে। সর্দ্দি দুর্গন্ধ এবং সবুজ মামড়ি পড়ে।

উদরাময়—মল কৃষ্ণবর্ণ ফেনা ফেনা রক্তযুক্ত এবং পাকস্থলীতে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে ও পাকস্থলী বরফবৎ শীতল বোধ হয়।

থাইসিস—বক্ষঃস্থলের রোগে ইলাপ্‌সকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। ইহাতে দক্ষিণ ফুস্ ফুস্ অধিক আক্রান্ত হয় কিন্তু অনেক সময় উভয় ফুস্ ফুস্ও আক্রান্ত হয়। প্রাতঃকালে বক্ষঃস্থলে এত অধিক যন্ত্রণা হয় যে রোগী শয্যা হইতে উঠিতে পারে না। তরল দ্রব্য পানে বক্ষঃস্থল শীতল অনুভব হয়। কাশিতে বুকে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে, দক্ষিণ মূলদেশে (apex) অধিক হয় মনে হয় ছিঁড়িয়া যাইতেছে এবং গয়ের কৃষ্ণবর্ণ রক্তযুক্ত।

নিদ্রা—নিদ্রায় রোগী মৃত ব্যক্তির স্বপ্ন দেখে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ইউকেলিপ্‌টাস রোসট্রেটা (দক্ষিণ ফুস ফুস হইতে দুর্গন্ধযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ স্রাব নির্গত হয়)। ক্রোটেলাস, এলিউমেন, ল্যাকেসিস।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

ইলেটেরিয়াম (Elatarium)

ইহা প্রচুর ভেদের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভেদ প্রচুর এবং জলবৎ তরল হয়। কলেরায় ইহা বহুল প্রয়োগ হয়।

ইলেটেরিয়ামের ভেদ যত অধিক বমন তত অধিক নয় এমন কি কখন অনেক স্থলে কিছুমাত্র বর্ত্তমান থাকে না। ইহাকে প্রচুর ভেদে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। ইলেটেরিয়মের উদরাময়ে নিম্ন লক্ষণ কয়েকটি স্মরণ রাখিবে—মল জলবৎ তরল, প্রচুর ফেনা ফেনা, সবুজবর্ণ বেগে নির্গত হয় এবং তীব্র বেদনা। যে স্থলেই দেখিবে প্রচুর ঈষৎ সবুজ মল এবং জোরে নির্গত হয় সেই স্থলেই ইলেটোরিয়ামকে অব্যর্থ ঔষধ জানিবে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ

ক্রোটন টিগ—ইহার মলও জোরে নির্গত হয় কিন্তু মল পীতবর্ণ এবং তরল দ্রব্য পানে বৃদ্ধি হয়।

গ্রেটিওলা—ইহার মল যদিও ইলেটেরিয়ামের ন্যায় সবুজ এবং ফেনা ফেনা জলবৎ তরল ও বেগের সহিত নির্গত হয় কিন্তু ইলেটেরিয়ামে মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে ভীষণ যন্ত্রণা হয় আর গ্রেটিওলায় প্রায়ই যন্ত্রণা থাকে না। অধিক জল পান করা হেতু উদরাময়ে গ্রেটিওলা অধিক ফলপ্রদ।

জ্যাট্রোফা—ইহাতে প্রচুর ভেদ হয় এবং অত্যন্ত জোরের সহিত নির্গত হয়। পেটে বোতল হইতে জল ঢালা হইতেছে এইরূপ ঢল ঢল শব্দ হয়।

পড ফাইলাম—ইহার মল পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, প্রচুর পরিমাণে হয় এবং প্রাতে বৃদ্ধি হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

ইপিজিয়া রিপেন্‌স্ (Epigea Repens)

পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহে এবং তৎসহিত মূত্রকৃচ্ছ্রে ইহার অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। মূত্র ত্যাগের পর কোঁথানি হয়, মূত্রে শ্লেষ্মাবৎ পূঁজ এবং ইউরিক এসিড তলানি পড়ে এতদ্ব্যতীত মূত্ররেণু এবং মূত্রপিণ্ড যন্ত্রণায়ও ইহা

ব্যবহার হয়। মূত্রে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূসরবর্ণ বালু কণার ন্যায় তলানি পড়ে মূত্র ত্যাগকালীন মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশে জলন এবং মূত্র ত্যাগান্তে কোঁথানি হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—উভা, চিমাফিলা।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট প্রতি ঘণ্টা পর পর ৪।৫ ফোঁটা করিয়া সেবনীয়।

ইরিকটাইটিস (Erechtites)

ইহা একটি রক্তস্রাবের উৎকৃষ্ট ঔষধ। নাসিকা হইতে উজ্জ্বল রক্তস্রাব হয়। যে কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে, বিশেষতঃ ফুস্ ফুস্ হইতে হইলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ফুস্ ফুস্ হইতে রক্তস্রাবের সহিত সর্ব্বদা সঞ্চালন ক্রিয়ার উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ইরিজারণ, মিলিফোলিয়াম, হ্যামামেলিস।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট অধিক ফলপ্রদ।

ইরিজারণ ক্যানাডেনসিস (Erigeron Canadensis)

ইরিজারণ জরায়ু রক্তস্রাবে অধিক কার্য্য করে, কিন্তু ইহার রক্তস্রাবের সহিত প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা থাকে। স্রাব প্রচুর হয়, রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণ। ইরিজারনে রক্তস্রাব থাকিয়া থাকিয়া হয় (in fits and starts)। হঠাৎ হু হু করিয়া আসিয়া বন্ধ হইয়া যায়, আবার হইতে থাকে। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকে,

দুর্ব্বল জরায়ুতে সামান্য জোর পড়িলে কিংবা পরিশ্রমে জরায়ু হইতে রক্ত নির্গত হয়। ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় (ব্রাইওনিয়া)।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট কিংবা নিম্নক্রম ৩×৬।

ইরিনজিয়াম একোয়াটিকাম (Eryngium Aquaticum)

মূত্রযন্ত্রের রোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। গাঢ় পীতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব হয়। মূত্রমার্গের এবং মূত্রাশয়ের কোঁথানি বর্ত্তমান থাকে। পুনঃ পুনঃ এবং কষ্টজনক মূত্র ত্যাগ হয়। মূত্র পিণ্ডশূলেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়। মূত্রপিণ্ড-রক্তাধিক্য হইয়া পশ্চাদ্দেশে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা মূত্র পথ দিয়া বিস্তারিত হয়।

স্বপ্নদোষ—লিঙ্গের উদ্রেক ব্যতীত রেতঃপাত হয় এবং সামান্য কারণেই প্রোষ্টেটিক স্রাব (prostatic) হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কোনিয়াম, ক্যানাবিস, ডাইয়োস্কোরিয়া, ক্লিমেটিস।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩×, ৬× এবং মূল অরিষ্ট।

ইউকেলিপ্‌টাস (Eucalyptus)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ইউকেলিপ্‌টাস গ্লোবিউলাস। সর্দ্দি, ম্যালেরিয়া পাকাশয়ের গোলযোগ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা এবং পাল্‌টা জ্বরে (fevers of a relapsing character) ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

সর্দ্দি—তরল জলবৎ সর্দ্দি, নাক সেঁটে যায়। পুরাতন পুঁজ সদৃশ এবং দুর্গন্ধ সর্দ্দিতেও প্রয়োগ হয়।

মুত্রপিণ্ড প্রদাহ—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা সহ তরুণ মুত্রপিণ্ড প্রদাহে ইউকেলিপ্‌টাস্ উত্তম কার্য্য করে। মুত্রাশয় হইতে শ্লেষ্মাস্রাব হয় এবং জ্বলন ও কোঁথানি থাকে।

হাঁপানি—হাঁপানিতে অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট এবং হৃৎস্পন্দন বর্ত্তমান থাকে। সাদা গাঢ় শ্লেষ্মা গয়ের উঠে।

জ্বর—ম্যালেরিয়া জ্বরে ইউকেলিপ্‌টাস্‌কে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত এক জ্বরে কিংবা টাইফয়েড জ্বরেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। মলমুত্র অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় এবং গাত্রোত্তাপ অত্যন্ত অধিক হয়। জ্বরে মূল অরিষ্ট প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

ইউপেটোরিয়াম পারপিউরিয়াম
(Eupatorium Purpureum)

ইহার এলবিউমিনিউরিয়া, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রাষ্টেটগ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং মূত্রাশয় রোগে প্রধান কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্রপিণ্ড শোথে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয় এতদ্ব্যতীত ধ্বজভঙ্গ এবং বন্ধ্যাত্ব রোগেও ইহার ব্যবহার রহিয়াছে।

শিরঃপীড়া—বাম পার্শ্বে শিরঃপীড়া অধিক হয় এবং শিরঃপীড়ার সহিত শিরঃঘূর্ণন বর্ত্তমান থাকে।

মূত্রযন্ত্র—মূত্রপিণ্ডে যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। মূত্র ত্যাগে মূত্রাশয়ে এবং মূত্রপথে জ্বালা হয়। প্রস্রাব ধীরে ধীরে হয়, এতদ্ব্যতীত প্রস্রাব দুগ্ধবৎ সাদা। রক্তপ্রস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্র ইত্যাদিও বর্ত্তমান থাকে, সর্ব্বদা মূত্রবেগ। স্ত্রীলোকের মূত্রাশয়ের রোগে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। পশ্চাদ্দেশে চাপ এবং ভার ভার বোধ হয়। পুনঃ পুনঃ জলবৎ প্রচুর প্রস্রাব হয়।

জ্বর—শীত অবস্থায় পিপাসা থাকে না, কপালে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। পশ্চাদ্দেশে শীত আরম্ভ হয়। যত শীত নয় কিন্তু রোগীর তদপেক্ষা অধিক কম্পন হয়।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—ফস্ফরিক এসিড, ক্যানাবিস স্যাটা, ইপিজিয়া।

ডাইলিউসন—১x ক্রম অধিক প্রচলিত।

ইউপেটোরিয়াম এরোমেটিকাম (Eupatorium Aromaticum)

ইহা শিশুদিগের মুখের ক্ষতের একটি উত্তম ঔষধ। এতদ্ব্যতীত স্তনের বোটার যন্ত্রণায়ও ইহা ব্যবহার হয়। ইহার সহিত পিত্ত বমন, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে।

শিশুদিগের মুখের ক্ষতে ইহার মূল অরিষ্ট ১০ ফোঁটা এক আউন্স গ্লিসারিন কিংবা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে প্রলেপ দিতে হয় এবং নিম্নক্রম সেবন করাইতে হয়।

ইউফোরবিয়াম (Euphorbium)

ইহা একটি জ্বালা যন্ত্রণার উত্তম ঔষধ। কর্কট রোগের যন্ত্রনায় ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। ইহার জ্বালা অগ্নিবৎ অত্যন্ত ভীষণ হয়। বিসর্প প্রযুক্ত গলিত ক্ষতে ইহাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়। ইহাতে আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে সমুদায় দ্রব্য বড় বড় বলিয়া বোধ হয়।

অস্থিবেদনা—অস্থিতে ভীষণ জলনবৎ যন্ত্রণা হয়, বিশেষতঃ এই প্রকার জ্বালা পারদের অপব্যবহার হেতু হইলেই ইউফোরবিয়ামকে অধিক উপযুক্ত মনে করা হয়।

বিসর্প—ইউফোরবিয়ামে বিসর্প গলিত ক্ষতে পরিণত হয়। দক্ষিণ গণ্ডস্থল গভীর লালবর্ণ কিংবা ঈষৎ বেগুনে আভাযুক্ত লাল হয়। মটর দানার ন্যায় এক একটী ফোস্কা হয় এবং ফোস্কাগুলি পীতবর্ণ তরল দ্রব্যে পূর্ণ থাকে। ভীষণ যন্ত্রণা হয় যন্ত্রণায় যেন স্থান ছিদ্র হইয়া যাইতেছে এইরূপ মনে হয়। রোগ কর্ণে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। যন্ত্রণার উপশম সময়ে আক্রান্ত স্থান চুলকাইতে থাকে এবং সড় সড় করে।

ইউফোরবিয়ামে বিসর্প গণ্ডস্থলে অধিক প্রকাশ পায় এবং ফোস্কাযুক্ত বিসর্পে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ক্ষত এবং কর্কট রোগ—পুরাতন যন্ত্রণাযুক্ত ক্ষতে ইউফোরবিয়ামের প্রয়োগ দেখা যায়। ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয় না, জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। ক্ষত গলিত ক্ষতে পরিণত হয়। ইহা ব্যতীত কর্কট রোগ, এপিথেলিওমা ইত্যাদিতেও উত্তম কার্য্য করে।

ডাইলিউসন—৬,৩০ শক্তি।

ইউফোরবিয়া ল্যাথিরিস
(Euphorbia Lathyris)

ইহার প্রয়োগ বিসর্প রোগে অধিক দেখিতে পারয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বাতেও ইহার কিছু কিছু ব্যবহার রহিয়াছে।

চক্ষু—চক্ষুর পাতা ফুলিয়া সমুদায় চক্ষু যেন বন্ধ হইয়া আইসে।

নাসিকা—নাসিকার অগ্রভাগ অত্যন্ত প্রদাহ এবং স্ফীত হয় স্পর্শ করা যায় না।

বিসর্প—বিসর্প মুখমণ্ডলে আরম্ভ হইয়া কেশযুক্ত স্থানে বিস্তারিত হইয়া সমুদায় শরীরময় হয়, এই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে আট দিন আবশ্যক হয়। পীড়কা চকচকে, তরল দ্রব্য পূর্ণবৎ স্ফীতিযুক্ত, মসৃন না হইয়া বরং ঈষৎ খস্‌খসে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা এবং টাটানি থাকে। স্পর্শে এবং অলিভ অয়েল প্রলেপে উপশম হয়। গাত্রে যেন মাকড়সা চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ বোধ হয়। মুখমণ্ডল স্পর্শ করিলে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, জ্বালা এবং টাটানি হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়—অন্তকোষের প্রদাহ হইয়া গভীর ক্ষত হয়, ভীষণ চুলকানি এবং জ্বালা থাকে। ধৌত করিবার সময় স্পর্শে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

রোগের বৃদ্ধি—স্পর্শে এবং শীতল বায়ুতে।

রোগের উপশম—আবদ্ধ ঘরে এবং অলিভ অয়েল প্রলেপে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

ইউফোরবিয়া কোরেল্লেটা
(Euphorbia Corallata)

পরিপাক ক্রিয়ার রোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। ভীষণ বমনোদ্বেগ হয়। ভুক্ত দ্রব্য, জল, শ্লেষ্মা ইত্যাদি বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং প্রচুর দাস্ত হয়। থাকিয়া থাকিয়া রোগ বৃদ্ধি হয়। পাকস্থলীতে খোঁচানি যন্ত্রণা হয় এবং শীতল ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে (ভিরেট্রাম এলবাম)।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০।

ইউপিয়ন (Eupion)

স্ত্রীরোগে এই ঔষধটির কার্য্য অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। জরায়ুচ্যুতিতে ইহাকে উত্তম ঔষধ বলা হয়। কটিদেশে যন্ত্রণার সহিত ঘন শ্বেত প্রদর স্রাব বর্ত্তমান থাকে। ঋতুস্রাব সময়ের পূর্ব্বে প্রচুর হয়। স্রাব পাতলা জলবৎ তরল। সামান্য পরিশ্রমে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—দক্ষিণ ডিম্বাশয় প্রদেশে জ্বালা। শ্বেত প্রদর স্রাব জোরের সহিত নির্গত হয়। ঋতু স্রাবের পর পীতবর্ণ শ্বেত প্রদর স্রাব হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। পদদ্বয়ের ডিমিতে খিল ধরে।

ডাইলিউসন—৬×, ৬, ৩০ শক্তি।

ইউরিয়া (Urea)

ইউরিয়া প্রধানতঃ মূত্রপিণ্ড রোগে এবং তদহেতু উপসর্গে অধিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। টিউবারকিউলোসিস, গ্রন্থি বিবৃদ্ধি, মূত্রপিণ্ডের দোষ হেতু শোথ, এলবিউমিনিউরিয়া, বহুমূত্র ইত্যাদি রোগে ইহার যথেষ্ট কার্য্য প্রকাশ পায়। প্রস্রাবে specific gravity স্বাভাবিক হইতে নিম্নে হয় এবং প্রস্রাব অত্যন্ত তরল।

ফ্যাগোপাইরাম (Fagopyrum)

চর্ম্মের উপর ইহার কার্য্য অধিক এবং চুলকানিতে ইহা অধিক ব্যবহার হয়। স্ত্রীলোকের যোনি কুণ্ডয়নে ইহা প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। যোনি কুণ্ডয়নের সহিত পীতবর্ণ শ্বেত প্রদর স্রাব বর্ত্তমান থাকে। এতদ্ব্যতীত হস্ত এবং পদ সন্ধ্যার সময় ভীষণ চুলকায়।

ডাইলিউসন—৬×, ৩০ শক্তি।

রোগের বৃদ্ধি—অপরাহ্নে, চুলকাইলে।

রোগের উপশম—শীতল জলে।

ফেলটৌরি (Feltauri)

পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। অজীর্ণ, উদরাময়, ঘাড়ে ব্যথা ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ। পাকস্থলীতে ঘড় ঘড় ঢল ঢল শব্দ হয়। ভীষণ peristaltic অর্থাৎ কৃমিবৎ সঞ্চালন হয়। আহারের পর নিদ্রায় চক্ষু বুজিয়া আইসে। ইহা কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অন্ত্রে বায়ুর সমাবেশেও ব্যবহার হয়।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x চূর্ণ।

ফেরাম ব্রোমেটাম (Ferrum Bromatum)

ইহার প্রয়োগ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত প্রদর স্রাব চট্‌চটে, ক্ষতকারক হাজিয়া যায়। জরায়ু ভারি এবং বহির্গত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা হয়।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০।

ফেরাম এসেটিকাম (Ferrum Aceticum)

ইহা নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে নির্ব্বাচিত হয়। ইহা বিশেষভাবে কৃশ, রক্তশূন্য ফেকাসে, দুর্ব্বল শিশুদিগেতে যাহাদিগের শরীর শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হয় এবং সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে তাহাদিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

থাইসিস—সর্ব্বদা কাশি লাগিয়া থাকে। আহারের পর ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়। কাশির সহিত রক্তও উঠে। রক্তোৎকাশে ফেরাম

এসেটিকাম ২x প্রয়োগে আমি অনেক স্থলে উত্তম কার্য্য পাইয়াছি। গয়ের প্রচুর উঠে, গয়েরের রং সবুজাভ পুঁজযুক্ত।

হাঁপানি—শয়নে এবং স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে হাঁপানি বৃদ্ধি হয়।

ডাইলিউসন—২x, ৩x, ৬x।

ফেরাম আর্সেনিকাম (Ferrum Arsenicum)

ইহা প্লীহা বৃদ্ধি যুক্ত পুরাতন জ্বরের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী রক্তশূন্য ফেকাসে। অজীর্ণ ভেদ। মূত্র এলবিউমেন যুক্ত।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০।

ফেরাম আইওডেটাম (Ferrum Iodatum)

স্ক্রফিউলাস রোগ, গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং অর্ব্বুদে (tumors) ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। বসন্ত, স্কার্লেটিনা ইত্যাদি রোগের পর তরুণ মূত্রপিণ্ড প্রদাহে ও জরায়ুচ্যুতিতেও ইহার ব্যবহার সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—উপবেশন অবস্থায় রোগীর মনে হয় যেন যোনিদেশের উর্দ্ধে কিছু ঠেলা মারিতেছে। ভীষণ কোঁথপাড়া যন্ত্রণা থাকে (much bearing down)। জরায়ু পশ্চাদাবর্ত্তন (retroversion) এবং ভ্রংশ হয়। শ্বেত প্রদর স্রাব ময়দার কাইএর ন্যায়।

সর্দ্দি—নাসিকা, গলদেশ এবং কণ্ঠনালী হইতে শ্লেষ্মা স্রাব হয়। নাসিকায় স্ক্রফিউলাস প্রদাহ হয়। বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ বোধ হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—খাদ্য দ্রব্য মনে হয় গলায় উঠিয়া যাইতেছে যেন গলাধঃকরণ হয় নাই। পেট সর্ব্বদা পূর্ণ হইয়া থাকে, সামান্য খাদ্য দ্রব্য

আহার করিলেও পেট পূর্ণ বোধ হয়। গলদেশে যন্ত্রণা হয় যেন পেরেকের ন্যায় কোন খোঁচা বস্তু ভিন্ন ভিন্ন দিকে আঘাত করিতেছে।

মূত্র—মূত্র ঘোর বর্ণ, মিষ্ট গন্ধযুক্ত। মূত্র মার্গে এবং মলদ্বারে সুড় সুড় বোধ হয়। মূত্রের বেগ ধারণ করিতে পারে না।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

ফেরাম ম্যাগনেটিকাম
Ferrum Magneticum

অন্ত্রে ইহার যথেষ্ট কার্য্য পরিলক্ষিত হয়। পক্ষাঘাতগ্রস্থ দুর্ব্বলতা। হস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিল প্রকাশ পায়।

পরিপাক ক্রিয়া—আহার কালীন পেট ফাঁপিয়া উঠে, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হয় বিশেষভাবে ইহা শ্বাস প্রশ্বাস কালীন অধিক অনুভব হয়। নিম্নোদরে শব্দ হয়, মল তরল এবং তদসহ পেট ফাঁপা, পেটফাঁপা বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে অধিক প্রকাশ পায়। পুনঃ পুনঃ প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হয়।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০।

ফেরাম মিউরিয়েটিকাম
Ferrum Muriaticum

কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপযুক্ত রক্তোৎকাশ, দক্ষিণ স্কন্ধ প্রদেশে এবং হস্তের দক্ষিণ কনুইএ যন্ত্রণা। মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ, যৌবনে রেতঃ পাত এবং প্রচর

প্রস্রাবের প্রবণতা। রোগী রক্তশূন্য। অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ জলবৎ তরল মল। পুরাতন আমাশয়েও ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

ডাইলিউসন—আহারের পর ৩x শক্তির এক ফোঁটা মাত্রায় সেবনীয়।

ফেরাম পিকরিকাম (Ferrum Picricum)

ফেরাম পিকরিকামকে অন্য ঔষধের কার্য্যের বৃহৎ অনুপূরক (Coplementary) বলিয়া গণ্য করা হয়। কোন কার্য্য করিতে করিতে শরীরের কোন যন্ত্রের কার্য্যের ব্যতিক্রম হইলে যেমন বক্তৃতা করিতে করিতে গলায় স্বর বসিয়া গেলে সেইরূপ স্থলে ফেরাম পিকরিকামকে চিন্তা করা যাইতে পারে। বৃদ্ধাবস্থায় প্রোষ্টেট (prostate) গ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

মূত্র যন্ত্র—সমুদায় মূত্রপথ ব্যাপিয়া যন্ত্রণা হয়। রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয়, সঙ্গে সঙ্গে মলদ্বারের স্থানে চাপ এবং পূর্ণতা বোধ থাকে। মূত্রাশয়ের গ্রীবা প্রদেশে টাটানি যন্ত্রণা বোধ হয়।

কর্ণ—ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে কর্ণে বধিরতা প্রকাশ পায় এবং কর্ণে খট্ খট্ ও টেলিগ্রাফ তারের ন্যায় গুণ গুণ শব্দ হয়।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

ফিলিক্স মাস (Filixmas)

ইহা ফিতা কৃমির (tape worm) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার সহিত কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে। নিম্নোদর ফাঁপিয়া থাকে এবং পেটে সকল সময় খোচানি যন্ত্রণা হয়। মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য সহ্য হয় না। নাক চুলকায়, মুখমণ্ডল

ফ্যাকাসে হয়, চক্ষুর চারিপার্শ্বে নীল দাগ পড়ে। কৃমির দরুণ ভেদ বমন এবং শূলযন্ত্রণা হয়। ইহাকে কৃমি বশতঃ রোগে সিনার পার্শ্বে স্থান দিবে।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ১x, ৩x, ৬x অধিক প্রচলিত।

ফেরাম সালফিউরিকাম
(Ferrum Sulphuricum)

ইহাকে বাংলায় হীরাকস্ বলে। ইহাতে অম্বল উদ্গারের সহিত মুখভরা ভুক্তদ্রব্য বমন, যকৃতের পিত্ত থলিতে যন্ত্রণা, দন্তশূল ইত্যাদি নিবারণ হয়।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x এবং ৩০ ব্যবহার হয়।

ফ্রাক্সিনাস এমেরিকানা
Fraxninus Americana

ইহার কার্য্য স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় এবং জরায়ুর রোগে অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। জরায়ু বিবৃদ্ধি, অর্ব্বুদ, জরায়ু ভ্রংশ এবং জরায়ু অল্প বৃদ্ধি ও এতদসহ কোঁথানিবৎ যন্ত্রণায় (bearing down pain) ফ্রাক্সিনাস ব্যবহারে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত জ্বর—ঠোঁট এবং শিশুদিগের ইকজিমায় নির্ব্বাচিত হয়।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়—জরায়ু বিবৃদ্ধি হয়। জরায়ু বিবৃদ্ধির (hypertrophy of the uterus) ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সেবনে জরায়ু শীঘ্র আপনার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আইসে। (It is a powerful remedy and its action on the womb and uterus has

averted many an otherwise unavoidable surgical operation)। ইহা সময় মত ব্যবহারে জরায়ুর অনেক রোগ অতি অল্প সময়ে আরোগ্য হয়। জলবৎ শ্বেত প্রদর স্রাব হয়। 'স্রাবে কোন প্রকার জ্বালা থাকে না'—কিংবা কোন প্রকার ক্ষত কারক নয়। জরায়ু অর্ব্বুদ (fibroids) এবং তদসহ কোঁথানিবৎ যন্ত্রণায় ইহা ব্যবহারে অনেক স্থলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। পদদ্বয়ে খিল ধরে, অপরাহ্ন এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। মস্তকের তালু উষ্ণ থাকে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট ১০ হইতে ১৫ ফোঁটা প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবনীয়।

ফ্রানসিসিয়া ইউনিফ্লোরা
Franciscea Uniflora

ইহা বাত এবং উপদংশে প্রয়োগ হয়। বাতে ইহার সুনাম রহিয়াছে। কোন কোন দেশের লোকেরা ইহাকে পুরাতন এবং তরুণ বাতে উচ্চস্থান প্রদান করেন। বাতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। সর্ব্ব শরীর উত্তপ্ত হয়। ঘর্ম্ম হইলে উপশম বোধ করে। মস্তকের পশ্চাতে এবং মেরুদণ্ডে যন্ত্রণা হয়। মস্তকের চারিপার্শ্বে যেন বন্ধনী জড়ান আছে এইরূপ মনে হয়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

ফুলিগো লিগ্‌নি (Fuligo Ligni)

ইহার কার্য্য গ্রন্থি, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং দুরারোগ্য ক্ষত, ইকজিমা, ইত্যাদিতে অধিক প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত মুখ বিবরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির পুরাতন ক্ষতে, যোনি কুণ্ডয়নে, জরায়ু রক্তস্রাবে, কর্কট রোগে, এপিথে-

লিওমায় ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অণ্ডকোষের কর্কট রোগে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

রোগী সর্ব্বদা বিমর্ষ এবং আত্মহত্যার চিন্তা করে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্রিয়োজোট।

ডাইলিউসন—৬× চূর্ণ।

ফিকাস রিলিজিওসা (Ficus Riligiosa)

ইহা অশ্বত্থ গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়। ইহার সর্ব্ব প্রধান কার্য্য রক্তস্রাবে দেখিতে পাই। মূত্রপথ, ফুস্‌ফুস, জরায়ু ইত্যাদি সকল প্রকার রক্তস্রাবে ইহা উত্তম কার্য্য করে। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ। শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং কাশির সহিত রক্ত বমন হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—একালিফা, মিলিফোলিয়াম, থ্লাস্‌পি, ইপিকাক।

ডাইলিউসন—১×।

ফিউকাস ভেসিকিউলোসাস

Fucus Vesiculosus

ইহা মেধাধিক্যের এবং গলগণ্ডের (goitre) একটি বৃহৎ এবং শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা ব্যবহারে পরিপাক ক্রিয়া সহজ করে এবং পেট ফাঁপা দূরীভূত করে। ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্যও থাকে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ফাইটোলিন, থাইরোডিন, ব্যাডিয়াগা, আইওডিন।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এক চাম্‌চা মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেবনীয়।

গ্যালিক এসিড (Gallic Acid)

থাইসিসে গ্যালিক এসিডের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রয়োগে বিকৃতি স্রাব (morbid secretions) সমুদায় স্থগিত হয় এবং পাকস্থলীর কার্য্য সুস্থ করিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

মানসিক লক্ষণ—রাত্রিতে ভীষণ প্রলাপ বকে, অত্যন্ত অস্থির, শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়ে। একলা থাকিতে ভয় পায়, অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং প্রত্যেককে গালাগালি দেয়।

থাইসিসে—ফুসফুসে যন্ত্রণা হয় এবং ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব হয়। গয়ের উঠে। প্রাতে গলদেশে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয়। রাত্রিতে শুষ্ক থাকে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—আর্স আইওড, ফসফরাস।

ডাইলিউসন—১ × চূর্ণ।

গেলিয়াম এপেরিন (Galium Aparine)

ইহার কার্য্য মূত্র যন্ত্রে প্রকাশ পায়—ইহা প্রস্রাব কারক এবং শোথ, মূত্রশিলা ও মূত্ররেণু রোগেও প্রয়োগ হয়। ইহা ব্যতীত কর্কট রোগেও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা সময় মত প্রয়োগ করিতে পারিলে

কর্কট রোগ আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কর্কট রোগযুক্ত ক্ষতে এবং জিহ্বার গুটিকাযুক্ত অর্ব্বুদে (nodulated tumors) ইহার সুনাম রহিয়াছে। ইহা ব্যবহারে শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হইয়া আইসে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—চা-পান করিবার এক বাটি জলে কিংবা দুগ্ধে এক ড্রাম মূল অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া দিবসে তিনবার করিয়া সেবনীয়।

গ্যালেগা (Galega)

ইহা স্তনে দুগ্ধ আনায়ন করিবার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্তনদাত্রীর স্তনে দুগ্ধ বাড়াইয়া দেয় এবং দুগ্ধের দোষও দূরীভূত করিয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগীর ক্ষুধাও বৃদ্ধি করে। এতদ বিষয়ের ইহাকে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। ইহা মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম প্রয়োগ হয়।

গ্যাম্বোজিয়া (Gambogia)

ইহার আর একটি নাম গামিগটি। ইহার প্রধানকার্য্য পাকাশয়ের উপর দেখিতে পাওয়া যায়। উদারাময়ের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার সহিত ক্রোটনের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মল—তরল, পীতবর্ণ এবং জলবৎ। কখন কখন গাঢ় সবুজ বর্ণও হয় এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ। রোগী হঠাৎ মলত্যাগের বেগ পাইয়া পায়খানায় গিয়া কিছুক্ষণ মলত্যাগের চেষ্টা করিতে করিতেই হঠাৎ জোরের সহিত হড় হড় করিয়া একবারেই সমুদয় মল নির্গত হইয়া যায়—এবং মলত্যাগান্তে রোগী অত্যন্ত উপশম বোধ করে, যেন কোন এক কষ্টদায়ক পদার্থ মলের সহিত

বহির্গত হইয়া গেল, ইহাই হইতেছে গ্যাম্বোজিয়ার সর্ব্বপ্রধান পরিচায়ক লক্ষণ। (coming out all atonce with a single, somewhat prolonged effort)

মলত্যাগের পূর্ব্বে—হঠাৎ বেগ হয় এবং নিম্নোদরের সমুদায় স্থান ব্যাপিয়া কামড়ানি যন্ত্রণা হয়।

মলত্যাগের পর—নিম্নোদরে অত্যন্ত আরাম বোধ করে যেন কোন কষ্টদায়ক (irritating substance) বস্তু মলের সহিত বাহির হইয়া গেল। মল দ্বারে জ্বালা করে।

দেখিতে পাওয়া যায় গ্যাম্বোজিয়ার এইপ্রকার উদরাময়ের সহিত শিশুর চক্ষুর পাতা এবং চক্ষুর কোন ভীষণ চুলকাইতে থাকে। পেটে গড় গড় ঢল ঢল শব্দ হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এলোজ, ক্রোটন, পডফাইলাম।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে।

গলথেরিয়া (Gaultheria)

ইহার কার্য্য প্রদাহযুক্ত বাতে, পার্শ্ববেদনা স্নায়ু কটি-শূল (sciatica) এবং অন্যান্য স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় প্রকাশ পাইয়াছে এতদ্ব্যতীত পরিপাকক্রিয়ার গোলযোগও ইহা উত্তম কার্য্য করে।

পাকাশয় প্রদাহ—তরুণ পাকাশয় প্রদাহ। কুক্ষী প্রদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। বহুক্ষণ ধরিয়া বমন হইতে থাকে। পাকাশয়ে যন্ত্রণা হওয়া সত্ত্বেও আহারের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। স্নায়ু অবসাদ হেতু পাকাশয় শূল যন্ত্রণা হয়।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা এবং বাত—মস্তকে এবং মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার• ল্যাং এই ঔষধটির আময়িকক্রিয়া (therapeutic action) প্রচার করেন। প্রদাহযুক্ত বাতে (inflammatory rheumatism) এবং মুখমণ্ডলের ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ও পাকস্থলীর প্রদাহে ইহার কার্য্য অব্যর্থ এবং আশু উপকার করে। The true oil of Gaultheria (preferably in tablets) frequently acts with amazing promptness in inflammatory rheumatism and excessively painful neuralgias of face and stomach).

ডাইলিউসন—বাতে এবং স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় গলথেরিয়ার ট্যাবলেট ২টী হইতে ৫টী পর্য্যন্ত সেবনীয়। অন্যান্য স্থলে নিম্নক্রমই অধিক প্রচলিত।

জেরেনিয়াম ম্যাকিউলেটাম
(Geranium maculatum)

ফুস্ফুস্ কিংবা অন্য কোন যন্ত্র হইতে প্রচুর রক্তস্রাবে, রক্তবমনে, পাকস্থলীর ক্ষতে ইহার অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে—এতদ্ব্যতীত দুর্গন্ধ এবং সহজে আরোগ্য হয় না এইরূপ ক্ষতেও ইহা উত্তম কার্য্য করে।

রক্তস্রাব—রক্তস্রাবের ইহা একটি মহৎ ঔষধ। যে কোন স্থান হইতেই রক্তস্রাব হউক ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয় (a remedy for haemorrhages from any part that will not disappoint you),

পাকাশয়—পাকাশয় প্রদাহের সহিত প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব বর্ত্তমান থাকে। পাকাশয়ে ক্ষত এবং নিশ্চেষ্ট রক্তস্রাব (passive haemorrhoge) হওয়ার সম্ভাবনা হয়। পাকাশয় প্রদাহে বমন হ্রাস করিতেও জেরেনিয়াম নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—সর্ব্বদা মলত্যাগের ইচ্ছা লাগিয়া থাকে অনেকক্ষণ

চেষ্টার পর মলত্যাগ হয়, কোন যন্ত্রণা থাকে না এবং শীঘ্র মলত্যাগ হয় না। পুরাতন উদরাময়েও ইহা ব্যবহার হয়, মলের সহিত দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা বর্ত্তমান থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—ঋতুস্রাব প্রচুর হয়। প্রসবান্তিক রক্তস্রাবেও জেরেনিয়াম উত্তম কার্য্য করে।

ডাইলিউসন—পাকাশয় ক্ষতে এবং রক্তস্রাবে মূল অরিষ্ট ১০ ফোঁটা মাত্রায় রোগের বৃদ্ধি হ্রাস অনুযায়ী সেবনীয়। সাধারণতঃ নিম্নক্রম ৩x, ৬x, অধিক প্রয়োগ হয়। কেহ কেহ মূল অরিষ্ট জলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষত ধৌত করিতে ব্যবস্থা দেয়।

জিন্‌সেং (Ginseng)

ইহার কার্য্য কশেরুকামজ্জার (spinal cord) নিম্নদেশে অধিক প্রকাশ পায় এতদ্ব্যতীত কটিবাত, কটিশূল এবং বাতে ইহার অধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বাতের সহিত পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বলতাও থাকে। অনেক চিকিৎসক হিক্কায় জিনসিংকে উচ্চস্থান প্রদান করেন।

শিরঃঘূর্ণন—শিরঃঘূর্ণনে চক্ষুর সম্মুখে ধূসর বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে দেখা যায় এবং সমুদায় দ্রব্য দুইটি করিয়া দেখে অর্থাৎ দ্বি দৃষ্টি হয়।

তালুমূলপ্রদাহ—তালুমূলপ্রদাহ অনেকটা বেলেডনার ন্যায় কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ হইলে উত্তম কার্য্য করে।

পুংজননেন্দ্রিয়—পুনঃপুনঃ রেতঃপাত হেতু বাত যন্ত্রণা। লিঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং মূত্রপথের শেষ স্থানে ভীষণ সুড় সুড় বোধ হয়। কামোত্তেজনাও হয়।

বাত—হস্তপদ ফুলিয়া উঠে, গাত্রত্বক অত্যন্ত টান (tight) হইয়া

থাকে। কটি এবং জানুদেশে বেদনা হয়। সন্ধিস্থল আড়ষ্ট এবং সঙ্কুচিত হয় (stiff contracted joints)। সন্ধিস্থলে খট্‌ খট্‌ শব্দ হয়। পশ্চাদ্দেশও আড়ষ্ট বোধ করে। জিন্‌সিংকে সন্ধিস্থলের আড়ষ্ট এবং সঙ্কোচনে, কটি স্নায়ুশূল এবং পুরাতন বাতে অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ২০ ফোটা জলেমিশ্রিত করিয়া সেবনীয়।

গ্লিসেরিনাম (Glycerinum)

গ্লিসেরিন হোমিওপ্যাথিক ঔষধে পরিণত করায় ইহা শরীরের দুর্ব্বলতা হ্রাস করিতে, শরীরস্থ টিসু সমুদায়কে শক্ত করিতে, শীর্ণতা (marasmas) দূরীভূত করিতে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহা অধিক সেবনে পরিপোযন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটায়। কাজেকাজেই ইহার গৌন ক্রিয়া পরিপোষণ ক্রিয়ার উন্নতি বিধান করে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ল্যাকটিক এসিড, জেলসিমিয়াম, ক্যালকেরিয়া।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি। দূষিত ভীষণ রক্তশূন্যতায় (pernicious anaemia)—বিশুদ্ধ গ্লিসিরিন এক চামুচ মাত্রায় নেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

ন্যাফালিয়াম (Gnaphalium)

ইহার প্রধান পরিচয় আমরা কটিস্নায়ুশূল যন্ত্রনায় (sciatica)দেখিতে পাই। ইহার যন্ত্রণার সহিত অবশ ভাব (numbness) বর্ত্তমান থাকে। এতদ্ব্যতীত বাত এবং প্রাতঃকালীন উদরাময় ও থাকে।

কটিস্নায়ুশূল—দক্ষিণ পার্শ্বের কটিস্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ভীষণ যন্ত্রণা হয়, দক্ষিণ জঙ্ঘার সন্ধিস্থল হইতে পদের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা বিস্তারিত হয়। শয়নে, সঞ্চালনে এবং পদক্ষেপে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। উপবেশনে উপশম হয়। রাত্রিতে পায়ের ডিমিতে খিল ধরে। পায়ে এবং পায়ের গুল্‌ফ সন্ধিতে বাত যন্ত্রণা হয়। পা গুটাইয়া রাখিলে উপশম হয়। জংঘা প্রদেশের স্নায়ুশূলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। যন্ত্রণার সহিত অবশভাব বর্ত্তমান থাকে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—জ্যান্থকসাইলাম, ক্যামোমিলা।

ডাইলিউসন—৬x, ৬, ৩০ ২০০ শক্তি।

গসিপিয়াম (Gossypium)

ইহার বাংলা নাম কার্পাস বৃক্ষ। ইহা অধিক মাত্রায় একটি বৃহৎ রজোনিঃসারক ঔষধ। হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় জরায়ু এবং অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় নানান প্রকার রোগে উত্তম কার্য্য করে। যে স্থানে মাসিক ঋতুস্রাব সহজে হয় না এবং হয় হয় এইরূপ ভাব লাগিয়া থাকে অথচ হয় না সেইরূপ স্থলে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

আবদ্ধ ফুল (Retained placenta)—প্রসবের পর ফুল না পড়িলে গসিপিয়াম অনেক স্থলে উত্তম কার্য্য করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—জোনি কপাট স্ফীত হয় এবং চুলকায়। প্রসবের পর ডিম্বাশয়ে থাকিয়া থাকিয়া যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং ৬ শক্তি।

গ্রেনেটাম (Granatum)

ইহার বাঙ্গলা নাম দাড়িম্ব। দাড়িম্বের খোসা কৃমির একটি ঔষধ আমাদের দেশে ইহাব প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রেনেটামও হোমিওপ্যাথিক ঔষধরূপে প্রয়োগ হয়। এতদ্ব্যতীত বমন এবং শিরঃ ঘূর্ণনের সহিত লালাস্রাব বর্ত্তমান থাকে।

শিরঃঘূর্ণন—সকল সময় লাগিয়া থাকে। মস্তক খালি খালি বোধ হয়, দৃষ্টি অপরিষ্কার হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—সকল সময় ক্ষুধা, অথচ পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল। রাত্রিতে বমন হয়। পেট কামড়ায়, নাভির নিকট অধিক যন্ত্রণা হয়। মলত্যাগের পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল চেষ্টা হয়। মলদ্বার চুলকায়। কৃমিজনিত উপদ্রবে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

চুলকানি—হস্তের চেটো চুলকায়। গাত্রের চেহারা অনেকটা স্কাবী রোগ সদৃশ।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিনা, কুশো।

ডাইলিউসন—১x, ৩x, ৬x।

গ্রাইণ্ডেলিয়া (Grindelia)

ইহার সম্পূর্ণ নাম গ্রাইণ্ডেলিয়া রোবাষ্টা (Grindelia Robusta)। ইহার যাহা কিছু কার্য্য হৃৎপিণ্ডে এবং ফুস্‌ফুসে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপন্ন করতঃ ফুস্‌ফুস্ পাকাশয়িক স্নায়ুর (pneumogastric nerve) আংশিক পক্ষাঘাত প্রকাশ পায়। রোগী নিদ্রিত হইলে অর্থাৎ চক্ষু বুজিয়া আসিলেই শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবে এইরূপ কষ্ট অথবা শ্বাস প্রশ্বাসের

চাপ চাপ বোধে হঠাৎ জাগিয়া উঠে। গ্রাইণ্ডেলিয়ায় ফুস্‌ফুস এবং হৃৎপিণ্ড উভয়ই অত্যন্ত দুর্ব্বল। শ্লেষ্মা ফেনা ফেনা হয় এবং সহজে উঠে না।

হাঁপানি—প্রচুর চট্‌চটে শ্লেষ্মা উত্তোলনে হাঁপানি উপশম হয়. (ক্রিয়াম, সিপিয়া, এণ্টিমটার্ট। নিদ্রিত হইয়া পড়িলে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, রোগী হঠাৎ জাগিয়া শয্যায় উঠিয়া বসে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য খাবি খাইতে থাকে। শয়ন করিলে শ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারে না। (cannot breath when lying down)। এই প্রকার লক্ষণ অনেকটা ল্যাকেসিসে দেখিতে পাই।

প্লীহা—প্লীহার স্থানে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। প্লীহা বিবৃদ্ধি হয় এবং যন্ত্রণা প্লীহার নিম্নে জংঘা প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এণ্টিমটার্ট, ল্যাকেসিস্‌, স্যাঙ্গুইনেরিয়া।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x অধিক প্রচলিত। কেহ.কেহ মূল অরিষ্ট ব্যবস্থা করেন।

গ্রেটিওলা (Gratiola)

গ্র্যাটিওলার যাহা কিছু ব্যবহার তাহা জল খাইয়া উদরাময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। উদরাময়ের বিশেষত্ব হইতেছে—জল খাইয়া উদরাময় হয়। মল প্রচুর, জলবৎ তরল, সবুজ, ফেনা ফেনা। বেগের সহিত নির্গত হয় এবং যন্ত্রণা থাকে না। জল খাইলেই উদরাময়ের বৃদ্ধি হয়, রোগী ভয়ে জল খাইতে চায় না।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্রোটনটিগ, ইলাটিরিয়াম, পডফাইলাম।

তুলনা—জিন্‌জিবার।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

গুয়েইকাম (Guaiacum)

বাত ধাতুগ্রস্থ লোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। উপদংশ রোগজনিত সন্ধিস্থলের বাত, স্নায়ুর সঙ্কোচন ইত্যাদিতে গুয়েইকাম উত্তম কার্য্য করে এতদ্ব্যতীত তরুণ বাতেরও ইহা একটি উত্তম ঔষধ। সন্ধিস্থল আড়ষ্ট এবং সঙ্কুচিত হয়। হস্ত পদ প্রসারণ করিতে পারে না। যন্ত্রণা উত্তাপে এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়, রোগী আক্রান্ত স্থান নাড়াইতে পারে না।

বাত এবং গেঁটে বাত—গুইয়েকামকে সন্ধিস্থলের বাতে এবং তদসহ উপদংশ দোষ থাকিলে উত্তম ঔষধ বলা হয়। ইহার বাতের বিশেষত্বই হইতেছে সন্ধিস্থল আড়ষ্ট হইয়া কঠিন অবস্থায় পরিণত হয় এবং সন্ধিস্থল কঠিন হইয়া বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয় (Guaiacum is useful in chronic forms of rheumatism when the joints have become distorted by the concretions)। তরুণ অপেক্ষা পুরাতন বাতে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যন্ত্রণা উত্তাপে এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। হস্তপদের এবং গ্রীবা প্রদেশের স্নায়ু সমুদায় টানিয়া খেচিয়া থাকে, মনে হয় যেন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, নাড়াইতে পারে না। এই প্রকার লক্ষণ অনেকটা কষ্টিকামেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু গুইয়েকামের বাতে অস্থি গুল্ম বর্ত্তমান থাকে এবং আক্রান্ত স্থান কঠিন হয়, কষ্টিকামে ইহা থাকে না, কেবলমাত্র স্নায়ুর সঙ্কোচন থাকে। আক্রান্ত সন্ধিস্থল ফুলিয়া উঠে, যন্ত্রণাযুক্ত হয়, হস্ত দ্বারা চাপ দেওয়া যায় না এবং উত্তপ্ত বোধ হয়।

পার্শ্ব বেদনা (Pleurodynia)—পার্শ্ব বেদনার সহিত টিউবার কিউলোসিস থাকিলে গুয়েইকাম উত্তম কার্য্য করে। এইরূপ স্থলে গুইয়েকামকে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ জানিবে (In pleurodynia associated with tuberculosis, you will find Guaiacum to be a remedy that rarely fails—Farrington)।

এতদ্ব্যতীত গুইয়েকামকে বক্ষঃস্থলের বেদনার একটি উত্তম ঔষধ বলা

হয় ইহাতে উপরের তিনটি পাঁজরার স্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয় এবং পুঁজবৎ গয়ের বর্ত্তমান থাকে। যন্ত্রণায় শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং শুষ্ক কাশিও থাকে।

থাইসিস (Phthisis)—থাইসিসের বৃদ্ধি অবস্থায় যখন বাম ফুস্‌ফুসের মূলদেশে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজবৎ গয়ের ওঠে তখন গুইয়েকাম ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। থাইসিসের সহিত বাম ফুস্‌ফুসের অগ্রভাগে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণাই হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মার্কিউরিয়াস, কষ্টিকাম, রাসটক্‌স, মিজরিয়াম, রডডেনড্রন।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

রোগের বৃদ্ধি—উত্তাপে, সঞ্চালনে, চাপে, স্পর্শে, সন্ধ্যা ৬টা হইতে শেষ রাত্রি ৪টা অবধি।

রোগের উপশম—বাহিক কোন জিনিষ দ্বারা চাপিয়া ধরিলে।

জিম্‌নোক্লেডাস (Gymnocladus)

ইহার প্রয়োগ গলদেশের রোগে, গলদেশের যন্ত্রণা স্ফীতি ইত্যাদিতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

গলদেশ লালবর্ণ এবং মুখমণ্ডল বিসর্পবৎ স্ফীত হয়—ইহা বিশেষরূপে প্রকাশ থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তালুমূলও প্রদাহ হয়। মুখমণ্ডলে যেন মাছি চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ বোধ হয়। জিহ্বা নীলাভ শ্বেত প্রলেপে আবৃত।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x।

হেমাটক্সীলন (Haematoxylon)

এই ঔষধটির সঙ্কোচন ভাবই হইতেছে বিশেষত্ব। মনে হয় বক্ষঃস্থলের উপর যেন একটি পদার্থ লম্বালম্বিভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়— মাসিক ঋতুস্রাব কালীন যন্ত্রণাযুক্ত কোঁথানিবৎ যন্ত্রণা বোধ হয়। (with painful bearing down sensation at menstrual period)।

বক্ষঃস্থল—বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা এবং হৃৎস্পন্দন হয় ও সঙ্কোচন বোধ লাগিয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যাকটাস, কলসিস্থ, ন্যাজা।

ডাইলিউসন—৬x শক্তি।

হেলোডার্মা (Heloderma)

ইহার দংশনে অসাড় কম্পনযুক্ত পক্ষাঘাত প্রকাশ পায় এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার মৃগীবৎ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। ইহাতে একটি লক্ষণ বিশেষ প্রকাশ হয় তাহা হইতেছে অত্যন্ত শীতলতা।

মানসিক লক্ষণ—অত্যন্ত বিমর্ষ, অবসন্ন।

শিরঃপীড়া—মনে হয় দক্ষিণ পার্শ্বে পড়িয়া যাইবে। মস্তকের চারি পার্শ্বে যেন একটি শীতল বন্ধনি (cold band) জড়ান রহিয়াছে।

হৃৎপিণ্ড—ফুসফুস এবং হৃৎপিণ্ড শীতল বোধ হয়। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। শ্বাস প্রশ্বাস শীতল। এত শীতল হয় যে মনে হয় হৃৎপিণ্ডের গতি স্থগিত হইয়া যাইবে।

পক্ষাঘাত—হাটিবার সময় টলিয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়। অসাড় এবং কম্পন বর্ত্তমান থাকে। মনে হয় স্পঞ্জের উপর হাটিয়া বেড়াইতেছে এবং পদদ্বয় ফুলিয়া উঠিয়াছে। পদদ্বয় বরফের ন্যায় শীতল। পদদ্বয় টান করিলে পেশীর যন্ত্রণার উপশম হয়।

জ্বর—শরীরের অভ্যন্তর প্রদেশ ভীষণ শীতল, মনে হয় ঠাণ্ডায় জমিয়া যাইবে। গাত্রের উত্তাপ স্বাভাবিক উত্তাপের নিম্নে থাকে (sub-normal) (ক্যাম্ফর)

ডাইলিউসন—৩০, ২০০।

হেক্‌লা লাভা (Hekla Lava)

ইহার কার্য্য চুয়ালে, দন্তের মাড়িতে, মাড়ির স্ফোটকে, দন্তোদ্গমের কষ্ট যন্ত্রণায়, অস্থিক্ষতে, অস্থিগুল্মে, অস্থিপ্রদাহে, অস্থির কর্কট রোগে, বালাস্থি বিকৃতি এবং অর্ব্বুদে দেখিতে পাওয়া যায়।

দন্তশূল—দন্তশূলে এবং দন্তের ক্ষত হইতে মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে ইহার সুনাম রহিয়াছে। দন্তের যন্ত্রণা হেতু চুয়াল স্ফীত এবং প্রদাহ হয়। এতদ্ব্যতীত মাড়ীতে ফোঁড়া গলদেশের গ্রন্থির স্ফীতি এবং কঠিণতাও প্রকাশ পায়। চুয়ালের অস্থিও বিবৃদ্ধি হয়। দন্ত রোগের হেক্‌লা লাভা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ :এবং এতদ রোগে ইহাকে অনেকে পেটেণ্ট ঔষধরূপে ব্যবহার করে।

দন্ত উৎপাটনের পর স্নায়ুশূল যন্ত্রনায় এবং নিম্নচুয়ালের অস্থির বেদনায় ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—সাইলিসিয়া, মার্কিউরিয়াস, ফস্ফ।

ডাইলিউসন—৩x চূর্ণ।

হাইড্রাসটিন সালফ

ইহার একমাত্র প্রয়োগ টাইফয়েড রোগে উদর হইতে রক্তস্রাবে (Haemorrhage of bowels in typhoid) দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা একটি এতদ বিষয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডাইলিউসন—১x।

হোমেরাস (Homarus)

অজীর্ণ, গলাব্যথা এবং শিরঃপীড়া এই তিনটিই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব। গলাব্যথা কিংবা শিরঃপীড়া ব্যতীতও পাকস্থলীর ভীষণ কষ্ট হয়। পাকস্থলীর যন্ত্রণা আহারের পর উপশম হয়।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x চূর্ণ।

রোগের বৃদ্ধি—দুগ্ধপানে, নিদ্রার পর।

রোগের উপশম—সঞ্চালনে এবং আহারের পর।

হাইড্রেনজিয়া (Hydrangia)

ইহা মূত্ররেণুর (gravel) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রে প্রচুর তলানি পড়ে। পাথরি, মূত্ররেণু এবং রক্তপ্রস্রাবে ইহা প্রয়োগ হয়। কটিদেশে যন্ত্রণা থাকে।

মূত্রপিণ্ডশূল—মূত্রপথে জ্বালা হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়। প্রস্রাব সহজে নির্গত হয় না এবং অত্যন্ত অধিকরূপ শ্লেষ্মার তলানি

পড়ে। কটিদেশে বিশেষতঃ বামপার্শ্বে অত্যন্ত তীব্র যন্ত্রণা হয়। প্রোষ্টেট গ্রন্থি আকারে বৃদ্ধি হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—লাইকোপোডিয়াম, চিমাফিলা, বারবেরিস ভলগা, সাবুলসারুলেটা, পেরেরিয়া।

ডাইলিউসন—মূলঅরিষ্ট।

হোয়াং-নান (Hoang-Nan)

চর্ম্মরোগে ইহার প্রাধান ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কর্কট রোগের রক্তস্রাব এবং দুর্গন্ধতা দূরীভূত করে এবং রোগকে আরোগ্যের মুখে লইয়া আইসে। আর্সেনিকের পর হোয়াং নান অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং এতদ্ব্যতীত কুষ্ঠ ব্যধিতেও ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে।

মাত্রা—নিম্নক্রম এবং মূলঅরিষ্ট।

হাইড্রোকোটাইল (Hydrocotyle)

কুষ্ঠ এবং বৃকরোগে (Lupas) ইহার অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে। ইহার চর্ম্মরোগই হইতেছে বিশেষ বিশেষত্ব। জরায়ুর ক্ষতেও ইহার যথেষ্ট প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী সোজা হইয়া দাঁড়াইতে কষ্ট বোধ করে। প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়—যোনিদেশ ভীষণ চুলকায়। মূত্রাশয়ের গ্রাবা প্রদেশের প্রদাহ হয়। যোনিদেশের ভিতর অত্যন্ত উত্তপ্ত বোধ হয়। জরায়ুতে দানা দানাযুক্ত ক্ষত প্রকাশ পায়। প্রচুর শ্বেতপ্রদর স্রাব বর্ত্তমান থাকে এবং ডিম্বাশয় প্রদেশে যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে।

চর্ম্মরোগ এবং কুষ্ঠব্যাধি—ইহাতে যে প্রকার চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায় তাহার সহিত অনেকটা কুষ্ঠব্যাধির সাদৃশ্য থাকে। চর্ম্ম অত্যন্ত পুরু এবং মোটা হয় এবং আঁইশের ন্যায় মামড়ি উঠে কিন্তু কোন প্রকার চর্ম্ম ছিন্ন হইয়া ক্ষত প্রকাশ পায় না। স্কন্ধদেশে এবং শরীরের প্রান্তদেশ সমূহে হস্তের চেটোর এবং পায়ের তলায় কুণ্ডলী আকারের বিচর্চ্চিকা (Psoriasis gyrate) প্রকাশ পায়। ভীষণ চুলকায় বিশেষতঃ পয়ের তলা। ঘর্ম্মও প্রচুর প্রকাশ থাকে। এতদ্ব্যতীত উপদংশ, কুষ্ঠ এবং গোদ রোগেও হাইড্রোকোটাইলের যথেষ্ট ব্যবহার রহিয়াছে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ইলেইস (Elaeis) গোদ, কুষ্ঠ রোগে প্রয়োগ দেখা যায়। চর্ম্ম শক্ত এবং পুরু হয় ও স্পর্শ চেতনাশূন্য অর্থাৎ অসাড় হয়।

হোয়াং-নান—কর্কট রোগের রক্তস্রাব এবং দুর্গন্ধতা দূরীভূত করে। আর্সেনিকের পর উত্তম কার্য্য করে এবং রোগ শীঘ্র আরোগ্য করিয়া তোলে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—চালমুগ্‌ড়া তৈল, হাইড্রাসটিস্‌, আর্সেনিক, অরাম, সিপিয়া।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

আইবেরিস (Iberis)

ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হৃৎপিণ্ডের উপর। হৃৎপিণ্ডের রোগে ইহার উপকারিতা যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার পর হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতায় ইহাকে অনেকে প্রাধান্য দেন।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—সামান্য পরিশ্রমে এমন কি হাসিলে কিংবা কাশিলেই ভীষণ হৃৎস্পন্দন হয়। হৃৎপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণাও হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ (dilatation of heart) হয়। রাত্রি ২টায় হৃৎস্পন্দন হেতু রোগী নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে। প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয়। হৃৎস্পন্দনের সহিত শিরঃঘূর্ণন এবং গলদেশ বদ্ধ হইবার উপক্রম হয়।

নাড়ীর গতি ভরাটে, অনিয়ম এবং ইণ্টারমিটেণ্ট। উষ্ণগৃহে এবং সামান্য সঞ্চালনে হৃৎপিণ্ডের কষ্ট বৃদ্ধি হয়। বাম হস্ত এবং বাম বাহু অসাড় হয় এবং ঝিন্ ঝিন্ করে, সমুদায় শরীরময় বেদনা যন্ত্রণা এবং কম্পন হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্যাক্‌টাস, ডিজিটালিস, এমিল।

রোগের বৃদ্ধি—শয়নে, সঞ্চালনে, বামপার্শ্বে, সামান্য পরিশ্রমে, উষ্ণ গৃহে।

ডাইলিউসন—মূলঅরিষ্ট এবং ১x।

হিপ্পোজেনিয়াম (Hippozaenium)

ইহা একটি গভীর ক্রিয়াশীল নসোড জাতীয় ঔষধ—পিনাস, ক্রফিউলাস জাতীয় স্ফীতিতে, রক্তদুষ্টিতে, বিসর্পে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

নাসিকা লাল, স্ফীত, সর্দ্দি, পিনাস নাসিকা ক্ষত, ক্ষতকারক দুর্গন্ধযুক্ত নাসিকাস্রাব ইত্যাদি ইহার বিশেষ লক্ষণ। নাসিকার রোগেই ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ডাইলিউসন—৩০ শক্তি।

ইক্‌থিওলাম্ (Ichthyolum)

ইহার কার্য্য চর্ম্ম, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং মূত্রপিণ্ডে অধিক প্রকাশ পায়। ইহা একটি ভীষণ বীজাণুনাশক ঔষধ। বৃদ্ধলোকদিগের শীতকালের কাশীতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং পুরাতন বাতে উত্তমকার্য্য করে। ইক্‌থিওলাম ইউরিক এসিড ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের অধিক উপযুক্ত ঔষধ।

পরিপাকক্রিয়া—মুখের স্বাদ খারাপ বোধ করে অথচ ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং খাইবার আকাঙ্ক্ষা হয়। বমনোদ্বেগ ও থাকে।

চুলকানি—গাত্রত্বক উত্তপ্ত বোধ করে এবং শরীরের স্থানে স্থানে গুচ্ছাকারে স্ফোটক প্রকাশ পায়।

প্রস্রাব—বারে এবং পরিমানে বৃদ্ধি হয়। লিঙ্গমুণ্ডে জ্বালা হয় এবং ইউরিক এসিডের তলানি পড়ে।

কাশি—কাশি শুষ্ক খুস্‌খুসে এবং বিরক্তজনক। বৃদ্ধদিগের ব্রোঙ্কাইটিসে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—হেপার, ক্যালকেরিয়া, আর্স, পেট্রোলিয়াম।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম।

আইরিস টেনক্স (Iris Tenax)

ইহাকে appendicitis অর্থাৎ অন্ধ অন্ত্রপুচ্ছ প্রদাহে অর্থাৎ অন্ধান্ত্র ও ইলিয়াম নামা অন্ত্রাংশের সংযোগস্থলের যন্ত্রনার উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। এতদসহ কোষ্ঠকাঠিন্য, মুখ বিবরের শুষ্কতা, বমনেচ্ছা, ইত্যাদি লক্ষণসমূহ বর্ত্তমান থাকে।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x।

ইনুউলা (Inula)

ইহাতে দুইটি লক্ষণের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—বস্তিপ্রদেশস্থ যন্ত্রাদির কোঁথানিবৎ যন্ত্রণা (bearing down pain) এবং ব্রোঙ্কাইটিস।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—ঋতুস্রাব সময়ের পূর্ব্বে হয় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত। প্রসবৎ যন্ত্রণা হয় এবং কটিদেশেও ভীষণ বেদনা বোধ করে। ঋতুস্রাবকালীন পদদ্বয় চুলকায় এবং ঠাণ্ডা হেতু দাঁতে দাঁতে খট্‌খট্ শব্দ হয়।

সিপিয়ার ন্যায় জরায়ুতে যন্ত্রণা and bearing down sensation থাকে। প্রথমতঃ জননেন্দ্রিয়ে এবং মেরুদণ্ডে আকর্ষণবৎ যন্ত্রণা হইয়া মল মূত্রত্যাগের বেগ আনয়ন করে। দ্বিতীয়তঃ পদদ্বয়ের দুর্ব্বলতা উৎপন্ন করে।

কাশি—কাশি শুষ্ক, রাত্রিতে এবং শয়নে বৃদ্ধি হয় কণ্ঠনালী যন্ত্রণাযুক্ত। পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিসে অধিক নির্ব্বাচিত হয়, ঘনপূঁয গয়ের উঠে, সঙ্গে সঙ্গে পরিপাকক্রিয়ার দূর্ব্বলতা থাকে।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x, ৩০ শক্তি।

ইণ্ডিগো (Indigo)

স্নায়ুমণ্ডলে ইহার যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং মৃগী রোগে ইহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে। কিন্তু ইহার মৃগীরোগের সহিত অত্যন্ত বিমর্ষভাব বর্ত্তমান থাকে।

মৃগীরোগ—কৃমির কারণবশতঃ মৃগীরোগে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিশু রাত্রিতে নিদ্রা হইতে মলদ্বারের ভীষণ চুলকানিতে জাগিয়া উঠে। কিন্তু ইণ্ডিগো নির্ব্বাচণের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে রোগী অত্যন্ত বিমর্ষ এবং ভীত স্বভাবের হওয়া আবশ্যক।

কৃমি—ইণ্ডিগো কৃমিরোগের একটি প্রচলিত ঔষধ কিন্তু ইহা বিমর্ষ এবং ভীত স্বভাবের শিশুদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এইপ্রকার কৃমির উপদ্রবে প্রাতে এবং সন্ধ্যায় মধু সেবন করাইলে সাময়িক উপকার পাওয়া যায়। টিউক্রিয়ামকেও এইরূপ স্থলে চিন্তা করিবে।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি।

জ্যাকারেণ্ডা (Jacaranda)

উপদংশ প্রমেহ ইত্যাদি রোগে এবং বাতে জ্যাকারেণ্ডার সুনাম রহিয়াছে। ইহার মূত্র এবং লিঙ্গসংক্রান্ত লক্ষণসমূহই হইতেছে বিশেষ পরিজ্ঞাপক।

উপদংশ—উপদংশ রোগে ডাক্তার কন্‌ভারস ইহাকে উচ্চস্থান প্রদান করেন। তিনি বলেন কোন কোন দেশে ইহাকে উপদংশ এবং উপদংশ জনিত অবস্থার অব্যর্থ ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়।

প্রমেহ—মূত্রমার্গে প্রদাহ এবং পীতবর্ণ পূঁজ স্রাব হয়। লিঙ্গ উত্তপ্ত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়, লিঙ্গোদ্রেকও যন্ত্রণাযুক্ত এতদ্ব্যতীত মুদা, লিঙ্গত্বকের প্রদাহ, স্ফীতি, উপদংশ ক্ষত ইত্যাদিতেও নির্ব্বাচিত হয়।

বাত—দক্ষিণ হাটুতে বাত যন্ত্রণা এবং কটিদেশে দূর্ব্বর্ততা বোধ করে। প্রমেহজনিত বাতেও ইহার সুনাম রহিয়াছে এবং উত্তম কার্য্য করে। প্রাতঃকালে পেশীসমূহ আড়ষ্ট এবং বেদনাযুক্ত হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—থুজা, কোরেলিয়াম।

জেকেরেণ্ডা গুয়াল্যানডাই—চক্ষু এবং গলদেশের উপদংশ লক্ষণে এবং ক্ষতে ইহা অধিক কার্য্য করে।

ডাইলিউসন—উপদংশ রোগে ৩ হইতে ৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম ৩x, ৬x।

জ্যালাপা (Jalapa)

ইহা শিশুদিগের উদরাময় এবং শূল যন্ত্রণার একটি উত্তম ঔষধ। মল জলবৎতরল, অম্লগন্ধযুক্ত এবং সময় সময় রক্ত মিশ্রিত। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে যন্ত্রণা হয়। বমন এবং বমনোদ্বেগও থাকে।

জ্যালাপার বিশেষত্ব হইতেছে শিশু সমস্তদিন ভাল থাকে। রাত্রিতে চিৎকার করিতে থাকে এবং অত্যন্ত অস্থির হয় (child is quite all day but screams and tosses about all night)।

উদরাময় থাকুক কিংবা নাই থাকুক—শিশুদিগের রাত্রিতে পেটের শূল যন্ত্রণার ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্যালপার যত কিছু উপদ্রব রাত্রিতেই, রাত্রিতে শিশু ভয়ানক কান্নাকাটি করে, অস্থির হয়, দিনেরবেলা বেশ ভাল মানুষ।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

জেট্রোফা (Jatropha)

ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে—উদরাময়ে এবং কলেরায়।

উদরাময় এবং কলেরা—প্রচুর জলবৎ তরল, চাউল ধোয়া জলের ন্যায় এবং বেগের সহিত নির্গত হয়। পেটে ঢল ঢল বোতল হইতে জল ঢালা শব্দের ন্যায় শব্দ হয় (loud noise in abdomen like gurgling of water coming out of a bunghole) এতদসহ সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতা, হস্তপদে খিলধরা, বমন, বমনোদ্বেগ বর্ত্তমান থাকে। জলপানে বমন এবং বমনোদ্বেগ বৃদ্ধি হয় এবং অত্যন্ত পিপাসা থাকে। বমনে কোন কষ্ট হয় না, অতি সহজেই হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—গেম্বোজিয়া, ক্রোটন, ভিরেট্রাম।

রোগের উপশম—শীতল জলে হস্ত রাখিলে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

জনোসিয়া অশোকা (Jonosia Asoca)

ইহা কলিকাতার স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার ডি, এন, রায় মহাশয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধে পরিণত করেন। ইহার প্রধানকার্য্যই হইতেছে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর বিশেষভাবে বাধক যন্ত্রণায় এবং রজঃশূলে। যাহাদিগের

মাসিক ঋতুস্রাব বিলম্বে হয় এবং স্বল্প হয় ও ভীষণ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ স্থলে ইহাকে প্রাধান্য দিবে। পালসেটিলায় উপকার না হইলে জনোসিয়াকে চিন্তা করিবে। আমি এই ঔষধ কিছুদিন প্রত্যেক ঋতুস্রাবের ৫।৬ দিন পূর্ব্বে হইতে প্রয়োগ করিয়া অনেক বাধক যন্ত্রণা সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছি।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট।

জাগলেন্স রিজিয়া (Jaglance Regia)

ঋতুস্রাব—সময়ের পূর্ব্বে হয়। অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ পিচের ন্যায়। দেখিলে পিচের চাপ বলিয়া মনে হয়।

শিরঃপীড়া—মনে হয় মস্তক যেন আকাশে উড়িতেছে। এবং শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অধিক হয়।

চর্ম্মরোগ—মুখমণ্ডলে ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়। কর্ণের পার্শ্বে দুগ্ধপীড়কা অর্থাৎ মামড়িযুক্ত চর্ম্মরোগ (crusta-lactea) হয়। মস্তকের খুলির ত্বক লাল হয় এবং রাত্রিতে ভীষণ চুলকায়।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x।

জাগলেন্স সিনেরিয়া (Jaglans Cinerea)

নিঃসরণ ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু ন্যাবা এবং নানা প্রকার পীড়কা প্রকাশ পায়। যকৃতের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন না হওয়া জনিত মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ভীষণ শিরঃপীড়া উৎপন্ন হয়। বক্ষঃস্থলে, কক্ষদেশে এবং স্কন্ধের ত্রিকোনাস্থিতে বেদনা এবং তৎসহ শ্বাসকষ্ট হয়।

শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ভীষণ শিরঃপীড়া হয় (sharp occipital headache)। মস্তক মনে হয় বৃহৎ হইয়া গিয়াছে।

ন্যাবা—যকৃৎ এবং দক্ষিণ স্কন্ধের ত্রিকোনাস্থিত (scapula) যন্ত্রণা সহ ন্যাবা রোগ প্রকাশ পায়। (চেলিডোনিয়াম, ব্রাইওনিয়া)। রোগী শেষ রাত্রি ৩টায় জাগিয়া ওঠে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়, আর নিদ্রা আসে না, এই প্রকার লক্ষণও মস্তকের পশ্চাদ্দেশের শিরঃপীড়ার সহিত বর্ত্তমান থাকে। মল পিত্তযুক্ত কিংবা পীতাভ সবুজ, মলদ্বার চুলকায় এবং মলত্যাগের সহিত কোঁথানি থাকে।

বক্ষঃরুদক (Hydrothorax)—বক্ষঃরুদক সহ গাত্রত্বকে মশা কামড়ানর ন্যায় ক্ষুদ্র লাল লাল দাগ প্রকাশ পায়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং ৩x, ৬x।

জাষ্টিসিয়া (Justicia)

তরুণ শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের শ্লেষ্মারোগের একটি অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সর্দ্দি—মস্তক ভারী ভারী বোধ হয়। সর্দ্দির সহিত চক্ষু হইতে জল নির্গত হয়। সর্দ্দি প্রচুর নির্গত হয় এবং তরল ও সকল সময় হাঁচি লাগিয়া আছে। কোন জিনিষের গন্ধ এবং স্বাদ টের পায় না। সর্দ্দির সহিত কাশি বর্ত্তমান থাকে।

গলদেশ—শুধু গলাধঃকরণে গলদেশে বেদনা অনুভব করে। মুখ বিবর শুষ্ক।

কাশি—কাশি শুষ্ক। থাকিয়া থাকিয়া কাশির উদ্রেক হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস যেন অবরোধ হইবে এইরূপ আশঙ্কা হয়। কাশির সহিত হাঁচি থাকে।

বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ বোধ হয়। অবরুদ্ধ এবং উষ্ণঘর সহ্য হয় না। হাঁপানির টান হয়। ইহা হুপিং কাশিতেও ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সেপা, ইউফ্রেসিয়া

ডাইলিউসন—৬x।

জুনিপেরাস কম্মিউনিস
(Juniperus Communis)

মূত্রপিণ্ড রোগে এবং মূত্র অবরোধ হইয়া শোথরোগে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায়। বৃদ্ধ লোকদিগের পরিপাক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা সহ স্বল্প প্রসাবে ইহাকে চিন্তা করা হয়।

প্রস্রাব—সহজে প্রস্রাব হয় না, মূত্রত্যাগ করিতে মূত্রপথে অত্যন্ত কষ্ট হয়। প্রস্রাব রক্তযুক্ত এবং স্বল্প।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট ১ ফোঁটা লইতে ১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত।

ক্যালেমিয়া ল্যাটিফোলিয়া
(Kalmia Latifolia)

ক্যালমিয়ার সিদ্ধান্তকরণ ডাক্তার হেরিং সম্পাদন করেন। ইহা তরুণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা বাত ধাতুগ্রস্থ লোকদিগেতে উত্তম কার্য্য করে এবং বাত হেতু যখন হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয় তখন ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। হৃৎপিণ্ডের বাতের ক্যালমিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্যালমিয়ার যন্ত্রণার সহিত বমনেচ্ছা এবং মৃদুনাড়ী প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা—ক্যালমিয়ার স্নায়ুশূল যন্ত্রণার বিশেষত্বই হইতেছে

যন্ত্রণা ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে বিস্তারিত হয়। ঔষধটির সহিত স্পাইজেলিয়ার সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। উভয়ই মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে নির্ব্বাচিত হয়, ক্যালমিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের এবং স্পাইজেলিয়া বাম পার্শ্বে হয়। উভয় ঔষধেই চক্ষুতে যন্ত্রণা হয়। চক্ষু ফিরালেই কষ্ট বৃদ্ধি হয়। ক্যালমিয়ায় রাসটাক্সের ন্যায় আড়ষ্ট ভাব থাকে, স্পাইজেলিয়ায় চক্ষু অক্ষি কোটর অপেক্ষা বৃহৎ মনে হয়। উভয় ঔষধেই হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত আক্রান্ত হয় এবং বাতজনিত হৃৎপিণ্ডের রোগ হয়। উভয় ঔষধেই ভীষণ এবং বাহির হইতে দেখা যায় এত অধিক হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হয়। ক্যালমিয়ার নাড়ীর গতি সময় সময় মৃদু হয় (ডিজিট্যালিস), স্পাইজেলিয়ায় নাড়ীর গতি সর্ব্বদাই দুর্ব্বল হয়। ক্যালমিয়ায় বাত ক্যাক্টাসের ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে বিস্তারিত হয় (লিডামে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে বিস্তারিত হয়) এবং ক্যালমিয়ার যন্ত্রণা হঠাৎ স্থান পরিবর্ত্তন করে।

কেবল স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ক্যালমিয়ার সহিত স্পাইজেলিয়ার মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল ব্যতীত আর অধিক কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যন্ত্রণার আক্রান্ত পার্শ্ব এবং বৃদ্ধির সময় এই দুই ঔষধে ভিন্ন প্রকৃতির—ক্যালমিয়ায় সমুদায় মস্তক আক্রান্ত হয় না, স্পাইজেলিয়ায় সমুদায় মস্তক আক্রান্ত হয়। ইহা ব্যতীত ক্যালমিয়ায় স্নায়ুশূল যন্ত্রণার সহিত অসারতা (numbness) বর্ত্তমান থাকে (ক্যামোমিলা, গ্ন্যাফালিয়াম, প্ল্যাটিনা) অর্থাৎ যন্ত্রণায় আক্রান্ত স্থান অসার বোধ হয়।

অক্ষিপুট স্নায়ুশূল—ক্যালমিয়াতেও অক্ষিপুট স্নায়ুশূল প্রকাশ থাকে কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হয়। স্পাইজেলিয়ায় বামপার্শ্ব আক্রান্ত হয়। যন্ত্রণা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া সন্ধ্যাকালীন সূর্য্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হইয়া আইসে।

বাত—হৃৎপিণ্ডের বাতের ক্যালমিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বক্ষঃস্থলে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা নিম্নোদর, পাকস্থলী ইত্যাদি স্থানে তীর বিদ্ধবৎ বিস্তারিত হয়। নাড়ির গতি ডিজিট্যালিসের ন্যায় অত্যন্ত মৃদু হয় অনেক সময় হাতে পাওয়া যায় না, মিনিটে ৩৫।৪০ বার হয়। বাত এবং গেঁটে বাতে ক্যালমিয়াকে বিশেষরূপে প্রাধান্য দেওয়া হয় যখন বাত কিংবা

গেঁটে বাত সন্ধিস্থল হইতে হৃৎপিণ্ডে স্থানান্তরিত হয় এবং যদি ইহা আক্রান্ত স্থানে কোন প্রকার বাহ্যিক মালিশ কিংবা প্রলেপের ঔষধ লাগাইবার পর হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয় তাহা হইলে ক্যালমিয়া আরো অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং ক্যালমিয়ার যন্ত্রণার বিশেষত্ব হইতেছে যন্ত্রণা উর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ করে (লিডামের বিপরীত)। বাতে একসঙ্গে অনেক সন্ধিস্থল আক্রান্ত হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র সরিয়া বেড়ায়। যন্ত্রণা এক সন্ধিস্থল হইতে অন্য সন্ধিস্থলে যায়। সন্ধিস্থল উত্তপ্ত, লাল, স্ফীত হয় এবং সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়।

পাকাশয় প্রদাহ—পাকস্থলীর উর্দ্ধভাগে যন্ত্রণা হয়। সম্মুখ দিকে ঝুঁকিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, সোজা হইয়া উপবেশন করিলে উপশম হয় এবং যন্ত্রণায় বমনোদ্বেগ হয় ও সময় সময় বমনও হয়।

ডাইলিউসন—হৃৎপিণ্ডের বাতে ১x, ৩x। স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় এবং অন্যান্য রোগে ৬, ৩০, ২০০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—স্পাইজেলিয়া, পালসেটিলা।

অনুপূরক—এসিড বেঞ্জোয়িক।

কেলি আর্সেনিকাম (Kali Arsenicum)

কেলি আর্সের কার্য্য চর্ম্মরোগে এবং রোগ দূষিত অবস্থায় পরিণত হইবার প্রবণতায় ব্যবহার হয়।

চর্ম্মরোগ—ভীষণ চুলকায়, গাত্রের কাপড় খুলিলে অধিক হয়। চর্ম্মরোগ শুষ্ক, পাপড়িযুক্ত। পুরাতন ইক্‌জিমায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। শরীর উত্তপ্ত হইলে অধিক চুলকায়। এতদ্ব্যতীয় গলিত ক্ষত (phagedaenic ulcers), বিচর্চ্চিকা (psoriasis), হস্ত এবং হাঁটুর ভাঁজের বিদারণেও

ব্যবহার হয়। কর্কট রোগে বাহ্যিক লক্ষণ ব্যতীত হঠাৎ রোগ যখন উৎকট আকার ধারণ করিবার উপক্রম হয় সেইরূপ স্থলেও কেলি আর্সকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, ত্বকের নিম্নে প্রচুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা (nodules) প্রকাশ পায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—জরায়ু পথে ফুলকপির ন্যায় উপমাংস প্রকাশ পায় এবং যন্ত্রণা হয় ও দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হইতে থাকে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—রেডিয়াম।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি।

কেলি ব্রোমেটাম (Kali Bromatum)

কেলি ব্রোমেটামের আর একটি নাম ব্রোমাইড অফ পটাসিয়াম (Bromide of Potassium)। ব্রোমাইড অফ পটাসিয়ামের ব্যবহার অল্প বিস্তর অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহা এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের একটি সর্ব্বপ্রধান অবসাদক (sedative) ঔষধ এবং ইহার এই প্রকার অবসাদক গুণ আছে বলিয়াই মৃগী রোগ, নীদ্রাহীনতা, ইত্যাদি রোগে ইহার বহুলপ্রয়োগ দেখা যায়।

ইহা সর্ব্বপ্রথম ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রবার্ট উইলিয়ামাস স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইতে উত্থিত মৃগী রোগের ফিটে ব্যবহার আরম্ভ করেন, তদবধি ইহা সর্ব্বপ্রকার মৃগী রোগের একটি উত্তম ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সেইরূপ ভাবেই ব্যবহার হইয়াও আসিতেছে।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য এবং কনভালসন—ব্রোমাইড অফ পটাসিয়াম স্নায়বিক বিধানের উপর দুই প্রকারে কার্য্য করে প্রথমতঃ প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার (reflex action) কার্য্য হ্রাস করে, দ্বিতীয়তঃ মনকে অবসাদ করে, (primarily it decreases the reflex action, secondarily it depresses the mind)। প্রত্যাবৃত্ত কার্য্যের উপর ইহার এইপ্রকার ক্ষমতা আছে বলিয়াই মৃগী রোগে ইহা অত্যন্ত অধিকরূপে

এবং অবিচারিত ভাবে (indiscrimanately) ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যতক্ষণ শরীরের Bromismএর ভাব উপস্থিত না হয় অর্থাৎ শরীর পটাসিয়াম ব্রোমাইডে পূর্ণ না হয় (until the system is saturated) ততক্ষণ পর্য্যন্ত এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহার পরিমাণ মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে থাকেন তাঁহা হইলেই যে কোন প্রকার মস্তিষ্ক কিংবা কসেরুকামজ্জা কিংবা স্নায়ু সম্বন্ধীয় রোগ হউক ক্ষণকালের জন্য নিশ্চয়ই নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর ব্রোমাইড অফ পটাসিয়াম তখন সাময়িক স্থগিত রাখা হয়।

প্রত্যেক অস্বস্তি বোধ ভাব, পেশীর আকুঞ্চন (twitching), উদ্বিগ্নতা, শিরঃপীড়া, কনভালসন, ইত্যাদি সমুদায়ই স্নায়ুর পরিধিতে (perephery) সামান্য গোলযোগ এবং যান্ত্রিক কার্য্যের সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটা বশতঃ স্নায়ু বিধানের মূল কেন্দ্রস্থলে (nervous centre) প্রতিঘাত হইয়াই হয়। ইহাকেই ব্রোমাইড অফ পটাসিয়ামের কার্য্যের প্রথম অবস্থা বলা যাইতে পারে (every little disturbance in the periphery of the nerves, little alternation in the function of an organ, is atonce reflected to the nervous centre and produce some others disturbances, either an uncomfortable sensation, twitching of the muscles, anxiety, headache or even absolute convulsion) এবং প্রায় সমুদায় কনভালসনই এই প্রকারে আরম্ভ হয়। যেমন এক্লেম্‌সিয়া (Eclampsia) বস্তিদেশে (pelvis) কিংবা জরায়ু পথের অপ্রসারণ হেতু, স্নায়ুতে উজ্জ্বল আলোর আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কে তাহার উত্তেজনা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কনভালসনের সঞ্চার হয় (stramonium), সামান্য স্পর্শ কিংবা বায়ুর ঝটকায় কিংবা উগ্র আঘ্রাণে কিংবা শব্দে আক্ষেপের (spasm) পুনরাবৃত্তি (relapse) হয় (strychnine) অর্থাৎ সমুদায় আক্ষেপই (spasm) স্নায়ুর উপর কোন প্রকার চাপে পড়িয়াই হউক কিংবা স্নায়ুর গোলযোগ ঘটিয়াই হউক উৎপত্তি হয়।

নৈশভীতি (night terror)—কেলি ব্রোমেটাম শিশুদিগের নৈশ ভীতির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে। মস্তিষ্কের অত্যধিক উত্তেজনা কিংবা দন্তোদ্গম কিংবা ক্রিমি হেতু উত্তেজনা মস্তিষ্কে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উৎপত্তি হয়।

শিশু ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। এইরূপ ভয় ভাব আসন্ন মস্তিষ্ক শোথেও impending dropsy of the brain) প্রকাশ পাইলে তাহাতেও অনেক সময় ব্রোমাইড অফ পটাসিয়াম প্রয়োগ হয়।

স্নায়ুর উত্তেজনা(irritability of nerves)—স্নায়ুর irritability তে কেলি ব্রোমেটামের গভীর কার্য্য দেখা যায়। এবম্প্রকার irritabilityর দরুণ রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না। কোন না কোন প্রকার কার্য্যে লাগিয়া থাকে, রোগী নিজের অঙ্গুলি কিংবা কোন জিনিষ লইয়া ঘাঁটা ঘাঁটি করিতে থাকে কিংবা অনবরত পায়চারি করিতে থাকে কিংবা মনকে যে কোন কার্য্যেই হউক ব্যস্ত করিয়া রাখে এবং রোগী তাহাতে স্নায়ুর চঞ্চলতা অপেক্ষাকৃত উপশম বোধ করে, এবম্প্রকার লক্ষণ ব্যতীত কেলি ব্রোমেটাম নিদ্রাহীনতায় কোন কাজ করে না। (simple sleepless will not be relieved by Kali Bromatum unless there is relief activity or notion)

টেরেণ্টুলা—ইহাতেও ক্যালি ব্রোমেটামের মত স্নায়ুর সুড় সুড় বোধ অর্থাৎ pariphery irritability এবং ঘর্ষণে ও সঞ্চালনে উপশম লক্ষণ রহিয়াছে—এতদহেতুই রোগী যে কোন দ্রব্যই হউক তাহা লইয়া অনবরত নাড়া চাড়া করিতে থাকে হয়ত নিজের ঘড়ি লইয়াই কিংবা ঘড়ির চেইন লইয়া কিংবা কাপড় লইয়া সর্ব্বদা নাড়া চাড়া করে। এমন কি শিরঃপীড়া হইলে দেখা যায় রোগী বালিসে মস্তক ঘর্ষন করিতে থাকে।

এম্ব্রাগ্রাইসিয়া (ambragrisea)—ইহার স্নায়ুসমূহও অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য সামান্য বাহ্যিক বিষয়েই (External impression) উত্তেজনা আনয়ন করে এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট উপস্থিত হয় কিন্তু এই ঔষধটির সহিত প্রায় কোন না কোন প্রকার শিরঃ ঘূর্ণন বর্ত্তমান থাকে এবং ঔষধটির কার্য্য অত্যন্ত দ্রুত (quick acting drug)। এই প্রকার অবস্থাকে এক কথায় fidgety hands (হস্তের চঞ্চলতা) বলা যাইতে পারে। কেলি ব্রোমেটামের ইহা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। কেলি ব্রোমেটামের হস্তে (জিঙ্কামে—পদে) এবং ফসফরাসে সর্ব্বশরীরে fidgeteness অর্থাৎ চঞ্চলতা দেখা যায়। জিঙ্কাম রোগী সর্ব্বদা পা নাড়াইতে থাকে, আর ফসফরাস রোগী প্রায়ই

সকল সময়ই এপাস ওপাস, এদিক ওদিক করিতে থাকে। এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না।

নিদ্রাহীনতা—নিদ্রাহীনতায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহা অত্যন্ত অধিকরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে স্বাভাবিক এবং সুনিদ্রা উপস্থিত না হইয়া বরং অধিক ব্যতিক্রম ঘটাইয়া রক্ত স্বল্পতা (anaemia) উৎপন্ন করায় এবং ক্রমশঃ অবসাদ, বিষণ্ণ চিত্ততা, উন্মাদ এবং মস্তিষ্কের কোমলতার (morbid softening of the texture of the brain) ইত্যাদি লক্ষণ আনয়ন করে। এতদহেতুই মনে হয়, এই ঔষধ দ্বারা উন্মাদ, নিদ্রাহীনতা এতদজাতীয় রোগ যত অধিক উৎপন্ন হইয়াছে স্বাভাবিক অবস্থায়ও তত অধিক হয় নাই। অবশেষে ডাক্তার হ্যামণ্ডকে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে (Dr Hammond, its chief advocate, admitted that it put more patients into the insane asylum than any other remedy)। তন্দ্রা আনয়নে ওপিয়ম এবং ইহার কার্য্য সম্পূর্ণ বিপরীত—ওপিয়মে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চার করিয়া আচ্ছন্ন ভাব আনয়ন করে আর ইহাতে রক্ত হ্রাস করিয়া তন্দ্রাভাব আনয়ন করে। নিদ্রাহীনতার সহিত স্নায়ুর চঞ্চলতা (স্নায়ুর উত্তেজনা দেখ) থাকিলে কেলি ব্রোমেটাম অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং তাহাতে আশু উপকার পাওয়া যায়।

মানসিক লক্ষণ—নিদ্রাহীনতার সহিত নিম্ন মানসিক লক্ষণ সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়—রোগী মনে করে কেহ তাহাকে বিষপান করাইয়া মারিয়া ফেলিবে। ভূতপ্রেত তাহার অনুসরণ করিতেছে, তাহাকে সকলেই ঘৃণা করিতেছে অথবা তাহার মানসম্ভ্রম বিপদাপন্ন হইয়াছে সকল সময় এইরূপ ভাব মনে উদয় হইতে থাকে এবং তাহাকে বিব্রত করিয়া তোলে। এতদসমুদয় বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত রোগী আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়। এবম্প্রকার মানসিক অবস্থাকালীন চক্ষুর তারা বিস্তারিত হইয়া থাকে। মুখমণ্ডল রক্তিমাভা ধারণ করে এবং ক্রোধপূর্ণ ও ভীতিব্যঞ্জক হয়। কেলি ব্রোমেটামের এবম্প্রকার মানসিক লক্ষণ আছে বলিয়াই অনেক স্থলে ইহা উন্মাদ চিত্তোন্মত্ততা (mania), হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি রোগেও ব্যবহার হইতে দেখা যায়। ক্যালি ব্রোমেটামে এতদ্ব্যতীত আর এক অবস্থা দেখিতে পাওয়া

যায়। অবসাদ, স্মরণশক্তিহীনতা, বিষন্নতা এবং উদাসীন, সকল বিষয়ে যেন অন্ধকার কাহারো প্রতি টান থাকে না, কোন বিষয় স্মরণ রাখিতে পারে না ইত্যাদি মানসিক অবসন্নতা প্রকাশ থাকে। যখন এবম্প্রকার অবস্থা অত্যধিক সঙ্গম ক্রিয়া হেতু উৎপন্ন হইয়াছে জানিতে পারা যায়, তাহার কেলি ব্রোমেটাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে।

শারীরিক ক্রিয়ার বৈষম্য (**ataxy**)—কেলি ব্রোমেটামে শারীরিক ক্রিয়ার বৈষম্যও (**a sort of ataxia**) দেখা দেয়। রোগী সামঞ্জস্য ভাবে পদক্ষেপ করিতে পারে না, হাটিতে হাটিতে টলিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। পায়ে এবং মেরুদণ্ডে অসাড় ও সুর সুর বোধ করে। রোগের প্রথমাবস্থায় এই প্রকার লক্ষণের সহিত অত্যধিক কাম ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে কিন্তু যতই রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকে লিঙ্গোদ্রেক ততই রহিত হইয়া আইসে রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ স্বপ্নদোষ হইতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে বিষন্ন চিত্ততাও বৃদ্ধি পায়।

মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা (**Brain fag**)—যাহারা অত্যধিক পরিশ্রম করে এবং যাহাদিগকে সর্ব্বদা মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে হয়। তাহাদিগের মস্তিষ্ক দুর্ব্বলতায় কেলি ব্রোমেটাম উত্তম কার্য্য করে। অধিক পরিশ্রম হেতু মস্তক ঘূর্ণন, অসামঞ্জস্য ভাবে পদক্ষেপ (staggering gait) এবং মস্তিষ্কে অসাড়ভাব বোধ ইত্যাদি উপস্থিত হয়। কোন বিষয় পড়াশুনা কিংবা গভীর চিন্তা করিতে হইলেই মস্তিষ্কের পশ্চাদ্দেশে অসাড় বোধ এবং মনে একটা ভীষণ ভীতির ভাব সঞ্চার হয়, মনে হয় শীঘ্রই জ্ঞানশূন্য হইয়া যেন পড়িয়া যাইবে।

মৃগীরোগ—মৃগীরোগের খেচুনির সাময়িক উপশম দিতে কেলি ব্রোমেটাম এলোপ্যাথিক দিগের একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিন্তু আমাদিগের হোমিওপ্যাথিতে উক্ত বিষয়ে ইহার কার্য্যকারিতা অধিক দেখিতে পাইনা। ডাক্তার ফ্যারিংটন এই ঔষধ দ্বারা কখন কোন মৃগী রোগ আরোগ্য হইয়াছে তাহা বিশ্বাসই করেন না (**I do not believe that it ever cured epilepsy—Dr. Farington**)। তিনি বলেন ইহা রোগকে

আরোগ্য না করিয়া বরং চাপাইয়া দিয়া (suppress) উপরিউক্ত মানসিক এবং শারীরিক শক্তির ক্ষীণতা অধিক বৃদ্ধি করে। ডাক্তার হিউজও সেই কথাই সমর্থন করেন কিন্তু তিনি বলেন জীবন সঙ্কটাপন্ন হইলে এবং উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধে উপকার না হইলে পটাসিয়াম ব্রোমাইড প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পটাসিয়াম ব্রোমাইডে রোগ আরোগ্য না হইলেও সাময়িক উপশম হইবে। ইহা রোগ এবং রোগীর অবস্থানুযায়ী ২৫ গ্রেন এবং তদউর্দ্ধ মাত্রা পর্য্যন্ত প্রতি ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর দেওয়া হয়।

মৃগীরোগের সমগুণ ঔষধ সমূহ

এমিল নাইট্রেট—মৃগীরোগের আক্রমন হইবার আশঙ্কা হইলে এই ঔষধের মূল অরিষ্ট রুমালে কিংবা তুলায় ৮।১০ ফোঁটা দিয়া তাহা নাকের নিকট ধরিতে হয়। এই প্রকার আঘ্রানে রোগ অধিক প্রকাশ পাইতে পারে না, আরম্ভেই শেষ হইয়া যায়।

বেলেডোনা—রোগের তরুণ অবস্থায় এবং মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য লক্ষণ অধিক হইলে এবং হৃষ্টপুষ্ট রক্ত প্রধান ধাতুযুক্ত রোগী হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মুখে ফেনা ওঠে।

বিউফো—যাহারা অত্যধিক হস্তমৈথুন করে কিংবা হস্তমৈথুনের পর মৃগী রোগ হইলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় রোগ বৃদ্ধি হয়।

কষ্টিকাম—তরুণ এবং সামান্য রোগে। দক্ষিণ পার্শ্বই অধিক আক্রান্ত হয়। আক্রমণ কালীন অসারে প্রচুর প্রস্রাব ত্যাগ করে।

সাইকুটা ভিরোসা—ইহার আক্রমণ ভীষণ, সমুদায় শরীরময় যেন খেচুনি হইতে থাকে। শরীর বক্র হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয়। পাকস্থলী স্ফীত হইয়া আক্রমণ এবং কম্পন আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে হিক্কাও বর্ত্তমান থাকে।

সাইলিসিয়া—রাত্রিতে বিশেষভাবে পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় অধিক হয়। রোগের পুরাতন অবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। আক্রমণের পূর্ব্বে বাম পার্শ্ব শীতল এবং বামপার্শ্বে আরম্ভ হয়।

বোবায় ধরা এবং স্বপ্নসঞ্চরণ (Night Mare and Somnambulism)—বোবায় ধরা এবং স্বপ্ন সঞ্চরণ রোগে কেলি ব্রোমেটামের প্রয়োগ দেখা যায় এবং উত্তম কার্য্য করে। এইরূপ স্থলে কেলি ব্রোমেটাম ১x নির্ব্বাচিত হয়। এতদ্ব্যতীত শিশুদিগের ঘুমের ঘোরে চীৎকার করিয়া উঠাতেও ইহা প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—৩x চূর্ণ।

রোগের উপশম—শারীরিক এবং মানসিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে।

কেলি সাইয়েনেটাম (Kali Cyanatum)

জিহ্বায় কর্কট রোগে (cancer) এবং ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ইহার উপকারিতা দেখা যায়।

কর্কট রোগ—জিহ্বায় কর্কট রোগ এবং ক্ষত প্রকাশ পায়, ক্ষতের ধার শক্ত হয় এবং কথা বলিতে কষ্ট বোধ করে।

স্নায়ু শূল—মস্তকের পার্শ্বের অস্থিতে ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয় এবং প্রত্যহ এক সময়ে হয়। অক্ষি কোটরে এবং নিম্নচুয়ালেও অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণায় রোগী চীৎকার করিতে থাকে এবং অজ্ঞান হইয়া যায়।

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র—কাশি হেতু রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না, শ্বাসপ্রশ্বাসদুর্ব্বল, লম্বা নিশ্বাস লইতে পারে না।

রোগের বৃদ্ধি—শেষ রাত্রি ৪টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—প্ল্যাটিনা, ষ্ট্যানাম, সিড্রন, মিজিরিয়াম, মিউরেটিক এসিড।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

কেলি ক্লোরিকাম (Kali Chloricum)

মুখক্ষত (Aphthae)—কেলিক্লোরিকামকে মুখক্ষতে মার্কিউরিয়াস, নাইট্রিক এসিড ইত্যাদির পর ব্যবহার করা হয়। প্রচুর ক্ষতকারক লালাস্রাব হয়। মুখ বিবরের সমুদায় শ্লৈষ্মিকঝিল্লি লালবর্ণ এবং ইষৎ স্ফীত হয় ও সমুদায় স্থানে ক্ষত হয়, সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাও ফুলিয়া উঠে।

পাকাশয়—কুক্ষি প্রদেশে এবং নাইকুণ্ডলে ভার ভার বোধ করে। পেট ফাঁপা থাকে এবং বমন ঈষৎ সবুজ কৃষ্ণবর্ণ।

উদরাময়—প্রচুর, সবুজ আভাযুক্ত মল।

প্রস্রাব—প্রস্রাব এলবিউমেন যুক্ত, স্বল্প। রক্ত প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাব প্রচুর হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

কেলি হাউড্রিওডিকাম (Kali Hydriodicum)

ইহার আর একটি নাম কেলি আাইওড কিংবা আইওডাইড অফ পটাসিয়াম। ইহা ব্রোমাইড অফ পটাসিয়ামের ন্যায় শরীরের উপরের টিস্যুতে কার্য্য করে না। বরং ইহা শরীরের নিম্নটিস্যু সমূহে ফাইব্রাসে বিশেষ ভাবে অস্থি আরবকে (Periosteum) এবং কনেকটিভ টিস্যুতে (connective tissue) অধিক কার্য্য করে। ইহা অবশেষে স্নায়ুমণ্ডলীকে আক্রমণ করে। কেলি আইওড আক্রান্ত স্থানে infiltration (শরীরের কোন বিধানের রন্ধ্রে তরল দ্রব্যের প্রবেশ) উৎপন্ন করে তদহেতু, আক্রান্ত স্থান তরল দ্রব্যের সমাবেশে স্ফীত হইয়া উঠে।

কেলিআইওড উপদংশ এবং পারদ ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের এবং তদহেতু দোষে উত্তম এবং এক অব্যর্থ মহৌষধ। যে স্থলেই ইহাকে নির্ব্বাচন করিবে —উপদংশ এবং পারদের কোন দোষ আছে কিনা জানিতে প্রথমে চেষ্টা করিবে। ইহার উপরই কেলিআইওডের কার্য্য অধিকরূপ নির্ভর করে।

শিরঃপীড়া—ইহার শিরঃপীড়া occipitofrontalis পেশীতে অধিক হয়। মস্তকের খুলির ত্বকে চিব্‌লিসদৃশ অর্ব্বুদ প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। এই প্রকার অর্ব্বুদ বহুদিনের উপদংশ কিংবা পারদের দোষ হেতু অথবা বাত ধাতুগ্রস্থ হেতু সচরাচর প্রকাশ পায়।

চক্ষু রোগ—পারদের অপব্যবহার হেতু iritis অথবা উপতারৌষের কেলি আইওড একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। পারদের দোষ না থাকিলে কেলি আইওড বিশেষ কার্য্য করিবে না। Iritisএর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধই হইতেছে মার্কিউরিয়াস করসাইভাস। উপদংশ দোষহেতু choroid এবং iris উভয় আক্রান্ত হইলে আমরা সেইস্থলে কেলি আইওডাইডকে উচ্চ স্থান প্রদান করি।

সর্দ্দি এবং নাসিকা ক্ষত—যাহাদিগের মধ্যে পারদের দোষ রহিয়াছে তাহাদিগের সর্দ্দিতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলে—নাসিকা লাল এবং স্ফীত হয় এবং ক্ষতকারক তরল সর্দ্দি স্রাব হয়, চক্ষু হইতেও জল নিঃসৃত হইতে থাকে, টাটায়, যন্ত্রণা হয় এবং ফুলিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে গলদেশেও বেদনা হয়। সামান্য ঠাণ্ডাতেই কেলি আইওডে এই প্রকার উপসর্গ প্রকাশ পায়। পারদ ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সর্দ্দি তরল ক্ষতকারক, নাসিকা হাঁজিয়া যায়। সর্দ্দি লাগিয়াই থাকে। স্রাব তরল কিংবা গাঢ় সবুজবর্ণ—স্ক্রফিউলাস কিংবা উপদংশ কিংবা পারদ অথবা এতদ সমুদায়ের সংযোগ হেতু এই প্রকার সর্দ্দি কিংবা নাসিকার দুর্গন্ধযুক্ত পচা ক্ষত প্রকাশ পাইলে কেলি আইওডকে প্রাধান্য দিবে। সময় সময় নাসারন্ধ্রের অস্থি পর্য্যন্ত ছিদ্র হইয়া যায়।

নিউমোনিয়া—নিউমোনিয়ায় যখন Hepatization অবস্থা আরম্ভ হইয়া তরল পদার্থের সমাবেশ হইতে থাকিলে কেলি আইওডকে সর্ব্বপ্রধান

ঔষধ জানিবে। এই প্রকার অবস্থায় ব্রাওনিয়া, ফসফরাস, কিংবা সালফারের লক্ষণ না থাকিলে কেলি আইওডকেই প্রাধান্য দিবে। Hepatization অত্যন্ত অধিক হইয়া মস্তিষ্ক রক্তাধিক্য অবস্থায় পরিণত হয় এবং এমন কি রক্তাধিক্যজনিত মস্তিষ্কে রসোৎপাদন ও (effusion) উৎপন্ন হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় আমরা নিম্ন লক্ষণ সমূহের প্রকাশ দেখিতে পাই—মুখমণ্ডল লালবর্ণ প্রাপ্ত হয়, চক্ষুর তারা বিস্তারিত হয়, রোগী তন্দ্রাযুক্ত হয় অর্থাৎ অবস্থা দেখিলে বেলেডোনার একটি চিত্র বলিয়া মনে হয় অথচ বেলেডোনা এইরূপ স্থলে কোন কার্য্যকারী হয় না—এবং রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কট অবস্থায় পরিণত হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর হয় এবং চক্ষুর তারা আলোতে প্রতিক্রিয়া শূন্য হয়। যদিও বেলেডোনার লক্ষণ প্রকাশ থাকে, কিন্তু এই স্থলে ইহা জানিতে হইবে, এইরূপ রক্তাধিক্য এবং রসোৎপাদন অবস্থা উভয় ফুস্‌ফুস্ শক্ত নিরেট হওয়ায় রক্ত সঞ্চালনক্রিয়া ফুস্‌ফুস্ হইতে না হইতে পারায় শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রগুলি রক্তাধিক্য অবস্থায় পরিণত হয়, কাজে কাজেই বেলেডোনাকে এখানে মুখ্য ঔষধ বলিতে পারি না এতদকারণবশতঃই বেলেডোনা এইরূপ অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ নয়।

নিউমোনিয়ার কেলি আইওড যে একটি উৎকৃষ্ট হইবে, সে বিষয় আমার লিখিত আইওডিন পড়িলেই অনেকটা জানিতে পারিবেন।

থাইসিস—থাইসিসেও কেলিআইওডকে অনেকে উত্তম ঔষধ বলেন—প্রচুর ফেনা ফেনা গয়ের, অত্যন্ত নৈশ ঘর্ম্ম এবং প্রাতঃকালে তরল দাস্ত হয়। কাশি এত ভীষণ হয় যেন সমুদায় শরীর ছিঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়। পটাস জাতীয় সমুদায় ঔষধে রোগ শেষ রাত্রি ২টা হইতে ৫টায় বৃদ্ধি হয়, ইহা স্মরণ রাখিবে। অত্যন্ত সর্দ্দিজনিত অনেক দিন স্থায়ী কাশির পর কিংবা নিউমোমিয়ার পর রোগী কাশি সর্দ্দি হইতে আরোগ্য হইতে না পারিয়া ক্ষয়কাশে পরিণত হয় এবং যন্ত্রণা পৃষ্ঠদেশের স্কন্ধদেশের মধ্যস্থলে ফুটিয়া বাহির হয়। (যন্ত্রণা বাম বক্ষঃস্থলের নিম্ন হইতে পৃষ্ঠদেশে ফুটিরা বাহির হয়—কেলি কার্ব্ব)। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইতে থাকে।

ইয়ার্ব্বা স্যাণ্টা (Yerba Santa)—শ্লেষ্মার সমাবেশ অধিক থাকে এবং শ্লেষ্মাপ্রধান থাইসিসে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া এবং ষ্ট্যানাম—এই দুইটি ঔষধের সহিতও কেলি আইওডের সাদৃশ্য দেখিতে পাই। ইহাদিগেরও গয়ের অত্যন্ত প্রচুর এবং গাঢ় হয় কিন্তু স্যাঙ্গুনেরিয়ায় গয়ের এবং শ্বাসকষ্ট অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এমন কি রোগী নিজেও ইহা টের পায়। ষ্ট্যানামের গয়েরের স্বাদ মিষ্ট এবং কেলি-আইওডের স্বাদ লোণতা। এতদ্ব্যতীত কেলিআইওড এবং ষ্ট্যানামের গয়ের প্রায়ই গাঢ় ও সবুজ বর্ণ, স্যাঙ্গুইনেরিয়ার গয়ের সবুজ নয়। কেলি আইওডের গয়ের ফেনা ফেনা কিংবা সাবানের ফেনার ন্যায় বুজবুজে কিন্তু গাঢ় সবুজ লোণতা গয়েরই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—হৃৎপিণ্ডে ভীষণ চাপ চাপ বোধ হয় মনে হয় কেহ যেন চাপিয়া ধরিয়াছে, রোগী নিশ্বাস প্রশ্বাস সহজে ফেলিতে পারে না। রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িতে বাধ্য হয় (ল্যাকেসিস, কেলিবাই, গ্র্যাফাইটিস, ল্যাকৃটুকা)। এতদ্ব্যতীত বাতজনিত পুনঃ পুনঃ Eudocarditis এবং Pericarditisএ কেলি আইওড নির্ব্বাচিত হয়। হৃৎপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, সঞ্চালনে এবং বিশেষভাবে হাটাহাটিতে বৃদ্ধি হয়।

কটিবাত—কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, মনে হয় কটিদেশ জাঁতায় চাপিয়া পিষিয়া ফেলিতেছে। রোগী হাটিতে কষ্ট বোধ করে, এই প্রকার উপসর্গ উপদংশের কারণ হইতে হইলেই উত্তম কার্য্য করে।

বাত—হাঁটুর বাতে কেলি আইওডাইডকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। হাঁটু ফুলিয়া উঠে, টিস্থ infiltration হইবার সম্ভাবনা হয় অথচ টিপিলে কোন প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি (fluctuation) দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রদাহযুক্ত স্থানের চারিপার্শ্বের চর্ম্মে ছোপ ছোপ দাগ প্রকাশ পায় এবং যন্ত্রণা যেন কিছু গর্ত্ত করিয়া ফেলিতেছে এইরূপ বোধ হয় এবং যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। অস্থিতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, অস্থি আবরক বিশেষতঃ টিবিয়া পুরু হইয়া যায়।

কটি স্নায়ুশূল (Sciatica)—কটি স্নায়ুশূল যন্ত্রণা রাত্রিতে এবং আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয়। পারদ কিংবা উপদংশ দোষ হেতু হইলেই কেলি আইওড অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

উপদংশ—উপদংশের প্রথমাবস্থায় কেলি আইওড নির্ব্বাচিত হয় না, ইহা বরং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে। Gummata অর্থাৎ অস্থি বেষ্টার্ব্বুদে কেলি আইওডকে একমাত্র ঔষধ বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত উপদংশের তৃতীয় অবস্থায় বিশেষতঃ Rupia stageএ ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। উপদংশে নাসিকাভ্যন্তরে ক্ষত হইয়া দুর্গন্ধ পূঁজ স্রাব হয় ও ছিদ্র হইবার উপক্রম হয়। গ্রন্থিসমুদায় ফুলিয়া উঠে এবং শক্ত হয়, গাত্রময় অসমতল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ব্বুদ (noduls) প্রকাশ পায়।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—আইওডিন, মার্কিউরিয়াস, মিজিরিয়াম।

ডাইলিউসন—শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের পীড়ায় ৬× শক্তি, বাত, উপদংশ পীড়ায় ৩x, ৩০, ২০০ শক্তি।

বিষঘ্ন ঔষধ (Antedote)—কেলি আইওডের বিষঘ্ন ঔষধ হইতেছে হেপার সালফার।

রোগের বৃদ্ধি—উষ্ণ বস্ত্রে, উষ্ণ ঘরে, রাত্রিতে, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে।

রোগের উপশম—সঞ্চালনে, চলাফেরায়, খোলা মুক্ত বায়ুতে।

কেলি নাইট্রিকম (Kali Nitricum)

হাঁপানিতে প্রায়ই ব্যবহার হয়। হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত হাঁপানিতেও প্রয়োগ হয়। হঠাৎ সমুদায় শরীরময় শোথ প্রকাশ পাইলে সেইরূপ স্থলে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়: পাকাশয় প্রদাহে এবং পূঁযজ মূত্রপিণ্ড শূলেও (suppurative nephritis) কেলি নাইট্রিকম ব্যবহার হয়।

হাঁপানি—অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ, সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা এবং বক্ষঃস্থলে জ্বালা বর্ত্তমান থাকে। শ্বাসকষ্ট এত অধিক হয়

যে পিপাসায় জল পান করিতে শ্বাসপ্রশ্বাস অধিকক্ষণ বন্ধ রাখিতে পারে না। বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত মনে হয়, বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ প্রাতঃকালে অধিক হয়।

ঋতুস্রাব—সময়ের পূর্ব্বে এবং প্রচুর হয়, রক্ত কৃষ্ণবর্ণ। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে ভীষণ শিরঃপীড়া হয়। কেবল ঋতুস্রাবকালীন ডিম্বাশয়ে জ্বলন হয়। (পরে হয়—জিঙ্কাম।)

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্নে।

রোগের উপশম—অল্প অল্প জল পানে।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি।

কেলি ফস (Kali Phos)

কেলি ফসের যাহা কিছু কার্য্য তৎসমুদায়ই স্নায়ুর উপর অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে স্নায়ুর টনিক (Nerve tonic) বলা হয়। স্নায়ু দৌর্ব্বল্য ঘটিত পীড়ায়, তদহেতু মানসিক এবং শারীরিক অবসাদে, শরীরের ক্ষয়ে, নিদ্রাশূন্যতায়, স্মরণশক্তিহীনতায় ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত।

মানসিক লক্ষণ—উদ্বিগ্ন, স্নায়বীক, সামান্য বিষয়েই ভীত হয়, অলসতা। মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, সহজেই চম্‌কাইয়া উঠে, সামান্য কাজকে একটি গুরুতর কাজ বলিয়া মনে হয়, হতাশ, বিমর্ষ। কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না। হিষ্টিরিয়া, বিষাদোন্মত্ততা।

শিরঃপীড়া—মস্তিষ্ক রক্তশূন্যতা। সামান্য পরিশ্রমে মস্তকে কষ্ট হয়। মস্তকের পশ্চাদ্দেশে শিরঃপীড়া হয়, উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিলে, উপরদিকে

তাকাইলে শিরঃঘূর্ণন হয়। মস্তক শূন্য শূন্য বোধ হয় যেন কিছুই নাই, খালি হইয়া গিয়াছে। শিরঃপীড়া সামান্য সঞ্চালনে ঈষৎ উপশম হয়।

পক্ষাঘাত—যে কোন স্থানের এবং যে কোন প্রকারের পক্ষাঘাতের ডাঃ স্নসলারের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দৃষ্টি—দৃষ্টি দুর্ব্বল হয়, চক্ষুর পাতা বুজিয়া থাকে।

কর্ণ—কর্ণে গুন গুন এবং ভন ভন শব্দ হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত।

উদরাময়—মল দুর্গন্ধ এবং পচা গন্ধ, ভয় পাইয়া মলত্যাগ করিয়া ফেলে।

স্বপ্নদোষ—রাত্রিতে স্বপ্নদোষ হয়, লিঙ্গ দুর্ব্বল ও শিথিল। সঙ্গম-ক্রিয়ার পর ভীষণ দুর্ব্বলতা।

ঋতুস্রাব—অত্যন্ত বিলম্বে এবং অত্যন্ত স্বল্প হয়। রক্ত ফেকাসে।

প্রস্রাব—অত্যন্ত পীতবর্ণ কমলালেবুর ন্যায়।

কলেরা—পেট ফাঁপিয়া উঠে, চাল ধোয়া জলের ন্যায় প্রচুর দাস্ত হয়।

আমাশয়—উজ্জ্বল রক্তবর্ণ মল (pure blood), দুর্গন্ধ এবং যন্ত্রণাযুক্ত।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা—স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় বাইওকেমিকের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যে কোন যন্ত্রেই (organ) হউক, দুর্ব্বলতা, আলো এবং গোলমালে স্পর্শাধিক্যতা এবং বিশ্রামে বৃদ্ধি থাকিলে কেলি ফস উত্তম কার্য্য করে। যন্ত্রণা ধীরে ধীরে সঞ্চালনে উপশম হয়।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x, ১২ চূর্ণ। কোন কোন স্থলে ২০০ শক্তিও নির্ব্বাচিত হয়।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল দ্রব্য আহারে, অতি প্রাতঃকালে।

রোগের উপশম—উত্তাপে।

কেলি পারমাঙ্গেনিকাম
(Kali Parmanganicum)

নাসিকা, গলা, কণ্ঠনালী ইত্যাদি স্থানে অত্যন্ত ইরিটেশন হয়। ডিফ্থিরিয়া, গলক্ষত, সর্পদংশন, দুর্গন্ধ স্রাব, পুরাতন প্রমেহ, ক্ষত অর্থাৎ দূষিত এবং দুর্গন্ধ হইবার আশঙ্কাজনক ক্ষতে ইহার বাহ্যিক ব্যবহারে উত্তম কার্য্য করে। এক ড্রাম কেলি পারমাঙ্গেনিকাম একসের পরিমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া বাহ্যিক ব্যবহার করিবে এবং ২x শক্তি জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

কেলি সালফিউরিকাম
(Kali Sulphuricum)

ইহা ডাঃ সুস্লারের একটি বাইওকেমিক ঔষধ। ইহা প্রদাহের শেষ অবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহার পীতবর্ণ শ্লেষ্মা, পুঁজ ইত্যাদি স্রাবই হইতেছে বিশেষ পরিজ্ঞাপক। যে কোন স্থান হইতেই এই প্রকার স্রাব হউক কেলি সালফকে চিন্তা করিবে। নাসিকা, ফুসফুস, চক্ষু, কর্ণ হইতে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব হইলে কিংবা প্রমেহ, ক্ষত, ফোঁড়া, নালী, ভগন্দর ইত্যাদি স্থান হইতে পীতবর্ণ পুঁজ স্রাব হইলে কেলি সালফকেই জানিবে তাহার প্রধান ঔষধ। ইহার পুঁজ স্রাব অত্যন্ত অধিক হয়, গাঢ় পীতবর্ণ ব্যতীত জলের মত তরল, দুর্গন্ধযুক্ত, হড়হড়ে স্রাবও হয়। স্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না। ব্রোঙ্কাইটিস, হাঁপানি, কাশি, সর্দ্দি ইত্যাদির গয়েরও পীতবর্ণ হয়। এই প্রকার পীতবর্ণ স্রাব পালসেটিলাতেও রহিয়াছে কিন্তু কেলিসালফকে chronic বলা হয় অর্থাৎ পালসেটিলায় উপকার না হইলে কেলিসালফ প্রয়োগ করিবে।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x, চূর্ণ ৩০, ২০০।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যায় সময়, উত্তপ্ত ঘরে।

রোগের উপশম—ঠাণ্ডা খোলা বাতাসে

কেলিসাইট্রিকাম

ইহার একমাত্র ব্যবহার Brights diseaseএ দেখিতে পাওয়া যায়। ১ আউন্স জলে ১ গ্রেন মাত্রা সেবনীয়।

কেওলিন (Kaolin)

ক্রুপ এবং ব্রোঙ্কাইটিসে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। নাসিকা জ্বালা করে এবং চুলকায়। পীতবর্ণ স্রাব হয় নাসিকা সাঁটিয়া ধরে।

বক্ষঃস্থলে টাটানি যন্ত্রণা হয় এবং টাটানি যন্ত্রণা গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। শিশুদিগের ব্রোঙ্কাইটিসেও ইহা প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—চূর্ণ ৩x, ৬x।

কুশো (Kousso)

ইহা একটি মহৎ ক্রিমি নাশক ঔষধ। বমন, বমনোদ্বেগ, শিরঃঘূর্ণন, নাড়ীর দুর্ব্বলতা এবং শারীরিক অবসাদ ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। ক্রিমি রোগেই ইহার একমাত্র প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ল্যাক্‌টিক এসিড (Lactic Acid)

ইঁহার প্রয়োগ প্রাতঃকালীন বমন, বহুমূত্র এবং বাতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এতদ্ব্যতীত বক্ষঃস্থলের উপসর্গেও ব্যবহার হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—জিহ্বা শুষ্ক, সম্পূর্ণ রসশূন্য। জলতৃষ্ণা থাকে এবং ভীষণ ক্ষুধা সকল সময় খাই খাই করে। মুখে ক্ষত প্রকাশ পায়, প্রচুর লালাস্রাব হয় এবং মুখে জল উঠে। জ্বলনযুক্ত উষ্ণ গ্যাস পাকস্থলী হইতে উত্থিত হইয়া গলদেশে বিস্তারিত হয়, চট্‌চটে শ্লেষ্মা স্রাব হয়, স্রাব মুখ হইতে ছাড়ে না। ধূমপানে বৃদ্ধি হয়।

প্রাতঃকালীন বমন—রক্তশূন্য ফ্যাকাসে স্ত্রীলোকের প্রাতঃকালীন বমনে উপযুক্ত। বমন আহারে উপশম হয়।

ঘর্ম্ম—পদদ্বয়ে প্রচুর ঘর্ম হয় কিন্তু কোন প্রকার গন্ধ হয় না।

বক্ষঃস্থল—বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হয়, বগলের গ্রন্থি বিবৃদ্ধি সহ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা হস্তে বিস্তারিত হয়।

বাত—সন্ধিস্থলে, স্কন্ধদেশে, মণিবন্ধে এবং হাঁটুতে বাত প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। হাঁটাহাঁটির সময় সমুদায় শরীর কাঁপিতে থাকে।

বহুমূত্র—ল্যাক্‌টিক এসিডের ব্যবহার বহুমূত্রে অধিক রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তৃষ্ণা, অতি ক্ষুধা, প্রচুর শর্করাযুক্ত প্রস্রাবের সহিত যদি সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে ল্যাকৃটিক এসিড প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়।

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর নিম্নক্রম অধিক প্রয়োগ হয়, কিন্তু আমি আমার উচ্চশক্তি প্রয়োগে উত্তম ফল পাইয়াছি—উচ্চশক্তি পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হয় না।

ল্যাকনান্‌টিস (Lachnantes)

আড়ষ্ট গ্রীবা, (torticollis), বাত এবং ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে ইহার ব্যবহার দেখা যায়—এতদ্ব্যতীত বক্ষঃস্থলের তরুণ রোগেও—ইহা থাইসিসে নির্ব্বাচিত হয়।

শিরঃপীড়া—মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে যন্ত্রণা চুয়ালে বিস্তারিত হয়। মস্তক বৃহৎ বলিয়া বোধ হয় এবং সামান্য সঞ্চালনেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

থাইসিস—থাইসিসের প্রথম অবস্থায়। হৃৎপিণ্ডের চারি পার্শ্ব অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, যেন উষ্ণজল ফুটিতেছে। সকল সময় কাশি, কাশির বিরাম নাই নৈশ ঘর্ম্ম এবং শুষ্কতা। স্কন্ধদেশের scapular মধ্যস্থল শীত শীত বোধ। কাশি অত্যন্ত অধিক থাকিলে ল্যাকনান্‌টিস্‌কে চিন্তা করিবে।

গ্রীবাপ্রদেশ এক পার্শ্বে টানিয়া খোঁচয়া থাকে এবং গ্রীবাদেশে বাত প্রকাশ পায়। এই প্রকার যন্ত্রণা হয় যে, মনে হয় আক্রান্ত স্থানের অস্থি চ্যুত হইয়া গিয়াছে।

জ্বর—গাত্র ত্বক বরফবৎ শীতল, মুখমণ্ডল পীতাভ এবং ঘর্ম্ম প্রমুখীন।

ডাইলিউসন—থাইসিসে মূল অরিষ্ট, প্রত্যেক ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ২।৩ ফোঁটা করিয়া সেবনীয়। তৎপর প্রতি সপ্তাহে ৬x শক্তি ২.৩ বার দিবে। গ্রীবা আড়ষ্টতায় ৬x, ৬, ৩০।

ল্যাক্‌টুকা ভিরোসা (Lactuca Virosa)

এই ঔষধই প্রধানতঃ মস্তিষ্ক এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার উপর কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত বক্ষঃরূদক, শোথ এবং ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদিতেও প্রয়োগ হয়। ইহাকে প্রধান স্তন্যনিঃসারক (galactagogue) ঔষধ বলা হয়।

বক্ষঃস্থলক—বক্ষঃস্থলে জলের সমাবেশ বশতঃ রোগী শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ করে। সকল সময় আক্ষেপিক্ কাশি হইতে থাকে এবং কাশিতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চাহে। রোগী শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টে শুইয়া থাকিতে পারে না, শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে হয়।

স্তনদুগ্ধ—স্ত্রীলোকদিগের স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার বৃদ্ধি করে (increases milk in breast).

নিদ্রা—রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না, অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ১x, ৩x।

ল্যামিয়াম এলবাম (Lamium album)

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় এবং মূত্রযন্ত্রে ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়ায় মস্তক সম্মুখে এবং পশ্চাতে দুলিতে থাকে (with backward and forward motion of the head).

শ্বেতপ্রদর এবং ঋতুস্রাব—সময়ের অতি পূর্ব্বে হয় এবং স্রাব স্বল্প হয়।

অর্শ—অর্শে রক্তস্রাব হয় এবং মল অত্যন্ত শক্ত, যে অর্শে হারিস বাহির হইয়া আইসে সেইরূপ স্থলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ডাইলিউসন—৬x।

লেমনা মাইনর (Lemna Minor)

ইহা একটি সর্দ্দির ঔষধ, নাসাবন্ধেই ইহার বিশেষ কার্য্য প্রকাশ পায়। নাসিকার বহুপাদ অর্থাৎ অর্ব্বুদে (polypi) ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। নাসিকার আঘ্রান দুর্গন্ধ হয় এবং কোন জিনিষের গন্ধ পায় না। মামড়ি এবং

প্রচুর পূঁজবৎ শ্লেষ্মা স্রাব হয়। নাসারন্ধ্র হইতে কর্ণে পর্য্যন্ত দড়ি দিয়া টানিয়া ধরা যন্ত্রণা হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—উদরাময় হইবার প্রবণতা থাকে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানে মুখের স্বাদ দুর্গন্ধযুক্ত হয়। গলদেশ এবং কণ্ঠনালী শুষ্ক বোধ করে।

লেমনার যাবতীর উপসর্গ—স্যাঁৎসেতে, বর্ষা ঋতুতে বিশেষতঃ অধিক বৃষ্টিতে বৃদ্ধি হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ডালকামারা, ক্যালকেরিয়া, টিউক্রিয়াম, নেট্রাম সালফ।

ডাইলিউসন—৬x, ৬, ৩০।

ল্যাট্রোডেক্টাস ম্যাক্ট্যানস
(Latrodectus Mactans)

এই ঔষধটিতে হৃৎপিণ্ড স্নায়ুশূলের (angina pectoris) সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ থাকে। বক্ষঃস্থলের অর্থাৎ হৃদগ্র প্রদেশে (praecordial region) যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। মনে করে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে। হৃদগ্রে ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা বগল এবং বাহু ও হস্তেতে, এমনকি অঙ্গুলিতেও বিস্তারিত হয়। যন্ত্রণায় অঙ্গুলি সমূহ অসাড় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নাড়ী দুর্ব্বল অথচ দ্রুত। বাম হস্তে যন্ত্রণা হইয়া পক্ষাঘাত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গাত্রত্বক পাথরের ন্যায় শীতল হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

ল্যাট্রোডেক্টাস হাসেলটি
(Latrodectus Hasselti)

রক্ত দূষিতের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ রক্তদূষিত হইলে তাহার বহু দিবস ব্যাপি উপসর্গে—ইহাকে চিন্তা করা উচিত। বিষাক্ত রক্ত (pyaemia) জনিত ভীষণ যন্ত্রণায় ল্যাট্রোডেকটাস হাসেলটি প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায়। ক্ষতের চারিপার্শ্বে অত্যন্ত স্ফীত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাত সহ পেশী শুষ্ক হইয়া আইসে। পক্ষাঘাত অবস্থা প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা এবং টাটানি হয়। শিরঃঘূর্ণনে সম্মুখে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়। স্মরণশক্তি হ্রাস হয় এবং সকল সময় কর্ণে গুণ্ গুণ্ ভন্ ভন্ শব্দ হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

লিয়াট্রিস স্পাইকেটা (Liatris Spicata)

যকৃত প্লীহা এবং মূত্রপিণ্ডের রোগ বশতঃ শোথে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্র অবরোধ লক্ষণ বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। হৃৎপিণ্ড এবং মূত্রপিণ্ড রোগ বশতঃ সর্ব্বাঙ্গীন শোথ দেখা দেয়। এতদসহ পশ্চাদ্দেশে ভীষণ যন্ত্রণা সহ উদরাময় বর্ত্তমান থাকে।

ডাইলিউসন—১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম মূলঅরিষ্ট।

লিনারিয়া ভাল্গারিস
(Linaria Vulgaris)

মূর্চ্ছা—রোগী হঠাৎ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। মরার মত পড়িয়া থাকে, অথচ বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ কারণ প্রকাশ থাকে না। হৃৎপিণ্ড হইতেই এই

প্রকার অবস্থা হয় বলিয়া অনুমান করা হয়। যেমন হঠাৎ মূর্চ্ছা হয় তেমনি আবার অতি সত্বর মূর্চ্ছা ভাব কাটিয়া যায় এবং রোগী সুস্থ বোধ করে।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ—মূত্রাশয়েও ইহার কার্য্য দেখা যায়। রোগী অসাড়ে মূত্র ত্যাগ করে এবং মূত্রত্যাগকালীন যন্ত্রণা হয় এবং বেগ দিতে হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

লিথিয়াম কার্ব্বনিকাম
(Lithium Carbonicum)

লিথিয়াম কার্ব্ব যদিও একটী বৃহৎ ঔষধ নয় কিন্তু ইহার প্রয়োগ সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রুভিংএ সন্ধিস্থলের বাত লক্ষণ সহ দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রায়ই অধিক প্রকাশ থাকে। লিথিয়াম কার্ব্বকে সন্ধিস্থলের বাতে বিশেষরূপ প্রাধান্য দেওয়া হয়। বাত এবং গেটে বাতের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ হইলেও হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী এবং মূত্রাশয় ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়।

শ্লৈষ্মিকঝিল্লিও অন্ত্রবিস্তর ইহাতে আক্রান্ত হয় প্রথমতঃ অস্বাভাবিকরূপ শুষ্ক হয়, তৎপর ঘন শ্লেষ্মা প্রকাশ পায়।

ইরাইথেমা (Erythema) এবং চর্ম্মরোগ (এক প্রকার চর্ম্ম-রোগ, ইহাতে গাত্রত্বক লাল আভাযুক্ত হয়। কোন প্রকার স্ফীতি কিংবা জ্বর থাকে না)। ইরাইথেমায় লিথিয়াম কার্ব্বের প্রয়োগ দেখা যায়। গাত্রত্বক অত্যন্ত চুলকায়। লিথিয়াম কার্ব্ব ইরাইথেমা সচরাচর সন্ধিস্থলেই অধিক হয় এবং রোগীকে অত্যন্ত ব্যস্ত করিয়া তোলে। একটী কথা এই স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই প্রকার ইরাইথিমার সহিত বাত বর্ত্তমান থাকে। এতদ্ব্যতীত মুখমণ্ডলে এক প্রকার পীড়কা প্রকাশ পায় তাহা দেখিতে অনেকটা Barbers' itch সদৃশ হয়।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়া মস্তকের তালুতে এবং পার্শ্বে হয়, নিদ্রাভঙ্গে বৃদ্ধি হয়, চক্ষুতেও যন্ত্রণা হয় এবং চক্ষু খুলিয়া রাখিতে পারে না। মস্তকের তালুর শিরঃপীড়া এবং চক্ষুর টাটানি ঋতু স্রাব বন্ধ হইলে অধিক প্রকাশ পায়। মস্তকের বাম পার্শ্ব হইতে যন্ত্রণা বাম পার্শ্বের চক্ষু কোঠরে বিস্তারিত হয়। আহার কালীন যন্ত্রণা উপশম হয় কিন্তু তৎপর বৃদ্ধি হয়।

চক্ষুর দৃষ্টি এবং চক্ষুর রোগ—কোন দ্রব্যের দক্ষিণ পার্শ্বের অর্দ্ধেক দেখিতে পায় না। ইহার চক্ষুর লক্ষণ সমূহ অনেকটা এলিউমিনার ন্যায়, অক্ষিপুটের নিম্নপ্রদেশ এবং অক্ষিগোলক ভীষণ শুষ্ক হয় এবং রোগী পড়িতে পারে না। চক্ষুতে যন্ত্রণা বোধ করে।

কাশি—গলদেশের কোন স্থান হইতে কাশি উদ্রেক হইলে লিথিয়াম কার্ব্ব প্রয়োগে শীঘ্র উপশম হয়।

প্রস্রাব—লিথিয়ামে মূত্রাশয়ের গ্রীবা প্রদেশে যন্ত্রণা হয়। প্রস্রাব ঘোলা এবং ফেনাযুক্ত। যন্ত্রণা উভয় মূত্র পথ দিয়া কোষ রজ্জুতে কিংবা অণ্ডকোষে বিস্তারিত হয়। প্রস্রাব এইরূপ অবস্থায় লালবর্ণ শ্লেষ্মাযুক্ত হয়।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব স্বল্প এবং বিলম্বে হয়। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় ঋতুস্রাবের অনিয়মতার সহিত যাহা কিছু উপসর্গ প্রকাশ হয় তদসমুদায়ই বামপার্শ্বে প্রকাশ হয়।

বাত—বাতে লিথিয়াম কার্ব্বের যথেষ্ট প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বাত সচরাচর হাঁটু, পায়ের গোড়ালি এবং অঙ্গুলির সন্ধিস্থলে অধিক প্রকাশ পায়। আক্রান্ত স্থান স্ফীত, লালবর্ণ এবং স্পর্শাধিক্য হয়। সমুদায় শরীর টাটানি এবং আড়ষ্ট বোধ করে যেন কেহ প্রহার করিয়াছে এবং সমুদায় শরীর যেন ফুলিয়া ভারি হইয়া গিয়াছে। পেশীর আড়ষ্টতা বশতঃ রোগী ভাল হাটিতে পারে না। হস্তের এবং পদদ্বয়ের পার্শ্বে ভীষণ চুলকায় অথচ চুলকানির কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না—হৃৎপিণ্ড বাতে আক্রান্ত হয় (ক্যালমিয়া)

হৃৎপিণ্ডের রোগ—রোগী শরীর অবনত করিলে হৃৎপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করে। মূত্র ত্যাগ কালীন কিংবা মাসিক ঋতু স্রাবের সময়ে

হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত মানসিক উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন হয় (নেট্রাম মিউর, সিপিয়া, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব)। লিথিয়াম কার্ব্বের হৃৎপিণ্ডের এতদ লক্ষণ সমূহ অত্যন্ত মূল্যবান জানিবে এবং এতদসহ যদি বাতের লক্ষণ—ক্ষুদ্র সন্ধিস্থল সমূহ স্ফীত স্পর্শাধিক্য এবং প্রদাহযুক্ত হয় তাহা হইলে লিথিয়াম কার্ব্বকে উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে। মূত্র ত্যাগে বক্ষঃস্থলের বাতের যন্ত্রণা হ্রাস হয়।

প্রস্রাব—প্রস্রাবে প্রচুর শ্লেষ্মা, ইউরিক এসিড কিংবা পূঁজের তলানি পড়ে। লিথিয়াম কার্ব্বের প্রস্রাব একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x চূর্ণ।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—লিথিয়াম ল্যাক্‌টিকাম স্কন্ধদেশের এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলের বাতে নির্ব্বাচিত হয়। সঞ্চালনে যন্ত্রণা উপশম হয়, বিশ্রামে বৃদ্ধি হয়। **লিথিয়াম বেঞ্জোয়িকাম**—কটি দেশের গভীর স্থানে যন্ত্রণা হয়, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে, দক্ষিণ পার্শ্বে।

রোগের উপশম—হাটাহাটিতে।

লোবেলিয়া পারপিউরাসেন্‌স
(Lobelia Purpurasens)

জীবনী শক্তির এবং স্নায়ুমণ্ডলের ভীষণ দুর্ব্বলতা। শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের পক্ষাঘাত। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদে লোবেলিয়া পারপিউরাসেন্সের ব্যবহার দেখা যায়।

মস্তক এবং মানসিক লক্ষণ অবসাদপূর্ণ। শিরঃপীড়ার সহিত বমনেচ্ছা এবং বমন বর্ত্তমান থাকে। যন্ত্রণা বিশেষভাবে চক্ষুর ভ্রূতে অধিক হয়। চক্ষু জোরে লাগিয়া থাকে, খুলিতে পারে না।

রোগী মনে করে হৃৎপিণ্ড এবং ফুস্ফুস পক্ষাঘাত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন রোগীর নিকট যেন জয়ঢাক বাজিতেছে এইপ্রকার গুম গুম শব্দ মনে হয়।

ডাইলিউসন—৩০ শক্তি।

লোবেলিয়া সিফিলিটিকা
(Lobelia Syphilitica)

বাম স্কন্ধাস্থির নিম্নে, যন্ত্রণা প্রকাশ পায় (has pain under not below) এবং যন্ত্রণা scapular ভিতরের পার্শ্বে হয় (inner border) যন্ত্রণা ক্রন্দনে বৃদ্ধি হয়।

ল্যাপিস এলবাস (Lapis albus)

ল্যাপিস এলবাস কর্কট রোগে বিশেষত: জরায়ুর কর্কটে অত্যন্ত সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। জরায়ুর কর্কট রোগেই ইহার প্রধান প্রয়োগ দেখিতে পাই। ডাক্তার ভনগ্রাভোল এই ঔষধটির উপকারিতা সর্ব্বপ্রথম ব্যক্ত করেন, তিনিই ইহাকে ঔষধে পরিণত করিয়াছেন। জরায়ু অর্ব্বুদ এবং জরায়ু কর্কট-রোগে ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর রক্তস্রাবও বর্ত্তমান থাকা সম্ভাবনা। অর্ব্বুদ এবং গ্রন্থি ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা, সিস্টাস, কার্ব্বএনামেলিস ইত্যাদির ন্যায় প্রস্তরবৎ কঠিন হয় না, বরং অনেকটা রবারের ন্যায় কোমল হয়।

কর্কট রোগ—ল্যাপিস ক্রফিউলাস রোগীদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কাজে কাজেই গলগণ্ডে এবং গ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে ইহাকে

উচ্চস্থান দেওয়া হয়। গলগণ্ড ও গ্রন্থি কর্কট রোগ অবস্থায় পরিণত হইবার পূর্ব্বে ল্যাপিসকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য—পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রন্থিসমূহ প্রস্তরবৎ শক্ত না হইয়া বরং ঈষৎ কোমল থাকে।

ইহার দ্বারা বহু জরায়ুর কর্কট রোগ আরোগ্য সংবাদ পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার ন্যাস একবার একটি রোগী চিকিৎসা করিয়াছিলেন তাহার সমুদায় নিম্নোদর জরায়ু অর্ব্বুদে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, নিম্নোদরে কোন স্থান ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহারে কোন প্রকার উপকার না হইয়া বরং ক্রমশঃই রোগ বৃদ্ধি পাইতেছিল। রক্তস্রাবও বর্ত্তমান ছিল, ৪ মাস যাবৎ প্রচুর রক্তস্রাব হইতেছিল, রক্তস্রাব ক্রমশঃ কৃষ্ণবর্ণ এবং ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত হইতে লাগিল, অবশেষে রোগী ভীষণ জ্বালা-যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিল। আর্সেনিক প্রয়োগে কিছুই উপশম না হওয়ায়, ডাক্তার ন্যাস তাহাকে ল্যাপিস এলবাস ৩০ শক্তি সপ্তাহে একবার করিয়া প্রয়োগ করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

ডাক্তার হিউজ একজন লোকের গণ্ডদেশের কর্কটরোগে ল্যাপিস এলবাস ৬x চূর্ণ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য করেন—গণ্ডদেশ ক্ষতে ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা ছিল।

ল্যাথিরাস (Lathyrus)

নিম্নাঙ্গে অর্থাৎ হস্তপদের পক্ষাঘাত সহ অসাড়তা এবং এই পক্ষাঘাত ও অসাড়তা বোধ ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়। চক্ষু বুজিয়া দাঁড়াইতে পারে না। মস্তক ঘুড়াইতে থাকে। অর্দ্ধাঙ্গাক্ষেপেও ল্যাথিরাস উত্তম কার্য্য করে, এতদ্ব্যতীত বেরি-বেরি (Beri-beri), শিশুদিগের পক্ষাঘাত ইত্যাদিতেও ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

এপিডেমিক (Epidemic) ইনফ্লুয়েঞ্জা, শরীর শীর্ণতা এবং কোন প্রকার দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে এবং তাহা শীঘ্র সুস্থ অবস্থায় না আসিলে—ল্যাথিরাস প্রয়োগে আশু উপকার হয়।

পক্ষাঘাত—রোগী হাটিতে কিংবা দাঁড়াইতে পারে না পদদ্বয় কাঁপিতে থাকে এবং পদদ্বয় অত্যন্ত আড়ষ্ট হইয়া আইসে। উপবেশন অবস্থায় পদদ্বয় বিস্তারিত কিংবা পায়ের উপর পা রাখিতে পারে না। বাত সংক্রান্ত পক্ষাঘাত। নিতম্বদেশের পেশী এবং পদদ্বয় শুষ্ক হইতে থাকে। গুল্‌ফ এবং হাঁটুর সন্ধিস্থল আড়ষ্ট এবং বেদনাযুক্ত হয়, রোগী হাটিতে কষ্ট বোধ করে, গোড়ালি মেজেতে ফেলিতে পারে না। পদদ্বয়ের ডিমিও অত্যন্ত টান হইয়া থাকে। রোগী সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া উপবেশন করে। কষ্টের সহিত সোজা হয়।

প্রস্রাব—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয়, প্রস্রাবের বেগ আটকাইতে পারে না। শীঘ্র যদি প্রস্রাব ত্যাগ করিতে না যায় তাহা হইলে অসারে হইয়া যায়।

ডাইলিউসন—৬x শক্তি।

লেসিথিন (Lecithin)

পরিপোষণ ক্রিয়ার উপর বিশেষতঃ রক্তের উপর লেসিথিনের যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেকাজেই রক্তশূন্যতা, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য এবং নিদ্রাহীনতায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ফস্‌ফেটের নিঃসরণ অতি শীঘ্র হ্রাস করিয়া দেয়। পরিপোষণ ক্রিয়ার ব্যতিক্রমে, মানসিক দুর্ব্বলতায় এবং ধ্বজভঙ্গে ইহা উত্তম কার্য্য করে। টিউবারকিউলোসিস রোগে লেসিথিন প্রয়োগে অতি শীঘ্র পরিপোষণ ক্রিয়ার উন্নতি সাধন করিয়া ভগ্ন শরীরকে সুস্থ করিয়া তোলে।

পরিপাক ক্রিয়া—ক্ষুধা থাকে না, জলতৃষ্ণা বোধ করে, পাক-স্থলীতে টাটানি যন্ত্রণা অনুভব করে এবং যন্ত্রণা গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

প্রস্রাব—অল্প এবং ফস্‌ফেটযুক্ত, সুগার কিংবা এলবিউমেন যুক্ত।

ধ্বজভঙ্গ—লিঙ্গের উত্থান শক্তি থাকে না কিংবা দুর্ব্বল হইয়া যায়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ফস্ফরাস।

ডাইলিউসন—মূল ঔষধ দেড় গ্রেণ হইতে দুই গ্রেণ এবং ১২, ৩০ শক্তি।

লোলিয়াম টিমিউলেনটাম
(Lolium temulentum)

কটি স্নায়ুশূল এবং পক্ষাঘাতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রোগী ভালরূপে হাঁটিতে পারে না, সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপিতে থাকে। নিম্নাঙ্গের যেন কোন ক্ষমতা নাই। পায়ের ডিমিতে ভীষণ যন্ত্রণা হয় যেন দড়ি দিয়া বাঁধা হইয়াছে। হস্ত এবং পদের গতি যেন আক্ষেপযুক্ত, লিখিতে পারে না, জলপান করিবার গ্লাস ধরিতে পারে না। পক্ষাঘাতে হস্ত কাঁপিতে থাকে।

ডাইলিউসন—৩x, ৬, ৩০।

লুপুলুস হুমুলুস্ (Lupulus Humulus)

লম্পট প্রকৃতির কার্য্যে রাত্রি জাগরণের পর শিরঃঘূর্ণন, বমনেচ্ছা, শিরঃপীড়া ইত্যাদি উপসর্গে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়—এতদ্ব্যতীত শিশুদিগের ন্যাবা রোগেও ইহা উত্তম কার্য্য করে।

পুংজননেন্দ্রিয়—লিঙ্গোচ্ছ্বাস যন্ত্রণাযুক্ত। হস্তমৈথুনের পর এবং লিঙ্গের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত রেতঃপাত হয়।

চর্ম্মরোগ—মুখমণ্ডলে স্কার্লেটিনার ন্যায় পীড়কা প্রকাশ পায়। পোকা যেন গাত্রের উপর দিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে, এই প্রকার বোধ হয়।

ডাইলিউসন—৬x শক্তি। (স্বপ্নদোষে লুপুলিস ১x চূর্ণ উত্তম কার্য্য করে)।

লাইকোপাস ভার্জিনিকাম
(Lycopus Virginicum)

ইহা হৃৎপিণ্ডের একটি মহৎ ঔষধ। ইহা ব্যবহারে রক্তের চাপ (blood pressure) হ্রাস প্রাপ্ত হয়; হৃৎপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক করে এবং হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চনকে (contraction) নিয়মাধীনে আনয়ন করে।

লাইকোপাস হৃৎপিণ্ডের অল্পবিস্তর যন্ত্রণাসহ স্পন্দনে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—হৃদগ্রপ্রদেশে যন্ত্রণা হয়। নাড়ী দুর্ব্বল, অনিয়ম, ইণ্টারমিটেণ্ট। স্নায়বীক উত্তেজনা বশতঃ হৃৎস্পন্দন এবং তদসহ হৃৎপিণ্ডের চারিপার্শ্বে চাপ চাপ বোধ। হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা সরিয়া বেড়ায়, একস্থানে থাকে না।

শ্বাসপ্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ হয় এবং কাশির সহিত রক্ত উঠে।

শিরঃপীড়া—মস্তকের সম্মুখে শিরঃপীড়া হয়, অনেক সময় শিরঃপীড়ার সহিত হৃৎপিণ্ডের কষ্ট হয়।

প্রস্রাব—জলের ন্যায় পরিষ্কার প্রচুর প্রস্রাব হয় বিশেষতঃ যখন হৃৎপিণ্ডের কষ্ট বর্ত্তমান থাকে তখন প্রস্রাব অধিক হয়। প্রস্রাব হওয়া সত্বেও মূত্রাশয় যেন মূত্রে ফুলিয়া আছে মনে হয়। ডায়েবেটিসেও লাইকোপাস প্রয়োগ হয়। অণ্ডকোষে যন্ত্রণা হয়।

অর্শ—মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব হয় এবং অর্শ রোগও থাকে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা
(Magnaolia Grandiflora)

বাত এবং হৃৎপিণ্ডের উপসর্গ ইহাতে বিশেষরূপ প্রকাশ থাকে। প্লীহা এবং হৃৎপিণ্ডে পর্য্যায়ক্রমে যন্ত্রণা হয়। রোগী ক্লান্ত এবং আড়ষ্ট।

হৃৎপিণ্ড—দ্রুত হাঁটাহাটিতে কিংবা বাম পার্শ্বে শয়নে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। হৃৎপিণ্ডে খিলধরা যন্ত্রণা হয়। হৃৎপিণ্ড শূল যন্ত্রণাও প্রকাশ পায়। মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। মনে হয় হৃৎপিণ্ডের গতি যেন বন্ধ হইয়া যাইবে। হৃৎপিণ্ডের চারিধারে যন্ত্রণা হয় এবং তদসহ পদদ্বয় চুলকাইতে থাকে।

বাত—আড়ষ্ট এবং ভীষণ কন্‌কনানি যন্ত্রণা হয়, সন্ধিস্থলে অধিক হয় এবং যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায়। পদদ্বয় চুলকায়। বামহস্ত অসাড় বোধ হয়। কণ্ঠাস্থিতে (clavicle) বাত যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—রাস, ডালকামারা, বেল, ইলাপ্‌স।

রোগের বৃদ্ধি—স্যাঁৎসেতে ঋতুতে, বামপার্শ্বে শয়নে, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানে।

রোগের উপশম—শুষ্ক ঋতুতে, সঞ্চালনে।

ম্যালেরিয়া অফিসিনালিস
(Malaria officinalis)

ইহা দূষিত পচা জলাভূমিতে জন্মান গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত হয়। ইহাকে Vegetable Pyrogen বলা হয়। ইহা একটি হোমিওপ্যাথিকে

পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর হেতু শরীর বিকৃতি চিকিৎসার মহৎ ঔষধ।

ইহার বিশেষ কার্য্য বাতরোগে দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্যপি বাতরোগের পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া জ্বরে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইয়াছিল কিংবা ম্যালেরিয়া জ্বর অবরুদ্ধ করা হইয়াছে জানিতে পারা যায়, সেইরূপ স্থলে ম্যালেরিয়া অফিলিনালিস উত্তম কার্য্য করে।

ডাইলিউসন—সাধারণতঃ ইহা ১x ব্যবহার হয়।

ম্যালান্ড্রিনাম (Malandrinum)

ইহা বসন্ত রোগের প্রতিশেধক বলিয়া বিশেষ পরিচিত, এতদ্ বিষয়ে ইহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে এবং টিকা দেওয়ার দরুণ রোগে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয় (থুজা, সাইলিসিয়া), এতদ্ব্যতীত কর্কট রোগের দরুণ দোষ অপসারণেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

উর্দ্ধ ওষ্ঠে মামড়ী (scab) পড়ে, ছিঁড়িয়া ফেলিলে ভীষণ হুলবীদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। শীত ঋতুতে এবং হস্ত প্রক্ষালনে—শুষ্ক মামড়িযুক্ত চুলকানি এবং হস্ত ও পদের বিদারণ প্রকাশ পায়।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি

ম্যান্সিনেল্লা (Mancinella)

ইহার চর্ম্মরোগ একটি বিশেষ লক্ষণ। চর্ম্মরোগের সহিত চট্‌চটে রসস্রাব প্রচুর জলবটীবৎ ফোস্কা প্রকাশ পায়।

মানসিক লক্ষণ—বিষাদযুক্ত, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কাহারো সহিত কোন কথা বলে না। কোন বিষয় চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ চিন্তা-শূন্য হইয়া পড়ে। লাজুক, উন্মাদ হইয়া যাইবে বলিয়া ভয় পায়।

ফোঁড়া নারাঙ্গা—বড় বড় ফোস্কা উঠে যেন গাত্রে উষ্ণজল পড়িয়া হইয়াছে। কটাবর্ণ মামড়ি এবং ফোস্কাযুক্ত পোড়া নারাঙ্গায় ইহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিসর্প রোগেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

গলক্ষত—কোন জিনিষ গলাধঃকরণ করিতে পারে না, গলদেশ এবং অন্ননালী যেন সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্রোটন, জেট্রোফা, ক্যান্থারিস, এনাকর্ডিয়াম।

ম্যাঙ্গানাম এসেটিকাম

(Manganum Aceticum)

রক্তাল্পতা, ন্যাবা, পক্ষাঘাত, বাত ইত্যাদি রোগে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অস্থি এবং সন্ধিস্থলের প্রদাহ, হাঁপানি ইত্যাদিতেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

রক্তশূন্যতা—ইহার রক্তশূন্যতা অনেকটা ফেরাম মেটালিকামের ন্যায় কিন্তু ইহার স্নায়বীক লক্ষণ সমূহ অনেকটা কুপ্রাম, আর্জেণ্টাম এবং জিঙ্কামের ন্যায়।

কাশি এবং স্বরভঙ্গ—কাশি জোরে চেঁচাইয়া পড়িতে এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয় এতদ্ব্যতীত কণ্ঠনালীতে শুষ্কতা এবং যন্ত্রণা বোধ করে। কাশি সাধারণতঃ শয়নে উপশম হয়।

তরুণ অপেক্ষা পুরাতন স্বরভঙ্গে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। স্বরভঙ্গ প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয় এবং যতই শ্লেষ্মা তুলিতে পারে ততই গলার স্বর পরিষ্কার হইয়া আইসে, কিন্তু শ্লেষ্মা সহজে উঠে না। ঠাণ্ডা লাগিলেই ব্রোঙ্কাইটিস প্রকাশ পায়। (ডালকামারা)

বাত এবং পদদ্বয়ের গোড়ালির যন্ত্রণা—পদদ্বয়ের গোড়ালির যন্ত্রণায় ম্যাঙ্গানাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, কিন্তু ইহা বাত ধাতুগ্রস্থ লোকে উত্তম কার্য্য করে। রোগী গোড়ালি মাটিতে ভর দিতে পারে না।

পদদ্বয়ের গোড়ালির যন্ত্রণায় আমরা ফাইটোলেক্কা, সাইক্লেমেন, ম্যাঙ্গানাম, লিডাম এবং কষ্টিকামের প্রয়োগও দেখিতে পাই।

বাতে যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায় কিন্তু ম্যাঙ্গানামের সরিয়া বেড়ানর মধ্যেও বিশেষত্ব আছে—যন্ত্রণা এক পার্শ্ব হইতে আর এক পার্শ্বে সরিয়া বেড়ায় (shifts crosswise)।

সরিয়া বেড়ান যন্ত্রনায় পালসেটিলা, কেলিবাইক্রমিকাম, ল্যাক-ক্যানাইনাম, এবং ম্যাঙ্গানাম এই কয়েকটা ঔষধই হইতেছে প্রধান।

বাতে আক্রান্ত স্থান লাল স্ফীত হয়। পদদ্বয়ের ত্বকে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

শীর্ণতা এবং পক্ষাঘাত—ম্যাঙ্গানাম জিঙ্কামের ন্যায় ক্রমশঃ শীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পক্ষাঘাতে পরিণত হয়, রোগী ভালরূপ হাটিতে পারে না, পদদ্বয় চলে না, টলিয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল স্যাঁৎসেঁতে ঋতুতে, ঋতুর পরিবর্ত্তনে।

রোগের উপশম—শয়নে (কাশি)।

মেনিআন্থিস ট্রাইফোলিয়েটা
(Menyanthes Trifoliata)

ইহা অধিক প্রচলিত ঔষধ নয়। ইহার যাহা কিছু প্রয়োগ—জ্বরে এবং শিরঃপীড়ায় দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্বর—সিন্‌কোনা এবং কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু রোগে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মেনি-আন্থিসের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে শৈত্যাধিক্য। ইহাতে শীতলতা লক্ষণ অত্যন্ত বিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকে। রোগী নিম্নোদরে শীতভাব অধিক অনুভব করে, ইহা ব্যতীত পা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত এত অধিক শীতল থাকে যে, মনে হয় উক্ত অংশ শীতল জলে ডুবান ছিল। (গুল্‌ফ সন্ধি পর্য্যন্ত শীতল—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব, সিপিয়া)। হস্ত এবং পদ বরফং শীতল, শরীরের অবশিষ্ট অংশ উষ্ণ থাকে। মেনি আন্থিসের জ্বরে শীত অবস্থাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। পিপাসা বিশেষ থাকে না।

উত্তাপ এবং ঘর্ম্ম অবস্থা—মেনি আন্থিসে উত্তাপ এবং ঘর্ম্ম অবস্থা বিশেষ লক্ষণ নয়।

জিহ্বা—মাংস খাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়।

ডাক্তার ডানহাম বলেন—অনিয়ম প্রকৃতি জ্বরে যখন শীতলতাই হইতেছে প্রধান লক্ষণ এবং যখন শীতলতা সম্পূর্ণ শরীরে প্রকাশ না পাইয়া—হস্তে, পদে এবং হস্তপদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে, নাসিকাগ্রে প্রকাশ পায়—তখন মেনি আন্থিস উত্তম কার্য্য করে। "It is a very efficient remedy in irregular intermittent fever when paroxysm consists chiefly of cold which is incompletely developed, the hands or ends of fingers, and the toes or feet, and the end of nose, becoming very cold."
—Carrol Dunham.

শিরঃপীড়া—মস্তকে উচু হইতে নিচুতে চাপ দিতেছে এইরূপ বোধ। হস্ত দ্বারা জোরে চাপদিলে শিরঃপীড়া উপশম হয়। উপরে উঠিতে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। শিরঃপীড়ার সহিত প্রায়ই হস্ত এবং পদের শীতলতা থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০ শক্তির ব্যবহার অধিক দেখিতে পাই।

রোগের বৃদ্ধি—বিশ্রামে, উপরে উঠিতে।

রোগের উপশম—মস্তকের তালুতে চাপদিলে, সঞ্চালনে।

মেডুসা (Medusa)

ইহা আমবাতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার সহিত অনেকটা আর্টিকা ইউরেন্সের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত স্তনের দুগ্ধ গ্রন্থিতেও ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া রহিয়াছে, ইহাতে সহজে স্তনে দুগ্ধ প্রকাশ পায়।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০, ২০০।

মেল-কাম-সেল (Mel-cum-sale)

ইহা ডাক্তার জিনের আবিষ্কার, মধু এবং লবনের সংযোগে প্রস্তুত। ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর। জরায়ুগ্রীবার প্রদাহ এবং জরায়ুর অল্প বিবৃদ্ধির (sub-involution) সহিত জরায়ুভ্রংশে, পুরাতন জরায়ুপ্রদাহে ইহা উত্তম কার্য্য করে। ইহা নির্ব্বাচনের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ হইতেছে নিম্নোদরের অর্থাৎ বস্তিপ্রদেশের এক পার্শ্ব হইতে আর এক

পার্শ্ব পর্য্যন্ত যন্ত্রণা এবং টাটানি। এই লক্ষণটি জরায়ুচ্যুতির এবং জরায়ু প্রদাহের সূচনার একটী পরিচয়। (The special symptom leading to selection is a feeling of soreness accross the hypogastrium from ileum to ileum.)

ডাইলিউসন—৬x, ৬।

মেন্থা পাইপেরিটা (Mentha piperita)

ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে—শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র এবং চর্ম্মের উপর।

কাশি—গলদেশ শুষ্ক এবং বেদনাযুক্ত মনে হয় যেন পিন আটকাইয়া আছে। কাশি শুষ্ক, কণ্ঠনালীতে বায়ুর স্পর্শ লাগিলে এবং তামাকের ধুঁয়াতে কাশির উদ্রেক হয়। গলদেশ স্পর্শাধিক্য, স্পর্শ করিলে যন্ত্রণা বোধ করে। এইপ্রকার কাশির লক্ষণ অনেকটা রিউমেক্সেও দেখিতে পাওয়া যায়।

চুলকানি—চুলকাইলেই ক্ষত হইয়া যায় এতদ্ব্যতীত যোনিকুণ্ডয়ানেও ব্যবহার হয়।

ডাইলিউসন—৩০।

সমগুণ ঔষধসমূহ--রিউমেক্স।

মিফাইটিস (Mephitis)

মিফাইটিস হুপিং কাশির একটি বৃহৎ ঔষধ। ইহার কার্য্য নিম্নক্রমে (১x, ২x, ৩x) অধিক প্রকাশ পায়। ইহার দ্বারা উপকার পাইতে হইলে নিম্নক্রম প্রয়োগ করিবে (In order to insure its full success, it should be given in the lower dilutions from 1x to 3x)। কাশি

এত ভীষণ হয় মনে হয় এক একটি কাশির আক্রমণে রোগীর জীবন নষ্ট হইয়া যাইবে। শিশুকে সোজা করিয়া উঠাইয়া ধরিতে হয়, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায়, নিশ্বাস ফেলিতে পারে না। বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধপ্রদেশে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি শব্দ শ্রুত হয়। রোগী বরফবৎ শীতলজলে স্নান করিতে ইচ্ছা করে।

হুপিং কাশি—মিফাইটিসের হুপিং কাশিতে শ্লেষ্মা অধিক থাকে না। আক্ষেপ (spasm) অধিক প্রবল থাকে। কাশি রাত্রিতে এবং শয়নের পর বৃদ্ধি হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, রোগী নিশ্বাস ফেলিতে পারে না। ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য বমন করিয়া তুলিয়া ফেলে। খাদ্যদ্রব্য অন্ন নালীতে নাগিয়া ভিন্ন পথে চলিয়া যায় অর্থাৎ বিষম লাগে। মিফাইটিসের হুপিং কাশি অনেকটা ড্রসেরা এবং কোরেলাম রুবরামের ন্যায়।

হাঁপানি—মাতালদিগের হাঁপানিতে মিফাইটিসের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ক্ষয়কাশকগ্রস্থ রোগীদিগের হাপানি ড্রসেরায় উপকার না হইলে মিফাইটিসের বিষয় চিন্তা করিবে। ক্ষয়কাশগ্রস্থ রোগীদিগের হাঁপানিতে রিউমেক্স এবং ষ্টিকটা এই দুইটি ঔষধও নির্ব্বাচিত হয়। একটি কথা এই স্থলে স্মরণ রাখিবে মিফাইটিসরোগী হাঁপানিতে ভুগিতে থাকিলেও বরফবৎ শীতল জলে হস্তপদ ধৌত করিতে অধিকপছন্দ করে এবং ঠাণ্ডা অধিক সহ্য করিতে পারে। রিউমেক্সের কাশি রাত্রি ২টার বৃদ্ধি হয়—আর ষ্টিক্টার কাশির সহিত বিদীর্ণবৎ শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে।

ডাইলিউসন—মিফাইটিসের কার্য্য অত্যন্ত স্বল্পক্ষণ স্থায়ী। নিম্নক্রম ৩x, ৬x, অধিক উপকারী।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ড্রসেরা, কোরেলাম, ষ্টিক্টা।

মার্কিউরিয়াস ডাল্সসিস

(Mercurius Dulcis)

কর্ণের শ্লেষ্মাযুক্ত প্রদাহে ইহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে এবং কাজে কাজেই এতদহেতু বধিরতায়ও উত্তম কার্য্য করে। উদরাময়ে মলদ্বারে যন্ত্রণা হয়। মুখমণ্ডল রক্তশূন্য ফ্যাকাসে, থলথলে এবং ফোলা ফোলা। পৈত্তিক রেমিটেণ্ট জ্বরে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

কর্ণরোগ—কর্ণের অভ্যন্তর প্রদেশে যন্ত্রণা হয়, কর্ণবিবরের শ্রবনেন্দ্রিয়ের নল অবরুদ্ধ হয়. কর্ণপটহ পুরু এবং মোটা হইয়া যায়—এবং স্থান চ্যুৎ হয়। কর্ণে পরিষ্কার শুনিতে পায় না, বধিরতা প্রকাশ পায়।

মুখ বিবর—শ্বাস-প্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত হয়। দাঁতের মাড়িতে ক্ষত এবং প্রদাহ হয়। সর্ব্বদা দুর্গন্ধযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ লালাস্রাব লাগিয়া থাকে। গলদেশে ক্ষত হয় এবং তদহেতু গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট বোধ করে।

আমাশয়—মলত্যাগ পুনঃ পুনঃ হয় এবং পরিমাণে অল্প হয়। সকল সময় মলত্যাগের ইচ্ছা লাগিয়া থাকে কিন্তু কোঁথানি অধিক থাকে না। মল ঘোর সবুজবর্ণ, জলবৎ তরল কিংবা রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা।

গ্রন্থিপ্রদাহ এবং স্ফীত—মার্ক ডালসিস্ সচরাচর স্ক্রফিউলাস রোগীদিগেতে অধিক কার্য্য করে এবং রোগীর চেহারাই হইতেছে বিশেষ লক্ষণ—রক্তশূন্য ফ্যাকাসে থলথলে এবং ফোলা ফোলা ও তদসহিত প্রায়ই গ্রীবাদেশের এবং অন্যান্য স্থানের গ্রন্থি স্ফীতি থাকে।

ডাইলিউশন—৩x, ৬x চূর্ণ। মলত্যাগ করাইতে ইহার ১x চূর্ণ ক্রমের ২।৩ গ্রেণ প্রতি ঘণ্টায় পুনঃ পুনঃ সেবন করাইতে হয় কিন্তু এই প্রকার প্রথা হোমিওপ্যাথিকে অনুমোদনীয় নহে।

মেথিলিন ব্লু (Methylene Blue)

স্নায়ুশূল যন্ত্রণায়, স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েডে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রয়োগে টাইফয়েডের পেট ফাঁপা হ্রাস করে। এতদ্ব্যতীত প্রলাপ, জ্বর, পুঁজ হইতে রোগ সংক্রমন (pus infection), তাণ্ডব রোগ প্রবণতা, কম্পন, মৃগী রোগ ইত্যাদিতেও ইহার ব্যবহার রহিয়াছে। প্রস্রাব সবুজ বর্ণ হয়।

ডাইলিউসন—৩x চূর্ণ।

মোমোরডিকা বালসামিনা (Momordica Balsamina)

পশ্চাতে এবং নিম্নোদরে শূলযন্ত্রণা হয় এবং এতদসহ প্রচুর ঋতুস্রাব এবং যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে এতদ্ব্যতীত উদরে বায়ুর সমাবেশ হয়।

ঋতুস্রাব—যন্ত্রণাযুক্ত প্রচুর ঋতুস্রাব হয় এবং যন্ত্রণা ভীষণ হয়, রক্ত ঝলকে ঝলকে রোগের সহিত নির্গত হয়।

পেটফাঁপা—মোমোরডিকা বালসামিনার ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ—লাইকোপোডিয়ামের ন্যায় উদরে বায়ুর সমাবেশ হয়। পুরাতন রোগ চিকিৎসায় এই প্রকার বায়ু সমাবেশের লক্ষণ যদি প্রকাশ পাইতে থাকে সেইরূপ স্থলে মোমোরডিকা বালসামিনা মধ্যে মধ্যে ২।১ বার প্রয়োগ করিলে উক্ত প্রকার পেটফাঁপা দূরীভূত হইয়া যায় অথচ পুরাতন রোগ চিকিৎসার ঔষধের কার্য্যের কোন প্রকার ক্ষতি করে না। মোমোরডিকায় এই সুযোগ আমরা পাইয়া থাকি।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট।

মিচেল্লা (Mitchella)

জরায়ুর রক্তাধিক্যতা সহ মূত্রাশয়ের লক্ষণে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাই।

মূত্রযন্ত্র এবং জরায়ু—মূত্রাশয়ের গ্রীবা প্রদেশে যন্ত্রণা উৎপাদন করিয়া প্রস্রাবের বেগ আনায়ন করে। জরায়ু গ্রীবা গভীর লালবর্ণ এবং স্ফীত হয়। এতদ্ব্যতীত যোনি উষ্ণ বোধ করে এবং চুলকায় (হাইড্রো-কোটাইল)। ইহাতে প্রস্রাবের কষ্টও থাকে।

জরায়ু রক্তস্রাব—জরায়ু রক্তাধিক্যতা সহ প্রচুর উজ্জ্বল রক্তস্রাব হয়। ইহাতে রক্ত স্রাবের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্রতা বর্ত্তমান থাকে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—চিমাফিলা, সিনিসিও, উভা, জেরেনিয়াম, গসিপিয়া।

মর্ফিনাম (Morphinum)

মর্ফিয়ার প্রয়োগ আমাদিগের মধ্যে একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। মর্ফিয়া আফিংএর উপক্ষার (alkaloid)। ইহা এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যন্ত্রণায় hypnotic ঔষধরূপে অত্যন্ত অধিক ব্যবহার করেন।

মানসিক লক্ষণ—অত্যন্ত অবসাদ, খিটখিটে, হিষ্টিরিকেল। ভীত হইয়া মানসিক চঞ্চলতা, স্বপ্নবৎ অবস্থা।

শিরঃঘূর্ণন—মস্তকের সামান্য সঞ্চালনেই শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ পায়।

চক্ষু—চক্ষু চুলকায়। চক্ষু বুজিলে অবাস্তব বস্তু দর্শন করে। চক্ষুর পেশীর পক্ষাঘাত।

কর্ণরোগ—রোগী শরীরের রক্ত সঞ্চালনের শব্দ যেন শুনিতে পাইতেছে, এইরূপ শ্রবণ করে।

নাসিকা—নাসিকাগ্র চুলকায় এবং সুড় সুড় করে।

মুখবিবর—অত্যন্ত শুষ্ক। জিহ্বা, শুষ্ক, কটাবর্ণ। জল পিপাসা থাকে। মাংসে অরুচি।

পরিপাকক্রিয়া—ভীষণ বমনেচ্ছা। সর্ব্বদা কাঠবমি। সবুজ তরল পদার্থ বমন। উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিলেই বমন এবং বমনেচ্ছা। পেট ফাঁপিয়া উঠে এবং পেটে যন্ত্রণা হয়। পেটফাঁপা মর্ফিয়ার একটি বিশেষ লক্ষণ।

উদরাময়—উদরাময় জলবৎ তরল, কটাবর্ণ কিংবা কাল, ভীষণ কোঁথানি থাকে।

মূত্রযন্ত্র—মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত হয়, প্রস্রাব করিতে কষ্ট বোধ করে। প্রস্রাব ধীরে ধীরে হয়। তরুন কিংবা পুরাতন মূত্রবিকার।

ধ্বজভঙ্গ—লিঙ্গের উত্থান শক্তি থাকে না—এবং দক্ষিণ কোষরজ্জুতে যন্ত্রণা হয়।

শ্বাসযন্ত্র—নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। বক্ষোদর ব্যবধায়ক পেশীর (diaphragm) পক্ষাঘাত।

কাশি—শুষ্ক, বিরক্তজনক, শ্লেষ্মা চট্ চটে, স্বল্প অধিক উঠে না।

যন্ত্রণা—যন্ত্রণা ভীষণ স্পর্শাধিক্য। যন্ত্রণায় আকুঞ্চন এবং কম্পন প্রকাশ পায়। ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা—বাম চক্ষুর উপর, দক্ষিণ পার্শ্বের পাঁজরায় অধিক হয়। সমুদয়শরীরময় অল্প বিস্তর বেদনা হয়। শয্যা অত্যন্ত শক্ত বলিয়া বোধ হয়। উত্তাপে উপশম হয়, নিদ্রার পর বৃদ্ধি হয়।

নিদ্রা—সকল সময় তন্দ্রাযুক্ত।

কর্কট রোগে (cancer)—কর্কট রোগের যন্ত্রণায় ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। যন্ত্রণা ভীষণ হয়, এত ভীষণ হয় যে কনভালসন হইবার উপক্রম

হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকুঞ্চণ এবং ঝাঁকুনি হইতে থাকে। ইহাতে রোগ যদিও আরোগ্য না হয় কিন্তু যন্ত্রণার উপশম করে। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদিগের মর্ফিয়া ইনজেক্সন লওয়া অভ্যাস আছে তাহাদিগের স্নায়ু যন্ত্রণায় অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়—সেইরূপ স্থলে মর্ফিনাম প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়।

ডাইলিউসন—৬x, ৬ শক্তি।

মাইগেল লেসিওডোরা
(Mygale Lasiodora)

তাণ্ডব রোগই হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ এবং জননেন্দ্রিয়েও ইহার যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার হেউয়ার্ড ইহা ঔষধে পরিণত করেন।

মানসিক লক্ষণ—ব্যবসা সম্বন্ধে সকল সময় প্রলাপ বকে, মৃত্যুভয়, সকল বিষয়ে হতাশ, সমুদায় রাত্রি অস্থির।

তাণ্ডব রোগ (Chorea)—ইহাতে মুখমণ্ডলের পেশীই অধিক আক্রান্ত হয়—মুখমণ্ডলের পেশীর ভীষণ রূপ সর্ব্বদা আকুঞ্চন হইতে থাকে। মুখ এবং চক্ষু অত্যন্ত দ্রুতরূপে খুলিতে এবং বন্ধ করিতে থাকে। জিহ্বা শুষ্ক চট্‌চটে, কষ্টের সহিত বহির্গত করে। মস্তক একপার্শ্বে, অধিকাংশ সময় দক্ষিণ পার্শ্বেই ঝাঁকাইতে থাকে এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ হস্ত এবং পদেরও ঝাঁকুনি (jerking) হইতে থাকে। পেশীর উপর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। মস্তকে হস্ত উত্তোলন করিতে হইলে মস্তক ভীষণরূপে পশ্চাতে ঝাঁকাইয়া পড়ে। কথা বলিতে চেষ্টায় কথা যেন ছিট্‌কাইয়া নির্গত হয়। মুখেও হস্ত দিতে পারে না। হস্ত তুলিতে তুলিতে মাঝখানে আটকাইয়া যায়। রোগী

ভালরূপে হাটিতে পারে না, সমুদায় শরীর সঞ্চালিত হইতে থাকে। রোগী পদদ্বয় ছেঁচড়াইয়া ছেঁচড়াইয়া চলে।

লিঙ্গোদ্রেক—ভীষণ লিঙ্গোদ্রেক হয়, লিঙ্গোদ্রেকে লিঙ্গ সোজা না হইয়া ধনুকের মত বক্র হইয়া যায় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—নিম্ন এবং উচ্চক্রম উভয়ই।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এগারিকাস, টেরেণ্টুলা, জিজিয়া

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতে।

রোগের উপশম—নিদ্রাবস্থায়।

মাইরিকা (Myrica).

মাইরিকার প্রাধন কার্য্যই হইতেছে যকৃতের উপর, ন্যাবা হইতেছে ইহার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

ন্যাবা—যকৃতপ্রদেশে অল্প অল্প যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। শিরঃপীড়াও হয় এবং শিরঃপীড়া প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়। চক্ষু এবং চক্ষুর শ্বেতাংশ অপরিষ্কার পীতবর্ণ হয়। রোগী দুর্ব্বল এবং তন্দ্রাযুক্ত এবং হস্তপদে বেদনা অনুভব করে। নাড়ীর গতি দুর্ব্বল, মলের বর্ণ ছাইয়ের ন্যায়, মূত্র স্বল্প, পীতাভ এবং ফেনাযুক্ত। ক্ষুধা থাকে না, অম্ল দ্রব্য খাইতে আকাঙ্ক্ষা। চক্ষুর পাতা অস্বাভাবিকরূপ লাল হয়, জিহ্বা পীত লেপাবৃত।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৩×, ৬×।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—চেলিডোনিয়াম, লেপটেণ্ড্রা, কর্ণুস।

———

মার্টাস কম্মিউনিস

(Myrtus Communis)

থাইসিস—থাইসিসের প্রারম্ভে; বক্ষঃস্থলের যন্ত্রণায় ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

বাম বক্ষঃস্থলের পার্শ্বের উপরে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হইয়া ভিতরে ভিতরে স্কন্ধদেশের পার্শ্বে ফুটিয়া বাহির হয় (stitching pain in left breast, running through to shoulder-blade.—Theridion, Pix Liquida). কাশি শুষ্ক, ফাঁপা, বক্ষঃস্থলে সুড় সুড় করে। প্রাতঃকালেই অধিক হয়।

ডাইলিউসন—৬x.

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মার্টাস চেক্যান—পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিসে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লেষ্মা পীতাভ ঘন।

মুলেন অয়েল (Mullein Oil).

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার কুসিং ইহাকে ঔষধে পরিণত করেন, যদিও ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহা কর্ণের রোগে ব্যবহার হইয়া আসিতেছিল। মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ কর্ণে ফোঁটা ফোঁটা প্রয়োগ করিয়া বহু কর্ণের বধিরতা আরোগ্য সংবাদ পুস্তকে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় এবং আমরাও ইহা আমাদের দৈনন্দিন চিকিৎসায় নিরীক্ষণ করিতেছি। ডাক্তার হাফটন বলেন শ্লেষ্মাজনিত কর্ণ প্রদাহে ইহার বিশেষ কোন কার্য্য পাওয়া যায় না, ইহা বিশেষতঃ কর্ণ প্রদাহে, ফোঁড়ার পর অস্থিস্খলনে, কর্ণ পটহের পুরাতন রোগ হেতু পুঁজোৎপাদনে, কর্ণপটহ ছিদ্র হইয়া অপরিষ্কার সমাবেশে উত্তম কার্য্য করে। পুরাতন পুঁজযুক্ত কর্ণরোগে এবং বধিরতায় ইহা একটি

উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশুদিগের কর্ণের যন্ত্রণায় কয়েক ফোঁটা মুলেন অয়েল তুলায় করিয়া কর্ণে দিলে আশু উপকার হয়।

মূত্রাশয় প্রদাহ—পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

মিউরেক্‌স (Murex).

ইহার সম্পূর্ণ নাম মিউরেকস পারপিউরিয়া (Murex purpurea) ইহার ব্যবহার একমাত্র স্ত্রীজননেন্দ্রিয়েই দেখিতে পাওয়া যায়।

মানসিক লক্ষণ—রোগী বিষাদ এবং বিষণ্ণভাবাপন্ন, চিন্তিত এবং ভীত। রজোনিবৃত্তিকালের উপসর্গে ইহা অধিক উপযুক্ত (ল্যাকেসিস, সিপিয়া, সালফার)।

পাকাশয়—পাকাশয় খালিখালি বোধ যেন কিছুই নাই (সিপিয়া)। ক্ষুধার্ত্ত হয় এবং আহার করা চাই।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—জরায়ু প্রদেশে টাটানি যন্ত্রণাবোধ করে, জরায়ুর বর্ত্তমানতার পরিষ্কার বোধ (distinct sensatiou of a womb). রোগী নড়াচড়া করিলে ইহা অধিক বোধ করে এবং অধিক টাটায় এবং যন্ত্রণা হয় (লাইসিন)। যোনিদেশ হইতে নিম্নোদরের যন্ত্র সমূহ বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ বোধ হেতু রোগীকে পায়ের উপর পা দিয়া চাপিয়া বসিয়া পড়িতে হয়। সিপিয়াতেও এইরূপ লক্ষণ অনেকটা আছে কিন্তু সিপিয়াতে সহবাস ইচ্ছা থাকে না আর মিউরেক্‌সে সহবাস ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল থাকে এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয় অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, সামান্য কাপড়ের স্পর্শে পর্য্যন্ত ভীষণ সহবাস ইচ্ছার উত্তেজনা হয় (এত অধিক সহবাস ইচ্ছা হয় যে রোগীকে হস্তমৈথুন

করিতে বাধ্য করে—ওরিগেনাম, জিঙ্কাম)। মিউরেক্সের সঙ্গম ইচ্ছাকে কামোন্মাদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব অনিয়ম, সময়ের পূর্ব্বে, প্রচুর, যন্ত্রণাযুক্ত এবং বড় বড় চাপযুক্ত।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি প্রয়োগ হইয়া থাকে, ২০০ শক্তিও ব্যবহার হয়। ইহার ডাইলিউসন সম্বন্ধে কোন প্রকার বিশেষত্ব নাই।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—প্ল্যাটি, লিলিয়াম, সিপিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—সামান্য স্পর্শে।

মাইওসোটিস (Myosotis).

পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিস এবং থাইসিসে ও নৈশঘর্ম্মে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

কাশি—কাশিতে প্রচুর পূঁজবৎ শ্লেষ্মা উঠে, কাশিবার সময় বমনোদ্রেক হয়। আহারকালীন কিংবা আহারের পর বৃদ্ধি হয়। বাম ফুসফুসের নিম্নে যন্ত্রণা হয়। রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে এবং নৈশ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

সমগুণ ঔষধসমূহ

কোপেইবা—ইহা পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিসের একটি উত্তম ঔষধ। প্রচুর সবুজ কিংবা কটাবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজবৎ গয়ের উঠে।

ইল্লিসিয়াম এনিসেটাম—বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ কিংবা বাম পার্শ্বের তৃতীয় পাজরায় স্থানে যন্ত্রণা এবং পূঁজবৎ শ্লেষ্মা।

বালসাম পেরু—প্রচুর শ্লেষ্মাযুক্ত থাইসিস, প্রচুর পুঁজবৎ শ্লেষ্মা গয়ের।

ইয়ারবা স্যাণ্টা—প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ বশতঃ হাঁপানি সদৃশ শ্বাস প্রশ্বাস।

ন্যাপথালিন (Naphthaline)

ন্যাপথালিনের ব্যবহার চক্ষুরোগে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়—

কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতায় ইহা উত্তম কার্য্য করে। ইহাব্যতীত রেটিনার (retina) উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে, রেটিনার বিচ্ছিন্নতা, infiltration, দৃষ্টির অপরিষ্কারে, রটিনার রসোৎপাদনে (exudation), কোমল ছানিতে (soft cataract) ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

সর্দ্দি—কেবল হাঁচি হয়। চক্ষু প্রদাহ হয়। মস্তকে যন্ত্রণা এবং উত্তপ্ত হয়।

হাঁপানি—হাঁপানি আক্ষেপযুক্ত। খোলা বাতাসে উপশম বোধ করে। বক্ষঃস্থলে এবং পাকস্থলীতে যন্ত্রণা বোধ করে। পেটের কাপড় শিথিল করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্টও হয়।

হুপিং কাশি—এক এক সময় কাশি আসিলে অনেকক্ষণ থাকে, এমন কি নিশ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারে না—

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

নেট্রাম ক্লোরেটাম
(Natrum Chloratum)

ইহা জরায়ু রোগে এবং কর্ণের পুরাতন শ্লেষ্মাযুক্ত রোগে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় হস্তই প্রাতঃকালে ফুলিয়া উঠে। রোগী দুর্ব্বল থলথলে পেশী যুক্ত।

জরায়ু—উপবেশন অবস্থায় মনে হয় জরায়ু ঠেলিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে (ফেরাম আইওড), মনে হয় জরায়ুর মুখ একবার খুলিতেছে আবার বুজিয়া যাইতেছে। ভীষণ জরায়ু রক্তস্রাব হয়। সঙ্গে সঙ্গে শ্বেদপ্রদর এবং কটিদেশে যন্ত্রণাও থাকে। জরায়ু ভারী হওয়ায় bearing down অর্থাৎ জরায়ুর নিম্নাভিমুখী যন্ত্রণা হয়। এতদ্ব্যতীত জরায়ু ভ্রংশের সম্ভাবনাও হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে হস্ত স্ফীত বোধ হয়—এবং গুল্‌ফ সন্ধি ও হাঁটু অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে।

ডাইলিউসন—৩০,২০০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—অরাম মিউর নেট্রোনেটাম, ক্যালকেরিয়া, সিপিয়া।

নট্রাম ফস্‌ফরিকাম
(Natrum Phosphoricum)

ইহার আর একটি নাম ফস্‌ফেটঅফ সোডিয়াম (phosphate of sodium) ইহা ডাক্তার স্থুস্‌লারের অম্বলের একটি বৃহৎ ঔষধ। অম্বল উদ্গার, অম্বল স্বাদ, অম্বল বমন, ভেদ অর্থাৎ যাহা কিছু আহার করে সমুদয়ই অম্বলে পরিণত হয়। মুখ বিবরের টাকরা এবং জিহ্বা পীতবর্ণ লেপাবৃত হয়।

মানসিক লক্ষণ—রোগী ভীত। রোগী রাত্রিতে জাগিয়া উঠিয়া মনে করে যে, গৃহের আসবাব চেয়ার ইত্যাদি মানুষের আকার ধারণ করিয়াছে এবং অন্য ঘরে মনুষ্যের পদশব্দ শুনিতে পাইতেছে।

উদরাময়—মলত্যাগ করিতে অত্যন্ত কোঁথাইতে হয় এবং সর্ব্বদা মলত্যাগের চেষ্টা। মল টক্ গন্ধযুক্ত, পেটফাঁপা, উদ্গার ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—অম্বল, উদ্গার, অম্বল বমন, সবুজ উদরাময় পেট ফাঁপা। জিহ্বাগ্রে ফোস্কা হয় এবং জিহ্বা লেপাবৃত। মুখ বিবরের মূলদেশের টাকরা পীতবর্ণ সরের ন্যায় লেপে আবৃত থাকে। সামান্য কিছু আহার করিলেই পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হয়।

স্বপ্নদোষ—স্বপ্ন না দেখিয়াও রেতঃপাত হয়। কটিদেশে দুর্ব্বলতা বোধ করে এবং পদদ্বয় কাঁপিতে থাকে।

কৃমি—কৃমিজনিত দুষ্ট ভীর্য্যক হইলে নেট্রাম প্রয়োগ হয়।

চক্ষু প্রদাহ—চক্ষু প্রদাহ হইয়া স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ সরের মত স্রাব হয়। চক্ষু প্রাতে জুড়িয়া যায়। চক্ষুর যে কোন রোগ হউক স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ স্রাব বর্ত্তমান থাকিলে নেট্রাম ফসকে চিন্তা করিবে।

স্ত্রীজননেন্দ্রীয়—স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে যে স্রাব হয় তাহাও পীতবর্ণ সরের ন্যায় এবং গন্ধ বিশিষ্ট। এতদহেতু স্ত্রীলোক বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়।

ডাইলিউসন—৬x, ১২x, ৩০, ২০০।

নেট্রাম নাইট্রিকাম
(Natrum Nitricum)

নাসিকা এবং অন্যান্য স্থান হইতে রক্তস্রাবে ইহাকে উত্তম ঔষধ বলা হয়। নাসিকা রক্তস্রাবে ইহাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত রক্তোৎকাশে, রক্ত প্রস্রাবে, রক্তস্রাবযুক্ত বসন্ত রোগে ইহা ব্যবহার হয়। নিম্নোদোর ফাঁপিয়া উঠে এবং নিম্নোদরের পেশী মেরুদণ্ডের সহিত টানিয়া থাকে এবং যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—২x শক্তি।

নেট্রাম স্যালিসিলিকাম
(Natrum Salicylicum)

মস্তক, কর্ণ, গলদেশ, মূত্রপিণ্ড এবং যকৃত ইত্যাদি নানাস্থানে ইহার যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। রক্তস্রাবে বিশেষতঃ নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

ইনফ্লুয়েঞ্জার পর দুর্ব্বলতায় ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চক্ষু—রেটিনার রক্তস্রাবে, এলবিউমিনিউরিয়াযুক্ত রেটিনার প্রদাহে এবং তদসহিত রক্তস্রাবে ইহা অনেকস্থলে উত্তম কার্য্য করে।

শিরঃঘূর্ণন—শিরঃঘূর্ণন মস্তক উত্তোলনে বৃদ্ধি হয়। সমুদায় দ্রব্য দক্ষিণ পার্শ্বে নড়িয়া যাইতেছে বোধ হয়।

কর্ণরোগ—কর্ণমধ্যে মৃদু গুণ গুণ শব্দ হয়।

আমবাত—আমবাত লাল চাকা চাকা হয়, সুড় সুড় করে এবং চুলকায়।

ডাইলিউসন—৬x।

নিকোলাম (Niccolum)

ইহা নিকেল ধাতু পদার্থ। ইহার কার্য্য দৃষ্টি এবং পরিপাক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা, বমনযুক্ত স্নায়বিক শিরঃপীড়ায় ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য রোগেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

শিরঃপীড়া—মস্তকের তালুতে যন্ত্রণা হয়। মনে হয় যেন পেরেক বিদ্ধ করিতেছে। উত্তাপে এবং দ্বিপ্রহরে বৃদ্ধি হয়। সমুদয় দ্রব্য অত্যন্ত বৃহৎ দেখা যায়। মস্তক সঞ্চালনে গ্রীবাদেশের মেরুদণ্ডের অস্থিতে খট্ খট্ যন্ত্রণা হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—পেট খালি খালি বোধ হয় যেন কিছুই নাই, এবং কোন খাদ্য দ্রব্যের প্রতি ইচ্ছাও থাকে না। তরুণ পাকাশয় শূল যন্ত্রণায় স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। পিপাসা এবং প্রবল হিক্কা থাকে। দুগ্ধ পানে উদরাময় এবং কোথানি থাকে।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব বিলম্বে এবং স্বল্প হয়, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং চক্ষুর জ্বলন থাকে।

শ্বেতপ্রদর—শ্বেতপ্রদর প্রচুর হয়, মূত্রত্যাগান্তে (ম্যাগনেসিয়া মিউর, প্লাটিনা) এবং ঋতুস্রাবের পর বৃদ্ধি হয়।

কাশি—শুষ্ক, খক্‌খকে কাশি। কাশিতে বক্ষঃস্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা লাগে। উঠিয়া বসিয়া মস্তক ধরিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। কাশির সময় হস্তদ্বয় জানুদেশে রোগীকে নিশ্চই রাখিতে হইবে।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

রোগের বৃদ্ধি—প্রত্যেক ২ সপ্তাহে, বৎসরে, মধ্যাহ্নে।

রোগের উপশম—সন্ধ্যায় সময়।

নিকোটিনাম (Nicotinum)

ইহা ট্যাবেকামের উগ্রবীর্য্য (alkaloid)। ইহার যাহা কিছু ব্যবহার কলেরার হিমাঙ্গ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বিশেষত্ব হইতেছে প্রচুর ভেদবমি কিংবা মস্তক রক্তাধিক্য না হইয়াই রোগী অজ্ঞান অবস্থা প্রাপ্ত হয় অথচ হস্তদ্বয় এবং পদদ্বয়ের হাঁটু হইতে আঙ্গুল পর্য্যন্ত বরফবৎ শীতল হয়। দেহ উষ্ণ এবং রোগী হৃৎপিণ্ড স্থানে কষ্ট বোধ করে। এতদ্ব্যতীত কপালের শীতলতাও নিকোটিনের একটি বিশেষ লক্ষণ। এক কথায় বলিতে হইলে ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে নিকোটিন পাক্ষাঘাত কলেরার একটি উপযুক্ত ঔষধ।

ইহাতে ভেদ, বমন, পিপাসা থাকে না। পদদ্বয় হাঁটু হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত বরফবৎ শীতল। কপাল শীতল, হস্তদ্বয় শীতল কিন্তু শরীর উষ্ণ এবং নিম্ন শাখাঙ্গের পক্ষাঘাত, বক্ষঃস্থলে কষ্ট বোধ, মৃতবৎ মুখশ্রী, বমোনোদ্বেগ, শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম, নাড়ী দুর্ব্বল ধীর, অথবা বিলুপ্ত ইত্যাদি লক্ষণে নিকোটিন উপযোগী। এইপ্রকার অবস্থা মূত্র বিকারজনিত হইলেও নিকোটিন প্রয়োগ হইয়া থাকে। নিকোটিন শিশু কলেরায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ইহাব্যতীত মৃগীরোগের ন্যায় আক্ষেপ (spasm), বমনেচ্ছা, শীতল ঘর্ম্ম এবং অতি সত্বর হিমাঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হয়। মস্তক পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া যায়, অক্ষিপুট এবং পেশীর সঙ্কোচন হয়। গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ আড়ষ্ট হয়, কণ্ঠ এবং ভুক্তনালীর আক্ষেপ হেতু শ্বাসপ্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ হয়।

ডাইলিউসন—৬x, ৬।

নাইট্রোমিউরিএটিক এসিড
(Nitro-Muriatic Acid)

Oxaluria রোগে ইহাকে অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়। এতদ্ব্যতীত পরিপাক ক্রিয়ায়ও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

মূত্র—মূত্র ধোঁয়ার ন্যায় ঘোলা অপরিষ্কার। মূত্রত্যাগকালীন মূত্রমার্গে জ্বালা করে। Oxaluria রোগে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

পরিপাকক্রিয়া—অম্ল স্বাদযুক্ত উদ্গার উঠে, পাকস্থলী খালি খালি বোধ হয়, আহারেও উপশম হয় না। লালাস্রাব হয়, রাত্রিতে ইহা অধিক হয়।

মুখক্ষত—দাঁতের মাড়ি হইতে সহজেই রক্তস্রাব হয়। লালাস্রাব হয়, মুখের ভিতরে এবং জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত হয় এবং জিহ্বার স্বাদ ধাতু পদার্থের ন্যায় বোধ হয়।

মাত্রা—৫ হইতে ১০ ফোঁটা জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

নুফার লুটিয়াম (Nuphar Luteum)

স্নায়বীক দুর্ব্বলতা এবং তদসহ জননেন্দ্রিয়ের লক্ষণে ইহার বিশেষ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। পরিপাকক্রিয়ার গোলযোগেও ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়—কামইচ্ছা কিছুই থাকে না। লিঙ্গ শিথিল এবং আকারে ক্ষুদ্র হইয়া যায়। ধ্বজভঙ্গ এবং মলমূত্র ত্যাগকালীন অনিচ্ছায় রেতঃস্খলন হয়। অণ্ডকোষে এবং লিঙ্গে যন্ত্রণা হয়।

উদরাময়—পীত বর্ণ উদরাময়। প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয় এবং টাইফয়েড রোগে উদরাময়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—লিঙ্গের দুর্ব্বলতায়—এগনাস ক্যাষ্টাস, কেলিব্রোম, লাইকো, সিলিনিয়াম, যোহিমবিন। উদরাময়ে—চেলিডোনিয়াম, গ্যাম্বোজিয়া, সালফার।

নিম্ফিয়া ওডোরেটা—অতি প্রত্যুষে উদরাময় এবং কটিশূল (early morning diarrhoea, backache)

নাক্স জাগলেন্স (Nux Juglans)

ইহা দুগ্ধপীড়কার (crusta lactea) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা আরকৃটিয়াম লাপ্পা, গ্র্যাফাটিস ইত্যাদির সমকক্ষ ঔষধ। কর্ণে এবং কর্ণের পশ্চাতে মামড়িযুক্ত পীড়কা প্রকাশ পায়। মস্তক খুলির ত্বক লালবর্ণ হয় এবং অত্যন্ত চুলকায়। বাহু এবং কক্ষদেশেও মামড়িযুক্ত ক্ষত (scab) হয়। নাক্স জগলেন্স মস্তকের ত্বকে এবং কর্ণের পশ্চাতের মামড়িযুক্ত ক্ষতের অর্থাৎ crusta lacteaর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। রাত্রিতে এত অধিক চুলকায় যে, রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

নিকট্যান্থিস আরবোর ট্রিসটিস (Nyctanthes Arbor-tristis)

পৈত্তিক এবং কঠিন রেমিটেণ্ট জ্বরে, কটিস্নায়ুশূলে, বাতে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়, ইহা ব্যতীত শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যেও ইহার ব্যবহার রহিয়াছে।

জ্বর—জ্বর আসিবার পূর্ব্বে এবং সময়ে পিপাসা হয়। শীত অবস্থার অবসানে বমন হয় এবং উপশম বোধ করে।

পরিপাকক্রিয়া—পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ করে, শীতল প্রলেপে উপশম হয়। পিপাসা হয়, বমনে রোগী ভাল বোধ করে। প্রচুর পৈত্তিক উদরাময় এবং তদসহিত বমনেচ্ছা।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—শিশুদিগের কোষ্ঠ কাঠিন্যেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট।

নিম্ফিয়া ওডোরেটা
(Nymphaea Odorata)

ইহার প্রয়োগ জরায়ুর কর্কট রোগে, জরায়ু ভ্রংশে, যোনিপ্রদাহে এবং ক্ষতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এতদবিষয়ের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা suppository রূপে ব্যবহার করা হয়। ইহা প্রয়োগে অতি অল্প সময়ে উক্ত স্থান সমূহকে সুস্থ অবস্থায় পরিণত করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া দেয়। এই বিষয় Eclectic Journal নামক মাসিক পত্রিকা কি বলিতেছেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম।

(Nymphaea odorata has been highly lauded as a remedy that will cure prolupsus uteri. It does this by derivative action. The remedy may be called the vegetable curette. It lightens a heavy womb, reduces the enlarged organ to normal weight and size and thus removes one of the causes of prolupsus. The suppository is soothing, antiseptic and very slightly astringent and produces a remarkable healthy change in the vagina. In most cases the treatment should be persisted in for 2 or 3 months relapses sometimes occour and the treatment will have to be resumed.)

মাত্রা—মূল অরিষ্ট।

ওভা-টেষ্টা (Ova-Testa)

ইহার একমাত্র ব্যবহার শ্বেতপ্রদর এবং প্রচুর ঋতুস্রাবে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেতপ্রদর এবং প্রচুর ঋতুস্রাবের ইহাকে অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়। ইহা ৩x চূর্ণ ব্যবহার হয় এবং কিছু অধিক দিন ইহা ব্যবহার করিতে হয়, ইহার উপকার বিলম্বে প্রকাশ পায়।

ওলিএণ্ডার (Oleander)

চর্ম্ম এবং স্নায়ুমণ্ডলে ইহার প্রধান কার্য্য প্রকাশ পায়। শরীরের ঊর্দ্ধ প্রদেশের খিলধরাবৎ সঙ্কোচনযুক্ত পক্ষাঘাতে এবং অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

মানসিক লক্ষণ—স্মরণশক্তি দুর্ব্বল, কোন বিষয় সহজে বোধগম্য করিতে পারে না, অবসাদ এতদলক্ষণের সহিত ভীষণ কোষ্ঠকাঠিণ্য বর্ত্তমান থাকে। এই কোষ্ঠকাঠিন্য এই ঔষধের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

শিরঃঘূর্ণন এবং দৃষ্টি—মস্তক ঘুরাইতে থাকে এবং যখন নিম্নে দৃষ্টিপাত করে দ্রব্য সমূহ ডবল দেখে অর্থাৎ দ্বিদৃষ্টি হয়। কোন একটি দ্রব্য একদৃষ্টি হইয়া তাকাইয়া দেখিলে এবং শয্যায় গাত্রোত্থানে শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ পায়। কোন জিনিষের এক পার্শ্বে দেখিলে তাহা দেখিতে পায় (can see objects only when looking at them sideway) সম্পূর্ণ দেখিতে পায় না। পড়িতে গেলে চোখে জল আসে। দ্রব্যসমূহ দুইটি দেখে মনে হয় চক্ষু যেন মস্তকের ভিতরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

পরিপাক ক্রিয়া—সকল সময় খাই খাই করে এবং খুব দ্রুত আহার করে, অথচ পাকস্থলীর খালি খালি শূন্যবোধ উপশম হয় না। দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয় এবং নাভির চারিদিকে কামড়ান যন্ত্রণা হয়।

উদরাময়—মল তরল এবং অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত। মলের বিশেষত্ব যে পূর্ব্বদিন যাহা আহার করা হইয়াছিল তৎসমুদায় পরিপাক না

হইয়া মলের সহিত নির্গত হইতে থাকে। উদরাময়ের এই প্রকার লক্ষণ শিশুদিগের কলেরায় এবং শীর্ণতা রোগে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি বিশেষত্ব ইহাতে প্রকাশ থাকে যে, যতবার বায়ুনিঃসরণ হয় ততবারই মল নির্গত হইয়া কাপড় নষ্ট হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ

এলোজ—ইহাতেও বায়ুনিঃসরণে কিংবা মূত্রত্যাগ করিতে মল নির্গত হইয়া যায়। ইহা মলদ্বার পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রকাশ পায়।

এপিস—ইহাতে অসারে মল নির্গত হয়, মলদ্বার যেন আলগা হইয়া গিয়াছে।

চায়না—দুর্ব্বলতাজনক অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত উদরাময়ে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। ফল খাইয়া উদরাময় বৃদ্ধিতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। আহারের পর মল অনেক সময় অসারে নির্গত হয়।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম—রোগীর জলপান করা মাত্রই উদরাময় প্রকাশ পায়।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—মলত্যাগের নিস্ফল চেষ্টা হয়। বায়ুনিঃসরণে মলত্যাগ করিয়া ফেলে।

পক্ষাঘাত—নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা, পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত, পক্ষাঘাতে যন্ত্রণা থাকে না। পদদ্বয় সর্ব্বদা শীতল। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়—পক্ষাঘাত প্রকাশ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে শিরঃঘূর্ণন হইতে থাকে। ওলিএণ্ডারের পক্ষাঘাত জেলসিমিয়ামের ন্যায় ঐন্দ্রিয়িক (functional) কিন্তু ওলিএণ্ডারে স্পর্শ চেতনা এবং গতিবিধায়ক উভয় স্নায়ুই আক্রান্ত হয়।

চুলকানি—গাত্রত্বক অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, সামান্য ঘর্ষণে চর্ম্ম উঠিয়া যায় বিশেষতঃ গ্রীবা, জানু এবং অণ্ডকোষের দুই পার্শ্বের। ফুস্কুরি সমূহ ভীষণ চুলকায়, রক্ত বাহির হইয়া পড়ে। ঘর্ম্ম হয় না। মস্তকের খুলির ত্বক অত্যন্ত চুলকায় এবং স্পর্শাধিক্য, রসনির্গত হইয়া পুরু শক্ত মামড়ি পড়ে (সালফার, মিজিরিয়ম, ভাইওলা)। পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ থাকিলে

ওলিএণ্ডারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। গাত্রের কাপড় খুলিলে গাত্র ত্বক অত্যন্ত চুলকায়।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—নেট্রাম মিউর, রাসটক্স, কষ্টিকাম, ল্যাথিরাস।

রোগের বৃদ্ধি—গাত্রের কাপড় খুলিলে, বিশ্রামে, বস্ত্রের ঘর্ষনে।

ওসিমাম ক্যানাম (Ocimum Canum).

ইউরিক এসিড (uric acid) ধাতুগ্রস্থ লোক। প্রস্রাবে লাল বালুকা কনা তলানি হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ। কুচকি এবং স্তনের গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। মূত্রপিণ্ডশূল (Renal colic) বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক হয়, মূত্রশিলার (Renal calculas) ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মূত্রপিণ্ডশূল (Renal colic)—মূত্রপিণ্ডশূলের সহিত বিশেষতঃ রক্তস্রাব এবং দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হয়। প্রস্রাব ঘোলা অপরিষ্কার, পূরু, রক্তযুক্ত। ইহাতে কেবল ইষ্টকচূর্ণবৎ লাল কিংবা পীতবর্ণ তলানি ব্যতীত রক্ত স্রাবও বর্ত্তমান থাকে। মূত্রপ্রণালীতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় অণ্ডকোষ উত্তপ্ত হয় এবং ফুলিয়া উঠে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—যোনিকপাটের যন্ত্রণায় যোনিদেশ ফুলিয়া উঠে। স্তনের বোঁটা সামান্য স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ করে। স্তন পূর্ণ এবং টান হইয়া থাকে। জোনি ভ্রংশও হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—বার্ব্বেরিস, লাইকোপডিয়াম।

ওন্যান্থি ক্রোকেটা
(Oenanthe Crocata)

ইহাতে মৃগীবৎ কনভালসন (convulsion) হয়। কনভালসন ঋতুস্রাব-কালীন এবং অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বৃদ্ধি হয়। সূতীকা আক্ষেপে (puerperal eclampsia), মূত্রবিকার জনিত কনভালসন ইত্যাদিতে অর্থাৎ একমাত্র কনভালসনেই ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কুষ্ঠব্যাধিতে এবং এবম্বিধ চর্ম্মরোগেও ইহার ব্যবহার রহিয়াছে।

কনভালসন—রোগী হঠাৎ এবং সম্পূর্ণ অচৈতন্য হইয়া যায়। চেহারা নীল আভাযুক্ত হয় চক্ষু স্থির হইয়া থাকে, চক্ষুর তারা বিস্তারিত হয়, মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপযুক্ত আবর্ত্তন হয়, দাঁত লাগিয়া যায় মুখে ফেনা উঠে, হস্তপদ শীতল হয়, কটি স্নায়ুতে যন্ত্রণা হয়। গ্রীবা পশ্চাদ্দিকে বেঁকিয়া যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসিকাধ্বনি হয়।

সমগুণ ঔষধ—সিকিউটা, কেলিব্রোম।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৬x, ৬।

ওলিয়াম এনিমেলি (Oleum Animale)

ইহা স্নায়ুমণ্ডলে বিশেষতঃ ফুস্‌ফুস্ পাকাশয় প্রদেশে অধিক কার্য্য করে। ইহা ব্যতীত আধকপালে শিরঃপীড়া এবং কোষরজ্জুর স্নায়ুশূল যন্ত্রণায়ও ইহা ব্যবহার হয়। ইহাতে দুইটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—উপরে যেন জোরে টানিয়া ধরিয়াছে এবং যন্ত্রণা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে প্রকাশ পায়।

দন্তশূল—দাঁতে দাঁতে চাপদিলে উপশম হয়।

এক শিরা—কোষরজ্জুর সমুদায় স্থান ব্যাপিয়া যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা অণ্ডকোষে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। মনে হয় অণ্ডকোষ কেহ ধরিয়া জোরে

উপরে টানিয়া রাখিয়াছে (testicles feel seized and pulled forcibly upwards) দক্ষিণ অণ্ডকোষ অধিক আক্রান্ত হয়। বিটপ প্রদেশে চাপ বোধ করে।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব সময়ের পূর্ব্বে এবং স্বল্প হয়, রক্ত কৃষ্ণ বর্ণ।

হাঁপানি—পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ হইয়া হাঁপানি হয়। বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে প্রকাশ পায়।

পরিপাক ক্রিয়া—মনে হয় পাকস্থলীতে জল রহিয়াছে। পেট ফাঁপিয়া ওঠে এবং গড় গড় করে। মলত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা হয়। মলত্যাগের পর পেটে আঘাতপ্রাপ্তবৎ যন্ত্রণা হয়।

শিরঃপীড়া—ওলিয়াম এনিমেলি আধকপালে শিরঃপীড়ায় প্রয়োগ হয় কিন্তু এতদসহ প্রচুর মূত্রস্রাব বর্ত্তমান থাকে, প্রস্রাব সাদা পরিষ্কার জলের ন্যায়।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০।

সমগুণ ঔষধ-সমূহ—পালস, আর্সেনিক, সিপিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—আহারের পর, রাত্রি ২টা হইতে ৯টা।

রোগের উপশম—ঘর্ষণে, উদ্গারে, খোলা মুক্ত বায়ুতে।

ওলিয়াম জেকরিস এসেলি
(Oleum Jecoris Aselli)

ইহা কডলিভার ওয়েল (cod-liver oil) হইতে প্রস্তুত। ইহা শরীরের পরিপোষণ ক্রিয়ায় সাহায্য করে। শিশুদিগের শীর্ণতা রোগের ইহা একটি উত্তম ঔষধ। শিশু শুষ্ক হইতে থাকে, হস্ত এবং মস্তক উত্তপ্ত। যকৃত প্রদেশে যন্ত্রণা বোধ করে। টিউবার কিউলাস এবং স্ক্রফিউলাস রোগে

ইহাকে প্রাধান্ত দেওয়া হয়। টিউবার কিউলাস রোগের প্রথম অবস্থার ইহা একটি উপযুক্ত ঔষধ।

কাশি—শুষ্ক, খকৃখকে কাশি বিশেষতঃ রাত্রিতে অধিক হয়। বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হয়। অনেক স্থলে কাশির সহিত রক্ত উঠে (একালিফা, মিলিফোলিয়াম)। হৃৎস্পন্দনও বর্ত্তমান থাকে। শিশু দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না। শিশুর চেহারা দেখিতে পিত্তাভ হয়।

জ্বর—সন্ধ্যায় সকল সময় শীত শীত বোধ করে। জ্বর অল্প অল্প লাগিয়া থাকে, হেকটিক ফিবার (Hectic fever) এবং নৈশ ধর্ম্ম প্রকাশ পায়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কোলেস্‌ট্রিন, টিউবারকিউলিনাম কম্ফরাস, আইওডিন।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x চূর্ণ কিংবা কডলিভার অয়েল। এতদসহিত কডলিভার অয়েল শুষ্ক শীর্ণ রোগীতে মালিস করিবে।

ওলিয়াম স্যাণ্টালি (Oleum Santali)

ইহার বাঙ্গালা নাম চন্দন তৈল। প্রস্রাব এবং জননেন্দ্রিয়ে বিশেষতঃ প্রমেহ রোগে ইহার কার্য্য বিশেষরূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রমেহ—এলোপ্যাথিক এবং আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসকগণের প্রমেহ রোগ চিকিৎসার ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। লিঙ্গোচ্ছ্বাস অত্যন্ত যন্ত্রণা যুক্ত। লিঙ্গত্বক ফুলিয়া উঠে। গাঢ় পীতবর্ণ পূঁজবৎ স্রাব হয় এবং এতদসঙ্গে বিটপ প্রদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। পুনঃপুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়, প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা এবং টানানি থাকে। প্রস্রাব সরুধারে পড়ে। মূত্রপিণ্ড প্রদেশে তরুণ যন্ত্রণা হয়। এতদ্ব্যতীত পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ গ্লিট অবস্থায়ও প্রয়োগ হয়। প্রচুর গাঢ় পূঁজ স্রাব হয়।

মাত্রা—২ ফোঁটা হইতে ১০ ফোঁটা ক্যাপস্থলে সেবনীয়।

ওনোসমোডিয়াম (Onosmodium)

এই ঔষধে এক নিবিষ্ট চিত্ত হওয়া এবং পেশীর সামঞ্জস্যভাবে কার্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শিরঃ ঘূর্ণন, অসাড়তা এবং পেশীর অবসাদ প্রকাশ থাকে। পেশীর দুর্ব্বলতাসহ মস্তক এবং চক্ষুর নানা প্রকার উপসর্গ উৎপন্ন হয়।

ওনোসমোডিয়াম আধকপালে শিরঃপীড়ায়ও প্রয়োগ হয়। লিঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং চক্ষুর অনেকক্ষণ কার্য্য করার (eye-strain) দরুণও শিরঃপীড়া হয়।

স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যেই কামপ্রবৃত্তি হ্রাস করে কাজে কাজেই জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতায় (sexual neurasthenia) ইহাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকেও সঙ্গম ইচ্ছা নষ্ট হইয়া যায়। এই ঔষধটিতে সর্ব্বাঙ্গীন অবসন্নতা অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে, যেন জন্ম হইতেই এই প্রকার অবসন্নতা আসিয়া রহিয়াছে।

মানসিক লক্ষণ—স্মরণশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল।

শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে প্রাতঃকালে ভ্রমণে যন্ত্রণা হয় বিশেষভাবে বামপার্শ্বে অধিক হয়।

চক্ষুরোগ—দৃষ্টি অপরিষ্কার ঘোলা হয়। চক্ষুতে টাটানি যন্ত্রণা হয়, চক্ষু ব্যবহারে ইহা অধিক বৃদ্ধি হয়। চক্ষুর পশী সমূহ যেন টান হইয়া রহিয়াছে। চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পেশী সমূহ আংশিক পক্ষাঘাত প্রাপ্ত। অক্ষি গোলকে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা বামপর্শ্বে বিস্তারিত হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—শীতল এবং বরফ জল পান করিবার আকাঙ্ক্ষা, এবং জল পুনঃ পুনঃ পান করিতে ইচ্ছা করে। নিম্নোদর ফাঁপা বোধ করে।

ধ্বজভঙ্গ—সর্ব্বদা কাম প্রবৃত্তি অথচ সঙ্গম ক্রিয়ায় অক্ষম, কাম ইচ্ছাও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। রেতঃস্খলন শীঘ্র হয়, লিঙ্গের উত্থান শক্তি দুর্ব্বল।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—জরায়ুতে ভীষণ নিম্নাভিমুখীন অকর্ষণবৎ যন্ত্রণা হয় এবং এই সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন যন্ত্রণা ফিরিয়া আইসে। কামইচ্ছা কিছুই থাকে না, সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। রোগীর মনে হয় ঋতুস্রাব হইবে, বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হয়, স্তনের বোঁটা চুলকায়।

ঋতুস্রাব এবং শ্বেতপ্রদর—ঋতুস্রাব শীঘ্র এবং প্রচুর হয়। জরায়ুপ্রদেশে বেদনা বোধ করে। শ্বেতপ্রদর পীতবর্ণ, ক্ষতকারক এবং প্রচুর।

পক্ষাঘাত—পদদ্বয় ক্লান্ত এবং অসাড় বোধ। হাঁটিতে শরীর এবং পদক্ষেপ ঠিক রাখিতে পারে না, টলিয়া টলিয়া যায়। পেশীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং ক্লান্তি বোধ।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০। কিন্তু নিম্নক্রম ২x, ৩x ব্যবহারও দেখা যায়।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—নেট্রাম মিউর, লিলিয়াম, জেলস, রুটা।

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে, ঝাঁকুনিতে, শক্ত আঁট করিয়া বস্ত্র পরিধানে।

রোগের উপশম—বস্ত্র অনাবৃতে, চিৎ হইয়া শয়নে, শীতল পানীয় এবং খাদ্যসামগ্রী পানে এবং আহারে।

ওপুনটিয়া-ফিকাস ইণ্ডিকা
(Opuntia-Ficus Indica)

ইহার একমাত্র প্রয়োগ উদরাময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। উদরাময়ের সহিত বমনেচ্ছা বর্ত্তমান থাকে। ইহার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণই হইতেছে যে, পাকস্থলী যেন নিম্নোদরে ঝুলিয়া বসিয়া পড়িয়াছে (as if bowels were settled down in lower abdomen)।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—চ্যাপারাস এমোর গোসা (Chaparas Amorgosa) মেক্সিকো দেশের চিকিৎসকগণ পুরাতন উদরাময়ের ইহাকে একটি অব্যর্থ ঔষধ বলেন।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x.

ওর্ণিথোগেলাম অম্বেলেটাম

(Ornithogalum Umbellatum)

পুরাতন পাকাশয় রোগে এবং নিম্নোদরের কঠিনতায় বিশেষতঃ পাকস্থলী এবং অন্ত্রের কর্কট রোগে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু ইহার বিশেষ কার্য্য pylorus প্রদেশে প্রকাশ পায় এবং তদ্ধেতু যন্ত্রণাযুক্ত সঙ্কোচন উৎপন্ন করতঃ duodenal এর স্ফীতি প্রকাশ করে।

মানসিক লক্ষণ—মন অত্যন্ত অবসাদপূর্ণ। সর্ব্বদা মনে হয় যেন রোগ লাগিয়া রহিয়াছে এতদহেতু রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না, জাগিয়া থাকে।

পাকাশয় ক্ষত—ইহার পাকাশয় ক্ষতেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য pylorus এর ছিদ্র দিয়া অতিক্রম করা কালীন যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

কফিগুড়ার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বমন হয়।

পাকস্থলী ফাঁপিয়া উঠে। দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু উদ্গার হয়। জিহ্বা লেপাবৃত। ক্ষুধা থাকে না, রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আইসে।

মাত্রা—একমাত্রা মাত্র মূল অরিষ্ট প্রয়োগ করিয়া ঔষধের কার্য্যের জন্য অপেক্ষা করিবে।

ওস্‌মিয়াম (Osmium)

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের সর্দ্দি এবং অস্বস্তি বোধ। গলদেশে যন্ত্রণা, এতদ্ব্যতীত ইক্‌জিমা, এলবিউমিনিউরিয়া ইত্যাদিতেও প্রয়োগ হয়।

মস্তক—মস্তক যেন একটি বন্ধনী দ্বারা জড়ান রহিয়াছে। মস্তক হইতে চুল পড়িয়া যায়।

সর্দ্দি—মনে হয় নাসিকা পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, নাসিকা এবং কণ্ঠনালী বায়ুতে স্পর্শাধিক্য।

চক্ষুরোগ—গ্লোকোমা (Glaucoma), দৃষ্টি অপরিষ্কার, অক্ষিপুটের উর্দ্ধে এবং নিম্নে ভীষণ স্নায়ুমূল যন্ত্রণা হয় এবং চক্ষু হইতে জল নিঃসৃত হইতে থাকে। মোমবাতির আলোর চারিপার্শ্বে সবুজবর্ণ গোলাকার দেখায় (green colors surround candle light) অর্থাৎ আলোর চারিপার্শ্ব যেন সবুজ বর্ণ গোল আকারে ঘেরিয়া রহিয়াছে।

কাশি—কাশি আক্ষেপযুক্ত শুষ্ক। শ্লেষ্মা রজ্জুবৎ লম্বা মনে হয় কণ্ঠনালী হইতে যেন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ছিঁড়িয়া আসিতেছে। কাশিতে অত্যন্ত শব্দ হয় এবং কাশিতে সমুদায় শরীর অত্যন্ত ঝাঁকি দিয়া ওঠে। কথা বলিতে কণ্ঠনালীতে যন্ত্রণা বোধ করে। কাশি ব্যতীত তরুন কণ্ঠনালী প্রদাহেও ওস্‌মিয়াম প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০

ওরিগেনাম (Origanum)

স্নায়ুমণ্ডলে ইহা অধিক কার্য্য করে। হস্তমৈথুন এবং কামইচ্ছার উপর ইহার অধিক কার্য্য প্রকাশ পায়।

স্ত্রীলোকের প্রেমোন্মাদ এবং কামেচ্ছা চরিতার্থ করিবার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা

সমগুণ ঔষধ—ফেরুউলা গ্লোকা (Ferula glauca) স্ত্রীলোকদিগের ভীষণ কামপ্রবৃত্তি এবং এতদসহ মস্তকের পশ্চাদ্দেশ শীতলতা।

প্ল্যাটিনা, ভেলেরিয়ানা, হাইওসিয়ামাস।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০।

অকজেলিকাম্ এসিডাম (Oxalicum Acidum)

কশেরুকা মজ্জার (spinal cord) উপর কার্য্য করতঃ গতিবিধায়ক স্নায়ুর (motor) পক্ষঘাত উৎপন্ন করে। ভীষণ যন্ত্রণা হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে (in spots) অধিক হয় (কেলি বাইক্রমিকাম) এবং যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে যন্ত্রণা অধিক বলিয়া মনে করে। বাম পার্শ্বে বাত প্রকাশ পায়।

শিরঃপীড়া—মস্তক উত্তপ্ত বোধ করে। মস্তকের গোলমালে কোন বিষয় ঠিক করিতে পারে না। শিরঃপীড়া মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং সময়ে বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু রোগ—চক্ষুতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং চক্ষু প্রসারিত বোধ হয়। Retina বোধাধিক্য হয় (Hyperaesthesia of retina)।

পরিপাকক্রিয়া—পাকাশয়ে যন্ত্রণা হয়, এবং যন্ত্রণা উর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হয়, সামান্য স্পর্শে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। তিক্ত এবং অম্লস্বাদযুক্ত উদ্গার, রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। আহারের দুই ঘণ্টা পর নাভির নিকট এবং তদূর্দ্ধে যন্ত্রণা হয় এবং পেট ফাঁপিয়া উঠে।

একশিরা—কোষরজ্জুতে (spermatic cord) ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়। অণ্ডকোষ যেন পিসিয়া ফেলিতেছে এইরূপ মনে হয়।

স্বরভঙ্গ—স্বরযন্ত্রের পেশীর আংশিক পক্ষাঘাত হেতু স্বরভঙ্গ প্রকাশ পায়। বাম ফুসফুসে যন্ত্রণা হয়।

হৃৎপিণ্ড—হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিকদোষহেতু হৃৎস্পন্দন এবং শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পায়। চিন্তা করিলে আরো অধিক বৃদ্ধি হয়। নাড়ী দুর্ব্বল, হৃৎপিণ্ডের লক্ষণ এবং স্বরভঙ্গ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। হৃৎপিণ্ডের শূল যন্ত্রণাও প্রকাশ পায়। বাম ফুসফুসে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা হঠাৎ প্রকাশ পায়, এমনকি শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

কটিশূল—মেরুদণ্ডের যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া সর্ব্বত্র এবং পদদ্বয়ে বিস্তারিত হয়। ভীষণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। কটিদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, কটিদেশ অসাড় দুর্ব্বল বোধ করে, এতদ্ব্যতীত হস্তের মণিবন্ধেও যন্ত্রণা হয় যেন হস্তের মণিবন্ধ মচকাইয়া গিয়াছে।

স্কোলো পেণ্ড্রা—কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা নিম্নে নাবিয়া আইসে। যন্ত্রণা ফিরিয়া ফিরিয়া আইসে (return periodically)।

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—অর্শ, কলচিকম্, পিক্রিক এসিড।

রোগের বৃদ্ধি—বাম পার্শ্বে, সামান্য স্পর্শে, ক্ষৌরকার্য্যে (shaving), আলোতে। রোগের বিষয় চিন্তায়।

অক্সিডেনড্রন এরবোরিয়াম
(Oxydendron Arboreum)

শোথ রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, প্রচুর জলের সমাবেশ হইলে, ৫ হইতে ১০ ফোঁটা অক্সিডেনড্রন প্রত্যহ তিন বার করিয়া সেবন করাইলে আশু এবং স্থায়ী ফল পাওয়া যায়।

পিওনিয়া (Paeonia)

ইহার কার্য্য মলদ্বারেই অধিক প্রকাশ পায় এতদ্ব্যতীত শরীরের নিম্নাঙ্গে অর্থাৎ পদদ্বয়ে, পদদ্বয়ের অঙ্গুলিতে, পদদ্বয়ের পাতার পুরাতন ক্ষতেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

মলদ্বার (Rectum)—মলদ্বার চুলকায়, কামড়ায় এবং মলদ্বারের ছিদ্র স্ফীত হয়। মলত্যাগের পর মলদ্বার জ্বালা করে। মলদ্বারে ক্ষত এবং ভগন্দর হয়, দুর্গন্ধ রক্তস্রাব হইতে থাকে।

অর্শ—অর্শ রোগে পিওনিয়া উত্তম কার্য্য করে, এতদ্ব্যতীত মলদ্বার বিদারণেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়। মলদ্বারে এবং মলদ্বারের সংলগ্ন স্থানে ক্ষত প্রকাশ পায়, ক্ষত মামড়িতে ভরিয়া উঠে এবং দুর্গন্ধস্রাব লাগিয়া থাকে। (মলদ্বার অত্যন্ত সঙ্কুচিত থাকে, মল অত্যন্ত চেষ্টায় জোরে নির্গত হয়—র‍্যাটেনিয়া)।

ডাইলিউসন—সাইলিসিয়া, র‍্যাটেনিয়া।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x।

প্যালেডিয়াম (Paladiam)

ইহার লক্ষণ অনেকটা প্ল্যাটিনার ন্যায় এবং ইহা প্রধানতঃ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর অধিক ব্যবহার হয়। ইহার বিশেষত্ব মানসিক লক্ষণ সমূহও জননেন্দ্রিয়ে লক্ষণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হয়। ইহাকে এক কথায় স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয় এবং যাহা কিছু কার্য্য স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপরই দেখিতে পাওয়া যায়।

মানসিক লক্ষণ—রোগী সর্ব্বদা ক্রন্দনভাবাপন্ন ও অতি সহজেই বিরক্ত হয়। যখন অনেক লোক সঙ্গে থাকে তখন অত্যন্ত প্রফুল্ল থাকে। রোগী প্ল্যাটিনার ন্যায় অহঙ্কারী নয়। গান বাজনা, সান্ধ্যকালীন প্রীতি সম্মিলনে উত্তেজিত হয় এবং দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে যন্ত্রণা উৎপাদন করে।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়া কর্ণের এক পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকের উপরে উঠিয়া আর এক কর্ণের পার্শ্বে শেষ হয় (pain accross top of head from ear to ear)। মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়, চক্ষুর চারি পার্শ্বে কালিমা পড়ে। সর্ব্বদা বমনেচ্ছা লাগিয়া থাকে। সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি হয় এবং অত্যন্ত অম্ল উদ্গার উঠে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, মল দেখিতে সাদা।

জরায়ু রোগ—প্যালেডিয়ামের জরায়ু লক্ষণে একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে—নিম্নাভিমুখীন চাপে নিম্নোদরে টাটানি যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। কাজ কর্ম্ম এবং পরিশ্রমের পর জরায়ুতে এবং মূত্রাশয়ে যন্ত্রণা বোধ করে। জরায়ুতে যেন ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলিতেছে এইরূপ যন্ত্রনা হয়, মলত্যাগের পর উপশম হয়। কটিদেশে সকল সময় বেদনা বোধ করে। রোগী এত অধিক ক্লান্তি বোধ করে যে চলিয়া উঠিয়া বেড়াইতে পারে না। সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, সমুদায় শরীরময় টাটানি যন্ত্রণা, মস্তকে ভার বোধ, বস্তিদেশে বেদনা বোধ করে, পরিশ্রমে বেদনা অধিক হয়—এতদ্ব্যতীত দণ্ডায়মান হইয়া থাকা হাটাহাটি অপেক্ষা অধিক কষ্টজনক হয়। বাম পার্শ্বে শয়নে বরং উপশম বোধ করে।

হেলোনিয়াস—প্যালেডিয়ামের সহিত হেলোনিয়াসের জরায়ু রোগ এবং বিশেষতঃ ক্লান্তিবোধ (feeling of tiredness) অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে।

ডিম্বাশয় স্নায়ুশূল- দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে স্ফীত হয়। নাভি-কুণ্ডল হইতে বস্তিপ্রদেশে তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয় এবং তদসহিত জরায়ুপ্রদেশে কোথানিবৎ আকর্ষণ যন্ত্রণা (bearing down) থাকে। এতদ যন্ত্রণা ঘর্ষনে (rubbing) উপশম যয়। জেলির ন্যায় শ্বেতপ্রদর স্রাবও থাকে।

আর্জেণ্টাম মেটালিকাম—ইহাও প্যালেডিয়ামের ন্যায় জরায়ু এবং ডিম্বাশয়ের রোগে নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু আর্জেণ্টাম মেটালিকামে জরায়ুভ্রংশ লক্ষণের সহিত বাম ডিম্বাশয় প্রদেশে যন্ত্রণা থাকা উচিত। আর্জেণ্টাম মেটালিকাম রোগী মনে করে তাহার বাম ডিম্বাশয় অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া যাইতেছে।

লিলিয়াম টাইগ্রিণাম—ইহার সহিত প্যালেডিয়াম এবং প্ল্যাটিনামের মানসিক লক্ষণের অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহারা সমুদায়ই খিট্‌খিটে প্রকৃতির, অতি সহজেই রাগান্বিত হইয়া উঠে। কিন্তু প্লাটিনাম রোগীর অহঙ্কার এবং আত্মম্ভরিতা অত্যন্ত অধিক।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধসমূহ—প্ল্যাটিনাম, হেলোনিয়াস, লিলিয়াম।

প্যারাফিন (Paraffine)

জরায়ু রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—বিশেষতঃ কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

শিরঃপীড়া—এই ঔষধটীতে মস্তকের এবং মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়। মনে হয় যেন পেরেক মস্তকের তালুর বাম পার্শ্বে বিদ্ধ হইতেছে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—শিশুদিগের ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্য (এলিউমিনা)। অর্শরোগ সহ পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য এবং সর্ব্বদা মলত্যাগের বেগ অথচ মল কিছুই নির্গত হয় না।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব বিলম্বে, কৃষ্ণবর্ণ এবং প্রচুর হয়। স্তনের বোঁটা স্পর্শাধিক্য, স্পর্শে যন্ত্রণাবোধ করে। প্রস্রাব অত্যন্ত উষ্ণ, যোনিদেশে জ্বালা বোধ করে।

অগ্নিদগ্ধ—ভীষণ অগ্নিদগ্ধে, ক্ষত গলিত এবং দূষিত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্যারাফিন প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ক্ষত প্রথমতঃ উষ্ণ জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইয়া, প্যারাফিন ছিটাইয়া, তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

ডাইলিউসন—চূর্ণ কিংবা ৩০ শক্তি।

প্যারেইরা ব্রেভা (Pariera Brava)

মূত্র পিণ্ডশূল এবং মূত্রাশয়ের পাথরি রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ্ব্যতীত মূত্রে শ্লেষ্মা বর্ত্তমানেও নির্ব্বাচিত হয়।

মূত্র পিণ্ডশূল (Renal colic)—সর্ব্বদা প্রস্রাবের বেগ, মূত্র-ত্যাগকালীন যন্ত্রণা, জানুদেশের নিম্ন হইতে পায়ের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। মূত্র কৃষ্ণবর্ণ রক্ত-যুক্ত, গাঢ় শ্লেষ্মা পূর্ণ। হাঁটুর উপর নির্ভর করিয়া এবং মস্তক মেঝেতে জোরে ঠেস দিয়া সহজে প্রস্রাব করিতে পারে। মূত্র ত্যাগের পর মূত্র ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হয়। লিঙ্গ-মুণ্ডে (glans penis) ভীষণ যন্ত্রণা হয়। মূত্রে প্রচুর ইউরিক এসিডের এবং রক্তের তলানি পড়ে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—উভা, বারবেরিস, ওসিমাম ক্যানাম।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৩×, ৬×।

প্যাসিফ্লোরা (Passiflora)

নিদ্রাহীনতা, স্নায়বীয় রোগ, স্নায়ুশূল ইত্যাদি রোগে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইহার কার্য্য মর্ফিয়া এবং মাদকজাতীয় ঔষধ অপেক্ষা অতি দ্রুত অথচ উক্ত শ্রেণীর ঔষধসমূহের ন্যায় ক্ষতিকারক নহে। কনভালসন, তাণ্ডব রোগেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সেবনে অতি অল্প সময়ে সুনিদ্রা আনয়ন করে এবং উক্ত প্রকার রোগে আশু উপকার করিয়া রোগীর কষ্ট যন্ত্রণার উপশম করে। নিদ্রা আনয়ন করিবার ইহাকে অনেকে অব্যর্থ ঔষধ রূপে ব্যবহার করেন।

প্রয়োগবিধি—মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত ব্যবহার হইতে পারে এবং পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ চলে।

পার্টুসিন (Pertussin)

ইহা নোসোড জাতীয় ঔষধ। হুপিং কাশির শ্লেষ্মা হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার একমাত্র ব্যবহার কাশিতে এবং উক্ত প্রকার আক্ষেপযুক্ত কাশিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন কোন ঔষধে ফল পাওয়া যায় না, তখন পার্টুসিনকে স্মরণ করিবে।

মাত্রা—২০০ শক্তি

পল্লিনিয়া সারবিলিস
(Pallinia Sarbilis)

উদরাময়—সবুজ উদরাময়ে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। উদরাময় উজ্জ্বল সবুজ এবং প্রচুর হয় কিন্তু কোন প্রকার গন্ধ থাকে না।

মাত্রা—১৫ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা হয়।

পেন্‌থোরাম লিডয়ডিস
(Penthorum Ledoides)

সর্দ্দিতে ইহার একমাত্র প্রয়োগ দেখা হায়। নাসিকায় সকল সময় ভিজা ভিজা বোধ লাগিয়া থাকে এবং নাসারন্ধ্র কাঁচা কাঁচা বোধ হয়। নাসিকার ভিজা ভিজা বোধ নাক ঝাড়িলেও যায় না। নাসিকা হইতে পুঁজের ন্যায় ঘন শ্লেষ্মা নির্গত হয়, শ্লেষ্মার সহিত রক্তের রেখা মিশ্রিত থাকে।

ডাইলিউসন—৬x, ৬। ইহাতে শীঘ্র ফলদর্শে না, ধৈর্য্য সহকারে কিছুদিন ব্যবহার করা উচিত। পুরাতন সর্দ্দিতে অধিক কার্য্য করে।

পেট্রোসিলিনিয়াম (Petroselinium)

পেট্রোসিলিনিয়ামের যাহা কিছু কার্য্য মূত্রযন্ত্রের উপর, প্রমেহ রোগের পুরাতন অর্থাৎ গ্লিট অবস্থায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহাতে দুইটি লক্ষণের বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়—হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ (sudden urging to urinate) এবং মূত্রমার্গে চুলকানি (itching in the urethra)।

প্রস্রাবের হঠাৎ এত জোর বেগ হয় যে রোগী কাপড় খুলিতেই সময় পায় না, অনেক সময় কাপড় নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থা—প্রমেহ রোগের পুরাতন অবস্থায় যখন প্রদাহ মূত্রাশয়ের মুখ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সমুদায় মূত্রপথ আক্রমণ করে। সমুদায় মূত্রপথ ব্যাপিয়া জ্বালা করে (Burning tingling from perineum throughout whole urethra)। এতদ্ব্যতীত মূত্রপথ এত ভীষণ চুলকায় এবং কামড়ায় যে রোগী অস্থির হইয়া পড়ে এবং রোগী মূত্রমার্গে কোন কিছু খসখসে কাঠি প্রবেশ করাইয়া চুলকাইতে ইচ্ছা করে। রোগী লিঙ্গ দুই হাতে ধরিয়া ঘসিতে থাকে। মূত্রপথ দিয়া সাদা সাদা স্রাবও অনেক সময় বর্ত্তমান থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—পুস্তকে নিম্নক্রমের ব্যবস্থা দেখিতে পাই কিন্তু আমি সচরাচর ২০০ শক্তি ব্যবহার করি। ৩০ শক্তিও ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্যান্থারিস, মার্কিউরিয়াস, ক্যানাবিস।

ফ্যাসিওলাস (Phaseolus)

ইহা হৃৎপিণ্ডের রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শ্বাসপ্রশ্বাস মৃদু এবং দীর্ঘনিশ্বাসযুক্ত। নাড়ী দ্রুত এবং হৃৎস্পন্দন (palpitation) বর্ত্তমান থাকে। হৃৎস্পন্দন ভীষণ হয়। মনে হয় শীঘ্র মৃত্যু ঘটিবে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্রেটেগাস, ল্যাকেসিস।

ফেলাণ্ড্রিয়াম (Phelandrium)

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য অধিক রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। থাইসিসের দুর্গন্ধযুক্ত গয়ের এবং কাশির ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। থাইসিসে ফুস্‌ফুসের মধ্য স্থান অধিক আক্রান্ত হয়। মুখের সমুদায় দ্রবের স্বাদ মিষ্টি বোধ হয়।

শিরঃপীড়া—মস্তকের তালুতে ভার বোধ হয়, এতদ্ব্যতীত জ্বালাও করে। মস্তকের তালু যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আলো কিংবা কোন শব্দ সহ্য করিতে পারে না।

স্তন এবং থাইসিস—মাতা স্তন পান করাইতে পারে না, স্তন পানকালীন স্তনের দুগ্ধ প্রণালীতে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করে। থাইসিস রোগে যন্ত্রণা দক্ষিণ বক্ষঃস্থল হইতে পশ্চাতে স্কন্ধদেশে ফুটিয়া বাহির হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়, অতি প্রত্যূষে ক্রমাগত কাশি হইতে থাকে। কাশিতে প্রচুর ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত গয়ের উঠে। কাশিতে কাশিতে রোগী উঠিয়া বসে।

জ্বর—হেক্‌টিক (Hectic) জ্বর লাগিয়া থাকে, প্রচুর দুর্ব্বলকারক ঘর্ম্ম হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কোনায়াম, ফাইটোলেক্কা সাইলি, ক্রোটন।

মাইওসটিস আরভেনসিস (**Myosotis Arvensis**)—প্রচুর পূঁজবৎ গয়ের উঠে, রোগী শীর্ণ হইতে থাকে এবং প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০। থাইসিসে নিম্নক্রম প্রয়োগ করিবে না।

পিলোক্যারপাস মাইক্রোফিলাস
Pilocarpus Microphyllus

ইহার আর একটি নাম **জেবরণ্ডি** (**Jaborandi**)

অস্বাভাবিক প্রকার ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে পিলোক্যারপাস প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়—এতদ্ব্যতীত ক্ষয়কাশ রোগীর নৈশ ঘর্ম্মেরও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চক্ষু—যে কোন কারণ বশতঃ চক্ষুর অধিক পরিশ্রম হেতু টাটানি হইতে থাকিলে পিলোক্যারপাসকে চিন্তা করিবে। সামান্য কার্য্যেই চক্ষুর কষ্ট হয়। দূরের সমুদায় দ্রব্য অপরিষ্কার দেখায়। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দৃষ্টি ঘোলা হয়। ইলেকট্রিক কিংবা অন্য আলোতে চক্ষুতে কষ্ট উৎপাদন করে। চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত হয়। আলোতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না। চক্ষুর সম্মুখে সাদা সাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ উড়িয়া বেড়ায়।

লালাস্রাব (Saliva)—ডিম্বের শ্বেতাংসের ন্যায় চট্‌চটে এবং এতদ সহিত প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ থাকে।

ঘর্ম্ম (Perspriation)—শরীরের সর্ব্বত্র প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। প্রচুর ঘর্ম্ম এই ঔষধের একটি বিশেষ লক্ষণ।

ডাইলিউসন—৬x, ৬ ৩০।

পিক্‌স লিকুইডা (Pix Liquida)

থাইসিস—ইহা থাইসিসের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। বামপার্শ্বের তৃতীয় পাঁজরার অস্থির সন্ধিস্থলের নিকট একটী নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র স্থানে যন্ত্রণা হয় (Pain at a spot about the third left costal cartilage where it joins the rib) বাম ফুসফুসের পূজোৎপাদনে ইহা উত্তম কার্য্য করে। ফুস্‌ফুসে শ্লেস্মায় ঘড় ঘড় শব্দ শ্রুত হয়। পুঁজবৎ শ্লেস্মা উঠে। শ্লেস্মার গন্ধ এবং স্বাদ উভয়ই দুর্গন্ধ। পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিসেও ইহা উত্তম কার্য্য করে।

ইহা কেবল যে শ্লেস্মাযুক্ত কাশিরই একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা নহে, ইহা থাইসিসের তৃতীয় অবস্থার একটি অতি মহৎ ঔষধ। বাম ফুস্‌ফুসে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া ভিতরে ভিতরে পৃষ্ঠদেশে ফুটিয়া বাহির না হইতেও পারে। পুঁজবৎ শ্লেস্মা, শ্লেস্মায় দুর্গন্ধতা বরং বাম ফুস্‌ফুসে যন্ত্রণা পিক্‌স লিকুইডার বিশেষ লক্ষণ।

বাম ফুসফুস অধিক আক্রান্ত হয় ঔষধ সমুহ—
মার্টাস কমিউনিস (উর্দ্ধ অংশ)। সুম্বুল, ফ্লুরিক এসিড, অক্জেলিক এসিড, সিমিসিফিউগা—বক্ষঃ স্থলের বোঁটার নিম্নে। লিলিয়াম ট্রাইগ্রিনাম—বক্ষঃস্থল কিংবা স্তনহইতে পৃষ্ঠ দেশে। কেলিকার্ব্ব, সালফার সম্মুখ হইতে পশ্চাদ্দেশে। সার্স-প্যারিলা—পশ্চাদ্দেশ হইতে বাম বক্ষঃ স্থলে। পালসেটিলা নুট্টেলিয়ানা—বামপার্শ্বে বাহুর নিম্নে প্রায় পৃষ্ঠের পার্শ্বে। গুয়েইকাম (উপরের তিনটি পাঁজরার অস্থির নিকট, শ্লেষ্মা পূজবৎ) থেরিডিয়ন, ফস্ফরাস, সাইলিসিয়া।

চর্ম্মরোগ—ত্বক ফাটিয়া যায়। ভীষণ চুলকায়, চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত বাহির হইয়া পড়ে।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—ক্রিয়োজোট, পেট্রোলিয়াম, ইউপিয়ন।

ডাইলিউসন—৬x, ৬, ৩০।

প্ল্যাণ্টাগো মেজর (Plantago Major)

দন্তশূল, কর্ণশূল এবং শেযেমোতা ইত্যাদির ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে। কর্ণে ভীষণ যন্ত্রণা দন্তশূল হইতে প্রত্যাবৃত্ত (reflex) হয় যন্ত্রণা কর্ণ এবং দন্তের এই দুই স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে সময় সময় আক্রান্ত পার্শ্বের কর্ণের চারিধারে ও যন্ত্রণা হয়।

কর্ণশূল—কর্ণে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা এক কর্ণ হইতে আর এক কর্ণে মস্তকের ভিতর দিয়াই বিস্তারিত হয়। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়। এমন কি গোলমালেও যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

দন্তশূল—দন্তশূলের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ব্যবহারে আশু উপকার হয়। পোকা খাওয়া দাঁতের যন্ত্রণায়, দন্তের স্নায়ুশূলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। ইহাতে দাঁতের মাড়ী কিংবা দাঁতে কোন প্রকার পূঁজের সম্ভাবনা থাকে না। আক্রান্ত পার্শ্বের গণ্ডস্থল স্ফীত হয়, প্রচুর লালা স্রাব বর্ত্তমান থাকে, দাঁত স্পর্শ করা যায় না। এমন কি দাঁতের যন্ত্রণায় কর্ণ পর্য্যন্ত যন্ত্রণা যুক্ত হয়।

শেষেমোতা (enuresis)—রাত্রিতে শয্যায় অসারে মূত্র ত্যাগ করে। প্রচুর প্রস্রাব হয়।

তামাক সেবন নিবারণ—প্ল্যাণ্টাগো মেজর প্রয়োগে তামাক সেবনের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং বীতরাগ জন্মে।

সমগুণ ঔষধসমুহ—ক্যালমিয়া, ক্যামোমিলা, পালসেটিলা।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট কিংবা নিম্নক্রম। ইহা দাঁতের কিংবা কর্ণের যন্ত্রণায় বাহ্যিক রূপেও প্রয়োগ হয়। আক্রান্ত দাঁতে ইহার বাহ্যিক মূল অরিষ্ট তুলা দিয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিতে হয় এবং আক্রান্ত পার্শ্বের গণ্ডস্থলে সমভাগ গ্লিসিরিন এবং প্ল্যাণ্টাগো (বাহ্যিক) মিশ্রিত বলিয়া মালিস করিতে হয়। 'কর্ণের যন্ত্রণায় ২।১ ফোঁটা বাহ্যিক মূল অরিষ্ট কর্ণে দিলে আশু উপকার দর্শে।

পোপুলুস ট্রিমিউলয়ডিস
(Populus Tremuloides)

ইহা বিশেষরূপ বৃদ্ধলোকদিগের অগ্নিমান্দ্য এবং মূত্রাশয়ের শ্লেষ্মায় (catarrh of the bladder) অধিক নির্ব্বাচিত হয়। শস্ত্রোপচার এবং অন্তঃসত্বাবস্থায় মূত্রাশয়ের রোগের ইহা একটি উত্তম ঔষধ। এতদ্ব্যতীত নৈশঘর্ম্ম, কম্পজ্বর ইত্যাদিও বর্ত্তমান থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—অজীর্ণ রোগসহ পেটফাঁপা, অম্বল এবং বমন ও বমনোদ্বেগ থাকে।

প্রস্রাব—ভীষণ কোঁথানি হয়। প্রস্রাব জ্বালাজনক এবং শ্লেষ্মা ও পূঁজযুক্ত।

সমগুণ ঔষধসমূহ—নাক্স, চায়না, ক্যানাবিস, ক্যান্থারিস।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট।

পাইনাস সিলভেসট্রিস
(Pinus Sylvestris)

পায়ের গোরালির দুর্ব্বলতায় ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়! স্ক্রোফিউলাস এবং বালাস্থি বিকৃতি রোগগ্রস্থ (Rachitic.) শিশুদিগের উক্ত প্রকার গোড়ালির দুর্ব্বলতা এবং শীর্ণতা সহ হাটিতে বিলম্বে পাইনাস সিলভেসট্রিস উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যীত ইহা হস্তের অঙ্গুলির বাত যন্ত্রনায়ও নির্ব্বাচিত হয়।

ডাইলিউসন——৬×, ৩০।

প্যাথোস ফিটিডা (Pathos Foetida)

হাঁপানি—হাঁপানিতে প্যাথোস ফিটিভার উল্লেখ দেখা যায়, ধূলা শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত প্রবেশ দরুণ হাঁপানি প্রকাশ পায় এবং মলত্যাগে উপশম হয়, এতদ্ব্যতীত হিষ্টিরিয়া, অন্যমনস্কভাব, খিটখিটে এবং নিম্নোদরের ভীষণ স্ফীতি ইত্যাদিতেও ইহা প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—৬x, ৬।

পোপুলুস ক্যানডিক্যান্স
Populus Candicans

তরুণ সর্দ্দিসহ স্বরভঙ্গে ইহাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। পশ্চাদ্দেশ এবং নিম্নোদরে স্পর্শচেতনা অধিক থাকে না, অত্যন্ত জোরে ঘর্ষণ এবং মর্দ্দন করিলেও কষ্ট বোধ করে না বরং ইহাতে স্থান উত্তপ্ত হওয়ায় রোগী উপশম বোধ করে। হস্তের অঙ্গুলির প্রান্তদেশ পুরু, শৃঙ্গবৎ হয়, চিমটি কাটিলে কিংবা পিন দিয়া ফুটাইলেও টের পায় না। স্বরভঙ্গে তখন তখনি স্বর পরিষ্কার করিয়া দেয়।

স্বরভঙ্গ—তরুণ স্বরভঙ্গ। গলদেশ এবং নাসারন্ধ্র জ্বালা করে। শুষ্ক কাশিতে সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। অন্ননলী এবং বায়ুনলী শুষ্ক বোধ হয় এবং গলার স্বর দুর্ব্বল যেন জোর নাই। বক্ষঃস্থল এবং গলদেশ কাঁচা বোধ হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট।

প্লাম্বাম আইওডেটাম
Plumbum Iodatum

নানাপ্রকার পক্ষাঘাতে এবং কশেরুকা মজ্জায় বিকৃতি অবস্থায় ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্তনগ্রন্থি প্রস্তরবৎ কঠিন হয় বিশেষতঃ যখন প্রদাহ এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মার্কআইওড, এষ্টেরিয়াস, কোনায়াম, ফাইটোলেক্কা, কার্ব্বএনামেলিস, সাইলিসিয়া।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

পলিমনিয়া (Polymnia)

ইহা প্লীহা বৃদ্ধি এবং প্লীহার তরুণ যন্ত্রণায় উত্তম কার্য্য করে। প্লীহা এবং এমন কি সমুদায় বাম কুক্ষিপ্রদেশ স্পর্শাধিক্য হয়। ম্যালেরিয়া জ্বর বশতঃ প্লীহা বিবৃদ্ধিতে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায়। ইহাকে অনেকে সিয়ানোথাসের সমতুল্য ঔষধ বলেন। তরুণ এবং পুরাতন উভয় অবস্থাতেই ইহা নির্ব্বাচিত হয়। প্লীহা বিবৃদ্ধি ব্যতীত পলিমনিয়া জরায়ু গ্রন্থি ইত্যাদি বিবৃদ্ধিতেও নির্ব্বাচিত হয়। মস্তকের কেশ এবং নখ পড়িয়া যায়, চর্ম্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপড়ি আকারে উঠিয়া যায়। মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম ব্যবহার হয়।

পাইপার মেথিষ্টিকাম

(Piper Methysticum)

মূত্র এবং চর্ম্মরোগে ইহার কার্য্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

চর্ম্মরোগ—ইহা কুষ্ঠব্যাধিতেও নির্ব্বাচিত হয়। পাপড়িযুক্ত (Scaly) চর্ম্মরোগে ইহা অধিক কার্য্য করে, পাপড়ি উঠিয়া গিয়া স্থানে সাদা দাগ প্রকাশ পায় এবং উক্তস্থানে প্রায়ই ক্ষত হয়।

প্রমেহ—ইহা প্রমেহ বরং গ্লিট রোগেও প্রয়োগ হয়। মূত্রত্যাগ করিতে জ্বালা হয় এবং অত্যন্ত লিঙ্গোচ্ছ্বাস ও যন্ত্রণা হয়।

মানসিক লক্ষণ—খিট্‌খিটে, রাগী। যন্ত্রনা অন্যমনস্ক হইলে সাময়িক উপশম হয়। অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

প্রুনাস স্পাইনোসা

Prunus Spinosa

মস্তকে এবং মূত্রযন্ত্রে ইহার প্রধান কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

শিরঃপীড়া—মস্তকের খুলির নিম্নে বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়। তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা মস্তকের সম্মুখে আরম্ভ হইয়া মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া গিয়া মস্তকের পশ্চাতে শেষ হয়।

অক্ষিপুট স্নায়ুশূল—দক্ষিণ চক্ষুতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, মনে হয় যেন ইহা ফাটিয়া যাইবে। হঠাৎ বাম চক্ষুতেও বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়। চক্ষু হইতে জল নিঃসরণে উপশম হয়।

প্রস্রাব—প্রস্রাব সহজে হয় না, অনেক সময় নিষ্ফল চেষ্টা হয়। প্রস্রাব নির্গত হইবার পূর্ব্বে মূত্রাশয় প্রদেশে যথেষ্ট চাপ দিতে হয়। মূত্র ত্যাগে কোথাইতেও হও এবং মূত্রপথে যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—৬. ৩০. ২০০।

টিলিয়া (Ptelia)

ইহা পাকাশয় এবং যকৃত রোগের একটি বিখ্যাত ঔষধ। যকৃত প্রদেশে ভার ভার বোধ এবং যন্ত্রণা বাম পার্শ্বে শয়নে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

শিরঃপীড়া—যন্ত্রণা মস্তকের সম্মুখ হইতে নাসিকার গোড়া পর্য্যন্ত অধিক হয়। মস্তকের সম্মুখ অর্থাৎ কপালের শিরঃপীড়ায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে, সঞ্চালনে, চক্ষু ঘর্ষণে অধিক হয়।

লালাস্রাব—প্রচুর লালাস্রাব সহ মুখের স্বাদ তিক্ত হয় জিহ্বা শ্বেত কিংবা পীত লেপাবৃত। জিহ্বা কণ্টক লাল এবং সমুন্নত (papillae red prominent)।

পরিপাকক্রিয়া—পাকাশয় সর্ব্বদা যেন উত্তপ্ত। আহারের পর পাকস্থলী খালি খালি বোধ হয়। পাকস্থলী এবং যকৃৎ রোগের সহিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা হয়।

যকৃত—দক্ষিণ পার্শ্বে অত্যন্ত ভার এবং যন্ত্রণা বোধ হয়। যকৃতে চাপ দেওয়া যায় না, যকৃত স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত হয়। বামপার্শ্বে শয়নে বেদনা অধিক বৃদ্ধি হয়।

ডাইলিউসন—৩০. ২০০ শক্তি।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মার্কিউরিয়াস, ম্যাগনেসিয়া মিউর, নাক্স, চেলিডোনিয়াম।

রোগের বৃদ্ধি—বাম পার্শ্বে শয়নে, অতিপ্রত্যুষে।

রোগের উপশম—অম্ল খাদ্য সামগ্রী আহারে।

কোয়াসিয়া (Quassia)

পরিপাকক্রিয়ায় ইহা টনিকরূপে কার্য্য করে এতদ্ব্যতীত চক্ষুতেও ইহা উত্তম কার্য্য করে।

পরিপাক ক্রিয়া—ইহাতে উদরে বায়ুর সমাবেশ হয়। পেট ফাঁপিয়া উঠে। অম্লউদ্গার, বুকজ্বালা, পাকাশয় শূল ইত্যাদি প্রকাশ পায়। ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়।

প্রস্রাব—মূত্র ত্যাগের ভীষণ বেগ হয়, বেগ ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব দিবা রাত্র প্রচুর মূত্র ত্যাগ হয়। শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হইলেই শয্যায় মূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে।

কৃমি—কৃমির দরুণ উপসর্গে কোয়াসিয়া উত্তম কার্য্য করে। কৃমিজনিত তরকায় ইণ্ডিগোয় উপকার না হইলে কোয়াসিয়া প্রয়োগ করিবে।

ডাইলিউসন—১x, ৩x, ৬x।

কুইল্লায়া সেপোনেরিয়া (Quillaya Saponaria)

তরুণ সর্দ্দির একটি উত্তম ঔধষ। সর্দ্দির প্রারম্ভে উত্তম কার্য্য করে। ইহা প্রয়োগে সর্দ্দি আর বৃদ্ধি হইতে পারে না। জেলসিমিয়ামের ন্যায় ইহাতেও শারিরীক ক্লান্তিভাব, পেশীসমূহের চালনা করিবার অনিচ্ছা ইত্যাদি প্রকাশ থাকে। জেলসিমিয়ামের সর্দ্দি তরল এবং অত্যন্ত স্রাব হইতে থাকে, আর কুইল্লায়ায় নাক সাঁটিয়া ধরা লক্ষণ অধিক থাকে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কেলিআইওড, জেলসিমিয়াম, সেপা।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, এবং ১x।

র‍্যাডিয়াম (Radium)

র‍্যাডিয়াম হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকায় একটি বিশেষ নূতন সংযোগ। ইহার উপকারিতা অনেক দুরারোগ্য রোগে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহার বিশেষ কার্য্য—বাত, আচিল, তিল, ক্ষত, কর্কট রোগ, ব্রন, চর্ম্মরোগ ইত্যাদিতে অধিকরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে শরীরের সর্ব্বত্র অত্যন্ত বেদনা লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদসহ অস্থিরতা থাকে এবং সঞ্চালনে বেদনা উপশম হয়।

মানসিক লক্ষন—ভীত বিষাক্তযুক্ত, অন্ধকারে একলা থাকিতে ভয় পায়, লোক সঙ্গ ভালবাসে। ক্লান্ত এবং খিটখিটে।

শিঃরপীড়া এবং শিরঃঘুর্ণন—শিরঃঘূর্ণনসহ মস্তকের পশ্চাতে যন্ত্রণা। দক্ষিণ চক্ষুতেও যন্ত্রণা হয়, খোলা বাতাসে শিরঃঘূর্ণন উপশম হয়।

পাকস্থলী—পাকস্থলী খালি খালি বোধ হয় এবং পাকস্থলী উষ্ণ বোধ হয়। মিষ্ট খাদ্য সামগ্রী আহারে অরুচি। নিম্নোদরে ভীষণ খিলধরা যন্ত্রণা হয়। বায়ুর সমাবেশ এবং শব্দ হয়। উদরাময় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য পর্য্যায়ক্রমে হয়। মলদ্বার চুলকায়।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব বিলম্বে এবং স্বল্প হয় এবং কটিদেশে যন্ত্রণা হয়। যোনিদেশ চুলকায়, দক্ষিণ বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হয়, খুব জোরে মর্দ্দন করিলে উপশম হয়।

কাশি—সকল সময় কাশি লাগিয়া থাকে, কাশি ঘুস্‌ঘুসে এবং আক্ষেপযুক্ত।

কটিবাত—কটিদেশে বেদনা হয়। বেদনা যেন অস্থিতে হয়। সঞ্চালনে উপশম হয়।

বাত—পায়ের অঙ্গুলিতে, পায়ের ডিগিতে, জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে বাত প্রকাশ পায়। যন্ত্রণা রাত্রিতে অধিক হয়।

চর্ম্মরোগ এবং অস্থিক্ষত—সমুদায় শরীর চুলকায়। গাত্রত্বক আগুণের ন্যায় জ্বালা করে। অস্থিক্ষত এবং ক্ষতেও প্রয়োগ হয়।

রোগের উপশম—খোলা বায়ুতে অবিরাম সঞ্চালনে, উষ্ণজলে স্নানে, শয়নে, চাপে

রোগের বৃদ্ধি—শয়ন হইতে উত্থানে।

ডাইলিউসন—৩০, ১২ চূর্ণ এবং ২০০ শক্তি।

র‍্যানানকিউলাস সেলেরেটাস
Ranunculas Scaleratus

চর্ম্মরোগে ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ছিদ্র করিয়া ফেলিতেছে যন্ত্রণা ইহার বিশেষ বিশেষত্ব। পোড়া নারাঙ্গায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মুখ এবং জিহ্বা—দাঁত এবং দাঁতের মাড়ী স্পর্শাধিক্য। জিহ্বা মানচিত্রের ন্যায় লেপাবৃত। জিহ্বা জ্বালা করে এবং কাঁচা কাঁচা বোধ হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—যকৃত প্রদেশে যন্ত্রণা হয়। মনে হয় যেন উদরাময় প্রকাশ পাইবে।

বক্ষঃস্থল—প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হয়।

পোড়া নাড়াঙ্গা—ফোস্কার ন্যায় জলপূর্ণবৎ পীড়কা প্রকাশ পায়। ক্ষতকারক রস নিঃসরণ হয় এবং রসের স্পর্শে ক্ষতের চারিপার্শ্ব ক্ষতযুক্ত হয়।

র‍্যানানকিউলাস সেলেরেটাসে এইরূপ ফোস্কাযুক্ত পোড়া নারাঙ্গা প্রকাশ পায় কিন্তু ফোস্কার নীলবর্ণ অনেকটা ল্যাকেসিসের ন্যায় কিংবা নিঃসৃত রস শৃঙ্গাকৃতি হয়। র‍্যানানকিউলাস সেলেরেটাসের পোড়া নাড়ঙ্গা অনেকটা ক্যান্থারিসের ন্যায়।

বাত—হস্তের এবং পদদ্বয়ের অঙ্গুলিতে বাত এবং গেঁটে বাত প্রকাশ পায়। দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে হঠাৎ জ্বালা এবং বেদনা হয়।

কড়া (Corns)—পদদ্বয় বিশেষতঃ ঝুলাইয়া রাখিলে কড়াস্থানে জ্বালা করে এবং টাটানি যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০।

র‍্যাফেনাস (Raphanus)

আবদ্ধ বায়ুর সমাবেশ হইতেছে ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ। বায়ু উপর এবং নীচ কোন পথ দিয়াই নির্গত হয় না। বায়ু আবদ্ধ হইয়া থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—বমন এবং বমনোদ্বেগ, ক্ষুধামান্দ্য। উদর ফাঁপিয়া শক্ত হইয়া থাকে। বায়ু মুখ কিংবা মলদ্বার কোন পথ দিয়াই বহির্গত হয় না। নাভীর নিকট কামড়ানি যন্ত্রণা হয়। মল তরল, ফেনা ফেনা, প্রচুর কটাবর্ণ এতদসহ অন্ত্রপ্যাডের স্ফীত হইয়া থাকে।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব প্রচুর এবং অধিকদিন স্থায়ী হয়।

প্রস্রাব—ঘোলা, অপরিষ্কার, তলানিযুক্ত। প্রস্রাব প্রচুর এবং দুগ্ধের ন্যায় ঘন।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কার্ব্বভেজ, এনাকার্ডিয়াম, আর্জেণ্টামনাই।

ডাইলিউসন—৬০।

র‍্যামনাস কেলিফর্ণিকা
Rhamnus Californica

বাত এবং পেশীর যন্ত্রণাই হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত পার্শ্ব-বেদনা, কটিবাত, পাকাশয় শূল ইত্যাদিতেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

মানসিক লক্ষণ—স্নায়বীক, অস্থির, খিটখিটে, নির্ব্বোধ কোন বিষয়ে এবং লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারে না।

শিরঃপীড়া—মস্তকে অস্বস্তিজনক বোধ। প্রতিপদবিক্ষেপে মস্তক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ মনে হয়। মস্তকের পশ্চাদ্দেশে এবং তালুতে বেদনা হয় এবং মস্তক নত করিলে বৃদ্ধি হয়।

বধিরতা—কর্ণে পরিষ্কার শুনিতে পায় না। কর্ণের গভীর প্রদেশে গলাধঃকরণে বেদনা বোধ করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিন্য সহ বায়ু নিঃসরণ হয়। মল শুষ্ক এবং কোথানিযুক্ত।

বাত—সন্ধিস্থল স্ফীত এবং প্রদাহযুক্ত হয় ও অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে। প্রদাহিক বাতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

মাত্রা—১৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট প্রত্যেক ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যাকালে।

রাস এরোমেটিকা (Rhus Aromatica)

মূত্রপিণ্ড এবং মূত্র সম্বন্ধীয় রোগে বিশেষতঃ বহুমূত্রে (Diabetis) ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

মূত্র—মূত্র ঈষৎ পীতাভ ফেকাসে বর্ণ, এলবিউমেনযুক্ত। মূত্রত্যাগের প্রারম্ভে কিংবা পূর্ব্বে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। এতদ্ব্যতীত প্রস্রাব আপনা আপনিই হইতে থাকে। সর্ব্বদা ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে থাকে।

বহুমূত্র—প্রচুর মূত্রস্রাব হয় অথচ Low specific gravity (ফস্ফরিক এসিড)।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট ফোঁটা ফোঁটা মাত্রায় সেবনীয়।

রাসগ্লেবরা (Rhus Glabra)

নাসিকার বামরন্ধ্র প্রদেশ হইতে রক্তস্রাবে এবং মস্তকের পশ্চাদ্দেশে শিরঃপীড়ায়, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণে, দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত প্রচুর ঘর্ম্মে রাস গ্লেবরা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এইরূপ লিখিত আছে যে ইহা প্রয়োগে মল এবং বায়ুর দুর্গন্ধতা নাশ করে।

মুখক্ষত—মুখের ঘা, দুর্গন্ধতা এবং মাড়ির স্ফীতিতে ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রয়োগ হয়।

উপদংশ—রাস গ্লেবরা পারদের দোষ নষ্ট করে, ইহাকে পারদের বিষঘ্ন ঔষধ বলা হয় এবং উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় পারদের ব্যবহারের পর উত্তম কার্য্য করে।

মাত্রা—মুল অরিষ্ট। মাড়ীর শিথিলতায়, মুখক্ষতে, অন্ননালী প্রদাহে ইহা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক ২x ব্যবহার করা হয়।

রাস ভেনেনেটা (Rhus Venenata)

ইহার চর্ম্মরোগই হইতেছে বিশেষ লক্ষণ।

মানসিক লক্ষণ—অত্যন্ত বিষাদপূর্ণ, বাঁচিতে ইচ্ছা করে না, হতাশ ভাব, সর্ব্বদা বিষন্ন।

শিরঃপীড়া—মস্তকের সম্মুখ অংশে বেদনা এবং ভারী বোধ হয়। হাটাহাটিতে কিংবা মস্তক অবনত করিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু—চক্ষু স্ফীত হইয়া প্রায় বুজিয়া যায়।

কর্ণ—কর্ণও প্রদাহ হইয়া ফোস্কাবৎ ফুলিয়া উঠে।

নাসিকা—লাল এবং চকচকে।

জিহ্বা—জিহ্বাগ্র লাল। মধ্যস্থল ফাটা ফাটা, পার্শ্বদেশ ফোস্কাযুক্ত।

উদরামস্য—প্রাতঃকালে প্রায় ৪ টার সময় প্রচুর জলবৎ তরল সাদা উদরাময় প্রকাশ পায়, উদরে যন্ত্রণা হয় এবং মল বেগের সহিত বহির্গত হয়। প্রত্যেক মলত্যাগের পূর্ব্বে কুক্ষিপ্রদেশে যন্ত্রণা হয়।

বাত—দক্ষিণ বাহুতে বিশেষতঃ হস্তের মনিবন্ধতে পক্ষাঘাত সদৃশ টান বোধ হয় এবং ইহা অঙ্গুলিতে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

বিসর্প (**Erysiplas**)—চুলকানি উষ্ণ জলে উপশম হয়। বিসর্প ফোস্কাযুক্ত এবং চর্ম্ম গাঢ় লালবর্ণ।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

রাস রেডিক্যান্স (Rhus Radicans)

শিরঃপীড়া—পশ্চাদ্দেশের শিরঃপীড়ায় ইহার অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে। শিরঃপীড়ার সহিত বাতের যন্ত্রণার ন্যায় গ্রীবাদেশ আড়ষ্ট হইয়া থাকে।

পার্শ্ব বেদনা—পার্শ্ব বেদনা কিংবা কৃত্রিম প্লুরিসিতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়, যখন যন্ত্রণা পার্শ্বদেশ হইতে স্কন্ধদেশে বিস্তারিত হয়। ইহা ব্যতীত ইহাতে ইহাও দেখা গিয়াছে—যন্ত্রণা ulnar nerve দিয়া হস্ত পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০।

রোবিনিয়া (Robinia)

অতিরিক্ত অম্বলের একটি উত্তম ঔষধ। যে স্থলে এলবিউমেনযুক্ত খাদ্যদ্রব্য অতি শীঘ্র পরিপাক হয় অথচ শ্বেতসারময় (starchy) খাদ্যসামগ্রী পরিপাকে গোলযোগ হয় এবং অম্লের (acidity) লক্ষণ বিশেষরূপ প্রকাশ পায়

সেইরূপ স্থলে রোবিনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অম্লই হইতেছে ইহার বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। রোবিনিয়ায় অম্ল লক্ষণের সহিত কপালে শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে। উদ্গার ভীষণ ক্ষতকারক, যেন গলা হাঁজিয়া ক্ষত হইয়া যায়। বমন ক্ষতকারক এবং সবুজ আভাযুক্ত। শূলযন্ত্রণা, পেট ফাঁপা, পাকস্থলীতে রাত্রিতে জ্বলনযুক্ত যন্ত্রণা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য ও তদসহিত মলত্যাগের অত্যন্ত বেগ বর্ত্তমান থাকে। শিশুদিগের অম্ল রোগেও প্রয়োগ হয়, মল এবং ঘর্ম্ম অম্লস্বাদযুক্ত।

শিরঃপীড়া—কপালে অর্থাৎ মস্তকের সম্মুখাংশে বেদনা হয়, সঞ্চালনে ও পীড়ায় বৃদ্ধি হয়। এতদসহ অম্বল বমনও থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—বমনেচ্ছা, ভীষণ অম্লস্বাদযুক্ত প্রচুর বমন (সালফিউরিক এসিড)। পাকস্থলী অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠে। মল অম্লগন্ধবিশিষ্ট।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—কামোন্মাদ, ক্ষতকারক, দুর্গন্ধযুক্ত শ্বেতপ্রদর। ঋতুস্রাবের মধ্যবর্ত্তী সময়েও রক্তস্রাব হয়। জোনিদেশে ও জোনিকপাটে হার্পিস (Herpes) চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ম্যাগনেসিয়া ফস, আর্জেন্টাম নাইট্রিকম।

ডাইলিউসন—৬×, ৬। ইহা দ্বারা কার্য্য পাইতে হইলে কিছু অধিক সময় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

সেবেল সেরুলেটা (Sabal Serrulata)

প্রোষ্টেট (Prostrate) গ্রন্থির বিবৃদ্ধির ইহা একটি মহৌষধ, এতদ রোগে ইহা পেটেন্ট ঔষধরূপে বিক্রয় হয়। ইহার প্রধান কার্য্যই প্রষ্টেট গ্রন্থির উপর প্রকাশ পাইয়াছে, এতদ্ব্যতীত উপকোষ প্রদাহে (epididymitis) এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতায়ও ইহার সুনাম রহিয়াছে। আর একটি স্থানে ইহার কার্য্য দেখিতে

পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে স্তনগ্রন্থির উপর। স্তনগ্রন্থি উপযুক্তরূপে বিকাশ হয় না (valuable for undeveloped mammary glands)।

পরিপাক ক্রিয়া—উদ্গার উঠে এবং অম্বল হয়। দুগ্ধ পান করিবার আকাঙ্ক্ষা।

ডিম্বাশয়—ডিম্বাশয় স্পর্শাধিক্য এবং বিবৃদ্ধি।

স্তন—স্তন শুষ্ক, উপযুক্তরূপ বিকাশ হয় না। অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের কামপ্রবৃত্তি হয় না কিংবা বিকৃতিযুক্ত।

পুং জননেন্দ্রিয় এবং প্রোষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি—প্রোষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, মূত্র ত্যাগে কষ্ট, প্রোষ্টেট রস নিঃসরণ, লিঙ্গের দুর্ব্বলতা, অণ্ডকোষের শুষ্কতা ইহার প্রধান লক্ষণ। রাত্রিতে সকল সময় মূত্র ত্যাগ করিতে ইচ্ছা অথবা অসারে মূত্র নিঃসরণ অথবা মূত্র ত্যাগ করিতে কষ্ট।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ১০ ফোঁটা।

স্যাকারাম অফিসিনেলি
(Saccharum Officinale)

ইহা ইক্ষু হইতে প্রস্তুত সাদা চিনি। ইহা পচন নিবারক এবং রোগ-সংক্রমণ নিরোধ করে। ক্ষতকে দূষিত হইতে দেয় না। ফিব্রিনের (Fibrin) উপর কার্য্য করিয়া এবং ক্ষতকে পরিষ্কার রাখিয়া শীঘ্রই আরোগ্যের পথে লইয়া আইসে। ইহা ব্যতীত চিনি হৃৎপিণ্ডের পেশীর উপরও যথেষ্ট কার্য্য করে। কাজেকাজেই হৃৎপিণ্ডের নানা প্রকার উপসর্গে ইহা প্রয়োগ হয় এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীর উপর বলকারক ঔষধরূপে (tonic) কার্য্য করিয়া হৃৎপিণ্ডের গতির হঠাৎ লুপ্ত হওয়া (heart failure) নিরোধ করে. (sugar must be considered a sustainer and developer in the musculature of the heart and hence useful in failure of compensation and a variety of Cardio-vascular troubles).

চক্ষুর কর্ণিয়ার অসচ্ছতা, অপরিষ্কার দৃষ্টি, অম্লপিত্ত (acidity) এবং মলদ্বার চুলকানিতেও স্যাকারাম ব্যবহার হয়। স্থূলকায়, ফোলা ফোলা, খিটখিটে শিশুদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

প্রসব যন্ত্রণা—চিনি সন্তান প্রসবেও ব্যবহার হয়। ইহাকে প্রসবকর ঔষধও (Oxytocic) বলা হয়। প্রসবের সময় যদি জরায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ সন্তান প্রসবে বিলম্ব হয় অথচ যান্ত্রিক দোষ কিছুই নাই এইরূপ স্থলে জলের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক অর্দ্ধ ঘণ্টা পর পর পুনঃ পুনঃ সেবন করাইলে শীঘ্র সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

মাত্রা—৩০, ২০০ শক্তি। এক আউন্স পরিমাণ চিনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় হৃৎপিণ্ডের পেশীর দুর্ব্বলতা হেতু হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের অবরোধে (heart failure) উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত গলিত ক্ষত রোগেও ইহা বাহ্যিকরূপেও ব্যবহার হয়।

স্যালিসিলিকাম এসিডাম
(Salicylicum Acidum)

ইহাকে স্যালিসিলিক এসিড বলা হয়। বাত এবং অজীর্ণ রোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

শিরঃপীড়া—শিরঃঘূর্ণনে, বামপার্শ্বে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়। হঠাৎ উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিলে মস্তক গোলমাল হইয়া যায়। মস্তকের পার্শ্বে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

চক্ষু—চক্ষুর রেটিনাতে রক্তস্রাব (Retinal haemorrhageএ) হয়, এতদ্ব্যতীত চক্ষুর রেটিনার প্রদাহেও স্যালিসিলিক এসিড প্রয়োগ হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—মুখের ক্ষতে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, মুখবিবর জ্বালা করে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। পেট ফাঁপিয়া উঠে, উষ্ণ, টক উদ্গার উঠে। পেট ভুট্ ভাট্ করে অর্থাৎ fermentation অজীর্ণ রোগে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

উদরাময়—উদরাময় দুর্গন্ধযুক্ত, মল দেখিতে সবুজ (ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব)।

বধিরতা—কর্ণে গুন্ গুন্ ভন্ ভন্ শব্দ করে। শিরঃঘূর্ণন ও বধিরতা থাকে।

বাত—হাঁটু ফুলিয়া উঠে এবং যন্ত্রণা হয়। তরুণ সন্ধিস্থলের বাতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়, প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। যন্ত্রণা একস্থান হইতে অন্য স্থানে সড়িয়া বেড়ায় এতদ্ব্যতীত কটি স্নায়ুশূল যন্ত্রণায়ও প্রয়োগ হয়, যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—স্যালোল (Salol) সন্ধিস্থলে বাতের যন্ত্রণা হয়, আক্রান্ত স্থান আড়ষ্ট হয়)। কলচিকম, চায়না, ল্যাকটিক এসিড।

ডাইলিউসন—৩×, ৬×।

স্যালিক্স নাইগ্রা (Salix Nigra)

জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হ্রাস করে এবং কাম প্রবৃত্তিকে অনেকটা দমন করে। তরুণ প্রমেহ রোগে যন্ত্রণাযুক্ত অত্যন্ত লিঙ্গের উচ্ছ্বাস হয়।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে অত্যন্ত স্নায়বীক উত্তেজনা হয়। ডিম্বাশয়ে যন্ত্রণা হয় এবং ঋতু স্রাব যন্ত্রণাযুক্ত।

পুংজননেন্দ্রিয়—অণ্ডকোষদ্বয় সঞ্চালনে কষ্ট বোধ করে।

কটিবাত—কটিদেশে যন্ত্রণা। শীঘ্র শীঘ্র পা ফেলিতে এবং চলিতে পারে না।

সমগুণ ঔষধসমূহ—যোহিম্বিন, ক্যান্থারিস।

মাত্রা—২০।৩০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রিকা
(Sanguinaria Nitrica)

নাসিকার অর্ব্বুদে, তরুণ এবং পুরাতন সর্দ্দিতে, তরুণ গলকোষ প্রদাহে (pharyngitis), গলায়, বক্ষঃস্থলে বিশেষতঃ বুকাস্থির (sternum) নিম্নে জ্বালা এবং টাটানি যন্ত্রণায় ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

সর্দ্দি—নাসিকা আবদ্ধ মনে হয়। প্রচুর জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব হয় এবং জ্বালা করে। নাসারন্ধ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মামড়ি পড়ে, তাহা ছাড়াইলে রক্ত নিঃসৃত হয়। নাসারন্ধ্র শুষ্ক এবং জ্বালা করে এবং পুরু পীতাভ রক্তযুক্ত শ্লেষ্মায় বদ্ধ হইয়া থাকে।

গলদেশ—খসখসে, শুষ্ক, সঙ্কুচিত এবং জ্বলনযুক্ত, দক্ষিণ কণ্ঠনালী যন্ত্রণাযুক্ত, গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে।

কাশি—বুকাস্থির (sternum) নিম্নে চাপ বোধ হয়, খুসখুসে কাশি, গাঢ় পীতাভ মিষ্ট স্বাদযুক্ত শ্লেষ্মা উঠে।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

স্যানটোনাইনাম (Santoninum)

চক্ষু এবং মূত্র লক্ষণ ইহার বিশেষ পরিচায়ক। কৃমির ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশু সকল সময় নাসিকারন্ধ্রে আঙ্গুল দেয়, নাসিকা ঘর্ষণ করে, দন্তে দন্তে শব্দ করে।

দৃষ্টি—কৃমিবশতঃ তীর্য্যক দৃষ্টির (squinting), দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতায় ইহা উত্তম কার্য্য করে। রোগী কোন্‌টি কি রং তাহা বুঝিতে পারে না (colour blindness).

পরিপাক ক্রিয়া—জিহ্বা গভীর লালবর্ণ, বমনেচ্ছা, আহারে রোগী ভাল বোধ করে।

মুত্র—প্রস্রাব সবুজ আভাযুক্ত, অসারে মূত্রস্রাব।

সমগুণ ঔষধসমূহ—সিনা, টিউক্রিয়াম, স্পাইজেলিয়া, নেট্রাম-ফস।

ডাইলিউসন—১x, ৩x, ৬x চূর্ণ।

স্ক্রোফুলেরিয়া নোডোসা

(Scrophularia Nodosa

যে স্থানেই গ্রন্থির বিবৃদ্ধি প্রকাশ হউক ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ। স্তনযুগলে ইহার কার্য্যের অধিক প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। বক্ষঃস্থলের টিউমার অর্থাৎ অর্ব্বুদ দূরীভূত করিতে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ্ব্যতীত কর্ণের ইকজিমা, যোনিকুণ্ডয়ন, স্ক্রফিউলাস স্ফীত এবং যন্ত্রণাযুক্ত অর্শ ইত্যাদিতেও স্ক্রোফুলেরিয়া নির্ব্বাচিত হয়।

চক্ষু—ভীষণ আলোকাতঙ্ক। চক্ষুর সম্মুখে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ উড়িয়া বেড়াইতেছে। অক্ষি গোলকে বেদনা হয়।

ইকজিমা—কর্ণের পার্শ্বে ইকজিমা প্রকাশ পায়।

অর্শ—রক্তস্রাবী যন্ত্রণাযুক্ত অর্শ, হারিশ বাহির হইয়া পড়ে।

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র—ভীষণ শ্বাস কষ্ট, বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ হয়, এবং রোগী কাঁপিতে থাকে।

হাঁপানি—স্ক্রোফিউলাস রোগীতে হাঁপানি প্রকাশ পায়।

নিদ্রা—প্রাতঃকালে এবং আহারের পূর্ব্বে ও পরে অত্যন্ত তন্দ্রা বোধ করে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট ১x, ৩x।

সমগুণ ঔষধসমূহ—লোবেলিয়া, রুটা, কোনিয়াম, অষ্টেরিয়াস

রোগের বৃদ্ধি—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি।

স্যারাসেনিয়া পারপিউরিয়া
(Sarracenia Purpurea)

বসন্ত রোগে স্যারাসেনিয়ার প্রয়োগ অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায় কোন কোন চিকিৎসক ইহাকে হামের প্রতিষেধক বলেন—ইহা ব্যতীত চক্ষুর দৃষ্টির উপসর্গেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

দৃষ্টি—আলোকাতঙ্ক। চক্ষু স্ফীত এবং বেদনা হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—সকল সময় এমনকি আহারের পরও ক্ষুধার্ত্ত বোধ হয়। প্রচুর যন্ত্রণাযুক্ত বমন হয়।

বসন্ত—স্যারাসোনিয়া ব্যবহারে বসন্ত আর অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে না, শীঘ্র আরোগ্য করিয়া দেয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এন্টিমটার্ট, ভেরিওলিনাম।

ডাইলিউসন—৬x, ৬।

সিলিনিয়ম (Selenium)

সিলিনিয়ামের প্রধান কার্য্যই হইতেছে পুং জননেন্দ্রিয় এবং মূত্র যন্ত্রের উপর, এতদ্ব্যতীত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের বিশেষতঃ প্রষ্টেটিক গ্রন্থির প্রদাহে এবং লিঙ্গের দুর্ব্বলতায় নির্ব্বাচিত হয়।

মানসিক লক্ষণ—সকল সময় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আকাঙ্ক্ষা অথচ আংশিক ধ্বজভঙ্গ। অত্যন্ত বিষণ্ণ, হতাশ, নিরুৎসাহ, স্মরণশক্তিহীন কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় যাহা ভুলিয়া গিয়াছিল তাহা দর্শন করে।

শিরঃপীড়া—বাম চক্ষুর উপর যন্ত্রণা হয়। রৌদ্রে, তীব্র গন্ধে এবং চা পানে অধিক হয়। চা পানে এবং অপরাহ্ণে শিরঃপীড়া অধিক হয়।

স্বরভঙ্গ—স্বরভঙ্গে সিলিনিয়ামের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। গায়কদিগের স্বরভঙ্গেও সিলিনিয়াম প্রয়োগ হয়। প্রত্যেক প্রাতঃকালে স্বচ্ছ চাপ চাপ ময়দার কাইএর ন্যায় শ্লেষ্মা বহির্গত হয়। প্রাতঃকালে কাশি হয়, রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে। অনেকক্ষণ স্বর যন্ত্রের ব্যবহারে স্বরভঙ্গ হয়। সঙ্গীত গাহিতে হইলেই গলার স্বর ঘস্ ঘস্ করে, তদহেতু পুনঃপুনঃ গলা খেঁকড়াইয়া পরিষ্কার করিতে হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—ব্র্যাণ্ডি এবং ঐ প্রকার কোন তীব্র পানীয় পান করিতে ভীষণ আকাঙ্খা। মুখের আস্বাদ মিষ্ট, ধূমপানের পর হিক্কা এবং উদ্গার উঠে।

যকৃত—পুরাতন যকৃৎ রোগে সিলিনিয়াম প্রয়োগে অনেক সময় উত্তম ফল পাওয়া যায়। যকৃত যন্ত্রণাযুক্ত এবং আকারে বৃহৎ হয়। যকৃতের উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুরি প্রকাশ পায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত কঠিন, মলদ্বারে সমাবেশ হইয়া থাকে। অঙ্গুলি দিয়া বাহির করিতে হয়। কোন প্রকার গুরুতর রোগের পরই ইহা অধিক হয়।

রেতঃপাত—নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নদোষ হয়। প্রষ্টেট গ্রন্থির রস আপনা আপনি ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হইতে থাকে। লিঙ্গের দুর্ব্বলতা অথচ কাম ইচ্ছার প্রবলতা। বীর্য্য তরল গন্ধহীন। সঙ্গম ক্রিয়া চেষ্টা করিতেই লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে। উপবেশন করিতে, মলত্যাগ করিতে প্রোষ্টেটিক রস নিঃসৃত হয়।

চর্ম্মরোগ—শুষ্ক, মামড়িযুক্ত হস্তের চেটোয় হয় এবং অত্যন্ত চুলকায়। পদদ্বয়ের গোড়ালির সন্ধিস্থলে হস্তের অঙ্গুলির মাঝখানে চুলকানি প্রকাশ পায়। চক্ষুর ভ্রূর, গুম্ফ প্রদেশের, লিঙ্গদেশের চুল পড়িয়া যায়, মস্তকের চুল পড়িয়া টাক সদৃশ হয়।

চুলকানি মার্কিউরিয়াস কিম্বা সালফার দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে সিলিনিয়াম অনেক সময় উত্তম কার্য্য করে।

নিদ্রা—শরীরের শিরায় স্পন্দনহেতু রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না। সকল সময় নিদ্রা যাইবার প্রবল আকাঙ্খা, হঠাৎ শরীর দুর্ব্বল করে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ফসফরাস—জননেন্দ্রিয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রে। আর্জেণ্টাম মেটালিকাম এবং ষ্ট্যানাম—গায়ক এবং বক্তাদিগের কণ্ঠনালীর প্রদাহ। এলিউমিনা—শক্ত কঠিন মল এবং মলদ্বারের পেশীর দুর্ব্বলতা।

সিলিনিয়ম—ক্যালেডিয়াম, ষ্ট্যাফি এবং ফস্ফ এসিডের পর লিঙ্গের দুর্ব্বলতায় উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল বায়ুর ঝাপটাতে, রৌদ্রে, চা, লিমনেড ও মদ্য পানে।

রোগের উপশম—শীতল জল পানে কিংবা শীতল বায়ু মুখে গ্রহণে।

সিলিকা ম্যারিনা (Silica Marina)

ইহা একটি কোষ্ঠ কাঠিন্যের উৎকৃষ্ট ঔষধ। 3x চূর্ণ ৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ ২ বার করিয়া প্রয়োগ হয়। ইহার কার্য্য যদিও দ্রুত নয় কিন্তু কিছুদিন নিয়মিতভাবে সেবন করাইলে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। বিলাতের ডাক্তার লোই ইহার উচ্চ প্রশংসা করেন।

সিম্পারভাইভাম টেক্টোরাম (Sempervivum Tectorum)

ইহার ব্যবহার হার্পিস (Herpes Zoster) অর্থাৎ বর্ত্তুলাকার বিসর্পিকা এবং কর্কট রোগ জাতীয় অর্ব্বুদে দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্কট রোগ—জিহ্বা শক্ত কঠিন আকার প্রাপ্ত হয়। মুখ বিবরে দূষিত ক্ষত এবং জিহ্বায় কর্কট রোগ (গেলিয়াম) প্রকাশ পায় জিহ্বায় ক্ষত হয় এবং জিহ্বা হইতে সহজে রক্তস্রাব হয় বিশেষতঃ রাত্রিতে অধিক হয়। জিহ্বায় ভীষণ কাটিয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। এতদ্ব্যতীত স্তনের কর্কট রোগেও ইহা প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, 3x। মৌমাছি হুল বিদ্ধে, কোন প্রকার পোকা-মাকড়ের দংশনে, বিষাক্ত ক্ষতে, আঁচিলে মূল অরিষ্ট বাহ্যিক প্রয়োগও হয়।

সিনিসিও অরিয়াস (Senecio Aureus)

ইহার প্রধান কার্য্য স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় রোগে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে হোমিওপ্যাথিতে mense regulator বলা হয়।

মানসিক লক্ষণ—কোন বিষয়ে মনকে স্থির করিয়া রাখিতে পারে না। অন্যমনস্ক, হতাশ ভাবাপন্ন।

শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাতে জলের ঢেউয়ের ন্যায় শিরঃঘূর্ণন বোধ হয়। বাম চক্ষুর উপর ভীষণ যন্ত্রণা বোধ হয় এবং যন্ত্রণা বাম চক্ষু হইতে বাম পার্শ্বের কপালে ফুটিয়া বাহির হয়।

উদরাময়—পাতলা তরল জলবৎ মল তৎসহিত শক্ত চাপ চাপ মল মিশ্রিত থাকে (এণ্টিমনি ক্রুডাম)। এতদ্ব্যতীত মলত্যাগ করিতে কোঁথ দিতে হয় ও পাতলা কৃষ্ণবর্ণ রক্তযুক্ত মলও হয়। নাভির চারিপার্শ্বে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা সমুদায় নিম্নোদর ব্যাপিয়া হয়।

মূত্র—মূত্র স্বল্প, গভীর লালবর্ণ, রক্ত এবং শ্লেষ্মাযুক্ত ও কোঁথানি থাকে অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং সর্ব্বদা মূত্রের বেগ। এতদ্ব্যতীত মূত্রপিণ্ডশূলেও প্রয়োগ হয়।

ঋতুস্রাব—মাসিক ঋতুস্রাব আটকাইয়া যায় কিম্বা অবরুদ্ধ হয়। অল্প বয়স্ক বালিকাদিগের রজঃকৃচ্ছ্রতা এবং তৎসহ কটিশূল। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে গলা, বক্ষঃস্থল এবং মূত্রাশয়ে প্রাদাহিক যন্ত্রণা হয়। ঋতুস্রাবের পরে এতদলক্ষণ সমূহ উপশম হয়। এতদ্ব্যতীত সময়ের পূর্ব্বে প্রচুর ঋতুস্রাব হয় (কেলকেরিয়া)। ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ ব্যতীত ঋতুস্রাব স্বল্প কিম্বা প্রচুর হওয়া অর্থাৎ ঋতুস্রাবের কিছুই ঠিক পাওয়া যায় না। এইরূপ স্থলে এবং যে স্থলে ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া থাইসিসের উপক্রম হয় সেই স্থলেও সিনিসিও অরিয়াসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অল্পবয়স্ক বালিকাদিগের ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া রোগে সিনিসিও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অবরুদ্ধ ঋতুস্রাবকে আনয়ন করিতে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (In certain region senecio has been used as a domestic medicine, an old woman's remedy for bringing on the menstrual flow.)

পুংজননেন্দ্রিয়—কাম পরিচায়ক স্বপ্ন দেখে এবং অসারে রেতঃপাত হয়। প্রোষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি হয়। কোষরজ্জুতে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

কাশি—কাশি তরল এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। উপরে উঠিতে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট বোধ করে। খুস্‌খুসে কাশি লাগিয়া থাকে এবং কাশিতে বক্ষঃস্থলে বেদনা বোধ করে। ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া থাইসিস রোগেও সিনিসিও অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। (Phthisis with obstructed menstruation, when the symptoms agree in this kind of a case Senecio is a most useful medicines for establishing the menstrual flow.)

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬x।

সমগুণ ঔষধসমূহ—সিপিয়া, এলেটেরিস্, কলফাইলাম।

সেনা (Senna)

ইহা সোণামুখী পাতা হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা শিশুদিগের উদরশূল যন্ত্রণায় উত্তম কার্য্য করে। যখন পেট বায়ুতে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে এবং specific graivty অধিক সহ oxaluria রোগেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়। যাহাদিগের শরীর এক সময় সবল ছিল, রোগে ভুগিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পেট কোষ্ঠ কাঠিন্য, পেশীর দুর্ব্বলতা এবং শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি সেনা টনিকরূপে কার্য্য করে।

মল—পীতাভ, মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে কামড়ানি যন্ত্রণা হয়। এতদ্-ব্যতীত সবুজ মলও হয় এবং মলত্যাগের পর কোঁথানি থাকে (মার্কিউরিয়াস)। মলদ্বার জ্বালা করে এবং প্রস্রাবে কষ্ট হয়, সহজে সরলভাবে প্রস্রাব হয় না।

যকৃত—যকৃত বড় হয় এবং স্পর্শাধিক্য, মল শক্ত এবং কালবর্ণ, ক্ষুধা থাকে না, জিহ্বা লেপাবৃত, মুখের স্বাদ খারাপ এবং দুর্ব্বল।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—জ্যালাপা।

ডাইলিউসন—৬x, ৬ শক্তি।

সেনেগা (Senega)

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের শ্লেষ্মা এবং চক্ষুর পক্ষাঘাতের লক্ষণই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব।

মানসিক লক্ষণ—ঝগড়াটে।

শিরঃপীড়া—কপাল বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চাহে।

চক্ষুরোগ—অক্ষিপুট প্রদাহ, অক্ষিপুট শুষ্ক এবং মামড়িযুক্ত (গ্র্যাফাইটিস)। চক্ষু শুষ্ক এবং মনে হয় চক্ষু অক্ষিগোলক হইতে অত্যন্ত বৃহৎ। দ্রব্যসমূহ ছায়াযুক্ত দেখে। একটি জিনিষকে দুইটি দেখে, মস্তক পশ্চাদ্দিকে নত করিলে ভাল বোধ করে। Vitreous humor অস্বচ্ছ। চক্ষু অস্ত্র করার পর ইহা ব্যবহারে শীঘ্র চক্ষু আরোগ্য হইয়া হয়। চক্ষুর সম্মুখে কি যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে, পুনঃপুনঃ চক্ষু মুছিতে হয়।

কাশি—কথা বলিতে কষ্ট বোধ হয়। কাশিতে পৃষ্ঠদেশে বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়। স্বর বসিয়া যায়, বক্ষঃস্থল খুব সরু বোধ হয়। কাশিতে কাশিতে হাঁচি হয়, হাঁচি হইয়া কাশি বন্ধ হয়। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা ঘড ঘড় করে। উপরে উঠিতে বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ করে। শ্লেষ্মাসহ বক্ষঃস্থলে বেদনা থাকে, শ্লেষ্মা উত্তোলনে কষ্ট হয়, প্রচুর শ্লেষ্মা হয় বিশেষতঃ বৃদ্ধ লোকদিগেতে অধিক হয়।

মূত্র—মূত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, শ্লেষ্মার তলানি পড়ে। মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে এবং পরে জ্বালা করে। মূত্রপিণ্ড (kidney) স্থলে বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—১x, ৩x, ৬x, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—কষ্টিকম, ফসফরাস, এমন কার্ব্ব কেলকেরিয়া

রোগের বৃদ্ধি—খোলা বাতাসে, চলাফেরায়, বিশ্রামকালে।

রোগের উপশম—ঘর্ম্মে, মস্তক পশ্চাদ্দিকে নত করায়।

সিনাপিস নাইগ্রা (Sinapis Nigra)

সর্দ্দি, গলকোষ প্রদাহ ইত্যাদিতে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্দ্দি—স্রাব ক্ষতকারক। বাম নাসারন্ধ্র সমস্ত দিন ব্যাপিয়া কিংবা অপরাহ্নে এবং সন্ধ্যায় বন্ধ থাকে। নাসারন্ধ্র পর্য্যায়ক্রমে বন্ধ হয় এবং স্রাবযুক্ত হয়।

কাশি—কাশি শয়নে উপশম হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত, পলাণ্ডুর ন্যায় গন্ধ (এসাফিটিডা)।

পরিপাক ক্রিয়া—পাকস্থলী জ্বালা করে, জ্বালা অন্ননালী গলদেশ ও মুখবিবর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, মুখে ক্ষত প্রকাশ পায়। উষ্ণ অম্ল গন্ধযুক্ত উদ্গার ওঠে, সম্মুখদিকে অবনত হইলে শূলযন্ত্রণা অনুভব করে সোজা হইয়া বসিলে উপশম হয়।

মুত্র—মূত্রাশয়ে যন্ত্রণা হয়, দিবারাত্রি প্রচুর প্রস্রাব হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

স্কুকুম-চুক (Skookum Chuck)

চর্ম্মরোগে ইহার বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায়। আমবাত, ইকজিমা, চর্ম্মের শুষ্কতা ইত্যাদি এবং কর্ণের অভ্যন্তর প্রদেশের রোগে, দুর্গন্ধ স্রাবে এবং সর্দ্দিতেও ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে।

ডাইলিউসন—৬× চূর্ণ।

সোলেনাম্ লাইকোপার্সিকাম্ (Solanum Lycopersicum)

বাত এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ইহার বিশেষ লক্ষণ। সমুদায় শরীরময় ভীষণ যন্ত্রণা। ইনফ্লুয়েঞ্জার পর যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে, মস্তকে যেন সকল সময় রক্তাধিক্য।

শিরঃপীড়া—বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশে আরম্ভ হইয়া সমুদয় মস্তকে বিস্তারিত হয়। অন্তকে যন্ত্রণা হ্রাস হওয়ার পরও টাটানি এবং বেদনা বোধ হয়।

চক্ষু—চক্ষুর ভিতরে এবং বাহিরে বেদনা বোধ হয়।

সর্দ্দি—জলের ন্যায় প্রচুর সর্দ্দি হয়।

কাশি এবং স্বরভঙ্গ—কাশি শুষ্ক, রাত্রিতে অধিক হয় এবং কাশিতে নিদ্রা যাইতে পারে না জাগিয়া থাকে। গলার স্বর ঘস্‌ঘসে, স্বরভঙ্গ, সকল সময় গলদেশ পরিষ্কার করিবার জন্য শ্লেষ্মা উত্তোলনে চেষ্টা করে।

মুত্র—খোলা বায়ুতে সর্ব্বদা ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে থাকে। রাত্রিতে প্রস্রাব করিবার জন্য উঠিতে হয়।

বাত—দক্ষিণ স্কন্ধদেশ এবং বক্ষঃস্থলের পেশীর ভীষণ যন্ত্রণা। দক্ষিণ বাহুর মধ্যস্থলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। দক্ষিণ কনুই এবং হস্তের কব্জীতে যন্ত্রণা। পদদ্বয়েও অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ইউপেটোরিয়াম, রাস, স্যাঙ্গুইনেড়িয়া।

রোগের বৃদ্ধি—দক্ষিণ পার্শ্ব, খোলা বায়ুতে, সর্ব্বদা সঞ্চালনে, ঝাঁকুনিতে, গোলমালে।

রোগের উপশম—উষ্ণ ঘরে, তামাক সেবনে।

সোলিডেগো ভির্গা-অরিয়া
(Solidago Virga-aurea)

ইহার কার্য্য মূত্রপিণ্ডের উপর দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থলে রোগী ক্যাথিটার (Catheter) ব্যতীত মূত্র ত্যাগ করিতে পারে না সেইরূপ স্থলে সোলিডেগো ক্যাথিটারেব কার্য্য করে। মূত্রপিণ্ড প্রদেশে যন্ত্রণা হয়, হস্তের স্পর্শ করা যায় না, মূত্র স্বল্প এবং প্রস্রাবে অত্যন্ত তলানি পড়ে।

মাত্রা—৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট।

স্পাইরেন্থীস (Spiranthes)

স্তনদাত্রী স্ত্রীলোকের দুগ্ধ বৃদ্ধি করিতে ইহা অনেক স্থলে উত্তম কার্য্য করে এতদ্ব্যতীত কটি শূল, বাত শূলযন্ত্রণা ইত্যাদিতেও নির্ব্বাচিত হয়। ইহা একোনাইটের ন্যায় প্রদাহ নিবারক ঔষধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—যোনিদেশ জ্বালা যন্ত্রণা হয় এবং যোনিদেশের ভিতর শুষ্ক বোধ হয়, এতদ্ব্যতীত যোনিকুণ্ডয়নও বর্ত্তমান থাকে। সহবাস ক্রিয়ার সময় যোনিদেশ জ্বালা করে।

কটি স্নায়ুশূল—দক্ষিণ পার্শ্বে কটি স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়, স্কন্ধদেশেও যন্ত্রণা প্রকাশ পায়।

ডাইলিউসন—৬×, ৬, ৩০।

স্কুইলা ম্যারিটিমা (Squilla Maritima)

ইহার কার্য্য বিশেষরূপে শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রে, পরিপাক ক্রিয়ায় এবং মূত্রপিণ্ডে প্রকাশ পায়। বৃদ্ধলোকদিগের পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিসে ইহার উত্তম কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় ইহার যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি শব্দ হয় এবং শ্বাসকষ্ট বর্ত্তমান থাকে।

সর্দ্দি—তরল সর্দ্দি, নাসারন্ধ্রের পার্শ্ব হাঁজিয়া যায় এবং বেদনা হয়। হাঁচি হয়, গলা জ্বালা করে, শুষ্ক ও শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্ট থাকে।

কাশি—ভীষণ কাশি হয় তদসহ প্রচুর শ্লেষ্মা বর্ত্তমান থাকে, শ্লেষ্মা লবণ স্বাদযুক্ত। কাশির সহিত মূত্র অসারে নির্গত হইয়া পড়ে। কাশির সময় শিশু হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মুখমণ্ডল ঘর্ষণ করে (কষ্টিকাম, পালসেটিলা)। কাশি গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিলে কিংবা শীতল পানীয় পানে এবং পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। হাম হইয়া কাশিতে ইহা উত্তম কার্য্য করে। কাশির সহিত হাঁচি বর্ত্তমান থাকে। হস্তপদ বরফের ন্যায় শীতল অথচ অন্য সমুদয় শরীর উষ্ণ থাকে।

ডাইলিউসন—১x, ৩x, ৬x।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ডিজিট্যালিস, ষ্ট্রোফেন্‌থাস্‌, এপোসাইনাম্‌,

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে।

রোগের উপশম—বিশ্রামে।

ষ্টেল্লেরিয়া মিডিয়া (Stellaria Media)

যকৃত এবং বাতে ইহার প্রধান কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

যকৃত—যকৃত বিবৃদ্ধি এবং স্ফীত হয়, যকৃতে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয় এবং চাপে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। মল কাদার ন্যায়, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে হয়।

বাত—বাত শরীরের নানা স্থানে প্রকাশ পায়। সন্ধিস্থলসমূহ আড়ষ্ট হয়, বাতগ্রস্থ স্থান স্পর্শ করা যায় না, যন্ত্রণা বোধ করে। পুরাতন বাত এবং যন্ত্রণা সড়িয়া সড়িয়া বেড়ায় (পালসেটিলা)।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x। মূল অরিষ্ট বাহ্যিক প্রলেপে ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—পালসেটিলা।

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে, গরমে, তামাক সেবনে।

রোগের উপশম—সন্ধ্যায় শীতল বায়ুতে, সঞ্চালনে

ষ্টিক্‌টা (Sticta)

সর্দ্দি, শ্লেষ্মা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা এই প্রকার শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের লক্ষণে এবং এতদসহ বাতে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

মানসিক লক্ষণ—রোগীর মনে হয় সে যেন আকাশে উড়িতেছে।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়ায় মস্তকের সম্মুখে এবং নাসিকার গোড়ালিতে চাপ চাপ বোধ হয়। সর্দ্দিজনিত শিরঃপীড়া, সর্দ্দি নিঃসৃত না হওয়ার দরুণ শিরঃপীড়া।

সর্দ্দি—নাসারন্ধ্র শুষ্ক, সর্ব্বদা নাসিকা ঝাড়িতে ইচ্ছা অথচ কোন প্রকার স্রাব থাকে না। সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে শুষ্ক মামড়ি পড়ে। নাসিকার মূলদেশে পূর্ণতা বোধ।

কাশি—রাত্রিতে শুষ্ক খক্‌খকে কাশি। শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে তরল কাশি। সন্ধ্যায় এবং যখন শরীর ক্লান্ত বোধ হয় তখনও কাশি বৃদ্ধি হয়। বক্ষঃস্থলে বুকাস্থির নিকট যন্ত্রণা হইয়া পৃষ্ঠে মেরুদণ্ডে প্রকাশ পায়।

বাত—দক্ষিণ স্কন্ধদেশের সন্ধিতে এবং দক্ষিণ বাহুর পেশীতে। সন্ধিস্থল স্ফীত উত্তপ্ত এবং লাল হয়। আক্রান্ত সন্ধিস্থলের উপর প্রদাহ এবং লাল দাগ হয়। যন্ত্রণা ভীষণ হয়। আক্রান্ত সন্ধিস্থলের আশে পাশের স্থানও লাল হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ড্রসেরা, রিউমেক্স্‌, স্যাম্বুকাশ।

ষ্ট্যানাম আইওডেটাম
Stannum Iodatum

গলদেশে সুড়সুড়ি হইয়া বহুক্ষণ স্থায়ী কাশিতে ষ্ট্যানাম আইওড ৩x চূর্ণ উত্তম কার্য্য করে। ইহাকে শ্লেষ্মাজনিত ফুসফুসের দোষযুক্ত কাশিতে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

ষ্টিলিঞ্জিয়া (Stillingia)

উপদংশ এবং স্ক্রফিউলাস দোষ বশতঃ অস্থির পুরাতন বাতে ইহার প্রধান কার্য্য প্রকাশ পায়।

মানসিক লক্ষণ—হতাশ, বিষণ্ণ, নিরুৎসাহ, সমুদায় জগত যেন তাহার নিকট অন্ধকার।

স্বর ভঙ্গ—স্বরভঙ্গ এবং বক্তাগণের কণ্ঠনালীর পুরাতন প্রদাহ।

ক্ষত—হস্ত এবং অঙ্গুলিতে পুরাতন পীড়কা প্রকাশ পায়।

গ্রন্থি প্রদাহ—গলদেশের গ্রন্থির প্রদাহ এবং স্ফীতি।

অস্থি প্রদাহ—অস্থিগুল্ম প্রকাশ পায় এবং অস্থিতে বেদনা হয়। অস্থি বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম এবং মূল অরিষ্ট।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, মার্কিউরিয়াস, সিফিলিনাম্, অরম।

রোগের বৃদ্ধি—অপরাহ্নে, স্যাঁৎসেতে বায়ুতে, সঞ্চালনে।

রোগের উপশম—প্রাতঃকালে, শুষ্ক বায়ুতে।

ষ্ট্রনসিয়া (Strontia)

বাত যন্ত্রণা, পুরাতন মচকান, রক্তস্রাবের দরুণ পুরাতন উপসর্গে, এবং অস্ত্রপোচারের (operation) দরুণ shockএ ইহার অধিক কার্য্য দেখিতে পাই।

শিরঃঘূর্ণন—শিরঃপীড়া এবং বমনেচ্ছাসহ শিরঃঘূর্ণন।

উদরাময়—রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। মলত্যাগের সকল সময় ইচ্ছা, প্রাতঃকালের দিকে উপশম হয়। মলত্যাগের পর মলদ্বার জ্বালা করে এবং জ্বালা অনেকক্ষণ থাকে।

বাত—বাতযন্ত্রণা দক্ষিণস্কন্ধে প্রকাশ পায়, এমন যন্ত্রণা হয় যে মনে হয় অস্থির মজ্জাতে কন কন করিতেছে। পদদ্বয়ের ডিমিতে এবং পায়ের তলাতে খিলধরা যন্ত্রণা হয়। পায়ের গুল্‌ফসন্ধিতে পুরাতন আক্ষেপ (chronic spasm) হইতে থাকে। সন্ধিস্থলে বাত হয়।

জ্বর—রোগী জ্বরের উত্তাপ অবস্থায় গাত্রাবরণ খুলিতে চায় না।

চুলকানি—রসযুক্ত চুলকানি, জ্বালা করে, খোলা বাতাসে উপশম বোধ হয়

মচকান (Sprain)—গুল্‌ফ সন্ধির মচকানর ষ্ট্রনসিয়া একটি উত্তম ঔষধ, সন্ধিস্থল ফুলিয়া উঠে। ইহা সচরাচর পুরাতন অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে। রাত্রিতে ভীষণ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ, ৩০, ২০০০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—আর্ণিকা, রুটা, সাইলিসিয়া, ব্যারাইটা কার্ব্ব, ষ্ট্রনসিয়া।

ষ্ট্রন্‌সিয়াম ব্রোম—অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বমনে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

রোগের উপশম—উষ্ণজলে ডুবাইলে উপশম বোধ করে।

ষ্ট্রোফেন্‌টাস্‌ হিসপিডাস
(Strophantus Hispidus)

ইহার যাহা কিছু কার্য্য হৃৎপিণ্ডের উপরই দেখিতে পাওয়া যায়। হৃৎসিণ্ডের উপর কার্য্য করিয়া হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চন (systole) বৃদ্ধি করতঃ হৃৎপিণ্ডের গতি হ্রাস করে। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতার বলকারক ঔষধরূপে ইহা ব্যবহার হয়। নিউমোনিয়া কিংবা শস্ত্রপোচারজনিত রক্তস্রাব বশতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বলতার কিংবা তরুণ রোগ হেতু অবসন্নতায় ষ্ট্রোফেন্‌টাস্‌ হিসপিডাস উত্তম কার্য্য করে। ষ্ট্রোফেন্‌টাসকে fatty heart হওয়ার দরুণ হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের ব্যতিক্রমের আশঙ্কায় অধিক উচ্চস্থান দেওয়া হয় (specially useful in failing compensation dependent upon fatty heart)।

নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ হৃৎপিণ্ডের কার্য্য দুর্ব্বল হয়, হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং এতদসহিত পদদ্বয়ের স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং ৬x। অধিক তরুণ রোগে ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট দিনে ৩বার করিয়া সেবনীয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ডিজিটালিস কিন্তু ইহার কার্য্য ষ্ট্রোফেনটাস অপেক্ষা বিলম্বে হয়।

ষ্ট্রিক্‌নাইনাম (Strychninum)

মৃগীবৎ কনভালসন শরীর পশ্চাদ্দিকে বেঁকিয়া যায়। অক্রমণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে পেশী সমূহ শিথিল হয়। সামান্য স্পর্শে এবং গোলমালে কনভালসন বৃদ্ধি হয়।

শিরঃপীড়া—মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং চক্ষু অত্যন্ত উষ্ণ বোধ হয়। শিরঃঘূর্ণনসহ কর্ণে গুণগুণ ভন্‌ভন্‌ শব্দ হয়। মস্তক সম্মুখ দিকে ঝাঁকাইয়া উঠে।

গলদেশ—শুষ্ক, সঙ্কুচিত, মনে হয় গলদেশে কিছু দলা পাকাইয়া আছে। গলাধঃকরণ অসম্ভব। গলদেশ এবং অন্ননালীর সমুদায় স্থান ব্যাপিয়া জ্বালা করে। মুখবিবরের ভিতরে টাকরা অত্যন্ত চুলকায়।

পরিপাক ক্রিয়া—সর্ব্বদা কাঠ বমি এবং ভীষণ বমন ও বমনেচ্ছা অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বমনেচ্ছা। আক্ষেপের সময় মল অসারে নির্গত হয়।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—ভীষণ কোষ্ঠ কাঠিন্য।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—সঙ্গম ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা। গাত্রে সামান্য স্পর্শে কাম ইচ্ছার উত্তেজনা উৎপাদন করে।

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র—কণ্ঠনালীর পেশীর আক্ষেপ (spasm) হয়। ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয়। বক্ষঃস্থলের পেশীর অত্যন্ত কষ্ট হয়।

কাশি—ইনফ্লুয়েঞ্জার পর কাশি লাগিয়া থাকে, শীঘ্র যায় না।

কনভালসন—মস্তকের পশ্চাদ্দেশের পেশীর আড়ষ্টতা (rigidity)। পৃষ্ঠদেশে এবং মেরুদণ্ডের নিম্নে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। পৃষ্ঠদেশ আড়ষ্ট হইয়া যায়। মেরুদণ্ডে ভীষণ ঝাঁকুনি হইতে থাকে। মেরুদণ্ডের নিম্নে বরফবৎ শীতল অনুভূতি হয়। ভীষণ ঝাঁকুনি, কাঁপুনি এবং আকুঞ্চন হইতে থাকে (violent) jerking, twitching and trembling)। মৃগীবৎ ভীষণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কনভালসন হইতে থাকে, রোগীর পৃষ্ঠদেশ বেঁকিয়া ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আকার ধারণ করে। সামান্য স্পর্শে এবং নড়াচড়ায় কনভালসন আরম্ভ হয়। পেশী সমূহে খিলধরা যন্ত্রণা হয়।

ষ্ট্রীকনাইন আর্স (Strychninum ars)—শয়ন অবস্থায় ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয়, পদদ্বয় স্ফীত হয়, মূত্র স্বল্প হয়, specific gravity অত্যন্ত অধিক হয়, মূত্রে প্রচুর glucoseএর তলানি পড়ে। বহু মূত্রে ৬x চূর্ণ ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিকিউটা, আর্ণিকা, ষ্ট্রিকনাইন আর্স।

ইউকেলিপ্‌টাস—ষ্ট্রিক্‌নাইনামের অপব্যবহারের গুণ নষ্ট করে।

ডাইলিউসন——৬x, ৩০।

ষ্ট্রীক্‌নিয়া ফস্ফরিকা (Strychnia Phosphorica)

মস্তিষ্ক মাজ্জেয় মণ্ডলীতে (cerebro spinal system) কার্য্য করতঃ পেশী মণ্ডলে কার্য্য প্রকাশ করিয়া পেশীর আকুঞ্চণ, আড়ষ্টতা, পেশীর দুর্ব্বলতা এবং কার্য্যে অক্ষমতা উৎপন্ন করে। রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ায় কার্য্য করিয়া নাড়ীর অনিয়মতা প্রকাশ করে, মনের অবস্থাকে কর্ত্তৃত্বের বাহিরে লইয়া যায়—রোগী হাসিতে থাকে, হাসি থামাইতে পারে না। ষ্ট্রিকনিয়া ফস্ তাণ্ডব রোগে, হিষ্টিরিয়ায় প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। ইহার লক্ষণ সমূহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় এবং বিশ্রামে খোলা বাতাসে উপশম হয়।

কশেরূক মজ্জার রক্তশূন্যতার ষ্ট্রিক্‌নিয়া ফস একটি উত্তম ঔষধ—পক্ষাঘাত, জ্বালা, যন্ত্রণা, এবং মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতায় ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। মেরুদণ্ড হইতে যন্ত্রণা বক্ষঃস্থলের সম্মুখে বিস্তারিত হয়, মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ হয়। পদদ্বয় শীতল এবং শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত থাকে। হস্ত এবং বক্ষঃদেশ অল্প অল্প শীতল।

সাল্‌ফোনাল (Sulfonal)

ইহাতে ভীষণ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় এবং মস্তিষ্কের রোগবশতঃ শিরঃঘূর্ণি হয়

মানসিক লক্ষণ—মন অত্যন্ত চঞ্চল, আনন্দ এবং আশাপূর্ণ অবস্থা হইতে নিরানন্দ নিরাশা এবং দুর্ব্বলতায় পরিণত হয়।

চক্ষুদৃষ্টি—একটি দ্রব্যকে দুইটি দেখে, দ্বিদৃষ্টি হয়। চক্ষু রক্তবর্ণ লাল এবং অস্থিরতায় পূর্ণ।

শিরঃঘুর্ণন—মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না।

মুত্র—প্রস্রাবের সর্ব্বদা বেগ, মূত্র অল্প।

দুর্ব্বলতা—রোগী হাটিতে টলিয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়। দুর্ব্বল, পদদ্বয় ভার ভার বোধ হয় এবং কাঁপে। উভয় পদই আড়ষ্ট এবং শক্ত বোধ করে। শারীরিক ক্রিয়ার বৈষম্য (ataxia)।

নিদ্রা—সজাগ, অস্থিরতাপূর্ণ অথচ তন্দ্রাযুক্ত।

ডাইলিউসন—৬× চূর্ণ।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ট্রাইনাল—শিরঃঘূর্ণন, শারিরীক ক্রিয়ার বৈষম্য, বমনোদ্বেগ,উদরাময়, নাসিকারবযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস।

সালফার আইওডেটাম
(Sulphur Iodatum)

ইহা চর্ম্মরোগে বিশেষতঃ Barber's itch এবং ব্রণের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যে সমুদায় চর্ম্মরোগ সহজে আরোগ্য হয় না সেই স্থলে ইহাকে চিন্তা করা উচিত।

চর্ম্মরোগ এবং চুলকানি—কর্ণ, নাসিকা এবং মূত্রমার্গে চুলকানি হয়। মুখমণ্ডলে ঘন বটীযুক্ত অর্থাৎ প্রচুর ফুস্কুড়িযুক্ত পীড়কা প্রকাশ পায়। গ্রীবাদেশে স্ফোটক হয়, হস্তদ্বয়ে প্রচুর চুলকানিযুক্ত পীড়কা দেখা দেয়।

ডাইলিউসন—৬× চূর্ণ।

সুম্বুল (Sumbul)

হিষ্টিরিকেল এবং স্নায়বীক লক্ষণে ইহার ব্যবহার দেখা যায়, এতদ্ব্যতীত স্নায়ুশূল যন্ত্রণা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদিতেও ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে।

হৃৎস্পন্দন—স্নায়বীক হৃৎস্পন্দনের ইহা একটি উত্তম ঔষধ। বাম বক্ষঃস্থলের চারিপার্শ্বে এবং বাম কুক্ষি প্রদেশে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়। পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট হয়, নাড়ীর গতি অনিয়ম।

ডিম্বাশয় প্রদাহ—নিম্নোদর পূর্ণ, ফাঁপা, এবং যন্ত্রণাযুক্ত। ডিম্বাশয়েও যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৬x।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এসাফিটিডা, মস্কাস।

সিম্ফরিক্যারপাস রেসিমোসা
Symphoricarpus Recemosa

ইহা অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ভীষণ বমনের একটি অব্যর্থ মহৌষধ। পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ মুখে জল উঠা, তিক্ত আস্বাদ, বিবমিষা, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। সঞ্চালনে বমন বৃদ্ধি হয়, সমুদায় খাদ্যে অরুচি। চিৎ হইয়া শয়নে উপশম।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x, এবং ২০০। অনেকে ২০০ শক্তিকে অধিক ফলপ্রদ বলেন।

সিম্ফাইটাম (Symphytum)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ।

সিম্ফাইটামের প্রধান কার্য্যই হইতেছে—ভগ্ন অস্থির সংযোগ সাধন করা (কেলফস) এবং তদহেতু অস্থির বেদনা যন্ত্রণা নিবারণ করা। ক্ষত শুষ্ক

হইবার পর অস্থির যন্ত্রণা। ভগ্ন অস্থির মুখের যন্ত্রণা, আঘাত, মুষ্ঠাঘাত লাগিয়া অক্ষি গোলকের যন্ত্রণা ইত্যাদ্রিতে সিম্ফাইটাম অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। আঘাত হেতু চক্ষুর যন্ত্রণায় সিম্ফাইটাম অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই বলিলেই হয় (for traumatic injuries of the eyes no remedy equals this)। যে স্থলে অস্থি ভগ্ন হইয়া শীঘ্র জোড়া লাগিতেছে না, অথবা অঙ্গচ্ছেদ (amputation) হওয়ার দরুণ ছিন্নাগ্রে যন্ত্রণা হইতেছে সেইরূপ স্থলে সিম্ফাইটামকে প্রাধান্য দিবে।

সিজিজিয়াম জ্যাম্বোলেনাম (Syzygium Jambolanum)

ইহা কাল জামের বিচী হইতে প্রস্তুত হয়। বহুমুত্র রোগে ইহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে। এই প্রকার আর দ্বিতীয় কোন ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায় না যাহা প্রয়োগে মূত্রে শর্করার পরিমাণ এত শীঘ্র হ্রাস এবং শূন্য করিয়া দেয়। বহুমুত্রে ইহার উপকারিতা দেখিয়া অনেকে ইহাকে বহুমূত্রের পেটেণ্ট ঔষধ বলিয়া বাজারে বিক্রয় করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিতবর্ণ ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায় এবং ভীষণ চুলকায়। অত্যন্ত পিপাসা থাকে, রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইতে থাকে। প্রস্রাব প্রচুর হয় এবং specific gravity অত্যন্ত অধিক হয়। পুরাতন ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয় না।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট।

ট্যাক্সাস ব্যাকেটা (Taxus Baccata)

চর্ম্ম এবং পুরাতন বাতরোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

পরিপাক ক্রিয়া—পাকস্থলী এবং নাভির চারি পার্শ্বে যন্ত্রণা হয়। আহারের পর কাশি হয় পাকস্থলীতে পিনের খোঁচার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। উষ্ণ লালাস্রাব হয় এবং লালাস্রাব ক্ষতকারক।

ক্ষত—ক্ষতের আকার বড় বড় হয় এবং চ্যাপ্টা ও অত্যন্ত চুলকায়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, এবং ৬x।

টেলিউরিয়াম (Tellurium)

চর্ম্মরোগ, কর্ণ প্রদাহ এবং দুর্গন্ধ পূঁজের সঞ্চার এবং ক্ষত হওয়া ইহার বিশেষ লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে যন্ত্রণা এবং পৃষ্ঠদেশের স্পর্শাধিক্যতা বর্ত্তমান থাকে।

অক্ষিপুট প্রদাহ—অক্ষিপুট পুরু এবং প্রদাহ হয় ও চুলকাইতে থাকে।

ইকজিমা—কর্ণের পশ্চাতে ইকজিমা প্রকাশ পায় এবং এতদ্ব্যতীত গোলাকাররূপে গাত্রের অন্যত্রও ইকজিমা হয়।

কানপাকা—কর্ণের অভ্যন্তরস্থ প্রদেশে পূঁজের সঞ্চার হয়, ক্ষতকারক স্রাব হয়, আঁষ্টানি গন্ধ হয়, চুলকায় এবং দপ্ দপ্ করে।

সর্দ্দি—সর্দ্দিসহ চক্ষু হইতে জল পড়া এবং স্বরভঙ্গ বর্ত্তমান থাকে, সর্দ্দি খোলা বাতাসে ভাল থাকে।

মেরুদণ্ডের প্রদাহ—মেরুদণ্ডের শেষ অংশে অর্থাৎ sacrum এ এবং শেষ cervical vertebra হইতে ৫ম dorsal vertebraeতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় (চিনিমাম সালফ, ফস্ফ)।

কটি স্নায়ুশূল—দক্ষিণ পার্শ্বে হয়, কাশিতে, টান পড়িলে, এবং রাত্রিতে অধিক হয়। সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ডের vertebrae তে যন্ত্রণা থাকে। হাঁটুর ভাঁজের পেশীবন্ধনীর সঙ্কোচন হয়।

দদ্রু—(Ring worm)—হস্ত পদ চুলকায়। গোলাকারভাবে অনেক স্থান ব্যাপিয়া দাদ প্রকাশ পায় এবং আক্রান্ত স্থান দুর্গন্ধ হয়।

ডাইলিউসন—৬. ৩০. ২০০। টেলিউরিয়ামের কার্য্য শীঘ্র প্রকাশ পায় না, কিছু সময় অপেক্ষা করা উচিৎ।

সমগুণ ঔষধসমূহ—র‍্যাডিয়াম, সিলিনিয়াম, সিপিয়া, আর্স, রাসটক্স্।

রোগের বৃদ্ধি—বিশ্রামে, রাত্রিতে, শীতকালে, ঘর্ষণে, কাশিতে, হাসিতে, আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে, স্পর্শে।

টিউক্রিয়াম ম্যারাম (Teucrium Marum)

নাসিকা এবং মলদ্বারের লক্ষণ ইহাতে অধিক প্রকাশ থাকে। অর্ব্বুদ (Polypi) ইহার একটি সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলদ্বারের ক্রিমিতেও ইহাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। পুরাতন সর্দ্দিতে, দুর্গন্ধযুক্ত বৃহৎ আকারের নাসিকার মামড়িতে, পিনাশে (Ozaena) ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। ইহাতে রোগী কোন জিনিষের গন্ধ টের পায় না।

নাসিকা অর্ব্বুদ—শ্লেষ্মা অর্ব্বুদ বটি। বড় বড় আকারের শ্লেষ্মা পিণ্ড নাসিকা হইতে স্রাব হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। নাসারন্ধ্র সড় সড় করে, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু হইতে জল নির্গত হয় এবং হাঁচি বর্ত্তমান থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—প্রচুর কৃষ্ণবর্ণ শ্লেষ্মা বমন হয়। পৃষ্ঠদেশে যন্ত্রণা সহ সকল সময় হিক্কা হইতে থাকে। অস্বাভাবিকরূপ ক্ষুধা হয়, আহারে হিক্কা হয়।

ক্রিমি—মলদ্বার চুলকায় এবং সন্ধ্যায় শয্যায় সকল সময় মলদ্বারে অস্বস্থি বোধ হয় এবং চুলকায়। কৃমিতে রাত্রে রোগী অধিক অস্থির হয়। মলত্যাগের পর মলদ্বারে যেন পিপীলিকা চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ সুড় সুড় বোধ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিনা, ইগ্নেসিয়া, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, সাইলিসিয়া

ডাইলিউসন—১x, ৩x। নাসিকার অর্ব্বুদে শুষ্ক চূর্ণ।

থ্যাল্লিয়াম (Thallium)

কশেরুকা মজ্জা (locomotor ataxia) রোগের ভীষণ যন্ত্রণা উপশম করে। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত মস্তক হইতে কেশ-পতনেও (allopecia) ইহার প্রয়োষ দেখা যায়।

পক্ষাঘাত—পদদ্বয়ের পক্ষাঘাতে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। পদদ্বয় কাঁপিতে থাকে, অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ। হস্ত পদের অঙ্গুলি অসাড় বোধ হয়, এবং এই অসাড়তা নিম্নাঙ্গে বিস্তারিত হয়।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x চূর্ণ এবং ৩০ শক্তি।

থ্যাস্পিয়াম অরিয়াম-জিজ্জিয়া (Thaspium aureum-Zizia)

হিষ্টিরিয়া, মৃগী এবং তাণ্ডব রোগে ইহার প্রধান কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মানসিক লক্ষণ—আত্মহত্যা চিন্তা, অবসাদ, কখন হাসি কখন ক্রন্দন ইত্যাদি মানসিক চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়।

পুং জননেন্দ্রিয়—সঙ্গম ক্রিয়ার পর অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ। সঙ্গমশক্তি বৃদ্ধি হয়।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—বাম ডিম্বপ্রদেশে থাকিয়া থাকিয়া যন্ত্রণা হয়।

শ্বেদ প্রদর—ক্ষতকারক প্রচুর শ্বেত প্রদর স্রাব হয়।

কাশি—কাশি শুষ্ক এবং কাশিতে বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়।

তাণ্ডব রোগ (Chorea)—তাণ্ডব রোগ বিশেষতঃ নিদ্রিতাবস্থায়

প্রকাশ পায়। পদদ্বয় সর্ব্বদা নাড়াইতে থাকে, পদদ্বয় অত্যন্ত অস্থির (ট্যারেন্টুলা)।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬x

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এগারিকাস, ষ্ট্রেমোনিয়াম, ট্যারেন্টুলা, ইথুজা।

রোগের বৃদ্ধি—নিদ্রিতাবস্থায়।

থিয়া (Thia)

চা হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। স্নায়বীক নিদ্রাহীনতা, হৃৎপিণ্ডের রোগ, হৃৎস্পন্দন এবং পুরাতন চা পানকারীদিগের অজীর্ণ রোগে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

নিদ্রাহীনতা—নিদ্রাহীনতা এবং অস্থিরতা। সুনিদ্রা হয় না মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া থাকে। দিবসে নিদ্রা পায়, রাত্রিতে নিদ্রা হয় না।

পরিপাক ক্রিয়া—পাকস্থলী যেন চুপ্‌সিয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ, পাকস্থলীতে যেন কিছুই নাই অম্লস্বাদযুক্ত দ্রব্য আহার করিতে ইচ্ছা করে। হঠাৎ পেটে প্রচুর বায়ুর সমাবেশ হয়।

হৃৎস্পন্দন—বাম পার্শ্বে নিদ্রা যাইতে পারে না, হৃৎস্পন্দন হয়। নাড়ীর গতি অনিয়ম এবং ইণ্টারমিটেণ্ট।

ডাইলিউসন—৩x, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—থুজা, ফেরাম, বিস্মার।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, খোলা বায়ুতে ভ্রমণে, আহারের পর।

রোগের উপশম—উষ্ণ জলে স্নানে এবং উত্তাপে।

থিওসিনামিন (Theosinamine)

কর্ণের গুণগুণ শব্দের একটি উত্তম ঔষধ। ডাক্তার মুর কর্ণের যে কোন প্রকার গুঞ্জন শব্দের থিওসিনামিনকে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন। তিনি ইহার

দ্বারা অনেক রোগী, বহুদিন স্থায়ী পুরাতন কর্ণের শব্দ আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি কর্ণের গুণ্‌গুণ্‌ ভন্‌ভন্‌ ইত্যাদি শব্দের ইহাকে অব্যর্থ ঔষধ বলেন।

ইহা চূর্ণ এবং তরল উভয়ই পাওয়া যায়। প্রত্যহ ৩x চূর্ণ অর্দ্ধ গ্রেন্‌ পরিমাণ ২ বার করিয়া সেবণীয়।

থাইমল (Thymol)

জননেন্দ্রিয় এবং মূত্রযন্ত্রে ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় ইহার যাহা কিছু কার্য্য সমুদায়ই যেন এতদস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। লিঙ্গের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা আনয়ন করে, স্বপ্নদোষ হয় এবং এতদ্ব্যতীত Hook worm রোগে ইহাকে অব্যর্থ বলা হয় (চিনোপোডিয়াম)।

মানসিক লক্ষণ—অত্যন্ত খিটখিটে, তর্কপ্রিয়, একগুঁয়ে এবং লোক সঙ্গ ভাল বাসে।

স্বপ্নদোষ—রাত্রিতে প্রচুর স্বপ্নদোষ হয়, কুৎসিৎ স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রিতাবস্থায় রেতঃপাত হয়। প্রস্রাব ফোঁটাফোঁটা হয়, জ্বালা করে। এতদ্ব্যতীত প্রচুর প্রস্রাবও হয়। ইউরেট বৃদ্ধি হয়, ফস্‌ফেট হ্রাস হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

রোগের বৃদ্ধি—মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমে।

থাইরইডিনাম (Thyroidinum)

অত্যধিক থাইরাইড সেবনে রক্তশূন্যতা, শীর্ণতা, পেশীর দুর্ব্বলতা, ঘর্ম্ম, শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডলের এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্নায়বীক কম্পন, সুড়সুড়ি, ঝিনঝিনি বোধ এবং পক্ষাঘাত প্রকাশ পায়।

শিশুদিগের শীর্ণতা, বালাস্থিবিকৃতি, অস্থিভঙ্গের সংযোগের বিলম্বে ইহার

প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ লিখিত দেখিতে পাওয়া যে শিশুদিগের অণ্ডকোষ ঝুলিয়া না পড়িলে (undescended testicle) থাইরইডিনাম অর্দ্ধ গ্রেন মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার করিয়া কিছুদিন প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। থাইরইড শরীরের পরিপোষণ ক্রিয়ার উপর উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত স্তন এবং জরায়ু স্থানের অর্ব্বুদে (tumor), অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বমনে, অসারে শয্যায় মোতা, গলগণ্ডে, স্মরণশক্তিহীনতায়ও ব্যবহার হয়।

মানসিক লক্ষণ—বিমর্ষ, খিট্‌খিটে, সামান্য কারণেই রাগান্বিত হয়।

শিরঃপীড়া—মস্তকের সম্মুখে যন্ত্রণা হয়।

হৃৎস্পন্দন—সামান্য পরিশ্রমেই হৃৎস্পন্দন হয়। হৃৎপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। মনে হয় বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য দুর্ব্বল।

প্রস্রাব—প্রচুর প্রস্রাব হয়, এলবিউমেন এবং শর্করা বর্ত্তমান থাকে।

শেযে মোতা—দুর্ব্বল স্নায়ু প্রধান খিটখিটে শিশুদিগের শেযে মোতায় উত্তম কার্য্য করে। (প্রাতে এবং সন্ধ্যায় অর্দ্ধ গ্রেন মাত্রায় সেবণীয়)।

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০।

টিলিয়া ইউরোপা (Tilia Europa)

চক্ষুর পেশীর দুর্ব্বলতায়, রক্তস্রাবে, জরায়ুপ্রদাহে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা—মস্তকে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা, প্রথমে দক্ষিণ পার্শ্ব তৎপর বামপার্শ্বে, যন্ত্রণার সময় দৃষ্টি অপরিষ্কার হয়।

জরায়ু—জরায়ু প্রদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় অথচ যন্ত্রণার উপশম হয় না। বস্তি কোটরে প্রদাহ হয় এবং ফাঁপিয়া উঠে, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা যায় না।

শ্বেত প্রদর—হাঁটাহাঁটিকালীন শ্লেষ্মাবৎ প্রচুর শ্বেতপ্রদর স্রাব হয়। যোনিদেশের বাহ্যপ্রদেশে হাজিয়া যায়।

আমবাত—ভীষণ চুলকায় এবং চুলকানির পর আগুণের ন্যায় জ্বালা করে লালবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা প্রকাশ পায় এবং চুলকায়। নিদ্রায় অভিভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর উষ্ণ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৬, ৩০।

রোগের বৃদ্ধি—অপরাহ্ণে, সন্ধ্যায়, উত্তপ্ত ঘরে, শয্যার উত্তাপে।

রোগের উপশম—শীতল ঘরে, সঞ্চালনে।

থ্ল্যাপ্‌সী বার্সা প্যাসটোরিস
(Thlapsi-Bursa-Pastoris)

ইহা রক্ত স্রাব এবং ইউরিক এসিডের বিষঘ্ন ঔষধ, ইহাতে রক্ত স্রাব হ্রাস করার এবং ইউরিক এসিডের সমাবেশ নষ্ট করে। জরায়ু, অর্ব্বুদ, যে কোন স্থান হইতে রক্ত স্রাবে ইহা নির্ব্বাচিত হয় এবং ইউরিক এসিডের বিষঘ্নরূপে কার্য্য করিয়া মূত্রপিণ্ড শূল যন্ত্রণা (renal colic) নিবারণ করে।

রক্ত স্রাব—রক্ত স্রাব প্রচুর হয় এবং রক্ত স্রাব নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির। রক্ত কাল এবং চাপ চাপ। জরায়ু হইতে রক্ত স্রাবে ভীষণ খিলধরা এবং শূল যন্ত্রণা হয়। রক্ত স্রাব, গর্ভপাত, প্রসব যন্ত্রণা, রজোনিবৃত্তিকালে অধিক হয় এবং এমন কি জরায়ুর কর্কট রোগবশতঃ রক্ত স্রাব হয়।

ঋতু স্রাব—মাসিক ঋতু স্রাব সময়ের পূর্ব্বে অত্যন্ত প্রচুর এবং অনেক দিন স্থায়ী, প্রায় ১০।১৫ দিন হয়। প্রথম স্রাব নির্গত হইতে কষ্ট হয়, প্রথমে কেবলমাত্র সামান্য দেখা দেয়, দ্বিতীয় দিনে শূল যন্ত্রণা, বমন এবং চাপ চাপ রক্ত স্রাব হয় এবং দেখা যায় প্রত্যেক এক দিন পর পর স্রাব অধিক হয়। থ্ল্যাপ্‌সীতে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে জরায়ুর দুর্ব্বলতাবশতঃ রক্ত স্রাব কিংবা ঋতু স্রাবে বিলম্বও হয়।

মূত্রপিণ্ড শূল—মূত্রপিণ্ড শূলে থ্ল্যাপসি উত্তম কার্য্য করে এবং অনেক স্থলে কোন ঔষধে উপকার না হইলে থ্ল্যাপসিতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। যে সমুদয় রোগীতে ইউরিক এসিডের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় সেইরূপ স্থলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। থ্ল্যাপসিতেও ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় তলানি পড়ে। প্রস্রাব ধীরে ধীরে নির্গত হয়, প্রস্রাবে কষ্টও হয়, অনেক সময় থ্ল্যাপসি ক্যাথিটারের কার্য্য করে।

শ্বেত প্রদর স্রাব—রক্তযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ। মাসিক ঋতু স্রাবের কিছুদিন পূর্ব্বে এবং পরে হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—মূত্রপিণ্ড শূলে মূল অরিষ্ট অধিক ব্যবহার হয় এবং আমিও মূল অরিষ্টই প্রয়োগ করিয়া থাকি। রক্ত স্রাব ইত্যাদিতে ৬x, ৩০ অধিক প্রচলিত।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিনাপিস, ট্রিলিয়াম, ভাইবুরনাম, উষ্টিল্যাগো।

ট্রাইবুলাস টেরেসট্রিস (Tribulas Terrestris)

মূত্র যন্ত্রে বিশেষতঃ মূত্রকৃচ্ছ্রে এবং লিঙ্গের দুর্ব্বলতায় দ্রুত রেতঃপাতে, বীর্য্যের তারল্যে, প্রষ্টেটিক গ্রন্থির প্রদাহে, পাথরি রোগে, লিঙ্গের দুর্ব্বলতায় ইহা একটি উত্তম ঔষধ। হস্তমৈথুনজনিত আংশিক ধ্বজভঙ্গে, মলত্যাগ করিতে বীর্য্যস্খলনে ইহাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত অধিক বয়সে অত্যধিক স্ত্রীসহবাস হেতু লিঙ্গের দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হইলেও ট্রাইবুলাসকে স্মরণ করিবে। এই শ্রেণীর ঔষধ—সিলিনিয়াম, এসিড ফস ইত্যাদিতে উপকার না হইলে ট্রাইবুলাস প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। ইহাতে আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহা হইতেছে যন্ত্রণাযুক্ত মূত্র ত্যাগ এবং মূত্রের বেগ ধারণে অক্ষমতা।

মাত্রা—১০ হইতে ২০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবনীয়।

ট্রাইফোলিয়াম প্রেটেনসি
(Trifolium Pratense)

অত্যন্ত লালা স্রাব হয়। মনে হয় কর্ণমূল হইবে, এতদ্ব্যতীত মস্তকে চর্ম্মরোগ অর্থাৎ দুগ্ধ পীড়কা (crusta lactea) প্রকাশ পায়। লালা স্রাবই ইহার বিশেষ লক্ষণ (মার্কিউরিয়াস)।

হুপিং কাশি—রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। তরল সর্দ্দি থাকে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ট্রাইফোলিয়াম রিপেন্স—কর্ণমূলে ইহাকে প্রতিষেধক ঔষধ বলা হয়। লালাস্রাবী গ্রন্থি রক্তাধিক্য যন্ত্রণাযুক্ত এবং শক্ত হয়, শয়নে বৃদ্ধি হয়। মুখ-বিবর তরল জলবৎ লালায় পূর্ণ হইয়া থাকে। মনে হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ ভয় হয়, উপবেশনে এবং সন্ধ্যাকালে উপশম বোধ করে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

ট্রাইটিকাম (Triticum)

মূত্রাশয়ের irritationএর ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাশয় প্রদাহ এবং প্রমেহ ইত্যাদি রোগে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

পুনঃ পুনঃ যন্ত্রণাযুক্ত এবং কষ্টজনক প্রস্রাব হয়। পূঁজ এবং শ্লেষ্মাস্রাব থাকে, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রোষ্টেটিক গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, সর্ব্বদা মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ বর্ত্তমান থাকে।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট দিনে ৩ বার সেবনীয়।

ট্রোম্বোডিয়াম (Trombodium)

আমাশয়ের ইহাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। খাদ্যদ্রব্য আহারে এবং পানে লক্ষণ সমুদায় বৃদ্ধি হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং পরে নিম্নোদরে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। কেবল আহারের পর মলত্যাগ হয়, যকৃত রক্তাধিক্য হয়, প্রাতঃকালে শয়ন হইতে উঠিলে তরল মলত্যাগের অত্যন্ত বেগ হয়। মল কটাবর্ণ, তরল, রক্তমাখা এবং কোঁথানিযুক্ত। মলত্যাগকালীন বাম পার্শ্বে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা নিম্ন দিকে বিস্তারিত হয়, মলদ্বার জ্বালা করে।

ডাইলিউসন ৬, ৬০।

টুসিল্যাগো (Tussilago)

মূত্র যন্ত্রে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং প্রমেহ রোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

প্রমেহ—মূত্রমার্গ সুড় সুড় করে। পীতবর্ণ, গাঢ় পুঁজ স্রাব হয়। সুড় সুড় বোধের সহিত লিঙ্গের উচ্ছাস হয়, কোষরজ্জুতে যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—নিম্ন ক্রম এবং মূল অরিষ্ট।

টুরনেরা (Turnera)

ইহা ডেমিয়ানা নামেও পরিচিত। লিঙ্গের দৌর্ব্বল্যে, ধ্বজভঙ্গে, স্নায়ু দৌর্ব্বল্য হেতু লিঙ্গের দুর্ব্বলতায়, পুরাতন প্রোষ্টেটিক (Prostatic) স্রাবে। অল্প বয়স্ক বালিকাদিগের স্বাভাবিক ঋতু আনয়ন করিতে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট ১০ হইতে ৪০ ফোঁটা।

ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম
(Uranium Nitricum)

ইহার ব্যবহার বহুমূত্রে, মূত্রপিণ্ডের প্রদাহে, high blood pressure এবং শোথ রোগে দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিপাক ক্রিয়া—অত্যন্ত পিপাসা, বমনেচ্ছা, বমন এবং ভীষণ ক্ষুধা হয়। আহারের পর পেট ফাঁপিয়া উঠে, পাকাশয়ের নিম্নদিকের মুখে যন্ত্রণা হয়, এতদ্ব্যতীত পাকাশয় এবং duodenal ক্ষতেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

বহুমূত্র—প্রস্রাব প্রচুর হয়। শরীর শীর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পেট ফাঁপাও থাকে। মূত্রমার্গে জ্বালা করে প্রস্রাবের বেগ রাখিতে পারে না, অসাড়ে মূত্রস্রাবও হয় (মুলেন অয়েল)।

ধ্বজভঙ্গ—সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ হয় এবং এতদসহ স্বপ্নদোষ বর্ত্তমান থাকে। লিঙ্গ শীতল এবং শিথিল।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ফস্ফরিক এসিড, ল্যাকটিক এসিড, আর্জেণ্টাম নাই, কেলিবাই, আর্স।

ডাইলউসন—২x, ৩x।

আর্টিকা ইউরেন্স (Urtica Urens)

প্রসবান্তে স্তনে দুগ্ধাভাব, আমবাত, প্লীহা রোগ, গেঁটে বাত এবং ইউরিক এসিড ধাতুগ্রস্থ লোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এতদ্ব্যতীত কাঁকড়া, গুগলি আহার করার জন্য উপসর্গে ইহা বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে। বাতে আমবাতের ন্যায় পীড়কা বর্ত্তমান থাকে।

উদরাময়—উদরাময়ে প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব থাকে, পুরাতন উদরাময়ে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

চুলকানি—অণ্ডকোষে চুলকানি হয় এবং চুলকানির জন্য রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না।

দুগ্ধ লোপ—স্তনে দুগ্ধ অধিক হয় না, হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

যোনি কুণ্ডয়ন—যোনিদেশ অত্যন্ত চুলকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা এবং চুলকানি বর্ত্তমান থাকে ও স্থান চাকা চাকা হইয়া ফুলিয়া উঠে।

আমবাত—চাকা চাকা আমবাত প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায়। গাত্র অত্যন্ত জ্বালাও করে।

বাত—আমবাতের সহিত বাত পর্য্যায়ক্রমে হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, এবং নিম্নক্রম।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মেডুসা, নেট্রাম মিউর, ল্যাক-ক্যানাইনাম, রিসিনাস, রাসটক্স, এপিস।

রোগের বৃদ্ধি—জলে, শীতল স্যাঁৎসেতে বায়ুতে, স্পর্শে।

উষ্টিল্যাগো (Ustilago)

জরায়ু থল থলে শিথিল যেন পেশী সমূহের কোনপ্রকার শক্তি নাই, রক্তস্রাব হয়। শরীরের নানান স্থানে রক্তাধিক্য হয় বিশেষতঃ রজঃ নিবৃত্তি কালে। রক্তস্রাব নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির (passive) এতদ্ব্যতীত দুগ্ধপীড়কায়ও (crusta lactea) ব্যবহার হয়।

হস্তমৈথুন—হস্তমৈথুন যেন কর্ত্তৃত্বহীন অর্থাৎ সংযম করিতে পারে না। হস্তমৈথুন করিতে প্রবল আকাঙ্খা। কটিদেশে যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। অবসন্ন হঠাৎ নিরুৎসাহ।

ঋতুস্রাব—অতুকল্প ঋতুস্রাব হয় অর্থাৎ ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে মুখ হইতে রক্ত উঠে (ব্রাই, ফস্ফ)। ডিম্বাশয় জ্বালা এবং বেদনা।

রক্তস্রাব—গর্ভপাতের পর কিংবা অন্য সময়ে প্রচুর রক্তস্রাব হয়। রক্তস্রাবে যন্ত্রণা থাকে না। সামান্য কারণেই রক্তস্রাব হয় (ইপিকাক, স্যাবাইনা)।

রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ, তরল এবং চাপ চাপ। রজঃ নিবৃত্তিকালে প্রচুর রক্তস্রাব হয় (ল্যাকেসিস, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব)। রক্ত উজ্জ্বলবর্ণ ব্যতীত কালবর্ণ চাপ চাপ রক্তও নিঃসৃত হয় এবং রক্ত টানিলে দড়ির মত লম্বা হইয়া যায় (ক্রোকাস, ল্যাক-ক্যানাইনাম)।

জরায়ু গ্রীবা হইতে সহজেই রক্তস্রাব হয়। প্রসবান্তিক রক্তস্রাবেও উষ্টিল্যাগো উত্তম কার্য্য করে (সিকেলি, স্যাবাইনা)। প্রচুর ক্লেদস্রাবও হয়।

চর্ম্মরোগ—চর্ম্ম শুষ্ক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁড়া হইবার প্রবণতা।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিকেলি, স্যাবাইনা।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৬, ৩০।

উভাউর্সি (Uvaursi)

মূত্র যন্ত্রের উপর ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। মূত্রাশয় প্রদাহ, রক্ত প্রস্রাব, জরায়ুযুক্ত স্রাব, শ্লেষ্মাযুক্ত প্রস্রাব, শ্লেষ্মাযুক্ত মূত্র ত্যাগের পর জ্বলন। পাথরি হেতু প্রদাহ।

মূত্র—পুনঃ পুনঃ মূত্রের বেগ এবং মূত্রাশয়ে ভীষণ আক্ষেপ (spasm) হয়। প্রস্রাবে রক্ত পুঁজ এবং চট্‌চটে শ্লেষ্মা ও বড় বড় চাপ বর্ত্তমান থাকে (clots in large masses)। অসাড়েও মূত্র নিঃসরণ হয় এবং মূত্র সবুজ-বর্ণ হয়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ৩০ ফোটা প্রয়োগ করা হয়।

ভ্যাক্সিনিনাম (Vaccininum)

ইহা নোসোড জাতীয় ঔষধ। ইহাকে বসন্ত রোগের একটি মহৎ ঔষধ বলা হয়। বসন্ত রোগ যখন বহুব্যাপক রূপে দেখা দেয় সেইরূপ স্থলে ইহা সপ্তাহে একবার করিয়া সেবনে প্রতিষেধক রূপে কার্য্য করে। ইহা সচরাচর ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়। কপালে যন্ত্রনা হয়, কপাল এবং চক্ষু বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ বোধ হয়। গাত্রত্বক উত্তপ্ত এবং শুষ্ক।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ভ্যারিওলিন, ম্যালানড্রিনাম, থুজা।

ভ্যাক্সিনাম মার্টিলইডিস ফোলিও (Vaccinum Myrtilloides Folio)

ইহা বহুমূত্রের নূতন ঔষধ এবং অত্যন্ত ফলপ্রদ। ইহাতে পথ্যের বিশেষ কোন বিচার দরকার হয় না। যাহারাই ইহা ব্যবহার করিয়াছেন তাহারাই ইহার সুনাম করিয়াছে। ইহা মুল অরিষ্ট ব্যবহার হয়। (several who have used this new diabetes remedy have reported a very marked reduction of sugar in the urine with little or no restriction in the diet—B & T.)

ভ্যালেরিয়ানা (Valeriana)

ভ্যালেরিয়ানা হিষ্টিরিয়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী স্নায়ু প্রধান, স্পর্শাধিক্য, পরিবর্ত্তনশীল মানসিক লক্ষণ।

হিষ্টিরিয়া—ভ্যালেরিয়ানার যাহা কিছু প্রয়োগ হিষ্টিরিয়াতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এসাফিটিডা, মস্কাস ইত্যাদির ন্যায় ভ্যালেরিয়ানাতে হিষ্টিরিকেল

আক্ষেপ এবং তদসহিত অচৈতন্যতা থাকে না। ইহাতে স্নায়বিক চঞ্চলতা অধিক থাকে। মন এবং শরীর উভয়ই উত্তেজিত হয়। রোগী সময় সময় অত্যন্ত আনন্দিত, স্ফূর্ত্তিশীল হয় আবার বিপদের কল্পনা করিয়া বিষন্ন চিন্তিত হয়। রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, সকল সময় নড়াচড়া করিতে থাকে (she must move)। ভ্যালেরিয়ানায় একটি লক্ষণের বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে তাহার যাবতীয় উপসর্গ যখন স্থির হইয়া বসিয়া থাকে কিংবা পদদ্বয় স্থির করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে বৃদ্ধি হয় এবং চলাফেরায় উপসম হয়। ভ্যালেরিয়ানা রোগীতে মানসিক অবস্থারও অত্যন্ত পরিবর্ত্তন ঘটে রোগী মনে করে যে, তাহার শরীর সোলার মত পাতলা হইয়া গিয়াছে সে আকাশে উড়িতেছে (এসারাম, ল্যাকক্যান। মনে হয় পদদ্বয় কেবল আকাশে উড়িতেছে—ষ্টিকটা) আরো দেখিতে পাওয়া যায় রোগী গলদেশের ভিতরে দড়ি কিংবা সুতা লম্বা হইয়া রাখিতেছে এইরূপও বোধ করে (জিহ্বায়—সাইলি, নেট্রাম) এবং তদহেতু পুনঃ পুনঃ ওয়াক তুলে বমনোদ্বেগ হয়। পাকস্থলী হইতে একটি উত্তপ্ত বায়ু যেন গলদেশে ঠেলিয়া উঠিতেছে, এইরূপ লক্ষণও বর্ত্তমান থাকে।

ভ্যালেরিয়ানা রোগীর স্নায়ু মণ্ডল এত অধিক স্পর্শাধিক্য থাকে যে ইহাকে হেপার, ক্যামোমিলা, নাক্সমস্চেটার সমতুল্য বলা যাইতে পারে সামান্য যন্ত্রণাতেই রোগী মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

ডাঃ ফিলিপ বলেন ভেলেরিয়ানা হিষ্টিরিয়ার একটি উত্তম ঔষধ, ইহা ব্যবহারে হিষ্টিরিয়ার যাবতীয় উপসর্গ নিদ্রাহীনতা, অবসাদ, অস্থিরতা, ইত্যাদি দূরীভূত করিয়া সুস্থ অবস্থা আনয়ন করে (in hypochondriasis, it claims the nervousness, removes the wakefulness, promotes sleep and induces sensation of quietude and comfort, sadness is removed and the hypochondriac state of the mind in general abates.)

কটি স্নায়ুশূল (Sciatica) এবং বাত—কটি স্নায়ুশূলে ভ্যালেরিয়ানার প্রয়োগ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহা স্নায়ু প্রধান স্ত্রীলোকে উত্তম কার্য্য করে। দাঁড়াইয়া মেজের উপর পা স্থিরভাবে

রাখিলে (বেলেড) এবং পদদ্বয় বিশ্রাম অবস্থায় টান করিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং চলা ফেরায়, হাটাহাটিতে উপশম হয়। পদদ্বয়ের ডিমিতে, গোড়ালিতে, পেশীতে ইত্যাদি নানা স্থানে যন্ত্রণা হয় কিন্তু যন্ত্রণা বিশ্রামে বৃদ্ধি হয় এবং হাটাহাটিতে উপশম হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—শিশু দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না। দুগ্ধ চাপ চাপ আকারে বমন হয় এবং উদরাময়েও দুগ্ধের চাপ থাকে (ইথুজা)। মাতার ক্রোধান্বিত অবস্থার পর যে মুহূর্ত্তে স্তন পান করা হয় থান থান আকারে বমন হইয়া উঠিয়া যায়।

উদরাময়—জলবৎ তরল মল। দুগ্ধের চাপ মিশ্রিত থাকে। উদরাময়ের সহিত পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—অধিকাংশ পুস্তকে মুল অরিষ্ট এবং ১x প্রয়োগের ব্যবস্থা দেখিতে পাই কিন্তু আমি ৬ এবং ৩০ শক্তি ব্যবহারে আশানুরূপ ফল পাইয়াছি। আমার মতে ৩০, ২০০ শক্তি রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এসাফিটিডা, এসারাম, ইগ্নেসিয়া, ল্যাক, কেল।

পদদ্বয়ের গোড়ালির যন্ত্রনায়—এগারিকাস, কষ্টিকাম, লেডাম, ফাইটোলেক্কা।

ভেরিওলিনাম (Variolinum)

বসন্তের লসীকা (lymph) হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। বসন্ত রোগের ইহা একটি অবর্থ মহৌষধ এবং বসন্তের সকল অবস্থাতেই ইহা

নির্ব্বিঘ্নে প্রয়োগ হইতে পারে। টিকা দেওয়ার ন্যায় বসন্তের প্রতিষেধকরূপে ইহা ব্যবহার হয়।

কটি শূল—কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং পদদ্বয় কন্ কন্ করিতে থাকে। রোগী অস্থির এবং সমুদায় শরীরের ক্লান্তি বোধ। হস্তের মণিবন্ধেও যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা কটিদেশ হইতে নিম্নোদরে সরিয়া বেড়ায়।

শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া—শ্বাসপ্রশ্বাসে চাপ বোধ, গলদেশ যেন রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ মনে হয়। কাশি চটচটে কখন কখন রক্তের রেখাযুক্ত শ্লেষ্মা উঠে।

জ্বর—গাত্র ত্বক অত্যন্ত উত্তপ্ত, প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

ইকজিমা—টিকা দেওয়ার দরুণ পুরাতন ইকজিমা।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ভ্যাক্সিনাম, ম্যালাণ্ড্রিনাম।

ভারবাসকাম (Varbascum)

ইহার মস্তিষ্ক স্নায়ুতে, কর্ণে, শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রে এবং মুত্রাশয়ে যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। থাকিয়া থাকিয়া মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়।

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল—বাম মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যন্ত্রণা চুয়ালে আরম্ভ হইয়া কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, এত ভীষণ যন্ত্রণা হয় মনে হয় যেন আক্রান্ত স্থান পিসিয়া ফেলিতেছে। কথা বলায়, হাঁচিতে এবং দন্তের পরস্পর চাপে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। প্রত্যহ দুইবার করিয়া যন্ত্রণা হয়, প্রত্যেক দিন প্রাতে ও সন্ধ্যার একই সময় হয়। যন্ত্রণার সহিত সর্দ্দি এবং চক্ষু হইতে জল নিঃসরণ বর্ত্তমান থাকে।

কর্ণশূল—কর্ণশূল যন্ত্রণায় মনে হয় কর্ণ যেন বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বধিরতা লক্ষণও প্রকাশ পায়।

স্বর ভঙ্গ—গলার স্বর বসিয়া যায়, স্বর ঘং ঘং করে।

কাশি—কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, কাশি ফাঁপা ঘং ঘং শব্দযুক্ত।

শেযে মোতা—অসারে প্রস্রাব হয়, সর্ব্বদা ফোঁটা ফোঁটা হয়।

বাত—নিম্নাঙ্গের সন্ধিস্থল আড়ষ্ট এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়।

মাত্রা—কর্ণ বেদনায় এবং কর্ণকুহরের শুষ্কতায়, রাত্রিতে শয়নে কাশি বৃদ্ধি হওয়ায়, শেযে মোতায় ৪।৫ ফোঁটা করিয়া প্রাতে এবং অপরাহ্নে সেবনীয়। এতদ্ব্যতীত কর্ণ বেদনায় এবং কর্ণকুহরের শুষ্কতায় কর্ণে ইহার ফোঁটা দেওয়া হয়।

ভেস্‌পা ক্র্যাবরো (Vespa Crabro)

চর্ম্ম এবং স্ত্রীরোগে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব হইবার পূর্ব্বে মানসিক অবসাদ, যন্ত্রণা, চাপ বোধ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পায়।

ডিম্বাশয়—বাম ডিম্বাশয় অত্যন্ত আক্রান্ত হয়, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয় এবং জ্বালা করে জরায়ুর মুখের বাহির হাঁজিয়া যায়।

স্ফোটক—হুলবিদ্ধবৎ এবং টাটানি যন্ত্রণা হয়, ভিনিগার দ্বারা প্রক্ষালণে উপশম হয়।

ইরিথিমা (Erythema)—ইরিথিমা প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায় এবং জ্বালা করে।

সমগুন ঔষধসমূহ—এপিস।

ডাইলিউসন—৩০।

ভাইবুরনাম ওপুলুস
(Viburnum Opulus)

ইহার প্রধান কার্য্য স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগে বিশেষতঃ গর্ভপাত নিবারণে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কৃত্রিম প্রসব যন্ত্রণা এবং গর্ভপাতের আশঙ্কা ইহাতে উপশম করে।

ঋতুস্রাব—অত্যন্ত বিলম্বে, স্বল্প এবং স্বল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, স্রাবে দুর্গন্ধ হয়, নিম্নোদরে খিলধরা যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা জানুদ্বয়ের নিম্নে বিস্তারিত হয়। ডিম্বাশয় প্রদেশ ভারী এবং রক্তাধিক্য বোধ হয়।

গর্ভপাত—পুনঃ পুনঃ এবং সময়ের অতি পূর্ব্বে গর্ভপাত হয়। নিম্নোদরে হঠাৎ খিলধরা এবং শূল যন্ত্রণা হয়। নাভিদেশের নিকট চাপ দেওয়া যায় না।

যাহাদিগের প্রতিবার গর্ভপাত হয় তাহাদিগের প্রতি ইহা উত্তম কার্য্য করে। ভ্যাদাল ব্যথা, জিহ্বার কর্কট্ রোগ এবং ভীষণ হিক্কায় ইহা নির্ব্বাচিত হয়, ইহাকে জরায়ুর বলকারক ঔষধও বলা হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—সিমিসিফিউগা, কলফাইলাম, সিপিয়া, জ্যান্থক্স।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং ৩×, ৬×।

রোগের বৃদ্ধি—আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে, উষ্ণ ঘরে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে।

রোগের উপশম—খোলা মুক্ত বায়ুতে এবং বিশ্রামে।

ভিনকা মাইনর (Vinca Minor)

ইকজিমায় বিশেষতঃ শিশুদিগের মস্তকের দুগ্ধপীড়কার ন্যায় চর্ম্মরোগে (Plica polonica) ইহার অধিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

চর্ম্ম রোগ—মস্তকের খুলির ত্বকে চাপ চাপ পীড়কা প্রকাশ পায়। চুল রসে জড়াইয়া সাঁটিয়া যায়, পীড়কার নিম্ন হইতে রস নির্গত হয়, রস ক্ষত-কারক এবং পীড়কা চুলকায়; সকল সময় চুলকাইতে ইচ্ছা করে। পীড়কায় দুর্গন্ধ হয়। গাত্রত্বক অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, সামান্য ঘর্ষণে লাল হইয়া উঠে এবং যন্ত্রণা হয়।

ঋতুস্রাব—প্রচুর ঋতুস্রাব হয় এবং দুর্ব্বল করে। জরায়ু হইতে অল্প অল্প রক্ত স্রাব হইতে থাকে কোন প্রকার বিশেষ যন্ত্রণা থাকে না (উষ্টিলেগো, ট্রিলিয়াম, সিকেলি)। বিশেষভাবে রজোনিবৃত্তি কালে এই প্রকার রক্ত স্রাব সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে।

ইকজিমা—মস্তকে এবং মুখমণ্ডলে ইক্জিমা প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায়। ইক্জিমা রসযুক্ত হয়।

সমগুণ ঔষধ—ওলিয়েণ্ডার, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া।

ডাইলিউসন—১x, ৩x, ৬x।

ভাইওলা ওডেরেটা (Viola Odarata)

কর্ণে ইহার বিশেষ কার্য্য প্রকাশ পায়। কৃষ্ণবর্ণ কেশযুক্ত ব্যক্তিতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। চক্ষুর উপর এবং নীচে যন্ত্রণা হয়। শরীরের ঊর্দ্ধ প্রদেশে বাত প্রকাশ পায় বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক হয়। শিশু-দিগের ক্রিমি রোগেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

শিরঃঘূর্ণন—মস্তক ঘুড়িতে থাকে এবং মস্তকের সম্মুখাংশ জ্বালা করে। মস্তকের খুলির ত্বক টান হইয়া থাকে।

অক্ষিপুট স্নায়ু শূল—চক্ষুর ভ্রূর ঊর্দ্ধে যন্ত্রণা হয়।

কান পাকা—কর্ণে যন্ত্রণা হয়, গীতবাদ্য শুনিতে ভাল লাগে না।

কর্ণে গুন্ গুন্ ভন্ ভন্ শব্দ হয়, অনেক সময় কর্ণে ভাল শুনিতে পায় না, কর্ণে পূঁজের সঞ্চার হয়।

কাশি—শুষ্ক অক্ষেপযুক্ত কাশি এবং শ্বাসকষ্ট, দিনে অধিক হয়। অন্তঃসত্বাবস্থায় শ্বাসকষ্ট হয়।

মূত্র—দুগ্ধের ন্যায় প্রস্রাব হয় এবং তীব্র গন্ধ থাকে।

বাত—গ্রীবাদেশের পেশীর (deltoid muscle) বাত হয়। হস্তের অঙ্গুলির, বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলির সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৬, ৩০।

ভাইওলা ট্রাইকলার (Viola Tricolar)

শিশুদিগের ইকজিমা এবং স্বপ্নদোষে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ইকজিমা—মস্তকের খুলির ত্বকে এবং মুখমণ্ডলে ইকজিমা প্রকাশ পায় এবং তৎসহ গ্রন্থির স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে। ভীষণ চুলকায় জ্বালা করে, চুলকানি রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এতদ্ব্যতীত মস্তকে চাপ চাপ দুগ্ধ পীড়কাবৎ রস-যুক্ত পীড়কা হয়। মামড়ি অত্যন্ত পুরু হয় এবং ফাটিয়া গিয়া চটচটে পীতবর্ণ পূঁজ নিঃসৃত হয়। মুখমণ্ডলেও অনেকটা এই প্রকার রসযুক্ত ইকজিমা হয়।

স্বপ্নদোষ—রাত্রিতে ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া অনিচ্ছায় রেতঃপাত হয় এতদ্ব্যতীত মলত্যাগ কালেও রেতঃস্খলন হয়।

পুং জননেন্দ্রিয়—লিঙ্গত্বক ফুলিয়া উঠে, লিঙ্গমুণ্ড জ্বালা করে এবং চুলকায়।

মূত্র—বিড়ালের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর প্রস্রাব।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যালকেরিয়া, সিপিয়া, রাসটক্স।

রোগের বৃদ্ধি—শীতকালে, ১১টা মধ্যাহ্নে।

ভাইপেরা (Vipera)

শিরার প্রদাহে ইহা অধিক কার্য্যকারী। শিরা প্রদাহ হইয়া অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে, মনে হয় শিরা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। যকৃতও বিবৃদ্ধি হয়।

মুখমণ্ডল—মুখমণ্ডল অত্যন্ত স্ফীত হয়। ওষ্ঠদ্বয় এবং জিহ্বাও সঙ্গে সঙ্গে ফুলিয়া ওঠে। প্রদাহ দেখিতে ঈষৎ বেগুনে আভাযুক্ত হয়। জিহ্বা শুষ্ক কটা অথবা কৃষ্ণবর্ণ। কথা বলিতে কষ্ট বোধ করে।

যকৃত—জিহ্বা বিবৃদ্ধি হয় এবং ভীষণ যন্ত্রণা হয়, সঙ্গে সঙ্গে ন্যাবা রোগ দেখা দেয় এবং জ্বর প্রকাশ পায়।

শিরাপ্রদাহ (Phlebitis)—শিরা বিবৃদ্ধি (varicose veins) এবং শিরা প্রদাহে ইহার যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী পদদ্বয় উচু করিয়া রাখিতে বাধ্য হয়। পদদ্বয় ঝুলাইয়া রাখিলে মনে হয় আক্রান্ত পদ যেন যন্ত্রনায় ফাটিয়া যাইবে, ভীষণ অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—১২ শক্তি

ভিস্কাম এলবাম (Viscum Album)

বাত এবং গেঁটে বাত বশতঃ উপসর্গ, স্নায়ুশূল বিশেষতঃ কটিস্নায়ুশূল, মৃগী তাণ্ডবরোগ এবং জরায়ু রক্তস্রাব, বাত জনিত বধিরতা এবং হাঁপানি, যন্ত্রণাযুক্ত বাত, ইত্যাদিতে ভিস্কামের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্বাসকষ্ট—বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হয়।

হাঁপানি—বাত কিংবা গেটে বাতের সংশ্রব থাকে।

রক্তস্রাব—রক্তস্রাবের সহিত যন্ত্রণা থাকে। রক্ত তরল এবং চাপযুক্ত। যন্ত্রণা পশ্চাদ্দেশ হইতে বস্তি কোঠরে বিস্তারিত হয়। তীব্র বিদ্ধবৎ এবং ছিন্নবৎ ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

আবদ্ধ ফুল (Retained Placenta)—সন্তান প্রসবের পর ফুল আটকাইয়া যায় (সিকেলিকর)।

হৃৎস্পন্দন (Palpitation)—সঙ্গমক্রিয়াকালীন হৃৎস্পন্দন হয়, বাম পার্শ্বে শয়নে শ্বাসকষ্ট হয় যেন হৃৎপিণ্ডের গতি স্থগিত হইয়া আইসে।

কটিস্নায়ুশূল—উভয় জানুদেশে এবং উর্দ্ধে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। যেন একটি অগ্নিগোলক সদৃশ উত্তপ্ত বস্তু পদদ্বয় হইতে মস্তকে উঠে এবং অগ্নিবৎ জ্বলিতে থাকে।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম এবং মূল অরিষ্ট।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিকেলি, ব্রাইওনিয়া পালসেটিলা, রডডেনড্রন।

রোগের বৃদ্ধি—শীতকালে, ঠাণ্ডায়, বৃষ্টিবাদলার দিন, শয্যায় সঞ্চালনে এবং বাম পার্শ্বে শয়নে।

ওয়াইথিয়া (Wyethia)

গলদেশে বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ সংক্রান্ত গলকোষ প্রদাহে (follicular pharyngitis) ইহার উত্তম কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অর্শ রোগে, গায়কদিগের গলদেশের উপসর্গেও ইহার ব্যবহার রহিয়াছে।

গলদেশ—সকল সময় রোগী গলা খেঁকড়াইতে থাকে, গলা পরিষ্কার করিয়াও উপশম নাই। গলা যেন ফুলিয়া গিয়াছে এইরূপ মনে হয়। গলাধঃকরণ কষ্টজনক, উপজিহ্বা যেন বৃদ্ধি হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

উদরাময়—তরল, কৃষ্ণবর্ণ, রাত্রিতে অধিক হয়। মলদ্বার চুলকায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিন্য সহ অর্শ বর্ত্তমান থাকে রক্তস্রাব থাকে না।

কাশি—শুষ্ক কাশি, গলায় সুড় সুড় করিয়া কাশি হয়। ভুজনলীতে জ্বালা করে। কথা অধিক বলিলে কিংবা সঙ্গীত গাহিলে স্বরভঙ্গ হইবার আশঙ্কা হয়; গলদেশ শুষ্ক এবং উত্তপ্ত।

ডিম্বাশয় প্রদাহ—বাম ডিম্বাশয়ে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা জানুদেশে বিস্তারিত হয়।

জ্বর—পূর্ব্বাহ্নে ১১টার সময় জ্বর হয়। শীত অবস্থায় বরফজল পান করিবার তৃষ্ণা হয়। উত্তাপ অবস্থায় তৃষ্ণা থাকে না। ঘর্ম্ম সমুদায় রাত্রি ব্যাপিয়া হয় এবং ঘর্ম্মের সময় ভীষণ শিরঃপীড়া হয়।

সমগুণ ঔষধ—অরাম, ল্যাকেসিস, স্যাঙ্গুইনেরিয়া।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x, ৬।

জ্যান্থক্সাইলাম (Xanthoxylum)

স্নায়ুমণ্ডলে এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ইহার প্রধান কার্য্য প্রকাশ পায়—এতদ্ব্যতীত অর্দ্ধাঙ্গক্ষেপ (hemiplegia) পক্ষাঘাত, স্নায়ুশূল, যন্ত্রণাযুক্ত রক্তস্রাবে, রজঃকৃচ্ছ্রে (dysmenorrhoea), ভ্যাদালব্যথায়, বাত রোগে, ইহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে এবং ইহাকে যন্ত্রণাযুক্ত রজঃকৃচ্ছ্রের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়।

মানসিক লক্ষণ—স্নায়ুপ্রধান, ভীত এবং অবসাদপূর্ণ।

শিরঃপীড়া—মস্তকের তালুতে ভার এবং যন্ত্রণা বোধ করে। চক্ষুর উপরেও যন্ত্রণা হয়। নাসিকার উপর দপ্ দপ্ করে, মস্তক যেন বিভক্ত হইয়া যাইতেছে মনে হয়, কর্ণে গুণ গুণ শব্দ হয়।

উদরাময় এবং আমাশয়—উদরাময়ের সহিত পেট কামড়ানি থাকে। আমাশয়ের সহিত পেটফাঁপা থাকে—মলে ঘ্রান থাকে না। মল ত্যাগকালীন কোঁথানি হয়।

ঋতুস্রাব—সময়ের অতি পূর্ব্বে হয় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত। ডিম্বাশয় স্নায়ুশূল সহ কটিদেশে এবং নিম্নোদরে যন্ত্রণা হয়। বাম পার্শ্বে অধিক হয়, যন্ত্রণা জানুদেশে বিস্তারিত হয়। স্নায়ুশূল যন্ত্রণাযুক্ত রজঃকৃচ্ছ্র এতদ সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে, পশ্চাতে এবং পদদ্বয়ে যন্ত্রণা হয়। রজঃকৃচ্ছ্র স্নায়ুশূলে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। ঋতুস্রাব গাঢ় দেখিতে অনেকটা কৃষ্ণবর্ণ।

ভ্যাদালব্যথা (after pain)—ভ্যাঁদালব্যথাতেও ইহার উপকারিতা দেখা যায় (আর্ণিকা, ক্যামোমিলা)।

পক্ষাঘাত—মেরুদণ্ডের উপসর্গ হেতু বাম পার্শ্বে পক্ষাঘাত প্রকাশ পায়। বাম পার্শ্ব অসার, গতিবিধায়ক স্নায়ুর পক্ষাঘাত, অর্দ্ধাঙ্গক্ষেপ, গ্রীবা দেশে যন্ত্রণা হইয়া পৃষ্ঠদেশে বিস্তারিত হয়। সমুদায় শরীরে বিদ্যুতের ন্যায় স্নায়ুশূল তীর বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। বাম বাহু অসার হয়।

নিদ্রা—নিদ্রা ভাল হয় না, যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে এইরূপ স্বপ্ন দেখে।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ১x, ৩x, ৬x, ৬।

স্ট্যাফালিয়াম, সিমিসিফিউগা, ষ্ট্যাফি সাইগ্রিয়া, মিজিরিয়াম।

জেরোফাইলাম (Xeraphyllum)

মানসিক লক্ষণ—স্মরণ শক্তিহীন, কোন বিষয়ে মনযোগ দিতে পারে না। কথার শেষ অক্ষর প্রথমেই লিখিয়া ফেলে। সামান্য কাথার বানান ভুল করিয়া ফেলে।

শিরঃপীড়া—মনে হয় মস্তক যেন পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে. কপালে চক্ষুর উপর যন্ত্রণা হয়। নাসিকার মূলদেশে অত্যন্ত চাপ বোধ হয়। জ্ঞান থাকে না।

দৃষ্টি—নিকটের কাজে দৃষ্টি এক স্থানে করিতে পারে না, যেন বালি প্রবেশ করিয়াছে এই প্রকার যন্ত্রণা হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—পাকস্থলী পূর্ণ এবং ভারী বোধ হয়। উদ্গার অম্লগন্ধযুক্ত, দুর্গন্ধ, আহারের এক ঘণ্টা পর প্রকাশ পায়। ২টার সময় বমন হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিন্য, মলশক্ত, গুট্‌লে গুট্‌লে শীঘ্র মলত্যাগ হয় না, নরম মল ত্যাগ করিলেও কোঁথাইতে হয়। প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হয়।

মূত্র—মূত্রের বেগ রাখিতে পারে না, হাটাহাটিকালীন ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নিঃসরণ হইতে থাকে। রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয়।

ইরাইথিমা—(Erythema) এবং চর্ম্মরোগে—ইরাইথিমা ফোস্কাযুক্ত এবং অত্যন্ত চুলকায়। হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা এবং জ্বালা হয়। চর্ম্ম খস্‌খসে এবং বিদারণযুক্ত, চর্ম্ম গো-চর্ম্মের ন্যায়। হাঁটুর চারি পার্শ্বে চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়।

ডাইলিউসন— ৬, ৩০, ২০০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এনাকার্ডিয়াম, গ্রাইণ্ডেলিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল জলের প্রলেপে, অপরাহ্নে এবং সন্ধ্যায়।

রোগের উপশম—উষ্ণজলের প্রলেপে, প্রাতে, আক্রান্তস্থান সঞ্চালনে।

এক্‌স্‌-রে (X-Ray)

ইহা দেখিতে পাওয়া যায় পুনঃ পুনঃ এক্‌স্‌রেতে কার্য্য করার দরূণ চর্ম্মের ক্ষত উদ্ভব হইয়া কর্কট রোগে পরিণত হয়। ভীষণ যন্ত্রণা হয়। লিঙ্গসক্রান্ত গ্রন্থি সমূহ বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। ডিম্বাশয় এবং অণ্ডকোষ অসাড় এবং

শুষ্ক হইয়া যায়। স্ত্রীলোক বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। রক্তে, লসিকা গ্রন্থিতে, অস্থি মজ্জার পরিবর্ত্তন ঘটায়। রক্তশূন্যতা এবং leukæmia উৎপন্ন করে। ক্ষত অগ্নি দগ্ধ ক্ষতের ন্যায় শীঘ্র শুষ্ক হয় না।

এক্স্-রে জীবনীশক্তি—মানসিক এবং শারীরিক উভয়কেই সতেজ করিয়া প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে। অবরুদ্ধ লক্ষণ বিশেষরূপে প্রমেহ এবং মিশ্রিত দোষ সমূহ প্রকাশ করিয়া দেয়।

শিরঃপীড়া—মস্তকের এবং মুখমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে যন্ত্রণা হয়। দক্ষিণ পার্শ্বের চুয়ালে যন্ত্রণা হয়। গ্রীবা আড়ষ্ট হয়, গ্রীবা বালিস হইতে উত্তোলন করিতে হইলে গ্রীবা দেশের পেশীতে যন্ত্রণা হয়। কর্ণ পূর্ণ হইয়া থাকে। মস্তক ভন্ ভন্ করে।

পুং জননেন্দ্রিয়—কুৎসিত স্বপ্ন দেখে। সঙ্গমক্রিয়ার ইচ্ছা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। অবরুদ্ধ প্রমেহ রোগকে পুনঃ প্রকাশ করিয়া দেয়।

বাত—সমুদায় শরীর ক্লান্ত বোধ করে। হস্তের চেটো খস্খসে এবং শল্কযুক্ত (scaly)।

ইকজিমা—শুষ্ক চুলকানিযুক্ত ইক্জিমা। চর্ম্মশুষ্ক এবং কোঁচকান। অঙ্গুলির নখ পুরু হয়। আঁচিলের ন্যায় মাংস বৃদ্ধি হয়।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০।

রোগের বৃদ্ধি—শয্যায়, অপরাহ্নে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে, এবং খোলা বাতাসে।

ইয়ার্ব্বা স্যাণ্টা (Yerba Santa)

ইহার আর একটি নাম ইরিও ডিক্সন (Eriodyction)। ইহার প্রধান কার্য্য হাঁপানি এবং ভূজনলীর রোগে (bronchial affaction)। ভূজনলীর থাইসিসে ইহার উত্তম কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এতদসহ নৈশ ঘর্ম্ম এবং শীর্ণতা বর্ত্তমান থাকে।

হাঁপানি—গলা সাঁই সাঁই করে। সর্দ্দি এবং শ্লেষ্মা নিঃসরণ বর্ত্তমান থাকে। দক্ষিণ ফুস্ফুসে বেদনা বোধ করে। হাঁপানির টান গয়ের উত্তোলনে উপশম হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—গ্রাইণ্ডেলিয়া, এরেলিয়া, ইপিকাক।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং ১x শক্তি।

যোহিমবিনাম (Yohimbinum)

ইহা একটি উৎকৃষ্ট কামোদ্দীপক ঔষধ। লিঙ্গের রক্তাধিক্য অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক মতে ইহা উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধ গ্রন্থিকে রক্তাধিক্য করিয়া দুগ্ধ নিঃসরণ ক্রিয়ার সাহায্য করে।

পুং জননেন্দ্রিয়—অত্যন্ত প্রবলরূপে লিঙ্গের উত্তেজনা উৎপন্ন হয় এবং লিঙ্গের উদ্রেক অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

নিদ্রা—সুনিদ্রা হয় না। জীবনের গত ঘটনা সমূহ সর্ব্বদা মনে তোলপাড় করে।

ডাইলিউসন—৬x।

জিঙ্ক এসেটিকাম (Zinc Aceticum)

রাত্রি জাগরণ এবং বিসর্প রোগের উপসর্গে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তিষ্ক বেদনাযুক্ত হয়।

জিঙ্ক ব্রোমেটাম (Zinc Bromatum)

দন্তোদগম, তাণ্ডব রোগ, মস্তিষ্কে জল সঞ্চারে ইহা প্রয়োগ হয়।

জিঙ্ক অক্সাইডেটাম
(Zinc Oxydatmm)

হস্তমৈথুন হেতু মস্তিষ্ক জলসঞ্চারে ইহা ব্যবহার হয়।

জিঙ্ক সাইএনেটাম (Zinc Cyanatum)

মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহে, কশেরুকা মজ্জা সংক্রান্ত মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহে, তাণ্ডব রোগ, হিষ্টিরিয়া, ইত্যাদি রোগে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

জিঙ্ক আর্স (Zinc Ars)

তাণ্ডব রোগ, রক্তশূন্যতা, সামান্য পরিশ্রমে অত্যন্ত অবসন্নতা এবং পদদ্বয়ের জড়তা লক্ষণে নির্ব্বাচিত হয়।

জিঙ্ক, কার্ব্ব (Zinc Carb)

প্রমেহ জনিত গলদেশের রোগ। কণ্ঠনালী স্ফীত এবং নীলক্ষৎ যুক্ত দাগ প্রকাশ পায়।

জিঙ্ক মিউরেটিকাম (Zinc Muriaticum)

শয্যা খোঁটা, আঘ্রান এবং জিহ্বায় স্বাদ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, চর্ম্ম ঈষৎ নীল সবুজবর্ণ হয়, গাত্রত্বক শীতল এবং ঘর্ম্মাক্ত।

জিঙ্ক ফস (Zinc Phos)

'মস্তিষ্ক এবং মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল যন্ত্রণা, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্যতা, স্নায়বীক, নিদ্রাহীনতা, কাম উত্তেজনা এবং শিরঃ ঘূর্ণন ইত্যাদি লক্ষণে জিঙ্ক ফসকে চিন্তা করা হয়।

জিঙ্ক পিক্রিকাম (Zinc Picricum)

মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্যতা, Brights disease হেতু শিরঃপীড়া, রেতঃস্খলন, স্মরণশক্তি এবং উৎসাহ হীনতা ইহাতে প্রকাশ থাকে এবং জিঙ্ক পিক্রিকায় উত্তম কার্য্য করে।

জিঙ্ক সাল্‌ফ (Zinc Sulph)

দানাদার যুক্ত অক্ষিপুটের প্রদাহে (granular eyelids), জিহ্বার পক্ষাঘাতে, হস্ত এবং পদের খিল ধরা যন্ত্রণায়, কম্পন এবং কনভালসন ইত্যাদি লক্ষণে জিঙ্ক সাল্‌ফ নির্ব্বাচিত হয়। এতদ্ব্যতীত পুনঃ পুনঃ চক্ষুর প্রদাহ হইয়া স্বচ্ছাবরকের অসচ্ছতায়ও ইহা উত্তম কার্য করে।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x, ৬, ৩০।

জিঙ্কাম ভেলেরিয়ানাম (Zincum Valerianum)

ইহা স্নায়ুশূল যন্ত্রণায়, হিষ্টিরিয়ায়, হৃৎপিণ্ডশূলে এবং এই প্রকার যন্ত্রণাপূর্ণ রোগে বিশেষরূপে ডিম্বাশয় রোগে প্রাধান্য দেওয়া হয়। মৃগী রোগ প্রকাশ

পায় অথচ কোন প্রকার পিপিলিকা সঞ্চরণবৎ সুড়সুড়ি বোধ থাকে না। মুখমণ্ডলের ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণায়, বিশেষভাবে কম্পন বাম পার্শ্বে অধিক হয়। এতদ্ব্যতীত ভীষণ হিক্কা বর্ত্তমান থাকে।

শিরঃপীড়া—মস্তকে ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণাযুক্ত শিরঃপীড়া হয়। যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া হয় (intermittent) এত ভীষণ যন্ত্রণা হয় যে যন্ত্রণায় রোগী উন্মাদবৎ হইয়া যায়, কর্ত্তন এবং ছিন্নবৎ যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় কিছুতেই নিদ্রা হয় না এবং যন্ত্রণার সহিত বিমর্ষ ভাব থাকে।

ডিম্বাশয় স্নায়ুশূল—ডিম্বাশয়ে ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা যে পার্শ্বে হয় সেই পার্শ্বের পদের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। এতদ্ব্যতীত গ্রীবা প্রদেশে এবং মেরুদণ্ডেও যন্ত্রণা হয়। স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, পদদ্বয় সর্ব্বদা নাড়াইতে থাকে।

ডাইলিউসন—১x, ২x চূর্ণ। স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় কিছু অধিক দিন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

জিন্‌জিবার (Zingiber)

ইহা আদা হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার কার্য্য পরিপাক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতায়, জননেন্দ্রিয়ে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টে ব্যবহার হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—ভুক্তদ্রব্যের স্বাদ বিশেষতঃ রুটীর অনেকক্ষণ থাকে। আহারের পর পাকস্থলী প্রস্তরের ন্যায় ভারি বোধ হয়। তরমুজ এবং অপরিষ্কার জল পান করিয়া রোগে এবং অম্বল হইলে জিন্‌জিরায় উত্তম কার্য্য করে (ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, রোবিনিয়া)

উদরাময়—অত্যন্ত তরল দাস্ত হয় এবং যন্ত্রণা থাকে। অপরিস্কার জল পান করিয়া উদরাময়। উদরাময়ের সহিত পেট ফাঁপা থাকে।

মূত্রে—মূত্রপিণ্ডের কার্য্য সম্পূর্ণ স্থগিত হইয়া যায়। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়। মূত্রদ্বারে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয় এবং জ্বালা করে। মূত্রমার্গ হইতে পীতবর্ণ স্রাব হয়। প্রস্রাব গাঢ় ঘন, ঘোলা, তীব্রগন্ধযুক্ত। টাইফয়েডের পর প্রস্রাব সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। প্রস্রাবের পর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করিতে থাকে।

পুং জননেন্দ্রিয়—লিঙ্গত্বক চুলকাইতে থাকে, কাম ইচ্ছা উত্তেজিত হয়, লিঙ্গোদ্রেক যন্ত্রণাযুক্ত। রেতঃস্খলন হয়।

হাঁপানি—উদ্বিগ্নতা থাকে না, প্রাতঃকালের দিকে বৃদ্ধি হয়।

কাশি—কাশি শুষ্ক, প্রাতঃকালের দিকে প্রচুর শ্লেস্মা নিঃসরণ হয়। কণ্ঠনালীর নিম্নে টাটানি যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্যালেডিয়াম।

বিষঘ্ন- নাক্স।

এপোসাইনম ডিকক্সন
(Apocyum Decoction)

ইহা এপোসাইনাম ক্যানাবিনামের ক্বাথ হইতে প্রস্তুত। এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম মূল অরিষ্ট যদিও শোথ রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত কিন্তু এপোসাইনাম ডিকক্সনকে তদপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ ঔষধ বলা হয় এবং শোথ রোগে ইহার বহু প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম অপেক্ষা ইহাকে অধিক উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। যেস্থলে নিশ্চেষ্ট রক্তাধিক্যতা এবং তদহেতু যকৃত বিবৃদ্ধি হইয়া উদরি উৎপন্ন হয় এবং হৃদপিণ্ড প্রসারণ (cardiac dilatation) ও মূত্র পিণ্ডের কার্য্যের ব্যতিক্রম বশতঃ মূত্রে এলবিউমেন প্রকাশ পায় অথচ প্রকৃতপক্ষে Bright's disease এর লক্ষণ দেখা দেয় না সেই স্থলে ইহা উত্তম কার্য্য করে (The dropsy in which the decoction of Apocynum will act beautifully is where passive congestion and enlargement of the liver are primary causes of the ascitis, leading to caraiac dilatation and kidney inaction—the urine containing small amounts of albumen but giving no true evidence of Brights disease). ইহা প্রয়োগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রচুর মূত্র নির্গত হইয়া রোগীর উদরী হ্রাস করিয়া দেয়।

প্রয়োগবিধি—অল্প জলের সহিত চা পান করিবার চামচার এক চামচা মিশ্রিত করিয়া প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর সেবন করাইবে।

এসক্লিপিয়াস সিরিএকা
(Asclipias Syriaca)

ইহার যাহা কিছু প্রয়োগ শোথ রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। যকৃত, মূত্র পিণ্ড কিংবা হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত শোথে ইহা অধিক ব্যবহার হয় এতদ্ব্যতীত বৃহৎসন্ধি স্থলের তরুণ বাত যন্ত্রণায়ও প্রয়োগ হয়।

শিরঃপীড়া—মনে হয় তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা কপালের উভয় পার্শ্ব বিদ্ধ হইতেছে। ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ হইয়া শিরঃপীড়া প্রকাশ পায় এবং প্রচুর প্রস্রাব হয়।

প্রয়োগবিধি—মূল অরিষ্ট।

এগেভে এমেরিকানা
(Agave Americana)

মুখের ঘায়ে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। দাঁতের মাড়ী ফোলে, এবং রক্ত নিঃসৃত হয়, পদদ্বয় ঘোর বেগুনেবর্ণ পীড়কায় ভরিয়া উঠে, যন্ত্রণা এবং শক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত এই ঔষধটি প্রমেহ রোগে যন্ত্রনাযুক্ত লিঙ্গোদ্রেকেও নির্ব্বাচিত হয়। ক্ষুধা ভাল থাকেনা এবং রোগী কোষ্ঠ কাঠিন্য। জলাতঙ্ক রোগেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা মূল অরিষ্ট প্রয়োগ হয়।

এগ্রাফিস নুটেন্স (Argaphis Nutans)

সমুদয় শরীর যেন শিথিল, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে সহজে শ্লেষ্মাস্রাব হয় এবং ঠাণ্ডা স্পর্শাধিক্য। শ্লেষ্মা প্রধান, নাসিকা বন্ধঃহইয়া যায়। তালুমূল বিবৃদ্ধি হয়। ঠাণ্ডায় কর্ণ এবং গলদেশের উপসর্গ বৃদ্ধি হয় এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে অনবরত শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে।

ডাইলিউসন—৩য় ক্রম

এম্ব্রোসিয়া (Ambrosia)

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের রোগে এবং হুপিং কাশিতে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাস নলী সমুদায় স্থান ব্যাপিয়া যেন বন্ধ হইয়া যায়।

সর্দ্দি—কাঁচা জলের ন্যায় স্রাব হয়, হাঁচি থাকে, নাসিকা হইতে রক্ত স্রাবও হয়। এতদসহ হাঁপানি লক্ষণও প্রকাশ পায়। সর্দ্দির সহিত চক্ষু হইতে জল নির্গত হইতে থাকে এবং চক্ষু জ্বালা করে।

উদরাময়—নানা প্রকার উদরাময় হয় বিশেষভাবে গ্রীষ্মকালে অধিক হয়। আমাশাও হয়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট এবং ৩য় শক্তি। নাসিকার রক্তস্রাবের সময় এবং পরে ১০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট জলে মিশ্রিত করিয়া সেবনীয়।

এম্‌পিলোপসিস (Ampelopsis)

মূত্র পিণ্ডের শোথে, অণ্ডকোষে জল সঞ্চারে (Hydrocele) এবং স্ক্রুফিউলাস রোগীদিগের পুরাতন স্বর ভঙ্গে ইহা প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—৬×।

একুইলেজিয়া (Aquilegia)

ইহা একটি হিষ্টিরিয়া ঔষধ। স্ত্রীলোকের রজো নিবৃত্তি কালে বিশেষ ভাবে প্রাতঃকালে সবুজ সবুজ বমন হয়। নিদ্রা হয় না সমুদায় শরীর স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যে কাঁপিতে থাকে। আলো এবং গোলমাল স্পর্শাধিক্য।

ঋতুস্রাব—মাসিক ঋতু স্বল্প। কোমরের দক্ষিণ প্রদেশে যন্ত্রনা এবং চাপ বোধ হয়।

ডাইলিউসন—১×

বোলডো (Boldo)

ইহার একমাত্র ব্যবহার মূত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা এবং পিত্ত শিলায় (biliary calculas) দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ম্যালেরিয়ার পর যকৃতের কার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন না হইলে ইহা প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায় এবং এতদ উপসর্গে ইহাকে অনেকে উচ্চস্থান প্রদান করেন। ইহা মূল অরিষ্ট ব্যবহার হয়।

বুচু (Buchu)

ইহা এবং ব্যারোসমা (Barosma) এক ঔষধ।

ক্যাটালপা (Catalpa)

ইহার ব্যবহার একমাত্র শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়—এবং কেহ কেহ cardiac asthmaতে ইহাকে উচ্চস্থান দেন। ইহা মূল অরিষ্ট অধিক প্রয়োগ হয়।

ক্যাঞ্চালেগুয়া (Canchalagua)

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ভীষণ প্রকৃতির ইন্টারমিটেন্ট জ্বরে এবং ইনফ্লুয়েঞ্জায় ইহা প্রয়োগ হয়। সমুদায় শরীরে বেদনা হয়। মস্তক রক্তাধিক্য হয়, চক্ষু জ্বালা করে, কান ভোঁ ভোঁ করে।

রোগী অত্যন্ত শীত বোধ করে, রাত্রিতে শয্যায় অধিক বৃদ্ধি হয়, সমুদয় গাত্রে টাটানি যন্ত্রনা হয়, বমন এবং বমনোদ্বেগ থাকে। গাত্র ত্বক শীতে কোঁচকাইয়া যায়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট।

চ্যাপারো এমারগোসা
(Chaparo Amargosa)

পুরাতন উদরাময়ে ইহা অধিক ব্যবহার হয়। যকৃত প্রদেশ স্পর্শাধিক্য। মলত্যাগে যন্ত্রনা হয়, প্রচুর শ্লেষ্মা থাকে। ইহা বলকারক (tonic) ঔষধরূপে কার্য্য করে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং ৩য় শক্তি।

ক্যাষ্টেনিয়া (Castanea)

হুপিং কাশির প্রথম অবস্থায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, কাশি শুষ্ক এবং ভীষণ আক্ষেপযুক্ত। রোগী উষ্ণ পানীয় পান করিতে ইচ্ছা করে। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত অথচ ক্ষুধা অধিক থাকে না।

কটিবাত—রোগী কোমরের বেদনায় কষ্ট পায়, সোজা হইতে পারে না।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট।

কোটিলডন (Cotyldon)

হৃৎপিণ্ডে ইহার অধিক কার্য্য প্রকাশ পায়। বক্ষঃস্থল হইতে ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণা স্ক্যাপুলায় ফুটিয়া বাহির হয় (well marked pain through the breast to scapula)

হৃৎপিণ্ডের রোগ—বাম বক্ষঃস্থলের বোঁটার নিম্নে যন্ত্রনা প্রকাশ পায় এবং যন্ত্রনা দক্ষিন বক্ষঃস্থলেও বিস্তারিত হয়। বাম বক্ষঃস্থলে যন্ত্রনা

আরম্ভ হইয়া স্ক্যাপুলার নিম্নে ফুটিয়া বাহির হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস চাপ চাপ বোধ হয়।

সমুদায় সন্ধিস্থলে যন্ত্রনা হয়, গাত্রত্বক স্পর্শাধিক্য এমনকি পায় জামার ঘর্ষণে যন্ত্রণা বোধ করে। পদদ্বয় এবং হস্ত ভারী এবং বেদনাযুক্ত বোধ হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট। ৬, ৩০।

ইপিফেগাস (Epiphegus)

ইহা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের শিরঃপীড়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ব্যতীত যন্ত্রণাযুক্ত ঋতুস্রাব এবং রক্তাধিক্যসহ জরায়ুর অল্প বিবৃদ্ধিতেও (sub involution) ব্যবহার হয়। মস্তকে ভীষণ যন্ত্রণা হয় বিশেষভাবে বাম পার্শ্বে অধিক হয়। চটচটে লালা স্রাব থাকে সর্ব্বদা থুথু ফেলিবার ইচ্ছা, শিরঃপীড়া মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। শিরঃপীড়ার পূর্ব্বে ক্ষুধা বোধ করে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

ফ্র্যাগেরিয়া (Fragaria)

ইহা পরিপাক ক্রিয়া এবং মধ্যান্ত্রত্বচ গ্রন্থিতে (mesenteric gland) অধিক কার্য্যকরে। এতদ্ব্যতীত আমবাত এবং দুগ্ধ লোপেও ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। দুগ্ধ লোপে ইহা গ্যালেগার সমকক্ষ ঔষধ (increases the quantity and quality of the milk in nursing women, also the appetite) মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম ব্যবহার হয়।

গুয়েরিয়া (Guarea)

চক্ষুর রোগেই ইহার প্রধান প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুর অর্জ্জুন রোগ (chemosis) (ইহা একপ্রকার চক্ষু প্রদাহ ইহাতে কণীনিকার চারিদিকে অঙ্গুরীয়াকার উন্নত পরদা জন্মে) এবং অমুপক্ষ (paterygium ইহাতে চক্ষুর ভিতরের দিকের কোনে মাংস জন্মে) ইহাতে আরোগ্য হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। দ্রব্যসমুহ কটা বর্ণ এবং উল্টা দেখায়। মূল অরিষ্ট প্রয়োগ হয়।

গ্রাইণ্ডেলিয়া স্কোয়ারোসা (Grindelia Squarrosa)

গ্রাইণ্ডেলিয়া রোবাষ্টা এবং গ্রাইণ্ডেলিয়া স্কোয়ারোসার কার্য্যের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইহাদের আময়িক কার্য্য (therapeutic action) একই প্রকার। কেহ কেহ প্লীহার লক্ষণে শেষোক্ত ঔষধটিকে প্রাধান্য দেন। গ্রাইণ্ডেলিয়া রোবাষ্টা দেখ।

গুয়াকো (Guaco)

স্নায়ুমণ্ডলী এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে ইহা অধিক কার্য্য করে। কাঁকড়া বিছা এবং সর্পের বিষের বিষঘ্নরূপে ইহা ব্যবহার হয়। এতদ্ব্যতীত ইহা কর্কট রোগে, কর্ণ বধিরতায় জিহ্বার পক্ষাঘাতেও প্রয়োগ হয়।

পক্ষাঘাত—অন্ন এবং কণ্ঠনালী সঙ্কুচিত মনে হয় গলধঃকরণে কষ্ট বোধ করে, জিহ্বা ভারী বোধ হয় নাড়াইতে পারে না। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত হয়, পদদ্বয় ভারি বোধ হয়।

শ্বেতপ্রদর—প্রচুর শ্বেতপ্রদর স্রাব হয়, স্রাব ক্ষতকারক, দুর্গন্ধ, দুর্ব্বলকারক। রাত্রিতে আগুনের ন্যায় জ্বালা বোধ করে এবং টাটায়।

মেরুদণ্ড প্রদাহ—মেরুদণ্ডে যন্ত্রণা হয়, রোগী নত হইতে পারে না।

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে।

ডাইলিউসন—৩, ৬, ৩০।

গ্লোণ্ড্রিনা (Glondrina)

ইহা সর্পের বিষের একটি বিষঘ্ন ঔষধ। এই প্রকার লিখিত আছে যে ইহা ব্যবহারে সর্প বিষ হইতে শরীরকে immune করে অর্থাৎ ইহা সর্প বিষের প্রতিষেধক।

লিনারিয়া (Linaria)

লিনারিয়া ফুস্ফুস্ পাকাশয়িক প্রদেশের রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। উদ্গার, বমনেচ্ছা, লালাস্রাব, পাকস্থলীতে চাপ বোধ ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। পাকাশয়ের উপসর্গ এবং তন্দ্রাভাব ইহার বিশেষ লক্ষণ। মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণে রোগ বৃদ্ধি হয়।

ডাইলিউসন——৩, ৬।

মাইরিস্টিকা সেবিফেরা (Myristica Sebifera)

ইহা একটী বৃহৎ পচন নিবারক ঔষধ। চর্ম্ম টিস্যু এবং অস্থি আবরকের প্রদাহ হয়।

Panaritiumএ ইহাকে অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়। আঙ্গুলের নখে যন্ত্রণা হইয়া

অঙ্গুলিসমূহ প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া উঠে। হস্তদ্বয় আড়ষ্ট বোধ করে, মনে হয় কোন জিনিষ যেন অনেকক্ষণ নিংড়ান হইয়াছে। মুখের স্বাদ তাঁবার ন্যায় এবং গলদেশ জ্বালা করে। জিহ্বা সাদা এবং ফাটা ফাটা। অগ্নিবৎ প্রদাহ হয় এবং শীঘ্র পুঁজের সঞ্চার করে। ভগন্দর, কর্ণের অভ্যন্তর প্রদেশের প্রদাহ পূজোৎপাদন ইত্যাদিতেও প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—নিম্ন ক্রম।

নেগুনডিয়াম এমেরিকানাম (Negundium Amaricanum)

অর্শ রোগের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মলদ্বার রক্তাধিক্য হয় এবং অর্শরোগে ভীষণ যন্ত্রণা থাকে। প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ১০ ফোটা মূল-অরিষ্ট সেবণীয়।

ওষ্ট্রিয়া ভারজিনিকা (Ostriya Virginica)

ম্যালেরিয়া জনিত রক্তশূন্যতার ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পৈত্তিক এবং ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরও হয়। জিহ্বা পীত বর্ণ, গোড়ার দিকটা অপরিষ্কার। ক্ষুধা থাকে না। পুনঃ পুনঃ বমনোদ্বেগ হয়, মস্তকের সম্মুখে বেদনা হয়।

ডাইলিউসন—১×, ৩×, ৬×।

পাইনাস ল্যাম্বারটিনা (Pinus Lambertina)

ইহা একটি উত্তম বিরেচক ঔষধ বলিয়া পরিচিত। এতদ্ব্যতীত ইহা বিলম্ব এবং যন্ত্রণাযুক্ত ঋতুস্রাবেও ব্যবহার হয়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট।

প্রোপিলামিন-ট্রাইমিথিলামিনাম
Propylamin-Trimethylaminum

তরুণবাতে অতি সত্বর জ্বর এবং যন্ত্রণা দূরীভূত করে। বাত রোগেই ইহা অধিক কার্য্য করে। বাতজনিত মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল যন্ত্রণা এবং স্থান বিকল্পে বিশেষতঃ হৃদপিণ্ডের রোগ হইলে ইহা উত্তম কার্য্য করে (Rheumatic matastasis espcially heart lesions) হস্তের কব্জিতে এবং পদদ্বয়ের সন্ধিস্থলের যন্ত্রণায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। সামান্য সঞ্চালনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং জলতৃষ্ণা থাকে। হস্তের অঙ্গুলি চিন্ চিন্ করে এবং অসাড় বোধ হয়। হস্তের এবং পদদ্বয়ের সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা হয়, রোগী দাঁড়াইতে পারে না।

মাত্রা—১০ হইতে ১৫ ফোঁটা ৬ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক ২ ঘণ্টা অন্তর এক এক চামচা সেবনীয়।

কোয়েরকাস গ্ল্যাণ্ডিয়াম স্পিরিট
(Quercus Glandium Spirit)

পুরাতন প্লীহার রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্লীহাতে জলের সঞ্চার হইলে (Spleen dropsy) ইহাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পেট ফাঁপা সহ যকৃত রোগেও ইহা ব্যবহার হয়। এতদ্ব্যতীত ইহা কিছু দিন নিয়মিত ব্যবহারে মদ্য পান করার আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করে।

মাত্রা—চা পান করিবার চামুচের এক চামুচ পরিশ্রুত জলে ১০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট দিনে ৩।৪ বার সেবনীয়। ইহা ব্যবহার কালীন উদরাময় প্রকাশ পাইতেও পারে তাহার জন্য ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

ষ্টারকিউলিয়া (Sterculia)

ইহা দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ডে টনিকরূপে ব্যবহার হয়। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া এবং হৃৎপিণ্ডের কার্য্য সামঞ্জস্যরূপে পরিচালনা করে।

মদ্যপানের আকাঙ্খা নষ্ট করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং পরিপাক ক্রিয়ার কার্য্য সাহায্য করে। খাদ্য দ্রব্য অনেকক্ষণ আহার না করিয়াও পরিশ্রম করিতে পারে, ক্লান্তি বোধ করে না।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কোকা।

মাত্রা—প্রত্যহ তিনবার ৩ হইতে ১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত সেবনীয়।

সিলফিয়াম (Silphium)

ইহা নানা প্রকার হাঁপানি এবং পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিসে ব্যবহার হয়। এতদ্ব্যতীত মূত্রাশয়ের শ্লেষ্মায়, শ্লেষ্মাযুক্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয় ইত্যাদিতেও ব্যবহার হয়। প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে, শ্লেষ্মা রজ্জুবৎ লম্বা, ফেনা ফেনা; শ্লেষ্মা ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এরেলিয়া, কোপেইবা, টেরিবিন্থ কিউবেব, স্যাম্বুকাস।

সিলফিয়ন সাইরেনাইকাম (Silphion Cyrenaicum)—থাইসিসে এবং তদসহিত ভীষণ কাশিতে ইহা প্রয়োগ হয়। প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম হয়, রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আসে।

পোলিগোনাম (Polygonum)—ইহার মূল অরিষ্ট অধিক মাত্রায় সেবন করিলে থাইসিসে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ডাইলিউসন—৩x. ৬x।

থাইমাস সারপাইল্লাম (Thymus Serpyllum)

শিশুদিগের শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের রোগে বিশেষতঃ হুপিং কাশিতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়, কাশিতে ভীষণ আক্ষেপ হয় কিন্তু শ্লেষ্মা অতি সামান্য উঠে। মস্তকে ভার বোধ সহ কর্ণে গুণ গুণ শব্দ হয়। গলদেশ. জ্বালা এবং ব্যথা করে, শুধু গলাধঃকরণে গলদেশে কষ্ট বৃদ্ধি হয়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট।

ট্যানেসিটাম ভালগারি
(Tanacetum Vulgare)

ইহাতে অস্বাভাবিকরূপ দুর্ব্বলতা থাকে। রোগী সর্ব্বদা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বোধ করে। মনে হয় যেন আধ মরা হইয়া রহিয়াছে ("Half dead, half alive feeling" all over)। ইহা তাণ্ডব রোগে এবং কৃমি বশতঃ প্রত্যাবৃত্ত লক্ষণেও ব্যবহার হয়।

শিরঃপীড়া—সামান্য পরিশ্রমেই শিরঃপীড়া হয়।

কর্ণ—কর্ণে গুণ গুণ ভন্ ভন্ শব্দ হয়। শব্দ অস্বাভাবিক বোধ হয়। হঠাৎ কান বন্ধ হইয়া যায়।

উদরাময়—আহারের অব্যবহিত পরই মলত্যাগের ইচ্ছা হয়। পেটে যন্ত্রণা হয় কিন্তু যন্ত্রণা মলত্যাগের পর উপশম হয়। আমাশাও হয়।

রজঃ কৃচ্ছ্রতা—রজঃকৃচ্ছ্রতা সহ আকর্ষণবৎ যন্ত্রণা হয়।

শ্বাসপ্রশ্বাস—শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত, কষ্টজনক, নাসিকাধ্বনিযুক্ত। ফেনা ফেনা গয়ের শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার বিঘ্ন উৎপাদন করে।

সমগুন ঔষধ সমূহ—সিমিসিফিউগা, সিনা, নাক্স।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট, ৩×, ৬×।

টিউক্রিয়াম স্ক্রোডোনিয়া
(Teucrium Scrdonia)

থাইসিস রোগে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাই, গয়ের পুঁজযুক্ত হয়। ইহা বিশেষতঃ অল্প বয়স্ক শীর্ণ কৃষ যুবকদিগের ফুস্ ফুস্, অস্থি, গ্রন্থি, জননেন্দ্রিয় ইত্যাদি স্থানের টিউবারকিউলোসিস রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এতদ্ব্যতীত শোথ, একশিরা এবং টিউবারকিউলাস উপকোষ প্রদাহেও (Tuber culous Epididymites) উত্তম কার্য্য করে।

মাত্রা—৩×।

ভাইবুরনাম প্রুনিফোলিয়াম
(Viburnum Prunifolium)

পুনঃ পুনঃ গর্ভপাতের এবং ভ্যাঁদাল ব্যথার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ্ব্যতীত ইহা জিহ্বার কর্কট রোগ, হিক্কা ইত্যাদিতে প্রয়োগ হয়। ইহাকে অনেকে জরায়ুর টনিক রূপেও ব্যবহার করে।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

ভিসিকেরিয়া কমিউনিস
(Vesicaria Communis)

মূত্রপিণ্ড এবং মূত্রযন্ত্রের রোগের একটি উত্তম ঔষধ। মূত্রমার্গে এবং মূত্রাশয়ে জ্বালা এবং টাটানি যন্ত্রণা হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়। সকল সময় সহজে প্রস্রাব হয় না, মূত্র কৃচ্ছ্রতাও প্রকাশ থাকে। এতদ্ব্যতীত মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহ, শ্লেষ্মাযুক্ত প্রস্রাব, যন্ত্রণা ইত্যাদিও বর্ত্তমান থাকে।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ২০ ফোঁটা।

এরাণ্ডো ডোনাক্স (Arundo Donax)

ইহা নিঃসরণ প্রণালী এবং জননেন্দ্রিয়ে অধিকরূপ নির্ব্বাচিত হয়, বিশেষতঃ লম্বা অস্থির পুরাতন নালীক্ষতে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম।

ব্ল্যাক গানপাউডার
(Black Gunpowders)

ইহার কার্য্য অনেকটা সাইলিসিয়ার সমতুল্য—ফোঁড়া, পৃষ্ঠব্রণ (carbuncles) ইত্যাদিতে এবং যেস্থলে খাদ্য দ্রব্যের কিংবা জলের দোষ হেতু ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং শীঘ্র আরোগ্য হইতে চাহে না সেইরূপ স্থলেও হইবে। ইহাকে চিন্তা করিবে।

ডাইলিউসন—৩x।

ফাইটোলেক্কা ডেকেণ্ড্রা ফোলিয়া
(Phytolacca Decandra Folia)

ইহা কর্কট রোগে বিশেষরূপে Epithelioma অর্থাৎ ওষ্ঠের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং অন্যান্য স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কর্কট রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং এতদ্বিষয়ের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার গুডম্যান ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় প্রকারেই প্রয়োগ হয়, মূল অরিষ্ট অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়াও ব্যবহার হয়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট।

ইউজেনিয়া জাম্বোস (Eugenia Jambos)

ইহাতে মাদক দ্রব্যের ন্যায় বিহ্বলতা প্রকাশ পায়। সমুদায় দ্রব্য সুন্দর এবং বৃহদাকার দেখায়। এতদ্ব্যতীত ব্রণেতেও প্রয়োগ হয়। ব্রণের যন্ত্রণা অনেকটা দূর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়ার সহিত চক্ষু হইতে উষ্ণজল নিঃসরণ হয়।

খিলধরা যন্ত্রণা (Cramp)—পদদ্বয়ের তলায় রাত্রিতে খিলধরা যন্ত্রণা হয়। পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির চর্ম্ম ফাটিয়া যায়। অঙ্গুলি হইতে চর্ম্ম সরিয়া গিয়া যন্ত্রণা হয় এবং পুঁজ প্রকাশ পায়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

ক্যাসকেরা এমারগা (Cascara Amarga)

ইহার প্রধান প্রয়োগই হইতেছে উপদংশ দোষযুক্ত ধাতুগত পীড়ায় (constilutional syphilis), এতদ্ব্যতীত ইহা ছোট বড় সমুদায় ফোঁড়ায় ও ব্যবহার হয়। ইহা ধাতু পরিবর্ত্তক (alterative) এবং মূত্রকারক।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট এক চাম্‌চা হইতে দেড় চাম্‌চা সেবনীয়।

পাইনাস প্যালাসট্রিস (Pinus Palustris)

পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিস এবং ল্যারিঞ্জাটিসের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্ব্বদা কাশি লাগিয়া থাকে, এক এক সময় কাশি আক্ষেপাযুক্তও হয়। কাশি কালীন রোগী ঘর্ম্মে ভিজিয়া যায়। শ্লেষ্মা গলদেশে আটকাইয়া থাকে কিছুতেই ছাড়াইতে পারে না, রোগীকে অনেক কাশিতে হয়। কাশি রাত্রিতে, কথা বলিতে, হাসিতে বৃদ্ধি হয়। শয়নে কাশি ভীষণ বৃদ্ধি, রোগীর পক্ষে শয়ন অসম্ভব, সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিতে হয়। গয়ের অধিক উঠে না।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং ৩x, ৬x।

পাল্‌মো ভালপিস (Pulmo Vulpis)

ইহা হাঁপানির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্ব্বদা শ্বাস-প্রশ্বাসে টান থাকে, সামান্য নড়াচড়ায় হাঁপানির আক্ষেপ উপস্থিত হয়। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মায় খুব জোর ঘন্ ঘন্ শব্দ হইতে থাকে (Sonorous rales)।

ডাইলিউসন—১x চূর্ণ।

জিজিয়া

(থ্যাসপিয়াম অরিয়াম দেখ। জিজিয়া এবং থ্যাসপিয়াম অরিয়াম এক)
